বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত
শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস, মনুষ্যতত্ত্ব এবং
আর্য্য ও অনার্য্য জাতীয় বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ
ব্যক্তিগণের বিবরণ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়,
জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী,
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক, ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা,
শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রামক বৃহদভিধান

অষ্টাদশ ভাগ

বস্ত্রক—বিবাহ

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগ্‌বাজার, বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগ্‌বাজার, বিশ্বকোষ প্রেসে
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৪

বিশ্বকোষ

অষ্টাদশ ভাগ

বস্ত্রক (ক্লী) বস্ত্র, পরিধেয়।

বস্ত্রকুট্টিম (ক্লী) বস্ত্রনির্ম্মিতং কুট্টিমমিব। ১ ছত্র, ছাতা। বস্ত্রস্য কুট্টিমং ক্ষুদ্রগৃহং। ২ বস্ত্রনির্ম্মিত গৃহ, কাপড়ের ঘর।

বস্ত্রকুল, শিলালিপি বর্ণিত রাজভেদ।

বস্ত্রগৃহ (ক্লী) বস্ত্রনির্ম্মিতং গৃহং। বস্ত্রনির্ম্মিত শালা। চলিত তাঁবু। পর্য্যায়—পটবাস, পটময়, দূষ্য, স্থল। (ত্রিকা॰)

বস্ত্রগ্রন্থি (পুং) বস্ত্রস্য গ্রন্থিঃ। পরিধান-বস্ত্রের গ্রন্থন। পর্য্যায়—উচ্চয়, নীবী। (ত্রিকা°) চলিত কথায় স্ত্রীলোকেরা গো-গেরো বলে।

বস্ত্রঘর্ঘরী (স্ত্রী) বস্ত্রনির্ম্মিতা ঘর্ঘরীব। বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

বস্ত্রচ্ছন্ন (ত্রি) পরিধৃত বাস, বস্ত্রাবৃত।

বস্ত্রদ (ত্রি) বস্ত্রদানকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। বস্ত্রদা। (ঋক্ ৫।৪২।৮)

বস্ত্রদানকথা (ক্লী) বাসদান, ইহা বিশেষ পুণ্যজনক। সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণকালে অন্ন ও বস্ত্রদান করিলে বৈকুণ্ঠে স্থানলাভ হয়।

বস্ত্রনির্ণেজক (পুং) বস্ত্রধৌতকারী। রজক।

বস্ত্রপ (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত ২।৫১।১৫)

বস্ত্রপঞ্জুল (পুং) কোলকন্দ। (রাজনি॰)

বস্ত্রপরিধান (ক্লী) ১ বেশসজ্জা। ২ কাপড় পরা।

বস্ত্রপুত্রিকা (স্ত্রী) বস্ত্রনির্ম্মিতা পুত্রিকা পুত্তলিকা। বস্ত্রনির্ম্মিত পুত্তলিকা। (শব্দমালা)

বস্ত্রপূত (ত্রি) কাপড়ে ছাঁকা (জল)। বস্ত্রদ্বারা পবিষ্কৃত।

বস্ত্রপেশী (স্ত্রী) বস্ত্রদ্বারা পেশিত।

বস্ত্রবন্ধ (পুং) বস্ত্রগ্রন্থি। স্ত্রীলোকের কটিদেশে যেরূপ গ্রন্থি বাঁধিয়া বস্ত্র পরিধান করে। নীবী।

বস্ত্রভূষণ (পুং) ১ পটবাস। ২ রক্তাঞ্জন। (বৈদ্যকনি॰) ৩ সাকুরুণ্ড বৃক্ষ। (রাজনি॰)

বস্ত্রভূষণা (স্ত্রী) বস্ত্রস্য ভূষণং রাগো যস্যাঃ। মঞ্জিষ্ঠা। (রাজনি॰)

বস্ত্রমথি (ত্রি) তস্কর। বলপূর্ব্বক বস্ত্র-অপহর্ত্তা। (ঋক্ ৪।৩৮।৫) সায়ণাচার্য্য বস্ত্রমথিন্ পদ সাধিয়াছেন।

বস্ত্রযুগল (ক্লী) পরিচ্ছদদ্বয়।

বস্ত্রযুগিন্ (ত্রি) যুগলবস্ত্রশালী।

বস্ত্রযুগ্ম (ক্লী) বস্ত্রস্য যুগ্মং। বস্ত্রদ্বয়, জোড়া কাপড়।

বস্ত্রযোনি (স্ত্রী) বস্ত্রস্য যোনিরুৎপত্তি কারণং। বসনোৎপত্তি-কারণ, সূত্রাদি, যাহাতে বস্ত্রোৎপত্তি হয়।

'ত্বক্‌ফলকৃমিরোমাণি বস্ত্রযোনির্দ্দশ ত্রিষু।' (অমর)

বস্ত্ররঙ্গা (স্ত্রী) কৈবর্ত্তিকা। (রাজনি॰)

বস্ত্ররঞ্জক (পুং) কুসুম্ভ বৃক্ষ। (রাজনি॰)

বস্ত্ররঞ্জন (পুং) রঞ্জয়তীতি রঞ্জ-ণিচ্-ল্যু। বস্ত্রাণাং রঞ্জনঃ। কুসুম্ভ বৃক্ষ।

'স্যাৎকুসুম্ভং বহ্নিশিখং বস্ত্ররঞ্জনমিত্যপি।' ভাবপ্র॰)

বস্ত্ররঞ্জিনী (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠা। (বৈদ্যকনি॰)

বস্ত্ররাগধ্বৃৎ (পুং) নীলকাশীষ, নীলহীরাকস। (বৈদ্যকনি॰)

বস্ত্রবৎ (ত্রি) বস্ত্র অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। বস্ত্রবিশিষ্ট।

বস্ত্রবিলাস (পুং) বস্ত্রেণ বিলাসঃ। বস্ত্রের দ্বারা বিলাস, উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ।

বস্ত্রবেশ (পুং) বস্ত্রগৃহ। তাঁবু।

বস্ত্রবেশ্মন্ (ক্লী) বস্ত্রস্য বেশ্ম। বস্ত্রের গৃহ।

বস্ত্রবেষ্টিত (ত্রি) বস্ত্রেণ বেষ্টিতঃ। বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত। উত্তম-রূপে বস্ত্র পরিবৃত।

বস্ত্রাগার (পুং) ১ বস্ত্রগৃহ, তাঁবু। ২ কাপড়ের দোকান।

বস্ত্রাঞ্চল (ক্লী) বস্ত্রের একদেশ বা অগ্রভাগ।

বস্ত্রান্ত (পুং) বস্ত্রের চারি কোণাংশ।
বস্ত্রান্তর (ক্লী) অন্তৎ বস্ত্রং। অপর বস্ত্র।
বস্ত্রাপথক্ষেত্র (ক্লী) একটী প্রাচীন ও পবিত্র তীর্থস্থান। মহাভারতে এই স্থান "বস্ত্রপ" বলিয়া উক্ত। বর্ত্তমান নাম গির্ণার। এখানে ভব ও ভবানী মূর্ত্তি বিরাজিত। (বৃ০ নীল ২৪) স্কান্দে নাগর ও প্রভাসখণ্ডে এই ক্ষেত্রমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। [উজ্জয়ন্ত দেখ]
বস্ত্রাপহারক, বস্ত্রাপহারিন্ (পুং) কাপড়চোর।
বস্ত্রার্দ্ধ (ক্লী) বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ।
বস্ত্রার্দ্ধ-প্রাবৃত (ত্রি) অর্দ্ধ বস্ত্রাচ্ছাদিত। বস্ত্রার্দ্ধসম্বীত এবং বস্ত্রার্দ্ধসম্বৃত শব্দও ঐরূপ অর্থপ্রকাশক।
বস্ত্রাবকর্ত্ত (পুং) বস্ত্রখণ্ড। কাপড়ের টুকরা।
বস্ত্রিন্ (ত্রি) ১ বস্ত্রযুক্ত, যে কাপড় পরিয়া আছে। ২ উজ্জ্বল।
বস্ত্রোৎকর্ষণ (ক্লী) বস্ত্রত্যাগ। চলিত কথায় 'কাপড় ছাড়া' বলে।
বস্ন (ক্লী) বস নিবাসে আচ্ছাদনে বা (ধাপৃবস্যজ্যতিভ্যো নঃ। উণ্ ৩।৬) ইতি করণাদৌ যথাযথং ন। ১ বেতন। ২ মূল্য। (ঋক্ ৪।২৪।৯) ৩ বসন। ৪ দ্রব্য। (বিশ্ব) ৫ ধন। ৬ প্রভৃতি। (হেম) বস্তে আচ্ছাদয়তি শরীরমিতি কর্ত্তরি ন। ৭ ত্বক্ ও বল্কল। (অমরটীকায় রামাশ্রম) (পুং) ৮ মূল্য। (অমর)
বস্নন (ক্লী) কটীভূষণ। (শব্দরত্না০)
বস্নসা (স্ত্রী) বস্নং চর্ম্ম সীব্যতি বস্ন-সিব-ড; স্ত্রিয়াং টাপ্। স্নায়ু। (অমর)
বস্নিক (ত্রি) বস্নেন জীবতি (বস্নক্রয়বিক্রয়াট্ঠন্। পা ৪।৪।১৩) বস্ন-ঠন্। বস্নদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী, যে বেতনদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বস্নং হরতি, বহতি আবহতি (বস্নদ্রব্যাভ্যাং ঠন্কনৌ। পা ৫।১।৫১) বস্ন-ঠন্। বস্নহরণকারী ও বস্নবহনকারী।
বস্ন্য (ত্রি) বস্নং মূল্যং তদর্হতি যৎ। মূল্যার্হ। "জরতো বস্ন্যস্য নাহং বিদামি" (ঋক্১০।৩৪।৩) 'বস্ন্যস্য বস্নং মূল্যং তদর্হস্য' (সায়ণ)
বস্মন্ (ক্লী) ১ রাত্রিচরদিগের নিবাসভূতা রাত্রি।
"অসিতং দেববস্ম" (ঋক্ ৪।১৩।৪)
'বস্ম নক্তং চরাণাং নিবাসভূতাং রাত্রিং'। (সায়ণ) ২ বস্ত্র।
বস্য (ত্রি) ১ ধনবান্। ২ সৌন্দর্য্যশালী। ৩ মূল্যবান্। ৪ যশঃশালী।
বস্যইষ্টি (স্ত্রী) জীবনপ্রাপ্তি। "পতন্তি বস্যইষ্টয়ে" (ঋক্১।২৫।৪)
'বস্যইষ্টয়ে বসীয়সো অতিশয়েন বসুমতো জীবনস্য প্রাপ্তয়ে'(সায়ণ)
বস্যোভূয় (ক্লী) বহুধন। (অথর্ব্ব ১৬।৯।৪)
বস্রি (অব্য) ক্ষিপ্রভাবে। (সায়ণ)
বস্বনন্ত (পুং) উপগুপ্তের পুত্র মিথিলার রাজভেদ। (ভাগ° ৯।১৩।২৫)
বস্বী (স্ত্রী) অতি সুন্দর। প্রশংসাযোগ্য। সায়ণাচার্য্য বাসয়িতা, প্রশস্তা ও প্রশস্তা অর্থ করিয়াছেন।

বস্বৌকসারা (স্ত্রী) বস্বৌকেষু রত্নাকরেষু সারা। ইন্দ্রপুরী।
"বস্বৌকসারামভিভূয় সাহং
সৌরাজ্যবদ্ধোৎসবয়া বিভূত্যা।" (রঘু ১৬।১০)
২ ইন্দ্রনদী। (ভারত ৩।১৮৮।১০১) ৩ গঙ্গা। ৪ কুবেরপুরী। (ভারত ৭।৬৫।১৫) ৫ কুবেরনদী। (হেম)
বস্‌সবাড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সৌরাষ্ট্র প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এক্ষণে ৮টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়াছে। রাজস্ব ২০ হাজার টাকা, তন্মধ্যে ৭৬৬৲ টাকা ইংরাজরাজকে কর দিতে হয়। এই সম্পত্তির অন্তর্গত ৪ খানি গ্রাম প্রধান। ভূপরিমাণ ৬৮ বর্গমাইল।
বহ, প্রাপণ। ভ্বাদি° উভয়° দ্বিক° অনিট্। লট্ বহতি। লিট্ উবাহ, উহতুঃ উবোঢ়, উবহিথ। উহে। লুট্ বোঢ়া। লৃট বক্ষ্যতি-তে। আশীর্লিঙ্ উহ্যাৎ, বক্ষীষ্ট। লুঙ্ অবাক্ষীৎ, অবোঢাং অবাক্ষুঃ, অবোঢ়, অবক্ষাতাং অবক্ষত। সন্ বিবক্ষতি-তে। যঙ্ বাবহ্যতে। যঙ্ লুক্ বাবোঢ়ি। ণিচ্ বাহয়তি। লুঙ্ অবীবহৎ। অতি-বহ=অতিবাহন। অপ-বহ=অপসারণ। উদ্-বহ=উদ্বাহ। বি-বহ=বিবাহ। নির্-বহ=নির্ব্বাহ।
বহ, ত্বিষ্, কান্তি। চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ বংহয়তি। লুঙ্ অববংহৎ।
বহ (পুং) বহতি যুগমনেনেতি বহ (গোচরসঞ্চরেতি। পা ৩।৩।১১৯) ইতি অপ্রত্যয়েন সাধু। বৃষস্কন্ধ প্রদেশ। (অমর)
"যস্য বাহূ সমৌ দীর্ঘৌ জ্যাঘাতকঠিনত্বচৌ।
দক্ষিণে চৈব সব্যে চ গবামিব বহঃ কৃতঃ।"(ভারত ৪।২।২১)
বহতীতি বহ-অচ্। ২ ঘোটক। ৩ বায়ু। (মেদিনী) ৪ পন্থা। (ত্রিকা০) ৫ নদ। (ত্রি) ৬ বাহক।
"আকাশাত্তু বিকুর্ব্বাণাৎ সর্ব্বগন্ধবহঃ শুচিঃ।" (মনু ১।৭৫)
বহংলিহ (ত্রি) ১ ককুদলেহনকারী। ২ বৃষ।
বহত (পুং) বহতীতি বহ-অতচ্। ১ বৃষ। ২ পান্থ।
বহতি (পুং) বহতীতি বহ-(বহি-বস্যর্ত্তিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ৪।৬০) ইতি অতি। ১ বায়ু। (উজ্জ্বল) ২ গো, গাভী। ৩ সচিব। (মেদিনী)
বহতী (স্ত্রী) বহতি বাহুলকাৎ ঙীষ্। নদী।
বহতু (পুং) বহ (ক্রোধিবহোশ্চতুঃ। উণ্ ১।৭৯) ইতি চতু। ১ পথিক। ২ বৃষভ। (মেদিনী) ৩ বিবাহকালে কন্যাকে দেয় বস্তু। "সূর্য্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎ সবিতা" (ঋক্ ১০।৮৫।১৩) 'বহতু কন্যাপ্রিয়ার্থং দাতব্যো গবাদিপদার্থঃ' (সায়ণ) ৪ বিবাহ। "ত্রিচক্রেণ বহতুং সূর্য্যায়াঃ" (ঋক্ ১০।৮৫।১৪) 'সূর্য্যায়া বহতুং বিবাহং' (সায়ণ) (ত্রি) ৫ বহনকারক। "উভা কৃণ্বন্তে বহতূ" (ঋক্ ৭।১।১৭) 'উভৌ বহতু বহনহেতূ' (সায়ণ)

বহন (ক্লী) উহ্যতেঽনেনেতি বহ-করণে ল্যুট্। ১ হোড়, চলিত হুড়ী।

'তরণো ভেলকে বারিরথো নৌস্তরিকঃ প্লবঃ।
হোড়স্তরান্ধুর্বহনং বহিত্রং বার্ব্বটঃ পুমান্॥' (ত্রিকা°)

বহ-ভাবে ল্যুট্। ২ প্রাপণ। ৩ ধারণ। বহতীতি বহ-ল্যু। (ত্রি) ৪ বাহক। "দৈত্যানামধিপো বিমানবহনঃ সান্তঃপুরঃ সানুগঃ।" (কথাসরিৎসা° ১১৯।১৪৬) ৫ স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক দ্রব্যাদি অন্যত্র নয়নরূপ কার্য্য।

বহনভঙ্গ (পুং) ১ ভাঙ্গা নৌকা। ২ বহননিবৃত্তি।

বহনীয় (ত্রি) বহ-অনীয়র্। প্রাপণীয়। বহনযোগ্য।

বহন্ত (পুং) বহতি বাতীতি বহ (তৃভূবহিবসীতি। উণ্ ৩।১২৮) ইতি ঝচ্। ১ বায়ু। উহ্যতে ইতি কর্ম্মণি ঝচ্। ২ বালক। (উজ্জ্বল)

বহমান (ত্রি) ১ যাহা বাহিত হইতেছে। ২ চিরন্তন। ৩ তরঙ্গায়িত স্রোত।

বহর্ (আরবী) ১ পোতসঙ্ঘ, অনেকগুলি রণতরীকে একত্র বহর্ বলা যায়। ২ ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি। ৩ গভীরতা।

বহরা (দেশজ) গুল্মভেদ (Terminalia Belerica)

বহরা (দেশজ) শীকারী পক্ষিভেদ (Falco calidus)

বহল (পুং) উহ্যতে ঽনেনেতি বহ বাহুলকাৎ অলচ্। ১ পোত। (হারাবলী) (ত্রি) ২ দৃঢ়। (হেম)

"বসাবস্থাঃ স্পর্শো বপুষি বহলশ্চন্দনরসঃ।" (উত্তরচরিত ১ অঃ)

বহলগন্ধ (ক্লী) বহলঃ প্রচুরো গন্ধো যস্য। শম্বর চন্দন। (রাজনি°)

বহলচক্ষুস্ (পুং) বহলানি প্রচুরাণি চক্ষুংষীব পুষ্পাণ্যস্য। ১ মেষশৃঙ্গী। (রত্নমালা)

বহলত্বচ্ (পুং) বহলা দৃঢ়া ত্বচা বল্কলং যস্য। শ্বেত লোধ্র।

বহলা (স্ত্রী) বহলানি প্রচুরাণি পুষ্পাণি সন্ত্যস্যা ইতি, অর্শ আদিত্বাদচ্। ১ শতপুষ্পা। ২ স্থূলৈলা। (ভাবপ্র°)

বহা (স্ত্রী) বহতীতি বহ-অচ্ টাপ্। ১ নদী। (হেম)

(দেশজ) ১ ভারবহন। ২ সচক্র যানসঞ্চালন। ৩ নদ্যাদির স্রোতোগতি।

বহিঃকুটীচর (পুং) বহিঃ কুট্যাং চরতীতি চর-ট। ১ কুলীর।

বহিঃশীত (ত্রি) বাহিরের শীতলতা।

বহিঃশ্রী (অব্য) ১ বাহ্যতঃ। ২ বহিরভিমুখে।

বহিঃসংস্থ (ত্রি) বাহিরে অবস্থিত (নগরের)।

বহিঃস্থ, বহিঃস্থিত, বহিস্থায়িন্ (ত্রি) বহিরস্থ, বাহির দিকের।

বহিত (ত্রি) অবহীয়তে হস্তেতি অব-ধা-ক্ত। অবস্যাতো লোপঃ। ১ অবহিত। (দ্বিরূপকো°) ২ খ্যাত, প্রসিদ্ধ। ৩ প্রাপ্ত। ৪ কৃতবহন।

বহিত্র (ক্লী) বহতি দ্রব্যাণীতি বহ (অশিত্রাদিভ্য ইত্রোত্রৌ। উণ্ ৪।১৭২) ইতি ইত্র। পোত, পর্য্যায়—বার্ব্বট। (ত্রিকা°)

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদং।" (গীতগো° ১।৫)

বহিত্রক (ক্লী) বহিত্র স্বার্থে কন্। জলযান।

'সাংযাত্রিকঃ পোতবণিক্ যানপাত্রং বহিত্রকং।
বোহিত্যং বহনং পোতং পোতবাহো নিয়ামকঃ॥' (হেম)

বহিত্রভঙ্গ (পুং) নৌকা ভাঙ্গা।

বহিন্ (ত্রি) বহনশীল। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বহিনী=নৌকা।

বহিরঙ্গ (পুং) ১ দেহের বহির্ভাগ। ২ দম্পতী। ৩ আগন্তুক ব্যক্তি। ৪ যে ব্যক্তি বস্তুবিশেষের আভ্যন্তরিকতত্ত্ব জানিতে অনিচ্ছুক। ৫ পূজাপর্ব্বের আদ্যকৃত্য। (ত্রি) ৬ বহিসম্বন্ধীয়। ৭ অনাবশ্যকীয় বা অপদার্থ। অন্তরঙ্গ শব্দ ইহার ঠিক বিপরীতার্থ-দ্যোতক।

বহিরঙ্গতা, বহিরঙ্গত্ব (স্ত্রী, ক্লী) বহিরঙ্গের ভাব বা ধর্ম্ম।

বহিরন্তে (অব্য) বহির্ভাগে, নগর বাহিরের প্রান্তদেশে।

বহিরর্গল (পুং) দ্বারের বহিঃস্থ হুড়্কা।

বহিরর্থ (পুং) বাহ্যভাব।

বহিরিন্দ্রিয় (ক্লী) হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষু।

বহির্গতি (ত্রি) ১ বাহিরে গমন। ২ গাত্রত্বকে স্ফোটকাদির আবির্ভাব বা রোগবিশেষের উন্মেষ।

বহির্গমন (ক্লী) কার্য্যব্যপদেশে গৃহ হইতে অন্যত্র গমন।

বহির্গামিন্ (ত্রি) বহির্ভাগে গমনকারী।

বহির্গিরি (পুং) পর্ব্বতের অপর পার্শ্বস্থ জনপদ। বহুবচনে তজ্জনপদবাসী লোক বুঝায়। (ভারত ভীষ্ম ৯।৪৯ ; মার্ক ৫৭।৪২)

বহির্গেহং (অব্য) ঘরের বাহিরে।

বহির্গ্রামম্ (অব্য) গ্রামের বাহিরে।

বহির্দ্দেশ (পুং) ১ বিদেশ, অজানিত স্থান। ২ নগর বা গ্রামহীন প্রান্তরভূমি। ৩ নগরবহির্ভূত প্রদেশভূমি।

বহির্দ্বার (ক্লী) বহিঃস্থং দ্বারং। তোরণ।

"ধিগস্ত্বেতা বিদ্যা ধিগপি কবিতা ধিক্ সুজনতা
বয়ো রূপং ধিক্ ধিগপি চ যশো নির্দ্ধনমতঃ।
অসৌ জীয়াদেকঃ সকলগুণহীনোঽপি ধনবান্
বহির্দ্বারে যস্যাতৃণলভসমাঃ সন্তি গুণিনঃ॥" (উদ্ভট)

বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠক (পুং) বহির্দ্বারস্থ প্রকোষ্ঠকঃ। গৃহ দ্বারের বহিঃপ্রকোষ্ঠ। পর্য্যায়—প্রঘাণ, প্রঘণ, অলিন্দ। (অমর)

বহির্ধ্বজা (স্ত্রী) দুর্গা।

বহির্নিঃসারণ, বহির্নিগমন (ক্লী) বহির্গমন।

বহির্ভব (ত্রি) বাহ্যপ্রকৃতি। মানুষ রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া

৮ বাহিরে যে ভাব বা রূপ দেখায়। ইহা অন্তরঙ্গ ভাবের বিপরীত।

বহির্ভবন (ক্লী) ১ বহিরাগমন, বহির্গত হওন। ২ বাহিরের বাড়ী।

বহির্ভাব (ত্রি) বাহ্যভাব।

বহির্ভূত (ত্রি) বহিস্-ভূ-ক্ত। বহির্গত। "পক্ষবিষয়িতা বহির্ভূত সাধ্যবিষয়িতাঘটিতধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিবধ্যতাশালিসংশয়ঃ পক্ষতা" (জগদীশ)

বহির্মনস্ (ত্রি) ১ বাহ্য। ২ মনের বাহিরে।

বহির্মুখ (ত্রি) বহির্বাহ্যবিষয়ে মুখং প্রণেতা যস্য। বিমুখ।

"শৈবো বা বৈষ্ণবো বাপি যো বাস্যাদন্যপূজকঃ।
সর্ব্বং পূজাফলং হন্তি শিবরাত্রিবহির্মুখঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বহির্যাত্রা, বহির্যান (ক্লী) ১ তীর্থগমন বা বিদেশযাত্রা। ২ যুদ্ধার্থ গমন।

বহির্যুতি (ত্রি) বাহিরে বদ্ধ বা তদবস্থায় রক্ষিত।

বহির্যোগ (ত্রি) ১ বাহ্যবিষয়ীভূত করঙ্গন্যাসাদি হঠযোগ। (পুং) ২ ঋষিভেদ। বহুবচনে ইঁহারই বংশধরগণকে বুঝায়।

বহির্লম্ব (ত্রি) যাহার লম্বরেখা বাহিরে পতিত হয়। বিষম-কোণী ত্রিভুজ সম্বন্ধীয়। স্ত্রিয়াং টাপ্।

বহিস্ (অব্য°) বাহ্য। (অমর)

বহির্লাপিকা (স্ত্রী) ১ প্রহেলিকা। ২ অদ্রব কঠিন। অন্ত-র্লাপিকা শব্দে বিপরীতার্থ বুঝায়।

বহির্লোম (ত্রি) ১ উদ্গতরোম। ২ বহির্ভাগে লোমবিশিষ্ট।

বহির্ব্বর্ত্তিন্ (ত্রি) বাহিরে অবস্থিত।

বহির্বাসস্ (ক্লী) অঙ্গরাখা। অন্তর্বাসস্ শব্দ ইহার বিপরীতার্থ-দ্যোতক।

বহির্বিকার (পুং) ১ বাহ্যভাবের বৈপরীত্য। ২ বিকৃতাঙ্গ। ৩ উপদংশ।

বহির্ব্বৃত্তি (স্ত্রী) বাহ্য দ্রব্যেই যাহার আকৃষ্টি বা বাহ্য পদার্থ লইয়াই যাহার কর্ম্ম।

বহির্বেদি (স্ত্রী) ১ বেদির বহির্দ্দেশ। ২ যাবতীয় বেদির বহির্ভাগে।

বহির্বৈদিক (ত্রি) বেদির বহির্দ্দেশে নিষ্পন্ন।

বহির্ব্যসন (ক্লী) ১ লাম্পট্য। ২ গৃহের বহির্দ্দেশ বা গুরু-জনের অন্তরালে কৃত কুকর্ম্মাদি।

বহির্ব্যসনিন্ (ত্রি) ১ উচ্ছৃঙ্খল যুবক। ২ লম্পট।

বহিশ্চর (পুং) বহিশ্চরতীতি চর-ট। ১ কর্কট। (ত্রি) ২ বহিশ্চরণশীল।

"যুবয়ো যন্মদীয়ং তন্নামকং যুবয়োঃ স্বকং।
এতৎ সত্যং বিজানীত যুবাং প্রাণা বহিশ্চরাঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ২৩।৮৩)

বহিষ্ক (ত্রি) বাহির সম্বন্ধীয়। বাহ্য।

বহিষ্করণ (ক্লী) ১ বাহ্যেন্দ্রিয়। ২ বিতাড়ন, দূরীকরণ।

বহিষ্কার (পুং) বিতাড়ন।

বহিষ্কার্য্য (ত্রি) ১ ত্যাগোপযোগী। ২ তাড়নীয়।

বহিষ্কুটীচর (পুং) কর্কট।

বহিষ্কৃত (ত্রি) ১ বিতাড়িত। দূরীভূত। ২ বাহিরে আনীত। ৩ পরিত্যক্ত। ৪ বাহ্য ভাবে প্রদর্শিত।

বহিষ্কৃতি (স্ত্রী) বহিষ্কার।

বহিষ্ক্রিয় (ত্রি) ১ পবিত্রকৃত্যবর্জ্জিত। শাস্ত্রকথিত ধর্ম্মকর্ম্ম অথবা যজ্ঞাদি ক্রিয়াসম্পাদনে যিনি স্বীয় সামাজিকগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ বা স্বাধিকারভ্রষ্ট।

বহিষ্ক্রিয়া (স্ত্রী) ধর্ম্মকর্ম্মের বহিরঙ্গ।

বহিষ্টাৎ (অব্য) বাহিরস্থিত। বাহিরে।

বহিষ্ঠ (ত্রি) বহুভারবাহী। বোঢ়ৃতম। (সায়ণ)

বহিষ্পট (ক্লী) গাত্রবস্ত্রভেদ।

বহিষ্প্রাকার (পুং) দুর্গের বহিস্থ প্রাচীর।

বহিষ্প্রাণ (পুং) ১ জীবন। ২ বাহ্য শ্বাসবায়ু। ৩ প্রাণ-তুল্য প্রিয়বস্তু। ৪ অর্থ।

বহীয়স (ত্রি) বহুর ভাবযুক্ত। অতি বিপুল।

বহীরু (পুং) ১ শিরা। ২ স্নায়ু। ৩ মাংসপেশী।

বহুলারা, বাঁকুড়াজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। বাঁকুড়া নগর হইতে ১২ মাইল দূরে দারিকেশ্বর নদীর দক্ষিণকূলে অব-স্থিত। এখানকার সিদ্ধেশ্বরের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। মন্দিরটী ইষ্টকনির্ম্মিত এবং নানা স্থাপত্যশিল্পমণ্ডিত। মন্দিরস্থ শিবলিঙ্গ দর্শনে এখানে শৈবধর্ম্মের প্রাধান্য অনুভূত হইলেও মন্দির গাত্রস্থ উলঙ্গ জৈনমূর্ত্তিসমূহ নিরীক্ষণ করিলে মনে হয় যে, প্রাচীনকালে এখানে জৈন ধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। এখন সেই সম্প্র-দায়ের প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও মঠাদির ভিত্তিস্মৃতিও বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবলমাত্র তাহার ভগ্ন প্রতিমূর্ত্তিগুলি সযত্নে রক্ষিত হইয়া বর্ত্তমান মন্দিরগাত্রে সংযোজিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মন্দিরগাত্রে দশ-ভুজা ও গণেশমূর্ত্তিও আছে।

এই মন্দিরের সম্মুখে একটী, চারিকোণে চারিটী এবং অপর তিন দিকে সাত সারি ছোট ছোট মন্দির সজ্জিত আছে।

বহূদক, সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ভেদ। সূতসংহিতায় কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস নামে চারি প্রকার সন্ন্যাসীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বহূদক সাম্প্রদায়িকগণ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের অব্যবহিত পরেই বন্ধুপুত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিবেন। তাঁহারা এক গৃহস্থের অন্ন গ্রহণ করিতে পারিবেন না, তাহাদিগকে সাত গৃহ হইতে ভিক্ষা করিতে হইবে। গোপাল-

লোমনির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা বদ্ধ ত্রিদণ্ড, শিক্য, জলপূর্ণপাত্র, কৌপীন, কমণ্ডলু, গাত্রাচ্ছাদন, কন্থা, পাদুকা, ছত্র, পবিত্রচর্ম্ম, সূচী, পক্ষিণী, রুদ্রাক্ষমালা, যোগপট্ট, বহির্ব্বাস, খনিত্র ও কৃপাণ তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন এবং ত্রিপুণ্ড্র, শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন। বেদাধ্যয়ন ও দেবতারাধনায় রত হইয়া এবং সর্ব্বদা বৃথা বাক্য পরিত্যাগ করিয়া তাহারা ইষ্ট দেবের চিন্তা-তৎপর থাকিবেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহাদিগকে গায়ত্রী জপসহকারে স্বধর্ম্মোচিত ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হয়।

সন্ন্যাসীদের সর্ব্বকালপূজ্য দেবতা মহাদেবকেই বহূদকেরা উপাসনা করিয়া থাকে। তাঁহাদের নিত্য স্নান, শৌচাচার ও অভিধ্যান করা একান্ত কর্ত্তব্য। বাণিজ্য, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, রোষ, লোভ, মোহ, দম্ভ, দর্প প্রভৃতির বশবর্ত্তী হওয়া তাঁহাদের কোন মতে বিধেয় নহে। কারণ তাহা হইলে তাঁহাদের আচরিত ধর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ মোক্ষাভিলাষী। মৃত্যুর পর এই সন্ন্যাসীদিগকে জলে ভাসাইয়া দিতে হয়।

"বহূদকশ্চ সন্ন্যস্য বন্ধুপুত্রাদি বর্জ্জিতঃ।
সপ্তাগারং চরেৎ ভৈক্ষ্যং একান্নং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
গোবালরজ্জুসম্বদ্ধং ত্রিদণ্ডং শিক্যসম্ভৃতম্।
পাত্রং জলপবিত্রঞ্চ কৌপীনঞ্চ কমণ্ডলুম্॥
আচ্ছাদনং তথা কন্থাং পাদুকাং ছত্রসম্ভৃতম্।
পবিত্রমজিনং সূচীং পক্ষিণীমক্ষসূত্রকম্॥
যোগপট্টং বহির্বস্ত্রং মৃৎখনিত্রীং কৃপাণিকাম্।
সর্ব্বাঙ্গোদ্ধূননং তদ্বৎ ত্রিপুণ্ড্রঞ্চৈব ধারয়েৎ॥
শিখী যজ্ঞোপবীতী চ দেবতারাধনে রতঃ।
স্বাধ্যায়ী সর্ব্বদা বাচমুৎসৃজেৎ ধ্যানতৎপরঃ॥
সন্ধ্যাকালেষু সাবিত্রীং জপন্ কর্ম্মসমাচরেৎ।" (সূতসংহিতা)
"কুটীচকং চ প্রদহেৎ তারয়েচ্চ বহূদকম্।
হংসং জলে তু নিঃক্ষিপ্য পরমহংসং প্রপূরয়েৎ॥" (নির্ণয়সিন্ধু)

বহেড়ুক (পুং) বিভীতক বৃক্ষ। (রাজনি°)

বহেলিয়া, উত্তরপশ্চিম ভারতবাসী ব্যাধ জাতি। পৌরাণিকী কিংবদন্তী অনুসারে নাপিতের ঔরসে ব্যভিচারিণী আহীরীর গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি। বাঙ্গালায় দোষাদদিগের সহিত ইহারা একত্র আহার-বিহারে রত এবং ইহারা পরস্পরে এক মূলবৃক্ষের বিভিন্ন শাখা বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা পাইলেও বস্তুতঃ সামাজিক বিবাহাদি বন্ধনে আবদ্ধ নহে। কোন কোন বহেলিয়া আপনাদিগকে পাশী জাতির একটী থাক বলিয়া জানে এবং পশ্চিমাঞ্চলের বহেলিয়ারা ভীল জাতি হইতে আপনাদের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকে।

এই শ্রেণীর বহেলিয়ারা আপনাদের পক্ষসমর্থনের জন্য বলে যে, আমাদের আদিপুরুষ সুবিখ্যাত বাল্মীকি বান্দা জেলার চিত্রকূট শৈল পরিত্যাগ করিয়া সদলবলে এতদ্দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তদবধি সেই অঞ্চলে তাহারা ব্যাধবৃত্তি ধরিয়া বাস করিতেছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মথুরাধামে তাহাদিগকে বহেলিয়া নামে অভিহিত করেন। মীর্জাপুরবাসী বহেলিয়ারা বলে যে, শ্রীরামচন্দ্র পঞ্চবটী বনে বাসকালে সুবর্ণমৃগ গমন করিতে দেখিয়া ভ্রমে সেই রাবণানুচর মারীচরূপী মায়ামৃগের পশ্চাৎ ধাবিত হন। মারীচের ছলনায় শ্রীরামচন্দ্র সীতাহারা হইয়ে ক্রোধোন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় হস্তদ্বয় পুনঃ পুনঃ পরিমার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাহাতে অচিরে হস্তত্বক্ হইতে মলা বাহির হইল। সেই মলা হইতে মনুষ্যরূপী একটী বীরপুরুষ সমুৎপন্ন হইল; ভগবান্ রামচন্দ্র তাঁহাকে স্বীয় সহযোগী শীকারীরূপে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারই বংশধরেরা পরে বহেলিয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মীর্জাপুর, বরাইচ, গোরক্ষপুর, প্রতাপগড় প্রভৃতি স্থানে ইহাদের পাশী, শ্রীবাস্তব, চন্দেল, লগিয়া, রুক্মিয়া, ছত্রি, ভোঙ্গিয়া প্রভৃতি স্বতন্ত্র থাক আছে। পূর্ব্বাঞ্চলের বহেলিয়াদিগের মধ্যে বহেলিয়া, চিড়িয়ামার, করৌল, পূরবীয়া, উত্তরিয়া, হাজারী, কেরেরীয়া ও তুর্কিয়া এবং মূল-বহেলিয়াদিগের মধ্যে কোটিহা, বাজধর, সূর্য্যবংশ, তুর্কীয়া ও মাসকার প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিজন্য বিভাগ নির্দ্দিষ্ট আছে। অযোধ্যায় বহেলিয়াদিগের মধ্যে রঘুবংশী, পাশিয়া ও করৌলা নামে তিনটী শাখাবিভাগ দেখা যায়, উহারা পরস্পরে পুত্রকন্যার আদান প্রদান করিতে পারে।

সামাজিক দোষ বা অপরাধবিচারের জন্য তাহাদের মধ্যে একটি পঞ্চায়ত আছে, "সাক্ষী" উপাধিধারী এক ব্যক্তি ঐ সভার সভাপতি থাকে। সাক্ষী সামাজিক প্রধানদিগকে লইয়া ব্যভিচার বা তজ্জন্য কোন রমণীকে ভুলাইয়া আনয়ন এবং জাতীয় বা সামাজিক নিয়মাদি লঙ্ঘন প্রভৃতি অপরাধ জন্য দণ্ড বিধান করিয়া থাকে।

পিতৃ বা মাতৃকুল বাদে, কিংবা পিতৃস্বসার বংশে যতদূর সামাজিক সম্পর্ক থাকে, তদ্ব্যতীত পরস্পরে বিভিন্ন শাখার সহিত পুত্রকন্যার বিবাহ দেয়। যে বংশে তাহারা একবার পুত্রের বিবাহ দিয়াছে, সেই বংশের কুটুম্বিতা যতদিন পর্য্যন্ত স্মরণ থাকে, ততদিন তাহারা সেই বংশে কন্যার বিবাহ দেয় না। কোন ব্যক্তি দুই ভগিনীকে এককালে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। একের মৃত্যু ঘটিলে সে শ্যালিকাকে বিবাহ করিতে পারে। স্ত্রী বন্ধ্যা বা রোগপ্রভাবে অযোগ্যা বলিয়া পঞ্চায়ত কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইলে, পঞ্চায়তের আদেশে সেই ব্যক্তি পুনরায় দার-

পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। বালিকা বিবাহের পূর্ব্বে কোন নায়কের সহিত অবৈধ প্রণয়ের আসক্ত হইলে তাহার পিতা মাতা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে এবং একটা সামাজিক ভোজ দিতে বাধ্য হয়।

ব্রাহ্মণ এবং নাপিত আসিয়া বিবাহসম্বন্ধ পাকা করে। সাধারণতঃ কন্যার ৭।৮ বৎসরেই বিবাহ হয়। বিবাহসম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে আর তাহা ভাঙ্গিবার উপায় নাই। বিধবাগণ সাগাই মতে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু সে কোন মৃত পত্নীর স্বামীকেই প্রথমতঃ বিবাহ করিতে বাধ্য।

রমণী গর্ভিণী হইলে, সেই গৃহের কোন বৃদ্ধা বা গৃহকর্ত্রী একটী পয়সা বা একমুষ্টি চাউল লইয়া গর্ভিণীর মস্তকে ছোঁয়াইয়া কালু বীরের পূজার জন্য তুলিয়া রাখে। সূতিকাগারে চামাইন্ ধাত্রী আসিয়া প্রসব করায় এবং জাতবালকের নাড়ীচ্ছেদ করিয়া পুষ্পাদি বাটীর বাহিরে পুঁতিয়া রাখে। গৃহস্থ সূতিকাগারের সম্মুখে একটি বিল্বদণ্ড, ছেড়া জাল ও উদুখল রাখিয়া ভূতযোনির প্রকোপ নিবারণ করে। মৃতবৎসার জাতবালকের কাণ ফুড়িয়া তাহারা তুক্ করে এবং যথারীতি অন্যান্য স্থানীয় উচ্চ বর্ণের ন্যায় তাহারা সূতিকাগৃহের অবশ্যকরণীয় কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়া থাকে। ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা হয়। ঐ দিন প্রাতে প্রসূতি স্নান করিলে চামারগাত্রী সূতিকাগার পরিত্যাগ করিয়া যায় এবং নাপিতানী আসিয়া প্রসূতির কার্য্য করে। ১২ দিনে বারাহি পূজা পর্য্যন্ত নাপিতানীকে সূতিকাগারে থাকিতে হয়। ঐ দিন স্নান ও নখত্যাগের পর প্রসূতী ও জাতবালক শুদ্ধ হইয়া ঘরে উঠে এবং জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ হইয়া থাকে।

বিবাহপ্রথা কতকাংশে অন্যান্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর মত। বিবাহে দম্পতী সুখী এবং গৃহস্থের মঙ্গলজনক হইবে কি না তাহা আচার্য্যের নিকট জানিয়া লয় এবং পাত্রীর মত হইলে তাহার পিতার হস্তে কিছু দিয়া বিবাহের কথা পাকা করে। বহেলিয়াদিগের মধ্যে দোলা প্রথায় বিবাহই বাঞ্ছনীয়। ইহাতে বিবাহের আয়োজন স্থির হইলে ধার্য্য দিনের অষ্টাহ পূর্ব্বে কন্যাকে বরের বাটীতে আনা হয় এবং অল্প বিস্তর ধূমধাম চলিতে থাকে। বিবাহের তিন দিন পূর্ব্বে উঠানে মাড়োঁ বাঁধা হয়, উহার ঠিক মধ্যস্থলে লাঙ্গলের কাষ্ঠখণ্ড, বংশদণ্ড ও কদলী গাছ বাঁধিয়া তন্নিম্নে উদুখল, মুষল, জাঁতা, কলসী, পরাই প্রভৃতি দ্রব্য সাজাইয়া রাখা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে 'মটমঙ্গর' সমাধা হয়। বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বদিনে "ভাতোয়ান", ঐ দিন আত্মীয় স্বজনকে ভোজ দেওয়া হইয়া থাকে।

বিবাহের দিন বর ক্ষৌরকর্ম্মান্তে স্নান করিয়া নানা বেশ ভূষায় সজ্জিত হয় এবং বৈকালে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গ্রামের নানাস্থান পরিভ্রমণান্তে গৃহে আসিয়া নিজ কুটুম্বগণের মধ্যে উপবেশন করে। পরে বিবাহকাল উপনীত হইলে তাহাকে বাটীর মধ্যে লইয়া যায় এবং বর ও কন্যা একস্থানে উপবিষ্ট হইলে কন্যার পিতা আসিয়া উভয়ের "পাও পূজা" করে। তদনন্তর তিনি কুশ লইয়া "কন্যাদান" করিলে বর সীমন্তে সিন্দুর দান করেন। তারপর "গাঁইট ছড়া" বাধিয়া উভয়ে মাঁড়োর মধ্যদণ্ডের চারিদিকে ৫ পাক ঘুরিয়া বেড়ায়। ঐ সময়ে উপস্থিত রমণীরা তাহাদের গায়ে ভুট্টার খৈ ছুড়িয়া মারে।

তারপর কোহাবর বা বাসর ঘর। বরকন্যা তথায় আসিলে শালী ও শালাজেরা নানা বিদ্রূপ ও পরিহাস করে। তদনন্তর জ্ঞাতি কুটুম্বের ভোজ হয়।

বিবাহের পর কালুবীর ও নিমন্ পরিহারের পূজা হয়। চতুর্থ দিনে বর ও কনে নাপিতানীর সহিত নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে যায় এবং পবিত্র জলপূর্ণ "কলস" ও "বন্ধন-বার" জলে নিঃক্ষেপ করিয়া স্নানান্তে চলিয়া আসে। আসিবার পথে তাহারা গ্রামের নিকটবর্ত্তী সুবৃহৎ প্রাচীন অশ্বথ বা যজ্ঞডুম্বুর প্রভৃতি বৃক্ষের তলে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পূজা দেয়।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহারা মুমূর্ষুকে গৃহের বাহিরে আনে এবং তাহার মুখে গঙ্গোদক, স্বর্ণ ও তুলসী পত্র দেয়। যখন এ সকল দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয়, তখন দধি ও শর্করাদি মিষ্টান্ন দিয়া থাকে। মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে আনিয়া স্নান করান হয় এবং তদনন্তর তাহাকে নববস্ত্রে ভূষিত করিয়া চিতায় উঠায় এবং নিকটাত্মীয় মুখাগ্নি দেয়। দাহান্তে স্নান করিয়া তাহারা গৃহে প্রত্যাবৃত হয় এবং নিম্ব ও অগ্নি স্পর্শ করে। পরদিন পণ্ডিত আসিয়া নাপিতের দ্বারা বটবৃক্ষে একটী জলপূর্ণ কলস ঝুলাইয়া দেয়। ঐ দিন স্বজাতিকে খাওয়াইতে হয়। উহাকে "দুধ-কা ভাত" বা "দুধভাত" ভোজন বলে। ১০ দিন পরে অশৌচান্ত সময়ে স্বজাতিমণ্ডলী একটী পুষ্করিণী তীরে একত্র হয় এবং নখকেশাদি মুণ্ডনের পর স্নান করিয়া পিণ্ডদানান্তে শুদ্ধ হয়। তারপর জ্ঞাতিভোজ। আশ্বিনের মহালয়া অমাবস্যায় তাহারা মৃতপিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে।

কালুবীর ও পরিহার ব্যতীত তাহারা অন্যান্য মুসলমান পীর এবং হিন্দু দেবদেবীর উপর বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে ও নিয়ম মত পূজা দেয়। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণেরা গৃহ কর্ম্মে তাহাদের পৌরোহিত্য করে। নাগপঞ্চমী, দশমী, কাজরী ও ফাগুয়া পর্ব্বে তাহারা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। বিসূচিকা রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হরদেও লালের পূজায় অযোধ্যাবাসী বাহেলিয়ারা ছাগ শূকর প্রভৃতি বলি দেয়। তাহারা ছাগ মাংস খায়, কিন্তু শূকর মাংস ফেলিয়া দেয়।

বহ্নি (পুং) বহতি ধরতি হব্যং দেবার্থমিতি বহ-নি (বহশ্রিশ্রু যুদ্রুগ্লাহাত্বরিভ্যো নিঃ। উণ্ ৪।৫১) ১ চিত্রক। ২ ভল্লাতক।

"মঞ্জিষ্ঠাক্ষৌ বাসকো দেবদারু
পথ্যাবহ্নী ব্যোষধাত্রী বিড়ঙ্গম্।"
(সুশ্রুত চিকিৎসিত স্থান ৯ অধ্যায়)

৩ নিম্বুক। (রাজনি০) ৪ রেফ। (তন্ত্র) ৫ অগ্নি। দ্বাদশ বহ্নির নাম যথা,—জাতবেদস, কল্মাষ, কুসুম, দহন, শোষণ, তর্পণ, মহাবল, পিটর, পতগ, স্বর্ণ, অগাধ, এবং ভ্রাজ। অন্যত্র উক্ত দশবিধ বহ্নির নাম সকল যথা—জৃম্ভক, উদ্দীপক, বিভ্রম, ভ্রম, শোভন, আবসথ্য, আহবনীয়, দক্ষিণাগ্নি, অন্বাহার্য্য এবং গার্হপত্য। কাহারও কাহারও মতে, দশবিধ বহ্নির নাম যথা,—ভ্রাজক, রঞ্জক, ক্লেদক, স্নেহক, ধারক, বন্ধক, দ্রাবক, ব্যাপক, পাবক, এবং শ্লেষ্মক।

উক্ত শরীরস্থ দশ বহ্নি দেহিগণের দোষ ও দূষ্য স্থানসমূহে সংলীন হইয়া থাকে। দোষ অর্থে বাত পিত্ত, ও কফ। দূষ্য অর্থে সপ্ত ধাতু।

"বহ্নয়ো দোষদূষ্যেষু সংলীনা দশ দেহিনঃ।
বাতপিত্তকফা দোষা দূষ্যাঃ স্যুঃ সপ্ত ধাতবঃ॥"
(সারদাতিলক)

কূর্ম্মপুরাণে বহ্নি বা অগ্নি বিষয়ে এই সকল নিষিদ্ধ কর্ম্মের উল্লেখ আছে। যথা—অশুচি অবস্থায় অগ্নি পরিচরণ ও দেব বা ঋষির নাম কীর্ত্তন করিবে না। বিজ্ঞজন অগ্নিলঙ্ঘন বা অগ্নিকে অধোদিকে স্থাপন, পাদ দ্বারা পরিচালন এবং মুখমারুতে প্রজ্বালন করিবেন না। অগ্নিতে অগ্নি নিক্ষেপ করিতে নাই এবং জল ঢালিয়া দিয়াও অগ্নিনির্ব্বাণ নিষিদ্ধ। বিজ্ঞ জন অশুচি অবস্থায় মুখমারুত দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালন চেষ্টা করিবেন না। স্বকীয় অগ্নি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে নাই এবং বহুকাল জলে বাসও নিষিদ্ধ। সূর্প বা হস্ত দ্বারাও অগ্নিকে ধূমিত বা অপক্ষিপ্ত করিবে না।*

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বহ্নির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। শৌনক সূতের কাছে জিজ্ঞাসিলেন, মহাভাগ! আপনার মুখে অনেক কথা শুনিয়াছি। আমার আশা অনেকাংশে মিটিয়াছে। তবে উপস্থিত আমি বহ্নির উৎপত্তি শুনিতে চাহিতেছি, আপনি বলুন। সূত বলিলেন, যখন সৃষ্টি বিস্তার হয়, তখন একদিন ব্রহ্মা, অনন্ত ও মহেশ্বর এই তিন সুরবর জগৎপতি বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্বেতদ্বীপে গমন করেন। তথায় গিয়া তাঁহারা হরির সম্মুখে সভামধ্যে বসিলেন। তখন বিষ্ণুর দেহ হইতে কতিপয় কমনীয়াকৃতি কামিনী উৎপন্ন হইল। তাহারা নাচিয়া গাহিয়া মধুর স্বরে বিষ্ণুর লীলাগাথা গান করিতে লাগিল। তাহাদিগের বিপুল নিতম্ব, কঠিন স্তনমণ্ডল, সস্মিত মুখপদ্ম দেখিয়া ব্রহ্মার কামোদ্রেক হইল। পিতামহ কিছুতেই মনঃসংযম করিতে পারিলেন না। তাঁহার বীর্য্য স্খলিত হইল। তিনি লজ্জায় বস্ত্র দ্বারা মুখ ঢাকিলেন। পরে যখন সঙ্গীত ভঙ্গ হইল, তখন ব্রহ্মা সেই বস্ত্রসহ প্রতপ্ত বীর্য্য ক্ষীরার্ণবে প্রেরণ করিলেন। ক্ষীরার্ণব হইতে অবিলম্বে এক পুরুষ উৎপন্ন হইল, ঐ পুরুষ ব্রহ্মতেজে সমুজ্জ্বল। তিনি আসিয়া ব্রহ্মার ক্রোড়ে বসিলেন। ব্রহ্মা তখন সভামধ্যে লজ্জিত হইলেন। এই ঘটনার কিঞ্চিৎ পরেই জলপতি বরুণ সরোষে ক্ষিপ্রভাবে তথায় আসিয়া দেববৃন্দকে প্রণামপুরঃসর সেই ব্রহ্মক্রোড়স্থ বালকটীকে লইতে উদ্যত হইলেন। বালক সভয়ে বাহুদ্বয় দ্বারা ব্রহ্মাকে ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল। জগদ্বিধাতা লজ্জায় তখন কিছুই বলিতে পারিতেছিলেন না। এদিকে বরুণ বালকের করে ধরিয়া সরোষে আকর্ষণই করিতেছেন। শেষে তিনি বালকটীকে সভামধ্যে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি দুর্ব্বলের ন্যায় নিজেই পড়িয়া গেলেন এবং বিধির কোপদৃষ্টিতে তাহাকে তখন মৃতবৎ মূর্চ্ছিত হইতে হইল। তখন শঙ্কর অমৃতদৃষ্টিতে বরুণকে বাঁচাইলেন। চেতনা পাইয়া তখন বরুণ বলিতে লাগিলেন, এই বালক জলে জন্মিয়াছে। সুতরাং এটী আমারই পুত্র। আমার পুত্র আমি লইয়া যাইতে উদ্যত, তাহাতে ব্রহ্মা আমাকে তাড়ন করেন কেন? ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এই বালক আমার শরণ লইয়াছে, কাঁদিতেছে; সুতরাং এই শরণাগত ভীত বালককে আমি কেমন করিয়া পরিত্যাগ করি? শরণাগত জনকে যে রক্ষা না করে, সেই অজ্ঞ নর চন্দ্র ও সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত নিরয়ে পচিতে থাকে। উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ মধুসূদন হাসিয়া বলিলেন, ব্রহ্মা কামিনীকুলের রম্য নিতম্ববিম্ব দেখিয়া কামাতুর হন। তাহাতে তাঁহার বীর্য্য পতিত হয়, সেই বীর্য্য লজ্জায় ক্ষীরার্ণবের নির্ম্মল জলে প্রেরণ করেন। তাহা হইতে এই বালকের জন্ম; সুতরাং এ বালক ধর্ম্মতঃ বিধিরই মুখ্য পুত্র। তবে শাস্ত্রমতে এ বালক বরুণেরও ক্ষেত্রজ গৌণ পুত্র। মহাদেব

* "নাশুদ্ধোঽগ্নিং পরিচরেৎ ন দেবান্ কীর্ত্তয়েদৃষীন্।
ন চাগ্নিং লঙ্ঘয়েদ্ধীমান্ নোপদধ্যাদধঃ কচিৎ॥
ন চৈনং পাদতঃ কুর্য্যাৎ মুখেন ন ধমেদ্বুধঃ।
অগ্নৌ ন নিক্ষিপেদগ্নিং নাদ্ভিঃ প্রশমযেত্তথা॥
ন বহ্নিং মুখনিশ্বাসৈর্জ্জ্বালয়েন্নাশুচির্বুধঃ।
স্বমগ্নিং নৈব হস্তেন স্পৃশেন্নাপ্সু চিরং বসেৎ॥
নাপক্ষিপেন্নোপধমেন্ন সূর্পেণ চ পাণিনা।
মুখেনাগ্নিং সমিন্ধীতং মুখাদগ্নিরজায়ত॥" (কৌর্ম্ম উপ বি ১৫ অঃ)

বলিলেন, বিদ্যা ও যোনি সম্বন্ধ অনুসারে শিষ্যে ও পুত্রে সমত্বই বেদে কথিত। সুতরাং বরুণ এই বালককে বিদ্যা ও মন্ত্রদান করুন। বালক বরুণের শিষ্য হউক। আর বিধাতার ত পুত্র আছেই। যাহা হউক, শুদ্ধ ইহাই নহে। বিষ্ণু বালককে দাহিকা-শক্তি দান করুন। বালক সর্ব্বদগ্ধ হুতাশন হইবে। কিন্তু বরুণের প্রভাবে ইহাকে নির্ব্বাণ পাইতে হইবে।

এই কথার পর শিবের আদেশে বিষ্ণু বহ্নিকে দাহিকা শক্তি দান করিলেন। বরুণ বিদ্যা, মন্ত্র ও মনোহর রত্নমালা দিলেন এবং বালককে ক্রোড়ে ধরিয়া বার বার তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ১৩০ অ:)

বহ্নি বা অগ্নিদাহ নিবারণকল্পে মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে, সামুদ্রিক সৈন্ধব, যব অথবা বিদ্যুতে দগ্ধ মৃত্তিকা, ইহা দ্বারা যে গৃহে লেপ দেওয়া যায়, সেই গৃহ কখন অগ্নিদগ্ধ হয় না।

"সামুদ্রসৈন্ধবযবা বিদ্যুদ্দগ্ধা চ মৃত্তিকা।
তয়ানুলিপ্তং সদেশ্ম নাগ্নিনা দহ্যতে নৃপ!"(মৎস্যপু°রাজধ°১৯৩অ:)

অগ্নির বিকৃতি ও তাহার শান্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে, যে রাজার রাজ্যে ইন্ধন অভাবে অগ্নি ভালরূপ প্রজ্বলিত হয় না অথবা ইন্ধন সম্পন্ন হইয়াও তাদৃশ দীপ্তি পায় না, সে রাজার রাজ্য শত্রুপক্ষীয় নরপতিগণ কর্তৃক পীড়িত হইয়া থাকে। যেখানে এক মাস কিংবা অর্দ্ধমাস পর্য্যন্ত জলোপরি কোনও কিছু জ্বলিতে থাকে, এতদ্ভিন্ন প্রাসাদ, তোরণদ্বার, রাজগৃহ বা দেবায়তন এই সকল যেখানে অগ্নিদগ্ধ হয়, তথায় রাজ-ভয় অনিবার্য্য। ইহা ব্যতীত যে স্থান বিদ্যুদগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়, তথায়ও রাজভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং অগ্নি ভিন্ন যথায় ধূমোৎপত্তি দেখা যায়, সে স্থানেও মহাভয়ের সম্ভাবনা বুঝিতে হইবে। আর অগ্নি ব্যতীত যে কোন স্থানে বিস্ফুলিঙ্গ সকল দৃষ্ট হইলেও তাহা অশুভ বা ভয়েরই লক্ষণ।

রাজ্যে এই সকল অগ্নি বিকৃতি উপস্থিত হইলে পুরোহিত সুসমাহিত ভাবে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া ক্ষীরবৃক্ষোদ্ভব সমিৎ সর্ষপ ও ঘৃত সহ দ্বিজগণকে সুবর্ণ, গো, বস্ত্র ও ভূমিদান করিবেন, এইরূপ করিলেই অগ্নিবিকৃতি-জনিত পাপ প্রশমিত হইয়া যায়।*

* "অনগ্নির্দীপ্যতে যত্র রাষ্ট্রে যস্ত নিরিন্ধনঃ।
ন দীপ্যতে চেন্ধনবান্ স রাষ্ট্রঃ পীড্যতে নৃপৈঃ॥
প্রজ্বলেদপ্সু মাসং বা তথার্দ্ধমাপি কিঞ্চন।
প্রাসাদতোরণদ্বারং নৃপবেশ্মসুরালয়ম্॥
এতানি যত্র দহ্যন্তে তত্র রাজভয়ং ভবেৎ।
বিদ্যুতা বা প্রদহ্যন্তে তত্রাপি নৃপতের্ভয়ম্॥
ধূমশ্চানগ্নিজো যত্র তত্র বিদ্যান্মহদ্ভয়ম্।
বিনাগ্নিং বিস্ফুলিঙ্গাশ্চ দৃশ্যন্তে যত্র কুত্রচিৎ॥
ত্রিরাত্রোপষিতশ্চাত্র পুরোধাঃ সুসমাহিতঃ।
সমিদ্ভিঃ ক্ষীরবৃক্ষাণাং সর্ষপৈস্তু ঘৃতেন চ॥
দদ্যাৎ সুবর্ণঞ্চ তথা দ্বিজেভ্যো গাশ্চৈব বস্ত্রানি তথা ভুবঞ্চ
এবং কৃতে পাপমুপৈতি নাশং।
যদাগ্নিবৈকৃত্যভবং দ্বিজেন্দ্র।" (মৎস্যপুরাণ ২০৫ অ:)

অগ্নিসমূহের মধ্যে মুখ্য অগ্নি তিনটী যথা—গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয় শেষ তিনটী উপসদ্।

"গার্হপত্যো দক্ষিণাগ্নিস্তথৈবাহবনীয়কঃ।
এতেঽগ্নয়স্ত্রয়ো মুখ্যাঃ শেষাশ্চোপসদস্ত্রয়ঃ॥" (অগ্নিপু°)

এক দিকে বহ্নি ও অন্য দিকে ব্রাহ্মণ থাকিলে তাহার মধ্য দিয়া গমন করা অবৈধ।

"দ্বৌ বিপ্রৌ বহ্নিবিপ্রৌ চ দম্পত্যোর্গুরুশিষ্যয়োঃ।
হলাগ্রে চ ন গন্তব্যং ব্রহ্মহত্যা পদে পদে॥" (কর্ম্মলোচন)

তিথ্যাদি তত্ত্বেও লিখিত আছে, যথা—"নাগ্নিব্রাহ্মণয়োর্বস্তরা ব্যপেয়াৎ নাগ্ন্যো র্ন ব্রাহ্মণয়োর্ন গুরুশিষ্যয়োরনুজ্ঞয়া তু ব্যপেয়াৎ।" ইহা দ্বারা দুই দিকে অগ্নি থাকিলে তাহার মধ্য দিয়া গমন করাও নিষিদ্ধ ইহাও বুঝা যাইতেছে।

গরুড়পুরাণে অগ্নি স্তম্ভন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, মানুষের বসা লইয়া তাহাতে জলৌকা পেষণ করিবে। পরে ঐ পিষ্ট পদার্থদ্বয় হাতে মাখিলে উত্তমরূপ অগ্নিস্তম্ভন হইয়া থাকে। শিমুলের রস গাধার মূত্রের সঙ্গে মিশাইয়া অগ্নিগৃহে নিক্ষেপ করিলে অগ্নিস্তম্ভন হয়। বায়সীর উদর লইয়া মণ্ডূক বসার সহিত গুড়িকা করিবে, শেষে তাহা সুসংযতভাবে অগ্নিতে প্রয়োগ করিবে। এইরূপ প্রয়োগে উত্তমরূপ অগ্নিস্তম্ভন হয়। মুণ্ডিতক (লৌহ), বচ, মরীচ ও নাগর (মুস্তা) চর্ব্বণ করিয়া সদ্য সদ্যই জিহ্বা দ্বারা অগ্নি লেহন করিতে পারা যায়। গোরোচনা ও ভৃঙ্গরাজ চূর্ণ ঘৃত সহ নিম্নোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পান করিলে তাহাতে দিব্য অগ্নিস্তম্ভন হয়। মন্ত্র যথা,—

'ওঁ অগ্নিস্তম্ভনং কুরু'। (গরুড় পু° ১৮৬ অ:)

বহ্নি (পুং) ১ দৈত্য বিশেষ। (মহাভা° ১২।২২৭।৫০)

২ মিত্র বিন্দার গর্ভজাত কৃষ্ণের পুত্র বিশেষ। (ভাগবত ১০।৬১।১৬)

৩ তুর্ব্বসুর পুত্র। (হরিবংশ ৩২।১১৭)

"তুর্ব্বসোস্ত সুতো বহ্নির্গোভানুস্তস্য চাত্মজঃ।"

৪ কুকুর পুত্র। (ভাগবত ৯।২৪।১৯)

বহ্নিকর (ত্রি) ১ অগ্ন্যুৎপাদক। ২ বিদ্যুৎ। ৩ জঠরাগ্নিবর্দ্ধক।

বহ্নিকরী (স্ত্রী) বহ্নিং দেহস্থবহ্নিং করোতীতি কৃ-ট, ঙীপ্। ধাত্রীশ্বরী, ধাইফুল। (শব্দচ°)

বহ্নিকাষ্ঠ (ক্লী) বহ্নিবৎ দাহকং কাষ্ঠং। দাহাগুরু। (রাজনি°)

বহ্নিকুণ্ড (পুং) অগ্নিকুণ্ড।

বহ্নিকুমার (পুং) অগ্নিকুমার।

বহ্নিকোণ (পুং) অগ্নিকোণ, দক্ষিণপূর্ব্ব কোণ।

বহ্নিগন্ধ (পুং) বহ্নিনা বহ্নিসংযোগেন দহনেন গন্ধো যস্য। যক্ষধূম। (শব্দচ০)

বহ্নিগর্ভ (পুং) বহ্নি গর্ভে যস্য। বংশ।

বহ্নিগৃহ (ক্লী) অগ্নিশালা। (বৃহৎস° ৫৩।১৬)

বহ্নিচক্রা (স্ত্রী) বহ্নেরিব চক্রং আবর্ত্তবৎ চিহ্নং যত্র। কলিকারী বৃক্ষ। (ভাবপ্র০)

বহ্নিচূড় (ক্লী) অগ্নিশিখ।

বহ্নিজায়া (স্ত্রী) স্বাহা। [স্বাহা দেখ।]

বহ্নিজ্বালা (স্ত্রী) বহ্নের্জ্বালেব দাহকত্বাৎ। ধাতকীবৃক্ষ। (রাজনি০)

বহ্নিতম (ত্রি) অধিকতর উজ্জ্বল। বিশিষ্ট দীপ্তিশালী।

বহ্নিদ (ত্রি) বহ্নিং দদাতীতি দা-ক। অগ্নিদায়ক।

বহ্নিদগ্ধ (ক্লী) অগ্নিদগ্ধ রোগ। (নিদান) (ত্রি) অগ্নিদগ্ধ, আগুনে পোড়া।

বহ্নিদমনী (স্ত্রী) দময়তি শময়তীতি দম-ণিচ্-ল্যু, ততোঙীপ্। বহ্নের্দমনী, অগ্নিদাহক্লেশপ্রশমনকারিত্বাদস্যাস্তথাত্বম্। অগ্নিদমনী ক্ষুপ, চলিত শোলা। (রাজনি০)

বহ্নিদীপক (পুং) বহ্নিং দীপয়তীতি দীপ-ণিচ্-ণ্বুল্ বহ্নের্দীপক ইতি বা। কুসুম্ভ বৃক্ষ। (শব্দরত্না০) ইহার গুণাদির বিশেষ বিবরণ কুসুম্ভ শব্দে দ্রষ্টব্য।

বহ্নিদীপিকা (স্ত্রী) বহ্নের্জঠরানলস্য দীপিকা উত্তেজিকা। অজমোদা। চলিত বনযমানী। (রাজনি০)

বহ্নিনামন্ (পুং) বহ্নের্নাম, নাম যস্য। ১ চিত্রকবৃক্ষ। ২ ভল্লাতক বৃক্ষ। (রত্নমালা)

বহ্নিনাশন (ত্রি) অগ্নির প্রকোপনাশক।

বহ্নিনির্ম্মথনা (স্ত্রী) অগ্নিমন্থ বৃক্ষ,চলিত আগ্‌গন্ত। (বৈদ্যকনি০)

বহ্নিনী (স্ত্রী) বহ্নিং তদ্বৎ কান্তিং নয়তীতি নী-ড, গৌরাদিত্বাৎ ঙীপ্। জটামাংসী। (রত্নমালা)

বহ্নিনেত্র (পুং) অগ্নিনেত্র। ক্রোধ হইলে স্বভাবতঃ মানুষের চক্ষুদ্বয় লাল হইয়া উঠে। এই কারণে রূপকে চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গম, ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা বা বহ্নিনেত্রাদির প্রয়োগ হইয়াছে।

বহ্নিপুরাণ (ক্লী) অগ্নিপুরাণ। [পুরাণ দেখ]

বহ্নিপুষ্পা (ষ্পা) (স্ত্রী) বহ্নিরিব দাহকং রক্তবর্ণং বা পুষ্পমস্যাঃ, ঙীপ্। ধাতকী। (রাজনি০)

বহ্নিপ্রিয়া (স্ত্রী) স্বাহা।

বহ্নিবধূ (স্ত্রী) বহ্নের্বধূঃ। স্বাহা। (শব্দরত্না০)

বহ্নিবীজ (ক্লী) বহ্নের্বীজং। 'রং' বীজ। (তন্ত্র) বহ্নিদায়কং বীজমন্ত্র। ২ নিম্বুক। (রাজনি০) বহ্নের্বীজং বীর্য্যং। ৩ স্বর্ণ। (হেমচন্দ্র) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে এই স্বর্ণোৎপত্তি-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, একদা দেবগণ স্বর্গ-সভায় বসিয়া আছেন, তথায় অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছে। এই সময় নিবিড় নিতম্বিনী রম্ভাকে দেখিয়া বহ্নি কামাতুর হইয়া পড়েন। তাঁহার বীর্য্য স্খলিত হয়। তিনি লজ্জায় তখন তাহা বস্ত্র দিয়া ঢাকিয়া ফেলেন। এই ঘটনার কিঞ্চিৎ পরেই বহ্নির বস্ত্র-ভেদ করিয়া উজ্জ্বল প্রভাশালী স্বর্ণ-পুঞ্জ বাহির হইতে থাকে। ঐ স্বর্ণপুঞ্জ ক্ষণকাল মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে সুমেরু-শৈলে পরিণত হইল। এই জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বহ্নিকে হিরণ্যরেতা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। *

বহ্নিভূতিক (ক্লী) রৌপ্য। (বৈদ্যকনি০)

বহ্নিভোগ্য (ক্লী) বহ্নেরগ্নের্ভোগ্যং ভোগার্হং হব্যত্বাৎ। ঘৃত।

বহ্নিমৎ (ত্রি) বহ্নিসদৃশ।

বহ্নিমথন(না) (পুং স্ত্রী) অগ্নিমন্থ বৃক্ষ, চলিত গণিরি। (বৈদ্যকনি০)

বহ্নিমন্থ (পুং) বহ্নয়ে অগ্ন্যুৎপাদনার্থং মথ্যতে ইতি মন্থ-ঘঞ্। গণিকারি বৃক্ষ। (জটাধর) ইহার পর্য্যায়,—

'তেজোমন্থো হবির্মন্থো জ্যোতিষ্কো পাবকোঽরণিঃ।
বহ্নিমন্থোঽগ্নিমন্থশ্চ মথনো গণিকারিকা।' (বৈদ্যক রত্নমালা)

বহ্নিময় (ত্রি) বহ্নি-স্বরূপে ময়ট্। অগ্নিময়, অগ্নিস্বরূপ।

বহ্নিমারক (ক্লী) বহ্নিং মারয়তি বিনাশয়তীতি মৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। জল। (শব্দচ০)

বহ্নিমিত্র (পুং) বহ্নি-মিত্রং যস্য। বায়ু। (শব্দচ০)

বহ্নিমুখী (স্ত্রী) লাঙ্গলিকা, বিষলাঙ্গুলিয়া। (বৈদ্যকনি০)

বহ্নিরস (পুং) অগ্ন্যুত্তাপ। জ্বালা বা তেজ।

বহ্নিরুচি (স্ত্রী) মহাজ্যোতিষ্মতী লতা। (বৈদ্যকনি০)

বহ্নিরেতস্ (পুং) বহ্নৌ রেতো যস্য। অগ্নিনিষিক্ত বীর্য্যত্বা-দেবাস্য তথাত্বং। শিব। (হলায়ুধ)

বহ্নিরোহিণী (স্ত্রী) অগ্নিরোহিণী।

বহ্নিলোহ (ক্লী) তাম্র।

---

* "একদা সর্ব্বদেবাশ্চ সমূষুঃ স্বর্গসংসদি।
তত্র কৃত্বা চ নৃত্যঞ্চ গায়ন্ত্যপ্সরসাং গণাঃ॥
বিলোক্য রম্ভাং সুশ্রোণীং সকামো বহ্নিরেব চ।
পপাত বীর্য্যং চচ্ছাদ লজ্জয়া বাসসা তথা॥
উত্তস্থৌ স্বর্ণ-পুঞ্জঞ্চ বস্ত্রং ক্ষিপ্ত্বা জ্বলৎপ্রভঃ।
ক্ষণেন বর্দ্ধয়ামাস স সুমেরুর্বভূব হ॥
হিরণ্যরেতসং বহ্নিং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মে হিরণ্যোৎপত্তি নামক ১৩০ অঃ)

বহ্নিলোহক (ক্লী) বহ্নি দেবতাকং লোহকং। কাংস্য। (রাজনি॰)
বহ্নিবল্লা (স্ত্রী) লাঙ্গলিয়া, বিষলাঙ্গুলিয়া। (ভাবপ্র॰)
বহ্নিবৎ (ত্রি) বহ্নি অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। অগ্নিযুক্ত, বহ্নিবিশিষ্ট।
বহ্নিবধূ (স্ত্রী) বহ্নের্বধূঃ। অগ্নির স্ত্রী, স্বাহা দেবী।
বহ্নিবর্ণ (ক্লী) বহ্নেরিব রক্তো বর্ণো যস্য। রক্তোৎপল। (শব্দচ॰) (ত্রি) ২ অগ্নিবর্ণ। রক্তবর্ণ।
বহ্নিবল্লভ (পুং) বহ্নের্বল্লভঃ প্রিয়ঃ উদ্দীপকত্বাৎ। সর্জ্জরস। (ত্রিকা)
বহ্নিবীজ (পুং) নিম্বুকবৃক্ষ, লেবুর গাছ। (রাজনি॰) (ক্লী) ২ স্বর্ণ। ৩ নিম্বুকফল। ৪ 'রং' এই শব্দ।
বহ্নিশালা (স্ত্রী) অগ্নিশালা, অগ্নিগৃহ, হোমগৃহ। (মার্ক॰পু॰৭৬।২৯)
বহ্নিশিখ (ক্লী) বহ্নেরিব শিখা যস্য। কুসুম্ভ।
'স্যাৎ কুসুম্ভং বহ্নিশিখং বস্ত্ররঞ্জকমিত্যপি।' (ভাবপ্রকাশ)
বহ্নিশিখর (পুং) বহ্নেরিব শিখরং যস্য। লোচমস্তক। (শব্দরত্না॰)
বহ্নিশিখা (স্ত্রী) বহ্নেরিব শিখা যস্যাঃ। ১ ফলিনী। (ধরণি) ২ কলিকারীবৃক্ষ। ৩ ধাতকী। ৪ লাঙ্গলিয়া, বিষলাঙ্গুলিয়া। ৫ প্রিয়ঙ্গু। ৬ জলপিপ্পলী। ৭ গজপিপ্পলী। (বৈদ্যকনি॰)
বহ্নিশুদ্ধ (ত্রি) অগ্নিদ্বারা বিশুদ্ধীকৃত।
বহ্নিসংস্কার (পুং) বহ্নেঃ সংস্কারঃ। অগ্নিসংস্কার।
বহ্নিসংজ্ঞক (পুং) বহ্নেঃ সংজ্ঞা যস্য, ততঃ কন্। চিত্রকবৃক্ষ, চিতার গাছ। (অমর)
বহ্নিসখ (পুং) বহ্নের্জঠরাগ্নেঃ সখা টচ্ সমাসান্তঃ। ১ জীরক। (রাজনি॰) বহ্নেঃ সখা। ২ বায়ু।
বহ্নিসাক্ষিক (অব্য॰) অগ্নিসাক্ষাতে যে কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে।
বহ্নিশ্বরী (স্ত্রী) ১ স্বাহা। ২ লক্ষ্মী।
বহ্ন্যুৎপাত (পুং) অগ্ন্যুৎপাত। অগ্ন্যুদ্গীরণ।
বহ্য (ক্লী) বহতীতি-বহ—(অঘ্ন্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২১১) ইতি যক্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ বাহন। (হেম) বহন্ত্যনেনেতি বহ (বহ্যং করণং। পা ৪।১।১০২) ইতি যৎ। ২ শকট। (উজ্জ্বল)
বহ্যক (ক্লী) বাহক।
বহ্যশীবন্ (ত্রি) বাহনে শয়ানা। দোলায় শায়িত। "প্রোষ্ঠেশয়াস্তল্পেশয়া নারীর্যা বহ্যশীবরীঃ।" (অথর্ব্ব ৪।৫।৩) বহ্যশীবরীঃ বহন্ত্যনেনেতি বহনসাধনম্ আন্দোলিকাদি বহ্যম্। তত্র শয়নস্বভাবা যা স্ত্রিয়ঃ স্বপ্তি। (সায়ণ)
বহ্যা (স্ত্রী) মুনিপত্নী। উণাদিকোষ)
বহ্যেশয় (ত্রি) বাহনে শয়ান।
বা, ১ সুখাপ্তি। ২ গতি। ৩ সেবা। চুরাদি॰ পরস্মৈ॰, সুখপ্রাপ্তি অর্থে অক॰ অন্যত্র সক॰ সেট্। লট্ বাপয়তি। লুঙ্ অবীবপৎ। বা-গতি। ২ হিংসা। অদাদি॰ পরস্মৈ॰ অক॰ সেট্। লট্ বাতি। লোট্ বাতু। লিট্ ববৌ, ববতু ববিথ, ববাথ, ববিব। লুট্-বাতা। লুঙ্ অবাসীৎ। সন্ বিবাসতি। আ+বা=সমন্তাদ্গমন। নির্+বা=নির্ব্বাণ। শীতলত্ব।
বা (অব্য) বা-ক্বিপ্। ১ বিকল্প।
"ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা।
তত্র বিদ্যা ন বপ্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে॥" (মনু ২।১১২)
২ উপমা।
"ব্যোমপশ্চিমকলাস্থিতেন্দু বা
পঙ্কশেষমিব ধর্ম্মপল্বলম্।" (রঘু ১৯।৫১)
৩ বিতর্ক।
"কিং তে হিড়িম্ব এতৈর্বা সুখসুপ্তৈঃ প্রবোধিতৈঃ।"
(ভারত ১।১৫৪।২৩) ৪ পাদপূরণ। শ্লোকরচনায় কোন অক্ষর কম পড়িলে চ, বা, তু, হি শব্দ দ্বারা তাহা পূরণ করিতে হয়।
"দেবাসুরগণান্ বাপি সগন্ধর্ব্বোরগান্ ভুবি।" (রামায়ণ ১।২৫।৩)
৫ সমুচ্চয়। (মেদিনী) ৬ এবার্থ। (বিশ্ব)
"সুতা ন যূয়ং কিমুতস্য রাজ্ঞঃ সুযোধনং বা ন গুণৈরতীতাঃ।" (কিরাত ৩।১৩) ৭ নিশ্চয়। ৮ সাদৃশ্য। ৯ নানার্থ। ১০ বিশ্বাস। ১১ অতীত।
বা (দেশজ) ১ বাতাস। ২ নৌকাবাহন। ৩ আশ্চর্য্যজ্ঞাপক শব্দ। যেমন বাঃ।
বাই (দেশজ) ১ বায়ুরোগ, উন্মাদ। ২ নর্ত্তকী, নাচওয়ালী। ৩ বাতব্যাধি। ৪ সখ, আগ্রহাতিশয্য।
বাইচ্ (দেশজ) দুইখানি নৌকা পরস্পর জেদ করিয়া কে কাহার অগ্রে নৌকা লইয়া যাইতে পারে এই প্রতিজ্ঞায় নৌকা চালনকে বাইচ্ কহে। কোন উৎসবাদির সময় এইরূপ নৌকার বাইচ হইয়া থাকে। বাইচের নৌকায় প্রায় ১০।১৫ জন দাঁড়ি ও ১ জন মাঝি থাকে এবং তাহারা প্রাণপণে নৌকা বাহিতে থাকে।
বাইচা (দেশজ) ১ যাহারা বাইচ খেলে। ২ বাইচের জন্য শিক্ষিত দাঁড়িমাঝি।
বাইন্ (দেশজ) ১ বাদক। যাহারা মৃদঙ্গ (খোল) বাজাইতে পারে। ২ স্বনামপ্রসিদ্ধ নলাকার মৎস্যবিশেষ, চলিত কথায় "বাণমাছ" বলে। ইহার গাত্রমাংস অপেক্ষাকৃত কঠিন ও সুস্বাদু। পাকা বাইনমাছে উত্তম কালিয়া প্রস্তুত হইতে পারে। ৩ মাদুর বুনিবার কালে ব্যবহৃত তন্ত্রীবিশেষ। ৪ চিনি গলাইয়া মিছরী প্রস্তুত করিবার উনানবিশেষ বা ভাঁটী (Kiln)। ৫ গর্ত্ত, ছিদ্র। ৬ একগুঁয়ে।
বাইনচাল (দেশজ) নদীমধ্যে নৌকার বাইন বা কাষ্ঠতক্তা

ম্বয়ের মধ্যে ছিদ্র হইয়া জল নৌকার মধ্যে প্রবেশ করার নাম। স্থানবিশেষে ইহা বাইনচল বা বাইনচুয়াল বলে।

বাইনাচ (দেশজ) নৃত্যবিশেষ, নর্ত্তকী বিশেষের নৃত্য। বাইওয়ালী নৃত্য করিলে তাহাকে বাইনাচ কহে।

বাইমারা (দেশজ) ১ অলসতা, কুড়েমি। ২ চপলতা।

বাইয়া (দেশজ) বায়ুগ্রস্ত। যাহাব নিত্য উদরাধ্মান হয়।

বাইল (দেশজ) ১ তৃণ বা কদলীপত্রদণ্ডের উভয় পার্শ্বস্থ সূক্ষ্মদেশ। ২ পত্রমাত্র। ৩ ভাঁজা দরজার একখণ্ড। ৪ নৌকার ধ্বরণ।

বাইশ (দেশজ) কুঠার বিশেষ, এই শব্দ বাশি শব্দজ। কর্ম্মকারেরা এই অস্ত্রদ্বারা কাষ্ঠাদি কাটিয়া থাকে। ২ দ্বাবিংশতি,২২। ৩ আশ্চর্য্যসূচক বাক্য।

বাইশা (দেশজ) দ্বাবিংশতি সংখ্যাত্মক। বাইশ তারিখ।

বাইশী (পারশী) বৃক্ষভেদ (Salix Babylonica)

বাউ (দেশজ) ১ বাহু, বাহুশব্দের অপভ্রংশ। ২ একহস্ত পরিমাণ।

বাউটী (দেশজ) অলঙ্কার বিশেষ। কিছুদিন পূর্ব্বে এই অলঙ্কার হস্তাগ্রে ধারণ করিবার বিশেষ আদর ছিল, আজকাল এই অলঙ্কাবের চলন উঠিতেছে।

বাউটীসুট (দেশজ ও ইংরাজী) বাউটী হইতে সমস্ত অলঙ্কার তালিকামত পূর্ব্বে বিবাহকালে বাউটীসুট বা চূড়ীসুটের গহনা কন্যাকে দিবার প্রথা ছিল। বাউটীসুটে অর্থাৎ বাউটী লইয়া যে গহনার সেট (Set) গঠিত হইত, তাহাতে প্রায় ৫০ হইতে শতাধিক ভরি সোণা লাগিত। চুড়িসুটে ২৫ ভরি হইলেই চলে।

বাউড়া (দেশজ) ১ বাতুল। ২ উন্মাদের ন্যায় তারস্বরে ভগবন্নাম-কীর্ত্তনকারী।

বাউনি, বাওনী (দেশজ) হিন্দুর লক্ষ্মীবন্ধনরূপ কৃত্যবিশেষ। পৌষ-সংক্রান্তির পূর্ব্বাহ্ণে হিন্দুর গৃহে গৃহে বাউনী বাঁধার রীতি আছে। ঐ দিন বা তাহার পূর্ব্বে সাধারণ লোকে গোলায় বা মরাই মধ্যে বৎসরের ধান্য তুলিয়া রাখে এবং পর্ব্বাহ জন্য ভাণ্ডার মধ্যে গৃহস্থের নিত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া গৃহকর্ত্রীগণ বৈকালে বাটীর সকলের প্রীত্যর্থে চাউল কুটিয়া অর্থাৎ গুঁড়া করিয়া সন্ধ্যাকালে শুদ্ধাচারে ও শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া পিঠা "পিষ্টকা" প্রস্তুত করে। প্রথমে আস্কে খোলা বা ভাজনা খোলার আস্কে পিঠা প্রস্তুত করিয়া "নেম্" রক্ষা করা হয়। তাব পর রসবড়া, বিরিকাস্তি, আঁদোসা, চুসী, পাটি-সাপটা, গুড় পিঠা, দুধ্‌পিনি, সরুচাকলী, সাদাপুলি, মিঠাপুলি, ভাজা পিঠা, চিড়াব পিঠা, ছানা, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতির ভাজা পিঠা, গোল আলু, রাঙ্গা আলু ও মুগের ভাজা পুলি পিটা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখে। শেষে গৃহিণী আস্কে খোলার একখানি আস্কে পিটা রাখিয়া 'ঢাকনা' দিয়া ভাত হাড়ির মুখে চাপা দেয় এবং মুলার ছাঁই (ফুল) ও ধান্যাদিযোগে প্রস্তুত গোময়পিণ্ড লইয়া হাঁড়ির উপরে বা গাত্রে রাখিয়া খড় জড়াইয়া বাউনী বাঁধে, বাউনী বাঁধিবার সময় গৃহকর্ত্রী নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করিয়া থাকেন—

"আউনী বাওনী, তিন দিন ঘরে ব'সে পিঠা ভাত খাওনী,
তিন দিন কোথাও না যেও,
ঘরে ব'সে পিঠা ভাত খেও।
বাহান্ন কোটি মোহর হয়ো,
বাহান্ন কোটি টাকা হয়ো,
বাহান্ন কোটি ধান হয়ো," ইত্যাদি

অনন্তব গৃহিণী লক্ষ্মীর হাঁড়িতে বাউনী বাঁধিয়া গৃহের সিন্ধুক, আলমারি, পেটিকা, বাক্‌স প্রভৃতিতে বাওনী বাঁধেন ও তৎকালে ঐ কবিতাটী মন্ত্র স্বরূপ পাঠ করিতে থাকেন। [পৌষপার্ব্বণ দেখ]

বাউনিয়া (দেশজ) বামন, খর্ব্ব।

বাউরা (দেশজ) ১ বাতুল, পাগল। ২ উচ্চৈঃস্বরে ভগবন্নাম-কীর্ত্তনকারী।

বাউল (দেশজ) ১ ক্ষিপ্ত, পাগল। ২ বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ, এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় চৈতন্য মহাপ্রভুকে এই মতের প্রবর্ত্তক বলিয়া থাকে। [পবর্গ বাউল শব্দ দেখ।]

বাউলী (দেশজ) অগ্নি হইতে পাত্রাদি উঠাইবার চিম্টাবিশেষ।

বাও (দেশজ) ১ বাওয়া, নৌকা চালন। ২ শৃঙ্গারজ রোগভেদ। (Venereal disease), বাগি (Bubo)।

বাওআত্তর (দেশজ) ৭২, দ্বিসপ্ততি, বাহাত্তর।

বাওআন্ন (দেশজ) দ্বিপঞ্চাশৎ।

বাওটাহরিণ (দেশজ) বাতগামী বা দ্রুতগামী হরিণ।

বাওড় (দেশজ) ১ বাতাস হইলে নদীতে যে তুফান হয় তাহাকে বাওড় কহে। ২ নদীর গতিপার্শ্বস্থিত হ্রদাকাব নদীগর্ভ, যাহার স্রোতঃ রুদ্ধ হইয়াছে।

বাওড়ী (দেশজ) ১ ঘূর্ণ বায়ু। ২ আবর্ত্ত।

বাওয়া (দেশজ) ১ বায়ু শব্দজ। ২ বৃক্ষবিশেষ।

বাওয়াডিম্ (দেশজ) পুংবীর্য্য ব্যতীত পক্ষিণীগর্ভোৎপন্ন ডিম্ব। পালিত পক্ষিদিগকে কখন কখন ঐরূপ ডিম্ব প্রসব করিতে দেখা যায়। ঐ ডিম্ব হইত শাবক জন্মে না।

বাওয়ালী (দেশজ) ১ ধান্যের তুষ। ২ কাঠুরিয়া, যাহারা সুন্দরবনে কাঠ কাটিতে যায়। অনেকে ঐ কাঠুরিয়া দলের সর্দ্দারকে বাওয়ালী বলে। সুন্দরবনে কাঠ কাটিতে যাইবাব সময় দলস্থ কোন ব্যক্তির ব্যাঘ্রমুখে পতন-নিবারণার্থ ঐ সর্দ্দার কএকটী ভৌতিক ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

বাঁ (দেশজ) বাম, দক্ষিণেতর।

বাঁইত (দেশজ) বমি।

বাঁইতি (দেশজ) বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ। এই জাতি নলের কার্য্য ও ঢোল বা ঢাক প্রভৃতি বাজাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা অন্ত্যজ জাতি। ইহাদের জল চলন নাই।

বাঁউ (দেশজ) ১ বাহুশব্দজ। ২ চারিহস্তপরিমাণ, যেমন এক ঝাউ জল।

বাঁক (দেশজ) ১ বক্রস্থান। যেখানে নদী ঘুরিয়া গিয়াছে। ২ পদালঙ্কারবিশেষ। (পারসী) ৩ ভেরীযন্ত্র। ৪ কুক্কুটধ্বনি।

বাঁকাভাঙ্গা (দেশজ) বক্রবস্তু সোজা করণ।

বাঁকড়া (দেশজ) ১ সাহসী। ২ নির্ভীক। ৩ বেশবিলাসী।

বাঁকা (দেশজ) ১ বক্র। ২ অসরল।

বাঁকাপা (দেশজ) বক্রপদ। খঞ্জ।

বাঁকী (পারসী) ১ ধার, নগদ মূল্য না দেওন। ২ তূরীবাদক। ৩ অবশিষ্ট।

বাঁচা (দেশজ) জীবিত থাকা।

বাঁচাও (দেশজ) জীবন দেও। রক্ষা বা পরিত্রাণ কর।

বাঁঝা (দেশজ) বন্ধ্যা, যে স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয় না, তাহাকে বাঝা কহে।

বাঁট (দেশজ) ১ অংশ। ২ খণ্ডভূমি। ৩ অস্ত্রাদির পশ্চাদ্ভাগ, যেস্থানে মুটা দিয়া ধরিতে হয়। ৪ গবাদির চুচুক, স্তনের বোঁটা। ৫ শ্লেষার্থে লিঙ্গ বুঝায়।

বাঁটখারা (দেশজ) লৌহ বা প্রস্তরনির্ম্মিত ওজন সামগ্রী। বাটখারা দ্বারা ওজন করা হয়। পরিমাণ ঠিক করিয়া ইহা লৌহ বা প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

বাঁটা (দেশজ) ১ ভাগকরণ। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই ষষ্ঠীর সময় শাশুড়ী জামাতার কোলে যে পাচফল দেয়।

বাঁটুল (দেশজ) ১ বর্ত্তুল শব্দজ। ২ মাটির গোল গুলি, ডাঁটা।

বাঁড়া (দেশজ) লিঙ্গ।

বাঁড়িয়া (দেশজ) পুচ্ছহীন। খর্ব্ব, হ্রস্ব।

বাঁদর (দেশজ) বানর।

বাঁদা (দেশজ) ক্রীতদাসী। দাসী।

বাধ (দেশজ) ১ জলগতিরোধার্থে স্রোতোমুখে মৃত্তিকাদ্বারা নির্ম্মিত বিস্তৃত আল বা জাঙ্গাল। ২ বন্ধনকরণাজ্ঞা।

বাঁধন (দেশজ) ১ বন্ধন। ২ কোন দ্রব্যের সহিত অপর দ্রব্যের সংযোজন।

বাঁধনী (দেশজ) ১ বন্ধনী শব্দার্থ। ২ আঁটাআঁটি। ৩ প্রণালী, ধারা। যেমন লোকটার কাজের বাঁধনী দেখেছ।

বাঁধা (দেশজ) ১ বন্ধন। ২ বিঘ্ন প্রতিবন্ধকতা। ৩ প্রতিভূস্বরূপ অলঙ্কার বা ভূসম্পত্তি রাখিয়া অর্থগ্রহণ।

বাঁধান (দেশজ) বন্ধন বা বেষ্টন শব্দার্থ। যেমন বিবাদ বাঁধান, হুকা বাঁধান।

বাঁধাবাঁধি (দেশজ) বাধ্য বাধকতা।

বাঁধারিবেত (দেশজ) বেত্রবৃক্ষভেদ (Calamus tenuis)

বাঁধাল (দেশজ) ১ যে আল বাঁধা হইয়াছে। ২ সমদর্শী, সুবিবেচক।

বাঁধুনি (দেশজ) গ্রন্থন, বন্ধন। যেমন কথার বাঁধুনি, চালের বাতার বাঁধুনী।

বাঁধুলি (দেশজ) বন্ধুক পুষ্পবৃক্ষ (Ixora Bandhooka)।

বাঁয় (দেশজ) বামদিকে।

বাঁশ (দেশজ) বংশ।

বাঁশই (দেশজ) বাঁশদ্বারা প্রস্তুত সোপান, মই, সিঁড়ি।

বাঁশগাড়ী (দেশজ) বাঁশপোতা, কোন জমী দখল লইতে হইলে রাজপুরুষের সাহায্যে সেই জমির উপর বাঁশ পোতা হয়, তাহাকে বাঁশগাড়ী কহে। সেই সময় ঢোল বাজাইয়া সাধারণকে জানাইয়া দেওয়ার নাম "ঢোলসহরত"।

বাঁশড়া, বাঙ্গালার ২৪পরগণা জেলার অন্তর্গত একটী বাণিজ্যকেন্দ্র।

বাঁশপাতা (দেশজ) বংশপত্র, বাঁশের পাতা।

বাঁশপাতানটিয়া (দেশজ) নটিয়াশাকভেদ (Amaranthus lanceafolius)

বাঁশপাতামাছ (দেশজ) মৎস্যবিশেষ, এই মৎস্যের আকৃতি বাঁশের পাতার মত পাতলা ও সরু বলিয়া লোকে ইহাকে বাঁশপাতা মাছ কহে। ইহারা আড়ভাবে জলে সাঁতার দেয় এই জন্য ইহাদের একপার্শ্ব কৃষ্ণবর্ণ ও অপর বা নীচের দিক্ ঈষৎ রক্তাভ শ্বেতবর্ণ। ইহাদের গায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁইস থাকে। মাছ সুস্বাদু বটে, কিন্তু আকৃতিজনিত ঘৃণায় ভদ্রসমাজে উহার ব্যবহার নাই।

বাঁশবাজী (দেশজ) বংশ ও রজ্জুযোগে ব্যায়াম-ক্রীড়াভেদ।

বাঁশী (দেশজ) বংশী।

বাঁশীবালা (হিন্দী) বংশীবাদক।

বাঁশুয়াবাতান (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Quercus turbinata)।

বাঁহাত (দেশজ) বামহস্ত। ডান হাত বাঁ হাত বলিলে নগদ বিনিময় বুঝায়।

বাঁংশ (ত্রি) বংশস্যায়ং বংশ-অণ্। বংশসম্বন্ধী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বাংশী—বংশরোচনা।

বাঁংশকঠিনিক (ত্রি) বংশকঠিনে ব্যবহরতি (কঠিনান্তপ্রস্তারসংস্থানেষু ব্যবহরতি। পা ৪।৪।৭২) ইতি ঠক্। বংশকঠিন বিষয়ে ব্যবহারকারক।

বাঁংশভারিক (ত্রি) বংশভারং হরতি বহতি আবহতি বা বংশ-

ভার (তদ্ধরতি বহত্যাবহতি ভারাদ্বংশাদিভ্যঃ। পা ৫।১।৫০) ঠক্। বংশভারহরণকারী বা বহনকারী।

বাংশিক (পুং) বংশীবাদনং শিল্পমস্যেতি বংশ-ঠক্। ১ বংশী-বাদক। (জটাধর) ভারভূতান্ বংশান্ হরতি বহতি আবহতি বা (পা ৫।১।৫০) ঠক্। (ত্রি) ২ ভারভূত বংশহারক বা তদ্বাহক। ৩ বংশকর্ত্তক।

বাংশী (স্ত্রী) বংশলোচনা।

বাঃকিটি (পুং) বারো জলস্য কিটিঃ শূকরঃ। শিশুমার।

বাঃপুষ্প (ক্লী) লবঙ্গ।

বাঃসদন (ক্লী) বারো জলস্য সদনম্। জলাধার। (ত্রিকা০)।

বাক্ (ক্লী) বাক্য।

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥" (রঘু ১।১)

বাক (ত্রি) বকস্যেদমিতি বক (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০) ইত্যণ্। ১ বকসম্বন্ধি। (ক্লী) তস্য সমূহঃ। পা ৪।২।৩৭) ইতি অণ্। বকসমূহ। (পুং) বকস্যাবয়বো বিকারো বা অঞ্। ৩ বকের অবয়ববিশেষ। উচ্যতেঽসৌ অনেনেতি বা বচ্-ঘঞ্। ৪ বাক্য।

"ইদং কবিভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যো নমো বাকং প্রশাস্মহে।" (উত্তরচরিত১।১)

৫ বেদভাগবিশেষ।

"যাং বাকেষ্বনুবাকেষু নিষৎসূপনিষৎসু চ।
গৃণন্তি সত্যকর্ম্মাণং সত্যং সত্যেষু সামসু॥" (ভারত ১২।৪৭।২৫)

বাকল (দেশজ) বল্কল, বৃক্ষত্বক্।

বাকস (দেশজ) ১ বৃক্ষবিশেষ,বাসক গাছ (Justicia Adhatoda) ২ বাক্স।

বাকার (দেশজ) শস্যভাণ্ডার।

বাকারকৃৎ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌ°)

বাকিন (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৪।১।১৫৮)

বাকিনকায়নি, বাকিনি (পুং) বাকিনের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৫৮)

বাকিনী (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ।

বাকিফ (ওয়াকিফ) (আরবী) পারদর্শী। অভিজ্ঞ।

বাকিফ্‌দার (পারসী) কার্য্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি।

বাকিফহাল (পারসী) যিনি কার্য্যবিশেষের সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন।

বাকী (আরবী) ১ অবশিষ্ট। ২ উদ্যানের বিপরীত পার্শ্বস্থ গৃহাবলী।

বাকুচিকা (স্ত্রী) বাকুচী গাছ। (বৈদ্যকনি০)

বাকুচী (স্ত্রী) বাতীতি বা বায়ুস্তং কুচতি সঙ্কোচয়তি পূতি-গন্ধিত্বাৎ, কুচ-ক, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বৃক্ষবিশেষ। Psoralea corylifolia। চলিত হাকুচ, সোমরাজ। হিন্দী—বাবচী, বুকচী। মহারাষ্ট্র—বাউচী। কলিঙ্গ—বাউচিগে। বম্বে—বাংবচী। তামিল—বোগিবিটুলু। সংস্কৃত পর্য্যায়—সোমরাজী, সোমবল্লী, সুবল্লিকা, সিতা, সিতাবরী, চন্দ্রলেখা, চন্দ্রী, সুপ্রভা, কুষ্ঠহন্ত্রী, পূতিগন্ধা, বল্গুলা, চন্দ্ররাজী, কালমেষী, ত্বগ্‌দোষাপহা, কাম্বোজী, কান্তিদা, অবল্গুজা, চন্দ্রপ্রভা, সুপর্ণিকা, শশিলেখা, কৃষ্ণফলা, সোমা,পূতিফলী, কালমেষিকা। বৈদ্যকমতে গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কৃমি, কুষ্ঠ, কফ, ত্বগ্‌দোষ, বিষদোষ, কণ্ডু ও খর্জ্জু-নাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে গুণ—মধুর, তিক্ত, কটুপাক, রসায়ন, বিষ্টম্ভ, রুচিকর, শ্লেষ্মা ও রক্তপিত্তনাশক; রুক্ষ, হৃদ্য, শ্বাস, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর ও কৃমিনাশক। ইহার ফল পিত্ত-বর্দ্ধক, কটু, কুষ্ঠ, কফ ও বায়ুনাশক, কেশের হিতকর, কৃমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আম ও পাণ্ডুনিবারক। (ভাবপ্র°)

বাকুল (ক্লী) বকুলস্যেদমিতি বকুল (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০) ইত্যণ্। বকুল ফল।

"বাকুলং মধুরং গ্রাহী দন্তস্থৈর্য্যকরং পরম্।" (স্বাজবল্লভ)

বাকোপবাক (ক্লী) গল্পগুজব। কথোপকথন।

বাকোবাক্য (ক্লী) পরস্পরে কথাবার্ত্তা (Dialogue)।

বাক্কলহ (পুং) বাচা কলহঃ। বাক্য দ্বারা কলহ, বাক্যে ঝগড়া।

বাক্কা (স্ত্রী) প্রতুদ পক্ষিবিশেষ। (চরক সূত্রস্থা° ৭ অ°)

বাক্কীর (পুং) বাচি কৌতুকবাক্যে কীর শুক ইব প্রিয়ত্বাৎ। শ্যালক, শালা। (শব্দরত্না°)

বাক্কেলি [লী] (স্ত্রী) বাচা কেলিঃ। বাক্য দ্বারা কেলি, বাক্য দ্বারা ক্রীড়া।

বাক্‌চক্ষুস্ (ক্লী) বাক্য ও চক্ষু।

বাক্‌চপল (পুং) বাচা চপলঃ। বাক্য দ্বারা চপল, বাক্‌-চাপল্য, বহুগর্হ্যবাদিতা, যাহারা অতিশয় মিথ্যা কথা কহে। শাস্ত্রে ইহা নিন্দনীয়। যত্নপূর্ব্বক বাক্‌চাপল্য পরিত্যাগ করা বিধেয়।

"ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপলোঽনৃজুঃ।
ন স্যাদ্বাক্‌চপলশ্চৈব ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ॥" (মনু ৪।১৭৭)

বাক্‌চাপল্য (ক্লী) বাচা চাপল্যং। বাক্যের চপলতা, বহুগর্হ্যবাদিতা।

বাক্‌ছল (ক্লী) বাচা ছলম্। ২ বাক্য-ব্যাজ, বচন-বিঘাত, অর্থ-বিকল্পোপপত্তি দ্বারা কথার ছল। ইহা ত্রিবিধ—বাক্‌ছল, সামান্য ছল, ও উপচার ছল,। [ছল শব্দ দেখ]

বাক্‌ছলাশ্রিত (ত্রি) যিনি প্রতি কথায় ছলপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

বাক্‌ত্বচ্ (ক্লী) বাক্য ও ত্বক্। (পা ৫।৪।১০৬)

বাক্‌ত্বষ্ (ক্লী) বাগ্মাধুর্য্য। বাক্যের তেজ।

বাক্‌পটু (ত্রি) বাচা পটু। বাক্যপ্রয়োগে দক্ষ, বাক্‌কুশল, বাগ্মী।

বাক্‌পটুতা (স্ত্রী) বাক্‌পটু-ভাবে তল্-টাপ্। বাক্‌পটুর ভাব বা ধর্ম্ম, বাক্‌পটুত্ব।

বাক্‌পতি (পুং) বাচাং পতিঃ। ১ বৃহস্পতি। (শব্দরত্না০) ২ বিষ্ণু। (হরিবংশ) (ত্রি) বাচাংপতিরিব পটুত্বাৎ। ৩উদ্দাম-বচন। (বায়ুমুকুট) ৪ অনবদ্যোপমাদিপটু বচন। (ভরত) ৫ স্ববুদ্ধি দ্বারা বাক্যবাচক। (সারসুন্দরী) ৬ পটুবচন। (পদার্থ কৌমুদী) ৭ ব্যক্তবাক্ জন। (নীলকণ্ঠ)

'বাগ্মী বাগ্মির্বাবদূকো বাচো যুক্তিপটুস্তথা।

বাগীশো বাক্‌পতিশ্চেতি ষড়েতে সুষ্ঠুবক্তরি ॥' (শব্দরত্নাবলী)

বাক্‌পতিরাজ (পুং) সুপ্রসিদ্ধ কবি হর্ষদেবের পুত্র। ইনি রাজা যশোবর্ম্মের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। গৌড়বধ কাব্যরচনা করিয়া ইনি প্রথিতযশা হন। মহাকবি ভবভূতি ইঁহার সমসাময়িক। (রাজতর° ৪।১৪৪) [যশোবর্ম্মা দেখ।]

বাক্‌পতিরাজদেব, একজন কবি। দশরূপাবলোকে ধনিক ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। [বাক্‌পতিরাজ দেখ।]

বাক্‌পতীয় (ক্লী) বাক্‌পতিবিরচিত গ্রন্থ।(তৈত্তি°ব্রা° ২।৭।৩১)

বাক্‌পত্য (ক্লী) বাক্‌পতিত্ব। (কাঠক ৩৭।২)

বাক্‌পথ (ত্রি) বাক্যকথনোপযোগী। বাক্যকথনের উপযুক্ত।

বাক্‌পা (ত্রি) বাক্‌পটু। (ঐতরেয়ব্রা° ২।২৭)

বাক্‌পারুষ্য (ক্লী) বাচা কৃতং পারুষ্যং। অপ্রিয় বাক্যোচ্চারণ, বাক্যের কঠোরতা, ইহা সপ্তপ্রকার ব্যসনের অন্তর্গত ব্যসনবিশেষ।

"মৃগয়াক্ষাঃ স্ত্রিয়ঃ পানং বাক্‌পারুষ্যার্থদূষণে।

দণ্ডপারুষ্যমিত্যেতজ্‌জ্ঞেয়ং ব্যসনসপ্তকম্ ॥"(হেম)

ইহার লক্ষণ—

"দেশজাতিকুলাদীনামাক্রোশন্যঙ্গসংযুতম্।

যদ্বচঃ প্রতিকূলার্থং বাক্‌পারুষ্যং তদুচ্যতে ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

'দেশাদীনাং আক্রোশন্যঙ্গসংযুতং, উচ্চৈর্ভাষণং আক্রোশঃ ন্যঙ্গমবদ্যং তদুভয়যুক্তং যৎপ্রতিকূলার্থং উদ্বেগজননার্থং বাক্যং তদ্‌বাক্‌পারুষ্যং কথ্যতে।' (মিতাক্ষরা)

দেশ, জাতি ও কুলশীলাদির উল্লেখ করিয়া যে নিন্দনীয় বাক্য প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে বাক্‌পারুষ্য কহে, যাহাকে যে বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে, তাহাকে তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিলে বাক্‌পারুষ্য হয়, চলিত কথায় গালি গালাজ করার নাম বাক্‌পারুষ্য, এই বাক্‌পারুষ্য ত্রিবিধ নিষ্ঠুর, অশ্লীল ও তীব্র।

"নিষ্ঠুরাশ্লীলতীব্রত্বাত্তদপি ত্রিবিধং স্মৃতম্।

গৌরবানুক্রমাত্রস্য দণ্ডোঽপি স্যাৎ ক্রমাদ্‌গুরুঃ ॥

সাক্ষেপং নিষ্ঠুরং জ্ঞেয়মশ্লীলং ন্যঙ্গসংযুতম্।

পতনীয়ৈরুপাক্রোশৈস্তীব্রমাহুর্মনীষিণঃ ॥" (মিতাক্ষরা)

বাক্‌পারুষ্য অপরাধ দণ্ডনীয়। কেহ অযথা ভাবে গালি গালাজ করিলে রাজা তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—সত্য, অসত্য বা শ্লেষ যে কোন ভাবেই হউক, সবর্ণ ও সমগুণ ব্যক্তির প্রতি যদি ন্যূনাঙ্গ (হস্তাদিরহিত) বা ন্যূনেন্দ্রিয় (চক্ষুকর্ণাদি রহিত) এবং রোগী এই সকল বলিয়া গালি দিলে রাজা তাহার সার্দ্ধত্রয়োদশপণ দণ্ডবিধান করিবেন। মা, বা ভগিনী তুলিয়া গালি দিলে, তাহার বিংশতিপণ দণ্ড। আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি পূর্ব্বোক্ত গালি গালাজ করিলে উক্ত দণ্ডের অর্দ্ধদণ্ড; পরস্ত্রী এবং নিজের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতিও উক্তপ্রকার গালি দিলে দ্বিগুণ দণ্ড হইবে।

পরস্পর বিবাদে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ এবং মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতি ইহাদিগের উচ্চতা নীচতানুসারে দণ্ড কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষত্রিয় গালি-গালাজ করিলে তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া দ্বিগুণ এবং উচ্চবর্ণ বলিয়া তাহার দ্বিগুণ এই চতুর্গুণ দণ্ড অর্থাৎ পঞ্চবিংশতিপণ স্থলে শতপণ দণ্ড, বৈশ্য ঐরূপ করিলে বৈশ্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া দ্বিগুণ এবং উচ্চবর্ণ বলিয়া তাহার ত্রিগুণ দণ্ড; এবং শূদ্র গালি গালাজ করিলে তাহার দণ্ড জিহ্বাচ্ছেদনাদি বিধেয়। নীচ বর্ণের প্রতি গালি দিলে অর্দ্ধার্দ্ধহানি ক্রমে দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে ঐরূপ করিলে তাহার অর্দ্ধ, বৈশ্যের প্রতি ঐরূপ করিলে তদর্দ্ধ, এবং শূদ্রের প্রতি ঐরূপ আচরণ করিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে।

সমর্থ ব্যক্তি বাক্যদ্বারা সমর্থ ব্যক্তির বাহু, গ্রীবা, নেত্র প্রভৃতি ছেদন করিব বলিয়া গালি দিলে তাহার শতপণ দণ্ড এবং অশক্ত ব্যক্তি ঐরূপ বলিলে তাহার দশপণ দণ্ড হইবে। 'সুরাপায়ী' ইত্যাদি পাতিত্যসূচক গালি দিলে মধ্যমসাহস দণ্ড, শূদ্রযাজী ইত্যাদি উপপাতকসূচক গালি দিলে প্রথম সাহস দণ্ড, বেদত্রয়বেত্তা, রাজা এবং দেবতাকে গালি দিলে উত্তম সাহস দণ্ড, জাতিসমূহের প্রতি গালি দিলে মধ্যমসাহস দণ্ড, এবং গ্রাম এবং দেশের উল্লেখ করিয়া গালি দিলে প্রথম সাহস দণ্ড হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্যস° ২ অ° বাক্‌পারুষ্যপ্র°)

বাক্‌পুষ্টা (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ। (রাজতর° ২।১১)

বাক্‌পুষ্প (ক্লী) বাক্যরূপ পুষ্প। সুভাষিত বাক্য।

"ঋষিভির্দৈবতৈশ্চৈব বাক্‌পুষ্পৈরর্চ্চিতাং দেবীম্।" (হরিবংশ)

বাক্‌প্রলাপ্ (পুং) প্রলাপবাক্য।

বাক্‌প্রবন্ধ (পুং) স্বকীয় চিন্তোদ্ভূত রচনা।

বাক্‌প্রবদিষু (পুং) বাক্য বলিতে ইচ্ছুক। কথনেচ্ছু।

বাক্য (ক্লী) উচ্যতে ইতি বচ-ণ্যৎ (চজোঃকুঘিণ্যতোঃ। পা ৭।৩।৫২) ইতি কুত্বং শব্দসংজ্ঞাত্বাৎ (বচোঽশব্দসংজ্ঞায়াং ইতি নিষেধো ন)। পদ সমুদয়ের নাম বাক্য। সুপ্‌ ও তিঙন্তকে পদ কহে, 'সুপ্‌তিঙন্তং পদং' যে পদের অন্তে সুপ্‌ ও তিঙ্‌ থাকে, শব্দের উত্তর 'সুপ্‌' অর্থাৎ সু, ঔ প্রভৃতি বিভক্তি, এবং ধাতুর উত্তর, তিপ্‌ তস্‌ প্রভৃতি বিভক্তি হয়, এই সুপ্‌ ও তিঙন্ত হইয়া পদসমুদায় বাক্যনামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। সাহিত্য-দর্পণে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"বাক্যং স্যাদ্‌যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ।
বাক্যোচ্চয়ো মহাবাক্যমিত্থং বাক্যং দ্বিধা মতম্‌॥"
(সাহিত্যদ॰ ২ পরি॰)

যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত পদসমূহকে বাক্য কহে। যে পদে যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি নাই, তাহা বাক্যপদবাচ্য হইবে না। বাক্য ও মহাবাক্যভেদে ইহা দুই প্রকার। রামায়ণ, মহাভারত ও রঘুবংশ প্রভৃতি মহাবাক্য এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদসমূহ বাক্য। যথা 'শূন্যং বাসগৃহং' ইত্যাদি একটী বাক্য, ইহা মহাবাক্য নহে।

কাহাকেও অপ্রিয় বাক্য বলিতে নাই।

"ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি নানৃতঞ্চ বদেৎ কচিৎ।
নাহিতং নাপ্রিয়ং বাক্যং ন স্তেনঃ স্যাৎ কদাচন॥"
(কূর্ম্মপু॰ উপবি॰ ১৬ অ॰)

কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না, কখন মিথ্যা কথা, অহিত বাক্য বা অপ্রিয় বাক্য বলিবে না। বৈষ্ণবমতে পাষণ্ড, কুকর্ম্ম-কারী, বামাচারী, পঞ্চরাত্র, এবং পাশুপত মতানুবর্ত্তীকে বাক্য দ্বারা অর্চ্চনা করিতে নাই।

"পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বামাচারাংস্তথৈব চ।
পঞ্চরাত্রান্ পাশুপতান্ বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥"
(কৌর্ম্ম উপবি॰ ১৬ অ॰)

শুভাশুভ বাক্য—যে বাক্য স্বর্গ বা অপবর্গ সিদ্ধির নিমিত্ত কথিত আর যে বাক্য শুনিলে ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গল হয়, তাহাকেই শুভবাক্য কহে। রাগ, দ্বেষ, কাম, তৃষ্ণা প্রভৃতির বশে যে বাক্য কথিত হয়, যে বাক্য শ্রুত বা কথিত হইলে নিরয়ের কারণ হয়, তাহাকে অশুভবাক্য কহে। কখন এইরূপ অশুভবাক্য শুনিবে না বা বলিবে না। বাক্য বিশুদ্ধ, সুমিষ্ট, মৃদু বা ললিত হইলে সুন্দর হয় না, যে বাক্য শুনিলে অবিদ্যার নাশ হয়, সংসারক্লেশ দূরীভূত হয়, এবং যাহা শুনিলে পুণ্য হয়, তাহাই সুন্দর বাক্য।*

বাক্যকর (পুং) ১ দূত। (ত্রি) ২ বচনভাষী।

বাক্যকার (পুং) রচনাকার।

বাক্যগর্ভিত (ক্লী) বাক্যপূর্ণ। সুন্দর পদাদি দ্বারা বিরচিত।

বাক্যগ্রহ (পুং) অর্থগ্রহণ।

বাক্যতা (স্ত্রী) বাক্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

বাক্যপূরণ (ক্লী) বাক্যের পূরণ।

বাক্যপ্রচোদন (পুং) অনুজ্ঞাবাক্য।

বাক্যপ্রচোদনাৎ (অব্য) আজ্ঞানুসারে।

বাক্যপ্রতোদ (পুং) কটূক্তি। পরুষ বা রূঢ়বাক্য।

বাক্যপ্রলাপ (পুং) ১ অসম্বদ্ধ বাক্য। ২ বাগ্মিত্ব।

বাক্যপ্রসারিন্ (ত্রি) ১ বাচাল। ২ বাগ্‌বিস্তারকারী। ৩ বাগ্মী।

বাক্যমালা (স্ত্রী) বাক্যলহরী। বাক্যসমূহ।

বাক্যশেষ (পুং) ১ কথাবসান। ২ বাক্যের শেষ।

বাক্যসংযম (পুং) বাক্‌সংযম, বাঙ্‌নিরোধ।

বাক্যসংযোগ (পুং) বাক্যের মিলন। বাক্যযোজনা।

বাক্যসঙ্কীর্ণ (পুং) বাক্যান্বিতা।

বাক্যস্বর (পুং) কথার আওয়াজ।

বাক্যাধ্যাহার (পুং) কথায় তর্ক।

বাক্যার্থ (পুং) কথার মর্ম্ম।

বাক্যার্থোপমা (স্ত্রী) বাক্যার্থের সাদৃশ্য।

বাক্যালঙ্কার (পুং) বাক্যের শোভা। বাক্যচ্ছটা।

বাক্র (ক্লী) সামভেদ।

বাক্র্য (ক্লী) বক্র-ষ্যঞ্‌। বক্রসম্বন্ধীয়।

বাক্ষ, আকাঙ্ক্ষা। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্‌। লট্‌ বাক্ষতি। লুঙ্‌ অবাক্ষীৎ। এই ধাতু ইদিত্‌।

বাক্‌সংযম (পুং) বাচঃ সংযমঃ। বাক্যের সংযম, অযথা বাক্যপ্রয়োগ না করা।

বাক্‌সঙ্গ (পুং) বাক্যগ্রহ।

---

* "স্বর্গাপবর্গসিদ্ধ্যর্থং ভাষিতং যৎ সুশোভনম্‌।
বাক্যং মুনিবরৈঃ শান্তৈস্তদ্‌ বিজ্ঞেয়ং সুভাষিতম্‌॥
রাগদ্বেষানৃতক্রোধ-কামতৃষ্ণানুসারি যৎ।
বাক্যং নিরয়হেতুত্বাৎ তদ্‌ভাষিতমুচ্যতে॥
সংস্কৃতেনাপি কিং তেন মৃদুনা ললিতেন বা।
অবিদ্যারাগবাক্যেন সংসারক্লেশহেতুনা॥
যৎশ্রুত্বা জায়তে পুণ্যং রাগাদীনাঞ্চ সংক্ষয়ঃ।
বিরূপমপি তদ্বাক্যং বিজ্ঞেয়মতিশোভনম্‌॥"
(অগ্নিপু॰ শুদ্ধিব্রত নামাধ্যায়)

বাকসা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Rottdœilia glabra)।

বাকসিদ্ধ (ক্লী) সিদ্ধবাক্ ব্যক্তি। সাধু পুরুষগণ সাধারণতঃ বাক্‌সিদ্ধ হন। তাঁহারা যাহাকে যাহা বলেন, তাহাই ঘটিয়া থাকে।

বাকস্তম্ভ (পুং) বাক্যস্তম্ভন। বাক্য রোধ করিয়া দেওয়া।

বাখান (দেশজ) ব্যাখ্যান, ব্যাখ্যা করা।

বাখানি (দেশজ) গুণব্যাখ্যা।

বাখার (দেশজ) শস্যভাণ্ডার।

বাখারি (দেশজ) ১ শামুখ, শম্বুক, জোংড়া, ইহার চুণ হয়। ঐ চুণকে বাখারি চুণ কহে। উহা কলি দেওয়া কার্য্যে ও পান খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। ২ বাঁশ খণ্ড করিয়া তাহার চাঁচা পাত।

বাগপহারক (পুং) ১ পুস্তকচোর। ২ নিষিদ্ধবাক্য পাঠকারী।

বাগর্থ (পুং) বাক্য ও অর্থ। মীমাংসামতে বাক্য ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধ। "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।" (রঘু ১।১)

বাগ্ (পারসী) ১ বাগান, উদ্যান। ২ কৌশল। ৩ সুবিধা। ৪ বাঘ। ৫ অশ্বরজ্জু।

বাগড়া (দেশজ) ব্যাঘাত।

বাগ্‌বাগিচা (পারসী) প্রমোদোদ্যান ও বাগান।

বাগতীত (পুং) অতীত বাক্য।

বাগন্ত (পুং) বাক্যের শেষ।

বাগর (পুং) বাচা ঈর্ত্তি গচ্ছতীতি ঋ-অচ্। ১ বারক। ২ শাণ। ৩ নির্ণয়। ৪ বাড়ব। ৫ বৃক। ৬ মুমুক্ষু। ৭ পণ্ডিত। ৮ পরিত্যক্তভয়, ভয়রহিত। (হেম)

বাগসি (স্ত্রী) অসির ন্যায় তীক্ষ্ণবাক্য।

বাগা (স্ত্রী) বল্‌গা।

বাগাচেরা (দেশজ) গুল্মভেদ। (Pisonia acaleata)

বাগায়ন (পুং) ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌ°)

বাগড়ম্বর (পুং) আড়ম্বরপূর্ণ বাক্য।

বাগাৎ (পারসী) উদ্যান। কুঞ্জবন।

বাগান (পারসী) উদ্যান।

বাগারু (ত্রি) বাচি আশাবাক্যে আরু কর্কট ইব মর্ম্মচ্ছেদকত্বাৎ। আশাহন্তা, যে ব্যক্তি আশা দিয়া পরে তাহা করে না, তাহাকে বাগারু কহে।

"আশাং বলবতীং দত্ত্বা যো হন্তি পিশুনো জনঃ।
স জীবন্সোঽপি বাগারুরুর্ণোদাহুস্ত দাতরি॥" (শব্দমালা)

বাগাশনি (পুং) বুদ্ধদেব। (শব্দরত্না°)

বাগার্দিত্ত (পুং) পাণিন্যুল্লিখিত ব্যক্তিভেদ। (পা ৫।৩।৮৪)

বাগিচা (পারসী) উদ্যান।

বাগিন্দ্র (পুং) প্রকাশের পুত্রভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)

বাগী (দেশজ) কুক্রিয়াজনিত কুচকীতে স্ফোটকভেদ।

বাগীশ (পুং) বাচামীশঃ। ১ বৃহস্পতি। (শব্দরত্না°) ২ ব্রহ্মা। "বাগীশং বাগ্‌ভিরর্থ্যাভিঃ প্রণিপত্যোপতস্থিরে।" (কুমার ২।৩)

(ত্রি) ৩ বাক্‌পতি, ভাল বক্তা, বাগ্মী।

"নিত্যানন্দপ্রমুদিতা বাগীশা বীতমৎসরাঃ।" (ভারত ১০।৭।৪১)

বাগীশ, ন্যায়সিদ্ধাঞ্জনরচয়িতা।

বাগীশতীর্থ, একজন প্রসিদ্ধ শৈবধর্ম্মাচার্য্য। কবীন্দ্রতীর্থের পর মঠের অধিকারী হন। পূর্ব্বনাম রঙ্গাচার্য্য বা রঘুনাথাচার্য্য। ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। স্মৃত্যর্থসাগরে তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা কীর্ত্তিত আছে।

বাগীশত্ব (ক্লী) বাগীশস্য ভাবঃ ত্ব। বাক্‌পতির ভাব বা ধর্ম্ম, উত্তম বাক্য।

বাগীশভট্ট, দশলকারমঞ্জরী ও মঙ্গলবাদরচয়িতা।

বাগীশা (স্ত্রী) বাচামীশা। সরস্বতী।

"বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥"
(ভাগবতটীকায় স্বামী ১।১।১)

বাগীশ্বর (পুং) বাচামীশ্বর ইব। ১ মঞ্জুঘোষ। ২ জৈনবিশেষ। (ত্রিকা°) ৩ বৃহস্পতি। ৪ ব্রহ্মা। (ত্রি) ৫ বাক্‌পতি, ভাল বক্তা।

"রুদ্রামলকচূর্ণং বৈ মধুতৈলসমন্বিতম্।
জগ্ধা মাসং যুবা স্যাচ্চ নরো বাগীশ্বরো ভবেৎ॥"(গরুড়পু° ১৯৬অ°)

বাগীশ্বর, ১ মানমনোহরপ্রণেতা। ২ মঙ্খের সমসাময়িক একজন কবি। ৩ একজন বৈদ্যকগ্রন্থরচয়িতা।

বাগীশ্বরকীর্ত্তি (পুং) আচার্য্যভেদ।

বাগীশ্বর ভট্ট, কাব্যপ্রদীপোদ্যোতপ্রণেতা।

বাগীশ্বরী (স্ত্রী) বাচামীশ্বরী। সরস্বতী। (ত্রিকা°)

বাগীশ্বরী দত্ত, পারস্করগৃহ্যসূত্রব্যাখ্যা-রচয়িতা।

বাগু (ক্লী) নদীভেদ।

বাগুআ (দেশজ) গুল্মভেদ। (Solamum spirale)

বাগুজী (স্ত্রী) সোমরাজী, বাকুচী। (অমর)

"ঘর্ম্মসেবী কদুষ্ণেন বারিণা বাগুজীং পিবেৎ।
ক্ষীরভোজী দ্বিসপ্তাহাৎ কুষ্ঠরোগাদ্বিমুচ্যতে॥"
(চক্রপাণিসংগ্রহ কুষ্ঠাধি°)

বাগুঞ্জার (পুং) মৎস্যবিশেষ। (সুশ্রুত)

বাগুণ (পুং) কর্ম্মরঙ্গ, কামরাঙ্গা। (চলিত) ২ বেগুণ।

বাগুত্তর (ক্লী) বক্তৃতা ও উত্তর।

বাগুন (দেশজ) বার্ত্তাকু, বেগুন।

বাগুনিয়া (দেশজ) বেগুণ বর্ণজ।

বাগুর, (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

বাগুরা (স্ত্রী) বাতীতি বা গতিবন্ধনয়োঃ (মদ্‌গুরাদয়শ্চ। উণ্‌ ১।৪২) ইতি উরচ্‌ প্রত্যয়েন গুগাগমেন চ সাধুঃ। মৃগবন্ধনার্থ জালবিশেষ, হরিণ ধরা ফাঁদ।

"শ্বানঃ খস্রা বনে তস্মিংস্তস্থ বর্ত্মস্থু বাগুরাঃ।"(কথাসরিৎসা০২১।১৬)

বাগুরি (পুং) একজন প্রসিদ্ধ শিল্পবিৎ।

বাগুরিক (পুং) বাগুরয়া চরতীতি বাগুরা (চরতি। পা ৪।৪।৮) ইতি ঠক্‌। ব্যাধ, যে বাগুরা দ্বারা মৃগাদিকে বন্ধন করে। (অমর)

বাগুলি (পুং) পটি।

বাগুলিক (ত্রি) রাজাদিগের তাম্বূলদাতা। (হারাবলী)

বাগুশ (পুং) মৎস্যভেদ, বাগুজ্জাল মৎস্য। (বৈদ্যকনি০)

বাগুস (পুং) মৎস্যভেদ।

বাগৃষভ (পুং) প্রকৃষ্ট বক্তা। বিজ্ঞ বাগ্মী।

বাগে (দেশজ) ১ সুবিধায়। ২ দিকে, পার্শ্বে।

বাগেবাগে (দেশজ) ১ এদিক্‌ ওদিক্‌। ২ উভয় পার্শ্বে।

বাগোয়ান (পুং) জনপদভেদ। (ক্ষিতীশ° ৮।১৯)

বাগ্‌গুণ (পুং) ১ বাক্যফল। ২ অর্হৎভেদ।

বাগ্‌গুদ (পুং) বাচা গোদতে ক্রীড়তীবেতি গুদ-ক্রীড়ায়াং ক। পক্ষিবিশেষ। (ত্রিকা০) মনুতে লিখিত আছে, গুড় চুরি করিলে পরে এই পক্ষিরূপে জন্ম হয়।

"কৌষেয়ং তিত্তিরির্হৃত্বা ক্ষৌমং হৃত্বা তু দর্দ্দুরঃ।
কার্পাসতান্তবং ক্রৌঞ্চো গোধা গাং বাগ্‌গুদো গুড়ম্‌॥"(মনু১২।৬৪)

বাগ্‌গুলি (পুং) বাচা গুড়তি রক্ষতীতি গুড় (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্‌ ৪।১১৮) ইতি ইন্‌, স চ কিৎ। তাম্বূলী, রাজাদিগের তাম্বূলদাতা। (শব্দমালা)

বাগ্‌গুলিক (পুং) বাগ্‌গুলি-স্বার্থে কন্‌। তাম্বূলদ, তাম্বূলদাতা। (শব্দমালা)

বাগ্‌জাল (ক্লী) বাগেব জালমিতি রূপককর্ম্মধা°। ১ বাক্যরূপ জাল। ২ বাক্‌সমূহ।

বাগ্‌হস্তবৎ (ত্রি) বাক্য ও হস্তযুক্ত।

বাগ্‌ডম্বর (পুং) বাক্যচ্ছটা।

বাগ্‌ড়া (দেশজ) ১ বিবাদ, কলহ। ২ প্রতিবন্ধক।

বাগ্‌ড়াটিয়া (দেশজ) প্রতিবন্ধকতাচরণকারী।

বাগ্‌ডোর (দেশজ) ঘোড়ার মুখের সাজে যে দড়ি বাঁধা যায়।

বাগ্‌দণ্ড (পুং) বাগেব দণ্ডঃ। বাক্যরূপ দণ্ড, বাক্য দ্বারা তিরস্কার করা। প্রথমে অপরাধ করিলে বাগ্‌দণ্ড করিবে, অপরাধীকে বাক্যদ্বারা ভর্ৎসনা করিয়া বলিবে, পুনর্ব্বার এইরূপ করিও না।

"বাগ্‌দণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাদ্ধিগ্‌দণ্ডং তদনন্তরম্‌।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডন্তু বধদণ্ডমতঃ পরম্‌॥" (মনু ৮।১২৯)

'বাগ্‌দণ্ডং স বাচা নির্ভৎর্সতে ন সাধুকৃতবানসি মা পুনরেবং কার্য্যঃ' (মেধাতিথি)

বাগ্‌দত্ত (ত্রি) বাচা দত্তঃ। বাক্য দ্বারা দত্ত। যাহা কথায় দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কার্য্যতঃ দেওয়া হয় নাই।

বাগ্‌দত্তা (স্ত্রী) বাচা দত্তা। বাক্য দ্বারা দত্ত। কন্যা, বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার বাগ্‌দান করা হয়, তাই কন্যাকে বাগ্‌দত্তা কহে। আজকাল বাগ্‌দান-প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই, বর্ত্তমান সময়ে বিবাহের যে দিনাবধারণ বা পাকা দেখা হইয়া থাকে তাহা এই বাগ্‌দানের তুল্য।

বাগ্‌দরিদ্র (ত্রি) বাচি দরিদ্র ইব। মিতভাষী, পর্য্যায়—বাগ্যা। (শব্দরত্না০)

বাগ্‌দল (ক্লী) বাচাং দলমিব। ওষ্ঠাধর। (ত্রি)

বাগ্‌দান (ক্লী) বাচাং দানং। বাক্যদান, অদত্তা কন্যার বিবাহে কথা দেওয়া, বিবাহ-স্থিরীকরণ।

"ততো বাগ্‌দানপর্য্যন্তং যাবদেকাহমেব হি।
অতঃপরং প্রবৃদ্ধানাং ত্রিরাত্রমিতি নিশ্চয়ঃ॥
বাগ্‌দানে তু কৃতে তত্র জ্ঞেয়ঞ্চোভয়তস্ত্র্যহম্‌।
পিতুর্বরস্য ততো দত্তানাং ভর্ত্তুরেব হি॥"

(মনুটীকায় কুল্লূক ৫।৭২)

বাগ্‌দানের পূর্ব্বে কন্যার মৃত্যু হইলে সকল বর্ণের এক দিন অশৌচ হয়, কিন্তু বাগ্‌দানের পর উভয় কুলে অর্থাৎ পিতৃ ও ভর্তৃকুলে তিন দিন অশৌচ হইবে। কিন্তু এইক্ষণ বাগ্‌দান না থাকায় বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কন্যামরণে একদিন অশৌচ হইয়া থাকে।

বাগ্‌দুষ্ট (ত্রি) বাচা শুদ্ধেঽপি বস্তুনি অশুদ্ধরূপত্বদুর্বাক্যেন দুষ্টঃ। বাক্য দ্বারা দোষযুক্ত। ১ পরুষভাষী। ২ অভিশপ্ত। মনুভাষ্যকার মেধাতিথির মতে পরুষ ও মিথ্যাবাদীকে বাগ্‌দুষ্ট কহে।

"ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।
শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্‌দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ॥"

(মনু ৩।১৫৬)

'বাগ্‌দুষ্টঃ পরুষভাষী, অভিশপ্ত ইত্যন্যে' (কুল্লূক) 'বাচা দুষ্টঃ পরুষানৃতভাষী' (মেধাতিথি) শ্রাদ্ধকর্ম্মে বাগ্‌দুষ্ট ব্রাহ্মণ বর্জ্জনীয়।

"বাগ্‌ভাবদুষ্টাশ্চ তথা দুষ্টৈশ্চোপহতাস্তথা।
বাসসা চাবধূতানি বর্জ্জ্যানি শ্রাদ্ধকর্ম্মণি॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত আছে যে, বাগ্‌দুষ্ট ব্যক্তির অন্ন ভক্ষণ করিতে নাই। অন্নভক্ষণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হঠাৎ খাইয়া ফেলিলে ত্রিরাত্র উপবাস এবং অভ্যাসে

অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ভক্ষণ করিলে দ্বাদশ পণ দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

"বাগ্দুষ্টং ভাবদুষ্টঞ্চ ভাজনে ভাবদূষিতে।
ভুক্ত্বান্নং ব্রাহ্মণঃ পশ্চাৎ ত্রিরাত্রন্তু ব্রতী ভবেৎ॥
এতদভ্যাসে ব্রতী—যাবকেন তত্র দ্বাদশ পণাদেয়াঃ"
(প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

বাগ্দেবতা (স্ত্রী) বাচাং দেবতা। ১ বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ২ সরস্বতী।

"মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে॥" (তন্ত্রসার)

বাগ্দেবী (স্ত্রী) বাচাং দেবী। সরস্বতী। (ত্রিকা০)

বাগ্দেবীকুল (ক্লী) বিজ্ঞান, বিদ্যা ও বাগ্মিতা।

বাগ্দৈবত্য (ত্রি) বাগ্দেবতাক, বাগ্দেবতাসম্বন্ধীয়, বাগ্-দেবতার উদ্দেশে যাহা কৃত।

"বাগ্দৈবত্যৈশ্চরুর্ভির্যজেরংস্তে সরস্বতীম্।
অনৃতস্যৈনসস্তস্য কুর্ব্বাণা নিষ্কৃতং পরাম্" (মনু ৮।১০৫)

বাগ্দোষ (পুং) ১ বাক্যের দোষ। ২ ব্যাকরণবিরুদ্ধ পদ-প্রয়োগ। ৩ নিন্দা বা অপমানসূচক বাক্যকথন।

বাগ্দ্বার (ক্লী) বাগেব দ্বারং। বাক্যরূপ দ্বার, বাক্যরূপ প্রবেশপথ।

"অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥" (রঘু ১।৪)

বাগ্বলি (পুং) একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত।

বাগ্ভট, ১ রাজা মালবেন্দ্রের মন্ত্রী। ২ নিঘণ্টু নামক বৈদিক গ্রন্থরচয়িতা। ৩ একজন জৈন পণ্ডিত, নেমিকুমারের পুত্র। ইনি অলঙ্কারতিলক, ছন্দোনুশাসন ও টীকা, বাগ্ভটালঙ্কার ও শৃঙ্গারতিলক নামক কাব্যপ্রণেতা। ৪ অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা নামক বৈদ্যক গ্রন্থরচয়িতা। ইহার পিতার নাম সিংহগুপ্ত ও পিতামহের নাম বাগ্ভট। ৫ পদার্থচন্দ্রিকা, ভাবপ্রকাশ, রসরত্নসমুচ্চয় ও শাস্ত্রদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।

বাগ্ভট্ট (পুং) [বাগ্ভট দেখ।]

বাগ্ভৃৎ (ত্রি) বাক্যপোষণকারী। বাক্পটু।

বাগ্মূল (ত্রি) যাহার বাক্যের মূল আছে।

বাগ্মায়ন (পুং) বাগ্মিনো গোত্রাপত্যং (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) ইতি ফঞ্। বাগ্মীর গোত্রাপত্য।

বাগ্মিতা[ত্ব] (স্ত্রী) বাগ্মিনো ভাবঃ। বাগ্মিত্ব, বাগ্মীর ভাব বা ধর্ম্ম, উত্তমরূপ বলিবার শক্তি।

বাগ্মিন্ (ত্রি) প্রশস্তা বাগস্ত্যস্যেতি (বাচো গ্মিনিঃ। পা ৫।২।১২৪) ইতি গ্মিনিঃ। বক্তা, সুষ্ঠুবক্তা।

"বাগ্মী প্রগল্ভঃ স্মৃতিমানুদগ্রো বলবান্ বশী।"
(কামন্দকীয় নীতিসার ৪।১৫)

২ পটু। (পুং) প্রশস্তা বাগস্ত্যস্যেতি গ্মিনি। ৩ সুরাচার্য্য, বৃহস্পতি। ৪ পুরুবংশীয় মনস্যুর পুত্র। (ভারত ১।৯৪।৭)

বাগ্য (ত্রি) বাচং পরিমিতং বাক্যং যাতি গচ্ছতীতি যা-ক। ১ বাক্দরিদ্র, পরিমিতভাষী। (শব্দমালা) ২ নির্ব্বেদ। ৩ কল্য। (অজয়)

বাগ্যত (ত্রি) বাচি বাক্যে যতঃ সংযতঃ। বাক্যসংযত। বাক্যসংযমনকারী।

"প্রত্যেকং নিয়তং কালমাত্মনো ব্রতমাদিশেৎ।
প্রায়শ্চিত্তমুপাসীনো বাগ্যতস্ত্রিষবনং স্পৃশেৎ॥"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

বাগ্যমন (ক্লী) বাচাং যমনং। বাক্যের সংযম।
(কাত্যা০ শ্রৌত০ ৩।১২।১৭)

বাগ্যাম (ত্রি) বাগ্যত, বাক্যসংযমকারী।

বাগ্বজ্র (ক্লী) বাগেব বজ্রং। বাক্যরূপ বজ্র, অতিশয় কঠোর বাক্য। (ত্রি) কঠোর বাক্যপ্রয়োগকারী। (ভাগবত ৪।১৩।১৯)

বাগ্বট (পুং) গ্রন্থকারভেদ।

বাগ্বৎ (ত্রি) বাক্যসদৃশ। কথানুযায়ী। (ঐতরেয়ব্রা° ৬।৭)

বাগ্বাদ (পুং) পাণিন্যুক্ত ব্যক্তিভেদ। (পা ৬।৩।১০৯)

বাগ্বাদিনী (স্ত্রী) সরস্বতী দেবী।

বাগ্বিদ্ (ত্রি) বাগ্মী। সুভাষক। "তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্বিদাং বরম্।" (রামা° ১।১।১)

বাগ্বিদগ্ধ (ত্রি) বাচা বিদগ্ধঃ। ১ বাক্চতুর, বাক্য পণ্ডিত, যিনি বাক্যপ্রয়োগকুশল। ২ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত। স্ত্রিয়াং টাপ্। বাগ্বিদগ্ধা=বাক্চতুরা।

বাগ্বিধেয় (ত্রি) বাচো বিধেয়ম্। পুস্তক বিনা পাঠযোগ্য গাতব্য।

বাগ্বিন্ (ত্রি) বাক্যযুক্ত।

'বাগ্বীব মন্ত্রং প্র ভরস্ব বাচম্।' (অথ° ৫।২০।১১)

বাগ্বিপ্রুষ (ক্লী) বেদপাঠকালীন মুখনিঃসৃত জলবিন্দু (থুতু)।

বাগ্বিসর্গ (পুং) বাক্যত্যাগ। কথা বন্ধ করা।

বাগ্বিসর্জন (ক্লী) বাগ্বিসর্গ।

বাগ্বীর্য্য (ত্রি) ওজস্বী। বাক্যের গাম্ভীর্য্য বা তেজঃ।

বাঘ (দেশজ) ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্র শব্দের অপভ্রংশ।

বাঘ্আঁকড়া (দেশজ) গুল্মভেদ (Allangium hexapetalum)।

বাঘ্আঁচড়া (দেশজ) গুল্মভেদ। শিম্বীভেদ, এক প্রকার শিম্, বাক্আচড়া শিম, এই শিমের গায় ছড়া ছড়া দাগ থাকে।
[পবর্গে বাঘআঁচড়া দেখ।]

বাঘডাঁসা (দেশজ) একজাতীয় বড় মশক।

বাঘৎ (পুং) ১ পুরোহিত। ২ ঋত্বিজ্। (নিঘণ্টু ৩।১৮) ৩ মেধাবী। (নিঘণ্টু ৩।১৫) ৪ বাহক, অশ্ব। (সায়ণ)

বাঘনখো শিম (দেশজ) শিম্বিভেদ।

বাঘেল্ল (ক্লী) রাজবংশভেদ। বাঘেলরাজবংশ। [বঘেল দেখ।]

বাঙ্ক (পুং) সমুদ্র। (ত্রিকা°)

বাঙ্গজ, বঙ্গরাজ। (পা ৪।১।১৭০)

বাঙ্গক (ত্রি) বঙ্গরাজপুত্র। (পা ৪।৩।১০০)

বাঙ্গারি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

বাঙ্গালা,—বঙ্গদেশ, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে উৎকীর্ণ রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপিতে এই শব্দের 'বঙ্গাল' নামে প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। [বঙ্গদেশ, বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বাঙ্গালা ভাষা, যে ভাষায় বাঙ্গালার অধিবাসী কথা কহিয়া থাকে, তাহাই বাঙ্গালাভাষা। এই ভাষাকে লিখিত ও কথিত এই দুইভাগে প্রধানতঃ ভাগ করা যাইতে পারে। অবশ্য প্রাদেশিক হিসাবে ধরিলে কথিত ভাষাকেও নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত করা যায়। দেশভেদে কথিত ভাষার মধ্যে অল্পাধিক পার্থক্য লক্ষিত হইলেও কথিত ভাষা যে সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থ সময়ে সময়ে সংশোধিত ও সংস্কৃত হইয়া লিখিত ভাষার আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিরূপে বঙ্গভাষার উৎপত্তি হইল, তাহাই এখানে সংক্ষেপে বলিব।

বঙ্গভাষার আদি-নির্ণয়।

বর্ণলিপি শব্দে আমরা দেখাইয়াছি যে, প্রায় আড়াই হাজার বৎসর হইতে চলিল, বুদ্ধদেবের সময়ে বঙ্গলিপি নামে একটী স্বতন্ত্র লিপি প্রচলিত ছিল। যখন বঙ্গলিপির সৃষ্টি হইয়াছিল, সে সময়ে স্বতন্ত্র বঙ্গভাষার প্রচলন থাকা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু তখনকার বঙ্গভাষা কিরূপ ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে জানিবার উপায় নাই।

আমরা পাণিনি-ব্যাকরণ হইতে জানিতে পারি যে, পাণিনির পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষাই কথিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। তাঁহার সময়ও প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে কিছু ইতরবিশেষ ছিল। সেই সুপ্রাচীনকালে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার সহিত দেশী ভাষাও মিশিতেছিল। সেই বিভিন্ন দেশপ্রচলিত ভাষাই আদিপ্রাকৃত-ভাষা। কেদারভট্ট ও মলয়গিরি লিখিয়াছেন যে, "ভগবান্ পাণিনি প্রাকৃতের লক্ষণও প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা সংস্কৃত হইতে ভিন্ন। (ইহাতে) দীর্ঘাক্ষর কোথাও কোথাও হ্রস্ব হইয়া থাকে।"* এই প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, পাণিনির সময়ে প্রাকৃত একটী স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়াই গণ্য ছিল। কিন্তু এই ভাষা লিখিত ভাষারূপে গণ্য না থাকায় সে সময়ে পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। পাণিনির সময়ে 'প্রাকৃত' প্রচলিত থাকিলেও তাহা আর্য্যসাধারণের স্বীকৃত ভাষা বলিয়া গণ্য হয় নাই। কারণ পাণিনি নিজ অষ্টাধ্যায়ীতে 'ছান্দস' ও 'ভাষা' এই দুই শব্দ দ্বারা 'বৈদিক' ও তাঁহার সময়ে প্রচলিত 'লৌকিক সংস্কৃত' ভাষারই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সময়েও সংস্কৃত-যুগ চলিতেছিল। কতদিন এই সংস্কৃত যুগ চলিয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়রূপে এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি, বুদ্ধদেবের সময়ে অর্থাৎ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত সাধারণের কথিত ভাষা বলিয়া গণ্য ছিল না। এ সময়ে মধ্যবিত্ত সাধারণে যে ভাষা বুঝিত, তাহা 'গাথা' নামে ধরা হয়। এখন এই ভাষাকে সংস্কৃত বলিয়া ঠিক গ্রহণ করা যায় না। এই ভাষার রীতি সংস্কৃত ব্যাকরণসঙ্গত নহে, অথচ তাহাকে আমরা ভাঙ্গা সংস্কৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তৎকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকট বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত থাকিলেও মধ্যবিত্তদিগের নিকট গাথাই চলিত ভাষারূপে গণ্য হইতেছিল। সম্রাট্ অশোকের তৎকালপ্রচলিত প্রাদেশিক ভাষায় যে সকল অনুশাসন বাহির হইয়াছে, তাহা গাথার কিছু পরবর্ত্তী ও পালি ভাষার পূর্ব্বতন প্রাকৃত বলিয়া মনে হয়।

বৌদ্ধ ও জৈনদিগের সুপ্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের ভাষা আলোচনা করিলেও আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, সেই প্রাচীন গাথা হইতেই পালী, মাগধী ও অর্দ্ধমাগধী ভাষা পরিপুষ্ট হইয়াছে।

বররুচি প্রভৃতি বৈয়াকরণদিগের মতে মাগধী, অর্দ্ধমাগধী এগুলি প্রাকৃত ভাষারই প্রকারভেদ। [প্রাকৃত দেখ।]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—ভারতে প্রাকৃত ভাষা অতি পূর্ব্বকাল হইতেই কথিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল, দেশভেদে সেই প্রাকৃতেরও অল্পবিস্তর প্রভেদ ছিল। কিন্তু যখন সেই প্রাকৃত লিখিত ভাষারূপে ব্যবহারের উপযোগী হইল, তখন আবশ্যক মত সংস্কারেরও প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই সংস্কৃত প্রাকৃত ভাষাই পালি, মাগধী বা অর্দ্ধমাগধীরূপে প্রথম লিখিত ভাষার স্থান অধিকার করিল।

---

* কেদারভট্টের উক্তি এই—

"পাণিনির্ভগবান্ প্রাকৃতলক্ষণমপি বক্তি সংস্কৃতাদন্যৎ দীর্ঘাক্ষরঞ্চ কুত্রচিদেকং মাত্রামুপৈতি।"

গৌড়প্রাকৃতের উৎপত্তি।

প্রাকৃত ব্যাকরণ অনুসারে প্রাকৃত ভাষা প্রধানতঃ সংস্কৃতভব, সংস্কৃতসম ও দেশী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীত্রয়ের মধ্যে পালিকে "তৎসম" এবং অর্দ্ধমাগধীকে "তদ্ভব" শ্রেণীমধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। পরবর্ত্তীকালে উক্ত উভয় প্রাকৃত ভাষার প্রভাবে বিভিন্ন স্থানের লিখিত প্রাকৃতভাষার পুষ্টি হইল। ভরতের মতে,—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র এই চারিটী ভাষা। চণ্ডাচার্য্য তাঁহার "প্রাকৃত-লক্ষণে" প্রাকৃতভাষাকে প্রাকৃত, মাগধী, পৈশাচী ও অপভ্রংশ এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশে লিখিত প্রাকৃত মাগধী, শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, ও পৈশাচী এই চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

হেমচন্দ্রাচার্য্য তাঁহার প্রাকৃত ব্যাকরণে অর্দ্ধমাগধীকে "আর্ষ-প্রাকৃত" মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। (২।১০) আবার চণ্ডাচার্য্যের মত ধরিলে অর্দ্ধমাগধী, মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীর প্রাচীনরূপই আর্ষপ্রাকৃত বলিয়া গণ্য হইতে পারে; কিন্তু প্রাকৃতচন্দ্রিকাকার কৃষ্ণপণ্ডিত আর্ষপ্রাকৃতকে স্বতন্ত্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে আর্ষ, মাগধী, শৌরসেনী, পৈশাচী, চুলিকাপৈশাচী ও অপভ্রংশ এই ছয় প্রকার মূল প্রাকৃত।*

ঐ সকল প্রাকৃতের প্রচার যখন ভারতব্যাপী হইয়া পড়িল, তখন আবার ভারতের নানা স্থানের প্রচলিত প্রাকৃত ক্রমে প্রাকৃতের আদর্শে ও দেশী শব্দের মিশ্রণে লিখিত প্রাকৃত মধ্যে স্থান পাইতে লাগিল। এইরূপে খৃষ্টীয় ৯ম ও ১০ম শতাব্দে আমরা বহুতর প্রাকৃত ভাষার উল্লেখ পাই।

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে প্রাকৃতচন্দ্রিকায় কৃষ্ণপণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, মহারাষ্ট্রী, অবন্তী, শৌরসেনী, অর্দ্ধমাগধী, বাহ্লীকী, মাগধী, শকারী, আভীর, চাণ্ডাল, শাবর, ব্রাচণ্ড, লাট, বৈদর্ভ, উপনাগর, নাগর, বার্ব্বর, আবন্ত্য, পাঞ্চাল, টাক্ক, মালব, কৈকয়, গৌড়, উড্র, দৈব, পাশ্চাত্য, পাণ্ড্য, কৌন্তল, সৈংহল, কালিঙ্গ, প্রাচ্য, কর্ণাট, কাঞ্চ্য, দ্রাবিড়, গৌর্জ্জর, এই ৩৪টী ভিন্ন দেশ-প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা; এ ছাড়া বৈড়ালাদি ২৭টী অপভ্রংশ প্রাকৃতও প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণপণ্ডিতের মতে,—উক্ত প্রাকৃত-ভাষাসমূহের মধ্যে কাঞ্চীদেশীয়, পাণ্ড্য, পাঞ্চাল, গৌড়, মাগধ, ব্রাচণ্ড, দাক্ষিণাত্য, শৌরসেনী, কৈকয়, শাবর, ও দ্রাবিড়, এই ১১টী পৈশাচী হইতে উদ্ভূত।†

* "তচ্চার্ষং মাগধী শৌরসেনী পৈশাচিকী তথা।
চুলিকাপৈশাচিকং চাপভ্রংশশ্চেতি ষড়্‌বিধং॥" (প্রাকৃতচন্দ্রিকা)

† "কাঞ্চীদেশীয়পাণ্ড্যে চ পাঞ্চালং গৌড়মাগধং।
ব্রাচণ্ডদাক্ষিণাত্যঞ্চ শৌরসেনঞ্চ কৈকয়ং॥
শাবরং দ্রাবিড়ঞ্চৈব একাদশ পিশাচজাঃ॥" (প্রাকৃতচন্দ্রিকা)

প্রাকৃত-চন্দ্রিকার প্রমাণে আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, যখন খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে ঐ সকল প্রাকৃত ভাষা ব্যাকরণ মধ্যে স্থান পাইয়াছে, তখন তাহার বহুপূর্ব্বেই ঐ সকল ভাষা লিখিত ভাষা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত প্রমাণ হইতে আমরা আরও বুঝিতেছি যে, খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের পূর্ব্বেই আমাদের গৌড়-মাগধভাষা লিখিত-প্রাকৃত মধ্যে এবং পৈশাচী ভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া পণ্ডিতসমাজে গণ্য হইয়াছিল।

এখন কথা হইতেছে যে, গৌড়ভাষাকে 'পিশাচজা' বলিবার কারণ কি?

ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে 'বয়ঃ, বঙ্গ ও বগধের' উল্লেখ আছে। আনন্দতীর্থ তাঁহার ভাষ্যটীকায় পিশাচ রাক্ষস এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।* তাঁহাদের ব্যবহৃত প্রাকৃতভাষাই বহুপরে বৈদিকবিপ্রদিগের নিকট হয়ত পৈশাচীনামে গণ্য হইয়া থাকিবে। পরবর্ত্তী কালে আর্য্যসংস্রবে এখানকার স্থানীয় ভাষা পরিপুষ্ট হইলেও পূর্ব্বভাষার প্রভাব এককালে বিদূরিত হয় নাই। এই কারণেই খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে শেষকৃষ্ণপণ্ডিত পূর্ব্বাচার্য্য-গণের দোহাই দিয়া গৌড়মাগধভাষাকে আর্ষ বা মূল পৈশাচী হইতে জাত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

পৈশাচী প্রাকৃতের লক্ষণ কি?

"পৈশাচিক্যাং রণয়োর্লনৌ।" (চণ্ডের প্রাকৃতলক্ষণ ৩।৩৮)

পৈশাচিকী-ভাষায় র ও ণ স্থানে ল ও ন হয়।

পৈশাচীর বিশেষত্ব দেখাইবার জন্য বররুচিও সূত্র করিয়াছেন,—"ণোঃ নঃ" (১০।৫) অর্থাৎ মূর্দ্ধন্য 'ণ' স্থানে দন্ত্য 'ন' হয়।

গৌড়ভাষার প্রকৃত উচ্চারণ ধরিলে মূর্দ্ধন্য 'ণ'এর প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। বঙ্গদেশীয় নিম্নশ্রেণীর লোক আজও 'র' স্থানে 'ল' উচ্চারণ করিয়া থাকে। যেমন 'করিলাম' স্থানে 'কল্লাম'। অবশ্য 'র' গৌড়ের লিখিত ভাষায় বহুদিন হইতে স্থানলাভ করিলেও 'ণ' বহুদিন প্রবেশাধিকার পায় নাই। ১০০৭ সনের হস্তলিখিত চণ্ডীদাসের একখানি পদাবলীতে বহুদিন হইল এরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়াছি।†

আর একটী বিশেষলক্ষণ—'রশষাণাং সঃ।' চণ্ডপ্রাকৃত৩।১৮) রেফযুক্ত শ ও ষ এবং খালি 'শ' ও 'ষ' স্থানে সর্ব্বত্র দন্ত্য 'স' প্রযুক্ত হয়। যেমন শীর্ষ = সীস, আমিষ = আমিস।

বাস্তবিক গৌড়-বঙ্গবাসীর প্রকৃত উচ্চারণ ধরিলে মূর্দ্ধণ্য 'ষ'

* বিশ্বকোষ—বঙ্গদেশ শব্দ ৪০১ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

† সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৫ম ভাগ ১৭৯-১৮৪ পৃঃ।

ও তালব্য 'শ' স্থানে আজও সর্ব্বত্র দন্ত্য সকারের উচ্চারণ শ্রুত হয়।

আর একটী বিশেষত্ব এই—'য়স্য জঃ' (চণ্ড ৩।১৫) অর্থাৎ "য়" স্থানে সর্ব্বত্র 'জ' হয়। যেমন 'য়াত্রা'—জাত্তা।

বাস্তবিক গৌড়বঙ্গে 'য়' বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ প্রচলিত নাই, সর্ব্বত্রই 'য়' 'জ' রূপেই উচ্চারিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণপণ্ডিত প্রায় নয়শত বর্ষ পূর্ব্বে কেন যে গৌড়-ভাষাকে পিশাচজা বলিলেন, তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

পৈশাচী প্রাকৃতের মূল কোথায়? বররুচি লিখিয়াছেন—"পৈশাচী। প্রকৃতিঃ শৌরসেনী।" (১০।২) পৈশাচী ভাষার প্রকৃতি শৌরসেনী অর্থাৎ শূরসেন বা মথুরা অঞ্চলে যে প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা হইতেও পৈশাচী ভাষা পুষ্ট হইয়াছে। এ ছাড়া নৈকট্যপ্রযুক্ত মগধপ্রচলিত মাগধী ভাষার সহিতও বঙ্গভাষার যথেষ্ট সম্বন্ধ ঘটিয়াছে।

পূর্ব্বতনকাল হইতে নানা সময়ে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে নানা দেশীয় লোকের গৌড়বঙ্গে আগমন এবং তাঁহাদের এখানে স্থায়ী অধিবাসহেতু প্রাচীন গৌড়-ভাষায় ভারতীয় অপরাপর ভাষারও নিদর্শন বা রেখাপাত রহিয়াছে।

যাহা হউক, প্রায় আড়াই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গলিপির অস্তিত্ব থাকিলেও বঙ্গভাষার স্বতন্ত্র নামকরণ হয় নাই। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাশ্রয়ী গুপ্তাধিকার বিস্তারের সহিত এখানে সংস্কৃত শাস্ত্রীয় প্রভাব প্রবেশ লাভ করিলে সংস্কৃত ও স্থানীয় ভাষার পার্থক্যনির্ণয়ার্থ গৌড়ভাষার নামকরণ হইয়া থাকিবে।

যে দেশে বুদ্ধদেব লীলা করিয়া গিয়াছেন, যে দেশ বহুতর জৈন তীর্থঙ্করগণের কর্ম্মক্ষেত্র, যে দেশের ভাষা হইতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মবীরগণের চেষ্টায় শত শত ব্রাহ্মণবিরোধী মত সৃষ্টি হইয়াছে, সে দেশের ভাষাকে ব্রাহ্মণগণ পৈশাচী বা 'পিশাচজা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে।

বাস্তবিক কোন বৈদিক গ্রন্থেই অঙ্গ বঙ্গ মগধ পিশাচভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বৌদ্ধভক্ত শকনরপতি কনিষ্কের অধিকারকালে তাঁহার অধীন ক্ষত্রপগণ গৌড়মগধ শাসন করিতেন। তাঁহার সময়েই বৌদ্ধশাস্ত্রপ্রচারার্থ সংস্কৃত ও প্রচলিত প্রাকৃত ভাষার মিলনের সূত্রপাত হয়। ঐ সময় সম্ভবতঃ প্রাচ্য জনপদের ভাষা লিখিত ভাষারূপে গণ্য হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট 'পৈশাচী' আখ্যালাভ করে। এ সময় শূরসেন বা মথুরায় শকসম্রাট্গণের রাজধানী; সুতরাং শূরসেনের প্রভাবে যে পৈশাচী ভাষার গঠনকার্য্য সাধিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই সম্ভবপর। গুপ্তসম্রাট্গণের সময় 'গৌড়' একটী স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা ইহার রীতিও ভিন্ন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। বহুতর প্রাচীন নাটকে গৌড়ভাষার প্রচলন দেখিয়া আলঙ্কারিকেরা ঘোষণা করিলেন,—

"শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটী চান্যা চ তাদৃশী।
যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিং॥"

অর্থাৎ শৌরসেনী, গৌড়ী, লাটী ও অন্যান্য তৎসদৃশী প্রাকৃত ভাষাও ব্যবহৃত ভাষায় স্থান পাইয়া থাকে।

বাঙ্গালায় প্রাকৃত রূপ।

এরূপ প্রমাণ সত্ত্বেও কেহ কেহ গৌড়বঙ্গের ভাষাকে সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। এখনও প্রচলিত খনার বচন, ডাকের বচন, মাণিকচন্দ্রের গীত, ধর্ম্মমঙ্গল, এমন কি চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথিতে অনেক স্থলে যেরূপ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহাতে বাঙ্গালাকে কোনক্রমে সংস্কৃতমূলক বলিয়া মনে হয় না। সে ভাষা অনেকাংশে প্রাকৃতেরই অনুরূপ।

আমরা পুস্তকাদিতে সে সকল প্রাকৃতভাষা দেখিতে পাই, যদিও সেই সকলে পূর্ব্বপ্রচলিত বঙ্গভাষার ঠিক সাদৃশ্য না থাকুক, তথাপি শব্দগত কতকটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃত ও বাঙ্গালার শব্দসাদৃশ্য দেখাইবার জন্য এখানে কয়েকখানি পুস্তক হইতে কতকগুলি শব্দ উদ্ধৃত করিলাম—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	যে পুস্তকে প্রযুক্ত *	বাঙ্গালা
অত্তা	অত্তা	মৃ° ক°	আতা, আই
অদ্য	অজ্জ	উ° চ°	আজ
অর্দ্ধ	অদ্ধ	মৃ° ক°	আধ
অনেন	ইমিণ	মৃ° ক°	এমনে
অষ্ট	অট্ঠ	মৃ° ক°	আট
অম্র	অম্ব		আঁব
আদর্শ	আর্অবস্		আরশি
আত্মা	অপ্পি	মু° রা°	আপনি
অহং	অহ্মি	মৃ° ক°	আহ্মি, আমি
অন্ধকার	অন্ধকার	মৃ° ক°	আঁধার
উপাধ্যায়	উবজ্ঝাঅ	মু° রা°	ওঝা
এষ	এহ	শ° কু°	এহি, এহ, এই
ইয়ৎ	এত্তক		এতেক
অত্র	এথ		এথা

* মৃ° ক° = মৃচ্ছকটিক নাটক। উ° চ° = উত্তররামচরিত। মু° রা° = মুদ্রারাক্ষস। শ° কু°—শকুন্তলা। চ° কৌ° = চণ্ডকৌশিকঃ। ছন্দোম° = ছন্দোমঞ্জরী।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	যে পুস্তকে প্রযুক্ত	বাঙ্গালা
কর্ণ	কণ্ণ	মৃ° ক°	কান
কর্ম্ম	কম্ম		কাম
কার্য্যম্	কজ্জ		কাজ
কিয়ৎ	কেত্তক		কতক
কুত্র	কেথু		কোথা
কৃষ্ণ	কাণু		কানু
ক্ষুর	ছুরা		ছুরি
গোপ	গোয়াল	ছন্দোম°	গোয়াল
গৃহম্	ঘর	মৃ° ক°	ঘর
ঘৃতম্	ঘিঅ		ঘি
ঘোটক	ঘোড়াও	গাথা	ঘোড়া
চক্র	চক্ক		চাকা
চন্দ্র	চন্দ	মৃ° ক°	চন্দ, চাঁদ
চতুর্	চারি	পিঙ্গল	চারি
চেটী	চেড়ী	মৃ° ক°	চেড়ী
চতুর্দ্দশ	চোদ্দ	পিঙ্গল	চোদ্দ, চৌদ্দ
চ	অ	গাথা	ও
জ্যেষ্ঠ	জেট্‌ঠা		জেঠা
ত্বম্	তুহ্মি	উ° চ°	তুহ্মি, তুমি
ত্বয়া	তুএ	মৃ° ক°	তুই
তৈল	তেল		তেল
স্তম্ভ	থম্ভ		থাম্বা
ত্রি	তিণ্ণি	পিঙ্গল	তিন
দধি	দহী	মৃ° ক°	দই
দ্বয়	দুঅ	পিঙ্গল	দুই
দ্বাদশ	বার	ঐ	বার
দ্বিগুণ	দুণা	ঐ	দুনা
দৃঢ়	দঢ়	শ° কু°	দড়
দুগ্ধ	দুদ্ধ		দুধ
দ্বার	দুআর	মৃ° ক°	দুয়ার
দ্বাবিংশ	বাইসা	পিঙ্গল	বাইশ
ন	ণা	গাথা	না
প্রস্তর	পত্থর		পাথর
পঞ্চদশ	পণ্ণরহ		পনর
পলায়ন	পল্লাণ		পালান
পুস্তক	পোথি		পুথি
বিদ্যুৎ	বিজ্জুলী	মৃ° ক°	বিজুলী
বাটী	বাড়ী	ঐ	বাড়ী
বল্কল	বক্‌কল	শ° কু°	বাকল
বধূ	বহু	মু° রা°	বউ
ব্রাহ্মণ	বহ্মণ	মৃ° ক°	বামন, বামুন
বার্ত্তা	বত্তা		বাত
বৃদ্ধ	বুড্‌ঢ	মৃ° ক°	বুড়া
ভক্ত	ভত্ত		ভাত
ভগিনী	বহিনী	ঐ	বহিন্, বোন
মস্তক	মত্থঅ	ঐ	মাথা
মক্ষিকা	মাছি		মাছি
মধু	মহু		মৌ
মিথ্যা	মিচ্ছা		মিছা
যষ্টি	লট্‌ঠী		লাঠী
যাবৎ	জেত্তক		যেতক
যত্র	জত্থ	উ° চ°	যথা
রাজা	রাও, রায়	চ° কৌ° পিঙ্গল	রায়
রাধিকা	রাই	অপভ্রংশ	রাই
রৌপ্যম্	রুপ্পা		রূপা
লবণম্	লোণ		লুন, নুন
শৃগাল	শিআল	মৃ° ক°	শিয়াল
শ্মশান	মসাণ		মসান
শয্যা	শেজ্জ		সেজ
ষষ্ঠ	ছ		ছ, ছয়
ষোড়শ	সোলা	পিঙ্গল	ষোল
স্থান	ঠাণ	মৃ° ক°	ঠাই
সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	ঐ	সাঁজ
সখী	সহি	ঐ	সই
সঃ	শে	ঐ	সে
সত্যম্	সচ্চ	ঐ	সাচা
সপ্ত	সত্ত	পিঙ্গল	সাত
সর্ষপ	সরিস্		সরিষা
হস্তী	হত্থী	মৃ° ক°	হাতী
হস্ত	হত্থ	শ° কু°	হাত
হৃদয়	হিঅঅ	মৃ° ক°	হিয়া
হরিদ্রা	হলদ্দা		হলুদ

এই সকল শব্দ সাদৃশ্য দ্বারা বাঙ্গালা ও প্রাকৃতের অতি নিকট সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি,—তিন প্রকার প্রাকৃতের মধ্যে "দেশী" বা সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধবর্জ্জিত খাঁটী দেশপ্রচলিত ভাষাও একটী।

দেশী প্রাকৃতও বিশেষভাবে প্রাচীন বাঙ্গালায় চল হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১২শ-শতাব্দে রচিত আচার্য্য হেমচন্দ্রের 'দেশী নামমালা' হইতেও কতকগুলি শব্দ তুলিয়া দেখাইতেছি। এই শব্দগুলি হেমচন্দ্রের বহুপূর্ব্ব হইতেই সমস্ত পশ্চিমভারতে প্রচলিত ছিল। উদ্ধৃত প্রাচীন দেশীশব্দগুলি দেখিলেও সহজে মনে হইবে, বাঙ্গালায় সংস্কৃত প্রভাব অপেক্ষা প্রাকৃতের প্রভাবই বেশী, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতমূলক নহে, বরং প্রাকৃতমূলক।

দেশী প্রাকৃত	চলিত বাঙ্গালা
অলট্ট-পলট্ট	উলোট্পালট্, উল্টাপাল্টা
উৎথল্লা	উতলা, উতলান।
উৎথল্ল-পৎথল্ল	আথাল্-পাথাল
ওড্ডিদো	উড়িদ্
ওড়নে	উড়নী
ওইল্ল	ওলা
ওসা	ওস্
কচ্ছর	কচ্ড়া
কুড়ঙ্গ	কড়ঙ্গ
কোট্ট	কোট
কোইলা	কয়লা
কোলাহল	কোলাহল
কড়ংত	কাঁড়ানো
থলী	থোল্
থড়	থড়
থাইয়া	থাই
গড়ো	গড়
গংডীব	গাণ্ডীব
গড়য়ড়ি	গড়গড়, ঘড়ঘড় ইত্যাদি
গেণ্ড ও গেণ্টুঅ	গাঁট, গেরো, গাঁঠরি
গোচ্ছা	গোচ্ছা, গোছা
ঘোড়ো	ঘোড়া
ঘোলই	ঘোলা
চোট্টি	চুঁটি, ঝুঁটী
চট্টু	চাটু
চাউল	চাউল
চিল্লা	চিল
ছল্লী	ছলি বা ছুলী
ছিনাল	ছিনাল
ছিনালী	
ছিবই, ছিহই	ছোঁআ
জড়িত	জড়িত
ঝড়ী	ঝড়
ঝলসিঅ	
ঝলুংকিঅ	ঝলসান
ঝালিঅ	ঝলক
ঝল্ঝলিয়া	
ঝাড়	ঝাড়
ঝড়ই	ঝরা
টিপ্পি	টিপ্
টিক্ক	টিকা
টুংটো	ঠুঁটো
ডম্ব, ডাবো	ডেব্রা
ডলো	ঢিল, ডেলা
ডালী	ডাইল, ডাল
ডুম্ব	ডোম
ডালো	ডুলি
ঢংঢল্লে	ঢল্ঢল্
তগ্গ	তাগা
তড়ফড়িঅ	ধড়ফড়
তুলসী	তুলসী
থরহরিঅ	থরহরি (কম্প)
দোরা	ডোর
ধন্ধা	ধন্ধা, ধাঁধাঁ
ধনী	ধনি
পপ্পিঅ	পাপিয়া
পুপ্ফা	ফুপা, ফুফু
পেল্লই	ফেলা
পেট্ট	পেট
পলোট্টই	পালট, পাল্টান
ফগ্গু	ফাগ্
ফুক্কা	ফক্কা
বড়বড়ই	বড়বড়, বিড়বিড়
বুক্কই	বুক্নি
বুড্ডই	বোড়া, ডোবা
বোক্কড়	বোকা (পাটা)
ভল্লু	ভালুক
ভেরো	ভেড়া
থড়ি	খুড়ি

দেশী প্রাকৃত	চলিত বাঙ্গালা
রোল	রোল
বট্টা	বাট
বরড়ী, বল্লা, বল্লাব	বোল্তা
বিহাণ	বিহান
হণ্	হনহন্
হড্ড	হাড়
হল্লীসো	হল্লীস
হেলা	হেলা
হেরিম্বো	হেরম্ব

এমন কি প্রচলিত বাঙ্গালাভাষাও যে পূর্ব্বে প্রাকৃতভাষা নামে প্রচলিত ছিল, তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ—

বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ের সংগৃহীত কৃষ্ণকর্ণামৃতের ২০০ বর্ষের হস্তলিপিতে "তাহা অনুসারে লিখি প্রাকৃত কথনে"। যদুনন্দন দাসকৃত গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদে—"প্রাকৃত লিখিয়া বুঝি এই মোর সাধ"। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের মধ্যখণ্ডে— "ইহা বলি গীতার পড়িল এক শ্লোক। প্রাকৃতপ্রবন্ধে কহি শুন সর্ব্বলোক"। বঙ্গানুবাদ গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গের শেষেও এইরূপ লিখিত আছে—"ইতি শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে প্রাকৃতভাষায়াং স্বাধীনভর্ত্তৃকাবর্ণনে সুপ্রীতপীতাম্বর নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ"। এই কাব্যের অপর একখানি অনুবাদেও "ভাঙ্গিয়া কবিল আমি সংস্কৃত প্রাকৃতে" এবং রামচন্দ্র খান বিরচিত অশ্বমেধ পর্ব্বেও "সপ্তদশ পর্ব্ব কথা সংস্কৃত ছন্দ। মূর্খ বুঝিবার কৈল পরাকৃত ছন্দ"॥ এইরূপ বহুস্থানে প্রাচীন বাঙ্গালা প্রাকৃত নামেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অপভ্রংশ ভাষার রচনাও অনেকস্থলে বাঙ্গালার সঙ্গে ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যায়। যথা— "রাই দোহারি পঠন শুনি হাসিঅ কাণু গোয়াল।" (ছন্দোমঞ্জরী)

বৌদ্ধ ও জৈন প্রাধান্যকালে প্রাকৃত ভাষার চরম উন্নতি হইয়াছিল। তখন প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত হইতে নিরপেক্ষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে প্রয়াসী হইয়াও যেরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, অলক্ষ্য ভাবেও সংস্কৃতের ছাঁচ আসিয়া তাহাতে পড়িয়াছে, সেইরূপ বঙ্গভাষাও প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াও বৌদ্ধাবনতি এবং হিন্দুদিগের পুনরভ্যুদয় কালে সংস্কৃতকে অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চাললে। সেই সময়কার সংস্কৃত পণ্ডিতগণ সংস্কৃত শব্দ-সম্পত্তি ক্রমশঃই বাঙ্গালা ভাষায় যোগ করিতে লাগিলেন এবং যতদূর সম্ভব প্রাকৃত ভাব লোপ পাইতে লাগিল। যাহা হউক, লিখিত ভাষা অনেকাংশে প্রাকৃতের ছাঁচ ত্যাগ করিলেও, অদ্যাপিও কথ্য ভাষা কোন অংশে প্রাকৃতের ঋণ শোধ করিতে পারে নাই। গৌড়ীয় ভাষাগুলির অনেক স্থানেই সংস্কৃতের শব্দসাদৃশ্য প্রাকৃত অপেক্ষা অধিক বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সকল ভাষায় ক্রিয়াগত ও নিত্য ব্যবহার্য্য শব্দগত সাদৃশ্য এত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে যে, তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বঙ্গভাষা প্রাকৃত হইতেই সমুদ্ভূতা।

সংস্কৃত শব্দগুলি যে ভাবে প্রথমে প্রাকৃতে ও পরে বাঙ্গালায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার কয়েকটী নিয়মের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, আমরা তাহার কয়েকটী নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

আদ্য বর্ণের পর সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে সংযুক্ত বর্ণের আদি অক্ষর লোপ এবং পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ হয় যথা—হস্ত—হাত, হস্তী-হাতী, কক্ষ—কাখ, মল্ল—মাল ইত্যাদি।

কখনও পূর্ব্ব স্বর অর্থাৎ আকার শেষ বর্ণে যুক্ত হয়। যথা— চক্র—চাকা, চন্দ্র—চান্দা।

'কি ভাগ্য সাপের মাঝে আলো করে চান্দা' (কবিকঙ্কণ)

কখনও শেষ বর্ণের আকার লোপ হয়, যথা লজ্জা—লাজ, ঢকা—ঢাক ইত্যাদি।

আদ্য স্বরের পরস্থিত এবং সংযুক্ত বর্ণের আদি স্থিত "ং" এবং 'ন' কারের স্থানে চন্দ্রবিন্দু হয়, যথা—বংশ—বাঁশ, কাংস্য—কাঁসা, হংস—হাঁস, চন্দ্র—চাঁদ, দন্ত—দাঁত ইত্যাদি। অনেক স্থলে স্বরবর্ণ রূপান্তরেও ব্যবহৃত হয়, অ স্থানে 'এ' 'আ স্থানে 'ই' সজ্ঞান—শিয়ানা, 'অ' স্থানে 'উ' ব্রাহ্মণ—বামুন। ইহা ব্যতীত আরও সূত্র হইতে পারে। অনেক স্থানে 'ট' স্থানে 'ড' হয়। যথা—ঘোটক—ঘোড়া, ঘট—ঘড়া, ভাণ্ড—'ভাঁড়' ইত্যাদি। কোন কোন স্থলে বর্ণ একেবারেই পরিত্যক্ত হয়। যথা—কর্ম্মকার=কম্মাব—'কামার', কুম্ভকাব=কুম্ভার—কুমাব; মুখ—"মু"। হৃদয়=হিঅঅ—হিয়া, ইত্যাদি। কথিত ভাষা ক্রমে ক্রমে এইরূপ সহজ আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিভক্তি।

সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অনুরূপ বাঙ্গালা ভাষাতেও সাতটী বিভক্তি প্রচলিত। বাঙ্গালা ভাষার বিভক্তি প্রথমে কোথা হইতে অনুকৃত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা সহজ নহে; কারণ বাঙ্গলা বিভক্তির কয়েকটী সংস্কৃতের অনুযায়ী। বিশেষতঃ অনেক স্থানে প্রথমা বিভক্তির একবচন বাঙ্গালাতে মাত্র সংস্কৃতের বিসর্গ ত্যাগ করিয়াছে। (যথা—রামঃ আয়াতি, রাম আসিতেছে)।

আবার ঐরূপ প্রথমা বিভক্তি একবচনে পুরাতন পুস্তকে প্রাকৃতের অনুযায়ী ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাকৃতে প্রথমা-বিভক্তিতে যেমন একবচনে 'এ' যোগ হয়, বাঙ্গালাতেও ঐরূপ

প্রথমা বিভক্তিতে একবচনে পূর্ব্বে একার যোগ করার রীতি ছিল। (প্রাকৃত—"শামীএ নিদ্ধণকে বিশোহেদি" মৃঃ কঃ ৩ অঙ্ক।)
(১) "শুনিআ রাজাএ বোলে হইআ কৌতুক"। (সঞ্জয় আদি°।)
(২) "কোন মতে বিধাতাএ করিছে নির্ম্মাণ" (রামেশ্বরী মহাভা°)।

প্রাকৃত ভাষায় দ্বিবচন ও বহুবচনের কোন ভেদ দেখা যায় না। প্রায়শঃ ঐ উভয় স্থলেই মাত্র সংখ্যাবোধ বা আকার যোগ হইয়াছে। যথা—"ভব অদি তমসে অঅংদাব পরিসো জাহো দেউণ ণ আণামি কুশলবা"(১) "কহিং মে পুত্তআ" (২) এই উভয় স্থানের "ন জানামি কুশলবৌ" এবং "কুত্র মে পুত্রকৌ" দ্বিবচন স্থানে আকার যোগ হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষাতে এখন দুইটী বচন "একবচন ও বহুবচন" প্রচলিত, দ্বিবচনবোধক কোন বিভক্তির প্রচলন দেখা যায় না। পূর্ব্বপ্রচলিত বাঙ্গালায় বহুবচন বোধের নিমিত্ত প্রাকৃতের অনুযায়ী আকার যোগ করা হইয়াছে। যথা—

"নরা গজা বিসে সয়, তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়।
বাইস বলদা তের ছাগলা"। (খনা)

আজ কাল আর লেখ্য ভাষায় বহুবচনে "আ"কার যোগের প্রথা দেখা যায় না। এখন ঐ স্থানে "রা" শব্দ অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

বাঙ্গালায় দ্বিতীয়া ও চতুর্থী দুই বিভক্তিতেই "কে" প্রচলিত। মোক্ষমুলারের মতে এই 'কে' সংস্কৃতের স্বার্থে "ক" হইতে আসিয়াছে। প্রাকৃত ভাষাতেও এই 'ক'র বহুল প্রচলন আছে। যথা (বৃক্ষক, চারুদন্তক, পুত্রক ইত্যাদি)। বিশেষতঃ গাথায় এই "ক"র প্রচলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যথা—

"বসন্তকে ঋতুবরে আগতকে।
রতিমো প্রিয়াফুল্লিত পাদপকে॥
বশবর্ত্তি সুলক্ষণকে বিচিত্রিতকো।
তব রূপ সুরূপ সুশোভনকো॥"
(ললিতবিস্তর ২১ অধ্যায়)

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষাতে বিশেষরূপে ঐরূপ "ক" প্রচলন ছিল। ঐ "ক" কোন সময় কর্ত্তা ও কোন সময়ে কর্ম্মকারকরূপে ব্যবহৃত হইত ; যথা—

"ভীষ্মক মারিতে যায় দেব জগন্নাথে।"
"ভীষ্মক ভয়ে যত সৈন্য যায় পলাইয়া"।
"শিখণ্ডিক দেখিয়া পাইল অনুতাপ"
"সৈরিন্ধ্রীক কীচক বোলএ ততক্ষণ"। (পরাগলী)

কিন্তু ইহার কোনটী কর্ত্তা ও কোনটী কর্ম্মরূপে ব্যবহৃত, ইহা সহজে বোধগম্য হয় না। পরে ক্রমশঃ এই 'ক' 'কে'র আকার ধারণ করিয়া কর্ম্ম ও সম্প্রদান বোধের জন্যই প্রচলিত হইল। পূর্ব্ব কালে কিন্তু এই "কে"ই মাত্র কর্ম্ম ও সম্প্রদান ভিন্ন, অন্য সকল বিভক্তিতেই যুক্ত হইত। ইহারও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়—"মথুরাকে পাঠাইল রূপসনাতন" (চৈতন্য চ, আদি ৮ প°) অতএব কালক্রমে কোনটী যে কিভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন। বহুবচন বুঝাইবার জন্য এখন যেমন "রা" 'দিগের' ইত্যাদির ব্যবহার হয়, সেইরূপ পূর্ব্বে বহুবচন বোধের জন্য শব্দের সঙ্গে "সব" 'সকল'; 'আদি' প্রভৃতি যোগ হইত। যথা—

"তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার"। (চৈতন্যভাগ আদি°)

ক্রমোন্নতির বিধানানুসারে পরে এই আদি যুক্ত "বৃক্ষাদি" শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীর যোগ হইয়া বৃক্ষাদির হইয়াছে, এবং ঐ বৃক্ষাদির উত্তর আবার স্বার্থে 'ক' যুক্ত হইয়াছে, যথা—

"রামচন্দ্রাদিক যৈছে গেলা বৃন্দাবনে॥" (নরোত্তমবিলাস)

কালক্রমে ঐ সংযুক্ত শব্দের ক স্থানে গ হইয়া তাহাতে র যুক্ত হওয়াতেই (বৃক্ষাদি + ক = বৃক্ষাদিক = বৃক্ষাদিগ + র, বৃক্ষদিগের) এইরূপ জীবদিগের পশুদিগের ইত্যাদি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। * এখন ঐ প্রথানুসারে ঐ 'আদিক' শব্দ যুক্ত পদ আবশ্যক মত, প্রথমায় "রা", দ্বিতীয়ায় 'কে', তৃতীয়ায় 'দ্বারা', চতুর্থীর 'কে', পঞ্চমীতে 'হইতে' ষষ্ঠীর 'র' এবং সপ্তমীতে 'তে' যোগ করিয়াই আধুনিক প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাকরণানুসারে বিভক্তির বচন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে কোন কোন স্থানে এখনও 'আমাগো তোমাগো রামগো' প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। ঐ শব্দগুলি আদিশব্দশূন্য 'ক' যুক্ত মাত্র, পরে 'ক' এর 'গ' রূপে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমাগো প্রভৃতি শব্দ সকল প্রাকৃতের 'অহ্মাকং' 'তুহ্মাকং' বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বাঙ্গালায় অনেক স্থলে আবার 'টী' র ব্যবহার দেখা যায় যথা—একটী, দুইটী, পাখীটী ইত্যাদি। দীনেশবাবুর মতে † এই 'টী' গুটি শব্দ হইতে আসিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় এই গুটি শব্দের বহু প্রয়োগ দেখা যায়—

"দুইরো দুই কুটুম্ব আবার আন নাই।
দন্দবাদ না করিবি দুই গুটি ভাই॥" (অনন্ত রামায়ণ)

কিন্তু সংস্কৃত ও প্রাকৃতেও "টী" র প্রয়োগ আছে, যথা—

"গোপবধূটী দুকূল-চৌরায়" (সাহিত্যদর্পণ)

করণকারকবোধক এখন যে দ্বারা, ও দিগ দ্বারা ব্যবহৃত হয়,

* অনেকেরই মতে, বহুবচনজ্ঞাপক 'রা' ও 'দিগর' বা 'দিগের' পারসী হইতে আসিয়াছে।

† বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ২য় সং, ৪২ পৃঃ।

পূর্ব্বে ঐ করণকারকবোধক কোন কিছু নির্দ্দিষ্ট ছিল না বলিলেও চলে। তখন সংস্কৃত 'রামেণ' স্থলে প্রাকৃতে 'রামএ' ব্যবহার ছিল। উহা হইতেই বাঙ্গালায় "রামে ডাকিয়াছে। রাজায় ডাকিয়াছে" ইত্যাদিরূপ প্রয়োগ প্রচলিত হয়। অদ্যাপি ও ভাষায় "অস্ত্রে কাটিয়াছে, বাড়ীতে যাও" ইত্যাদি পদ প্রয়োগ হইতেছে, উহা কিন্তু প্রাকৃতেরই অতি নিকটবর্ত্তী। দ্বারা শব্দ সংস্কৃত দ্বার শব্দ হইতে আগত। কথিত ভাষায় উহা "দিয়া" রূপে পরিণত হইয়াছে। প্রাকৃত ভাষার পঞ্চমীর বহুবচনে 'হিংতো' ব্যবহৃত হইত,—"ভাসো হিংতো সুংতো"। (বররুচি)।

বাঙ্গালায় এই 'হিংতো' পদটীই 'হইতে' রূপে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে বাঙ্গালাতে উহা 'হস্তে' রূপ ধারণ করিয়াছিল।

"কাকে কৈল নির্বলী কাহাকে বলী আর।
হাড় হস্তে নির্ম্মিয়া করএ পুনি হাড়॥"

(আলোয়ালের পদ্মাবতী)

কালক্রমে ঐ 'হস্তে' "হইতে" রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে 'হনে' রূপ ধরিয়াছে, উহা প্রায়শঃ প্রাচীন পুঁথিতেই দৃষ্ট হয়। যথা—

"সেই হনে প্রাণ মোর আছে বা না জানি" (সঞ্জয় মহাভারত)

বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশমতে ষষ্ঠীর বহুবচনে 'ণ' হয়। 'ণ' এবং বাঙ্গালার "র" সাদৃশ্য অতি নিকট উভয়ই এক মূর্দ্ধণ্য-বর্ণ; স্বভাবতঃই 'ণ' র উচ্চারণগত প্রভেদে উড়িষ্যায় এখনও কথ্য ভাষাতে 'ণ' ও 'র' একই রূপ শ্রুত হয়।

সংস্কৃত 'তস্মিন্' হইতে সপ্তমীতে "তে"র উৎপত্তি। সংস্কৃত সপ্তমীর একই রূপ থাকে; যথা,—"কাননে পর্ব্বতে, জলে" ইত্যাদি। সংস্কৃত—লতায়াং নদ্যাং মালায়াং ইত্যাদি প্রাকৃতে "লতাএ নদীএ, মালাএ" হয়। প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে বাঙ্গালায় উহা ঠিক্ প্রাকৃত আকারেই রহিয়াছে। বর্ত্তমানকালে ঐ সকল পরিবর্ত্তিত হইয়া মাত্র 'শালায়, বেলায় মালায়' ইত্যাদি রূপ হইয়াছে। প্রকৃতরূপ ধরিতে গেলে প্রাকৃত সাদৃশ্যই অনেক স্থানে বহুলরূপে বিদ্যমান।

ক্রিয়া।

প্রাকৃতের ভিতরে 'করই' 'বলই,' 'ণচ্চই' প্রভৃতি কতকগুলি ক্রিয়া বাঙ্গালায় ঠিক 'করে' 'বলে' 'নাচে' ইত্যাদি আকার ধারণ করিয়াছে। প্রাকৃত 'শুনিঅ' 'করিঅ' 'লভিঅ' ইত্যাদি জায়গায় 'শুনিয়া' 'করিয়া' 'লভিয়া' হইয়াছে। সংস্কৃত 'অস্তি' ক্রিয়া প্রাকৃত 'অচ্ছি' রূপ ধারণ করিয়াছে এবং এই 'অচ্ছি'র সঙ্গে ভূ ধাতুর অসমাপিকা "হইয়া" যোগ করিয়া "হইয়াছে" রূপ নিষ্পন্ন। দেখিতেছে, করিতেছে ইত্যাদিও ঐরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। আজ পর্য্যন্তও পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে দুইটী শব্দ পৃথক্‌ভাবেই উচ্চারিত হয় যথা—'যাইতে আছে' 'খাইতে আছে'। 'আছে' ক্রিয়াটী সংস্কৃত 'আসীৎ'এরই অপভ্রংশ 'আছিল' রূপে অন্যান্য পূর্ব্ববর্ত্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া (যথা রাজা আসীৎ, সুন্দর আসীৎ অর্থাৎ রাজা ছিলেন, সুন্দর ছিল ইত্যাদি পদ) গঠিত হইয়াছে।

শব্দের পরিবর্ত্তনপ্রণালী অতি বিচিত্র, প্রায়শঃ অনুকরণ-প্রিয়তাই ঐ সকল পরিবর্ত্তনের হেতু। চলিত 'চল' 'খেল' ইত্যাদি ক্রিয়াসমূহের 'ল'কার অন্যত্রও যোগ হইয়াছে। রকার এবং লকারের সাদৃশ্য সর্ব্বত্রই দেখা যায়। সংস্কৃত "চলামঃ" "খেলামঃ" ইত্যাদি ক্রিয়া সকলই ক্রমে 'চলিলাম' 'খেলিলাম' রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ঐ সঙ্গে আরও অনেক ক্রিয়া যথা 'হাসিলাম দেখিলাম' ইত্যাদি আকার ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক স্থলেই ঠিক্ প্রাকৃতের অনুযায়ী 'করন্তি', 'জানন্তি', 'করসি' 'খায়সি' ইত্যাদি ক্রিয়াসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি হইতে কয়েক স্থল উদ্ধৃত হইল। যথা—

(১) "ভিক্ষুকের কন্যা তুমি কহসি আমারে।" (সঞ্জয় আদিপর্ব্ব)
(২) "নির্ভএ বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর॥" (কবীন্দ্র ভীষ্মপর্ব্ব)
(৩) "বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি।" (চৈতন্যচরিত অন্ত্য)
(৪) "হিরণ্যকশিপু মারি পির্বান্ত কবিয় ॥" (শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়)

ললিতবিস্তরে অনেকস্থলেই 'করোমি'র অপভ্রংশে 'করোম' পাওয়া যায় এবং ঐ ক্রিয়াটী ঐ গ্রন্থে সর্ব্বত্রই 'করিষ্যামি'র অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অদ্যাপিও পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থলে 'করুম' ক্রিয়া প্রচলিত আছে।

'করিমু' ক্রিয়াটী প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক স্থলে পাওয়া যায়। 'করিমু'র স্থলে অনেক স্থলে 'করিবু' ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা বড় প্রাচীন রচনায় দৃষ্ট হয়। যথা—

"বলে ডাক কি করিবু তাকে॥" (ডাক)

সংস্কৃত 'কুর্ব্বঃ' ক্রিয়াটীই 'করিব' রূপে পরিবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব। সংস্কৃত 'ভবতু, দদাতু' ক্রিয়া প্রাকৃতে যথাক্রমে 'হউ', 'দেউ' রূপে ব্যবহৃত এবং তাহার সঙ্গে বাঙ্গালায় মাত্র একটী "ক" র যোগ করিয়া 'হউক', 'দেউক' ভাবে প্রচলিত হইয়াছে। এই 'ক' কোথা হইতে আসিল, সে বিষয় বিবেচ্য। বাঙ্গালায় অনেক ক্রিয়ায় ঐ রূপ 'ক' ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা— করিবেক, খাইবেক, যাইবেক, দেখিবেক, ইত্যাদি। ভূ, দা, কৃ, ইত্যাদি ক্রিয়াসমূহ যখন কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে প্রযুক্ত হয়, তখন ঐ সকল ক্রিয়ার কর্তৃত্ববোধনিমিত্ত উহাতে 'ক' শব্দের যোগে উল্লিখিত "করিবেক" ইত্যাদি পদ নিষ্পন্ন হয়।

আবার ঐ সকল ক্রিয়াপদগুলি মধ্যে মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালায় ঠিক প্রাকৃতের মতন 'ক' ছাড়াও দেখা যায়—

"জয় হউ তোর যত ভকত সমাজ ॥" (চৈতন্য ভাগবত আদি)

"সভে বলে জীউ জীউ এহেন পণ্ডিত ॥" (চৈতন্যভাগ' আদি)

সংস্কৃতে অনুস্বার 'হি' প্রাকৃতে 'হ' রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—

"আঅচ্ছ পুণো জুদং রহম।" (মৃচ্ছক ২ অঙ্ক)

সেইরূপ বাঙ্গালাতেও ঐ অর্থে 'হ' র ব্যবহার পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় 'কারহ', 'যাইহ' ইত্যাদিরূপে প্রচলিত ছিল। পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রের মধ্যে মধ্যে 'হু' দৃষ্ট হয় যথা—'মইন্দ করেহু'। এই 'হু' এখনও হিন্দীভাষায় চলিত আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাকৃতে বর্গীয় ও অন্তস্থ এই দুই জকারের স্থানে একটী 'জ'; 'শ ষ স' স্থানে একটী 'স' এবং 'ণ ন' স্থানে যেমন ণ ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তদনুরূপ বাঙ্গালাভাষাতেও পূর্ব্বে ঐ সকল বর্ণের স্থানে 'জ' 'স' এবং কেবল 'ন' ব্যবহার দেখা যায়। হস্তলিখিত প্রাচান বাঙ্গালা পুঁথি দেখিলেই ইহার দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না।

অনেক প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথিতেও প্রাকৃতের মতন 'দ' স্থানে 'ড' র ব্যবহার দেখা যায়। যথা—দাণ্ডাইয়া স্থলে ডাণ্ডাঞা।

ছন্দঃ।

প্রাচীন বাঙ্গালাভাষার ছন্দোনিয়মের কোন বাধাবাঁধি ছিল না। পয়ার, ধুয়া, নাচাড়ী প্রভৃতি অল্প কয়েকটীমাত্র ছন্দঃ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল এবং ঐ সকল ছন্দঃ গানের মতন সুর দিয়া পাঠ করাই রীতি ছিল। সংস্কৃত 'পদ' শব্দ হইতে 'পঅ' এবং তাহা হইতে 'পয়ার' আসিয়াছে। যেমন সংস্কৃত ষট্‌পদী হিন্দী প্রাকৃতে 'ছপ্পই' হইয়াছে। 'পদ' গান করাই নিয়ম ছিল।

পয়ার পূর্ব্বে নানা রাগে গীত হইত। তখন ঐ পয়ার রাগাখ্যাই লাভ করিত, নিম্নে একটী স্থান উদ্ধৃত করা গেল—

রাগ শ্রীগান্ধার।

"যুদ্ধেত মরা হইলে হয় স্বর্গগতি।
পলাইলে অযশ হয় নরকে বসতি ॥
এ বুঝিয়া বৃহন্নলা বদিবারে জাএ।
অন্তরে থাকিয়া সব কুরুবলে চাএ ॥
নড়এ মাথার বেণী নপুংসক বেশে।
দশপদ অন্তরে ধরিল গিয়া কেশে ॥"

(বিজয়পণ্ডিত মহাভারত)

প্রাচীন কবিগণও 'পয়ার'কে গান বলিয়া ভণিতায় উল্লেখ করিয়াছেন। "পয়ার প্রবন্ধে গাএ কাশীরাম দাস" ইত্যাদি।

'পয়ার' আবার কোন স্থানে ধুয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। পয়ারে এখন যেমন ১৪টী অক্ষর থাকে, পূর্ব্বে এরূপ অক্ষরের কোন বাঁধাবাঁধি ছিল না, মাত্রার দিকেই বিশেষ লক্ষ্য দৃষ্ট হয়। সেই জন্যই পূর্ব্বপ্রচলিত পয়ারে কোন সুশৃঙ্খলা নাই। 'নাচাড়ি'ও পূর্ব্বে ধুয়ার মত গীত হইত। কাহারও মতে, মতে, লাচাড়ী "লহরী" শব্দের অপভ্রংশ। আমাদের মনে হয়, সংস্কৃত 'নৃত্যকরী' বা 'নৃত্যালি' প্রাকৃত অপভ্রংশে 'পচ্চরী' এবং তাহাই পরে বাঙ্গালায় "নাচাড়ী" রূপ গ্রহণ করিয়াছে। গায়কেরা নাচিতে নাচিতে যে সকল পদ গাইত, তাহাই পরে নাচাড়ী নামে খ্যাত হইল।

বর্ত্তমান ত্রিপদীস্থলেই পূর্ব্বে লাচাড়ীর প্রচলন ছিল। লাচাড়ী "দীর্ঘ ছন্দ" বা অন্য কোন রাগিণীর নামানুসারেও দেখা যায়।

বাস্তবিক বলিতে কি, ছন্দের কোন প্রণালী দেখা যায় না। ডাক ও খনার বচন ছন্দোবদ্ধ কি না, সে বিষয় বিবেচ্য। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ও মাণিকচাঁদের গানে অক্ষর যতি বা মিলের তেমন নিয়ম নাই। ভাবরক্ষার জন্য কোথাও চব্বিশ অক্ষর, কোথাও বা দশ অক্ষর, এইরূপ উর্দ্ধে ২৬ এবং নিম্নে ১০।১২ পর্য্যন্ত অক্ষর দেখা যায়। অন্যান্য স্থলে অক্ষর সমান না থাকিলেও মিলের দিকে কতক দৃষ্টি ছিল। যথা—

(১) "পরিধানের সাড়ী অর্দ্ধখান ময়নামতী দিল জল বিছাআ।
যোগ আসন ধরিল ময়না ধরম সরণ করিআ ॥"

(২) "সাত দিয়া সাত জনা গর্জ্জিয়া সোন্দাইল।
চামের দড়া দিয়া বাঁধিল ॥"

এইস্থলে প্রথম কবিতাটীর প্রথম ছত্রে ২৪টী অক্ষর, দ্বিতীয় ছত্রে ২০টী অক্ষর। দ্বিতীয় কবিতাটীতে প্রথম ছত্রে ১৫টী অক্ষর এবং দ্বিতীয় ছত্রে ১০টী অক্ষর। কিন্তু শেষে "আ আ" এবং 'ল ল' মিলান হইয়াছে। তবে প্রাচীন পুস্তকের মধ্যে ক্বচিৎ বা দুই একখানিতে বেশ অক্ষরসামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে।

কালক্রমে যে সময় ঐ সকল গান এবং কবিতাসমূহ পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইতে লাগিল, তদবধিই বাঙ্গালা কবিতার মধ্যে ক্রমশঃ যতি অক্ষর এবং মিলেরও বাঁধাবাঁধি আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালা ছন্দোমাত্রই সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অনুকরণ। পদান্ত মিলনপ্রণালী "সংস্কৃত" অন্ত্য যমকাদি অলঙ্কারের অনুকরণ বশতঃই ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

"বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম।
লুঠতি ধরণীতলে বহু বিলপতি তব নাম ॥" (জয়দেব)

ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্তে অন্ত্যপদে মিল দেখা যায়, ঐ মিলনের অনুকরণেই বাঙ্গালায় মিত্রাক্ষরের সূচনা হইয়াছে। প্রাকৃত

বহু কবিতাতেও অন্ত্য পদে মিল দেখা যায়। বঙ্গীয় ত্রিপদী জয়দেবের "ধীর সমীরে যমুনা তীরে" ইত্যাদির অনুকরণেই গঠিত হইয়াছে। নূতন নূতন ছন্দ অর্থাৎ "লঘুচৌপদী, লঘুত্রিপদী" ইত্যাদি উদ্ভাবনে মাত্র সংখ্যানুযায়ী পদবিন্যাস ভিন্ন অন্য কোন কৌশল দেখা যায় না।

বাঙ্গালাভাষা ছন্দোবিষয়ে এখন অতি হীনাবস্থায় রহিয়াছে। যে দুই চারিটী মাত্র অনুকরণ করিয়াছে, তাহাও অসীম সংস্কৃত, এমন কি প্রাকৃতের কাছেও নগণ্য।

বৈদেশিক প্রভাব।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, প্রাকৃত তিন প্রকার সংস্কৃতসম, সংস্কৃতভব ও দেশী। [প্রাকৃত দেখ] এই তিন প্রকার প্রাকৃতের প্রভাবই প্রাচীন বাঙ্গালায় লক্ষিত হয়। এ ছাড়া মুসলমান আমলে আরবী ও পারসী শব্দ প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালাভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। নবাবী আমলের শেষাবস্থায় এবং ইংরাজী আমলের প্রাক্কালে পর্ত্তুগীজ, মগ, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি বৈদেশিকগণের নিত্যব্যবহার্য্য কোন কোন শব্দও বাঙ্গালায় স্থান পাইয়াছে। এখানে দুই একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

আরবী।

অকল্ (আক্কেল)—জ্ঞান
অকল্মন্দ—সুচতুর, বুদ্ধিমান
অতর্—পুষ্পনির্য্যাস, গন্ধদ্রব্য ভেদ
অদল্বদল্—বিনিময়, একের পরিবর্ত্তে গ্রহণ
অমানৎ—জমা, মজুত
অলাহদা, অলাহেদা—পৃথক্
আস্‌বাব্—গৃহ সাজানার দ্রব্যাদি
অস্তবল—অশ্বাদি রাখিবার স্থান
অহমক্—অজ্ঞ, নির্ব্বোধ
আইন্—রাজবিধি
আউলাদ্—জাতি, বংশ
আএমা—রাজদত্ত জায়গীর
আওরৎ—রমণী, পত্নী
আওলিয়া—১ সঙ্গী, ২ সম্ভ্রান্ত
আকব্‌করা—ঔষধ।
আখির—শেষ (আখের)
আখিরী—শেষ
আজ্‌গইবী (আজগুবি বা আজ্‌গবী) অকস্মাৎ
আজব্—আশ্চর্য্য
আজ্‌বক্ (অজ্‌বক্) মূর্খ, নির্ব্বোধ
আজব্‌তামাশা—আশ্চর্য্য দৃশ্য
আদৎ—রীতি, স্বভাব,
আদতে—স্বভাবতঃ
আদদ্—মোট সংখ্যা
আদব্—নম্রতা, বিনয়ী স্বভাব
আদ্‌মী—মনুষ্য
আনল্—১ ন্যায়, ২ শিলমোহর
আনায়—সর্ত্ত
আদালৎ—বিচারালয়
আব্‌লূস্—Ebony কাঠ
আবীর্—ফাগচূর্ণ
আম্‌খাস্—সম্ভ্রান্ত ও দরিদ্র ব্যক্তি
আমল্—জেলা শাসন, শাসনকাল
আম্‌লা—কর্ম্মচারী

পারসী শব্দ

অঙ্গুর—দ্রাক্ষাফল
অঞ্জাম্—সম্পূর্ণ
অঞ্জীর্—ডুম্বুর ভেদ
অতর্‌দান্—পুষ্পনির্য্যাস রাখিবার পাত্র
অতর্‌পাস্—গন্ধদ্রব্য ছড়াইবার পাত্র
অতিমজা—সুস্বাদু, সুরসাল, সুপক্ক,
অনার্—দাড়িম্ব
অন্দর্—অন্তঃপুর।
অন্দরে—ভিতর মহলে
অন্দাজ, অন্দাজী—কল্পনায়, মোঠা হিসাবে
অফ্‌সোস্—খেদ, হায়!
অমলদার—উচ্চতন কর্ম্মচারী
অমলদারি—অমলদারের কার্য্য
আমীরানা—উচ্চচাল, মহত্ব
অমীর্‌জাদা—সর্দ্দারপুত্র
অয়মাদার—বিনা খাজনায় ভূমিভোগী
অরজ্‌বেগ—বর্ণনাপত্রপাঠকারী রাজসভায় কর্ম্মচারি ভেদ।
অরজ্‌বেগী—অরজ্ বেগের কার্য্য
অল্‌বলা—ধূমপানার্থ হুকাভেদ
আইন্দা—ভবিষ্যতে
আওরঙ্গ্—সিংহাসন
আক্‌সর্—একাকী
আখুন—আচার্য্য, অধ্যাপক
আখ্‌তা—খোজা অশ্ব
আঞ্জাম্—শেষ, দৈব ঘটনা
আঞ্জির—ডুম্বুর, পেয়ারা
আড়ৎদার—আড়ৎদারী, আড়র্দারও
আড়রদারী—দোকানদার।
আতশ—অগ্নি।
আতশ বাজী—অগ্নিক্রীড়া।
আদ্দাশ—নালিশ, অভিযোগ
আনার্—বেদানা
আফিম্‌খোর—অহিফেনসেবী
আফ্‌সোস্—শোক, দুঃখ
আব্—জল
আব্‌কার্—চোলাইকর
আব্‌কারী—চোলাই কার্য্য। ২ মদ্যাদির শুল্কসম্বন্ধীয়।
আব্‌দার্-পানীয়জল শৈত্যকারীভৃত্য
আব্‌রা—জামা বা পায়জামার উপরের কাপড়, (অস্তর্ নয়)
আব্‌রূ—সম্মান, লজ্জা নিবারণ
আবাজ্—গভীর শব্দ
আবাদ্—চাস বাস (আবাদী)
আমদনী, আমদানী—উৎপন্ন দ্রব্যের আনয়ন।
আময়দা—প্রচুর পরিমাণে,
জিঞ্জির—শৃঙ্খল

পর্ত্তুগীজ

আইয়া, আয়া (Aya)—ধাত্রী, ঝি।
আল্‌মারী—ulmaria.

গ্রীক

ইঞ্জিল্—গ্রীক ভাষার *Evaggénion* শব্দ হইতে আরবীয় ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া পরে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে।

মলয়

কিরীচ্—অস্ত্র বিশেষ।

ইংরাজী

আপিল—Appeal দরখাস্ত
আপিলন্ত—Appellant নালিশকারী।
আর্দলী—Orderly
আলিব্‌পাইব—Allspice কালমরিচ
ত্রিপল—Tarpaulin
আলপিন্—Pin কাঁটা
ইংলিস্—English
ইংলণ্ড—England
একার—Acre পরিমাণ
ওক্—Oak
কাট গোলাপ—Cut rose
গেলাস—Drinking glass
গ্লাস (কাচ)—Looking glass
সার্সী—Sashes
সঙ্গিন্—Sanguine
কাষ্টিক্—Caustic
কোম্পানী—Company
খেয়া (ঘাট)—Quay
গাউন—Gown
জজ—Judge জেটি—Jetty
ডিগ্রী—Degree
ডিক্রী—Decree
টেপায়া—Tepoy
ওলন্দাজ—Hollander বা Dutch
দিনেমার—Denmark বাসী বা Danes

যৌগিক শব্দ

আউভাউ (আওতাও)—হিন্দী আউ=আগমন, ইংরাজী Vow সম্মানপ্রদর্শন, অথবা সংস্কৃত ভো=সম্মানসূচক অব্যয় বা হিন্দী ভাউ=মুল্য; শব্দটী দুই বিভিন্ন ভাষার সংশ্লেষে উৎপন্ন। ইহার অর্থ—আগত ব্যক্তি সম্মানার্হ বা মহার্ঘ অর্থাৎ সহজলভ্য নহে, এই জন্য তাহাকে সম্মানদান।

আব্‌ছায়া—পারসী আব্‌=জল, এবং সংস্কৃত ছায়া। জলের উপরে যে ভাবে ছায়াপাত হয় অর্থাৎ অস্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত (Reflected) চিত্র।

নবাব-পুত্র=আরব ও সংস্কৃত যোগে সিদ্ধ।

বর্ত্তমান যুগে ইংরাজী মাসের নাম ও Parade, March, Railway, Railing, Monument, Fort, Steamer, Engine, Boiler, Vat, Valve, Gate, Sluice, Lock-gate প্রভৃতি শব্দ এবং বিচারালয়ের অনেকগুলি সংজ্ঞাও বাঙ্গালায় প্রচলিত হইয়াছে। Thermometer, Stethoscope, Test tube প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক, আয়ুর্ব্বেদিক ও রাসায়নিক শব্দ এইরূপেই বাঙ্গালায় স্থান পাইয়াছে।

ইংরাজী আমলে ঐরূপ শত শত ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। [ইংরাজী আমলে কিরূপে বঙ্গভাষা পরিপুষ্ট ও বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ 'বাঙ্গালাসাহিত্য' শব্দে ইংরাজপ্রভাব প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।]

বাঙ্গালা-সাহিত্য, বঙ্গভাষায় বহু পূর্ব্বকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ বা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাই বাঙ্গালা সাহিত্য বলিয়া গণ্য।

বাঙ্গালা-সাহিত্যকে আমরা প্রাচীন ও আধুনিক এই দুইটী অংশে প্রধানতঃ ভাগ করিতে পারি। মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ ইংরাজ-প্রভাবের পূর্ব্বে যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহাই প্রাচীন এবং ইংরাজ-প্রভাবের আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যে সাহিত্য চলিতেছে, তাহাই আধুনিক বলিয়া ধরিলাম।

প্রাচীন অংশ।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের উৎপত্তি।

যে দিন হইতে বঙ্গভাষা লিখিত-ভাষারূপে গণ্য হইতেছিল, সেই দিন হইতে সাধারণকে বুঝাইবার জন্য যে সকল পুস্তকাদির সৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহাই বাঙ্গালার আদি সাহিত্য। লিখিত বাঙ্গালার প্রচলনের সহিত বাঙ্গালা-সাহিত্যের সূত্রপাত। কবে কোন্ সময় বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্ম হইল, তাহা স্থির করা একপ্রকার অসম্ভব। বাঙ্গালাভাষা প্রস্তাবে আমরা দেখাইয়াছি যে, খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে গৌড়ীভাষা প্রাকৃত ব্যাকরণ মধ্যে স্থান পাইয়াছে। অগ্রে সাহিত্যের সৃষ্টি ও তৎপরে ব্যাকরণের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীরও বহু পূর্ব্বে গৌড়ীয় বঙ্গ সাহিত্যের উৎপত্তি কল্পনা করা যাইতে পারে।

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে হেমচন্দ্রাচার্য্য যে দেশীশব্দসংগ্রহ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, ঐ সকল দেশী শব্দের সহিত বাঙ্গালায় প্রচলিত দেশী শব্দের বিশেষ পার্থক্য নাই। [বাঙ্গালাভাষা শব্দে দেশী শব্দের তালিকা দেখ] চলিত কথাগুলি একটু সংস্কৃত বা শুদ্ধভাবে লিখিত ভাষায় স্থান পাইয়া থাকে। এইরূপে চলিত "দেশী" শব্দগুলি কিছু সংশোধিত আকারেই হেমচন্দ্রের প্রাকৃত অভিধান মধ্যে স্থান পাইয়া থাকিবে। সচরাচর সাহিত্য-সৃষ্টির পর ব্যাকরণ ও অভিধানের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে হেমচন্দ্রাচার্য্যের বহু পূর্ব্বেই যে ঐ সকল দেশী শব্দসাহিত্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হেমচন্দ্র গুর্জ্জর রাজসভায় অবস্থান করিতেন। গুর্জ্জর ও মহারাষ্ট্র হইতে যে অতি প্রাচীন দেশী সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহা হেমচন্দ্রেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। সেই প্রাচীন সাহিত্যে হেমচন্দ্রধৃত দেশী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এবং সেই সুপ্রাচীন ভাষার সহিত বর্ত্তমান প্রচলিত মরাঠী ভাষার বেশী পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এরূপ স্থলে আমরা মনে করিতে পারি যে যখন খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর পূর্ব্বে গৌড়সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে সাহিত্যের সহিত বর্ত্তমান প্রচলিত ভাষার আকাশ পাতাল প্রভেদ ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহার প্রমাণেরও বোধ হয় অভাব হইবে না।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকলহে বা স্ব স্ব ধর্ম্মপ্রভাবস্থাপন উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ বঙ্গসাহিত্যের প্রচার ও পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। এ ছাড়া অপরাপর সামান্য কারণেও বঙ্গসাহিত্যের প্রসার যে না হইয়াছে, তাহা নহে। সেই সকল সাম্প্রদায়িক ও গৌণ প্রভাব লক্ষ্য করিয়া আমরা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যকে নিম্নলিখিত খণ্ডে বিভক্ত করিলাম :—

১ম বৌদ্ধপ্রভাব, ২য় শৈবপ্রভাব, ৩য় মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি ভক্ত শাক্তপ্রভাব, ৪র্থ মুসলমানপ্রভাব, ৫ম পৌরাণিকপ্রভাব, ৬ষ্ঠ বৈষ্ণব ও গৌরাঙ্গপ্রভাব, ৭ম কুলজ্ঞপ্রভাব, ৮ম তান্ত্রিক-প্রভাব, ৯ম গল্প ও সঙ্গীতপ্রভাব এবং ১০ম বিবিধ।

বৌদ্ধপ্রভাব।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে—

"যোগীপাল গোপীপাল * মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত॥"

* "ভোগিপাল"—পাঠান্তর।

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, শ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যোগীপাল, গোপীপাল, ও মহীপালের গীত প্রচলিত ছিল এবং তাহাই সাধারণে আনন্দের সহিত শুনিত। গৌড়ের ইতিহাস হইতেও আমরা জানিতে পারি, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের শেষ ভাগ হইতে গৌড়ে পালবংশের অভ্যুদয়। পালরাজগণের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আজিও গৌড়বঙ্গের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। পালরাজগণের শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে আমরা জানিতে পারি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মশীল, বিদ্যানুরাগী ও পণ্ডিতপ্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে গৌড়বঙ্গে বহুতর ধর্ম্মাচার্য্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাঁহাদের আশ্রয়ে ও উৎসাহে নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে সহস্র সহস্র লোক শিক্ষা পাইত। সুতরাং তাঁহাদের যত্নে ঐ সময়ে সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মনীতি প্রচারের জন্য দেশপ্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় বহুতর গীতি-কবিতার সৃষ্টি হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। অবশ্য পালরাজগণের শাসনপত্রে সংস্কৃত ভাষারই প্রয়োগ দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর উদ্দেশ্যেই লিখিত। কিন্তু সাধারণকে বুঝাইবার জন্য ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিবার জন্য দেশীয় ভাষায় রচনার আবশ্যক হইয়াছিল। বুদ্ধদেব ও মহাবীর স্বামী প্রথমে সাধারণের বোধগম্য ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তী ও তৎপরবর্ত্তী বৌদ্ধ ও জৈন রাজগণ এবং তত্তৎ ধর্ম্মপ্রচারকগণ তাঁহাদেরই নীতির আশ্রয় করিয়াছিলেন। এইরূপে বৌদ্ধ ও জৈনদিগের হস্তে দেশপ্রচলিত ভাষার সংস্কার ও দেশীয় সাহিত্যের সূত্রপাত হইতে থাকে।

পালরাজগণের সময় যে সকল নীতি ও স্তুতি-গীতি প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। যোগীপাল, গোপীপাল, ও মহীপালের গীতি সেই বিরাট্ সাহিত্যের ক্ষীণস্মৃতি মাত্র। আজও লোকে 'ধান্ ভান্তে মহীপালের গীত' বলিয়া থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে মহীপালের গীত সাধারণের দৃষ্টি ও শ্রুতির বহির্ভূত। দিনাজপুর ও রঙ্গপুরে যোগী জাতির মধ্যে এই মহীপালের সংসারত্যাগ-স্মৃতি পরিস্ফুট। পালরাজ মদনপালের তাম্রশাসন হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, ৩য় বিগ্রহপালের পুত্র ২য় মহীপাল, "শিবতুল্য ব্যক্তি, তাঁহার কীর্ত্তি সর্ব্বত্র গীত হইত।" *

প্রায় ১০৫৩ হইতে ১০৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মহীপাল বিদ্যমান ছিলেন এবং ঐ সময়ে তাঁহার সংসারবৈরাগ্যের সহিত তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ সর্ব্বত্র গীত হইতে আরম্ভ হয়। মহীপালের সেই প্রাচীন প্রশস্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও গোপীপাল বা গোপীচন্দ্রের গীতি এখনও নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। এখনও রঙ্গপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে যোগীজাতি মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের গান গাইয়া থাকে।

মাণিকচাঁদের গান ও গোবিন্দচন্দ্রের গীত।

মাণিকচাঁদের গান কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু মাণিকচাঁদের যে বৃহৎ গান প্রচলিত আছে, তাহার নিকট মুদ্রিত গান ভগ্নাংশ মাত্র। মাণিকচাঁদের গানের সমস্ত পালাটী গাইতে ৮।১০ দিন সময় লাগে। একতন্ত্রী সহযোগে যখন গীত আরম্ভ হয়, তখন ইতর সাধারণ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সেই গান শুনিতে থাকে। এই গান হইতে জানা যায় যে, বঙ্গে মাণিকচাঁদ রাজত্ব করিতেন। † তিনি অতি ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ময়নামতী। তিনি ধর্ম্মের উপাসিকা। গঙ্গাতীরে তিনি 'ধর্ম্মের থান' নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে কৈলাসে শিব ত্রস্ত, যমালয়ে যম ব্যতিব্যস্ত। মাণিকচাঁদ অতুল রাজ্যবৈভব পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের ভক্ত হন ও সন্ন্যাস আশ্রয় করেন।

দেবগণের উপর ময়নামতী যেরূপ প্রভাব চালাইয়াছেন ও মাণিকচাঁদ যে ভাবে রাজসংসার ছাড়িয়া যান, তাহা পাঠ করিলে বা শুনিলে স্পষ্ট বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন বলিয়াই বোধ হইবে। এই মাণিকচাঁদের গানে তৎপুত্র গোপীচাঁদেরও বৈরাগ্যের কথা আছে। গোপীচাঁদের দুই রাণী অদুনা ও পদুনা। গোপীচাঁদ যখন সংসার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তখন অদুনা পতিকে ঘরে রাখিবার জন্য যেরূপ অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত মাণিকচাঁদের গানে ও দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্র গীতে সেই বিষাদ গাথা প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুইটীর মধ্যে মাণিকচাঁদের গানের ভাষা ও ভাব আলোচনা করিলে তাহা বৌদ্ধযুগের রচনা বলিয়াই মনে হইবে। সেই রচনার নমুনা এই—

"না জাইও না জাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কারে লাগিয়া বান্দিলাম সীতল মন্দিল ঘর ॥
বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাই পাড কানী।
এমন বয়সে ছাড়ি জাও আহ্মার বৃথা গাবুরানী ॥
নিদ্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন।
পালঙ্গে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন ॥
দস গিরির মাও বইন রব সোআমী লইয় কোলে
আহ্মি নারী রোদন করিব খালী ঘর মন্দিলে।
খালী ঘর জোড়া টাটি মারে লাঠির ঘাও।
বয়স কালে যুবতী রাড়ী নিতে কলঙ্ক বাও।

* বিশ্বকোষ "পালরাজবংশ" শব্দ ৩৫ পৃষ্ঠা ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৫ম ভাগ ১৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† "মাণিকচাঁদ রাজা বঙ্গে বড় সতি।" (মাণিকচাঁদের গান)

আহ্মক সঙ্গে করি লইআ জাও।
স্ত্রীঅব জীবন ধন আহ্মি কন্যা সঙ্গে গেলে।
রাঁধিয়া দিমু অন্ন খুধার কালে।
পিপাসার কালে দিমু পানী।
হাসিআ দেখিআ ও পোহামু রজনী।
সিতল পাটী বিছাইআ দিমু বালিসে হেলান পাও।
হাউস রঙ্গে যাতিমু হস্ত পাও।
হাত খানি দুখ হইলে পাও খানি জাতিমু।
এ রঙ্গর কৌতুকর বেলা স্থতি ভুঞ্জিমু এহুতি ভুঞ্জাইমু।
গ্রীসুসীকালে বদনত দিমু দণ্ড পাখার খাও।
মাঘ মাসি সীতে যেসিয়া রমু গাও।" *

যদিও মুদ্রিত মাণিকচাঁদের গানের প্রথমাংশে শিব, যম হইতে চৈতন্যদেবের নাম পর্য্যন্ত থাকায় আধুনিক রচনা বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত অদুনার কাতরোক্তিতে সেই প্রাচীন ভাষারই সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। বিশেষতঃ মাণিকচাঁদের বর্ণনাকালে—

"হাল খানাম মাসড়া সাধে দেড় বুড়ি কড়ি।
দেড়া বুড়ি কড়ি লোকে খাজনা জোগাম।
এতক মাণিকচন্দ্র রাজা সরুআ নলের বেড়া।
এক তন জেক তন করি জে খাইছে তার সুআরত ঘোড়া॥" *

এই উক্তি হইতে মুসলমান আমলের পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজের সরল চিত্র মনে পড়ে। সে সময়ে কড়ি দিয়াই রাজস্ব দেওয়া হইত।

এই গানে গোরক্ষনাথ ও তাঁহার শিষ্য হাড়িসিদ্ধের প্রভাবের বর্ণনা আছে। হাড়ি সিদ্ধ অতি হীনজাতি হইলেও ইন্দ্র তাঁহার আজ্ঞাবাহী, অপ্সরাগণ তাঁহার পাচিকা ইত্যাদি বর্ণনাও অহিন্দুর কথা। দুর্লভমল্লিক পরে সেই প্রাচীন আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়াই 'গোবিন্দচন্দ্র গীত' রচনা করেন।

দুর্লভমল্লিক নিজে হিন্দু, সুতরাং গ্রন্থখানি হিন্দু সমাজের মনোমত করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেও তাঁহার গ্রন্থে যে বৌদ্ধপ্রভাবের ঝাঁজ রহিয়াছে, তাহা গ্রন্থকার ঢাকিতে পারেন নাই। এই গ্রন্থে হাড়িপা, কাণিপা প্রভৃতি বৌদ্ধ যোগীর পরিচয় আছে। রাজা গোবিন্দচন্দ্র হাড়িপাকে, 'প্রকৃত ধর্ম্ম কি?' জিজ্ঞাসা করিলে হাড়িপা উত্তর করেন—

"হাড়িপা কহেন বাছা শুন গোবিন্দাই।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম যার পর নাই॥"

রাণী যোগিবেশধারী রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে সৃষ্টিতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে গোবিন্দচন্দ্র উত্তর করেন,—

"শূন্য হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি।
আপনি জল স্থল আপনি আকাশ।
আপনি চন্দ্র সূর্য্য জগত প্রকাশ॥" (দুর্ল্লভ মল্লিক)

উক্ত শ্লোকে মহাযান বৌদ্ধ মতানুসারী শূন্যবাদ প্রকটিত রহিয়াছে।

মাণিকচাঁদের গানের গোপীচাঁদ ও দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রের পরিচয় মিলাইলে উভয়কে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে "গোবিন্দচন্দ্র" শব্দ কখন গোপীচাঁদে পরিণত হইতে পারে না। আমাদের মনে হয়, গোবিন্দচন্দ্র ও গোপীচাঁদ দুই জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। এক জনের পরিচয় অন্যে আরোপিত হইয়াছে। রাজা মাণিকচাঁদের পুত্র গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের কথা কেবল বঙ্গ বলিয়া নহে, সমস্ত ভারতে প্রচারিত। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের নাম কেহ জানে না। অথচ পালরাজবংশের ইতিহাস আলোচনায় জানিতেছি, পাল বংশীয় শেষ নৃপতি গোবিন্দপাল রাজ্য হারাইয়া ১১৬১ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। সেই শেষ বৌদ্ধ নৃপতির কথা প্রাচ ভারতের বৌদ্ধসমাজ বহুকাল বিস্মৃত হন নাই, তাহার স্মৃতিরক্ষ করিবার জন্য এখনকার বৌদ্ধসমাজ বহুদিন তাহার অতীতাব্দ চালাইয়া আসিয়াছেন। নেপাল হইতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে "গোবিন্দপালদেবপাদানাং বিনষ্টরাজ্যে" ইত্যাদি রূপ দৃষ্ট হয়।* এই গোবিন্দপালের গানও বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত থাকিতে পারে। পশ্চিম বঙ্গবাসী দুর্লভ মল্লিক এই গোবিন্দপালের নাম শুনিয়া সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গাধিপ গোপীপালের কথা লিখিয়া থাকিবেন।

শূন্যপুরাণ বা ধর্ম্মপুরাণ।

আমরা মাণিকচাঁদের গানে পাইয়াছি,—শিবঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—

"জীউ জীউ রাজত ধর্ম্ম দিউক বর।"

উক্ত শ্লোকার্দ্ধ হইতে বুঝিতেছি যে, মাণিকচাঁদের গান রচিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই ধর্ম্ম বা ধর্ম্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত ছিল। রাণী ময়নামতী, রাজা মাণিকচাঁদ, তৎপুত্র গোপীচাঁদ ইহারা সকলেই ধর্ম্মের ভক্ত ছিলেন। সুতরাং ধর্ম্মের পূজা যে বাঙ্গালার অতি প্রাচীন, তাহা আর প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই।

ধর্ম্মের পূজা প্রচারার্থ পূর্ব্বে ও পরে যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ "ধর্ম্মমঙ্গল" নামে পরিচিত। বিভিন্ন জাতীয় বহু কবি ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, রাজা ধর্ম্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বরের শ্যালী রঞ্জাবতীর পুত্র লাউসেন হইতেই ধর্ম্মের পূজা প্রচারিত হয়।

* মুদ্রিত মাণিকচাঁদের গানের ঠিক অনুবর্ত্তী না হইয়া রঙ্গপুরে যোগী জাতির নিকট যেরূপ শুনিয়াছি ও পাইয়াছি, তদনুসারেই মূল উদ্ধৃত হইল।

* বিশ্বকোষ "পালরাজবংশ"—৩১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রামাইপণ্ডিত প্রথমে রঞ্জাবতীকে ধর্ম্মপূজা করিতে উপদেশ দেন। রঞ্জাবতী ধর্ম্মের পূজা করিয়া রামাই পণ্ডিতের আশ্রমে শালেভর দিয়া সেই পুণ্যফলে লাউসেনকে ধর্ম্মের বরপুত্ররূপে লাভ করেন। পরে লাউসেনই ময়নাগড়ে রাজা হইয়া সর্ব্বত্র ধর্ম্মের পূজা প্রচার করেন।

কবি ঘনরাম তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গলে লিখিয়াছেন যে,রামাই পণ্ডিত হাকন্দপুরাণ মতে ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি প্রচার করেন। এখনও বঙ্গের যেখানে যত ধর্ম্মঠাকুর আছেন, তাহার অধিকাংশই রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি অনুসারেই পূজিত হইয়া থাকেন। আজও লক্ষ লক্ষ ডোম, পোদ, কৈবর্ত্ত, বাগ্দী প্রভৃতি হীন জাতি এবং স্থানে স্থানে অনেক উচ্চ জাতিও এই রামাই পণ্ডিতকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। এরূপ বহুজনের ভক্তির পাত্রটী কে?

চক্রবর্ত্তী ঘনরাম রামাই পণ্ডিতকে 'বাইতি' বলিতে চাহেন, কিন্তু খেলারাম, সীতানাথ ও সহদেব চক্রবর্ত্তী রামাই পণ্ডিতকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন। রামাই পণ্ডিতও নিজে 'দ্বিজ'বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের পদ্ধতিতেও তিনি 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচিত। বিষ্ণুপুরের প্রায় ৭ ক্রোশ পূর্ব্বে স্থিত ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি নামক ধর্ম্মঠাকুরের পদ্ধতিতে এইরূপ রামাই পণ্ডিতের পরিচয় আছে—

'বিশ্বনাথ নামে এক ব্রাহ্মণ ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করিতে ভয় পান, সেই দোষে ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে বনবাস হইল। সঙ্গে ব্রাহ্মণীও বনে গেলেন। বনে উভয়ে বিষ্ণুর পূজা করিতেন। সেই পুণ্যে তাঁহাদের একটী পুত্র সন্তান জন্মিল।

"হিমালয় মধ্যে জন্ম ব্রাহ্মণ কুমার।
বৈশাখীর শুক্লপক্ষে জনম তাহার॥
পঞ্চমীর তিথি ছিল নক্ষত্র ভরণী।
রবিবার শুভদিনে প্রসব কইল ব্রাহ্মণী॥
ধর্ম্মপুজা প্রচার যা'হতে হইবে।
সেই প্রভু জন্মিলেন পূজার অভাবে॥...'
শ্রীরামাই হইল যথন পঞ্চম বৎসর।
তার পিতামাতা তথন ভাবিল অন্তর॥
পূর্ব্বকালে শ্রীধর্ম্মের অভিশাপ ছিল।
এই হেতু পিতা তার পরাণ ত্যজিল॥
সেই কায়াতে করে মৃত্তিকা অর্পণ।
পিতৃকার্য্য রামায়ে করাল নিরঞ্জন॥
ধর্ম্মসাক্ষাতে মৃত্যু হয় ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
দশদিন অশৌচ করেন পালন॥
দশদিন গতে করে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
বিমানে চড়িয়া গেল বৈকুণ্ঠভুবন॥
সেই বালকে প্রভু দেন অন্নজল।
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম্ম করেন সকল॥
পূজার পদ্ধতি হেতু ভাবেন গোসাঞি।
যজ্ঞসূত্র দিলে পূজা কলিকালে নাই॥
কোলে করি লয়ে গেল ব্রাহ্মণের বেশে।
বালকে লইয়া প্রভু রহে গঙ্গাপাশে॥
সাত বছরের তখন হইল কুমার।
আত্ম্যোতি চূড়াকরণ না হোল তাহার॥**
পনর বর্ষ বয়ঃক্রম হৈল তার জন্ম।
চূড়াকরণ সংযোগে সারি তাম্র দেন ধর্ম্ম॥
গ্রীষ্মবসন্ত ঋতু বিচার করি মনে।
শ্রীরামায়েরে তাম্র দিলেন শুভক্ষণে॥
পঞ্চশত হোম করে যজ্ঞের নিয়ম।
মার্কণ্ড মুনি আসিয়া করেন সব ক্রম॥
এই পঞ্চম বেদে পণ্ডিত হবে সর্ব্বজন।
গঙ্গার কূলেতে করে কার্য্য সমাপন॥
নিজ দেশে যাত্রা করে শ্রীরামাই পণ্ডিত।
মার্কণ্ড সমভিব্যারে চলিল ত্বরিত॥
স্থিতি হয়ে বসিলেন পিতার ভবনে।
শিক্ষা করে নানা শাস্ত্র শুনি বিদ্যমানে॥
রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপূজা করে নিরন্তর।
তখন বয়স হইল পঞ্চাশ বৎসর॥
তার পর দিকে দিকে রামাইর গমন।
সসাগরা পৃথিবী মধ্যে ধর্ম্মের স্থাপন॥
ছত্রিশ জাতির ঘরে ধর্ম্মের স্থাপন।
সভার পূজাতে তুষ্ট হন নিরঞ্জন॥" (পদ্ধতি)

এই রামাই পণ্ডিতের পুত্র ধর্ম্মদাস। ধর্ম্মদাসের চারি পুত্র মাধব, সনাতন, শ্রীধর ও সুলোচন। একদিন ধর্ম্মদাস সদা নামে এক ডোমের বাড়ীতে ফুল তুলিতে যান। ঐ সময় সদা ধর্ম্মপূজা করিতেছিল। তদবস্থায় ধর্ম্মদাস তাহাকে ধর্ম্মের মন্ত্র পড়াইলেন।

"ধর্ম্মপূজা করে সদা অতি ধীর মন।
সদাকে মন্ত্র বলান ধর্ম্মদাস তখন॥
মন্ত্র বলাতে ডোমের পুরোহিত হইল।
এই কীর্ত্তি কলিকাল পর্য্যন্ত রহিল॥
ধর্ম্মদাস হৈতে ধর্ম্মপণ্ডিত জন্মিল।
এইরূপে পণ্ডিতবংশ বাড়িতে লাগিল॥
সদার বংশেতে ডোমের উৎপত্তি হয়।
ডোমেতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছয়ে নিশ্চয়॥"(যাত্রাসিদ্ধির পং

উক্ত যাত্রাসিদ্ধির পদ্ধতি হইতে বেশ বুঝিতেছি যে, রামাই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার উপনয়নসংস্কার বা বৈদিকী দীক্ষা হয় নাই। তাঁহার পিতারও সমাধি হয়, কিন্তু অগ্নিসংস্কার হয় নাই। ব্রাহ্মণ হইয়াও রামাইকে ব্রাহ্মণবিরোধী কর্ম্ম করিতে হইয়াছিল। ভোটদেশের ইতিহাস হইতে জানিতে পারি, ডোমেরা এক সময়ে বৌদ্ধসমাজে অতি সম্মানিত ও উচ্চাসন অধিকার

করিত এবং ডোম্-প- (এখন ডোমপণ্ডিত) গণ তাহাদের আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত ছিল। ডোম্-পদিগের কথায় বড় বড় রাজা রাজড়ারও আসন টলিত।

রামাই পণ্ডিতের পরিচয় হইতে ইহাও বুঝিতেছি যে, তিনি উত্তরাঞ্চল হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার পিতৃপুরুষ ধর্ম্মপূজা করিতে ভীত ছিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই ব্রাহ্মণধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন, এ কারণ তিনি বৈদিকী দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া বৌদ্ধাচার্য্যদিগের তাম্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। আজও ডোমপণ্ডিতগণ তাম্রদীক্ষার পরে তবে সকলে ধর্ম্মপূজায় অধিকারী হন, তাহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ ভাবে, অপর সকল জাতিকেই স্বজাতি অপেক্ষা হীন মনে করিয়া থাকে—ডোমের হাতে দূরের কথা, তাহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতির অন্ন স্পর্শও করে না। রামাই পণ্ডিতের পুত্র ধর্ম্মদাসের বংশধরগণ আজও সর্ব্বত্রই 'ধর্ম্মপণ্ডিত' এবং কোথাও কোথাও 'ডোম-পণ্ডিত' বলিয়া পরিচিত।

রামাই কোন্ সময়ের লোক? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের সময় ও লাউসেনের জন্মকালে রামাইপণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন। পালরাজগণের ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দের শেষভাগে ধর্ম্মপালের অভ্যুদয়। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দের প্রারম্ভে তিনি গৌড়াধিকার করেন। তৎপুত্র দেবপাল গৌড়ের অধিপতি হন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলাচার্য্য হরিমিশ্র এই দেবপালের পরিচয় কালে লিখিয়াছেন যে, ধর্ম্মের উপর তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল ও আত্মীয়স্বজনকে তিনি সর্ব্বদাই আমোদিত করিতেন।* এরূপ স্থলে রামাই পণ্ডিতকে আমরা খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে করিতে পারি। সকল ধর্ম্মমঙ্গলেই আছে যে লাউসেন অজয়ের অপর পারে ঢেকুরের অধীশ্বর মহাপরাক্রান্ত ইছাই ঘোষকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া নিহত করেন। রাঢ়ীয় বৈদ্যকুলপঞ্জিকা হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে ঢেকুর সেনভূম নামে গণ্য হইয়াছিল। তাহাই বৈদ্য সেনবংশের আদি বাসস্থান বলিয়া পরিচিত। বৈদ্যবংশীয় বিমলসেনের বংশধর শিখরভুমের রাজার নিকট ঢেকুরগড়ের উচ্চ ভূখণ্ড লাভ করিলে তাহাই পরে সেনপাহাড়ী নামে খ্যাত হয়। ইছাইঘোষের প্রতাপ এখনও স্থানীয় লোকে বিস্মৃত হয় নাই। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর বহুপূর্ব্বে যে ঢেকুরে ইছাইঘোষের অভ্যুদয়, তাহা মোটামুটী স্বীকার করিয়া লইলেও আমরা পালবংশের অধিকারকালে পৌঁছিতে পারিব। এই প্রমাণেও আমরা রামাই পণ্ডিতকে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনায়াসেই স্বীকার করিতে পারি।

রামাইপণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' পাওয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় গৌড়ীয় ভাষার এই আদিগ্রন্থ আবিষ্কার করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এই "শূন্যপুরাণে" রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মঠাকুরের পূজা পদ্ধতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এ জন্য এই গ্রন্থখানি "ধর্ম্মপুরাণ" নামেও পরিচিত। এই আদিগ্রন্থের প্রারম্ভ এইরূপ—

"শ্রীশ্রীধর্ম্মায় নমঃ। অথ শূন্যপুরাণ লিখ্যতে—

"নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥
দেউল দেহারা নহি পুজিবার দেহ।
মহাপুন্ন মাঝ পরভুর আর অচ্ছি কেউ॥
ঋষি যে তপস্বী নহি নহিক বাম্ভন।
পব্বত পাহাড় নহি নহিক থাবর জঙ্গম॥
সুন্ন থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নহি নহি দেবতা সকল॥
নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আম্বার॥
বার বত্ত ন ছিল ঋষি যে তপস্বী।
তীথ থল নহি ছিল গআ বরানসী॥
পৈরাগ মাধব নহি কি করি বিচার।
স্বগ্‌গ মত্ত নহি ছিল সব ধুন্ধুকার॥
দস দিগ্‌পাল নহি মেঘ তারাগন।
আউ মিত্তু নহি ছিল যমর তাড়ন॥
চারি বেদ ন ছিল ন ছিল সাস্তর বিচার।
গোপত বেদ কৈলন পরভু করতার॥
ছিধম্ম পদারবিন্দ করিবাক নতি।
রামাঞি পণ্ডিত কহে সুনরে ভারতী॥"

রামাই পণ্ডিতের ভাব ও ভাষায় অহিন্দুর গন্ধ মাখা। তিনি ধর্ম্মঠাকুর ভিন্ন আর কাহাকেও নমস্কার করেন নাই। শূন্যপুরাণে তিনি শূন্যবাদই ঘোষণা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী লিপিকারদিগের হস্তে শূন্যপুরাণের ভাষার রূপ অনেকটা পরিবর্ত্তিত না হইয়াছে, এমন নহে; তবে ভাবে ও ভাষায় শূন্যপুরাণখানি যে এককালে সম্পূর্ণ বিকৃত এমন মনে করিতে পারি না। শূন্যপুরাণখানি ধর্ম্মপণ্ডিতদিগের নিকট বেদবৎ মান্য; বহুশতাব্দ গত হইয়াছে, তথাপি শূন্যপুরাণের মতেই ধর্ম্মপণ্ডিতগণ চলিতেছে, এরূপ স্থলে মূলগ্রন্থের পাঠবিকৃতি করিতে বা তুলিয়া ফেলিতে সহজে কেহ সাহসী হয় নাই। তবে রামাই পণ্ডিতের

* "ধর্ম্মে চাস্য মতিঃ সদৈব রমতে স্বকীয়বংশোত্তবৈঃ।" (হরিমিশ্র) [পালরাজবংশ শব্দ দেখ]

'উপর স্ব স্ব সম্প্রদায়ের লোকদিগের যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিয়া পরবর্ত্তীকালে কোন কোন নূতন অংশ রামাই পণ্ডিতের নাম দিয়া মূলগ্রন্থে সংযোজিত না হইয়াছে, এমন নহে। "এইরূপ শূন্যপুরাণে "নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামে একটী অংশ দৃষ্ট হয়। এই অংশটীও ব্রাহ্মণবিরুদ্ধে লিখিত।

যথা—

"জাজপুর পুয়বাদি, সোলসঅ ঘর বেদি,
বেদি লয় কন্নয় যুন।
দখিন্যা মাগিতে জাঅ, জার ঘরে নাঞি পাঅ,
সাঁপ দিআ পুড়াএ ভুবন॥
মালদহে লাগে কর দিলএ কন্ন যুন
দখিন্যা মাগিতে যাঅ, জার ঘরে নাঞি পাএ,
সাঁপ দিয়া পুড়াএ ভুবন॥
মালদহে লাগে কর, না চিনে আপন পর,
জালের নাহিক দিসপাস।
বোলিষ্ঠ হইল বড়, দস বিস হয়্যা জড়,
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাস॥
বেদে করে উচ্চারন, বের্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন,
দেখিআ সভাই কম্পমান।
মনেত পাইআ মর্ম্ম, সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম,
তোমা বিনে কে করে পরিত্তান॥
এইরূপে দ্বিজগন, করে সৃষ্টি সংহারন,
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিআ ধর্ম্ম, মনেত পাইআ মর্ম্ম,
মায়াত হোইল অন্ধকার॥
ধর্ম্ম হইল যবনরূপী, মাথাঅত কাল টুপি,
হাতে সোভে তিরুচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়,
খোদায় বলিআ এক নাম॥
নিরঞ্জন নিরাকার, হৈল্য ভেস্ত অবতার,
মুখেত বলেত দম্বদার।
যত্তেক দেবতাগণ, সভে হয়্যা একমন,
আনন্দেত পবিল ইজার॥
ব্রহ্মা হৈল মহামদ, বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর,
আদম্ফ হৈল্যা শূলপানি।
গনেশ হইল্যা গাজী, কার্ত্তিক হইল্যা কাজি,
ফকির হইল্যা মহামুনি॥
তেজিআ আপন ভেক, নারদ হৈলা সেখ,
পুরন্দর হইল মৌলনা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে, পদাতিক হয়্যা সেবে,
সভে মিলি বাজান বাজনা॥
আপুনি চণ্ডিকা দেবী, তিঁহ হৈল্যা হায়া বিবি,
পদ্মাবতী হল্য বিবিনুর।
যত্তেক দেবতাগণ, হয়্যা সভে এক মন,
প্রবেশ করিল জাজপুর॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে, কাড়্যা কিড়্যা খাঅ রঙ্গে,
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিআ ধর্ম্মের পাঅ, রামাঞি পণ্ডিত গাএ,
ই বড় বিসম গণ্ডগোল॥"*

শূন্যপুরাণের উদ্ধৃত অংশ যদিও রামাই পণ্ডিতের নাম দিয়া পরবর্ত্তী রচনা, কিন্তু উহা হইতে অতীত ইতিহাসের ক্ষীণালোক পাইতেছি। বৌদ্ধেরা কখন আপনাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিত না, আপন ধর্ম্মকে সদ্ধর্ম্ম ও স্বসাম্প্রদায়িকগণকে 'সদ্ধর্ম্মী' বলিত। মালদা বা প্রাচীন গৌড় অঞ্চলে (সম্ভবতঃ পালরাজ্য লোপ ও সেনরাজত্বকালে) বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সদ্ধর্ম্মী-দিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে সময়ের সেনরাজ বৈদিক ব্রাহ্মণের বশ, বৈদিকগণের অদম্য প্রভাব। সুতরাং বৈদিককে যে না দক্ষিণা দিত, বা অসম্মান করিত, বহু বৈদিক একত্র হইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিত। এরূপ অত্যা-চার ক্রমেই সদ্ধর্ম্মী (বৌদ্ধ)-দিগের অসহ্য হইল। প্রতিবিধানের জন্য তাহারা মুসলমানের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। মুসল-মান আসিয়া মালদহ বা প্রাচীন গৌড় লুট করিল, হিন্দু দেবদেবী ও দেবালয় ভাঙ্গিল, এইরূপে সদ্ধর্ম্মীদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ করিল। এই ঘটনার সহিত মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের গৌড়াক্রমণের কোন সংস্রব আছে কি না, কে বলিতে পারে? প্রকৃত কথা এই, দেশের জনসাধারণ কতকটা রাজদ্রোহী না হইলে মুষ্টিমেয় মুসল-মান সৈন্য আসিয়া গৌড়রাজ্য সহজে অধিকার করিয়া বসিবে ইহা সম্ভবপর নহে। ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারেই যে সদ্ধর্ম্মী বৌদ্ধ-গণ হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মুসলমান শাসন আরম্ভ হওয়ায় ধর্ম্মপূজা এককালে লোপ হইতে পারিল না। ধর্ম্মপূজা ও ধর্ম্মের গান সেই সকল হীনাবস্থাপন্ন বিভিন্ন জাতির মধ্যে রহিয়া গেল। ধর্ম্মের গানে ব্রাহ্মণবিরোধী কথা স্থান পাইয়াছিল বলিয়াই পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজ দেশীয় সাহিত্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এই ঘৃণার ভাব ব্রাহ্মণসমাজ বহু দিন পোষণ করিয়াছিলেন।

রামাই পণ্ডিত গৌড়াধিপ দেবপালের সময় সাধারণের মধ্যে

* হস্তলিপিতে যেরূপ আছে, ঠিক সেইরূপ উদ্ধৃত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্মের শূন্যবাদ সহজভাবে প্রচারোদ্দেশ্যে শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্মের পূজাপদ্ধতি প্রচার করিয়া যান। শূন্যপুরাণে তিনি দেখাইয়াছেন, ধর্ম্মঠাকুর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও উপর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ অথচ মহাশূন্য স্বরূপ। তাঁহা হইতে সৃষ্টির মূল আদ্যাশক্তির উদ্ভব।

"বন্ন সুন্নী করতার, সভ সুন্নী অবতার
সব্ব সুন্নী মধ্যে আরোহন।
চরনে উদয় ভানু, কোটী চন্দ্র জিনি তনু
ধবল আসনে নিরঞ্জন॥" (রামাই পণ্ডিত)

রামাই পণ্ডিতের গ্রন্থে কংসাই, নীলাই ও শ্বেতাই এই তিন জন ধর্ম্মপণ্ডিতের উল্লেখ আছে। হরিচন্দ্র ও তাঁহার রাণী মদনার ধর্ম্মপূজার প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তাহাও অতি সংক্ষেপে। কোন্ কালে কোন্ সময়ে ধর্ম্মপূজা কিরূপ ভাবে করিতে হয়, এই কথাই বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শূন্যপুরাণের রচনা বহু স্থলেই পুনরুক্তিদোষদুষিত, অনেক স্থলের ভাষা গদ্য কি পদ্য তাহা বুঝিয়া উঠা ভার। অনেক স্থলের অর্থগ্রহ করা কঠিন, যে লাউসেনের প্রসঙ্গ লইয়া সকল ধর্ম্মমঙ্গল বা গৌড়কাব্যের সৃষ্টি, সেই বঙ্গবিশ্রুত লাউসেনের নাম গন্ধ রামাইর শূন্যপুরাণে নাই, ইহাতেও আমরা রামাইকে লাউসেনের পূর্ব্বতন বলিয়া মনে করিতে পারি। রামাই যে ধর্ম্মরহস্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই যেন কিছু উন্নত আকারে কালচক্রযান বা ধর্ম্মধাতুমণ্ডলে পরিণত হইয়াছে।

ধর্ম্মপুরাণ ও ধর্ম্মমঙ্গল।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, সকল ধর্ম্মমঙ্গল মতেই ধর্ম্মপূজা প্রচার করিবার জন্যই লাউসেনের অভ্যুদয়। তাহার অসাধারণ বীরত্ব ও বিমল চরিত্র প্রসঙ্গেই আদি গৌড়কাব্য বা ধর্ম্মমঙ্গলের সৃষ্টি। এক সময়ে গৌড়বঙ্গে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল বলিয়াই বঙ্গীয় পঞ্জিকাসমূহে অধীশ্বর মধ্যে লাউসেনের নাম স্থান পাইয়াছে। দ্বিজ ময়ূরভট্টই সর্ব্ব প্রথমে লাউসেনের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার জন্য তাঁহার ধর্ম্মপুরাণে গৌড়কাব্যের সূচনা করিয়া যান। ময়ূরভট্ট ব্রাহ্মণ হইলেও এক জন ধর্ম্মোপাসক ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মপুরাণের প্রারম্ভে কোন দেবদেবীর স্তুতি বা মাহাত্ম্য বর্ণিত হয় নাই, একমাত্র ধর্ম্মঠাকুরই তাঁহার লক্ষ্য। তিনি এইরূপে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন—

"মন দিআ সুন সভে ধর্ম্মপুরান।
সকীঅ মহিমা সুন হঞা সাবধান॥"

গৌড়কাব্যের আদি কবি ময়ূরভট্ট কোন্ সময়ের লোক তাহা ঠিক জানা যায় নাই। রূপরাম, খেলারাম, মাণিকরাম, সীতারাম, প্রভুরাম, দ্বিজ রামচন্দ্র, শ্যামপণ্ডিত, রামদাস আদক, ঘনরাম ও সহদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সকলেই ময়ূরভট্টের নামোল্লেখ করিয়াছেন। রূপরাম ৪ শত বর্ষের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তৎপূর্ব্বে ময়ূরভট্ট। সীতারাম দাসের ধর্ম্মমঙ্গলের ৩ শত বর্ষের হস্তলিপি আমরা দেখিয়াছি, সুতরাং তিনি যে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। সীতারাম ময়ূরভট্ট সম্বন্ধে তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গলের অষ্টমঙ্গলা মধ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"মউরভট্ট মহাসত্ত জোগে নিরমল।
পরকাস করিল জেবা ধর্ম্মের মঙ্গল॥
তাহার স্মরণ করি সভে গাই গীত।
সেই অংস সুনিলে ধর্ম্মেত থাকে চিত॥
মউরভট্ট মহাসএর সুন্দর পাঁচালি।
আনন্দে হইল নষ্ট দুই এক কলি॥
ভুল ভ্রান্তি গীত জদি গেছি এড়াইআ।
নিদের আলিসে জদি নাঞি গেছি গায়্যা॥
তুমি না খেমিলে খেমিবেক কুন জন।
দাসের অসেস দোস না লবে নারায়ন॥"
(১০১৫ সালের হস্তলিপি)

উক্ত কয় ছত্র হইতে জানা যাইতেছে, ৩।৪ শত বর্ষ পূর্ব্বেও ময়ূরভট্টের গীত নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ধর্ম্মমঙ্গল-গায়কেরা তাঁহার গীতিকবিতার মধ্যে মধ্যে দুই এক কলি হারাইয়াছিলেন। এরূপস্থলে ময়ূরভট্টকে ৫।৬ শত বর্ষের পূর্ব্বেকার লোক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ঘনরামও লিখিয়াছেন—

"ময়ুরভট্ট বন্দিব সংগীতের আদ্য কবি।"

ময়ূরভট্টের রচনা অতি সরল। তাঁহার প্রাচীন রচনার উপর পরবর্ত্তী লেখক বা গায়কগণের কিছু হাত না পড়িয়াছে এমন নহে।

ময়ূরভট্টের পর আমরা রূপরামকে পাই। খেলারাম, মাণিকরাম প্রভৃতি ধর্ম্মমঙ্গলপ্রণেতারা রূপরামকে "আদি রূপরাম" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ময়ূরভট্ট ধর্ম্মপুরাণ রচনা করিলেও কাব্য হিসাবে রূপরামের গ্রন্থকেই প্রধান বলা যাইতে পারে এবং এই হিসাবে রূপরাম আদি গৌড়কাব্যরচয়িতা বটে। রূপরামের গ্রন্থ খানিও অতি বৃহৎ, ভাষা বেশ সুললিত, তবে মধ্যে মধ্যে প্রাদেশিক শব্দের প্রয়োগ আছে।

রূপরামের পর খেলারাম ও প্রভুরামের নাম উল্লেখ করিতে পারি। উভয়ের রচনা বেশ সরল ও সুললিত, উভয়ের গ্রন্থই অতি বৃহৎ। দীনেশ বাবু ভক্তিনিধির কথা তুলিয়া বলিতে চান, ১৪৪৯ শকে বা ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে খেলারাম গৌড়কাব্য রচনা করেন। কিন্তু আমরা যে সকল পুথি দেখিয়াছি, তাহাতে রচনাকালের কোন প্রসঙ্গ নাই। প্রভুরামের ধর্ম্মমঙ্গলের যে নকল পাওয়া গিয়াছে, তাহার একখানির বয়স তিন শত বর্ষের

অধিক। এরূপ স্থলে প্রভুরামকে তাহার পূর্ব্বের লোক অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

তৎপরে মাণিকরাম। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে মাণিকরাম গাঙ্গুলিই সম্ভবতঃ প্রথম ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। মাণিকরাম লিখিয়াছেন—

"জাতি জায় তবে প্রভু জদি করি গান॥
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে।
স্বপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে॥"

এই উক্তি হইতেও বেশ জানা যাইতেছে যে, ধর্ম্মমঙ্গলগান ব্রাহ্মণসমাজের কতদূর অপ্রীতিকর ছিল, এমন কি ধর্ম্মঠাকুরের গান করিলে ব্রাহ্মণ-সমাজে কেবল অখ্যাতি বলিয়া নয় সমাজচ্যুতি বা জাতিনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। যাহা হউক ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়া মাণিকগাঙ্গুলি যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি হিন্দু দেবদেবীর সহিত ধর্ম্মঠাকুরের আসন স্থাপন করিয়া ধর্ম্মঠাকুরকে হিন্দুর ঘরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। তখন হইতেই যেন ধর্ম্মঠাকুর হিন্দুর উপাস্য হইয়া পড়িলেন; ডোম পণ্ডিতের স্থানে কোথাও কোথাও উচ্চ শ্রেণির ব্রাহ্মণও বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে মহাযান বৌদ্ধদিগের শূন্যমূর্ত্তি

"ধবল আসন, ধবল ভুষণ
ধবল চন্দন গায়।
ধবল অম্বর, ধবল চামর,
ধবল পাদুকা পায়॥" (মাণিকগাঙ্গুলি)

ইত্যাদি কতকটা সাকাররূপে ধর্ম্ম হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিলেন। এখন হইতে ধর্ম্মঠাকুর মূল পূজকের নিকট না হউক, সাধারণ হিন্দুর নিকট হিন্দুর দেবতা বলিয়া গণ্য হইলেন।

মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল ১৪৬৯ শকে (১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে) রচিত হয়।*

মাণিক গাঙ্গুলি যদিও "মনে অভিলাষ রচি ইতিহাস তোমার আদেশ পেয়ে" ইত্যাদি বর্ণনায় নিজ গ্রন্থের ঐতিহাসিকত্বের আভাস দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলের ন্যায় ইতিহাসের সঙ্গে অনেক অনৈতিহাসিক ও অস্বাভাবিক কথারও অবতারণা রহিয়াছে। এমন অনেক অজ্ঞাততত্ত্ব লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, যাহা কি হিন্দু কি বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আমরা তাহার সন্ধান পাই নাই। মাণিকের রচনাও বেশ সরল, ও কবিত্বপূর্ণ। অনেক স্থান পাঠ করিলে মনে হইবে যে কবি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

মাণিক গাঙ্গুলির সমকালে বা কিছু পরে কবি সীতারাম দাসের "অনাদ্যমঙ্গল" রচিত হয়। রূপরাম, খেলারাম, মাণিকরাম প্রভৃতি যেমন ধর্ম্মের স্বপ্নাদেশে নিজ নিজ "ধর্ম্মমঙ্গল গান" রচনা করেন, সীতারাম দাসও সেইরূপ স্বপ্নে গজলক্ষ্মীর আদেশে ও জামকুড়ির বনে ধর্ম্মের দর্শন লাভ করিয়া নিজ অভীষ্ট কাব্য লিখিতে বসেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ইন্দাসের দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ ওম্বংশে সীতারামের জন্ম। কবি পরিচয় দিয়াছেন

"ইন্দাসের ওম্বগোষ্ঠী জানে সর্ব্বলোকে।" (সীতারাম)

তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ গোপীনাথ, তৎপুত্র মথুরাদাস, মদনদাস ও ধর্ম্মদাস, ধর্ম্মদাসের ৪ পুত্র হরিদাস, রাজীবলোচন, দুর্য্যোধন ও কুশলরাম। মদনের পুত্র দেবীদাস, এই দেবীদাসের পুত্র কবি সীতারাম। কবির মাতামহের নাম শ্যামদাস ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম সভারাম রায়। কবি ময়ূরভট্টের সম্পূর্ণ আদর্শ লইয়া নিজ গৌড়কাব্য সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাও কবি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সীতারামের গ্রন্থখানি অতি বৃহৎ। তিনি রঞ্জাবতীর জন্ম হইতে পালা আরম্ভ করিয়া অষ্টমঙ্গলায় শেষ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সুললিত ও মার্জ্জিত, পূর্ব্ববর্ত্তী সকল কবি হইতে তিনি কবিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

তৎপরে আমরা রামকৃষ্ণানুজ কবি রামনারায়ণের নাম উল্লেখ করিব। ইঁহার রচিত ধর্ম্মমঙ্গলখানিও অতি বৃহৎ। রামনারায়ণ একজন পরম শাক্ত ছিলেন, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ন্যায় ধর্ম্মঠাকুরকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের জনক বলিয়া ঘোষণা করিলেও তাঁহার গ্রন্থে পত্রে পত্রে তিনি আদ্যাশক্তিরই যেন প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লাউসেন হনুমানের সাহায্যে যখন ইছাই ঘোষকে বিনাশ করেন, ইছাই ঘোষের ইষ্টদেবী শ্যামরূপা যখন ভয়ঙ্করী মহাকালীরূপে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ইছাই ঘোষের কাটামুণ্ডের অনুসন্ধান না পাইয়া হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন, তখন রামনারায়ণের ধর্ম্মঠাকুরকে দেবগণের সহিত কৈলাসে গিয়া মহাদেবের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এ সময় ভক্তের জন্য যেরূপ অধীর হইয়া ভগবতী প্রেমাশ্রু বর্ষণ ও বিলাপ করিয়াছিলেন, রামনারায়ণের বর্ণনায় তাহা অতি হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। তাহার প্রতি ছত্রে যেন মাতৃস্নেহ মুখরিত হইয়াছে। কিন্তু বলিতে কি রামনারায়ণের হাতে ধর্ম্মমঙ্গলের উপাখ্যান ভাগ অনেকটা ঠিক থাকিলেও ধর্ম্মতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য বিকৃত হইয়াছে।

তৎপরে দ্বিজ রামচন্দ্র ও শ্যাম পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গলের উল্লেখ করিতে পারি। দ্বিজ রামচন্দ্রের গ্রন্থখানিও সামান্য নহে। তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে প্রভুরামের ভণিতা দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ রামচন্দ্র প্রভুরামের অনুসরণ করিয়াছেন। শ্যাম পণ্ডিতের গ্রন্থ তত বড় নহে।

* "শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধি সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে॥" (মাণিকরাম)

অতঃপর আমরা দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কৈবর্ত্ত রামদাস আদকের এক 'অনাদিমঙ্গল' পাই। এই গ্রন্থ পূর্ব্বোক্ত সকল ধর্ম্মমঙ্গল হইতে বড়। এই বৃহৎ গ্রন্থরচনার বৃত্তান্তটীও কিছু কৌতুক-জনক। হুগলী জেলার আরামবাগ থানার অন্তর্গত হায়ৎপুরে কবির পিতা রামচন্দ্র আদকের বাস ছিল। এখানে চৈতন্যসামন্ত নামে এক দুর্দ্দান্ত তহশীলদার থাকিতেন। তাঁহার অত্যাচারে খাজনার দায়ে কবি কারারুদ্ধ হন। রঘুনন্দন টাকা ধারের চেষ্টায় অন্য গ্রামে পলায়ন করেন। রামদাসের কাকুতি মিনতিতে কারারক্ষীর মনে দয়া হয় ও তাহাতেই রামদাসের পলায়নের সুযোগ ঘটে। কবি মাতুলালয় অভিমুখে ছুটিলেন, পথে পাড়া-বাঘনান গ্রামে এক সশস্ত্র প্রহরী তাহাকে বেগার ধরিল। একে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কবির ওষ্ঠাগত প্রাণ, তাহার উপর এই বেগারীতে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ভয়ে ও পরি-শ্রমে কবির দারুণ জ্বর হইল, তৃষ্ণায় কবি কাণাদীঘির জল খাইতে ছুটিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! জলে নামিবা মাত্র জল শুকাইয়া গেল। তখন কবি নিরাশ ও ভগ্ন হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় এক দিব্য পুরুষ স্বর্ণ কমণ্ডলুতে গঙ্গা-জল দিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মের সঙ্গীত গাইতে অনুমতি করিলেন। রামদাস কহিলেন,—

"পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া।
গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া॥"

তখন দিব্যপুরুষ বর দিলেন—

"আজি হইতে রামদাস কবিবর তুমি।
জাড়া গ্রামে কালুরায় ধর্ম্ম হই আমি।
আসরে জুড়িব গীত আমার শরণে।
সঙ্গীত কবিতা ভাষা ভাসিবে বদনে॥ (অনাদিম°)

এইরূপে কালুরায়ের কৃপায় কৈবর্ত্ত কবি রামদাস আদক সুবৃহৎ 'অনাদিমঙ্গল' রচনা করিলেন। ১৫৪৮ শকে এই গ্রন্থ রচিত হয়। গ্রন্থের ভাষা সরল ও সরস, মধ্যে মধ্যে উদ্দীপনা ও বেশ কবিত্ব আছে। অনাদিমঙ্গল রচনাকালে কবি ভূরসুটের রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়ের অধিকারে বাস করিতেন।

"ভূরসুটে রাজা রায় প্রতাপ নারায়ণ।
দীনে দাতা কল্পতরু কর্ণের সমান।
তাঁহার রাজত্বে বাস বহু দিন হৈতে।
পুরুষে পুরুষে চাস চসি বিধি মতে।"

রামদাসের পর চক্রবর্ত্তী ঘনরাম ১৬৩৫ শকে (১৭১৩ খৃষ্টাব্দে) শ্রীধর্ম্মমঙ্গল বা গৌড়কাব্য প্রকাশ করেন। ঘনরামের পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতার নাম সীতা, এবং মাতামহের নাম গঙ্গাহরি। কৌকুসাবীর রাজকুলে গঙ্গাহরির জন্ম। ঘনরাম রামপুরের টোলে পড়িতেন, অল্প বয়সেই কবিতানৈপুণ্য দেখাইয়া তিনি 'কবিরত্ন' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলার কইয়ড় পরগণার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রাম। কৃষ্ণপুরপতি রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের আদেশে কবিরত্ন ঘনরাম "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলকাব্য" রচনা করেন। এই কাব্য খানি কবির এক অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তি। লাউসেনের চরিত্র ঘনরামের হাতে যেরূপ সমুজ্জ্বল, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবি এরূপ সুন্দর রঙ্ ফলাইতে পারেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ লাউসেনকে মহাবীর বলিয়া পরিচয় দিলেও প্রকৃত বীররসের বর্ণনায় কেহই সিদ্ধকাম নহেন! কিন্তু ঘনরাম এ সম্বন্ধে অনেকটা সফলতা দেখাইয়াছেন। লাউসেনের ভ্রাতা কর্পূরের চরিত্রে কবি ভীরু বাঙ্গালীর সজীব চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহার কবিতাগুলি সরল ও সরস, মধ্যে মধ্যে বেশ উদ্দীপনা ও ভাবপূর্ণ, তবে এই বৃহৎ গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে অনেকটা এক ঘেঁয়ে বলিয়াই মনে হয়।

ঘনরামের হাতে ধর্ম্মমঙ্গল সম্পূর্ণ নূতন জিনিস হইয়া পড়িয়াছে। যদিও কবি ময়ুরভট্টের দোহাই দিয়াছেন বটে, কিন্তু হিন্দু দেবদেবীর বর্ণনায় তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গলে বৌদ্ধভাব এক কালে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহার গ্রন্থের সর্ব্বত্রই শাস্ত্রের দোহাই। তাহাতে ময়ুরভট্ট বা রূপরামের ধর্ম্মচিত্রও এক কালে চাপা পড়িয়াছে।

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে ২৪টী পালা বা সর্গ আছে। যথা— ১ স্থাপনা, ২ ঢেকুরপালা, ৩ রঞ্জাবতীর বিবাহ, ৪ হরিচন্দ্রপালা, ৫ রঞ্জাবতীর শালেভব, ৬ লাউসেনের জন্ম, ৭ আখড়া, ৮ ফলা-নির্ম্মাণপালা, ৯ লাউসেনের গৌড়যাত্রা, ১০ কামদলবধ, ১১ জামাতি, ১২ গোলাহাট, ১৩ হস্তিবধ, ১৪ কাঙুরযাত্রা, ১৫ কামরূপযুদ্ধ, ১৬ কানড়ার স্বয়ম্বর, ১৭ কানড়ার বিবাহ, ১৮ মায়ামুণ্ড, ১৯ ইছাইবধ, ২০ বাদলপালা, ২১ পশ্চিমোদয় আরম্ভ, ২২ জাগরণ, ২৩ পশ্চিমোদয় ও ২৪ স্বর্গারোহণ পালা। ময়ুরভট্ট হইতে ঘনরাম পর্য্যন্ত সকলেই প্রায় ঐরূপ ক্রমে ধর্ম্মমঙ্গল গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহ বিস্তৃত ভাবে, কেহ বা সংক্ষেপে।

ময়ুরভট্ট হইতে ঘনরাম পর্য্যন্ত কবিগণ যেরূপ লাউসেনকে কাব্যের নায়ক করিয়া ধর্ম্মমঙ্গল বা গৌড়কাব্য প্রচার করেন, সহদেব চক্রবর্ত্তীর গ্রন্থে সেরূপ কিছুই পাইলাম না। কবি সহদেবের বৃহৎ গ্রন্থে লাউসেনের প্রসঙ্গ নাই। সহদেবের আদর্শ রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ। শূন্য-পুরাণের মতানুসারে সহদেবের গ্রন্থ রচিত হইলেও তিনি একথা স্বীকার করেন নাই; তিনি "আদিপুরাণের মত" ও "অনিল-পুরাণ" বলিয়া স্বীয় গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন।

কোথাও বা তিনি 'ধর্ম্মমঙ্গল' কোথাও বা 'ধর্ম্মপুরাণ' নামও ভণিতায় প্রকাশ করিয়াছেন।

"আদি পুরাণের মত, অনাদি চরিত যত,
দ্বিজ সহদেব রস গান।"
"অনিল-পুরাণ দ্বিজ সহদেব ভণে।
কালাচাঁদ জারে কৃপা করিল স্বপনে॥"

সহদেব চক্রবর্ত্তী এক জন বৈদিক ব্রাহ্মণ, তিনি অবৈদিক ধর্ম্মের গান লিখিতে গেলেন কেন? কবি লিখিয়াছেন,—

"সোণার নুপুর পায়, উর বাপা কালুরায়,
জারে কৃপা করিলা স্বপনে।
বসিয়া শ্রীফল মূলে, সত্য কবি কুতূহলে,
নিজ মন্ত্র সুনাইলে কাণে।
আপনি করিলে দয়া, মোরে দিলে পদ ছায়া,
পূর্ব্বজন্মে আছিল তপস্যা।
জন্মিয়া ব্রাহ্মণবংশে, মনে ছিল তুয়া অংশে,
তেক্রি ধর্ম্ম দেখা দিলা আস্যা।
তেবাস্তর ঘোর বিলে, তুমি মোরে আজ্ঞা দিলে,
সঙ্গীত হইল নিরমাণ।
অনাদি চরণরেণু, তথি লোটাইয়া তনু,
দ্বিজ সহদেব রস গান॥"

তাঁহার গ্রন্থে এই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে—ধর্ম্মবন্দনা, ভগবতীবন্দনা, সরস্বতীবন্দনা, লক্ষ্মীবন্দনা, চৈতন্যবন্দনা, তারকেশ্বর-বন্দনা, কবির সমসাময়িক গ্রাম্য দেবদেবী ও ধর্ম্মবন্দনা, সমসাময়িক জীব-প্রভৃতি কবি ও পিতামাতার বন্দনা, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদির জন্মকথা, শিবের বিবাহ, কামদা নামক ক্ষেত্রে শিবের কৃষিকার্য্য, আদ্যার বাগ্দিনী (ডোমনী) বেশে শিবকে ছলনা, শিবশিবার মাছধরা, কৃষিজাত শস্যাদি লইয়া শিবের কৈলাসে যাত্রা, শিবের নিকট ভগবতীর তত্ত্বজিজ্ঞাসা, উভয়ের বল্লুকাতীরে আগমন, ভগবতীকে উপদেশ দান-কালে শিবমুখনিঃসৃত তত্ত্বকথাশ্রবণে মৎস্যগর্ভশায়ী মীননাথ যোগীর মহাজ্ঞান-লাভ, মীননাথের ভগবতীনিন্দা, তজ্জন্য ভগবতীর অভিশাপ, শাপহেতু কদলীপাটনে রমণীর মোহনমন্ত্রে মীননাথের মেষরূপে অবস্থান, শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধার; কালুপা, হাড়িপা, মীন, গোরক্ষ ও চৌরঙ্গী এই পঞ্চ যোগীর একত্র মিলন, হরগৌরীস্তুতি, মহানাদে মীননাথের রাজ্য-লাভ, সগরবংশের উপাখ্যান, গঙ্গার উৎপত্তি, ডোমবেশে অমরা-নগরে শিবের ধর্ম্মপূজা, অমরানগরপতি ভূমিচন্দ্র কর্ত্তৃক উক্ত ডোমের নির্য্যাতন, সেই অপরাধে রাজার সর্ব্বাঙ্গে শ্বেতকুষ্ঠ, ধর্ম্মপূজান্তে রাজার মুক্তি, জাজপুরবাসী রামাই পণ্ডিতের পুত্র শ্রীধরের ধর্ম্মনিন্দা, তজ্জন্য বরদাপাটনে তাঁহার প্রাণনাশ, রামাই কর্ত্তৃক তাঁহার পুনর্জ্জীবন লাভ, জাজপুরবাসী ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মদ্বেষ, ধর্ম্ম-সেবকদিগের রক্ষার জন্য ম্লেচ্ছরূপে ধর্ম্মের জন্ম-গ্রহণ, ভূমিচন্দ্র রাজার নিজ মুণ্ড উৎসর্গ করিয়া ধর্ম্মপূজা ও তাঁহার স্বর্গারোহণ, হরিচন্দ্র রাজার ধর্ম্মনিন্দা, অপুত্রক হেতু তাঁহার মহিষীসহ বনগমন, নানা দেবদেবীর উপাসনা, বনমধ্যে রাজার পিপাসায় প্রাণত্যাগ, রাণীর ধর্ম্মস্তুতি, ধর্ম্মের অনুগ্রহে রাজার প্রাণলাভ, ধর্ম্মের বরে রাণীর গর্ভে লুইচন্দ্রের জন্ম, রাজা ও রাণীকে ধর্ম্মের ছলনা, রাজহস্তে লুইচন্দ্রের শিরশ্ছেদ, রাণী কর্ত্তৃক পুত্রমাংস রন্ধন, ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম্মের মাংস ভোজনকালে লুইচন্দ্রের প্রাণদান * এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে।

উপরে যে সকল কবির নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কবিত্বে, পদলালিত্যে, স্বভাববর্ণনায় ও উদ্দীপনার গুণে কবি সহদেব চক্রবর্ত্তী অপর সকল কবি হইতে উচ্চাসন লাভের অধিকারী। অনাদ্য-ধর্ম্ম হইতে আদ্যার উৎপত্তি প্রসঙ্গে তিনি কেমন রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, দেখুন—

"তাহে জনমিলা আদ্যা সৃষ্টির কারিণী।
পূর্ণ শশধরমূর্ত্তি রাজীবলোচনী॥
চাঁচর চিকুরে শোভে বকুলের মালা।
আষাঢ়িয়া মেঘে যেন শোভিত চপলা॥
ললাটে সিন্দুর বিন্দু রবির উদয়।
চন্দন চন্দ্রিকা তার কাছে কথা কয়॥
রক্তিম অধরে পক্ক বিম্বকের দ্যুতি।
দশন আকার কুন্দ যিনি মুক্তা পাঁতি॥
করিকরভের কুম্ভ জিনি পয়োধর।
লক্ষের কাঁচলি শোভে তাহার উপর॥"

ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর ওজস্বিনী লেখনীর গুণে যেমন ধর্ম্মপুরাণের মূল বৌদ্ধভাব ঢাকা পড়িয়াছে, কবি সহদেবের বর্ণনাগুণেও সেইরূপ শূন্যপুরাণের স্পষ্ট বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন এককালে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে, ধর্ম্মঠাকুরকে আর সহজে মহাযান-দিগের মহাশূন্যের চিত্র বলিয়া মনে হইবে না। সহদেবের হাতে ধর্ম্মঠাকুর যেন হিন্দুর দেবতা ধর্ম্মরাজ যমের রূপ ধারণ করিয়াছেন।

ধর্ম্মমঙ্গলগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত আরও বহু সংখ্যক ধর্ম্মমঙ্গল আছে, সে গুলি ধর্ম্ম-পণ্ডিত বা ডোমপণ্ডিতদিগের গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত, তাহা সহজে সাধারণের হস্তে পড়িবার নহে। উক্ত বিপুল ধর্ম্ম-সাহিত্য হইতে আমরা বেশ বুঝিতেছি, আপামর জনসাধারণের নিকট ধর্ম্মের পূজা বিস্তৃত হইয়াছিল, এই ধর্ম্ম হিন্দুর ধর্ম্মরাজ

* সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৫র্থ ভাগ ২৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* হরিচন্দ্র রাজার কথা পরবর্ত্তী হিন্দু কবিগণ দাতাকর্ণের প্রতি আরোপ করিয়াছেন, বাস্তবিক মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে কর্ণ কর্ত্তৃক নিজ পুত্র বলি-দানের আভাস মাত্র নাই।

বম নহেন, ইনি মহাশূন্যমূর্ত্তি ধর্ম্মনিরঞ্জন। সমস্ত গৌড়বঙ্গে গৃহী মাত্রেই একদিন এই ধর্ম্মের উপর বিশেষ নির্ভরতা, ও শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাই আজও 'দোহাই ধর্ম্মের' 'ধর্ম্মের দিব্য' ইত্যাদি কথা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রচলিত থাকিয়া ধর্ম্ম-প্রভাবের ক্ষীণ স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

ঐ সকল ধর্ম্মমঙ্গল হইতে বেশ বুঝা যায় যে, আদি ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতারা রামাই পণ্ডিতের ন্যায় সকলেই প্রায় ধর্ম্মপণ্ডিত বা ডোমপণ্ডিত ছিলেন। পালরাজগণের সময়ে সেই সকল ধর্ম্মাচার্য্য বা ডোমাচার্য্যগণের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, পাল-রাজ্যাব-সানেও তাঁহারা ব্রাহ্মণের সমকক্ষতা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি আদৌ ব্রাহ্মণের হাতে ছিল না। তাঁহাদের হাতেই লাউসেন, হরিচন্দ্র, ভুমিচন্দ্র, মাণিকচন্দ্র, গোপীচন্দ্র, কুবাদত্ত, হাড়িপা, কানিপা প্রভৃতি ভক্ত বা ধর্ম্ম-যোগিগণের চরিত্র প্রথম লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। মাণিকচাঁদের গান ও ধর্ম্মমঙ্গল ভিন্ন আর কোথাও ঐ সকল সাধুপুরুষগণের চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না।

৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জন-সাধারণ পালরাজগণের কীর্ত্তিগাথাই আনন্দে বিভোর হইয়া শ্রবণ করিত, ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে, বঙ্গে বহুদিন ব্রাহ্মণ-প্রভাব আধিপত্য করিয়া আসিলেও ধর্ম্মসম্প্রদায়-ভুক্ত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধডোমাচার্য্যগণের প্রভাব তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তখনও সাধারণের মতি-গতি ফিরাইবার জন্যও বটে এবং জীবন-যাত্রার সুবিধাজনক উপায় ভাবিয়া অনেক ব্রাহ্মণ প্রথমে ভয়ে ভয়ে, শেষে ধর্ম্মকে হিন্দু সমাজভুক্ত করিয়া লইয়া অকুতোভয়ে ধর্ম্মের গান হিন্দু-সমাজের উপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে বহু ব্রাহ্মণই ধর্ম্মের গান রচনা করিয়া ধর্ম্মের পালা গাইতে আরম্ভ করিলেন। তাই এখন আমরা যে সকল আধুনিক ধর্ম্মমঙ্গল পাই, তাহার অধিকাংশই ব্রাহ্মণের লেখনীসম্ভূত। ব্রাহ্মণ কবিগণ গৌড়কাব্যের অঙ্গে নূতন চুনকামের চেষ্টা করিলেও তাহার ভিতর দিকে যে অজ্ঞাত বৌদ্ধসমাজের এক সুস্পষ্ট রেখাপাত রহিয়াছে, তাহা হিন্দুকবিগণ এককালে বিলুপ্ত করিতে পারেন নাই। এই সকল ধর্ম্মমঙ্গলে এক সময়কার বৌদ্ধ-সমাজের ইতিহাস কল্পনার ছটায় ও অনৈসর্গিক দৈব-লীলার কাহিনীতে বিজড়িত রহিয়াছে। তাহার ভিতর খুঁজিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, হাড়ি ও ডোম পণ্ডিতগণকেও গৌড়ের নরপতিগণ ব্রাহ্মণের ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। বঙ্গের স্বাধী-নতার সময়ে সদ্‌গুণসম্পন্ন বাঙ্গালীর চরিত্র কিরূপ উজ্জ্বল ছিল, বাঙ্গালী কিরূপ তেজস্বী, সত্যবাদী, বীর্য্যবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় ধর্ম্মমঙ্গলে রহিয়াছে। স্বাধীন বাঙ্গালী রাজার রীতিনীতি, তাঁহার সামন্ত অর্থাৎ বারভূঞাগণের কার্য্যা-বলী, পাত্রমিত্রের কৌশল, ডোম ও চণ্ডাল সৈন্যের পরাক্রমের চিত্র ধর্ম্মমঙ্গলে সুচিত্রিত আছে। ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যে প্রেম ও রমণীর বিরহ লইয়া তেমন কবি-কল্পনার দৌড় নাই, লাউসেনের বীরত্ব, সাহস ও একান্ত ধর্ম্মভক্তির উজ্জ্বল চিত্রের সহিত 'রঞ্জা-বতীর কঠোর তপশ্চর্য্যা, লাউসেনভার্য্যা কানড়ার অদ্বিতীয় রণকৌশল, লখ্যা ডোমনীর অপূর্ব্ব রাজভক্তি, এ ছাড়া ধূর্ত্ত মাহুদ্যার কূটনীতি ও কর্পূরের ভীরুতার স্বাভাবিক চিত্র প্রতি-ফলিত হইয়াছে। আর আছে, সে সময়ের অসন, বসন ও সামাজিক আদব্‌কায়দার চিত্র। ধর্ম্মমঙ্গল মধ্যে অতি প্রচ্ছন্ন-ভাবে আর একটী মহাতত্ত্ব রহিয়াছে। মহাযানদিগের মহাশূন্য, আর অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের পরব্রহ্ম আদিধর্ম্মমঙ্গলকারদিগের নিকট "ধর্ম্ম নিরঞ্জন" নামে অভিহিত হইয়াছেন। সিদ্ধ বা অধিকারী ভিন্ন সেই ধর্ম্মতত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য নহে। প্রাচীন মহাযানসম্প্রদায় শূন্যবাদের অবতারণা করিলেও প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি হইতে সৃষ্টিকথা প্রকাশ করেন নাই। রামাই পণ্ডিত শূন্যমূর্ত্তি ধর্ম্ম হইতে আদ্যা বা মূলপ্রকৃতির সৃষ্টিকল্পনা করিয়া কাল-চক্রযান বা অনুত্তর মহাযানের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। তাহার প্রভাব সমস্ত বৌদ্ধতন্ত্রে ও বহু হিন্দুতন্ত্রে দৃষ্ট হয়।

ধর্ম্মমঙ্গলের নায়ক লাউসেনের রাজধানী ময়নাগড়ে এখনও তাঁহার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। শিমুলিয়ারাজ হরি-পাল যেখানে রাজত্ব করিতেন, সেই স্থান এখনও 'হরিপাল' নামে ও তাঁহার প্রাসাদের বহির্ভাগ 'বাহিবখণ্ড' নামে অভিহিত হইতেছে। ইছাই ঘোষের কীর্ত্তি এখনও ঢেকুর বা সেনভূমের লোক বিস্মৃত হয় নাই, তাঁহার আরাধ্যা 'শ্যামরূপা' এখনও সেন-পাহাড়ীর শ্যামরূপা-গড়ে বিরাজিতা।*

নীলার বারমাস।

ধর্ম্মমঙ্গল ব্যতীত "নীলার-বারমাস" নামে আর একখানি ক্ষুদ্র পুথি পাওয়া গিয়াছে। চৈত্র মাসের গাজনের সময় এখনও বঙ্গের নানাস্থানে হিন্দু মহিলারা নীলাবতীর উদ্দেশে উপবাস করেন ও তাঁহার পূজা পাঠাইয়া থাকেন। ডোম পণ্ডিতেরাই সাধারণতঃ সেই পূজার দ্রব্য পাইয়া থাকেন। ধর্ম্মের গাজনের সময় ডোমজাতীয় গাজনের সন্ন্যাসিগণ কোন কোন স্থানে 'নীলার-বারমাস' গান করিয়া থাকে, সেই গানের রচনাভঙ্গি দেখিলে তাহা কতকটা বৌদ্ধযুগের রচনা বলিয়াই মনে হইবে,—

* পূর্ব্বে ৩৬ পৃষ্ঠায় সীতারাম দাসের পরিচয়ে একটু ছাড় হইয়াছে। সীতারাম ভরদ্বাজ গোত্র চিত্রপুরের দেবংশীয়, তাঁহার মাতামহ ইন্দাসের অন্ব-গোষ্ঠী, বাল্মীকি গোত্র। সভারাম তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নহে, কনিষ্ঠ সহোদর।

"কি কররে বিষ্ণু মা বাপ্ কি কর বসিআ।
কার খাইলা পান গুআ কারে দিলা বিআ।'
বার না বছরের লীলা তের বছর নহে।
না জানি আপন লীলা কারে সোআমী কহে।
হাতে লইল লাউআ লাঠি কান্ধে আলক ছালি।
ধীরে ধীরে চলিল বুড়া জামাই চাইত বুলি।
কড়ে তুমু আইলম্ রে বেটা কড়ে তুম্ভার ঘর।
কি নাম তোর বাপর মাঅর কি নাম সদাঘর॥
মুলুক্ আমার মুলুক্ বাপু নন্দাপাটনে ঘর।
মাঅর নাম কলাবতী বাপর গঙ্গাধর॥

* * * *

বুঝিলাঁউ বুঝিলাঁউ নীলা তোর নিজ পতি।
আউলাইআ মাথর কেস কেন করহ মিনতি॥
তুমি আমার সিরের কামিন্ আমি তোমার দাস।
নিরঞ্জনে আনি দিল পুরাইল্ মনের আস্॥"

ভোটদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিবৃত্ত-লেখক তারানাথ লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গে বৌদ্ধ-নিদর্শন ছিল। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম্মঠাকুরের প্রকৃত তত্ত্ব বাহির করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, প্রচ্ছন্নভাবে ডোমপণ্ডিতদিগের মধ্যে রহিয়াছে। অবশ্য ইহাও আমরা বলিতে বাধ্য যে সন ১১৪১ সালে সহদেব চক্রবর্ত্তী হিন্দুর মালমসলায় যে ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গীয় সাহিত্যে তাহাই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধভাবের শেষ নিদর্শন।

ডাক পুরুষের বচন।

এ দেশে ডাকপুরুষের বচন নামে বহুদিন হইতে কতকগুলি বচন প্রচলিত আছে, তাহার ভাষা আলোচনা করিলে অতি প্রাচীন বলিয়াই মনে হইবে। ভাষার নমুনা এই—

"আদি অন্ত ভুজসি।
ইষ্ট দেবতা জেহ পুজসি॥
মরনর জদি ডর বাসসি।
অসম্ভব কবু না খাঅসি॥"

২। "ভাষা বোল পাতে লেখি।
বাটাহব বোল পড়ি সাখি॥
মধ্যাহ্নে জনে সমাধে নিআর।
বোলে ডাক রত সুখ পাঅ॥
মধ্যাহ্নে জবে হেমাতি বুঝে।
বোলে ডাক নরকে পইচে॥"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে 'ডাকার্ণব' নামে এক খানি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, এই গ্রন্থে ডাকের বচনের ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়। নেপালে বৌদ্ধ সমাজে ডাকিনীর পুংলিঙ্গে ডাক ব্যবহৃত হয়। তথায় 'ডাকার্ণব' 'বজ্রডাকতন্ত্র' প্রভৃতি ডাকরচিত বৌদ্ধ তান্ত্রিক-গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায়। বঙ্গদেশেও যে ডাকের বচন প্রচলিত আছে, তাহাতে হিন্দু দেবদেবীর নাম গন্ধ নাই, কিন্তু গৃহ-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষরোপণ, পুষ্করিণী, পথ প্রস্তুত প্রভৃতি সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিষয়ের উপদেশ আছে। এগুলিকে আমরা বজ্রযানমতাবলম্বী বৌদ্ধ ডাকের রচনা বলিয়া মনে করিতে পারি। ডাক যে ডাকিনীর পুংলিঙ্গ এ কথাটা বহুদিন হইল বাঙ্গালা দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে, কোন প্রাচীন গ্রন্থে ডাকের উল্লেখ নাই, এই সকল কারণেও আমাদের বিশ্বাস যে পালরাজগণের সময়ে অন্ততঃপক্ষে খৃষ্টীয় ১১শ কি ১২শ শতাব্দে যখন এ দেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি, সেই সময়েই সাধারণের হিতার্থে ডাকপুরুষের বচন রচিত হইয়াছে।

খনার বচন।

খনার বচনকেও অনেকে বৌদ্ধযুগের রচনা বলিয়া মনে করেন, কিন্তু আমরা ঠিক সেরূপ মনে করি না। খনার বচনের ভাষা ডাক পুরুষের বচন অপেক্ষা অনেকটা মার্জ্জিত। খনার বচনগুলিও আমরা এক ব্যক্তির রচনা বলিয়া মনে করি না। সময়ে সময়ে সাধারণের উপকারার্থ বহুদর্শী জ্যোতির্বিদ্ হইতে কৃষিকার্য্যনিপুণ চাষার হাতও পড়িয়াছে, তাহাতেই খনার বচনগুলিতে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় প্রভাবের নিদর্শন মিলিবে। উদ্‌বোধচন্দ্রিকা নামে এক খানি চারি শত বৎসরের প্রাচীন সংস্কৃত জ্যোতিষ মধ্যে খনার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, এ অবস্থায় খনার বচন ৫।৬ শত বর্ষের পূর্ব্বে যে চলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধরঞ্জিকা।

বৌদ্ধপ্রভাব অনেক দিন গৌড়বঙ্গ হইতে তিরোহিত হইলেও চট্টগ্রাম অঞ্চলে এখনও বৌদ্ধ-সমাজ বিদ্যমান। অবশ্য তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি পালি বা মগী ভাষায় লিখিত, সাধারণকে বুঝাইবার জন্য বঙ্গভাষায় যে কোন কোন গ্রন্থ অনূদিত বা সঙ্কলিত না হইয়াছে, এমন নহে। তবে সেই সমস্ত গ্রন্থ এখন বিরলপ্রচার। 'বৌদ্ধরঞ্জিকা' নামে এক মাত্র চট্টগ্রামী বৌদ্ধ-গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই বৌদ্ধরঞ্জিকা 'থাদুত্তাং' নামক মগী বৌদ্ধগ্রন্থের ভাবানুবাদ। ইহাতে বুদ্ধদেবের বাল্যলীলা হইতে ধর্ম্মপ্রচার পর্য্যন্ত সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে, এ কারণ গ্রন্থখানি বৌদ্ধ সমাজের অতি প্রিয় বস্তু। এই গ্রন্থের রচয়িতা নীলকমল দাস। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজা শ্রীধরম্ বক্স্ খান বাহাদুরের পত্নী কালিন্দীরাণীর আদেশে এই গ্রন্থ রচিত হয়।

"শ্রীমতী কালিন্দী রাণী, ধর্ম্মবন্ত রাজরাণী,
পুণ্যবতী সুশীলা মহিলা।
তান আজ্ঞা অনুবলে, দাস শ্রীনীলকমলে,
এ বৌদ্ধরঞ্জিকা প্রকাশিলা।"

শৈবপ্রভাব।

বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস সাক্ষ্যদান করিতেছে যে, পরম মাহেশ্বর সেনরাজগণই বৌদ্ধপালরাজ্য অধিকার করেন, শৈবের হাতে বৌদ্ধের পরাজয় ঘটে এবং শৈবগণই বৌদ্ধ-সমাজকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা পান। নেপালে শৈব ও বৌদ্ধগণ মধ্যে এইরূপ একীকরণপ্রথা আজও চলিতেছে দেখা যায়।

যদিও সেনবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে পরমবৈষ্ণব হরিবর্ম্মদেবের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার বংশীয়গণের অধিকার স্থায়ী না হওয়ায় সাধারণের উপর রাজধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে নাই। দক্ষিণরাঢ়ে শৈব শূরবংশ যদিও বহুদিন আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে সময়েও সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধতান্ত্রিক বা শূন্যবাদী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল; শূরবংশের চেষ্টায় কালস্রোতঃ অতি ধীরে ধীরে ফিরিতেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে, সেনরাজগণই সাধারণের মতিগতি ফিরাইতে কেবল শাস্ত্র নহে, শস্ত্রধারণও করিয়াছিলেন,—শূন্যপুরাণ প্রসঙ্গে যে সদ্ধর্ম্মীদিগের উপর বৈদিক-ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারকাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহা সেনরাজগণের প্রশ্রয়েই ঘটিয়াছিল।

সেনরাজগণের সময়ে শৈবেরা মস্তকোত্তলন করিবার সুবিধা পাইলেন, তাঁহারা শিবকে ধর্ম্মঠাকুরের স্থানে বসাইতে অগ্রসর হইলেন। ধর্ম্মঠাকুর যেমন নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ ও মহাশূন্য, শিবঠাকুরও সেইরূপ নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ, তুষারধবল। সুতরাং শিবকে ধর্ম্মের স্থানে বসাইতে বেশী কষ্ট হইল না। আমরা শূন্যপুরাণে দেখিয়াছি, ধর্ম্মঠাকুর ভক্ত কৃষকদিগের জন্য কৃষিক্ষেত্রে ধান্যরক্ষা করিতেছেন, ধানের শিষ গজাইতেছেন, সর্ব্ব প্রকারে যেন তিনি কৃষকের সহায়। সহদেব চক্রবর্ত্তীর গ্রন্থেও দেখিতে পাই, শিবঠাকুর কামদা নামক ক্ষেত্রে আসিয়া কৃষিকার্য্য করিতেছেন, ধান্য জন্মাইতেছেন, কৃষককুলের সহচর হইয়াছেন। ধর্ম্মমঙ্গল প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে, এক সময় জনসাধারণের উপর ডোমের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, বিজয়গুপ্তের সাড়ে চারিশত বর্ষের প্রাচীন পদ্মাপুরাণে দেখিতে পাই যে, শিবকে ছলনা করিবার জন্য ডোমিনী বেশে ভগবতী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রায় ৫ শত বর্ষের প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তর কাণ্ডেও আমরা শিবলীলা প্রসঙ্গে বঙ্গসাহিত্যে শৈবপ্রভাবের নিদর্শন পাই।

শিবায়ন ও মৃগলুব্ধ সংবাদ।

শিবমাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে কয়খানি গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে রামকৃষ্ণদাস কবিচন্দ্রের শিবায়ন খানি সর্ব্ব প্রাচীন। এই শিবায়নের ৩০০ বর্ষের হস্তলিপি আমরা দেখিয়াছি, সুতরাং কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ যে তাহারও বহুপূর্ব্বের লোক, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। রামকৃষ্ণের গ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হইবে যে, তাঁহারও পূর্ব্বে শিবের গীত প্রচলিত ছিল এবং সাধারণে আনন্দের সহিত গান করিত। সেই 'শিবের গীত' হইতেই 'ধান্ ভান্‌তে শিবের গীত' কথায় সৃষ্টি হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ একজন সুকবি, তাঁহার রচিত শিবের দেবলীলা মনোহর ও সুললিত, কবি যে একজন পরম শৈব ছিলেন, তাহা তাঁহার কবিতায় পরিস্ফুট।

রামকৃষ্ণের পর রামরায় ও শ্যামরায় নামে দুই কবি 'মৃগ-ব্যাধসংবাদ' নামক গ্রন্থে শিবমাহাত্ম্য প্রচার করেন। রাণী রুক্মিণীর শিব-চতুর্দ্দশী ব্রত উপলক্ষে এক ব্যাধের বৃত্তান্ত লক্ষ্য করিয়া এই গীতি কবিতার সৃষ্টি। এই উভয় কবির রচনা প্রায় একরূপ, পূর্ব্ববঙ্গে উভয় কবির গান প্রচলিত ছিল। কোন একখানি পুথিতে উভয় কবির ভণিতাও দৃষ্ট হয়। উভয় কবির ভাষা অতি সরল, তেমন কবিত্বের পরিচয় নাই। 'মৃগলুব্ধক' বা মৃগব্যাধসংবাদ লিখিয়া আরও বহু কবি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দ্বিজ রতিদেব ও রঘুরাম রায়ের গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

দ্বিজ রতিদেব চট্টগ্রামের অন্তর্গত চক্রশালানিবাসী; তাঁহার পিতার নাম গোপীনাথ ও মাতার নাম বসুমতী *। ১৫৯৬ শাকে (১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে) তিনি মৃগলুব্ধপুথি রচনা করেন—

"রস অঙ্ক বাযু শশী শাকের সময়।
তুলা কার্ত্তিক মাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হয়।" (রতিদেব)

রতিদেবের অনুবর্ত্তী হইয়া রঘুরাম রায় 'শিবচতুর্দ্দশী' বা মৃগব্যাধ-সংবাদ রচনা করেন।

---

* "পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা বসুমতী।
জন্ম স্থান সুচক্রবন্তী চক্রশালা খ্যাতি।
জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা বন্দম রামনারায়ণ।
ধরণী লোটাএ বন্দম জত গুরুজন।
অন্নপূর্ণা শাশুড়ী যে শ্বশুর শঙ্কর।
মন্ত্রদাতা দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর।
গোপীনাথ দেবসুত রতিদেব গাএ।
মৃগলুব্ধ পুথি এহি হরগৌরীর পাএ।" (রতিদেবের মৃগলুব্ধ)

কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ পশ্চিম বঙ্গ এবং তৎপরবর্ত্তী উক্ত কবিগণ পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিলেন, এ কারণ তাঁহাদের গ্রন্থে স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়। রামকৃষ্ণের শিবায়নের তুলনায় পরবর্ত্তী মৃগলুব্ধ পুথিগুলি ক্ষুদ্রায়তন এবং ভাষার লালিত্যে ও কবিত্বে বহু নিম্নে।

দ্বিজ ভগীরথের 'শিবগুণ-মাহাত্ম্য' নামে আর এক খানি ক্ষুদ্র দুই শত বর্ষের হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, গ্রন্থখানিতে তেমন কবিত্ব বা লালিত্যের পরিচয় না থাকিলেও সরল কবিতায় শিবের গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে।

দ্বিজ হরিহরসুত শঙ্কর কবি 'বৈদ্যনাথমঙ্গল' নামে একখানি শিবমাহাত্ম্য রচনা করেন। এই গ্রন্থের দুই শত বর্ষের পুথি পাওয়া গিয়াছে। ভাষার ভাবে ও উদ্দীপনাগুণে এখানিকে উপরোক্ত সকল শিব-মাহাত্ম্য হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকার বহু স্থানে যে শিবস্তুতি করিয়াছেন, তাহা তাঁহার শাস্ত্র-জ্ঞানের ও ভক্তিহৃদয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাহার বর্ণনাও মধুর। তিনি শিবের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"সম্ব সম শুভ্র তেজঃ শিরে পঞ্চানন।
হেম গৌরাঙ্গরূপ বৃষভবাহন।
কর্ণেতে বাসুকি নাগ তুহিন শোভন॥
পঞ্চ শিরে পঞ্চমণি শোভে মন্দাকিনী।
মহাদিব্যাকার জটা আর শোভে মণি॥
করতলে শ্রীঅঙ্গুরী পৈরে বাঘাম্বর।
কর্ণে ধুতুরা পুষ্প শোভে মনোহর॥" (বৈদ্যনাথ-মঙ্গল)

এ দেশে রামেশ্বরের শিবায়ন বা শিবসংকীর্ত্তনখানিই বিশেষ প্রচলিত। কিন্তু গ্রন্থখানি বহু প্রাচীন নহে।

কবি রামেশ্বর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, ঘাটালের নিকট বরদা পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। হেমৎসিংহ তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়া তাঁহার ঘর ভাঙ্গিয়া দেন, কবি উত্যক্ত হইয়া মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের আশ্রয় লয়েন। রাজা রামসিংহ ভঞ্জভূমির অধিপতি রাজা রঘুবীর সিংহের পুত্র। কর্ণগড়ে এখনও রামেশ্বরের যোগাসন আছে। এখানে তিনি পঞ্চমুণ্ডী সাধন করিতেন। রামসিংহের পুত্র রাজা যশোবন্তের রাজত্বকালে রামেশ্বর শিবায়ন রচনা করেন।*

সন ১১৭০ সালের একখানি হস্তলিখিত শিবায়ন আমরা পাই-য়াছি, সুতরাং তৎপূর্ব্বেই রামেশ্বরের শিবায়ন বিরচিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিবমাহাত্ম্যসূচক স্বতন্ত্র গ্রন্থ অধিকসংখ্যক না পাওয়া গেলেও পরবর্ত্তী শাক্তপ্রভাবের সময় যে সকল মঙ্গল-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ ভাবে শৈবদিগের অসাধারণ প্রভা-বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের নিত্য শিবপূজা করিবার যে বিধি প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা সেই শৈবপ্রভাবের জলন্ত নিদর্শন।

শাক্তপ্রভাব।

তান্ত্রিক প্রভাব বিস্তারের সহিত গৌড়বঙ্গে শাক্তপ্রভাবের সূত্রপাত। বৌদ্ধ পালরাজগণ সকলেই বৌদ্ধতান্ত্রিক এবং আর্য্যতারা, বজ্রবারাহী, বজ্রভৈরবী প্রভৃতি শক্তির উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে বৌদ্ধশাক্তের সংখ্যাই অধিক হইয়া-ছিল, তৎপরে শৈবদিগের পুনরভ্যুদয় কালে বহু তান্ত্রিক শৈব-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শৈব ধর্ম্মের 'মহাজ্ঞান' উচ্চ শ্রেণীর লক্ষ্য হইলেও জন সাধারণের পক্ষে সুগম হইতে পারে নাই। সাধারণে চায়, দেবতার প্রত্যক্ষ আনুকূল্য, বিপদে আপদে সাকার মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের বিপদুদ্ধার, এরূপ না করিলে তাঁহার উপর সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা অটল হইবে কেন? তাহারা ত উচ্চ তত্ত্বের অধিকারী নহে যে, শিবজ্ঞানের মহাতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে? সুতরাং শৈবগণ প্রথমে যেরূপ সাধারণের উপর শিবমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া তাহাদিগের মতিগতি ফিরাইয়া স্ব স্ব দলে আনিতেছিলেন, কিছুকাল পরে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইল, ভক্তের নিত্য সাহায্যকারিণী ভক্তপ্রাণা ভগবতীর প্রভাবই অল্পকাল পরে জনসাধারণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। শীতলা, বিষহরী, মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবীর পূজাই জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইল।

শীতলা-মঙ্গল।

শীতলার পূজা বঙ্গের সর্ব্বত্রই প্রচলিত। অথর্ব্ববেদে তক্মন্ অর্থাৎ হামবসন্তের দেবতার স্তুতি আছে বটে, কিন্তু তাহাই ঠিক শীতলা দেবীমূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। ভাব-

* "ভট্টনারায়ণ মুনি, সন্তান কেশরকুনী,
যতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ।
তস্য সুত কৃতকীর্ত্তি, গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী,
তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ॥
তস্য সুত রামেশ্বর, শম্ভুরাম সহোদর,
সতী রূপবতী নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী, পতিব্রতা দুই নারী,
অযোধ্যা নগরে নিকেতন॥
পূর্ব্ববাস যদুপুরে, হেমৎ সিংহ ভাঙ্গে যারে,
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকীতটে, বরিয়া পুরাণ পাঠে,
রচাইল মধুর সংগীত॥" (শিবায়ন)

প্রকাশে মসূরিকা-চিকিৎসায় শীতলা-স্তবপাঠের ব্যবস্থা আছে এবং ভাবপ্রকাশোদ্ধৃত শীতলাষ্টকের শেষে "ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে শীতলাষ্টকসমাপ্তং" এরূপ দেখা যায়। কিন্তু আমরা ৯৩০ শকের হস্তলিখিত কাশীখণ্ডে, নারদপুরাণে কাশীখণ্ডের যে নির্ঘণ্ট দেওয়া আছে তন্মধ্যে অথবা মুদ্রিত কোন কাশীখণ্ডে শীতলা বা শীতলাষ্টকের কিছুমাত্র আভাস পাই নাই ; এরূপ স্থলে ভাবপ্রকাশের শীতলাষ্টক পরবর্ত্তীকালের রচনা বলিয়া মনে করি, বাস্তবিক প্রাচীন কোন পৌরাণিক গ্রন্থে শীতলাপ্রসঙ্গ নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে পিচ্ছিলাতন্ত্রেই দেবীরূপে শীতলার প্রথম নিদর্শন পাই। তথায় দেবী শীতলা শ্বেতাঙ্গী, ত্রিনেত্রা, কনকমণিভূষিতা, দিগম্বরী, রাসভস্থা, সম্মার্জ্জনী ও পূর্ণকুম্ভহস্তা মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছেন। হিন্দুর কোন প্রাচীন গ্রন্থে স্পষ্ট শীতলাপূজার প্রসঙ্গ না থাকায় আমাদের মনে হইয়াছে যে, বৌদ্ধতান্ত্রিকের নিকটই শীতলা দেবী সাকারমূর্ত্তিতে সর্ব্বপ্রথম পূজা পাইয়াছিলেন। কালে যখন তিনি হিন্দুর উপাস্য হইলেন, তখন হইতে তিনি শিবশক্তি ও কশ্যপের যোগজন্মা বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

গৌড়বঙ্গে বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাবের সহিত শীতলাপূজাও সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় এবং সেই সঙ্গে শীতলার গানও রচিত হইয়াছে। বহু কবি "শীতলা-মঙ্গল" রচনা করিয়া গিয়াছেন,—বঙ্গের নানা স্থানে সমারোহে শীতলাপূজাকালে সেই সকল মঙ্গল গীত হইয়া থাকে। এই সকল গান ডোমপণ্ডিত বা শীতলা পণ্ডিতগণের নিজস্ব থাকায় সহজে পাইবার উপায় নাই। তন্মধ্যে পাঁচজন কবির পাঁচখানি মাত্র শীতলামঙ্গলের সন্ধান পাইয়াছি। এই চারিজন কবির নাম কবিবল্লভ দৈবকীনন্দন, নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও শঙ্করাচার্য্য। এই কয় কবির মধ্যে দৈবকীনন্দনকে আমরা অপর সকল কবি হইতে প্রাচীন মনে করি।

দৈবকীনন্দনের আত্মপরিচয় হইতে জানা যায় যে, তাঁহার বৃদ্ধপিতামহের নাম পুরুষোত্তম ওরফে ঈশ্বর, প্রপিতামহের নাম শ্রীচৈতন্য, পিতামহের নাম শ্যাম এবং পিতার নাম গোপাল ; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ প্রথমে বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত হস্তিনানগর (হাতিনা), তৎপরে কিছুদিন মান্দারণে এবং অবশেষে বৈদ্যপুরে আসিয়া বাস করেন।* ধর্ম্মমঙ্গলকারগণ যেমন স্বপ্নাদেশে স্ব স্ব পালা আরম্ভ করিয়াছেন, কবিবল্লভের প্রতি সেরূপ কোন স্বপ্নাদেশ হয় নাই। তিনি হয় ত কোন শীতলাপণ্ডিতের অনুরোধে 'শীতলামঙ্গল' রচনা করিয়া থাকিবেন।

কবিবল্লভ এইরূপে নিজ গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন—

"তেজিআ কৈলাস গিরি, উর মাতা মহেশ্বরী,
নাঅকেরে করিতে কল্যান।
তোমার চরনতলে, কাতর সেবকে বলে,
তব পাএ লক্ষ পরনাম॥
দেবতা না পাঅ মর্ম্ম, কশ্যপের জোগে জন্ম,
ধর দেবী মহীতুল্য নাম।
বিসম বসন্ত বল, বধিলে রাবনদল,
প্রথমে পুজিল রঘুরাম॥
রূপের তুলনা দিতে, নাহি দেখি ত্রিজগতে,
ব্রহ্মা আদি কহিতে নারিল।
নারদ পুজিল পাএ, রতন নুপুর পাএ,
পদতলে নিবেদি সকল॥......
চৌষট্টি বসন্ত সঙ্গে, উরিলে পরম রঙ্গে,
নানাদেশ বুলেন ভ্রমিআ।
বিসম প্রবন্ধ বল, ধুকুড়িয়া চামদল,
লোকে দেহ বসন্ত যাইআ॥" ইত্যাদি (পুথি)

কবিবল্লভের বর্ণনায় এখানে শীতলা শিবশক্তি ভগবতীরূপে অভিহিতা। মহাভাগবতপুরাণে রামচন্দ্র দেবীর আরাধনা করিয়া রাবণকে বধ করিয়াছিলেন, এখানে তাহারই আভাস। অবশ্য হিন্দু কবির হাতে দেবীর এরূপ পরিচয় কিছু অসম্ভব নহে, কিন্তু কবি দেবীর প্রকৃত পরিচয় দিতে বিস্মৃত হন নাই, তিনি গ্রন্থ মধ্যে লিখিয়াছেন—

"বাম হাতে ছেল্যা মুণ্ড উলূকবাহন।"

বামহস্তে পুত্রমুণ্ড ও উলূকবাহন এরূপ কোন হিন্দু দেবীমূর্ত্তির পরিচয় নাই। শূন্যপুরাণে ও সকল ধর্ম্মমঙ্গলে আমরা পাইয়াছি যে, উলুকমুনিই ধর্ম্মনিরঞ্জনের বাহন। এই শীতলামঙ্গলেও লিখিত আছে—

"আপনি তেআজে প্রাণ দেবনিরঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ দেবতা তিনজন॥
মড়া কান্ধে করিয়া বুলএ অবনীতে।
কহেন উলুকমুনি দেবের সাক্ষাতে॥
তিলমাত্র আপোড়া পৃথিবীতে ঠাঞি নাই।
ইহার বৃত্তান্ত কিছু না জানি গোসাঞি॥
উলুকের কথা শুনি দেব ত্রিলোচন।
বাম উরুভাগে কৈল ধর্ম্মের স্থাপন॥

---

* "পিতামহ পুরুষোত্তম, জগতে ঈশ্বর নাম
শ্রীচৈতন্য তাহার কুমারে।
তস্য সুত শ্রীশ্যাম, সকল গুণের ধাম
কতকাল হস্তিনা নগরে॥
তস্য সুত শ্রীগোপাল, মান্দারণে কতকাল
নিবাস করিল বৈদ্যপুরে।
শ্রীবল্লভ তাহার সুত, গোবিন্দ পদেতে রত
হরি বল পাপ গেল দূরে॥" (শীতলা-মঙ্গল)

বিষ্ণু হৈল কাষ্ঠ তাহে ব্রহ্মা হুতাশন।
বাম উরুভাগে পোড়া গেল নিরঞ্জন॥"

এখানেও আমরা দেখিতেছি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও উলুক মুনির কথা শুনিতেছেন। আর পাইতেছি ধর্ম্ম প্রাণত্যাগ করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তাঁহার সৎকার করিয়াছিলেন। মহাদেব আপনার উরুদেশে ধর্ম্মকে স্থাপন করিয়াছিলেন, বিষ্ণু-রূপ কাষ্ঠে এবং ব্রহ্মরূপ হুতাশনে শিবের কোলে ধর্ম্মের দেহের ধ্বংসাবশেষ হইয়াছিল।

শীতলা-মঙ্গলের উক্ত বর্ণনাটী আমরা রূপক বলিয়া মনে করি। বাস্তবিক বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ হস্তে যথেষ্ট ধর্ম্মনিগ্রহ ঘটিয়াছিল। অবশেষে শৈবগণ ধর্ম্মপূজকদিগকে আত্মসাৎ করিয়া এক প্রকার ধর্ম্মপূজার লোপ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপণ্ডিতগণ স্ব স্ব উচ্চ পদ হারাইলেন, প্রচ্ছন্ন ভাবে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শীতলা দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শৈবসম্প্রদায় ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে আত্মসাৎ করিয়াছিল। এ অবস্থায় কোন প্রধান শৈবদ্বারা শীতলার মাহাত্ম্য স্বীকার করাইতে না পারিলে আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। তাই শীতলামঙ্গলের শীতলাপূজা কিরূপে প্রচারিত হইবে, তজ্জন্য শীতলাকে প্রথমেই বিশেষ চিন্তিত দেখি—

ঈশ্বরী বলেন শুন পাত্র জরাসুর।
তব তুল্য পৃথিবীতে কে আছে অসুর॥
সকল দেবেতে আছে মোর অধিকার।
মনুষ্য গৃহেতে পূজা না হয় আমার॥"

চন্দ্রকেতু নামে চন্দ্রবংশীয় একজন শৈব নৃপতি ছিলেন, দেবীর প্রধান পাত্র জরাসুর সেই নৃপতিকে দেখাইয়া দিল। দেবী চৌষট্টি বসন্ত সঙ্গে রাজার নিকট পূজা আদায় করিতে চলিলেন। দেবী চন্দ্রকেতুর রাজধানীতে আসিলেন। এখানে তিনি বৃদ্ধার বেশে রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মা, তুমি কে? কেন আসিয়াছ? বৃদ্ধা কহিলেন—আমার বাড়ী শান্তিপুর, আমার সাতটী পুত্র ছিল, বসন্তরোগে সাতটীরই প্রাণ গিয়াছে, সকলেই আমার স্বামীকে শীতলাপূজা করিতে বলিল, স্বামী শিবপূজা ব্যতীত অন্য কোন দেবতার পূজা করিতে সম্মত হইলেন না। তাই শীতলার কোপে আমার সাতটী পুত্র মরিয়াছে, তাই বলিতে আসিয়াছি, তোমার শত পুত্রের কল্যাণার্থে শীতলা ও জরাসুরের পূজা কর। রাজা উত্তর করিলেন,—

"নৃপতি বলেন বুড়ী হয়েছ অজ্ঞান।
কেমনে ছাড়িব আমি প্রভু ত্রিনয়ান॥"

তখন শীতলা শিবনিন্দা আরম্ভ করিলেন। রাজা নিজ ইষ্টদেবের নিন্দাশ্রবণে কর্ণে হাত দিলেন এবং শিবের প্রাধান্য প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়েও জানাইলেন,ধর্ম্মনিরঞ্জন প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আপনিই মহেশ্বর সেই ধর্ম্মকে আপন বাম উরুভাগে স্থাপন করিয়াছেন,—

"জন্ম জরা মৃত্যু জার নাই ত্রিভুবনে।
হেন শিবের নিন্দা তুমি কর কি কারনে॥…
কেবা কার পুত্র বধূ কেবা কার পিতা।
মরিলে সম্বন্ধ নাই শুন এই কথা॥…
জনমেও না ছাড়িব মহেস ঠাকুর।
শুন রে অজ্ঞান বুড়ী হেথা হইতে দূর॥" (পুঁথি)

বুড়ী ভারি চটিয়া উঠিলেন, ক্রোধে ওষ্ঠাধর লাল হইল, এই সময়ে জরাসুর আসিয়া উপস্থিত। দেবী জরাসুরকে আদেশ করিলেন,—চন্দ্রকেতুর সর্ব্বনাশ কর। জরাসুর সর্ব্বত্র আপনার প্রভাব বিস্তার করিল। রাজধানীর সর্ব্বত্রই ঘরে ঘরে বসন্ত দেখা দিল। জরাসুর ও চৌষট্টি বসন্তের উৎপাতে চন্দ্রকেতুর রাজ্য উৎসন্ন হইল, কেবল নরনারী বলিয়া নহে, পশু পক্ষীও মরিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাজার নিরানব্বইটী পুত্রও মারা গেল। রাণী কাঁদিয়া আকুল হইলেন, বারবার রাজাকে শীতলাপূজা করিতে অনুনয় বিনয় করিলেন। তথাপি রাজা বিচলিত হইলেন না। যে তাঁহার সহিত বাদ সাধিয়াছে, কখনই তাহার পূজা করিবেন না ইহাই রাজার দৃঢ়সংকল্প। তিনি এক মনে দিবারাত্র শিবকে ডাকিতে লাগিলেন। শিবের আসন টলিল, তিনি সেনাপতি মেঘনাদের অধীনে পঞ্চাশ হাজার দানব এবং লক্ষ ভূত পাঠাইয়া দিলেন। মেঘনাদের গর্জ্জনে শীতলা শিহরিয়া উঠিলেন। জরকে ডাকিয়া দেবী কহিলেন, ভূত প্রেত সঙ্গে স্বয়ং শূলপাণি আসিয়াছেন। তখন জরাসুর ভূতমুখো বসন্তকে পাঠাইল এবং নিজে শিবজর হইয়া দেখা দিল। ভূতেরাও বসন্তপীড়িত হইল, শিবজরপ্রভাবে শিব আসিয়াও বড় কিছু করিতে পারিলেন না। চন্দ্রকেতু ভাবিলেন, ত্রিলোচন বাম হইয়াছেন। তখন তিনি সূর্য্যের আরাধনা করিলেন, সূর্য্য আসিয়া দেখা দিলেন। রাণীর পরামর্শে তাঁহার একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্রকে সূর্য্যদেবের হস্তে অর্পণ করিলেন। তখন শীতলার টনক নড়িল। জরাসুর শিবজর-রূপে সূর্য্য-সারথিকে ধরিয়া বসিল, সূর্য্যের রথ চলে না, সৃষ্টি যায়। তখন সূর্য্য বিপদে পড়িয়া রাজপুত্রকে পদ্মবনে লুকাইয়া রাখিলেন। সেখানেও শীতলা শিশিরা বসন্তকে পাঠাইলেন। বসন্ত প্রবেশ করিতেই সকল পদ্ম বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িল। তখন পদ্ম শরণাগতকে রক্ষা করিবার জন্য রাজপুত্রকে বাসুকির কাছে পাঠাইয়া দিলেন। বসন্তের ভয়ে বাসুকি রাজপুত্রকে স্বর্ণরেখা

পর্ব্বতের গহ্বরে লুকাইয়া রাখিলেন। এবার শীতলা অতি চিন্তিত হইলেন, কে সেই দারুণ স্থানে যাইবে। তখন শিখরিয়া বসন্ত গুয়াপান লইল, তাহার প্রভাবে স্বর্ণরেখা পর্ব্বত গলিয়া সুবর্ণরেখা নদী বহিল। বসন্তে ফাটিয়া রাজপুত্রও মারা গেলেন।

কৌশিকী-রাজকন্যা চন্দ্রকলার সহিত রাজকুমারের বিবাহ হইয়াছিল। যে দিন রাজকুমার মারা যায়, সেই রাত্রে চন্দ্রকলা মৃত পতিকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। প্রভাত হইতে না হইতে শীতলা চন্দ্রকলাকে সে সংবাদ দিতে চলিলেন। দেবী বৃদ্ধব্রাহ্মণীর বেশে দেখা দিয়া রাজকন্যাকে কহিলেন,—আমি একাদশী করিয়া আছি, পারণের কিছু ব্যবস্থা কর। রাজকন্যা সোনার থালে চাউল কড়ি ও বড়ী লইয়া দেবীকে দিতে আসিলেন, দেবী কিন্তু গ্রহণ না করিয়া শুনাইলেন,'পাহাড়ে তোমার স্বামী মারা গিয়াছে, কি করিয়া তোমার হাতে পারণ লইব,' এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে চন্দ্রকলা স্বপ্ন যে মিথ্যা নয় বুঝিয়া অনুমরণে চলিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াও রাখিতে পারিলেন না। এই স্থানে কবিবল্লভ হৃদয়স্পর্শী করুণরসের অবতারণা করিয়াছেন। চন্দ্রকলা মাতাকে বলিতেছেন—

"রাজকন্যা নিবেদিল জননীর পাসে।
পাটে মোর রাজা নাই রাজা হব কিসে॥
অল্প বয়সে তার প্রাণনাথ মরে।
সে বড় অজ্ঞান থাকে মা বাপের ঘরে॥
দিনে দিনে হএ তার নহলী যৌবন।
মা বাপের হএ বৈরি বিধির লিখন॥
সে দুঃখ পাবার তরে রাখিবে আমারে।
নীলকণ্ঠতার কেবা রাখিতে চাএ ঘরে॥"

এইরূপে মাতাকে বুঝাইয়া চন্দ্রকলা মৃত পতির পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং মৃত পতিকে কোলে লইয়া কতই কাঁদিলেন। তার পর চোখের জল মুছিয়া অনুমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হই-লেন। আবার শীতলা বৃদ্ধব্রাহ্মণী বেশে দেখা দিলেন এবং রাজকন্যাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—তোমার পতি যদি আমার পাতি বইতে সম্মত হয়, তাহা হইলে আমি তাহার প্রাণ বাঁচাইতে পারি। চন্দ্রকলা সম্মত হইলেন। দেবী চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করিয়া কাপড়ের কাণ্ডার দিয়া মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্রে রাজকুমারের প্রাণ দান করিলেন, রাজকুমার চন্দ্রকলার সহিত দেবীর সত্য পালন করিতে শীতলার বসন্তের ঝুড়িটী মাথায় তুলিয়া লইলেন। দেবী তুষ্ট হইয়া চন্দ্রকলাকে মৃতসঞ্চারিনী মন্ত্র শিখাইলেন। তখন রাজকুমারী পতিকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরগৃহে আসিলেন। তিনি শ্বশুরকে জানাইলেন;—

"কন্যা বলে ঈশ্বরী পূজহ মহারাজা।
জিআইব তাসুর আর পাত্র মিত্র প্রজা।
এত শুনি নিবেদিল নৃপতির ঠাঁই।
তাহার প্রসাদে রাজা হারা মরা পাই॥"

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চন্দ্রকেতু বিচলিত হইবার লোক নহেন। তিনি রাণী ও পুত্রবধূর অনুরোধ শুনিয়া বলিলেন,—

"পুনর্ব্বার পুত্র বধূ মরুক দুজন।
জন্মে নাহি ছাড়িব প্রভু ত্রিলোচন॥"

কৈলাসে শিবের আসন টলিল। তিনি দেখা দিয়া বলিলেন, দেবীর পূজা কর ও আমারও পূজা কর, শিবের আদেশে পরম শৈব চন্দ্রকেতু শীতলার পূজা করিতে সম্মত হইলেন। চন্দ্রকলা মৃত ব্যক্তি সকলকে বাঁচাইয়া দিলেন। এইরূপে মর্ত্ত্যলোকে শীতলার পূজা প্রচারিত হইল।

এ ছাড়া কবিবল্লভ দৈবকীনন্দন, দেবদত্ত প্রভৃতির পালাও লিখিয়া গিয়াছেন। কবিবল্লভের রচনা অতি সরল ও সুললিত, মাঝে মাঝে বেশ কবিত্ব আছে। তাঁহার গ্রন্থ পড়িলেই মনে হয় যে, কোন প্রাচীন আদর্শ লইয়া তিনি আপনার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

নিত্যানন্দের শীতলা-মঙ্গল অতি বৃহৎ গ্রন্থ। জাগরণ, গোকুল, বিরাট, দেবদত্ত প্রভৃতি পালায় বিভক্ত। জাগরণ-পালা কেবল বটতলায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশকের এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়—

"শীতলার জাগরণ পালা বঙ্গভাষায়।
নাহি ছিল কোন দেশে সুশৃঙ্খলায়॥
অনেকের ইচ্ছা দেখে মনেতে ভাবিয়া।
উড়িষ্যা হইতে পুথি আনি মাঙ্গাইয়া॥
উড়িষ্যায় লিখেছিল দ্বিজ নিত্যানন্দ।
নানাবিধ কবিতায় করিয়া সুছন্দ॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যয় করি অর্থ।
বাঙ্গালা ভাষায় দিলাম করিবার অর্থ।
শিবনারায়ণ সিংহ উড়িষ্যায় নিপুণ।
গীতছন্দে এই পুথি করিল রচন॥"

প্রকাশক যে কয় ছত্র লিখিয়াছেন, তাহার মূলে কিছুমাত্র সত্য আছে বলিয়া মনে করি না। কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তীর আত্ম-পরিচয় হইতে জানিতে পারি যে—

"কাশীজোড়া ষষ্ঠীপাড়া অতি বিচক্ষণ।
রামতুল্য রাজা তথা রাজনারায়ণ॥
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ তাহার সভাসদ্।
শীতলা-মঙ্গল রচে গান সুধামত॥"

উদ্ধৃত বচন হইতে জানিতেছি যে, কবি নিত্যানন্দ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাশীজোড়ার জমিদার রাজনারায়ণের সভাসদ, তথায় শীতলা-মঙ্গল রচিত হয়। জাগরণ পালায় কবি অতিবৃদ্ধ-

প্রপিতামহ পীতাম্বর, বৃদ্ধপ্রপিতামহ মনোহর, প্রপিতামহ চিরঞ্জীব, পিতামহ হরিহর, পিতা রাধাকান্ত এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চৈতন্যের নাম করিয়াছেন। আর একটী বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন যে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রে কাঁটাদিয়ার ডিণ্ডিসাঞি বংশে কবি নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন; এরূপ স্থলে তাঁহাকে কখনই উৎকল ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ গোকুল পালার একস্থানে কবি প্রকাশ করিয়াছেন, যে তিনি হলধর সিংহ কর্ত্তৃক গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে নিত্যানন্দ যে বাঙ্গালী কবি ও তাঁহার গ্রন্থ যে বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল, উৎকল হইতে আনিতে হয় নাই, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

বিরাট পালার শেষে কবি একটী অষ্টমঙ্গলা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারি যে তাঁহার বৃহৎ শীতলা-মঙ্গল ৮টী পালায় বিভক্ত—তন্মধ্যে ১ম স্থাপনা বা স্বর্গপালা, এই পালায় শচীমুখে শীতলানিন্দা উপলক্ষে স্বর্গে পূজা প্রচার। ২য় পাতাল পালা অর্থাৎ বরুণ কর্ত্তৃক পাতালে পূজাপ্রচার। ৩য় লঙ্কাপালা—লঙ্কায় রাবণ কর্ত্তৃক পূজা প্রচার। ৪র্থ কিষ্কিন্ধ্যাপালা—বানররাজ বালী কর্ত্তৃক কিষ্কিন্ধ্যায় পূজাপ্রচার। ৫ম অযোধ্যাপালা—অযোধ্যায় দশরথ কর্ত্তৃক পূজাপ্রচার। ৬ষ্ঠ মথুরামগধপালা—কংস ও জরাসন্ধ কর্ত্তৃক পূজাপ্রচার। ৭ম গোকুলপালা—গোকুলে নন্দকর্ত্তৃক পূজাপ্রচার এবং দিবোদাস বা দেবদাস কর্ত্তৃক টীকাপ্রকাশ। ৮ম বিরাটপালা—বিরাট রাজ্যে রত্নাবতী কর্ত্তৃক উত্তরের প্রাণদান, রঙ্গজ সফরে দেবদত্ত কর্ত্তৃক হেমঘট উদ্ধার, হেমঘটপূজা, দেবদত্ত ও তাহার স্ত্রীর স্বর্গারোহণ।

দৈবকীনন্দনের শীতলা যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শিবভক্ত চন্দ্রকেতুকে অশেষ কষ্ট দিয়া অবশেষে কোন ক্রমে নিজ পূজা স্বীকার করাইয়াছেন, নিত্যানন্দের বর্ণিত নিমাইজগাতি, দেবদত্ত, বিরাট-রাজ প্রভৃতি শিবভক্ত সেইরূপ প্রথমে শিবপূজা ছাড়িয়া শীতলা পূজা করিতে অস্বীকৃত হইয়া অবশেষে দেবীপূজা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেবল শিবভক্ত বলিয়া নহে, নিত্যানন্দ বিষ্ণু-ভক্তদিগকেও ছাড়েন নাই। গোকুলপালায় কবি দেখাইয়াছেন যে বিষ্ণুভক্তগণও শীতলার ভয়ে তাঁহার পূজা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কবি কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ এবং শঙ্করাচার্য্যও ঐ সকল পালা লইয়া স্ব স্ব শীতলামঙ্গল রচনা করিয়াছেন। উক্ত সকল কবির মধ্যে কবি কৃষ্ণরামের রচনা প্রাঞ্জল, মনোহর ও কবিত্ব-পূর্ণ। কৃষ্ণরামের 'মদনদাসের পালা' অতি অভিনব। যাহা হউক, শীতলামঙ্গলের পালাগুলি হিন্দুকবির হাতে বহু রূপান্তবিত হইলেও ঐ সকল গ্রন্থ মধ্যেস্সুদূর অতীতের ক্ষীণস্মৃতি অঙ্কিত রহি-

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় নেপালে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন, তথায় যেখানে যেখানে তন্ত্রোক্ত লোকেশ্বরাদির দেবালয় আছে, সেই সেই স্থলে হারীতী দেবীর অবস্থান। বৌদ্ধ হারীতীও এখানকার শীতলার ন্যায় বসন্ত-ব্রণ-ব্যাধিনাশিনী। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই যেখানে যেখানে ধর্ম্মমন্দির আছে, সেই সেই স্থলেই যেন শীতলার অবস্থান স্বতঃসিদ্ধ। সাধারণতঃ ধর্ম্মপণ্ডিত বা ডোমপণ্ডিতগণ শীতলার পূজা করিয়া থাকেন। অদ্যাবধি তাহারা বসন্তরোগচিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত বলিয়া প্রথিত। ধর্ম্মমঙ্গলপ্রসঙ্গে ধর্ম্মপণ্ডিতদিগের প্রভাবের পরিচয় দিয়াছি। তাঁহাদের প্রভাব খর্ব্ব হইলে তাঁহারা বৌদ্ধ-তান্ত্রিক দেবী হারীতীকে শীতলামূর্ত্তিতে হিন্দু সমাজে হাজির করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজে শীতলাপূজা চালাইতে তাঁহাদিগকে কিছু বেগ পাইতে হইয়াছিল। অবশেষে বঙ্গে কবি নিত্যানন্দের 'বসন্তকুমারী' অনুগ্রহবিস্তারের সহিত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শৈব ও বৈষ্ণবগণ রোগপ্রশমনার্থ শীতলার পূজা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে ধর্ম্মপণ্ডিতগণ হিন্দুসমাজের বাহিরে পড়িয়াছিলেন, হিন্দুসমাজে শীতলাপূজা প্রচারের সঙ্গে তাহারা কতকটা বিলুপ্ত সম্মান লাভ করিলেন। অন্য সময়ে হিন্দু সাধারণ তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিলেও শীতলাপূজার সময়ে তাহারা হিন্দুগৃহে আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকেন। শীতলাপূজাপ্রচারের সহিত শীতলাপূজক ধর্ম্মপণ্ডিতগণ 'শীতলা-পণ্ডিত' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শীতলাপণ্ডিতদিগের পূজিতা শীতলাপ্রতিমা ভাবপ্রকাশ বা পিচ্ছিলাতন্ত্রোক্ত দেবীমূর্ত্তি নহে, শীতলাপণ্ডিতদিগের শীতলা করচরণহীনা সিন্দূরলিপ্তাঙ্গী, শঙ্খ বা ধাতুখচিত ব্রণচিহ্নাঙ্কিতা মুখমাত্রাবশিষ্টা প্রতিমা। ধর্ম্ম-ঠাকুরের গাত্রে যেমন পিতলের টোপ-তোলা পেরেকের মত প্রোথিত প্রাছে, শীতলার মুখেও সেইরূপ শঙ্খ বা ধাতুনির্ম্মিত রুইতনের আকার বা পেরেকের মাথায় টোপ-তোলা বসন্ত চিহ্ন দেখা যায়। নেপালের বৌদ্ধ হারীতীর মূর্ত্তিও ঐরূপ।

শৈবপ্রভাবের মধ্যেই শীতলাপূজা প্রচারিত হইয়াছিল, শীতলা-পণ্ডিতগণই বসন্তরোগপ্রশমনার্থ হিন্দু সমাজে টীকাদার হইল ও এক মাত্র বসন্তচিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিল। হিন্দু-জমিদারগণ তাঁহাদের নিকট উপকৃত হইয়া দেবীর উদ্দেশ্যে দেবোত্তর দান করিতে লাগিলেন। শীতলাপূজায় কিছু সুবিধা দেখিয়া হীনাবস্থায় পতিত ব্রাহ্মণ-যাজকেরাও শীতলা দেবীর পূজায় অগ্রসর হইলেন, সেই সঙ্গে তাঁহারা পুরাণ ও তন্ত্র খুঁজিয়া শীতলার রূপ ও পূজা বাহির করিলেন। এই সময়েই হিন্দু ব্রাহ্মণ শীতলা-মাহাত্ম্য প্রচারার্থ পূর্ব্বাদর্শ লইয়া হিন্দুসমাজের উপযোগী

শীতলাপূজক ও গীতবচক হইলেও সর্ব্ব সমক্ষে শীতলার গান করিতে তাঁহারা সাহসী হইলেন না। এখনও শীতলাপণ্ডিতগণই শীতলা-মঙ্গল গান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট অনেক শীতলার পুথি আছে, তাঁহারা অতি গোপনে রাখিয়াছেন, সহসা কাহাকেও দেখিতে দেন না।

বিষহরীর গান বা পদ্মপুরাণ (মনসামঙ্গল)।

বঙ্গসাহিত্যে দেবীপূজার প্রথম আদর্শ বিষহরী। ইনি সর্পের অধিষ্ঠাত্রী। পূর্ব্বতন হিন্দুসমাজে ইহার স্থান কোথায় ছিল, প্রাচীন পুরাণে তাহার নিদর্শন নাই, তবে ভবিষ্য, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত প্রভৃতি পুরাণের আধুনিক অংশে ইহাঁদের নাম পাওয়া গিয়াছে বটে, তাহাও খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর পরবর্ত্তী। যাহা হউক, তাহারও বহু পরে বিষহরী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যে স্থান পাইয়াছেন।

মনসার পূজা করিলে সর্পভয় নিবারিত হয় এবং তিনি বিষ হরণ করেন, এ কারণ তাঁহার নাম বিষহরী। বিষহরীর গান বা মনসামঙ্গল শত শত কবি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন্ কবি প্রথম রচনা করেন, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। বিজয়গুপ্ত ১৪০১ শকে তাঁহার পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলে লিখিয়াছেন—

"মুর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত॥
হরিদত্তের জত গীত লুপ্ত হৈল কালে।
জোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গাএ নাহি মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি না দেএ কেহ মিছা লাফফাল।
দোপঅা শুনিআ মোর উপজে বেতাল॥"

উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে বিজয়গুপ্তের সময়ে অর্থাৎ সাড়ে চার শত বর্ষ পূর্ব্বে হরিদত্তের গান লোপ পাইতেছিল, এরূপ স্থলে হরিদত্তকে আমরা অন্ততঃ ৬০০ বর্ষের পূর্ব্বেকার লোক বলিয়া মনে করি। হরিদত্তকে কেহ কেহ কায়স্থ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই কায়স্থ কবিকেই আপাততঃ মনসা-মঙ্গলের আদিকবি বলিয়া মনে করিতে পারি।

হরিদত্তের সম্পূর্ণ পুথি পাইবার উপায় নাই। আমরা যে সামান্য অংশ পাইয়াছি, নমুনাস্বরূপ তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

(পদ্মার সর্পশয্যা)—

'দুই হাতের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনী।
কেসব জাত কৈল ই কালনাগিনী॥
সুতলিআ নাগে কৈল গলার সুতলি।
দেবী ষিচিত্ত নাগে কৈল হিআজ কাঁচুলী॥
সিথরিআ নাগে কৈল সিঁথের সিন্দুর।
কাজুলিআ কৈল দেবীর কাজল পরচুর॥
পদ্মনাগে দিআ কৈল দেবীর সুন্দর কিঙ্কিনী।
বেতনাগে দিআ কৈল কাঁকালি খোপনী॥
কনক নাগে কৈল দেবীর কানের চাকি ঘলি।
বিষতিআ নাগে কৈল দেবীর পাএর পাস্থলি॥
হেমন্ত বসন্ত নাগে পিঠার থোপনা।
সর্ব্বাঙ্গ নিকলে জার আগুনি কনা কনা॥
অমিঅ নআন এড়ি বিস নআনে চাএ।
চন্দ সুরজ দুই তারা আড়ে লুকাইআ জাএ॥" (প্রাচীন পুথি)

উদ্ধৃত কবিতায় হরিদত্তের কবিত্ব ও কল্পনার বেশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

তৎপরে নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ। এই নারায়ণদেবের নিজ পরিচয় হইতে জানা যায় যে, তিনি জাতিতে কায়স্থ, মৌদ্গাল্য (চলিত মধুকুল্য) গোত্র, দেব পদবী। ইহার পূর্ব্বপুরুষের বাস মগধ। তৎপরে প্রথম বাস রাঢ় এবং রাঢ় হইতে বোরগামে আসিয়া বাস। (বোরগ্রাম ময়মনসিংহ জেলা, কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত।) তাঁহার বৃদ্ধপিতামহের নাম ধনপতি, পিতামহের নাম উদ্ধব, পিতার নাম নরসিংহ, মাতামহের নাম প্রভাকর এবং মাতার নাম রুক্মিণী। কবি আপনার গুণপণা দেখাইয়া 'কবিবল্লভ' উপাধি লাভ করেন। এখনও বোরগামে নারায়ণদেবের বংশধরগণ বাস করিতেছেন, তাঁহাদের 'বিশ্বাস' উপাধি ও নারায়ণদেব হইতে তাঁহারা ১৭শ পুরুষ অধস্তন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক নিত্যানন্দ প্রভুর বংশে এক্ষণে অধস্তন ১২।১৩ পুরুষ দৃষ্ট হয়, এরূপ স্থলে নারায়ণদেবকে নিত্যানন্দ প্রভুর শতাধিক বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দের লোক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি।

নারায়ণদেব সৃষ্টি, সমুদ্রমন্থন, অমৃতহরণ, গজকচ্ছপযুদ্ধ, কার্ত্তিক-গণেশের জন্ম, তারকাসুর বধ ইত্যাদি প্রথমে বর্ণনা করিয়া তৎপরে বিষহরীর মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে চাঁদসদাগর ও বেহুলা লখিন্দরের সবিস্তার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নারায়ণ দেবের রচনায় সংস্কৃত প্রভাবের পরিচয় পাই, তাঁহার বর্ণনা অতি স্বাভাবিক, অতি সরল ও প্রাচীন খাঁটী বাঙ্গালার নিদর্শক। তিনি সহজ ভাষায় যে বিভিন্ন চরিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র ফুটন্ত, উজ্জ্বল ও সজীব হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থে সে সময়ের গার্হস্থ্য-চিত্র অতি স্পষ্ট অঙ্কিত। এ সকল গুণ থাকিলেও তাঁহার কবিত্বে সেরূপ গাম্ভীর্য্য বা উদ্দীপনা নাই। তবে করুণ-রসে কবি অনেকটা সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। এখানে তাঁহার করুণ-রসের নমুনা দিতেছি:—(বেহুলার বিলাপ)

"কোন্ দোসে প্রভু মোরে হইলা অদরসন।
মোর প্রভু উঠ উঠ মোর প্রভুরে, প্রভুরে তুলিআ চাহ নজন।
ই হেন সুন্দর তনু প্রভুরে পরকাসিত রজনী।
চন্দ সুরজ জিনিআ রূপ প্রভুরে হেন রূপ হরিল নাগিনী।
চিরিমো পৈরন খুলি প্রভুরে হাতের সন্ধ করিমু চুর।
মুচিআ ফেলাইমু অভাগিনী প্রভুরে আমার সিঁথের সিন্দুর।
ছোট হইআ আইল নাগ প্রভুরে দেখিতে সুন্দর।
মোর প্রভু খাইআ নাগ প্রভুরে হইলা অজাগর।......
কেনে নিদ্দা জাও প্রভু কোন দোস পাইআ।
বারেক বোলম দেও অভাগিনীর মুখ চাইআ।
কোন দোসে প্রভু মোরে করিলা অনাথ।
অভাগিনী বিফুলাক সমপ্পিলা কাত।"

নারায়ণদেবের পর আমরা বিজয়গুপ্তকে পাই। বিজয় গুপ্ত ১৪০১ শকে (১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে) পদ্মাপুরাণ বা মনসা-মঙ্গল প্রণয়ন করেন। বিজয়গুপ্তের পিতার নাম সনাতন ও মাতার নাম রুক্মিণী। ফতেয়াবাদের অন্তর্গত ফুলশ্রীগ্রামে তাঁহার বাস ছিল। এই গ্রামের পশ্চিমে ঘাঘরা নদী ও পূর্ব্বে ঘণ্টেশ্বর। বিজয়গুপ্তের সময় সুলতান হোসেন শাহ গৌড়ের অধীশ্বর, কবি তাঁহাকে অর্জ্জুনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বিজয় গুপ্তের ভাষা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী হরিদত্ত ও নারায়ণদেবের ভাষা হইতে অনেকটা মার্জ্জিত, তাঁহার কবিতার মধ্যে মধ্যে ব্যঙ্গ, রসিকতা ও করুণরসের আবেগ বেশ পরিস্ফুট, অনেক স্থানের বর্ণনা পাঠ করিলে যেন আধুনিক কোন কবির রচনা বলিয়া মনে হইবে।

হরিদত্ত, নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্তকে আদর্শ করিয়া বহুসংখ্যক কবি মনসা-মঙ্গল লিখিয়া গিয়াছেন, অকারাদি বর্ণানুক্রমে ৫৯ জন কবির নাম লিখিত হইল—

অনুপচন্দ্র, আদিত্যদাস, কমললোচন, কবিকর্ণপুর, কৃষ্ণানন্দ, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, পণ্ডিত গঙ্গাদাস, গঙ্গাদাস সেন, গুণানন্দ সেন, গোপীচন্দ্র, গোলোকচন্দ্র, গোবিন্দদাস, চন্দ্রপতি, জগৎবল্লভ, বিপ্র জগন্নাথ, জগন্নাথ সেন, জগমোহন মিত্র, জয়দেব দাস, দ্বিজ জয়রাম, বিপ্র জানকীনাথ, জানকীনাথ দাস, নন্দলাল, নারায়ণ, বলরাম দ্বিজ, বলরামদাস, বাণেশ্বর, মধুসূদন দে, যদুনাথ পণ্ডিত, রঘুনাথ, বিপ্র রতিদেব, রতিদেব সেন, রমাকান্ত, দ্বিজ রসিকচন্দ্র, রাজা রাজসিংহ (সুসঙ্গ), রাধাকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, রামজীবন বিদ্যাভূষণ, বিপ্র রামদাস, রামদাস সেন, রামনিধি, রামবিনোদ, দ্বিজ বংশীদাস, বংশীধন, বনমালীদ্বিজ, বনমালীদাস, বর্দ্ধমানদাস, বল্লভ ঘোষ, বিজয়, বিপ্রদাস, বিশ্বেশ্বর, বিষ্ণুপাল, ষষ্ঠীবর সেন, সীতাপতি, সুকুবিদাস, সুখদাস, সুদামদাস, দ্বিজ হরিরাম, হৃদয় ব্রাহ্মণ।

ঐ সকল কবিগণের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গবাসী কবির সংখ্যাই বেশী, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, জগমোহন মিত্র প্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গবাসী কবির সংখ্যা অল্প।

উপরোক্ত কবিগণের মধ্যে ক্ষেমানন্দ দাসের মনসামঙ্গল ভাবে, ভাষায় ও বর্ণনায় অপেক্ষাকৃত মনোহর বলিয়া মনে হয়। ক্ষেমানন্দ এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন—

"সুন ভাই পুর্ব্বকথা, দেবী হৈলা বরদাতা,
সহায় পুর্ব্বক বিষহরী।
বলিভদ্র মহাশয়, চন্দ্রহাসের তনয়,
তাহার তালুকে ঘর করি।
তাহার রাজত্ব শেষ, চলি গেল স্বর্গদেশ,
তিন পুত্রে দিএ অধিকার।
শ্রীযুত আস্কর্ণ রায়, পুত্রের অধিক তায়,
রণে বনে বিজয়ী তাহার।
তিন পুত্র অল্প বয়, প্রসাদ গুরু মহাশয়,
তালুকের করে লেখাপড়া।
তাহার তালুকে বৈসে, প্রজা নাই চাস চসে,
শমন নগর হইল কাঁথড়া।
রণে পড়ে বারা খাঁ, বিপাকে ছাড়িল গাঁ,
যুক্তি করেন জনে জন।
দিন কত ছাড়িয়া জাই, তবে সে নিস্তার পাই,
সকলের তবে ভাল জান।
শ্রীযুত আস্কর্ণ রাএ, অনুমতি দিল তাএ,
যুক্তি দিল পালাবার তরে।
তার যুক্তি সুনি বাণী, পলাএ অনেক প্রাণী,
বড়ই প্রমাদ হৈল পুরে।
মনে ভাবি সবিস্ময়, বেলা আছে দণ্ড ছয়,
সঙ্গে লয়্যা অভিরাম ভাই।
অবসান হইল বেলা, গ্রামের উত্তর জলা,
খড় কাটিবারে তথা জাই।
তথায় ছাওল পাঁচে খেলা দিয়ে জল সিঁচে,
মৎস্য ধরে পঙ্কেতে ভূষিত।
আমার কৌতুক বড়, ছাওল পাঁচেতে জড়,
সেই খানে হইলাম উপনীত। * * *
মৎস্য লইআ অভিরাম, চলিল আপন ধাম,
যত শিশু গেল নিজ পুরে। * * *
মুচিনীর বেশ ধরি, বলেন দেবি বিষহরী,
কাপড় কিনিতে আছে টাকা।
এতেক কহিআ মোরে, কপট চাতুরী করে,
যত্নে একাইআ দেই টাকা।
বেষ্টিত ভুজঙ্গ ঠাটে, অবতরি মাঝ মাঠে,
দেখি মোর মুখে উঠে ধুলা।

পাইলাম মনস্তাপ, দেখিলাম অনেক সাপ,
আমারে বেড়িল কখোগুলা ॥
সেরূপ দেখিলা নেতে, মানা কৈল প্রকাশিতে,
কহিলে না হব তোর ভাল।
ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ, কহিতে কর প্রবন্ধ,
আমার মঙ্গল গাইআ বোল ॥"

ক্ষেমানন্দের আত্মপরিচয় হইতে জানা গেল, তাঁহার জন্মভূমি কাঁথড়া, বলভদ্র পুত্র আস্কর্ণরায়ের তালুকের অন্তর্গত, (বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার সিলিমাবাদ পরগণার মধ্যে।) যে পরগণায় কবি মুকুন্দরামের জন্ম, সেই পরগণায় কবি ক্ষেমানন্দেরও জন্ম। এক সময় সিলিমাবাদ পরগণা বারা খাঁর অধীনে ছিল। এই বারা খাঁর নিকট কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পুত্র শিবরাম সন ১০৪৭ সালে ২০ বিঘা মিরাসী জমি প্রাপ্ত হন। সেই মূল দানপত্র আমরা দেখিয়াছি। তখনও বাবা খাঁ বণে পড়েন নাই, তৎপরে তাঁহার মৃত্যুর পর ক্ষেমানন্দ মনসার গান রচনা করেন। ক্ষেমানন্দের গ্রন্থে কেতকাদাসের ভণিতা দৃষ্টে অনেকেই ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাসকে দুই জন এবং ইংরেজ কবিযুগল বোমেণ্ট ফ্লেচাবের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা উভয় নাম অভিন্ন ব্যক্তির বলিয়াই জানিয়াছি। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের পুথিতে অনেক স্থলে 'কেতকার দাস' ভণিতা পাওয়া যায়। কেতকা মনসারই অন্য নাম—

"বনের ভিতর নাম মনসা কুমারী।
কেআপাতে জন্ম হইল কেতকাসুন্দরী॥" (ক্ষেমানন্দ)

ক্ষেমানন্দ কেতকার ভক্ত ছিলেন বলিয়া আপনাকে 'কেতকাদাস' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ক্ষেমানন্দকে কেহ কেহ 'কায়স্থ' বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তিনি কোথাও আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত করেন নাই। তাঁহার 'রাজীব' নামে এক পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পূর্ব্ব বঙ্গের আধুনিক মনসাভক্ত কবিগণের মধ্যে শ্রীরামজীবন বিদ্যাভূষণ এক জন প্রধান। কবি আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন,—

"অল্প বয়স মোর দ্বিজ কুলে জাত।
পণ্ডিত না হয় মুই কহিলুঁ সভাত॥
মনসার নাম মাত্র হৃদয়ে ভাবিআ।
মহাসিন্ধু থেআ দিছে উড়ুপ লইআ॥
জনক আমার জান গঙ্গারাম খ্যাতি।
তাহান চরণ বন্দো করিআ ভকতি॥
তাহান অনুজ বন্দো নামে নারায়ণ।
কর জোড়ে তান পদে করম বন্দন॥"

বিদ্যাভূষণী মনসামঙ্গল ১৬২৫ শকে (১৭০৩ খৃষ্টাব্দে) রচিত হয়। মনসাপাঁচালীকারদিগের মধ্যে এক জন রাজকবির পরিচয় পাই, তিনি সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহ, প্রায় ১২৫ বর্ষ পূর্ব্বে তিনি মনসামঙ্গল রচনা করেন।

শতাধিক কবি মনসামঙ্গল রচনা করিয়া গেলেও সকল কবির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই প্রকার, পরবর্ত্তী কবি পূর্ব্ববর্ত্তী কবির অনেক স্থলেই অনুসরণ করিয়াছেন; এই কারণে পরবর্ত্তী অধিকাংশ মনসামঙ্গলের পুথিতে পূর্ব্ববর্ত্তী কবির ভাষা ও রচনার নিদর্শন অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে আবার গায়কগণ আপনাদের সুবিধা ও শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনার্থ বহু কবির পালা হইতে উপযোগী বিষয়গুলি লইয়া পালা প্রস্তুত করিয়াছেন, এ কারণ প্রাচীন হস্তলিখিত এক খানি মনসামঙ্গলের পুথিতে বহু কবির ভণিতা দৃষ্ট হয়।

মনসার মাহাত্ম্য উপলক্ষে চাঁদ সদাগর ও বেহুলা বা বিপুলার চরিত্র বর্ণনাই সকল মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণের লক্ষ্য। বঙ্গের গ্রাম্য কবিগণ চাঁদ সদাগরের যেরূপ মানসিক তেজস্বিতা ও ইষ্টদেবের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, সেরূপ পুরুষকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অন্যত্র বিরল। গ্রাম্য কবির হাতে সতী বেহুলার যেরূপ পতিভক্তির আদর্শ চিত্রিত হইয়াছে, জগতের অপর কোন স্থানে কোন কবির হাতে এরূপ সতীচরিত্র অঙ্কিত দেখা যায় না।

চম্পক নগরে চাঁদ সদাগর নামে এক জন পরম শৈব নৃপতি ছিলেন। কথা ছিল, মনসা দেবী চাঁদ সদাগরের পূজা না পাইলে মর্ত্ত্যে তাঁহার পূজা প্রচারিত হইবে না। তাঁহার পূজা লইবার জন্য দেবী উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। চাঁদের 'মহাজ্ঞান' শক্তি ছিল, তদ্দ্বারা সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ভাল করিতেন। কাজেই প্রথমে দেবী সুবিধা করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি মোহিনী মূর্ত্তিতে চাঁদকে ভুলাইলেন, চিনিতে না পারিয়া চাঁদ তাঁহাকে মহাজ্ঞান দিয়া ফেলিলেন। চাঁদের 'গারুড়ী' উপাধিধারী এক অদ্বিতীয় সর্পচিকিৎসক বন্ধু ছিলেন। চাঁদের কোন পুত্রকে সাপে কামড়াইলে, গারুড়ী মহাশয় তৎক্ষণাৎ আরোগ্য করিতেন, সুতরাং 'মহাজ্ঞান' হরণ করিয়াও দেবীর সুবিধা হইল না। বিচিত্র উপায়ে গারুড়ীর প্রাণনাশ করিলেন। তৎপরে একে একে তাঁহার ছয়টী পুত্র সর্প দংশনে প্রাণ হারাইল। কিন্তু শিবভক্ত চাঁদ তাহাতে কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না। কিন্তু সনকার দরবিগলিত অশ্রুধারা দর্শনে ও আর্ত্তনাদ শ্রবণে গৃহে তাঁহার মন টেকিল না, তিনি সমুদ্রযাত্রায় প্রস্তুত হইলেন। কালীদহে ঝড় উঠাইয়া মনসা দেবী তাঁহার 'মধুকর' নামে সাতটী প্রকাণ্ড ডিঙ্গা ডুবাইয়া দিলেন। চাঁদ জলে পড়িয়া ইষ্টদেবের নাম লইয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু তিনি মরিলে মনসার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না, এ কারণ মনসা

তাঁহাকে প্রাণ মারিলেন না। চাঁদ তিন দিন পরে ভাসিতে ভাসিতে এক পল্লীর তীরে উঠিলেন। তথায় চাঁদের বন্ধু চন্দ্রকেতু বণিকের বাস ছিল। তিন দিন চাঁদের আহার হয় নাই। চন্দ্রকেতু অতি সমাদরে তাঁহার জন্য উপাদেয় আহার্য্যের বন্দোবস্ত করিলেন। আহারের সময় চন্দ্রকেতু মনসার কথা পাড়িলেন। চাঁদ বন্ধুকে মনসাভক্ত বুঝিয়া তাঁহার খাদ্য সামগ্রী স্পর্শ করিলেন না, অবিলম্বে উঠিয়া আসিলেন। তৎপরে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া কিছু চাউল সংগ্রহ করিলেন, সে চাউলও মূষিকে নষ্ট করিয়া ফেলিল, শেষে কলার ছোবড়া খাইয়া চারি দিন পরে তিনি ক্ষুধা দূর করিলেন। পরে মনসার কৌশলে পদে পদে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইয়া ঘরে ফিরিলেন। কিছু দিন পরে চাঁদের একটী অসামান্য রূপবান পুত্র জন্মিল, তাহার নাম হইল 'লখিন্দর'। দৈবজ্ঞ বলিয়া দিল, বাসর ঘরে সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু হইবে। লখিন্দরের বিবাহের বয়স হইল, চাঁদ পত্নীর নিতান্ত পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও লখিন্দরের বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। সর্প প্রবেশ করিয়া দংশন করিতে না পারে, এরূপ কৌশলে সাতালী পর্ব্বতে লোহার বাসর প্রস্তুত হইল। সায় বেণের কন্যা অসামান্যরূপগুণশালিনী বেহুলার সহিত মহাসমারোহে লখিন্দরের বিবাহ হইয়া গেল। বাপের আদরের মেয়ে বেহুলার বয়স তখন চতুর্দ্দশ, কিন্তু সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা বধূকে দেখিয়া চাঁদ বেণের চক্ষু দিয়া এক বিন্দু জল পড়িয়াছিল। দৈবজ্ঞের কথা পূর্ণ হইল, বেহুলা সমস্ত রাত্রি বিবাহের বাসরে জাগিয়া পতিকে রক্ষা করিতেছিলেন, শেষ রাত্রে আলস্যে সতীর তন্দ্রা আসিল, এই সুযোগে লৌহগৃহ ভেদ করিয়া লখিন্দরকে সর্প দংশন করিল। লখিন্দরের কাতর ধ্বনিতে বেহুলার তন্দ্রা ভাঙ্গিল। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যোদয় হইল। সনকা বেহুলার অস্ফুট ক্রন্দন শুনিয়া তাড়াতাড়ি লৌহঘরে আসিলেন—দেখিলেন আলুলায়িত কুন্তলে সিন্দূররঞ্জিত সীমন্তে জ্যোতির্ম্ময়ী বেহুলা পতিকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। সনকা বেহুলাকে 'বিহা দিনে খালি পতি' বলিয়া ধিক্কার দিতে দিতে পুত্রশোকে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

গাঙ্গুড়ের কূলে লখিন্দরের শবদেহ আনীত হইল। বেহুলাও সঙ্গে সঙ্গে নদীকূলে পৌঁছিল। তাঁহার লজ্জা সরম নাই, এক মাত্র লক্ষ্য পতির মুখপানে। সুগন্ধি কাষ্ঠে চিতা সজ্জিত হইল। বেহুলা বলিয়া উঠিলেন, ইঁহাকে পুড়াইলে, আমিও ঐ সঙ্গে পুড়িব। ইঁহাকে ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দাও, দৈবে যদি ইহার দেহে জীবন সঞ্চার হয়। ভেলা গাঙ্গুড়ের জলে ভাসিল, তাহাতে শব রক্ষিত হইল। বেহুলা মৃত পতিকে কোলে লইয়া সেই ভেলার বসিলেন। সকলে হায় হায় করিয়া উঠিল। আত্মীয় স্বজন কত চেষ্টা, কত অনুনয় বিনয় করিয়াও তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না। স্রোতে সেই ভেলা ভাসিয়া চলিল। এরূপে বেহুলা সেই কলার মান্দাসে পতিকে বক্ষে লইয়া বহু জনপদ অতিক্রম করিলেন। শবদেহ গলিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। বেহুলা সেই পূতিগন্ধময় শব কিছুতেই ছাড়িলেন না,—যত দিন যাইতেছিল, ততই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছিল যে আবার সেই দেহে পুনরায় জীবন সঞ্চার হইবে। বহু দিন পরে নেতা ধোপানীর ঘাটে আসিয়া ভেলা লাগিল। তখন নেতা কাপড় কাচিতেছে। এই নেতা এক জন সামান্য মানবী নহে। বেহুলা তাহার গুণের পরিচয় পাইয়া স্বামীকে বাঁচাইয়া দিবার জন্য কতই কাকুতি মিনতি করিলেন। বেহুলা বাল্য হইতে নৃত্যগীত শিখিয়াছিলেন। নেতা তাঁহাকে দেবসভায় লইয়া গেল। দেবগণের আদেশে অনিচ্ছায় বেহুলা পতিকে বাঁচাইবার আশায় দেবসভায় আপনার নৃত্যকলা প্রদর্শন করিলেন। সে নৃত্যকলা আর কিছুই নহে, বেহুলার সাধনার পরীক্ষা। সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং মনসাকে তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব লখিন্দরের জীবন দান করিতে হইল।

তৎপরে বেহুলা ছয় ভাসুরকে সঞ্জীবিত করিয়া মনসার কৃপায় চৌদ্দ ডিঙ্গা সহ চম্পকনগরে ফিরিলেন। সনকা সপ্তপুত্রসহ পুত্রবধূকে পাইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন, কিন্তু বেহুলা তখনও শ্বশুরগৃহে পদার্পণ করিলেন না। তিনি শাশুড়ীকে জানাইলেন যে পর্য্যন্ত শ্বশুর মহাশয়, মনসা দেবীর পূজা না করিতেছেন, সে পর্য্যন্ত আমরা ঘরে প্রবেশ করিতে পারিব না।

এ দিকে সাতালী পর্ব্বতে চাঁদ সদাগর সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া শিবধ্যানে নিরত। তিনি এ সময়ে "সোঽহং" ভাবে উন্মত্ত। এই ধ্যানে তিনি শিবের সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি যেন তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, 'মনসাকে আমার কন্যা বলিয়া জানিবে। তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে হস্তে আমার পূজা করিয়াছ, সে হস্তে মনসার পূজা করিবে না; ভালই; তুমি মুখ ফিরাইয়া বাম হস্তে পূজা করিলেও মনসা গ্রহণ করিবেন।'

তখন চাঁদ ঘরে ফিরিলেন, দেখিলেন গাঙ্গুড়ের কূলে সমস্ত চম্পক নগর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সাত পুত্রসহ পুত্রবধূকে দেখিয়া চাঁদ বিস্মিত হইলেন। বেহুলা তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিলেন, 'ঠাকুর! মনসা দেবীর পূজা কর, আমাদিগের প্রতি নিষ্ঠুর হইও না,— নহিলে আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। সকলের কাতরোক্তিতে চাঁদ পুত্রবধূর কথা রক্ষা করিলেন। মহাসমারোহে মনসার পূজা অনুষ্ঠিত হইল। পূজার সময়েও মনসা দেবী বেহুলাকে বলিয়াছিলেন,—'আমি তোমার শ্বশুরের হিন্তাল যষ্টির ভয়ে মণ্ডপে যাইতে ইতঃস্তত করিতেছি।'

বাস্তবিক শৈবদিগের প্রতি মনসাভক্তের এতই ভয় ছিল। মনসাভক্তগণ অনেক কষ্টে শৈবদিগকে হস্তগত করিয়া শাক্তমত প্রচারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রায় সকল মনসামঙ্গলেই পূর্ব্বতন ধর্ম্ম ও শৈব প্রভাবের ছায়া বহিয়াছে। মনসামঙ্গলের অধিকাংশ প্রাচীন কবিই মহাশূন্য ধর্ম্মরঞ্জন ও যোগেশ্বর শিবের অগ্রেই বন্দনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এমন কি মনসার মাহাত্ম্য প্রচার করিবার পূর্ব্বে বহু প্রাচীন কবি অগ্রে শিবলীলাই গান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্দ্বারা বেশ বোঝা যায়, যে, নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্তের সময় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রভাব হ্রাস হইয়া আসিলেও শৈব মতাবলম্বীর সংখ্যাই অধিক ছিল; দেশের উচ্চ শ্রেণীর অধিকাংশ বিশেষতঃ ধনবান্ বণিক্‌মাত্রেই শৈব ছিলেন, সাধারণের মনের গতি ফিরাইবার জন্য মনসার মাহাত্ম্য প্রচারে সুপ্রাচীন বঙ্গকবিগণ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এবং অল্পদিন মধ্যেই মনসার ভক্তসংখ্যা সমস্ত বঙ্গে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই মনসা দেবী প্রাচীন আর্য্যদিগের নিকট পূজিত না হইলেও এবং প্রাচীন কোন হিন্দু শাস্ত্রে তাঁহার উল্লেখ না থাকিলেও এখনও তিনি জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমীর দিন বঙ্গবাসী গৃহস্থমাত্রেরই পূজা পাইয়া থাকেন।

মঙ্গলচণ্ডীর গান বা চণ্ডীমঙ্গল।

মঙ্গল-চণ্ডীর গীত বহুকাল হইতে বাঙ্গালায় প্রচলিত। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে আছে—

"মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জনে।" (চৈতন্যভাগ আদি)

সুতরাং মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই মঙ্গলচণ্ডীব গান গীত হইত। কোন পৌরাণিক বিষয় লইয়া মঙ্গলচণ্ডীব গান সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। শাক্তপ্রভাব জন সাধারণের উপর আধিপত্য বিস্তার কবিলে দেবীর উপর সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিবাব উদ্দেশ্যেই মঙ্গলচণ্ডীর গান প্রচলিত হয়। এই চণ্ডীর গীতি দুই ধারায় গীত হইত—এক ধারা সাধারণতঃ শুভচণ্ডী ও অপর ধারা মঙ্গলচণ্ডী নামে খ্যাত। এই উভয় ধারার মধ্যে শুভচণ্ডীর পাঁচালী ও ব্রতকথাই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। পল্লীগ্রামবাসী হিন্দু গৃহস্থ শুভচণ্ডীর গান অতি সমাদরে শুনিত, তাহাই পরে ব্রতকথায় পরিণত হয়। আমাদের মনে হয়, পালবাজগণের সময়ে অর্থাৎ দেশীয় সাহিত্যে সংস্কৃত ভাবার প্রভাবপ্রবেশের পূর্ব্বে শুভচণ্ডীর কথা স্থান পাইয়াছিল, তাই শুভচণ্ডী প্রাকৃত আকার ধারণ করিয়া "সুবচনী" রূপে হিন্দুসমাজে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সকল মঙ্গল কর্ম্মেই শুভচণ্ডীর পাঁচালী গীত হইত, আজও বঙ্গবালাগণ সকল শুভ কর্ম্মে সুবচনীর পূজা দেন এবং সুবচনীর কথা শুনিয়া থাকেন।

সুবচনীর কথা বাঙ্গালী গৃহিণীমাত্রের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও বঙ্গভাষার অতিপ্রাচীন সুবচনীর পাঁচালী গানগুলি পুরুষদিগের অযত্নে অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। দ্বিজবর, ষষ্ঠীধর প্রভৃতি রচিত "সুবচনীর পাঁচালী" পাইয়াছি। এই পাঁচালী অতি ক্ষুদ্র। অতি ক্ষুদ্র হইলেও এবং তাহাতে কবিত্বের তেমন কিছুই পরিচয় না থাকিলেও তাহাতে এক সময়ে সাধারণ হিন্দু গৃহস্থের মধ্যে যে সকল স্ত্রী আচার প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে কএকটী আচারের বেশ পরিচয় আছে।

সুবচনীর কথা এই,—কলিঙ্গদেশে এক অনাথা ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিল। সে পাঠশালে পড়িত। অপর পড়ুয়ারা ভাল ভাল জিনিস খায়, কিন্তু ব্রাহ্মণপুত্রেব অদৃষ্টে কিছুই জোটে না, এ কারণ সে বড় দুঃখিত। একদিন তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়া তাহার ভাল জিনিষ খাইতে ইচ্ছা হইল। বাড়ী গিয়া মাকে বলিল, সকলেই ভাল ভাল মৎস্য পক্ষী খায়, আমাব খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে। ব্রাহ্মণী কহিলেন, আমি কোথায় পাব? দ্বিজপুত্র তৎপরদিন এক খোড়া হাঁস ধরিয়া আনিয়া দিল। ব্রাহ্মণী পুত্রের পরিতোষের জন্য সেই খোড়া হাঁস কাটিয়া তাহার মাংস রাঁধিয়া পুত্রকে খাওয়াইল। সেই হাঁস কলিঙ্গরাজ হরিদাসের। হাঁস না পাইয়া রাজানুচরগণ চারিদিকে অনুসন্ধান কবিতে লাগিল। অবশেষে ব্রাহ্মণীর বাড়ী দুয়ারে হাঁসের পালক দেখিয়া রাজপুরুষেরা দ্বিজপুত্রকে ধরিয়া লইয়া চলিল। রাজা তাহাকে কারাগারে দিল। বৃদ্ধাব্রাহ্মণী পুত্রের জন্য আকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আহার নিদ্রা গেল। দিবারাত্রই কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে কেহ তাহাকে সুবচনীর পূজা করিতে বলিল। সেই সময়ে সেই গ্রামে এক ঘরে সুবচনীর পূজা হইতেছিল, ব্রাহ্মণী সেই ঘরে গিয়া তাঁহাদের সহিত সুবচনীব পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণীর কাতব আহ্বান দেবীর কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, 'ব্রাহ্মণপুত্র আমার ব্রতদাস, শীঘ্র তাহাকে মুক্ত কর, নচেৎ তোর সর্ব্বনাশ হইবে। তাহার তুষ্টির জন্য তোব কন্যা শকুন্তলাব সহিত তাহার বিবাহ দে।' কলিঙ্গপতি হরিদাস অত্যন্ত ভীত চিত্তে গাত্রোত্থান করিলেন এবং বিলম্ব না করিয়া লোক পাঠাইয়া দ্বিজপুত্রকে প্রাসাদে আনাইলেন। তৎপবে শুভদিনে রাজকন্যা শকুন্তলার সহিত দ্বিজপুত্রের বিবাহ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণপুত্র আব কাল বিলম্ব না কবিয়া মহাসমারোহে বধূসঙ্গে মাতাব কাছে আসিল। দেবী সুবচনীব অনুগ্রহে দুঃখিনী ব্রাহ্মণী আজ হারানিধি ফিরিয়া পাইয়া পরম সমারোহে দেবীর পূজা দিলেন। তাহা হইতেই সুবচনীর মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।

সুবচনীর কথায় ব্রাহ্মণপুত্রের অনিবেদিত হংস-মাংস-ভক্ষণ

ও তাহাতে ব্রাহ্মণীর প্রশ্রয় দানে স্পষ্টই মনে হইবে যে তাহা বেদমার্গনিরত ব্রাহ্মণ পরিবারের চিত্র নহে, তাহা বেদমার্গ-বিরোধী অসংস্কৃত তান্ত্রিক সমাজের চিত্র। সুবচনীর ধ্যানেও তাঁহার 'রক্তপদ্ম চতুর্মুখী, ত্রিনয়না, অলঙ্কৃতা, পীনোন্নতকুচা, দুকূলবসনা, হংসারূঢ়া, কমণ্ডলুকরা, কালাভ্রাভা' এইরূপ অপরূপ তান্ত্রিক মূর্ত্তিরই পরিচয় পাই।

লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ তাঁহার মৎস্যসূক্ততন্ত্রে যে রূপ সংস্কৃত তান্ত্রিক সমাজের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সুবচনীর চিত্র তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই মনে হইবে। [হলায়ুধ ও বঙ্গদেশ দেখ] বহু কবি সুবচনীর ক্ষুদ্র পাঁচালী রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যখন দেবী শুভচণ্ডী সংস্কৃত তান্ত্রিক সমাজের হস্তে মঙ্গলচণ্ডীরূপে দেখা দিলেন, এবং তাঁহার গানই সুকবির কল্পনা-নৈপুণ্যে সাধারণকে মুগ্ধ করিতে লাগিল, তখন সুবচনীর সংক্ষিপ্ত পাঁচালী শুনিতে সাধারণের সেরূপ আগ্রহ রহিল না, বহু কবি সুবচনীর গান রচনা করিলেও অনাদরে সে গুলি বিরলপ্রচার ও বিলুপ্ত হইল, কেবল স্ত্রী-সমাজে কথামাত্র রহিয়া গেল।

মঙ্গলচণ্ডীর গান রচনা করিয়া বহু কবি খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর যেমন সকল আদি সংস্কৃত শাস্ত্র সূত্রাকারে নিবদ্ধ, সেই রূপ বঙ্গভাষায় দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক আদি গ্রন্থগুলি সূত্রাকারে বা অতি সংক্ষেপেই লিখিত হইয়াছে। সে সকল গ্রন্থ লোকের আগ্রহে পরবর্ত্তী কবিগণের কাব্যনৈপুণ্যে বর্দ্ধিতকলেবরে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্বিজ জনার্দ্দনের মঙ্গলচণ্ডিকার ক্ষুদ্র পাঁচালী উদ্ধৃত করিলাম—

"নিতি নিতি আসে বেআধ আনন্দিত হইআ।
পরিবার পালে সে জে মৃগাদি মারিআ।
ধনুকে জুড়িআ বান লগুড় কাঁধত।
সভ মৃগ ধাইআ গেল বিন্ধ্যাগিরিত।
বেআধ দেখি মৃগ পলাইল তরাসে।
পাছে ধাএ বেআধ মৃগ মারিবার আসে।
বুড়া বলাহক আদি জত মৃগগন।
মঙ্গলচণ্ডীর পদে লইল সরন।
বেআধেরে দেখিআ দেবী উপাঅ চিন্তিল।
দুর্গতিনাসিনী দেবী সদঅ হইল।
সুনার গোধিকা রূপ ধরিআ পার্ব্বতী।
বেআধ পথ জুড়িআ রহিল ভগবতী।
মৃগএ না পাইআ বেআধ হইল চিন্তিত।
সুনার গোধিকা পথে দেখে আচম্বিত।
সুনার গোধিকা পাইআ হরসিত মনে।
ধনুর আগে তুলিআ লইল ততখনে।
মনে মনে ভাবি বেআধ ধীরে ধীরে হাঁটে।
তুরিত গমনে গেলা বাড়ীর নিকটে।
হরসিত মনে বেআধ গদগদ বানী।
উচ্চৈস্বরে পুনি পুনি ডাকিল গেহিনী।
জেন মতে ঘরে লআ থুইল গোধিকা।
পরম সুন্দরী রূপ ধরিল চণ্ডিকা।
দিব্যরূপ দেখি তান বেআধ কালকেতু।
গেহিনীর মুখ চাহি বোলে কোন হেতু।
মঙ্গলচণ্ডিকা বোলে সুন বেআধ-কোঙর।
তুষ্ট হএ দেখা দিল তোমার গোচর।
সম্প্রতি হইল বেআধ তোমার সুব জোগ।
পঞ্চসত সুনার অঙ্গুরী কর উপভোগ।
আজু হতে বেআধ তুমি না জাইবা বন।
মৃগ না মারিবা এহি সুনহ বচন।
অল্প দরব অঙ্গুরী দিলা জে আমারে।
ইহা খাইআ কি করব বল তার পরে।
মঙ্গলচণ্ডিকা দেবী হইলা সদঅ।
সুনার ভাণ্ডার তাক দিলেক নিশ্চয়।
চণ্ডিকা প্রসাদে বেআধ কিতার্থ হইল।
তারপর ভগবতী অন্তর্দ্ধান হইল।
ধন পাইছে হেন রাজাএ শুনিআ।
ত্বরা করি কালকেতু বন্দী কৈল লআ।
বন্ধনে পীড়িত হইআ বেআধ মহাজন।
কাঁদিআ মঙ্গল চণ্ডী করিলা সঙরন॥" (প্রাচীন হস্তলিপি)

মঙ্গলচণ্ডীর যে কয়খানি পাঁচালী আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিজ জনার্দ্দন ব্যতীত মাণিক দত্তের গ্রন্থই উপস্থিত সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া মনে করি। তাঁহার পাঁচালী হইতে মনে হয়, গৌড়বঙ্গের মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্রগণের প্রিয় আবাস প্রাচীন গৌড়নগরীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে মাণিকদত্তের বাস ছিল। তিনি প্রাচীন গৌড় অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী মহানন্দা, কালিন্দী, পুনর্ভবা, ও টাঙ্গন নদী, মোড়গ্রাম, ছাত্যাভাত্যার বিল ও গৌড়েশ্বরীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ভগবতীর স্তবের সময় তাঁহাকে দ্বারবাসিনী বলিয়া ডাকিয়াছেন। প্রাচীন গৌড়ের নিকট চণ্ডীপুর গ্রামে রণচণ্ডী বা দ্বারবাসিনী দেবীর এক বিশাল মন্দির ছিল, এখন তাহার ভগ্নস্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে। রণচণ্ডিকা প্রাচীন গৌড় রাজধানীর রক্ষয়িত্রীরূপে দ্বার রক্ষা ও মঙ্গল বিধান করিতেন, এ কারণ তিনি 'দ্বারবাসিনী' ও 'মঙ্গল চণ্ডী' উভয় নামেই পূর্ব্বে খ্যাত ছিলেন। গৌড়ের পূর্ব্বতন হিন্দু ও বৌদ্ধরাজগণ সকলেই এই রণচণ্ডীর পূজা দিতেন। গৌড়নগরের ধ্বংসসাধনের সঙ্গে রণচণ্ডীর মন্দিরও পরিত্যক্ত হয়। রণচণ্ডীর বিশাল মন্দির যে সময়ে দর্শকের মনে বিস্ময়

উৎপাদন করিত, শত শত যাত্রী আসিয়া তাঁহার পূজা দিত, সেই সময় অর্থাৎ গৌড়নগরের সমৃদ্ধির অবস্থায় মাণিকদত্ত মঙ্গলচণ্ডীর গান রচনা করেন। বিষহরীর গানরচয়িতা হরিদত্ত যেমন কাণা ছিলেন, মাণিকদত্তও তদ্রূপ কাণা ও খোঁড়া উভয়ই ছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, বৌদ্ধরাজগণের আধিপত্যকালে তাঁহাদের উৎসাহেই রামাইপণ্ডিত বঙ্গভাষায় শূন্যবাদপ্রকাশক শূন্যপুরাণ প্রকাশ করেন, গৌড়াধিপ বৌদ্ধভূপালগণের আধিপত্য বিলুপ্ত হইলেও সেই বদ্ধমূল শূন্যবাদ জন সাধারণের মন হইতে ছিন্নমূল হইবার অবসর পায় নাই। তাই আমরা মাণিকদত্তের মঙ্গলচণ্ডীতে সেই বদ্ধমূল শূন্যবাদ ও শূন্যমূর্ত্তি ধর্ম্ম হইতে আদি-সৃষ্টির প্রসঙ্গ পাইতেছি —

"অনাদ্যের উৎপত্তি জগৎ সংসারে ॥
হস্তপদ নাহি ধর্ম্মের মুণ্ড সিরজিল।
আপনে ধর্ম্ম গোসাঞি গোলক ধেআইল।
গোলক ধেআইতে ধর্ম্মের মুণ্ড সিরজিল ॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাঞি শূন্য ধেআইল।
শূন্য ধেআইতে ধর্ম্মের শরীর হইল ॥
আপনে ধর্ম্ম গোঁসাই জুহিত ধেআইল।
জুহিত ধিআইতে ধর্ম্মের দুই চক্ষু হইল ॥
জন্ম হইল ধর্ম্ম গোসাঞি গুণে অনুপামা।
পৃথিবী সিরজিআ তেঁহো রাখিব মহিমা ॥
ইন্দু জিনিয়া তবে সিন্ধু উথলিল।
মুখের অমৃত ধর্ম্মের খসিঞা পড়িল ॥
হস্তপদ পৃথিবীতে জল উপজিল।
জলে ত আসন গোঁসাঞি জলেত বৈসল ॥
জল ভর করিআ ভাসেন নিরঞ্জন।
ভাসিতে ধর্ম্ম গোঁসাই পাইল বৈসন।
চৌদ্দ যুগ বহিআ গেল ততখন।
*　　*　　*　　*
ধর্ম্ম বৈসন হইতে উলূক জন্মিল।
জোড় হস্ত করি উলূক সম্মুখে দাঁড়াইল ॥
হাসিআ কহেন কথা ত্রিদশের রাঅ।
কহ কহ উলূক কত যুগ জাঅ ॥
কত যুগ গেল তবে ব্রহ্মার উদ্ধারণে।
তখনে আছিলাঙ আমি মন্ত্র ধিআনে ॥
মন্ত্র ধিআনে আমি ভাল পাইলাঙ বর।
চৌদ্দ যুগের কথা সুন আমার গোচর ॥
চৌদ্দ যুগের কথা তুমি সুন নৈরাকার।
ই তিন ভুবনে পাতকী নাহি আর ॥
সম্মুখে রচিল গোঁসাই পদমফুল।
তাহাতে বসিআ গোঁসাই জপে আদ্য মূল ॥
নানা পত্র বহিআ গেল ই তিন ভুবন।
পাতাল ভুবন লাগি করিল গমন ॥
দুআদশ বৎসরে মৃত্তিকার লাগি পাইল।
হস্ত করি মৃত্তিকা শরীরে বুলাইল ॥
বাটুল প্রমাণ মৃত্তিকা হস্তেত করিঞা।
শূন্যাকারে ধর্ম্ম গোসাঞি উঠিল ভাসিঞা ॥
পুনরপি আসিয়া পদ্মেত কৈল ভর।
মনে মনে চিন্তে গোঁসাই ধর্ম্ম নৈরাকার ॥
মনে মনে চিন্তে তবে ধর্ম্ম অধিপতি।
কার উপর স্থাপিব নির্ম্মল বসুমতী ॥
আপনে ধর্ম্ম গোঁসাই গজমূর্ত্তি হইল।
গজের উপরি বসুমতীকে স্থাপিল ॥
গজ সহিতে নারে পৃথিবীর ভর।
গজ সহিতে পৃথিবী জায় রসাতল ॥
গান করে দেবীর ব্রত সুখী সর্ব্বজয়া।
জে ঘাটে অবতার করিব মহামায়া ॥
দেবীর চরণে মাণিকদত্তে গাএ।
নায়কের ঘরে দুর্গা হবে বরদাএ ॥" (মঙ্গলচণ্ডীর প্রাচীন হস্তলিপি)

মাণিকদত্তের 'মঙ্গলচণ্ডী' অনুসারেও প্রথমে কলিঙ্গনগরে, তার পর গুজরাতে, তৎপরে উজানী নগরে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রচারিত হইতে দেখা যায়। মাধবাচার্য্য, কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম প্রভৃতির রচনা কতকটা পৌরাণিক মতানুসারিণী, কিন্তু মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডীর সহিত হিন্দুপুরাণের যেন কোন সংস্রব নাই। দ্বিজ জনার্দ্দনের মত মাণিকদত্তের গ্রন্থেও সেরূপ কবিত্ব, লালিত্য বা বর্ণনামাধুর্য্য নাই, ইহা যেন পদ্যের গন্ধযুক্ত গদ্য রচনা।

দ্বিজ জনার্দ্দনের মত দ্বিজ রঘুনাথের মঙ্গলচণ্ডিকার পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থের রচনাপ্রণালী দ্বিজ জনার্দ্দনেরই মত। এই গ্রন্থেও তেমন কবিত্ব বা মাধুর্য্য নাই—কালকেতু, ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যান সোজা কথায় অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

মাণিকদত্তের মত মদনদত্তরচিত এক খানি মঙ্গলচণ্ডী পাওয়া গিয়াছে, এখানি মাণিকদত্তের পরবর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়। কবি মধ্যে মধ্যে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

মাণিকদত্ত ও মদনদত্তের পর মুক্তারাম সেনের চণ্ডী বা 'সারদামঙ্গল' উল্লেখ করিতে পারি। এই গ্রন্থখানি ১৪৬৯ শকে* বা ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। গ্রন্থকার এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"চাটেশ্বরী রাজ্য বন্দোম পশ্চিমে সাগর।
বাড়ব অনল পূর্ব্বে তীর্থ মনোহর ॥......
তাহার উত্তরে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ হর।
চন্দ্রশেখর জাতে বসতি শঙ্কর ॥

* "গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিআ ভবানী ॥" (সারদামঙ্গল)

মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রী দেশ অধিকারী।
সিংহ সম রণে দ্বিজগণ প্রতিকারী ॥
চাটিগ্রাম রাজোত বন্দ্যোম নিজ গ্রাম।
বঙ্গহ জনমভূমি দেবগ্রাম নাম ॥
আদ্য গোত্র আদ্য সেন তেরজে বিশ্রাম।
বসতি জাহ্নবী কূলে রাঢ় হেন নাম ॥
স্বদেশেতে বংশাবলী ছিল পূর্বাপর।
বেদের উদ্ভব বৈদ্য পঞ্চম প্রবর ॥
আদ্য অত্রি অযুন ভার্গব বার্হস্পত্য।
স্বকীয় বিদ্যাতে পর উপকারী চিত্ত ॥
তথা হইতে আইলা কেহ রাজসঙ্গী হইয়া।
বাড়বাখ্য চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিয়া ॥
সে বংশে প্রপিতামহ রায় জয়দেব।
তান পুত্র নিধিরাম স্বাগতপারব ॥
পিতা মোর নন্দরাম তাহান সন্ততি।
তিন পুত্র লৈআ কৈল দেআঙ্গে বসতি ॥
সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম।
সদাএ ভবানী পদে মানস বিশ্রাম ॥
দয়ারাম দাস ভরদ্বাজ কুলমণি।
তান্ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসুতা আমার জননী ॥
পত্নী সঙ্গে সহগামী হইলে স্বর্গবাস।
তদবধি চিত্ত মোর সদাএ উদাস ॥
রচিতে ভবানী গুণ মনে ছিল আশা।
অতএব মায়ে মোরে না হইব নিরাশা ॥"

গ্রন্থের সর্ব্বত্রই এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়—

"গৌরী-পদ-নখ-চন্দ্র-সুধা অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে ॥"

মুক্তারামের ভাষায় ভাব ও কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। এখানে একটী নমুনা দিতেছি—

রাগ তুড়ি—ঘোষা।
কেলি কমলে গো ত্রিপুরসুন্দরী ছোহে।
একি অঙ্গ ছটা, কত অরুণ ঘটা,
শিব জোগিয়া মন মোহে।
কালীদহে সুজে মাতা কমলের বন।
তদুপরি মাহেশ্বরী কুমারী বরণ।
অবহেলে গজ গিলে হেরিআ অবলা।
খেনে খেনে খেনে পেলে অতিশয় চপলা ॥
কোন খানে বাঘ সনে মৈসে করে কেলি।
ফণী সঙ্গে ভেক রঙ্গে বহে একু মেলি ॥
বাঘের ঠাই মৃগে জাই পুছএ কুশল।
তথাপিও কারে কেহ নাহি করে বল ॥"

মুক্তারাম আদ্যাশক্তির পরিচয়ে অগ্রসর হইলেও তাঁহার হৃদয় বৈষ্ণবীর ভাবে পূর্ণ, তিনি মধ্যে মধ্যে ধূয়ায় যে ব্রজবুলির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর ও ভাবোদ্দীপক।

তৎপরে দেবীদাস সেন, শিবনারায়ণ দেব, ক্ষিতিচন্দ্র দাস প্রভৃতি রচিত কএক খানি ক্ষুদ্র মঙ্গলচণ্ডী পাওয়া গিয়াছে,—ইহার মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থ 'নিত্য মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী' বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। এই সকল ক্ষুদ্র গ্রন্থ এক সময়ে মঙ্গলচণ্ডীর ভক্তগণ নিত্য পাঠ করিতেন বা শ্রবণ করিতেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, সূত্রগ্রন্থরূপ মঙ্গলচণ্ডীর আদি পাঁচালিগুলি ক্রমে বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া 'জাগরণ' নামে খ্যাত হয়। এই জাগরণ সাত দিন ও আট রাত্রি গীত হইত, এজন্য 'অষ্ট মঙ্গলা' নামে খ্যাত। জাগরণের পিতৃগণের মধ্যে মুক্তারামের নাম প্রথম প্রাপ্ত হই।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত হইতে আমরা স্পষ্ট জানিতে পারি যে, চারি শতবর্ষের পূর্ব্ব হইতেই 'মঙ্গলচণ্ডীর জাগরণ' হিন্দু-সমাজে বিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্ত্তী প্রথিতনামা কবিগণের 'জাগরণ' প্রচলিত ও সর্ব্বত্র আদৃত হইলে সেই সুপ্রাচীন অধিকাংশ জাগরণগুলি অপ্রচলিত বা বিলুপ্ত হইয়া যায়। 'জাগরণ' লিখিয়া যে সকল কবি পরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে কবিকঙ্কণ বলরাম, ভবানীশঙ্কর, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, ও মাধবাচার্য্য সর্ব্ব প্রধান।

উক্ত কবিগণের মধ্যে বলরাম কবিকঙ্কণের 'মঙ্গলচণ্ডী' অতি প্রাচীন। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া অঞ্চলে বলরামের চণ্ডীর গান প্রচলিত ছিল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই মুকুন্দরাম গ্রন্থারম্ভে বন্দনায় লিখিয়াছেন,—

"গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ।"

কেহ কেহ মনে করেন যে, বলরাম কবিকঙ্কণই মুকুন্দরামের শিক্ষাগুরু। কিন্তু "গীতের গুরু" উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে তাঁহারই গান মুকুন্দরামের আদর্শ হইয়াছিল। বলরাম মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও ঠিক কোন্ সময়ের লোক, তাহা জানা যায় নাই। তাঁহার রচিত সম্পূর্ণ গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না।

বলরামের পর মাধবাচার্য্যের নাম করিতে পারি। তিনি দিল্লীশ্বর অকবরের রাজত্বকালে তখনকার সপ্তগ্রামের অন্তর্গত ত্রিবেণীবাসী পরাশরের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৫০১ শকে (১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার চণ্ডীর জাগরণ রচিত হয়। কেহ এরূপও লিখিয়াছেন যে, মাধবাচার্য্য ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণাংশে পল্লাতীরবর্ত্তী নবীনপুর গ্রামে গিয়া বাস করেন এবং তথায় তাঁহার 'জাগরণ' রচিত হয়। কিন্তু মাধবাচার্য্যের বৃহৎ গ্রন্থ হইতে এরূপ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ২১০ বর্ষের প্রাচীন কৃষ্ণরামের গ্রন্থ হইতে পাইয়াছি, তৎপূর্ব্বে মাধবাচার্য্যের গান দক্ষিণরাঢ়ে বিশেষ প্রচলিত ছিল।

মাধবাচার্য্য কোন্ আদর্শ লইয়া চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন,

তাহা জানা যায় নাই। তবে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ও মাধবাচার্য্যের বর্ণিত বিষয়ে, উদ্দেশ্যে ও ভাবে অনেক স্থানে মিল থাকায় উভয় কবির এক প্রকার আদর্শ ছিল বলিয়াই মনে হয়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ১৫১৫ শকে * অর্থাৎ মাধবাচার্য্যের 'জাগরণ' রচিত হইবার ১৪ বর্ষ পরে তাহার অপূর্ব্ব কবিকীর্ত্তি অভয়ামঙ্গলে 'দেবীর চৌতিশা' সম্পূর্ণ করেন। এরূপ স্থলে উভয়ের এক আদর্শ হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে।

মাধবাচার্য্যের রচনায় সরল প্রাকৃতিক চিত্র পরিব্যক্ত! তিনি ক্ষুদ্র ঘটনা ও ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া যেরূপ গ্রাম্যচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা অতি স্বাভাবিক ও বেশ সুললিত। যদি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে মাধবাচার্য্যকেই হয়ত আমরা চণ্ডীকবির শ্রেষ্ঠ আসনদানে অগ্রসর হইতাম। উভয় কবির রচনায় অনেক স্থলে মিল আছে এবং পাঠ করিলে মনে হইবে যেন মাধবাচার্য্যের কথাগুলিই মুকুন্দরাম উজ্জ্বল ভাষায় এবং অদ্বিতীয় কবিত্বনৈপুণ্যে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। উভয় কবির রচনা তুলিয়া দেখাইতেছি,—

মাধবাচার্য্য

"তবে বাড়ে বীরবর, জিনি মত্ত করিবর, গজশুণ্ড জিনি কর বাড়ে।
জতেক আথুটি সুত, তারা সব পরাভূত, খেলায় জিনিতে কেহ নারে॥
বাঁটুল বাঁশ লৈয়া করে, পশুপক্ষী চাপিধারে, কাহার ঘরেতে নাহি জায়।
কুঞ্চিত করিয়া আঁখি, থাকিয়া মারএ পাখী, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে জায়॥"

কবিকঙ্কণ

"দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বলে মত্ত গজপতি, রূপে নব রতিপতি, সভার লোচনসুখহেতু॥
নাক মুখ চক্ষু কান, কুন্দে জেন নিরমান, দুই বাহু লোহার সাবল।
রূপ গুণ শীলবাড়া, বাড়ে জেন হাথী কড়া, জেন শ্যাম চামর কুন্তল॥
বিচিত্র কপালতটী, গলায় জালের কাঁটি, কর জোড়া লোহার শিকলি।
বুক শোভে ব্যাঘ্রনখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধুলি মাখে, কটিতটে শোভএ ত্রিবলি॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা, খেলে ডাণ্ডাগুলি ভাঁটা, কানে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল।
পরিধান রাঙ্গা ধড়া, মস্তকে জালের দড়া, শিশু মাত্র জেমন মণ্ডল॥
সহিয়া শতেক ঠেলা, জার সঙ্গে করে খেলা, তার হয় জীবন সংশয়।
জে জন আকুড়ি করে, আছাড়ে ধরণী ধরে, ডরে কেহ নিকটে না যায়॥
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, সজারু তাড়িয়ে ধরে, দূরে গেলে ধরাএ কুক্কুরে।
বিহঙ্গম বাঁটুলে বিন্ধে, লতায় জড়িয়ে বাঁধে, স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে॥"

উদ্ধৃত উভয়ের কবিতা তুলনা করিলে মুকুন্দরামকে প্রথম শ্রেণির এবং মাধবাচার্য্যকে দ্বিতীয় শ্রেণির কবি বলিয়া মনে হইবে। মাধবাচার্য্যের লেখনীতে শান্ত ও করুণ রসের বর্ণনা অতি মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে—

"কাল ভ্রমর যথা মন তথা চলি জাও।
আমার সংবাদ প্রাণনাথেরে জানাও॥
সে কথা কহিবে প্রভুর ঘনাইআ কাছে।
সুস্থির সম্ভ্রমে কহিও লোকে শুনে পাছে॥
চরণ কমলে শত জানাইও পরনাম।
অবশেষে শুনাইও রাধার নিজ নাম॥" (প্রাচীন হস্তলিপি)

মাধবাচার্য্যের হাতে সমাজের চিত্র ও রাজপুরুষগণের চিত্রও মন্দ অঙ্কিত হয় নাই। যোদ্ধা সৈন্যগণ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া কবি লিখিয়াছেন—

"কোপে বোলে কালদণ্ড, শুনরে ভাই প্রচণ্ড, মিছা কেন কর হটহাট।
লুটিব আব পুরিব, কালকেতুরে ধরিব, নগর করিব ধুলাপাট॥"

কবিকঙ্কণের প্রভাবে মাধবাচার্য্যের গান দক্ষিণরাঢ়ে সেরূপ আদৃত হইতে পারে নাই। কবির বংশধরগণ পূর্ব্ব বঙ্গে গিয়া বাস করেন, সেই সঙ্গে কবির 'জাগরণ' পালাগুলিও পূর্ব্ব বঙ্গে আনীত হয়। পূর্ব্ববঙ্গ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে আজিও মাধবাচার্য্যের জাগরণ পরম সমাদরে সাধারণে শুনিয়া থাকে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের নিজ পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি।

[কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম শব্দ দ্রষ্টব্য।]

বটতলা হইতে প্রকাশিত কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে—

"শকে রস-রস-বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥"

এইরূপ উক্তি থাকায় কেহ কেহ ১৪৬৬ শকে চণ্ডীকাব্যের রচনা কাল ধরিয়াছেন, কিন্তু এই শ্লোকটী যে প্রক্ষিপ্ত, ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য নাই, তাহা কবিকঙ্কণের বর্ণনা হইতেই জানা যায়। তাঁহার রচনাকালে গৌড়বঙ্গে রাজা মানসিংহের অধিকার চলিতেছিল। ১৫৮৯ হইতে ১৬০০ পর্য্যন্ত মানসিংহের অধিকার। এরূপ স্থলে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথিতে আমরা যে ১৫১৫ শক (১৫৯৩ খৃঃ অঃ) পাইতেছি, তাহাই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিলাম। কবি ডিহিদার মামুদসরিফের অত্যাচারে সপ্ত পুরুষের জন্মস্থান দামুন্যা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন। "দামুন্যার লোক যত, শিবের চরণে রত"—এইরূপে তিনি দামুন্যায় শৈবপ্রভাবেরই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজেও একজন শিবভক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি শিবসংকীর্ত্তন রচনা করেন। তবে সেই গ্রন্থে তেমন কবিত্বের পরিচয় না থাকায় সেরূপ প্রচারিত হয় নাই। বঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক কবি যেরূপ স্বপ্নাদেশে স্ব স্ব মঙ্গল গীত রচনা করেন, মুকুন্দরামও সেইরূপ দেবীর স্বপ্নাদেশে দেবীর মঙ্গল লিখিয়া গিয়াছেন।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল বা অভয়ামঙ্গল বাঙ্গালী গ্রাম্যকবির অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। কি স্বভাববর্ণনায়, কি সামাজিক চিত্র অঙ্কনে, কি তৎকালীন দেশের রীতিনীতিপ্রদর্শনে, বলিতে কি

---

* "চাপ্য ইন্দু বাণ সিন্ধু শক নিয়োজিত।
পক্ষ বিংশে মেষ অংশে চৌতিশা পুর্ণিত॥" (কবিকঙ্কণ)

এ পর্য্যন্ত বঙ্গের কোন কবিই কবিকঙ্কণের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। কবি অতি সামান্য বিষয়-বর্ণনা কালেও যেরূপ অন্তর্দৃষ্টি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। তিনি মিথ্যাকল্পনার একান্ত বিরোধী। কালুকেতুর ভয়ে পশুগণ আকুল হইয়া চণ্ডীর আশ্রয় লইয়াছেন, তখন দেবীর সহিত পশুগণের কথোপকথন মধ্যে যেন কবি একটী গূঢ় রাজনৈতিক বিপ্লবের আভাসই দিয়াছেন। কবি ভালুকের মুখে বলিয়াছেন—

"বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না রাখি তালুক।"

ঐরূপ অপর পশুগণের মুখে কবি যেরূপ কাতরোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে পশুদ্বন্দ্ব নহে, পরোক্ষে কবি যেন মুসলমান-শক্তির নিকট বিড়ম্বিত হিন্দু সমাজের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। কবি কোন রাজাধিরাজ অথবা কোন রাজপুত্রকে আপন গ্রন্থের নায়ক করেন নাই, সুতরাং তাঁহার হস্তে রাজপ্রাসাদের চাক্‌চিক্যময় ও আড়ম্বরপূর্ণ প্রথম শ্রেণির চিত্র আশা করিতে পারি না। তাঁহার মঙ্গল গীতের দুই জন নায়ক, এক জন ব্যাধপুত্র কালকেতু ও অপর বণিকপুত্র ধনপতি। একটীর বর্ণনায় পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র পরিবারের দুঃখের চিত্র এবং অপরটীতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সুখ দুঃখের উজ্জ্বল চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। দুইটী নায়কের পরিচয় দিতেছি—

কালকেতুর কথা।

ইন্দ্রের এক পুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম নীলাম্বর। ইন্দ্র শিবপূজা করিতেন, নীলাম্বর ফুল যোগাইতেন। দেবীর মায়ায় একদিন স্বর্গে ফুল মিলিল না। নীলাম্বর মর্ত্ত্যে আসিয়া যেখানে ধর্ম্মকেতু ব্যাধ সুখে বিচরণ করিতেছিল, শ্রান্ত হইয়া সেই-খানে উপস্থিত হইলেন। ব্যাধের সুখের জীবন দেখিয়া তাঁহারও ব্যাধ হইতে সাধ হইয়াছিল। পরে ফুল লইয়া স্বর্গে গেলেন। ঘটনাক্রমে সেইদিন তাহার আহৃত ফুলের সঙ্গে একটী পোকা গিয়া মহাদেবকে দংশন করিল। মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া নীলাম্বরকে শাপ দিলেন, "তুমি মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ কর।" তাঁহার পত্নী ছায়াও পতির অনুসরণ করিলেন। এই নীলাম্বরই ব্যাধপুত্র কালকেতু এবং ছায়া ফুল্লরারূপে জন্মিলেন।

কালকেতু দেবচরিত্র লইয়া পৃথিবীতে আসে নাই। কালকেতুতে আমরা এক দুর্দ্দান্ত ও অসমসাহসী ব্যাধের চিত্রই পাই। বাল্যকালেই তাহার তাড়নায় শৃগাল কুকুর অস্থির, তাহার বাঁটুল প্রহারে বিমানবিহারী শত শত পক্ষী গতপ্রাণ, আহার জোগাইতেও তাহার মাতা ত্রস্ত। একাদশ বর্ষে কালকেতুর সহিত ফুল্লরার বিবাহ উপস্থিত হইল। বরপক্ষ হইতে সোমাই ওঝা যখন সম্বন্ধ করিতে যান, তখন ফুল্লরার পিতা সঞ্জয় ব্যাধ ঘটক মহাশয়কে কন্যার পরিচয় দিয়া বলেন, ফুল্লরা রূপেও যেমন গুণেও তেমন, বেশ কিনিতে বেচিতে পারে, ভাল রাঁধিতে জানে। বিবাহের পর ফুল্লরা স্বামীগৃহে আসিয়া তাহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইত। কালকেতু শিকার করিয়া হস্তীদন্ত, চামরের পুচ্ছ, শূকরের মাংস, যাহা কিছু আনিত, ফুল্লরা সেই সকল মাথায় করিয়া বেচিয়া বেড়াইত। শীতাতপে ক্লেশ বোধ করিত না। তাহার হাতে রান্না খাইয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হইত। দরিদ্রের কুটীরে বিষম দারিদ্র্য আসিয়া দেখা দিল, কালকেতুকে সপ্তাহে দুই একদিন উপবাসী থাকিতে হইত, কিন্তু অভাগিনী ফুল্লরার নিত্যই উপবাস। কখনও অর্দ্ধাশন, কখন তাহাও জুটে না। সেই দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও ব্যাধদম্পতীর হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে কি যেন একটা ঐশ্বরিক ভাব আসিয়া উদিত হইল। ব্যাধ-নন্দনের সে তেজ সে ঔদ্ধত্য কিছু দিনের জন্য শিথিল হইয়া গেল। অনেকে ভাবিল কালকেতুকে দানো পাইয়াছে, ফুল্লরা খাইতে না পাইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে, তথাপি ব্যাধনন্দনের শিকারে ভ্রূক্ষেপ নাই। হঠাৎ একদিন যেন তাহার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল, সে তীর ধনুক লইয়া পশুকুল নির্ম্মূল করিতে ছুটিল। এবার তাহার প্রভাব পশুগণ সহ্য করিতে পারিল না। সকলেই কাতর হইয়া দেবী চণ্ডীর আশ্রয় লইল। আশ্রিত-বৎসলা মহামায়া সেই বন্য শ্বাপদসঙ্কুল কাননে দেখা দিলেন, আশীষ বাক্যে সকলকে সান্ত্বনা করিলেন। ঠিক সেই সময়ে কালকেতুর হৃদয় পুলকে পরিপুরিত হইল। প্রত্যূষে ব্যাধ-নন্দন আবার শরাসন লইয়া শিকারে ছুটিল, কিন্তু আজ মহামায়ার মায়ায় সমস্ত বনপ্রদেশ কি এক অদ্ভুত কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। বেলা অধিক হইল, কিন্তু আজ সূর্য্যদেবের দেখা নাই। পথে আসিবার সময় সে একটা স্বর্ণগোধিকা পাইয়া-ছিল। সমস্ত দিন বনে ঘুরিয়াও যখন শিকার জুটিল না, তখন ম্লানমুখে ব্যাধনন্দন ঘরে ফিরিল, ফিরিবার সময় নিস্বশাখায় আবদ্ধ সেই স্বর্ণগোধিকাটী লইয়া চলিল। কুটীরে আসিয়া কাল-কেতু ফুল্লরাকে জানাইল, আজ এইটাকে শিকপোড়া করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিব। ফুল্লরা দুই সের ক্ষুদ ধার করিয়া আনিয়া অতি কষ্টে সে দিনের আহারের যোগাড় করিল। খানিকটা বাসী মাংস ছিল, তাহা লইয়া কালকেতু গোলাহাটের দিকে বেচিতে চলিল। এদিকে ধনুর গুণ ছিঁড়িয়া গোধিকা-রূপিণী ভগবতী এক অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। সেই অপূর্ব্ব ও অনিন্দ্য সুন্দরী মূর্ত্তিকে হঠাৎ কুটীরের দ্বারদেশে দেখিয়া ফুল্লরা করজোড়ে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আপনি?

কেন হেথায় আসিয়াছেন। দেবী স্মিতমুখে কহিলেন, আমি ইলাবৃত দেশের রাজকুমারী, কালকেতুকে আমি বড় ভালবাসি, তাই আমার পাগল স্বামীকে ফেলিয়া এখানে আসিয়াছি। দেবীর কথায় ফুল্লরা যেন বজ্রাহত হইল, তাহার বুকটা যেন দমিয়া গেল, মনের কথা চাপিয়া রাখিয়া সে দেবীকে কতই সতী সাধ্বীর ইতিহাস শুনাইল, স্বামী পাগল হইলেও তাঁহাকে ছাড়িলে পরিণামে বহু কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, তাহাও বুঝাইয়া দিল। কিন্তু যখন তাহার হিত কথায় দেবী নড়িলেন না, তখন ফুল্লরা ব্যাধ-জীবনের কষ্টের কথা একে একে বলিতে লাগিল। বারমাসই যে তাহাদের কষ্টে যায়, তাহাদের অদৃষ্টে যে একদিনও সুখ হয় না, তাহাও প্রকাশ করিল। তথাপি দেবী সরিলেন না। বিশেষতঃ দেবী যখন ফুল্লরাকে বলিলেন, তোমাদের চিরদিনের দুঃখের অবসান করিতে আসিয়াছি, আমার অঙ্গের এই সমস্ত অলঙ্কার পাইবে।

দেবীর এই কথায় ফুল্লরার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। তাহার হৃদয়ের দেবতাকে আর একজন অধিকার করিতে আসিয়াছে, ভাবিয়া ফুল্লরা কাঁদিয়া ফেলিল। এখানে কালবিলম্ব না করিয়া পতিসোহাগিনী ব্যাধবালা পতিকে খুঁজিতে চলিল। পথে কালকেতুর সহিত দেখা হইল, কতই অভিমানে, কতই দুঃখে স্বামীকে কহিল, ভগবান্ আজ বিমুখ হইয়াছেন, তোমার নিষ্পাপ চরিত্র কেন কলঙ্কিত হইল, কাহার সুন্দরী মেয়ে ঘরে আনিলে, কলিঙ্গরাজ শুনিলে তোমার প্রাণ লইবে, আমার জাতিনষ্ট করিবে। ক্ষুধায় কাতর ও পথশ্রান্ত কালকেতু অসময়ে রসিকতা ভাবিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। মিথ্যা হইলে ফুল্লরার নাক কাটিয়া দিবে, এইরূপ শাসাইয়া, উভয়ে গৃহাভিমুখে ছুটিল। দ্বারদেশে আসিয়া ভগবতীর দর্শন পাইল। ভীত ও ব্যাকুল হৃদয়ে কালকেতু এই অনুপযুক্ত স্থান ছাড়িয়া দেবীকে চলিয়া যাইতে কতই অনুরোধ করিল। কিন্তু যখন দেবী তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহিলেন না, তখন কালকেতু অস্তাচলগামী সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া দেবীকে বধ করিবার জন্য ধনুকে শরযোজনা করিল। কিন্তু একি, ব্যাধের হাত আর নড়িল না। তখন দেবী আপনার পরিচয় দিলেন, কিন্তু ব্যাধনন্দন তাঁহার কথায় প্রথমে বিশ্বাস করিল না, দেবীর দশভুজা মূর্ত্তি দেখিতে চাহিল। তখন ভগবতী, অপূর্ব্ব দশভুজা মূর্ত্তিতে দশদিক্ আলোকিত করিয়া, ব্যাধনন্দনের সম্মুখে দেখা দিলেন। কালকেতু সস্ত্রীক মঙ্গলচণ্ডীর পদে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। দেবী উভয়কে তুলিয়া একটী অঙ্গুরী দিলেন, আর ডাড়িম গাছের নীচে সাত ঘড়া ধন আছে, তাহা তুলিয়া লইতে কহিলেন। তখন ভক্ত ব্যাধ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, মা! আমি ধন রত্ন কিছুই চাই না। আমি তোমার ঐ জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি দেখিতে চাই।" যাহা হউক ভগবতীর আদেশে কালকেতু সাত ঘড়া ধন পাইল। শঙ্খদত্ত বণিক সাত কোটী টাকা দিয়া সেই অপূর্ব্ব অঙ্গুরীটী কিনিয়া ফেলিলেন। গুজরাতের এক বিশাল জঙ্গল কাটাইয়া কালকেতু রাজ্য স্থাপন করিল। এ সময়ে কলিঙ্গ রাজ্য প্রবল বন্যায় ভাসাইয়া গিয়াছিল। প্রজারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গুজরাটে কালকেতুর রাজ্যে গিয়া বাস করিল। পরম ধার্ম্মিক কালকেতুর যত্নে তাহার নবরাজ্য মহাসমৃদ্ধিশালী হইয়া পড়িল। কিন্তু অল্পদিন পরেই কালকেতুর এই অতুল ঐশ্বর্য্য অতৃপ্তিকর বোধ হইতে লাগিল। এদিকে কলিঙ্গপতি নিজ সমৃদ্ধ রাজ্যের পতনাবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং কালকেতুকে তাহার মূল জানিয়া তাহার রাজ্যাক্রমণের বিপুল আয়োজন করিলেন, তিনি সসৈন্যে গুজরাটে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন।

কালকেতু অদ্বিতীয় বীরত্ব দেখাইয়া কলিঙ্গরাজকে পরাজয় করিল। কলিঙ্গপতি দেশে ফিরিতে বাধ্য হইলেন। কিছুদিন পরে আবার সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া গুজরাট অধিকার করিতে পাঠাইলেন। এবার ফুল্লরা কিছু চিন্তিত হইল।

প্রথমে স্ত্রীর কথায় কালকেতু রণে বিমুখ হইয়াছিল, কিন্তু যখন শুনিল কলিঙ্গ-সৈন্য গুজরাট উৎসন্ন দিতেছে, প্রজার প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য বীর একাকীই যুদ্ধে বাহির হইল। কিন্তু একাকী সেই বহু সৈন্যের সহিত কতক্ষণ যুঝিবে। বীর কোটালের হাতে বন্দী হইল।

মহাবীর কালকেতু লৌহনিগড়ে আবদ্ধ হইয়া কলিঙ্গরাজের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। প্রহরীগণ তাহার বক্ষে বৃহৎ পাথর চাপাইয়া দিল। ব্যাধনন্দন জীবনের নশ্বরতা বুঝিল। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা একবার ভাবিল। নির্জ্জন কারাগারে ভক্ত প্রাণ ভরিয়া মহামায়াকে ডাকিতে লাগিল। দেবী তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, কোন ভয় নাই, রাজা তোমায় ভেট দিয়া লইয়া যাইবে।

এদিকে কলিঙ্গপতি সেই গভীর রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, খর্পর-ধারিণী ভীমা বিশাললোচনা ভৈরবী তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইতেছেন। যোগিনীগণ ও দানাগণ যেন তাহার রাজ্য ধ্বংস করিতেছে। আর কালকেতুকে গজপৃষ্ঠে বসাইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার শিরে ছত্র ধরিয়াছে। পরদিন প্রভাতে উঠিয়াও সংবাদ পাইলেন যে, চণ্ডীর নফরেরা তাঁহার সভাসদ্-গণের দুর্গতি করিয়াছে।

রাজা কালবিলম্ব না করিয়া নিজেই কারাগারে চলিলেন, তথায় বন্ধনমুক্ত কালকেতুকে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন। অবশেষে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, উপযুক্ত রাজ-

সম্মানে ভূষিত করিয়া তাহাকে গুজরাটের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। দেবীর কৃপায় মৃত সৈন্যগণ আবার বাঁচিয়া উঠিল। গুজরাটে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল।

অল্পদিন পরেই কালকেতুর পুষ্পকেতু নামে এক পুত্র জন্মিল। এদিকে তাহার অভিশাপকালও শেষ হইয়া আসিল। তখন ব্যাধনন্দন ভূঞারাজদিগকে আনাইয়া মহাসমারোহে পুষ্পকেতুকে সিংহাসনে বসাইল, এবং সকলের নিকট বিদায় লইয়া পত্নীর সহিত ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

এইরূপে কলিঙ্গে ও তৎপরে গুজরাটে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ, গুজরাট প্রতিষ্ঠাকালে যেরূপ বিভিন্ন সমাজের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সময়ে বিভিন্ন জাতির কি কি কাজে অধিকার ছিল, তাহার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। তৎপরে উজানি নগরে কিরূপে পূজা প্রচারিত হইল, তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

খুল্লনা ও ধনপতি।

দেবী পুরুষের হাতে পূজা পাইয়াছেন। এবার স্ত্রীর হাতে পূজা লইতে হইবে। পদ্মার সহিত যুক্তি করিয়া শেষে দেবনর্ত্তকী রত্নমালাকে দিয়াই তাঁহার পূজাপ্রচারে ইচ্ছা হইল।

রত্নমালা সুধর্ম্ম সভায় নৃত্য আরম্ভ করিল। দেবীর মায়ায় তাহার তাল ভঙ্গ হইল। ভবানী তাহাকে অভিশাপ করিলেন যে তোমার যৌবনের বড় গর্ব্ব হইয়াছে। পৃথিবীতে গিয়া জন্ম গ্রহণ কর। দেবীর অভিশাপে ইছানী নগরে লক্ষপতি সদাগরের ঔরসে রম্ভাবতীর গর্ভে রত্নমালা জন্ম লইল। পিতা মাতা নাম রাখিল খুল্লনা। এমন রূপসী, এমন কমনীয়া কন্যা বণিকবংশে যেন আর জন্মে নাই। পিতামাতার আদরে বারবর্ষ পর্য্যন্ত খুল্লনার বিবাহ হইল না।

উজানী নগরে যুবক ধনপতি দত্ত নামে এক গন্ধবণিক বাস করিতেন। লহনা নামে এক সুন্দরীর সহিত তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। একদিন তিনি পায়রা লইয়া খেলা করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার একটী পায়রা উড়িয়া গিয়া খুল্লনার বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইল, খুল্লনা, ধনপতির খুড় শ্বশুরের কন্যা, ধনপতি পায়রা চাহিতে গেলে, নবযৌবনা খুল্লনা ভগিনীপতি সম্বন্ধ ধরিয়া বেশ মিষ্ট ঠাট্টা করিয়া সরিয়া পড়িলেন। খুল্লনার অপূর্ব্বরূপ দেখিয়া ধনপতির মাথা ঘুরিয়া গেল, কিরূপে তাহাকে বিবাহ করিবেন, তখন সেই চিন্তা প্রবল হইল। ধনপতি ধনে, মানে কুলে শীলে নিজ সমাজে প্রধান, কাব্য নাটক পড়িয়াও পণ্ডিত। সুতরাং খুল্লনার পিতা সহজেই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কি করিয়া ধনপতি বিবাহ করেন? তাঁহার জ্যেষ্ঠা স্ত্রী তাঁহাকে কি বলিবে। লহনা সদাগরের বিবাহের কথা শুনিয়াছিল। শুনিয়া তাহার বড়ই অভিমান হইয়াছিল। ধনপতি লহনাকে অনেক মিষ্ট কথায় ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন—

"রূপনাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের কালে।
চিন্তামণি নাশ কৈলে কাচের বদলে।
স্নান করি ভাসি শিরে না দেও চিরুণি।
রৌদ্র না লয়ে কেশ শিরে বিন্ধে বেণি।
* * * * * *
যুক্তি যদি দেহ মোরে কহিব প্রকাশি।
রন্ধনের তরে তব করি দিব দাসী।"

মিষ্ট কথায় লহনা ভুলিল, বিশেষতঃ সে পাঁচতোলা সোণা পাইয়া আর কোন আপত্তি করিল না। বিবাহের পর ধনপতি দ্বাদশ-বর্ষীয়া খুল্লনাকে লহনার হস্তে সঁপিয়া দিয়া গৌড়যাত্রা করিলেন। লহনা খুল্লনাকে যথেষ্ট ভাল বাসা দেখাইতে ক্রটী করিল না।

"দু সতীনে প্রেম বন্ধ, দেখিয়া লাগয়ে ধন্ধ,
সুবর্ণে জড়িত যেন হীরা।"

লহনা সরলা, তাহার দাসী দুর্ব্বলা অতিকুটিলা। সে লহনাকে বুঝাইল, সতিনী বাঘিনী, তাহাকে প্রশ্রয় দিতে নাই। প্রশ্রয় দিলে ঘোর অনিষ্ট হইবে। সরলা লহনা দাসীর কথায় ভুলিল। কিরূপে খুল্লনাকে সে স্বামীর চক্ষের বিষ করিবে, তাহার মন্ত্র তন্ত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিল। শেষে এক জাল পত্র খাড়া করিল। তাহাতে লেখা ছিল, খুল্লনা আজ হইতে ছাগল চরাইবে, ঢেঁকী শালে শুইবে, এক বেলা আধ পেটা ভাত খাইবে, ছেড়া খুঁয়া কাপড় পরিবে। খুল্লনা সেই পত্র দেখিয়া জাল বলিয়া সাব্যস্ত করিল, সে পত্র যে সদাগরের নিকট হইতে আসিয়াছে, লহনা তাহা নানা প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। অবশেষে লহনা রাগিয়া উঠিল ও মারিতে গেল। খুল্লনার প্রকৃতি সেরূপ কলহপ্রিয় ছিল না। সে আত্মরক্ষা করিতে গেলে, তাহার অঙ্গুরীটী হঠাৎ গিয়া লহনার বুকে গিয়া বাজিল, তখন লহনা যথেষ্ট প্রহার আরম্ভ করিল। অবশেষে উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। মার খাইয়া খুল্লনা অচেতন হইয়া পড়িল। প্রাণভয়ে শেষে খুল্লনা লহনার আদেশ পালনে বাধ্য হইল। নবযৌবনা সুন্দরী খুল্লনা ছাগ পাল লইয়া, অজয় নদীর কূলে বেড়াইতে চলিল, চারিদিকে শস্য-পূর্ণ কৃষিক্ষেত্র, অভাগিনী খুল্লনা মাথায় পাতা দিয়া, ছাগ চরাইতে যাইতেছে, কৃষকগণ তাহাকে গালাগালি দিতেছে। এইরূপে অতিকষ্টে এক প্রকার অনাহারে, পতির বিরহ বেদ-নায় পতিপ্রাণা খুল্লনার এক বৎসর কাটিয়া গেল। খুল্লনার সেই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, কবিকঙ্কণ খুল্লনার যে বারমাস্যা ও

আহার ব্যবহার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইয়া পড়িতে হয়, কবির অপূর্ব্ব কাব্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়।

এত কষ্টে, এত রৌদ্রতাপে, পথ ক্লেশে, খুল্লনা পতিবিরহ ভুলিতে পারে নাই। বসন্তের ভ্রমর গুঞ্জন, কোকিলের কুহুস্বর, প্রস্ফুটিত কুসুমসমূহের শোভা তাহাকে অধীরা করিয়াছিল। এইরূপ বসন্তশোভা দেখিতে দেখিতে নির্জ্জন প্রান্তরে অভাগিনী ঘুমাইয়া পড়িল, এই সময় দেবী চণ্ডী মাতৃরূপে তাহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, তোর অদৃষ্টে কত কষ্ট আছে, তোর সর্ব্বণী ছাগলটীকে শৃগালে খাইয়াছে,—

"তোর দুখ দেখিয়া পাঁজরে বিন্ধে ঘুন।
আজি সে লহনা তোরে করিবেক খুন।"

বাস্তবিক খুল্লনা জাগিয়া দেখিল, তাহার ছাগলটী নাই। খুল্লনা ভয়ে আর সে দিন ঘরে ফিরিয়া গেল না। কাঁদিতে কাঁদিতে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই সময়ে পঞ্চ কন্যা আসিয়া তাহাকে চণ্ডীপূজা শিখাইল। অভাগিনী দেবীর দেখা পাইল, মঙ্গলচণ্ডী তাহাকে পতিপুত্রলাভের বর দিয়া গেলেন।

এতদিন ধনপতি সদাগর বাড়ীর কথা ভুলিয়াছিলেন। গৌড়ে তিনি কিছু ব্যসনাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে দিন দেবী খুল্লনাকে বর দিয়াছিলেন, সেই রাত্রিতেই সদাগর খুল্লনাকে স্বপ্নে দেখিলেন ও কাল বিলম্ব না করিয়া বাটী আসিলেন।

খুল্লনার দুঃখের রাত্রি শেষ হইল। তাহাকে বাড়ীতে আসিতে না দেখিয়া, লহনা কিছু অনুতপ্ত। স্বামীর অনুরোধ তাহার মনে হইল, পর দিন প্রভাতে খুল্লনা যখন বাড়ী ফিরিল, তখন লহনা তাহাকে আদর ও যত্ন করিয়া ঘরে লইল। এদিকে ধনপতি আসিলেন, বহু লোক তাহার সহিত দেখা করিতে আসিল, সাধুর ঘরে ধুমধাম পড়িয়া গেল, লহনা নূতন বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া, স্বামীর সহিত আলাপ করিতে আসিল। ধনপতি লহনার আপত্তি না শুনিয়া খুল্লনাকেই রাঁধিতে বলিল। খুল্লনার রাঁধা অন্ন ব্যঞ্জন খাইয়া সকলেই তাহার ধন্য ধন্য সুখ্যাতি করিতে লাগিল। সকলের খাওয়া হইলে, খুল্লনা গিয়া লহনার পায়ে ধরিয়া আনিয়া উভয়ে ভোজন করিতে বসিল, তার পর খুল্লনা সাধুর ইচ্ছামত তাহার শয্যাগৃহে গেল, লহনা তাহাতেও অনেক বাধা দিয়াছিল, কিন্তু খুল্লনা তাহার সে বাজে কথায় কাণ দিল না। সে রাত্রিতে খুল্লনা আপনার সকল দুঃখের কথা ধনপতিকে বলিয়া ফেলিল। তৎপরে ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত। বণিক-সমাজে মালা চন্দন লইয়া ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল, 'খুল্লনা বনে বনে ছাগল চরাইত, তাহাকে ধনপতি কিরূপে গৃহে রাখিয়াছেন? কেহ বলিল, খুল্লনা যদি সতী হয় তবে পরীক্ষা হউক, নচেৎ আমরা এ বাটীতে খাইব না। যদি পরীক্ষা না হয়, তবে এক লক্ষ টাকা দিতে হইবে। ধনপতি লক্ষ টাকা দিতেই সম্মত হইলেন, কিন্তু খুল্লনা তাহাতে রাজি নয়, সে বলিল আজ লক্ষ টাকা দিলে, পরে আবার অন্য এক কাজে দ্বিগুণ চাহিতে পারে ও আমারও কলঙ্ক থাকিয়া যাইবে, আমি হয় পরীক্ষা দিব নয় বিষ খাইয়া মরিব। তাহাকে জলে ডুবাইয়া, আগুণে ফেলিয়া পরীক্ষা করা হইল। কিন্তু সকল পরীক্ষা হইতে সতী উত্তীর্ণ হইল, তখন শত্রুগণ খুল্লনাকে প্রণাম করিয়া ঘরে ফিরিল।

অল্প দিন পরেই রাজাদেশে চন্দনাদি আনিবার জন্য ধনপতিকে সিংহলে যাইতে হইল। তিনি সাত ডিঙ্গা বোঝাই করিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। যাত্রাকালে খুল্লনা পতির মঙ্গলার্থ মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিতে বসিয়াছিল। "ডাকিনী দেবতা" বলিয়া সদাগর চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিয়া চলিলেন, অকুল সমুদ্রে চণ্ডী সেই দুষ্কর্ম্মের শোধ লইলেন। দেবী তাহার সাত ডিঙ্গার মধ্যে ছয় ডিঙ্গা ডুবাইলেন; এক মাত্র মধুকর লইয়া সাধু সিংহলে উপস্থিত হইলেন। পথে কালীদহে দেবী এক অপূর্ব্ব কমলে কামিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া সাধুকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করেন। ধনপতি সিংহলে আসিয়া সিংহলরাজকে সেই অদ্ভুত কথা শুনাইলেন। রাজা সাধুর কথায় বিশ্বাস না করিয়া তাহাকে এই রূপ অঙ্গীকার করাইলেন যে, কমলবনে গজলক্ষ্মীকে দেখাইতে পারিলে রাজা তাহাকে অর্দ্ধ রাজ্য দিবেন, নতুবা সাধুকে যাবজ্জীবন বন্দী থাকিতে হইবে। কিন্তু সাধু রাজাকে কালীদহে সেই দৃশ্য দেখাইতে পারিলেন না। তাহার যাবজ্জীবন কারাবাস হইল। কারাগারে চণ্ডী স্বপ্নে দেখা দিয়া ইঙ্গিত করিলেন, আমার পূজা করিলে তোর এ দুর্গতি দূর হইবে। কিন্তু ধনপতি উত্তর করিলেন, এখানে প্রাণ গেলেও শিব ভিন্ন অন্য কাহাকেও মনে স্থান দিব না।

এদিকে খুল্লনার এক পুত্র হইল, লহনা সতীনের যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষার ত্রুটী করিল না। মালাধর নামে এক গন্ধর্ব্ব শিবের অভিশাপে খুল্লনার গর্ভে জন্ম লইল। তাহার নাম হইল শ্রীপতি বা শ্রীমন্ত। শৈশবে শ্রীমন্ত বড় দুষ্ট ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বালক কাব্য অলঙ্কার পড়িয়া শেষ করিল। একদিন সাধুনন্দন গুরু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, পূতনা, অজামিল ইহারা অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াও মুক্তি পাইয়াছে, কিন্তু সূর্পনখার মুক্তি হওয়া দূরে থাক, তাহার নাক কাণ কাটা গেল, ইহার কারণ কি? ভক্তির মধ্যে আত্মদানই ত শ্রেষ্ঠ, সূর্পনখা সেই আত্মদান করিতে চাহিয়াছিল। গুরু মহাশয় উত্তর করেন, ইহা সকলই

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা। গুরুর উত্তরে শ্রীমন্ত তুষ্ট হইতে পারে নাই। বরং বিদ্রূপচ্ছলে গুরুকে দুই একটী কথা শুনাইয়া দিয়াছিল। গুরু তাহাতে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া শ্রীমন্তকে যারপর নাই গালি দিলেন, শ্রীমন্তও এক কালে চুপ করিয়া থাকিল না। কিন্তু যখন গুরু তাহার মাতার চরিত্র লক্ষ্য করিয়া কটাক্ষ করিলেন, তখন শ্রীমন্ত মাথা হেঁট করিয়া বাড়ীতে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। পিতার অনুসন্ধানে সিংহলে যাইবার জন্য সেই তরুণ বয়স্ক বালক অবিলম্বে প্রস্তুত হইল। মাতার কাতরতা, রাজার অনুরোধ কিছুতেই তাহাকে ফিরাইতে পারিল না। সাত ডিঙ্গা লইয়া শ্রীমন্ত সিংহল অভিমুখে চলিলেন। পূর্ব্বে ধনপতিও যেরূপ দেখিয়া ছিলেন, আবার শ্রীমন্ত সেইরূপ দেখিলেন, অনন্ত বারিধির মধ্যে কমল-বনে কমলদলবাসিনী। আবার সিংহলরাজসভায় কমলেকামিনীর কথা উঠিল—আবার শ্রীমন্ত ও সিংহলরাজ মধ্যে অঙ্গীকার বিনিময় হইল। শ্রীমন্ত কমলে কামিনীকে দেখাইতে পারিলে অর্দ্ধ রাজ্য পাইবে, নতুবা তাহার মাথা কাটা যাইবে। এবারেও কমলে কামিনী দেখা দিলেন না। শ্রীমন্তকে দক্ষিণ মশানে লইয়া চলিল, হায়! তরুণ বয়স্ক বালক মাথা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল।—মরিবার পূর্ব্বে শ্রীমন্ত পিতা মাতার উদ্দেশে তর্পণ করিতে লাগিল, চক্ষের জলে তর্পণের জল মিশিয়া গেল, অবশেষে মনে মনে সকল আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় চাহিল। অবশেষে প্রাণ ভরিয়া দেবী চণ্ডিকার স্তব করিতে লাগিল, সেই কাতর আহ্বানে ভগবতী আর থাকিতে পারিলেন না। মশানে আসিয়া শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া বসিলেন। দেবীর ভূত প্রেতের হাতে রাজসৈন্য মার খাইল, রাজাও পরাস্ত হইয়া সসৈন্যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। পরে শ্রীমন্ত চণ্ডীর কৃপায় রাজাকে অপূর্ব্ব কমল বনে কমলে কামিনী দেখাইলেন। পিতা পুত্রের মিলন হইল, মহা সমারোহে সিংহলপতি আপন একমাত্র কন্যা সুশীলাকে শ্রীমন্তের করে সম্প্রদান করিলেন। শ্রীমন্ত, পিতা ও পত্নীকে লইয়া গৃহে ফিরিতে প্রস্তুত হইলেন। পিতৃ-গৃহে পতিকে রাখিবার উদ্দেশে সুশীলা স্বামীকে সিংহলের বার মাসের সুখের চিত্র দেখাইলেন, কিন্তু সেই প্রলোভনে শ্রীমন্ত মুগ্ধ হইলেন না। তিনি মাতৃচরণ দর্শন করিবার জন্য কালবিলম্ব না করিয়া যাত্রা করিলেন। ভগবতীর কৃপায় জলমগ্ন ডিঙ্গাগুলি আবার ভাসিয়া উঠিল, চৌদ্দ ডিঙ্গা এবং পুত্র ও পুত্রবধূ সহ ধনপতি ঘরে ফিরিলেন। খুল্লনার চণ্ডীপূজা সার্থক হইল।

ধনপতি পত্নীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার দুঃখ কাহিনী সমস্ত জানাইলেন। যাহার জন্য তিনি সিংহলে যাত্রা করিয়াছিলেন,—সেই শঙ্খ ও চন্দনের ভরা শকটে চাপাইয়া পিতাপুত্রে রাজসম্ভাষণে চলিলেন। দশ ভার দধি, দশ ঘড়া চিনি, কয়েক কাঁন্দি মর্ত্তমান কলা, বিড়া বাঁধা পান, দুখণ্ড করা গুয়া, আট খানা সকনাদ ও থান দশ গড়া রাজাকে ভেট দিতে লইলেন। রাজসভায় গিয়া শ্রীমন্ত সিংহলগমনের অপূর্ব্ব ইতিহাস, কমলের উপর কমলে কামিনীর করিগ্রাস ইত্যাদি অপরূপ কথা শুনাইলেন। স্বয়ং ভবানী আসিয়া মশানে শ্রীমন্তকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্তের মুখে এই সব কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। উজানিপতি বিক্রমকেশরীও সিংহল-পতির ন্যায় সাধুর সহিত লেখা পড়া করিয়া উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, শ্রীমন্ত যদি কমলে কামিনীকে দেখাইতে পারে, তবে শ্রীমন্তের সহিত আমার একমাত্র কন্যা জয়াবতীর বিবাহ দিবে, নচেৎ উত্তর মশানে শ্রীমন্তের শিরশ্ছেদ হইবে। রাজাজ্ঞা পাইয়া কোটাল শ্রীমন্তকে ধরিয়া লইয়া চলিল, সকাতরে শ্রীমন্ত দেবীকে ডাকিতে লাগি-গেন। ভক্তের আহ্বানে আবার দেবী উত্তর মশানে আসিয়া শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া বসিলেন। দানাগণ আসিয়া রাজরক্ষী-গণকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখন বিক্রমকেশরী গলায় কুঠার বাঁধিয়া দেবীর পায়ে গিয়া পড়িলেন। দেবীর কৃপায় মৃত সেনাগণ আবার বাঁচিয়া উঠিল। রাজার প্রার্থনায় মহামায়া কমলে কামিনী মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। মহাসমারোহে শ্রীমন্তের সহিত জয়াবতীর বিবাহ হইল। সেই সঙ্গে বিক্রমকেশরী অর্দ্ধ রাজ্য শ্রীমন্তকে দান করিলেন।

এত কাল পর্য্যন্ত ধনপতি চণ্ডীর পূজা করেন নাই। আজ পুত্রের বিবাহ উৎসবে সকলেই আনন্দে নিমগ্ন, ধনপতি এই সময়ে মাটির শিব গড়িয়া পূজা করিতেছেন। কিন্তু আজ তিনি কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিলেন! সাধু শিবধ্যান করিতে করিতে দেখিলেন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি, দক্ষিণ ভাগে শিব, বাম ভাগে ভবানী। সাধু এত দিন পরে আপনার ভ্রম বুঝিলেন, তিনি বহুবার চণ্ডীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া স্তব করিলেন।

মহামায়া জরতী বেশে নব পরিণীত বরবধূকে যৌতুক দিতে আসিলেন। শ্রীমন্ত মহামায়াকে ধরিয়া ফেলিলেন, ধনপতি ও খুল্লনা চণ্ডীর পা জড়াইয়া পড়িলেন। চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া ধনপতির পায়ে গোদ, চোখে ছানি, পিঠে কুজ ইত্যাদিতে তাহাকে বিরূপ করিয়া রাখিয়াছিল। খুল্লনার প্রার্থনায় ধনপতি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়া সুন্দর লাবণ্য প্রাপ্ত হইলেন। (কবিকঙ্কণ)

চট্টগ্রামের কায়স্থ কবি ভবানী শঙ্করও প্রায় আড়াই শত বর্ষ পূর্ব্বে একখানি চণ্ডীর জাগরণ লিখিয়া গিয়াছেন। এই জাগরণেও কায়স্থ-কবি অসাধারণ কবিত্ব ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চণ্ডীকাব্য কবিকঙ্কণের কাব্যের তুলনায়

হীন হইলেও তাঁহার কাব্য চট্টগ্রামের গৌরবপ্রকাশক বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। গ্রন্থকার এইরূপে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন—

"দেব সব বন্দিলাম আনন্দ হৃদয়।
ইবে আমি দেহি সুন নিজ পরিচয়॥
মোর আদিপুরুষ জন্মিল রাঢ়া গ্রাম।
অত্রি গোত্র কুলে জন্ম নরদাস নাম॥
মহা ভাগ্যবন্ত কায়স্থ ছিলেন নরদাস।
রাঢ়া ভোমে রাকি প্রদেশেতে নিবাস॥
নিত্য নিত্য অর্চ্চিলেক জাহ্নবীর পায়।
তান বরে সিদ্ধশিলা পাইলা তথায়॥
শিলার প্রসাদে সেই হৈল বড় ধনী
দান ধর্ম্ম করি সুখে বঞ্চিল অবনী॥
তান বংশে জন্মিলেক কৃষ্ণ স্বদানন্দ।
পূর্ব্ব ব্রজ কৈল হইয়া আনন্দ॥
নিরন্নের নিয়ম জে না জায় খণ্ডান।
চট্টগ্রামে আসিলেক তেআগি সেই স্থান॥
চট্টগ্রাম রাজ্যে এক দেবগ্রাম স্থানে।
তথা গিয়া নিজ পুরী কৈলা আনন্দ মনে॥
কৃষ্ণানন্দের সন্তান জন্মিল বিষ্ণুদাস।
মহানন্দে সেই সাধু করিল নিবাস॥
তান পুত্র নারায়ণ বঞ্চে নানা রঙ্গে।
কুলপুরোহিত রামচন্দ্র লইয়া সঙ্গে॥
তান পুত্র জন্মিলেক শ্রীমধুসূদন।
মোর পিতৃপিতামহ সেই মহাজন॥
নিজ কুল ধর্ম্মে রত আছিল বিশেষ।
দৈব হেতু কিন্তু তথা পাইলেন ক্লেশ॥
গতি করিলেন সেই স্থান ত্যাগ করি।
নিবাস করিলেন সুখে চক্রশালা পুরী॥
তান মুখ্য পুত্র জন্মে নাম শ্রীরমন্ত।
মহাসুখে বঞ্চিলেক সেই ভাগ্যবন্ত॥
শ্রীযুত নয়নরাম তাহান তনয়।
আমার জনক জান সেই মহাশয়॥
কুল ধর্ম্মে রত পুত ছিল অনুখন।
শঙ্কর আমার নাম তাহার নন্দন॥
নিজ পরিচয় দিয়া সভাকার তরে।
দেবীর প্রস্তাব গাএ ভবানীশঙ্করে॥
একান্ত হইয়া জে ভাবিয়া জগমাতা।
প্রথমে কহিব সৃষ্টিপত্তনের কথা॥"

জয়নারায়ণ সেন রচিত আর একখানি চণ্ডীকাব্য উল্লেখযোগ্য। এই জয়নারায়ণ বৈদ্যরাজ রাজ-বল্লভের জ্ঞাতি। মাধবাচার্য্য, কবিকঙ্কণ, ভবানীশঙ্কর প্রভৃতির গ্রন্থে যেরূপ উচ্চভাবের ও ভক্তিরসের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, জয়নারায়ণের চণ্ডীতে তাহার বিপরীত, এই বৈদ্যকবি পরম আদিরসভক্ত। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইহাকে ভারতচন্দ্রের শিষ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন,—"ইহার লেখনী ভারতচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকটা সংযত।" এই চণ্ডী-কাব্যের প্রথম ভাগে শিবের বিবাহ, এই প্রসঙ্গে শিষ্য গুরুর উপর তুলি ধরিতে অগ্রসর। কামদেব হরের যোগভঙ্গ করিতে যাইতেছেন, সে স্থলে জয়নারায়ণের বর্ণনা অতি তেজস্বিনী, ভাষার উপর তিনি বেশ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। তার পর তিনি পশুক্রীড়ার যে আবেগময় ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা অশ্লীলতা-মাখা হইলেও তাহাতে কবির যথেষ্ট শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবাবেশে হরিণী শূকরের সঙ্গে গিয়া মিশিল, শূকরী হরিণের সঙ্গে খেলিতে লাগিল, মদন শরপ্রভাবে এইরূপ প্রাকৃতিক বিপর্য্যায় ঘটাইয়া শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহার পর কবির বর্ণনা পড়িলে মনে হইবে, যেন তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভব সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া তাহারই ভাব প্রকাশ করিতেছেন। কবির রতিবিলাপ অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে অনুকৃত। রতি বলিতেছেন--

"অন্য নায়িকার তরে, নিশীথে বঞ্চিয়া ভোরে,
মোর কাছে এসেছিলা তুমি।
খণ্ডিতা অধীরা হৈয়া, মন রাগ না সহিয়া,
মন্দ কাজ করিছিনু আমি॥
রঙ্গনের মালা নিয়া, দুহাতে বন্ধন কিয়া,
কর্ণ উৎপলে তাড়িছিলে।
সে অভিমান মনে, করিয়া আমার সনে,
রসরঙ্গ সকলি ত্যজিলে॥" ইত্যাদি

প্রথম ভাগে জয়নারায়ণের এইরূপ বর্ণনা, কিন্তু এগুলি মূল চণ্ডীকাব্যের বর্ণনীয় বিষয় নহে। তৎপরে কবি মূল চণ্ডীকাব্যের অনুসরণ করিয়াছেন। ভাষার জোরে তিনি কবিকঙ্কণকে পদচ্যুত করিতে প্রয়াসী, কিন্তু তাঁহার এ ধৃষ্টতা সফল হয় নাই। তাঁহার চণ্ডীকাব্যের মধ্যে সুলোচনা ও মাধবের উপাখ্যান জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কবিত্বে ও বর্ণনালালিত্যে ঐ উপাখ্যানটীও মন্দ হয় নাই।

জয়নারায়ণের সময়ে শিবচরণ নামে এক দ্বিজ চণ্ডীর গান রচনা করেন। ইহার বর্ণনীয় বিষয় তন্ত্র ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে গৃহীত হইলেও ইহাতে কাল-কেতুর প্রসঙ্গ থাকায় আমরা এখানিকেও মঙ্গল-চণ্ডীর গানের মধ্যে ধরিলাম। শিবচরণ গৌরীমঙ্গলে মঙ্গলাচরণের পর এইরূপ নিজ গ্রন্থের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন,—

"নিরাকার সাকার শকতি দুই হন।
শুনাইব সেই কথা শিবের বচন।

জগন্নপ যে কথা সে কথা শুন সবে।
কালীকৃষ্ণে যুদ্ধ শিবচরণে তা কবে।
ত্রিজগৎ জননী জননী দেখিবায়ে।
জা কহিল শিবেরে মাতা তা কব বিস্তারে॥
ভগবতী কহিলেন জাইব পিতার ভবন।
ভয়ে দক্ষযজ্ঞ কথা কহিলা ত্রিলোচন॥
শিবে ভয় দিয়ে তার অনুমতি লইলা।
দশ মহাবিদ্যা রূপ এমতে হইলা॥
সারদা উৎসব কথা আছে এই গানে।
শুনিবা আনন্দ কথা ভকতি বিধানে॥
মহিষাসুর জন্ম স্তব জতেক কথন।
বিস্তারিয়া কব কথা করিবা শ্রবণ॥
নিরাকার শক্তি দশভুজা হইলা জাথে।
দেখ স্তবে তেজোময় আকার পশ্চাতে॥
যে কথায় নরে হবে জ্ঞানের উদয়।
কহিব এমন কথা কথা সুধাময়॥
কায় ভেদ অভেদ শকতি হরিহরে।
ভেদ অঙ্কুর ভস্ম হয় শুনিলে অন্তরে॥
দশমীর কথা জত মহাভক্তিময়।
করুণা কোমল কথা বিদরে হৃদয়॥
নিশুম্ভ শুম্ভের কথা কব সুযতন।
কালীরূপ দেখিবার কহিলা বহুজন॥
শক্তি মত কালীপদ কথা কহিয়াছি।
শ্রীনিবাসে কথা তার মুক্তি পাইয়াছি॥
শিখিরাজ উপাখ্যান কথা সত্য মত।
নাহিক এমন ঘোর ধর্ম্মপথে রত॥
কালকেতু দুঃখ কথা আছে সবিস্তার।
ধন দিয়া দয়াময়ী করিলা নিস্তার॥
শিবচরণে কয় শুন সর্ব্বজনে।
কত মত ভক্তিকথা আছে এই গানে॥"

শিবচরণের গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। এই গ্রন্থে কবির সেরূপ কবিতানৈপুণ্যের পরিচয় নাই বটে, কিন্তু গ্রন্থকার গ্রন্থ মধ্যে যেরূপ উদারতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণধর্ম্মের নিগড়ে বদ্ধ ব্রাহ্মণের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই। উদারতার পরিচয় একটু শুনুন—

"চণ্ডাল উত্তম যদি ভাবে সে চরণ।
দ্বিজে কি গুণ যদি না করে ভজন॥
মুক্তি চাতো ভক্তি জ্ঞান সকলের মূল।
নীচোত্তম জানিবা ভক্তিতে পায় কূল॥
মুক্তিতে উত্তম যদি হয় সহবাস।
কি হইল উত্তম হইয়া বুঝ নীচ তাষ॥
জাতি বিচারেতে নহে উত্তম অধম।
ভজন গুণেতে বুঝ অধম উত্তম॥"

মাধবাচার্য্য হইতে শিবচরণ সেন পর্য্যন্ত চণ্ডীকাব্য-রচয়িতৃগণ মূল চণ্ডীর পালার মধ্যে অনেক অবান্তর বিষয় সন্নিবিষ্ট করিলেও তন্মধ্যে মঙ্গলচণ্ডীর খাঁটী পরিচয়ও পাইয়াছি। কিরূপে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রচারিত হইল, এ সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ পদ্মার মুখে এইরূপ এক ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন—

"শুন গো শিখরিসুতা, কহি ভবিষ্যৎ কথা,
তোমার পূজার ইতিহাস।
সপ্তদ্বীপে যুগে যুগে, তোমার অর্চ্চনা আগে,
আপনি করহ পরকাস॥
দ্বাপর যুগের শেষে, কলিঙ্গ রাজার দেশে,
বিশ্বকর্ম্মা রচিব দেহারা।
মঙ্গলচণ্ডিকা রূপে, সপন কথিয়া ভূপে,
পূজা লবে দৈন্য-দুখহরা॥
পশুর লইবে পূজা, সিংহে করাইবে রাজা,
নিজ ঘণ্টা দিয়া নিরীশন।
সম্পদ বিপদ ভ্রমি, দারু দুর্ব্বাকর ভূমি,
কাননে স্থাপিবে পশুগণ॥
প্রথম কলির অংশে, জন্মাবে ব্যাধের বংশে,
মহেন্দ্রকুমার নীলাম্বরে।
ছলিয়া অবনী আনি, লবে তার ফুল পাণি,
অবশেষে লবে নিজ পুরে॥
রত্নমালা রূপবতী, তাল ভঙ্গে আনি ক্ষিতি,
জন্মাইবে বণিকের ঘরে।
সদাচার ধনপতি, হইব তাহার পতি,
নিবসতি উজানী নগরে॥
পতি জাব দেশান্তর, ঘরে সতা সতন্তর,
বহুবিধ তারে দিব দুখ।
কাননে পূজিব তোমা, হব পতি প্রাণসমা,
তুমি তারে হইবে সমুখ॥
আসিবেন পতি বাসে, পতি সঙ্গে লীলারসে,
তার গর্ভে হব মালাধর।
বান্ধব করিব ছল, পরিক্ষাতে অমুখল,
বিসঙ্কটে হবে শুভকর॥
রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি, সঙ্গে লয়ে সাত তরি,
ধনপতি চলিব সিংহলে।
লঙ্ঘিয়া তোমার ঘট, ছয় ডিঙ্গা হব নট,
হব বন্দী রাজবন্দীশালে॥
শ্রীপতি হইব সুত, সঙ্গে সাত তরিযুত,
চলিবেন পিতার উদ্দেশে।
আপনি করিবে দয়া, রাজকন্যা বিভা দিয়া,
আনিবেন আপনার দেশে॥
বিক্রমকেশরী নাম, নিজ কন্যা দিব দান,
কেবল তোমার পূজাফলে।

গর্ত্তে নীর হেম ঝারি, দূর্ব্বা তণ্ডুলাদি করি,
পূজা লবে বাসর মঙ্গলে।" (কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত পুথি)

কবিকঙ্কণের পূর্ব্ব ইতিহাস হইতে এক সুদূর অতীতের স্মৃতি পাওয়া যাইতেছে। উহা দ্বারা মনে হয়, কলিঙ্গরাজ্যে পশুরূপ বন্য অসভ্য জাতির মধ্যেই মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রথমে প্রচলিত ছিল। দ্বিজ জনার্দ্দনের মঙ্গলচণ্ডীর সূত্র গ্রন্থেও প্রথম পূজা বিস্তার উপলক্ষে বিন্ধ্যগিরির উল্লেখ পাইয়াছি। বাক্‌পতির গৌড়বধকাব্য পাঠেও আমরা জানিতে পারি যে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দের প্রথম ভাগে কনোজপতি যশোবর্ম্মদেব যখন দিগ্বিজয় উপলক্ষে বিন্ধ্যগিরির জঙ্গল মধ্য দিয়া যাত্রা করেন, সেই সময়ে এখানে শবর জাতিকে নরশোণিত-লোলুপা মহাকালীর পূজা করিতে দেখিয়াছি। এই শবরদিগের আচরণ ব্যাধ সদৃশ। অবশেষে শবরদিগের মধ্যে কেহ কেহ কলিঙ্গ-রাজ্যের কতকাংশ জয় করিয়া রাজপদ লাভ করেন, প্রাচীন শিলালিপি হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ সেই অতীত কাহিনীই কালকেতুকে লক্ষ্য করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারার্থ বর্ণিত হইয়াছে। অসভ্য জাতির মধ্যেই প্রথমতঃ মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা প্রচলিত ছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ সদাগর ধনপতি দত্ত 'ডাকিনী দেবতা' বলিয়া প্রথমে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশেষে গন্ধবণিক-পরিবার হইতেই অজয়নদের কূলে মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা প্রচলিত হয়। সেও বহুদিনের কথা। কারণ আমরা ধর্ম্মমঙ্গলেও অজয়নদীর তীরবর্ত্তী ঢেকুরের অধিপতি ইছাইঘোষ ও হরিপালের কন্যা কানড়ার প্রসঙ্গে চণ্ডী-পূজার আভাস পাইয়াছি। শুভচণ্ডী বা মঙ্গলচণ্ডী যখন উচ্চ শ্রেণির পূজা পাইতে লাগিলেন, তখন দেবীর সহিত পৌরাণিক আদ্যাশক্তির অভেদস্থাপনার্থ চেষ্টা হইতে লাগিল। তাই পরবর্ত্তী গৌরী-মঙ্গল গ্রন্থে পৌরাণিক বা আগমোক্ত দেবীচরিত্র মুখ্য ভাবে এবং কালকেতুর উপাখ্যান গৌণভাবে বর্ণিত দেখা যায়।

কালিকা-মঙ্গল।

পৌরাণিকগণের অভ্যুদয়কালে কালিকা মঙ্গলচণ্ডীর স্থান অধিকার করিলেন। [মুসলমান আশ্রয়ে পৌরাণিক প্রভাব অংশ দ্রষ্টব্য] এই সময়ে মার্কণ্ডেয়পুরাণ, কালিকাপুরাণ ও বিভিন্ন তন্ত্রের মালমসলা লইয়া বহুতর দেবীর মঙ্গল রচিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে গোবিন্দ দাস, ক্ষেমানন্দ দাস, মধুসূদন কবীন্দ্র, শ্রীনাথ, বনদুর্ল্লভ, দ্বিজ দুর্গারাম, অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ, রূপ-নারায়ণ ঘোষ, কৃষ্ণরাম দাস, রামপ্রসাদ সেন, রায় গুণাকর, ভারতচন্দ্র, নিধিরাম কবিরত্ন, এবং দ্বিজ রামনারায়ণের গ্রন্থের পরিচয় দিতেছি।

বিদ্যাসুন্দর-কথা।

উক্ত কালিকামঙ্গলসমূহের মধ্যে গোবিন্দদাসের গ্রন্থই সর্ব্ব-প্রাচীন বলিয়া মনে করি। গোবিন্দ দাস ১৫১৭শকে * (১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে) আপনার কালিকামঙ্গল রচনা করেন। চণ্ডীমঙ্গল জাগ-রণের অন্যতম প্রধান কবি ভবানীশঙ্করের মত ইনিও আপনাকে চট্টগ্রামের দেবগ্রামবাসী ও আত্রেয় গোত্র নরদাসের বংশীয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। আত্রেয় গোত্র নরদাসের বংশ বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজে সম্মানিত, সেই নরদাসের একধারা বহু-কাল হইল, চট্টগ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, কবি ভবানীশঙ্কর প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই সে কথা বলিয়াছি। সেই দাসবংশে গোবিন্দের জন্ম।

গোবিন্দদাসের 'কালিকামঙ্গল' বৃহৎ গ্রন্থ, বিষয় ধরিয়া চারিখণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—প্রথমে বৃত্রাসুর বধ উপলক্ষে দেবসমাজে কালীমাহাত্ম্যপ্রচার, তৎপরে মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে সুরথ রাজা ও সমাধিবৈশ্যের উপাখ্যান, অতঃপর বিক্রমাদিত্যের বিবরণ এবং শেষে বিদ্যাসুন্দরের কথা। এদেশে যে বত্রিশ সিংহাসন ও ভানুমতীর গল্প প্রচলিত আছে, বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যানে তাহারই কতক সন্ধান পাই। ভারতচন্দ্র যে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান লিখিয়া এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, সেই বিদ্যাসুন্দরের মূল আমরা গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলে পাইতেছি। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ১৬৭৪ শকে (১৭৫২ খৃঃ) রচিত হয়, এরূপ স্থলে তাঁহাদের শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বেই বিদ্যা-সুন্দরের উপাখ্যানের পরিচয় পাইতেছি। গোবিন্দদাস ও ভারতচন্দ্রের উপাখ্যানাংশে বিশেষ প্রভেদ না থাকিলেও নামে ও ঘটনাস্থানে কিছু পার্থক্য আছে। ভারতচন্দ্রকথিত বিদ্যার পিতা বীরসিংহের রাজধানী বর্দ্ধমান, গোবিন্দ দাস বর্ণিত বীরসিংহের রাজধানী রত্নপুর। ভারতচন্দ্র সুন্দরকে কাঞ্চীপুর হইতে আনিয়াছেন। গোবিন্দদাস সুন্দরের জন্মভূমি 'গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত কাঞ্চননগর' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপে হীরা মালিনীর স্থানে গোবিন্দ দাসের গ্রন্থে 'রম্ভা মালিনীর' নাম পাওয়া যায়। কবিত্ব হিসাবে গোবিন্দ দাসকে কখনই ভারতচন্দ্রের স্থানে বসান যাইতে পারে না, ভারতচন্দ্র ভাষার উপর যে অসাধারণ শক্তিচালনার পরি-চয় দিয়াছেন, গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলে তাহার অভাব লক্ষিত হইবে।

নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারতচন্দ্র পাঠ করিয়া যাহা অশ্লীলতা মনে করেন, গোবিন্দ দাসের গ্রন্থে সেই অশ্লীলতার অভাব। গোবিন্দদাসের সুন্দর একজন মন্ত্রতন্ত্রনিপুণ তান্ত্রিক কালীভক্ত, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদাই তাঁহাতে যেন কালীভক্তি মুখরিত। তাঁহার

* "অক্ষর বাণ শশী শক পরিমিত।
এই কালে রচিল কালিকা চণ্ডীর গীত।"
(গোবিন্দের কালিকামঙ্গল)

মন্ত্রশক্তি ও দেবীভক্তিপ্রভাবেই যেন ভূখণ্ড বিদীর্ণ হইয়া সুড়ঙ্গে পরিণত। গোবিন্দদাসের বিদ্যাও যেন কতকটা লজ্জাশীলা, অথচ পতিপ্রেমে অনুরক্তা, দেবীর ভক্তিরসে আপ্লুতা; ভারতচন্দ্রের বিদ্যার মত অতিরসিকা, অতি অধীরা ও অতি বাচাল নহে। গোবিন্দদাস একজন সুকবি ছিলেন, তিন শত বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও তাঁহার ভাষায় বেশ উদ্দীপনা ও লালিত্য দৃষ্ট হয়। তাঁহার রচনার নমুনা এই—

"রাগ গৌরী—গান্ধার।

জয় শিবশঙ্কর ভহ গতি।
জয় দেবনাথ জগততারণ চরণ সরোরুহে বহু মিনতি॥
সুরনদী-চন্দ্রিম-মুকুট মালভূষণ ফণিমাল কুন্তল সোহে শ্রুতি।
টল মল ত্রিনয়ন জ্বাল আধ মিলন রজত-ধরাধর-অঙ্গদ্যুতি॥
সুররিপুত্রিপুরহরদাহন-অবহেলন-সীমবরণ শিব যোগপতি।
বিলসতি যোগভোগ ভববাসন দীনশরণ জয় গৌরীপতি॥

রাগ তুরী।

নৌমি নন্দিকেশ ঈশ, কণ্ঠে কালকূট বিষ,
নীলকণ্ঠ নাম রাম দেবদেববন্দনী।
অর্দ্ধ অঙ্গ গৌরী সঙ্গ, মৌলি-কেলি চতুরঙ্গ,
অঙ্গ ভঙ্গ অতিরঙ্গ সোহে জহ্নুনন্দিনী॥
রঙ্গনাথ লোকপাল, অর্দ্ধ অঙ্গ বাঘছাল,
ব্যোমকেশ শেষ মাল ভালে ইন্দুমোহিনী॥" ইত্যাদি

এই কায়স্থ কবি সাধক ছিলেন, তিনি এইরূপ তত্ত্বকথার আভাস দিয়াছেন—

"চন্দ্র বেঢ়িআ যেন আকাশের তারা।
তেন হি ঈশ্বরী কালী বিবরী আন্ধারা॥
প্রতিবিম্ব দেখি যেন দরপন তারা।
সংসারের জত দেখ সেই ত শরীরা॥
সমুদ্রের জল যেন নদ নদী ভরে।
সেই জল পুনরপি মিসাএ সাগরে॥
কর্ম্মদরি বন্ধনে ঘুচএ অনুথন।
সুকৃত দুষ্কৃত ভোগ ভুঞ্জে সর্ব্বজন॥
সংযোগ বিয়োগ মত কর্ম্মসূত্রে করে।
বাজিকরের বাজি যেন বহুরূপ ধরে॥
স্রোত জলে যেন লৈআ জাঅ যথা তথা।
আবর্ত্তে ঘুরাইয়া নিয়া করএ একতা॥
কুথায় ইন্দ্রের পুরী কুথায় শিবলোকে।
একত্র বসিএ দেখ পরম কৌতুকে॥
জ্ঞানযোগকথা এই পরম কারণ।
মনের আনন্দে সিদ্ধি পাএ যোগিগণ॥
সুন সুন দেবগণ সুন প্রজাপতি।
সেই দেবী মহাকালী পুরুষ প্রকৃতি॥
বুদ্ধিযোগে জ্ঞানকথা গুরুমুখে সুনি।
মন গুরু মন শিষ্য বুঝহ সন্ধানি॥
অকারে উকারে আর মকারে মিলন।
সংযোগেতে প্রাণ রহে পরম কারণ॥
পৃথিবী সংযোগে দেখ নিজে হয় তরু।
সংযোগ পরতে দেখ বর্ণ হয় গুরু॥"

আমরা বৌদ্ধ-সাহিত্যে, ধর্ম্মমঙ্গলে ও হঠযোগীদিগের গ্রন্থে মীননাথ ও গোরক্ষনাথের সন্ধান পাইয়াছি। গোবিন্দদাস তাঁহাকে প্রধান কালিকাভক্ত বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন! যথা—

"ভাবে ভাব ভাবে মোক্ষ ভাবেত সাধক।
ভাব ব্যতিরিক্ত যথ সব নিরর্থক॥
ইক্ষুকর গুড় যেন মধুর মাধুরী।
রস যেন তেন ভাব বলিতে না পারি॥
কেমনে জন্মেন ভাব কিবা তার শিক্ষা।
আপনে না জানি কোন ভাবে করি ভিক্ষা॥
মীননাথ নামে ছিল এক মহাযোগী।
ভাব জানিতে তেঁহ হইলেন বৈরাগী॥
তৈল না দেন অঙ্গে বিভূতিভূষণ।
শিরে লম্বিত জটা না পিন্ধে বসন॥
থাল হাতে লইআ যোগী ঘরে ঘরে বুলে।
শ্মশানে মসানে বৈসে থনে তরুতলে॥
বর্ষা আতপ হিম সর্ব্ব সহ মানে।
প্রাণায়ামে ছিল পূর্ণব্রহ্ম সন্ধানে॥
নিরসন ব্রতে হৈল পরম সাধক।
মহামায়া কৃপা হৈল নিরর্থক॥
শতেক কামিনী লৈয়া কদলীর বনে।
অতি রসে তনু ক্ষীণ হইল দিনে দিনে॥
জ্ঞান ভক্তি যোগসিদ্ধি জাহা হৈতে হয়।
তারে না ভজিয়া তার হইল সংশয়॥
গোরক্ষনাথ পরম যোগী মীননাথের শিষ্য।
নানা যত্ন করিলেক গুরুর উদ্দিশ্য॥
মৃত্যুপথে যাত্রা ভরে দেখিআ আসক্য।
গুরুর উদ্দেশ তবে করিলা গোরক্ষ॥
মহাকালী-পাদপদ্ম করিয়া ভাবনা।
যোগবলে মীননাথে করিলা চেতনা॥
দেবীর প্রসাদে তার মন হৈল স্থির।
সেই মীননাথ দেখ দিব্য শরীর॥"

গোবিন্দদাসের পর কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল। পূর্ব্বে এদেশে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, কৃষ্ণরামই বঙ্গভাষায় প্রথম বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, তৎপরে রামপ্রসাদ, রামপ্রসাদের পর ভারতচন্দ্র। প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ।
বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস॥
তাঁহার রচিত পুঁথি আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই।
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে।" (প্রাণরামের বিদ্যাসুন্দর)

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকুলে কৃষ্ণরামের জন্ম। কৃষ্ণরামের পিতার নাম ভগবতীদাস। বেলঘরিয়া ষ্টেসনের অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত নিমতা গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। কেবল কালিকামঙ্গল বলিয়া নহে, তিনি শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, দক্ষিণরায় ও কালুরায়ের মাহাত্ম্যপ্রকাশক রায়মঙ্গল প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের উপযোগী নানা গ্রন্থ লিখিয়া সমস্ত রাঢ়ে এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র যে বিদ্যাসুন্দর প্রকাশ করেন, তাঁহাদের আদর্শ কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল। এই গ্রন্থ কোন্ সময়ে রচিত হয়, তাহার সন তারিখ না থাকিলেও কবি ১৬০৮ শকে অর্থাৎ এখন হইতে ২২০ বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার 'রায়মঙ্গল' রচনা করেন। ঐ সময়ে বা তাহার কিছু পরে কালিকামঙ্গল রচিত হয়। বিদ্যাসুন্দরের যে লিপিচাতুর্য্যের ও বাক্যবিন্যাসের জন্য রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের প্রশংসা করিয়া থাকি, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা কৃষ্ণরামের গ্রন্থেই পাইয়াছি। তাঁহার বর্ণনা অতি চমৎকার; কবিত্বে, লালিত্যে ও ভাবে কৃষ্ণরামের গ্রন্থখানিও বাঙ্গালীর আদরের জিনিষ বটে! ভারতচন্দ্র অনেক স্থলে যে তাঁহার রত্নরাজি আহরণ করিয়া গুণাকর হইয়াছেন, তাহা উভয় গ্রন্থ মিলাইলেই বুঝিতে পারা যায়।

কৃষ্ণরামের অল্পকাল পরেই ক্ষেমানন্দ একখানি কালিকামঙ্গল রচনা করেন, এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই।

এই সময় মধুসূদন কবীন্দ্র নামে একজন রাঢ়বাসী সুকবি কালিকামঙ্গল প্রকাশ করেন। তাঁহার কালিকামঙ্গলে পুরাণের আদর্শ লইয়া সবিস্তার দেবীর লীলা প্রকাশিত। তাঁহার গ্রন্থখানি বৃহৎ হইলেও তাহাতে বিদ্যাসুন্দরের অংশ অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কবীন্দ্রের রচনা মধুর, ভাবপ্রবণ ও সুললিত।

কবীন্দ্রের পর রামপ্রসাদ কবিরঞ্জনের কালিকামঙ্গল। রামপ্রসাদ সেন একজন সুকবি, সুলেখক, ও একজন পরম সাধক। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার পিতৃস্বসার জামাতা রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের নিকট যথেষ্ট উৎসাহ পাইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি বিদ্যাসুন্দর ও তৎপরে রাজকিশোরের আদেশে "কালীকীর্ত্তন" রচনা করেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে ১০০ বিঘা ভূমিদান করিলেও কবিবর নদীয়ার রাজসভায় যান নাই, তিনি নিজ জন্মভূমি কুমারহট্ট পল্লীতেই বাস করিতেন এবং এখানেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। [কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন দেখ।]

কবির আত্মপরিচয় হইতেই জানিতে পারি—যে তিনি কুমারহট্টের রামকৃষ্ণ-মণ্ডপে সাধনা করিতেন, দৈব-ঘটনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে পুণ্যবলে তাঁহার স্ত্রীর অনেকটা সফলতা ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—

"ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার নহে তাহা সে কথা কি কব॥"

সাধক কবি তাঁহার শ্যামাসঙ্গীতে যে ভক্তি ও সাধনার অমৃতময় ফল প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে সেরূপ হৃদয়াবেগ, ভাষার লালিত্য ও অপূর্ব্ব মাতৃভক্তির নিদর্শন নাই। বিদ্যাসুন্দরে তিনি বাঙ্গালা পদের সহিত সংস্কৃত কথা মিশাইতে গিয়া বরং তাঁহার রচনার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন; অনেক স্থান শ্রুতিকটু হইয়া উপহাসজনক হইয়াছে।

পর্ণকুটীরবাসী যেমন রাজপ্রাসাদের সমৃদ্ধি দর্শন না করিয়া কল্পনা বলে সেই সমৃদ্ধির পরিচয় দিলে যেমন পদে পদে তাঁহার অজ্ঞতার পরিচয় আসিয়া পড়ে, সাধক রামপ্রসাদের হাতে সৌন্দর্য্যের বর্ণনাও অনেক স্থলে প্রায় এইরূপ হইয়াছে। তবে মধ্যে মধ্যে তাঁহার কবিত্বেরও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের আদর্শ কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল। আবার ভারতচন্দ্রের আদর্শ কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ উভয়েরই গ্রন্থ। কৃষ্ণরাম কালিকামঙ্গলে অনেক স্থলে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—তাহার কোন কোন অংশ রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে এবং কোন কোন অংশ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে অনুকৃত বা অবিকল উদ্ধৃত দেখা যায়।

কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গলে কিরূপ মিল, তাহার দুই একস্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর—

১। "বুঝিয়া বিদ্যার মনে বাড়িল আহ্লাদ।
হেন কালে ময়ূর করিলা কেকানাদ॥
সুন্দর কেমন কবি বুঝিতে পদ্মিনী।
সখীরে জিজ্ঞাসা করে কি ডাকে যজনি।"

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর—

১। "হেন কালে ময়ূর ডাকিল গৃহ পাশে।
কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে।"

কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর—

"অগুরু চন্দন চুয়া চাইতে চাইতে।
চক্ষু ঠিকরিয়া জায় আছে কি পাইতে॥
২। জায়ফল লবঙ্গ প্রসাদ মাত্র নাই।
আনিয়াছি কিন্তু কিছু বলি আমি তাই॥"

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর—

"আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥
২। চুর্ণ ভচন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল।
সুলভ দেখনু হাটে নাহি খায় ফল॥"

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর—

৩। "ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দু সুধায়।
লুপ্ত গাত্র তক্র মাত্র নেত্র রেখা জায়॥
নাভিপদ্ম পরিহরি মত্ত মধু পান।
ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণ কুম্ভ স্থান॥
কিম্বা লোমরাজি হলে কিঞ্চি বিচক্ষণ।
যৌবন কৈশোর দ্বন্দ করিল ভঞ্জন॥"

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর—

৩। "কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন হিলে।
কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥
নাভিপদ্মে যেতে কাম কুচশম্ভু বলে।
ধরিল কুন্তল তার রোমাবলী ছলে॥"

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর—

৪। "কোন্ বা বড়াই কাম পঞ্চশর তুণে।
কত কোটি খর শর সে নয়ন কোণে॥"

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর—

৪। "কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম।
কটুতায় কোটী কোটী কালকূট সম॥"

রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর আলোচনা করিলে মনে হয় বটে যে, রায়গুণাকর কবিরঞ্জনের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। উভয়েই কৃষ্ণরামের অনুগামী হইয়াছেন, এ কারণ উভয়ের ভাবে ও ভাষায় সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। [ভারতচন্দ্র শব্দ দ্রষ্টব্য]

ভারতচন্দ্র বহুগ্রন্থ রচনা করিলেও তাঁহার কালিকামঙ্গল বা অন্নদামঙ্গলই সর্ব্বাপেক্ষা ও বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। গোবিন্দদাস ও কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের ন্যায় এই গ্রন্থখানিও ৩ অংশে বিভক্ত, ১মাংশে দক্ষযজ্ঞ, শিববিবাহ, ব্যাসের কাশীনির্ম্মাণ, হরিহোড়ের কথা, ভবানন্দের জন্ম প্রভৃতি; ২য়াংশে বিদ্যাসুন্দরের পালা এবং ৩য়াংশে মানসিংহের গৌড়ে আগমন, যশোরজয়, ভবানন্দের দিল্লীযাত্রা, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সহিত কথা ও তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাগমন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন নদীয়া-রাজানুগৃহীত ভারতচন্দ্রের যেরূপ আদর ছিল, অপর কোন কবির ভাগ্যে সেরূপ আদর ঘটিয়াছিল, কি না সন্দেহ! যে সময়ে মুসলমান-নবাবগণের গৌরবরবি অস্তমিতপ্রায়, যে সময়ে নানা বৈদেশিক বণিকগণের কূট ষড়যন্ত্রে, উচ্চপদস্থ মুসলমানগণের বিলাসিতায় এবং হিন্দু রাজপুরুষগণের ধর্ম্মহীনতায় বঙ্গসমাজে দারুণ বিপ্লব উপস্থিত, যে সময়ে সাধারণের হৃদয় হইতে উচ্চ আদর্শ এক প্রকার বিলুপ্তপ্রায়, বাঙ্গালার সেই সামাজিক ও নৈতিক দুর্দ্দিনে ভারতচন্দ্র কালিকামঙ্গল লিখিতে অগ্রসর হইলেন। দেশের রুচি অনুসারে তাঁহাকে লেখনী ধারণ করিতে হইল। এই কারণেই ভারতচন্দ্রের কাব্যে হিন্দুসমাজের উচ্চ আদর্শ, উচ্চভাব এবং উচ্চলক্ষ্য যেন স্থান পায় নাই। বিলাসের, লাম্পট্যের এবং পরস্ত্রীকাতরতার ঘৃণিত চিত্র যেন তাঁহার শব্দকাব্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কবি ভারতচন্দ্র সংস্কৃত কাব্যের শব্দরাজি আহরণ করিয়া শব্দনৈপুণ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী কালিকামঙ্গলের সকল কবিকে পরাভূত করিয়াছেন, সেই শব্দমন্ত্রেই যেন বঙ্গবাসী বিমুগ্ধ; সেই সঙ্গে উচ্চ ভাবের ও উচ্চ আদর্শের বিদ্যাসুন্দরগুলিও ভুলিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের সহিত যেন ভাবযুগ বিলুপ্ত ও শব্দযুগ প্রতিষ্ঠিত হইল। শব্দসাধনায় ভারতচন্দ্র প্রধান কবি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রামপ্রসাদ সেন নিজ গ্রন্থে সংস্কৃতের অনুকরণ করিতে গিয়া নিষ্ফল হইয়াছেন, সংস্কৃতবিৎ ভারতচন্দ্র সেই স্থলে অসাধারণ সফলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণনার মধ্যে চিত্তাকর্ষক স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রতিভা যেন মুখরিত হইয়াছে। ভবানন্দের দুই স্ত্রীর মধ্যে কলহ, ও হরিহোড়ের কথায় কবি বেশ পরিহাস-রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর ভুজঙ্গপ্রয়াতছন্দে তিনি যে শিবের ভৈরবমূর্ত্তি আঁকিয়াছেন, তাহাতে ভাষা ও ছন্দের উপর কবির অপূর্ব্ব ক্ষমতা লক্ষিত হইবে। ভারতচন্দ্রের শব্দসম্পদ ও ছন্দোবন্ধ লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ তাঁহার কাব্যকে "ভাষার তাজমহল" আখ্যা দিয়াছেন।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে প্রথম বর্দ্ধমানের উল্লেখ পাই, তাহাই পরে ভারতচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের কাল্পনিক সুড়ঙ্গের বর্ণনা পাঠ করিয়া অনেকে বর্দ্ধমানে সুরঙ্গ খুঁজিতে যান, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, বঙ্গীয় বিদ্যাসুন্দরের আদি কবি গোবিন্দদাস, অথবা তৎপরবর্ত্তী কৃষ্ণরামের গ্রন্থেও বর্দ্ধমানের কথা নাই। এমন কি, সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের রচয়িতা বররুচিও বর্দ্ধমান স্থানে উজ্জয়নী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় প্রথম গীত হয়, ডিংসাইগ্রামী নীলমণি কণ্ঠাভরণ প্রথম গান করেন।

"বেদ ঋষি রস লয়ে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।"

অন্নদা-মঙ্গলের উক্ত বচন হইতে জানা যায় যে ১৬৭৪ শকে (১৭৫২ খৃঃ অব্দে) ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ রচিত হয়। ইহার চারি বর্ষ পরে নিধিরাম কবিরত্ন কালিকামঙ্গল রচনা করেন।* নিধিরামের কোথায় বাস ছিল ঠিক জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন, চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত চক্রশালা গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। তিনি আপনার কালিকামঙ্গলে দুর্লভ আচার্য্যের পুত্র ও জ্যোতির্ব্বিদ কুলজাত বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—

"আনন্দে নয়নের জলে পাখালিলো পাএ।
দুর্ল্লভ আচার্য্য সুত নিধিরাম গাএ।
জোড় হস্তে মালনীরে জিজ্ঞাস এ জত।
শ্রীকবিরত্ন ভনে জ্যোতির্ব্বিদ জাত।"
"বন্দি বাণী পদাম্বুজ, গঙ্গারাম সুতানুজ,
জ্যোতির্ব্বিদ্ কুলেতে উৎপত্তি।"
"গুরু রামচন্দ্র পদ ধরিয়া মাথায়।
লক্ষ্মীর নন্দন কবি নিধিরামে গায়।"

নিধিরাম কালিকামঙ্গলে যে বিদ্যাসুন্দরের পরিচয় দিয়াছেন, বিষয় ও ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী কালিকামঙ্গল গুলির সহিত অনেকটা সামঞ্জস্য থাকিলেও তাঁহার ঘটনা-স্থান ভিন্ন। নিধিরাম সুন্দরকে রত্নাবতীবাসী করিয়াছেন, তাঁহার সুন্দরের পিতার নাম গুণা-সার, মাতার নাম কলাবতী, এইরূপ বিদ্যার পিতার নাম বিক্রম-কেশরী, মাতার নাম চন্দ্ররেখা, বিক্রমকেশরীর রাজধানী উজ্জয়িনী। আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের শেষে বিদ্যার মুখে যে বারমাস বর্ণনা করিয়াছেন, নিধিরাম সেই বারমাসটী সুন্দরের কণ্ঠে আরোপিত করিয়াছেন। সুন্দর যখন উজ্জয়িনী যাত্রা করেন, সেই সময় কবি সুন্দরের মুখে বারমাস গানটী প্রকাশ করিয়াছেন। উভয়ের বারমাসের কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। নিধিরাম, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ হইতে অপহরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, সম্ভবতঃ—গায়কদের দোষে নিধিরামের গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে অথবা উভয় কবির পূর্ব্বে উক্ত বার-মাসাটী প্রচলিত হইয়া থাকিবে এবং উভয় কবি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

নিধিরামের গ্রন্থ ভারতচন্দ্রের তুলনায় অনেক অংশে হীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া এই গ্রন্থ যে একেবারে সৌন্দর্য্য ও লালিত্যহীন তাহা নহে। নিধি-রামের রচনার কিছু নমুনা দেওয়া যাইতেছে—

"সুন্দরীর মুখখানি দেখি যুবরাজ।
কলঙ্ক শরীর চাঁদে পাইলেক লাজ।
কষ্ট তপ করে চাঁদে পাই অপমান।
মাসে মাসে মরে জীয়ে না হয় সমান।
পূর্ণিমার চন্দ্র যে না হয় তুলনা।
আর কারে আনিয়া করিমু বিড়ম্বনা।
তিল ফুল জিনি চারু নাসিকার ঠাম।
রূপ গুণ খগ পক্ষীর চঞ্চুর সমান।
লজ্জার আকুল হৈয়া পক্ষী খগেশ্বর।
বিষ্ণু সেবা করে পক্ষী হৈতে সমস্বর।
তথাপিহ না পারিল নাসা সমান হইতে।
লজ্জা পাইয়া তদবধি না আসে ভারতে।
খঞ্জন চকোর আর কুমুদ কুরঙ্গ।
নয়নে দেখিয়া তারা অপমানে ভঙ্গ।
খঞ্জন উড়িয়া গেল মৃগ বন মাঝে।
চকোর চান্দের আড়ে রহিলেক লাজে।"

ভারতচন্দ্র ও নিধিরামের পর প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। তাঁহার রচনায় সেরূপ লালিত্য, মাধুর্য্য বা শব্দাড়ম্বর নাই। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের তুলনায় প্রাণরামের গ্রন্থ নগণ্য। তাঁহার শব্দসম্পদ বা সেরূপ কবিত্ব না থাকিলেও তিনি বৃথাই আয়াস করিয়া গিয়াছেন।

যে সময় দেবী চণ্ডী ও কালিকা-ভক্তগণ চণ্ডীর জাগরণ বা কালিকামঙ্গল প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে আবার কতকগুলি তান্ত্রিক শাক্ত পুরাণ ও তন্ত্র আশ্রয় করিয়া দেবীর মাহাত্ম্যসূচক মঙ্গলগ্রন্থ প্রচার করিতে অগ্রসর হইলেন।

আগমানুসারে যে সকল মঙ্গলগ্রন্থ রচিত হয়, তন্মধ্যে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থপ্রবর রামশঙ্করদেবের "অভয়ামঙ্গল" অতি বৃহৎ গ্রন্থ। শ্লোক সংখ্যা ৫০০০ এর অধিক। এই গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে পুরুষ প্রকৃতি, তাহা হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের উৎপত্তি,ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের তপস্যা,শিবমাহাত্ম্য, দক্ষযজ্ঞ, হিমালয়ে গৌরীর জন্ম, হরগৌরীর বিবাহ, একাম্রকাননে শিবের তপস্যা, ধূম্রলোচন, শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুরবধ, হরিহর সংবাদ,উৎকল-মাহাত্ম্য, নীলমাধব ও ইন্দ্রদ্যুম্ন কথা, মহিষাসুর বধ, মহিষাসুরের দেবীর বাহনত্ব প্রভৃতি বিষয় সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। কবি এইরূপে আপন পরিচয় দিয়াছেন,—

"মামদানিপুর কোট চাকলে হুগুলি।
পরগণে ফজুল্লাপুর তরফ পাটুলি।
শূদ্রমুনি মহারাজা বিদিত সংসারে।
ধর্ম্মনিবাস করি তার অধিকারে।
শ্রীকরণে উৎপত্তি দক্ষিণরাঢ়ী শ্রেণী।
মৌদ্গল্য প্রবর পঞ্চ দেব কর্ণসেনি।

* "শকাব্দা ষোড়শ শত বালনিধি যয়।
দৈবধিদ্ বিরচিত নিধিরাম শিশু।" (কবিরত্নের বিদ্যাসুন্দর)

শ্রীহরিবদনসুত তাতের মহাশয়।
রামকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ তাহার তনয়॥
রামকৃষ্ণদের সুত শ্রীরামশঙ্কর।
শ্রীগুরু আদেশে গান ভাবি লম্বোদর॥"

রামশঙ্কর যে গুরুর আদেশে অভয়ামঙ্গল রচনা করেন, তাহার নাম পরমদেব, তিনি নদীয়ানিবাসী ও শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন—

"কবিবর পরমদেব নদীয়া-নিবাসী।
অভয়ামঙ্গল গীতে হৈলা অভিলাষী॥"

কবি বলিতেছেন যে, গৌতমপুত্র সতানন্দ শ্লোকে যে আগম রচনা করেন, এখানি তাহার অনুবাদ।

"সতানন্দ গৌতমসুতে বিচারি আগম গীতে
শ্লোকছন্দে করিলে বাখান।
পরমদেব আদেশা শাঙ্কর রচিল ভাষা
লাচাড়ি প্রবন্ধে কৈল গান॥"

"শিবার বচনে বিষ্ণু হইয়া মুনিবর।
জানিলা পরমতত্ত্ব গৌতম কুমার॥
রচিলেন গ্রন্থ জাহা করি নিবেদন।
নিবেদনে অবধান কর্যো সর্ব্বজন॥"

কিন্তু এই আগম শিবপ্রোক্ত এবং মার্কণ্ডেয়পুরাণেও ইহার আভাস আছে, এ কথা লিখিতে কবি বিস্মৃত হন নাই।

"আগমের তত্ত্বকথা শিবের বচন।
শুনি মুনি সতানন্দ করে নিবেদন॥"
"আগমে ইহার মুল, মার্কণ্ডপুরাণে স্থুল,
ভারতী রচিলা শ্লোকছন্দে।"

মার্কণ্ডেয়-পুরাণেরও তিনি ঠিক অনুবর্ত্তী হন নাই, এ কথারও তিনি আভাস দিয়াছেন। যথা—

"আদি কল্পে বহু যুদ্ধ করিলে অপার।
অষ্টাদশ ভুজা হইয়া করিলা সংহার॥
দ্বিতীয় কল্পেতে যুদ্ধ ঘোরতর বাজে।
তাহাতে করিলে রক্ষা ষড়দশ ভুজে॥
শেষ কল্পে কবি বধ হৈয়া দশভুজা।
ত্রিজগতে আনিলেক অম্বিকার পুজা॥
মতান্তরে এই কথা আছএ পুরাণে।
আগমের মত এই শুন সর্ব্বজনে॥"

কালিকা বা অভয়ামঙ্গলের ন্যায় কএক জন কবি মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী অবলম্বন করিয়া "কালিকাবিলাস," "দুর্গামঙ্গল" "দুর্গাবিজয়" প্রভৃতি নাম দিয়া কএকখানি কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে কালিদাসের কালিকাবিলাস, দ্বিজ কমললোচনের চণ্ডিকা-বিজয়, রূপনারায়ণ ঘোষ ও অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল, এবং ব্রজলালের দুর্গাবিজয় বা চণ্ডীমঙ্গল উল্লেখযোগ্য।

কালিকাবিলাসে কালিদাস সুললিত ভাষায় মধ্যে মধ্যে বেশ কবিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ প্রায় ২৫০ বর্ষ পূর্ব্বে আপনার দুর্গামঙ্গল সম্পূর্ণ করেন। এই কবি জন্মান্ধ ছিলেন, অথচ তিনি কিরূপে গ্রন্থরচনা করিলেন? আত্ম-পরিচয়ে কবি সে কথা এইরূপ বলিয়াছেন—

"নিবাস কাঁটালিয়া গ্রাম বৈদ্য কুলজাত
দুর্গার মঙ্গল বোলে ভবানীপ্রসাদ॥
জন্মকাল হৈতে কালী করিলা দুঃখিত।
চক্ষুহীন করি বিধি করিলা লিখিত॥
মনে দাড়াইয়াছি আমি কালীর চরণ।
দাঁড়াইতে আমার নাহিক কোন জন॥
জ্ঞাতিভ্রাতা আমার আছে নাম কাশীনাথ।
তাহার তনয় দুই কি কহিব সংবাদ॥
জ্ঞাতি ভাই করি তেঁহ করেন আপ্যিত।
তাহার তনয় গুণ কহিতে অদ্ভুত॥
কনিষ্ঠ পুত্রের গুণ ভুবন বিদিত।
পরদ্রব্য পরনারী সদায় পীড়িত॥
বিদ্যা উপার্জ্জনে তার নাহি কোন লেশ।
পিতা পিতামহ নাম করিলা নিকেশ॥
দীর্ঘ টানে সদা তেঁহ থাকেন মগন।
জ্ঞাতি বন্ধু সহ তার নাহিক মরণ॥
তাহার চরিত্রগুণ কি কহিব কথা।
খুড়া প্রতি করে তেঁহ সদায় বৈরতা॥
এহি দুঃখে কালী মোরে রাখিলা সদায়।
তোমার চরণ বিনে না দেখি উপায়॥
দুষ্ট হাত হইতে কালী কর অব্যাহতি।
তুমি না তরাইলে মোর হবে অধোগতি॥
মনে ভাবি তোমার পদ করিয়াছি সার।
এ দুষ্টের হাত হৈতে করহ উদ্ধার॥"

দুর্গামঙ্গলের অপর স্থানেও অন্ধকবি এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"কাঁটালিয়া গ্রামে কর বংশেতে উৎপত্তি।
নয়নকৃষ্ণ নামে রায় তাহার সন্ততি॥
জন্ম অন্ধ বিধাতা যে করিলা আমারে।
অক্ষর পরিচয় নাহি লিখিবার তরে॥"

ভবানীপ্রসাদ জন্মান্ধ ও নিরক্ষর হইলেও তিনি দৈববলে যে কবিত্বশক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সামান্য নহে। তাঁহার রচনায় বেশ প্রসাদগুণ আছে। স্থানে স্থানে সপ্তশতী চণ্ডীর অনুবাদে তিনি বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন—

"জেহি দেবী বুদ্ধিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাঁকে॥

জেহি দেবী লজ্জারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাঁকে॥
জেহি দেবী ক্ষুধারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাঁকে॥" ইত্যাদি।

ভবানীপ্রসাদের সমকালেই আর একজন কবি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদে সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা ও রচনার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া অন্ধকবিকে বহুদূরে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, এই কবির নাম রূপনারায়ণ ঘোষ। এই কবির জীবনীও কৌতূহলজনক। বঙ্গজ কায়স্থদিগের বংশাবলিকাবিকা হইতে জানা যায় যে, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ ঘোষবংশের বীজপুরুষ মকরন্দের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষে কার্ণ্যঘোষ নামে একজন প্রধান কুলীন জন্মগ্রহণ করেন। এই কার্ণ্যঘোষের বংশে কুলীনপ্রবর কামদেব ঘোষের জন্ম। যশোহরে সমাজপ্রতিষ্ঠা-কালে রাজা বিক্রমাদিত্য কামদেবকে চন্দ্রদ্বীপ হইতে যশোহরে আনাইয়া বাস করাইয়াছিলেন। বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্যের অভ্যুদয়ে কামদেবের পৌত্র রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ঘোষপ্রবর জীবন উৎসর্গ করেন। তৎপরে যশোহর মুসলমান অধিকারভুক্ত হইলে তাঁহার পুত্র বাণীনাথ ও জগন্নাথ দুই ভ্রাতায় রাজবিপ্লবে ভীত হইয়া যশোর হইতে পলাইয়া বাজুদেশে (ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত) আমডালা গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় জমিদারকন্যা বিবাহ করিতে অস্বীকার করায় আমডালার করবংশীয় জমিদারের হাতে বাণীনাথ নিহত হন। জগন্নাথ আমডালা হইতে (টাঙ্গাইলের অন্তর্গত) বাকলা গ্রামে পলাইয়া আসেন। বাকলার জমিদার যাদবেন্দ্র রায় জগন্নাথের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত এক কন্যার বিবাহ এবং যৌতুক স্বরূপ বাকলাদিগর ২৭ খানি গ্রাম প্রদান করেন। কিন্তু কুলাভিমানী জগন্নাথ এত প্রচুর সম্পত্তি পাইয়াও বাকলায় থাকিলেন না। তিনি আদাজান গ্রামে হরা বৈরাগীর আখড়ায় আসিয়া রহিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও যাদবেন্দ্র রায় তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি জগন্নাথকে আদাজানের কিয়দংশ বিষয় দান করেন। জগন্নাথের পুত্র রূপনারায়ণ ঘোষ। ইঁহার বংশধরগণ আজও আদাজানে বাস করিতেছেন।

রূপনারায়ণ সংস্কৃতশাস্ত্রবিৎ ও আদ্যাশক্তির উপাসক ছিলেন। তিনি মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অবলম্বন করিয়া আপনার গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেও তিনি ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। অনেক স্থানে তিনি কালিদাসাদি মহাকবিগণের কবিতারত্ন ও ভাবরাজি আহরণ করিয়া অতি নিপুণতার সহিত সুললিত ভাষায় তাহা নিজ গ্রন্থ মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের প্রারম্ভে যেরূপ বিনয়ের পরিচয় দিয়াছেন, কায়স্থকবি রূপনারায়ণ ঠিক তাহারই এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

"দেবীর মাহাত্ম্য শুনি চপল হৃদয়।
পারিবা না পারি কিছু বলিব নিশ্চয়॥
গুণের গরিমা তার কে পারে বর্ণিতে।
দুস্তর সাগর চাহে উড়ুপে তরিতে॥
প্রাংশুগম্য মহাফল লোভের কারণ।
হাতে পাইতে ইচ্ছা করএ বামন॥
পরন্তু ভরসা এক মনে ধরিতেছে।
বজ্র বিদ্ধ মণিতে সুত্রের গতি আছে॥
এই সব দৃষ্ট কথা মনেতে ভাবিয়া।
চণ্ডীর বৃত্তান্ত কহি শুন মন দিয়া॥"

কবি নিজ দুর্গামঙ্গলে অনেক স্থানে নূতন ভাব ও অভিনব কবিতানৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। যথা—

"শোভিত সিন্দুর বিন্দু, চন্দন তিলক ইন্দু,
উজ্জল কজ্জল মেঘ ভালে ভাল সোহিনী।
ললিত ত্রিবলী জানি, মনে এহি অনুমানি,
ভঞ্জনের ভীতি হেতু কটি-তটে আঁটুনি।
উচ্চ কুচ অতি চারু, জিতিল সুমেরু মেরু,
হাররূপে সোহি গলে রঙ্গে বাসকারিণী।

কবি বিবিধ বিচিত্র রাগ রাগিণী ও বিবিধ সুললিত ছন্দ বিন্যাসের দ্বারা—তাঁহার এই চণ্ডীর কথা সকলের হৃদ্য, শ্রবণবিনোদ ও সহজবোধ্য করিয়াছেন। তবে মধ্যে মধ্যে অতিশয়োক্তি দ্বারা বৃথা আড়ম্বরেরও পরিচয় দিয়াছেন! এতদ্ব্যতীত আরও কয়েক জন কবি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ভাব লইয়া আদ্যাশক্তির মাহাত্ম্য গান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল গ্রন্থে সেরূপ কবিত্ব বা ভাবমাধুর্য্য না থাকায় পরিচয়ে ক্ষান্ত হইলাম।

ব্রজলালের চণ্ডীমঙ্গল খানিও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর একখানি অনুবাদ। তাঁহার ভাষায় অনেকটা প্রাচীনত্ব রক্ষিত হইয়াছে; যথা—

"ত্রিলোকের প্রাণধারক তাহা হইতে।
শাকম্ভরী নাম খ্যাতি হইব জগতে॥
তথাত বধিব দুর্গা নামাখ্য অসুর।
পুনর্ব্বার ভীমরূপো হইবা সত্তর॥
হিমাচলে রাক্ষস সকল সংহারিবা।
মুনিগণ ত্রাণহেতু অবতার পাইবা॥
তবে আক্ষা মুনি সভে নম্রমূর্ত্তি মানে।
স্তুবিবেক্ত ভক্তিভাবে আক্ষা বিদ্যমানে॥
ভামাদেবী ইতি খ্যাতি আমার হইব।
জখনে অরুণ নামে অসুর জন্মিব॥" ইত্যাদি।

কোন্ সময়ে ব্রজলাল চণ্ডীর অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহা জানা যায় নাই। তাঁহার ভাষা ধরিলে তাঁহার গ্রন্থ ভবানী প্রসাদ ও রূপনারায়ণের দুর্গামঙ্গল হইতে প্রাচীন বলিয়া মনে হইবে।

কবি রূপনারায়ণের পর কবি কমললোচন চণ্ডিকা-বিজয় বা কালীযুদ্ধ গ্রন্থ লিখিয়া রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ খানি অতি বৃহৎ, ১৪৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থ মধ্যে কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

"ঘোড়াঘাট সরকার, আন্দুয়া পরগণা তার,
দিল্লীশ্বর-সুতের জাইগীর।
চতুষ্পারী মুসলমান, পুরাণের নাহি মান,
বৈসে দ্বিজ ঘর্ঘটের তীর॥
চরকা বাড়ীতে ঘর, যদুনাথ বংশধর,
নাম শ্রীকমললোচন।
অম্বিকা কৃপার লেশে, চণ্ডিকা-বিজয় ভাষে,
শিরে ধরি শ্রীনাথচরণ॥"

উদ্ধৃত শ্লোকে যে আন্দুয়া পরগণা ও ঘর্ঘটের উল্লেখ আছে, উহা বর্ত্তমান রংপুর জেলার মিঠাপুর থানার অন্তর্গত, ঘর্ঘট এক্ষণে ঘাঘট নদী নামে প্রসিদ্ধ। দিল্লীশ্বর-সুতের জায়গীর দেখিয়া মনে হয় কবি দিল্লীশ্বর শাহজাহানের পুত্র শাহসুজার সমসাময়িক ছিলেন। শাহসুজা ১৬৩৯ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সুবেদারী করেন, এরূপস্থলে কবিকে আমরা আড়াই শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করিতে পারি। দ্বিজ কমললোচনের রচনা অনেক স্থানে সুললিত ও ভাবোদ্দীপক। তবে কবি রূপনারায়ণের রচনার মত তাঁহার গ্রন্থে ভাষার ওজস্বিতা ও মাধুর্য্য নাই। রূপনারায়ণ যেরূপ বিবিধ রাগ রাগিণী আশ্রয় করিয়াছেন, কমললোচনের গ্রন্থে সেরূপ নাই, কেবল ওড়-বসন্ত রাগ, গীত কর্ণাটরাগ, গীত নাচারী এই কয়েকটী রাগ এবং পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ মাত্র দেখা যায়। তবে কমললোচনের গ্রন্থে সে সময়ের ব্যবহৃত অলঙ্কার, অস্ত্র শস্ত্র, বাদ্য যন্ত্র, শিল্পদ্রব্য, খাদ্য সামগ্রী ও পূজা সামগ্রীর বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। কবি নিজে শাক্ত হইলেও অনেক স্থানে তিনি বৈষ্ণব কবিগণের অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে কতকগুলি ধুয়ায় বৈষ্ণব কবিগণের অনুকরণ স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে, যথা—

"মর্ম্ম কথা শুন গো সজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥"
"শ্যামের ওরূপ মাধুরী।
আমি কেন পাসরিতে নারি॥"

কমল-লোচনের চণ্ডিকা-বিজয়ে যদুনাথের ভণিতাও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। কবির আত্ম-পরিচয়ে তাঁহার পিতার নাম যদুনাথ পাইয়াছি। চণ্ডিকা-বিজয়ের মধ্যে—

"রক্ত বীজ বধ হৈতে বিরচিল যদুনাথে,
সহস্র পড়ে বন্দিষ ভগবতী"।

ইত্যাদি উক্তি হইতেও মনে হয়, যদুনাথই প্রথমে চণ্ডিকা-বিজয় রচনা করেন, তৎপরে তাঁহার পুত্র কমললোচন তাহাই পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকিবেন। পদরচনায় কমললোচন অপেক্ষা যদুনাথই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার একটী সুন্দর পদ উদ্ধৃত হইল,—

"আজি কি পেখনু সম্মিলিত হরগৌরী।
সফল ভজরে নয়ন-যুগল হেরি॥
চাঁচর বেণী বিরাজিত কাঁহ।
কাঁহু পর লম্বিত বিনোদ জটাউ॥
পারিজাতমালা গলে গিরিবালা।
গিরিগণ্ডে দোলিত লোহিতাক্ষ মালা॥
মলয়জ পঙ্ক প্রলেপ অঙ্গ চারু।
চিতা ধূলিভূষণ ত্রিজগত গুরু॥
লোহি লোহিতাম্বর অরুণ জিনি সোহা।
বাঘাম্বর কাঁহ দনুজ দল মোঁহা॥
হরগৌরী নিরখে গৌরীসারং লোকাই।
যদুনাথ উভয় চরণ বলি জাই॥"

উপরোক্ত শাক্ত কবিগণ ব্যতীত মহাভাগবতপুরাণোক্ত শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব অবলম্বন করিয়াও বহু কবি দুর্গামাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কবি দীনদয়ালের দুর্গাভক্তি-চিন্তামণি ও রামপ্রসাদের দুর্গাপঞ্চরাত্র এই দুখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কবি দীনদয়াল প্রসিদ্ধ কায়স্থ-কবি দুর্গামঙ্গল রচয়িতা কবি রূপনারায়ণের পুত্র, তিনিও পিতার ন্যায়, শ্রীনাথের নাম বারংবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, যথা—

"মহাভাগবত সার, তত্ত্বকথা সুবিস্তার,
পরম পবিত্র সুধাশ্রেণী।
শ্রীনাথচরণ আশে, দয়াল সরস ভাষে,
গায় দুর্গাভক্তিচিন্তামনি॥"
"পিতা রূপনারায়ণ মাতা যে তারিণী।
বিরচে দয়াল দুর্গাভক্তি-চিন্তামণি॥"

দীনদয়ালের রচনা সরস ও সরল হইলেও তাঁহার রচনা রূপনারায়ণ ঘোষের রচনার নিকট অতি হীন বলিয়া গণ্য হইবে, তাঁহার পিতৃদেবের ন্যায় তাঁহার রচনায় সেরূপ ওজস্বিতা, লালিত্য বা সেরূপ কবিত্ব নাই। তাঁহার বহু পরে জগৎরাম রায়ের পুত্র রামপ্রসাদ ১৬৭৭ শকের নিকটবর্ত্তী সময়ে দুর্গাপঞ্চরাত্র রচনা করেন। কেহ কেহ মনে করেন, রামপ্রসাদের পিতা জগৎরাম রায়ই দুর্গাপঞ্চরাত্র-রচয়িতা, জগৎরাম রায় রামা-

য়ণের রচয়িতা হইলেও তাঁহার রামায়ণের শেষ অংশ লঙ্কা-কাণ্ড হইতে তৎপুত্র রামপ্রসাদই রচনা করেন। কবি রাম-প্রসাদ তাঁহার লঙ্কাকাণ্ড ও দুর্গাপঞ্চরাত্রের মধ্যে একথা নিজেই লখিয়াছেন—

"পিতার আদেশে লঙ্কাকাণ্ড বিবরণ।
যথা মোর জ্ঞান তথা করিনু রচন॥
পিতা জগৎরাম পদে অসংখ্য প্রণাম।
যাঁর উপদেশে পূর্ণ হইল মনস্কাম॥" (লঙ্কাকাণ্ড)
"আজ্ঞা পেয়ে হর্ষ হ'য়ে কৈনু অঙ্গীকার।
মুষিক মস্তকে লৈল মন্দারের ভার॥
বামন বাসনা যেন বিধু ধরিবারে।
পঙ্গু লঙ্ঘিবারে চায় সুমেরু শিখরে।" (দুর্গাপঞ্চরাত্র)

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, জগৎরাম রায় ১৬৯২ শকে দুর্গা-পঞ্চরাত্র ও ১৭১২ শকে রামায়ণ রচনা করেন।* কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'দুর্গাপঞ্চরাত্র' জগৎরামের রচনা নহে। রামপ্রসাদ লঙ্কাকাণ্ডে লিখিয়াছেন যে পিতার আদেশে 'মুনিমন্দ-রসচন্দ্রে' অর্থাৎ ১৬৭৭ শকে (১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে) ঐ গ্রন্থ তিনি সম্পূর্ণ করেন†। ইহার কিছুপরে তাঁহার দুর্গাপঞ্চরাত্র রচিত হয়।

রামপ্রসাদের ভাষা মার্জ্জিত, লালিত্যপূর্ণ ও কবিত্বময়। নানা রাগ রাগিণী ও ছন্দোবন্ধে তাঁহার দুর্গাপঞ্চরাত্র বিরচিত। রামচন্দ্র দ্বারা কবি এইরূপ দুর্গার ধ্যান প্রকাশ করিয়াছেন—

"জটাজুট শিরে শোভা, মণির মুকুটপ্রভা,
তাহে কিবা মাল্যদাম সাজে।
ভালে ভাল অর্দ্ধ ইন্দু, শোভিত সিন্দুর বিন্দু,
অলকা ঝলকে ভুরু মাঝে।
মুখ পূর্ণশশধরে, মদন মানস হরে,
বিম্বাধরে অমৃত সঞ্চরে।
সুচারু দশন ভাতি, যেমতি মুকুতা পাঁতি,
মৃদু হাসে হর মন হরে।
অতসী পুষ্পের বর্ণ, আভা কিবা জিতস্বর্ণ,
ত্রিশূলাদি অস্ত্র দশভুজে।
টাড় শঙ্খ কঙ্কণাদি, শোভে ভুজে নানাবিধি,
বনমালা শোভে হৃদিমাঝে।
কমল কলিকাবর, পীনোন্নত পয়োধর,
কেশরী জিনিয়া মধ্যদেশ।
জিতরম্ভা তরু উরু, নিতম্ব ললিত চারু,
সুন্দর সংবৃত নীলবাস॥" ইত্যাদি।

রামপ্রসাদের পরে রাজা পৃথ্বীচন্দ্র গৌরীমঙ্গল এবং তাহার পর দ্বিজ রামচন্দ্র দুর্গা-মঙ্গল রচনা করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ যেরূপ কোন প্রাচীন পুরাণ বা তন্ত্র অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব গীতকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, রাজা পৃথ্বীচন্দ্র সেরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট আদর্শের অনুসরণ করেন নাই।

গৌরীমঙ্গল অতি বৃহৎ গ্রন্থ, সমগ্র গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে এবং ৪১৯ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম দেবখণ্ড, ২য় অবন্তীখণ্ড, ৩য় যুদ্ধখণ্ড, ৪র্থ নীতিখণ্ড ও ৫ম স্বর্গখণ্ড। দেবখণ্ডে মঙ্গলাচরণের পর দেবদেবীর বন্দনা, সৃষ্টিবর্ণনা, দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম, হরগৌরীর কলহ, নারদ কর্ত্তৃক কৃষ্ণলীলা, গৌরীর পিত্রালয়ে যাত্রাপ্রসঙ্গে দুর্গোৎসবপদ্ধতি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এইখণ্ড সংস্কৃত পুরাণাদির অনুকরণে বিরচিত। ২য় খণ্ডে অবন্তীনগরের অধিপতি শালবানের উপাখ্যান, উত্তর দেশ হইতে রাজা মদ্রসেনের আগমন এবং শালবানের রাজ্যহরণ, পত্নীর সহিত শালবানের বনগমন, রাণীর গর্ভধারণ, বনে শাল-বানের মৃত্যু, গর্গমুনি কর্ত্তৃক রাণীর সান্ত্বনা, এই সান্ত্বনা প্রসঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারত-কথা বর্ণনা। ৩য় খণ্ডে শালিবাহনের পুত্র জীমূতবাহনের জন্ম, গর্গের নিকট জীমূতবাহনের শিক্ষা ও তান্ত্রিকমতে দীক্ষালাভ, রাজপুত্রের তীর্থভ্রমণ কল্পে তারাপুর নামক তীর্থে ভগবতীর দর্শন ও ভগবতী কর্ত্তৃক বরপ্রদান, তৎপরে ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণের সাহায্যে জীমূতবাহন কর্ত্তৃক মদ্রসেনের পরাজয় ও তাঁহার পিতৃরাজ্য উদ্ধারপ্রসঙ্গ। এই খণ্ডে তান্ত্রিক দীক্ষা প্রসঙ্গে তান্ত্রিক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং অপর সকল তীর্থ অপেক্ষা বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর ও তারাপুর * প্রভৃতি প্রাদে-শিক তীর্থস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ৪র্থ নীতিখণ্ডে মদ্রসেনের অধর্ম্মাচার ও প্রজাপীড়নের সঙ্গে গোহত্যা প্রভৃতি যে সকল কদাচার প্রচলিত হইয়াছিল, সেই সকল নিবারণ, জীমূত-বাহন কর্ত্তৃক ধর্ম্মরাজ্যস্থাপন ও সন্নীতিপ্রতিষ্ঠা, জীমূতবাহনের বিবাহ ও তাঁহার গার্হস্থ্য সুখসম্ভোগ। ৫ম স্বর্গখণ্ডে বার্দ্ধক্যে জীমূতবাহনের বানপ্রস্থ আশ্রয়, গর্গমুনির নিকট উপদেশ লাভ, অবশেষে ভগবতীর অনুগ্রহে সশরীরে কৈলাসবাসবর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থসমাপ্তি।

---

* শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ২য় সংস্করণ 'ক' পৃষ্ঠা।

† "মুনিমন্দরসচন্দ্র শক পরিমাণে।
মাধব মাসেতে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী দিনে।
দ্বাদশ দিবসে কাব্য হইল সমাপন।
জয় সীতারাম ধ্বনি করে ত্রিভুবন॥"
(রামপ্রসাদের লঙ্কাকাণ্ড)

* তারাপুর গ্রামে রামপুর-হাটের নিকটবর্ত্তী, এখানে তারাদেবীর মন্দির আছে। তাহা সিদ্ধপীঠ বলিয়া গণ্য।

রাজা পৃথ্বীচন্দ্র এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"গৌড় দেশ মধ্যে বাস গঙ্গার দক্ষিণে।
কান্যকুব্জ বিপ্র হই ত্রিবেদী আখ্যানে॥
পিতৃ পূর্ব্ব স্থান নদী সরযূ উত্তরে।
এ দেশে পৈতৃক বাস আমাড়ি নগরে॥
বিখ্যাত ভুবনে নাম পাকুরে আলয়।
ভনে পৃথ্বীচন্দ্র বৈদ্যনাথের তনয়॥"

এই পরিচয় হইতে জানা যায় যে, পৃথ্বীচন্দ্রের পিতার নাম বৈদ্যনাথ ত্রিবেদী, তিনি পাকুড়ের রাজা ছিলেন। পাকুড়ে এখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লুপলাইনের ষ্টেসন হইয়াছে। এই স্থান আমাড়ি পরগণার অন্তর্গত। পাকুড়ের বর্ত্তমান রাজা পৃথ্বীচন্দ্রের দৌহিত্র-বংশ।

রাজকবির গৌরীমঙ্গল ১৭২৮ শকে বা ১২১৩ সনে রচিত হয়, সুতরাং গ্রন্থখানি একশত বর্ষের প্রাচীন। ইংরাজ আমলে এই গ্রন্থ রচিত হইলেও ইহাতে ইংরাজ প্রভাবের কিছু মাত্র চিহ্ন নাই। কবি তাঁহার সমকালীন প্রাদেশিক হিন্দু সামন্ত-রাজগণের এইরূপ নামোল্লেখ করিয়াছেন—

"চন্দেলে চয়েনসিংহ মহাসেনাপতি।
সহস্র সর্দ্দার সঙ্গে অযুত পদাতি॥
বয়েসে বক্তারসিংহ বড় বলবন্ত।
যোজনেক জুড়ি থাকে যাহার সামন্ত॥
চোহানে চতুরসিংহ বড় বল ধরে।
যাহার সামন্ত অন্ত না হইতে পারে॥
পোঁয়ারে পর্ব্বতসিংহ যেন যমদূত।
যার সঙ্গে অসংখ্য থাকয়ে রজপুত॥
কছোয়া কুলের কর্ত্তা কিষণ ভূপতি।
যার সঙ্গে রঙ্গে ক্ষত্রি যুঝে দিবারাতি॥" ইত্যাদি

শক্তিতত্ত্ব প্রচারই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। এরূপ গ্রন্থে কাব্যরসের তেমন উচ্ছ্বাসের আশা করা যায় না বটে, কিন্তু এই গৌরীমঙ্গল কবিত্বে ও লালিত্যে সামান্য বলিয়া গণ্য হইবে না। এই গ্রন্থে আমরা কতকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের উল্লেখ পাই, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে সে গুলি স্থান পাইবার যোগ্য মনে করিয়া রাজকবির উক্তি উদ্ধৃত করিলাম—

"সত্যযুগে বেদ অর্থ জানি মুনিগণ।
সেই মত চালাইল সংসারের জন॥
ত্রেতাযুগে বেদ অর্থ জানিতে নারিল।
তে কারণে মুনিগণে পুরাণ করিল॥
অনেক পুরাণ উপপুরাণ হইল।
দ্বাপরে মনুষ্যগণে ধারণে নারিল॥
স্মৃতি করি মুনিগণ সংগ্রহ করিল।
কলিযুগে তাহা লোকে বুঝা ভার হইল॥
মনে ভাষা আশা করি কৈল কবিগণ।
স্মৃতিভাষা কৈল রাধাবল্লভ শর্ম্মণ॥
বৈদ্যক করিয়া ভাষা শিখে বৈদ্যগণে।
জ্যোতিষ করিয়া ভাষা শিখে সর্ব্বজনে॥
বাল্মীকি করিল ভাষা দ্বিজ কৃত্তিবাস।
মনসামঙ্গল ভাষা হইল প্রকাশ॥
মুকুন্দ পণ্ডিত কৈলা শ্রীকবিকঙ্কণ।
কবিচন্দ্রে গোবিন্দমঙ্গল বিরচন॥
ভাগবত ভাষা করি শুনে ভক্তিমান।
চৈতন্যমঙ্গল কৈল বৈষ্ণব বিজ্ঞান॥
বৈষ্ণবের শাস্ত্রভাষা অনেক হইল।
অন্নদামঙ্গল ভাষা ভারত করিল॥
মেঘঘটা যেন ছটা তড়িতের পাতা।
শিবরাম গোস্বামী করিল ভক্তিলতা॥
অষ্টাদশপর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভাবত প্রকাশ॥
চোর চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তি ভাষায় করিল।
বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি পয়ার রচিল॥
দ্বিজ রঘুদেব চণ্ডীপাঁচালী করিল।
কবিচন্দ্র চোরকবি ভাষায় হইল॥
গঙ্গানারায়ণ রচে ভবানীমঙ্গল।
কীবিট-মঙ্গল আদি হইল সকল॥
এ সকল গ্রন্থ দেখি মম আশা হইল।
গৌরীমঙ্গলের পুঁথি ভাষায় রচিল॥"

রাজা পৃথ্বীচন্দ্রের পর এক ব্যক্তি দুর্গামঙ্গল ও গৌরীবিলাস লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাম রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁহার কাব্যে তিনি "দ্বিজ রামচন্দ্র" বলিয়াই পরিচিত। কবি দুর্গামঙ্গলে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

গরিটি সমাজে গোপাল মুখুটী বাস করিতেন, তাঁহার পুত্র রামধন। এই রামধনের তিন পুত্র, তন্মধ্যে রামচন্দ্রই জ্যেষ্ঠ। গঙ্গার পূর্ব্বভাগে মেদনমল্লের অন্তর্গত হরিনাভিগ্রামে মাতামহ বিনোদরামের আশ্রয়ে কবি বাস করিতেন। কবির 'মালতী-মাধব' হইতে জানিতে পারি যে, মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পৌত্র ও রাজা রাজকৃষ্ণের পুত্র রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আদেশে তিনি ভাষায় 'মালতীমাধব' কাব্য রচনা করেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের জন্ম। রামচন্দ্র মালতীমাধবে "নবীন প্রবীণ যিনি সর্ব্ব গুণধাম" ইত্যাদি বর্ণনা দ্বারা কালীকৃষ্ণের যুবা বয়সেরই পরিচয় দিতেছেন। এরূপ স্থলে ১৮২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে মালতীমাধবের রচনাকাল ধরিতে

পারি। তাহার পূর্ব্বেই দুর্গামঙ্গল রচিত হয়। কারণ দুর্গামঙ্গলে কবি নিজ বাসস্থান ও পরিচয় ব্যতীত অপর কোন পরিচয় দেন নাই। অর্থাভাবেই হয়ত কবিকে অধিক বয়সে শোভাবাজার রাজবাটীতে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

কবির দুর্গামঙ্গল গ্রন্থখানি এক সময়ে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইয়াছিল; চট্টগ্রামে এই গ্রন্থ "নলদময়ন্তী" নামে খ্যাত। বাস্তবিক নলদময়ন্তীর উপাখ্যানই সবিস্তার এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। নায়ক-নায়িকা-সংক্রান্ত ঘটনাবলির মধ্যে কবি দুর্গাপূজা ও দুর্গানবমীব্রতের বর্ণনা করিয়াছেন, সেইজন্য কবি নিজ গ্রন্থের "দুর্গামঙ্গল" নামকরণ করিয়াছেন।

কবির আদর্শ শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত। দুর্গামঙ্গলের বহুস্থান নৈষধের অনুবাদ বলিলেই চলে। কিন্তু তাঁহার রচনা এতই সরল ও এতই স্বাভাবিক যে, তাহা সহসা অনুবাদ বলিয়াই মনে হয় না। তাঁহার বর্ণনা মধুর ও উজ্জ্বল। উহার নমুনা দিতেছি—

"একদিন সখী সঙ্গে, দময়ন্তী মনরঙ্গে,
পুষ্পবনে করিল প্রবেশ।
স্তবকে স্তবকে ফুল, ভ্রমে গন্ধে অলিকুল,
গন্ধবহ গমন বিশেষ ॥
পাতিয়া অঞ্চল পাঁতি, তুলে পুষ্প নানা জাতি,
কেহ দিল খোঁপায় চম্পক।
বকুল কুসুমে মালা, গাঁথে হার কোন বালা,
কোন সখী তুলিল অশোক ॥
কোন সখী গিয়া তুলে, মল্লিকা মালতী ফুলে,
হার গাঁথি পরিল গলায়।
কোন সখী হার নিল, দময়ন্তী গলে দিল,
কোন সখী সখীরে সাজায় ॥
বন্ধ ছিল হংস সত্যে, হেন কালে গেল মর্ত্ত্যে,
উপনীত দময়ন্তী কাছে।
হংস হেরি রাজকন্যা, সঙ্গে কেহ নাহি অন্যা,
ধরিতে ধাইল পাছে পাছে ॥"

মঙ্গল গ্রন্থ ব্যতীত শাক্ত উদ্দেশ্য-প্রচারার্থ বঙ্গভাষায় যে সকল গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মুক্তারাম নাগের দুর্গাপুরাণ ও কালীপুরাণ, দ্বিজ দুর্গারামের কালিকাপুরাণ, এবং দ্বিজ রামনারায়ণের শক্তিলীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রন্থ কবিত্বের জন্য শ্রেষ্ঠতালাভ করিতে সমর্থ না হইলেও শাক্তপুরাণ ও তন্ত্রের অনেক কথা অতি সরলভাষায় সাধারণকে বুঝান হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে শক্তিলীলামৃত গ্রন্থখানি অতি বৃহৎ, শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। গ্রন্থকার এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"শ্রোত্রিয় বারেন্দ্র শ্রেণি, গাঞি খ্যাত সপ্তামিনী,
বৃন্দাইপাড়া সুগ্রাম নিবাসী।
সুপর্ণি সুগ্রামস্থিতি, পূর্ব্ব অংশে ভাগীরথী,
গ্রাম যেন গুপ্ত বারাণসী ॥"
"শকে সপ্তদশ শত, অষ্টাবিংশ বর্ষগত
রবিশত চতুর্দ্দশ মানে।
মীনে মেষে অর্দ্ধগত, পুস্তক সমাপ্ত কৃত,
গুরু জয়া ত্রয়োদশী দিনে ॥"

যাহা হউক শতবর্ষের প্রাচীন উক্ত শক্তিলীলামৃত হইতে আদ্যাশক্তির লীলামাহাত্ম্য প্রসঙ্গে শাক্তসমাজের অনেক কথা জানা যাইতে পারে।

ষষ্ঠীমঙ্গল।

ষষ্ঠীদেবী বঙ্গবাসী প্রতি হিন্দু-গৃহস্থের ঘরে পূজিত হইয়া থাকেন। এই ষষ্ঠীদেবী কে? কোন প্রাচীন স্মৃতি বা পুরাণে এই ষষ্ঠীদেবীর পরিচয় নাই। আধুনিক ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ও শাক্তপুরাণ দেবীভাগবতে এই দেবীর প্রথম উল্লেখ পাই। দেবীভাগবত ধরিলে মনসা ও মঙ্গলচণ্ডীর সহিত ষষ্ঠীও শাক্তদিগের উপাস্যা। ঐ পুরাণ-মতে ইনি ব্রহ্মার মানসী কন্যা, ব্রহ্মা ইঁহাকে কার্ত্তিকেয়ের হস্তে অর্পণ করেন। মাতৃকাগণের মধ্যে ইনি ষষ্ঠী নামে বিখ্যাতা। যখন দৈত্যগণ দেবগণের অধিকার কাড়িয়া লয়, তখন ইনি সেনাপতি হইয়া দৈত্যদলন করিয়াছিলেন; তজ্জন্য ইঁহার অপর নাম দেবসেনা। মর্ত্ত্যলোকে প্রিয়ব্রত এই ষষ্ঠীর পূজা প্রচার করেন। ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিলে অত্যুত্তম পুত্রলাভ হয়। (দেবীভাগবত ৯ ৪৬ অঃ)

আমরা রাজতরঙ্গিণী হইতে জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে কার্ত্তিকেয়দেবের সুবৃহৎ মন্দির ছিল, সেই সময় হইতেই হিন্দু শাক্তগণের নিকট কুমারের শক্তি ষষ্ঠীদেবীর পূজা প্রচলিত থাকাই সম্ভব। বৌদ্ধাধিকার কালে এই দেবীর পূজা বিরলপ্রচার হইলেও আবার মুসলমান অধিকার বিস্তার কালে হিন্দু-সমাজে তান্ত্রিক শাক্তগণের পুনরভ্যুদয় ঘটিলে ষষ্ঠীদেবীও শাক্ত-গৃহস্থ-রমণীর হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহার পূজাও বিশেষ ভাবে হিন্দু শাক্ত-সমাজে প্রচলিত হইল। ঐ সময়ে তাঁহার মহিমা প্রচারার্থ নানা লোকেই "ষষ্ঠীমঙ্গলের" গান রচনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যে সকল গান প্রচলিত ছিল, চৈতন্য-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের প্রাধান্য কালে তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়। অল্পসংখ্যক যাহাও বা প্রচলিত ছিল, নিমতা-নিবাসী কায়স্থ-কবি কৃষ্ণরামের ষষ্ঠীমঙ্গল প্রচারিত হইলে পূর্ব্বতন ষষ্ঠী-কবিকীর্ত্তি লোপ পাইল। ষষ্ঠীর উপাসকদিগের নিকট কৃষ্ণরামের ষষ্ঠীমঙ্গলই বিশেষ আদৃত হইল।

"কবি কৃষ্ণরাম ভণে ষষ্ঠীর মঙ্গল।
মহীশূন্যঋরিপুচন্দ্র শকসংবৎসর ॥"

অর্থাৎ ১৬০১ শকে অর্থাৎ তাঁহার রায়মঙ্গল রচিত হইবার ৭ বর্ষ পূর্ব্বে কৃষ্ণরাম 'ষষ্ঠীমঙ্গল' রচনা করেন। তাঁহার কালিকামঙ্গলের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। তাঁহার ষষ্ঠীমঙ্গলের রচনাও মন্দ নহে। তাঁহার মঙ্গলগানসমূহ আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, এই ষষ্ঠীমঙ্গল ও শীতলামঙ্গল তাঁহার প্রথম রচনা। তৎপরে তিনি রায়মঙ্গল ও শেষে কালিকামঙ্গল প্রকাশ করেন। কবি ষষ্ঠীমঙ্গলে যে উপাখ্যান দিয়াছেন, তাহা দেবী-ভাগবত বা কোন প্রাচীন তন্ত্রানুসারী নহে। সংক্ষেপে সেই উপাখ্যানটী বলিতেছি—

একদিন ষষ্ঠীদেবী মনে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, সর্ব্বস্থানে দরিদ্রলোকেই তাঁহার পূজা করে। কিন্তু বড়লোকেরা ত করে না।

"একে একে ভ্রমণ করিল দেশে দেশে।
দেখিল দেবীর পুজা অশেষ বিশেষে॥
দরিদ্র রমণী জত জেমন শকতি।
উপবাস করি রত্ন কেবল ভকতি॥" (ষষ্ঠীমঙ্গল)

এ সময়ে রাঢ়-গৌড়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান সপ্তগ্রামে শত্রুজিৎ নামে এক পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। ষষ্ঠী-দেবীর ইচ্ছা হইল, এই রাজসংসারে তাঁহার পূজা চালাইতে পারিলে দেশের সকলেই তাঁহার পূজা করিবে। এই ভাবিয়া দেবী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে সহচরীর সঙ্গে রাণীর নিকট চলিলেন। রাণী কনক-আসনে বসিয়াছিলেন। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে দেখিয়া তাঁহার আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী কহিলেন, বর্দ্ধমানে আমার ঘর, গঙ্গাস্নান করিতে এখানে আসিয়াছি। আমার সাত বেটা, চারিকন্যা, কিছুই অপ্রতুল নাই। আজ অরণ্যষষ্ঠী। আমি আর কিছু চাই না, তোমাকে লইয়া আজ ষষ্ঠীপূজা করিব, সেইজন্য আসিয়াছি। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, ষষ্ঠীপূজা করিলে কি হইবে, আর ষষ্ঠীপূজাই বা কে করিয়াছে? দেবী একটু বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন, ষষ্ঠীপূজা কি তা জান না, তোমার বেটার কোন অমঙ্গল হয় নাই, তাই ষষ্ঠীকে তোমার মনে পড়ে নাই। তবে ষষ্ঠীমাহাত্ম্য শোন। সদাগর সায়বেণের স্ত্রী ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিয়া সাতবেটা লাভ করিয়াছিল। সে নিয়ত সাত পুত্রবধূ লইয়া ষষ্ঠীপূজা করিত। একদিন শাশুড়ী পূজার দ্রব্যাদির স্থানে ছোটবউকে পাহারা রাখিয়া যায়, ছোটবউ লোভসম্বরণ করিতে না পারিয়া সেই পূজার জিনিষ খাইয়া ফেলে। পরে কালবিড়ালে লইয়া গিয়াছে, এইরূপ শাশুড়ীকে বুঝাইয়া দেয়। কাল বিড়াল ষষ্ঠীদেবীর বাহন। সে সময়ে ছোটবউ গর্ভবতী, যথাকালে একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিল। নিশীথে প্রসূতি নিদ্রায় অচেতন। কাল বিড়াল আসিয়া কোলের ছেলে লইয়া পলাইল। এইরূপে প্রসবের পর এক একটী করিয়া ছয়বেটা কালবিড়ালে লইয়া গেল। লোকের গঞ্জনায় ছোটবউ আর কাহারও কাছে মুখ দেখাইতে পারিল না। ঘটনাচক্রে আবার সে গর্ভবতী হইল! এবার আর ছোটবউ ঘরে থাকিতে পারিল না, দূর বনে আসিয়া প্রসব করিল এবং অতি সাবধানে ছেলে কোলে করিয়া রহিল। কিন্তু দেবীর মায়ায় তাহার ঘুম আসিল, সেই অবকাশে কালবিড়াল কোল হইতে ছেলে লইয়া ষষ্ঠীদেবীকে দিল। হঠাৎ সদাগর-বধূর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, উঠিয়া দেখে কোলে ছেলে নাই। কালবিড়াল ছেলে লইয়া যাইতেছে। অভাগিনী তাহার পাছু পাছু ছুটিল,—পথে উচোট খাইয়া পড়িয়া গেল। কাঁটায় কাপড় ছিঁড়িয়া খান খান হইল। শিরে করাঘাত করিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। এদিকে বিড়াল ছেলে মুখে করিয়া দেবীর কাছে পৌঁছিল। দেবীর দয়া হইল, বলিলেন—তোর কি দয়া নাই, একে একে দুখিনীর সাতপুত্র আনিলি? কালবিড়াল বলিল, মা! ছোটবউ তোমার পূজার জিনিস খাইয়া মিছামিছি আমার অপবাদ দিয়াছে, সেইজন্যই আমি তাহার প্রতিশোধ লইয়াছি। 'সামান্য দোষে এত কষ্ট দেওয়া উচিত হয় নাই' এই বলিয়া দেবী যেখানে ছোটবউ ধূলায় পড়িয়াছিল, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। দেবীকে দেখিয়া সাধুর রমণী তাঁহার পায়ে পড়িয়া কতই স্তবস্তুতি করিলেন; তখন লীলাময়ী কহিলেন—তোমার কত অপরাধ আর সহ্য করিব?

"জবে ষষ্ঠী দিন, পোড়াইয়া মীন, অন্ন খাও চারিবারে।
খেমিয়া সকল, দিনু পুত্রবর, তমু না তুষিলা মোরে॥
দ্রব্য জত পাও, চুরি করি খাও, বিড়ালের দোষ দিয়া।" (ষষ্ঠীমঙ্গল)

যাহা হউক, এবার দেবী তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন। সাধুবালা দেবীর কৃপায় সাতপুত্র ফিরিয়া পাইল। সে সাত পুত্র লইয়া মহানন্দে ঘরে আসিয়া মহাসমারোহে দেবীর পূজা দিল।

শত্রুজিৎ-মহিষী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর নিকট এইরূপে ষষ্ঠীর মাহাত্ম্য অবগত হইয়া সহচরীদিগের সঙ্গে ষষ্ঠীপূজা করিল। সেই হইতে রাজপরিবার মধ্যে ষষ্ঠীপূজা প্রচলিত হইল। পূজার বারতিথি সম্বন্ধে কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন,—

"রবি শনি কুজ বুধবার বৃহস্পতি।
পৃথিবীতে পূজিবে জতেক পুত্রবতী॥
না মানিয়ে ইহা যদি অন্য মত করে।
দেবজায়া নহে কেন তভু পুত্র মরে॥"

কবি কৃষ্ণরামের ষষ্ঠীমঙ্গল হইতে জানিতে পারি যে, যে সময়ে সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধিশালী ছিল, সেই সময়ে এখানে ষষ্ঠীর পূজা প্রচলিত হয়। সপ্তগ্রামের পরিচয় শুনুন—

"রাঢ় গৌড় দেখিলাম কলিঙ্গ কপাল।
গয়া পৈইরাগ কাশী নিষধ নেপাল॥

একে একে ভ্রমণ করিলাম দেশ দেশ।
দেখিলুঁ দেবীর পূজা অশেষ বিশেষ ॥
সপ্তগ্রাম ধরণীতে নাহি তার তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথীর কূল ॥
নিরবধি যজ্ঞদান পুণ্যবান লোক।
অকাল মরণ নাই নাহি দুঃখ শোক ॥
শত্রুজিৎ রাজার নাম তার অধিকারে।
যেভারে এ জত গুণ কে কহিতে পারে ॥"

কৃষ্ণরাম ব্যতীত কবিচন্দ্র, গুণরাজ প্রভৃতি রচিত কএকখানি ক্ষুদ্র ষষ্ঠীমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে।

শাক্তসমাজে শৈবশক্তির সঙ্গে বৈষ্ণবী শক্তির পূজাও বিশেষ ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। গৌড়ের বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী গুপ্তরাজগণের মুদ্রায় আমরা গজলক্ষ্মীর চিত্র দেখিয়াছি। তাহা হইতে আমরা মনে করিতে পারি যে, গজলক্ষ্মীর পূজা অতি প্রাচীন। মঙ্গলচণ্ডীর পূজা বিশেষ ভাবে প্রচলিত হইলে গজলক্ষ্মী মঙ্গলচণ্ডীর সহিত মিশিয়া কমলে-কামিনীরূপে প্রকাশিত হইলেন। অতঃপর বৈষ্ণবপ্রভাব বিস্তারের সহিত কমলা বৈষ্ণবী শক্তি বলিয়া পরিচিত হইলেন। অল্পদিন মধ্যেই বৈদিক 'শ্রী' ও পৌরাণিক 'লক্ষ্মী' কমলার সহিত অভিন্ন হইয়া গেলেন। শাক্ত-সমাজে কমলার পূজা বিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল। ধন-ধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কোথাও সেই প্রাকৃতিক মূর্ত্তিতে, কোথাও বা পেচকবাহিনী চতুর্ভুজা মূর্ত্তিতে পূজিত হইতে লাগিলেন। অপরাপর শক্তিপূজায় যেরূপ গান হইত, লক্ষ্মীপূজাতেও সেরূপ লক্ষ্মীবন্ত লোকেরা "লক্ষ্মীমঙ্গল" গান দিতে আরম্ভ করিলেন। অধিকাংশ স্থলে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিনই লক্ষ্মীর জাগরণ গীত হইত।

কমলামঙ্গল বা লক্ষ্মীচরিত্র।

বহু কবি কমলার মাহাত্ম্য প্রচার উদ্দেশে কমলামঙ্গল বা লক্ষ্মী-চরিত্র লিখিয়া গিয়াছেন, এই সকল কবির মধ্যে গুণরাজখান শিবানন্দ কর, মাধবাচার্য্য, ভরতপণ্ডিত, পরশুরাম, দ্বিজ অভিরাম, জগমোহন মিত্র, রণজিৎরাম দাস প্রভৃতির গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

উক্ত কবিগণের মধ্যে 'গুণরাজখান' উপাধিধারী শিবানন্দ কর রচিত লক্ষ্মীচরিত্রই সর্ব্ব প্রাচীন। এই গ্রন্থের আড়াই শত বর্ষের হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং মূলগ্রন্থ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিবানন্দ কর আপনাকে 'বৈশ্য' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। * তাঁহার বৃহৎ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। উক্ত গ্রন্থের শেষাংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই অংশে কিরূপ আচরণ করিলে লক্ষ্মীদেবী সন্তুষ্ট হন, কিরূপ পুরুষ ও কিরূপ রমণীর ঘর লক্ষ্মীর প্রিয়, এবং কোন্ কোন্ পুরুষ ও রমণীর ঘরে দেবী থাকিতে চান না, তাহা কবি শিবানন্দ অতি সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষার একটু নমুনা দিতেছি—

"এতেক শুনিআ তবে লক্ষ্মীদেবী হাসে।
আমার চরিত্রকথা শুন হৃষীকেশে ॥
চিন্তাযুক্ত হএ জেবা সর্ব্বথা থাকিব।
পাএ পাএ ঘসে জেবা উচ্ছিষ্ট চাচিব ॥
বাসী ফুল পরে জেবা নিদ্রা জাএ উষাতে।
ভগন আসনে বসি জেবা খাএ পাতে ॥
মা সতমায়ে জেবা করে অনাদর।
পুন পুন বলি আমি ছাড়ি সেই নর ॥**
অভক্ষ্য ভক্ষণ করে ধরএ জবন।
বিবস্ত্র হইয়া জেবা করএ শয়ন ॥
এমন লক্ষণ জার দেখি সর্ব্বক্ষণ।
তাহাকে তেজিয়া থাকি শুন নারায়ণ ॥**
স্বামিপর নারীর আর নাহিক দেবতা।
স্বরূপে কহিব আমি শুন সত্য কথা ॥
নাভি গভীর জার দন্ত সমপাতি।
তাহার শরীরে আমার সদত বসতি ॥
ডাগর কপাল জার থাএ বড় গ্রাসে।
তিলেক না থাকি আমি সে জনার পাসে ॥
খড়মিয়া পদ জার বিরল অঙ্গুলি।
অলক্ষণ চরিত্র সেই সর্ব্বক্ষণ বলি ॥
প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড না করিবে ভোজন।
দ্বিতীয়াতে কচু না করিবে ভক্ষণ ॥
তৃতীয়াতে মুলা খাইলে চক্ষে হয় শূল।
চতুর্থীতে মুলা খাইলে নিধন নির্ম্মূল ॥**
চতুর্দ্দশীতে মান খাইলে হয় মহারোগ।
অমাবস্যায় মৎস্য মাংস গোমাংস সংযোগ ॥
এ সকল তিথিতে বস্ত জেবা নবে খায়।
তাহাকে তেজিয়া আমি শুন মহাশয় ॥" ইত্যাদি

লক্ষ্মীচরিত্রের উদ্ধৃত অংশ দেবীভাগবতের ৯ম স্কন্ধের ৪১ অধ্যায়ের অধিকাংশ শ্লোকের অনুবাদ বলিলেও চলে।

মাধবাচার্য্য চণ্ডীর জাগরণ লিখিয়া যেরূপ কাব্যরসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার লক্ষ্মীচরিত্রে সেরূপ কোন গুণপনার পরিচয় নাই, গুণরাজের লক্ষ্মীচরিত্রের মত তাঁহার লক্ষ্মীমঙ্গলও সাদাসিধা।

পরশুরাম শ্রীবৎসচিন্তার উপাখ্যান লইয়া লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থ কোথাও শনিচরিত্র, কোথাও বা লক্ষ্মীর পাঁচালী নামে খ্যাত। •

* "গুণরাজখানে কহে হরিপদে মতি।
কমলার পাদপদ্মে অসংখ্য প্রণতি ॥
লক্ষ্মীর চরিত্র শুনে জে তারে দেন বর।
পাচালী প্রবন্ধে রচিলেন বৈশ্য শিবানন্দ কর ॥"

লক্ষ্মীমঙ্গল-রচয়িতাদিগের মধ্যে কি কবিত্বে, কি লালিত্যে ও কি শব্দসম্পদে জগমোহন মিত্রের রচনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার কমলামঙ্গলের বর্ণনীয় বিষয় অপর লক্ষ্মীচরিত্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁহার গ্রন্থে যথারীতি মঙ্গলাচরণের পর এই বিষয়গুলি বর্ণিত দেখা যায়,—দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যনাশ, লক্ষ্মীর ক্ষীরোদ-প্রবেশ, ইন্দ্রের প্রতি নারদের সমুদ্রমন্থনে উপদেশ, সমুদ্রমন্থনহেতু দেব-দৈত্যগণের নিমন্ত্রণ, সমুদ্রমন্থনারম্ভ, কালকূটোৎপত্তি, শিবের কালকূট পান, শঙ্করীকে সংবাদ দিতে নন্দীর কৈলাসে গমন, মনসাকে আনিতে নারদের প্রতি পার্ব্বতীর অনুমতি, মনসার জন্মকথা, শঙ্করীর আজ্ঞায় শঙ্করের কালীদহে প্রবেশ, শঙ্করীর বাগ্‌দিনীবেশে কালীদহে শিবের নিকট গমন, শিবশিবার অদ্ভুত হাস্যপরিহাস, কালীদহে কমলে-কামিনীর নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ, সমুদ্রে অমৃত উৎপত্তি, বিষ্ণুর মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ, ক্ষীরোদে লক্ষ্মীর উদ্ভব, কমলা ও লক্ষ্মীর অভেদ-শক্তিবর্ণনা ইত্যাদি।

কবি জগমোহন দুর্ব্বাসার অভিশাপ হইতে সমুদ্রমন্থন বিবরণ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিলেও শিবের কালীদহে প্রবেশ, তথায় কোচিনীরূপা শিবার সহিত তাঁহার প্রেমালাপ প্রভৃতি কাহিনী আমরা কোন পুরাণ বা তন্ত্রে পাই নাই। কোচিনীবেশে শঙ্করী যখন শঙ্করকে কালীদহ পার করেন, এ সময়ে কবি উভয়ের যে পরিহাসরসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা মন্দ নহে।—

"শুনিআ ভবের বাণী, আইলেন ভবরাণী,
তরী লৈয়া আনন্দে সত্বরে।
শীঘ্রগতি শূলপাণি, শুভযাত্রা অনুমানী,
উঠিলেন তরীর উপরে॥
অন্নপূর্ণা আনন্দেতে, অঙ্গ ঢাকি অম্বরেতে,
খেয়া দেন অতি সঙ্গোপনে।
ভেদ করি ব্রহ্মকোঠা, উঠিল রূপের ছটা,
উমবর্ণে ঢাকিবে কেমনে॥
রূপ হেরি পশুপতি, কামে হৈয়া মুগ্ধমতি,
রঙ্গে ভঙ্গে ক'ন ব্যঙ্গছলে।
তব অঙ্গ সমীরণে, মন ভরি ত্রাস মানে,
ডোবে কামসাগরের জলে॥
বিচ্ছেদ বহে কথায়, ফিরে ফিরে তরি বায়,
পারে নাই পারে উত্তরিতে।
ভুলি আপনার গুণে, সরল গুণের গুণে,
দয়া করি তরাহ তুরিতে॥
শিবের শুনিয়া বাণী, হেসে কন ভবরাণী,
ও কথা আমারে না কহিবে।
বড় ডর ভগবতী, মুখরা পথর অতি,
ব্যক্ত হৈলে প্রমাদ ঘটিবে॥
একে গৌরী গৌরবর্ণী, তাহে রূপে সৌদামিনী,
ক্রোধে কম্পবান্ ত্রিভুবন।
এ কথা শুনিলে কাণে, আমারে বধিবে প্রাণে,
তুমি কি রাখিবে ত্রিলোচন॥
শুনিয়া সম্মতি বাণী, পুলকিত শূলপাণি,
কহিছেন করিয়া বিনয়।
শুন শুন প্রাণসই, এক উপদেশ কই,
বুঝে দেখ যদি মনে লয়॥
দুজনে একত্র হইয়া, লীলা করি লুকাইয়া,
কালীদহে কমলকাননে।
সদা সুখে বিরাজিব, কোন ঠাঁই না জাইব,
জানিবেন শঙ্করী কেমনে॥" ইত্যাদি

জগমোহন সংক্ষেপে লক্ষ্মীভ্রষ্ট স্বর্গচিত্র অতি সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন।

জগমোহনের পর রঞ্জিৎরাম দাস ১৭২৮ শকে কমলা-চরিত্র প্রকাশ করেন—

"বসুযুগ সিন্ধুশশী শক পরিমাণ।
কমলার চরিত্র-কথা হইল সমাধান॥"

রণজিৎরামের কমলা-চরিত্র গুণরাজের ছাঁচে ঢালা, জগমোহনের কমলামঙ্গলের ন্যায় তিনি সেরূপ কবিত্ব বা বিষয়ের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

সারদা-মঙ্গল।

লক্ষ্মীর ন্যায় দেবী সরস্বতীও বহু পূর্ব্বকাল হইতে জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুসমাজে পূজা পাইয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার মাহাত্ম্য প্রচারার্থ এ দেশে সারদার মঙ্গলগান প্রচারিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ সরস্বতীপূজার দিনই "সারদামঙ্গল" গীত হইত। অপরাপর মঙ্গলগুলি যেরূপ সূত্রগ্রন্থ হইতে বৃহৎ অষ্টমঙ্গলা বা জাগরণের রূপ ধারণ করিয়াছে, সারদামঙ্গলের এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। দয়ারাম দাস বা গণেশমোহনের সারদামঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, এই গ্রন্থ সেরূপ বৃহৎ নহে, শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫০০ শত এবং ১৭টী অধ্যায়ে বিভক্ত। দয়ারামের নিবাস মেদিনীপুরজেলার অন্তর্গত কাশীজোড়ার মধ্যবর্ত্তী কিশোরচক্ গ্রাম। কাশীজোড়ার রাজার আশ্রয়ে কবি সারদামঙ্গল রচনা করেন*। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথপ্রসাদ, পিতামহ পরীক্ষিৎ এবং প্রপিতামহের নাম রামেন্দ্রজিৎ†।

* "কাশীজোড়া মহাস্থান, মহারাজা পুণ্যবান, ধন্য সে ধার্ম্মিক জগধ্যান।
ইহ তার প্রতিষ্ঠিত, দয়ারাম রচে গীত, সারদাচরিত্র উপাখ্যান॥"
"সারদাচরিত্র কথা রচে দয়ারাম।
বসবাস কাশীজোড়া কিশোরচক্ গ্রাম॥" (সারদামঙ্গল)

† "কর্ত্তা রামেন্দ্রজিৎ, বিদ্যাবন্ত পরীক্ষিৎ, জগন্নাথ তাহার তনয়।
তাহার পুণ্যের ফলে, অবতীর্ণ মহীতলে, দয়ারাম তাহার তনয়॥"

দয়ারাম এইরূপে সারদার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন—সুরেশ্বর দেশে সুবাহু নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি নিরাহারে বহু বর্ষ শিবপূজা করেন, তাহাতে লক্ষধর নামে এক পুত্র জন্মে। লক্ষধর বাপের বড় আদুরে ছেলে। সাত বর্ষ পর্য্যন্ত তাহার অক্ষর পরিচয় হইল না। রাজার পুরোহিত গৌরীদাস পণ্ডিত রাজাকে জানাইলেন যে, এখন হইতে চেষ্টা না করিলে কুমারের লেখাপড়া হইবে না। রাজা শুভদিনে ষোড়শোপচারে দেবী সরস্বতীর পূজা করিয়া পণ্ডিতের হাতে পুত্রকে সঁপিয়া দিলেন। লক্ষধর বার বর্ষে পড়িল, তবু তার কিছু হইল না। পণ্ডিত রাজাকে গিয়া সংবাদ দিলেন। মূর্খের বাঁচিয়া ফল কি? রাজা মূর্খ কুমারের মাথা কাটিতে আদেশ করিলেন। রাজপুত্রের মুখ দেখিয়া কোতোয়ালের দয়া হইল। তাহার পরামর্শে লক্ষধর বনে পলাইয়া রক্ষা পাইল; তৎপরিবর্ত্তে কোতোয়াল শিয়ালের মুণ্ড কাটিয়া রাজাকে আনিয়া দেখাইল। বনে বনে বাঘ ভালুকের মধ্যে ফলমূল খাইয়া লক্ষধর বেড়াইতে লাগিল। তাহার কষ্ট দেখিয়া দেবী সরস্বতীর দয়া হইল। দেবী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী সাজিয়া বনে আসিয়া কুটীর বাঁধিলেন। দৈবাৎ একদিন ব্রাহ্মণীর সহিত কুমারের দেখা হইল। দেবী তাহাকে ধর্ম্মপুত্র করিল। কুমারও সেই কুটীরে বাস করিতে লাগিল। লক্ষধর কাট কাটিয়া আনে, দেবী তাহা বাজারে লইয়া গিয়া বেচেন। এইরূপে কিছুদিন গেল। একদিন ভাগবতের খুঙ্গী ফেলিয়া দেবী বাজারে গিয়াছেন; পুথি দেখিয়া কুমারের বড় ক্রোধ হইল। যার জন্য তাহার বনবাস, বনেও তাই। আর কালবিলম্ব সহিল না, কুমার সেই পুরাণ পুথিখানি সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিল। জলে "রাধাকৃষ্ণ" দুটী নাম নষ্ট হইল। দেবগণ দেবীকে সংবাদ দিতে নারদকে পাঠাইলেন। নারদ আসিয়া দেবীকে ভৎর্সনা করিলেন। তখন দেবী অনেক কষ্টে সমুদ্র হইতে পুথিখানি তুলিয়া আনিলেন এবং লক্ষধরকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। কেন যে সে পুথি ফেলিয়া দিয়াছিল, কুমার একে একে তাহার পূর্ব্ব কাহিনী প্রকাশ করিল। এতদিন পরে দেবী দয়া করিয়া আপনার পরিচয় দিয়া কহিলেন, পূর্ব্বে পড়িয়া গুরুদক্ষিণা দাও নাই, সেই জন্য তোমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বৈদর্ভদেশে এক কৃষ্ণভক্ত রাজা আছে, তাঁহার কালিন্দী, কেশরী, উমা প্রভৃতি পাঁচ কন্যা। সেই পঞ্চ কন্যার গিয়া সেবা কর, তাহা হইলে তুমি সর্ব্ব বিদ্যা লাভ করিবে। দেবীর আদেশে বালক লক্ষধর বৈদর্ভদেশে গেল, পঞ্চ কন্যার কাছে চাকরী পাইল। "ছড়া ঝাটি সন্ধ্যা দেই ধূলাকুট্যা রাখে। ধূলাকুটা বল্যা তারে সর্ব্বলোকে ডাকে॥" শ্রীপঞ্চমী আসিল। পঞ্চকন্যা ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিল। জাগরণের জন্য 'ধূলাকুটা'র উপর আদেশ হইল। বালক কহিল, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু পালঙ্ক, পাটের মসার ও মশাল জালা থাকা চাই। চাকরের মুখে উচ্চ কথা শুনিয়া পঞ্চকন্যা হাসিয়া ফেলিল। যাহা হউক, তাহারা কুমারের কথা মতই কাজ করিল। গভীর নিশীথে নীলবস্ত্র-পরিধানা দেবী সরস্বতী সেবকের পূজা লইতে আসিলেন। এ সময়ে কুমার যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অকস্মাৎ দেবীর হাতের শাঁখার শব্দে জাগিয়া উঠিল এবং পূজার দ্রব্য চুরি করিতেছে মনে করিয়া দেবীকে ধরিয়া খাটের খুরায় বান্ধিয়া ফেলিল। দেবী তখন আপন পরিচয় দিলেন এবং বাঁধন খুলিয়া দিবার জন্য কতই কাকুতি মিনতি করিলেন! এখন দেবীকে হাতে পাইয়া বালক বেশ শুনাইয়া দিল, 'তোমারই জন্য আমার এই দুর্দ্দশা, উচিত মত শাস্তি দিব।' দেবী কহিলেন, 'তুমি যখন স্মরণ করিবে, তখনি আমায় পাইবে, সকল বিদ্যায় তুমি পণ্ডিত হইলে।' এইরূপে বর পাইয়া কুমার দেবীকে ছাড়িয়া দিল।

প্রভাতে পঞ্চকন্যা দেবীর প্রসাদ বাটিয়া লইল ও পুথি লইয়া পড়িতে বসিল। দেবীর কৌশলে গুরু জনার্দ্দন পণ্ডিত আসিয়া তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে, এখানে তোমাদের লেখা পড়া হইবে না। আমার সঙ্গে বিদেশে গেলে তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তাহারা গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিল না। দেবী বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকাইয়া মণিমাণিক্য খচিত এক খানি তরণী প্রস্তুত করিতে বলিলেন ও নিজেও মায়ানদী করিয়া বসিলেন। সন্ধ্যা কালে পঞ্চ কন্যা বহু রত্ন লইয়া সেই নৌকায় আসিয়া উঠিল। কুমারও নৌকা ছাড়িল না। কিন্তু দেবীর কৌশলে জনার্দ্দন পিতার নিকট ধরা পড়িল। দেবী নিজে কর্ণধার হইয়া নৌকা চালাইলেন। পঞ্চ কন্যা জনার্দ্দনকে না পাইয়া সকলে মর্ম্মাহত হইল; যে তাহাদের নফর সেই বুঝি তাহাদের বর হইল, লোকে কত কথাই বলিবে, তাহারা কিরূপে সহ্য করিবে? যাহা হউক, তাহারা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া কতকটা শান্ত হইল। অবশেষে 'ধূলাকুটা'র উপরই তাহাদের ভালবাসা পড়িল। ভালবাসার প্রতিদানও প্রার্থনা করিল। দেবী সরস্বতী বিজয় দত্ত নামে এক সাধুকে জানাইল যে, কুড়ি বর্ষ পরে পুত্রবধূসহ পুত্র ঘরে আসিয়াছে, তাহাকে ঘরে আনিয়া উপযুক্ত মহল বানাইয়া দাও। বিজয়দত্ত সে আদেশ পালন করিল।

এ দিকে সুবাহু নৃপতি পুত্রহারা হইয়া এক প্রকার উদাসীন, রাজকার্য্যে তাঁহার লক্ষ্য নাই, ক্রমে তাঁহার রাজধানী জনমানবশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, অতি কষ্টে তাঁহার দিন যাইতেছে। ২০ বর্ষ পরে লক্ষধর পিতৃরাজ্যে ফিরিল, কিন্তু কেহই তাহাকে চিনিতে পারিল না। দেবীর কৃপায় এখানে নূতন জঙ্গল কাটাইয়া

লক্ষধর এক সুসমৃদ্ধ রাজ্য পত্তন করিল এবং নানা স্থানের সামন্ত রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সকলকে স্বর্ণপাত্রে আহার করাইল। তাঁহার পিতা সুবাহুও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার অদৃষ্টে কিন্তু মাটীর পাত্রে আহার জুটিল। পাত্রের পরামর্শে সুবাহু লক্ষধরকে রাজ্যচ্যুত করিবার আয়োজন করিলেন ; বৃদ্ধ কোতোয়াল লক্ষধরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল, কিন্তু বীর কিছুই করিতে পারিল না। তাহাতে সুবাহু কোতোয়ালের উপর বিরক্ত হইয়া তাহার মাথা কাটিতে আদেশ দিলেন। ধর্ম্মপিতার বিপদ শুনিয়া দেবীর অভিপ্রায় মত লক্ষধর কোতয়ালের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে 'ধর্ম্মপিতা' সম্বোধন করিয়া তাহার অর্দ্ধরাজ্য লইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পরম ধার্ম্মিক কোতোয়াল রাজ্য গ্রহণ করিয়া কি করিবে ? সে রাজপুত্রকে বাঁচাইতে পারিয়াছে, এই জন্যে আপনাকে ধন্য মনে করিল। দেবীর কৃপায় সুবাহু পুত্রের পরিচয় পাইলেন। বহুকাল পরে হারানিধি পাইয়া রাজার শক্তিসামর্থ্য ফিরিয়া আসিল। এত দিন সুবাহুমহিষী কাঁদিয়া কাটাইতেছিলেন। এখন রাজপুত্র ও পুত্রবধূগণকে মঙ্গলোৎসব করিয়া রাণী ঘরে তুলিয়া লইলেন। পঞ্চ কন্যাও এত দিন পরে বুঝিল যে, সামান্য নফরকে তাহারা পতিত্বে বরণ করে নাই। সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ লক্ষধরকে লইয়া সপরিবারে রাজা সুবাহু দেবী সরস্বতীর পূজা করিলেন। সেই দিন হইতে সকলে জানিল, সরস্বতী পূজা করিলে মূর্খ পণ্ডিত হয়, নির্ধন ধনবান্ হয়, অপুত্রক পুত্র লাভ করে। এইরূপে দেবীর মাহাত্ম্যগান সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।

দয়ারামের 'সারদামঙ্গল' ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইলেও ইহাতে লালিত্য ও আবেগের অভাব নাই, পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। বিশেষতঃ সরস্বতীর মাহাত্ম্যসূচক এরূপ গ্রন্থ নিতান্ত বিরল বলিয়া এখানি সর্ব্বথা রক্ষণীয়।

গঙ্গামঙ্গল।

গঙ্গা বহু কাল হইতে শিবের অন্যতরা শক্তি বলিয়া পরিচিতা, এ কারণ বহু পূর্ব্ব হইতেই শাক্ত-সমাজে গঙ্গাদেবীর পূজা প্রচলিত। গঙ্গা সকল সম্প্রদায়ের উপাসিতা হইলেও শাক্তসমাজ গঙ্গার সাকারমূর্ত্তি প্রচার করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। এদেশে জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা মকরসংক্রান্তির দিন গঙ্গাদেবী পূজিত ও তাঁহার মাহাত্ম্য গীত হইয়া থাকে। উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিবসে বঙ্গের বহু স্থানে 'গঙ্গামঙ্গল' গীত হইত। কোন কোন স্থানে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তীরস্থ করা হইলে, তাহাকে গঙ্গামঙ্গল শুনান হইত। বহু কবি গঙ্গামঙ্গল বা গঙ্গার পাঁচালী লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে মাধবাচার্য্য, দ্বিজ গৌরাঙ্গ, দ্বিজ কমলাকান্ত, জয়রাম দাস, দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি রচিত কএক খানি গ্রন্থ মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

মাধবাচার্য্যের গঙ্গামঙ্গল ক্ষুদ্র গ্রন্থ নহে, শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫০০০। যিনি ১৫০১ শকে 'চণ্ডীমঙ্গল' লিখিয়া এক জন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, এই গঙ্গামঙ্গল খানিও সেই মাধব কবির রচিত। কেহ কেহ এই কবিকে মহাপ্রভুর পড়ুয়া ও মন্ত্রশিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মহাপ্রভুর শিষ্য মাধব ও গঙ্গামঙ্গলের কবিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতে পারি না। মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য মাধব খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে এবং কবি খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

মাধবের গঙ্গামঙ্গল এ শ্রেণীর গ্রন্থ মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য, ইহার রচনা প্রাঞ্জল, মধুর ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট, মধ্যে মধ্যে কবিত্ব বেশ স্ফুরিত হইয়াছে। গঙ্গার মাহাত্ম্যপ্রচার উদ্দেশ্যে কবি নানা পৌরাণিক আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের আরম্ভ হইতেই মার্জ্জিত ভাষার নমুনা পাওয়া যায়। যথা—

"প্রণমহো গণপতি গৌরীর নন্দন।
শুদ্ধ বুদ্ধি বিধায়ক বিঘ্নবিনাশন॥
খর্ব্ব স্থূলতর তনু লম্বিত উদর।
কুঞ্জর সুন্দর মুখ অতি মনোহর॥
সিন্দূরে মণ্ডিত অঙ্গ অতি সুশোভন।
চারি ভুজে শোভা করে অঙ্গদ কঙ্কণ।"

দ্বিজ গৌরাঙ্গের গঙ্গামঙ্গলের শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২৫০০। কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"গৌরাঙ্গ শর্ম্মার নিবেদন শুন রাম।
গঙ্গাতীরে মরি যেন লইয়া তব নাম॥
কাষ্ঠশালী গ্রাম বলি বসত সুন্দর।
চারি বর্ণ পরিপূর্ণ গঙ্গার উপর॥
তাহাতে বসত করি শুন সর্ব্ব জন।
আশ্রম কাশ্যপগোত্র নিজ পরিজন॥"

দ্বিজ গৌরাঙ্গ সগরোপাখ্যান, ভগীরথের তপস্যা, গঙ্গানয়ন ও সংক্ষেপে রামচরিতাদি পৌরাণিক প্রসঙ্গ লইয়া 'গঙ্গামঙ্গল' রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় সেরূপ কবিত্ব বা নূতনত্ব না থাকিলেও কবির ভাষা অতি সরল ও মধ্যে মধ্যে বেশ হৃদয়গ্রাহী। গৌরাঙ্গ শর্ম্মা দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

দ্বিজ কমলাকান্তও প্রায় এই সময়ে গঙ্গার পাঁচালী রচনা করেন। তাঁহার পরিচয় এইরূপ—

"মনু মহীপাল আদি রাজা সিংহ নাম।
তার রাজ্যে আছে এক অণ্ড চড়া গ্রাম॥

পূর্ব্বে সেই গ্রামে আছিলা নরপতি।
গঙ্গার সমীপে বসন্ত কোগ্রামেতে স্থিতি।
গঙ্গার পাঁচালী দ্বিজ কমলাকান্ত ভনে।
গান কর সর্ব্ব জন হয়ে দিব্য জ্ঞানে।"

দ্বিজ কমলাকান্ত রচিত গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা ৫০০ অধিক হইবে না। তাঁহার পাঁচালীতে সগরবংশের মুক্তিহেতু ভগীরথের তপস্যা ও গঙ্গানয়ন প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। কমলাকান্তের রচনায় কবিত্ব বা কৃতিত্বের যেমন কিছু পরিচয় দিবার নাই। জয়রামের নিবাস গুপ্তপল্লী (গুপ্তিপাড়া) তাহার নাম রামচন্দ্র রায়, জাতিতে বৈদ্য। প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্ব্বের কবি নিজ গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"গঙ্গার পশ্চিম তীর, যথা রাম যদুবীর, গুপ্তপল্লী যশোহর ধাম।
বৈদ্যবংশে সমুদ্ভূত দ্বিজ রামচন্দ্রসুত বিরচিত দাস জয়রাম॥

কবি জয়রামের গঙ্গামঙ্গল পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাপাঁচালী হইতে বড় না হইলেও এখানির ভাষা অপেক্ষাকৃত মাজ্জিত ও সুললিত, তবে কবিত্বের বিশেষত্ব কিছু দেখিলাম না। জয়রাম লিখিয়াছেন যে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অনুসারে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শুকপরীক্ষিৎসংবাদ, বিষ্ণুর বামাঙ্গ দ্রবীভূত হইয়া তাহা হইতে গঙ্গার উৎপত্তিকথা, বলি ও বামনের উপাখ্যান ও ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গানয়ন প্রসঙ্গ আছে। গঙ্গামঙ্গলে পাই—গঙ্গা তর্ত্তিপুর হইতে পদ্মা কর্ত্তৃক পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া যান, শেষে ভগীরথের কাতর আহ্বানে দেবী "গিরিআর মোহানা দিয়া দক্ষিণে গমন" করেন। তার পর ত্রিবেণীকে লক্ষ্য করিয়া কবি লিখিয়াছেন—

"ভগীরথ সঙ্গে গঙ্গা আছিলা ত্রিবেণী।
গুপ্ত ঋষি ওয়াইলা দেখাইয়া কর।
সরস্বতী যমুনা বিচ্ছেদ তার পর॥
গঙ্গা প্রণমিয়া পূর্ব্বে চলিল যমুনা।
পশ্চিমেতে জান বালি হইয়া বিমনা॥
যমুনার বালি গুলি বিচ্ছেদ হইল।
মনের দুঃখে মন্দগতি মা গঙ্গা চলিল॥

পূর্ব্ববর্ত্তী গঙ্গামঙ্গলকারগণ কোন দৈব প্রভাব বা প্রত্যাদেশের উল্লেখ করিয়া গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন নাই, তাঁহারা গঙ্গাভক্তি এবং গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রচার করাই তাঁহাদের লক্ষ্য। কিন্তু "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী" রচয়িতা দুর্গাপ্রসাদের স্ত্রী গঙ্গাদেবীর প্রত্যাদেশে পতিকে গান রচনা করিতে বলেন। মুখটী কবি বোধ হয় জানিতেন না যে, তাঁহার পূর্ব্বে বহু কবি গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে দেবীকে দিয়া বলাইতে পারিতেন না, 'ভাষায় আমার গান নাই।"

দুর্গাপ্রসাদ শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম অরুন্ধতী। তাঁহার গ্রন্থ খানি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে অনেক বড়। তাঁহার রচনার বেশ পারিপাট্য ও মধ্যে মধ্যে বেশ লালিত্য আছে। সে সময়ের স্ত্রীসমাজের চিত্র তাঁহার হাতে মন্দ ফোটে নাই। কবি তৎকালপ্রচলিত গহনার এইরূপ একটী ফর্দ্দ দিয়াছেন—

"ঢেঁড়ি চাঁপি মাকড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল।
কেহ পরে হীরার কমল নহে তুল॥
নাসিকায় নথ কার মুক্তা চুনী ভাল।
লবঙ্গ বেশর কারো মুখ করে আলো॥
কিবা গজমুক্তা কারো নাসিকার কোলে।
দোলে সে অপূর্ব্ব ভাব হাসির হিল্লোলে॥
কুন্দ কলিকার মত কারো দন্তপাঁতি।
দাড়িম্বের বীজ মুক্তা কারো দন্ত ভাতি॥
মার্জ্জিত মঞ্জনে দন্ত মধ্যে কাল রেখা।
মনে লয় মদনের পরিচয় লেখা॥
মুখ শোভা করে কারো মন্দ মন্দ হাসি।
সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি॥
পরিল গলায় কেহ তেনরী সোণার।
মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার॥
ধুক্ ধুকি জড়াও পদক পরে সুখে।
সোণার কঙ্কণ কারো শঙ্খের সম্মুখে॥
পতির আয়ৎ চিহ্ন সোহাগ যাহাতে।
পরাণ বান্ধান লোহা সকলের হাতে॥
পাতা মল পাশুলি আনট বিছা পায়।
গুঞ্জরী পঞ্চম আর কিবা শোভা তায়।"

উক্ত কবিগণ ছাড়া বহু প্রসিদ্ধ কবি গঙ্গার বন্দনা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে কবিচন্দ্র, কবিকঙ্কণ, নিধিরাম ও অযোধ্যারামের বন্দনাই বিশেষ প্রচলিত।

শাক্ত পদকর্ত্তা।

শাক্তসমাজেও বহু পদকর্ত্তা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মাতৃভক্তিময় পদাবলীতে একদিন বঙ্গের অনেকেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন। শক্তিসাধক ভক্তকবি রামপ্রসাদের নাম বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। তাঁহার কৃত শক্তিসঙ্গীতগুলি বঙ্গের সঙ্গীত সম্প্রদায়ের এক অমূল্য জিনিস। এমন সহজ সরল ভাষায় প্রতি পদে মর্ম্মস্পর্শী ভাবের অবতারণা এবং প্রাণবিমোহন সুমধুর স্বরযোজনা বুঝি বা আর কোনও ভক্ত শাক্ত কবির সঙ্গীতে নাই। তাই বঙ্গের নরনারী প্রসাদী সঙ্গীতে আত্মহারা। রামপ্রসাদ পিতার চতুর্থ সন্তান। অনুমান বাঙ্গালা ১১২৫—৩০ সালে রামপ্রসাদের জন্মকাল। রামপ্রসাদ অল্প বয়সেই সংস্কৃত, হিন্দী ও পারস্য ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পিতৃবিয়ো-

গের পর তিনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ মিত্রজমিদারগৃহে মুহুরির কার্য্য গ্রহণ করেন। কার্য্য করিতে করিতেও রামপ্রসাদ কখন কখন সঙ্গীত রচনায় বিভোর হইতেন। ক্রমে তাহার মনিব তাঁহার সঙ্গীত রচনায় মুগ্ধ হইয়া বেতন বৃদ্ধি করিয়া উৎসাহ দেন। কিন্তু রামপ্রসাদের হৃদয়ে ভাবসমুদ্র উথলিয়া উঠে। তিনি চাকরী ছাড়িয়া ইষ্ট দেবতার সাধনায় নিরত হয়। রামপ্রসাদ 'কালী কালী' বলিয়া তন্ময় হইয়া মাকে আহ্বান করিতেন। সেই প্রাণের আহ্বান আজিও বাঙ্গলায় মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীতরূপে বিরাজিত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের শক্তিবিষয়ক পদে মুগ্ধ হইয়া কবিরঞ্জন উপাধি ও এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন। বাঙ্গালার নবাব সিরাজ উদ্দৌল্লাও এক সময়ে সাধক কবির শ্যামাবিষয়ক পদে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ইতিহাস শুনিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তিকালে অনেক কবি রামপ্রসাদের নাম দিয়া বহু গান চালাইয়া গিয়াছেন। [কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন দেখ।]

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের ন্যায় কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যও এক জন শক্তিসাধক ও কবি ছিলেন। ইঁহার রচিত গানেও ভক্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত। বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনায় কমলাকান্ত জন্ম গ্রহণ করেন। ১২১৬ সালে তিনি মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের সভাপণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত হন। সাধক কমলাকান্তকে চিনিতে পারিয়া, মহারাজ তাঁহাকে শ্রীগুরুপদে বরণ করেন। মহারাজ নিজ বাটীর অনতিদূরে কাঁটালহাট গ্রামে গুরুদেবের বাস বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ভক্ত কমলাকান্তের বাটীতে প্রতি বৎসর শ্যামাপূজার নিশায় খুব সমারোহ হইত। কিংবদন্তী আছে,—কমলাকান্তের সঙ্গীতে দস্যুর পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছিল। একদা কমলাকান্ত দস্যুহস্তে পতিত হন, অনন্যোপায় কমলাকান্ত উচ্চ কণ্ঠে মায়ের নাম গাইতে থাকেন। গান মুগ্ধ দস্যুদল শেষে তাঁহার ক্ষমাপ্রার্থী হন। মা কালীর প্রতি কমলাকান্তের অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। মৃত্যুকালে মহারাজ গুরু কমলাকান্তকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার উদ্যোগ করেন, কমলাকান্ত সেই অন্তিমকালেও এই গীতটী রচনা করিয়া গান করিয়াছিলেন। সেই গানের প্রথমাংশ এই :—

"কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব;
আমি কাল মায়ের ছেলে হ'য়ে বিমাতার কি স্মরণ ল'ব।"

বর্দ্ধমান রাজ সরকারের দেওয়ান রঘুনাথ রায়মহাশয়ও একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতরচক ছিলেন। তাঁহার সমস্ত সঙ্গীতই দেব-দেবীবিষয়ক। বর্দ্ধমান কালনার সন্নিকট চুপী গ্রামে ১১৫৭ সালে রঘুনাথের জন্ম হয়, রঘুনাথের পিতার নাম ব্রজকিশোর রায়। ব্রজকিশোরের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের তিন পুত্র মধ্যে রঘুনাথ রায় মধ্যম। চুপীর রায়বংশ বহু দিন হইতে বংশানুক্রমে বর্দ্ধমানের দেওয়ানি কার্য্য করিতেন। রঘুনাথের পিতা ব্রজকিশোর মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রঘুনাথ সেই দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার দেওয়ানি আমলে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বর্দ্ধমানের অধিপতি। বর্দ্ধমানে দেওয়ান মহাশয় নামে রঘুনাথ রায়ই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে দেওয়ান মহাশয়ের অসাধারণ অনুরাগ ছিল। তিনি অধিকাংশই সময়ই সঙ্গীতচর্চ্চা ও ধর্ম্মকার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। মহারাজ তেজশ্চন্দ্র দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ হইতে ওস্তাদ আনাইয়া তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দেন। রঘুনাথ প্রত্যহ প্রাতে এক একটী কালীবিষয়ক সঙ্গীত রচনা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না, তাঁহার রচিত প্রত্যেক গানেরই ভণিতায় 'অকিঞ্চন' কথাটী দৃষ্ট হয়। তাঁহার গানগুলি সাধুশব্দবহুল। ১২৪৩ সালের ১৯ শে ভাদ্র দেওয়ান মহাশয় পরলোকপ্রাপ্ত হন।

বিদ্যোৎসাহী নবদ্বীপাধিপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতি বঙ্গ-সাহিত্যে চিরোজ্জ্বল। জন্ম—১১১৯ সালে এবং পরলোক ১১৭২ সালে। ইনি বঙ্গ-সাহিত্যের অদ্বিতীয় উৎসাহদাতা ছিলেন। ইঁহার রচিত অনেক শক্তিসঙ্গীত আছে।

নবদ্বীপাধিপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথমা মহিষীর গর্ভজাত মহারাজ শিবচন্দ্রও একজন প্রসিদ্ধ শাক্ত-পদকর্ত্তা ও সাধক ছিলেন। ১১৯৫ সালে ইহার পরলোক হয়। ইঁহার রচিত বহু শক্তিসঙ্গীত আছে, একটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—,

খাম্বাজ—এক তালা।

"নীলবরণী নবীনা রমণী নাগিনীজড়িত জটাবিভূষণী,
নীল নলিনী জিনি ত্রিনয়না নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী॥
নিরমল নিশাকর কপালিনী নিরুপমা ভালে পঞ্চরেখা শ্রেণী,
নুকর চারুকর স্রশোভিনী লোল রসনা করালবদনী॥
নিতম্বে নিচোল শার্দ্দূল ছাল, নীল পদ্ম করে করে করবাল,
নৃমুণ্ড খর্পর অপর দ্বিকরে লম্বোদরী লম্বোদরপ্রসবিনী॥
নিপতিত পতি শব রূপে পায়, নিগমে ইঁহার নিগূঢ় না পায়,
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়, নিত্যসিদ্ধা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী॥

এতদ্ভিন্ন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় মহিষীর গর্ভজাত কুমার শম্ভুচন্দ্র এবং নবদ্বীপরাজবংশসম্ভূত কুমার নরচন্দ্র ও মহারাজ শ্রীশচন্দ্র প্রভৃতিও অনেক শক্তি সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহাদিগের রচিত সঙ্গীতগুলি বড়ই প্রাঞ্জল ও মনোহর।

নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকৃষ্ণও একজন প্রসিদ্ধ শক্তি-

সাধক ছিলেন। ইঁহার রচিত অনেক শক্তিসঙ্গীত পাওয়া যায়। ইনি সেই স্বনামপ্রসিদ্ধা রাণী ভবানীর দত্তক-পুত্র। প্রবাদ—যৌবনেই ইনি বিষয়-বাসনায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া ভগবদারাধনায় নিবিষ্ট হন। ১২৩২ সালে ইনি পরলোক গমন করেন। ইঁহার রচিত একটী গান নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, যথা—

পুরবী—একতালা

"ভবে সেই সে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।
সে যে না যায় তীর্থ-পর্য্যটনে কালী কথা বিনা শুনে না কাণে,
সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে, যা করেন কালী ভাবে সে মনে।
যে জন কালীর চরণ ক'রেছে মূল, সহজে হ'য়েছে বিষয়ে ভুল,
ভবার্ণবে পাবে সেই সে কূল, বল সে মূল হারাবে কেমনে।
রামকৃষ্ণ কয় তেমনি জানে লোকের নিন্দা না শুনিবে কাণে
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে, কালী নামামৃত পীযূষ পানে।"

পরবর্ত্তীকালে দাশরথি রায়, রামদুলাল সরকার, তৎপুত্র আশুতোষ দেব, কালী মীর্জ্জা প্রভৃতি অনেকে শক্তি-সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাহুল্য বোধে তাঁহাদিগের সঙ্গীতাদি উদ্ধৃত হইল না। অধুনাতন কালেও অনেক সঙ্গীতকার বহু সংখ্যক শক্তি-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

হিন্দুগণ ভিন্ন শাক্ত-ধর্ম্মে আস্থাবান্ অনেক মুসলমান কবিও শক্তি সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মৃজ্জা হুসেন আলি ও সৈয়দ জাফর খাঁ এই দুইজন কবির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কবিদ্বয় প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বের লোক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দশ-শালা বন্দোবস্তের কাগজে মৃজ্জা হুসেন আলির নাম পাওয়া যায়। ইনি ত্রিপুরার অন্তর্গত বরদাখাতের জমীদার ছিলেন। কথিত আছে,—ইনি মহা সমারোহে কালীপূজা করিতেন। ইঁহার রচিত একটী গান এইখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"যারে শমন এবার ফিরি সামনে আছে জজ কাছারি।
আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারি।
আমি তোমার কি ধার ধারি, শ্যামা মায়ের খাস তালুকে বসত করি।
বলে মৃজ্জা হুসেন আলি,
যা করে মা জয়কালী,
পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি।

সৌরপ্রভাব।

সূর্য্যের পাঁচালী।

বৌদ্ধ, শৈব ও শাক্ত প্রভাবের সঙ্গেই বাঙ্গালায় সৌরদিগের সংস্রব ঘটিয়াছিল। শাকদ্বীপীয় আচার্য্য ব্রাহ্মণগণ সকলেই মিত্র নামক সূর্য্যের উপাসক ছিলেন, তাঁহাদের যত্নে ভারতের সর্ব্বত্রই মিত্রদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও মিত্রপূজা প্রচলিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়দেশে মিত্রপূজক ব্রাহ্মণগণের প্রতিপত্তির সংবাদ পাওয়া যায়। ঐ সময়েও গৌড়রাজসভায় মিত্রপূজক শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ "আধিকারিক"পদে নিযুক্ত ছিলেন।* সুতরাং তাঁহাদের যত্নে গৌড়বঙ্গে সূর্য্যপূজাও প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সময়ে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ ধর্ম্মমঙ্গল ও শৈবগণ শিবায়ন গান করিতেন, সে সময় সৌর শাকদ্বীপীয়গণ সাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য সূর্য্যের পাঁচালীও রচনা করিয়া গান করাইতেন। বহু কবি সূর্য্যের পাঁচালী রচনা করিয়াছেন এবং বঙ্গের অনেক পল্লিতে স্থানবিশেষে এখনও সূর্য্যের পাঁচালী বা সূর্য্যচরিত গীত হইয়া থাকে। চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতির মঙ্গল গীতে যেমন সমারোহ হইয়া থাকে, সূর্য্যের গানে যেরূপ আড়ম্বর দেখা যায় না। অনেকটা ব্রত কথার মত সাধারণে সূর্য্যের পাঁচালী শুনিয়া থাকেন, তাই কোন কোন স্থানে এই গান "সূর্য্যব্রত-পাঁচালী" বলিয়া পরিচিত।

সূর্য্যের পাঁচালিকারদিগের মধ্যে দ্বিজ কালিদাস ও দ্বিজ রামজীবন বিদ্যাভূষণের গ্রন্থই বেশী প্রচলিত। এই দুই গ্রন্থের মধ্যে রামজীবনের গ্রন্থে অনেকটা প্রাচীনতা পরিদৃষ্ট হয়।

সূর্য্যের পাঁচালীর বর্ণনীয় বিষয় এইরূপ—

এক গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তিনি পত্নী ও দুই কন্যা লইয়া অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। অল্প দিন পরেই ব্রাহ্মণভার্য্যা কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সুতরাং কষ্টের সংসারে আরও কষ্ট আসিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণের দুই কন্যা রুমুনা ও ঝুমুনা।

পিতা প্রত্যহ ভিক্ষা করিতে বাহির হন এবং দুই ভগিনী বনে গিয়া শাক তুলিয়া আনে। ঘটনাক্রমে দুই ভগিনী একদিন বনমধ্যে এক রম্য সরোবর দেখিতে পাইল; এখানে দেবকন্যাগণ জয়ধ্বনি করিয়া সূর্য্যপূজা করিতেছিলেন। তাঁহাদের কথায় দুই বোনে ভক্তিভাবে সূর্য্যপূজা করিল। উভয়ে বাড়ীতে আসিয়া দেখে যে সূর্য্যের বরে তাঁহাদের জন্য পাকা-ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। সূর্য্যের কৃপা শুনিয়া ব্রাহ্মণও প্রতিদিন সূর্য্যপূজা করিতে লাগিলেন। এদিকে সেখানকার রাজকন্যা বিবাহযোগ্যা হইল। রাজা একদিন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে প্রত্যূষে যাহার মুখ দেখিবেন, তাহাকেই কন্যাদান করিবেন। ঘটনাক্রমে সেই প্রত্যূষে ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে উপস্থিত! রাজা প্রথমেই তাঁহার মুখ দেখিলেন এবং প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। রাজকন্যা বিবাহ করিয়া ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিলেন, দুই ভগিনী যত্ন করিয়া পিতামাতাকে ঘরে লইলেন।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড দ্বিতীয় ভাগ চতুর্থ অংশ ৬৩-৬৫ পৃঃ।

রাজকন্যা দ্বিজগৃহে প্রত্যহ সূর্য্যপূজা দেখেন, কিন্তু তাহা তাহার ভাল লাগে না। একদিন সে ব্রাহ্মণকে বলিল, দুই কন্যাকে বনবাস দাও, নচেৎ আমি বাপের বাড়ী চলিয়া যাইব। ব্রাহ্মণ কি করেন, দুই কন্যাকে মাসীর বাড়ীর নাম করিয়া বনে লইয়া গেলেন, বিজন বিপিনে পথশ্রমে দুই ভগিনী অঞ্চল বিছাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এই অবসরে ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে ফেলিয়া আসিলেন। ঘুম ভাঙ্গিলে পর, পিতাকে না দেখিয়া তাহারা কতই কাঁদিল। অবশেষে স্নান করিবার সময় জলে এক স্বর্ণ-ঘট পাইল। বহুকষ্টে সেই ঘট লইয়া তাহারা বাড়ীতে আসিয়া রাজকন্যার চরণ বন্দনা করিল, কিন্তু বিমাতার বাক্যবাণে তাহারা অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইয়া বনে ফিরিয়া গেল। কাননে দুই ভগিনীর আর্ত্তনাদে ভক্তবৎসল আদিত্যদেবের দয়া হইল। তিনি এক টঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তাহাতে দুই ভগিনী বাস করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে পার্ব্বতী-পুরের রাজা অনঙ্গশেখর সসৈন্যে সেই বনে মৃগয়া করিতে আসিলেন। বনে জল না পাইয়া তৃষ্ণায় সকলে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। অবশেষে তাহারা টঙ্গ দেখিয়া সেখানে আসিয়া ভগিনীদ্বয়ের নিকট পিপাসার জল চাহিল। উভয়ে জল দিয়া সকলের প্রাণরক্ষা করিল। রাজা জ্যেষ্ঠ কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন, কনিষ্ঠার সহিত কোতোয়ালের বিবাহ হইল। পরে সকলে রাজধানীতে ফিরিলেন। একদিন রাজান্তঃপুরে জ্যেষ্ঠা সূর্য্যপূজা করিতেছিল। রাজা সেই পূজার দ্রব্য পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই অপরাধে রাজার রাজ্য ছারখার হইল। এদিকে সূর্য্যপূজার কারণ কোতো-য়ালের ঘর ধনসম্পদে ভরিয়া গেল। স্ত্রী হইতেই রাজার দুর্দ্দশা ঘটিল ভাবিয়া, তিনি বড় বোনকে কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। কোতোয়াল রাণীকে বনে রাখিয়া তৎ-পরিবর্ত্তে শৃগাল কাটিয়া তাহার রক্ত আনিয়া রাজাকে দেখাইল। দুই ভগিনীই গর্ভবতী হইয়াছিল, যথাকালে দুইজনে পুত্র প্রসব করিল, দুই ছেলের নাম হইল দুখরাজ ও সুখরাজ।

রাজপুত্র দুখরাজ বনে বাড়িতে লাগিল। আদিত্যদেবের কৃপায় বালক অস্ত্রশস্ত্রে শিক্ষিত হইল এবং বেশ শীকারী হইয়া উঠিল। একদিন আদিত্যদেব পক্ষিরূপ ধরিয়া দেখা দিলেন। পক্ষীকে মারিবার জন্য কুমার শর ছুঁড়িল। পক্ষী কুপিত হইয়া বলিল, তোর জন্ম শুদ্ধ নয়, তোর বাপকে চিনি না। পাখীর কথায় বালকের প্রাণে আঘাত লাগিল, মাকে আসিয়া বাপের কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার মাতা সকল কথা শুনাইল। বালক দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছায় মাসীর কাছে ধন আনিতে চলিল। মাএর অঙ্গুরীর সাহায্যে কৌশলক্রমে মাসী সহজেই তাহাকে চিনিয়া লইল। কিছু দিন পরে বালক মাএর কাছে যাইবার জন্য উতলা হইয়া পড়িল। মাসীও বহুধন রত্ন সঙ্গে দিয়া বালককে পাঠাইয়া দিল। পথে সূর্য্যদেব ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া বালকের সমস্ত ধনসম্পদ কাড়িয়া লইল। বালক কাঁদিতে কাঁদিতে মাএর কাছে আসিয়া সংবাদ দিল। কিছুদিন পরে উভয়ে ছদ্মবেশে কোতোয়ালের ঘরে উপস্থিত হইল। দুই ভগিনী মৃত্তিকার পিষ্টক খাইয়া আবার এক মনে সূর্য্যপূজা করিতে লাগিল। সূর্য্যদেব প্রসন্ন হইলেন। রাজার মতি পরিবর্ত্তিত হইল। রাণীর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি কোতোয়ালকে ডাকিয়া কহিলেন, যেরূপে পার রাণীকে আনিয়া দাও, নচেৎ প্রাণ লইব। কোতোয়াল স্ত্রীকে গিয়া সংবাদ দিল। স্ত্রীর পরামর্শে কোতোয়াল রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। রাজা সসৈন্যে কোতোয়ালের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। রাজা খাইতে বসিয়া দেখিলেন যে সেই বনবালা পরিবেশন করিতেছেন। স্ত্রীপুত্রকে চিনিতে আর বিলম্ব হইল না। আহারান্তে স্ত্রীপুত্র সহ রাজা চলিলেন, পথে অমঙ্গল দেখিয়া এক হাড়ীর সাত বেটাকে কাটিয়া রাজপুরে পৌছিলেন। হাড়ীর মা সাত বেটা হারাইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। হাড়িনীর বিলাপে রাণী ব্যথিত হইল, হাড়িনীকে লইয়া রাণী সূর্য্যপূজা করিলেন। হাড়িনীর পূজায় প্রসন্ন হইয়া সূর্য্যদেব তাঁহার মৃত সাত বেটাকে বাঁচাইয়া দিলেন। এতদিন পরে রাজা সূর্য্যপূজার প্রভাব বুঝিলেন। তিনি মহাসমারোহে সূর্য্যদেবের পূজা করিলেন। সূর্য্যপূজার ফলে রাজার পিতৃপুরুষ দর্শন হইল। তিনি পুত্রকে রাজ্য অর্পণ করিলেন। অবশেষে পিতা মাতার সহিত সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হইলেন।

কবি রামজীবন ১৬১১ শকে * আদিত্য-রচিত বা সূর্য্যের পাঁচালী রচনা করেন। কালিদাসও ঐ সময়ে সূর্য্যকথা প্রচার করেন। রামজীবন লিখিয়াছেন—

"গুরু জন মুখে শুনি কথার সিকলি।
সূর্য্যদেব অনুসারে রচিনু পাঞ্চালি ॥
পূর্ব্বেত আছিল এই ব্রতের যে কথা।
পরম হরিসে কৈনু প্রকাশ কবিতা ॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আড়াইশত বর্ষেরও বহুপূর্ব্ব হইতে এদেশে সূর্য্যের কথা প্রচলিত ছিল, কবি রামজীবন ও কালিদাস তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন।

যাহা হউক, পূর্ব্ববর্ণিত সূর্য্যের কথা হইতে পূর্ব্বতন সৌর ইতিহাসের একটী অস্ফুট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

---

* "ইন্দুরাম ঋতু বিধু শক নিয়োজিত।
শ্রীরামজীবনে ভণে আদিত্য-চরিত ॥" (রামজীবন)

শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগের ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে এদেশে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহারা যাদব-রাজকন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহা হইতেই ভোজকগণের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই ভোজকেরাই ভারতে সূর্য্যপূজা প্রচার করেন। এই সৌর ভোজক বিপ্রগণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। এ কারণ নানা বৌদ্ধ সূত্রগ্রন্থে ভোজক আচার্য্য বিপ্রগণের নিন্দাবাদ দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধপ্রভাবের সময় ইহারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। গুপ্ত, মৌখরি ও বর্দ্ধন-রাজগণের সময়েও উক্ত সৌর-বিপ্রগণ, অনেকটা প্রবল হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দ পর্য্যন্ত এই বিপ্রগণকে হিন্দুরাজসভায় সমাদৃত দেখি। * সূর্য্যের পাঁচালী হইতে আমরা মনে করিতে পারি, এক সময়ে এদেশে সৌর-বিরোধী নৃপতি রাজত্ব করিতেন, ঘটনাচক্রে সৌরবিপ্রের সহিত সেই নৃপতি সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সৌরধর্ম্মগ্রহণ করিতে সহজে সম্মত হন নাই। এমন কি সূর্য্যপূজায় অনাস্থা হেতু নিজ পত্নী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহাকে ঘোর অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে সূর্য্যপূজকদিগের যত্নেই তাঁহার অশান্তি দূর হয়। তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থ এবং এখানকার বৌদ্ধ প্রভাবের সময় রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে এক সময় হাড়ীজাতি এখানে বিশেষ প্রবল ছিল, অনেক বৌদ্ধনৃপতি তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।† সেই বৌদ্ধ হাড়ীগণ সম্ভবতঃ সূর্য্যপূজক বা সৌরগণের ঘোর বিদ্বেষী ছিল। তাই সূর্য্যপাঁচালীতে দেখি যে, রাজা সূর্য্যপূজার প্রভাব জানিতে পারিলে (সম্ভবতঃ সৌরমতে দীক্ষিত হইলে) সৌর-বিদ্বেষী হাড়ীবধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ‡ হাড়ী রমণীগণ গিয়া রাণীর আশ্রয় লইয়াছিল। রাণীর মধ্যস্থতায় যাহারা সৌরপ্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল, সেই সকল হাড়ীপুত্র রক্ষা পাইয়াছিল। সূর্য্যের পাঁচালী হইতে আমরা দূর অতীত ইতিহাসের এইরূপ একটী ক্ষীণালোক পাইতেছি মাত্র! বৌদ্ধ বঙ্গাধিপগণের আচার্য্যকল্প হাড়ীর বংশধরগণের আজ যে শোচনীয় হীনতম অবস্থা লক্ষ্য করিতেছি, তাহা সৌর কি অপর কোন ব্রহ্মণ্য-প্রভাবের নিগ্রহজনিত কি না? কে বলিতে পারে।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় ভাগ, ৪র্থাংশ ৫৮-৫৯ পৃঃ।

† মাণিকচন্দ্র শব্দ দ্রষ্টব্য।

‡ "পথে জাইতে অমঙ্গল দেখিল তখন।
এত দেখি নরাধিপ কুপিত হইল।
হাড়ীরে কাটিতে রাজা আদেশ করিল॥
ভূপতির বাক্য কভু না জায় খণ্ডন।
একে একে কাটিলেক হাড়ী শত জন।" (রামজীবন)

মুসলমানী আমল।

অনুবাদ সাহিত্যের সূচনা।

বৌদ্ধ, শৈব ও শাক্ত প্রভাবের সূচনা মুসলমান আমলের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। বৌদ্ধাদি সাম্প্রদায়িক প্রভাবের নিদর্শনস্বরূপ যে সকল গ্রন্থ মুসলমান আমলে রচিত হইয়াছে, তাহাতেও আমরা মুসলমানাগমনের পূর্ব্বতন বঙ্গীয় সমাজের নিদর্শন পাই। বৌদ্ধ, শৈব, ও শাক্তপ্রভাবে যে সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রথম রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সংস্কৃত প্রভাব বা সংস্কৃত শাস্ত্রব্যবসায়ী টোলের পণ্ডিতগণের সংস্রব ছিল বলিয়া মনে হয় না। মুসলমান অধিকার বাঙ্গালায় অনেকটা বদ্ধমূল হইয়া আসিলেও মুসলমান অধিপতিগণের হৃদয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব-স্থাপনের ইচ্ছা বলবতী হইলে মুসলমান রাজপুরুষগণ হিন্দু-সমাজের আচার-ব্যবহার ও হিন্দুশাস্ত্রধর্ম্ম অবগত হইবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দের মধ্যভাগে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটে। এই মিলনের ফলে খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের মধ্যভাগে রাজানুগ্রহ-লাভের আশায় কোন কোন সংস্কৃতবিৎ ব্রাহ্মণ হিন্দুশাস্ত্রমর্ম্ম বুঝাইবার জন্য অনুবাদ-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের আখ্যায়িকা হিন্দুসমাজে আবালবৃদ্ধ বনিতাই কিছু কিছু পরিজ্ঞাত ছিল। সকল কার্য্যেই হিন্দুগণ ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত আখ্যায়িকার দৃষ্টান্ত দিয়া চলিতেন। সুতরাং মুসলমান রাজপুরুষগণের সর্ব্বাগ্রে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের দিকেই লক্ষ্য পড়িল এবং উপযুক্ত লোক দিয়া ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়া ইতর সাধারণের মধ্যে প্রচার করাইতে অগ্রসর হইলেন। কোন কোন পণ্ডিত এই অনুবাদ কার্য্যে ব্রতী হইলেও টোলের গোঁড়া অধ্যাপকগণের তাহা রুচিসম্মত হয় নাই, এমন কি

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

এইরূপ অমূলক শ্লোক আওড়াইয়া তাঁহারা অনুবাদ-সাহিত্যের বিলোপসাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিগ্রহে প্রথমকালের বহুতর অনুবাদ-সাহিত্য বিলুপ্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কৃত্তিবাস, বিজয় পণ্ডিত প্রভৃতি সংস্কৃতবিৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অনুবাদ এখনও সেই ক্ষীণ স্মৃতি বাঁচাইতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস বঙ্গের সর্ব্বসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই এক সময়ে টোলের অধ্যাপকগণ গালি দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"কৃত্তিবাসী কাশীদাসী আর বামুন ঘেঁসী এই তিন সর্ব্বনাশী।"

রামায়ণ।

গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহ পাইয়া ভাষার ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য বহু বঙ্গীয় কবি যে সকল সংস্কৃতগ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে রামায়ণের অনুবাদই আপাতত সর্ব্ব-প্রথম মনে করিতে পারি। রামায়ণের রচয়িতা বা অনুবাদকও বহু। তন্মধ্যে কৃত্তিবাস, অদ্ভুতাচার্য্য, অনন্তদেব, ফকিররাম-কবিভূষণ, কবিচন্দ্র, ভবানীশঙ্করবন্দ্য, লক্ষ্মণবন্দ্য, গোবিন্দদাস, ষষ্ঠীবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন, জগৎরাম বন্দ্য, জগৎবল্লভ, শিবচন্দ্র সেন, জগৎবল্লভ, ভিষক্ শুক্লদাস, দ্বিজ রামপ্রসাদ দ্বিজ দয়ারাম, রামমোহন, ও রঘুনন্দন গোস্বামী, এই ২২ জন কবির সন্ধান পাইয়াছি। এই সকল রামায়ণরচকদিগের মধ্যে কবি কৃত্তিবাসই অগ্রণী।

কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় সম্বন্ধে যে একটী পয়ারপ্রবন্ধ পাইয়াছি, নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"পূর্ব্বেতে আছিল শ্রীদনুজ মহারাজা।
তাঁহার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥
সুখ ভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায়॥
পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥
কুকুরে ধ্বনি শুনি চারি দিকে চায়।
হেন কালে আকাশবাণী শুনিবারে পায়॥
মালী জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এ থানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা-তরঙ্গিণী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
ধন ধান্তে পুত্র পৌত্রে বাড়য় সন্ততি॥
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি সূর্য্য গোবিন্দ তাহার তনয়॥
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্মচর্চ্চায় রত মহান্ত যে মানী॥
মদ রহিত ওঝা সুন্দর মূরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি॥
সুশীল ভগবান্ তথি বনমালী।
প্রথমা বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী॥
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞি প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়এ সম্পদে॥
মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুসি।
শ্রীকর ভাই তাএ নিত্য উপবাসী॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর।
আর এক বহিন হৈল সতাই উদর॥
মালিনী* নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥
আপনার জন্ম কথা কহিব যে পাছে।
মুখটী বংশের কথা আরো কৈতে আছে॥
সূর্য্য পণ্ডিতের পুত্র হৈলা নাম বিভাকর।
সর্ব্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত বাপের সোসর॥
সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্রসংখ্যক লোক দ্বারেতে আহার॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোঁড়া।
পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া॥
গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাঁহার কোঙর॥
ভৈরবসুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষএ জাঁহার॥
মুখটী বংশের পদ্ম শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে জাঁহার আচার॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটী বংশের যশ জগতে বাখানে॥
আদিত্য-বার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥
শুভক্ষণে গর্ভ হইতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা লৈলা কোলে।
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ॥

---

* আদিকাণ্ডের অপর একখানি পুথিতে এইরূপ পরিচয় আছে—
"পিতা বনমালী মাতা মেনকার উদরে।
জন্ম লভিলা কৃত্তিবাস ছয় সহোদরে॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর।
নিত্যানন্দ কৃত্তিবাস ছয় সহোদর॥"

এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবার উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গাপার॥
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হইতে স্ফুরে॥
বিদ্যা সঙ্গে করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিদ্যা সমাপন॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উঝাকর।
হেন গুরুর ঠাক্রি আমার বিদ্যার উদ্ধার॥
গুরু স্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে॥
রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেজিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে॥
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥
সপ্ত ঘটি বেলা যখন দেওয়ালে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধাইআ আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণলাঠী॥
কার নাম ফুলিয়ার মুখটী কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভাষ॥
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসন পরে॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্র মিত্র সনে রাজা পরিহাসে মন॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার
রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে।
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্ম্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দরাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিআ আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পাত্রেত বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক ডাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে॥
চারিদিগে নাট্য গীত সর্ব্বলোক হাসে।
চারিদিগে ধাওয়াধাই রাজার আওাসে॥

আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।
তার উপরে পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘমাসে খরা পোহাঅ রাজা গৌড়েশ্বর॥
ডাণ্ডাইনু গিআ আমি রাজ বিদ্যমানে।
নিকটে জাইতে রাজা দিল হাত সানে॥
রাজ আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চস্বরে।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে॥
রাজার ঠাই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম সুনে গৌড়েশ্বরে॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভাএ।
শ্লোক সুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চাএ॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হইআ মহারাজ দিলা পুষ্পমাল॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্র মিত্র বলে রাজা জা হয় বিধান॥
পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥
পাত্র মিত্র সভে বলে সুন দ্বিজরাজে।
জাহা ইচ্ছা হএ তাহা চাহ মহারাজে॥
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা জাই তথাএ গৌরব মাত্র সার॥
জত জত মহাপণ্ডিত আছএ সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোষ।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥
প্রসাদ পাইয়া করি এই নাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধাএ লোক আমা দেখিবারে॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সভে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস মহা গুণী॥
বাপ মায়ের অশীর্ব্বাদে গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান॥
সাত কাণ্ড কথা হএ দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥
রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে॥"

কৃত্তিবাস মূর্খ ছিলেন, কথকদিগের মুখে রামায়ণকথা

শুনিয়া তিনি তাহা ভাষায় অনুবাদ করেন, ইত্যাদি মিথ্যা-সংস্কার, উদ্ধৃত শ্লোকাবলি পাঠে দূরীভূত হইবে। ফলতঃ কৃত্তিবাস ফুলিয়ার প্রসিদ্ধ মুখটী কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, সংস্কৃতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। পাণ্ডিত্য গৌরবে অর্থ স্পৃহা পরিহার করিয়া তিনি যে প্রকৃত জ্ঞানগর্ব্বিত নিরাকাঙ্ক্ষ ব্রাহ্মণ্যচরিত্র প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নোক্ত কয়েক পংক্তি পয়ার দৃষ্টেই নিঃসন্দেহ প্রতীত হয়। যথা—

"পাত্র মিত্র সভে বলে শুন দ্বিজরাজে।
জাহা ইচ্ছা হএ তাহা চাহ মহারাজে॥
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা জাই তথা পাই গৌরবমাত্র সার॥"

কৃত্তিবাস ১৪৪০ খৃঃ অঃ কিংবা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে ফুলিয়া গ্রামে মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কুলজী গ্রন্থে পাওয়া যায়—কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষ নৃসিংহ ওঝার পিতামহ বৃদ্ধ উবো রাজা দনৌজামাধবের সভায় পূজিত হইয়াছিলেন। কৃত্তিবাসের আত্মপরিচায়ক পয়ার প্রবন্ধে যে শ্রীদনুজ মহারাজের নাম দেখা যায়, তিনি সম্ভবতঃ উক্ত দনৌজা বা দনুজমাধব। দনৌজামাধব ১২৮০ হইতে ১৩৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। কৃত্তিবাস উবো হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। সুতরাং ১২৮০ হইতে প্রায় ২০০ শত বৎসর পরে কৃত্তিবাসের প্রৌঢ়াবস্থা বলা যাইতে পারে। ১৪০৭ শকে ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী রচিত হয়। তাহাতে "কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্ শাম্যো শান্তিজনপ্রিয়" এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। কৃত্তিবাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র মালাধর খানকে লইয়া ১৪৮০ খৃঃ অব্দে মালাধরী মেল প্রবর্ত্তিত হয়। সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস এই সময় বিদ্যমান ছিলেন। কবি যে রাজার সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাহিরপুরের প্রসিদ্ধ রাজা কংসনারায়ণ। কৃত্তিবাসের জগদানন্দ রাজা কংস-নারায়ণের ভাগিনেয়। তাঁহার পিতা শ্রীকৃষ্ণ এই রাজার মহাপাত্র। রাজসভায় যে মুকুন্দ পণ্ডিত প্রধানরূপে গণ্য হইয়াছেন, তিনি সম্ভবতঃ উক্ত শ্রীকৃষ্ণের পিতা মুকুন্দ ভাদুড়ী। ইঁহারা সকলেই বারেন্দ্র-কুলোজ্জ্বল। অনুমান ১৩৪৮ খৃঃ অব্দে ফকরুদ্দীন কর্ত্তৃক সুবর্ণ গ্রাম অধিকার কালে বৃদ্ধ নৃসিংহ ওঝা রাষ্ট্রবিপ্লবে পড়িয়া পূর্ব্ববাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ফুলিয়ায় আসিয়া বাস করেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠ বিকৃতি বহুলরূপেই ঘটিয়াছে। সুতরাং কৃত্তিবাসের খাঁটি রচনার রসাস্বাদ পাঠকের পক্ষে অসম্ভব। আমরা যে সকল রচনা কৃত্তিবাসের লিখিত বলিয়া প্রাচীন কবির কবিত্বগৌরবের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি, হয়ত এই গৌরবস্পর্দ্ধা অন্য কাহারও জন্যই করা হইতেছে। কারণ জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ন্যায় আরও কত তর্কালঙ্কার যে বাঙ্গালা-রামায়ণের পাঠ-বিকৃতি ঘটাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে একটু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

"গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতাকে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চির দিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিলা কি গ্রাস॥"

ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদগুলি কোনও হস্তলিখিত পুঁথিতেই পাওয়া যায় না।

কৃত্তিবাসের রচনায় প্রসাদ ও মাধুর্য্য গুণ যেন উথলিয়া পড়িতেছে। [illegible] তিনি বঙ্গের এক জন প্রধান কবির আসন পাইতে সম্পূর্ণ অধিকারী।

৩০০ বর্ষের প্রাচীন [illegible] কৃত্তিবাসী [illegible] হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে কৃত্তিবাসের সময় বৈষ্ণবপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, [illegible] শৈবপ্রাধান্যই ছিল। পরবর্ত্তী সংস্কারক-দিগের হাতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের [illegible] সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব প্রভাবের [illegible] প্রবেশ লাভ [illegible]। কৃত্তিবাসীর প্রাচীনতম [illegible] দেখিলে অনেকটা [illegible] অনুবাদ মনে হইবে, পরবর্ত্তী [illegible] পুঁথিগুলি [illegible] কথায় বাল্মীকির [illegible] ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

লক্ষ্মণের [illegible], ভরণীসেন [illegible] প্রভৃতি কতকগুলি পালা কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত [illegible] সেগুলি প্রকৃত কৃত্তিবাসের [illegible] নহে, তাহা ভিন্ন কবির রচনা।

কৃত্তিবাসের পর যতগুলি রামায়ণ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনন্ত রামায়ণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রাচীনত্বের আর একটী বিশেষ প্রমাণ—ভাষা। ভাষা অত্যন্ত জটিল। সুতরাং ইহার প্রাচীনত্ব স্বীকারে কাহারও ভিন্ন মত হইবার অবসর দেখা যায় না। ইহার রচনাকাল ন্যূন পক্ষে চারি শত বৎসরের কম নহে। তবে গ্রন্থের শব্দবিন্যাস দৃষ্টে গ্রন্থকারকে কেহ কেহ শ্রীহট্ট বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের অধিবাসী বলিয়া মনে করেন। এ গ্রন্থের ভাষা কিছু স্বতন্ত্র ও দুরূহ শব্দ-বহুল। যথা—

অনন্ত রামায়ন

"কাহার ঝিআরি তুহ্মি কাহার ঘরনী।
কিবা নাম তুহ্মার কহিব সুলক্ষণি॥
জনকনন্দিনী মঞি নাম মোর সীতা।
দশরথপুত্র শ্রীরাম বিবাহিতা॥

তাই সাধারণে তাঁহাকে রামচন্দ্রের কৃপাপাত্র মনে করিয়া "অদ্ভুত" আখ্যা দিয়া থাকিবেন। পরে বয়স বৃদ্ধি ও তিন পুত্রের জন্মের পর তিনি নিজেও এক বৃহৎ রামায়ণ রচনা করেন। এসময় অনেক গায়কের তিনি আচার্য্য বা ওস্তাদ হইয়া "অদ্ভুতাচার্য্য" নামেই পরিচিত হন।

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণে উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ মালদহ, রাজসাহী ও বগুড়া জেলার প্রচলিত শব্দ যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের আড়াই শত বর্ষের নকল আমরা দেখিয়াছি। ভাষার বিচার করিলেও গ্রন্থখানি চারিশত বর্ষের পূর্ব্বতন বলিতে বিশেষ আপত্তি নাই। তবে কৃত্তিবাসের ন্যায় অদ্ভুতাচার্য্যকে একজন শ্রেষ্ঠ কবির আসন দেওয়া যাইতে পারে না, তাঁহার রচনায় সেরূপ কবিত্ব, পাণ্ডিত্য বা প্রসাদগুণের পরিচয় নাই। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ গায়নের উপযুক্ত পটমঞ্জরী, বরাড়ী, কামোদ, নাচাড়ী প্রভৃতি নানা রাগে গীত হইত। কবির সময়ে মুসলমানেরা বলপূর্ব্বক হিন্দুর জাতি লইতে চেষ্টা করিত। একারণ তাঁহার সময়ে জাতিতে উঠিবার অতি সামান্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ছিল। যথা—

"বল করি জাতি যদি লএত যবনে।
ছয় গ্রাস অন্ন যদি করাএ ভক্ষণে॥
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পাএ সেই জন।
মুনির কথা শুনি হাসেন দেব নারায়ণ॥
ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মতেজ নাহি ছাড়ে।
নিবেদন কৈনু প্রভু তোমার নিয়ড়ে॥
ব্রহ্মতেজ সম তেজ নাহি ত্রিভুবনে।
ব্রহ্মতেজ নাহি থাকে গোমাংস ভক্ষণে॥"

কৃত্তিবাসের প্রায় শত বর্ষ পরে পশ্চিমবঙ্গে একজন মহাকবি জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার নাম শঙ্কর কবিচন্দ্র। ইহার পিতার নাম মুনিরাম চক্রবর্ত্তী। শঙ্কর মল্লবংশীয় বনবিষ্ণুপুরাধিপ গোপাল সিংহের আদেশে সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ রচনা করেন, তজ্জন্য কবি মল্লরাজের নিকট হইতে পারিতোষিক স্বরূপ বহু ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি এবং "কবিচন্দ্র" উপাধি লাভ করেন। তিনি চৈতন্যভক্ত ছিলেন। নবদ্বীপ-লীলায় ইহাকে ইন্দিরা সখীর অবতার বলিয়া বৈষ্ণবগণ কল্পনা করিয়াছেন। যথা কৃষ্ণদাসের স্বরূপবর্ণন গ্রন্থে—

শঙ্কর কবিচন্দ্র

"ইন্দিরাখ্যা বলিয়া সখী কহি তার নাম।
কবিচন্দ্র ঠাকুর সেই হয় বিদ্যাধাম॥"

কবিচন্দ্র বাস্তবিক "বিদ্যাধাম"ই বটে, তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও বঙ্গভাষার সেবা মনে করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ এবং অপরাপর গ্রন্থগুলি একত্র করিলে প্রকৃতই বিরাটকাণ্ড বলিয়া মনে হইবে।* কবিচন্দ্রের রামায়ণের রচনা অতি মধুর, সরস ও বৈষ্ণবীয় ভক্তি মাখান। কৃত্তিবাসী বঙ্গীয় রামায়ণের আদি কবি বলিয়া সর্ব্বপ্রধান আসন লাভ করিলেও কবিত্বনৈপুণ্যে ও ভাববিকাশে কবিচন্দ্র কৃত্তিবাস হইতে কোন অংশে হীন নহেন।

প্রাচীন বঙ্গভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই গীত হইত। গায়নের গুণেই অনেক স্থলে গ্রন্থের আদর ও সুপ্রচার হইত। গায়নেরা অনেকস্থলে প্রাচীন কবির পালায় সুবিধামত তৎপরবর্ত্তী কোন কোন কবির উৎকৃষ্ট রচনা মিশাইয়া গান করিতেন। এইরূপে কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবিচন্দ্রের বহুতর রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অঙ্গদের রায়বার, তরণীসেনবধ প্রভৃতি মূল রামায়ণ বহির্ভূত যে সকল পালা কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত দেখা যায়, সে সমস্তই কবিচন্দ্রের লেখনীপ্রসূত। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে আদি কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকির মূল রামায়ণের অনুগত। নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে রামায়ণের যে অতি প্রাচীন হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা অনেকটা সংক্ষিপ্ত ও মূলানুগত বটে, তাহাতে বৈষ্ণব প্রভাবের আদৌ নিদর্শন নাই! কবিচন্দ্রের রামায়ণ বৈষ্ণবীয় কোমলতার সুরে গ্রথিত! এমন কি, তাঁহার রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডেও যেন রণক্ষেত্রের ভৈরব চিত্র নিষ্প্রভ হইয়া ভক্তি ও করুণ রস ফুটিয়া উঠিয়াছে। গায়ন বা লেখকদিগের যত্নে পরবর্ত্তিকালে কৃত্তিবাসী রামায়ণও কবিচন্দ্রের ভাবে বা তাঁহারই রচনার সমাবেশে বৈষ্ণব মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

কবিচন্দ্রের পর প্রায় তিনশত বর্ষ হইল, ফকিররাম কবিভূষণ, ভিষক্ গুরুদাস, জগৎবল্লভ, ভবানীশঙ্কর বন্দ্য ও লক্ষ্মণবন্দ্য রামায়ণ প্রকাশ করেন। তাঁহারা কেহ বাল্মীকি রামায়ণ, কেহ অধ্যাত্মরামায়ণ কেহ বা বাশিষ্ঠ-রামায়ণের দোহাই দিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদের

ফকিররাম ও ভবানীশঙ্কর

* নিম্নে কবিচন্দ্রের গ্রন্থাবলির তালিকা এবং প্রতি গ্রন্থের আনুমানিক শ্লোকসংখ্যা দেওয়া গেল—

রামায়ণ (সপ্তকাণ্ড) শ্লোক সংখ্যা প্রায়			২৫০০০
মহাভারত (অষ্টাদশ পর্ব্ব)	...	...	৩০০০০
ভাগবত বা গোবিন্দমঙ্গল	...	...	২৪০০০
শিবায়ন	...	...	১০০০০
শীতলামঙ্গল	...	...	৫০০০
লক্ষ্মীচরিত্র	...	...	১৫০০
সত্যনারায়ণ-ব্রতকথা	...	...	১২০০
একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধসূত্র	...	...	২৫০
আনুমানিক মোট শ্লোক সংখ্যা			৮৭৯৫০

এই সকল গ্রন্থ এক কবিচন্দ্রের লেখা কি না, এ সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। কারণ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বহু কবিচন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

গ্রন্থ উক্ত কোন একখানি মূল-রামায়ণের অনুবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। উক্ত রামায়ণসমূহে, এতদ্ভিন্ন নানা পুরাণে রামচন্দ্রের যে চরিতাখ্যান প্রচলিত আছে, তাহারই কিয়দংশ বা ভাব অবলম্বন করিয়া উক্ত রামায়ণগুলি রচিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী কৃত্তিবাস, অদ্ভুতাচার্য্য, কবিচন্দ্র প্রভৃতি কবির অনুকরণও লক্ষিত হয়। উক্ত কবি-চতুষ্টয়ের মধ্যে ফকিররাম কবিভূষণ এবং বন্দ্যঘটীয় ভবানী-শঙ্করের রচনাই শ্রেষ্ঠ। ফকিররাম কবিরাজ সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার রচনার নমুনা—

১। "নব বঙ্ক হনুমন্ত বলবন্ত গাজি।
শত সিন্ধু গতি লম্ফ, বিপরীত বীর দম্ফ,
অরিকাণ্ড হলি কম্প রণ ঝম্প তেজি।"

২। "অঙ্গদ হামারা নাম, মেরে নাম প্রভু রাম।
ইএ রাম কোন্ হো৭, নাহি জান সম্পদ সোহে।
তঞি সীত কবুকে চোরি, তোমনে আনা লঙ্কাপুরী॥"

ভবানীশঙ্কর সর্ব্বানন্দী মেলের রবিকরী থাক, সাগরদীয়ার বন্দ্য বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম বিজয়রাম, পিতামহের নাম গোবিন্দরাম। তাঁহার রচনা প্রাঞ্জল, মধ্যে মধ্যে বেশ কবিত্বনৈপুণ্যের পরিচায়ক।

লক্ষ্মণ বন্দ্য।

কবি ভবানীশঙ্করের সময়ে লক্ষ্মণবন্দ্য নামে আর একজন কবি জন্মগ্রহণ করেন, ইনিও সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। ইনি "বাশিষ্ঠ রামায়ণ" নাম দিয়া স্বীয় গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু মূল বাশিষ্ঠ রামায়ণে যেরূপ যোগশাস্ত্রীয় গুহ্য উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ আছে, লক্ষ্মণের রামায়ণে সেরূপ তত্ত্বকথার বিস্তার নাই। কবি লক্ষ্মণের রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও মার্জ্জিত।

লক্ষ্মণবন্দ্যের পর গোবিন্দ বা রামগোবিন্দ দাস নামে একজন কায়স্থ বৃহৎ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন। এই রামায়ণের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০০০। কবি স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"কুঞ্জবিহারী পিতামহ সিদ্ধ অভিলাষ।
তাহার তনয় বটে শোভারাম দাস॥
গাইল গোবিন্দ দাস তাহার অনুজ।
যে যাবে বৈকুণ্ঠপুরী শ্রীরামেরে ভজ॥
গোবিন্দ দাসের রাম গুণনিধি।
কি দোষ পাইয়া তবে বাদ সাধে বিধি॥"

এই পঞ্চজন কবি রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহাদেরই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন রামায়ণ রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন

ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন উভয়ে পিতা পুত্র। পুঁথিতে ইহাঁদের বাসস্থান 'দীনার দ্বীপ' বলিয়া উল্লিখিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত সোণার গাঁর নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান 'ঝিনারদি' আর এই 'দীনার দ্বীপ' একই স্থান। ইহাঁরা পিতাপুত্র আজীবন সাহিত্যব্রতে ব্রতী ছিলেন। শুধু রামায়ণে নহে—পদ্মপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতিতেও ইহাঁদের প্রতিভা ব্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলির অধিকাংশ পুঁথিতেই এই পিতা-পুত্র কবিদ্বয়ের লেখার অল্পবিস্তর নমুনা পাওয়া যায়। একখানি অনুদিত প্রাচীন পদ্মপুরাণে ষষ্ঠীবরের 'গুণরাজ' উপাধি দৃষ্ট হয়। ষষ্ঠীবর জগদানন্দ নামক কোন এক ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া কাব্য লিখিয়াছিলেন। রামায়ণের অনেক উপাখ্যান ইনি রচনা করেন। ইহার রচনা সরল ও সংক্ষিপ্ত। কিন্তু পুত্র গঙ্গাদাসের রচনা বিস্তৃত ও সুন্দর। কবি গঙ্গাদাস প্রায় বহু স্থানেই পিতা ও পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর।
যার যশ ঘোষে লোক পৃথিবী ভিতর॥"

দুর্গারাম

দ্বিজ দুর্গারামের রচিত রামায়ণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা কৃত্তি-বাসের পরে লিখিত হয়, একথা কবি নিজেই অনেকবার স্বীকার করিয়াছেন। এই দুর্গারাম কবির কোন আত্মপরিচয় পাওয়া যায় নাই। দ্বিজ দুর্গারামকৃত একখানি কালিকা-পুরাণের অনুবাদও আমরা পাইয়াছি।

জগৎরাম রায়

কিঞ্চিৎ অধিক ২৫০ বৎসর হইল, বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জগৎরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম রাণীগঞ্জ ষ্টেসন হইতে তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এবং বাকুড়া সদরের ২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। প্রাচীন ভুলুই গ্রাম এখন নদীগর্ভে। বর্ত্তমান ভুলুই গ্রামে কবির বংশধরগণ বাস করিতেছেন। ভুলুই ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলির দৃশ্য বেশ রম্য, কবির উপভোগ্য ও বাসের যোগ্য ছিল। এখনও এই ভুলুই গ্রামের রমণীয়তা নষ্ট হয় নাই। ইহার দক্ষিণে অদূরে বিহারীনাথ শৈল, পশ্চিমে কিঞ্চিদ্দূরে পঞ্চকোট শৈলশ্রেণী ও অরণ্য, উত্তরে অতি নিকটে শীর্ণ দামোদর দুই পার্শ্বের বিস্তীর্ণ বালুকাস্তূপের মধ্য দিয়া রজতরেখার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। জগৎরামের পিতার নাম রঘুনাথ রায় ও মাতার নাম শোভাবতী। পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথ সিংহ ভূপের আদেশে ইনি রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করেন।

জগৎরাম রামায়ণ ও দুর্গাপঞ্চরাত্র গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ

করেন, কিন্তু তিনি উভয় গ্রন্থই সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার আদেশে তৎপুত্র রামপ্রসাদ উভয় গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। রামপ্রসাদের রামায়ণের শেষে দেখা যায়—

রামপ্রসাদ রায়।

"পিতার আদেশে লঙ্কাকাণ্ড বিবরণ।
যথা মোর জ্ঞান তথা করিনু রচন॥
পিতা জগন্নাম পদে অসংখ্য প্রণাম।
যার উপদেশে পূর্ণ হইল মনস্কাম॥
মুনি মন্দরস চন্দ্র শক পরিমাণে।
মাধব মাসেতে কৃষ্ণত্রয়োদশী দিনে॥
দ্বাদশ দিবসে কাব্য হৈল সমাপন।
জয় সীতারাম ধ্বনি করে ত্রিভুবন॥
জগন্নাম সুত রামপ্রসাদেতে ভণে।
সীতারাম বিরাম করণ মোর মনে॥" ১৩৩॥

উদ্ধৃত প্রমাণ অনুসারে ১৬৭৭ শকে রামপ্রসাদী রামায়ণ শেষ হয়।

রামপ্রসাদের সময় মাণিকচন্দ্র নামে এক ব্যক্তি রামায়ণ রচনা করেন, তাঁহার রচনা প্রাঞ্জল ও মার্জ্জিত হইলেও কবিত্ব প্রকাশের তেমন সুযোগ ঘটে নাই।

ভবানীদাস, জয়চন্দ্র নামক জনৈক রাজার আদেশে 'লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়' গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে প্রায় ৫০০০ হাজার শ্লোক আছে। লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকৃত নানাদেশ বিজয়ের বৃত্তান্ত এই কাব্যে লিখিত। এ গ্রন্থের কয়েকটী স্থলে রামচরণ নামক কবির ভণিতা পাওয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন রামচরিত অবলম্বন করিয়া বহু কবি খণ্ডকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে গুণরাজখানের শ্রীধর্ম্ম ইতিহাস (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির সংবাদে শ্রীরামচরিত), রামজীবন রুদ্রের কৌশল্যার চৌতিশা, সুকবি হরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণ, গুণচন্দ্রের পুত্রের সীতার বনবাস, লোকনাথ সেনের লবকুশের যুদ্ধ, রঘুমণির কনিষ্ঠ ভবানীনাথের পারিজাতহরণ, দ্বিজ তুলসীদাসের রায়বার, ভবানন্দের রাম-স্বর্গারোহণ এবং ভবানীদাসের লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়, রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ ও রামরত্নগীতা রচনা উল্লেখযোগ্য। উক্ত খণ্ডকাব্যকারদিগের মধ্যে ভবানীদাসই প্রধান, তাঁহার রচনা বেশ ভাবময় ও প্রাঞ্জল, মধ্যে মধ্যে কবিত্ব নৈপুণ্যের বেশ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কবি রাম-স্বর্গারোহণে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"নবদ্বীপ বন্দিমু অতি বড় ধন্য।
যাহাতে উৎপত্তি হইল ঠাকুর চৈতন্য॥
গঙ্গার সমীপে আছে বদরিকাশ্রম।
তাহাতে বসতি করে ভবানীদাস নাম॥
যাদব দেব তথা যশোদা জননী।
সপুত্রে বন্দিমু এবেঁ সর্ব্ব লোক জানি॥"

এতদ্ভিন্ন দ্বিজ দয়ারাম, কাশীরাম, জগৎবল্লভ, দ্বিজ তুলসী প্রভৃতি রচিত সংক্ষিপ্ত রামায়ণ পাওয়া গিয়াছে। যিনি গৌরী-মঙ্গল লিখিয়া শাক্ত-সমাজে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই রাজা পৃথ্বীচন্দ্রই আবার ভূষণ্ডী রামায়ণ রচনা করিয়া মৌলিকতা ও কবিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

রামমোহনের পিতার নাম বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। নিবাস,—নদীয়া জেলার গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ মেটেরী গ্রাম। ইনি রামায়ণের একখানি অনুবাদ রচনা করেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এই রামায়ণ রচনা শেষ হয়। গ্রন্থকার নিজ বাড়ীতে সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই বিগ্রহদ্বয়ের নিকট খুব ভক্তি-উৎসব চলিত। কবি স্বয়ং বর্ণন করিয়াছেন,—

রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

"সে রামের দ্বারেতে সতত হুড়াহুড়ি।
কেহ নাচে কেহ গায় দেয় গড়াগড়ি॥"

কবি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"কৃপা করি আদেশ করিলা হনুমান্।
রামায়ণ রচি কর জীবের কল্যাণ॥
রচিলাম তাঁর আজ্ঞা ধরিয়া মস্তকে।
সাঙ্গ হইল সপ্তদশ শত ষষ্টি শকে॥"

রামমোহনের রামায়ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় প্রাঞ্জল না হইলেও স্থানে স্থানে আদি কবির প্রতিভার স্নিগ্ধোজ্জল ভাবে ভূষিত হইয়াছে। ইহার রচনার কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। *

কবি শিবচন্দ্র সেন ভারতচন্দ্রের কিছু পরে আবির্ভূত হন। ইহার রচিত একখানি রামায়ণ আছে। এই রামায়ণের নাম 'শারদামঙ্গল'। রামচন্দ্রের দুর্গাপূজা রামায়ণে সারদা-মাহাত্ম্য জ্ঞাপক, তাই কবি এই রামায়ণ 'শারদামঙ্গল'

শিবচন্দ্র

---

* "আষাঢ়ে নবীন মেঘ দিল দরশন।
যে মত সুন্দর শ্যাম রামের বরণ॥
ঘন ঘন ঘন গর্জ্জে অতি অসম্ভব।
যেমন রামের ধনু টঙ্কারের রব॥
রয়ে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে।
যেমন রামের রূপ সাধকের মনে॥
ময়ূর করয়ে নৃত্য নব মেঘ দেখি।
রাম দেখি সজ্জন যেমত হয় সুখী॥
সদা জলধারা পড়ে ধরণী উপরে।
সীতা লাগি যেমত রামের চক্ষু ঝোরে॥"

নামে অভিহিত করিয়াছেন। নিম্নে কবির ভাষায় কবির আত্ম-পরিচয় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। *

রঘুনন্দন গোস্বামী। রঘুনন্দন গোস্বামিকৃত একখানি রামায়ণ পাওয়া যায়। এই রামায়ণের নাম রাম-রসায়ন। কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্রের রামায়ণের পর অপর যে সকল রামায়ণগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই 'রামরসায়ন'ই শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্ববর্ত্তী রামায়ণগুলি হইতে এই রামায়ণখানির রচনা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল।

১১৯৩ সালে রঘুনন্দনের জন্ম হয়, ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি এই রামরসায়ন রচনা করেন। গ্রন্থকার আত্ম-পরিচয় সম্বন্ধে রামরসায়নের উত্তরকাণ্ডের শেষ ভাগে লিখিয়াছেন,—

"দেখিয়া কলির রীতি, শিখাইতে কৃষ্ণ প্রীতি,
কৃপাময় প্রভু বলরাম।
অবতার করি লোকে, নিস্তারিলা সব লোকে,
ধরি নিজে নিত্যানন্দ নাম॥
বীরভদ্র তাঁর সুত, তার পুত্র গুণযুত,
গোপীজনবল্লভ বিদ্বান্।
তাঁর পুত্র গুণধাম, শ্রীরাম গোবিন্দ নাম,
তাঁর পুত্র বিশ্বম্ভরাখ্যান॥
রামেশ্বর তাঁর সুত, নৃসিংহ তাহার পুত,
তাঁর পুত্র বলদেব নাম।
তিন পুত্র হল তাঁর, সর্ব্ব গুণ ভাণ্ডাগার,
জগৎ মাঝারে অনুপাম॥
শ্রীলালমোহন আর, শ্রীবংশীমোহন তাঁর,
কনিষ্ঠ শ্রীকিশোরীমোহন।
শ্রীমধ্যম প্রভু তায়, কৃপা করি সোমরায়,
করাছেন মন্ত্র সমর্পণ॥
কনিষ্ঠ সগুণ ধাম, ভুবন-বিখ্যাত নাম,
বেদ শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত।
অদ্বিতীয় ভাগবতে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-মতে,
করিলা যে গ্রন্থ সুবিদিত॥
সেই প্রভু মোর পিতা, উষা নাম মোর মাতা,
বিমাতা শ্রীমতী মধুমতী।
মোর জ্যেষ্ঠ তিন জন, বিশ্বরূপ সঙ্কর্ষণ,
শ্রীমধুসূদন মহামতি॥
চারি ভ্রাতা বৈমাত্রেয়, শ্রীরামমোহন প্রিয়,
নারায়ণ গোবিন্দ আখ্যান।
সকলের কনীয়ান, বীরচন্দ্র অভিধান,
তিন ভগ্নী সদ্গুণ নিধান॥
সহোদর ভগ্নীপতি, দীপচন্দ্র মহামতি,
চট্ট রাজবংশ অগ্রগণ্য।
শ্রীরামগোবিন্দ প্রাজ্ঞ, শ্রীদোলগোবিন্দ বিজ্ঞ,
বৈমাত্রেয় ভগ্নীপতি ধন্য॥
পিতা রাশি অনুসারে, আর এক নাম মোরে,
ভাগবত বলিয়া অর্পিলা।
কৃপাকণা প্রকাশিয়া, নানা শাস্ত্র পড়াইয়া,
যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মাইলা॥
বৰ্দ্ধমান সন্নিধান, গ্রাম 'মাড়' অভিধান,
তাহাতেই আমার নিবাস।
সন্তোষিত বন্ধু জন, এই গ্রন্থ বিরচন,
করিলাম পাইয়া প্রয়াস॥"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পৌত্র গোপীজনবল্লভ শ্রীপাঠ নোতায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র রামেশ্বর গোস্বামী শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ধামে গমন করেন ও তথা হইতে আসিয়া আর নোতায় না গিয়া ইচ্ছাপুর গ্রামে বাস করেন। নোতা ও ইচ্ছাপুর উভয় গ্রামই বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত। রামেশ্বর গোস্বামীর পুত্র নৃসিংহ দেব গোস্বামী ইচ্ছাপুরের বাস ত্যাগ করিয়া বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত খড়িনদীর উৎপত্তিস্থান মাড়ো গ্রামে বাস করেন। এই গ্রাম ইষ্টিণ্ডিয়াবেলওয়ের ষ্টেসন মানকরের নিকট। বলদেব নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। বলদেবের তিন পুত্র, লালমোহন, বংশীমোহন, এবং কেশরীমোহন। কেশরীমোহনের দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহ মাড়োর তিন ক্রোশ পূর্ব্বে এবাল বাহাদুরপুরে। দ্বিতীয় বিবাহ হয়—নলসারুল গ্রামে। এই কেশোরীমোহন গোস্বামীর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী। রঘুনন্দনের সন্তান সংখ্যা ৮টী।

* "বৈদ্যকুলে জন্ম হিঙ্গু সেনের সন্ততি।
সেনহাটি গ্রামে পূর্ব্ব পুরুষ বসতি॥
রামচন্দ্র নাম গুণধাম প্রতিষ্ঠিত।
যশে কুলে কীর্ত্তিতে বিখ্যাত বিরাজিত॥
রত্নেশ্বর গুণবান্ তাহার তনয়।
রত্নস্বরূপে কুলে হইলা উদয়॥
এ হেন তনয় হইলা ভুবনে বিখ্যাত।
রাম নারায়ণ সেন ঠাকুর আখ্যাত॥
সেন ঠাকুরের পুত্র তুলনায় অতুল।
রামগোপাল নাম উভয় শুদ্ধ কুল॥
গঙ্গাদেব দত্ত পুত্র তাহার পবিত্র।
শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সেন নাম সুচরিত্র॥
বিক্রমপুরেতে কাটাদিয়া গ্রামে ধাম।
ধন্বন্তরি বংশে জন্মে প্রাণনাথ নাম॥
সরকারে সুপাত্রে করিলা কন্যাদান।
গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঠাকুর কীর্ত্তিমান্॥
জন্মিল তাহার এই তৃতীয় সন্তান।
শিবচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র নাম॥"

রঘুনন্দন পাঠশালের লেখা পড়া শেষ করিয়া, এরাল বাহাদুরপুরনিবাসী গণেশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের নিকট ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করেন। ১৮ বৎসর বয়স হইতেই রঘুনন্দন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতা লিখিতে পারিতেন।

রঘুনন্দনের রচনা কবিত্ব অলঙ্কার, ভাব ও শব্দসম্পদে পরিপূর্ণ। রঘুনন্দনের রচনা লালিত্যের একটু নমুনা লউন,—

"এথা রঘুবর, করিতে সমর,
সুখেতে মগন হইয়া।
অতি সুকোমল, তরুণ বাকল,
পরিলা কটিতে আঁটিয়া॥
শিরে অবিকল, জটার পটল,
বাঁধিলা বেড়িয়া বেড়িয়া।
পরিলা বিকচ, কঠিন কবচ,
শরীরে সুদৃঢ় করিয়া॥"

মহাভারত।

বহু কবি যেমন রামায়ণ বা রামচরিত অবলম্বন করিয়া বৃহৎ বা খণ্ডকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ বহুকবি ভারতকথা বা মহাভারতের বর্ণনীয় বিষয় লইয়া বহুকাব্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তন্মধ্যে বিজয়পণ্ডিত, সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী, কৃষ্ণানন্দ বসু, অনন্ত মিশ্র, নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বিজ রামচন্দ্র খান্, শঙ্কর কবিচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পণ্ডিত, দ্বিজ নন্দরাম, ঘনশ্যাম দাস, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন, উৎকল ব্রাহ্মণ সারণ, কাশীরাম দাস, নন্দরাম দাস, দ্বৈপায়ন দাস, রাজেন্দ্র দাস, গোপীনাথ দত্ত, রামেশ্বর নন্দী, ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী, নিমাই পণ্ডিত, বল্লভ দেব, দ্বিজ কৃষ্ণরাম, দ্বিজ রঘুনাথ, লোকনাথ দত্ত, শিবচন্দ্র সেন, ভৈরবচন্দ্র দাস, মধুসূদন নাপিত, ভৃগুরাম দাস, ভরত পণ্ডিত, মুকুন্দানন্দ, রামনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি ৩৫ জন কবির গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এতভিন্ন ভবানন্দ হরিবংশ, সঞ্জয় ও বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী ভগবদ্গীতার অনুবাদ এবং পুরুষোত্তম ও রাঘব দাস মহাভারতীয় বিষ্ণুভক্তির কথা লইয়া মোহমুদ্গর, লোকনাথ দত্ত ও রামনারায়ণ ঘোষ নলোপাখ্যান লইয়া নৈষধ, পার্ব্বতীনাথ নলোদয়,সঞ্জয় ও শিবচন্দ্র সেন ভারত-সাবিত্রী রচনা করেন।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে ভাবে ভাষায় ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতখানিই আপাততঃ সর্ব্ব প্রাচীন বলিয়া মনে করি। সুলতান আল্লাউদ্দীন্ হোসেন শাহের সময় কেবল গৌড়বঙ্গ বলিয়া নহে, বঙ্গভাষারও সুবর্ণযুগ। তাঁহারই সময়ে (সম্ভবতঃ তাঁহারই আদেশে) বিজয়পণ্ডিত 'বিজয়পাণ্ডবকথা' বা 'ভারত পাঁচালি' প্রণয়ন করেন।

আলোচ্য মহাভারতে সভাপর্ব্বের ও অভিষেক পর্ব্বাধ্যায়ের শেষে বিজয়পণ্ডিতের ভণিতি আছে। ইহা ভিন্ন মূলগ্রন্থ মধ্যে গ্রন্থকারের আর কোন পরিচয় দেখা যায় না। বিষ্ণুপুর হইতে যে একখানি অপূর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দ্রোণপর্ব্বের শেষে 'মেলাধিপ বিজয় পণ্ডিত-বিরচিত বিজয়পাণ্ডবে দ্রোণপর্ব্ব' এইরূপ উল্লেখ আছে।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থ পাঠে জানা যায়, সাগরদীয়ার বন্দ্যবংশে বিজয়পণ্ডিত হইতে বিজয়পণ্ডিতী নামক মেলের সৃষ্টি হইয়াছে। বিজয়পণ্ডিত ভট্টনারায়ণ হইতে ১৭শ পুরুষ অধস্তন। মহেশের নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকা ও ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশাবলী হইতে বিজয় পণ্ডিতের পিতৃগণের এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়,—ক্ষিতীশ। ১ ভট্টনারায়ণ। ২ বরাহ (বন্দ্যঘটী) ৩ সুবুদ্ধি। ৪ বৈনতেয়। ৫ বিষ্ণুরেশ। ৬ গাউ। ৭ গঙ্গাধর। ৮ পশো। ৯ শকুনি। ১০ মহেশ্বর। ১১ মহাদেব। ১২ দুর্ব্বলি। ১৩ হরি। ১৪ উদয়ন। ১৫ সন্তোষ। ১৬ জটাধর। ১৭ বিজয় পণ্ডিত।

দেবীবরের কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায়, ১৪০২ শকে অর্থাৎ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে মেলবন্ধন হয়। এ সময় বিজয় পণ্ডিতের বয়স হইয়াছে। কারণ আদান-প্রদানে তাঁহার পুত্র কন্যারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ১৪০৭ শকে ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী রচিত হয়। এই গ্রন্থেও বিজয় পণ্ডিতের পুত্রের কুলক্রিয়ার পরিচয় আছে।

ভারতকথা-রচনা-কালে মেলবিধি প্রচলিত হইলে, বোধ হয় বিজয় পণ্ডিত গ্রন্থ মধ্যে তাহার আভাস দিয়া যাইতেন। কিন্তু তাঁহার নিজ রচনা মধ্যে এ কথা নাই। পরবর্ত্তী কালে হয় ত কোন লেখক ভারত-কথা নকল করিবার কালে 'মেলাধিপ' ইত্যাদি কথা বসাইয়া দিয়া থাকিবেন। বিষ্ণুপুরাণের পুঁথি দৃষ্টে তাহাই অনুমান হয়। এরূপ স্থলে ১৪০২ শকেরও পূর্ব্বে বিজয় পণ্ডিত ভারত-কথা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা মোটামোটী স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ফলে, বিজয় পণ্ডিত যে ভাষায় ভারতরচয়িতৃগণের শীর্ষস্থানযোগ্য, তাহা অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রমাণেও দেখিতে পাওয়া যায়।

বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতখানি প্রায় ৮ হাজার শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে।

মহাভারতের আর একখানি অনুবাদ গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই অনুবাদরচয়িতার নাম—সঞ্জয়। নানা কারণে সঞ্জয় সঞ্জয় মহাভারতখানিও অতি প্রাচীন, বলিয়াই মনে হয়, তবে কতদিনের প্রাচীন, অনুমান ভিন্ন সে তথ্য যথাযথ নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে ইহার গীতায় গৌরাঙ্গদেবের

নামোল্লেখ থাকায়, ইহাকে গৌরাঙ্গের সমসাময়িক বা তৎপরবর্ত্তী লোক বলিয়া স্বীকার করা যায়। ইহা ছাড়া গ্রন্থকারের আত্ম-পরিচয়সম্বন্ধেও বিশেষ কোথাও কিছু লিপিবদ্ধ দেখা যায় না। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত পুস্তক মধ্যে মাত্র এই দুইটী ছত্র পাওয়া যায়,—

"ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম।
সঞ্জয়ে ভারত-কথা কহিলেক কর্ম্ম॥"

সঞ্জয় নাম দেখিয়া ভারতীয় যুদ্ধবর্ণনকারী সেই ব্যাস-নিযুক্ত সঞ্জয় বলিয়া পাঠকের মনে ভ্রম না হয়, তজ্জন্য কবি নিজেই সতর্ক হইয়া লিখিয়াছেন ;—

"ভারতের পুণ্য কথা নানা রসময়।
সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয়॥"

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের পুঁথির অনেক স্থানে এইরূপ ভণিতার অসকৃৎ আবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মহাভারত বিক্রম-পুর, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, রাজসাহী, প্রভৃতি প্রায় সমগ্র পূর্ব্ব-বঙ্গেই পাওয়া যাইতেছে। সঞ্জয়কৃত মহাভারত মধ্যে রাজেন্দ্র দাস, গঙ্গাদাস সেন ও গোপীনাথ প্রভৃতি অনেক কবিরই মহাভারতীয় নানা অংশানুবাদ প্রক্ষিপ্ত দেখা যায়। সঞ্জয়ের অনুবাদ রচনার কিঞ্চিৎ নমুনা এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম—

"ফলিত পুষ্পিত বন বসন্ত সময়।
সদাএ সুগন্ধী বায়ু মন্দ মন্দ বয়॥
বিচিত্র যে অলঙ্কার বিচিত্র ভূষণে।
কন্যা সব নানা রঙ্গ করে সেই বনে॥
কেহ মিষ্ট ফল খাএ কেহ মধু পিএ।
শর্ম্মিষ্ঠা যে দেবযানি চরণ সেবএ॥"

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও পরাগলী মহাভারত

ইনিও একজন মহাভারতের অনুবাদ-রচক প্রাচীন কবি। ইহাঁর পরিচয় সম্বন্ধে জানা যায়, ইনি সম্রাট্ হুসেন সাহের (১) সেনাপতি পরাগল খাঁর উৎসাহে মহাভারতের অনুবাদ প্রচার করেন। এই জন্য ইহাঁর রচিত মহাভারত 'পরাগলী মহাভারত'* নামে পরিচিত। কবীন্দ্র তাঁহার রচিত মহাভারতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"নৃপতি হুসেন সাহ হও মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্র শস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হরি হৈব কৃষ্ণ অবতার॥
নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান্ হক্ সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান্ মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নীতি হরষিত মতি॥"
লস্কর পরাগল খান * মহামতি।
সুবর্ণ বসন আইল অশ্ব বায়ুগতি॥

কবীন্দ্র স্বীয় অনুগ্রাহক খাঁ মহাশয়ের গুণ প্রত্যেক পত্রে বর্ণন করিয়াছেন। কখন কখন উচ্ছ্বলিত কৃতজ্ঞতারসে ছন্দো-বন্ধ শিথিল হইয়া গিয়াছে। যথা—

"ক্ষোণী কল্পতরু শ্রীমান্ দীন দুর্গতিকারণ।
পুণ্যকীর্ত্তি গুণাম্বাদী পরাগল খান॥"

পরাগলী মহাভারত প্রায় ১৭০০০ শ্লোকে পূর্ণ। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের অধিকাংশই পরাগলী ভারতে উদ্ধৃত দেখা যায়।

শ্রীকর নন্দী

শ্রীকর নন্দী, পরাগল খাঁর পুত্র সেনাপতি ছুটি খাঁর আদেশে মহাভারত অশ্বমেধ-পর্ব্বের অনুবাদ রচনা করেন। ইহাঁর ইতিহাসমূলক কিঞ্চিৎ রচনা-নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"নসরত সাহ তাত অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেন সাহ হও ক্ষিতিপতি।
সাম দান ভেদ দণ্ডে পালে বসুমতী॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটিখান।
ত্রিপুরার উপরে করিলা সন্নিধান॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
চন্দ্রশেখর পর্ব্বত কন্দরে॥
চার লোল গিরি তার পৈত্রিক বসতি।
বিধি এ নির্ম্মল তাঁক কি কহিব অতি॥
চারি বর্ণ বসে লোক সেনা সন্নিহিত।
নানা গুণে প্রজা সব বসয়ে তথাত॥
ফেণী নামে নদী ও বেষ্টিত চারি ধার।
পূর্ব্ব দিকে মহানদী পার নাহি তার॥

* গৌড়ের রাজধানী হইতে দুই জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা মগরাজ সৈন্যদিগকে চট্টগ্রাম হইতে তাড়াইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। একজন স্বয়ং রাজ-কুমার ভাবী সম্রাট্ নসরত সাহ ও অপর সেনাপতি পরাগল খাঁ। ফেনী নদীর তীরে চট্টগ্রাম জোরওয়ার গঞ্জ থানার অধীন 'পরগালপুর' এখনও বর্ত্তমান। পরাগলী দিঘী অতি বৃহৎ, এখনও তাহার জল ব্যবহৃত হয়। পরাগল খাঁর প্রাসাদাবলী এখন রাশীকৃত ভগ্ন ইষ্টকস্তূপে পরিণত; সুতরাং একখানি জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন পুঁথি ভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতির কীর্ত্তিস্মৃতি আর কেহই জাগাইয়া রাখিতে পারে নাই। সেই পুঁথিখানি 'পরাগলী মহাভারত'। শুনা যায় পরাগল খাঁর বংশ এখনও বর্ত্তমান এবং তাহারা অবস্থাপন্ন লোক

লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সময়ে নির্ভএ ছুটিখান মহাশয়।
আজানুলম্বিত বাহু কমল-লোচন।" ইত্যাদি।

দ্বিজ রঘুনাথ

মহাভারত রচয়িতাগণের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত দ্বিজ রঘুনাথের অশ্বমেধ-পঞ্চালিকা পাওয়া গিয়াছে। রঘুনাথ এইরূপে পরিচয় দিয়াছেন—

"উৎকল পুণ্যদেশে অদ্ভুত কথন।
যথা জগন্নাথ রূপে বৈসে নারায়ণ। * * *
নিজ কুল-কমল-মিহির মহাবংশ।
দিগন্তর ভ্রমে জার সিতযশো হংস।
প্রচণ্ড প্রতাপ ধীর পরম সুধীর।
আপনি গঙ্গা যারে দিল গঙ্গানীর।
উৎকলের যত রাজা না কৈল যেই কর্ম্ম।
শ্রীযুত মুকুন্দ দেব সাধিল সেই ধর্ম্ম।
মুকুন্দ রাজার গুণ শুনিয়া শ্রবণে।
বাঢ়িল বিনোদ বড় শ্রবণে নয়নে।
কুন গুণে মহারাজ হইবু গোচর।
হৃদয়ে চিন্তিয়ে সার করহ অন্তর।"

এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া কবি উৎকলে আসিয়া রাজা মুকুন্দদেবের সভায় উপস্থিত হইলেন। এখানে রাজাদেশে অশ্ব-মেধ-পাচালী রচনা করেন। কবি ভণিতার শেষে রাজা মুকুন্দ-দেব সম্বন্ধে এইরূপ একটী কথা লিখিয়াছেন—

"চিরদিন রাজ্য করি হইল অকল্যাণ।
অশ্বমেধ পর্ব্ব কথা রঘুনাথ ভাণ॥"

কালাপাহাড়ের হস্তে ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে রাজা মুকুন্দদেব পরা-জিত হন। ইহার পরে, কবি রঘুনাথ সম্ভবতঃ অশ্বমেধপর্ব্ব রচনা করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, কাশীরামদাসের নামে প্রচলিত অশ্বমেধ পর্ব্বের সহিত অনেক স্থানেই মিল আছে। সম্ভবতঃ উভয় কবি কোন প্রাচীন আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন। রঘুনাথের রচনা অনেক স্থলে সুললিত ও প্রাঞ্জল হইলেও এমন অনেক দুরূহ শব্দ আছে, যাহা সহজে বুঝিয়া লওয়া কঠিন। কবি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন।

নিত্যানন্দ ঘোষ

নিত্যানন্দ ঘোষ এক জন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি সমগ্র মহা ভারতেরই অনুবাদ করেন। ইহাঁর অনূদিত মহাভারতই পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। তাঁহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল, সুললিত ও কবিত্বপূর্ণ। তাঁহার সম্পূর্ণ মহাভারত কাশীদাসী মহাভারতের ন্যায় অতি বৃহৎ। পশ্চিম বাঙ্গালায় কাশীরাম দাস যেরূপ প্রসিদ্ধ পূর্ব্ববঙ্গে নিত্যানন্দ ঘোষও সেইরূপ। কবি পৃথ্বীচন্দ্রের গৌরীমঙ্গল নামক কাব্যের মুখবন্ধে লিখিত আছে,—

"অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ।"

কবিচন্দ্র

রামায়ণ-রচকদিগের মধ্যে কবিচন্দ্রের নাম একবার উল্লেখ করিয়াছি। মহাভারত রচকদিগের মধ্যেও ইহার নাম পাওয়া যায়। ভাগবতেরও ইনি অন্যতম অনুবাদক। ইহাঁর প্রকৃতনাম শঙ্কর, 'কবিচন্দ্র' ইহার উপাধি। রামায়ণ প্রসঙ্গে ইহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গোবিন্দমঙ্গলে যথা—

"কবিচন্দ্র দ্বিজ ভণে ভাবি রমাপতি।
মেস্ত্রের দক্ষিণে ঘর পাণ্ডুয়ায় বসতি।"
(ভাগবতামৃতে গোবিন্দমঙ্গল ৭ম কঃ)

আর এক স্থানে যথা—

"চক্রবর্ত্তী মুনিরাম, অশেষ গুণের ধাম,
তস্য সুত কবিচন্দ্র গায়।"

রাজেন্দ্র দাস

রাজেন্দ্র দাস প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বের কবি। ইহাঁর রচিত আদিপর্ব্বের প্রায় সমস্ত অংশই পাওয়া গিয়াছে। ইনি মহাভারতের শুদ্ধ—আদিপর্ব্বেরই অনুবাদ করিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। ইহাঁর রচনা জটিল ও অপ্রচলিত শব্দ বহুল হইলেও তাহা সৌন্দর্য্য-সৌষ্ঠব ত্যাগ করে নাই। ইহাঁর অনূদিত শকুন্তলা উপাখ্যানটী খুব সুন্দর।

ষষ্ঠীবর

ষষ্ঠীবর রামায়ণের ন্যায় মহাভারতেরও অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তবে তন্মধ্যে আমরা স্বর্গারোহণ পর্ব্বই পাইয়াছি। এই স্বর্গারোহণ পর্ব্বেরই শেষ পত্রে ইহার রচিত সমগ্র মহাভারতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার রচনা অনাড়ম্বর ও সুন্দর।

গঙ্গাদাস সেন

গঙ্গাদাস ষষ্ঠীবরের পুত্র। রামায়ণরচকদিগের মধ্যে ইহার নাম আছে। ইহাঁর রচিত মহাভারতের আংশিক অনুবাদ পাওয়া যায়। আমরা ইহাঁর রচিত আদি ও অশ্বমেধ পর্ব্ব দেখিয়াছি। রচনা সুন্দর; পিতা অপেক্ষাও পুত্রের কৃতিত্ব ও ক্ষমতা অধিক বলিয়া মনে হয়। রচনার কিঞ্চিৎ নমুনা দিলাম,—

"যৌবনাশ্ব পুরী ভীম দেখিলেক দূরে।
সুবর্ণ পূর্ণিত ঘট প্রতি ঘরে ঘরে।
বিচিত্র পতাকা উড়ে দেখিতে সুন্দর।
দীপ্তিমান শোভে যেন চন্দ্র দিবাকর।
অতি বিলক্ষণ পুরী দেখিতে শোভিত।
সহস্র কিরণ বেড়ি থাকে চারি ভিত।
যূপ আরোপিত পথে আছে সারি সারি।
যজ্ঞ ধূমে অন্ধকার গগন আবরি।

গোপীনাথের রচিত দ্রোণপর্ব্ব পাওয়া যায়। ইহাতে

অভিমন্যু-বধে ক্রুদ্ধা হইয়া ক্ষত্রিয় বীরঙ্গনাগণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং দ্রৌপদী যুদ্ধের সেনানেত্রী হইয়াছিলেন। ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত আছে।

গোপীনাথ

কবি কাশীদাস সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মহাভারত অনুবাদকগণ অপেক্ষা কাশীদাস কিঞ্চিৎ আধুনিক হইলেও আজ বাঙ্গালী হিন্দু নরনারীর গৃহে গৃহে কাশীদাস-কৃত মহাভারতই ভক্তিপূজ্য নিত্যপাঠ্য আদরের সামগ্রী।

কাশীদাস

বর্দ্ধমান জেলার উত্তরে ইন্দ্রানী পরগণার সিঙ্গি গ্রামে কাশীদাস জন্ম গ্রহণ করেন। এই গ্রাম ব্রাহ্মণীনদীর তীরে অবস্থিত। কাশীরাম দাসের প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর এবং পিতার নাম কমলাকান্ত দেব। কমলাকান্ত দেবের তিন পুত্র—কৃষ্ণদাস, কাশীদাস ও গদাধর। কাশীদাসের কনিষ্ঠ গদাধর দাসের জগন্নাথমঙ্গলে কাশীদাসের পুর্ব্বপুরুষের এইরূপ পরিচয় আছে—

"ভাগীরথী তীরে বটে ইন্দ্রায়ণী নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গি গ্রাম।
অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বাম পদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণ কমলে॥
তাহাতে শাণ্ডিল্য গোত্র দেব জে দৈত্যারি।
তাহা হৈতে জন্ম হৈল এ তিন তনয়।
দামোদর পুত্র তার সদা ভজে হরি।
ছুবরাজ শুভরাজ তাহার নন্দন।
ছুবরাজ পুত্র হৈল মীন জে কেতন।
তাহার নন্দন হৈল নাম ধনঞ্জয়।
রঘুপতি ধনপতি নাম নরপতি।
রঘুপতির পঞ্চ পুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি।
প্রিয়ঙ্কর সুরেশ্বর কেশব সুন্দর।
চতুর্থে শ্রীমুখ দেব পঞ্চমে শ্রীধর।
প্রিয়ঙ্কর হইতে হৈল এ পঞ্চ উদ্ভব।
যদু সুধাকর মধু রাম জে রাঘব।
সুধাকর নন্দন জে এ তিন প্রকার।
শ্রীমন্ত কমলাকান্তের এ তিন কোঙর।
প্রথম শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
রচিলা কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর।
দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান্।
রচিলা পাঁচালি ছন্দে ভারত পুরাণ।
তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস।
জগৎ-মঙ্গল কথা করিলা প্রকাশ।

শুনা যায়, কাশীদাস মেদিনীপুর আওয়াসগড়ের রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া পাঠশালার শিক্ষকতা করিতেন। রাজবাড়ীতে যে সকল কথক বা পুরাণশাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিত আসিতেন, তাঁহাদের মুখে তিনি নানা পৌরাণিক প্রসঙ্গ শুনিয়া তাহাতে অনুরক্ত হন। এই অনুরাগের ফল—মহাভারতের অনুবাদ। সিঙ্গিগ্রামে 'কেশেপুকুর' নামে একটী পুকুর আছে। এই স্থানের অধিবাসীরা 'কাশীর ভিটা' বলিয়া একটী স্থান এখনও দেখাইয়া থাকে।

একটী শ্লোক প্রচলিত আছে—

"আদি সভা বন বিরাটের কত দূর।
তাহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর॥"

এই প্রবাদ অনুসারে কেহ কেহ মনে করেন যে, তিনি বিরাট পর্ব্ব লিখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন, আবার কাহারও মতে তিনি বিরাটপর্ব্ব লিখিয়া স্বর্গপুরে অর্থাৎ ৺কাশীধামে যাত্রা করেন। এদিকে এক খানি কাশীদাসী প্রাচীন বিরাটপর্ব্বের পুথিতে এইরূপ গ্রন্থ রচনা কালের উল্লেখ আছে—

"চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥"

অর্থাৎ ১৫২৬ শকে বা ১০১১ সনে বিরাটপর্ব্ব সম্পূর্ণ হয়। এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত কাশীদাসী মহাভারতের অপর কোন পর্ব্বের শেষে এরূপ রচনাকালের উল্লেখ নাই। এদিকে কাশীরাম দাসের পুত্র নন্দরাম দাসও মহাভারত রচনা করিয়াছেন। উদ্যোগ পর্ব্ব হইতে তাঁহার ভণিতাযুক্ত প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু আদি, সভা প্রভৃতি অংশ এখনও পাওয়া যায় নাই। আবার নন্দরাম দাসের ভণিতাযুক্ত উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি পর্ব্বের সহিত প্রচলিত কাশীদাসী মহাভারতের ঐ সকল পর্ব্বের পাঠ মিলাইলে উভয় গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচনা বলিয়া মনে হয়। তবে কি নন্দরামও পরবর্ত্তীকালে স্বরচিত গ্রন্থ তাঁহার পিতার নামে চালাইয়াছেন?

কাশীদাসের দুই ভ্রাতা কবি। তিনি একজন বড় কবি, তাঁহার পুত্রই বা কেন উপযুক্ত কবি না হইবেন? নন্দরামের ভণিতাযুক্ত যে সকল পর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে, তাহার রচনা তাঁহার পিতা বা পিতৃব্যের রচনা হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

নন্দরাম

রামেশ্বর নন্দী নামে কাশীরামের পর মহাভারত রচনা করেন, ইহার রচনা কাশীদাস অপেক্ষাও মার্জ্জিত, কল্পনার স্রোতও বেশী প্রসারিত, এবং আড়ম্বর পরিপূর্ণ। তবে কবি স্থানে স্থানে স্বভাব বর্ণনায় বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থগুলি তাঁহার পড়া ছিল। তিনি শকুন্তলার বর্ণনায় অনেক স্থানে কালিদাসের শকুন্তলারই অনুকরণ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে অনেক স্থানেই সেই মহাকবির স্বভাব-সুন্দর আলেখ্য প্রতিফলিত হইয়াছে।

রামেশ্বর নন্দী

ঘনশ্যাম

কাশীদাসের বংশে আর একজন কবি মহাভারত রচনা করেন, তাঁহার নাম ঘনশ্যাম দাস। নন্দরামের সহিত ইহার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা জানা যায় নাই।

দ্বৈপায়ন

নন্দরাম দাসের সময় আর এক ব্যক্তি ভারত কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম দ্বৈপায়ন দাস। ইহার দ্রোণপর্ব্ব মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহার রচনা প্রাঞ্জল হইলেও পরবর্ত্তী কাশীরাম প্রভৃতির সমকক্ষ বলিয়া মনে হয় না।

দ্বিজ কৃষ্ণরাম

দ্বিজ রঘুনাথের ন্যায় দ্বিজ কৃষ্ণরামও বৃহৎ অশ্বমেধপর্ব্ব লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ জৈমিনি-ভারত নামে প্রচলিত। আশ্চর্য্যের বিষয় উভয় গ্রন্থের অনেক স্থানে শ্লোকে শ্লোকে মিল আছে।

রামচন্দ্র খান

দুই শত বৎসর হইল আর একজন ব্রাহ্মণকবি জৈমিনীয় অশ্বমেধপর্ব্ব অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম রামচন্দ্র খান্। কবি স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"স্বদেশে বসতি ভাগীরথী স্নানে পুণ্যে।
জঙ্গিপুর সহর গ্রাম সর্ব্বলোকে জানে॥
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম লস্কর পদ্ধতি।
মধুসূদন জনক জননী পুণ্যবতী॥
পুণ্যকথা রচিবারে হৈল মন।
রামচন্দ্র খান কৈল কবিত্ব রচন॥
অশ্বমেধপর্ব্ব কথা সংস্কৃত ছন্দ।
মূর্খ বুঝাবারে কৈল পয়াকৃত ছন্দ॥"

কৃষ্ণানন্দ বসু

দুই শত বৎসরের অধিক হইল কৃষ্ণানন্দ বসু নামে একজন কায়স্থ কবি মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্ব রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনা বেশ সুললিত ও প্রাঞ্জল এবং কাশীরামদাসের ন্যায় বেশ কবিত্বপূর্ণ। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের শেষে এইরূপ ভণিতা দিয়াছেন—

"সম্ভ্রমে বন্দিয়া চন্দ্রচূড়পদদ্বন্দ্ব।
পয়ার প্রবন্ধে কহে বসু কৃষ্ণানন্দ॥"

ভৈরবচন্দ্র দাস

শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে একজন পঞ্চদশ বর্ষীয় উগ্রক্ষত্রিয় বালক মহাভারত লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম ভৈরবচন্দ্র। তাঁহার ভারতের উষারসার্ণব নামক অংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে এইরূপ পরিচয় আছে—

"ভারতের পূর্ণ কথা, ব্যাস বিরচিত পোথা,
বাণযুদ্ধ এক উপলক্ষণ।
ভাঙ্গিয়া শ্লোক ছন্দো, পয়ারে করিনু বন্ধ,
আজ্ঞা দিল দ্বিজ পঞ্চানন।
এই গ্রন্থ অনুসার, করিয়া ভারত সার,
তিন খণ্ডে কৈল সমাপন।
তিন খণ্ডে তিন ভাব, মনে মনে সুধালাভ,
সুজন রসিক যেই জন॥
উষারসার্ণব কথা, সমাপ্ত হইল এথা,
সন্ধ্যে ছয় চল্লিশ না পড়ি।
অবশেষে এই খান, করিলাম সমাধান,
পদ্যকৃত দুই খান ছাড়ি॥
আমি দীন হীন অতি, জ্ঞানহীন পশুমতি,
ধর্ম্মহীন অধম পামর। …
উগ্র ক্ষত্রিকুলে জন্ম, বাণিজ্য কারণ ধর্ম্ম,
যশরে পলুয়া যেই গ্রাম।
ধনিল শ্রোত্রিয় আদি, ভৈরব নদতি নদী,
বৈসে সর্ব্বে অতি অনুপাম॥
শ্রীরাম সন্তোষ নাম, পুণ্যবান গুণধাম,
পাঁচ পুত্র হইল তাহার।
পঞ্চ জন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, নাম হইল নীলকণ্ঠ,
ধর্ম্মশীল সর্ব্ব গুণধাম॥
মধ্যম শ্রীগদাধর, রূপে গুণে মনোহর,
রাম প্রসাদ অনুজ তাহার।
তস্যানুজ গুণধাম, শ্রীদেবীপ্রসাদ নাম,
রুদ্রনেত্র তনয় তাহার॥
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ শম্ভুচন্দ্র, তস্যানুজ কৃষ্ণচন্দ্র,
তস্যানুজ শ্রীভৈরব দাসী।
ভাঙ্গিয়া শ্লোকবন্ধ, পয়ারে করিনু বন্ধ,
গুরু-পাদপদ্মে করি আশী॥
পঞ্চ দশ বৎসর, বয়ঃক্রম তবে মোর,
শ্লোক ভাঙ্গিয়া পয়ারে গাথিল।
সপ্তদশ শত শকে, জ্যেষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষে,
সপ্তদশ দিনেতে রচিল॥

ভাগবত ও পুরাণ।

রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ করিয়া বহু কবি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ বহুসংখ্যক কবি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিয়া অথবা ভাগবতের অনুবর্ত্তী হইয়া বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ভাগবত অনুবাদকদিগের মধ্যে গুণরাজ খাঁ উপাধিধারী মালাধর বসুর নাম প্রথম পাওয়া যায়। মালাধর বসু সাত বৎসর পরিশ্রম করিয়া ভাগবতের ১০শ ও ১১শ খণ্ডের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন।

তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হইল সমাপন॥ (শ্রীকৃষ্ণবিজয়)

তাঁহার এই অনুবাদের নাম শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় বা শ্রীগোবিন্দ-বিজয়। মালাধর বসু সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া তিনি অনুবাদ না করিলেও তাঁহার অনুবাদ

যে মূলের সম্পূর্ণ অনুগত, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার নাম নাই।* কায়স্থ কবি গুণরাজ দান-লীলায় শ্রীরাধার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া ভাগবতে প্রেমের চিত্র যেন আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে প্রেম দিয়া অনুগৃহীত করেন। মালাধরের শ্রীকৃষ্ণ কেবল প্রেমদাতা নয়, গোপিনীর প্রেম লাভে তিনিও অনুগৃহীত, তাঁহার এই প্রেম চিত্রে মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমানন্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয় পাঠ করিতেন। মালাধরের নানা গুণে মুগ্ধ হইয়া গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ, তাঁহাকে গুণরাজ খান্ উপাধিতে ভূষিত করেন। গুণ-রাজের রচনা অতি স্বাভাবিক ভাবময় ও কবিত্ব পূর্ণ,—তাঁহার রচনার একটী নমুনা এই:—

"কেহ বলে পরাইমু পীত বসন।
চরণে নুপুর দিমু বলে কোন্থ জন।
কেহ বলে বনমালা গাঁথি দিমু গলে।
মণিময় হার দিমু কোন্থ সখী বলে।
কটিতে কঙ্কণ দিমু বলে কোন্থ জন।
কেহ বলে পরাইমু অমূল্য রতন।
শীতল বাতাস করিমু অঙ্গ জুড়ায়।
কেহ বলে সুগন্ধি চন্দন দিমু গায়।
কেহ বলে চূড়া বানাইমু নানা ফুলে।
মকর কুণ্ডল পরাইমু শ্রুতি মূলে।
কেহ বলে রসিক সুজন বড় কাল।
কর্পূর তাম্বুল সনে জোগাইব পান।"

গুণরাজ খাঁর পর কবিবর রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার অনুবাদের নাম শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিণী। শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২০০০০। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কবি কর্ণপুর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় লিখিয়াছেন,—

"নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ।"

বাস্তবিক ভাগবতাচার্য্য শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অতিশয় প্রিয় পাত্র ছিলেন। মহাপ্রভুর পুরুষোত্তম যাত্রাকালে তিনি (কলিকাতার এক ক্রোশ উত্তরে) বরাহনগরে ভাগবতাচার্য্যের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মুখে ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিয়া মহাপ্রভু পরম আনন্দ লাভ করেন। বরাহনগরে যেখানে ভাগবতাচার্য্যের গৃহ ছিল, এখন তথায় ভাগবতাচার্য্যের পাট, এখনও তথায় "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী" অর্চ্চিত হইয়া থাকে। এই প্রেমতরঙ্গিণী হইতে জানা যায় যে, ভাগবতাচার্য্য গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। ভাগবতে তিনি যে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, তাহা তাঁহার অনুবাদ পাঠ করিলেই জানা যায়। রঘুনাথের দশম স্কন্ধের অনুবাদ, বিশেষতঃ তাহার রাসপঞ্চাধ্যায়ের অনুবাদ, অতি বিস্তৃত, অতিসুন্দর ও অতি প্রাঞ্জল। তিনি কেবল পণ্ডিত নহেন, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার ভাষার লালিত্য মাধুর্য্য ও ভাবগ্রাহিতা শক্তি আলোচনা করিলে সকলেই বিমুগ্ধ হইবেন। চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে তিনি ভাগবতের পদ্যানুবাদে যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন, অধুনা সে চিত্র দুর্লভ।

[ভাগবতাচার্য্যশব্দ দ্রষ্টব্য]।

গুণরাজ খান্ ও ভাগবতাচার্য্যের আদর্শ লইয়া পরে বহু কবি লেখনী-ধারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাধবাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর, নন্দরাম ঘোষ, আদিত্যরাম, অভিরাম দাস, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর গোপাল দাস, দ্বিজ বাণীকণ্ঠ, দামোদর দাস, দ্বিজ লক্ষ্মীনাথ, কবিশেখর, কবিবল্লভ, যশশ্চন্দ্র, যদুনন্দন, ভক্তরাম প্রভৃতি কবিগণ গুণরাজের মত অধিকাংশ স্থলেই ভাগবতের দশমস্কন্ধ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, গোপালবিজয় বা গোকুলমঙ্গল নাম দিয়া স্ব স্ব গ্রন্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কবিগণের মধ্যে দ্বিজ মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কবিবল্লভের গোপালবিজয়, কবিচন্দ্রের গোবিন্দ-মঙ্গল এবং ভক্তরামের গোকুলমঙ্গল ও দ্বিজ লক্ষ্মীনাথের কৃষ্ণ-মঙ্গল অতি বৃহৎ গ্রন্থ। ঐ সকল গ্রন্থ প্রচারিত হওয়ায় গুণরাজ খানের আদিকীর্ত্তি ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর প্রসিদ্ধ ভারতকার কাশীদাসের অগ্রজ সহোদর, তাহার শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস সেরূপ বড় না হইলেও তাহাতে কবির কবিত্বের পরি-চয়ের অভাব নাই। ঐ সকল গ্রন্থ তিন শত বর্ষের প্রাচীন। ভাগবতাচার্য্যের ন্যায় মেদিনীপুর অঞ্চলের অধিবাসী কবি সনাতন চক্রবর্ত্তীও একখানি শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থে ভাগবতের প্রত্যেক শ্লোকের অনুবাদ দৃষ্ট হয়। আয়তনে ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে ইহাপ্রায় দ্বিগুণ। শুনা যায়, দ্বিজ বংশীদাসও সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার সম্পূর্ণ অনুবাদ পাওয়া যায় নাই। শিবায়ন রচয়িতা কায়স্থ কবি রামকৃষ্ণ দাস কবিচন্দ্রের পিতামহ কবিচন্দ্র যে গোবিন্দবিলাস রচনা করিয়া-ছেন, তাহাতে কবির ভক্তিরসে আপ্লুত হইতে হয়।

এতদ্ভিন্ন বহু কবি ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দোহাই দিয়া দণ্ডীপর্ব্ব রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে রাজারাম দত্ত ও মহেন্দ্রের 'দণ্ডীপর্ব্ব' প্রধান। রাজারাম দত্ত "শ্রীভাগবত কথা, ব্যাসের কবিতা পোথা, শ্লোক বন্ধে কথা অনুসার" এইরূপে ভাগবতের দোহাই দিলেও আমরা মূল ভাগবতের মধ্যে দণ্ডীর

উপাখ্যান পাই নাই, সংস্কৃত ভাষার যে দণ্ডীপর্ব্ব গাওয়া যায়, তাহা ভাগবত হইতে স্বতন্ত্র।

'ভাগবতের কৃষ্ণলীলা অবলম্বন করিয়া বহু কবি বহু ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে নরসিংহ দাস, মাধব গুণাকর ও কৃষ্ণচন্দ্র হংসদূত, দ্বিজ কংসারি ও সীতারাম দত্ত রচিত প্রহ্লাদ-চরিত্র; মাধব, রামশরণ ও রামতনু রচিত উদ্ধব-সংবাদ, দ্বিজ পরশুরাম ও দ্বিজ জয়ানন্দ রচিত ধ্রুবচরিত্র; জীবন চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দদাস ও দ্বিজ পরশুরাম সুদামচরিত্র এবং জীবন মৈত্র, পীতাম্বর সেন ও শ্রীনাথ দেব উষাহরণ, দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ বামন-ভিক্ষা, ভবানী দাস গজেন্দ্রমোক্ষণ, দ্বিজ কমলাকান্ত বারেন্দ্র মণিহরণ এবং রামতনু কবিরত্ন বস্ত্রহরণ এবং বিপ্র রূপরাম, শ্যামলাল দত্ত, অযোধ্যারাম ও শঙ্করাচার্য্য গুরুদক্ষিণা রচনা করেন। অপরাপর পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যে সকল বৈষ্ণব গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রামলোচনের ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, শিশুরাম ও ঈশ্বরচন্দ্র সরকার কৃত প্রভাসখণ্ড, দ্বিজ মুকুন্দের জগন্নাথমঙ্গল, কৃষ্ণদাস, বাণীকণ্ঠ, ও মহীধর দাসের নারদপুরাণ বা নারদ-সংবাদ, অনন্তরাম দত্ত ও রামেশ্বর নন্দীর পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসার, কৃষ্ণদাস ও দ্বিজ ভগীরথের তুলসীচরিত্র, দুর্গাচরণ দাসের বিষ্ণুমঙ্গল, শ্রীরামশঙ্কর বাচস্পতির পুত্র দুর্গাপ্রসাদের মুক্তালতাবলি, জগৎরামের পুত্র দ্বিজ রাম-প্রসাদের শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত, কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের বিষ্ণুপর্ব্বসার, কেতকাদাসের কপিলামঙ্গল, গদাধর দাসের রাধাকৃষ্ণ লীলা এবং রঘুনাথ দাসের শুকদেবচরিত, জয়নারায়ণের দ্বারকাবিলাস, শ্যাম-দাসের একাদশীব্রতকথা উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রন্থ অনুবাদ শাখার অন্তর্গত বটে, কিন্তু অধিকাংশই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে লিখিত বলিয়া প্রধান প্রধান কবির পরিচয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ব্যাখ্যা বা অনুবাদ শাখায় লিখিত হইল।

বৈষ্ণব-প্রভাব।

বর্ম্মবংশ ও সেনবংশীয় রাজগণের সময় হইতেই গৌড়বঙ্গে বৈষ্ণব প্রভাবের সূত্রপাত; কিন্তু তৎকালে শৈব ও শাক্ত-সমাজ জনসাধারণের মধ্যে এতদূর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল যে, গৌড় ও বঙ্গের অধিপতি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও সাধারণের হৃদয়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রচারে সমর্থ হন নাই। যদিও গৌড়াধিপ লক্ষ্মণ সেনের সভায় জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল, যদিও উচ্চশ্রেণির বৈষ্ণব-ভক্তগণ গীতগোবিন্দের প্রেমভক্তিরসাস্বাদনে বিহ্বল হইতেন, তথাপি সাধারণের উপর জয়দেব প্রকৃতপক্ষে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না, তাহা সহজে উপলব্ধি করা যায় না। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে প্রকৃত প্রস্তাবে জনসাধারণের হৃদয়ে প্রেম ও ভক্তির স্রোত বহিয়াছিল, তাহারই ফলে অসংখ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হইয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধশালিনী করিয়া তুলিয়াছে। এই সকল গ্রন্থ গৌড়বঙ্গের জনসাধারণের উপর যেরূপ কার্য্যকরী হইয়াছে, আজও তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন গৌড়বঙ্গের প্রতি পল্লীতেই দৃষ্ট হইবে।

বৈষ্ণব-সাহিত্যকে আমরা প্রধানতঃ তিনটী শাখায় বিভক্ত করিতে পারি—১ম পদ-শাখা, ২য় চরিত-শাখা এবং ৩য় অনুবাদ বা ব্যাখ্যাশাখা। ইহার মধ্যে পদশাখাই প্রধান ও সুপ্রাচীন কারণ মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই পদ-সাহিত্য বঙ্গ-ভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল। অবশ্য চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের হস্তেই এই পদ-সাহিত্য পরিপুষ্ট ও সর্ব্বজন সমাদৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

পদ-শাখা।

প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণের আদি ও অদ্বিতীয় বলিয়া পরিচিত। বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী

চণ্ডীদাস

নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাসের জন্ম। ইহাঁর জন্ম-কাল, অনুমান চতুর্দ্দশ শতাব্দের শেষভাগ। ইনি স্বগ্রামপ্রতিষ্ঠ 'বিশালাক্ষী' দেবীর পূজক ছিলেন। এই 'বিশালাক্ষী' দেবী এখনও নান্নুর গ্রামে বিরাজমান।

কবি চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রেমভক্তির এক অপূর্ব্ব উন্মুক্ত প্রস্রবণ। এ পদাবলীর মধুর মোহন ঝঙ্কারে সহৃদয় মাত্রেরই হৃদয়তন্ত্রী ভাবাবেশে নাচিয়া উঠে। কি ভাবে, কি ভাষায়, কি কবিত্বে,—চণ্ডীদাসের পদাবলী নিতান্তই মর্ম্ম-স্পর্শী।

বিশালাক্ষী-দেবী-মন্দিরের সেবিকা রামীধুবণী কবির হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব প্রেম জাগাইয়া দিয়াছিল। এই ধুবনীর নাম কাহারও মতে তারা এবং কাহারও মতে রামতারা। কবির এই অবৈধ-প্রেম সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে।

চণ্ডীদাসের পদাবলী বা প্রেমগীতিগুলির ভিতর দিয়া কেবল কবিত্বেরই মুগ্ধ মূর্ত্তি প্রকট নহে, উহাতে আধ্যাত্মিক ভাবও স্পষ্ট প্রস্ফুট আছে। কবির বর্ণিত শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম এক স্বর্গীয় উপাদেয় সামগ্রী।

কবির "বঁধু কি আর বলিব আমি" প্রভৃতি গানগুলি শুধু বৈষ্ণবকণ্ঠে নহে—কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া মধুর মনোহরসাহী রাগিণীতে অনেক সুরুচি ব্রাহ্মগায়কের কণ্ঠেও গীত হইয়া থাকে।

আমরা এখানে কবির প্রেমচিত্রের নমুনাস্বরূপ একটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

"বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোঁহারে সঁপেছি কুলশীল জাতি মান ॥

অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ-গোয়ালিনী হাম অতি হীনা না জানি ভজন পুজন।
পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর গতি তুমি মোর পতি, মন নাহি আন তায়।
কলঙ্কী বলিয়া সব লোকে বলে তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধু তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য মম তোমার চরণ খানি॥"

একখানি প্রাচীন পদসংগ্রহ-গ্রন্থে চণ্ডীদাসের প্রীতি ও কবিত্বের মূল প্রস্রবণস্বরূপ রজকিনীর কৃত পদও পাওয়া যায়। ঐ পদগুলির সারল্য ও সরসভাব চণ্ডীদাস কবিরই যোগ্য হইলেও রামীর ভণিতান্বিত পদ চণ্ডীদাসের কৃত বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

এখানে কবির প্রতি রজকিনী রামীর রচিত একটী পদ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

তুমি দিবা ভাগে, লীলা অনুরাগে,
ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুখ,
পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ত্রুটি সমকাল, মানি সুজঞ্জাল,
যুগ তুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে, মন স্থির নহে,
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ।
কুটিল কুন্তল, কত সুনির্ম্মল,
শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা।
হেরি হয় মনে, এ দুই নয়নে,
নিমেষ দিয়াছে কেবা॥
যাহে সর্ব্ব ক্ষণ হয় দরশন,
নিষারণ সেই করে।
ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক,
দোষ দিয়ে বিধাতারে॥
তুমি সে আমার, আমি সে তোমার,
সুহৃৎ কি আছে আর।
খেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিনা,
জগৎ দেখি আঁধার॥

[চণ্ডীদাস শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর ব্রাহ্মণ-বংশধর। ইনি মিথিলা-নরেশ শিবসিংহের সভাসদ্ এবং কবি চণ্ডীদাসের সম-সাময়িক। কবি বিদ্যাপতির গাঞি "বিষবিয়ার বিস্কী" তাই ইঁহার পূর্ণ নাম বিষবিয়ার বিস্কী বিদ্যাপতি ঠাকুর।

বিদ্যাপতি

মহারাজ শিবসিংহ কবিকে বিস্কী গ্রাম দান করেন। এই গ্রাম মিথিলা-সীতামারি মহকুমার অন্তর্গত জারৈল পরগণায় কমলা নদীর তীরে অবস্থিত। কবির বংশীয়েরা এখন আর কেহই সেখানে নাই, তাঁহারা সৌরাট নামক অপর একখানি গ্রামে গিয়া চারিপুরুষ যাবৎ বাস করিতেছেন। কবির বংশধর-দিগের মধ্যে বনমালী ও বদরীনাথ এখনও বর্ত্তমান।

পাণ্ডিত্যে ও গ্রন্থ-রচন-কৃতিত্বে কবি বিদ্যাপতির পিতৃ-পিতামহাদি ঊর্দ্ধতন পুরুষেরাও অসাধারণ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা-পন্ন ছিলেন।

বিদ্যাপতি শুধু মৈথিল ভাষায় নহে, সংস্কৃত ভাষায়ও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি মহারাজ শিবসিংহের আদেশে 'পুরুষ-পরীক্ষা' রাজ্ঞী বিশ্বাসদেবীর আজ্ঞায় 'শৈব-সর্ব্বস্বহার' ও 'গঙ্গাবাক্যাবলী' এবং মহারাজ কীর্ত্তিসিংহের আদেশে 'কীর্ত্তিলতা' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা ভিন্ন 'দান-বাক্যাবলী' ও 'বিভাগসার' নামে আরও দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থ তৎ-কর্তৃক রচিত হয়।

কবি বিদ্যাপতির 'কবিকণ্ঠহার' উপাধি ছিল। অনুমান মহারাজ শিবসিংহ তাঁহাকে এই উপাধি দান করেন। একটী পদে লিখিত আছে,—

"ভনহি বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার।
কোটি হ'ন ঘটয় দিবস অভিসার॥"

কেহ কেহ বলেন, কবির উপাধি ছিল, 'কবিরঞ্জন'। "চণ্ডী-দাস কবিরঞ্জনে মিলল" ও "পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে" ইত্যাদি পদ দৃষ্টে এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে।

একদা বসন্তকালে কবি চণ্ডীদাসের সহিত কবি বিদ্যাপতির সম্মিলন ঘটিয়াছিল, এই মিলন উপলক্ষে বহু বৈষ্ণব কবি পদ লিখিয়া গিয়াছেন।

মৈথিল-কবি বিদ্যাপতি মৈথিলগণেরই গর্ব্বের জিনিষ। তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ বিস্কী গ্রামেই উঠিবে; কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার উপর বাঙ্গালীরও একটা ভালবাসার যথেষ্ট আধিপত্য আছে। তাঁহার পদাবলীতে বাঙ্গালার বহুদিনের প্রেম, প্রীতি ও নেত্রাশ্রুর কথা মিশিয়া রহিয়াছে। তাই পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আর তাঁহাকে বাদ দেওয়া যায় না এবং বাঙ্গালী যে তাঁহাকে নিজের লোক বলিয়া বরণ করিবে, তাহাও অসমীচীন নহে।

বঙ্গের অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর কবি বিদ্যাপতির শিষ্য। মিথিলার শিষ্যত্ব গ্রহণ বঙ্গের পক্ষে নূতন কথা নহে। মিথিলার রাজর্ষি জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, গার্গী প্রভৃতি সমগ্র ভারত-বর্ষেরই গুরুস্থানীয়।

ঈশান নাগর-কৃত অদ্বৈত-প্রকাশে দেখিতে পাই, বিদ্যাপতি

এবং অদ্বৈত প্রভুর দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল। উক্ত বিবরণে জানা যায়, বিদ্যাপতি অতি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পদরচনার সঙ্গে গান করিবার শক্তি ও রাগ-রাগিণ্যাদিরও উত্তম জ্ঞান ছিল।

বিদ্যাপতির অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তি ঈশ্বর-দত্ত। ভগবৎকৃপার সঙ্গে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও শিক্ষার সম্যক্ যোগ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার রচনা মধ্যে শব্দ ও অর্থ উভয় অলঙ্কারেরই সুচারু সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন। কবির ব্যবহৃত অলঙ্কারনিচয়ের মধ্যে উপমার ভাগই বেশী। বুঝি বা এত উপমা, এত সুন্দর-রূপে সংস্কৃত ব্যতীত অন্য কোন ভাষাগ্রন্থে কোন কবিই সঙ্কলিত করিতে পারেন নাই। সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য বিদ্যাপতি তাঁহার স্বভাব-দত্ত তীক্ষ্ণ চক্ষু ও আলঙ্কারিক জ্ঞান উভয়ই ব্যবহার করিতেন; একটী সুন্দর চিত্র দৃষ্ট হইলে পৃথিবীর নানা-রূপের ছবি তাঁহার মনে স্পষ্ট প্রকট হইয়া উঠিত—তাই তাঁহার উপমাগুলি সৌন্দর্য্য-শীর্ষে অধিষ্ঠিত। বিদ্যাপতির দ্বিতীয় কৃতিত্ব-শক্তি সৌন্দর্য্যের একটী পরিষ্কার চিত্র আঁকিয়া দেওয়া। বিদ্যা-পতি বর্ণিত রাধিকার বয়ঃসন্ধির ছবি ও লজ্জার ছবিখানি বড়ই চিত্তাকর্ষক। বিরহ ও বিরহান্তর মিলন বর্ণনায় বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবিগণের অগ্রণী। বিরহ-দুঃখের পর মিলনের সুখ বর্ণনায় বিদ্যাপতির গীতির ন্যায় গাঢ় প্রেমের চিত্র পদ্য-সাহিত্যে বিরল। বিদ্যাপতির সেই—

"সোহি কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ,
মলয় পবন বহু মন্দা॥"

ইত্যাদি গীতিগুলি তাহার নিদর্শন। বিদ্যাপতির সেই—

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

প্রভৃতি পদগুলি আবৃত্তি করিয়া মহাপ্রভু উন্মত্তবৎ এক প্রহর কাল নৃত্য করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি ছবি-অঙ্কণে নিপুণ, প্রেমাহ্লাদ বর্ণনায় কৃতকার্য্য, উপমা ও পরিহাস-রসিকতায় সিদ্ধহস্ত এবং অনেক গুলি স্বভাবসিদ্ধ গুণে মণ্ডিত।

[বিদ্যাপতি শব্দে কবির বিস্তৃত জীবনী দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্ববর্ণিত কবি চণ্ডীদাস খাঁটি প্রেমিক ও আড়ম্বরহীন। বঙ্গীয় গীতিসাহিত্যে চণ্ডীদাসেরই শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিত।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিই সর্ব্ব প্রধান পদ কর্ত্তা। পদকল্পতরু, পদকল্পলতিকা প্রভৃতি গ্রন্থে বহুতর পরবর্ত্তী পদকর্ত্তৃগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল পদ হইতে পদকর্ত্তাদিগের নাম সংগ্রহ করিয়া অকারাদি ক্রমে এইস্থলে লিখিত এবং ইহাদের মধ্যে কেবল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তৃগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

পদকর্ত্তৃগণ যথা—১ অনন্ত দাস, ২ অনন্ত আচার্য্য, ৩ আকবর আলি, ৪ আত্মারাম দাস, ৫ আনন্দ দাস, ৬ উদ্ধব দাস, ৭ কবির, ৮ কবিরঞ্জন, ৯ কমরালী, ১০ কানাই দাস, ১১ কানুদাস, ১২ কামদেব, ১৩ কালীকিশোর, ১৪ কৃষ্ণকান্ত দাস, ১৫ কৃষ্ণদাস, ১৬ কৃষ্ণপ্রমোদ, ১৭ কৃষ্ণপ্রসাদ, ১৮ গতি-গোবিন্দ, ১৯ গদাধর, ২০ গিরিধর, ২১ গুপ্তদাস, ২২ গোকুলানন্দ ২৩ গোকুল দাস, ২৪ গোপাল দাস, ২৫ গোপালভট্ট, ২৬ গোপী-কান্ত, ২৭ গোপীরমণ, ২৮ গোবর্দ্ধন দাস, ২৯ গোবিন্দ দাস, ৩০ গোবিন্দ ঘোষ, ৩১ গৌরমোহন, ৩২ গৌর দাস, ৩৩ গৌর-সুন্দর দাস, ৩৪ গৌরীদাস, ৩৫ ঘনরাম দাস, ৩৬ ঘনশ্যাম দাস, ৩৭ চণ্ডীদাস, ৩৮ চন্দ্রশেখর, ৩৯ চম্পতি ঠাকুর, ৪০ চূড়ামণি দাস, ৪১ চৈতন্য দাস, ৪২ জগদানন্দ দাস, ৪৩ জগন্নাথ দাস, ৪৪ জগমোহন দাস, ৪৫ জয়কৃষ্ণ দাস, ৪৬ জ্ঞান দাস, ৪৭ জ্ঞান-হরি দাস, ৪৮ পুরুষোত্তম, ৪৯ প্রতাপ নারায়ণ, ৫০ প্রমোদ দাস, ৫১ প্রসাদ দাস, ৫২ প্রেমদাস, ৫৩ প্রেমানন্দ দাস, ৫৪ বলরাম দাস, ৫৬ বলাই দাস, ৫৭ বল্লভ দাস, ৫৮ বংশীবদন, ৫৯ বসন্ত রায়, ৬০ বাসুদেব ঘোষ, ৬১ বিজয়ানন্দ দাস, ৬২ বিদ্যা-পতি, ৬৩ বিন্দুদাস, ৬৪ বিপ্রদাস, ৬৫ বিপ্রদাস ঘোষ, ৬৬ বিশ্বম্ভর ঘোষ, ৬৭ বীরচন্দ্রকর, ৬৮ বীরনারায়ণ, ৬৯ বীর-বল্লভ দাস, ৭০ বীরহাম্বীর, ৭১ বৈষ্ণবদাস, ৭২ বৃন্দাবন দাস, ৭৩ ব্রজানন্দ, ৭৪ তুলসীদাস, ৭৫ দলপতি, ৭৬ দীন ঘোষ, ৭৭ দীনহীন দাস, ৭৮ দুঃখী কৃষ্ণদাস, ৭৯ দুঃখিনী, ৮০ দৈবকী-নন্দন দাস, ৮১ ধরণী দাস, ৮২ নটবর, ৮৩ নন্দনদাস, ৮৪ নন্দ, ৮৫ নয়নানন্দ দাস, ৮৬ নরসিংহ দাস, ৮৭ নরহরি দাস, ৮৮ নরোত্তম দাস, ৮৯ নবকান্ত দাস, ৯০ নবচন্দ্র দাস, ৯১ নব-নারায়ণ ভূপতি, ৯২ নসির মামুদ, ৯৩ নৃপতি সিংহ, ৯৪ নৃসিংহ-দেব, ৯৫ পরমেশ্বর দাস, ৯৬ পরমানন্দ দাস, ৯৭ পীতাম্বর দাস, ৯৮ ফকির হবির, ৯৯ ফত্তন, ১০০ ভূপতিনাথ, ১০১ ভুবন দাস, ১০২ মথুর দাস, ১০৩ মধুসূদন, ১০৪ মহেশ বসু, ১০৫ মনোহর দাস, ১০৬ মাধব ঘোষ, ১০৭ মাধব দাস, ১০৮ মাধবাচার্য্য, ১০৯ মাধব দাস, ১১০ মাধো, ১১১ মুরারি গুপ্ত, ১১২ মুরারি দাস, ১১৩ মোহন দাস, ১১৪ মোহনী দাস, ১১৫ যদুনন্দন, ১১৬ যদুনাথ দাস, ১১৭ যদুপতি, ১১৮ যশোরাজ খান, ১১৯ যাদবেন্দ্র, ১২০ রঘুনাথ, ১২১ রসময় দাস, ১২২ রসময়ী দাসী, ১২৩ রসিক দাস, ১২৪ রামকান্ত, ১২৫ রামচন্দ্র দাস, ১২৬ রাম-দাস, ১২৭ রামচন্দ্র দাস, ১২৮ রামদাস, ১২৯ রামী, ১৩০ রাধা-সিংহ ভূপতি, ১৩১ রাধামোহন, ১৩২ রাধাবল্লভ, ১৩৩ রাধা-

মাধব, ১৩৪ রামানন্দ, ১৩৫ রামানন্দ দাস, ১৩৬ রামানন্দ বসু, ১৩৭ রূপনারায়ণ, ১৩৮ লক্ষ্মীকান্ত দাস, ১৩৯ লোচন দাস, ১৪০ শঙ্কর দাস, ১৪১ শচীনন্দন দাস, ১৪২ শশিশেখর, ১৪৩ শ্যামচাঁদ দাস, ১৪৪ শ্যামদাস, ১৪৫ শ্যামানন্দ, ১৪৬ শিবরায়, ১৪৭ শিবরাম দাস, ১৪৮ শিবানন্দ, ১৪৯ শিবা সহচরী, ১৫০ শিবাই দাস, ১৫১ শ্রীনিবাস, ১৫২ শ্রীনিবাসাচার্য্য, ১৫৩ শেখররায়, ১৫৪ সদানন্দ, ১৫৫ সালবেগ, ১৫৬ সিংহভূপতি, ১৫৭ সুন্দরদাস, ১৫৮ সুবল, ১৫৯ সেখ জালাল, ১৬০ সেখ ভিক, ১৬১ সেখ লাল, ১৬২ সৈয়দমর্ত্তুজা, ১৬৩ হরিদাস, ১৬৪ হরিবল্লভ, ১৬৫ হরেকৃষ্ণ দাস, ১৬৬ হরেরাম দাস।

এই ১৬৬ জন পদকর্ত্তার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পদকর্ত্তৃগণ প্রায় সকলই চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং কেহ কেহ বা পরবর্ত্তী। কেবল চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহাদের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। অপর বৈষ্ণব পদকর্ত্তৃগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় অকারাদি বর্ণানুক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আত্মারাম দাস আত্মারাম দাস খৃঃ ১৫শ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, ইনি একজন পদকর্ত্তা। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক। শ্রীখণ্ডগ্রামে অম্বষ্ঠবংশে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পত্নীর নাম সৌদামিনী দাসী।

কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস নামে তিন জন পদকর্ত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১ দীন কৃষ্ণদাস, ২ দুঃখী কৃষ্ণদাস, ৩ কৃষ্ণদাস কবিরাজ। এই তিনজন পদকর্ত্তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। নিম্নে একে একে তাহা বিবৃত হইল।

দীন কৃষ্ণদাস।—অম্বিকা নগরে ইঁহার নিবাস, কংসারি মিশ্রের পুত্র। সুবল-মঙ্গল গ্রন্থের মতে—দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহচৈতন্য নামে ইহার ছয় পুত্র জন্মে; সূর্য্যদাস নিত্যানন্দ প্রভুর শ্বশুর এবং বসুধা ও জাহ্নবা দেবীর পিতা। কৃষ্ণদাস, পদরচনাকালে 'দীন কৃষ্ণদাস' ভণিতা দিয়াছেন। ইহার রচিত পদ সকল জ্যেষ্ঠ গৌরীদাস পণ্ডিতের মাহাত্ম্যসূচক। বৈষ্ণববন্দনায় ইহার নামোল্লেখ আছে—

"গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস"।

দুঃখী কৃষ্ণদাস। দুঃখী কৃষ্ণদাসের অপর নাম শ্যামদাস বা শ্যামানন্দপুরী। উৎকল দেশে দণ্ডকেশ্বরের অন্তর্গত ধারেন্দা বাহাদুরপুরে ইহার নিবাস। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম দুরিকা। শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের বাস পূর্ব্বে গৌড়দেশে ছিল, পরে তিনি গৌড়দেশ হইতে উঠিয়া আসিয়া এই দেশে বাস করেন। তিনি বড় সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। ১৪৫৬ শকাব্দের চৈত্র পূর্ণিমা তিথিতে শ্যামানন্দের জন্ম হয়। শ্রীকৃষ্ণমণ্ডলের অনেক গুলি সন্তান নষ্ট হওয়ায় তিনি এই পুত্রের নাম 'দুঃখী' রাখিয়া ছিলেন।

"গ্রামবাসী স্ত্রীগণ কহয়ে বার বার।
এখন দুখীয়া নাম রহুক ইহার॥
পিতা মাতা দুঃখ সহ পালন করিল।
এই হেতু দুঃখী নাম প্রথমে হইল॥"

কৃষ্ণদাস কোন কোন পদের ভণিতায় আপনাকে দুঃখিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। অল্প বয়সেই ইনি ব্যাকরণাদিশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস অতিশয় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া কৃষ্ণান্বেষণে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন। অম্বিকা নগরে আসিয়া প্রথমেই ইনি গৌরীদাস পণ্ডিতের স্থাপিত গৌরনিতাই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রেমে আত্মহারা হন। বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন। পরে গুরুর আদেশে প্রভুর লীলাস্থান নবদ্বীপাদি দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করেন। এই স্থানে বিশ্রাম-ঘাট, ধীর-সমীর প্রভৃতি দর্শন করিয়া ইনি শ্রীজীব-গোস্বামীর চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট শ্রীনিবাসাচার্য্য ও ঠাকুর নরোত্তমের সহিত ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া মহাপণ্ডিত ও পরমভক্ত হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দ-প্রকাশ ও অভিরামলীলামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ইনি একদিন রাসমণ্ডল পরিষ্কার করিতে করিতে শ্রীরাধিকার এক গাছ নূপুর প্রাপ্ত হন। শ্রীরাধা ললিতাসখাদ্বারা ঐ নূপুর পুনর্গ্রহণ করেন। ললিতা ঐ নূপুর লইয়া যাইবার সময় কৃষ্ণদাসের ললাটে তাহা স্পর্শ করাইয়া লইয়া যান। তদবধি কৃষ্ণদাসের ললাটে ঐ নূপুরের চিহ্নস্বরূপ তিলক বিরাজিত ছিল। শ্রীজীবগোস্বামী এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কৃষ্ণদাসের নাম শ্যামানন্দ রাখিয়াছিলেন। শ্রীজীবগোস্বামীর আদেশে ১৫০৪ শকে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরের সঙ্গে শ্যামানন্দ গৌড়দেশে প্রত্যাগমন করেন।

শেষ জীবনে উৎকলে নৃসিংহপুরে অবস্থিতি করিয়া ইনি তথায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। শ্যামানন্দের অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে রসিকানন্দ ও মুরারিই প্রধান। ইনি অদ্বৈততত্ব, উপাসনাসারসংগ্রহ ও ব্রজপরিক্রমা নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—ভক্তদিগ্‌দর্শনীর তালিকা মতে জন্ম ১৪১৮ শক, মৃত্যু ১৫০৪ শকের চান্দ্রাশ্বিন শুক্লাদ্বাদশী। রঘুনাথ দাস প্রভৃতি গোস্বামিগণ ইঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন। শ্যামদাস নামে ইহার এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল। কথিত আছে, এই ভ্রাতা বৈষ্ণবনিন্দা করাতে ইনি মনে মনে ব্যথিত হইয়া

সংসার পরিত্যাগে সংকল্প করেন। চৈতন্যচরিতামৃত,' গোবিন্দামৃত ও কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা, স্বরূপ-বর্ণন এবং বৃন্দাবন ধ্যান প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত। ১৫০৩ শকে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। ইনি আজন্ম কুমার-ব্রত পালন করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ দাস নামে ছয় জন পদকর্ত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

গোবিন্দ দাস। কিন্তু 'গোবিন্দ দাস' ভণিতাযুক্ত কোন্ পদ কোন্ পদকর্ত্তার রচিত, তাহা জানিবার উপায় নাই। যাহা হউক এ স্থলে আমরা গতিগোবিন্দ, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দ কবিরাজ ও গোবিন্দ ঘোষের যেরূপ পরিচয় পাইয়াছি, নিম্নে তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

গতিগোবিন্দ—ইনি একটী পদের ভণিতায় আপনাকে শ্রীনিবাসাচার্য্যের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

"মনের আনন্দে শ্রীনিবাসসুত গতিগোবিন্দ ভোর রে"।

নিত্যানন্দ দাস-বিরচিত প্রেম-বিলাস-গ্রন্থে গতি-গোবিন্দের পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়—

"আচার্য্যের তিন পুত্র কন্যা তিন জন।
জ্যেষ্ঠ বৃন্দাবন মধ্যম রাধাকৃষ্ণাচার্য্য।
কনিষ্ঠ গতিগোবিন্দ সর্ব্ব গুণে ধর্য্য।"

গতিগোবিন্দ গোবিন্দ কবিরাজের সমসাময়িক। ইহার নিবাস জাজিগ্রাম, পুত্রের নাম কৃষ্ণপ্রসাদ।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী—ইহার নিবাস বোরাকুলী। পূর্ব্ব নিবাস মহুলাগ্রামে। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের ভক্ত ও শিষ্য। গীতবিদ্যায় ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইহার গীতবাদ্যের ভাব

গোবিন্দচক্রবর্ত্তী। দেখিয়া লোকে ইহাকে 'ভাবুক চক্রবর্ত্তী' বলিত। ইঁহার কৃত পদগুলি গোবিন্দ কবিরাজের পদের সহিত এমত ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহা বাছিয়া বাহির করা সুকঠিন। পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার নবমপল্লবে শ্রীরাধার দ্বাদশমাসিক বিরহবর্ণন সম্বন্ধে ইঁহার রচিত একটী সুদীর্ঘ পদ পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদাস তৎসম্বন্ধে বলেন যে, "অথ চাতুর্ম্মাস্য-বিদ্যাপতিঠক্কুরস্য বর্ণনং, ততো দ্বয় মাস গোবিন্দ কবিরাজঠক্কুরস্য, তচ্ছেষষণ্মাস গোবিন্দচক্রবর্ত্তিঠক্কুরস্য বর্ণনং।"

দ্বাদশ সংখ্যক পদের মধ্যে প্রথম চারিটী বিদ্যাপতি-কৃত, তৎপরবর্ত্তী দুইটী গোবিন্দ কবিরাজ-রচিত এবং শেষ ৬টী গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই পদ সকল বিদ্যাপতির ছিল, কালক্রমে তাহা লোপ হইলে শেষোক্ত ব্যক্তিগণ উহা পূরণ করিয়াছেন।

গোবিন্দ কবিরাজ—একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। নিবাস

গোবিন্দ কবিরাজ। তিলিয়াবুধরী গ্রাম। পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন। মাতার নাম সুনন্দা। জাতিতে বৈদ্য। চিরঞ্জীব সেনের পূর্ব্বনিবাস শ্রীখণ্ড গ্রামে। তিনি কুমারনগরনিবাসী দামোদর সেনের কন্যা বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করেন। এই কুমারনগরে চিরঞ্জীবের রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামে দুই পুত্র জন্মে। পরে শ্বশুরের সহিত মনোবিবাদ ঘটিলে তিনি পূর্ব্বনিবাস বুধরী গ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং সেই খানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর রামচন্দ্র ও গোবিন্দ পুনরায় মাতুলালয় কুমারনগরে কিছুদিন বাস করিয়া পরে রামচন্দ্রের আদেশে গোবিন্দ পুনরায় বুধরী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার শেষ জীবন এইখানেই অতিবাহিত হয়। গোবিন্দের মাতামহ দামোদর সেন সুকবি ছিলেন, গোবিন্দ স্বপ্রণীত সঙ্গীতমাধবে মাতামহের কবিত্বশক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন—

"পাতালে বাসুকির্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো বক্তা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥"

গোবিন্দ প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রহণ করেন। ইনি আচার্য্য প্রভুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত হন।

গোবিন্দ মন্ত্রগ্রহণের পর গুরুর আদেশক্রমে নির্য্যাসতন্ত্র মতে সাধন ও রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক পদ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে আচার্য্য-প্রভু গোবিন্দের রসবোধ হইয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য গোবিন্দকে বিদ্যাপতির একটী অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করিতে বলেন। গোবিন্দ ঐ পদ এমন সুন্দর করিয়া পূরণ করেন যে, তাহাতে আচার্য্য প্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে 'কবিরাজ' এই উপাধি দেন। গোবিন্দ সংস্কৃতে সঙ্গীতমাধব নাটক, রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক অষ্টকালীয় একান্নপদ ও গৌরলীলাত্মক বহু বাঙ্গালা পদ রচনা করেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত পদও দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিরত্নাকরে গোবিন্দ দাসের কবিরাজ উপাধি সম্বন্ধে দুইটী আখ্যায়িকা আছে, ১ম আখ্যায়িকা—শ্রীনিবাসাচার্য্য গোবিন্দ দাসের গৃহে থাকিয়া তাঁহার কবিত্ব শক্তির নব নব উন্মেষ দেখিয়া তাঁহাকে মহাপ্রভুর লীলাময় পদ রচনা করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে গোবিন্দ প্রতিদিন চৈতন্যলীলাবিষয়ক পদ রচনা করিয়া গুরুদেবকে উপহার দিয়াছিলেন। গুরুদেব প্রীত হইয়া তাঁহাকে কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত করেন। ২য় আখ্যায়িকা—গোবিন্দ দাস জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিলে পরমেশ্বরী দাস গোবিন্দকে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির নিকট পরিচয় করাইয়া দেন। তাঁহারা ইঁহার রচিত সঙ্গীতমাধব পাঠ এবং পদাবলী সকল শুনিয়া 'কবিরাজ' এই উপাধিতে ভূষিত করেন। অনেকে বলেন, বিদ্যাপতির পদের সহিত তুলনায় গোবিন্দদাসের পদ কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

শ্রীজীব গোস্বামী গোবিন্দকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। এমন কি, তিনি বৃন্দাবন হইতে ব্রজধামবাসী মহান্তদিগের সংবাদপত্রও তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন কালে গোবিন্দ বিসপী গ্রামে বিদ্যাপতির সমাধিমন্দির দেখিয়া আসিয়াছিলেন এবং তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদ উদ্ধার কারয়া লইয়া আইসেন। শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী গোবিন্দের অনুরোধে কিছুদিন তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিয়া একচক্রা নগরীতে গমন করেন। পঞ্চবল্লীর রাজা নরসিংহ ও দ্বিজরাজ বসন্ত রায়ের সহিত ইঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল।

গোবিন্দ ১৪৫৯ শকে জন্মগ্রহণ, ১৪৯৯ শকে মন্ত্রগ্রহণ এবং ১৫৩৫ শকে চান্দ্র আশ্বিন কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথিতে ৭৬ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ৪০ বৎসরে রোগাক্রান্ত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার পত্নীর নাম মহামায়া, তাঁহার বয়স যখন ২৫ বা ২৬ বৎসর, সেই সময় মহামায়ার গর্ভে এক পুত্র হয়। ঐ পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। এই দিব্যসিংহের পুত্রের নাম কবি ঘনশ্যাম। ইনি গোবিন্দকর্ণামৃত নামে একখানি সংস্কৃত কাব্যও রচনা করেন।

গোবিন্দ ঘোষ—ইনি মহাপ্রভুর শাখাগণ মধ্যে পরিগণিত। তাঁহার ভ্রাতা বাসুদেব ঘোষ ও মাধব ঘোষ নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত যখন গৌড়মণ্ডলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে আইসেন, তখন তিনি প্রভুর সহিত নীলাচলে ছিলেন। চৈতন্য ভাগবতের মতে তাঁহার পূর্ণনাম গোবিন্দানন্দ।

[গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর শব্দ দেখ]

ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী বা দ্বিতীয় নরহরি দাস।

ঘনশ্যাম—একজন প্রসিদ্ধ পদাবলী-রচয়িতা। ঐ পদাবলী পাঠ করিলে তাঁহার সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ে পারদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রধান দোষ এই যে, তাঁহার পদ সকল সর্ব্বত্র প্রাঞ্জল ও সরল নহে। পদাবলী ব্যতীত ঘনশ্যাম পদ্ধতিপ্রদীপ, গৌরচরিত-চিন্তামণি, ছন্দঃসমুদ্র, গীতচন্দ্রোদয়, শ্রীনিবাস-চরিত, নরোত্তম-বিলাস, ভক্তিরত্নাকর ও গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঘনশ্যামের এই একটু বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে যখন যেরূপ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাহাতে সফলকাম হইয়াছেন।

ঘনশ্যামের যে সকল পদাবলী পাওয়া যায়, তাহার ভণিতায় তাঁহার দুই নামই সমান প্রচলিত। কিন্তু কবি নিজে জানেন না যে, তাঁহার দুই নাম কেন হইল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তাঁহার ডাকনাম ঘনশ্যাম এবং বৈষ্ণবদত্ত নাম নরহরি। ঘনশ্যাম ও তাঁহার পিতা জগন্নাথ, ভাগবতের টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য। বিশ্বনাথ ১৫৮৬ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬২৬ কি ১৬২৭ শকাব্দে পরলোক-গত হন। সুতরাং ঘনশ্যামের প্রাদুর্ভাব কাল ঐ সময়ের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হয়। আবার কেহ কেহ ঘনশ্যামকে শ্রীনিবাসের শিষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলেন, তিনি গৌড়দেশে গঙ্গাতীরে নদীয়াপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এই নদীয়া নবদ্বীপ হইতে ভিন্ন স্থান। ঘনশ্যামের পিতার নাম জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী। জগন্নাথ মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত জঙ্গিপুরের নিকট রেঞাপুরে বাস করিতেন। আবার কেহ বলেন যে, ঘনশ্যামের নদীয়াতে জন্ম হয়, পরে বড় হইয়া ঘনশ্যাম কাঁটোয়ায় গিয়া বাস করেন। জগন্নাথের বাসস্থান লইয়া এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘনশ্যাম স্বরচিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এইরূপ আত্ম পরিচয় দিয়াছেন ;—

"নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে।
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্রে বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ।
কি জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরিদাস আর দাস ঘনশ্যাম।
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন।
মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্র দিন॥"

ঘনশ্যাম লিখিয়া গিয়াছেন, নিজ পরিচয় দিতে মনে লজ্জা হয়। কেহ কেহ এই কথার উপর নির্ভর করিয়া কবির চরিত্রে দোষারোপ করেন। তাঁহারা বলেন যে, তিনি মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত ছিলেন। বৈষ্ণবজনোচিত বিনয়গুণে তিনি আত্মপ্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব গ্রন্থ বিশেষরূপে দেখিলে ঘনশ্যাম পণ্ডিতকে প্রজ্ঞাবান্ ও ধার্ম্মিক বৈষ্ণব বলিয়া মনে হয়। তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া কিছুকাল গোবিন্দজীর সুপকারের কার্য্য করেন।

চন্দ্রশেখর আচার্য্য।

চন্দ্রশেখর আচার্য্য একজন পদকর্ত্তা। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের এক শ্রেষ্ঠ-শাখা এবং মহাপ্রভুর মেসো। ইঁহার গৃহে মহাপ্রভু একদিন ভক্তবৃন্দের সহিত নাটকাভিনয় করেন। তাহাতে স্বয়ং মহাপ্রভু লক্ষ্মী-রুক্মিণী সাজিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে যে,—

"আচার্য্য রত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যার ঘরে দেবী ভাবে নাচেন ঈশ্বর॥"

চৈতন্য দাস।

বৈষ্ণব সাহিত্যে চৈতন্যদাস নামে ছয় জন পদকর্ত্তার উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে—

১ম চৈতন্য দাস শ্রীনিবাস-শাখাভুক্ত ছিলেন—

"তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্রীচৈতন্য দাসে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিতেই প্রেমে ভাসে।"

২য় চৈতন্য দাস—নিবাস কুলীনগ্রাম, পিতার নাম শিবানন্দ সেন। ইনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। মহাপ্রভুর পরম ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৩য় চৈতন্য দাস—শ্রীবংশীবদনের পুত্র। নরোত্তম-বিলাসে আছে—

"শ্রীবংশীবদন পুত্র শ্রীচৈতন্য দাস।"

ভক্তিরত্নাকরে তাঁহার পিতৃপরিচয় ও জ্ঞানের গভীরতার নিদর্শন পাওয়া যায় যে—

"সর্ব্বত্র বিদিত সর্ব্বমতে যোগ্য জেহোঁ।
গৌরপ্রিয় বংশীদাসের পুত্র তেঁহ।"

৪র্থ চৈতন্য দাস—আউল মনোহর দাসের গুরুপ্রদত্ত নাম।

৫ম চৈতন্য দাস—বর্দ্ধমানজেলার অন্তর্গত কণ্টকনগরের ৩ কি ৪ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে চাকন্দী গ্রামে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামে এক রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি জাজীগ্রামনিবাসী শ্রীবলরাম শর্ম্মার দুহিতা শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। কালক্রমে গঙ্গাধর চৈতন্যদাস নামে পরিচিত হন।

গঙ্গাধর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মের প্রায় বিংশতিবৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। মহাপ্রভু যখন পঞ্চবিংশতি বৎসরের প্রারম্ভে কণ্টকনগরে মধুশীলের নিকট মস্তক মুণ্ডন করিয়া ডোরকৌপীন ধারণপূর্ব্বক শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেই সময় গঙ্গাধরের বয়ঃক্রম ৪৫ কি ৪৬ বৎসর ছিল। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ সময়ে কোন কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে কণ্টকনগরে উপস্থিত থাকিতে হয়। নিমাইকে তিনি এই নবীনবয়সে সন্ন্যাসী হইতে দেখিয়া দিবানিশি হা চৈতন্য হা চৈতন্য বলিয়া রোদন করিতেন। তিনি অতি নিরীহ প্রকৃতির লোক, এই কারণে গ্রামবাসী সকলেই তাঁহার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। হঠাৎ তাঁহার প্রেমবিকার দর্শনে সকলে অনেক যত্ন ও শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু তাঁহাকে প্রকৃত প্রেমোন্মাদ জানিয়া সকলে নিরস্ত হন। সেই সময় হইতে তিনি চৈতন্যদাস নামে আখ্যাত হন। তিনি প্রতিবৎসর নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করিতেন। বহুদিন পরে মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাদে লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভে মহাপ্রভুর প্রেমাবতারস্বরূপ শ্রীনিবাসাচার্য্যের জন্ম হয়।

৬ষ্ঠ চৈতন্য দাস—রাজা বীরহাম্বীর ১৪৪৪ কি ১৪৪৫ শকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বনবিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের দস্যুদলের সঙ্গে তাঁহার গোপনে যোগ ছিল। ১৫০৫ শকে বীরহাম্বীরের নিযুক্ত দস্যুদল বৈষ্ণবগ্রন্থ সকল বহুমূল্য রত্নভ্রমে অপহরণ করে। বীর হাম্বীর এই সকল গ্রন্থ দেখিয়া ও ইহার আলোচনা করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন। তখন তিনি স্বীয় দ্বারপণ্ডিত শ্রীব্যাসাচার্য্যের হস্তে ঐ গ্রন্থগুলি অর্পণ করেন। বাবা আউল মনোহর দাস এই গ্রন্থভাণ্ডারের ভাণ্ডারী হন। শ্রীনিবাস গ্রন্থের অন্বেষণ করিতে করিতে বিষ্ণুপুর রাজধানীতে উপনীত হইলেন। বীরহাম্বীর তাঁহার নিরুপম রূপলাবণ্য দর্শনে ও তাঁহার মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অভূতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহার কঠিন হৃদয়ও কৃষ্ণপ্রেমে বিগলিত হইয়া যায়। তিনি অতি দীন-ভাবে আচার্য্যের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। তাঁহার গুরুদত্ত নাম চৈতন্যদাস। তিনি এই উভয় নামেই অনেক পদরচনা করিয়া গিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরে ইহার আখ্যায়িকা আছে।

জগদানন্দ পণ্ডিত ও জগদানন্দ ঠাকুর নামে দুইজন পদ-কর্ত্তার বিবরণ পাওয়া যায়।

জগদানন্দ দাস

১ম জগদানন্দ পণ্ডিতের বাস নবদ্বীপ গ্রাম। মহাপ্রভু যখন নীলাচলে আগমন করেন, তখন তাহার সঙ্গে যে চারিজন ভক্ত গমন করিয়াছিলেন, জগদানন্দ তাঁহাদের মধ্যে একজন। পদকল্পতরুগ্রন্থে জগদানন্দ ভণিতাযুক্ত যে পাঁচটী পদ আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, ঐ সকল পদ জগদানন্দ পণ্ডিত-কৃত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি বা তাঁহার পরবর্ত্তী অপর কোন ভক্ত তাহা রচনা করিয়াছেন কি না তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না।

২য় জগদানন্দ ঠাকুর—জাতিতে বৈদ্য ও শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামীর শিষ্য। তাঁহার পিতার নাম নিত্যানন্দ মহান্ত ঠাকুর। নিত্যানন্দের দুইপুত্র,—সর্ব্বানন্দ ও জগদানন্দ। কাহারও কাহারও মতে তাঁহারা চারি সহোদর—সর্ব্বানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, সচ্চিদানন্দ ও জগদানন্দ। কেহ কেহ বলেন, ১৬২০ হইতে ১৬৩০ শকাব্দের মধ্যে তাঁহার জন্ম এবং ১৭৪০ শকের ৫ই আশ্বিন বামনদ্বাদশীতে তাঁহার সিদ্ধি লাভ হয়। এই উপলক্ষে জোফলাই গ্রামে অদ্যাপি তিনদিনব্যাপী একটী বৃহৎ মেলা হয়। বর্দ্ধমানজেলার অন্তর্গত চৌকী রাণীগঞ্জের পূর্ব্বাংশস্থিত দক্ষিণখণ্ডে জগদানন্দের বাস, মতান্তরে বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয়নদের তীরবর্ত্তী দুবরাজপুরের সন্নিকটস্থ জোফলাই গ্রামে তাঁহার বাস ছিল।

বৈষ্ণবগ্রন্থাদি আলোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, জগদানন্দের পিতা নিত্যানন্দের আদিবাস শ্রীখণ্ডে ছিল।

তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আগরডিহি দক্ষিণখণ্ডে আসিয়া বাস করেন। পরে ভ্রাতাদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া জোফলাই গ্রামে যাইয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তথায় অ.তবাহিত করিয়াছিলেন।

জগদানন্দ বহুশাস্ত্রবেত্তা ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি গম্ভীরার্থক নানাভাবপ্রকাশক শ্রবণমধুর পদসমূহ রচনা করিয়া বঙ্গভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। জগদানন্দ যে সকল সুমধুর পদাবলী রচনা করিয়াছেন, ঐ সকল পদ কি কবিত্বে কি ছন্দোলালিত্যে, কি রচনাচাতুর্য্যে কি শব্দবিন্যাসে সকল বিষয়েই তাঁহার কৃতিত্ব-মাহাত্ম্য প্রকটিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, তিনি স্বপ্নে গৌরাঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করিয়া 'দামিনীদাম' ও 'গৌরকলেবর' এই দুইটী পদ রচনা করেন। জগদানন্দ অপূর্ব্ব পদাবলী রচনা করিয়া জগদানন্দ নাম সার্থক করিয়া গিয়াছেন। জগদানন্দ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রাচীন শ্লোকও প্রচলিত আছে—

"শ্রীলশ্রীজগদানন্দো জগদানন্দদায়কঃ।
গীতপদ্যাকরঃ খ্যাতো ভক্তিশাস্ত্রবিশারদঃ॥"

জগদানন্দের সিদ্ধপুরুষত্ব সম্বন্ধে দুইটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। জগদানন্দের গৃহে নিত্য অতিথিসেবা হইত। একদা পশ্চিমদেশীয় কএকটী সাধু তাঁহাব গৃহে অতিথি হন। তাঁহারা কূপোদক ভিন্ন অন্য কোন জলপান করিতেন না। জোফলাই গ্রামে কোথাও কূপ ছিল না। অতিথিসেবার জন্য জগদানন্দ মহাপ্রভুর নাম স্মরণ কবিয়া ভূমিতে একটী লৌহদণ্ডের আঘাত করেন। তৎক্ষণাৎ সেইস্থলে এক কূপ উদ্ভূত হয়। এই কূপ কালক্রমে পুষ্করণীরূপে পরিণত হইয়া অদ্যাপি জোফলাই গ্রামে বিদ্যমান রহিয়াছে। উহা এক্ষণে 'গৌরাঙ্গসাগর' নামে কথিত।

জগদানন্দ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপ্রচারার্থ একদা পঞ্চকোট রাজ্যের অধীন আমলালাগ্রামে গমন করেন। এইস্থানে এক সুবৃহৎ সরোবর ছিল। এই সরোবরের মধ্যস্থলে দ্বীপের ন্যায় একটী নিভৃত সুন্দর স্থান ছিল। জগদানন্দ প্রতিদিন কাষ্ঠ-পাদুকা পায় দিয়া সেই সরোবর পার হইয়া ঐ নিভৃত স্থানে সাধন-ভজন করিতেন। পঞ্চকোটরাজ এই গ্রামে আসিয়া তাঁহার এই অলৌকিক ব্যাপার অবগত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে এই গ্রাম অর্পণ করেন। গ্রাম লাভের পর তিনি ঐ স্থানে গৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও সেই মূর্ত্তি তথায় বিরাজিত আছেন এবং উক্ত দেবমূর্ত্তির সেবাইতগণ এখনও সেই গ্রাম ভোগ করিতেছেন। এই পুষ্করণী ঠাকুরবান্ধ নামে খ্যাত। জগদানন্দ জাতিতে বৈদ্য হইলেও অনেক ব্রাহ্মণসন্তান তাঁহার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন।

জগন্নাথ দাস। বৈষ্ণব-গ্রন্থে জগন্নাথ দাস নামে চারিজন মহাত্মার নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে উড়িষ্যাবাসী জগন্নাথ দাসই পদকর্ত্তা। বৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থে ইঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"বন্দো উড়িয়া জগন্নাথ দাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম জার বশ হয়॥
জগন্নাথ দাস বলে সঙ্গীত পণ্ডিত।
জার গীত শুনিয়া শ্রীজগন্নাথ মোহিত॥"

ইহাতে অনুমান করা যায় যে, ইনি জগন্নাথদেবের কীর্ত্তনিয়া এবং সঙ্গীতে সিদ্ধ ছিলেন। জগন্নাথ ও বলরাম ইঁহার সঙ্গীত শুনিয়া মোহিত হইতেন। দেবকীনন্দন বলেন, ইঁহার চরিত্র বড়ই মধুর ছিল।

"জগন্নাথ দাস বন্দো মধুর চরিত॥"

[জগন্নাথ দাস শব্দ দেখ]

নয়নানন্দ দাস। পদকর্ত্তা নয়নানন্দ দাসের নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁদির নিকটবর্ত্তী শ্রীপাট-ভরতপুর গ্রাম। নয়নানন্দের আদি নাম ধ্রুবানন্দ। চৈতন্যচরিতামৃতে ইনি মিশ্র-নয়ন নামে অভিহিত। নয়নানন্দ গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য। বাণীনাথ মিশ্র গদাধরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নয়নানন্দ এই বাণীনাথের পুত্র। ইঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি উক্ত গ্রামে বাস করিতেছেন। গদাধর পণ্ডিত ভরতপুর গ্রামে এক গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। গদাধর নীলাচলে গমন করিলে, এই বিগ্রহ সেবার ভার নয়নানন্দের উপর পড়ে। প্রেমবিলাসে তাঁহার 'পুষ্পগোপাল' ও 'গোপাল দাস' ও 'ধ্রুবা-নন্দ' নামে তিন ভ্রাতার নাম পাওয়া যায়।

"পণ্ডিত গোসাঞীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনয়নানন্দ।
পুষ্পগোপাল গোপালদাস আর ধ্রুবানন্দ॥" (প্রেমবিলাস)

মহাপ্রভু ও গদাধর নবদ্বীপে থাকিয়া যখন প্রেমভাবে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেন, তখন নয়ন তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পদ রচনা করিতেন। এইরূপে তিনি গৌরাঙ্গদেবের যখন যে লীলা দর্শন করিতেন, তখনই তাহা পদে প্রকাশ করিতেন। তাঁহার এই অদ্ভুত কবিত্বশক্তির স্ফুরণ দেখিয়া মহাপ্রভু ও গদাধর উভয়েই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। পরে এই গদাধরই নয়নের নাম নয়নানন্দ রাখেন। এ সম্বন্ধে পদসমুদ্রে লিখিত আছে—

"পণ্ডিতের স্নেহপাত্র শ্রীনয়ান মিশ্র।
বাল্যকালে প্রভু জারে করিলেন শিষ্য।

পণ্ডিতের পাছে নয়ান থাকে সর্ব্বক্ষণ।
প্রভুলীলা দেখি পদ করএ বর্ণন॥
ঐছে চেষ্টা দেখি প্রভু হরষিত হৈলা।
নয়নানন্দ বলি নাম পশ্চাৎ থুইলা॥
নীলাচল জাইতে প্রভু জবে ইচ্ছা কৈলা।
শ্রীনয়নানন্দে ভরতপুর নিয়োজিলা॥"

খেতুরীর মহোৎসবে নয়নানন্দ উপস্থিত ছিলেন। নয়নানন্দ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক, সুতরাং ইহার পদ সকল ঐ সময়ে রচিত হয়।

নরহরি সরকার—ইনি নরহরি সরকার ঠাকুর নামে অভিহিত। নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রাম। জাতিতে বৈদ্য, পিতার নাম শ্রীনারায়ণ দেব সরকার। অনুমান ১৪০০ শকে ঠাকুর নরহরি জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি আকুমার বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর ইনি তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। নরহরি সংস্কৃতে অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। ভক্তিচন্দ্রিকা-পটল, ভক্তামৃতাষ্টক ও নামামৃতসমুদ্র নামক গ্রন্থ ইঁহার রচিত। শ্রীখণ্ডে স্থাপিত ৬টী বিগ্রহের মধ্যে মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দের মূর্ত্তি সরকার ঠাকুরের স্থাপিত। সরকার ঠাকুর গৌরাঙ্গদেবের লীলা পদাবলীতে প্রকাশ করেন। যথা—

নরহরি দাস।

"কিছু কিছু পদ লেখি, যদি ইহা কেহ দেখি,
প্রকাশ করএ প্রভুলীলা।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ,
গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা॥"

১৪৭৩ (?) শকাব্দে সরকার ঠাকুরের তিরোভাব হয়। শ্রীখণ্ডবাসী গোস্বামিগণ ইঁহারই বংশ-সম্ভূত। [নরহরি সরকার দেখ]

নরোত্তম দাস—প্রসিদ্ধ পদরচয়িতা ; রাজসাহীজেলার অন্তর্গত খেতুরী গ্রামে ইঁহার পিতৃবাস। ইনি জাতিতে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। পিতার নাম কৃষ্ণানন্দদত্ত ও মাতার নাম নারায়ণী। পঞ্চদশ শতাব্দের শেষভাগে নরোত্তম দাসের জন্ম হয়। ইনি নরোত্তম ঠাকুর নামেও প্রসিদ্ধ। নরোত্তম বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মানুরক্ত, ভোগবিলাস-বিরহিত ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন ছিলেন। নরোত্তমের পিতা কৃষ্ণানন্দ খেতরীর রাজা হইলেও রাজপুত্র নরোত্তম বিষয়সুখে বীতস্পৃহ ছিলেন। নরোত্তম পিতার মৃত্যুর পর পিতৃব্য পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র সন্তোষ দত্তের উপর রাজ্য রক্ষার ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং বৃন্দাবনধামে গমন করেন। অনেক সেবাশুশ্রূষার পর বৃন্দাবনবাসী লোকনাথ গোস্বামীকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট ইনি মন্ত্র গ্রহণ করেন। পরে ১৫০৪ শকে উক্ত গোস্বামী প্রভুর আদেশে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও ভক্ত শ্যামানন্দের সহিত স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। খেতরীগ্রামের একক্রোশ পূর্ব্বে নরোত্তম ঠাকুরের ভজনস্থলি বা ভজনাগার ছিল। বর্ত্তমান এইস্থান 'ভজনটুলি'নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে নরোত্তমের জন্য এক ভজনাসন প্রস্তুত হয়। নরোত্তম এই আসনে বসিয়া প্রতিদিন ভজন সাধন করিতেন। ইঁহার স্বদেশগমনের কিছুদিন পর রাজা সন্তোষ দত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধারমণ ও রাধাকান্ত নামে ৬টী বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে সপ্তদিবসব্যাপী এক সুবৃহৎ মহোৎসব হয়। এই মহোৎসব খেতরীর মহোৎসব নামে খ্যাত। এই উৎসবে দেমুড় হইতে বৃন্দাবন দাস, বুধরী হইতে রামচন্দ্র কবিরাজ, যাজি গ্রাম হইতে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও গোকুল দাস, শ্রীখণ্ড হইতে জ্ঞানদাস ও নরহরি দাস এবং একচক্রা হইতে পরমেশ্বরী দাস প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ যোগদান করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও প্রতিবর্ষে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে এই মেলার উৎসব এবং বহুতর ভক্তবৃন্দের সমাগম হইয়া থাকে।

নরোত্তম দাস।

নরোত্তমদাস প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, সিদ্ধভক্তিচন্দ্রিকা, রসভক্তি-চন্দ্রিকা, সদ্ভাবচন্দ্রিকা, স্মরণমঙ্গল, কুঞ্জবর্ণন, রাগমালা, সাধন-ভক্তিচন্দ্রিকা, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, চমৎকার-চন্দ্রিকা, সূর্য্যমণি, চন্দ্রমণি, প্রেমভক্তিচিন্তামণি, গুরুশিষ্যসংবাদ, উপাসনাপটল ও প্রার্থনা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গসাহিত্যে অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। নরোত্তম দাস এক অসাধারণ ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর ঈদৃশ প্রভাবশালী আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। এই জন্য কেহ কেহ ইঁহাকে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া থাকেন। [নরোত্তম ঠাকুর শব্দ দেখ]

পুরুষোত্তম দাস—একজন পদকর্ত্তা। নিবাস কুমারহট্ট, হালিসহর ; জাতিতে বৈদ্য। পিতার নাম সদাশিব কবিরাজ। বৈষ্ণবগ্রন্থে চারিজন পুরুষোত্তম দাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা সকলেই যে পদকর্ত্তা ছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পুরুষোত্তম দাস।

"শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্য লীলা করে কৃষ্ণ সনে॥"

ইনি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শিষ্য। চৈতন্যভাগবতেও ইঁহার এইরূপ পরিচয় আছে ;—

"সদাশিব কবিরাজ মহাভাগ্যবান্।
জার পুত্র পুরুষোত্তম দাস নাম॥

যাহ নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে।
নিত্যানন্দ চন্দ্র আর হৃদয়ে বিহারে।"

প্রেমদাস কবি ও পদকর্ত্তা। নবদ্বীপের অন্তর্গত গোকুল-নগর বা কুলিয়া গ্রামে বাস। কাশ্যপগোত্রীয় গঙ্গাদাস মিশ্র ইহাঁর পিতা। ইহার আদিনাম পুরুষোত্তম মিশ্র। ইহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন; সুতরাং ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগ ইহার জন্মকাল অনুমান করা যাইতে পারে। ইনি ষোড়শ বর্ষে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া গুরুদত্ত প্রেমদাস নামে অভিহিত হন। ১৬৩৪ শকে প্রেমদাস কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। ইহাই প্রেমদাসের প্রথম রচনা। পরে ১৬৩৮ শকে ইনি বংশীশিক্ষা প্রণয়ন করেন।

প্রেমদাস।

প্রেমদাস স্বপ্নে গৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া সুমধুর গৌর-লীলাবিষয়ক পদাবলী প্রণয়ন করেন। এই পদাবলীতে কবির সমধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। প্রেমদাস কেবল বিদ্বান্ ছিলেন না, উচ্চদরের কবিও ছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর উদয়-বিষয়ক পদটী পরম্পরিত রূপকের একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ, এবং শ্রীগৌরাঙ্গের রূপবর্ণনার পদটী প্রাচীন কবিকুলের রূপবর্ণনার আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রেমদাসের অনেক পদ নরোত্তম দাসের প্রার্থনার ন্যায় সুমধুর বলিয়া বোধ হয়। প্রেমদাস বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বংশী-শিক্ষায় এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন;—

"গোরা জন্মে প্রকট আছিলা।
বৃদ্ধ প্রপিতামহ, শ্রীগোকুল নগরে সেহ,
গৃহাশ্রমে বর্ত্তমান হইলা।
কশ্যপ মুনির বংশ, বিপ্রকুল অবতংস,
জগন্নাথ মিশ্র তাঁর নাম।
তার পুত্র কুলচন্দ্র, নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ,
তাঁর পুত্র গঙ্গাদাসাখ্যান।
তার ছয় পুত্র ছিলা, তিনি পূর্ব্বে কৃষ্ণ পাইলা,
তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট।
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দ রাম, রাধাচরণ মধ্যম,
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম-নিষ্ঠ।
কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম,
গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।
সিদ্ধান্তবাগীশ বলি, নাম দিলা বিদ্যাবলী,
কৃষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ।"

[প্রেমদাস শব্দ দেখ।]

বংশীবদন দাস—একজন বৈষ্ণবপদ কর্ত্তা। ১৫১৬ শকে চৈত্র পূর্ণমার দিন কুলিয়া গ্রামে বংশীবদনের জন্ম হয়। পিতার নাম শ্রীছকড়ি চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার জন্মকালে মহাপ্রভু, অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত তাঁহার গৃহে উপস্থিত ছিলেন। প্রেমদাস বিরচিত পদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাপ্রভুর সম্বোধন বা আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণের মোহনবংশী বংশীদাসরূপে আবির্ভূত হন।

বংশীবদন দাস।

বংশীবদন পরমভক্ত ছিলেন। কুলিয়াপাহার গ্রামে বংশী-বদনের পূর্ব্বপুরুষগণের স্থাপিত এক গোপীনাথ বিগ্রহ ছিল। তিনি নিজেও তথায় প্রাণবল্লভ নামে আর এক বিগ্রহ স্থাপন করেন। উত্তরকালে বংশীবদন বিল্ব গ্রামে যাইয়া বাস করিয়া-ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি ঐ গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। বংশীবিলাসগ্রন্থে বংশীবদনের পাঁচটী নামের পরিচয় পাওয়া যায় যথা—

"শ্রীবংশীবদন বংশী আর বংশীদাস।
শ্রীবদন বদনানন্দ পঞ্চম প্রকাশ।
প্রভুর পঞ্চটী নাম গায় কবিগণ।
মুখ্য নাম হয় কিন্তু শ্রীবংশীবদন।"

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর বংশীবদন মহাপ্রভুর গৃহে যাইয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াব অভিভাবকরূপে নবদ্বীপে বাস করেন। তথায় শ্রীমতীর অনুমতি লইয়া মহাপ্রভুর এক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করেন। এই মূর্ত্তি অদ্যাপি যাদব-মিশ্রের বংশধরগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইতেছে।

বংশীবদনের রচিত পদাবলী যার পর নাই মধুর, সুন্দর ও প্রগাঢ় ভক্তিরসপূর্ণ। এই সকল পদ বঙ্গ-সাহিত্যে অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ। বংশীবদনের আবির্ভাবে জগৎ এক জন প্রকৃত কবি লাভ করিয়াছিল, এরূপ নহে, বংশীবদন না জন্মিলে গৌরাঙ্গ-লীলার একটী অংশ অপূর্ণ থাকিত। মহাপ্রভু বংশীবদনকে রসরাজ উপাসনা বিষয়ে যে সকল নিগূঢ়তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন, বহু পাপী তাপী সেই সকল অবগত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল। [বংশীবদন শব্দ দেখ।]

বলরাম দাস—কএকজন কবি ও পদকর্ত্তা। বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিলে ১৮ জন বলরাম দাসের নাম পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে দুইজন পদকর্ত্তা ছিলেন।

বলরাম দাস।

১ম বলরাম দাস—প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের পূর্ব্বনাম বলরাম দাস, নিবাস শ্রীখণ্ড গ্রাম, ইনি জাতিতে বৈদ্য, পিতার নাম আত্মারাম দাস, মাতার নাম সৌদামিনী। ১৪৫৯ (?) শকে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জাহ্নবাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। খেতুরীর মহোৎসবে যখন জাহ্নবাদেবী গমন করেন, তখন নিত্যানন্দের অন্যান্য ভক্তগণের সহিত বলরাম দাস

গমন করিয়াছিলেন। তখন তিনি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত। ভক্তিরত্নাকরে তিনি বিজয়ী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন,—

"মুরারি চৈতন্য জ্ঞানদাস মহীধর।
পরমেশ্বর দাস বলরাম বিজয়ী।"

বলরাম দাসের পিতা আত্মারাম দাসও কবি ও পদকর্ত্তা ছিলেন। [বলরাম দাস দেখ।]

২য় বলরাম দাস ঠাকুর—আদি নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে। তিনি পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ, পিতার নাম শ্রীসত্যভানু উপাধ্যায়।

২য় বলরাম দাস।

ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া নদিয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ও বিখ্যাত কবি ছিলেন। বলরাম দাস ঠাকুর গোপাল মূর্ত্তির সেবা করিতেন, অদ্যাপি দোগাছিয়া গ্রামে তাঁহার স্থাপিত মন্দির ও গোপালমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শিষ্যপরিবৃত হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে দোগাছিয়া গ্রামে গমন করেন, তথায় শিষ্যের প্রগাঢ়ভক্তি ও গোপালপূজার সুন্দর পদ্ধতি দেখিয়া তাঁহাকে নিজের পাগড়ী প্রদান করেন। ঐ পাগড়ী অদ্যাপি বলরাম ঠাকুরের বংশধরগণ পরমযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা অদ্যাপি ঐ গ্রামে বিদ্যমান আছেন।

বলরাম দাস গুরুর আদেশে জগন্নাথ হইতে গোপালমূর্ত্তি আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর দিন বলরাম ঠাকুরের তিরোভাব হয়। প্রতিবৎসর এই তিরোভাব উপলক্ষে ঐ গ্রামে উক্ত দিনে একটী মেলা হয়। এই মেলায় বহুতর ভক্ত ও বৈষ্ণব আগমন করিয়া নিত্যানন্দপ্রদত্ত পাগড়ী দেখিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। বলরাম ঠাকুর শেষজীবন গোপালের সেবা করিতে করিতে স্বগ্রামে জীবনাতিবাহিত করেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য, সুতরাং তৎসাময়িক।

বল্লভদাস—দুই জন। ১ম বল্লভদাস বা বল্লভীকান্ত দাস। ইনি জাতিতে বৈদ্য ও কবিরাজ উপাধিধারী। কুলীন গ্রাম-

বল্লভ দাস।

নিবাসী শিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি এবং শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে যে,—

"বল্লভসেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ প্রভুর ভক্ত একান্ত।"

২য় বল্লভদাস—বংশীবদন দাসের বংশধর। বংশীবদনপুত্র চৈতন্যদাসের দুই পুত্র—রামচন্দ্র ও শচীনন্দন, শচীনন্দনের তিন পুত্র শ্রীরাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও শ্রীকেশব। বংশীশিক্ষায় লিখিত আছে যে,—

"শ্রীরাজবল্লভ শ্রীবল্লভ শ্রীকেশব।
তিন প্রভু যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মাবিষ্ণুভব।"

বল্লভ দাস স্বীয় বংশীলীলা গ্রন্থে প্রপিতামহের চরিত্র বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, বল্লভ দাস নরোত্তম ঠাকুরের সমসাময়িক এবং তাঁহার ভক্ত ছিলেন। বল্লভ স্বীয় রচিত পদে লিখিয়াছেন,—

"নরোত্তম দাস, চরণে বহু আশা,
শ্রীবল্লভ মনভোর।"

অন্য আরও একটী পদে তিনি তাঁহার রূপবর্ণন করিয়াছেন। এই জন্য কেহ কেহ বলেন যে, নরোত্তম দাসের শিষ্য রাধাবল্লভই বল্লভভণিতায় এই পদসমূহ রচনা করিয়াছেন। ইনি রসকদম্ব নামে একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

চৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দ-শাখাগণনায় এক মনোহর দাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

"শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর।" (চৈতন্যচরিতামৃত)

ইনি নিত্যানন্দ পরিবারভুক্ত ছিলেন। নরোত্তমবিলাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইনি খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

মনোহর দাস।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মনোহর জ্ঞান দাসেরই নামান্তর। আবার কেহ কেহ মনোহর দাস ও বাবা আউল মনোহর দাস এই দুই জনকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

(২) বাউল মনোহর দাস—ইনিও নিত্যানন্দ পরিবার ভুক্ত। ইঁহার নামান্তর চৈতন্য দাস।

"আদি নাম মনোহর চৈতন্য নাম শেষ।
আউলিয়া হইলা বুলে স্বদেশ ও বিদেশ।"

ইনি নানাস্থান পর্য্যটন করিতেন, এইজন্য ইঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। কেবল বিষ্ণুপুর রাজবাটীর নিকট ইঁহার বাসগৃহ ছিল। ইনি জাহ্নবা দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

"বিষ্ণুপুরে মোর ঘর হয় বার ক্রোশ।
রাজার দেশে বাস করি হইয়া সন্তোষ।"

মনোহর বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের ভক্তিগ্রন্থভাণ্ডারের ভাণ্ডারী ছিলেন। ইনি কি জাতি এবং কোন সময়ে ইঁহার জন্ম, তাহা নিশ্চয় রূপে জানা যায় না। তবে ১৫০০ শকাব্দের পূর্ব্বে বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া ইনি নানা-

আউল মনোহর দাস

তীর্থ-পর্য্যটন করিয়াছিলেন, এরূপ বলা যায়। বীর হাম্বীরের মৃত্যুর পর, ইনি পুনরায় দেশ ভ্রমণে নির্গত হন, পরিশেষে হুগলী বদনগঞ্জে আসিয়া পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া

তথায় অবস্থিতি করেন। ঐ সময়ে এই স্থলের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেকেই ইঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। ১৬৫৯ (?) শকের ২৯ শে পৌষ মাসে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া ইনি বৃন্দাবনধামে গমন করেন। পথিমধ্যে জয়পুরে ইঁহার মৃত্যু হয়। তথায় অদ্যাপি ইঁহার সমাধিমন্দির আছে। বাঁকুড়াজেলার সোনামুখী গ্রামে ইঁহার একটী পাট আছে, এই জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই স্থানেও ইঁহার সাময়িক বাসস্থান ছিল। এই স্থানে রামনবমী তিথিতে প্রতি বৎসর একটী মেলা হয়। কেহ কেহ বলেন যে, মনোহর দাস ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ আছে এই সকল পদ ইঁহার রচিত।

বৈষ্ণব সাহিত্যে ছয় জন মাধব দাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ছয় জনের মধ্যে দুইজন মাত্র পদ রচনা করিয়াছিলেন।

মাধবদাস।

১ম মাধব ঘোষ বা মাধবানন্দ ঘোষ। ইনি বাসুদেব ও পূর্ব্ববর্ণিত গোবিন্দ ঘোষের সহোদর। তিন ভ্রাতাই কবি ও গায়ক ছিলেন। কিন্তু মাধব ঘোষই বিশেষ প্রসিদ্ধ। চৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে যে—

"সুকৃতী মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনিয়া নাহি পৃথিবী ভিতর।
যাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহা প্রিয়তম।"

বৈষ্ণবাচার দর্পণ মতে—ইনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর দাঁইহাটে যাইয়া বাস করেন। কিন্তু এই গ্রামে এখন তাহার কোন নিদর্শন নাই। উহা এখন মুকুন্দ দত্তের পাট বলিয়া খ্যাত।

[মাধব ঘোষ দেখ।]

২য় মাধব দাস।

২য় মাধবদাস—ইনি পদের ভণিতায় দ্বিজ মাধব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। নবদ্বীপে দুর্গাদাস মিশ্র নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার ঔরসে ও তদীয় পত্নী বিজয়া দেবীর গর্ভে সনাতন ও কালিদাস মিশ্র নামে দুই পুত্র জন্মে। সনাতনের এক পুত্র ও এক কন্যা, পুত্রের নাম যাদব মিশ্র এবং কন্যার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। এই বিষ্ণুপ্রিয়াই মহাপ্রভুর দ্বিতীয়া ভার্য্যা। কালিদাসের মাধব নামে এক পুত্র হয়। এই পুত্রজন্মের অব্যবহিত পরেই কালিদাস মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরে মাধব অল্পকাল মধ্যে নানাবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাধব শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ সরল পদ্যে অনুবাদ করেন। নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। প্রেমবিলাস গ্রন্থে ইঁহার এইরূপ পরিচয় আছে—

"দুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্ব গুণের আকর।
বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়া নগর।
তাঁহার পত্নীর নাম শ্রীবিজয়া নাম।
প্রসবিলা দুই পুত্র অতি গুণধাম।
জ্যেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাস।
পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের আবাস।
সনাতন পত্নীর নাম হয় মহামায়া।
এক কন্যা প্রসবিলা নাম বিষ্ণুপ্রিয়া।
আর একপুত্র হৈল অতি গুণধাম।
শ্রীযাদব মিশ্র নাম তার হয় আখ্যান।
কালিদাস মিশ্রপত্নী বিধুমুখী নাম।
প্রসবিলা পুত্র রত্ন সর্ব্বগুণধাম।
বিধুমুখী মাধব নামে পুত্র কোলে করি।
অল্প বয়সের কালে হইলেন রাঁড়ি।
পঞ্চমবর্ষে মাধবের হৈল যজ্ঞোপবীত।
নানাবিধ শাস্ত্র পড়িয়া হইলা পণ্ডিত।
* * * *
আচার্য্য উপাধিতে তিঁহো হইলা বিদিত।"

"শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশমস্কন্ধ।
গীত বর্ণনাতে তিঁহো করি নানা ছন্দ।
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদে সমর্পণ কৈল।"

মাধবী দাস।

মাধবী দাস—ইনি স্ত্রী কবি ও পদকর্ত্রী। ইঁহার নিবাস নীলাচলে ছিল। মহাপ্রভু যখন নীলাচলে বাস করেন, তখন জগন্নাথ দেবের শ্রীশিখী মহান্তী নামে এক কায়স্থ লিপিকর ছিল, মাধবী দাসী ইঁহার সহোদরা। মাধবীর চরিত্র অতিশয় উন্নত ছিল বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইঁহাকে 'দেবী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মাধবী পুরুষের ন্যায় পণ্ডিত ও অতি তপস্বিনী ছিলেন। মাধবী মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে বঙ্গ ও উড়িয়া ভাষায় বহুতর পদ রচনা করিয়াছেন। পদসমুদ্রে মাধবী-কৃত অনেক উড়িয়া পদ আছে, উড়িয়া ভাষার পদগুলি অতি জটিল এবং বাঙ্গালাপদ অপেক্ষা কর্কশ। উৎকলবাসীর নিকট এই সকল পদ বিশেষ আদরণীয়। পদকল্পতরুর তৃতীয় শাখায় মাধবী দাসের রচিত ব্রহ্মলীলা বিষয়ে সুন্দর দুইটী পদ আছে।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করিতেন না, এইজন্য মাধবী তাঁহার নিকট যাইতে পারিত না, অন্তরালে অলক্ষিত ভাবে থাকিয়া প্রভুর লীলা দর্শন এবং তাহাই পদে বর্ণন করিত। মাধবী কর্ম্মদোষে নারীজন্ম পরিগ্রহ করিয়া প্রাণ ভরিয়া প্রভুকে না দেখিতে পাইয়া একটী পদে খেদ করিয়া বলিয়াছেন যে,

"যে দেখয়ে গোরা মুখ সেই প্রেমে ভাসে।
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্মদোষে।"

[মাধবী দাস দেখ।]

ইঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিতে যাওয়াতে মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"প্রভু কহে সন্ন্যাসী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।"

মুরারিগুপ্ত।

মুরারি গুপ্ত—ইঁহার জন্ম শ্রীহট্ট, পরে ইনি নবদ্বীপের মহাপ্রভুর বাটীর নিকট আসিয়া বাস করেন। ইনি মহাপ্রভুর বাল্য সুহৃদ এবং উভয়েই গঙ্গাদাসের টোলে পড়িতেন। মুরারি একজন পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সর্ব্বদা মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া যে সকল লীলা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তদবলম্বনে ১৪৩৫ শকে চৈতন্যচরিত রচনা করেন। এই গ্রন্থ মুরারিগুপ্তের করচা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন গৌর ও কৃষ্ণলীলাবিষয়ক অনেক পদ ইনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। [মুরারিগুপ্ত দেখ]

মোহনদাস

মোহনদাস—একজন পদকর্ত্তা, ইনি জাতিতে বৈদ্য, শ্রীনিবাসের শিষ্য ও গোবিন্দ কবিরাজের বন্ধু। কোন পদের ভণিতায় ইনি স্বনামের সহিত গোবিন্দেরও নামোল্লেখ করিয়াছেন।

"মোহন গোবিন্দ দাস পহু" [মোহনদাস দেখ]

যদুনন্দন দাস—বৈষ্ণব সাহিত্যে পাঁচজন যদুনন্দন দাসের বিবরণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দুই জন পদকর্ত্তা বলিয়া জানা গিয়াছে।

যদুনন্দন দাস

১ম যদুনন্দন দাসের নিবাস কটক নগর। যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী নামে খ্যাত। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ এবং গদাধর দাস ঠাকুরের শিষ্য। নিত্যানন্দভক্ত গৌরদাস এই যদুনন্দনের বন্ধু ছিলেন। যদুনন্দনের একটী পদে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

"কহে যদুনন্দন দাস।
গৌরদাস তঁহি করু আশোয়াস।"

২য় যদুনন্দন দাসের নিবাস মালিহাটী গ্রাম। মুর্শিদাবাদ জেলার ১২ বা ১৩ ক্রোশ দক্ষিণে কণ্টকনগরের উত্তরাংশে ভাগীরথীর পশ্চিমতটে মালীহাটী গ্রাম অবস্থিত। ১৪৫৯ শকে (?) এই গ্রামে যদুনন্দনের জন্ম হয়। কেহ কেহ বলেন, যদুনন্দন শ্রীনিবাসাচার্য্যের পৌত্র এবং সুবলচন্দ্র ঠাকুরের মন্ত্র-শিষ্য। ১৫২৯ শকে ৭০ বৎসর বয়সে যদুনন্দন স্বীয় ঐতিহাসিক কাব্য কর্ণানন্দ প্রণয়ন করেন। ইহা ভিন্ন যদুনন্দন বিদগ্ধমাধব (রূপগোস্বামিকৃত বিদগ্ধমাধব নাটকের পদ্যানুবাদ), গোবিন্দলীলামৃত এবং কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যদুনন্দন এই সকল কাব্য প্রণয়ন করিলেও তিনি পদাবলীর জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার পদ অতি সুললিত। [যদুনন্দন দাস দেখ]

যদুনাথ দাস।

যদুনাথ দাস—পূর্ব্বনিবাস শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত বুরুঙ্গাগ্রাম। ইঁহার পিতার নাম রত্নগর্ভ আচার্য্য। পরে ইনি কুলীন গ্রামে বাস করেন। যদুনন্দন গৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক, সুতরাং ইঁহার পদরচনার কাল খৃঃ পঞ্চদশশতাব্দ বলা যাইতে পারে। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, নিত্যানন্দ প্রভু ইঁহাকে কবিচন্দ্র উপাধি দেন। ইঁহার সুমধুর পদাবলী পাঠ করিলে কবিচন্দ্র নাম সার্থক বলিয়া বোধ হয়। [যদুনাথ দাস দেখ]

রঘুনাথ দাস।

রঘুনাথ দাস—ইনি সংস্কৃতস্তবাবলী প্রভৃতি ও বাঙ্গালা পদাবলীরচয়িতা। ইনি প্রসিদ্ধ ষট্‌-গোস্বামী পাদের অন্যতম। সপ্তগ্রামবাসী হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামে দুইজন কায়স্থ ছিলেন। ইহাদের আয় বাৎসরিক ২০ লক্ষ টাকা ছিল, এই টাকা হইতে ১২ লক্ষ টাকা মুসলমান সরকারে কর-স্বরূপ বৎসর বৎসর দিতে হইত, সুতরাং ইহাদের উপসত্ব বাৎসরিক আট লক্ষ টাকা ছিল। রঘুনাথ দাস এই গোবর্দ্ধনের পুত্র। ১৪২৮ শকে ইঁহার জন্ম এবং ১৫০৫ শকে ইঁহার মৃত্যু হয়। রঘুনাথ দাস বাল্যকাল হইতেই সংসার বিরাগী ছিলেন। ইহার বৈরাগ্য দেখিয়া অভিভাবকগণ এক পরমাসুন্দরী কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ দেন, কিন্তু প্রভুত ঐশ্বর্য্য ও পরমাসুন্দরী ভার্য্যা ইঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করিলে ইনি উন্মত্তের ন্যায় তথায় গমন করেন। রঘুনাথের বৈরাগ্য ও কৃষ্ণপ্রেম অতুলনীয়। রঘুনাথ স্বরূপ-গোস্বামীর সহিত সমস্ত দিন মহাপ্রভুর সেবা করিয়া অপরাহ্নে সিংহদ্বারে যাইয়া অঞ্জলি পাতিয়া থাকিতেন। যাত্রিকপ্রদত্ত মহাপ্রসাদে অঞ্জলিপূর্ণ হইলে তাহা আহার করিয়া কোনক্রমে জীবন ধারণ করিতেন। পরে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া ভূপতিত দূষিত মহাপ্রসাদ সংগ্রহ করিয়া তাহা ধুইয়া তাহাই আহার করিতেন। এইরূপে ১৬ বৎসর নীলাচলে অবস্থিতি করিয়া স্বরূপ গোস্বামী ও মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর ভগ্নহৃদয়ে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। তথায় রূপ সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের আদেশক্রমে শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহারই আশ্রমে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের বাস ছিল। দাস গোস্বামী শেষকালে অন্নজল ছাড়িয়া প্রতিদিন তিন পালা মাঠা মাত্র পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। প্রতিদিন সহস্র দণ্ডবৎ, দিবারাত্র মানসে যুগলমূর্ত্তির ভজন, একপ্রহর কাল মহাপ্রভুর চরিত্রালোচনা, ত্রিসন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে স্নান, সাড়ে সাত প্রহর ভক্তির সাধন, কোন কোন দিন কেবল দুই বা তিন দণ্ড নিদ্রা এই সকল ইঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। ইনি গৃহাশ্রমে ১৯ বৎসর,

নীলাচলে ১৬ বৎসর ও অবশিষ্ট ৪১ বৎসর বৃন্দাবনে বাস করেন। দাস গোস্বামী সংস্কৃতে স্তবাবলী, দান চরিত ও মুক্তাচরিত গ্রন্থ এবং মনোশিক্ষা, ব্রজরসপুর ও বাঙ্গালা পদাবলী প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পদও অতি সুললিত।

রামচন্দ্র কবিরাজ।

রামচন্দ্র কবিরাজ—প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। ইনি গোবিন্দ কবিরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহার পত্নীর নাম রত্নমালা। ইনি রূপে কন্দর্প ও বিদ্যায় বৃহস্পতিতুল্য ছিলেন। এই সময়ে ইঁহার তুল্য সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত অল্প ছিল। শ্রীনিবাসাচার্য্য ইহার রূপ ও বিদ্যায় মোহিত হইয়া ইঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। ইনি স্মরণদর্পণ নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বৃন্দাবনধামে রামচন্দ্রের দেহত্যাগ হয়। কর্ণানন্দ গ্রন্থে লিখিত আছে যে—

"রামচন্দ্র কবিরাজ পরম পণ্ডিত।
বাচস্পতি সম কিংবা সরস্বতী খ্যাত।
সর্ব্ববৈদ্যকুলোদ্ভব যশস্বী প্রধান।
মহা চিকিৎসক ইহো দিগ্‌বিজয়ী নাম।"

ইঁহার পদ সুললিত ও মধুর।

রায় রামানন্দ।

রায় রামানন্দ—ভবানন্দ রায়ের পুত্র। ভবানন্দ উৎকলাধিপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। ভবানন্দের পাঁচ পুত্র। রামানন্দ রায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি ও বাণীনাথ পট্টনায়ক। এই পাঁচ ভ্রাতাই রাজসরকারে প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রামানন্দ বিদ্যানগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সুতরাং লোকে তাঁহাকে রাজা বলিত। ভবানন্দ রায় নীলাচলবাসী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পুত্রগণ এই স্থানে বাস করিতেন। রামানন্দের প্রপৌত্র মনোহর দিনমণি-চন্দ্রোদয় নামক গ্রন্থে আপনাদিগের নীলাচল বাসের উল্লেখ এবং বিদ্যানগরে যে এক তাঁহাদের আবাস বাটী ছিল, তাহারও বর্ণনা করিয়াছেন।

রামানন্দ প্রগাঢ় পণ্ডিত, ভাবুক ও উচ্চদরের কবি ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে নির্য্যাসতত্ত্বঘটিত 'সাধ্যের নির্ণয়' সম্বন্ধে মহাপ্রভুর সহিত রামানন্দের যে প্রশ্নোত্তর আছে, তন্মধ্যে মহাপ্রভুর যে শেষ প্রশ্ন আছে, তাহার উত্তর না দিয়া রামানন্দ-স্বরচিত একটী পদ গান করেন। মহাপ্রভু সে পদের নিগূঢ়-ভাব অবগত হইয়া স্বহস্তে তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরেন। মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করেন, তখন গোদাবরীতীরস্থ বন-প্রদেশে রামানন্দের সহিত প্রথম মিলন হয়। পরে মহাপ্রভু যখন নীলাচলে গমন করেন, তাহার অব্যবহিত পরে রামানন্দ অতুল বিষয় বিভব ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া বাস করেন। রামানন্দ রাঘবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং মাধবেন্দ্রপুরীর প্রশিষ্য। রামানন্দ জগন্নাথ-বল্লভ নাটক রচনা করেন। তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক; তাঁহার পদগুলিও অতি সুমধুর।

রাধামোহন দাস

রাধামোহন আচার্য্যঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ। কাহারও মতে শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রপৌত্র, কাহার মতে পৌত্র, কেহ বলেন, বৃদ্ধ প্রপৌত্র। শেষ মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, কারণ ১৪৬৫ কি ১৪৬৬ শকে শ্রীনিবাসাচার্য্যের জন্ম। ১৬২০ কি ১৬২১ শকে রাধামোহনের জন্ম; ১৫৫ বৎসর ব্যবধান, ইহাতে বৃদ্ধপ্রপৌত্র অনুমান করাই সঙ্গত। বাসস্থান চাকড়ীগ্রাম। বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীনিবাসাচার্য্যের দ্বিতীয় প্রকাশ বলিয়া ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাধামোহন শ্যামানন্দপুরীর শিষ্য। ইনি সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ, শাস্ত্রজ্ঞ ও উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন। পদামৃতসমুদ্র নামক পদগ্রন্থ ইহার দ্বারা সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হয়, এবং তদন্তর্গত পদাবলীর মহাভাবানুসারিণী নামক সংস্কৃত টিপ্পনী প্রণয়ন করেন। রাধামোহন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয়বিধ পদ রচনা করিতেন, সংস্কৃত পদগুলি প্রায় জয়দেবের অনুকরণে লিখিত। বাঙ্গালা পদও সুমধুর। পুঁটিয়ার রাজা রবীন্দ্রমোহন ও রাজা নন্দকুমার ইঁহার শিষ্য ছিলেন।

১২২৫ সালে অর্থাৎ অনুমান ১৬৫০ শকে গৌড়দেশে স্বকীয়া ও পরকীয়া বাদ লইয়া রাধামোহন ঠাকুরের সহিত এক ঘোরতর বিচার হয়। এই বিচারস্থলে অনেক পণ্ডিত ছিলেন। বিচারে রাধামোহনই জয়লাভ করিয়া এক জয়পত্র প্রাপ্ত হন। ঐ জয়পত্র ১২২৫ সালে ১৭ই তারিখে মুরশিদ্ কুলীখাঁর দরবারে লিখিত হয়। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বা ১৬৯৭ শকে রাধামোহন পরলোক গমন করেন।

গোবিন্দদাসের ন্যায় রাধামোহনও বিদ্যাপতির কোন কোন পদ পূরণ করিয়া থাকিবেন। পদকল্পতরুর ৩য় শাখা ৬৭৪ সংখ্যক পদে দেখিতে পাই যে—

"বর্ণিত রাস বিদ্যাপতি পুর।
রাধামোহন দাস রসপুর।"

রামচন্দ্র দাস গোস্বামী

রামচন্দ্র দাস গোস্বামী বিখ্যাত পদকর্ত্তা। নিবাস বাঘনাপাড়ায়। এই গ্রাম অম্বিকা কাল্‌নার দুই ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। তাঁহার পিতার নাম বংশীবদন। জন্ম ১৪৫৬(?) এবং মৃত্যু ১৫০৪ শকের মাঘ মাসের কৃষ্ণা-তৃতীয়া।

মুরলীবিলাসাদি বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, বংশীবদনের শেষ পীড়ার সময় তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্যদাসের পত্নী অতি যত্ন সহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করেন। ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলেন যে, জন্মান্তরে তিনি তাঁহার পুত্ররূপে

জন্মগ্রহণ করিবেন। পরে এই বংশীবদনই রামচন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যদাসের দুই পুত্র রামচন্দ্র ও শচীনন্দন। কেহ কেহ বলেন যে, নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা ঠাকুরাণী তাঁহাকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন, এবং পরে তাঁহাকে মন্ত্র দেন। রামচন্দ্র নানা তীর্থ পরিক্রমণের পর নীলাচলে যাইয়া কতিপয় বর্ষ অবস্থিতি করেন। তথা হইতে আবার নানা তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবন ধামে যাইয়া বাস করেন। বৃন্দাবনে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিয়া রাম ও কৃষ্ণ এই যুগল মূর্ত্তি লইয়া গৌড়ে প্রত্যাগমন করেন। এই সময় হইতে তাঁহার নাম চারিদিকে প্রচারিত হয়। রামচন্দ্র নানাপ্রকার দৈবশক্তিসম্পন্ন, পণ্ডিত এবং প্রগাঢ় ভক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রভাব দেখিয়া অনেক লোক তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করেন। অম্বিকানগরের দুই ক্রোশ পশ্চিমে এক প্রকাণ্ড বনভূমি ছিল। এই দুর্গম বনে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বাস করিত। রামচন্দ্র দৈবপ্রভাবে এই ব্যাঘ্রকে নিহত করেন। সেই অবধি ঐ স্থান বাঘনা-পাড়া নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই স্থানে রামচন্দ্র তাঁহার আনীত ঐ যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবা ও ভজন সাধন করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেন।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে আগত এক শিষ্য রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত যুগলমূর্ত্তির ইষ্টকময় মন্দির নির্ম্মাণ এবং আর এক শিষ্য মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে এক বৃহৎ তড়াগ খনন করাইয়া দেন। এই দীঘীর নাম যমুনা। রামচন্দ্র অকৃতদার ছিলেন। তিনি ভ্রাতা শচীনন্দনকে এই স্থানে আনয়ন করিয়া তাঁহার উপর বিগ্রহার্চ্চনা ও অতিথিসেবার ভার অর্পণান্তে গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করেন। পরে কড়চামঞ্জরী, সম্পুটিকা ও পাষণ্ডদলন নামে তিনখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। ইঁহার রচিত পদসমূহ সুললিত ও মধুর।

পদগ্রন্থসমূহে শেখর, রায়শেখর, কবিশেখর, দুঃখিশেখর ও নৃপশেখর এই সকল ভণিতাযুক্ত বহুতর পদ পাওয়া যায়।

রায় শেখর।

ইঁহারা যদি পাঁচ জনই এক অভিন্ন ব্যক্তি হয়েন, তাহা হইলে রায় ও নৃপ এই দুই উপাধি হইতে ইঁহাকে ধনী সন্তান বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। কাহারও কাহারও মতে, ইঁহার প্রকৃত নাম শশিশেখর ও অপর নাম চন্দ্রশেখর। নিবাস বর্দ্ধমান জেলায় পড়ান গ্রাম। ইনি নিত্যানন্দ-বংশ-সম্ভূত এবং ইঁহার রচিত পদ দেখিলে ইনি শ্রীখণ্ডনিবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

"শ্রীরঘুনন্দন-চরণ করি সার।
কহে কবিশেখর গতি নাহি আর।"

রায় শেখরের অনেক পদ গোবিন্দ দাসের পদের অনুরূপ; এইজন্য অনেকে অনুমান করেন যে, ইনি গোবিন্দ দাসের পরবর্ত্তী ছিলেন।

নরোত্তমবিলাসে নরোত্তম ঠাকুরের একজন মন্ত্রশিষ্য চন্দ্রশেখরের পরিচয় পাওয়া যায়।

"জয় ভক্তিমন্ত্রদাতা শ্রীচন্দ্রশেখর।
প্রভুপাদপদ্মে জেই মত্ত মধুকর।"

ইনি কবি রায়শেখর হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

লোচন দাসের নিবাস মঙ্গলকোটের নিকট কোগ্রাম। পিতার নাম কমলাকর এবং মাতা সদানন্দী। জাতিতে বৈদ্য। লোচন দাস বাল্যকাল হইতেই নরহরি ঠাকুরের শরণাপন্ন হন। সরকার

লোচনদাস

ঠাকুর ইঁহাকে নানা বিষয় শিক্ষা দিতেন ও ভাল বাসিতেন। পরে ইঁহার গুণে মোহিত হইয়া ইঁহাকে মন্ত্র দেন। লোচন দাস ইষ্টদেবের আদেশে চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহার রচিত পদ সুমধুর। লোচন দাস স্বরচিত চৈতন্যমঙ্গলে আপনার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস॥
মাতা শুদ্ধমতি সদানন্দী তাঁর নাম।
জাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ নাম॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
জাহার প্রসাদে গাই গোরাগুণগাথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে আনন্দদেবী নামে॥
মাতামহের নাম সে পুরুষোত্তম গুপ্ত।
সর্ব্বতীর্থে পূত তেঁহো তপস্যায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাত্র।
সহোদর নাই কিম্বা মাতামহ পুত্র॥
মাতৃকুলের পিতৃকুলের কহিলাম কথা।
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেমভক্তিদাতা॥"

[লোচনদাস শব্দ দেখ]

বাসুদেব ঘোষ একজন প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। বাসুদেব একটী পদের ভণিতায় আপনাকে বাসুদেবানন্দ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীনবংশে বাসুদেব ঘোষের জন্ম। দিনাজপুরের বর্ত্তমান রাজবংশ এই বাসুঘোষের সন্তান

বাসুদেব ঘোষ

বলিয়া পরিচিত। ইঁহারা তিন সহোদর—বাসুদেব, মাধব ও গোবিন্দ ঘোষ। ইঁহারা তিন জনই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সম-সাময়িক, তিন জনই গৌরাঙ্গভক্ত, ও গৌরাঙ্গগঠিত তিন সংকীর্ত্তন দলের মূলগায়ক

ছিলেন। ইঁহারা তিন জনই পদকর্ত্তা, সুকণ্ঠ এবং উত্তম গায়ক। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের নানাস্থানে ইঁহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিন ভ্রাতাই শ্রীগৌরাঙ্গের গণ। গোবিন্দ ভিন্ন অপর দুই ভ্রাতা প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়মণ্ডলে নাম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন; এই জন্য তাঁহারা নিত্যানন্দ-পরিবার মধ্যেও গণ্য।

বাসুদেব গৌরাঙ্গলীলার প্রধান পদকর্ত্তা। ইনি অনেক সময় মহাপ্রভুর নিকটে থাকিতেন বলিয়া তাঁহার রচিত পদের ঐতিহাসিকতাও যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়। বাসুর পদাবলী এমনই সুন্দর ও মনোহর যে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে জাহার শ্রবণে।"

পদসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি নরহরি সরকার ঠাকুর কৃত পদের অনুসরণে পদ রচনা করিতেন।

"শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে।
পদ্য প্রকাশিত বলি ইচ্ছা কৈল মনে।
শ্রীসরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা।
ব্রজে মধুমতী জে গুণের নাহি সীমা।"

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর মাধব ঘোষ দাঁইহাটে ও বাসুঘোষ তম্‌লুকে যাইয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী এত সহজ ও প্রাঞ্জল যে সামান্যরূপ জ্ঞান থাকিলেই তাহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। আবার কোন কোন পদ এত গভীরার্থক যে, সাধক ও ভক্ত না হইলে তাহার মর্ম্মোদ্ভেদ একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে।

বৃন্দাবন দাস

বৃন্দাবন দাস প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি ও পদরচয়িতা। তিনি চৈতন্যভাগবত ভিন্ন বৈষ্ণববন্দনা, ভজননির্ণয় ও তত্ত্ববিকাশ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। রায় রঘুপতি ও বল্লভ বৃন্দাবন দাসের বন্ধু ছিলেন। বৃন্দাবন স্বীয় একটী পদে বন্ধুদ্বয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—

"রায় রঘুপতি বল্লভ সঙ্গতি বৃন্দাবন দাস ভাসই।"

তাঁহার পদ সুললিত ও মধুর। [পরে চরিতশাখায় দেখ]

বৈষ্ণব দাস

বৈষ্ণব দাস—ইঁহার প্রকৃত নাম গোকুলানন্দ সেন, জাতিতে বৈদ্য, নিবাস টেঁঞা বৈদ্যপুর। ইনি রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। রাধামোহন ঠাকুরের সহিত স্বকীয়া ও পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া ১১১৫ সালে বা ১৬৪০ শকে কএকটী পণ্ডিতের এক বিচার হয়। ঐ বিচার-সভায় গোকুলানন্দ ও তাঁহার বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার (উদ্ধবদাস) উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং ইহা দ্বারা বলা যাইতে পারে যে, ইঁহারা উভয়েই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিখ্যাত পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা। বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুর উপসংহারে বলিয়াছেন যে—

"আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।
কে করিতে পারে তার গুণের বর্ণন।
গ্রন্থ কৈল পদামৃতসমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান।
নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
তাহার অনেক পদ সব তাহা লৈয়া।
সেই মূলগ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ অনেক পাইল।
এই গীতকল্পতরু নাম কৈল সার।
পূর্ব্ব রাগাদি ক্রমে চারি শাখা জার।"

পদকল্পতরু কোন্ শকে সঙ্কলিত হয়, তাহা নিশ্চয়রূপে জানা যায় না। বৈষ্ণবদাস সংগৃহীত ও নিজ রচিত পদ দ্বারা এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। ইঁহার রচিত কোন কোন পদ এতই মধুর যে উহা পাঠ করিলে বোধ হয় যেন নরোত্তম দাসের রচনা পাঠ করিতেছি। ইঁহার বৈষ্ণব সাহিত্য ও ইতিহাসেও বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল, ইনি অতি উত্তম কীর্ত্তনিয়া ছিলেন এবং যে সুন্দর গান করিতেন, তাহা অদ্যাপি 'টেঞার ঢপ' নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার কোন কোন পদের ভণিতায়—'দীনহীন বৈষ্ণবের দাস' এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

শচীনন্দন দাস

প্রসিদ্ধ চৈতন্যদাসের দুই পুত্র শ্রীশচীনন্দন ও রামচন্দ্র। শচীনন্দন বাল্যকাল হইতেই অতিশয় কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও কেশব। এই পুত্রগণও পরমভক্ত। ইনি পদাবলী ভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গবিজয় নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

শঙ্করদাস।

বৈষ্ণব সাহিত্যে পাঁচ জন শঙ্করদাসের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে পদকর্ত্তা দুই জন। ১ম শঙ্করদাস বা শঙ্কর বিশ্বাস, ইনি নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য, নরোত্তম বিলাসে ইঁহার নাম পাওয়া যায়—

"জয় বৈষ্ণবের প্রিয় শঙ্কর বিশ্বাস।
গৌরগুণ গানে জেহো পরম উল্লাস।"

২য় শঙ্কর ঘোষ

২য় শঙ্কর ঘোষ—মহাপ্রভু যখন নীলাচলে অবস্থান করেন, তখন শঙ্কর ঘোষ মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া স্বরচিত পদ গাইয়া গান করিতেন, এই গানে মহাপ্রভু অতিশয় প্রীত হইতেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি খেতুরির মহোৎসবেও উপস্থিত ছিলেন। দৈবকীনন্দন দাস এইরূপে তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন—

"বন্দিব শঙ্কর ঘোষ অকিঞ্চন রীতি।
ডম্বকের বাদ্যেতে যে প্রভুর কৈল প্রীতি।"

শিবানন্দ সেন

শিবানন্দ সেনের নিবাস কুলীন গ্রাম। ইনি মহাপ্রভুর অতিশয় অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর নীলাচলে গমন করিলে শিবানন্দ তাঁহার সহিত গমনের অনুমতি চাহিলে মহাপ্রভু তাঁহার উপর বিশেষ কোন ভারার্পণ করিয়া তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া যান। শিবানন্দ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিলেন, তিনি প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় বহুতর যাত্রী সঙ্গে লইয়া পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যাইয়া তুই মহাপ্রভুকে দর্শন করিতেন,ঐ সকল যাত্রীর ব্যয় তিনি নিজে দিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায় যে,—

"শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু স্থানে জাইতে সভে লয়ে জার সঙ্গ।
প্রতি বর্ষে প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচলে জান পথে পালন করিয়া।"

ইনি বৈদ্য ছিলেন, ইহার পরম ভাগবত তিন পুত্র জন্মে, যথা পরমানন্দ, চৈতন্যদাস সেন, ও রামদাস সেন। শিবানন্দ কোন কোন পদের ভণিতায় আপনাকে 'শিবাসহচরী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্যামদাস।

জাজিগ্রামবাসী শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তীর তুই পুত্র, শ্যামদাস ও রামচন্দ্র দাস। কেহ কেহ এই তুই ভ্রাতাকে শ্যামাচরণ ও রামচরণ কহিত। ইঁহারা উভয় ভ্রাতাই শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য এবং উভয় ভ্রাতাই পদকর্ত্তা ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়—

"শ্যামদাস রামচন্দ্র গোপাল তনয়।
শ্যামানন্দ রামচরণাখ্য কেহ কয়।
দোঁহে আচার্য্যের শিষ্য অদ্ভুত চরিত।
এথা অল্পে কহিল এ সর্ব্বত্র বিদিত।"

স্বরূপ দাস

স্বরূপ দাস শ্রীনিবাসের উপশাখা। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য শ্রীবিশ্বাচার্য্য, ইঁহার শিষ্য পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তমের শিষ্য বিলাসাচার্য্য, স্বরূপ বিলাসের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। স্বরূপের পদ অতি সুললিত।

হরিদাস

বৈষ্ণব সাহিত্যে ৭জন হরিদাসের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ছোট হরিদাস, বড় হরিদাস, ও দ্বিজ হরিদাস, এই তিন জন পদকর্ত্তা ছিলেন। ছোট হরিদাস নবদ্বীপবাসী গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি অতি সুকণ্ঠ। মহাপ্রভু যখন নীলাচলে অবস্থিতি করিতেন, তখন ইনি মহাপ্রভুর নিকট থাকিয়া তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইতেন। মহাপ্রভু ইঁহার কীর্ত্তনে এমন বিভোর হইতেন যে ইঁহাকে ক্ষণকালও কাছ ছাড়া করিতেন না, পরে এক দিন ইনি মাধবী দাসীর নিকট মহাপ্রভুর জন্য উত্তম তণ্ডুল পরিবর্ত্তন করিয়া লন, এই জন্য মহাপ্রভু ইঁহাকে পরিত্যাগ করেন। তাহাতে হরিদাস প্রয়াগে যাইয়া ত্রিবেণীতে প্রাণত্যাগ করেন।

দ্বিজ হরিদাস রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ, ফুলের মুখটী ও নৃসিংহের সন্তান। নিবাস টেঞা বৈদ্যপুরের এক ক্রোশ দক্ষিণে কাঞ্চনগড়িয়া গ্রাম। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্য অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। মহাপ্রভুর অপ্রকট হইলে ইনি প্রাণ পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন।

"দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য প্রভু অদর্শনে।
দেহত্যাগ করিবেন কবিলেন মনে।"

মহাপ্রভু স্বপ্নে তাঁহাকে আত্মহত্যা করিতে নিষেধ করেন, এবং বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করিতে বলেন, হরিদাস এই স্বপ্নাদেশে আত্মহত্যা না করিয়া বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করেন। শ্রীদাম ও গোকুলানন্দ নামে হরিদাসের তুই পুত্র ছিল, এই পুত্রদ্বয় শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। মাঘ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে হরিদাস অপ্রকট হন।

চরিত-শাখা।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় হইতে বঙ্গভাষায় চরিতরচনা বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল, লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থেও আংশিক ভাবে চৈতন্যচরিতের ঘটনাবিশেষ দৃষ্ট হয়—যথা গোবিন্দের কড়চা প্রভৃতি। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে প্রত্যেক গ্রন্থের বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়—যেমন চৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা ও নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর লীলার ভৌগোলিক বিবরণ এবং ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনাই জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের বিশেষত্ব। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল মুরারিগুপ্তের লিখিত সংস্কৃত চৈতন্যচরিতের বঙ্গানুবাদ। এতদ্ব্যতীত তিনি কবিজনদুর্লভ কল্পনায় মুরারির কড়চার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছেন। লোচনদাসের চৈতন্যচরিতের বিশেষত্ব এই যে, মহাপ্রভুর চরিত-লেখকগণের মধ্যে এরূপ মধুরভাবে আর কেহ তাঁহার লীলাবর্ণনা করেন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি বৈষ্ণবসমাজের সবিশেষ আদৃত। ইহাতে একদিকে যেমন

মহাপ্রভুর মহিয়সী মধুর লীলা-মাধুর্য্যের সরল বর্ণনা, অপর দিকে বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের সূক্ষ্মতত্বের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দের কড়চায় মহাপ্রভুর চরিতের অন্য কোন ঘটনা লিখিত হয় নাই, কেবল দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণই এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে এই সকল চরিতলেখক ও চরিত গ্রন্থের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত। শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবন দাস। এই গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ের শেষেই এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয় :—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগ গান॥"

এই গ্রন্থ পাঠে আরও জানা যায় যে, ইঁহার মাতার নাম নারায়ণী যথা :—

"সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস।
অবশেষ পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত॥"

এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। [বিশেষ বিবরণ বৃন্দাবন দাস শব্দে দ্রষ্টব্য।]

জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে চৈতন্যভাগবতই বাঙ্গালা ভাষায় চৈতন্যচরিতের আদি গ্রন্থ। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

"আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি।
শ্রীবৃন্দাবন দাস রচিল সর্ব্বোপরি॥"

এই গ্রন্থখানি পূর্ব্বে চৈতন্যমঙ্গল বলিয়া অভিহিত ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

"বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
বৃন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার।
এছি গ্রন্থ করি তেঁহো তারিল সংসার॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥"

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হওয়ার পরে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থখানি চৈতন্যভাগবত নামে অভিহিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক প্রকার প্রবাদ আছে। প্রেমবিলাসকার এই নাম পরিবর্ত্তনের একটা হেতু উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্‌যথা—

"চৈতন্য-ভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল॥"

যাহাই হউক, এই গ্রন্থখানি চৈতন্যভাগবত বলিয়াই প্রসিদ্ধ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সবিশেষ আদরণীয়। ইহার স্থানে স্থানে মুরারিগুপ্তের চৈতন্যচরিতের বিশুদ্ধ অনুবাদ দৃষ্ট হয়। মধ্য খণ্ডে লিখিত আদ্যাশক্তির স্তুতিও মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর স্থান বিশেষের অনুবাদ।

চৈতন্যমঙ্গল। কবি জয়ানন্দ গ্রন্থের নানা স্থানে* এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

"শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে।
জয়ানন্দের জন্ম মাতামহ গৃহবাসে॥
গুহিআ নাম ছিল মাএর মড়াছিআ বাদে।
জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্য প্রসাদে॥
জয়ানন্দের বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞি।
পরম ভাগবত উপমা দিতে নাঞি॥
পূর্ব্বে গোসাঞির শিষ্য পুস্তকলিখনে।
আপনে চিন্তএ পাঠ যত শিষ্যগণে॥
বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র তপস্যার ফলে।
জয়ানন্দ জন্ম হৈল চৈতন্য-মঙ্গলে॥"
"শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে।
জয়ানন্দের জনম হৈল সে দিবসে॥
গুহিআ নাম ছিল মায়ের মড়াছিআ বাদে।
জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্য প্রসাদে॥
মা রোদিনী ঋষি নিত্যানন্দের দাসী।
তার গর্ভে জন্মিঞা চৈতন্যানন্দে ভাসি॥"
"খুড়া জেঠা পাষণ্ড চৈতন্যে অল্প ভক্তি।
বাণীনাথ মিশ্র ষট্‌ রাত্রি উপবাসী।
দুর্ব্বাসা ভারতী ব্যাস জগৎ প্রকাশি॥
তার পুত্র মহানন্দ বিদ্যাভূষণ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ সর্ব্বসুলক্ষণ॥
তার ভাই ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র ভারতে।
অল্পকালে শরীর ছাড়িল পৃথিবীতে॥
জেঠা বৈকুণ্ঠমিশ্র সর্ব্বতীর্থপূত।
ছোট ভাই রামানন্দমিশ্র ভাগবত॥
বন্দ্যঘটিবংশে রঘুনাথ উপাসক।
তার মধ্যে জয়ানন্দ চৈতন্যভাবক॥
এত দূরে বৈরাগ্যখণ্ড সাঙ্গ হৈল।
গাইব সন্ন্যাস খণ্ড মন প্রকাশিল॥
চিন্তিঞা চৈতন্য গদাধর পাদদন্দ।
বৈরাগ্য খণ্ড সাঙ্গ হৈল গাএ জয়ানন্দ॥"
"জয়ানন্দের বাপ সুবুদ্ধিমিশ্র গোসাঞি।
চৈতন্যচরণ ধ্যান ইহা বই নাঞি॥
চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর পাদদন্দ।
আনন্দেতে তীর্থখণ্ড গায় জয়ানন্দ॥"
"চৈতন্য চলিল গৌড়দেশে।
শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞাবিশেষে॥
"তুজনা ভদ্রখ পাড়া, , ছাড়িয়া অম্বুয়গড়া,
সরো নগরে বাসা করি।

রেমুণা বাসদা দিঞা, বাতমে রহিল পিঞা,
জলেশ্বরে রহিলা শর্ব্বরী।
ছাড়িঞা দেবশরণ, প্রবেশিলা মান্দারণ,
বর্দ্ধমানে দিল দরশন।
জ্যৈষ্ঠ মাসের তাতে, তপ্ত সিকতাপথে,
তরু তলে করিল শয়ন।
বর্দ্ধমান সন্নিকটে, ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে,
আমাইপুরা তার নাম।
তাহে সুবুদ্ধিমিশ্র, গোসাঞির পূর্ব্ব শিষ্য,
তার ঘরে করিল বিশ্রাম।
তাহার নন্দন শুআ, জয়ানন্দ নাম থুঞা,
রোদিনী রাখিল তার লঞা।
রোদিনী ভোজন করি, চলিলা নদিয়াপুরী,
বায়ড়া উত্তরিলা পিঞা।
আশ্চর্য্য বিজয়খণ্ড, কেবল অমৃতকুণ্ড,
কর্ণরন্ধ্রে জগজন পিএ।
চৈতন্যপদারবিন্দ, সুধাময় মকরন্দ,
জয়ানন্দ সেই আশে জীএ।"

"শ্রীবীরভদ্র গোসাঞির প্রসাদমালা পাঞা।
শ্রীঅভিরাম গোসাঞির কেবল বর পাঞা।
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির আজ্ঞা শিরে ধরি।
শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল কিছু গীত প্রচরি।"

"অভিরাম গোসাঞির পাদোদক প্রসাদে।
পণ্ডিত গোসাঞির আজ্ঞা চৈতন্য আশীর্ব্বাদে।
বাপ সুবুদ্ধিমিশ্র তপস্যার বলে।
জয়ানন্দের মন হৈল চৈতন্য মঙ্গলে।"

কোন্ শকে জয়ানন্দের জন্ম ও কোন্ শকে চৈতন্যমঙ্গল সম্পূর্ণ হয়, এ সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থে কোন কথা লিখিত নাই। তবে গ্রন্থবর্ণিত ঘটনাবলী ও তথনকার বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা দ্বারা অনুমান হয় যে, ১৪৩৩ হইতে ১৪৩৫ শকের মধ্যে কবি জন্ম গ্রহণ করেন। কবি স্বচক্ষে চৈতন্যদেবের কার্য্য-কলাপ দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি নিজেও তাহার আভাস দিয়াছেন—

" নয়ীয়ার লোক যত তার তুমি আঁখি।
এ বোল স্বরূপ তাহে জয়ানন্দ সাখি।"

কবি গ্রন্থের প্রথমাংশেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেকগুলি বঙ্গীয় গ্রন্থকার ও বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার তালিকাটী উদ্ধৃত করিলাম—

"চৈতন্য অনন্ত রূপ অনন্তাবতার।
অনন্ত কবীন্দ্রে গাএ মহিমা জাহার।
রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি।
পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি।
শ্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়।
গুণরাজখান্ কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র তাঁরা করিল প্রকাশ।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার।
চৈতন্যচরিত্র আগে করিল প্রচার।
চৈতন্যসহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে।
সার্ব্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে।
শ্রীপরমানন্দপুরী গোসাঞি মহাশয়ে।
সংক্ষেপ করিল তিঁহি গোবিন্দবিজয়ে।
আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি।
শ্রীবৃন্দাবনদাস রচিল সর্ব্বোপরি।
গৌরদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি।
সংক্ষেপে করিলেন তিঁহি পরামনন্দগুপ্ত।
গৌরাঙ্গ-বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত।
গোপালবসু করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে।
চৈতন্য-মঙ্গল তাঁর চামর বিচ্ছন্দে।
ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্যরসে।
জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল গাএ শেষে।
আর শত শত কবি জন্মিব অপার।
চৈতন্যমঙ্গল তাঁরা করিব প্রচার।
চিন্তিয়া চৈতন্যগদাধরপদদ্বন্দ্ব।
আদিখণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ।"

কবি চৈতন্য-জীবন ও গান পালা বিশেষে বিভক্ত করিবার জন্য নয় খণ্ডে স্বীয় গ্রন্থের বিভাগ করিয়াছেন। তিনি এই ৯ খণ্ডের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"প্রথমেত আদিখণ্ড যুগ ধর্ম্ম কর্ম্ম।
দ্বিতীয় নদীয়াখণ্ড গৌরাঙ্গের জন্ম।
তৃতীয়ে বৈরাগ্যখণ্ড ছাড়ি গৃহবাস।
চতুর্থে সন্ন্যাসখণ্ড প্রভুর সন্ন্যাস।
পঞ্চমে উৎকলখণ্ড গেল নীলাচল।
ষষ্ঠে প্রকাশখণ্ড প্রকাশ উজ্জ্বল।
সপ্তমেত তীর্থখণ্ডে নানা তীর্থ করি।
অষ্টমে বিজয়খণ্ডে গেলা বৈকুণ্ঠপুরী।
নবমে উত্তরখণ্ডে গীত সাঙ্গোপাঙ্গ।
যুগাবতার জত করিল গৌরাঙ্গ।
এই নবখণ্ড গীত চৈতন্যমঙ্গল।
শুনিলে সকল পাপ যাএ রসাতল।"

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হইতে আরও জানিতে পারি যে, এক সময়ে শ্রীহট্টে মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল। অধিবাসিগণ দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছিল। সেই মহা মড়কের সময় নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও পুরন্দর মিশ্র সস্ত্রীক নবদ্বীপে পলাইয়া আসেন। যে

নবদ্বীপ এক সময়ে গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের প্রিয় রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, মিশ্র মহাশয়ের আগমনকালে সেই নবদ্বীপের পূর্ব্বসমৃদ্ধি তখনও এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, তখনও অসংখ্য মন্দির বিবিধ জাতির নিবাসভূত অট্টালিকাশ্রেণী নবদ্বীপের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিল।

চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে নবদ্বীপে যবনের ঘোরতর উপদ্রব বাড়িয়াছিল। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী পিরলিয়া গ্রামের লোকেরা অনেকেই যবন হইয়া যায়। নবদ্বীপের উপর পিরলিয়া গ্রামীদেরই কিছু বেশী আক্রোশ, তাহারা মুসলমান রাজাকে জানাইল যে, নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে। যবনরাজ সে কথা শুনিয়া আর কি স্থির থাকিতে পারেন? নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগকে ধরিয়া যবন করিবার আদেশ করিলেন। গৌড়াধিপের আজ্ঞায় পিরলিয়া গ্রামিরা আসিয়া যাহাকে যাহাকে পারিল, যবন করিতে লাগিল। এই উৎপাতের সময় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই নবদ্বীপ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। তাঁহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌম একজন। এই দুঃসময়ে বিশ্বরূপের জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণাদির করুণ আর্ত্তনাদে মহামায়ার দয়া হইল। ভক্ত কবি লিখিয়াছেন, মহামায়া দিগম্বরী খড়্গখর্পরধারিণী ভীষণা কালী মূর্ত্তিতে নিদ্রিত যবনরাজের নেত্রপথে সমুদিত হইলেন। স্বপ্নে যবনরাজ অতিশয় ভয় পাইলেন। তাঁহাব মতিগতি ফিরিল, তিনি নবদ্বীপের উপর আর কোন অত্যাচার করিলেন না, নবদ্বীপবাসীকে অভয় দান করিলেন। এখানে একটা কথা বলিবার আছে। কবি জয়ানন্দ একজন পরম বৈষ্ণব ও তাঁহার খুড়া জ্যেঠা এবং পূর্ব্বপুরুষগণ রামোপাসক ছিলেন। তিনি বিষ্ণু অথবা হনুমান্ কর্ত্তৃক মুসলমানরাজের দর্পচূর্ণকাহিনী বর্ণনা করিলেন না কেন? আমাদের বোধ হয় কবির বর্ণনার মধ্যে কিছু সত্য ঘটনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বঙ্গের সর্ব্বত্রই শাক্তগণের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। শাক্তগণের কোনরূপ অনুষ্ঠানে দৈবগতিকে মুসলমানরাজের মন ফিরিয়াছিল, তাই বোধ হয় গৌড়াধিপ উত্ত্যক্ত নবদ্বীপবাসীকে অভয়দান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সমুদ্র যেমন স্থির ভাব ধারণ করে, মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে নবদ্বীপ সেইরূপ শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচরিতামৃতের প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শেষে এইরূপ ভণিতা আছে :—

"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।"

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত প্রার্থনা পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ,
যে রচিল চৈতন্য চরিত।"

ইনি গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি সহজীয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ ইঁহার নামে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল গ্রন্থ গোস্বামী শাস্ত্রের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ অপ্রণালীবদ্ধ। কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি কখনও সেরূপ গ্রন্থের প্রণেতা নহেন, ইহাই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিশ্বাস। কৃষ্ণদাস বিনয়ের খনি। তিনি নিজ গ্রন্থে আত্মপরিচয় দেওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত মনে করিতেন, তথাপি আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে তিনি কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন :—

"আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দ গুণে লেখা উন্মত্ত করিয়া।"

কিন্তু তাঁহার এই আত্মপরিচয় কেবল গৃহত্যাগের হেতুর বিবরণ মাত্র—কেবল নিত্যানন্দ প্রভুর দয়ার পরিচয় মাত্র তথাপি ইহাতে তাঁহার সাংসারিক জীবনের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

"অবধূত গোসাঞীর এক ভৃত্য প্রেমধাম।
দীন কোন রামদাস হয় তাঁর নাম।
আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন।
তাহাতে আইল তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ।
* * * *
গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তেঁহো করে সেবাকার্য্য।"

এই কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়া বুঝা যায়, কৃষ্ণদাসের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল। তাঁহার বাড়ীতে শ্রীবিগ্রহের নিত্যপূজা হইত। পূজকের নাম ছিল—গুণার্ণব মিশ্র। মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাড়ীতে ২৪ প্রহরী কীর্ত্তন হইত। তাহাতে বৈষ্ণবগণের নিমন্ত্রণ হইত। তাঁহার একটি ভ্রাতা ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি তাঁহার তেমন বিশ্বাস ছিল না। ইহাতে কৃষ্ণদাস তাঁহাকে ভর্ৎসনা করেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

"চৈতন্য গোসাঞীরে তার সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ প্রতি তার বিশ্বাস আভাস।
ইহা শুনি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবে ত ভ্রাতারে আমি করিনু ভৎসনে।"

রামদাস প্রভু নিত্যানন্দের পরম ভক্ত ছিলেন। নিত্যানন্দের প্রতি অনাদরের কথা শুনিয়া ভ্রাতার প্রতি কৃষ্ণদাসের ক্রোধ

উপস্থিত হয়। এমন কি তিনি ভ্রাতাকে ভৎর্সনা করেন, বৈষ্ণবের ক্রোধে তাঁহার ভ্রাতার সর্ব্বনাশ ঘটে। কিন্তু নিত্যানন্দের প্রতি অচল ভক্তিপ্রদর্শনে এবং ভ্রাতাকে সৎপথে আনয়ন করার চেষ্টার ফলে কৃষ্ণদাসের সৌভাগ্য উপস্থিত হয়। যথা—

"ভাইকে ভৎসিহ মুঞি লইয়া এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন।
নৈহাটী নিকটে ঝামটপুর গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম।"

কেহ কেহ বলেন, এই ঝামটপুরেই কৃষ্ণদাসের বাটী ছিল। সে কথার বিশেষ প্রমাণ কি আছে বলা যায় না। কিন্তু এই-স্থানই কবিরাজ গোস্বামীর পাট বলিয়া বিখ্যাত। এখনও এই স্থানে তাঁহার স্থাপিত শ্রীমূর্ত্তি পূজিত হইতেছেন। কৃষ্ণদাস স্বপ্নযোগেই বৃন্দাবন-যাত্রার অনুমতি প্রাপ্ত হন যথা—

"অরে কৃষ্ণদাস না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়।
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাত লাগি দিঞা।
অন্তর্দ্ধান কৈলা প্রভু নিজ গণ লঞা।"

ইহার পরেই কৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্র শিক্ষা করেন ও ভজননিরত হন। প্রেমবিলাস, কর্ণামৃত ও বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শিনী প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার জন্ম, লোকান্তর-প্রাপ্তি ও পারিবারিক অবস্থাদি সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ পরম ভক্ত ও ভজননিষ্ঠ বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীমদ্দাস গোস্বামী ইঁহার শিক্ষাগুরু। ইনি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"তাঁহার সাধন রীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার।"

কৃষ্ণদাসকে কেহ কেহ বৈদ্য, কিন্তু অনেকে বলেন, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামীর সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও এই মতের সমর্থন করা হইয়াছে। ইঁহাদের যুক্তি এই, কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনে মদনমোহন বিগ্রহের সেবাধিকারী ছিলেন। এই সেবাধিকার ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতির লাভ করিবার যোগ্যতা ছিল না। কবিরাজ উপাধি ব্রাহ্মণেরও আছে। রসমঞ্জরীসংপ্রার্থনাষ্টক নামক আট শ্লোকও কবিরাজ গোস্বামীর রচিত। এই শ্লোকাষ্টকেও ইনি শ্রীরঘুনাথের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্র-শিষ্য। ইনি দীর্ঘজীবী ছিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতরচনার সময়ে ইনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। যথা—"আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর" ইত্যাদি। ইনি সংসারত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। রাধাকুণ্ডে ভজন করিতেন এবং সেইখানেই মানবলীলা সংবরণ করেন। এই স্থলে অদ্যাপি ইঁহার সমাধি বর্ত্তমান।

ইঁহার কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সমাজে পূজনীয়। শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণববৃন্দের অনুরোধে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। কৃষ্ণদাস তাঁহাদের উৎসাহেই এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন। যথা :—

"আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সভার হল মন।
মোরে আজ্ঞা করিল সভে করুণা করিয়া।
তাঁ সভার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া।"

সুতরাং মহাপ্রভুর শেষ লীলা বর্ণনাই এই গ্রন্থের এক প্রধানতম লক্ষ্য। শ্রীস্বরূপ দামোদরের সংস্কৃত কড়চা গ্রন্থ এবং শ্রীরঘুনাথ দাসের কড়চা শ্লোকই এই লীলা রচনাসম্বন্ধে ইহার প্রধান উপাদান। অন্ত্যলীলায় মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ বর্ণন প্রেমিক ভক্তগণের হৃৎকর্ণের রসায়নসঞ্জীবনী সুধা। তাঁহার কথিত এক একটি প্রলাপ পদ ভাব-সাগরের কোটি কোটি মহাতরঙ্গের লীলাস্থল।

এই গ্রন্থখানি অশেষ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতের সার স্বরূপ বহুল শ্লোকরত্নে ইহার কলেবর সমলঙ্কৃত। তদ্ব্যতীত অলঙ্কার শাস্ত্র, অভিজ্ঞান শকুন্তল, অমরকোষ, আদিপুরাণ, উজ্জ্বলনীলমণি, উত্তরচরিত, উদ্বাহতত্ত্ব, উপপুরাণ, একাদশীতত্ত্ব, মুরারিকৃত কড়চা, রূপগোস্বামিকৃত কড়চা, স্বরূপগোস্বামিকৃত কড়চা, রঘুনাথ দাস গোস্বামিকৃত কাব্যপ্রকাশ, কিরাতার্জ্জুনীয়, কৃষ্ণকর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ, গোপীপ্রেমামৃত, গোবিন্দলীলামৃত গৌতমীয় তন্ত্র (বৃহৎ ও লঘু), চৈতন্যচন্দ্রোদয়, চৈতন্যভাগবত, জগন্নাথবল্লভ নাটক, দানকেলিকৌমদী, নাটকচন্দ্রিকা, নামকৌমুদী, নারদীয় পুরাণ (লঘু ও বৃহৎ), নৈষধ, ন্যায়, পঞ্চদশী, পদ্মপুরাণ, পদ্যাবলী, পাণিনি, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মসংহিতা, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ভগবদ্গীতা, ভাগবত-সন্দর্ভ, ভাবার্থদীপিকা, মনু, মহাভারত, যামুনাচার্য্যস্তব, রঘুবংশ, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, বিশ্বপ্রকাশ, বিষ্ণুপুরাণ, শাঙ্করভাষ্য, ষট্‌সন্দর্ভ, স্তবমালা (রূপ ও রঘুনাথকৃত), সামুদ্রিক, সাহিত্যদর্পণ, হরিভক্তিবিলাস ও হরিভক্তিসুধোদয়, প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে সারগর্ভ বচনাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সকলই এই গ্রন্থের বহিরঙ্গ গৌরব। ভক্তিপ্রেম ও ভগবন্মাধুর্য্যই এই গ্রন্থের প্রাণ, শ্রীগৌরাঙ্গই ইহার আত্মা।

ইহার প্রতি ছত্রই অমৃতবর্ষী, প্রতি ছত্রই গোলোকের আনন্দ সুধায় পরিপ্লুত। ইহার প্রত্যেক কথাই সূত্রবৎ বহুলতত্ব-নিবহে পরিপূর্ণ এবং প্রত্যেক উক্তিই আনন্দতত্বের অক্ষয় উৎস। এই চরিতামৃত শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর সিদ্ধাবস্থার গ্রন্থ। বিবিধ তাত্ত্বিক বিচার ও বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের অদ্ভুত সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। লঘু ভাগবতামৃত, হরিভক্তি-বিলাস, ষট্‌সন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি ও শ্রীমদ্ভাগবতের সুসিদ্ধান্ত সমূহ প্রচুর পরিমাণে এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার, শ্রীরামানন্দমিলন, শ্রীরূপ সনাতনের শিক্ষা ও শ্রীরূপের নাটক-বিচার অতীব পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। অথচ ইহার কুত্রাপি শুষ্কতর্কের কঠোরতা নাই, সর্ব্বত্রই মহাপ্রভুর মনে প্রেমভক্তির রসপ্রবাহে ভক্ত পাঠকগণের হৃদয় আনন্দরসে পরিপ্লুত হয়। এই চৈতন্য চরিত গ্রন্থের মধ্যে এই গ্রন্থখানিই সর্ব্বা-পেক্ষা আদরণীয়। এই গ্রন্থ খানি বৈষ্ণবগণের গৃহে গৃহে পূজিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের রচয়িতা—লোচন দাস। ইহার জীবনবৃত্ত লোচন দাস শব্দে দ্রষ্টব্য। লোচনের চৈতন্যমঙ্গল শ্রীচৈতন্য-শ্রীচৈতন্যমঙ্গল। চরিত সম্বন্ধে একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন।

"গৌরাঙ্গ মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।"

এই মধুর লীলা লোচনের সুললিত তুলিতে যেরূপ উজ্জ্বল ভাবে সুচিত্রিত হইয়াছে, যেরূপ মধুময়ী চিত্তাকর্ষণী ভাষায় গ্রথিত হইয়াছে, অন্য কোন লীলালেখক সেরূপ মাধুর্য্যময়ী ভাষায় এই মধুর লীলা লিখিতে সমর্থ হন নাই। লোচনের সরল কবিতার প্রবল আকর্ষণে বাঙ্গালী হৃদয় কোন সময়ে এই ভুবনপাবনী লীলায় যে অত্যধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছিল, এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। চৈতন্যভাগবতের ন্যায় এই এইখানিও প্রধানতঃ আদি, মধ্য ও শেষ এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু লোচন দাস এই গ্রন্থে একটি সূত্রখণ্ড লিখিয়াছেন। এই খণ্ডে মঙ্গলাচরণ, বন্দনা, প্রশ্ন, শ্রীকৃষ্ণের উত্তর, নারদ মুনির গৌররূপ দর্শন, কলিযুগাবতারের প্রমাণ, শ্রীকৃষ্ণের অবতারকারণকথা ও নিজ নিজ অংশে দেবগণের জন্ম ইত্যাদি বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই অংশ গ্রন্থকারের স্বীয় অনুভাবলব্ধ।

অতঃপর আদিখণ্ড হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা বর্ণিত হইয়াছে। লোচনদাস মুরারি গুপ্তের চৈতন্যচরিত হইতেই তদীয় গ্রন্থের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের বহুল স্থান তাঁহার স্বীয় অনুভাবের উপরে রচিত হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় ভগবদ্ভক্তের ভক্তি যে যোগজ বা প্রত্যক্ষবৎ, যথার্থ বৈষ্ণব-গণের ইহাই ধারণা। তিনি যে মুরারি গুপ্তের চৈতন্যচরিত হইতে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহার গ্রন্থেও উহার পরিস্ফুট স্বীকৃতি পরিলক্ষিত হয়। যথা—

"অধিকারী নহোঁ তবু করোঁ পরমাদ।
গোরা গুণ মাধুরীতে বড় লাগে সাধ।
মুরারি গুপত বেজা বৈসে নবদ্বীপে।
নিরন্তর থাকে গোরাচাঁদের সমীপে।
সর্ব্বতত্ব জানে সে প্রভুর অন্তরীণ।
গৌরপদারবিন্দে ভকত প্রবীণ।
জন্ম হৈতে বালক চরিত্র ক্রমে ক্রমে কৈল।
আদ্যোপান্ত জত জত প্রেম প্রচারিল।
দামোদর পণ্ডিত সব পুছিল তাঁহারে।
আদ্যোপান্ত জত কথা কহিল প্রকারে।
শ্লোক ছন্দে হৈল পুঁথি গৌরাঙ্গচরিত।
দামোদর সংবাদ মুরারি মুখোদিত।
সুনিয়া আমার মনে বাড়িল পিরীত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কৈঁহো গৌরাঙ্গচরিত।"

ফলতঃ মুরারিগুপ্তের চৈতন্যচরিতই লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল রচনার প্রধানতম উপাদান। মুরারিগুপ্তের কড়চাসূত্রে স্বীয় কবিত্বের রত্নরাজি গাঁথিয়া লোচনদাস যে শ্রীগৌরাঙ্গ চরিতহার গ্রথিত করিয়াছেন, উহা ভক্তগণের কণ্ঠভূষণ এবং অতীব আদরের ধন। পশ্চিম বঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে এখনও স্থানে স্থানে এই গ্রন্থ পূজিত হইতেছে। আদিখণ্ডে মহাপ্রভুর কার্য্যলীলা এবং বিবাহ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিবাহবর্ণন নিরতি-শয় চিত্তাকর্ষক। মধ্যখণ্ডে প্রেমময় গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনে অতি অদ্ভুত কবিত্বপ্রতিভা প্রতিফলিত হইয়াছে। শেষখণ্ডে মহাপ্রভুর দক্ষিণ ও পশ্চিম তীর্থের বর্ণনা আছে এবং উপসংহারে মহা-প্রভুর তিরোধান-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে তিরোধানের বিবরণ লিখিত হয় নাই। তিনি যে যে স্থানে মুরারি গুপ্তের কড়চার অনুবাদ করিয়াছেন, সেই অনুবাদ অতি বিশুদ্ধ হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষাতে লোচনের যথেষ্ট অধিকার ছিল। লোচন দাস রায় রামানন্দের জগন্নাথ-বল্লভ নাটকেরও অতি সুন্দর পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

মুরারি গুপ্তের কড়চার অনুবাদ ব্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গচরিতের অপর কোন ঘটনার সমাবেশ এই গ্রন্থে অতি বিরল। সুতরাং পরবর্ত্তী চরিতলেখকগণ এই গ্রন্থ হইতে সবিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই।

এ ছাড়া চূড়ামণিদাসের চৈতন্যচরিত, শঙ্করভট্টের নিমাইসন্ন্যাস, মনঃসন্তোষিণী এবং গোবিন্দদাসের কড়চা পাওয়া গিয়াছে

চূড়ামণিদাসের চৈতন্যচরিত কতকটা লোচনদাসের গ্রন্থের মত, এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, মহাপ্রভুর জন্মশ্রবণে বৌদ্ধগণও অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, ইহাতে মনে হয় গ্রন্থকার গৌরাঙ্গভক্ত হইলেও তিনি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সুললিত, মধ্যে মধ্যে অনেক নূতন কথা আছে। এই গ্রন্থের দুইশত বর্ষের প্রাচীন পুথি বাহির হইয়াছে।

চূড়ামণি দাস

শঙ্করভট্টের নিমাই সন্ন্যাস ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসকাহিনী অতি মর্ম্মস্পর্শী করুণরসে বিবৃত হইয়াছে।

শঙ্কর ভট্ট

গোবিন্দদাসের কড়চায় মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের অনেক কথা অতি সুললিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন—

গোবিন্দ দাস

"বর্দ্ধমান কাঞ্চন নগরে মোর ধাম।
শ্যামদাস পিতৃ নাম গোবিন্দ মোর নাম॥
অস্ত্র হাতা বেড়া গড়ি জাতিতে কামার।
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার॥
আমার নারীর নাম শশিমুখী হয়।
এক দিন ঝগড়া করি মোরে কটু কয়॥
নির্গুণ মূরখ বলি গালি দিল মোরে।
সেই অপমানে গৃহ ছাড়িলাম ভোরে॥
চৌদ্দ শ ত্রিশ শকে বাহিরেতে যাই।
অভিমানে গর গর ফিরে নাহি চাই॥
ক্রমে পহুঁছিনু আমি কাঁটোয়ার ধাম।
সেথা আসি শুনিলাম শ্রীচৈতন্যের নাম॥
সকলেই চৈতন্যেরে বাখানিয়া বলে।
তাহা শুনি ছুটিলাম দর্শনের ছলে॥
সব দিন চলিয়া আইনু মাঠে মাঠে।
প্রাতে গঙ্গা পেরিয়ে আইনু ন'দের ঘাটে॥
কটিতে গামছা বাঁধা আশ্চর্য্য গঠন্।
সঙ্গে এক অবধৌত প্রফুল্ল বদন॥
তিন চারি সঙ্গী আরো নাচিতে নাচিতে।
স্নানে নামিলেন প্রভু গঙ্গার গর্ভেতে॥
গৃহবিচ্ছেদের ছলা হৈল ভাগ্যক্রমে।
তাই আইলাম শীঘ্র নবদ্বীপ ধামে॥...
ঘাটে বসি এই লীলা হেরিনু নয়নে।
কি জানি কেমন ভাব উপজিল মনে॥
ঘামিয়া উঠিল দেহ তিতিল বসন।
ইচ্ছা অশ্রু জলে মুছি পাখালি চরণ॥
মোর ভাগ্যক্রমে প্রভু হেরিয়া আমারে।
আড়ে আড়ে চাহিতে লাগিলা বারে বারে॥
তারপর গুড়িগুড়ি আইলা যখন।
চরণে ধরিয়া ভূমে পড়িনু তখন॥
চরণের তলে মুই গড়াগড়ি যাই।
হাত ধরি বসাইলা দয়াল নিমাই॥
হাসি হাসি মোর সনে করি আলাপন।
নাম জিজ্ঞাসিলা প্রভু করিয়া যতন॥
প্রভু বলে কোন্ জাতি কিবা তব নাম।
কিসের ব্যবসা কর কোথা তব ধাম॥
এত কৃপা কেন মোরে অহে দয়াময়।
অধমের নামটী গোবিন্দ দাস হয়॥
ছিলাম গৃহস্থ গৃহে নানা কর্ম্ম করি।
এবে কিন্তু হইয়াছি পথের ভিখারী॥
বিষয় ছাড়িয়া এনু প্রভু দরশনে।
এবে প্রভু দেহ স্থান ও রাঙ্গা চরণে॥
বর্দ্ধমান কাঞ্চন নগর মোর ধাম।
শ্যামদাস কর্ম্মকার জনকের নাম॥"

এইরূপে প্রথম দর্শন হইতেই গোবিন্দ কর্ম্মকার মহাপ্রভুর অনুচর ও পরে দাক্ষিণাত্যভ্রমণের সঙ্গী হইলেন। তিনি বরাবর মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া অনেক নূতন কথা বর্ণনা করিয়াছেন। অপর কোন চরিত গ্রন্থে সে সব কথা নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রাচীন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থকার এই গোবিন্দের কড়চার বিষয়ে কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। গোবিন্দ দাস আপনাকে অতি মূর্খ বলিয়া পরিচিত করিলেও অনেক উচ্চ তত্ত্বকথার আলোচনা করিয়াছেন। সুশিক্ষিত অধিকারী ভিন্ন অপরের হস্তে এরূপ কথা কখনই রচিত হইতে পারে না। আমরা গোবিন্দদাসের মুদ্রিত গ্রন্থই দেখিয়াছি। বহু অনুসন্ধানেও প্রাচীন পুথির অস্তিত্ব বাহির হয় নাই। মুদ্রিত গ্রন্থের রচনা অতি প্রাঞ্জল, অতি সুললিত এবং মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট কবিত্বনৈপুণ্য আছে। ইহার ভাষা, ছন্দোবন্ধ ও রচনা-পারিপাট্য আলোচনা করিলে কখনই প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এজন্য অনেকেই মুদ্রিত গোবিন্দ-কড়চার মৌলিকতা স্বীকার করেন না। অনেকে আবার এমনও বলিয়া থাকেন যে, গোবিন্দ কর্ম্মকার নামে কোন ব্যক্তি দাক্ষিণাত্য-যাত্রাকালে মহাপ্রভুর অনুসঙ্গী হন নাই। কিন্তু জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-যাত্রাকালে গোবিন্দ কর্ম্মকার নামে এক ব্যক্তি তাঁহার অনুসঙ্গী হইয়াছিলেন। সুতরাং গোবিন্দ কর্ম্মকারকে আমরা মহাপ্রভুর অনুচর বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। বৈষ্ণবসাহিত্যে যে সকল কড়চা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র গ্রন্থ। সম্ভবতঃ গোবিন্দ দাসও ঐরূপ কোন ক্ষুদ্র কড়চা লিখিয়া থাকিবেন, তাহাই আধুনিককালে পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত হইয়া 'বর্ত্তমান গোবিন্দদাসের কড়চার আকার ধারণ করিয়া থাকিবে।

মনঃসন্তোষিণী।

জগজ্জীবন মিশ্র মনঃসন্তোষিণী রচনা করেন। এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায় মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা পরমানন্দ মিশ্র এই গ্রন্থকারের পূর্ব্ব-পুরুষ। পরমানন্দ মিশ্র হইতে ইনি অষ্টম পুরুষ। এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে মহাপ্রভুর ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

ঐ কয়খানি গ্রন্থ ব্যতীত মহাপ্রভুর লীলাঘটিত আরও কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। যথা—প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী, রামগোপালদাসের চৈতন্যতত্ত্বসার, হরিদাসের চৈতন্য-মহাপ্রভু এবং গোবিন্দদাসের গৌরাখ্যান। এতন্মধ্যে

চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী

প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গ্রন্থ, শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪ হাজার। এ খানি চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের পুরাতন পদ্যানুবাদ। আড়াই-শত বর্ষের অধিক হইল, এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। রচনা অতি সুললিত ও ভাবপ্রবণ, গ্রন্থ পাঠ করিবার কালে কোন গ্রন্থবিশেষের ভাবানুবাদ পাঠ করিতেছি বলিয়া মনে হয় না। কবি গ্রন্থের শেষে ডাকিয়াছেন—

> "কালসর্প ভয়ঙ্কর, প্রেমামৃতহীন নর,
> অনাথ ডাকিছে গৌরহরি।
> প্রেমদাস অগেয়ান, প্রেমামৃত দেহ দান,
> কৃপাকর আত্মসাৎ করি॥"

প্রসিদ্ধ রসজ্ঞ কবি পীতাম্বরদাসের পিতা রামগোপাল দাস "চৈতন্যতত্ত্বসার" লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র, চৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গৌরাখ্যান-গ্রন্থ 'নিগম' নামেও পরিচিত। এখানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ।

মহাপ্রভুর লীলাচরিত লইয়া যেমন বহু ভক্ত চৈতন্যচরিত রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ বহু কবি অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি বহু মহাত্মার লীলা প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি-সাধন করিয়াছেন।

হরিচরণ দাস নামক এক ব্যক্তি অদ্বৈতমঙ্গল লিখিয়াছেন। গ্রন্থে হরিচরণ দাসের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থে

অদ্বৈতমঙ্গল

লিখিত আছে যে, গ্রন্থকার আচার্য্য প্রভুর পুত্র অচ্যুতানন্দের শিষ্য এবং তাঁহারই আদেশে আচার্য্য প্রভুর চরিত্র লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঁচ ভাগে বিভক্ত—

১ম বাল্য লীলায় জন্মাদি বর্ণনা, ২য় পৌগণ্ড লীলায় শান্তি-পুরে আগমন, ৩য় কৈশোর লীলায় তীর্থপর্য্যটন, বৃন্দাবনে মদন-গোপালপ্রতিষ্ঠা, ভক্তিশাস্ত্রব্যাখ্যা, দিগ্বিজয়িজয়, এবং অদ্বৈত-নাম্ন প্রকাশ; ৪র্থ যৌবনলীলায় শান্তিপুরে বাস ও তপস্যা; ৫ম অন্তলীলায় বিবাহ, নিত্যানন্দ ও চৈতন্যের প্রকাশ, শান্তিপুরে বিবিধ লীলা ও পুত্রাদির জন্ম।

এই গ্রন্থে ২৩ সংখ্যা বা পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম সংখ্যায় গুরুসঙ্গবর্ণন, বস্তুনিরূপণ ও কৃষ্ণলীলা অনুক্রম, দ্বিতীয় সংখ্যায় পূর্ব্বোক্ত পাঁচ অবতারসূত্রকথন, বিজয়পুরীর আগমন, তৃতীয় সংখ্যায় বিজয়পুরীর সংবাদ, ভাগবত আস্বাদন। চতুর্থ সংখ্যায় রাজপুত্রের প্রতি কৃপা, পঞ্চমে শ্রীহট্টের বৈষ্ণব রাজার কথা, ষষ্ঠে প্রভুর শান্তিপুরে আগমন, সপ্তমে বৃন্দাবনে গমন, অষ্টমে মদনগোপাল-স্থাপন, নবমে মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট প্রভুর দীক্ষা-গ্রহণ, দশমে দিগ্বিজয়িবিজয়, একাদশে কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীর কথা, দ্বাদশে হরিদাসের আবির্ভাব ও প্রভাববর্ণন, ত্রয়োদশে রাধাকৃষ্ণ-ভজন, চতুর্দ্দশে রূপসনাতনসংবাদ, পঞ্চদশ সংখ্যায় অদ্বৈত প্রভুর বিবাহ, ষোড়শে সীতাদেবীর দীক্ষা, সপ্তদশে নিত্যানন্দের আবির্ভাব ও তদীয় বলদেবতত্ত্বকথন। অষ্টাদশে অদ্বৈতের হুঙ্কারে মহাপ্রভুর আবির্ভাব, যথা :—

> "অষ্টাদশ সংখ্যায় লিখি মহাপ্রভুর জন্ম।
> অদ্বৈত হুঙ্কারে সব কাঁপিল ব্রহ্মাণ্ড॥
> হুঙ্কার করিয়া আনিলা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
> রাধাকৃষ্ণ দোঁহা এক শচীর নন্দন॥
> তাহারে সেবা করি আপনে সেবিলা।
> মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শচীকে দীক্ষা দিলা॥"

ঊনবিংশ সংখ্যায় জ[illegible], বিংশতিতে অচ্যুত ও মহাপ্রভুর দেহের অভেদত্ব, একবিংশতি সংখ্যায় অদ্বৈতের প্রতি মহাপ্রভুর দণ্ড, অদ্বৈতের ঐশ্বর্য্য, দ্বাবিংশতি সংখ্যায় অদ্বৈতগৃহে মহাপ্রভুর সেবা, ও ত্রয়োবিংশ সংখ্যায় শান্তিপুরে দানলীলার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায় শেষে ভণিতায় লিখিত আছে :—

> "শ্রীশান্তিপুরনাথ-পাদপদ্ম করি আশ।
> অদ্বৈতমঙ্গল কহে হরিচরণ দাস॥"

এই গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, অদ্বৈতপ্রভুর দুই ঘরণীর উদরে ছয় সন্তান জন্মপরিগ্রহ করেন। অচ্যুতানন্দ, বলরাম, গোপাল, জগদীশ ও স্বরূপ এই পাঁচপুত্র সীতাঠাকুরাণীর গর্ভজাত। কৃষ্ণমিশ্র অপর ঠাকুরাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

ঈশান নাগর অদ্বৈতপ্রকাশ রচনা করেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, তিনি শান্তিপুরের অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য ও অনুচর। ঈশানের পিতা দরিদ্র ছিলেন। তাহার পিতৃবিয়োগের সময়

অদ্বৈত-প্রকাশ

তাঁহার বয়ক্রম পাঁচ বৎসর ছিল। এই অবস্থায় তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া শ্রীল অদ্বৈতা-চার্য্যের শরণগ্রহণ করেন। এই সময়ে মাতা ও পুত্র উভয়েই আচার্য্য-প্রভুর নিকট দীক্ষিত হন। আচার্য্যপ্রভুর প্রযত্নে তিনি লেখাপড়ায় সুপণ্ডিত হইলেন এবং গুরুপরিচর্য্যায়

ভক্তিমান্ হইয়া উঠিলেন। একদিন ব্রাহ্মণ হইয়া ঈশান অদ্বৈতের পদসেবা করিতেছেন দেখিয়া অদ্বৈত প্রভু বলেন যে এ কার্য্য ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ। ঈশান তৎক্ষণাৎ আপনার যজ্ঞসূত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। আচার্য্যপ্রভুর তিরোধানের পরে ঈশান অনুক্ষণ তাহার অভাব অনুভব করিতেন এবং তাঁহার চরিত্র-চিন্তা করিতেন। ইহার ফলে অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থ লিখিত হয়। ইহাতে অদ্বৈত-প্রভুর চরিত্র সংক্ষেপতঃ সূত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; যথা :—

"শিরে ধরি এই সীতামাতার আদেশ।
জগদানন্দ রায়ের সঙ্গে আইনু পূর্ব্বদেশ॥
বংশরক্ষা করি সীতামার আজ্ঞা পালিবারে।
ঝাট চলি আইনু মুঞি শ্রীধাম নগরে॥
তথা রহি এই গ্রন্থ করিনু লিখন।
গুরুআজ্ঞামাত্র মুঞি করিনু রক্ষণ॥
সূত্রমাত্র লিখিনু মুঞি ঐছে আজ্ঞামতে।
ইথে কিছু দোষগুণ না রহ আমাতে॥
এই ভিক্ষা মাগো শ্রোতা বৈষ্ণবচরণে।
মো অধমের অপরাধ ক্ষম নিজগুণে॥
মুঞি অতি বৃদ্ধ মোর নাহি কিছু জ্ঞান।
শ্রীচৈতন্যপদে গ্রন্থ করি সম্প্রদান॥"

যে সালে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে তাহারও পরিচয় দিয়াছেন যথা—

"চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে।
লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউরধামে॥"

ঈশান নাগর বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহার বংশধরগণ এখনও ঢাকা মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত ঝাকপাল গ্রামে বাস করিতেছেন।

এই গ্রন্থে মহাপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আছে। গ্রন্থকার আপনাকে শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিলেও গ্রন্থের ভাষা অতি মার্জ্জিত ও আধুনিক ভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়, এমনও অনেক কথা আছে যাহা ইতিহাসবিরুদ্ধ, যেমন বিদ্যাপতির সহিত অদ্বৈতপ্রভুর সাক্ষাৎ। নানা কারণে গ্রন্থখানিকে খাঁটী জিনিস বলিতে সন্দেহ হয়।

অদ্বৈতবিলাস।

এ ছাড়া অদ্বৈতবিলাসে অদ্বৈতপ্রভুর বাল্যলীলাদি বর্ণিত হইয়াছে। নরহরি দাস এই গ্রন্থের রচয়িতা—ইনি শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার নহেন। কেননা বন্দনায় শ্রীখণ্ডনিবাসী নরহরির বন্দনা আছে, যথা—

"জয় জয় নরহরি শ্রীখণ্ডনিবাসী।
জার প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীগৌরগুণরাশি॥"

কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম উল্লেখ করিয়াও বন্দনা আছে।

অদ্বৈতপ্রভুর বাল্যলীলা সূত্র

অদ্বৈতপ্রভুর বাল্যলীলা সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণদাসের রচিত বলিয়া লিখিত আছে। এই কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস নামে খ্যাত। ইঁহার নিবাস শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় পরগণায়।

অদ্বৈতমঙ্গল

শ্যামদাস-প্রণীত একখানি অদ্বৈতমঙ্গল দৃষ্ট হয়। ইহাতেও অদ্বৈতপ্রভুর লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

সীতাচরিত্র

লোকনাথ দাস সীতাচরিত্র রচনা করেন। এই লোকনাথ কে, গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। এই পুস্তকে অদ্বৈতপ্রভুর ঘরণী সীতাঠাকুরাণীর চরিত্র লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকে চৈতন্য-চরিতামৃত নামেরও উল্লেখ আছে। এই পুস্তকখানি দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। রচনা প্রাঞ্জল। ইহাতে ভগবদ্ভক্তের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে।

নিত্যানন্দ-বংশমালা

নিত্যানন্দ-বংশমালা নামে একখানি চরিতগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের রচয়িতা বৃন্দাবন দাস বলিয়াই প্রসিদ্ধি আছে। ইহাতে নিত্যানন্দ প্রভুর পিতামহ, পিতা ও মাতার উল্লেখ ও পুত্রাদির নামধামাদি লিখিত হইয়াছে। চৈতন্যভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবন দাসই এই গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

ভক্তিরত্নাকর

নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রসিদ্ধ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের প্রণেতা—ইহাঁর অপর নাম ঘনশ্যাম দাস। বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিষ্য বলিয়া অনেকে মনে করেন, কিন্তু ইনি তাঁহার পূর্ব্বতন শ্রীনিবাসের শিষ্য। ইঁহার পিতার নাম জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থখানি সুবৃহৎ। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভু, নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দের জীবনী বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য, স্বরূপ দামোদর, পুরী গোস্বামী প্রভৃতি বহু বৈষ্ণবমহাজনের চরিত ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে। এই গ্রন্থখানিকে বৈষ্ণবচরিতাবলী ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্তসার বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থ পঞ্চদশতরঙ্গে বিভক্ত। প্রথম তরঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীর পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয়, গোস্বামিগ্রন্থপরিচয়, শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় তরঙ্গে শ্রীনিবাসের পিতা চৈতন্যদাসের কথা, তৃতীয় ও চতুর্থ তরঙ্গে শ্রীনিবাসের নীলাচলে, গৌড়ে ও বৃন্দাবনে গমন বর্ণন, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তরঙ্গে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রাঘব পণ্ডিতের ব্রজবিহার, রাগরাগিণী ও নায়িকাভেদ

এবং শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ প্রভৃতি গোস্বামিগণের গ্রন্থ লইয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা বর্ণন; সপ্তম তরঙ্গে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরদ্বারা গ্রন্থচুরি এবং পরিশেষে বীর হাম্বীরের বৈষ্ণব-ধর্ম্মগ্রহণ; অষ্টমে শ্রীনিবাসের নিকট রামচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণ; নবমে কাঁচাগড়িয়া ও খেতুরীর মহোৎসব, দশম ও একাদশে নিত্যানন্দশক্তি জাহ্নবাদেবীর তীর্থভ্রমণবৃত্তান্ত, দ্বাদশে শ্রীনিবাসের নবদ্বীপে গমন ও ঈশানের নবদ্বীপ-বৃত্তান্ত কথন, ত্রয়োদশে আচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পরিণয় ও বেড়াকুলী গ্রামের সঙ্কীর্ত্তন এবং পঞ্চদশে শ্যামানন্দের উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে বরাহপুরাণ, পদ্মপুরাণ, আদিপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, সৌরপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, লঘুভাগবতামৃত, লঘুতোষিণী, গোবিন্দবিরুদাবলী, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, সাধনদীপিকা, নবপদ্য, গোপালচম্পূ, চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক, ব্রজবিলাস, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, মুরারিগুপ্ত কৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত, উজ্জ্বলনীলমণি, গোবর্দ্ধনাশ্রয়, হরিভক্তি-বিলাস, স্তবমালা, সঙ্গীতমাধব, বৈষ্ণবতোষিণী, শ্যামানন্দশতক, মথুরাখণ্ড প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে শ্লোকাদি এবং চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের পয়ারও প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গোবিন্দদাস, নরোত্তমদাস ও রায়বসন্ত প্রভৃতি পদকর্ত্তাদের সরস মধুর পদদ্বারাও এই গ্রন্থখানি সমলঙ্কৃত হইয়াছে। নরহরি নিজেও ঘনশ্যাম দাস এই ভণিতায় কতকগুলি পদ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গোবিন্দদাস প্রভৃতির নিকট শ্রীজীবগোস্বামীর সংস্কৃতভাষায় লিখিত পত্রগুলিও এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে।

নরহরি চক্রবর্ত্তী নরোত্তমবিলাস নামে আর এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি দ্বাদশ বিলাসে বিভক্ত। ইহাতে খেতুরীর মহোৎসবের বিস্তৃত বিবরণও লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

নরোত্তমবিলাস।

প্রেমবিলাস

প্রেমবিলাস নামে আর একখানি চরিতগ্রন্থ আছে, নিত্যানন্দ দাস ইহার রচয়িতা। নিত্যানন্দের অপর নাম বলরাম দাস। ইনি শ্রীখণ্ডনিবাসী আত্মারাম দাসের পুত্র, মাতার নাম সৌদামিনী। ইনি মাতাপিতার একমাত্র সন্তান--জাতিতে বৈদ্য। প্রেমবিলাস গ্রন্থখানি সুবৃহৎ—২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের কথাই প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রঘুনাথ দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি অন্যান্য প্রধান প্রধান ভক্তের বৃত্তান্ত ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাষা জটিল। প্রায় তিনশত বৎসর হইতে চলিল এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

যদুনন্দন দাস প্রসিদ্ধ কর্ণানন্দ রচনা করেন। ইহাতে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। দাস রঘুনাথ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের তিরোভাব সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে যেরূপ বর্ণনা আছে, এই গ্রন্থে তাহার যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কর্ণানন্দ প্রেমবিলাসের অনেক পরে লিখিত। পুস্তকখানি ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। কোন সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, গ্রন্থেই তাহার পরিচয় আছে। যথা—

কর্ণানন্দ

"বুধাইপাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে॥
পঞ্চদশ শত আর বৎসর ঊনত্রিশে।
বৈশাখমাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥
নিজ প্রভু-পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া।
সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥"

কর্ণানন্দ গ্রন্থখানির রচনা অতি প্রাঞ্জল।

বংশীশিক্ষা পুস্তকপ্রণেতার নাম প্রেমদাস—ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ইঁহার উপাধি সিদ্ধান্তবাগীশ। এই গ্রন্থে মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস এবং বংশীঠাকুর নামক মহাপ্রভুর অনুচরের জন্ম ও শিক্ষা-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। বংশীশিক্ষা গ্রন্থকার আপনাকে চৈতন্যসম্প্রদায়নাটকের অনুবাদক বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি।

বংশী-শিক্ষা

উড়িষ্যাবাসী গোপীবল্লভ দাস খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রসিক মুরারির চরিত্র বর্ণনাই এই গ্রন্থের বিষয়। রসিকানন্দ মেদিনীপুরের অন্তর্গত রোহিণীর জমিদার শিটকরণবংশীয় অচ্যুতানন্দের পুত্র। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বৈরাগ্যদয় হয়। গ্রন্থকার এই রসিক মুরারির শিষ্য। তাঁহার বংশধরগণ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গোপীবল্লভপুরে বাস করিতেছেন। গ্রন্থকার আত্ম-পরিচয়ে এইরূপ বিবরণ লিখিয়াছেন—

রসিকমঙ্গল

"চরণে লোটায়া বন্দো রসময় পিতা।
তবে ত বন্দিনু মাতাজীউ পতিব্রতা॥
পতি পত্নী দোঁহে আর পুত্র পাঁচ জন।
রসিক চরণে সভে পশিলা শরণ॥
খুল্লতাত বন্দিনু বংশী মথুরাদাস।
আদ্য শ্যামানন্দীতে তাহার প্রকাশ॥
গোপকুলে মো সভার হইল উৎপত্তি।
শ্যামানন্দপদদ্বন্দ্ব কুলশীল জাতি॥

গোপীজনবল্লভ হরিচরণ দাস।
মাধব রসিকানন্দ কিশোরের দাস॥
জাতি প্রাণধন তার অচ্যুতনন্দন॥
শ্রীরসময় নন্দন ভাই পঞ্চ জন॥
বল্লভের সুত রাধাবল্লভ বিখ্যাত।
রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি তার পিতামাতা॥
সগোষ্ঠী সহিত তারা রসিককিঙ্করে।
রসিক সঙ্গেতে তারা সতত বিহরে॥"

এই গ্রন্থ ৪ বিভাগে এবং প্রতি বিভাগ ১৬ লহরীতে সম্পূর্ণ। পূর্ব্ববিভাগে ১২ বৈষ্ণব-বন্দনা, ২ শ্যামানন্দ প্রভুর জন্ম ও তীর্থ-ভ্রমণ বিবরণ, ৩ রোহিণীগ্রামের শোভাবর্ণন, ৪ রসিকানন্দের কথা, ৫ রসিকানন্দের বাল্যলীলা, ৬ অন্নপ্রাশন, ৭ কর্ণবেধ ও দয়ালদাসী ঠাকুরাণীর আগমন, ৮ ভাগবত অনুক্রমে বাল্যলীলা, ৯ বিদ্যাভ্যাস, ১০ হরিগুরুর নিকট শিক্ষা ও বৈরাগ্য, ১১ বিবাহোদ্যোগ, ১২ বিবাহ-বৃত্তান্ত, ১৩ বৈরাগ্য, ১৪ শ্যামানন্দ বিরহে কাতরতা, ১৫ শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের মিলন, ১৬ উপাস্য নির্ণয়। দক্ষিণবিভাগে ১ দামোদর গোস্বামীর শিষ্যত্বগ্রহণ, ২ রসিকানন্দের ব্রজে গমন ও তথায় শ্যামানন্দের ঐশ্বর্য্য দর্শন, ৩ গোপীবল্লভপুর প্রকাশ, ৪ তুলসীদাসের সহিত মিলন, ৫ ভীমশ্রী করের বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণ, ৬ ঠাকুরাণী প্রকাশ এবং যুগলমিলন দর্শনে প্রেমোদয়, ৭ চতুঃষষ্টি ভক্তি অঙ্গ-সাধনা, ৮ গুরুর প্রতি অলৌকিক ভক্তি-প্রদর্শন, ৯ বলরামপুরে সাধু-সেবার নিমিত্ত যবনের হাতে নিগ্রহভোগ, ১০ বড়কোলা গ্রামে দোলযাত্রা মহোৎসব, ১১ মেদিনীপুর আলমগঞ্জে মহোৎসব, শ্যামানন্দের দারপরিগ্রহ এবং রসিকানন্দ নিজ স্ত্রীকে অভিশাপ প্রদান, ১২ রাজা বৈদ্যনাথভঞ্জ ও তাঁহার দুই ভ্রাতার শিষ্যত্ব গ্রহণ, ১৩ ষড়দর্শন-বিচার, ১৪ সাংখ্যতত্ত্বে বৈরাগ্যস্থাপন, ১৫ জীবহত্যানিবারণ ও ভগবানের রূপবর্ণন, ১৬ কৃষ্ণকথা শ্রবণ কালে রাজা বৈদ্যনাথভঞ্জের অন্যমনস্কতা হেতু রসিকানন্দকর্তৃক নিগ্রহভোগ। পশ্চিমবিভাগে ১ গোপীবল্লভপুরে রাসযাত্রা মহোৎসবের উদ্যোগ, ২ রাসযাত্রা বর্ণন, ৩ রাসের অনুকরণ, ৪ রসিকানন্দের পদে গোক্ষুর নাগ দংশন, ৫ দধিকর্দ্দমোৎসব, ৬ আহম্মদবেগের নিগ্রহ, ৭ রসিকানন্দের প্রভাবদর্শনার্থ গমন ও হস্তীপ্রেরণ, ৮ হস্তীবশ ও তাহার কর্ণে মন্ত্রদান, ৯ পটাশপুরগ্রামে রাজা গজপতির নিকট বংশীবাদন, ১০ পথহারা বৈষ্ণবগণের সহিত রসিকানন্দের বনপ্রবেশ, ক্ষুধাতুর বৈষ্ণবগণের নিদ্রা, তৎ-কালে রসিকানন্দের নিকট মত্তহস্তী আসিয়া তণ্ডুলদান ও তদ্দ্বারা বৈষ্ণবভোজন, ১১ গোপীবল্লভপুরে গোবিন্দজীউ প্রকাশ, ১২ শ্যামানন্দের বায়ুরোগ শান্তিহেতু হিমসাগর তৈল আনয়ন, ১৩ শ্যামানন্দ প্রভুর বৃন্দাবন লাভ, ১৪ শ্যামানন্দী প্রধান প্রধান শিষ্যগণের নাম, ১৫ শ্যামানন্দী ভৃত্যশিষ্যগণের নাম, ১৬ গোবিন্দ-পুরে দ্বাদশ মহোৎসব। উত্তরবিভাগে ১ শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য কিশোর দাস ও চিন্তামণি দাসের দেহত্যাগ, ২ শ্যামানন্দের ভার্য্যাত্রয়কে একত্র থাকিবার জন্য রসিকের আদেশ, ৩ উদণ্ড-ভূঞার নিকট হইতে বৃন্দাবনচন্দ্র আনয়ন এবং রসিকানন্দের ময়না, হিজলী প্রভৃতি দেশভ্রমণ, ৪ শ্যামপ্রিয়া, যমুনা ও গৌরাঙ্গ-দাসী এই তিন ঠাকুরাণীর কোন্দল, ৫ পত্রে ভাগবতের গুপ্তরহস্য শুনিয়া দুষ্টগণের দুরভিসন্ধি ত্যাগ, ধলভূমরাজের প্রতি রসিকা-নন্দের অভিশাপ, ৬ গোপীবল্লভপুরে মহোৎসব, ৭ রাসযাত্রায় ঝড়বৃষ্টিনিবারণ, ৮ নীলাচল যাত্রা, পথি মধ্যে রসিকানন্দের প্রভাবে গৃহদাহ নির্ব্বাপণ, ৯ নদীপার কালে নৌকা জলমগ্ন হওয়ায় স্রোতে ভাগবত ভাসিয়া যাওয়ার কথা, ১০ জগন্নাথদেবের রথ টানিবার জন্য দৈববাণী, ১১ পাদশাহের আদেশে কুড়িটী হস্তী আনয়ন, তজ্জন্য রসিকের প্রতি পাদশাহের বিশ্বাস, ব্যাঘ্রের কর্ণে হরিনাম দান, ১২ কোল অধিপতির রসিকানন্দের প্রতাপ দর্শন, ১৪ বৃন্দাবন গমনার্থ রসিকের প্রতি স্বপ্নাদেশ, ১৫ রেমুণায় ক্ষীর-চোরা গোপীনাথের নিকট সমাধি করিবার আদেশ, ১৬ বৃন্দাবন-যাত্রা। রসিকমঙ্গল মতে ১৫১২ শকে রসিকানন্দের জন্ম, গ্রন্থ-কার রসিকানন্দের শিষ্য।

প্রসিদ্ধ কবি নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভক্তিরত্নাকরে শ্যামানন্দের কতকটা পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদাস শ্যামানন্দপ্রকাশ ও শ্রীজীবদাস শ্যামানন্দ-বিকাশ লিখিয়া এই ধর্ম্মজীবনের আরও কতকাংশ পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই দুই গ্রন্থের মধ্যে ভাষায়, ভাবে ও বর্ণনায় শ্যামানন্দপ্রকাশই প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহাতে শ্যামানন্দের বৃন্দাবনলীলাই সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্যামানন্দপ্রকাশ ও
শ্যামানন্দবিকাশ

ভক্ত রাইচরণ দাস অভিরামবন্দনা রচনা করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র বন্দনাতে অভিরাম গোস্বামীর চরিতের কিছু কিছু কথা আছে।

অভিরামবন্দনা

দেবনাথ ও বলরাম দাস যথাক্রমে গৌরগণাখ্যান ও গৌর-গণোদ্দেশ রচনা করেন। সংস্কৃত-ভাষায় গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ও বৃহৎ গৌরগণোদ্দেশ নামে গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহারই ভাব লইয়া সংক্ষেপে উক্ত দুই গ্রন্থ প্রায় ২ শত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছে। ঐ দুই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পার্শ্বদগণের সংক্ষেপে পরিচয় আছে।

গৌরগণাখ্যান ও
গৌরগণোদ্দেশ

তিনশত বর্ষ হইয়া গেল দৈবকীনন্দন দাস বৈষ্ণববন্দনা

রচনা করেন। তৎপূর্ব্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে যত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলের নাম এই গ্রন্থে আছে। এ কারণ গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও বৈষ্ণবেতিহাস লিখিবার সময় যথেষ্ট কাজে আসিবে।

বৈষ্ণববন্দনা।

আগর দাসের শিষ্য নাভাজী হিন্দি ভক্তমালের রচয়িতা। তাঁহার শিষ্য প্রিয়দাস ইহার টীকা করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য কৃষ্ণদাস বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত তিনি আরও বহু ভক্ত-চরিত ইহাতে সংগৃহীত করিয়া তাঁহার গ্রন্থ খানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বহু সংখ্যক ভক্ত-চরিত বর্ণিত হইয়াছে। এই ভক্তচরিত গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সমাজে অতীব আদরের সহিত পঠিত হয়।

ভক্তমাল।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দ বীর-রত্নাবলী রচনা করেন। ভণিতায় লিখিত আছে,—

বীর-রত্নাবলী।

"মহাপ্রভু বীরচন্দ্র অমূল্যপদদ্বন্দ্বে।
শ্রীনিবাসসুত কহে এ গতিগোবিন্দে।"

ইহাতে গুপ্তবৃন্দাবনের কিঞ্চিৎ বর্ণনা এবং নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র গোস্বামীর জীবনীর দুই চারিটী অদ্ভুত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে।

এ ছাড়া গতিগোবিন্দ ঠাকুরের রচিত 'অন্তপ্রকাশখণ্ড' পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে বীরচন্দ্র প্রভুর শেষ লীলার কতকাংশ বর্ণিত দেখা যায়। এখানি বীররত্নাবলীর শেষাংশ হইতে পারে। ইহার শেষে এইরূপ লিখিত আছে—

অন্তপ্রকাশখণ্ড।

"এই ত কহিলাঙ্ ম্লেচ্ছের আদি অন্ত কথা।
জে কথা সুনিলে দুঃখ ঘুচএ সর্ব্বথা।
জয় জয় বীরচন্দ্র অমূল্য পদদ্বন্দ্বে।
অন্তপ্রকাশ কহে এ গতিগোবিন্দে।"

আনন্দচন্দ্র দাস—জগদীশ পণ্ডিতের চরিত্রবিজয়প্রণেতা। শ্রীল ভট্ট রঘুনাথ দাস আচার্য্য প্রভু জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। রঘুনাথের শিষ্য শ্রীমদ্ভাগবতানন্দের স্বপ্ননিদেশে আনন্দচন্দ্র দাস উক্ত গ্রন্থখানি রচনা করেন।

জগদীশ পণ্ডিতের চরিত্রবিজয়।

এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, গয়ঘড় বন্দ্য ভট্ট নারায়ণ সন্তান কমলাক্ষের বাস পূর্ব্বদেশে ছিল। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী ভাগ্যদেবী। উভয়ে বিষ্ণুপরিচর্য্যার ফলে জগদীশ পণ্ডিতকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। জগদীশভক্ত কবি আনন্দ দাস অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পণ্ডিতের বিস্তৃত চরিত্র বর্ণনা করেন।

"মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষে একাদশী তিথি।
ভীম একাদশী বলি লোকে জার খ্যাতি। * * *
একাদশীর রাত্রে লোক শ্রীহরিবাসরে।
হরি কৃষ্ণ নাম গান করে উচ্চৈঃস্বরে।
শুভলগ্ন শুভগ্রহ শুভ ক্ষেত্ররাশি।
অবতীর্ণ জগদীশ সর্ব্বগুণ রাশি।"

জগদীশ পণ্ডিত নিজ পুত্র রামভদ্রে শক্তি সঞ্চার করিয়া অন্তর্দ্ধান করেন।

"নিজ পুত্র রামভদ্রে শক্তি সঞ্চারিলা।
তিঁহ ভক্তি দিয়া বহু জীব নিস্তারিলা। * * *
এরূপে শ্রীজগদীশ জীব নিস্তারিয়া।
অন্তর্দ্ধান হৈলা গৌরপদ ধেয়াইয়া।
পৌষ মাসে শুক্লপক্ষে তৃতীয়ার দিনে।
অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন বৃন্দাবনে।"

আনন্দদাস কোন্ সময় এই গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা জানা যায় না। তবে তাঁহার হস্তে জগদীশ পণ্ডিতের চরিত্র বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। [জগদীশ পণ্ডিত দেখ।]

অনুবাদ ও ব্যাখ্যাশাখা।

সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রাচীন কবিগণ বঙ্গীয় সাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। পৌরাণিক সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ শাখায় ইতঃপূর্ব্বে বহুসংখ্যক সুবিখ্যাত গ্রন্থের নাম ও পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে অকারাদি বর্ণমালাক্রমে কতিপয় গ্রন্থকার ও তাঁহাদের গ্রন্থের নাম ও বিষয়ের উল্লেখ করা হইতেছে।

অকিঞ্চনের বিশেষ কোন পরিচয় জানা যায় নাই। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ রামানন্দ রায় কৃত জগন্নাথবল্লভ নাটকের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

অকিঞ্চন দাস

কবিবল্লভের গুরুর নাম উদ্ধব, পিতার নাম রাজবল্লভ এবং মাতার নাম বৈষ্ণবী। বগুড়া জেলার অন্তঃপাতী করতোয়া নদীতীরস্থ মহাস্থানের সন্নিকট অরোরা গ্রামে ইঁহার নিবাস। ইনি রসকদম্ব নামক গ্রন্থে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই :—

কবিবল্লভ

"নিজ গুরুঠাকুর উদ্ধব দাস নাম।
তাঁহার প্রসাদে হৈল সংসার শোভন।
পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা।
জন্মাএগ গোচর কৈল সংসারের ব্যথা।
করতোয়া তীর মহাস্থানের সমীপে।
অরোরা গ্রামেতে জন্ম বসতি স্বদপে।"

কবিবল্লভের রসকদম্ব গ্রন্থ বৈষ্ণব-সমাজে যদুনন্দনের বিদগ্ধ-মাধব নাটকের রসকদম্ব নামধেয় গ্রন্থের ন্যায় সুপরিচিত নহে। এই রসকদম্বখানি কোন গ্রন্থবিশেষের আমূল অনুবাদ নহে। গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থের অবলম্বন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"বৃন্দাবনে রূপ সনাতন মহাশয়।
বনমালী দাস স্থানে কহিল নিশ্চয়॥
তাহাতে শুনিল নিত্যলীলার আরম্ভ।
পয়ারে লিখিল তত্ত্ব সম্বন্ধ॥"

আবার অন্যত্র—

"শ্রীকৃষ্ণসংহিতাতত্ত্ব করিয়া প্রধান।
পুরাণসংগ্রহ আর করিয়া প্রমাণ॥
মুক্রি মূর্খ হীন তাহে পুজি নাহি ঘটে।
দ্বাবিংশতি রস কহি অনেক সঙ্কটে॥"

এই গ্রন্থ দ্বাবিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত। দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে মূল গ্রন্থের আরম্ভ। প্রত্যেক অধ্যায়ের শীর্ষদেশে আলোচ্য রসের নাম আছে যথা—দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূত্ররস, ৩য়ে বৈভবরস, ৪র্থে হাস্য, ৫মে প্রেম, ৬ষ্ঠে অদ্ভুত, ৭মে শিক্ষা, ৮মে স্তুতি, ৯মে ভেদ, ১০মে শৃঙ্গার, ১১ প্রেম, ১২ শান্তি, ১৩ ভাব, ১৪ ভজন, ১৫ বীভৎস, ১৬ আহ্লাদ, ১৭ ভক্তি, ১৮ ভীতি, ১৯ বিস্ময়, ২০ করুণ, ২১ বীর এবং ২২ দীক্ষারস। এই গ্রন্থখানি সহজীয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ।

কৃষ্ণদাস

কৃষ্ণদাস সুবিখ্যাত কাশীরাম দাসের অগ্রজ। ইঁহার গুরুদত্ত নাম কৃষ্ণকিঙ্কর। ইনি গোপালদাস নামক জনৈক ব্রহ্মচারীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। অবিপ্লুত ব্রহ্মচারী গুরু গোপাল দাসের আদেশে কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস গ্রন্থ রচনা করেন। কাশীরাম দাস স্বীয় গ্রন্থে স্বীয় অগ্রজ ও অনুজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যথা:—

"কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠভ্রাতা।
কাশীদাস কহে সাধুজনের চরণে॥

আবার অন্যত্র—

তব পদাম্বুজ, কৃষ্ণদাসানুজ,
কাশীদাস ধ্যায় ধ্যানে।"

কৃষ্ণদাস, কাশীদাস ও গদাধর এই তিন ভ্রাতাই পরম বৈষ্ণব ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ছিলেন। গদাধর দাসের জগৎমঙ্গলে ইহাঁদের সবিশেষ বংশ পরিচয় লিখিত হইয়াছে, উহা অতঃপর দ্রষ্টব্য। কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস গ্রন্থখানিতে প্রাঞ্জল ভাষায় হরিলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতেরই আংশিক অনুবাদ। ইহাতে কশ্যপ ও অদিতির তপস্যা, ভগবানের দ্বাবিংশতি অবতার, বামনোপাখ্যান, কৃষ্ণাবতার, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন মথুরা ও দ্বারকালীলা, উদ্ধবপ্রশ্ন, উদ্ধবের প্রতি ভগবানের তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ, চতুর্ব্বিংশতি গুরুর বিষয়, ধ্রুব-চরিত্র, ভগীরথের উপাখ্যান, শতধ্যাশুর বধ, প্রহ্লাদচরিত্র ইত্যাদি বিষয় লিখিত হইয়াছে। এখানি অনুবাদ গ্রন্থ হইলেও শ্রীভাগবতের উক্ত প্রবন্ধগুলির আংশিক অনুবাদ, ফলতঃ এই সকল বিষয় অবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মতপার্থক্যও দৃষ্ট হইল।

গদাধর দাস

গদাধর সুবিখ্যাত কাশীরাম দাসের অনুজ। ইনি উৎকল-স্থিত মাধনপুরের বিশ্বেশ্বরের বাটীতে দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তীর নিকট পুরাণ গ্রন্থ শুনিয়া জগৎমঙ্গল রচনা করেন। এই গ্রন্থ স্কন্দ ও ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতির ভাব লইয়া অনূদিত। এই গ্রন্থে উৎকলখণ্ডের বর্ণনা আছে। গ্রন্থ মধ্যে গ্রন্থকার বিস্তৃতরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, যথা—

"ভাগীরথী তীরে ঘটে ইন্দ্রাণী নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গি গ্রাম॥
অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বাম পদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণকমলে॥
তাহাতে শাণ্ডিল্য গোত্র দেব যে দৈত্যারি।
দামোদরপুত্র তার সদা ভজে হরি॥
ভুবরাজ শুভরাজ তাহার নন্দন।
ভুবরাজ পুত্র হৈল মিশ্র যতন॥
তাহার নন্দন হয় নাম ধনঞ্জয়।
তাহাতে জন্মিল শুন এ তিন তনয়॥
রঘুপতি ধনপতি দেব নরপতি।
রঘুপতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি॥
প্রিয়ঙ্কর রঘুদেব কেশব সুন্দর।
চতুর্থ শ্রীমুখদেব পঞ্চম শ্রীধর॥
প্রিয়ঙ্কর হইতে এ পঞ্চ উদ্ভব।
যদু সুধাকর মধু রাম যে রাঘব॥
সুধাকর নন্দন যে এ তিন প্রকার।
শ্রীমন্ত কমলাকান্ত এ তিন কুমার॥
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
রচিলা কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥
দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবানে।
রচিলা পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণে॥
জগৎমঙ্গল কথা করিল প্রকাশ।
তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস॥"

কাশীরাম দাস মহাভারত লিখিয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। তদীয় অগ্রজ কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণবিলাস গ্রন্থ লিখিয়া জনসমাজে কবিখ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ গদাধরের জগৎমঙ্গল বা জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থখানিও অতীব উপাদেয়। এই গ্রন্থ ১৫৬৪ শকে (বা ১০৫০ সালে) লিখিত হয় যথা :—

"চতুঃষষ্টি শকাব্দা সহস্র পঞ্চাশতে।
সহস্র পঞ্চাশ সন দেখ লেখা মতে॥"

তিন ভ্রাতাই সাহিত্যসেবক ও ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ছিলেন।

গিরিধর—ইঁহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। জয়দেবকৃত সংস্কৃত গীতগোবিন্দ গীতিকাব্যের বঙ্গানুবাদকগণের মধ্যে গিরিধর অন্যতম। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচিত হওয়ার ১৬ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়। গিরিধরের অনুবাদে মূল গ্রন্থের ভাব, মাধুর্য্য ও পদলালিত্য অব্যাহত রহিয়াছে। অভিসারের পদটীর অনুবাদ এইরূপ :—

গিরিধর

"কর অভিসার, করি রতিরস,
মদন মনোহর বেশে।
গমনে বিলম্বন, না কর নিতম্বিনী,
চল চল প্রাণনাথ পাশে॥"

ইনি দাসগোস্বামীর মনঃশিক্ষারও অনুবাদ করিয়াছেন।

গোপীচরণ দাস—চৈতন্যচন্দ্রামৃতের অনুবাদক।

গোবিন্দ ব্রহ্মচারী—ইনি জয়দেবকৃত সংস্কৃত গীতগোবিন্দের বঙ্গভাষায় পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

ঘনশ্যাম দাস—ইনি গোবিন্দরতিমঞ্জরী গ্রন্থের অনুবাদক। গোবিন্দ রতিমঞ্জরী ইঁহারই রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ।

ঘনশ্যাম দাস

জয়ানন্দ—ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের ধ্রুবচরিত্র ও প্রহ্লাদচরিত্রের ভাবালম্বনে দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

জয়ানন্দ

দীনহীন দাস—ইনি কবিকর্ণপুরের রচিত সংস্কৃত গৌরগণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থখানির নাম কিরণদীপিকা।

দীনহীন দাস

দেবনাথ—শ্রীমদ্ভাগবতের ভ্রমরগীতার ভাবগত অনুবাদ করিয়া ভ্রমরগীতা নামে বাঙ্গালা পদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

দেবনাথ দাস

নরসিংহ দাস—ইনি সংস্কৃত হংসদূত গ্রন্থের ভাবগত অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ :—

নরসিংহ দাস

"প্রথমে বন্দিব মুঞি প্রভুর চরণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যত দেবগণ॥
* * * * *
গোপীর বিরহ কথা না যায় কথন।
শ্লোকচ্ছন্দে দাস গোসাঞি করিলা রচন॥
সংস্কৃত করিলা গ্রন্থ বুঝাতে সুজনে।
মূর্খেই ইহার কথা না জানে মরমে॥
কৃষ্ণের সংবাদ কিছু জানিতে না পারে।
সম্বাদ না পাঞা গোপী সবা মন পুরে॥
হংসদূত করি পাঠাইলা অবশেষে।
কহিব তাহার কথা শুন সবিশেষে॥"

হংসদূত গ্রন্থখানি শ্রীরূপ গোস্বামীর বিরচিত। কিন্তু নরসিংহদাস "দাস গোস্বামী"র রচিত বলিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীমৎ রঘুনাথ দাসই "দাস গোস্বামী" নামে খ্যাত। তিনি যে কখনও হংসদূত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা আর কোথাও জানা যায় না। অনুবাদ পাঠ করিয়া আমরা যে মর্ম্ম বুঝিলাম, তাহাতে এই গ্রন্থখানি শ্রীরূপ গোস্বামীর হংসদূত অবলম্বনেই রচিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইল।

নরসিংহ দ্বিজ—ইঁহার গ্রন্থের নাম উদ্ধব-সংবাদ। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধব-সংবাদের ভাবগত অনুবাদ।

নরসিংহ দ্বিজ

নারায়ণ দাস—শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর রচিত সুবিখ্যাত মুক্তাচরিত্র গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে লিখিত হইয়াছে—

নারায়ণ দাস

"প্রভু শ্রীজয় গোপানন্দ পাদপদ্ম আশ।
মুক্তার চরিত্র কহে নারায়ণ দাস॥
ঋতু বেদ অঙ্গ চন্দ্র (১৪৪৬) গণনা সঙ্কেতে।
মুক্তা-চরিত্র ভাষা হৈল বিদিতে॥"

ইহার শ্লোকসংখ্যা প্রায় দুই সহস্র।

প্রেমদাস—ইনি দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষার বঙ্গানুবাদ ও স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উপসংহারে লিখিত আছে—

প্রেমদাস

"শ্রীদাস গোসাঞীর পদ হৃদে আশ কৈল।
দ্বাদশ শ্লোকের অর্থ মন বুঝাইল॥
বৈষ্ণব গোসাঞী পাদপদ্ম হৃদি আশ।
মনঃশিক্ষা সংক্ষেপার্থ কহে প্রেমদাস॥"

কবিকর্ণপুর কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের অনুবাদ করিয়াই এই প্রেমদাস বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি কোনও সময়ে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণের পরম প্রীতিকর পদার্থ বলিয়া গণ্য হইত। এখনও ইহার যথেষ্ট আদর আছে। ইহার নাম চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী। ইহা মূল গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ, ইহার শ্লোকসংখ্যা ৩৮২৫। বংশীশিক্ষা নামক একখানি গ্রন্থ প্রেমদাসের রচিত বলিয়া লিখিত আছে। বংশীশিক্ষায় প্রেমদাসের অপর নাম পুরুষোত্তম, তিনি বংশীশিক্ষায় আপনাকে উপরোক্ত গ্রন্থরচয়িতা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

ভগবান্ দাস—ইঁহার রচিত গীতগোবিন্দের একখানি পদ্যানুবাদ আছে। গ্রন্থ শেষে লিখিত আছে—

ভগবান্ দাস

"স্বাক্ষর লিখিল দীন ভগবান্ দাস।
জয়দেব পাদপদ্ম মনে করি আশ॥"

গ্রন্থকার গ্রন্থের উপসংহারে হেঁয়ালীর ভাষায় তাঁহার নাম

ধাম ও গ্রন্থ রচনার সময়ের বিবর লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্ যথা ;—

"সমাপ্ত করিল গ্রন্থ ইষুরস সোমে। (১৬৫৮)
কৃষ্ণপক্ষে আষাঢ়ের দিবস পঞ্চমে।
পটের তৃতীয়ে কর মধ্যেতে আকার।
সেই নদীর নিকটে কেবল পূর্ব্বধার।
ইন্দ্রের বাহন পরে দময়ন্তী পতি।
বিরচিল সেই গ্রামে করিয়া বসতি।"

এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে একটী সংস্কৃত শ্লোক আছে। সেই শ্লোকে মহাপ্রভুর বন্দনা করা হইয়াছে। পয়ারে বন্দনা এইরূপ—

"প্রথমে বন্দিব গৌরচন্দ্র অবতার।
যাঁর সম ভুবনে দয়ালু নাহি আর।"

এই গ্রন্থখানি ১৬৫৮ শকে রচিত হইয়াছে। ভগবান্ দাস এই গ্রন্থ রচয়িতা কি না এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।

মাধব গুণাকর

মাধব গুণাকর—ইনি উদ্ধবদূত গ্রন্থের প্রণেতা। এই গ্রন্থখানি ভাগবতের উদ্ধব-সংবাদের ভাবগত বঙ্গানুবাদ। ইহার শ্লোকসংখ্যা ৭৮০। গ্রন্থ শেষে কবি নিম্নলিখিত আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

"তাড়িত নামেতে গ্রাম অতি অনুপাম।
কবিশেখরের পুত্র কবিচন্দ্র নাম।
তার পুত্র মাধব নামেতে গুণাকর।
পরম পণ্ডিত ছিল সর্ব্ব গুণধর।
গজসিংহ নামে রাজা ছিল বর্দ্ধমানে।
তার সভাসদ্ ছিল দ্বিজ সর্ব্বগুণে।
উদ্ধবদূত গ্রন্থ করিল রচন।
তাহা শুনি মুগ্ধ হয় যত সভাজন।"

মুকুন্দ দ্বিজ

মুকুন্দ দ্বিজ—ইনি জগন্নাথমঙ্গল-গ্রন্থের রচয়িতা। জগন্নাথমঙ্গল কোন গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ না হইলেও পুরাণবিশেষের ভাবগত অনুবাদ। এই জন্য এই গ্রন্থখানিকেও অনুবাদ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। জগন্নাথমঙ্গল কোন কোন স্থানে "জগন্নাথ-বিজয়" নামেও অভিহিত হইয়াছে। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে যেরূপ জগন্নাথের বর্ণনা আছে, এই গ্রন্থেও ঠিক সেই সকল বর্ণনা দৃষ্ট হয়। জগন্নাথমঙ্গল জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের পরবর্ত্তী গ্রন্থ, এরূপ অনুমান করার প্রচুর কারণ আছে। ইহাতে জগন্নাথমাহাত্ম্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা দুই সহস্র।

যদুনন্দন দাস—ইনি পাণিহাটীর বৈদ্যবংশসম্ভূত, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর [illegible]

যদুনন্দন দাস

১৬০৭ খৃষ্টাব্দে কর্ণানন্দ গ্রন্থ রচনা করেন। কর্ণানন্দ আচার্য্য প্রভুর ও তদীয় শিষ্যবর্গের পরিচয়গ্রন্থ। যদুনন্দন দাস সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের উৎকৃষ্ট পদ্যানুবাদ করেন, নিম্নে উহাদের বিবরণ লিখিত হইল :—

কৃষ্ণকর্ণামৃত

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত কৃষ্ণকর্ণামৃত একখানি প্রসিদ্ধ সুমধুর সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য যেমন সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, অপর কোন গ্রন্থে তাদৃশ সরস ও সুমধুর বর্ণনা দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই গ্রন্থের যে টীকা লিখিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থের ভাব শতধা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুকবি যদুনন্দন এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকার বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যানুবাদ করিয়া অসংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। এই অনুবাদে যদুনন্দন বিন্দুমাত্রও স্বাধীনতা অবলম্বন করেন নাই। তিনি যথাসম্ভব টীকার পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু অনুবাদে ভাষার লালিত্য সংরক্ষিত হয় নাই।

গোবিন্দ-লীলামৃত

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক গোবিন্দ-লীলামৃত নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন, এই গ্রন্থখানি তাহারই বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থকার স্থানে স্থানে ব্যাখ্যার কার্য্যও সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

রসকদম্ব

যদুনন্দনের রসকদম্ব শ্রীরূপ গোস্বামীর রচিত বিদগ্ধমাধব নাটকের বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যানুবাদ। রসকদম্ব বিদগ্ধমাধবের কেবল অনুবাদ নহে। ইহাতে মূল গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও ভাব পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

রসময় দাস

রসময় দাস—গীতগোবিন্দের একখানি পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। আরম্ভ এইরূপ ;—

"জয় জয় শচীসুত শ্রীচন্দ্রকুমার।
কৃপা করি দেহ নিজ সেবা অধিকার।"

অনুবাদটী পূজারি গোস্বামীর টীকার অভিপ্রায় অনুসারে রচিত হইয়াছে। অনুবাদকও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, যথা ;—

"মেঘাবৃত চন্দ্র পুন রহে সেইখানে।
টীকার এই মত অর্থ কয়রে ব্যাখানে।"

সুতরাং এখানিও অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা গ্রন্থ। উপসংহারে ভণিতা এই—

"অতি দীন অতি হীন রসময় দাস।
শ্রীগীতগোবিন্দ ভাষা করিল প্রকাশ।"

রাধাবল্লভ দাস—শ্রীমদাস গোস্বামীর বিলাপ-কুসুমাঞ্জলির পদ্যানুবাদ করেন।

রূপনাথ দাস—ইহার লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের ভ্রমরগীতার একখানি ভাবগত অনুবাদ ও বাঙ্গালা পদ্য-গ্রন্থ আছে।

লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস—ইনি বিষ্ণুপুরীকৃত ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ঈশাননাগরের অদ্বৈতপ্রকাশাদি মতে ইনি অদ্বৈতপ্রভুর বাল্য-লীলা সূত্রের রচয়িতা।

চৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা লোচন দাস রায় রামানন্দকৃত সংস্কৃত জগন্নাথ-বল্লভ নাটকের শ্লোক ও গীতাংশের বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। লোচন দাসের অনুবাদ মধুর, প্রাঞ্জল ও সরস। লোচন দাসের স্বাধীন অনুবাদ স্থানে স্থানে মূল পদ্য এবং গীত অপেক্ষাও সরস ও মধুর-তর হইয়াছে। মূলের অস্ফুট ভাব অনুবাদে প্রস্ফুট। লোচন দাসের অনুবাদের বিশেষত্ব এই যে, উহা মূল গ্রন্থের প্রতি শব্দের বিশুদ্ধ অনুবাদ নহে। মূল গ্রন্থের ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই ভাব যাহাতে সরস ও মধুর ভাবে প্রস্ফুট হইতে পারে, লোচন সেই দিকেই অধিকতর দৃষ্টি রাখিয়াছেন। মুরারি গুপ্তের চৈতন্যচরিত অনুবাদে লোচন দাস এত অধিক স্বাধী-নতা অবলম্বন না করিলেও সেই অনুবাদ পদ্যগুলি আদৌ অনুবাদের ন্যায় প্রতীয়মান হয় না। সুললিত সহজ শব্দবৈভবে এবং ভাবের সরসতায় ও মাধুর্য্যে লোচনের পদ্যানুবাদ বঙ্গভাষার এক শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। আনন্দলতিকা ও দুর্লভসার গ্রন্থ ইহারই প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

হরিবোল দাস—ইনি কৃষ্ণলীলার পৌরাণিক ঘটনার ভাবা-বলম্বনে নৌকাখণ্ড নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা ১২০০।

ভজন-গ্রন্থশাখা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রচিত বহু সংখ্যক ভজনগ্রন্থ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কতকগুলি গোস্বামিগণের রচিত শাস্ত্রসম্মত, অপর অধিকাংশই বাউল ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের ভজন-প্রণালী-বিষয়ক। এই শেষোক্ত গ্রন্থশ্রেণীর মধ্যে অনেকগুলি গ্রন্থ কৃষ্ণদাস, নরোত্তম দাস, শ্রীজীব গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গোস্বামিগণের রচিত বলিয়া লিখিত আছে। ফলতঃ এই সকল গ্রন্থ তাদৃশ সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণের দ্বারা রচিত হইয়াছে বলিয়া আদৌ মনে করা যাইতে পারে না। এমন কি এক গ্রন্থই কোন নকলে কৃষ্ণদাস-প্রণীত, কোন নকলে শ্রীজীব গোস্বামিকৃত, কোন নকলে চৈতন্য-দাস কৃত, আবার কোন নকলে নরোত্তম দাস-রচিত বলিয়া লিখিত আছে। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যাহা হউক, আমরা নিম্নে অকারাদি বর্ণমালা ক্রমে এই সকল গ্রন্থকারের নাম এবং তৎসঙ্গে তাঁহাদের গ্রন্থের নামাদি উল্লেখ করিতেছি।

অকিঞ্চন দাস—ভক্তিরসাত্মিকা নামে একখানি ক্ষুদ্র ভজন-গ্রন্থের রচয়িতা। আবার দীন কৃষ্ণদাসের রচিত বলিয়া এই নামে আর একখানি হস্ত-লিপি দৃষ্ট হইল। এই দুইখানি গ্রন্থে গ্রন্থকারের নামের পার্থক্য ব্যতীত আর কোনও পার্থক্য নাই। এই গ্রন্থ আড়াই শত বর্ষের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে।

অচ্যুত দাস—গোপী-ভক্তিরসগীতনামক একখানি গ্রন্থ ইহার রচিত। পুঁথিখানি প্রাচীন। ইহার শ্লোকসংখ্যা ২১০০। ইহার ভণিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

> "ভজিয়া অচ্যুত দাস সেই রাঙ্গা পায়।
> গোপীভক্তিরসগীত আনন্দেতে গায়॥"

আনন্দ দাস—রসসুধার্ণব নামক একখানি গ্রন্থ ইহার রচিত। রসসুধার্ণবে ব্রজরসের বর্ণনা আছে। রসের ভজন সম্বন্ধে অনেক কথা ইহাতে লিখিত।

কৃষ্ণদাস—১ স্বরূপবর্ণন, ২ বৃন্দাবনধ্যান, ৩ স্বরূপনির্ণয়, ৪ গুরু-শিষ্যসংবাদ, ৫ রাগময়ী কণা, ৬ রূপমঞ্জরীসংপ্রার্থনা, ৭ শুদ্ধ-রতিকারিকা, ৮ আত্মনিরূপণ, ৯ দণ্ডাত্মিকা, ১০ রসভক্তি-লহরী, ১১ রাগরত্নাবলী, ১২ সিদ্ধিনাম, ১৩ আত্মজিজ্ঞাসাতত্ত্ব, ১৪ জ্ঞানরত্নমালা, ১৫ আশ্রয়নির্ণয়, ১৬ গুরুতত্ত্ব, ১৭ জ্ঞানসন্ধান প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহজিয়া সম্প্রদায়ের ভজনগ্রন্থ কৃষ্ণদাসের রচিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। নিম্নে এই সকল গ্রন্থের কয়েকখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে।

স্বরূপবর্ণন গ্রন্থে সাধনতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এই পুঁথিখানির যথেষ্ট প্রচার ছিল। ইহার অনেক নকল আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গ্রন্থগুলিতে বহুল পাঠান্তর আছে। শ্লোকসংখ্যা মাত্র ১৫০। ইহার উপ-সংহারে লিখিত আছে—

> "একদিন নিবেদন করিনু তাহারে।
> স্বরূপের কৃপা হইল তোমার উপরে॥
> তিনজনে কৃপা করো কিছু গ্রন্থ সার।
> গৌড়ে লইয়া তাহা সভায় করিব প্রচার॥
> তেঁহ কৃপা কৈল গ্রন্থ এই তিনজনে।
> নমস্কারি গৌড়দেশ করিলা গমনে॥

শ্রীরূপের আজ্ঞায় তার রাধাকুণ্ডলীলা।
সুখে গৌড়বাসী লোক তাহা আচরিলা॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
স্বরূপ-বর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥"

আর একখানি নকলের উপসংহারে লিখিত আছে;—

"শ্রীরূপ শ্রীব্রজলীলা করিলা বিস্তার।
পরকীয় মতে তাহা করিলা প্রচার॥
শ্রীরূপ শ্রীরঘুনাথ পদে যার আশ।
স্বরূপ-বর্ণনা কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥"

বৃন্দাবন ধ্যান

"বৃন্দাবন ধ্যান" গ্রন্থখানিতে বৃন্দাবনের রসের কথা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র। ইহাতেও সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভজন-প্রণালী সামান্যাকারে লিখিত।

স্বরূপ-নির্ণয়

স্বরূপ-বর্ণনা ও স্বরূপ-নির্ণয় পৃথক্ গ্রন্থ বলিয়া বোধ হইল না, কিন্তু কোনও কোনও নকলে কিছু কিছু পার্থক্য এবং শ্লোক-সংখ্যারও কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইল। স্বরূপ-বর্ণনে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে, স্বরূপ-নির্ণয়েও ঠিক সেই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে।

গুরুশিষ্য-সংবাদ

গুরুশিষ্যসংবাদে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধন-তত্ত্ব লিখিত। এই গ্রন্থখানিতে বৃন্দাবনের রসতত্ত্ব এবং সহজিয়াগণের সাধনতত্ত্ব অতি সংক্ষেপে বর্ণিত।

রাগময়ী-কণা

রাগময়ী-কণা অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। গদ্যে পদ্যে লিখিত। ইহাতে গুরুর লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। এই পুস্তকের গদ্যের নমুনা অতঃপর গদ্য-সাহিত্যে লিখিত হইবে।

রূপমঞ্জরী সংপ্রার্থনা

শ্রীরূপ গোস্বামীর অন্তর্ধানে বিলাপ-বর্ণনই এই গ্রন্থের বিষয়। এখানি অতি ক্ষুদ্র সহজিয়া গ্রন্থ।

শুদ্ধরতি-কারিকা

শ্রীরূপ গোস্বামীই শুদ্ধরতিতত্ত্বের মূল বলিয়া শুদ্ধরতি-কারিকায় বর্ণিত।

আত্মজিজ্ঞাসা

আত্মজিজ্ঞাসা গদ্য পদ্যাত্মক প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার আরম্ভ এইরূপ—"অথ আত্মজিজ্ঞাসা লিখ্যতে। তুমি কে? আমি জীব। কোন্ জীব? তটস্থ জীব। থাক কোথা? ভাণ্ডে।" ইত্যাদি

ভণিতায় লিখিত আছে—

"সহচরী সহ আস্বাদিতে মোর চরণ আশ।
জিজ্ঞাসাতত্ত্বসারাৎসার কহে কৃষ্ণদাস॥"

"আত্মজিজ্ঞাসাসারাৎসার" নামেও এই গ্রন্থখানি অভিহিত। আবার নরোত্তমরচিত দেহকড়চের সহিত কেবল ভণিতা ছাড়া আর সকল অংশেই ইহার একতা রহিয়াছে।

দণ্ডাত্মিকা

দণ্ডাত্মিকা গ্রন্থে চৌষট্টি দণ্ডের ভোগসেবা বর্ণিত হইয়াছে।

রসভক্তি-লহরী—পরকীয়ার শ্রেষ্ঠতা বর্ণনাই রসভক্তি-লহরীর উদ্দেশ্য। যথা—

"স্বকীয়া ভাবেতে নাহি বিচ্ছেদের ভয়।
এই হেতু পরকীয়া করহ আশ্রয়॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনু ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥"

রাগ-রত্নাবলী—এই গ্রন্থে বাম ও দক্ষিণ রাগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

"রাগ মধ্যে শ্রেষ্ঠ করি দুইবিধ হয়।
বামা দক্ষিণা রাগ দুইবিধ কয়॥"

সিদ্ধিনাম—এই গ্রন্থে বৈষ্ণব মহান্তগণের পূর্ব্বজন্মের নাম সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"মদন-লালসা সখী কহি তার নাম।
পুরুষোত্তম পণ্ডিত সেই করিল বিধান॥
এহি ত হইল সব যূথের নিরূপণ।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের মন রহু অনুক্ষণ॥"

এতদ্ব্যতীত আশ্রয়নির্ণয়, গুরুতত্ত্ব, জ্ঞানসন্ধান, মনোবৃত্তি-পটল, চমৎকার-চন্দ্রিকা, প্রহ্লাদচরিত্র, আত্মসাধন, সারসংগ্রহ, পাষণ্ডদলন, জবামঞ্জরী প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক কৃষ্ণদাসরচিত বলিয়া লিখিত আছে।

ভজন-মালিকা

কৃষ্ণরাম দাস—ভজন-মালিকা নামক গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থখানির রচনা ও ভাব ভাল। কৃষ্ণভক্তির প্রাধান্য স্থাপনই এই গ্রন্থের বিষয়।

স্মরণ-মঙ্গল

গিরিধর দাস—স্মরণ-মঙ্গলসূত্র গ্রন্থ ইহার রচিত। ইহাতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

প্রেমভক্তিসার

গুরুদাস বসু—প্রেমভক্তিসার। এই গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাধ্যসাধনতত্ত্ব লিখিত হইয়াছে। এখানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ নহে।

গোলোক-বর্ণন

গোপাল ভট্ট—ইনি গোলোক-বর্ণন গ্রন্থের রচয়িতা। ইহার শ্লোকসংখ্যা এক শত। ইহাতে গোলোক-বর্ণন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-জাহ্নবাতত্ত্ব প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে।

হরিনামকবচ

গোপীকৃষ্ণ দাস—হরিনামকবচ ইহার রচিত। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৫৪। ইহাতে হরিনাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশ আছে। ইহার প্রথমে লিখিত হইয়াছে;—

"চৈতন্ত গোসাঞী কহেন শুন শচীমাতা।
অবধূত নিতাইর আমি লইব বাইয়া বার্ত্তা॥"

গোপীনাথ দাস—ইহার রচিত গ্রন্থের নাম সিদ্ধসার। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৮০। ইহার উপসংহারে লিখিত আছে ;—

সিদ্ধসার

"আপন ইচ্ছায় জীব নানা কর্ম্ম করে।
কাষ্য নাহি সিদ্ধ হয় শ্রম করি মরে॥"

গোবিন্দ দাস—নিগম নামক গ্রন্থখানি ইহার রচিত। ইনি কোন্ গোবিন্দ দাস, এই গ্রন্থ পাঠে তাহা জানা যায় না। এই গ্রন্থের পদ্যগুলি সরল। সম্ভবতঃ সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসই ইহার রচয়িতা। বৈষ্ণববন্দনা নামক আর একখানি গ্রন্থ ইহারই রচিত বলিয়া লিখিত আছে।

নিগম

গৌরীদাস—নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলী রচনা করেন। এই গ্রন্থ মুকুন্দদাসের অমৃতরসাবলির বিস্তার ভিন্ন আর কিছুই নহে। গ্রন্থকারকে মুকুন্দদাসের শিষ্য বলিয়া মনে হয়।

নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলী

চৈতন্যদাস—রসভক্তি-চন্দ্রিকা ইহার রচিত। কিন্তু নরোত্তম দাসের ভণিতায় এই নামে একখানি গ্রন্থ আছে, উভয় গ্রন্থের রচনায় কোন পার্থক্য নাই। ঈশ্বরতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের বর্ণনাই এই গ্রন্থের বিষয়। সহজিয়া সম্প্রদায়ের ভজনসাধনের গ্রন্থ।

রসভক্তি-চন্দ্রিকা

জগন্নাথ দাস—ইনি রসোজ্জ্বল গ্রন্থের প্রণেতা। এই গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা ৬৬০। ইহাতে ব্রজরসের ভজন লিখিত হইয়াছে। ইনি "তিন মানুষের বিবরণ" নামে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

রসোজ্জ্বল

জয়কৃষ্ণ দাস—মদনমোহনবন্দনা গ্রন্থ ইহার প্রণীত।

শ্রীজীব গোস্বামী—ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অতি পূজনীয় গ্রন্থকার। ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় যে কোন গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, বৈষ্ণবপণ্ডিতগণ তাহা স্বীকার করেন না। কিন্তু সহজিয়া সম্প্রদায়ের উপাসনাসার, নিত্য বর্ত্তমান প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া লিখিত আছে। ফলতঃ এই দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ শ্রীজীবের রচিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

উপাসনাসার ও নিত্য বর্ত্তমান

জীবনাথ—রসতত্ত্ব-বিলাস নামক একখানি গ্রন্থ ইহার প্রণীত।

দুঃখী কৃষ্ণদাস—ইহার অপর নাম শ্যামানন্দ। সহজ-রসামৃত নামক সহজিয়া সম্প্রদায়ের একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আছে, ইনি উহার রচয়িতা বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

সহজ-রসামৃত

দীন ভক্তদাস—ইনি বৈষ্ণবামৃত নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রণেতা। ইহার প্রকৃত নাম কি, গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। এখানিও সাধ্য-সাধনতত্ত্ব।

বৈষ্ণবামৃত

নরসিংহ দাস—দর্পণ চন্দ্রিকা ইঁহার রচিত। বৈষ্ণবদিগের ভজন-সাধন গ্রন্থ। "পদ্মশৃঙ্গার" নামে এক গ্রন্থ নরসিংহ দাসের রচিত বলিয়া প্রচলিত আছে।

দর্পণ-চন্দ্রিকা

নরোত্তম দাস—ইঁহার পবিত্রজীবনী নরোত্তম দাস শব্দে দ্রষ্টব্য। ইঁহার প্রণীত প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে চিরস্মরণীয় ও চিরপূজনীয় ; কিন্তু ইহার নামে আরও বহুসংখ্যক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—উপাসনাপটল, অর্থবিসংবাদ, অমৃতরসচন্দ্রিকা, প্রেমভাবচন্দ্রিকা, সারাৎসারকারিকা, ভক্তিলতিকা, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, রাগমালা, চমৎকারচন্দ্রিকা, স্মরণমঙ্গল, স্বরূপকল্পলতিকা, প্রেমবিলাস, তত্ত্বনিরূপণ ও রসভক্তিচন্দ্রিকা। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই সহজিয়া সম্প্রদায়ের শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীকরপ্রসূত বলিয়া মনে হয় না।

প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

নিত্যানন্দ দাস—রাগময়ীকণা ও রসকল্পসার নামে দুইখানি গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া বর্ণিত আছে। এই রাগময়ীকণার অধিকাংশ নকলেই কৃষ্ণদাসের নামীয় ভণিতা আছে। এই রসকল্পসার বৃন্দাবন দাসের রচিত বলিয়াও অন্য নকলে দৃষ্ট হইল। এই নিত্যানন্দ দাস সম্ভবতঃ সুবিখ্যাত প্রেমবিলাস গ্রন্থ-রচয়িতা নহেন।

রাগময়ীকণা ও রসকল্পসার

প্রেমদাস উপাসনা-পটল ও আনন্দ-ভৈরব রচয়িতা। উপাসনা-পটল নরোত্তমদাসের রচিত বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে। আনন্দ-ভৈরব এখানি তান্ত্রিক প্রভাবে প্রভাবিত বাউল সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। ইহাতে অনেক অশ্লীল কথা আছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে অনেক গ্রন্থকারই প্রেমদাস নামে পরিচিত। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের অনুবাদক এক প্রেমদাস। মনঃশিক্ষা ও বংশীশিক্ষা এই দুইখানি গ্রন্থের রচয়িতাও প্রেমদাস নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রেমদাসের রচিত বলিয়া জানা যায়।

উপাসনা-পটল ও আনন্দ-ভৈরব

প্রেমানন্দ—মনঃশিক্ষা নামক বিবেকবৈরাগ্য-শিক্ষাপ্রদ একখানি অতি সুন্দর গ্রন্থ প্রেমানন্দের নামে রচিত। সে প্রেমানন্দ বৈষ্ণব পাঠকগণের সুপরিচিত। চন্দ্রচিন্তামণি নামক একখানি গ্রন্থও প্রেমানন্দ দাসের রচিত বলিয়া প্রচলিত। চন্দ্রচিন্তামণি গদ্য পদ্যময় গ্রন্থ। এখানি সহজিয়া বৈষ্ণবদের সাধনতত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থ।

মনঃশিক্ষা

বলরাম দাস—বৈষ্ণবাভিধান ও হাটবন্দন এই দুই গ্রন্থের

রচয়িতা। বৈষ্ণবাভিধান কবিকর্ণপুরের বা দৈবকীনন্দন দাসের গৌরগণোদ্দেশদীপিকার অনুবাদবিশেষ। বলরাম দাসের সারাবলি, কৃষ্ণলীলামৃত, বৈষ্ণবচরিত নামেও কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবাভিধান ও হাটবন্দন

মথুরা দাস—ইনি আনন্দলহরী নামক সহজীয়া সম্প্রদায়ের ভজন গ্রন্থ-রচয়িতা।

আনন্দলহরী

মনোহর দাস—দীনমণিচন্দ্রোদয় ইহার রচিত। এই গ্রন্থখানি বিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত। একবিংশতি অধ্যায়ে গ্রন্থকার স্বীয় বংশের পরিচয় প্রদান করিয়া আপনাকে সুবিখ্যাত রামানন্দ রায়ের বংশধর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। একবিংশ অধ্যায়ে গ্রন্থকারের পরিচয় এবং ঐতিহাসিক বিবরণ আছে। রাগানুগা ভজনমার্গের উপদেশই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। গ্রন্থখানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের ভজনসাধনগ্রন্থ। যথা—

দীনমণি-চন্দ্রোদয়

"একদিন দুইজন আনন্দ সহিতে।
কহিতে লাগিলা কথা প্রেম প্রচারিতে।
শ্রীরাধা সহিতে হরি শৃঙ্গারে আবৃতে।
এক বিন্দু পাত তাহা হৈল আচম্বিতে।
সেই বিন্দু ব্রজ হৈতে পড়িল খসিয়া।
তেজোময় রূপ হৈল পত্রেতে আসিয়া।"

গৌরহরি বাউল ইহার শিক্ষাগুরু ছিলেন। গ্রন্থকার সুবৃহৎ গ্রন্থে রসের ভজনসম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছেন।

মুকুন্দ দাস—অমৃতরসাবলী, চমৎকারচন্দ্রিকা, রসসাগরতত্ত্ব, সহজামৃত, বৈষ্ণবামৃত, সারাৎসার-কারিকা, সাধনোপায়, রাগরত্নাবলী, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ও অমৃতরত্নাবলী প্রভৃতি সহজিয়া-সম্প্রদায়ের বহু ভজন গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার আপনাকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। মুকুন্দ দাস নামে কৃষ্ণদাসের একজন শিষ্য ছিলেন। তাঁহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীচরিতামৃতকারের শিষ্য মূলতানী বণিক্ মুকুন্দদাসের গ্রন্থে সহজিয়া মতের পোষকতা পরিলক্ষিত হয় কেন? এই নিমিত্ত অনেকেই এই মুকুন্দ দাসকে কবিরাজ গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য মুকুন্দ দাস বলিতে পরাঙ্মুখ; হয়ত ইহাও হইতে পারে যে, তাঁহার প্রণীত কোন কোন গ্রন্থে সহজিয়ারা তাঁহাদের আপন ধর্ম্মকথা প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া নিজদের গ্রন্থসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। মুকুন্দদাসের গ্রন্থগুলির মধ্যে—

অমৃতরসাবলী প্রভৃতি

(১) সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় গ্রন্থখানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনেক তত্ত্বকথা গৃহীত হইয়াছে, আবার চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি যে প্রকৃতি লইয়া সাধন করিতেন এবং ঐরূপ সাধনা যে প্রয়োজনীয়, তাহাও লিখিত হইয়াছে।

(২) অমৃতরসাবলীর শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩২০। এই গ্রন্থেও সহজিয়া ধর্ম্মের ব্যাখ্যা আছে, যথা—

"সহজ কাহাকে বলে বুঝিতে নারিল।
সহজ না জানিলে অনর্থক হৈল।
* * * * * *
চৈতন্যচরিতামৃতে সহজ সংক্ষেপে লেখিল।
জীব ভয়ে গোসাঞী জীউ লেখিয়া ঢাকিল।"

এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, ভক্তিকল্পলতিকা ও প্রেমরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থেও সহজতত্ত্ব যথেষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) বৈষ্ণবামৃত—ইহাতে কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ প্রসঙ্গে সহজতত্ত্ব লিখিত হইয়াছে। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৪০। দীনভক্ত দাসের রচিতও একখানি বৈষ্ণবামৃত গ্রন্থ আছে।

(৪) চমৎকার-চন্দ্রিকা—এই গ্রন্থে বালোদেশ বস্তুতত্ত্ব-সাধনা ও সিদ্ধির কথা লিখিত হইয়াছে। নরোত্তমদাসের রচিত বলিয়াও এই নামে একখানি গ্রন্থ আছে। তাহাতে আর ইহাতে কোনও প্রভেদ নাই। কেবল ভণিতায় প্রভেদ।

(৫) সারাৎসার-কারিকায় মুকুন্দ দাস শিবদুর্গাসংবাদচ্ছলে সহজিয়াদের ধর্ম্মমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(৬) সাধনোপায় গ্রন্থ অতি ক্ষুদ্র। (৭) রাগরত্নাবলী গ্রন্থে সহজিয়াগণের অভিমত ব্রজরসবর্ণনা লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির অপর নকলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার রচয়িতা বলিয়া লিখিত।

যদুনাথ দাস—তত্ত্বকথা গ্রন্থখানি ইঁহার রচিত। এখানিও সহজিয়াদের সাধন-ভজন গ্রন্থ।

তত্ত্বকথা

যুগলকিশোর দাস—ইনি প্রেমবিলাস নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের রচয়িতা।

প্রেমবিলাস

যুগলকৃষ্ণ দাস—যোগাগম ও ভগবত্তত্ত্বলীলা এই দুইখানি ইঁহার রচিত। যোগাগম গ্রন্থখানিতে সহজিয়া-সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্ব লিখিত হইয়াছে।

যোগাগম ও ভগবত্তত্ত্বলীলা

রসময় দাস—ইঁহার রচিত ভাণ্ডতত্ত্বসার নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এখানিও সহজ-তত্ত্বমূলক।

ভাণ্ডতত্ত্বসার

রসিক দাস—ইনি রতিবিলাস নামক একখানি গ্রন্থের রচয়িতা। অপর একখানি নকলে এই গ্রন্থখানি রতিবিলাসপদ্ধতি নামেও অভিহিত হইয়াছে।" ইহার

রতিবিলাস

শ্লোকসংখ্যা ২০০। সহজিয়া ভজনতত্ত্ব এই পুস্তিকায় আলোচিত হইয়াছে।

রাধাবল্লভ দাস—সহজতত্ত্ব নামক সহজিয়া গ্রন্থের প্রণেতা। ভক্তিরত্নাবলী নামে ইহার আর একখানি গ্রন্থ আছে। পরকীয়া প্রেমে কি ভাবে প্রীতি-বন্ধন করিলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়, তাহাই এই গ্রন্থের বিষয়। গ্রন্থখানি গদ্য পদ্যময়।

সহজতত্ত্ব

রাধামোহন দাস—ইনি রসকল্পতত্ত্বসার গ্রন্থের প্রণেতা।

রামগোপাল দাস—ইনি চৈতন্যতত্ত্বসার নামক গ্রন্থের প্রণেতা ও নরহরি ঠাকুরের শিষ্য। এই গ্রন্থে অবতারতত্ত্ব, মহাপ্রভুতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্বাদি লিখিত হইয়াছে।

চৈতন্যতত্ত্বসার

রামচন্দ্র দাস—সিদ্ধান্ত-চন্দ্রিকা ও স্মরণদর্পণ গ্রন্থ ইঁহার রচিত। গ্রন্থকার নরোত্তম দাস প্রভৃতির অনেক পরবর্ত্তী। ইনি স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দুর্ল্লভামৃতাদি গ্রন্থ দেখিয়া ইনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহার শ্লোকসংখ্যা ২৬০। ইহার অপর গ্রন্থ স্মরণদর্পণ। শ্রীরাধার গণবর্ণনই স্মরণদর্পণ গ্রন্থের বিষয়। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১০০।

সিদ্ধান্ত-চন্দ্রিকা ও স্মরণদর্পণ

রামেশ্বর দাস—ইনি ক্রিয়াযোগসার নামক গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবসম্প্রদায়বিশেষের নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে।

ক্রিয়াযোগসার

লোচন দাস—চৈতন্যপ্রেমবিলাস ও দুর্ল্লভসার গ্রন্থও ইহার রচিত বলিয়া লিখিত আছে। চৈতন্যপ্রেমবিলাস অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১০০ মাত্র। এখানি লোচনদাসের রচিত কি না তাহাতেও সন্দেহ। দুর্ল্লভসার গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্ণনাময়। ইহার কবিত্ব অতি প্রশংসনীয়। ইহার শ্লোকসংখ্যা ৯৫০। এতদ্ব্যতীত দেহনিরূপণ নামক আর একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থও লোচনদাসের নামে রচিত বলিয়া লিখিত আছে। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১০০। এই গ্রন্থখানি সুবিখ্যাত লোচনের রচিত নহে। আনন্দ-লতিকা গ্রন্থখানিও লোচনদাসের রচিত। উহার ভাব ও ভাষা লোচনের কবিত্বের উপযুক্ত। ইহার শ্লোকসংখ্যা ৭০০।

চৈতন্যপ্রেমবিলাস ও দুর্ল্লভসার

বংশীদাস—দীপকোজ্জ্বল ও নিকুঞ্জ-রহস্য এই দুইখানি গ্রন্থ ইঁহার বিরচিত। দীপকোজ্জ্বল গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র। এখানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। ইনি লিখিয়াছেন—

দীপকোজ্জ্বল ও নিকুঞ্জরহস্য

"নর দেহ বিনু নহে রসের আস্বাদন।
ঈশ্বর দেহেতে নহে রসের কারণ।"

ইহার নিকুঞ্জরহস্য গ্রন্থেও এইরূপ রসরহস্যের কথা লিখিত আছে। আর এক বংশীদাস রচিত "ভজনরত্ন" গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহাতে বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ শ্রীশ্রীকৃষ্ণভজন-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

বাউল চাঁদ—নিগূঢ়ার্থপঞ্চাঙ্গ রচনা করেন, এখানিও বাউলসম্প্রদায়ের গ্রন্থ।

নিগূঢ়ার্থ পঞ্চাঙ্গ

ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দাস—ইঁহার রচিত গোপী উপাসনা গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ১০ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত।

গোপী উপাসনা

বাণীকণ্ঠ—ইনি মোহমোচন নামক একখানি সাধন গ্রন্থের প্রণেতা।

মোহমোচন

বৃন্দাবন দাস—রসকল্পসার, বিপুচরিত্র, তত্ত্ববিলাস প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ ইঁহার রচিত বলিয়া লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত চৈতন্য-নিতাইসংবাদ, বৈষ্ণববন্দনা ইত্যাদি দুই একখানি গ্রন্থও ইঁহারই নামে পরিচিত। রসকল্পসার অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ, ইহাঁর শ্লোকসংখ্যা ৩০, এখানি সহজিয়া গ্রন্থ। রিপুচরিত্রের শ্লোকসংখ্যা ১২৫। তত্ত্ববিলাস গ্রন্থখানি মন্দ নহে। ইহার রচনা অতি উত্তম। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র নহে, শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৮৫০। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসলীলাই এই গ্রন্থের বিষয়। এতদ্ব্যতীত ভজন-নির্ণয় নামক একখানি সুন্দর গ্রন্থও বৃন্দাবনদাসের রচিত বলিয়া লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সিদ্ধান্তচ্ছায়ায় লিখিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

রসকল্পসার প্রভৃতি

নিত্যানন্দবংশাবলীচরিত নামক একখানি গ্রন্থও বৃন্দাবন-দাস রচিত বলিয়া জানা যায়। এই সকল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার সুপ্রসিদ্ধ বৃন্দাবন দাসের রচিত কি না তাহাতে ঘোরতর সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ উক্ত সহজিয়া কোন গ্রন্থ সেই সুপ্রসিদ্ধ শ্রীবৃন্দাবনদাসের রচিত বলিয়া মনে হয় না। বৃন্দাবন দাস লোচনের নদীয়া নাগরী পদেরও অনাদর করিতেন। এছাড়া ভক্তিচিন্তামণি, ভক্তিমাহাত্ম্য, ভক্তিলক্ষণ ও ভক্তিসাধন প্রভৃতি গ্রন্থও বৃন্দাবন দাসের নামেই প্রচলিত।

উপাসনাসারসংগ্রহ নামক গ্রন্থ শ্যামানন্দের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাতে বৈষ্ণব উপাসনা-পদ্ধতি বর্ণিত আছে।

উপাসনাসারসংগ্রহ

সনাতন গোস্বামী নামে এক ব্যক্তি সিদ্ধরতিকারিকা গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থরচয়িতা নিশ্চয়ই শ্রীবৃন্দাবনের পরম পূজনীয় ছয় গোস্বামীর মধ্যে বৃদ্ধতম সুপণ্ডিত শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী মহানুভব নহেন। ইনি সহজিয়া সম্প্রদায়ের কোনও সনাতন গোস্বামী। সিদ্ধ-রতিকারিকা গ্রন্থ সহজিয়া সম্প্রদায়ের অতি ক্ষুদ্র পুঁথি।

সিদ্ধরতি কারিকা

বৈষ্ণবগণের বিশেষতঃ সহজিয়াগণের ভজন সাধন সম্বন্ধে

এইরূপ আরও শত শত গ্রন্থ আছে। বাহুল্যভয়ে এস্থলে আমরা সে সকলের নামোল্লেখ করিতে বিরত হইলাম।

এতদ্ব্যতীত নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের রচিত বলিয়া সহজিয়া সম্প্রদায়ের আরও বহুসংখ্যক গ্রন্থ আছে, কিন্তু তাঁহার রচিত কেবল "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" ও "প্রার্থনা" গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে অতীব সমাদৃত। এই গ্রন্থদ্বয়ে কোনও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা নাই। এই দুই গ্রন্থের পদগুলি বৈষ্ণবসমাজের আবালবৃদ্ধবনিতাগণের পবিত্র কণ্ঠহার তুল্য। বৈষ্ণব গায়কগণ "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার" এবং "প্রার্থনার" পদগানে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে বিষয়বৈরাগ্য, ভগবদ্ভক্তি, এবং কৃষ্ণপ্রীতির সঞ্চার করিয়া থাকেন। ইঁহার নামে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের তাদৃশ আদর দেখা যায় না এবং ঐ সকল গ্রন্থ ইঁহার রচিত কি না তদ্বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহ আছে। ইদানীং নরোত্তমের নামে ঐ সকল গ্রন্থ চলিত হওয়ায় অনেকেই বলেন "যত ইতি পাপং নরোত্তমে চাপং" অর্থাৎ গোস্বামী শাস্ত্রবহির্ভূত সিদ্ধান্তপূর্ণ যে সকল গ্রন্থদ্বারা সমাজের পাপস্রোত বৃদ্ধি পাইতে পারে, সে সকল গ্রন্থও পবিত্রচেতা কায়স্থ ব্রহ্মচারী কঠোর বৈরাগ্যধর্ম্মাবলম্বী যোষিৎসঙ্গভীত নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নামে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ফলতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও নরোত্তম দাস এই উভয়ের নামে যে অনেকগুলি মেকি গ্রন্থ চলিয়াছিল, একটু অনুসন্ধান করিলেই তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। তবে এমন হইতে পারে যে, কৃষ্ণদাস ও নরোত্তম দাস নামে অপর কোনও কোনও ব্যক্তিও এই সকল গ্রন্থের কোনও কোনও খানির রচয়িতা হইতে পারেন।

বিবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থ।

ঈশানচন্দ্র দে—কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি দুই একখানি ক্ষুদ্র সহজিয়া গ্রন্থের রচয়িতা। ইঁহার নিবাস বারাশত—বাড়ী, আনোয়ারা।

কৃষ্ণলীলা

গোপালদাস। কর্ণানন্দ গ্রন্থে গোপাল দাসের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়,—

"শ্রীগোপাল দাস প্রভুর এক শাখা।
প্রভুর পরম প্রিয় গুণের নাই লেখা॥
বুধই পাড়াতে বাড়ী কৃষ্ণকীর্ত্তনীয়া।
যাহার কীর্ত্তনে যায় পাষাণ গলিয়া॥"

গোপীকান্ত। পদকর্ত্তা ও কবি। পিতার নাম হরিরাম আচার্য্য। ইনি পিতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন, ইহার পিতাও কবি এবং পদকর্ত্তা ছিলেন।

গোবিন্দ দ্বিজ—তুলসীমহিমা গ্রন্থ ইহার রচিত।

গোবিন্দ—ইনি "শ্রীমতীর মানভঞ্জন" নামক গ্রন্থ-প্রণেতা।

গৌরীদাস। বৈষ্ণব সাহিত্যে গৌরীদাস নামে দুইজন পদকর্ত্তার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম পণ্ডিত গৌরীদাস। ইহার নিবাস অম্বিকা কালনায়। ইনি মুখুটীবংশীয় বরুণ বাচস্পতির বংশধর। পিতার নাম কংসারি মিশ্র। মাতার নাম কমলাদেবী। ইহারা ছয় ভাই, ১ দামোদর পণ্ডিত, ২ জগন্নাথ, ৩ সূর্য্যদাস, ৪ গৌরীদাস, ৫ কৃষ্ণদাস, ৬ নৃসিংহ-চৈতন্য। ইহাদের পূর্ব্বনিবাস শালিগ্রাম। মহাপ্রভু ইহাকে প্রসাদ স্বরূপ স্বহস্ত লিখিত একখানি গীতার পুঁথি এবং একখানি বৈঠা প্রদান করেন। মহাপ্রভুর সহিত যখন ইহার সাক্ষাৎ হয়, তখন মহাপ্রভুর বয়স ২৩ বৎসর ও নিত্যানন্দের বয়স ৩২ বৎসর ছিল। ইনি অম্বিকা কাল্নায় গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন। বৈষ্ণব বন্দনায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

গৌরীদাস। (১ম)

"গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দো প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্য গোসাঞীরে নিল উৎকলনগরী॥"

চৈতন্যচরিতামৃতেও ইহার প্রভাব এইরূপ বর্ণিত আছে—

"শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে এই শক্তি॥"

ইহা ভিন্ন ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার মহিমা বিস্তৃত রূপে বর্ণিত আছে। গৌরীদাসের পত্নীর নাম বিমলাদেবী। ইহার গর্ভে বড়ু বলরাম ও রঘুনাথ নামে দুই পুত্র জন্মে। রঘুনাথেরও মহেশ পণ্ডিত ও ঠাকুর গোবিন্দ নামে দুই পুত্র হয়। ইহাদের বংশ অদ্যাপি কাল্নায় আছেন।

গৌরীদাস ২য়। দ্বিতীয় গৌরীদাস একজন পদকর্ত্তা ও কীর্ত্তনীয়া। ইনি নিত্যানন্দের প্রধান ভক্ত ছিলেন। বৈষ্ণববন্দনায় লিখিত আছে;—

"গৌরীদাস কীর্ত্তনিয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দ স্তব করাইলা নিজ শক্তি দিয়া॥"

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখায় নিত্যানন্দ-মহিমসূচক যে একটী পদ আছে, উহা এই দ্বিতীয় গৌরীদাস-রচিত।

নন্দকিশোর দাস—বৃন্দাবনলীলামৃত এবং রসপুষ্পকলিকা এই দুই অতি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেন। বৃন্দাবনলীলামৃত ৫০ অধ্যায়ে বিভক্ত, এখানি অতি সুবৃহৎ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রকটিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ অবলম্বনে লিখিত। গ্রন্থকার স্থানে স্থানে স্বীয় কবিত্বে

বৃন্দাবনলীলামৃত ও রসপুষ্পকলিকা

শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্মের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রসপুষ্প-কলিকা গ্রন্থখানিও অতি সুন্দর, ইহা ষোড়শ দলে বিভক্ত।

নরসিংহ দাস—ইনি প্রেম-দাবানল নামক একখানি ক্ষুদ্র

প্রেমদাবানল

গ্রন্থের রচয়িতা। ইঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের পরিচয় ইতঃপূর্ব্বে লেখা হইয়াছে।

নরহরি—গীতচন্দ্রোদয় গ্রন্থের প্রণেতা।

নীলাচল দাস—ইনি দ্বাদশপাটনির্ণয় নামক অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন।

পীতাম্বর দাস—রসমঞ্জরী নামক একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ-

রসমঞ্জরী

প্রণেতা। রসশাস্ত্র অনুসারে নায়িকা-বিচারই এই গ্রন্থের বিষয়। ইনি এই গ্রন্থে মিথিলাবাসী গণপতির পুত্র ভানুদত্ত প্রণীত রসমঞ্জরী, সঙ্গীতদামোদর, গীতাবলী, কবিসন্তোষ, ভাগবতের দশমস্কন্ধ, রসকদম্ব, গীতগোবিন্দ, পদ্যাবলী ও সঙ্গীতশেখর এই নয়খানি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ, এবং কৃষ্ণমঙ্গল, বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস, কবিরঞ্জন, যশোরাজখান, গোপালদাস, কবিশেখর, রাধিকাদাস, ঘনশ্যাম দাস প্রভৃতি মহাজনের পদ উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পীতাম্বর যে ভাবগ্রাহী ও রসানুভাবী পণ্ডিত ছিলেন, তাহা তাঁহার উদ্ধৃত উদাহরণের পদগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যাইতে পারে। ইহার নিবাস বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে। ইঁহার পিতার নাম রামগোপালদাস, রামগোপাল নিজেও সুপণ্ডিত সুকবি ছিলেন। রামগোপালের রসকল্পবল্লী গ্রন্থের অষ্টম কোরক অবলম্বনেই পীতাম্বর রসমঞ্জরী রচনা করেন।

ভক্তরাম দাস—ইঁহার রচিত গোকুলমঙ্গল একখানি

গোকুল-মঙ্গল

উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ভাবে ভাষায় ও কবিত্বে গ্রন্থখানি অতীব উপাদেয়।

ভবানী দাস—রাধাবিলাস-প্রণেতা।

মহীধর দাস—একাদশীমাহাত্ম্য-প্রণেতা।

মাধব দাস—(দ্বিজ) কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থপ্রণেতা। কৃষ্ণমঙ্গল

কৃষ্ণমঙ্গল

গ্রন্থখানিও সুলিখিত ও উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

মুকুন্দদ্বিজ—জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থের প্রণেতা। পূর্ব্বে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

যুগলকিশোর দাস—চৈতন্যরসকারিকা নামক একখানি গ্রন্থ

চৈতন্য রসকারিকা

ইঁহার রচিত। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও ভক্তিরসপূর্ণ।

রামগোপাল দাস—ইনি রসকল্পবল্লী নামক গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থ দ্বাদশ কোরকে সম্পূর্ণ, প্রথম কোরকে মঙ্গলাচরণ, দ্বিতীয়ে নায়ক বর্ণন, তৃতীয়ে নায়িকা বিচার, চতুর্থে ভাব-

রসকল্পবল্লী

বিচার, পঞ্চমে নায়িকা বর্ণন, ষষ্ঠে বিপ্রলম্ভ রসবর্ণন, সপ্তমে ভাবানুরাগবিচার, অষ্টমে অষ্ট নায়িকাভাব, নবমে বিরহ উদ্দীপন, দশমে সম্ভোগ, একাদশে বিবিধ লীলা, দ্বাদশে গ্রন্থ পরিসমাপ্তি। রামগোপাল স্বীয় গ্রন্থে যে বংশপরিচয় দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে সময়ে নীলাচলে ছিলেন, সেই সময়ে চক্রপাণি ও মহানন্দ নামে দুই ভাই তথায় গিয়া মহাপ্রভুর প্রিয় শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেন। এই চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র নিত্যানন্দ, তৎপুত্র গঙ্গারাম, তৎপুত্র শ্যামরায়, শ্যামরায়ের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ গোবিন্দলীলামৃত-রচয়িতা মদন রায় চৌধুরী এবং কনিষ্ঠ রসকল্পবল্লীপ্রণেতা রামগোপাল দাস। রামগোপালের পুত্র পীতাম্বরই রসমঞ্জরী নামক গ্রন্থের প্রণেতা।

বলরাম দাস—কৃষ্ণলীলামৃতগ্রন্থরচয়িতা। এ গ্রন্থ খানিও

কৃষ্ণলীলামৃত

মন্দ নহে।

বলরাম দাস—বৈষ্ণবচরিত নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচয়িতা।

বৃন্দাবন দাস—ভক্তিচিন্তামণি গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি

ভক্তিচিন্তামণি

কোন্ বৃন্দাবন দাস তাহা নিশ্চয়রূপে জানা যায় নাই। ভক্তিচিন্তামণি গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র নহে, ইহাতে নয়শত শ্লোক আছে। ইহার ভক্তিসিদ্ধান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বিশুদ্ধ। এই গ্রন্থে ভক্তিমাহাত্ম্য, ভক্তিসাধন ও ভক্তিলক্ষণ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

শঙ্কর দাস—যম ও প্রজাপতিসংবাদরচয়িতা। বৈষ্ণবগ্রন্থ

যম ও প্রজাপতিসংবাদ

আকারে ক্ষুদ্র।

এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুতর বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচলিত আছে, এ সমস্ত গ্রন্থ ইংরাজপ্রভাবের পূর্ব্বে রচিত।

মুসলমান-প্রভাব।

মুসলমান কবিগণ ও তদ্রচিত বাঙ্গালা-সাহিত্য।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, গৌড়ের মুসলমান অধিপতি-গণের উৎসাহে অনেক পণ্ডিত হিন্দু শাস্ত্রানুবাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পর হইতে বৈষ্ণবকবিগণ যেরূপ নানা গ্রন্থ লিখিয়া বাঙ্গালাভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহাদের অনুকরণে অনেকানেক মুসলমান কবিও নানা গ্রন্থরচনা করিয়া বাঙ্গালাসাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হইবে যে সুপণ্ডিত মুসলমানগণও হিন্দুশাস্ত্রকে কিরূপ ভক্তির চক্ষে দেখিতেন, এক সময় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কিরূপ সদ্ভাব ও প্রীতি স্থাপিত হইয়াছিল, মুসলমান-সমাজেও দেবচরিত্রের

অভাব ছিল না। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে ইসলামধর্ম্মের ব্যাখ্যাদি, ধর্ম্মতত্ব, নীতিতত্ব, ইতিহাস, সংগীত, গল্প ও বিরহ-গাথাই অধিক। ঐ সকল গ্রন্থকারদিগের মধ্যে অনেকেই স্বভাব-বর্ণনায় ও কবিত্বে কৃতিত্বসম্পন্ন। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত করম আলী-কৃত রাধার বিরহসূচক পদাবলীর একটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

"কান্দ্যা কান্দ্যা বলিতেছে শ্রীমতী রাই।
আন্ত্যা আন্ত্যা দে মোর নাগর কানাই। ধুয়া।
শুন আএ বৃন্দা দূতী বলি তোমারে,
মথুরায় গেল হরি আন্ত্যা দে মোরে,
শ্যাম বিনে ব্রজপুরে আর আমার ব্যথিত নাই।
প্রেমানলে দহে মোর হৃদয় অন্তরে,
বৃন্দাবনে বসি দেখ কোকিল কুহরে,
সেই সে মনের দুঃখ কৈতে নারি কার ঠাঁই।
কে হরিল প্রাণদূতী ব্রজের শশী,
বৃন্দাবনে রাধা বল্যা ডাকে না বাঁশী,
অভাগী রাধারে দিয়া বুঝি শ্যামের মনে নাই।
কহে শ্রীকরম আলি শুন গো প্যারী,
নিকটে আছে তোমার প্রাণের হরি,
ধ্যানে ভজ নাগর কানাই কান্দনা শ্রীমতী রাই।

করম আলি একজন বৈষ্ণবকবি। নিবাস চট্টগ্রাম—পটীয়া থানার অন্তর্গত করুলডাঙ্গা। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার ঋতুর বারমাস বর্ণনা করিয়াছেন।

রাধার দ্বাদশমাসিক বিরহবর্ণন বৈষ্ণব কবিগণের প্রেমচিত্র বর্ণনার আদর্শস্থানীয় ছিল। ঐ বারমাস্যার অনুকরণে কোন কোন মুসলমান কবিও বারমাস গাইয়াছেন। তন্মধ্যে ছকিনার বারমাস ও মেহেরনেগারের বারমাস পাওয়া গিয়াছে।

ছকিনা মুসলমান নবীবংশের একজন বিবি। ইঁহার পতি রণক্ষেত্রে নিহত হন। পতিকে হারাইয়া ইনি "বারমাসাদি" গাইয়াছিলেন।

শেষোক্ত গ্রন্থে কবি মেহেরনেগারের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"কৃষ্ণমিত্র মাস আদ্যে করিনু রচন।
রুদ্রদেব মাস পাছে করিনু গ্রথন॥
নৃপকুলপতিসুতা মেহেরনেগার।
অন্তরে অঙ্কুর নিত্য বিরহ বিকার।"

নিম্নে চৈত্রমাসের বর্ণনা উদ্ধৃত হইল—

"চৈত্রমাস উপস্থিত বৎসর পুরণ।
চপলে চাতক পক্ষী প্রিয়ার কারণ।
চাচর চিকুর মোর বিথুরিত কেশ।
চান্দ বিনে চকোর গণিতে প্রাণশেষ।
চপল এ প্রাণ মোর প্রাণনাথ বিনে।
চলিমু জগাতে প্রভু চঞ্চলা গমনে।"

এইরূপ বৈষ্ণব ভাবপ্রকাশ ব্যতীত মুসলমান কবিগণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেরও অনুবাদে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। মুসলমান রাজপুরুষগণ অর্থসাহায্য দিয়া পণ্ডিতগণকে মহাভারত অনুবাদে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, এরূপ নিদর্শন আমরা ছুটী খাঁ ও পরাগলখানে পাইয়াছি। ঐ সকল রাজপুরুষের মহাভারতে যে বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাহা তাঁহাদের বাঙ্গালাভাষার প্রতি প্রীতি হইতেই বুঝা যায়। তাঁহারা যে স্বয়ং উক্ত গ্রন্থের কোন না কোন গ্রন্থাংশের অনুবাদকার্য্যে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, এমন নহে, যুধিষ্ঠির-স্বর্গারোহণ নামক গ্রন্থেও আমরা কবি ষষ্ঠীবর, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও পরাগল খানের ভণিতা পাইয়াছি। তাহা এই—

"শুভক্ষণে স্বর্গে গেলা রাজা যুধিষ্ঠির।
দেবগণে বোলে ধন্য তোমার শরীর॥
ইন্দ্র যুধিষ্ঠির বৈসে এক সিংহাসনে।
চারিদিকে সুবেশ করিলা দেবগণে॥
বিবিধপ্রকারে ইন্দ্র করিল ভকতি।
এহি সে অমরাপুরী করহ বসতি॥
অশেষ ভারত-কথা সমুদ্রের জল।
প্রণাম করিয়া বৈসে পাণ্ডব সকল॥
চারি সহোদর আর দ্রৌপদী যে সতী।
অঙ্গে অঙ্গে আলিঙ্গন কৈল মহামতি॥
পরাগল খানে কহে গোবিন্দচরণ।
একমনে শুনিলে যায় বৈকুণ্ঠভুবন॥"

বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনুকরণ ও অনুবাদ ব্যতীত মুসলমান কবিগণ ইসলামজগতের অনেক মৌলিকতত্ব বাঙ্গালায় অনূদিত করিয়া বাঙ্গালাভাষার কলেবর পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

তত্বশাখা।

মুসলমানরচিত ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থগুলি সর্ব্বাগ্রে আলোচিত হইল—

১ জ্ঞানপ্রদীপ—সৈয়দ সুলতান নামক একজন মুসলমান সাধুর রচিত। ইঁহার গুরুর নাম শাহ হোসন। গুরু ও শিষ্য উভয়ে তত্বজ্ঞানী; সুতরাং এই গ্রন্থে গভীর সাধনতত্ব আলোচিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। নমুনা স্বরূপ নিম্নে গ্রন্থাংশ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:—

"মধ্যেত সুষুম্না নাড়ী সর্ব্বমধ্যে সার।
আদ্যাশক্তি আরাধিবার সেই সে দ্বার॥
পূরকে পূরিয়া বায়ু করিব স্থাপন।
সূচীমুখে সুত যেন করে প্রবেশন॥

ঠেলিয়া ঠেলিয়া বায়ু করিব উর্দ্ধবাট।
ছাটন ছাটিয়া যেন করাএ প্রকট।
তিন তিহরীর মধ্যে অগ্নি দিব ফুক।
না পারিলে সহিতে ছাড়িয়া দিব মুখ।
সন্ধি পাই সেই বায়ু করিব প্রবেশ।
করিতে করিতে ধ্বনি উঠিব বিশেষ।
শুনিতে শুনিতে ধ্বনি স্থির হৈব মন।
যত সব জ্ঞানী দেখ সেই মহাধন।
সেই ধ্বনি মধ্যেতে যে জ্যোতি চিনি লৈব।
তবে সেই জ্যোতি মধ্যে মন নিয়োজিব।
তবে সেই জ্যোতিতে মনের হৈব লয়।
সেই সে প্রভুর পন্থা জানির নিশ্চয়।"

গ্রন্থকার যেখানে কোন গূঢ় বিষয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন নাই বা গুরু-আজ্ঞায় করেন নাই, সেইখানেই তিনি সাধারণকে প্রেমানন্দের আশ্রয় লইতে বলিয়াছেন।

"কেশবেরে কৈল শিব না হৈল প্রকাশ।
জানিবারে চিত্তে থাকে চল প্রেমানন্দের পাশ।"

সৈয়দ সুলতান-বিরচিত অপর একখানি যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ আছে। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় সর্ব্বতোভাবে যোগকালন্দর বা উপরোক্ত জ্ঞানপ্রদীপের অনুরূপ। ভাষা-রচনায় অনেক পার্থক্য থাকিলেও ইহাকে অন্য একখানি পুস্তক বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। নমুনা—

আর এক শুন তুহ্মি অপরূপ কথা।
ষড়ঋতু বসতি করএ যথাতথা।
আধার চক্রেত গ্রীষ্ম ঋতুর উদয়।
অধিষ্ঠান চক্রেত বরিসা নিশ্চয়।
অনাহত চক্রেত শরৎ ঋতু বৈসে।
বিশুদ্ধি চক্রেত জান শিশির প্রকাশে।
মণিপুর চক্রেত হেমন্ত ঋতু বৈসে।
আদ্যা চক্রেত জান বসন্ত প্রকাশে।" ইত্যাদি।

২ তন-তেলাওত বা তনু-সাধন—গ্রন্থখানিতে যোগশাস্ত্রীয় গভীর তত্ত্বনিচয় বাঙ্গালা ও মুসলমানী শব্দে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে হিন্দুযোগের মূলাধার মণিপুর প্রভৃতি সংজ্ঞায় মুসলমানী নামকরণ দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে মুসলমানী যোগেরও যথেষ্ট নিদর্শন আছে। নমুনা যথা—

"নাছুত মোকাম যদি করিলা সাধন।
মলকুত মোকাম সাধিতে কয় মন।
যোগেতে কহিএ এই মণিপুর নাম।
মহত হেমন্ত বায়ু বৈসে অবিশ্রাম।
ইস্রাফিল ফিরিস্তা তাহাতে অধিকার।
নাসিকা নিরক্ষি জান দুয়ার তাহার।
তাহার খাটাম জান কেকনার স্থান।
*   *   *   *
দিনে চুয়াল্লিশ হাজার শোয়াস বয়।
ঘট মধ্যে রাখি বারি (বায়ু ?) যেন মতে রয়।
যাবতে পবন আছে, তাবতে জীবন।
পবন ঘটিলে হয় অবশ্য মরণ।
নাসিকাতে দৃষ্টি দিয়া পবন হেরিব।
কণ্ঠেত টিপ দিয়া নিয়মে রহিব।
বাম উরু পরে দক্ষিণ পদ তুলি।
নাসাতে হেরিব দৃষ্টি দুই আখি মেলি।
তবে ঘট হন্তে শোয়াস বাহির হৈব।
যে কেন কচুর পত্র বরণ দেখিব।
তার মধ্যে মূর্ত্তি এক হৈব দরশন।
সেই মূর্ত্তি আপনার জানিও বরণ।"

৩ তউফা—এক খানি ধর্ম্মগ্রন্থ। তউফা অর্থে সংহিতাদি। মুসলমানের রোজা, নমাজাদি আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ এই গ্রন্থের আলোচ্য। এতদ্ভিন্ন ইহাতে মুসলমান সামাজিক ধর্ম্মনীতির অনেক কর্ত্তব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল আরবী তউফার পারস্য অনুবাদ হইতে কবি আলোয়াল রোসাঙ্গের রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মের অমাত্য শ্রীমান্ সুলেমানের অনুরোধে এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালায় অনূদিত করেন। ইহারই আদেশে তিনি দৌলত কাজী বিরচিত 'লোর চন্দ্রানীর শেষাংশ সমাধা করিয়াছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সিকি ভাগ আরবী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথমে নবাবংশের স্তুতিবাদ আছে। তদনন্তর এইরূপ ভূমিকা পাওয়া যায়—

"সুধন্য রোসাঙ্গ দেশ, নাই মন্দ পাপ লেশ,
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্ম তাতে রাজা।
অধিক মহিমা যার, দৈবের নির্ব্বন্ধ তার,
নৃপকুলে আসি করে পূজা।
তান পাত্র দিব্য জ্ঞান, শ্রীযুত ছোলেমান,
শুভক্ষণে সৃজিলা বিধাতা।
নানা শাস্ত্র অবধান, সত্য সত্য শান্তিমান,
গুণবন্ত গুণিগণ জ্ঞাতা।
*   *   *   *
আজু কালু হৈব ভাল, এই মতে গেল কাল,
না পূরিল মনের বাঞ্ছিত।
আছে প্রভু কৃপাময়, সে পুনি অন্যথা নয়,
ধর্ম্ম লক্ষ্যে নিবারন্তে চিত।
তাকে বলি সাধু ব্যক্তি, শেষে রহে যার কীর্ত্তি,
তার মৃত্যু জীবন সমান।

দীন আলাওল ভাণ, শ্রীযুত ছোলেমান,
পুণ্যাকৃতি রসের সুজান ॥"

এই গ্রন্থ মধ্যে গ্রন্থ রচনার কাল নির্দ্দেশক অথবা অন্য কোন ব্যাপারবিশেষের কালজ্ঞাপক নিম্নোক্ত কয়টী শ্লোক পাওয়া যায়। কিন্তু উহাদের অর্থ সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না।

(১) "সিন্ধু শত গ্রহ দশ সম বাণাধিক।
রচিলা ইউছুফ গদা তোহফা মাণিক ॥
দুই শত অষ্টোত্তর সত্তর রহিল।
আলিমে পাইল মধ্য আমে না পাইল ॥
এবে আম লোক সবে গ্রন্থ বুঝিবার।
কহি শুন উপদেশ হৈল যে প্রকার ॥
(২) "সপ্ত শত একাশী বৎসর কৈল সার।
রবিউল আখের দশ দিন সোমবার ॥"

মহানুভব য়ুসুফ্ মূল আরবী হইতে পারসী ভাষায় এই গ্রন্থখানি অনুবাদ করিয়াছিলেন। উপরে যে রচনাকাল নির্দ্দেশ হইয়াছে, উহা হিজিরা কি সন তাহা বুঝিবার কোন সুবিধা নাই।

৪ মুর্সিদের বার মাস—মুসলমানের ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। গ্রন্থে বারমাসের পার্থক্য-নির্দ্দেশক পদ আছে। নিম্নোক্ত ভণিতা হইতে মহম্মদ আলিকেই ইহার রচয়িতা বলিয়া জানা যায়।

"বার মাসের তের খোসা লহরে গণিআ।
এই গীত জেবাই আছে মোহাম্মদ আলি ॥
মোহাম্মদ আলি নয় রছুলের নাতি।
পাপ ছাড়ি পুণ্য বাড়ে খণ্ডে তার দুর্ম্মতি ॥"

৫ জ্ঞানসাগর—ধর্ম্মবিষয়ক (ফকিরী) গ্রন্থ। ইহাতে যোগশাস্ত্রীয় অনেক কথা আছে। আলি রাজা ওরফে কানু ফকির রচয়িতা। ইঁহার নিবাস চট্টগ্রাম আনোয়ারার অন্তর্গত বাঁশখালি থানার ওশখাইন গ্রামে। এখানে এখনও তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন। গ্রন্থকর্ত্তা সাধক কবির গুরুর নাম সাহা কেয়ামদ্দিন। গ্রন্থ প্রারম্ভে গ্রন্থকর্ত্তা এইরূপে একেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

গ্রন্থ মধ্য হইতে রচনার একটু নমুনা দিতেছি—

"পুরাণ কোরাণ বেদ জপ নাম ধরে।
সব হস্তে সার তত্ত্ব জে ধ্বনি নিঃসরে ॥
অনাহত শব্দ যথা সেলাম হুঙ্কার (ওঙ্কার ?)
গুরু বিন্দু নাই তাব গোপন প্রচার ॥
প্রথমে পরম গুরু শুদ্ধ হয় জার।
তবে সে পরম ধ্বনি শুদ্ধ হয় তার ॥
গুরু শুদ্ধ হইলে সে ধ্বনি শুদ্ধ হএ।
ধ্বনি শুদ্ধ হইলে শুদ্ধ হইব হৃদয় ॥
ওঙ্কার সাধন হৈলে নির্ম্মলতা মন।
নির্ম্মল হইলে মন শুদ্ধ হয় তন ॥
কাএ আর সাধন শুদ্ধ হএ জে সবার।
প্রভুর পরম পদ শুদ্ধ হএ তার ॥

গ্রন্থকর্ত্তার এই পদ পড়িলে তাঁহাকে হিন্দুযোগ শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান হয়।

৬ সিরাজকুলুপ—এখানি মুসলমানী ধর্ম্মতত্ত্ব বা ধর্ম্মবিজ্ঞান। ইহাতে স্বর্গ কয়টী, পৃথিবী কিসের উপর অবস্থিত, ঈশ্বর কোন্ দিন কি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, প্রলয়কালে ও পরে কি হইবে, এই সকল পৌরাণিক আখ্যান সন্নিবেশিত আছে। গ্রন্থকর্ত্তা ফকির আলি রাজা বৈষ্ণবকবি-শ্রেণীভুক্ত হইলেও এখানে তাঁহার তত্ত্ব-জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কবির গুরুর পরিচয়:—

"সহরিবে ভজি শাহা পীরের চরণ।
জাহার প্রসাদে পাইলাম ভাবের কথন ॥
ত্রিভুবনে আউলিয়াং গুরু মহাধন।
শিশুবুদ্ধি মেহের করিছে স্থির মন ॥
শ্রীযুক্ত কেরামদ্দীন আলিম গুল্‌মা।
অনন্ত অপার সেই পীরের মহিমা ॥
অপরূপ গুণ সহা ভুবনমোহন।
ব্রাহ্মণির জ্যোতি পীর জীবন জীবন ॥
গুণবন্ত মহন্ত সে আছিলা দরবেশ।
তপসীভাবের ভেদ কহিলা বিশেষ ॥
ধার্ম্মিক সুধীর স্থির আছিল অধিক।
সতান্তরে তপ যেন প্রকাশ মাণিক ॥
* * * * * *
শাস্ত্রত ওলমা ছিল সভাতে প্রচণ্ড।
তপসী পরমভাবে ছেদিয়া ত্রিদণ্ড ॥
নজাহা য়ানাওদিন সুত মহামন্ত।
কেয়ামদ্দিন শাহা সুনাম আছিলেন্ত ॥
* * * * * *
প্রকাশিল চাটিগ্রামে যে নাম যথও।
কেওঁর দক্ষিণ এক সহস্র উপাম।
সে পীর চরণে মোর সহস্র প্রণাম ॥"

৭ মুছার-ছোয়াল—হজরত মুসা (Moses) প্যাগম্বরের সহিত ভগবানের তোর পাহাড়ে যে কথপোকথন হয়, তাহা অবলম্বন করিয়া কবি নসরুল্লা ইহা রচনা করেন। ইহা ইসলাম মত প্রচারের পরিপোষক সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে এইরূপে পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

"বাঙ্গালে না বুঝে সেই করেছি কিতাব।
না বুঝে ফারসি ভাবে পাএ মনস্তাপ ॥
দেশীভাবে পাঞ্চালিকা করিতে অথন।
মোর মনে হইল সেই কিতাব রচন ॥

তেকাজে ফারসি ভাঙ্গি কৈলুম হিন্দুআনি।
বুঝিবারে বাঙ্গালে সে কিতাবের বাণী॥
আপনে বুজন্ত যদি বাঙ্গালের গণ।
ইচ্ছা সুখে কেহ পাপে না দেয়ন্ত মন॥"

৮ সাহাদল্লাপীর পুস্তক—মুসলমানী দরবেশী গ্রন্থ। সাহাদল্লা পীর নামক কোন সিদ্ধ পুরুষ বক্তা এবং চান্দ নামক কোন ব্যক্তি প্রশ্নকর্ত্তা। ইহাতে মুসলমানী যোগসাধন তত্ত্বের অনেক বিষয় প্রকটিত আছে।

"অঃকলে তালি দিলে রহিব আনন্দ।
সাহাদল্লা পদে কহে তত্ত্বহীন চান্দ॥"

৯ জ্ঞান-চৌতিশা—তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ কতকগুলি কবিতা। ইহাতে প্রায় ১৫২টী চরণ আছে। কবি সৈয়দ সুলতান ইহা রচনা করেন। এই কবিতা সংগ্রহ তাহার জ্ঞান-প্রদীপের অংশবিশেষ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু ইহাতে তাঁহার রচনার বিশেষত্ব দেখিয়া পুস্তকের শেষাংশ হইতে একটু নমুনা উদ্ধৃত করিলাম।

"শিবশক্তি দুই জ্ঞান ভিন্নমাত্র নাম।
শিবের আধার শক্তি লিঙ্গেতে বিশ্রাম॥
সমযুক্ত কলেবর মলিন অধর।
সেই সে আওমা জান জগতে প্রখর॥"

১০ অকাত-রছুল—সৈয়দ সুলতান বিরচিত। ইহাতে হজরত মহম্মদ মুস্তাফার তিরোধানবিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। আরবী বা পারসী ভাষা হইতে ইহার নাম সঙ্কলিত হইলেও ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টির অনেক উপাদান আছে। এই গ্রন্থে আরবী শব্দের বহুল ব্যবহার নাই। নমুনা স্বরূপ এইটুকু উদ্ধৃত করিলাম।

রসুল্লাহ্ যমদূত ইসরাএলকে বলিতেছেন—

"জগেক তোমার শক্তি থাকে বল দিয়া।
লই জাও তুমি মোর পরাণ কাড়িয়া॥
মোর উম্মতের * দুঃখ বহুল না দিবা।
উম্মতের লাগি মোরে দুঃখ দিয়া নিবা॥
আজ্রাইলে বলিলেন্ত তোমার পরাণ।
হরিমু জেহেন শিশু দুগ্ধ করে পান॥
"এ কথা শুনিয়া মৃত্যুপতির বচন।
দএত ডাইন কর রাখিলা তখন॥
ম উরু পরেতে রাখিলা বামকর।
উর্দ্ধমুখী হইয়া রহিলা পয়গম্বর॥ * * *
আজ্রাইলে ইলাহির নাম লেখি করে।
রাখিলা আপন কর নবির গোচরে॥
আহার দর্শনে যেন উড়িল বহরী।
নিকলিল আওমা নবির দেহ ছাড়ি॥ * *

তিয়াসিআঁ লোক জল দেখি বিদ্যমান।
জল খাইবারে জেন করএ পয়ান॥
রছুলের আওমা তেহেন গেল উড়ি।
আজ্রাইল করে আইল নিজ দেহ ধরি॥
রছুলের দেহথু আওমা নিকলিতে।
দুই ওষ্ঠ রছুলের লাগিলা কাম্পিতে॥
দেহথুন আওমা নিকলিতে পয়গম্বর।
লাগিলেন্ত উম্মত উম্মত করিবার॥
মোর উম্মতের প্রভু হরিতে জীবন।
এত দুঃখ দিয়া জেন না কর নিধন॥"

১১ সবে মেহেরাজ্—হজরত মহম্মদ মুস্তাফার স্বর্গ পরিভ্রমণ ব্যাপার এই গ্রন্থে বর্ণিত। গ্রন্থকর্ত্তা সৈয়দ সুলতান। গ্রন্থে প্রায়ই বাঙ্গালা শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কচিৎ দুএকটী আরবী শব্দও দেখা যায়।

"রছুলের পদে কহে সৈয়দ সুলতান।
তুমি বিনা পাতকীর গতি নাহি আন॥"

১২ হজরত-মহম্মদ চরিত—সৈয়দ সুলতান রচিত। গ্রন্থ খানিতে ভাব,ভক্তি ও স্বভাব বর্ণনার পারিপাট্য আছে। রচনার একটু নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"সপ্তবার প্রণাম মক্কা প্রদক্ষিণ কৈলা।
সপ্তবার সেই শিলা সবে চুম্বদিলা॥
এইমতে বহু স্থান প্রণাম করিলা।
আপনা দেশেতে নবি সচ্ছন্দে চলিলা॥"

১৩ যামিনী-বাহাল—কবি করিম উল্লা বিরচিত। কবির জন্মস্থান চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড অঞ্চলে। গ্রন্থ খানির কবিত্ব তাদৃশ মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন না হইলেও সামাজিকতার হিসাবে গ্রন্থখানি সর্ব্বোচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। কবি প্রায় ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থ-বর্ণিত নায়িকার মুখে "অহো ত্রিলোচন' প্রভৃতি রূপে হিন্দু দেব-দেবীর উপাসনা করাইয়া তৎকালের হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পরস্পর সংমিশ্রণের একটী চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন।

১৪ কেকায়তোল-মোছল্লিন্—(ইসলাম-হিতকথা) হিন্দুর মনুসংহিতার ন্যায় এখানি একখানি মুসলমানী সংহিতা, মহম্মদীয় ধর্ম্ম-পরিচ্ছদে আবৃত মাত্র। ইহা কেকায়তোল মোসলেমিন্ নামক পারসী গ্রন্থের অনুবাদ।

গ্রন্থকর্ত্তার নাম মোতালিব, তিনি মৌলবি রহমৎ উল্লার আদেশে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

"মৌলবী রহমতোলা সর্ব্বগুণধাম।
চতুর্দ্দশ এলম জানন্ত অনুপাম॥
তাহান আদেশে শেখ পরাণ নন্দন।
হীন মোতলিবে কহে শাস্ত্রের বচন॥"

---

* ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী।

অন্য এক খানি পুথিতে কবির প্রকৃত নাম মহম্মদ আলী বলিয়া সুস্পষ্টরূপে লিখিত আছে। তিনি যুসুফ হাকিজের অনুরোধে উক্ত গ্রন্থ সমাপন করিয়াছিলেন—

"চাটিগ্রাম শুদ্ধস্থান, সহর নির্ম্মল স্থান,
ইছলাম আবাদ বুলি কয়।
তাহার উত্তর দেশ, কি কহিব সবিশেষ,
আজিমান গ্রহ নাম।
আর এক আছে নাম, ইদিলপুর অনুপাম,
শুদ্ধ সুপবিত্র সেই স্থান।
তাতে দুই মহা দীন, আমা হন্তে কেবা হীন,
জানিবা সে রাজ্য তরি নাই।
মহম্মদ আলী হয়, কেহ মিঞাজীউ কয়,
যেন নাম তেন গুণ নাহি।
সেলাম্ব রাজোত ঠাম, ইছুপ হাকিজ নাম,
শুদ্ধ সুপবিত্র কলেবর।
তাহান বাটীতে বসি, আমাকে নিলেক বিধি,
কৃপাকরি কহিল বচন।"

১৫ রাহাতুল্ কুলুপ্ (আত্ম-মুক্তিসোপান)—একখানি ধর্ম্ম-গ্রন্থ। তন্নামক পারস্যগ্রন্থের অনুবাদ। ইহাতে কেরামতের কথা, পিতামাতার কর্ত্তব্য, মিথ্যাকথন, পরচর্চ্চা, সুরাপান প্রভৃতির শাস্ত্রীয় বৈধতা ও অবৈধতা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তার নাম সৈয়দ নূর উদ্দীন। ভাষা সম্বন্ধে ইহাতে অনেক আলোচ্য-বিষয় রহিয়াছে। নমুনা—

"দুনিআতে ধনরত্ন দিআছিলুম তোরে।
স্ত্রীপুত্র লাগি দিলি না দিলি মোহারে।
হেন স্তিরি পুত্র বন্ধু আজু গেল কোথা।
ইমান থাকিলে আমান হইব সর্ব্বথা।"

১৬ বাল্কা-নামা—প্রণেতা নয়নচাঁদ ফকির। ইহাকে দরবেশ-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু বলিয়া বোধ হয়। গুরু-শিষ্যের ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর লইয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। ইহা আধুনিক দরবেশ ও বাউল সম্প্রদায়ের আদরের জিনিস। ইহার ভাষায় হিন্দী, পারসী ও আরবী শব্দের মিশ্রণ আছে। নমুনা—

বাল্কার প্রশ্ন—

কাঁহা বৈঠে রাম রহিম কাঁহা বৈঠে সাঁই।
কাঁহা বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল স্থানভেস্ত পাই।
কাঁহা গোলোক বৈকুণ্ঠ, কাঁহা মক্কামদিনা।
কাঁহা চন্দ্রসূর্য্য কাঁহা দিন দুনিয়া।
কাঁহা বৈঠে চৌদ্দভুবন কাঁহা আলমতারা।
কাঁহা মেঘবিজুরী কাঁহা বৈঠে ধারা।
নঞানচাঁদ ফকিরে বলে দরবেশ মেরা ভাই।
কোন আলম খবরবাদ্মা একপলকছে পাই।

মুর্সিদের উত্তর—

দিল্‌সে বৈঠে রামরহিম দিল্‌সে মাণিক সাঁই।
দিল্‌সে বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল মস্তানভিস্ত পাই।
ঘরে বৈঠে চৌদ্দভুবন মুজিরা আলমতারা।
চাঁদসুক্ত মেঘজুতি ইন্দ্রে বৈছে ধারা।

১৭ এমামযাত্রার পুঁথি—একখানি ধর্ম্মবিষয়ক মুসলমানী গ্রন্থ। রচয়িতা বগুড়া জেলা নিবাসী মহিচরণ ও গৈনারি কান্দির শ্রীদুর্গতিরা সরকার সাহেব। গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ইহাতে পারসী শব্দের প্রায়ই প্রয়োগ নাই। ভাষা বাঙ্গালা ও নিম্ন শ্রেণীর কথিত ভাষার ন্যায়। রচনায় গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার লেখাই দৃষ্ট হয়। পুস্তকের প্রারম্ভে রছুল, মুর্শিদ্ এবং পিতা ও মাতার চরণ বন্দনার পর সরস্বতীর বন্দনা লেখা আছে। যথা—

সরস্বতীর বন্দনা।

"আর মা সরস্বতী তুমি আমার মা।
মা অনাথ বালকে ডাকে শুনে শুন না।" ইত্যাদি

গ্রন্থখানি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এমামযাত্রী ধর্ম্ম-প্রাণ মুসলমানের পক্ষে হিন্দু ও মুসলমানের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তাঁহারা হিন্দু দেবতারও স্তুতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

১৮ ক্লীবত্ব মোচন—তওয়ারিখি হামিদী প্রণেতা মৌলবি হামিদুল্লখাঁ বিরচিত। গ্রন্থখানি পদ্যে ও গদ্যে লিখিত। গ্রন্থকর্ত্তা শ্মশ্রুচ্ছেদনকারী মুসলমানদিগের উপর শ্লেষ করিয়া লিখিয়াছেন। শ্মশ্রুচ্ছেদন মহম্মদীয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কর্ম্ম। কবি আরবী ও পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বুৎপত্তি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে গ্রন্থ খানিতে চাটিগ্রামের ভাষার প্রভূত সংমিশ্রণ দেখা যায়। গ্রন্থের রচনা কাল ও সমাপ্তি—

জুমাউর জিহজ্জার চতুর্থে কহিল।
হিজ্রি সন বারশত আটায় হইল।
এই গ্রন্থের নাম ক্লীবত্ব-মোচন।
তার অর্থ নপুংস ও কাপ্র্য নিরাসন।
আর নাম রাখা গেল আরবীভাষাতে।
'তাদিবোল মোতখন্নেথিন্' সেন্দর্থ মতে। * * *

১৯ ত্রাণপথ—একখানি কাব্য। মহম্মদ হামিদোল্লাহ খাঁ বিরচিত। ঈশ্বরের একত্ব এবং সুকৃতি ও কুকৃতির ফলাফল এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। গ্রন্থের রচনা কাল—

"হাজার দুসত পাঁচআসি হিজরি।
বঙ্গে পাঁচ সত্তর তৎপরে গণকরি।"

২০ পয়গম্বর-নামা—সৈয়দ সুলতান রচিত। গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট। ইহাতে হজরত, ইছা, মুছা, দাউদ, সুলেমান, নুহ প্রভৃতি পয়গম্বর এবং প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীরাম চরিত ও শ্রীকৃষ্ণ-চরিত বর্ণিত হইয়াছে।

২১ দাফায়েৎ—এক খানি মুসলমানী সংহিতা। পারসী গ্রন্থ হইতে কবি সৈয়দ নূরউদ্দীন কর্ত্তৃক অনূদিত। গ্রন্থে লিপি-পারিপাট্য যথেষ্ট আছে। কবি এইরূপে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন—

"গৌর মাঝে একগ্রাম; সুবেশ উত্তম ঠাম,
কি কহিমু মহিমা তাহান।
সেই দিব্য স্থান পাইয়া, আলিম সকল গিয়া,
সাধু সদাগর তথা বৈসে।
ছৈয়দ সএখ (সেখ) গণ, সে দেশে রসিক জন,
ধর্ম্মযন্ত্র সুনামে প্রকাশ।
সে দেশে প্রধান ঘর, সন্তান পীরান ঘর,
ছৈদ আলেদত তান নাম।
তান পুত্র কল্পতরু, দানে সিন্ধু জ্ঞানে গুরু,
ছৈদ রাজা সুনাম উপাম।
* * * *
পীর মহম্মদ সঙ্গে, পীর সুতগণ রঙ্গে
আছিলেক পিরীত বিশেষ।
বহুভূমি দান দিয়া, ভাল যান সঙ্গে লইয়া,
আইলেক মির্জ্জাপুর দেশ।
ছৈদ আবদুল কাদির সুত, রূপে গুণে অদ্ভুত,
ছৈদ আতবলা হৈল নাম।
তাহান নন্দন হীন, নাম ছৈদ নুরদ্দিন,
বসতি মোহন সেই ঠাম।"

২২ সুলতান জমজমার পুঁথি—মহম্মদ কাসিমকৃত। ইহাতে কবি মানবের মৃত্যুকালীন ও তৎপরবর্ত্তিকালের হাল হকিয়ৎ অর্থাৎ পাপপুণ্যের ন্যায্য বিচারাদি সরল ভাষায় প্রকটিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার মনকে লক্ষ্য করিয়া দেহের খেদোক্তি-বিষয়ক যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই রচনার নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত হইল—

"তুমি জ্ঞানবন্ত অতি রসিক সাগর।
মোরে ভাসাইয়া যাও অঘোর সাগর।
পাইয়া গোপিনীগণ মোরে পাসরিলা।
গোকুলেত জায় মোরে কলঙ্ক করিলা।
জন্মকাল হতে প্রেম তোমার সহিত।
একতিল তুমি বিনে না পারি রহিত।
তুমিত নিঠুর বড় নিদারুণ কায়া।
যুবতী বধিয়া যাও নাহি মনে দয়া।
জলে চরে হংসাহংসী করে হাসি রসি।
হংসা জাএ নিজ ঘরে জল কেনে দুখী।
কেলি করে অলিরাজে পুষ্পেতে বসিয়া।
জাইতে না যায় অলি সে ডাল ভাঙ্গিয়া।
যে আজ্ঞা করিলা মোরে সে কর্ম্ম করিলুম।
মিছে কাজে স্বামী ছাড়ি কলঙ্কিনী হইলুম।
আগে প্রেম করিয়া যে পাছে না পালএ।
তুমি জাও মথুরাতে মোর কি উপাএ।
মোর ঘরে থাকি তুমি কৈলা হাসিরসি।
জাইবার কালে জাও মোরে করি দুখী।
তুমি মোরে আজ্ঞা দিয়া কৈলা জথ কাম।
গোকুলে রাখিলা মোর কলঙ্কিনী নাম।"

উদ্ধৃত কবিতাংশ পাঠে মনে হয়, এই মুসলমান কবির হৃদয়ে বৈষ্ণবপ্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল। তাহা না হইলে তিনি রাধা-প্রেমের সহিত দেহ ও মনের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? যাহা হউক মুসলমান কবির এরূপ রচনায় যে যথেষ্ট কবিত্ব-প্রতিভা আছে এবং তাহা যে বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে ফলপ্রদ তরুর ন্যায় ফল ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাই গৌরবের বিষয়।

গোলাম মাওলা-বিরচিত আর একখানি সুলতান জমজমায় পুথি পাওয়া যায়। প্রতিপাদ্য বিষয়ে উভয় গ্রন্থ এক; তবে রচনায় অনেক পার্থক্য আছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে অনেক আরবী ও পারসী ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়। গ্রন্থের ভণিতা দৃষ্টে অনুমান হয়, কবি মনে মনে হিন্দুদেবীর উপাসক ছিলেন। অথবা তিনি বাঙ্গালী কবিগণের অনুকরণেই এরূপ লিখিয়া থাকিবেন।

"হীন গোলাম মাওলা বলে না দেখি উপায়।
কেবল ভরসা মনে সেই রাঙ্গা পায়।"

২৩ ইব্লিছ্-নামা—মুসলমানী ধর্ম্মগ্রন্থ। গুরু শিষ্যের কর্ত্তব্যতা ইহার প্রধান প্রতিপাদ্য। রছুলের সহিত ইব্লিছের (সায়তানের) যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাই এই গ্রন্থ মধ্যে সরল বাঙ্গালায় লিখিত আছে। নমুনা—

"সিস্তের প্রকৃতি জদি হএ ফিরিস্তায়।
ইব্লিছ জদিএ হএ গুরুর যেথায়।
তথাপিহ গুরুক নিন্দিতে না জুয়াএ।
গুরুকে মান্যতা করিব সর্ব্বথাএ।
নিরঞ্জন আদেশ করিল ফিরিস্তারে।
মান্য করি ঘোলাইতে ইব্লিছ গুরুরে।
এথ জানি রাপনা গুরুক না নিন্দিব।
কদাচিত অহঙ্কার বোল না বুলিব।"

২৪ নূর কন্দিল্—কবি মহম্মদ ছকি প্রণীত। ইহাতে স্বর্গ

সৃষ্টি, মনুষ্যোৎসর্গ ইত্যাদি হইতে মানর জীবনের শেষ বিচার কথা পর্য্যন্ত বিবৃত আছে। গ্রন্থশেষে গ্রন্থের ও গ্রন্থকর্ত্তার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"না পাক পেয়ালা টুবি, শিরে তুলি সাপি,
বিমুরদি মনিস্ত মরিলে।
ফিরিস্তা সকলে মিলি, লোহার বুরুজ মারি,
লই জাইব দোজক মাজার।"

* * *

"কহে মহম্মদ ছকি আমি বড় দুঃখি।
এই লোক পরলোকে সেই পরের পিরীতি।
পিতা মোর সাহাজান সহিদ দরবেশ।
কিঞ্চিৎ জানাইলা মোরে পন্থের উদ্দেশ।
কহে মহম্মদ ছকি, দিলে মনে তানে জপি,
জার ধর্ম্মে ছিষ্টি উতপন।
পীর হাজী মোহাম্মদ, সিরে রাখি তান পদ,
পাইতে আছে সুরের বিচার।"

২৫ যোগ-কালন্দর—একখানি মুসলমানী যোগশাস্ত্র। কিরূপ যোগ সাধন করিতে হয় এবং পরলোকের উপায় কি? তাহাই এই গ্রন্থে বাঙ্গালায় বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা মধ্যে আরব্য ও পারস্য শব্দের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। অনেকে আলি রাজাকেই ইহার রচয়িতা বলিয়া মনে করেন। রচনার নমুনা—

"নাছুত মোকাম এ তিনটি হরি।
আজ্‌রাইল ফিরিস্তা আছে তথাতে পহরী।
সে সব থাছাল জান আনলের স্থান।
সদাএ অনল জ্বলে নাহিক নিবান।"

২৬ আমছেপারার ব্যাখ্যা—পবিত্র কোরাণ সরিপের অন্তর্গত আমছেপারা অংশের ব্যাখ্যা ও তৎপাঠফল এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ফকির হোছেন এই গ্রন্থের রচয়িতা। ভণিতা—

ফকির হোছনে কহে, মনেতে ভাবিয়া ভয়ে,
এক বিনে দুই প্রভু নাই।
কালিসনে দেখা হইলা (?) পাপজোগ ভোলাইলা,
তবে কেন না চাও গোঁসাই।

২৭ চিপ্ত-ইমান—এক খানি মুসলমানী ধর্ম্মগ্রন্থ। আরবী ভাষা হইতে অনূদিত। কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ ছাড়া গ্রন্থের ভাষা সর্ব্বত্রই খাঁটি বাঙ্গালা। রচয়িতা কাজি বদিয়ুদ্দিন। চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত বাহুলী গ্রামে ইহার বাস। ইনি সুপ্রসিদ্ধ খোন্দকার বংশসম্ভূত। রচনার নমুনা—

"আহামদ সরিপ প্রথম গুরু বুলি।
জীবের জীবন মোর আখির পোতলী।
অমূল্যরতন গুরু মোহাম্মদ নকি।
আর গুরু এর্সাদোল্লা মোহাম্মদ তকি।
আর গুরু কোরেশ মোহামদ জে নাম।
পির শাহা সরিপের পদেত ছালাম।
কাজি মোহামদ ওয়ারিশ গুণাধার।
তাহান চরণে মোর ছালাম হাজার।
আর গুরু চাম্পাগাজি নয়ানের জুতি।
খিতাপচর শুভগ্রাম তাহান বসতি।
বাঙ্গালাভাষা জ্ঞাত মোর সেই গুরু হোন্তে।
মুখে পাঠ লিখেছি না হইছে নিজ হস্তে।" * *

২৮ ছরছালের নীতি বা তক্তিব কেতাব—এক খানি মুসলমানী সংহিতা। হুলাইন নিবাসী মুনাইম মুন্সীর আদেশে কবি করম আলী এই গ্রন্থ পারস্য ভাষা হইতে অনূদিত করেন। গ্রন্থ খানির প্রকৃত নাম কি তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। গ্রন্থের দুই স্থানে দুইটী নামের উল্লেখ আছে।

(১) "এই জে নোচ্‌কা জান ফারসী আছিল।
সবে বুঝিবারে হীনে পাচালী রচিল।
নোচকা বোলএ জাকে ফারসী ভাসাএ।
তক্তিব কিতাব বুলি বঙ্গভাষে কহে।"

(২) "ছগু শত বসু ঋতু সন জদি হৈল।
ছরছালের নীতি হীনে পাচালী রচিল।
মুনাইম মুন্সী জান অতি ভাগ্যবন্ত।
তান আজ্ঞা ধরি হীনে পাচালী রচিলেন্ত।
নবি করি আছে এই হিজিরির সন।
বৈশাখেতে সগী সন চৈত্রেতে পুরণ।
ছরছালের নীতি এই তামাম হইল।
কিঞ্চিৎ রচিলুম মুই বুদ্ধি যে আছিল।"

২৯ অবতারনির্ণয়—একখানি মুসলমানী গ্রন্থ। গ্রন্থখানিতে সৃষ্টিপত্তন হইতে অবতারবাদ প্রভৃতি কথা লেখা আছে। নবী-বংশের আখ্যান প্রসঙ্গে কবি, মহম্মদের অবতারত্ব স্বীকার করিয়াছেন। হিন্দু পুরাণাদিতে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বসুমতী পাপের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া ব্রহ্মার নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, প্রভো! আমি আর ধরার পাপভার সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমাকে রক্ষার জন্য অবতারের আবশ্যক। বসুধা দেবী এইরূপ যতবার প্রার্থনা করেন, ভগবন্নারায়ণ ততবারই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে পাপভার হইতে মুক্ত করেন। গ্রন্থখানিতে এইরূপে মুসলমান ও হিন্দু অবতারগণের প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু পৌর্ব্বাপর্য্য কিছুই স্থির নাই। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, গ্রন্থকারের হৃদয় হিন্দুয়ানি ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের ভাব-ভয়ে বিজড়িত ছিল। তিনি উভয় ধর্ম্মেই সম্যক্ আস্থাবান্ ছিলেন।

"জে হেন আছ এ নবি গয়াস সহিত।
তেন মত আছে প্রভু জগত ব্যেআপিত॥
মোহম্মদ রূপ ধরি নিজ অবতার।
নিজ অংশ প্রচারিলা হইতে প্রচার॥

প্রসঙ্গক্রমে ক্ষিতিদেবী মহাপ্রভুর গোচরে এইরূপ নিবেদন করিতেছেন—

"রামক স্বজিলা প্রভু মোহেরে পালিতে।
রামেহ মোহোকে না পালিল ভাল মতে॥
অনুদিন মোর পৃষ্ঠে করিলেক রণ।
কদাপিহ ভাল মতে না কৈল পালন॥
সতি নারি সীতা দেবী অনাথ হইআ।
মোহের পৃষ্ঠেতে ছিল বহু দুঃখ পাইআ॥
এ দেখিআ মোর মন হইল ফাঁফর।
নিবেদন কৈলুম প্রভু তোমার গোচর॥
এ পাপের ভার মুই না পারি সহিতে।
পাতালে মজিআ আমি রহিব নিশ্চিতে॥
কথেক সহিব আমি এ পাপের ভার।
সহজে ললাটে এথ লেখিছ আমার॥
ক্ষিতির কাকুতি শুনি প্রভু নিরঞ্জন।
ক্ষিতি রক্ষা ফিরিস্তাক বুলিল বচন॥
নিশ্চয় জানিঅ মুই আদম স্বজিমু।
সে আদম হোন্তে ক্ষিতি নিশ্চএ পালিমু॥

ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, রামচন্দ্রের পর আদম অবতার হন। কথাটা কতকটা অবতার-বাদের সামঞ্জস্য না রাখিয়াছে এমন নয়।

৩০ ফতেমার ছুরত্‌নামা—বিবি ফতেমা হজরত মহম্মদ মুস্তফার প্রিয় দুহিতা ও হজরত আলী মুর্ত্তাজার সহধর্ম্মিণী। তিনি ইমাম হোসেন ও হাসনের জননী ছিলেন। তাঁহার অন্তর্নিহিত অব্যক্ত রূপরাশি দেখিবার জন্য এক দিন আলি অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তাহাই অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার শাহ বদিযুদ্দিন এই গ্রন্থ সমাপন করিয়াছিলেন। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল ও সরস।

৩১ আসকনূরির একদিলসার—একখানি মুসলমান ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থকারের নাম কবিকার আসফ মহম্মদ, নিবাস রঙ্গপুর মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত হরিপুর গ্রাম। গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকর্ত্তা সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণ ও সেই সঙ্গে রছুল প্রভৃতি মুসলমান পীরের উৎপত্তি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা বাঙ্গালা হইলেও মধ্যে মধ্যে পারসী শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়—

"সর্ব্বত্রের রক্ষক সেই সয়ালের নাথ।
মামুদ বলিয়া তারে চিন্তি দিবারাত॥
নুর নবির নুর দিয়া স্বজাইল বিধি।
তাঁর মতন না স্বজিল জনম অবধি॥"

গ্রন্থ মধ্যে গ্রন্থকার স্বীয় বংশ-পরিচয় দান কালে এইরূপে গ্রন্থসমাপ্তির কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"বসবাস করি যেথা কদিম মোকাম।
হরিপুর গ্রাম বলি জান তার নাম॥
রঙ্গপুর এলাকায় মিঠাপুখর থানা।
তাহার এলাকা বটে আমার ঠিকানা॥
আসক মামুদ মোওল জান মোর নাম।
মোওলীর কার্য্য মোরা করিছি মোদাম॥
বাবাজির নাম মেরা শুন বেরাদর।
জএনুল্লা মণ্ডল নাম জান কেবর॥
চামু সরদার ছিল মেরা দাদাজির নাম।
দেখিতে সুন্দর ছিল বড় গুণধাম॥
বার শত একচল্লিস সালের বিচেতে।
রচনা হইল পুঁথি জান সকলেতে॥
তেরই আশ্বিন ছিল রোজ বুধবার।
কলম করিনু বন্ধ ফজলে খোদার॥" ইত্যাদি

গ্রন্থকার ১২৪১ সালের ১৩ আশ্বিন বুধবার রচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

ইতিহাস-শাখা

অনেক মুসলমান কবি ইস্‌লাম-ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইতে বা তাহার পবিত্র কীর্ত্তি প্রচার করিতে অনেকগুলি ঐতিহাসিক কাব্য বাঙ্গালায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার অজ্ঞ ও নিরক্ষর মুসলমান-সমাজে ইস্‌লামীয় প্রচারই গ্রন্থরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থে বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারতাদি গ্রন্থের অল্প বিস্তর অনুকরণ দৃষ্ট হয়। নিম্নে অতি সংক্ষিপ্তভাবে ঐ সকল গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ও তাহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইল ;—

১। হানিফার পত্র—মহম্মদ মুস্তাফার জামাতা আলির দুই বিবাহ। বিবি ফতিমার গর্ভে ইমাম হোসেন ও হাসন এবং বিবি হানিফার গর্ভে মহম্মদ হানিফার জন্ম হয়। দামাস্কাসের দুর্দ্দান্ত নরপতি এজিদের হস্তে ইমাম হোসেন-হাসন নিহত হইলে হাসনের পুত্র জয়নাল আবেদিন্‌ এই ঘটনা বিবৃত করিয়া হানিফাকে এক পত্র প্রেরণ করেন। হানিফা তথন বানোয়াজি প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। নবিবংশের এতাদৃশ দুরবস্থার কথা শুনিয়া হানিফা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সসৈন্যে মদিনায় আসিয়া উপনীত হইলেন। মদিনায় আসিয়াই মহাবীর হানিফা এজিদ্‌কে এক পত্র লিখেন। তাহারই উত্তরে এজিদ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া-

ছিলেন। যুদ্ধে এজিদের পরাজয় ও নিধন ঘটে। এই যুদ্ধ বৃত্তান্তই কাব্যের বর্ণিত বিষয়।

মহম্মদ খাঁ এই গ্রন্থখানির রচয়িতা; কিন্তু এজিদের উত্তরের প্রারম্ভে মুজাফরের ভণিতা পাওয়া যায়, যথা—

"সুলতান দৌহিত্র হীন চক্রশালা ঘর।
কহে হীন মুজাফরে এজিদ্ উত্তর।"

এই গ্রন্থের ভাষাতে দু'একটা আরবী শব্দের ব্যবহার ভিন্ন সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল বাঙ্গালা। হানিফা এজিদকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহার শেষভাগে তিনি যুদ্ধ-ঘোষণার কালজ্ঞাপক শ্লোকদ্বয় দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। নমুনা—

"অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘে হেমন্তের জোর।
নির্ব্বলী বসন্ত থাকে দক্ষিণের কোর।
মহম্মদ হানিফা আমি তুমি ত এজিদ।
ফাল্গুনে বসন্ত ঋতে বুঝিব চরিত।"

ইমাম হাছনের পুত্র জয়নাল আবেদিন্‌কে ইমাম পদে প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রন্থ সমাপন করা হইয়াছে।

২। মুক্তাল হোছেন—গ্রন্থখানি সুপ্রসিদ্ধ নবিবংশের ইতিহাস। ইহাতে ইমাম হাসন ও হোসেনের বিষাদকাহিনী বর্ণিত ও মহরমের আমূল ইতিবৃত্ত প্রকটিত আছে। রামায়ণ ও মহাভারতাদি কাব্য যেমন হিন্দুর আদরের জিনিষ, নবিবংশের এই কীর্ত্তিগাথাও তদ্রূপ মুসলমানের পক্ষে আদরের সামগ্রী। গ্রন্থখানি দুইভাগে বিভক্ত। এজিদ বধের পর প্রথম ভাগ সমাপ্ত হইয়াছে এবং তৎপরবর্ত্তী ঘটনা লইয়া দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ।

গ্রন্থকর্ত্তা মহম্মদ খাঁ গ্রন্থ মধ্যে অতি বিস্তৃত ভাবেই আপন বংশের পরিচয় দিয়াছেন। ঐতিহাসিকতার খাতিরে উহা আলোচিত হইবার যোগ্য। গ্রন্থে রচনার কাল সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন;—

"মুছুলমানি তেরিখের দস শত ভেল।
সতের অর্দ্ধেক পাছে ঋতু বহি গেল।
হিন্দুআনি তেরিখের শুন বিবরণ।
থান য়াহো সম অঙ্ক আর বান সত।
বিংসে তিন ত্রুন করি চাহ দিয়া দধি।
পাঞ্চালিকা পূর্ণ হৈল সে অঙ্ক অবধি
শুক্ল শুক্র সেস নিদঙ্ক গুরু আগে।
মিত্র হই কুমুদিনী প্রীতিষর মাগে।
হইয়া নক্ষত্ররূপ উরি গেল শশি।
দশদিগে প্রসন্ন পাণ্ডকীত্তন নাসি।
মাধবী মাসের সপ্ত দিবস গইল।
সেই রাত্রি পঞ্চালিকা সমাপ্ত হইল।"

সুতরাং পুথি ১০৫২ হিজরী সনে রচিত। এখন হইতে প্রায় সাড়ে তিনশত পূর্ব্বে গ্রন্থকার বিদ্যমান ছিলেন।

তাঁহার বংশ পরিচয়ের একদেশে বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের এইরূপ অস্ফুট আলোক দেখা যায়—

"পীরসত্র নামে জানে ভুবনের সার।
মাতা সঙ্গে তাহানে প্রণমি যারে যার।
তাহান কন্দিছে জে পুজিতে ত্রিভুবন।
পূর্ণ চন্দ্রাধিক মুখ কমল লোচন।
গৌরাঙ্গ কাঞ্চন কান্তি উচ্চ নাসা দণ্ড।
দীর্ঘ বাহু হেমলতা বিক্রমে প্রচণ্ড।
গৌড়রাজ অধিপতি জাকে প্রশংসিল।
ভিক্ষুক জনের পতি জাহাঘা বুঝিল।
চাটিগ্রাম প্রতি জনে নসুরত খান।
আপনার প্রিয় সুতা দিল জার স্থান।
যার বাঙ্গলার পতি ইচ্ছা খান বির।
দক্ষিণ কুলের রাজা আদম সুধীর।
স্নেহ ভাবে জাহার পুজন্ত নিতি নিতি।
জাহার প্রশংসা কৈল মগধের পতি।" ইত্যাদি

৩। ইমাম চুরি—বাল্যকালে ইমাম হাসন ও হোসেনকে চুরি করিয়া কে মুছা বাদশার নিকট লইয়া গিয়াছিল। সেই ঘটনা অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। কেহ কেহ এখানি প্রসিদ্ধ কবি মহম্মদ খাঁর রচনা বলিয়া মনে করেন।

৪। কাশিমের যুদ্ধ—কারবালা ময়দানের সেই মহাযুদ্ধ প্রসিদ্ধ মহরমের সংশ্লিষ্ট ঘটনা। কাসিম ইমাম হাসনের তনয় ও বিবি ছকিনা ইমাম হোসেনের কন্যা। যেদিন কাসিম ও বিবি ছকিনার বিবাহ হয়, সেই দিনই অসহায় কাসিম যুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হয়েন। সেই দুঃখের কথা লিখিতে লেখনী সরে না। মহম্মদ খান্ এই পাঞ্চালীর রচয়িতা। মুক্তালহোসেনেও এই বিবরণ বিবৃত দেখা যায়।

৫। সেকান্দর নামা—সুপ্রসিদ্ধ কবি আলাওল বিরচিত। গ্রন্থখানি পারসীক কবি নেজামীকর্ত্তৃক প্রথমে পারসী ভাষায় লিখিত হয়, আলাওল তাহাই ভাবান্তর করেন। গ্রন্থখানি মাকিদনবীর আলেকজান্দারের জীবনী লইয়া লিখিত। আনুষঙ্গিক ভাবে পারস্যরাজ দরায়ুদেরও অনেক কথা গ্রন্থ মধ্যে বিবৃত। রোসাঙ্গের রাজামাত্য মজলিশ নবরাজের আদেশে কবি এই গ্রন্থখানি রচনা করেন।

৬। আমীর জঙ্গ—মহম্মদের দৌহিত্র ইমাম হাসন-হোসেন পাপিষ্ঠ এজিদকর্ত্তৃক নিহত হইলে, তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আমীর মহম্মদ হানিফা বিষম সংগ্রামে এজিদকে বধ করেন। মদিনা ও দেমাস্ক নামক স্থানদ্বয়ে যুদ্ধ হয়। উক্ত দুই স্থানের

যুদ্ধ বিবরণ হইতে গ্রন্থখানিও দুই ভাগ হইয়াছে। প্রথম ভাগে মদিনার যুদ্ধ এবং দ্বিতীয়ে দেমাস্কের যুদ্ধ বর্ণিত আছে। শ্রীযুত মহম্মদ শাহকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কবি শেখ মনস্থর পয়ারে এই জঙ্গের পাঞ্চালী কথা সমাপন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থখানি যে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ঘটনাতেই আদ্যন্তপূর্ণ, এরূপ নহে। ইহার মধ্যে অনেক অবান্তর বিষয়েরও বর্ণনা দেখা যায়। মুসলমানী বিষয় বলিয়া গ্রন্থ মধ্যে কতকগুলি মুসলমানী শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে; নতুবা ইহার ভাষা বেশ সুন্দর ও সরল। নমুনা—

"সংসার বসতি জান নিশির স্বপন।
মায়া জাল বন্দি থাকি দেখহ আপন।
পোতলা লইয়া যেন ফিরে অবিরত।
হাতের ঠমক যেন নাচে তেন মত।
তেমত মুরতি সব সয়াল জুড়িয়া।
নিরঞ্জনে মূর্ত্তি সব দিয়াছে ছাড়িয়া।
মায়া দিয়া চালায় প্রভু ছান্দিয়া যতনে।
চালায় মুরতি সব নানান বরণে।
মৃত্তিকার কালবুঝ অসার কেবল।
এহার ভরসা করে লই সে পাগল।" ইত্যাদি

৭। জঙ্গ-নামা—মহম্মদের জামাতা আলীর যুদ্ধকাহিনী লইয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। গ্রন্থ বর্ণিত কোন কোন যুদ্ধে স্বয়ং হজরত সাহেব উপস্থিত ছিলেন। মহম্মদীয়গণ তৎকালীন পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন এবং তাহাদিগকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। গ্রন্থ মধ্যে এই যুদ্ধ-প্রসঙ্গে অনেক অলৌকিক ঘটনা সন্নিবিষ্ট আছে। গ্রন্থখানি প্রকাণ্ড।

গ্রন্থকর্ত্তার নাম নসরুল্লা খাঁ। তিনি উচ্চবংশীয় এবং শিক্ষিত লোক। কবি এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"ধৈর্য্যবন্ত বীর্য্যবন্ত, মর্য্যাদার নাহি অন্ত,
পিতামহ হামিদুল্লা খান।
তানপুত্র কল্পতরু, যোরহানদ্দি জগদগুরু,
রূপান্তর ইছুফ সমান।
মহীপাল রোসাঙ্গের, ধবল মাতঙ্গেশ্বর,
নিজ মুখে প্রশংসিলা যারে।
তান পুত্র মহাবীর, অস্ত্রে শাস্ত্রে রণে স্থির,
ইব্রাহিম খান নাম ধরে।
তান পুত্র জ্ঞানবান, শ্রীসুজাওদ্দি খান,
পুণ্যবন্ত সঙ্গে তান খেলা।
অনেক গ্রামের পতি, যাকে কৃপা করি অতি,
নিজ কন্যা সমর্পিয়া দিলা।
তান পুত্র রূপবান, শ্রীযুত বাবু খান,
অবিরত ফকিরীতে মন।
ত্যজিয়া সংসার মায়া, প্রভু ভাবে চিত্ত দিয়া,
করিলেন্ত আগমে গমন।
আছিলেন পুত্র তান শ্রীইছাহাক খান,
সরিয়ত খাদেম প্রধান।
তান পুত্র শীল ধর্ম্ম, ছৈদানী উদরে জন্ম,
সরিফ মনছুর গুণবান।
তান পুত্র অল্পজ্ঞান, হীন নছরোল্লা খান,
পাঞ্চালি রচিল শিশু বুদ্ধি।
শুন সব গুণিগণ, কৌতূহল করি মন,
ক্ষম মোর দোষ পাও যদি।"

গ্রন্থ মধ্যে ঠাঠার, ডেহরি, খঁখার, উভা, দোহারি, মোহারি প্রভৃতি কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। ঐ কথাগুলি প্রাচীন বাঙ্গালায় বা চট্টগ্রামী ভাষায় এখন প্রকারান্তরে চলিত রহিয়াছে। গ্রন্থকারকে ১৫০ বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনেকে মনে করেন।

উপাখ্যান শাখা

মুসলমান কবিগণ আরব্যোপন্যাস বা পারস্যোপন্যাস বর্ণিত অপূর্ব্ব প্রেমকাহিনীর অনুকরণে বাঙ্গালা ভাষায় পয়ারাদি ছন্দে নানা উপাখ্যান রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল কাব্যে যে কেবল মুসলমানী চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা নহে। এই শ্রেণীর কোন কোন গ্রন্থে সম্পূর্ণ বাঙ্গালী ছাঁদও দৃষ্ট হয়। নিম্নে প্রেমচরিত্র অবলম্বনে রচিত কয়েকখানি আখ্যান-গ্রন্থের পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

১ সতী ময়নাবতী ও লোর চন্দ্রাণী—গ্রন্থকর্ত্তা দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল সাহেব। এই গ্রন্থখানি দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে লোররাজ ও রাণী চন্দ্রাণীর বৃত্তান্ত এবং দ্বিতীয় ভাগে বণিক পুত্র ছাতন ও রাজকুমারী ময়নার প্রসঙ্গ বর্ণিত। প্রথম ভাগ হইতে দ্বিতীয় ভাগের রচনা উৎকৃষ্ট হওয়ায় সাধারণে তাহার প্রতি বিশেষরূপ আকৃষ্ট। এই কারণে ঐ অংশ "ছাতন ময়নাবতী" নামে পরিচিত হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্যবিষয়—লোর গোহারী নামক দেশের রাজা। ময়নাবতী তাঁহার প্রথমা মহিষী। চন্দ্রাণী মোহরা নামক দেশের রাজকন্যা। রাজা লোর একদিন কোন যোগীর হস্তে চন্দ্রাণীর চিত্রপট অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়া পড়েন। কেবল তাহাই নহে, তিনি উক্ত রাজকন্যার পাণিপীড়নাভিলাষী হইয়া স্বীয় রাজপাট পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোহরা অভিমুখে চলিয়া যান এবং তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর, বহুকষ্টে ও নানা কৌশলে চন্দ্রাণীর সহিত মিলিত হন। ক্রমে সুবিধা দেখিয়া তিনি একদিন গোপনে চন্দ্রাণীকে লইয়া স্বরাজ্যে পলাইয়া আসেন।

চন্দ্রাণী ইতিপূর্ব্বে বামন নামক এক ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন। বামন নপুংসক থাকায় চন্দ্রাণী তাঁহার বিবাহ-বন্ধন উন্মুক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কাজেই এ অবসরে লোরের সহিত তাঁহার পলায়নে কোন কুণ্ঠা জন্মে নাই।

লোর কর্ত্তৃক চন্দ্রাণীর অপহরণ বার্ত্তা অবগত হইয়া বামন তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন, কিন্তু অদৃষ্ট বৈগুণ্যে লোরের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। মোহরা রাজ লোরের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া চন্দ্রাণীকে তাঁহার করে অর্পণ করেন। লোর শ্বশুরের রাজ্যেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন,—স্বরাজ্যে আর ফিরিলেন না। এই পর্য্যন্ত গ্রন্থের প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ভাগে ময়নাবতীর পরিচয়। ময়নাবতী স্বীয় স্বামীর রাজ্যেই আছেন। তাঁহার শ্রীসৌন্দর্য্যের অলৌকিক লাবণ্য পরিবর্দ্ধিত দেখিয়া ছাতন নামা কোন বণিক কুমার তাঁহার সমাগম লাভে সমুৎসুক হইয়া এক মালিনীকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করে। নানা অছিলায় ময়নার শৈশব ধাত্রীর পদলাভ করিয়া মালিনী তাহাকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল। নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াও যখন সে সতীনারীর মন কিছুতে টলাইতে পারিল না, তখন সে ময়নার হৃদয়ে প্রেম জাগাইবার জন্য ষড়ঋতুর বর্ণনা আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহাতেও সে কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিল না। রাণী মালিনীর দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া তাহাকে অশেষরূপে নির্য্যাতন করিয়া বাটী হইতে তাড়াইয়া দেন।

অতঃপর সখীর পরামর্শে রাণী এক ব্রাহ্মণের হস্তে শুক পাখিটী দিয়া লোর সমীপে প্রেরণ করেন। দ্বিজবর কৌশলে রাণীর কথা লোরের স্মৃতিপথারূঢ় করিয়া দিলে, রাজা লোর স্বীয় শ্বশুররাজ্যে নিজ তনয়কে নৃপতি স্বরূপ রাখিয়া চন্দ্রাণীকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই খানেই গল্পের উপসংহার। মূল ঘটনা এই হইলেও প্রসঙ্গক্রমে অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ঘটনা ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে। অদৃষ্টফল অনিবার্য্য—এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আনন্দ বর্ম্মার একটী উপাখ্যান আছে। রামজীদাস বিরচিত "শশিচন্দ্রের পুথিতেও এই গল্পই উদ্ধৃত দেখা যায়। তবে সেই গ্রন্থে মূলগল্প ঠিক আছে, কেবল নাম ও ধামাদি কিছু পরিবর্ত্তিতাকারে প্রদত্ত হইয়াছে।

কবি দৌলত কাজী রোসাঙ্গের রাজা রুস্তধর্ম্ম সুধর্ম্মার রাজসভায় থাকিয়া তাঁহারই লস্কর উজির আসরফ খাঁর আদেশে লোর চন্দ্রাণীর রচনা আরম্ভ করেন। প্রথমভাগ শেষ হইলে ও দ্বিতীয় ভাগের কিয়দংশ রচনার পর তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং গ্রন্থখানিও অসম্পূর্ণাবস্থায় পড়িয়া থাকে। তার পর রাজা রুস্তধর্ম্ম সুধর্ম্মার অধস্তন চতুর্থ পুরুষে রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার রাজত্বকালে তাহার সভায় শ্রীমন্ত সোলেমানের আগ্রহাতিশয্যে আলাওল লোরচন্দ্রাণী সমাপন করেন।

কবি দৌলত কাজি কোন্ সময়ে গ্রন্থরচনা করেন, তাহা ঠিক অবধারণ করা যায় না। তবে রোসাঙ্গ-রাজবংশের ইতিবৃত্ত অন্বেষণ করিলে তাঁহার কালনির্ণয় হইতে পারে। কবি আলাওল গ্রন্থ শেষে এইরূপ কালনির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"মুসলমানী সক সখা সুন দিয়া মন।
অঙ্ক ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন॥
সিন্ধু শূন্য দেখিআ আপনে দুইদিকে।
যত কলানিধিরে রাখিলা বামভাগে॥) ১০৭০)
মগধির মনের সুনহ বিবরণ।
যুগ শূন্য মধ্যে যুগ বামে মৃগাঙ্কন॥" (১০২০)

হিজিরি হিসাবে ২৫১ বৎসর পুর্ব্বে আলাওল চন্দ্রাণী সমাধা করিয়াছিলেন। সুতরাং এতদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, দৌলত কাজী খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের শেষভাগে বা সপ্তদশের প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন।

গ্রন্থ মধ্যে কাজি সাহেব রোসাঙ্গ রাজসভার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিকের নিকট আদৃত হইবার যোগ্য, এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"কর্ণফুলী নদী পুর্ব্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারী॥
তাহাতে মগধবংশ ক্রম বুদ্ধি ছার।
নাম রুস্তধর্ম্মরাজা ধর্ম্ম অবতার॥
প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন॥ * * *
ধর্ম্মরাজ পাত্র শ্রীআসরফ খান।
হানিফি মোজাব ধরে চিস্তি খান্দান॥ * *
পরদেশী স্বদেশী নাহিক আত্ম পর।
দিঘি সরোবর দিলা অতি বহুতর॥
নৃপতিবল্লভ সেই আসরফ খান।
নানা দেশে গেল তার প্রতিষ্ঠা বাখান॥
সৈদ শেখজাদা আর আলিম ফকির।
পালেন্ত সে সব লোক প্রাণের অধিক॥ * * *
উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রতিষ্ঠা বিশেষ।
আজি কুচি পাটান জে আদি জথ দেশ॥
হেন রাজা জার প্রতি মহা দয়া করে।
মহামন্ত্রী লস্কর উজীর নাম ধরে॥ * * *
আসরফ খান যদি হইলা সেনাপতি।
নৃপতির সাক্ষাতে থাকেন্ত নিতি নিতি॥
সুধর্ম্মার মনে হৈল আনন্দ অপার।
সসৈন্ত সামন্ত চলে বিপিন বেহার॥ * * *

খেলিতে খেলিতে রাজা গেল কুঞ্জবনে।
সঙ্গে আসরফ খান রাজপাত্র সনে॥
চতুর্দ্দিগে পাত্রগণ মধ্যে নৃপবর।
তারকবেষ্টিত জেন চন্দ্রিমা সুন্দর॥
বন পাশে নগর এক দ্বারবতি নাম।
কৃষ্ণের দ্বারিকা জেন অতি অনুপাম॥
তথাত রচিলা সভা রহিল নৃপতি।
মন্ত্র গঠন জেন সভার আকৃতি॥ * * *
দ্বারাবতী উজ্জ্বল করিল ধর্ম্মরাজ।
দ্বারিকাতে সোভে যেন গোবিন্দ সমাজ॥ * * *
সভাতে বসিল পাত্র আসরফ খান্।
সৈয়দ সেক আর মগল পাঠান॥
স্বদেশী বৈদেশী বহুতর হিন্দুয়ান।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর।
সারি সারি বসিলেক মনিস্ত সকল॥"

লোরচন্দ্রাণীর প্রথমভাগের অপেক্ষা দ্বিতীয় ভাগের রচনা অধিকতর সুন্দর। বণিকপুত্র ছাতন 'রতন' মালিনীকে দূতী নিযুক্ত করিয়াও সতী ময়নার মন টলাইতে পারে নাই। মালিনী নানা কৌশলের পর, যে মোহকরী ঋতুবর্ণনা আরম্ভ করে সেই ঋতু বর্ণনাই এই খণ্ডের সৌন্দর্য্যসার। ইহার ভাষা ব্রজবুলি-মিশ্রিত। রোসাঙ্গাধিপতি হিন্দু সতীনারীর চরিত্রকাহিনী শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই জন্য কবি পুস্তক বর্ণিত আখ্যানটীকে হিন্দুভাবেই রচিয়া গিয়াছেন।

"শেষে পুনি কহিলেক কতুক মহামতি।
শুনিআ সতীর কথা রাজার আরতী॥"

কবি আলাওলের জন্মস্থান গৌড়ের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ জালালপুর হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তিনি চট্টগ্রামেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কবি দৌলতকাজীও রোসাঙ্গবাসী ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের রচিত পুস্তকাদি হইতে জানা যায়, তৎকালে রোসাঙ্গের রাজসভা মুসলমান উজীর ওমরাহেই অলঙ্কৃত ছিল। মহাত্মা মাগন ঠাকুর, শ্রীমন্ত ছোলেমান, সৈয়দ মুছা, সৈয়দ মহম্মদ খান্, মজলিশ নবরাজ, সৈয়দ দাউদ শাহ এবং লস্কর উজীর আসরফ খাঁ রোসাঙ্গ রাজদরবারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা আমরা পদ্মাবতী পাঠেও জানিতে পারি।

মালিনীর মুখে শ্রাবণ মাসের বর্ণনা শুনিয়া ময়না যে উত্তর দিয়াছিলেন, এখানে নমুনা স্বরূপ তাহাই উদ্ধৃত হইল :—

"মালিনী কি করব বেদনা তোর।
লোর বিনে বাম হি বিধি ভেল মোর॥
শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর।
তবে মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর॥
মদন অসিক জিনি বিজলীর রেহা।
তর্কএ যামিনী কম্পয় মোর দেহা॥
না বোল না বোল ধাই অনুচিত বোল।
আন পুরুষ নহ লোর সমতোল॥"

২ মদনকুমার-মধুমালার পুথি—নায়ক ও নায়িকার প্রেম কাহিনী লইয়া এই গ্রন্থখানি রচিত। গ্রন্থকর্ত্তা নূর মহম্মদ। ইহাতে বিরহের গাথাই অধিক।

৩ সপ্ত-পয়কর—একখানি উপাখ্যান গ্রন্থ। সাতদিনের সাতটী উপাখ্যান অবলম্বনে কাব্যখানি গ্রথিত হইয়াছে। রোসাঙ্গের রাজসভায় থাকিয়া মহামতি আলাওল এই কাব্যখানি সৈয়দ মহম্মদের আদেশে পারস্যভাষা হইতে অনুদিত করেন। গ্রন্থশেষে কালজ্ঞাপক এইরূপ কয়টী চরণ লিপিবদ্ধ আছে :—

"মুসলমানী সন কহি শুন গুণিগণ।
চন্দ্র যুগ কলানিধি গ্রহের স্থাপন॥
ইন্দুপী সনের কথা কহিএ বিচারি।
ইন্দু পৃষ্ঠে বস (?) শূন্য শেষে দিয়া চারি॥
কহিতে বাঙ্গালা সন মনে বিমর্ষিয়া।
দধি সুত শেষে যুগ চন্দ্রে চন্দ্র দিয়া॥
মঘী সন কহি মনান্তরে করি ভিত।
চন্দ্রা পারে চন্দ্র ঋতু পৃষ্ঠে তার নিত॥

৪ জোবেলমুল্লুক-সামারোকের পুথি—ইহা একখানি মুসলমানী আখ্যান গ্রন্থ। সৈয়দ মহম্মদ আকবর আলি ইহা রচনা করেন। গ্রন্থের শেষে সমাপ্তিপ্রসঙ্গের পর এইরূপ একটী শ্লোক আছে—

"লেখন সমাপ্ত হৈল কাকে ডিম্ব দিল।
আরবা অনাছের* মধ্যে ভাস্কর ভাসিল॥"

এই ঘটনাশ্রিত আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার ভাষা স্বতন্ত্র ও পাণ্ডিত্যাভিমানব্যঞ্জক। রচনা নেহাৎ মন্দ নহে। রচয়িতার নাম মহম্মদ রফিউদ্দীন্। গ্রন্থমধ্যে পয়ার, লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী, মালঝাঁপ এবং ত্রিপদীভূত পয়ার ছন্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত ছন্দোদ্বয়ের দৃষ্টান্ত—

মালঝাপ—

"কোকিলান করে গান মোহজ্ঞান রঙ্গে।
সুধামৃত শুনি গীত পুলকিত অঙ্গে॥"

ত্রিপদীভূত পয়ার

"শ্বাসে হয়, আয়ু ক্ষয়, না কল্যে বিচার।
ভাব ভাল, গত কাল, আসিবে না আর॥

গ্রন্থশেষ ও কবির পরিচয়—

"জেবেল্ মুলুক কথা বক্তা গুণমণি।
কথন মাঠান মাঝে দিল লই ধ্বনি॥

* আরবী ভাষায়—আরবা অর্থে চারি এবং অনাছ অর্থে আকাশ। মোট পদটীর অর্থ কি?

সিরি লব সমায়োক আর ছমুবর।
এক পতি কোলে মিলি রঙ্গে পরস্পর।
বিবাদ কলহ নহে সুখের বিরাজ।
সুখের নগর ধন্য চামরী সুরাজ।
উজিরেও নিজ সুত আর বধূ মুখ।
হেরিয়া সানন্দ মন অধিক কৌতুক।
হেরি পুত্রবধূ হইল নয়নরঞ্জন।
রচিল রচনা হার আশ্‌রাফ নন্দন।
মৌজে নারানগ্রার খোষে রফিউদ্দিলাম।
ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লার ধাম।"

৫ ফগ্‌ফুর সাহ—একখানি সুবৃহৎ উপন্যাস গ্রন্থ। কোন পারস্য গ্রন্থাবলম্বনে রচিত বলিয়া বোধ হয়। রচয়িতা মিঞা হাস্মত আলী কাজীচৌধুরী। ইনি সুপণ্ডিত না হইলেও সুন্দর কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। ইনি চট্টগ্রাম-ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত ভুজপুরের প্রসিদ্ধ ও পরাক্রান্ত জমিদার। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। প্রায় ২৩ বৎসর হইল ইনি লোকান্তরিত হইয়াছেন।

সায়ফলমুল্লুক-বদিয়ুজ্জমাল—এই কাব্য খানি কবি আলা-ওলের রচিত। এই গ্রন্থখানি তিনি প্রথমে শ্রীযুৎ মাগন ঠাকুরের আদেশে রচনা করেন। গ্রন্থের প্রায় অর্দ্ধাংশ বিরচিত হওয়ার পর মাগন ঠাকুরের স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে। এই কারণে কবি দুঃখে লেখনী ত্যাগ করেন। উহার প্রায় নয় বৎসর পরে সৈয়দ মুছা নামক রোসাঙ্গের এক মহাজনের আগ্রহাতিশয্যে তিনি পুনরায় গ্রন্থখানি লিখিতে আরম্ভ করেন ও তাহা সম্পূর্ণ করিয়া দেন। গ্রন্থখানি মিলনান্ত।

৬ তমিম-গোলাল চৈতন্যসিলাল—একখানি প্রেমকাহিনী। তমিম গোলাল ও চৈতন্যসিলালের প্রেম ও পরিণয়কাহিনী গ্রন্থমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ভাষা বাঙ্গলাপ্রধান। মহম্মদ অকবর ইহার রচয়িতা। এই নামের অপর একখানি গ্রন্থে এইরূপ ভণিতা পাওয়া যায়—

"মহম্মদ রাজাএ বোলে, কথ রঙ্গ মহীতলে,
সকল জে প্রভুর খেয়াল।
ধার্ম্মিক সুজন পরে, জে জনে অন্যায় করে,
তার জান এমত জঞ্জাল।"

ভণিতাগুলি প্রায়ই অধ্যায়ের আরম্ভ ভাগে লিখিত। নিম্নে উক্ত সিলালের বারমাস হইতে একটু রচনার নমুনা উদ্ধৃত হইল—

"শ্রাবণ মাসের বন্ধু নিঝর বরিষা।
না পুরাইল মনোবাঞ্ছা না পুরাইল আশা।
এবে বৈরাগিণী হইব যে করে ঈশ্বর।
নতুবা গরল খাই হইব সংহার।
ভাবিয়া চাহিল মনে সকল অসার।
বিধি বক্র হৈল মোর না হৈল সুসার। * * *
মাঘ মাসে ত প্রভু তরলে পড়ে শীত।
আকাশ পৃথিবী জুড়ি সমীর সহিত।
মুই অভাগিনীর বন্ধু বুকে লাগে শীত।
না বুঝি মুগধ সঙ্গে বাড়াইল পিরীত।
শীতে তনু হৈল ক্ষীণ আর বৈরী লোক।
অবলা বিভোলা নারী কথ সহিমু শোক।"

৭ পদ্মাবতী—চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ কবি আলাওলের লিখিত। বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীর নিকট এই গ্রন্থখানির বিশেষ আদর। ইহার ভাষা ও ভাব-পারিপাট্য অতীব মনোরম। হামিদুল্লা নামক একব্যক্তি এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। ছাপা গ্রন্থের সহিত হস্ত লিখিত প্রাপ্ত পুথির উপসংহারভাগের কোন মিল নাই। তাহার কিয়দংশ এইরূপ—

এই মতে চন্দ্রসেন সাইট বৎসর।
পুত্র কন্যা বহু হইল বৃদ্ধ কলেবর।
দুইপুত্র দুই কন্যা পদ্মাবতি ঘরে।
* * আপন নাম থুল্যা তারে।
পদ্মনিলা পদ্মনাল দুই কন্যা নাম।
নাগমতি ঘরে দুই পুত্র অনুপাম।
ইন্দ্রলোচন নাম ইন্দ্র সুদর্শন।
চারি ভাই * * বান সম * মদন।
নাগমতি দুই কন্যা অপ্সরা অপ্সরি।
এই অষ্টজন অংশ লৈল পৃথ্বীভরি।
চারিভাগ রাজা চারি পুত্র স্থানে দিল।
পদ্মাধন্য ধন্য * * * *
পদ্মাবতি নাগমতি সহ'মরে গেল।
ছলুতানে আনি সেই চিতা প্রণামিলা।
মাগনেত আলাওলে বিস্তারি কহিলা।
* * * * * *

লালমতি-সয়ফলমুল্লুক—লালমতি ও জোলকর্ণায়ন সেকা-ন্দরের পুত্র মুল্লুকের প্রণয় ও পরিণয় ব্যাপার লইয়া গ্রন্থখানি রচিত। পীর ঘোরাজ খিজিরের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই গ্রন্থ খানির সৃষ্টি। ইহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত। গ্রন্থ মধ্যে এইরূপ ভণিতা পাওয়া যায়—

হামীদের চরণ সরিপের নিবেদন
অধমরে করহ মুকতি।
সাহা হামিদের চরণ সরিফের নিবেদন
বন মধ্যে হারালু জীবন।

আমরা এই নামের একখানি ছাপা পুথি দেখিয়াছি। উহার রচয়িতার নাম আবদুল হাকিম।

মল্লিকার হাজার-সওয়াল—একখানি পঞ্চালিকা। সের বাজ বা রাজ ইহার রচয়িতা। গ্রন্থকার দুই স্থানে এইরূপে গুরুকে অভিবাদন করিয়াছেন—

(১) "হাছন সরিপ নাম, সেই গুরু অনুপাম
ভাম পদ শিরেত বন্দিয়া।"
(২) "বদি অদ্দিন পদে সহস্র প্রণাম।
সমাপ্ত হইল পঞ্চালিকা অনুপাম।"

পুস্তকের প্রথমাংশে তত্ত্বকথার বিকাশ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার গ্রন্থের একস্থলে গৃহের কুলকামিনীদিগের নিন্দাবাদ করিয়াছেন—

"জানির ঘরের নারী কেবল দুর্জ্জন।"

রঙ্গমালা—একখানি কাব্য। কবীর মহম্মদ বিরচিত। ইহা প্রেম ও ভক্তিকাহিনী লইয়া লিখিত। গ্রন্থারম্ভের পর এইরূপ লেখা আছে—

সোয়ামী সোয়াগলি, আনন্দে আন বালি
কতুক রঙ্গে রে।
ফুল লই আজু খেল সাহার সঙ্গে ॥ধ্রু।
শুভক্ষণে শুভলগ্নে আইল আষাঢ়।
হয় করি হাত বান্ধম মারোয়া সাহার।
সপ্ত নাল সুতা দিআ মারোয়া ছান্দিল।
ঠাঁই ঠাঁই আমর চাল ঢুলিতে লাগিল। ইত্যাদি

রেজওয়ান সাহা—একখানি মুসলমানী উপাখ্যান গ্রন্থ। ইহাকে রূপককাব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবি সমসের আলি প্রথমে ইহা রচনা করেন। কিয়দংশ রচনার পর তাঁহার স্বর্গলাভ ঘটিলে কবি আছলাম উহার রচনা সমাধা করেন।

"মহাকবি সমসের আলি স্বর্গে হৈল বাস।
কাব্যেতে চতুর ছিল দ্বিতীয় সে ব্যাস॥
খণ্ড কাব্য পুস্তক পুরিতে মোর আশ।
গায় হীন আছ্‌লামে হৈয়া উল্লাস॥"

ভাবলাভ—একখানি মুসলমানী কেচ্ছা বা রাজকুমার-রাজকুমারীর প্রেম-কাহিনী। সামসুদ্দীন ছিদ্দিকির রচিত। গ্রন্থের রচনা স্থানে স্থানে বেশ সুন্দর, ভাষা বাঙ্গালাপ্রধান। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় ভাব-সমাবেশের দুইটী ভাল সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

রাগিণী লুম-ঝিঝিট—তাল রেখ্‌তা।

প্রেমের ভাবে ভবার্ণবে ভেবে প্রাণ গেল।
ভবভাবে ভুলে যাই, ভুলা ভএ হলো।
প্রথম ভবের ভাব পুনঃ ভাবে ভুলে ভোলা মন
পরে ভেবে অঙ্গহীন ভাব রাখা ভার হলো।
ভেবে ভণে সমছুদ্দি পার হব গো ভব নদী,
ভিতরের ভিত যদি, ভজতাম ভার হলো।

আঁড়খেমটার গান।

ভব নদি পার হতে ভাবের ভাবি নৈলে নারে।
তরিতে তরাইতে তারক বিনা কেবা পারে॥
ভাবের ভাবি তারে বলি, ফুট্‌লে পরে কমলকলি
প্রেম মধুর হএ অলি, যে জন বসে গ্রহণ করে।
কমলকলি কোথাএ আছে, দেখ্‌ নারে মন আপনার কাছে
কায়ার ভিতর হৃদএ আছে, প্রেমের কলি বলি তারে।
সমছুদ্দি ছিদ্দিকী ভণে, গুরুর চরণ ধারণ বিনে
একথা কে বুজিতে জানে, হেন শক্তি কাহার।

এই প্রস্তাবনার পর ত্রিপদীছন্দে পুস্তকের আরম্ভ :—

কাশ্মীর মুল্লুকেতে নৃপ এক ছিল তাতে
জত রাজা প্রজা তার হএ।
এই ছিল তার ভালে, কর দিত সবে মিলে
সুখে ছিল আনন্দ হএ। ইত্যাদি

নিম্নে গ্রন্থের অপর একস্থান হইতে আর একটী গান তুলিয়া দিলাম। গানটীর রচনা বড়ই মধুর।

রাগিণী ভৈরবী—গান ভজন

ভব পারাবারে আসি বেপার হলো নারে মন।
হৃদয়েরি রাজা কারা, চিনালি মন হয়ে হারা.
করিতে নারিলি সেবা করিয়ে জতন।
সে ধন মোর সাথে সাথে, আমি ভ্রমি পথে পথে
হৃদএরি রথে করিতে যে আরোহণ॥
হৃদএ রেখেছ জারে, আদরে কাতরে তারে,
ডাকরে মন উচ্চৈঃস্বরে জদি করবি দরশন।
ছিদ্দিকি কান্দনি গাএ মিছে দিন বয়ে জাএ
এখন না সাধিলি তায় সাধিবি কখন॥

য়ুসুফ-জেলেখা—য়ুসুফ ও জেলেখার প্রেমকাহিনী অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি রচিত। পারস্য ভাষা প্রসিদ্ধ মহব্বৎ-নামা নামক গ্রন্থের ইহা একখানি পদ্যানুবাদ। য়ুসুফ (খৃষ্টানদিগের Joseph, son of Jacob, মুসলমানের এয়াকুব) ও জেলেখাঁর প্রণয় কিরূপ প্রগাঢ় ছিল, তাহা একটী আদর্শ প্রেম বলিলেও চলে। গ্রন্থমধ্য হইতে উভয়ের অনুরাগের একটু নিদর্শন উদ্ধৃত করা গেল—

"না দেখিলে একদণ্ড, মনে হএ শত খণ্ড,
দশদিগ হএ ঘোরতর।"

অন্যত্র—

"জেলেখাঁর নয়ানে রক্ত বহে অনিবার।
রক্তবর্ণ হইলেক মুখ জেলেখার।
অবিরত বড় দুঃখ চক্ষু রক্ত মাখি।
হইলুম নিত্যবর হইলুম বর দুখি।
নয়ানের জলে নিত্য করাঞ্জলি পুরি।
মুখেতে মাখএ জেন কুঙ্কুম কস্তূরি।

ইছপের প্রেমবন্দি হৃদের মাঝার।
কাজে তরুণ মাত্র মনে জেলেখার।

গ্রন্থকর্ত্তার নাম আবদুল হাকিম। ইনি সাহা মহম্মদ পীরের উপাসক এবং সাহা রজফের (সাহা জফরের ?) নন্দন।

"আবদুল হাকিম সাহা রজফ নন্দন।
রচিলেক জেলেখার বিরহ বেদন।" * *

লায়লী-মজনু—একখানি মুসলমানী প্রেমকাহিনী, কাব্যখানি বিয়োগান্ত। মজনু ও লায়লীর বিরহ ও বিচ্ছেদ গাথা মনে করিলে স্বভাবতই হৃদয়ে বিয়োগের মর্ম্মন্তুদ যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে। গ্রন্থের ভাষা বাঙ্গালা হইলেও মধ্যে মধ্যে পারসী শব্দ ও ব্রজবুলির ব্যবহার দেখা যায়। ভাষা কোমল, সরস ও লালিত্যপূর্ণ। গ্রন্থমধ্যস্থ মজনুর বিলাপ ও ঋতুবর্ণন সাহিত্যসেবীর আদরের যোগ্য; ঋতুবর্ণনের ভাষা প্রেমপ্রবণ বাঙ্গালী হৃদয়ের সেই প্রেমের ভাষা। তন্মধ্যে বৈষ্ণব কবিকুলের রাধাবিরহ-গীতির ঝঙ্কারবৎ সুমিষ্ট ব্রজবুলিও শুনিতে পাওয়া যায়—

"বরণিত বারিদ জগত ভরি,
যুগল নয়ানে বহে বারি।"

গ্রন্থকর্ত্তা কবির নাম দৌলত উজীর বহরাম। তিনি মহাত্মা আছাউদ্দীন সাহা পীরের পবিত্র চরণ স্মরণ করিয়া এই পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছিলেন। কবি স্বীয় বংশ পরিচয় প্রদান সূত্রে কতক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসে ঐ বাক্যের যথার্থতা সমর্থন করিতে পারে কি না, তাহা বিবেচ্য। যাহা হউক, কবি লিখিয়াছেন, গৌড়েশ্বর হোছন সাহা তাঁহার প্রিয় উজীর হামিদ খাঁকে চট্টগ্রামের অধিকারী করেন। সেই হামিদ খাঁর বংশে চট্টগ্রাম রাজতক্তে যখন নৃপতি নেজাম সাহা সুর সমাসীন, সেই সময়ে কবির পিতা মোবারক খান দৌলত উজীর পদলাভ করেন। দৌলত উজীর মোবারকও হামিদের বংশীয় ছিলেন। মোবারকের মৃত্যুর পর চট্টগ্রামের মহারাজ পিতৃহীন বালক কবি বহরামকে উক্ত দৌলত উজীর পদ দান করেন।

"ওই যে হামিদ খান আদ্যের উজীর তান
তাহান বংশেত উৎপতি।
মোবারক খান নাম রূপে গুণে অনুপাম
সদা ধর্ম্মে কর্ম্মে তান মতি।
তান প্রতি মহীপাল, খিতাপ অধিক ভাল,
স্থাপিলেন্ত দৌলত উজীর।
সাধু সংলোক সঙ্গে, জনম খণ্ডিলা রঙ্গে,
ধর্ম্মরূপে ত্যজিলা শরীর।
তান সুত মূঢ় সম, নাম মোর বহরাম,
মহারাজা গৌরব অন্তরে।
পিতৃহীন শিশু জানি, দয়া ধর্ম্ম অনুমানি,
বাপের খিতাপ দিল মোরে।

সঙ্গীতশাস্ত্র

মুসলমানগণ সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাহা আইন্-ই-আকবরী প্রভৃতি মুসলমানী ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝা যায়। তদবধি পশ্চিমভারতের মুসলমান ও হিন্দুদিগের মধ্যে সঙ্গীতচর্চ্চা বিশেষভাবে আদৃত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যেও সঙ্গীতের যথেষ্ট আদর ছিল। এই জন্য আমরা রাগ, তাল প্রভৃতির উৎপত্তি এবং তাহাদের সাময়িক ব্যবহারজ্ঞাপক অনেক সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাই। মুসলমান-সঙ্গীতজ্ঞগণ স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় রাগতালের বিবরণসহ অকবরাদি মুসলমান সম্রাট্‌গণের সময়ে অনূদিত সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রসমূহ হইতে আর্য্যহিন্দুদিগের রাগতালের বিবরণ সংগ্রহপূর্ব্বক পারসী ভাষায় গ্রন্থরচনা করিতে আরম্ভ করেন। বাঙ্গালায়ও সেরূপ পুস্তকের একবারে অভাব হয় নাই। এখানে হিন্দু ও মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞগণের যত্নে রাগনামা, তালনামা প্রভৃতি অনেক পুস্তক রচিত হইয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। নিম্নে কএকখানি পুস্তকের পরিচয় দেওয়া গেল :—

১ রাগনামা—প্রাচীন সঙ্গীতের একখানি ইতিহাস। এই পুস্তকখানির গ্রন্থকর্ত্তা এক ব্যক্তি নহেন। বিভিন্ন লোক একযোগ হইয়া উহা সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে প্রাচীন রাগ ও তালের জন্ম, গৎ, রাগের ধ্যান এবং প্রত্যেক রাগানুযায়ী এক একটী গান লিপিবদ্ধ আছে। ধ্যানগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু নিম্নে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া আছে। ইহাতে যে সকল গান সন্নিবিষ্ট দেখা যায়, তাহাও এক ব্যক্তির রচিত নহে। বৈষ্ণবপদাবলীর ন্যায় ঐ গীতগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে আলি মিঞা, আলাওল ও তাহির মহম্মদ নামক তিন ব্যক্তির ভণিতা দৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী গানের নমুনা দেওয়া গেল—

গীত মায়ুরী।

"চলহ সখি নাগরি, মান তু হি পরিহরি,
দেখ আসি নন্দ কি রায়।
জত ব্রজ কুলনারী, অঞ্জলি ভরি ভরি,
আবীর খেপন্ত শ্যাম গায়।
খনে যায় যমুনার জলে খনে খনে তরু মূলে,
খনে খনে বাঁশিটি বাজায়।
শুনিয়া বাঁশীর তান, ত্যজে মানীর মান,
শ্রুতি মন নিত্য তথা যায়।

কহে তাহির মহম্মদে, ভজ রাধাস্তাম পদে,
বিলম্ব করিতে না জুয়ায়।"

এই শ্রেণীর অপর কোন কোন পুস্তকে হিন্দু সঙ্গীতবিশারদ-দিগের ভণিতাও পাওয়া যায়—

(১) "কর্ত্তালবৃত্তি আলোয়ারির স্বরেত মিলাইয়া।
দ্বিজ রামতনু কহে দেবগ্রামে বইয়া।"

(২) "রণবিলাসী তালি মিলে মালশীর স্বরেতে।
ভবানন্দ তনু কহে রামপ্রসাদের সুতে।"

২ তাল-নামা—সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক। আলোচ্য গ্রন্থে দ্বিজ রঘুনাথ, শ্রীচান্দ রায়, ছৈয়দ আইনদ্দিন, গোপীবল্লভ, ছৈয়দ মুর্ত্তাজা, হরিহর দাস, নাছিরদ্দিন, গএআজ, আলাওল, ভবানন্দ আমান, সের চান্দ, শিবরাম দাস ও হীরামণি প্রভৃতির ভণিতাযুক্ত পদ পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে সৈয়দ আইনুদ্দীন বিরচিত একটী পদ উদ্ধৃত হইল :—

রামক্রিয়া রাগিণী গীয়তে।

সই দেখরে রঙ্গ কেলি।
নাট মন্দিরে নাচে রাধা বনমালী।
খেলে রাই কানু মিলি দুই তনু।
সেইরূপে উজলেএ জিনি কোটি ভানু।
খেনে গেনে শ্যাম নাগর গোকুল ব্যাপিত।
শ্যামরূপ হেরিয়া রাধা হরসিত।
কহে ছৈয়দ আইনদ্দিনে আনন্দ কথা।
শুনিতে শ্রবণে সুখ গাও যথা তথা।

গ্রন্থ মধ্যে কালনির্দ্দেশক এইরূপ একটী শ্লোক পাওয়া যায়, উহা পুস্তক রচনার কাল কি না, তাহা সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না।

"মঘী সন পরিমাণ, এগার শ আট জান,
শকাব্দা সতর শ চল্লিশ বৎসর।"

পুস্তকের শেষে অনেকগুলি তালের "গৎ" দেওয়া হইয়াছে। ঐ সকল তাল অধুনা ব্যবহৃত হয় কি না, বলা যায় না। পুস্তক মধ্যস্থ ললিতাঙ্গ তালের গৎটী এইরূপ :—

"গেগেতা গেগেতা গেগেতা গীদিতা ঘেণিতা,
কেতা দ্বিত গিদিতা, ঘেনিতা কেতা দ্বিত ঝা। (তার ঘাত যথা)
দ্বিত ঝা ঝা গীতিতা ঘেনি কেতা,
ঝা গীতিতা ঘেনিতা কে ঝা ঝা তেনিতা,
কেতেনা গীরিতা ঘেনিতা কেতাহিত ঝা।"

তাল-নামা নামে এই শ্রেণীর আর একখানি পুস্তক পাওয়া যায়। উহার সঙ্কলয়িতা কে তাহা জানা যায় না, ইহাতে কেবল তালের গৎ দেওয়া আছে, কএকস্থানে তালানুযায়ী সঙ্গীতও আছে। নমুনা—

"জেখানে বাজাও বাঁশী সেখানে লাগত পাষ।
সিহরে উঝারি বাঁশী সাগরে ভাসায়।
হৈল মর্ত্ত্যা কহে জনম ভিখারি।
তন ছাড়ি প্রাণ টান হৈল খালি।"

৩ সৃষ্টিপত্তন—এখানি সঙ্গীত পুস্তক। ইহাতে রাগতালের জন্মাদি বিবৃত হইয়াছে। প্রতি রাগে এক একটী পদও আছে। ঐ সকল পদকর্ত্তা বিভিন্ন ব্যক্তি। আমরা প্রধানতঃ চাম্পা গাজী, বকসা আলী ও আলিরাজার ভণিতা দেখিতে পাই; কিন্তু এই সংগ্রহ পুস্তকের মূলসঙ্কলয়িতা কে তাহা জানা যায় নাই।

এই নামে রাগতালের উৎপত্তি প্রভৃতি বিবরণ বিষয়ক আরও একখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। পুস্তক সঙ্কলয়িতার নাম নাই, তবে পুস্তকের মধ্যে বিভিন্ন তিন জন কবির বচন পাওয়া যায়। ভণিতা—

(১) "রাগরীতি জন্ম কথা পঞার রচিআ।
কহে হীন দানিস কাজি আল্লাকে ভাবিআ।
(২) এই সে রাগমালা বিরচিত আপদ।
কহে হীন ফাজিল নাছির মহম্মদ।
(৩) ক্রমে ক্রমে ছএ মিলি, কহে হীন বকসা আলী,
গাইবেক গুণিনের গণ।
সুরে সেত পরিছন্দ, জেন ঝরে মকরন্দ,
আলাপনা সুধির স্বরে।
পিতা জ্ঞান অনুপাম, মহম্মদ আরপ নাম,
রচি পুন ধ্যান পয়ারে।"

পুস্তকের শেষে জগৎ সৃষ্টি ও যুগোৎপত্তির এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে—

"প্রথমে আছিলা প্রভু শূন্য অন্ধকার।
সৃষ্টি স্থিতি না আছিল সকল সংসার।
ভাবক ভাবিনি সত্য না আছিল তখন।
আকার উকার সব এই তিন ভুবন।
আপনে ভাবক হইয়া ধ্যানেত রহিলা।
সৃষ্টি স্থিতি আদি জথ সৃজন করিলা।
এই ষোল যুগ আদি ধ্যানে প্রচারি।
আপনে আপনে ধ্যান কৈলা আসন করি হরি।
ধ্যানেত ধাইল নিজ মহিমা অপার।
চারি যুগ সার এক অংশ কৈল সার।"

৪ ধ্যানমালা—একখানি সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তক। রাগতালের উৎপত্তি, কোন্ রাগ কোন সময়ে গেয় এবং কাহার দ্বারা প্রথমে বাদ্যযন্ত্র সকল আবিষ্কৃত হয়, তাহার একটী আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস পুস্তক মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভের—

"গাঢ় প্রেম ভাবে প্রভু অনাদি নিধন।
নররূপে মোহাম্মদ করিল সৃজন।" ইত্যাদি

বাক্যে সৃষ্টিপত্তন শেষ করিয়া রাগাদির আকার প্রকার, সাজসজ্জা, ঋতুভাগ, দিবারাত্র ভাগ, রাগের বিবাহ এবং দণ্ড-

তাগাদি লিখিত হইয়াছে। তৎপরে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর সংস্কৃত ধ্যান, বাঙ্গালা পয়ার ও প্রত্যেক রাগে গেয় এক একটী গীত আছে। এই শ্রেণীর অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় ইহার সঙ্গীত-গুলি বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা নহে। ইহার অধিকাংশ সঙ্গীতই সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান কবি আলি রাজার কৃত। ইনি স্বীয় গুরু সাহা কেয়ামদ্দিনের চরণে পুস্তকখানি সমর্পণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণপ্রেম-স্ফুরক আলিরাজের পদগুলি দেখিলে মনে হয় তদীয় হৃদয় বৈষ্ণবভাবে পূর্ণ ছিল। নিম্নে একটী পদ নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত হইল :—

রাগ—মালা।

বনমালী শ্যাম, তোমার মুরলী জগপ্রাণ। ধুয়া
"শুনি মুরলীর ধ্বনি, ভ্রম জাএ দেব মুনি,
ত্রিভুবন হয় জয় জয়।
কুলবতী জথ নারী, গৃহবাস দিল ছাড়ি,
শুনিআ দারুণি বংশী স্বর।
জাতি ধর্ম্ম কুল নীতি, তেজি বন্ধু সব পতি,
নিত্য শুনে মুরলীর গীত।
বংশী হেন শক্তি ধরে, তনু রাখি প্রাণি হরে,
বংশী মূলে জগতের চিত।
যে শুনে তোমার বংশী, সে বড় দেষের অংশী,
প্রচারি কহিতে বাসি ডর।
গৃহবাস কিবা সাধ, বংশী মোর প্রাণনাথ,
গুরুপদে আলি রাজা কয়।"

পুস্তকে প্রত্যেক তালের গৎ লেখা আছে, কিন্তু অধুনা তাহার অধিকাংশ তালেরই ব্যবহার নাই।

৫ রাগতালের পুথি—গ্রন্থ মধ্যে রাগ ও তালের উৎপত্তি, দণ্ডভাগ, ঘড়িভাগ, রাগতালের বিবাহ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। পুস্তকখানিতে কেবলমাত্র দুইজন লোকের ভণিতা দৃষ্ট হয়—

(১) "দেবগ্রামে বসি মুই কালী পদতলে।
দিবারাত্রি ঘড়ি ভাগ রামতনু বোলে।"
(২) "পণ্ডিত সভার পদে প্রণাম যে করি।
হীন জীবন আলি কহে ভূমিগত পড়ি।"

প্রথমোক্ত রামতনু আচার্য্য বা গ্রহবিপ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেবগ্রামে পাঠশালার গুরুমহাশয় ছিলেন। শুভঙ্করের ন্যায় অঙ্কবিষয়ে তাহার রচিত অনেকগুলি আর্য্যা পাওয়া যায়। তাঁহার পিতার নাম রামপ্রসাদ। রামতনু কালিকাভক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত তারিণী-চৌতিশায় তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় জীবন আলীর নিবাস চট্টগ্রাম পটিয়া থানার অন্তর্গত ধানমোহনা গ্রামে। তিনিও এ অঞ্চলে গুরুগিরি করিতেন, এ কারণে সকলে তাঁহাকে জীবন পণ্ডিত বলিয়া ডাকিত। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি নানা লোককে বিশেষতঃ স্থানীয় হাড়িদিগকে বাদ্যাদি শিক্ষা দিতেন। এখনও তাঁহার অনেক হাড়ি শিষ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিক সম্ভব, তিনি ১৯শ শতাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

এই নামের স্বতন্ত্র একখানি পুথি—ইহাতে রাগতালের উৎপত্তি, ঋতুভাগ, ঘড়িভাগ ইত্যাদি, বিবিধ বিষয় আলোচিত আছে। ধ্যানগুলির ভাষা সংস্কৃত হইলেও অশুদ্ধ। ধ্যানের চূর্ণক আছে, তৎপরে পয়ার। ইহার প্রধান রচয়িতা দ্বিজ রামতনু "গুরুঠাকুর"। পুস্তক মধ্যে আর একটী ভণিতা আছে—

"কহে হীন চম্পাগাজী গুরু মুখের বাণী।
আলাপন করিয়া স্বর মিলাইনাম টানি।"

চাম্পাগাজী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার রচিত অনেক সঙ্গীত পাওয়া যায়। বাড়ী করলডাঙ্গা গ্রামে। পুস্তক মধ্যে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী, আট তালা ও চৌষট্টি তালিনীর উল্লেখ আছে। আটটী তাল যথা—দেবরাণা, খেতরাণা, জয়দ, দমাই, গুরুস্থানা, আদি-য়ানা, রূপক ও শিলাই।

৬ রাগনামা—ঐ শ্রেণীর আর একখানি পুস্তক। পুস্তক মধ্যে—

"কহে হীন আলাওল সভা প্রণমিয়া।
হএ কি না হএ চাহ বেদ বিচারিআ।

এইরূপ ভণিতা পাওয়া যায়। এই আলাওল ও পদ্মাবতী রচয়িতা আলাওল স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। নমুনা স্বরূপ আফ্‌জল আলীর একটী পদ উদ্ধৃত করিলাম—

গীত—মারহাটী।

যাম না সহে সজনি রে।
রোদে উনাইআ পড়ে যাম। ধু।
"তোমার বাঁশীর স্বরে, প্রাণ মোর বিদরে,
রহিতে না পারি ঘরে।
হেন লএ হিআ, প্রেম ডুরি দিআ,
বান্ধিআ রাখি তোমারে।
হেন লএ মনে, বন্ধুর চরণে,
ভজি থাকি রাত্রি দিন।
দয়ার ঠাকুর, না হৈঅ নিঠুর,
দেখি বড় অতি হীন।
কহে আপজল আলি, শরীর কৈলুং কালি,
তুমি সে বন্ধুয়ার লাগি।
পিরীতি বাড়াইয়া, যদি যাও ছাড়িআ,
নিশ্চয়ে হইমু বৈরাগী।"

উপরি উক্ত পুস্তক তিনখানি মূল বিষয়ে এক হইলেও উহাদের কলেবর স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত।

পদসংগ্রহ—রাগমালা প্রভৃতিতে যেমন মুসলমান কবিদিগের রচিত পদ ও গীতের সমাবেশ হইয়াছে, আলোচ্য পদসংগ্রহেও সেইরূপ বহু লোকের রচিত বিভিন্ন পদ ও গীত লিপিবদ্ধ দেখা যায়। নিম্নে কবি লালবেগ রচিত কৃষ্ণবিষয়ক একটী সুন্দর গীত উদ্ধৃত হইল—

"কি করিল সখি সতে মোরে নিদে জাগাইয়া।
আইল চিকনকালা সময় জানিআ।
চাপিল প্রেমের নিদে শ্যাম কোল পাইআ।
কহিছে বিনয় করি উরে হাত দিআ।
যৌবনের গরবে মুই না চাইলু ফিরিয়া।
* * * * * *
পিউ পিউ বুলিয়া খলিস লৈলু উরে।
চৈতন্ত পাইআ দেখো পিয়া নাই মোর কোলে।
মনের সঙ্গেতে মুই একলা নিদ জাম।
কেন রে দারুণ বিধি মোরে হৈল বাম।
কহে কবি লাল বেগে স্বপ্নেত জাগিয়া।
খণ্ডিল জন্মের দুঃখ চান্দ মুখ চাহিয়া।"

জুলুয়া—একখানি ক্ষুদ্র গীতিপুস্তক। ইহাতে ২০টী মাত্র পদ আছে। পূর্ব্বে ইহা মুসলমানগণের বিবাহোৎসবে গীত হইত এবং এই গীতের সঙ্গে সঙ্গে বর ও কন্যাপক্ষের মধ্যে পাশা খেলা চলিত। এ উৎসব অনেক রহস্যময়। দুএক কথায় বলা যায় না। জীবনসংগ্রামের কঠোরতার বৃদ্ধি হেতু এই উৎসব এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সাধারণ লোকে ইহাকে জুল্লা কহে।

সত্যনারায়ণী কথা।

সুবে বাঙ্গালায় মুসলমানী-প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানে সদ্ভাব এবং সহৃদয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে কোন কোন মুসলমান হিন্দুর সংসর্গ প্রীতিজনক বোধ করিতেন। তাঁহারা হিন্দুর দেবদেবীদিগকে ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে উপাসনা করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। আমরা মুসলমানী-সাহিত্যে কোন কোন মুসলমান কবিকে স্বরচিত গ্রন্থ মধ্যে সরস্বতী-বন্দনা করিতে দেখিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ দরাফ্ খাঁ গঙ্গা-স্তোত্র লিখিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। রাগমালা প্রভৃতি গ্রন্থেও অনেক মুসলমান কবিকে হিন্দুদেবতাবিষয়ক সঙ্গীত গাইতে বা রচনা করিতে দেখা যায়। মিঞা তান্‌সেন প্রভৃতি সম্রাট্ অকবর শাহের অনেকগুলি সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শক্তি ও শিববিষয়ক গান রচনা করিয়া সেই গীততরঙ্গে দিল্লীর দরবার-কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনের এরূপ দৃষ্টান্ত বড় বিরল নহে।

একদিকে মুসলমানগণ যেমন হিন্দুদেবদেবীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, অন্যদিকে সেইরূপ হিন্দুগণও মুসলমান পীর প্রভৃতির ভক্ত ও পূজক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখনও অনেক অশিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায় মধ্যে মহরম-পর্ব্বে "তাজিয়া" মানস করিতে দেখা যায়। শিক্ষিত সম্প্রদায়েও সে সংস্কারের অভাব নাই। অনেকে অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত "পীরের সিন্নি" মানিয়া থাকেন, "পীরস্থানে" মাটীর ঘোড়া দানের মানসিকের কথা শুনা যায়। বাঙ্গালা ২৪ পরগণা জেলায় বাঁশড়া গ্রামের গাজি সাহেবের উদ্দেশে অনেকে পুত্র-কন্যার পীড়ায় জন্য সিন্নি মানস করিয়া থাকেন। ঐ সিন্নি বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার। দেবোদ্দেশে প্রদত্ত সিন্নি জলে নিক্ষেপ করিতে হয়, যদি উহা আপনিই জলোপরি ভাসিয়া উঠে, তাহা হইলে ফল মঙ্গলজনক বলিয়া জানা যায়। এইরূপ বিভিন্ন প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ পীরস্থানসমূহে বহুকাল হইতে হিন্দুগণ মুসলমানের সহিত একযোগে সিন্নি বা পূজা দিতে অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছেন। [পীরশব্দ দেখ।]

পীরের উদ্দেশে এই সিন্নিদানপ্রথা বাঙ্গালায় বিশেষভাবে পরিস্ফুট। বৌদ্ধপ্রধান বাঙ্গালায় অধিক দিন হিন্দুপ্রাধান্য স্থাপিত না হইতে হইতেই মুসলমানপ্রভাব ধীরে ধীরে বাঙ্গালায় আপন প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি সুদৃঢ় রাখিতে প্রয়াস পায়। বহুদিন একত্র বাসে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে উদারভাব আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহারই ফলে ক্রমে বঙ্গে মিশ্রদেবতা সত্যপীরের উদ্ভাবন—তাঁহার পূজা ও সিন্নিদান বিধির প্রবর্ত্তন হয়। ক্রমে সেই পীর হিন্দুভাবে রূপান্তরিত হইয়া সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ নামে পূজিত হইয়া থাকেন। এই সত্যনারায়ণের পূজা-কথা, অনেকটা পুরাণপ্রসিদ্ধ চণ্ডীর গান, শীতলার গান প্রভৃতির মত। সাধারণতঃ গ্রন্থগুলি ক্ষুদ্রাকারের হইলেও শঙ্করাচার্য্য, কবি জয়নারায়ণ ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী-রচিত গ্রন্থত্রয় সুবৃহৎ। শঙ্করাচার্য্যের পাচালীখানি ১৬শ পালায় বিভক্ত এবং উড়িষ্যাতেই প্রচলিত।

পীরের পূজা প্রচারের জন্য ব্রাহ্মণগণ একদিকে যেমন সত্য-নারায়ণ কথা, সত্যপীরের কথা, সত্যপীরের পাঁচালী, নারায়ণদেবের পাঁচালী, সত্যরামের পাচালী, সত্যদেবসংহিতা, সত্যনারায়ণের পাচালী, সত্যপীরের পুঁথি বা সত্যনারায়ণের পুঁথির প্রচার করিয়াছিলেন, সেইরূপ মুসলমান কবিগণও লালমোনের কেচ্ছা প্রভৃতি বিভিন্ন নামধেয় গ্রন্থ সত্যনারায়ণের প্রভাব প্রচারোদ্দেশে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত আমরা সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক যতগুলি গ্রন্থের পরিচয় পাইয়াছি, তন্মধ্যে দ্বিজরাম বা রামেশ্বর, ফকিররাম দাস, দ্বিজ বিশ্বেশ্বর, দ্বিজ রামকৃষ্ণ, কবিচন্দ্র, অযোধ্যারাম রায় এবং শঙ্করা-

চার্য্যকৃত সত্যনারায়ণী কথা সর্ব্বপ্রাচীন এবং উহা প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

কলিকাতা ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে রামেশ্বরী সত্য-নারায়ণ-কথার অধিক প্রচলন দেখা যায়, কিন্তু ২৪ পরগণা জেলার টাকী অঞ্চলে বিভিন্ন সত্যনারায়ণের আদর দৃষ্ট হয়। তথাকার বঙ্গজ কায়স্থসমাজে দ্বিজ রামভদ্র রচিত এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে কবিচন্দ্র অযোধ্যারাম রায়ের কথা পঠিত হইয়া থাকে। ফরিদপুর অঞ্চলে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-প্রসিদ্ধ কোটালিপাড়ে ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে স্কন্দপুরাণীয় রেবাখণ্ড এবং হারাণ চৌধুরীর ও রাজকুমার কথকের সত্যনারায়ণের পাচালী ও কাম্বিদাসী পাচালী সমধিক আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। পশ্চিম বেহারে ও প্রাচীন কলিঙ্গের উড়িষ্যাপ্রদেশে সত্যনারায়ণ পূজার বহুল প্রচলন আছে, আমরা নিম্নে অতি সংক্ষিপ্তভাবে কতকগুলি সত্য-নারায়ণী গ্রন্থকারের বর্ণনানুক্রমে পরিচয় প্রদান করিলাম :—

১ সত্যনারায়ণকথা—কবিচন্দ্র অযোধ্যারাম রায়বিরচিত।

অযোধ্যারাম

কোন কোন সাহিত্যরথী ইহাকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া অনুমান করেন। সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য প্রচারোদ্দেশে গ্রন্থকার এইরূপ একটী গল্পের কল্পনা করিয়াছেন। দ্বারকা-ভুবনে হরিশর্ম্মা নামে এক দরিদ্র দ্বিজ বাস করিতেন। একদিন সত্যনারায়ণ সেই বিপ্রের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে "কলিযুগে সত্য আমি সত্যনারায়ণ" এই পরিচয়দানে বলি-লেন, তুমি আমার উদ্দেশে শির্ণি দান কর, তাহা হইলে তোমার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে। বাস্তবিক দেবাজ্ঞায় এবং সত্যনারায়ণের প্রসাদে ব্রাহ্মণের অচিরে সম্পদ্ বৃদ্ধি হইল। ক্রমে ধীরে ধীরে পুরীধামের কাঠুরিয়াদিগের মধ্যে সত্যনারায়ণের প্রচার হইল। দৈবাৎ সেইস্থানে রত্নাকর নামে এক সদাগর আসিয়া উপস্থিত হয়। সে সত্যনারায়ণের শিন্নি মানিয়া কন্যা লাভ করে। পরে একদা ঐ সদাগর হিরণ্যপাটনে বাণিজ্যার্থ আগমন করে। তথায় চিত্রসেন নামে এক নরপতি ছিলেন। সাধু রত্নাকর ও তাহার জামাতা শিন্নি মানিয়া সত্যনারায়ণকে না পূজা করায় সত্যনারায়ণের ক্রোধ হয়। তিনি উভয়কে সমুচিত প্রতিফল দিবার জন্য কৌশলে রাজভাণ্ডারের সমস্ত ধন সাধুদ্বয়ের নৌকায় স্থাপন করেন। কোটালের অনুসন্ধানে সাধুদ্বয় ধৃত হইয়া রাজসকাশে আনীত হন। রাজার বিচারে সাধুদ্বয় কারারুদ্ধ হইলেন। এদিকে সাধুর পত্নী প্রবাসী স্বামীর জন্য পূর্ব্ববর্ণিত হরিশর্ম্মার পত্নীর নির্দেশমতে মাতা ও কন্যা একযোগে সত্য-নারায়ণের সিন্নি ও পূজা দিলেন। তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া সত্য-নারায়ণ রাজা চিত্রসেনকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন যে, কল্য প্রত্যূষে তুমি সাধুদ্বয়কে খালাস দিবে এবং তাহারা যে ধন লইয়াছিল, তাহার দশগুণ দিয়া তাহাদের নৌকা পূরণ করিবে। রাজা তদনুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন।

এই গল্প হইতে বুঝা যায় যে, পশ্চিমে দ্বারকা হইতে পূর্ব্বে বাঙ্গালা ও দক্ষিণে সিংহল-পাটনের অদূরবর্ত্তী হিরণ্যপাটনে সত্য-নারায়ণের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। বাস্তবিক এখনও অযোধ্যা, ফৈজাবাদ প্রভৃতি পশ্চিম ভারতবাসী জনগণের মধ্যে এবং সুদূর উড়িষ্যা প্রদেশের দক্ষিণে সত্যনারায়ণের পূজার পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

কবি গ্রন্থ মধ্যে রত্নাকর সদাগরের যে হিরণ্যপাটন যাত্রার পথ বর্ণনা করিয়াছেন, ভৌগোলিক বিষয়ে তাহার মূল্য নিতান্ত অল্প নহে। সাধু স্বীয় বাসভূমি বাগীশনগরে গঙ্গাবক্ষে নৌকারোহণপূর্ব্বক যে পথে বাণিজ্যযাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন, আমরা কবির লেখনী হইতে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম :—

"বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
এড়াইলা নিজ রাজ্য বাগীশনগর।
বেণীপুর বহে বামে বাহিরে সনত।
উজানি পশ্চাতে করি চলে বায়ুবৎ।
বড়-বাঁহাপুর ত্যজি আইল আকাই।
কাটোয়া ইন্দ্রাণী বহি পাটুলি এড়াই।
ত্যজিয়া কুঞ্জপুর সাধু গুণনিধি।
নবদ্বীপ রহে পাছে আর খড়ে নদী।
গুপ্তিপাড়া ডাহিনে রহিল বহু দূর।
বামেতে রহিল গ্রাম আর শান্তিপুর।
• জিরাট করিয়ে পাছে সাধুর সন্ততি।
ত্রিবেণী ত্রিধারা যথা হৈল ভাগীরথী।" ইত্যাদি

এইরূপে সাধু হুগলী সহর ছাড়িয়া চুঁচুড়ায় ষণ্ডেশ্বরের পূজা করিয়া দেগঙ্গায় আসিলেন। তারপর সাধু চাকলে, মহেশ, ভদ্রকালী, বালি, বরাহনগর, (বামে) ডিহি কলিকাতা, ধুলণ্ড (বামে) জিরাট (দক্ষিণে), ভবানীপুর অতিক্রম করিয়া কালী-ঘাটে উপনীত হইলেন। এখানে কালীমাতার পূজা দিয়া তিনি পুনরায় যাত্রা করিলেন। বামে রসা গ্রাম রহিল। অতঃপর শাখানদী বাহিয়া সারভাট্টা, বৈষ্ণবভাট্টা (দক্ষিণে), মহামায়াপুর (বামে), মালঞ্চ, মেদনমল্ল, বারুইপুর, সাধু-ঘাট্টা, বারাসত, হেতেগড়, গঙ্গাসাগর, কৈবর্তরণের পুর, নীল-গিরি, পুরী প্রভৃতি নানা স্থান এড়াইয়া সুদূর দক্ষিণে সিন্ধু মধ্যে শ্রীরামের জাঙ্গাল (রামেশ্বর সেতুবন্ধ?) সন্দর্শন করিলেন; তারপর—

"ডাহিনে মাণিকপুর, কালীদহা রহে দূর,
সিংহল পাটন করি বামে।

হয় মাস জলে ভাসি, হিরণ্য পাটনে আসি,
উত্তরিল কহে অযোধ্যারামে।"

উপরি কথিত পুস্তক ব্যতীত জয়নারায়ণসেনের সত্যনারায়ণ-ব্রত বা হরিলীলা এবং শিবরামকৃত সত্যপীর পাঁচালী নামে এই বিষয়ের অপর দুইখানি পুস্তক পাওয়া যায়।

কবি জয়নারায়ণ বিক্রমপুরনিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব সুপ্রসিদ্ধ লালা রামপ্রসাদের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম সুমতী দেবী। লালা রামপ্রসাদের যথাক্রমে রামগতি, জয়নারায়ণ, কীর্ত্তিনারায়ণ, রাজনারায়ণ ও নরনারায়ণ নামে পাঁচপুত্র হয়। তাঁহারা সকলেই লালা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। লালা জয়নারায়ণ "চণ্ডীকাব্য" ও "হরিলীলা" প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক দুইখানিই বাঙ্গালা কাব্য। হরিলীলা প্রণয়নকালে তাঁহার অনুজ রামগতিসেনের কন্যা আনন্দময়ী দেবী তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন।

জয়নারায়ণ ও আনন্দময়ী দেবী

জয়নারায়ণের রচনা আদিরসাশ্রিত। দেখিলেই বোধ হয় তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য-রচনায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছন্দগুলি তাঁহারই ন্যায় তাঁহার করায়ত্ত ছিল, কিন্তু তিনি অন্নদামঙ্গলের কবির অপেক্ষা লেখনী সংযত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

জয়নারায়ণের হাতে পড়িয়া এই সত্যনারায়ণের ব্রতকথাখানি ক্ষুদ্রসীমা অতিক্রম করিয়া একখানি সুন্দর সুবৃহৎ কাব্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কবি জয়নারায়ণ সুন্দর সুমিষ্ট শ্রুতি-সুখকর বাক্য প্রয়োগ করিতে যাইয়া অনেকস্থলে স্বীয় পুস্তকে ভারতচন্দ্রীয় দোষাক্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, ভাবের অভাবে শব্দের লালিত্যও অনেক সময়ে নিষ্ফল হইয়া পড়িয়াছে। রসহীন বাক্যলহরী কেবল ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি জাগাইয়া রাখিয়াছে। দুঃখের বিষয় তাহা মর্ম্মস্পর্শী হইয়া স্থায়িভাব প্রাপ্ত হয় নাই। নিম্নে কিছু নমুনা দেওয়া গেল :—

জয়নারায়ণের রচনা—রাজসভাবর্ণন—

"সভা মধ্যে রত্নসিংহাসনে নরপতি।
শিরে শ্বেত ছত্র ইন্দুকুন্দ জিনি ভাতি।
ঝক্ ঝক্ ঝলে ভস্ম ত্রিপত্রব ভালে।
ঝিস্ ঝিস্ বজ্র ভস্ম ভ্রূমধ্যে ঝলে।
[illegible] টল মুকুতা কুণ্ডল কাণে দোলে।
চল্ চল গজমতি মালা দোলে গলে।
কস্ কস্ কসাভা সটুকা কটিতে।
ঝল্ ঝল্ ঝকমকে স্বর্ণ ঝালরেতে।
ডগমগ সপ্ত কন্যা চামর লইয়া।
ধীরে ধীরে দোলাইছে রহিয়া রহিয়া
ঝন্ ঝন্ লাগে কাণে কঙ্কণের ধ্বনি।
ঝকমক্ চামক দণ্ডেতে জ্বলে মণি।"

আনন্দময়ীর রচনা—চন্দ্রভাণ ও সুনেত্রার বাসিবিবাহ—

"হের চৌদিগে কামিনী চক্ষে চক্ষে।
সমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে।
কতি প্রৌঢ়ারূপা ওরূপে মজন্তি।
হসন্তি, খলন্তি, ত্রসন্তি, পতন্তি।
কত চারুবক্ত্রা, সুবেশা, সুকেশা।
সুবাসা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাসা।
কত ক্ষীণমধ্যা, শুভাঙ্গা, সুযোগ্যা।
রতিজ্ঞা, বশীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা।
দেখি চন্দ্রভাণে, কত চিত্তহারা।
নিকারা, বিকারা, বিহারা, বিভোরা।
করে দড়ি দৌড়া মদমত্ত প্রৌঢ়া।
অমূঢ়া, বিমূঢ়া, নবোঢ়া, নিগূঢ়া।
কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ড ঘৃষ্টা।
প্রহৃষ্টা, সচেষ্টা, কেহ ওষ্ঠদষ্টা।
অনঙ্গাস্ত্রভিন্না, কত স্বর্ণবর্ণা।
বিকীর্ণা, বিশীর্ণা, বিদীর্ণা, বিবর্ণা।
কারো ব্যস্ত বেণী নাহি বাস বক্ষে।
কারো হার কূর্পাস বিস্রস্ত বক্ষে।
গলদ্ভূষণা কেহ, নাহি বাস অঙ্গে।
গলদ্রাগিণী কেউ মাতিয়া অনঙ্গে।
কারো বাহুবল্লী কারো স্কন্ধ-দেশে।
রহিয়া সাধু বাক্য বঙ্গে প্রকাশে।
* * সুকক্ষে নিতম্বে উরু হেমকুম্ভে।
একাযে ওভাযে হাঁটিতে বিলম্বে।
তাহে দোলিতা লাজভারি ভরেতে।
পরে হেরি ছুলি অনঙ্গ শরেতে।
সুনেত্রাকে কেহ, কেহ চন্দ্রভাণে।
করে সেক তোয়ে সবে সাবধানে।
সুহস্তে ঢালিছে সর্ব্ব বারি অঙ্গে।
ঝনৎঝনৎ গলৎ পড়ে নীর অঙ্গে।
* * সখী চন্দ্রভাণে বলে চাতুরীতে।
এ রত্নের মালা কাকের গলাতে।
শুনি চাতুরী দম্পতি হেট মাথে।
ঢলাঢল গলাগল সখী সর্ব্ব তাতে।"

আনন্দময়ীর সহজ রচনা—বিরহিণী সুনেত্রা—

" * * আসি দেখহ নয়নে।
হীন তনু সুনেত্রার হয়েছে ভূষণে।
হয়েছে পাণ্ডুর গণ্ড, রুক্ষ কেশ অতি।
ঘরে আসি দেখ নাথ এসব দুর্গতি।

রহিয়াছি চির বিরহিণী দীন মনে।
অর্পণ করিয়া আঁখি তোমা পথ পানে॥
ভাবি যাই যথা আছ হইয়া যোগিনী।
না সহে এ দারুণ বিরহ আগুনি॥
যে অঙ্গে কুঙ্কুম তুমি দিয়াছ যতনে।
সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে॥
যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বাঁধিছ আপনি।
তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী॥
শীতভয়ে যে বুকুতে লুকায়েছ নাথ।
বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত॥
যে কঙ্কণ করে দিয়াছিলা হৃষ্ট মনে।
সে কঙ্কণ কুণ্ডল করিয়া দিব কাণে॥
তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষা পাত্র করি।
মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরি॥
তাতে মাতা প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি।
আর তব স্থাপ্য ধন বিষম যৌবন।
লুকাইয়া নিয়া ফিরি দরিদ্র যেমন॥"

দ্বিজ দীনরামকৃত একখানি নারায়ণদেবের পাঁচালী আছে। গ্রন্থবর্ণিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ ত্রিলোচনের বাস কাঞ্চননগরে ছিল। তাঁহার নিকট হইতে কাঠুরিয়াগণ ও পরে সাধু বণিকের দ্বারা দূরদেশে সত্যপীরের প্রভাব প্রচারিত হয়। পুস্তকের মূল বিবরণ অপরাপর সত্যনারায়ণের পাঁচালী হইতে পৃথক্ নহে। বিশেষত্ব এই যে, উহার উপাখ্যানাংশ অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিজ দীনরাম

এতদ্ভিন্ন আর একখানি পুথিতে দীনহীন দাস ও দ্বিজ রামকৃষ্ণের ভণিতা পাওয়া যায়। এ গ্রন্থখানি কি উভয়ে রচিত, না দীনহীন দাস কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে? সঙ্কলয়িতা দীনহীন দাস কি রামকৃষ্ণের রচনা হইতে কিছু কিছু পদ গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা এ রামকৃষ্ণ অন্য ব্যক্তি? ইহার বিশেষ কিছু নির্দ্দেশ করা যায় না। এই পুস্তকের শেষে এইরূপ লিখিত আছে—

দীনহীন দাস ও দ্বিজ রামকৃষ্ণ

"সত্যদেব মহাপ্রভু যেবা করে হেলা।
নিশ্চয় জানিহ তার কভু নাই ভালা॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করহ সব ভাই।
সত্যদেব প্রভু বিনা আর গতি নাই॥"

এই গ্রন্থোক্ত রামকৃষ্ণের ভণিতা অন্যরূপ। পূর্ব্ব কথিত পুস্তকের কোথাও সেরূপ নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থোক্ত লেখকের উক্তি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ নহে—

"কৃষ্ণভক্তি আনন্দে জিনিব তিন যুগ।
দ্বিজ রামকৃষ্ণ কহে ধন্য কলিযুগ॥"

কিন্তু দীনহীনের ভণিতায় সত্যদেবপূজার পূর্ণাভাস প্রকটিত হইয়াছে—

"দীনহীন দাসে কহে, শুন সাধু মহাশয়ে,
বলি শুন এই তত্ত্বসার।
সত্যদেব পূজা কৈলে, তাহান কৃপার ফলে,
সর্ব্বসিদ্ধি হইবে তোমার॥"

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল কবির কল্পনা এক রকম ও নূতনত্ববর্জ্জিত। সকলেই একজন সাধুকে নায়ক অবলম্বন করিয়া পুস্তক রচনাপূর্ব্বক সত্যনারায়ণপূজার প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

কবি নরহরির একখানি সত্যনারায়ণ পাওয়া গিয়াছে। উঁহার মূল ঘটনা রামেশ্বরী অথবা অযোধ্যারামের বর্ণনা হইতে বিশেষ পৃথক্ নহে। কেবল ইহার নায়ক সাধুর বাস কাঞ্চননগরে ছিল।

নরহরি

"কাঞ্চন নগরে সদানন্দ নামে সাধু।
সুতাপুত নাহি নিরানন্দ সহ বধূ॥
পীরপূজা ফলশ্রুতি শুনিয়া শ্রবণে।
বংশ হেতু আরাধয়ে পীর নারায়ণে॥"

এই পুস্তকের রচনা নিতান্ত মন্দ নয়, মধ্যে মধ্যে পারসী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পুস্তক শেষে এইরূপ ভণিতা আছে—

"পূজা সাঙ্গ হল ভাই কহে নরহরি।
আমীন্ আমীন্ বলি সভে বল হরি॥"

চট্টগ্রাম হইতে কয়খানি "সত্যপীরের পাঁচালী" পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১১৪০ সালে লিখিত ফকিরচান্দের এবং ১১৮২ মঘীতে নকল করা দ্বিজ পণ্ডিতের পাঞ্চালী পুস্তক উল্লেখযোগ্য। ফকিরচান্দের বাড়ী চট্টগ্রামের অন্তর্গত শুচিয়া গ্রামে। তাঁহার রচনায় মুসলমানী শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে।

ফকিরচাঁদ ও দ্বিজ পণ্ডিত

দ্বিজ পণ্ডিতের ভণিতাযুক্ত পুথিখানি আদ্যন্ত ফকিরচাঁদের নকল বলিলেও চলে। মূল বিষয়ে উভয়েই এক, তবে স্থানে স্থানে দুই একটী পদের পার্থক্য আছে মাত্র। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথিগুলি একরূপ প্রহেলিকাময়। ইহার রহস্য উদ্ধার করা কঠিন ব্যাপার। আলোচ্য পুস্তকখানিতে ফকিরচাঁদ "দ্বিজ পণ্ডিত" সাজিয়াছেন, অথবা কোন ব্রাহ্মণ সন্তান ফকিরচান্দের পুস্তক নকল করিয়া আপনার কীর্ত্তি বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ফকিরচাঁদ যদি দ্বিজ পণ্ডিত উপাধিতে ভূষিত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে অবশ্যই ব্রাহ্মণবংশীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। এই পুস্তকে বহু গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগ আছে।

দ্বিজ রামানন্দের ভণিতাযুক্ত আর একখানি "সত্যপীর

পাঁচালী" আছে। পুস্তকের ভাষা তাদৃশ সরল ও প্রাঞ্জল নহে। তন্মধ্যে কতকগুলি শব্দের অপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়। নমুনা স্বরূপ পুস্তকের ভণিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

দ্বিজ রামানন্দ

"কহে দ্বিজ রামানন্দে শুনরে সাউধাইন*।
কোন হেতু বিপাক হইল আপনার কারণ।"

পুস্তকখানি নিতান্ত অপ্রাচীন নহে। ভাষার সজ্জা দেখিলেই তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

এতদ্ভিন্ন আরও দুইখানি সত্যপীরের পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের লিপিপারিপাট্য নিতান্ত মন্দ নহে। পুস্তকে রচয়িতার ভণিতা না থাকিলেও উহাকে হিন্দু কবির রচিত বলিয়া মনে হয়, যেহেতু পুস্তকের প্রারম্ভে "নমো গণেশায়" বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন গ্রন্থারম্ভে এইরূপ দেববন্দনা আছে—

"প্রথমে প্রভুর নাম মনেতে ভাবিয়া।
জার নাম লৈলে জার শমন তরিয়া।
প্রণময়ো সত্যপীর নিয়ত হাসিল।
জাহার প্রতাপে পুনি তরিছে অখিল।
সরস্বতীর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া।
শুদ্ধ পদ কহিবা আমার কণ্ঠে রৈয়া।
ব্যাস বৃহস্পতি কদম্ শঙ্কর ভবানী।
করিম প্রচার সত্যপীরের জে ছিন্নি।"

ফকিররাম দাস একখানি সত্যনারায়ণ কথা রচনা করেন। পুস্তকের ভণিতায় তাঁহার কবিরাজ উপাধি এবং পুস্তক শেষে দাসপদবী দৃষ্ট হয়। তিনি বৈষ্ণবের দৈন্যতা প্রদর্শন করিতে দাস উপাধি লইয়াছিলেন কি না বলা যায় না। পুস্তকখানি সন ১০১৭ সালে সমাপ্ত হইয়াছিল—

ফকিররাম দাস

"ইতি সন হাজার সতর জ্যৈষ্ঠ মাসে।
সাঙ্গ কৈল পুস্তক ফকিররাম দাসে।"

এই সকল পুস্তক ব্যতীত অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরপ্রণেতা বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের রচিত একখানি সত্যনারায়ণকথা প্রচলিত আছে। ভারতচন্দ্রের ভাষাযোজনা যে সরল ও সুন্দর, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাতে শ্রুতিমধুর ফার্সী শব্দেরও বিরল সন্নিবেশ দেখা যায়। সত্যনারায়ণ পুস্তক মধ্যে কবিবর এইরূপে আপনার পরিচয় ও পুস্তক সমাপ্তিকাল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

ভারতচন্দ্র রায়

"ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতিরায়ের বংশ,
সদাভাবে হতকংস, ভুরশুটে বসতি।
নরেন্দ্ররায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত,
ফুলের মুখটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি।
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর নাম,
তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়,
হয়ে মোরে কৃপা দায়, পড়াইল পারসী।
সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পুথি,
তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তার, হরি হোন্ বরদার,
ব্রতকথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা।"

দ্বিজ রামকৃষ্ণের সত্যনারায়ণ বা সত্যদেবঠাকুরের পাঁচালী বা সত্যরামের পাঁচালী নামে কয়খানি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ কয়খানি গ্রন্থ একজনের কি পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির লেখা, তাহা ঠিক বলা যায় না। যেহেতু পুস্তকের বিষয় এক হইলেও উহাদের রচনায় ও কবিত্বে অনেক পার্থক্য আছে। আমরা সন ১১৪১ সালে লিখিত সত্যদেবঠাকুরের যে পাঁচালী পাইয়াছি, তাহার শেষে এইরূপ লেখা আছে—

দ্বিজ রামকৃষ্ণ

"সোয়ার ঘোড়ার পরে জিন।
সত্যনারায়ণ আসিলেন পুজার দিন।
আসিলেন সত্যদেব বসিলেন খাটে।
সত্যনারায়ণের আজ্ঞা হৈল প্রসাদ হাতে হাতে বাটে।"

আবার রামকৃষ্ণের পাঁচালীর শেষভাগে আমরা অন্যরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই—

"ভকতি প্রণতি স্তুতি কিছু নাহি জানি।
ক্ষম অপরাধ হরি প্রভু চক্রপাণি।
ভক্তি করিআ লও নারায়ণের নাম।
কহিল পাঁচালী এই করহ প্রণাম।
দ্বিজ রামকৃষ্ণে বলে করিয়া প্রণতি।
এইরূপে পুস্তক যে হইল সমাপ্তি।"

কিন্তু চট্টগ্রাম হইতে আমরা যে একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাইয়াছি, তাহা ১১৯৩ মঘীর হস্তলিপি। উহাতে দ্বিজ রঘুনাথ ও দ্বিজ রামকৃষ্ণের ভণিতা দৃষ্ট হয়—

দ্বিজ রঘুনাথ ও রামকৃষ্ণ

(১) "দ্বিজ রামকৃষ্ণ কয় শুন সভাজন।
লাচারি প্রবন্ধে কিছু কহিমু কথন।"

(২) "দ্বিজ রামকৃষ্ণের বাণী, শুন সাধু কন্যাখানি,
সত্যদেব কর আরাধন।"

"লাচারির" ১০টী চরণ ভিন্ন সমস্তই পয়ারে লেখা এবং সর্ব্বত্রই রঘুনাথের ভণিতা আছে। আমরা ১১৪১ সনে লিখিত

* প্রাকৃত প্রয়োগে সাউধ (সাধু) শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে সাউধাইন। এইরূপ বেহারা—বেহাইন, ঠাকুর—ঠাকুরাইন (ঠাকুরাণী), নেকাইন—চতুরা স্ত্রী, ইত্যাদি।

যে পুথির বিষয় উপরে বলিয়াছি, তাহাতে চট্টগ্রামের পুথির দ্বিতীয় ভণিতার এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—

"দ্বিজ রামকৃষ্ণ-বাণী, সুন সাধু নন্দিনী,
সত্যদেব কর আরাধন।"

এতদ্দৃষ্টে অনুমান হয় যে, দ্বিজ রঘুনাথের পুথিতে দ্বিজ রামকৃষ্ণের ত্রিপদী অংশ গৃহীত হইয়াছে। উহা যে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তিকালের রচনা তাহা সহজেই অনুমিত হয়। ইহার শেষাংশ এইরূপ :—

"পাঞ্চালী সুনিয়া জেবা অবজ্ঞা করএ।
যমপুরে গিয়া সেই নরক ভোগএ ॥
ভক্তিযুক্ত হইআ খায় প্রসাদ পূজার।
মনবাঞ্ছা সিদ্ধি হয় বাড়এ সংসার ॥
জেবা গায় জেবা সুনে সত্যদেবের পাঞ্চালী।
অন্তকালে স্বর্গ পাএ বাড়ে ঠাকুরালী ॥"

দ্বিজ রামভদ্র-বিরচিত সত্যদেব সংহিতারও উপাখ্যান ঐরূপ।

দ্বিজ রামভদ্র

গ্রন্থারম্ভে দেবগণের বন্দনা, তারপর যুধিষ্ঠির-কৃষ্ণসংবাদে কলিযুগে অবন্তীনগরে সত্যনারায়ণের জন্মকথা। অবন্তীনগরে সত্যনারায়ণের আবির্ভাব, তথাকার একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তাঁহার কৃপাদান, তাঁহা হইতে কাঠুরিয়া সমাজে সত্যনারায়ণের পূজা প্রচার।

সত্যদেবসংহিতার নায়ক সাধু ধনেশ্বরের গৌড়নগরে নিবাস। তিনি কাঠুরিয়ার মুখে সত্যনারায়ণের প্রভাব জ্ঞাত হইয়া তাঁহার পূজার মানস করিলেন এবং একটী কন্যা প্রার্থী হইলেন। চন্দ্রকেতু সদাগরের সহিত ঐ সাধুকন্যার বিবাহ হইল। তারপর সাধু ধনেশ্বর সুরাট বন্দরে বাণিজ্যার্থ যাত্রা করেন। অবশিষ্টাংশ প্রায় রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের অনুরূপ। চন্দ্রকেতুপত্নী প্রসাদ ফেলিলে সত্যনারায়ণের ক্রোধ হয়। তাহাতে তিনি চন্দ্রকেতুসহ ঘাটে নৌকা ডুবাইয়া দেন। ইত্যাদি

রচনা সরল ও আড়ম্বরবিহীন। পণ্য দ্রব্যবর্ণনায় গ্রন্থকারের বেশ অধিকার দৃষ্ট হয়। ভণিতা "দ্বিজ রামভদ্র বলে ভাবি ভগবান্।" হইতে গ্রন্থকারের ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিজরাম বা রামেশ্বর

দ্বিজ রাম বা রামেশ্বরের যে সত্যনারায়ণ গ্রন্থ এই দেশে প্রচলিত আছে, তাহা রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ। দ্বিজ রামেশ্বরের নিবাস বরদাবাটী পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রামে। তাঁহার মাতার নাম রূপবতী ও পিতার নাম লক্ষ্মণ। তিনি ভট্টনারায়ণ-বংশসম্ভূত ও ভট্টাচার্য্য উপাধিমান্ ছিলেন। যদুগ্রামে বাসকালে তিনি সত্যপীরের কথা রচনা করেন, পরে মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের সভাসদ্ হন ও কর্ণগড় পরগণার অন্তর্গত অযোধ্যাবাড়ে বাস করেন। তাঁহার রচনার মধ্যে পারসী শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

রচনার নমুনা—

"জানা গেও যাত যাওয়া জানা গেও যাত।
কাপড়াতো গেও আও মেরা সাথ ॥
জওত সত্যপীর মেরা জওত সত্যপীর।
তেরা দুঃখ দূর করত ও হাম ফকির ॥"

আমরা যে দুইখানি প্রাচীন পুথি পাইয়াছি, তাহার প্রথমখানি ১১১২ সালে লিখিত। উহার সমাপ্তিতে এইরূপ ভণিতা পাওয়া যায়—

"গ্রন্থ সাঙ্গ হৈল বিরচিল দ্বিজরাম।
সভে হরি হরি বল করহ প্রণাম ॥"

কিন্তু ১২৬০ সালের লিখিত অপর পুথিখানির শেষে অন্যরূপ লেখা আছে—

"গ্রন্থ সাঙ্গ হইল রচিল দ্বিজ রাম।
সভে হরি বল কর মজুরা সেলাম ॥"

দ্বিজ বিশ্বেশ্বরের বিরচিত একখানি সত্যনারায়ণ বা গোবিন্দ-বিজয় পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থখানি সন ১১৫১ সালের হস্তলিপি।

দ্বিজ বিশ্বেশ্বর

উহার রচনার সহিত রাজসাহীতে প্রাপ্ত তদ্রচিত অপর একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী পুথির অনেকাংশে মিল আছে বটে, কিন্তু ১১৫১ সালের হস্তলিপিতে প্রভূত পাঠান্তর এবং স্থলবিশেষে পদরচনার আধিক্য দৃষ্ট হয়। নমুনা স্বরূপ উভয় পুস্তকের আরম্ভাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ১১৫১ সালের লিখিত পুথির আরম্ভ---

"প্রণমহ লক্ষ্মীপতি গরুড়বাহন।
বৃষভারোহণে বন্দো দেব পঞ্চানন ॥
প্রণমহ নারায়ণ সত্য ভগবান্।
দুঃখ দারিদ্র খণ্ডে হয় পরিত্রাণ ॥"

রাজসাহীর পুথির পাঠ—

"প্রণমহো নারায়ণ সত্য ভগবান।
যাহাকে সেঁারিলে লোক পায় পরিত্রাণ ॥"

এই পুস্তকদ্বয়ের মূল উপাখ্যান এক। তবে কবি দ্বিজ বিশ্বেশ্বর মনোহর পদদ্বারা স্বীয় গ্রন্থকে অপেক্ষাকৃত সুললিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার পাঁচালীর উপাখ্যানাংশ পূর্ব্ববর্ণিত পুস্তকনিচয় হইতে একটু স্বতন্ত্রভাবে লিখিত। তবে সত্যনারায়ণের অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণের নাম সদানন্দ, নিবাস কাশীপুর। এই কাশীপুর কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে অবস্থিত একটী নগর। সাধু এখানে সত্যনারায়ণ পূজার জয়ধ্বনি শুনিয়াছিলেন। সদানন্দের সাংসারিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। পাঁচালীতে লিখিত আছে—

"সদানন্দ নাম তার কাশীপুরে ঘর।
অস্থি চর্ম্ম সার বৃদ্ধ শুষ্ক কলেবর।
হাতে লড়ি কান্ধে ঝুলি ভিক্ষা মাগি চলে।
ভালে চতুষ্পাদ ফোঁটা বজ্ঞসূত্র গলে।"

উক্ত ব্রাহ্মণের নিকট হইতে কাঠুরিয়াগণের মধ্যে পূজা প্রচার এবং ক্রমে নানা লোকের মধ্যে তাহার বিস্তৃতি ঘটে। একদিন নদীতীরে নৃপতিনন্দন উল্কামুখ সত্যের সেবা করিতেছেন, এমন সময় সেইস্থান দিয়া রত্নপুরনিবাসী লক্ষপতি সদাগর নৌকাযোগে গমন করিতেছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। সত্যনারায়ণের প্রভাব শুনিয়া তিনি পুত্রার্থে পূজা মানস করিলেন। কালে কলাবতী নামে তাহার এক কন্যা হয়। সাধু কাঞ্চননগরবাসী শঙ্খপতি বণিকের সহিত কন্যা কলাবতীর বিবাহ দেন। অতঃপর সাধুর জামাতাসহ বাণিজ্যযাত্রা। সাধু যখন দক্ষিণ সফরে যাত্রা করেন, তখন প্রথমতঃ ব্রহ্মপুত্র নদপথে নৌকা বাহিয়া মাঝিরা বংশনদ প্রাপ্ত হয়। এই বংশনদ এখনও বর্ত্তমান। এই নদ উত্তরপূর্ব্ব ময়মনসিংহ হইতে দক্ষিণদিগ্বাহী হইয়া ধনেশ্বরী নদীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সাধুর নৌকা এই পথে পদ্মানদীতে পৌঁছে। গ্রন্থে এই ধনেশ্বরী শ্বেতনদী নামে অভিহিত হইয়াছে। পদ্মা নদী হইতে ভাগীরথীতে সাধুর নৌকা উপস্থিত হয়। বামে খড়িয়া ও দক্ষিণে সরস্বতী নদী রাখিয়া সাধু সমুদ্রগড়ে উপনীত হন। সুতরাং কবির বর্ণনায় বর্ত্তমান নবদ্বীপের নিকটে সরস্বতী নদী ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে।

"বামে খড়িয়া নদী দক্ষিণে সরস্বতী।
ভাগীরথী দিয়া নৌকা চলে শীঘ্রগতি।
দক্ষিণে সমুদ্রগড় বসতি প্রচুর।
ভাগীরথী বাহি জায় বামে শান্তিপুর।
* * * * *
এইত মগরাদহ কর্ণধার বলে।
মগরা এড়ায় সাধু বড় পুণ্য ফলে।
* * * * *
কাশীপুরে আসি সাধু লাগায় তরণী।
হেনকালে সদাগর শুনে জয়ধ্বনি।
দিবারাত্র বাহে নৌকা না আছে বিরামে।
প্রবেশিলা সদাগর সাগরসঙ্গমে।"

এই সাগর বাহিয়া সাধু কেদার-মাণিক্যপুরে সত্যবান্ রাজার আলয়ে উপস্থিত হন। এখানে রাজার কোপে উভয়ের কারাবাস, এদিকে সাধুপত্নী ও কন্যার অর্থাপগমে দারিদ্র্য, সাধুকন্যার ব্রাহ্মণভবনে গমন, সত্যনারায়ণের সেবাদর্শন ও স্বগৃহে পূজন; সত্যনারায়ণের ক্রোধ শান্তি ও রাজাকে স্বপ্নে দর্শনদান ঘটে।

"কেদার মাণিক্যপুরে রাজা সত্যবান।
স্বপ্ন কহিলা প্রভু তার বিদ্যমান।
রাত্রিভাগ শেষে রাজা পালঙ্কে নিদ্রা জায়।
ব্রাহ্মণের বেশে প্রভু স্বপ্ন দেখায়।"

এই কেদার মাণিক্যপুর ও অযোধ্যারাম বর্ণিত হিরণ্যপাটনের পশ্চাদ্বর্ত্তী মাণিকপুর কি এক? কবি বিশ্বেশ্বরবর্ণিত 'বাণিজ্যযাত্রা' দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার গ্রন্থোক্ত সাধুর বাসভূমি ময়মনসিংহ জেলায় বা কোন নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিল। স্বয়ং গ্রন্থকারই ময়মনসিংহবাসী ছিলেন, তথাকার লোকমধ্যে গ্রন্থের প্রসিদ্ধি রক্ষার জন্য তিনি সাধুকেও তদ্দেশবাসী করিয়াছেন। তাঁহার রচিত সত্যনারায়ণের উপাখ্যান ভাগ অপরাপর গ্রন্থ হইতে কিছু বিভিন্ন নহে। আমরা অযোধ্যারামের পুস্তকে যেরূপ মৌলিক ভৌগোলিকতত্ত্ব দেখিয়াছি, ইহাতে তাহার কিছু মাত্র নাই।

মুক্তির পর সাধু লক্ষপতির জামাতাসহ স্বদেশযাত্রা, পথিমধ্যে সন্ন্যাসী বেসে সত্যনারায়ণকর্ত্তৃক সাধুকে ছলনা। পরে নৌকা ঘাটে আসিয়া উপনীত হইলে শঙ্খপতিসহ নৌকা ডুবাইয়া প্রসাদত্যাগী কলাবতীকে ছলনা ও শঙ্খপতির পুনর্জ্জীবনপ্রাপ্তি।

এই পুস্তকে কবি মনোভাব ব্যক্ত করিতে অনেকস্থলে ছন্দোভঙ্গ করিয়াছেন, যথা—

"সত্যনারায়ণ বোলে আমি কি করিয়াছি কহত কথন।
সাধু বোলে লতাপাতা হইল সব ধন।"
"গলে বস্ত্র বান্ধিয়া বোলেন সদাগর।
লক্ষমুদ্রা বান্ধন থুইলাম তোমার গোচর।
"কান্দে কান্দে ওহে সাধু হইয়া বিষাদ।
নানা রত্নে ভরাভরি আইনু অবিলম্বে
তাতে এক ফলিল প্রমাদ।" ইত্যাদি

উপরি উক্ত পুস্তকদ্বয়ের শেষাংশের বর্ণনাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

আমরা ১০৬২ সালে লিপিকৃত শঙ্করাচার্য্য বিরচিত একখানি "সত্যপীরকথা" পাইয়াছি। শঙ্করাচার্য্য বঙ্গবাসী হইলেও এ পর্য্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ পুথি বঙ্গদেশে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে শালতরুপরিবেষ্টিত আরণ্যপল্লী মধ্যে আমরা শঙ্করাচার্য্যের সম্পূর্ণ ১৬ পালা শুনিয়াছি। এই ১৬ পালার নাম—১ম জন্মপালা, ২ কাঠুরিয়া পালা, ৩ গুড়িয়া-শঙ্কর পালা, ৪ সুন্দর বিদ্যাধর পালা, ৫ মদনসুন্দর পালা, ৬ মরদগাজীর জন্ম পালা, ৭ মরদগাজীর বিবাহ পালা, ৮ পদ্মলোচনপালা, ৯ ডাক ফাঁসিয়ার পালা, ১০ মনোহর ফাঁসিয়ার পালা, ১১ উগ্রতারা, ১২ চন্দ্রাদিত্যপালা, ১৩ সদানন্দ

শঙ্করাচার্য্য

সওদাগর পালা, ১৪ অজয়মদন পালা, ১৫ হীরাচাঁদের পালা, ১৬ লক্ষ্মণকুমার পালা।

১ম বা জন্মপালায় সত্যপীরের জন্মবিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এই বিবরণ হইতে আমরা এক অজ্ঞাত ঐতিহাসিকতত্ত্বের আভাস পাই। কথাটা এই—

সুলতান আলা বাদশাহের এক পরমা সুন্দরী অনূঢ়া কন্যা ছিলেন। কুমারী অবস্থায় তাঁহার গর্ভ হইল। বাদশাহ কন্যার গর্ভলক্ষণ দেখিয়া অতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন। উজীর বাদশাহকে বুঝাইলেন যে গর্ভবতী স্ত্রীহত্যা মহাপাপ, সুতরাং তাহাকে বধ না করিয়া কারাগারে বন্দী করাই কর্ত্তব্য। উজীরের অনুরোধে বাদশাহ কন্যাকে অন্ধকারময় কারাগারে বন্দী করিলেন, তাহার উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য কঠিন পাহারা নিযুক্ত হইল। কংসকারাগারে দেবকীগর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, বাদশাজাদীর গর্ভে সত্যপীরও সেইরূপ প্রকাশিত হইলেন। তাঁহার জন্মকালে কারাগার আলোকিত হইয়াছিল। উজীর সে নবজাত শিশুর কথা বাদশাহকে জানাইলেন। উজীরের অনুরোধে বাদশাহ কন্যার বন্দিত্বমোচন করিয়া এক নিভৃত স্থানে রাখিয়া ছিলেন। সত্যপীরের অলৌকিক জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া বাদশাহজাদীও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তবে পীরের মায়ার তিনি ভগবানের প্রভাব তখন বুঝিতে পারিলেন না। পীর বালক কালে শিশুদের সহিত খেলা করিতেন। এক দিন এক বাটুল লাগিল, তাহাতেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইল। অভাগিনী বাদশাহজাদী চারি দিক্ শূন্য দেখিলেন। অতঃপর মাতার দুঃখ দূর ও নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য সত্যপীর পুনরায় দেখা দিলেন। তাঁহার প্রভাব দর্শনে কেবল বাদশাহজাদী বলিয়া নহে, বাদশাহও তাঁহার পূজা করিলেন। বাদশাহ সত্যপীরের সিরণীর ব্যবস্থা করেন। তদবধি সকলেই সত্যপীরের পূজা দিয়া ধনপুত্র লাভ করিতে লাগিল। কিরূপে সত্যপীরের পূজা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচারিত হয়, অপরাপর পালায় তাহাই বিবৃত হইয়াছে। সকল পালাতেই পীরের অলৌকিক শক্তি ও বুজরুকীর পরিচয় আছে।

শঙ্করাচার্য্য যেরূপ সত্যপীরের জন্মকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, কবিকর্ণ, কবিবল্লভ প্রভৃতি উৎকলে প্রচলিত সত্যনারায়ণকথায় ঐরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, সামান্য ইতরবিশেষ। ইহাতে মনে হয় যে জন্মপালার মধ্যে কতকটা ঐতিহাসিক ঘটনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। মুসলমান কবি আরিফ্ রচিত "লালমোনের কেচ্ছা" নামক গ্রন্থে আমরা দেখিয়াছি যে, সুলতান হোসেন শাহ কন্যা লালমোনকে [illegible] করিয়াছিলেন,—অবশেষে [illegible] প্রভাবে মোহিত হইয়া তিনি সওয়া লক্ষ টাকা খরচ [illegible] সিরণী দিয়া ছিলেন।

সুলতান হোসেন শাহ "আলাউদ্দীন্ হোসেন শাহ" নামে মুসলমান ইতিহাসে বিখ্যাত। শঙ্করাচার্য্য ও কবিকর্ণের সত্যনারায়ণের কথায় যে "আলা" বাদশাহের উল্লেখ আছে, তাঁহাকে আমরা আলাউদ্দীন্ হোসেন শাহ বলিয়া মনে করি। হোসেন শাহ হিন্দু মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন; তাঁহার উদারতা ও ন্যায়পরতা ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একতাস্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহারই যত্নে সত্যনারায়ণের পূজা প্রবর্ত্তিত হয়।

শঙ্করাচার্য্যের রচনা প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য। বাক্যবিন্যাসে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও উহা মূল উপাখ্যান বিষয়ে এক। গ্রন্থকার এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি লিখিয়া নারায়ণের মাহাত্ম্যপ্রচারে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই কীর্ত্তি বঙ্গসাহিত্যে চিরস্মরণীয় থাকিবে। তাঁহার রচনায় যথেষ্ট পারসী শব্দ দৃষ্ট হয়।

হিন্দু কবিগণের দেখাদেখি অথবা মুসলমান সমাজে সত্যপীরের সিন্নি দানবিস্তারোদ্দেশে কএকজন মুসলমান কবিও সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে আরিফ কবির লালমোনের কেচ্ছা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আরিফ কবি

লালমোনের কেচ্ছা—নাএক মেয়াজ গাজির সেবক আরিফ কবি ইঁহার রচয়িতা। সত্যপীরের মাহাত্ম্যপ্রচারই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইঁহার মধ্যে আবার একটু ঐতিহাসিক তত্ত্বও আছে। নিম্নে তাহার নমুনা উদ্ধৃত হইল—

> "বর্ণনা করিতে আমা হবে অনেকক্ষণ।
> লালমোনের কথা কিছু সুন দিয়া মন॥
> সত্যপীর ছিল ছলে লালমোন সুন্দরী।
> হোছেন শাহা বাদশা মিয়া হয় দেশান্তরি॥
> * * * * * *
> পুরিল মনের সাধ পোহাইল রজনী।
> সও লক্ষটাকা দিল সত্যপীরের সিনি॥
> মক্কাএ বসিআ আপে হাসে সত্যপীরে।
> বুঝিল বাদসার বেটী চিনিল আমারে॥
> খোসালে করেন দোও আপে সত্যপীরে।
> হোসেন সা বাদশাই পাইল জোগান সহরে॥" * * *

সুলতান হোসেন শাহ স্বীয় কন্যাকে [illegible] পাঠাইয়া দেন, তাহাতেও তিনি সত্যপীরের ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। [illegible]

আছে, উহাতে ত্রিলকঙ্গীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। রচয়িতার নাম নাই। পুস্তকখানি কোন নকল-নবিশের, অথবা এচোঁড়ে পাকা পণ্ডিতের ধৃষ্টতার পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। আলোচ্য গ্রন্থখানি অপর পাঁচখানি সত্যনারায়ণের পুথি হইতে সঙ্কলিত।

এই গ্রন্থের আরম্ভ শ্লোক—

"প্রথমে বন্দম আদি দেব নিরঞ্জন।
জাহার কারণে হয়ে সৃষ্টির পত্তন।"

এই দুই চরণের সহিত দ্বিজ পণ্ডিতকৃত সত্যপীর পাঁচালীর প্রারম্ভ পদের মিল দেখা যায়, যথা—

"প্রণমোহ আদি দেব আদি নিরঞ্জন।
অনাহেতু কৈল প্রভু জগত সৃজন।"

এইরূপ আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় চরণের সহিত দ্বিজ বিশ্বেশ্বরের সত্যনারায়ণ বা গোবিন্দবিজয়ের আরম্ভ শ্লোকের এবং শেষ দুই চরণের সহিত দ্বিজ রামকৃষ্ণের সত্যনারায়ণকথার সাদৃশ দেখা যায়। যথা—

"সোনার ঘোড়া রূপায় জিন।
আসিবেন ত্রিলক্যপীর সিন্নির দিন।
আসিবেন ত্রৈলোক্যপীর বসিবেন খাটে।
ত্রৈলোক্যপীরের সিন্নি হাতে হাতে বাটে।"

উপরে যে সকল সত্যনারায়ণের পুথির বিবরণ লিখিত হইল, তাহা হইতে জানা যায় যে, যখন যে জেলার বা যে প্রদেশে পূজার প্রচার হইয়াছিল, তখন তথাকার পণ্ডিতবিশেষ এক এক খানি সত্যনারায়ণের পুস্তক সঙ্কলনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিজ নিজ ভৌগোলিক জ্ঞানানুসারে তাঁহারা স্বদেশের নিকটবর্ত্তী কোন প্রসিদ্ধ নগরের নাম পুস্তক মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া স্থানীয় প্রভাব স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আরও অনুমান হয় যে, মুসলমান শাসনের কেন্দ্রভূমি বর্দ্ধমান ও বীরভূম-বিভাগে, গৌড়ের সন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলেই এক সময়ে সত্যপীর আরাধনার প্রভাব ও আদর বিস্তৃত হইয়াছিল। মুসলমানপ্রধান জেলায় বা নগরে যে সকল সত্যপীর কথা রচিত হইয়াছিল, তাহাতে পারসী শব্দের বহুল ব্যবহার ছিল, কেন না অজ্ঞ মুসলমানেরা ঐ পারসী বয়েদ শুনিয়া শীঘ্রই তাহাতে আকৃষ্ট হইবে; তদ্ভিন্ন তাহাদের জাতীয় ভাষার শব্দনিচয়ে গ্রথিত হওয়ায় তাহা তাহাদের সমাজে সুখবোধ্যও হইয়াছিল। আবার যে সকল স্থান হিন্দু বহুল, তদ্দেশভাগে রচিত গ্রন্থগুলি প্রায়ই মুসলমানী প্রভাব বর্জ্জিত ও পারসী শব্দশূন্য দেখা যায়।

ময়ূরভঞ্জে উৎকলাক্ষরে কবিকর্ণের যে পুথি পাইয়াছি, তাহার ভাষা বাঙ্গালা, কিন্তু উড়িষ্যায় অল্পদিন হইল যে সত্যনারায়ণের ১৬ পালা মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কবিকর্ণের ভণিতাযুক্ত ভাষাতেই রচিত দেখা যায়। কবিকর্ণাচার্য্যের যে ১৬ পালার উল্লেখ করিয়াছি, তদ্ব্যতীত উড়িষ্যায় ভ্রমরবর পালা ও দুর্জ্জনসিংহ পালা প্রচলিত দেখা যায়, এই দুই পালা কবিবল্লভ নামক জনৈক উৎকল কবির রচিত। অপর ১৬ পালায় মুসলমানী শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ থাকিলেও কবিবল্লভের উক্ত দুই পালা সেরূপ পারসী শব্দ বহুল নহে।

ইতিহাস ও কুলজী-সাহিত্য

বাঙ্গালাভাষায় কুলপঞ্জী বা বংশানুচরিত লিখিবার প্রথা অতি পুরাতন। রামায়ণ ও প্রাচীন পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বিবাহসভায় বরকন্যার পূর্ব্বপুরুষগণের বংশাবলী কীর্ত্তন করিবার নিয়ম ছিল। এই সনাতন আর্য্যপ্রথা আবহমান কাল হিন্দুসমাজে প্রচলিত। অপর সকল দেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশেই আব্রাহ্মণচণ্ডালাদি সকল সমাজেই বংশানুচরিত রক্ষা ও কীর্ত্তন-প্রথা বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছিল। তাই এদেশে কুলজী বা বংশানুচরিত-সাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্টি লক্ষিত হয়। বঙ্গদেশে নানা বিদেশীয় রাজার আক্রমণে এবং নানা ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক বিপ্লবে প্রকৃত রাজনৈতিক ইতিহাস অধিকাংশ বিলুপ্ত হইলেও কুলপঞ্জী বা বংশানুচরিত রক্ষিত হওয়ায় সামাজিক ও পারিবারিক ইতিহাস বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্য-প্রভাবে বাঙ্গালীর জাতীয়তা রক্ষার কঠোর শৃঙ্খল শিথিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল অমূল্য সামাজিক ইতিহাস বিরলপ্রচার হইয়া পড়িয়াছে। উপযুক্ত যত্নাভাবে কত শত কুলগ্রন্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সামান্য অনুসন্ধানে এখনও আমরা যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা সামান্য নহে। তাহার সংখ্যা পাঁচশতাধিক হইবে। কিন্তু সেই সেই কুলগ্রন্থকার সকলের নাম না থাকায় আমরা সকল গ্রন্থের পরিচয় দিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামায়ণ ও পুরাণাদিতে বংশানুচরিত কীর্ত্তন করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহকালে বরপক্ষে বশিষ্ঠদেব ও কন্যাপক্ষে শতানীক বিবাহ-সভায় বংশানুচরিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বঙ্গসমাজে সকল জাতির বিবাহ-সভায় ঐ রূপ বংশকীর্ত্তন হইত। এদেশে যাঁহাদের মধ্যে সংস্কৃতভাষা প্রচলিত ছিল, তাঁহাদের কুলপঞ্জিকা অধিকাংশ সংস্কৃতভাষাতেই লিপিবদ্ধ ও কীর্ত্তিত হইত। তাই বঙ্গে পুনঃ হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠাকালে সেনরাজগণের সময়ে যে সকল কুলগ্রন্থ রচিত হয়, তাহা অধিকাংশ সংস্কৃতভাষায় রচিত এবং তাহার অধিকাংশই রাজ-নিযুক্ত সুপণ্ডিত কুলাচার্য্যের লেখনীপ্রসূত। কিন্তু ঐ সময়ে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে তাদৃশ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তৃত না থাকায় ব্রাহ্মণেতর জাতির হস্তে তাঁহাদের যে সকল

কুলপঞ্জী রচিত হইয়াছে; তাহার অধিকাংশ প্রাকৃত বা বঙ্গভাষায়। যাহা হউক, সেই বিপুল কুলজী-সাহিত্যের মধ্যে বঙ্গভাষায় রচিত গ্রন্থগুলিই আমাদের আলোচ্য।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজে বারেন্দ্রশ্রেণির কুলগ্রন্থগুলি অধিকাংশই বঙ্গভাষায় গদ্যে রচিত। তাঁহাদের আদি কুলজীগুলি সংস্কৃত-ভাষায় রচিত হওয়াই সম্ভব, কিন্তু বরেন্দ্রভূমে বহুকাল বৌদ্ধ-প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকায় এবং সংস্কৃতভাষার তাদৃশ আদর না থাকায় সেখানকার কুলগ্রন্থগুলি বাঙ্গালাভাষাতেই লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। প্রথমে বারেন্দ্রসমাজে কে কুলগ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা জানিবার উপায় নাই। এই শ্রেণীর কুলগ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, প্রথমে যে আদর্শ লিখিত হয়, তাহাই পরবর্ত্তী কালে পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যেরা বাড়াইয়া গিয়াছেন। বারেন্দ্র-সমাজে বল্লালসেনের কুলবিধি প্রবর্ত্তিত হইলেও কুলীন ও অকুলীন মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপনের সেরূপ কোন বাধা ছিল না। প্রকৃত প্রস্তাবে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর সময় হইতেই করণ ও কাপের সৃষ্টি, এবং সেই সময় হইতেই বাঁধাবাঁধি ও আঁটাআঁটি আরম্ভ হয়। এই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে বারেন্দ্রসমাজে রীতিমত কুলপঞ্জী লিখিত হইতে থাকে। বর্ত্তমান বারেন্দ্রসমাজে সাধারণ বংশাবলীগ্রন্থ ব্যতীত ঢাকুর বা করণগ্রন্থ, নিগূঢ়কল্প, কাপকল্প ও পটী প্রধানতঃ এই চারিপ্রকার কুলজীসাহিত্য প্রচলিত আছে। এই সকল গ্রন্থের সর্ব্ব-প্রাচীনাংশ প্রায় ৪ শত বর্ষ এবং নিতান্ত অপ্রাচীন অংশ ১০০ বর্ষের মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থগুলি একত্র করিলে এক বিরাট গদ্যসাহিত্য বলিয়া মনে হইবে। গদ্যে সমুদায় রচিত হইলেও সেই সকল গ্রন্থমধ্যে দুই একটী পদ্যে রচিত কারিকাও দৃষ্ট হয়। এই সকল কারিকা ভাবে ও ভাষায় গদ্যাংশ অপেক্ষা সমধিক প্রাচীন বলিয়া মনে হইবে। এই সকল কারিকার পদ্যাংশ পাঠ করিলে মনে হইবে যে সর্ব্বপ্রথমে পদ্যেই বারেন্দ্রকুলজী সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই সকল কারিকার শ্লেষোক্তি, গুণদোষবর্ণনা ও মর্ম্মস্পর্শী সাদা কথা অতি প্রশংসার যোগ্য। আর একটী বিস্ময়জনক কথা বলিয়া রাখি যে, আকারে মহাভারতের ন্যায় বৃহৎ হইলেও এই বিরাট গদ্যসাহিত্য অনেক বারেন্দ্রকুলাচার্য্যের কণ্ঠস্থ।

বারেন্দ্রব্রাহ্মণ-
কুলপঞ্জী

বারেন্দ্রকুলগ্রন্থের গদ্যসাহিত্যের নমুনা গদ্যসাহিত্য প্রসঙ্গে বিবৃত হইবে। তবে ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে যেরূপ শ্লোকাকারে প্রাচীন কারিকা দৃষ্ট হয়, তাহার নমুনা এই।

(ভূষণাপঠী-প্রসঙ্গে)

"রামচন্দ্র গঙ্গারাম, কেন কৈলে কুকাম,
কেন খেলে ভূষণার পাণি।
খাইয়া রূপদলের ভাত, হিন্দুএ না ছোঁয় পাত,
গালিষদ্ধ মৈসালা আলামী॥"

(বেণীপঠী-প্রসঙ্গে)—

"গঙ্গাপথের গঙ্গাধর কইত্তের বেণী।
ছাতকের বসন্তরায় পঁউলির ভবানী॥
হজরাপুরের মোহনচৌধুরী পাইকপহরের রূপা।
বাহিরবন্দের আদিত্যরায় সাকোরার শিখা॥"

রাঢ়ীয়শ্রেণীর আদি কুলগ্রন্থগুলি সংস্কৃতভাষায় রচিত। এই শ্রেণীর যে সকল বাঙ্গালা কুলগ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর বহু পরে দেবীবরের সময় হইতে আরম্ভ। তাহার কতকগুলি সংস্কৃত ও বঙ্গ উভয় ভাষা মিশ্রিত এবং কতকগুলি কেবল বাঙ্গালা পদ্যে রচিত। দেবীবর ১৪০২ শকে মেলবন্ধন করেন, ঐ সময় হইতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণশ্রেণির মধ্যে ভাষায় কুলগ্রন্থ লেখার আরম্ভ। দেবীবর-রচিত "মেলবন্ধ" ও "প্রকৃতিপালটীনির্ণয়" এই দুইখানি গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। তাঁহার ভাষার নমুনা—

রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণ-
কুলপঞ্জী

"কুলজ্ঞ গুণজ্ঞ বিজ্ঞ সুন সর্ব্বজন।
মেলের প্রকৃতি করি ছত্রিশ গণন॥
ফুলিয়া গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য মুখ্যমণি।
খড়দ মুখ্য যোগেশ্বর পণ্ডিতাগ্র গণি॥
বল্লভী বল্লভাচার্য্য বন্দ্যকুলসার।
সর্ব্বানন্দী বন্দ্য সর্ব্বানন্দতে প্রচার॥" ইত্যাদি।

দেবীবরের পর প্রায় তিনশত বর্ষ হইল, বাচস্পতিমিশ্র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের কুলপরিচায়ক "কুলরাম" রচনা করেন। এই গ্রন্থের অধিকাংশ সংস্কৃত, শেষাংশে অল্প বাঙ্গালা ভাষা। রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণসমাজে এ খানি অতি প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য। এই গ্রন্থের ভাষার নমুনা —

"সুখনালী জাফরখানী, দিণ্ডিদোষ তাহে গণি,
জায় গদাধরের দর্ভযোগ।
নৃসিংহচট্টের নারী, কোথা গেল কারে ধরি,
শ্রীমন্তখানী বাড়ে রোগ॥
যবনগামী কন্যাসুতে, ত্রৈলোক্য মজিল তাতে,
আর দোষ তাতে কিছু গণি।
আঠা কাশী দুই ভাই, মৎসরে না পাইল ঠাঁই,
কৃপণদোষে কুলে টানাটানি॥"

বাচস্পতিমিশ্রের পর দনুজারিমিশ্র "মেলরহস্য" এবং হরিহরকবীন্দ্র ভট্টাচার্য্য "দোষতন্ত্রপ্রকাশ" রচনা করেন, এই দুইগ্রন্থে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শ্লোকে ৩৬ মেলের দোষাবলি কীর্ত্তিত হইয়াছে। উভয়ের ভাষা একই ধাঁজের। অনেক স্থলে

দনুজারির মেলরহস্য হরিহরের দোষতন্ত্রোক্ত সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ বলিয়া মনে হয়। যথা—

"হরির গড়গড়ি বিয়া পিপ্‌লাই যোগেশ্বর।
শব লইয়া লোহাই বন্দ্য আইলেন তার পর॥
সত্যবাণের দুই বেটা সবাই শুভাই।
সবাইসুত মুকুন্দ বিবাহ ডিংসাই॥
রায়দোষে পর্য্যায়েতে ঠেকেন সত্যবান্।
তে কারণে যোগেশ্বর মধুচট্ট পান॥
কুলান্তক মধুচট্ট পালটী হইয়া বৈসে।
যোগেশ্বরে খড়দমেল এই সকল দোষে॥"

এতদ্ব্যতীত মেলপ্রকৃতিনির্ণয়, মেলমালা, মেলচন্দ্রিকা, মেলপ্রকাশ, দোষাবলী, কুলতত্ত্বপ্রকাশিকা প্রভৃতি কতকগুলি রাঢ়ীশ্রেণীর বাঙ্গালা কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল গ্রন্থের রচয়িতার নাম নাই, তবে দুইশত আড়াইশত বর্ষের হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে। মেলের পরিচয় দেওয়াই উক্ত গ্রন্থগুলির প্রধানতঃ উদ্দেশ্য। অনেক স্থলেই ভাষার দ্ব্যর্থ, শ্লেষোক্তি ও গুণদোষের তীব্রসমালোচনা দৃষ্ট হয়।

তৎপরে "কুলসার" নামে একখানি কুলগ্রন্থ রচিত হয়। এখন রাঢ়ীয় কুলীনব্রাহ্মণ-সমাজ যে নিয়মে চলিতেছে, তাহারই কতকগুলি কুলনিয়ম এইগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা অতি সরল রচনা সহজ। যথা—

"আর গুণ জার গুণ তার সঙ্গে জায়।
কুলগুণ মহাগুণ পুরুষক্রমে পায়॥
স্বজনাসম্বন্ধ হয় পিণ্ড ঠেকে মাথে।
ধর্ম্মের বিচার নাহি কুল রয় জাতে॥
রণ্ড পিণ্ড বলাৎকার বিপর্য্যায় পাই।
ঘটকেতে বলে তার দোষ নাহি গাই॥" ইত্যাদি।

নীলকান্তভট্টের 'পিরালীকারিকা' নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, এই গ্রন্থখানির রচনাকাল প্রায় দুইশত বর্ষ হইবে। রাঢ়ীয় পিরালীসমাজের কতকটা পরিচয় অতি সরল ও প্রাঞ্জলভাষায় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

ঐ সকল গ্রন্থের পর প্রায় শতাধিক বর্ষ হইতে চলিল, নুলাপঞ্চানন রাঢ়ীয় সমাজের দোষগুণ-সমালোচনার জন্য এক বৃহৎ কারিকা রচনা করেন। তাঁহার কারিকা যেমন মধুর, তেমনি হৃদয়স্পর্শী, তেমনি শ্লেষোক্তিবহুল, তেমনি সমাজের নিখুত চিত্রজ্ঞাপন। সমাজতত্ত্বাভিজ্ঞ কুলজ্ঞ ভিন্ন সাধারণে সহসা এই গ্রন্থের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবেন না। নমুনা এইরূপ—

"কি কব যাদুর কুল, তিত করলে আধা মূল,
শ্রীধর সমান ছিল ডাক।
বিধি কুলে হৈল বাম, নৈলে কেন জয়রাম,
এখন কুলের এক থাক।
তিল তুলসী কুশমোড়া, খেয়ে রামশরের হুড়া,
কুলের কুশুড়ী ভেঙ্গে গেল।
পঞ্চানন নুলো কয়, তেজীয়ান ন দোষায়,
উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পল॥"

প্রায় শতবর্ষ হইতে চলিল, পাঙ্কাভাঙ্গার কুলাচার্য্য "রাঢ়ীয়-সমাজনির্ণয়" নামে একখানি কুলগ্রন্থ রচনা করেন, এ খানি গদ্যে রচিত। ইহাতে বর্ত্তমান কুলীন-সমাজের নাম এবং সেই সেই সমাজে যে যে কুলীনসন্তানের বাস তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে।

রাঢ়ীয়কুলজ্ঞদিগের নিকট 'মূল' নামে অংশ ও বংশপরিচায়ক এক বৃহৎ গ্রন্থ দৃষ্ট হয়, ইহার ভাষা না সংস্কৃত না বাঙ্গালা। উভয় ভাষার অপমিশ্রণ। প্রাচীন মিশ্র ও সংস্কৃত গ্রন্থগুলির আদর্শে শতাধিক বর্ষ মধ্যে ঐ সকল 'মূল' সঙ্কলিত হইয়াছে। এই মূলে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের ভিতরকার অনেক গুহ্যতত্ত্ব জানা যায়।

বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের সকল কুলগ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায়, কেবল দুই একখানি ক্ষুদ্র দোষাবলী বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যে রচিত হইয়াছে। ইহাও সম্ভবতঃ ইদানীন্তনকালে রাঢ়ীয় মেলমালার অনুকরণে রচিত হইয়া থাকিবে।

বঙ্গদেশে যে সকল গ্রহবিপ্র বাস করেন, তাঁহাদেরও অনেক কুলগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে রামদেব আচার্য্যের (নদীয়া বঙ্গসমাজের) কুলপঞ্জী, কুলানন্দের রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রকারিকা এবং গ্রহবিপ্রকুল-বিচার এই তিনখানি প্রধান। গ্রহবিপ্রকুলগ্রন্থকারগণের মধ্যে কুলানন্দকেই আমরা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া মনে করি, তাঁহার রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও সুললিত।

কুলানন্দের ভাষার পরিচয় যথা—

"কন্যাগত কুল ছিল কুলের হল ভঙ্গ।
কুলানন্দ বলে শুন তাহার প্রসঙ্গ॥
লাসিগাঁয় কুলভঙ্গ কড়ুই কলিজ্ঞান।
কাশ্যপ এড়োবেতে ভরদ্বাজ হইলেন বংশজ॥
এঁদোভেদার গৌতমের কুলের হল নাশ।
ভিন্‌ভিনিতে এসে তিনি করিলেন বাস॥
গৌড়ে গোবিন্দ করেন কুলব্যবহার॥
মধ্যরাঢ়ে পুঞ্জাপুঞ্জা পরশুরামের স্থান।
অন্তরাঢ়ে মেলিবদ্ধ শুন কুটুম্ব প্রমাণ॥
ঘটক দ্বারহাটা বালি করিল গোকুল।
কলিজ্ঞানের কুলনষ্ট করেন বাতাগুল॥" ইত্যাদি।

বঙ্গভাষায় যত জাতি ও সমাজের কুলগ্রন্থ রচিত হইয়াছে; তন্মধ্যে এদেশীয় কায়স্থগণের কুলগ্রন্থ সংখ্যায় অধিক এবং অপর জাতির কুলগ্রন্থগুলি অপেক্ষা বহু প্রাচীন। কায়স্থসমাজের সমীকরণাদি বিষয়ক কোন কোন

কায়স্থ-কুলগ্রন্থ

গ্রন্থ ধ্রুবানন্দমিশ্রের মহাবংশের অনুকরণে রচিত হইলেও সেই কুলগ্রন্থসমূহের কোন কোনটীর ভাব, ভাষা ও বর্ণনা ধ্রুবানন্দমিশ্র হইতে অর্থাৎ চারিশত বর্ষেরও বেশী প্রাচীন বলিয়া মনে হইবে।

চারিশ্রেণীর কায়স্থের কুলগ্রন্থের মধ্যে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের কোন কোন কুলগ্রন্থ সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া মনে করি। তন্মধ্যে "শ্যামদাসী ডাক" উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা ভাষা আলোচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে, ডাক ও খনার বচন খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী, অবশ্য ঐ সকল গ্রন্থ জ্যোতিষ ও গৃহস্থালী-সম্বন্ধীয়। কিন্তু আমরা শ্যামদাসী ডাকেও পূর্ব্ববর্ণিত ডাকের ভাষাই পাইতেছি। অধিক সম্ভব, বঙ্গভাষায় যখন প্রথম কুলপরিচায়ক পুস্তক রচিত হইতে থাকে, তখন এদেশে ডাকের বচন সর্ব্বত্র প্রচলিত থাকায় এবং কুলাচার্য্যগণ বিবাহ সভায় ডাক দিয়া কুলজী আওড়াইত বলিয়া শ্যামদাসের কুলগ্রন্থ "শ্যামদাসী ডাক" নামেই পরিচিত হইয়া থাকিবেক। শ্যামদাসের ডাকে অল্প কথায় সঙ্কেতে কুলপরিচয় দেওয়া হইয়াছে যথা—

অথ সিংহ ডাক।

"জীবধয়ে বিষ্ণুদাস শ্রীধরে মথুরা।
পন্তে লেন্তে দড় হই পর্ব্বতে বহুড়া॥
নারদে গোদাই গণি মাধেতে সন্তোষ।
গোবিন্দে পরমানন্দ জায় শিবরাম ঘোষ॥"

অথ জাম্বুয়া বংশ ডাক।

মাধে লেখি পক্ষ তিন।
দুর্জ্জয় অজয় বংশহীন॥
মহেশ্বর রাঘব ধন্ত।
মহেশ্বর তায় আগুগণ্য॥
মণ্ডলমাহিসী ডাক।
বিশ্বাস দস্তিদারে পাক॥
ডাকে পাকে উভয় ধন্ত।
নীলাম্বর ভাল আগুগণ্য॥
কংসাবংশের সি ডাক।
মুলে সঠি থাট পাক॥
সন্তোস নিকসিঘাগ।
মুকুট তয়ে পরিভাগ॥
ছিপতি লুটে মাঠ পাই।
ছিমুখ পরার্দ্ধ পাই॥
কহিল বিশ্বাসকুল।
ডাকে তুল্য পাকে মুল॥" ইত্যাদি।

(শ্যামদাসী ডাক—প্রাচীন পুথি)

শ্যামদাসের "ডাক" ছাড়া তাঁহার রচিত উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তকে গ্রন্থকারের পরিচয় আছে। পরবর্ত্তী লোকের হাতে এই কুলাজীর ভাষা কিছু সংশোধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্যামদাসী উত্তররাঢ়ীয় কারিকার প্রারম্ভ এইরূপ—

"অথ কুলাজী শ্যামদাসী—
বাচ্ছ সৌকালীন দুই অযোধ্যায় বাস।
মথুরায় মৌদ্গাল্য জগেত প্রকাস॥
ঘটগ্রামে বিশ্বামিত্র জানে সর্ব্বজন।
হরিদ্বারে আছিলেন কাশ্যপনন্দন॥
পঞ্চমুনি পুরোহিত জান পঞ্চজন।
মুনির নামে গোত্র তার করিল লিখন॥
শীঘ্র করেন কর্ম্ম বাচ্ছের কোঙর।
তে কারণে সিংহ নাম থুল্য মুনিবর॥
সৌকাল্লিন মহাশয় কথায় বৃহস্পতি।
ঘোষ বলিয়া তাহার রাখিল খিয়াতি॥
হরিতে ভকতি বড় মৌদ্গাল্য তনয়।
দাস বলিয়া আখ্যাতি রাখে মহাশয়॥
মন্ত্রণায় মিত্র নাম দত্ত কহে দানে।
পঞ্চঘরে পঞ্চরামা কুল অনুক্রমে॥
রামনিগামে সর্ব্বানন্দ জানে সর্ব্বজন।
লক্ষ্মীনাথ দাস ছিল তাহার নন্দন॥
তাহার হইল সুত কৃষ্ণবল্লব।
করণকারণে তিঁহো সভার দুল্লব॥
কৃষ্ণবল্লবসুত শ্রীশ্যামদাস।
শ্রীকরণের কুলাজী করিল প্রকাশ॥" (প্রাচীন পুথি)

ডাকের ভাষায় ও কারিকার ভাষায় যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়।

শ্যামদাসের পর ঘনশ্যাম মিত্র ও শুকদেব সিংহ নামে দুইজন কুলাচার্য্য বহুসংখ্যক কুলগ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে ঘনশ্যামী ঢাকুর, ঘনশ্যামী কক্ষোল্লাস, শুকদেবী ও শুকদেবের কক্ষানির্ণয়, শুকদেবী গ্রামনির্ণয় এবং শুকদেবের ঢাকুরী এই কয়খানি প্রধান ও অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। এ ছাড়া দ্বিজ ঘটকসিংহের উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা, দ্বিজ সদানন্দের ঢাকুরী, দ্বিজ সদানন্দের বঙ্গাধিকারী-কারিকা, জনমেজয়ের নিরাবিল-ঢাকুরী, ধনঞ্জয়ের কক্ষানির্ণয়, অভিরামমিত্রের ঢাকুরী, বল্লভের গ্রামভাবনির্ণয়,জয়হরিসিংহের কক্ষোল্লাস, বংশীবদনের কুলপঞ্জিকা, কুলানন্দের কারিকা, দ্বিজ রামনারায়ণ ঘটকের কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি পুস্তকগুলিও ঐতিহাসিক সাহিত্য হিসাবে অতি মূল্যবান্। কুলানন্দ ও দ্বিজ রামনারায়ণের পুস্তক ব্যতীত অপর সকল উত্তররাঢ়ীয় পুস্তকগুলিই দুইশত বর্ষের অধিক প্রাচীন। ঐ সকল পুস্তকের ভাষা সরস ও সহজ হইলেও এত রহস্যময় ও সাঙ্কেতিক যে উপযুক্ত কুলজ্ঞের সাহায্য ভিন্ন রীতিমত অর্থগ্রহ হওয়া কঠিন। উক্ত কুলগ্রন্থ ব্যতীত উত্তররাঢ়ীয় সমাজে আরও বৃহত্তর

কুলজী আছে, তন্মধ্যে গ্রন্থকারের নাম না থাকায় উল্লেখ করিতে পারিলাম না। নিম্নে শুকদেব সিংহ ও ঘনশ্যামমিত্রের রচনার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—

১ম—শুকদেবী ঢাকুরে—

"উদয়কুলে সস্তে বলে অশেষ কুলের গতি।
হান হাসিয়ে জনাজাত লিখিয়ে সংপ্রতি ॥
রঘুতে গ্রহণ চারি শূন্য ধারা তিনে।
আগে বসন্তে রাজারাম সরস ভাব মীনে ॥
দোয়ানি হইতে কানু অনুধবল পটদেশে।
ত্রিপুরারি মীরাটী রাজভোগ শেষে ॥
অথরসপরধারা সুভা যজ্ঞদান।
উচিত কুলে কালীঘোষ উজান অজান ॥" (শুকদেবী)

২য় ঘনশ্যামী ঢাকুরে—"অথ প্রভাকর সিংহ বংশ।

"প্রস্তে গোপী জোগজানি। বেনীর ঋসি গোপীর ঘরে।
জোগে ছাতিনা জুগলখানি ॥ রঘু ধর্ম্মাদেশে পরে ॥
বেনীর হুসি রামানন্দ। রামানন্দ অশ্বঘাটে।
ঋসির বলে কঙ্কাকন্দ ॥ বিরন্দভূমি মণ্ডতটে ॥
প্রভলেতে বসু দাস। ধারা রাম সাম হরি।
দেসবিদেসে লিখি বাস ॥ মহেস সিব চণ্ডী ধরি ॥
দেবী কান্দি শূন্য অংশ। পাটুলিতে শ্যামদেশে।
অশ্বঘাটে বিষ্ণুবংস ॥ হরি তুঙ্গদেসে বাসে ॥
মহেসকুল ধর্ম্মপথে। পরে চণ্ডী দোষেগুনে।
সিব নিলা সিদ্ধমতে ॥ জে দুই দেসে শুদ্ধ ভনে ॥
রূপ প্রভাস রস হীরা। সীতা মুনি ঘোসে বাসা।
মনিমল্লিক পরট বিরা ॥ সেসে বাবা কেসে আসা ॥
খাসাবংশ অংসধনি। ঘনশ্যাম নিকাস কুল।
করট কিয়া পরট মনি ॥ কঞা দিল ভাবের মুল ॥"

উত্তররাঢ়ীয় পূর্ব্বতন কায়স্থ কুলাচার্য্যগণ সংস্কৃত ভাষাতেও বেশ দক্ষ ছিলেন। কারিকা, সমীকরণ ও দক্ষোল্লাসের মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের রচিত সংস্কৃত শ্লোকও দৃষ্ট হয়।

উত্তরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের যেরূপ বিশাল কুলজী সাহিত্য রহিয়াছে, দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের বাঙ্গালা কুলজীগুলি একত্র করিলে তদপেক্ষা অনেক বড় হইবে। এই সমাজের ২৭খানি ঢাকুরী, ৩খানি কারিকা ও ছোট বড় ১১০ খানি কুলপঞ্জিকা বা অংশ-বংশ পরিচায়ক পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে মালাধর ঘটকের দক্ষিণরাঢ়ীয় কারিকা, ঘটককেশরীর ও দ্বিজ ঘটকচূড়ামণির কারিকা; ঘটকবাচস্পতির কুলপঞ্জিকা, সার্ব্বভৌমের বড় ঢাকুরী, বাচস্পতির ঢাকুরী, শম্ভুবিদ্যানিধির ঢাকুরী, মাধবঘটকের ঢাকুরী, কাশীনাথবসুর ঢাকুরী, নন্দরামমিত্রের ঢাকুরী, রাধামোহন সরস্বতীর ঢাকুরী, দ্বিজ রামানন্দের মৌলিক বংশকারিকা প্রভৃতি

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলজী

কএকখানি পুস্তকই প্রধান। এই সকল কুলগ্রন্থ হইতে কি কুলীন কি মৌলিক সকল সমাজেরই সামাজিক ইতিহাস জানা যাইতে পারে। ঐ সকল পুস্তক ব্যতীত দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলসার ও কুলসর্ব্বস্ব এবং একজাই কারিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত পুস্তক হইতে দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপদ্ধতি ও কুলমর্য্যাদার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানিতে পারা যায়। দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ সর্ব্বপ্রথম কোন্ সময়ে রচিত হয়, তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না। কোন কোন দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে গৌড়েশ্বর বল্লাল-সেনকেই কুলবিধাতা বলিয়া স্বীকার করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে এখন বল্লালের কুলবিধি প্রচলিত নাই। এখন যে কুলবিধি প্রচলিত, তাহা বসুবংশীয় পুরন্দর খান প্রবর্ত্তিত। বল্লালী-কুল কন্যাগত, কিন্তু পুরন্দরী কুল জ্যেষ্ঠপুত্রগত। প্রথমোক্ত কুলপ্রথা কোন কালে যে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে প্রচলিত ছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে যে সকল কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পুরন্দরীকুল প্রচলিত হইবার পর রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। গোপীনাথ বসু উপাধি পুরন্দর খান, সুলতান হোসেন শাহের রাজস্বসচিব ছিলেন, খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে তাঁহার অভ্যুদয়। তাঁহার সময় হইতে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ রচিত হইতে থাকে। তাঁহার সময় প্রথম যে কুলগ্রন্থ রচিত হয়, তাহা সংস্কৃত ভাষায়। সেই সকল সংস্কৃত কুলপঞ্জী পরবর্ত্তিকালে বিভিন্ন কুলাচার্য্য-হস্তে তত্তৎসময়ের কুলীনগণের অংশবংশসহ পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় সমী-করণকারিকা নামে প্রচলিত হইতে থাকে। সেই সঙ্গে সাধারণ কুলীনগণের সুবিধার্থ অনেক কায়স্থ-কুলাচার্য্য অংশবংশকারিকা সকল লিপিবদ্ধ করিতে থাকেন। ঐ সকল বাঙ্গালা কারিকা-সমূহের মধ্যে মালাধর ঘটকের কারিকাই সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া মনে হয়। পরবর্ত্তী বহু কুলাচার্য্য এই মালাধরের দোহাই দিয়া গিয়াছেন। মালাধরের রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও অনেক ঐতিহাসিক কথা-ভূষিত। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—

"আটশয় বিরানই (৮৯২) সনে মুলুক দেখিতে।
বাঙ্গালায় বাদশা আইল দিল্লী হৈতে ॥
নবাব আইল সঙ্গে লয়া সেনাগণ।
হস্তী ঘোড়া পদাতিক না জায় গণন ॥
ধো ধো দামামা বাজে উটের উপর ডঙ্কা।
সমরেত সুরসেন নাহি করে শঙ্কা ॥
সুরসিংহ রুদ্রসিংহ আইল যেন যমদূত।
দলপতি গজপতি ক্ষত্রি রাজপুত ॥
সুরসিংহ রুদ্রসিংহ দলের সর্দ্দার।
বাদশা খেয়াতি দুই দিলেন দুহার ॥

পূর্ব্ব নাম লুপ্ত হইল কার্য্য অনুক্রমে।
দলপতি গজপতি সর্ব্বলোকে জানে।
নানা দেশ ফিরি ঘুরি আইলা রায়নাতে।
পুরন্দর খান বসু আইলা বঙ্গদেশ হৈতে।
মর্য্যাদা সাগর তুল্য সভে সবিনয়।
লেখাপড়ার কর্ত্তা হন ঈশানতনয়।
আর যত কায়স্থ আছএ মুহরী।
লেখাপড়া করে সভে বসু আজ্ঞাকারী।
রায়নায় আসি সভে হইল উপস্থিত।
দিব্যস্থান দেখিয়া তবে মনে পাইলা প্রীত।
দ্বারদিয়া পুরন্দর বৈঠকে বসিল।
দূর্ব্বাফুল দিয়া ব্রাহ্মণে আশীষ কৈল।
ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আসি করে নমস্কার।
মর্য্যাদা দেখিয়া ভাষে সুরসিং কোঁয়ার।
পুরন্দর খান বসু যেন মলয় চন্দন।
আহার পরস হৈলে কায়স্থ শোভন।
দুই ভাই দেখিলেন তাহার সম্মান।
দেখিয়া শুনিয়া তাহাদের উল্লাসিত প্রাণ।
তাহা দেখি দুই ভাই বাঙ্গালা ভিতরে।
কায়স্থ হইব বলি কহিলা তাঁহারে।
জত টাকা লাগে আমি দিব এইখানে।
কৃপা করি কায়স্থ করহ সর্ব্বজনে।
টাকার লোভে কুলীন সায় দিল তারে।
মৌলিক দিলেন সায় পুরন্দর অনুসারে।
ঘোষ বসু মিত্র আর মৌলিক জত।
ব্রাহ্মণ দিলেন সায় হয়্যা হরসিত।
সমাজ ভাবিয়া না পান কোন স্থান।
যোল সমাজ মৌলিকের স্থানেত প্রধান।
রায়নার দত্ত হৈলে বলে সর্ব্বজন।
আজি হৈতে হৈলেন জাতি শ্রীকরণ।
এই মতে হইলেন রায়নার দত্ত।
ঘটক মালাধর করিল বিরচিত।"

তৎপরে ১০০৮ সনে দ্বিজ ঘটকচূড়ামণি দক্ষিণরাঢ়ীয় কারিকা রচনা করেন, এই পুস্তকে তিনি মালাধরের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

উত্তররাঢ়ীয় ঢাকুরীর আদর্শে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজেও ঢাকুরী প্রচলিত হয়। এখন যে সকল ঢাকুরী পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সার্ব্বভৌমের ঢাকুরীই সর্ব্বপ্রাচীন কিন্তু ভাবে, ভাষায় ও লিপি-কুশলতায় কাশীনাথ বসু ও রাধামোহন সরস্বতীর ঢাকুরীই প্রধান। এখন কাশীনাথের অবস্তন ৫ম পুরুষ বিদ্যমান। তিনি ১৬ ঘর প্রধান প্রধান মৌলিকের বংশাবলী ও সম্বন্ধ বিচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক হইতে অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য মৌলিক সমাজের একটা ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায়। এজন্য ঐতিহাসিকের নিকট কাশীনাথের ঢাকুরী অমূল্য বলিয়া গণ্য হইবে। তাঁহার পদ হইতে অনেক অজ্ঞাততত্ত্ব বাহির হইয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস যে, কনোজ হইতেই দত্তবংশের বীজ-পুরুষ এদেশে আসিয়াছেন, কিন্তু কাশীনাথ লিখিয়াছেন—

"বীজী পুরুষোত্তম দত্ত, সদাশিব অনুরক্ত,
কাঞ্চীপুর হইতে গৌড়দেশে।
শ্রীবিজয় মহারাজ, অহঙ্কারী সভামাঝ,
কুলাভাব হইল নিজ দোষে।"

অর্থাৎ ভরদ্বাজগোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত শৈব ছিলেন, তিনি বিজয় মহারাজের সময় কাঞ্চীপুর হইতে এদেশে আগমন করেন। বল্লালসেনের পিতার নাম বিজয়সেন, তাঁহার শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার পুর্ব্বপুরুষ দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পিতামহ দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে বাস করেন। রাজা বিজয়সেনও আপনাকে 'পরম মাহেশ্বর' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এরূপ স্থলে শৈব পুরুষোত্তম দত্তকে দাক্ষিণাত্য ও শ্রীবিজয়সেনের সভায় সমাগত বলিয়া গণ্য করিতে পারি। কাশীনাথের ঢাকুরীতে এইরূপ অনেক অজ্ঞাত ঐতিহাসিক-তত্ত্ব লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কাশীনাথ যথেষ্ট লিপিকুশল ছিলেন, তাঁহার বর্ণনা এইরূপ—

"ইষ্টানিষ্টে শিষ্টাচার বিশিষ্ট ব্যবহার।
কর্ণতুল্য দানশক্তি বাক্য সুধাধার।
মুখ্যাদি নবকুল অঙ্গে শোভা পায়।
নবগ্রহগণ যেমত সুমেরু আশ্রয়।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বহুলোকভর্ত্তা।
সাধুসঙ্গে আলাপনে গুরুতুল্য বক্তা।
বংশাবলী পূর্ব্বাপর ঘটক বসু কয়।
যশঃকীর্ত্তি বুঝি যেন মহোদধি প্রায়।"

বহু কুলাচার্য্য দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনদিগের ঢাকুরী লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে নন্দরামমিত্রের রচনা অতি সরস, বহু কুলতত্ত্ব মিশ্রিত ও গুণদোষবর্ণনায় বেশ শ্লেষোক্তিময়। তাঁহার বর্ণনার শ্রেষ্ঠতা হেতু তিনিও সার্ব্বভৌম উপাধি লাভ করেন। তাঁহার রচনার নমুনা—

"যাদব বসুর কুল, দুই অঙ্গে সমতুল,
প্রথমেত রামভদ্র ঘোষ।
পাছে দেখি গৌরীদাস, জগন্নাথ উপহাস,
শ্রীবৎস ঘুচায় নিজ দোষ।
গ্রহণাংশে গুন দাষ, কামদেব ঘুচায় তাষ,
দোজগ্রহণ যাদবঘোষ দেখি।
ছিড়া কুল কৃকাই ঘোষ, কনি ঘোষে নাহি দোষ,
সার্ব্বভৌম আছেন তার সাক্ষী।"

বঙ্গজ কায়স্থগণের অধিকাংশ প্রাচীন কুলগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বঙ্গজ কায়স্থসমাজ বল্লালী কুলনিয়মের অধীন। রাজা বল্লালসেন ও তাঁহার বংশধরগণের সময় হইতে বঙ্গজ সমাজের কুলগ্রন্থগুলি সংস্কৃতভাষায় রচিত হইয়া আসিতেছে। এ কারণ এ সমাজে বাঙ্গালা ভাষায় বেশী কুলগ্রন্থ নাই। এ সমাজের যে কয়খানি বাঙ্গালা কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ কুলজী-সারসংগ্রহ, দ্বিজ রামানন্দের বঙ্গজঢাকুরী এবং রামনারায়ণ বসুর মৌলিক-ঢাকুরী উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া দোষ ও ভাব নির্ণায়ক আরও বহুতর বাঙ্গালা পাতড়া পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে গ্রন্থকারের নাম না থাকায় এবং কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছে, তাহাও ঠিক জানিতে না পারায় এখানে সে গুলির পরিচয় দিতে পারিলাম না। এই বাঙ্গালা কুলগ্রন্থসমূহের মধ্যে দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজকুলজীসারসংগ্রহ গ্রন্থখানি কতকটা প্রামাণিক বলিয়া মনে হয়। এই গ্রন্থখানি প্রায় দেড়শত বর্ষ হইল, পূর্ব্বতন বঙ্গজ কুলজীসমূহের সারাংশ অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রাচীন কুলগ্রন্থের অনেক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। ইহার আরম্ভ এইরূপ—

বঙ্গজ কায়স্থকুলজী

"অথ কুলজীসারসংগ্রহ।
আদিশূর মহারাজা ছিল সেনবংশে।
কান্যকুব্জ হৈতে বিপ্র আনিল এ দেশে॥
নয়শত চৌরানই (৯৯৪) শক পরিমাণে।
আইলেন দ্বিজগণ রাজসন্নিধানে॥
পঞ্চকায়স্থ সঙ্গে আরোহণ গোযানে।
সম্মানপূর্ব্বকে ভূপ রাখিলা সর্ব্বজনে॥
বল্লালসেন নৃপতি হইল পশ্চাৎ।
তান বংশধর তিঁহো ব্রহ্মপুত্রজাত॥
দ্বিতীয় ব্রহ্মার প্রায় করিল নিয়ম।
অদ্যাপি আছয়ে সেই নাহি বেশ কম॥
দনুজমাধব রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি।
সেই হইল বঙ্গজকায়স্থ গোষ্ঠীপতি॥
সেনপঙ্ক্তিতে হোম মহিমা অপার।
সমাজ করিতে রাজা হইলা চিন্তাপর॥
গৌড় হইতে আনিলা কায়স্থকুলপতি।
কুলাচার্য্য আনাইয়া করাইলা স্থিতি॥"

বারেন্দ্রকায়স্থগণের প্রাচীন কুলজীগুলি অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহের মধ্যে কাশীরামদাসের বৃহৎ ঢাকুরীর নাম মাত্র শুনা যায়। প্রায় দুইশত বর্ষ হইল, যদুনন্দন বারেন্দ্র-ঢাকুর রচনা করেন। যদুনন্দন এইরূপে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন—

বারেন্দ্র কায়স্থকুলজী

"শুন সভে কহি এবে কর অবধান।
কায়স্থঢাকুর মধ্যে যেমন প্রমাণ॥
উত্তমসমাজ মধ্যে কোলাঞ্চেতে বাস।
কায়স্থপ্রধান সেই নাম কাশীদাস॥
সৎকুলে উদ্ভব তার জানে সর্ব্বজনে।
আজন্ম ব্রাহ্মণসেবা কৈল যতনে॥
যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চ ব্রাহ্মণ আর পঞ্চ কায়স্থ আইলা॥
তাহাতে কুলজী সৃষ্টি কৈল দাসবর।
বল্লালমর্য্যাদা পরে হৈল বহুতর॥
সেই আদর্শের মত চলিনু লিখিয়া।
ইথে অপরাধ শত লইবা খমিয়া॥"

সুতরাং যদুনন্দন কাশীদাসের গ্রন্থেরই অনুসরণ করিয়াছেন, বুঝা যাইতেছে। যদুনন্দন আরও লিখিয়াছেন—

"যাহার বংশের লোকে বল্লালমর্য্যাদা।
নয়শ চৌরানই শকে না ছিল একদা॥"

উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থপঞ্চকের ৫ জন বীজপুরুষের ন্যায় বারেন্দ্র কায়স্থপ্রধান-গণের বীজপুরুষগণও ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃষ্টাব্দে) গৌড়দেশে আগমন করেন। এ সময়ে বল্লালসেনের কুলমর্য্যাদা প্রচলিত হয় নাই। বাস্তবিক ১০৭২ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গজ-কুলজীসারসংগ্রহে দ্বিজ বাচস্পতি ইহাকেই সেনবংশীয় আদিশূর বা প্রথম বীরনৃপতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কাশীনাথ বসুর ঢাকুরীতে ইনি "শ্রীবিজয় মহারাজ" নামে প্রসিদ্ধ।

যদুনন্দনের ঢাকুরগ্রন্থে বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের সিদ্ধ ও সাধ্যঘরের অনেকটা ইতিহাস পাওয়া যায়। যদুনন্দনের পরেও বারেন্দ্রসমাজে ভিন্ন ভিন্ন বংশের বিশেষ পরিচয় দিবার জন্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ঢাকুর রচিত হইয়াছে, তবে এগুলি সেরূপ প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয় না।

বঙ্গের নানাস্থানের গন্ধবণিক্ সমাজেও কতকগুলি কুলগ্রন্থ প্রচলিত আছে, শুনা যায় এতন্মধ্যে আমরা তিলকরাম রচিত একখানি ও পরশুরাম রচিত অপর গন্ধবণিক-কুলগ্রন্থ পাইয়াছি। এই দুই পুস্তকের মধ্যে তিলকরামের কুলপঞ্জীই আকারে কিছু বড়। তিলকরাম এই-রূপে কুলজী আরম্ভ করিয়াছেন—

গন্ধবণিক-কুলজী

"অবধান করি সভে করহ শ্রবণ।
গন্ধবণিকের পূর্ব্বজন্ম বিবরণ॥
যেমত প্রকারে গন্ধবণিক জন্মিল।
মহামুনি ব্যাস ব্রহ্মপুরাণে লিখিল॥

দক্ষনামে প্রজাপতি সতী নামে কন্যা।
শিব বিনা যোগ্য বর নাহি দেখি অন্যা।
সম্প্রদান কৈল তারে দক্ষ মুনিবর।
যজ্ঞকালে মহাদেবে কৈল অনাদর।
শিবনিন্দা শুনিয়া দাক্ষায়ণী অভিমানে।
আপ্ত দেহ তেজিল দক্ষের ভবনে।" ইত্যাদি।

তৎপরে হিমালয়ে দেবীর জন্ম ও তপস্যা, গন্ধাসুরের শিবৈশ্বর্য্য লাভের জন্য সাধনা, গৌরীকর্ত্তৃক গন্ধাসুর বধ, গৌরীর বিবাহোদ্যোগ, গন্ধাধিবাসন হেতু গন্ধদ্রব্য প্রয়োজন হওয়ায় পশুপতি হইতে চারিজনের উৎপত্তি, তাহাদের গন্ধদ্রব্য আনয়ন ও গন্ধবণিক খ্যাতি। গন্ধিকবণিকের বংশাবলী ও সমাজ পরিচয় প্রভৃতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুললিত কবিতায় লিখিত হইয়াছে। কবি তিলকরাম এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"চন্দ্রকুলে উতপতি কৌশিক ঋষিগোত্র।
পিতা শিবপ্রসাদ লাহা গদাই লাহার পৌত্র।
লক্ষণ লাহার নাম (?) প্রপিতামহ।
জ্ঞাতিগোষ্ঠী জাহারে করিলা অনুগ্রহ।
মহৎপদ দিয়া করিলা জে চমৎকার।
সেই হইতে খ্যাতি নাম চন্দ্র সরকার।
কহে তিলকরাম চন্দ্র আত্মঅভিলাষ।
পুর্ব্বপুরুষের স্থান জলুকি নিবাস।
অন্নাকাঙ্ক্ষা হইয়া আইলা সোণামুখী।
গন্ধবণিকের জন্ম কুলপঞ্জীতে লিখি।"

পরশুরামের পুস্তক তিলকরামের পুস্তক হইতে প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। কাহারও মতে, ইনি গন্ধবণিকবংশের পুরোহিত ছিলেন। ইহার পুস্তক ক্ষুদ্র, রচনা সরল। তিলকনামের পুস্তক মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু পরশুরামের পুস্তকে সেরূপ শ্লোক দেখিলাম না।

তাম্বুলি কুলজী

বঙ্গের নানাস্থানে তাম্বুলিসমাজেও কুলগ্রন্থ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে দ্বিজপাত্র পরশুরাম রচিত তাম্বুলিব কুলজী দেখিয়াছি। এখানি দুইশত বর্ষের প্রাচীন হইতে পারে। পুস্তকের আরম্ভ এইরূপ—

"বন্দিব তাম্বুলি গোষ্ঠীচরণ কমলে।
জাহার প্রসাদে প্রাপ্ত বাসনা সকলে।
জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব বসিয়া একাসনে।
নিস্পাপ শরীর হয় দর্শনে স্পর্শনে।
পদরেণু পরসে পাপের পরিত্রাণ।
দর্শনে দুর্গতি দূর দীপ্ত হয় প্রাণ।"

এই পুস্তকে তাম্বুলিজাতির উৎপত্তি ও সমাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। গ্রন্থকার এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন—

"নিরঞ্জন দাস সে ব্রাহ্মণের নফর।
তার পুত্র হরানন্দ গুণের সাগর।
দূত দিয়া ডাকিয়া তাহারে আনিল।
প্রজার পালন হেতু তারে নিয়োজিল।
পুত্রবৎ করিয়া পালিল প্রজাগণ
দ্বিজপাত্র নাম থুইল সে কারণ।"

তন্তুবায় কুলজী

বঙ্গীয় তন্তুবায় সমাজের তিনখানি কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই তিনখানির মধ্যে মাধবের "সূত্রগ্রন্থ" খানিই প্রথম, প্রায় তিনশত বর্ষের প্রাচীন হইবে। এই প্রাচীন পুস্তক সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই, এই সূত্রগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া কিঙ্কর দাস ওরফে তিলকরাম "সদ্ধর্ম্মাচারকথা" নামে এক বৃহৎ তন্তুবায় কুলজী রচনা করেন। কিঙ্করদাসের পুস্তক তিনখণ্ডে বিভক্ত—১ম শিবদাসের সবিস্তার জন্মকথা, বিশ্বকর্ম্মার বয়ন শিক্ষা দান, শিবদাসের বংশধরগণের নাম, গোত্র ও পদ্ধতির পরিচয়; ২য় খণ্ডে শিবদাসের বিস্তৃত পরিচয় প্রসঙ্গে চারিপুত্রের জন্মমাস ও জন্মতিথি, তাঁহাদের বিবাহকথা, পুত্র চতুষ্টয় হইতে ১৮টী পদ্ধতি ও ৯টী গোত্র হওয়ার প্রসঙ্গ, বিভিন্ন গোত্রের সমাজ বা গাঁঞি নির্ণয়, গন্ধেশ্বরী ও শিবদাস প্রসঙ্গ, শিবপূজাবিধি; ৩য় বা শেষ খণ্ডে শিবদাসের বংশবিস্তার প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রামবাসী বিভিন্ন শাখার সংক্ষেপে পরিচয়, গোত্র, পদ্ধতি ও ছত্রিশ ঘরের নাম এবং বাসগ্রামনির্ণয়, কুলপদ্ধতি বা উত্তম, মধ্যম ও অধম ঘর নির্ণয়, কুলীন প্রশংসা। কিঙ্কর দাস পুস্তকশেষে এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন—

"দুই পুস্তক কৈল দিয়া শ্রীকিঙ্কর নাম।
প্রথমে কিঙ্কর দ্বিতীয়ে তিলকরাম।
শিবপুরাণ দেখি শুনি মাধব রচন।
মাধবের সূত্রে আমি করিল বর্ণন।
তিন গ্রন্থে কুলাঞ্জীর কৈল সমাধান।
সদ্ধর্ম্ম আচার কথা শুনে পুণ্যবান্।
পুরন্দরকুলে জন্ম বর্ণে তিলকরাম।
কিঙ্কর বলিয়া আমার প্রথম আখ্যান।
ষোলসত্তরি (১৬৭০) শকে সূত্র দেখি কৈল।
হরি হরি বল কথা সমাধান হৈল।"

কিঙ্করদাসের কুলকথায় অনেক রাগরাগিণী দৃষ্ট হইল। সম্ভবতঃ এই পুস্তক তন্তুবায়সভায় গীত হইত। তাঁহার পুস্তকে তিনি কবিত্বের ও রচনার বেশ পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

"পলক পলক ফিরিয়া নলক রাগের ঝলক উঠে।
রাগের আলাপ রাগিণী বিলাপ ভাবের প্রলাপ ছোটে।
শুনি শব্দ হলা স্তব্ধ দেবাসুর নর যত।
মৃত তরুবর রসের চর মেল মঞ্জর শত।

শুনি শ্রীহরি গান-লহরী রাগরাগিণী রঙ্গ।
নয়ান বয়ন বাহিয়া সঘন প্রেমে ভরিল অঙ্গ।"

সদ্গোপ-কুলজী

বঙ্গীয় সদ্গোপসমাজের বহু কুলগ্রন্থের কথা শুনা যায়, তন্মধ্যে আমরা মণিমাধবের "সদ্গোপ-কুলাচার" নামক পুস্তকখানি মাত্র দেখিয়াছি। এই পুস্তক বেশ প্রাঞ্জল ও সরস কবিতাপূর্ণ; প্রায় দুইশত বর্ষ হইল রচিত হইয়াছে। শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২০০০। গ্রন্থারম্ভ এইরূপ—

"পূর্ব্বে নাহি ছিল মহী, তার কথা শুন কহি,
ভূত ভবিষ্যতির প্রমাণ।
যুগ প্রলয়ের কালে, পৃথিবী ভাসিল জলে,
একামাত্র ছিলা ভগবান্।
হস্তপদ নাহি তার, দশ দিক্ শূন্যাকার,
দুই চারি দশ দিগ্‌পাল।
আদ্য শক্তি এক কায়া, কে জানে তাহার মায়া,
জলেতে ভাসিল কত কাল॥
সৃষ্টির কারণ হরি, মনে অনুমান করি,
তনুতে বাহির হৈল শক্তি।
আদ্যাশক্তি নারায়ণী, বীণাপাণি সনাতনী,
সৃষ্টি করিবারে দিলা যুক্তি।" ইত্যাদি

এই পুস্তকে সদ্গোপের উৎপত্তি, পদ্ধতি ও সমাজের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন রামেশ্বর দত্তের তিলির কুলজী, মঙ্গলের সুবর্ণবণিক কারিকা এবং সাহা, তেলি, মালাকার, কলু, কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র প্রভৃতি সমাজের সমাজ-জিজ্ঞাসা নামে কতকগুলি ক্ষুদ্র পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। এ সমস্তই পয়ারে রচিত। ভাষা পূর্ব্ববর্ত্তী কুলজীর ন্যায়।

বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস বা কুলগ্রন্থ ব্যতীত, বাঙ্গালা ভাষায় আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ঐতিহাসিক কবিতা ও কাব্য রচিত দেখা যায়। ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে কোন কোন পুস্তক এরূপ ভৌগোলিক বিবরণে পূর্ণ যে, সেই সকল পুস্তক-মধ্যগত ভূগোল বিবরণ সঙ্কলন করিলে উহাদিগকে একমাত্র ভূগোল বলিয়া প্রতীতি হয়। ঐতিহাসিক কবিতা বা কাব্যের মধ্যে সকল গুলিই সম্পূর্ণভাবে বংশাখ্যান ও ধারাবাহিক ঘটনা সমাশ্রিত নহে, তবে উহাদের মৌলিক বিষয়গুলি যে একেবারেই প্রমাণশূন্য এরূপ বোধ হয় না। ভাষায় রচিত রাজাখ্যান সমূহ, মহারাষ্ট্র-পুরাণ ও ত্রিপুরার রাজমালা প্রভৃতি পুস্তক এই শ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাময়িক ঘটনা সমাশ্রিত বা স্থানের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক যে সমস্ত কবিত্বময়ী কীর্ত্তিগাথা পাওয়া যায়, তাহাদেরও এই শ্রেণীতে গণ্য করা যাইতে পারে। আমরা নিম্নে সেইরূপ কএকখানি পুস্তকের পরিচয় দিতেছি।

শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর

রাজমালা—বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত একখানি প্রাচীন ইতিহাস। ত্রিপুরার মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের সময় (১৪০৭-১৪৩৯ খৃঃ অঃ) হইতে এই রাজমালা কাব্য লিখিত হইতে থাকে। ইহার রচয়িতা শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর নামক দুইজন ব্রাহ্মণ। তাঁহারা রাজার সভাসদ ছিলেন। পুস্তক মধ্যে পুস্তকের উৎপত্তির কারণ এইরূপ লিখিত আছে—

"শ্রীধর্ম্মমাণিক্য দেব ত্রৈপুর সন্ততি।
রাজবংশ বিস্তারিছে রাজমালা পুথী॥
পুস্তক শুনিলে ভূপে পূর্ব্ব রাজকথা।
ততঃপর নৃপচর্য্যা না হইছে গাথা॥
অতএব কহি আমি শুন সেনাপতি।
পয়ারে লিখাহ তুমি রাজমালা পুথি॥
শুন শুন বলি বাণ চতুর নারায়ণ।
রাজবংশের কথা কিছু কহত অখন॥
প্রজাকে পালন করে পুত্রের সমান।
ভেদ দণ্ড সাম দান নীতিতে প্রধান॥
সভাসদ আছে যত ব্রাহ্মণ কুমার।
বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর বিদ্যাতে অপার॥
ইন্দ্রের সভাতে যেন বৃহস্পতি গণি।
সেই মত দ্বিজগণ হয় মহামানী॥
দুর্লভেন্দ্র নামে ছিল চণ্তাই প্রধান।
পূর্ব্বকথা জানে সেই অতি সাবধান॥
রাজার সভাতে হয় শাস্ত্রের কথন।
নানা শাস্ত্র আলাপন করে দ্বিজগণ॥
সিংহাসনে একদিন বসিয়া নৃপতি।
বংশ কথা জিজ্ঞাসিল সভাসদ্ প্রতি॥
শুক্রেশ্বর বাণেশ্বর দুই দ্বিজবর।
চণ্তাই সহিত করি দিলেন উত্তর॥
নানা তন্ত্র প্রমাণ করিয়া তিন জন।
রাজারে কহিল তিনে বংশের কথন॥
রাজমালিকা আর যোগিনীমালিকা।
বারুণ্য কালির্ণয় আর লক্ষ্মণমালিকা॥
হরগৌরীসম্বাদ আছিল ভস্মাচলে।
নবখণ্ড পৃথিবী কহিছে কুতুহলে॥
এ চারি তন্ত্রেতে আছে রাজার নির্ণয়।
রাজাতে কহিল কথা তিন মহাশয়।"

যে সময়ে এই রাজমালা রচিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় বা তাহার পরবর্ত্তিকালে বঙ্গের কোন কোন রাজবংশে বংশাবলী রক্ষার জন্য সংক্ষিপ্ত রাজমালা সঙ্কলনের প্রয়াস হইয়াছিল। আমরা ঐরূপ একখানি সংক্ষিপ্ত রাজমালা হইতে নিম্নে তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"যযাতি রাজার পুত্র দুর্য্য নাম যার।
তার বংশে দৈত্য রাজা চন্দ্র বংশ সার॥
তাহার তনয় রাজা ত্রিপুর নাম ধর্ম্মে।
তস্য পত্নী গর্ভে ত্রিলোচন রাজা জন্মে॥
তাহার তনয় হৈল দক্ষিণ ভূপতি।
তস্য পুত্র তৈদক্ষিণ রাজা চারুমতি॥
তস্য পুত্র সুদক্ষিণ ছিল মহীপাল।
তান পুত্র হয় দক্ষিণ নৃপতি বিশাল॥
তস্য পুত্র ধর্ম্মতর রাজ-নীতি অতি।
তান পুত্র ধর্ম্মপাল হৈল নরপতি॥
তস্য পুত্র সুধর্ম্ম ছিলেন মহারাজা।
তান সুত তরঙ্গ সুখে পালে প্রজা॥
তস্য পুত্র দেবাঙ্গদ হইল মতিমান।
তান পুত্র নরাঙ্গিত নৃপতি আখ্যান।"

১ মহারাষ্ট্রপুরাণ—গঙ্গারাম-বিরচিত। বঙ্গে ও উড়িষ্যা প্রদেশে বর্গীর হাঙ্গামা লইয়া লিখিত। পুথিখানি তারিখ শকাব্দা ১৬৭২, সন ১১৫৮ সাল, ১৪ই পৌষ। বাঙ্গালা ১১৬৪ সালে পলাশীপ্রাঙ্গণে ইংরাজ ও নবাবে যুদ্ধ হয়। সুতরাং গ্রন্থখানি তাহার ৬ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত :—

"মনকরা মোকামে জদি ভাস্কর আইল।
মনহুরা দউড়াইয়া কবি গঙ্গারামে কইল।"

ইতি মহারাষ্ট্রপুরাণে প্রথমকাণ্ডে ভাস্কর পরাভব। শকাব্দা ১৬৭২ ইত্যাদি।

নবাব আলীবর্দ্দীখাঁর রাজত্ব সময়ে ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে বা ১১৪৮ সালে ভাস্কর পণ্ডিতের বাঙ্গালায় প্রথম আগমন ঘটে এবং ভাস্করের হত্যার এক বৎসর মধ্যেই বর্গী-বিদ্রোহের দমন হয়। সুতরাং পুথিখানিও সেই ঘটনার আট বৎসর মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ লিখিতে গিয়া মহর্ষি বেদব্যাস যে কৌশলে পুরাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্র-পুরাণকর্ত্তা কবি গঙ্গারামও সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন :—

"রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইঞা।
রাত্রিদিন ক্রীড়া করে পরস্ত্রী লইঞা॥
শৃঙ্গারকৌতুকে জীব থাকে সর্ব্বক্ষণ।
হেন নাহি জানে সেই কি হবে কখন॥
পরহিংসা পরনিন্দা করে রাত্রদিনে।
এই সকল কথা বিনে অন্য নাহি মনে॥" ইত্যাদি

কবি গঙ্গারাম এই কাব্যে ঐতিহাসিক সত্যের পথ উল্লঙ্ঘন করেন নাই। তবে একস্থানে একটু অসামঞ্জস্য আছে; তাহা মুতাক্ষরীন্, তারিখী বাঙ্গালা ও হলওয়েলের বিবরণীতে নাই। সে কথাটা এই—"বর্দ্ধমান সহরে নবাব সসৈন্যে ভাস্করপণ্ডিত কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন।" তারিখী মুম্বফীতে আছে, বর্দ্ধমানের অদূরস্থ কাঁটোয়া নগরের যুদ্ধে বাস্তবিকই নবাব সসৈন্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় বাস করিয়াছিলেন। মুতাক্ষরীণের বর্দ্ধমান যুদ্ধকেও একটী অবরোধ বলা যায়। তাহাতে আছে, একদিন উষাকালে নবাবের সেনাগণ শত্রুশিবির ভেদ করিয়া কাঁটোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইলে মরাঠাদল পশ্চাৎ হইতে বিপক্ষসেনা পীড়িত ও ব্যতিব্যস্ত করে।

কবি গঙ্গারামের গ্রন্থে নিকুনসরাইর যুদ্ধে মুসাহেব খাঁ কর্ত্তৃক নবাবের পলায়ন-পথ পরিস্কারের যে কথা আছে তাহা অনৈতিহাসিক নহে। এতদ্ভিন্ন কবি গ্রন্থমধ্যে যে সকল ব্যক্তির নাম করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে দু'একজন ব্যতীত সকলেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

রাজমালা—একখানি ঐতিহাসিক কাব্য। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের ব্রাহ্মণ রাজা রাজসিংহের রচিত। তিনি একজন সুকবি ছিলেন। রাজমালা ব্যতীত তাঁহার রচিত মনসার পাঁচালী ও ভারতীমঙ্গল নামে দুইখানি খণ্ডকাব্য পাওয়া যায়।

ভারতীমঙ্গল—কালিদাসের সরস্বতী-কুণ্ড স্নানান্তে ভারতী দেবীর বরলাভ প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থমধ্যে কালিদাসের বিবরণ থাকায় উহা ইতিহাস-রূপে গণ্য হইয়াছে। ইহাতে কোন কোন স্থানেরও পরিচয় আছে। এই গ্রন্থ পাঠে বোধ হয়, কবি স্বীয় অগ্রজ রাজা কিশোরী সিংহের জীবদ্দশায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; যেহেতু গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক কবিতার শেষভাগে তিনি তাঁহার অগ্রজের প্রতি অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজা কিশোর সিংহ ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১১৯২ বঙ্গাব্দে পরলোক গত হন; সুতরাং তাঁহার কনিষ্ঠের জন্মকাল ১১৫৭ সনে বা পরে হইতেছে। উক্ত রাজ-সরকারে দত্তকগ্রহণের পদ্ধতি না থাকায় অপুত্রক কিশোরী সিংহ অনুজ রাজসিংহকে সুসঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর করিয়া যান। রাজা রাজসিংহের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। রাজসিংহ ৭২ বৎসর বয়সে ১২২৮ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করেন।

রাজা রাজবল্লভসেনের জীবনচরিত—বাঙ্গালা পদ্যে রচিত। উক্ত রাজার বংশধর গঙ্গাপ্রসাদ সেনের উদ্যোগে বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত রাজনগরনিবাসী মৃত গুরুদাস গুপ্ত ইহার প্রণেতা। এই পুস্তক খানি এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে।

(২) কানুনগো উমাচরণ রায় কর্ত্তৃক গদ্যে রচিত এ বিষয়ের আর একখানি পুস্তক। গ্রন্থকার চট্টগ্রামের অন্তর্গত পড়ৈকোড়া গ্রামবাসী ছিলেন। কানুনগো মহাশয় উপরি উক্ত পদ্য গ্রন্থ

কাটিয়া ছাঁটিয়া গদ্যে স্বীয় পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছিলেন। উপক্রমণিকায় তিনি লিখিয়াছেন :—

"এ অভাজনের চিরাকিঞ্চন ছিল যে, শ্রীমন্মহারাজ রাজবল্লভসেনের জীবনচরিত সঙ্কলন করি, কিন্তু তাঁহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত না থাকাতে এবং কোন পুরাবৃত্ত না পাওয়াতে তৎকল্প সম্পূর্ণ করণে অপারগ হইয়া ভগ্নোৎসাহই ছিলাম ইদানীং শ্রীমন্মহারাজের বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের অনুকম্পায় বিক্রমপুর রাজনগরনিবাসী মৃত গুরুদাস গুপ্তের বিরচিত পদ্যপূরীত শ্রীমন্মহারাজের জীবনচরিতের অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন এক গ্রন্থ পাইয়া তাহার বাহুল্যাংশ বর্জ্জন পুরঃসর স্থূলাংশ উদ্ধারপূর্ব্বক যথাসাধ্য যত্ন ও শ্রমসহকারে এই জীবনচরিত প্রচার করিলাম।"

আলোচ্য গ্রন্থখানি ১৭৮২ শকাব্দে ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার গুরুদাস গুপ্তের পুথিখানি গ্রন্থকার জীর্ণশীর্ণ দেখিয়াছিলেন। এমতে গুরুদাসের কাব্যখানি তাঁহার পূর্ব্বে ও রাজা রাজবল্লভের অব্যবহিত পরে রচিত হইয়াছিল মনে হয়। উভয় গ্রন্থকারই বঙ্গের নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রতিকূল ছিলেন, তাহাদের পুস্তকে সেই ভাবই পরিব্যক্ত দেখা যায়।

মজনুর কবিতা—মজনু নামক দস্যুর অত্যাচারকাহিনী। ইংরাজ-শাসনবিস্তারের প্রাক্কালে দস্যুসর্দ্দার মজনু ফকির উত্তর-বঙ্গের নানাস্থানে অত্যাচার আরম্ভ করে। সেই ঘটনা বিবৃত করিবার জন্য কবিতাটী লিখিত হইয়াছে। কবিতার শেষে ভণিতা নাই। তবে সর্ব্বশেষে "সন ১২২০ সালের ১৪ই কার্ত্তিক শ্রীপঞ্চানন দাসস্য" লিখিত থাকায় অনুমান হয়, মজনু সর্দ্দার উক্ত সালের সমকালে বা তাহার পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। পঞ্চানন দাস কবিতাটীর লিপিকার কি রচয়িতা, তাহা উক্ত উক্তির দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না। নমুনা—

"কালান্তক যম বেটাক কে বলে ফকির।
যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির॥
সাহেব সুভার মত চলন সুঠাম।
আগে চলে ঝাণ্ডাবান ঝাউল নিশান॥"

মহাস্থানের পৌষনারায়ণী স্নান—বগুড়া জেলার তিনক্রোশ উত্তরস্থ মহাস্থান নামক প্রাচীন জনপদের পৌণ্ড্রক্ষেত্রে পুরাণোক্ত যে পৌষনারায়ণী স্নানের উল্লেখ আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই কবিতাটী লিখিত হইয়াছে। দ্বিজ গৌরীকান্ত ইহার রচয়িতা। বগুড়ার পূর্ব্বভাগে নারুলীগ্রামে দ্বিজকুলে তাঁহার উৎপত্তি। গ্রন্থকার নারায়ণী-স্নানের শাস্ত্রোক্ত বিধি এইরূপে স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন :—

"মহাদেব কহিছেন চক্রপাণি স্থানে।
পাতকী উদ্ধার হবে নারায়ণী স্নানে॥
যেমন রাবণবধের হেতু বান্ধ্যা ছিল সেতু।
পাতকী উদ্ধার হৈতে আছে এই হেতু॥
বৈশাখ মাসেত কথা উপস্থিত হৈল।
দৈবযোগে হেনকালে পৌষ মাস আইল॥
পৌষমাসের সোমবার অমাবস্যার ভোগ।
মূলা নক্ষত্রেতে পাইল নারায়ণী যোগ॥
বাইশ রাজা সাজে যখন স্নান করিবারে।
সাহেব লোকে উমেদারেক ডাক দিয়া বলে॥
রাজা যেন মহাস্থানে চলিতে না পারে।
মহারাজা রামকৃষ্ণ চলিলেন স্নানে॥"

কবিতার শেষে "সন ১২২০ সাল" লেখা আছে। কবিতা কথিত রাজা রামকৃষ্ণকে নাটোর সরকারের সাধক রাজা বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি? কবি সম্ভবতঃ ঐ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।

বানভাসীর কবিতা—সন ১২৩০ সালের বন্যা উপলক্ষে রচিত। রচয়িতা নফরচন্দ্র দাস ভণিতায় লিখিয়াছেন :—

"বারশ ত্রিশ সালে বরষাকালে ভনিল নফর দাস।
কেউ হলো পাতুড়ে রাজা কারো সর্ব্বনাশ।"

উক্ত সালে দামোদর নদে এই বন্যা সমুপস্থিত হয় এবং পঞ্চকোট রাজ্যের মধ্য দিয়া পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। উহাতে রাজধানী এবং নিকটবর্ত্তী শেরপুর পরগণার অধিকাংশ স্থল নষ্ট হইয়া যায়।

"নদী সে দামোদরে বড়া করে কর হে আনাগোনা।
দুধারে মিশায়ে ভাঙ্গে সেরগড় পরগণা॥
এলো বান পঞ্চকোটে, নিলেক লুটে ভাঙ্গলো রাজার গড়।
দুড় দুড় দুড় শব্দে ভাঙ্গে পর্ব্বত পাথর॥" ইত্যাদি

কবিতা-রচয়িতা ছন্দোজ্ঞান বর্জ্জিত হইলেও নিরক্ষর কবির ন্যায় সরল কথায় এ ঘটনাটী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

চৌধুরীর লড়াই—এখানি কবিতাসংগ্রহ। ঐ কবিতাগুলি নিম্নশ্রেণীর লোকে গান করিয়া থাকে। পুস্তকের পুরানাম "রাজনারায়ণ ও রাজচন্দ্র চৌধুরির লড়াই ও রঙ্গমালার বয়ান।" রচয়িতার নাম নাই, তবে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়াই বোধ হয়। যেহেতু কবি পুস্তকের প্রথমে 'হবিব খোদা'র বন্দনা ও মক্কামদিনা প্রভৃতি স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া এবং ইন্দ্রসভার চরণ শিরেতে বন্দিয়া' গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। আরম্ভ এইরূপ :—

"চৌধুরী ছিল রাজনারায়ণ রাজ্যের অধিকারী।
সিন্দুর কাইতের জঙ্গলা কাটি বান্ধিল রাজবাড়ী॥
হাট মিলান ঘাট মিলান গলি সারি সারি।
প্রথম দৌলতের কালে রাজগঞ্জের কাছারি॥"

নোয়াখালি সহরের ৭ মাইল উত্তরে বাবুপুর নামক স্থানের প্রতাপশালী জমিদারগণ, ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে যখন রাজ-

শাসন দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন পরস্পরে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধ ব্যাপার এই গীতে বর্ণিত আছে। উহা সম্ভবতঃ ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটে। এখনও ঐ বিবরণ তদ্দেশে 'চৌধুরীর লড়াই' নামে গীত হয়।

পুস্তকখানি পয়ার ছন্দে রচিত, কিন্তু সর্ব্বত্র অক্ষরের সমতা নাই। রচনায় স্বভাব-কবির স্বাভাবিক কবিত্ব সহজ ভাষায় নদীপ্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত, কোথাও প্রাণের আবেগ বা আকাঙ্ক্ষা বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। ইহা গানের পক্ষে বেশ উপযোগী হইয়াছে। ভাষায় নোয়াখালিতে প্রচলিত শব্দের প্রভাব দৃষ্ট হয়। পুস্তকের অপর একস্থলে রঙ্গমালার এইরূপ একখানি প্রেমপত্র লিখিত আছে; নমুনা স্বরূপ তাহাই উদ্ধৃত হইল:—

"ওহে প্রাণ বন্ধু প্রেমসিন্ধু নয়নের তারা।
ক্ষণকাল না দেখিলে হই মতিহারা॥
তোমার বিহনে মম প্রাণ উচাটন।
সত্বর আসিয়া প্রিয় করহ মিলন॥
শিশিরে না ভিজে মাটী বিনা বরিষণে।
সংবাদে না জুড়ায় আঁখি বিনা দরশনে॥
তবে যদি ছাড় বন্ধু আমি না ছাড়িব।
চরণে নূপুর হই চরণে মজিব॥
পত্রেতে লিখিল কন্যা পরম সমাচার।
যাইট গুণা অপরাধ দোষ ক্ষমিবার॥" ইত্যাদি

প্রতাপচন্দ্র-লীলারসপ্রসঙ্গ-সঙ্গীত—একখানি ঐতিহাসিক গীতিকাব্য। কাঁটোয়ার নিকটস্থ শ্রীখণ্ডবাসী অনুপচন্দ্র দত্ত-নামা এক ব্যক্তির রচিত। গ্রন্থকার শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশজ দুর্গামঙ্গল দাসের আদেশে পুস্তকখানি রচনা করেন। ১৭৬৫ শকে বা ১২৫০ বঙ্গাব্দের ১৩ অগ্রহায়ণে পুস্তকখানি সমাপ্ত হয়।

অনেকে বর্দ্ধমানের জাল রাজা প্রতাপচাঁদকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অভিন্নাত্মা বলিয়া মনে করিতেন। তাই তাঁহারাই লীলাপ্রকাশার্থ জাল প্রতাপচাঁদের কাহিনী অবলম্বনে পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। জাল রাজা ১৮৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হন; কিন্তু পুস্তক রচনা ১২৫০ সালে বা ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। সুতরাং অনুমান হয় জালপ্রতাপ আপনাকে সাফাই রাখিবার ও খাড়া করিবার উদ্দেশে পূর্ব্ব হইতে ষড়যন্ত্র করিয়া আপনার একজন চেলার দ্বারা আপনার ঈশ্বরত্ব স্থাপনে সচেষ্টিত হইয়াছিলেন। গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে রাজনৈতিক অনেক কথার আন্দোলন করিয়াছেন এবং ইংরাজের বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলিয়াছেন।

বীরভূমির সাঁওতাল-হাঙ্গামার ছড়া—১২৬২ সালে বীরভূম জেলার অন্তর্গত কুলকুড়ি গ্রামে সাঁওতালগণ বিদ্রোহী হইয়া গ্রাম লুট করে। সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণদাস রায় নামা একজন কায়স্থ ইহা রচনা করিয়াছেন। কবিতার ভণিতায় উহার পূর্ণ আভাস প্রদত্ত হইয়াছে:—

"কাএত কুলে জন্ম মোর রাই কৃষ্ণ দাস।
কুলকুড়ি গ্রামে মোর হয় জন্ম নিবাস॥
জেলা বীরভূম তাহে লোপি পরগণা।
লাউরাম তাহে লাঙ্গলের আনা॥
১২৬২ সালে এই গোলমাল বড় ভাবনা মনে।
কুলকুড়ি লোট হয় ২৬এ শ্রাবণে॥"

রামসুন্দর দারোগার কবিতা—চট্টগ্রাম সারোয়াতলী নিবাসী ৺রামসুন্দর সেন দারোগা মহাশয়ের কীর্ত্তি-কলাপ এই কবিতাটীতে বিবৃত আছে। দারোগার কার্য্য করিয়া কেহ এরূপ ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারেন নাই।

বৈদ্য-নিত্যানন্দের কবিতা—দ্বিজ রামচন্দ্র-বিরচিত। কবি দেবগ্রামবাসী ধনীসন্তান নিত্যানন্দের আশ্রিত ছিলেন এবং তাঁহারই অর্থে আত্মপোষণ করিতেন বলিয়া বোধ হয়। নিত্যানন্দের পিতা গোকুল বৈদ্য কবিরাজী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ভণিতা—

* * * *

"দ্বিজ রামচন্দ্রে কহে, নিত্যানন্দ বৈদ্যের জএ,
আশীর্ব্বাদ কোরি রাত্রি দিনে।"

দারাশিকো—সদানন্দ মুন্সী রচিত। দিল্লী সুপ্রসিদ্ধ মোগল বাদশাহ শাহ্ জহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র কিরূপে অরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে।

বিবিধশাখার গ্রন্থনিচয়।

বাঙ্গালী কবিগণ যোগ, ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভাষায় রচিত কএকখানি গ্রন্থের বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল:—

যোগসার—যোগশাস্ত্রীয় তত্ত্ব নির্ণায়ক একখানি পুস্তক। ইহাতে মুদ্রাসাধন, আসনবিচার, ঈড়াপিঙ্গলাদি নাড়ীনির্ণয়, ধ্যান ও জ্ঞানযোগ প্রভৃতি তত্ত্বকথাসমূহ সরল কবিতায় বিবৃত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকের ভাষা সুন্দর। সৈয়দ সুলতান বিরচিত "জ্ঞানপ্রদীপের" ভাষার সহিত ইহার বিশেষ পার্থক্য নাই। পুস্তকখানি খণ্ডিত না হইলে কে কাহার যশোহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যাইত।

গ্রন্থকর্ত্তার নাম গুণরাজ খান্। মালাধর বসু, হৃদয় মিশ্র ও ষষ্ঠীবরসেনের ন্যায় ইহাও বর্ত্তমান গ্রন্থরচয়িতার উপাধি বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকার শচীপতি মজুমদার নামক কোন উদার উৎসাহদাতার আগ্রহে পুস্তকখানি

গুণরাজ খান্

রচনা করিয়াছিলেন। ভণিতায় গ্রন্থকার সেকথা প্রকাশ করিয়াছেন—

"শচীপতি মজুমদার রসিকের গুরু।
প্রতাপে কেবল সূর্য্য দানে কল্পতরু॥
হেন শচীপতির পাই সম্বিধান।
কহে জন্ম বিবরণ গুণরাজ খান্॥"

গ্রন্থকার গুরুর নিষেধ বশতঃ অনেক গুহ্য কথা পুস্তক মধ্যে প্রকাশ করেন নাই এবং সাধারণকেও ব্যক্ত করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অনেক স্থলে তিনি গূঢ়রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য স্বীয় গুরু প্রমদনের শরণাপন্ন হইতে বলিয়াছেন :—

"ইহাতে না বুঝ যদি চিত্তে ভ্রম থাকে।
প্রমদনের পাশে চল পরম কৌতুকে॥"

গ্রন্থকার, অথবা তাঁহার গুরু প্রমদনের নিবাস কোথায়, তাহা জানা যায় না। গ্রন্থের একস্থানে এইরূপ একটী রূপক পরিচয় আছে :—

"এভুত ভাঙ্গিতে যদি মনে কর আশ।
কতুয়া বাজারে চল প্রমদনের পাশ॥
গুদ্ধকে আছএ এক গ্রাম করিপুর।
সুনগরে সুনগরী সুসাধু প্রচুর॥
তথা গেলে জানিবা যে এইস্থান স্থিতি।
হরিদাস রায় তথা পুরিষ আরতি॥
সেই প্রমদনের চরণে যেবা রয়।
গুণরাজ খানে কহে যোগেন্দ্র সে হয়॥"

২ সারগীতা—কৃষ্ণভক্তিপ্রধান পুস্তকনিচয় হইতে উদ্ধৃত শ্লোক সংগ্রহের পদ্যানুবাদ। ইহাতে প্রধানতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, নারদীয়পুরাণ ও মোহমুদ্গরাদি সংস্কৃত পুস্তকরাজির বাছা বাছা শ্লোক দৃষ্ট হয়। গ্রন্থকার রতিরাম দাস—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পরমভক্ত ছিলেন।

"অতি দীন অতি হীন অতি নীচাচার।
রতিরামে কহে কিছু গ্রন্থ অর্থ সার॥"

গ্রন্থকর্ত্তার অনুবাদের শক্তি যথেষ্ট আছে। তবে পুস্তক মধ্যে গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে যে গীতটী আছে, তাহাই রচনার নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত হইল। উহার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, ভাব ও ভক্তিরও তেমনি মধুর দৃষ্টান্ত।

রাগ-বসন্ত।

"ভজরে ভজরে ভাই গোরা গুণমণি।
কলিযুগে ধন্য ধন্য করিলা অবনী॥
ধন্য কলিযুগে শ্রীচৈতন্য অবতার।
পাইআ ধন হারাইলাম অক্ষয় ভাণ্ডার॥
না জানা প্রেমের রতি কৌতুক বাখানে।
গোপাল গোরাচান্দ পাইমু কেমনে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে কলিযুগে শেষ।
জীবের করুণা দেখি চৈতন্যে প্রবেশ॥
শিব বিরিঞ্চি যারে ধ্যায় নিরন্তর।
সে পহুঁ যাগেন প্রভু প্রতি ঘর ঘর॥
অন্ন বুদ্ধ ছাড়ি কৈলা ডোর কৌপীন।
উদ্ধারিলা জগজন আমি দীনহীন॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে রতিরাম দাস।
সামাইরে করিলা দয়া আপনে নৈরাশ॥"

হাড়মালা—যোগসম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক। ইহাতে ষট্‌চক্র, নাড়ীভেদ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। গ্রন্থকার যোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"সূক্ষ্মরূপে সাধু জনে ধেআইতে না পারি।
সেই সে কারণে হরগৌরী নাম ধরি॥
শুন তত্ত্ব রাজন হইআ সাবধানে।
যোগশাস্ত্র পুরাণ জে হইল কেমনে॥" ইত্যাদি।

৩ শিক্ষাতত্ত্ব—ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষার একখানি সোপান। অদ্বৈতচন্দ্র ইহার রচয়িতা। পুস্তক মধ্যে মানবজীবনের শিক্ষণীয় জ্ঞান ও ধর্ম্মবিষয়ক অনেক কথা আছে। কবি একজন পরম বৈষ্ণব। গ্রন্থারম্ভে তিনি প্রথমে নিত্যানন্দ, মহাপ্রভু ও অদ্বৈত গোঁসাঞীর চরণবন্দনা করিয়া, রায় রামানন্দ, ছয় গোঁসাই ও সর্ব্বশেষে নবদ্বীপবাসীদিগকে নমস্কার করিয়াছেন। পুস্তকের রচনা অতি সরল। নমুনা :—

কবি অদ্বৈতচন্দ্র

"কবি অদ্বৈতচন্দ্রে বোলে দিন বৃথা গেল।
শিক্ষাতত্ত্ব বস্তুজ্ঞান আমাতে না হৈল॥
মম প্রীতি নবকৃষ্ণ রহিলা কোথায়।
অন্তিম কালে রেখো মোরে তোমার রাঙ্গা পায়॥"

কবির গুরুর নাম নবকৃষ্ণ। কবি পুস্তকশেষেও স্বীয় গুরুর রাঙ্গাচরণে কৃপা ভিক্ষা করিয়াছেন।

৪ মায়াতিমিরচন্দ্রিকা—ধর্ম্মতত্ত্বের একখানি রূপক। উহাকে প্রবোধচন্দ্রোদয়ের কতকটা অনুকরণ বলা যাইতে পারে। সংসারক্ষেত্রে মন ইন্দ্রিয়বশে পরিচালিত হইয়া প্রকৃত বস্তুসত্ত্বা বুঝিতে পারে না। জ্ঞানহারা ও পথহারার ন্যায় সে মায়াবশে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই অনিত্য জীবনে মায়ামুগ্ধ জীবের অবস্থা কি বিষম! মায়াপাশ ছিন্ন হইলে বিবেক ও আত্মজ্ঞানের উদয়ে মানব যখন নিজের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার মনে একটী নূতন শক্তি আসিয়া সমুপস্থিত হইয়া থাকে। কবি সেই বিবরণ অতি সুন্দর রূপকে বিবৃত করিয়াছেন। রচনার নমুনাস্বরূপ পুস্তক মধ্য হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"কোপে অতি শীঘ্রগতি মন চলি যায়।
যথা বসে নানা রসে সদাজীব স্থায়॥
তনু যার সুবিস্তার দিব্য রাজধানী।
হৃদি তারি রম্যাপুরী তথায় আপনি॥
অহঙ্কার হয় যার মোহের কিরীটী।
দন্তপাটে ঠেসে ঠাঠে করি পরিপাটী॥
পুষ্পচাপ উগ্রতাপ লোভ অনিবার।
দুই মিত্র সুচরিত্র বান্ধব রাজার॥
শান্তি ক্ষুতি ক্ষমা নীতি শুভশীলা নারী।
মান করি রাজপুরী নাহি যায় চারি॥
পতিব্রতা ধর্ম্মরতা অবিদ্যা মহিষী।
পতি কাছে সদা আছে রাজার হিতৈষী॥
নারী সঙ্গে রতি রঙ্গে রসের তরঙ্গে।
এইরূপে কামকূপে জীব আছে রঙ্গে॥"

গ্রন্থকার রামগতি সেন বিক্রমপুরের অন্তর্গত জপসা গ্রামনিবাসী লালা রামপ্রসাদের জ্যেষ্ঠপুত্র। তাঁহার ভ্রাতা জয়নারায়ণ ও কন্যা আনন্দময়ীর কবিত্বপরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। কবি উক্ত পুস্তকের শেষভাগে যোগের পদ্ধতি অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়া স্বীয় কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন।

ব্রত-কথা।

পুরাণাদিতে অনেক ব্রতের উল্লেখ আছে; সেই গুলি প্রায় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তাহার মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গলায় অনূদিত হইয়াছে। বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশবাসী জনসমাজে ঐ সকল ব্রত ভিন্ন কতকগুলি লৌকিক ব্রতেরও প্রচলন দেখা যায়। ঐ গুলি "মেয়েলী ব্রত" নামে সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ। এই মেয়েলী ব্রতের মধ্যে কতকগুলি ভাষায় লিখিত, আবার অবশিষ্ট অনেকগুলি এখনও বঙ্গীয় কুলললনাগণের কণ্ঠস্থ রহিয়াছে। আমরা এ স্থলে দুএক খানি গ্রন্থের আলোচনা করিয়া "ব্রত" শব্দে বিস্তৃত বিবরণ প্রদর্শন করিব।

[ব্রত শব্দ দেখ।]

কালবেলকুমারের ব্রতকথা—একখানি পাঁচালী। অভয়চরণ নামক একজন কবির রচিত। এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলে "বেলভাতা" ব্রত নামে এই ব্রতের প্রচলন রহিয়াছে। লেখকের রচনা মন্দ নহে।

জয়লা-কুমারী—শ্লোকাষ্টক মাত্র। ইহা ১২১২ মঘীতে লিপিকৃত। ওলাউঠা প্রভৃতি মারীভয় উপস্থিত হইলে চট্টগ্রামবাসী জয়লাকুমারী পূজা করে। কলিকাতা ও ২৪ পরগণায় তৎপরিবর্ত্তে ওলাবিবির পূজা প্রচলিত আছে। রচনা সংস্কৃতমূলক, ভণিতাংশ না থাকায় রচয়িতার নাম পাওয়া গেল না। নিম্নে নমুনাস্বরূপ আরম্ভ শ্লোক উদ্ধৃত হইল—

"নম নম ঝোলামুখি* ওঙ্কাররূপিণী।
ক্রোধমুখি ক্রোধ আঁখি ত্রিভুবননাশিনী।
কঙ্কণবাহিনী দেবী কটীতে জে কিঙ্কিনী।
বন্দম দেবি ঝোলামুখি রৈক্ষা কর পরাণি॥"

সূর্য্যব্রত—একটী মেয়েলী ব্রতকথা। পুরাণে সূর্য্যব্রতানুষ্ঠানের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তাহার সহিত ইহার সর্ব্বতোভাবে ঐক্য নাই। আবার ভিন্ন ভিন্ন পুথিতে ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান অবলম্বিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানির রচনার নমুনা—

"তোমার চরণে মোর এই অভিলাষ।
সূর্য্যদেবব্রতকথা কহিতে প্রকাশ॥
সত্যযুগে ছিলেন দ্বিপ্র একজন।
একপত্নী দুই সুতা * * ব্রাহ্মণ॥
প্রভাতে চলেন বিপ্র ভিক্ষা করিবার।
নগরে নগরে বিপ্র ফিরে নিরন্তর॥"

দ্বিজ কালিদাসের রচিত এক খানি সূর্য্যব্রত-পাচালী দেখা যায়। তাহার বর্ণনা এইরূপ—

"বিক্রম রাজ্যেতে বৈসে দ্বিজ একজন।
দুঃখিত করিআ বিধি করিলা সৃজন॥
তান পত্নী পতিব্রতা রূপে গুণে ধন্যা।
কথদিন অন্তান্তরে জন্মে দুই কন্যা॥
কুন্তি নামে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা পার্ব্বতী।
ত্রিভুবন জিনি কন্যারূপে গুণে অতি॥" ইত্যাদি

কার্ত্তিকেয়ব্রত ও গুয়ামেলানী—স্কন্দপুরাণোক্ত ষড়াননব্রতের পদ্যানুবাদ। গ্রন্থকার শ্রীভৈরবচন্দ্র স্বীয় রচনা মধ্যে অনেক অবান্তর পৌরাণিক উপাখ্যান সন্নিবেশিত করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। ভণিতায় তিনি তাহার পরিচয়ও দিয়াছেন:—

"পুস্তক সমাপ্ত হইল কর সঙ্কলন।
শ্রীভৈরবচন্দ্র অধীনের এক নিবেদন॥
এই পুস্তক অতি ছোট জানিয়া তখন।
সরস্বতী স্মরি কৈলাম পুস্তক রচন॥
আর এক নিবেদন শুন সর্ব্বজন।
জরিবের সময় তবে শুনহ বচন॥
আমার জননী তখন ঘরে নাহি ছিল।
চোরে তস্করে তবে জিনি লই গেল॥" ইত্যাদি

পুস্তকশেষে "ইতি সন ১২০০ মঘী, সন ১২৪৫ বাঙ্গালা ও ইংরাজী ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তারিখ ১৬ আক্তুবর লিখা সমাপ্ত" লিখা আছে। গ্রন্থকার যে জরিপের কথা লিখিয়াছেন, উহা কোন জরিপ?

অনন্তব্রতকথা—দ্বিজ মাধব বিরচিত। এই গ্রন্থের পরি-

* চট্টগ্রামবাসী জনসাধারণে চলিত কথায় ওলাউঠাকে "ঝোলা" রোগ বলে।

চয় আর কাহাকেও দিতে হইবে না। ভাদ্র মাসের অনন্ত চতুর্দ্দশীতে অদ্যাপি বাঙ্গালার নরনারীগণ এই ব্রত করিয়া থাকেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি ১১৯৩ মঘী ৩১ শ্রাবণের হস্তলিপি।
[ব্রতশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এতদঞ্চলে জ্যৈষ্ঠ মাসে "জষ্টিচাঁপা' ব্রতে শ্রীহরির এবং অগ্রহায়ণী পূর্ণিমা হইতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত আলদুর্গার ব্রত নিষ্পাদিত হইতে দেখা যায়। এই ব্রতে সূর্য্য আরাধনার বিধি আছে। ব্রতবর্ণিত বিপ্রের দুই কন্যা ছিল। তাহারা সূর্য্যারাধনা করিয়া সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছিলেন এবং স্বীয় কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন।

"প্রথমেতে গুলিগুলি করিএ সৃজন।
দ্বিতীয়েতে মুগপুর খেলেন ইচ্ছামতি।
তিন মাসে দধি অন্ন খাইলেন হরিসে,
চারমাসে পায়সান্ন খাইলেন ইচ্ছামতি ৷
সূর্য্যের কৃপাএ তার কার্য্য হল সিদ্ধি ॥" ইত্যাদি

বিভিন্ন মাসের অনুষ্ঠেয় ব্রত ভিন্ন স্ত্রীলোকে মুখে মুখে অনেক হেঁয়ালী, ছড়া সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ সকল মেয়েলী ছড়া ও কবির ছড়া বা ঘোষা লইয়া অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়। ঐ গুলি গদ্য পদ্যে লিখিত। হেঁয়ালীগুলিও ঐরূপে স্ত্রীলোক বা গ্রাম্য কবিগণের রচিত বলিয়া মনে হয়। তৎসম্বন্ধে দূতীসংবাদ নামক গ্রন্থখানিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে ধুয়া, কথা ও ঘোষা আছে। ধুয়া, ঘোষা ও কথার ভাষা গদ্য, কেবল মাঝে মাঝে পদ্য। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারে যে দাসখৎ দিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তাহার পরিচয় আছে।

দূতী-সংবাদ—রামবল্লভ রচিত। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ একটু রচনা উদ্ধৃত করা গেল—

"তখন রাধে বোলতেছেন। আমি আহিরিণী কুলকামিনী সোআগিনী রাজরাণী ছিলাম। ধুআ—
"আমি ছিলাম বন্ধুয়ার সোআগিনী।
বন্ধুআ করা গেল পরাধিনী ॥"

তখন রাধে রোদন করিতেছেন, আর ধব ধর (ঝর ঝর) কইরে নেত্রে জল ধারা পতন হইতেছে—আর বোলিতেছে—ললিতাবিশাখা চিত্রা চম্পকা ও সব সখি। ধুআ
"আমার গমন কালে আইল না।
আমার মরণ কালে হইল না ॥"

রাধে কান্দিয়া কান্দিয়া বোইলছেন;—ও প্রাণ সখি এই কৃষ্ণ প্রেমে আমার প্রাণ পরিত্যাজ্য করিবো। তখন তোরা একটী কাজ্য কইরো। ধুআ।

গ্রন্থশেষ হইতে ঘোষার একটু নমুনা দিলাম:—
"অমনি কালেতে বৃন্দা দুতী জাইআ বল্যাছে
ও ধনি রাধে গো।—
ঘোষা—উঠ রাধে, শীঘ্র চল, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেতে আইল।
তখন রাধাপ্যারী বোল্যাছেন,—
ও প্রাণনাথ আনিবার তরে,
মধুপুরে গিআছিলে।
কোথাএ প্রাণনাথ রহিআছে তাহা কহ শুনি। ঘোষা—
গেলা একা আইলা এথা,
রাধামোহন রৈল কোথা।
অমনি সময়ে রাধে মুরারি ধ্বনি শুনি বল্যাছেন। ইত্যাদি

ভাষায় রচিত রামায়ণ মহাভারতাদি ও কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ভাগবতাদি গ্রন্থ গীত হইবার পর পাঁচালী গানের পরিবর্ত্তে উহার অংশ বিশেষের কথনীয় বিষয় লইয়া পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির মুখে বলিবার জন্য পয়ারাদি ছন্দে ঘোষাকথাদি সংযুক্ত গ্রন্থ রচনা হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে যখন তাহা অভিনয়ের উপযোগী হইল, তখন হইতে ঐ সকল গ্রন্থ মার্জ্জিত ভাবাপন্ন হইয়া "যাত্রার পালা"রূপে পরিণতি হইতে থাকে।

যাত্রাশব্দে অনেক নাটকাদির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু সেখানে সেই পালাসমূহের সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করা হয় নাই, কেবল মাত্র দুএকটী গানের নমুনা দিয়াছি-মাত্র। বাঙ্গালায় ইংরাজসমাগমের পূর্ব্বে বা প্রথমে যাত্রা-বিষয়ে যেরূপ গদ্য ও পদ্যে বাক্যবিন্যাসের প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস লইয়া পরবর্ত্তিকালে যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়, তাহাদের ভাব, ভাষা ও বর্ণনাপ্রণালী বর্ত্তমান প্রথা হইতে স্বতন্ত্র। ইংরাজের বঙ্গাধিকারের পর বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে, সেই রূপেই যাত্রাভিনয়ের উপযোগী নাটকাদির ভাষাও মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন হইয়াছে। আমরা নিম্নে কতিপয় গ্রন্থের পরিচয় দিয়া অতি সংক্ষেপে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম—

বিদ্যাসুন্দর গায়ন—কৃষ্ণযাত্রার পর বিদ্যাসুন্দরযাত্রাই এক সময়ে সমস্ত বাঙ্গালায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। শুনিতে পাওয়া যায়, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সময়ে কাব্যমূলক যাত্রাগ্রন্থের ব্যবহার; সেই অবধি এ পর্য্যন্ত গায়নশ্রেণীর সমস্ত কাব্যগুলিই এদেশে নাটকের স্থানে অভিনীত হইত। পরমানন্দ ও পীতাম্বর অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রায় যেরূপ কবিতা গান ও স্বল্প মাত্র গদ্য ভাষায় বাক্য কথনের রীতি ছিল, এই গায়ন গুলিতে সেইরূপ নমুনা দেখা যায়। আলোচ্য গ্রন্থখানির ভাষা মার্জ্জিত। এই সময়ে আসর জমাইবার জন্য এবং দর্শকের চিত্ত-কর্ষণার্থ পালাকার মাত্রেই গ্রন্থের প্রথমে দেববন্দনা বা মঙ্গলাচরণের পর মেথর ও মেথরাণীকে আসরে নামাইয়া গ্রন্থের অবতারণা করিতেন। যথা—

"কেলুয়া ডাকিশ কিয়ে আর।
দিএশলাই আনেছিলাম বিকাইলা নে আর।"

এরূপ কাব্যাকারে একটানা লেখা থাকায় কোনটী কাহার উক্তি, তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাষা বেশ সুন্দর—মালিনীর উক্তির নমুনা দেখুন—

"একলা প্রাণে কা'দিক্ যায়, পড়াছি বিষম লেঠায়।
যেদিকে না চাইএ দেখি সেই দিকেতে সব রৈএ যাএ।
পাড়াতে না গেলে পরে বিরহিণী প্রাণে মরে
মালঞ্চে না গেলে পরে কুসুমকলি সব লুটে যাএ।"

মনসামঙ্গল-গায়ন—যাত্রার এক খানি পালা। গ্রন্থ খানি দেখিলে বোধ হয়, এক সময়ে এই শ্রেণীর কাব্যগুলি অভিনীত হইত। এই সকল দৃশ্য কাব্যে গান, কথা, পটী, ধুয়া প্রভৃতি অভিনেতার বক্তব্য ও গেয় বিভিন্ন অংশ রচিত আছে এবং তত্তদংশ অভিনয়ার্থ স্বতন্ত্র লোকের ব্যবস্থা। গ্রন্থ মধ্যস্থ "কথার" ভাষা গদ্য কিন্তু অপর সকলই পদ্য। 'কথা' স্থলে কোন কোন স্থলে 'কাণ্ড কথা' লেখা আছে।

গ্রন্থকার প্রথমে জমাদার সাহেব, কালুয়া, হাড়ি, (মেথর) ও মেথরাণীকে আসরে নামাইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে একটী বিকট হাস্য রসের অবতারণা করিয়াছেন। তাহাদের ভাষা কিরূপ দেখুন—

"তোমরা কোন লোক হে, মহারাজকে নগরমে এস্তা রাইতমে ধুমঝাম কিয়া? হে আমরা যাত্রাওয়ালা গাইন্ হে।

আরে ভাই তোমলোক্ কোন্ হে? আরে আম্ মহারাজ কা জমাদার হে? আরে তে মে কাঁহা চলতে হো? আরে হাম কালুয়া হাড়ি বলানে কেও আনে চলতে হো।

(কালুয়াহাড়ির গান)

মেরা কোন বোলাহে চিন্তে নারি।
সারারোজ হুজুর মে দিয়ে হাজিরি।
ঝাড়ু দিয়া ছাফ্ কিয়া।
ফের্ কিস্ তরে বোলাহে বুজ্ নে নারি।"

ইহার পর মূলগ্রন্থের অবতারণা। রচনার নমুনা স্বরূপ এখানে গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ উদ্ধৃত করিলাম—

খর্ব্ব স্থূলতন, গজেন্দ্রবদন,
গণপতি প্রথমে মানম্।
ষড়াননাগ্রজ, বিঘ্নবিরাজ,
গজস্কন্ধধারণম্।
মূষিকবাহন, রুদ্রাণী নন্দন
প্রকাশিতে গুণ, হএ মন ভ্রম
খর্ব্ব কলেবর, বিনায়ক বৈমাত্তর,
রুধির সিন্দুর শোভনম্।"

গ্রন্থের অন্যান্য স্থানের কথার ভাষা চট্টগ্রামে প্রচলিত ভাষার ন্যায়।

বলিছলন-গায়ন—শ্রীভগবান্ বামনাবতারে যেরূপে অসুরপতি বলিকে ছলনা করিয়াছিলেন, সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই পালাখানি রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তার নাম দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ। যজ্ঞসমাধার পর ভগবান্‌কে পাইয়া বলিরাজ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন, ভণিতায় কবি তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন—

"আমি অতি মূঢ়মতি, পাইয়াছি গোলকের পতি
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদে বলে এমন যজ্ঞ হবে কার।"

বস্ত্রহরণগায়ন—গায়ন ধরণের একখানি পুস্তক। ইহাকে গীতিকাব্য বলা যায়। যাত্রার পালা গানের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী, ইহাতে গান, ছড়া, পটি ও উক্তি আছে। নিম্নে নমুনা-স্বরূপ দুইটী গান উদ্ধৃত করিলাম। উহার রচনা বড়ই মধুর ও সুন্দর—

"এগো প্রেমসঙ্গিনী বংশীর ধ্বনি শুনে ধৈর্য্য ধরে না প্রাণ।
চল চলগো দেখ সজনি যামিনী হইল অবসান।
এগো কেমনে থাকি বল গৃহেতে চঞ্চল
এগো সজনি এগো নির্জ্জনে কুঞ্জবনে শ্রীহরি,
চল চল ধ্বনি বিলম্ব কেনে যদি যাবিগো শ্যাম দরশনে।"

আর একটী গানে বিশ্বম্ভরের ভণিতা পাওয়া যায়। এই বিশ্বম্ভর কি গ্রন্থের রচয়িতা? গানটী এই—

মালসী

"কর কর হে শঙ্কর কিঙ্করে করুণা।
কর দূর হর এবার ভবযন্ত্রণা।
আছি ভবপারাপারে, কে পারে যাইতে সে পারে,
কর পার বিশ্বাম্বরে দিএ পদ দক্ষিণা।"

ছড়া

'শুন শুন সভাজন নিবেদন করি।
যেই রূপে বসনকেলি করিলেন শ্রীহরি।

চন্দ্রকান্ত-গায়ন—যাত্রায় অভিনয়ার্থ রচিত একখানি পুস্তক। বীরভূমনিবাসী শ্রীকান্ত সদাগরের পুত্র চন্দ্রকান্তের বাণিজ্য গমন, শান্তিপুরনিবাসী রত্নদত্ত সদাগরের কন্যা তিলোত্তমাকে বিবাহ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য অবান্তর বৃত্তান্ত লইয়া এই গ্রন্থখানি রচিত। বৈদ্যবংশোদ্ভব কবি গৌরীকান্ত রায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। "চন্দ্রকান্ত" কাব্যের উপাখ্যান অবলম্বনে এ গ্রন্থখানি যাত্রার উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে, কেবল রচনা-প্রণালীতে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। প্রস্তাবনায় গ্রন্থারম্ভে এইরূপ একটী গীত আছে—

"বন্দে শ্রীকান্তনন্দন বিঘ্ন বিনাশন,
তারণ পতিতপাবন হে গণেশ।
যোগময় যোগীন্দ্র ইন্দ্র স্বংহি গজানন,
যোগের প্রধান যোগী পুরুষ প্রধান,
বিধি মুখের বেদবাণী, আমি কি বলিতে জানি,
অজ্ঞান তিমিরে থাকি দিবস রজনী;
দয়া করে মহিমা প্রকাশ।
তারণ কারণ আদ্যন্ত নৈরাকার,
সত্ব রজ তম আদি গুণেতে সাকার,
ত্রিতাপ জরিত জলে হের লো নয়নে,
কিঞ্চিত করুণা কর দীন অকিঞ্চনে,
সৃষ্টি স্থিতি কটাক্ষে বিনাশ।

নকিবের গায়ন—একখানি যাত্রার পুস্তক। ইহাতে গান, কথা ও পটী প্রভৃতি আছে। গ্রন্থের অবতারণায় কালুয়ার একটী গান আছে সেটী এই—

"নকিব ফুকারে বাবুজি জয়।
দিন রাত হজুর যে হাজির ত রএ।
এহেন করমি কর্ত্তে হএ হকুম জারি।
বৈট জাও আদ্‌মি ছুব আদর বাজাই। ইত্যাদি

গ্রন্থের প্রস্তাবনায় যুধিষ্ঠির শ্রোতা ও শক্তি মুনি বক্তা। সূচনায় নারায়ণের একটী স্তব আছে। গ্রন্থশেষে এইরূপ একটী গান দেখা যায়—

"অপরাধ ক্ষমা কর কিশোরীমোহন।
প্রকাশ করিলে হবে জাতিনাশ বাছাধন।
লোকে জানা জানি হবে কলঙ্ক ঘটিবে কুলে,
একথা রাজা শুনিলে বধিবেক সকল প্রাণ।
জননী তোমার যেমন সাশুড়ি কি বুঝাচ ও বাছাধন॥"

(কথা) "তুমি ত সুবোধ সুজন। ওহে বাছা কিশোরীমোহন; তুমি মোহিনীকে নিয়ে জে দণ্ড ইচ্ছা কর; ওগো ঠাকুরাণী স্তবে নিচে চল্যেম।"

দক্ষযজ্ঞগায়ন—গ্রন্থখানি বেশী পুরাতন নহে; ১২১৫ মঘীর হস্তলিপি; তবে ইহার রচনায় সম্পূর্ণ ভাবে পুরাণ ঢঙ্গ বিদ্যমান। গ্রন্থারম্ভে হরপার্ব্বতীর উক্তিতে এইরূপ লিখিত আছে;—

"অনুমতি দাও ভোলানাথ যাইব যজ্ঞেতে।
পিতের বাড়ী কন্যা যাইতে অপমান কি তাতে।
চিরদিন আশা মনে যাইব পিতের ভবনে।
মিছে বাধা দেওগো কেনে ধরি চরণেতে।
বাবে সতি যাও তোমার যেমন ইচ্ছা হএ মনে।
থাক্‌লে তুমি থাক্‌তে পার গেলে রাইখ্‌তে পারিনে।
তুমি আমার সাধনের ধন হৃদে রাখি যতনে।
এই ভিক্ষা চাই গো সতি হায়গো সতি তোমা যেমন হারাইনে।"

(কথা) "ওহে প্রাণসখি ভোলানাথকে দেখা করার জন্যে যাব। তোমরা ইচ্ছা হইএ থাক্‌লে অবশ্য যাইতে হয়।"

এই গ্রন্থে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের উক্তি কাব্যে গ্রথিত পরস্পরে পৃথক্ ভাগে সন্নিবিষ্ট, কিন্তু কোন্‌টী কাহার উক্তি, তাহার নাম দেওয়া হয় নাই। নিম্নে উদ্ধৃত গানটী সতী ও শিব কর্ত্তৃক গীত, ইংরাজী "Duet"এর মত।

আমি মা বাপের ঝি, লোকে বোল্‌বে কি,
পিতের বাড়ী কন্যা যাইতে অপমান কি?
যাইতে ইচ্ছা হইল খেনে, মিছে বাধা দেওগো কেনে,
মিছে বাধা দিওনা গো ধরি শ্রীচরণে।
দক্ষালয়ে সতি তোমার যাওয়া ত হবে না।
বিনা নিমন্ত্রণে গেলে মনের গৌরব রবে না।

নূতন দক্ষযজ্ঞ—একখানি গীতিকাব্য। রচয়িতার নাম পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থকারের রচনা বড়ই মধুর। সতী যখন দক্ষালয়ে যাইবার জন্য মহাদেবের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন, তখন মহাদেব গৌরীকে নিষেধ করেন। গৌরী শিববাক্য ঠেলিয়া যাইবার অনুরোধ করিলে দেবদেব গৌরীকে গানে বলিতেছেন—

যাবে জাও ইচ্ছা তোমার তুমি জা জান।
নিতান্ত জাইবে জদি আমায় তবে বল কেন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধর,
কটাক্ষে করিতে পার, এ তিন ভুবন।

পরে এইরূপ ধুয়া লিখিয়া গ্রন্থ সাঙ্গ করা হইয়াছে—

"কোথাএ জাও উমা এমন বেসে জগতজননী।
কৈলাসপুরী শূন্য কৈরে জাবে কোথাএ বল শুনি।" ধুয়া।

নিমাইর সন্ন্যাসপটী—যাত্রার অভিনয়োপযোগী একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। নিমাইচাঁদের সন্ন্যাসযাত্রাই ইহার প্রতিপাদ্য। ইহার যে দুইখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার একখানিতে বাসুদেবঘোষের ভণিতা পাওয়া যায়; কিন্তু অপরখানিতে কাহারও ভণিতা নাই।

বাসুদেব ঘোষের ভণিতিযুক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ একটী গান আছে—

তপ্তকাঞ্চন কান্তি দেখ না অপরূপ রূপং।
তপ্তকাঞ্চন জিনি, গৌরাঙ্গ বরণখানি,
গৌরাঙ্গ চাঁদের মুখ সুধাহাসি নয়ানে তরঙ্গ।
ছাড়িয়া নটরাজি বেশ, মুড়াইয়া চাচর কেশ
বংশী ছাড়িয়া ধর গৌরাঙ্গ শ্রীদণ্ডকড়ং। ইত্যাদি

অপর পুস্তকখানির আরম্ভ অন্যরূপ। সমগ্র গ্রন্থের বিষয় এক হইলেও রচনার পারিপাট্যে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া পড়িয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত পুস্তকখানি হইতে এখানি আকারেও অনেক ক্ষুদ্র। রচনার নমুনা—

"একদিন ভারতী গোঁসাই শচী মাতার মন্দিরে আসিল।
ভারতীরে দেখি রাণী দণ্ডবত কৈল ॥
সেই দিন ভারতী শচীর মন্দিরে রহিল।
কিনা মন্ত্র কর্ণে দিয়া নিমাই সন্ন্যাসী করিল ॥ ধু ॥
কিনা মন্ত্র কর্ণে দিল
নিমাইচাঁদ সন্ন্যাসী হৈল,
প্রভাতে ভারতী গোঁসাই গমন করিল।
তার পাছে নিমাইচাঁদ হাটিতে লাগিল ॥
ধাইআ জাইআ শচীমাতা নিমাইকে ধরিল।
কান্দিতে কান্দিতে তবে কহিতে লাগিল ॥
সন্ন্যাসী না হৈহ বাছা বৈরাগী না হৈঅ।
অভাগিনীর মাএর প্রাণ বধিআ না জাইঅ ॥
যদি নিমাই ছাড়িআ যাবে।
শেল হৈআ বুকে রবে ॥" ইত্যাদি

কৃষ্ণলীলা—বৃন্দারণ্যে শ্রীভগবানের চরিত্রলীলা লইয়াই গ্রন্থখানি রচিত। গ্রন্থকারের নাম ঈশানচন্দ্র। ইহাতে পটী, কথা, ছড়া, গায়ন ও ঢপ আছে। একটী গীত নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত হইল—

"চল চল সখীগণ চল কামিনী সনে।
জাএ কমল ছলে হেরিব কমল নয়নে ॥
ভুলাইব বাঁকা আঁখি, আন্‌ষো মোরা দিয়ে ফাঁকি,
নতুবা মুকুন্দ সখি হরিষ হরি বিপনে ॥

গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন—

"কহি পুরাণ প্রসঙ্গ, বিবিধ আশ্চর্য্য রঙ্গ,
গান কহি মুক্তালতাবলী ॥"

গ্রন্থের নাম মুক্তালতাবলী কেন হইল? গ্রন্থকার কি দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদের মুক্তালতাবলী হইতে স্বীয় গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন।

শ্রীরাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন—শ্রীমতীর মানভঞ্জনবিষয়ক দুইখানি যাত্রা গ্রন্থ। ইহাতে কথা, ছড়া, গান প্রভৃতি আছে। প্রথম গ্রন্থখানিতে গোবিন্দনামা একজন কবির ভণিতা পাওয়া যায়। গ্রন্থের মধ্যস্থল হইতে একটী গানের নমুনা দেওয়া গেল—

"অপরূপ কালরূপ সেত ভুলিবার নয়।
একবার হেরিলে জারে রমণীর মন মজায় ॥ ধু ॥
জারে চাহি পাসরিতে, মনে কহে না পাসরিতে,
প্রবেশিলে অন্তরেতে অন্তর বিলয়।
কাল সর্পে দংশে জারে, সদত জ্বলে অন্তরে,
গোবিন্দ কয় ভুইল্‌তে জারে সে জগত ভুলায় ॥"

দ্বিতীয় গ্রন্থখানিতে গোঁসাই রামচন্দ্রের ভণিতা আছে—

"গোঁসাই রামচন্দ্রের বাণী, শুন মাগো নন্দরাণী,
বাঁচিবে নীলমণি মনে কিছু নাই ভাবনা ॥"

গ্রন্থের শেষভাগ হইতে একটী গায়ন রচনার নমুনাস্বরূপ গৃহীত হইল—

"ভাইবনা ভাইবনা রাধে ভাইবনা কিছু কি জান না।
তোমার কলঙ্ক ঘুচাইবার জন্যে এসেছি যমুনার জলে;
পূর্ণ হবে তোমারি যে বাসনা ॥
শুন শুন রাই কিশোরি কত দুঃখ পাইছি আমি,
কিছু কৈতে পারি না।
তোমার চরণে ধইরে কথ সাইধেছি,
দুর্জ্জয় মানেতে কথ কাইন্দেছি,
আমি যোগী হইলাম তব মানে, কালী হইলাম কুঞ্জবনে,
তোমারি কারণে এত তাড়না ॥"

রাম-বনবাস—মাধবের ভণিতা আছে। ইহা কাব্যে গ্রথিত হইলেও আধুনিক ছাঁদের একখানি নাটক বলা যায়। ইহার মধ্যে একতালা, যৎ, তেতালা, আড়াঠেকা, কাওয়ালী প্রভৃতি তাল এবং মল্লার, ঝিঝিট, খাম্বাজ প্রভৃতি রাগরাগিণীর ব্যবহার আছে। এতদ্ব্যতীত কথা, পটি, ছড়া, ঢপ; ধুআ প্রভৃতিও দৃষ্ট হয়। কথার ভাষা গদ্য। যথা—

"কুবুজীর কথা—এই যে দুটু বর মহারাজের নিকট প্রার্থনা কর, একটী যে ভরতকে রাজা কর, আর একটী রামকে জটা বাকল ধারণ করাইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বনে পাঠান, তেনি অবশ্যই স্বীকার না কৈরে পার্ব্বেন না ও তোর প্রেমের লালসা কর্ব্বেন।"

স্বপ্নবিলাস, রাই-উন্মাদিনী, বিচিত্রবিলাস, ভরত-মিলন, নন্দ-হরণ, সুবলসংবাদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যাত্রার পালাগুলি বঙ্গের বিখ্যাত সুকবি কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রচিত। এই সকল গ্রন্থের পরিচয় স্থানান্তরে দিয়াছি, সুতরাং বাহুল্য ভয়ে এখানে তৎসমুদায়ের উল্লেখ করিলাম না। রাই-উন্মাদিনী একদিন পূর্ব্ববঙ্গের সকল কেন্দ্রে আপনার মহিমা বিস্তার করিয়াছিল। গ্রন্থের ভাষা যেরূপ সরল, ভাবও তেমনি মধুর। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর চন্দ্রা দাস-খতের সর্ত্তানুসারে মথুরা হইতে কৃষ্ণকে বাঁধিয়া আনিয়া দিবেন বলাতে, প্রেমবিহ্বলা রাধা বলিতেছেন—

"বেঁধনা তার কমল করে, ভৎর্সনা না ক'রো তারে
মনে যেন নাহি পায় দুখ।
যখন তারে মন্দ কবে চন্দ্রমুখ মলিন হবে,
তাই ভেবে ফাটে মোর বুক ॥"

এরূপ নির্ম্মল আত্মত্যাগপূর্ণ প্রেমের কথা একমাত্র কৃষ্ণ-কমলের ন্যায় সুকবির কল্পনায়ই শোভা পায়। চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে গৌরলীলার সারভূত যে প্রেমরহস্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, পদাবলীতে তাহাই রাধাচরিত্রে পরিস্ফুট দেখা যায়। রাই-উন্মাদিনীতে আমরা তাহাই বৃন্দাবনবিলাসিনীর নামে বর্ণিত দেখিতে পাই। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বিখ্যাত সিপাহী-

বিদ্রোহের সমকালে কবি এই সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পূর্ব্বে প্রাচীন বঙ্গভাষায় রচিত যে সকল পুস্তকের পরিচয় দিয়াছি, কৃষ্ণকমলের পুস্তক কতকাংশে সেই ছাঁদে রচিত হইলেও ভাষা অনেক মার্জ্জিত এবং অধিকতর সুরুচিসম্পন্ন। কৃষ্ণকমলের সমকালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের উন্নতিসাধনে যেমন প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, অচিরে তাহারই ফল বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। কবিত্বে কৃষ্ণকমলের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা ঐ সময়ে সদ্ভাবশতক-প্রণেতা কৃষ্ণচরণ মজুমদার, মেঘনাদবধপ্রণেতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ও কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই মার্জ্জিত ভাষাজগতে বিচরণ করিতে দেখি। ইংরাজী শিক্ষিত মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবির কাব্যের ভাষায় যেন ইংরাজী শব্দ-রহস্যের ও ছন্দোতত্ত্বের অস্ফুটালোক পরিব্যক্ত রহিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কৃষ্ণকমল প্রভৃতি কবির কবিতায়ও আমরা সেইরূপ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ছন্দোবন্ধ ও পূর্ণ বাঙ্গালা ছাঁদের অবিকল চিত্র পরিস্ফুট দেখি। [ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য]

এই সময়ে যাত্রাসাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য বিভিন্ন লোকে স্ব স্ব পালার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল গ্রন্থকারের মধ্যে আমরা বিদ্যাসুন্দর পালা-রচয়িতা ৺ভৈরব হালদারকে অগ্রণী মনে করি। তারপর মদনমাষ্টার, রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই যাত্রার সাট রচনা করিয়া গিয়াছেন। শেষোক্ত সময়ে কবি ঠাকুরদাস ও মনোমোহন বসু যাত্রা সাহিত্যের অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ যাত্রাকর শ্রীযুক্ত মতিলালরায়ের কতক-গুলি গীতাভিনয় আছে। তন্মধ্যে ভরতাগমন ও নিমাইসন্ন্যাস সবিশেষ প্রসিদ্ধ। সঙ্গীতে ও কাব্যরচনায় রায় মহাশয় সুপটু।

মদনমাষ্টারের সময়ে যাত্রা গাওনার অনেক সংস্কার সাধিত হয়। সেই সময়ে বাঙ্গালায় রঙ্গালয়ের পূর্ণ প্রভাব। নূতন ভাবে রঙ্গাভিনয় তখন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই সাধারণে সে সময়ে যাত্রাসাহিত্যের উপর ততদূর লক্ষ্য রাখে নাই। অনেকেই সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকের অনুকরণে রঙ্গাভিনয়োপযোগী নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যও উন্নতির অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছিল। তাহা আমরা নাটকসাহিত্যে প্রসিদ্ধ কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, শকুন্তলা, পদ্মাবতী, নবীন তপস্বিনী, নীলদর্পণ, ও জামাইবারিক নাটকের সঙ্কলন দেখিতে পাই। সুপ্রসিদ্ধ নাটককার দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি মার্জ্জিত গদ্য-সাহিত্য শিক্ষার গুণে আপনাপন পুস্তকের ভাষাও মার্জ্জিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব পুস্তকখানি সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালা এবং তাহার ভাষাও বর্ত্তমান লালিত্যপূর্ণ শব্দসমূহে পরিপূর্ণ নহে; সুতরাং তাহার গদ্যাংশ একমাত্র রাম-মোহনীয়যুগের গদ্যসাহিত্য মধ্যে গণ্য হইতে পারে, তাহাকে বিদ্যাসাগরীয় যুগের মার্জ্জিত সাহিত্যের মধ্যে সন্নিবেশ করা যায় না। [যাত্রা, রঙ্গালয় ও নাটক শব্দ দেখ।]

বর্ত্তমান সময়ে যাত্রাসাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হইলেও আমরা চট্টগ্রামের সুপণ্ডিত ও শ্রদ্ধাস্পদ কবিরাজ ষষ্ঠীদাস মজুমদারের কৃত সীতারামসম্মিলন, ভদীবিদ্যানিধির সঙ্ (প্রহসন) সখীদাসবৈষ্ণবেরসঙ্ প্রভৃতি পুস্তকের গদ্যাংশে আমরা তাদৃশ মার্জ্জিত ভাষার প্রভাব দেখিতে পাই নাই। ঐ পুস্তক-গুলিতে অধিক পরিমাণে চট্টগ্রামী ভাষার মিশ্রণ থাকায় উহা কতক পরিমাণে প্রাচীন ভাষার অনুকূল হইয়া পড়িয়াছে। কবি-রাজ মহাশয় কাশ্মীররাজসরকারে কার্য্যকালে সম্ভবতঃ এ সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে তাঁহার পুস্তকত্রয়ের পরিচয় দিতেছি :—

সীতারাম-সম্মিলন—সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর রাম ও সীতার সম্মিলনকাহিনী লইয়া এই পুস্তক রচিত। পুস্তকখানির ভাষা গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত। প্রথমে গণেশ, সরস্বতী, দুর্গা, শিব, কালী, রাম লক্ষ্মণ শ্যামা ও সূর্য্যস্তবের পর গ্রন্থারম্ভ :—

পালারম্ভে মূলসূত্র পটিপাট, যথা—

রাগ আলাগৌরী—তাল তেতালা

শ্রীরাম চরিত্র পরম পবিত্র সজ্জন মনোরঞ্জন।
শ্রবণ মঙ্গল জীবন উজ্জ্বল করাল ভয়ভঞ্জন ॥ ইত্যাদি

সীতাদেবী (গদ্যচ্ছন্দ)—প্রাণ সই কি করি এ অসীম দুঃখ আর সহ্য করিতে পাচ্ছি না, হৃদয় বিশীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, তথাচ আমি তোমার বাক্যের অধীন। * * এখনও তুমি যাই বল তাই কর্ত্তব্য। ইত্যাদি

ভদীবিদ্যানিধির সঙ্—একখানি বিদ্রূপাত্মক প্রহসন। তণ্ডামির মস্তক চর্ব্বণার্থ লিখিত। গ্রন্থখানি নিতান্ত অশ্লীল, ভদ্রলোকের পাঠযোগ্য নহে। রচনার নমুনা—

গান—তাল খেমটা

"ক্যা খুশি ক্যা মজা উরল পিরিতের ধ্বজা
হায় হায় হায় গজা খাজা ছানাবড়া হায় তাজা ॥
লাড়ু রসকড়া হায় হায় খারে প্রাণ সব ভাজা ॥"

"গান কর্ত্তে কর্ত্তে নাচ্‌তে নাচ্‌তে হঠাৎ বিদ্যানিধি বসিয়া গেলেক, ভদী বামনী (ওরফে ভদ্রাবতী) তক্ষণেই লাফ দিয়া বিদ্যার কান্ধে চড়িয়া বসিলেক, বিদ্যা ভদীর দুপা বুকে জড়াইয়া ঠেশে ধ'রে যথাসাধ্য দৌড় দিয়া চলিয়া গেলেক।"

সখাদাসী-সখীদাস বৈষ্ণবের সঙ—একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন। ভণ্ড-বৈষ্ণবের নিন্দাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ভাষায় অশ্লীলতার চূড়ান্ত—কোন ভদ্রলোকই গুরুজনের সম্মুখে ইহা পাঠ করিতে পারিবেন না। রচনার নমুনা—

[কপাল জোড়া তিলক এবং হাতে মালার ঝুপ্টা কর্য়ে সখাদাসী বৈষ্ণবীর গান গাইতে গাইতে সভায় আইসা।]

গান

ব্রজের প্রেমভাজা, খেতে বড় মজা,
যা খেয়ে শ্রীকৃষ্ণ হল পিরীতের রাজা।
গিয়ে বৃন্দাবন, নিধুবন নিকুঞ্জবন,
ঘুরে ঘুরে শিখে-এ-এলেম তাজা।
যে খাবে এস, প্রাণ-ফুলে বৈস,
আখেরেতে নেবে যাদু পিরিতের বোঝা।
নদে নিবাসী, নাম সখাদাসী,
জগত বিখ্যাত আমি বৈষ্ণবী ধ্বজা।

প্রহসনশেষের কথা—

সখীদাস—হাঁ প্রাণ বৈষ্ণবী চল।

সখাদাসী—(বিঠ্ঠলের হাত ধরে,) চল বর্থাস্তি ভাতার চল জামাই, চল ভাশুর চল চল। (কর্য়ে, আগে সখাদাসী, পরে দুইজন চলিয়া গেলেক)।"

যাত্রা-চালচলন ও ঢঙ্গের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রথিত পালাসমূহেরও সংস্কার সাধিত হয় এবং যাত্রাসাহিত্যেও মার্জ্জিত ভাষার আদর বাড়িয়া উঠে। সেই সঙ্গে বর্ত্তমানযুগে পাঁচালী, কবি ও জারী গানের রচনায় ও শব্দ যোজনার বিশেষ পারিপাট্যও লক্ষিত হয়। পূর্ব্বকার পাঁচালীর গান যেরূপ ছিল এখন তাহা হইতে ভাষা অনেক মার্জ্জিত ভাবাপন্ন এবং রচনা সুরুচি সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাচীন পাঁচালীগুলি হইতে দাশরথি রায় প্রভৃতি আধুনিক কবিগণের রচিত পাঁচালীগুলিতে সেই পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে বর্ত্তমান। এখন যে সকল পাঁচালীর গান আমরা শুনিতে পাই, তাহার গান ও ছড়ার ভাষা অপেক্ষাকৃত আরও মার্জ্জিত, কিন্তু সখীসংবাদ ও খেউড়ের আসরে আদিরস বা অশ্লীলতার দৌড় নিতান্ত বাড়িয়াছে। [পাঁচালী দেখ।]

হরুঠাকুর, নীলমণি পাটুনি, ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবিওলার গানগুলির রচনা সুন্দর ও ভাববিকাশপূর্ণ। কবিগানের নমুনা যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। [কবি শব্দ দেখ।]

পূর্ব্ব বঙ্গে জারী গানের এখনও যথেষ্ট সমাদর রহিয়াছে। উহা নিরক্ষর কবিগণের রচনা হইলেও উহাতে ভাববিকাশের পূর্ণ উপাদান বিদ্যমান দেখা যায়, কিন্তু ভাষার তাদৃশ পারিপাট্য নাই; তবে সেই নিরক্ষর কবিরা বর্ণনায় যে অকুশল, তাহাও স্বীকার করা যায় না। জারীগান কতকটা কবিগানের মত; দুই দলে প্রশ্নোত্তরে গাওনা হয়। আমরা নিম্নে একটী গানের নমুনা তুলিয়া তাহার রচনার পরিচয় দিলাম—

গান

"মরার আগেতে মর, শমনকে ক্ষান্ত কর,
যদি তা করতে পার ভব পারে যাবি রে মন রসনা।
মৃত্যু দেহ জেন্দা করা থাকতে কেন কর না,
মরার সময় মলে পরে কিছুই হবে না, মরার ভাব জান না।
মরা কি এমনি মজা, মরে দেহ কয় তাজা,
দেহ না ফুলের সাজা, শমন বলে ভয় কিরে তার, কালাকালের ভয় থাকে না।
মার ডঙ্কা ভবের পর, মৃত দেহ জেন্দা ক'রে হবে ভব পার,—
গুরু হবেন কাণ্ডারী এড়াবে অপার বারি, যাবে ভবসিন্ধু পার;
মৈলে মরে দেখেছি, কত দিন বেঁচেও আছি, মরার বসন পরেছি,—
কয়ে জায় তাই পাগলা কানাই;—
আঁখি চক বুজিলে সলোক দেখি মেলে পরে আঁধার হয়,
তাইতে আমার নাইকো এখন মরণ বলে ভয়, তোরা মরবি ক্ষেরে আয়;
আর অধর ধরা জীয়ন্তে মরা, জীব হয়েছে ভজন সারা,
জীবের কিছু জ্ঞান হলো না, ওরে মরার সময় মলে পরে কিছুই হবে না।"

[যারী দেখ।]

চাণক্য শ্লোক—শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিত। চাণক্য রচিত অষ্টোত্তর শত মূল শ্লোকের পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ। এই গ্রন্থে মুদ্রিত পুস্তক অপেক্ষা কএকটী বেশী শ্লোক দেখা যায়। নিম্নে মূল ও অনুবাদের নমুনা দিলাম—

"উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।
উৎসবে ব্যসনে আর রাজার যে দ্বারে।
উপস্থিত হয় যে বান্ধব বলি তারে।
শ্মশান ভুমিতে মিলে রিপু-পরাভবে।
অগ্রগামী বান্ধব বোলি তারে তবে।

চাণক্য শ্লোকের আরও কএকখানি প্রাচীন অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই খণ্ডিত। তাহাতে শ্লোক সংখ্যা কম দৃষ্ট হয়, প্রায়ই অনুবাদকের নাম নাই। আমরা এক খানি গ্রন্থে এইরূপ ৬১ শ্লোকের মাত্র অনুবাদ দেখিয়াছি। তাহাতে নিম্নোক্ত শ্লোকের এইরূপ ভাষা আছে—

"ব্রহ্মহাপি নরঃ পুজ্যো যস্যাস্তি বিপুলং ধনম্।"

* * * * *

"আছম বিপুল ধন যে সবের ঘরে।
ব্রহ্মবধী হইলেও লোকে পুজে তারে।"

১২১৬ মঘীর হস্তলিখিত আর এক খানি পুথির "উৎসবে ব্যসনে চৈব" শ্লোকের অনুবাদের সহিত উপরি উক্ত অনুবাদের বিশেষ পার্থক্য আছে। আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদ অনেকটা সংস্কৃতের অনুকূল নমুনা—

"পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্।

পর হস্তে কার্য্য নাশ করে জেই জন।
সমুখেও কজ প্রিয় মধুর বচন।
বিষ পরিপূর্ণ কুম্ভ মুখে মাত্র ক্ষীর।
এমত দুর্জ্জন মিত্র তেজিবেক ধীর।"

এ সব সুন্দর অনুবাদ পরিত্যাগ করিয়া আজকাল অনেক কবিই এখন অভিনব অনুবাদ করিয়া স্কুলপাঠ্য করিতে চেষ্টা পাইতেছেন; কিন্তু সে অনুবাদ ও এ অনুবাদে অনেক তফাত।

শান্তিশতক—ইহা কবি শিহ্লন মিশ্রের সুপরিচিত গ্রন্থের অনুবাদ। শ্রীরামমোহন স্তায়বাগীশ কর্তৃক অনূদিত। অনুবাদ প্রাঞ্জল ও যথাযথ। গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"বর্দ্ধমান পুরে ধাম, তেজশ্চন্দ্র জাঁর নাম,
মহারাজাধিরাজ বিদিত।
তাঁর রাজ্যে আছে গ্রাম, বল্ গণা বিখ্যাত ধাম,
সাহাবাদ পরগণা ঘটিত।
সেই গ্রাম নিজ ধাম, শ্রীরামমোহন নাম,
উপনাম শ্রীস্তায়বাগীশ।
শান্তিশতকের অর্থ, পয়ারেতে কহে তথ্য,
সুনি সতে করিবে আশিষ।"

অতঃপর মূলগ্রন্থের আরম্ভ। কবির রচনা-কৌশলের নিদর্শন স্বরূপ এখানে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল—

"নমস্তামো দেবান্নমু হতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ,
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা,
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।
প্রণাম করিতে চাহি যত দেবগণে।
বিধাতার বশ তারা বন্দি কি কারণে।
কর্ম্ম ফল বিনা তাঁর সাধ্য নাহি আন।
তবে কি বন্দিব বিধি বলিয়া প্রধান।
মনে বিচারিয়া দেখ কর্ম্মের মহত্ব।
শুভাশুভ ফল যত কর্ম্মের আয়ত্ত।
কি করিবে বিরিঞ্চ্যাদি যতেক দেবতা।
কর্ম্মের প্রণাম যাহা হইতে হীন ধাতা।"

বাঙ্গালী কবিগণ একদিকে যেমন মনোবিজ্ঞানবিষয়ক আধ্যাত্মিক তত্ত্বগ্রন্থের প্রকাশকল্পে মনোযোগী হইয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারা সেই জ্ঞানোন্নতির সোপানকল্পে ধীরে ধীরে অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানাদির আলোচনা করিতেও ত্রুটি স্বীকার করেন নাই। নিম্নে আমরা ঐ শ্রেণীর দু'একখানি মাত্র পুস্তকের পরিচয় দিতেছি:—

জ্যোতিষ।

তাহাৎনামা—এক খানি মুসলমানী ফলিত জ্যোতিষ, প্রকৃত পক্ষে ইহাকে ফলিত না বলিয়া বরং বরাহমিহিরকৃত বৃহৎ সংহিতার ছাঁচ বলা যাইতে পারে। ইহাতে গৃহবন্ধন, খঞ্জনদর্শন, বস্ত্রপরিধান, ভূমিকম্প, গোছল বা স্নান, স্বপ্নফল, চন্দ্রদর্শন, এবং নহছ বা অশুভ যোগাদি মুসলমানের জ্ঞাতব্য বিষয় কয়টী লিপিবদ্ধ আছে। সাহা বদরুদ্দীন পীরের সেবক মুজম্মিল এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। নমুনা—

"এই দোষে মরিবেক গৃহের ঈশ্বর।
এই দোষে অল্প আউ হএ গৃহপতি।
নতু নানা ব্যাধিএ পীড়িব প্রতিনিধি।
ভাদ্র আর আশ্বিন মাসেত নিয়ে ঘর।
সুখ আর ভোগসম্পদ বাড়িব অপার।"

জ্যোতিষের বচন—ফলিত জ্যোতিষের এক খানি সার-সংগ্রহ। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—"অথ পঞ্জিকাপূরণ। বার ইত্যাদি বচন। রবিবার ইত্যাদি শুক্লাতিথি। ২৭ নক্ষত্র। করণ। নন্দা আদি। অমৃতযোগ। মৃত্যুযোগ ত্র্যহস্পর্শ। যাত্রাতে উত্তম, মধ্যম ও অধম নক্ষত্র। বারকলা, কালবেলা। মাসদগ্ধা। দিগ্ দগ্ধা। দিগ্ শূল। যোগিনীর চাল। সপ্তবারের ফলাফল। যোগিনীচক্র ইত্যাদি। রচনার নমুনা—

"দিগ্ দাহে একদিন অকাল জানিবে।
চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণে সাতদিন হবে।
ভূমিকম্প উল্কাপাত তিনদিন দোষ।
ধূম্রকেতু উদয়েতে পঞ্চ দিবস।
গ্রহণ কালেতে যদি এ সকল হএ।
এ দশদিন দুষ্ট মুনিগণে কএ।"

পুথিখানির হস্তলিপির তারিখ ১১৯৪ মাঘি তারিখ ২৬শে ফাল্গুন। সুতরাং তাহারও বহু পূর্ব্বে রচিত।

সামুদ্রিক গ্রন্থ—ফলিত জ্যোতিষোক্ত করতলরেখানির্ণয়। ইহাদ্বারা অদৃষ্ট ফল বলা যাইতে পারে। আমরা দুই খানি গ্রন্থ পাইয়াছি। উভয়েই গৌড়ীয় সাধু ভাষায় অনূদিত।

কাকের বচন—এখানি ফলিত জ্যোতিষোক্ত কাকচরিত্রের অনুবাদ। সন ১১৯৭মঘীর হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে। রচনার নমুনা—

"অগ্নিকোণে বোলে কাক মাংসএ ভক্ষণ।
দক্ষিণেতে বোলে কাক মিত্র আগমন।
নৈর্ঋতকোণে বোলে কাক চিন্তাযুক্ত মন।
পশ্চিমেতে বোলে কাক লভ্য হয় ধন।
বায়ব্য কোণেতে বোলে কাক ফুটএ কণ্টক।
উত্তরেতে বোলে কাক বড়হি সঙ্কট।
শূন্যেতে বোলে কাক বিদেশে গমন।
মান লভ্য হএত ঐশান্ত বোলন।"

খঞ্জনবচন—একখানি ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। খঞ্জনদর্শনের ফলাফল ইহাতে বর্ণিত। দেড়শত বর্ষের পুথি পাওয়া গিয়াছে।

"বৈশাখ মাসেত জদি দেখএ খঞ্জন।
সর্ব্বথায় ধন লক্ষ্য জানিবা কারণ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেত জদি দেখএ খঞ্জন।
ছয় মাসে না মরিলে বৎসরে মরণ॥" ইত্যাদি

দৈবজ্ঞকাহিনী—নবগ্রহের বিবরণ এবং তৎপ্রসঙ্গে তাহাদের প্রভাব, স্থিতি ও যুগধ্বংসাদির পরিচয় আছে। শ্রীমধুসূদন ইহার রচয়িতা এবং ১১৮৪ মঘিতে রামতনু ঠাকুর (আচার্য্য) এই পুথি নকল করিয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং মূলগ্রন্থ তৎপূর্ব্ববর্ত্ত।

খনা ও ডাকপুরুষের বচনের ন্যায় আমরা একখানি স্বপ্ন-বিবরণ পাইয়াছি। রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় কিরূপ স্বপ্ন দেখিলে কিরূপ ফললাভ হয়, গ্রন্থকার তাহাই পুস্তক মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকের নাম স্বপ্নাধ্যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থকারের নাম নাই। রচনার নমুনাস্বরূপ একটু স্বপ্নফল তুলিয়া দিতেছি:—

স্বপ্নাধ্যায়

"স্বপনে জদি পিঠা খাএ রক্ত করে পান।
মহাদুঃখ লাভ হএ বাড়এ সম্মান॥
মোরগ শূকর মেষ হংস পক্ষিগণ।
এই সকল পৃষ্ঠে জেবা করে আরোহণ॥
চারু স্বপন বলি তারে লক্ষ্মীবৃদ্ধি হয়।
মর্য্যাদা মহিমা বাড়ে শত্রুকুলক্ষয়॥" ইত্যাদি

জ্যোতিষ ভিন্ন আমরা অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কএকখানি পুথি পাইয়াছি। শুভঙ্করের মানসাঙ্কপদ্ধতি এবং উপরি বর্ণিত চট্টগ্রামবাসী রামতনু আচার্য্য গুরুমহাশয়েরও কতকগুলি আর্য্যা পাওয়া গিয়াছে। সে আর্য্যাগুলির রচনা সঙ্কেত ভাবিতে গেলে চমৎকৃত হইতে হয়। এতদ্ভিন্ন এই শ্রেণীর কতকগুলি পুস্তক পাওয়া যায়, তাহা পয়ারে রচিত হইলেও এতই দুর্ব্বোধ যে সহজে তাহার পঙ্কোদ্ধার করিবার উপায় নাই। নিম্নে ঐ শ্রেণীর দুইখানি পুস্তকের পরিচয় প্রদত্ত হইল তন্মধ্যে গন্ধর্ব্বরায় (১) বিরচিত একখানি পুস্তক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পুস্তকখানি খণ্ডিত না হইলে উহার সঙ্কেতাদি সহজে বোধগম্য হইতে পারিত। আমরা উদাহরণ স্বরূপ একঅংশ উদ্ধৃত করিলাম—

অথ হরণপূরণং।

"বলন করিএ জাক পুরিলে সে পাই।
ভাগ করিতে হরিয়া যাই॥
হরণে টুটে পুরণে বাড়ে।
হরণ পুরণ হয়ে তরে (?)॥
জা দি পুরি তা দিয়া হরি।
এই মতে জানিব নবযুদ্ধ ধরি॥" ইত্যাদি

(২) "জমাবন্দির বচন" নামে এই শ্রেণীর আর একখানি পুস্তক আছে। তাহা শ্রীজয়নারায়ণ দাস বিরচিত। ইহাতে জমির মাপ ও পরিমাণ নির্দ্দেশের কতকগুলি সঙ্কেত আছে। নমুনা—

"চাকলা বেশী জমার তোলাএ অঙ্কের গণন।
ঘর পণগন্ড গণ্ডা যুগ্ম কর! কি তোলা পূরণ॥
ইজারা বেসি জমার তোলাএ ধরি।
কি তোলাতে নেত্রপণ ৵০ ধর সংখ্যা করি॥" ইত্যাদি

(৩) এই নামের আর একটী ক্ষুদ্র কবিতা আছে। দ্বিজ রামানন্দ জটিল ভূপরিমাণ বিদ্যাকে সাধারণের বোধগম্য করিবার অভিলাষে এই আর্য্যা রচনা করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উপলক্ষে ইহা রচিত হইয়াছিল। নমুনা—

"বাণপণ চন্দ্রগণ্ডা বিছানি কাইচা চৌকি।
হাল বেশী সাত আনা সপ্তদশ গণ্ডা টিকি॥"

এই শ্রেণীতে খনা ও ডাকপুরুষের বচন গণ্য হইতে পারে। ডাক ও খনার কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রথমাংশেই বৌদ্ধযুগের সাহিত্যালোচনা মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। [খনা দেখ।]

ছত্রিশকারখানা—কায়স্থপ্রবর শুভঙ্কর দাস নবাবী আমলের রাজকীয় বিভাগের পরিচয় দিবার জন্য 'ছত্রিশকারখানা' রচনা করেন। গ্রন্থখানি ঐতিহাসিকের নিকট অতি মূল্যবান্ বলিয়া পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই। দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে মুসলমান নবাবসরকারে বিভিন্ন বিভাগে কিরূপ বন্দোবস্ত ছিল ও কি নিয়মে পরিচালিত হইত, শুভঙ্কর সবিস্তার তাহার পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থখানির শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২০০০। এই পদ্য-গ্রন্থে মুসলমান রাজসরকারে ব্যবহৃত বহু পারসী শব্দ দৃষ্ট হয়।

[শুভঙ্কর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য]

একদিকে যেমন ভূগোল, ইতিহাস, কাব্য ও নাটকাদি এবং জ্যোতিষাদি বিজ্ঞান পুস্তক পয়ারাদি ছন্দে রচিত হইয়াছিল, অন্যদিকে সেইরূপ বৈদ্যক পুস্তকগুলিও ভাষা পদ্যে বা গদ্যে রচিত হইয়া সাধারণের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বঙ্গভাষায় বৈদ্যক পুস্তকগুলি সাধরণতঃ কবিরাজী পাতড়া নামে প্রসিদ্ধ। নিম্নে কএকখানির পুস্তকের পরিচয় দেওয়া গেল।

(১) বৈদ্যক গ্রন্থ—পদ্যচ্ছন্দে লিখিত একখানি পুস্তক। ইহার প্রথম ও শেষ পাতা নাই। সুতরাং পুস্তকখানি কত বড় তাহা সহজে নিরূপণ করা যায় না। তবে যে ১৭খানি পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় পুস্তকখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে এবং উহাতে আবশ্যকীয় অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নে তাহার একটু নমুনা দিলাম—

অথ ফুলা মহাকুষ্ঠের লক্ষণ।

"গাও ফুলএ জার অঙ্গুলি খসি পরে।
নাক ফুলিজা চেপ্টা হএ কথ কালে॥

এ সব লক্ষণ জার হএ বিপরীত।
ঔষধ নাহিক তার জানিঅ নিশ্চিত।
চিকিৎসা করিব তাহা জে জন পণ্ডিত।
দৈব যোগে তার ব্যাধি হইল খণ্ডিত।

অথ চিকিৎসা।

কৃষ্ণবর্ণ সর্প মারি জতনে রাখিব।
লেঞ্জ মুণ্ড কাটি তারে রৌদ্রেত শুখাইব।
খাবরিষ বীজ সমে গুণ্ডি করিব।
চারি মাষা প্রমাণে গুণ্ডি তখনে খাইব।

অন্য প্রকার।

কটু তৈল চারি সের আনিব তখন।
সর্প মাংস এক সের আনিব জতন।
চিতামূল দুই সের গন্ধক কুড়ি তোলা।
একত্র করিআ পেষিবেক ভালা।
সিদ্ধ করিয়া তৈল লইব জতনে।
এক মণ্ডন তৈল লাগাইব তখনে।

অন্য প্রকার।

কুম্ভার পোঅনি মত করিবেক গীত।
ভরির কুম্ভারিয়া নোয়া কোরাণের পান।
উপরে লাগাইব চুণা লেপিব সকল।
* লাগাইব চুণা বসিব সত্বর।
অগ্নি জ্বালিআ তাবে করিবেক সেবা।
আচ্ছাদন করি অঙ্গে লইবেক ধূমা।
ক্লেদ সব বাহির হইব * * কারণ।
এই মত সপ্ত দিন শুন মহাজন।

অন্য প্রকার।

নিম্ব পত্র নিম্ব ফল আনিয়ে জতনে।
আমলকী ফল ভবে আনিব তখনে।
সমভাগে লই তারে করিবেক গুরা।
তিন তোলা প্রমাণে খাইব তার চুরা।
দুই তোলা জল তবে করিব অনুপান।
খণ্ডিবেক মহাব্যাধি এই সন্নিধান।

(২) উক্ত নামধেয় অপর একখানি পুস্তক। গ্রন্থকার চট্টগ্রাম পটীয়া-থানা মোহনাবাসী বৈদ্যনাথ ঠাকুর। পত্রসংখ্যা ২৫ দুই পৃষ্ঠায় লেখা। নিম্নে গ্রন্থমধ্য হইতে ওলাউঠা রোগের একটী ঔষধের ব্যবস্থা উদ্ধৃত করিলাম—

"৩ দফে জরমাংতাইর ঝোলা আগা-পাছা নামাইলে তাহার প্রয়োগ—

পীপল—১, গোলমরিচ—১, কাচাহরিদ্রা—১, নেবুর রস—১, শুট—১, লাটাগুলা—১, দারু-হরিদ্রা—১,

এহারে বাটী গুলি বানাই কাচা জল অনুপানে খাইব। পুন ঐকগুলি জল করি চক্ষুতে দিলে বিষ ছাড়িবে। অসুদের পরীক্ষা—এই অসুদে চক্ষুর জল স্রবিব। যদি না স্রবে তবে সে লোক না বাঁচিব।"

এইরূপ পুস্তকখানিতে অনেক বড় বড় রোগের টোটকা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

(৪) কবিরাজী পুথি—পুস্তকখানি বৃহৎ ও লেখা অতি প্রাচীন। নমুনা—

অথ প্রমেহের অউষদ

হলদ্রা ১ এক তোলা কড়ি পোড়া কাফি এক তোলা।

এই দুই বাটিয়া ঠাণ্ডা জলে * * কবি খাইলে, তবে প্রমেহ যাউ ভাল হবে।"

(৫) কবিরাজী পাতড়া—পুস্তকখানি জীর্ণশীর্ণ। অতি প্রাচীন লেখা বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে বহুবিধ রোগের ঔষধাদির ব্যবস্থা দেখা যায়। সর্পমন্ত্রাদিরও সমাবেশ আছে। সুমন্ত্র ও কুমন্ত্র উভয়ই দেখা যায়। জারণ করিবার উপায়গুলি এবং বশীকরণের ঔষধ পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। কোন কোন স্থানে কবচ এবং কোথাও বা মঘাশাস্ত্র মতে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

(১) কুকুরে কামড়াইলে প্রয়োগ, মঘাশাস্ত্র মতে—

আসারআপোক	/· আনা	গোলমরিচ	৵·
আদ্রক	/·	সিংগৃপ্ (?)	/·

এহারে বাটী সাতগুলি বানাই তপ্তজল অনুপানে খাইব। আড়াই প্রহর বাদে কিছু পথ্য খাইব।

শারোয়া গাছর জর ছেচি আদ পোয়া রস লই খাবাইলে প্রতিকার পাইব।

(২) ছোপের কুকম হইলে তাহার প্রয়োগ—

সেতকরবীর জর	১ তোলা
চুক্তিদানা	১
আমলকী	১

এহারে বাটী বরইবিচি প্রমাণগুলি করি কাচা জল অনুপানে খাইব এবং মৎস্য দধি শাক অম্বল না খাইব।

একটী কুমন্ত্র :—

"লা হা ইলাহা ইল্ আ মিল মিল।
ফলনা আসি ফলনার লগে মিল।"

(৬) কবিরাজী পাতড়া—একখানি বৃহদাকার পুস্তক। পুস্তকখানি খণ্ডিত। ৫ হইতে ১০৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। ইহা সম্ভবতঃ নিদানাদি পুস্তকের অনুবাদ। নিম্নে অল্প নমুনা দিলাম—

"মুস্তকং সৈন্ধবঞ্চৈব বৃহতীমূলমেব চ।
যষ্টিমধুং সমাযুক্তং নস্যং তন্দ্রানিবারণম্।"

অস্যার্থ—মোথা, সৈন্ধব, বৃহতী মূল, মধুযষ্টি সমান ওজন চূর্ণ তন্দ্রা নাশ করিব ইতি মূর্চ্ছা ভ্রম তন্দ্রা নিদ্রা চিকিৎসা।

ত্র্যাহিকজ্বর পুস্তক—পদ্যে লিখিত একখানি কবিরাজী পাতড়া। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, এই পুথির পঠন, ও শ্রবণ দ্বারা ত্র্যাহিক জ্বর শান্তি হয়। নমুনা—

"এই পুথি শুনিলে ত্রাহা জ্বর বিনাশয়।
সাক্ষী আছে গঙ্গা দেবি কহিনু নিশ্চয়।
জনার্দ্দন নামে এক ব্রাহ্মণ আছিল।
সেই জ্বরের জন্ম কথা প্রচার করিল।
শুনিলে জে দূর হইব ত্র্যাহিক জে জ্বর।
শুনিব পাঁচালী কিবা রাখিব গোচর।" ইত্যাদি

এতদ্ভিন্ন চিকিৎসাপর্য্যায় ও নিদান নামে তাঁহার রচিত দুইখানি বৈদ্যকগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। উহাদের রচনা প্রণালী উপরি উক্ত গ্রন্থসমূহ হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে।

কবিরাজী ব্যতীত ভূতের প্রকোপনাশ এবং সর্পাঘাতের বিষ নামাইবার জন্য কতকগুলি মন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। রোজারা সাধারণতঃ ঐ সকল মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোন কোন "ঝাড়নমন্ত্র সংগ্রহের" মধ্যে আবার ঔষধাদির ব্যবস্থা দেখা যায়। কোন কোন পুস্তকে আবার সুজ্ঞান ও কুজ্ঞানের মন্ত্র আছে। ভূত ঝাড়া ও সাপের বিষ ঝাড়া মন্ত্রগুলি সাধারণতঃ অশ্রাব্য এবং স্থানে স্থানে উৎকট শব্দসম্পদপূর্ণ। নিম্নে কএকটী ঔষধের বিষয় উদ্ধৃত করা গেল :—

সাপের ঔষধ—তিন বৎসিআ মরিচ গাছের শিকড়। গায়েতে রাখিলে সর্পের ভয় নাই। ছোটজাতি আইস্বর (ঈশের) মূল খাবাইলে বিষ জায়। ইহা সোণালী রূপালী দুই সর্পের ঔষধ জানিবা। অন্য একখানি মন্ত্র সংগ্রহের পুথিতে আবার এইরূপ দেখা যায়—

"সর্প কামড়াইলে বিস বদি জাগে, প্রয়োগ :—

ওল—/০ মাসা, হিঙ্গ—/০ মাসা। করুআ তৈলে বাটি নস লইলে বিস লামে।

২ দফে। জদি বিসের ভাব কিছু থাকে, নিম গোটা বাটি ব্রহ্মতালুতে দিলে বিস লামে।

৩ দফে। বাতি বিআলি জদি কিছুএ কামরাএ ছাগলের লাদি মধু দি পিসি খাএর মুখে দিলে বিস নির্ব্বিস হএ।" ইত্যাদি

গল্প।

আধ্যাত্মিক উন্নতির আশায় এবং মানসিকবৃত্তিনিচয়ের উৎকর্ষতাসম্পাদনের নিমিত্ত বঙ্গীয় কবিগণ একদিকে ধর্ম্মতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থসমূহ ভাষায় রচনা করিয়া বঙ্গবাসীর মনে যেমন বৈরাগ্যের সূচনা করিয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ অপূর্ব্ব আখ্যান পুস্তক রচনা করিয়াও তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ে সংসারোদ্যানের প্রেমপ্রস্রবণের অমৃতময়ী ধারা সিঞ্চন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল উপাখ্যানের অধিকাংশ পুস্তকই কোন না কোন রাজবংশকে উদ্দেশ করিয়া রচিত হইয়াছে; কেন না তাহা হইলে তাহা সাধারণের বিশ্বাস্য হইবে এবং তাহারা সকলে সেই পুস্তক হইতে নীতি সংগ্রহ করিয়া সংসারক্ষেত্রে ন্যায়পর পথে বিচরণ করিতে পারিবে। এই শ্রেণীর কতকগুলি আখ্যান ইতিহাসমূলক, কতকগুলি বা ভিত্তিশূন্য গল্পমাত্র; যাহা হউক, আমরা নিম্নে পয়ারাদিছন্দে ভাষায় রচিত কতকগুলি গল্প পুস্তকের উল্লেখ করিতেছি—

ভ্রমর-পদ্মিনী—একখানি রূপকাখ্যান। ভ্রমর ও পদ্মিনীকে প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর (অথবা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার) আসন দিয়া প্রেমের একটী পরিস্ফুট চিত্র আঁকা হইয়াছে। গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় নাই, শতাধিক বর্ষের হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহা গদ্য ও পদ্যে রচনা। রচনার নমুনা—

"হেম ঋতু যখ দিন ছিলো, তখ দিন ভ্রমর কেতকী ইত্যাদি ফুলের মধু খাইত্তো। পরে বসন্ত ঋতু আইসে উপস্থিত হওয়াতে পূর্ব্বকার আহ্লাদে পদ্মিনীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

শুন শুন ভ্রমরা বন্ধু, খাইয়া কেতকীর মধু,
রঙ্গে ভঙ্গে কৈরে ফের ছলা।
সাধে বোলে যার জাইতে, সাধে এ যেড়াস পথে পথে,
পদ্মিনী হইয়াছে এখন হেলা।
তাইতে তোরে জাইতে বলি, শুনরে কমলের অলি,
প্রেমের কথা ছাপা নাহি রএ।
এখন হইয়া কেতকিনীর বশ, সদাই কর রঙ্গ রস,
দেখ না তোর ঐ চিহ্ন আছে গাএ।"

ভ্রমরের গায় কেতকীফুলের রেণু দেখিয়া পদ্মিনী শ্লেষোক্তি করিতেছে। কিন্তু প্রেমের কি বৈচিত্র্য! অভিমানমগ্না পদ্মিনী স্বীয় প্রিয়তমের আগমনে ব্যথিত হইয়াও দেবতাজ্ঞানে প্রাণবল্লভের চিন্তা করিয়াও মনে মনে যত দেবতার চিহ্ন স্মরণ করিয়া এইস্থলে তাহার একটী তালিকা দিতেছেন :—

"ব্রহ্মার চিহ্ন চতুর্ম্মুখ কমণ্ডলু করে।
বিষ্ণুর চিহ্ন চতুর্ভুজ গদাচক্র ধরে।"

স্থানে স্থানে রচনা এত সুন্দর যে তাহা প্রেমবিহ্বল বৈষ্ণবের হৃদয়তন্ত্রে ঘন ঘন আঘাত করিতে থাকে। কথাগুলি সখীভাবের সুন্দর উদাহরণ—

"কৃষ্ণ প্রেমে ব্রজাঙ্গনা কথ দুঃখ পাইলে।
কাল কোকিলের স্বরে বিরহিণী জ্বলে।
কালো নয়নের তারা দুই কুল মজায়।
কালো জন দেখিলে পরে দ্বিগুণ মজা হয়।
জার রূপে এ তিন ভুবন হয় আলো।
সেই হৈলো কলঙ্কের শশী কলঙ্কের কালো।
তুমি ত ভ্রমরা কালো আমি তোরে জানি।
দেখ মধুদান দিএ তোরে হইলাম ভিখারিণী।"

শীত-বসন্ত—একখানি রূপক। প্রায় "বিজয়-বসন্তের" ছাঁদেই রচিত। কুটিল চক্রজালে জড়িত শীত ও বসন্ত নামক দুই রাজপুত্রের কাহিনী পুস্তক মধ্যে বর্ণিত। পুস্তকখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। রাজা বিমাতার কোপে নিজ পুত্রদ্বয়কে লইয়া

সিংহাসনে উপবেশনের কথা আছে। তাহার পর, শীত ও বসন্তের রাজ্যত্যাগ, কাঞ্চীপুরে গমন ও রাজকন্যা-বিবাহ ইত্যাদি পূর্ব্বঘটিত ঘটনাসমূহের সংক্ষেপ পুনরাবৃত্তিসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ও বর্ণিত আছে। গ্রন্থকার বাণীরাম ধর। রচনা নিতান্ত মন্দ নহে।

চন্দ্রকান্ত—একখানি উপাখ্যান। বীরভূমবাসী শ্রীকান্ত সদাগরের পুত্র চন্দ্রকান্তের বাণিজ্যগমন ও তদানুষঙ্গিক কতকগুলি অবান্তর বিষয় লইয়া পুস্তকখানির কলেবর পুষ্ট হইয়াছে। চন্দ্রকান্ত শান্তিপুর নিবাসী রত্নদত্ত সদাগরের কন্যা তিলোত্তমার পাণিগ্রহণ করেন। স্থান বিশেষে রচনা মাধুর্য্য এবং ভাষা ও ভাব বড়ই তৃপ্তিপ্রদ। গ্রন্থকার জাতিতে বৈদ্য—নাম গৌরীকান্ত রায়। তিনি সাধুপুত্রকে যে পথে বাণিজ্যযাত্রা করাইয়াছিলেন সেটী এই—

"তিন দিন বাইয়া আইল কত দূরে।
উপনীত হৈল আসি ভাগীরথী তীরে।
অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ দরশন করে।
বাতাস ভরেতে ডিঙ্গা আইল শান্তিপুরে।
শান্তিপুরে আসি সাধু কর্ণধারে কয়।
এখানেতে রাখিতে তরি উচিত না হয়।
ডাহিনেতে গুপ্তিপাড়া সম্মুখে সোমড়া।
ঐ ঘাটে রাখ ডিঙ্গা সাবধান চড়া।
বাহ বাহ বলে তবে সাধুর তনয়।
ত্রিবেণী আসিয়া তরি উপনীত হয়।
ডাহিন বামেতে গ্রাম কত এড়াইল।
নিমাই তীর্থের ঘাটে সে দিন রহিল।
প্রভাতে সাধুর সুত বলে বাহ বাহ।
বাম ভাগে রহিল শ্রীপাট খড়দহ।
গঙ্গার দুয়ার দিয়া যায় কালীঘাটে।
সাধুর নন্দন তবে উঠে গিয়া তটে।
মায়েরে প্রণাম করি চড়ে গিয়া নায়।
সেই দিন রাতারাতি হাত্যাগড় যায়।
বাহ বাহ নাবিক দাঁড়েতে দেহ ভর।
মহাতীর্থস্থান আইল গঙ্গাসাগর।
এইরূপে কত দূর বাহিয়া চলিল।
হিজুলি ছাড়িয়া ডিঙ্গা সমুদ্রে পড়িল।
শুনিয়া জলের ডাক কম্পিত হৃদয়।
চিন্তিত হইল বড় সাধুর তনয়।
চন্দ্রকান্তে সান্ত্বনা করিয়া পুনর্ব্বার।
হরিবোল বলিয়া চলিল কর্ণধার।
জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রণমিয়া।" ইত্যাদি

সমস্ত পুথিখানিতে পয়ার, ত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, বড় ত্রিপদী ও তোটকছন্দে লিখিত কবিতা আছে।

কবি পুস্তকের ভণিতায় রাশিগত নাম ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রকৃত নাম কালীপ্রসাদ দাস। গ্রন্থকার এইরূপে স্বীয় পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"রাশি নামে ভণি আগে করেছি রচন।
এখন বিশেষ কহি নিজ বিবরণ।
কলিকাতা মধ্যে সুতানুটীতে নিবাস।
বৈদ্যকুলোদ্ভব নাম মাণিক্যরাম দাস।
কালীপ্রসাদ দাস তাহার নন্দন।
রচিল পুস্তক চন্দ্রকান্ত উপাখ্যান।
লইয়ে শ্রীদেবীচরণের অনুমতি।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ চন্দ্রকান্ত ইতি।
শ্রীল শ্রীযুক্ত দেবীচরণ প্রামাণিক।
জনক উৎসবানন্দ পরম ধার্ম্মিক।
সুশীল সম্পন্ন গুণে বিদিত সংসার।
পিতামহ রাজচন্দ্র ধন্য কীর্ত্তি তার।
মাতামহ কীর্ত্তিচন্দ্র কারস্করমা নাম।
কীর্ত্তিবন্ত শান্ত দান্ত সর্ব্ব গুণ ধাম।"

সুলোচনা-হরণ—উষাহরণের অনুরূপ উপাখ্যান। উভয় গ্রন্থ মধ্যে পার্থক্য এই,—প্রথমোক্ত পুস্তকের ঘটনা দেবলীলাবিষয়ক এবং বাণযুদ্ধই উহার উপসংহার; কিন্তু এই দ্বিতীয় পুস্তকের বর্ণনা অন্যরূপ। সুলোচনা চন্দ্রবংশোদ্ভবা কোন রাজকুমারী। মাধবকুমার ও বিদ্যাধর নামক দুই রাজপুত্র তাঁহার প্রণয়াভিলাষী। গঙ্গিনী নাম্নী কোন মালিনী মাধবের সহিত সুলোচনার সম্মিলনের ঘটকালীতে নিযুক্তা। মাধবকুমার সুলোচনাকে হরণ করিয়া লওয়ায় বিদ্যাধর জাহ্নবীসলিলে দেহরক্ষা করিতে উদ্যত হন। এই পুস্তকের একস্থলে আছে সুলোচনা দময়ন্তীর ন্যায় অগ্রেই মাধবকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিল। স্বয়ম্বর সভা হইতে প্রচেষ্টা নামক এক দুর্ম্মতিকর্ত্তৃক অপহৃতা হইলে মাধব তাঁহাকে উদ্ধারের জন্য দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন। সুলোচনার এই সময়ের বিলাপ মন্দ নয়।

"এক রাজার সন্ততি, বিদ্যাধর নামে খ্যাতি,
আমা হেতু আইলা পিতৃপুরে। * * *
অন্তরে নৃপবরে, সুবেশ করিআ মোরে,
আনিলেক বর বিদ্যমানে।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা স্মরি, মাধবেরে মনেতে করি,
বাম হস্ত তুলিলুম তখনে। * * *
আমার কর্ম্মের ভোগ, তাহে হইল অসংযোগ,
হরিয়া আনিল দুষ্টমতি।
পাপিষ্ঠ কপালে জানি, কি লিখিল বিধি পুনি,
সেবক হইল মোর পতি।"

শশিচন্দ্রের কথা—রামজি দাস বা রামজয় দাস বিরচিত।

গল্পটী এই—কাঞ্চননগরের রাজা বিকর্ণের বিষমুখী ও তারাদেবী নামে দুই মহিষী ছিল। রাজা তারাদেবীকেই বিশেষ ভাল বাসিতেন, তাহা সপত্নী বিষমুখীর অসহ্য হইল। সে একদিন কৌশলে রাজাকে বলিল, মহারাজ আমি ও তারা আপনার পত্নী, কিন্তু কে আপনার অধীন এই কথা তারাকে জিজ্ঞাসা করুন। সে আরও বলিল :—

"যে তোমার অধীন নহে করে অহঙ্কার।
তাহাকে তেজিবা তুমি সমুদ্র মাঝার॥"

তদনুসারে রাজা তারাকে প্রশ্ন করিলে, তারা দেবী উত্তর করিলেন—

"ব্রহ্মা সৃজএ সৃষ্টি শিবে সংহারএ।
পালন করাএ লোকে প্রভু দয়াময়।
হরি বিনে সংসারেতে কেবা আছে আর॥
তুমি আমি সকলের জোগাএ আহার॥
কিন্তু লক্ষ্য করি দেছে শুন প্রাণনাথ।
ধর্ম্ম জানি কহিলাম তোমার সাক্ষাৎ॥"

বিষমুখী রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু তারাদেবী রাজাকে উপলক্ষ মাত্র বুঝাইয়া দিলেন, তাহাতে তারাদেবীর প্রতি রাজার ক্রোধ হইল। তিনি স্বীয় প্রিয় মহিষীকে সমুদ্র জলে ভাসাইয়া দিতে কোতওয়ালের প্রতি আদেশ করিলেন। অবিলম্বে রাজাদেশ প্রতিপালিত হইল। তারাদেবী এই সময়ে গর্ভিণী ছিলেন। নির্ব্বাসনের পর তাঁহার গর্ভে শশিচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। শশিচন্দ্রই গল্পের নায়ক। গল্পটী দীর্ঘ, আনুষঙ্গিক অনেক অদ্ভুত ঘটনার পর, রাজা, রাণী ও রাজপুত্র আবার সকলে সম্মিলিত হইলেন।

সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান কবি আলাওল সাহেব তাঁহার লোর-চন্দ্রাণী গল্পের মধ্যে এই উপাখ্যানটী গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে শশিচন্দ্র আনন্দবর্ম্মা এবং তারা রতনকলিকা ও রাজা বিকর্ণ উপেন্দ্রদেব নামে পরিচিত।

বত্রিশ-সিংহাসন—এ পুস্তকের পরিচয় দিতে হইবে না। রাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা ভোজ প্রসঙ্গে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার কথা। ভাষা মার্জ্জিত ও সুন্দর। পুস্তকখানি বৃহৎ, দুঃখের বিষয় পুস্তকের শেষাংশ নষ্ট হওয়ায় গ্রন্থকারের নাম পাওয়া গেল না।

কলিকাতা বটতলায় মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে কালীপ্রসন্ন কবিরাজকৃত একখানি বত্রিশ-সিংহাসন পাওয়া যায়। এই কালীপ্রসন্ন কবিরাজ এবং চন্দ্রকান্ত, বেতাল পঞ্চবিংশতি ও ভানুমতীর উপাখ্যান রচয়িতা কালীপ্রসাদ কবিরাজ ওরফে গৌরীকান্ত রায় এক ব্যক্তি কি না? তবে নামের শেষে "প্রসন্ন" ও "প্রসাদ" লইয়াই একটু গোল রহিয়া গেল।

কামিনীকুমার—একখানি গল্প পুস্তক। আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। গল্পের সারাংশ ধর্ম্মের জয়। গ্রন্থকার ভণিতায় কালীকৃষ্ণ দাস নাম দিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থশেষে কালীকৃষ্ণ নামের এইরূপ নিরুক্তি আছে—

"কালিকার দাস দ্বিজ বৈদ্যনাথ দীন।
শ্রীমধুসূদন কৃষ্ণদাস দীন হীন॥
দুই নামে এক নাম কালীকৃষ্ণ দাস।
বিরচিয়া নব বাক্য করিলা প্রকাশ॥"

ইহাতে অনুমান হয় যে, দ্বিজ বৈদ্যনাথ ও শ্রীমধুসূদন এক যোগে ঐ পুস্তক রচনা করিয়া কালীকৃষ্ণ দাস নামে ভণিতা দিয়াছেন।

শুকাখ্যান-লহরী—ইহা একটী গল্প। রাজার প্রতি শুকের উপদেশই ইহার বর্ণনীয় বিষয়। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের প্রথমে মুদ্রিত "তোতার ইতিহাস" গ্রন্থ হইতে ইহা স্বতন্ত্রভাবে রচিত। রাজা বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যানে ও ভানুমতী বিষয়ক প্রচলিত গল্প-সমূহে আমরা শুকপক্ষীর মুখে অনেক রাজনৈতিক বিষয়ের এবং রাজকুলনারীগণের চরিত্রসম্পর্কে অনেক গূঢ়-রহস্যের কথা শুনিয়াছি। আলোচ্য গ্রন্থখানিতেও সেই ভাবেই গল্পগুলি বর্ণিত আছে। তবে গ্রন্থকারের হাতে স্থানের নাম ও রাজা প্রভৃতি নায়কনায়িকার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। চট্টগ্রাম পটীয়াথানার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডীবাসী সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺ষষ্ঠীচরণ মজুমদার ইহার প্রণেতা। গ্রন্থে যেখানে শুকপক্ষী রাজবিবাহের উপদেশ দিতেছে, সেইস্থল হইতে একটু নমুনা উদ্ধৃত করিলাম—

"শুক বলে শুন দ্বিজ বচন আমার।
বিবাহের উপদেশ শুন কহিএ রাজার॥
শান্তিপুর গ্রামে এক আছএ বাহ্মন।
আদিকান্ত নামে রাজা অলজ্ব্য বচন॥
সেই রাজার কন্যা এক নামে চন্দ্রাবলী।
তাহার স্ত্রীর নাম হএত কুন্তলী॥" ইত্যাদি

বেতাল-পঞ্চবিংশতি—উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য তালবেতাল সিদ্ধ ছিলেন। সেই তালবেতালের সহায়ে রাজা অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই সকল ঘটনাগুলি "বেতাল-পঞ্চবিংশতি" নামে জনসমাজে প্রচারিত আছে। সংস্কৃত হইতে হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে। মোটের উপর গল্পগুলি বেশ উপাদেয়। আলোচ্য পুস্তকের ভাষা সুন্দর ও সরল।

গ্রন্থ মধ্যে সর্ব্বত্র কালিদাসের এবং একস্থলে দিগম্বরদাসের ভণিতা আছে, অথচ পুথির প্রারম্ভে "শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং, বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থ কালীপ্রসাদ কবিরাজের কৃত" লেখা

দেখিয়া মনে হয়, 'চন্দ্রকান্ত' উপাখ্যান প্রণেতা বৈদ্যবংশীয় গৌরীকান্ত দাস যেমন কালীপ্রসাদ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থেও কবি সেইরূপ কালিদাস এবং দিগম্বরী বা দিগম্বর দাস নাম ধারণপূর্ব্বক কাব্যের ভণিতায় আপনাকে জাহির করিয়া থাকিবেন। পুস্তকখানি আদ্যন্ত আলোচনা করিলে মনে হইবে চন্দ্রকান্তরচয়িতা কালীপ্রসাদ কবিরাজও এই গ্রন্থোক্ত কালিদাস বা কালীপ্রসাদ কবিরাজ একই ব্যক্তি! উভয়ের পয়ার রচনায় ভাষাগত অনেক সাদৃশ্য আছে।

ভানুমতীর উপাখ্যান—মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পত্নী ভানুমতীকে লইয়া পুস্তকখানি রচিত। ভানুমতী সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী শুনা যায়। একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য রাজসভায় সমাসীন আছেন, এমন সময়ে জ্যোতিষাদি শাস্ত্রবিষয়ে কথায় কথায় তর্ক উঠায় মহাকবি কালিদাস বলিয়াছিলেন, মহারাজ ভানুমতীর উরুদেশে একটী কৃষ্ণতিল আছে। রাজা উৎকণ্ঠিত হইয়া তদ্দণ্ডেই সেই তিল প্রত্যক্ষ করিলেন এবং রাণীর চরিত্রে সন্দিহান হইলেন, ভানুমতী অবশ্যই কালিদাসের সহিত গুপ্তপ্রণয়ে আবদ্ধ, তাহা না হইলে কবি কালিদাস কিরূপে তিলের বিষয় অবগত হইবে। এই বিষয়ে ইতস্ততঃ চিন্তা করিয়া রাজা কালিদাসকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। দৈবাৎ রাজকুমার মৃগয়ায় গমন করিয়া বনমধ্যে ভল্লুকহস্তে নিগৃহীত হন। এইখান হইতেই 'সসেমিরা' রোগের উৎপত্তি। রাজপুত্রকে বনমধ্যে ভল্লুকবর যে নীতি কথা শিখাইয়াছিল, রাজপুত্র সেই শ্লোকচতুষ্টয় ভুলিয়া কেবল সেই চারিটী শ্লোকের আদ্যক্ষর "স সে মি রা" শব্দটী মনে রাখিয়াছিলেন। তাই রাজপ্রসাদে আসিয়াও তাঁহার মুখে কেবল 'সসেমিরা' বুলি ভিন্ন কিছুই বহির্গত হইতে লাগিল না। রাজা পুত্রকে উন্মাদজ্ঞানে নানা বৈদ্যের ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। তখন সকলেই বিচঞ্চল হইল। নির্ব্বাসিত কালিদাস গোপনে রমণী বেশে তখন নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজপুত্রের এবম্বিধ রোগের কথা শুনিয়া স্নেহ ও কুতূহল পরবশ হইয়া রাজপুত্রের রোগারোগ্য কামনায় বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি রাজপুত্রের রোগারোগ্য করিতে পারি, কিন্তু কুলললনা সর্ব্বসমক্ষে সভায় বসিয়া থাকিতে পারিব না। আমার জন্য সভামণ্ডপে একটী বস্ত্রের কাণ্ডার করিয়া দিতে হইবে।" রাজা পারিষদের মুখে এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রের হিতার্থ বস্ত্রের কাণ্ডার করিয়া সেইস্থলে কুলললনারূপী কালিদাসকে আনাইলেন। কালিদাস রাজপুত্রের মুখে "সসেমিরা" শুনিয়া একে একে ভল্লুককথিত চারিটী নীতি শ্লোকের আবৃত্তি করিলেন। রাজপুত্রের তাহাতে চৈতন্যোদয় হইল; তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তখন সেই নারীমূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে কুমারী! তুমি গৃহবাস কর, কখনও অরণ্যে গমন কর না, তবে কিরূপে তুমি বনমধ্যে রাজপুত্র ও ভল্লুক ঘটিত ব্যাপার অবগত হইলে? তাহার উত্তরে কালিদাস বলিলেন—

"দেবগুরুপ্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতি।
তদাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা॥"

এই কথা শ্রবণে রাজার চমক ভাঙ্গিল, তিনি সাদরে পটান্তরাল হইতে কালিদাসকে সর্ব্বসমক্ষে আনয়ন করিলেন। বিদ্যোৎসাহী রাজা কালিদাসের বিরহে যেরূপ কাতর হইয়াছিলেন, আজ তাহাকে পাইয়া এবং তাঁহার দ্বারা পুত্রের রোগমুক্তি হইতে দেখিয়া অতীব আহ্লাদে নিমগ্ন হইলেন। সেইদিন হইতে রাজমহিষী ভানুমতীর কলঙ্ক অপনোদিত এবং সর্ব্বত্র কালিদাসের প্রভাব বিস্তৃত হইল। এতদ্ভিন্ন ভোজরাজকন্যা ভানুমতীকে লইয়া আরও কতকগুলি উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থরচয়িতা বৈদ্য গৌরীকান্ত রায় সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত কবিরাজ কালীপ্রসাদই হইবেন। তিনি একজন উচ্চদরের কবি ছিলেন, আলোচ্য কাব্যে তাঁহার কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় আছে।

ইহা ছাড়া মুসলমানী সাহিত্যে আরও কতকগুলি গল্পের পরিচয় দিয়াছি।

রাজকুমারের হত্যাকাণ্ড—একটী ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। যশোর জেলার অন্তর্গত মধুমতীতীরবর্ত্তী কীর্ত্তিপাশা গ্রামের ভূম্যধিকারী রাজকুমার বাবু কাছারিতে যাইয়া নিকাশ তলব করিলেন। তাহাতে তাঁহার তহবিল তছরুপকারী দেওয়ান কিশোরী মহালানবিশ বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে ইহধাম হইতে অপসৃত করেন। গঙ্গারাম দাস এই কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন। কোন্ সময়ে এই ঘটনা ঘটে, বিশেষ অনুসন্ধান করিলে তাহা কবিতার আনুষঙ্গিক বিবরণ হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে। নমুনা—

"দেওান তার কুলাঙ্গার কিশোর মহানিশ।
মেশ্রীতে মিশাইআ দিল হলাহল বিষ॥
ছিল তার মনে এতদিন পুরাইল মনের আশা।
নিকাশে নিকাশ দিল সোনার কীর্ত্তিপাশা॥ * *
মনে ভাবে বাদ্সা হবে এটা মনে জ্ঞানে।
তাহাতে পাবণ্ড হইল চন্দ্রকুমার সেনে॥ * * *
ঝড় ফেরেবরাজ ইংরাজ সহায় করিয়া।
মহানিশের বংশে বাতি দিলেন জ্বালিআ॥"

বাত্যাবর্ত্ত-বিবরণ—চট্টগ্রাম প্রদেশের একটী ভয়ানক ঝড় লইয়া এই সন্দর্ভটী লিখিত। গ্রন্থকর্ত্তার নাম নরোত্তম [কেরাণীদেব] তিনি শাণ্ডিল্য গোত্র গোবিন্দরামের পুত্র। সাকিন কধুরখালি

(চট্টগ্রাম)। কবি ঝড়ের উৎপত্তি কালের এইরূপ কালনির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"এগার শত সাত্তপঞ্চাশ মঘি জ্যৈষ্ঠমাস।
সন্ধ্যাকালে বুধবার প্রতিপদ প্রকাশ।
তৃতীয় বিংশতি তারিখ জ্যৈষ্ঠমাস ছিল।
পূর্ব্বভাগ হোতে পুনি বাতাস উঠিল।"

প্রাচীন গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস।

(ইংরাজ-প্রভাবের পূর্ব্ব-সাহিত্য)

বাঙ্গালায় ইংরাজ শাসনাধিকার-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বঙ্গীয় কবিগণ বাঙ্গালা-সাহিত্য পরিপুষ্টির জন্য পদ্য-সাহিত্য ব্যতীত কতকগুলি গদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থ সাধারণতঃ দেশীয় কথিত ভাষায় গ্রথিত। দেশীয় অজ্ঞলোকদিগকে ধর্ম্মতত্ত্ব-শিক্ষা দিবার জন্য পরবর্ত্তিকালের বিভিন্ন মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ পদ্য ভাঙ্গিয়া এক প্রকার গদ্যে অনেকগুলি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। ঐ প্রাচীন গদ্যের ভাষা তাদৃশ সরল ও বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ন্যায় সুললিত বা ওজস্বিতাপূর্ণ না হইলেও ভাষাতত্ত্ব হিসাবে সেই গ্রন্থগুলি অতি অমূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই কারণে সেই প্রাচীন গদ্য-সাহিত্যকে ইংরাজাধিকারের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বিভাগে বিভক্ত করিয়া আমরা ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলাম।

বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলনের উপাদান নিরতিশয় অল্প। ছন্দোবদ্ধ ভিন্ন পুস্তকবিরচন আদৌ যেন শোভনীয় নহে, ইহাই সেকালের হিন্দুকবিগণের চিরন্তনী ধারণা ছিল। সংস্কৃত ভাষায় গদ্য-কাব্যের সংখ্যা অতি অল্প। চম্পুর সংখ্যাও অধিক নহে। সর্ব্বত্রই পদ্যের অবাধ প্রসার ছিল। কাব্য গ্রন্থাদি পদ্যেই বিরচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু প্রাচীন হিন্দুগণের যোগ, জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থই ছন্দোবন্ধে বিরচিত হইত। পদ্যরচনার এই বলবতী স্পৃহা প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থকার মহোদয়গণের হৃদয়েও সংক্রামিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের যে সকল গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে,তন্মধ্যে অধিকাংশই পদ্যে বিরচিত। সুতরাং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অল্পাংশমাত্র এস্থলেই আলোচনার বিষয়ীভূত হইতেছে।

শূন্যপুরাণ, চৈতন্যরূপপ্রাপ্তি প্রভৃতি কএকখানি প্রাচীন গদ্যের নিদর্শনস্বরূপ গদ্যপদ্যমিশ্রিত গ্রন্থ ব্যতীত, আমরা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ বাঙ্গালায় ইংরাজশাসনপত্তনের শতাব্দাধিক বর্ষ পূর্ব্বে রচিত কতকগুলি গদ্য গ্রন্থের পরিচয় পাই। ঐ সকল গ্রন্থের ভাষা, ইংরাজাধিকারের পরবর্ত্তী রামমোহন রায়, রামরাম বসু প্রভৃতির সঙ্কলিত গ্রন্থের ভাষা হইতে কোন অংশে হীন নহে। উহাতে বাক্যাড়ম্বর ও সমাসের বাহুল্য নাই—উহাদের ভাষা সরল। তন্মধ্যে বেদান্তাদি দর্শনের অনুবাদ, ব্যবস্থাতত্ত্ব, বৃন্দাবনলীলা, ভাষাপরিচ্ছেদের অনুবাদ এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালা ১১৮১ সালের হস্তলিখিত নব্যনৈয়ায়িকগণের ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের ভাবাক্রান্ত একখানি বঙ্গানুবাদ গদ্য গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থখানি রামমোহন রায় মহাশয়ের আদ্য গ্রন্থ হইতেও অন্ততঃ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, ইহাই অনুমিত হয়। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থখানি দার্শনিক হইলেও রচনাপ্রণালী অতীব প্রাঞ্জল, ও সুখবোধ্য। "বৃন্দাবনলীলা" নামক একখানি প্রাচীন গদ্য গ্রন্থ প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, উহা ভাষাপরিচ্ছদের বঙ্গানুবাদ হইতে প্রাচীনতর বলিয়া অনুমান হয়; কিন্তু বিষয় গুণে রচনা অতীব সুমধুর হইয়াছে। উহার বাক্য-গ্রথনপ্রণালী বেশ প্রাঞ্জল, আধুনিক রচনা হইতে পার্থক্য অতি অল্প এবং ভাষাও বিশুদ্ধ। যে সময়ে গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে, সে সময়ের গদ্য ভাষা আরবী, পারসী ও হিন্দুস্থানী শব্দের গুরুতর ভারে ভারাক্রান্ত; অথচ এই গ্রন্থখানির ভাষায় কোন প্রকার আবর্জ্জনা প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। বঙ্গীয় কাব্যের কোমল ঝঙ্কারে, সংস্কৃত শব্দের সরল সুললিত পদবিন্যাসে, অথচ ব্যাকরণের বিধিবদ্ধ বাক্যগ্রন্থনে এই গদ্য পুস্তকখানি গদ্যের আদর্শরূপে পরিগৃহীত হইবার উপযুক্ত। এই গ্রন্থের রচনা হইতে বুঝা যায় যে, উহা ইংরাজ-প্রভাবের পূর্ব্বে অথবা সমকালে রচিত হইয়াছিল। অনেক সাহিত্যরথও সেকথা স্বীকার করিয়াছেন; তাহা হইলে রামমোহন রায় মহাশয়ের প্রতিমাপূজার-প্রতিবাদ, অথবা রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্যচরিত্র কোন ক্রমেই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গদ্য-সাহিত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

এদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন এবং গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষাতেই গ্রন্থ লিখিতেন, তৎকালে ভাষাতে গ্রন্থ-বিরচন তত সম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হইত না। যাহারা ভাষায় লিখিতেন, তাঁহারা কথন-ভাষায় পুস্তক লিখিতেন না। কথন-ভাষা জনসাধারণের নিকট আদরণীয়ও হইত না। যাহা সর্ব্বত্র সুলভ, তাহার আদর কোথায়? এইরূপ বহু কারণে প্রাচীন সময়ে বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্যের প্রতি লেখকগণের চিত্তবৃত্তি আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু তথাপি এক বারেই যে গদ্যে কোন গ্রন্থ লিখিত হয় নাই, আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি না। বিরল-প্রচার ছিল বলিয়া হয়ত সেই অল্প সংখ্যক পুস্তকের প্রায় সকল গুলিই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অথবা গুণিগণের নয়নান্তরালে

কত পল্লীর কত প্রাচীন পেটিকায় বিবিধ প্রকার কীটরাশির বসনার তৃপ্তি সাধন করিতেছে।

যাহাই হউক, বর্ত্তমান সময়ে যে কয়েকখানি গদ্য পুস্তক আমাদের জ্ঞানগোচরে উপনীত হইয়াছে, আমরা ভাষাবিজ্ঞানের বর্ত্তমান আলোকে সেই সকল পুস্তক হইতেই প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যের উৎপত্তি, বিকাশ ও প্রকৃতিসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

শূন্যপুরাণ

১ শূন্যপুরাণ—রামাই পণ্ডিতকৃত ; এখানি বৌদ্ধপ্রভাব কালের পদ্যগদ্যময় বাঙ্গালা পুস্তক। এই পুস্তক খানিতে পদ্যের অংশই অধিক, স্থানে স্থানে গদ্য রচনাও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে সপ্রমাণ হইয়াছে এই পুস্তকখানি প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। ইহার সবিশেষ বিবরণ বাঙ্গালা ভাষার পদ্য-সাহিত্য বিবরণে দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকে লিখিত গদ্যের নমুনা এইরূপ :—

"পশ্চিম দুআরে কে পণ্ডিত। সেতাই জে চারি সঞ গতি আনি লেখ্যা। চন্দ্রকটাল জে জে যহুয়া ষটদাসী, দূত নহি ডরায় তুমারে দেখিআ। চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমাণ করে। দূত যমের বিদ্যমানে। লঙ্কার দুআরে কে পণ্ডিত। নিলাই যে আট সঞ গতি আনি লেখ্যা। হনুমন্ত কটাল জে চরিত্র ষটদাসী দূত নহি ডরাঞ তুমারে দেখিআ। যমরাজ বৈসেআছে ধরাজ সিংহাসনে।" ইত্যাদি

ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী লেখক গদ্য লিখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন কি না জানা যায় না। রামাই পণ্ডিত স্থানে স্থানে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এইরূপ গদ্য লিখিবার চেষ্টা করিয়াও পদ্য-রচনার কুহকিনী আকর্ষণী শক্তির হস্ত এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহার লিখিত গদ্যও যেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা পদ্যেই পরিণত হইয়াছে। এই গদ্যের পদসংস্থান পদ্যের রীত্যনুযায়ী বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি

২ চৈতন্যরূপ-প্রাপ্তি—এখানি ক্ষুদ্র পাতড়া পুস্তক। চণ্ডীদাস ঠাকুর কৃত বলিয়া লিখিত আছে। ইহার যে নকল পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা বাং ১০৮১ সালের লিখিত। এই পুস্তকখানির আরম্ভ এইরূপ :—

"চৈতন্যরূপের রা চ অধরূপ নাড়ি (নাড়ী?)। রা অক্ষরে রাগ নাড়ি। চ অক্ষরে চেতন নাড়ি। র এতে চ মিশিল, রা এতে বসিল। ইবে এক অঙ্গ নাড়ি। রাগ রতি। নাড়ির নাম সুধা। সেই নাড়ি সাতাইশ প্রকার। কোন্ কোন্ নাড়ি রাগ রতি। আদৌ (১) ভাব নাড়ি, (২) রসমোহন, (৩) চিত্রপ্রকাশ, (৪) রসপ্রকাশ, (৫) রসোল্লাস। (এইরূপ সাতাইশ "নাড়ির" নাম লিখিত হইয়াছে, অতঃপর লিখিত হইয়াছে) * * রস-বিলাপন জিহ তিহ রজকিনী নাড়ি। * * এই দুই নাড়ি শ্রীমতীর অধর হৈতে সব অঙ্গে বৈসে। (অতঃপর প্রতিপৎ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রত্যেক তিথিতে রতির স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উহার পরে লিখিত হইয়াছে—) জিহ রজকিনী তিহ রাগময়ী। রাগ আত্মা শ্রীমতীর অঙ্গ এক হন। জিহ চেতন রূপ তিহ চণ্ডীদাস। কার দেহ। শ্রীমতীর অন্তরঙ্গা দেহ। রজকিনী কার দেহ। চণ্ডীদাসের অন্তরঙ্গা দেহ। এই দুইজন শ্রীমতীর অন্তরঙ্গ নাড়িতে। এই দুই দেহ শ্রীমতীর অন্তরঙ্গা নাড়িতে এক দেহ হইল। তপ্তকাঞ্চনরূপে তিন এক-বর্ণ। তিন এক প্রকৃতি। এক ভাব নগরে একুই ভাবে একুই রতি। * * রাগময়ী আত্মাতে বিহার করেন। জিঁহ রজকিনী তিহঁ রসমোহিনী। শ্রীমতী রমণকে মোহিত করে। সেই মুখপদ্ম কুমরিয়া বর্ণ হয়ে। চ কে র কৈল র কে বা কৈল।" ইত্যাদি

ইহাই চণ্ডীদাস ঠাকুররচিত গদ্যের নমুনা। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার গদ্য রচনার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তবে চণ্ডীদাস যে পদ্যে ভজনসাধনতত্ত্ব লিখিয়াছেন, অনেকে সেই প্রহেলীর ভাষা পাঠ করিয়াছেন। "চৈতন্যরূপপ্রাপ্তি" পুস্তক-খানিই সম্ভবতঃ পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এ পুস্তকখানি সহজিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাধন সম্বন্ধীয় আদি-পুস্তক বলিয়া অনুমিত। সহজিয়াদের উপাসনায় তান্ত্রিক মত ও অদ্বৈতবাদীদের মতের প্রভাব অনেকটা মিশিয়া গিয়াছিল। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের সাধনপ্রণালী হইতে উঁহাদের সাধনপ্রণালী স্বতন্ত্র।

দ্বাদশপাট-নির্ণয়

৩ দ্বাদশপাট-নির্ণয়—শ্রীনীলাচল দাসকৃত। এখানি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন পুঁথি। ইহাতে পদ্যে ও গদ্যে দ্বাদশপাটের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। গদ্যাংশ অতি অল্প। গদ্যের নমুনা—

"এইত কহিল দ্বাদশপাট। আর ঘোষ ঠাকুরের পাট তিন পাট তিন জনে।"

অতঃপর বহুকাল বাঙ্গালা ভাষার যে সকল গদ্য ও পদ্যময় পুস্তক রচিত হইয়াছিল তাহার প্রায় সকলগুলিই সহজিয়াদের রচিত। এতন্মধ্যে যে সকল পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে নিম্নে তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে কোন খানি শ্রীরূপ-গোস্বামীর রচিত, কোন খানি বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নামধেয় বৈষ্ণব কবিগণের রচিত বলিয়া প্রকাশ ; ফলতঃ একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। পরবর্ত্তী সহজিয়াগণ আপনাদের ভজনপ্রণালী বৈষ্ণবসমাজে প্রচলন করিবার নিমিত্তই বৈষ্ণবসমাজের সুবিখ্যাত গ্রন্থকারগণের নামেই নিজ নিজ পুস্তকের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আশ্রয়-নির্ণয়

৪ আশ্রয়-নির্ণয়—এখানিও গদ্যপদ্যময় ক্ষুদ্র পুস্তক। সহজিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্ব প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিন্ন ইহাতে গদ্যের আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার আরম্ভ এইরূপ :—

"আশ্রয় পঞ্চ প্রকার। কি কি পঞ্চ প্রকার—নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয়, রসাশ্রয় এই পঞ্চ প্রকার।"

গ্রন্থের মধ্যস্থলে লিখিত আছে—"কৃষ্ণের পঞ্চগুণ :—শব্দগুণ স্পর্শগুণ রূপগুণ রসগুণ গন্ধগুণ। বর্ত্তে কোথা। শব্দগুণ বর্ত্তে কর্ণে, স্পর্শগুণ বর্ত্তে অঙ্গে, রূপগুণ বর্ত্তে নেত্রে, রসগুণ বর্ত্তে অধরে, গন্ধগুণ বর্ত্তে নাসিকায়।"

গ্রন্থশেষে পদ্যে এইরূপ ভণিতা লিখিত হইয়াছে :—

"ভজননির্ণয়কথা হইল প্রকাশ।
বৈষ্ণব কৃপায় কহে শ্রীচৈতন্যদাস॥"

৫ রূপগোস্বামীর কারিকা—ঐ শ্রেণীর আর একখানি পুস্তক। আশ্রয়-নির্ণয়ের সহিত বিষয় ও ভাষায় এই গ্রন্থের সবিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হইল না। এই পুস্তকখানির ১০৮২ সালে লিখিত প্রতি লিপি আমরা পাইয়াছি।

৬ রাগময়ীকণা—গদ্য পদ্যময় সহজিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র পুস্তক। কৃষ্ণদাস কবিরাজের লিখিত বলিয়া প্রচলিত। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সহজিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্ব ইহাতে লিখিত হইয়াছে। প্রতিলিপি বাং ১০৮২ সালে লিখিত। ইহার ভাষার নমুনা এইরূপ :—

রাগময়ীকণা

"রূপ তিন হয়। কি কি রূপ হয়। শ্যামবর্ণ গৌরবর্ণ ও কৃষ্ণবণ। * * গুণ তিন মত হয়। কি কি গুণ * * লীলা তিন কি কি, ব্রজলীলা দ্বারকা-লীলা ও গৌরলীলা। দশা তিন ইত্যাদি।"

পুস্তক শেষে লিখিত হইয়াছে :—

"এতেক লক্ষণ কহিলা শ্রীজীব গোসাঞি।
শ্রীরূপ চরণ বিনু যার গতি নাই॥
গ্রন্থ রাগময়ী তার চুম্বক কহিনু।"

৭ আত্ম-জিজ্ঞাসা—গদ্য-পদ্যময় ক্ষুদ্র পুস্তক। প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে সহজিয়াগণের সাধনতত্ত্ব এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। গদ্যের ভাষা এইরূপ :—

আত্ম-জিজ্ঞাসা

"তুমি কে আমি জীব। কোন জীব উৎকৃষ্ট জীব। থাক কোথা, ভাণ্ডে। ভাণ্ডতত্ত্ব বস্তু হইতে হইল। * গুণ কি সদা চৈতন্য বলি দেন। তাহাকে জানিব কেমন কর‍্যা। আপনি জানান স্বরূপের দ্বারে জানান।"

এই পুস্তকের রচয়িতাও কৃষ্ণদাস যথা :—

"সহচরী সহ আস্বাদিতে মোর চরম আশ।
আত্মজিজ্ঞাসা-সারাৎসার কহেন কৃষ্ণদাস॥"

৮ দাস্যাদ্যষ্ট-ভাবার্থ—সহজিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভজনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক। এই পুস্তকখানিও ক্ষুদ্র। কিন্তু ইহাতে কোথাও পদ্য রচনা নাই। ইহার আরম্ভ এইরূপ—

দাস্যাদ্যষ্ট-ভাবার্থ

"অথ দাস্যাদ্যষ্ট ভাবার্থ প্রাকৃতভাষয়া লিখ্যতে।

'দাসী ভাব দুই প্রকার। স্বামীর সঙ্গে সেবা করণে ত্রাসযুক্তা যেথানি, সেথানি সভয়। ত্রাস ছাড়া যেথানি সেথানি নির্ভয়। তবে গোপী ভাবেতে যেথানি সমান নহে সেথানি অসম। * * দেহ অক্ষর মন্ত্র অক্ষর। সাধকের মন অক্ষরে সেই দেহ অক্ষরে যখন একীকরণ হয় তখন রাধাকর্ষী হয়। তবে যখন রাধারমণের সুধাকর্ষী হয় তখন রসাকর্ষী বলি। যদ্যপি কোটি কোটি সাধক বর্ত্তমান তথাপি এমন রসাকর্ষণ শ্রীশ্রীজিউ ব্যতিরেকে অন্ত দর্শন না হয়। শ্রীশ্রীজিউর প্রতিবিম্বাত্মা সাধকের আত্মার সহিত হিল্লোলে নিজ প্রাণ সেই আত্মায় ফলিত হএন। হবামাত্র সকল বিস্মৃত হইয়া রাধা প্রতিবিম্বাত্মা রসমূর্ত্তি হইয়া রাধা ও বাঞ্ছা আস্বাদ প্রবর্ত্তক থাকেন। শ্রীজীউ বারং বারং যেমতি তেমতি প্রবর্ত্ত জীব হএন। তাহাতে থাকিয়া তাহার আস্বাদ করেন।" ইত্যাদি

এই পুস্তকখানির প্রতিলিপি বাং ১০৯২ সালে লিখিত। পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম পাওয়া গেল না।

৯ আলম্বন-চন্দ্রিকা—এই পুস্তকে যুগলকিশোরের পূজা-পদ্ধতি বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি অতি জীর্ণ—প্রতিলিপিখানিও আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন। পুস্তকখানি কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত বলিয়া প্রকাশ। গ্রন্থমধ্যস্থ ধ্যানাদি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইহার কোথাও পদ্য রচনা নাই। ভাষার নমুনা এইরূপ :—

আলম্বন-চন্দ্রিকা

"রজনী যোগে শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে অভিসার করিবে। সেথাতে নিযুক্ত হইয়া রাধাকুণ্ডের জল এক কলস শ্যামকুণ্ডের জল এক কলস। শ্যামকুণ্ডের জলে কিশোরীর স্নান। রাধাকুণ্ডের জলে শ্রীকৃষ্ণ জীউর স্নান। গা মোছন করাইয়া কিশোরী জিউর নীলবস্ত্র পরিধান। কিশোরী জিউর বেশ :—কবরীর লোটন তাহে সোনার ঝাপা, রঙ্গিন পাটের গাথনি কপালে সিন্দুর চন্দন কস্তুরি বিন্দু. অলকাদি নয়নে অঞ্জন নাসিকাতে গজমুক্তার বেশর, বক্ষে নীলকাচলী।"

১০ উপাসনাতত্ত্ব—গদ্য পদ্যময় পুস্তক। ইহাতে সহজিয়া-সম্প্রদায়ের উপাসনাতত্ত্ব প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত হইয়াছে। আমাদের প্রাপ্ত প্রতিলিপি বাং ১০৮২ সালে লিখিত। ভাষা এইরূপ :—

উপাসনাতত্ত্ব

"উদ্দীপনা কি। সঙ্কীর্তন আর কৃষ্ণকথা আর বিগ্রহ-সেবা আর শ্রীগুরুর পাদপদ্ম এই চারি উদ্দীপনা হয়।"

১১ সিদ্ধতত্ত্ব—সহজিয়া-সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্বসম্বন্ধীয় প্রাচীন গদ্য পুস্তক। রচয়িতার নাম পাওয়া গেল না। প্রতিলিপির সময় বাং ১০৮২ সাল। ভাষা এইরূপ :—

সিদ্ধতত্ত্ব

"আদৌ সিদ্ধি নাম ধারণ করিয়া শরীর শোধন করিব। * * স্নিগ্ধ জলে স্নান করায়া শ্রীঅঙ্গে চন্দ্রকেতকী পুষ্প মার্জ্জন করিয়া কিমিট (?) পাটবস্ত্র পরায়া শ্রীঅঙ্গ দর্শন করিব। * কর্পূরবাসিত জলপাত্র দিয়া আচমন করায়া কর্পূর তাম্বূল ভোজন করায়া দিব। দিব্য শয্যায় সয়ান করাইব। তবে পাদসেবা করিয়া দণ্ডবৎ করিব।" ইত্যাদি

১২ ত্রিগুণাত্মিকা—সহজিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পুস্তক। সাধনতত্ত্বই গ্রন্থ মধ্যে বিবৃত। এই পুস্তকখানির রচয়িতার নাম পাওয়া গেল না। প্রতিলিপি প্রায় আড়াইশত বৎসরের পুরাতন বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার ভাষার নমুনা এইরূপ :—

ত্রিগুণাত্মিকা

"এই কায়িক বাচিক মানসিক জানিঞা সাধন করিলে অনঙ্গের কৃপা হয়। শ্রীমতী আপন করিয়া লএন।" ইত্যাদি

১৩ আত্মসাধন—এখানি গদ্যপদ্যময় সহজিয়া বৈষ্ণব-

আত্মসাধন সম্প্রদায়ের সাধনপ্রণালীবিষয়ক পুস্তক—প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত, যথা—

"চতুর্ব্যূহের উৎপত্তি কোথা। গোলকনাথ হৈতে। তেঁহ কোন নাএক। ঐশ্বর্য্যের নাএক। তার গুণ কি তার তিন গুণ।" ইত্যাদি

১৪ ভোগপটল—এই পুঁথিতে মহাপ্রভুর ভক্তগণের তালিকা আছে এবং উৎসবের ভোগাদির আসন কি প্রকার করিতে হয়, ইহাতে তাহার উপদেশ আছে। ভাষা এইরূপ—

ভোগপটল

"মধ্য স্থলে পঞ্চতত্ত্ব। পূর্ব্বমুখে মাতাপিতাদি। পুরী ভারতী সম্মুখে। গোস্বামীরা বামে দক্ষিণ মুখে। দ্বাদশগোপাল দক্ষিণে উত্তর মুখে। মহন্তরা চতুর্দ্দিগে বসাইবে। এইরূপ ক্রমে যার যেই বামে দক্ষিণে বসাইবে। ইহাতে উপাসনাক্রম জানিয়া বিবেচনা করিবেন। ইহা না জানিয়া অন্ত মত করেন তবে প্রভুর দ্বারে অপরাধী হইবেন।" ইত্যাদি

১৫ দেহভেদতত্ত্ব-নিরূপণ—সহজিয়াসম্প্রদায়ের গদ্য-পদ্যময় পুস্তক—গদ্যসাহিত্যের নমুনা এইরূপ—

"এক মন করে পঞ্চমুক্তি কার্য্য। আর এক মন করে লোভ মোহমায়া মধ্যে স্ত্রী পুত্র পালন। আর এক মন করে মিথ্যাপ্রপঞ্চ অনাচার কুটিনাটি জীব হিংসন।" ইত্যাদি

১৬ চন্দ্রচিন্তামণি—প্রেমদাসকৃত এখানি সহজিয়াসম্প্রদায়ের তত্ত্বনির্ণায়ক গদ্য-পুস্তক। ইহাতে গৌর-লীলার পঞ্চশক্তি, কৃষ্ণলীলার পঞ্চশক্তি, কায়ার পঞ্চশক্তি, শৃঙ্গারের পঞ্চশক্তি, পীরিতের পঞ্চশক্তি, পঞ্চভূতের দশশক্তি আত্মার শক্তি ইত্যাদির নাম ও সংখ্যা লিখিত আছে। ভাষার নমুনা এইরূপ—

চন্দ্রচিন্তামণি

"এই দুই উদয় না হলে দেহরূপী ভাণ্ড থাকে না। * শ্বেত কুমুদে চন্দ্রমধু রসকে পোষক করে।" ইত্যাদি

১৭ আত্মজিজ্ঞাসা-সারাৎসার—কৃষ্ণদাস বিরচিত। গদ্য-পদ্যময় ক্ষুদ্র গ্রন্থ। সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্ব এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। ইহার ভাষা ও বৃত্তান্ত আত্মনির্ণয়, দেহকড়চ প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায়।

১৮ তিন মানুষের বিবরণ—গদ্য-পদ্যময় ক্ষুদ্র গ্রন্থ। প্রণেতা জগন্নাথ দাস। বিষয়—সহজিয়া সাধনতত্ত্ব।

১৯ সাধনাত্রয়—এখানি গদ্য-পদ্যময় গ্রন্থ। রচয়িতার নাম নাই। এখানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্বসম্বন্ধীয়। ভাষার নমুনা এইরূপ—

"শ্রীনন্দনন্দনের বয়ঃক্রম ভাব। * ১৫ বৎসর ৯ মাস ৭ দিবস ৬ দণ্ড। শ্যামবর্ণ পীতবস্ত্র পরিধান। ময়ূরপুচ্ছ চূড়ার চালনে। অধরে মুরলী। রসরাজ মূর্ত্তি। নবলীলা আস্বাদন করিব। শ্রীকৃষ্ণ ভানুজীউর বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর ২ মাস ১৫ দিবস। নীলবস্ত্র পরিধান তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গী। সুবর্ণ চন্দ্রমার প্রায়। গজগামিনী প্রেমের মুরতি হইল। নিরন্তর ভাবনা করিব। * সাধন সখীর আশ্রয় হইলে সখী হয়। ইত্যাদি

২০ শিক্ষাপটল—গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ, কোনও এক নরোত্তম দাস লিখিত। সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনকথাই এই পুস্তকের বিষয়। গদ্যাংশের নমুনা এই—

"স্বয়ং ভগবান্ থাকেন কোথা? অখণ্ড পদ্মের উপর। শ্রীবৃন্দাবন স্থান সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণ। অখণ্ড পদ্মের উপর পৃথিবী। অখণ্ড পদ্ম সিধা। * শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য খণ্ডে সনাতন গোসাঞীকে শিক্ষা দিলা। তেঁহো জিজ্ঞাসিলা শ্রীবৃন্দাবন স্থান কতখানি? মহাপ্রভু কহিলেন তাহাকে—স্বর্গ-লোকের উপর বৃন্দাবন স্থান। * * চক্রধারণ বৃন্দাবন মধ্যস্থান। * কালিন্দীর জলে রাজহংস কেলী করেন। নীলকমল উৎপল তার মধ্যে রত্নাসনে বসিয়াছেন দুইজনে।" ইত্যাদি

২১ সিদ্ধান্তটীকা—রচয়িতা দামুঘোষ গোস্বামী। এখানি সহজিয়া ভজনবিষয়ক ক্ষুদ্র গদ্য গ্রন্থ। ভাষার নমুনা এইরূপ—

"কামানুগা রাগানুগা। শ্রীরাধিকাজিউ কামময়ী শ্রীরূপমঞ্জরী কামরূপ। তার স্বামী কে তার আমি। তুমি কে? আমি তটস্থার ইচ্ছাময়ী। কোন ভক্তি কামরূপা ভক্তি।" ইত্যাদি

২২ কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ—গদ্যপদ্যময় সহজিয়া পুস্তক। এখানিও প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। ভাষা এইরূপ—

"সেখানে সুখ নাই দুঃখ নাই বিচ্ছেদ নাই জরা নাই মৃত্যু নাই ক্রোধ নাই আশ্চর্য্য নাই অভিমান নাই অহঙ্কার নাই। * * রিপুগণ করেন কি কি ইন্দ্রিয়গণকে চেতন করেন। * শ্রীগুরু তেঁহ সকলের পর। তার সমান নাঞি।" ইত্যাদি

২৩ উপাসনানির্ণয়—এই পুস্তকখানিও আশ্রয়নির্ণয়াদির ন্যায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত সহজিয়া গ্রন্থ। সংক্ষিপ্ত উক্তি প্রত্যুক্তিতে এই গ্রন্থ বিরচিত। ভাষার নমুনা এইরূপ—

"কৃষ্ণ ভক্ত কাকে কহি। শ্রীরাধিকাকে কহি। বৈষ্ণব কহি কাকে। গোপাঙ্গনাকে কহি। প্রেমের স্বরূপ কে। শ্রীকৃষ্ণ। ভাব কহি কাহাকে। রতিকে ভাব কহি।" ইত্যাদি

২৪ স্বরূপবর্ণন—পদ্য-গদ্যময় ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ইহাতে সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্ব লিখিত আছে। কৃষ্ণদাস ইহার প্রণেতা। ভাষার নমুনা এইরূপ—

"শ্রীশ্রীগুরুদেব সিদ্ধি স্বাহা। মনস্থান মহত্তর বৃন্দাবন। তাহার সিদ্ধি নাম। সারপ্রতিভা নির্ম্মল পদ্ম। বিলাসের নাম আনন্দতত্ত্ব। পরমার্থের নাম অক্ষয়তত্ত্ব।" ইত্যাদি

২৫ রাগমালা—গদ্যপদ্যময় পুস্তক। কবি নরোত্তম দাস এই পুস্তকের রচয়িতা বলিয়া লিখিত। কিন্তু প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও প্রার্থনা পুস্তকের রচয়িতা এই পুস্তকের প্রণেতা নহেন। এখানিতে সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনের কথা লিখিত হইয়াছে। তাহার নমুনা:—

রাগমালা

"অথ উদ্দীপন কৃষ্ণগুণনির্ণয়। রাধাকৃষ্ণ গুণ নিরূপণ। শব্দ গন্ধ রূপ রস ও স্পর্শ একধা পঞ্চবিধ। রাধিকায়াঃ পঞ্চবিধাঃ। কর্ণে শব্দগুণ নেত্রে রূপগুণ নাসাতে গন্ধগুণ অধরে রসগুণ, অঙ্গে স্পর্শগুণ। ইত্যাদি

২৬ দেহকড়চ—গদ্য-পদ্যময় পুস্তক। নরোত্তম রচিত বলিয়া প্রথিত। কিন্তু এই পুস্তক নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের রচিত নহে। ইতঃপূর্ব্বে যে আত্মজিজ্ঞাসা পুস্তকের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, সেই পুস্তকের ভণিতা ব্যতীত আর সকল অংশেই উভয় পুস্তকের পূর্ণ ঐক্য পরিলক্ষিত হইল। কোনও ব্যক্তি কৃষ্ণদাস ও নরোত্তমের নামে সহজিয়া সম্প্রদায়ের লিখিত এই মেকি গ্রন্থ চালাইয়াছেন, ইহাই অনেকের বিশ্বাস।

দেহকড়চ

২৭ চম্পককলিকা—গ্রন্থকারের নাম নাই। এখানিও গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ। চম্পককলিকা গ্রন্থখানিতে সনাতনের কারামোচনই মুখ্য ঘটনা। পুস্তকখানিতে বাউল সম্প্রদায়ের ভজনতত্ত্বও আছে। ইহার গদ্যের নমুনা এইরূপ—

"কৃষ্ণলীলা কয় মত দুই মত—প্রকট ও অপ্রকট। আর প্রকটলীলাতে মথুরাদি গমন অপ্রকটে বৃন্দাবনে স্থিতি। অবতারী কে? নন্দনন্দন। অবতার বসুদেবনন্দন। কয় কৃষ্ণ? তিন কৃষ্ণ। কয় রাধা? তিন রাধা? তিন কৃষ্ণ কে কে? বসুদেবনন্দন নন্দনন্দন ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিন রাধা কে কে? কামরাধা প্রেমরাধা ভাবরাধা। কামরাধা চন্দ্রাবলী প্রেমরাধা বৃষভানুনন্দিনী ভাবরাধা পৌর্ণমাসী। * তিন বাঞ্ছা কি কি? ভক্তভাব ভক্ত সঙ্গ প্রেম আস্বাদন। প্রেমের স্বভাব কি? বাউল। সিদ্ধের উপাসনা কি? কামগায়িত্রী।" ইত্যাদি

২৮ আত্মতত্ত্ব—ক্ষুদ্র পুঁথি, গদ্যে লিখিত। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক আছে। এখানিও বাউল সম্প্রদায়ের পুস্তক। ভাষার নমুনা—

"জিজ্ঞাসা ছন্দে গুরুশিষ্য সম্বন্ধে। উত্তর প্রত্যুত্তর। তুমি কে? আমি জীব। কোন জীব? পিতার পুত্র। জীবের জন্ম কিসে? পিতৃবীজে। পিতার বীজ কেমন? শুভ্র চন্দ্র বিন্দু। মাতার বীজ কেমন? রক্ত বিন্দু ইত্যাদি।"

২৯ তত্ত্বকথা—বাউল সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র পুস্তক। রচয়িতার নাম নাই। ভাষা এইরূপ—

"তত্ত্বউৎপত্তিকথনং। প্রকৃতি পুরুষ হইতে মহত্তত্ত্বের জন্ম। মহৎ হইতে রাজস অহংকার। সাত্ত্বিক অহঙ্কার তামস অহঙ্কার। এই তিন অহঙ্কার হইতে আকাশের জন্ম। ইহার শব্দগুণ। আকাশ হইতে বায়ুর জন্ম। ইহার স্পর্শগুণ। * * আশ্রয় পিতামাতার চরণ উদ্দীপন হুরাশাদি শ্রবণ ইত্যাদি।"

৩০ পঞ্চাঙ্গনিগূঢ়তত্ত্ব—এখানি বাউল সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্বের পুস্তক। এখানিও গদ্য-পদ্যময়। রচয়িতার নাম নাই। ভাষার নমুনা এইরূপ—

"উত্তরে কৃ দক্ষিণে ক পশ্চিমে কৃ পূর্ব্বে ক মস্তকে গো বক্ষে বি ভগে-ন্দ জানুতে রা পূর্ব্বে যে নাভিতে কৃ গুহ্যে ক। ইত্যাদি

৩১ হরিনামের অর্থ—গদ্যে লিখিত। এখানিও বাউল-সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্বসম্বন্ধীয় পুস্তক। রচয়িতার নাম নাই। ভাষা এইরূপ—

গোবিন্দ। রা শব্দে সম্ভর্ষণ হয়। ম শব্দে চিত্র রাখা। কীর্ত্ত ইতি কৃষ্ণার বাহা। ইত্যাদি

৩২ গোষ্ঠীকথা—রচয়িতার নাম নাই। গ্রন্থের ভাষা এইরূপ—

"শ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। শ্রীযুক্ত রূপগোস্বামী জি শেষ লীলাকালে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীযুক্ত দাসগোস্বামীকে নিবেদন করিলেন। শিষ্য নামের প্রসঙ্গ শুনিয়া দাসগোস্বামী কবিরাজ গোস্বামীকে ক্রোধ করিলেন। ভয় পাইয়া কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকুণ্ড হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গেলেন। সে সকলে শ্রীযুক্ত ভট্ট গোস্বামী জিউ বৃহৎ সনন্দ সন্দীপিকা লিখিতেছিল। সে কথা শুনিয়া কবিরাজ গোস্বামী বড় খুসী হইল। নিকটে বিরলে ডাকিয়া পুস্তক লিখিল। কবিরাজ গোস্বামী নাম গোষ্ঠী সহিত লিখিয়া লইল।" ইত্যাদি

৩৩ সিদ্ধিপটল—সহজিয়া সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ভাষার নমুনা এইরূপ—

'মহাপ্রভুর সিদ্ধি নাম কি? মনোহর। সাধ্য নাম কি? নায়কচূড়ামণি। সঙ্কেত নাম কি? গৌরমণি। নিত্যানন্দ প্রভুর সিদ্ধি নাম কি? চন্দ্রবিম্ব, সাধ্য নাম কি? লীলাবিম্ব। সঙ্কেত নাম কি? রাসবিম্ব।" ইত্যাদি

৩৪ জিজ্ঞাসাপ্রণালী—এখানি গদ্য ক্ষুদ্র পুঁথি। রচয়িতার নাম নাই। ভাষার নমুনা এইরূপ—

"জিজ্ঞাসা পত্র। আশ্রয় কি? শ্রীগুরু। উপাসনা কি? কৃষ্ণমন্ত্র। কয় অক্ষর? ষড়ক্ষর। অবলম্বন কি? শ্রীকৃষ্ণ। আলাপন কি? শ্রীকৃষ্ণ কথা। * প্রবেশ কোথায়? রাম কৃষ্ণ ও হরিতে। সাক্ষী কে? আগম নিগম। পুরোহিত কে? কৃষ্ণচন্দ্র। ঘটক কে? কেশব ভারতী। সভাপতি কে? নারদ। প্রমাণ কে? সনকাদি মুনি। জ্ঞাতি কে? দ্বাদশগোপাল। কর্ম্ম কি? উপার্জ্জন।" ইত্যাদি

৩৫ জবামঞ্জরী—গ্রন্থের প্রণেতা কে, তাহা লিখিত নাই। পুস্তকখানি সহজিয়াসম্প্রদায়ের কোন লোকের রচিত। ইহার ভাষার নমুনা—

"ক্ষিতি জল বায়ু আকাশ এই পঞ্চরূপ হৈতে দেহের প্রকাশ। ইহার রক্তবীজ চন্দ্রবীজ আর পুরুষের রেত ইহার আধার হয়।" ইত্যাদি

৩৬ ব্রজকারিকা—গ্রন্থকারের নাম নাই। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ গদ্য। গ্রন্থ শেষে লিখিত আছে, "শ্রীজীব গোস্বামি বিরচিত পূর্ণ গ্রন্থ আলোচ্য চূর্ণক বিশেষ ব্রজকারিকা সমাপ্ত।" এই গ্রন্থে কৃষ্ণের গুণ, গুণ হইতে পূর্ব্বরাগের উদয়। পূর্ব্বরাগের গুণ, অনুরাগ, উৎকণ্ঠা রাগ, স্পর্শন রাগ, কেবল রাগ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। তাহার পরে লিখিত হইয়াছে—

ব্রজকারিকা

"এই পঞ্চগুণ হইতে প্রেমবৃক্ষ হৈল। সেই সে [illegible] সেই বৃক্ষে দুই শাখা বিকসিল। সে কে কে? এক [illegible] [illegible]

[illegible]

মিলনে আনন্দ। অমিলনে বিচ্ছেদ। মিলন হইতে এক ফল জন্মিল তাহার নাম সম্ভোগ।"

ইহার পরে রসসংখ্যা, নায়িকা সংখ্যা, মঞ্জরীসংখ্যা, রতি-সংখ্যা, সখীসংখ্যা, শ্রীগৌরলীলায় মঞ্জরী নির্দ্দেশ, প্রেমানুগা-কামানুগা বিচার, উহাদের ধাম প্রাপ্তির নির্দ্দেশ, কামগায়ত্রীর স্বরূপ সামান্য দেহ, ভজনদেহ ও সিদ্ধদেহ প্রভৃতি বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহার ভাষা আপাতদৃষ্টে অসংবদ্ধ সূত্রবৎ। যথা :—

"আশ্রয় শ্রীগুরু আলম্বন শ্রীবৈষ্ণব উদ্দীপন কৃষ্ণকথা সামান্য দেহ ভজন প্রবৃত্তি ভজনদেহ সাধকে প্রবৃত্তি সিদ্ধদেহ নিত্য প্রবৃত্তি সিদ্ধ হইলে নিত্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হয়। পূর্ণতা সাধকে থাকে। ঈশ্বরপরায়ণ কার্য্য। সিদ্ধি অভিমান সহচরীবৎ। সেবাপরায়ণ ভবেৎ। * * সেই সুখের ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিবেক। * ভজনতত্ত্ব সংক্ষেপে কহিলাম * ভজন দেহ সেই সেবার অভিলাষ করিবেক। শ্রীপঞ্চমী তিন দিবস থাকিতে শ্রীমতী বাপের ঘরে জান। মাঘ, ফাগুন, চৈত্র পর্য্যন্ত দোলযাত্রা পূর্ণ হয়, যাবৎ তাবৎ বৃকভানুপুরে থাকেন। তথা থাকিয়া নিত্য খেলেন পাশা। পরে ১৬ দিবস হোরি খেলা গোচারণ নাই। হোরি খেলার ছলে মধ্যাহ্নে কৃষ্ণমিলন। বৈশাখ মাসে বাপের ঘর হইতে আইসেন।"

৩৭ রসভজন-তত্ত্ব—এই গ্রন্থখানি গদ্যে ও পদ্যে লিখিত। ইহার ভাষার নমুনা এইরূপ :—

প্রবর্ত্ত দেহেতে আশ্রয় আলম্বন উদ্দীপন কাকে বলি। আশ্রয় শ্রীগুরু পাদপদ্ম আলম্বন সাধুসঙ্গ আর রাধাবৃত্তি ভাব। প্রেম আলাপন উদ্দীপন কথা। ব্রজ অনুসারে স্মরণ ধ্যানাদি সেবা। সব লোভ করে মন বাক্য ইহা করিলে প্রবর্ত্তক দেহেতে সাধক হয়। * *

গ্রন্থশেষে লিখিত হইয়াছে :—

মানুষ আখ্যা কাকে বলি কেমন লক্ষণ কেমন ভাব কেমন তার কেলি কেমন স্থান * * সে মানুষের কেমন কথা কোথা সেই থাকে গতাগতি কার কার সনে তার নাম কেমনে জানিতে পারে। * অবোধ অবলা দুহাকার নাম জান সে মানুষের গতাগতি ঈশ্বরের ভাণ্ডেতে। যেমতি গোয়ালা দুগ্ধ দধি জল ভাণ্ডে ভাণ্ডে করএ একত্র তেমতি সে দধির ভিতরে তেমতি থাকএ মুনি। এইরূপ জানিতে বসতি ভাব কেলি। ইত্যাদি

এ গ্রন্থখানিও আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

৩৮ শ্রীশ্রীবৃন্দাবনপরিক্রমার স্থাননিরূপণ—এই গ্রন্থখানি গদ্যে লিখিত। ইহা প্রায় দুইশত বর্ষের প্রাচীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইহার ভাষার নমুনা এইরূপ :—

"তাহার উত্তরে শ্রীরাধিকাজিউর ঘাট তাহাতে মহাপ্রভু বসিয়াছিলেন। তাহার উত্তর এক ক্রোশ রাউল গ্রাম তাহার কুলরাগিরা কিশোরী জিউকে পাইআ ছিলেন। * * * তাহার পূর্ব্ব শ্রীরাসস্থল সেইস্থানে হরিবংশ গোসাঞের সমাজ, তাহার কাটামাথা রাধা রাধা বলি আছেন। * * তাহার পশ্চিমে নিভৃত নিকুঞ্জ সেই স্থানে শ্যামানন্দ গোস্বামী নূপুর পাইয়াছিলেন। এই সরোবরে পাথর বান্ধা আছেন তাহার শোভা বাক্য অগোচর। শ্রীগোবিন্দ কুণ্ডের পরে পাহাড়ের উপর শ্রীপুরী গোস্বামীর গোপালের শ্রীমন্দির দরশন হইল * * * তাহার দক্ষিণ দুই ক্রোশে গোবর্দ্ধনের শেষ শ্রীকৃষ্ণের চূড়ার চিহ্ন পাষাণে ব্যক্ত আছে অলি বড় শোভা। * তাহার পর শ্রীরাঘব গোস্বামীর গোয়াল তাহাতে এক সাধু ভজন করিতেছেন। আমরা অনেক যত্নে দরশন করিলাম। * * লুকাইয়া চরণ-পাহাড়েতে উঠিয়াছিলেন তাহাতে চরণ চিহ্ন আছে। * নন্দগ্রামের পূর্ব্ব অর্দ্ধ ক্রোশ কদম্বখণ্ডি তাহাতে কেলীকদম্বের ঝাড় অনেক আছে। তাহার পূর্ব্ব অর্দ্ধ ক্রোশ তুড়িখোন তাহাতে ঠাকুর টুস্কিদিয়া সঙ্কেত করিয়াছিলেন। সেই স্থানে এক কুণ্ড। তাহার চৌদিকে কদম্বের বন। তাহার ঈশানে অর্দ্ধ ক্রোশ ছির কুণ্ড। তাহার ঈশানে যাবট গ্রাম শ্রীআয়ান ঘোষের বাড়ি। * যাবটগ্রামের পশ্চিমে কোকিল বন। কোকিলের ধ্বনি হইতেছে শ্রীমতী শুনিয়াছিলেন। সেইস্থানে এক কুণ্ড। তাহাতে কেলি-কদম্বের গাছ বেষ্টিত আছে। তাহা হৈতে দুই ক্রোশ চরণ-পাহাড় তাহার উপর বলরাম জিউর চরণচিহ্ন এক হাত প্রস্থ অষ্ট অঙ্গুলি শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন তিনপোয়া প্রস্থ সাত অঙ্গুলি। এই পাহাড়েতে গোধনের পাঁজ মোশের পাঁজ আর উটের পাঁজ। সেই পাহাড়ে দুই ভাই মুরলী ধ্বনি করিয়াছিলেন। পাহাড়ে হাটু পাড়া চিহ্ন আছে। * সেখানে উদয়াস্ত কুণ্ড। শ্রীমতী সেইস্থানে রাজা হইয়াছিলেন। তাহার পর ছোট সেকসাই তাহাতে শ্রীবিষ্ণু সশনে আছেন। শ্রীলক্ষ্মী পদসেবা করিতেছেন। * তাহাতে অক্ষয়বট আছে তাহা হৈতে তিন ক্রোশ ভদ্রবন তাহাতে শ্রীকৃষ্ণরাজা হইয়াছিলেন, দেবতারা আসেন নাই তাহাদিগে চতুর্ভুজ দেখাইলেন। এই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকট আছেন। তাহার পূর্ব্ব দুই ক্রোশে নন্দঘাট তাহাতে নন্দরাজাকে বরুণে লঞা গিয়াছিলেন। * * ভাণ্ডীর বনে বটবৃক্ষ আছে। সেইখানে নিত্যানন্দ প্রভু ছিদামকে বাহির করিয়া গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন। * * এইস্থান হইতে বাসাতে আইলাম।"

৩৯ বেদাদিতত্ত্বনির্ণয়—এখানি বিশুদ্ধ প্রাচীন গদ্য গ্রন্থ। গ্রন্থকারের নাম গ্রন্থে লিখিত নাই। কিন্তু গ্রন্থখানি পাণ্ডিত্য-পূর্ণ। গ্রন্থকার বেদাদি বহু শাস্ত্রীয় কথার বিচার করিয়া বৈষ্ণব উপাসনার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের লোক। গ্রন্থ প্রারম্ভে লিখিত আছে, শ্রীরাধা-রূপমঞ্জরী জয়তি। প্রথমতঃ প্রভুকে অতঃপর মহাপ্রভুকে শ্রীগুরুরূপে স্বীকার। তৎপরে গুরুশিষ্যের দীক্ষাসম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক কথোপকথন, তৎপরে মানবজন্মতত্ত্ব লিখিত হইয়াছে। ইহাতে শরীরবিজ্ঞানের অনেক সূক্ষ্মতথ্য আছে। অন্নাদি পরিপাক হইয়া কিরূপে রসরক্ত শুক্রে পরিণত হয়, তাহার সূক্ষ্ম বিবরণ লিখিত হইয়াছে। পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তব শোণিত-সংযোগে গর্ভাশয়ে কিপ্রকার ভ্রূণের উৎপত্তি বিকাশ ও বিবর্দ্ধন হয়, তাহাও বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতঃপরে দেহেন্দ্রিয় গুণবাদ, দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, মায়াবাদ, আত্মতত্ত্ববাদ, পরমাত্মবাদ, এবং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববাদ লিখিত হইয়াছে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ, বিদেশীয় শব্দ পরিবর্জ্জিত। ভাষার নমুনা এইরূপ :—

বেদাদি-তত্ত্ব-নির্ণয়

শ্রীগুরু জিজ্ঞাসেন তোমার নাম কি? শিষ্য কহেন—আমি শ্রীগুরুর দাস। শ্রীগুরু জিজ্ঞাসেন তোমার গুরু কে। তাহা কহ। শিষ্য কহেন আমার শ্রীগুরু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

শ্রীগুরু। তোমার শ্রীগুরু তোমাকে কি দেখাইয়া তোমার শ্রীগুরু হইয়াছেন।

শিষ্য। আমার শ্রীগুরু আমার দেহের মধ্যে পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্বের সহিত নিত্য চৈতন্যরূপ আত্মা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখাইয়া আমাকে চৈতন্য করিয়া আমার শ্রীগুরু হইয়াছেন।

শ্রীগুরু। তুমি যখন জম্বুদ্বীপে অজ্ঞানস্বরূপ অন্ধকারে অন্ধ ছিলা তখন তুমি তোমার দেহের মধ্যে আত্মা চৈতন্য ঈশ্বরকে না দেখিয়াছিলা তখন তোমার দেহ কোথা হইতে পৃথিবীতে আসিল।

শিষ্য। তখন আমার এই দেহ মাতৃগর্ভ হইতে জম্বুদ্বীপে আসিয়াছেন।

আবার অন্যত্র—ধান্যাদি পাক করিলে অন্নাদি হএ, পরে পিতামাতা সে অন্নাদি ভোজন করিলে পিতামাতার উদরে পাক মাত্রের মধ্যে সে অন্ন জঠরাগ্নিতে পাক হইলে যে রস উৎসর্গ হইয়া পড়িয়া লিঙ্গ দ্বারাএ নির্গত হয় তাহা মূত্র বলি। পরে উদরের মধ্যে সে অন্নাদি পাক হইলে তাহার অর্দ্ধেক বিষ্ঠা হইয়া গুহ্যদ্বারা নির্গত হয়ে পরে যে অর্দ্ধেক সার রস থাকে সে রসকে উদরের মধ্যে বায়ুতে অন্য পাক পাত্রে নিজান। পরে সে রস জঠরাগ্নিতে পাকাইলে সে রসের অর্দ্ধেক পিতামাতার শরীরে চর্ম্ম ধাতুতে প্রবেশ করিয়া চর্ম্ম ধাতু বৃদ্ধি হয়। ইত্যাদি

উপসংহারে লিখিত হইয়াছে :—সাধু শ্রীগুরু হইতে আপনার আত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে নিত্য শ্রীনবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে সাধক অভিমানে শ্রীবৃন্দাবন চিন্তাতে শ্রীকৃষ্ণাদিকে দেখাইয়া সিদ্ধাভিমানে শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া প্রেমলক্ষণার সমহি ভক্তি করিয়া নিত্য রসে বিরাজ করিয়া পুনর্ব্বার শিষ্য শ্রীগুরু স্থানে কহেন—আপনে আমার জ্ঞানদাতা শ্রীগুরু আপনে আমার জ্ঞান জন্মাইয়াছ। তাহা বুঝিবার কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

সম্ভবতঃ সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়া থাকিবে। ইত্যাদি।

৪০ ভাষাপরিচ্ছেদের টীকার স্বাধীন বঙ্গানুবাদ—এই গ্রন্থখানির একখানি নকল পাওয়া গিয়াছে। উহা বাং ১১৮১ সালে লিখিত, উহার ভাষার নমুনা এইরূপ :—

গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয় তাহা কৃপা করিয়া বল। তাহাতে গোতম উত্তর কারতেছেন তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন পদার্থ কতো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন পদার্থ সপ্তপ্রকার দ্রব্য, গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার। পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ কাল দিক্ আত্মা মন এই নয় প্রকার। তাহার মধ্যে পৃথিবী দুই প্রকার। নিত্য পৃথিবী আর জন্য পৃথিবী। নিত্য পৃথিবী পরমাণুরূপা, আর জন্য পৃথিবী স্থূলরূপা। সেই পরমাণুরূপা পৃথিবী প্রলয়কালে থাকে সৃষ্টিকালে দুই পরমাণু একত্র হইয়া দ্ব্যণুক হয় ইত্যাদি। * আকাশ এক কিন্তু উপাধি ভেদেতে অনেক ব্যবহার হয়। যেমন ঘটাকাশ মঠাকাশ এবং শরীরস্থ আকাশ। এইরূপ অনেক ব্যবহার জানিবে এবং ঘটাদি ভাঙ্গিলে সকল আকাশ এক হয়। আকাশ নিত্য জানিবে। আকাশ জন্মে না। আকাশের নাশ নাই। বৈদান্তিকেরা আকাশকে জন্য কহেন। আকাশেন্দ্রিয় শ্রোত্র জানিবে। * * শব্দ দুই প্রকার ধন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। ন্যায় মতে শব্দ মাত্র জন্য। মীমাংসক মতে বর্ণাত্মক শব্দ নিত্য। ধন্যাত্মক শব্দ জন্য। বর্ণাত্মক শব্দকে ঈশ্বর কহেন। মীমাংসকেরা পরমাত্মা মানেন না।

যে প্রকারে রথগমন হেতু করিয়া রথ মধ্যবর্ত্তী সারথির অনুমান কর। সেই প্রকার শরীরের প্রবৃত্তি গমনাদি হেতু করিয়া জীবাত্মার অনুমান করিবে। নতুবা রথ মধ্যস্থ সারথির দর্শন বাহন লোকদিগের হয় না। তাহাদিগের রথ মধ্যস্থ সারথীর অস্বীকার প্রসঙ্গ হইতে পারে। অতএব আত্মা স্বীকার করিতে হয়। যদি শরীর কর্ত্তা বলহ তবে শরীরের জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। সচেতন পদার্থের কৃতি। অচেতন পদার্থে কৃতি নাই একথা অবশ্য বলিতে হয়। দেখহ যদি অচেতন পদার্থের কৃতি থাকে তবে প্রস্তর কাষ্ঠাদির চেষ্টা মানিতে হয়। অতএব শরীরের যত্ন মানিলেই চৈতন্য মানিতে হয়। যদি বল শরীরের চৈতন্য মানিলে ক্ষতি কি আছে। একথা ভালো নহে। যদি শরীরের চৈতন্য মানহ তবে মৃত শরীরের চৈতন্য স্বীকার করিতে হয়। অতএব শরীরের চৈতন্য নাই বলিবে। সেই প্রযুক্ত শরীরে কৃতি নাই বলিতে হইবেক অর্থাৎ শরীর ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তা নহে একথা বলিতে হইল। ইত্যাদি

৪১ ব্যবস্থাতত্ত্ব—ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় একখানি প্রাচীন পুস্তক। এই গ্রন্থের অধিকাংশই বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যে লিখিত। পুস্তকখানি এগার অধ্যায়ে বিভক্ত। এক এক পরিচ্ছেদে এক একটী ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। প্রথম পরিচ্ছেদটী সংস্কৃতে লিখিত, ভাষা ভ্রান্তিপূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তীর্থযাত্রা ব্যবস্থা, ভাষা সংস্কৃত। তৃতীয় পরিচ্ছেদে অপালন নিমিত্ত গোবধ প্রায়শ্চিত্তবিধি। প্রথম অংশ সংস্কৃত। দ্বিতীয় অংশ বাঙ্গালা গদ্য, দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশেরই অনুবাদ। দ্বিতীয়াংশের আরম্ভ এইরূপ :—

ব্যবস্থাতত্ত্ব

"অথ অপালন নিমিত্ত গোবধ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা। সর্ব্বথা প্রকারে প্রতিপালন না করে ইহাতে শীত অনিল উদ্বন্ধন শূন্যাগার জনমধ্যে অগ্নিদাহ পথন গর্ত্ত ব্যাঘ্র ইত্যাদি নিমিত্ত যদি গোবধ হয় তবে অর্দ্ধ গোচর্ম্ম পাত্রে দিএ। গো সহিত প্রত্যহ যাতায়াতরূপ ইতি কর্ত্তব্যতা করিয়া প্রাজাপত্য ব্রত প্রায়শ্চিত্ত হয়। যদি ইতিকর্ত্তব্যতা না করিতে পারে তবে ইতিকর্ত্তব্যতার অনুকল্প এক প্রাজাপত্য হয়। অতএব প্রাজাপত্য দুই প্রায়শ্চিত্ত হয়। তদনুকল্প ষট্‌কার্ষাপণ বরাটিকা দিবেক। ইহাতে এক সামান্য দক্ষিণা হয়। তদনুকল্প বৃষমূল্য পঞ্চকার্ষাপণ সামান্য গোমূল এক কার্ষাপণ একশত ষট্‌কার্ষাপণ বরাটিকা দক্ষিণা হয়। ইত্যাদি

অবিশিষ্টাংশ এইরূপ গদ্যে লিখিত। মধ্যে মধ্যে প্রমাণ স্বরূপ দুই একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। রচয়িতার নাম নাই।

এতদ্ব্যতীত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, তাঁহার নিজ বাটীতে তিনি "স্মৃতিকল্পদ্রুম" নামক একখানি বাঙ্গালা স্মৃতি গ্রন্থ পাইয়াছেন। সেরপুরনিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার মহাশয়ের বাটীতেও বাঙ্গালা পদ্যে রচিত একখানি স্মৃতি গ্রন্থ আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আরও রাজা পৃথীচন্দ্রের রচিত গৌরীমঙ্গল কাব্যে লিখিত আছে—

"স্মৃতিভাষা কৈল রাধাবল্লভ শর্ম্মণ।"

অধিক সম্ভব, এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত।

৪২ বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের অনুবাদ—(এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে এই পুঁথিখানি সংরক্ষিত হইয়াছে।) অনুবাদকের নাম নাই। এই গ্রন্থে ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য আরণ্যক প্রভৃতি উপনিষদ্ পুস্তক এবং সাংখ্যদর্শনাদির অতি প্রাঞ্জল অনুবাদ দৃষ্ট হইল। এই জীর্ণ পুস্তকখানি দেখিয়া বোধ হইল ইংরাজপ্রভাবের বহু পূর্ব্বে এখানি লিখিত হইয়াছে, ইহার ভাষা সরল ও সুখ পাঠ্য। ৺রামমোহন রায়ের অনুবাদ অপেক্ষা এই অনুবাদ অধিকতর সুখবোধ্য ও প্রাঞ্জল। ইহাতে সুদীর্ঘ বাক্যবিন্যাস বা সুদীর্ঘ সমাসবহুল পদ নাই। অতি সরল বাঙ্গালায় এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে।

বেদান্তাদি দর্শন-শাস্ত্রের অনুবাদ

৪৩ বৃন্দাবনলীলা—রচয়িতার নাম দেখা গেল না। এই পুস্তকখানি প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এই পুস্তকেরও গদ্য অতি প্রাঞ্জল। ভাষার নমুনা এইরূপ—

"তাহার উত্তরে একপোয়া পথ চারণপাহাডী পর্ব্বতের উপরে কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ চিহ্ন ধেনুবৎসের এবং উঠের এবং ছেলির এবং মহিষের এবং আর আর অনেকের পদচিহ্ন আছেন। যে দিবস ধেনু লইয়া সেই পর্ব্বতে গিয়াছিলেন সে দিবস মুরলীর গানে যমুনা উজান বহিয়াছিলেন এবং পাষাণ গলিয়াছিলেন সেই দিবস এই সকল পদচিহ্ন হইয়াছিলেন। গয়াতে গোবর্দ্ধনে এবং কাম্য-বনে এবং চরণ পাহাড়ীতে এই চারিস্থানে চিহ্ন এক সমতুল ইহাতে কিছু তারতম্য নাঞী। চরণ পাহাড়ির উত্তরে বড় বেশসাহী। তাহার উত্তরে ছোট বেশসাহী। তাহাতে এক লক্ষ্মীনারায়ণের এক সেবা আছেন। তাহার পূর্ব্ব সেরগড। * * গোপীনাথ জীর সেবার দক্ষিণ পশ্চিম নিধুবন। চতুর্দ্দিকে পাকা প্রাচীর পূর্ব্ব পশ্চিম। পশ্চিমদিগের দরওয়াজা কুঞ্জের ভিতর যাইতে বামদিকে এক অট্টালিকা অতি গোপনীয় স্থান অতি কোমল নানান পুষ্পে বিকশিত। কোকিলাদি নানান পক্ষী নানান মত ধ্বনি করিতেছেন। বনের সৌন্দর্য্য কে বর্ণন করিবেক। শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে মহন্তের ও মহাজনেরও রাজাদিগের বহু কুঞ্জ আছেন। নিধুবনের পশ্চিমে কিছু দূর হয়ে নিভৃত নিকুঞ্জ যেস্থানে ঠাকুরাণী জী ও সখী সকল লইয়া বেশ বিন্যাস করিতেন। ঠাকুরাণী জীউর পদ চিহ্ন অদ্যাবধি আছেন নিত্যপূজা হয়েন।"

এই বিষয়ে লিখিত আরও একখানি গদ্য পুঁথির বিষয় ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। দুইখানিই ভিন্ন পুঁথি, দুই ব্যক্তির রচিত।

৪৪ পাচন-সংগ্রহ—অতি প্রাচীন গ্রন্থ, পুস্তক পত্র গলিত প্রায়, দেখিলে বোধ হয় আড়াইশ বৎসরের পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে মুষ্টিযোগ ঔষধ ও রোগ-লক্ষণ লিখিত আছে। ভাষার নমুনা :—

"জ্বরের লক্ষণ—আগু হাই উঠে কপাল বেথা করে গা ভারি করে কমর অবশ হয় অরুচি হয় যথা (?) হয়, কিছুক্রিকেই ইচ্ছা নাক্রি থাকে। জাড় করিতে থাকে। তবে জানিবে যেরূপ করিবেক বার্ত্তিক জ্বরে মহাকম্প হয় গলা উক হয়। গাএ গন্ধ হয় মাথা বেথা করে মুখ বিরস হয় মল বন্ধ হয় পেট বেথা করে। নবজ্বরে যেমন করিব তার নিত—দিবসে নিদ্রা না যাবে। সিনান না করিবে। স্ত্রীসঙ্গ না করিবে ক্রোধ না করিবে পাচন ঔষধ না খাইবে, সকল জ্বরের উপবাস করিবে। অপরের জ্বরের উপবাস না করিবে—কাম হইতে ভয় হইতে ক্রোধ হইতে শ্রম হইতে কেবল বাই হইতে এসব জ্বরে উপবাস না করিবে। মুথা গোলক বিগতি, কণ্টিকারী, গোমুরি, সালপাণি, চাকুল্যা, শুণ্ঠি, সংপ্রতি ৮ মাসা পদকে ছিচিয়া পানি দিয়া সানিবে, এক মেন বাধিবেক ইহা খাইতে দিবেক। ইহার নাম বাতাদি পাচন।

পিত্তজরে বেগ হয়। তৃষা হয়, অতিসার হয়, নিদ্রা না হয়, ঘাম্ভি হয়ে, গলা ওষ্ঠ মুখ সুখাতে থাকে, ওষ্ঠে থাকে ঘাম হয়ে।" ইত্যাদি

শুণ্ঠি-খণ্ডের গুণ লিখিত হইয়াছে। যথা—"ইহাতে শূল ঘুচে, আম্বল ঘুচে, বুকের বেথা ঘুচে, আম্বল হইতে যে যে ব্যারাম হয় তাহা ঘুচে।"

এইরূপ বহু কবিরাজী গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন পদ্য সাহিত্যের শেষাংশে ও তন্মধ্যে কএকখানির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

ইতিহাসের পদ্যাংশে আমরা বহুতর কুলজী সাহিত্যের পরিচয় দিয়াছি। তন্মধ্যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের সুবৃহৎ কুল-গ্রন্থগুলি গদ্যে লিখিত হইয়াছে। প্রায় চারি শত বর্ষ হইতে চলিল ঐ সকল গদ্যসাহিত্যের সূত্রপাত। প্রথমে যে কুলগ্রন্থ রচিত হয়, তাহাতে পূর্ব্বতন কাল হইতে গ্রন্থকারের সময় পর্য্যন্ত কুল পরিচয় ও বংশাবলী সঙ্কলিত হইয়াছিল,—

অতঃপর পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণ তৎতৎ সময়ের অংশবংশ পরিচয় পূর্ব্বগ্রন্থে সংযোজিত করিয়া গিয়াছেন, এইরূপে একই কুলগ্রন্থ পরবর্ত্তী নানা কুলাচার্য্যের হস্তে বর্দ্ধিত হইয়া এখন এক একখানি মহাভারত হইতে বৃহৎ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই একই গ্রন্থে প্রাচীন ও আধুনিক এবং বিভিন্ন সময়ের ভাষায় ও কুলাচার্য্যগণের বাসস্থান অনুসারে রাজসাহীর প্রাদেশিক ভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়। এই বিপুল গদ্য-সাহিত্যের শেষাংশকেও আমরা ইংরাজ-প্রভাবের পূর্ব্ব রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বারেন্দ্র কুলগ্রন্থের ভাষার নমুনা—

"আদিশূর রাজা বড় প্রতাপযুক্ত রাজা। আদিশূর রাজা পঞ্চগোত্রে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন। যথা—

'নারায়ণস্তু শাণ্ডিল্যঃ সুষেণঃ কাশ্যপস্তথা।
বাৎস্যো ধরাধরো দেবঃ ভরদ্বাজস্তু গৌতমঃ ॥" সাবর্ণস্তু পরাশরঃ

এই পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন কর‍্যা গৌড়মণ্ডল পবিত্র কর‍্যা আদিশূর রাজার স্বর্গারোহণ। কিছুকাল অন্তে দৌহিত্র-সন্ততি জন্মিলেন বল্লালসেন। সে বল্লালসেন কিমৎ।

'শ্রীমৎ বল্লালসেনঃ সকলগুণযুতঃ পার্থিবৈঃ পূজ্যমানঃ।
সর্ব্বক্ষ্যাশেষবিপ্রানমুচিত সমতাত্তযমান ন যেন॥ ?
ইত্যাহুচ্চার্য্যধৈর্য্যপ্রণয়গুণতপো বীর্য্যবিদ্যাদিযোগান্।
নির্ম্মাতাদ্বিকুলীনকঃ কমলজনয়তো শ্রোত্রিয়াদিকতান্॥"

"এই বল্লালসেন কহিলেন—জে জে জন মাতামহ কুলেতে জন্মেছিলেন মহারাজা আদিশূর তিনি পঞ্চগোত্রে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন কর্‌য়া গৌড়মণ্ডল পবিত্র কর্‌য়াছেন। সেই পঞ্চগোত্রের মধ্যে কত ঘর ব্রাহ্মণ হয়্যাছে—বিবেচনা কর্‌য়া দেখিলেন যে পঞ্চগোত্র মধ্যে ১১০০ ঘর ব্রাহ্মণ হয়্যাছে। তবে রাঢ়দেশে জারে পালেন তারে করিলেন রাঢ়ী। গৌড়মণ্ডলে জারে পালেন তারে করিলেন বারেন্দ্র।" ইত্যাদি

ইংরাজ-প্রভাব।

ইংরেজ আগমনের পূর্ব্ব হইতেই এদেশে গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হইতেছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইংরাজশাসনের প্রারম্ভ হইতে এদেশীয় লোকদিগের হৃদয়ে নানা বিষয়ে কর্ম্ম-নিষ্ঠার ভাব সঞ্চারিত হয়। সেই জাগরণই গদ্য-সাহিত্যের উদ্বোধন—সে বিষয়ে বাঙ্গালীর সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজরাজপুরুষগণও সাহায্য করিয়াছিলেন। কেবল সাহিত্য বলিয়া নহে, ইংরাজেরা সমগ্র দেশে বিবিধ বিষয়ের পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ তুলিয়া দিতে প্রয়াসী হন। আমরা মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাসে তাহার পূর্ণ চিত্র দেখিতে পাই।

মুদ্রাযন্ত্রপ্রবর্ত্তনের সহিত সাহিত্যিক উন্নতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ইংরাজের প্রবর্ত্তিত মুদ্রাযন্ত্রের পূর্ব্বেও এদেশীয়ের যত্নে কাষ্ঠফলকে অক্ষর খোদাই করিয়া কোন কোন পুস্তক মুদ্রিত হইত। কিন্তু উহা সাহিত্যিক উৎকর্ষ সাধনের সহায় বলিয়া মনে হয় না। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। এই সময়ে কাষ্ঠে খোদাই করিয়া বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত হইয়াছিল। চার্লস্ উইলকিন্স্ প্রাচীন পুথির অক্ষর এবং খুসখৎ মুন্সী মহাশয়দিগের হস্তাক্ষর দেখিয়া বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত কার্য্যে ব্রতী হন। [মুদ্রাযন্ত্র দেখ]

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এ দেশের আধিপত্য লাভ করিয়া দেওয়ানী ভার গ্রহণ করেন। বঙ্গভাষা না জানায় কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বিষয় কার্য্যের যথেষ্ট অসুবিধা হয়। সেই সকল অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্ত হুগলীর তৎসাময়িক সিভিল কর্ম্মচারী মিঃ ন্যাথেনিয়েল প্রাসী হাল্‌হেড্ (Mr. Nathaniel Prassy Halhed) বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। প্রগাঢ় অভিনিবেশের ফলে মিঃ হাল্‌হেড্ অল্পদিনের মধ্যেই বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন যে, ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে তিনি Grammar of the Bengali Language নামে ইংরাজদের শিক্ষার নিমিত্ত বাঙ্গালা ভাষার একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। এই ব্যাকরণখানিই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। তখনও এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা বাঙ্গালা অক্ষরের পুঁথি পঠনের নিমিত্ত বহুল চেষ্টা করিতেছিলেন, অবশেষে কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব সিভিল কর্ম্মচারী মিঃ চার্লস উইলকিন্সকে ইংলণ্ড হইতে আনাইয়া তাঁহা দ্বারা অক্ষরাদি প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। তিনি নিজেই মুদ্রাকরের কার্য্য করিয়া মিঃ হালহেডের ব্যাকরণখানি মুদ্রিত করেন।

মিঃ হাল্‌হেড্ যে বঙ্গভাষায় সবিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, এই ব্যাকরণখানি পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যাইতে পারে। তিনি গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত, পারসী ও আরবী ভাষার ব্যাকরণের সহিত তুলনা করিয়া এই বঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করেন। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার তাৎকালিক ও আধুনিক বাক্‌পদ্ধতির যথেষ্ট উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। যখন এদেশে বঙ্গীয় সাহিত্যের কোন প্রকার আলোচনা পরিলক্ষিত হইত না, সেই সময়ে একজন ইংরাজ বঙ্গীয় লিখন-ভাষায় ও কথন-ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া একখানি ব্যাকরণ রচনা-দ্বারা ভাষার শৃঙ্খলা এবং গদ্য রচনার সৌকর্য্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা বঙ্গভাষার ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ঘটনা।

মিঃ হাল্‌হেডের সময় বঙ্গীয় গদ্যভাষার অতীব শোচনীয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন, আমি এই ব্যাকরণে প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের পুস্তক হইতে যে সকল উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টতঃই জানা যায়, শব্দ সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট গৌরব রহিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য বিজ্ঞান, ইতিহাসাদির যে কোন বিষয় যথাযথ রূপে বিরচিত হইতে পারে; কিন্তু বাঙ্গালীরা এ সম্বন্ধে কোনও যত্ন করেন নাই। তাঁহাদের হাতের লেখা, তাঁহাদের বর্ণ-বিন্যাস এবং তাঁহাদের শব্দনির্ব্বাচন—সকলই ভ্রমাত্মক ও অসঙ্গত। ইঁহারা না জানেন একটা শব্দের রূপ, না জানেন বাক্য-গ্রন্থনপ্রণালী। ইহাদের লেখা আরবী, পার্সী, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা শব্দের একটা জগা-খিচড়ী, তাহার না আছে শৃঙ্খলা,—না হয় কোন অর্থ। উহা অতি অস্পষ্ট, অবোধ্য এবং ক্লেশপাঠ্য।* ফলতঃ বিষয় কার্য্যের যে সকল কাগজ পত্র মিঃ হালহেডের দৃষ্টিগোচর হইত, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় কোনও শৃঙ্খলা বা সৌষ্ঠব পরিলক্ষিত হইত না, অথচ প্রত্যেক কার্য্যেই বাঙ্গালা ভাষার জ্ঞান ইংরাজের নিকট অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইত। এই সময়ে ইংরাজ কোম্পানী যদিও

* Grammar of the Bengali Language, by Halhed.

দেওয়ানীভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাহাদের বাণিজ্য-কার্য্য পূর্ণ বেগেই চলিতেছিল। এজেন্ট, সওদাগর কন্‌ট্রাক্টার, তাঁতি ও গাঠুরিয়া প্রভৃতির সহিত আদান প্রদান হিসাব নিকাশ ও পত্র প্রত্যুত্তরাদির কার্য্য এবং আড়ঙ্গের চিঠি পত্র ও হিসাব, বাঙ্গালা ভাষাতেই পরিচালিত হইত। গোমস্তা আমীন ও মাল খরিদদারগণের প্রতি আদেশাদিও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত না হইলে চলিত না। এদিকে জমিদারী কার্য্যের কাগজ এবং বিচারাদি কার্য্য-পত্রও বহুল পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষাতেই লিখিত হইত, অথচ এই সময় গদ্য-রচনার কোনও সুবিধান বা শৃঙ্খলা ছিল না।

বাঙ্গালা ভাষায় কোন গদ্য সাহিত্য আছে কি না, মিঃ হালহেড্ তাহা জানিবার নিমিত্ত বহু অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি একখানি গদ্যসাহিত্যের নামও শুনিতে পান নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "থিউসিডাইডের পূর্ব্বে গ্রীসদেশের সাহিত্যের যে দশা ছিল, বঙ্গীয় সাহিত্যেরও এখন সেই দশা। গ্রন্থকারগণ কেবল পদ্যেই পুস্তক রচনা করিয়া আসিতেছেন। গদ্য-রচনা এ দেশের সাহিত্যে একবারেই অপ্রাপ্য। বিষয় কার্য্যের চিঠি-পত্র, আবেদন, এবং বিজ্ঞাপনী (ইস্তাহার) প্রভৃতি অবশ্য পদ্যে লিখিত হয় না, কিন্তু এই সকল রচনাতেও গদ্যের কোন নিয়ম নাই, ব্যাকরণসঙ্গত বাক্যগ্রন্থনের কোন প্রণালী নাই। এতদ্‌ব্যতীত ধর্ম্মতত্ত্ব বল, ইতিহাস বল, নীতিকথা বল, যে সকল বিষয়ে পুস্তক রচনা করিলে গ্রন্থকারগণের নাম চিরস্মরণীয় হয়, তৎসমস্তই পদ্যে লিখিত হইয়া আসিতেছে।" *

গদ্য গ্রন্থসংগ্রহের নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য না হওয়ায় মিঃ হালহেড্ কাশীরাম দাসের মহাভারত, মহাপ্রভুর লীলাময় বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি হইতে তিনি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু কুত্রাপি গদ্যসাহিত্যের কোন উদাহরণ দিতে পারেন নাই।

মিঃ হালহেড্ যখন বঙ্গভাষার এই শোচনীয় অভাব অনুভব করেন, বঙ্গীয় গদ্যসাহিত্যের উন্নতিকল্পে যখন তাঁহার হৃদয় সরল ব্যাকুলতার প্রবাহে পরিপ্লুত হইতে আরব্ধ হয়, ঠিক সেই সময়ে বিধাতা এদেশে গদ্যসাহিত্যের প্রকৃত প্রবর্ত্তক স্বনামধন্য মহাত্মা রামমোহন রায় মহোদয়কে আবির্ভূত করিয়া দেন। মিঃ হালহেড্ ১৭৭৮ সালে তদীয় ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। ১৭৭৪ সাল হইতে ১৭৮২ সালের মধ্যে কোন সময়ে রামমোহন জন্ম গ্রহণ করেন। [রামমোহন রায় দেখ।]

•কথিত আছে, রাজা রামমোহন রায় ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়েই "হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" এই নাম দিয়া প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই-খানিই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থ। কিন্তু য়ুরোপীয়-গণের মতে ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত রামরাম বসু যে, রাজা প্রতাপাদিত্যের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইহাই বঙ্গভাষার প্রথম গদ্য গ্রন্থ। †

কিন্তু হালহেড্ ও রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে যে বহু সংখ্যক গদ্য গ্রন্থ ছিল, তাহার পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। ইংরাজ আগমনের প্রারম্ভে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান মিসনরি বেন্টো "প্রশ্নোত্তরমালা" নামে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি বাঙ্গালা গদ্য পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকখানি লণ্ডন নগরে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়, তাহাতে বাঙ্গালা অক্ষর ছিল না। এই যন্ত্রে আবশ্যক মত কাষ্ঠে খোদাই করিয়া বাঙ্গালা অক্ষর মুদ্রিত করা হইত। ইহার দশ বৎসর পরে (১৭৯০ খৃষ্টাব্দে) কেরি মার্স‌মান্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মিশনারী-গণ শ্রীরামপুরে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপনপূর্ব্বক বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি মুদ্রিত করিবার পথ বিস্তার করেন। তাঁহারা কাষ্ঠে খোদাই করিয়া যে একপ্রস্থ বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন, তাহাতে প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বাইবেল পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস যে সকল আইন সংগৃহীত করেন, ফরেষ্টার সাহেব সেই সকল আইন বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে, অর্থাৎ ১৮০১ সালে কলিকাতায় তিনি ইংরাজী অভিধান মুদ্রিত করেন। ফলতঃ এই সময়ে মার্স‌মান, ওয়ার্ড, কেরি প্রভৃতি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল এবং ধীরে ধীরে বাঙ্গালা গদ্যরচনার অনুশীলনও চলিতেছিল। এমন কি, ইহারা বাঙ্গালা স্কুল এবং বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষা-শিক্ষায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

এদিকে ইংরাজরাজকর্ম্মচারীদিগকে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত ১৮০০ সালে মারকুইস্ অব ওয়েলেস্‌লী কলিকাতায় ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। তদ্ভিন্ন এখানে আরবী, পারসী, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালা, তৈলিঙ্গ, মহারাষ্ট্রীয়, তামিল এবং কনাড়ী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত ব্যবস্থা, দর্শনবিজ্ঞান এবং য়ুরোপীয়

* Grammar of the Bengali Language, by Halhed.

† রেভারেণ্ড লং তদীয় A Descriptive Catalogue of Bengali works নামক গ্রন্থতালিকায় লিখিয়াছেন,—The first prose work and the first Historical one that appeared was the Life of Protapadithya by Ram Bose. ১৮০০ সালের কলিকাতা রিভিউয়েও এই কথাই প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাষায় শিক্ষালাভেরও বন্দোবস্ত ছিল। ১৮০০ অব্দের ৪ঠা মে তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ১৮ই আগষ্ট হইতে ইহার প্রকৃত কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল।

সার জর্জ বার্লো, কোলব্রুক, হারিংটন, এড্‌মনষ্ট, গ্ল্যাড্‌উইন্, গিলক্রাইষ্ট, ষ্টুয়াট্ ও রেভারেণ্ড্ কেরি প্রভৃতি ইহার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। শেষোক্ত মহাত্মা বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ইঁহাদের নিম্নে অনেক পণ্ডিত ও মুন্সী শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন। ঐ সকল পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষায় গদ্য পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা শিক্ষকদিগের মধ্যে রামনাথ ন্যায়বাচস্পতি, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, রামরাম বসু, কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত, পদ্মলোচন চূড়ামণি, শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার, রামকুমার শিরোমণি, রামচন্দ্র রায়, কালীকুমার রায়, গদাধর তর্কবাগীশ, শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার, নরোত্তম বসু এবং রামজয় তর্কালঙ্কার প্রভৃতি সকলেই সেই সময়ে বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্বতঃপ্রবৃত্ত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যদিও রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের বহু পূর্ব্বে কতিপয় পণ্ডিত ভাষা-পরিচ্ছেদ, স্মৃতিশাস্ত্র এবং উপনিষদ্ ও সাংখ্যদর্শন প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত না হওয়ায়, তদ্দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্য জগতের এ পর্য্যন্ত বিশেষ উপকার হয় নাই। রামমোহন রায় মহাশয়ের কোন কোন গ্রন্থ প্রচলিত-হিন্দুমতের বিরুদ্ধ হওয়ায় উহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া যায় এবং সেই কারণে বঙ্গের অবাতবিক্ষুব্ধ পণ্ডিত-সমাজ-সাগরে সহসা আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ উপস্থিত হয়। তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা রচনায় অনভ্যস্ত অনেক পাণ্ডিত্যাভিমানীও এই আন্দোলনে বঙ্গভাষায় দুএক ছত্র লিখিয়া গ্রন্থকারগৌরব লাভ করিয়াছেন। এই কারণে, এই সময়ে দুই একখানি সাময়িক পত্রেরও সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে রাজা রামমোহন রায়কে বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতিসাধনের প্রধানতম পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে।

ইংরাজ শাসনের পরবর্ত্তিকাল হইতে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের যে ক্রমোন্নতি ঘটে, তাহাকে আমরা দুই অংশে বিভাগ করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথম ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল অর্থাৎ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বঙ্গরাজ্য ভার গ্রহণ হইতে মহারাণী ৺ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনাধিরোহন কাল পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয় তৎসময় হইতে বিদ্যাসাগরীয় যুগের বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার পূর্ণবিকাশ পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে যে সকল গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, নিম্নে তাহারই একটী তালিকা ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল

সাধারণ-সাহিত্য

১। প্রশ্নোত্তর-মালা—সেণ্টো সাহেব এই পুস্তকের প্রণেতা। খৃষ্টানধর্ম্ম সম্বন্ধে তথ্যাদি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। এখন এই পুস্তক একবারেই দুষ্প্রাপ্য। ১৭৬৫ সালে লণ্ডনে এই গ্রন্থখানি ছাপা হইয়াছিল। বঙ্গে ইংরাজ-প্রভাবের প্রারম্ভে এইখানিই সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ বলিয়া অনুমিত হয়।

সেণ্টো সাহেব
১৭৬৫ সাল

২। হিন্দুগণের পৌত্তলিকধর্ম্ম-প্রণালী—সুবিখ্যাত রাজা রাম-মোহন রায় ষোড়শ বর্ষ বয়সে এই গ্রন্থ রচনা করেন। হিন্দুদের প্রতিমা উপাসনা-প্রণালীর প্রতিকূলে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। এইখানিই ৺রামমোহন রায় মহাশয়ের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থ। বাঙ্গালা গদ্যে এই গ্রন্থখানি রচিত হওয়ার পর, রামমোহনের পিতা তাহা পাঠ করিয়া পুত্রের প্রতি কুপিত হন। তাহারই ফলে কিছুদিন পরে রাম-মোহনকে পিতৃভবন ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মিঃ কেরি বলেন, রামমোহন ১৭৯৮ সালে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থের বিবরণ পরে লিখিত হইতেছে।

রামমোহন রায়
১৭৯৮

["রামমোহন রায়" শব্দে দ্রষ্টব্য]

কথোপকথন—সুবিখ্যাত পাদরী রেভারেণ্ড ডবলিউ কেরি ১৮০১ সালে কথোপকথন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। জন-সাধারণের প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা ইংরাজ-দিগকে শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত এই পুস্তক রচিত হয়। ইহাতে তৎকাল প্রচলিত বাঙ্গালা এবং উহার ইংরাজী অনুবাদ আছে। এই পুস্তকে উদ্ধৃত বাঙ্গলা অতি সরল, সরস ও স্বাভাবিক। দুইটী স্ত্রীলোকের কথোপকথন এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

ডবলিউ কেরি
১৮০১

প্রথমা—তোদের বৌ কেমন রাঁধিতে বাড়িতে পারে ?

দ্বিতীয়া—হা বুন, সেই বই আর কে রান্ধে ? মেয়েরা কেহ এখানে নাই। আপনি কাচা বাচা নিয়া নড়িতে পারি না। সকল কাম্ বড় বউ করে। ছোট বৌডা বড় হিজলদাগুড়া, অঙ্গ নাড়ে না, আর সদাই তার ঝকড়া। কি করিব বুন, সহিতে হয়। যদি কিছু বলি তবে লোকে বলিবে দেখ এ মাগী বৌদের দোষতে পারে না। কিন্তু বুন, কানা হাঁড়ি পানে চাহিয়া বড় বৌটা অতি ভাল। এ সংসারে তাব কাম করে। আর ছেল্যা পিলা খাওয়াইয়া আচিয়া দেয়, আর আমাদের সেবা সুশ্রু করে। তাহার জন্য আমার কোন ধ্যামোচ নাই।"

উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, এই গ্রন্থে তাহার বিশুদ্ধ নমুনা আছে। কন্দলের সময়ে

লোকে যে ভাষায় কথা কহে তাহা স্বাভাবিক। এই গ্রন্থ হইতে মেয়েলী-কন্দলের কিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"আর শুনছিস্ নির্ম্মলের মা। এই যে বেণে মাগী অহঙ্কারে আর চক্ষে মুখে পথ দেখে না। হ্যা দ্যাখ, কালি যে আমার ছেল্যা পথে দাঁড়িয়া ছিল, তা ঐ বুড়া মাগী তিন চার ছেল্যার মা,—করিল কি, ভরন্ত কলসিডা অমনি ছেল্যার মাথার উপর তলামি দিয়া গেল। সেই হইতে বাটের বাছা জ্বরে বাঁওয়ে পড়েছে। এমন গরবা সুখি, বল্লে আবার গালাগালি ঝকড়া করে। এ ভাতারখাগি সর্ব্বনাশির পুতটা মরুক। তিন দিনে উহার তিনডা বেটার মাথা খাউক, ঘাটে বসে মঙ্গল গাউক।"

অপরা প্রত্যুত্তরে বলিতেছে:—

"হালো ঝি জামাই খাগি কি বলছিস, তোরা শুনছিস্ গো এ আঁটকুড়ি রাঁড়ির কথা। তুই আমার কি অহঙ্কার দেখলি। তিন কুল খাগি। আমি কি দেখে তোর ছেল্যার মাথার উপর দিয়া কলসি নিয়া গিয়াছিলাম, যে তুই ভাতার-পুত কেটে গালাগালি দিচ্ছিস্। তোর ভালডার মাত্তা খাই। হালো ভালো ডা খাগি, তোর বুকে কি বাঁশ দিয়াছিলাম হাড়ে।"

প্রথমা—

"থাকলো ছাড়কপালি গিদেরি থাক্। তোর গিদেরে ছাই প'ল প্রায়। যদি আমার ছেল্যান কিছু ভালমন্দ হয়, তবে কি তোর ইটাভিটা কিছু থাকবে। যা মনে আছে তা করব। তখন তোমার কোন্ বাপে রাখে তা দেখব। হে ঠাকুর তুমি যদি থাক, তবে উহার তিন বেটা যেন সাপের কামড়ে আজ রাত্রেই মরে। হা বউরাড়ি তোর সর্ব্বনাশ হউক। তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেউ থাকে না।"

ইহার প্রত্যুত্তর—

"ওলো তোর শাপে আমার বাঁপার ধুলা ঝাড়া যাবে। তোর ঝিপুত কেটেদি আমার ঝিপুতের পায়। যালো যা বায়ো ছুয়ারী, ভারানি, হাটবাজার কুড়ানি, খানকি, যা তোর গালাগালিতে আমার কি হবেলো কুঁদলি।"

সেভাবেও কেরি এই গ্রন্থে বাঙ্গালার তৎসাময়িক সকল সমাজের প্রচলিত কথাবার্ত্তা ও বাক্যপদ্ধতির নমুনা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিষয়তালিকা এইরূপ:—সাহেব ও খানসামা, সাহেব ও মুন্সী, পরামর্শ, ভোজনের কথা, ভ্রমণ, পরিচয়, ভূমি, মহাজন ও আসামী, বাগান করিবার হুকুম, ভদ্র-লোক প্রাচীন প্রাচীন, সুপারিসি, মজুরের কথাবার্ত্তা, খাতক মহাজনী, ঘটকালি, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা, স্ত্রী লোকের কথোপকথন, তিয়রীয়া কথা, ইজারার পরামর্শ, ব্রাহ্মণ-ভিক্ষুকের কথা, কার্য্য চেষ্টার কথা, কন্দল, যাজক ও যজমান, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে কথা, জমীদার ও রায়ত এবং বৈঠকী কথোপকথন প্রভৃতি। লেখকের লিপিকুশলতার সবিশেষ প্রশংসনীয় কথা এই যে প্রত্যেক বিষয়েই তৎসময়ের সামাজিক প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট রূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

ইতিহাস-মালা—১৮১২ সালে শ্রীরামপুরমিশন প্রেসে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। কেরি সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় যে অসাধারণ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। ইতিহাস-মালাও তাহার এক অকাট্য প্রমাণ। এই ইতিহাস-মালায় প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের কোনও বৃত্তান্ত নাই। এখন আমরা ইতিহাস বলিলে যে শ্রেণীর গ্রন্থ বুঝিয়া থাকি, পূর্ব্বে এই শব্দ কেবল সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইত না। তখন গল্পের গ্রন্থও ইতিহাস নামে অভিহিত হইত। কেরি সাহেব এই গ্রন্থে অতি প্রাঞ্জল ও মনোমদ ভাষায় ১৫০টী ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছেন। গল্পগুলি স্বভাবতঃই চিত্তাকর্ষক, কেরি সাহেবের রসময়ী ভাষায় এই সকল গল্প আরও সরস হইয়াছে। এই গল্পগুলি কোন গ্রন্থের অনুবাদ নহে। এদেশে অনেক গল্প লোক মুখে চলিয়া আসিতেছে, সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের অনেকগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেরি সাহেব শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রাঞ্জল বিশুদ্ধ বাঙ্গালা রচনার যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে বর্ত্তমান সময়েও উহা আদর্শরূপেই পরিগৃহীত হইতে পারে। এখানে একটী গল্প উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

এক কৃষক লাঙ্গল চসিতে গিয়া কোন খালে গোটা চব্বিশেক মৎস্য ধরিয়া গৃহে আসিয়া আপন গৃহিণীকে পাক করিতে দিয়া আপনি পুনর্ব্বার চসিতে গেল। তাহার গৃহিণী সে মৎস্য কয়টা পাক করিয়া মনে বিবেচনা করিল যে মৎস্য পাক করিলাম কিন্তু কি প্রকার হইয়াছে চাখিয়া দেখি ইহা ভাবিয়া কিঞ্চিৎ ঝোল লইয়া খাইয়া দেখিল যে ঝোল সুরস হইয়াছে। পরে পুনর্ব্বার মনে ভাবিল মৎস্য কিরূপ হইয়াছে তাহাও চাখিয়া দেখি, ইহা ভাবিয়া একটি মৎস্য খাইল। পুনর্ব্বার চিন্তা করিল ওটি কিরূপ হইয়াছে তাহাও চাখিতে হয় ভাবিয়া সেটিও খাইল। এইরূপে খাইতে খাইতে একটি মাত্র অবশিষ্ট রাখিল। পরে কৃষক ক্ষেত্র হইতে বাটী আইলে তাহার গৃহিণী সেই মৎস্যটী আর অন্ন তাহাকে দিলে কৃষক কহিল যে, এ কি? চব্বিশটি মৎস্য আনিয়াছি, আর কি হইল। তখন তাহার স্ত্রী মৎস্যের হিসাব দিল:—

মাছু আনিলা ছয় গণ্ডা,
চিলে নিল দুই গণ্ডা,
বাকী রহিল ষোল।
তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল।
তবে থাকিল আট।
দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাট।
তবে থাকিল ছয়।
প্রতিবাসীকে চারিটা দিতে হয়।
তবে থাকিল দুই।
তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই।
তবে থাকিল এক।
ঐই পাত পানে চাহিয়ে দেখ।
এখন হইস যদি মানুসের পো।
তবে কাটা খান খাইয়া মাছখান থো।
আমি বৈই মেয়ে।
তেই হিসাব দিলাম কয়ে।"

এইরূপে মৎস্তের হিসাবে কৃষকের প্রত্যয় জন্মাইল।"

হিতোপদেশ—১৮০১ সালে গোলকচন্দ্র শর্ম্মা পঞ্চতন্ত্রোক্ত হিতোপদেশ নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। এখানি গদ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মূল শ্লোক ও উহার অনুবাদ আছে। ইহার ভাষার নমুনা এইরূপ :—

গোলক শর্ম্মা ১৮০১

"মগধ দেশে ফুল্লোৎপল্ল নামে সরোবর থাকে। তাহাতে অনেক কাল সঙ্কট বিকট নামে দুই হংস বসতি করে আর তাহাদিগের সখা কম্বুগ্রীব নামে কচ্ছপ বাস। অনন্তর এক দিবস ধীবরেরা আসিয়া সে স্থানে কহিল যে এ স্থানে আজি বাস করিয়া কল্য প্রাতঃকালে মৎস্য কচ্ছপাদি নষ্ট করিব। তাহা শুনিয়া কচ্ছপ দুই হংসকে কহিল, হে মিত্রেরা ধীবরদিগের কথোপকথন শুনিলা। এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি। হংসেরা কহিল পুনর্ব্বার তাহা জন্য প্রাতঃকালে যাহা উপযুক্ত হয় করা যাইবে। কচ্ছপ বলিতেছে সে কথা কিছু নয়, যে হেতুক এইস্থানে আমি ব্যতিক্রম দেখিয়াছি। ইত্যাদি

এতদ্ব্যতীত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ও লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়লঙ্কার ও এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন।

তোতার ইতিহাস। চণ্ডীচরণ মুনসী ১৮০১ সালে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তক খানি পারসী গ্রন্থ হইতে অনূদিত। বর্ত্তমান সময়ে "ইতিহাস" শব্দ দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায়। এই গ্রন্থে সেরূপ কোন বৃত্তান্ত নাই। "তোতার গল্প" এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম হওয়া উচিত! এই পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এইরূপ—আদম সুলতান এক জন ধনবান্ মুসলমান। তাঁহার পুত্রের নাম ময়মুন। আদম সুলতান খোজেস্তা নাম্নী অতি সুন্দরী এক কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। এক দিন ময়মুন বাজারে গিয়া দেখিলেন একটী লোক পিঞ্জরে করিয়া এক তোতা পক্ষী বিক্রয়ার্থ আনিয়াছে, উহার মূল্য এক সহস্র হুন্ মুদ্রা। এই কথায় ময়মুন চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, এটা এক মুষ্টি পাখা বা বিড়ালের একটা গ্রাস। ক্ষিপ্ত বা নির্ব্বোধ ব্যক্তি ব্যতীত কে ইহার এত মূল্য দিবে। কিন্তু তোতা যে অতি অদ্ভুত পাখী, ময়মন্ তাহা জানিতেন না! তোতা আপন পরিচয় দিয়া বলিল, তুমি আমাকে বিড়ালের এক গ্রাস বা এক মুষ্টি পাখা বলিয়া মনে করিতেছ বটে কিন্তু বুদ্ধি ও জ্ঞানেতে আমি আকাশে উড়িতে পারি, আমার ভাষা অতি মিষ্ট এবং ভবিষ্যৎ কথা বলিতে পারি। তাহার একটু পরিচয় দিতেছি। আগামী কল্য কাবুল হইতে জনৈক সম্বুল ব্যবসায়ী আসিবে তুমি এ অঞ্চলের সম্বুল ক্রয় করিয়া রাখিতে পারিলে যথেষ্ট লাভবান্ হইবে। ময়মুন তাহাই করিলেন, কার্য্যতঃ তিনিও যথেষ্ট লাভবান্ হইলেন। তোতা পাখীটীকে সযত্নে নিজের গৃহে স্থান দিয়া একটী সারী সংগ্রহ পূর্ব্বক উহার সহচারিণী করিয়া দিলেন।

চণ্ডীচরণ মুন্সী ১৮০১

অতঃপর ময়মুন বিদেশে গেলেন, খোজেস্তা কিয়দ্দিবস স্বামি-বিরহে ব্যাকুল হইলেন। এই সময়ে তোতা উত্তম উত্তম উপন্যাস বলিয়া খোজেস্তার মনের দুঃখ দূর করিত। এইরূপে ছয় মাস গত হইল, খোজাস্তার বিরহ ক্লেশের হ্রাস হইল। এক দিবস খোজস্তা অট্টালিকায় দাঁড়াইয়া গবাক্ষ দিয়া রাজপথে অপর দেশাগত এক রাজকুমারকে দেখিতে পাইলেন, উভয়ে উভয়কে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। রাজকুমার কুটনী পাঠাইলেন। খোজেস্তা তাঁহাকে স্বীয় সম্মতি জানাইয়া অভিসারের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেন এবং মনের কথা সারীকে জানাইলেন। সারী বাধা দিল। খোজেস্তা সারীকে নিহত করিলেন এবং তোতাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। সুচতুর তোতা মনে মনে দুঃখিত হইল; কিন্তু স্বীয় প্রাণনাশের ভয়ে খোজাস্তার মন যোগাইয়া বলিল, "সে বিষয়ে আর ভাবনা কি, ফরোখবেগ সওদাগরের তোতার ন্যায় আমি সহজেই তোমাদের মিলন করাইয়া দিব। ইহাতে খোজাস্তা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ গল্প শুনিতে চাহিলেন। তোতা তাঁহাকে সেই গল্প শুনাইলেন, গল্প শুনিতে শুনিতে রাত্রি প্রভাত হইল। খোজেস্তা প্রত্যহ রাত্রিকালে মিলনের উপায় শুনিবার নিমিত্ত তোতার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন, আর তোতা তাহাকে এক একটী অদ্ভুত গল্প শুনাইয়া বিমুগ্ধ রাখিতেন। তোতা এইরূপ ৩৫টী গল্প বলেন। অতঃপরে ময়মুন বাড়ীতে আগমন করেন। তোতা তাঁহার নিকট খোজাস্তার চরিত্র রহস্য প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় ময়মুন খোজাস্তাকে নিহত করিয়া ফেলেন।

তোতা ইতিহাসের রচয়িতা চণ্ডীচরণ মুনসী ফোর্ট উইলিয়মে কলেজের মুনসী ছিলেন, সংস্কৃত পারসী ও বাঙ্গলা এই তিন ভাষাতেই চণ্ডীচরণের অধিকার ছিল। তোতার ইতিহাস পারসী হইতে অনূদিত হইলেও ইহাতে পারসী শব্দের ব্যবহার অতি বিরল। এই গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দেরই বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। রচনা সরল ও প্রসাদ গুণবিশিষ্ট। নিম্নে ভাষার নমুনা প্রদত্ত হইল—

"যখন সূর্য্য অস্ত গেলেন এবং চন্দ্র উদয় হইলেন তখন খোজেস্তা মনোদুঃখেতে কাতরা হইয়া তোতার সন্নিধানে বিদায় চাহিতে গেলেন। তোতা খোজাস্তাকে স্তব্ধ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক কই তুমি এমন স্তব্ধ কেন আছ? খোজেস্তা উত্তর করিলেন যে নিত্য রাত্রিতে আপন মনোদুঃখ তোমাকে জানাই, কিন্তু এক দিবসও বন্ধুর নিকট যাইতে পারিলাম না। এমন দিন কবে হইবে যে আমি যাইয়া প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিব। যদি তুমি এই রাত্রিতে বিদায় দাও তবে যাই, নতুবা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নিজ গৃহে যাইয়া বসিয়া থাকি।" ইত্যাদি

বত্রিশসিংহাসন—১৮০১ সালে এই পুস্তক অনূদিত এবং শ্রীরামপুরের মুদ্রন যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে

ইহার যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে দেখা যায় যে, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার এই গ্রন্থের অনুবাদক।

মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ১৮১০

মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার উৎকল দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতায় ইনি প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সর্ব্ব প্রধান অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। ইহার পর কিয়ৎকালের জন্য তিনি তথাকার সদর দেওয়ানী আদালতের জজ-পণ্ডিতও হইয়াছিলেন। অনুবাদক এই পুস্তকের নিম্নলিখিত ভূমিকা লিখিয়াছেন—

"দৈব লৌকিকোত্তর সামর্থ্য সম্পন্ন শ্রীবিক্রমাদিত্য নামে এক রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। দেবপ্রসাদলব্ধ দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাযুক্ত রত্নময় এক সিংহাসন তাঁহার বসিবার ছিল। ঐ শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজার স্বর্গারোহণের পরে সেই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র কেহ না থাকাতে সিংহাসন মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে শ্রীভোজরাজার অধিকারের সময়ে ঐ সিংহাসন প্রকাশ হইল। তাহার উপাখ্যানের বিস্তার এই।"

এই গ্রন্থের আদ্যন্ত গদ্যে লিখিত; ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ। এই গ্রন্থের ভাষা তৎকৃত প্রবোধচন্দ্রিকার ভাষার ন্যায় বৈচিত্রীপূর্ণ বা নীরস নহে। পুরুষপরীক্ষা, প্রবোধচন্দ্রিকা ও রাজাবলী এই তিন খানি গ্রন্থও মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রণীত।

পুরুষ-পরীক্ষা—গ্রন্থখানি সংস্কৃতের অনুবাদ। ১৮০৮ সালে ইহা প্রকাশিত হয়। আকার বৃহৎ, প্রচলিত ৮ পেজী ফর্মার ২৪২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, আদ্যন্ত গদ্যে লিখিত। ইহাতে পুরুষের বিবিধ গুণের কথা উপন্যাসচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। এই জগতে পুরুষের আকৃতিধারী অনেকেই আছেন, কিন্তু প্রকৃত গুণশালী পুরুষের মধ্যে যে সকল গুণ অথবা দোষ থাকা সম্ভব, এই গ্রন্থে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত এই গ্রন্থের নাম পুরুষ-পরীক্ষা। দানবীর, দয়াবীর, যুদ্ধবীর, সত্যবীর, এই সদ্গুণশালী বীরচতুষ্টয়ের উদাহরণ দিয়া পরে প্রতি উদাহরণে তদ্বিপরীত চরিত্রোদাহরণে চোর, ভীরু, কৃপণ ও অলসের উদাহরণ প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর সপ্রতিভ, মেধাবী, সুবুদ্ধি এবং ইহাদের অত্যুদাহরণস্বরূপবঞ্চক, পিশুন, অবুদ্ধি জন্মবর্ব্বর, সংসর্গবর্ব্বর পুরুষের কথায় গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়—শস্ত্রবিদ্যা, শাস্ত্র-বিদ্যা, বেদবিদ্যা, লৌকিকবিদ্যা, উভয় বিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, গীতবিদ্যা, নৃত্যবিদ্যা, ইন্দ্রজাল বিদ্যা, পূজিত বিদ্যা, অবসন্ন বিদ্যা, অবিদ্যা খণ্ডিত-বিদ্যা এবং হাস্যবিদ্যা। চতুর্থ অধ্যায়ে যথা—সাত্ত্বিক, তামস, অনুশায়ি, সাহস্ছ, মূঢ়, বহ্বাশ, সাবধান, অনুকূল নায়ক, দক্ষিণ নায়ক, বিদগ্ধ নায়ক, ধূর্ত্ত নায়ক, ঘস্মর নায়ক মোক্ষ নির্ব্বন্ধ নিস্পৃহ ও শব্দসিদ্ধি পুরুষের উদাহরণ লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি সংস্কৃত পুরুষ-পরীক্ষা গ্রন্থের অনুবাদ হইলেও ভাষা প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভাষায় জটিলতা সম্বন্ধে যে নিন্দাবাদ চলিয়া আসিতেছে, এই গ্রন্থে তাহার কোনও নিদর্শন নাই। তিনি বহুবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এই গ্রন্থের গদ্য-ভাষা-গ্রথনপ্রণালী প্রশংসনীয়ই বলিতে হইবে। নমুনাস্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"ভরত পণ্ডিত কহিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা ইন্দ্রের প্রার্থনাতে সকল বেদের সার আকর্ষণ করিয়া নাট্যবেদ নামে পঞ্চম বেদ সৃষ্ট করিয়াছেন। তাহার বিবরণ এই যে—ঋগ্বেদের সার গ্রহণ করিয়া গানের সৃষ্টি করিলেন এবং সাম-বেদের সারাকর্ষণ করিয়া শ্লোকের সৃষ্টি করিলেন ও যজুর্ব্বেদের সার লইয়া হস্তপদাদি সঞ্চালনের নিয়ম করিলেন। এইরূপে সকল বেদের সারেতে ব্রহ্মা নাট্যবেদের অর্থাৎ নৃত্যবিদ্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই নৃত্য দুই প্রকার—লাস্য ও তাণ্ডব। স্ত্রীলোকের যে নৃত্য তাহার নাম লাস্য এবং পুরুষের যে নৃত্য তাহার নাম তাণ্ডব। লাস্য দর্শনে পরমেশ্বরী সন্তুষ্টা হন এবং তাণ্ডব দর্শনেতে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন। নৃত্য দর্শনেতে ঈশ্বরের সন্তোষ হয় এবং মনুষ্যেরও সন্তোষ হয়। এই নিমিত্ত নৃত্য অদৃষ্ট ফলক ও দৃষ্টফলক হন। আর নৃত্য-বিদ্যা ধনিসমূহের লীলারূপ এবং দুঃখি লোকের ধৈর্য্যরূপ ও স্বচ্ছন্দচিত্ত যে পুরুষ সকল তাঁহাদিগের অভ্যাস কোথা।"

প্রবোধচন্দ্রিকা—পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ১৮১৩ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নিমিত্ত এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তৎসময়ে এই কলেজের সিভিলিয়ান ছাত্রগণ এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তদীয় "বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন এই গ্রন্থ ১৮৩৩ খৃঃ প্রথম মুদ্রিত হয়।" ১৮৬২ সালে শ্রীরামপুর প্রেস হইতে ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সেই সংস্করণে দেখা যায় যে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইহার আর এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থ খানি আদ্যন্ত গদ্যে লিখিত এবং "স্তবক" নামে চারি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক স্তবক "কুসুম" নামে কতকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। ভাষা প্রশংসা, বিদ্যাপ্রশংসা, বর্ণ-শব্দবিবেক, বাক্যস্বরূপনির্ণয়, গদ্যবিবরণ, বাক্যবিবেচনা, কাব্যের লক্ষণ, প্রহেলিকার লক্ষণ, নানাবিধ বাক্যের লক্ষণ, অন্ধগো-লাঙ্গুল প্রভৃতি ন্যায়ের বিবরণ, শ্লিষ্টাদি বাক্যের দশবিধ গুণ বিবরণ ও উদাহরণ, শাস্ত্রার্থ বুদ্ধিলাভের উপায়, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও স্মার্ত্তধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের উপদেশ গল্পচ্ছলে লিখিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন এই গ্রন্থে ব্যাকরণ সাহিত্য, অলঙ্কার ছন্দ, স্মৃতি, ন্যায়, সাঙ্খ্য, জ্যোতিষ রাজনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ের উপদেশ ও সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। উপাখ্যান-কথন ব্যপদেশে বণিক্, কৃষক, গোপ, সূত্রধার, রজক, চর্ম্মকার প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের চলিত ভাষা

এই গ্রন্থে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে। জনপ্রবাদ ও প্রহেলিকার সমাবেশও যথেষ্ট আছে। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থখানিতে ভাষার তাদৃশী প্রাঞ্জলতা বা শৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হয় না। কোথাও বা সুদীর্ঘ সমাসনিবদ্ধ সংস্কৃতের ন্যায় পদবিন্যাস, কোথাও বা অপ্রচলিত অপভ্রংশ পদের সমাবেশ, কোথাও বা অতিগ্রাম্যতাদুষ্ট শব্দ ও পদপ্রয়োগ, কোথাও বা বিশৃঙ্খল বাক্যযোজনা রহিয়াছে। ফলতঃ এই সকল দেখিয়া কেহ কেহ এই গ্রন্থের ভাষাসম্বন্ধে প্রতিকূল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন; এই গ্রন্থের কোথাও "কোকিল কুলকলাপ-বাচাল যে মলয়াচলনিল উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে" আবার কোথাও "ওগো, ব্রহ্মচারী গোঁসাই মহাশয়ের নিদ্রা হইল। ব্রহ্মচারী কহিল বা তন্দ্রাই হইতে দিতেছে না। নিদ্রা কি হবে? কাণের কাছে মশাগুলা ভেন্ ভেন্ করে। তখন ঐ স্ত্রী স্ব সখী সহিত উকি মারিয়া দেখে ও কানাকাণি করে, আইসে যায়, আবার আইসে, আবার যায়। আমরা এ পাপটার চক্ষে কি ঘুম নাই ইহা চুপে চুপে কহে।"—এইরূপ ভাষার বৈচিত্রী পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ গ্রন্থকার ইচ্ছা পূর্ব্বকই হাস্যরসোদ্রেকের নিমিত্ত এইরূপ ভাবে ভাষা-বৈচিত্রীর সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। ইহাও খুব সম্ভবপর যে, তর্কালঙ্কার মহাশয় যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনই রসপ্রিয় ছিলেন।

এই গ্রন্থে গদ্য-রচনা প্রণালীতে যে কিঞ্চিৎ দোষ দৃষ্ট হয়, তাহাপ্রাচীন সময়ের পণ্ডিতগণের পক্ষে দুষ্পরিহার্য্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। মোটামোটি বিচার করিয়া দেখিলে এইগ্রন্থের ভাষা দুর্ব্বোধ্য বা নিতান্ত অসরল নহে। যে কোন স্থান হইতে ইহার উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। নিম্নে একটুকু নমুনা দেওয়া গেল—

"হে রাজ্ঞি, ভগ্নস্নেহ ব্যক্তির সঙ্গে যে প্রীতি, সে সুখদ নয়। এই বিষয়ে এক কথা কহি শুন। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাবর্ত্তে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সভাগৃহে পূজনীয় নামে এক চটকা অর্থাৎ চড়াই পক্ষী থাকিত। সে প্রত্যহ প্রতি নগরে আহারার্থ গৃহে গৃহে গমন করত যে সকল কথা শুনিত, সে সমস্ত বৃত্তান্ত পরিপাটি করিয়া ব্রহ্মদত্ত রাজার সমক্ষে আসিয়া কহিত, এবং রাজাও অবকাশে ঐ চটকার সঙ্গে ধর্ম্ম কথা প্রস্তাবে আলস্য ত্যাগ করিতেন। এইরূপেই উভয়ের পরস্পর প্রণয় ব্যবহারে সুখে কালক্ষেপ হইত। ইতিমধ্যে দৈবাৎ এক দিবস ঐ চড়াই বাসাতে আপনার ছানাকে রাখিয়া আহারার্থ নগর ভ্রমণ করিতে গেল। পরে ধাত্রী রাজকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া চটকার বাসার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজপুত্র ঐ চড়াইর ছা দেখিয়া তাহা লইবার নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিল।"

বিষয়ের গুরুতায় স্থানে স্থানে ভাষা নীরস হইয়া পড়িয়াছে। ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনায় ভাষার সরসতা রক্ষা করা সকলের পক্ষেই একরূপ অসম্ভব। কেরি সাহেবের "কথোপকথন" গ্রন্থ হইতে ইতিপূর্ব্বে জনসাধারণের চলিত ভাষায় উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রবোধচন্দ্রিকা হইতেও একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে,—

"স্ত্রী কহিল গুড় হইলেই কি রাঁধা হয়। তেল নাই, নুণ নাই, চাউল নাই, তরিতরকারী পাতি কিছু নাই। কাঠগুলা সকলি ভিজা। যেনাতি বা কিরূপে হবে, তাতে আবার বৌচুড়ি অশুদ্ধা হইয়াছে, কুটনা বা কে কুটিবে বাটনা বা কে বাটিবে। তৎপতি কহিল আজি কি ঘরে কিছুই নাই। দেখদেখি ক্ষুদ-কুড়া যদি কিছু থাকে তবে তার পিঠা কর এই গুড় দিয়া খাইব। ইহাতে তাহার স্ত্রী কহিল—বটে! পিঠা করা বুঝি বড় সোজা। জান না—পিঠা, আঠা! যেমন আঠা লাগিলে শীঘ্র ছাড়ে না, তেমনি পিঠার লেঠা বড় লেঠা—শীঘ্র ছাড়ে না। কখনও তো রাঁধিয়া খাও নাই। আর লোকেদের মাউগের মতন মাউগ লইয়া থাকিতে তবে জানিতে?"

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এই গ্রন্থে বিবিধ প্রকার ভাষার আদর্শই রহিয়াছে।

লিপিমালা—প্রতাপাদিত্যচরিত্র নামক সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থের প্রণেতা রামরাম বসু ১৮০১ সালে প্রতাপাদিত্য চরিত্র গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। ইতিহাস গ্রন্থশাখায় উক্ত গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া যাইবে। লিপিমালা গ্রন্থখানি ১৮০২ সালে শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। রামরাম বসু মহাশয় খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ২৪ পরগণার অন্তর্গত নিমতা গ্রামে তাঁহার বাল্যশিক্ষা শেষ হয়। ইনি বঙ্গজ কায়স্থ বংশীয় ছিলেন। বাল্যকালে ইনি ফারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। কেরি সাহেবের লিখিত অমুদ্রিত কাগজে জানা যায়, তিনি ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই ফারসী ও আরবী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষাও তাঁহার জানা ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের "হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। তিনি ফোর্টউইলিয়াম কলেজে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিতেন। রাজা রামমোহনের নিকট ইনি ফারসী রচনা প্রণালীও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ দেখিয়া বোধ হয়, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অপেক্ষা ফারসী ভাষাতেই তাঁহার অধিক অনুরাগ ছিল। তৎকৃত প্রতাপাদিত্য চরিত্র গ্রন্থের ভাষায় ফারসী শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। কেরি সাহেব লিখিয়াছেন, কলেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের সহিত মত-পার্থক্য হওয়ায় তিনি স্বীয় পদত্যাগ করেন। রেভারেণ্ড কেরির অমুদ্রিত কাগজাদি পাঠে আরও জানা যায়, রামরাম বসু মহাশয় যদিও সাধারণতঃ মধুরস্বভাব ও সরল প্রকৃতিক ছিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহার প্রতি অন্যায় করিলে তিনি তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিতেন না। তিনি শিকারপ্রিয় ছিলেন।

রামরাম বসু
১৮০২ সাল

কেরি সাহেব লিখিয়াছেন, বসু মহাশয়ের ন্যায় প্রগাঢ় অধ্যয়ন-পটু লোক তিনি আর কখনও দেখেন নাই। বুকানন সাহেবও তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়াছেন। বসু মহাশয়ের জীবনে অনেক বিষয়েই রাজা রামমোহনের চরিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। কথিত আছে, রাজা রামমোহনই বসু মহাশয়ের ফারসী ও বাঙ্গালা গদ্য লেখার শিক্ষাগুরু। রামমোহনের আদর্শেই তাঁহার জীবন গঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। গ্রন্থকার ভূমিকাতে এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াছেন যথা :—

"সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধিদাতা পরম ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে—এ হিন্দুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গদেশ। কার্য্যক্রমে এ সময় অন্যান্য দেশীয় ও উপদ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতিও এইস্থানে। এখন এস্থলে অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা। তাঁহারা এদেশীয় চলন ভাষা অবগত রহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না। ইহাতে তাঁহারদিগের অকিঞ্চন,—এখানকার চলন ভাষা ও লেখা পড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্য ক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এ ভূমির যাবদীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রস্থিত করিয়া লিপিমালা নাম পুস্তক র,না করা গেল। প্রথম ধারা দুই তিন অধ্যায়। তাহার প্রথমতো রাজগণ অন্য রাজারদিগকে লেখেন। তাহার প্রত্যুত্তর পূর্ব্বক দ্বিতীয় রাজগণ আপন সচিব লোককে অনুজ্ঞা ও বিধিব্যবস্থা ক্রমদান, ইতি প্রথম ধারা। দ্বিতীয় ধারা সামান্য লেখাপড়া। সমান সমানীকে, লঘু গুরুকে প্রভু কর্ম্মকরকে এবং অক্ষমালা এই পুস্তকে লেখা যাইতেছে। ইহাতে অন্যান্য বিদ্বান লোকের স্থানে আমার এই আকাঙ্ক্ষা, যদি আমার রচিত এই পুস্তকের মধ্যে কদাচিৎ ভ্রমে কিঞ্চিৎ দোষ হইয়া থাকে, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক দৃষ্টিমাত্রে নিন্দামদে মত্ত না হয়েন। একারণ কোন লোক দোষ ভিন্ন হইতে পারে না।"

মানব সৃজন বিধি করিল যখন।
সেইকালে ষড়রিপু কৈল নিয়োজন॥
অতএব ভুল ভ্রান্তি আছে সর্ব্বজনে।
মানব লক্ষণ বসু রামরাম ভণে॥
শকাদিত্য বসু বর্ষ পঞ্চভেন্দ্র মাস।
পরম আনন্দে রাম করিল প্রকাশ॥

উল্লিখিত গ্রন্থকাল-নিরূপণ-পদ্য দেখিয়া জানা যায়, রামরাম বসু মহাশয় ১৮০০ সালের ভাদ্র মাসে এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র নহে। এই পুস্তক ২৫৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে দুই চারি পংক্তি পদ্যও দেখিতে পাওয়া যায়। রামরাম বসু মহাশয়ের রচনায় সংস্কৃত ভাষা পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার গদ্য-রচনায় বঙ্গীয় বাক্‌পদ্ধতির চিরন্তনী রীতি সংরক্ষিত হয় নাই। লিপিমালার ভাষায় রচনার একটুকু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে :—

"অন্যেরদিগকে নীত্যভ্যাসে ক্ষমাপন্ন হওয়া নহে। বরং তাহাতেই অন্তে মরিবেক, এমত লোকেরদের পরিবারগণের নির্ব্বাহ নিষ্পত্তির মনোযোগ করিবা। রূপরহাটের রাজা নীলমাধব বিধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম করে অতএব তাহার সাহায্যার্থে অযুত তুরগারূঢ় প্রেরণ করিবা যাহাতে তাহার বৈরী দমন হয়। সেই এইখানের পোষ্ট।" ইত্যাদি

এই গ্রন্থে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যও জানা যাইতে পারে।

ঈশপের গল্প—১৮০৩ খৃঃ অব্দে ডাক্তার গিলক্রাইষ্ট উর্দ্দু, পার্সী, আরবী ও ব্রজভাষা এবং বাঙ্গালায় ঈশপের গল্প প্রকাশ করার বন্দোবস্ত করেন। এই সময়ে তারিণীচরণ মিত্র নামক এক ব্যক্তি বঙ্গভাষায় ঈশপের গল্প অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল অনুবাদ রোমক অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল।

তারিণীচরণ মিত্র
১৮০৩

ইলিয়ড কাব্য—১৮০৫ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র, ভারজিলের ইলিয়াড্ কাব্যের প্রধান সর্গের বঙ্গানুবাদ করেন। উক্ত অনুবাদক এক জন সিভিলিয়ান। উঁহার নাম জে সার্জেন্ট্।

টেম্পেষ্ট—১৮০৫ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মঙ্কট নামক এক জন য়ুরোপীয় অধ্যাপক সেক্‌স্‌পিয়ারের টেম্পেষ্ট নামক নাটকের অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এখানি নাটকের প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষায় এই খানিই প্রথম নাটক বলিতে হইবে।

বেদান্ত-সূত্র ভাষ্যানুবাদ—১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় বেদান্তসূত্র ভাষ্যের গদ্যে বঙ্গানুবাদ করেন। অতঃপর তিনি হিন্দুস্থানীতে ও ইংরাজীতে এই বিশাল গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন কি না জানা যায় না। তৎপরে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রাজা রামামোহন রায় মহাশয় বেদান্তসার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ খানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে বেদান্তের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম লিখিত হইয়াছে। উক্ত খৃষ্টাব্দে ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

রাজা রামমোহন
রায় ১৮১৫ সাল

ইনি ১৮১৬ সালে সামবেদের অন্তর্গত তবলকার উপনিষদের শঙ্করভাষ্য বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। তলবকার উপনিষদের অন্য নাম "কেন উপনিষদ"। ১৮৩৭ শকের ১৫ই আষাঢ় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এই সালেই ইনি ঈশপোনিষদ্‌ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করেন। ইহার অপর নাম "বাজসনেয়োপনিষৎ সংহিতা। ইনি বেদান্তভাষ্যসূত্রের বঙ্গানুবাদের ন্যায় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। উক্ত ভূমিকাতে তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ সাধন এবং মুক্তির এক মাত্র কারণ।

১৮১৭ সালে ইনি আরও দুই খানি উপনিষদের বঙ্গানুবাদ করেন। এক খানির নাম "কঠোপনিষৎ" ও অপর খানির নাম মুণ্ডকোপনিষদ্। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইনি "গায়ত্রীর অর্থ" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের

লক্ষণ" নামে ইঁহার আর এক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসক হইলে শাস্ত্রানুসারে তাহার কি প্রকার আচরণ হওয়া উচিত এই পুস্তকে তাহাই লিখিয়াছেন।

রাজা রামমোহন ১৮২১ সালে মিশনারীদের প্রচারিত খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া "ব্রাহ্মণ সেবধি" নামে এক খানি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তক খানিতে খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে এবং ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের অনুকূলে অনেক তর্কবিতর্ক আছে। ১৮২৩ সালে "পথ্যপ্রদান" নামে আর এক খানি প্রতিবাদ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ইহাতে তান্ত্রিকাচারের অনুকূলে অনেক শাস্ত্রীয় যুক্তি আছে। রাজা রামমোহন এই পুস্তকে যে গ্রন্থের প্রতিবাদ করিয়াছেন সেই পুস্তকখানির নাম "পাষণ্ড পীড়ন"। গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। এই গ্রন্থের ভূমিকা পাঠে জানা যায় উহা ২৩৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

১৮২৩ সালে "প্রার্থনা পত্র" পুস্তিকা মুদ্রিত হয়। ইহাতে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি উদার ভ্রাতৃ-ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত "আত্মানাত্ম বিবেক" গ্রন্থখানিও রাজা রামমোহন কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়াছিল। খৃষ্টানদের পাতড়া পুস্তকের ন্যায় ব্রহ্মবিষয় প্রতিপাদনের নিমিত্ত তিনি এক এক খণ্ড দীর্ঘায়তন কাগজ মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করিতেন। সেই সকল কাগজ "ক্ষুদ্র পত্রী" নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার "গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানম্" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। বেদ পাঠ ব্যতীত কেবল গায়ত্রী জপ করিলেই যে ব্রহ্মোপাসনা হয়, ইহাই এই গ্রন্থের মর্ম্ম। ইহাতে অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এই উভয় ভাষাতেই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। এই সালে ইহার ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮২৮ সালে ইঁহার রচিত "ব্রহ্মোপাসনা" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। উহাতে ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি আছে। কিন্তু রামমোহন রায়ের ব্রহ্ম-সমাজে এই পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইত না। তখন সমাজে কেবল উপনিষৎ পাঠ ব্যাখ্যা ও সঙ্গীত হইত।

১৮২৯ সালে রাজা রামমোহন "অনুষ্ঠান" নামক এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করেন। ইহাতে দুইটী প্রশ্ন ও উহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মোপাসনা বিধান ও শাস্ত্র মতে আহার-ব্যবহার প্রণালীই এই গ্রন্থের বিষয়।

ব্রহ্মসংগীত—এই গ্রন্থখানি রাজা রামমোহন রায়ের অতুল কীর্ত্তি। এখনও তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি এদেশের শিক্ষিত সমাজে গীত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত রাজা রামমোহন রায়ের রচিত "গৌড়ীয় ব্যাকরণ", "আদালত তিমির-নাশক" প্রভৃতি আরও কয়েক খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে। ব্রহ্মসঙ্গীত ব্যতীত আর সকল গুলিই গদ্যে লিখিত। এই সকল গদ্য গ্রন্থের ভাষাপ্রায় একরূপ। ব্রাহ্মণ সেবধি গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদাহরণস্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে—

"এমতে ঈশ্বর ও মনুষ্য এই দুই জাতি বাচক শব্দের মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ হইবেক যে মনুষ্য ত্ব জাতির আশ্রয় অনেক ব্যক্তি, আর ঈশ্বরত্ব জাতির আশ্রয় মিশনারীদিগের মতে তিন ব্যক্তি হয়েন। যাঁহাদের অধিক শক্তি ও সত্ত্ব স্বভাব হয় কিন্তু কোন এক জাতির আশ্রয় ব্যক্তি যদি সংখ্যাতে অল্প হয় এবং শক্তিতে অধিক তথাপি জাতি গণনার মধ্যে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। জগতের বিচিত্র রচনার সূক্ষ্ম দর্শিদের নিকট প্রসিদ্ধ আছে যে এক পাঠীন মৎস্যের গর্ভে যত ডিম্ব জন্মে তাহা হইতে মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রয় সমুদায় ব্যক্তিরা গণনায় ন্যূন সংখ্যা হয় এবং শক্তিতে অতিশয় অধিক হয়। এ নিমিত্তে মনুষ্য শব্দের জাতিবাচকত্বে কোন ব্যাঘাত হয় এমত নহে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রয় ব্যক্তি দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি যদ্যপিও পিণ্ডতে পৃথক্ পৃথক্ হয় কিন্তু মনুষ্যত্ব স্বভাবে এক হয়। সেইরূপ আপনাপনার মতে ঈশ্বরত্ব জাতির আশ্রয় তিন ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ হইয়াও ঈশ্বরত্ব স্বভাবে এক হয়েন অর্থাৎ পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বরও হোলিগোষ্ট ঈশ্বর। আপনারা কহেন যে ঈশ্বর এক হয়েন। সে কি এইরূপে এক কহিয়া থাকেন কি আশ্চর্য্য।"

রাজা রামমোহন রায় মহাশয় গদ্যে বেদান্তাদি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা সর্ব্বতোমুখী ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। তবে তাঁহার ভাষা তেমন হৃদয়গ্রাহিণী বা প্রাঞ্জল নহে। কিন্তু তিনি যে বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল বিষয় স্বভাবতঃই দুর্ব্বোধ্য; কাজেই তাঁহার লিখিত গদ্য গ্রন্থের ভাষা কেরির ইতিহাসমালা বা রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্রচরিতের ন্যায় প্রাঞ্জল নহে। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের গ্রন্থাবলী তৎসময়ে সাহিত্যসমাজে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল এবং শিক্ষিত লোকদিগকে বাঙ্গালা গদ্য রচনা করিতে প্রোৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল।

শাস্ত্র পদ্ধতি—১৮১৭ সালে শাস্ত্র পদ্ধতি নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

চাণক্য—চাণ্যক্ শ্লোকের বঙ্গানুবাদ সর্ব্ব প্রথমে ১৮১৭ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব—১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রথম প্রকা-শিত হয়। ইহাতে সরল ভাষায় স্ত্রীশিক্ষার ঔচিত্য প্রতি-পন্ন হইয়াছে।

নীতিকথা—১৮১৮ সালে নীতিকথা নামক একখানি পুস্তক মুদ্রিত হয়। ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত। রেভারেণ্ড টমসন

১৮১৮ অব্দে বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শনের জন্য বর্দ্ধমান গমন করেন। নীতিসম্বলিত গল্প পাঠে বালকদের নীতিজ্ঞানের উন্মেষ হয় দেখিয়া তিনি এই প্রণালীর একান্ত পক্ষপাতী হয়েন। এই গ্রন্থে আটচল্লিশটী গল্প আছে।

মনোরঞ্জন ইতিহাস—নীতিবিষয়ক একখানি পুস্তক। ১৮১৯ সালে মুদ্রিত হয়। শিক্ষাবিভাগে বহুকাল পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের প্রচলন ছিল। ইহাতে বালকদিগের চিত্তবিনোদনের উপযোগী অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প আছে।

রাধাকান্ত নীতিকথা—১৮১৯ সালে "রাধাকান্ত নীতিকথা" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ও রাজা রাধাকান্ত দেব উভয়ে পরামর্শ করিয়া এই পুস্তক রচনা করেন।

বাক্যাবলী—এখানি পিয়ার্সন সাহেবের রচিত, ১৮১৯ সালে মুদ্রিত হয়। এই পুস্তকে ভাষা শিক্ষার উপদেশ আছে।

ঐতিহাসিক নীতিগল্প—১৮১৯ সালে মিঃ ষ্টুয়ার্ট নানা দেশীয় ইতিহাস হইতে নীতিপূর্ণ উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করেন।

প্রেম নাটক—১৮২০ সালে কলিকাতা শ্যামপুকুরনিবাসী ৺পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের প্রণেতা। ইহা নামে নাটক; কিন্তু নাটকের কোন লক্ষণ এই গ্রন্থে নাই। মহানাটক যেমন নাটক নামে অভিহিত হইলেও নাটক নহে, এ পুস্তকখানিও তদ্রূপ।

স্ত্রী-শিক্ষাবিষয়ক—১৮২০ সালে রাজা রাধাকান্ত দেব এই পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কলিকাতায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হইয়াছিল। এই সময়ে মহিলা-শিক্ষাসমিতি নামে একটী সমিতি ছিল। এই সমিতি দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত চল্লিশটী বালিকাকে পরীক্ষা করিয়া রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সন্তুষ্ট হইয়া কলিকাতার নানাস্থানে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং এই গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি প্রাচীন বিদুষী আর্য্যরমণীগণের বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রাণী ভবানী, হটী বিদ্যালঙ্কার ও পণ্ডিতা শ্যামাসুন্দরী প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

রাজা রাধাকান্ত দেব ১৮২০

সদ্গুণ ও বীর্য্য—এই পুস্তকখানি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত হয়। ইহার পত্র সংখ্যা ২৩৯। ইহাতে বিবিধ দেশের ইতিহাস ধর্ম্মতত্ত্ব ও বীরদিগের কীর্ত্তিকলাপ লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ৯৫টী গল্প আছে।

আত্মতত্ত্ব-কৌমুদী—১৮২১ সালে মহেন্দ্রলাল প্রেসে মুদ্রিত। এই গ্রন্থখানি প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের গদ্যে বঙ্গানুবাদ। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের রচয়িতা—শ্রীকৃষ্ণমিশ্র। কিন্তু এই অনুবাদের রচয়িতা তিনজন—পণ্ডিত ৺কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ৺গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন এবং ৺রামশঙ্কর শিরোমণি। ছয় অঙ্কে এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে বিবেকোত্তম, দ্বিতীয় অঙ্কে মহামোহোদ্বেগ, তৃতীয়ে পাষণ্ড-বিড়ম্বন, চতুর্থ অঙ্কে বিবেকোদ্রেগ, পঞ্চম অঙ্কে বৈরাগ্যোৎপত্তি, ষষ্ঠাঙ্কে প্রবোধোৎপত্তি।

মূল গ্রন্থখানি বিবেক-বৈরাগ্যাদি শিক্ষার একখানি উপাদেয় পুস্তক। পুস্তকখানি রূপকক্রমে নাটকাকারে লিখিত। মানুষের সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তিগুলিই এই নাটকের পাত্র-পাত্রীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে মনস্তত্ত্বে অতি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, এই নাটকখানি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

ইহার সর্ব্বত্রই ভাব অতি প্রগাঢ় ও প্রসন্ন গম্ভীর। বিদ্বৎসমাজে এই গ্রন্থ অতি আদরণীয়। প্রাগুক্ত পণ্ডিতত্রয় আত্মতত্ত্ব-কৌমুদী নামে ইহার যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, সে অনুবাদ প্রাচীন গদ্যে লিখিত হইলেও দুর্ব্বোধ্য নহে। ইহাতে ষড়্দর্শনের সিদ্ধান্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাদৃশ নীরস ও কঠোর বিষয়ের আলোচনা থাকা সত্ত্বেও ইহার ভাষা নীরস বলিয়া প্রতিভাত হয় না। নিম্নে এই পুস্তকের ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"মহারাজ বিবেক কহিলেন, হে ক্ষমে, ক্রোধকে জয় করিবার উপায় আমরা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ক্ষমা কহিলেন, মহারাজ, আমি নিবেদন করি, শ্রবণ করুন।

ক্রুদ্ধ ব্যক্তিতে হাস্যমুখে সম্ভাষা করিবে। অপকারি ব্যক্তিতে প্রসন্নতা প্রকাশ করিবে, কটুভাষি ব্যক্তিতে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবে এবং তাড়নকারি ব্যক্তিতে আত্মপাপ খণ্ডনের কীর্ত্তন করিবে। এইরূপ ব্যবহার করিলেও অবশচিত্ত ব্যক্তির যদি দৈবাৎ অনিবার্য্য মহৎ ক্রোধ উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে ধিক্। কিন্তু করুণা রসেতে আর্দ্রচিত্ত ব্যক্তিদিগের কোনরূপে ক্রোধের উদয় হইতে পারিবে না। তদনন্তর মহারাজ বিবেক ক্ষমাকে পুনঃ সাধুবাদ করিলেন। ক্ষমা কহিলেন, মহারাজ ক্রোধের পরাজয় হইলেই হিংসা কটু বাক্যাদি মত্ততা অহঙ্কার মাৎসর্য্য প্রভৃতিও পরাজিত হইবে। মহারাজ বিবেক আজ্ঞা করিলেন আমি অদ্য তোমাকে ক্রোধের পরাজয়ের নিমিত্ত নিযুক্ত করিলাম। পরে "যে আজ্ঞা মহারাজ" এই কথা বলিয়া ক্ষমা নাট্যশালা হইতে প্রস্থান করিলেন।"

অনুবাদকত্রয় যে ভাবে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে নাটকের ক্রম বিনষ্ট হয় নাই। এই বঙ্গানুবাদে বঙ্গীয় সাহিত্য যে সবিশেষ লাভবান্ হইয়াছেন, তাহাতে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

কলি-রাজার যাত্রা-এখানি নাটক পুস্তক, ১৮২১ সালে রচিত ও অভিনীত। সংবাদকৌমুদী নামক তৎসময়ের একখানি

সাপ্তাহিক পত্রে এই নাটকের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। নাটকখানি সুরুচিসম্মত নহে।

আনন্দ-লহরী—১৮২২ সালে "শঙ্করাচার্য্যকৃত আনন্দ-লহরী" নামক একখানি গ্রন্থের পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ শেষে অনুবাদক আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায়, তাঁহার নাম রামচন্দ্র, তিনি জাতিতে দ্বিজ। গ্রন্থের প্রারম্ভেও সংস্কৃত ভাষাতে গ্রন্থকারের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে যথা :—

৺রামচন্দ্র দ্বিজাত্মজ
১৮২২ সাল

হরিনাভিনিবাসী শ্রীরামচন্দ্রদ্বিজাত্মজঃ।
আনন্দলহরী ভাষাং করোতি সুবোধায় চ।

গ্রন্থ শেষে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যথা :—

আনন্দলহরী স্তব মধু সরসিজ।
ভাষায় করিল ব্যাখ্যা রামচন্দ্র দ্বিজ।
ইন্দু ইন্দু পিতা বেদ বাণ পরিমাণ।
এই শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত বিধান।

মুদ্রিত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, "ইতি আনন্দ-লহরী সমাপ্ত সন ১২৩০ সাল।"

অনুবাদক পদ্যে এই গ্রন্থানুবাদ করিয়াছেন এবং গদ্যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, ভূমিকায় মূল-গ্রন্থকারের গ্রন্থ-প্রণয়নের প্রবৃত্তির হেতুও উল্লিখিত হইয়াছে। গদ্যের নমুনা প্রদর্শনের নিমিত্ত ভূমিকা টুকু উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"শ্রীযুক্ত শঙ্করাচার্য্য পরম শৈব সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ মহাজ্ঞানী শিবতুল্য শিবভক্তি-পরায়ণ শিব ব্যতিরেকে অন্যের উপাসনা নাই, কিন্তু শক্তি মানেন না। এক দিবস পরমেশ্বরী আদ্যাশক্তি ঈষৎ কোপনয়নে দৃষ্টি করিয়া আচার্য্যের শক্তিহরণ করিলেন। আচার্য্য শক্তিহীন হইয়া ভূতলে মগ্ন হইয়া রহিলেন। অনন্তর পরমেশ্বরী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীরূপধারিণী আচার্য্য সমীপে "উপহিতা সতী" আচার্য্য প্রতি কহিতেছেন বাপু শঙ্করাচার্য্য কি হেতু উন্মত্তের ন্যায় ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া আছ। আচার্য্য কহিতেছেন "হে মাতঃ তুমি যদি কৃপা করিয়া আমার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাও তবে যাইতে পারি নতুবা হস্ত-পদাদি বিক্ষেপ করি এমত মাত্র শক্তি নাই। পরমেশ্বরী ঈষদ্ হাস্য করিয়া কহিলেন, বাপু শঙ্করাচার্য্য, তোমার কি বোধ হয় শক্তি পদার্থ আছে?" এই বাক্য কহিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তৎকালে আচার্য্যের সচকিত হইয়া বোধ হইল আমি শক্তি নিন্দা করিয়া এ দশাগ্রস্ত হইয়াছি অতএব শক্তি ব্যতিরেকে শিব প্রভৃতি মৃত তুল্য হয়েন। এবম্প্রকারে জ্ঞানোদয় হইয়া রাজরাজেশ্বরীর স্তব করিতেছেন।"

এই গ্রন্থকারের গদ্য-রচনারও শক্তি ছিল। ইহার কোন গদ্য গ্রন্থ আছে কি না জানা যায় না। কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিলে ইহাঁর গদ্য আধুনিক গদ্যে পরিণত হইতে পারে। গ্রন্থকার বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে লিখিতে একস্থানে "উপহিতা সতী" (অর্থাৎ উপহিত হইয়া) লিখিয়া ফেলিয়াছেন।

জাতিতত্ত্ব—হিন্দুগণের বর্ণ ও বর্ণশঙ্করাদি সম্বন্ধে এক খানি গ্রন্থ। ১৮২৩ সালে ইহা মুদ্রিত হয়। হেমচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি ইহার রচয়িতা।

পাষণ্ডপীড়ন—গ্রন্থকারের নাম নাই। গ্রন্থকার যিনিই হউন, তিনি যে এক জন সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮২৩ সালে সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। পুস্তক খানি, ২২৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

রাজা রামমোহন রায় যখন নিজ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন হিন্দুহিতৈষী কোন এক ব্যক্তি এক জন শাস্ত্রদর্শী সুপণ্ডিত দ্বারা ৺রামমোহন রায়ের মত-খণ্ডনার্থ এই গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। ইহাতে শাস্ত্র বিচার যথেষ্টই আছে। গ্রন্থলেখক মহাশয় অতি তীব্র ভাবে এই গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্ম্ম-নায়কপ্রবরের সম্বন্ধে অনেক দুর্ব্বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে রাজা রামমোহনের চরিত্রের বিরুদ্ধেও অনেক কথা আছে। যদিও ইহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজা রামমোহনের নাম নাই, তথাপি তিনিই যে এই গ্রন্থকারের আক্রম্য, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। বিশেষতঃ ১২৩০ সালের পৌষ মাসে অর্থাৎ ১৮২৩ সালের ডিসেম্বরে রাজা রাম-মোহন "পথ্যপ্রদান" নামে এক গ্রন্থ লিখিয়া ইহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রাজা রামমোহন তান্ত্রিকমত সমর্থন করিয়া সুরাপান ও পরদারাভিসরণের শাস্ত্রীয়যুক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। পাষণ্ড-পীড়নে তাহারই খণ্ডন করা হইয়াছিল। রাজা রামমোহন পথ্যপ্রদান গ্রন্থ লিখিয়া সুরাপায়ী ও পরদারসেবীদেরই অনুকূল পুষ্টিকর পথ্য প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। পাষণ্ড-পীড়নের ভাষার নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"অনেক বিশিষ্টসন্তান যৌবনধন প্রভুত্ব অবিবেকতাপ্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া লোকলজ্জা ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি-গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল দুষ্কর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠাতৃ মহাশয়দিগের কালিকাপুরাণ মৎসপুরাণ ও মনুবচনানুসারে কি বক্তব্য * * * কপটব্রতাচারী ম্লেচ্ছ বেশধারী ভাক্তবামাচারী মহাশয় আপনারদিগের বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান, যবনীগমন সংপ্রতি স্বয়ং স্বমুখে স্বহস্তে ব্যক্ত করিয়া কেবল আপনারদিগের যবনত্ব যবনাকারত্ব মদ্যপত্ব ও যবনজাতিত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এক্ষণে ধর্ম্মের গুণে বাক্য-মনের অনৈক্য দূর হইয়া তাহার ঐক্য হইতেছে। আরও হইবেক কুন্দযন্ত্রের মুখে কাষ্ঠের বক্রভাবের অভাব কতকাল হয়।"

পাষণ্ড-পীড়ন গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য প্রগাঢ় এবং পদ্যরচনা প্রণালীও মন্দ নহে।

জ্ঞানাঞ্জন—এখানিও রামমোহন রায়ের অভিমতের প্রতিকূলে রচিত অতীব পাণ্ডিত্যপূর্ণ একখানি বাঙ্গালা গদ্যে প্রতিবাদ গ্রন্থ। শ্রীমধুসূদন তর্কালঙ্কার নামক জনৈক সুপণ্ডিত এই গ্রন্থ-প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটী ভূমিকা লিখিয়াছেন—

গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য ১৮২৩

"এই ভারতবর্ষে সর্ব্বসাধারণ লোককর্ত্তৃক মান্ত অথচ অনুষ্ঠেয় অনাদি পুরুষপরম্পরা প্রচলিত যে বৈদিকধর্ম্ম তাহা আধুনিক সামান্যকর্ত্তৃক অমান্য হইতেছে ইত্যবধানে রামনারায়ণপুর মথুরানিবাসী শ্রীযুত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য রঙ্গপুরে থাকিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় প্রভৃতির ব্যবহার্য্য বিবিধোপনিষৎ স্মৃতিপুরাণেতিহাস ন্যায়বেদান্ত সাংখ্যপাতঞ্জল মীমাংসা ও তন্ত্র প্রভৃতি নানা প্রমাণসমূহ এবং ভিন্নজাতীয় শাস্ত্র অর্থাৎ পারসী ও আরবী প্রভৃতি বহুবিধ লৌকিক প্রমাণ ও সদ্যুক্তি দ্বারা কুতর্কের উচ্ছেদপূর্ব্বক বেদপ্রণীত লোকপরম্পরাকর্ত্তৃক চিরকালানুষ্ঠিত অবিগীত ভারতবর্ষীয় চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্মের যথার্থরূপে সমন্বয় হৃদয়ঙ্গমকরণ এবং এই ধর্ম্মবিষয়ে স্বজাতীয় বিজাতীয় লোকসমূহ কর্ত্তৃক যে সকল বিতণ্ডাবাদ সংঘটনের সম্ভাবনা তাহাও নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ, দৃষ্টান্ত ও সদ্যুক্তি দ্বারা নিরাকরণার্থে জ্ঞানাঞ্জন নামে গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন।"

এখানি প্রতিবাদ গ্রন্থ হইলেও ইহাতে ঈশ্বরাস্তিত্বের সিদ্ধান্ত বিচার, অদৃষ্টবিচার, সৃষ্টিবিচার, পূজোপাসনার প্রয়োজনীতা, ব্রহ্মাণ্ডজীবভেদবিচার, সুখদুঃখকর্ম্মবাদ, সগুণনির্গুণোপাসনা, প্রতিমাপূজা, দেবতার নানাত্ব বিচার, পূজায় আবশ্যক, দ্রব্যাদি তীর্থমাহাত্ম্য, আচার ও বর্ণবিচার অন্য ধর্ম্ম গ্রন্থের অপেক্ষা বেদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন নানা শাস্ত্রার্থ বিচার, ঈশ্বরের পরিণাম কি সন্দেহ নিরসন, মৃত্যুর পরে আত্মার গতি প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের দৃঢ় সিদ্ধান্তের আলোকে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার কোন সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী, ছিলেন না, আরবী ও পার্সী ভাষাতেও ইহার যথেষ্ট অধিকার ছিল না। শুনা যায় ইনি রঙ্গপুরে জজ আদালতের দেওয়ান ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদ গ্রন্থখানিতে সুবিখ্যাত রাজা রামমোহনের প্রতি যেরূপ ব্যঙ্গ, নিন্দা ও দুর্ব্বাক্য বর্ষণ করা হইয়াছে, ইহাতে সেরূপ গালাগালি না থাকিলেও ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণের ঝকমকি অনেক স্থলেই বিদ্যমান সমগ্র গ্রন্থখানি শাস্ত্রপাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থ দ্বাবিংশ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে সাকল্যে প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠা আছে। এ স্থলে এই গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"সম্প্রতি কিয়দ্দিবস হইল এক মহা বিজ্ঞ পরমোপকারী পুরুষ স্বারাষ্ট বিজ্ঞতা প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, তন্নিমিত্ত অনেক প্রকারে আপাতত সাধারণ লোকের সহিত বাক্যে ও লিখনানুসারে ব্রহ্মতত্ত্বের ন্যায়বাদ করিয়া আসিতেছেন এবং বেদান্তাদি গ্রন্থের বঙ্গভাষায় অর্থ করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন। ইঁহার মুখ্যপ্রয়োজন এই যে লোকসকল প্রাচীন মত সমস্ত বিবেচনা করিয়া অমুক্তম পথে প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে কোন এক অবহুজ্ঞ ব্যক্তি ঐ মহাবিজ্ঞের সমস্ত কথার প্রণালী ও পুস্তকাদি শ্রবণ ও দৃষ্টি করিয়া কতিপয় কথার উত্তরস্বরূপ স্বমত প্রকাশ করিতে * * আরম্ভ করিলাম। * এ মতে আদৌ মহাবিজ্ঞের কথা পশ্চাৎ অবহুজ্ঞের উত্তর, তদনন্তর অস্মৎ প্রত্যুত্তর লেখা গেল।"

এই গ্রন্থের ভাষা অপ্রাঞ্জল নহে। যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইলেই উহা আধুনিক গদ্যের ন্যায় প্রতিভাত হইবে।

ছোট হেনরী—শ্রীমতী সিয়ার উডের অনাথবালক সম্বন্ধে সুন্দর গল্পের অনুবাদ। ১৮২৪ সালে মুদ্রিত। পত্র সংখ্যা ৬০। খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক।

কবিতা কূপ—এই পুস্তকখানি ১৮২৬ সালে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ১০৬ শ্লোক ও বঙ্গানুবাদ আছে। পত্র সংখ্যা ৪৫। এই পুস্তকখানি এখানকার ছাত্রদিগকে পাঠ করিতে হইত। ১৮৬০ সাল পর্য্যন্তও এখানি পাঠ্য গ্রন্থ ছিল।

রামরত্ন—১৮২৯ সালে নদীয়ার জেলাবাসী এক জন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রামরত্ন নাম দিয়া দেবী ভাগবত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন।

জীবোদ্ধার—১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থখানি "নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি"। ইহাতে সংস্কৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ আছে। ইহার প্রণেতা—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য। ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য। যথাঃ—

"শাস্ত্র ও সুলক্ষণ কন্যা, ও গুরু অগ্নি ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যে দর্শন করে সে নিপাদ হইতে মুক্ত হয়। * * প্রাতঃস্নান করিলে জপাদি কর্ম্মে অধিকার হয়। অজ্ঞানে অথবা মোহেতে রাত্রিতে যে পাপ কর্ম্ম করে সেই ব্যক্তি প্রাতঃস্নানে শুদ্ধ হয়।"

হরপার্ব্বতী মঙ্গল—১৮৩০ সালে শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে তদীয় সভাসদ্ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার আদ্যন্তই পদ্য। গ্রন্থখানি ৩৩৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থের আট পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক বিবরণ আছে যথা—

"জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ, মেদনমল্ল অনুরাগ,
অধিপতি ছিল মদন রায়।
নিজে মামারক গাজী, আপনি হইয়া রাজী,
স্বনমাঝে দেখা দিল তায়॥
সঙ্কেতে সহায় হৈয়ে, নবাবে স্বপন কৈয়ে,
ফিরপা পাইল জমীদারী।
দত্তকুল সমুদ্ভব, গোষ্ঠিপতি খ্যাতিরব,
কায়স্থকুলের অধিকারী॥
বৃত্তিভোগী কত দ্বিজ, পঞ্চম তনয় নিজ,
কনিষ্ঠ শ্রীরাম বিচক্ষণ।
বুঝিয়া কার্য্যের (?) তত্ত্ব জমীদারী তাহে রত,
তদঙ্গজ শ্রীদুর্গাচরণ॥

সহায় আনন্দময়ী, সর্ব্বাংশে হইলা জয়ী,
শ্রীমতী শ্রীমতী যার রাণী।
করিয়া সমাজস্থান, কত ভূমি কৈলা দান,
বারুইপুরেতে রাজধানী।
তস্যপুত্র গুণধাম, এ কালীশঙ্কর নাম,
অল্পকালে হৈল লোকান্তর।
তস্যপুত্র মহাশয়, শ্রীরাজবল্লভ হয়,
চৌধুরীবিখ্যাত সর্ব্বোত্তর।
শৌর্য্যবীর্য্য ধৈর্য্যধরা, অবিবাদে পারে ধরা,
গাম্ভীর্য্যেতে রঘুপতি রায়।
অধিকার ইংরাজী, কেহ করি কারসাজী,
কিছুগ্রাম করায় নিলাম।
তার মধ্যে বাসস্থান, হরিনাভি সমাখ্যান,
কিনিলেন দুর্গারাম কর।
নহেন সামান্য ব্যক্তি, গুরু দেবদ্বিজে ভক্তি,
কীর্ত্তি কত দেশদেশান্তর।
উভয়ত গুণযোগী, কিন্তু যার বৃত্তিভোগী,
আশীর্ব্বাদ করি পুনঃ পুনঃ।
কবীন্দ্র মাতুলকুল, ইষ্ট যার অনুকূল,
পিতৃপরিচয় কিছু শুন।
মুখটী বিখ্যাতকুলে, মেলবন্ধ যার কুলে,
শঙ্করের তনয় গোপাল।
ভরদ্বাজমুনি অংশ, কানাই ঠাকুরের বংশ,
আদানপ্রদান সমভাল।
তিনি কুলভঙ্গ দ্বিজ, মাহীনগরেতে দ্বিজ,
কামদেব সার্ব্বভৌমাখ্যান।
বিবাহ তনয়া তারি, তাহার সন্তান চারি,
রামধন তৃতীয় সন্তান।
তদঙ্গজ রামচন্দ্র, ইষ্ট চরণারবিন্দ,
একান্ত হৃদয়মাঝে ভাবি।
বিনোদরায় সুতাসুত, রচিল বিনয়যুত,
সংপ্রতি নিবাস হরিনাভি।

এই গ্রন্থে দক্ষ যজ্ঞের বিবরণ, সৌদাসের উপাখ্যান ধর্ম্ম-কেতুর উপাখ্যান, ইন্দ্রসেনের উপাখ্যান, পিঙ্গলার উপাখ্যান, সুধর্ম্মার উপাখ্যান, সোমবান দুর্ম্মেধসের উপাখ্যান, সুধর্ম্মার উপাখ্যান প্রভৃতি বহুবিধ ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে কবিত্ব চ্ছটাও অতীব প্রীতিকরী।

ভ্রমরাষ্টক—১৮৩০ সালে প্রকাশিত। ইহাতে সংস্কৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ আছে।

কৌতুকসর্ব্বস্বনাটক—১৮৩০ সালে হরিনাভিনিবাসী এক জন পণ্ডিত কৌতুকসর্ব্বস্ব নাটক প্রকাশ করেন। ইহাতে বাঙ্গালা অনুবাদসহ সংস্কৃত শ্লোকমালা সংগৃহীত হইয়াছে।

ভর্ত্তৃহরি-নীতিকথা—১৮৩১ অব্দে ভর্ত্তৃহরির নীতিকথার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ভর্ত্তৃহরি রাজা বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা। ইনি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নীতিকবিতার রচয়িতা।

পুত্রের প্রতি চেষ্টারফিল্ডের উপদেশ—১৮৩১ সালে ইংরাজী মূল গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালায় অনূদিত।

প্রশস্তি-প্রকাশিকা গ্রন্থ—১৮৩২ সালে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। কৃষ্ণনাথ দেব এই গ্রন্থের প্রণেতা। ইহাতে রাজা মহারাজদের প্রশস্তি ও পত্রাদি লেখার পাঠ প্রণালী লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বররুচি প্রণীত "পত্রকৌমুদী" গ্রন্থের মূল ও অনুবাদ আছে। এতদ্ব্যতীত কাদম্বরী, রাজনীতিচিন্তা, মণিলিপি-রহস্য ও রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমসংগৃহীত প্রশস্তিপদবিন্যাস প্রভৃতি অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির আবরণী পৃষ্ঠাতে ১৭৬৪ শকে মুদ্রিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় ১৭৪৫ শকে গ্রন্থ সমাপ্ত বলিয়া লিখিত। এই পুস্তক খানির সহিত বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধ অতি অল্প।

রামনাথের বঙ্গানুবাদ—১৮৩৩ বিশপ টার্ণারের পরামর্শে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর দ্বারা এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

দম্পতি-শিক্ষা—১৮৩৪ সালে মুদ্রিত। নীলরত্ন হালদার এই গ্রন্থের রচয়িতা। ইহাতে পতিপত্নীর শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বিবৃত হইয়াছে। ভাষা অপ্রাঞ্জল নহে।

উপদেশ কথা—১৮৩৪ সালে মুদ্রিত, প্রণেতা শরচ্চন্দ্র বসু।

ঈশপের গল্প—১৮৩৪ সালে প্রকাশিত। অনুবাদ মিঃ মার্স-মান।

মাধব-মালতী—রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত উপাখ্যান। গ্রন্থখানি পদ্যে লিখিত অমুদ্রিত।

গল্পমালা—১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর গেঃ সাহেবের মূল গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া এই পুস্তক প্রণয়ন করেন; তজ্জন্য তিনি হলাণ্ডের রাজার নিকট হইতে স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করেন।

জ্ঞানাঙ্কুর—১৮৩৬ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহা এক খানি নীতিবিষয়ক গ্রন্থ।

সদাচার-দীপক—খৃষ্ট সোসাইটী দ্বারা ১৮৩৬ সালে মুদ্রিত। পত্র সংখ্যা ৪৮। ইহা খৃষ্ট ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক। ইহাতে নীতিবিষয়ক গল্প ও উপদেশ আছে।

বাসবদত্তা—১৮৩৬ সালে এই সুবিখ্যাত গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়। ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই গ্রন্থের রচয়িতা। ইঁহার

৺মদনমোহন তর্কা-লঙ্কার ১৮৩৬

জীবন বৃত্ত "মদনমোহন তর্কালঙ্কার" শব্দে দ্রষ্টব্য। এই পুস্তক প্রকাশের পূর্ব্বে ইনি রসতরঙ্গিনী নামে এক খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উহা আদি-

রস-ঘটিত কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের পদ্যানুবাদ। অনুবাদ অতি মধুর ও সুললিত। ইহা হইতেই বঙ্গীয় পাঠকগণ মদনমোহনের কবিত্ব প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলেন।

বসন্ততরঙ্গিণীর একটী সংস্কৃত শ্লোকানুবাদ মূলসহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন
কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ সবিধায় ধাতা
কান্তে কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ॥"

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কৃত অনুবাদ—

"নয়ন কেবল, নীল উৎপল,
মুখে শতদল দিয়ে গড়িল।
কুন্দে দন্তপাঁতি, রাখিয়াছে গাঁথি,
অধরে নবীন পল্লব দিল॥
শরীর সকল, চম্পকের দল,
দিয়ে অবিকল বিধি রচিল।
তাই ভাবি মনে, ওলো কি কারণে,
পাষাণে তব মনে পড়িল॥"

বাসবদত্তা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ হইলেও কাব্যাংশে, রচনা-সৌন্দর্য্যে এবং আয়তনে এখানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। নওয়াপাড়া নামক স্থানের জমিদার ৺কালীকান্ত রায়ের প্রবর্ত্তনায় গ্রন্থকার এই গ্রন্থ রচনা করেন।

সুবন্ধু নামক প্রাচীন কবিরচিত "বাসবদত্তা" আখ্যান অবলম্বনেই এই গ্রন্থ রচিত। এই "বাসবদত্তা" সেই সংস্কৃত "বাসবদত্তার" অবিকল অনুবাদ নহে। মূলগ্রন্থে যে সকল শব্দালঙ্কার আছে বঙ্গভাষায় তাহার অনুবাদ অসম্ভব। তর্কালঙ্কার ইহাতে স্বাধীনভাবে রসযোজনাও করিয়াছেন।

বাসবদত্তা আখ্যায়িকার স্থূল বিবরণ এই—কন্দর্পকেতু মহেন্দ্রনগরবাসী চিন্তামণি নামক রাজার পুত্র। তিনি স্বপ্নে এক সুন্দরী কামিনীকে দেখিয়া উন্মত্ত হন এবং তাঁহার প্রিয় বন্ধু মকরন্দকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় প্রাসাদ হইতে প্রস্থান করেন। তাঁহারা এক দিবস বিন্ধ্যাটবীতে এক জম্বুক বৃক্ষের তলভাগে যখন রাত্রি যাপন করিতেছিলেন, তখন বৃক্ষের শাখাস্থ শুকশারিকার কথোপকথনে জানিতে পারেন যে তাঁহার স্বপ্নদৃষ্টা কামিনী কুসুমপুরের রাজা অনঙ্গশেখরের কন্যা—নাম বাসবদত্তা।

এদিকে বাসবদত্তার বিবাহার্থে স্বয়ম্বরসভা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ইতঃপূর্ব্বেই স্বপ্নে কন্দর্পকেতুকে দেখিয়া স্বয়ম্বরসভায় কাহাকে বরমাল্য অর্পণ না করিয়া কন্দর্পকেতুর অন্বেষণার্থ পত্র দ্বারা শারিকাকে প্রেরণ করেন। সৌভাগ্যক্রমে শারিকার শ্রমভার লাঘব হইল, সে এই জম্বুবৃক্ষের মূলদেশেই তাহার অন্বেষ্য ব্যক্তিকে পাইয়া অতীব আহ্লাদে পত্রপ্রদান করিল। কন্দর্পকেতু তদনুসারে কুসুমপুর রাজবাটীতে গমন করেন, রাত্রিকালে বাসবদত্তার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি শুনিতে পাইলেন, রাজা অপর বরে পর দিবসেই বাসবদত্তার বিবাহ দিবেন। তিনি তখন বাসবদত্তাকে লইয়া পলায়ন করিয়া পুনর্ব্বার বিন্ধ্যাটবীতে আসিলেন। রাত্রিকালে উভয়েই এক বৃক্ষমূলে শয়ন করিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে কন্দর্পকেতুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি জানিয়া দেখিলেন বাসবদত্তা তাহার পার্শ্বে নাই। ব্যাকুলভাবে বনে বনে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, চারি দিকে অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও সন্ধান না পাইয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে দেহত্যাগ করার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে আকাশবাণী শ্রবণে পুনর্ব্বার বিন্ধ্যাটবীতে আগমন করিলেন—আকাশবাণীর নির্দ্দেশানুসারে তিনি তথায় এক প্রস্তরময়ী বাসবদত্তা দেখিতে পাইলেন। উহার গাত্রে কন্দর্পকেতুর কর স্পর্শ হওয়া মাত্রই প্রস্তরময়ী প্রাকৃত দেহ প্রাপ্ত হইলেন। কন্দর্পকেতু বিস্মিত হইলেন। বাসবদত্তা তাঁহাকে তাঁহার এই অবস্থা প্রাপ্তির বিবরণ জানাইলেন। ইহার মর্ম্ম এই যে বাসবদত্তা কোন সময়ে মুনির আশ্রমে ছিলেন। দুইজন নরপতি তাহার রূপে মুগ্ধ হয়েন। বাসবদত্তার নিমিত্ত মুনির আশ্রমে দুই রাজার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাহাতে মুনির আশ্রম বিনষ্ট হয়। মুনি আশ্রমে আসিয়া আশ্রমের দুর্দ্দশা দেখিতে পাইয়া বাসবদত্তাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলেন, তুমিই এই আশ্রম-নাশের হেতু, সুতরাং তুমি স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হও। বাসবদত্তার আর্ত্তিপূর্ণ বাক্যে মুনি দয়া করিয়া বলেন, প্রিয়জনের কর স্পর্শ হইলেই তোমার এ পাপের অবসান হইবে।

ইহাই মূল গ্রন্থের আখ্যায়িকা। তর্কালঙ্কারের বাসবদত্তায় তাহার স্বকীয় কল্পনায় সৃষ্ট অনেক বিবরণ আছে। রচনা-লালিত্য, শব্দালঙ্কার ও অভিনব বিবিধ ছন্দের সমাবেশে এই পুস্তক বঙ্গীয় পাঠকগণের পক্ষে এক সময়ে পরম প্রীতিকর হইয়াছিল। গ্রন্থকার ২১।২২ বৎসর বয়ক্রমে এই পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকের রচনার নমুনা কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"কুটিলকুণ্ডলে কিবা বান্ধিয়াছে বেণী।
কুণ্ডলী করিয়া যেন কাল-কুণ্ডলিনী॥
ভালে ভাল বিলসিত অলকা বিলাসে।
মুখপদ্মমধু আশে অলি আশে পাশে॥
শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে মুখসুষমা।
ভাবি দিন দিন ক্ষীণ অন্তরে কালিমা॥" ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত শিশুদিগের শিক্ষার্থ ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ রচনা করিয়া-

ছেন, বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ শিশু এই পুস্তকত্রয় পাঠ করিয়া এখনও সরস্বতীর শ্রীচরণরেণু লাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে।

জ্ঞানচন্দ্রিকা—হিন্দুকলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র গোপাল মিত্র প্রণীত। পত্রসংখ্যা ১৯২, ১৮৩৮ সালে মুদ্রিত। প্রবোধ-চন্দ্রিকা, হিতোপদেশ ও পুরুষপরীক্ষা হইতে নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।

সুসমাচার—এখানি নিউ টেষ্টামেন্টের বঙ্গানুবাদ, ইংরাজী অক্ষরে লিখিত। এই পুস্তক দুই খণ্ডে সমাপ্ত, ১৮৩৯ সালে লণ্ডনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ইহার এক পৃষ্ঠে ইংরাজী মূল, অপর পৃষ্ঠায় বঙ্গানুবাদ। ইহার বাঙ্গালার নমুনা এইরূপ :—

"এক জনের দুই পুত্র ছিল। পরে সে এক পুত্রের নিকট আসিয়া হিল, হে পুত্র আজি আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে যাও। তাহাতে স কহিল যাইব না। কিন্তু অবশেষে মনে খেদিত হইয়া গেল। অনন্তর সে ্যক্তি অন্য পুত্রের নিকটে গিয়া তদ্রূপ কহিল। তাহাতে সে উত্তর করিল া মহাশয় যাই, কিন্তু গেল না। এই দুই জনের মধ্যে পিতার অভিমত কে ালন করিল? তোমরা কি বুঝ? তাহাতে তাহারা কহিল—প্রথম পুত্র। খন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, ণ্ডালেরা ও বেশ্যাগণ তোমাদিগকে ঈশ্বরীয় রাজ্যের পথ দেখাইতেছে। কারণ াহন তোমাদের নিকট ধর্ম্মপথে আইল, তোমরা তাহাকে প্রত্যয় করিল না। কন্ত চণ্ডালেরা ও বেশ্যাগণ তাহাকে বিশ্বাস করিল তাহা দেখিয়াও তোমরা প্রত্যয় করণার্থ ক্ষেদ করিলা না।" মথি ৯১ পৃষ্ঠা।

প্রেতাত্মাদিগের ক্রিয়া—এখানিও খৃষ্টানী ধর্ম্মগ্রন্থ পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের ন্যায় মূল ও বঙ্গানুবাদ, ইংরেজী অক্ষরে লিখিত, ১৮৩০ সালে লণ্ডনে মুদ্রিত। ভাষার নমুনা :—

"আমি কোন আরোপিত কথা কহিতেছি না। খৃষ্টের সাক্ষাৎ সত্য কহিতেছি। একবংশীয় আমার ভ্রাতৃগণ ও আমার জ্ঞাতিবর্গের বিষয় আমার অন্তরে অতিশয় দুঃখ ও নিরন্তর খেদ হইত। আমি আপনাকে খৃষ্ট হইতে াপগ্রস্ত হইতে চাহিলাম। পবিত্র আত্মার সাক্ষাতে আমার মন এই সাক্ষ্য দিতেছে। কেন না তাঁহারা ইস্রাইলের বংশীয়।" ইত্যাদি।

মিশনারীরা যে এদেশের সরল বাঙ্গালা গদ্যের যথেষ্ট উন্নতি-সাধন করিয়াছেন, এই সকল পুস্তকই তাহার প্রমাণ।

বক্তৃতা—১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী-সভার সভ্যগণের যে বক্তৃতা গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়, সেই পুস্তক ৮ পেজী আকারে মুদ্রিত হয়। উহা ৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ২১ আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে এই সভা স্থাপিত হয়। উক্ত শকের (১৮৩৮ সালের) অগ্রহায়ণ মাস হইতে ১৭৬২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত কয়েকটী বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার ভাষার নমুনা এইরূপ :—

"মনুষ্যের মনে ঈশ্বর ভয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত দুষ্ট ব্যক্তিরা হসা কোন দুষ্কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যদি দুষ্কর্ম্ম করে তবে কাশের ভয়ে সর্ব্বদা অস্থির থাকে। প্রকাশের ভয়ে স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া আপনার আহার পর্য্যন্ত চেষ্টা করিবার উপায়বিহীন হইয়া লোকালয় পরিত্যাগে বনে বনে ভ্রমণ করে। সেখানেও নির্ভয় হইতে পারে না। বৃক্ষের পল্লবের শব্দেও রাজদূত অনুমান করিয়া সচকিত হয়।"

তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক পত্রদ্বারা এবং তত্ত্ববোধিনী সভা-দ্বারা বাঙ্গালা-ভাষার অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। তত্ত্ব-বোধিনী সভায় বঙ্গসাহিত্যের যে শুভ বীজ অঙ্কুরিত হয় তাহার সুধাময় ফল বাঙ্গালীরা আরও বহুকাল সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন। এই সভার সমাশ্রয়ে শত শত চিন্তাশীল সুলেখক বঙ্গসাহিত্যকে সমুন্নত করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্গভাষার বিশুদ্ধি, বঙ্গভাষার ওজস্বিতা, বঙ্গভাষার মাধুর্য্য, বঙ্গভাষার অর্থগাম্ভীর্য্য ও গৌরব এবং বিশুদ্ধ গদ্য-গ্রন্থন কৌশল প্রথমতঃ এই সভা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। সাময়িক ও সংবাদ পত্রের আলোচনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্বন্ধে সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

ভগবদ্গীতার বঙ্গানুবাদ—এই পুস্তকখানিতে মূল ও বঙ্গানুবাদ উভয়ই দৃষ্ট হইল। পুস্তকখানি প্রাচীন। আবরণী পৃষ্ঠা না থাকায় মুদ্রণকাল নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ করা গেল না। কিন্তু কাগজ ও অক্ষর দেখিয়া বোধ হয় ১৮৪০ সালের অনেক পূর্ব্বে এই পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়াছে। এই অনুবাদখানি অতি উত্তম। ইহার ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। গদ্য-গ্রহণপ্রণালীও নির্দোষ। এই পুস্তক হইতে ভাষার নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"সপ্তম অধ্যায়ের শেষে কথিত হইল যে পরব্রহ্ম, শরীরেস্থিত ফলভোক্তা. নিষ্কামকর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ, মৃত্যুকালীন ব্রহ্মজ্ঞান,—এই সপ্ত পদার্থ। ইহার যাথার্থ্য জানিতে ইচ্ছা করিয়া অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন "হে মধুসূদন তুমি ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কহিলা, সে ব্রহ্ম কিরূপই আর ফল-ভোক্তাই বা কে? এবং নিষ্কাম কর্ম্মই বা কি? আর অধিভূত অধিদৈবই বা কাহাকে বলে? এবং মনুষ্যের দেহেতে অধিষ্ঠিত হইয়া যজ্ঞের ফলদান কে করেন? আর মৃত্যুকালেতেই বা নিয়তচিত্ত পুরুষেরা কি প্রকারে তোমাকে জানিতে পারেন? অর্জুন যে সাত প্রশ্ন করিলেন শ্রীকৃষ্ণ একাদিক্রমে তাহার উত্তর করিতেছেন :—যে পদার্থ জন্মমৃত্যুরহিত—এ জগতের আদিকারণ—তিনিই পরব্রহ্ম। তাঁহার অংশভূত যে জীব তিনিই দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া ফলভোগ করেন। আর প্রাণী সকলের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কারণ যে যজ্ঞ তাহাকেই কর্ম্ম বলিয়া জানিবা। * * মৃত্যুকালে যোগবলে প্রাণবায়ুকে দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে রক্ষিত করিয়া স্থিরচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক যে এইরূপ চিন্তা করে সে ব্যক্তি ঐ স্বপ্রকাশক পরমপুরুষে লীন হয়।" ইত্যাদি।

মোহমুদ্গার—রামমোহন ন্যায়বাগীশ শঙ্করাচার্য্যের সুবিখ্যাত রামমোহন ন্যায়বাগীশ মোহমুদ্গারের গদ্যানুবাদ করিয়াছেন। ইহার গদ্য লেখার রীতিও নিন্দনীয় নহে যথা :—

"জন্ম হইলেই মরণ হয়, পরে পুনর্ব্বার মাতৃগর্ভে যাইতে হয়, অর্থাৎ সংসার-জন্য সুখাকাঙ্ক্ষী জীবের জন্ম হইলে মরণ-দুঃখ থাকে অতএব দুঃখান্ত হয় না। মরণ হইলে পুনর্ব্বার জঠরযাতনা প্রযুক্ত দুঃখান্ত হয় না— সংসারে এরূপ অনেক

দুঃখ আছে, কিন্তু জন্মমরণ রূপ দোষ অতি স্পষ্ট। অতএব রে মূঢ় মনুষ্য, কি প্রকারে এই সংসারে তোমার সুখ জন্মে?"

ইঁহার রচিত শান্তিশতকের পদ্যানুবাদের পরিচয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। পদ্য সাহিত্য-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার সুপণ্ডিত ও সুলেখক। রচনা প্রণালী সরস ও মধুর।

বক্তৃতা সংগ্রহ—১৮৪০ সালে মুদ্রিত। জ্ঞানোন্নতিসাধনার্থ ১৮৩৯ সালে সংস্কৃত কলেজে একটী সমিতি সংস্থাপিত হয়। এই সমিতির সদস্যগণ ইংরাজীতে ও বাঙ্গালায় যে বক্তৃতা করিতেন, এই পুস্তকে তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। "এতদ্দেশীয় লোকদিগের বাঙ্গালাভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করণের আবশ্যকতা বিষয়ক" একটী প্রবন্ধ এই সমিতি উদয়চন্দ্র আঢ্য দ্বারা পঠিত হয়, এই প্রবন্ধটী সারগর্ভ। এই সমিতি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাভাষার উন্নতিসাধনেও ব্রতী হইয়াছিলেন।

নীতিদর্শন—প্রণেতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। ১৮৪০ সালে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। বিদ্যানুশীলনের আবশ্যকতা, সত্যপ্রিয়তা, বাঙ্গালাভাষা, হিন্দুর সাহিত্য, ধর্ম্মগীতি ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

নীতিদর্শক—১৮৪০ সালে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। পত্রসংখ্যা ২২ পৃষ্ঠা।

মন্মথকাব্য—১৮৪০ সালে রচিত। তারাচাঁদ দাস এই কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা। তারাচাঁদ গ্রন্থমধ্যে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা এই :—

"তার (বর্দ্ধমানের) অন্তঃপাতি বড়শৌল গ্রাম।
শিষ্টজাতি অনেক বসতি অনুপাম॥
দামোদর দক্ষিণে উত্তরে যজ্ঞেশ্বরী।
পূর্ব্বে ভাগীরথী পশ্চিমাংশে খড়্গেশ্বরী॥
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য চৌদিকে বেষ্টিত।
তথিমধ্যে বাস পাড়া অতি সুশোভিত॥
অতঃপর আত্মপরিচয় কিছু কব।
দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলোদ্ভব॥
বর্ণনে বাহুল্য সংক্ষেপেতে নিবেদিব।
দাসাখ্যান শিবপ্রসাদ গুণগণ্যে শিব॥
সত্ত্বগুণান্বিত দুই তাহার নন্দন।
মম খুল্লতাত নাম শ্রীরাধামোহন॥
কনিষ্ঠ হয়েন পরোপকারে শ্রেষ্ঠ।
ততোঽধিক তার সহোদর যিনি জ্যেষ্ঠ॥
শ্রীরাইমোহন দাস অতি শুদ্ধমন।
তারসুত অকিঞ্চন শ্রীতারাচাঁদ॥
শ্রীযুক্ত শ্রীনবকৃষ্ণ বাবুর আজ্ঞায়।
মনমথ কাব্য রচি ভাবি সারদায়॥"

গ্রন্থখানি ১৯০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। রাজা মনোমোহনের প্রণয়-কাহিনী এই গ্রন্থের প্রধানতম বর্ণনীয় বিষয়। তদুপলক্ষে কালী-ভক্তি বিষয়ক স্তবাদিও আছে।

হিতোপদেশ—১৮৪১ সালে মুদ্রিত। পত্র সংখ্যা ১২৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, যেটস্ সাহেব দ্বারা সংশোধিত।

জ্ঞানার্ণব—প্রেমচাঁদ রায় কৃত ১৮৪২ সালে মুদ্রিত, পত্রসংখ্যা ১৯৪। গ্রন্থখানি মূল সংস্কৃত এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে অনূদিত। এখানি নীতি-শিক্ষার পুস্তক। এই গ্রন্থ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"সুরসা দেশে কুণ্ডলক ও সুরস নামে দুই ভ্রাতা ছিলেন। তাহার মধ্যে কুণ্ডলক অতি কুটিল, সর্ব্বদা সকলের অনিষ্টকারী এবং কোন মনুষ্যের সহিত বন্ধুতা ও প্রীতি নাই। আর সুরস দয়া প্রভৃতি যুক্ত অতি নির্ম্মল অন্তঃকরণ ছিলেন। কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে কুণ্ডলক দেখিলেন যে ভ্রাতা আপনার তুল্য নহেন। ইহাতে কুণ্ডলক ভ্রাতার সহিত বিভক্ত হইলেন। পরে কুণ্ডলক কেবল সর্ব্বদা পরানিষ্ট ও কলহ ইত্যাদিতে রত। তাহাতে সকল শত্রুতা হইবার তাহার সর্ব্বত্র অপমান ও সর্ব্বদা নানা দুঃখ ও অন্নাভাব হইল।" ইত্যাদি

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাষার স্রষ্টা, সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই ঠিক সেই ভাষার ধীরে ধীরে এইরূপে সূত্রপাত হইতেছিল। সেই ভাষাই ঈষৎ সংশোধিত হইয়াই বিদ্যাসাগরীয় ভাষায় পরিণত হইয়াছিল।

প্রবাদমালা—১৮৪৩ অব্দে মর্টন সাহেব সলমনের প্রবাদমালার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার পত্রসংখ্যা ৭৬। বাঙ্গালা ভাষায় মর্টনের পারদর্শিতা ছিল। তৎকৃত উৎকৃষ্ট অনুবাদে মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইয়াছে।

সারসংগ্রহ—১৮৪৪—খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড বেটস্ ডি ডি ইংরাজী প্রবন্ধাদির বাঙ্গালা-ভাষায় অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থখানি তৎসময়ে স্কুলে পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। ইহার ভাষা এইরূপ :—

"এই কলিকাতা নগর দুইভাগে বিভক্ত হয়। তাহার নির্ণয় এইরূপ আছে। নদীর তটস্থ বিষবাশের ঘাট অবধি পূর্ব্বদিগে উচ্চ বাহির পথ পর্য্যন্ত এবং টালিগঞ্জের খাল অবধি উত্তরদিগে নীচ বাহির পথ পর্য্যন্ত দুই খাত ধৃত হইলে তাহার মধ্যে সকল ইংরাজলোকদের বাস আছে।"

এদেশের লোকেরা এইরূপ ভাষাকেই "খৃষ্টানী বাঙ্গালা" বলিয়া অভিহিত করেন।

হিতোপদেশ—১৮৪৪ সালে পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার "সাধু গৌড়ীয় ভাষায়" মূল পুস্তকের এই বঙ্গানুবাদ করেন। এই পুস্তকের ভাষা এইরূপ :—

"কলিঙ্গদেশে রুক্মাঙ্গদ নামে ভূপাল আছেন। তিনি দিগ্বিজয় করিতে আসিয়া চন্দ্রভাগা নদীর তীরে কটক সংগ্রহ করিয়া বাস করিতেছেন।

প্রাতঃকালে তিনি আসিয়া কর্পূর সরোবরের নিকট থাকিবেন ইহা ব্যাধের মুখেতে জনশ্রুতি শুনিতেছি সেই হেতুক এখানেতেও ভয়ের কারণ ইহা বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। ইহা শুনিয়া অম্পষ্ট ভীত হইয়া কহিল অন্ত পুষ্করিণীতে নাই, কাক এবং হরিণ কহিল এই হউক। পরে হিরণ্যক হাসিয়া বলিল অন্ত হ্রদে গেলে মন্থরের মঙ্গল কিন্তু যাইবার কি উপায়?

ইহুদী লোকদের বক্তৃতা—১৮৪৫ সালে এই খৃষ্টধর্ম্মীয় পুস্তকখানি মুদ্রিত। পুস্তকের নামেই পুস্তক প্রতিপাদ্য বিষয় অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহার ভাষা এইরূপ:—

"মুসা পরমেশ্বরের কাছে তাহাদের কথা নিবেদন করিলে পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন আমি নিবিড় মেঘে তোমার নিকট আসিয়া তোমার সহিত কথা কহিব। তাহা লোকেরা শুনিতে পাইয়া সর্ব্বদা তোমাতে প্রত্যয় করিবে। তুমি লোকদের নিকট যাইয়া অদ্য ও পরদিনে বস্ত্র ধৌত করিয়া তাহাদিগকে অগ্রে পবিত্র কর পরে তৃতীয় দিনের জন্যে তোমরা সকলে প্রস্তুত হও।"

কবিতাবলী—সুবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৩০ সাল হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে উদিত হয়েন। বাল্যকাল হইতেই তিনি পদ্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩০ সালে তাহার সংবাদ-প্রভাকর নামক সাময়িক পত্রে তদীয় কবিতাবলী প্রকাশিত হইতেছিল। প্রভাকর পত্রখানি অবশেষে দৈনিকরূপে পরিণত হয়। এই পত্রে গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার রচনাই থাকিত। কিন্তু গদ্য অপেক্ষা পদ্যের অংশই অধিক। কিন্তু কতিপয় বৎসর পরে মাসিক প্রভাকর প্রকাশিত হয়। নানাবিধ সরস ও সুন্দর কবিতাবলীতেই এই মাসিকখানি পরিপূরিত হইত। ১৮৪৬ সালে গুপ্ত মহাশয় পাষণ্ডপীড়ন ও সাধুরঞ্জন নামে আবার দুইখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিয়া স্বীয় রসমাধুর্য্যময়ী কবিতা-বলী দ্বারা বঙ্গীয় পাঠকগণের মনস্তুষ্টি সাধন করেন। পাষণ্ড-পীড়নের কবিতাবলী গুপ্ত মহাশয়ের কোন্দলের রঙ্গস্থলীরূপে পরিণত হইয়াছিল। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (গুড়গুড়ে ভট্চাজ্) রসরাজ নামক একখানি কাগজে নানাপ্রকার ছড়া লিখিয়া গুপ্ত মহাশয়কে গালি দিতেন, তিনিও পাষণ্ডপীড়নে ইহার অশ্লীল কুৎসাপূর্ণ কবিতায় প্রতিবাদ করিতেন।

ফলতঃ পাষণ্ডপীড়নের অধিকাংশ কবিতাই ভদ্রলোকের পক্ষে অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মাসিক প্রভাকরে উহার অমৃত-নিস্যন্দিনী লেখনী হইতে যে কবিতা-সুধা নিঃসৃত হইত, তাহা পরবর্ত্তী অনেক লেখকেরই উপজীব্য কাব্যোৎস-স্বরূপ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। কেবল কবিতা লিখিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি কোনও সময়ে ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ ও কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের জীবনচরিত্র অনুসন্ধান করিতে বিস্তর যত্ন করিয়া-ছিলেন।

চরিত্র গ্রন্থ

মাসিক প্রভাকরে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ লিখিত হইয়াছিল। গুপ্ত মহাশয় জীবনের প্রারম্ভে কোনও পুস্তক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার এই কবিকীর্ত্তি সংবাদ-পত্রে ও মাসিক পত্রেই সমগ্রদেশে প্রচারিত হইয়াছিল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার রচিত প্রবোধপ্রভাকর নামক একখানি গদ্য গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ১৮৫৮ সালে ৪৯ বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র ইহজগৎ হইতে অন্তর্হিত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আরও কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় প্রবোধপ্রভাকর ভিন্ন আর কোন পুস্তক মুদ্রিত হয় নাই। প্রবোধপ্রভাকর পুস্তকে পিতা পুত্রের প্রশ্নোত্তর ব্যপদেশে "প্রাণিতত্ত্বনিরূপণ" প্রসঙ্গে ক্লেশানুভবই সুখান্বেষণ প্রবৃত্তির হেতু আত্যন্তিক দুঃখ নিবারণের উপায় নির্ণয়, স্বর্গসুখের অস্থায়িত্ব, তত্ত্বজ্ঞানলব্ধ সুখ অনশ্বর, কর্ম্মজন্য জীবোৎপত্তি, সৃষ্টির অনাদিত্ব, ঈশ্বরের নিত্যত্ব প্রভৃতি বিষয় গুলি একবার গদ্যে আবার পদ্যে লিখিত হইয়াছে।

প্রবোধ প্রভাকর ১৮৫৮

গুপ্ত মহাশয়ের আর একখানি পুস্তকের নাম হিতপ্রভাকর। এখানিও গদ্য পদ্যময়। গ্রন্থকারের পরলোক-গমনের পরে এই পুস্তক মুদ্রিত হয়। এই পুস্তকখানিতে হিতোপদেশের সরল পদ্যানুবাদ আছে। তদ্ভিন্ন গদ্যও আছে। গুপ্ত মহাশয়ের গদ্য লেখার প্রণালী প্রশংসনীয় নহে।

হিত-প্রভাকর ১৮৬০ সাল

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের অপর একখানি পুস্তকের নাম বোধেন্দুবিকাশ। এই পুস্তকখানি সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ—নাটকা-কারেই বিরচিত। এই পুস্তকের মুদ্রণ হইতে না হইতেই গ্রন্থকার পরলোক প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে ইহার তিন অঙ্ক মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। গুপ্ত মহাশয়ের গদ্য রচনার মধ্যে এই পুস্তকখানিই উৎকৃষ্ট।

বোধেন্দুবিকাশ

ইনি কলিনাটক নামে আরও একখানি পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অকালে তিনি এজগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার জীবন চরিত সম্বন্ধে বহুবিষয় "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত" শব্দে দ্রষ্টব্য।

কলিনাটক

বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগের সর্ব্ব শেষ গ্রন্থকার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইহার পরেই বঙ্গীয় সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগের আরম্ভ। অতঃপর আধুনিক সাহিত্যের আলোচনায় তৎ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত করা হইবে।

ইতিহাস ও জীবনচরিত।

প্রতাপাদিত্যচরিত্র—১৮০১ অব্দে শ্রীরামপুর প্রেসে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। রামরাম বসু মহাশয় এই পুস্তকের প্রণেতা।

তাহার পরিচয় ইতঃপূর্ব্বে লিপিমালা পুস্তকের বিবরণে বিবৃত হইয়াছে। বাঙ্গালার ইদানীন্তন ঐতিহাসিক সাহিত্যের মধ্যে এই পুস্তক খানিই আদি। ইহার পত্র সংখ্যা ১৫৬। রাজা প্রতাপাদিত্যের চরিত্র এখন অনেকেরই পরিচিত। রামরাম বসু মহাশয় পারস্য ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাঁহার এই পুস্তকে পারস্য ভাষার শব্দগুলি অত্যধিক পরিমাণে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের রচনা-প্রণালীতে গদ্যরচনার রীতি সংরক্ষিত হয় নাই। ভাষা অধিকাংশ স্থলেই ব্যাকরণদুষ্ট, প্রাঞ্জলতাহীন ও লালিত্যবর্জ্জিত। এই পুস্তক হইতে নিম্নে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল—

রাম রাম বসু

"শোভাকর দ্বার অতি উচ্চ। আমরি সহিৎ হস্তী বরাবর যাইতে পারে। দ্বারের উপর একস্থান তাহার নাম নহবৎখানা। তাহাতে অনেক অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্রে দিবা রাত্রি সময়ানুক্রমে বাজিয়া বাদ্যধ্বনি করে। নহবৎ-খানার উপরে ঘড়ীঘর। সেস্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহারদের ঘড়ীতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। দণ্ডপূর্ণ হবা মাত্রই তারা তাহাদের ঝাঁজের উপর মুদ্গর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।"

রাজা প্রতাপাদিত্য অকবরের রাজত্বকালে যশোহরের অধিপতি ছিলেন। তিনি একটী সমৃদ্ধিশালী নগরের প্রতিষ্ঠা করেন, এখন ঐ স্থান সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বসু মহাশয়ের এই ইতিহাসে প্রতাপাদিত্যের জীবনী এবং তৎসময়ের অনেক ঘটনা বিবৃত দেখা যায়।

এখন যে সুন্দরবন ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, রাজা প্রতাপাদিত্যের সময়ে সেই সুন্দরবন শস্যসম্পত্তিপূর্ণ ও জনবহুল ছিল। প্রতাপাদিত্য সম্রাট্ অক-বর শাহকে কর দিতে অস্বীকার করায় সম্রাট্ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। প্রতাপাদিত্য বন্দী ও লৌহপিঞ্জরে অবরুদ্ধ হয়েন।

১৮৫৩ সালে পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার এই পুস্তকের ভাষা-পরিবর্ত্তন করিয়া ইহার এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

খৃষ্ট-চরিত—১৮০১ খৃষ্টাব্দে রামরাম বসু খৃষ্ট-চরিত প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে যীশুখৃষ্টচরিত এবং ইহুদিদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। উড়িয়া ও হিন্দীভাষায় এই পুস্তক অনূদিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র—১৮০১ সালে এই পুস্তক মুদ্রিত হয়। রাজীব-লোচন মুখোপাধ্যায় এই পুস্তকের প্রণেতা। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ছিলেন। প্রতাপা-দিত্যচরিত্র ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র এই উভয় গ্রন্থই কেরি সাহেবের প্রস্তাব ক্রমে প্রণীত ও প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের রচনা প্রণালী অতি সুন্দর। ভাষা—সরল, সরস ও সুখপাঠ্য।

রাজীবলোচন মুখো

১৮০৫ সালে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় গদ্যরচনায় যে অদ্ভুত উৎকর্ষ দেখাইয়া ছিলেন, তাঁহার পরে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তাদৃশ লালিত্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ রচনায় বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্র সরসভাবে পরিপ্লুত হয় নাই। এই পুস্তক হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি—

"দুই এক দিন পরেই নওয়াব সিরাজ উদ্দৌলা ৪০।৫০ হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। চিৎপুরের নিকটবর্ত্তী হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তৎকালেই ইংরাজদিগের কর্ম্মাধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবের অধীন ১৭০ জন মাত্র সেনা ছিল। কিন্তু তিনি ঐ অত্যল্প সেনাদিগকে এমনি কৌশলপূর্ব্বক স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাহারা প্রথম যুদ্ধে নওয়াবের মহাবল সৈন্যদলকে পরাভব করিল এবং অনেকেই হত করিয়া ফেলিল।"

এই পুস্তকের সর্ব্বত্রই ভাষার এইরূপ প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। রাজীবলোচন ও রামরাম বসু মহাশয় একই সময়ের লোক, উভয়েই এক সময়েই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকতা করিতেন। অথচ উভয়ের রচনাপ্রণালীতে অত্যন্ত বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। এমন কি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্ররচয়িতা রাজীবলোচন যে ১৮০৫ সালে এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন, এই ঘটনা জানা না থাকিলে উক্ত সময়ে এই পুস্তকখানি যে রচিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা প্রকৃতই অসম্ভব।

কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন-বৃত্তই এই পুস্তকের বিষয়। তদনুসঙ্গে এই পুস্তকে পলাশীর যুদ্ধের সময়ে বাঙ্গালার অবস্থাসংক্রান্ত নানা কথা এবং দুই এক স্থলে পৌরাণিক আখ্যানের সমাবেশ আছে।

রাজাবলী—১৮০৮ সালে এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার এই পুস্তকের প্রণেতা। সূর্য্যবংশের প্রথম রাজা ইক্ষ্বাকু হইতে কোম্পানীর শাসন কাল পর্য্যন্ত সময়ের অনেক সম্রাট্ ও রাজার নাম এবং শাসন সময়ের কথা এই পুস্তকে বিবৃত আছে। পৌরা-ণিকযুগের ইতিহাসের নাম মাত্র করা হইয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার

শাস্ত্রপদ্ধতি—১৮১৭ এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রধান প্রধান সংস্কৃত পুস্তকের পরিচয় লিখিত হইয়াছে।

দিগ্‌দর্শন—১৮১৮ সাল হইতে মাসিক পত্রিকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে ঐতিহাসিক অনেক বিবরণ প্রকাশিত হইত।

ইংলণ্ডের ইতিহাস—১৮১৯ সালে এই ইতিহাস প্রকাশিত হয়। এখানি গোল্ডস্মিথ্ সাহেবের ইংলণ্ডের ঐতিহাসের অনুবাদ। অনুবাদক—মিঃ ফেলিক্স কেরি। এই পুস্তকের প্রারম্ভে প্রায় দুইশত ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের কৌতুকাবহ বঙ্গানুবাদ

আছে। ইহার ভাষা সরল হইলেও যথেষ্ট সংস্কৃত প্রভাব আছে।

আসাম বুরুঞ্জী—এই পুস্তকখানি আসামের ইতিহাস—১৮৩০ খৃষ্টাব্দে হাতিরাম দাখ্যাল দ্বারা প্রকাশিত। ইহার পত্রসংখ্যা ৮৬।

প্রাচীন ইতিহাস—১৮৩০ সালে প্রকাশিত। এই ঐতিহাসিক পুস্তক খানি পাঁচভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে মিশর, দ্বিতীয় ভাগে আশর ও বাবল রাজ্য, তৃতীয় ভাগে গ্রীক এবং পঞ্চমভাগে রোমকদিগের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তক স্কুল বুক সোসাইটী দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছিল। খৃষ্টানী বাঙ্গালায় লিখিত।

সভ্য-ইতিহাস—১৮৩০ সালে স্কুলবুক সোসাইটী দ্বারা মুদ্রিত। ইহাতে প্রাচীন য়ুরোপের কতিপয় প্রধান ব্যক্তির জীবনী ও তৎসময়ের কোন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। এখানিও খৃষ্টানী বাঙ্গালায় লিখিত। ইহার পত্রসংখ্যা ৪৫৮।

ভারতবর্ষের ইতিহাস—১৮৩১ সালে মুদ্রিত। কোম্পানী বাহাদুরের সংস্থাপনাবধি মার্কুইস অব হেষ্টিংসের রাজ্যশাসনের শেষ বৎসর পর্য্যন্ত ঘটনা এই ইতিহাসে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তক দুই দুই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডের পত্রসংখ্যা ৩৯২ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের পত্র সংখ্যা ৩৭৪। এই পুস্তকের প্রণেতা সুবিখ্যাত কেরি সাহেব।

ঐতিহাসিক ব্যাকরণ—১৮৩২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা-সমিতির উৎসাহে এই পুস্তক রবিন্‌সন্ সাহেব দ্বারা প্রকাশিত হয়। বারজন বাঙ্গালী এই সমিতির সদস্য ছিলেন। কণ্ঠস্থ রাখিবার উদ্দেশ্যে ইহাতে ছোট ছোট পংক্তিবিভাগে (Para) প্রধান প্রধান প্রাচীন ও আধুনিক রাজ্যের বিবরণ লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানির এইরূপ নাম হইল কেন তাহার উল্লেখ নাই।

পুরাবৃত্ত-সংক্ষেপ—১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক মুদ্রিত হয়। মিঃ মার্স্‌মান এই গ্রন্থের রচয়িতা। ইহাতে আদম ও নোয়ার কথা, ট্রোজান যুদ্ধ, গ্রীকদিগের উপনিবেশ এবং ইজিপ্ট ও রোম প্রভৃতির বিবরণ আছে।

গ্রীসের ইতিহাস—১৮৩৩ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় এই পুস্তকের অনুবাদক। ইহার পত্রসংখ্যা ৩৯৬। গ্রন্থখানি ২০ অধ্যায়ে বিভক্ত। ভাষা অতি প্রাঞ্জল। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে। এই গ্রন্থখানি গোল্ডস্মিথের গ্রীসদেশের ইতিহাসের বিবরণ।

দানিয়েলের চরিত্র—১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা এই গ্রন্থ প্রকাশিত। মর্টন সাহেব এই গ্রন্থের প্রণেতা। এই পুস্তকে জুদা ও ইস্‌রায়েলদিগের রাজবংশের ইতিহাস পরিমার্জ্জিত বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে।

কালক্রমিক ইতিহাস—১৮৩৮ সালে পিনক সাহেব দ্বারা অনূদিত এবং ব্যাপটিষ্ট মিশন দ্বারা মুদ্রিত। এই গ্রন্থখানি বাইবেলের ইতিহাসের অনুবাদ।

বাঙ্গালার ইতিহাস—১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। এখানি অনুবাদ গ্রন্থ। গোবিন্দচন্দ্র সেনকর্ত্তৃক অনূদিত। ইহাতে আদিশূর, বল্লাল সেন প্রভৃতির বিবরণ, প্রাচীন বাঙ্গালার বিভাগ, বক্‌তিয়ার খিলিজি, আলীমর্দ্দন, তঘান খাঁ, মলীক যজ্‌বেক, নাজীর উদ্দীন, সমস উদ্দীন, সেকেন্দর, রাজা গণেশ, সৈয়দ হুসেন, সের সাহ, সালিমান, কালাপাহাড়, দাউদ খাঁ, সেখ ইজলাম খাঁ প্রভৃতির শাসন বিবরণী লিখিত হইয়াছে। অতঃপর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমন সময় হইতে ১৮৩৫ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গে ইংরাজ শাসনের প্রধান প্রধান ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাষাও মন্দ নহে। পত্র সংখ্যা ৩৩৭।

খৃষ্ট-মণ্ডলীর বিবরণ—এই গ্রন্থ বার্থ সাহেব প্রণীত খৃষ্ট সম্প্রদায়ের ইতিহাসের অনুবাদ। ১৮৪০ সালে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ইহার পত্রসংখ্যা ৩৫৫।

গ্রীসদেশের ইতিহাস—১৮৪০ সালে মুদ্রিত। হিন্দু কলেজ পাঠশালার নিমিত্ত লিখিত। ইহাতে এথেন্স, স্পার্টা ও গ্রীস দেশ সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস—এই পুস্তকখানি গোপাললাল মিত্রপ্রণীত। ১৮৪০ সালে সাধারণ শিক্ষাসমাজের সাহচর্য্যে প্রকাশিত হয়। ইহাতে মার্স্‌মান সাহেবের প্রণালী অনুসারে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস, পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারের পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণ, ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী সূর্য্যবংশ, বৌদ্ধধর্ম্ম, মগধ-সাম্রাজ্য ও পাঠানদিগের বিবরণ আছে। মার্স্‌মান সাহেবের ইতিহাসের যে অংশে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ কথা লিখিত আছে, ইহাতে সেই অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বাইবেলের ইতিহাস—১৮৪৩ অব্দে বিবি প্রিমারের গ্রন্থ হইতে দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ করেন। পত্রসংখ্যা ২৮১।

টুকারের ইহুদীদিগের ইতিহাস—১৮৪৫ সালে প্রকাশিত। টীকার সাহেব বারাণসীর কমিশনার ছিলেন। মিঃ কাম্বেল বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন। ইহার পত্র সংখ্যা ২৫৭।

সারাবলী—নবীন পণ্ডিত প্রণীত, রোজারিও এণ্ড কোম্পানী দ্বারা ১৮৪৬ সালে মুদ্রিত। পত্রসংখ্যা ১৬২। এই গ্রন্থখানি মহাভারত, কেটলী প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস, মার্স্‌মানের ইতিহাস, ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গালার ইতিহাস প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত। ইহার ভাষা সংস্কৃতবহুল হইলেও সুন্দর।

শাহনামা—এখানি পারসিক ভূপতিগণের ইতিহাস। বিশ্বেশ্বর দত্ত দ্বারা পারসী হইতে অনূদিত। ১৮৪৭ সালে সিন্ধুপ্রেসে মুদ্রিত। গ্রন্থে অনুবাদকের প্রতিকৃতি আছে। শাহানামাকার

পারসিকদিগের হোমার। ইহাতে মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে পারস্য রাজ্যের ইতিহাস বিবৃত আছে।

পাঞ্জাবের ইতিহাস ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রণীত এবং রোজারিও কোম্পানী দ্বারা প্রকাশিত। ইহার পত্রসংখ্যা ১৯৪। ভাষা উৎকৃষ্ট। গ্রন্থখানিতে শিখরাজত্বের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের লিখিত বিবরণ রাজ-তরঙ্গিণী, আইন-ই আকবরি, সৈয়র মুতাক্ষরীণ, প্রিন্‌সেপস্‌ প্রণীত রণজিৎ সিংহের জীবনী, ম্যাগ্রিগর প্রণীত শিখদিগের ইতিহাস প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত।

ইজিপ্টের পুরাবৃত্ত—রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ১৮৪৭ খৃঃ মুদ্রিত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এন্‌সাই-ক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা হইতে অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে মুসলমানদিগের আক্রমণ পর্য্যন্ত ইজিপ্টের প্রাচীন ইতিহাস আছে। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র নহে। ইহার পত্রসংখ্যা ৩৩৮।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁহার আর এক খানি গ্রন্থের নাম "জীবন বৃত্তান্ত"। ইহার পত্রসংখ্যা ৩৩০। রোজারিও কোম্পানী দ্বারা এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ইহাতে যুধিষ্ঠির, কন্‌ফুসস, প্লেটো, বিক্রমাদিত্য, আলফ্রেড ও সুলতান মামুদের জীবনবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরচরিতে হিন্দু-ইতিহাসের একটী অতি প্রয়োজনীয় অংশের সারসংগ্রহ আছে। বিক্রমাদিত্যচরিতে তদানীন্তন সময়ের ঐতিহাসিক বিবরণ রহিয়াছে। আলফ্রেডের জীবনীতে তাঁহার সময়ে ইংলণ্ডের যেরূপ অবস্থা ছিল তাহা জানিতে পারা যায়। সুলতান মামুদের চরিতে মুসলমানদিগের ভারত আক্রমণের বিবরণ এবং প্লেটো চরিতে গ্রীকদিগের দর্শন-শাস্ত্রের বিষয় অবগত হওয়া যায়। ৺কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "রোমের পুরাবৃত্ত" গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে সমাপ্ত ও ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ইহার পত্রসংখ্যা ৬১০। এই গ্রন্থ প্রণয়নে বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় ইয়োট্রোপিয়সের গ্রন্থ এবং অংশতঃ আর্ণোল্‌ড্‌, লুক্‌, গিবন্‌ প্রভৃতির গ্রন্থ অনুসরণ করিয়াছেন। ইতিহাসের অনু-শীলনসম্বন্ধে একটী সারগর্ভ ভূমিকা আছে। ইহাতে রোমনগরের প্রতিষ্ঠা হইতে সাম্রাজ্যের ধ্বংস পর্য্যন্ত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত "পলচরিত" ও "খৃষ্টচরিত" "গ্যালিলিউ চরিত ও "বিদ্যাকল্পদ্রুম" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন এবং বঙ্গীয় পাঠকগণের জ্ঞানোন্নতি লাভের যথেষ্ট উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের ভাষাও অতি প্রাঞ্জল ও সরস। এ স্থলে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে। পাঠে দেখা যাইবে যদিও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে ভাষায় অনুবাদজনিত কোন প্রকার দোষ স্পর্শ করে নাই।

"রোমানদিগের দুর্গতির এখনও শেষ হইল না। তাহারা যুদ্ধের অবসরে হানিবলের শিবির আক্রমণ করার নিমিত্ত অনেক লোককে আসিডনের বামতীরে থাকিয়া আসিয়াছিল। এবং তৎকালীন অনুমান করিয়াছিল যে হানিবলের অল্প সৈন্য তথাকার শিবির রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু শিবিররক্ষকেরা এমত বিক্রম প্রকাশ করিল যে তাহাতে রোমানদের চেষ্টা ও আক্রমণ বিফল হইবার উপক্রম হইল।"

নরনারী—রোজারিও এণ্ড কোম্পানী দ্বারা ১৮৫৩ সালে মুদ্রিত। ইহাতে সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, লীলাবতী, খনা, অহল্যাবাই ও রাণী ভবানীর জীবনী লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রণেতা নীলমণি বসাক।

নিউটন চরিত্র —এই গ্রন্থখানি মূল ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ। ১৮৫৩ সালে অনূদিত। ইহার পত্রসংখ্যা ১৫৩।

ক্লাইব চরিত্র—ইহা লর্ড মেকলের প্রসিদ্ধ "লর্ডক্লাইব" নামক পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ। হরচন্দ্র দত্ত দ্বারা অনূদিত, রোজারিও কোম্পানী দ্বারা ১৮৫৩ সালে মুদ্রিত এবং ভার্ণাকিউলার লিটারে-চার কমিটী দ্বারা প্রকাশিত। এই পুস্তকে মান্দ্রাজ, বারাণসী, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানের বারখানি চিত্র আছে। চিত্রগুলি অতি সুন্দর। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল। অনুবাদক ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন অথচ মাতৃভাষার প্রতি যে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, এই গ্রন্থের ইংরাজী ভূমিকা পাঠে এবং তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার রচনাপ্রণালী পাঠে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়।

মহম্মদের জীবনী— ১৮৫৪ সালে রোজারিও কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত এবং ট্রাক্ট সোসাইটীর দ্বারা প্রকাশিত। জে লং সাহেব ইহার প্রণেতা। ইহাতে আরবদেশের ভূবৃত্তান্ত, প্রাণী, উদ্ভিদ্‌ ও আকরিক বস্তুসমূহের বিবরণ এবং মহম্মদের পূর্ব্বে আরবে প্রচলিত ধর্ম্মের বিবরণ সহ মহম্মদের জীবনী বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

রামচরিত্র—১৮৫৪ সালে রাখালদাস হালদারের প্রণীত। ইহাতে পৌরাণিক উপন্যাস হইতে ঐতিহাসিক বিষয় স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। গ্রন্থকার ঐতিহাসিক ভাবে হিন্দুর ইতিহাসের একটী প্রয়োজনীয় অংশের উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই পুস্তকে গ্রন্থকার রামচন্দ্রের ধনুর্ব্বেদে পারদর্শিতা, ত্রিহুতে তাঁহার বিবাহ, তদীয় পত্নীর পাতিব্রত্য এবং তাঁহার সিংহল আক্রমণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ভূগোল ও খগোল।

জ্যোতিঃসংগ্রহ—১৮১৬ পালপাড়ানিবাসী রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবাগীশ দ্বারা এই গ্রন্থ প্রণীত হয়। গ্রন্থখানি গদ্যে লিখিত। ইহাতে গ্রহদিগের শত্রু, মিত্র, রাহুর উচ্চনীচাদি, কেতুর উচ্চ-

নীচাদি, দিকের অধিপতি গ্রহ, অধিপতি রাশি, যামাজের অধিপতি, সভাধিপতি, চন্দ্রতারাশুদ্ধিপ্রকরণ, গ্রহশুদ্ধি প্রভৃতি, জন্মতিথিপ্রকরণ, ও তদ্ব্যবস্থা, গ্রহণদর্শননিষেধ, অকাল-বিবাহ-প্রকরণ, যৌটকগণনা, গণকথন, বর্ণকথন, বিবাহমাসকল, দশযোগভঙ্গ, সপ্তশলাকা, যুগবেধ, যামিত্রবেধ, বিবাহে বিহিত নক্ষত্র, সুতহিবুকযোগ, গোধূলীযোগ, দ্বিরাগমন, পুনর্বিবাহ, পুংসবন, পঞ্চামৃতদান, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকগণনা, লগ্ননিশ্চয়-করণ, গণ্ডযোগ, পতাকী, রব্যাদি রিষ্ট, তীর্থমৃত্যুযোগ, দশার প্রকরণ, অন্তর্দ্দশা বিচার, প্রত্যন্তর্দশা, দশার ফল, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, নবান্ন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন, যাত্রাপ্রকরণ, গৃহারম্ভ, শল্যোদ্ধারাদি, গৃহপ্রবেশ, দেবতা-প্রতিষ্ঠা, দীক্ষা, অলঙ্কারধারণ, নৌকাগঠন, পুষ্করিণী আরম্ভ, প্রতিমাগঠন, হলপ্রবাহ, বীজবপন, রাজদর্শন, পীড়িতের শুভাশুভ বিবেচনা, ঔষধসেবন, আরোগ্যস্নান ও পুষ্করা এই সকল বিষয় এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য। যথা—

"জন্ম মাসে পুরুষের বিবাহ নিষিদ্ধ হয়, কিন্তু কন্যার বিবাহ প্রশস্ত হয়। আর অগ্রহায়ণ মাসে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ও জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। ইহাতে বিশেষ—জ্যৈষ্ঠ মাসেতেও প্রথম দশ দিন পরিত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হয়।"

বঙ্গীয় পঞ্জিকার প্রারম্ভে জ্যোতির্ব্বচনার্থ বলিয়া যে অধ্যায় প্রকাশিত হয়, এই গ্রন্থখানি হইতেই অধিকাংশ পঞ্জিকায় সেই জ্যোতির্ব্বচনার্থ উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে।

জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়—১৮১৯ সালে শ্রীরামপুরে ভূগোল ও জ্যোতিষ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহা ইংরাজী হইতে অনূদিত। ইহাতে ভূগোল ও খগোলের কথা ব্যতীত অনেক ঐতিহাসিক কথাও আছে।

পিয়ার্স'ন সাহেবের ভূগোল—১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পিয়ার্স'ন সাহেব ভূগোল ও খগোল সম্বন্ধে এক খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ খানিতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাই আছে। ইহার পত্র সংখ্যা ৩১১। ইহাতে কথোপকথন প্রণালীতে ভূগোল ও জ্যোতিষ-সংক্রান্ত সাধারণ বিষয়—পৃথিবীর আকার, বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার বিবরণ, হিন্দুস্থানের বিষয়, অন্যান্য দেশ, য়ুরোপ ও আমেরিকার ভূবৃত্তান্ত, সৌরজগৎ, ধূমকেতু, গ্রহণ, জোয়ার ভাটা, বজ্রপাত, রামধনু, ও উল্কাপাত প্রভৃতির বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই বৎসরে আরক্সলটাস সাহেব পৃথিবীর মানচিত্র প্রস্তুত করেন। ইহার পর বৎসরে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইনি আর এক খানি ভূগোল প্রকাশ করেন। এই বৎসরে ভারতবর্ষের মানচিত্র প্রকাশিত হয়। উহার মূল্য দশ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এই মানচিত্র-ফলক ইংলণ্ডে খোদাই করা হইয়াছিল।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা—১৮৩৩ সালে উইলিয়াম য়েটস সাহেব এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থখানি জেমস্ ফারগুসনের রচিত গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থখানি গুরুশিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। ইহাতে পৃথিবীর গতি ও আকারের পরিমাণ, সকল জড় বস্তুর তোলন, নিক্তি ও সূর্য্যাদি গ্রহ বিবরণ, শুক্লত্ব ও দীপ্তির বিষয়, ইংরাজী ১৭৬১ সালে সূর্য্যের উপরে শুক্র গ্রহের অতিক্রম এবং অতিক্রম দ্বারা প্রথমে যেরূপ সূর্য্য হইতে গ্রহগণের দূরত্ব নিশ্চয় হয়, তাহার বিবরণ, পৃথিবীর দীর্ঘতা ও প্রশস্ততানির্ণায়ক নিয়মকথন, দিবা রাত্রির হ্রাসবৃদ্ধির কারণ ও ঋতুগণের পরিবৃত্তি এবং চন্দ্রের ষোড়শ কলার বিবরণ, পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী চন্দ্রের গতি ও চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণের বিবরণ, সমুদ্রের জোয়ার ভাটার বিষয়, ধ্রুবতারার বিষয়, সূর্য্য ও তারাগণের সময় বিশেষ নিরূপণ এবং গ্রহণাদি নিরূপণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ খানিতে অনেকগুলি জটিলতত্ত্ব বালকদিগের সুবোধ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহার পত্রসংখ্যা ১৫৭।

ভারতীয় ভূবৃত্তান্ত—জে সাদারলণ্ড সাহেবের তত্ত্বাবধানে য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহের অনুবাদ জন্য যে সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সভা হইতে ১৮৩৬ সালে ভারতীয় ভূবৃত্তান্ত নামে এক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক হামিলটনের হিন্দুস্থান এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে অনূদিত হইয়াছিল।

ভূগোল ও খগোল—১৮৩৬ খৃঃ একখানি ভূগোল ও গোলাধ্যায় প্রকাশিত হয়, তাহাতে গ্রহণাদির বিষয় লিখিত হইয়াছে।

এসিয়ার ভূবৃত্তান্ত—১৮৩৯ সালে হিন্দুকলেজের কর্ত্তৃপক্ষ এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহার পত্রসংখ্যা ১৫০। ইহাতে পৃথিবীর আকার ও গতি, ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ, স্বাধীন রাজ্য সমূহের বিষয় এবং রুষিয়া, আরব, চীন ও তাতার প্রভৃতি দেশের বিবরণ আছে। ইহার পর বর্ষেই হিন্দুকলেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ভূগোল সূত্র প্রকাশ করেন।

ভূগোল—১৮৪০ সালে তত্ত্ববোধিনী সভায় কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ দ্বারা একখানি ভূগোল প্রকাশিত হয়। পরে ঐ সভা হইতে সুবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় আর একখানি ভূগোল প্রকাশ করেন। এই সালেই ক্ষেত্রমোহন দত্ত আরও একখানি ভূগোল হিন্দু কলেজের পাঠশালার ছাত্রগণের শিক্ষার্থ প্রণীত হয়।

স্তাণ্ডি সাহেবের ভূগোল—১৮৪২ সালে স্তাণ্ডি সাহেব এই ভূগোল প্রণয়ন করেন। ইহাতে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ভূবৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে।

ভূগোল-বিবরণ—রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভূগোলের প্রণেতা। ১৮৪৮ সালে রোজারিও কোম্পানী দ্বারা

মুদ্রিত। মরের ভূবৃত্তান্ত এবং অন্যান্য ভূগোলবিদ্‌গণের পুস্তক হইতে এই পুস্তক সঙ্কলিত। ইহাতে ভৌগোলিক গবেষণার ইতিহাস এবং হিন্দুদিগের ভূগোল পরিজ্ঞানের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভৌগোলিক সংজ্ঞা ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ, এসিয়া ও য়ুরোপের বিভিন্ন স্থান এবং তৎসমুদায়ের অধিবাসীদিগের বিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে। ইংরাজী ও তাহার অনুবাদ এই দুইভাষাতেই এই পুস্তকখানি রচিত। পত্র সংখ্যা ৩৩৬।

সংক্ষেপাবলী—রামনরসিংহ ঘোষ প্রণীত। ইনি স্কুলবুক সোসাইটীর একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। ইহাতে অকারাদি বর্ণমালাক্রমে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ঘটনা বিবৃত হইয়াছে।

প্রাকৃত ভূগোল—সুবিখ্যাত রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত। রোজারিও কোম্পানী দ্বারা ১৮৫৫ খৃঃ মুদ্রিত। ইহাতে ভূমিকম্প, আগ্নেয় গিরি জল ও স্থলের অংশ, পর্ব্বত, সমুদ্রের গভীরতা ও বর্ণ, জোয়ার ও ভাটা প্রভৃতির প্রাকৃতিক ভূবৃত্তান্ত সংক্রান্ত বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি অনেক দিবস পর্য্যন্ত বঙ্গীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল।

অতঃপরে ভূগোল ও খগোল সংক্রান্ত আরও অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

এস্থলে মানচিত্র সম্বন্ধেও দুই একটী কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। মৃত মন্টেগ্ সাহেবের তত্ত্বাবধানে ১৮২১ সালে কাশীনাথনামক এক ব্যক্তি দ্বারা ভূমণ্ডলের একখানি মানচিত্র-ফলক বঙ্গাক্ষরে খোদিত হয়। এই খানিই বঙ্গাক্ষরে বাঙ্গালী দ্বারা খোদিত সর্ব্বপ্রথম মানচিত্র। রামচন্দ্র মিত্র নামক একব্যক্তি এসিয়া ও আমেরিকার মানচিত্র প্রকাশ করেন। স্মিথসাহেবের প্রকাশিত বাঙ্গালা ও বিহারের মানচিত্রখানিও উল্লেখযোগ্য। ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের অঙ্কিত ভারতবর্ষের মানচিত্র খানিও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

পদার্থ-বিদ্যা, উদ্ভিদ্ ও রসায়ন-বিজ্ঞান।

পদার্থবিদ্যাসার—১৮২৫ খৃষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যাসার নামক বিজ্ঞান-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানি উইলিয়াম য়েট্‌স্ সাহেবদ্বারা ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষায় অনূদিত, কথোপকথনচ্ছলে লিখিত এবং চৌদ্দটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে গ্রহাদির বিষয়, স্থিরবায়ু, সামান্য বায়ু, বাষ্প ও বৃষ্টি প্রভৃতির কথা, জলময় ও ভূমিময় পৃথিবীর বিষয়, মনুষ্যের বিষয়, জন্তুর বিষয়, পক্ষীর বিষয়, মৎস্যবিষয়, পতঙ্গবিষয়, কৃষিবিষয়, বৃক্ষ ও পুষ্পাদি বিষয়, তৃণশস্যাদির বিষয়, আকারজাত বস্তু-বিষয়, এবং নানাদেশীয় উৎপন্ন বস্তুবিষয় অতি সরলভাষায় লিখিত হইয়াছে। এই প্রথম সংস্করণ ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই লিখিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে ইংরাজী অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। মার্টিনেট, উইলিয়াম এবং বিংলীর গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

পদার্থবিদ্যাসার—এই গ্রন্থখানি ১৮৪৭ খৃঃ পূর্ণচন্দ্র মিত্রদ্বারা প্রণীত এবং চন্দ্রিকাপ্রেসে মুদ্রিত। মিঃ ডবলিউ য়েটস লিখিত পূর্ব্বোক্ত পদার্থবিদ্যাসার হইতেই এই গ্রন্থের উপাদান সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে আকাশ, সূর্য্যাদিগ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, বাষ্প, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ বজ্র, পৃথিবী, সমুদ্র, জোয়ারভাটা, পর্ব্বত, মানব-দেহের গঠন ও কার্য্য এবং আত্মার বিষয় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র ৫৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কিন্তু ইহাতে বালক-গণের শিক্ষার্থ সহজ ভাষায় অনেক সারকথার সমাবেশ করা হইয়াছে।

উদ্ভিজ্জবিদ্যা—১৮৫৪ খৃঃ ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার দ্বারা অনূদিত। এই পুস্তকখানিও বালকদিগের শিক্ষার্থ রচিত হয়। ইহাতে বারটী অধ্যায় আছে। শেষ ছয় অধ্যায় কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। গ্রন্থখানির নাম যদিও উদ্ভিজ্জবিদ্যা বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহাতে "উদ্ভিজ্জবিদ্যা" সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু লিখিত নাই। এখানি "উদ্ভিদবিদ্যা"র গ্রন্থ বটে। ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সাধুভাষায় এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতির আলোকপাত হইয়াছিল। এই গ্রন্থকার "উদ্ভিজ্জের" যে সংজ্ঞা করিয়াছেন তাহা এই :—

> "এই পৃথিবীতে বহুসংখ্যক উদ্ভিজ্জ আছে। এস্থলে উদ্ভিজ্জশব্দে সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষ অবধি গুল্ম লতা, তৃণ, শিলাবাক্ পর্য্যন্ত ফলপুষ্পের উৎপাদক বস্তুমাত্রকেই বুঝিতে হইবেক। কারণ প্রায় সমস্ত উদ্ভিজ্জই ফল-পুষ্প প্রসব করিয়া থাকে।"

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় উদ্ভিদ্‌কেই "উদ্ভিজ্জ" বলিয়াছেন। যাহা হউক এই গ্রন্থখানিতে বালকদের শিক্ষার উপযোগী উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। শেষ অংশে উদ্ভিদ্‌জাত পদার্থের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও সামান্য ভাবে কিঞ্চিৎ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

পদার্থ-জ্ঞানমালা—১৮৬০ খৃঃ ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। উত্তর-পাড়ানিবাসী ক্ষেত্রমোহন রায় এই গ্রন্থের রচয়িতা। অতি ক্ষুদ্র পুস্তক—পত্রসংখ্যা ২৬। বালকদের বিজ্ঞানশিক্ষার উপ-যোগী। পেষ্টালজী নামক জনৈক য়ুরোপীয় পণ্ডিতের পদার্থবিদ্যাশিক্ষা নামক গ্রন্থ হইতে অনূদিত। ইহাতে গ্যাস, রবার, স্পঞ্জ, চিনি, উল, জল, আদা ও হাতীর দাঁত ইত্যাদি অনেক দ্রব্যের গুণ ও ব্যবহার লিখিত হইয়াছে।

কিমিয়াবিদ্যাসার—শ্রীরামপুর কলেজের মিঃ যোহন ম্যাক ইংরাজী

ভাষায় "Principles of chemistry" নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। এ পুস্তকখানি উঁহারই বঙ্গানুবাদ মাত্র। ডিমাই বার পেজী আকারে পুস্তকের পত্রসংখ্যা ১৯—১৬৯, প্রথম উনিশ পৃষ্ঠায় ভূমিকা ও সূচী আছে। ভূমিকা ইংরাজীতে লিখিত। সূচী ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। পুস্তকের দুই ভাগ। প্রত্যেক ভাগ অধ্যায়ে ও প্রত্যেক অধ্যায় প্রকরণে বিভক্ত। প্রথম ভাগে "কিমিয়া প্রভাব" (Chemical forces):—যথা "আকর্ষণ" "তাপক" "বিদ্যুতীয় সাধন" বিভিন্ন অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়। দ্বিতীয় বর্ণনীয় বিষয়—"কিমিয়া বস্তু"। তন্মধ্যে দুই অধ্যায়ে "বিদ্যুৎ সম্পর্কীয় অভাবরূপ বস্তু (Electro-negative substances, ধাতু ভিন্ন" বিদ্যুৎ সম্পর্কীয় স্বভাবরূপ বস্তু" (Unmetallic electro positive substances বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ধাতু ব্যতীত অমূল পদার্থ সকলকে (Non-metal) দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীবিভাগ আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে।

যাহা হউক, মিঃ মার্সম্যানের অভিপ্রায়ানুসারে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। গ্রন্থকার শ্রীরামপুর কলেজের বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। শ্রীরামপুর কলেজে তখন বৈজ্ঞানিকযন্ত্রাদির সাহায্যেও শিক্ষাদান করা হইত। স্কটলণ্ডনিবাসী জেমস ডগলাস যন্ত্রাদি ক্রয়োদ্দেশে পাঁচশত পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য গ্রন্থকার কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার শ্রীরামপুরে ও কলিকাতায় রসায়নবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে "উপদেশ" দিতেন, তদবলম্বনে এই গ্রন্থ প্রণীত। গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষাতেই বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন।

রসায়নশাস্ত্রসম্বন্ধে বঙ্গভাষায় এইখানিই আদি গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ভাষার নমুনা স্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"দ্রব হওন কালে কতক তাপক, দ্রব-বস্তু মধ্যে লীন হয় কিন্তু তদ্দ্বারা, দ্রববস্তুর তাপের কিছু বৃদ্ধি হয় না এবং সেই দ্রববস্তু পুনর্ব্বার কঠিন হইলে তাপক বোধ হয়। এই এক মহার্ঘ কথা-বিষয়ে পশ্চাৎ স্পষ্টরূপে লেখা যাইবেক।" ৩১ পৃষ্ঠা।

"এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া পরমেশ্বর যে আছেন এবং তাহার অসীম পরাক্রম ও বুদ্ধি ও ভদ্রতাতে লোক সকলকে সৃষ্টি ও রক্ষা করিতেছেন, ঐ সকল প্রমাণেতে তাহাকে স্তুতিবাদ কে না করিবে।" ৪১ পৃষ্ঠা।

"আলোকের চলন ও কার্য্যদ্বারা অনেকে বোধ করে যে সে একপ্রকার বস্তু। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি অনুমান করেন যে, সে বিশেষ সংলাড়ন দ্বারা উৎপন্ন।" ৫০ পৃষ্ঠা।

"আলোকের চলন শীঘ্র বটে, তথাপি মাপিত হইতে পারিবে। অপর আলোকচলন বাধিত কিম্বা অন্যদিকে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবেক।" ৫০ পৃঃ।

"সামান্য আকাশের মধ্যস্থিত অক্সিজানের দ্বারা তাবৎ জীবজন্তুর প্রাণরক্ষা হয়। এবং তাহাতে মনুষ্যের ব্যবহারকর্ম্মনিমিত্তক তাবৎ অগ্নি জাজ্বল্যমান হয়, অতএব আমাদের তদ্রূপ সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের হিতজনক কার্য্যের মধ্যে সামান্য আকাশকে বিশেষরূপে গণনা করিতে হয়।" ১১১ পৃষ্ঠা।

'সোদিয়ামের ক্লোরিন অর্থাৎ সামান্য লবণের ৮ ঔন্স আর গুঁড়াকৃত মাঙ্গানীসের কালা অক্সিজেনের ৩ ঔন্স হামামদিস্তাতে গুঁড়া করিয়া তাহা রিটোর্টের মধ্যে রাখিয়া ও জলের ৪ ঔন্সের মিশ্রিত গান্ধকিকায়ের ৪ ঔন্স ঠাণ্ডা হইলে তাহার উপর ঢালিয়া, সে সকল অল্প অল্প উত্তপ্ত কর তাহাতে ক্লোরিণ আকাশ নির্গত হইবে। ৭২ পৃষ্ঠা।

এই গ্রন্থে রসায়নবিজ্ঞানের পারিভাষিক অনেকগুলি শব্দের বঙ্গানুবাদ আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক লেখকগণেরও তাহা একবার দেখা কর্ত্তব্য। য়েটস্ সাহেবের পদার্থ-বিদ্যাসার এবং রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাকল্পদ্রুম প্রভৃতি দ্বারাও এসম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানে এখন বিষয়গত প্রচুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দের শেষ ভাগ হইতে এ পর্য্যন্ত এদেশে রসায়নবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞান এখনও বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট অপরিচিত।

উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভ হইতে মিশনারীগণ ও ভারত-প্রবাসী মনস্বী ইংরাজ পণ্ডিতগণ এদেশের শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি-সাধনে বহুপ্রকার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞানাদি শিক্ষা প্রদানের নিমিত্তও ইহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এদেশস্থ সুপণ্ডিত ইংরাজগণ য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ-সমূহ অনুবাদ করিবার নিমিত্ত একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে প্রফেসর উইলসন এই সমিতির সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হন। হাইড্রোষ্টেটিকস্ নিউমেটিক্স মেকানিকস্ এবং অপটিকস্ প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা প্রচারের নিমিত্ত এই সমিতি হইতে বিজ্ঞান-সেবধি নামক গ্রন্থ ক্রমিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইহার ১২ সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। বিজ্ঞান সম্বন্ধে যদিও এখন বঙ্গভাষায় অনেকগুলি পুস্তক রচিত হইয়াছে, তথাপি জনসাধারণের চিত্ত সেদিকে তত আকৃষ্ট হয় নাই। ফলতঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এখনও বঙ্গভাষায় অতি বিরল।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

এনাটমি—১৮১৮ খৃঃ মিঃ এফ্ কেরি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ৫ম সংস্করণ হইতে এনাটমীর বঙ্গানুবাদ করেন। বাঙ্গালা ভাষায় এনাটমী সম্বন্ধে এই খানিই প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ইহার পত্রসংখ্যা ৬৩৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ছয় টাকা। এই সময়ে যদিও এদেশে মেডি-ক্যাল স্কুল সংস্থাপিত হয় নাই, তথাপি এদেশবাসীকে বিজ্ঞানের

প্রত্যেক শাখার জ্ঞান-উপদেশ দিবার নিমিত্ত মিশনারী সাহেবেরা সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

ওলাউঠা চিকিৎসা—মিঃ রবিন্‌সন ১৮১৮ সালে "কলেরা চিকিৎসা" নামক এক খানি পুস্তক বঙ্গভাষায় প্রকাশ করেন। ১৮২৬ সালে ব্রিটন সাহেবও আর এক খানি ওলাউঠা চিকিৎসা বঙ্গভাষায় প্রণয়ন করেন।

এনাটমী ও ফিজিওলজী—মেডিক্যাল কলেজে বাঙ্গালা ক্লাস খোলার সময় হইতেই ছাত্রগণের শিক্ষার্থ ডাক্তারী বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রয়োজন হয়। তাহাদিগকে এনাটমী, মেটেরিয়া মেডিকা, এবং প্র্যাকটিস্ অব মেডিসন পড়িতে হইত। এই সময়ে কলেজের বাঙ্গালা-বিভাগে মধুসূদন গুপ্ত এনাটমী শিক্ষা দিতেন। উপরি উক্ত গ্রন্থখানি তাঁহারই রচিত। তিনি এতদ্বিষয়ক বিভিন্ন ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

ফারমাকোপীয়া—এখানিও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে বঙ্গভাষায় অনূদিত একখানি ডাক্তারী গ্রন্থ। অনুবাদক—ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত। ইহাতে ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী, ঔষধের গুণ এবং আময়িক প্রয়োগ লিখিত আছে।

মেটেরিয়া মেডিকা—ডাক্তার শিবচন্দ্র কর্ম্মকার এই গ্রন্থের প্রণেতা। ইহাতে অর্গানিক ও ইন্‌অর্গানিক দুই প্রকার মেটেরিয়া-মেডিকাই আছে। এই গ্রন্থে ডাক্তারী ঔষধের গুণ, মাত্রা, প্রস্তুত-প্রণালী ইত্যাদি বাঙ্গালা ভাষায় বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। এই খানিই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মেটে-মেডিকা। ইহা একখানি ফারমাকোপিয়া বা ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী গ্রন্থের অনুরূপ। ডাক্তার মধুসূদন গুপ্তের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইনি মেডিকাল কলেজের বাঙ্গালা বিভাগে এনাটমী শিক্ষা দিতেন।

চিকিৎসার্ণব—১৮৪২ সালে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়। বহু দিন পূর্ব্ব হইতে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ছিল। ইতঃপূর্ব্বে পদ্য সাহিত্যে আরও অনেকগুলি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। চিকিৎসার্ণব গ্রন্থখানি আয়ুর্ব্বেদীয় বহুল গ্রন্থের সারসংগ্রহ। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও কোনও সময়ে এদেশে ইহার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার খণ্ড বিক্রীত হইয়াছিল। ৺হলধর সেন এই পুস্তক প্রকাশ করেন।

পারিবারিক চিকিৎসা—গ্রেহাম সাহেবের "ডমেষ্টিক মেডিসিন" নামক গ্রন্থের অনুবাদ। উড়িষ্যার মেডিক্যাল মিশনারী মিঃ বেচোলার উহারই আদর্শে উড়িয়া ভাষায় উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে ডাক্তারী ও কবিরাজী উভয় প্রকার চিকিৎসাই লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে। চিকিৎসা সম্বন্ধে সেই সময়ের শিক্ষিত লোকেরা এই গ্রন্থখানিকে অতি উপাদেয় বলিয়া মনে করিতেন।

সারকৌমুদী—১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও আনন্দচন্দ্র বর্ম্মকর্ত্তৃক অনূদিত। ইহাতে রোগলক্ষণ ও চিকিৎসা প্রণালী লিখিত আছে। পত্রসংখ্যা ২৯৬।

এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের গদ্য লিখিত পাণ্ডুলিপিও ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখযোগ্য—চানকের শ্রীনাথ রায় লিখিত আয়ুর্ব্বেদদর্পণ, বর্দ্ধমানের গোবিন্দ কবিরাজকৃত ভৈষজ্যরত্নাবলী, কাঁচড়াপাড়ার উমেশচন্দ্র কবিরাজের অনূদিত বাগ্‌ভট্ট, শান্তিপুরের শম্ভু কবিরাজের অনূদিত চরক-সংহিতা ও চক্রদত্ত; গুপ্তিপাড়ার নীলমণি কবিরাজের অনূদিত হারিতসংহিতা, নিদান, রসেন্দ্রচিন্তামণি, রসরত্নাকর, রসসাগর ও সুশ্রুত প্রভৃতি কবিরাজী গ্রন্থ। এতদ্ভিন্ন এই সকল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত কতকগুলি সংগ্রহ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদও পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এখন এই সকল মূল গ্রন্থ সানুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে।

আইন ও ব্যবস্থা শাস্ত্র।

দত্তকৌমুদী—এখানি দায়ভাগসম্বন্ধীয় একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে রচিত। ইহাতে সংস্কৃত মূল ও পয়ারে বঙ্গানুবাদ আছে। গ্রন্থকার উপসংহারে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"বিক্রমাদিত্যের সতরশ ছাব্বিশে।
শকাব্দে শুভেতে রবি আছে কন্যা মাসে।
রাজাধিরাজ কোম্পানীর বিদ্যমান সনে।
আঠারশ বাইস সালে সর্ব্ব-সমাধানে।
শাস্ত্রে পরিশ্রম নাহি মুগ্ধ যেই জন।
দায়-বিষয়ক যার আছে বহুধন।
মান্যমান দয়াবান্ সাধু যেই জন।
যাহাকে করিতে হয় প্রজার শাসন।
এরূপ সংগ্রহ যদি প্রস্তুত হইবে।
ইহাদের বহুবিধ উপকার হবে।
এই কথা করিয়া মনেতে বিবেচনা।
পূর্ব্বে এই গ্রন্থ আমি করিয়া রচনা।
শ্রীযুক্ত উইলিয়াম কেরি সাহেব বিদ্বান।
বড় বিবেচক এবং বড় দয়াবান্।
যেইকালে এই গ্রন্থ দিলাম তাঁহারে।
বিবেচনা করি বারম্বার তিনি মোরে।
ছাপা করিবারে তবে অনুমতি দিলেন।
তার পরে কৌন্সলে পুস্তক পাঠাইলেন।

কৌংশলরা সকলেতে সম্মত করিয়া।
গবর্ণমেণ্টে তাহারা দিলেন পাঠাইয়া॥
শ্রীযুক্ত গবরণর সাহেব তাতে হুকুম দিলেন।
এ বড় সম্মত আমারে জবাব লিখিলেন॥
যেপটে হুকুম দিলেন কালেজের পরে।
সে স্থানের কর্ত্তা শ্রীযুক্ত কাপ্তেন লাকেটেরে॥
এ গ্রন্থ ছাপিতে পারে হুকুম দিলে তুমি।
একশত পুস্তক নগদি করিলাম আমি॥
সে হুকুম পাইয়া ছাপা করিলাম প্রস্তুত।
এ অক্ষরে এমতে পুস্তক পঞ্চশত॥

আমি অতি অকিঞ্চন, বিশেষতঃ বুদ্ধিহীন,
আপনার শক্তি অনুসারে।
শ্রীগুরুচরণপদ্মে, ভার দিয়া নিজ সদ্মে,
থাকিয়া স্বহৃদয় অন্তরে॥
ভাবিয়া কোমল পদ্য, পূর্ব্ব গ্রন্থ যত গদ্য,
আছে তথা করি সমাধান।
ধবিবাক সর্ব্বলক, বলিলাম তিনশত,
বিধানতে হইয়া সাবধান॥

* * * * *

ইতি শ্রীমদ্গদাধর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যাত্মজ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার বিরচিত দায়াধিকার নাম দত্তকৌমুদী পয়ার সমাপ্ত।

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ফোর্টউইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ছিলেন। এই গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে মুদ্রিত বাঙ্গালা গদ্যে এই শাস্ত্রের যে আরও গ্রন্থ ছিল উপরি উক্ত পদ্যগুলি পাঠে তাহা সবিশেষ জানা যায়। দায়ভাগ সম্বন্ধে এত সংক্ষেপে এমন সুন্দর গ্রন্থ আর নাই। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে পয়ার উদ্ধৃত হইল—

বিনা বিধানেতে পুত্র গ্রহণ যে করে।
বিবাহ করাবে ধন নাহি দিবে তারে॥
সে দত্তের পরে যদি ঔরস জন্মিবে।
তৎক্ষণাৎ পিতার ধন সমস্ত পাইবে॥ ইত্যাদি

পদ্যগুলি সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রাঞ্জল। এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ অংশের পত্র সংখ্যা ৪১।

এই লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারকৃত "ব্যবস্থা-সংগ্রহ" নামক আরও একখানি ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় গদ্য পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিত রামজয় তর্কালঙ্কার প্রণীত আরও একখানি ব্যবস্থা সংগ্রহ প্রকাশিত হয়; উহাও গদ্যে লিখিত। এই সকল পুস্তক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্য ছিল।

মিতাক্ষরাদর্পণ—১৮২৪ খৃঃ এই গ্রন্থখানি লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কালেজ-কৌন্সীলের নিমিত্ত লিখিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে :—

"মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যপ্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রকে বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য্য বিস্তার করেন, ঐ গ্রন্থের নাম—মিতাক্ষরা। সংপ্রতি শ্রীযুক্ত নবাব গবর্ণর জাঙ্গরেল বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় সংগৃহীত হইল। ইত্যাদি।"

এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য—অষ্টাদশ বিবাদ ও বিবাদ পদের নিরূপণ। তাহার এই ক্রম ব্যবহার মাতৃকাভুক্তি প্রকরণ, ঋণদান, নিক্ষেপ, স্বামিপ্রকরণ, লেখ্যপ্রকরণ, দিব্যপ্রকরণ, দায়ভাগপ্রকরণ, সীমবিবাদ, স্বামপালবিবাদ, অস্বামিবিক্রয়, দত্তাপ্রদানিক, ক্রীতানুশয়, অভ্যুপেত্য শুশ্রূষা, সম্বিদ্ব্যতিক্রম, বেতনাদান, দ্যূত সমাহ্বয়, বাক্‌পারুষ্য, সাহস, বিক্রীয়া সংপ্রদান, সম্ভূয় সমুত্থান, স্তেয়, স্ত্রী সংগ্রহণ ও প্রকীর্ণক পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে এই ২৫টী বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

ইহার পত্রসংখ্যা ৩৮৮, এতদ্ব্যতীত ইহাতে সুবিস্তৃত পত্রপঞ্জিকা আছে। তাহাতে প্রত্যেক পৃষ্ঠার বিষয়ের সূচী আছে। সাকল্যে এই গ্রন্থের পত্রসংখ্যা ৪৩৬। এই পুস্তকে অনেক শাস্ত্রীয় কথা এবং তাহার বিচারসহ গদ্যানুবাদ আছে। পুস্তকখানির ভাষা অসরল নহে। ইহাতে আদ্যন্তই বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত, স্থানে স্থানে প্রমাণার্থে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

আইন—১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের সরকারী আইন ও সার্কুলারাদির অনুবাদ। গ্রন্থখানি বিপুল আয়তনবিশিষ্ট। ইহার আবরণ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—"শ্রীযুক্ত নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন। তাহা শ্রীযুক্ত নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাদুর হুজুর কৌন্সিলের আজ্ঞাতে সংশোধিত হইয়া দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল।" ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কণ ঘটে। মিঃ এইচ্ পি ফরষ্টার ইহার অনুবাদক। ইহার ভাষার নমুনা স্বরূপ এই গ্রন্থ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে—

"যদি কেহ আদালতের শমন অবজ্ঞা করে কিম্বা আদালতের বল ও শক্তিকে আপনি ধারণ করে অথবা আদালতের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের যে সকল কার্য্য তাহার কর্ত্তব্য নহে তাহা আপন মোকদ্দমায় করে, তবে জজসাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাকে দুই শত টাকার অধিক না হয় এমত দণ্ড লইবার দ্বারা শাস্তি দিবেন এবং সেই দণ্ডের টাকা উসুল পর্য্যন্ত তাহাকে কয়েদ রাখিবেন ও সেই দণ্ড সেই অপরাধীর বিষয়ও সম্ভাবনাক্রমে নিরূপণ করিবেন।"

আদালত তিমিরনাশক—১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। রাজা রামমোহন রায় এই আইনের অনুবাদক। ইহার আবরণী পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রবল প্রতাপান্বিত সরকার কোম্পানী বাহাদুরের রাজকীয় সম্বন্ধীয় সন ১৭৯৩ শালাবধি সন ১৮২৮ সালের চতুর্থ আইন পর্য্যন্ত চলিত আইন সকলের সংক্ষেপ। জেলা হাওয়ালী সহর কলিকাতার উকিল শ্রীরামমোহন রায় কর্ত্তৃক সংগ্রহীত ও প্রকাশিত হইয়া আদ্যোপান্ত সারোদ্ধার পূর্ব্বক পরে কলিকাতায় মহেন্দ্রনাথ প্রেসে মুদ্রিত হইল।"

বিশ্বকোষের ন্যায় চারিপেজী ফরমার ৩৯৪ পৃষ্ঠায় এই

পুস্তক সমাপ্ত হইয়াছে। মিঃ ফরষ্টারের অনূদিত আইন খানির পরিমাণ ইহার প্রায় ছয় গুণ বড়। এই পুস্তকের অক্ষরগুলিও আকারে বৃহৎ। মিঃ ফরষ্টারের আইনের অক্ষর ছোট, পত্র-সংখ্যাও ইহার প্রায় ৪।৫ গুণ অধিক। এই পুস্তকের ভাষার নমুনা এইরূপ :—

"যদি কোন ভুম্যাধিকারী কোন প্রজার অস্থাবর বিষয় মালগুজারী আদায় করাণ ক্রোক করে, ঐ জিনিষ স্থানান্তর হইতে না পারিবার কারণ ঐ পরগণার সরহদ্দের মধ্যে জনিক কিম্বা ততোধিক রক্ষকের জিম্মা রাখিবেক। ক্রোকী জিনিস ক্রোক কর্ত্তার জিম্মা ও দখলে থাকিবেক না। কিন্তু রক্ষক লোকের খোরাকী আদি ঐ ক্রোকী জিনিষ বিক্রয় হইলে তাহার মুল্যের টাকা হইতে আদায় হইবেক।"

ফরষ্টার সাহেবের আইনের ভাষা হইতে এ ভাষা শতগুণে প্রশংসনীয়। কিন্তু সর্ব্বত্রই "ভুম্যধিকারী" শব্দের স্থান "ভুম্যাধিকারী" লিখিত আছে। এখনও এই অশুদ্ধ প্রয়োগ বঙ্গীয় সাহিত্য হইতে একবারে তিরোহিত হয় নাই।

সদর দেওয়ানী আদালতের সারকিউলার—এই আইন পুস্তকখানির আবরণী পৃষ্ঠা না থাকায় ইহার মুদ্রাঙ্কণকাল বা অনুবাদকের পরিচয় নিশ্চয় করা গেল না। সম্ভবতঃ ১৮৪০ সালে এই পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। ইহার শেষ পৃষ্ঠায় ১৮৩৯ সালের ২২শে নভেম্বরে প্রকাশিত একখানি সারকিউলারের বঙ্গানুবাদ আছে। ইহার পত্র-সংখ্যা ২১৬। "সারকিউলার অর্ডার" শব্দের অনুবাদে এই পুস্তকে "সাধারণ লিপি" লিখিত হইয়াছে। ইহার ভাষা মন্দ নহে। যথা—

"আদালতের আমলারা উভয় পক্ষকে ডিক্রীর নকল দিতে অন্যায্য বিলম্ব করিতে পারিবেন না। দেশীয় ব্যক্তি কি স্থানের নাম যাহা ইংরাজী চিঠি কি কৈফিয়তে লিখিত হইবেক তাহা ঐ নামের আসল অক্ষরের সহিত যথাসাধ্য ঐক্য রাখিতে হইবেক।" ইত্যাদি

দায়ভাগ—১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ব্রজগোপাল ভট্টাচার্য্য দ্বারা সংস্কৃত দায়ভাগ হইতে এই গ্রন্থখানি অনূদিত।

ব্যবহারার্ণব—পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতিকর্ত্তৃক অনূদিত। ১৮২৫ সালে মুদ্রিত।

নীলকমিশনদিগের রিপোর্ট—ইহার প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"১৮৬০ সালের ১১ আইনের হুকুমানুসারে নীল সম্বন্ধে যে কমিশনার সাহেবেরা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের তদারক সমাধানান্তে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী এমনি সাহেবকে ঐ বিষয়ে তাঁহাদের অভিপ্রায় সংযুক্ত যে রিপোর্ট অর্থাৎ এত্তালা করিয়াছেন তাহার সারসংগ্রহ।"

এই পুস্তকখানি ৮ পেজী ফরমার ১৮১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভাষা বিশুদ্ধ নহে, ইহাতে প্রচলিত অনেক পারসিক শব্দ বিমিশ্রিত আছে। কিন্তু নীলকমিশনের এই রিপোর্ট বঙ্গভাষায় অনূদিত হওয়ায় দেশীয় লোকেরা ইংরাজ কমিশনের সভ্যদের ন্যায়-নিষ্ঠা অতি সুন্দররূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এখনকার দিনে এইরূপ নিরপেক্ষ কমিশন অতি বিরল।

ব্যাকরণ।

বঙ্গভাষায় এপর্য্যন্ত প্রায় আড়াইশত ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত বিচারপূর্ণ একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণও এপর্য্যন্ত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। ভাষাতত্ত্বের পরিস্ফুট-জ্ঞান-লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার নিয়মপ্রদর্শক শাস্ত্রপ্রণয়ন সর্ব্বতোভাবেই অসম্ভব। বঙ্গভাষা কেবল সংস্কৃত শব্দবহুলা নহে, অন্যান্য বিভিন্ন ভাষার শব্দসম্পদেও বঙ্গভাষা যে পরিপুষ্টা হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার শব্দরূপ ও ক্রিয়ার রূপ, সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ-বিধান হইতে সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র। তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সাধিত হইলেও শত শত শব্দ সংস্কৃত হইতে একবারেই বিভিন্ন। অব্যয় শব্দেও যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান আছে। এই অবস্থায় বঙ্গভাষার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অথবা পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ প্রণয়ন করা যে বহুল গবেষণা-সাপেক্ষ তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পরন্তু গ্রন্থকারগণ বঙ্গীয় বালকদের ভাষাজ্ঞান পরিস্ফুট করিবার জন্য এই সকল ব্যতিক্রম উপেক্ষা করিয়া এবং শব্দাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া বঙ্গভাষায় রাশি রাশি ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। অধিকাংশ ব্যাকরণই সংস্কৃত সূত্রমূলক ও তাহা বিদ্যাসাগরীয় সাধু বাঙ্গালার উপযোগী। পূর্ব্বতন বাঙ্গালায় যে সকল বিভক্তি ও পদবিন্যাস (Inflexion & Conjugation) ব্যবহৃত আছে, তাহা আধুনিক হইতে অনেক রূপান্তরিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এদেশবাসী ইংরাজগণ ব্যাকরণ বিষয়ে বঙ্গভাষার আদি গ্রন্থকার ছিলেন। নিম্নে আমরা কয়েকখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি :—

হালহেড সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ—এই ব্যাকরণখানি ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী নগরে মুদ্রিত।

কেরি সাহেবের ব্যাকরণ—১৮০১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই ব্যাকরণ ৪র্থ সংস্করণ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত এবং ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। বাঙ্গালীর রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের মধ্যে এই খানিই প্রথম বলিয়া অনুমিত হয়।

বর্ণমালা ও ব্যাকরণ—১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বালকবালিকাদিগের শিক্ষার্থ এই ব্যাকরণখানি প্রণয়ন করেন।

মুগ্ধবোধের বঙ্গানুবাদ—ইহাতে সন্ধিপ্রকরণ পর্য্যন্ত আছে। এই ব্যাকরণখানা চুঁচুড়াবাসী মথুরামোহন দত্ত প্রণীত। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহার পত্রসংখ্যা ৫৫। কেরি, ফর্ষ্টার এবং উলোষ্টন মুগ্ধবোধের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন।

কীথ সাহেবের ব্যাকরণ—১৮২০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। পত্রসংখ্যা ৫৯। ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত ইহার ১৫ হাজার সংখ্যা বিক্রয় হয়।

হটন সাহেবের ব্যাকরণ—১৮২১ খৃষ্টাব্দে গ্রেভস্ চেমনী হটন এম্ এ, 'রুডিমেণ্টস অব্ বেঙ্গলী গ্রামার' নামে ইংরাজদের জন্য একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করেন। হটন সাহেব "মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর" কলেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালার অধ্যাপক ছিলেন। এই গ্রন্থের শেষভাগে ব্যাকরণের পরিভাষা আছে। গ্রন্থখানি ৪ পেজী ফরমার ১৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মিঃ হটনের এই ব্যাকরণখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও ইহা সংস্কৃত ও ইংরাজী ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত হইয়াছে।

সার চাল্স্ হৌটন সাহেবের প্রণীত একখানি ব্যাকরণের উল্লেখ দেখা যায়।

[illegible]শ-দর্পণ—এখানিও ইংরাজীবাঙ্গালা-ব্যাকরণ, প্রণেতা—রামচন্দ্র, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। পত্রসংখ্যা ২০১।

গঙ্গাকিশোরের ব্যাকরণ—১৮২২ সালে মুদ্রিত।

ভাষা ব্যাকরণ—১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত, পত্রসংখ্যা ৬৬। এই বৎসর বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত একখানি ইংরাজী ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়।

ব্যাকরণ-সার—নদীয়ানিবাসী পণ্ডিত মাধবচন্দ্র প্রণীত। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। পত্রসংখ্যা ১৭১।

মারে সাহেবের ব্যাকরণ—১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ মার্সম্যান, মারে সাহেবের ইংরাজী ব্যাকরণ অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা ব্যাকরণ—১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রথম বার মুদ্রিত হয়। রাজা রামমোহন রায় ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের জন্য ইংরাজী ভাষায় একখানি ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। এখানি উহারই অনুবাদ। এই গ্রন্থে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গবেষণা আছে।

ব্যাকরণসংগ্রহ—১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে গোপালচন্দ্র চূড়ামণি প্রণীত ও মুদ্রিত। পত্রসংখ্যা ১৯।

বঙ্গ সাধুভাষায় ব্যাকরণ-সারসংগ্রহ—আবরণী পৃষ্ঠা না থাকায় গ্রন্থকারের নাম পাওয়া গেল না। লং সাহেবের তালিকায় সারসংগ্রহ নামে একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণের উল্লেখ আছে। এই ব্যাকরণ খানি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ভগবচ্চন্দ্র দ্বারা প্রকাশিত বলিয়া লিখিত আছে। সম্ভবতঃ এই ব্যাকরণ খানিই "সার সংগ্রহ" নামে লং সাহেবের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ইহার পত্রসংখ্যা ১৮৬। ইহাতে বর্ণমালা, সন্ধি, বিভক্তি, কারক, ক্রিয়া, কাল, সমাস, তদ্ধিত, গদ্যপদ্যরচনাপ্রণালী, এবং ইংরাজী চিহ্নাদির বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই ব্যাকরণখানি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের প্রণালীতে লিখিত।

পূর্ণচন্দ্র দের ব্যাকরণ—১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত, পত্রসংখ্যা ৭৮।

ব্রজকিশোরের ব্যাকরণ—১৮৪০ সালে প্রকাশিত, সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত। লেখক হালিসহর নিবাসী জনৈক বৈদ্য।

মুগ্ধবোধসারচন্দ্রোদয়—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মুগ্ধবোধের মূল ও বাঙ্গালা টীকা সহিত এই গ্রন্থ প্রকাশিত। প্রণেতা উত্তরপাড়ানিবাসী তারকনাথ শর্ম্মা। পত্রসংখ্যা ২৩।

শ্যামাচরণের ইংরাজী বাঙ্গালা ব্যাকরণ—১৮৫০ খৃষ্টাব্দে রোজারিও কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত; মূল্য পাঁচ টাকা। এত বড় ব্যাকরণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট দশ টাকা হিসাবে মূল্য দিয়া ইহার একশত খণ্ড গ্রহণ করেন। ব্যাকরণের অন্যান্য অঙ্গ ছাড়াও ইহাতে বাঙ্গালা কবিতার ছন্দঃপ্রণালী ও কথোপকথনের ভাষার নিয়ম লিখিত হইয়াছে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এই বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়, উহার পত্রসংখ্যা ২৬৯।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া লিখিতে হইলে কোন্ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, পণ্ডিত ৺শ্যামাচরণ শর্ম্মা সরকার মহাশয় তদীয় বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় বহুদিন পূর্ব্ব হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া গিয়াছেন যথা :—

"ব্যাকরণ সকলের মূল। ব্যাকরণ জ্ঞান বিনা যিনি যাহা লিখুন, সে অসিদ্ধ। পরন্তু, ব্যাকরণ শুদ্ধ বাঙ্গালা বলিয়া খ্যাত কয়েকটী কথার হইলে, মহামহোপাধ্যায় ৺রাজা রামমোহন রায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেই এক প্রকার কর্ম্ম চলিতে পারিত, কিন্তু যেহেতু বাঙ্গালার অধিকাংশ সংস্কৃত; এবং হিন্দী, পারসী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দ ইহার এমত চলিত যে এক্ষণে তত্তৎ পদবোধ্য অভিপ্রায় বাঙ্গালা পদ দ্বারা প্রকাশ করিতে গেলে সে একরূপ অদ্ভুত বাঙ্গালা শুনায়, এবং সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয় না; অপিচ সকল শব্দের প্রতিশব্দও পাওয়া যায় না; তবে অন্য ভাষা হইতে গৃহীত ও ব্যবহৃত শব্দ সকল কিরূপে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে? বিশেষতঃ বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃত শব্দ সকল তুলিয়া লইলে লাতিন ও গ্রীক-শব্দহীন হইলে ইংরাজীর যে দশা হয়, বাঙ্গালার ততোধিক দুর্দ্দশা হইবে। কিন্তু ঐ সকল শব্দত্যাগ করায় আবশ্যকই বা কি? যেহেতু ভাষা কেবল অভিপ্রায় প্রকাশের নিমিত্ত বই নয়; অতএব যে শব্দ ব্যবহারে ঐ অভিপ্রায় উত্তমরূপ প্রকাশ পায় তাহাই ব্যবহার্য্য এবং যে কালে যে ভাষা যদযদ্, তৎকালে তদবধি সেই ভাষা শুদ্ধরূপে ব্যবহারের নিয়ম

প্রদর্শন ব্যাকরণের অভিধেয়। ঐ ভাষার সাধু অসাধু পদ বিবেচনাপূর্ব্বক অসাধুত্যাগ সাধুশব্দ কয়েকটী মাত্র বিষয়ক সূত্র রচনা ব্যাকরণের কার্য্য নয়, এবং তেমত ব্যাকরণে অতি অল্প কার্য্য হয়। এতাবত বর্ত্তমানে বাঙ্গালায় যত ভাষার যত কথা প্রচলিত আছে, বাঙ্গালা সম্বলিত তৎসমুদায় কথা শুদ্ধরূপে ব্যবহার নিমিত্ত এক ব্যাকরণ করা অত্যাবশ্যক। অপর যে কয়েক খানি ব্যাকরণ এক্ষণে বর্ত্তমান, তাহাতেও বাঙ্গালায় ব্যবহৃত সমুদায় কথা শুদ্ধরূপে ব্যবহারের নিয়ম অপ্রাপ্য; এবং মধ্যে মধ্যে ভ্রমও দৃষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ বিজাতীয় মহাশয়েরা যে দুই একখানি লিখিয়াছেন তাহাতে বিজাতীয় প্রমাদ হইয়াছে, ইত্যাদি"।

ফলতঃ পণ্ডিত শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার মহাশয়ের ব্যাকরণখানি এই সময়ে অতি উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অতঃপর আরও অনেক ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই আধুনিক বাঙ্গালা ব্যাকরণের অন্তর্গত।

[এতৎসম্বন্ধে সবিস্তার বিবরণ "ব্যাকরণ" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

কোষগ্রন্থ।

বাঙ্গালা শব্দার্থপরিজ্ঞানের নিমিত্ত বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি কোষগ্রন্থ সঙ্কলিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। এস্থলে প্রাচীন কয়েকখানি বাঙ্গালা অভিধান গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে :—

ফষ্টারের অভিধান—১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে সিভিলিয়ান মিঃ ফষ্টার একখানি বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলন করেন। এই অভিধান দুইখণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে ১৮০০০ শব্দ বিন্যস্ত হয়। ইহার মূল্য ৬০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

মিলার সাহেবের অভিধান—১৮০১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। এই অভিধান খানির মূল্য ৩২ টাকা।

ঠাকুরের বাঙ্গালা ইংরাজী অভিধান—১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। কেরি সাহেবের অনুরোধে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য এই অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহাতে ধর্ম্ম-তত্ত্ব, শরীরবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক বহুবিধ শব্দের উল্লেখ আছে। ইহা বাঙ্গালা ও রোমক অক্ষরে মুদ্রিত। এতদ্ব্যতীত উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের বহুল পারিভাষিক শব্দও এই অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়।

শব্দসিন্ধু—এই অভিধান খানি উত্তরপাড়ানিবাসী পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় দ্বারা ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত। ইহাতে অমরকোষে ব্যবহৃত সমুদায় শব্দ গৃহীত হইয়াছে। এই বৎসরেই হিন্দুস্থানী যন্ত্র হইতে ৩৬০০ সংস্কৃত শব্দের অর্থযুক্ত অন্য একখানি অভিধান প্রকাশিত হয়। ইহার পত্রসংখ্যা ২০০।

কেরী সাহেবের অভিধান—১৮১৫ হইতে ১৮২৫ খৃঃ পর্য্যন্ত দশ বৎসরের পরিশ্রমে এই অভিধান সঙ্কলিত হয়। ইহাতে আশী হাজার শব্দ আছে। একশত কুড়ি টাকা ইহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

রামচন্দ্রের অভিধান—১৮২১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুলবুকসোসাইটীর রামচন্দ্র পণ্ডিত এই বাঙ্গালা অভিধান খানি সঙ্কলিত করেন। এই সালে শ্রীরামপুর হইতে আরও একখানি বাঙ্গালা অভিধান প্রকাশিত হয়।

ইংরাজী বাঙ্গালা অভিধান—১৮২০ খৃষ্টাব্দে পিয়ার্সন সাহেব এই অভিধান প্রণয়ন করেন।

বাঙ্গালা কোষ গ্রন্থ—১৮২১ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণনামক জনৈক পণ্ডিত দ্বারা এই অভিধান সঙ্কলিত হয়। ইহাতে লাটিন, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শব্দ আছে।

ইংরাজী ও বাঙ্গালা অভিধান—১৮২২ খৃঃ মেণ্ডি সাহেব এই অভিধান সংকলন করেন। ইহাতে ত্রিশ হাজার শব্দ আছে। আরবী ও পার্শী শব্দ সকল তারকাচিহ্নযুক্ত। ইহাতে উদ্ভিদ্ ও প্রাণি-বিদ্যা-বিষয়ক পারিভাষিক শব্দের তালিকাও দেওয়া হইয়াছে। মেণ্ডি সাহেব ৪০ বৎসর কাল শ্রীরামপুর ছাপাখানায় কার্য্য করেন।

লাখাণ্ডিয়ারের অভিধান—মাইলাস স্কুল ডিকশনারী নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। ৺রামমোহন রায় মহাশয়ের এংলো হিন্দুস্কুলের একজন শিক্ষক এই অভিধানের প্রকাশক। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহার পত্রসংখ্যা ৩০০।

ধাতু শব্দজ—শ্রীরামপুরের বাঙ্গালা স্কুলবুক-সোসাইটী হইতে প্রকাশিত। ইহাতে প্রায় ৬০ প্রকার ধাতু এবং তাহা হইতে উদ্ভূত এক হাজার শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত অভিধান—১৮২৭ সালে মার্সম্যান সাহেব এই অভিধান প্রকাশ করেন। কেরি সাহেবের অভিধান সংক্ষিপ্ত করিয়া মিঃ মার্সম্যান সাহেব এই অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহাতে পঁচিশ হাজার শব্দ আছে।

হটন সাহেবের বাঙ্গালা ইংরাজী অভিধান—এই অভিধান খানি কোর্ট-অব্ ডিরেকটার সমিতির অর্থসাহায্যে প্রকাশিত। এই কোষগ্রন্থ খানি কেরি সাহেবের অভিধানকেও পরাস্ত করিয়াছিল।

বাঙ্গালা অভিধান—তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তিপ্রণীত। শব্দ সংখ্যা সাত হাজার পাঁচশত। মূল্য ৬৲ টাকা। সাল নির্ণয় করা গেল না।

মর্টনের অভিধান—১৮২৮ সালে মর্টন সাহেবের ইংরাজী বাঙ্গালা অভিধান মুদ্রিত হয়।

মার্সম্যান সাহেবের অভিধান—১৮২৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। মার্সম্যান সাহেব বাঙ্গালা-ইংরাজী ও ইংরাজী-বাঙ্গালা এই দুই প্রকার অভিধান প্রণয়ন করেন।

শব্দকল্পলতিকা ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ মল্লিক নামক জনৈক পণ্ডিত উক্ত নামে অমরকোষের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন।

হটন সাহেবের বাঙ্গালা অভিধান—১৮৩৩ খৃঃ হটন সাহেব এই অভিধান প্রকাশ করেন। ইহাতে বাঙ্গালা শব্দের ইংরাজী ব্যাখ্যা আছে। ইহার পত্রসংখ্যা ১৪৬১। মূল্য ৮০৲ টাকা। রোজারিও কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত। ইহাতে সংস্কৃত অভিধানের কাজ চলে। ইহার ৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পরিশিষ্টে ইংরাজী-বাঙ্গালা শব্দ আছে। এই অভিধানে অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য পারিভাষিক শব্দও প্রদত্ত হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে প্রায় চল্লিশ হাজার বাঙ্গালা শব্দের পারসী, উর্দ্দু ও সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। সার চার্লস হটন দশ বৎসর কাল হেলিবেরিতে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন।

রবিন্‌সন সাহেবের আইন অভিধান—এই অভিধানে বাঙ্গালা বেহারে আইন কানুনে ব্যবহৃত ৪৫০০ শব্দের অর্থ আছে।

ইংরাজী বাঙ্গালা অভিধান—১৮৩৪ খৃঃ রামকমল সেন ষোল বর্ষ কাল পরিশ্রম করিয়া এই অভিধান প্রকাশ করেন। টড ও জনসনের গ্রন্থাবলম্বনে এই অভিধান সঙ্কলিত। ইহাতে আটার হাজার শব্দ আছে। মূল্য ৫০ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল।

পারসী বাঙ্গালা অভিধান—১৮৩৮ সালে জয়গোপাল নামক জনৈক পণ্ডিত পারসী ও বাঙ্গালা ভাষায় এই অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহার শব্দ সংখ্যা ২৫০০। এই বর্ষেই পূর্ণিয়ার সদর আমীন লক্ষ্মীনারায়ণ আদালতে পারসী শব্দের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা কথা চালাইবার নিমিত্ত আর একখানি পারসী বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলন করেন এবং বিভিন্ন জেলায় বিতরণার্থ গবর্ণমেণ্টকে দুই-শত খণ্ড প্রদান করেন। আদালতে ব্যবহৃত পারসী শব্দের অর্থ বোধার্থ এখানি প্রয়োজন। এই বৎসরেই জমিদার জগন্নাথ মল্লিক শব্দকথা-তরঙ্গিণী নামে একখানি অভিধান প্রকাশ করেন। জগন্নাথ শর্ম্মার অভিধান নামে আরও এক-খানি অভিধান এই বর্ষে প্রকাশিত হয়। উহাতে ষোল হাজার শব্দ আছে।

বঙ্গ অভিধান—রত্ন হালদার ১৮৩৯ খৃঃ এই অভিধান সঙ্কলন করেন। বানান শিখাইবার জন্য ৬২৩৪ টী সংস্কৃত শব্দের অকারাদি ক্রমে তালিকা আছে। এই বৎসর রামেশ্বর তর্কালঙ্কার একখানি অভিধান প্রণয়ন করেন, ইহার শব্দ সংখ্যা ১৮০০০।

এতদ্ব্যতীত ১৮৫০ খৃঃ হইতে আদ্যের অভিধান, চন্দ্র-নাথের অভিধান, ল কোম্পানীর অভিধান, স্কুলবুকসোসাইটীর ইংরাজি-বাঙ্গালা, বাঙ্গালা ও ইংরাজী অভিধান, নীলকমল মুস্তফীর পারসী-বাঙ্গালা অভিধান, রোজারিও কোম্পানীর ইংরাজী-বাঙ্গালা হিন্দুস্থানী-অভিধান, দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের শব্দার্থ প্রকাশ-অভিধান প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। এই সকল অভিধানের মধ্যে ১৮৫৪ সালে শব্দাম্বুধি নামক যে অভিধান খানি প্রকাশিত হয়, তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অভিধান রোজারিও কোম্পা-নীর দ্বারা প্রকাশিত, ইহার পত্রসংখ্যা ৬০৪। ইহাতে ২৮০০০ বাঙ্গালা শব্দ আছে। প্রথম বৎসরই ইহার দুই হাজার খণ্ড বিক্রীত হয়। এই অভিধানে বাঙ্গালা ভাষার শক্তি-বর্দ্ধ-নের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অধুনা প্রকৃতিবাদ অভি-ধান খানিও সর্ব্বত্রই সমাদৃত।

গীতি-শাখা।

সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা গীতি-বিভাগ জন-সাধারণের অধিক প্রীতিপ্রদ ও মনোমদ। মানুষের প্রাণের সরল আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ ভাব, গানের ভাষায় ফুটিয়া উঠে। ওয়েষ্টমিনিষ্টাররিভিউর একজন সুযোগ্য প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন,—

"Song is the eloquence of truth, the truth of our inmost souls, the truth of humanity's essence brought up from those abysses which exist in every bosom and just moulded into metre without being concealed or disfigured."

ইহার ভাবার্থ এই যে—গীতি সত্যের ওজস্বিনী ভাষা। যে সত্য মানব আত্মার নিভৃত কক্ষে প্রতিষ্ঠিত, যে সত্য মনুষ্যত্বের সারস্বরূপ। প্রত্যেক হৃদয়ের গভীরতম কন্দর হইতে উহা উৎসারিত হয় এবং ছন্দোবন্ধে রচিত হইয়া গানের আকারে অবিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়। ফলতঃ গীতিকা প্রকৃতই স্বর্গীয় সুধা। মানুষ গানের ভাষাতে অজ্ঞাতসারে সমাজের চিত্র আঁকিয়া তোলে, গানের ভাষাতেই হর্ষবিষাদ এবং সুখ ও শোকের আবেগ প্রকাশ করে। উদ্দীপনার জীমূতনিনাদ, বিমর্ষের বিষাদমাখা অবসাদিনী বীণার সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস গীতিকাতেই প্রকাশ পায়। শোকে দুঃখে এবং নৈরাশ্যের নিষ্পেষণে মানুষ যখন জীবন্মৃত হইয়া পড়ে, সেই দুঃসময়ে গানই মানুষের প্রাণের আগুন বাহিরে টানিয়া আনিয়া হৃদয়ের জ্বালা নিভাইতে প্রয়াস পায়। আবার ভক্তি ও প্রেম গানের ভাষায় যেরূপ প্রকটিত হয়, অপর কিছুতেই সেরূপ হয় না। পদাবলী, যাত্রা, কবি, আগমনী, মালসী, খেউর, টপ্পা প্রভৃতি বিবিধ নামে বিবিধ ভাবে এদেশে গীতিকাব্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

আগমনী-বিজয়ায় এদেশের মাতৃস্নেহ ও শ্বশুরালয়গমনোন্মুখী নবোঢ়া বালিকার অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডলের ভাবচ্ছবির পরিস্ফুট চিত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এখনও বঙ্গবাসীদের মুখমণ্ডল আগমনীর গানে উৎফুল্ল এবং বিজয়ার গানে বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। কালিদাস শকুন্তলায় পতিভবন-গমনের সময়ে কণ্বমুনির যে বিরহ-ব্যাকুল চিত্তবৈক্লব্যের ছবি আঁকিয়া তুলিয়াছিলেন,—বিজয়ার

তাহারই প্রতিধ্বনি, কিন্তু তাহা হইতেও স্বতন্ত্রগুণে স্বতন্ত্র, অথচ উহার লক্ষ্য এক অতীন্দ্রিয় জগতের অভিমুখে। সংসারের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাবের এরূপ সুন্দর মিশ্রণ জগতের আর কোনও গীতিকাব্যে পরিলক্ষিত হয় না।

বৈষ্ণব পদাবলীর কথা ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই বৃন্দাবনের মাধুর্য্যময়ী গীতির মুরলী ঝঙ্কার জগতে প্রকৃতই অতুলনীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সে ঝঙ্কার স্থগিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে বঙ্গদেশে অপর একজন ভক্ত কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। ইনি মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ সেন। রামপ্রসাদী সঙ্গীতগুলি বাঙ্গালী নরনারীর হৃৎকর্ণের রসায়ন। উহার সরলতা ও ব্যাকুলতায় প্রত্যেক হৃদয় সংস্পৃষ্ট হয়, উহাতে শাস্ত্রীয় গভীর উপদেশ সরলভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, দর্শনের জটিল তত্ত্ব অতি প্রাঞ্জলভাবে মীমাংসিত হইয়াছে অথচ প্রত্যেক গানেই মাতৃবৎসল শিশুর অভিমান ও আবদার কথায় কথায় প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে।

রামপ্রসাদ
শ্যামা-সঙ্গীত

[বিশেষ বিবরণ "রামপ্রসাদ সেন" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও কবিওয়ালা রাম বসুর গানগুলি এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। রাম বসুর ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অনেকগুলি কবি নানা বিষয়ে নানাবিধ গান্ত রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল বিচিত্র পদাবলী দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল।

রামমোহন রায়
ও রাম বসু

এই সকল গীতরচকদের মধ্যে নিধিরাম গুপ্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি ৯৭ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া অনেকগুলি গান রচনা করেন। নিধুবাবুর টপ্পা অতি রসাত্মক।

নিধিরাম গুপ্ত

[রামনিধি গুপ্ত দেখ।]

রামবসু কৃষ্ণবিষয়ক ও শ্যামাবিষয়ক গান রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরহবর্ণনায় গানগুলি কবিত্বরসপূর্ণ। তিনি ভবানী বেনে, নীলু ঠাকুর ও মোহন সরকারের দলে গান বাঁধিতেন, শেষে নিজেই দল করেন। ঐ সময়ে হরু ঠাকুর, রাসু নৃসিংহ, নিত্যানন্দ বৈরাগীর নামও সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। রামবসু প্রভৃতি কবির সরকার ছিলেন। তাহাদের প্রত্যুৎপন্ন কবিত্বপ্রতিভায় জনসাধারণ বিমুগ্ধ হইত। তাঁহারা দ্রুত রচনা সম্বন্ধে কতকটা ইটালীয় ইম্প্রভিজেটরী (Improvisatori) শ্রেণীর কবির মত।

কবিগানে পৌরাণিক পাণ্ডিত্য যথেষ্ট প্রদর্শিত হইত। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কবিগান শুনিতে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইতেন। এইরূপে যখন কবিদলের প্রসার প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিল, তখন কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার, লালু, নন্দলাল, কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, সাতুরায়, গদাধর মুখোপাধ্যায়, পরাণ দাস, উদয় দাস, নীলু পাটনী, রামপ্রসাদ,জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস আচার্য্য, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলা ময়রা, চিন্তা ময়রা, আণ্টনী ফিরিঙ্গী, গোরক্ষনাথ, নবাই ঠাকুর, গৌর কবিরাজ, যজ্ঞেশ্বরী, রামরূপ প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ কবিগানের আসর গুলজার করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের রচিত গানগুলিতে কবিত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাভাষারও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। নিম্নোক্ত হরু ঠাকুরের রচিত গানই তাহার প্রমাণ—

মহড়া।

ইহাই কি তোমার মনে ছিল হরি
ব্রজকুল নারী বধিলে।
বলনা কি স্বাদ সাধিলে।
নবীন পিরীত না হইতে নাথ অঙ্কুরে আঘাত করিলে।
চিতেন।
একি অকস্মাতো ব্রজে ব্রজাঘাতো, কে আনিল রথো গোকুলে।
অক্রুরো সহিতে তুমি কেন রথে বুঝি মথুরাতে বসিলে।
শ্যাম ভেবে দেখ মনে তোমারি কারণে
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্য ভাবো শুনহে মাধবো
তোমারি প্রেমের প্রবাসী। [কবিশব্দ দ্রষ্টব্য]

ঐ সময় কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্যামাসঙ্গীতে বঙ্গভূমি মাতাইয়া তুলেন। তিনি বর্দ্ধমানের অধিপতি তেজশ্চন্দ্রের গুরু ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত শ্যামা-সঙ্গীত মধুর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ; কিন্তু রামপ্রসাদের সরল প্রাণের সরল আহ্বানের ন্যায় সুধামধুর নহে।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য
শ্যামা সঙ্গীত

দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৮৩৬ খৃঃ) বর্দ্ধমানের অন্তর্গত চুপী গ্রাম নিবাসী ব্রজকিশোর রায় (দেওয়ানের পুত্র। ইঁহার শ্যাম সঙ্গীতের মধ্যে দুই একটী গান এখনও গীত হইয়া থাকে। ইহার কবিত্বশক্তি সর্ব্বজনপ্রশংসিত।

দেওয়ান রঘুনাথ
শ্যামা সঙ্গীত

রামদুলাল রায় (১৮৫১ খৃঃ) ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার গান বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তিভাবে পূর্ণ। বাঙ্গালার অনেক রাজা, মহারাজ ও শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিতে আপনাদের ভক্তিপ্রবণতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র, নাটোরাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি বিশেষ বিখ্যাত। কবি রসিকচন্দ্র রায় মহাশয়ও শ্যামাসঙ্গীতের নিমিত্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। শ্যামা-

রামদুলাল রায়
শ্যামাসঙ্গীত

সঙ্গীতকারদের মধ্যে মৃজাহুসেন এবং সৈয়দ জাফর খাঁর নামও উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন মুসলমান কবিদের মধ্যে অনেকে গান রচনা করিয়াছিলেন। মৃজাহুসেন ত্রিপুরার অন্তর্গত বরদাখাতের জমিদার। [ইতিপূর্ব্বে শাক্ত কবিপ্রসঙ্গে এই সকল কবির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।]

এই সময়ে কবিগান ও শ্যামাবিষয়ক গান সমাজে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। শ্যামবিষয়ক গান আসরে হইত না। কিন্তু কবির আসরে আমোদ আহ্লাদের ফোয়ারা ছুটিত। সে কালে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় সুরুচির আদর ছিল না। কবির খেউড় শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে আনন্দের বন্যা উধাও প্রবাহিত হইত।

এই কবিগানের ভরপুর আনন্দের দিনে বিপুল আনন্দ স্রোতে পড়িয়া পর্ত্তুগীজ আণ্টনি কেবলমাত্র পেণ্টালুন পরিয়া এবং মাথার টুপী, গায়ের কুর্ত্তা ছাড়িয়া কবির দলে সরকার হইয়াছিলেন। শুনা যায়, ইনি কোন দুশ্চরিত্রা হিন্দুরমণীর প্রেমে মত্ত হইয়া হিন্দুভাবাপন্ন হন।

এণ্টনী ফিরিঙ্গী কবিওয়ালা

এণ্টনী তাঁহার বাগানবাটীর রম্য হর্ম্মে যে আনন্দ লাভ করিতেন, কবির আকারে তাঁহার আনন্দ তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিকতর ছিল। এক দিবস এক আসরে রাম বসু এণ্টনী সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

> সাহেব মিথ্যা তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
> ও তোর পাদরী সাহেব শুনতে পেলে গালে দিবে চুণকালী।

এণ্টনী কবি ও ভক্ত ছিলেন ; তিনি ঐ প্রত্যুত্তরে বলিলেন—

> খৃষ্ট আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাইরে ভাই।
> শুধু নামের ফেরে মানুষ এ'ত কোথা শুনি নাই।
> আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে,
> ঐ দ্যাখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে
> আমার মানব জনম সফল হবে যদি রাঙ্গা চরণ পাই।

এই সময়ে য়ুরোপীয়েরা এদেশবাসীদের সহিত কিরূপ ভাবে মিলিয়া মিশিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন, কিরূপ ভাবে প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া সুখের হর্ষে দুঃখের বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, ইহাতেও তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

দাশরথী রায় মহাশয় পাঁচালীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার রচিত পাঁচালী পদ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

["দাশরথী রায়" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে গোপাল উড়ে, কৈলাস বারুই ও শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়ের যাত্রা বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি হইতে বিরচিত হইয়াছিল। কিন্তু কালীয়দমন, নলদময়ন্তী প্রভৃতি যাত্রায় ধর্ম্মভাব উদ্রিক্ত হইত। চণ্ডীযাত্রা ও কৃষ্ণযাত্রা এই সময়ে দেশে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে। রামমঙ্গল গানেও দেশে ধর্ম্মভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হরিনামসঙ্কীর্ত্তন ও গৌর নিত্যানন্দ নামকীর্ত্তনও যথেষ্ট প্রচলিত হয়। পশ্চিম বঙ্গের যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে খানাকুল কৃষ্ণনগরের গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী, মঙ্গল, নীলকমল সিংহ ও বদন অধিকারীর নামের গুণকীর্ত্তি এখনও শুনিতে পাওয়া যায়।

[বিস্তৃত বিবরণ যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি শব্দে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় দ্রষ্টব্য।]

বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি ও বিকাশ।

(বাঙ্গালার বৌদ্ধযুগ হইতে ইংরাজপ্রভাব পর্য্যন্ত)

বাঙ্গালাভাষা যে সময় হইতে লিখিত ভাষা রূপে বাঙ্গালায় প্রচলিত হয়, সেই দিন হইতে রচিত পুস্তকাদি বাঙ্গালা সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ঐ সময়কে বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি বা সূত্রপাত কাল বলা যাইতে পারে। সেই প্রাচীন যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়িকগণ স্ব স্ব ধর্ম্মমত স্থাপনোদ্দেশে বাঙ্গালা সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তারপর মুসলমান ও বৈষ্ণব প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য সমধিক সমুন্নত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের আরম্ভ সময়ে এই বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাচীন গৌড়ীয়ভাবা অনুসরণেই লিখিত হইত এবং সেই লিখনপ্রণালী প্রায়ই প্রাকৃত ব্যাকরণের নির্দ্দিষ্ট পন্থা পরিবর্জ্জন করিতে পারে নাই। অতঃপর যখন গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ বর্জ্জন করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণ দ্বারা সংস্কৃতভাবে ব্যাকরণ প্রণয়নের বাঞ্ছা বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীদিগের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, তখন হইতে অলক্ষ্যসূত্রে বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃতমূলক করিবার প্রয়াস বাড়িতে থাকে। ঐ সময়ের বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বতন বিভক্তি ও প্রত্যয়াদি পরিত্যাগ করিয়া নূতন ধরণে অভিনব বাঙ্গালা সাহিত্যে পরিণত হয়। উহাই এক্ষণে "বিদ্যাসাগরীয় বাঙ্গালা-সাহিত্য" বলিয়া পরিচিত।

আমরা বহু বাঙ্গালা গ্রন্থ আলোচনা করিয়া নিয়ে ভাষার গঠন ও বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

শব্দবৈভবপূর্ণ অর্থপ্রকাশক পদবিন্যাস, সালঙ্কার বাক্যযোজনা প্রভৃতিই ভাষার নিত্য সম্পদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালাভাবাতত্ত্বের আলোচনায় ইতিপূর্ব্বে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

সেই সকল গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, মুসলমান ও ইংরাজপ্রভাব আমাদের ভাষার বহুল পরিবর্তন ও পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে। নানা ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষার শব্দসম্পদ এবং রচনারীতি বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাভাষায় সংস্কৃত, প্রাকৃত, অসভ্য, চীন, পারসী, আরবী, তুরুস্ক, পর্তুগীজ, হিন্দী, মহারাষ্ট্রীয়, ইংরাজী, ফরাসী, জর্মান, গ্রীক ও লাটিন প্রভৃতি বহুবিধ ভাষার শব্দ সংমিশ্রিণ ঘটিয়াছে।

বঙ্গভাষার শব্দ

বিভিন্ন দেশের শাসনে, বিদেশীয় বণিকদের সহিত ব্যবসা-ব্যাপারে ও বিদেশীয় সাহিত্যের সেবায় ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দের আগম হইয়া থাকে এবং দেশীয় শব্দেরও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়। উচ্চারণ ভেদেও দেশীয় কতকগুলি শব্দ পরিবর্তিত আকার ধারণ করে। এইরূপ পরিবর্তনে অপভ্রংশ শব্দের উৎপত্তি এবং শব্দসমূহের নূতন অর্থ বিকল্পন অবশ্যম্ভাবী। বঙ্গভাষী লোকদের অধ্যুষিত স্থান অতি বিপুল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উচ্চারণের যথেষ্ট ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। সুতরাং একই শব্দ বা একই ক্রিয়া পদ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়; যথা—"পাইলাম" ক্রিয়ারূপটী কোথাও "পাল্যাম" কোথাও "পেলেম" কোথাও "পেনু" কোথাও "পেলু" কোথাও "পাইনু" ইত্যাদি বিবিধ আকার ধারণ করিয়াছে। কাল বিশেষে দেশ বিশেষে ও লোক বিশেষে এইরূপ শব্দপরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। উচ্চারণের সুবিধা নিমিত্ত কতকগুলি বাক্যে অক্ষর মিলিত হইয়া উচ্চারিত হয়, কতকগুলি অক্ষর দুরুচ্চার্য্য বলিয়া বর্জিত হয়, কতকগুলি পরস্পর পরিবর্তিত হয় এবং কতকগুলি নূতন সংযোজিত হয়। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে মনুষ্যের বাগ্‌যন্ত্রাদি আকৃতি-ভেদ হওয়াই উচ্চারণ পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী কারণ। এই নিমিত্ত এক দেশের লোক অন্য দেশের লোকের ন্যায় উচ্চারণে সমর্থ হয় না।

শব্দ পরিবর্তন ও অপভ্রংশ

আবার মেয়েলী উচ্চারণ স্বভাবতঃই স্বতন্ত্র। স্ত্রীলোকেরা শরীরের কোমলতা বশতঃ শব্দসমূহের কর্কশ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া উচ্চারণ করে। পরে সেই সকল মেয়েলী শব্দ ক্রমশঃ সাহিত্যে মিশ্রিত হইয়া যায়। ইহাতেও সাহিত্যে শব্দ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এমন কি, সূক্ষ্মরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে আহার্য্যপরিবর্তনেও শব্দোচ্চারণে পরিবর্তন ঘটে।

বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত ভাষার শব্দ। কিন্তু ক্রিয়া, রূপ ও শব্দ রূপের সংস্কৃত ব্যাকরণের আনুগত্য প্রদর্শন-প্রয়াস কষ্টকল্পনা মাত্র। ঐ সকল পদে সংস্কৃতের রীতি প্রদর্শন অসম্ভব। একমাত্র ক্রিয়াপদ দ্বারাই বঙ্গভাষার বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়।

ক্রিয়া পদে প্রকৃত বাঙ্গালা

আমাদের গদ্যসাহিত্যের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে হইলে শিশুদের ভাষা-কথনের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। শিশুরা প্রথমে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে এক একটী শব্দ উচ্চারণ করে; শব্দ উচ্চারণের পরেই আবার আধ আধ ভাবে দুই একটী ক্রিয়া পদ উহার সহিত জুড়িয়া দেয়। ইহাতে কোন প্রকারে বাক্য রচনা করিয়া তাহার মনের ভাব প্রকাশ করে।

বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের আদ্যাবস্থা।

বাঙ্গালার আদি গদ্য সাহিত্যের আভাস আমরা প্রথমতঃ শূন্যপুরাণে, চণ্ডীদাসের চৈতন্যরূপপ্রাপ্তিতে এবং সহজিয়াদের প্রশ্নোত্তর গ্রন্থে প্রাপ্ত হই। এই সকল গ্রন্থে সেরূপ ভাষার সৌন্দর্য্য বা পূর্ণাবয়বত্ব বিরাজিত নাই। ইহাতে কেবল শব্দ ও তৎক্রিয়াবাচক ক্রিয়াপদের সমাবেশ করা হইয়াছে।

যথা দেহকড়চে—

"তুমি কে। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপে হইল। তত্ত্বযস্ত হইতে।"

এস্থলে ঠিক শিশুর আধ আধ কথার ন্যায় বঙ্গসাহিত্যে গদ্য যেন কোন প্রকারে কষ্টেসৃষ্টে মনোগত ভাব প্রকাশ করিতেছে। এই সকল সহজিয়া গ্রন্থে অতি সামান্য আকারে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য অতি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদিও মুসলমানগণ তখন অনেক দিন হইতে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন, এদেশের লোকে যদিও আরবী পারসী শিক্ষা লাভ করিতেন, কিন্তু এই কালের সাহিত্যে পারসী বা যাবনিক কোন শব্দ আদৌ মিশ্রিত হয় নাই। সহজিয়া সম্প্রদায়ই বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থের প্রথম স্রষ্টা। তাঁহাদের এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ নহে, অথচ ইহাতে দেশজ শব্দের সংমিশ্রণও অতি অল্প। আমরা এই গদ্যসাহিত্যগুলিকে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা গদ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারি। সহজিয়া গদ্য-গ্রন্থগুলিতে বাক্য-বিন্যাসের পূর্ণতা নাই, ভাষার সৌন্দর্য্য নাই, পদপ্রয়োগও ব্যাকরণানুমোদিত নহে। ফলতঃ সেই সময়ে বাঙ্গালা ভাষার বাক্যরীতিগঠনের নিমিত্ত কোনও বাঙ্গালা ব্যাকরণের সৃষ্টি হয় নাই। অথচ গ্রন্থকর্ত্তারা এই ভাষা দ্বারাই মনোগত ভাব সহজে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থকারগণ সামাজিক কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় শব্দাদিও ইহাদের গ্রন্থে স্থান পায় নাই। সুতরাং

বিশুদ্ধ বাঙ্গালা

অপর দেশজ শব্দ এই সকল গ্রন্থে অতি বিরল। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থখানি এই সকল গ্রন্থের বহুপূর্ব্বে লিখিত হইলেও উহাতে ব্রজভাষা ও মুসলমানী শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। কিন্তু গদ্য গ্রন্থকারগণ ভ্রমেও এই সকল শব্দ ব্যবহার করেন নাই।

এই সময়ের গদ্য সাহিত্যের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কোমলীকৃত পদ্যে ব্যবহৃত সংপ্রসারিত শব্দের সমাবেশও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কালের বৈষ্ণবকবিগণ গর্জ্জন স্থলে গরজন, বর্ষণ স্থলে বরিষণ, নির্ম্মল স্থলে নিরমল লিখিয়া শব্দ সংপ্রসারণ ও শব্দের কোমলতা সাধন করিতেন। কিন্তু গদ্যলেখকগণ পদ্যসাহিত্যে অহর্নিশ আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও পদ্যে ব্যবহৃত শব্দের অথবা গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু রামাই পণ্ডিত স্থানে স্থানে একটুকু গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াও উহা পদ্যের রীতিতে বেমালুম মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। সহজিয়া সম্প্রদায়ের লেখকগণের মধ্যেও কেহ কেহ স্থানে স্থানে পদ্যবৎ পদবিন্যাস করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন বটে, কিন্তু এরূপ স্থল অতি বিরল।

শব্দে অপরিবর্ত্তন

পদ্যবৎ পদবিন্যাস

ঐ সকল গ্রন্থই গদ্য সাহিত্যের ভিত্তি ক্রমশঃ সুদৃঢ় করিয়া তুলিতেছিল। গদ্য-গ্রথনের উপযোগিনী শক্তি যে প্রচ্ছন্ন অথচ দৃঢ়ভাবে এই সকল সহজিয়া গ্রন্থে লুক্কায়িত ছিল তাহাতে আর মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এদেশের লেখকদের মধ্যে কাহারও কাহারও গদ্য গ্রন্থ বিরচনের বাসনা ক্রমশঃ বলবতী হইয়া উঠে। এক সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে যে বঙ্গভাষার গদ্যসাহিত্য অঙ্কুরিত হইতেছিল, সাতশত বৎসর পরে উহার 'যুগলপলাশ' সহজিয়া গ্রন্থে প্রকাশ পায়। এই আদিমযুগের শেষভাগে "বেদাদিতত্ত্ব-নির্ণয়" নামক গ্রন্থে আমরা সুদীর্ঘ বাক্যবিন্যাসের রচনা দেখিতে পাই। এই সময়ে পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে বাঙ্গালা গদ্যরচনা করার নিমিত্ত বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। বেদাদিতত্ত্বনির্ণয় গ্রন্থখানি অনুবাদগ্রন্থ নহে। জনৈক বৈষ্ণব পণ্ডিত সুদীর্ঘ বাক্যবিন্যাসে এই গ্রন্থ রচনা করেন। বাঙ্গালা গদ্যে দর্শনবিজ্ঞান ও চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্র যে অনায়াসে লিখিত ও প্রচারিত হইতে পারে, এই গ্রন্থেই তাহার প্রথম চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই গ্রন্থখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। এই শব্দবিন্যাস, পদপ্রয়োগ ও বিষয়ের গুরুত্বে তৎসময়ের পক্ষে একখানি শ্রেষ্ঠ গদ্য গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রন্থখানির ভাষা রাজা রামমোহন রায়ের ভাষা হইতে জটিল নহে, বিষয়াদি তদপেক্ষা তরল নহে। ইতিপূর্ব্বে এই ভাষার নমুনা উদ্ধৃত হইয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের এই গদ্যসাহিত্য গ্রন্থখানিকে আমরা সুগ্রথিত বাঙ্গালাসাহিত্যের আদিম গ্রন্থ বলিয়া মনে করি, কিন্তু গ্রন্থখানি সুগ্রথিত হইলেও গদ্য রচনার রীতি ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে ইহাতে সবিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায় না। ইহার কিছু কিছু পরিবর্ত্ত সময়ে বিরচিত "শ্রীবৃন্দাবনপরিক্রমা" নামক গদ্য গ্রন্থখানির ভাষা সুললিত ও মনোমদ। ধর্ম্মাভিমত প্রচার-বাসনাই এই যুগের গ্রন্থরচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। ভাবের মৌলিকতাই এই সময়ের গ্রন্থরচনার প্রধানতম উপাদান।

বঙ্গীয় গদ্যসাহিত্যের আদিযুগে ক্রিয়ার শোচনীয় অভাব পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ স্থলেই ক্রিয়ার অভাব থাকিত। কর্ত্তার সহিত ক্রিয়ার অন্বয় করিয়া বাক্য-বিন্যাসের সুরীতি ছিল না। ক্রিয়াবাচক শব্দেরও যথেষ্ট অভাব ছিল। ফলতঃ গদ্য অপেক্ষা পদ্যেই ব্যাকরণের মান্য অধিকতর সংরক্ষিত হইত। ক্রিয়াপদপ্রয়োগের বিরলতায় কারক বা বিভক্তির চিহ্ন অল্প স্থলেই পরিলক্ষিত হয়। গদ্য রচনার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই দোষ ধীরে ধীরে পরিহৃত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী লেখকগণের রচনাপ্রণালীতে ক্রিয়ান্বিত বাক্যের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে "করিয়া" "পাইয়া" ইত্যাদি স্থলে "কর্য়া" "পায়্যা" এইরূপ লিখিত হইত। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আমরা "হইয়া" দেখিয়াছি। পদ্যে "হৈয়া" লিখিত হয়। কিন্তু গদ্যগ্রন্থকারগণ "হইয়া" লিখিতেন। "হইয়া" পদটী বাঙ্গালা ভাষার একরূপ নিত্যপদ স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আলম্বনচন্দ্রিকা গ্রন্থে "মোছাইয়া" স্থলে "মোছন করিয়া" লিখিত আছে। আরও দুই একখানি গ্রন্থে এইরূপ পদ দেখিয়াছি। নিচ্ প্রত্যয়ান্ত পদে অধুনা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমরা বস্ত্র "পরাইয়া" দেই, কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যিকগণ বস্ত্র "পরায়্যা" দিতেন। সম্ভবতঃ দেশ কাল ভেদে উচ্চারণবৈষম্যে এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত লিখিত ভাষায় পদপ্রয়োগসাম্য পরিলক্ষিত হয়। কথিত ভাষায় শত প্রকার পার্থক্য থাকিলেও লিখিত ভাষায় আর পার্থক্য দেখা যায় না। "দিলেন স্থলে "দিলা", "করিলেন" স্থলে "করিলা" ইত্যাদি পদপ্রয়োগ, পদ্যে ব্যবহৃত শব্দেরই প্রতিধ্বনি। গদ্য লেখকগণের মধ্যে কেহ পুরুষানুগত ক্রিয়ার ব্যবহার করিতেন, কিন্তু অনেকেই এইরূপ পদপ্রয়োগ করিয়া পদ্যের অসঙ্গত রীতির অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। "বর্ণিল" "নিকসিল" প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত ক্রিয়া-পদের স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। ফলতঃ তাঁহার বহুপূর্ব্বে প্রাচীন গদ্যে এইরূপ অনেক পদ দেখিতে পাওয়া যায়। "লিখিয়া লইল" "চলিয়া গেল" "মারিয়া ফেলিল"

পদবিন্যাসের অপূর্ণতা

ক্রিয়াপদ

এই সকল বাক্যপদ্ধতি প্রাচীনতম বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দেরই বহুল প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। ক্রিয়ার বিরলতায় বাক্যযোজনার বিশৃঙ্খলতা এই যুগের সাহিত্যের এক প্রধানতম দোষ। কিন্তু ক্রিয়াপ্রয়োগের বিরলতা সত্ত্বেও ইহারা অতি সহজে ভাব পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ পাঠের সময়ে অর্থবোধে কোনও ক্লেশানুভব হয় না। কিন্তু পরবর্ত্তী গদ্যলেখকগণের মধ্যে অনেকে সুদীর্ঘ বাক্যযোজনা করিতে গিয়া ভাষাটীকে অতি জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষার রীতি অনুসরণ করায় অনেক স্থলই ভারাক্রান্ত এবং দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আদিযুগের গদ্য সৌন্দর্য্য হীন বা অসংলগ্ন হইলেও এই সকল দোষদুষ্ট নহে।

দোষ ও গুণ

অনুবাদ যুগ।

অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আমরা বঙ্গীয় গদ্যসাহিত্যে অনুবাদের প্রভাব দেখিতে পাই। তখনও এদেশে ইংরাজের আগমন হয় নাই, তখনও মুসলমানগণ রাজ্যশাসনে নিরত, তখনও মোক্তবে হিন্দুসন্তানগণ আরবী পারসী শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত; কিন্তু সে শিক্ষা কেবল বিষয়কার্য্যের নিমিত্ত ছিল, মনোগত ভাব লিখিয়া প্রকাশ করার নিমিত্ত নহে। সাহিত্যসেবীরা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে ইচ্ছা করিলে সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত মুসলমানী শব্দপ্রয়োগ করিতেন না। তাঁহারা বাঙ্গালায় ক্রিয়ার অভাব অনুভব করিতেন, সেইজন্য ক্রিয়াপদের ব্যবহার তাঁহাদের ভাষায় পরিলক্ষিত হইত না। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল শব্দবৈভবক্ষেত্র তাঁহাদের নয়ন-সমক্ষে বিরাজিত ছিল, তাঁহারা উহা হইতে যথেষ্ট বিশুদ্ধ শব্দ গ্রহণ করিয়া বঙ্গভাষার সেবা করিতেন। পারসী বা আরবী ভাষা সাহিত্যিকগণের চিত্তভূমি হইতে অনেক দূরে পড়িয়া থাকিত। তাঁহারা ধর্ম্ম কথা লিখিতেন, সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ হইতেই সংস্কৃত শব্দ-সম্পদের সাহায্য পাইতেন, বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের ধর্ম্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, দর্শনতত্ত্ব ও ব্যবস্থাতত্ত্ব তাঁহাদের মানস নেত্রের সমক্ষে জ্ঞানের মোহনচ্ছবি উদ্ভাসিত করিয়া দিত, তাঁহারা কখনও পুরাণের, কখনও উপনিষদের, কখনও ন্যায়দর্শনের, কখন বা সাংখ্যদর্শনের, কখনও যোগের, কখনও ব্যবস্থাশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ করিয়া অযাচিত ও নিষ্কাম ভাবে বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিতেন। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন না থাকায় উহাদের অধিকাংশ গ্রন্থই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে কয়েকখানি পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, ভাষার সারল্যে এবং গদ্য রচনার রীতিনৈপুণ্যে সেই কয়েকখানি গ্রন্থ যে অতি উৎকৃষ্ট, আমরা ইতিপূর্ব্বে গ্রন্থসংগ্রহ বিভাগে সেই সকল গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়া তৎসম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছি।

মুসলমানী ভাষার অপ্রভাব

ইংরাজ আমলের প্রারম্ভ।

অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই ইংরাজগণ এদেশ-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষার শাসন দণ্ড স্বীয় করে ধারণ করিতে উদ্যত হন। হাল্‌হেড্ সাহেব বাঙ্গালা ভাষা সুনিয়ন্ত্রিত করার মানসে একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণের সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক অন্ধি সন্ধি পথ ঘাট আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গালা ভাষাতে যে সকল প্রকার সাহিত্য ও দর্শন বিজ্ঞানাদি লিপিবদ্ধ হইতে পারে, তাঁহার এ বিশ্বাস জন্মিল। তিনি এদেশীয় যুরোপীয় কর্ম্মচারীদিগকে বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ কথা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের শ্রুতিগোচর করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষগণ মিঃ হাল্‌হেডের বাক্যে প্রণোদিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা বিস্তার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। ইহার পরেই আমরা মিঃ ফষ্টার ও পাদ্রী কেরী প্রভৃতি বাঙ্গালাবিদ্ ইংরাজগণের বাঙ্গালাভাষার উন্নতিকল্পে প্রগাঢ় প্রযত্ন দেখিতে পাই। তাঁহাদের যত্ন ফলেই কলিকাতায় ফোর্টউইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ হইতে না হইতেই রামমোহন রায় বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হন, প্রতাপাদিত্য-চরিত্র প্রণেতা রামরাম বসু প্রভৃতি রাজা রামমোহনের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্য রচনার আলোচনায় যোগদান করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ফোর্টউইলিয়ম কলেজ সংস্থাপিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির পথ প্রসন্নতর করিয়া তোলে। যে সকল উপায়ে বঙ্গভাষার উৎকর্ষ সাধনের প্রযত্ন করা হইয়াছিল, আমরা তাহার বিবরণ ধারাবাহিক রূপে প্রকাশ করিতেছি।

ইংরাজ আমলে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধনের উপায়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বঙ্গভাষা শিক্ষা এবং ইহার উন্নতি সাধনার্থ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। শ্রীরামপুরের মিশনারী সাহেবেরা আমাদের জাতীয় ভাষায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করার নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহশীল হইয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনের নিমিত্ত বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে কেরী মার্সমান প্রভৃতি মিশনারী সাহেবেরা স্বতন্ত্রভাবে এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহযোগে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

মিশনারী সাহেব প্রযত্ন

বর্ষ হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনকল্পে যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, গদ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে এই সময়ে প্রতিবর্ষেই বিবিধ গদ্য সাহিত্য মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। মিশনারী সাহেবেরা স্থানে স্থানে বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যাদি পাঠের যথেষ্ট উপায় বিধান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহারা বাঙ্গালা সাময়িক পত্রাদি প্রকাশিত করিয়াও বিবিধ বিষয় শিক্ষা প্রদান করিতেন। ইঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থ গুলির নাম, প্রতিপাদ্য বিষয় ভাষার নমুনা এবং তৎসম্বন্ধে মন্তব্য ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্য প্রচারের নিমিত্ত এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা যে সকল উপায় অবলম্বিত হয়, তন্মধ্যে স্কুলবুক সোসাইটী সংস্থাপন অন্যতম। শ্রীমতী হেষ্টিংসের সহিত একযোগে অপরাপর য়ুরোপীয়দের প্রস্তাবে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে স্কুলবুক সোসাইটী সংস্থাপিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ বিবরণ, মুদ্রণ এবং অল্পমূল্যে প্রচার করাই এই সোসাইটীর উদ্দেশ্য ছিল। গবর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশ্যে স্কুল বুক সোসাইটীতে মাসিক পাঁচশত টাকা প্রদান করিতেন। য়ুরোপীয় গ্রন্থকারগণ এই সোসাইটী হইতে এই সময় বাঙ্গালাভাষায় স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। পিয়ার্স, লসন, য়েটস্, ষ্টিউয়ার্ট প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ বাঙ্গালাস্কুলের জন্য গ্রন্থাদি লিখিতেন। সুলভ মূল্যে গ্রন্থ প্রচার করার নিমিত্তই গবর্ণমেণ্ট স্কুলবুক সোসাইটীতে মাসিক পাঁচশত টাকা প্রদান করেন। কিন্তু স্কুলবুক সোসাইটীর গ্রন্থগুলি অনেক অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। স্কুলবুক সোসাইটীর একটী সবকমিটী স্পষ্টতঃই সোসাইটির এই গুরুতর দোষের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

স্কুলবুক সোসাইটী ১৮১৭

ইংরাজ গ্রন্থকারগণ যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার সেবা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে পূর্ণ এক শতাব্দকালের মধ্যেও ইঁহারা বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনায় উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫০ সাল পর্য্যন্ত যে সকল ইংরাজ বঙ্গভাষার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সেই সকল ইংরাজ গ্রন্থকারগণের মধ্যে কাহারও ভাষা প্রশংসাযোগ্য নহে। ইংরাজদিগের লিখিত বঙ্গীয় সাহিত্যের ভাষা এদেশে "খৃষ্টানী ভাষা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইংরাজেরা সুদীর্ঘকাল এদেশে বসবাস করিয়াও এদেশীয় ভাষার বাক্‌পদ্ধতি অবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষা রচনায় উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন নাই, ইহা প্রকৃতই আক্ষেপের বিষয়। সুবিখ্যাত লং সাহেব আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন :—

খৃষ্টানী বাঙ্গালা

"East Indians, though children of the soil, and so favorably situated in many cases for gaining a good knowledge of the native language, have done scarcely any thing in Bengali composition. Russia can boast that her Milton, Poushkin is a Mulatta of Negro origin, but Bengal has never had either East Indians or Portuguese who were good Vernacular writers."

অর্থাৎ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া নিবাসী ইংরাজগণের মধ্যে অনেককেই এদেশের অধিবাসী বলিলেই হয়, এদেশের ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভের নিমিত্তও তাঁহাদের যথেষ্ট সুবিধা ছিল, কিন্তু তথাপি তাঁহারা এদেশের ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ-বিরচনে সমর্থ হন নাই। নিগ্রোরা রুসিয়ায় বসবাস করিয়া রুষ ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ লিখিতে সমর্থ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পৌষাকিনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। পৌষ্‌কিন্ নিগ্রোবংশসম্ভূত মলাটা জাতীয় লোক। ইনি রুষদেশে বসবাস করিয়া রুষভাষায় অতিসুন্দর যে কাব্য লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি রুসিয়ার মিলটন নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালার ইংরাজ বা পর্ত্তুগীজ অধিবাসীদের মধ্যে একজন লোকও বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিতে সমর্থ হন নাই।"

রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার যেরূপ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন, কেরী, য়েট্‌স্, ফষ্টার, মার্সম্যান প্রভৃতি ইংরাজী গ্রন্থ হইতে নানাবিধ বিষয়ের বঙ্গানুবাদ করিয়া জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ দ্বারা সেইরূপে এদেশের সাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। চণ্ডীচরণ মুন্সী প্রভৃতি পারসী গ্রন্থ হইতেও বঙ্গানুবাদ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এইরূপে বঙ্গভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গভাষার এই অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজেরা বঙ্গভাষার উৎকর্ষ সাধনে অধিকতর চলিতে সমর্থ হন নাই।

বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদের নিমিত্ত "বিজ্ঞান অনুবাদ-সমিতি" (Society for translating European sciences) নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষায় য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের অনুবাদ করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। ১৮২৮ সালে প্রফেসর উইলসন এই সমিতির সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সমিতি হইতে বিজ্ঞানসেবধি নামক গ্রন্থের ১৫খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহাতে ভারতবর্ষের ভূগোল, উদ্মিতিবিজ্ঞান (Hydrostatics), যন্ত্রবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞান অনুবাদ-সমিতি

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে সরকারী শিক্ষাবিভাগ হইতে সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গীয় সাহিত্য-সভা সংস্থাপনের চেষ্টা হয়। এই সালে সে প্রস্তাব কার্য্যেও পরিণত হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতিসাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যে উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এই সমিতির সৃষ্টি হয়, কার্য্যতঃ তাহার কিছুই হয় নাই। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এই কমিটী তুলিয়া দেওয়া হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সভা ১৮৩৬ সাল

অতঃপর গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা সাহিত্যের সুশিক্ষা প্রচারের নিমিত্ত নর্ম্মাল স্কুল সংস্থাপন করেন। অচিরেই কলিকাতা, ঢাকা ও হুগলীতে তিনটী নর্ম্মাল স্কুল সংস্থাপিত হয়। হুগলীর ও ঢাকার নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষকগণ বাঙ্গালা ভাষাতে শিক্ষাদান করিতেন; এমন কি বিজ্ঞান ও ইতিহাসের শিক্ষাও বাঙ্গালা ভাষাতেই দেওয়া হইত। ছাত্রেরা নোট রাখিত। এই সকল নোট হইতে ক্রমে বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যথা—প্রাকৃত-বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত-সার, প্রাণিবিদ্যা, ইংলণ্ডের ইতিহাস, ইউক্লিডের জ্যামিতি।

নর্ম্মাল স্কুল

তত্ত্ববোধিনী সভা ও সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণের নিকট আধুনিক বঙ্গভাষা অধিকতর ঋণী। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে আমরা তত্ত্ববোধিনী সভায় বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা দেখিতে পাই।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও সংস্কৃত কলেজ

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত তত্ত্ববোধিনী যন্ত্র হইতে পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বৃহৎকথা নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উক্ত সালে এই গল্প গ্রন্থের সহস্র খণ্ড মুদ্রিত হয়, এক বৎসরের মধ্যেই অধিকাংশ পুস্তক বিক্রীত হইয়া যায়। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। বেদান্তসার, পঞ্চদশী, বেদান্ত অধিকরণ, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কতিপয় বৎসর পরে এই তত্ত্ববোধিনী সভা হইতেই আধুনিক বাঙ্গালার অন্যতম প্রবর্ত্তক সুবিখ্যাত অক্ষয়চন্দ্র দত্তের প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠে। তত্ত্ববোধিনী যন্ত্র হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকায় অনেক প্রতিভাবান্ লেখকের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। সুবিখ্যাত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রযত্নে দিন দিন তত্ত্ববোধিনী সভা ধর্ম্মালোচনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভাতে যোগ দান করিয়াই বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে আকৃষ্ট হয়েন। তত্ত্ববোধিনী যন্ত্র হইতে অনেকগুলি সুপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে বর্দ্ধমাননিবাসী পদ্মলোচন ন্যায়রত্নের প্রতিব্রতাউপদেশ, দীননাথ ন্যায়রত্নের বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় তত্ত্ববোধিনী যন্ত্রে অনেকগুলি গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। তন্মধ্যে চীনদেশ, বুলবুল, চকমকীবাক্স, নূরজাহান, মৎস্যনিয়ার উপাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থগুলিই প্রসিদ্ধ। এই সকল গ্রন্থ ইংরাজী হইতে অনূদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্যসমিতির জন্য লিখিত।

১৮৫১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বা Vernacular Society নামে এক সমিতি সংস্থাপিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধন ও প্রচার, এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। বাঙ্গালার গার্হস্থ্য গ্রন্থপ্রচারই এই সমিতির প্রধানতম উদ্দেশ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ইহার সদস্যগণ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালার অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই সমিতির একখানি মাসিক পত্রিকা ছিল। প্রত্যেক সংখ্যায় ষোল পৃষ্ঠা এবং তিন খানি ছবি থাকিত। দুই আনায় প্রতি সংখ্যা বিক্রীত হইত। মাননীয় মিঃ জে বেথুন এক হাজার টাকা এবং বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এক হাজার টাকা এই সমিতিতে দান করিয়া ছিলেন। এই সমিতির সদস্যগণ চাঁদা দ্বারা সমিতির কার্য্য পরিচালন করিতেন। এই সমিতি হইতে অতি অল্প মূল্যে পুস্তক বিক্রয় করা হইত, এমন কি তাহাতে পুস্তক প্রনয়ণের ব্যয়সঙ্কুলনও হইত না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ইহার সম্পাদক ছিলেন, তাঁহাকে এজন্য ৮০৲ করিয়া বেতন দিতে হইত। গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই সমিতিতে মাসিক দেড়শত টাকা চাঁদা দিতেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সভা (Vernacular Literary Society.)

মিঃ এইচ প্র্যাট এই সমিতি-স্থাপয়িতাদের মধ্যে অন্যতম। প্র্যাট সাহেব বেঙ্গল সিভিলসারভিসের মেম্বর ছিলেন। এই সাহিত্য-সভার উদ্দেশ্য যে অতি মহান্ ছিল, তাহা প্র্যাট সাহেবের কথাতেই বুঝা যাইতে পারে। তিনি উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই—

"বাঙ্গালার অধিবাসীর সংখ্যা ২ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ। ইহাদিগকে সুশিক্ষিত করা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রধানতম কর্ত্তব্য। ইংরাজী ভাষার ইহাদিগকে শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে বুৎপন্ন করার আশা একবারেই অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রসবতর করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার না হইলে সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। এদেশে জাতীয় ভাষায় ও জাতীয় প্রথায় সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন ও শিক্ষা-বিস্তার করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

"ইহাদের নিমিত্ত সরল ও সুপাঠ্য গ্রন্থপ্রচার করিয়া পাঠলিপ্সার সৃষ্টি করিতে হইবে, জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতে হইবে, নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে অল্প মূল্যের গ্রন্থ প্রচার করিতে হইবে। সেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও মানবশরীরতত্ত্বসম্বন্ধীয় সহজ ও চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ

থাকিবে। কৃষিশিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার করিতে হইবে। নীতি প্রভৃতির উপদেশপূচক গ্রন্থপ্রচারও অতি প্রয়োজনীয়। ইহাতে সমাজের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। এই সকল প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত সহজ ও সরল সাহিত্য প্রচার অতি আবশ্যক। এই সমিতিকে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

"কেবল অনুবাদে এই কার্য্য সাধিত হইবে না। বাঙ্গালা ভাষায় ও ইংরাজি ভাষায় প্রবল পার্থক্য আছে। কেবল সেই পার্থক্যই একমাত্র প্রতিবন্ধক নহে। বাঙ্গালীদের ও ইংরাজদের ভাবগত পার্থক্যও অতি প্রবল। সেই ভাব, সমাজে ও সাহিত্যে সততই পরিলক্ষিত হয়, এদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দেশীয় লোকের মধ্যে যেরূপ ভাব বিদ্যমান, যেরূপ রীতি নীতি প্রচলিত, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাহিত্য প্রচার করিতে হইবে। এদেশীয় লোকদের ভাব স্মৃতি নীতি অনুসারে সাহিত্য-প্রচার না করিলে তাহা জনসাধারণের গ্রাহ্য হইবে না। প্রত্যেক ভাষাতেই বাক্পদ্ধতি আছে, বাক্যরহস্য আছে, শব্দার্থ জ্ঞানের ন্যায় সেই সকলে বাক্য-রহস্যের জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া সাহিত্য প্রচার করা প্রয়োজনীয়।"

মিঃ প্র্যাট প্রাচীন সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিয়া এই সমিতি বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে দুই বৎসরের মধ্যে এই সমিতি ১৭ খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে এ দেশের সাহিত্যের প্রতি লোকের কেমন আগ্রহ ছিল, জন সাধারণের কোন্ প্রকার সাহিত্য পাঠ করিতে ভাল বাসিত, এই সমিতির বিবরণী পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাইতে পারে।

তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন:—

(১) বর্ত্তমান সময়ে এদেশে বেশী মূল্যের গ্রন্থ বিক্রীত হওয়া সম্ভবপর নহে।

(২) গল্পের পুস্তক ও আমোদজনক পুস্তকই এদেশের বর্ত্তমান বাঙ্গালাগ্রন্থ-পাঠকগণের অধিকতর প্রিয়। এতদ্ব্যতীত অপর শ্রেণীর পুস্তকের অধিক কাট্‌তি হয় না।

(৩) সরল, সুললিত ও আমোদজনক গ্রন্থের কাটতি বেশী হয়, অথচ এই শ্রেণীর গ্রন্থ লেখা বড় সহজ নহে। সুতরাং কেবল বাঙ্গালা ভাল জানিলেই চলিবে না, যেরূপ লালিত্যপূর্ণ সরস রচনায় পাঠকগণের চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়, তদ্রূপ ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে হইবে।

ইহারা ফেরি করিয়া গ্রন্থ বিক্রয়ের নিয়ম করিয়াছিলেন। এমন কি এই সমিতি বেতন দিয়া স্ত্রীলোকের দ্বারাও পল্লীগ্রামে গ্রন্থ প্রেরণ করিয়া সাহিত্য প্রচার করিতেন। ইহাতে অন্তঃ-পুরের রমণীগণ সুলভ মূল্যে সহজ সুনীতিপূর্ণ ও সুখপাঠ্য গ্রন্থ ক্রয় করিয়া বিদ্যাশিক্ষায় অনুরক্ত হইতেন।

সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণ দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সংস্কৃত কলেজেও বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলনের নিমিত্ত একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায় সেই সমিতির সদস্য ছিলেন। তদ্ব্যতীত আরও অনেক সদস্য বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে অনেক সারগর্ভ প্রস্তাবনা ও প্রবন্ধ প্রচার করিতেন। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের কতিপয় পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত পক্ষে পুষ্টি সাধন করেন। বলিতে কি তাঁহাদিগকে আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের জন্মদাতা বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পণ্ডিত তারাশঙ্কর, বিদ্যাসাগর এবং নাট্য-কার রামনারায়ণ প্রভৃতির নাম বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতির ইতিহাসে চিরদিনই উজ্জ্বলতম অক্ষরে বিলিখিত থাকিবে।

সংস্কৃত কলেজ

এতদ্ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্র মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সকল সাময়িক পত্র দ্বারা বঙ্গভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গদ্যে ও পদ্যে সংবাদ পত্র প্রচারিত হইত। কেরী প্রভৃতি মিশনারীগণ য়ুরোপীয় বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, খগোল প্রভৃতি বহু বিষয়েরই বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেন, এবং যাহাতে ইংরাজী-অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীদের মধ্যে এই সকল গ্রন্থ প্রচারিত হয়, তজ্জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। কেরী সাহেবের "সমাচারদর্পণ" রামমোহন রায়ের "সংবাদকৌমুদী" কোনও সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অতীব যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদ্যাকল্পদ্রুম পাঠেও অনেকে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতেন। কিন্তু কল্পদ্রুমের অনেক পূর্ব্বে "চন্দ্রিকার" উদয় হয়। "চন্দ্রিকা" হিন্দুসমাজের মুখপত্র ছিল, চন্দ্রিকা দ্বারাও বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের কবিতাপূর্ণ সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রগুলি লোকের সাহিত্য-পাঠ-তৃষ্ণা বলবতী করিয়া তুলিয়াছিল। [সংবাদ-পত্র ও সাময়িকপত্রের বিস্তৃত বিবরণ তৎতৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]

সাময়িক পত্র

১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে বিদ্যাসাগরীয় যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গদ্য সাহিত্যের প্রকৃতি।

এই সময়ের গদ্য সাহিত্য প্রধানতঃ অনুবাদমূলক। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, অপর কতকগুলিগ্রন্থ ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ। পারসী প্রভৃতি অন্যান্য ভাষার গ্রন্থের অনুবাদ সংখ্যা নিরতিশয় অল্প। পারসী হইতে অনুদিত গ্রন্থের মধ্যে তোতার ইতিহাস গ্রন্থখানিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূল গ্রন্থও দুই চারিখানি প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রামরাম বসু

প্রণীত "প্রতাপাদিত্যচরিত্র" গ্রন্থখানি সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু এই সময়ে অনূদিত গ্রন্থ দ্বারাই বঙ্গসাহিত্য সম্পুষ্ট হইয়াছে।

অনুবাদ

এই অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ব্যাপিয়া বঙ্গদেশে যে সকল প্রধান প্রধান গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থের এবং গ্রন্থকারগণের গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের এবং ভাষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইবেন, প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থই গ্রন্থ-বিশেষের অনুবাদ। উভয় ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ব্যতিরেকে অনুবাদ অসম্ভব। সুখের বিষয় এই যে যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে সে কালের অনুবাদ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নহে। তখনও গদ্য-গ্রথন-প্রণালী সুশৃঙ্খল হয় নাই, তখনও সরল এবং সহজ কথায় মনোগত ভাবপ্রকাশে পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই অসমর্থ ছিলেন। আমরা গ্রন্থ-পরিচয়ে সেই সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে আমরা গদ্যে প্রধানতঃ দুই প্রকার রীতি দেখিতে পাই। এক প্রকার—পণ্ডিতী রীতি, অপর প্রকার খৃষ্টানী রীতি। পণ্ডিতী রীতির

রীতি

স্রোতঃ কথকমহাশয়দের কথকতার বেদী হইতে অবতরণ করিয়া এই সময়ে বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিপুলক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতেছিল। রামমোহন রায় মহাশয়ই বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যে এই ভাষার প্রথম প্রবর্ত্তক। তাঁহার গ্রন্থ কথকী ভাষায় গ্রথিত, উহাতে কোথাও অনুপ্রাসের ঘোর ঘটা, কোথাও বা সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদবিন্যাস, কোথাও সুদীর্ঘ দুর্ব্বোধ্য জটিল বাক্যযোজনা, এবং সর্ব্বত্রই সংস্কৃত শব্দের বিপুল ছটা, আবার কোথাও বা ব্যাখ্যার অনুকরণে শব্দবিন্যাস, এই সকল দোষ আধুনিক পাঠকগণের পক্ষে নিরতিশয় অপ্রীতিকর ও ক্লেশকর বলিয়া উপলব্ধ হইবে। অধুনা যদিও সাহিত্য হইতে এই কথকী রীতির সম্পূর্ণ তিরোধান হইয়াছে, কিন্তু কথক মহাশয়দের আসরে উপস্থিত হইলে এখনও এই ভাষায় রসাস্বাদ করা যাইতে পারে এবং তাঁহাদের কথিত শাস্ত্র ব্যাখ্যা লিখিয়া লইলে উহাতে ৺রামমোহন রায়ের যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। এই শ্রেণীর ভাষা সর্ব্বত্রই সংস্কৃতবহুলা, স্থানে স্থানে অন্বয়াভাব ও দুরন্বয়-দোষ-দুষ্টা।

খৃষ্টানী রীতি ইহা হইতে অতি স্বতন্ত্র। য়ুরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালা শিক্ষা করিতেন এবং বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিতেন, তাঁহারা ইংরাজী পদ্ধতিতে বাঙ্গালা লিখিতেন, ইংরাজীর রীত্যনুসারে তাঁহারা বাঙ্গালার বাক্যযোজনা করিতেন। ইহার নমুনা আধুনিক অধিকাংশ খৃষ্টানী পুস্তকেই দেখিতে পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে য়ুরোপীয়গণ যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থের রীতি পণ্ডিত-

শব্দ

দিগের রীতি হইতে স্বতন্ত্র হইলেও সেই সকল গ্রন্থেও সংস্কৃত শব্দের বাহুল্যই পরিলক্ষিত হয়। যদিও এই সময়ে কথিত ভাষায় বহুল পরিমাণে পারসী শব্দ ব্যবহৃত হইত, কিন্তু কেবল রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থে পারসী শব্দের প্রয়োগ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তবে মূল সংস্কৃত শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন অবশ্যই ঘটিয়াছে। আমরা "ব্যাকরণ" শব্দে উহার সবিস্তার আলোচনা করিব।

এই সময়ের সাহিত্যে বিভক্তির নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রাখার সূত্রপাত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ব্যাকরণের সৃষ্টি হওয়ায় ব্যাকরণের

বিভক্তি

নিয়মানুযায়ী বিভক্তি ব্যবহারের চেষ্টা প্রায় সকল গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। এখন যেমন কেবল অধিকরণ কারকেই প্রধানতঃ "তে" "এ" "আয়" এই ত্রিবিধ বিভক্তির চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। প্রায় প্রত্যেক কারকেই এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এইরূপ প্রয়োগ-পরিহারের সূত্রপাত হয়। করণ কারকেও "এ" "তে" প্রভৃতি বিভক্তি চিহ্ন ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এই সময় হইতে "দ্বারা" "দিয়া" "কর্ত্তৃক" "করণক" ইত্যাদি বিভক্তি চিহ্ন প্রচুররূপে ব্যবহৃত হইতে আরব্ধ হয়।

এই সময়ে "যাইবাতে, খাইবাতে, আমারদিগের, তোমারদিগের, থাকহ, করহ, হওন, যাওন, পাওত, হওত, করিলেক, বসিলেক" ইত্যাদি কতিপয় পদপ্রয়োগ ব্যতীত ব্যাকরণ ঘটিত পদে সবিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ক্রিয়া ও তদ্ধিত প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিবার আছে। আমরা "ব্যাকরণ" শব্দে উদাহরণসহ বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার করিয়া এই সকল কথার সবিস্তার আলোচনা করিব।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য বা বিদ্যাসাগরীয় যুগ।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে, চণ্ডীদাসের "চৈতন্যরূপপ্রাপ্তি" নামক গ্রন্থে, এবং সহজিয়া সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মগ্রন্থে বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্যের স্ফুরণ, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হইতেছিল; স্তনন্ধয় শিশুর প্রথম বাক্য-স্ফুরণের ন্যায় আধ-আধ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা অসংলগ্ন ও অসম্বদ্ধ ভাবে গদ্য সাহিত্য ধীরে ধীরে স্বীয় শব্দ-বৈভবের পরিচয় দিতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই উপনিষদ্, ন্যায়দর্শন, বেদান্তদর্শন, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতির বঙ্গানুবাদে বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্য ক্রমশঃই ভাবগৌরবে, বিষয়গুরুত্বে এবং রচনার উৎকর্ষে ভাবী মহিমা প্রকটনের সমুজ্জ্বল পতাকা উড্ডীন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যসেবকদিগকে স্বীয় অভিমুখে আকৃষ্ট করিতেছিল।

অতঃপর মুদ্রণ-যন্ত্রের প্রভাবে, দেশের নবাগত শাসনকর্ত্তাদের প্রযত্নে, মিশনারীদের আগ্রহে এবং দেশীয় প্রতিভার পূর্ণ স্ফূর্ত্তিতে বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্যের সেই ক্ষুদ্র ঝরণা ক্রমশঃই সম্পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া এখন শতমুখী গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় তরঙ্গ-রঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছে। পর্ব্বতদুহিতা নদী গিরিনির্ঝরের সলিলোৎসে শক্তি সংগ্রহ করিয়া তরঙ্গ-রঙ্গে উছলিয়া উছলিয়া প্রবাহিতা হইলেও যেমন দুকূলস্থিত জল-প্রবাহে সম্পুষ্ট হয়, বাঙ্গালা ভাষাও তদ্রূপ সংস্কৃত ভাষার অমৃত-প্রবাহে সঞ্জীবিত ও শক্তিসম্পন্ন হইলেও অন্যান্য ভাষার শব্দ-বৈভবে ও ভাব-গৌরবে অধুনা মহাপ্রবাহের মহীয়সী বিশালতায় জগৎ সমক্ষে স্বীয় গৌরব প্রকটন করিতেছে।

আমরা একথা অকুণ্ঠ চিত্তে বলিতে পারি যে, বাঙ্গালা ভাষা এখন মহাশক্তিশালিনী। বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণে, বিভিন্ন ভাষার সৌন্দর্য্যে, বিভিন্ন ভাষার ভাবরাশির সমবায়ে বঙ্গীয় সাহিত্য এখন ভাববহুল, সৌন্দর্য্যসম্পন্ন ও সর্ব্বপ্রকার শব্দ-সম্পৎশালী হইয়া জগতের উন্নততম সাহিত্যের সমান আসন গ্রহণ করিয়াছে। ভাগীরথী যেমন হিমালয়ের দুর গভীর কন্দর হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে স্বকীয় সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ বিশাল আকার ধারণ করেন এবং বহুজনপদ অতিক্রম করিয়া অবশেষে শতমুখে সাগরচুম্বনে কৃতার্থ হন, বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যও সেইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবস্রোতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ প্রাচীন পণ্ডিতবর্গের পাণ্ডিত্যপ্রবাহে এবং তৎপরে মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহন প্রভৃতির প্রতিভায় স্বকীয় সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বহু অবস্থা অতিক্রম করিয়া, বহুবিধ বিষয়ে বিভক্ত হইয়া শেষে বিদ্যাসাগর-সঙ্গম-লাভে কৃতার্থ হইয়াছে। ভাগীরথীর সাগরসঙ্গম-স্থল যেমন মহাতীর্থ স্বরূপ, উহা যেমন সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রীর পবিত্রতাসাধক ও পুণ্যপ্রবর্দ্ধক, বাঙ্গালা গদ্য রচনার বিদ্যাসাগরসঙ্গমও সাহিত্যিকগণের পক্ষে তাদৃশ মহাতীর্থস্বরূপ। যে রচনা এক সময়ে উৎকট, দুর্ব্বোধ, বিশৃঙ্খল, ও পূর্ব্বাপরসম্বন্ধবর্জ্জিত ছিল, বিদ্যাসাগরসংস্পর্শে তাহা সুললিত, সুখপাঠ্য ও সুসংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে এবং জগৎ সমক্ষে আপনার অনন্ত গুণগৌরব ও মহিমার পরিচয় দিতেছে। বিদ্যাসাগরের রচনায় বাঙ্গালাগদ্য ললিত-মধুর শব্দাবলীর বিকাশ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

ঈশ্বরগুপ্তের রচনা যথেষ্ট সরস ছিল, কিন্তু উহার অনুপ্রাসবহুল শব্দাড়ম্বর বিদ্যাসাগরের রচনালালিত্যে অন্তর্হিত হইয়াছে। বাঙ্গালা গদ্য বিদ্যাসাগরসঙ্গমের মহাতীর্থ-স্পর্শে একদিকে যেমন সরল কোমল ও সরস হইয়া উঠিয়াছে, অপর দিকে উহার প্রসন্ন গাম্ভীর্য্য অনন্ত ভাব এবং শব্দবৈভব সাহিত্যিকগণের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রাঞ্জলতার কুসমিতপ্রাঙ্গণে সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের যুগপৎ সমাবেশ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যকে চিরগৌরবার্হ বেশে জগৎ সমক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন। বাঙ্গালার ভাবীসাহিত্যসেবিগণ চিরকাল পরম পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগরের শ্রীচরণ-রেণু স্মরণ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রেমভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগ-প্রবর্ত্তক এই মহাপুরুষের জীবনী "ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর" শব্দে সবিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্যে ইংরাজী প্রভাব।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের অবসান হয়। ইংরাজী শিক্ষার বন্যাপ্রবাহে, ইংরাজী সাহিত্যের উচ্ছলিত তরঙ্গে, বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রাচীন রীতি একরূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও সেই মহাপ্রবাহের প্রবল আবর্ত্তে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই সময়ে ইংরাজী ভাব, ইংরাজী রীতি, ইংরাজী সাহিত্যের ভাব-প্রকটন-বৈভব, ইংরাজী সাহিত্যের কাব্যসৌন্দর্য্য, ইংরাজী সাহিত্যের উত্তেজনাপূর্ণ মাধুর্য্য এবং ইংরাজী দর্শনবিজ্ঞানাদির গৌরবগাম্ভীর্য্য বঙ্গীয়-সাহিত্যক্ষেত্রে সহসা প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল। বিদ্যাসাগর নিজেও ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া এদেশে ইংরাজী ভাব প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—এমন কি তাঁহার সাহিত্যিক ভাষা "সাধু ভাষা" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও উহাতে ইংরাজী রীতি এবং ইংরাজী সাহিত্যের ভাব-প্রকটন-বৈভব পর্য্যাপ্তরূপেই প্রবেশ করিল। রাজা রাম-মোহন রায়ের হৃদয়ে ইংরাজী ভাব যথেষ্টরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার লিখিত ভাষায় ইংরাজী রীতি তেমন প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। রাজা রামমোহনের পরে যে সকল ব্যক্তি বাঙ্গালা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত ভাষায় ও ইংরাজী ভাষায় এই উভয়েরই যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বিবিধ ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সেই পাণ্ডিত্যে গর্ব্বিত হইয়া তিনি স্বদেশীয় ভাষার প্রতি উপেক্ষা বা ঔদাস্য প্রদর্শন করেন নাই। তিনি ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, খৃষ্টান সমাজে জীবন যাপন করিতেন, ইংরাজী পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, তথাপি তাঁহার ভাষায় ইংরাজী রীতি এখনকার দিনের ভাষার ন্যায় পরিলক্ষিত হয় না। কৃষ্ণমোহনের রচনাপ্রণালী তেমন সুদৃঢ় ও প্রাঞ্জল না হইলেও উহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইনি বিদেশীয় দর্শনবিজ্ঞান,

ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতির বিবিধ অভিনব তত্ত্বে বঙ্গভাষাকে সম্পৎশালিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রও কৃষ্ণমোহনের ন্যায় ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ও বিবিধ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। ইঁহার ভাষা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ও বিশোধিত। রাজেন্দ্রলালের যত্নে বাঙ্গালা সাহিত্য নানাবিধ প্রয়োজনীয় তথ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, তাঁহার গবেষণা এবং তাঁহার লিপি-ক্ষমতার সাহায্য না পাইলে বাঙ্গালা গদ্য এত অল্প সময়ের মধ্যে বিবিধ জ্ঞান-রত্নের আকর হইয়া উঠিত না।

ডাক্তার কৃষ্ণমোহন ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক। কিন্তু ইঁহাদের রচনা বিদ্যাসাগর প্রভাবে প্রভাবিত নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রবর্দ্ধিত বেগে পরিলক্ষিত হইতেছে। আধুনিক সাহিত্যের মজ্জায় মজ্জায় ইংরাজী রীতি অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরবর্ত্তী লেখকগণ এই বিশাল স্রোতে ক্রমেই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছেন।

যে সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় সুসংস্কৃত ও পরিশোধিত রীতিতে সংস্কৃত সাহিত্যের ললিত-মধুর শব্দবৈভবে এবং সহৃদয়জনগণসম্ভোগ্য বিশাল উদারভাবে বঙ্গীয় সাহিত্যের সম্পুষ্টিসাধনে দিবানিশি গুরুতর শ্রম করিতে-ছিলেন, সেই সময় আর একটী উদীয়মান প্রতিভা বঙ্গীয় সাহিত্যগগনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কক্ষে ধীরে ধীরে স্বীয় সমুজ্জ্বল প্রভা বিকীর্ণ করিয়া সাহিত্যিকগণের হৃদয়ে বিপুল আশার উদ্রেক করিয়া তুলিতেছিলেন। ইহার নাম অক্ষয়কুমার দত্ত। ইনি ১৭৪২ শকের শ্রাবণ মাসে জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী চুপী নামক গ্রামে কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺পীতাম্বর দত্ত।

অক্ষয়কুমার দত্ত

অক্ষয়কুমার বাল্যকালে বাঙ্গালা লেখাপড়ার সহিত কিঞ্চিৎ পারসী অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার অবস্থা সচ্ছল ছিল না, জনৈক আত্মীয়ের অনুগ্রহে তিনি কলি-কাতার ৺গৌরমোহন আঢ্যের ওরিএণ্টাল সেমিনারী নামক বিদ্যালয়ে সত্তের বৎসর বয়সে প্রবিষ্ট হন। নিরতিশয় পরিশ্রম সহকারে আড়াই বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান লাভ করেন। এ সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, সংসারের ভার তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইলেও তিনি স্বয়ং অনুশীলন করিয়া ক্ষেত্রতত্ত্ব, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, কোনিক সেক্সন্, ক্যালকিউলাস প্রভৃতি গণিত, এবং ঐ গণিতজ্ঞান সাপেক্ষ জ্যোতিষ, মনোবিজ্ঞান, ও তৎসহ ইংরেজী সাহিত্য-বিষয়ক প্রধান প্রধান গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে পদ্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর প্রভাকরসম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত আলাপ ও আত্মীয়তা হইলে তাঁহার অনুরোধে গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। এই সময়ে তাঁহার গদ্য প্রবন্ধ প্রভাকর পত্রে প্রকাশিত হইত।

১৮৪৩ খৃঃ অব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অক্ষয়-কুমার দত্ত ১১ বৎসরকাল অবাধে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকতা-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া তিনি যেরূপ যত্ন পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা-তীত। অক্ষয়বাবু যে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গদ্য রচনার রীতি আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই তাহা সম্যক্ প্রকাশিত হয়। দেশহিতকর, সমাজসংশোধক এবং বস্তুতত্ত্বনির্ণায়ক বহুল উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে তিনি ফরাসী-ভাষা শিক্ষা করেন এবং মেডিকেল কলেজে গমন করিয়া দুই বৎসর কাল রসায়ন ও উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে অক্ষয়বাবু তত্ত্ববোধিনীর কার্য্য একপ্রকার ত্যাগ করিয়া মাসিক ১৫০৲ একশত পঞ্চাশ টাকা বেতনে কলিকাতা নর্ম্মালস্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুই তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছিল। অক্ষয় বাবুর রচিত গ্রন্থের মধ্যে তিন ভাগ চারুপাঠ, দুই ভাগ বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ধর্ম্মনীতি, পদার্থ-বিদ্যা, ও ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়,—এই কয়েকখানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার" ও ধর্ম্মনীতি এই তিন খানিই এক ধরণের পুস্তক। কুম্ব্ সাহেবের প্রণীত "কনষ্টিটিউসন অব্ ম্যান" নামক পুস্তকের সার সঙ্কলনপূর্ব্বক প্রথমোক্ত গ্রন্থ দুই ভাগ রচিত হয়। অক্ষয় বাবুর প্রায় সকল পুস্তকেই বহুল ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছে।

"ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়" গ্রন্থখানি উইলসন সাহেব প্রণীত "রিলিজিয়স্ সেক্ট্‌স অব্ হিন্দুস্" নামক গ্রন্থ অবলম্বনে বিরচিত। ইহাতে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত ইতি-বৃত্ত অতি সরল ও সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ১৮৮৬ সালে ২৭শে মে তারিখে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় পরলোক প্রাপ্ত হন।

বিদ্যাসাগর যেমন বাঙ্গালা গদ্য প্রাঞ্জল করেন, তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্রবে অক্ষয়কুমার সেইরূপ উহাকে ওজস্বিনী করিয়া তুলেন। অক্ষয়কুমারের গদ্য আবেগময় ও উদ্দীপনাপূর্ণ। বিদ্যা-সাগর ও অক্ষয়কুমার বাঙ্গালা গদ্যে যে জীবনীশক্তি সমর্পণ করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে ওজস্বিনী করিয়া তুলিয়াছেন, পরবর্ত্তী

লেখকদিগের অনেকেই সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ বিরচন করিতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় উক্ত দুই মহাত্মার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়া ভাষার যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার উভয়েই সংস্কৃত ভাষা অবলম্বনে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যকে শব্দসম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু এই উভয়ের রচনা একভাবে গ্রথিত হয় নাই। একজনের রচনা কোমলতাপূর্ণ, অপরের রচনা উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনী। একটি লাবণ্যময় পূর্ণচন্দ্র, অপরটী জ্বালাময় মধ্যাহ্ন-তপন, একটী প্রশান্তভাবে হৃদয় স্নিগ্ধ করে, অপরটী প্রমত্ত ভাবে হৃদয় প্রদীপ্ত করিয়া তুলে। কিন্তু উভয়ের রচিত সাহিত্যই ইংরাজী সাহিত্যের নিকটে ঋণী,—উভয়ের রচনাই ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শে গঠিত। কিন্তু অক্ষয়কুমারের সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের নিকট অধিকতর ঋণী, কেননা, তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ইংরাজীর অনুবাদ। অথচ সে অনুবাদে মৌলিকত্বের পূর্ণভাব বিরাজিত, পাঠের সময়ে উহা অনুবাদ বলিয়াই মনে ধারণা করা যায় না।

এই সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে আর একজন মহারথের আবির্ভাব হয়। ইনি বাঙ্গালার পদ্যসাহিত্যে এক বিশাল যুগান্তর উপস্থিত করেন। ইহার নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইনি শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদ বধ, ব্রজাঙ্গনা, কৃষ্ণকুমারী নাটক, বীরাঙ্গনা, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী ও হেকটার বধ এই ১১ খানি গ্রন্থের রচয়িতা। ইহাদের মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী এই তিনখানি নাটক। [বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধে "নাটক" শব্দ দ্রষ্টব্য।] "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" এই দুইখানি প্রহসন অর্থাৎ হাস্যরসোদ্দীপক ক্ষুদ্র অভিনেয় পুস্তক। হেকটার বধ গদ্যে লিখিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদ বধ এই দুইখানি কাব্য, আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইংরাজী প্রভাবের উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখাইতে হইলে মেঘনাদ বধ কাব্যখানিই উহার উজ্জ্বলতম উদাহরণ। উহার ছন্দ য়ুরোপীয়, ভাব য়ুরোপীয়, রচনারীতি য়ুরোপীয়, স্থানে স্থানে উপমা উপমেয় প্রভৃতি অর্থালঙ্কারও য়ুরোপীয়। ফলতঃ গ্রন্থকার একবারেই য়ুরোপীয় ছাঁচে বাঙ্গালা ভাষার এই সুপ্রসিদ্ধ কাব্যখানি প্রণয়ন করিয়া অমরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদনের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁহার কবিতায় খাঁটি জাতীয় ভাব ও জাতীয় রীতি বিদ্যমান ছিল, কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের কাব্যে বাঙ্গালা সাহিত্যে ইংরাজী প্রভাবের পূর্ণতা প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে।" [ইহার জীবনী, গ্রন্থের বিবরণী ও তৎসম্বন্ধে অভিমতাদি "মাইকেল মধুসূদন দত্ত" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

অতঃপর ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনাভিগ্রামনিবাসী কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক, নবনাটক, রুক্মিণীহরণ প্রভৃতি নাটক প্রণেতা রামনারায়ণ তর্করত্ন ও রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রভৃতির নাম বঙ্গভাষার সাহিত্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাঁদের জীবনী ও গ্রন্থসম্বন্ধীয় বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

অতঃপরে বাঙ্গালা সাহিত্যের অপর একজন প্রতিভাশালী লেখকের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার নাম ৺প্যারীচাঁদ মিত্র। বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে ইনি "টেকচাঁদ ঠাকুর" বলিয়া আত্মনাম প্রকটন করেন। সহজ ভাবে কথোপকথনের রীতিতে প্যারীচাঁদ গদ্য লিখিবার প্রথা পরিপুষ্ট করেন। অনেকের বিশ্বাস ইনিই বুঝি এইরূপ ভাষার আদি প্রবর্ত্তক। কিন্তু ইহাঁর বহুপূর্ব্বে কেরী সাহেবের একখানি গ্রন্থে এইরূপ রচনার আদর্শ সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের গ্রন্থের কোন কোন স্থলে এইরূপ ভাষার উদাহরণ ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু চলিত ভাষার এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ তৎপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই।

কালীপ্রসন্ন সিংহ আলালী ভাষার অনুকরণে "হুতোম পেচার নক্সা" প্রণয়ন করিয়া সমাজে যথেষ্ট যশোলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মহাভারতের বঙ্গানুবাদ বঙ্গসাহিত্যের এক অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। [তৎসম্বন্ধে "কালীপ্রসন্ন সিংহ" শব্দে দ্রষ্টব্য।] সুবিখ্যাত বঙ্কিম বাবুও আলালী ভাষা সুসংস্কৃত করিয়া নব্যযুগে বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিয়া অমরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে অতঃপরে আলোচনা করা যাইবে।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্যসেবীদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লেখক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লেখক বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের অবলম্বিত রীতির অনুগামী। বিষয়ের গুরুতায় ভাষা-গাম্ভীর্য্যের গৌরবময়ী মূর্ত্তিধারণ করে এবং উত্তেজনা প্রকাশ করিতে হইলেও ওজস্বিনী ভাষা ব্যতীত লঘু-তরল ভাষায় সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, এরূপ স্থলে বিদ্যাসাগরের বা অক্ষয়কুমারের প্রদর্শিত পথই অবলম্বনীয়। আবার জনসাধারণের চিত্তরঞ্জনের নিমিত্ত আলালী ভাষা অতীব উপযোগিনী। এইরূপ ভাষা পাঠকবর্গের পক্ষে অতীব প্রীতিকরী। এই রীতিতে কেহ কেহ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়াও পাঠকগণের যথেষ্ট মনোরঞ্জন করেন।

দুই রীতি

ফলতঃ এই দুই রীতিই বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যে প্রচলিত। প্যারীচাঁদ মিত্র এই ভাষার আদিগ্রন্থকর্ত্তা। সুতরাং বঙ্গীয় গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রের বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষ ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্যগগনে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যে যে সুধা বর্ষণ করেন, সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা একবারেই অতুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাঙ্গালীর চিন্তা ও কল্পনা, উদ্যম ও উন্নত আশার পূর্ণবিকাশ স্থল—ইহাই এদেশীয় চিন্তাশীল সাহিত্যিকগণের মধ্যে অনেকের ধারণা। তাঁহারা বলেন, বঙ্গদেশের আধুনিক কল্পনা তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, আবার তিনি সেই কল্পনাকে মূর্ত্তিমতী করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ।

বঙ্কিমচন্দ্র

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে য়ুরোপীয়দের প্রভাবে পাশ্চাত্য-জ্ঞান ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে সহসা বঙ্গদেশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও সাহিত্য একদিকে যেমন অনেকগুলি সদ্‌গুণে সমুজ্জ্বল হইল, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি দোষও দেখা দিল। সমাজ বিশৃঙ্খল হইল, আবার সমাজে অভিনব বলেরও আবির্ভাব হইল। বিদেশীয় ভাবের অনুকরণ, বিদেশীয় পানাহারে প্রবৃত্তি, প্রবল হইয়া উঠিল; আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশপ্রিয়তা ও স্বদেশীয় তথ্য জানিবার ইচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল। এই পরস্পরের প্রতিঘাতী তরঙ্গে জাতীয় চিন্তা ও জাতীয় বল, জাতীয় হৃদয় ও জাতীয় জ্ঞান, জাতীয় ধর্ম্ম ও জাতীয় কর্ম্ম, জাতীয় আচার ও জাতীয় ব্যবহার প্রভৃতির প্রতি সাহিত্যিকগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। মধুসূদনের জাতীয় সাহিত্যানুরাগ ইহারই নিদর্শন। তাঁহার জীবন বিদেশীয় ভাবে ও বিদেশীয় আচারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা জাতীয় ভাবেই পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল।

মধুসূদন লিখিয়া গিয়াছেন—

"হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পর ধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

এই কথাগুলি কেবল একমাত্র মধুসূদনেরই সাহিত্য-জীবনের ইতিহাস নহে, ইহাতে সেই সময়ের বঙ্গীয় সাহিত্য-ইতিহাসের মহাসত্য নিহিত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের পক্ষে ফলশূন্য হয় নাই। পাশ্চাত্য উদ্যম ও উৎসাহ আমাদের পক্ষে মূল্যবান্। সেই শিক্ষাবলেই বাঙ্গালী নিজ অবস্থা চিনিতে পারিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবের একটি শুভ বিকাশ।

পাশ্চাত্য শিক্ষার পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া দেশীয় ভাষার অনুশীলন, জাতীয় সাহিত্যের সেবা ও পাশ্চাত্য আদর্শ লক্ষ্য করিয়া স্বদেশের সেবা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছিল। বঙ্কিম বঙ্গীয় সাহিত্যে নূতন যুগের প্রবর্ত্তক। তাঁহার গ্রন্থাবলীতে নূতন ভাবের সৃষ্টি, নূতন চিন্তার পুষ্টি এবং অভিনব কল্পনার যুগপৎ আবির্ভাব দেখিয়া বঙ্গদেশে প্রকৃতপক্ষে এক আনন্দ রব উঠিয়াছিল। ভূদেব বাবুও ইংরাজী গ্রন্থের অনুকরণে উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমের মৌলিকতা, সেরূপ কল্পনার কমনীয় লীলা, সেরূপ সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য-চ্ছটা, সেরূপ মধুময়ী রচনা ও গল্প চাতুর্য্য বঙ্গীয় গদ্যসাহিত্যে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্য ও দেশীয় সংস্কৃত সাহিত্য হইতে যে সম্পত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যে বল ও উদ্যম লাভ করিয়াছিলেন, যে মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যে তাঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, যে স্বদেশানুরাগ তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে উপাস্য দেবতার ন্যায় বিরাজ করিতেছিল, সেই সকল ভাবের সকলগুলিই তিনি তাঁহার সাহিত্যে প্রতিফলিত করিয়া রাখিয়াছেন। শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। [বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখ।]

এই সময় হইতেই বঙ্গসাহিত্য প্রকৃতপক্ষে শতমুখী গঙ্গা প্রবাহের ন্যায় উচ্ছলিত তরঙ্গরঙ্গে বিশাল আকার ধারণ করিয়া উন্নতির অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। এই সময়েই ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাহিত্য মহারথগণ শত শত সহচর সহযোগে বঙ্গসাহিত্য-তরঙ্গিণীর ধারা-প্রবাহ গৌরব-গর্ব্বে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। বর্ত্তমান গদ্য-সাহিত্য প্রধানতঃ ৺বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে এবং বর্ত্তমান পদ্য-সাহিত্য প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস লেখার সময় এখনও সমুপস্থিত হয় নাই, এখনও পূর্ণ উদ্যমে, ভাব ও ভাষার শত বৈচিত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য প্রতিমুহূর্ত্তে উৎকর্ষ সাগরের অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ছুটিয়াছে। বাঙ্গালা পদ্যসাহিত্য বহুকাল পূর্ব্বেই যথেষ্ট উন্নতির পরিচয় দিয়াছিল, কিন্তু গদ্যসাহিত্যের সেরূপ উন্নতি ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পরিলক্ষিত হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সাহিত্যের প্রচার হয়, সেই সাহিত্য ঐ শতাব্দীর শেষভাগে রচনা-গৌরবে উন্নত, ভাব-প্রবাহে সমৃদ্ধ ও

বিবিধ বিষয়ে পরিপুষ্ট হইয়াছে। বলিতে কি বর্ত্তমান গদ্য-সাহিত্যের আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। [কবি, নাটক, সংবাদ-পত্র, সাময়িক পত্র প্রভৃতি শব্দে বাঙ্গালা সাহিত্যের অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য]

বাঙ্গালী বঙ্গদেশবাসী।

বাঙ্নিধন (ত্রি) সামভেদ।

বাঙ্মতী (স্ত্রী) স্তুতিরূপা বাগস্ত্যস্যা ইতি বাচ মতুপ্ ঙীপ্। নদী বিশেষ। এই নদী হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখর হইতে বহির্গতা হইয়াছে, এই নদীর জল গঙ্গার জলের অপেক্ষা শতগুণ পবিত্র। এই নদীতে স্নান করিলে অথবা এই স্থানে মৃত্যু বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে।

"হিমাদ্রেস্তুঙ্গশিখরাৎ প্রসূতা বাঙ্মতী নদী।
ভাগীরথ্যাঃ শতগুণং পবিত্রং তজ্জলং স্মৃতম্॥
তত্র স্নাত্বা হরের্লোকামুপস্পৃশ্য বিবস্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং নরা যান্তি মম লোকং ন সংশয়ঃ॥"
(বরাহপু॰ গোকর্ণমাহাত্ম্য)

এই নদী নেপালরাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। রাজধানী কাঠামাণ্ডুর সন্নিকটে ইহা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া নগর পরিবেষ্টন পূর্ব্বক পুনরায় মিলিত হইয়াছে। [নেপাল ও বাগ্মতী দেখ]

বাঙ্মধু (ক্লী) বাকেব মধু। বাক্যরূপ মধু, অতি সুমিষ্ট বাক্য, মধুর বাক্য।

বাঙ্মধুর (ত্রি) বাচা মধুরঃ। বাক্যে মধুর। "বাঙ্মধুরো বিষহৃদয়ঃ" (হিতোপদেশ ৭৪।২০)

বাঙ্মনস্ (ক্লী) বাক্ চ মনশ্চ। বাক্যে ও মনে। দ্বন্দ্বসমাসে (অচতুর বিচতুরেতি। পা ৪।৪।৭৭) এই সূত্রানুসারে সমাসান্ত অচ্ করিয়া 'বাঙ্মনস' এইরূপ পদও হইয়া থাকে।

"যস্য বাঙ্মনসে শুদ্ধে সম্যগ্ গুপ্তে চ সর্ব্বদা।
স বৈ সর্ব্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্॥" (মনু ২।১৬০)

বাঙ্ময় (ত্রি) বাক্ স্বরূপং, বাচ্-ময়ট্। বাক্যাত্মক, বাক্যস্বরূপ।

"ম্যরস্তজভ্নৈর্গান্তৈরেভির্দশভিরক্ষরৈঃ।
সমস্তং বাঙ্ময়ং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যমিব বিষ্ণুনা॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

ম, য, র, স, ত, জ, ভ, ন, গ, ল, এই দশটী অক্ষর ত্রৈলোক্যে বিষ্ণুর ন্যায় সমস্ত বাক্যে পরিব্যাপ্ত আছে। ইহা গদ্য ও পদ্যভেদে দুই প্রকার।

"গদ্যং পদ্যমিতি প্রাহুর্বাঙ্ময়ং দ্বিবিধং বুধাঃ।
প্রাগুক্তং লক্ষণং পদ্যং গদ্যং সংপ্রতি গদ্যতে॥" (ছন্দোমঞ্জরী)
[গদ্য ও পদ্য শব্দ দেখ]

বাঙ্ময় (ক্লী) পাপ, বাক্যস্বরূপ পাপ, বাক্যে যে পাপের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকে বাঙ্ময়পাপ কহে, এই পাপ চারি প্রকার পারুষ্য, অনৃত, পৈশুন্য ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ। কাহারও কাহারও মতে এই পাপ ছয় প্রকার। যথা—পরুষবচন, অপবাদ, পৈশুন্য, অনৃত, বৃথালাপ ও নিষ্ঠুর বাক্য। এই ছয় প্রকার পাপ উক্ত চারি প্রকারের মধ্যে নিবিষ্ট থাকায় বিরোধ পরিহার হইয়াছে।

"পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।" (মনু ১২।৬)

'তথা পুরুষমপবাদঃ পৈশুন্যমনৃতং বৃথালাপো নিষ্ঠুরবচনং ইতি বাঙ্ময়ানি ষট্' (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

পরের দেশ, জাতি, কুল, বিদ্যা, শিল্প, আচার, পরিচ্ছদ, শরীর ও কর্ম্মাদির উল্লেখ করিয়া প্রত্যক্ষরূপে যে দোষ-বচন, তাহাকে পরুষ কহে। যে বাক্য শুনিলে ক্রোধ, সন্তাপ ও ত্রাস হয় তাহাও পরুষপদ বাচ্য। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিকে চক্ষুহীন এবং ব্রাহ্মণকে চাণ্ডালাদি বলাও পরুষ। পরুষবাক্যের পরোক্ষে উদাহরণের নাম অপবাদ, গুরু, নৃপতি, বন্ধু, ভ্রাতা ও মিত্রাদির সমীপে অর্থোপঘাতের জন্য যে দোষ-কথন, তাহাকে পৈশুন্য কহে। অনৃত দুই প্রকার অসত্য ও অসংবাদ। দেশরাষ্ট্র প্রসঙ্গ, পরার্থ পরিকল্পন এবং নর্ম্মহাস প্রযুক্ত যে বাক্য তাহাকে ব্যর্থ-ভাসন, গুহ্যাঙ্গের উল্লেখ, অপবিত্র বাক্যপ্রয়োগ, অশ্রদ্ধায় উচ্চারিত বাক্য এবং স্ত্রীপুরুষ মিথুনাত্মক যে বাক্য তাহাকে নিষ্ঠুর বাক্য বলা যায়। এইরূপে উচ্চারিত বাক্যই বাঙ্ময় পাপ।*

বাঙ্ময়ী (স্ত্রী) বাঙ্ময়-ঙীপ্। সরস্বতী।

বাঙ্মাধুর্য্য (ক্লী) বচো মাধুর্য্যং। বাক্যের মধুরতা, সুমিষ্ট বাক্য।

বাঙ্মুখ (ক্লী) বাচাং মুখমিব। উপন্যাস। (অমর)

বাচ্ (স্ত্রী) উচ্যতেঽসৌ অনয়াবেতি বচ্ ক্বিপ্ দীর্ঘোঽসম্প্রসারণঞ্চ। ১ বাক্য।

"অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োঽনুশাসনম্।
বাক্ চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা॥" (মনু ২।১৫৯)

---

* "পরেষাং দেশজাতিকুলবিদ্যাশিল্পরূপবৃত্তাচারপরিচ্ছদশরীরকর্ম্মজীবনাং প্রত্যক্ষদোষবচনং পরুষঃ।"

"যচ্চান্যৎ ক্রোধসংক্রান্ত ত্রাসসংজননং বচঃ।
পরুষং তচ্চ বিজ্ঞেয়ং যচ্চান্যচ্চ তথাবিধম্॥
চক্ষুষ্মানিতি লুপ্তাক্ষং চাণ্ডালং ব্রাহ্মণেতি চ।
প্রশংসা নিন্দনং দ্বেষাৎ পরুষান্ন বিশিষ্যতে॥"
তেষামেব পরুষবচনানাং পরোক্ষ মুদাহরণং অপবাদঃ।

গুরুনৃপতিবন্ধুভ্রাতৃমিত্রসকাশে অর্থোপঘাতার্থং দোষাখ্যাপনং পৈশুন্যং অনৃতং দ্বিবিধং অসত্যমসংবাদশ্চেতি।

দেশরাষ্ট্রপ্রসঙ্গাচ্চ পরার্থপরিকল্পনাৎ।
নর্ম্মহাসপ্রসঙ্গাচ্চ ভাসনং ব্যর্থভাষণং॥
গুহ্যাঙ্গামেধ্য সংজ্ঞানাং ভাষণং নিষ্ঠুরং বিদুঃ।
যদশ্রদ্ধাবচো নাচ স্ত্রীপুংসো-র্মিথুনাশ্রয়ম্॥" (তিথ্যাদি তত্ত্ব)

২ সরস্বতী। (অমর)

বাচ্ (দেশজ) পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নদীবক্ষে নৌকাযোগে গমন। ইহাকে সাধারণতঃ বাচখেলা বলে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে অগ্রে পৌঁছুবার জন্য বাজী রাখিয়া নৌকাচালন।

বাচ (পুং) বাচয়তি গুণানিতি-বচ্-ণিচ্-অচ্। মৎস্য-বিশেষ, বাটামাছ।

"ঈষলশো জিতপীযূষো বাচো বাচামগোচরঃ।

রোহিতো নো হিতঃ প্রোক্তো মদ্গুরু মদ্গুরোঃ প্রিয়ঃ॥"

ইহার গুণ—স্বাদু, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক। (রাজব°)

বাচংযম (পুং) বাচো বাক্যাৎ যচ্ছতি বিরমতীতি যম উপরমে (বাচিযমো ব্রতে। পা ৩।২।৭০) ইতি খচ্ (বাচং যমপুরন্দরৌ। পা ৬।৩।৬৯) ইতি অমন্তত্বং নিপাত্যতে। ১ মুনি। (অমর) ২ মৌনব্রতী, যিনি বাক্য সংযম করিয়াছেন।

"বাচংযমোঽপ্রসাদঃ স যদি স্ত্রিয়ং পশ্যেৎ সমৃদ্ধং কর্ম্মেতি" (ছান্দোগ্য উপ° ৫।২।৮)

বাচংযমত্ব (ক্লী) বাচং যমস্য ভাবঃ ত্ব। বাচংযমের ভাব বা ধর্ম্ম, বাক্যসংযম।

বাচক (পুং) ব্যক্তি অভিধা বৃত্ত্যা বোধয়ত্যর্থান্ ইতি বচ ণ্বুল্। শব্দ। প্রকৃতি ও প্রত্যয় দ্বারা শব্দ বাচক হয়।

"শাস্ত্রে শব্দস্তু বাচকং।" (অমর)

দ্বে বাচকে প্রকৃতিপ্রত্যয়দ্বারেণার্থঞ্চ বাচকোগবাদিরূপঃ শাস্ত্রে ব্যাকরণে তর্কাদৌ চ শব্দ উচ্যতে।' (ভরত)

মুগ্ধবোধটীকায় ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—সাক্ষাৎরূপে যে সাঙ্কেতিক অর্থধাবণ করে, তাহাকে বাচক কহে।

"সাক্ষাৎ সঙ্কেতিতং যোঽর্থমভিধত্তে স বাচকঃ।" (দুর্গাদাস)

বাচয়তীতি-বচ্-ণিচ্-ণ্বুল্। ২ কথক, পুরাণাদি পাঠক। ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাচন করিতে হয়, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যবর্ণকে পাঠক নিযুক্ত করিলে নরক হইয়া থাকে।

"ব্রাহ্মণং বাচকং বিদ্যান্নান্যবর্ণজমাদরাৎ।

শ্রুত্বান্যবর্ণজাদ্রাজন্ বাচকান্নরকং ব্রজেৎ॥" (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

যিনি বাচককে পূজা করেন, দেবতা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, যিনি পুরাণাদি পাঠ করাইবেন, তিনি পাঠককে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিবেন। পুরাণাদি পাঠকালে প্রতিপর্ব্ব সমাপ্তিতেই পাঠককে উপহারাদি দ্বারা পূজা করিতে হয়॥

"বাচকঃ পূজিতো যেন প্রসন্নাস্তস্য দেবতা।"

তথা—

"জ্ঞাত্বা পর্ব্বসমাপ্তিঞ্চ পূজয়েদ্বাচকং বুধঃ।

আত্মানমপি বিক্রীয় য ইচ্ছেৎ সফলং ক্রতুম্॥"(তিথ্যাদি তত্ত্ব)

পাঠক যাহা পাঠ করিবেন তাহা যেন বিস্পষ্ট এবং অদ্রুত-ভাবে হয়। পাঠকালে তাঁহার চিত্ত যেন স্থির থাকে। অর্থাৎ যাহাতে পদ সকল স্পষ্টাক্ষরপদ অর্থাৎ প্রত্যেক পদ ও বর্ণ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়, তৎপ্রতি যেন তাহার লক্ষ্য থাকে। রসভাবের সহিত কলস্বরে পাঠ করিতে হয়, যেখানে যেরূপ রসভাবাদি নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সেই রসভাবাদি পাঠকালে পরিব্যক্ত হওয়া উচিত। তাঁহার পাঠ বিষয়ের অর্থ যেন সকলে বুঝিতে পারে। যিনি এইরূপ ভাবে পাঠ করিতে পারেন, তাহাকে ব্যাস বলা যায়।

"বিস্পষ্টমদ্রুতং শান্তং স্পষ্টাক্ষরপদং তথা।

কলস্বরসমাযুক্তং রসভাবসমন্বিতম্॥

বুধ্যমানঃ সদাত্যর্থং গ্রন্থার্থং কৃৎস্নশো নৃপ।

ব্রাহ্মণাদিষু সর্ব্বেষু গ্রন্থার্থং চার্পয়েন্নৃপ।

য এবং বাচয়েদ্ব্রহ্মন্ স বিপ্রো ব্যাস উচ্যতে॥"

তথা—

"সপ্তস্বরসমাযুক্তং কালে কালে বিশাম্পতে।

প্রদর্শয়ন্ রসান্ সর্ব্বান্ বাচয়েদ্বাচকো নৃপ॥" (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

যথাসময়ে সপ্তস্বরে রস ও ভাব প্রদর্শন করিয়া পাঠ করিতে হয়। পাঠ করিবার পূর্ব্বে পাঠক প্রথমে দেবতা, ও ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিয়া পাঠারম্ভ করিবেন।

"দেবার্চ্চামগ্রতঃ কৃত্বা ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।

গ্রন্থিঞ্চ শিথিলং কুর্য্যাদ্বাচকঃ কুরুনন্দন॥" (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

বাচকতা, বাচকত্ব (স্ত্রী ক্লী) বাচকস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বাচকত্ব, বাচকের ভাব বা ধর্ম্ম, পাঠ, বাচন।

বাচকপদ (ক্লী) ভাবব্যঞ্জক বাক্য।

বাচকাচার্য্য (পুং) জৈনাচার্য্যভেদ। (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ ৩৪।৮)

বাচক্নবী (স্ত্রী) বচক্নুঋষির অপত্যস্ত্রী। গার্গী।(শতপথব্রা° ১৪।৬।৬।১)

বাচক্রবী (স্ত্রী) গার্গী। [বাচক্নবী দেখ।]

বাচন (ক্লী) বচ-ণিচ্ ল্যুট্। পঠন, পড়া। পাঠ করিবার সময় বিশুদ্ধ চিত্তে অনন্যমনা হইয়া পাঠ করিতে হয়।

"শুদ্ধেনানন্যচিত্তেন পঠিতব্যং প্রযত্নতঃ।

ন কামাসিক্ত মনসা কার্য্যং স্তোত্রস্য বাচনম্॥" (বারাহীতন্ত্র)

২ প্রতিপাদন।

"শব্দে স্বভাবাদেকার্থেঃ শ্লেষোঽনেকার্থবাচনম্॥"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

বাচনক (ক্লী) বাচনেন কায়তীতি-কৈ-ক। প্রহেলিকা।

বাচনিক (ত্রি) বাক্যযুক্ত।

বাচণ্বর্গীয় (ত্রি) সোম। (ঋক্ ৯।৩৫।৫)

বাচয়িতৃ (ত্রি) বচ্-ণিচ্-তৃচ্। বাচক।

বাচশ্রবস্ (পুং) বাক্যদাতা। [বাচশ্রবস্ দেখ।]

বাচসাংপতি (পুং) বাচসাং সর্ব্ববিদ্যারূপ বাক্যানাং পতিঃ, অভিধানাৎ ষষ্ঠ্যা অলুক্। বৃহস্পতি। (শব্দরত্না°)

বাচস্পত (পুং) বাচস্পতির গোত্রাপত্য। (শাঙ্খা° ব্রা° ২৬।৫)

বাচস্পতি (পুং) বাচঃপতিঃ (ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি। পা ৮।৩।৫৩) ইতি ষষ্ঠী। বিসর্গস্য স। ১ বৃহস্পতি। (অমর) (ত্রি) ২ শব্দপ্রতিপালক। "বাচস্পতে নিষেধে মাস্থথা মদধরং" (ঋক্ ১০।১৬৬।৩) 'হে বাচস্পতে বাচঃ শব্দস্য পালয়িতৈব' (সায়ণ)

বাচস্পতি, ১ দেবগুরু বৃহস্পতি। প্রবাদ, ইনিই চার্ব্বাকদর্শনের মূল বৃহস্পতিসূত্র রচনা করেন।

২ একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ ও আভিধানিক। হেমচন্দ্র, মেদিনীকর এবং হারাবলীতে পুরুষোত্তম ইহার কোষের উল্লেখ করিয়াছেন

৩ একজন কবি। ক্ষেমেন্দ্রকৃত কবিকণ্ঠাভরণে ইঁহার পরিচয় আছে। পূর্ণনাম—শব্দার্ণব বাচস্পতি।

৪ অধ্যায়পঞ্চপাদিকাপ্রণেতা। ৫ বর্দ্ধমানেন্দুঅধ্যায়পঞ্চপাদিকারচয়িতা। ৬ স্মৃতিসংগ্রহ ও স্মৃতিসারসংগ্রহ সঙ্কলয়িতা। ৭ আটঙ্কদর্পণ নামক মাধবনিদানের টীকাপ্রণেতা। ইনি প্রমোদের পুত্র। ৮ একজন শাকুনশাস্ত্রপ্রণেতা।

বাচস্পতি গোবিন্দ, মেঘদূতটীকারচয়িতা।

বাচস্পতি মিশ্র, মিথিলাবাসী একজন পণ্ডিত। আচারচিন্তামণি, কৃত্যমহার্ণব, তীর্থচিন্তামণি, নীতিচিন্তামণি, পিতৃভক্তিতরঙ্গিণী, প্রায়শ্চিত্তচিন্তামণি, বিবাদচিন্তামণি, ব্যবহারচিন্তামণি, শুদ্ধিচিন্তামণি, শূদ্রাচারচিন্তামণি, শ্রাদ্ধচিন্তামণি ও দ্বৈতনির্ণয় নামক গ্রন্থরচয়িতা। এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি তিনি পুরুষোত্তম দেবের মাতা ও ভৈরবদেবের মহিষী জয়াদেবীর আদেশে রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত গয়াযাত্রা, চন্দন-ধেনুদান, তিথিনির্ণয়, শব্দনির্ণয় ও শুদ্ধিপ্রথা নাম্নী কয়খানি স্মৃতিব্যবস্থা পুস্তিকা পাওয়া যায়।

৩ কাব্যপ্রকাশটীকা-প্রণেতা। চণ্ডীদাসের টীকায় ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩ একজন বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক। ইনি মার্ত্তণ্ডতিলকস্বামীর শিষ্য। ইনি তত্ত্ববিন্দু, বেদান্ততত্ত্বকৌমুদী, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, বাচস্পত্য নামে বেদান্ত, তত্ত্বশারদী, যোগসূত্রভাষ্যব্যাখ্যা ও যুক্তিদীপিকা (সাংখ্য) নামে যোগ; ন্যায়কণিকাবিধিবিবেকটীকা, ন্যায়তত্ত্বাবলোক, ন্যায়রত্নটীকা, ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা, ভামতী বা শারীরক ভাষ্যবিভাগ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। সায়ণাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে, বর্দ্ধমান ন্যায়কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশে এবং শঙ্করমিশ্র বৈশেষিক সূত্রোপস্কার গ্রন্থে ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৮৯৮ শকে ইহার ন্যায়সূচীনিবন্ধ শেষ হয়। [ভবদেবভট্ট ও হরিবর্ম্মদেব দেখ।]

৪ ভাস্করাচার্য্যকৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থের একজন টীকাকার।

বাচস্পত্য (ত্রি) বৃহস্পতির মতসম্বন্ধীয়। বাচস্পতিং দেবপুরোহিত মমুজাতঃ বাচস্পত্যঃ। পুরোহিত-কর্ম্মকর্ত্তা। "বৃহস্পতির্হ বৈ দেবানাং পুরোহিতস্তমন্বন্যে মনুষ্যরাজ্ঞাং পুরোহিতা ইতি ব্রাহ্মণে বৃহস্পতিং যঃ সুভৃতং বিভর্ত্তীতি মন্ত্রস্থবৃহস্পতিপদস্য ব্যাখ্যানাৎ।" (মহাভারত ১৩ পর্ব্বে নীলকণ্ঠ)

বাচা (স্ত্রী) বাচ্, ভাগুরি মতে টাপ্। বাক্য, বাক্। (ত্রিকা°)

"বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ।
টাপশ্চাপি হলন্তানাং ক্ষুধা বাচা নিশা গিরা।" (কাতন্ত্র)

বাচাট (ত্রি) কুৎসিতং বহু ভাষতে ইতি বাচ্- (আলজা-টচে বহুভাষিণি। পা ৫।২।১২৫) ইতি আটচ্। বাচাল। যে অতিশয় কথা কহে। যে কন্যা অতিশয় বাচাল, তাহাকে বিবাহ করিতে নাই।

"নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্॥" (মনু ৩।৮)

বাচারম্ভন (ক্লী) ১ কথার আরম্ভ। ২ বাগালম্বন।

বাচাল (ত্রি) বহু কুৎসিতং ভাসতে ইতি বাচ্ (পা ৫।২।১২৫) ইতি আলচ্। বহু কুৎসিতভাষী, পর্য্যায়—জল্পাক, বাচাট।

অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন—সুবহু ভাষীকেও বাচাল বলা যায়।

"সুবহুভাষিণ্যপি জল্পাকাদয়স্ত্রয়ো বর্ত্তন্তে বাচাটো বাচালো জল্পাকঃ সুবহুভাষী স্যাদিতি শ্লোকার্দ্ধপর্য্যায়ে বোপালিতঃ।

"নিত্যপ্রগল্‌ভবাচালামুপতিষ্ঠে সরস্বতীম্। ইতি মুরারিঃ"

বাচালতা (স্ত্রী) বাচালস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ বাচালত্ব, বাচালের ভাব বা ধর্ম্ম, অতিশয় বাক্যপ্রয়োগ। ২ ধৃষ্টতা। চলিত ফচ্‌কেমি, জেঠামি।

বাচাবিরুদ্ধ (ত্রি) বাঙ্‌নিয়মনশীল। (নীলকণ্ঠ)

বাচাবৃদ্ধ (ত্রি) ১ বাক্যে বড়। যে কথায় পাকা। ২ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরোক্ত দেবগণভেদ। (বিষ্ণুপু°)

বাচস্তেন (ত্রি) মিথ্যাবাদী। (ঋক্ ১০।৮৭।১৫)

বাচিক (ত্রি) বাচ্-ঠক্। বাক্য দ্বারা কৃত, বাক্য দ্বারা যাহা অনুষ্ঠান করা যায় তাহাকে বাচিক কহে।

"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্॥"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

বাচিক কর্ম্মদোষ দ্বারা মনুষ্য পক্ষী ও মৃগত্ব প্রাপ্ত হয়

বাগেব বাক্ (বাচো ব্যাহৃতার্থায়াং। পা ৫।৪।৩৫) ইতি ঠক্। (ক্লী) ২ সঙ্কেতোক্তি।

"ভৃত্যমেকং বণিগ্ বেশ্মপ্রাহিণোদ্দত্তবাচিকম্।"

(রাজতরঙ্গিণী ৬।৩৫)

(পুং) বাচা নিষ্পন্নঃ ঠক্। ৩ বাক্যারম্ভ।

"আলাপশ্চ বিলাপশ্চ সংলাপশ্চ প্রলাপকঃ।

অনুলাপোঽপলাপশ্চ সন্দেশশ্চাতিদেশিকঃ॥

অপদেশোপদেশৌচ নির্দ্দেশো ব্যপদেশকঃ।

কীর্ত্তিতা বচনারম্ভাদ্ দ্বাদশামী মনীষিভিঃ॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

বাচিকপত্র (ক্লী) বাচিকস্য সন্দেশস্য পত্রম্। ১ লিপি। ২ সংবাদ-পত্র।

বাচিকহারক (পুং) বাচিকস্য সন্দেশস্য হারকঃ। ১ লেখন। (ত্রিকা°) ২ দূত।

বাচিন্ (ত্রি) বাক্যযুক্ত। "জাতিশব্দার্থবাচী" (সর্ব্বদর্শনস° ১৬।৪)

বাচোযুক্তি (ত্রি) বাচি বাক্যে যুক্তির্যস্য। ১ বাগ্মী। (অমরটীকা রামাশ্রম) (স্ত্রী) বাচো বচসো যুক্তিঃ (বাগ্দিক্ পশ্যদ্ভ্যো যুক্তিদণ্ডহরেষু। পা ৬।৩।২১) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ষষ্ঠ্যা অলুক্। ২ বাগ্দর্শিত ন্যায়। বাক্য দ্বারা যুক্তি দেখান।

বাচোযুক্তিপটু (ত্রি) বাচো যুক্তৌ বাক্দর্শিতন্যায়ে পটুঃ। বাগ্মী। (অমর)

বাচ্য (ত্রি) উচ্যতে ইতি বচ-ণ্যৎ। 'বচোঽশব্দসংজ্ঞায়াং ইতি ন কুত্বং। ১ কুৎসিত। ২ হীন। ৩ বচনার্হ, বলিবার উপযুক্ত।

"শত্রোরপি গুণাবাচ্যা দোষাবাচ্যা গুরোরপি।" (মলমাসতত্ত্ব)

তিন প্রকার শব্দের শক্তি—বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ। অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা শক্তিদ্বারা তিন প্রকার শব্দের প্রাতিতি হইয়া থাকে। যে স্থলে অভিধাশক্তি দ্বারা অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাকে বাচ্য কহে।

"অর্থো বাচ্যশ্চ লক্ষ্যশ্চ ব্যঙ্গশ্চেতি ত্রিধা মতঃ।"

"বাচ্যোঽর্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।

ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ॥"

(সাহিত্যদ° ২ পরি°)

(ক্লী) বচ-ণ্যৎ। ৪ প্রতিপাদন।

"পরবাচ্যেষু নিপুণঃ সর্ব্বো ভবতি সর্ব্বদা।" (ধরণি)

বাচ্যতা (স্ত্রী) বাচ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বাচ্যত্ব, বাচ্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

বাচ্যলিঙ্গ (ত্রি) বিশেষ্যপদের অনুগত। বিশেষণ পদে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের বাচ্য ও লিঙ্গের অনুগত হইয়া থাকে।

বাচ্যলিঙ্গক (ত্রি) বাচ্যলিঙ্গ সংজ্ঞাবিশিষ্ট।

বাচ্যলিঙ্গত্ব (ক্লী) বাচ্যলিঙ্গের ভাব।

বাচ্যবর্জ্জিত (ক্লী) যেখানে কোন কথা বলা উচিত, অথচ বলা হয় নাই, সেইরূপ নির্ব্বাক্ অবস্থাকে কার্য্যবর্জ্জিত বলা যায়।

বাচ্যায়ন (পুং) বাচ্যের গোত্রাপত্য। (তৈত্তি° স° ৪।৩।২।৩)

বাছ্, কামনা। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ বাঞ্ছতি। লিট্ ববাঞ্ছ, + লুট্ বাঞ্ছিতা। লুঙ্ অবাঞ্ছীৎ।

বাজ (ক্লী) ঘৃত। "বাচস্পতি র্বাজং নঃ স্বদতু" (শুক্লযজু° ৯।১) ২ যজ্ঞ। ৩ অন্ন। 'যো দেবো দেবতমো জায়মানো মহো বাজেভি র্মহদ্ভিশ্চ" (ঋক্ ৪।২২।৩) 'বাজেভিরন্নৈঃ' (সায়ণ) ৪ বারি। (মেদিনী) ৫ সংগ্রাম। "সস্নিং বাজেষু দুষ্টরম্" (ঋক্ ৫।৩৫।১) ৫ বল। (ঋক্ ৫।৮৫।২) (পুং) ৬ শরপক্ষ। (অমর) ৭ নিস্বন। ৮ পক্ষ। ৯ বেগ। (মেদিনী) ১০ মুনি। (বিশ্ব)।

বাজকর্ম্মন্ (ত্রি) শক্তিযুক্ত কর্ম্মকারী।

বাজকৃত্য (ক্লী) যে কার্য্যে বল বা শক্তি আবশ্যক হয়।

বাজগন্ধ্য (ত্রি) শক্তিহীন ; যেখানে শক্তির গন্ধ মাত্র নাই।

বাজজঠর (ত্রি) হবির্জ্জঠর। ধৃতগর্ভ।

বাজজিৎ (ত্রি) শক্তিজয়কারী (শুক্লযজুঃ ৬।৭)

বাজজিতি (স্ত্রী) শক্তি, ক্ষমতা।

বাজজিত্যা (স্ত্রী) অন্নজয়ী, শক্তিশালিনী।

বাজদ (ত্রি) বাজং অন্নং দদাতি দা-ক। অন্নদাতা। "মন্দাম বাজদা যুবং" (ঋক্ ১।১৩৫।৫) 'বাজদা বাজস্য অন্নস্য দাতারৌ' (সায়ণ)

বাজদাবন্ (ত্রি) অন্নদাতা। "ভূয়াম বাজদাব্নাং" (ঋক্ ১।১৭।৪ 'বাজদাব্নাং অন্নপ্রদানাং পুরুষাণাং' (সায়ণ)

বাজদাবর্যস্ (ক্লী) সামভেদ।

বাজদ্রবিণস্ (ত্রি) অন্ন ও ধনযুক্ত। (ঋক্ ৫।৪৩।৯)

বাজপতি (পুং) ১ অন্নপতি। ২ অগ্নি। (ঋক্ ৪।১৫।৩)

বাজপত্নী (স্ত্রী) ১ অন্নরক্ষয়িত্রী। ২ ধেনু।

বাজপস্ত্য (ত্রি) অন্নপূর্ণ। (ঋক্ ৬।৫৮।২১)

বাজপেয় (পুং ক্লী) বাজমন্নং ঘৃতং বা পেয়মত্রেতি। যজ্ঞবিশেষ, এই যজ্ঞ শ্রৌতসপ্তসংস্থার অন্তর্গত পঞ্চম যজ্ঞ।

"অগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোমো উক্থ্যষোড়শী বাজপেয়শ্চ"

(আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র)

যিনি বাজপেয় যজ্ঞ করেন, তাহার স্বর্গ হইয়া থাকে।

"যো বাজপেয়েন যজেত গচ্ছতি স্বারাজ্যং" (তৈত্তিরীয় ব্রা° ১।৩)

বাজপেয়ক (ত্রি) বাজপেয় সম্বন্ধীয়।

বাজপেয়িক (ত্রি) বাজপেয়যজ্ঞার্থ-পুত্রাদি আবশ্যকীয় দ্রব্য।

বাজপেয়িন্ (ত্রি) ১ বাজপেয়যজ্ঞকারী। ২ ব্রাহ্মণদিগের উপাধি বিশেষ।

বাজপেশস্ (ত্রি) অন্ন কর্তৃক অশ্লিষ্ট, অন্নযুক্ত।
"ধিয়ং জরিত্রে বাজপেশসম্" (ঋক্ ২।৩৪।৬)
'বাজপেশসং বাজৈরন্নৈরাশ্লিষ্টং' (সায়ণ)

বাজপ্য (পুং) পাণিন্যুক্ত-ঋষিভেদ। (পা ৪।১।৯৯)

বাজপ্যায়ন (পুং) ১ বাজপ্যের গোত্রাপত্য। ২ বৈয়াকরণ-ভেদ। (সর্ব্বদর্শন ১৪৬।১৭)

বাজপ্রমহস্ (ত্রি) ১ ধনদ্বারা তেজস্বী, অতিশয় ধনবিশিষ্ট।
"বাজপ্রমহঃ সমিষো বরন্ত" (ঋক্ ১।১২২।১৫)
'বাজপ্রমহ-বাজৈ ধনৈঃ প্রকৃষ্টং সহস্তেজো যস্য' (সায়ণ)
২ ইন্দ্র। (ঋক্ ১।১২২।১৫)

বাজপ্রসবীয় (ত্রি) অন্নোৎপাদনসম্বন্ধীয়। (শতপথব্রা° ৫।২।২।৫)

বাজপ্রসব্য (ত্রি) অন্নোৎপাদনীয়।

বাজপ্রসূত (ত্রি) যজ্ঞের নিমিত্ত প্রেরিতান্ন, যিনি-হবির্লক্ষণ বিশিষ্ট অন্ন প্রেরণ করিয়াছেন। "শবিষ্ঠা বাজপ্রসূতা ঈষয়ন্ত মন্ম" (ঋক্ ১।৭৮।৪) 'বাজপ্রসূতাঃ প্রসূতং প্রেরিতং বাজো হবির্লক্ষণমন্নং যৈস্তাদৃশা' (সায়ণ)।

বাজবন্ধু (পুং) বলপতি।

বাজভর্ম্মন্ (ত্রি) অন্ন বা বলের ভরণ যাহাতে হয়।
"সুবীরাভিস্তিরতে বাজভর্ম্মভিঃ (ঋক্ ৮।১৯।৩০)
'বাজভর্ম্মভিঃ বাজানাম্ মন্নানাং বলানাং বা ভর্ম্ম ভরণং যাসু তাভিঃ' (সায়ণ)।

বাজভর্ম্মীয় (ক্লী) সামভেদ।

বাজভৃৎ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ৬।১০।৩)।

বাজভোজিন্ (পুং) বাজং ভুঙ্‌ক্তে ইতি ণিনি। বাজপেয় যাগ। (শব্দরত্না°)।

বাজম্ভর (ত্রি) হবির্লক্ষণান্নের ভর্ত্তা।
"আশুং ন বাজম্ভরং মর্জ্জয়ন্তঃ" (ঋক্ ১।৬০।৪৫)
'বাজম্ভরং বাজস্য হবির্লক্ষণান্নস্য ভর্ত্তারং, সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজীতি। (পা ৩।২।৪৬) বাজশব্দে কর্ম্মণ্যুপপদে খচ্, (পা ৬।৩।৬৭) ইতি মুম্।' (সায়ণ)।

বাজরত্ন (ত্রি) ১ উত্তম অন্নযুক্ত। ২ ঋভু। (ঋক্ ৪।৩৪।২)

বাজরত্নায়ন (পুং) সোমশুষ্মনের অপত্য। (ঐতরেয় ৮।২১)

বাজবৎ (পুং) পাণিন্যুক্ত ব্যক্তিভেদ। (পা ৪।১।১৫৪)

বাজবতায়নি (পুং) বাজবতের গোত্রাপত্য।

বাজবৎ (ত্রি) ১ বলকারী। (ঋক্ ১।৩৪।৩)
২ অন্নযুক্ত। (ঋক্ ১।১২০।৯)

বাজশ্রব (পুং) ঋষিভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

বাজশ্রবস্ (ত্রি) ১ মনুষ্য লোক হইতে প্রেরিত অন্ন।
"বাজশ্রবসমিতবৃক্তবর্হিষঃ" (ঋক্ ৩।২।৫)
'বাজশ্রবসঃ মনুষ্যেভ্যঃ প্রেরিতান্নং' (সায়ণ)
২ অগ্নি।

বাজশ্রবস (পুং) বাজশ্রব বা বাজশ্রবস্ ঋষির গোত্রাপত্য।

বাজশ্রুত (ত্রি) অন্নের সহিত বিখ্যাত মনুষ্য, ধনদ্বারা বিখ্যাত মনুষ্য।
"বাজশ্রুতাসো যমজীজনন্" (ঋক্ ৪।৩৬।৫)
'বাজশ্রুতাসো বাজৈরসহ বিখ্যাতাঃ' (সায়ণ)।

বাজস (ক্লী) সামভেদ।

বাজসন (পুং) ১ শিব। ২ বিষ্ণু। ৩ বাজসনের শাখাভুক্ত।

বাজসনি (পুং) ১ অন্নদাতা।
"বাজসনিং পূর্ভিদং তূর্ণিমপ্তুরং" (ঋক্ ৩।৫১।২)
'বাজসনিং বাজস্য অন্নস্য সনিং দাতারং' (সায়ণ)
২ সূর্য্য।

বাজসনেয় (পুং) জনমেজয় কৃত বেদার্থগ্রন্থ। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে,—বৈশম্পায়ন শাপে এই শাখা বিনষ্ট হইয়াছিল। (মৎস্যপু°)
বাজসনেঃ সূর্য্যস্য ছাত্রঃ, বাজসনি-ঢক্। ২ যাজ্ঞবল্ক্য।
"আদিত্যানীমানি শুক্লানি যজূংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেনাখ্যায়ন্তে" (বৃহদারণ্যক উপ°)

বাজসনেয়সংহিতা (স্ত্রী) শুক্ল যজুর্ব্বেদ। [যজুর্ব্বেদ দেখ।]

বাজসনেয়ক (ত্রি) বাজসনেয় শাখাধ্যায়ী।

বাজসনেয়িন্ (পুং) বাজসনেয়েন প্রোক্তং বেদমস্ত্যস্যেতি ইনি। যজুর্বেদী।
"আর্ষক্রমেণ সর্ব্বত্র শূদ্রা বাজসনেয়িনঃ। ইতি মহাজন-পরিগৃহীতবচনাৎ যজুর্ব্বেদবিধিনৈব কর্ম্ম কুর্য্যুঃ" (মলমাসতত্ত্ব)
শূদ্রদিগের সমস্ত কার্য্য যজুর্ব্বেদানুসারে হইয়া থাকে, এইজন্য উহাদিগকে বাজসনেয়ী বলা যায়।

বাজস্ (ত্রি) অন্ন। "ধিয়মশ্বসাং বাজসামুত" (ঋক্ ৬।৫৩।১০)
'বাজসা মন্নানাং' (সায়ণ)

বাজসাতি (স্ত্রী) সংগ্রাম, যুদ্ধস্থল।
"লোভবন্তং বাজসাতৌ" (ঋক্ ১।৩৪।১২)
'বাজসাতৌ সংগ্রামে' (সায়ণ)
২ অন্নলাভ।
"পরস্মৈ বাজসাতয়ে" (ঋক্ ৯।৪৩।৬)
'বাজসাতয়ে অন্নলাভায়' (সায়ণ)

বাজসামন্ (ক্লী) সামভেদ।

বাজস্থৎ (ত্রি) বাজং সংগ্রামং সরতি সৃ-ক্বিপ্ সংগ্রামসরণ, যুদ্ধে যাওয়া। "ন বাজস্থৎ কণিক্রতি" (ঋক্ ৯।৪৩।৫)
'বাজস্থৎ সংগ্রামসরণঃ' (সায়ণ)

বাজশ্রবাক্ষ (পুং) বেণরাজ। (বিষ্ণুপুরাণ)

বাজশ্রব (পুং) [বাজশ্রবস দেখ]

বাজিকেশ (ত্রি) জাতিবিশেষ। (মার্কপু° ৫৮।৩৭)

বাজিগন্ধা (স্ত্রী) বাজিনো ঘোটকস্য গন্ধোঽস্ত্যস্যামিতি, অচ্-টাপ্। অশ্বগন্ধা। (রত্নমালা)

বাজিগ্রাব (পুং) রাজপুত্রভেদ।

বাজিত (ত্রি) শব্দিত।

বাজিদন্ত (পুং) বাজিনাং দন্তইব পুষ্পং যস্য। বাসক। (রত্নমালা) স্বার্থে কন্। বাজিদন্তক, বাসক। (অমর)

বাজিদৈত্য (পুং) অসুরভেদ, কেশীর পুত্র।

বাজিন্ (পুং) বাজো-বেগোঽস্ত্যস্যেতি বাজ-ইনি। ১ ঘোটক।

"শতৈস্তমক্ষ্যামণিমেষবৃত্তিভি-
হরিং বিদিত্বা হরিভিশ্চ বাজিভিঃ।" (রঘু ৩।৪৩)।

বাজঃ পক্ষোঽস্ত্যস্যেতি। ২ বাণ। ৩ পক্ষী। (অমর) ৪ বসাক। (শব্দরত্না°)

বাজতি গচ্ছতীতি বাজ-ণিনি। (ত্রি) ৫ চলনবিশিষ্ট।

"বাজী বহন্বাজিনং জাতবেদো দেবানাং" (শুক্লযজু° ২৯।১)

'বজতি বাজী বজ-গতৌ চলনবান্' (মহীধর)

বাজমন্নমস্যাস্তীতি। ৬ অন্নবিশিষ্ট, অন্নযুক্ত।

"তমীমহে নমসা বাজিনং বৃহৎ" (ঋক্ ৩।২।১৪)

'বাজিনং অন্নবন্তং (সায়ণ)

বাজঃ পক্ষোঽস্তেতি। ৭ পক্ষবিশিষ্ট। (ভাগবত ৪।৭।১৬)

বাজিন (ক্লী) আমিক্ষামস্ত, ছানার মাত, ছানার জল। (হেম) ইহার গুণ—মুখশোষ, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক, লঘু, বল ও রুচিকর। (ভাবপ্র°)

"সোমস্য রূপং হবিষ আমিক্ষা বাজিনং মধু" (শুক্লযজু° ১৯।২১)

২ হবিঃ। "বাজীবতন্ বাজিনং" শুক্লযজু° ২৯।১১)

'বাজিনং হবিঃ'। মহীধর

(পুং) ৩ অর্থ। (ঋক্ ১০।৭১।৫)

বাজিনী (স্ত্রী) বাজিন্-ঙীপ্। ১ অশ্বগন্ধা। ২ ঘোটকী। পর্য্যায়—বড়বা, বামী, প্রসূকা, আর্ত্তবী। ইহার দুগ্ধ গুণ—রুক্ষ, অম্ল, লবণ, দীপন, লঘু, দেহস্থৌল্যকর, বলকর এবং কান্তিবর্দ্ধক। দধিগুণ-মধুর, কষায়, কফপীড়া ও মূর্চ্ছাদোষ-নাশক, রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক, দীপক ও নেত্রদোষনাশক। ঘৃতগুণ—কটু, মধুর, কষায়, ঈষদ্দীপন, মূর্চ্ছানাশক, শুক্র ও বাতবর্দ্ধক। (রাজনি°)

বাজিনীবৎ (ত্রি) অন্ন বা বলবিশিষ্ট।

"অশ্বিনোরসনং রথমনশ্বং বাজিনীবতোঃ" (ঋক্ ১।১২০।১০)

'বাজিনীবতোঃ বাজোঽন্নং বলং বা তদ্বৎ ক্রিয়ামতোঃ অশ্বিনোঃ' (সায়ণ)

বাজিনীবসু (ত্রি) বাজিনীবৎ, অন্ন বা বলবিশিষ্ট, বলবর্দ্ধন।

"সোমং পিবতং বাজিনীবসূ" (ঋক্ ২।৩৭।৫)

'বাজিনীবসূ বাজএব বাজিনী অন্নেন বাসয়িতারৌ বল-বর্দ্ধনৌ বা' (সায়ণ)

বাজিনেয় (পুং) বাজিনীপুত্র, ভরদ্বাজ।

"ত্বাং বাজীহবতে বাজিনেয়ো" (ঋক্ ৬।২৬।২)

'বাজিনেয়ো বাজিন্যাঃ পুত্রো ভরদ্বাজঃ' (সায়ণ)

বাজিপৃষ্ঠ (পুং) বাজিনঃ পৃষ্ঠমিব আকৃতিরস্যেতি। ১ অম্লান-বৃক্ষ। (শব্দচ°) ২ অশ্বের পৃষ্ঠ।

বাজিভ (ক্লী) অশ্বিনী নক্ষত্র। (বৃহৎস° ২।১৯)

বাজিভক্ষ (পুং) বাজিভির্ভক্ষ্যতে ইতি-ভক্ষ-কর্ম্মণি ঘঞ্। চণক।

বাজিভোজন (পুং) বাজিভির্ভোজ্যতে ইতি ভুজ কর্ম্মণি ল্যুট্। মুদ্গ। (রাজনি°)

বাজিমৎ (পুং) পটোল। (রত্নমালা)

বাজিমেধ (পুং) অশ্বমেধযজ্ঞ।

বাজিমেষ (পুং) কালভেদ।

বাজিরাজ (পুং) ১ বিষ্ণু। ২ অশ্ববর

বাজিনীছন্দঃ (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ২৩টী অক্ষর, তন্মধ্যে ১ হইতে ৮ ও ১৩ অক্ষর লঘু ও তদ্ভিন্ন গুরু।

বাজিবিষ্ঠা (স্ত্রী) ১ অশ্বত্থ। ২ ঘোড়ার গু।

বাজিশত্রু (পুং) অশ্বমার বৃক্ষ।

বাজিশালা (স্ত্রী) বাজিনাং শালা গৃহং। অশ্বশালা, ঘোটক-গৃহ। চলিত আস্তাবল, পর্য্যায় মন্দুরা। (অমর)

"কাম্বোজানাং বাজিশালা জায়ন্তে স্ম হয়োজ্ঝিতাঃ।"
(রাজতরঙ্গিণী ৪।১৬৬)

বাজিশিরস্ (পুং) ১ দানবভেদ। (হরিবংশ)

বাজিসনেয়ক (ত্রি) বাজসনেয়ক।

বাজীকর (ত্রি) ১ বাজীকরণ রসায়ন-প্রস্তুতকারী। ২ ভৌতিক ক্রিয়া বা ব্যায়ামাদি কৌশল-প্রদর্শনকারী।

বাজীকরণ (ক্লী) অবাজী বা জীব ক্রিয়তে অনেনেতি কৃ-ল্যুট্, অভূততদ্ভাবে চি। বীর্য্যবৃদ্ধিকর। ইহার লক্ষণ—

"যদ্দ্রব্যং পুরুষং কুর্য্যাৎ বাজিবৎ সুরতক্ষমম্।
তদ্বাজীকরণমাখ্যাতং মুনিভির্ভিষজাং বরৈঃ॥"
(ভাবপ্র° বাজীকরণাধি°)

যে দ্রব্য সেবন করিলে পুরুষ অশ্বের ন্যায় সুরতক্ষম হয়, অর্থাৎ যে ক্রিয়া দ্বারা অশ্বের ন্যায় রতিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহাই বাজীকরণ। স্বভাবতঃ যাহাদের রতি-শক্তি অল্প এবং অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাসাদি দুষ্ক্রিয়া দ্বারা যাহাদের রতিশক্তির হীনতা ঘটিয়াছে, তাহাদের বাজীকরণ ঔষধ সেবন

বিধেয়। শরীর মধ্যে শুক্র ধাতুই শ্রেষ্ঠ এবং এই ধাতু শরীর পোষণের একমাত্র প্রধান, সুতরাং এই ধাতুর অল্পতা হইলে যাহাতে ঐ ধাতু বৃদ্ধি হয়, এইরূপ উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শুক্র ক্ষয় হইলে সকল ধাতুরই ক্ষয় হইয়া অকালে শরীর নষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; এইজন্যও বাজীকরণ ঔষধাদি সেবন দ্বারা ক্ষীণ শুক্রের পূরণ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

সাধারণতঃ—ঘৃত, দুগ্ধ, মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে বাজীকরণের প্রয়োজন অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হয়। যে সকল দ্রব্য মধুর রস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক ও তৃপ্তিজনক সেই সকল পদার্থ সাধারণতঃ বৃষ্য বা বাজীকরণ নামে অভিহিত। প্রিয়তমা এবং অনুরক্তা সুন্দরী যুবতী রমণীই বাজীকরণের প্রথম উপাদান। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, ক্লৈব্য অর্থাৎ ক্লীবতা (সুরতশক্তি) উপস্থিত হইলে বাজীকরণ ঔষধ সেবন করিতে হয়, এইজন্য বাজীকরণের প্রথমে ক্লৈব্যের লক্ষণ, সংখ্যা ও নিদান বলা যাইতেছে—

"অত্র প্রসঙ্গাৎ ক্লৈব্যস্য লক্ষণং সংখ্যাং নিদানঞ্চাহ—
ক্লীবঃ স্যাৎ সুরতাসক্তস্তদ্ভাবঃ ক্লৈব্যমুচ্যতে ॥
তচ্চ সপ্তবিধং প্রোক্তং নিদানং তস্য কথ্যতে।
তৈস্তৈর্ভাবৈরহৃদ্যৈস্তু রিরংসোর্ম্মনসিক্ষতে ॥
ধ্বজঃ পতত্যথো নৃণাং ক্লৈব্যং সমুপজায়তে।
দ্বেষ্য স্ত্রীসংপ্রযোগাচ্চ ক্লৈব্যং তন্মানসং স্মৃতম্ ॥"

(ভাবপ্র° বাজীকরণাধি°)

মানব সুরতক্রিয়ায় আসক্ত হইলে তাহাকে ক্লীব কহে, ক্লীবের ভাব ক্লৈব্য, এই ক্লৈব্য ৭ প্রকার। ইহার নিদানাদি এইরূপ :—ভয়, শোক ও ক্রোধাদি কর্ত্তৃক কিংবা অহৃদ্য সেবন হেতু অথবা অনভিপ্রেতা দ্বেষ্যা স্ত্রীর সহিত মৈথুন করিলে মনের প্রীতি না হইয়া বরং অসুস্থতা জন্মে। ইহাতে লিঙ্গের উত্তেজনা শক্তি রহিত হয়, তখন তাহাকে মানস-ক্লৈব্য কহে।

অতিরিক্ত কটু, অম্ল, লবণ, ও উষ্ণ দ্রব্য সেবনে পিত্তবৃদ্ধি হইয়া শুক্র ধাতু ক্ষয় হয়। ইহাতে শিশ্নের উত্তেজনা রহিত হইলে তাহাকে পিত্তজ ক্লৈব্য কহে। যে ব্যক্তি বাজীকরণ ঔষধ সেবন না করিয়া অতিরিক্ত মৈথুনাশক্ত হয়, তাহারও শুক্রক্ষয় হেতু ক্লৈব্য জন্মে। বলবান্ ব্যক্তি অত্যন্ত কামাশক্ত হইলে যদ্যপি মৈথুন না করিয়া শুক্রবেগ ধারণ করে, তাহা হইলেও তাহার শুক্র স্তম্ভ হেতু ক্লৈব্য রোগ জন্মে। জন্ম হইতে ক্লৈব্য হইলে বাজীকরণ ঔষধ সেবনে কোন ফল হয় না। বীর্য্যবাহিনী শিরাচ্ছেদ হেতু যে ক্লৈব্য উপস্থিত হয়, তাহাও অসাধ্য।

সাধ্যক্লৈব্য রোগে হেতুর বিপরীত কার্য্য করা বিধেয়, কারণ নিদান পরিবর্জ্জনই সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা হইতে শ্রেষ্ঠ। তৎপরে তাহাদের বাজীকরণ ঔষধ সেবন বিধেয়।

"সদ্যো বাজীকরান্ যোগান্ সম্যক্ শুদ্ধো নিরাময়ঃ।
সপ্তত্যন্তং প্রকুর্ব্বীত বর্ষাদূর্দ্ধ্বন্তু ষোড়শাৎ ॥
আয়ুষ্কামো নরঃস্ত্রীভিঃ সংযোগং কর্ত্তুমর্হতি ॥" (ভাবপ্র°)

মানবগণ উত্তমরূপে কায়া শোধন করিয়া ১৬ বৎসরের পর ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত বাজীকরণ ঔষধ সেবন করিবে। অবিশুদ্ধ শরীরে বাজীকরণ ঔষধ সেবন বিধেয় নহে, তাহাতে নানাবিধ শরীরের অনিষ্ট হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ শরীরে বাজীকরণ ঔষধ সেবনে রতিশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বিলাসী, অর্থশালী, ও রূপযৌবনসম্পন্ন মনুষ্যগণের এবং যাহাদের বহুস্ত্রী তাহাদিগের বাজীকরণ ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য। বৃদ্ধ রমণেচ্ছু, মৈথুন হেতু ক্ষীণ, ক্লীব ও অল্পশুক্র বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এবং যে ব্যক্তি স্ত্রীদিগের প্রিয় হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে বাজীকরণ ঔষধ হিতকর এবং প্রীতি ও বলবর্দ্ধক।

নানাপ্রকার সুখকর, আহারীয় ও পানীয়, গীত, রমণীয় বাক্য, স্পর্শসুখ, তিলকাদি ধারিণী রূপযৌবনসম্পন্না কামিনী, শ্রবণসুখকর গীত, তাম্বূল, মদ্য, মাল্য, মনোহর গন্ধ, চিত্রিত রূপ দর্শন, উদ্যান এবং মনের প্রীতিকর দ্রব্য সমূহ মানবগণের বাজীকরণ নামে অভিহিত।*

স্বর্ণমাক্ষিক, পারদভস্ম ও লৌহচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে এবং হরীতকী, শিলাজতু ও বিড়ঙ্গ ঘৃতের সহিত একবিংশতি দিবস লেহন করিলে অশীতি বৎসরের বৃদ্ধও যুবার ন্যায় স্ত্রী প্রসঙ্গ করিতে সমর্থ হয়। গুলঞ্চের রস, মারিত অভ্র, লোধ, এলাচি, চিনি ও পিপ্পলীচূর্ণ এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত লেহন করিলে সেই ব্যক্তি একশত স্ত্রীতে উপগত হইতে পারে। জীববৎসা গাভীর দুগ্ধদ্বারা গোধূম চূর্ণ, চিনি, মধু ও ঘৃত সহ পায়স প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও রতিশক্তি

* "বিলাসিনামর্থবতাং রূপযৌবনশালিনাম্।
নরানাং বহুভার্য্যানাং বিধির্বাজীকরো হিতঃ।
স্থবিরাণাং রিরংসূনাং স্ত্রীণাং বাল্লভ্যমিচ্ছতাম্।
যোষিৎপ্রসঙ্গাৎ ক্ষীণানাং ক্লীবানামল্পরেতসাম্।
হিতা বাজীকরা যোগা প্রীণয়ন্ত্য বলপ্রদাঃ।
এতেহপি পুষ্টদেহানাং সেব্যঃ কালাদ্যপেক্ষয়া।
ভোজনানি বিচিত্রাণি পা[illegible]বিধানি চ।
গীতং শ্রোত্রাভিরামাশ্চ বাচঃ [illegible]র্শসুখাস্তথা।
কামিনী সান্দ্রতিলকা কামিনী নবযৌবনা।
গীতং শ্রোত্রমনোজ্ঞঞ্চ তাম্বূলং মদিরাস্রজঃ।
গন্ধা মনোজ্ঞা রূপাণি চিত্রাণ্যুপবনানি চ।
মনসশ্চাপ্রতীঘাতং বাজী কুর্ব্বন্তি মানবম্।"

(ভাবপ্র° বাজীকরণাধি°)

সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঈষৎ অম্লমধুর দধি ৮ সের, পরিষ্কৃত চিনি ২ সের, মধু অর্দ্ধপোয়া, শুণ্ঠী ৮ মাষা,ঘৃত অর্দ্ধপোয়া, মরিচ ৪ মাষা এবং লবঙ্গ অর্দ্ধছটাক একত্র করিয়া পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ডে রাখিয়া হস্তদ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিবে। তাহাতে বস্ত্রছিদ্র দিয়া নিম্নে যে দ্রব্য গলিয়া পড়িবে, তাহার সহিত কস্তুরী ও চন্দন মিশ্রিত করিবে, পরে তাহা অগুরু দ্বারা ধূপিত করিয়া কর্পূর যোগে সুগন্ধি করিয়া লইবে। এইরূপে রসালা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে উত্তম বাজীকরণ হয়। মকরেশ্বর স্বয়ং সেবনের জন্য ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা অতিশয় সুখদায়ক এবং কামাগ্নি-সন্দীপক।

গোক্ষুর বীজ, কোকিলাক্ষ বীজ, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, শূকশিম্বীবীজ, যষ্টিমধু, গোরক্ষ-চাকুলিয়া ও বেড়েলা একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিবে। পরে তাহা চিনির সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া অগ্নির বলানুসারে ভোজন করিলে উত্তম বাজীকরণ হয়, সকল বাজীকর ঔষধ হইতে সারগ্রহণ করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে ; সুতরাং তাহা সকল প্রকার বাজীকরণ হইতে শ্রেষ্ঠ। এই ঔষধ প্রস্তুতকালে চূর্ণ হইতে ৮ গুণ দুগ্ধ, চূর্ণের সমান ঘৃত এবং সমস্ত দ্রব্যের সমান চিনি দিতে হয়। ইহাকে রতিবর্দ্ধনমোদক কহে।

মারিত অভ্র ৪ ভাগ, মারিত বঙ্গ ২ ভাগ, এবং পারদভস্ম একভাগ, এই তিনটী দ্রব্য উত্তমরূপে একত্র মাড়িয়া সমপরিমাণ কৃষ্ণধুস্তুর চূর্ণ মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে তাহাতে দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, নাগকেশর, জাতিফল, মরিচ, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, লবঙ্গ ও জাতীপত্র, প্রত্যেকে ২ ভাগ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশাইবে। ঐ মিশ্রিত সমস্ত চূর্ণের সহিত দ্বিগুণ চিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে। তারপর ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক অগ্নির বলানুসারে সেবন করিলে সত্বর আনন্দ বর্দ্ধিত এবং বহু কামিনীতে উপগত হইবার সামর্থ্য জন্মে।

ছাগলের অণ্ডকোষ বা কচ্ছপের ডিম্ব পিপ্পলী ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া ঘৃতে পাক করিয়া ভক্ষণ করিলে অত্যন্ত বৃষ্য হয়।

দক্ষিণ দেশজাত গুবাক খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে, পরে ঐ গুবাক জলে সিদ্ধ করিয়া অতিশয় কোমল হইলে তাহা জল হইতে তুলিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। এই গুবাকখণ্ড উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। এই চূর্ণ ১।০ সওয়া সের, ৮ গুণ দুগ্ধ ও অর্দ্ধসের ঘৃতে পাক করিয়া ইহাতে ৬।০ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া সুপক্ক হইতে নামাইতে হইবে। তৎপরে তাঁহাতে নিম্নোক্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ যথা—এলাচি, গোরক্ষচাকুলিয়া, বেড়েলা, পিপ্পলী, জাতীফল, কপিত্থ, জাতীপত্র, আদিত্যপত্র, তেজপত্র, দারুচিনি, শুণ্ঠী, বীরণমূল, বালা, মুথা, ত্রিফলা, বংশলোচন, শতমূলী, শূকশিম্বী, দ্রাক্ষা, কোকিলাক্ষবীজ, গোক্ষুরবীজ, বৃহতী, পিণ্ডখর্জ্জুর, ক্ষীরা, ধনে, কেশুর, যষ্টিমধু, পানিফল, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যবানী, বীজকোষ, জটামাংসী, মৌরি, মেথি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, অশ্বগন্ধা, কর্চ্চূর, নাগকেশর, মরিচ, পিয়াল-বীজ, শিমুলবীজ, গজপিপ্পলী, পদ্মবীজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, এবং লবঙ্গ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধপোয়া। অনন্তর তাহাতে পারদভস্ম, বঙ্গ, সীসক, লৌহ, অভ্র, কস্তুরী ও কর্পূরচূর্ণ অল্প মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া এই মোদক প্রস্তুত করিবে। অগ্নির বল বিবেচনায় মাত্রা স্থির করিয়া সেবন করা বিধেয়। ভুক্তান্ন উত্তমরূপে পরিপাক হইলে আহারের পূর্ব্বে ইহা সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহা সেবনে জঠরাগ্নি, বল, বীর্য্য, ও কামবৃদ্ধি হয় এবং বার্দ্ধক্য নষ্ট ও শরীরের পুষ্টি হইয়া অশ্বের ন্যায় মৈথুনক্ষম হইয়া থাকে। ইহাকে রতিবল্লভ-পুগপাক কহে।

এই প্রণালীতে রতিবল্লভপুগপাক প্রস্তুত করিয়া সুরা, ধুস্তুরবীজ, আকন্দ, সূর্য্যাবর্ত্ত, হিঙ্গলবীজ, সমুদ্রফেন ও মাজুফল প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, খসফলোদ্ভূত বল্কল অর্দ্ধছটাক এবং সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধাংশ সিদ্ধি চূর্ণ মিলিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হয়, ইহার নাম কামেশ্বর মোদক, ইহা অতি শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ।

সুপক্ক আম্রের রস ১॥৪ একমণ চব্বিশ সের, চিনি ৵৮ সের, ঘৃত ৵৪ সের, শুণ্ঠীচূর্ণ ৵১ সের, মরিচ ৵॥০ অর্দ্ধসের, পিপ্পলী ৵।০ একপোয়া ও জল ১৬ সের, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে পাক করিবে, পাককালে কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতাদ্বারা আলোড়ন করিতে হয়। পাকে তাহা গাঢ় হইয়া আসিলে নিচে নামাইয়া ধনে, জীরা, হরীতকী, চিতা, মুথা, দারুচিনি, স্থূলজীরা, পিপ্পলীমূল, নাগকেশর, এলাচির দানা, লবঙ্গ ও জাতীপুষ্প প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধপোয়া তাহাতে প্রক্ষেপ দিতে হইবে। ক্রমে শীতল হইলে তাহাতে পুনরায় একসের মধু প্রক্ষেপ দিবে। ভোজনের পূর্ব্বে অগ্নির বলানুসারে মাত্রানিরূপণ করিয়া সেবন করিতে হয়। ইহাতে গ্রহণী প্রভৃতি বহুবিধ রোগ প্রশমিত হয় এবং বল ও বীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া অশ্বের ন্যায় মৈথুনক্ষম হয়। ইহা অতি উত্তম বাজীকরণ। ইহার নাম আম্রপাক। অতিশয় ইন্দ্রিয়সেবনাদি দ্বারা শিশ্নের উত্তেজনা রহিত হইলে গোক্ষুরচূর্ণ ছাগীদুগ্ধের সহিত পাক করিয়া উহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রোগ অতি শীঘ্র প্রশমিত হয়।

তিলতৈল ৵৪ সের, কল্কার্থ রক্তচন্দন, বকম, কালীয়াকড়া,

অগুরু, কৃষ্ণাগুরু, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, কুঁশ, কাশ, শর, উলু, ইক্ষুমূল, কর্পূর, মৃগনাভি, লতাকস্তুরী, শিলারস, কুঙ্কুম, রক্তপুনর্নবা, জাতীফল, জাতীপত্র, লবঙ্গ, বড় ও ছোট এলাচি, কাকলাফল, পৃক্কা, তেজপত্র, নাগকেশর, বালা, বেনার মূল, জটামাংসী, দারুচিনি, মৃতকর্পূর, শৈলজ, নাগরমুথা, রেণুকা, প্রিয়ঙ্গু, টারপিন, গুগ্‌গুলু, লাক্ষা, নখী, ধুনা, ধাইফুল, গাঠিয়ান, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদিকা এবং মোম এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের অর্দ্ধতোলা, চতুর্গুণ জলে যথাবিধানে পাক করিবে। এই তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে অশীতিপর বৃদ্ধও শুক্রাধিক্যে যুবার ন্যায় স্ত্রীদিগের প্রিয় হয়। বিশেষতঃ বন্ধ্যা স্ত্রী এই তৈল মাখিলে তাহার বন্ধ্যাত্বদোষ প্রশমিত হয়। ইহাকে চন্দনাদিতৈল কহে।

দশমূল, পিপ্পলী, চিতা, কপিত্থ, বহেড়া, কটফল, মরিচ, শুণ্ঠী, সৈন্ধব, রক্তরোহীতক, দন্তী, দ্রাক্ষা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, বিড়ঙ্গ, কাকড়াশৃঙ্গী, দেবদারু, পুনর্নবা, ধনে, লবঙ্গ, শোনালু, গোক্ষুর, বৃদ্ধদারক, পারুল ও বীরণমূল প্রত্যেকে একপোয়া ও হরীতকী /৮ সের, এই সকল একত্র করিয়া ২ মণ জলে পাক করিবে। হরীতকী উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে পরে উহাতে মধু দিবে। তৎপরে তিন দিন, পাঁচ দিন ও দশ দিনে পুনরায় উহাতে মধু নিক্ষেপ করিতে হইবে। এই-রূপে হরীতকী দৃঢ় হইয়া আসিলে ঘৃতপাত্রে তাহা মধুপূর্ণ করিয়া রাখিবে। এই মধুপক্ক হরীতকী সম্বন্ধে ধন্বন্তরি স্বয়ং বলিয়া-ছেন, ইহা ভক্ষণে শ্বাস, কাশ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত এবং বলবীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া রোগী অত্যধিক সুরতক্ষম হয়।

শূকশিম্বীবীজ অর্দ্ধসের ও ঘৃত /৪ সের গব্যদুগ্ধে পাক করিতে হইবে। পরে ইহা গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইয়া উক্ত বীজের ছাল ছাড়াইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে এবং সেই পিষ্ট পদার্থ লইয়া বটী প্রস্তুত করিয়া ঐ বটী ঘৃতে পাক করিয়া দ্বিগুণ চিনির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, তৎপরে ঐ বটীসকল নিমগ্ন হইতে পারে এরূপ পরিমাণ মধু একটী পাত্রে রাখিয়া তন্মধ্যে ঐ বটী স্থাপন করিতে হইবে। ইহার আড়াই তোলা পরিমাণে প্রাতে ও সায়ংকালে ভক্ষণ করিলে শুক্রের তরলতা নষ্ট করিয়া শিশ্নের উত্তেজনা বৃদ্ধি করে এবং অশ্বের ন্যায় রতিশক্তি জন্মে। ইহার নাম বানরী বটিকা।

আকারকরভ (আকরকড়া), শুণ্ঠী, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপ্পলী, জাতীফল, জাতীপুষ্প, রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে অর্দ্ধছটাক এবং অহিফেন অর্দ্ধপোয়া এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মধুর সহিত একমাষা পরিমাণে রাত্রে সেবন করিলে শুক্রস্তম্ভিত হইয়া অত্যন্ত রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। (ভাবপ্র° বাজীকরণাধি°)

বাভটে লিখিত আছে যে—

"বাজীকরণমন্বিচ্ছেৎ সততং বিষয়ীপুমান্।
তুষ্টিঃ পুষ্টিরপত্যঞ্চ গুণবত্তত্র সংশ্রিতম্॥
অপত্যসন্তানকরং যৎসদ্যঃ সংপ্রহর্ষণম্।
বাজীবাতিবলো যেন যাত্যপ্রতিহতোঽঙ্গনাঃ॥
ভবত্যতিপ্রিয়ঃ স্ত্রীণাং যেন যেনোপচীয়তে।
তদ্বাজীকরণং তদ্ধি দেহস্যোর্জ্জস্করং পরম্॥
ধর্ম্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং লোকদ্বয়রসায়নম্।
অনুমোদামহে ব্রহ্মচর্য্যমেকান্ত নির্ম্মলম্॥
অল্পসত্ত্বস্য তু ক্লেশৈর্বাধ্যমানস্য রাগিণঃ।
শরীরক্ষয়রক্ষার্থং বাজীকরণমুচ্যতে॥
কল্পস্যোদগ্রবয়সো বাজীকরণসেবিনঃ।
সর্ব্বেষ্বৃতুষহরহর্ব্যবায়ো ন নিবার্য্যতে॥" (বাভট উ° ৪০ অ°)

বিষয়ীপুরুষ বাজীকরণযোগসমূহ ব্যবহার করিবেন, কারণ এই বাজীকরণ ঔষধ সেবন করিলে তুষ্টি, পুষ্টি, গুণবান্ পুত্র এবং সদ্য আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে বাজী অর্থাৎ অশ্বের ন্যায় সুরতক্ষমতা জন্মে, এই জন্য এই যোগের নাম বাজীকরণ। ইহাতে স্ত্রীদিগের দর্প-চূর্ণ এবং তাহাদের অতিশয় প্রিয় হওয়া যায়। এই যোগ দেহের বলবর্দ্ধক, ধর্ম্মকর, যশস্কর, আয়ুর্বর্দ্ধক এবং লোকদ্বয় রসায়ন। যাহাদের শরীর বলহীন হইয়াছে, অথবা রোগ শোকাদি দ্বারা যাহাদের শরীর জীর্ণ আছে, তাহাদের শরীর-ক্ষয় রক্ষার জন্য বাজীকরণযোগ সেবন করা আবশ্যক। বৃদ্ধ ব্যক্তিও বাজীকরণযোগ সেবন করিয়া শরীরের সামর্থ্য ও বহু স্ত্রীতে উপ-গত হইবার সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকেন।

"চিন্তয়া জরয়া শুক্রং ব্যাধিভিঃ কর্ম্মকর্ষণাৎ।
ক্ষয়ং গচ্ছত্যনশনাৎ স্ত্রীণাঞ্চাতিনিষেবণাৎ॥"

বাজং শুক্রং তদস্যাস্তীতি বাজী অবাজী বাজী ক্রিয়তে পুরুষোঽনেন ইতি বাজীকরণং, অথবা বাজীব যোগাৎ যদুক্তং চরকে—

"যেন নারীষু সামর্থ্যং বাজীবল্লভতে নরঃ।
যেন বাপ্যধিকং বীর্য্যং বাজীকরণমেব তৎ॥"

(ভৈষজ্যরত্না° বাজীকরণাধি°)

চিন্তা, জরা, ব্যাধি, ক্লেশজনক কর্ম্ম, উপবাস এবং অতি-রিক্ত স্ত্রীসঙ্গমাদি দ্বারা দেহের শুক্রক্ষয় হইয়া থাকে। সেই হেতু, দেহের বল ও শুক্রক্ষয় নিবারণ জন্য বাজীকরণ যোগ সেবন বিধেয়। যদ্দ্বারা পুরুষের স্ত্রীসঙ্গমবিষয়ে অশ্বের ন্যায় শক্তি ও অতিশয় শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাজীকরণ কহে।

যদি অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গম করা যায়, অথচ বাজীকরণ ঔষধ

সেবন না করা যায়, তাহা হইলে গ্লানি, কম্প, অবসন্নতা, কৃশতা, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, শোষ, উচ্ছ্বাস, উপদংশ, জ্বর, অর্শ, ধাতু সকলের ক্ষীণতা, বায়ুপ্রকোপ, ক্লীবতা, ধ্বজভঙ্গ ও স্ত্রীর অপ্রিয়তা এই সমুদয় ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এইজন্য এই সকল অবস্থা ঘটিলে বাজীকরণ সেবন করা আবশ্যক।

যে সকল দ্রব্য মধুর, স্নিগ্ধ, আয়ুস্কর, ধাতুপোষক, গুরু ও চিত্তের আহ্লাদজনক,তাহাদিগকে বৃষ্য বা বাজীকরণ যোগ কহে। মাষকলাই ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। শতমূলী ২ তোলা, দুগ্ধ একপোয়া, জল একসের, শেষ একপোয়া, ইহা পান করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। ক্ষুদ্র সিমুলের মূল ও তালমূলী একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাজীকরণ হয়। ভূমি-কুষ্মাণ্ডের মূল চূর্ণ, ঘৃত, দুগ্ধ বা যজ্ঞডুম্বুরের রসের সহিত ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধব্যক্তিরও যুবার ন্যায় সামর্থ্য হইয়া থাকে। আমলকী চূর্ণ আমলকীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিয়া পরে অর্দ্ধপোয়া গব্যদুগ্ধ পান করিলে বীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

অত্যন্ত উষ্ণ, কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, ক্ষার, শাক বা অধিক লবণ ভোজন করিলে বীর্য্য হানি হয়। সুতরাং বাজীকরণ যোগ সেবন কালে এই সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করিবে না। পিপুল চূর্ণ, সৈন্ধব লবণ, ঘৃত ও দুগ্ধ-যোগে সিদ্ধ ছাগলের কোষদ্বয় ভক্ষণ করিলে বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। নিস্তুষ তিল ছাগলের অণ্ডকোষের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধে এক-বার ভাবনা দিবে, পরে ইহা ভক্ষণ করিলে অধিক পরিমাণে রতি ক্ষমতা জন্মে। ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ড রসে ভাবনা দিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আমলকীচূর্ণ আমলকী রসে ভাবনা দিয়া ঘৃত ও চিনি বা মধুর সহিত সেবন করিলে অশীতিপর বৃদ্ধও যুবার ন্যায় রতিশক্তিসম্পন্ন হয়। ভূমিকুষ্মাণ্ডের মূল ও যজ্ঞডুম্বুর একত্র পেষণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও তরুণত্ব প্রাপ্ত হয়। আম লকীর বীজ ও কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ মধু, চিনি ও ধরোষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শুক্রক্ষয় হয় না। শতমূলী ও কুঁচমূল চূর্ণ, অথবা কেবল কুঁচমূল চূর্ণ দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে বীর্য্য বৃদ্ধি পায়। যষ্টিমধুচূর্ণ ২ তোলা ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে অতিশয় বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। গোক্ষুর বীজ, কুলেখাড়ার বীজ, শতমূলী, আলকুশী বীজ, গোরক্ষচাকুলে, ও বেড়েলামূল এই সমুদায়ের চূর্ণ অগ্নির বলানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় রাত্রিতে সেবন করিলে অতিশয় রতিক্ষমতা জন্মে। সম্মাংস বা মৎস্য বিশেষতঃ সরলপুঁটীমাছ ঘৃতে ভাজিয়া প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে স্ত্রীসঙ্গম করিয়া ক্ষীণতা উপস্থিত হয় না।

শতমূলী চূর্ণ /২ সের, গোক্ষুর বীজ /২ সের, চুবড়ি আলু /২॥ সের, গুলঞ্চ /৩৵০ ছটাক, ভেলাচূর্ণ /৪ সের, চিতামূল চূর্ণ /১।০ সের, তিল তণ্ডুল /২ সের, মিলিত ত্রিকটু চূর্ণ /১ সের, চিনি /৮৲০ সের, মধু /৪।৵০ ছটাক, ঘৃত /২৵০ ছটাক, ভূমি-কুষ্মাণ্ড চূর্ণ /২ সের, একত্র করিয়া ঘৃত ভাণ্ডে রাখিতে হইবে, ইহার মাত্রা ২ তোলা। ইহা সেবনে নানাবিধ রোগ ও জরা দূরীভূত হইয়া বল ও বীর্য্য এবং ইন্দ্রিয়শক্তির বৃদ্ধি হয়। ইহার নাম নরসিংহ-চূর্ণ।

ইহা ভিন্ন গোধূমাদ্য ঘৃত, বৃহদশ্বগন্ধাদি ঘৃত, গুড়কুষ্মাণ্ডক, বৃহচ্ছতাবরীমোদক, রতিবল্লভমোদক, কামাগ্নিসন্দীপনমোদক, ক্ষারপ্রদীপোক্ত খণ্ডাভ্রক, মন্মথাভ্ররস, মকরধ্বজরস, কামিনী মদভঞ্জন, হরশশাঙ্ক, কামধেনু, লক্ষণালৌহ, গন্ধামৃতরস, স্বর্ণ-সিন্দূর, সুরসুন্দরী গুড়িকা, পল্লবসারতৈল, শ্রীগোপালতৈল, মৃতসঞ্জীবনী সুরা, দশমূলারিষ্ট ও মদনমোদক প্রভৃতি ঔষধ সেবনে বল ও বীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া উত্তম বাজীকরণ হয়। এই সকল ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী তত্তদ্ শব্দ ও ভৈষজ্যরত্নাবলার বাজীকরণাধিকারে দ্রষ্টব্য। ইহা ভিন্ন ধ্বজভঙ্গাধিকারে যে সকল যোগ ও ঔষধাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও বাজীকরণে বিশেষ প্রশস্ত। অশ্বগন্ধা ঘৃত, অমৃতপ্রাশ ঘৃত, শ্রীমদনানন্দ-মোদক, কামিনী-দর্পঘ্ন, স্বল্পচন্দ্রোদয় ও বৃহচ্চন্দ্রোদয়, মকরধ্বজ, সিদ্ধসূত, কামদীপক, সিদ্ধ-শাল্মলীকল্প, পঞ্চশর, ত্রিকণ্টকাদ্যমোদক, রসালা, চন্দনাদি তৈল, পুষ্পধন্বা, পূর্ণচন্দ্র ও কামাগ্নিসন্দীপন প্রভৃতি ঔষধও বাজীকরণে বিশেষ ফলপ্রদ।

জাতীপত্র, নাগেশ্বর, পিপুল, কাঁকলা, মাজুফল, শ্যামালতা, কটফল, অনন্তমূল, অগুরু, বচ, মুতা, শটী, রুমিমস্তকী, জটামাংসী, শিমুলমূল, ধাইফুল, কটকী, গোক্ষুরবীজ, মেথী শতমূলী, আল-কুশী বীজ, কুলেখাড়া বীজ, চাকুলে, ধুতুরা বীজ, পদ্ম, কুড়, উৎপল-কেশর, যষ্টিমধু, চন্দন, জায়ফল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, কদলী, প্রিয়ঙ্গু, জীবক, ঋষভক, শুঁঠ, মরিচ, ত্রিফলা, এলাচি, গুড়ত্বক্, ধনে, চোপচিনি, হিজলবীজ, লবঙ্গ, আকরকরা, বালা, কর্পূর, কুঙ্কুম, মৃগনাভি, অভ্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসক, বঙ্গ, লৌহ, হীরা, তাম্র, মুক্তা, রসসিন্দূর, হরিতাল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ এবং এই সমুদায়ের সিকি অংশ সিদ্ধিচূর্ণ ও সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধেক চিনি চিনির সমান মধু, অল্প জল এই সকল দ্রব্য একত্র মৃদু অগ্নিতে লেহবৎ পাক করিতে হইবে। পরে ইহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিতে হইবে। এই ঔষধ উত্তম বাজীকরণ, ইহা সেবনে দেহের পুষ্টি ও বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়। ম্লেচ্ছ বা যবনগণ এই মুফর ঔষধ আবিষ্কার করেন, এইজন্য ইহার নাম মোফরবা।

"ম্লেচ্ছেনোক্তঃ স্নুলেহো মুকুর ইতি মতঃ সেব্যতাং সর্ব্বকালং।
কাম্যং বামাপ্রমোদং সকলগদহরং রাজযোগ্যং প্রদিষ্টং ॥"
(ভৈষজ্যরত্না° বাজীকরণাধি°)

এই সকল বাজীকরণ ঔষধ সেবনান্তে উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ ও শীতল জল পান করিয়া প্রফুল্লচিত্তে ইন্দ্রিয়বেগাক্রান্তা রসজ্ঞা রমণীর সহিত রতিক্রীড়া করিলে কিঞ্চিন্মাত্র ধাতু বৈষম্য উপস্থিত হয় না। যে নারী সুরূপা, যুবতী, সুলক্ষণসম্পন্না, বয়স্থা ও সুশিক্ষিতা তাহাকে বৃষ্যতমা বলা যায়।

"যোগান্ সংসেব্য বৃষ্যান্ মিতমথপয়ঃ শীতলঞ্চাম্বু পীত্বা
গচ্ছেন্নারীং রসজ্ঞাং স্মরশরতরলীং কামুকঃ কামমাস্তে।
যামে হৃষ্টঃ প্রহৃষ্টাং ব্যপগতসুরতস্তৎ সমুৎপান্তসত্তঃ
কান্তঃ কান্তাঙ্গসঙ্গাদহমপি ন বৈ ধাতুবৈষম্যমেতি ॥
সুরূপা যৌবনস্থা চ লক্ষণৈর্যদি ভূষিতা।
বয়স্থা শিক্ষিতা যা চ সা স্ত্রী বৃষ্যতমা মতা ॥"
(ভৈষজ্যরত্না° বাজীকরণাধি°)

চরক, সুশ্রুত, বাভট, হারীত সংহিতা প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে বাজীকরণাধিকারে এই যোগের সমস্ত বিষয় কথিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর লেখা হইল না। যে সকল দ্রব্যে বল বৃদ্ধি হয়, সেই সকল দ্রব্য মাত্রই বৃষ্য বা বাজীকরণ।

যে সকল ঔষধে শুক্রতারল্য বিনষ্ট হয়, সেই সকল ঔষধ সেবন করিলেও বাজীকরণক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বাজীকার্য্য (ক্লী) বাজীক্রিয়া, বাজীকরণ।

বাজীবিধান (ক্লী) সুরতশক্তিবৃদ্ধির বিধি। (শুক্লযজুঃ ১।১৯)

বাজেধ্যা (স্ত্রী) বজ্রের দীপ্তি। (শুক্লযজু ১।২৯)

বাজ্য (পুং) বাজস্য গোত্রাপত্যং বাজ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। ৪।১।১০৫) ইতি যঞ্। বাজের গোত্রাপত্য।

বাজ্রেয় (ত্রি) বজ্র (সখ্যাদিভ্যো ঢঞ্। পা ৪।২।৮০) ইতি ঢঞ্। বজ্রের অদূরভব, বজ্রপতনের অদূরভবস্থান, বজ্র দ্বারা নিবৃত্ত। বজ্রপতনস্থানবাসী।

বাঞ্ছ, বাঞ্ছা, ইচ্ছা। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বাঞ্ছতি। লোট বাঞ্ছতু। লিট্ ববাঞ্ছ। লুট্ বাঞ্ছিতা। লুঙ্ অবাঞ্ছীৎ। সম্+বাঞ্ছ=কাম।

বাঞ্ছা (স্ত্রী) বাঞ্ছনমিতি বাছি ইচ্ছায়াং গুরোশ্চেত্যঃ টাপ্। আত্মবৃত্তিগুণবিশেষ। ইহা দুই প্রকার, উপায়বিষয়িণী ও ফলবিষয়িণী, ফল শব্দের অর্থ সুখ ও দুঃখাভাব। 'দুঃখং মাভূৎ সুখং মে ভূয়াৎ' আমার দুঃখ না হউক এবং সুখ হউক এইরূপ ফলবিষয়িণী যে আত্মবৃত্তি তাহাকে ফলবিষয়িণী বাঞ্ছা কহে। এই ফলেচ্ছার প্রতি ফলজ্ঞানই কারণ এবং উপায়েচ্ছার প্রতি ইষ্টসাধনতাজ্ঞানকারণ, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান না হইলে বাঞ্ছা হইতে পারে না, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান অর্থাৎ আমার এই কার্য্যে ভাল হইবে এই জ্ঞান না হইলে কার্য্যের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বেই ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হইয়া থাকে।

"আত্মবৃত্তিগুণবিশেষঃ সা চ দ্বিবিধা যথা উপায়বিষয়িণী ফলবিষয়িণী বা। ফলং সুখং দুঃখাভাবশ্চ। তত্র ফলেচ্ছাং প্রতি ফলজ্ঞানং কারণং উপায়েচ্ছাং প্রতি ইষ্টসাধনতাজ্ঞানং কারণং।" (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী) পর্য্যায়—ইচ্ছা, কাঙ্ক্ষা, স্পৃহা, ঈহা, তৃট্, লিপ্সা, মনোরথ, কাম, অভিলাস, তর্ষ, আকাঙ্ক্ষা, কান্তি, অগ্রচয়, দোহদ, অভিলাষ, রুক্, রুচি, মতি, দোহল, ছন্দ। (জটাধর)

বাঞ্ছিত (ত্রি) বাঞ্ছ ক্ত। অভিলাষিত।

"বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নোতি স লোকে নাত্র সংশয়ঃ।
ইতি ব্রহ্মা স্বয়ং প্রাহ সরস্বত্যাঃ স্তবং শুভম্ ॥" (তন্ত্রসার)

বাঞ্ছিন্ (ত্রি) বাঞ্ছতীতি বাঞ্ছ ণিনি। বাঞ্ছনীয়মাত্র, অভীষ্টমাত্র স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বাঞ্ছিনী—বাঞ্ছনীয়া নারী ; পর্য্যায়—লজ্জিকা, ফলতূলিকা। (ত্রিকা°)

বাট (পুং) বট্যতে বেষ্ট্যতে ইতি বট-ঘঞ্। ১ মার্গ। ২ বৃতিস্থান। (মেদিনী)

'মুখং নিঃসরণে বাটে প্রাচীনাবেষ্টকৌ বৃতিঃ।' (হেম)
৩ বাস্তু। ৪ মণ্ডপ।

"ছত্রং সদণ্ডং সজলং কমণ্ডলুং
বিবেশ বিভ্রদ্ধয়মেধবাটং ॥" (ভাগ° ৮।১৮।২৩)

বটস্যেদমিতি বট-অণ্। (ত্রি) ৫ বটসম্বন্ধী।

"ব্রাহ্মণো বৈল্বপালাশৌ ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ।" (মনু ২।৪৫)
'বাটঃ পথি বৃতৌ বাটং বয়স্তে গাত্রভেদয়োঃ।' (হেম)
(ক্লী) বরণ্ড, গাত্রভেদ।

বাটক (পুং) গৃহ।

বাটধান (পুং) ১ নিকৃষ্ট জাতিভেদ। ২ ব্রাহ্মণীর গর্ভে বর্ণব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তান সন্ততি। (মনু ১০।২১)

বাটমূল (ত্রি) বটমূল সম্বন্ধীয়। (হরিবংশ)

বাটর (ক্লী) বটরৈঃ কৃতং (ক্ষুদ্রাভ্রমরবটরপাদপাদঞ্। পা ৪।৩।১১৯) ইতি অঞ্। বটর কর্ত্তৃক কৃত, চোর বা শঠ কর্ত্তৃক কৃত।

বাটশৃঙ্খলা (স্ত্রী) বাটরোধিকা শৃঙ্খলা শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদলোপঃ। পথরোধক শৃঙ্খলা, পর্য্যায়—লম্ভা। (হারাবলী)

বাটকপি (পুং) বটাকোরপত্যং পুমান্ বটাকু (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) ইতি ইঞ্। বটাকুর গোত্রাপত্য।

বাটিকা (স্ত্রী) বট্যতে বেষ্ট্যতে প্রাচীরাদিভিরিতি বট বেষ্টনে সংজ্ঞায়ামিতি ণ্বুল্ টাপ্, অত ইত্বং। বাস্তু, বাটী।

সা স্নানায় গতে তস্মিন্ শাকার্থং শাকবাটিকাং।
প্রবিষ্টা ধাবক খরং খাদন্তং শাকমৈক্ষত॥
(কথাসরিৎসাং ৭২।২০৬)

২ বাট্যালক.। (শব্দরত্ন।) ৩ হিঙ্গুপত্রী। (শব্দরত্ন)

বাটী (স্ত্রী) বট্যতে বেষ্ট্যতে ইতি বট বেষ্টনে ঘঞ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ বাট্যালক। (শব্দরত্না°) ২ কুটী। ৩ বাস্তু। (মেদিনী)

"বাস্তত্রী বেশ্ম ভূর্ব্বাটী বাটিকা গৃহপোতকঃ।" (শব্দরত্না°)

বাটী নির্ম্মাণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ বিধান আছে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বাটী নির্ম্মাণ করা উচিত। কারণ যে স্থানে বাস করিতে হয়, তাহার শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রথমে বাটীর স্থান নিরূপণ করিয়া শল্যোদ্ধার প্রণালী অনুসারে ঐ বাটীর শল্যোদ্ধার করিবে। শল্যোদ্ধার না করিয়া বাটী প্রস্তুত করিতে নাই। দৈবজ্ঞ যথানিয়মে ভূমিখননাদি করিয়া শল্যের অনুসন্ধান করিবেন, যদি সেই বাটীতে পুরুষপরিমিত ভূমিখনন করিয়াও শল্য না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে বাটীতে মাটীর ঘর করিবে। তাহার নিম্নে শল্য থাকিলে দোষাবহ নহে, কিন্তু যে বাটীতে প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে, সেই বাটীতে যতক্ষণ জল না পাওয়া যায়, ততক্ষণ শল্য দেখিতে হইবে, তাহাতেও যদি শল্য না পাওয়া যায়, তাহাতে দোষের নহে। দৈবজ্ঞ বিশেষরূপে গণনা করিয়া দেখিবেন শল্য কোন স্থানে আছে, গণনায় স্থান নিরূপণ করিয়া তবে সেই স্থান খনন করিতে হইবে।

"সুনিশ্চিতাং মন্দিরভূমিমাদৌ নিখায় তোয়াবধি যত্নতস্তাম্।
কুর্য্যাদ্বিশল্যামথবা নুমানং খাত্বাথবা প্রশ্নবশাদ্বিধিজ্ঞম্॥
দূর্ব্বা প্রবালাক্ষতপুষ্পপাণিঃ শুচিঃ শুচিং দৈববিদং নমেত্য।
পৃচ্ছেদ্বিনীতো মধুরস্বরেণ শল্যস্য তত্ত্বং ভবনে তদীশঃ॥
পুরুষাধঃ স্থিতং শল্যং ন গৃহে দোষদং ভবেৎ।
প্রাসাদে দোষদং শল্যং ভবেৎ যাবজ্জলান্তকম্॥"(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

[শল্যোদ্ধারপ্রণালী শল্যোদ্ধার শব্দে দেখ]

বাটীতে গৃহারম্ভ করিলে গৃহস্বামীর অঙ্গে যদি অতি কণ্ডুতি (অতিশয় চুলকণা) হয়, তাহা হইলে জানিবে যে বাটীতে শল্য আছে, তখন পুনরায় শল্যোদ্ধারের চেষ্টা করিবে।

"গৃহারম্ভেঽতি কণ্ডুতিঃ স্বাম্যঙ্গে যদি জায়তে।
শল্যং ত্বপনয়েত্তত্র প্রাসাদে ভবনেঽপি বা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বাটী নির্ম্মাণ বিষয়ে যে স্থানে হস্ত শব্দের উল্লেখ আছে তথায় কফোনি অর্থাৎ কনুই হইতে মধ্যমাঙ্গুলির অগ্র পর্য্যন্ত এক হস্ত স্থির করিতে হইবে। "বাটীব্যবস্থাহস্তোপ্যত্রকফোন্যুপক্রম মধ্যমাঙ্গুল্যগ্রপর্য্যন্তঃ" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বাটীর যে সমুদয় স্থান আছে ঐ সকল স্থানের দেবাদি সকলেরই কিছু কিছু অধিকার আছে, তাহার মধ্যে অষ্টাবিংশ প্রেতভাগ, নরের বিংশভাগ, গন্ধর্ব্বদিগের দ্বাদশ ভাগ এবং দেবতাদিগের চারিভাগ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সকল ভাগ স্থির করিয়া প্রেতের যে নির্দ্দিষ্ট অংশ তাহাতে গৃহাদি করিবে না, নরের যে বিংশতি ভাগ, তাহাতে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবে,ঐ স্থানে নির্ম্মিত গৃহাদি মঙ্গলদায়ক হইয়া থাকে। বাটীর কোণ, অন্ত এবং মধ্যস্থলে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবে না, কারণ কোণে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিলে ধনহানি, অন্তে রিপুভয় এবং মধ্যে সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে।

"অষ্টাবিংশপ্রেতভাগা নরভাগাশ্চ বিংশতিঃ।
ভাগা দ্বাদশ গন্ধর্ব্বাশ্চত্বারো দেবতাংশকাঃ।
প্রেতভাগং পরিত্যজ্য নরভাগে গৃহং শুভম্॥"

যথা সারসংগ্রহে—

ন কোণেষু গৃহং কুর্য্যাৎ নাপ্যন্তে নাপি মধ্যতঃ।
কোণে চ ধনহানিঃ স্যাদন্তে রিপুভয়ং ভবেৎ।
মধ্যে চ সর্ব্বনাশ স্যাত্তস্মাদেতদ্বিবর্জ্জয়েৎ॥"

বাটীর পূর্ব্ব এবং উত্তরদিগের ভূমি ক্রমনিম্নভাবে করিতে হয়, অর্থাৎ বাটীর জমীর ঢাল পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে হইবে, এই দুইদিক্ দিয়া জল নির্গত হইবে, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের ভূমি ঐরূপ ক্রম নিম্ন করিবে না। বাটীর পূর্ব্বদিকে প্লব (ক্রমনিম্নভূমি) থাকিলে বৃদ্ধি, উত্তর দিকে হইলে ধনলাভ এবং পশ্চিমদিকে হইলে ধনহানি ও দক্ষিণে হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে, অতএব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে কখন প্লব করিবে না।

"পূর্ব্বপ্লবো বৃদ্ধিকরো ধনদশ্চোত্তরপ্লবঃ।
দক্ষিণপ্লবতো মৃত্যু ধনহা পশ্চিমপ্লবঃ॥
বাস্তনঃ প্রাগাদি নীচত্বফলম্॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বাটীর পূর্ব্বদিকে বট, দক্ষিণদিকে উডুম্বর, পশ্চিমে পিপ্পল এবং উত্তরদিকে প্লব বৃক্ষ রোপণ করিবে, এই চারিদিকে উক্ত চারি প্রকার বৃক্ষ রোপণ করিলে শুভ হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা করিলে অশুভ হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন বাটীতে জম্বীর, পুগ, পনস, আম্রক, কেতকী, জাতী, সরোজ, তগরপত্র, মল্লিকা, নারিকেল, কদলী এবং পাটলা বৃক্ষ রোপণ করিলে গৃহস্থের শুভ হইয়া থাকে। এই সকল বৃক্ষরোপণের দিক্ নিয়ম নাই, সুবিধা অনুসারে যে কোন দিকে করা যাইতে পারে। দাড়িম, অশোক, পুন্নাগ, বিল্ব ও কেশর বৃক্ষ শুভজনক, কিন্তু বাটীতে রক্তপুষ্পের গাছ করিতে নাই, করিলে ভয় হয়। ইহা ভিন্ন ক্ষীরী অর্থাৎ যে গাছের আটা ঝরে, কণ্টকী বৃক্ষ ও শাল্মলি বৃক্ষ রোপণ করিতে নাই, কারণ ক্ষীরীবৃক্ষ রোপণে পশু হইতে ভয় এবং শাল্মলি বৃক্ষে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে।

"ভবনস্ত বটঃ পূর্ব্বে জাতঃ স্যাৎ সর্ব্বকামিকঃ।
উড়ুম্বরস্তথা যাম্যে বারুণে পিপ্পলঃ শুভঃ।
প্লক্ষশ্চোত্তরতো ধন্যো বিপরীতো বিপর্য্যয়ে॥
জম্বীরপুগপনসাম্রকেতকীভি
র্জাতী সরোজতগরপত্রমল্লিকাভিঃ।
যন্নারিকেলকদলীদলপাটলাভি
র্যুক্তং তদাশ্রমপরং শ্রিয়মাতনোতি॥
শোভনা দাড়িমাশোকপুন্নাগবিল্বকেশরাঃ।
রক্তপুষ্পাস্তয়ং প্রাজ্ঞঃ ক্ষীরিণা চ পশোর্ভয়ম্।
কণ্টকারিভয়ং কুর্য্যাৎ গৃহভেদঞ্চ শাল্মলিঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বাটীর কোথায় কোন্ বৃক্ষ রোপণ বিহিত বা নিষিদ্ধ, কি কি বৃক্ষ বাটীতে থাকিলে ও কোন্ কোন্ বৃক্ষের নিকট শিবির সংস্থান হইলে কিরূপ শুভাশুভ ঘটে এবং বাটীর কোন্ দিকে জল থাকিলে মঙ্গল হয় এবং উহার দ্বার, গৃহ ও প্রাকারাদির প্রমাণ ও লক্ষণাদি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, গৃহীদিগের আশ্রমে নারিকেল তরু থাকিলে ধন সম্পৎ হয় এবং উহা যদি গৃহের ঈশানে বা পূর্ব্বদিকে থাকে, তাহা হইলে পুত্র লাভ হয়। তরুরাজ রসাল সর্ব্বত্রই মঙ্গলার্হ ও মনোহর। ঐ বৃক্ষ বাটীর পূর্ব্বদিকে থাকিলে গৃহস্থের সম্পৎ লাভ ঘটে। এতদ্ভিন্ন বিল্ব, পনস, জম্বীর ও বদরী এই সকল বৃক্ষ পৃষ্ঠদিকে থাকিলে পুত্রপ্রদ হয় এবং দক্ষিণদিকে হইলে ধন দান করিয়া থাকে। গৃহী উহাদিগের দ্বারা সর্ব্বত্রই সম্পৎলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। জম্বুবৃক্ষ, দাড়িম্ব, কদলী ও আম্রাতক, ইহারা পূর্ব্বদিকে থাকিলে বন্ধুপ্রদ হয় এবং দক্ষিণে থাকিলে মিত্র দান করে। গুবাক বৃক্ষ দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে রহিলে ধন পুত্র ও লক্ষ্মী লাভ হয়, ঈশান কোণে থাকিলে সুখ দান করে এবং ইহা ভিন্ন ঐ বৃক্ষ যে কোন স্থানে থাকিলেও মঙ্গলাবহ হইয়া থাকে। চম্পক বাটীর সর্ব্বত্রই রোপণ করা যাইতে পারে; ঐ বৃক্ষ গৃহীর মঙ্গলপ্রদ। এতদ্ভিন্ন অলাবু, কুষ্মাণ্ড, মায়াম্বু, সুকামুক, খর্জ্জুরী, কর্কটী, বাস্তক, কারবেল্ল, বার্ত্তাকু ও লতাফল এই সকল শুভপ্রদ। বাটীতে রোপণ করিবার পক্ষে এই সকল বৃক্ষই প্রশস্ত।

এতদ্ব্যতীত কতকগুলি নিষিদ্ধ অশুভাবহ বৃক্ষেরও নামোল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—যে কোন বন্য বৃক্ষ নগরে বা শিবিরে রাখিতে নাই। বটবৃক্ষ শিবিরে অপ্রশস্ত, উহাতে চোর ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। বটবৃক্ষ দর্শনে পুণ্য হয়, উহা নগরে থাকাই প্রসিদ্ধ। তিন্তিড়ীতরু বাটীতে একেবারেই রাখিতে নাই। শরবৃক্ষে ধন ও প্রজাক্ষয় নিশ্চিত। ঐ বৃক্ষ শিবিরে একেবারেই নিষিদ্ধ; তবে নগরে থাকিলে বিশেষ দোষাবহ হয় না। স্থূল কথা নগরে কিংবা পুরে উহা নিষিদ্ধ নহে, বরং প্রসিদ্ধই আছে। তবে বাটী সম্বন্ধে যাহা একেবারেই নিষিদ্ধ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা ত্যাগ করিবেন। খর্জ্জুর এবং ডহু শিবিরে থাকা নিষিদ্ধ। গ্রামে এবং নগরেই উহার প্রসিদ্ধি।

চণকাদি বৃক্ষ এবং ধান্য বৃক্ষ মঙ্গলপ্রদ। গ্রামে নগরে এবং শিবিরে ইক্ষুবৃক্ষ থাকা একান্ত মঙ্গলজনক। অশোক ও হরীতক এই সকল গ্রামে ও নগরে থাকিলে শুভপ্রদ হয়। বাটীতে আমলকী বৃক্ষ নিয়ত মঙ্গলদায়ক নহে।

প্রবাদ আছে যে, বাটীতে দাড়িমগাছ করিতে নাই, কিন্তু শাস্ত্রে গৃহে দাড়িম্ব বৃক্ষ শুভজনক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, ইহা ভিন্ন, মূলা, সর্ষপ শাকও বাটীতে রোপণ করিতে নাই এইরূপ প্রবাদ আছে, কিন্তু শাস্ত্রে ইহার বিধিনিষেধ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এইরূপ প্রণালীতে বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া যখন বাটীতে গৃহাদি নির্ম্মিত হইবে তখন অগ্রে নাগশুদ্ধি স্থির করিয়া গৃহাদি আরম্ভ করিবে। নাগ বাস্তু প্রমাণ গাত্র দ্বারা তিনমাস করিয়া বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকেন, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে নাগ পূর্ব্বশিরে, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসে দক্ষিণ শিরে, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে পশ্চিম শিরে, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে উত্তর শিরে শয়ন করিয়া থাকে। বাটীতে গৃহারম্ভ কালে নাগের মস্তকে যদি খনন করা হয় তাহা হইলে মৃত্যু এবং পৃষ্ঠদেশে খনন করিলে পুত্র ও ভার্য্যা নাশ এবং জঘন দেশ খনন করিলে অর্থক্ষয় হইয়া থাকে। কিন্তু নাগের উদর দেশ খনন করিয়া গৃহাদি করিলে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। এইজন্য গৃহারম্ভে নাগশুদ্ধি বিশেষরূপে দেখিতে হয়।

"বাস্তুপ্রমাণেন তু গাত্রকেণ বামেন শেতে খলু নিত্যকালং।
ত্রিভিস্ত্রিমাসৈঃ পরিবৃত্য ভূমৌ তং বাস্তুনাগং প্রবদন্তি সিদ্ধাঃ॥
ভাদ্রাদিকে বাসবদিক্‌শিরাঃ স্যাৎ
মার্গাদিকেষু ত্রিষু যাম্যমূর্দ্ধা।
প্রত্যক্‌শিরাঃ স্যাৎ খলু ফাল্গুনাদৌ
জ্যৈষ্ঠাদিকৌবেরশিরাঃ সনাগঃ॥
মূর্দ্ধ্নি খাতে ভবেন্মৃত্যুঃ পৃষ্ঠে স্যাৎ পুত্রভার্য্যয়োঃ।
জঘনেঽর্থক্ষয়ং বিদ্যাৎ সর্ব্বসম্পত্তথোদরে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

গৃহের মুখ পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ কোন দিকে হইবে, অর্থাৎ গৃহের প্রধান দ্বার কোন মুখে হইবে সেই মুখ অনুসারে পূর্ব্ব বা উত্তরাদি মুখ স্থির করিয়া তৎপরে নাগশুদ্ধি নির্ণয় করিতে হইবে।

বাটীতে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে ঈশান কোণে দেবগৃহ, অগ্নিকোণে মহানস (রান্নাঘর), নৈর্ঋতে বাসগৃহ এবং বায়ুকোণে ধনাগার নির্ম্মাণ করিবে।

"ঐশান্যাং দেবশালাস্যাদাগ্নেয্যাঞ্চ মহানসম্।
আয়ুষ্করঞ্চ নৈঋত্যাং বায়ব্যাং কোষমন্দিরম্॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

নাগশুদ্ধি হইলেই সকল মাসে গৃহ নির্ম্মাণ বা প্রবেশ করিতে নাই, জ্যোতিষোক্ত মাস, পক্ষ, তিথি ও নক্ষত্রাদি নির্ণয় করিয়া বাটী নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বৈশাখ মাসে গৃহারম্ভ করিলে ধনরত্ন লাভ,জ্যৈষ্ঠ মাসে মৃত্যু,আষাঢ়ে ধনরত্নলাভ, শ্রাবণ মাসে কাঞ্চন ও পুত্রলাভ, ভাদ্রমাসে অশুভ, আশ্বিন মাসে পত্নী-নাশ, কার্ত্তিকমাসে ধনধান্যাদি লাভ, অগ্রহায়ণ মাসে অন্নবৃদ্ধি, পৌষ মাসে চৌরভয়, মাঘ মাসে অগ্নিভয়, ফাল্গুন মাসে ধনপুত্রাদি লাভ এবং চৈত্রমাসে পীড়া হইয়া থাকে। এই নিয়ম অনুসারে মাস নির্ণয় করিয়া পরে নাগশুদ্ধি দেখিতে হয়। শুক্লপক্ষে গৃহারম্ভ বা গৃহ প্রবেশ করিতে হইবে, কৃষ্ণপক্ষে করিলে চৌর-ভয় হইয়া থাকে। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে উত্তরমুখ গৃহ, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসে পূর্ব্বমুখ, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে দক্ষিণ মুখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে পশ্চিম মুখ গৃহারম্ভ করা যাইতে পারে, এই সকল মাসে এই সকল দিকে নাগশুদ্ধি হইয়া থাকে। বাটীর প্রধান গৃহবিষয়ে এই রূপে নাগশুদ্ধি নির্ণয় করিতে হয়। অপ্রধান গৃহে এইরূপ নাগ-শুদ্ধি না দেখিলেও চলে। ইহাতে কাহারও কাহারও মত এই যে, যদি দিন উত্তম পাওয়া যায় এবং চন্দ্র তারাদি শুদ্ধ থাকে তাহা হইলে গৃহারম্ভে মাসদোষ দোষাবহ নহে।*

সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শনিবারে বিশুদ্ধকালে (অর্থাৎ যখন গুরু শুক্রের বাল্যবৃদ্ধাস্তজনিত কালশুদ্ধি না থাকে) শুক্লপক্ষে যুতযামিত্রাদিবেধরহিত দিনে উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, পুষ্যা, আর্দ্রা, অনুরাধা, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, মূলা, অশ্বিনী, রেবতী, মৃগশিরা, ও শ্রবণা নক্ষত্রে, বজ্র, ব্যাঘাত, শূল, ব্যতীপাত, পরিঘ, গণ্ড, অতিগণ্ড,ও বিষ্কুম্ভ ভিন্ন শুভযোগে শুভতিথি ও করণে প্রথম বাটী আরম্ভ করা যাইতে পারে। বিষ্টি, ভদ্রা, চন্দ্রদগ্ধা, মাসদগ্ধা প্রভৃতি যে সাধারণ কার্য্যে নিষিদ্ধ আছে, তাহাও দেখিতে হইবে। তিথি সম্বন্ধে একটু বিশেষ এই যে, পূর্ণিমা হইতে অষ্টমী পর্য্যন্ত পূর্ব্ব মুখ গৃহ, নবমী হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত উত্তরমুখ গৃহ, অমাবস্যা হইতে অষ্টমী পর্য্যন্ত পশ্চিমমুখ গৃহ ও নবমী হইতে শুক্ল চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত দক্ষিণ মুখ গৃহারম্ভ করিবে না। ইহা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ।

নিম্নোক্ত কাষ্ঠদ্বারা গৃহদ্বার ও কবাটাদি প্রস্তুত করিতে নাই, করিলে অশুভ হইয়া থাকে। ক্ষীরিবৃক্ষোদ্ভব দারু, (অর্থাৎ যে গাছের আঠা ঝরে) যে বৃক্ষে পক্ষিগণ বাসা করিয়া থাকে, যে বৃক্ষ ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে বা অগ্নিতে পুড়িয়াছে তাদৃশ বৃক্ষের কাষ্ঠ গৃহে লাগাইতে নাই, ইহা ভিন্ন হস্তিকর্ত্তৃক ভগ্ন, বজ্রভগ্ন, চৈত্য ও দেবালয়োৎপন্ন, শ্মশানজাত, দেবাদ্যধিষ্ঠিত কাষ্ঠও গৃহকার্য্যে বর্জ্জনীয়। কদম্ব, নিম্ব, বিভীতকী, প্লক্ষ ও শাল্মলী বৃক্ষের কাষ্ঠও গৃহ কর্ম্মে প্রয়োগ করিবে না। এই সকল তরু ভিন্ন সারতরু দ্বারা গৃহাদির কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়।*

---

* "চৈত্রে ব্যাধিমবাপ্নোতি যো গৃহং কারয়েন্নরঃ।
বৈশাখে ধনরত্নানি জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুস্তথৈব চ।
আষাঢ়ে ধনরত্নানি পশুবর্জ্জমবাপ্নুয়াৎ।
শ্রাবণে কাঞ্চনং পুত্রান্ হানিং ভাদ্রপদে তথা॥
পত্নীনাশ ইষে মাসি কার্ত্তিকে ধনধান্যভাক্।
মার্গশীর্ষে তথা ভক্তং পৌষে তস্করতো ভয়ম্॥
মাঘে চাগ্নিভয়ং বিদ্যাৎ ফাল্গুনে কাঞ্চনং সুতান্।
শুক্লপক্ষে ভবেৎ সৌখ্যং কৃষ্ণে তস্করতো ভয়ম্॥

বিশেষয়তি ভোজঃ—

কর্কিকুম্ভহরিনক্রগতেঽর্কে পূর্ব্বপশ্চিমমুখানি গৃহাণি।
তৌলিমেষবৃষবৃশ্চিকজাতে দক্ষিণোত্তরমুখানি কুর্য্যাৎ॥
অন্যথা যদি করোতি দুর্ম্মতির্ব্যাধিশোকধনহানিমশ্নুতে।
মীনচাপমিথুনাঙ্গনাগতে কারয়েন্নগৃহমেব ভাস্করে॥
ন প্রধানগৃহারম্ভং কুর্য্যাৎ পৌষে শুভাবপি।
যদি কুর্য্যাৎ সোচিরেণ মহতীমাপদং ব্রজেৎ॥

মহাভারতে—

নিষিদ্ধেঽপি হি কালে তু স্বানুকূলে শুভে দিনে।
তৃণবস্ত্রগৃহারম্ভে মাসদোষো ন বিদ্যতে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

* "আদিত্যেজ্যভরোহিণীমৃগশিরশ্চিত্রাধনিষ্ঠোত্তরা-
পৌষ্ণীবিষ্ণুশতাম্বুরাধপবনৈঃ শুক্লৈঃ সুতারান্বিতৈঃ।
সৌমাস্যাং দিবসেঽথ পাপরহিতে লোগে স্থিরিক্তে তিথৌ
বিষ্টিত্যক্তদিনে বদন্তি মুনয়ো বেশ্মাদি কার্য্যং শুভম্॥"
"অশ্বিনীরোহিণীমূলমুত্তরত্রয়মৈন্দবম্।
স্বাতী হস্তানুরাধা চ গৃহারম্ভে প্রশস্যতে॥
বজ্রব্যাঘাতশূলে চ ব্যতীপাতেতি গণ্ডকে।
বিষ্কুম্ভগণ্ডপরিঘবর্জ্জং যোগেষু কারয়েৎ।
আদিত্যভৌমবর্জ্জাস্তু সর্ব্বে বারাঃ শুভবহাঃ॥"
"পূর্ণিমাতোঽষ্টমীং যাবৎ পূর্ব্বাস্যং বর্জ্জয়েদ্গৃহম্।
উত্তরাস্যং ন কুর্ব্বীত নবম্যাদি চতুর্দ্দশীম্॥"
অমাবস্যাষ্টমী মধ্যে পশ্চিমাস্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
নবমীতশ্চ যামাস্যং যাবচ্ছুক্লচতুর্দ্দশীম্॥"
"ক্ষীরিবৃক্ষোদ্ভবং দারুগৃহেষু ন নিবেশয়েৎ।
কৃতাধিবাসং [illegible]পীড়িতং।
গজৈর্বিভগ্নঞ্চ [illegible] বিদ্যুন্নির্ঘাতপীড়িতম্।
চৈত্যদেবালয়োৎপন্নং বজ্রভগ্নং শ্মশানজং॥
দেবাদ্যধিষ্ঠিতদারুনীপনিম্ববিভীতকাম্।
কণ্টকিনোঽসারতরূন্ বর্জ্জয়েৎ গৃহকর্ম্মণি॥
বটাশ্বত্থৌ চ নিগুণ্ডীং কোবিদারবিভীতকৌ।
প্লক্ষকং শাল্মলীঞ্চৈব পলাশঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বাটীতে যদি মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা হইলে যেখানে গৃহ হইবে সেই স্থানের ঈশান কোণ হইতে সূত্র ধরিয়া চারিকোণে চারিটী কীলক (খোটা) প্রোথিত করিতে হয়। কিন্তু যেখানে ইষ্টক নির্ম্মিত হইবে, তথায় অগ্নিকোণে স্তম্ভ করিতে হয়, এইরূপ স্তম্ভ বা সূত্র উভয়স্থলেই যথাবিধানে পূজাদি করা আবশ্যক।

গৃহস্থ বাটীতে পারাবত, ময়ূর, শুক, ও সারিকা পুষিবেন, ইহাতে গৃহীর মঙ্গল হইয়া থাকে।

"পারাবতময়ূরাশ্চ শুকা বৈ সারিকা তথা।
গৃহস্থেন সদা পোষ্যা আত্মনং শ্রেয় ইচ্ছতা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বাটীতে গজাস্থি এবং অশ্বাস্থি থাকা মঙ্গলজনক। কিন্তু অন্যান্য জন্তুর অস্থি কল্যাণকর নহে। বরং তাহাতে পদে পদেই অশুভ সঙ্ঘটন হয়। বানর, নর, গো, গর্দ্দভ, কুকুর, শৃগাল, মার্জ্জার, ভেড় কিম্বা শূকর, এই সমস্ত জন্তুরই অস্থি অশুভপ্রদ।

শিবির বা বাসস্থানের ঈশান কোণে পৃষ্ঠদিকে অথবা উত্তর দিকে জল থাকিলে শুভ হয়, এতদ্ভিন্ন অন্যত্র জলের অস্তিত্বে অশুভ ফলই ঘটে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি গৃহ বা নিকেতন নির্ম্মাণ করিতে গিয়া উহা দীর্ঘে প্রস্থে সমপরিমাণ করিবেন না। গৃহ-চতুরস্র হইলে গৃহীর ধন নাশ অবশ্যম্ভাবী। গৃহ দৈর্ঘ্যে অধিক এবং প্রস্থে তদপেক্ষা ন্যূন হওয়াই উচিত। দৈর্ঘ্য প্রস্থের ন্যূনাধিক্য করিবার কালে কখন যেন ইহার মোট মান শূন্যে গিয়া না পড়ে। অর্থাৎ দশ বিশ কি ত্রিশ, এরূপ যেন না হয়। কারণ মানে যদি শূন্য হয়, তবে গৃহীর শুভফলের বেলায়ও শূন্যই দাঁড়ায়।

গৃহের কিম্বা প্রকারের দ্বার দৈর্ঘ্যে তিন হাত এবং প্রস্থে কিছু কম দুই হাত হইলেই শুভজনক হয়। গৃহের ঠিক মধ্যস্থলে দ্বার নির্ম্মাণ করা উচিত নহে। একটু ন্যূনাধিক্য হইলেই মঙ্গল হয়।

চতুরস্র শিবির চন্দ্রবেধ হইলেই মঙ্গলাবহ হয়। সূর্য্যবেধ শিবির অমঙ্গল কর। শিবিরের মধ্যভাগে তুলসী তরু সংস্থাপন করা উচিত, উহাতে ধন, পুত্র ও লক্ষ্মীলাভ ঘটে, শিবির-স্বামীর পুণ্য হয় এবং অন্তরে হরিভক্তির উদ্রেক হইতে থাকে। প্রাতে তুলসী তরু দর্শনে স্বর্ণদানের ফল হয়। শিবির বা বাসস্থানের মধ্যে নিম্নোক্ত পুষ্প পাদপ গুলি দ্বারা উদ্যান প্রস্তুত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য; যথা—মালতী, যূথিকা, কুন্দ, মাধবী, কেতকী, নাগেশ্বর, মল্লিকা, কাঞ্চন, বকুল এবং অপরাজিতা। ঐ সকল শুভাবহ পুষ্পপাদপ দ্বারা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে উদ্যান প্রস্তুত করিবে। ইহাতে গৃহীর শুভ সমাগম অবশ্যম্ভাবী।

গৃহী ব্যক্তি ষোড়শ হস্তের ঊর্দ্ধ গৃহ এবং বিংশতি হস্তের ঊর্দ্ধ প্রাকার প্রস্তুত করিবেন না। এ নিয়মের ব্যতিক্রমে অশুভ ফল ফলে। বাড়ীর একেবারে সন্নিকটে সূত্রধার, তৈলকার বা স্বর্ণকার প্রভৃতিকে বাস করাইবে না। দূরদর্শী গৃহী সাধ্যপক্ষে স্বীয় গ্রাম মধ্যেও উহাদিগকে বাসস্থান দিবেন না। শিবিরের সন্নিকটে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সচ্ছূদ্র, গণক, ভট্ট, বৈদ্য, কিংবা পুষ্পকার, ইহাদিগকেই স্থাপন করিবেন।

শিবিরের পরিখা পরিমাণ শত হস্ত হওয়া প্রশস্ত। শিবিরের সন্নিকটেই পরিখা থাকিবে। উহার গাম্ভীর্য্য দশ হাতের ন্যূন হইবে না। পরিখার দ্বারটী সাঙ্কেতিক হওয়া চাই। এমন সঙ্কেতে দ্বারটী হইবে যে, উহা শত্রুপক্ষের অগম্য এবং মিত্র পক্ষের সুগম হইবে।

শাল্মলী, তিন্তিড়ী, হিন্তাল, নিম্ব, সিন্ধুবার, উড়ুম্বর, ধুস্তুর, বট কিংবা এরণ্ড, এই সকল বৃক্ষ ব্যতীত অপরাপর বৃক্ষের কাষ্ঠ শিবিরে সঞ্চিত রাখিবে। বজ্রহত বৃক্ষ শিবিরে বা বাসস্থানে রাখিতে নাই। উহাতে স্ত্রী পুত্র ও গৃহ সমস্তই নষ্ট হয়।

(ব্রহ্মবৈ°পু° কৃষ্ণজন্মখ° ১০২ অঃ)

নূতনবাটী প্রস্তুত হইলে বাস্তুযাগ করিয়া তবে বাটীতে যাইতে হয়। বাস্তুযাগে অসমর্থ হইলে যথাবিধানে গৃহ প্রবেশ করা বিধেয়। [বাস্তুযাগের বিষয় বাস্তুযাগ শব্দে দেখ]

নূতন বাটীতে যাইতে হইলে কৃত্যতত্ত্বে গৃহপ্রবেশবিধি এই এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে:—গৃহারম্ভেও যেরূপ পূজাদি করিতে হয়, গৃহপ্রবেশেও তদ্রূপ করা বিধেয়।)

শুভদিনে যে দিন গৃহ প্রবেশ হইবে সেই দিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সমাপন করিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে কাঞ্চনাদি দান করিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে দ্বারের সম্মুখে একটী পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিতে হইবে, ঐ পূর্ণ কুম্ভের গাত্রে দধ্যক্ষতশোভিত করিয়া উপরে আম্রপল্লব ও ফলপুষ্পাদি দিতে হয়। গৃহস্বামী নববস্ত্র ও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া এবং পত্নীকে বামদিকে লইয়া তাহার মস্তকে ধান্যপূর্ণ সূর্প (কুলা) দিয়া গোপুচ্ছ স্পর্শ করিয়া নূতন বাটীতে প্রবেশ করিবেন।

পরে নিজে সমর্থ হইলে যথাবিধানে গৃহপ্রবেশোক্ত পূজাদি করাইবেন। অসমর্থ হইলে পুরোহিত দ্বারা পূজাদি করিবেন। ব্যবহার আছে যে, এই সময় গৃহিণী নবগৃহে প্রবেশ করিয়া নূতন পাত্রে দুগ্ধ জ্বাল দিবেন, ঐ দুগ্ধ উতলাইয়া গৃহে পড়িয়া যাইবে।

গৃহপ্রবেশে পূজাপদ্ধতি—পুরোহিত স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবেন। ওঁমস্তেত্যাদি নবগৃহপ্রবেশনিমিত্তকবাস্তুদোষোপ॰ শমনকামঃ বাস্তু-পূজনমহং করিষ্যে। এইরূপে সংকল্প ও তৎ॰

সূক্ত পাঠ করিয়া যথাবিধানে ঘটস্থাপনাদি করিয়া পূজা করিবে। শালগ্রাম শিলায়ও পূজাদি করা যাইতে পারে। প্রথমে নবগ্রহ ও গণেশাদিকে প্রণবাদি নমোন্ত দ্বারা পূজা করিয়া নিম্নোক্ত দেবগণকে পূজা করিতে হইবে। 'ওঁ গণেশায় নমঃ' ইত্যাদি রূপে পূজা করিতে হয়, পরে ইন্দ্র, সূর্য্য, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর, রাহু, কেতু ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিতে হইবে। তৎপরে ক্ষেত্রপালসমূহ, ক্রূর গ্রহসমূহ ও ক্রূরভূতসমূহের পূজা করিতে হইবে। ওঁ ক্ষেত্রপালেভ্যো নমঃ, ওঁ ভূতক্রূরগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ ক্রূরভূতেভ্যো নমঃ, এইরূপে পূজা করিতে হয়। তৎপরে ব্রহ্মা, বাস্তপুরুষ, শিখী, ঈশ, পর্য্যন্ত, জয়ন্ত, সূর্য্য, সত্য, ভৃশ, আকাশ, অগ্নি, পূষা, বিতথ, গ্রহনক্ষত্র, যম, গন্ধর্ব্ব, মৃগ, পিতৃগণ, দৌবারিক, সুগ্রীব, পুষ্পদন্ত, বরুণ, শেষ, পাপ, রোগ, অহি, মুখ্য, বিশ্বকর্ম্মা, ভল্লাট, শ্রী, দিতি, পাপ, সাবিত্র, বিবস্বৎ, ইন্দ্রাত্মজ, মিত্র, রুদ্র, রাজযক্ষ্মন্, পৃথ্বীধর, ব্রহ্মণ, চরকী, বিদারী, পূতনা, পাপরাক্ষসী, স্কন্দ, অর্য্যমা, জম্ভক ও পিলিপিঞ্জের পূজা করিয়া 'ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা' এই মন্ত্রে বিষ্ণুপূজা করিতে হইবে। তৎপরে শ্রীবাসুদেব ও পৃথিবীর পূজা করিতে হয়। পৃথিবীপূজায় নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিতে হইবে। মন্ত্র—"ওঁ হিরণ্যগর্ভে বসুধে শেষস্যোপরিশায়িনি।

বসাম্যহং তব পৃষ্ঠে গৃহাণার্ঘ্যং ধরিত্রি মে ॥"

এই মন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিতে হয়। প্রার্থনামন্ত্র—

"শুভে চ শোভনে দেবি চতুরস্রে মহীতলে।
সুভগে পুত্রদে দেবি গৃহে কাশ্যপি রম্যতাম্ ॥
অব্যঙ্গে চাক্ষতে পূর্ণে মুনেশ্চাঙ্গিরসঃ সুতে।
তুভ্যং কৃতে ময়া পূজা সমৃদ্ধিং গৃহিণং কুরু ॥
বসুন্ধরে বরারোহে স্থানং মে দীয়তাং শুভে।
ত্বৎপ্রসাদান্মহাদেবি কার্য্যং মে সিদ্ধ্যতাং দ্রুতম্ ॥"

এইরূপ প্রার্থনার পর ভূতাদির উদ্দেশে নিম্নোক্ত মন্ত্রে মাষভক্ত দিতে হয়। মন্ত্র—

"ওঁ অগ্নিভ্যোঽপ্যথসর্পেভ্যো যে চান্যে তৎসমাশ্রিতাঃ।
তেভ্যো বলিং প্রযচ্ছামি পুণ্যমোদনমুত্তমম্ ॥
ভূতানি রাক্ষসাবাপি যেঽত্র তিষ্ঠন্তি কেচন।
তে গৃহ্ণন্তু বলিং সর্ব্বে বাস্তু গৃহ্ণাম্যহং পুনঃ ॥"

পরে দণ্ডবৎ হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়।

"ভূতানি যানীহ বসন্তি তানি বলিং গৃহীত্বা বিধিনোপপাদিতম্।
অন্যত্র বাসং পরিকল্পয়ন্তু ক্ষমন্তু তানীহ নমোঽস্তু তেভ্যঃ ॥"

এইরূপে পূজা করিয়া স্বগৃহোক্ত বিধিদ্বারা শালহোম করিতে হয়। তৎপরে দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া কার্য্য শেষ করা বিধেয়। পরে ব্রাহ্মণ ভোজন ও সমর্থ হইলে আত্মীয়স্বজনাদিকে ভোজন করাইবে।

বাটীদীর্ঘ (পুং) বাট্যাং বাস্তভূমৌ দীর্ঘঃ সর্ব্বোচ্চত্বাৎ। ইৎকটবৃক্ষ, ইৎকড়। (রত্নমালা)

বাট্টক (ক্লী) ভৃষ্ট যব।

বাট্টদেব (পুং) রাজভেদ। (রাজতর° ৭।১৩৩)

বাট্য (ক্লী) বাট্যালক, বেড়েলা। (বৈদ্যকনি°)

বাট্যক (ক্লী) ভৃষ্ট যব। (শব্দচ°)

বাট্যপুষ্প (ক্লী) ১ চন্দন। ২ কুঙ্কুম। (শব্দচ°)

বাট্যপুষ্পিকা (স্ত্রী) বাট্যপুষ্পী, বেড়েলা।

বাট্যপুষ্পী (স্ত্রী) বাট্যং বাট্যাং সাধু বেষ্টনীয়ং বা পুষ্পং যস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বাট্যালক, বেড়েলা। (রত্নমালা)

বাট্যমণ্ড (পুং) যবমণ্ডবিশেষ, নিস্তুষ দরদলিত যব, চতুর্গুণবারিসাধিত যবমণ্ড, চারিগুণ জল দিয়া এই মণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়, গুণ—বিবন্ধশূল ও আনাহনাশক, রুচিকর, দীপন, হৃদ্য এবং পিত্তশ্লেষ্ম ও বায়ুনাশক।

"বাট্যমণ্ডো বিবন্ধঘ্নঃ শূলানাহবিনাশনঃ।
রোচনো দীপনো হৃদ্যঃ পিত্তশ্লেষ্মানিলাপহঃ ॥" (রাজব°)

বাট্যা (স্ত্রী) বট্যতে বেষ্ট্যতে ইতি বট-বেষ্টনে ণ্যৎ-যদ্বা বাট্যাং বাস্তপ্রদেশে স্থিতা, বাটী, যৎ। বাট্যালক, বেড়েলা। (রত্নমালা)

বাট্যায়নী (স্ত্রী) শ্বেতবাট্যালক, শ্বেতবেড়েলা। (চরক সূ° ৪ অঃ)

বাট্যাল (পুং) বাটীং অলতি ভূষয়তীতি অল-অণ্। বাট্যালক।

বাট্যালক (পুং) বাট্যাল এব স্বার্থে কন্, বাটীং অলতি ভূষয়তীতি অল-ণ্বুল্ বা। ক্ষুপবিশেষ, বাড়িয়ালা, বেড়েলা, পর্য্যায়—শীতপাকী, বাট্যা, ভদ্রোদনী, বলা, বাটী, বিনয়, বাট্যালী, বাটিকা। (শব্দরত্না°) ২ পীতপুষ্পবলা, পীতবেড়েলা। (ভাবপ্র°) ৩ বলা।

বাট্যালিকা (স্ত্রী) ১ লঘু বাট্যালক, ছোট বেড়েলা। ২ মহাবলা, বড়বেড়েলা। (বৈদ্যকনি°)

বাট্যালী (স্ত্রী) বাট্যাল-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বাট্যালক। (শব্দরত্নাকর)

বাড়, আপ্লাব, স্নান। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ বাড়তে। লোট্ বাড়তাং। লিট্ ববাড়ে। লুঙ্ অবাড়িষ্ট।

বাড় (পুং) ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ বাড়-বেষ্টনে ভাবে ঘঞ্। বেষ্টন। (শব্দমালা)

বাড়ভীকার (পুং) বড়ভীকারবংশীয় বৈয়াকরণভেদ। (অথর্ব্বপ্রা° ৩২।৬)

বাড়ভীকার্য্য (পুং) বড়ভীকার-বংশোদ্ভব। (পা ৪।১।১৫১)

বাড়ব (পুং) বাড়ং বজ্রান্তঃস্নানং বাতি প্রাপ্নোতি বাড়-বা-ক।

১ ব্রাহ্মণ। বড়বায়াং ঘোটক্যাং জাতঃ বড়বা-অণ্। ২ বড়বানল, পর্য্যায়—ঔর্ব্ব, সংবর্ত্তক, অব্ধ্যগ্নি, বড়বামুখ। (হেম) ৩ বড়বাসমূহ। (অমর) (ত্রি) ৪ বড়বাসম্বন্ধী। (সুশ্রুত ১।৪৫)

বাড়বকর্ষ (ক্লী) উত্তরদেশস্থ গ্রামভেদ। (পা ৪।২।১০৪)

বাড়বহরণ (ক্লী) বড়বা লইয়া পলায়ন।

বাড়বহারক (পুং) বড়বা অপহরণকারী। (ত্রিকা° ১।২।২২)

বাড়বহার্য্য (ক্লী) বড়বাহৃত নামক ক্রীতদাসের কার্য্য।

বাড়বাগ্নি (পুং) বড়বানল। (জটাধর)

বাড়বাগ্নিরস (পুং) স্থৌল্যাধিকারে রসৌষধ বিশেষ; প্রস্তুত প্রণালী—বিশুদ্ধ পারদ, গন্ধক, তাম্র, তাল (হরিতাল) এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া অর্কক্ষীরে একদিন মর্দ্দন করিয়া গুঞ্জা প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ মধুদ্বারা লেহন করিলে স্থৌল্যরোগ প্রশমিত হয়।

"শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং তাম্রং তালং সমং শুভম্।
অর্কক্ষীরৈর্দ্দিনং মর্দ্দ্য ক্ষৌদ্রেলে্হ্ দ্বিগুঞ্জকম্॥" (রসরত্না°)

বাড়বানল (পুং) বড়বানল, বাড়বাগ্নি।

বাড়বেয় (পুং) বড়বা (নদ্যাদিভ্যো ঢক্। পা ৪।২।৯৭) ইতি ঢক্। বড়বানল, বড়বাসম্বন্ধী।

বাড়ব্য (ক্লী) বাড়বানাং সমূহঃ (ব্রাহ্মণমানববাড়বাদ্যন্। পা ৪।২।৪২) ইতি সমূহার্থে যন্। বাড়বসমূহ।

বাড়েয়ীপুত্র (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (শতপথব্রা° ১৪।৯।৪।৩০)

বাড্ডোৎস (পুং) বড্ডোৎসের পুত্র। (রাজতর° ৮।১৩০৮)

বাড়্বলি (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৬।৩।১০৯)

বাঢ়ম্ (অব্য) অধিকন্তু, অতিশয়, প্রচুরপরিমাণ, উত্তম, অলম্।

বাঢ়বিক্রম (ত্রি) অতিশক্তিসম্পন্ন, বলবান্, দৃপ্তবীর্য্য।

বাণ (পুং) বাণঃ শব্দ স্তদস্ত্যস্তীতি বাণ-অচ্। ১ অস্ত্রবিশেষ। ধনুকের বাণ কোন্ প্রকার হইলে ভাল হয়, এবং তাহা দ্বারা যুদ্ধাদি কার্য্য করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে ধনুর্বেদে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—প্রথমে যথানিয়মে ধনুক নির্ম্মাণ করিয়া তৎপরে বাণ প্রস্তুত করিতে হইবে। সুলক্ষণসম্পন্ন শরের অগ্রভাগে যে লৌহনির্ম্মিত ফলক সংলগ্ন করা হয়, তাহাকে বাণ কহে। বাণ লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হয়। শুদ্ধ, বজ্র ও কান্ত প্রভৃতি বহুবিধ লৌহ আছে। তন্মধ্যে শুদ্ধ ও বজ্র লৌহ দ্বারাই অস্ত্রনির্ম্মাণ বিধেয়। কিন্তু বাণ শুদ্ধ লৌহ দ্বারা করিলেই ভাল হয়। এই শুদ্ধ লৌহ লইয়া বিবিধ প্রকার ফলা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যে সকল ফলা সুধার, তীক্ষ্ণ ও অক্ষত করিতে হয়, তাহাতে বজ্রলেপ প্রদান করা আবশ্যক। ফলা সকল পক্ষ-প্রমাণের অনুরূপ প্রমাণবিশিষ্ট করিয়া পরে লক্ষণাক্রান্ত শরে সংযুক্ত করিতে হয়। এই ফলা সকল আকারভেদে বহুবিধ। আরামুখ, ক্ষুরপ্র, গোপুচ্ছ, অর্দ্ধচন্দ্র, সূচীমুখ, ভল্ল, বৎসদন্ত, দ্বিভল্ল, কর্ণিক ও কাকতুণ্ড ইত্যাদি বহুবিধ নামে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ফলা আছে।

"ফলন্তু শুদ্ধলোহস্য সুধারং তীক্ষ্ণমক্ষতম্।
যোজয়েৎ বজ্রলেপেন শরে পক্ষানুমানতঃ॥
আরামুখং ক্ষুরপ্রঞ্চ গোপুচ্ছং চার্দ্ধচন্দ্রকম্।
সূচীমুখঞ্চ ভল্লঞ্চ বৎসদন্তং দ্বিভল্লকম্॥
কার্ণিকং কাকতুণ্ডঞ্চ তথান্যান্যপ্যনেকশঃ।
ফলানি দেশে দেশেষু ভবন্তি বহুরূপতঃ॥" (বৃহৎশার্ঙ্গ°)

ফলকের যে আকারগত বৈলক্ষণ্যের বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল দৃশ্যের জন্য নহে, তাহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সকল সাধিত হইয়া থাকে। আরামুখ নামক বাণ দ্বারা বর্ম্ম ভেদ করা যায়। অর্দ্ধচন্দ্র বাণে প্রতিযোদ্ধার মস্তক, এবং আরামুখ বা সূচীমুখ বাণে ঢাল বেধ করা যায়। কার্ম্মুক ছেদের জন্য ক্ষুরপ্র বাণ, হৃদয় বিদ্ধ করিবার জন্য ভল্ল নামক বাণ, ও ধনুকের গুণ ও আগম্যমান শর কাটিবার জন্য দ্বিভল্ল নামক বাণই প্রশস্ত। কাকতুণ্ডাকার ফলার দ্বারা তিন অঙ্গুল পরিমিত লৌহ বিদ্ধ করা যায়। গোপুচ্ছাকার শর দ্বারা নানা কার্য্য সাধিত হয়, এবং লৌহকণ্টকমুখ বাণ দ্বারা অঙ্গুলিত্রয়পরিমিত ছিদ্র করিতে পারা যায়।

ফলা প্রস্তুত করিবার সময় উত্তমরূপে পায়ন (পান) দিতে হয়, ছেদ ভেদ প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্যের জন্য উপযুক্ত বহুবিধ আকারের ফলা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অস্ত্রবিদ্যার মতানুসারে পান দিতে হয়। পানের গুণেই অস্ত্র সুধার ও দৃঢ় হইয়া থাকে। ফলায় পান দিবার বিধি বৃহৎ শার্ঙ্গধর এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—উৎকৃষ্ট ওষধি লিপ্ত করিয়া যে ফলকের পায়ন বিধান আছে, সেই বিধানানুসারে পান দিয়া ফলক নির্ম্মাণ করিলে তাহা দ্বারা দুর্ভেদ্য লৌহবর্ম্মও বৃক্ষপত্রের ন্যায় ছেদন করিতে পারা যায়।

পিপুল, সৈন্ধব লবণ ও কুড় এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে গোমূত্রে পেষণ করিয়া ফলকে লেপন করিতে হয়, উহা দ্বারা ঐ লিপ্ত ফলক অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, পরে ইহা অগ্নিবৎ হইলে, আগুন হইতে তুলিলে পর যখন ইহার বর্ণ স্বাভাবিক হইবে অথচ সম্পূর্ণ রূপে উত্তাপ থাকিবে, তখন এই ফলা তৈলের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। এই প্রণালী অনুসারে পান দিলে অতি উত্তম পান হয়।

অন্যবিধ—সর্ষপ ও মধু উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ফলকে লেপ দিয়া অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে, যখন অগ্নিমধ্য হইতে এই ফলকের ময়ূর পুচ্ছের মত রং দেখা যাইবে, তখন অগ্নি হইতে উহা তুলিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে এই ফলক অতিশয় তীক্ষ্ণ ধারযুক্ত ও দৃঢ় হয়।

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে—ঘোটকী, উষ্ট্রী, ও হস্তিনী এই সকল পশুর দুগ্ধ দ্বারা পান দিলে তীরের ফলার অতি উৎকৃষ্ট ধার হয়। ইহা ভিন্ন মাছের পিত্ত, মৃগীর দুগ্ধ, কুকুরের দুগ্ধ ও ছাগী দুগ্ধ দ্বারা পান দিলে সেই বাণ দ্বারা হস্তিশুণ্ডও ছেদন করিতে পারা যায়। আকন্দের আটা, ছড়্‌শৃঙ্গের অঙ্গার, পায়রা ও ইন্দুরের বিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বাণের সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে এবং মধ্যে মধ্যে তৈল সেক দিবে, ইহাতে বাণ অতিশয় দৃঢ় ও শাণিত হয়। লৌহ দ্বারা এইরূপ পান দিয়া বাণ প্রস্তুত করিবে। যে শরে বাণ পরাইতে হয়, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে :—

শর (তৃণবিশেষ) অধিক স্থূল বা সূক্ষ্ম না হয়, উহা কুৎসিত মৃত্তিকায় উৎপন্ন না হয়, তাহাতে গ্রন্থি না থাকে এবং পক্ক হইয়া পাণ্ডুরবর্ণ হইলে ভাল হয়। উপযুক্ত সময়ে এইরূপ শর আহরণ করিয়া তাহার অগ্রভাগে ফলক পরাইতে হয়। হীনগ্রন্থি ও বিদীর্ণ শর বাণের পক্ষে উপযুক্ত নহে।

"কঠিনং বর্ত্তুলং কাষ্ঠং গৃহ্লীয়াৎ সুপ্রদেশজম্।
দ্বৌ হস্তৌ মুষ্টিনা হীনৌ দৈর্ঘ্যে স্থৌল্যে কনিষ্ঠিকা।
বিধেয়া শরমাণেষু যন্ত্রেণাকর্ষয়েত্ততঃ॥" (বৃহৎশার্ঙ্গধর)

কঠিন, বর্ত্তুল অর্থাৎ সুগোল এবং উত্তম স্থানে উৎপন্ন এইরূপ কাষ্ঠই (শর) তীর-নির্ম্মাণের পক্ষে উপযুক্ত। জলবহুল, তৃণবহুল ও ছায়া বহুল প্রদেশে যে শর জন্মে, তাহা তত দৃঢ় হয় না এবং কীটাকুলিত হয়। রৌদ্রবহুল ও অল্প বালুকাযুক্ত স্থানে যে শর জন্মে, তাহাই উৎকৃষ্ট। উক্ত প্রকারের উত্তম শর গ্রহণ করিয়া দুইহাত বা একমুষ্টি ন্যূন ২ হাত লম্বা ও স্থূলতায় কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমাণ শর গ্রহণ করিতে হয়। যদি কোথাও বক্র থাকে, তাহা হইলে যন্ত্রে আকর্ষণ করিয়া সোজা করিয়া লইতে হয়। বাণের শর উক্ত পরিমাণের অধিক করিবে না। কারণ মুষ্টিবদ্ধ বামহস্ত প্রসারিত হইলে মুষ্টির অগ্রভাগ হইতে দক্ষিণ কর্ণের মূলদেশ পর্য্যন্তের পরিমাণ বা মাপ দুই হস্তের অধিক নহে, বরং কিঞ্চিৎ অল্প। সুতরাং মুষ্টি হীন দুইহাত বাণ ধনুকে সংযোজিত করিলেই আকর্ণ আকর্ষণ সহজেই হইয়া থাকে। বাণ অধিক লম্বা হইলে আকর্ষণের দোষ জন্মে এবং তজ্জন্য তাহার গতি ভঙ্গ হইয়া থাকে।

বাণ ছাড়িলে তাহার গতির বক্রতা জন্মাইতে না পারে, এই জন্য তাহার মূলে পক্ষীর পালক সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়, তাহার নিয়ম এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—পক্ষ যোজনা ভিন্ন বাণের গতি ঠিক সরল হয় না। পক্ষ সংযুক্ত থাকায় বায়ু ভেদ করিয়া যায়, সুতরাং বাণ কোন দিকে না বাঁকিয়া ঠিক সোজা চলে। ইহাতে লক্ষ্যের দিকে ঠিক গতি হইয়া থাকে।

কাক, হংস, শশ, মাচরাঙ্গা, বক, ময়ূর, গৃধ্র ও কুরর এই সকল পক্ষীর পক্ষই উত্তম। প্রত্যেক শরে সমান্তর রূপে চারিটী করিয়া পালক যোজনা করিতে হয়। পালকগুলিও অঙ্গুল প্রমাণ হইবে। কিন্তু একটু বিশেষ এই যে ধনুতে যে বাণ যোজনা করিতে হয়, তাহার শরে ১০ অঙ্গুল পক্ষ এবং বৈণব ধনুর বাণে ৬ অঙ্গুল পক্ষ দিতে হয়। স্নায়ু বা তন্তু দ্বারা এই পক্ষ বাঁধিয়া দিতে হয়।

"কাকহংসশশাদীনাং মৎস্যাদক্রৌঞ্চকেকিনাম্।
গৃধ্রাণাং কুররাণাঞ্চ পক্ষা এতে সুশোভনাঃ॥
একৈকস্ত শরস্তৈব চতুঃপক্ষাণি যোজয়েৎ।
ষড়ঙ্গুলিপ্রমাণেন পক্ষচ্ছেদঞ্চ কারয়েৎ॥
দশাঙ্গুলিমিতং পক্ষং শার্ঙ্গং চাপস্য মার্গণে।
যোজ্যা দৃঢ়াশ্চতুঃসংখ্যা সম্বদ্ধাঃ স্নায়ুতন্তুভিঃ॥"(বৃহৎ শার্ঙ্গধর)

উক্ত প্রকার পক্ষসংযুক্ত শরের অগ্রভাগে ফলা পরাইতে হয়, নচেৎ তাহা যুদ্ধোপযোগী হয় না। যে শরের অগ্রভাগ স্থূল অর্থাৎ আগার দিক্ মোটা, তাহা স্ত্রীজাতীয় শর, এবং যাহার পশ্চাদ্দেশ স্থূল তাহা পুরুষ জাতীয়, এবং যাহার অগ্র ও পশ্চাৎ উভয় দিকই সমান, তাহা নপুংসক জাতীয় শর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। নারীজাতীয় শর অধিকতর দূরগামী হয়, পুরুষজাতীয় শর দুরবস্তু ভেদের যোগ্য, এবং নপুংসকজাতীয় শর লক্ষ্যভেদের পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত।

বৃহৎ শার্ঙ্গধরের মতে নালীকাস্ত্রও বাণপদবাচ্য।

"সর্ব্বলোহাস্তু যে বাণা নারাচাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পঞ্চভিঃ পৃথুলৈঃ পক্ষৈঃ যুক্তাঃ সিধ্যন্তি কস্যচিৎ॥
লঘবো নালিকা বাণা নলযন্ত্রেণ নোদিতাঃ।
অত্যুচ্চদূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ॥" (বৃহৎ শার্ঙ্গধর)

যে সকল বাণ সর্ব্বলৌহ অর্থাৎ যাহার সকল অবয়ব লৌহ নির্ম্মিত, তাহার নাম নারাচ। শরের বাণে যেমন ৪টী পক্ষ আবদ্ধ থাকে, তদ্রূপ এই নারাচ বাণে ৫টী পক্ষ আবদ্ধ থাকিবে, এই পক্ষগুলি শরবাণ অপেক্ষা মোটা ও বড় হইবে। সকলে এই নারাচবাণ আয়ত্ত করিতে পারে না। ইহা ভিন্ন লঘুনালিক বাণ নলাকার যন্ত্র দ্বারা প্রেরিত হয়, এই নালিক বাণ উচ্চদূরে ও দুর্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার পক্ষে প্রশস্ত। [নালীকাস্ত্র দেখ]

২ মন্ত্রভেদ, বাণমন্ত্র। এই মন্ত্র যাহাদের জানা আছে, সে ব্যক্তি ইহা দ্বারা মানব, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ও গুল্ম প্রভৃতিকে বিবিধ প্রকার পীড়া দিতে পারেন। কিন্তু বাণমন্ত্রের কোনরূপ শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা কেবল গুরুপরম্পরা ক্রমে প্রচলিত আছে। বাণমন্ত্র এবং ইহার কাটানমন্ত্রও প্রচলিত আছে। [পবর্গে বাণশব্দ দেখ]

বাণজিৎ (পুং) ধনিজয়। (সংক্ষিপ্তসারকৌমুদী)

বাণখেলা, পরস্পরে মন্ত্রযুক্ত বাণ-নিক্ষেপরূপ যুদ্ধ। ইহাতে একজন মন্ত্র প্রয়োগ করে এবং অপরে তাহার বিপরীত শক্তি-সম্পন্ন মন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা সেই মন্ত্রের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া দেয়। যাহারা এই মন্ত্রে অভ্যস্ত ও প্রয়োগপারদর্শী তাহারা "গুণিন্" নামে পরিচিত। এতদ্দেশে সাধারণতঃ অহিতুণ্ডকেরাই ঐ সকল বাণমন্ত্র অভ্যাস করিয়া থাকে। অনেক স্থলে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানকেই ইহা শিক্ষা করিতে দেখা যায়।

সাপুড়েরা যে বাণমন্ত্র প্রয়োগ করে তাহার সহিত গাছ-মারা মন্ত্রের স্বাতন্ত্র্য আছে। অনেকে ফলবন্ত বৃক্ষ দেখিলেই মন্ত্রযোগে বাণ মারিয়া উহা নষ্ট করিয়া দেয়। হাতে সরিষা বা ধূলা লইয়া ঐ সকল মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অভীষ্ট বস্তুর অভিমুখে সেই ধূলা বা সরিষা ছুঁড়িয়া মারিলে ঐ বস্তু বা বৃক্ষ শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায়। সাপুড়ের বাণমারায় আহত ব্যক্তির মুখ দিয়া রক্তোদগমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এই বাণমারার ন্যায় মারণ, স্তম্ভন, বশীকরণ, উচ্চাটন প্রভৃতি বিষয়েরও মন্ত্র আছে। [ভৌতিক বিদ্যা দেখ।]

বাণগঙ্গা (স্ত্রী) নদীভেদ। লোমশতীর্থ অতিক্রম করিয়া এই নদী প্রবাহিত হইয়াছে। প্রবাদ, রাক্ষসরাজ রাবণ বাণের অগ্রভাগ দ্বারা হিমালয় পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া এই নদীকে বাহির করিয়া দেন।

বাণগোচর (পুং) বাণের নির্দ্দিষ্ট গতিস্থান (Range of an arrow)।

বাণচালনা (স্ত্রী) বাণপ্রয়োগ। ধনু ও তীরযোগে লক্ষ্য বস্তু বিদ্ধ করিবার কৌশল বা প্রণালী, পাশ্চাত্য ভাষায় এই তীর-ক্ষেপপ্রথাকে Archery বলে। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদে ইহার বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। [ধনুর্ব্বেদ দেখ।]

ঐতিহাসিক যুগের প্রথম বা প্রারম্ভাবস্থায়, যখন এদেশে আগ্নেয়াস্ত্রের (নালিকাদি যুদ্ধযন্ত্র Canon) বহুল ব্যবহার হয় নাই, এমন কি, যখন লোকে লৌহদ্বারা ফলকাদি নির্ম্মাণ করিতে শিখে নাই, তখন সেই আদিম যুগে সকলে বংশখণ্ড লইয়া ধনু, শরখণ্ড লইয়া ইষু এবং চকমকী দ্বারা শরের শলাকা প্রস্তুত করিতে অভ্যস্ত ছিল। আমরা ইতিহাস পাঠে এবং প্রাচীন নগর বা গ্রামাদির ধ্বংসাবশেষ হইতে আদিমজাতির এই অস্ত্রের বহু নিদর্শন পাইয়াছি। এখনও অনেক দেশের আদিম অসভ্যজাতির মধ্যে এই প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে। পরে যখন সেই সকল জাতির মধ্যে সভ্যতালোক বিকৃত হইতে আরম্ভ হয়, তখন হইতেই তাহারা সভ্য-সমাজের আদর্শে এই যুদ্ধাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়া বাণনির্ম্মাণ বিষয়ে এবং তাহার চালনার অপূর্ব্ব কৌশল প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সুপ্রাচীন বৈদিকযুগে আমরা বাণপ্রয়োগের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাই। সুসভ্য আর্য্যগণ বর্ব্বর অনার্য্যজাতির সহিত নিরন্তর যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, ভারতবাসী সেই আর্য্যসন্তানগণ ধনু, ইষু প্রভৃতি অস্ত্রযোগে যে যুদ্ধকার্য্য পরিচালনা করিতেন, ঋগ্বেদ-সংহিতায় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়[1]। আর্য্য ও অসুর (দস্যু বা রাক্ষস) সংঘর্ষের কথা যাহা উক্ত মহা গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তাহারই অবিকৃত চিত্র পৌরাণিক বর্ণনায়ও প্রতিফলিত[2] দেখা যায়।

রামায়ণীয় যুগে রাম-রাবণের যুদ্ধে এবং ভারতীয় যুদ্ধে কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে যথেষ্ট বাণযুদ্ধ চলিয়াছিল; কেবল মানবজগৎ বলিয়া নহে, দেবজগতেও বাণের ব্যবহার ছিল। স্বয়ং পশুপতি পাশুপত অস্ত্রে পরিশোভিত ছিলেন[3]। দেবসেনাপতি কুমার কার্ত্তি-কেয় ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া অসুর সংহার করিয়াছিলেন। পুরাণে অগ্নি, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট প্রিয় বাণের উল্লেখ পাওয়া যায়[4]। রামরাবণের যুদ্ধে ঐ সকল দেবা-ধিষ্ঠিত বাণের বহুল প্রয়োগ হইয়াছিল। রাবণের মৃত্যুবাণ এই শ্রেণীর অলঙ্কারস্বরূপ বলা যাইতে পারে। দুষ্মন্তাদি রাজগণ বাণ লইয়া মৃগয়া করিতেন[5]। সূর্য্যবংশপ্রদীপ মহাত্মা রঘু বাণ লইয়া পারসিকদিগকে জয় করিতে গমন করিয়াছিলেন। রামায়ণে

---

(১) ঋক্ ৫।৫২,৫৫ ও ৫৭ সূক্তে এবং ৬।২,২৭,৪৬,৪৭ সূক্তে ঋষ্টি, বাণী, ধনু, ইষু প্রভৃতি অস্ত্রের উল্লেখ আছে।

(২) ঋক্ ১।১১,১২,২১,২৪,৩৩,১০০,১০৩,১০৪,১২১ প্রভৃতি সূক্ত আলোচনা করিলে ইন্দ্রাদিকর্ত্তৃক অসুরনাশের যে কথা পাওয়া যায়, বৃত্রসংহার, তারকাবধ, অন্ধকনিধন, শুম্ভ-নাশ, ত্রিপুর-দাহ, মধুকৈটভাদি বিনাশ তাহার বিকাশমাত্র।

(৩) লিঙ্গপুরাণ ও মহাভারত। মহাদেব অর্জ্জুনের বীরত্বে প্রীত হইয়া কর্ণ ও নিবাতকবচাদি নিধনের নিমিত্ত উক্ত অস্ত্র দান করিয়াছিলেন।

(৪) বিভিন্ন শ্রেণীর বাণ অর্থাৎ তাহাদের ভেদশক্তি ভিন্নরূপ। বর্ত্তমান-কালে অর্দ্ধচন্দ্র, কোণাকার, ত্রিফলক, পঞ্চফলক বা বড়শীর আকারযুক্ত বাণ ভীল, সাঁওতাল মধ্যে এবং প্রাচীন রাজবংশসমূহের অস্ত্রাগারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। পুরাণে যে বরুণবাণ দ্বারা অগ্নিবাণ কাটিবার কথা আছে, অধিক সম্ভব তাহা ঐরূপ বিভিন্ন ফলকের গুণেই হইত, তখনকার যোদ্ধৃবর্গ স্থিরলক্ষ্য ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং তাঁহারা একটী বাণের প্রয়োগ দেখিলেই তাহার বিপরীত অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানসমর্থক অস্ত্র প্রয়োগ করিতে জানিতেন; অথবা ঐ সকল বাণ মন্ত্রসিদ্ধ ছিল এবং যোদ্ধা শর প্রক্ষেপকালে তাহা মন্ত্রপূতঃ করিয়া প্রয়োগ করিতেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

(৫) মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির কাব্য-নাটকাদিতে তীর ধনুকের ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়। তদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, ঐ সকল কবিদের সময়ে রাজগণ শর [illegible] মৃগয়া করিতেন এবং তাঁহাদের সেনা-[illegible]

পিঠবিশ্যালির বিরোধে শক, বাহ্লিক ও যবনজাতীয় যোদ্ধার কথা আছে। তাহারা ঐ সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহে যে ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার করিতেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

মহাভারতে দ্রোণাচার্য্যের নিকট পাণ্ডবগণ বাণ-পরিচালন-কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। একলব্য দ্রোণাচার্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বীয় অধ্যবসায়ে গুরুর বিদ্যা অপহরণ করেন; বাণ-চালনায় পারদর্শিতা লাভের পর একলব্য দ্রোণকে দক্ষিণা দিতে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য তাহার অদ্ভুত শিক্ষাকৌশল দেখিয়া একলব্যের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রার্থনা করেন। একলব্য গুরুকে তাঁহার অভিপ্রেত দক্ষিণা দান করিয়া নিজ মহত্ব রক্ষা করেন।

মহাভারতীয় এই বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয়, তৎকালে কি রাজপরিবার, কি সাধারণ জনসমাজে বাণশিক্ষা ক্ষত্রিয়-সাধারণের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। তাড়কা-নিধনকালে শ্রীরামচন্দ্রকর্ত্তৃক মারিচ রাক্ষসকে লঙ্কায় প্রেরণ, দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে চক্ররন্ধ্রপথে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক মৎস্যচক্ষু ভেদ, কুরুকুলপিতামহ মহামতি ভীষ্মের শরশয্যা নির্ম্মাণ প্রভৃতি পৌরাণিক আখ্যান বাণচালনার চরম দৃষ্টান্ত।

পরবর্ত্তী কালের হিন্দু নরপতিগণও তীরধনুক লইয়া যুদ্ধ করিতেন। আলেকসান্দারের এবং মুসলমানগণের ভারতাক্রমণ সময়ে রণক্ষেত্রে বহুশত তীরন্দাজের অবতারণা দেখা যায়। আইন-ই-অকবরীতে লিখিত আছে যে, মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের অস্ত্রাগারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের তীর, তূণীর ও ধনুক ছিল[৩]। ঐ সময়ে বন্দুকের বহুল প্রচলন থাকায় বাণের দ্বারা শত্রু সংহার করিবার প্রয়োজন হ্রাস হইতে থাকে। তখন তীরন্দাজ সেনাসংখ্যা ক্রমশঃ কম হইয়া পড়ে; কিন্তু তাই বলিয়া যে তৎকালে তীরন্দাজ ছিল না, এমত নহে। রণদুর্ম্মদ রাজপুতবীরগণ, প্রচণ্ড ভীলগণ এবং মীনাকপি প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ অসভ্য জাতীয়েরা তীরধনুক হস্তে রণক্ষেত্রে নামিয়া শত্রুক্ষয় করিত[৪]।

ইংরাজাধিকারেও সাঁওতালগণ তীর লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের বাণশিক্ষা অদ্ভুত, লক্ষ্য স্থির ও সুনিশ্চিত এবং সংহার অপরিহার্য্য। সুদূর বনান্তরাল হইতে আততায়ীকে লক্ষ্য করিয়া তাহারা যে তীর ছুঁড়িত, তাহাতে শত্রুর নিপাত বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। এখন এই বিদ্যার সম্পূর্ণ হ্রাস ঘটিলেও "সাঁওতালের কাঁড়" সাধারণের হৃদয়ে বাণশিক্ষার পরাকাষ্ঠা জাগাইয়া থাকে।

শুদ্ধ ভারত বা বাঙ্গালা বলিয়া নহে, এক সময়ে যুরোপীয় পাশ্চাত্য জগতেও ইহার বহুল ব্যবহার ছিল। প্রাচীন গ্রীক-জাতি তীরধনুক লইয়া যুদ্ধ করিতেন। প্রাচীন যবন (Ionian)-গণও ধনুর্ব্বাণ হস্তে রণক্ষেত্রে দেখা দিতেন। তাঁহারা প্রাচীন গ্রীস বা হেলেনিস্‌বাসীর অন্যতম শাখা বলিয়া পরিচিত। কার্থেজিনীয় যোদ্ধৃদল, সুবিখ্যাত রোমকগণ, হূণ, গথ ও ভাণ্ডাল প্রভৃতি বর্ব্বরজাতি, এমন কি, বর্ত্তমান সুশিক্ষিত ইংরাজজাতির আদিপুরুষ এবং ইংলণ্ডের আদিমবাসী বৃটন-গণও বাণপরিচালনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তত্তদ্দেশের ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে।

পাশ্চাত্য জগতের সুপ্রাচীন গ্রীক ও রোমকজাতির অভ্যু-থানের পূর্ব্বে আসিরীয় (Assyrians) এবং শক (Scy-thians) জাতির মধ্যে অশ্বসংযুক্ত রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিবার রীতি ছিল। এখনও তথাকার সুবৃহৎ প্রাসাদগাত্রস্থ প্রস্তর-ফলকাদিতে বাণপূর্ণ তূণীরসংবদ্ধ রথাদির চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়। আসিরীয়জাতির বাণবিদ্যার পূর্ণপ্রভাব তাহাদের কীল-রূপা (Cuneiform) বর্ণমালা হইতেই উপলব্ধি করা যায়। অনুমান হয়, বাণই তাহাদের প্রাণ ছিল, তাই তাহারা বাণের অগ্রফলকের অনুকরণে আপনাদের অক্ষরমালা প্রস্তুত করিয়াছিল।

প্রাচীন মিশররাজ্যেও তীরধনুকের অভাব ছিল না। কাল্‌দীয়, বাবিলোনীয়, পার্থিয়, শক, বাহ্লিক ও প্রাচীন পারসিক-জাতির মধ্যে বাণাস্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল। সুতরাং অনু-মান হয় যে, অতি প্রাচীনকালে ধনু ও ইষু যুদ্ধের প্রধান শস্ত্র বলিয়া গণ্য ছিল এবং সাধারণে তাহাই বিশেষ যত্নে শিক্ষা করিত।

বাণজিৎ (পুং) বিষ্ণু।

বাণতূণ (পুং) বাণাধার, তূণীর।

বাণদণ্ড (পুং) বানদণ্ড, বেমা।

বাণধী (পুং) তূণীর।

বাণনাসা (স্ত্রী) নদীভেদ।

বাণনিকৃত্ত (ত্রি) বাণাস্ত্র দ্বারা ভিন্ন।

বাণপঞ্চানন (পুং) একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি।

বাণপথ (পুং) বাণগোচর।

বাণপথাতীত (ত্রি) বাণপথাতিক্রম।

বাণপাণি (ত্রি) বাণাস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত।

বাণপাত (পুং) ১ বাণনিক্ষেপ। ২ দূরত্বপরিমাপক।

বাণপাতবর্ত্তিন্ (ত্রি) অদূরে অবস্থিত।

বাণপুঙ্খা (স্ত্রী) বাণের অগ্র ও পুচ্ছভাগ।

(৩) Blochmanns' translation of Ain-i-Akbari, p. 109-112.

(৪) Tod's Rajasthan.

বাণপুর (ক্লী) বাণরাজের রাজধানী।

বাণভট্ট (পুং) সুপ্রসিদ্ধ কবি। [পবর্গে দেখ।]

বাণময় (ত্রি) বাণদ্বারা সমাচ্ছন্ন।

বাণমুক্তি, বাণমোক্ষণ (স্ত্রী ক্লী) বাণচ্যুতি, লক্ষ্যবস্তুর অভিমুখে বাণত্যাগ।

বাণযোজন (ক্লী) ১ তূণীর। ২ ধনুকের জ্যামধ্যে বাণ লাগাইয়া লক্ষ্য।

বাণপ্রস্থ (ক্লী) আশ্রমাচারবিশেষ। [বানপ্রস্থ দেখ।]

বাণরসী (স্ত্রী) বারাণসী।

বাণরাজ (পুং) বাণাসুর।

বাণরেখা (স্ত্রী) বাণদ্বারা গাত্রস্থ ক্ষত চিহ্ন।

বাণলিঙ্গ (ক্লী) স্থাবর শিবলিঙ্গভেদ। নর্ম্মদাতীরে এই সকল লিঙ্গ পাওয়া যায়। [লিঙ্গশব্দ দেখ।]

বাণশাল (ক্লী) ১ বাণাগার, আয়ুধশালা।

বাণবর্ষণ (ক্লী) বাণবৃষ্টি, অর্থাৎ বৃষ্টিধারার ন্যায় বাণপাত।

বাণবার (পুং) সাঁজোয়া। বক্ষাবরক লৌহনির্ম্মিত অঙ্গরাখাভেদ।

বাণসন্ধান (ক্লী) লক্ষ্য করিয়া বাণযোজনা।

বাণসিদ্ধি (স্ত্রী) বাণযোগে লক্ষ্যভেদ।

বাণসূতা (স্ত্রী) উষা।

বাণহন্ (পুং) ১ বাণারি। ২ বিষ্ণু।

বাণারসী (দেশজ) পট্টবস্ত্রভেদ, বাণারসী চেলী, বারাণসী প্রভৃতি স্থলে এই চেলী প্রস্তুত হয়, বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম বাণারসী হইয়াছে। এই পট্টবস্ত্রে জরি দিয়া ফুল পাড় প্রস্তুত করা হয়, ইহা বহুমূল্য বস্ত্র। ২ বাণারসী সাল, ইহাও বারাণসীতে প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহাকে বাণারসী সাল কহে।

বাণাবলী (স্ত্রী) একপদে যে পাঁচটী শ্লোক রচিত হয়।

বাণাশ্রয় (ক্লী) তূণীর।

বাণাসন (ক্লী) ধনু।

বাণি (স্ত্রী) বণ-নিচ্-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। বপন, বোনা, পর্য্যায় বৃতি, বূতি। (ভরত) করণে ইন্। ২ বাপদণ্ড।

বাণিজ (পুং) বণিজ্-স্বার্থে-অণ্। ১ বণিক্। (অমর) ২ বাড়বাগ্নি। (ত্রিকা০)

বাণিজক (পুং) বণিজ্-স্বার্থে-বুঞ্। ১ বণিক। ২ বাড়বাগ্নি।

বাণিজকবিধ (ত্রি) বাণিজকানাং বিষয়ো দেশঃ (বৈরিক্যাদেষু কার্য্যাদিভ্যো বিধল্ভক্তলৌ। পা ৪।২।৫৪) ইতি বিধল্। বণিকদিগের স্থান, বাণিজ্যস্থান।

বাণিজিক (পুং) বাণিজক শব্দার্থ।

বাণিজ্য (ক্লী) বণিজো ভাবঃ কর্ম্ম বা বণিজ্-ষ্যঞ্। বৈশ্যবৃত্তিভেদ, ক্রয়বিক্রয়রূপ কার্য্য, পর্য্যায়—সত্যানৃত, বাণিজ্যা, বণিক্‌পথ। (জটাধর)

জ্যোতিষে লিখিত আছে যে বাণিজ্য করিতে হইলে শুভ দিন দেখিয়া আরম্ভ করিতে হয়। অশুভদিনে বাণিজ্য করণে বাণিজ্যে ক্ষতি হইয়া থাকে। ভরণী, অশ্লেষা, বিশাখা, কৃত্তিকা, পূর্ব্বফল্গুনী, ও পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে বিক্রয় প্রশস্ত, কিন্তু ক্রয় নিষিদ্ধ। রেবতী, অশ্বিনী, চিত্রা, শতভিষা, শ্রবণা ও স্বাতি নক্ষত্র ক্রয়ে শুভ কিন্তু বিক্রয়ে অশুভ। (জ্যোতিঃসারস°)

এইরূপে ক্রয়বিক্রয়ে লক্ষ্য করিয়া বাণিজ্য করিলে তাহাতে উন্নতি হইয়া থাকে।

কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য বৈশ্যের বৃত্তি, বৈশ্য এই বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের যদি আপৎকাল উপস্থিত হয়, অর্থাৎ স্বধর্ম্মে থাকিয়া যখন ব্রাহ্মণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ না করিতে পারিবেন, তখন তিনি বাণিজ্যদ্বারা জীবিকার্জ্জন করিবেন।

"কুষীদকৃষিবাণিজ্যং প্রকুর্ব্বীত স্বয়ং দ্বিজঃ।
আপৎকালে স্বয়ং কুর্ব্বন্ নৈন সা লিপ্যতে দ্বিজঃ॥"
(আহ্নিকতত্ত্ব)

ব্রাহ্মণ আপৎকালে নিম্নোক্তরূপে বাণিজ্য করিতে পারিবেন। মহর্ষি মনু লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নিজবৃত্তির অসম্ভাবনা ঘটিলে এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার ব্যাঘাত হইলে নিষিদ্ধ বস্তু পরিবর্জ্জন করিয়া বৈশ্যের বাণিজ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

সর্ব্বপ্রকার রস, তিল, প্রস্তর, সিদ্ধান্ন, লবণ, পশু এবং মনুষ্য এই সকল দ্রব্যের বিক্রয় নিষেধ। কুসুম্ভাদি দ্বারা রক্তবর্ণ সূত্রনির্ম্মিত সর্ব্ববিধ বস্ত্র, শণ এবং অতসীতন্তুময় বস্ত্র, রক্তবর্ণ না হইলেও মেষলোমনির্ম্মিত কম্বলাদি বিক্রয়ও নিষিদ্ধ। জল, শস্ত্র, বিষ, মাংস, সোমরস, সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, ক্ষীর, দধি, মম, ঘৃত, তৈল, মধু, গুড় এবং কুশ এ সকল বস্তু বিক্রয় করিতে নাই। সর্ব্বপ্রকার আরণ্যপশু, বিশেষতঃ গজাদি দংষ্ট্রী, অখণ্ডিতখুর অশ্বাদি, এতদ্ভিন্ন মদ্য ও লাক্ষা কদাচ বিক্রয় করিতে পারিবে না, তিলবিষয়ে বিশেষ এই যে, লাভপ্রত্যাশায় তিল বিক্রয় করিতে নাই, কিন্তু স্বয়ং কর্ষণদ্বারা তিল উৎপাদন করিয়া অচিরকাল মধ্যে বিক্রয় করিতে পারা যায়। (মনু ১০ অ°)

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই সকল দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় পরিহার করিয়া বাণিজ্য করিতে পারিবেন। যদি পরস্পর মিলিত হইয়া বাণিজ্য আরম্ভ করে এবং তাহাদের মধ্যে যদি কেহ প্রতারণা করে, বা তাহাদের মধ্যে কাহারও অমনোযোগে বাণিজ্যক্ষতি হয়,

তাহা হইলে রাজা তাহাদিগকে নিম্নরূপ দণ্ডাদির ব্যবস্থা করিবেন।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন যে, যে সকল বণিক মিলিত হইয়া লাভের জন্য বাণিজ্য করে, তাহাদের মধ্যে যিনি যেরূপ অংশ প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে বা পরস্পরের যেরূপ স্বীকার করা থাকিবে, সেই অনুসারে লাভালাভ বিভাগ করিয়া লইবেন। এই অংশিদারদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সাধারণের নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া দ্রব্যক্ষতি অথবা নিজের অনবধানতায় ক্ষতি করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবে। আর যদি কেহ বিপৎকালে পরিত্রাণ করে, তাহা হইলে তিনি সাধারণ লভ্যাংশের দশভাগের একভাগ পাইবেন। রাজার অনুমতি লইয়া বাণিজ্য করিতে হইবে এবং রাজা বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেন এইজন্য তিনি লভ্যাংশ হইতে ২০ ভাগের একভাগ শুল্করূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাজা যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে নিষেধ করিবেন, তাহা এবং রাজোচিত দ্রব্য বিক্রয় করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন।

যদি বণিক বাণিজ্য করিতে গিয়া শুল্কবঞ্চনার জন্য পণ্যদ্রব্যের পরিমাণবিষয়ে মিথ্যা কহে এবং শুল্কগ্রহণস্থান হইতে অপসৃত হয়, এবং বিবাদিদ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহাদের পণ্যদ্রব্য অপেক্ষা ৮ গুণ দণ্ড হইবে। বাণিজ্য করিতে গিয়া বণিকসমূহের মধ্যে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই সমবেত বাণিজ্যে তাহার যে ধন থাকিবে, রাজা তাহার অধিকারী পুত্রাদিকে সেই ধন দেওয়াইবেন। ইহার মধ্যে যদি কেহ বঞ্চনা করে, তাহা হইলে তাহাকে লাভরহিত করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিবে।

রাজা পণ্যের প্রকৃত মূল্য এবং আনয়নাদির ব্যয় হিসাব করিয়া এইরূপ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন, যাহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতার উভয়ের ক্ষতি না হয়। রাজা উত্তমরূপে সকল পরিদর্শন করিয়া মূল্য স্থির দিবেন, তদনুসারে প্রত্যহ ক্রয়বিক্রয় হইবে। বণিক ক্রেতার নিকট মূল্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে যদি সেই দ্রব্য না দেয়, তাহা হইলে তাহাকে বৃদ্ধিসমেত প্রদান বা ঐ বস্তু বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হইবে, তাহার সহিত দিতে হইবে। স্বদেশীয় ক্রেতার পক্ষে এই নিয়ম, কিন্তু ক্রেতা বিদেশী হইলে ঐ বস্তু বিদেশে লইয়া যাইয়া বিক্রয় করিলে যে লাভ হইত, তাহার সহিত তাহাকে দিতে হয়।

বিক্রেতা প্রদান করিতে চাহিলেও ক্রেতা যদি ক্রীত পণ্যদ্রব্য গ্রহণ না করে, অথচ দেবোপদ্রব বা রাজোপদ্রবে তাহা নষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা ক্রেতারই নষ্ট হইয়া যায় এবং বিক্রেতা উহার জন্য দায়ী হইবে। বিক্রয় কালে সদোষ দ্রব্য যদি নির্দোষ বলিয়া বিক্রয় করে, তাহা হইলে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ক্রেতা দ্রব্য ক্রয়ের পর তাহার মূল্য অধিক হইয়াছে কি না ইহা না জানিয়া এবং বিক্রেতা দ্রব্যবিক্রয়ের পর তাহার মূল্য অল্প হইয়াছে কি না ইহা না জানিয়া ক্রয়বিক্রয়নিবন্ধন অনুতাপ করিতে পারিবে না। যদি করে তাহা হইলে যথাসম্ভব ক্রীত বিক্রীত দ্রব্য মূল্যের ষষ্ঠাংশের একাংশ দণ্ড হইবে।

যে সকল বণিকবৃন্দ রাজনিরূপিত মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি জানিয়া ও জোঁট বাধিয়া লোকের কষ্টকর মূল্য বৃদ্ধি করে, রাজা তাহাদিগের উত্তম সাহস দণ্ড বিধান করিবেন এবং যাহারা দেশান্তরাগত পণ্য হীনমূল্যে লইবার জন্য অবরুদ্ধ করে, বা এক মূল্যে গ্রহণ করিয়া বহুমূল্যে বিক্রয় করে, তাহা হইলেও তাহাদের উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। যে ব্যক্তি ওজন করিবার কালে কৌশল ক্রমে কম ওজন দিয়া বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিশত পণ দণ্ড হইবে। ঔষধ, ঘৃত, তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য, লবণ কুঙ্কুমাদি গন্ধ, ধান্য ও গুড় প্রভৃতি পণ্য দ্রব্যে ভেজাল দিয়া বিক্রয় করিলে বিক্রেতার ১৬ পণ দণ্ড হয়।

পণ্যদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় অথবা একদেশজাত দ্রব্য ভিন্নদেশে আমদানী বা তথা হইতে ভিন্নদেশে রপ্তানীর নামই বাণিজ্য। পূর্ব্বকালে ভারতে উপরিউক্তরূপ নিয়ম সকল পরিপালন করিয়া বাণিজ্য করিতে হইত। (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ২ অ০)

বহু প্রাচীন কাল হইতে কি ভারতে, কি সমগ্র এসিয়াখণ্ডে, কি সুদূর য়ুরোপে, সভ্য এবং অসভ্য জাতির মধ্যে একটী অবাধ বাণিজ্যস্রোত প্রবাহিত ছিল। কেবল স্থলপথে ও সমতল প্রান্তরেই বাণিজ্যব্যাপার পরিলক্ষিত হইত না। ভারতীয় বণিক্‌গণ সেই উত্তালতরঙ্গপূর্ণ সমুদ্রবক্ষে এবং ক্ষুদ্রবীচিমালাবিভূষিত নদীবক্ষে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র নৌকাযোগে গমনাগমন করিয়া জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির মূল—বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। একদিকে তাঁহারা যেমন দক্ষিণসমুদ্রের পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভূভাগে গতায়াত করিতেন, সেইরূপ তাঁহারা হিমালয়ের বন্যশ্বাপদসঙ্কুল ভয়াবহ গিরিসঙ্কটসমূহ অতিক্রম করিয়া কখন বা ক্ষুদ্র বৃহৎ পর্ব্বতশ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিয়া মধ্যএসিয়া এবং তথা হইতে ক্রমে য়ুরোপের সুসভ্য জনপদসমূহে সমাগত হইতেন ও তথায় স্বদেশীয় পণ্য বিনিময়ে বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিতেন।

হিরোদোতস্, ষ্ট্রাবো, প্লিনি প্রভৃতি গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, একমাত্র লোহিতসাগরের মধ্য দিয়া ভারতীয় বণিকসম্প্রদায় য়ুরোপে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইতেন। ট্রয়নগর স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, গরম মসলা, ভেষজাদি এবং

অন্যান্য পণ্যদ্রব্য পূর্ব্বভারত হইতে পূর্ব্বোক্ত পথে প্রেরিত হইত। বণিকগণ জাহাজ বোঝাই করিয়া ভারত মহাসাগর অতিক্রমপূর্ব্বক ধীরে ধীরে লোহিত সাগরে প্রবেশ করিতেন এবং ক্রমে আর্সিনো (Suez) বন্দরে আসিয়া জাহাজ হইতে মাল-পত্র নামাইয়া লইতেন। পরে এখান হইতে দলে দলে পদ-ব্রজে গমন করিয়া ভূমধ্যসাগর তীরবর্ত্তী বাণিজ্য প্রধান কাসৌ (Cassou) নগরে আসিতেন। এই কাসৌ নগর আর্সিনো বন্দর হইতে ১০৫ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন, বাণিজ্যের সুবিধার্থ সহজ ও সুগম পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টায় প্রাচীন ভারতের বণিকসম্প্রদায়কে দুই বার পন্থা পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায়। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী-স্থপতি M. de Lasseps ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যের সর্ব্বতোমুখ পন্থা বিস্তারের জন্য সুয়েজখাল কর্ত্তন করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বাণিজ্যের যে সুযোগ সংঘটন করিয়া গিয়াছেন, বহু শতাব্দ পূর্ব্বে মিসররাজ সিসোষ্ট্রিস্ * সেই পন্থার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তিনি লোহিতসাগরোপকূল হইতে নীলনদের একটী শাখা পর্য্যন্ত খাল কাটাইয়া সেই পথে পণ্যদ্রব্য লইবার জন্য তদুপযোগী কতকগুলি জাহাজও প্রস্তুত করাইতেছিলেন। কিন্তু কোন অভাবনীয় কারণে তিনি উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে বিরত হন।

ইহার পর, প্রায় ১০০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ইস্রাএলপতি সলোমন বাণিজ্যবিস্তারের জন্য লোহিত সাগরোপকূল হইতে আর একটী পথ প্রস্তুত করাইয়া সেই পথে পোতচালনা দ্বারা পণ্যদ্রব্য-বহনের সুবিধা করিয়াছিলেন *। তাঁহার বাণিজ্য জাহাজগুলি ওফির ও তার্সিস্ জনপদ হইতে কেবল স্বর্ণ, রৌপ্য ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি লইয়া তাঁহার ইজিওনগেবার রাজধানীতে আগমন করিত। এই বাণিজ্যসম্পদে তাঁহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রাসাদস্থ দরবারে এত অধিক রৌপ্যের আসবাব ছিল যে তাহার সংখ্যা করা যাইত না। তাঁহার পানপাত্র ও দেহ-রক্ষার্থ ঢাল স্বর্ণে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

গ্রীক ভৌগোলিক বর্ণিত ওফির (সৌবীর) জনপদ ভারতের তৎকাল-প্রসিদ্ধ কোন একটী প্রধান বন্দর বলিয়া অনুমিত হয়। তার্সিসগামী জাহাজগুলি প্রতি তিন বৎসরে একবার ইজিওন-গেবারে প্রত্যাগমন করিত এবং আবশ্যকমতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাণিজ্য হেতু গমন করায় পথি মধ্যে বিলম্ব করিত। ঐ সকল জাহাজে প্রধানতঃ স্বর্ণ, রৌপ্য, হস্তিদন্ত, ape নামক বানর ও ময়ূর প্রভৃতি নিরন্তর আমদানী করা হইত। তার্সিসের এই দূরত্ব অনুভব করিয়া মনে মনে বুঝা যায় যে, ঐ স্থান সম্ভবতঃ মালাক্কা, সুমাত্রা, যব বা বোর্ণিও দ্বীপের সন্নিকটে ছিল না, কেননা তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা বনমানুষ দেখিতে পাইত এবং সেই বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ মধ্যে সেই ঘটনা সন্নিবেশিত করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই কারণে অনুমান হয় যে, তার্সিস্ ও ওফির পূর্ব্বভারত বা পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অংশভূত ছিল না।

বর্ত্তমান কালের বণিক্‌দিগের ন্যায় প্রাচীন সময়ের বণি-কেরাও আরব্যোপসাগর পার হইয়া মলবার উপকূলস্থ মুজিরিস বন্দরে সমুপস্থিত হইত। এই সমুদ্রযাত্রায় তাহাদের ৪০ দিন মাত্র সময় লাগিত। মিসোপোটেমিয়া, পারস্যোপসাগরকূলবাসী আকাসজাতি এবং ফণিক বণিক্‌গণ বহুকাল ধরিয়া এই পথে পূর্ব্বদেশীয় বাণিজ্যকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ঐ সকল বণিকদিগের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ বিস্তারের জন্য ভারতীয় বণিক্-গণ তৎকালে এই পথে মিসর রাজ্য পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেন।

স্থল পথেও এই ভারতীয় বণিক্‌গণ সুদূর পশ্চিমে গমন করিতেন, তাঁহারা দলবদ্ধ ভাবে বাণিজ্যদ্রব্যসমূহ উষ্ট্রপৃষ্ঠে রজ্জুবদ্ধ করিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতেন। এই বাণিজ্যযাত্রায় তাঁহারা সময়ে সময়ে স্থানীয় সর্দ্দারদিগকে পরাজয় করিয়া তদ্দেশ লুণ্ঠনপূর্ব্বক অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতেন; এই কারণে তাঁহাদিগকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়া-ছিল। বাইবেল ধর্ম্মগ্রন্থের এজিকায়েল (Ezekiel) বিভাগে এবং প্লিনির (lib. vi. c. u.) বিবরণীতে আফ্রিকার মরুদেশে, উত্তর-এসিয়ার তৃণমণ্ডিত প্রান্তরে এবং বিভিন্ন গিরিসঙ্কট অতি-ক্রম করিয়া ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্যযাত্রার কথা আছে।*

রোমকসম্রাট্ অগাষ্টাসের রাজত্বকালে ঔলাস্ গেলিয়াস্ প্রাচ্য বাণিজ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, আরবীয় বণিকগণ একটী বিস্তৃত সেনাবাহিনীর ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া য়ুরোপের প্রতীচ্য জনপদসমূহে গমন করিত। তাঁহাদের এই বাণিজ্যযাত্রা বণিকদলের সুবিধানুসারে এবং পানীয় জলের অবস্থানানুসারে পরিচালিত হইত। একদল এক নির্দ্ধারিত সময়ে একস্থান হইতে রওনা হইয়া পথিমধ্যস্থ সরাই বা হাটে বিশ্রাম করিত; ঠিক্ সেই সময়ে অন্যদিক্ হইতে আর একদল বণিক্ আসিয়া

* Solomon king of Israel, made a navy of ships in Evgion-geber, which is beside Eloth on the shore of the Red Sea in the land of Edom. (I kings. X. 26)

* Having arrived at Bactra, the merchandise then descends the Icarus as far as the Oxus, and thence are carried down to the Caspian. They then cross that sea to the mouth of the Cyrus (the Kur) where they ascend that river, and on going on shore, are transported by land for five days to the banks of the Phasis (Rion) where they once more embark, and are conveyed down to the Euxine. (Pliny)

একত্র মিলিত হইত। বণিকদলের এরূপ সম্মিলনগুলি তাহাদের আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এক সময়ে দুইটী বণিকবাহিনী যেমেন হইতে বহির্গত হয়। তাহার একদল হদ্রামৌৎ হইতে ওমানকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া পারস্যোপসাগরের পথে চলিয়া আইসে এবং অপর দল হেজাজ ঘুরিয়া লোহিতসাগরোপকূল বহিয়া পেট্রায় উপনীত হয়। এখান হইতে এই দল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একদল গাজা নগরের অভিমুখে এবং অন্যদল অপর পথে দামাস্কাস নগরে চলিয়া যায়। যেমেন হইতে পদব্রজে পেট্রা যাইতে প্রায় ৭০ দিন সময় লাগিত। গ্রীক্ ঐতিহাসিক আথেনোডোরাসের বর্ণনায় বণিক্দিগের যে সকল আড্ডার (বিশ্রামস্থান) উল্লেখ দেখা যায়, ইস্মাএল ও আব্রাহামের সমকালে সেই সকল স্থান বাণিজ্য সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

বণিক্ সম্প্রদায়ের এই নিরন্তর গতায়াত থাকায় মায়াদিত (Maadite) জাতির কর্ম্মক্ষেত্র বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। কারণ তাহারা বণিকসম্প্রদায়কে উষ্ট্র ভাড়া দিয়া, তাহাদের পথ দেখাইয়া, তাহাদের রক্ষক হইয়া অথবা তাহাদের সহযোগে বাণিজ্য কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া বিস্তর অর্থ-উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। কালক্রমে এই স্থলপথের বাণিজ্যে বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত হয়। রাষ্ট্রবিপ্লব বা প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে সেই বিপর্য্যয় সাধিত হইয়াছিল। এই পথে যে সকল সমৃদ্ধিশালী নগর বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল, দৈবদুর্ব্বিপাকে তাহারা শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং নগর জনহীন হওয়ায় তাহার বাণিজ্যসমৃদ্ধিও হ্রাস হইয়া যায়। এখনও হৌরাণের অদূরবর্ত্তী বালুকাময় প্রান্তরে, মরুসাগরের তীরবর্ত্তী মরুদেশে এবং টাইবেরিয়াস্ হ্রদের সন্নিকটস্থ উচ্চ স্তম্ভাবলী, মন্দিরাদি এবং রঙ্গমঞ্চ সমূহ প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন জাগাইয়া রাখিয়াছে।

পেট্রা হইতে দামাস্কাস্ যাইবার পথের উত্তর সীমান্তে পামিয়া, ফিলাডেল্‌ফিয়া ও দেকাপোলিসের নগররাজী বিদ্যমান। গ্রীক ও রোমানজাতির অভ্যুত্থানকালে পেট্রার বাণিজ্যসমৃদ্ধি প্রবল ছিল। আথেনোডোরাস্ লিখিয়াছেন, কালে তাহা নষ্ট হইয়া মরুভূমে পর্য্যবসিত হয়, শত শত বৎসর এই ভাবে থাকিয়াও উহার কীর্ত্তিগুলি একবারে নয়নান্তরালবর্ত্তী হয় নাই। এখনও সেই সকল ধ্বংসস্তূপের স্থানে স্থানে স্তম্ভ ও প্রাসাদাদি বিদ্যমান থাকিয়া ভ্রমণকারীর হৃদয়ে প্রাচীন বাণিজ্যগৌরবের ক্ষীণস্মৃতি-উদ্বোধন করিতেছে। এই পেট্রা নগর উত্তরপশ্চিম এসিয়া ও য়ুরোপীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান ছিল। দক্ষিণাঞ্চল হইতে সমাগত বণিকসম্প্রদায় এইস্থানে উত্তর দেশীয় বণিকদিগের হস্তে আপনাদের পণ্যদ্রব্য বিনিময় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইত।

শক্তিপুষ্ট রোমসাম্রাজ্যের অবসান ঘটিলে বাণিজ্যের বিলয় সাধিত হয় এবং সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে লোহিতসাগরোপকূল ও আরবের এই বাণিজ্য পথ পরিত্যক্ত হয়। ইহার কএক শতাব্দ পরে যখন জেনোয়াবাসী পুনরায় বাণিজ্য উপলক্ষে পোতযোগে সমুদ্রবক্ষে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করেন, তখন এই পথ তাহাদের গমনাগমনের সুবিধার্থ গৃহীত হয় এবং ভারত ও য়ুরোপ পুনর্ব্বার বাণিজ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হন। তৎকালে পশ্চিম ভারতের পণ্যদ্রব্য-সম্ভার জলস্থলপথে নৌকা ও উষ্ট্রাদি যানযোগে সিন্ধুবক্ষ বাহিয়া হিমালয় ও কাবুলের পার্ব্বত্য অধিত্যকাভূমে আনীত হইয়া ক্রমে সমর্কন্দে পৌছিত। এমন কি, মলাক্কা দ্বীপজাত দ্রব্যনিচয় ভারতসমুদ্র, বঙ্গোপসাগর, পরে গঙ্গা ও যমুনা নদী বাহিয়া এবং উত্তর ভারতের পার্ব্বত্য সঙ্কট পথ অতিক্রম করিয়া সমর্কন্দে আসিত। সমর্কন্দ রাজ্য ঐ সময়ে মহাসমৃদ্ধ ও বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। এখানে ভারত, পারস্য ও তুরুস্কের প্রধান প্রধান বণিক্‌বৃন্দ একত্র হইয়া স্ব স্ব দেশীয় পণ্যের বিনিময় করিত।

এখান হইতে ঐ সকল মালপত্র পোতযোগে কাস্পীয় সাগরের অপরপারস্থিত অষ্ট্রাখান্ বন্দরে রপ্তানী হইত। অষ্ট্রাখান্ বন্দর বল্‌গানদীর মোহানায় অবস্থিত থাকায় পণ্যদ্রব্য অন্যত্র লইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তথা হইতে মালপত্র পুনরায় নদীবক্ষে রেইজানপ্রদেশের অন্তর্গত নোবোগরোদ নগরে সমানীত হয়। এই নগর বর্ত্তমান নিজ্‌নী-নোবোগরোদ নগর হইতে অনেক দক্ষিণে ছিল।

নোবোগরোদ হইতে ঐ সকল দ্রব্যকে কএকমাইল স্থলপথে লইয়া ডন্ নদীর কূলে পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় বোঝাই দিয়া স্রোতের টানে আজোফ্ সাগর তীরে কাফা ও থিওডোসিয়া বন্দরে লওয়া হইত। কাফাবন্দর তৎকালে জেনোয়াবাসীর অধিকৃত ছিল। এখানে তাহারা গালিয়াস্ নামক পোতযোগে আসিয়া ভারতীয় পণ্যদ্রব্য লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইত। পরে তথা হইতে তাহারা সেই সকল দ্রব্য য়ুরোপের নানাস্থানে বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়া দিত।

আর্ম্মেণিয়-সম্রাট্ কমোডিটার রাজত্বসময়ে আর একটী বাণিজ্যপথ আবিষ্কৃত হয়। তখন বণিক্‌গণ জর্জ্জিয়ার মধ্য দিয়াও কাস্পীয়সাগর তীরে আসিত এবং তথা হইতে পণ্যদ্রব্য জলপথ বাহিয়া কৃষ্ণসাগর তীরবর্ত্তী ত্রিবিজন্দ্ বন্দরে লইয়া যাইত। পরে সেখান হইতে সেইসকল দ্রব্য য়ুরোপের নানাস্থানে প্রেরিত হইত। সেই সময়ে ভারতীয় বাণিজ্যের জন্য আর্ম্মেনীয়দিগের সহিত ভারতবাসীর বিশেষ সখ্যতা স্থাপিত হয়। একজন আর্ম্মেনীয়সম্রাট্ ঐ সময়ে বাণিজ্য-পথ সুগম করিবার জন্য

কাস্পীয়সাগর হইতে কৃষ্ণসাগরোপকূল পর্য্যন্ত ১২০ মাইল লম্বা একটা খাল কাটাইতে বাধ্য হন, কিন্তু এই কার্য্য সমাধা হইতে না হইতে রাজা একজন গুপ্তচরের হস্তে নিহত হন। তাহাতে সেই মহদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

ইহার পর, ভিনিস্‌বাসী বণিকগণ বাণিজ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাহারা ভারতে আসিবার জন্য অপেক্ষাকৃত সুগমপন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া অতি সত্বরে য়ুফ্রেটিস্ নদী বাহিয়া ভারতে পদার্পণ করেন।

ভিনিসবাসী বণিকগণ ভূমধ্যসাগর পার হইয়া আফ্রিকার ত্রিপলীরাজ্যে আসিয়া পদব্রজে সুবিখ্যাত আলেপো (Aleppo) বন্দরে আসিত; পরে তথা হইতে তাহারা য়ুফ্রেটিস্ তীরবর্ত্তী বীরনগরে আসিয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিত। সেই সকল পণ্যদ্রব্য এখানে নৌকাযোগে নদীবক্ষে নিম্নাভিমুখে লইয়া তাইগ্রিস্‌নদী তীরস্থ বোগদাদ নগরে লওয়া হইত। বোগদাদে পুনরায় আবার নৌকায় বোঝাই হইয়া ঐ সকল দ্রব্য তাইগ্রিস-বক্ষে চালিত হইয়া বসোরানগরে এবং পারস্যোপসাগরস্থ হর্ম্মুজ-দ্বীপে আসিত। হর্ম্মুজ (Ormuz) তৎকালে দক্ষিণএসিয়ার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য-বন্দর ছিল। এখানে পাশ্চাত্যবণিক্‌গণ স্বদেশজাত মখমল, কার্পাস বস্ত্র ও অপরাপর দ্রব্যের বিনিময়ে পূর্ব্বদেশজাত গরম-মসলা, ওষধি ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি লইয়া যাইত †।

ভিনিসবাসী বণিক্‌গণকে প্রাচ্যবাণিজ্যে বিলক্ষণ অর্থশালী হইতে দেখিয়া য়ুরোপের অন্যান্য জাতিও ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠে এবং সেই সূত্রে পর্ত্তুগীজগণ ভারতীয় বাণিজ্যের অংশভাগী হইবার জন্য বহু চেষ্টার পর খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষভাগে উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টনপূর্ব্বক দক্ষিণভারতের কালিকট বন্দরে সমাগত হয়। এই পথে পাশ্চাত্য বণিক্‌গণ প্রায় চারি শতাব্দকাল ভারতের সহিত বাণিজ্য করিয়া অবশেষে রাজা সলোমন ও টায়ারপতি হিরামের প্রবর্ত্তিত লোহিতসাগর পথের অনুসরণ করিতে বাধ্য হন। এইপথে সুয়েজখাল কাটার পর, ভারত ও য়ুরোপের বাণিজ্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে।

পর্ত্তুগীজগণ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতে আসিবার সময়ে আফ্রিকার পূর্ব্ব-উপকূলে সমৃদ্ধ রাজ্য ও নগর দেখিয়া সেই সকল স্থানে বাণিজ্যার্থ উপনিবেশ স্থাপন করেন। ঐ সময়ের বহুপূর্ব্ব হইতে তথায় পশ্চিম-ভারতের সিন্ধুপ্রদেশ ও কচ্ছবাসী হিন্দুগণ এবং আরবজাতি ও পারসিকগণ উপনিবেশ স্থাপন ও বাণিজ্যকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিল।

পর্ত্তুগীজকর্ত্তৃক আফ্রিকার দক্ষিণসমুদ্র দিয়া ভারতাগমন পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় ভিনিস ও জেনোয়াবাসী বণিক্‌গণের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল; কারণ জলপথ অপেক্ষা স্থলপথে বিভিন্ন দেশ দিয়া গমনে অনেক খরচা পড়িত, সুতরাং তাহাতে পণ্য-দ্রব্যের মূল্যও অনেক বেশী লাগিত। কাজে কাজেই পর্ত্তুগীজগণ পাশ্চাত্যবাণিজ্যের প্রধান পরিচালক হইয়া উঠিলেন। তাহার উপর,বৈদেশিকের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ এবং সমুদ্রপথে আপনাদের একাধিপত্য বিস্তারমানসে পর্ত্তুগীজগণ তখনকার হিন্দু ও আরবীয় বণিক্‌সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল।

পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও প্রতিযোগিতায় শত্রুতা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। পর্ত্তুগীজগণ বণিগ্‌বৃত্তি ছাড়িয়া দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিল। তাহারা সমুদ্রপথে অন্যান্য বণিকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইতে লাগিল। সকলেই সশঙ্কিত হইয়া উঠিল; শেষে প্রাণের দায়ে ও অর্থনাশের ভয়ে আরবীয় এবং ভারতীয় বণিক্‌গণ বৈদেশিক বাণিজ্যযাত্রায় জলাঞ্জলি দিয়া স্ব স্ব স্থানে ফিরিতে বাধ্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্য-প্রভাব খর্ব্ব হইয়া পাশ্চাত্যসংস্রব লোপ পাইল।

য়ুরোপীয় বণিক্‌সম্প্রদায় এইরূপে আফ্রিকার উপকূলে বাণিজ্য করিতে আসিয়া তদ্দেশবাসীর শান্তি ও সুখবর্দ্ধনে যেমন পরাঙ্মুখ হইয়া আপনাদের অর্থ-পিপাসা শান্তি করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তেমনই তাঁহারা জগদীশ্বরের কোপনয়নে নিপতিত হইয়া আপনাদের সঞ্চিত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন। তাঁহাদের প্রতিযোগী ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মাণ ও দিনেমার বণিক্‌দিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহাদের সেই উচ্ছৃঙ্খল বাণিজ্য প্রতিপত্তি ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায় এবং তাঁহারা বাণিজ্যপ্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন সহকারে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাও লয়প্রাপ্ত হইতে থাকে।

তার পর, বহুল অর্থাগমের আশায় পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া যখন পর্ত্তুগীজগণ ক্রীতদাস বিক্রয় এবং তাহাদের ধৃতকরণার্থ আপনাদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বৃথা অপব্যয়িত করিতে লাগিলেন, তখন হইতেই প্রকৃতপক্ষে পর্ত্তুগালরাজ্য পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে থাকে এবং সেই পাপে তাহার বাণিজ্যও বিলুপ্ত হয়। বাস্তবিক, পর্ত্তুগীজ-দিগের প্রাচীন মানচিত্রসমূহে যে সকল স্থান সৌধমালা-পূর্ণ নগরমালায় পরিশোভিত ও অলঙ্কৃত ছিল বলিয়া দৃষ্ট হয়, পাপচরিত্র পর্ত্তুগীজজাতির ঘৃণিত আচরণে এবং তাহাদের ঘৃণিত দাস-ব্যবসায় (Capture and sale of slaves)

† ইংলণ্ডের মহাকবি সেক্সপীয়রের "Merchant of Venice" গ্রন্থে আলেপো বন্দরের সমৃদ্ধির কথা এবং অন্ধকবি মিল্টনের "Paradise lost" গ্রন্থে হর্ম্মুজ ও ভারতের ধনৈশ্বর্য্যের উল্লেখ আছে।

সেই সকল স্থান জনহীন মরুদেশে পরিণত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালের মানচিত্রে আর সে সকল স্থানের নাম সন্নিবেশিত হয় নাই। ঐ সকল স্থান এখন "অজ্ঞাত আরণ্য প্রদেশ" বলিয়া পরিচিত হইতেছে।

এসিয়াবাসী বণিক্‌সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতের উত্তরপশ্চিম উপকূলবাসী বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ বাণিজ্য-প্রভাবে বহুকাল হইতেই বিশেষ প্রভাবান্বিত। তাঁহাদের মধ্যে কেহই বলিতে পারেন না যে কতকাল পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা আফ্রিকার উপকূলে বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহারা কেহ কখন আফ্রিকায় পত্নীপুত্র লইয়া আইসেন নাই বা বর্ত্তমানে আসেন না। তাঁহারা কেবল কএকবৎসর মাত্র কার্য্যস্থানে থাকিয়া পুনরায় দেশে ফিরিয়া যান এবং কখন কখন পুনরায় আবশ্যক হইলে বিদেশের কার্য্যস্থল পরিদর্শন করিতে আসিয়া থাকেন; নতুবা দেশের দোকান বা গদীতে থাকিয়া কার্য্য চালান।

পর্ত্তুগীজগণ যখন আফ্রিকার এবং ভারত ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উপকূলভাগে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, তখন উক্ত বণিক্‌সম্প্রদায়ের অনেকেই আফ্রিকা হইতে বিতাড়িত হন। এই শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে ভট্টিয়া ও বেণিয়া জাতির সংখ্যাই অধিক। তাহারা সুদূর আফ্রিকাভূমেও আপনাদের জাতীয় নিষ্ঠা ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া আজিকার দিনেও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই সমুদ্রযাত্রায় তাহারা জাতিচ্যুত বা সমাজভ্রষ্ট হয় না *।

এতদ্ভিন্ন ভারতবাসীর সহিত উত্তর ও মধ্য-এসিয়াখণ্ডের বাণিজ্য কার্য্য পরিচালনার্থ আরও কতকগুলি পার্ব্বত্যপথের পরিচয় পাওয়া যায়। আফগানিস্থান, পারস্য, পশ্চিম-তুর্কিস্থান প্রভৃতি দেশভাগে পণ্যদ্রব্য লইতে হইলে বণিক্‌দিগকে প্রধানতঃ সুলেমানী পর্ব্বতমালার সঙ্কটসমূহ, পেশাবরের পার্ব্বত্যপথ, গণ্ডাবার নিকটবর্ত্তী মূলাসঙ্কট ও বোলান গিরিপথ পর্য্যটন করিতে হয়। সিন্ধু হইতে কান্দাহার (গান্ধার) রাজধানীতে আসিতে হইলে বোলান সঙ্কটপথে প্রায় ৪০০ মাইল অতিক্রম করিতে হয়। দেরাইস্‌মাইলখাঁর বিপরীতদিকে গুলেরী সঙ্কট দিয়া আফ্‌গানস্থান ও পঞ্জাবের বাণিজ্য চলিতেছে। পেশাবর হইতে কাবুল রাজধানীতে যাইবার জন্য আবখানা ও তাতারা নামে দুইটী গিরিপথ অতিক্রম করিতে হয়। সিন্ধুপ্রদেশের শিকারপুর নগর হইতে বণিক্‌গণ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া ধীরে ধীরে বোলান গিরিপথ অতিক্রম পূর্ব্বক কান্দাহার বা কলাৎ নগরে উপনীত হইয়া থাকেন। এই শেষোক্ত স্থানের বণিক্‌দিগের সহিত মধ্যএসিয়াবাসী বণিক্ জনগণের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতেছে। গজনী হইতে দেরাইস্‌মাইলখাঁ আসিতে হইলে গোমাল পথ দিয়া আসিতে হয়। এই পথে পোবিন্দাজাতি পদব্রজে বিচরণ করিয়া বাণিজ্য পরিচালনা করিতেছে। উহারা দস্যুপ্রকৃতিক ও কতকাংশে বণিগ্‌বৃত্তিধারী। খাইবার পাস দিয়া কাবুলে যাইবার আর একটী সুবিস্তৃত রাস্তা আছে। প্রতিবৎসর ভারত হইতে আফগানরাজ্য এবং আফগানস্থান হইতে ভারতে যে পণ্যদ্রব্য আমদানী-রপ্তানী হয়; তাহার মূল্য প্রায় দুইকোটী মুদ্রার কম নহে।

পঞ্জাব হইতে কাশ্মীরের মধ্য দিয়া য়ারকন্দ, কাসঘর ও চীনাধিকৃত ভোটরাজ্যে দেশীয় বণিক্‌গণ বিস্তৃত বাণিজ্য চালাইয়া থাকে। তাঁহারা অমৃতসর ও জালন্ধর হইতে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া উত্তরপশ্চিমাভিমুখে হিমালয় পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন এবং কাঙড়া ও পালমপুর হইয়া লেহ প্রদেশে উপস্থিত হয়। এখানে পণ্যদ্রব্য আনিতে পার্ব্বতীয় ছাগ ও চমরী গো ভিন্ন অন্য কোন যানবাহন নাই। ইংরাজরাজ এই পথে রাজকার্য্য পরিচালনের সুবিধার্থ খচ্চর চালাইতেছেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে লেহ্ নগরে একজন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। তিনি বাণিজ্যের উন্নতিবিধানের চেষ্টায় উক্ত বর্ষে পালানপুরে একটী মেলার অনুষ্ঠান করেন। ঐ মেলায় য়ারকন্দবাসী বহুশত বণিকগণ আগমন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ দক্ষিণ আফগানস্থানের বাবিজাতি, গুলেরী সঙ্কটের পোবিন্দাগণ, তুর্কিস্থানের পরাচা জাতি এবং য়ারকন্দের করিয়াকাস্‌গণ বিশেষ উৎসাহের সহিত এই বাণিজ্য চালাইতেছে। তাহাদের মুখে বর্ষে বর্ষে নূতন নূতন পর্য্যটন বিবরণ, বিভিন্ন জাতি ও নগরের কথা এবং পথাতিক্রম ক্লেশের কথা শুনা যায়।

আফগানস্থানের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট নগর। এই তিন স্থান হইতে য়ুরোপ, পারস্য ও তুর্কিস্থানের সহিত ভারতের বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে। বোখারা ও খোটানের রেশম, কিস্মাণের ও খোকন্দের পশম প্রধানতঃ ঐ তিনস্থানে আমদানী হয় এবং য়ুরোপীয় বণিকগণ স্ব স্ব দেশজাত বস্ত্র এবং ভারতীয় বণিকগণ নীল ও মসালা লইয়া তথায় পরস্পরের পণ্য বিনিময় করেন। মাথাবের সমতল প্রান্তর এবং উজবক সামন্ত রাজ্যসমূহ অতিক্রম করিয়া বণিক্‌দল উত্তরপশ্চিমাভিমুখে বামিয়ান্ শৈলমালায় ও কুন্দুজ জাতির অধিকৃত প্রদেশে আসিয়া য়ুরোপীয় বণিকদল বদক্‌সানের চুনী ও

* "The Bhattia and Banya who form a large number of these traders are Hindus and are very strict ones; yet it is remarkable that they may leave India and live in Africa for years without incurring the penalty of loss of caste which is enforced against Hindus leaving India in any other direction." (Cyclo. India)

কোক্‌চা উপত্যকার বৈদূর্য্য (Lapis-lazuli) নামক মূল্যবান্ প্রস্তর সংগ্রহে ব্যাপৃত হন। এখান হইতে তাহারা অক্সাস, জাক্‌-জার্তেস, আমু-দরিয়া ও সৈর-দরিয়া নামক নদীচতুষ্টয়ের সৈকত-বর্ত্তী সমতল ভূভাগে আসেন। বোখারা রাজধানী হইতে বাল্‌খ ও সমরকন্দে বাণিজ্য চালিত হয়।

সমরকন্দের বণিকেরা ওরেন্‌বর্গে ও অন্যান্য সীমান্তবর্ত্তী নগর হইয়া বৎসর বৎসর স্থলপথে রুষ রাজ্যে আসিয়া থাকে। কোন কোন দল এখান হইতে য়ারকন্দ হইয়া পশ্চিম চীনে, কেহ মষেদ হইয়া পারস্যে এবং কেহ বা কাবুল ও পেশাবর-পথে ভারতে আসিয়া থাকেন।

কাবুলের পশ্চিমে বোখারার পথ—এই পথ বামিয়ান্, শৈঘান, দোয়াবা, হির্বাক্, হস্‌রাক, স্থলতান, কুলম্, বাল্‌খ, কিলিফ-ফার্দ্ধ ও কর্ষি হইয়া গিয়াছে। বোখারায় বিস্তীর্ণ বাণিজ্যের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য সমরকন্দ, খোকন্দ ও তাসকন্দের বণিক্‌দল নিরন্তর তথায় যাতায়াত করে এবং কাবুল হইতে বণিকদল আবার ঐ সকল পণ্য লইয়া পেশাবর, কোহাট, দেরাইস্‌মাইল্ খাঁ ও বন্নূ জেলায় আইসে। খাইবার, তাতার, আব্‌খানা ও গণ্ডাল গিরিপথে পশ্চিমদেশের নানা দিক্ হইতে বণিকৃগণ পেশাবরে এবং কোহাট্ হইতে থুল ও কুরম নদীর উপত্যকা দিয়া অন্য পথে পণ্যদ্রব্য লইয়া যায়। গোমাল গিরিপথ দিয়া দেরাইস্‌মাইল খাঁ হইতে শিবিস্থানে আসিয়া উপনীত হয়। এইরূপে কুলু হইয়া লাদকে, অমৃতসর হইয়া য়ারকন্দে এবং পেশাবর ও হাজারা হইয়া বজোরে পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ হইয়া থাকে।

হিন্দুস্থান-তিব্বত নামক ভোটরাজ্যে যাইবার প্রসিদ্ধ রাস্তা দিয়া ভোটরাজ্যের বাণিজ্য চালিত হইতেছে। বঙ্গ-টু নামক স্থানে শতদ্রু নদী এই পথকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তিব্বতের অন্তর্গত গারতোক নগরে বৎসরে দুইবার দুইটী সুবৃহৎ মেলা হয়। ঐ মেলায় লাদখ্, নেপাল, কাশ্মীর ও হিন্দুস্থানের অনেক বণিক পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের জন্য গমন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত নীলনঘাট, মানা ও নীতিসঙ্কট এবং কুমায়ুনের অন্তর্গত বয়ান, ধর্ম্ম ও জোহর গিরিসঙ্কট দিয়া অল্পবিস্তর বাণিজ্য চলিতেছে।

কুমায়ুন, পিলিভিৎ, খেরী, বরাইচ, গোণ্ডা, বস্তি ও গোরখপুর হইতে বণিকৃগণ নেপালরাজ্যে আসিয়া পণ্যদ্রব্যের বিনিময় করিতেছে। কাঠমাণ্ডু রাজধানী হইতে দুইটী পার্ব্বত্য-পথ মধ্য-হিমালয় দেশ অতিক্রম করিয়া ৎসান্‌পু নদীর (ব্রহ্মপুত্র) উপত্যকাভূমে আসিয়াছে। ঐ পথেও যথেষ্ট পরিমাণে নেপাল ও তিব্বতের বাণিজ্য পবিচালিত হইয়া থাকে। নেপালের এই বাণিজ্যের মূলাংশই বাঙ্গালা হইতে সম্পন্ন হয়।

ইংরাজাধিকৃত ভারতের বাণিজ্যকেন্দ্র কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, করাচী, কলম্বো, ত্রিনকমলী, গল, রেঙ্গুন, মৌলমিন্ আকায়াব, চট্টগ্রাম, কোকনাড়, নাগপত্তন প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগর। এই সকল স্থান হইতে নদী, রেল বা শকটপথে পণ্য-দ্রব্যসমূহ আনীত হইয়া সমুদ্রতীরস্থ বন্দরে অর্ণবপোতে বোঝাই হইয়া থাকে। [বিস্তৃত বিবরণ রেলপথ শব্দে দেখ।]

বৈদেশিক রাজ্যবাসী বণিকৃগণ ইংরাজাধিকৃত ভারতের সহিত যে বাণিজ্য পরিচালিত করিতেছেন, তাহার মধ্যে গ্রেটবৃটেন ও আয়র্লণ্ড এবং চীনের সহিত বাণিজ্যই অধিক। ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতে যে বৈদেশিক বাণিজ্য সাধিত হয়, নিম্নোক্ত তালিকায় তাহার সামান্যমাত্র আভাস দেওয়া যাইতে পারে।

দেশের নাম	আমদানীদ্রব্যের মূল্য	রপ্তানীদ্রব্যের মূল্য
গ্রেটবৃটেন	৩৮৫৮১৬৭১২,	৩৪৩৪২৪৬৮৪,
অষ্ট্রিয়া	২৯১৮৬০৭,	২৪৩৪৭২৫৭,
বেলজিয়ম		১৯৭০৩১৪২,
ফ্রান্স	৬৭৭৫৬১৫,	৮০০৫৮৭১৬,
জর্ম্মণি	৭৮২৫২০,	৭৫৭৯৯৫৭,
হলণ্ড	১৫১৭৯,	৫১৫৬৭১০,
ইতালি	৫২৪৪০৩৪,	৩১০২৩৮১০,
মল্টা	৪৬৪৫৫,	৭০৪১৬১১,
রুসিয়া	৩৭৪৫৭৪,	৫১৪২২৮,
স্পেন	৫১৩৭,	১৫৪৩৫৭৫,
উত্তমাশা অন্তরীপ	২৬৮৬৪,	৭৩৭৭৬৯,
আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূল	৩০৫১৬২৩,	২৩৫৪৮৯৬,
ইজিপ্ত	৪৮১৯৬৪,	১৬৮৫২৮৩১,
মরিসস্	৯৬৪৬৯১৭,	৬৯৫৫১৬৫,
নাটাল		৭২০১২২,
রিউনিয়ন		১৭৯৩৪৫০,
দক্ষিণ আমেরিকা		২০৯৩৮১৫,
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	৪৬৬০৬৩১,	২৬৪১৮২৭৪,
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ		১৪১৫০৭১,
আদেন	৭২৬৫০৩,	৪১৫১১৬২,
আরব	৩২৮৩২০৭,	৭১৮১৫০২,
সিংহল	৪০১৪৩৮৭,	১৫৬৭৯২৩০,
চীন-(হংকং)	১৩৪৯৯৬৭৫,	৯৩২৬৮০৯৪,
" সন্ধিবদ্ধ বন্দর	১৯০৯৯৩৬,	৪১৭০৫৫৬৬,
" আফিম-(হংকং)		৬৮৫৬২৩২৯,
" " সন্ধিবন্দর		৪১৫৫৪২৪৬,
জাপান	৩১৯০২,	১৩৪১৮৫২,
যবদ্বীপ		৩০৭৪৩৭,
মালদ্বীপ	১৮৪০০৫,	১৯০৫০০,

দেশের নাম	আমদানীদ্রব্যের মূল্য	রপ্তানীদ্রব্যের মূল্য
মেক্রান্, সোণমিঞানী	৬৭৫৭৯৬,	৩২০০২০,
পারস্ত	৪৯৩৬২০৫,	২৭৬৩৬৩৪,
শ্যাম	১০৩৪৯৫,	৩৩৯৮৫৭,
ষ্ট্রেট্ সেটল্মেণ্ট	১৫৪১৮৫২,	৩৩৩৫৬৬৯৬,
এসিয়াস্থ তুরস্ক	২৫১৭১৫৪,	২০৩০১৭৬,
অষ্ট্রেলিয়া	২২৫৯৪৯০,	৭৯৯৬৮৭৮,

ঐ সকল বৈদেশিক রাজ্য হইতে সাধারণতঃ যে যে দ্রব্য ভারতে আমদানী হইয়া থাকে অথবা যে পরিমাণ ভারতজাত দ্রব্য ঐ সকল দেশে রপ্তানী হয় ; তাহাদের নাম ও মূল্য (টাকা) নিম্নে লিখিত হইল ; কিন্তু তাহা ভারতীয় বাণিজ্যের সর্ব্বসমষ্টি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তবে আনুমানিক উহার মূল্য ১৫ কোটি টাকার অধিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

আমদানী দ্রব্যের নাম	মূল্য	রপ্তানী দ্রব্যের নাম	মূল্য
জীবজন্তু	২০৮৫৪৩৬৲	কফি	১৪৪৭৪৬৫০৲
পরিচ্ছদ	৬৪১৪০৩৯৲	তুলা	১৪৯৩৫৯৫৯৫৲
কয়লা	১০২০০৪৩৬৲	পাকান সুতা	১৩৬৮৮৩৯২৲
কফি	১০৩৮০৮২৲	কার্পাস বস্ত্র	৬৪১৬৭৯৮৲
প্রবালাদি	১৮৫৩৫৪৪৲	নীল	৪৫০৯০৮০২৲
তুলা	১০৪২৭৬৬৲	বিভিন্ন বর্ণ	২০১৪১৩৩৲
সুতা	৩২২২০৬৪৮৲	চাউল	৮৩০৮১৬৬৯৲
কার্পাসবস্ত্র	২০৭৭২০৯৮৬৲	গোধূম	৮৬০৪০৮১৫৲
ভেষজাদি	৩৮১৮৮৮৯৲	অন্যান্য শস্য	৩২৮৫০২২৲
বর্ণ দ্রব্য	১৭১৪৯০৬৲	কাচা চামড়া	৩৯৪৮৭৯২৪৲
লোহদ্রব্য ছুরিকাচি	৬২৬৬১৩২৲	পাট	৫০৩০৩০২৩৲
অহরতাদি	৩০৮৯২৪১৲	লাক্ষা	৭১৯৫২৮৩৲
চর্ম্ম	১৬৯৫৯০০৲	তৈলাদি	৪৬৮২২৭৪৲
মদিরাদি	১৩০৮৬৭২০৲	অহিফেন	১২৪৩২১৪১৮৲
কলকব্জা	১২২১০৪৬৪৲	বিভিন্ন বীজ	৬০৫৪০৯৮৭৲
ধাতু	৩৫১৬৮৭৩৪৲	চা	৩৬০৯১৩৬৭৲
বিভিন্ন তৈল	৫৬০১৮৫৩৲	কাষ্ঠ	৫৬৫৭০২৫৲
কাগজ	৪৭৩১২৪২৲	পশম	৮১৪৫৫১৩৲
খাদ্যদ্রব্য	১০৫৩০৮৩১৲	পশমী বস্ত্র	১৯৬৬৮৩০৲
লবণ	৫৬৯০৬৭১৲	নারিকেল কাতা	১৮২১১৩৬৲
রেশম	৭৪৯২১০৭৲	গঁদ, সিরিষ, ধুনা	২৫৪৫৮৯৬৲
রেশমী বস্ত্রাদি	১২১১৭০৫৬৲	খাদ্যদ্রব্য	২৬৯৮৩৪৯৲
পরিষ্কৃত শর্করা	১২৪২১৮৯২৲	গরম মসলা	২৪৫৮৯০০৲
চা	১৯৯৬৯০৬৲	পাথর (Jade)	২৩০১৮০০৲
পশমী বস্ত্রাদি	১১২১৲৩২০৲		

ঐ সকল দ্রব্য ভিন্ন, ভারত হইতে আরও নানা প্রকার পাথর, খনিজ মৃত্তিকা ও ধাতু রপ্তানী হইয়া থাকে। শিল্প-বিষয়ে উহাদের প্রয়োজনীয়তা অধিক হইলেও, পরিমাণে কম হওয়ায়, উক্ত তালিকা মধ্যে তাহা গৃহীত হয় নাই ; নিম্নে তাহাদের নাম মাত্র দেওয়া গেল—

উপরি উক্ত বৈদেশিক রাজ্য ভিন্ন, ভারতবাসী বণিকগণ উত্তরপশ্চিমে বেলুচিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব সীমান্তে ব্রহ্মরাজ্য পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য জনপদসমূহে যে পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানী করিয়া থাকেন, নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল :—

দেশ	দ্রব্যের মূল্য	দেশ	দ্রব্যের মূল্য
বলুচিস্থান	১৬৪৫৯৪৩৲	মণিপুর	৯৪৫২৪৲
আফগানস্থান	১৪৯৮৮৭৮৩৲	পার্ব্বত্য ত্রিপুরা	১২৭৯৩২৲
কাশ্মীর	৮১৬১১৬৯৲	লুসাই পর্ব্বত	৭৭১৮৩৲
লাদক	২৫৯২১২৲	তোবঙ্গ	৪১৯৬৩২৲
তিব্বত	১৬৪৭৫৬৫৲	উত্তর ব্রহ্ম	৩৭৭৬৪৭১৭৲
নেপাল	১৯৯৩১৩৫৫৲	শ্যাম	১২১৪৮৫৮৲
সিকিম	১৮১০২৫৲	উঃ সান রাজ্য	৮০৬০৭৬৲
ভূটান	২৭৫৯৮০৲	দঃ ঐ ঐ	৫৩৮০৫৲
পূর্ব্ব শৈলমালা		করেন্নি	৭১৯৪৪২৲
নাগা ও মিশমী	১০৭৬২৫৲	জিম্মর	৫৯১৯৫৲

উন্নতি ও অবনতির কারণ।

ঋগ্বেদীয় যুগে আমরা আর্য্যজাতিকে বাণিজ্যনিরত দেখিতে পাই। তাঁহারা বস্ত্রবয়ন, অস্ত্রশস্ত্রনির্ম্মাণ ও কৃষি বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে ঐ সকল দ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয়াদি জ্ঞাত ছিলেন, উক্ত গ্রন্থ হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই পূর্ব্বতন আর্য্যজাতির সময় হইতেই ভারতে বাণিজ্যস্রোত প্রবাহিত এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাহাদের স্থলপথে বিভিন্ন দেশে গমন ও উপনিবেশ স্থাপন ঘটিয়াছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে ? [উপনিবেশ ও আর্য্য শব্দ দেখ।]

আর্য্য জাতির উপনিবেশ স্থাপন হইতে বুঝা যায় যে তাহারা সমুদ্রপথেও গমনাগমন করিতেন। ঋগ্বেদে "শতারিত্রাং নাবং" শব্দে শতপতত্রযুক্তা সমুদ্রগামিনী নৌকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাভারতের জতুগৃহপর্ব্বাধ্যায়ে যন্ত্রযুক্তা নৌকার বর্ণনা পাওয়া যায়। নদীবহুলা বঙ্গরাজ্যেও সেই সময় হইতে নৌ-নির্ম্মাণ-পারিপাট্যের অভাব ছিল না। মহাবংশ গ্রন্থে বঙ্গবাসীর সিংহলবিজয়ের কথা আছে। রঘুবংশে রঘুকর্ত্তৃক নৌবলগর্ব্বিত বঙ্গভূপতিগণের পরাকথা বিবৃত হইয়াছে। মুসলমান আমলেও সেই নৌনির্ম্মাণ

বিস্তার অবনতি হয় নাই। বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্যের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে তাহার পরিচয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

উপরের নৌকাগুলি যে কেবল নৌযুদ্ধ চালাইবার উপযোগী ছিল, এরূপ মনে করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যাঁহারা নৌকাযোগে নৌবাহিনী লইয়া রাজ্যজয় করিতে অগ্রসর হইতেন, তাঁহারা যে এক সময়ে বাণিজ্যের জন্য নৌকাযোগে দেশান্তরে গমন করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রা এবং চাঁদ, ধনপতি প্রভৃতি সদাগরের বাণিজ্য-যাত্রা উক্ত স্মৃতির ক্ষীণ সূত্রমাত্র।

যখন ঢাকা, সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালার বাণিজ্য অপ্রতিহত প্রভাবে পরিচালিত হইতেছিল, তখন যে পণ্য দ্রব্যের আমদানী-রপ্তানী নৌকাযোগে নিষ্পন্ন না হইত, একথা কে না স্বীকার করিবে। সেই সময়ে যে বৈদেশিকগণ পোতারোহণে বাঙ্গালায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। যে কলিকাতার বন্দরে গঙ্গাবক্ষে এখন শত শত বৈদেশিক পোতরাজি ভাসমান দেখা যায়, ১৮০১ খৃষ্টাব্দে সেই স্থলে বহু সংখ্যক দেশীয় শিল্পনির্ম্মিত বাণিজ্যতরী শোভা পাইত। তাহা দেখিয়া ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল লর্ড ওয়েলেস্‌লী ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষগণকে পত্রদ্বারা জানাইয়া ছিলেন যে কলিকাতা বন্দরে সুন্দর সুন্দর পোত বিরাজিত এবং ঐ সকল পোত লণ্ডন নগরেও মালপত্র লইয়া যাইতে সমর্থ—

"The port of Calcutta contains about 10,000 tons of shipping built in India, of a description calculated for conveyance of cargoes to England. * * From the quality of private tonnage now at command in the port of Calcutta, from the *state of perfection which the art of shipbuilding already attained in Bengal (promising still more rapid progress...)* it is certain that this port will always be able to furnish tonnage to whatever extent may be required for conveying to the port of London the trade of private British merchants of Bengal."

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির আদেশে ডাঃ বুকানন উত্তরভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য পাটনা, শাহাবাদ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। তাঁহার তদন্তে প্রকাশ পায়, পাটনা জেলায় ধানের দর টাকায় ১৬০ মণ ছিল। ২৪০০ বিঘা ভূমিতে তুলার ও ১৮০০ বিঘা ভূমিতে ইক্ষুর চাষ হইত। ৩,৩০,৪২৬ জন স্ত্রীলোক কেবল সূত্র-কর্ত্তন-ব্যবসায়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। দিবসের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র কার্য্য করিয়া তাহারা সংবৎসরে ১০,৮১,০০৫৲ টাকা লাভ করিত। ইংরাজ বণিক্‌দিগের নিগ্রহে সূক্ষ্ম সূত্রের রপ্তানি হ্রাসের সহিত তাহাদিগের ব্যবসায়ের অবনতি ও জীবন-যাত্রা কষ্টকর হইতে লাগিল। তন্তুবায়েরা বস্ত্রবয়ন করিয়া বার্ষিক ব্যয়-বাদে ৭।০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিত। ফতুহা, গয়া, নওয়াদা প্রভৃতি স্থান তসরের ব্যবসা জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। শাহাবাদে ১,৫৯,৫০০ রমণী বৎসরে ১২।০ লক্ষ টাকার সূতা কাটিত। জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ ৭,৯৫০ গুলি তাঁত ছিল। তাহাতে ১৬,০০,০০০ টাকার বস্ত্র বৎসরে প্রস্তুত হইত। এতদ্ভিন্ন কাগজ, গন্ধ-দ্রব্য, তৈল, লবণ ও মস্তাদির ব্যবসাও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।

ভাগলপুরে চাউলের দর টাকায় ৮৭।০ সের ছিল। ১২০০ বিঘা জমীতে কার্পাসের কৃষি হইত। তসর বুনিবার জন্য ৩২৭৫টি তাঁত ও কাপড় বুনিবার জন্য ৭২৭৯টি তাঁত ছিল। গোরক্ষপুরে ১৭৫৬০০ স্ত্রীলোক চরখা কাটিয়া দিনপাত করিত; ৬১১৪টি তাঁত চলিত। ২০০ হইতে ৪০০ পর্য্যন্ত নৌকা প্রতি বৎসর নির্ম্মিত হইত। তদ্ভিন্ন লবণ ও শর্করা প্রস্তুত করিবার কারখানাও অনেক ছিল। দিনাজপুরে ৩৯০০০ বিঘা পাট, ২৪০০ বিঘা তুলা, ২৪০০০ বিঘা ইক্ষু, ১৫০০০ বিঘা নীল ও ১৫০০ বিঘা তামাকের চাষ হইত। এই জেলায় ত্রয়োদশ লক্ষেরও অধিক গাভী ও বলদ ছিল। উচ্চ-বর্ণের বিধবা ও কৃষক-রমণীগণ সূতা কাটিয়া বার্ষিক (ব্যয়-বাদে) ৯১৫০০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। পাঁচ শত ঘর রেশম-ব্যবসায়ী বৎসরে ১২০০০০ টাকা লাভ করিত। তন্তুবায়েরা বার্ষিক ১৬৭৪০০০ টাকার কাপড় বুনিত। মালদহের মুসলমান রমণীদিগের মধ্যে সূচী-শিল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল। সূতায় ও কাপড়ে নানা রকমের রং করিয়াও বহু সহস্র ব্যক্তির জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত। পূর্ণিয়া জেলায় রমণীগণ প্রতি বৎসরে গড়ে আনুমানিক ৩ লক্ষ টাকার কার্পাস কিনিয়া যে সূতা প্রস্তুত করিতেন, তাহা বাজারে ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত! তন্তুবায়দিগের ৩৫০০ তাঁতে ৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা মূল্যের কাপড় প্রস্তুত হইত। ইহাতে শিল্পীরা প্রায় ১।০ লক্ষ টাকা লাভ করিতে পারিত। এতদ্ভিন্ন ১০০০০ তাঁতে মোটা কাপড় বুনিয়া তাহারা ৩২৪০০০ টাকা লাভ করিত। সতরঞ্চী, ফিতা প্রভৃতির ব্যবসায়ও অতীব সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল।*

* বৃদ্ধদিগের মুখে শুনা যায় যে, এদেশে বিলাতী সূতা চালাইবার জন্য কোম্পানির লোকে সূত্র-প্রস্তুতকারিণী-রমণীদিগের অনেকের "চরকা" ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, স্থানবিশেষে চরকার উপর গুরুতর করও স্থাপিত হয়। গ্রামে কোম্পানির লোক আসিতেছে শুনিলে, রমণীরা পুষ্করিণীর জলে চরকা ডুবাইয়া লুকাইয়া রাখিতেন। এ সকল প্রবাদ যতদূর সত্য হউক বা না

এই উন্নত বাণিজ্যপ্রভাব ধীরে ধীরে কিরূপে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা নিম্নোক্ত রাজনিগ্রহের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইবে।

মালাবার উপকূল হইতে কেলিকো নামক ছিটের কাপড় পূর্ব্বে বিলাতে বহু পরিমাণে রপ্তানি হইত। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে এই কাপড় প্রস্তুত করিবার প্রথম কারখানা স্থাপিত হয়। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে এই শিল্পের উন্নতিকল্পে ভারতবর্ষীয় কেলিকো ছিটের আমদানি বন্ধ করিয়া পার্লামেণ্ট-সভা এক আইন পাশ করেন এবং ভারতীয় ছিটের উপর প্রতি বর্গ গজে আন্দাজ দেড় আনা শুল্ক স্থাপিত হয়। সেই সঙ্গে সাদা কেলিকোর উপরও আমদানি-শুল্ক বসান হইয়াছিল। দুই বৎসর পরে বিলাতী তন্তুবায়দিগের অনুরোধে পার্লামেণ্ট কেলিকো ছিটের শুল্ক দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রতি গজে তিন আনা করিলেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দের রাজবিধিতে ভারতীয় কেলিকো বিলাতে বিক্রয় নিষিদ্ধ হইল, যাহারা বিক্রয় করিবে, তাহাদিগকে ২০ পাউণ্ড বা দুইশত টাকা দণ্ড দিতে হইবে ও যিনি উহা ব্যবহার করিবেন, তাহাকেও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করা যাইবে।*

এইরূপে অন্যান্য পণ্যের উপরও শুল্ক গৃহীত হইয়াছিল, নিম্নের তালিকা দেখিলে তাহা কতকাংশে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ঘৃতকুমারী শতকরা	৭০	হইতে	২৮০৲
হিঙ্গু „	২৩৩	„	৬২২৲
এলাচী „	১৫০	„	২৫৬৲
কাফি „	১০৫	„	৩৭৩৲
মরিচ „	২৬৬	„	৪০০৲
চিনি „	৯৪	„	৩৯৩৲
চা „	৬	„	১০০৲
ছাগলোম জাত পণ্য	৮৪॥৵০		
মাদুর „	৮৪॥৵০		
মসলিন „	৩২॥০		
ক্যালিকো „	৮১৲		
কার্পাস প্রতিমণে প্রায়	১৫৲		
কার্পাস বস্ত্র শতকরা	৮১৲		
লাক্ষা	৮১৲		
রেশম	২৫০ তদ্ভিন্ন প্রতি সের ৪৲		

হউক, চরকার উপর গুরুতর কর-স্থাপন-মূলক কথার ঐতিহাসিক প্রমাণ দুর্লভ নহে। যথা,—

"Francis Carnac Brown had been born of English parents in India and like his father had considerable experience of the cotton industry in India. He produced an Indian *charka* or spinning wheel before the Select Committee and explained that there was an oppressive *Muturfa* tax which was levied on every *charka*, on every house, and upon every implement used by artisans. The tax prevented the introduction of saw-gins in India"—India in Victorian Age, p. 135.

সেকালের বিলাতী তন্তুবায়েরা কাপড়ের পাড় বুনিতে জানিত না। সে বিদ্যা তাহারা ভারতীয় বিশেষতঃ বঙ্গীয় তাঁতিদিগের নিকট হইতেই শিখিয়া যায়।

* Useful Arts and Manufactures of Great Britain, p. 363.

রেশমী কাপড় বিলাতে প্রেরণ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। যদি কেহ কখন উহা আমদানী করিতেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ সে মাল বাজারে আনিতে দিতেন না, তৎক্ষণাৎ সেই মাল জাহাজ বোঝাই করিয়া ভারতে ফিরাইয়া দেওয়া হইত।

এদিকে কোম্পানীর কুঠীতে দেশীয় শিল্পীদিগকে বল-পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া বা দাদন দিয়া কার্য্য করিতে বাধ্য করায় দেশীয় কারখানাগুলির লোকসান হইতে লাগিল, তাহার উপর দেশীয় পণ্যের উপর উল্লিখিত উচ্চ হারে শুল্ক স্থাপিত হওয়ায় এখানকার শিল্পবাণিজ্য ক্রমেই লোপ প্রাপ্ত হইল।

এইরূপ কৌশলে ভারতীয় শিল্পের বিনাশ-সংসাধন করিয়া য়ুরোপীয় বণিক্‌গণ রাজশক্তিপ্রভাবে এদেশে বিলাতি মালের প্রচলন করিলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে যে ভারতে ১৫৬ পাউণ্ডের অধিক বিলাতী কার্পাস-জাত বস্ত্রের আমদানি হয় নাই, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সেই ভারতে ১ লক্ষ ১৮ হাজার চারি শতাধিক পাউণ্ড মূল্যের বিলাতী কাপড় আসিয়াছিল! সেই সময় হইতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে বিলাতী মালের আমদানীর আধিক্য হইতে লাগিল। কিন্তু বিলাতে ও অপরাপর দেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী উত্তরোত্তর কমিয়া যাইতে লাগিল। নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে, দেশীয় শিল্পজাতের অবনতির বেগ কিরূপ প্রবল হইয়াছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে।

বিলাতে দেশীয় পণ্যের রপ্তানির হিসাব,—

তুলা	১৮১৮ খৃঃ	১,২৭,১২৪ গাঁইট।
„	১৮২৮ খৃঃ	৪,১২৫ গাঁইট।
কাপড়	১৮০২ খৃঃ	১৪,৮১৭ গাঁইট।
„	১৮২৯ খৃঃ	৪৩৩ গাঁইট।
লাক্ষা	১৮২৪ খৃঃ	১৭,৬০৭ মণ।
„	১৮২৯ খৃঃ	৮,২৫১ মণ।

অন্যান্য দ্রব্যের বাণিজ্য হ্রাস হইলেও নীলের ও রেশমের রপ্তানি ঐ সময়ে বাড়িতে লাগিল। সেই সঙ্গে গুরুতর শুল্কের জন্য বিলাতে রেশমী বস্ত্রের প্রতিপত্তি অনেক কমিতে লাগিল।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একমাত্র ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীই ভারতে মাল আমদানি-রপ্তানী করিতেন। ঐ অব্দ হইতে ইংলণ্ডের সকল বণিকেরাই ভারতীয় ব্যবসায় হস্তগত করিতে উদ্যত

হইলেন এবং ক্রমে বাজার অধিকার করিয়া বসিলেন। সুতরাং ভারতবর্ষের বিপণি নিচয় বাধ্য হইয়াই বিলাতী মালে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৬৫।০ লক্ষ পাউণ্ড বা সাড়ে ছয় কোটী টাকার বিলাতী মাল ভারতে আমদানি হইয়াছিল।

ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যনাশের জন্য কোম্পানী বাহাদুর পূর্ব্বকথিত উপায়গুলি অবলম্বন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা ভারতেও দেশীয় শিল্পের উপর গুরু কর-ভার স্থাপন করিয়াছিলেন। লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে বিলাতী কাপড় ভারতে শতকরা ২॥০ টাকা কর দিয়া বিক্রীত হইত; কিন্তু ভারতবাসীরা আপনাদিগের ব্যবহারের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করিলেও তাহার উপর শতকরা ১৭॥০ টাকা কর দিতে বাধ্য হইতেন। দেশীয় চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদি দেশে ব্যবহৃত হইলেও কর্তৃপক্ষ তাহার উপর শতকরা ১৫৲ টাকা শুল্ক আদায় করিতেন। দেশীয় চিনির উপর বিলাতী চিনি অপেক্ষা শতকরা ৫৲ টাকা অধিক কর আদায় করা হইত। এইরূপে ভারতের প্রায় ২৩৫ প্রকার বিভিন্ন পণ্যের উপর অন্তর্ব্বাণিজ্যবিষয়ক কর (Inland duties) সংস্থাপিত হইয়াছিল। প্রায় ষষ্টিবর্ষ কাল এই প্রকার উচ্চ হারে কর দান করিতে বাধ্য হওয়ায় ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসা অতি অল্পকালের মধ্যেই অবনতির নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছিল।

এইরূপ অত্যাচারে ক্রমশঃই বিদেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি কমিতে লাগিল। আমেরিকা, ডেনমার্ক, স্পেন, পর্ত্তুগাল, মরীচ দ্বীপ ও এসিয়াখণ্ডের অন্যান্য প্রদেশের সহিত ভারতীয় শিল্পের বাণিজ্য সম্বন্ধ লুপ্ত হইয়া আসিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এদেশ হইতে আমেরিকায় ১৩৬৩৩ গাঁইট কাপড় গিয়াছিল, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে উহার পরিমাণ কমিয়া ২৫৮ গাঁইটে পরিণত হইল! ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ডেন্মার্কে ন্যূনাধিক ১৪৫০ গাইট কাপড় রপ্তানি হইত; কিন্তু ১৮২০ খৃষ্টাব্দের পর ঐদেশে ১৫০ গাঁইটের অধিক কাপড় আর কখনই রপ্তানি হয় নাই। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শিল্পব্যবসায়িগণ ৯,৭১৪ গাঁইট কাপড় পর্ত্তুগালে পাঠাইয়াছিলেন; ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের পর আর তাঁহারা ১০০০ গাঁইটের অধিক কাপড় পাঠাইতে পারেন নাই। ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আরব ও পারস্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশে ৪ হাজার হইতে ৭ হাজার গাঁইট কাপড় ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইত; কিন্তু ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের পর ঐ সকল অঞ্চলে ২ হাজার গাঁইটের অধিক মাল আর কখনই প্রেরিত হয় নাই! মহম্মদ রেজা খাঁর আমলে বঙ্গদেশীয় তন্তুবায়গণ ৬ম কোটী স্বদেশবাসীর লজ্জা নিবারণ করিয়াও প্রতি বৎসর ১৫ কোটী টাকার বস্ত্রজাত বিদেশে প্রেরণ করিতেন। ইদানীং তাঁহারা বৎসরে ৩ লক্ষ টাকার মালও রপ্তানি করিতে পারেন না! ভারতীয় বস্ত্রশিল্পীদিগের স্বাধীন-ব্যবসায়ে বাধা প্রদান করিয়া ইংরাজরাজ এদেশের শিল্পবাণিজ্যের কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে ইংলণ্ডের অর্থনীতিবিদ্‌গণ অবাধ বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা পান; কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত না ভারতবর্ষের শিল্পব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল, ততদিন বৃটীশ বণিক্‌সমাজ অবাধ বাণিজ্য-নীতির পক্ষসমর্থন করেন নাই। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে অন্তর্ব্বাণিজ্য শুল্ক তিরোহিত হয়। তখন দেশীয় বণিক্ ও শিল্পী-সম্প্রদায়ের শরীর শোণিতশূন্য! তাহারা যে পুনরায় মাথা তুলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, এরূপ শক্তি বা অর্থবল তাহাদের ছিল না। তার পর অন্যদিকে রেলপথ বিস্তারে দেশের নৌজীবী ও যান-ব্যবসায়ীদিগের সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। সুদূর পল্লিগ্রামেও বিলাতী মাল প্রভূত বিস্তার করায় দেশের দারিদ্র্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ সারজন ষ্ট্রাচী ভারতের বাণিজ্য হ্রাস লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে ভারতের উর্ব্বর প্রান্তরভূমে বহু পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হইলেও এবং নানা প্রকার বাণিজ্য পণ্য প্রাপ্তির সুবিধা থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে এখন দরিদ্র ভারতে সম্পূর্ণ অর্থাভাব ঘটিয়াছে। সদাগরগণ বহু অর্থশালী না হইলেও তাঁহাদের বাণিজ্য-পরিচালন-শক্তির অভাব অবশ্যম্ভাবী; তাহার ফলেই আজ ভারতবাণিজ্য এত অবনত ও এত দারিদ্র্যগ্রস্ত। নিম্নে উক্ত মহানুভবের মত উদ্ধৃত করা গেল—

'India is a country of unbounded material resources, but her people are poor. Its characteristics are great power of production, but almost total absence of accumulated capital. On this account alone the prosperity of the country essentially depends on its being able to secure a large and favourable outlet for its superfluous produce. But her connection with Britain and the financial results of that connection compel her to send to Europe every year about 20 millions' worth of her products, without receiving in return any direct commercial equivalent. This excess of exports over imports is, he adds, the return for the foreign capital, which is invested in India, including under capital not only money, but all advantages, which have to be paid for, such as intelligence, strength, and energy, on which good administration and commercial prosperity depend. From these causes, the trade of India is in an abnormal

position, preventing her receiving the full commercial benefit which would spring from her vast material resources.'

বর্ত্তমান ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে যে স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে ভারতের বিলোপপ্রায় শিল্প-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের কতকটা চেষ্টা হইতেছে। এক্ষণে দক্ষিণে মান্দ্রাজ হইতে উত্তরে পঞ্জাব পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া একটী দেশীয় দ্রব্যজাতের বাণিজ্য চালাইবার আয়োজন দেখা যাইতেছে।

বাণিজ্যা (স্ত্রী) বাণিজ্য-টাপ্, অভিধানাৎ স্ত্রীত্বং। ১ বাণিজ্য।

বাণিনী (স্ত্রী) বণ শব্দে-ণিনি, ঙীপ্। ১ নর্ত্তকী। ২ ছেক। ৩ মত্ত স্ত্রী। (হেম)

"যস্মিন্ মহীং শাসতি বাণিনীনাং
নিদ্রাং বিহারার্দ্ধপথে গতানাম্।
বাতোঽপি নাস্রংসয়দংশুকানি
কো লম্বয়েদাহরণায় হস্তম্॥" (রঘু ৬।৭৫)

২ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৬টী করিয়া অক্ষর থাকিবে; তন্মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫ অক্ষর লঘু, ইহা ভিন্ন অন্যবর্ণ গুরু। ইহার লক্ষণ "নজজ-জরৈর্যদা ভবতি বাণিনী গযুক্তৈঃ।" (ছন্দোমঞ্জরী)

বাণী (স্ত্রী) বাণি বা ঙীষ্। ১ সরস্বতী। ২ বপন। (শব্দরত্না°) ৩ বচন, বাক্য।

"চক্ষুঃপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং পিবেজ্জলম্।
সত্যপূতাং বদেদ্বাণীং বুদ্ধিপূতঞ্চ চিন্তয়েৎ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৪১।৪)

বাণীকবি, বাণীকারিকারচয়িতা।

বাণীকূট লক্ষ্মীধর, একজন প্রাচীন কবি।

বাণীচি (স্ত্রী) বাগ্রূপা স্তুতি, বাক্যরূপাস্তুতি। (ঋক্ ৫।৭৫।৪)

বাণীনাথ, জামবিজয়কাব্যপ্রণেতা।

বাণীবৎ (ত্রি) বাক্য সদৃশ।

বাণীবাদ (পুং) তর্ক।

বাণীবিলাস ১ পদ্যাবলীধৃত একজন কবি। ২ পারাশরটীকা-রচয়িতা।

বাণেয় (পুং) বাণরাজসম্বন্ধীয় অস্ত্র বা দ্রব্যবিশেষ। (হরিবংশ)

বাণেশ্বর (পুং) শিবলিঙ্গভেদ। [বর্গীয় ব দেখ।]

বাত, ১ গতি। ২ সেবা। ৩ সুখ। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বাতয়তি। লুঙ্ অববাতৎ।

বাত (পুং) বাতীতি বা-ক্ত। পঞ্চভূতের অন্তর্গত চতুর্থভূত, চলিত বাতাস। পর্য্যায়—গন্ধবহ, বায়ু, পবমান, মহাবল, পবন, স্পর্শন, গন্ধবাহ, মরুৎ, আশুগ, শ্বসন, মাতরিশ্বা, নভস্বৎ, মারুত, অনিল, সমীরণ, জগৎপ্রাণ, সমীর, সদাগতি, জীবন, পৃষদশ্ব, তরস্বী, প্রভঞ্জন, প্রধাবন, অনবস্থান, ধূনন, মোটন, খগ। গুণ—জড়তাকর, লঘু, শীতকর, রুক্ষ, সূক্ষ্ম, সংজ্ঞানক, স্তোক-কর। মাধুর্য্যান্নভক্ষণ, সায়ঙ্কাল, অপরাহ্নকাল, প্রত্যূষকাল ও অন্নজীর্ণ কাল এই সকল সময়ে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে।

[বায়ু শব্দ দেখ]

২ বাতব্যাধিরোগ। [বাতব্যাধি দেখ]

বাতক (পুং) বাত এব চঞ্চলঃ ইবার্থে কন্, যদ্বা বাতং করোতীতি কৃ-অন্যেভ্যোঽপীতি-ড। ১ অশনপর্ণী। (অমর)

বাতকণ্টক (পুং) বাতব্যাধিরোগবিশেষ।

ইহার লক্ষণ—

"রুক্‌পাদে বিষমে ন্যস্তে শ্রমাদ্বা জায়তে যদা।
বাতেন গুল্‌ফমাশ্রিত্য তমাহুর্বাতকণ্টকম্॥" (মাধবনি°)

সুশ্রুতে ইহার এইরূপ বিধি আছে—

"রক্তাবসেচনং কুর্য্যাদভীক্ষ্ণং বাতকণ্টকে।
পিবেদেরণ্ডতৈলং বা দহেৎ সূচীভিরেব চ॥"
(সুশ্রুত নি° ১ অ°)°

বিষমভাবে পদবিক্ষেপ দ্বারা কিংবা অত্যন্ত পরিশ্রম দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া গুল্‌ফদেশে (পায়ের গোড়ালিতে) আশ্রয় করে, তখন ঐ স্থানে অতিশয় বেদনা হয়; ইহারই নাম বাতকণ্টক। এই বাতকণ্টকরোগে পুনঃ পুনঃ রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক, বা এরণ্ডতৈল পান ও সূচী দ্বারা দগ্ধ করিলেও ইহা প্রশমিত হয়।

বাতকফহর (পুং) বাতশ্লেষ্মজন্য জ্বররোগ।

বাতকর্ম্মন্ (ক্লী) বাতস্য কর্ম্ম। মরুৎক্রিয়া, পর্দ্দন। আপনি বায়ুনিঃসরণ, গুহ্যদেশ দিয়া বায়ু নির্গত হইলে তাহাকে বাতকর্ম্ম কহে।

বাতকলাকল (পুং) বায়ুর হিল্লোল।

বাতকিন্ (ত্রি) বাতো ঽতিশয়িতো ঽস্যাস্তেতি বা (বাতাতী-সারাভ্যাং কুক্ চ। পা ৫।২।১২৯) ইতি ইনি কুক্ চ। বাত-রোগযুক্ত, বাতরোগী।

বাতকী (স্ত্রী) শেফালিকাবৃক্ষ। (রাজনি°)

বাতকুণ্ডলিকা (স্ত্রী) বাতেন কুণ্ডলিকা। মূত্রাঘাতরোগ ভেদ, ইহার লক্ষণ—

"রৌক্ষ্যাদ্‌বেগবিঘাতাদ্বা বায়ুর্বস্তৌ সবেদনঃ।
মূত্রমাবিশ্য চরতি বিগুণঃ কুণ্ডলীকৃতঃ॥
মূত্রমল্পাল্পমথবা সরুজং সম্প্রবর্ত্ততে।
বাতকুণ্ডলিকাং তীব্রাং ব্যাধিং বিদ্যাৎ সুদারুণম্॥"
(মাধবনিদান মূত্রাঘাতরোগাধি°)

যে রোগে দেহের রুক্ষতা বা মলমূত্রাদির বেগধারণ জন্য বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রকে আচ্ছাদিত করে ও বেদনার সহিত কুণ্ডলাকারে মূত্রাশয়ে বিচরণ করিতে থাকে। তাহাতে রোগী কষ্টের সহিত অল্প অল্প মূত্রত্যাগ করে। এই কষ্টদায়ক ব্যাধিকে বাতকুণ্ডলিকা কহে। [মূত্রাঘাত দেখ]।

বাতকুম্ভ (পুং) বাতস্য কুম্ভইব। গজকুম্ভের অধোভাগ। (হেম)

বাতকেতু (পুং) বাতস্য কেতুরিব। ধূলি। (ত্রিকা°)

বাতকেলি (পুং) বাত-সুখে ভাবে ঘঞ, বাতেন সুখেন কেলিযত্র। ১ কলাপাপ। ২ ষিড়্গদন্তক্ষত, উপপতির দন্তক্ষত।

বাতকোপন (ত্রি) বাতস্য কোপনঃ। বাতকোপক, বায়ুবৰ্দ্ধক, যাহাতে বায়ু কুপিত হয়।

বাতক্য (পুং) বাতকির গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৫১)

বাতক্ষোভ (পুং) বাতেন ক্ষুভিতঃ। বায়ুদ্বারা আলোড়িত।

বাতখুড়া (পুং) রোগবিশেষ। পর্য্যায়—বাত্যা, পিচ্ছিলস্ফোট, বামা, বাতশোণিত, বাতহুড়া।

বাতগজাঙ্কুশ (পুং) বাতব্যাধি রোগাধিকারে রসৌষধ বিশেষ। (রসর°)

বাতগণ্ড (পুং) বাতেন গণ্ডঃ। বাতজ গলগণ্ডরোগ। (মাধবনি°)

বাতগণ্ডা (স্ত্রী) নদীভেদ। (রাজতর° ৭।১৯৫)

বাতগামিন্ (পুং) বাতেন বায়ুনা সহ গচ্ছতীতি গম-ণিনি। পক্ষী।

বাতগুল্ম (পুং) বাতুল, পাগল।

'বাতুলো বাতগুল্মঃস্যাচ্চারবায়ুর্নিদাঘজঃ।
ঝঞ্ঝানিলঃ প্রাবৃষিজো বাসন্তোমলয়ানিলঃ॥' (ত্রিকা°)

বাতেন জাতো গুল্মঃ। ২ রোগবিশেষ, বায়ু জন্য গুল্মরোগ, এই গুল্মরোগের নিদান—রুক্ষ, অন্ন, পানীয়, বিষম ভোজন, অত্যন্ত ভোজন, বলবানের সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ চেষ্টা, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, শোকপ্রযুক্ত মনঃক্ষোভ, বিরেচনাদি দ্বারা অতিশয় মলক্ষয় এবং উপবাস এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া বাতজন্য গুল্মরোগ উৎপাদন করে।

ইহার লক্ষণ,—বাতগুল্ম কখন ছোট বা বড় এবং কখন বর্ত্তুল, বা দীর্ঘাকৃতি হয় এবং কখন বা নাভি, বস্তি বা পার্শ্বাদিতে বিচরণ করে; এইরূপে ইহা একস্থান হইতে অন্য স্থলে গমন করে, কোন সময়ে বেদনাযুক্ত বা বেদনাশূন্য থাকে। এই রোগে মলও অধোবাত সংরুদ্ধ হয়। তাহাতে গলদোষ ও মুখশোষ জন্মে এবং শরীর শ্যামবর্ণ বা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। শীত জ্বর এবং হৃদয়, কুক্ষি, পার্শ্ব, অঙ্গ ও শিরোদেশে বেদনা উৎপন্ন হয়। জীর্ণ আহারে এই রোগ বৰ্দ্ধিত হয় ও ভুক্ত হইলে কতকটা শান্তি হইয়া থাকে। রুক্ষদ্রব্য, কষায়, তিক্ত ও কটুরসযুক্ত দ্রব্যসেবনেও সাধারণতঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—বাতগুল্মে বিরেচন জন্য ভেরেণ্ডার তৈল বা দুগ্ধের সহিত হরীতকী পান অথবা স্নিগ্ধ স্বেদ প্রদান করিতে হইবে। স্বর্জিকাক্ষার ২ মাষা, কুড় ২ মাষা, এবং কেতকী-জটার ক্ষার ৪ মাষা, এই সকল ভেরেণ্ডার তৈলের সহিত পান করিলে বাতজন্য গুল্ম আশু প্রশমিত হয়। এই রোগীকে তিত্তিরি, ময়ূর, কুক্কুট, বক ও বর্ত্তক পক্ষীর মাংসরস এবং ঘৃত ও শালি তণ্ডুলের অন্ন আহারার্থ দিতে হইবে। (ভাবপ্র°) [গুল্মরোগ দেখ]।

বাতগোপা (ত্রি) বায়ুকর্ত্তৃক রক্ষিত।

বাতঘ্ন (ত্রি) বাতং হন্তি-হন-টক্। বাতনাশক, বাতের উপকারক। ২ বাতজরে মধুরাম্ল লবণ দ্রব্যমাত্র। (সুশ্রুত সূত্র° ৪৩ অ°) স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বাতঘ্নী। ১ শালপর্ণী। ২ অশ্বগন্ধা। ৩ শিগূড়ীক্ষুপ, শিমূড়ীক্ষুপ। (রাজনি°)

বাতচক্র (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত যোগভেদ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত হইয়াছে যে, আষাঢ়ী যোগের দিন যখন সূর্য্যদেব অস্তমিত হন, তখন আকাশ হইতে পূর্ব্বদিক্‌ভব বায়ু পূর্ব্ব সমুদ্রের তরঙ্গ শিখর কাঁপাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্রসূর্য্যের কিরণের অভিঘাত দ্বারা বদ্ধ হন, তখন সমস্ত পৃথিবী হৈমন্তিক ও বাসন্তিক শস্যসম্পন্না হইয়া থাকেন। ঐ দিন ভগবান্ সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলে যদি মলয়পর্ব্বতের শিখর দেশে আগ্নেয়দিগভব বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে অগ্নিবৃষ্টি হয়। ঐ দিন সূর্য্যের অস্তসময়ে নৈঋতদিগ্‌ভব বায়ু প্রবাহিত হইলে অনাবৃষ্টি এবং তজ্জন্য দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। ঐ সময় পশ্চিমদিক্ হইতে বায়ু বহিলে পৃথিবী শস্যশালিনী এবং রাজগণের যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়া থাকে। বায়ব্য বায়ু প্রবাহিত হইলে সুবৃষ্টি ও পৃথিবী শস্যশালিনী এবং উত্তর বায়ু বহিলেও ঐরূপ ফল হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ২৭ অ°)

বাতঙ্গিনী (স্ত্রী) বার্ত্তাকী। (সুশ্রুত)

বাতচটক (পুং) পক্ষীভেদ, তিত্তির পক্ষী।

বাতচোদিত (ত্রি) বায়ুদ্বারা প্রেরিত। (ঋক্ ১।৫৮।৪)

বাতজ (ত্রি) বাতেন জায়তে জন-ড। বাত দ্বারা জাত, বাতিক।

বাতজব (পুং) বায়ুর বেগ বা গতি।

বাতজা (স্ত্রী) বায়ু হইতে উৎপন্না। (অথর্ব্ব ১।১২।৩)

বাতজাম (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

বাতজিৎ (ত্রি) বাতং জয়তি জি-কিপ্, তুগাগমঃ। বাতঘ্ন, বাতনাশক, বাতজয়কারী।

বাতজূত (ত্রি) বাত্যাবিতাড়িত।

বাতজূতি (পুং) ১০।১৩৬।২ ঋঙ্মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিভেদ। বাতরশনের গোত্রাপত্য।

বাতজ্বর (পুং) বাতেন জ্বরঃ। জ্বররোগভেদ। বাতিকজ্বর, ইহার পূর্ব্বরূপ ও নিদানাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"বাতলাহারচেষ্টাভ্যাং বায়ুরামাশয়শ্রয়ঃ।
বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরকৃদ্রসানুগঃ॥" (মাধবনি°)

এই রোগের পূর্ব্বরূপ—বাতজনক দ্রব্যভক্ষণ ও বায়ুজনক ক্রিয়া দ্বারা বায়ু আমাশয় আশ্রয় করিয়া জঠরাগ্নিকে বহির্গত করে, তদনন্তর রসের সহিত সম্মিলিত হইয়া এই জ্বর রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। এই জ্বর উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত জৃম্ভণ হয়।

ইহার লক্ষণ,—বাতজ্বরে বিষম বেগ অর্থাৎ কখন অল্প বা অধিক হইয়া থাকে। কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও মুখশোষ উপস্থিত হয়, নিদ্রানাশ, হাঁচিবন্ধ ও শরীরের রুক্ষতা জন্মে। মস্তক, হৃদয় ও গাত্রবেদনা এবং মুখের বিরসতা, মলরুদ্ধতা, শূল, আধ্মান ও জৃম্ভণ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। সুশ্রুত এই কএকটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চরকসংহিতায় ইহার অধিক আরও লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথা—বাতজ্বরে নানাপ্রকার বাতবেদনা, অনিদ্রা, পিণ্ডিকের উদ্বেষ্টন অর্থাৎ জঙ্ঘার ডিমে দণ্ডাদি দ্বারা পীড়নবৎ বেদনানুভব, কর্ণে শব্দবোধ, মুখে কষায় রসবোধ, শরীরের অবসন্নতা, হনুস্তম্ভ ও জানুসন্ধির বিশ্লিষ্টভাব হয় শুষ্ককাস, বমি, লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ (দাঁত সিড় সিড় করা) শ্রম, ভ্রম, মূত্র ও নেত্রাদির রক্তবর্ণতা, পিপাসা, প্রলাপ ও শরীরের উষ্ণতা হইয়া থাকে।

বিষমবেগ শব্দে শরীরের উষ্ণতাদির অসমভাব জানিতে হইবে। বাভট বলিয়াছেন যে, এই জ্বরে রোমহর্ষ, অঙ্গহর্ষ, দন্তহর্ষ, কম্প, হাঁচির অভাব, ভ্রম, প্রলাপ, রৌদ্রেচ্ছা ও বিলাপ (হা-হুতাশাদি) উপস্থিত হয়।

দোষ আমাশয় আশ্রয় করিয়া অগ্নিমান্দ্য করে, অতঃপর স্বেদসহ ও রসবহ প্রণালীসমূহ আচ্ছাদন করিয়া জ্বর জন্মায়, এই কারণে বাতজ্বর হইলে উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য। বাতজ্বরে ৭ দিন উপবাস দিবার বিধি আছে। (ভাবপ্র°)

[জ্বর শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বাতণ্ড (পুং) বতণ্ডঋষির গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১১২)

বাতণ্ড্য, বাতাণ্ড্যায়নী (স্ত্রী) বতণ্ডের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১০৮-৯)

বাততূল (ক্লী) বাতেন উড্ডীয়মানং তূলং। আকাশে উড্ডীয়মান সূত্র, চলিত বুড়ির সুতা। পর্য্যায়—বৃদ্ধসূত্রক, ইন্দ্রতূল, গ্রাবাহাস, বংশকফ, মরুদ্ধ্বজ। (হারাবলী)

বাতত্রাণ (ক্লী) বায়ু হইতে রক্ষাকরণযোগ্য পদার্থ। (পা ৬।২।৮)

বাতত্বিষ্ (ত্রি) বায়ুযোগে দীপ্তিযুক্ত। (ঋক্ ৫।৫৭।৩)

বাতধ্বজ (পুং) বাতো বায়ুর্ধ্বজো যস্য। মেঘ। (শব্দমা°)

বাতনাড়ী (স্ত্রী) দন্তমূলগত রোগ, দন্তের গোড়ার নালী। বায়ু কুপিত হইয়া দন্তমূলে নালী উপস্থিত হইলে তাহাকে বাতনাড়ী কহে। (মাধবনি°)

বাতনামন্ (পুং) বায়ু। (শতপথব্রা° ১৪।২।২।১)

বাতনাশন (ত্রি) বাতং নাশয়তীতি নাশি-ল্যু। বাতনাশক, বাতঘ্ন, যাহাতে বাত প্রশমিত হয়।

বাতন্ধম (ত্রি) বায়ুদ্বারা সন্তাড়িত।

বাতপট (পুং) মরুৎপট। পতাকা।

বাতপতি (পুং) শত্রাজিৎ রাজার পুত্র। (হরিবংশ)

বাতপত্নী (স্ত্রী) দিক্। (অথর্ব্ব ২।১০।৪)

বাতপর্য্যয় (পুং) সর্ব্বগত অক্ষিরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"বারংবারঞ্চ পর্য্যেতি ভ্রুবৌ নেত্রে চ মারুতঃ।
রুজশ্চ বিবিধাস্তীব্রাঃ স জ্ঞেয়ঃ বাতপর্য্যয়ঃ॥
পর্য্যেতি পর্য্যায়েণ যাতি কদাচিৎ ভ্রুবৌ কদাচিৎ নেত্রে।"
(ভাবপ্র° নেত্ররোগাধি°)

কুপিত বায়ু পুনঃ পুনঃ ভ্রূদ্বয় এবং চক্ষুর্দ্বয়কে পর্য্যায়ক্রমে সঙ্কোচন এবং নানাপ্রকার বেদনাযুক্ত করিলে তাহাকে বাতপর্য্যয় বা বাতপর্য্যায় কহে।

বাতপালিত (পুং) গোপালিত। (উণ্ ১।৩ উজ্জ্বল)

বাতপাণ্ডু (পুং) বাতেন পাণ্ডুঃ। বাতজন্য পাণ্ডুরোগ।

বাতপিত্ত (ক্লী) বায়ু ও পিত্ত।

বাতপিত্তক (ত্রি) বায়ু ও পিত্তজ বিকার।

বাতপিত্তঘ্ন (ত্রি) বাতপিত্তং হন্তি হন-ক। বাতপিত্তনাশক, গুরুপাক দ্রব্য মাত্র। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪১ অ°)

বাতপিত্তজ (ত্রি) বাতপিত্ত-জন-ড। বায়ু ও পিত্ত হইতে জাত। বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাই বাতপিত্তজ।

বাতপিত্তজশূল (ক্লী) বাতপিত্তজং শূলং। বাতপিত্ত জন্য শূলরোগ। [শূলরোগ শব্দ দেখ]

বাতপিত্তজ্বর (পুং) বাতপিত্তজঃ জ্বরঃ। বাতপিত্ত জন্য জ্বররোগ। যে স্থলে বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া জ্বররোগ হয়। ইহার পূর্ব্বরূপ—বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক আহার, বিহার ও সেবন দ্বারা বর্দ্ধিত বায়ু পিত্ত সহ আমাশয়ে গমন করিয়া কোষ্ঠস্থ অগ্নিকে বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ করে এবং রসকে দূষিত করিয়া জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে। বাতপিত্ত জ্বর হইবার পূর্ব্বে বাতজ্বর ও পিত্তজ্বরের পূর্ব্বরূপ সকল প্রকাশিত হয়। লক্ষণ—এই জ্বরে পিপাসা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, অনিদ্রা, শিরঃপীড়া, কণ্ঠ ও মুখশোষ, বমি, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকারে প্রবিষ্টের ন্যায় বোধ, গ্রন্থিসমূহে বেদনা এবং

জ্বস্বাণ। বাতপিত্ত জ্বরে রোগীকে ৫ম দিনে ঔষধ প্রদান করা বিধেয়। (ভাবপ্র° জ্বররোগাধি°) [জ্বরশব্দ দেখ]

বাতপুত্র (পুং) ১ মহাধূর্ত্ত, বিট। (মেদিনী) ২ বায়ুপুত্র হনুমান্, ভীমসেন।

বাতপূ (ত্রি) বায়ুদ্বারা পবিত্রীকৃত। (অথর্ব্ব ১৮।৩।৩৭)

বাতপোথ (পুং) বাতং বাতরোগং পুথ্যতি হিনস্তীতি পুথ-অণ্। ১ পলাশবৃক্ষ। (অমর)

"বাতপোথঃ পলাশঃ স্যাদ্বানপ্রস্থশ্চ কিংশুকঃ।" (বৈদ্যকরত্নমালা)

বাতপ্রকৃতি (ত্রি) বাতপ্রধানা প্রকৃতির্যস্য। বায়ুপ্রকৃতি, বায়ুপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি। মানবের ৭ প্রকার প্রকৃতি, যাহার প্রকৃতি বায়ুপ্রধান, তাহাকে বাতপ্রকৃতি কহে। ইহার লক্ষণ—

"জাগরূকোঽল্পকেশশ্চ স্ফুটিতাঙ্ঘ্রি করঃ কৃশঃ।
শীঘ্রগো বহুবাগ্‌রূক্ষঃ স্বপ্নে বিয়তি গচ্ছতি।
এবংবিধঃ সবিজ্ঞেয়ো বাতপ্রকৃতিকো নরঃ॥"
(ভাবপ্র° ১ম ভাগ)

যে মনুষ্য জাগরণশীল, অল্পকেশবিশিষ্ট, হস্ত ও পাদস্ফুটিত, কৃশ, অত্যন্ত বাক্যব্যয়ী, রূক্ষ এবং স্বপ্নাবস্থায় আকাশগামী হইয়া থাকে, সেই লোক বাতপ্রকৃতিক বলিয়া উক্ত হয়। সর্ব্বব্যাপী, আশুকারী, বলবান্, অল্পকোপন, স্বাতন্ত্র্য এবং বহুরোগপ্রদ গুণ সকল বায়ুতে সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, এই জন্য বায়ুতে সকল দোষ অপেক্ষাকৃত প্রবল।

বাতপ্রকৃতি মনুষ্যগণ প্রায়ই দোষবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদিগের চুল ও হস্তপদাদি কাটা কাটা এবং ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ হয়। ইহাদিগের শীত ভাল লাগে না এবং চঞ্চল, অল্পমেধাবী, সদা সন্দিগ্ধচিত্ত, অল্পধনযুক্ত, অল্পকফ, স্বল্পায়ুঃ, বাক্যক্ষীণ, ও গদ্‌গদস্বরবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা অতিশয় বিলাসী; সঙ্গীত, হাস্য, মৃগয়া এবং পাপকর্ম্মে রত হইয়া থাকে। বাতপ্রকৃতি মানবের অম্ল ও লবণরস, এবং উষ্ণ দ্রব্য অতিশয় প্রিয়। ইহারা আকৃতিতে দীর্ঘ ও কৃশ হইয়া থাকে। ইহাদের চলিয়া যাইবার সময় পায়ের (মট্‌মট্) শব্দ হয়, কোন বিষয়ে দৃঢ়তা থাকে না এবং অজিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। ইহারা ভৃত্যের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, স্ত্রীলোকের প্রিয় হয় এবং ইহাদের অধিক সন্তান জন্মে না। ইহাদের চক্ষু থরথরিয়া, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, গোলাকার, বিকৃতাকার এবং মৃত ব্যক্তির চক্ষুর ন্যায় হইয়া থাকে। ইহারা নিদ্রাকালে চক্ষু মেলিয়া থাকে ও স্বপ্নাবস্থায় পর্ব্বত বা বৃক্ষে আরোহণ বা আকাশে গমন করিয়া থাকে।

বাতপ্রকৃতি ব্যক্তি যশোহীন, পরস্ত্রীকাতর, শীঘ্র কোপনস্বভাব এবং চোর হইয়া থাকে, এবং ইহাদের পিণ্ডিকা উপরের দিকে টানা থাকে। কুক্কুর, শৃগাল, উট, গৃধিনী, মূষিক, কাক এবং পেচক ইহারা বাতপ্রকৃতি। (ভাবপ্র° ১ ভাগ°) যে সকল মানবের এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা বাতপ্রকৃতি।

বাতপ্রকোপ (পুং) বায়ুর আধিক্য।

বাতপ্রবল (ত্রি) বায়ু যাহাতে অধিক পরিমাণে আছে, বায়ুপ্রধান।

বাতপ্রমী (পুং স্ত্রী) বাতং প্রমিমীতে বাতাভিমুখং গচ্ছতীতি বাত-প্র-মা মানে (বাতপ্রমীঃ। উণ্ ৪।২) ইতি ঈ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ বাতমৃগ, চলিত বাওট হরিণ। ২ নকুল। ৩ অশ্ব। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) (ত্রি) ৪ বায়ুবৎ বেগগামী। (ঋক্ ৪।৫৮।৭)

বাতপ্রশমনী (স্ত্রী) বাতস্য প্রশমনী। আরুক, চলিত আলু-বোখারা। (বৈদ্যকনি°)

বাতফুল্ল (ত্রি) বায়ুদ্বারা প্রফুল্ল বা স্ফীত।

বাতফুল্লান্ত্র (ক্লী) বাতেন ফুল্লং বিকশিতং যদন্ত্রং তৎ। ১ ফুস্ফুস। ২ বাতরোগ। ৩ উদরাধ্মান। (ভূরিপ্র°)

বাতবলাস (পুং) বাতজ্বরভেদ।

বাতবহুল (ত্রি) ১ ধান্যাদি। ২ যেখানে প্রচুর বাতাস আছে।

বাতভ্রজস্ (ত্রি) বাতব্রজাঃ। বায়ুর ন্যায় শীঘ্র গমনশীল।
(অথর্ব্ব ১।১২।১)

বাতমজ (পুং) বাতমভিমুখীকৃত্য অজতি গচ্ছতীতি বাত-অজ (বাতশুনীতি লশর্দ্ধেষ্বজধেটতুদজহাতীনাং উপসংখ্যানং। পা ৩।২।২৮) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা খশ্, (অরুর্দ্বিষজন্তস্য মুম্। পা ৬।৩।৬৭) ইতি মুম্। ১ বাতমৃগ। (জটাধর) ২ বাতগামী। "মেঘাত্যয়োপত্তবনোপশোভং কদম্বকং বাতমজং মৃগাণাম্।" (ভট্টি ২।১৭)

বাতমণ্ডলী (স্ত্রী) বাতস্য মণ্ডলী। বাত্যা। ঘূর্ণীবায়ু। (ত্রিকা°)

বাতমৃগ (পুং) বাতাভিমুখগামী মৃগঃ। বাতপ্রমী। (অমর)

বাতযন্ত্রবিমানক (ক্লী) বায়ু দ্বারা চালিত যন্ত্রবিশেষ। (Airwheel)

বাতৃ (পুং) বাতীতি বা-তৃচ্। বায়ু। বহনশীল।

বাতর (ত্রি) ১ বায়ুযুক্ত। ২ ঝটিকা।

বাতরংহস্ (ত্রি) বাত ইব রংহো যস্য। বায়ুর ন্যায় বেগগামী।

বাতরক্ত (ক্লী) বাতদূষিতং রক্তং যত্র। রোগবিশেষ। এই রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসাদির বিষয় বৈদ্যকশাস্ত্রে এইরূপ অভিহিত হইয়াছে;—অতিরিক্ত লবণ, অম্ল, কটু, ক্ষার, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, অপক্ব বা দুর্জ্জর দ্রব্য ভোজন, জলচর বা অনূপচর জীবের শুষ্ক বা পচা মাংস ভোজন, যে কোন মাংস অধিক পরিমাণে ভোজন, কুলথকলাই, মাসকলাই, তিলবাটা, মূল, শিম,

ইক্ষুরস, দধি কাঁজি, মদ্য প্রভৃতি দ্রব্যভোজন, সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইলে পুনর্ব্বার আহার. ক্রোধ, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ এই সকল কারণে এবং হস্তী, অশ্ব, বা উষ্ট্রাদিযানে অতিরিক্ত ভ্রমণ প্রভৃতি কারণে রক্ত বিদগ্ধ হইয়া দূষিত হয়, পরে ঐ রক্ত কুপিত বায়ুর সহিত মিলিত হইলে বাতরক্ত রোগ জন্মে। এই রোগ প্রথমে পাদমূল বা হস্তমূল হইতে আরম্ভ করিয়া মূষিকবিষের ন্যায় মন্দ মন্দ বেগে ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়।

বাতরক্তের পূর্ব্বলক্ষণ—বাতরক্ত রোগ হইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত ঘর্ম্ম নির্গম বা একেবারে ঘর্ম্মরোধ, স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন ও স্পর্শ-শক্তির লোপ, কোন কারণে কোন স্থান ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, সন্ধিস্থানে শিথিলতা, আলস্য, অবসন্নতা, স্থানে স্থানে পীড়কার উৎপত্তি, এবং জানু, জঙ্ঘা, উরু, কটি, স্কন্ধ, হস্ত, পদ ও সন্ধিসমূহে সূচীবেধবৎ স্পন্দন, বিদারণবৎ যাতনা, ভারবোধ, স্পর্শশক্তির অল্পতা, কণ্ডু, সন্ধিস্থানে বারংবার বেদনার উৎপত্তি এবং অঙ্গমধ্যে পিপীলিকা সঞ্চরণের ন্যায় অনুভব, এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়।

বাতরক্তের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ—এই রোগে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে পাদদ্বয়ে অত্যন্ত শূল, স্পন্দন ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা হয়। রুক্ষ অথচ কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণ শোথ, ঐ শোথ কখন বর্দ্ধিত কখন বা হ্রাস হয়, অঙ্গুলীসন্ধিসমূহের ধমনী সঙ্কোচিত, শরীরে কম্প ও স্পর্শশক্তির হ্রাস এবং অতিশয় বেদনা হয়। শৈত্যাদি দ্বারা এই রোগ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

রক্তাধিক্য বাতরক্ত রোগে তাম্রবর্ণ শোথ, তাহাতে কণ্ডু, ক্লেদস্রাব, অতিশয় দাহ ও সূচীবেধবৎ বেদনা বা অল্প অল্প অর্থাৎ ঢিমি ঢিমি বেদনা হয় এবং স্নিগ্ধ ও রুক্ষক্রিয়া দ্বারা এই পীড়ার শান্তি হয় না।

পিত্তের আধিক্য হইয়া এই রোগ হইলে দাহ, মোহ, ঘর্ম্মনির্গম, মূর্চ্ছা, মত্ততা ও তৃষ্ণা হয় এবং শোথ স্থান স্পর্শ করিতে যাতনা, শোথ রক্তবর্ণ ও দাহযুক্ত, স্ফীত, পাক ও উষ্মাবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

কফের আধিক্যে এই রোগ হইলে শরীর আর্দ্র চর্ম্মদ্বারা আবৃতের ন্যায় বোধ হয়। পাদদ্বয় গুরু, স্পর্শশক্তির অল্পতা এবং শরীরের চাকচিক্য, শীতস্পর্শতা, কণ্ডু ও অল্প অল্প বেদনা হইয়া থাকে। দোষদ্বয় বা তিন দোষের আধিক্য থাকিলে সেই সেই দোষজ লক্ষণ মিলিত ভাবে লক্ষিত হয়।

পদদ্বয় ব্যতীত অন্যান্য স্থানকে আশ্রয় করিয়াও বাতরক্ত রোগ উৎপন্ন হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পাদদ্বয়ও আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। কখন বা এই রোগ হস্তদ্বয় আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে। এই রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই প্রতীকার করা আবশ্যক, আশু যদি এই রোগের প্রতিবিধান না করা যায়, তাহা হইলে কুপিত ইন্দুরের বিষসদৃশ মন্দ মন্দ বেগে প্রসারিত হইয়া ক্রমান্বয়ে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

বাতরক্ত রোগে উপদ্রব—এই রোগ হইলে অনিদ্রা, অরুচি, শ্বাস, মাংসপচন, শিরোবেদনা, মোহ, মত্ততা, ব্যথা, তৃষ্ণা, জ্বর, মূর্চ্ছা, কম্প, হিক্কা, পঙ্গুতা, বিসর্প, মাংসপাক, সূচীবেধবৎ বেদনা, ভ্রম, ক্লম, অঙ্গুলিসমূহের বক্রতা, স্ফোটক, দাহ, মর্ম্মগ্রহ এবং অর্ব্বুদোৎপত্তি, এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে।

এই রোগের সাধ্যাসাধ্য—বাতরক্ত রোগীর যদি উপরি উক্ত উপদ্রব সকল প্রকাশ পায়, কিংবা উপদ্রব না থাকিয়াও যদি একমাত্র মোহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ বাতরক্ত রোগ অসাধ্য। বাতরক্ত রোগীর সকল উপদ্রব উপস্থিত না হইয়া অল্পমাত্র হইলে তাহা যাপ্য এবং উপদ্রববিহীন বাতরক্ত রোগ সাধ্য। একদোষ সমুদ্ভূত ও নবোত্থিত অর্থাৎ এক বৎসরের ন্যূন বালক হইলে সাধ্য, দ্বিদোষজনিত বাতরক্ত যাপ্য এবং ত্রিদোষজ বাতরক্ত রোগ অসাধ্য। বাতরক্ত রোগীর যদি পাদমূল হইতে জানু পর্য্যন্ত স্থানের চর্ম্ম কিঞ্চিৎ বা অত্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া রসাদিস্রাব হয়, এবং উপদ্রব দ্বারা পীড়িত বল ও মাংস ক্ষয় হয়, তাহা হইলেও অসাধ্য। এই জন্য এই রোগ হইবামাত্র বিশেষরূপে চিকিৎসা করা আবশ্যক।

বাতরক্ত চিকিৎসা—বাতরক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দোষানুসারে, অথচ বলাবল বিবেচনা করিয়া স্নেহ প্রয়োগ ও বহু পরিমাণে রক্তমোক্ষণ করান কর্ত্তব্য। কিন্তু এই রোগীর যাহাতে বায়ুবৃদ্ধি না হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা বিধেয়। অত্যন্ত দাহ ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা সংযুক্ত বাতরক্ত রোগে জলৌকাদ্বারা রক্তমোক্ষণ বিধেয়। ঢিমি ঢিমি বেদনা, কণ্ডু ও কম্পযুক্ত বাতরক্তে শৃঙ্গদ্বারা রক্তমোক্ষণ; যদ্যপি এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রসারিত হয়, তাহা হইলে শিরাবিদ্ধ ও বিদ্ধস্থান গাঢ়মর্দ্দন করিয়া রক্তমোক্ষণ করিতে হইবে।

এই রোগে যদি শরীরের গ্লানিবোধ থাকে, তাহা হইলে রক্তমোক্ষণ বিধেয় নহে। বাতাধিক্য রক্তপিত্তে রক্তমোক্ষণ নিষিদ্ধ, কারণ ঐ অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিলে বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া অত্যন্ত শোথ, শরীরের স্তব্ধতা, কম্প, বায়ু জন্য শিরাগত ব্যাধি, গ্লানি এবং অন্যান্য বাতরোগ হইয়া থাকে। যদি রক্তমোক্ষণ কালে সম্যক্ রক্তস্রাব না হইয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে খঞ্জতা প্রভৃতি বাতরোগ উৎপন্ন হয়, এমন কি ইহাতে মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে। অতএব স্নিগ্ধ শরীরের রক্ত যথোপযুক্ত প্রমাণানুসারে স্রাব করা কর্ত্তব্য। এই রোগীকে বিরেচন

ও স্নেহপ্রয়োগ করিয়া তৎপরে স্নেহসংযুক্ত বা রুক্ষ বিরেচক দ্রব্য দ্বারা বারংবার বস্তি প্রয়োগ করিবে। বস্তি ক্রিয়ার ন্যায় ইহার আর অন্য উৎকৃষ্ট চিকিৎসা নাই। উত্তান অর্থাৎ চর্ম্ম ও মাংসাশ্রিত বাতরক্ত রোগে প্রলেপন, অভ্যঙ্গ, পরিষেক ও উপনাহাদি দ্বারা এবং গম্ভীর অর্থাৎ ধাত্বাশ্রিত বাতরক্ত রোগে বিরেচন, আস্থাপন ও স্নেহপান দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে।

বাতাধিক্য বাতরক্ত রোগে—ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জাপানে, অভ্যঙ্গে ও বস্তিক্রিয়াতে প্রয়োগ এবং উষ্ণ প্রলেপ দ্বারা চিকিৎসা করা বিধেয়। গোধূম চূর্ণ, ছাগদুগ্ধ ও ছাগঘৃত দ্বারা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ বা দুগ্ধদ্বারা তিসি পেষণ করিয়া প্রলেপ বা ভেরেণ্ডা বীজ ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। অথবা ভৃষ্ট তিল দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া পরে উহা দুগ্ধাপ্লুত করিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। শতমূলী, শুল্‌ফা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, পিয়ালফল, কেশুর, ঘৃত, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও মিশ্রি এই সকল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও এই রোগ উপশম হয়। রাস্না, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, জীবক, ঋষভক, দুগ্ধ ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া সিদ্ধ করিয়া পরে মধুর সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে রোগ শীঘ্র প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাসক, গুলঞ্চ ও শোণালু ফল এই তিন দ্রব্য দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া কাথ্য দ্রব্যের দ্বিগুণ এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সর্ব্বাঙ্গগত সর্ব্বপ্রকার বাতরক্ত রোগ প্রশমিত হয়। বাতাধিক্য বাতরক্তে দশমূলীর সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পরিষেচন করিলে বাতরক্ত জন্য বেদনা নষ্ট হয়, ঈষৎ উষ্ণ ঘৃত দ্বারা পরিষেক করিলেও উপকার হইয়া থাকে। পটোল, কটুকী, শতমূলী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চের কাথ পান করিলে পিত্তাধিক্য বাতরক্ত জন্য দাহ এবং তেউড়ী, ভূমিকুষ্মাণ্ড এবং গোক্ষুর-কাথ পান করিলে বাতরক্ত রোগ বিনষ্ট হইতে দেখা যায়। গুলঞ্চ এই রোগে বিশেষ উপকারী। গুলঞ্চ স্বভাবতঃ রক্ত পরিষ্কারক, কিছুদিন ধরিয়া গুলঞ্চের কাথ সেবন করিলে রক্ত পরিষ্কার হইয়া রোগ প্রশমিত হইতে থাকে। গুলঞ্চ, শুঁঠ ও ধনে এই তিন দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা, জল ⁄।॰ সের সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠ রোগে বিশেষ উপকার দর্শে। গুলঞ্চের কাথে গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান এবং তিনটী বা পাঁচটী হরীতকী গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিয়া গুলঞ্চের কাথ পান করিলে আশু ফল দর্শে। গুগ্‌গুলু, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা ও গোময় রস এবং ত্রিফলার কাথ দ্বারা ২ তোলা পরিমাণে মোদক প্রস্তুত করিয়া মধু দ্বারা আলোড়ন করিয়া ভক্ষণ করিলে গাত্র-স্ফোট, সর্ব্বাঙ্গগত শোথ ও বাতরক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

মাহিষ নবনীতের সহিত গন্ধক, গোমূত্র, দুগ্ধ ও সৈন্ধব এই সকল একত্র আলোড়ন করিয়া অগ্নিতে অল্প উষ্ণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে গাত্রস্ফোট নিবারিত হয়। গুলঞ্চের কাথ বা স্বরস কিংবা চূর্ণ ঘৃত, গুড়, চিনি, মধু বা এরণ্ড তৈলের সহিত সেবন করিলে বাতরক্ত রোগ প্রশমিত হয়। বাসক, পঞ্চমূলী, গুলঞ্চ, ভেরেণ্ডা মূল ও গোক্ষুর এই সকল দ্রব্যের কাথে এরণ্ড তৈল, হিঙ্গু ও সৈন্ধব চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে এই রোগ আরোগ্য হয়। গুড়ের সহিত সমভাগে ঘৃত বা হরীতকী সেবনেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

কোকিলাক্ষ ও গুলঞ্চের কাথে পিপ্পলীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীর বলানুসারে পান করিয়া হিতজনক পথ্য সেবন করিলে তিন সপ্তাহে বাতরক্ত আরোগ্য হয়। যতটা মধু, তাহার দ্বিগুণ তৈল এবং তৈলের দ্বিগুণ ছাগদুগ্ধ এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া রোগীর বলানুসারে যথামাত্রায় পান করিলে বাতরক্ত রোগ নষ্ট হয়। বকপুষ্পচূর্ণ মাহিষ দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া দধি প্রস্তুত করিবে, পরে দধি হইতে মাখম তুলিয়া উহা গাত্রে মর্দ্দন করিলে বাতরক্ত জন্য দেহস্ফুটন নিবারিত হয়।

ত্রিফলা, নিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কট্‌কী, গুলঞ্চ ও দারু-হরিদ্রা এই ৯টী দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা করিয়া লইয়া ৮ গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হইবে, এই কাথ উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকার হয়। বিরেচন, ঘৃত ও দুগ্ধপান, পরিষেক এবং বস্তিক্রিয়া দ্বারা বাতরক্ত নষ্ট হয়। শাল্মলীমূলের বল্কল মেষী দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও এই রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

রক্তাধিক্য বাতরক্তে—দুগ্ধ, ঘৃত, যষ্টিমধু, বেণার মূল, বালা এবং মেষী দুগ্ধ দ্বারা পুনঃ পুনঃ পরিষেক করা বিধেয়। সুশীতল শত ধৌত বা সহস্র ধৌত ঘৃত দ্বারা পরিষেক করিলেও বিশেষ উপকার হয়। রক্তাধিক্য বা পিত্তাধিক্যজনিত বাতরক্তে সুশীতল দ্রব্য ঘৃত বা ধূনাদ্বারা প্রলেপ বা শীতল দ্রব্য পরিষেচন করিলে উপকার দর্শে। দাহ ও বেদনাযুক্ত রক্তাধিক্যজনিত রক্তবর্ণ বাত-রক্তে রক্ত-মোক্ষণ করিয়া দুগ্ধ, ঘৃত, যষ্টিমধু, বেণার মূল ও বালা দ্বারা প্রলেপ এবং তিল, পিয়াল, যষ্টিমধু, পদ্মমূল ও বেতস এই সকল দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্ত জন্য দাহ নিবারিত হয়।

গাম্ভারী, দ্রাক্ষা, সোঁদাল, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও ক্ষীর-কাকোলী, এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া কাথের অষ্টম ভাগের এক অংশ চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তাধিক্য বাতরক্ত প্রশমিত হয়। ধারোষ্ণ দুগ্ধ গোমূত্র সহযোগে

পান করিলে বায়ু স্বপথগামী হয়, তেউড়ী চূর্ণের সহিত ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিলেও বিশেষ উপকার হয়। বহু দোষাবিষ্ট বাতরক্তে বিরেচনার্থ দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল পান করিবে; পরে ঔষধ জীর্ণ বা ক্রিয়া প্রশান্ত হইলে দুগ্ধও আহার বিধেয়। পটোল, ত্রিফলা, শতমূলী, গুলঞ্চ ও কটকী এই সকল দ্রব্যের কাথে আট অংশের এক অংশ চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তাধিক্যজ বাতরক্ত বিনষ্ট হয়।

পঞ্চতিক্তাদি ঘৃত পান এবং অত্যন্ত বিরেচন দ্বারা বাতরক্ত নষ্ট হইয়া থাকে। মৃদু দ্রব্যদ্বারা বমন, স্নেহ দ্বারা পরিষেক, লঙ্ঘন এবং উষ্ণ দ্রব্যের পরিষেক কফাধিক্য বাতরোগে বিশেষ উপকারী। এই রোগে তৈল, গোমূত্র, সুরা ও শুক্তদ্বারা পরিষেচন করিলেও উপকার পাওয়া যায়। গৌর-সর্ষপ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্ত জন্য বেদনা নষ্ট হয়। সজিনাছাল ও বরুণবৃক্ষের ছাল কাঁজিদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বেদনা প্রশমিত হইয়া থাকে। অশ্বগন্ধা ও তিলকল্ক দ্বারা প্রলেপ বা নিমছাল, আকন্দ, কালিয়াকড়া, যবক্ষার এবং তিলকল্ক দ্বারা প্রলেপ দিলেও ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে।

শক্তু, ঘৃত, যবক্ষার, কপিত্থ, গুড়ত্বক্, মসূর ও সজিনা বীজ এই সকল দ্রব্য কাঁজিদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিয়া মুহূর্ত্তকাল পরে কাঁজি পরিষেচন করিলে কফাধিক্যজ বাতরক্ত প্রশমিত হয়। মুস্তক, আমলকী ও হরিদ্রা ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান, হরিদ্রা গুলঞ্চের কাথে বা ত্রিফলার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান, হরীতকী তক্রের সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত পান করিলেও কফাধিক্য সমাশ্রিত বাতরক্ত বিদূরিত হইয়া থাকে।

গৃহধূম (ঝুল), বচ, কুড়, শুলফা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া প্রক্ষেপ দিলে বাতকফাধিক্য বাতরক্তের বেদনা নষ্ট হয়। গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও শুণ্ঠীর কল্ক এবং মধু এই সকল গোমূত্র দ্বারা পান, আমলকী, হরিদ্রা ও মুস্তক ইহার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতরক্ত রোগ আশু প্রশমিত হয়।

ইহা ভিন্ন লাঙ্গলী-গুড়িকা, বলাঘৃত, পিণ্ড তৈল, পারুষক ঘৃত, শতাবরী ঘৃত, ঋষভ ঘৃত, গুড়ূচী ঘৃত, মহাগুড়ূচী ঘৃত, অমৃতাদি ঘৃত, শতাহ্বাদি তৈল, মহাপিণ্ড তৈল, মহাপদ্মক তৈল, খুজ্জাকপদ্মক তৈল, গুড়ূচ্যাদি তৈল, অমৃতাহ্বয় তৈল, মৃণালাদ্য তৈল, ধুস্তূরাদ্য তৈল, নাগবলা তৈল, জীবকাদ্যমিশ্রক, বলাতৈল শতপাক, মধুকাদ্য তৈল, মধুকতৈল শতপাক, পুনর্নবা গুগ্‌গুলু, শর্করাসম-গুগ্‌গুলু, অমৃতা-গুগ্‌গুলু, চন্দ্রপ্রভাগুটিকা, কৈশোরিক গুগ্‌গুলু, ত্রিফলা-গুগ্‌গুলু, সিংহনাদ-গুগ্‌গুলু ও যোগসারামৃত প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ উপকারী। [এই সকল ঔষধের প্রস্তুত-প্রণালী তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।] ভাবপ্রকাশে বাতরক্ত রোগাধিকারেও ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে বাতরক্ত চিকিৎসাধিকারে—লাঙ্গলাদি লৌহ, বাতরক্তান্তক রস, তালভস্ম, মহাতালেশ্বর রস ও বিশ্বেশ্বর রস নামক ঔষধের বিধান আছে। ঐ সকল ঔষধ এই রোগে বিশেষ উপকারী।

এই রোগে পথ্যাপথ্য—দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, মুগ বা বুটের ডাউল, তিক্তরসযুক্ত তরকারী, পটোল, ডুমুর, ঠোটে কলা, মাণকচু, উচ্ছে, করেলা, পাকা ছাচি কুমড়া প্রভৃতির তরকারী, হিঞ্চাশাক, নিম্বপত্র, শ্বেত-পুনর্নবা ও পলতা এই রোগে উপকারী। রাত্রিকালে লুচি বা রুটি, এবং পূর্ব্বোক্ত সকল তরকারী এবং অল্প পরিমাণ দুগ্ধ পান কর্ত্তব্য। জলখাবার সময়ে ছোলা ভিজা খাইলে বাতরক্তে বিশেষ উপকার দর্শে। ব্যঞ্জন ঘৃতপক্ক করিয়া সেবন করা উচিত, কাঁচা ঘৃত সহ্যানুসারে খাওয়া যাইতে পারে; যে সকল দ্রব্যে রক্ত পরিষ্কার ও বায়ু প্রশমিত হয়, সেই সকল দ্রব্যই এই রোগে উপকারী জানিবে। এই রোগে বিষ্কির ও প্রতুদজাতীয় পক্ষীর মাংস মাংসরসার্থে দেওয়া যাইতে পারে। সুষুনি শাক, বেতাগ্র, কাকমাচী, শতাবরী, বাস্তুক, উপোদিকা ও সুবর্চ্চলা শাক ঘৃতে ভাজিয়া পূর্ব্বোক্ত মাংসরসের সহিত দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে যব, গোধূম ও উড়ী ধান্যের তণ্ডুলাদিও দেওয়া যাইতে পারে।

নিষিদ্ধ দ্রব্য—নূতন চাউলের অন্ন, গুরুপাক দ্রব্য, যাহা খাইলে অম্লপাক হয়, সেই সকল দ্রব্য, মৎস্য, মাংস, মদ্য, শিম, মটর, গুড়, দধি, অধিক দুগ্ধ, তিল, মাষকলাই, মূলা, অপরাপর শাক, অম্ল, কুমড়া, গোল আলু, পলাণ্ডু, রসুন, লঙ্কার ঝাল ও অধিক মিষ্ট এই সকল ভোজন এবং মলমূত্রাদির বেগরোধ, অগ্নি বা রৌদ্রের তাপ সেবন, ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি এই রোগে বিশেষ অপকারী। এই সকল নিষিদ্ধ কর্ম্মাচরণে এই রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে সকল দ্রব্য ভক্ষণে বায়ু ও রক্ত দূষিত হইতে পারে, সেই সেই দ্রব্যমাত্রই বর্জ্জনীয়।

চরক, সুশ্রুত, বাভট, অত্রিসংহিতা প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না। তত্তদ্ গ্রন্থে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বাতরক্তঘ্ন (পুং) বাতরক্তং রোগবিশেষং হন্তি হন-টক্। কুকুরবৃক্ষ, চলিত কুকুরশুঙ্গা। (শব্দচ°)

বাতরক্তান্তকরস (পুং) বাতরক্তাধিকারে রসৌষধ বিশেষ, প্রস্তুত প্রণালী—গন্ধক, পারদ, লৌহ, অভ্র, হরিতাল, মনঃ-

শিলা, গুগ্‌গুলু, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, সোমরস, পুনর্নবা, চিতা ও দেবদারু, দারুহরিদ্রা, শ্বেত-অপরাজিতা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ত্রিফলা ও ভৃঙ্গরাজ ইহাদের প্রত্যেকের স্বরসে বা কাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া চণক পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান—নিমপাতা, ফুল বা ছালের রস এবং অর্দ্ধতোলা ঘৃত। এই ঔষধ সেবনে সকল উপদ্রবযুক্ত বাতরক্তরোগ প্রশমিত হয়।

(রসেন্দ্রসারস° বাতরক্তরোগাধি°)

বাতরক্তারি (পুং) বাতরক্তস্য অরির্নাশকঃ। ১ পিত্তঘ্নীলতা। ২ গুলঞ্চ। ৩ গুড়ূচি। (শব্দচ°) (ত্রি) বাতরক্তনাশক মাত্র।

বাতরঙ্গ (পুং) বাতেন বায়ুনা রঙ্গো যস্য নিরন্তরচলদলত্বাদস্য তথাত্বং। অশ্বত্থবৃক্ষ।

বাতরজ্জু (স্ত্রী) বাতরূপ রজ্জু, বায়ুরূপ দড়ি। "শোষণং মহার্ণবানাং শিখরিণাং প্রপতনং ধ্রুবস্য প্রচলনং ব্রশ্চনং বাতরজ্জূনাং" (মৈত্র্যুপনিষদ্ ১।৪) 'বাতরজ্জূনাং বাতময়ানাং রজ্জূনাং শিশুমারচক্রবন্ধনানাং ব্রশ্চনং ছেদনং' (ভাষ্য) শূন্যে শিশুমার চক্র বায়ুতে অবস্থিত থাকায় তাহা স্থানভ্রষ্ট হয় না।

বাতরথ (পুং) বাতো বায়ুরথো যস্য। ১ মেঘ। (ত্রিকা°) বাতো রথো প্রাপকো যস্য। (ত্রি) ২ বায়ুপ্রকাশক।

"যথা বাতরথো ঘ্রাণমাবৃঙ্‌ক্তে গন্ধ আশয়াৎ।
এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যৎ॥"

(ভাগবত ৩।২৯।২০)

বাতরশন (ত্রি) মুনিভেদ। (ঋক্ ১০।১৩৬।২)

বাতরায়ণ (পুং) বাতেন বায়ুজনিত রোগেণ রায়তি শব্দায়তে ইতি রৈ শব্দে ল্যু। ১ উন্মত্ত। ২ নিষ্প্রয়োজন-পুরুষ। ৩ কাণ্ড। ৪ করপাত্র। ৫ কূট। ৬ পরসংক্রম। (মেদিনী) ৭ সরলদ্রুম। (শব্দরত্না°)

বাতরূপা (স্ত্রী) লীকা নাম্নী চণ্ডালযোনিজ প্রেতমূর্ত্তিবিশেষ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইহাদের উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"চণ্ডালয়োস্তাবসথে লীকা যা প্রসবিষ্যতি।
তস্যাশ্চ সন্ততিঃ সর্ব্বা সা চ সপ্তো ন শিষ্যতি॥
প্রসূতে কন্যকে দ্বে তু স্ত্রীপুংসোর্বীজহারিণী।
বাতরূপামরূপাঞ্চ তস্যাঃ প্রহরণস্ত তে॥
বাতরূপা নিষেকান্তে সা যস্মৈ ক্ষিপতে সুতম্।
স পুমান্ বাতশুক্রত্বং প্রযাতি বনিতাপি বা॥"

বাতরূষ (পুং) বাতেন রূষ্যতে ভূষ্যতে রুষ-ঘঞ্। ১ বাতুল। ২ উৎকোচ। ৩ শক্রধনু। (মেদিনী)

বাতরেচক (পুং) ১ বিদারণকারী বায়ু। "পদাক্ষেপৈঃ সুঘোরাধাতরেচকান্" (হরিবংশ) 'বাতরেচকান্ ব্যজনীকৃতান্ বৃক্ষাদীনীরয়ন্ত' (নীলকণ্ঠ)। ২ বায়ুকারী চর্ম্মকোষবিশেষ। 'বাতরেচকো ভস্ত্রাপর নামা চর্ম্মকোষঃ বাতবেটক ইতি গৌড়াঃ পঠন্তি ব্যাচক্ষতে চ বাতবশাৎ বেটকঃ ভাষকঃ বেট পরিভাষণে ইতি ধাতুঃ'। (নীলকণ্ঠ)

বাতরেতস্ (ত্রি) বাতভূয়িষ্ঠং রেতো যস্য। যাহার শুক্রে বাতভাগ অধিক পরিমাণে আছে। (রস° র)

বাতরোগ (পুং) বাতজনিতো রোগঃ। বায়ুজনিত রোগ, বায়ুরোগ। পর্য্যায়—বাতব্যাধি, চলাতঙ্ক, অনিলাময়। (রাজনি°)

বাতরোগিন্ (ত্রি) বাতরোগোঽস্যাস্তীতি বাতরোগ-ইনি। বাতরোগযুক্ত, বেতোরোগী। পর্য্যায়—বাতকী।

বাতরোহিণী (স্ত্রী) গলরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—
"জিহ্বাং সমন্তাদ্ভৃশবেদনাথে মাংসাঙ্কুরাঃ কণ্ঠনিরোধনাঃ স্যুঃ।
তাং রোহিণীং বাতকৃতাং বদন্তি বাতাত্মকোপদ্রবগাঢ়যুক্তাম্॥"

(সুশ্রুত নি° ১৬ অ°)

এই বাতজন্য রোহিণী রোগে জিহ্বার চতুর্দ্দিকে অতিশয় বেদনাবিশিষ্ট কণ্ঠরোধকারক মাংসাঙ্কুর সকল উৎপন্ন হয় এবং রোগী স্তম্ভত্ব প্রভৃতি বাতজ উপদ্রবসমূহে পীড়িত হইয়া থাকে।

"বাতজাস্ত হৃতে রক্তে লবণৈঃ প্রাতিসারয়েৎ।
সুখোষ্ণান্ স্নেহগণ্ডূষান্ধারয়েচ্চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ॥"

(ভাবপ্র° গলরোগাধি°)

বাতজন্য রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া সৈন্ধব দ্বারা প্রতিসারণ করিবে এবং কিঞ্চিৎ উষ্ণ স্নেহ দ্বারা পুনঃ পুনঃ গণ্ডূষ ধারণ করিলে ইহা প্রশমিত হয়। [গলরোগ শব্দ দেখ]

বাতদ্ধি (পুং) কাষ্ঠলোহময় নির্ম্মিত পাত্র, কাষ্ঠ ও লৌহ দ্বারা যে পাত্র প্রস্তুত হয়। পর্য্যায়—কাষ্ঠলৌহী। (ত্রিকা°)

বাতল (পুং) বাতং লাতীতি লা-ক। ১ চণক। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ বায়ুকারক, বায়ুবর্দ্ধক।
"বাতলাঃ শীতমধুরাঃ সকষায়া বিরুক্ষণাঃ।" (সুশ্রুত সূ° ৪৬অ°)

বাতলমণ্ডলী (স্ত্রী) বাত্যা। (ভূরিপ্রয়োগ)

বাতলা (স্ত্রী) যোনিরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—
"বাতলা কর্কশা স্তব্ধা শূলনিস্তোদপীড়িতা।
চতসৃষ্বপি চাদ্যাসু ভবত্যনিলবেদনা॥"

(ভাবপ্র° যোনিরোগাধি°)

যোনি প্রদেশ কর্কশ, স্তব্ধ এবং শূল ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত হইলে তাহাকে বাতলা কহে, এই রোগে বাতবেদনা অধিকরূপে প্রকাশ পায়। অনিয়মিত আহার ও বিহার দ্বারা বায়ু দূষিত হইয়া এই রোগ হইয়া থাকে। [যোনিরোগ দেখ] ২ সমঙ্গা, বরাক্রান্তা। (জয়দত্ত)

বাতবৎ (ত্রি) বাতো বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। বায়ুযুক্ত।

বাতবত (পুং) বাতবৎ ঋষির গোত্রাপত্য। (পঞ্চবিংশব্রা° ২৫।৩।৬)

বাতবর্ষ (পুং) বাতবৃষ্টি, বায়ু ও বৃষ্টি।

বাতবস্তি (পুং) মূত্রাঘাত রোগবিশেষ। [মূত্রাঘাত শব্দ দেখ]

বাতবিকার (পুং) বাতস্য বিকারঃ। বাতরোগের বিকার, বাতরোগে যে বিকার হয়।

বাতবিকারিন্ (ত্রি) বাতবিকারোঽস্যাস্তীতি ইনি। বাত-বিকারযুক্ত, বাতরোগে বিকারবিশিষ্ট ব্যক্তি।

বাতবিধ্বংসনরস (পুং) বাতব্যাধিরোগাধিকারে রসৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পারা এক ভাগ, অভ্রসত্ত্ব দুই ভাগ, কাংস্য তিন ভাগ, মাক্ষিক ৪ ভাগ, গন্ধক ৫ ভাগ, হরিতাল ৬ ভাগ একত্র এরণ্ডতৈলসহ ৭ দিন মর্দ্দন করিয়া গোলক করিবে এবং তিলকল্কে লেপ দিয়া বালুকাযন্ত্রে বার প্রহর পাক করিয়া দুই রতি পরিমাণে বটিকা করিতে হইবে। অনুপানবিশেষে সেবন করিলে উদরাদি সর্ব্বাঙ্গ বেদনা, আধ্মান, আনাহ প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° বাতব্যাধিরোগাধি°)

বাতবিপর্য্যয় (পুং) সর্ব্বগতাক্ষিরোগ। [বাতপর্য্যায় শব্দ দেখ]

বাতবিসর্প (পুং) বায়ু জন্য বিসর্পরোগ। ইহার লক্ষণ—

"তত্র বাতাৎ স বিসর্পী বাতজ্বরঃ সমব্যথঃ।
শোফস্ফুরণনিস্তোদমেদায়াসার্ত্তিহর্ষবান্॥" (মাধবনি°)

বাত জন্য বিসর্পরোগে বাতজ্বরের ন্যায় বেদনা, শোথ, স্ফুরণ সূচীবেধ, বিদারণ ও আকর্ষণের ন্যায় বেদনা এবং রোমহর্ষ হইয়া থাকে। [বিসর্পরোগ শব্দ দেখ।]

বাতবৃষ্টি (স্ত্রী) বাতবর্ষ, বায়ু ও বৃষ্টি।

"বায়ব্যোথৈর্ব্বাতবৃষ্টিঃ কচিচ্চ পুষ্পবৃষ্টিঃ সৌম্যকাষ্ঠাসমুত্থৈঃ।"
(বৃহৎস° ২৪।২৪)

বায়ুকোণ হইতে মেঘ উঠিলে বায়ু ও বৃষ্টি এই দুইই হইয়া থাকে।

বাতবেগ (পুং) বাতস্য বেগঃ। ১ বায়ুর বেগ। ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ।

বাতবৈরিন্ (পুং) বাতস্য বৈরী। বাতাদ বৃক্ষ, চলিত বাদাম গাছ। (ত্রি) ২ বায়ুর শত্রু।

বাতব্যাধি (পুং) বাতেন জনিতো ব্যাধিঃ। বাতজনিত ব্যাধি, বাতরোগ, বায়ুর আধিক্যে এই রোগ জন্মে, এই জন্য ইহার নাম বাতব্যাধি। এই রোগের বিষয় বৈদ্যকশাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—প্রথমে এই রোগের নামনিরুক্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, কেহ কেহ বলেন, বাতকেই বাতব্যাধি বা বাতজনিত ব্যাধিকে বাতব্যাধি কহে। বাতকেই যদি বাতব্যাধি বলা যায়, তাহা হইলে সুস্থ শরীরীকেও বাতরোগী বলা যাইতে পারে এবং যদি বাতজনিত রোগকে বাতব্যাধি বলা হয়, তাহা হইলে বায়ুর প্রকোপ হইয়া জ্বর প্রভৃতি যে কোন রোগ হউক না কেন, তাহাকেও বাতব্যাধি বলা যাইতে পারে। ইহার মীমাংসা এই যে, বিকৃত বা ক্লেশদায়ক সমানাধিকরণবিশিষ্ট অসাধারণ বাতজনিত রোগকেই বাতব্যাধি কহে। যখন বায়ু কুপিত হইয়া বিকৃত হইয়া যায়, তখন এই রোগ উৎপন্ন হয়।

এই রোগের নিদান—কষায়, কটু ও তিক্তরসযুক্ত দ্রব্য ভোজন, অপরিমিত ভোজন, জাগরণ, বাহুবিক্ষেপ দ্বারা জল-সন্তরণ, অভিঘাত, পরিশ্রম, হিমসেবন, অনাহার, মৈথুনপ্রযুক্ত ধাতুক্ষয়, মলমূত্রাদির বেগধারণ, কামবেগ, শোক, চিন্তা, ভয়, ক্ষতপ্রযুক্ত অত্যন্ত রক্তমোক্ষণ, অত্যন্ত মাংসক্ষয়, অতিরিক্ত বমন, অত্যন্ত বিরেচন ও আমদোষপ্রযুক্ত স্রোতের অবরোধ এই সকল কারণে এবং বর্ষাকালে দিবা ও রাত্রির তৃতীয় অংশের শেষ অংশে ভুক্ত দ্রব্য অত্যধিক জীর্ণ হইলে এবং শীতকালে বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে। এই সকল কারণে কুপিত বলবান্ বায়ু শারীরিক শূন্যগর্ভ স্রোতঃসমূহকে পূরণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গিক অথবা কোন এক অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া নানা প্রকার বাতরোগ উৎপাদন করে। বায়ুবিকার অপরিসংখ্যেয়। সুতরাং বাত-ব্যাধিও অনেক প্রকার।

এই সকল বাতব্যাধির পৃথক্ পৃথক্ নাম যথা—শিরোগ্রহ, অল্প কৃশতা, অত্যন্ত জৃম্ভা, হনুগ্রহ, জিহ্বাস্তম্ভ, গদ্‌গদত্ব, মিন্মিনত্ব, মূকত্ব, বাচালতা, প্রলাপ, রসজ্ঞানাভিজ্ঞতা, বাধির্য্য, কর্ণনাদ, স্পর্শাজ্ঞত্ব, অর্দ্দিত, মন্যাস্তম্ভ, বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, উর্দ্ধ-বাত, আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, বাত্যষ্ঠীলা, প্রতিষ্ঠীলা, তূণী, প্রতিতূণী, অগ্নিবৈষম্য, আটোপ, পার্শ্বশূল, ত্রিকশূল, মুহুর্মুত্রণ, মূত্রনিগ্রহ, মলগাঢ়তা, মলের অপ্রবৃত্তি, গৃধ্রসী, কলায় খঞ্জতা, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, ক্রোষ্টুশীর্ষক, খল্লী, বাতকণ্টক, পাদহর্ষ, পাদদাহ, আক্ষেপ, দণ্ডক, কফপিত্তানুবন্ধ আক্ষেপ, দণ্ডাপতানক রোগ, অভিঘাত জন্য আক্ষেপ, অন্তরায়াম ও বহিরায়াম, ধনুস্তম্ভক, কুব্জ, অপ-তন্ত্রক, অপতানক, পক্ষাঘাত, খিলাজ, কম্প, স্তম্ভব্যথা, তোদ, ভেদ, স্ফুরণ, রৌক্ষ্য, কার্শ্য, কার্ষ্ণ্য, শৈত্য, লোমহর্ষ, অঙ্গমর্দ্দ, অঙ্গবিভ্রংশ, শিরাসঙ্কোচ, অঙ্গশোষ, ভীরুত্ব, মোহ, চলচিত্ততা, নিদ্রানাশ, স্বেদনাশ, বলহানি, শুক্রক্ষয়, রজোনাশ, গর্ভনাশ ও পরিভ্রম এই অশীতি প্রকার বাতব্যাধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই ব্যাধি বিশেষ কষ্টদায়ক।

এই রোগের সাধ্যাসাধ্য—সকল প্রকার বাতব্যাধিই বিশেষ কষ্টসাধ্য। রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র যথাবিধি চিকিৎসা না করিলে প্রায়ই অসাধ্য হইয়া উঠে। পক্ষাঘাত প্রভৃতি বাত-ব্যাধির সহিত বিসর্প, দাহ, অত্যন্ত বেদনা, মলমূত্রের নিরোধ, মূর্চ্ছা, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য বা শোথ, স্পর্শশক্তি লোপ, অঙ্গভঙ্গ,

কম্প, উদরাধ্মান প্রভৃতি উপদ্রব মিলিত হইলে এবং রোগীর বল ও মাংস ক্ষীণ হইলে প্রায়ই আরোগ্যের আশা থাকে না।

সাধারণতঃ মধুর, লবণ ও অম্লরসযুক্ত দ্রব্য, ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন, নস্য ও উষ্ণক্রিয়া, নিদ্রা ও গুরুদ্রব্য ভোজন, রৌদ্রসেবন, বস্তিক্রিয়া, স্বেদ, সন্তর্পণ, অগ্নিকর্ম্ম, শরৎকাল, অভ্যঙ্গ এবং সংমর্দ্দন, এই সকলে কুপিত বায়ু প্রশমিত হয়, সুতরাং বাত-রোগীর এই সকল উপকারী।

বাতব্যাধির যে বিশেষ বিশেষ নাম পূর্ব্বে বলিয়াছি, সংক্ষেপে তাহাদের লক্ষণাদির বিষয় বলা যাইতেছে।

এই রোগের সাধ্যাসাধ্য—যে অর্দ্দিত রোগীর শরীর ক্ষীণ ও চক্ষু নিমেষ উন্মেষ রহিত হয় এবং প্রকর্ষরূপে ভগ্ন ও অব্যক্ত বাক্যোচ্চারিত হয়, সেই রোগী আরোগ্য হয় না। এই রোগ তিন বৎসর অতীত হইলে অথবা চক্ষু, নাসিকা ও মুখস্রাব এবং রোগী কম্পান্বিত হইলে তাহার কোনমতেই আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই।

অর্দ্দিতরোগের চিকিৎসা—এই রোগে স্নেহপান, নস্য, বাতঘ্নদ্রব্য আহার এবং উপনাহ উপকারী। ইহাতে নস্য ও শিরোবস্তি বিশেষ প্রশস্ত। বাতজ অর্দ্দিতরোগে দশমূলীর কাথ বা ছোলঙ্গ লেবুর রস কিংবা বেড়েলা, অথবা পঞ্চমূলীর সহিত স্নিগ্ধ দুগ্ধ পান করিলে উপকার হয়। পিষ্ট মাংস ও ঘৃত নব-নীতের সহিত ভোজন করিয়া দশমূলীর কাথ পান করিলেও অর্দ্দিত রোগ প্রশমিত হয়।

পিত্ত জন্য অর্দ্দিতরোগে শীতলদ্রব্য ও স্নেহদ্রব্য ভক্ষণ করিবে। ঘৃত বা দুগ্ধ দ্বারা বস্তিক্রিয়া ও প্রসেক দিবে। অর্দ্দিত রোগে যদি মুখবক্র বা বাক্যোচ্চারণ শক্তি রহিত এবং দাহ উপ-স্থিত হয়, তাহা হইলে সেইস্থলে বায়ুপিত্তনাশক ক্রিয়া করা আবশ্যক। এই রোগে অগ্রে শ্লেষ্মাক্ষয় করিয়া পরে বৃংহণ দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করিবে। শোথযুক্ত অর্দ্দিতরোগে বমনক্রিয়া প্রশস্ত। রসোনের কল্ক তিল তৈলের সহিত মিলিত করিয়া ভক্ষণ করিলে যেমন বায়ুবেগবশতঃ মেঘসমূহ অপসারিত হয়, তদ্রূপ সত্বরই অর্দ্দিতরোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

মন্যাস্তম্ভ বাতের লক্ষণ—দিবানিদ্রা দ্বারা শয়ন বা উপবেশ-নের স্থান বিকৃতি প্রযুক্ত গ্রাবাদির বিকৃতি দ্বারা এবং ঊর্দ্ধ নিরী-ক্ষণ দ্বারা কুপিত বায়ু শ্লেষ্মকর্ত্তৃক আবৃত হইয়া মন্যাস্তম্ভরোগ উৎ-পাদন করে। গ্রীবার পশ্চাদ্‌ভাগস্থ শিরাকে মন্যা কহে।

চিকিৎসা—এই রোগে দশমূলীর কাথ কিংবা বৃহৎ পঞ্চমূলের কাথ পান করিলে বা রুক্ষ স্বেদ ও নস্য প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে গ্রীবাদেশে তৈল বা ঘৃত মর্দ্দন পূর্ব্বক আকন্দ পত্র বা ভেরেণ্ডা পত্র দ্বারা আবৃত করিয়া বারংবার স্বেদ প্রদান করিবে। কুক্কুটের ডিম ভাঙ্গিয়া তাহার সহিত সৈন্ধব ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া গ্রীবাদেশে মর্দ্দন করিলেও এই রোগ আশুপ্রশমিত হয়।

বাহুশোষের লক্ষণ—স্কন্ধদেশস্থিত দূষিত বায়ু অংসবন্ধন-সমূহকে শোষণ করে, সেই অংশবন্ধনীর শুষ্কতাপ্রযুক্ত বেদনার সহিত বাহুশোষ রোগ হয়। চিকিৎসা—এই রোগে ভোজনের পর মহাকল্যাণঘৃত পান করিবে। বেড়েলার মূলের কাথ সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া পান করিলেও উপকার হয়।

অববাহুক লক্ষণ—কুপিত বায়ু বাহুস্থিত শিরাসমূহকে সঙ্কুচিত করিয়া অববাহুক রোগ উৎপাদন করে। ইহার চিকিৎসা—এই রোগে ঝিঙ্গীবৃক্ষের মূল পেষণ করিয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে অথবা আলকুশীর মূলের স্বরস পান বা মাষকলায়ের কাথ দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়, এবং বাহু বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হইয়া থাকে। ইহাতে মাষতৈল মর্দ্দন করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

বিশ্বচীবাতলক্ষণ—যে রোগে বাহু পৃষ্ঠ হইতে উপরিভাগাভি-মুখগামী অঙ্গুলিসমূহের কণ্ডরা সকল দূষিত হইয়া বেদনাযুক্ত এবং ঐ হস্তের আকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়া লোপ হইলে বিশ্বচীবাত কহে। ইহার চিকিৎসা—ভোজনের পর সায়ংকালে দশমূলী, বেড়েলা ও মাষকলায়ের কাথে তিল ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নাসিকা দ্বারা পান করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। তিল তৈল চারি সের, কল্কার্থ মাষকলায়, সৈন্ধব, বেড়েলা, রাস্না, দশমূল, হিঙ্গু, শুণ্ঠী, বচ এবং শিবজটা এই সকল মিলিত এক সের, এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া আহারের পর সেবন করিলে এই রোগে বিশেষ উপকার হয়। এই তৈলমর্দ্দনও উপকারক।

ঊর্দ্ধবাতের লক্ষণ—কফ এবং অপান বায়ুকর্ত্তৃক সমান বায়ুর অধোমার্গ গমন বা সংরুদ্ধ থাকা প্রযুক্ত ঐ সমান বায়ু অত্যন্ত উদ্গার উৎক্ষেপণ করিলে তাহাকে ঊর্দ্ধবাত কহে। চিকিৎসা—শুঁঠ দশ ভাগ, বৃদ্ধদারক বীজ দশ ভাগ, হরীতকী তিন ভাগ, ভৃষ্ট হিঙ্গু চারি ভাগ, সৈন্ধব এক ভাগ এবং চিতা এক ভাগ, এই সকল চূর্ণ করিয়া যথামাত্রায় সেবন করিলে ইহা প্রশমিত হয়।

আধ্মানলক্ষণ—যে রোগে বায়ু রুদ্ধহেতু পক্বাশয়ে অত্যন্ত বেদনা, গুড়গুড় শব্দ এবং বায়ু পূর্ণ প্রযুক্ত উদর অতিশয় স্ফীত হয়, তাহাকে আধ্মান কহে। চিকিৎসা—এই রোগে প্রথমে উপবাস, তৎপরে অগ্নিপ্রদীপক ও পাচক দ্রব্য সেবন বিধেয়। ফলবর্ত্তি, বস্তিকর্ম্ম এবং সংশোধক ঔষধও আধ্মানরোগে হিত-জনক। পিপ্পলী ২ তোলা, তেউড়ী ৮ তোলা এবং খণ্ড চিনি ৮ তোলা এই সকল চূর্ণ করিয়া মিলিত ২ তোলা, (কিন্তু এই মাত্রা সকলের সঙ্গে, ধাতু ও বল অনুসারে।০ আনা হইতে মাত্রা

স্থির করিয়া লইতে হয়) মধুর সহিত লেহন করিলে আধ্মান রোগ প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন দারুষট্‌ক লেপ ও মহানারাচরস বিশেষ উপকারী।

প্রত্যাধ্মান লক্ষণ—এই রোগ কফকর্ত্তৃক সংরুদ্ধ বায়ুদ্বারা উৎপন্ন হয়, ইহাতে হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনাদি থাকে না এবং আধ্মানের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসা—ইহাতে প্রথমে বমন, তৎপরে উপবাস করাইয়া অগ্নিদীপ্তিকারক দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে। পূর্ব্বের ন্যায় বস্তিক্রিয়াও বিশেষ উপকারী।

বাতাষ্ঠীলা লক্ষণ—যদি নাভির অধোদেশে অষ্ঠীলা (গোলাকার প্রস্তর) সদৃশ কঠিন গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, এবং ঐ গ্রন্থি কখন সচল কখন বা নিশ্চলভাবে থাকে এবং উর্দ্ধায়তনবিশিষ্ট ও মলমূত্রের অবরোধক হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাতাষ্ঠীলা কহে।

প্রত্যষ্ঠীলা লক্ষণ—উপরিউক্ত বাতাষ্ঠীলা যদি বেদনাযুক্ত অথচ তির্য্যক্‌ভাবে উত্থিত হয় এবং অধোবাত ও মলমূত্র অবরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যষ্ঠীলা কহে।

শিরোগ্রহ লক্ষণ—কুপিত বায়ু রক্তকে আশ্রয় করিয়া শিরোধারক গ্রীবাগত শিরা সকলকে রুক্ষ, বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ গ্রীবাদেশস্থ শিরাসমূহে কুপিত বায়ু অবস্থিত হইলে শিরোগ্রহ নামক রোগ হয়, ইহাতে শিরা সকল রুক্ষ, বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং এই রোগ হইলে রোগী মস্তক চালনা করিতে পারে না। এই রোগ স্বভাবতঃ অসাধ্য, তবে বিধিপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে যাপ্য হইয়া থাকে এই মাত্র। চিকিৎসা—শিরোগ্রহ রোগে শিরাগত বাতনাশক চিকিৎসা করা বিধেয়, এবং দশমূলীর কাথ ও ছোলঙ্গ লেবুর রসদ্বারা যথাবিধি তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গে ও শিরোবস্তিতে প্রয়োগ করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়।

জৃম্ভা-লক্ষণ—কুপিত বায়ু শ্বাস বায়ু গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাহা বেগের সহিত পরিত্যাগ করিলে এই রোগ হয়, ইহাতে রোগীর অতিশয় আলস্য ও নিদ্রাধিক্য হইয়া থাকে। চিকিৎসা—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবানী, মরিচ ও সৈন্ধব এই সকল একত্র বা পৃথক্‌রূপে চূর্ণ করিয়া সহ্যমত মাত্রায় সেবন করিলে জৃম্ভারোগ প্রশমিত হয়। সুখশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা, কটুতৈলমর্দ্দন, মধুর দ্রব্য ভোজন এবং তাম্বূল ভক্ষণ দ্বারাও এই রোগের উপশম হয়।

হনুগ্রহ লক্ষণ—জিহ্বানির্লেখনকালে অর্থাৎ জিব ছুলিবার সময়ে বা কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ করিলে অথবা কোনরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইলে হনুমূলস্থ বায়ু কুপিত হইয়া হনুদ্বয় (চোয়াল) শিথিল করে, তাহাতে মুখ সংবৃত (বুজিয়া) থাকিলে বিবৃত (হাঁ) পায়া যায় না, অথবা বিবৃত থাকিলে সংবৃত করিতে পারা যায় না। ইহাকে হনুগ্রহ কহে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অতি কষ্টে চর্ব্বণ ও বাক্যোচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। ইহার চিকিৎসা—সংবৃত মুখযুক্ত হনুগ্রহ রোগীর হনুদ্বয় স্নিগ্ধ স্বেদপ্রয়োগ করিয়া উন্নমিত অর্থাৎ উর্দ্ধ হনুকে উর্দ্ধদিকে এবং নিম্ন হনুকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করিতে হইবে, বিস্তৃত মুখযুক্ত হনুগ্রহ রোগীর হনুদ্বয়ে ঐরূপ স্নিগ্ধ স্বেদ দিয়া হনুদ্বয় নামিত অর্থাৎ দুইটী হনুধারণ করিয়া একত্র করিতে চেষ্টা পাইবে। এই ক্রিয়ার পর পিপ্পলী ও আদা পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণ এবং উষ্ণ জল পান করাইয়া বমন ও মুখের অভ্যন্তর ভাগ শোধন করাইবে। ত্বক্‌ রহিত রসোন সৈন্ধবের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তিল তৈলের ন্যায় তরল হইলে ভক্ষণ করিবে, ইহাতেও ঐ রোগ প্রশমিত হয়। রসোনগুটিকা এবং মাষকলায় পেষণ করিয়া পেষিত সৈন্ধব, আদা ও হিঙ্গু উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিবে, ঐ বটিকা তিলতৈলে মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া ভক্ষণ করিলে হনুস্তম্ভ নষ্ট হয়, পক্ব তৈল অভ্যঙ্গ, মৃদু অগ্নিদ্বারা স্বেদ এবং তৈলদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া শিরোবস্তি প্রয়োগ করিলে এই রোগে আশু উপকার হয়। প্রসারিণী তৈলও এই রোগে বিশেষ উপকারক।

জিহ্বাস্তম্ভ লক্ষণ—বাক্‌বাহিনী শিরাসংস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া জিহ্বাকে স্তম্ভিত করে এবং রোগী অন্নপানীয় গ্রহণ ও বাক্যোচ্চারণে সমর্থ হয় না, ইহাকে জিহ্বাস্তম্ভ কহে। সামান্য বাতরোগের ন্যায় চিকিৎসা বা অর্দ্দিত বাতরোগোক্ত চিকিৎসা করিলে এই রোগের উপকার হয়।

মূক, গদ্‌গদ ও মিন্মিন বাতরোগের লক্ষণ—কফসংযুক্ত কুপিত বায়ু শব্দবাহিনী শিরাসমূহকে আবৃত করিলে মূক অর্থাৎ বাক্‌রোধ, সানুনাসিক বাক্যোচ্চারণ করিলে মিন্‌মিন এবং অব্যক্ত বাক্যোচ্চারণ করিলে গদ্‌গদ নামক বাতরোগ হয়। ইহার চিকিৎসা—ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ সজিনার ছাল, বচ, সৈন্ধব, ধাইফুল, লোধ, ও আকনাদি প্রত্যেকে অর্দ্ধপোয়া, জল ১৬ সের, এবং ছাগ দুগ্ধ /৪ সের। এই সকল দ্রব্যদ্বারা যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া যতটা সহ্য হয়, সেই মাত্রায় সেবন করিলে মূক, গদ্‌গদ ও মিন্‌মিন নামক বাতরোগ আশু প্রশমিত হয়। ইহাতে স্মরণশক্তি, বুদ্ধি, মেধা বৃদ্ধি ও বাক্যের জড়তা হইয়া থাকে। হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপ্পলী, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, বনযমানী, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব এই সকল সমান পরিমাণে গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে, পরে এই চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃতের সহিত প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে ঐ রোগ আশু প্রশমিত হয়, ইহাতেও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি ও স্বর মধুর হয়।

প্রলাপক লক্ষণ—স্বকারণে কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক অসংলগ্ন

অথচ নিরর্থক বাক্যোচ্চারিত হইলে তাহাকে প্রলাপক কহে। চিকিৎসা—তগরপাদিকা, ক্ষেতপাপড়া, সোঁদাইল, মুথা, কটকী, বেণামূল, অশ্বগন্ধা, ব্রাহ্মী, দ্রাক্ষা, চন্দন, দশমূলী ও শঙ্খপুষ্পী এই সকল মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ-পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়।

রসাজ্ঞান লক্ষণ—বায়ু কুপিত হইয়া অন্ন ভোজন করিবার কালে যদি ঐ অন্নের মধুরাদি রস রসনেন্দ্রিয়ে অনুভূত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে রসাজ্ঞান কহে। চিকিৎসা—সৈন্ধব, ত্রিকটু ও থৈকল দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে উহার জড়তা নষ্ট হয়। থৈকলের অভাবে চক্র দেওয়া যাইতে পারে। চিরতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, বচ, ব্রাহ্মী, পলাশবীজ, (শজিনাক্ষার) শর্জ্জিকাক্ষার, কৃষ্ণজীরা, পিপ্পলী ও পিপ্পলীমূল, চিতা, শুঁঠ, মরিচ এই সকল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা এবং আদার রস দ্বারা পুনঃ পুনঃ জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে রসাজ্ঞান বিদূরিত হয় এবং কিরাততিক্তাদি দ্বারা জিহ্বার অসারতা নষ্ট হইয়া থাকে।

অর্দ্দিত বাতব্যাধি লক্ষণ—অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন, অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ, অত্যন্ত হাস্য, অতিশয় জৃম্ভা ও ভার-বহন, গ্রীবাদি বিপরীত ভাবে রাখিয়া শয়ন বা উপবেশন এই সকল কার্য্য দ্বারা মস্তক, নাসিকা, ওষ্ঠ, চিবুক, ললাট ও নেত্র-সন্ধিগত কুপিত বায়ু মুখদেশকে পীড়ন করিয়া অর্দ্দিত রোগ উৎ-পাদন করে। এই রোগে রোগীর মুখের অর্দ্ধাংশ ও গ্রীবা বক্রীভূত এবং মস্তক কম্পিত ও বাক্যরোধ হয়। মুখের যে পার্শ্বে বক্র হয়, সেই পার্শ্বের নেত্র, ভ্রূ, গণ্ড ও নাসিকাদি বিকৃত হয় এবং সেই পার্শ্বের গ্রীবা, চিবুক ও দন্তে বেদনা জন্মে। এই অর্দ্দিতবাত বায়ু, পিত্ত ও কফভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে যে অর্দ্দিতরোগে লালাস্রাব, বেদনা, কম্প, স্ফুরণ, হনুস্তম্ভ, বাক্‌রোধ, ওষ্ঠদেশে শোষ ও শূল উপস্থিত হয়, তাহাকে বাতজ অর্দ্দিত কহে। এই রোগ পিত্তজন্য হইলে মুখের পীতবর্ণতা, জ্বর, পিপাসা, মোহ ও সন্তাপ হয়। কফজন্য অর্দ্দিতরোগে গণ্ড, মস্তক এবং মন্যাতে শোথ ও স্তব্ধতা জন্মে।

চিকিৎসা—বাতাষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলা রোগে গুল্ম ও অন্ত-বিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা বিধেয়। এই রোগে হিঙ্গ্বাদিচূর্ণও বিশেষ উপকারী।

তূণীলক্ষণ—পক্বাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা উপস্থিত হইয়া যদ্যপি অধোগমন করিয়া মলদ্বার বা জননেন্দ্রিয়ে (শিশ্ন ও যোনি) ভেদনবৎ বেদনা জন্মায় বা ঐ উভয় স্থান হইতে বেদনা উপস্থিত হইয়া মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ে ভেদনবৎ বেদনা জন্মায়, তাহা হইলে তাহাকে তূণী বাত কহে।

প্রতিতূণী লক্ষণ—যদি মলদ্বার বা জননেন্দ্রিয় হইতে বেদনা উপস্থিত হইয়া প্রতিলোম ক্রমে অত্যন্ত বেগের সহিত ঊর্দ্ধগামী হইয়া পক্বাশয় বা মূত্রাশয়ে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রতিতূণী কহে। চিকিৎসা—তূণী ও প্রতিতূণী রোগে স্নেহ-বস্তি প্রশস্ত। স্নেহ সংযুক্ত সৈন্ধব বা পিপ্পল্যাদিগণের কল্ক জলের সহিত বা হিঙ্গু ও যবক্ষার উষ্ণ করিয়া সেবন এবং অধিক পরিমাণে ঘৃত সেবন করিলেও ইহা প্রশমিত হয়।

ত্রিকশূললক্ষণ—নিতম্বের অস্থিদ্বয়ের এবং পৃষ্ঠবংশের অস্থি-দ্বয়ের সন্ধিস্থানকে ত্রিক বলে। ঐ সন্ধিদ্বয়ে বা উহার যে কোন সন্ধিতে বায়ু কর্ত্তৃক বেদনা উপস্থিত হইলে তাহাকে ত্রিকশূল বলা যায়। চিকিৎসা—এই রোগে যত্নের সহিত বালুকা স্বেদ প্রদান এবং রোগীর পশ্চাদ্ভাগে বনঘুটিয়ার অগ্নিস্থাপন বিশেষ উপ-কারক। এই রোগে ত্রয়োদশাঙ্গ-গুগ্‌গুলুও অতিশয় উপকারী।

বস্তিবাতলক্ষণ—যদি বায়ু বস্তিদেশে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তাহা হইলে সম্যক্ প্রকারে মূত্র প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু বায়ু প্রতি-লোম ভাবে থাকিলে পুনঃ পুনঃ মূত্র বা মূত্ররোধ হইয়া থাকে, ইহাকে বস্তিবাত কহে।

চিকিৎসা—বেড়েলা, সূচীমুখী ও দারুচিনি এই সকল চূর্ণ যত, তাহার সমপরিমাণ চিনি একত্র করিয়া দুইতোলা পরিমাণে অর্দ্ধসের দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে মূহুর্মূত্রণ প্রশমিত হয়। হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও মারিতলৌহচূর্ণ একত্র করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে পুনঃ পুনঃ মূত্র হওয়া নিবারিত হয়। যবক্ষারচূর্ণ চিনির সহিত নিয়ত ভক্ষণ করিলে মূত্ররোধ থাকে না। কুমড়ার বীজ বা শশার বীজ বস্তির উপরিভাগে ধারণ করিলে মূত্ররোধ নষ্ট হয়। আমলকী পেষণ করিয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিলেও সত্বর মূত্ররোধ ভাল হয়। শিশ্ন বা যোনির মুখ মধ্যে চন্দনাক্ত বস্তি ধারণেও মূত্ররোধ আশু প্রশমিত হয়।

গৃধ্রসীবাতলক্ষণ—এই রোগে কুপিত বায়ু প্রথমে নিতম্ব দেশকে আশ্রয় করিয়া তাহার স্তব্ধতা ও বেদনা উৎপাদন করে এবং নিতম্বস্থান পুনঃ পুনঃ স্পন্দিত হইয়া থাকে। তৎপরে রোগ বর্দ্ধিত ও গাঢ়মূল হইলে ক্রমে উরু, কটী, পৃষ্ঠ, জানু, জঙ্ঘা ও পদদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া ঐরূপ তত্তৎস্থানের স্তব্ধতা, বেদনা এবং স্পন্দন উৎপাদন করিয়া থাকে। এই রোগ দুই প্রকার। অসংসৃষ্টবায়ু কর্ত্তৃক গৃধ্রসীতে বেদনা, দেহের অতিশয় বক্রতা এবং জানু, জঙ্ঘা ও উরুসন্ধির অত্যন্ত স্তব্ধতা ও স্ফুরণ হয়। কফসংযুক্ত গৃধ্রসীরোগে শরীরের গুরুতা, অগ্নিমান্দ্য, তন্দ্রা, মুখ হইতে লালাস্রাব এবং আহারীয় দ্রব্যে বিদ্বেষ জন্মে। চিকিৎসা—গৃধ্রসী রোগীকে প্রথমে বিরেচন বা বমন দ্বারা শোধন করাইতে হইবে। তৎপরে আমদোষ রহিত ও অগ্নির দীপ্তি হইলে বস্তিক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিবে। বমনাদি দ্বারা শোধিত

না হইলে অগ্রেই বস্তিপ্রয়োগ করিবে না। যদি এই অবস্থায় বস্তিপ্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না। প্রাতঃকালে গোমূত্রের সহিত ভেরেণ্ডার তৈল অল্প মাত্রায় ক্রমান্বয়ে একমাস কাল সেবনে এই রোগ প্রশমিত হয়। আদার রস, ছোলঙ্গলেবুর রস, আমরুলের রস ও গুড় সমভাগে গ্রহণ করিয়া তৈল বা ঘৃতপ্রক্ষেপ দিয়া সেবন এবং ত্বকনিষ্কাশিত এরণ্ডবীজ দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিলেও এই রোগে বিশেষ উপকার হয়।

ভেরেণ্ডার মূল, বিল্বমূল, বৃহতী ও কণ্টিকারী এই সকল মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ সৌবর্চ্চল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন গোমূত্র ও এরণ্ডতৈল মিলিত ৪ তোলার সহিত ৪ মাসা পিপ্পলীচূর্ণ মিলিত করিয়া পান করিলে বাতকফজন্য গৃধ্রসীরোগ নিবারিত হয়। বাসক, দন্তী ও সোঁদাল মিলিত ২ তোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ-পোয়া থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অচল গৃধ্রসীরোগীর স্তব্ধতা নষ্ট হইয়া গমনশক্তি হয়। ঘোড়ানিমের সার জলদ্বারা পেষণ করিয়া পান এবং নিসিন্দাপাতা ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলদ্বারা মৃদু অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়। রাস্নাগুগ্‌গুলু, রাস্নাসপ্তককাথ, ও পথ্যাদিগুগ্‌গুলু ঔষধ এই রোগে বিশেষ উপকারক।

খঞ্জ ও পঙ্গুবাতের লক্ষণ—কটিদেশ আশ্রিত বায়ু কুপিত হইয়া যদ্যপি উরুদেশস্থ কণ্ডরাসমূহের আক্ষেপ উৎপাদন করে, তাহা হইলে রোগী খঞ্জ হইয়া থাকে। ঐ রূপে দুইটী উরুর কণ্ডরাসমূহ এককালে আক্রান্ত হওয়ায় গমনাদি ক্রিয়া লোপ হইলে তাহাকে পঙ্গু কহে। অল্পদিন সমুত্থিত খঞ্জ ও পঙ্গু-রোগীকে বিরেচন, নিরূহবস্তি, স্বেদ, গুগ্‌গুলু ও স্নেহবস্তি দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

কলায়খঞ্জলক্ষণ—পদসঞ্চালনপূর্ব্বক গমন করিতে আরম্ভ করিলে যদি সমস্ত শরীর কম্পিত হয় এবং রোগী খঞ্জের ন্যায় গমন করে, তাহা হইলে তাহাকে কলায়খঞ্জ কহে। এই রোগে সমস্ত সন্ধিবন্ধন শিথিল হয়। এই রোগেও খঞ্জ ও পঙ্গুর ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। কলায়খঞ্জ রোগে স্নেহনক্রিয়া বিশেষ প্রশস্ত।

ক্রোষ্টুকশীর্ষবাতলক্ষণ—জানুর মধ্যে যদি বাতরক্তজনিত শোথ হয়, এবং ঐ শোথ যদি শৃগালের মস্তকের ন্যায় স্থূল ও অতিশয় বেদনাযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ কহে। চিকিৎসা—এই রোগে গুলঞ্চ ২ তোলা, হরীতকী ২ তোলা, বহেড়া ২ তোলা ও আমলকী ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য দুইসের জলে সিদ্ধ করিয়া একপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই উষ্ণ কাথের সহিত ২ তোলা শোধিত গুগ্‌গুলু পান বা ৮ তোলা গব্যদুগ্ধের সহিত ২ তোলা ভেরেণ্ডার তৈল পান অথবা চারিপল দুগ্ধের সহিত বৃদ্ধদারকবীজচূর্ণ পান করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়। তিত্তিরপক্ষীর মাংসরসের সহিত ঐ রূপ গুগ্‌গুলু পান করিলেও এই রোগে উপকার হয়। সাধারণতঃ বাতরক্ত রোগীর ন্যায় এই রোগের চিকিৎসা করা যাইতে পারে।

খল্লীবাত-লক্ষণ—বায়ু কুপিত হইয়া পাদ, জঙ্ঘা, উরু এবং করমূলের মোড়নকে (অর্থাৎ এই সকল স্থানে শিরা মোচড়া-ইয়া যাইবার মত হইলে) খল্লী কহে। এইরূপ অবস্থা হইলে কুড় ও সৈন্ধবের কল্ক চুক্র ও তৈলের সহিত মিশ্রিত ও কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিলে ইহা আশু নিবারিত হয়।

বাতকণ্টক-লক্ষণ—বিষমভাবে পদবিক্ষেপ বা অত্যন্ত পরিশ্রমদ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া গুল্‌ফদেশে বেদনা উৎপাদন করিলে তাহাকে বাতকণ্টক কহে। এই রোগে পুনঃ পুনঃ রক্তমোক্ষণ করা বিধেয়। ইহাতে ভেরেণ্ডার তৈল পানও বিশেষ উপকারক। গুল্‌ফদেশে তপ্ত সূচিকাদ্বারা দগ্ধ করিলেও ইহাতে উপকার হয়।

পাদদাহলক্ষণ—কুপিতবায়ু পিত্ত ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া পদদ্বয়ে দাহ উৎপাদন করে এবং ঐ দাহ পথপর্য্যটনের সময় বর্দ্ধিত হয়। ইহাকে পাদদাহ কহে। এই রোগ হইলে বাতরক্তের ন্যায় চিকিৎসা করা বিধেয়। মসূরদাইল পিষিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে তাহা পাদদ্বয়ে লেপন করিলে পাদদাহ নিবারিত হয়। পায়ে নবনীতলেপন করিয়া অগ্নিতে সেক দিলে উপকার হয়।

পাদহর্ষ-লক্ষণ—কফসংযুক্ত বায়ু কুপিত হইয়া ঝিনিঝিনিবৎ বেদনার সহিত পদদ্বয়ের স্পর্শজ্ঞান রহিত হইলে তাহাকে পাদ-হর্ষ কহে। এই রোগে কফবাতনাশক চিকিৎসা করা বিধেয়।

আক্ষেপবাতের লক্ষণ—যদি পুনঃ পুনঃ সঞ্চরণশীল বায়ু কুপিত এবং ধমনীসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া গজারোহী ব্যক্তির শরীরের ন্যায় রোগীর শরীরকে দোলিত করে, তাহাকে আক্ষেপ কহে। ইহা চারিপ্রকার। প্রথম কফসংযুক্তবায়ু দূষিত হইয়া হয়, দ্বিতীয় পিত্তসংযুক্ত বায়ু দূষিত হইয়া এবং তৃতীয় কেবল বায়ু দূষিত হইয়া ও চতুর্থ দণ্ডাদি দ্বারা অভিঘাতজনিত বায়ু-কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়। এইরূপে চারিপ্রকার আক্ষেপবাত হইয়া থাকে।

অসংসৃষ্ট বায়ুজন্য আক্ষেপলক্ষণ—কুপিতবায়ু, হস্ত, পদ,

মস্তক, পৃষ্ঠ ও নিতম্বকে স্তম্ভিত করে, এবং শরীরকে দণ্ডের ন্যায় অতিশয় শুষ্ক ও মুহুর্মুহু আক্ষেপ (খিঁচুনি) করে, তখন ইহাকে দণ্ডক কহে। এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তখন ইহা অসাধ্য জানিতে হইবে।

কফসংসৃষ্ট বায়ুজন্য আক্ষেপলক্ষণ—কফাবৃত বায়ু কুপিত হইয়া ধমনীসমূহে অবস্থান করিয়া শরীরকে দণ্ডের ন্যায় অত্যন্ত স্তম্ভিত ও আক্ষেপযুক্ত করে, তখন তাহাকে দণ্ডাপতানক কহে। আগন্তুক আক্ষেপের লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত সামান্য লক্ষণদ্বারা স্থির করিতে হইবে। এই রোগে মহাবলা তৈল বিশেষ উপকারী।

অন্তরায়ামলক্ষণ—অঙ্গুলি, গুল্ফ, জঠর, হৃদয়, বক্ষ এবং গলদেশাশ্রিত প্রবৃদ্ধবায়ু যখন ঐ সকল স্থানের শিরা ও কণ্ডরাসমূহকে সঙ্কুচিত করে, তখন রোগীর চক্ষুর্দ্বয় ও হনুদ্বয়ের স্তব্ধতা, পার্শ্বদ্বয়ে ভগ্নবৎ বেদনা ও কফ বমন হয় এবং অভ্যন্তর ভাগ ধনুর ন্যায় নত হইয়া থাকে, তখন তাহাকে অন্তরায়াম কহে।

বাহ্যায়ামলক্ষণ—মহৎকারণে কুপিত ও প্রবৃদ্ধবায়ু শিরা, স্নায়ু, কণ্ডরা ও মন্যাসমূহকে শোষণ করিয়া বহির্ভাগে বিনত করে এবং রোগীর বক্ষস্থল, কটিদেশ ও উরুদেশে ভগ্নবৎ বেদনা বোধ হয়, তাহাকে বাহ্যায়াম কহে। এই রোগ হইলে অর্দ্দিত-বাতের ন্যায় চিকিৎসা বিধেয়।

ধনুস্তম্ভের লক্ষণ—যে রোগে শরীর ধনুর ন্যায় নমিত হয়, তাহাকে ধনুস্তম্ভ কহে। ধনুস্তম্ভ রোগে যদি দেহের বিবর্ণতা, চিবুকের স্তব্ধতা, অঙ্গের শিথিলতা এবং চৈতন্যের অপগম ও ঘর্ম্মনির্গম হয়, তাহা হইলে রোগী দশদিনের অধিক জীবিত থাকে না।

অন্তরায়াম এবং ধনুস্তম্ভ এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, অন্তরায়ামে অঙ্গুলি প্রভৃতি ও শিরাদির আক্ষেপ এবং নেত্রের স্তব্ধতাদি হয়। ধনুস্তম্ভে মাত্র শরীর ধনুর ন্যায় নমিত হইয়া থাকে।

কুব্জলক্ষণ—যদি কুপিত বায়ুকর্ত্তৃক পৃষ্ঠদেশ বেদনার সহিত উন্নত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কুব্জ কহে। অন্তরায়ামে স্বভাবতঃই অন্তঃশরীর ক্রোড়দেশে এবং বহিরায়ামে বহিঃশরীর পৃষ্ঠদেশে নম্র হয়। কুব্জরোগে হৃদয় বা পৃষ্ঠশরীরের বহির্দ্দেশ বর্দ্ধিত হয়। এই মাত্র উহার সহিত প্রভেদ।

অন্তরায়াম, বাহ্যায়াম, ধনুস্তম্ভ, কুব্জ প্রভৃতি রোগে প্রসারিণী তৈল বিশেষ উপকারী, ইহা ভিন্ন বাতব্যাধিরোগোক্ত সামান্য চিকিৎসা করা যাইতে পারে। ফলে এই রোগে প্রসারিণীতৈল প্রভৃতি এই রোগাধিকারোক্ত তৈল মর্দ্দনই একমাত্র ঔষধ।

অপতন্ত্রকের লক্ষণ—যে রোগে স্বীয় কারণে কুপিত বায়ু পক্বাশয় হইতে ঊর্দ্ধদেশে গমন করিয়া হৃদয়, মস্তক ও শঙ্খ-দ্বয়কে পীড়ন করিয়া শরীরকে ধনুকের ন্যায় বিনত করে এবং আক্ষেপ ও মোহ উৎপন্ন এবং নেত্রদ্বয় মুদিত বা স্তব্ধ হয়, রোগী অতিশয় কষ্টের সহিত নিশ্বাস পরিত্যাগ করে এবং জ্ঞানরহিত হইয়া কপোতের ন্যায় অব্যক্ত শব্দ করিতে থাকে, তাহাকে অপতন্ত্রক কহে। ইহাকে মূর্চ্ছাগত বায়ু বা হিষ্টিরিয়া কহে। এই রোগে পীড়িত ব্যক্তিকে অপতর্পণ, নিরূহ-বস্তি ও বমনপ্রয়োগ কদাপি করিবে না। এই রোগে কফ ও বায়ুকর্ত্তৃক শ্বাসপ্রশ্বাসবহা ধমনীসমূহ রুদ্ধ থাকে, অতএব তীক্ষ্ণ প্রধমন (দ্বিমুখ নল নাসিকারন্ধ্রে যোজনা করিয়া চূর্ণনস্য প্রদান) প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল ধমনীস্রোত বিমুক্ত করিবে। এইরূপ করিলে রোগীর তৎক্ষণাৎ জ্ঞান হয়। মরিচ, শজিনা-ছাল, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্রপত্র তুলসী এই সকল সমভাগে গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া নস্যপ্রয়োগ করিলেও ইহা নিবারিত হয়। হরীতকী, বচ, রাস্না, সৈন্ধব ও অম্লবেতস এই সকল ঘৃত ও আদার রস সহযোগে প্রয়োগ করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। অম্লবেতস অভাবে চুক্র দেওয়া যাইতে পারে।

অপতানকলক্ষণ—যে রোগে রোগীর দৃষ্টি ও জ্ঞান বিনষ্ট এবং কণ্ঠদেশে কপোতের ন্যায় অব্যক্ত শব্দ হয় এবং বায়ুকর্ত্তৃক হৃদয় আবৃত থাকিলে রোগী মূর্চ্ছিত ও হৃদয় হইতে বায়ু অপসারিত হইলে পুনরায় সংজ্ঞা ও দৃষ্টিশক্তি লাভ করে, তাহাকে অপতানক কহে। এই অপতানক রোগ যদি গর্ভপাত বা অত্যন্ত রক্তস্রাব বা অভিঘাত হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে রোগী আরোগ্য হয় না।

এই রোগে যদি রোগীর চক্ষু হইতে জলস্রাব, কম্প ও মূর্চ্ছা উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে সত্বর তাহার চিকিৎসা করিবে। তৈলমর্দ্দন, তীক্ষ্ণ বিরেচন ও তৎপরে স্রোতোবিশোধক ঘৃত পান করিলে অপতানকরোগ প্রশমিত হয়। ভোজনের পূর্ব্বে মরিচ-চূর্ণ সংযুক্ত অম্লদধি পান বা স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলেও এই রোগে উপকার হয়।

পক্ষাঘাত-লক্ষণ—কুপিতবায়ু শরীরের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া তাহার শিরা ও স্নায়ুসমূহকে শোষণ এবং সন্ধিবন্ধন সমস্তকে শিথিল করিয়া দেহের বাম বা দক্ষিণ ভাগের একপক্ষ অর্থাৎ বাহু, পার্শ্ব, উরু ও জঙ্ঘাদিকে নষ্ট করে, এই রোগে শরীরের অর্দ্ধভাগ সমস্তই কার্য্যকরণাসমর্থ ও কিঞ্চিৎ স্পর্শজ্ঞানাদিযুক্ত হইলে, ইহাকে পক্ষাঘাত কহে। এই পক্ষাঘাতরোগ পিত্ত-সংসৃষ্ট বায়ুকর্ত্তৃক হইলে গাত্রদাহ, সন্তাপ ও মূর্চ্ছা হয় এবং কফসংসৃষ্ট বায়ুকর্ত্তৃক হইলে শীতবোধ, দেহের গুরুত্ব ও শোথ হয়। কেবল বায়ুকর্ত্তৃক পক্ষাঘাত হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং অন্য

দোষের অর্থাৎ পিত্ত ও কফের সংস্রব থাকিলে তাহা সাধ্য এবং ইহাতে যদি ধাতুক্ষয় থাকে, তাহা হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। গর্ভিণী, সূতিকাগ্রস্ত, বালক, বৃদ্ধ, ক্ষীণ এবং যাহার রক্তক্ষয় হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে পক্ষাঘাত রোগ অসাধ্য, এবং পক্ষাঘাত রোগীর যদি বেদনা না থাকে, তাহা হইলে তাহাও অসাধ্য।

এই রোগে মাষকলায়, আলকুশী, ভেরেণ্ডার মূল, বেড়েলা ও জটামাংসী এই সকল মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া, প্রক্ষেপার্থ হিঙ্গু একমাষা ও সৈন্ধব এক মাষা, এই ক্বাথ পান করিলে পক্ষাঘাত নিবারিত হয়। এই রোগে গ্রন্থিকাদি তৈল ও মাষাদি তৈল বিশেষ উপকারী ও তৈল মর্দ্দনই শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সর্ব্বাঙ্গবাতের লক্ষণ—সর্ব্বশরীরগত ব্যানবায়ু কুপিত হইয়া গাত্র স্ফুরিত ও ভগ্নবৎ বেদনাযুক্ত হয় এবং সন্ধিসমূহে বেদনা ও কম্প হইয়া থাকে। এই বাতে বাতনাশক তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে উহা আশু নিবারিত হয়।

হেতুবিশেষে উহা বহুপ্রকার হইয়া থাকে। উদানবায়ু কুপিত হইয়া পিত্তের সহিত সংযুক্ত হইলে দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও ক্লান্তি উৎপন্ন হয়। কফসংযুক্ত হইলে ঘর্ম্মাবরোধ, রোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও শীতবোধ হয়। প্রাণবায়ু পিত্তকর্ত্তৃক আবৃত হইলে বমি ও দাহ, কফকর্ত্তৃক আবৃত হইলে দুর্ব্বলতা, দেহের অবসন্নতা, তন্দ্রা ও মুখবৈরস্য হয়। সমানবায়ু পিত্ত-কর্ত্তৃক আবৃত হইলে ঘর্ম্মোদ্গম, দাহ, পিপাসা ও মূর্চ্ছা এবং কফকর্ত্তৃক সংবৃত হইলে মলমূত্রের অবরোধ ও রোমাঞ্চ হয়। অপানবায়ু পিত্তসংযুক্ত হইলে দাহ, উষ্ণতা ও মূত্র রক্তবর্ণ হয় এবং কফসংযুক্ত হইলে দেহের অধোভাগের গুরুতা ও শীতবোধ হইয়া থাকে। ব্যানবায়ু পিত্তসংযুক্ত হইলে দাহ, গাত্রবিক্ষেপ ও ক্লান্তি এবং কফসংবৃত হইলে শরীরের স্তব্ধতা, দণ্ডকরোগ, শূল ও শোথ হয়। পিত্তসংযুক্ত বাতে পিত্তনাশক এবং রস-সংযুক্ত বাতে বাতশ্লেষ্মনাশক চিকিৎসা করা বিধেয়।

রসাদিধাতুবাত-লক্ষণ—কুপিতবায়ু রসধাতুকে (রসধাতু শব্দে এস্থলে ত্বক্ বুঝিতে হইবে) আশ্রয় করিলে চর্ম্ম রুক্ষ, স্ফুটিত, স্পর্শজ্ঞানাভাব, কর্কশ, কৃষ্ণবর্ণ বা রক্তবর্ণ হয় ও শরীরোপরি ত্বক্ বিস্তৃতের ন্যায় বোধ হয়, এবং সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও সপ্তত্বক্ ব্যাপিয়া বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

কুপিতবায়ু রক্তগত হইলে অত্যন্ত বেদনা, সন্তাপ, দেহের বিবর্ণতা, কৃশতা, অরুচি ও শরীরে ব্রণোৎপত্তি হয় এবং ভোজন করিলে শরীরের স্তব্ধতা হইয়া থাকে।

কুপিতবায়ু মাংসকে আশ্রয় করিলে দেহের গুরুতা ও স্তব্ধতা, দণ্ডাঘাত বা মুষ্ট্যাঘাতের ন্যায় অত্যন্ত বেদনা এবং শরীর নিশ্চল হইয়া থাকে।

কুপিতবায়ু মেদোধাতুকে আশ্রয় করিলে মাংসগত বায়ুর ন্যায় লক্ষণ হয়, বিশেষ এই যে, শরীরে গ্রন্থি, ব্রণ ও অল্প বেদনা হইয়া থাকে।

কুপিতবায়ু অস্থিকে আশ্রয় করিলে অস্থি ও পর্ব্বসন্ধিসমূহে বেদনা, শূল, মাংসক্ষয়, বলহ্রাস, অনিদ্রা ও সর্ব্বদা বেদনা হয়, কুপিতবায়ু মজ্জদেশ আশ্রয় করিলেও উক্তরূপ লক্ষণ হয় এবং ইহা কোনরূপে প্রশমিত হয় না।

কুপিতবায়ু শুক্রগত হইলে অতিশীঘ্র শুক্রস্খলন বা শুক্রস্তম্ভন হয়। স্ত্রীদিগের আমগর্ভপাত বা গর্ভশুষ্ক হয় এবং শুক্রবিকৃতি বা গর্ভবিকৃতি হইয়া থাকে।

ত্বক্গত বায়ুরোগে স্নেহমর্দ্দন ও স্বেদপ্রয়োগ বিশেষ উপকারী। রক্তাশ্রিতবাতে শীতল অনুলেপন, বিরেচন রক্ত-মোক্ষণ, মাংসাশ্রিতবাতে বিরেচন ও নিরূহবস্তি প্রদান, অস্থি ও মজ্জাগতবাতে দেহের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে স্নেহপ্রয়োগ বিশেষ উপকারক। ইহা ভিন্ন কেতকাদি তৈলমর্দ্দনেও এই সকল বাতে বিশেষ উপকার হয়। শুক্রগত বায়ু প্রশমের জন্য মনের প্রফুল্লতা সম্পাদন এবং হৃদয়গ্রাহী অন্নপানীয়, বলকারক ও শুক্রজনক দ্রব্য সেবন বিধেয়।

স্থানবিশেষে বাতব্যাধির বিষয় বলা যাইতেছে। দূষিতবায়ু কোষ্ঠসমূহে অবস্থান করিলে মলমূত্রের অবরোধ এবং ব্রধ্ন, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শ ও পার্শ্বশূল হয়। আমাশয়, অগ্ন্যাশয়, পক্কাশয়, মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদয়, উণ্ডুক ও ফুস্ফুস এই সকল স্থানকে কোষ্ঠ কহে। এই কোষ্ঠগত বায়ুর সাধারণ লক্ষণ বলা হইল, ইহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বলা যাইতেছে।

আমাশয় আশ্রিত বাতের লক্ষণ—দূষিতবায়ু আমাশয় আশ্রয় করিলে হৃদয়, পার্শ্ব, উদর ও নাভিদেশে বেদনা, তৃষ্ণা, উদ্গার-বাহুল্য, বিসূচিকা, কাস, কণ্ঠশোষ এবং শ্বাসরোগ উপস্থিত হয়। নাভি ও স্তন এই উভয়ের মধ্যস্থানকে আমাশয় কহে।

আমাশয়গত বাতে প্রথম লঙ্ঘন, তৎপরে অগ্নিদীপ্তিকারক ও পাচক ঔষধ এবং বমন বা তীক্ষ্ণ বিরেচন প্রয়োগ করিবে। আহারার্থ পুরাতন মুগ, যব ও শালিতণ্ডুলের অন্ন হিতকর। গন্ধতৃণ, হরীতকী, শঠী ও পুষ্করমূল এই সকল মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া, বিল্ব, গুলঞ্চ, দেবদারু ও শুণ্ঠী এই সকল মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া, বচ, আতইচ, পিপ্পলী ও বিট্‌লবণ এই সকল মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের শেষ অর্দ্ধপোয়া, এই ত্রিবিধ ক্বাথ আমসংযুক্ত বাতে

বিশেষ উপকারী। ইহা ভিন্ন চিতা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কট্‌কী, আতইচ ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, ইহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবনে আমাশয়গতবাত নিরাকৃত হয়। এই ঔষধ ৬ দিন সেবন করিতে হয়। উক্ত ঔষধ অন্য প্রকারেও সেবন করিবার ব্যবস্থা আছে—উক্ত ৬টী দ্রব্য একত্র মিলিত না করিয়া প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করা যাইতে পারে। পৃথক্‌রূপে সেবন করিতে হইলে প্রথমদিন বমনকারক ঔষধে বমন করিয়া তাহার পরদিন হইতে উক্ত চূর্ণ সেবন করিতে হইবে। সেবনে প্রথমদিন চিতাচূর্ণ, দ্বিতীয়দিন ইন্দ্রযব, তৃতীয়দিন আকনাদি চূর্ণ ইত্যাদিরূপে যথাক্রমে সেবন করিতে হইবে। ইহা ছয়দিন অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিতে হয় বলিয়া ইহাকে ষট্‌করণ যোগ কহে।

পক্বাশয়গত বাতের লক্ষণ—দূষিতবায়ু পক্বাশয়গত হইলে উদরে গুড়গুড়শব্দ, বেদনা, বায়ুর রুদ্ধতা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মলমূত্রের স্তব্ধতা, আনাহ, এবং ত্রিকস্থানে বেদনা উৎপন্ন হয়। এই বাতরোগে অগ্নিবৃদ্ধিকারক ও উদাবর্ত্তনাশক ক্রিয়া করিতে হয়, ইহাতে স্নেহবিরেচনও হিতজনক। উদরগতবাতে ক্ষার ও চূর্ণাদি অগ্নিপ্রদীপক দ্রব্যও সেবনীয়। কুক্ষিগতবাতে শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব ও চিতাচূর্ণ ঈষৎ উষ্ণজলের সহিত সেবনীয়।

গুহ্যগতবাত-লক্ষণ—গুহ্যগতবাতে মল, মূত্র ও বাতকর্ম্মের অবরোধ, শূল, উদরাধ্মান, অশ্মরী ও শর্করা উৎপন্ন হয় এবং জঙ্ঘা, উরু, ত্রিক, পার্শ্ব, অংস ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা জন্মে। এই রোগে উদাবর্ত্তরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

হৃদ্‌গতবাতের উপশমার্থ মরিচচূর্ণ ও গুলঞ্চ ঈষৎ উষ্ণজলের সহিত প্রাতঃকালে সেবনীয়। অশ্বগন্ধা, বহেড়া ও পুরাতন গুড় সমভাগে পেষণ করিয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিলে হৃদ্‌গতবাত বিনষ্ট হয়। দেবদারু ও শুণ্ঠী সমভাগে পেষণ করিয়া সহ্যানুরূপ মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত পান করিলে হৃদ্‌গত-বাতবেদনা নিরাকৃত হয়।

শ্রোত্রাদিগত-বাতলক্ষণ—দূষিতবায়ু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহের যে কোন ইন্দ্রিয়ে অবস্থিতি করে, সেই ইন্দ্রিয়ের স্রোতোবরোধ-প্রযুক্ত তাহার কার্য্য নষ্ট করিয়া থাকে, সুতরাং সেই ইন্দ্রিয় বিকল হয়। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গতবাতে বায়ুনাশক সাধারণক্রিয়া এবং স্নেহপ্রয়োগ, অভ্যঙ্গ, অবগাহনস্নান, মর্দ্দন ও আলেপন প্রয়োগ করিবে।

শিরাগত বাতের লক্ষণ—দূষিতবায়ু শিরাসমূহকে আশ্রয় করিলে শিরাসমূহের বেদনা, সঙ্কোচ ও স্থূলতা এবং বহিরায়াম (পৃষ্ঠনত), অন্তরায়াম (ক্রোড়নত), খল্লী ও কুব্জরোগ হইয়া থাকে। এই বাতে স্নেহমর্দ্দন, উপনাহ (পুলটিস্), আলেপন ও রক্তমোক্ষণ বিধেয়।

স্নায়ুগত-বাতলক্ষণ—দুষ্টবায়ু স্নায়ুকে আশ্রয় করিলে শূল, আক্ষেপ, কম্প এবং দেহের স্তব্ধতা হয়। এই রোগে স্বেদ, উপনাহ, অগ্নিকর্ম্ম, বন্ধন এবং উৎসাদন করিবে।

সন্ধিগত-বাতলক্ষণ—দুষ্টবায়ু সন্ধিসমূহকে আশ্রয় করিলে সন্ধিবন্ধন সকল শিথিল এবং শূল ও শোথ হইয়া থাকে। সন্ধিগতবাতে অগ্নিকর্ম্ম, স্নেহ ও উপনাহ প্রয়োগ হিতকর। রাখালশশার মূল, পিপ্পলী ও গুড় এই তিনদ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে সন্ধিগতবাত ভাল হয়।

এই বাতব্যাধিসমূহের মধ্যে হনুস্তম্ভ, অর্দ্দিত, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত এবং অপতানকরোগ যথাকালে অত্যন্ত যত্নের সহিত চিকিৎসা করিলে কোন কোন ব্যক্তির আরোগ্য হয়, কোন কোন ব্যক্তির আরোগ্য হয় না। বলবান্ ব্যক্তিগণের এই সকল রোগ অল্পদিন হইলে এবং তাহাতে কোন উপদ্রব না থাকিলে তাহা সাধ্য হইয়া থাকে। বিসর্প, দাহ, বেদনা, মলমূত্ররোধ, মূর্চ্ছা, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্যকর্ত্তৃক পীড়িত এবং মাংস বলক্ষীণ হইলে পক্ষাঘাতাদিবাতরোগীর জীবন নষ্ট হইয়া থাকে। শোথ, চর্ম্মের স্পর্শজ্ঞানাভাব, অঙ্গভঙ্গ, কম্প, উদরাধ্মান এবং অত্যন্ত বেদনা এই সকল উপদ্রব হইলে বাতরোগীর জীবন বিনষ্ট হয়।

বাতব্যাধি রোগের সামান্য চিকিৎসা—বাতব্যাধি রোগে তৈলমর্দ্দনই একমাত্র ঔষধ। মাষাদি তৈল, মহামাষাদি তৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল, ও মহানারায়ণ তৈল এই রোগে অতি উৎকৃষ্ট তৈল। ইহা ভিন্ন রাস্নাদিকাথ, মহাযোগরাজগুগ্‌গুলু, রসোন-কল্ক, রসোনাষ্টক, বাতারিরস প্রভৃতি ঔষধও উপকারী। রোগীর বলাবল, অগ্নির দীপ্তি প্রভৃতি দেখিয়া ঔষধ ও তৈল এই দুই প্রকার ঔষধই ব্যবহার করা বিধেয়।

(ভাবপ্র° বাতব্যাধিরোগাধি°)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে বাতব্যাধিরোগাধিকারে নিম্নলিখিত তৈল ও ঔষধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—কল্যাণলেহ, স্বল্পরসোন-পিণ্ড, ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু, স্বল্পবিষ্ণুতৈল, মধ্যমবিষ্ণুতৈল, বৃহদ্বিষ্ণু তৈল, নারায়ণ তৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল, সিদ্ধার্থক তৈল, হিমসাগর তৈল, বায়ুছায়াসুরেন্দ্রতৈল, মহানারায়ণ তৈল, মহাবলা তৈল, পুষ্পরাজপ্রসারিণী তৈল, মহাকুক্কুটমাংস তৈল, নকুলতৈল, মাষতৈল, স্বল্পমাষ তৈল, বৃহন্মাষ তৈল, মহামাষ তৈল, নিরামিষ মহামাষ তৈল, কুব্জপ্রসারিণী তৈল,

সপ্তশতিকাপ্রসারিণী তৈল, একাদশশতিকা মহাপ্রসারিণী তৈল, অষ্টাদশশতিকাপ্রসারিণী তৈল, ত্রিশতী প্রসারিণী তৈল, মহারাজ-প্রসারিণী তৈল, চন্দনাদ্যুদ্বর্তন, মহাসুগন্ধিতৈল, লক্ষ্মীবিলাস তৈল, নকুলাদ্যঘৃত, ছাগলাদ্যঘৃত, বৃহচ্ছাগাদ্যঘৃত, চতুর্মুখরস, চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ, যোগেন্দ্ররস, রসরাজরস, বৃহদ্বাতচিন্তামণি ও বলাবিষ্ট প্রভৃতি ঔষধ, তৈল ও ঘৃত অভিহিত হইয়াছে, ইহা ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবিধ যোগ ও পাচনাদির বিষয়ও লিখিত আছে। (ভৈষজ্যরত্না° বাতব্যাধিরোগাধি°)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে এই রোগাধিকারে নিম্ন লিখিত ঔষধ সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বিগুণাখ্যরস, বাতাঙ্কুশ, বৃহদ্বাত-গজাঙ্কুশ, মহাবাতগজাঙ্কুশ, বাতনাশকরস, বাতারিরস, অনিলারি-রস, বাতকণ্টকরস, লঘ্বানন্দরস, চিন্তামণিরস, চতুর্ম্মুখরস, লক্ষ্মীবিলাসরস, শ্রীখণ্ডবটী, পিণ্ডিরস, কুব্জবিনোদরস, শীতারিরস, বাতবিধ্বংসীরস, পলাশাদিবটী, দশসারবটী, গগনাদিবটী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দররস, তারকেশ্বর ও ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রস।

(রসেন্দ্রসারস° বাতব্যাধিরোগাধি°)

চরক, সুশ্রুত ও বাভট প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয় বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহার বিবর আর পৃথক্‌রূপে বলা হইল না।

পথ্যাপথ্য—বাতব্যাধিমাত্রেই স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর আহারাদি নিতান্ত উপযোগী। দিবাভাগে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসুর ও ছোলার ডাউল, কই, মাগুর, রোহিত প্রভৃতি সুমৎস্যের ঝোল, রোহিতাদি মৎস্যের মুড়, ছাগাদির মাংস, ডুমুর, পটোল, মাণকচু প্রভৃতি তরকারী, মাখম, দ্রাক্ষা, দাড়িম, সুপক্ব মিষ্ট আম্র প্রভৃতি ভোজন করা যাইতে পারে। রাত্রে লুচি বা রুটি, মোহনভোগ, প্রাতঃকালে ধারোষ্ণ দুগ্ধ সেবন হিতকর।

নিষিদ্ধকর্ম্ম—গুরুপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ ও অম্লজনকদ্রব্য ভোজন, শ্রমজনককার্য্য সম্পাদন, চিন্তা, ভয়, শোক, ক্রোধ, মানসিক উদ্বেগ, মদ্যপান, নিরন্তর উপবেশন করিয়া থাকা, আতপসেবা, ইচ্ছার প্রতিকূল কার্য্যাদি, মল, মূত্র, তৃষ্ণা, নিদ্রা ও ক্ষুধা প্রভৃতির বেগধারণ, রাত্রিজাগরণ ও মৈথুন অনিষ্টকারক।

উরুস্তম্ভ ও আমবাতও বাতরোগের মধ্যে পরিগণিত এই জন্য এই দুই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয় এইস্থলে বলা হইতেছে।

উরুস্তম্ভরোগের নিদান—অধিক শীতল, উষ্ণ, দ্রব, কঠিন, গুরু, স্নিগ্ধ বা রুক্ষদ্রব্য ভোজন, পূর্ব্বের আহার সম্পূর্ণরূপে পরিপাক না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, পরিশ্রম, শরীরের অধিক চালনা, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি কারণে কুপিতবায়ু শ্লেষ্মা ও আমযুক্ত পিত্তকে দূষিত করিয়া উরুতে অবস্থিত হইলে উরুস্তম্ভরোগ জন্মে।

ইহার লক্ষণ—এই রোগে উরুদ্বয়, শীতল, অচেতন, ভারাক্রান্ত ও অতিশয় বেদনাযুক্ত হয় এবং উরু উত্তোলন বা চালনা করিবার শক্তি থাকে না। আরও এই রোগে অত্যন্ত চিন্তা, অঙ্গবেদনা, স্তৈমিত্য অর্থাৎ অঙ্গে আর্দ্রবস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, তন্দ্রা, বমি, অরুচি, জ্বর, পদের অবসন্নতা, স্পর্শ-শক্তির নাশ ও কষ্টে সঞ্চালন এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। উরুস্তম্ভের নামান্তর আঢ্যবাত।

উরুস্তম্ভ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অধিক নিদ্রা, অত্যন্ত চিন্তা, স্তৈমিত্য, জ্বর, রোমাঞ্চ, অরুচি, বমি এবং জঙ্ঘা ও উরুর দুর্ব্বলতা এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এই রোগের অরিষ্টলক্ষণ-এই রোগে দাহ, সূচীবেধবৎ বেদনা ও কম্প প্রভৃতি উপদ্রব হয়, তাহা হইলে রোগীর জীবনের আশা থাকে না। এই রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র চিকিৎসা না হইলে কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—যে সকল ক্রিয়াদ্বারা কফের শান্তি হয়, অথচ বায়ুর প্রকোপ অধিক না হয়, উরুস্তম্ভে সেইরূপ চিকিৎসা করা আবশ্যক। তথাপি প্রথমে রুক্ষ ক্রিয়াদ্বারা কফের শান্তি করিয়া পরে বায়ুর শান্তি করা বিধেয়। প্রথমে স্বেদ, লঙ্ঘন ও রুক্ষ-ক্রিয়া কর্ত্তব্য। অতিরিক্ত রুক্ষক্রিয়াদি দ্বারা বায়ু অধিক কুপিত হইয়া নিদ্রানাশ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করিলে স্নেহস্বেদ প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। ডহকরঞ্জার ফল ও সর্ষপ বা অশ্বগন্ধা, আকন্দ, নিম বা দেবদারুর মূল বা দন্তী, ইন্দুরকানী, রাস্না ও সর্ষপ কিংবা জয়ন্তী, রাস্না, সজিনারছাল, বচ, কুড়চী ও নিম এই কএকটীর মধ্যে যে কোন একটী যোগ গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া উরুস্তম্ভে প্রলেপ দিবে। সর্ষপচূর্ণ ও উইমৃত্তিকা মধুর সহিত মিশ্রিত বা ধুতুরার রসে বাটিয়া গরম গরম প্রলেপ দিলেও ইহাতে উপকার হয়। কৃষ্ণধুতুরার মূল, ঢেঁড়ীফল, রসুন,মরিচ, কৃষ্ণজীরা, জয়ন্তী-পত্র, সজিনাছাল ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে এই রোগে শান্তি হয়।

ত্রিফলা, পিপুল, মুথা, চৈ ও কটকী ইহাদের চূর্ণ অথবা কেবল ত্রিফলা ও কটকী এই দুই দ্রব্যের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভ প্রশমিত হয়। পিপুলমূল, ভেলা ও পিপুল ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও এই রোগে বিশেষ উপকার হয়। ভল্লাতকাদি ও পিপ্পল্যাদি পাচন, গুঞ্জাভদ্ররস, অষ্টকটুর তৈল ও মহাসৈন্ধবাদি তৈল প্রভৃতি ঔষধ উরুস্তম্ভরোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

(ভাবপ্র° উরুস্তম্ভরোগাধি°)

আমবাতের নিদান ও লক্ষণ—ক্ষীরমৎস্যাদিসংযোগ বিরুদ্ধ আহার, মিথ্যান্নভোজন, অতিরিক্ত মৈথুন, ব্যায়াম ও সন্তরণাদি জলক্রীড়া, অগ্নিমান্দ্য ও গমনাগমনশূন্যতা প্রভৃতি কারণে অপক্ক আহাররস বায়ুকর্ত্তৃক আমাশয় ও সন্ধিস্থল প্রভৃতি কফস্থানে সঞ্চিত ও দূষিত হইয়া আমবাত উৎপাদন করে। চলিত কথায় এই রোগকে বাতের পীড়া কহে। অঙ্গমর্দ্দন, অরুচি, তৃষ্ণা, আলস্য, দেহের গুরুতা, জ্বর, অপরিপাক, ও শোথ এই কএকটী আমবাতের সাধারণ লক্ষণ। কুপিত আমবাতের উপদ্রব—আমবাত অধিক কুপিত হইলে সকল রোগ অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক হয় এবং তৎকালে হস্ত, পদ, মস্তক, গুল্ফ, কটি, জানু, উরু ও সন্ধিস্থানসমূহে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয়। আরও ঐ সময়ে দুষ্ট আম যে যে স্থান অবলম্বন করে, সেই সেই স্থানে বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় অত্যন্ত যাতনা, অগ্নিমান্দ্য, মুখনাশাদি হইতে জলস্রাব, উৎসাহ হানি, মুখের বিরসতা, দাহ, অধিক মূত্রস্রাব, কুক্ষিদেশে শূল ও কঠিনতা, দিবসে নিদ্রা, রাত্রিতে অনিদ্রা, পিপাসা, বমি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, হৃদয়ে বেদনা, মলবদ্ধতা, শরীরের জড়তা, উদরের মধ্যে শব্দ ও আনাহ প্রভৃতি উপদ্রবসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে। বাতজ আমবাতে শূলবৎ বেদনা, পৈত্তিকে গাত্রদাহ ও শরীরের রক্তবর্ণতা এবং কফজে আর্দ্রবস্ত্র অবগুণ্ঠনের ন্যায় অনুভব, গুরুতা ও কণ্ডু এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। দুই দোষ বা তিন দোষের আধিক্যে ঐ সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়।

চিকিৎসা—পীড়ার প্রথমাবস্থায় উত্তমরূপে চিকিৎসা করা আবশ্যক, নচেৎ কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে। বালুকার পুঁটুলী উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা বেদনাস্থানে স্বেদ দিবে। কার্পাসবীজ, কুলত্থকলাই, তিল, যব, লাল ভেরেণ্ডার মূল, মসিনা, পুনর্নবা ও শণবীজ এই সকল দ্রব্য বা ইহার মধ্যে যে কএকটী পাওয়া যায়, তাহা কুটিয়া ও কাঁজিতে সিক্ত করিয়া দুইটী পুঁটুলী করিতে হইবে। একটী হাঁড়ীর মধ্যে কাঁজি দিয়া একখানি বহুছিদ্রযুক্ত শরাব দ্বারা সেই হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া সংযোগ স্থানে লেপ দিতে হইবে। পরে ঐ কাঁজিপূর্ণ হাঁড়িটী জ্বালে চড়াইয়া শরার উপরি এক একটী পুটুলী গরম করিয়া দিতে হইবে। ঐ উত্তপ্ত পুটুলী দ্বারা স্বেদ দিলে আমবাতের বেদনা নিবারিত হয়। এই স্বেদের নাম শঙ্করস্বেদ। কুলেখাড়া, শজিনাছাল ও উইমাটী, গোমূত্রে বাটিয়া এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে আমবাতের উপশম হয়। অথবা গুলঞ্চ, বচ, শুঁঠ, গোক্ষুর, বরুণছাল, শীতবেড়েলা, পুনর্নবা, শটী, গন্ধভাদুলে, জয়ন্তীফল ও হিঙ্গু এই সকল দ্রব্য কাঁজির সহিত পেষণ ও উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। কৃষ্ণজীরা, পিপুল, নাটার বীজের শাস ও শুঁঠ, সমভাগে আদার রসে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও শীঘ্র বেদনার শান্তি হয়। তেকাটা সিজের আটা লবণ মিশ্রিত করিয়া বেদনা স্থানে লাগাইলেও বেদনা নষ্ট হয়।

চিতা, কটকী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, আতইচ ও গুলঞ্চ, অথবা দেবদারু, বচ, মুস্তক শুণ্ঠী, আতইচ ও হরীতকী এই সকল সমভাগে পেষণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত প্রতিদিন পান করিলে আমবাত নষ্ট হয়। শটী, শুণ্ঠী, হরীতকী, বচ, দেবদারু, আতইচ ও গুলঞ্চ মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া, এই কাথ পান করিলে আমবাতের দোষ পরিপাক হয়।

পুনর্নবা, বৃহতী, ভেরেণ্ডা ও ক্ষুদ্রপত্রতুলসী বা সূর্য্যমুখী, সজিনা ও পারিজাত দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে আমবাত নষ্ট হয়। এরণ্ডমূল দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া লেহন বা গোমূত্র দ্বারা গুগ্‌গুলু পান করিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। শুণ্ঠী, হরীতকী ও গুলঞ্চ মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের শেষ অর্দ্ধপোয়া, এই কাথে কিঞ্চিৎ গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদ্ উষ্ণ অবস্থায় পান করিলে কটী, জঙ্ঘা, উরু ও পৃষ্ঠবেদনা নিবারিত হয়। হিঙ্গু ১ ভাগ, চই ২, বিট্‌লবণ ৩, শুণ্ঠী ৪, পিপ্পলী ৫, কৃষ্ণজীরা ৬, এবং পুষ্করমূল ৭ ভাগ, এই সকল চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে আমবাত আশু নিরাকৃত হয়। ইহা ভিন্ন হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ, পিপ্পল্যাদ্যচূর্ণ, পথ্যাদ্যচূর্ণ, রসোনাদিকষায়, রাস্নাপঞ্চক, শট্যাদি, রাস্নাসপ্তক, পুনর্নবাদিচূর্ণ, অমৃতাদ্যচূর্ণ, অলম্বুষাদিচূর্ণ, অসীতকচূর্ণ, শুণ্ঠীধন্যাকঘৃত, শুণ্ঠীঘৃত, কাঞ্জিকষট্‌পলঘৃত, শৃঙ্গবেরাদ্যঘৃত, ইন্দুঘৃত, ধান্বন্তরঘৃত, মহাশুণ্ঠীঘৃত, অজমোদাদি প্রসারণীলেহ, খণ্ডশুণ্ঠী, রসোনপিণ্ড প্রসারিণীতৈল, দ্বিপঞ্চমূলাদ্যতৈল, সৈন্ধবাদিতৈল, বৃহৎ সৈন্ধবাদিতৈল, স্বল্পপ্রসারিণীতৈল, দশমূলাদ্যতৈল, মধ্যমরাস্নাদিকাথ, মহারাস্নাদিকাথ ও রাস্নাদশমূল প্রভৃতি ঔষধ এই রোগে উপকারী।

(ভাবপ্র° আমবাতরোগাধি°)

বাতব্যাধি রোগোক্ত কুব্জপ্রসারিণী ও মহামাষ প্রভৃতি তৈলও ইহাতে বিশেষ উপকারক।

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে এই রোগাধিকারে নিম্নোক্ত ঔষধ সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—রাস্নাদিদশমূল, রাস্নাসপ্তক, রাস্নাপঞ্চক, বৈশ্বানরচূর্ণ, অজমোদাদি বটক, আমগজসিংহমোদক, রসোনপিণ্ড, মহারসোনপিণ্ড, বাতারিগুগ্‌গুলু, যোগরাজগুগ্‌গুলু, বৃহদ্‌যোগরাজগুগ্‌গুলু, সিংহনাদগুগ্‌গুলু, বৃহৎসৈন্ধবাদ্যতৈল, দ্বিতীয় সৈন্ধবাদ্যতৈল, আমবাতারিবটিকা, আমবাতারি রস, আমবাতেশ্বর রস, ত্রিফলাদিলৌহ, বিড়ঙ্গাদিলৌহ, পঞ্চাননরস লৌহ, বাতগজেন্দ্রসিংহ ও বিজয়ভৈরবতৈল প্রভৃতি ও বিবিধ মুষ্টিযোগ অভিহিত হইয়াছে। (ভৈষজ্যরত্না° আমবাতরোগাধি°)

পথ্যাপথ্য—দিবাভাগে পুরাতন চাউলের অন্ন, কুলথকলাই, মুগ, ছোলা ও মসুর ডাউল, পটোল, ডুমুর, মানকচু, উচ্ছে, করেলা, শজিনার ডাঁটা, ইঁচোড়, বেগুণ, আদা প্রভৃতি তরকারী, ছাগ, কপোত প্রভৃতির মাংসরস, সদ্যমত ঘৃত, অম্ল ও ঘোল আহার করিবে। রাত্রিতে লুচি বা রুটী ঐ সকল তরকারী সেবনীয়। স্নান যত কম হয়, তাহাই বিধেয়। নিতান্তই স্নানের আবশ্যক হইলে গরম জলে স্নান করিতে হইবে। বায়ুর প্রকোপ অধিক হইলে নদীর জলে স্নান বা স্রোতের প্রতিকূল দিকে সন্তরণ উপকারী।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম—কফজনক দ্রব্য, মৎস্য, গুড়, দধি, পুঁইশাক, মাষকলাই, ও অধিক পরিমাণে পিষ্টকাদি আহার, মলমূত্রাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ ও হিম লাগান বিশেষ অপকারী। জ্বর থাকিলে অন্নাহার বন্ধ করিয়া লঘুপাক দ্রব্য সেবনীয়।

এলোপাথিক মতে চিকিৎসা।

এই রোগ সাধারণতঃ তিন প্রকার,—(১) একিউট্ (Acute Rheuma-tism) বা তরুণ ও কঠিন। (২) সাব্‌একিউট্ (Sub-acute) বা অপ্রবল। (৩) ক্রনিক্ (Chronic) বা পুরাতন। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার রোগ সহজসাধ্য এবং তৃতীয় প্রকার রোগ বিশেষ কষ্টদায়ক ও সহজসাধ্য নহে।

তরুণ বাত (Acute rheumatism)

তরুণ ও কঠিন বা একিউট বাতরোগে (Acute Rheuma-tism) এক বা ততোধিক গ্রন্থিতে বিশেষ প্রকার প্রদাহ জন্মে। সন্ধি সকল একবারে বা ক্রমে ক্রমে আক্রান্ত হয়। ইহাতে প্রবল জ্বরে লক্ষণসমূহ বর্ত্তমান থাকে। এইজন্য অপর নাম—রুমাটিক ফিভার (Rheumatism Fever).

ডাঃ প্রাউট্ (Dr. Prout) বলেন যে, ঘর্ম্ম দ্বারা চর্ম্ম হইতে লাক্‌টিক্ এসিড্ বহির্গত হয়। সময় সময় শরীরের অবস্থা বিশেষে ইহা অধিক পরিমাণে জন্মে। তৎকালে শরীরে শীতল বায়ু সংলগ্ন হইলে উক্ত এসিড্ বহির্গত হইতে পারে না এবং তাহার উত্তেজনা হেতু গ্রন্থির রক্তাম্বুস্রাবী বিধানসমূহ প্রদাহান্বিত হইয়া থাকে। অনেকেই এই মতের পোষকতা করেন। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা রক্তে উক্তরূপ এসিড্ পাওয়া যায় না; অথচ উহা পেরিটোনিয়ম কোটরে ইঞ্জেক্ট্ করিবার কালে অথবা সেবনান্তে প্রবল বাতরোগের প্রধান উপসর্গ সকল (পেরি-কার্ডাইটিস্ ও এণ্ডোকার্ডাইটিস্ প্রভৃতি পীড়া) প্রকাশ করে; কিন্তু তাহাতেও সন্ধি সকল প্রদাহযুক্ত হয় না। ডাঃ হিউটার (Dr. Hueter) বলেন যে, রক্তস্রোতে এক প্রকার সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জ প্রবেশ করে এবং তাহার উত্তেজনা হেতু এণ্ডোকার্ডাইটিস্ ও গ্রন্থিগুলিতে প্রদাহ উৎপন্ন হয়। ডাঃ ডক্‌ওয়ার্থ ও সার্কট্ সাহেবের (Dr. Duckworth and Charcot) মত এই যে, কোন কোন ব্যক্তির একটি সাধারণ শারীরিক প্রকৃতি আছে, যাহা হইতে রুমাটিজম্ বা গাউট রোগ উৎপন্ন হয়। ডাঃ হচিন্-সন্ (Dr. Hutchinson) বলেন যে, শৈত্যসংলগ্ন হেতু গ্রন্থি সকলে এক প্রকার ক্যাটারেল প্রদাহ জন্মে।

এই পীড়া কখন কখন কুলগত অর্থাৎ পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সচরাচর ১৫ হইতে ৩৫ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের এই পীড়া হইতে দেখা যায়। নানা কার্য্যবশতঃ পুরুষজাতি এবং দরিদ্র লোক সর্ব্বদা এই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে বালকদিগেরও এই পীড়া হইয়া থাকে। নাতি-শীতোষ্ণ দেশ সকলে বা আর্দ্র স্থানে বাস, শারীরিক অসুস্থতা ও মনঃকষ্ট এবং অগ্রে গ্রন্থি আহত হইলে এই রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা।

ঘর্ম্মাবস্থায় গাত্রে শৈত্য সংস্পর্শ, অধিক কাল আর্দ্রবস্ত্র পরিধান ও আহারের অনিয়ম। রজঃরোধ অথবা শিশুদিগকে সর্ব্বদা স্তন পান করাইলে, কোন কারণবশতঃ ত্বকের ক্রিয়া লোপ হইলে (যেমন স্কার্লেট্ ফিভারে) ও অতিরিক্ত অঙ্গচালনা হেতুও এই রোগ জন্মিতে পারে।

শারীরিক পরিবর্ত্তন মধ্যে বৃহৎ গ্রন্থিসমূহের ফাইব্রোসিরস্ ও সাইনোভিয়েল্ বিধানে প্রদাহের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। সাইনোভিয়েল বিধান আরক্তিম ও স্থূল এবং তথাকার রক্তনালী সকল স্ফীত দেখা যায়। গ্রন্থি মধ্যে লিম্ফ, তরল সিরম্ ও সময় সময় পূয থাকে এবং তন্মধ্যস্থ কার্টিলেজ ক্ষত হইতে পারে। পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল সিরম্ দ্বারা স্ফীত হয়। হৃৎপিণ্ডাভ্যন্তরে বিশেষতঃ ভালভ্‌গুলির উপর স্তরে স্তরে ফাইব্রিন দেখা যায়। পেরি-কার্ডাইটিস্, এণ্ডোকার্ডাইটিস্, মাইওকার্ডাইটিস্, মেনিঞ্জাইটিস্ এবং কখন কখন প্লুরিসি ও নিউমোনিয়ার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। শোণিতে অধিক পরিমাণে ফাইব্রিন্ উৎপন্ন হয়। রক্তে স্বভাবতঃ সহস্রাংশে তিন অংশ ফাইব্রিন থাকে; কিন্তু এই পীড়ায় তাহা দ্বিগুণ হয়। রক্ত মোক্ষণ করিয়া কাচের গ্লাসে রাখিলে তাহার গায় চর্ব্বি বা তৈলের ন্যায় সর পড়ে।

সাধারণ লক্ষণ—সচরাচর শীত ও কম্প দ্বারা পীড়া আরম্ভ ও তৎপরে জ্বর হইয়া থাকে। চর্ম্ম উত্তপ্ত এবং ঘর্ম্মাবৃত; সময় সময় তদুপরি ঘামাচি দৃষ্টিগোচর হয়। ঘর্ম্মে এক প্রকার অম্ল গন্ধ বহির্গত হয় এবং ঘর্ম্মের প্রতিক্রিয়া অম্ল। গ্রন্থির বেদনা জন্য রোগীর মুখশ্রী ম্লান ও কষ্টকর। নাড়ী পূর্ণা ও বেগবতী। পিপাসাধিক্য, ক্ষুধামান্দ্য, জিহ্বা মলাবৃত, কোষ্ঠবদ্ধ, অনিদ্রা, অস্থিরতা এবং কখন কখন প্রলাপ প্রভৃতি

লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। মূত্র অল্প ও লোহিতাভ, উহার [illegible] ক্ষেপে অধিক ইউরেট্‌স্ পাওয়া যায়। সময় সময় [illegible] এল্‌বুমেন থাকে। উত্তাপ এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া পরে ক্রমশঃ হ্রাস হয়; কিন্তু প্রাতঃকালে স্বল্প বিরাম দেখা যায়। অধিক স্থলে তাপমান ১০০ হইতে ১০৪, সময় সময় ১১০ কি ১১২ পর্য্যন্ত হইতে পারে। উত্তাপাধিক্য হইলে লক্ষণগুলি অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা এবং মধ্যে মধ্যে কম্প অনুভব করে। ক্রমশঃ অধিক প্রলাপ ও অন্যান্য বিকারের লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। পরিশেষে অজ্ঞান, রক্তস্রাব, উদরাময় বা শ্বাসকৃচ্ছ্র দ্বারা মৃত্যু হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে রোগী কার্ডিয়েক্ স্থানে অস্বচ্ছন্দতা ও বেদনানুভব করে।

সচরাচর জানু, কনুই, গুল্‌ফ ও মণিবন্ধ সন্ধি সকল আক্রান্ত হয়; কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থিও পীড়িত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ অনেকগুলি সন্ধিতেই প্রদাহ জন্মে। সময় সময় এক সন্ধির প্রদাহ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া অন্য সন্ধির প্রদাহ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সর্ব্বদা উভয় পার্শ্বের সম সন্ধি সকল সমভাবে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। পীড়িত সন্ধি স্ফীত, উত্তপ্ত, বেদনাযুক্ত এবং লোহিতাভ হয়। চতুস্পার্শ্বস্থ বিধান সিরমের দ্বারা স্ফীত এবং তথাকার চর্ম্ম অঙ্গুলি-চাপে নত হয়। অঙ্গচালনায় ও রজনীতে বেদনা বৃদ্ধি পায়। বেদনা কন্‌কনে এবং সময় সময় উহা এরূপ অসহ্য হইয়া উঠে যে, তজ্জন্য রোগী ক্রন্দন করিতে থাকে। সন্ধি অধিক স্ফীত হইলে কখন কখন বেদনা হ্রাস পায়।

সর্ব্বদা এণ্ডোকার্ডাইটিস্, পেরিকার্ডাইটিস্, নিউমোনিয়া, এবং প্লুরিসি উপস্থিত হইয়া থাকে। স্ত্রী জাতির অপেক্ষা পুরুষ জাতির মধ্যে অধিক সংখ্যায় পেরিকার্ডাইটিস্ দৃষ্টিগোচর হয়। কারণ বয়স্ক পুরুষেরা সর্ব্বদা কষ্টকর ব্যবসায় অবলম্বন করে। কোন কোন স্থলে পেরিটোনাইটিস, মেনিঞ্জাইটিস্, কোরিয়া, টন্সিলাইটিস্, অফ্‌থালমিয়া, স্ক্লেরোটাইটিস্ বা আইরাইটিস দেখা যায়। এরথিমা, আর্টিকেরিয়া, পর্পিউরা প্রভৃতি চর্ম্মরোগও দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যহ হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করা উচিত। যুবকদিগের হৃৎপিণ্ড সর্ব্বদা আক্রান্ত হয়। ইহাতে অনুমান হয় যে, হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ভের উপরিস্থ ফাইব্রিন্ চূর্ণসকল উপমস্ত্রাকারে চালিত হইয়া মস্তিষ্কে আবদ্ধ হইলে কোরিয়া উপস্থিত হইতে পারে। সাধারণতঃ শিশুদিগেরই কোরিয়া হইয়া থাকে; শিশু ও যুবকদিগের গাত্রে বিশেষতঃ সন্ধি সকলের নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ব্বুদ [illegible] মধ্যে মধ্যে উহারা অনুভূত হয়।

অধিকাংশ রোগী আরোগ্য লাভ করে; কিন্তু [illegible] কোন [illegible] হৃৎপিণ্ডে [illegible]

[illegible] থাকিয়া যায়। এই রোগ [illegible] হইতে [illegible] সন্ধি সকল দৃঢ় ও বিকৃত হইতে দেখা যায় এবং কখন কখন [illegible] সকল স্থানে পূর্ব্ববৎ বেদনা থাকে।

গাউট্, এরিসিপ্যালস্, পায়িমিয়া, ইন্‌ফ্লুএঞ্জা, ট্রিচিনোসিস, রিলাপসিং ফিভার ও ডেঙ্গুজ্বরের সহিত এই রোগের ভ্রম হয়। প্রথম পীড়ার সহিত পার্থক্য পশ্চাৎ বর্ণনীয়। এরিসিপ্যালস এবং ডেঙ্গুজ্বরের ন্যায় গাত্রে পিড়কাদি বহির্গত হয়। ট্রিচিনোসিস্ রোগে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, উদরাময় ও বিকারের লক্ষণ সকল শীঘ্র উপস্থিত হইতে দেখা যায়। রিলাপসিং ফিভারে রোগী পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া থাকে। পায়িমিয়া পীড়ায় নানা স্থানে স্ফোটক হয় এবং ইন্‌ফ্লুএঞ্জায় সর্দ্দি দেখা যায়।

এই রোগের সাধারণ ভোগকাল—৩ হইতে ৬ সপ্তাহ।

প্রবল বাতরোগ প্রায় আরোগ্য হয়; কিন্তু উত্তাপাধিক্য, প্রলাপ, আক্ষেপ, অচৈতন্য, হৃৎপিণ্ড বা ফুস্‌ফুসের নানাবিধ পীড়া ও বিকারের অন্যান্য লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে গুরুতর বলা যায়। ইহার গতির মধ্যে কোরিয়া উপস্থিত হইলে রোগ প্রায় সাঙ্ঘাতিক হয়।

রোগীকে ফ্লানেল কিংবা অন্য কোন উষ্ণ বস্ত্র ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিবে। পীড়িতাঙ্গ বালিশের উপর স্থিরভাবে রাখা কর্ত্তব্য। গাত্রে কোন প্রকারে শীতল বায়ু লাগাইবে না, হৃৎপিণ্ড পরীক্ষার জন্য অঙ্গরাখায় একটি ছিদ্র রাখা কর্ত্তব্য এবং তন্মধ্য দিয়া প্রত্যহ ষ্টেথেস্‌কোপ দ্বারা আঘাত শ্রবণ করিবে। পিপাসা নিবারণার্থ লেমনেড, বার্লিওয়াটার, কিংবা বরফ দিবে। উত্তাপ দূর করিবার জন্য উষ্ণ বাথ্, কিংবা টর্কিস্ বাথ এবং উত্তাপাধিক্য থাকিলে ওয়েট্ প্যাকিং কিংবা কোল্ড্ বাথ্ ব্যবহার্য্য।

অনেকে বলেন, স্যালিসিন্, স্যালিসিলিক্ এসিড্ কিংবা স্যালিসিলেট্ অব্ সোডা ১০ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। কিন্তু পীড়ার সকল অবস্থায় উহা ব্যবহার করা যায় না। বিকারের লক্ষণ সকল উপস্থিত থাকিলে, কিংবা হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে উহাদের দ্বারা অপকার হইতে পারে। উত্তাপাধিক্য থাকিলে এবং ব্যাধি সামান্য হইলে উক্ত ঔষধ সকল বেদনা ও উত্তাপ নিবারণ করে বটে; কিন্তু কোন কোন স্থলে বিশেষ উপকার দেয় না। ব্রিটন নগরনিবাসী ডাঃ স্পেন্সার (Dr. Spencer) ১৫ গ্রেণ স্যালিসিলিক এসিড, ৫ মিনিম্ টিং একোনাইট, ২ ড্রাম [illegible] এবং ১ [illegible]

[illegible]

অনেক চিকিৎসক উত্তাপ নিবারণার্থ অন্যান্য অবসাদক ঔষধ, যথা—একোনাইট্, ডিজিটেলিস্, এণ্টিপাইরিন ও ভেরেট্রিয়া প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন ; কিন্তু ঐ সকল ঔষধ সাবধান পূর্ব্বক প্রয়োগ করা উচিত। এই রোগে ক্ষারীয় ঔষধসমূহ বিশেষ উপকারী। তন্মধ্যে পটাশ সম্বন্ধীয় লবণ সকল বিশেষতঃ বাই-কার্ব্ব, নাইট্রাস্, নাইট্রাস্ ও আইওডিড্, এবং ফস্ফেট বা বেন-জয়েট অব্ এমোনিয়া বিশেষ ফলপ্রদ। সময় সময় লেবুর রসেও উপকার দর্শে। বেদনার জন্য অহিফেন ও মর্ফিয়া ব্যবহার্য্য। অন্যান্য ঔষধের মধ্যে ট্রাইমিথিলেমাইন্ ইক্থিয়ল, টিং আর্গট্ ও টিং এক্টিয়া রেসিমোসা বিশেষ উপকারী। জ্বরের কিঞ্চিৎ বিরাম হইলে কুইনাইন্ দেওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বে রক্তমোক্ষণ ও পারদঘটিত ঔষধ ব্যবহৃত হইত, এখন সে আসুরিক চিকিৎসা-পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ কলচিসাই দিয়া থাকেন ; কিন্তু হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে উহা ব্যবহার করা বিধেয় নহে। পীড়া কঠিন ও বিকারযুক্ত হইলে উত্তেজক ঔষধ এবং সুরা দেওয়া যাইতে পারে। যথানিয়মে উপসর্গাদির চিকিৎসা করা আবশ্যক। কেহ কেহ স্যালল্ দিতে পরামর্শ দেন।

কোন কোন চিকিৎসক স্ফীত গ্রন্থিতে জলোকা বসাইতে পরামর্শ দেন ; কিন্তু তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে। পীড়িত স্থানে নাইটার বা পপিহেড্ ফোমেণ্টেষণ করিবে ; বেলেডোনা বা ওপিয়াই লিনিমেণ্ট মর্দ্দন অথবা অহিফেন বা বেলেডোনার পুল্টিস্ সংলগ্ন করিলে অনেক ফল পাওয়া যায়। কেহ কেহ পীড়িত গ্রন্থি স্যালিসিলেট অব্ সোডা লোসন দ্বারা আর্দ্র রাখিতে পরামর্শ দেন। অপর গ্রন্থকারেরা তদুপরি কোল্ড কম্প্রেস দিতে বলেন। পীড়া অপ্রবল হইলে গ্রন্থির উপর লাইকর এপিস্‌পাষ্টিক্স্ লেপন কিংবা এমোনিআকম্ প্লাষ্টার দ্বারা পটী দিবে। গ্রন্থিমধ্যে অধিক সিরম বা পূয জন্মিলে এস্পিরেটার দ্বারা উহা বহির্গত করা উচিত। জ্বরোপশম ও বেদনা হ্রাস হইলে কড্‌লিভার অয়েল ও টিং ষ্টিল ব্যবহার করা বিধেয়।

পথ্য—দুগ্ধ, সাগু এবং মাংসের ঝোল ইত্যাদি।

℞	সোডি সালিসিলেট	১০ গ্রেণ
	টিং এক্টিয়া রেসিমোসা	২০ ফোঁটা
	ইন্ঃ সিঙ্কোনা	১ ঔন্স

অবস্থানুসারে ৪ ঘণ্টা অন্তর অথবা দিবসে ৩ বার।

℞	পোটাশি বাইকার্ব্ব	২০ গ্রেণ
	টিং একটিয়া রেসিমোসা	২০ ফোঁটা
	টিং হায়সায়েমস্	১৫ "
	ডিঃ সিঙ্কোনা	১ ঔন্স

এক মাত্রা ৩ ঘণ্টা অন্তর।

℞	পোটাশি আইওডিড্	৫ গ্রেণ
	ডিঃ সার্জ্জা	১ ঔন্স

এক মাত্রা দিবসে ৩৪ বার। যদি ঘুম না হয় তাহা হইলে, রজনীতে নিদ্রাভিভূত করিবার জন্য

℞ পল্ভ ডোভারি gr. x এক মাত্রা। অথবা

℞	লাইকর মর্ফিয়া	৩০ ফোঁটা
	জল	১ ঔন্স

রাত্রিতে নিদ্রার সময় দিবে।

অপ্রবল বাতরোগ (Sub-acute rheumatism.)

অপ্রবল বাতরোগে একটি বা দুইটি গ্রন্থি অধিক দিন পর্য্যন্ত আক্রান্ত থাকিতে দেখা যায়। ঈষৎ জ্বরের লক্ষণ সকল বর্ত্তমান থাকে। গ্রন্থিগুলি পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত হয় না। সামান্য কারণে বেদনা বৃদ্ধি পায়। রোগীর স্বাস্থ্য যেরূপ থাকা উচিত, তাহার অপেক্ষা অনেক কম থাকে। প্রবল বাতরোগের চিকিৎসার ন্যায় ইহাতে ঔষধাদি ব্যবস্থা করিবে।

পুরাতন বাতরোগ (Chronic Rheumatism.)

সচরাচর বৃদ্ধদিগেরই এই ব্যাধি জন্মে। ইহা সময় সময় তরুণ বাতরোগের পরিণাম ফলে উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাতে গ্রন্থিসকল স্থূল ও দৃঢ় হয় এবং রোগী গমনাগমনে যন্ত্রণা বোধ করে। রাত্রিকালে এবং শীত ও বর্ষার সময় ঐ বেদনা ও লক্ষণসমূহ বৃদ্ধি পায়। কখন কখন বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের গ্রন্থিগুলি বিকৃত হয়, উহাকে গেঁটে বাতও (Rheumatic Gout) বলে।

এই রোগে গাত্রে ঠাণ্ডা লাগান অনুচিত। ফ্লানেল প্রভৃতি উষ্ণ বস্ত্র পরিধান করা আবশ্যক। উষ্ণ বা টর্কিস্ বাথ, এবং গন্ধক, লবণ ও ক্ষার প্রভৃতি দ্রব্যযোগে স্নান কর্ত্তব্য। পীড়িত গ্রন্থির উপর কোন উত্তেজক বা এনোডাইন ঔষধ (কাম্ফার ওপিয়াই, বেলেডোনা বা একোনাইট্ লিনিমেণ্ট) মর্দ্দন করা উচিত। আভ্যন্তরিক ঔষধের মধ্যে পোটাশি আইওডিড,কড্‌লি-ভার অয়েল, ফেরি-আইওডাইড্, গন্ধক, সার্জ্জা, টিং এক্টিয়া রেসিমোসা ও গোয়েকম প্রভৃতি ব্যবহার্য্য। সময় সময় গ্রন্থির উপর ব্লিষ্টার কিংবা টিং আইওডিন্ প্রলেপ দেওয়া যায়। এম্‌প্লাষ্ট্রম্ এমোনিআকম্ বা মার্কিউরিয়েল্ প্লাষ্টার দ্বারা গ্রন্থি ষ্ট্রাপ করিবে। গ্রন্থিতে গন্ধক গুঁড়া মাখাইয়া তদুপরি ফ্লানেল ব্যাণ্ডেজ বন্ধন করিলে বেদনা নিবারিত হয়। কখন কখন অবিরাম তাড়িত স্রোত দিলে ও গাত্রে নিয়মিত মর্দ্দন করিলে উপকার দর্শে। রোগীকে মধ্যে মধ্যে অঙ্গ চালনা করিতে পরামর্শ দিবে। য়ুরোপীয় চিকিৎসকেরা হ্যারোগেট্, ভিচি প্রভৃতি ধাতু মিশ্রিত জল পান করিতে পরামর্শ দেন।

পৈশিক বাত (Myalgia or muscular rheumatism.)

পেশীর ক্রিয়াধিক্যের পর অথবা শীতল বায়ু সংস্পৃষ্ট হইলে পৈশিক বাত জন্মে। এই রোগ সর্ব্বদা কৃষক ও দুর্ব্বল স্ত্রীলোকদিগের হইয়া থাকে। রজনী কালে কিংবা অকস্মাৎ এই পীড়া আরম্ভ হয়। পীড়িত পেশীতে বেদনা ও আকৃষ্টতা থাকে, স্পর্শে বা সঞ্চালনে তাহা বৃদ্ধি পায়। তরুণাবস্থায় উত্তাপ সংলগ্নে বেদনা উত্তেজিত হইতে থাকে। কখন কখন পেশীতে স্পন্দন বা আক্ষেপ উপস্থিত হয়। রোগী পীড়িতাঙ্গ স্থিরভাবে রাখিতে ইচ্ছা করে। কোন কোন স্থলে পীড়িত পেশীর উপর ক্রমাগত চাপ দিলে উপশম বোধ হয়। জ্বরের লক্ষণ সকল থাকে না; কিন্তু অনিদ্রা ও বেদনার জন্য রোগী কিঞ্চিৎ অসুস্থতা বোধ করে। হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয় না। প্রবল অবস্থা অল্পদিন মাত্র থাকে। তৎপরে পুরাতনাবস্থায় পরিণত হয়। অপ্রবল অবস্থায় উত্তাপ সংলগ্ন করিলে বেদনা উপশমিত হয় বটে; কিন্তু বর্ষাকালের বায়ু সংলগ্নে উহা বৃদ্ধি পায়। এই পীড়া পুনঃ পুনঃ হইতে পারে।

স্থানভেদে ইহা বিবিধ নামে পরিচিত; মস্তকের পেশী আক্রান্ত হইলে তাহাকে কেফেলোডিনিয়া (Cephalodynia) বলে। গলার পেশীতে হইলে টর্টিকোলিস (Torticolis) বা রাইনেক্ (Wryneck); পৃষ্ঠদেশের পেশী আক্রান্ত হইলে ডর্শোডিনিয়া (Dorsodynia); কটিদেশের পেশীতে হইলে লম্বেগো (Lumbago); এবং বক্ষের পার্শ্বস্থ পেশী আক্রান্ত হইলে প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia) বলা যায়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটির বিষয় বিস্তারিত রূপে আলোচনার যোগ্য।

কখন কখন বক্ষের বাম পার্শ্বের নিম্নভাগের পেশী এবং ইন্টার কষ্টেল্‌স, পেক্‌টোরাল্‌স্ ও সেরেটস্ ম্যাগ্‌নস প্রভৃতি মাংসপেশী আক্রান্ত হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাসে এবং কাসিবার বা হাঁচিবার সময় উহার বেদনা বৃদ্ধি পায়। কখন কখন প্লুরিসির সহিত ইহার ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু প্লুরিসিতে জ্বরের লক্ষণ ও মর্দ্দন (Friction) বিদ্যমান থাকে। সময় সময় উত্তেজক কাশির জন্য যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের উভয় পার্শ্বেও এইরূপ পীড়িত হইতে দেখা যায়।

লম্বেগো—ইহাতে কটিদেশের এক পার্শ্বে কিংবা উভয় পার্শ্বে সর্ব্বদা কন্‌কনে বেদনা থাকে। উহা অঙ্গচালনায় তীক্ষ্ণ বা অস্ত্রাঘাতবৎ বেদনায় পরিণত হয়। রোগী উত্থান ও উপবেশনকালে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করে; পার্শ্বপরিবর্ত্তনে অক্ষম, মেরুদণ্ড দৃঢ় ও বক্র করিয়া চলিতে হয়। চাপদ্বারা এবং অধিক স্থলে উত্তাপ কর্ত্তৃক বেদনা বৃদ্ধি পায়।

রাইনেক—ইহাতে সর্ব্বদা মস্তকচালক পেশী আক্রান্ত হইয়া থাকে। রোগীর স্কন্ধ একপার্শ্বে বক্র এবং সঞ্চালনে তাহাতে বেদনা উপস্থিত হয়। এতদ্ব্যতীত কখন কখন প্লাণ্টার ফাসিয়া, ডায়েফ্রাম্ ও চক্ষুর্গোলকের পেশীও আক্রান্ত হইতে পারে।

তরুণাবস্থায় পীড়িত পেশী স্থিরভাবে রাখা কর্ত্তব্য। প্লুরোডিনিয়ায় আক্রান্ত পার্শ্ব একখণ্ড প্রশস্ত ষ্টিকিং প্লাষ্টার দ্বারা ষ্ট্রাপ্ করিবে। লম্বেগো পীড়ায় এম্‌প্লাষ্ট্রম্ ফেরি দ্বারা ষ্ট্রাপ্ করিয়া তদুপরি ফ্লানেল্ ব্যাণ্ডেজ্ বন্ধন করিয়া রাখা উচিত। অন্যান্য প্রকারে মাষ্টার্ড প্লাষ্টার, তার্পিণের সেক অথবা পপিহেড্ ফোমেণ্টেষণ্ বিধেয়। শুষ্ক উত্তাপ দ্বারা বেদনা বৃদ্ধি পায়। কখন কখন কোমল ভাবে মর্দ্দন দ্বারা উপকার দর্শে। লম্বেগো পীড়ায় মর্ফিয়া ইঞ্জেক্‌সন্ করিলে বেদনার উপশম হয়। কোষ্ঠ পরিষ্কারার্থ আভ্যন্তরিক বিরেচক ঔষধ দিবে। তৎপরে পোটাশি বাইকার্ব্ব বা আইওডিড্ কিংবা সোডি সালিসিলেট সেবনীয় এবং রাত্রিকালে অহিফেন দিবে। ঘর্ম্ম করণার্থ উষ্ণ পানীয় ও বাষ্প স্নান (Vapour bath) ব্যবহার করা যায়। কোন কোন স্থলে আর্দ্র বা শুষ্ক কাপিং (বাটীবসান) ও জলৌকা লাগাইলে উপকার হয়।

পুরাতনাবস্থায় ক্লোরাইড্ অব্ এমোনিয়া, পোটাশি আইওডাইড, গোয়েকম্, মেজিরন, আর্সেনিক, নানা প্রকার বালসাম্, কল্‌চিকম্, টিং একৃটিয়া রেসিমোসা এবং মেজেরিয়ান প্রভৃতি বিধেয়।

পুরাতন রোগে প্রদাহান্বিত স্থানে টিং আইওডিন, ব্লিষ্টার, নানাবিধ মর্দ্দন, তাড়িত স্রোত এবং করিগান্স্ (Corrigan's) লৌহপাত্র প্রভৃতি সংলগ্ন করা যায়।

গণোরিয়াজন্য বাতরোগ (Gonorrheal Rheumatism.)

প্রমেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে একপ্রকার বাতরোগ হয়। ডাঃ গ্যারড্ (Dr. Garrod) উহাকে পাইমিয়ার সদৃশ পীড়া বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু ডাঃ হচিন্‌সন্ (Dr. Hutchinson) ইহাকে প্রকৃত বাতরোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সচরাচর জানুসন্ধিই আক্রান্ত হইতে দেখা যায়; কিন্তু অন্যান্য সন্ধিও পীড়িত হইতে পারে। জানুর মধ্যে প্রদাহজনিত লিম্ফ ও সিরম্ নিঃসৃত হয়। পীড়িত সন্ধি দেখিতে স্ফীত, চাকৃচিক্যশালী এবং আকৃষ্ট; কদাচ পূয় জন্মে। এই পীড়া বারংবার হয় এবং সন্ধি মধ্যস্থ লিগেমেণ্ট ও কার্টিলেজ ক্ষত হওয়াতে গ্রন্থিসমূহ বিকৃত দেখায়। কখন কখন অঙ্গসঞ্চালনে রোগী তন্মধ্যে ক্র্যাক্লিং স্পর্শ অনুভব করে। সময় সময় অচলসন্ধি (Anchylosis) উপস্থিত হয়।

সাধারণ লক্ষণের মধ্যে শারীরিক অসুস্থতা, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। এই পীড়ার ভোগকালের মধ্যে এণ্ডোকার্ডাইটিস্, পেরিকার্ডাইটিস্ এবং প্লুরিসি উপস্থিত হইতে পারে। এণ্ডোকার্ডাইটিস্ হইলে প্রায় এণ্ডোকার্ডিয়মের মধ্যে ক্ষত উপস্থিত হয়।

জানু আক্রান্ত হইলে উহা ম্যাকেণ্টায়ার কৃত বাড়ের (Mc. Intyres Splint) উপর রাখিয়া ফোমেণ্ট করিবে। প্রমেহ থাকিলে প্রথমে তন্নিবারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত ও রাত্রিকালে ডোভার্স পাউডার দিবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে সুরা পরে পোটাশি আইওডিড্ এবং বাতরোগের অন্যান্য ঔষধ সকল ব্যবস্থেয়। রোগ পুরাতন হইলে গ্রন্থির উপর কোন প্রকার লিনিমেণ্ট মর্দ্দন করা উচিত, এবং গ্রন্থি কিয়ৎ পরিমাণে সঞ্চালন করা আবশ্যক। গ্রন্থির মধ্যে পূয় জন্মিলে এস্পিরেটার নামক যন্ত্রদ্বারা বহির্গত করিবে।

রুম্যাটয়েড্ আর্থাইটিস্ (Rheumatoid Arthritis.)

ইহাকে রুমাটিজম্ ও গাউটের মধ্যবর্ত্তী পীড়া বলা যায়। ইহাতে প্রথমোক্ত পীড়ার ন্যায় হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয় না, কিংবা শেষোক্ত ব্যাধির মত সন্ধিতে অস্থিস্ফীতি পাওয়া যায় না। এই রোগে সন্ধিসমূহ ক্রমশঃ বিকৃত হইতে দেখা যায়। এই রোগের অপর নাম আর্থ্রাইটিস্ ডিফর্ম্মান্স্ (Arthritis Deformans.)।

২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোক এবং দুর্ব্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা সাধারণতঃ এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে।

ঠাণ্ডা লাগা, আঘাত পাওয়া, মনস্তাপ, চিন্তা বা মস্তিষ্কে ধাক্কা অথবা অন্যান্য কারণে এই রোগ উপস্থিত হয়।

পীড়িত সন্ধির সাইনোভিয়েল্ বিধান দেখিতে আরক্তিম ও স্থূল, অধিকাংশ কার্টিলেজ্ ও লিগেমেণ্ট ক্ষতযুক্ত, অস্থির শেষভাগ চাক্‌চিক্যশালী ও বিবর্দ্ধিত এবং স্থানে স্থানে গজদন্তের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও দৃঢ় দেখায়। এই পীড়ায় অনেকানেক পেশীকে বিশেষতঃ ডেল্টয়েড্, স্কন্ধের ত্রিকোণপেশী ইণ্টারোসাই এবং ফিমার অস্থির নিম্ন ভাগের পেশী সকলকে অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়।

এই পীড়া অপ্রবল বা পুরাতন অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে। ডাঃ স্পেন্সার এই পীড়ার লক্ষণগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—১, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াধিক্য। ২, চর্ম্মের বিশেষতঃ চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ এবং মস্তকের অগ্রভাগে পীতবর্ণবিবর্ণতা। ৩, ভাসোমোটার নার্ভের পরিবর্ত্তন জন্য চর্ম্মের ও হস্তের শীতলতা। ৪, বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মণিবন্ধে বেদনা। অপ্রবল হইলে অনেকগুলি গ্রন্থি আক্রান্ত এবং ঐ গুলি দেখিতে লালবর্ণ, স্ফীত ও চাক্‌চিক্যশালী হয়। রোগী ঐ সকল স্থানে বেদনা ও অপকৃষ্টতা বোধ করে এবং জ্বরের লক্ষণসমূহ উপস্থিত থাকে; কিন্তু রুমাটিজমের মত অত্যন্ত ঘর্ম্ম কিংবা হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইতে দেখা যায় না। রোগ পুরাতনাবস্থায় উপস্থিত হইলে প্রথমে একটি গ্রন্থি স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও উত্তপ্ত হয়। ১ হইতে ২ সপ্তাহের মধ্যে প্রদাহ হ্রাস পায়। কিন্তু পুনরায় অল্প দিনের মধ্যে ঐ সমুদয় লক্ষণ উপস্থিত ও অন্যান্য সন্ধি আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। গ্রন্থিনিচয় ক্রমশঃ বক্র ও বিকৃত হয়। হস্তের মাংসপেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ওয়েষ্টিং পাল্‌সির সহিত এই রোগের ভ্রম হইতে পারে। হস্ত ও পদের অঙ্গুলি সকল উচ্চ, দৃঢ় ও বিকৃত হইয়া থাকে। সেই জন্য রোগী গমনাগমনে অসমর্থ হয়। সময় সময় হনুস্থি ও সার্ভাইকেল ভার্টিব্রার সন্ধি আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

সাধারণ লক্ষণের মধ্যে পীড়ারম্ভে সামান্য শীত বোধ, জ্বর, ক্ষুধামান্দ্য, অনিদ্রা, অস্থিরতা প্রভৃতি উপস্থিত হয়। রজনীতে বেদনা বৃদ্ধি পায়। রোগ পুরাতন হইলে পীড়িত ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল ও শীর্ণ হয় এবং অজীর্ণের লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে।

এই রোগ গাউট্ ও রুমাটিজম বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; ইহাদের পরস্পর পার্থক্য প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে।

অপ্রবল পীড়া প্রায় আরোগ্য হয়। পুরাতন হইলে আরোগ্য হওয়া কঠিন; কিন্তু রোগী বহুদিবস পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া রোগভোগ করে।

রোগীকে সর্ব্বদা উষ্ণ বস্ত্রাদি পরিধান করিতে উপদেশ দিবে। ঔষধের মধ্যে কুইনাইন্, কড্‌লিভার অয়েল, সিরপ ফেরি আইওডিড্, পোটাশি আইওডিড্, আর্সেনিক, গোয়েকম্, টিং একটিয়া রেসিমোসা, টিং সাইমিসিফিউগা, ধাতব জল এবং লৌহ ঘটিত ঔষধ সকল উপকারী। স্ফীত ও বেদনাযুক্ত স্থানে টিং আইওডিন, কার্ব্বনেট অব্ সোডা বা লিথিয়া লোসন এবং নানা প্রকার লিনিমেণ্ট দেওয়া যাইতে পারে। মাংসপেশী ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ষ্ট্রিক্‌নিয়া ও তাড়িত স্রোত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য বা নিয়মিতরূপে মর্দ্দন আবশ্যক; আহারার্থ লঘুপাক অথচ বলকারক ও তরল দ্রব্য ব্যবস্থেয়। সময় সময় কিঞ্চিৎ সুরা দিবে। মধ্যে মধ্যে পীড়িত অঙ্গ সামান্যভাবে সঞ্চালিত করিবে।

ক্ষুদ্র সন্ধির বাত বা গাউট্ (Gout.)

ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে একপ্রকার বিষজনিত প্রদাহ। এই পীড়ায় রক্তে ইউরিক এসিডের আধিক্য দেখা যায় এবং পীড়িত গ্রন্থি মধ্যে ইউরেট্ অব্ সোডা সঞ্চিত হয়। এই রোগের অপর নাম পোডাগ্রা (Podagra.)

উক্ত ব্যাধির নিদান বিষয়ে চিকিৎসকগণ ভিন্নমতাবলম্বী। ডাঃ গারড্ (Dr. Garrod) বলেন যে, এই পীড়ায় রক্তমধ্যে ইউরিক এসিডের ভাগ অধিক হয় এবং তাহা নিয়মিত-

রূপে দগ্ধ না হইয়া সন্ধি বিশেষে সঞ্চিত হইয়া থাকে। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পীড়িত ব্যক্তির শোণিত, মূত্র, ব্লিষ্টারের রস এবং কখন কখন উদরী রোগজনিত সিরমের মধ্যে উক্ত ইউরিক এসিড্ পাওয়া যায়। আবার অপর শ্রেণীর চিকিৎসকগণ বিশেষতঃ ডাঃ অর্ড্ (Dr Ord) ও ডাঃ বৃষ্টো (Dr Bristowe) বলেন যে, বিধান বিশেষের অপকৃষ্টতা হেতু তথায় প্রথমে ইউরেট্ অব্ সোডা উৎপন্ন হয়; এবং তথা হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া কর্ণের ও অন্যান্য কার্টিলেজে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

ইহা একটী কৌলিক পীড়া। ৩০ বৎসরাধিক বয়স্ক পুরুষেই সাধারণতঃ আক্রান্ত হয়। কখন কখন এক পুরুষ ছাড়িয়া পরবর্ত্তী পুরুষে প্রকাশ পায়। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, ইহার বিষাক্ত পদার্থ মাতৃরক্ত দ্বারা পরিচালিত হয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির এই পীড়া থাকিলে তাহার পৌত্রগণ অপেক্ষা দৌহিত্রেরা অধিক সংখ্যায় আক্রান্ত হইয়াছে। অধিক পরিমাণে মাংসাহার ও মদ্যপান (বিশেষতঃ পোর্ট বিয়ার প্রভৃতি) জন্য, বিলাসপরায়ণতা ও আলস্য ব্যক্তি শীতপ্রধান দেশে বা আর্দ্র স্থানে বাসহেতু, বসন্ত ও বর্ষাকালে এবং যাহারা সীসের কর্ম্ম করে, অথবা অল্পবয়সে বিবাহ করে প্রভৃতি কারণে এই রোগ প্রধানতঃ উপস্থিত হইয়া থাকে।

কখন কখন অধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, গাত্রে বিশেষতঃ ঘর্ম্মাবস্থায় শীতল বায়ু লাগান; গ্রন্থিতে আঘাত; অতি ভোজন; এবং ক্রোধ, শোক, অতিশয় উল্লাস ইত্যাদিতে এই রোগ প্রকাশ পায়।

সচরাচর পদের বৃদ্ধাঙ্গুলির গ্রন্থি বিশেষতঃ মেটটোর্সো ফেলেঞ্জিয়েল্ (Metatarso-phalangeal) প্রদেশ আক্রান্ত হয়। তখন উহা দেখিতে স্ফীত ও লালবর্ণ। কোন কোন স্থলে অন্যান্য সন্ধিতেও প্রদাহের চিহ্ন থাকে। প্রথমে গ্রন্থিস্থ কার্টিলেজের উপরিভাগে ইউরেট্ অব্ সোডা সূক্ষ্মাকারে সঞ্চিত হয়; পরে তথাকার লিগেমেণ্ট ও সাইনোভিয়েল বিধানসমূহে ক্রমশঃ সঞ্চারিত ও সংগৃহীত হয় এবং সেইজন্য সন্ধি সকল দৃঢ় ও বিকৃত দেখায়। কখন কখন টোফাই সকল চর্ম্ম বিদারণ করিয়া বহির্গত হইয়া থাকে। সময় সময় কর্ণ, নাসিকা, লেরিংস্ ও অক্ষিপল্লবে ঐরূপ পদার্থ দৃষ্ট হয়। মূত্রযন্ত্র সঙ্কুচিত ও প্রদাহযুক্ত হয় এবং তাহার স্থানে স্থানে টোফাই নির্গত হইতে দেখা যায়।

গাউট্ প্রধানতঃ দুই প্রকার যথা—১ নিয়মিত বা রেগিউলার (Regular) এবং ২ অনিয়মিত বা ইরেগিউলার (Irregular or Non-Articular)।

নিয়মিত গাউট পীড়া অকস্মাৎ আরম্ভ হয়। সেই সময় পাকাশয় মধ্যে অম্লাধিক্য, বুকজ্বালা, যকৃতের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, হৃৎকম্প, শিরোবেদনা, শিরোঘূর্ণন, দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য, আলস্য, স্বভাবের পরিবর্ত্তন, অনিদ্রা, স্বপ্নদর্শন, পদের পেশীতে ক্রাম্প, শ্বাসকাশের মত নিশ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, অত্যন্ত ঘর্ম্ম, স্বল্প মূত্র এবং মূত্রে প্রচুর তলানি দেখা যায়। কখন কখন রোগের পূর্ব্বে বা রোগকালে মূত্রে এলবুমেন পাওয়া যায়। আবার কোন কোন স্থলে উক্ত লক্ষণ সকল বর্ত্তমান থাকে না এবং রোগীর মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যবিষয়েও বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। কেবল মাত্র একটি বা দুইটি সন্ধিতে কিছু অস্বচ্ছন্দতা অনুভূত হয়।

অনেক স্থলে রজনীর শেষভাগে অর্থাৎ রাত্রি ২ হইতে ৫ ঘটিকার সময় পদের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বেদনা উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কোন কোন স্থলে বারংবার ঐ গ্রন্থিটিই আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু অনেক সময় অন্যান্য ক্ষুদ্র সন্ধিও পীড়িত হইয়া থাকে। হস্তপদের বৃহৎ সন্ধি সকল কদাচ আক্রান্ত হয়। উহার বেদনা দাহন, বিদারণ বা বিদ্ধনবৎ এবং দিবসে কম হইয়া রাত্রিকালে বৃদ্ধি পায় এবং শীঘ্র অসহ্য হইয়া উঠে। বলবান্ ব্যক্তিদিগের রোগযন্ত্রণা অধিক হয়। সিরম সঞ্চিত হয় বলিয়া সন্ধি সকল স্ফীত; তথাকার চর্ম্ম লালবর্ণ, উত্তপ্ত ও চাকচিক্যশালী এবং শিরাসমূহ প্রসারিত এবং স্ফীত স্থান অঙ্গুলি চাপে নত হয়। প্রদাহ হ্রাস হইলে ত্বক্ স্খলিত হইতে দেখা যায় ও তথায় চুলকানি উপস্থিত হইয়া থাকে।

শীত ও কম্পের সহিত পীড়া আরম্ভ হয়। শরীর উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মাবৃত থাকে; কিন্তু প্রবল বাতরোগের মত অত্যধিক ঘর্ম্ম দেখা যায় না। মূত্র স্বল্প ও কৃষ্ণবর্ণ এবং তাহা ইউরেট্স্ দ্বারা পরিপূর্ণ। স্বভাবতঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৮ গ্রেণ ইউরিক্ এসিড্ মূত্রের সহিত বহির্গত হয়। এরূপ বোধ হয় যে, গেটে বাতরোগে ইউরিক এসিড্ অধিক পরিত্যক্ত হইতেছে কিন্তু বাস্তবিক স্বাভাবিক অপেক্ষা অতিরিক্ত নহে। মিউরেক্সিড্ (Murexid) পরীক্ষা দ্বারা উহা নির্ণয় করা যায়। এতদ্ব্যতীত মূত্রে অধিক পরিমাণে গোলাপী বর্ণ কিংবা শুর্কির মত তলানি দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাতঃকালে জ্বরের বিরাম হইয়া থাকে। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে রোগী অনিদ্রা, অস্থিরতা, ক্ষুধামান্দ্য, পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধ এবং পদে আক্ষেপ দেখা যায়। পাকাশয় ও যকৃতের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে। পরিশেষে ঘর্ম্ম, উদরাময় কিংবা অস্বচ্ছ মূত্র ত্যাগের পর জ্বর ও বেদনার সম্পূর্ণ বিরাম হয়। ৪।৫ দিন অথবা ২।৪ সপ্তাহের মধ্যে ব্যাধির শান্তি দেখা যায়। পীড়া

বৎসরান্তে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া থাকে। রোগ বদ্ধমূল হইলে বৎসরে ২ বা ৩ বার হইতে পারে।

এইরূপে পুনঃ পুনঃ ও পর্য্যায়ক্রমে রোগ হইলে পীড়া পুরাতন হইয়া দাঁড়ায় এবং পীড়িত সন্ধি দৃঢ়, বিবর্দ্ধিত ও বিকৃত দেখায়। তথাকার চর্ম্ম বেগুনি এবং তাহা নীলবর্ণ শিরা দ্বারা বেষ্টিত হয়। সন্ধি সকলের মধ্যে ইউরেট্ অব্ সোডা সঞ্চিত হইয়া লোষ্ট্রাকার ধারণ করে। তাহাকে চকষ্টোন বা টোফাই (Tophi) অস্থিজ স্ফীতি বলা যায়। পরিশেষে চর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং তথা হইতে পীতাভ পদার্থ বহির্গত হইতে থাকে। কখন কখন চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার কার্টিলেজ সমূহে টোফাই সঞ্চিত হয়। সচরাচর কর্ণের পশ্চাদ্ভাগেই ইহা দেখা দেয়। তথায় প্রথমে একটি জলগুটিকা উৎপন্ন হয়, পরে তাহা বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে এক প্রকার দুগ্ধনিভ শুভ্র রস নিঃসৃত হইয়া থাকে। ঐ প্রকার ২।৩টি গুটিকা হইয়া উক্ত রস গাঢ় হইলে মালার গুটিকাকার দেখা যায়। অধিক দিবস এই বাতরোগে ভুগিলে শরীর শীর্ণ, দুর্ব্বল ও পাংশু বর্ণ হইয়া যায়। সেই সঙ্গে হৃৎকম্প এবং পেশীসমূহের স্পন্দন প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। সময় সময় নিদ্রাকালে দন্তঘর্ষণ ও সামান্য জ্বর হয়। মূত্রে এল্বুমেন থাকে, কিন্তু তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত ন্যূন। পীড়িত ব্যক্তির দেহে পীতপর্ণিকা (আর্টিকেরিয়া), অরুণিকা (এরিথিমা), পামা (একৃজিমা) ও বিচর্চ্চিকা (সোরায়েসিস) প্রভৃতি চর্ম্মরোগ হইয়া থাকে। কোন কোন রোগীর নাসিকা পর্য্যায় ক্রমে প্রত্যহ উত্তপ্ত ও লাল বর্ণ হইতে দেখা যায়।

অনিয়মিত বা স্থানান্তরগামী বাত।

গেঁটে বাতরোগ সন্ধি সকলে প্রকাশিত না হইয়া শরীরের অপর বিধান আক্রমণ করিলে স্থানান্তরগামী বাত বলে। ইহা লুপ্ত (Suppressed) এবং আভ্যন্তরিক (Retrocedent) ভেদে দুই প্রকার। সন্ধি সকলে বাতের লক্ষণ সকল সামান্যভাবে থাকিয়া অন্যান্য স্থানে প্রকাশিত হইলে তাহাকে সপ্রেস্ড্ কহে এবং সন্ধি সকলে প্রকাশিত হইবার পর তাহা লুপ্ত হইয়া স্থানবিকল্প (Metastasis) দ্বারা অন্যান্য স্থানে সঞ্চালিত হইলে তাহাকে রিট্রোসিডেন্ট গাউট কহে।

ইহাতে স্নায়ুমণ্ডল আক্রান্ত হইলে শিরোবেদনা, শিরোঘূর্ণন, বুদ্ধির হ্রাস, মৃগী ও আক্ষেপ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে। কখন কখন মেনিঞ্জাইটিস্ বা সন্ন্যাসরোগ আসিয়া দেখা দেয়। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে বিবিধ স্নায়ুশূল, হস্তপদের কষ্টকর আক্ষেপ বা অবশতা বর্ত্তমান থাকে। কখন কখন কটিস্নায়ুশূল (Sciatica) উপস্থিত হয়।

পাকযন্ত্র আক্রান্ত হইলে পাকাশয়ের নিকট প্রখর আক্ষেপিক বেদনা, অত্যন্ত বমন এবং সময় সময় দুর্ব্বলতা ও হিমাঙ্গের চিহ্ন প্রকাশ পায়। কখন কখন আহার করিতে কষ্ট এবং কোন কোন স্থলে অম্লশূল বা উদরাময় লক্ষিত হয়। সময় সময় যকৃতের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে এবং উহাতে বসা জন্মে। জিহ্বা ও গলদেশে নানারূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। বিশেষতঃ জিহ্বার অভ্যন্তরে বেদনা থাকে।

হৃৎকম্প ও হৃৎপিণ্ডের স্থানে অস্বচ্ছন্দতা এবং সময় সময় মূর্চ্ছা বা শরীর হিমাঙ্গ হইয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন—কখন বা অতিমৃদু ও বিরামযুক্ত এবং কখন বা দ্রুত ও অনিয়মিত; নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ক্ষীণ থাকে। কোন কোন স্থলে বক্ষঃশূল (Angina Pectoris) পীড়া উপস্থিত হয়। তরুণ বাতরোগে হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, ইহাতে তদ্রূপ হয় না; কিন্তু হৃদ্বেষ্ট মধ্যে শুভ্র শুভ্র দাগ এবং ভাল্‌ভ গুলিতে প্রাচীন প্রদাহ বা অপকৃষ্টতার চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে।

শ্বাসকাশ, শুষ্ককাশ এবং কখন কখন এম্ফিসিমা প্রভৃতি কাশরোগও হইতে পারে। শ্লেষ্মাতে ইউরিক এসিডের সূক্ষ্ম কণিকাসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। সময় সময় অত্যন্ত হাঁচি হয়।

মূত্রযন্ত্র সম্বন্ধে পূর্ব্ববৎ নানা বিকৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে; তদ্ব্যতীত প্রাচীন সিষ্টাইটিস্ ও মূত্রে পাথরাদি আসিয়া দেখা দেয়।

চর্ম্মে পুরাতন একৃজিমা, সোরায়েসিস্, আর্টিকেরিয়া, প্রুরাইগো ও একনি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ এবং কখন কখন আইরাইটিস্ বা দৃষ্টির ব্যতিক্রম সংঘটিত হইয়া থাকে।

রুমাটিজম্ ও রুমাটিক্ আর্থ্রাইটিসের সহিত এই রোগের ভ্রম হইতে পারে। বিশেষ বিবেচনার সহিত ইহাদের পার্থক্য নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

গেঁটে বাত রোগের প্রবল অবস্থায় কদাচ মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহ আক্রান্ত হইলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। পুনঃ পুনঃ বা পর্য্যায়ক্রমে কিংবা কৌলিক ভাবে হইলে শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে। মূত্রযন্ত্রে পুরাতন প্রদাহ থাকিলে পীড়া কঠিন বলিয়া জানিবে।

রোগের পুনঃ পুন আক্রমণাবস্থায় রজনীতে একটি মৃদু বিরেচক বটিকা (পিল কলসিন্থ কং ৩ গ্রেণ ও ক্যালমেল ২গ্রেণ) দিয়া পরদিন প্রাতঃকালে বিরেচনার্থ সেনা ও সল্ট প্রয়োগ করিবে। এই পীড়ার বিশেষ ঔষধ কল্‌চিকম্। ইহা বাইকার্ব্বনেট্ কিংবা এসিটেড্ অব্ পটাশ, অথবা কার্ব্বনেট্ অব্ লিথিয়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবে। জ্বর থাকিলে উপরিউক্ত ঔষধ সকল লাইকর এমোনিয়া এসিটেটিসের সহিত দেওয়া উচিত।

উত্তাপাধিক্য থাকিলে এণ্টিফেব্রিন, এণ্টিপাইরিন্ বা ফেনাসিটিন স্বল্পমাত্রায় ব্যবহার্য্য। কখন কখন স্যালিসিলেট্ অব্ সোডা দ্বারা উপকার দর্শে; পাইপারেজাইন বিশেষ উপকারী। চর্ম্মের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিবার জন্য উষ্ণ পানীয় এবং উষ্ণ বাষ্পস্নান ব্যবহার করা যাইতে পারে। বেদনা নিবারণার্থ অহিফেন ও মর্ফিয়া প্রয়োজ্য। নিদ্রার জন্য প্যারয়্যাল্ডিহাইড বা সল্ফোনাল্ বিশেষ উপকারী। প্রথমে লঘুপাক আহার করিতে দিবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে সুপ, দুগ্ধ প্রভৃতি বলকারক দ্রব্য ও স্বল্প পরিমাণে ব্রাণ্ডি দেওয়া আবশ্যক। পোর্ট কিংবা বিয়ার মদ্য ব্যবহার নিষিদ্ধ। আক্রান্ত সন্ধিগুলিতে ওপিয়াই, বেলেডোনা, কিংবা একোনাইট্ লিনিমেণ্ট মর্দ্দনপূর্ব্বক ফ্লানেল দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। রক্তমোক্ষণ করা উচিত নহে; কিন্তু সময় সময় ব্লিষ্টার সংলগ্নে উপকার দর্শে। প্রদাহ হ্রাস হইলেও ব্যাণ্ডেজ্ বন্ধন করা বিধেয়; কেন না তদ্দ্বারা গাঁইটের স্ফীতি কমিয়া যায়।

বিরামাবস্থায় অথবা পুরাতন পীড়ায় রোগীকে সর্ব্বদা ফ্লানেল পরিধান, নিয়মিত আহার ও ব্যায়াম করিতে পরামর্শ দিবে। কখন কখন ইহা দ্বারাও রোগারোগ্য হইয়া থাকে। অধিক মাংস, শর্করাযুক্ত দ্রব্য বা ফল কিংবা মদিরা ব্যবহার করা উচিত নহে। মাংসের মধ্যে মেষ ও পক্ষীর মাংস ব্যবহার করা যাইতে পারে। কেহ কেহ কেবল শাক সব্জির তরকারী ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। ক্ল্যারেট, মোজেল বা সেরি অল্প মাত্রায় দেওয়া চলে, চা অথবা কফি সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করিলে দোষ হয় না; বরং স্বল্প মাত্রায় উপকার দর্শে। অনেকস্থলে সাধারণ লবণের পরিবর্ত্তে সৈন্ধব কিংবা অন্য লবণ ব্যবহার করিয়া উপকার পাওয়া গিয়াছে। সর্ব্বদাই পরিষ্কার জল ব্যবহার করা উচিত। সোডাওয়াটার সেবন নিষিদ্ধ। চর্ম্মের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিবার জন্য টর্কিস্ কিংবা উষ্ণ জলে গা পোছার মত স্নান (Hot-bath) করান যাইতে পারে। নিরন্তর কোন বিষয় চিন্তা বা রাত্রি জাগরণ করা উচিত নহে। যে স্থানে সহসা বায়ুর পরিবর্ত্তন হয় না এরূপ উষ্ণ প্রদেশে বাস করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। বিরাম সময়ে কার্ব্বনেট্ অব্ পটাশ কিংবা লিথিয়ার সহিত ভাইনম্ অথবা একষ্ট্রাক্ট কল্চিকাই দিবসে ৩ বার সেবনার্থ দিতে পারা যায়। অন্যান্য ঔষধের মধ্যে কুইনাইন, টিং বা ইনফিউজন্ সিঙ্কোনা, লৌহঘটিত ঔষধ সকল, আর্সেনিক, গোয়েকম্, পোটাশি আইওডিড্ বা ব্রোমিড, বেঞ্জোয়েট্ অব্ এমোনিয়া, ফস্ফেট্ অব্ সোডা বা এমোনিয়া, নাইট্রেট্ অব্ এমাইল, লেবুর রস ও বিবিধ ধাতব জল ব্যবহার্য্য।

পীড়িত সন্ধির উপর এনোডাইন্ লিনিমেণ্ট দ্বারা মর্দ্দন এবং পুরাতন অবস্থায় পটীবন্ধন করা উচিত। ক্ষত হইলে কার্ব্বনেট্ অব্ পটাশ বা লিথিয়ার লোসনে বস্ত্রখণ্ড আর্দ্র করিয়া তদুপরে জড়াইয়া রাখিবে।

পীড়া সন্ধিস্থল পরিহারপূর্ব্বক কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্রে গমন করিলে সন্ধিস্থলে উত্তেজক লিনিমেণ্ট মর্দ্দন করা উচিত। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে ইথার, মস্ক ও কাম্ফার ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। কখন কখন গ্রন্থিতে ষ্ট্রাপ বাঁধিলে উপকার দর্শে।

℞	পোটাশি এসিটাস	১৫ গ্রেণ
	ভাইনম্ কল্চিকম্	১৫ ফোঁটা
	ইন্ফিউজন্ সিন্কোনা	১ ঔন্স

একমাত্রা দিবসে ৬ ঘণ্টা অন্তর।

℞	একষ্ট্রাক্ট কল্চিসাই এসিটেট্	১ গ্রেণ
	পল্ভ ডোভারি	২ গ্রেণ

একটী বটিকা দিবসে ৩ বার।

সামান্য বাতরোগে মনসাপত্র অগ্ন্যুত্তাপে সেঁকিয়া তাহার রস প্রদাহযুক্ত গ্রন্থিসন্ধিতে মর্দ্দন করিলে উপকার দর্শে। কখন কখন কুলকাঠের বা আকন্দ কাঠের আগুন জ্বালিয়া সেই স্থানে সেক দিলে ফল হয়। অর্কপত্র বা কদম্বপত্র সেঁকিয়া ফোলা গাঁইটে বাঁধিলে সন্ধির স্ফীতি অনেক কমিয়া যায়। এরূপ স্থলে কেহ কেহ পীড়াযুক্ত সন্ধিতে তার্পিণ তৈল, কর্পূর ও ছাঁচি সরিষার তৈল কিংবা কোন লিনিমেণ্ট মালিস করিয়া লবণ যোগে গেড়ো কচুর কচি পাতা খণ্ড খণ্ড করিয়া বাঁধিতে পরামর্শ দেন। উহাতে সন্ধিস্থলে সঞ্চিত বিকৃত রক্ত পরিস্রুত হইয়া পীড়া অনেকটা উপশমিত হয়। গন্ধভাদুলিয়ার পত্র জলে সিদ্ধ করিয়া সেই বাষ্পের স্বেদ দিলে এই রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

বাতশীর্ষ (ক্লী) বাতস্য শীর্ষমিব। বস্তি। (রাজনি°)

বাতশূল (ক্লী) বাতজন্য শূলরোগ। [শূলশব্দ দেখ।]

বাতশোণিত (ক্লী) বাতজং শোণিতং দুষ্টরক্তং যত্র। বাতরক্তরোগ। [বাতরক্ত শব্দ দেখ।]

বাতশোণিতিন্ (ত্রি) বাতরক্তরোগী।

বাতশ্লেষ্মজ্বর (পুং) জ্বররোগভেদ। ইহার লক্ষণ—

"বাতশ্লেষ্মকরৈর্বাতকফাবামাশয়াশ্রয়ৌ।
বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং রসগৌ জ্বরকারিণৌ॥
প্রাগুপে বাতকফয়োঃ স্যাতাং বাতকফজ্বরে।
স্তৈমিত্যং পর্ব্বণাং ভেদো নিদ্রাগৌরবমেব চ।
শিরোগ্রহপ্রতিশ্যায়ঃ কাসস্বেদাপ্রবর্ত্তনম্।
সন্তাপো মধ্যবেগশ্চ বাতশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ॥"
(ভাবপ্র° জ্বরাধি°)

বাত ও কফবর্দ্ধক আহার এবং বিহারদ্বারা বায়ু ও কফবর্দ্ধিত

হইয়া আমাশয়ে গমন করে, পরে ঐ দূষিতবায়ু ও কফ কোষ্ঠস্থ অগ্নিকে বাহিরে আনিয়া জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে। বাতশ্লেষ্ম-জ্বর হইবার পূর্ব্বে বাতজ্বর ও কফজ্বরের পূর্ব্বরূপ সকল মিলিত-ভাবে প্রকাশ পায়। এই জ্বরে শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃতের ন্যায় বোধ, পর্ব্বভেদ অর্থাৎ গ্রন্থিবেদনা, নিদ্রা, শরীরের গুরুতা, শিরঃপীড়া, প্রতিশ্যায়, কাস, অতিশয় ঘর্ম্ম, সন্তাপ, এবং জ্বরের বেগ মধ্যম হইয়া থাকে। [বিশেষ বিবরণ জ্বর শব্দে দেখ।]

বাতসখ (পুং) বাতস্য সখা টচ্ সমাসান্ত। বায়ুসখা, অগ্নি, হুতাশন। (ভাগবত ৬।৮।২১)

বাতসঙ্গ (পুং) বাতরোগ।

বাতসহ (ত্রি) বাতং বাতজনিতরোগং সহতে সহ-অচ্। অত্যন্ত বায়ুযুক্ত, বায়ুরোগগ্রস্ত।

'বাতাসহো বাতসহো বাতুলো বাতুলোহপি চ।' (শব্দরত্না°)

২ বায়ুবেগসহনশীল।

"ততো বাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্।
ঊর্ম্মিক্ষমাং দৃঢ়াং কৃত্বা কুন্তীমিদমুবাচ হ।" (ভারত ১।১৪২।৫)

বাতসার (পুং) বিল্ববৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বাতসারথি (পুং) বাতঃ সারথিঃ সহায়ো যস্য। অগ্নি।

বাতস্কন্ধ (পুং) বাতস্য স্কন্ধ ইব। আকাশের ভাগবিশেষ, যেস্থলে বায়ু বহে।

বাতস্তম্ভনিকা (স্ত্রী) চিচ্চ, চলিত তেতুল। (বৈদ্যকনি°)

বাতস্বন (ত্রি) বাত এব স্বনঃ শব্দো যস্য। অগ্নি। (ঋক্ ৮।৯১।৬)

বাতহত (ত্রি) বাতেন হতঃ। ১ বায়ুদ্বারা হত। ২ বাতুল। (দিব্যা° ১৬৫।১৩)

বাতহতবর্ত্মন্ (ক্লী) নেত্রবর্ত্মগত রোগভেদ। ইহার লক্ষণ—

"বিমুক্তসন্ধিনিশ্চেষ্টং বর্ত্ম যস্য নিমীল্যতে।
এতদ্বাতহতং বিদ্যাৎ সরুজং যদি বা রুজম্॥" (সুশ্রুত উ°৩অ°)

যে নেত্ররোগে বেদনার সহিত বা বেদনা না হইয়া বর্ত্মসন্ধিবিশ্লেষ প্রযুক্ত নিমেষ উন্মেষরহিত হয় এবং সঙ্কোচনে অশক্ততা হেতু নেত্র মুদিত হয় না, তাহাকে বাতহতবর্ত্ম কহে। [নেত্ররোগ শব্দ দেখ।]

বাতহন্ (ত্রি) বাতং হন্তীতি হন-ক্বিপ্। বাতঘ্ন, বাত-নাশকৌষধ। (বৈদ্যক)

বাতহর (পুং) হরতীতি হৃ-অচ্, বাতস্য হরঃ। বাতনাশক।

বাতহরবর্গ (পুং) বাতনাশক দ্রব্যসমূহ, যথা—মহানিম্ব, কার্পাস, দুই প্রকার এরণ্ড, দুই প্রকার বচ, দুই প্রকার নিশুণ্ডী এবং হিঙ্গু এই সকল দ্রব্য বাতহরবর্গ নামে অভিহিত।

বাতহুড়া (স্ত্রী) ১ বাত্যা। ২ পিচ্ছিলস্ফোটিকা। ৩ বামা, যোষিৎ। (মেদিনী)

বাতহোম (পুং) হোমকালে সঞ্চালিত বায়ু। (শতপথব্রা°৭।৪২।১)

বাতাখ্য (ক্লী) বাতআখ্যা যস্য। বাস্তুভেদ, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে গৃহ থাকিলে তাহাকে বাতাখ্য বাস্তু কহে, এই বাতাখ্য বাস্তু গৃহস্থের শুভপ্রদ নহে, কারণ ইহাতে কলহ ও উদ্বেগ হয়।

"দণ্ডবধো দণ্ডাখ্যে কলহোদ্বেগঃ সদৈব বাতাখ্যে।"
(বৃহৎসংহিতা ৫৩।৩৯)

২ বাত এই আখ্যাযুক্ত, বাতনামবিশিষ্ট।

বাতাট (পুং) বাত ইব অটতি গচ্ছতীতি অট্-অচ্। ১ সূর্য্যাশ্ব। (ত্রিকা°) ২ বাতমৃগ। (শব্দরত্না°)

বাতাণ্ড (পুং) বাতদূষিতৌ অণ্ডৌ যস্মাৎ। মুষ্করোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—"বৃষণৌ দূষয়েদ্বায়ুঃ শ্লেষ্মণা যস্য সংবৃতঃ। তস্য মুষ্কশ্চলত্যেকো রোগো বাতাণ্ডসংজ্ঞকঃ॥" (মাধবকং)

যাহার দূষিত বায়ু শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া বৃষণদ্বয়কে দূষিত এবং একটী মুষ্ক চালিত হইলে তখন ইহাকে বাতাণ্ড-রোগ কহে।

বাতাতপিক (ক্লী) রসায়নের প্রকার ভেদ। (বাভট উ°৩৯ অ°)

বাতাতীসার (পুং) বাতজন্যঃ অতীসারঃ। বায়ুজন্য অতী-সার রোগ। ইহার লক্ষণ—এই অতীসাররোগে কিঞ্চিৎ রক্ত-বর্ণ, ফেনাবিশিষ্ট রুক্ষ এবং অপক্ব মল শব্দ ও বেদনার সহিত পরিমাণে অল্প অথচ মুহুর্মুহ নির্গত হইতে থাকে।

[অতীসার রোগ দেখ]

বাতাত্মক (পুং) বাত আত্মা যস্য, কপ্ সমাসান্তঃ। বাত-প্রকৃতি।

বাতাত্মজ (পুং) বাতস্য আত্মজঃ। বায়ুপুত্র, হনুমান, ভীমসেন।

বাতাত্মন্ (ত্রি) বাতরূপ প্রাপ্ত। (শুক্লযজু ১৯।৪৯ মহীধর)

বাতাদ (পুং) বাতায় বাতনিবৃত্তয়ে অদ্যতে ইতি অদ-ঘঞ্। (Prunus amygdalas) ফলবৃক্ষ বিশেষ, বাদামগাছ, হিন্দী ও বম্বে জংলিবাদাম। তৈলঙ্গ বেদম। তামিল নড়বড়ুম। এই বাদাম কটু, মিষ্ট ও বন বাদাম ভেদে তিন প্রকার। পর্য্যায়—বাতবৈরী, নেত্রোপমফল, বাতাম্র। গুণ—উষ্ণ, সুস্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, শুক্রকারক, গুরু। ইহার মজ্জাগুণ মধুর, বৃষ্য, পিত্ত ও বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, কফকারক এবং রক্ত পিত্ত বিকারের পক্ষে বিশেষ উপকারক। (ভাবপ্র°) [বর্গীয় বাদাম দেখ]

বাতাধিপ (পুং) বাতস্য অধিপঃ। বায়ুর অধিপতি।

বাতাধ্বন্ (পুং) বাতায় বাতগমনায় অধ্বা। বাতায়ন, জানেলা, বায়ু আসিবার পন্থা। (ভাগবত ১০।১৪।১১)

বাতানুলোমন (ত্রি) বাতস্য অনুলোমনঃ। বায়ুর অনু-লোম করণ, বায়ু যাহাতে অনুলোম হয়, তাহার উপায় বিধান, ধাতুদিগের যথাপথে গমনকে অনুলোমন কহে। (সুশ্রুত)

বাতানুলোমিন্ (ত্রি) বাতানুলোম অস্ত্যর্থে ইনি। বায়ুর অনুলোমযুক্ত, যাহাদের বায়ুর অনুলোম গতি হয়। (সুশ্রুত)

বাতাপহ (ত্রি) বাতং অপহন্তি হন-ক। বাতঘ্ন, বাতনাশকারক।

বাতাপি (পুং) অসুর বিশেষ। এই অসুর হ্লাদের ধমনী নামক পত্নীতে জন্মগ্রহণ করে। অগস্ত্য ইহাকে ভক্ষণ করেন। (ভাগবত) এই অসুর কল্পান্তরে বিপ্রচিত্তির ঔরসে ও সিংহিকাগর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। (মৎস্যপু° ৬অ°, অগ্নিপু° কাশ্যপীয় বংশ) মহাভারতে লিখিত আছে,—বাতাপি ও ইল্বল নামে হিংসাপরায়ণ দুই অসুর ছিল। বাতাপি ছাগাদির বেশে অবস্থান করিত, ইহাদের গৃহে কোন অতিথি আসিলে ইল্বল ছাগ বা মেষরূপী বাতাপিকে হনন করিয়া অতিথিদিগকে ভোজন করিতে দিত। ভোজনের পর ইল্বল সঞ্জীবনীমন্ত্রপ্রভাবে তাহাকে জীবিত করিয়া আহ্বান করিলে বাতাপি অতিথির উদরদেশ বিদারণ করিয়া নির্গত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইত। এইরূপে অসুরদ্বয় প্রতিনিয়ত জীবহিংসানিরত ছিল। একদা মহর্ষি অগস্ত্য তাহার গৃহে অতিথি হইলে মেষরূপী বাতাপিকে হনন করিয়া ঋষিকে ভক্ষণার্থ প্রদান করিল, মহর্ষি অগস্ত্য ইহাকে সুসংস্কৃত করিয়া ভোজন করিলেন। পরে ইল্বল বাতাপির নাম ধরিয়া ডাকিলে অগস্ত্যের পায়ুদেশ হইতে মেঘ গর্জ্জনের শব্দ নির্গত হইতে লাগিল। তখন অগস্ত্য কহিলেন, ইল্বল! বাতাপি আমার উদরে জীর্ণ হইয়াছে, এখন তাহার আশা পরিত্যাগ কর। এইরূপে অগস্ত্য বাতাপিকে নিহত করেন। (ভারত বনপ° ৯৭-৯৮অ°)

অগস্ত্যের প্রণামমন্ত্র যথা—

"বাতাপির্ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ নিরাকৃতঃ।
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন সমেঽগস্ত্যঃ প্রসীদতু ॥"

২ স্থূল শরীর। "বাতাপে পীব ইদ্ভব" (ঋক্ ১।১৮৭।৮)

'বাতাপে বাতেন প্রাণেনাপ্নোতি স্বনির্ব্বাহমিতি, বাতেনাপ্যায়তে ইতি বা বাতাপি শরীরং' (সায়ণ)

বাতাপিদ্বিট্ (পুং) বাতাপিং দ্বেষ্টীতি দ্বিষ্-ক্বিপ্। অগস্ত্যমুনি। (হেম)

বাতাপিন্ (পুং) বাতাপি নামক অসুর।

বাতাপিপুর, প্রাচীন চালুক্যরাজ পুলিকেশীর রাজধানী। বর্ত্তমান নাম বাদামী। [পবর্গে বাদামী শব্দ দেখ।]

বাতাপিসূদন (পুং) বাতাপিং সূদতে ইতি সূদ-ল্যু। অগস্ত্য।

বাতাপিহন্ (পুং) বাতাপিং হন্তি হন-ক্বিপ্। অগস্ত্য। (ত্রিকা°)

বাতাপিহন্ (পুং) বাতাপিং হন্তি হন-ক্বিপ্। অগস্ত্য। (ত্রিকা°)

বাতাপ্য (ত্রি) ১ বায়ুপূর্ণ। ২ গেঁজলা ভাজন। ৩ জল, উদক। ৪ সোম। (ঋক্ ৯।৯৩।৫ সায়ণ)

বাতাভিষ্যন্দ (পুং) বায়ু জন্য অক্ষিরোগভেদ, বায়ু জন্য চক্ষু উঠা। ইহার লক্ষণ—এই বাতাভিষ্যন্দ রোগে নেত্র সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত, জড়ভাবাপন্ন, রুক্ষ ও শুষ্কভাববিশিষ্ট হয়, উহাতে বালুকা পতনের ন্যায় খর্ খর্ করে এবং উহা হইতে শীতল অশ্রুস্রাব এবং রোগীর শিরঃশূল ও রোমাঞ্চ হইয়া থাকে।

(ভাবপ্র° নেত্ররোগাধি°) [নেত্ররোগ দেখ।]

বাতাভ্র (ক্লী) বায়ু সন্তাড়িত মেঘমালা।

বাতাম (পুং) বাদাম। [বর্গীয় বাদাম দেখ।]

বাতামোদা (স্ত্রী) বাতেন প্রসৃত আমোদো যস্যাঃ। কস্তূরী।

বাতায় (ক্লী) পত্র। গাছের পাতা।

বাতায়ন (ক্লী) বাতস্য অয়নং গমনাগমনমার্গঃ। ১ গবাক্ষ, জানেলা। শাস্ত্রে ইহা দ্বারা পরের বাধা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"পরবাধাং ন কুর্ব্বীত জলবাতায়নাদিভিঃ।
কারয়িত্বা তু কর্ম্মাণি কারুং পশ্চাৎ ন বঞ্চয়েৎ ॥" (কূর্ম্মপু° ১৫অ°)

(পুং) বাতস্যেব অয়নং গতির্যস্য। ২ ঘোটক। (ত্রিকা°) ৩ অনিলের গোত্রাপত্য। ইনি ঋক্ ১০।১৬৮ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ৪ উলের গোত্রাপত্য। ইনি ঋক্ ১০।১৮৬ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

বাতায়নীয় (পুং) বাতায়নপ্রবর্ত্তিত বেদের শাখাভেদ।

বাতায়ু (পুং) বাতময়তে ইতি অয় বাহুলকাৎ উণ্। ১ হরিণ।

বাতারি (পুং) বাতস্য বাতরোগস্য অরিঃ। ১ এরণ্ড বৃক্ষ। ২ শতমূলী। ৩ পুত্রদাত্রী। ৪ শেফালিকা। ৫ যবানী। ৬ ভার্গী। ৭ স্নুহী। ৮ বিড়ঙ্গ। ৯ শূরণ। ১০ ভল্লাতক। ১১ জতুকা, জন্তুকা লতা। ১২ শতাবরী। ১৩ শ্বেতনির্গুণ্ডী। ১৪ পীতলোধ্র। ১৫ শুক্লরসোন। (বৈদ্যকনি°) ১৬ তিলকবৃক্ষ। ১৭ পৃথুশিম্বশ্যোণাক। ১৮ শ্বেতৈরণ্ড। ১৯ নীলবৃক্ষ। (রাজনি°)

বাতারি (পুং) মুষ্কবৃদ্ধি ও ব্রধ্নাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারা ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা মিলিত ৩ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, গুগ্গুলু ৫ ভাগ, এই সকল দ্রব্য এরণ্ডতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া গুড়িকাপ্রস্তুত করিবে। অনুপান—শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্বাথ বা আদাররস ও তিলতৈল। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর পৃষ্ঠদেশে এরণ্ডতৈল মাখাইয়া স্বেদ প্রদান করিতে হয়। পরে বিরেচন হইলে স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন করাইবে, ইহাতে বৃদ্ধি রোগ প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° মুষ্কবৃদ্ধি ও ব্রধ্নাধি°)

বাতারিগুগ্গুলু (পুং) বাতব্যাধিরোগাধিকারে ঔষধবিশেষ।

বাতারিগুগ্গুলু (পুং) আমবাত রোগাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—এরণ্ডতৈল, গন্ধক, গুগ্গুলু ও ত্রিফলা একত্র পেষণ করিয়া লইবে। সহ্যানুরূপ মাত্রায় একমাসকাল ক্রমাগত

প্রাতঃকালে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে আমবাত, কটী-শূল ও পঙ্গুতা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° আমবাতরোগাধি°)

বাতাপ্য (ত্রি) বাতদ্বারা প্রাপ্তব্য। 'বাতাপ্যং বাতেন প্রাপ্তব্যং বাতভুল্যেন শীঘ্রকারিণা ত্বয়া পাতব্যং।'(ঋগ্‌ভাষ্যে সায়ণ ১।১২১।৮) ২ উদক, জল। 'বাতাপ্যমুদকং ভবতি বাত এতদাপ্যায়য়তি'।

বাতারিতণ্ডুলা (স্ত্রী) বিড়ঙ্গা। (রাজনি°)

বাতালী (স্ত্রী) বাতস্য আলী যত্র। বাত্যা,বায়ু।(উণ্‌ ৪।১২৪উজ্জ্বল)

"কিং নামোৎপাতবাতালী বাহ্যত্যাং জাতু বধ্যতে।"

বাতাশ (পুং) বাতমশ্নাতি অশ-ষঞ্‌। পবনাশ।

বাতাশিন্‌ (ত্রি) বাতমশ্নাতি অশ-ণিনি। পবনাশিন্‌।

বাতাশ্ব (পুং) বাত ইব শীঘ্রগো অশ্বঃ। কুলীনাশ্ব, পর্য্যায়—হয়োত্তম, জাত্য, অজানেয়। (ত্রিকা°)

"তদিমং মাং বিজানীহি লক্ষ্মীসেনং বরাননে।
আনীতমিহ বাতাশ্বেনাকৃষ্টাখেটনির্গতম্‌॥"(কথাসরিৎসা° ৬৬।১৭৪)

বাতাষ্ঠীলা (স্ত্রী) বাতেন অষ্ঠীলা। বাতব্যাধিরোগবিশেষ।

"নাভেরধস্তাৎ সঞ্জাতঃ সঞ্চারী যদিবাচলঃ।
অষ্ঠীলাবদ্‌ঘনো গ্রন্থিরূর্দ্ধমায়ত উন্নতঃ।
বাতাষ্ঠীলাং বিজানীয়াৎ বহির্মার্গাবরোধিনীম্‌॥" (মাধবনি°)

যদি নাভির অধোদেশে অষ্ঠীলা (গোলাকার প্রস্তর) সদৃশ কঠিন গ্রন্থি উৎপন্ন হয় এবং ঐ গ্রন্থি কখন সচল কখন বা নিশ্চলভাবে থাকে এবং উর্দ্ধায়তনবিশিষ্ট, উন্নত এবং মলমূত্রের অবরোধকারী হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাতাষ্ঠীলা কহে। এই রোগে গুল্ম ও অন্তর্বিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা বিধেয়।

[বাতব্যাধি দেখ।]

বাতাসহ (ত্রি) বাতং বাতজনিতরোগং আসহতে ইতি আ-সহ-অচ্‌। বাতুল। (শব্দরত্না°)

বাতাস্র (ক্লী) বাতেন অস্রং। বাতরক্ত, বাতরক্তরোগ।

বাতাহত (ত্রি) বায়ুতাড়িত। "বসন্তবাতাহতেব শিশিরশ্রীঃ" (পঞ্চতন্ত্র) বাতহত এরূপ পদও হয়।

বাতি (পুং) বাতি গচ্ছতীতি বা (বাতের্নিৎ। উণ্‌ ৫।৬) ইতি অতি। বায়ু। 'বাতির্বায়ুর্মরুদ্বাতঃ শ্বসনঃ পবনোনিলঃ।'

(অমরটীকায় ভরতধৃত সাহসাঙ্ক)

২ সূর্য্য। ৩ চন্দ্র। 'বাতিরাদিত্যসোময়োঃ' (রভস)

বাতি (দেশজ) বর্ত্তিকা শব্দজ। ইংরাজীতে ইহাকে Candles বলে। পশ্বাদির বসা এবং বিভিন্ন প্রকার তৈল বায়ুর চাপ-বিশেষে গাঢ় করিয়া বাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মোমের বাতি পবিত্র এবং চর্ব্বির বাতি হইতে উহা স্বতন্ত্র জিনিষ।

[মেটে তৈল, বর্ত্তিকা প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

বাতিক (পুং) বাতাদাগতঃ বাত-ঠঞ্‌। বায়ুজ ব্যাধি, বায়ু জন্য রোগ।

"বাতিকো বাতজো ব্যাধিঃ পৈত্তিকঃ পিত্তসম্ভবঃ।
শ্লৈষ্মিকঃ শ্লেষ্মসম্ভূতঃ সমূহঃ সান্নিপাতিকঃ॥" (রাজনি°)

(ক্লী) বাত (বাতপিত্তশ্লেষ্মভ্যঃ শমনকোপনয়োরুপসংখ্যানং। পা ৫।১।৩৮) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঠঞ্‌। ২ বায়ুর শমন ও কোপনদ্রব্য। (ত্রি) ৩ বাতিক রোগাক্রান্ত, বাচাল।

"অপরে ত্বব্রুবংস্তত্র বাতিকাস্তং মহীপতিম্‌।
যুধিষ্ঠিরস্য যজ্ঞেন ন সমেষ্যোষতে ক্রতুঃ॥" (ভারত ৩।২৫৬।৩)

বাতিকখণ্ড (পুং) বাতিকষণ্ড। [বাতিকষণ্ড দেখ।]

বাতিকপ্রিয় (পুং) অম্লবেতস। (বৈদ্যকনি°)

বাতিকরক্তপিত্ত (ক্লী) বায়ু জন্য রক্তপিত্ত।

বাতিকষণ্ড (পুং) বাতিকেন ষণ্ডঃ। গর্ভবিকার জন্য নষ্টবৃষণ পুরুষ। যাহার বায়ু ও অগ্নির দোষ হেতু বৃষণদ্বয় নষ্ট হয়, তাহাকে বাতিকষণ্ডক কহে।

"বায়্বগ্নিদোষাদ্‌বৃষণৌ তু যস্য নাশং গতৌ বাতিকষণ্ডকঃ সঃ।"

(চরক শারীরস্থা° ২ অ°)

বাতিগ (পুং) বাতিং বায়ুং গচ্ছতীতি গম-ড। ১ ভণ্টাকী। (ত্রি) ২ ধাতুবাদী। (মেদিনী)

বাতিগম (পুং) বাতিং বায়ুং গময়তি প্রাপয়তীতি গম-অচ্‌। বার্ত্তাকু। (শব্দরত্না°)

বাতিঙ্গন (পুং) বার্ত্তাকু। ত্রিকা°)

বাতীক (পুং) পক্ষিবিশেষ, বিষ্কিরজাতীয় পক্ষী। এই পক্ষীর মাংস-গুণ—লঘু, শীতল, মধুর ও কষায়। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬অ°)

বাতীকার (পুং) বাতকর। (অথর্ব্ব ৯।৮।২০)

বাতীকৃত (ক্লী ত্রি) বাতযুক্ত। (অথর্ব্ব ৬।১০৯।৩)

বাতীয় (ক্লী) বাতায় বাতনিবৃত্তয়ে হিতঃ বাত-ছ। কাঞ্জীক।

বাতুল (পুং) ১ বাত্যা। (ত্রি) ২ বাতবিকারাসহ। ৩ উন্মত্ত, পাগল। (অমরটীকা ভরত)

বাতুলানক (পুং) নগরভেদ। (রাজতরঙ্গিণী)

বাতুলি (স্ত্রী) তরুতূলিকা, চলিত বাদুড়। (হারাবলী)

বাতূক (পুং) মৎস্যবিশেষ। (রাজনি°)

বাতূল (পুং) বাতানাং সমূহঃ (বাতাদূলঃ। পা ৪।২।৪২) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা উল, যদ্বা বাতাঃ সন্ত্যস্মিন্নিতি বাত (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা। ২।৯৭) ইতি লচ্‌ 'বাতদন্তবলেতি' উঙ্‌, যদ্বা বাতানাং সমূহঃ বাতং ন সহতে ইতি বা (বাতাৎ সমূহে চ, বাতং ন সহতে ইতি চ। পা ৫।২।১১২) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা উলচ্‌। ১ বাত্যা। (ত্রি) ২ বাতাসহ। ৩ উন্মত্ত, পাগল। (অমরটীকা ভরত)

বাতুলতন্ত্র, একখানি প্রসিদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্র। ইহা বাতুলাগম, বাতুলশাস্ত্র, বাতুলোত্তর তন্ত্র বা আদিবাতুলতন্ত্র, বাতুলশুদ্ধাগম বা বাতুলসূত্র নামে পরিচিত। হেমাদ্রি এই তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। অনেকে "বাতুল" এরূপ লিখিয়া থাকেন।

বাতেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

বাতোথ (ত্রি) বাতজ (রোগ)। (সুশ্রুত)

বাতোদর (ক্লী) বাতেন উদরং। বাতজনিতোদররোগ বিশেষ। বাতজনিত উদর রোগে হস্ত, পদ, নাভি ও কুক্ষিতে শোথ হয় এবং কুক্ষি, পার্শ্ব, উদর, কটি, পৃষ্ঠ ও পর্ব্বসমূহে বেদনা, শুষ্ককাস, শরীরবেদনা, দেহের গুরুতা, মলকাঠিন্য, ত্বগাদির শ্যামতা ও অরুণতা এবং উদর কখন বৃদ্ধি কখন বা হ্রাস হয়, উদরে সূচীবিদ্ধ বা ভেদনের ন্যায় বেদনা বোধ হয়, শরীর কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমূহে ব্যাপ্ত, উদর স্ফীত এবং উহাতে আঘাত করিলে বাতপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় শব্দ হইয়া থাকে, ইহাতে বেদনা ও শব্দের সহিত বায়ু সমস্ত কোষ্ঠে বিচরণ করে।

(ভাবপ্র° উদররোগাধি°)

বাতোদরিন্ (ত্রি) বাতোদররোগী।

বাতোন (ত্রি) বাতমূণয়তি উন-অণ্। বায়ুহীন। স্ত্রিয়াং টাপ্। বাতোনা, গোজিহ্বাক্ষুপ। (রাজনি°)

বাতোপধূত (ত্রি) বাতকম্পিত। (ঋক্ ১০।৯১।৭)

বাতোর্ম্মী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ১১টী অক্ষর থাকে। তন্মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৭, ৮, ১০, ১১ বর্ণ লঘু এবং ৫, ৬ ও ৯ বর্ণ গুরু।

বাতোল্বন (ত্রি) বাতেন উল্বনঃ। বাতাধিক। (পুং) সান্নিপাতিক জ্বর বিশেষ, বাতোল্বন জ্বর। ইহার লক্ষণ—

"শ্বাসঃ কাসো ভ্রমো মূর্চ্ছা প্রলাপো মোহ বেপথুঃ।
পার্শ্বস্য বেদনা জৃম্ভা কষায়ত্বং মুখস্য চ॥
বাতোল্বনস্য লিঙ্গানি সন্নিপাতস্য লক্ষয়েৎ।
এষ বিস্ফারকো নাম্না সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ॥"

(ভাবপ্রকাশ জ্বরাধিকার)

বাতোল্বন সন্নিপাতে শ্বাস, কাস, ভ্রম, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, মোহ, কম্প, পার্শ্ববেদনা, জৃম্ভা, এবং মুখের কষায়তা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই বাতোল্বন জ্বর অতি ভয়ানক।

[বিশেষ বিবরণ জ্বরশব্দে দেখ]

বাত্য (ত্রি) ১ বায়ুসম্বন্ধীয়। ২ বায়ুভব। (শুক্লযজুঃ ১৬।৩৯)

বাত্যা (স্ত্রী) বাতানাং সমূহঃ; বাত (পাশাদিভ্যো যঃ। পা ৪।২। ৪৯) ইতি য স্ত্রিয়াং টাপ্। বাতসমূহ।

'আসঙ্গিনী তু বাতলী স্যাৎ বাত্যা বাতমণ্ডলী।' (ত্রিকা°)

বাৎস (পুং) বৎস-অণ্। ঋষিভেদ, গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি।

"ক্রিয়তে গর্গপরাশরকাশ্যপবাৎসাদিরচিতানি।" (বৃহৎস° ২১।২)

(ক্লী) ২ সামভেদ।

বাৎসক (ক্লী) বৎসানাং সমূহঃ বৎস (গোত্রোক্ষোষ্ট্রেতি। পা ৪।২।৩৯) ইতি বুঞ্। ১ বৎসসমূহ। (অমর) বৎসকস্যেদমিতি বৎসক-অণ্। ২ কুটজসম্বন্ধী, ইন্দ্রযবসম্বন্ধী।

"নাগরাতিবিষামুস্তং পিপ্পল্যো বাৎসকং ফলম্।" (সুশ্রুত ৬।৪০)

বাৎসপ্র (পুং) বৎসপ্রী ঋষির গোত্রাপত্য। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ও আচার্য্য ছিলেন। (তৈত্তি° প্রাতি° ১০।২৩) ঋক্ ১০।৪৫ সূক্ত ও শুক্লযজুঃ ১২। ৮ মন্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে।

বাৎসপ্রীয় (ত্রি) বাৎসপ্রী সম্বন্ধীয়। (শতপথব্রা° ৬।৭।৪।১৫)

বাৎসবন্ধ (পুং) বৎস্যবন্ধনকাষ্ঠ।

বাৎসল্য (পুং) বৎসল এব স্বার্থে ষ্যঞ্। রসবিশেষ। বৎসলরস।

"বাৎসল্যশান্তৌ তু রসৌ শৃঙ্গারঃ কৌশিকঃ স্মৃতঃ।" (ত্রিকা°)

[বৎসল শব্দ দেখ]

বৎসলস্য ভাবঃ বৎসল-ষ্যঞ্। (ক্লী) ২ স্নেহ।

"চরন্তং বিশ্বসুহৃদং বাৎসল্যাল্লোকমঙ্গলম্।" (ভারত ৪।৬।৬৪)

বাৎসশাল (ত্রি) বৎসশালাসম্বন্ধীয়।

বাৎসি (পুং) সর্পির গোত্রাপত্য। (ঐতরেয়ব্রা° ৬।২৪)

বাৎসী (স্ত্রী) বাৎস্যশাখাসম্ভূতা স্ত্রী। (পা ৪।১।১৬)

বাৎসীপুত্র (পুং) ১ আচার্য্যভেদ। (শতপথব্রা° ১৪।৯।৪।৩১) ২ নাপিত। (ত্রিকা°)

বাৎসীপুত্রীয় (পুং) বাৎসীপুত্রের শাখাধ্যায়ী ব্যক্তিমাত্র।

বাৎসীমাণ্ডবীপুত্র (পুং) আচার্য্যভেদ।

(শতপথব্রা° ১৪।৯।৪।৩০)

বাৎসীয় (পুং) বৈদিক শাখাভেদ।

বাৎসোদ্ধরণ (ত্রি) বৎসোদ্ধরণসম্বন্ধীয়। (পা ৪।৩।৯৩)

বাৎস্য (পুং) বৎসস্য গোত্রাপত্যং বৎস (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি যঞ্। ১ মুনিবিশেষ, বৎসের গোত্রাপত্য। বাৎস্যগোত্রের ৫টী প্রবর—ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নবৎ। "বাৎস্যসাবর্ণিগোত্রয়োরৌর্ব্বচ্যবনভার্গবজামদগ্ন্যাপ্নবৎপ্রবরাঃ।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে ও অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্যে ইহার উল্লেখ আছে। ২ একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। হেমাদ্রি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বাৎস্যগুল্মক (পুং) জাতিবিশেষ।

বাৎস্যায়ন (পুং) বৎসস্য গোত্রাপত্যং যুবা, বৎস-ষ্যঞ্, ততো যুনি ফক্। মুনিবিশেষ। পর্য্যায়—মল্লনাগ, পক্ষিল স্বামী। (ত্রিকা°) কামসূত্ররচয়িতা।

[ন্যায় শব্দ ও কামশাস্ত্র শব্দ দেখ।]

"বাৎস্যায়নময়মবুধং বাহ্যান্ দূরেণ দত্তকাচার্য্যান্।
গণয়তি মন্মথতন্ত্রে পশুতুল্যং রাজপুত্রশ্চ ॥" (কুট্টনীমতে ৭৭)

২ ন্যায়দর্শনের ভাষ্যপ্রণেতা। ৩ পুরুষসামুদ্রিকলক্ষণরচয়িতা। ৪ একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বে ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বাৎস্যায়নীয় (ত্রি) বাৎস্যায়নকৃত কামসূত্র।

বাদ (পুং) বদ-ঘঞ্। ১ যথার্থবোধেচ্ছু বাক্য।

'বিজিগীষোঃ কথা জল্পো বাদস্তত্ত্ববিবেদিষোঃ।' (জটাধর)

ন্যায়দর্শনোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত দশম পদার্থ। ইহার লক্ষণ—"প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধপঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপরিগ্রহো বাদঃ" (ন্যায়দ° ১।২।৪২)

প্রমাণ ও তর্কদ্বারা পক্ষ ও প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বাদীপ্রতিবাদীর উক্তিখণ্ডন করিয়া পঞ্চাবয়বযুক্ত এবং সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ যে মতস্থাপন তাহাকে বাদ কহে। সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, পরপক্ষ দূষণ ও স্বপক্ষস্থাপন দ্বারা অর্থের অবধারণ বা অর্থনিশ্চয়ের নাম নির্ণয়। স্থলবিশেষে সংশয়পূর্ব্বক এবং স্থলবিশেষে সংশয় ব্যতিরেকেও নির্ণয় হইয়া থাকে। নির্ণয় প্রমাণ ও তর্কের ফল।

তত্ত্বনির্ণয় বা বিজয় অর্থাৎ পরপরাজয় উদ্দেশে ন্যায়ানুগত বচনপরম্পরার নাম কথা। এই কথা তিনপ্রকার বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। জয়পরাজয়ের জন্য নহে, কেবলমাত্র তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশে যে কথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার নাম বাদ। বাদকথাতে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই তত্ত্বনির্ণয়ের দিকেই লক্ষ্য থাকে। এই বাদে প্রমাণ ও তর্কদ্বারা স্বপক্ষস্থাপন এবং পরপক্ষ দূষণ করা হয়। ইহাতে সিদ্ধান্তের কোনরূপ অপলাপ করা হয় না এবং ইহা পঞ্চাবয়বযুক্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ বীতরাগ অর্থাৎ নিজের জয় বা প্রতিপক্ষের পরাজয় বিষয়ে অভিলাষশূন্য ব্যক্তির কথাই বাদ। তত্ত্বনির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া প্রতিপক্ষের পরাজয় এবং নিজের জয়মাত্র উদ্দেশে যে কথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার নাম জল্প। জল্পে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষ প্রতিষেধ করিয়া থাকে। নিজের কোনও পক্ষনির্দ্দেশ না করিয়া কেবল পরপক্ষখণ্ডনের উদ্দেশে বিজীগীষু যে কথার প্রবর্ত্তনা করে, তাহার নাম বিতণ্ডা।

জল্প ও বিতণ্ডাতে প্রতিপক্ষের পরাজয়ার্থ ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিতে পারা যায়। বাদে কিন্তু তাহা পারা যায় না। কেবল তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য হেত্বাভাস এবং আরও দুই, একটী নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করা যাইতে পারে মাত্র। যাহারা তত্ত্বনির্ণয় বা বিজয়ের অভিলাষী সর্ব্বজনসিদ্ধ অনুভবের অপলাপ করে না, শ্রবণাদি পটু, কথার উপযুক্ত ব্যাপারে উক্তিপ্রত্যুক্তি প্রভৃতিতে সমর্থ অথচ কলহকারী নহে, তাহারাই কথার অধিকারী। আর যাহারা তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু, প্রকৃত কথা বলে, প্রতিভাশালী ও যুক্তিসিদ্ধ অর্থ স্বীকার করে, অথচ প্রতারক নহে, এবং প্রতিপক্ষের তিরস্কার করে না, তাহারাই বাদকথায় অধিকারী। বাদকথাতে সভার অপেক্ষা নাই, জল্প ও বিতণ্ডাতে সভার অপেক্ষা আছে। যে জনতার মধ্যে রাজা বা কোনও ক্ষমতাশালী লোক নেতা এবং কোনও ব্যক্তি মধ্যস্থ থাকেন, তথাবিধ জনসমূহের নাম সভা।

কথা বা শাস্ত্রীয় বিচারপ্রণালী এইরূপ। প্রথমে বাদী প্রমাণোপন্যাসপূর্ব্বক স্বপক্ষ স্থাপন করিয়া তাহাতে সম্ভাব্যমান দোষের নিরাস করিবে। প্রতিবাদী নিজের অজ্ঞানাদি নিরাসের জন্য অর্থাৎ তিনি বাদীর কথা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা প্রকাশের জন্য বাদীর মতের অনুবাদ করিয়া দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার খণ্ডন এবং প্রমাণোপন্যাস পূর্ব্বক স্বমতস্থাপন করিবে। তৎপর বাদী প্রতিবাদীর কথাগুলির অনুবাদ করিয়া স্বপক্ষে প্রতিবাদিপ্রদত্ত দোষগুলি উদ্ধারপূর্ব্বক প্রতিবাদীর স্থাপিত পক্ষের খণ্ডন করিবে। এই প্রণালী অনুসারে বাদী ও প্রতিবাদীর বিচার চলিতে থাকিবে। পরিশেষে যিনি স্বমতে দোষের উদ্ধার বা পরমতে দোষপ্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনি পরাজিত হইবেন। বিচারকালে যিনি এই রীতির উল্লঙ্ঘন করেন, অথবা অনবসরে বা অযথাকালে অর্থাৎ যে সময়ে পরপক্ষে দোষপ্রদর্শন করিতে হয়, তদন্য সময়ে দোষ প্রদর্শন করেন, তিনিও নিগৃহীত অর্থাৎ পরাজিত হন।

এই প্রণালী অনুসারে বিচার করিয়া জয়লাভ করিলেই যে বাদ হইবে, তাহা নহে, সিদ্ধান্তিত বিষয় উক্ত প্রণালী অনুসারে প্রমাণাদি দ্বারা সিদ্ধান্ত হইলে তাহাকেই বাদ কহে।

ইহার তাৎপর্য্য আরও একটু বিশদ করিতে হইলে ইহা বলা যাইতে পারে যে পরস্পর বিজিগীষু না হইয়া কেবল প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারকে বাদ বলা যায়। যে স্থলে প্রমাণ ও তর্কদ্বারা স্বপক্ষসাধন ও পরপক্ষদূষণপূর্ব্বক সিদ্ধান্তের অবিরোধী পঞ্চাবয়বযুক্ত বাদী ও প্রতিবাদীর উক্তি ও প্রত্যুক্তি হয়, তাহাই বাদ। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, বাদী ও প্রতিবাদী এই উভয়ের বাক্য কিরূপে প্রমাণতর্কাদিবিশিষ্ট হইতে পারে, ইহার উত্তর এই যে, শাস্ত্রে যাহা প্রমাণ তর্কাদি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, তদনুসারেই বাক্যোপন্যাস করিতে হইবে, ইচ্ছানুরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিলে হইবে না।

যদি লোকে ভ্রমবশতঃ প্রমাণাভাস, তর্কাভাস, সিদ্ধান্ত এবং ন্যায়াভাস প্রয়োগ করে, তাহা হইলেও বিচারের বাদত্বহানি

হইবে না। বাদবিচারে সকলেই অধিকারী নহে। যাহারা প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয়েচ্ছু, যথার্থবাদী, বঞ্চকাদি দোষশূন্য, যথাকালে প্রকৃতোপযোগী বাক্যকথনে সমর্থ, বুঝিতে না পারিলেও সিদ্ধান্ত বিষয়ের অপলাপ করে না এবং যুক্তিসিদ্ধ বিষয় স্বীকার করিয়া থাকে, তাহারাই বাদবিচারে অধিকারী। কিন্তু বিজিগীষা বশতঃ লোকে যদি প্রমাণাদি বলিয়া প্রমাণাভাসাদি প্রয়োগ করে, তাহা হইলে বাদ হইবে না। তত্ত্বনির্ণয়ের নিমিত্ত বাদ-প্রতিবাদই বাদলক্ষণের লক্ষ্য, এবং নিজপক্ষ দৃঢ় করিবার জন্য হেতু ও উদাহরণের অধিক প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বাদবিচার স্থলে অবয়বের আধিক্য আদৃত হইয়াছে। উদাহরণ বা উপনয়রূপ অবয়বপ্রয়োগ না করিলে প্রকৃতার্থ সিদ্ধ হয় না বলিয়া সূত্রে পঞ্চাবয়ব শব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চ অবয়ব শব্দ দ্বারা পঞ্চের ন্যূন পরিহার হইয়াছে, পঞ্চাবয়বের অধিক হইলে তাহাতে দোষ না হইয়া বরং শ্রেষ্ঠই হইবে। আরও তাৎপর্য্য এই যে পঞ্চাবয়বযুক্ত এই শব্দদ্বারা হেত্বাভাসের নিরাশ এবং সিদ্ধান্তাবিরোধী শব্দদ্বারা অপসিদ্ধান্তেরও নিরাশ করা হইয়াছে।

বাদক (ত্রি) বাদয়তীতি বদ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ বাদ্যকর। ২ বক্তা।
"ক্বচিৎ নৃত্যৎসু চান্যেষু গায়কো বাদকঃ স্বয়ম্।
শশংসতু মহারাজ সাধুসাধ্বিতি বাদিনৌ॥" (ভাগ° ১০।১৮।১৩)

বাদন (ক্লী) বদ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ বাদ্য, বীণাদি বাদ্যযন্ত্র।
"বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ।
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিগচ্ছতি॥" (সঙ্গীতদ° ৩৩)

বাদনক (ক্লী) বাদন-স্বার্থে কন্। বাদ্য।

বাদনদণ্ড (পুং) ১ বেহালাদির তন্ত্রিযন্ত্র, বাজাইবার ছড়ি।

বাদপট্টি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির সালেম জেলার উত্তঙ্করই তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ কয়খানি শিলাফলক বিদ্যমান আছে।

বাদযুদ্ধ (ক্লী) বাদে শাস্ত্রীয়বিবাদে যুদ্ধং। বাদবিষয়ে যুদ্ধ, শাস্ত্রীয় ঝগড়া, শাস্ত্রীয় কলহ।
"রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব রাজ্ঞশ্চৈব পুরোহিতাঃ।
বাদযুদ্ধপ্রধানাশ্চ মধ্যমা রাজসী গতিঃ॥" (মনু ১২।৪৬)
'বাদযুদ্ধপ্রধানাঃ শাস্ত্রার্থকলহপ্রিয়াঃ' (কুল্লূক)

বাদর (ত্রি) বদরাৎ বদরাকারকার্পাসফলোদ্ভবম্, বদর-অণ্। ১ কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রাদি। (অমর) (পুং) বদর-স্বার্থে অণ্। ২ কার্পাসবৃক্ষ। (হেম) ৩ বদরী বৃক্ষ, কুল গাছ।

বাদরঙ্গ (পুং) অশ্বত্থবৃক্ষ। (ত্রিকা°)

বাদরত (ত্রি) তর্ক বা মীমাংসায় নিযুক্ত।

বাদরা (স্ত্রী) বদরবৎ ফলমস্ত্যস্যাঃ বদর অচ্, ততষ্টাপ্। কার্পাস বৃক্ষ, পর্য্যায়—কার্পাসী, সূত্রপুষ্পা, বদরী, সমুদ্রান্তা।

বাদরায়ণ (পুং) বদরায়ণে বদরিকাশ্রমে নিবসতীতি বদরায়ণ-অণ্। ব্যাসদেব। (শব্দরত্না°) [ব্যাসদেব দেখ।]

বাদরায়ণি (পুং) বাদরায়ণস্যাপত্যমিতি অপত্যার্থে ইঞ্। ১ ব্যাসপুত্র শুকদেব। বাদরায়ণ এব স্বার্থে ইঞ্। ২ ব্যাসদেব।

বাদরিক (ত্রি) বদরং চিনোতি ইত্যর্থে ঠঞ্। বদরচয়নকর্ত্তা।

বাদল (ক্লী) মধুযষ্টিকা, যষ্টিমধু। (শব্দচ°)

বাদলা (দেশজ) যে দিন নিরন্তর বৃষ্টিপাত হয়।

বাদবতী (স্ত্রী) নদীভেদ।

বাদবাদ (পুং) তর্ক। (ভাগ° ৫।১২।১ ও ৭।১৩।৭)

বাদবাদিন্ (পুং) বাদং বদতি বদ-ণিনি। জিনভেদ, পর্য্যায়—আর্হত। (হেম)

বাদসাপর (পুং) স্বর্গদেশের একটী নগর। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড)

বাদসাধন (ক্লী) ১ অপকার করণ। ২ তর্ককরণ।

বাদা, চম্পারণের অন্তর্গত একটি গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৬২।৮৫) ২ কলিকাতার দক্ষিণস্থ লবণময় জলা। [পবর্গ দেখ।]

বাদানুবাদ (ক্লী) তর্ক বিতর্ক।

বাদান্য (ত্রি) বদান্যএব স্বার্থে অণ্। ১ বহুপ্রদ। (দ্বিরূপকোষ)

বাদাম (ক্লী) স্বনামখ্যাত ফল, চলিত বাদাম। (রাজবল্লভ) [বর্গীয় বাদাম দেখ।]

বাদামাছ (পুং) মৎস্যভেদ।

বাদায়ন (পুং) বাদস্য গোত্রাপত্যং (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) ইতি ফঞ্। বাদের গোত্রাপত্য।

বাদাল (পুং) মৎস্যভেদ, চলিত বোয়ালি মাছ, পর্য্যায়—সহস্রদংষ্ট্রী। (হেম)

বাদি (ত্রি) বাদয়তি ব্যক্তমুচ্চারয়তি বদ-ণিচ্ (বসিবপিযজীতি। উণ্ ৪।১২৪) ইতি ইঞ্। বিদ্বান্। (উজ্জ্বল)

বাদিক (ত্রি) তার্কিক।

বাদিত (ত্রি) শব্দিত, নিনাদিত।

বাদিতব্য (ক্লী) বদ-ণিচ্ তব্য। বাদিত্র, বাদ্য। "গীতেন বাদিতব্যেন নিত্যং মামুপথাস্যতি।" (ভারত ১৩।৬৯৭ শ্লোক)

বাদিত্র (ক্লী) বাদ্যতে বদ-ণিচ্ (ভূবাদিগৃভ্যো ণিত্রম্। উণ্ ৪।১৭০) ইতি ণিত্র। ১ বাদ্য, বাজনা।
"অবাদয়ংস্তদা ব্যোম্নি বাদিত্রাণি ঘনাঘনাঃ।"(ভাগ° ৩।২৪।৭)
বাদিনোঽর্থিনস্ত্রায়তে ইতি ত্রৈ-ক। (ত্রি) ২ আর্থিরক্ষক।
"কৃত্বা ত্বাং পণবন্ধিতং নহি ময়া দ্যূতেন ন প্রীয়তে
নৈবাহং পণবঃ কৃশোদরি চিতঃ শক্যো বিধাতুং ত্বয়া।
কিং বাদিত্রবিবক্ষয়াত্র দয়িতে কো বাদিনস্ত্রায়তে
সূক্ত্যা নির্জ্জিতশৈলরাজসুত ইত্যব্যাজ্জগন্ধূর্জটিঃ॥"
(বক্রোক্তি-পঞ্চাশিকা ২৯)

বাদিত্রবৎ (ত্রি) বাদিত্র অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। বাদিত্রযুক্ত। বাদ্যবিশিষ্ট।

বাদিন্ (ত্রি) বদতীতি বদ-ণিনি। বক্তা।

"ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনম্॥"
(মনু ৭। ৯১)

২ অর্থী, বিবাদকর্ত্তা। (পারসী)—ফরিয়াদী, যিনি প্রথমে রাজদ্বারে নালিশ করেন তাহাকে বাদী এবং যাহার বিরুদ্ধে নালিশ হয় তাহাকে প্রতিবাদী কহে।

"অথ চেৎ প্রতিভূর্নাস্তি বাদ্যযোগস্তু বাদিনঃ।
স রক্ষিতো দিনস্যান্তে দদ্যাৎ ভৃত্যায় বেতনম্॥
বাদিনো ভাষাবাদিনো উত্তরবাদিনশ্চ" (ব্যবহারতত্ত্ব)

বাদিভীকরাচার্য্য, আচার্য্যসপ্ততি ও সপ্ততিরত্নমালিকা-রচয়িতা।

বাদির (ক্লী) বদরী সদৃশ সূক্ষ্মফলবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

বাদিরাজ্ (পুং) বাদিষু বক্তৃষু রাজতে ইতি রাজ-ক্বিপ্। মঞ্জুঘোষ। (ত্রিকা°)

বাদিরাজ, ১ জৈনমতখণ্ডন ও ভগবদ্গীতা-লক্ষাভরণপ্রণেতা। ২ ভেদোজ্জীবন, যুক্তিমল্লিকা ও বিবরণব্রণ নামক গ্রন্থত্রয়রচয়িতা। ৩ সারাবলী নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

বাদিরাজতীর্থ, তীর্থ-প্রবন্ধ কাব্য ও রুক্মিণীশবিজয়কাব্য-রচয়িতা। ইনি ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে গতায়ু হন।

বাদিরাজপতি, শ্লোকত্রয়স্তোত্ররচয়িতা।

বাদিরাজশিষ্য, রামায়ণসংগ্রহটীকাপ্রণেতা।

বাদিরাজস্বামী, ১ ভূগোলরচয়িতা। ২ আনন্দতীর্থকৃত মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয়প্রণেতা।

বাদিবাগীশ্বর (পুং) একজন প্রাচীন কবি। শেষানন্দ ইঁহার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বাদিশ (ত্রি) সাধুবাদী। (শব্দমালা)

বাদিশ্রীবল্লভ, অভিধানচিন্তামণিটীকারচয়িতা।

বাদীন্দ্র, ১ একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক। চিন্নভট্ট ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ২ কবিকর্পটিকাকাব্যপ্রণেতা।

বাদীন্দ্র (পুং) বাদিনাং ইন্দ্রঃ। বাদিরাজ, মঞ্জুঘোষ।

বাদীভসিংহ, একজন জৈন পণ্ডিত, ইনি গদ্যচিন্তামণি নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বাদীশ্বর (পুং) বাদিনামীশ্বরঃ। বাদিরাজ।

বাদুলি (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)

বাদ্য (ক্লী) বাদয়ন্তি ধ্বনয়ন্তীতি বদ-ণিচ্-যৎ। ১ যন্ত্রবাদন। ২ বাদিত্র, চলিত বাজনা, পর্য্যায়—আতোদ্য। এই বাদ্য চারি প্রকার—তত, আনদ্ধ, শুষির ও ঘন।

"ততং বীণাদিকং বাদ্যমানদ্ধং মুরজাদিকম্।
বংশ্যাদিকন্তু শুষিরং কাংস্যতালাদিকং ঘনম্॥" (অমর)
"তালেন রাজতে গীতং তালো বাদিত্রসম্ভবঃ।
গরীয়স্তেন বাদিত্রং তচ্চতুর্বিধমিষ্যতে॥
ততং শুষিরমানদ্ধং ঘনমিত্থং চতুর্বিধম্।
ততং তন্ত্রীগতং বাদ্যং বংশাদ্যং শুষিরং তথা॥
চর্ম্মাবনদ্ধমানদ্ধং ঘনং তালাদিকং মতম্॥" (সঙ্গীতদামোদর)

তাল ব্যতীত গান শোভা পায় না, গানের পূর্ণতার জন্য তালের প্রয়োজন, এই তাল বাদিত্র হইতে উৎপন্ন হয়; এইজন্য বাদ্য অতি শ্রেষ্ঠ। এই বাদ্য আবার তত, শুষির, আনদ্ধ ও ঘন ভেদে চারিপ্রকার। বাদ্যের মধ্যে তন্ত্রীগত বাদ্য তত, বংশী প্রভৃতি শুষির, চর্ম্মাবনদ্ধ আনদ্ধ এবং তালাদিকে ঘন কহে।

তত বাদ্য যথা—অলাবনী, ব্রহ্মবীণা, কিন্নরী, লঘুকিন্নরী, বিপঞ্চী, বল্লকী, জ্যেষ্ঠা, চিত্রা, ঘোষবতী, জয়া, হস্তিকা, কুব্জিকা, কূর্ম্মী, শারঙ্গী, পরিবাদিনী, ত্রিশবী, শতচন্দ্রী, নকুলোষ্ঠী, ঢংসবী, ঔড়ম্বরী, পিনাকী, নিবন্ধ, শুষ্কল, গদা, বারণহস্ত, রুদ্র, শরমণ্ডল, কপিলাস, মধুস্যন্দী ও ঘোণা প্রভৃতি তন্ত্রীগত বাদ্যযন্ত্রকে তত বাদ্য কহে।

শুষিরবাদ্য যথা—বংশী, পারী, মধুরী, তিত্তিরী, শঙ্খ, কাহল, তোড়হী, মুরলী, বুক্কা, শৃঙ্গিকা, স্বরনাভি, শৃঙ্গ, কাপালিক, বংশ ও চর্ম্মবংশ প্রভৃতি শুষির বাদ্য।

আনদ্ধ বাদ্য যথা—মুরজ, পটহ, ঢক্কা, বিশ্বক, দর্পবাদ্য, পণব, ঘন, সরুজা, লাবজাহ্ব, ত্রিবল্য, করট, কমট, ভেরী, কুড়ক্কা, হুড়ুক্কা, ঝনস, মুরলি, ঝল্লী, ঢুক্কলী, দৌণ্ডিশালী, ডমরু, টমুকি, মড্ডু, কুণ্ডলী, স্তম্ভনামা, রণ, অভিঘটবাদ্য, দুন্দুভি, রঞ্জ, ডুডুকী, দর্দুর ও উপাঙ্গ প্রভৃতি আনদ্ধ-বাদ্য।

কাংস্যতাল অর্থাৎ করতাল প্রভৃতিকে ঘন কহে।*

---

* তত বাদ্যং যথা—
"অলাবনী ব্রহ্মবীণা কিন্নরী লঘুকিন্নরী।
বিপঞ্চী বল্লকী জ্যেষ্ঠা চিত্রা ঘোষবতী জয়া।
হস্তিকা কুব্জিকা কূর্ম্মী শারঙ্গী পরিবাদিনী।
ত্রিশবী শতচন্দ্রী চ নকুলোষ্ঠী চ ঢংসবী।
ঔড়ম্বরী পিনাকী চ নিবন্ধঃ শুষ্কলস্তথা।
গদাবারণহস্তশ্চ রুদ্রোঽথ শরমণ্ডলঃ।
কপিলাসো মধুস্যন্দী ঘোণেত্যাদি ততং ভবেৎ॥"
শুষিরবাদ্যং যথা—
"বংশোঽথ পারীমধুরীতিত্তিরীশঙ্খকাহলাঃ।
তোড়হী মুরলী বুক্কা শৃঙ্গিকা স্বরনাভয়ঃ।

পুরাণবর্ণিত ঘটনা অবলম্বন করিয়া সঙ্গীতদামোদরকার লিখিয়াছেন যে, রুক্মিণী ও সত্যভামা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট-প্রধানা মহিষীর বিবাহকালে এই চারি প্রকার বাদ্য একত্র বাদিত হইয়াছিল। এই চারি প্রকার বাদ্যের মধ্যে দেবতাদিগের তত, গন্ধর্ব্বদিগের শুষির, রাক্ষসদিগের আনদ্ধ, ও কিন্নরদিগের ঘনবাদ্য ছিল; কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া এই চারিপ্রকার বাদ্যই পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছিলেন, তদবধি এই বাদ্য সকল পৃথিবী মধ্যে প্রচলিত আছে।

"রুক্মিণ্যাঃ সত্যভামায়াঃ কালিন্দী মিত্রবিন্দয়োঃ।
জাম্ববত্যা নাগ্নজিত্যা লক্ষ্মণাভদ্রয়োরপি॥
কৃষ্ণস্যাষ্টমহিষীণাং পুরোদ্বাহমহোৎসবে।
ততং শুষিরমানদ্ধং ঘনঞ্চ যুগপজ্জনাঃ॥
অবাদয়ন্নসংখ্যাতমিতি পৌরাণিকী শ্রুতিঃ।
ততঃ বাদ্যন্ত দেবানাং গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ শৌষিরং॥
আনদ্ধং রাক্ষসানান্তু কিন্নরানাং ঘনং বিদুঃ।
নিজাবতারে গোবিন্দঃ সর্ব্বসেবানয়ৎ ক্ষিতৌ॥"

(সঙ্গীত দামোদর)

ততু প্রভৃতি চারিপ্রকার বাদ্য ব্যতীত যুদ্ধকালে সৈন্যদিগের যে অহঙ্কার রব, তাহার নাম সিংহনাদ। এই সিংহনাদ ধরিয়া বাদ্য পাঁচ প্রকার।

"লিলিম্প হৃৎকম্পনতোমরেণ
রণে সুরারের্ম্মথনাৎ সুরেণ।
অভূতাদ্যৈরপি সিংহনাদৈঃ
সা পঞ্চশব্দীতি কণাদবাদঃ॥

যুদ্ধে সৈন্যানাং যো হুহুঙ্কাররবঃ স সিংহনাদ ততাদিভিরেভি-শ্চতুর্ভির্বাদ্যৈশ্চমুনাঃ সিংহনাদৈশ্চ পঞ্চশব্দী বাদ্যমভূৎ। সিংহ-নাদেন সহ বাদ্যং পঞ্চবিধং ভবতি।" (সঙ্গীত দামোদর)

বিষ্ণু গৃহে এই সকল বাদ্য বাজাইলে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া অভিমত ফল প্রদান করেন, এইজন্য বিষ্ণু গৃহে প্রাতঃ ও সন্ধ্যাদি সময়ে এই সকল বাদ্য বাজান উচিত। শাস্ত্রে যে বিষ্ণু শব্দ অভিহিত হইয়াছে, উহা উপলক্ষণ মাত্র। বিষ্ণু শব্দ দেবতাপর, অর্থাৎ সকল দেবতা বুঝিতে হইবে, সকল দেবতা গৃহে উক্তরূপ বাদ্যাদি বাজান বিধেয়।

"অন্যোপহারে বিবিধে ঘৃতক্ষীরাভিষেচনৈঃ।
গীতবাদিত্রনৃত্যাদ্যৈস্তোষয়চ্চাচ্যুতং নৃপ॥
পুণ্যরাত্রিষু গোবিন্দং গীতনৃত্যরবোজ্জ্বলৈঃ।
ভূপজাগরণৈর্ভক্ত্যা তোষয়াচ্যুতমব্যয়ম্॥
যেষাং ন বিত্তং তৈর্ভক্ত্যা মার্জ্জনাদ্যুপলেপনৈঃ।
তোষিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্দদাত্যভিমতং ফলম্॥"

(অগ্নিপু° ক্রিয়াযোগ নামাধ্যায়)

দেবপ্রতিষ্ঠা কালেও বাদ্যাদি মঙ্গলানুষ্ঠান করিয়া দেবতা স্থাপন করিতে হয়। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান মাত্রেই বাদ্য বিধেয়।

"ততঃ প্রাসাদে স্থাপ্যোঽয়ং গীতবাদিত্রমঙ্গলৈঃ।
সর্ব্বগন্ধাংস্ততো গৃহ্য ইমং মন্ত্রমুদাহরেৎ॥"

(বরাহপু° শৈলার্চ্চাস্থাপন)

দেবতাবিশেষে বাদ্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। শিবমন্দিরে ঝল্লক (কাংস্যনির্ম্মিত করতাল), সূর্য্যগৃহে শঙ্খ, দুর্গামন্দিরে বংশী ও মাধুরী বাদ্য করিবে না এবং বিরিঞ্চিগৃহে ঢাক ও লক্ষ্মীগৃহে ঘণ্টা বাদ্য করিতে নাই। যদি কেহ বাদ্যাদি করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি ঘণ্টা বাদ্য করিতে পারেন, কারণ ঘণ্টা সকল বাদ্যের স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"শিবাগারে ঝল্লকঞ্চ সূর্য্যাগারে চ শঙ্খকম্।
দুর্গাগারে বংশীবাদ্যং মাধুরীঞ্চ ন বাদয়েৎ॥"
ঝল্লকং কাংস্যনির্ম্মিতকরতালং।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষং দেবস্যাগ্রে চ কারয়েৎ।
বিরিঞ্চেশ্চ গৃহে ঢক্কাং ঘণ্টাং লক্ষ্মীগৃহে ত্যজেৎ॥
ঘণ্টাভবেদশক্তস্য সর্ব্ব বাদ্যময়ী যতঃ॥" (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

বাদ্য সঙ্গীতের একটী প্রধান অঙ্গ, যেহেতু গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের একত্র সমাবেশকেই সঙ্গীত বলে। কেহ কেহ গীত ও বাদ্য এই উভয়ের সংযোগকেও সঙ্গীত বলিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মতে, গীত ও বাদ্যই প্রধান, নৃত্য এই দুইএর অনুগত। কেহ বা গীত, বাদ্য ও নৃত্য প্রত্যেককেই সঙ্গীত বলিয়া থাকেন। কারণ, বাদ্যাভাবে গীত ও নৃত্য শোভা পায় না।

এই বাদ্য আবার তালের অধীন, তাল ব্যতিরেকে বাদ্যাদি লোকের সুখদায়ক না হইয়া কেবল ক্লেশপ্রদ হয়। সেই তালও আবার ত্রিধাত্মক অর্থাৎ ইহাতে কাল (ক্ষণাদি), ক্রিয়া (তালের ঘটনা), মান (ক্রিয়াদ্বয়ের মধ্যে বিশ্রাম),

শৃঙ্গং কাপালিকং বংশশ্চর্ম্মবংশস্তথাপরঃ।
এতে শুষিরভেদাস্তু কথিতাঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ॥"

আনদ্ধঃ যথা—

"আনদ্ধেমঙ্গলঃ শ্রেয়ান্ ইত্যুক্তং ভরতাদিভিঃ।
অপিচ মুরজপটহঢক্কা বিশ্বকো দর্পবাদ্যং
পণবঘনসরুপ্তা লাবজাঙ্গত্রিবল্যঃ।
করটকমটভেরী স্যাৎ কুড়ুক্কা হুড়ুক্কা
ঝনসমুরলি ঝল্লী ঢুক্কলী দৌণ্ডিশালা।
ডমরুটমুকি মড্ডু কুণ্ডলীস্তুঙ্গনামা
রণমভিঘটবাদ্যং দুন্দুভী চ রঞ্জশ্চ।
কচিদপি ঢুঢুক্কী স্যাৎ দর্দুরং চাব্যুপাঙ্গং
প্রকটিতমনবদ্ধং বাদ্যমিথং জগত্যাম্॥" (সঙ্গীত দামোদর)

নামক তিনটী বিভাগের সমাশ্রয় আছে। তাল শব্দে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে উহার সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রতিষ্ঠার্থ-বাচক 'তল' ধাতুর উত্তর ঘণ্ প্রত্যয় দ্বারা তাল শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনই যাহাতে প্রতিষ্ঠিত তাহাকেই তাল বলে। কাল, মার্গ (গতি পথ), ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি ও প্রস্তার এই দশটি তালের প্রাণ-স্বরূপ। এই দশ প্রাণাত্মক তালজ্ঞ ব্যক্তিকেই সঙ্গীত-প্রবীণ বলা যাইতে পারে; তদ্ভিন্ন অর্থাৎ তালজ্ঞান রহিত (যাহাকে লোকে বেতালা বলে) ব্যক্তিগণকে সঙ্গীত বিষয়ে মৃত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেমন সাধারণ নৌকা কর্ণের (হালের) সাহায্য ব্যতিরেকে বিপথ ভিন্ন কখনই সুপথগামী হইতে সমর্থ হয় না, তালহীন সঙ্গীতও তদ্রূপ।

তালের দশ প্রাণান্তর্গত 'কাল' মাত্রা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই মাত্রা পাঁচ প্রকার, যথা—অণুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু ও প্লুত। ইহাদিগের সাঙ্কেতিক নাম—দ্রুদ, দ, ল, গ ও প। ইহাদের লিপিবদ্ধ করিতে হইলে ◡,•,।,ऽ', এই আকারে লিখিতে হয়। একশত পদ্মপত্র উপর্যুপরিভাবে রাখিয়া সূচিদ্বারা বিদ্ধ করিতে যে সময় লাগে তাহাকে 'ক্ষণ' কহে। এক ক্ষণে অণুদ্রুত বা দুদ; দুই ক্ষণে দ্রুত বা দ; দুই দ্রুতে (চারিক্ষণে) লঘু বা ল; লঘুদ্বয়ে (আট ক্ষণে) গুরু বা গ এবং তিন লঘুতে (বার ক্ষণে) প্লুত বা প হইবে। কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত পাঁচটি লঘু বর্ণের উচ্চারণ কালকে একটি লঘু মাত্রা ধরিয়া থাকেন এবং তদনুসারেই অণুদ্রুতাদি মাত্রা কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

এই সকল মাত্রার বিভিন্ন প্রকার বিন্যাস দ্বারা বহু সংখ্যক তালের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কতিপয় তালের নাম ও মাত্রার বিন্যাস নিম্নে প্রদর্শিত হইল। তাল প্রথমতঃ 'মার্গ' ও 'দেশী' ভেদে দ্বিবিধ। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ভরতাদি সঙ্গীত-বিদ্গণ দেবদেব মহাদেবের সম্মুখে যে সঙ্গীত প্রকাশ করেন, তাহাকে 'মার্গ'; এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের রীত্যনুসারে তত্তদ্দেশ-বাসিজনগণের চিত্ত যাহাতে আকৃষ্ট ও অনুরঞ্জিত হয়, তাহাকে সঙ্গীত বলে। এইরূপে সঙ্গীত দ্বিবিধ হওয়াতে সুতরাং তালও দুই প্রকার হইয়াছে।

সঙ্গীতবিশেষে সুনিপুণ ব্যক্তিমাত্রই গায়ক ও নর্ত্তকের ভ্রম নিরাকরণ নিমিত্ত কাংস্যনির্ম্মিত ঘন বাদ্য অর্থাৎ 'করতাল' বা 'মন্দিরা'দির আঘাত দ্বারা তাল দেখাইয়া দিবে। তালে সম, অতীত ও অনাগত এই তিন প্রকার গ্রহ আছে। এক সময়ে গীত ও তালের আরম্ভ হইলে তাহাকে সমগ্রহ, গীতারম্ভের পূর্ব্বে তালের আরম্ভ হইলে তাহাকে অতীতগ্রহ ও গীতারম্ভের পরে তালের আরম্ভ হইলে তাহাতে অনাগত গ্রহ বলে। ক্রিয়াকালে সামান্য সামান্য বিশ্রামকে লয় কহে। লয় দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত ভেদে তিন প্রকার। অতি শীঘ্র গতিকে দ্রুত, তাহার দ্বিগুণ শ্লথ গতিকে মধ্য ও মধ্যাপেক্ষা দ্বিগুণ শ্লথ গতিকে বিলম্বিত লয় বলে। এই ত্রিবিধ লয়েরই আবার সমা, স্রোতোবহা ও গোপুচ্ছা এই তিন প্রকার গতি আছে। আদি, মধ্য ও অন্তে একভাবে থাকাকে সমা, জলের স্রোতের ন্যায় কখন দ্রুত কখন বা মন্দগতিতে যাওয়াকে স্রোতোবহা, এবং দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত এই তিন ভাবেই যাওয়াকে গোপুচ্ছা গতি বলে। সংস্কৃত শ্লোকাদিতে জিহ্বার বিশ্রাম-স্থানকে যেমন যতি বলে, তালের সেইরূপ লয় প্রবৃত্তিনিয়মও যতি নামে অভিহিত হইয়াছে।

বাদ্যে তাল, যতি ও লয়ের যেমন প্রয়োজন, মাত্রা নিরূপণও তদ্রূপ আবশ্যক। মাত্রার সমতা রক্ষিত না হইলে সঙ্গীতের পদভঙ্গ হইবে, সে সঙ্গীতের কোন মর্য্যাদা নাই। এই কারণে শিক্ষার্থীকে বিশেষরূপে মাত্রার উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়। মনুষ্যের নাড়ীর গতির পরিমাণে অর্থাৎ এক আঘাতের পর বিরামান্তে পুনরায় আঘাত পর্য্যন্ত সময় ১ মাত্রা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এইরূপ এক একটী আঘাতকে এক মাত্রা কাল স্থির করিয়া তাহারই দীর্ঘ ও প্লুত করিয়া এক, দ্বি, ত্রি প্রভৃতি মাত্রাকাল নির্দ্দিষ্ট হয়। ঘটিকাযন্ত্রের সমবিরামান্তর আঘাত লইয়াও মাত্রা নিরূপিত হইতে পারে। আমাদের দেশের কোন কোন গায়ক ও বাদকগণ স্ব স্ব ইচ্ছাধীন অর্থাৎ নিজের গলার ও হস্তের ওজনানুসারে কালস্থির করিয়া থাকেন।

গায়ক ও বাদক একমাত্রা কাল মনে করিয়া যে সময় স্থির করিবেন, দ্বিমাত্রা কাল স্থির করিতে গেলে, সেই নির্দ্দিষ্ট এক-মাত্রা অপেক্ষা দীর্ঘ মাত্রা স্থির করিতে হইবে। তিনি ত্রি বা চতুর্মাত্রাতে উহার অনুক্রম অর্থাৎ ত্রি বা চতুর্গুণ ধরিয়া লইবেন। ঐরূপ ৮টী মাত্রা একত্র করিলে একটী মার্গ হয়। কোন্ তালে কত মাত্রা অর্থাৎ কয়মাত্রায় এক এক তাল হয়, তাহা তালবিশেষের পর্য্যায় হইতে জানা যায়। তালের তুল্য-রূপ বিভাগের নাম লয় এবং লঘু গুরু নির্দ্দেশের নাম প্রশ্ন, সঙ্গীতের ছন্দের ন্যায় তালেরও পদ আছে। এই পদ বা গিরা চারি প্রকার—বিষম, সম, অতীত ও অনাঘাত। ইহার মধ্যে আবার বিরাম, মুহূর্ত্ত, অণু, দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত অথবা অণু, দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত, বিরাম ও লঘুবিরাম এই সাতটী অঙ্গ।

মার্গ ও দেশী এই দ্বিবিধ তালের মধ্যে অগ্রে মার্গ, পশ্চাৎ দেশীতালের নাম ও মাত্রাবিন্যাস প্রদর্শিত হইতেছে।

মার্গ তাল।

চচ্চৎপুট, চাচপুট, ষট্‌পিতাপুত্র, সম্পর্কেষ্টাক ও উদ্‌ঘট্ট এই পাচটি মার্গতাল প্রথমে যথাক্রমে দেবদেব মহাদেবের সদ্যোজাত, বামদেব, ঈশান, অঘোর ও তৎপুরুষ এই পাঁচমুখ হইতে উৎপন্ন হয় এবং এই তাল পাচটি দেবলোকেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মার্গতাল।

সংখ্যা	তালের নাম	মাত্রা-সংখ্যা	মাত্রা-বিন্তাস
১	চচ্চৎপুট	৮	৬৬।৬ʻ
২	চাচপুট	৬	৬॥৬
৩	ষট্‌পিতাপুত্র	১২ বা ১৪	৬ʻ৬৬৬৬ʻ বা ৬ʻ।৬৬॥৬ʻ
৪	সম্পর্কেষ্টাক	৯	৬ʻ৬৬৬
৫	উদ্‌ঘট্ট	৬	৬৬৬

দেশীতাল।

সংখ্যা	তালের নাম	মাত্রা-সংখ্যা	মাত্রা-বিন্তাস
৬	আদি বা রাস	১	১।
৭	দ্বিতীয়	৩	০০॥
৮	তৃতীয়	১½	০।' বা ৫০০'
৯	চতুর্থ	২½	॥০
১০	পঞ্চম	১	০০
১১	নিঃশঙ্কলীল	১১	৬ʻ৬ʻ৬৬।
১২	দর্পণ্য	৩	০০৬
১৩	সিংহবিক্রম	১৬	৬৬৬।৬ʻ।৬৬ʻ
১৪	রতিলীল	৬	॥৬৬ বা ॥০০০০০০০০
১৫	সিংহলীল	২½	।০০০
১৬	কন্দর্প	৭ বা ৫	০০৬ʻ৬। বা ০০।৬
১৭	বীরবিক্রম	৪	।০০৬
১৮	রঙ্গ	৪	০০০০৬
১৯	শ্রীরঙ্গ	৮	॥৬।৬ʻ
২০	চচ্চরী	১৫	০০'।০০'।০০'।০০'। ০০'।০০'।০০'।০০'
২১	প্রত্যঙ্গ	৮	৬৬৬॥
২২	যতিলগ্ন	২	০০।
২৩	গজলীল	৪	॥॥'
২৪	হংসলীল	২	॥'
২৫	বর্ণভিন্ন	৪	০০।৬
২৬	ত্রিভিন্ন	৬ বা ৩½	।৬৬ʻ বা ।৬০
২৭	রাজচূড়ামণি	৮ বা ৫½	০০॥০০।৬ বা ০০।০।৬
২৮	রঙ্গোদ্যোত বা বঙ্গোস্তত	১০	৬৬৬।৬ʻ
২৯	রঙ্গপ্রদীপক	১০	৬৬।৬৬ʻ
৩০	রাজতাল	১২	৬৬ʻ০০৬।৬০
৩১	ত্র্যস্র	৫	॥০০॥
৩২	মিশ্র	১৭	০০০০'০০০০'০০০০' ৬ʻ৬০০।৬৬
৩৩	চতুরস্র	৬	৬।০০৬
৩৪	সিংহ-বিক্রীড়িত	২৪	।৬ʻ।৬৬ʻ।৬ʻ৬৬ʻ।৬ʻ
৩৫	জয়	৯ বা ৪ বা ১০½	।৬॥০০৬ বা ।৬। বা ।৬॥০০০৬ʻ
৩৬	বনমালী	৭	০০০০॥০০৬
৩৭	হংসনাদ	৮	।৬ʻ০০৬ʻ
৩৮	সিংহনাদ	৮ বা ৯	।৬৬।৬ বা ।৬৬।৬ʻ
৩৯	কুড়্‌কক	৩	০০॥
৪০	তুরঙ্গলীল	২ বা ৬	০০'০০ বা ০০'।৬ʻ
৪১	শরভলীল	৬ বা ২½	॥০০০০॥ বা ।০॥
৪২	সিংহনন্দন	৩২	৬৬।৬ʻ।৬০০৬৬।৬ʻ ।৬ʻ৬॥॥'
৪৩	ত্রিভঙ্গী	৬	॥৬৬ বা ৬।৬ʻ
৪৪	রঙ্গাভরণ বা বঙ্গাভরণ	৯	৬৬॥৬ʻ
৪৫	মঞ্চক	৮ বা ৫ বা ১৫½	॥৬॥॥' বা ৬॥০'০' বা ॥৬'॥৬৬ʻ৬৬ʻ০
৪৬	মুদ্রিতমঞ্চ	৮	৬॥॥'
৪৭	মঞ্চ	৮	॥॥৬॥
৪৮	কোকিলপ্রিয়	৬	৬।৬ʻ
৪৯	নিঃসারুক	২ বা ১	॥' বা ০০'
৫০	রাজবিদ্যাধর	৪	।৬০০
৫১	জয়মঙ্গল	৮	॥৬॥৬ বা ৬৬৬॥
৫২	মল্লিকামোদ	৪	॥০০০০
৫৩	বিজয়ানন্দ	৮	॥৬৬৬
৫৪	ক্রীড়া বা চণ্ডনিঃসারুক	১	০০'
৫৫	জয়শ্রী	৮ বা ৭	৬।৬।৬ বা ।৬॥৬
৫৬	মকরন্দ	৪	০০।।।
৫৭	কীর্ত্তি	১০ বা ৯	।৬ʻ৬।৬ʻ বা ।৬ʻ৬৬ʻ
৫৮	শ্রীকীর্ত্তি	৬	৬৬॥'
৫৯	প্রতি	২ বা ৩	।০০ বা ॥০০
৬০	বিজয়	৯ বা ৮	৬ʻ৬৬ʻ। বা ৬ʻ৬৬ʻ
৬১	বিন্দুমালী	৬	৬০০০০৬
৬২	সম	২ বা ৩½	।০০' বা ॥'০০০
৬৩	নন্দন	৬	॥০০৬ʻ

সংখ্যা	তালের নাম	মাত্রা-সংখ্যা	মাত্রা-বিন্যাস
৬৪	মঞ্জিকা	৫½ বা ৯	৬০৬' বা ।'৬'৬'॥
৬৫	দীপক	৭	০।৬০।৬ বা ০০॥৬৬
৬৬	উদ্বীক্ষণ	৪	॥৬
৬৭	ঢেঙ্কিকা	৩	৬।৬ বা ।৬৬
৬৮	বিষম	৪ বা ২	০০০০'০০০০'বা ০০০০'
৬৯	বর্ণমল্লিকা	৫	॥০০।০০
৭০	অভিনন্দন	৫	॥০০৬
৭১	অনঙ্গ	৮ বা ৫½	।৬'॥৬ বা ।০॥৬
৭২	নান্দী	৮ বা ৪½	।০০॥৬৬ বা ।০।৬
৭৩	মল্ল	৫	॥॥০০'
৭৪	পূর্ণকঙ্কাল	৫	০০০০৬।
৭৫	খণ্ডকঙ্কাল	৫ বা ৩	০০৬৬ বা ০০৬
৭৬	সমকঙ্কাল	৫	৬৬।
৭৭	অসমকঙ্কাল	৫	।৬৬
৭৮	কন্দুক	৬	॥॥৬
৭৯	একতালী	½	০
৮০	কুমুদ	৫	।০০।৬ বা ।০০০০৬
৮১	চতুস্তাল	৩½	৬০০০
৮২	ডোম্বরী	২	॥'
৮৩	অভঙ্গ	৫	৬৬'.বা ॥।৬
৮৪	রায়বঙ্গোল	৬	৬।৬০০
৮৫	বসন্ত	৯ বা ৬	॥।৬৬৬ বা ৬৬৬
৮৬	লঘুশেখর	১ বা ২	।' বা ।'
৮৭	প্রতাপশেখর	৪	৬'০০'
৮৮	ঝম্প	২	০০'।
৮৯	জগঝম্প	৩½	৬০০' বা ।৬০'
৯০	চতুর্মুখ	৭	।৬।৬'
৯১	মদন	৩	০০৬
৯২	প্রতিমঞ্চ	৪ বা ১০	॥৬ বা ৬॥ বা ৬৬৬৬॥
৯৩	পার্ব্বতীলোচন	১৫	৬৬৬,৬'৬৬০
৯৪	রতি	৩	।৬
৯৫	লীশ	৪½	০।৬'
৯৬	করণযতি	২	৬০০০
৯৭	ললিত	৪	০০।৬
৯৮	গারুগি	২	০০০০'
৯৯	রাজনারায়ণ	৭	০০।৬।৬
১০০	লক্ষ্মীশ	৫	০০'।৬'
১০১	ললিতপ্রিয়	৭	॥৬।৬

সংখ্যা	তালের নাম	মাত্রা-সংখ্যা	মাত্রা-বিন্যাস
১০২	শ্রীনন্দন	৭	৬॥৬'
১০৩	জনক	১৪ বা ১৩	॥॥৬৬॥৬৬বা ৬৬৬৬৬৬
১০৪	বর্দ্ধন	৫	০০।৬
১০৫	রাগবর্দ্ধন	৪½	০০'০৬'
১০৬	ষট্‌তাল	৩	০০০০০০
১০৭	অন্তরক্রীড়া	১½	০০০'
১০৮	হংস	২	॥'
১০৯	উৎসব	৪	।৬'
১১০	বিলোকিত	৬	৬০০৬'
১১১	গজ	৪	॥॥
১১২	বর্ণযতি	৩ বা ৮	॥০০ বা ॥৬'৬'
১১৩	সিংহ	৩	।০০০০
১১৪	করণ	২	৬
১১৫	সারস	৪½	।০০০॥
১১৬	চণ্ড	৩½	০০০॥
১১৭	চন্দ্রকলা	১৬ বা ৩	৬৬৬৬'৬'৬'। বা ॥।'
১১৮	লয়	১৮½	৬।৬'৬'৬'৬৬'০০০
১১৯	কন্দ	১০ বা ২½	৬।৬০০৬৬ বা ॥০
১২০	অক্রুতালী বা ত্রিপুট	২½	০॥
১২১	ধত্তা	৬	॥০০।৬
১২২	দ্বন্দ্ব	১২	॥৬৬৬।৬'
১২৩	মুকুন্দ	৫ বা ৩½	।০০০০৬ বা ।০॥ বা ।০০০০০
১২৪	কুবিন্দ	৭	।০০৬৬'
১২৫	কলধ্বনি	৮	॥৬।৬'
১২৬	গৌরী	৫	॥॥
১২৭	সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ	৭	৬৬॥০০
১২৮	ভগ্ন	৩½৫ বা	০০০০॥।'
১২৯	রাজমৃগাঙ্ক	৩½	০।৬
১৩০	রাজমার্ত্তণ্ড	৩½	৬।০
১৩১	নিঃশঙ্ক	১১	।৬৬'৬৬।
১৩২	শার্ঙ্গদেব	১১	০০৬৬'৬৬।
১৩৩	চিত্র	১½	।০
১৩৪	ইড়াবান্	৩½	০।০০।
১৩৫	সন্নিপাত	৩	৬'
১৩৬	ব্রহ্ম	৭ বা ৮	।০।০০।০০০। বা ।৬॥৬,
১৩৭	কুম্ভ	৭½	০০০০◡০'।০◡০'॥

সংখ্যা	তালের নাম	মাত্রা-সংখ্যা	মাত্রা-বিন্যাস
১৩৮	লক্ষ্মী	৮⅞	০০।⌣⌣০।’⌣
১৩৯	অর্জ্জুন	৭	০।০।০০০।০।’
১৪০	কুণ্ডনাচি	১০	০॥’০॥’০০০০০॥’০
১৪১	সন্নি	৫½	০০০॥০০।
১৪২	মহাসানি	১০	০০০॥০।০।০॥
১৪৩	যতিশেখর	৭	০০॥০০।০।০
১৪৪	কল্যাণ	¾	⌣⌣⌣
১৪৫	পঞ্চঘাত	৮	৬৬।’।৬’
১৪৬	চন্দ্র	১৫	॥৬৬৬৬০০০।০।০০’
১৪৭	অদ্রুতালী	৩	০০॥
১৪৮	গজনমঞ্চ	৪	।৬।
১৪৯	বামা	½	০
১৫০	চন্দ্রিকা	৩	।’৬
১৫১	প্রসিদ্ধা	২⅝	।০।’
১৫২	বিপুলা	১⅜	⌣০’।
১৫৩	যতি	৩	।০০।
১৫৪	পঞ্চ	১½	০।
১৫৫	অষ্টকালী	২	⌣⌣০।
১৫৬	রঙ্গলীল	৪	।৬০০
১৫৭	লঘুচচ্চরী	১৬	০০।⌣০০।⌣০০।⌣ ০০।⌣।০০।⌣।০।০⌣ ০০।⌣০০।⌣০০।
১৫৮	পরিক্রম	৭	০০৬৬৬
১৫৯	বর্ণলীল	৪	০০।৬
১৬০	বর্ণ	৭	৬।০০।৬
১৬১	শ্রীকান্তি	৬	৬৬।
১৬২	লঘু	৭	॥৬’
১৬৩	রাজঝঙ্কার	৬	৬।৬০০
১৬৪	সারঙ্গ	২	০০০০’
১৬৫	নন্দিবর্দ্ধন	৭	৬॥৬’
১৬৬	পার্ব্বতীনেত্র	১৫	॥০০।॥৬৬।৬॥
১৬৭	বঙ্গদীপক	৯	৬।৬৬’
১৬৮	শিব	৩	।৬
১৬৯	কম্প	৩½	৬০০০’
১৭০	অবলোকিত	৪½	০০৬’০
১৭১	দুর্ব্বল	৩	০০॥
১৭২	রূপক	২	॥
১৭৩	বিদ্যাধর	১¾ বা ৫	০। বা ৬’৬
১৭৪	বঙ্গরূপক	২	⌣⌣০।
১৭৫	বর্ণভীরু	৫½	॥।০।
১৭৬	ঘটকর্ক্কট	৪১½	৬৬৬।৬’৬৬॥৬’০০০৬ ॥৬’৬’॥৬০০০০।’।’।’
১৭৭	কঙ্কণ	১০	৬৬’।৬’।
১৭৮	রাজকোলাহল	১০½	০৬’।৬৬৬
১৭৯	মলয়	৫	৬।৬
১৮০	কুণ্ডল	৩ বা ৯½	০০॥বা০॥॥।০॥০।
১৮১	খণ্ড	৩⅛	০০৬⌣০
১৮২	গার্গ	২	০০০০’
১৮৩	ভৃঙ্গ	৫	৬।৬
১৮৪	বর্দ্ধমান	৫	০০।৬’
১৮৫	সন্নিপাত	২	৬
১৮৬	রাজশীর্ষক	১০	৬৬৬’৬’
১৮৭	উদ্দণ্ড	২	০০।
১৮৮	ত্রিপুট	২	০০।
১৮৯	নৃপ	৩	।০০।
১৯০	চন্দ্রক্রীড়	২⅛	০০⌣।
১৯১	বর্ণমণ্ডিকা	৩½	।০।০০
১৯২	টঙ্ক	৬⅛	৬।৬০০⌣
১৯৩	মোক্ষপতি	৯৬	৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬ ৬৬৬॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥০০০০০০০০০০০০০০০ ০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ ০০০০০০০০০০০০০০০০০০

[বিস্তৃত বিবরণ তাল ও সঙ্গীতশব্দে দ্রষ্টব্য।]

বাদ্যক (ক্লী) বাদ্য স্বার্থে কন্। বাদ্য শব্দার্থ, বাজনা।

"গীতৈঃ সুগা বাদ্যধরাশ্চ বাদ্যকৈঃ
স্তুবৈশ্চ বিপ্রা জয়নিঃস্বনৈর্গণাঃ।" (ভাগ° ১০।১২।৩৪)

বাদ্যধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, বাদ্যস্য ধরঃ। বাদ্যযন্ত্রধারক, যাহারা বাজনা ধারণাদি করে। (ভাগ° ১০।১২।৩৪)

বাদ্যভাণ্ড (ক্লী) বাদ্যং বাদনীয়ং ভাণ্ডং। বাদনীয় পাত্র, মুরজাদি বাদ্যযন্ত্র।

'পুষ্করং করিহস্তাগ্রে বাদ্যভাণ্ড মুখে জলে।' (অমরটীকা ভরত)

বাদ্যযন্ত্র (ক্লী) যন্ত্রবিশেষ। ইহা সঙ্গীতের একটী অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। ইহা মুখে ও হাতে বাজাইতে হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্যসমাজে বাদ্যযন্ত্রের ও যন্ত্রবাদনের ব্যবহার ছিল। আর্য্যগণ বাদ্যসঙ্গীতের উচ্চতর স্বরতরঙ্গে উন্মত্ত

হইতেন; কেবল যুদ্ধ বলিয়া নহে, তাঁহারা সংসারের সুখময় নিকেতনে বসিয়া বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর শব্দ ও স্বরবিন্যাসেও আপনাদিগকে আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। ঋগ্বেদ সংহিতার ৬।৪৭।২৯-৩১ মন্ত্রে যুদ্ধদুন্দুভির কথা আছে। "এই বাদ্য উচ্চ রবে বিজয়ঘোষণাকারী এবং সেনাদিগের বলবর্দ্ধনকারী ছিল। এই দুন্দুভি সকল ব্যক্তির নিকট ঘোষণা করিবার জন্য নিয়ত উচ্চরব করিয়া থাকে।"

এই সকল উক্তি হইতে মনে হয়, আর্য্যগণ দুন্দুভিবাদ্যের শব্দসঙ্গীতে যুদ্ধ করিবার জন্য উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। উক্ত শব্দ তাঁহাদের বলপ্রদান করিত। ইহাতে মনে করা যায় যে, সেই প্রাচীন বৈদিকযুগের আর্য্যগণ বাদ্যসঙ্গীতের শক্তিতে কিরূপ বিমোহিত হইতেন এবং তাঁহারা সেই সময়ে বাদ্যবিশেষের ঐক্যতানবাদনে কিরূপ পারদর্শী ছিলেন। বৈদিকযুগের পর ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্‌যুগে আর্য্যসমাজে বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ প্রভাব ছিল। যাগযজ্ঞাদিতে শঙ্খঘণ্টানাদ দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইত। রামায়ণীয় ও মহাভারতীয় যুগে আমরা রণভেরী, দুন্দুভি, দামামা প্রভৃতি অনেকগুলি সুষির ও আনদ্ধযন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। ঐ বাদ্যযন্ত্রগুলি যে তৎকালে একযোগে বাদিত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রাজা যুধিষ্ঠির যখন ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে সমাসীন, তখন ভারতে যন্ত্রবাদ্যের বিশেষ আদর ছিল—তখন রাজকন্যাগণ ও সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকেরা গীত, বাদ্য ও নৃত্য শিক্ষা করিতেন। বিরাটরাজভবনে বৃহন্নলাবেশে অর্জ্জুনের নৃত্যগীতশিক্ষাদান তাহার প্রমাণ।

পুরাণ হইতে জানা যায় যে, একমাত্র সরস্বতী দেবীই বীণা বাজাইতে সমর্থা ছিলেন। মহর্ষি নারদ বীণা বাজাইয়া হরিনাম গান করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার সে বাদ্য, রাগ, তাল ও লয়-যোগে পূর্ণমাত্রায় ব্যক্ত হইত না। এ সম্বন্ধে এইরূপ একটি গল্প আছে,—মুনির মনে মনে অভিমান ছিল, তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। তাঁহার সেই দর্প খর্ব্ব করিবার জন্য একদিন ভগবান্ বিষ্ণু নারদকে লইয়া ভ্রমণচ্ছলে সুরলোকে একস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ তথায় হস্তপদাদি ভগ্ন কতকগুলি নরনারীকে অবলোকন করিয়া দুঃখিত চিত্তে তদবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর করিল, "আমরা দেবাদিদেব-সৃষ্ট রাগরাগিণী, নারদ নামে এক ঋষি অসময়ে অশাস্ত্রমতে রাগ রাগিণীর আলাপ করিয়া আমাদের অঙ্গভঙ্গ করায় এই দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে।" নারদ তখন ভগবানের ছলনা বুঝিয়া বহুবিধ স্তব করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই গল্পের মূলে যাহাই হউক, প্রকৃতপক্ষে সাধনা না হইলে যে বাদ্যসঙ্গীত আয়ত্ত হইবার নহে, তাহা বেশ বুঝা যায়।

আমাদের দেশের বীণাযন্ত্রই সর্ব্ব-প্রাচীন। এই যন্ত্র সরস্বতীদেবী ও নারদ ঋষির অতি প্রিয় বলিয়া কথিত। কালে এই বীণার আবার আকার ভেদ ঘটে এবং সেই সঙ্গে উহার বিভিন্ন নামও প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা স্বরবীণা নামেও পরিচিত।

স্বরবীণা নানাবিধ, তন্মধ্যে যাহাতে একতার তাহা একতন্ত্রী, যাহা দ্বিতারবিশিষ্ট তাহা দ্বিতন্ত্রী, যাহা ত্রিতারযুক্ত তাহা ত্রিতন্ত্রী। দিল্লীর পাঠান সম্রাট্ আলাউদ্দীনের সভাস্থ পারস্য দেশীয় অসাধারণ সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ এই ত্রিতন্ত্রী-বীণাকে সেতারা নাম দেন। সপ্ততারযুক্ত বীণার নাম পরিবাদিনী। তুম্বীর উদরের দিক্ খণ্ড করিয়া যে বীণা নির্ম্মিত হয়, তাহার নাম কচ্ছপী, উহা এখন কচুয়া সেতার নামে প্রসিদ্ধ। এইরূপ শততন্ত্রীযুক্ত বীণাও আছে।

ভারতের ঐতিহাসিক যুগেও বাদ্যাদির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন নাটকাদিতে তাহার উল্লেখ আছে। কেবল ভারত বলিয়া নহে, মধ্য এসিয়াখণ্ডের সুপ্রাচীন আসিরীয় কালদীয় প্রভৃতি রাজ্যবাসী মহানন্দে মহোৎসবাদিতে বাদ্য বাজাইতেন। তখনকার দিনেও দেবমন্দিরাদিতে শঙ্খ, ঘণ্টা ও বংশী প্রভৃতি বাদনের রীতি ছিল।

কোরাণে উল্লেখ নাই জানিয়া মুসলমানগণ সিরীয় ও পারস্যের পুরাতন সঙ্গীত নষ্ট করিয়াছিল, পরে খলিফা হারুণ অল্ রসিদের উৎসাহে পুনরায় গান ও বাজনার প্রতিষ্ঠা হয়; তাহার মৃত্যুর পর খলিফারা যতই বিলাসপ্রিয় হইয়াছিলেন, ততই গান ও বাদ্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

সঙ্গীতোৎসাহী রাজগণের মধ্যে ভারতের মোগল সম্রাট্ অকবর শাহকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দান করা যাইতে পারে; তিনি রাজ্যশাসনকল্পে যুদ্ধবিগ্রহ ও ব্যবস্থাপ্রণয়নে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিলেও সঙ্গীতের অনুশীলনে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সভায় সুবিখ্যাত গায়ক গোপাল নায়ক, মিঞা তানসেন প্রভৃতি বিদ্যমান ছিলেন। প্রবাদ আছে, দীপক গানে গলা নষ্ট হইবার পর তানসেন সানাই প্রস্তুত করিয়া রাগরাগিণীর আলাপ করিতেন।

ভারতবাসীদিগের ন্যায় প্রাচীন গ্রীক জাতির মধ্যে সংস্কার ছিল যে দেবতারাই সঙ্গীতবিদ্যা ও বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাই তাঁহারা এক একটী দেবতাকে তাঁহাদের প্রিয় এক একটী বাদ্য-যন্ত্র দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। শিবের বিষাণ, বিষ্ণুর শঙ্খ, সরস্বতীর বীণা, কৃষ্ণের বাঁশী ও অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর হস্তে যেমন ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্র পরিশোভিত দেখা যায়, সেইরূপ গ্রীকদিগের

মধ্যেও মিনার্ভা, মার্কারি প্রভৃতি দেবতার হস্তে বাদ্যযন্ত্র বিন্যস্ত আছে।

প্রবাদ আছে যে, এক সময়ে নীলনদ প্লাবিত হইয়া একবারে বহু মৎস্য ও কচ্ছপ তীরদেশে নিক্ষিপ্ত হয়। একটী কচ্ছপের মাংস ক্রমে গলিত হইয়া অস্থি পৃষ্ঠ হইতে স্খলিত হইলে পৃষ্ঠাস্থির মধ্যে কেবল শিরাগুলি শুষ্কভাবে সংলগ্ন থাকে। একদিন বরুণদেব (Mercury) নদীকূলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, অকস্মাৎ সেই কচ্ছপপৃষ্ঠে তাঁহার পদ পতিত হওয়ায় সেই আঘাতে তদভ্যন্তরস্থ শিরাসমূহ মধ্যে বায়ু-কলিত হইয়া একটী সুস্বর সমুৎপাদন করে। তখন মার্কারি তাহা উঠাইয়া লইয়া বাজাইতে লাগিলেন, তাহা হইতেই লায়ার (Lyre) নামক প্রথম বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হইল। সেই লায়ারকে আদর্শ করিয়া পরবর্ত্তিকালে হার্প (harp) এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক নানা তারযুক্ত যন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। শৃঙ্গা বহুকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। মহিষ বা গোরুর শৃঙ্গ শূন্যগর্ভ করিয়া তাহা বাজাইবার রীতি এখনও প্রায় সকল দেশে দেখা যায়। তাম্রনির্ম্মিত রামশিঙ্গা এই শৃঙ্গবাদ্য হইতে স্বতন্ত্র জিনিস।

প্রাচীন কালে ভারতের ন্যায় মিসর রাজ্যেও শৃঙ্গা এবং এক প্রকার ঢাকের অধিক ব্যবহার ছিল। মিসরের লোকেরা এতদ্ভিন্ন লায়ার ও এক প্রকার বাঁশী বাজাইত। ক্লিওপেট্রার সময়েও মিসরে গীতবাদ্যের যথেষ্ট সমাদর ছিল, কিন্তু ঐ দেশ রোমকদিগের হস্তগত হইবার পর, রাজপুরুষদিগের আজ্ঞায় তাহা রহিত হইয়া যায়। এসিয়ার মধ্যে বাবিলন রাজ্যে ও প্রাচীন পারস্যে বিলাসের সহিত গানবাদ্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। য়িহুদীরা যখন মুসার অধীনে মিসর হইতে পলায়ন করে, তখনও তাহাদের মধ্যে বাদ্যাদির অভাব ছিল না। কিন্তু ঐ সকল বাদ্যযন্ত্র যে বিশেষ সুস্বর উৎপাদন করিত, এমত বোধ হয় না।

তখন সমাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ না হওয়াতে সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইত। সেই কারণে তদানীন্তন সংগীত কেবল সাংগ্রামিক প্রবৃত্তির উত্তেজক ছিল। তাই ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৭ সূক্তে দুন্দুভিকে বলপ্রদানক বলা হইয়াছে। তৎকালে যোদ্ধৃপুরুষেরা যেরূপ ভয়ঙ্কর বেশভূষায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিত, তাহাদের বাদ্যযন্ত্রগুলিও সেইরূপ ভয়ানক শব্দ প্রসব করিত। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, কার্থেজীয়বীর হানিবল জামার যুদ্ধে (খৃঃপূঃ ২০২ অব্দে) ৮০টী হস্তী লইয়া রোমকদিগকে পদদলিত করিতে অগ্রসর হন, তখন রোমকগণ এরূপ ভয়ঙ্কর ভেরীরব করিয়াছিল, যে হস্তীরা ভয়েই ইতস্ততঃ পলায়ন করে। আলেকসান্দারের সময়ে গ্রীকগীতবাদ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। স্বয়ং আলেকসান্দার পার্শিপোলিসের সিংহাসনে বসিয়া গীতবাদ্য শুনিতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন গ্রীক ও রোমকজাতির মধ্যে বহুকাল হইতেই যন্ত্র-বাদনের প্রথা প্রচলিত ছিল। সেই সময় হইতে ক্রমে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে বাদ্যযন্ত্রের সমাদর বিস্তৃত হয়, তন্মধ্যে ইতালী রাজ্যেই এই কলাবিদ্যার বিশেষ অনুশীলন হইয়া থাকে।

রোমক কবি টাইটাস্ লুক্রেটিয়াস্ কেরাস্ খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮ অব্দে "ডি রেরাম নেচুরা" নামক স্বরচিত গ্রন্থ মধ্যে বাদ্যযন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী অদ্ভুততত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। উহা পৌরাণিকী কথা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং ইহাকে কবির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—

"বনেচর কল কণ্ঠ পাখীর কূজনে
ফুটিল মানব কণ্ঠে গীতিকার স্বর,
সুস্নিগ্ধ মৃদুল চারু সান্ধ্য সমীরণে,
বাজিল বনের নল অতি মনোহর।
সে স্বরে শিখিল পাখী সুমধুর গান।
মানুষ শিখিল [illegible] গানের লহরী;
নলরন্ধ্রে বায়ু যোগে উঠিল যে তান,
দেখি তাহা সৃষ্ট হল মধুর বাঁশরী।"

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একজন সুবিখ্যাত দার্শনিক কবি নলের বাঁশীর এইরূপ আভাস দিয়া গিয়াছেন।

রোমক কবি ওভিডাস ন্যাসোর গ্রন্থেও নলের বাঁশীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কবিগণের সুকোমল কাব্যকল্পনার কথা ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলেও বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে দুই একটী কথা দেখিতে পাওয়া যায়। বাইবেলে লিখিত আছে, আদমের নিম্নতম সপ্তম পুরুষ জুবাল সর্ব্বপ্রথমে বাদ্যযন্ত্র লইয়া ধরাধামে অবতরণ করেন। এই সময়ে বীণা ও বাঁশী এই উভয়েরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ নলিকা ও তন্ত্র এই উভয়ই সর্ব্বপ্রথমে বাদ্যযন্ত্রের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইত। অতঃপর নলিকা ও তন্তদ্বারা বিবিধ প্রকারের বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে।

পাশ্চাত্য য়িহুদীরা ইজিপ্টবাসীদের নিকট বাদ্যযন্ত্র-নির্ম্মাণ-কৌশল শিক্ষা লাভ করে, ইহাই হিরোদোতাসের অভিপ্রায়। প্লেটো শিক্ষাচ্ছলে ইজিপ্টে গিয়াছিলেন। তিনি নিজেও ইজিপ্টে অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখিয়া আসিয়াছিলেন। ব্রুস্ সাহেব ইজিপ্টের প্রাচীন থেবিস সহরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বীণা চিত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন। প্রাচীন ইজিপ্টবাসীরা যে বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণে অতি পটু ছিলেন, ইহা তাহার একটী বিশিষ্ট প্রমাণ, গঠনে আকারে ও সাজসজ্জায় এই বীণাটী আধুনিক শিল্পীদের বীণা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। ইজিপ্টের ভিন্ন

ভিন্ন কীর্ত্তিস্তম্ভে নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র চিত্রিত আছে। প্রাচীন সময়ে ইজিপ্টে বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণের যে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, এই সকল নিদর্শন তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

ঐতিহাসিক এমেনিয়াস বেপিক উৎসবের বিস্তৃত বিবরণের একস্থানে লিখিয়াছেন যে, এই উৎসবে ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্র লইয়া ছয়শত বাদ্যকর উপস্থিত হইয়াছিল।

হিব্রু ইতিহাসেও প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসা যখন ভগবৎ প্রেমে অধীর হইয়া গান করিতেন, তখন ভক্তরমণী মিরিয়াম এবং তৎসহচরী রমণীগণ "ট্যাম্বুরিন" (Tambourine) নামক বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া নৃত্য করিতেন। ট্যাম্বুরিনের বিবরণ পাঠে বোধ হয় আমাদের দেশে প্রচলিত খঞ্জনী ও ট্যাম্বুরিন একই প্রকার বাদ্যযন্ত্র। য়ুহুদীদিগের প্রত্যেক উৎসবে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পুরোহিতেরাই বংশ পরম্পরায় বাদ্যকরের কার্য্য করিতেন। ছলোমনের মন্দির প্রতিষ্ঠা সময়ে দুইলক্ষ বাদ্যকর ও গায়ক সম্মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা এই সংখ্যায় আস্থা সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। একটি হিব্রু লেখক লিখিয়াছেন প্রাচীন সময়ে হিব্রুদের দেবমন্দিরে ৩৬ প্রকার বাদ্যযন্ত্র রাখা হইত। রাজা ডেভিড্ সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রই বাজাইতে পারিতেন।

গ্রীকদের বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তক পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বায়ান্‌চিনীর (Bianchini) গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক। প্রাচীন গ্রীকেরা শানাই ও বাঁশী প্রভৃতির বাদ্য বিশেষ আগ্রহের সহিত বাজাইতেন। দোতার, তেতার ও সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রও গ্রীক-দেশে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। অনেকেই ফ্লুটের বাদ্যে পটু ছিলেন। ডেমন, পেরিকাস্ ও সক্রেটিশকে ফ্লুট বাজাইতে শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীমতী নেমিয়ার বাঁশীর রবে সমগ্র গ্রীস বিমুগ্ধ হইয়াছিল। অবশেষে ডেমিটিয়ম পলিওক্রোটন তাঁহার বাঁশী শুনিয়া এমন মন্ত্র মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে উঁহার নামে তিনি এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। থিব নগরের সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত ইস্‌মোনিয়াসের ফ্লুট নির্ম্মাণে আনুমানিক নয় হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

রোমানগণ গ্রীকদের নিকট হইতে শিল্পবিজ্ঞানাদি সম্বন্ধে যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাহারা গ্রীক-দের নিকট সেই প্রকার ঋণী। জয়ঢাক, শিঙ্গা প্রভৃতি রোমে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। রোমান সঙ্গীতজ্ঞ ভিট্রুভিয়াসের গ্রন্থে জলতরঙ্গ যন্ত্রের উল্লেখ আছে। তিনি আর্কিটকমের নামে প্রকৃত হারমোনিয়ামের কথাও তদীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রতীচ্য দেশে দশম বা একাদশ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাদ্য যন্ত্রের সবিশেষ উন্নতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান অরগান (organ) গ্রীকদের জলতরঙ্গ বা হাইড্রোনিকন যন্ত্রের ক্রমবিকাশ। এই অরগান দশম খৃষ্টাব্দেও খৃষ্টানদের গির্জ্জায় ব্যবহৃত হইত, কিন্তু তখন ইহা বর্ত্তমান আকারে উন্নতি লাভ করে নাই।

ঐ সকল বাদ্যযন্ত্র ক্রমে কিরূপে সমবেত সঙ্গীতের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের প্রবর্ত্তক হইয়াছিল, তাহা বাদ্য সঙ্গীতের আলোচনা না করিলে সম্যক্ বোধগম্য হইবে না। [সঙ্গীত দেখ।]

গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই ত্রয়াত্মক সঙ্গীত। ইহার মধ্যে বাদ্যই একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু সেই বাদ্য আবার যন্ত্রের অধীন; এ কারণ ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র হইতে কতকগুলি বাদ্যযন্ত্রের বিষয় বলা যাইতেছে। বাদ্যযন্ত্র প্রথমতঃ "তত", "অবনদ্ধ" বা "আনদ্ধ" "শুষির" ও "ঘন" প্রধানতঃ এই চারিভাগে বিভক্ত। যে সকল যন্ত্র তন্ত্র অর্থাৎ পিত্তল ও লৌহ নির্ম্মিত তার বা তন্ত (তাঁত) সহযোগে বাদিত হয়, তাহাদিগকে "তত" যন্ত্র বলে, যথা:—বীণাদি। যে সকল যন্ত্রের মুখ চর্ম্মাবনদ্ধ অর্থাৎ চর্ম্মে আচ্ছাদিত তাহাদিগকে "অবনদ্ধ" যন্ত্র বলে, যেমন—মৃদঙ্গাদি। যে সমস্ত যন্ত্র বংশ, কাষ্ঠ ও ধাতুনির্ম্মিত ও যাহা মুখমারুতে (ফুৎকার দ্বারা) বাদিত হয়, তাহাদিগকে "শুষির" যন্ত্র বলা যায়, যথা—বংশ্যাদি। যে সমুদায় যন্ত্র কাংস্যাদি ধাতুনির্ম্মিত এবং যাহা দ্বারা বাদ্যে তাল প্রদর্শিত হয়, তাহারা "ঘন" যন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে, যথা—করতালাদি। এই চতুর্ব্বিধ বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে "তত" যন্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বহুসংখ্যায় বিভক্ত। ইহার বাদনও অতিশয় সুখকর, কিন্তু বহু আয়াস ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। অগ্রে "তত" যন্ত্রের বিষয় ও পরে অবনদ্ধাদি যন্ত্রের বিষয় ক্রমান্বয়ে বিবৃত হইতেছে।

তত যন্ত্র।

আলাপিনী, ব্রহ্মবীণা, কিন্নরী, বিপঞ্চী, বল্লরী, জ্যেষ্ঠা, চিত্রা, ঘোষবতী, জয়া, হস্তিকা, কুর্ম্মিকা, কুব্জা, সারঙ্গী, পরিবাদিনী, ত্রিস্বরী, শেতন্ত্রী, নকুলোষ্ঠী, ঠংসরী, ঔড়ম্বরী, পিনাক, নিবন্ধ, পুষ্কল, গদা, বারণহস্ত, রুদ্রবীণা, স্বরমণ্ডল, কপিনাস, মধুস্যন্দী, ঘনা, মহতীবীণা, রঞ্জনী, শারদী বা সারদ, সুরসাঙ্গ বা সুরসো, স্বরশৃঙ্গার, সুরবাহার, নাদেশ্বর বীণা, ভরত বীণা, তুম্বুরু বীণা, কাত্যায়ন বীণা, প্রসারণী, এস্‌রাজ, মায়ূরী বা তায়ুশ, অলাবু সারঙ্গী, মীনসারঙ্গী, সারিন্দা, একতন্ত্রী বা একতারা, গোপীযন্ত্র, আনন্দলহরী ও মোচঙ্গ ইত্যাদি যন্ত্র সমুদায়কে তত যন্ত্র বলে। সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থে ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলির নামমাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কতকগুলির আকারাদিও বর্ণিত আছে।

সেই সমুদায় যন্ত্রের আকারাদি ক্রমশঃ এস্থলে বর্ণিত হইতেছে।

পিণাক।

পিনাকের আকারাদি দর্শনে বোধ হয় মনুষ্যের প্রথমাবস্থায় সঙ্গীত প্রবৃত্তি বলবতী হইলে প্রথমেই পিণাকের সৃষ্টি হয়, পরে মানবজাতির সভ্যতার বৃদ্ধি অনুসারে অন্যান্য নানা আকারের নানা তত যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়া থাকিবে। পিণাক দেখিতে ঠিক একখানি সগুণ ধনু, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা ইহার গুণে আঘাত করিয়া বাদন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। বাম-হস্তের অল্পাধিক চাপের কৌশলে ইহা হইতে উচ্চ নীচ স্বর নির্গত করিতে পারা যায়।

একতন্ত্রী বা একতারা।

একটি ক্ষুদ্র অলাবুর তৃতীয়াংশ কর্ত্তন করিয়া অতি পাতলা ছাগ চর্ম্ম দ্বারা সেই কর্ত্তিত মুখ আচ্ছাদিত এবং তাহাতে সাত আট অঙ্গুলি পরিধি বিশিষ্ট ও দীর্ঘে দেড় হস্ত পরিমিত একটি বংশদণ্ড সেই অলাবু খণ্ডে যোজিত করিয়া তাহার মস্তকের দিকে দুই তিন অঙ্গুলির নিম্নে একটি সচ্ছিদ্র কীলক (কাণ) প্রোথিত করিবে, পরে লৌহনির্ম্মিত তারের একপ্রান্ত তাহাতে ও অপরপ্রান্ত উক্ত বংশদণ্ডের নিম্নভাগে আবদ্ধ করিতে হয়, তত যন্ত্রের নিম্নভাগে যে স্থানে তার আবদ্ধ করিতে হয় তাহাকে পক্ষী বলে। পূর্ব্বোক্ত চর্ম্মোপরি হস্তি দন্তাদি দৃঢ় পদার্থ নির্ম্মিত একখানি তন্ত্রাসন থাকে, তাহার উপরিভাগে তন্ত্র গাছটি স্থাপন ও বাদক আপন কণ্ঠস্বরের অনুযায়ী বন্ধন করিয়া দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক দক্ষিণ বাহুর তর্জ্জনীর আঘাত দিয়া বাদিত করে। এই যন্ত্রটি অতি প্রাচীন, বোধ হয় মনুষ্যের সভ্যতার প্রথম সূত্রপাতে পিণাকের পরেই ইহার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। এই যন্ত্রে একটি মাত্র তন্ত্র যোজিত থাকে বলিয়াই ইহার একতন্ত্রী নাম হইয়াছে। পুরাকালে সঙ্গীত ব্যবসায়িমাত্রেই এই যন্ত্র ব্যবহার করিত, পরে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট তত যন্ত্রের সৃষ্টি হওয়াতে অধুনা এই যন্ত্র আর সভ্য সমাজে ব্যবহৃত হয় না, বাউল প্রভৃতি ভিক্ষোপজীবীরাই ইহার ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

আলাপিনী।

আলাপিনীতে নবমুষ্টি পরিমিত রক্তচন্দনকাষ্ঠবিনির্ম্মিত একটি দণ্ড এবং সেই দণ্ডের অগ্রভাগে একটি তুম্ব ও নিম্নভাগে একটি বৃহদাকার নারিকেল মালার খোল যোজিত থাকে। এই যন্ত্রে লৌহাদি কোন ধাতুর তার ব্যবহৃত না হইয়া তিন-গাছি পট্ট বা কার্পাসসূত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই তিন-গাছি সূত্র মন্দ্র, মধ্য ও তার স্বরে আবদ্ধ করিয়া বাদক নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপনপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলির আঘাতে ও বাম হস্তের অঙ্গুলির সাহায্যে বাজাইয়া থাকে।

মহতী বীণা।

প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মহতী বীণা তত যন্ত্রের মধ্যে অতি পুরাতন ও সর্ব্বপ্রধান; মহর্ষি নারদ সর্ব্বদা এই বীণার ব্যবহার করিতেন, এই নিমিত্ত কেহ কেহ ইহাকে নারদী বীণাও বলিয়া থাকে।

সঙ্গীত শাস্ত্রে যে ব্রহ্মবীণার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় সেই ব্রহ্ম বীণাই সময়গতিতে মহতী বীণা নামে পরিণত হইয়া থাকিবে। এই বীণাতে একটি বংশদণ্ড যোজিত আছে, স্বরগাম্ভীর্য্যের নিমিত্ত সেই দণ্ডের উভয়পার্শ্বে দুইটী তুম্ব ও মধ্যস্থলে নবমুষ্টি পরিমিত স্বরস্থান আছে। সেই স্বর-স্থানে উনিশ হইতে তেইশখানি পর্য্যন্ত অতি কঠিন লৌহ (ইস্পাত) নির্ম্মিত সারিকা বিন্যস্ত আছে, এই সকল সারিকা দণ্ডোপরি মধূচ্ছিষ্ট (মম) দ্বারা বসান থাকে, সেই সকল সারিকাতেই প্রকৃত বিকৃত সার্দ্ধ দ্বিসপ্তক স্বরের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, অর্থাৎ এক একখানি সারিকাতে ষড়জাদি প্রকৃত বিকৃত স্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই যন্ত্রের সাতটি কীলকে সাত-গাছি ধাতুময় তার যোজিত থাকে, তন্মধ্যে তিনগাছি লৌহ-নির্ম্মিত ও চারিগাছি পিত্তল নির্ম্মিত; লৌহনির্ম্মিত তারগুলিকে পাকা ও পিত্তল নির্ম্মিত তারগুলিকে কাঁচা তার বলে। লৌহ তার তিনগাছির মধ্যে একগাছিকে নায়কী অর্থাৎ প্রধান তার কহে, সেই তারকে মন্দ্রসপ্তকের মধ্যম করিয়া যন্ত্রের তার বাঁধার রীতি আছে; অপর দুইগাছির একগাছি মধ্য সপ্তকের ষড়জ, আর এক গাছি তারসপ্তকের ষড়জ করিয়া বাঁধিতে হয়। পিত্তলের চারি গাছি তারের একগাছি মন্দ্র সপ্তকের ষড়জ, একগাছি পঞ্চম, এক গাছি মন্দ্র সপ্তকের নিম্ন সপ্তকের ষড়জ ও অবশিষ্ট গাছি তাহারই পঞ্চম করিয়া বাঁধিতে হয়। এই যন্ত্র বাম স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক বাম-হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলী প্রত্যেক সারিকায় সঞ্চালন করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীদ্বারা বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়, কিন্তু ঐ দুইটি অঙ্গুলী লৌহতারনির্ম্মিত অঙ্গুলীত্র (মিরজাপ) দ্বারা আবৃত করিতে হয়, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী স্বর যোগের জন্য মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করা গিয়া থাকে এবং বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলও ঐরূপ স্বর সংযোগ কারণ মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হয়। বীণার স্বরমাধুর্য্য অতীব শ্রবণসুখকর, সঙ্গীতের যাবতীয় স্বরকৌশল বীণাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই বীণা যন্ত্র কালসহকারে দেশভেদে কোন কোন অংশে বিভিন্ন আকার ধারণ করাতে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে।

কূর্ম্মী বা কচ্ছপী বীণা।

কচ্ছপীর খোলটি কচ্ছপ-পৃষ্ঠের ন্যায় চেপ্টা অলাবুদ্বারা নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহাকে কচ্ছপী বীণা বলে। এই বীণা দীর্ঘে সচরাচর চারিফুটই হইয়া থাকে, তবে কেহ কেহ এই পরিমাণের কম বেশ করিয়া থাকে। আকারে কিছু দীর্ঘ হইলে রাগের আলাপ ও ক্ষুদ্র হইলে গৎ বাজাইবার বিশেষ সুবিধা হয়। কচ্ছপীর দৈর্ঘ্য চারি ফুট হইলে তাহার পম্বী হইতে প্রায় সাত অঙ্গুলী উপরে তন্ত্রাসন এবং প্রায় সাড়ে তিনফুট উপরে আড়ি স্থাপন করা বিধেয়। পরিমাণে চারিফুটের কমী বেশী হইলে তদনুরূপ তন্ত্রাসন ও আড়ি স্থাপন করিতে হয়। বোধ হয়, পুরাকালে কচ্ছপীতে তিনগাছি মাত্র তার যোজিত হইত, তদনুসারে কচ্ছপী সেতার নামেও অভিহিত হইয়াছে, যেহেতু পারস্যভাষায় 'সে' শব্দে তিন সংখ্যা বুঝায়, সুতরাং 'সেতার' শব্দে তিনতারবিশিষ্ট যন্ত্রই বুঝাইতেছে, কিন্তু এক্ষণে আর কচ্ছপীতে তিন গাছি তার যোজিত হয় না, তৎপরিবর্ত্তে এখন পাঁচ বা সাতগাছি তারই যোজিত হইয়া থাকে। যে কচ্ছপীতে পাঁচগাছি তার বিন্যস্ত থাকে, তাহার দুইগাছি পাকালোহ নির্ম্মিত এবং তিনগাছি কাচা পিত্তলনির্ম্মিত। লৌহনির্ম্মিত দুইগাছির মধ্যে একগাছি মন্দ্র সপ্তকের মধ্যম ও একগাছি তাহারই পঞ্চম করিয়া বাঁধিতে হয়। পিত্তলনির্ম্মিত তিনগাছি তারের দুইগাছি তার মন্দ্র সপ্তকের ষড়জ ও একগাছি মন্দ্রসপ্তকের নিম্ন সপ্তকের ষড়জ করিয়া বাঁধার রীতি আছে। সাততারবিশিষ্ট কচ্ছপীতে চারিগাছি লৌহের ও তিনগাছি পিত্তলের তার থাকে, তন্মধ্যে দুইগাছি লৌহের ও তিনগাছি পিত্তলের তার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বাঁধিয়া অবশিষ্ট দুইগাছি লৌহতারের একগাছি মধ্যসপ্তকের ষড়জ ও একগাছি ঐ সপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধিতে হয়। এই দুইগাছি তারকে 'চিকারি' বলে। কচ্ছপীর দণ্ডোপরি স্বরস্থানে সতেরখানি লৌহাদি কঠিন ধাতুনির্ম্মিত সারিকা তাঁত দিয়া দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকে, তদ্দ্বারা মন্দ্রসপ্তকের ষড়জ হইতে তার সপ্তকের মধ্যম পর্য্যন্ত এই সার্দ্ধদ্বিসপ্তক স্বর সম্পন্ন হয়। উক্ত সতেরখানি সারিকার মধ্যে একখানি হইতে মন্দ্রসপ্তকের কোমল নিষাদ, একখানি হইতে মধ্যসপ্তকের তীব্রমধ্যমস্বর পাওয়া যায়, অন্যান্য বিকৃত স্বরের আবশ্যক হইলে তত্তৎ সারিকাগুলিকে দণ্ডের ঊর্দ্ধাধোভাবে উঠাইয়া নামাইয়া কোমল ও তীব্র করিয়া লইতে হয়। কচ্ছপী বীণা বাজাইবার সময় যন্ত্রের পশ্চাৎদিক্ বাদক নিজের সম্মুখে রাখিয়া তুম্বের পার্শ্বদেশ দক্ষিণ হস্তের কব্জিদ্বারা উত্তমরূপে চাপিয়া দণ্ডটীকে বাম হস্তের আল্গা ঠেস রাখিয়া ধরিবে। তৎপরে মিরজাপাবৃত দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীদ্বারা তন্ত্রাসন ও সারিকার মধ্যস্থ শূন্যস্থানে আঘাত করিলে বামহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা যখন যে স্বরের প্রয়োজন হইবে, তখন সেই সারিকোপরি তার চাপিয়া তত্তৎ স্বর প্রকাশপূর্ব্বক বাদনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। কচ্ছপী বীণাও কালসহকারে দেশভেদে বিভিন্ন নাম ও আকার ধারণ করিয়াছে।

ত্রিস্বরী বা ত্রিতন্ত্রী বীণা।

ত্রিতন্ত্রীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি প্রায়ই কচ্ছপীসদৃশ, বিশেষের মধ্যে ইহার খোলটি অলাবুর না হইয়া কাষ্ঠের হইয়া থাকে এবং তিনগাছি মাত্র তার ব্যবহৃত হয়। সেই তিনগাছি তারের মধ্যে একগাছি পাকালোহ নির্ম্মিত ও দুইগাছি পিতলের। লৌহ-তারগাছিকে নায়কী তার বলে, উহাকে মন্দ্রসপ্তকের মধ্যম করিয়া বাঁধিতে হয়। পিতলের তার দুইগাছির মধ্যে একগাছি মন্দ্র সপ্তকের ষড়জ ও অপর গাছিকে মন্দ্রসপ্তকের নিম্নসপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধিতে হয়। ত্রিতন্ত্রীতেও কচ্ছপীর ন্যায় সপ্তদশখানি সারিকা থাকে এবং তাহা হইতেই সার্দ্ধদ্বিসপ্তক স্বর নিষ্পন্ন হয়। ইহার ধারণ ও বাদন প্রণালী অবিকল কচ্ছপী-সদৃশ।

কিন্নরী বীণা।

পুরাকালে কিন্নরীর খোলটি নারিকেলের মালাদ্বারা নির্ম্মিত হইত, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে বৃহদাকারের পক্ষিডিম্ব বা রজতাদি ধাতুদ্বারা নির্ম্মিত হইতে দেখা যায়; কিন্তু তাহাতে স্বরের কিছুমাত্র প্রভেদ উপলব্ধি হয় না। কিন্নরীতে পাঁচগাছি মাত্র তার ব্যবহৃত হয়। পাঁচতারবিশিষ্ট কচ্ছপীর যে যে তার যে যে ধাতুনির্ম্মিত ও যে যে স্বরে আবদ্ধ করার বিধি আছে, ইহার সেই সেই তারও সেই সেই ধাতুনির্ম্মিত ও সেই সেই স্বরে আবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার আকার অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষুদ্র, সুতরাং ইহাতে মূর্চ্ছনাবিহীন সামান্য সামান্য রাগের গৎ সুন্দররূপে বাজান যাইতে পাবে এবং ইহার আকার অতিক্ষুদ্র বলিয়া স্বরও অতিমৃদু, কিন্তু শ্রবণমধুর। এই যন্ত্রের বাদনাদি ক্রিয়া কচ্ছপীর ন্যায়। এই যন্ত্রটিও কালভেদে দেশভেদে কতকাংশে বিভিন্ন নাম ও আকার ধারণ করিয়াছে।

বিপঞ্চী বীণা।

বিপঞ্চীর আকার প্রায়ই কিন্নরীসদৃশ, বিশেষের মধ্যে খোলটি ডিম্বাদির না হইয়া তিতলাউ দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহার অন্যান্য অবয়ব, ধারণ, স্বরবন্ধন ও বাদনক্রিয়া কিন্নরীর ন্যায়।

নাদেশ্বর বীণা।

বেহালা ও সেতার এই দুই যন্ত্রের মিশ্রণে নাদেশ্বর বীণার উৎপত্তি। বোধ হয়, এই যন্ত্রটি আধুনিক, ইহার খোল বেহালার খোলের ন্যায় এবং দণ্ড, সারিকা, তারসংখ্যা ও তারবন্ধন প্রণালী সেতারের অনুরূপ।

রুদ্রবীণা।

রুদ্রবীণার খোল ও দণ্ড একখানি অখণ্ড কাষ্ঠনির্ম্মিত, খোলটি ছাগচর্ম্মে আচ্ছাদিত, এই যন্ত্রেও হস্তিদন্তাদি কঠিন পদার্থ নির্ম্মিত একখানি তন্ত্রাসন আছে। রুদ্রবীণায় কোনরূপ ধাতুনির্ম্মিত তার ব্যবহৃত না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে ছয়গাছি তাঁত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই ছয়গাছি তাঁতের মধ্যে একগাছি মন্দ্রসপ্তকের ষড়্জ, একগাছি গান্ধার, একগাছি পঞ্চম, একগাছি মধ্যসপ্তকের ষড়্জ, একগাছি ঋষভ ও একগাছি পঞ্চম স্বরে বাঁধার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। রুদ্রবীণাতে সারিকা থাকে না, যন্ত্রটি বামস্কন্ধে রাখিয়া পাকা মাছের একখানি আঁইস সূত্রদ্বারা বামহস্তের তর্জ্জনীতে বাঁধিয়া তদ্দ্বারা স্বরস্থানে ঘর্ষণ ও দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা একখানি ত্রিকোণাকার কোনরূপ কঠিন পদার্থ ধারণ করিয়া তাহারই আঘাতে বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। ইহার বাদনক্রিয়া মহতী বীণাদি হইতে কিছু পরিশ্রম ও স্বরজ্ঞান সাপেক্ষ, যেহেতু ইহাতে সারিকাবিন্যাস না থাকাতে আনুমানিক স্বরস্থান ঘর্ষণ করিয়া ষড়্জাদি স্বর নির্গত করিতে হয়, বিশেষ স্বরবোধ না থাকিলে কখনই ইহা বাজাইতে পারা যায় না, এই নিমিত্তই বোধ হয় ইহার বাদকসংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না।

রঞ্জনী বীণা।

রঞ্জনী বীণা মহতী বীণারই অনুরূপ, বিশেষের মধ্যে ইহার দণ্ডটি বংশের না হইয়া কাষ্ঠের হইয়া থাকে এবং আকারেও মহতী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটি অলাবু, তার-সংখ্যা সাত, সারিকার সংখ্যা ও তারবন্ধনাদি কচ্ছপীসদৃশ।

শারদী বীণা বা শরদ।

শারদী বীণার দণ্ড হইতে খোল পর্য্যন্ত রুদ্রবীণার ন্যায় এক খণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত। উহার দণ্ডভাগ উপরে স্বল্পায়তন এবং নিম্নে খোলের নিকট ক্রমশ বিস্তৃত। দণ্ডগর্ভের উপরিভাগ ইস্পাতাদি ধাতুদ্বারা আবৃত হয়; খোলটি পাতলা ছাগচর্ম্মে আচ্ছাদিত থাকে। ইহাতে সারিকাবিন্যাস নাই, ছয় কাণে কেবল ছয় গাছি তাঁত আবদ্ধ থাকে। কোন কোন শারদীতে তাঁতের পরিবর্ত্তে পিত্তলাদি ধাতুনির্ম্মিত তারও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যন্ত্রে তাঁত বা তার যোজনা করা বাদকের ইচ্ছানুসারে নিষ্পাদিত হয়। সেই তাঁত বা তার ছয় গাছির মধ্যে এক গাছি মন্দ্র-সপ্তকের পঞ্চম, দুই গাছি মধ্যসপ্তকের ষড়্জ, দুই গাছি মধ্য-সপ্তকের মধ্যম ও একগাছি পঞ্চম স্বরে বাঁধিতে হয়, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে ছয় গাছি তাঁতের পরিবর্ত্তে চারি গাছি তাঁত যোজনা করিলেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, যেহেতু দুই দুই গাছি তাঁত সম স্বরে আবদ্ধ থাকে। এই ছয়টি কাণ ছাড়া যন্ত্রপার্শ্বে আরও সাত হইতে একাদশটি পর্য্যন্ত অতি-রিক্ত কাণ যোজিত ও তাহাতে পিত্তলাদি ধাতুনির্ম্মিত তার আবদ্ধ থাকে। এই তার গুলিকে 'পার্শ্বতন্ত্রিকা' বা 'তরফ' বলে। পার্শ্ব তন্ত্রিকাগুলি ইচ্ছাধীন স্বরে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু ইহাতে আঘাত দিবার আবশ্যক হয় না, প্রধান তাঁত গুলিতে আঘাত করিলে তরফগুলি বিনা আঘাতেই ঝঙ্কারিত ও ধ্বনিত হইয়া স্বরগাম্ভীর্য্য প্রকাশ করে। এই যন্ত্রের ধারণ ও বাদন প্রণালী রুদ্রবীণার ধারণ ও বাদনসদৃশ, কেবল বিশেষ এই যে, রুদ্রবীণা বাদনে বাম হস্তের একমাত্র মৎস্যশল্কাবদ্ধ তর্জ্জনী অঙ্গুলীই প্রযোজিত হয়, ইহাতে বামহস্তের কনিষ্ঠাদি চারি অঙ্গুলিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ও মাছের আইসে অঙ্গুলী আবদ্ধ রাখিতে হয় না। বঙ্গদেশে এই যন্ত্রের অধিক ব্যবহার দেখা যায় না। পশ্চিম দেশীয় অনেকেই ইহার আদর করে এবং মুসলমান রাজাদিগের রাজত্ব কালে ইহার বিশেষ সমাদর ছিল।

স্বর-শৃঙ্গার।

স্বর-শৃঙ্গারের খোলটি অলাবু নির্ম্মিত, ইহাতে একখানি কঠিন পদার্থের তন্ত্রাসন ও কাষ্ঠনির্ম্মিত দণ্ড থাকে। ঐ দণ্ডের উপরি-ভাগ একখানি পাতলা লৌহপট্টকদ্বারা আচ্ছাদিত হয়। স্বর-গাম্ভীর্য্যের নিমিত্ত এই যন্ত্রের উপরিভাগে আর একটি অলাবু যোজিত হয়। এই যন্ত্রের ছয়টি কীলকে তিন গাছি পিত্তলের আর তিন গাছি লৌহের তার ব্যবহৃত হয়। সেই তিন গাছি পিত্তলের তারের মধ্যে একগাছি মন্দ্রসপ্তকের ষড়্জ, একগাছি গান্ধার, একগাছি পঞ্চম ও লৌহতার তিন গাছির মধ্যে একগাছি মধ্যসপ্তকের ষড়্জ ও দুই গাছি পঞ্চম স্বরে বাঁধার রীতি আছে, এই যন্ত্রে সারিকাবিন্যাস থাকে না। ইহার ধারণ ও বাদনক্রিয়া রুদ্রবীণার ধারণ ও বাদনপ্রণালীর অনুরূপ। যন্ত্রটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু মহতী, কচ্ছপী ও রুদ্রবীণার মিশ্রণে এই যন্ত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

সুর-বাহার।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে সুরবাহার ও কচ্ছপী বীণাকে একই যন্ত্র বলা যাইতে পারে, বিশেষের মধ্যে সুরবাহা-রের দণ্ডের গাত্রে আর একখানি কাষ্ঠ খণ্ড যোজিত ও তাহাতে কতকগুলি ছোট ছোট কীলক সংলগ্ন ও সেই সকল ক্ষুদ্র কীলকে সরু সরু পিত্তলের তারের তরফ আবদ্ধ থাকে। তরফগুলি বাদক আপন ইচ্ছানুযায়ী বাঁধিয়া লয়। এই সকল তরফও আঘাত দ্বারা বাদিত হয় না, প্রধান তারে আঘাত দিলেই তাহারা ধ্বনিত হইয়া থাকে। আর একটু বিশেষ এই যে কচ্ছপীতে একখানি তন্ত্রাসন ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সুরবাহার দুইখানি তন্ত্রাসনের ব্যবহার দেখা যায়। ঐ দুই খানির তন্ত্রা-

সনের মধ্যে এক খানির আকার অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র। ঐ ক্ষুদ্র তন্ত্রাসন খানি প্রধান তন্ত্রাসনের প্রায় অর্দ্ধহস্ত উপরে বিন্যস্ত থাকে, তাহার উপর তরফগুলি স্থাপিত হয়। সুরবাহারের আকার কচ্ছপী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ হওয়াতে তাহার স্বর উচ্চ ও অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। সুরবাহারের তার-সংখ্যা, সারিকাবিন্যাস, ধারণ ও বাদনপ্রণালী কচ্ছপীর অনুরূপ, কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। এই যন্ত্রটি আধুনিক, বোধ হয় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ইহার অস্তিত্ব ছিল না।

ভরতবীণা।

ভরতবীণা অতি আধুনিক যন্ত্র, রুদ্রবীণা ও কচ্ছপী বীণা এই দুই যন্ত্রের মিশ্রণেই যে ইহার উৎপত্তি, তাহা স্পষ্টই বোধ হইয়া থাকে; কারণ ইহার খোলটি রুদ্রবীণার সদৃশ কাষ্ঠ নির্ম্মিত, কিন্তু দণ্ড, কাণ, তরফসংখ্যা, স্বরবন্ধন, সারিকাবিন্যাস, ধারণ ও বাদনপ্রণালী কচ্ছপী বীণার মত। বেশীর মধ্যে ইহাতে তরফ থাকে এবং নায়কী তারটি মাত্র লৌহনির্ম্মিত, অপর গুলি ধাতুনির্ম্মিত না হইয়া তাঁতের হইয়া থাকে।

তুম্বুরু বীণা।

একটি অলাবুনির্ম্মিত খোল, কাষ্ঠনির্ম্মিত দণ্ড ও কাষ্ঠের ধ্বনি পট্টকদ্বারা তুম্বুরু বীণা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহাতে চারিটি কীলক, একখানি দৃঢ় কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত তন্ত্রাসন, দুই গাছি লৌহের ও দুই গাছি পিতলের মোট চারি গাছি তার ব্যবহার হয়। ঐ চারি গাছি তারের মধ্যে লৌহনির্ম্মিত তার দুই গাছি মধ্যসপ্তকের ষড়্জ, পিতলের একগাছি মন্দ্রসপ্তকের ষড়্জ ও একগাছি পঞ্চম স্বরে বাঁধিতে হয়। এই যন্ত্রের দণ্ডটি দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা ধারণ করিয়া মধ্যমাঙ্গুলির আঘাতে ইহার বাদনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। ইহাতে সারিকা থাকে না এবং যে তার যে স্বরে আবদ্ধ থাকে, তদতিরিক্ত অন্য কোন স্বর প্রকাশিত হয় না, পিতলের যে তারগাছি মন্দ্রসপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধিবার রীতি আছে, রাগবিশেষে গান করিবার সময় সেই তারগাছি মধ্যম স্বরেও আবদ্ধ করা যায়। এই যন্ত্রটি কেবল গানসময়ে গায়কের স্বর-বিশ্রামার্থই ব্যবহৃত হয়, তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্রভাবে বাদিত হয় না। দেশবিশেষে এই যন্ত্রে ছয় হইতে দশ পর্য্যন্ত তার এবং পঞ্চ-বিংশতি হইতে সপ্তচত্বারিংশৎ পর্য্যন্ত সারিকা বিন্যস্ত হইয়া থাকে। বোধ হয় তত্তদ্দেশে ইহার বাদনপ্রণালী ও ব্যবহার স্বতন্ত্র প্রকার হইয়া থাকে। এই যন্ত্রটী তুম্বুরুগন্ধর্ব্ব দ্বারা প্রথম নির্ম্মিত হয় বলিয়া তাঁহারই নামানুসারে তুম্বুরুবীণা নামে চলিয়া আসিতেছে।

কাত্যায়ন বীণা।

কাত্যায়ন-বীণার নাম, উৎপত্তি ও নির্ম্মাতার নামসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলিয়া থাকে, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় কাত্যায়নঋষিই যে ইহার নির্ম্মাতা তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি এই যন্ত্রে একশতগাছি লৌহের তার ব্যবহার করিতেন, তদনুসারে এই যন্ত্র শততন্ত্রী নামে বিখ্যাত ছিল, কিন্তু আধুনিক কাত্যায়ন বীণাতে শততন্ত্রের পরিবর্ত্তে সচরাচর বাইশ হইতে ত্রিশগাছি পর্য্যন্ত তারের ব্যবহার দেখা যায়। সেই সকল তার লৌহনির্ম্মিত ও প্রায় দুইহস্ত পরিমিত দৈর্ঘ্য, একহস্ত বিস্তার ও অর্দ্ধহস্ত বেধবিশিষ্ট একটি কাষ্ঠের বাক্সমধ্যে উভয় পার্শ্বে কীলকদ্বারা আবদ্ধ করার রীতি দেখা যায়। যে যন্ত্রে বাইশগাছি তার আবদ্ধ করা থাকে, সেই বাইশগাছি তারের উপরের প্রথম সাতগাছি মন্দ্রসপ্তকের ষড়্জ হইতে নিষাদ পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় সাতগাছি মধ্যসপ্তকের ষড়্জ হইতে নিষাদ পর্য্যন্ত, তৃতীয় সাতগাছি তারসপ্তকের ষড়্জ হইতে নিষাদ পর্য্যন্ত ও দ্বাবিংশতি সংখ্যক তারগাছি তার-সপ্তকের উচ্চ সপ্তকের ষড়্জস্বরে আবদ্ধ করিতে দেখা যায়। কেহ কেহ প্রথম তিনগাছির একগাছি মন্দ্রসপ্তকে পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, চতুর্থ হইতে দশম পর্য্যন্ত সাতগাছি তার মধ্য-সপ্তকের ষড়্জ হইতে নিষাদ পর্য্যন্ত, একাদশ হইতে সপ্তদশ তার তারসপ্তকের ষড়্জ হইতে নিষাদ পর্য্যন্ত এবং অষ্টাদশ হইতে দ্বাবিংশ পর্য্যন্ত তার তারসপ্তকের উচ্চ সপ্তকের ষড়্জ হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত স্বরে বাঁধিয়া থাকে। ইহার বাদনকালে যন্ত্রটি সমতল স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক দুই হস্তে দুইটি ত্রিকোণাকৃতি কোন কঠিন পদার্থ ধারণ করিয়া অতি সাবধানে বাদনক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। ইহার স্বর অতি মধুর। যে যন্ত্রে ত্রিশগাছি তার থাকে সেই যন্ত্রের বাইশগাছি তার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে আবদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট তার কয়েকগাছি আবশ্যক মত কোমল ও তীব্রস্বরে বাঁধিয়া লয়।

প্রসারণী বীণা।

একটি পাঁচতারবিশিষ্ট কচ্ছপীর দণ্ডপার্শ্বে আর একটি তিন-তারবিশিষ্ট ক্ষুদ্র দণ্ড সংযোজিত করিলেই প্রসারণী বীণা হয়। এই যন্ত্রের প্রধান দণ্ডটিতে ষোলখানি ও ক্ষুদ্র দণ্ডটিতে ষোল-খানি, একুনে বত্রিশখানি সারিকা বিন্যস্ত থাকে। প্রধান দণ্ডে আবদ্ধ পাঁচগাছি তারের দুইগাছি মন্দ্রসপ্তকের নিম্নসপ্তকের ষড়্জ, দুইগাছি মধ্যম ও একএক গাছি পঞ্চম স্বরে এবং ক্ষুদ্র দণ্ডস্থ তিনগাছি তারের একগাছি মন্দ্রসপ্তকের ষড়্জ, একগাছি মধ্যম ও একগাছি পঞ্চম স্বরে আবদ্ধ হয়। মহতীবীণাদি অন্যান্য যন্ত্রে সার্দ্ধদ্বিসপ্তক স্বর পাওয়া যায়, কিন্তু প্রসারণীতে

সার্দ্ধত্রিসপ্তক স্বর নির্গত হইয়া থাকে। ইহার বাদনপ্রণালী অন্যান্য যন্ত্রবাদনের প্রণালীর সমান নহে। এই যন্ত্রটি কোন সমতল স্থানে বা ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক একটি বংশনির্ম্মিত শলাকা দ্বারা আঘাত করিয়া বাজাইতে হয়। সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠের টিপ ও সারিকোপরি ঘর্ষণদ্বারা প্রত্যেক স্বর বহির্গত করিতে হয়। যন্ত্রটি আধুনিক।

স্বরবীণা।

স্বরবীণা যন্ত্রটি অতি প্রাচীন, ইহার খোলটি অলাবুনির্ম্মিত; দণ্ডাদি কাষ্ঠময়, যন্ত্রটি দেখিতে কতকটা রুদ্রবীণাসদৃশ, বিশেষের মধ্যে রুদ্রবীণার ধ্বনিকোষ অর্থাৎ খোল চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়, ইহার ধ্বনিকোষ তৎপরিবর্ত্তে পাতলা কাষ্ঠফলক দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। ইহাতে চারিগাছি তার ব্যবহৃত হয়, সেই চারিগাছি তারের একগাছি মন্দ্রসপ্তকের ষড়্জে, একগাছি পঞ্চমে, দুইগাছি মধ্যসপ্তকের ষড়্জে আবদ্ধ করিতে হয়।

সারঙ্গী।

সারঙ্গী অতি প্রাচীন যন্ত্র। কথিত আছে লঙ্কাধিপতি রাবণ 'ইহা প্রথম সৃষ্টি করেন। যন্ত্রটি বহুকালাবধি অবিকৃত নাম ও আকারে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু অন্যান্য নানাদেশে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবয়বপরিবর্ত্তনের সহিত বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। এই যন্ত্রের খোল ও দণ্ড একখানি কাষ্ঠখণ্ডে নির্ম্মিত হয়, খোলটি চর্ম্মদ্বারা ও দণ্ডটি পাতলা কাষ্ঠফলক দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। দণ্ডের দুইপার্শ্বে দুইটি করিয়া চারিটি কাণ ও সেই চারিকাণে চারিগাছি তাঁত আবদ্ধ থাকে। দণ্ডপার্শ্বে কতকগুলি পিতলের তারযোজিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরফের কাণও থাকে। পূর্ব্বোক্ত চারিগাছি তাঁতের একগাছি মন্দ্রসপ্তকের ষড়্জ, একগাছি পঞ্চম, দুইগাছি মধ্যসপ্তকের ষড়্জ করিয়া বাঁধিবার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে সারিকা ব্যবহার হয় না। এই যন্ত্রটি অঙ্গুল্যাদির আঘাতে বাদিত না হইয়া অশ্বপুচ্ছবদ্ধ একগাছি ধনুদ্বারা বাদিত হয়, এই হেতু ইহাকে ধনুস্তন্ত যন্ত্র বলে। ধনুঃসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রগুলিতে বামহস্তের কনিষ্ঠাদি চারিটি অঙ্গুলির নখঘর্ষণ দ্বারা স্বরসমুদায় প্রতিপন্ন করিতে হয়। এই যন্ত্রের মধুর ধ্বনি কোমলকণ্ঠী স্ত্রীলোকের স্বরের অনুরূপ। যদি একটি ঘরে একটি এই যন্ত্র বাদিত হয় ও অপর একটি ঘরে কোন সুকণ্ঠী স্ত্রীলোক গান করে, তাহা হইলে অতি স্বরজ্ঞ ব্যক্তিও উভয়ের পৃথক্ত্ব সহসা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।

এস্রার।

এস্রারের সমুদায় অবয়বটি একখণ্ড কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত। খোলটি প্রায়ই সারঙ্গীর খোলের ন্যায়, দণ্ডটি সেতারের দণ্ডের সমান। পাঁচতারবিশিষ্ট সেতারের যে তার যে ধাতু নির্ম্মিত ও যে সুরে আবদ্ধ থাকে, এসরারের তার পাঁচগাছিও সেই ধাতুনির্ম্মিত ও সেই স্বরে আবদ্ধ করিতে হয়। বিশেষের মধ্যে ইহাতে বাদকের ইচ্ছানুরূপ কতকগুলি পিতলের তারের তরফ সংযোজিত হয়। সেই তরফগুলির স্বরবন্ধনও বাদকের ইচ্ছাধীন। বাদকগণ যন্ত্রটি সরলভাবে দাঁড় করাইয়া বামহস্তের আলগোচাঠেশে ধরিয়া দক্ষিণহস্তধৃত ধনুঃসঞ্চালনে ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। বামহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলী সারিকোপরি সঞ্চালন করিয়া প্রয়োজনানুসারে স্বরসকল প্রকাশিত করিতে হয়। এই যন্ত্রের নায়কী তারটিই প্রধানরূপে বাদিত হয়, তবে অপর তারগুলির স্বরসংযোজন জন্যই ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রটিও প্রায়ই সারঙ্গীর ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের গানের মাধুর্য্য সম্পাদনার্থই ব্যবহৃত হয়, সময়ে সময়ে স্বতঃসিদ্ধ ভাবেও বাদিত হইয়া থাকে। যন্ত্রটি আধুনিক।

মায়ূরী।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মায়ূরীকে একটি স্বতন্ত্র যন্ত্র বলা যাইতে পারে না, এসরার যন্ত্রের খর্পরমুখে একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত ময়ূরের মুখ যোজিত করিলেই মায়ূরী যন্ত্র হয়, নতুবা ইহার আকারাদি বাদনক্রিয়া পর্য্যন্ত সমুদায়ই এসরারের সমান।

অলাবুসারঙ্গী।

অলাবুসারঙ্গী সারঙ্গীর অবয়বভেদমাত্র, বিশেষের মধ্যে সারঙ্গী যেমন একখণ্ড কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত হয়, ইহার পশ্চাদ্ভাগটি কাষ্ঠের না হইয়া একটি দীর্ঘাকার অলাবুদ্বারাই নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তদনুসারেই ইহাকে অলাবুসারঙ্গী বলে। পশ্চাদ্বর্ত্তী অলাবু ভিন্ন অপরাপর সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাষ্ঠনির্ম্মিত হয়। ইহার প্রধান তন্ত্র, তরফ, স্বরবন্ধনাদি আর সমুদায় বিষয়েই সারঙ্গীর ন্যায়, কেবল বাদনপ্রণালীতে কিছু বিশেষ লক্ষিত হয়, সারঙ্গী যেমন ক্রোড়দেশে সরলভাবে দাঁড় করাইয়া বাজাইতে হয়, ইহা সেরূপভাবে দাঁড় করাইয়া না ধরিয়া ইহার পশ্চাৎ দিক্ স্কন্ধোপরি স্থাপনপূর্ব্বক বামহস্তের তালু ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ধারণ করিয়া অপরাপর অঙ্গুলির অগ্রভাগ তন্ত্রর উপরি সঞ্চালন পূর্ব্বক স্বরসম্পাদন করিতে হয়। এক কথায় বলিতে গেলে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, আধুনিক বেহালার কায়দায় বাজাইতে হয়।

মীনসারঙ্গী।

এসরাজ ও মীনসারঙ্গী একই যন্ত্র, প্রভেদের মধ্যে এই যে, এসরারের খোল ও দণ্ড উভয়ই কাষ্ঠনির্ম্মিত, ইহার পশ্চাদ্

খোল হইতে দণ্ডের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত একটি দীর্ঘাকার সরু আকারের অলাবুদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অপরাপর সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তার, তরফ, বাদনপ্রণালী সমুদায়ই এসরারের অনুরূপ। যন্ত্রের মূলদেশে কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি মৎস্যের মুখ আবদ্ধ থাকে বলিয়া মীনসারঙ্গী নামে অভিহিত হয়।

স্বরসঙ্গ।

স্বরসঙ্গ যন্ত্রটি তরফহীন এসরারের নামান্তরমাত্র, স্বরসঙ্গের আকারাদি বাদনক্রিয়া পর্য্যন্ত সমুদায় বিষয়ই এসরারের অনুরূপ। এই যন্ত্রটিও অতি আধুনিক।

সারিন্দা।

সারিন্দার সমস্ত অবয়বটি একখণ্ড অখণ্ড কাষ্ঠনির্ম্মিত। ইহার ধ্বনিকোষের কিয়দংশ চর্ম্মাচ্ছাদিত ও সেই চর্ম্মোপরি একখানি তন্ত্রাসন লম্বাভাবে আবদ্ধ থাকে। ইহাতে কোনরূপ ধাতুনির্ম্মিত তার বা তাঁত ব্যবহৃত না হইয়া অশ্বপুচ্ছনির্ম্মিত তিনগাছি তার প্রযুক্ত হয় এবং সেই তিনগাছি তারের দুইগাছি মধ্যসপ্তকের ষড়্‌জ ও একগাছি পঞ্চম করিয়া বাঁধিতে ও অলাবুসারঙ্গীর অনুকরণে স্কন্ধে স্থাপন ও বামহস্তে ধারণপূর্ব্বক একটি অশ্বপুচ্ছাবদ্ধ ধনুর্দ্বারা অলাবুসারঙ্গীর কায়দায় বাজাইতে হয়। অনেকেই সারিন্দা ও সারঙ্গী এই উভয় যন্ত্রের মধ্যে কোনটিকে কাহার অনুকরণে নির্ম্মিত ইহার নির্ণয়ে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, কিন্তু উভয়যন্ত্রের আকারদৃষ্টে সারিন্দার অনুকরণে যে সারঙ্গীর সৃষ্টি ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয়, যে হেতু মনুষ্যের সভ্যতাবৃদ্ধি সহকারে যেমন অনেক যন্ত্রই ক্রমশঃই উন্নত হইয়াছে ইহাও যে তদ্রূপ হইয়াছে এরূপ বিবেচনা করা বোধ হয় যুক্তিবিরুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। এই যন্ত্রটি অধুনা সভ্যসমাজে ব্যবহৃত হয় না। ফকিরাদি ভিক্ষুকগণ লোকের দ্বারে দ্বারে ইহার স্বরসংযোগে গান করিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে।

গোপীযন্ত্র।

একটি আন্দাজ দেড়হাত পরিমিত সগ্রন্থি সরু বংশদণ্ডের গ্রন্থির দিকে ছয়সাত অঙ্গুলী অবিকৃতভাবে রাখিয়া তদূর্দ্ধ ভাগের অর্দ্ধাংশ চিরিয়া বাদ দিয়া অবশিষ্টার্দ্ধাংশকে আবার দুইখানি বাখারির আকারে পরিণত করিয়া তাহাতে উভয়দিক্ কর্ত্তিত একটি প্রায় একহস্ত পরিমিত দীর্ঘাকার অলাবু বা কাষ্ঠের খোল আবদ্ধ করিয়া তাহার উপরিভাগ চর্ম্মাচ্ছাদনপূর্ব্বক সেই চর্ম্মের ঠিক মধ্যভাগে একগাছি লোহার তারের একপ্রান্ত বদ্ধ ও অপর প্রান্ত বংশদণ্ডের অবিকৃত অংশে প্রোথিত একটি কীলকে যোজিত করিতে হয়। যন্ত্রদণ্ডের মধ্যভাগ দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী পরিত্যাগে অপর চারিটি অঙ্গুলিদ্বারা ধারণ করিয়া তর্জ্জনীর আঘাতে ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। ইহা হইতে একটিমাত্র স্বর নির্গত হয়, তবে বাদক কৌশলপূর্ব্বক যন্ত্রধারক অঙ্গুলীচতুষ্টয়ের সঙ্কোচ ও প্রসারণ দ্বারা ঐ একমাত্র স্বরকে উচ্চনীচ করিতে পারে। যন্ত্রটি সভ্যযন্ত্র মধ্যে পরিগণিত নহে, ভিক্ষোপজীবীরা ইহার স্বরসংযোগে দ্বারে দ্বারে গান করিয়া আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

আনন্দ-লহরী।

আনন্দ-লহরী গোপীযন্ত্রের খোলের ন্যায় একটী প্রায় অর্দ্ধ-হস্ত পরিমিত খোলের উপরের দিক্ চর্ম্মাচ্ছাদিত করিতে হয় ও সেই চর্ম্মের ঠিক মধ্যভাগে একগাছি তাঁত আবদ্ধ ও তাহার অপরপ্রান্তে চর্ম্মাচ্ছাদিত একটি ক্ষুদ্র ভাণ্ডে সংবদ্ধ করিয়া যন্ত্রের খোলটি বামকক্ষে কঠিন ভাবে চাপিয়া ধরিয়া ক্ষুদ্র ভাণ্ডটি বাম হস্তে ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণহস্তে ধৃত একটী কাষ্ঠশলাকা দ্বারা সেই তন্তুতে আঘাত করিলেই ইহার বাদন ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। বাম হস্তের আকর্ষণের ন্যূনাধিক্যেই স্বরের নীচতা ও উচ্চতা নিষ্পন্ন হইবে। ঐ যন্ত্রটিও একমাত্র ভিক্ষুকেরাই ব্যবহার করে।

মোরঙ্গ।

মোরঙ্গ যন্ত্রটি ইস্‌পাত দ্বারা ত্রিশূলাগ্ররূপে নির্ম্মিত হয়, ইহার দুই পার্শ্ব কিঞ্চিৎ স্থূল, মধ্যভাগে একখানি শূলাগ্রভাগের ন্যায় অতি পাতলা পাত থাকে। যন্ত্রটি বাম হস্তদ্বারা দন্তে দৃঢ়রূপে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর আঘাতে ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়, কিন্তু স্বরটিকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার জন্য আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সজোরে মুখ দ্বারা শ্বাস টানিয়া লইতে হয়। ইহাতে একটি মাত্র স্বর থাকে, তবে বাদনকুশলীরা সেই পাতলা পাতখানির মূলদেশে সামান্য পরিমাণে মম লাগাইয়া স্বরের উচ্চ নীচতা সম্পাদন করিতে পারে। যদিও এই যন্ত্রে বিশেষ স্বর মাধুর্য্য নাই বটে, কিন্তু ঐক্যতান বাদনের সহিত বাদিত হইলে এক প্রকার মন্দ লাগে না।

অবনদ্ধ বা আনদ্ধ যন্ত্র।

পটহ বা নাগরা, মর্দ্দল বা মাদল, হুড়ুক, আকরট, অঘট, রঞ্জা, ডমরু, ঢক্কা, কড়ুলী, টুক্‌করী, ত্রিবলী, ডিণ্ডিম, দুন্দুভি, ভেরী, নিঃসান, তুম্বকী, টমকী, মণ্ড, কম্বুজ, পণব, কুণ্ডলী, পাদবাদ্য, শর্কর, মট্ট, মৃদঙ্গ বা খোল, তবলা, ঢোলক, ঢোল, কাড়া, জগঝম্প, তাসা, দামামা, টিকারা, জোড়ঘাই ও খোরদক এই সকল যন্ত্র অবনদ্ধ যন্ত্র মধ্যে পরিগণিত। এই সকল যন্ত্রের অধিকাংশই নামমাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাদিগের আকারাদি সঙ্গীত গ্রন্থেও দৃষ্ট হয় না, ব্যবহারও নাই। অবনদ্ধ যন্ত্র সমুদায় সভ্য, বাহির্দ্বারিক, গ্রাম্য, সামরিক ও মাঙ্গল্য এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে।

পটহ বা নাগরা।

পটহের আকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিমাণ ভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকে। দ্বিবিধ পটহেরই খোল মৃত্তিকানির্ম্মিত। তন্মধ্যে বৃহৎ পটহের মুখ প্রশস্ত, ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া তলদেশ কোণাকারে পরিণত হইয়াছে। এই যন্ত্রের মুখ অপেক্ষাকৃত স্থূলচর্ম্মে আচ্ছাদিত এবং তলদেশস্থিত কতকগুলি চর্ম্মরজ্জু নির্ম্মিত একটি বেষ্টনীর সহিত সরু চর্ম্মরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ থাকে। ক্ষুদ্র পটহ দেখিতে অর্দ্ধ বর্ত্তুলাকার, ইহারও আচ্ছাদনাদি বৃহৎ পটহসদৃশ, অধিকন্তু ইহাতে পক্ষিপক্ষাদি নানা বস্তু আবদ্ধ থাকে, এই যন্ত্র প্রায়ই কাড়া নামক অন্যতম যন্ত্রের সহিত একযোগে বাদিত হয়। বাদকগণ যন্ত্রটিকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া গলায় ঝুলাইয়া দুইটি দণ্ডদ্বারা দুই হস্তে বাজাইতে থাকে, কিন্তু বৃহৎ পটহ এরূপে বাদিত হয় না, ইহাকে মৃত্তিকায় স্থাপনপূর্ব্বক উভয় হস্তধৃত দুইটী দণ্ডের আঘাতে টিকারা নামক যন্ত্রের সহিত বাজাইতে হয়, কথন কথন যুদ্ধ বিজেতাগণের সম্মানার্থ গৃহ প্রবেশের সময় হস্তী প্রভৃতির পৃষ্ঠে বাজাইতেও দেখা যায়। পটহ বাহির্দ্বারিক ও অতি প্রাচীন যন্ত্র।

মর্দ্দল।

আনদ্ধ যন্ত্র মধ্যে মর্দ্দলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মর্দ্দলের খোল খদির, রক্তচন্দন, পনস বা গাম্ভারী ইত্যাদি কঠিন কাষ্ঠের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে খদিরকাষ্ঠই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রক্তচন্দন কাষ্ঠনির্ম্মিত মর্দ্দলের ধ্বনিও গম্ভীর, রমণীয় ও উচ্চ হয়। মর্দ্দলের দৈর্ঘ্য সচরাচর সার্দ্ধ হস্তপরিমিত, বামদিকের মুখ বার তের অঙ্গুলি। দক্ষিণদিকের মুখ তদপেক্ষা এক বা সার্দ্ধৈক অঙ্গুলী হীন ব্যাসবিশিষ্ট ও মধ্যভাগ মুখাপেক্ষা কিঞ্চিৎ পৃথুল হইয়া থাকে। ষণ্মাসীয় ছাগচর্ম্মে উভয় মুখ আচ্ছাদিত ও সেই চর্ম্মদ্বয় চর্ম্ম রজ্জুদ্বারা পরস্পর সংযোজিত থাকে। সেই বন্ধনী চর্ম্মরজ্জুর মধ্যে হস্তিদন্তাদি কঠিন পদার্থ নির্ম্মিত আটটি গুল্ম আবদ্ধ হয়, স্বরের উচ্চতা নীচতা সম্পাদনার্থ সেই গুল্মগুলি লৌহতাড়নী দ্বারা বাম বা দক্ষিণে সঞ্চালিত করিয়া লইতে হয়। যন্ত্রের দক্ষিণদিকের মুখাচ্ছাদক চর্ম্মের ঠিক মধ্যভাগে ভস্ম, গৈরিক মৃত্তিকা, অন্ন বা চিপীঠক (চিড়া), কেন্দুক (গাব) অথবা জীবনীরস (জিওলের আঠা) এই কয় দ্রব্যের মিশ্রণে উৎপাদিত ও চতুরঙ্গুলী ব্যাসবিশিষ্ট একটী থরলি (চলিত খিলান) দিতে হয়, বাম দিকের চর্ম্মে এরূপ থরলি ব্যবহৃত হয় না। বাদনকালে বাদক ময়দার পুরিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়া লয়। এই যন্ত্র ক্রোড়ে করিয়া বাজাইতে হয়। এই মর্দ্দলই আধুনিক মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ নামে কথিত হইয়া থাকে এবং সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা যে এই জাতীয় বাদ্য বাজাইয়া গীতাদি করে তাঁহাকেই লোকে মর্দ্দল বা মাদল বলে। এই যন্ত্রটি সভ্য যন্ত্র মধ্যে পরিগণিত ও ইহার বাদনক্রিয়ায় উভয় হস্তই ব্যবহৃত হয় এবং ধ্রুপদাদি উচ্চাঙ্গ গীতের সহিত সঙ্গত হইয়া থাকে।

মুরজ।

মুরজ মর্দ্দলেরই সমান, বিশেষের মধ্যে ইহার আকার ক্ষুদ্র, ইহার বামমুখ আট অঙ্গুলী ও দক্ষিণ মুখ সাত অঙ্গুলী ব্যাসবিশিষ্ট এবং দৈর্ঘ্য একহস্ত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া থাকে। বাদক যন্ত্রটি রজ্জুদ্বারা গলায় ঝুলাইয়া বাজাইয়া থাকে এবং ইহার বামদিকেও থরলি লেপন থাকে।

মৃদঙ্গ।

মৃদঙ্গ যন্ত্রটি অতি প্রাচীন। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, যৎকালে ত্রিপুরারি মহাদেব দেবগণের অজেয় অতি দুর্দ্দান্ত ত্রিপুরাসুরকে সমরে বিনষ্ট করিয়া আনন্দভরে তাণ্ডব আরম্ভ করেন, সেই সময়ে সৃষ্টিকর্ত্তা পদ্মযোনি ব্রহ্মা সেই অসুরের শরীরনিঃসৃত রুধিরে সমরাঙ্গণের ভূমি সিক্ত হইয়া কর্দ্দমে পরিণত হইলে সেই কর্দ্দমদ্বারা মৃদঙ্গের খোল, চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদনী, শিরাদ্বারা চর্ম্মসংযোজক রজ্জু ও অস্থিদ্বারা গুল্ম প্রস্তুত করিয়া গণনায়ককে মহাদেবের নৃত্যে তাল দিবার জন্য প্রদান করিয়াছিলেন, গণেশ সেই মৃদঙ্গ বাদনপূর্ব্বক মহাদেবের নৃত্য ও দেবগণের হর্ষবর্দ্ধন করেন। এই যন্ত্রের প্রধান অঙ্গ খোলটি মৃত্তিকানির্ম্মিত হওয়াতেই মৃদঙ্গ এই যৌগিক নাম ধারণ করিয়াছে। আধুনিক খোলই প্রকৃত মৃদঙ্গপদবাচ্য, বিশেষের মধ্যে এই যে, ব্রহ্মসৃষ্ট মৃদঙ্গ গুল্ম যোজিত ছিল, খোলে গুল্ম থাকে না। এই যন্ত্রের উভয়মুখের আচ্ছাদনীচর্ম্মে থরলি লেপিত থাকে। খোল অন্য কোন গীতে ব্যবহৃত হয় না,একমাত্র কীর্ত্তনাদিতেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

তবলা।

তবলা আধুনিক মৃদঙ্গের অনুকরণমাত্র। এই যন্ত্র দুইভাগে বিভক্ত ; একভাগের খোল মৃদঙ্গবৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত, একভাগের খোল মৃত্তিকা বা ধাতুনির্ম্মিত হইয়া থাকে। কাষ্ঠনির্ম্মিত ভাগটি দক্ষিণা (ডাহিনা), মৃত্তিকানির্ম্মিত ভাগটি বামক (বাঁয়া) নামে বিখ্যাত। উভয়ভাগের আচ্ছাদনী থরলি যুক্ত হয়। ডাহিনা হইতে উচ্চ মধুর ও বাঁয়া হইতে গম্ভীর নাদস্বর নির্গত হয়। সময়ে সময়ে বাঁয়া এককই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ডাহিনা তদ্রূপ হয় না। ডাহিনাটি মৃদঙ্গের ন্যায় চর্ম্মরজ্জুদ্বারা আবদ্ধ ও গুল্মে যুক্ত হয়, বাঁয়াতে চর্ম্মরজ্জু ও কার্পাসাদি সূত্ররজ্জু প্রযুক্ত হয়, কিন্তু গুল্মের প্রয়োজন হয় না, তবে কার্পাসাদি সূত্রবদ্ধ বাঁয়াতে পিত্তলাদি নির্ম্মিত কিঞ্চিৎ স্থূল অঙ্গুরীয়কের (কড়ার) প্রয়োগ দেখা যায়। এই যন্ত্র খেয়ালাদি গীতের অনুগত হইয়া বাদিত হয়।

ঢোলক।

ঢোলকের খোল কাষ্ঠনির্ম্মিত, সেই খোলের উভয়মুখ অতি পাতলা চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হয়। আচ্ছাদনীচর্ম্ম কার্পাসাদিনির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ থাকে, কিন্তু রজ্জু সমান্তরাল-ভাবে না থাকিয়া বক্রভাবে আবদ্ধ ও তাহাতে স্বরের উচ্চ-নীচতা সম্পাদনার্থ দুই দুই গাছি রজ্জুমধ্যে এক একটি ধাতু-নির্ম্মিত কড়া প্রযুক্ত হয়। যন্ত্রের দুই মুখই প্রায় সমান ব্যাসবিশিষ্ট, মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ স্থূল ও বামমুখের চর্ম্ম খরলিযুক্ত হয়। যাত্রা পাঁচালীতে এই যন্ত্রের অধিক ব্যবহার দেখা যায়।

ঢক্কা।

ভারতীয় যাবতীয় যন্ত্র অপেক্ষা ঢক্কার আকার বৃহৎ। ইহার খোল কাষ্ঠনির্ম্মিত, দুই মুখই প্রায় সমান ব্যাসবিশিষ্ট ও চর্ম্মাচ্ছাদিত এবং সেই চর্ম্মদ্বয় চর্ম্মরজ্জুদ্বারা পরস্পর সংযত। ইহার একটি মুখই উভয় হস্তধৃত দুইগাছি বেত্রদ্বারা বাদিত হয়। যন্ত্রের শোভাসম্পাদনার্থ বাদকগণ বাখারিগঠিত একপ্রকার পদার্থে নানা পক্ষীর পালক যোজিত করিয়া খোলের উপর বাঁধিয়া লয়, তাহাকে 'টয়ে' বলে। বাদক যন্ত্রটি অতিস্থূল রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করিয়া বামস্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক বাদনক্রিয়া সম্পাদন করে। এই যন্ত্র দেবোৎসব ও চড়কাদি পর্ব্বোপলক্ষে অধিক ব্যবহৃত হয়। ঢক্কা অতি প্রাচীন, যেহেতু রামরাবণের যুদ্ধকালে এই ঢক্কা বাদিত হইয়াছিল, রামায়ণগ্রন্থে ইহার ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার ধ্বনি অতি কর্কশ।

ঢোল।

ঢোলের আকার প্রায়ই ঢোলকসদৃশ, তবে আকারে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ। ইহারও বামমুখে খরলি (গাবের আটা) লেপিত থাকে। যন্ত্রটি রজ্জুবদ্ধ করিয়া গলায় ঝুলাইয়া দক্ষিণহস্তের তল ও বামহস্তধৃত একটী সর্পফণাকৃতি কিঞ্চিৎ স্থূল দণ্ডদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। যন্ত্রটি দেবপূজা ও বিবাহাদি উৎসবোপলক্ষে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন এই ঢোলই কালসহকারে সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গেই ঢোলকে পরিণত হইয়াছে।

কাড়া।

কাড়ার খোল কাষ্ঠনির্ম্মিত, একটীমাত্র মুখ, সেই মুখ পশ্চাদ্-ভাগ অপেক্ষা বিস্তৃত, চর্ম্মরজ্জুবদ্ধ ও চর্ম্মাচ্ছাদিত। যন্ত্রটি রজ্জু-সংযোগে গলায় ঝুলাইয়া দক্ষিণ হস্তধৃত বেত্র ও বাম হস্তের তলা-ঘাতে বাজাইতে হয়, কিন্তু একমাত্র কাড়া কখনই বাদিত হয় না, ক্ষুদ্র নাগরা বা জগঝম্পের সহিত একযোগে উৎসবাদিতে বাদিত হইয়া থাকে।

জগঝম্প।

জগঝম্পের মৃত্তিকানির্ম্মিত খোলটী অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ও গভীর শরাব সদৃশ। ইহার আচ্ছাদনী চর্ম্ম শণসূত্র বা চর্ম্ম রজ্জুদ্বারা সম্বদ্ধ থাকে। এই যন্ত্রেও অঙ্গসৌষ্ঠবার্থ পক্ষীর পালক ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটি রজ্জুদ্বারা গলায় ঝুলাইয়া দুই হস্তধৃত দুই গাছি বেত্রের আঘাতে বাজাইতে হয়। এই যন্ত্রের সহিত ক্ষুদ্র নাগরার ব্যবহার হয়। উৎসবাদিতে বিশেষতঃ মুসলমানদিগের পর্ব্বোপলক্ষেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়।

তাসা।

তাসা দেখিতে প্রায়ই জগঝম্পের অনুরূপ, বিশেষের মধ্যে ইহার আচ্ছাদনীচর্ম্ম অপেক্ষাকৃত স্থূল হইয়া থাকে। এই এই যন্ত্রটিও জগঝম্পের সহিত একযোগে বাদিত হয়। ইহার বাদন-প্রণালী জগঝম্পসদৃশ। বিবাহাদি উৎসবে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

টিকারা।

টিকারার আকার বৃহৎ নাগরার অনুরূপ, কেবল পরিমাণে কিঞ্চিৎ ন্যূন ও আচ্ছাদনীচর্ম্ম অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম। এই যন্ত্র বৃহৎ নাগরার যোগে দুই হস্তধৃত দুইটি দণ্ডের আঘাতে নহবতে বাদিত হইয়া থাকে।

দামামা।

টিকারা যন্ত্র যে যে উপকরণে ও যে আকারে নির্ম্মিত হয়, দামামা যন্ত্রও সেই সেই উপকরণে ও সেই আকারেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে; বিশেষের মধ্যে, ইহার মুখ টিকারার মুখাপেক্ষা প্রশস্ত ও আচ্ছাদনী চর্ম্ম কিঞ্চিৎ স্থূল হয়। দামামাও টিকারার সহিত বাদিত হয়। দামামা পুরাকালে রণবাদ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল।

জোড়ঘাই।

জোড়ঘাই আর কিছুই নহে, একটি ঢোলের উপর অপেক্ষা-কৃত ন্যূনপরিধিবিশিষ্ট আর একটি ঢোল আবদ্ধ থাকে। ইহাতে ছোট ঢোল হইতে উচ্চ ও বড় ঢোল হইতে নিম্নস্বর নির্গত হয়। ইহার বাদন-প্রণালী ঢোল বাদনের অনুরূপ, কেবল উচ্চস্বরের প্রয়োজন হইলে ছোট ঢোলটিতে ও নিম্নস্বরের প্রয়োজন হইলে বড় ঢোলটিতে আঘাত করিতে হয়। পূর্ব্বে ইহার বহুল প্রচার ছিল, এক্ষণে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

ডমরু।

ডমরু অতিপ্রাচীন যন্ত্র। ইহা এক্ষণে নামাপভ্রংশে ডুগডুগি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। দেবদেব মহাদেব সর্ব্বদা এই যন্ত্র বাদন করিতেন। এক্ষণে অহিতুণ্ডিক (সাপুড়ে) ও বানরোপজীবিগণই ইহার ব্যবহার করিয়া থাকে। যন্ত্রটি কাষ্ঠনির্ম্মিত, ইহার মধ্যভাগ উভয় মুখাপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম। উভয় মুখের আচ্ছাদনী চর্ম্ম সূত্র-

দ্বারা পরস্পর যোজিত থাকে। যন্ত্রের দুই মুখের নিকট দুই গাছি সূত্রে দুইটি ক্ষুদ্রাকার সীসক গোলকে আবদ্ধ থাকে। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা যন্ত্রের মধ্যভাগ ধারণ করিয়া সঞ্চালন করিলে উক্ত সীসক গোলকদ্বয় আচ্ছাদনীচর্ম্মে আঘাত করে, তাহাতেই ইহার বাদনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কুশলী বাদক যন্ত্রধারক অঙ্গুলীদ্বয়ের সঙ্কোচ ও প্রসারণ দ্বারা স্বরের উচ্চনীচতা সম্পাদন করিয়া থাকে।

খোরদক।

খোরদক দুইটির খোল অতি ক্ষুদ্র নাগরাসদৃশ ও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত, কেবল একটির মুখ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত। ইহার আচ্ছাদনী-চর্ম্মদ্বয় এরূপ কৌশলে যোজিত হয় যে, একটি হইতে উচ্চ ও অপরটি হইতে নাদস্বর বাহির হয়, যেটি হইতে নাদস্বর নির্গত হয়, তাহার আচ্ছাদনীচর্ম্ম খরলিযুক্ত থাকে। উভয় করতলের আঘাতে ইহার বাদনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। এই যন্ত্র রৌশন-চৌকীর সহিত বাদিত হইয়া থাকে।

শুষির যন্ত্র।

যে সকল যন্ত্র সচ্ছিদ্র, তাহাদিগের সাধারণ নাম শুষির। শুষির যন্ত্র মুখমারুত (ফুৎকার) দ্বারা বাদিত হয়। বংশ (আধুনিক নাম বংশী), পার, পাবিকা, মুরলী, মধুকারী, কাহলা, শৃঙ্গ, রণশৃঙ্গ, রামশৃঙ্গ, শঙ্খ, ভোড়ঙ্গী, বুক্কা, স্বরনাভি, আলা-পিক, চর্ম্মবংশ, সজল বংশী, রৌশনচৌকি, সানাই, কলম, তুরি, ভেরী, গোমুখ, তুব্‌ড়ি ও বেণু ইত্যাদি যন্ত্র সমুদায় শুষির যন্ত্র মধ্যে পরিগণিত। দুঃখের বিষয় এই যে ইহার অধিকাংশই নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, আকারাদির কোন চিহ্নও লক্ষিত হয় না। শুষির যন্ত্র প্রধানতঃ বংশী, কাহল, শৃঙ্গ ও শঙ্খ এই চারি জাতিতে বিভক্ত হইয়া থাকে।

বংশ।

এই যন্ত্রটি প্রথমতঃ বর্ত্তুলাকার, সরল ও পর্ব্বহীন বংশদণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত হইত বলিয়াই বংশ নামে বিখ্যাত হইয়াছে, মনুষ্যের সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খদির, চন্দন কাষ্ঠ ও সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতু ও হস্তিদন্ত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু বংশী নামের পরিবর্ত্তন হয় নাই। বংশীর মধ্যরন্ধ্র কনিষ্ঠাঙ্গুলির পরিধি অপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত নহে, দৈর্ঘ্য অষ্টাঙ্গুলী হইতে এক হস্তেরও অধিক হইয়া থাকে। ইহার শিরোভাগ প্রায়ই বদ্ধ ও অধোভাগ উন্মুক্ত থাকে। দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ যে বংশী বাজাইতেন, লোকে তাহাকেই মুরলী বলিয়া জানে। বংশীর শিরোদেশ হইতে প্রায় তিন অঙ্গুলী নিম্নে যে একটা অপেক্ষা-কৃত প্রশস্ত ছিদ্র থাকে তার নাম ফুৎকাররন্ধ্র। ফুৎকার রন্ধ্রের প্রায় চারি অঙ্গুলী নিম্নে বদরিকা বীজ প্রমাণ ছয়টী স্বর-রন্ধ্র থাকে। বংশীটি উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যভাগ দ্বারা ধারণ করিয়া উভয় হস্তের অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী এই ছয়টি অঙ্গুলী দ্বারা ইহার বাদন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। ফুৎকার রন্ধ্রে ফুৎকার প্রদান ও পূর্ব্বোক্ত ছয়টি স্বররন্ধ্রে ছয়টি অঙ্গুলীর অগ্রভাগের টিপযোগে ষড়্‌জাদি স্বর নির্গত করিয়া ইচ্ছামত গীতাদি বাজাইতে পারা যায়। যন্ত্রটি শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় ছিল বলিয়া অনেকে শ্রীকৃষ্ণকেই ইহার নির্ম্মাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। অধুনা এই যন্ত্রই নানা দেশে কতক কতক আকারের পরিবর্ত্তন সহকারে নানা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। যাহা হউক ভারতবর্ষই যে, ইহার আদি উৎপত্তি স্থান তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সরল বংশী।

সরল বংশীর আকারাদি প্রায়ই মুরলীর সমান, বিশেষের মধ্যে এই যে, মুরলীর ফুৎকাররন্ধ্রে ফুৎকার দিয়া বাজাইতে হয়, ইহার ফুৎরন্ধ্রে ফুৎকার না দিয়া বংশীর মুক্ত শিরোদেশে ফুৎকার প্রদান করিতে হয়, ফুৎকাররন্ধ্র দিয়া বায়ু নির্গত হয়, এই নিমিত্ত ফুৎকাররন্ধ্র না বলিয়া তাহাকে বায়ুরন্ধ্র বলাই সঙ্গত বোধ হয় এবং মুরলী যেমন বক্রভাবে ধৃত হয়, ইহা সে ভাবে ধৃত না হইয়া সরল ভাবেই ধৃত হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই ইহা সরল বংশী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহাব বাদনপ্রণালী মুরলী সদৃশ।

লয়বংশী।

লয়বংশী দেখিতে সরল বংশীর অনুরূপ, বিশেষের মধ্যে ইহাতে বায়ুরন্ধ্র থাকে না। ইহার বাদনপ্রণালীও সরলবংশীব সমান, কেবল ইহাকে মুখের এক পার্শ্বে বক্রভাবে ধরিয়া বাজাইতে হয়।

কলম।

কলমের আকার কতকটা কঞ্চীর কলমের ন্যায়, বালয়াই ইহা কলম নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য অন্যান্য বংশী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র হইয়া থাকে, কিন্তু স্বররন্ধ্রাদি বংশী সদৃশ। সরল বংশীর কায়দায় ইহা বাদিত হয়, বিশেষ এই যে সরল বংশী ফুৎকারে বাজান হয়, কিন্তু ইহার শিরোদেশ মুখমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া বাজাইতে দেখা যায়। ইহার মুখে একটা ক্ষুদ্র নল থাকে; বাজাইবার পূর্ব্বে মুখামৃতে নলটী আর্দ্র করিয়া লইতে হয়।

রৌসনচৌকি।

রৌসনচৌকির আকার দেখিতে ধুস্তুর পুষ্পসদৃশ। যন্ত্রটির উপরিভাগ শূন্যগর্ভ কাষ্ঠনির্ম্মিত ও অধোভাগ পিত্তলাদি ধাতুনির্ম্মিত। কোন কোনটির সর্ব্বাঙ্গই কাষ্ঠে গঠিত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য বঙ্গদেশে সামান্যতঃ এক হস্তের অধিক দেখা যায় না, কিন্তু হিন্দুস্থানে (কাশী, লাখ্‌নৌ অঞ্চলে) ইহা অপেক্ষা

অনেক বড় হয়। ইহার মুখে যে একটী নল যোজিত থাকে তাহাতে মুখ দিয়া বাজাইতে হয়। যন্ত্রের আকার যত দীর্ঘ হইবে স্বর ততই নিম্ন হইবে। রৌসনচৌকি নহবতে টিকারার ও সামান্যতঃ খোরদকের সহযোগে বাদিত হইতে দেখা যায়।

সানাই।

সানাই আর রৌসনচৌকি উভয় যন্ত্রই আকারাদি সর্ব্ব বিষয়েই একরূপ, কেবল স্বরের কিঞ্চিৎ পার্থক্য বশতই ভিন্ন ভিন্ন নামে উল্লিখিত হইয়াছে। রৌসনচৌকির স্বর অপেক্ষা-কৃত উচ্চ হইয়া থাকে এই মাত্র বিশেষ, নতুবা বাদনপ্রণালী একই রূপ, আর একটু বিশেষ এই যে রৌসনচৌকি খোরদক বা ঢোলকের সহিত একযোগে বাদিত হয়, সানাই তৎপরিবর্ত্তে ঢোলের সঙ্গে বাজাইবার পদ্ধতি দেখা যায়।

বেণু।

বেণু যন্ত্রটী বেণু অর্থাৎ বংশ দ্বারা নির্ম্মিত হয় বলিয়াই ইহার নাম বেণু হইয়া থাকিবে। ইহার দৈর্ঘ্য বংশীজাতীয় যাবতীয় যন্ত্র অপেক্ষা অধিক। যন্ত্রটির একদিকে ছয়টি ও তাহার বিপরীত দিকে একটি ছিদ্র থাকে। ইহার বাদনপ্রণালী স্বতন্ত্র। যন্ত্রটি কিঞ্চিৎ বক্রভাবে ধারণ করিয়া ও মুখ কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া অল্প পরিমাণে ফুৎকার প্রদান করিলেই ইহার বাদন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ফুৎকারের তারতম্যানুসারে বিবিধ স্বর নির্গত করিতে পারা যায়, কিন্তু ইহার বাদননৈপুণ্য বহু আয়াসসাধ্য। নিপুণ বাদকগণ ইহা হইতে অর্দ্ধস্ফুট সুশ্রাব্য স্বর নির্গত করিতে পারেন।

শৃঙ্গ।

গোমেষমহিষাদি দীর্ঘশৃঙ্গ পশুদিগের শৃঙ্গকোষ দ্বারা শৃঙ্গ-যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। এই যন্ত্র অতি প্রাচীন। এমন কি, শুষির যন্ত্রের আদি বলিলেও বলা যাইতে পারে। ভূতভাবন ভবানী-পতি শঙ্কর এই যন্ত্র সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন। উক্ত পশু শৃঙ্গকোষের সূক্ষ্মদিকে একটি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রে মুখ দিয়া ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়।

রণশৃঙ্গ।

রণশৃঙ্গের আকার অতি বৃহৎ। ইহা পিত্তলাদি ধাতুদ্বারা নির্ম্মিত হয় এবং ফুৎকার দ্বারা বাদিত হইয়া থাকে। রণস্থলে সৈন্যকোলাহলে বাদ্যদ্বারা যখন সৈন্যদিগকে প্রোৎসাহিত, বা আহ্বান, অথবা কোন প্রকার ইঙ্গিত করিবার সম্ভাবনা থাকে, সেই সময়েই ব্যবহৃত হয়। ইহার সাঙ্কেতিক ধ্বনিবিশেষ দ্বারা সৈন্যগণ কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ হয়। এই যন্ত্র রণস্থলে প্রযুক্ত হয় বলিয়াই রণশৃঙ্গ নামে অভিহিত।

রামশৃঙ্গ।

রামশৃঙ্গও ধাতুনির্ম্মিত অতি বৃহৎ কুণ্ডলাকার যন্ত্র। ইহার ব্যাস অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়ায় স্বর রণশৃঙ্গ অপেক্ষা স্থূল, বাদন-প্রণালী রণশৃঙ্গের ন্যায়। এই যন্ত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহোৎ-সবাদি কার্য্যে অধিক ব্যবহার হয়।

তুরী।

তুরীর আকার সরল ও পিত্তলের নির্ম্মিত, যদিও ইহা দ্বারা সৈন্যপ্রোৎসাহাদি কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তথাপি রণস্থলেই ব্যবহৃত হয়। কখন কখন নহবতেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়। ইহার আকার রণশৃঙ্গ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, বাদনপ্রণালী রণশৃঙ্গ সদৃশ।

ভেরী।

ভেরী এক্ষণে 'ভড়ঙ্গ' নামেই বিখ্যাত, দেখিতে কতকটা দুরবীক্ষণ সদৃশ। এই যন্ত্রে নলের ভিতরে আর একটি নল এরূপ কৌশলে প্রবিষ্ট থাকে যে বাদনকালে হস্তসঞ্চালন কৌশলে নানা প্রকার ধ্বনি নির্গত করিতে পারা যায়। এই যন্ত্র পুরাকালে যুদ্ধযন্ত্র মধ্যে পরিগণিত ছিল, এক্ষণে নহবতের বাদ্যান্তে বাদিত হইতে দেখা যায়।

শঙ্খ।

শঙ্খ অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় মনুষ্য নির্ম্মিত নহে, প্রাকৃতিক ও সমুদ্রসম্ভূত স্বনামখ্যাত প্রাণিবিশেষের আচ্ছাদনীকোষ হইতে সমুদ্ভূত। শঙ্খ অতি প্রাচীন, মঙ্গল কার্য্যেই এক্ষণে ইহার ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু পুরাকালে যুদ্ধ সময়েই অধিক ব্যবহার ছিল। এই যন্ত্রের মুখে একটি অঙ্গুলী প্রমাণ ছিদ্র করিতে হয়, সেই ছিদ্রে সবলে ফুৎকার প্রদান করিয়া ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। যত অধিক বলে ফুৎকার প্রদত্ত হইবে ধ্বনিও তত উচ্চ হইবে। পুরাকালে মানবগণ অত্যন্ত বলশালী ছিল, সুতরাং তৎকালীন লোকের শঙ্খের ধ্বনি এত প্রবল হইত যে, তৎশ্রবণে লোকে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িত।

তিত্তিরী।

আধুনিক তুব্‌ড়ীই পূর্ব্বে তিত্তিরী নামে বিখ্যাত ছিল। এই যন্ত্রে একটি দীর্ঘাকার তিতলাউ ব্যবহার হয় বলিয়া ইহা তিত্তিরী নাম ধারণ করিয়াছিল, যেহেতু তিত্তিরীশব্দে তিতলাউকে বুঝায়। কিন্তু লাউর নিম্নে দুইটি নল যোজিত থাকে, সেই নলদ্বয় নয়টি স্বররন্ধ্র বিশিষ্ট হয়; তিতলাউর উপরিভাগে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে তাহাতে ফুৎকার দিয়া বাজাইতে হয়, কেহ কেহ মুখ-মারুতের পরিবর্ত্তে নাসিকা দ্বারাও বাজাইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ অলাবুর পরিবর্ত্তে মৃগচর্ম্মের খোল দিয়া নিম্মাণ করিতেন, তখন ইহার নাম তিত্তিরী না থাকিয়া চর্ম্মবংশ ছিল। এই যন্ত্রে

যে দুইটি নল থাকে তাহার একটি সুরযোগেই পর্য্যবসিত হয় এবং অপরটী দ্বারা ইচ্ছামত স্বর বাহির করা যায়।

ঘন যন্ত্র।

ঝাঁজর, ঘড়ী, কাঁসী, ঘণ্টা, ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা (ঘুমুর), নূপুর, মন্দিরা, করতালী, ঘট্‌তালী, রামকরতালী, ও সপ্তশরাব বা জলতরঙ্গ ইত্যাদি যন্ত্র ঘনযন্ত্র মধ্যে পরিগণিত। এই সকল যন্ত্র লৌহ, কাংস্য ও কাচ প্রভৃতি পদার্থে নির্ম্মিত হয়, কিন্তু ইহার নামানুসারে বোধ হয় পুরাকালে এই সকল যন্ত্র একমাত্র লৌহ দ্বারাই নির্ম্মিত হইত; কারণ লৌহের আর একটি নাম ঘন, তদ্দ্বারা নির্ম্মিত হইত বলিয়াই ঘন নামে পরিচিত হইয়া থাকিবে। যাহাই হউক, ঘন যন্ত্র যে অতি প্রাচীন কাল হইতে, এমন কি, ধাতু আবিষ্কারের সময় হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ঘন যন্ত্রের অধিকাংশই স্বতঃসিদ্ধ, কেবল মন্দিরা, করতালী, কাঁসী ও ঘট্‌তালী অবনদ্ধ যন্ত্রের অনুগত হইয়া বাদিত হয়।

ঝাঁজর।

ঝাঁজরের আকার কতকটা বেলী থালের ন্যায়। কাণা উচ্চ ও সমতল। কাণাতে দুইটি ছিদ্র থাকে, তাহাতে রজ্জু আবদ্ধ করিয়া বামহস্তে ঝুলাইয়া দক্ষিণ হস্তধৃত দণ্ডের আঘাতে ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। পূর্ব্বকালে এই যন্ত্র যে কোন ধাতু নির্ম্মিত থাকুক না কেন এক্ষণে সর্ব্বত্রই প্রায় কাংস্য নির্ম্মিতই দেখিতে পাওয়া যায়। ঝাঁজর যে অতি প্রাচীন যন্ত্র ইহার ঝাঁজর নামই তৎপক্ষে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, যেহেতু ইহা হইতে কেবল 'ঝাঁ ঝাঁ' শব্দ নির্গত হয় বলিয়াই ঝাঁজর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই যন্ত্র পূর্ব্বে দূরাহ্বানাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এক্ষণে একমাত্র দেবোৎসবেই প্রচলিত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে ইহাকে কাঁসর নামেই অভিহিত দেখা যায়।

ঘড়ী।

ঘড়ী কাংস্য নির্ম্মিত, ইহার আকার গোল ও কিঞ্চিৎ স্থূল। প্রান্তদেশে একটি ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রে আবদ্ধ একগাছি রজ্জু বামহস্তে ধারণ করিয়া অথবা কোন উচ্চ স্থানে ঝুলাইয়া দক্ষিণ হস্তধৃত মুদ্গরের আঘাতে বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। এই যন্ত্র দেবতাদিগের আরাত্রিকাদি সময়, দূরাহ্বান, সংবাদ জ্ঞাপন এবং সময় নিরূপণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সময়নিরূপক ঘড়ীর আকার কিছু বৃহৎ হইয়া থাকে।

কাঁসী।

কাঁসী দেখিতে প্রায়ই ঝাঁজরের সমান, কেবল আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহাও প্রান্তস্থিত ছিদ্রে আবদ্ধরজ্জু বামহস্তে জড়াইয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত ধৃত ক্ষুদ্র কাঠিকাদ্বারা বাজাইতে হয়। এই যন্ত্র ঢক্কা, ঢোল ইত্যাদি আনদ্ধ যন্ত্রের অনুগত হইয়া বাদিত হইয়া থাকে।

ঘণ্টা।

ঘণ্টার আকার ক্রমপ্রশস্ত মুখ দীর্ঘচ্ছন্দ কাংস্য বাটীর ন্যায় গোলাকার। ইহার মস্তকে একটী দণ্ড থাকে, সেই দণ্ডের মূল দেশের কিয়দংশ যন্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট ও তাহাতে একটী ছিদ্র ও সেই ছিদ্রের সহিত একটী দীর্ঘাকার সীসকপিণ্ড লৌহাঙ্কুরীয়ক দ্বারা আবদ্ধ থাকে। দণ্ডটী বামহস্তে ধারণ করিয়া সঞ্চালন করিলেই ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। এই যন্ত্র দেবপূজাদির সময়েই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের ঘণ্টা সময়নিরূপক ঘড়ীর স্থানও অধিক করে।

ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা বা ঘুমুর।

ঘুমুর পিত্তল নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহার আকার ক্ষুদ্র বকুলের ন্যায়, কিন্তু শূন্যগর্ভ (ফাঁপা)। ইহার ভিতরে অতি ক্ষুদ্রাকৃতি সীসকের গুলি থাকে। কতকগুলি ঘুমুর একত্র রজ্জুবদ্ধ করিয়া পায়ে পরিধান করিতে হয়, চলিবার বা নৃত্য করিবার সময়ে তাহা হইতে এক প্রকার অস্ফুট মধুর ধ্বনি উৎপন্ন হয়।

নূপুর।

নূপুর কাংস্য নির্ম্মিত। ইহার গঠন ঈষৎ বক্র ফাঁপা, দেখিতে কতকটা পায়জোরের ন্যায়। ইহার ভিতরেও ঘুমুরের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীসকের গুলি থাকে। ইহা প্রায় তাণ্ডবনৃত্যেই ব্যবহৃত হয়।

মন্দিরা।

মন্দিরা ক্রমসূক্ষ্মতল ক্ষুদ্র কাঁসার বাটীর ন্যায়। ইহার তলদেশে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে তাহাতে রজ্জু বদ্ধ করিতে হয়। ইহা একটি ব্যবহৃত হয় না, যুগপৎ দুইটির ব্যবহার করিতে হয়। উক্ত রজ্জু দুই গাছি দুই হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ধারণ করিয়া উভয় যন্ত্রে আঘাত করিয়া ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। এই যন্ত্র মৃদঙ্গ, তব্‌লা ও ঢোলক প্রভৃতি আনদ্ধ যন্ত্রের সহিত তাল দিবার নিমিত্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

করতালী।

পদ্মপত্রসদৃশ গোলাকার কাংস্যনির্ম্মিত পাতলা সমতল যন্ত্র করতালী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ স্ফীত, সেই স্থানে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রে আবদ্ধরজ্জু দুই গাছি দুই হস্তের সমুদায় অঙ্গুলীতে জড়াইয়া পরস্পরে আঘাত দিয়া ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। এই যন্ত্র খোলের সহিত ব্যবহৃত হয়।

ঘট্‌তালী।

ঘট্‌তালীর [illegible] ঘট্‌তালী ও বাদা-

লায় খরতালী। ইহা কঠিন লৌহ (ইস্পাত) দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এই যন্ত্রের আকার অর্দ্ধবিতস্তি প্রমাণ, দেহ নাতিস্থূল, পৃষ্ঠ বর্ত্তুল ও উদরদেশ সমতল, মধ্যস্থল হইতে উভয়দিকে অগ্রভাগ ক্রমসূক্ষ্ম। বাদ্যকালে একযোগে ইহার চারিটি ব্যবহারে লাগে। উভয় হস্ততলে দুই দুইটি করিয়া ধরিয়া কৌশলপূর্ব্বক অঙ্গুলী সঞ্চালন করিয়া ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। ইহার বাদন অভ্যাস বহু আয়াসসাধ্য, এই নিমিত্ত ইহার বাদক-সংখ্যা অতি বিরল। ঐক্যতান-বাদনের সহিত ইহার বাদ্য সুন্দর বোধ হয়।

রামকরতালী।

করতালী হইতে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের যন্ত্রই রাম-করতালী নামে অভিহিত। ইহার বাদন প্রভৃতি অন্যান্য সমুদায় বিষয় করতালীর সমান।

সপ্ত-সরাব।

এই যন্ত্র প্রথম সৃষ্টিকালে কাংস্যাদি ধাতু অথবা একে একে ষড়্জাদি সপ্তস্বরবিশিষ্ট ও অনুরণনাত্মক পদার্থনির্ম্মিত সাতখানি সরাব দ্বারা নির্ম্মিত হইত বলিয়া সপ্তসরাব নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পরে যখন তৎপরিবর্ত্তে চীনদেশীয় মৃত্তিকানির্ম্মিত (যাহাকে চীনের বাসন বলে) সাতটি বাটীতে প্রয়োজনমত জল দিয়া সাতটি স্বর মিলাইয়া লইবার প্রথা আবিষ্কৃত হয়, তখন হইতে ইহা সপ্তসরাব নামের পরিবর্ত্তে জলতরঙ্গ নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। অধুনা সাতটি মাত্র বাটী ব্যবহৃত না হইয়া যাহাতে সার্দ্ধ দ্বিসপ্তক স্বর পাওয়া যায় তৎসংখ্যক বাটীর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এই যন্ত্র বাজাইবার সময়ে বাদক বাটীগুলিকে সম্মুখভাগে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিভাবে সাজাইয়া দুই হস্ত ধৃত দুইটি ক্ষুদ্র মুদ্গর, দণ্ড বা কাঠির আঘাতদ্বারা ঐ বাটীগুলি বাজাইয়া থাকে। ইহাতে ইচ্ছামত গতাদি বাজান যায় বলিয়া এই যন্ত্রটি স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ইহার বাদ্য শুনিতে অতি মধুর, কিন্তু অধিক পরিশ্রম-সহকারে অভ্যাস না করিলে শ্রবণমধুর না হইয়া বরং বিরক্তিকর ও শ্রুতি-কঠোর হয়।

এতদ্ভিন্ন ভারতে আরও অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন দেখা যায়। ঐ যন্ত্রগুলির মধ্যে কোনটী প্রাচীন যন্ত্রদ্বয়ের সংযোগে, কোনটী বৈদেশিক হইতে সংগৃহীত, কোনটী বৈদেশিক যন্ত্রবিশেষের অনুকরণে গঠিত, কোনটী বা প্রাচীন ও আধুনিক যন্ত্রদ্বয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন ; যেমন—গিটার-সেতার, সুরবাহার, ব্যাগপাইপ (তুবড়ি), রবাব ইত্যাদি।

শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপখণ্ডেও বিবিধপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে এবং সেই অভিনব আবিষ্কারের সঙ্গেই তাহাদের সংস্কার ও উন্নতিসাধন হইতেছে। এস্থলে তাহার সবিশেষ পরিচয় না দিয়া আমরা কেবল কতিপয় যন্ত্রের নামোল্লেখপূর্ব্বক তাহাদের ইতিহাস প্রদান করিতেছি—

একর্ডিয়ন—সর্ব্বপ্রথমে চীনদেশে এই যন্ত্রের ব্যবহার ছিল। বর্ত্তমানকালে জর্ম্মণী ও ফ্রান্সে প্রচুর পরিমাণে একর্ডিয়াম প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ইহার প্রচলন আরম্ভ হয়।

ইয়োলিয়ান হার্প—ইহা জান্তব তন্তুবিশিষ্ট একপ্রকার বীণা। অরগান নামক যন্ত্রনির্ম্মাতা সুপ্রসিদ্ধ ফাদার কারচার ইহার আবিষ্কারক। এই যন্ত্র বায়ুপ্রবাহেই বাদিত হইয়া থাকে।

ব্যাগ-পাইপ—অতি পুরাতন বাদ্যযন্ত্র। হিব্রু ও গ্রীকদের মধ্যে এই যন্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল। এখনও স্কটলণ্ডের হাই-লণ্ডে ইহা প্রচলিত আছে। দিনেমার ও নরওয়েবাসিগণ এই যন্ত্র প্রথমে স্কটলণ্ডে লইয়া যান। ইতালী, পোলাণ্ড ও দক্ষিণ ফ্রান্সেও এই যন্ত্রের যথেষ্ট ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

ব্যাসুন—কাষ্ঠনির্ম্মিত এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। মিঃ হবাণ্ডেল এই যন্ত্র ইংলণ্ডে প্রচলিত করেন। ইহা ফুৎকারে বাজাইতে হয়।

বিগল—পূর্ব্বে শিকারীরা এই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করিত। এখন ইহা সামরিক বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া উন্নতিলাভ করিয়াছে।

কাষ্টানেটস—মুর ও স্পেনিয়ার্ডগণ এই ক্ষুদ্র যন্ত্র বাজাইয়া নৃত্য করিয়া থাকে। ইহা একপ্রকার দোপাঠী বাদ্যবিশেষ।

কনসার্টিনা—১৮২৯ খৃষ্টাব্দে প্রফেসার হুইটষ্টোন এই যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া আপন নামে রেজেষ্টারী করেন।

ক্লেরিয়ন—একপ্রকার তুরী বাদ্যবিশেষ, তুরী অপেক্ষা ইহার শব্দ অধিকতর তীব্র।

ক্লেরিওনেট—একপ্রকার বাঁশী। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ডেনার নামক একজন জর্ম্মাণ সঙ্গীতবিদ্ এই যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ইহার বাজনা প্রচলিত হয়।

সিম্বাল—করতাল, ইহা অতি প্রাচীন যন্ত্র। পণ্ডিত জেনোফন বলেন, সাইরেণী দেবী এই যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। তুরুষ্ক ও চীনে ভাল করতাল পাওয়া যায় বলিয়া য়ুরোপবাসীদের বিশ্বাস আছে। ভারতবর্ষে বহুপ্রাচীন কাল হইতে এই যন্ত্র বাদিত হইয়া আসিতেছে।

ড্রাম—ঢাক বা ঢক্কা, গ্রীকদের মতে, বেকাসদেব ঢাকযন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ইজিপ্টে ও পশ্চিম য়ুরোপে ঢাকের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। এখনও যুদ্ধে জয়ঢাকের ব্যবহার হইয়া থাকে।

গিটার—তন্তুবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। স্পেনদেশে এই বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব এবং তথায় ইহার যথেষ্ট প্রচলন। কোনও সময়ে এই যন্ত্র য়ুরোপে এত অধিক প্রচলিত হইয়াছিল যে, ইহার নিমিত্ত অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র-বিক্রয়ে অত্যন্ত বাধা ঘটিয়াছিল। গিটারে ছয়টি তার থাকে। সেতারের ন্যায় গিটার বাজাইতে হয়।

হার্মনিকা—কতকগুলি কাচের গ্যাসদ্বারা এই প্রকার বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মিত হইত। এখন ইহার ব্যবহার একরূপ লোপ পাইয়াছে।

হারমোনিয়াম—অনেকে মনে করেন, এই বাদ্যযন্ত্র য়ুরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে, ফলতঃ তাহা নহে। য়ুরোপবাসীরা ইহার নাম শ্রুত হওয়ারও বহুপূর্ব্বে চীনদেশে ইহার প্রচলন ছিল। প্যারেনগরের ডিবেন নামক এক ব্যক্তিই প্রথমতঃ ইহার উন্নতি সাধন করেন।

হার্প—বীণা ; অতি প্রাচীন যন্ত্র। ইহার ইতিহাস ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স রাজধানী প্যারে নগরবাসী মুঁসো সিবেষ্টিয়ান এবার্ড ইহার উন্নতি সাধন করেন।

হার্ডিগার্ডী—তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। জার্ম্মেণীতে এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়, দক্ষিণ য়ুরোপের অধিবাসীরা এই যন্ত্র বাজাইতে অত্যন্ত ভাল বাসে।

হার্পি-সিকর্ড—বড় বড় পিয়ানোফোর্টের ন্যায় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। পিয়ানোর পূর্ব্বে ইহার বহু প্রচলন ছিল। কিন্তু পিয়ানো যন্ত্র আবিষ্কারের পর হইতে ইহার প্রচলন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের পূর্ব্বেও এই যন্ত্র বিদ্যমান ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দে ইংলণ্ডে ইহার প্রচলন হইয়াছিল।

ফ্লাজি-ও-লেট্—ইহা ফ্লুটের ন্যায় বাদ্যযন্ত্র, ইহার স্বর অতি তীব্র। এখন ইহার ব্যবহার অতি বিরল।

ফ্রেঞ্চ হরণ্—এই যন্ত্রও ফুৎকারে বাজাইতে হয়, ফ্লুটের ন্যায় ইহাতে ছিদ্র নাই, কেবল ফুৎকারের তারতম্যেই এই শৃঙ্গ-বাদ্যের ধ্বনির তারতম্য হইয়া থাকে।

ফেটন্ ড্রাম—ইহা এক প্রকার ডঙ্কার ন্যায় বাদ্যযন্ত্র, তামা দ্বারা নির্ম্মিত।

জিউস্ হার্প—ইহা বালকদের খেলাইবার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

নিউট্—ইহা গিটার বা সেতার প্রভৃতির ন্যায় বাদ্য যন্ত্র। সেতারের ন্যায় বাজাইতে হয়। অতি প্রাচীন সময়েই এই যন্ত্র প্রচলিত ছিল। প্রাচীনতম ইংরাজ কবি চসারের গ্রন্থে এই বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। গিটারের প্রচলনের পর নিউটের ব্যবহার কমিয়া গিয়াছে।

লায়ার—তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে এই বাদ্যযন্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইজিপ্টের অধিবাসীদের মধ্যে প্রবাদ এই যে, পৃথিবীনির্ম্মাণের দুই সহস্র বৎসর পরে মার্কারীদেব এই যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। এরিষ্টফোনাসের গ্রন্থে এই যন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীকেরা ইজিপ্টবাসীদের নিকট এই যন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করেন। প্রথমতঃ লায়ার তিন তারে নির্ম্মিত হইত। অতঃপর মিউজেজ, একতার বৃদ্ধি করেন, তারপরে অর্কিয়াস একতার, লিনাস একতার এবং সঙ্গীতজ্ঞপণ্ডিত থমীরিস আর একতার বৃদ্ধি করিয়া লায়ারকে সপ্তস্বরায় পরিণত করেন। পাইথোগেরাস ইহাতে আর একটী তার যোজনা করিয়াছিলেন। এগার তারবিশিষ্ট লায়ারও দেখিতে পাওয়া যায়। লিওনার্ডে দাভিন্সী নামক একজন বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাতা ঘোটকের মাথার অস্থির ছাঁচে একটি লায়ার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ও-বয়—ইহার অপর নাম হটবয়। এই যন্ত্র ফুৎকারে বাজাইতে হয়। ইহার আওয়াজ মিষ্ট ও অতি স্পষ্ট।

অফি-ক্লাইড্—১৮৪০ সালে এই বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। সার্জেট নামক যন্ত্রের উন্নতিকল্পে এই যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল।

অরগ্যান—পাশ্চাত্য প্রদেশে যত প্রকার বাদ্যযন্ত্র আছে, অরগ্যানই তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ও প্রধানতম। অনেক কাল হইল এই বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার প্রাচীন ইতিহাস দুর্জ্ঞেয়। এই জাতীয় যন্ত্রের মধ্যে ড্রাইডেনের কাব্যে "ভোকাল ফ্রেম" নামক যন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন সেন্ট সেসিনা উহার আবিষ্কারক। য়ুরোপীয়দের উপাসনা মন্দিরে এই যন্ত্র রাখা হয়। কোন্ সময়ে সর্ব্ব প্রথমে গির্জ্জায় এই যন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ সুদুর্লভ। কেহ কেহ বলেন, ৬৭০ খৃষ্টাব্দে পোপ ভিটালিয়ান গির্জ্জাগৃহে এই যন্ত্রের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করেন। আবার কেহ কেহ বলেন গ্রীকরাজ কপ্রোনিয়াস্ ৭৫৫ খৃষ্টাব্দে একটী অরগান ফরাসীরাজ পেপিনকে প্রদান করেন। তিনি উহা কম্পিন নগরের সেন্ট্-করলিনী গির্জ্জায় সংস্থাপিত করেন।

চালেমেনের রাজত্ব সময়ে য়ুরোপের অধিকাংশ নগরের গির্জ্জাতেই অরগ্যানের ব্যবহার প্রচলিত হয়। একাদশ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার সবিশেষ উন্নতি হয় নাই।

একাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ হইতেই অরগ্যানের চাবি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে ম্যালডিবার্গের গির্জ্জায় যে অরগ্যান সংস্থাপিত হয়, উহাতে ১৬টী চাবি ছিল। ইহার পর হইতে চাবির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উহার উন্নতিসাধনে প্রয়াস চলিতে থাকে। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকাল পর্য্যন্তও ইংলণ্ডে অরগ্যান নির্ম্মিত হয় নাই। এই সময়ে পিউরিটান খৃষ্টানগণের প্রাদুর্ভাবে গির্জ্জার সঙ্গীতমাধুর্য্যাদি বিলুপ্ত হয়। কিন্তু তৎপরেই আবার

ইংলণ্ডে অরগ্যানের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। এই সময় হইতে ইংরাজশিল্পিগণ অরগ্যান নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। এখন ইংরাজদের নির্ম্মিত অরগ্যান সর্ব্বাংশেই প্রশংসিত। যুরোপের নিম্নলিখিত স্থানে বড় বড় অরগ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। হাআরলেমের অরগ্যানটী ১০৩ ফিট উচ্চ প্রস্থে ৫০ ফিট, ইহাতে ৮০০০ পাইপ আছে, ১৭৩৮ সালে খৃষ্টান মুলার দ্বারা এই অরগ্যান নির্ম্মিত হইয়াছিল। রটারডমেও প্রায় এতাদৃশ একটী অরগ্যান আছে। সেভিলি নগরের যন্ত্রটীতে ৫৩০০ পাইপ আছে। ইংলণ্ডে বারমিংহাম টাউনহলে, ক্রিষ্টাল প্রাসাদে, রয়াল আলবার্ট হলে এবং আলেকজেণ্ড্রাপ্রাসাদে ও আদর্শ-স্থানীয় বড় বড় অরগ্যান আছে।

প্যাণ্ডিয়ান-পাইপ—ইহা প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। প্যান নামক দেবতা ইহা আবিষ্কার করেন বলিয়া এই যন্ত্র উক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পিয়ানো-ফর্টি—"পিয়ানো" শব্দের অর্থ কোমল এবং "ফর্টি" অর্থ উচ্চ অর্থাৎ যে যন্ত্রে কোমল ও উচ্চ উভয় প্রকার স্বর উদ্গীর্ণ হয়, তাহার নাম পিয়ানো-ফর্টি। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দের পূর্ব্বেও এই প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। ডানলিমার, ক্লেভাইকর্ড, ভারজিনাল প্রভৃতি যন্ত্রগুলি এই জাতীয়। এলিজা-বেথের সময়ে ভারজিন্যাল যন্ত্র প্রচলিত হয়। অতঃপর হার্প-সিকর্ডের নামও হবাণ্ডেল, হেডন, মোজার্ট ও স্কার্ণোটির গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারে ধীরে ধীরে এই যন্ত্র ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া উন্নত আকারে নির্ম্মিত হইতেছিল। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকৃত পিয়ানোফর্টি আবিষ্কৃত হয়। প্যারে নগরীর মরিয়াস নামক একজন বাদ্যযন্ত্রনির্ম্মাণকারী সর্ব্বপ্রথমে একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন, ইহাই পিয়ানোর প্রথম উন্নতি।

অতঃপর ফ্লোরেন্সনিবাসী ক্রিষ্টোফলী দ্বারা এই যন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই সময় হইতেই এই যন্ত্র পিয়'নো-ফর্টি নামে অভিহিত হইতে থাকে। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে জুম্পি নামক এক ব্যক্তি এবং জর্ম্মণীতে সিলভারম্যান নামক অপর এক ব্যক্তি পিয়ানো-ফর্টি নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ফরাসীদেশে সিবাষ্টিয়ান এবার্ড এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে যাইয়া ইহার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। উহা ১৮০৯ সালের কথা। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পিয়ারী এবার্ড ১৮২১ সাল হইতে ১৮২৭ সাল পর্য্যন্ত পিরানো যন্ত্রের সবিশেষ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন। মিঃ হ্যানকক্ দণ্ডায়মান পিয়ানোর নির্ম্মাতা। অতঃপর সাউথ্‌ওয়েল এই প্রকার যন্ত্রের উন্নতি করেন। ইনিই ক্যাবিনেট পিয়ানোর আবিষ্কর্ত্তা। এখন সমগ্র যুরোপে ইংলণ্ডের প্রণালীমতে ও ভায়েনার প্রণালীমতে নির্ম্মিত দুই প্রকার পিয়ানো প্রচলিত দেখা যায়। কিন্তু ফরাসী সিবাষ্টিয়ানের নির্ম্মাণ-প্রণালী এখন সকলেরই মনোমত হইয়া উঠিয়াছে। পিয়ানো-ফর্টি যুরোপীয় সমাজে এখন অত্যন্ত প্রচলিত। সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই গৃহে এই যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

সারপেণ্ট্—নলাকার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

ট্যাম্বুরিন—ইহা খঞ্জনীর ন্যায় এক প্রকার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। ইহার বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে ডিণ্ডিম বাদ্যযন্ত্র বলা যাইতে পারে।

ভায়োলিন—বেহালা। কোন্ সময়ে বেহালার সৃষ্টি হইল, তাহার নির্ণয় করা সহজ নহে। কেহ বলেন, ইহা আধুনিক বাদ্যযন্ত্র। কেহ বলেন প্রাচীনকালেও বেহালা প্রচলিত ছিল। বেহালার উন্নতিসাধন করার নিমিত্ত যুরোপে যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ক্রিমোনার আমাতী এবং ষ্ট্রেডিউ অরিয়াস এই দুই বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাতা, বেহালার গঠন সম্বন্ধে যে উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তৎপরে ইহার আর কোন প্রকার উন্নতি হয় নাই।

ভাওলিন্-সেলো—ইহাও বেহালার ন্যায় যন্ত্রবিশেষ। আকার ও তার-বিন্যাসের স্বল্প পার্থক্য আছে।

উপরি উক্ত ভারতীয় ও যুরোপীয় যন্ত্র ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আরও অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত দেখা যায়। সিস্ট্রাম, সলেফন, ট্যামট্যাল, ট্রাম্পেট (তুরী) ও জিদার প্রভৃতি আরও অনেক রকমের যুরোপীয় বাদ্যযন্ত্র আছে। বাহুল্য ভয়ে তৎসকলের নাম উল্লেখ করা গেল না।

এদেশে অর্দ্ধ হইতে এক ইঞ্চ পরিসরের মধ্যে লম্বা লম্বা কতকগুলি কাচখণ্ড সূতায় গাঁথিয়া একটি ক্ষুদ্র বাক্স মধ্যে রাখা হয়। ঐ কাঁচগুলির এক একটীর উপর দণ্ডাগ্র দ্বারা আঘাত করিলে উচ্চ ও নিম্ন স্বর নির্গত হইয়া থাকে। উহার স্বর জল-তরঙ্গ বাদ্যের ন্যায় কোমল ও সুমিষ্ট। কখন কখন কাচের পরি-বর্ত্তে স্বরানুমত ধাতব পাত ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

ঐরূপ বাক্সের মধ্যে বিভিন্ন স্বরের তার গ্রথিত করিয়া কানুন নামে এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মিত হয়। উহার বাদন কৌশল প্রশংসার যোগ্য এবং স্বরলহরী হৃদয়দ্রাবী।

বাধ, বিহতি, বাধা। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ বাধতে। লোট বাধতাং। লিট্ বোধে। লুঙ্ অবধিষ্ট।

"ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।
ন তথা বাধতে স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে॥" (উদ্ভট)

প্রবাদ আছে যে, রাজা বিক্রমাদিত্য একদিন কালিদাসকে না জানিয়া পাল্কীর বেহারারূপে নিযুক্ত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

পাল্কী বহন করিতে করিতে কালিদাস অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলে রাজা তাহাকে বলিয়াছিলেন, মূঢ়! যদি তোমার স্কন্ধদেশে অত্যন্ত ব্যথা লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। কালিদাস রাজার আত্মনেপদী বাধ ধাতুর অসংস্কৃত পরস্মৈপদ-প্রয়োগে দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে 'বাধতি' এই শব্দ প্রয়োগে আমার যেরূপ কষ্ট হইয়াছে, স্কন্ধদেশে তাদৃশ বেদনা হয় নাই।

বাধ (পুং) বাধনমিতি বাধ ভাবে ঘঞ্। ১ প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত। ২ নৈয়ায়িকদিগের মতে সাধ্যাভাববৎ পক্ষ, সাধ্যের অভাব-বিশিষ্ট পক্ষ।

বাধক (ত্রি) বাধতে ইতি বাধ-ণ্বুল্। বাধাজনক।

"ধর্ম্মো ধর্ম্মানুবন্ধার্থো ধর্ম্মো নাত্মার্থবাধকঃ।" (মার্কংপুং ৩৪।১৬)

(পুং) ২ স্ত্রীরোগবিশেষ, সন্তান না হওয়া বা তাহার প্রতিবন্ধক রোগ। স্ত্রীদিগের যে রোগ হইলে সন্তান হয় না, অর্থাৎ যাহাতে সন্তানের জননপক্ষে বাধা জন্মায়, সেই রোগকে বাধক-রোগ বলা যায়, স্ত্রীদিগের এই রোগ হইলে যথাবিধানে চিকিৎসা করা বিধেয়।

বৈদ্যকে ইহার লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। রক্তমাত্রী, ষষ্ঠী, অঙ্কুর ও জলকুমার এই চারি প্রকার বাধকরোগ। ঋতুকালে এই চারি প্রকার বাধক উৎপন্ন হয়, যাহারা সন্তান কামনা করেন তাহারা গুরুর উপদেশানুসারে এই সকল বাধকের পূজা, নিঃসারণ, স্থাপন, বলিদান ও জপাদির অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা হইলে তাহাদের সন্তান প্রতিবন্ধক বিনষ্ট হইবে।

"রক্তমাত্রী তথা ষষ্ঠী চাঙ্কুরো জলকুমারকঃ।
চতুর্ব্বিধো বাধকঃ স্যাৎ স্ত্রীণাং মুনিবিভাষিতঃ॥
তেষাং স্বভাবং বক্ষ্যামি যথাশাস্ত্রং বিধানতঃ।
এতেষাং পূজনং কার্য্যং জনৈঃ সন্তানকাঙ্ক্ষিভিঃ॥
নিঃসারণং স্থাপনঞ্চ বলিদানং জপস্তথা।
কর্ত্তব্যো গুরুবাক্যেন যথাশাস্ত্রং বিচক্ষণৈঃ।
চতুর্ব্বিধো বাধকস্তু জায়তে ঋতু কালতঃ॥" (বৈদ্যক)

রক্তমাত্রীর দোষে বাধক রোগ হইলে কটি, নাভির অধঃপ্রদেশ, পার্শ্ব এবং স্তনে বেদনা হয় এবং ঋতু ঠিক নিয়মিত সময়ে হয় না। কখন এক মাসে, কখন বা দুই মাসে হইয়া থাকে ; কিন্তু এই ঋতুতে গর্ভ হয় না।[১]

ষষ্ঠীবাধক রোগে ঋতুকালে নেত্র, হস্ত ও যোনিদেশে অতিশয় জ্বালা এবং যে রক্তস্রাব হয়, তাহাতে লালাসংযুক্ত থাকে এবং মাসের মধ্যে দুইবার ঋতু ও যোনিপ্রদেশ মলিন বা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। ইহাতেও সন্তান জন্মে না।[২]

অঙ্কুর-বাধক রোগে ঋতুকালে উদ্বেগ, দেহের গুরুতা, অতিশয় রক্তস্রাব, নাভির অধোদেশে শূল, ঋতুর নাশ বা তিন চারি মাস অন্তর ঋতু হয়। শরীর কৃশ এবং হস্ত ও পাদদেশে জ্বালা হইয়া থাকে।[৩]

জলকুমার বাধকরোগে শরীর শুষ্ক, অল্প পরিমাণ রক্তস্রাব, গর্ভ না হইলেও গর্ভের ন্যায় বোধ এবং বেদনা, বহুদিন পরে ঋতু এবং কৃশ থাকিলে স্থূল ও স্তনদ্বয় গুরু হইয়া থাকে, ইহাতেও গর্ভ হয় না।[৪]

স্ত্রীদিগের এই চারি প্রকার বাধক রোগ অতিশয় কষ্টদায়ক। এইজন্য এই রোগ হইবামাত্র যথাশাস্ত্র প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।

ডাক্তারীমতে বাধক বেদনা ডিস্‌মেনোরিয়া (Dysmenorrhœa) নামে খ্যাত। এই ব্যাধি সাধারণতঃ তিন প্রকার—(১) নিউর‍্যালজিক বা স্নায়বীয়, (২) কনজেষ্টিভ বা প্রদাহিক, (৩) মেকানিক্যাল্ বা রক্তস্রোতের অবরোধের বাধাজনিত। এই বাধা বিবিধ কারণে জন্মিতে পারে—জরায়ুর আভ্যন্তরীণ মুখের সঙ্কোচ কিংবা জরায়ুর গ্রীবাপ্রদেশের সঙ্কোচ, অথবা জরায়ুর বাহ্যমুখের অবরোধনিবন্ধন রক্তস্রোতে বাধা পড়িতে পারে। জরায়ুতে অর্ব্বুদ জন্মিলেও রক্তস্রাবের বাধা ঘটিতে পারে, জরায়ুর স্থানভ্রষ্টতা নিবন্ধনও বাধক-ব্যথা হইয়া থাকে। ইহার সংক্ষেপতঃ লক্ষণ এই যে পৃষ্ঠ, কটি, উরু, জরায়ু এবং ডিম্বাধারে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হয়। এই বেদনায় কাহারও কাহারও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। ঋতুর কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে, কাহারও কাহারও বা ঋতুর সময়ে এই ব্যথা আরম্ভ হয়। আর্ত্তবস্রাব অতি অল্প হয়, তাহাতে ফেঁকাশে রক্ত মিশ্রিত থাকে। অধিকাংশ স্থলেই বহু কষ্টে কাল জমাট রক্ত

---

(১) "ব্যথা কট্যাং তথা নাভে রধঃ পার্শ্বে স্তনেঽপিচ।
রক্তমাত্রী-প্রদোষেণ জায়তে ফলহীনতা॥
মাসমেকং দ্বয়ং বাপি ঋতুযোগো ভবেদ্যদি।
রক্তমাত্রী প্রদোষেণ ফলহীনা তদা ভবেৎ॥"

(২) "নেত্রে হস্তে ভবেজ্জ্বালা যোনৌ চৈব বিশেষতঃ।
লালাসংযুক্তরক্তশ্চ ষষ্ঠীবাধক-যোগতঃ॥
মাসৈকেন ভবেদ্ যস্যা ঋতুস্নানদ্বয়ং তথা।
মলিনা রক্তযোনিঃ স্যাৎ ষষ্ঠীবাধক-যোগতঃ॥"

(৩) "উদ্বেগো গুরুতা দেহে রক্তস্রাবো ভবেদ্বহু।
নাভেরধো ভবেচ্ছূলং চাঙ্কুরঃ স তু বাধকঃ॥
ঋতুহীনা চতুর্মাসং ত্রিমাসং বা ভবেদ্যদি।
কৃশাঙ্গী করপাদেচ জ্বালা চাঙ্কুরযোগতঃ॥"

(৪) "সশূলা চ সগর্ভা চ শুষ্কদেহাল্পরক্তিমা।
জলকুমারস্য দোষেণ জায়তে ফলহীনতা॥
যা কৃশাঙ্গী ভবেৎ স্থূলা বহুকাল ঋতুস্তথা।
গুরুস্তনী স্বল্পরক্তা জলকুমারস্য দূষণাৎ॥" (বৈদ্যক)

খণ্ডাকারে নিঃসৃত হইয়া থাকে। বিবমিষা, কোষ্ঠরোধ, উদরাধ্মান ও শিরঃপীড়া প্রভৃতিও ইহার লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।

স্নায়বীয় বাধকে নিম্নলিখিত ঔষধ বিশেষ উপকারী :—

টিং কানাবিস ইণ্ডিকা	২০ মিনিম্
স্পিরিট জুনিপার	২০ "
স্পিরিট ইথারিস্	৪৫ "
টিং একোনাইট্	১০ "
মিউসিলেজিনিস একেসিয়া	১২ ড্রাম

মিশ্রিত করিয়া রাত্রিতে শয়নকালে সেব্য।

মর্ফিয়া ট্যাবলয়েড্ পরিষ্কৃত জলে মিশাইয়া অধস্তচে প্রলেপ দিলেও আশু ব্যথার শান্তি হয়।

আমেরিকান-চিকিৎসকগণ ব্যথানিবারণ করার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ব্যবহার করেন :—

এসক্লেপিয়া টিউবারোসা	৪ ড্রাম
ক্রনাই ভাজ্জ	৪ ড্রাম
গরম জল	১ পাইণ্ট

ঘর্ম্ম না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ একড্রাম মাত্রায় সেব্য।

তলপেটে, পিঠে ও পদতলে গরম জলের স্বেদ দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহাতে ব্যথা প্রশমিত হয়। যে সকল ঔষধ উপরে লিখিত হইল তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বাধকেরই ব্যথা প্রশমিত হইতে পারে। কিন্তু দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি নিমিত্ত অপরাপর ঔষধ ব্যবহার প্রয়োজনীয়। তন্নিমিত্ত কুইনাইন, খনিজ-এসিড্, ফস্ফারিক-এসিড্, ম্যানিসিন্ কলম্বা, হাইপো ফসফাইট্ অব সোডা ও সাম্বল, কড্লিভার অয়েল প্রভৃতি ব্যবহার করার বিধান আছে। এলোপাথিক চিকিৎসকগণ এই রোগের অবস্থাভেদে অন্যান্য ঔষধ সহযোগে প্রায়ই নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন :—

একটিয়া, ইথার, স্পিরিট্, কাম-ওপিও, এমন-নাইট্রাস, এনিমোনিন, এপিয়ন, বিউটিল ক্লোরাল, কানাবিস ও কানাবিন্ টানাম, কার্ব্বন টেট্রাক্লর, সিমিসিফিউজিন, গসিপি র্যাডিক্স, পটাশ ব্রোমাইড্, পলসেটিলা, সারপেন্টেরী, ভেলিরিয়ান, এন্টিপাইরিন, স্যালিক্স নাইগ্রা, হাইড্রাসটিস, সোডাই স্যানিসিনাস্ এবং ভাইবার্ণাম প্রনিফোলিয়াম্। এই সকল ঔষধের প্রত্যেকটী যথাযোগ্য মাত্রায় জল সহযোগে বা অন্যান্য ঔষধের সহযোগে বাধক বেদনায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হোমিওপাথিক মতে বেলেডোনা, কালকেরিয়া-কার্ব্ব, কামমিলা, সিমসিভিউগা, কোনায়াম, নাক্সভমিকা, পালসেটিলা, সিপিয়া, সালফর পডফাইলাম, বোরাক্স ও সেনসিবিনাম প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণ অনুসারে অর্দ্ধঘণ্টা বা একঘণ্টা অন্তরে ব্যবস্থেয়।

মস্তিষ্কের উপদ্রবপ্রাধান্যে—বেলেডোনা; গণ্ডমালা ধাতুতে, প্রসববৎ বেদনায় ও স্তনের স্ফীতি থাকিলে—কালকেরিয়া-কার্ব্ব; কাল্চে জমাটবান্ধা রক্তস্রাবে এবং কথা কহিতে অসমর্থা হইলে—কামমিলা; হিষ্টিরিয়ার ন্যায় আক্ষেপ হইতে থাকিলে—সিম্সিফিলগা; স্তনের স্ফীতিতে ও মাথার ঘূর্ণিতে—কোনায়াম; উদরব্যথা, মোচড়ানবৎ ব্যথাবোধ এবং পৃষ্ঠ ও কটিদেশে হাড় সরিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনায়—নাক্সভমিকা; অত্যন্ত ব্যথায় রোগী স্থির থাকিতে না পারিলে এবং অত্যন্ত অসহ্য হইলে—পালসেটিলা; পেটে কোঁথপাড়ার ন্যায় ব্যথা বোধ হইলে—সিপিয়া ব্যবস্থেয়। জেলসিমিনাম দ্বারা আশু ব্যথা প্রশমন হইয়া থাকে। হোমিওপাথিক চিকিৎসাগ্রন্থের লক্ষণ দেখিয়া উপযুক্ত ঔষধ নির্ণয় করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এই পীড়ায় গরম জলের সেকে ও গরমজল পানে সবিশেষ উপকার হয়।

এদেশে দীর্ঘকাল হইল বাধকরোগে উলটকম্বল (Abroma augustum, N. O. Sterculiaceæ) নামক বৃক্ষবল্কলের ২০ গ্রেন, গোলমরিচচূর্ণ ২০ গ্রেন প্রত্যহ সেবনার্থ ব্যবহৃত হয়। একমাত্রা প্রতিদিন সেব্য। দুইমাস এই ঔষধ ব্যবহার করিলে রোগ আরোগ্য হয় এবং বাধকব্যথানিবন্ধন বন্ধ্যাত্বদোষ ঘটিলে তাহাও প্রশমিত হইয়া থাকে। জরায়ুতে অর্ব্বুদাদি হইলে সময়ে সময়ে অস্ত্রোপচার ভিন্ন ইহার প্রকৃত চিকিৎসা হয় না।

বাধন (ক্লী) বাধ-ল্যুট্। ১ পীড়া। (শব্দরত্না°) ২ প্রতিবন্ধক। বাধতে ইতি বধি ল্যুট্। (ত্রি) ৩ পীড়াদাতা। ৪ প্রতিবন্ধক।

বাধব (ক্লী) বধ্বাঃ ভাবঃ কর্ম্ম বা (প্রাণভৃজ্জাতিবয়োবচনোদ্গাত্রাদিভ্যোঽঞ্। পা ৫।১।১২৯) ইতি অঞ্। বধূর ভাব বা কর্ম্ম।

বাধবক (ক্লী) বধূ-সংজ্ঞায়াং বুঞ্। বধূসম্বন্ধীয়। (পা ৪।৩।১১৮)

বাধা (স্ত্রী) বাধ-টাপ্। ১ পীড়া। (অমর) ২ নিষেধ। (হেম)

বাধাবত (পুং) বাতাবতের প্রামাদিক পাঠ।

বাধুক্য (ক্লী) বিবাহ। (ত্রিকা°)

বাধুল (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌমুদী)

বাধূ (পুং) ১ বহিত্র। নৌকার দাঁড়, যাহা দিয়া নৌকা বহন করা যায়। ২ নৌকা।

বাধূন (পুং) আচার্য্যভেদ।

বাধূয় (ত্রি) বধূবস্ত্র। "সূর্য্যো যো ব্রহ্মা বিদ্যাৎ স ইদ্বাধূয়মর্হতি" (ঋক্ ১০।৮৫।৩৪) 'বাধূয়ং বধূবস্ত্রং' (সায়ণ)

বাধূল (পুং) ঋষিভেদ।

বাধূলেয় (পুং) বাধূলের গোত্রাপত্য।

বাধৌল (পুং) বাধূলের গোত্রাপত্য। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১০।১০)

বাধ্রীণ[ন]স (পুং) বাধ্রীনস, খড়্গী। গণ্ডার (হলায়ুধ)

বাধ্র্যশ্ব (পুং) বধ্র্যশ্বকুলে জাত অগ্নি।

"প্রমুবোচং বাধ্র্যশ্বস্য নাম" (ঋক্ ১০।৬৯।৫)

'বাধ্র্যশ্ব, বধ্র্যশ্বকুলে জাতায়ে স্তব নামাগ্নির্জাতবেদা বৈশ্বানর ইত্যাদীনি নামানি' (সায়ণ)

বান (ক্লী) বা-ল্যুট্। স্যূতিকর্ম্ম। ২ কট। ৩ গতি। (মেদিনী) ৪ জলসংপ্লুত বাতোর্ম্মি। ৫ সুড়ঙ্গ। ৬ সৌরভ। (হেম) ৭ গোদুগ্ধজাত তবক্ষীর। (রাজনি°) (ত্রি) বৈ+শোষণে—ক্তঃ, 'ওদিতশ্চেতি নত্বং।' ৮ শুষ্ক ফল। (অমর) ৯ শুষ্ক। (মেদিনী) বনস্যেদমিতি বন-অণ্। ১০ বনসম্বন্ধী।

বানকৌশাম্বেয় (ত্রি) বনকৌশাম্বী (নদ্যাদিভ্যো ঢক্। পা ৪।২।৯৭) ইতি ঢক্। বনকৌশাম্বীসম্বন্ধী।

বানদণ্ড (পুং) বস্ত্রবয়নযন্ত্র, তাঁত।

বানপ্রস্থ (পুং) বনপ্রস্থে জাতঃ অণ্। ১ মধূকবৃক্ষ। ২ পলাশবৃক্ষ। (বৈদ্যকরত্নমালা)

৩ আশ্রম ভেদ,—ইহা মানবজীবনের তৃতীয়াশ্রম বলিয়া কথিত। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি প্রকার আশ্রম। প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, তৎপরে গার্হস্থ্য এবং তদনন্তর বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন না করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে নাই।

যিনি পুত্র উৎপাদনান্তে বনবাসে গিয়া অকৃষ্টপচ্য ফলাদি ভক্ষণ দ্বারা ঈশ্বর আরাধনা করেন, তিনি বানপ্রস্থ নামে অভিহিত।

বানপ্রস্থাশ্রমীর ধর্ম্ম সম্বন্ধে গরুড়পুরাণে লিখিত হইয়াছে—ভূশয়ন, ফলমূলাহার, স্বাধ্যায়, তপস্যা ও যথান্যায়ে সম্বিভাগ, এই কয়েকটী বনবাসীর ধর্ম্ম। যিনি অরণ্যে থাকিয়া তপস্যা করেন, দেবোদ্দেশে যজন ও হোম করেন এবং যিনি নিয়ত স্বাধ্যায়ে রত, তিনিই বনবাসী তপস্বী। যিনি তপস্যায় অতিমাত্র কৃশকায় হইয়া সদা ধ্যানধারণায় তৎপর, তাদৃশ সন্ন্যাসীই বানপ্রস্থাশ্রমী নামে খ্যাত।*

এই আশ্রমাবলীদিগের আশ্রম ধর্ম্মসম্বন্ধে গরুড়পুরাণের ১০২ ও ২১৫ অধ্যায়ে, বামনপুরাণের ১৪ অধ্যায়ে এবং কূর্ম্মপুরাণে উপরিভাগে অল্প বিস্তর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, বাহুল্য ভয়ে সে সকল উদ্ধৃত হইল না।

এক্ষণে এই তৃতীয়াশ্রম সম্বন্ধে মহর্ষি মনু কি বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে:—স্নাতক দ্বিজ যথাবিধি গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মপালন করিবার পর জিতেন্দ্রিয়ভাবে তপস্যা ও স্বাধ্যায়াদি নিয়মযুত হইয়া যথাশাস্ত্র বানপ্রস্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। গৃহস্থ যখন দেখিতে পাইবেন, আপনার গাত্রচর্ম্ম লোল বা শিথিল হইয়াছে, কেশের পক্বতা জন্মিয়াছে এবং পুত্রেরও পুত্র হইয়াছে, তখন তাঁহার পক্ষে অরণ্যে আশ্রয় লওয়াই উচিত। ব্রীহি যবাদি যাবতীয় গ্রাম্য আহার এবং গো-অশ্ব শয্যাদি যাবতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার পুত্রের হস্তে দিয়া অথবা তাহাকে সঙ্গে লইয়াই তিনি বনগমন করিবেন। শ্রৌত-অগ্নি, গৃহ্যঅগ্নি এবং অগ্নির পরিচ্ছদ—স্রুক্‌স্রুবাদি উপকরণ সকল লইয়া গ্রাম হইতে বনে গিয়া বাস করিবেন। পরে নীবারাদি পবিত্র অন্নে অথবা অরণ্যজাত শাক, মূল ও ফল দিয়া তথায় প্রত্যহ বিধিমত পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। বনবাস কালে মৃগাদি চর্ম্ম কিম্বা তৃণ-বল্কলাদি বস্ত্রখণ্ড পরিধান, সায়ং ও প্রাতে স্নান এবং নিয়ত জটা, শ্মশ্রু, নখ ও লোমধারণ করিবেন। তাহার যাহা ভক্ষ্য রহিবে, তাহা হইতে পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত বলি প্রদান করিবেন, যথাসাধ্য ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিবেন, এবং আশ্রমাগত অতিথিদিগকেও সেই জল, ফলমূলাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন।

বানপ্রস্থ ব্যক্তি নিত্যই বেদপাঠে তৎপর থাকিবেন; শীতাতপাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইবেন এবং পরোপকারী, সংযতচিত্ত, সতত দাতা, প্রতিগ্রহবিরত ও সর্ব্বভূতে দয়াশীল হইবেন। গার্হপত্য কুণ্ডস্থিত অগ্নির আহবনীয় কুণ্ডে ও দক্ষিণাগ্নি কুণ্ডে অবস্থানের নাম বিতান। উহাতে যে অগ্নিহোত্র বা হোম, তাহার নাম বৈতানিক অগ্নিহোত্র হোম। বানপ্রস্থ ব্যক্তি যথাবিধি এই বৈতানিক অগ্নিহোত্র বা হোম করিবেন এবং পর্ব্বযোগ উপলক্ষে দর্শপৌর্ণমাস যাগও পরিত্যাগ করিবেন না। নক্ষত্র যাগ, নবশস্যেষ্টি, চাতুর্মাস্য, উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন যাগও যথাবিধি সমাধা করিবেন। এতদ্ভিন্ন বসন্ত ও শরৎকালজাত মুনিজনসেবিত পবিত্র শস্যাম সকল স্বয়ং আহরণ করিয়া আনিয়া তাহা দ্বারা পুরোডাশ ও চরু প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত পুরোডাশ ও চরু দ্বারা যথাবিধি পৃথক্ পৃথক্ যাগক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। ঐ সকল বনজাত পবিত্রতর হবিদ্বারা দেবতাদিগের হোমান্তে যে কিছু পুরোডাশাদি হবিঃশেষ থাকিবে, বানপ্রস্থ ব্যক্তি তাহা

---

* "ভূমৌ মূলফলাশিত্বং স্বাধ্যায়স্তপ এব চ।
সংবিভাগো যথান্যায়ং ধর্ম্মোহয়ং বনবাসিনঃ॥
তপস্তপ্যতি যোহরণ্যে যজেদ্দেবান্ জুহোতি চ।
স্বাধ্যায়ে চৈব নিরতো বনস্থস্তাপসো মতঃ॥
তপসা কর্ষিতোহত্যর্থং যস্তু ধ্যানপরো ভবেৎ।
সন্ন্যাসীহ স বিজ্ঞেয়ো বানপ্রস্থাশ্রমে স্থিতঃ।"
(গরুড়পুরাণ ৪৯ অঃ)

আপনি ভোজন করিবেন এবং স্বয়ং লবণ প্রস্তুত করিয়া লইয়া ভক্ষণ করিবেন। ইহা ব্যতীত স্থলজাত ও জলজাত শাক সকল, পবিত্র পাদপজাত পুষ্প, মূল ও ফল এবং সেই সকল ফলসম্ভূত স্নেহও ভোজন করিবেন।

বানপ্রস্থ ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত বস্তুগুলি ভক্ষণ করিতে নাই। যথা—মধু, মাংস, ভূমিজাত ছত্রাক, ভূস্তৃণ (মালবদেশ প্রসিদ্ধ শাক) শিগ্রুক (বাহ্লিক দেশ প্রসিদ্ধ শাক) এবং শ্লেষ্মাতক ফল। যদি কিছু মুনিজনোচিত অন্ন অথবা শাক, মূল বা ফল কিংবা জীর্ণ বস্ত্র পূর্ব্ব সঞ্চিত থাকে, তবে ঐ সকল প্রতি-আশ্বিন মাসে ত্যাগ করা বিধেয়। যদি কেহ ফাল দ্বারা বিদারিত ভূমিতে উৎপন্ন শস্যাদি পরিত্যাগও করিয়া থাকে, তথাপি বানপ্রস্থ তাহা ভক্ষণ করিবেন না; অথবা ক্ষুধায় অত্যধিক কাতর হইলেও কখনও গ্রামজাত ফলমূলাদি আহার করিবেন না। বানপ্রস্থ ব্যক্তি অগ্নিপক্ব বন্য অন্ন খাইবেন, অথবা কালপক্ব ফলাদি ভোজন করিবেন, কিংবা পাষাণদ্বারা চূর্ণ করিয়া অপক্ব অবস্থাতেই তাহা ভোজন করিবেন, অথবা নিজের দন্তকেই উদূখল মুষলের কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। একাহ মাত্র ভোজন করা যায়, এমন নীবারাদি সঞ্চয় করিবেন; অথবা মাসসঞ্চয়ী হইবেন কিংবা ছয় মাসের উপযুক্ত সঞ্চয়ী অথবা ঊর্দ্ধ সংখ্যা বৎসরপরিমাণ শস্যাদি সঞ্চয়ী হইবেন। শক্তি অনুসারে অন্ন আহরণ করিয়া আনিয়া সায়াহ্নে বা দিবাতে ভোজন, অথবা চতুর্থকালিক ভোজন অর্থাৎ এক দিন উপবাস করিয়া দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে ভোজন অথবা অষ্টমকালিক অর্থাৎ তিন দিন উপবাস করিয়া চতুর্থ দিন রাত্রিতে ভোজন করিবেন। অথবা চান্দ্রায়ণ-বিধি অনুসারে শুক্লপক্ষে তিথির সংখ্যানুপাতে এক এক গ্রাস কম ও কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া ভোজন করিতে পারেন অথবা পক্ষান্তে একবার ভোজন অর্থাৎ অমাবস্যা বা পূর্ণিমা দিনে সিদ্ধ যবাগূ আহার করিবেন, কিংবা বানপ্রস্থ ধর্ম্মবিধি প্রতিপালনান্তে কেবল পুষ্প মূল ও ফল দ্বারা, অথবা স্বয়ংপতিত কালপক্ব ফল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। ভূমিতে গড়াগড়ি দিবেন অথবা সারাদিন এক পদে দাঁড়াইয়া থাকিবেন, কিংবা কখন আসনস্থ ও কখন বা আসন হইতে উত্থান করিয়া কাল কাটাইবেন।

বানপ্রস্থ প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে স্নান করিবেন। গ্রীষ্মকালে চারিদিকে অগ্নিতাপ ও ঊর্দ্ধে প্রখর সূর্য্যতাপ—এই ভাবে পঞ্চতপা হইবেন। বর্ষাকালে ছত্রাদিআবরণ-রহিত হইয়া যথায় বৃষ্টিধারা পতিত হইতেছে, তথায় দাঁড়াইয়া থাকিবেন এবং হেমন্তে আর্দ্র বসন পরিধান করিবেন; এইরূপে ক্রমে ক্রমে তপস্যার বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন। ত্রৈকালিক স্নানান্তে পিতৃ ও দেবলোকের তর্পণ এবং উগ্রতর তপস্যা করিয়া দেহকে শোষণ করিবেন। বৈখানস-শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রৌতাগ্নি সকল আত্মাতে আরোপ করিয়া অগ্নিশূন্য ও গৃহশূন্য হইয়া, মৌনব্রত ধারণান্তে ফল-মূলভোজনে কালযাপন করিবেন। কোন সুখকর বিষয়ে যত্নশীল হইবেন না, স্ত্রীসম্ভোগাদি করিবেন না, ভূমিশয্যায় শয়ন করিবেন, বাসস্থানে মমতাশূন্য হইবেন এবং তরুমূলে বাস করিবেন, ফলমূল অভাবে বনবাসী গৃহস্থ দ্বিজাতিগণের নিকট হইতে প্রাণধারণের উপযোগী ভিক্ষা আহরণ করিবেন। আবার এ সকল ভিক্ষার অসম্ভাবে গ্রাম হইতে পত্রপুটে, শরাবাদি খণ্ডে বা হস্তে ভিক্ষা লইয়া বনে বাস করিয়া অষ্টগ্রাস মাত্র ভোজন করিবেন।

বানপ্রস্থ ব্রাহ্মণ এই সমস্ত এবং অন্যান্য নিয়মগুলি প্রতিপালনান্তে আত্মসাধনার জন্য উপনিষদাদি বিবিধ শ্রুতি অভ্যাস করিবেন। ব্রহ্মদর্শী ঋষিগণ, পরিব্রাজক ব্রাহ্মণগণ, এমন কি গৃহস্থেরা আত্মজ্ঞান, তপস্যাবৃদ্ধি এবং শরীরশুদ্ধির জন্য উপনিষদাদি শ্রুতিরই সেবা করিয়া থাকেন। এইরূপ করিতে করিতে যদি কোন অপ্রতিবিধেয় রোগে আক্রান্ত হন, তবে দেহ পতন না হওয়া পর্য্যন্ত জলবায়ু ভক্ষণে যোগনিষ্ঠ হইয়া ঈশান কোণে সরল পথে গমন করিবেন। মহর্ষিগণের অনুষ্ঠেয় নদীপ্রবেশ, ভৃগুপ্রপতন, অগ্নিপ্রবেশন বা পূর্ব্বকথিত উপায়াদিতে শোকহীন, ও ভয়হীন বিপ্রকলেবর পরিহার করিয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হন। মৃত্যু না হইলে এইরূপে বানপ্রস্থাশ্রমে জীবনের তৃতীয় ভাগ যাপন করিয়া চতুর্থাশ্রমে সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমের অনুষ্ঠান করিবেন। চতুর্থাশ্রমের বিবরণ সন্ন্যাসাশ্রম শব্দে দ্রষ্টব্য। (মনু ৬ অঃ ১—৩৩)

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যাশ্রম শেষ হইলে পুত্রের প্রতি পত্নীর ভরণপোষণের ভার দিয়া অথবা পত্নী যদি পতির শুশ্রূষার জন্য বনগমনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। এই সময় স্থিরব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ অষ্ট মৈথুন শূন্য হইয়া বনে অবস্থান করিতে হইবে। বনগমন কালে ত্রেতাগ্নি ও গৃহাগ্নি সঙ্গে লইয়া যাইবেন।

এই আশ্রমে অবস্থান করিয়া অকৃষ্টক্ষেত্রসম্ভূত শস্য (নীবার শ্যামাকাদি) দ্বারা অগ্নির তৃপ্তিসাধন অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য কর্ম্ম করিতে হইবে, এবং তদ্দ্বারাই ভিক্ষা দিতে হইবে। পিতৃগণ, দেবগণ, অতিথি, ভূতগণ ও আশ্রমাগত অভ্যাগত প্রভৃতিকেও তদ্দ্বারা তৃপ্ত করিতে হইবে। বানপ্রস্থাবলম্বী নখলোমজটাশ্মশ্রুধারী এবং সর্ব্বদা আত্মোপাসনানিরত হইবেন। ভোজন ও যজনাদি কার্য্যের জন্য একদিন, একমাস, ষণ্মাস অথবা এক বৎসরের ব্যবহারোপযোগী অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবেন।

কখনও ইহার অধিক সঞ্চয় করিতে পারিবেন না। যদি এক বৎসরের অধিক অর্থ সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে আশ্বিন মাসে তাহা ব্যয় করিয়া ফেলিবেন। এই আশ্রমে দর্পশূন্য, ত্রিকাল-স্নায়ী, প্রতিগ্রহ ও যাজনাদি বিমুখ, বেদাভ্যাসরত, ফলমূলাদি দানশীল, এবং অনুক্ষণ সকল প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবেন। তিনি দন্তোলূখলিক (যিনি দন্ত দ্বারা ধান্যকে তুষ শূন্য করেন), কালপক্বাশী অর্থাৎ যথাকালে পক্বফলাদিভোজী, অগ্নি-পক্বাশী এবং অশ্মকুট্টক (প্রস্তরে ধান্যাদি কুট্টিমা ব্যবহারকারী) হইবেন। তাঁহাকে শ্রৌত ও স্মার্ত্তকর্ম্ম এবং ভোজনাদি কার্য্য ফল স্নেহদ্বারা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তিনি অন্য স্নেহ ব্যবহার অর্থাৎ ঘৃতাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। এই আশ্রমে অবস্থান করিয়া অনবরত চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা সময়াতিপাত করা কর্ত্তব্য। অথবা প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান করিয়া সময় কাটাইতে হইবে। সামর্থ্যানুসারে একপক্ষ বা একমাস অন্তর ভোজন বিধেয়। অথবা সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে ভোজন করিবেন। রাত্রিকালে পবিত্রভাবে অনাস্তৃত ভূমিতে শয়ন বিধেয়। পর্য্যটন, অবস্থিতি, উপবেশনাদি ব্যাপার বা যোগাভ্যাসে সমস্ত দিন অতি-বাহিত করিবেন। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যে থাকিয়া, বর্ষাকালে বর্ষাধারাসিক্ত স্থণ্ডিলে শয়ন করিয়া ও হেমন্তকালে দিনযামিনী আর্দ্র বসন পরিধান করিয়া তিনি আপনার শক্তি অনুসারে তপোনুষ্ঠানে নিরত থাকিবেন।

যে ব্যক্তি কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ এবং বহুবিধ অপকার করে, তাহার উপরও ক্রোধশূন্য এবং যিনি চন্দনলেপনাদি দ্বারা নানা প্রকার উপকার করেন, তাহার প্রতিও সন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু তাহাদের উভয়ের প্রতিই সমান ব্যবহার করিবেন।

যদি কেহ অগ্নিপরিচরণে অক্ষম হন, তাহা হইলে তিনি অগ্নি আপনাতে অন্তর্হিত করিয়া বৃক্ষতলবাসী এবং স্বল্প ফলমূল আহার করিবেন। অভাবে যদ্দ্বারা কেবলমাত্র প্রাণধারণ হইতে পারে, রসসঞ্চয়াদি না হয়, অন্যান্য কুটীরবাসী বানপ্রস্থ-দিগের গৃহে সেই পরিমাণ ভিক্ষা করিবেন। যদি ইহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অষ্ট গ্রাস মাত্র ভোজন করিবেন। অনুপশমনীয় রোগাদি হইলে বায়ুভোজী হইয়া শরীর পাত না হওয়া পর্য্যন্ত সমানে ঈশানকোণাভিমুখে গমন করিবেন।

এইরূপে বানপ্রস্থাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। (যাজ্ঞবল্ক্য স° ৩ অ°)

বানমন্তর (পুং) জৈনমতে দেবতাগণভেদ। বানব্যন্তর পাঠান্তর।

বানর (পুং স্ত্রী) বা বিকল্পিতো নরঃ, যদ্বা বানং বনে ভবং ফলাদিকং রাতীতি রা-ক। স্বনামখ্যাত পশু, বা তুল্য-নর; নরতুল্য বলিয়া বানর, চলিত বাঁদর। পর্য্যায়—কপি, প্লবঙ্গ, প্লবগ, শাখামৃগ, বলীমুখ, মর্কট, কীশ, বনৌকস্, মর্ক, প্লব, প্রবঙ্গ, প্রবগ, প্লবঙ্গম, প্রবঙ্গম, গোলাঙ্গুল, কপিত্থাস্য, দধিশোণ, হরি, তরুমৃগ, নগাটন, ঝম্পী, ঝম্পারু, কলিপ্রিয়, কিখি, শালাবৃক। (জটাধর)

এই স্বনামপ্রসিদ্ধ পশুদিগকে ইংরাজীভাষায় Monkey বলে। কিন্তু তাহা কেবল বানর জাতিবোধক নহে। তাহাতে ঐ জাতীয় অন্য অন্য শ্রেণীকেও বুঝায়। ইহারা দেখিতে অনেকটা মানুষের ন্যায় অবয়ব সম্পন্ন; কিন্তু অঙ্গসৌষ্ঠবের পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইয়া বরং তাহারা এখনও স্বভাবকর্ত্তৃক অপুষ্টাবয়বী হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের পশ্চাতের দুইপদ মানুষের ন্যায় পায়ের কাজ করে বটে, কিন্তু সম্মুখের হস্তদ্বয় সম্পূর্ণভাবে হস্তের কার্য্য করে না; বরং সময়ে সময়ে উহারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় সম্মুখাগ্র হস্তদ্বয় দ্বারা পথ-পর্য্যটন, বৃক্ষের শাখায় শাখায় বিচরণ, সন্তান ধারণ প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। এই সকল কারণে পরীক্ষা করিয়া প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিদ্ Darwin সাহেব বানর ও মনুষ্যের অস্থি ও প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য নির্ণয় করিয়া-ছিলেন। বানর (বা+নর) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেও বানরের সহিত মনুষ্যের সৌসাদৃশ্য অনুভব করা যায়।

বানর ও হনুমানে আকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য নাই। কেবল বানরের মুখ লাল এবং হনুমানের মুখ কাল। তাহা ছাড়া হনু-মান্‌গুলি বানরের অপেক্ষা আকারে বৃহৎ ও বলশালী হইয়া থাকে; কিন্তু এতদুভয়ের প্রকৃতিগত অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। এই প্রভেদের জন্য তাহারা পরস্পরে দুইটী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া গণ্য।

পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ এই জাতীয় জন্তু সকলের আকৃতি-গত সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া উহাদিগকে স্তন্যপায়ী জীবসঙ্ঘের Simiadæ শাখাভুক্ত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যেও আবার দীর্ঘ-পুচ্ছ, হ্রস্বপুচ্ছ ও পুচ্ছহীন ভেদে তিনটী থাক আছে। সাধা-রণের অবগতির জন্য নিম্নে ঐ থাকগুলির একটী সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল:—

বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা	জাতি	দেশ	থাক
Troglodytes niger	শিম্পাঞ্জী	আফ্রিকা	Siminæ
Tr. gorilla	গরিলা	,,	,,
Simia satyrus	ওরঙ্গ উটঙ্গ	বোর্ণিও	,,
S. moris	ঐ	সুমাত্রা	,,
Simanga Syndactyla	ঐ	ঐ	,,
Hylobates	উল্লুক, হুলুক	আসাম, কাছাড়	Hybolatinæ
H. lar (gibbon)	ঐ	তানাসেরিম	,,
H. agilis	ঐ	মলয়প্রায়োদ্বীপ	,,
Presbytis entellus	হনুমান, লঙ্গুড়	বাঙ্গালা, মধ্যভারত	Colobinæ
Pr. schistaceus	লঙ্গুড়	হিমালয়	,,

বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা	জাতি	দেশ	থাক
Pr. priamus	মান্দ্রাজী-লঙ্গুড়	মান্দ্রাজবিভাগ ও সিংহল	Colobinæ
Pr. Johnii	লঙ্গুড়	ত্রিবাঙ্কোড়, মলবার	,,
Pr. jubatus	নীলগিরি-লঙ্গুড	আনিমলয় বৈনাড়	,,
Pr. pileatus	লঙ্গুড়	শ্রীহট্ট, কাছাড়, চট্টগ্রাম	,,
Pr. barbei	ঐ	ত্রিপুরা-শৈল	,,
Pr. obscurus	ঐ	মাগুই	,,
Pr. phayrei	ঐ	আরাকান	,,
Pr. albo-cincreus	ঐ	মলয়প্রায়োদ্বীপ	,,
Pr. cephalopterus	ঐ	সিংহল	,,
Pr. ursinus	ঐ	সিংহল	,,
Innus silenus	নীলবাঁদর	ত্রিবাঙ্কোড়	Papioninæ
I. Rhesus	মর্কট, বাঁদর	ভারতের সর্ব্বত্র	,,
I. peiops	ঐ	,,	,,
Macacus Assamensis	ঐ	মুসৌরী শৈল	,,
Innus nemestrinus	ঐ	তানাসেরিম	,,
I leoninus	ঐ	আরাকান	,,
I. arctoides	ঐ	আরাকান	,,
Macacus radiatus	ঐ	দক্ষিণ ভারত	,,
M. pileatus	ঐ	সিংহল	,,
M. carbonarius	ঐ	ব্রহ্মদেশ	,,
M. cynomolgos	ঐ	,,	,,

এই বানর জাতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। আরব—কীর্দ্দ, মৈমূন্, সদান্; ইথিওপিয়া—Ceph; জর্ম্মণ—Kephos, Kepos; হিব্রু—Koph; হিন্দি—বানর, বান্দর; ইতালী—Scimia, Bertuccia; লাটিন—Cephus; পারস্য কেইবি, কুব্বি; সিংহল—ককি; স্পেন—Mono; তামিল—বেন্ন-মুন্তী, কোরঙ্গু; তেলগু—কোঠি; তুর্ক—ময়মুন্, বাঙ্গালা—বানর, বাঁদর, মর্কট; উড়িয়া—মাকড়; মহারাষ্ট্র—মাকড্; পশ্চিমঘাট—কেন্দ; কণাড়ি—মুঙ্গা, ভোটান্ত—পিয়ু; লেপছা—মর্কট, বান্দুর, সুহং; ইংরাজী—Monkey.

প্রধানতঃ বানর বলিলে এই জীবসজ্বের সপুচ্ছ বা পুচ্ছ-হীন লালমুখ পশুদিগকেই বুঝাইয়া থাকে; কারণ ঐ জাতিরই কালমুখগুলি হনুমান্ এবং প্রকৃত সিন্দুর বর্ণাপেক্ষা উজ্জ্বলতর ও লোহিতবর্ণ মুখবিশিষ্ট বানর জাতি লেমুর প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী বলিয়া পরিগণিত। দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রিকার বিজন আরণ্য প্রদেশে লেমুর প্রভৃতি ভীষণদর্শন বানর জাতির এবং ভারতে মুখপোড়া হনুমানের অভাব নাই।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ বানর জাতির শারীরতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ভৌগোলিক অবস্থানানুসারে তাহাদের শারীরিক গঠনপ্রণালীও স্বতন্ত্র। পৃথিবীর পুর্ব্ব-গোলার্দ্ধে অর্থাৎ আফ্রিকা, আরব, ভারত, জাপান, চীন, সিংহল এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ সমূহে যে সকল বানর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের দেহের অস্থি প্রভৃতির পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহারা এই সকল স্থানের বানরদিগকে Catarrhinæ এবং পশ্চিম গোলার্দ্ধের অর্থাৎ উষ্ণপ্রধান মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বানর জাতিকে Platyrrhinæ দুইটী বৃহৎ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

প্রথমোক্ত শাখার বানরগুলির নাসা প্রলম্বিত, অগ্রমুখ, বক্র ও মোটা। উহাদের দন্ত প্রায় মানুষের মত—অর্থাৎ ৮টী কর্ত্তন-দন্ত, ৪টী শৌবনদন্ত এবং ২০টী চর্ব্বণদন্ত আছে।

পূর্ব্ব পৃথিবীবাসী এই বানরদিগকে আবার তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ Ape জাতি; ২ প্রকৃত লালমুখ ও সপুচ্ছ বানরজাতি এবং ৩ ববুনজাতি (Baboons)। প্রথমোক্ত ape গণ Simianæ থাকের অন্তর্ভুক্ত। আফ্রিকায় শিম্পাঞ্জী, ও গরিলাজাতি, বোর্ণিও ও সুমাত্রাদ্বীপের ওরঙ্গ (বনমানুষ) ইহারা পুচ্ছ হীন। ইহাদের মধ্যে হিন্দুচীন রাজ্য-সমূহ, মলয়প্রদেশ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, আসাম, খসিয়া; তানাসেরিম ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জবাসী গীবোঁ (gibbon) জাতীয় বানরদিগকে গণ্য করা যায়।

বহু প্রাচীন কাল হইতে এই বানরজাতি সভ্যসমাজের নিকট পরিচিত রহিয়াছে। হিব্রু, গ্রীক্, রোমক এবং ভারতীয় আর্য্য (হিন্দু)গণ বিভিন্ন শ্রেণীব বানরের বিষয় অবগত ছিলেন। গ্রীক্ ও রোমকগণ আফ্রিকাজাত বানরের চরিত্র ও ইতিহাস সম্ভবতঃ অধিক পরিমাণে অবগত হইয়াছিলেন এবং হিব্রুগণ ভারতীয় বানরের তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন, কারণ হিব্রু-দিগের ভাষাগত বানর জাতিবাচক "কোফ" শব্দের সহিত সংস্কৃত ভাষার "কপি" শব্দের উচ্চারণগত ও অক্ষরগত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। শব্দবিদ্যার শ্রুতিবিপর্য্যয় লক্ষ্য কবিলে আরও জানা যায় যে, সংস্কৃত কপি, ইথিওপিয় Ceph, হিব্রু-koph, গ্রীক Kophos বা Kepos এবং পারসী Keibi বা Kubbi, লাটিন-Cephus শব্দ সমস্বরোচ্চারিত এবং সমান অর্থবোধক; সুতরাং অনুমান হয় যে, বহু প্রাচীন কালে ভারতীয় কপিগণ মধ্য-এসিয়ার অভ্যন্তর দিয়া পশ্চিম প্রান্তদেশে চালিত হইয়াছিল। সিংহলের ককি, তামিল কোরঙ্গু ও তেলগু কোঠির সহিত কপি শব্দের কোনরূপ সামঞ্জস্য না থাকিলেও "ক" শব্দের স্বরানুসারে উহা কপির ক্ষীণাস্মৃতি বহন করিতে সমর্থ হইয়াছে। তামিল ভাষায় কোরঙ্গুর সহিত উত্তর সিলেবিস্ দ্বীপের কুরঙ্গোর অনেক মিল দেখা যায়।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্ রাসেল ওয়ালেস পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করিয়া তত্তদ্দ্বীপবাসীর ভাষায় বানরের ৩৩টী নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। সাধারণের পরিচয়ার্থ তাহার কয়েকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল। কিন্তু উহাদের সহিত হিব্রু, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষা কথিত নামের কোন সাদৃশ্য নাই—

বানরের নাম	স্থানের নাম
অরুক	মোরেল্লা (আম্বয়না)
বাবা	সান্গুইর, সিয়াউ
বলজ্ঞিতম্	উত্তর সিলেবিস্
বোহেন	মেনাদো
বুদেস	যবদ্বীপ
দরে	বৌটন
কেশী	কামারিয়া
তেলুতী	সিরাম
কেস	অম্বগব
কেসী	কজেলী
কুরঙ্গো	উঃ সিলেবিস্
লেবি	মাতা বেলো
লেক	তেওর, গহ (সিরাম)
মেইরাম	আলফুরা, আতিয়াগো,
মিয়া	সুলু ও বোর্ণিও দ্বীপ
তিদোর ও বংলেল্লা	গিলোলো
মিউগ্নিয়েৎ	মলয়
মোন্দো	বাজু
নোক	গণি গিলোলো
রোকি	বৌটন, সিলেবিস্
রুয়া	লরিক ও সপরুয়া
সালায়ের	দঃ সিলেবিস্
সিয়া	লিয়াঙ্গ (আম্বয়না)
ফাকিস্	বহই (সিরাম)

ভারতবাসীর নিকট এই বানরজাতির বিশেষ সমাদর ছিল। রামায়ণীয় যুগে ভগবান্ রামচন্দ্র বানরকটক লইয়া রাবণনিধনে লঙ্কায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। রামায়ণীয় যুগের রামানুচর হনূমান্, নীল বানর, বানররাজ বালী ও সুগ্রীব, গয়, জাম্বুবান প্রভৃতি রামচন্দ্রীয় সেনার বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয়, সেই প্রাচীন যুগে আর্য্য-সমাজ বিভিন্ন জাতীয় বানরের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। রামচন্দ্রের সহায়তা করিয়াছে বলিয়া হিন্দুগণ বানরদিগকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এখনও অনেক তীর্থে বীরভদ্ররূপী রামানুচর হনুমানের প্রস্তর মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। বৃন্দাবন, মথুরা, কাশী প্রভৃতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে অসংখ্য বানর দেখা যায়। ঐগুলি হিন্দুদিগের ভক্তি ও অনুগ্রহে পালিত, কেহ কখনও ঐ বানরকুল বিনাশের চেষ্টা পায় নাই।

মহাভারতীয় যুগের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনের রথে কপিধ্বজ ছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ রথে সারথি ছিলেন। হনূমান্ ঐ রথ রক্ষার জন্য ধ্বজদেশে সমাসীন হইয়াছিলেন। এই কারণে কপির প্রতি হিন্দুদিগের এতাদৃশ ভক্তি ও পূজা দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ প্রভাবে জীবহিংসার রাহিত্যই বানরকুল রক্ষার অন্যতম কারণ বলিয়া আরোপ করা যাইতে পারে। হিন্দুর নিকট ভক্তিভাবে পূজিত ও রক্ষিত হইলেও বাস্তবিক এই বানর বা হনূমান্‌গণ মানুষের বিশেষ ক্ষতি ও বিরক্তিকর এবং সময় সময় বিপজ্জনকও। বাগানের ফলমূল নাশ, বস্ত্রাদি লইয়া পলায়ন এবং খাদ্যলোভে তাহা পুনরায় প্রদান বা ছিড়িয়া ফেলা একমাত্র বানরের উৎপাতেই ঘটে। কখন কখন তাহারা ঘর হইতে কচিছেলে ক্রোড়ে লইয়া গাছের উপর উঠিয়াছে, এরূপ দেখা গিয়াছে। শুদ্ধ ভারত বলিয়া নহে, মিসররাজ্যেও প্রাচীন মিসরবাসী কর্ত্তৃক বানরগণ পূজিত হইত।

শুনা যায়, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় গুপ্তিপাড়া হইতে বানর সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণনগরে মহা ধুমধামের সহিত নিজ পালিত বানরের বিবাহ দিয়াছিলেন। ঐ বিবাহে তিনি নবদ্বীপ, গুপ্তিপাড়া, উলা ও শান্তিপুরের তৎকালের সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বরযাত্রার জাঁকজমকে ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের প্রণামীতে এই বিবাহে প্রায় সার্দ্ধ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল।

এদেশে বানর লইয়া ক্রীড়া কৌতুক দেখাইবার রীতি আছে। সার্কাস নামক ব্যায়াম প্রদর্শনীতে বানরদ্বারা গাড়ী চালান, সহিসের কার্য্য, নৃত্য ও ব্যায়ামক্রীড়াপ্রদর্শন প্রভৃতি নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের ফাটলের উপর কএকজন সেতুর আকারে শুইয়া তদুপর দিয়া সমগ্র বানর দল চলিয়া যাইতে দেখা যায়। উত্তর পশ্চিমভারতের বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে এক একটী বানরদলে একজন বীর অর্থাৎ পুরুষ বানর এবং পঞ্চাশ বা ষাইট স্ত্রী বানরী থাকে। কখন কখন দুইটী বিভিন্ন বানরদলে বিরোধ উপস্থিত হয়। তখন উভয় দলের বীর অগ্রবর্ত্তী হইয়া মারামারি কামড়াকামড়ি করিতে থাকে। ক্রমে সমগ্র দলে সেই ভাব ব্যাপ্ত হয়। শেষে যাহারা হীনবল তাহারা বিপর্য্যস্ত ও নির্জ্জিত হয়। তাহাদের বীর যুদ্ধে নিহত হইলে ও পলাইয়া গেলে পরাজয় স্বীকৃত হইয়া থাকে এবং পরাজিত দলের বানরীরা বিজেতা বীরের অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক তাহার দলপুষ্টি করে।

সমতল প্রান্তর হইতে হিমালয়ের পূর্ব্বে ১১০০০ ফিট উচ্চ স্থানেও বানর জাতিকে বিচরণ করিতে দেখা যায়। Presbytis Schistaceus জাতিকে তদপেক্ষা উর্দ্ধে ও তুষারাবৃত স্থানে এবং তুষারমণ্ডিত বৃক্ষদণ্ডে লক্ষ ঝম্ফ করিতে দেখা গিয়াছে। বানর-

গণ যখন আম্রবনে এক বৃক্ষদণ্ড হইতে অন্য বৃক্ষদণ্ড লাফাইয়া ধরে, তখন সেই বনে যেন ভীষণ ঝটিকা হইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

বানরের দুই তিনটী পর্য্যন্ত শাবক হইয়া থাকে, ঐ শাবকদিগকে তাহারা বৃক্ষের ডালেই প্রসব করে। প্রসবকালে যখন গর্ভস্থ শিশু অল্পমাত্র বাহির হয়, তখন সে স্বীয় মাতার মনোমত ও নির্দ্দিষ্ট ডালটী ধরিয়া লয় এবং বানরী ধীরে ধীরে অন্য ডালে সরিয়া যায়, তখন ঐ শাবক ডালে ঝুলিতে থাকে। তারপর বানরী আসিয়া একে একে শাবক গুলিকে বক্ষে উঠাইয়া লয় এবং স্তন্য দান করে। যদি ঐ সময় কোন মনুষ্য বানর মারিতে তাড়া করে, তাহা হইলে বানরীরা শাবক বুকে লইয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, ছাদ হইতে ছাদান্তরে পলায়ন করিয়া থাকে। যাবতীয় সুমিষ্ট ফল ও গাছের পাতা প্রভৃতি ইহাদের প্রধান খাদ্য। পালিত বানরেরা ভাত রুটী, দুগ্ধ প্রভৃতিও খায়। পক্ক কদলী খাইতে ইহারা যেমন ভালবাসে এমন আর কোন জিনিষই নয়।

বানর হত্যা করিতে নাই, হত্যা করিলে ব্রাহ্মণকে একটী গোদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

"হত্বা হংসং বলাকাঞ্চ বকং বর্হিণমেব চ।
বানরং শ্যেনভাসৌ চ স্পর্শয়েৎ ব্রাহ্মণায় গাম্॥" (মনু ১১।১৩৬)

বানরকেতন (পুং) অর্জ্জুন। (ভারত ১৪ পর্ব্ব)

বানরকেতু (পুং) ১ অর্জ্জুন। ২ বানররাজ।

বানরপ্রিয় (পুং) বানরাণাং প্রিয়ঃ। ক্ষীরিবৃক্ষ। (রত্নমালা)

বানরবীরমাহাত্ম্য (ক্লী) স্কন্দপুরাণান্তর্গত পূজামাহাত্ম্যবিশেষ।

বানরাক্ষ (পুং) বানরাণামক্ষিণীব অক্ষিণী যস্য। ১ বন ছাগ। (হারাবলী) ২ অশুভাখ্য-বিশেষ। (জয়দত্ত)

বানরাঘাত (পুং) লোধ্রবৃক্ষ, লোধগাছ। (শব্দচ০)

বানরাস্য (পুং) জাতিবিশেষ।

বানরী (স্ত্রী) বানরস্য স্ত্রী ঙীপ্। মর্কটী, স্ত্রী জাতীয় বানর। ২ শূকশিম্বী। (শব্দরত্না°) বানর অণ্ ঙীব্। বানর সম্বন্ধিনী।

"সুগ্রীবে করুণা ন সা হি করুণা লব্ধাধরা বানরী।
ময্যেষা করুণা তবৈব ভবিতা নো বা ভবেৎ কুত্রচিৎ॥"
(মহানাটক)

বানরীবটিকা (স্ত্রী) বাজীকরণাধিকারে বটিকৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—শূকশিম্বীবীজ অৰ্দ্ধসের প্রথমে চারিসের গব্য-দুগ্ধে পাক করিতে হইবে, পরে উহা পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইয়া উহার ত্বক্ নিষ্কোষিত করিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিতে হইবে, তৎপরে উহা দ্বারা ছোট ছোট বটী প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে পাক করিয়া দ্বিগুণ চিনির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, যখন ঐ সকল বটী সর্ব্বতোভাবে চিনি পরিলিপ্ত হইবে, তখন ঐ বটী গ্রহণ করিয়া মধুর মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে, এই বটী প্রতিদিন আড়াই তোলা পরিমাণে প্রাতঃ ও সায়ংকালে সেবন করিতে হয়, এই ঔষধ সেবনে শুক্রের তরলতা নষ্ট এবং শিশ্নের উত্তেজনা অধিক হয় এবং ইহাতে অশ্বের ন্যায় রতিশক্তি হইয়া থাকে। বাজী-করণ ঔষধের মধ্যে এই বটী অতিশয় প্রশস্ত।
(ভাবপ্র° বাজীকরণ (রোগাধি°)

বানরেন্দ্র (পুং) বানরাণামিন্দ্রঃ। সুগ্রীব। (শব্দরত্না°)

বানরেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

বানরীবীজ (ক্লী) শূকশিম্বীবীজ, আলকুশীর বীজ।

বানল (পুং) বাবয়, কৃষ্ণবর্ব্বরক, কাল বাবুই তুলসী। (শব্দচ°)

বানব (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

বানবাসক, বানবাসিক (ত্রি) বনবাস-বাসী জাতিবিশেষ।

বানবাসী (স্ত্রী) জনপদভেদ। [কাদম্ব দেখ।]

বানবাস্য (পুং) বনবাসী রাজপুত্র।

বানসি (পুং) মেঘ। বারিমসি-শব্দার্থ।

বানস্পত্য (পুং) বনস্পতৌ ভবঃ বনস্পতি (দিত্যাদিত্যাদিত্যেতি। পা ৪।১।৮৫) ইতি ণ্য। পুষ্পজাতফলবৃক্ষ। আম্র জম্বু প্রভৃতি ফলবৃক্ষ। (অমর) বনস্পতীনাং সমূহঃ 'দিত্যাদিত্যেতি ণ্য। (ক্লী) ২ বনস্পতিসমূহ। (কাশিকা) (ত্রি) বনস্পতি-জাত। "অদ্রিরসি বানস্পত্যঃ" (শুক্লযজু° ১।১৪) হে উদুখল! ত্বং যদ্যপি বানস্পত্যঃ দারুময় তথাপি দৃঢ়ত্বাৎ অদ্রিরসি' (মহীধর)

বানা (স্ত্রী) বৰ্ত্তিকা পক্ষী। (জটাধর)

বানায়ু (পুং) বনায়ু দেশবাসী জাতিভেদ, এই দেশ ভারত-বর্ষের উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

বানায়ুজ (পুং) বনায়ৌ দেশবিশেষে জায়তে ইতি জন-ড। বনায়ুদেশোৎপন্ন ঘোটক। (অমর)

বানিক (ত্রি) বনসম্বন্ধীয়। "বেশ্যানপুংসকবিটৈর্ব্বানিকদাসী-জনেন বা কীর্ণম্।" (ভরত নাট্যশাস্ত্র ১৮।৯৬)

বানীয় (পুং) কৈবর্ত্তমুস্তক, কেয়ট মুতা। (অমর)

বানীর (পুং) ১ বেতসবৃক্ষ। (অমর) ২ বাঞ্জুলবৃক্ষ। পর্য্যায়—বৃত্তপুষ্প, শাখাল, জলবেতস, ব্যাধিঘাত, পরিব্যাধ, নাদেয়, জলসম্ভব। গুণ—তিক্ত, শিশির, রক্ষোঘ্ন, ব্রণশোষণ, পিত্তাস্র ও কফদোষনাশক, সংগ্রাহী ও কষায়। (রাজনি০) ৩ প্লক্ষবৃক্ষ।

বানীরক (ক্লী) বানীর ইব প্রতিকৃতিঃ ইবার্থে কন্। ১ মুঞ্জতৃণ।

বানীরজ (ক্লী) ২ কুষ্ঠৌষধ, কুড়। (পুং) ২ মুঞ্জা, মুঞ্জ। (রাজনি°)

বানেয় (ক্লী) বনে জলে ভবং বন-ঢঞ্। কৈবর্ত্তমুস্তক, কেওট মুতা। (রাজনি°)

বান্ত (ত্রি) বম-কর্ম্মণি-ক্ত। বমিত বস্তু, যাহা বমন করা হইয়াছে।

"কৃতপ্রবৃত্তিরন্যার্থে কবির্বান্তং সমশ্নুতে।" (সাহিত্যদর্পণ)

বান্তাদ (পুং) বান্তমত্তীতি অদ-অণ্। কুকুর। (ত্রিকা°)

বান্তাশিন্ (ত্রি) বান্তমশ্নাতি অশ-ণিনি। ১ বান্তাদ, কুকুর। ২ বমনভোজী।

"ন ভোজনার্থং স্বে বিপ্রঃ কুলগোত্রে নিবেদয়েৎ।
ভোজনার্থং হিতে শংসন্ বান্তাশীত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥" (মনু ৩।১০৯)

ভোজনের জন্য ব্রাহ্মণ কখনও আপনার কুল ও গোত্রের বিজ্ঞাপন করিবেন না। ভোজনের জন্য যাহাকে আপনার কুল বা গোত্রের প্রশংসা করিতে হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে 'বান্তাশী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মনুতে লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে বান্তাশী (বমিভোজী) জ্বালামুখ প্রেত রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"বান্তাশ্যুল্কামুখঃ প্রেতো বিপ্রো ধর্ম্মাৎ স্বকাচ্চ্যুত।
অমেধ্যকুণপাশী চ ক্ষত্রিয়ঃ কটপূতনঃ॥" (মনু ১২।৭১)

বান্তি (স্ত্রী) বম-ক্তিন্। বমন, বাঁত। (রত্নমালা)

বান্তিকা (স্ত্রী) কটুকী, কট্কী। (বৈদ্যকনি°)

বান্তিকৃৎ (পুং) বান্তিং করোতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্চ। মদন বৃক্ষ, ময়না গাছ। (শব্দচ°) ২ বমনকারী, যিনি বমি করেন।

বান্তিদ (ত্রি) বান্তিং দদাতি দা-ক। বমনকারকমাত্র। স্ত্রিয়াং টাপ্। বান্তিদা—কটুকী, কট্কী। (শব্দচ°)

বান্তিশোধনী (স্ত্রী) জীরক। (বৈদ্যকনি°)

বান্তিহৃৎ (পুং) বান্তিং হরতীতি হৃ-ক্বিপ্। লৌহকণ্টক বৃক্ষ, মদনবৃক্ষ, ময়নাগাছ। (শব্দচ°)

বান্দন (পুং) বন্দনের গোত্রাপত্য। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১১।২) ইনি ১০।১০০ সূক্তের ঋষমন্ত্রদ্রষ্টা দুবস্যুর পূর্ব্বপুরুষ।

বান্যা (স্ত্রী) বনানাং সমূহ ইতি বন-ষৎ-টাপ্। বনসমূহ।

বাপ (পুং) বপ-ঘঞ্। ১ বপন।

"কালং প্রতীক্ষস্ব সুখোদয়স্ত
পঙ্ক্তিং ফলানামিব বীজবাপঃ।" (ভারত ৩।৩৪।১৯)

২ মুণ্ডন।

"উপপাতকসংযুক্তো গোঘ্নো মাংসং যবান্ পিবেৎ!
কৃতবাপো বসেদ্গোষ্ঠে চর্ম্মণা তেন সংবৃতঃ॥" (মনু ১১।১০৯)

উপ্যতেঽস্মিন্নিতি বপ অধিকরণে ঘঞ্। ৩ ক্ষেত্র, যাহাতে বপন করা যায়। (পা ৫।২।৪৬ সূত্রে ভট্টোজীদীক্ষিত)

বাপক (ত্রি) বপ-ণিচ্-ণ্বুল্। বপনকারয়িতা, যিনি বপনকরান।

বাপদণ্ড (পুং) বাপায় বপনায় দণ্ডঃ। বপনার্থ (বয়নার্থ) দণ্ড, বৈক। পর্য্যায়—বেমা, বেমন্, বেম, বায়দণ্ড। (ভরত)

বাপন (ক্লী) বপ-ণিচ্-ল্যুট্। রোপণাদি করান।

বাপনি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌমুদী)

বাপাতিনার্মেঘ (ক্লী) সামভেদ।

বাপি (স্ত্রী) উপ্যতে পদ্মাদিকমস্যামিতি বপ (বসি বপি যজি রাজি ব্রজীতি। উণ্ ৪।১২৪) ইতি ইঞ্। বাপী। (ভরতধৃত দ্বিরূপকোষ)

বাপিকা (স্ত্রী) বাপি-স্বার্থে কন্-টাপ্। বাপী।

বাপিত (ত্রি) বপ-ণিচ্-ক্ত। বীজাকৃত, রোপিত, যাহা বোনা হইয়াছে। ২ মুণ্ডিত। (ক্লী) ৩ ধান্যবিশেষ, বাওয়া ধান।

"বাপিতং গুরুতন্মান্যং কিঞ্চিদ্ধীনমবাপিতম্।" (রাজবল্লভ)

বাপী (স্ত্রী) বাপি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। জলাশয় বিশেষ, যিনি জল হীন দেশে বাপী খনন করেন তাহার বহুকাল স্বর্গ হইয়া থাকে।

"যো বাপীমথবা কূপং দেশে বারিবিবর্জ্জিতে।
খানয়েৎ স দিবং যাতি বিন্দৌ বিন্দৌ শতং সমাঃ॥"

(কল্পতরুধৃত বায়ুপু°)

বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বাপীর জল গুরু, কটু, ক্ষার, (লবণাক্ত) পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ ও বায়ুনাশক।

"বাপ্যং গুরু কটু ক্ষারং পিত্তলং কফবাতজিৎ।" (রাজবল্লভ)

বাপী খনন করিতে হইলে দিক্ স্থির করিয়া করিতে হয়। অগ্নি, বায়ু ও নৈঋত কোণে বাপী খনন করিতে নাই। অগ্নিকোণে বাপী খনন করিলে মনস্তাপ, নৈঋতে ক্রূরকর্ম্মকারী, বায়ুকোণে বল ও পিত্তনাশ প্রভৃতি বিবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, সুতরাং এই সকল দিক্ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দিকে বাপী খনন করিতে হয়।

"বাপীকূপতড়াগং বা প্রাসাদং বা নিকেতনম্।
ন কুর্য্যাদ্দিকামস্তু অনলানিলনৈর্ঋতে॥
আগ্নেয্যাং মনসন্তাপো নৈর্ঋতে ক্রূরকর্ম্মকৃৎ।
বায়ব্যাং বলপিত্তঞ্চ পীয়মানে জলে প্রিয়ে॥" ইত্যাদি।

(দেবীপুরাণ নন্দাকুণ্ডপ্রবেশাধ্যায়)

বাপী, কূপ ও তড়াগাদি করিয়া তাহার যথাবিধানে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। অপ্রতিষ্ঠিত বাপীজলে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করা যায় না। এই জন্য প্রতিষ্ঠা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যিনি বাপী প্রভৃতি খনন করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন, তাহার ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে অনন্তস্বর্গ হইয়া থাকে।

বাপীক, একজন প্রাচীন কবি।

বাপীহ (পুং) বাপীং জহাতীতি হা-ত্যাগে ক। পানে বাপীজলবর্জ্জনাদস্য তথাত্বম্। চাতক পক্ষী।

বাপুভট্ট, উৎসর্জ্জনোপকর্ম্মপ্রয়োগ-প্রণেতা। ইনি মহাদেবের পুত্র।

বাপুরঘুনাথ, একজন মহারাষ্ট্র সচিব। ইনি ধাররাজের মন্ত্রী ছিলেন (১৮১০ খৃঃ)

বাপুহোলকর, একজন মহারাষ্ট্র সেনাপতি (১৮১০ খৃঃ)।

বাপুষ (ত্রি) বপুষ্মান্, শরীরবিশিষ্ট। "পৃক্ষঃ কৃণোতি বাপুষো মাধ্বী" (ঋক্ ৫।৭৫।৪) 'বাপুষঃ বপুষ্মান্' (সায়ণ)

বাপ্য (ক্লী) বাপ্যাং ভবমিতি বাপী (দিগাদিভ্যো-যৎ। পা ৪। ৩।৫৪) ইতি যৎ। ১ কুষ্ঠৌষধ। (অমর) (ত্রি) ২ বাপী-ভব, বাপীভব জল, এই জলগুণ—বাতশ্লেষ্মনাশক, ক্ষার, কটু ও পিত্তবর্দ্ধক।

"তাড়াগং বাতলং স্বাদু কষায়ং কটুপাকি চ।
বাতশ্লেষ্মহরং বাপ্যং সক্ষারং কটু পিত্তলম্॥"
(সুশ্রুত সূত্র° ৪৫ অ°)

বপ-ণ্যৎ। ৩ বপনীয়, বপনযোগ্য। (পুং) ৪ শালি-ধান্যভেদ, বোনা ধান। (চরক)

বাপ্যক্ষীর (ক্লী) সামুদ্র লবণ। (রাজনি°)

বাভট (পুং) ১ বৈদ্যসংহিতাপ্রণেতা। ২ শাস্ত্রদর্পণনিঘণ্টুকার।

বাবাজী ভোঁস্‌লে, একজন মহারাষ্ট্র সর্দ্দার। ইনি প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর প্রপিতামহ ছিলেন।

বাবা সাহেব, শিবাজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বাঙ্কোজীর পৌত্র। তিনি তাঞ্জোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় পত্নী সিয়ানভাই ১৭৩৭ হইতে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজকর্ত্রী ছিলেন।

বাম্ (পুং) ১ গন্তা। ২ স্তোতা। "এহি বাং বিমুচো ন পাদ্" (ঋক্ ৬।৫৫।১) 'বাং বাতি গচ্ছতি স্তুতিং প্রাপ্নোতীতি বা স্তোতা, বা গতিগন্ধনয়োরিত্যস্মাদাতোমনিন্নিতি বিচ্, বাং স্তোতারং গন্তারং মামেহি' (সায়ণ)

বাম (ক্লী) বা (অর্ত্তি স্তু সু হু সৃ ঘৃক্ষীতি। উণ্ ১।১৩৯) ইতি মন্। ১ ধন। (মেদিনী) ২ বাস্তুক। (জটাধর) (ত্রি) বমতি বম্যতে বেতি বম-উদ্গিরণে (জ্বলিতিকসন্তেভ্যো ণঃ। পা ৩।১।১৪০) ইতি ণ। ৩ বল্গু, সুন্দর।

"স দক্ষিণং তূণমুখেন বামং
ব্যাপারয়ন্ হস্তমলক্ষ্যতাজৌ।" (রঘু ৭।৫৭)

২ প্রতীপ, প্রতিকূল।

"বামা যূয়মহো বিড়ম্বরসিকঃ কীদৃক্ স্মরো বর্ত্ততে।"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

৩ সব্য, দক্ষিণেতর। দ্বিজ বাম হস্ত দ্বারা জলপান বা ভোজন করিবেন না। বাম হস্ত দ্বারা জলপাত্র তুলিয়াও জল পান করিতে নাই।

"ন পিবেন্নচ ভুঞ্জীত দ্বিজঃ সব্যেন পাণিনা।
নৈকহস্তেন চ জলং শূদ্রেণাবর্জ্জিতং পিবেৎ॥"
(আহ্নিকতত্ত্ব)

অপিচ—

"ন বাম হস্তেনোদ্ধৃত্য পিবেদ্বক্ত্রেণ বা জলম্।
নোত্তরেদনুপস্পৃশ্য নাপ্সু রেতঃ সমুৎসৃজেৎ॥" (কূর্ম্মপু° ১৫ অ°)

জ্যোতিষের প্রশ্নগণনায় বাম ও দক্ষিণভেদে শুভাশুভ ফলাফলের তারতম্য কথিত হইয়াছে।

৪ বননীয়, যাজনীয়। "বামং গৃহপতিং নয়" (ঋক্ ৬।৫৩।২) 'বামং বননীয়ং বনু যাজনে ইত্যস্য প্রয়োগো জ্ঞাতব্যঃ' (সায়ণ) (পুং) ৫ হর।

"প্রজাপতেস্তে শ্বশুরস্য সাম্প্রতং
নির্য্যাপিতো যজ্ঞমহোৎসবঃ কিল।
বয়ঞ্চ তত্রাভিসবাম বাম তে
যদ্যর্থিতামী বিবুধা ব্রজন্তি॥" (ভাগবত ৪।৩।৮)

৫ কামদেব। ৬ পয়োধর। (মেদিনী) ৭ শ্রীকৃষ্ণের ভদ্রা-গর্ভোৎপন্ন পুত্র বিশেষ। (ভাগবত ১০।৬১।১৭)

বামক (ত্রি) ১ বামসম্বন্ধীয়। (ক্লী) ২ অঙ্গভঙ্গীভেদ। (বিক্রমো-র্ব্বশী ৫৯।২০) (পুং) ৩ চক্রবর্ত্তীভেদ।

বামকেশ্বরতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ।

বামকক্ষায়ণ (পুং) বামকক্ষের বংশসম্ভূত ঋষিভেদ।
(শতপথব্রা° ৭।১।২।১১)

বামচূড় (পুং) জাতিভেদ। (হরিবংশ)

বামজুষ্ট (ক্লী) বামকেশ্বরতন্ত্র।

বামতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ।

বামতা (স্ত্রী) বামস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বামত্ব, প্রতিকূলত্ব, বামের ভাব বা ধর্ম্ম।

বামতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (বৃহন্নীলতন্ত্র ২১)

বামদত্ত (পুং) ১ ব্যক্তিভেদ। (কথাসরিৎসাগর ৬৮।৩৪)

বামদত্তা (স্ত্রী) নর্ত্তকীভেদ। (কথাসরিৎসা° ১১২।১৬৭)

বামদৃশ্ (স্ত্রী) বামা মনোহরা দৃক্ দৃষ্টির্যস্যা। সুন্দরী নারী, স্ত্রী।

বামদেব (পুং) বাম এব দেবঃ। ১ শিব। (ভারত ১।১।৩৪) ২ গৌতম গোত্রসম্ভূত ঋষিভেদ।

"আগামিপ্রতিবন্ধশ্চ বামদেবে সমীরিতঃ।
একেন জন্মনা ক্ষীণো ভরতস্য ত্রিজন্মভিঃ॥"
(পঞ্চদশী ৯।৪৫)

এই ঋষি ঋগ্বেদের ৪।১-৪১ ও ৪৫-৪৮ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা।

বামদেব, একজন ব্যবহারবিদ্। হেমাদ্রি পরিশেষখণ্ডে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ২ একজন কবি। ৩ মুনিমতমণিমালা নামক একখানি দীধিতি প্রণেতা। ৪ বর্ষমঞ্জরী নামক জ্যোতিঃ-শাস্ত্ররচয়িতা। ৫ হঠযোগবিবেকপ্রণেতা।

বামদেব উপাধ্যায়, ১ আহ্নিকসংক্ষেপ ও গূঢ়ার্থদীপিকা-

রচয়িতা। লালা ঠক্কুর নামক স্বীয় প্রতিপালকের প্রার্থনানুসারে ইনি আহ্নিকসংক্ষেপ প্রণয়ন করেন।

২ শ্রাদ্ধচিন্তামণিদীপিকা ও স্মৃতিদীপিকারচয়িতা।

বামদেব ভট্টাচার্য্য, স্মৃতিচন্দ্রিকাপ্রণেতা।

বামদেব সংহিতা, একখানি প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ। শ্রীরাম ইহার টীকা রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বটুকভৈরবপূজাপদ্ধতি ও গায়ত্রীকল্প বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।

বামধ্বজ, ন্যায়কুসুমাঞ্জলী টীকাপ্রণেতা।

বামদেবগুহ্য (পুং) শৈবমতভেদ। (সর্ব্বদর্শনসংহিতা)

বামদেবী (স্ত্রী) সাবিত্রী।

বামদেব্য (ত্রি) ১ বামদেবসম্বন্ধীয়। ২ ঋগ্বেদের ১০।১২৭ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা অংহোমুচের পিতৃপুরুষ। ৩ বৃহদুকথের পূর্ব্বপুরুষ। ৪ মূর্দ্ধন্বতের পিতৃপুরুষভেদ। ৫ রাজপুত্রভেদ। (ভারত সভাপ°) ৬ একজন গ্রন্থকর্ত্তা। ৭ শাল্মলদ্বীপস্থ পর্ব্বতভেদ। (ভাগ° ৫।২০।১০) ৮ কল্পভেদ।

বামন (পুং) বাময়তি বমতি বা মদমিতি বম-ণিচ্-ল্যু। ১ দক্ষিণ দিগ্গজ। (ভাগবত ৫।২০।৩৯) ২ হ্রস্ব, খর্ব্ব।

"প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।" (রঘু ১।৩)

৩ অঙ্কোট বৃক্ষ। (মেদিনী) ৪ হরি, বিষ্ণু।

"উপেন্দ্রো বামনঃ প্রাংশুরমোঘঃ শুচিবর্জ্জিতঃ।"
(ভারত ১৩।১৪৯।৩০)

৫ শিব, মহাদেব।

"বামদেবশ্চ বামশ্চ প্রাগ্দক্ষিণশ্চ বামনঃ।" (ভারত ১০।১৭।৭০)

৬ অশ্বভেদ, যে সকল অশ্ব একাঙ্গ হীন ও বিশেষরূপে ভিন্ন, যমজ ও খর্ব্বাকৃতি হয় তাহাকে বামন অশ্ব কহে।

"একেনাঙ্গেন হীনেন ভিন্নেন চ বিশেষতঃ।
যমজং বাজিনং বিদ্যাদ্বামনং বামনাকৃতিম্॥" (অশ্ববৈদ্যক ৩।১৫৩)

৭ দনুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৩,৮২) ৮ ভুজঙ্গভেদ।

"কালেয়ো মণিনাগশ্চ নাগশ্চাপূরণস্তথা।
নাগস্তথা পিঞ্জরক এলাপত্রোঽথ বামনঃ॥" (ভারত ১,৩৫।৬)

৯ গরুড়বংশীয় পক্ষিবিশেষ। (ভারত ৫।১০১।১০)

১০ হিরণ্যগর্ভের সুতভেদ। (হরিবংশ ২৫৩।৬)

১১ ক্রৌঞ্চদ্বীপের অন্তর্গত পর্ব্বতভেদ। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতই প্রধান, এই পর্ব্বতের পর বামন পর্ব্বত।

"ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহারাজ! ক্রৌঞ্চো নাম মহাগিরিঃ।
ক্রৌঞ্চাৎপরো বামনকো বামনাদন্ধকারকঃ॥" (ভারত ৬।১২।১৭)

১২ তীর্থভেদ, এই তীর্থ সর্ব্বপাপনাশক, এই তীর্থে স্নান, দান ও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা সকল পাপ বিদূরিত হয়।

"ততস্তু বামনং গত্বা সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্।" (ভারত ৩।৮৪।১২২)

১৩ মহাপুরাণের অন্যতম, বামনপুরাণ। দেবীভাগবত মতে এই পুরাণের শ্লোক সংখ্যা দশ হাজার।

"অযুতং বামনাখ্যঞ্চ বায়বাং ষট্‌শতানি চ।
চতুর্বিংশতি সংখ্যাতঃ সহস্রাণি তু শৌনক॥"
(দেবীভাগবত ১।৩।৭)

ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার বামনদেবের লীলা এই পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। [পুরাণ শব্দ দেখ]

১৪ বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। যখন ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন ভগবান্ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। দৈত্যপতি বলি স্বর্গ রাজ্য অধিকার করিয়া দেবগণকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তাহাকে দমন করিবার জন্যই ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে অবতীর্ণ হন। ভাগবতে লিখিত হইয়াছে যে, রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, 'হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ বিষ্ণু কি জন্য বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া দীনজনের ন্যায় বলির নিকট ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা এবং প্রার্থিত ভূমি লাভ করিয়াও কি কারণে তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন, ইহার বিশেষ বিবরণ জানিতে আমার অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে। পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের ভিক্ষা এবং নির্দ্দোষ বলির বন্ধন ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার, আপনি ইহার সবিশেষ তথ্য নিরূপণ করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। শুকদেব পরীক্ষিতের এই প্রশ্নে তাহাকে বলিয়াছিলেন, "দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া স্বর্গের ইন্দ্র হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবগণ স্বর্গ হইতে নির্জ্জিত হইয়া অনাথবৎ চারিদিকে পলায়ন করিলেন। ইন্দ্রমাতা অদিতি ইহাতে অতিশয় কাতরা হইয়া কশ্যপকে বলিয়াছিলেন যে, ভগবন্! সপত্নীর পুত্র দৈত্যগণ আমাদিগের শ্রী ও স্থান অপহরণ করিয়া লইয়াছে, আপনি এখন আমাদিগকে রক্ষা করুন, শত্রুগণ আমাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে, আমার তনয়গণ যাহাতে ঐ সকল পদ পুনরায় লাভ করিতে পারে, আপনি তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিন। অদিতি এইরূপ বলিলে পর, প্রজাপতি কশ্যপ বিস্মিত হইয়া বলিলেন যে, অহো বিষ্ণুমায়ার কি অসীম প্রভাব, এই জগৎ স্নেহে আবদ্ধ, আত্মা ভিন্ন ভৌতিক দেহই বা কোথায়, আর প্রকৃতি ভিন্ন আত্মাই বা কোথায়? ভদ্রে! কেই বা পতি, কেই বা পুত্র, একমাত্র মোহই এই বুদ্ধির কারণ। তুমি আদিদেব ভগবান্ বাসুদেবের উপাসনা কর, তিনিই তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন। দীনের প্রতি তাহার বড়ই করুণা, ভগবানের সেবাই অমোঘ; তদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই আর ফল হইবে না। তখন অদিতি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি উপায়ে তাহাকে আরাধনা করিতে হইবে, ইহাতে কশ্যপ বলিয়াছিলেন, দেবি! ফাল্গুনমাসে শুক্লপক্ষের দ্বাদশ দিন তুমি পয়োব্রতের

অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাদের এই দুঃখ মোচন করিবেন।

অদিতি কশ্যপের নিকট ঐ ব্রতের বিষয় শুনিয়া পূতচিত্তে দ্বাদশ দিন ধরিয়া ব্রতানুষ্ঠান করিলেন। কিছুদিন অতীত হইলে দেবমাতা অদিতি ঐ ব্রতের ফলে ভগবান্ বিষ্ণুকে গর্ভে ধারণ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে শ্রবণার প্রথমাংশ অভিজিৎ মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ দিন চন্দ্র শ্রবণা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন, অশ্বিনী প্রভৃতি সমুদয় নক্ষত্র এবং বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি গ্রহগণও অনুকূল থাকিয়া শুভাবহ হইয়াছিলেন। এই দ্বাদশী তিথিতে দিবার মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এইজন্য ঐ দ্বাদশীর নাম বিজয়া দ্বাদশী। ভগবান্ বামনদেব ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শঙ্খ, দুন্দুভি প্রভৃতি তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। অপ্সরোগণ আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। অদিতি পরমপুরুষকে স্বকীয় যোগমায়ায় দেহধারণ করিয়া গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও সন্তুষ্ট হইলেন, কশ্যপও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জয়শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অব্যক্ত জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের চেষ্টা অদ্ভুত, তিনি যে প্রভা, ভূষণ ও অস্ত্র-দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশমান দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে নটের ন্যায় সেই দেহ দ্বারাই বামন ব্রাহ্মণকুমারের মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিগণ ইঁহাকে বামনমূর্ত্তিতে প্রকটিত দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। কশ্যপ যথাবিধানে জাতকর্ম্মাদি সংস্কারকার্য্য করিয়া উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিলেন, এই উপনয়নকালে সূর্য্যদেব সাবিত্রী পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বৃহস্পতি ব্রহ্মসূত্র ও কশ্যপ তাঁহাকে মেখলা পরিধান করাইলেন। বামনরূপী জগৎপতিকে পৃথিবী কৃষ্ণাজিন, সোম দণ্ড, মাতা কৌপীনবস্ত্র, স্বর্গ ছত্র, ব্রহ্ম কমণ্ডলু, সপ্তর্ষিগণ কুশ এবং সরস্বতী অক্ষমালা প্রদান করিলেন। বামনদেব উপনীত হইলে পর যক্ষরাজ তাহাকে ভিক্ষাপাত্র এবং স্বয়ং অম্বিকা ভিক্ষা প্রদান করিলেন। এই সময় বামনদেব শুনিলেন যে,দৈত্যরাজ বলি অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন। তখন বামনরূপী ভগবান্ ভিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট গমন করিলেন। সমুদয় বলই তাহাতে নিহিত ছিল, সুতরাং তাঁহার গমনকালে প্রতিপদক্ষেপে ধরাতল কম্পিত হইতে লাগিল। নর্ম্মদা নদীর উত্তরতটে ভৃগুকচ্ছ নামক ক্ষেত্রে বলির যে সকল পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ ঐ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভগবান্ বামনদেব তথায় উপনীত হইলেন। ভগবানের তেজঃ-প্রভা দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইলেন।

, মায়া বামনরূপধারী হরির কটিদেশ মুঞ্জানির্ম্মিত মেখলায় বেষ্টিত, কৃষ্ণাজিনময় উত্তরীয় যজ্ঞোপবীতবৎ বামস্কন্ধে নিবেশিত, মস্তকে জটাকলাপ এবং দেহ খর্ব্ব, ইহাকে দেখিয়াই ভৃগুগণ তেজে অভিভূত হইয়া গেলেন। তখন বলি গাত্রোত্থান করিয়া ভগবান্ বামনদেবের পাদপ্রক্ষালন করাইয়া দিয়া তাঁহাকে বিনয়-নম্র বচনে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার আসিতে কোন কষ্ট হয় নাই ত? আপনি, আজ্ঞা করুন, আপনার কোন্ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে? আপনি ব্রহ্মর্ষিদিগের মূর্ত্তিমতী তপস্যা, আপনার পদার্পণে আমাদিগের পিতৃকুল অদ্য পরিতৃপ্ত হইলেন এবং কুলও পবিত্র হইল। আপনার যাহা যাহা অভিলাষ, আমার নিকট তাহাই গ্রহণ করুন। অনুমান হইতেছে আপনি যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছেন। ভূমি, স্বর্ণ, উৎকৃষ্ট বাসস্থান, মিষ্টান্ন, সমৃদ্ধগ্রাম প্রভৃতির মধ্যে যাহা আপনার অভিরুচি হয় বলুন, আমি তাহাই প্রদান করিতেছি।

ভগবান্ বলির বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—তুমি যাহা বলিলে তাহা তোমার কুলানুরূপই হইয়াছে, তোমাদের কুলে কেহ ব্রাহ্মণকে দান করিব বলিয়া পরে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে নাই। তখন বামনদেব তাঁহাকে কহিলেন, দৈত্যরাজ! অন্য কিছুই আমার প্রার্থনা নাই কেবল আমার এই পদের পরিমাণ ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করি। তুমি দাতা ও জগতের ঈশ্বর। যাবন্মাত্র আবশ্যক, বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই পরিমাণই প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন।

তখন বলি বামনের এই বাক্য শুনিয়া তাহাকে কহিলেন, আপনার বাক্য বৃদ্ধের ন্যায়, কিন্তু আপনি বালক, অতএব আপনার বুদ্ধি অজ্ঞের তুল্য। কারণ স্বার্থবিষয়ে আপনার বোধ নাই। আমি ত্রিলোকের ঈশ্বর, একটা দ্বীপ দান করিতে পারি, কিন্তু আপনি এমনই অবোধ যে, আমাকে সন্তুষ্ট করিয়া ত্রিপাদভূমি চাহিতেছেন। আমাকে প্রসন্ন করিয়া অন্য পুরুষের নিকট প্রার্থনা করা উচিত হয় না। অতএব যাহাতে আপনার নির্ব্বিঘ্নে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, আপনি তাহাই প্রার্থনা করুন।

তখন ভগবান্ কহিলেন, রাজন্! ত্রিলোকীর মধ্যে যে কিছু প্রিয়তম অভীষ্ট বস্তু আছে, সে সমুদায়ই অবশেন্দ্রিয় ব্যক্তির পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ত্রিপাদপরিমিত ভূমি লাভে সন্তুষ্ট হন না, নববর্ষবিশিষ্ট একটী দ্বীপ লাভেও তাহার আশা পরিতৃপ্ত হয় না, তখন তিনি প্রধান সপ্তদ্বীপ কামনা করেন। কামনার অবধি নাই। পুরাণে শুনিয়াছি, বৈণ্য ও গদ প্রভৃতি রাজগণ সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া এবং যাবতীয় অর্থ, কামভোগ করিয়াও বিষয়ভোগ-তৃষ্ণার পারে গমন করিতে পারেন নাই। সন্তুষ্ট ব্যক্তি যদৃচ্ছা প্রাপ্ত বস্তুভোগ করিয়া সুখে বাস করেন, কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ত্রিলোক প্রাপ্ত হইয়াও সুখী হয় না।

তখন বলি বামনদেবের কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া 'এই লউন'

বলিয়া ভূমিদান করিবার নিমিত্ত জলপাত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুর উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বলিকে কহিলেন, বলি ইনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু, দেবগণের কার্য্যসাধনার্থ কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তুমি মহাবিপদ্ বুঝিতে পারিতেছ না, ইহাকে দান করিতে স্বীকার করিয়া ভাল কর নাই। দৈত্যদিগের মহাবিপদ্ উপস্থিত। মায়া-বামনরূপী শ্রীহরি তোমার স্থান, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, তেজ, যশ, বিদ্যা প্রভৃতি অপহরণ করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিবেন। বিশ্বই ইহার দেহ, ইনি তিনপদে তিন লোক আক্রমণ করিবেন। তোমার সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইবে। এই বামনের একপদে পৃথিবী, দ্বিতীয় পদে স্বর্গ, আর এই বিশাল দেহে গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত হইবে। তৃতীয় পদের গতি কি হইবে? তুমি দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ, তখন দিবার আর কিছুই থাকিবে না। তখন তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হেতু নরক হইবে। যে দান দ্বারা অর্জ্জনোপায় নষ্ট হইয়া যায়, সে দানের প্রশংসা কুত্রাপি নাই। শ্রুতিতেও কথিত আছে যে, স্ত্রীবশীকরণকাল, প্রাণসঙ্কট, হাস্য-পরিহাস, বিবাহকালে বরের গুণানুকীর্ত্তন, জীবিকাবৃত্তি রক্ষার নিমিত্ত, ও গোব্রাহ্মণের হিতসাধনের জন্য মিথ্যা কথা দোষাবহ নহে, সুতরাং এই প্রাণসঙ্কটকালে মিথ্যা বলিয়া দেহ রক্ষা কর।

বলি শুক্রাচার্য্যের এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, আপনি যাহা উপদেশ দিলেন, তাহা সত্য, যাহাতে কোনকালে অর্থ, কাম, যশ প্রভৃতির ব্যাঘাত না হয়, গৃহস্থের তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম, কিন্তু আমি প্রহ্লাদের পৌত্র, দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, এক্ষণে ধনলোভে সামান্য বঞ্চকের ন্যায় কি প্রকারে ব্রাহ্মণকে দিব না বলিব। পৃথিবী বলিয়াছেন যে, মিথ্যাবাদী মানব ব্যতীত আমি সকলকেই বহন করিতে সমর্থ। ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করিতে আমার যেরূপ ভয় হয়, নরক, দরিদ্রতা, স্থানচ্যুতি কিংবা মৃত্যু হইতেও তাদৃশ ভয় হয় না। অতএব আমি ব্রাহ্মণকে যখন দিব বলিয়াছি, তখন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিব না।

শুক্রাচার্য্য বলির এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে এইরূপ অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। তুমি অজ্ঞ হইয়া পাণ্ডিত্যাভিমান বশতঃ আমার শাসন অতিক্রম করিতেছ, এই পাপে তুমি অচিরে শ্রীভ্রষ্ট হইবে। গুরু শুক্রাচার্য্য এইরূপে অভিসম্পাত দিলেও বলি সত্য হইতে বিচলিত হইলেন না। তখন তিনি বামনকে অর্চ্চনা করিয়া জলস্পর্শপূর্ব্বক ভূমিদান করিলেন। যজমান বলি বামনদেবের চরণ ধৌত করাইয়া দিয়া সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন। তখন স্বর্গে দেবতা প্রভৃতি তাঁহার এই মহৎ কার্য্যের জন্য প্রশংসা করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে ভগবান্ বামনদেবের বামনরূপ আশ্চর্য্য-রূপে বর্দ্ধিত হইল। গুণত্রয় ঐ রূপের অন্তর্গত, সুতরাং পৃথিবী, আকাশ, দিক্, স্বর্গ, বিবর, সমুদ্র, পশু, পক্ষী, নর ও দেবগণ সকলই ঐরূপে অধিষ্ঠিত ছিল। তখন বলি দেখিলেন, বিশ্বমূর্ত্তি হরির পদতলে রসাতল, পাদদ্বয়ে ধরণী, জঙ্ঘাযুগলে পর্ব্বতনিকর, জানুতে পক্ষিগণ এবং উরুদ্বয়ে মরুদ্গণ, বসনে সন্ধ্যা, গুহ্যে প্রজাপতি, জঘনদ্বয়ে আপনি ও অসুরগণ, নাভিস্থলে আকাশ, কুক্ষিদেশে সপ্তসমুদ্র, বক্ষঃস্থলে নক্ষত্রনিচয়, হৃদয়ে ধর্ম্ম, স্তনদ্বয়ে ঋত ও সত্য, মনে চন্দ্র এবং বক্ষঃস্থলে কমলা প্রভৃতিকে অব-লোকন করিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

তখন ভগবান্ একপদ দ্বারা পৃথিবী, শরীর দ্বারা আকাশ এবং বাহুদ্বারা দিঙ্মণ্ডল আক্রমণ করিলেন। অনন্তর দ্বিতীয় পদ বিস্তার করিলেন, তখন স্বর্গ তাঁহার পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ হইল, কিন্তু তৃতীয় পদের নিমিত্ত কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। দ্বিতীয় পদই ক্রমে জনলোক, তপোলোক প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া সত্য-লোক স্পর্শ করিল। দেবাদি তাঁহার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া স্তব করিতে লাগিল।

ক্রমে বিষ্ণু আপন বিস্তার সঙ্কোচ করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বামনমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অসুরানুচরগণ তখন ইহাকে মায়াবী স্থির করিয়া ইহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু বলি তাহা-দিগকে নিবারণ করিয়া কহিল, তোমরা যুদ্ধ করিও না, ক্ষান্ত হও, কাল এখন আমাদের অনুকূল নহে, কালকে অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ নহে। বলির কথা শুনিয়া দৈত্যগণ বিষ্ণুপার্ষদ-গণের তাড়না ভয়ে রসাতলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল।

তখন বামনদেব বলিকে কহিলেন, তুমি আমাকে তিনপাদ ভূমি দান করিয়াছ, আমি দুইপদে সমগ্র পৃথিবী আক্রমণ করিয়াছি, তৃতীয় পদের পরিমিত ভূমি কোথায় আছে, দাও। এখন আমি তোমার যথাসর্ব্বস্ব আক্রমণ করিলাম, তথাচ তুমি প্রতিশ্রুত ভূমিদান করিতে পারিলে না, সুতরাং তোমার এই পাপে নরকবাস হওয়া উচিত, অতএব এখন তুমি গুরু শুক্রাচার্য্যের অনুমতি লইয়া নরকে গমন কর।

তখন বলি ভগবানের বাক্য শুনিয়া কহিলেন, আমি যে বাক্য বলিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইবে না, আপনি তৃতীয় পদ আমার মস্তকে স্থাপন করুন। ভগবান্ বলিকে এইরূপে নিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিলেন। বলির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রহ্লাদ তথায় আগমন করিয়া ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন।

বলির পত্নী বিন্ধ্যাবলি পতিকে পাশবদ্ধ দর্শন করিয়া ভীত হইয়া কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি বলির সর্ব্বস্বহরণ

করিয়াছেন, এক্ষণ উহাকে পাশমুক্ত করুন, বলি নিগৃহীত হইবার উপযুক্ত নহে, বলি অকাতরে আপনাকে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়াছে, কর্ম্মদ্বারা যে সকল লোক অর্জ্জন করিয়াছিল, তৎসমস্তই আপনাকে অর্পণ করিয়াছে, সামান্ত ব্যক্তিও আপনার চরণে জল ও দূর্ব্বাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিলে তাহাদেরও উত্তমা গতিলাভ হইয়া থাকে, আর বলির আপনার চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াও এই প্রকার দশাপ্রাপ্ত হওয়া বিধেয় নহে, অতএব আপনি ইহাকে মোচন করুন।

ভগবান্ বিন্ধ্যাবলির বাক্যে তাহাকে কহিলেন, আমি যাহাকে দয়া করিয়া থাকি, প্রথমে তাহার অর্থ অপহরণ করি, কারণ অর্থদ্বারা মমতা জন্মে, তাহাতে মানব লোককে এবং আমাকে অবজ্ঞা করে। জীবাত্মা আপন কর্ম্মহেতু পরাধীন হইয়া কৃমিকীটাদি নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে যখন নরযোনি প্রাপ্ত হয়, তখন যদি জন্ম, কর্ম্ম, যৌবন, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য বা ধনাদি জন্য গর্ব্বিত না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি আমার দয়া হইয়াছে জানিতে হইবে। যাহারা আমার ভক্ত তাহারা ঐ সকল দ্বারা মুগ্ধ হন না। এই দৈত্যশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিবর্দ্ধন বলি দুর্জ্জয়া মায়াকে জয় করিয়াছে, কষ্ট পাইয়াই মুগ্ধ হয় নাই, বিত্তহীন হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, শত্রুকর্ত্তৃক বিষম বদ্ধ, জ্ঞাতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং গুরুকর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও অভিশপ্ত হইয়াছে, তথাপি বলি সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই। অতএব বলি পরমভক্ত ও সত্যবাদী। যে স্থান দেবতাদিগেরও দুর্লভ, আমি ইহাকে সেই পরম স্থান দিয়াছি। বলি সাবর্ণি মন্বন্তরের ইন্দ্র হইবে। যত দিন ঐ মন্বন্তর না আসিতেছে, তত দিন বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত সুতলে বাস করুক। তৎপ্রতি সর্ব্বদা আমার দৃষ্টি থাকাতে আধি, ব্যাধি, শ্রান্তি, তন্দ্রা, পরাভব এবং ভৌতিক উৎপত্তি তথায় হইবার সম্ভাবনা নাই। তৎপরে বামনদেব বলিকে কহিলেন, তুমি জ্ঞাতিগণের সহিত দেবগণের বাঞ্ছনীয় সুতলে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, ঐ স্থানে তোমাকে কেহই পরাভব করিতে পারিবে না এবং আমি সর্ব্বদা তথায় থাকিয়া তোমাকে রক্ষা করিব। বলি তখন বন্ধনমুক্ত হইয়া সুতলে গমন করিল। বামনদেব স্বর্গপুরী ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। এইরূপে ভগবান্ অদিতির বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। (ভাগবত ৮।১৪-২৪ অ°)

বামনপুরাণে ৪৮ অধ্যায় হইতে ৫৩ অধ্যায়ে ভগবান্ বামনদেবের অবতার ও লীলার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এইস্থলে লিখিত হইল না। কেবল ইহাতে 'একটু বিশেষ আছে যে, ভগবান্ বামনদেব প্রথমে ধুন্ধুর নিকট ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করিয়া তাহাকে নিগৃহীত করেন। পরে বলির যজ্ঞে যাইয়া ত্রিপাদভূমি লইবার ছলে তাহার সমস্ত রাজ্যাদি লইয়া ইন্দ্রকে প্রদান করেন।

বামনদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এইরূপ মূর্ত্তি করিতে হয়। হরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে যে—

"ভুজং ত্রিগোলকাযামং বক্ষো বিস্তারশোভিতম্।
পাণিপাদং তুরীয়াংশং প্রবৃদ্ধশিরসং তথা ॥
ঊর্বজ্ঘ্রি দ্বিতয়াযামবিহীনমুখযুগ্মকম্।
কটিস্ফিক্পার্শ্বনাভিষু তদ্‌দ্ধং বামনং বুধঃ ॥
কৃত্বা সংস্থাপয়েদ্দেবং মোহনার্থায় সর্ব্বদা ॥"

(হরিভক্তিবি° ১৮ বিলাস)

এই মূর্ত্তির ভুজদ্বয়ের আয়তন ত্রিগোলক, বক্ষঃপ্রদেশ বিস্তীর্ণ, করচরণ চতুর্থাংশ, মস্তক বৃহৎ, উরুদ্বয় ও মুখপ্রদেশ আয়াম-বিহীন, কটি, স্ফিক্ (পশ্চাদ্ভাগ) পার্শ্ব ও নাভিও স্থূল হইবে। মোহনার্থ এইরূপে ভগবান্ বামনদেবের মূর্ত্তি স্থাপন করিতে হয়।

"কর্ত্তব্যো বামনো দেবঃ সঙ্কটে ভক্তিভাবিতৈঃ।
পীনগাত্রশ্চ কর্ত্তব্যো দণ্ডী চাধ্যয়নোদ্যতঃ।
দূর্ব্বাশ্যামস্ত কর্ত্তব্যঃ কৃষ্ণাজিনধরস্তদা ॥"

(হরিভক্তিবিলাস ১৮ বি°)

অতিসঙ্কটকালে ভক্তিসহকারে এই বামনমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই মূর্ত্তি পীনগাত্র, দণ্ডধারী, অধ্যয়নোদ্যত, দূর্ব্বাদল-শ্যাম এবং কৃষ্ণাজিনধারী হইবে।

(ত্রি) বাময়তীতি বম-ণিচ্-ল্যু। ১৩ অতিক্ষুদ্র, পর্য্যায়—ন্যঙ্, নীচ, খর্ব্ব, হ্রস্ব, অনুচ্চ, অনায়ত। (জটাধর)

বামন, একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের মন্ত্রী ছিলেন। (রাজতরঙ্গিণী ৪।৪৯৬)

ক্ষীরস্বামী, অভিনবগুপ্ত ও বর্দ্ধমান তাহার রচিত কবিতাদির উল্লেখ করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য ধাতুবৃত্তিতে ইহাকে বৈয়াকরণ, কাব্যরচয়িতা ও সজ্জনপ্রতিপালক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অবিশ্রান্তবিদ্যাধর ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কারসূত্র ও বৃত্তি এবং কাশিকাবৃত্তি নামে কয়খানি পুস্তক ইহার রচিত।

সূত্রপাঠ, উণাদিসূত্র ও লিঙ্গসূত্রচয়িতা বামন আচার্য্য ও উপরিউক্ত কবি অভিন্ন ব্যক্তি কিনা তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। শেষোক্ত ব্যক্তি পঞ্জিকা ও জৈনেন্দ্রের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বামন, কএকজন প্রাচীন গ্রন্থকার। ১ উপাধিন্যায়সংগ্রহরচয়িতা। ২ খাদিরগৃহ্যসূত্র-কারিকা-প্রণেতা। ৩ তাজিকতন্ত্র, তাজিক সারোদ্ধার,বামনজাতক ও স্ত্রীজাতক নামক কয়খানি জ্যোতিশাস্ত্র-রচয়িতা। ৪ বামননিঘণ্টু বা নিঘণ্টু নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

৫ বামনকারিকা নামক ব্যাকরণ-প্রণেতা। ৬ বলিকথাগাথা-রচয়িতা। পরিশেষখণ্ডে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। ইনি বৎস গোত্রীয়। বাসুদেব, কামদেব ও হেমাদ্রি নামক পণ্ডিতত্রয় ইহার যোগ্যসন্তান। ৭ একজন প্রসিদ্ধ মীমাংসাশাস্ত্রবেত্তা। চারিত্রসিংহ ইঁহার মতের প্রাধান্য দর্শাইয়াছেন।

বামন, ১ চট্টলের অন্তর্গত একটী গ্রাম। (ভবিষ্যব্র° খ° ১৫।৩৩)
২ ত্রিপুরারাজ্যের রাজধানী অগ্রতোলা হইতে ১ যোজন পশ্চিমে অবস্থিত একটী গ্রাম। (দেশাবলী)
৩ বিশালের অন্তর্গত একটী গ্রাম। (ভবিষ্যব্র° খ° ৩৯।৫৩)

বামনআচার্য্য করঞ্জকবি সার্ব্বভৌম, ১ প্রাকৃতচন্দ্রিকা ও প্রাকৃতপিঙ্গলটীকা-রচয়িতা। ২ প্রতিহারসূত্রভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা খ্যাতনামা পণ্ডিত বরদরাজের পিতা।

বামনক (ত্রি) ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৫৩।১৪)

বামনক্ষেত্র, ভোজের অন্তর্গত একটী তীর্থস্থান। (ভবি°ব্র°খ°২৯।৭)

বামনকাশিকা (স্ত্রী) বামনরচিত কাশিকাবৃত্তি।

বামনজয়াদিত্য (পুং) কাশিকাবৃত্তির টীকাকার।

বামনত্ব (ক্লী) বামনস্য ভাবঃ ত্ব। বামনতা, বামনের ভাব বা ধর্ম্ম, অতি ক্ষুদ্রত্ব, নীচত্ব।

বামনতত্ত্ব, একখানি তত্ত্বগ্রন্থ।

বামনদত্ত, সম্বিৎপ্রকাশ-প্রণেতা।

বামনদেব, একজন কবি। [বামন দেখ]

বামনদ্বাদশী (স্ত্রী) বামনদেবতাক দ্বাদশী ব্রতবিশেষ।

বামনদ্বাদশী ব্রত (ক্লী) বামনদেবতাকং দ্বাদশীব্রতং। শ্রবণা-দ্বাদশীতে কর্ত্তব্য বামনদেবের ব্রতবিশেষ। দ্বাদশীর দিন বামন-দেবের উদ্দেশে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়, এইজন্য ইহাকে বামনদ্বাদশী ব্রত কহে। হরিভক্তিবিলাসে এই ব্রতের বিধান এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বা চৈবাপরেঽহনি।
ভোক্ষ্যে শ্রীবামনানন্ত শরণাগতবৎসল॥
একাদশ্যাং রজন্যাং বা দ্বাদশ্যাং বার্চ্চয়েৎ প্রভুম্।
স্বর্ণরূপ্যময়ে পাত্রে তাম্রবংশময়েঽপি বা।
কুণ্ডিকাং স্থাপয়েৎ পার্শ্বে ছত্রিকা পাদুকাস্তথা॥
শুভাঞ্চ বৈষ্ণবীং যষ্টিমক্ষসূত্রং পবিত্রকম্।
পুষ্পৈর্গন্ধৈ ফলৈর্ধূপৈ র্বামনং চার্চ্চয়েদ্ধরিম্॥
নানাবিধৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ভক্ষ্যভোজ্যৈগুড়োদনৈঃ।
জাগরং নিশি কুর্ব্বীত গীতবাদিত্রনর্ত্তনৈঃ।
এবমারাধ্য দেবেশং প্রভাতে বিমলে সতি।
আদাবর্ঘ্যং প্রদাতব্যং পশ্চাদ্দেবং প্রপূজয়েৎ।
নারিকেলেন শুভ্রেণ দত্ত্বাদর্ঘ্যঞ্চ পূর্ব্ববৎ॥" (হরিভ° বি° ১৫)

শ্রবণা দ্বাদশীর পূর্ব্ব একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীকে শ্রবণা দ্বাদশী কহে। অতএব পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া এই ব্রতানুষ্ঠান বিধেয়। দ্বাদশীর ক্ষয় হইলে একাদশীর নিশাভাগে বা পরদিন দ্বাদশীতে বামনদেবের পূজা করিবে। সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা বংশ ইহার মধ্যে যে কোন একটী দ্বারা পাত্র প্রস্তুত করিয়া তাম্রকুণ্ড স্থাপন করিবে এবং বামপার্শ্বে ছত্র, পাদুকা, উৎকৃষ্ট বেণুযষ্টি, অক্ষসূত্র ও পবিত্রকস্থাপন করিতে হয়। গন্ধ, পুষ্প, ফল, ধূপ, নানাবিধ নৈবেদ্য, ভোক্ষভোজ্য ও গুড়োদন প্রভৃতি দ্বারা বামনদেবের পূজা করিতে হয়। এবং নৃত্য গীতাদি দ্বারা রাত্রি জাগরণ করা আবশ্যক। প্রথমে বামনদেবকে অর্ঘ্য দিয়া তৎপরে পূজা করিতে হয়। এই অর্ঘ্যে একটু বিশেষ এই যে শ্বেত নারিকেলোদক দ্বারা অর্ঘ্য দিতে হয়।

নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য দিতে হইবে। অর্ঘ্যদানমন্ত্র—

"বামনায় নমস্তভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং বামনায় নমোঽস্তু তে॥
বামনায় অর্ঘ্যং নমঃ।"

তৎপরে পাদদ্বয়ে মৎস্যের, জানুদ্বয়ে কূর্ম্মের, গুহ্যে বরাহের, নাভিতে নৃসিংহের, বক্ষঃস্থলে বামনের, কক্ষদ্বয়ে পরশুরামের, ভুজদ্বয়ে রামের, মস্তকে কৃষ্ণের ও সর্ব্বাঙ্গে বুদ্ধ ও কল্কীর অর্চ্চনা করিবে। "ওঁ মৎস্যায় নমঃ পাদয়োঃ' ইত্যাদি ক্রমে পূজা করিতে হইবে। তৎপরে 'ওঁ সর্ব্বেভ্যো আয়ুধেভ্যো নমঃ' বলিয়া আয়ুধ-সমূহের পূজা করিবে। তৎপরে যথাবিধানে মহাপূজা করিয়া শক্ত্যনুসারে আচার্য্য ও দ্বিজগণকে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দান করিবে, এবং তাঁহারাও উক্ত দ্রব্য মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

"মৎস্যং কূর্ম্মং বরাহঞ্চ নরসিংহঞ্চ বামনম্।
রামং রামঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ ক্রমাদ্দ্বৌ বুদ্ধকল্কিনৌ॥
পাদয়োর্জানুনোর্গুহ্যে নাভ্যামুরসি কক্ষয়োঃ।
ভুজয়োর্মূর্দ্ধ্নি সর্ব্বাঙ্গেষ্বর্চ্চয়েদায়ুধানি চ॥
মহাপূজাং ততঃ কৃত্বা গোমহীং কাঞ্চনাদিকম্।
শক্ত্যাচার্য্যায় দাতব্যং ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মন্ত্রতঃ।
ব্রাহ্মণশ্চাপি মন্ত্রেণ প্রতিগৃহ্লাতি মন্ত্রবিৎ।
দদাতি মন্ত্রতো হ্যেব দাতা ভক্তিসমন্বিতঃ॥"
(হরিভক্তিবিলাস ১৫ বি°)

ব্রতী দানকালে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দান করিবেন। দানমন্ত্র—

"বামনো বুদ্ধিদো দাতা দ্রব্যস্থো বামনঃ স্বয়ম্।
বামনশ্চ প্রতিগ্রাহী তেন মে বামনে রতিঃ॥"

যিনি এই দান গ্রহণ করিবেন, তিনিও উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া লইবেন। প্রতিগ্রহমন্ত্র—

"বামনঃ প্রতিগৃহ্লাতি বামনো বৈ দদাতি চ।
বামনস্তারকো দ্বাভ্যাং তেনেদং বামনে নমঃ॥"

তৎপরে দধিসংযুক্ত ঘৃত প্রাশনপূর্ব্বক প্রথমে দ্বিজাতিগণকে ভোজন করাইয়া পরে বন্ধুগণের সহিত নিজে ভোজন করিবেন। বামনপুরাণ ও ভবিষ্যোত্তরপুরাণে এই ব্রতবিধি বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, দ্বাদশীর দিন প্রভাত কালে নদীসঙ্গমে যাইয়া সঙ্কল্প করিতে হইবে, পরে একমাষা প্রমাণ স্বর্ণদ্বারা বা শক্ত্যনুসারে বামনদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কুম্ভোপরি সুবর্ণ পাত্রে স্থাপন করাইয়া স্নান করাইয়া নিম্নোক্তরূপ পূজা করিবে।

বামনপূজনপ্রণালী—

পাদদ্বয়ে ওঁ বামনায় নমঃ, কটিতে ওঁ দামোদরায় নমঃ, উরুযুগলে ওঁ শ্রীপতয়ে নমঃ, গুহ্যে ওঁ কামদেবায় নমঃ, জঠরে ওঁ বিশ্বরূপিণে নমঃ, হৃৎপ্রদেশে ওঁ যোগনাথায় নমঃ, কণ্ঠদেশে ওঁ শ্রীপতয়ে নমঃ, মুখে ওঁ পঙ্কজাক্ষায় নমঃ, মস্তকে ওঁ সর্ব্বাত্মনে নমঃ, এইরূপে পূজা করিয়া পরে ভগবান্ বামনদেবকে পূজা করিয়া বস্ত্রে আচ্ছাদন এবং নারিকেল ফল দ্বারা অর্ঘ্য দিবে। *

নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিতে হয়। অর্ঘ্য মন্ত্র—

ওঁ নমো নমস্তে গোবিন্দ বুধ শ্রবণ সংজ্ঞক।
অঘৌঘসংক্ষয়ং কৃত্বা প্রেতমোক্ষপ্রদো ভব॥

অর্ঘ্য দিবার পর ব্রাহ্মণকে ছত্র, পাদুকা, গো ও কমণ্ডলু দান করিতে হয়। রাত্রিকালে নৃত্য গীতাদি দ্বারা রাত্রি জাগরণ বিধেয়। দ্বাদশীর মধ্যে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া নিজে পারণ করিবে। দ্বাদশী থাকিতে থাকিতেই পারণ করা বিধেয়।

যিনি বিধিপূর্ব্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সকল প্রকার সুখ সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। যিনি পিতামাতার উদ্দেশে এই ব্রতফল অর্পণ করেন, তিনি কুলত্রাতা হইয়া পিতৃ ঋণ হইতে উত্তীর্ণ হন। এই ব্রতকারী হরিধামে গমন করিয়া সপ্তসপ্ততিযুগ তথায় বাস করেন, পরে আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজা হইয়া থাকেন। (হরিভক্তিবি° ১৫ বি°)

বামনপুরাণ (ক্লী) অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত পুরাণবিশেষ। [পুরাণ শব্দ দেখ]

বামনভট্ট, নিম্বার্কসম্প্রদায়ের একজন গুরু। ইনি রামচন্দ্র ভট্টের শিষ্য ও কৃষ্ণভট্টের গুরু।

বামনভট্ট, বৃহদ্রত্নাকর ও শব্দরত্নাকর নামক অভিধানপ্রণেতা। ইনি বৎসগোত্রীয় কোবটিযজনের পুত্র ও বরদাগ্নিচিতের পৌত্র।

বামনভট্টবাণ, রঘুনাথচরিত ও শৃঙ্গারভূষণ নামক ভাণপ্রণেতা।

বামনবৃত্তি (স্ত্রী) বামনচরিত কাশিকাবৃত্তি।

বামনব্রত (ক্লী) বামনদেবতাকং ব্রতম্। বামন দ্বাদশী ব্রত।

বামনসিংহরজমণিদেব, দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা।

বামনসিংহরাজ, একজন হিন্দুরাজ। ইনি দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিতেন।

বামনসূক্ত (ক্লী) বৈদিক স্তোত্রভেদ।

বামনস্থলী, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন জনপদ। বর্ত্তমান নাম বস্থলি বা বনস্থলী। জুনাগড় হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার লোকে এখনও বামনরাজের প্রাসাদাবশেষ বলিয়া একটী স্থান নিরূপণ করিয়া থাকে। উক্ত বামনরাজের রাজধানী, অথবা বামনাবতারের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হইতে এই স্থানের প্রসিদ্ধি স্বীকার করা যাইতে পারে। একসময়ে এই স্থান রাজা গ্রাহবিপুর রাজধানী ছিল। স্কন্দপুরাণান্তর্গত প্রভাসখণ্ডেও এই প্রাচীন জনপদের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

বামন স্বামিন্ (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

বামনা (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ।

বামনাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ, একজন বিখ্যাত টীকাকার।

বামনানন্দ, কোকিলারহস্য ও শ্যামলা-মন্ত্রসাধনপ্রণেতা।

বামনিকা (স্ত্রী) ১ খর্ব্বাকারা স্ত্রী। ২ স্কন্দানুচরমাতৃভেদ।

বামনী (ত্রি) ১ খর্ব্বা স্ত্রী। ২ ঘোটকী। ৩ যোনিরোগভেদ।

বামনীকৃত (ত্রি) মর্দনদ্বারা সঙ্কোচিত।

বামনীতি (পুং) ধনের নেতা। "ভবাসুনীতিরুত বামনীতিঃ" (ঋক্ ৬।৪৭।৭) 'বামনীতি বামানাং বননীয়ানাং ধনানাং নেতা ভব' (সায়ণ)

বামনীয় (ত্রি) বক্র

* "গৃহীত্বা নিয়মং প্রতির্গত্বা সদ্যশ্চ সঙ্গমে।
সৌবর্ণং বামনং কৃত্বা সৌবর্ণমাষকেন বা॥
যথা শক্ত্যাথ বিত্তস্ত কুম্ভোপরি জগৎপতিম্।
স্বর্ণপাত্রে স্থাপয়িত্বা মন্ত্রৈরেতৈশ্চ পূজয়েৎ॥"

ততো বামনপূজামন্ত্র—
ওঁ বামনায় নমঃ পাদৌ কটিং দামোদরায় চ।
উরূ শ্রীপতয়ে গুহ্যং কামদেবায় পূজয়েৎ॥
পূজয়েজ্জগতাং পত্যুরুদরং বিশ্বধারিণে।
হৃদয়ং যোগনাথায় কণ্ঠং শ্রীপতয়ে নমঃ।
মুখঞ্চ পঙ্কজাক্ষায় শিরঃ সর্ব্বাত্মনে নমঃ।
ইত্থং সংপূজ্য বাসোভিরাচ্ছাদ্য চ জগদ্গুরুম্।
দদ্যাৎ সুশ্রদ্ধয়া চার্ঘ্যং নারিকেলাদিভিঃ ফলৈঃ॥"
(হরিভক্তিবি° ১৫ বি°)

বামনেত্র (ক্লী) বর্ণন্যাসে বামং নেত্রং স্পৃশ্যং যেন। দীর্ঘ ঈকার।
"ঈ ত্রিমূর্ত্তির্মহামায়া লোলাক্ষী বামলোচনম্।" (বর্ণাভিধানতন্ত্র) ২ বামলোচন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ সুন্দরী স্ত্রীমাত্র।

বামনেন্দ্রস্বামিন্ (পুং) আচার্য্যভেদ। ইনি তত্ত্ববোধিনী-প্রণেতা জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীর গুরু।

বামনোপপুরাণ, উপপুরাণভেদ।

বামভাজ্ (ত্রি) বামং ভজতে ভজ-ণ্বি। ধনভাগী। "সখায়স্তে বামভাজঃ স্যাম" (ঋক্ ৩।৫৫।২২) 'বামভাজঃ সর্ব্বে বননীয়ধনভাগিনোভবেম' (সায়ণ)

বামভৃৎ (স্ত্রী) ইষ্টকাভেদ। (শতপথব্রা° ৭।৪ ২।৩৫)

বামমার্গ (পুং) বামঃ মার্গঃ। বামাচার।

বামমালী (পুং) সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩১।৩৭)

বামরথ (পুং) ঋষিভেদ। (পা° ৪।১।১৫১)

বামরথ্য (পুং) বামরথের গোত্রাপত্য। (পা° ৪।১।১৫১)

বামলূর (পুং) বামং যথাতথা লুনাতীতি লু বাহুলকাৎ রক্। বল্মীক, উইঢিপি।
"জটাটবী কোটরান্তঃ কৃতনীড়াণ্ডজাশ্চ যে।
প্ররূঢ় বামলূরাঙ্গাঃ স্নায়ুনদ্ধাস্থিসঞ্চয়াঃ ॥" (কাশীখণ্ড ২২।১৯)

বামলোচন (ক্লী) বামনেত্র।

বামলোচনা (স্ত্রী) বামে চারুণী লোচনে যস্যাঃ। স্ত্রীভেদ।
নাগ্নি শুষ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা ॥ (হিতোপ ২।১৫৯)

বামশিব (পুং) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

বামবেধশুদ্ধি (স্ত্রী) বামে প্রতিকূলে যো বেধস্তদ্বিষয়ে শুদ্ধি-র্বিশোধনং, বা বামেন বিপরীতেন বেধেন শুদ্ধিঃ। জ্যোতিষোক্ত চন্দ্রশুদ্ধি বিশেষ। এই বামবেধ শুদ্ধির বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। যাহার যে রাশি সেই রাশি হইতে দ্বাদশ, চতুর্থ ও নবম গৃহস্থিত চন্দ্র বিরুদ্ধ হইলেও যদি শুক্র, শনি, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিযুক্ত গৃহ হইতে সপ্তম গৃহে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে বামবেধশুদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাতে বিরুদ্ধ চন্দ্রও শুভফলদাতা হন। আরও ঐ বিরুদ্ধ চন্দ্র, শুক্র, শনি, কুজ, বৃহস্পতি ও রবিযুক্ত গৃহ হইতে দশম, পঞ্চম ও অষ্টম গৃহে অবস্থিত হন, ও স্বীয় রাশি হইতে যথাক্রমে অষ্টম, পঞ্চম ও দ্বিতীয় গৃহগত হইয়াও শুভফলদাতা হইয়া থাকেন। *

বামা (স্ত্রী) বমতি সৌন্দর্য্যং ইতি বম জ্বলাদিত্বাদণ্, টাপ্, যদ্বা বমতি প্রতিকূলমেবার্থং কথয়তি বা বামৈঃ কামোঽস্ত্যস্যা ইতি অর্শ আদিত্বাদচ্। সামান্যা স্ত্রী, স্ত্রী মাত্র।
"শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি রময়তি কামপি বামাম্।
পশ্যতি সস্মিত চারুপরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্ ॥"
(গীতগোবিন্দ ১।৪৬)

২ দুর্গা।
"বামং বিরুদ্ধরূপঞ্চ বিপরীতন্তু গীতয়ে।
বামেন সুখদা দেবী বামা তেন মতা বুধৈঃ ॥" (দেবীপু° ৪৫অ°)

বামাক্ষি (ক্লী) বামমক্ষি। ১ বামচক্ষু। ২ দীর্ঘ ঈকার।
"কর্পূরং মধ্যমান্ত্যস্বরপরিরহিতং সেন্দুবামাক্ষিযুক্তং।
বীজন্তে মাতরেতত্ত্রিপুরহরবধু ত্রিঃ কৃতং যে জপন্তি।" (তন্ত্রসার)
৩ সুন্দর চক্ষু।

বামাক্ষী (স্ত্রী) বামে মনোহরে অক্ষিণী যস্যাঃ, ষচ্ সমাসান্তঃ ঙীষ্। বামলোচনা, স্ত্রী মাত্র।

বামাচার (পুং) বামো বিপরীতো বেদবিরুদ্ধো বা আচারঃ। তন্ত্রোক্ত আচার বিশেষ।
"পঞ্চতত্ত্বং খপুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতম্।
বামাচারো ভবেত্তত্র বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্ ॥" (আচারভেদতন্ত্র)
পঞ্চতত্ত্ব (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন) এই পঞ্চমকার ও খপুষ্প (রজস্বলা স্ত্রীর রজঃ) দ্বারা কুল স্ত্রীর পূজা এবং বামা হইয়া পরাশক্তির পূজা করিতে হয়। তাহা হইলে বামাচার হয়। যাহারা বামাচারী হইবেন, তাহারা এইরূপ বিধানে কার্য্যাদি করিবেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে লিখিত আছে যে, যাহারা এই আচার অনুসারে চলিবেন, তাহাদের নরক হইবে।

---

* "সিতশনিকুজজীবার্কান্ত ইন্দুন্ রাণাং
ব্যয়সুখনবমস্থোঽপীষ্টদাতা তথৈষাম্।
খসুখঋধিধনগশ্চেন্মৃত্যুপুত্রার্থগোঽপি
প্রচুরশুভফলং স্যাদ্ বামবেধেন শুদ্ধিঃ ॥
লাভবিক্রমষশত্রুষু স্থিতঃ শোভনো নিগদিতে দিবাকরঃ।
খেচরৈঃ সুতভপোজলান্ত্যগৈর্য্যাকিভির্যদি ন বিধ্যতে তদা ॥
দ্যূন জন্মরিপুলাভখত্রিগশ্চন্দ্রমাঃ শুভফলপ্রদস্তদা।
ম্বাস্তজান্ত্য মৃত্তিবন্ধুধর্ম্মগৈ র্বিধ্যতে ন বিবুধৈর্যদি গ্রহঃ ॥
বিক্রমায় রিপুগঃ শুভঃ কুজঃ স্যাত্তদান্ত্য সুতধর্ম্মগৈঃ খগৈঃ।
চেন্নবিদ্ধ হনস্যুনুরপ্যসৌ কিন্তু যর্ম্ম ঘৃণিনা ন বিধ্যতে ॥
স্বাম্বুশক্রমৃতিখায়গঃ শুভোজ্ঞস্তদা ন খলু বিধ্যতে যদা।
আত্মজত্রিনবকাদ্যনৈধনপ্রান্ত্যগৈর্বিবিধুভির্নভশ্চরৈঃ ॥
খায়ধর্ম্মতনয়দ্যূনস্থিতো নাকনায়কপুরোহিতঃ শুভঃ।
বিং করন্ধ খজলত্রিগৈর্যদা বিধ্যতে গগনচারিভির্নহি ॥
আসুতাষ্টমতপোব্যয়ায় গো
বিদ্ধ আস্ফুজিদশোভনঃ স্মৃতঃ।
নৈধনাস্তসুকর্ম্মধর্ম্ম-ধী
লাভবৈরিসহজস্থগেচরৈঃ ॥
এষমত্র খচরব্যধাম্বিতা সৎফলং নহি দিশন্তি গোচরে।
বামবেধবিধিনা তু শোভনা অপ্যমী শুভফলং দিশন্ত্যলম্।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

"স্বধর্ম্মরহিতা বিপ্রা বেদান্তসেবিনঃ সদা।
ভ্রষ্টাচারাশ্চ বামাশ্চ তে যান্তি নরকং ধ্রুবম্ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুং প্রকৃতিখং ২৪ অং)

কিন্তু তন্ত্রে এই আচারের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়।

"চত্বারো দেবি বেদাস্তা পশুভাবে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
বামাস্ত্রয় আচারা দিব্যে বীরে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥"। (নিত্যতন্ত্র)

"সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্ ॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি ॥"
(কুলার্ণবতন্ত্র ২ খণ্ড)

চারি বেদে পশুভাব প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বেদবিহিত আচার বা বৈদিক আচারই তান্ত্রিক মতে পশ্বাচার এবং বামাদি যে তিনটী আচার তাহা দিব্য ও বীবভাবে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বামাদি যে আচার তাহা দিব্য ও বীরাচার। আচারেব মধ্যে বেদাচার শ্রেষ্ঠ, বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার এবং বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার, শৈব হইতে দক্ষিণাচার, দক্ষিণ হইতে বামাচার, বাম হইতে সিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধান্ত হইতে কৌলাচার শ্রেষ্ঠ।

বামাচার মতে মদ্যাদি দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা কবিতে হয় সত্য, কিন্তু উহা সকলের পক্ষে বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণ বামাচারী হইয়া দেবীকে মদ্য ও মাংস নিবেদন এবং নিজে সেবন করিবেন না।

"ন দদ্যাৎ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কদাচন।
বামকামো ব্রাহ্মণোহি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ ॥" (তন্ত্রসার)

কুলস্ত্রীর পূজা, মদ্যমাংসাদি পঞ্চতত্ত্ব ও খপুষ্প ব্যবহার বামাচারের প্রধান লক্ষণ *। মদ্যাদি দান ও সেবন বামাচারীদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। তৎপরে বামাস্বরূপা হইয়া পরমাশক্তির পূজা আবশ্যক। ইহার অন্যরূপ করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না †।

রাত্রিতে গোপনে কুলক্রিয়া এবং দিবাভাগে বৈদিকক্রিয়া সাধনের বিধান আছে। বামাচারী কৌলগণ চিত্ররূপ পুষ্প, প্রাণরূপ ধূপ, তেজোরূপ দীপ, বায়ুরূপ চামর প্রভৃতি কল্পিত উপাচার দ্বারা আন্তরিক সাধনা করিয়া থাকেন। ইহার নাম অন্তর্যাগ। ষট্‌চক্রভেদ এই অন্তর্যাগের প্রধান অঙ্গ।

[ষট্‌চক্র দেখ।]

অন্তর্যাগ সাধনে প্রবৃত্ত বীরাচারী বা বামাচারীরা মদ্যমাংসাদি দ্বারা ভগবতীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কুলার্ণবে এরূপ সাধক দেবীর প্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এমন কি, সকলকেই কুলশাস্ত্রকারগণ মদ্যমাংসদ্বারা পূজার বিধি দিয়াছেন,—

"শৈবে চ বৈষ্ণবে শাক্তে সৌরে চ গতদর্শনে।
বৌদ্ধে পাশুপতে সাংখ্যে ব্রতে কলামুখে তথা ॥
সদক্ষবামসিদ্ধান্তবৈদিকাদিষু পার্ব্বতি।
বিনালিপিশিতাভ্যাঞ্চ পূজনং বিফলং ভবেৎ ॥" (কুলার্ণব)

কুলার্ণবে আরও লিখিত আছে যে, সুরা শক্তিস্বরূপ, মাংস শিবস্বরূপ এবং ঐ শিব শক্তির ভক্তলোক স্বয়ং ভৈরবস্বরূপ ‡।

এদেশে বীরাচারীরা সাধারণতঃ চক্র করিয়া উপাসনা করে। এই চক্রনির্ম্মাণ-প্রণালী এইরূপ,—সাধকেরা চক্রাকারে বা শ্রেণীক্রমে আপনাপন শক্তির সহিত ললাটে চন্দন প্রলেপ দিয়া যুগ্মক্রমে ভৈরব-ভৈরবী ভাবে উপবেশন করে। তাহারা দলমধ্যস্থিত কোন স্ত্রীকে সাক্ষাৎ কালী বিবেচনা করিয়া মদ্যমাংস যোগে তাহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। কিরূপ স্ত্রীলোককে এরূপে পূজা করিতে হয়, তন্ত্রে তাহা লিখিত আছে :—

"নটী কাপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।
ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা ॥
মালাকারস্য কন্যা চ নবকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিশেষবৈদগ্ধ্যযুতা সর্ব্বা এব কুলাঙ্গনা ॥
রূপযৌবনসম্পন্না শীল-সৌভাগ্যশালিনী।
পূজনীয়া প্রযত্নেন ততঃ সিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥" $
(গুপ্তসাধনতন্ত্র ১ম পটল)

চক্রগত পরপুরুষেরাই ঐ সমস্ত কুলস্ত্রীর পতি, কুলধর্ম্মে বিবাহিত-পতি পতি নহেন। ¶ পূজাকাল বিনা অন্য সময়ে

---

* "পঞ্চতত্ত্বং খপুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতম্।
বামাচারো ভবেত্তত্র বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্ ॥" (আচারভেদতন্ত্র)

† "মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রামৈথুনমেব চ।
মকারপঞ্চকং ঞ্চব মহাপাতকনাশনম্ ॥" (শ্যামারহস্য)

‡ তন্ত্রের এই ব্যাখ্যা খৃষ্টধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলেও আছে। শাক্তেরা যেমন শিবকে মাংস এবং শক্তিকে মদ্য বলেন, সেইরূপ রোমান কাথলিক্ খৃষ্টানেরাও যাশু খৃষ্টের রক্তকে মদ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

$ রেবতীতন্ত্রে চণ্ডালী, যবনী, বৌদ্ধ, রজকী প্রভৃতি চৌষট্টিপ্রকার কুলস্ত্রীর উল্লেখ আছে। নিরুত্তরতন্ত্রকার বলেন, ঐ সকল শব্দ বর্ণবোধক নহে; উহার বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠানের গুণজ্ঞাপক।

"পুষ্পদ্রব্যং সমালোক্য রজোহবস্থাং প্রকাশয়েৎ।
সর্ব্ববর্ণোদ্ভবা রম্যা রজকী সা প্রকীর্ত্তিতা ॥
আত্মানং গোপয়েদ্ যা চ সর্ব্বদা পশুসঙ্কটে।
সর্ব্ববর্ণোদ্ভবা রম্যা গোপিনী সা প্রকীর্ত্তিতা ॥" (নিরুত্তরতন্ত্র)

¶ "আগমোক্তপতিঃ শম্ভুরাগমোক্তপাতগুরুঃ।
স পতিঃ কুলজায়াশ্চ ন পতিশ্চ বিবাহিতঃ ॥
বিবাহিতপতিত্যাগে দূষণং ন কুলার্চ্চনে।
বিবাহিতং পতিং নৈব ত্যজেদ্বেদোক্তকর্ম্মণ ॥" (নিরুত্তরতন্ত্র)

পরপুরুষকে হৃদয়ে স্থান দিবে না। বরং বেশ্যার ন্যায় সকলকে পরিতোষ করিবে।॥

সাক্ষাৎ কালীস্বরূপা পূর্ব্বোক্তা কুলনারীকে পূজা করিয়া বামাচারীরা মদ্যাদি শোধনপূর্ব্বক পান করিয়া থাকেন। প্রাণ-তোষিণীতন্ত্রে লিখিত আছে ললাটে সিন্দুরচিহ্ন ও হস্তে মদিরাসব ধারণ করিয়া গুরু ও দেবতার ধ্যানপূর্ব্বক তাহা পান করিবে। সুরাপাত্র হস্তে ধারণ করিয়া তদ্গত ভাবে মদ্যপাত্রের এইরূপ বন্দনা করিতে হয়—

"শ্রীমদ্ভৈরবশেখরপ্রবিলসচ্চন্দ্রামৃতপ্লাবিতম্
ক্ষেত্রাধীশ্বরযোগিনীসুরগণৈঃ সিদ্ধৈঃ সমারাধিতম্।
আনন্দার্ণবকং মহাত্মকমিদং সাক্ষাৎ ত্রিখণ্ডামৃতম্
বন্দে শ্রীপ্রমথং করাম্বুজগতং পাত্রং বিশুদ্ধিপ্রদম্॥" (শ্যামারহস্য)

এইরূপে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রদ্বারা পাঁচ বার পাত্রের বন্দনা করিয়া পাঁচ পাত্র মদ্য গ্রহণ করিবে। যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় সকল চঞ্চল না হয়, সে পর্য্যন্ত পান করিতে থাকিবে, তদনন্তর চক্রীদের কল্যাণ ও তাহাদের বিপক্ষ বিনাশ উদ্দেশ্যে শান্তিস্তোত্র পাঠ ও পরে আনন্দস্তোত্র পাঠ করিয়া কুলক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। তার পর আনন্দোল্লাস।—কুলার্ণবে ৫ম খণ্ডে উহা লিখিত আছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল গুহ্যাতিগুহ্য ব্যাপার লিখিত হইল না। [বীরাচারী দেখ।]

বামাচারিন্ (ত্রি) বামাচারঃ অস্ত্যর্থে ইনি। বামাচারযুক্ত, যাহারা বামাচার অবলম্বন করিয়াছেন।

বামাপীড়ন (পুং) পীলুবৃক্ষ। (শব্দচ°)

বামাবর্ত্ত (ত্রি) বামেন আবর্ত্তঃ। বামদিক্ হইতে আবর্ত্তনযুক্ত, বামদিক্ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন।

বামাবর্ত্তফলা (পুং) ঋদ্ধি। (বৈদ্যকনি°)

বামাবর্ত্তা (স্ত্রী) আবর্ত্তকীলতা। (রাজনি°)

বামিকা (স্ত্রী) বামা-স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং। চণ্ডিকা।

"বহ্ব্যস্তু চণ্ডিকা দেব্যা বামিকা মূর্ত্তয়ঃ স্মৃতাঃ।
লক্ষ্যাস্তু বামিকা মূর্ত্তিরুক্তা দহনভৈরবী॥"
(কালিকাপু° ৭৭ অ°)

বামিন্ (ত্রি) ১ বমনশীল। ২ উদ্গিরণশীল। (তৈত্তি°স° ২।৩।২।৬) ৩ বামাচারী।

বামিনী (স্ত্রী) যোনিরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"ষড়হাৎ সপ্তরাত্রাদ্বা শুক্রং গর্ভাশয়াদ্রুৎ।
বমেৎ সরুজ্ নীরুজো বা যস্যাঃ সা বামিনী মতা॥"
(বাগ্ভট উ° ৩৩ অ°)

॥ "পূজাকালং বিনা নান্যং পুরুষং মনসা স্পৃশেৎ।
পূজাকালে চ দেবেশি বেশ্যেব পরিতোষয়েৎ॥" (উত্তরতন্ত্র)

যদি নারীর গর্ভাশয় হইতে ছয় বা সপ্ত রাত্রে শুক্র বেদনার সহিত বা বেদনারহিত হইয়া নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বামিনী কহে।

বামিয়ান্, আফগানস্থানের সীমান্তস্থিত একটী শৈলমালা, চীন-পরিব্রাজক এখানে এই নামে একটী নগর ও তথায় বহু বৌদ্ধ-মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

বামিল (ত্রি) বাম-ইলচ্। ১ দাম্ভিক। ২ বাম। (মেদিনী)

বামী (স্ত্রী) বাম-ঙীষ্। ১ শৃগালী। ২ বড়বা।

"অথোষ্ট্রবামী শতবাহিতার্থং
প্রজেশ্বরং প্রীতমনাঃ মহর্ষিঃ॥" (রঘু ৫।৩২)

৩ রাসভী, গর্দ্দভী। (মেদিনী)

বামীয় ভাষ্য (ক্লী) ভাষ্যগ্রন্থভেদ।

বামেতর (ত্রি) বামাদিতরঃ। দক্ষিণ, বাম হইতে ভিন্ন।

বামোরু (ত্রি) সুন্দর উরুবিশিষ্ট।

বামোরূ (স্ত্রী) বামৌ সুন্দরৌ উরূ যস্যাঃ (সংহিতনাফলক্ষণ-বামাদেশ্চ। পা ৪।১।৭০) ইতি উঙ্। নারীবিশেষ।

বাম্নী (স্ত্রী) বৈদিক ঋষিকন্যাভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৪।৯।৩৮)

বাম্নেয় (পুং) বাম্নীর অপত্য।

বাম্য (ত্রি) ১ বমনীয়, বমনযোগ্য। (শার্ঙ্গধরসংহিতা) ২ বামসম্বন্ধীয়। (সাহিত্যদর্পণ) ৩ বামদেবের অশ্ব। (ভার° বনপ°)

বাভ্র (পুং) ১ বভ্রের গোত্রাপত্য। ২ সামভেদ।

বাভ্রড়ি, যশোরের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভবি°ব্র°খ° ১১।৩৮)

বায় (পুং) ১ বয়ন। ২ সাধন।

বায়ক (পুং) বায়তীতি বৈ-ণ্বুল্। ১ সমূহ। (শব্দচ°) ২ তন্তুবায়।

"যত্র হ বিত্তগ্রহংপাপপুরুষং ধর্ম্মরাজপুরুষা বায়কা ইব সর্ব্বতোঽঙ্গেষু সূত্রৈঃপরিবয়ন্তি॥" (ভাগবত ৫।২৬।৩৬)

বায়ত (পুং) বয়তের পুত্র। রাজা পাশদ্যুম্ন ইহার বংশধর ছিলেন। (ঋক্ ৭।৩৩।২)

বায়তী, পশ্চিম বঙ্গবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। চূণব্যবসায়ী জাতিবিশেষ। [বাইতী দেখ।]

বায়দি, মৎস্যবিশেষ (Pseudentropius taakree)।

বায়দণ্ড (পুং) বায়স্য দণ্ডঃ, যদ্বা বায়তেঽনেনেতি বায়, বায় এব দণ্ডঃ। বাপদণ্ড।

বায়ন (ক্লী) পিষ্টকবিশেষ, পর্য্যায়—ব্রতোপায়ন, প্রহেণক। দেবপূজার বলির জন্য প্রস্তুত পিষ্টকাদি অথবা বিবাহাদি শুভকর্ম্মে যে লড্ডুকাদি পিষ্টক প্রস্তুত হয়। (ত্রিকা°)

বায়নিন্ (পুং) ঋষিপুত্রভেদ। (সংস্কারকৌমুদী)

বায়রজ্জু (ক্লী) বস্ত্রবয়নের তাঁত বাঁধিবার দড়িবিশেষ।

বায়লপাড়, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার বায়লপাড়

তালুকের সদর। এখানে প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শনস্বরূপ রামস্বামীর একটী প্রাচীন মন্দির ও শিলাফলক আছে।

বায়ব (ত্রি) বায়োরয়ং বায়ু-অণ্। বায়ু সম্বন্ধীয়। বায়ব-ঙীষ্। বায়বী—উত্তরপশ্চিম দিক্। (জটাধর) ২ কার্ত্তিকেয়ানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯।৪৬।৩৭)

বায়বীয় (ত্রি) বায়ুসম্বন্ধীয়। যথা বায়বীয় পরমাণু।

বায়ব্য (ত্রি) বায়ুর্দেবতাস্যেতি বায়ু—(বায়্বৃতুপিত্রুষসো যৎ। পা ৪।২।৩১) ইতি যৎ। বায়ু সম্বন্ধি দিগাদি। উত্তরপশ্চিম দিক্। ২ বায়ুদেবতাক পশু ও হবি প্রভৃতি, যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু, তাহাকে বায়ব্য কহে।

"বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে" (ঋক্ ১০।৯০।৮)

'বায়ব্যান্ বায়ুদেবতাকান্' (সায়ণ)

(ক্লী) ৩ পুরাণ বিশেষ, ২৪ হাজার ৬ শত শ্লোকাত্মক বায়ু পুরাণ, এই পুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে একখানি।

[পুরাণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

"অযুতং বামনাখ্যঞ্চ বায়ব্যং ষট্‌শতানি চ।
চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাতঃ সহস্রাণি তু শৌনক ॥" (দেবীভা° ১।৩।৭)

৪ অস্ত্রবিশেষ। (ভারত ১।১৩৬।১৯)

বায়স (পুং) বয়তে ইতি বয়—গতৌ (বয়শ্চ। উণ্ ৩।১২০) ইতি অসচ্, সচ—কিৎ। ১ অগুরুবৃক্ষ। ২ শ্রীবাস। ৩ কাক। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে—অরুণ শ্যেনীনামক পত্নীতে জটায়ু ও সম্পাতি নামে দুইটী পুত্র উৎপাদন করেন, এই জটায়ু হইতে কাকের জন্ম।

"অরুণস্য ভার্য্যা শ্যেনী বীর্য্যবন্তৌ মহাবলৌ।
সম্পাতিশ্চ জটায়ুশ্চ প্রভূতৌ পক্ষিসত্তমৌ।
সম্পাতির্জনয়ন্ গৃধ্রান্ কাকাঃ পুত্রা জটায়ুষঃ ॥"

(বহ্নিপুরাণ বারাহপ্রাদুর্ভাব নামাধ্যায়)

কাকের একচক্ষু নাশের কারণ নরসিংহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে, যখন চিত্রকূট পর্ব্বতে রাম ও সীতা অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় একদা একটী কাক সীতার স্তনদেশ বিদারণ করিয়া দিয়াছিল, ঐ বিদারিত স্তন হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে রামচন্দ্র জানিতে পারিয়া কাককে বধ করিবার জন্য ঐষিকাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। ঐ কাক ইন্দ্রের পুত্র, সুতরাং তখন ঐ কাক প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিল। ইন্দ্র তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া দেবগণের সহিত রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ কাকের প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। তখন রামচন্দ্র কহিলেন, আমার অস্ত্র নিষ্ফল হইবার নহে। অতএব ঐ কাক একটী চক্ষু প্রদান করুক। কাক চক্ষু দিতে চাহিলে ঐ বাণ একচক্ষু নষ্ট করিয়া স্থির হইল। তদবধি কাকদিগের এক চক্ষু হইয়াছে। (নরসিংহপু° ৪৩ অ°)

পুরকপিণ্ডদানের পর কাকদিগের উদ্দেশে বলি দিতে হয়। কাক ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষী, এবং পিণ্ডদানাদির বিষয় যমলোকে যাইয়া যমরাজের নিকট বলিয়া থাকে। নবান্ন শ্রাদ্ধের পরও কাকের উদ্দেশে বলি দিবার প্রথা আছে। কাকচরিত্র জানিতে পারিলে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয় সকল অবগত হওয়া যায়। [বিশেষ বিবরণ কাকশব্দে দেখ]

(ত্রি) ২ বায়স সম্বন্ধী।

"অধীত্য বায়সীং বিদ্যাং শংসন্তি মম বায়সাঃ।
অনাগতমতীতঞ্চ যঞ্চ সংপ্রতিবর্ত্ততে ॥" (ভারত ১২।৮২।৭)

বায়সজঙ্ঘা (স্ত্রী) কাকজঙ্ঘা। (বৈদ্যকনি°) গুঞ্জামূল। (চক্রদ°)

বায়সতন্তু (পুং) তন্নামক হনুর উভয় সন্ধি। (সুশ্রুতস° ৫ অ°) ২ কাকতুণ্ডিকা, কুচ। ৩ কাকের টুটী।

বায়সতীর (ক্লী) নগরভেদ।

বায়সবিদ্যা (স্ত্রী) বায়স সম্বন্ধীয় বিদ্যা। কাকচরিত্র।

বায়সাদনী (স্ত্রী) বায়সেন অদ্যতে ইতি অদ-কর্ম্মণি ল্যুট্, ঙীপ্। ১ মহাজ্যোতিষ্মতী। ২ কাকতুণ্ডী। (রাজনি°)

বায়সান্তক (পুং) পেচক।

বায়সারাতি (পুং) বায়সস্য অরাতিঃ শত্রুঃ। পেচক। (অমর)

বায়সাহ্বা (স্ত্রী) বায়সস্য আহ্বা নাম যস্যাঃ। ১ কাকনামা। ২ কাকমাচী। (রাজনি°)

বায়সী (স্ত্রী) বায়সানামিয়মিতি তৎপ্রিয়ত্বাৎ, বায়স-অণ্-ঙীষ্। কাকোডুম্বরিকা, কাকমাচী। (মেদিনী) ২ মহাজ্যোতিষ্মতী। ৩ কাকনাম। ৪ কাকতুণ্ডী। (রাজনি°) ৪ শ্বেতগুঞ্জা। ৫ কাকজঙ্ঘা। ৬ মহাকরঞ্জ। (বৈদ্যকনি°)

বায়সীবল্লী (স্ত্রী) করঞ্জবল্লী, লতাকরঞ্জ। (বৈদ্যক নি°)

বায়সীশাক (ক্লী) শাকবিশেষ, কাকমাচী শাক। (বাগ্‌ভট)

বায়সেক্ষু (পুং) বায়সানামিক্ষুরিব প্রিয়ত্বাৎ। কাশ। (রাজনি°)

বায়সোলিকা (স্ত্রী) বায়সোলী স্বার্থে কন্, টাপ্। কাকোলী, কাঁকলা। ২ মধুলী, মাল কাঁকড়ী। (রত্নমালা) ৩ মহাজ্যোতিষ্মতী লতা। (রাজনি°) ৪ পত্রশাকবিশেষ। চলিত কাণছিলা। (পর্য্যায়মুক্তা°)

বায়সোলী (স্ত্রী) বায়সান্ ওলণ্ডয়তীতি ওলড়ি-উৎক্ষেপে 'অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে' ইতি ড শকন্ধ্বাদিত্বাৎ অস্য লোপঃ। কাকোলী। (অমর)

বায়ু (পুং) বাতীতি বা গতিগন্ধনয়োঃ (কৃবাপাজিমিস্বদিসাধ্যশূভ্য উণ্। উণা° ১।১) ইতি উণ্ (আতো যুক্ চিণ্ কৃতোঃ। পা ৭।৩।৩৩) ইতি যুক্। পঞ্চভূতের অন্তর্গত ভূতবিশেষ।

যিনি প্রবাহিত হন, চলিত বাতাস। পর্য্যায় শ্বসন, স্পর্শন, মাতরিশ্বা, সদাগতি, পৃষদশ্ব, গন্ধবহ, গন্ধবাহ, অনিল, আশুগ, সমীর, মারুত, মরুৎ, জগৎপ্রাণ, সমীরণ, নভস্বান্, বাত, পবন, পবমান, প্রভঞ্জন। (অমর) অজগৎপ্রাণ, খশ্বাস, বাহ, ধূলিধ্বজ, ফণিপ্রিয়, বাতি, নভঃপ্রাণ, ভোগিকান্ত, স্বকম্পন, অক্ষতি, কম্পলক্ষ্মা, শসীনি, আবক, হরি। (শব্দরত্নাবলী) বাস, সুখাশ, মৃগবাহন, সাব, চঞ্চল, বিহগ, প্রকম্পন, নভঃস্বর, নিশ্বাসক, স্তনুন, পৃষতাংপতিঃ। (জটাধর)

বেদান্তমতে আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। যখন ভগবান্ চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করেন তখন প্রথমে আত্মা হইতে আকাশের, আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়।

"তস্মাদেতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে" (শ্রুতি) বায়ু পঞ্চভূতের মধ্যে দ্বিতীয় এবং আকাশ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, এইজন্য ইহার দুইটী গুণ শব্দ ও স্পর্শ।

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু। ঊর্দ্ধগমনশীল নাসাগ্রস্থানস্থিত বায়ুর নাম প্রাণ, অধোগমনশীল পায়ু আদি স্থান স্থিত বায়ুর নাম অপান, সকল নাড়ীতে গমনশীল সমস্ত শরীরস্থায়ী বায়ুর নাম ব্যান, ঊর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠস্থায়ী উৎক্রমণশীল বায়ুর নাম উদান, ভুক্ত পীত অন্ন জলাদির সমীকরণকারী বায়ুর নাম সমান। সমীকরণ শব্দে পরিপাক করণ অর্থাৎ রস, রুধির, শুক্রপুরীষাদিকরণ, আমরা যে সকল দ্রব্যাদি ভোজন করি, একমাত্র বায়ুই ঐ সকল পরিপাক করিয়া থাকে।

সাংখ্যাচার্য্যেরা নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে আরও পাঁচটী বায়ু স্বীকার করিয়া থাকেন। উদ্গিরণকারী বায়ুর নাম নাগ, চক্ষু উন্মীলনকারী বায়ুর নাম কূর্ম্ম, ক্ষুধাজনক বায়ুকে কৃকর, জৃম্ভনকারী বায়ুর নাম দেবদত্ত, ও পোষণকারী বায়ুর নাম ধনঞ্জয়। বৈদান্তিক আচার্য্যগণ প্রাণাদি যে পঞ্চ বায়ু স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু নাগাদি পঞ্চবায়ু উক্ত প্রাণাদি পঞ্চকের মধ্যে অবস্থিত থাকায় পঞ্চবায়ু স্বীকারেই এই সকল বায়ুর সিদ্ধি হইয়াছে।

"বায়বঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ।
প্রাণোনাম প্রাগ্‌গমনবান্ নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী।
অপানোনাম অবাগ্‌গমনবান্ পায়ূাদি স্থানবর্ত্তী।
ব্যানোনাম বিশ্বগ্‌গমনবানখিলশরীরবর্ত্তী।
উদানঃ কণ্ঠস্থানীয়ঃ ঊর্দ্ধগমনবান্ উৎক্রমণবায়ুঃ।
সমানঃ শরীরমধ্যগতাশিতপীতান্নাদিসমীকরণকরঃ। সমীকরণন্তু পরিপাককরণং রসরুধির-শুক্রপুরীষাদিকরণম্।

কেচিত্তু নাগকূর্ম্মকৃকরদেবদত্তধনঞ্জয়াখ্যাঃ পঞ্চান্যে বায়বঃ সন্তীত্যাহুঃ। তত্র নাগঃ উদ্গিরণকরঃ। কূর্ম্ম নিমীলনাদিকরঃ। কৃকরঃ ক্ষুধাকরঃ। দেবদত্তঃ জৃম্ভণকরঃ। ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ। এতেষাং প্রাণাদিম্বন্তর্ভাবাৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চৈবেতি কেচিৎ। ইদং প্রাণাদিপঞ্চকং আকাশাদিগতরজোংংশেভ্যো মিলিতেভ্য উৎপদ্যতে" (বেদান্তসার)

এই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু মিলিত আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোংংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাণাদি পঞ্চবায়ু পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত হয়। গমনাগমনাদি ক্রিয়াস্বভাব বলিয়া এই পঞ্চবায়ুকে রজোংংশের কার্য্য বলা যায়। ভাষাপরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে—

"অপাকজানুষ্ণাশীতস্পর্শস্তু পবনো মতঃ।
তির্য্যগ্‌গমনবানেষ জ্ঞেয়ঃ স্পর্শাদিলিঙ্গকঃ॥
পূর্ব্ববন্নিত্যতাযুক্তং দেহব্যাপিত্বগিন্দ্রিয়ম্।
প্রাণাদিস্তু মহাবায়ু পর্য্যন্ত বিষয়ো মতঃ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

অপাকজ ও অনুষ্ণশীতস্পর্শ বায়ুর ধর্ম্ম, ইহা তির্য্যগ্‌গমনবিশিষ্ট, এবং স্পর্শাদিলিঙ্গক অর্থাৎ স্পর্শদ্বারা ইহাকে জানা যায়। শব্দ, স্পর্শ, ধৃতি ও কম্পদ্বারা বায়ুর অনুমান হইয়া থাকে অর্থাৎ বিজাতীয় স্পর্শ, বিলক্ষণশব্দ তৃণাদির ধৃতি ও শাখাদির কর্ম্মদ্বারাই বায়ুর জ্ঞান হইয়া থাকে।

যে দ্রব্যে রূপ নাই স্পর্শ আছে, তাহার নাম বায়ু। পৃথিবী, জল ও তেজোদ্রব্যে রূপ আছে, আকাশাদি দ্রব্যে স্পর্শ নাই, এই জন্য উহারা বায়ু নহে। বায়ু দুই প্রকার, নিত্য ও অনিত্য, বায়বীয় পরমাণু নিত্য তদ্ভিন্ন বায়ু অনিত্য। অনিত্য বায়ু তিন প্রকার, শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। বায়ুলোকস্থ জীবদিগের শরীর বায়বীয়। ব্যজনবায়ু অঙ্গ-সঙ্গিজলের শীতলস্পর্শের অভিব্যক্তি করে, ত্বগিন্দ্রিয়ও স্পর্শমাত্রের অভিব্যঞ্জক, অতএব উহা বায়বীয়। শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন সমস্ত বায়ুর সাধারণ নাম বিষয়। জন্যদ্রব্যমাত্রেই পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই ভূতচতুষ্টয়ের অল্পাধিক পরিমাণে সম্বন্ধ আছে এবং এই ভূতচতুষ্টয় জন্যদ্রব্যের আরম্ভক বা সমবায়িকারণ।

শব্দের আশ্রয় দ্রব্যের নাম আকাশ। শব্দের অবশ্যই একটী অধিকরণ বা আশ্রয় আছে, তাহাই আকাশ। শব্দের উৎপত্তির জন্য বায়ুর অপেক্ষা থাকিলেও বায়ুশব্দের আশ্রয় নহে। কারণ বায়ুর একটী বিশেষ গুণ স্পর্শ। এই স্পর্শ যাবদ্‌দ্রব্যভাবী, অর্থাৎ বায়ু যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তাহার স্পর্শ গুণও থাকে। শব্দ কিন্তু সেইরূপ নহে। বায়ু থাকিতেও শব্দ

নষ্ট হইয়া যায়। বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শের সহিত এইরূপ বৈলক্ষণ্য থাকায় শব্দ বায়ুর বিশেষ গুণ নহে। শব্দ বায়ুর বিশেষ গুণ হইলে স্পর্শের ন্যায় উহাও যাবদ্ দ্রব্যভাবী হইত।

পরমাণুরূপ বায়ু নিত্য, উহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অদৃষ্টযুক্ত আত্মার সংযোগে প্রথমে পবনপরমাণুতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। পবনপরমাণু সকলের পরস্পর সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান্ বায়ু উৎপন্ন এবং অনবরত কম্পমান হইয়া আকাশে অবস্থিত হয়। তির্য্যগ্‌গমন বায়ুর স্বভাব। তৎকালে এমন অপর কোনও দ্রব্যের উৎপত্তি হয় নাই, যাহাদ্বারা বায়ুর বেগ প্রতিহত হইতে পারে। সুতরাং বায়ু অনবরতঃ কম্পমান হইয়াই অবস্থিত থাকে। বায়ু সৃষ্টির পরে ঐ রূপে আপ্য বা জলীয় পরমাণুতে কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান্ সলিলরাশি উৎপন্ন এবং বায়ুবেগে কম্পমান হইয়া বায়ুতে অবস্থিত হয়। (ন্যায়দ°)

বৈশেষিকদর্শনকার বলেন—

"স্পর্শবান্ বায়ুঃ"—৪।২।১

শঙ্করমিশ্র বায়ুর লক্ষণে লিখিয়াছেন—

"স্পর্শেতর-বিশেষগুণাসমানাধিকরণ-বিশেষগুণসমানাধিকরণ-জাতিমত্বং বায়ু-লক্ষণম্।"

অর্থাৎ পদার্থের যে জাতিতে স্পর্শগুণ ব্যতীত অন্যান্য গুণসমূহের অসমানাধিকরণবিশিষ্ট বিশেষগুণের সমানাধিকরণ-জাতিমত্ব বিদ্যমান উহাই বায়ু। মহর্ষি কণাদ কেবল স্পর্শগুণ দ্বারাই বায়ুলক্ষণ সিদ্ধ করিয়াছেন। মহর্ষি কণাদ বায়ুসাধন-প্রকরণে লিখিয়াছেন—

স্পর্শশ্চ বায়োঃ—২।২।১

শঙ্করমিশ্র বৈশেষিক সূত্রের উপস্কারে লিখিয়াছেন—

"চ"কারাৎ "শব্দ ধৃতিকম্পা" সমুচ্চীয়স্তে।

অর্থাৎ "স্পর্শশ্চ" শব্দের অন্তে যে "চ"কার আছে এই চকার সমুচ্চয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাতে শব্দ, ধৃতি ও কম্প এই তিনটীও বায়ুলক্ষণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। শব্দ স্পর্শবৎ বেগবৎ দ্রব্যাভিঘাতনিমিত্তক, শব্দসন্ততি বায়ুর একটী লক্ষণ। দণ্ডাভিঘাতে ভেরীতে যে শব্দ সমুদ্ভূত হয়, উহার সেই শব্দ-সন্তান বায়ুরই লক্ষণ। আকাশে তৃণতুলাদি বিধৃত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, উহাও বায়ুর অস্তিত্বের পরিচায়ক; ইহাই ধৃতির উদাহরণ। এই প্রকার বায়ুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কম্পও একটি লক্ষণ। বায়ুসম্বন্ধে বৈশেষিকদর্শনে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে অতি বিস্তৃত আলোচনা আছে।

সাংখ্যদর্শন মতে শব্দতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে, এই জন্য বায়ুর দুইটী গুণ, শব্দ ও স্পর্শ। যে যাহা হইতে জন্মে, সে তাহার গুণ পায় এবং নিজেরও একটী বিশেষ গুণ থাকে, বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ, এবং শব্দতন্মাত্র হইতে হইয়াছে বলিয়া শব্দ ও বায়ুর গুণ জানিতে হইবে। সাংখ্যকারিকার ভাষ্যে গৌড়পাদ লিখিয়াছেন—

"শব্দতন্মাত্রাদাকাশং স্পর্শতন্মাত্রাদ্বায়ুঃ রূপতন্মাত্রাত্তেজঃ রসতন্মাত্রাদাপঃ গন্ধতন্মাত্রাৎ পৃথিবী এবং পঞ্চভ্যঃ পরমাণুভ্যঃ পঞ্চ মহাভূতান্যুৎপদ্যন্তে।"

কিন্তু বাচস্পতিমিশ্র বলেন—

"শব্দতন্মাত্রসহিতাৎ স্পর্শতন্মাত্রাদ্ বায়ুঃ—শব্দস্পর্শগুণঃ।" ইত্যাদি।

সাংখ্যকারিকার—

"সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যাঃ বায়বঃ পঞ্চ।" ২৯ সূত্র।

এই সূত্রের ভাষ্যে গৌড়পাদমুনি পঞ্চবায়ুর ক্রিয়াসম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ বহুঅর্থপ্রকাশক অনেক কথা লিখিয়াছেন।

পুরাণে লিখিত আছে যে, বায়ু উনপঞ্চাশৎ, ইহারা সকলে অদিতির পুত্র, ইন্দ্র ইহাদিগকে দেবত্বপ্রদান করেন। এই বায়ু দেহের বাহ্য ও অন্তর্ভেদে দশপ্রকার। যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। এই দশপ্রকার বায়ুর কার্য্য। যথা, প্রাণবায়ুর কার্য্য—বহির্গমন, অপানের কর্ম্ম—অধোগমন, ব্যানের কার্য্য—আকুঞ্চন ও প্রসারণ, সমানের কার্য্য—অসিত পীতাদির সমতানয়ন, উদানের কর্ম্ম—ঊর্দ্ধনয়ন। এই পাঁচটী বায়ু আন্তর অর্থাৎ ইহারা শরীরাভ্যন্তরে কার্য্য করিয়া থাকে। নাগাদি পাঁচটী বায়ু বাহ্য অর্থাৎ শরীর-বহির্ভাগে কার্য্য করে। যে ক্রিয়া দ্বারা উদ্গার কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই বায়ুর নাম নাগ, এইরূপ উন্মীলনকারী বায়ুর নাম কূর্ম্ম, ক্ষুধাকর বায়ু কৃকর, জৃম্ভণকর দেবদত্ত এবং সর্ব্বব্যাপী বায়ুর নাম ধনঞ্জয়। (ভাগবত) [মরুৎ শব্দে পৌরাণিক বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনটী দোষ, ইহারা বিকৃত হইলে দেহ নষ্ট হয় এবং অবিকৃত অবস্থায় থাকিলে শরীর সুস্থ থাকে।

বায়ুর স্বরূপ যথা—বায়ু অন্যান্য দোষ, ধাতু ও মল প্রভৃতির প্রেরক অর্থাৎ ইহাদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করে, আশুকারী, রজোগুণাত্মক, সূক্ষ্ম, রুক্ষ, শীতগুণযুক্ত, লঘু ও গমনশীল। অন্যান্য বৈদ্যক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, অবিকৃত বায়ু দ্বারা উৎসাহ, শ্বাস, প্রশ্বাস, চেষ্টা (কায়িক ব্যাপার), বেগ, প্রবৃত্তি, ধাতু ও ইন্দ্রিয়সমূহের পটুতা এবং হৃদয়, ইন্দ্রিয় ও চিত্তধারণ এই সকল ক্রিয়া সম্যক্‌রূপে সম্পাদন হইয়া থাকে। ইহা রজোগুণাত্মক, সূক্ষ্ম, শীতগুণাত্মক, লঘু, গতিশীল, খর, মৃদু, যোগবাহী ও সংযোগক দ্বারা উভয় প্রকার হইয়া থাকে। তেজের সহিত সংযুক্ত হইলে ও সোমযুক্ত হইলে শীতজনক এবং দেহোৎপাদক সামগ্রী সমূহ বিভাগপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন আকারে যথাযোগ্য স্থানে উপনীত হয়, এ কারণ দোষত্রয়ের মধ্যে বায়ুকেই প্রধান বলা যায়। পক্কাশয়, কটী, সক্থি, স্রোতঃসমূহ,

অস্থি ও স্পর্শেন্দ্রিয় (ত্বক্) এই সকল বায়ুর স্থান, তন্মধ্যে পক্বাশয় প্রধান স্থান।

একমাত্র বায়ু পিত্তের ন্যায় নামভেদে, স্থানভেদে ও ক্রিয়াভেদে পাঁচ প্রকার। যথা উদান, প্রাণ, সমান, অপান ও ব্যান। স্থান ও ক্রিয়াভেদে একই বায়ু ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হইয়াছে। কণ্ঠ, হৃদয়, অগ্ন্যাশয়, মলাশয় ও সমস্ত শরীর এই পঞ্চ স্থানে যথাক্রমে উদান, প্রাণ, সমান, অপান ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ু অবস্থিতি করে, যে বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস কালে উর্দ্ধগামী হয়, অর্থাৎ শরীর হইতে বহির্গত হয়, তাহাকে উদান বায়ু কহে। এই উদান বায়ু দ্বারা বাক্যকথন ও সঙ্গীত প্রভৃতি ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, ইহা বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলেই দেহে রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে।

শ্বাসপ্রশ্বাসকালে যে বায়ু দেহমধ্যে প্রবেশ করে, তাহার নাম প্রাণবায়ু। এই বায়ু দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য সকল উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, ইহা জীবনরক্ষার প্রধান কারণ। কিন্তু এই বায়ু দূষিত হইলে প্রায়ই হিক্কা ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে।

যে বায়ু আমাশয়ে ও পক্বাশয়ে বিচরণ করে, তাহার নাম সমান বায়ু। এই সমান বায়ু অগ্নির সহিত সংযুক্ত হইয়া উদরস্থিত অন্ন পরিপাক করে এবং অন্ন পরিপাক হইয়া যে রস ও মলাদি উৎপন্ন হয়, তাহা পৃথক্ করিয়া থাকে, কিন্তু এই সমান বায়ু যদি দূষিত হয়, তাহা হইলে মন্দাগ্নি, অতিসার ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অপানবায়ু পক্বাশয়ে অবস্থিতি করিয়া যথাকালে বায়ু, মল মূত্র, শুক্র, ও আর্ত্তবকে অধঃপ্রেরণ করায়। এই অপানবায়ু দূষিত হইলে বস্তি ও গুহ্যদেশ সংশ্রিত নানাপ্রকার ঘোরতর রোগ এবং শুক্রদোষ, প্রমেহ এবং ব্যান ও অপানবায়ু কুপিত হইলে যে সকল রোগ হইতে পারে, সেই সকল রোগ জন্মিয়া থাকে।

সর্ব্বদেহচারী ব্যান বায়ু দ্বারা রস বহন, ঘর্ম্ম ও রক্তস্রাব এবং গমন, উপক্ষেপণ, উৎক্ষেপণ, নিমেষ ও উন্মেষ, এই পাঁচ প্রকার চেষ্টা নির্ব্বাহিত হয়।

দেহীদিগের প্রায় সকল ক্রিয়াই ব্যান বায়ুতে সম্বন্ধ, অর্থাৎ প্রায় সকল ক্রিয়াই ব্যান বায়ু দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই বায়ুর প্রস্পন্দন, উদ্বহন, পূরণ, বিরেচন ও ধারণ এই পাঁচ প্রকার ক্রিয়া। ইহা কুপিত হইলে প্রায় সর্ব্বদেহগত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত পাঁচ প্রকার বায়ু একত্র কুপিত হইলে নিশ্চয়ই শরীর বিনষ্ট হয়।

বায়ুর কার্য্য—আশয় সকলের মধ্যে আমাশয় শ্লেষ্মার, পিত্তাশয় পিত্তের এবং পক্বাশয় বায়ুর অবস্থিতি স্থান। এই তিন দোষ শরীরের সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে। এই ত্রিদোষ মধ্যে বায়ু শরীরস্থ যাবতীয় ধাতু ও মলাদি পদার্থকে চালিত করে, এবং বায়ু দ্বারাই উৎসাহ, শ্বাস, প্রশ্বাস, চেষ্টা, বেগ প্রভৃতি ও ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য্য প্রভৃতি সম্পাদিত হইয়া থাকে। বায়ু স্বভাবতঃ রুক্ষ, সূক্ষ্ম, শীতল, লঘু, গতিশীল, আশুকারী, খর, মৃদু ও যোগবাহী। সন্ধিভ্রংশ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিক্ষেপ, মুদ্গরাদি আঘাতের ন্যায় বা শূল নিখাতের ন্যায় অথবা সূচীবেধের ন্যায়, বিদারণের ন্যায়, অথবা রজ্জুদ্বারা বন্ধনের ন্যায় বেদনা, স্পর্শাজ্ঞতা, অঙ্গের অবসন্নতা, মলমূত্রাদির অনির্গম ও শোষণ, অঙ্গভঙ্গ, শিরাদির সঙ্কোচ, রোমাঞ্চ, কম্প, কর্কশতা, অস্থিরতা, সচ্ছিদ্রতা, রসাদির শোষণ, স্পন্দন, স্তম্ভ, কষায়স্বাদ এবং শ্যাব বা অরুণবর্ণতা, বায়ুর কার্য্য। শরীরে বায়ু কুপিত হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বায়ুপ্রকোপ ও শান্তি—বায়ু কি কারণে কুপিত হয়, আবার কোন উপায়েই বা বায়ুর প্রকোপ শান্তি হইয়া থাকে, এ সম্বন্ধে বৈদ্যকগ্রন্থে লিখিত আছে, যথা—বলবান্ জীবের সহিত মল্লযুদ্ধ, অতিরিক্ত ব্যায়াম, অধিক মৈথুন, অত্যন্ত অধ্যয়ন, উচ্চস্থান হইতে পতন, বেগে গমন, পীড়ন বা আঘাতপ্রাপ্তি, লঙ্ঘন, সন্তরণ, রাত্রিজাগরণ, ভারবহন, পর্য্যটন, অশ্বাদি যানে অতিরিক্ত গমন; মলমূত্র, অধোবায়ু, শুক্র, বমি, উদ্গার, হাঁচি, ও অশ্রুর বেগধারণ, কটু, তিক্ত, কষায়, রুক্ষ, লঘু ও শীতলদ্রব্য, শুষ্ক শাক, শুষ্ক মাংস, বোরো, কোদ, উদ্দালক, শ্যামাক ও নীবার ধান্য, মুগ, মসুর, অড়হর ও শিম প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, উপবাস, বিষমাশন, অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন, বর্ষাঋতু, মেঘাগমকাল, ভুক্তান্নের পরিপাককাল, অপরাহ্নকাল, এবং বায়ুপ্রবাহের সময় এই সকলই বায়ুপ্রকোপের কারণ।

ঘৃত তৈলাদি স্নেহপান, স্বেদ প্রয়োগ, অল্প বমন, বিরেচন, অনুবাসন, মধুর, অম্ল, লবণ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন, তৈলাভ্যঙ্গ, বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টন, ভয়প্রদর্শন, দশমূল কাথাদির প্রসেক, পৈষ্টিক ও গৌড়িক মদ্যপান, পরিপুষ্ট মাংসের রসভোজন এবং সুখস্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি কারণে বায়ুর শান্তি হইয়া থাকে।

বায়ুর গুণ—অত্যন্ত বায়ু রুক্ষতাজনক, বিবর্ণতাজনক ও স্তব্ধতাকারক; দাহ, পিত্ত, স্বেদ, মূর্চ্ছা, ও পিপাসানাশক। অপ্রবাত অর্থাৎ বায়ুশূন্য স্থান ইহার বিপরীত গুণযুক্ত। সুখজনক বায়ু অর্থাৎ অল্প অল্প শীতল বায়ু—গ্রীষ্মকাল হইতে শরৎকাল পর্য্যন্ত সেবনীয়। পরমায়ু ও আরোগ্যের নিমিত্ত সর্ব্বদা বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থান করিবে।

পূর্ব্বদিগ্‌ভব বায়ু—গুরু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রক্তদূষক, বিদাহী, ও বায়ুবর্দ্ধক, ইহা শ্রান্ত ও ক্ষীণকফ ব্যক্তির হিতজনক, স্বাদু

অর্থাৎ ভক্ষ্যদ্রব্যসমূহের মধুরতাবর্দ্ধক, লবণ রস, অভিষ্যন্দী এবং ত্বগ্‌দোষ, অর্শ, বিষ, কৃমি, সন্নিপাত, জ্বর, শ্বাস ও আমবাতজনক।

দক্ষিণদিগ্‌ভব বায়ু—স্বাদু, রক্তপিত্তনাশক, লঘু, শীতবীর্য্য, বলকারক, চক্ষুর হিতকর, এই বায়ু শরীরস্থ বায়ুর বর্দ্ধক নহে।

পশ্চিমদিগ্‌ভব বায়ু—তীক্ষ্ণ, শোধক, বলকারক, লঘু, বায়ুবর্দ্ধক এবং মেদ, পিত্ত ও কফনাশক।

উত্তরদিগ্‌ভব বায়ু—শীতল, স্নিগ্ধ, ব্যাধিপীড়িতগণের ত্রিদোষপ্রকোপক, ক্লেদক, সুস্থব্যক্তিদিগের বলকারক, মধুর এবং মৃদুবীর্য্য।

অগ্নিকোণোদ্ভব বায়ু—দাহজনক ও রুক্ষ। নৈর্ঋতকোণোদ্ভববায়ু অবিদাহী। বায়ুকোণোদ্ভব বায়ু তিক্ত রস। ঈশানকোণোদ্ভব বায়ু কটুরস। বিশ্বগ্‌বায়ু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপি বায়ু পরমায়ুর অহিতকর, এবং প্রাণীদিগের বহুবিধ রোগজনক, অতএব বিশ্বগ্বায়ু সেবন করিবে না, সেবন করিলে অসুখের কারণ হয়।

ব্যজন সঞ্চালিত বায়ু দাহ, স্বেদ, মূর্চ্ছা ও শ্রান্তিনাশক। তালবৃন্তসঞ্চালিত বায়ু ত্রিদোষনাশক। বংশ ব্যজন সঞ্চালিত বায়ু উষ্ণ ও রক্তপিত্তপ্রকোপক। চামর, বস্ত্র, ময়ুরপাখা, এবং বেত্রজ ব্যজন বায়ু ত্রিদোষনাশক, স্নিগ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী, ব্যজনসমূহের মধ্যে ইহারা প্রশস্ত।

সর্ব্বব্যাপী, আশুকারী, বলবান্, অল্পকোপন, স্বাতন্ত্র্য এবং বহুরোগপ্রদ এই সকল গুণ বায়ুতে থাকায় বায়ু সকল দোষ অপেক্ষা প্রবল। বায়ুপ্রকৃতির লক্ষণ—বাতপ্রকৃতির মনুষ্যগণ জাগরণশীল, অল্পকেশবিশিষ্ট, হস্ত ও পদ স্ফুটিত, কৃশ, দ্রুতগামী, অত্যন্ত বাক্যব্যয়ী, রুক্ষ এবং স্বপ্নাবস্থায় আকাশভরে গমন করিতেছে, এইরূপ দর্শন করে।

বাগ্‌ভট বলেন যে, বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট মনুষ্যগণ প্রায়ই দোষাত্মক অর্থাৎ দোষবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদিগের কেশ ও হস্তপদাদি কাটা কাটা এবং ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ হয়। বাতপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ শীতদ্বেষী, চঞ্চলধৃতি, চঞ্চল স্মরণশক্তি, চঞ্চলবুদ্ধি, চঞ্চলদৃষ্টি, চঞ্চলগতি ও চঞ্চলকার্য্যবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তির কাহাকেও বিশ্বাস হয় না, মন সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ থাকে। ইহারা অনর্থক বাক্য প্রয়োগ করে, ইহারা অল্পসন্ততি ও অল্পধনযুক্ত, অল্পকফ, অল্পায়ুঃ এবং অল্পনিদ্রাবিশিষ্ট। বাক্য ক্ষীণ ও গদ্‌গদ স্বরযুক্ত ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা অর্থাৎ বাক্য যেন কণ্ঠ হইতে ছিড়িয়া নির্গত হয়। ইহারা নাস্তিক, বিলাসপর, সঙ্গীত, হাস্য, মৃগয়া ও পাপকর্ম্মে অত্যন্ত লালসান্বিত। মধুর, অম্ল এবং লবণরসবিশিষ্ট ও উষ্ণদ্রব্যপ্রিয়, কৃশ ও দীর্ঘাকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা চলিয়া যাইবার সময় ইহাদের পায় মট্‌ মট্‌ শব্দ হয়, কোন বিষয়ের দৃঢ়তা থাকে না, এবং অজিতেন্দ্রিয় হয়। বাতপ্রকৃতিব্যক্তি সেবার উপযুক্ত নহে, অর্থাৎ ইহারা ভৃত্যাদির প্রতি সদ্ব্যবহার করে না, ইহাদিগের চক্ষু খর, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, গোলাকার, বিকৃতাকারবিশিষ্ট মড়ার চক্ষুর ন্যায় হইয়া থাকে। নিদ্রাকালে চক্ষু মেলিয়া থাকে ও স্বপ্নাবস্থায় পর্ব্বতে ও বৃক্ষে আরোহণ করে এবং আকাশে গমন করিয়া থাকে।

ইহারা যশোহীন, পরশ্রীকাতর, শীঘ্র কোপনস্বভাব, চোর, তাহাদের পিণ্ডিকা উপরের দিকে টানা থাকে। কুকুর, শৃগাল, উষ্ট্র, গৃধিনী, মূষিক, কাক ও পেচকের বাতপ্রকৃতি। (ভাবপ্র°)

চরক সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থেও বায়ুর গুণানুগুণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

বায়ু সম্বন্ধে দার্শনিক বিচার।

নিরুক্তি বলেন—'বায়ুর্ব্বাতেঃ বেতের্ব্বা স্যাদ্গতিকর্ম্মণঃ।' নিরুক্তিভাষ্যকার বলেন, 'সততমসৌ বাতি গচ্ছতি।' এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যাহা সতত গতিশীল, তাহাই বায়ু নামে অভিহিত।

উপনিষদে জগৎ সৃষ্টির আলোচনায় বায়ুর বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতে লিখিত আছে—

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" (ব্রহ্মানন্দবল্লী ১।১)

অর্থাৎ সেই অনন্ত পরমাত্মা হইতে মূর্ত্তিমান্ পদার্থের অবকাশ স্বরূপ সর্ব্বনাম রূপের নির্ব্বাহক শব্দগুণপূর্ণ আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই আকাশ হইতেই বায়ুর উৎপত্তি। যেখানে ক্রিয়া, সেই খানেই গতি (Motion) আছে; কারণ ক্রিয়ার শব্দ হেতু কম্পন (Vibration) উৎপন্ন হইয়া থাকে। কম্পনের প্রতিরূপই গতি। গতি হেতু স্পর্শ। সেই অনন্ত অব্যক্ত পদার্থ, সক্রিয় হইয়াও শব্দ ও স্পর্শপূর্ণ। উহাতে শব্দ স্পর্শ উভয়ই আছে। যেখানে আকাশ (Space) আছে, সেই খানেই জ্ঞানসত্তার ক্রিয়াজনিত শব্দ ও স্পর্শ আছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

আকাশাদ্বায়ুঃ।

এ কথার এরূপ তাৎপর্য্য নহে যে, বায়ু (Motion) গতি পূর্ব্বে ছিল না। ইহা যে জন্য পদার্থ এবং আকাশ ইহার সমুৎপাদক, একথা বলা যাইতে পারে না। সমস্তই অব্যক্ত সঙ্গে লীন ছিল। এই অব্যক্ত হইতেই যে ব্যক্ত জগতের বিকাশ বেদান্তে তাহার প্রমাণ আছে, সাংখ্যদর্শনেও আছে, এমন কি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে অতি স্পষ্ট ভাবেই তাহার উল্লেখ আছে।

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥"

য়ুরোপীয় বিজ্ঞানেও এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে।

পণ্ডিতপ্রবর হার্ব্বার্টস্পেন্সার তাহার First Principle নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"An entire history of any thing must include its appearence out of the Imperceptible and its disappearence into the Imperceptible."

এই অব্যক্ত পদার্থ নিয়ত পরিণামী বলিয়া বেদান্তমতে 'মায়া' নামে অভিহিত। আবার ইহার পরিণামপ্রবাহ নিত্য বলিয়া সাংখ্য মতে ইহা সৎনামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং বায়ু যে জন্য পদার্থ, এরূপ বলা যাইতে পারে না। যেখানে ক্রিয়াশালিনী শক্তি আছে, সেই খানেই গতি আছে। শক্তি যেমন অনন্ত, গতিও তেমনি অনন্ত। অনাদি কাল হইতে কম্পনের কথনও বিরাম হয় নাই। অব্যক্ত প্রকৃতিতে যাহা নিহিত অবস্থায় সুপ্ত শক্তি (Potential energy) রূপে অবস্থিত ছিল, ক্রিয়ার উদ্রেকে উহাই কর্ম্মশক্তিরূপে (Kinetic energy) প্রকাশিত হইল। এই অবস্থায় গতি বা কম্পন বা স্পর্শের উৎপত্তি হইল। অনন্ত আকাশে (Atmospheres) অনন্ত সত্বে এই গতির অবস্থান ও প্রবাহ বিদ্যমান রহিয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত বলেন, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদির ভিন্ন ভিন্ন জগতেও এই প্রকারের কোন পদার্থ অবশ্যই বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রতি প্রবাহে, প্রতি কম্পনেই তানের প্রভাব (Rhythm) অবশ্য স্বীকার্য্য। তান-ক্রমেই যেন এই কম্পনের চিরপ্রবাহ বর্ত্তমান। তাই শ্রুতি বলেন—

"ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি॥" (শতপথব্রাহ্মণ)

এই বিশ্ব সকলই ছন্দ। এই ছন্দই ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক এবং স্বর্গলোক।

"মাচ্ছন্দঃ। প্রমাচ্ছন্দঃ। প্রতিমাচ্ছন্দঃ।" (শুক্ল যজুর্ব্বেদসংহিতা)

পরিদৃশ্যমান ভূলোক মিতচ্ছন্দঃ, অন্তরীক্ষলোক প্রতিমচ্ছন্দঃ এবং দ্যুলোক প্রতিমিতচ্ছন্দঃ।

"ছন্দোভ্যএব প্রথমমেতদ্বিশ্বং ব্যবর্ত্তত"—বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ এই বিশ্ব প্রথমে ছন্দ হইতেই বিবর্ত্তিত হইয়াছে।

যে গতি তালে তালে নৃত্য করে, তাহাই ছন্দঃ। সেই ছন্দই বিশ্ববিবর্ত্তনের কারণ। স্পেন্সার ইহাকেই Rhythm of motion নামে অভিহিত করিয়াছেন। উহা বায়ুরই পরিচায়ক। শ্রুতি আরও বলেন—

"বায়ুনা বৈ গৌতমসূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তি।"

অর্থাৎ হে গৌতম এই বায়ু সূত্রস্বরূপ। মণিগণ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ সমস্ত ভূত বায়ুসূত্রে গ্রথিত আছে।

বায়ুর এই গতিসূত্র যে সর্ব্বজীবে আশ্রিত রহিয়াছে, কঠশ্রুতিও তাহা বলিয়াছেন যথা—

"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যএতদ্বিদুর মৃতাস্তে ভবন্তি।"—৬—বল্লী।

অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ প্রাণস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত ও কম্পিত হইতেছে। সেই ব্রহ্ম উদ্যতবজ্রের ন্যায় ভয়ানক। সেইরূপে তাঁহাকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অমৃত হন।

এস্থলে "এজতি" শব্দের অর্থ কম্পিত। বেদান্তদর্শনের মতে—বায়ুবিজ্ঞানের এই কম্পনাত্মক (Vibratory) ব্রহ্ম অতি ভয়ানক। জগতের সমস্তই কম্পনে (Vibration) অবস্থিত। এই কম্পন হইতে কম্পনের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মোপলব্ধি হয় বলিয়া মহর্ষি বাদরায়ণ সূত্র করিলেন—

"কম্পনাৎ"—বেদান্তদর্শন ১।৩।৩৪।

এই বায়ু বা কম্পন বা গতিশক্তি হইতেই সমুদায় জীব পরিণাম প্রাপ্ত হন। হার্ব্বার্ট স্পেনসারও সেই কথা বলেন যথা—

"Absolute rest and permanance do not exist. Every object, no less than the aggregate of all object undergoes from instant to instant some alteration of state. Gradually or quickly it is receiving motion or losing motion."

এই বিশ্ববিসারী বায়ু বা কম্পনই (Vibration), সৃষ্টি (Evolution) বা বস্তু-লয়ের (Involution) হেতু। এই জগৎ আবির্ভাব ও তিরোভাবের নিত্যপ্রতিমা। এই আবির্ভাব ও তিরোভাব যে দেবতত্ত্ব হইতে সংঘটিত হইতেছে, তাহাই বেদের বায়ু-দেবতা। শ্রুতি বলেন—

"বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।" কঠ ৫ম। ১০।

অর্থাৎ যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানা বস্তুভেদে তত্তদ্রূপ হইয়াছেন, তেমনই একই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা নানা বস্তুভেদে তত্তদ্বস্তুরূপ হইয়াছেন এবং সমুদয় পদার্থের বাহিরেও আছেন। এতদ্দ্বারা বায়ুর বিশ্ববিসারিত্ব সপ্রমাণ হইল।

এই বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি। যথা শ্রুতি—

"বায়োরগ্নিঃ"—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ব্রহ্মানন্দবল্লী ১।৩।

বায়ু হইতেই যে অগ্নির উৎপত্তি হয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তিতেও ইহার সমর্থন করা যাইতে পারে। অক্সিজেন ভিন্ন দহনক্রিয়া অসম্ভব। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে অক্সিজেন বায়ুর একটী প্রধান উপাদান। এতদ্ব্যতীত বায়ুকে গতি (Motion) বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহা হইতে আমরা অগ্নির উৎপত্তির প্রমাণ পাই।

হার্ব্বার্ট স্পেনসার লিখিয়াছেন :—

" Conversely, Motion that is arrested produces under different circumstances, heat, electricity,

magnetism and light. * * We have abundant instances in which arises as motion ceases."

First Principle p. 198.

এই বায়ু অগ্নির সহিত নিয়তই সংযুক্ত যথা,—

"স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং দ্বিতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ম্।" বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

অর্থাৎ অগ্নি বায়ু ও আদিত্য একপদার্থই ত্রিধা হইয়া পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকে অধিষ্ঠিত আছেন।

বায়ু যে অগ্নির তেজ তাহারও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

"বায়োর্ব্বা অগ্নেস্তেজ তস্মাদ্বায়ুরগ্নি মবেতি।"

সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে বায়ু ও তেজ এই দুই কারণ-শক্তি সর্ব্বদাই একত্র সংযুক্ত। এই বায়ু ও অগ্নি আকাশেই প্রতিষ্ঠিত। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে লিখিত আছে—

"সর্ব্বাণিহবা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তি আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশোহ্যেবৈভ্যো জ্যায়নাকাশঃ পরায়ণম্।"

আকাশ হইতেই যে সকল ভূতের উৎপত্তি, ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অসম্মত নহে। [বায়ুবিজ্ঞান শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বায়ুক (পুং) বায়ু স্বার্থে কন্। বায়ু।

বায়ুকেতু (স্ত্রী) বায়ু কেতুর্ধ্বজো বাহনং বা যস্যাঃ। ধূলি। (হারাবলী)

বায়ুকেশ (ত্রি) বায়ুবৎ চলনরশ্মি, যাহাদের রশ্মি বায়ুর ন্যায় চলনযুক্ত। "গন্ধর্ব্বা অপি বায়ুকেশান্" (ঋক্ ৩।৩৮।৬) 'বায়ুকেশান্ বায়ুবচ্চলনরশ্মীন্ গন্ধর্ব্বান্' (সায়ণ)

বায়ুগণ্ড (পুং) অজীর্ণ। (ত্রিকা°)

বায়ুগুল্ম (পুং) বায়ুনা কৃত গুল্ম ইব। ১ জলের ভ্রম। বায়ুনা কৃতো গুল্মঃ। ২ গুল্মরোগভেদ। বায়ু কুপিত হইয়া গুল্মরোগ উৎপন্ন হইলে তাহাকে বায়ুগুল্ম কহে।

ইহার লক্ষণ—রুক্ষ অন্নপানীয়, বিষম ভোজন, অত্যন্ত ভোজন, বলবানের সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ চেষ্টা, মলমূত্রাদির বেগধারণ, শোকপ্রযুক্ত মনঃক্ষুণ্ণ, বিরেচনাদিদ্বারা অত্যন্ত মলক্ষয়, এবং উপবাস এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া বায়ুজন্য গুল্ম উৎপাদন করে। এই গুল্ম কখন ছোট, কখন বা বৃহৎ, কখন বর্ত্তুল এবং কখন বা দীর্ঘাকৃতি হয়। এই গুল্ম কখন নাভিতে, কখন বস্তি বা পার্শ্বাদিতে এইরূপে স্থানান্তরগমনশীল হয়, এবং কখন বেদনাযুক্ত বা কখন বেদনাশূন্য হইয়া থাকে। এই গুল্মরোগে মল ও অধোবাত সংরুদ্ধ, গলশোষ ও মুখশোষ উপস্থিত হয়। এই রোগীর শরীর শ্যাম বা অরুণবর্ণ হইয়া থাকে। হৃদয়, কুক্ষি, পার্শ্ব, অঙ্গ ও শিরোদেশে বেদনা উৎপন্ন হয়। ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে এই রোগের উপদ্রব বর্দ্ধিত হয় এবং ভোজন করিলে উহা প্রশমিত হয়। এই রোগ রুক্ষদ্রব্য, কষায়, তিক্ত ও কটুরসযুক্ত দ্রব্য সেবনদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। (মাধবনি° গুল্মরোগাধি°) [গুল্মরোগশব্দ দেখ।]

বায়ুগোপ (ত্রি) ১ বায়ুরক্ষক, বায়ু যাহাদের রক্ষক।

"যজমানা বায়ুগোপা উপাসতে" (ঋক্ ১০।১৫১।৪)

'বায়ুগোপা বায়ুর্গোপা রক্ষিতা যেষাং' (সায়ণ)

বায়ুগ্রস্ত (ত্রি) বায়ুনা গ্রস্তঃ। বায়ুরোগাক্রান্ত।

বায়ুজ (ত্রি) বায়ু জন-ড়। বায়ু হইতে জাত।

বায়ুজ্বাল (পুং) সপ্তর্ষির মধ্যে একজন।

বায়ুত্ব (ক্লী) বায়োর্ভাবঃ ত্ব। বায়ুর ভাব বা ধর্ম্ম, বায়ুর গুণ। [বায়ু দেখ।]

বায়ুদারু (পুং) বায়ুনা দীর্য্যতে ইতি দৃ-উণ্। মেঘ। (ত্রিকা°)

বায়ুদিশ্ (স্ত্রী) বায়ুকোণ, উত্তরপশ্চিম দিক্।

বায়ুদীপ্ত (ত্রি) বায়ুকুপিত।

বায়ুদৈব (ত্রি) বায়ু দেবতা সম্বন্ধীয়।

বায়ুদৈবত (ত্রি) বায়ুদেবতা-অস্য অণ্। বায়ুদেবতাক, যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু।

বায়ুদৈবত্য (ত্রি) বায়ুদেবতা ষ্যঞ্। বায়ুদৈবত।

"পরিণতদাড়িমগুলিকাগুঞ্জাতাম্রঞ্চ বায়ুদৈবত্যম্।" (বৃহৎস° ৮১।৮)

বায়ুধারণ (ক্লী) বায়ুবেগধারণ।

বায়ুনিঘ্ন (ত্রি) বায়ুনা নিঘ্নঃ। বায়ুগ্রস্ত।

বায়ুপথ (পুং) বায়ুনাং পন্থা যচ্ সমাসান্তঃ। বায়ুগমনাগমনের পথ, বায়ু চলিবার রাস্তা।

বায়ুপুত্র (পুং) বায়ুতনয়। ১ হনুমান। ২ ভীম।

বায়ুপুর (ক্লী) বায়োঃ পুরং। বায়ুলোক।

বায়ুপুরাণ (ক্লী) অষ্টাদশপুরাণের অন্তর্গত পুরাণভেদ। [পুরাণ শব্দ দেখ।]

বায়ুফল (ক্লী) বায়ুনা ফলতি প্রতিফলতীতি ফল-অচ্। ১ শক্রধনুঃ। বায়ৌ ফলমিব। ২ করকা। (মেদিনী)

বায়ুভক্ষ (ত্রি) বায়ুর্ভক্ষোঽস্য। বায়ুভক্ষক, বায়ুভোজনকারী, যাহারা বায়ু ভোজন করিয়া থাকে।

বায়ুভক্ষ্য (পুং) বায়ুর্ভক্ষ্যোঽস্যেতি। ১ সর্প। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বাতভক্ষক।

"সহি তেপে তপস্তীব্রং মন্দকর্ণির্মহামুনিঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি বায়ুভক্ষ্যঃ শিলাসনঃ॥" (রামায়ণ ৩।১৫।১২)

বায়ুভূতি (পুং) একজন গণধর। (জৈন হরিবংশ ৩১)

বায়ুভোজন (ত্রি) বায়ুর্ভোজনোঽস্য। বায়ুভক্ষ্য, সর্প। ২ বায়ুভক্ষক, বায়ুভোজনকারী। (ভাগ° ৭।৪।২৩)

বায়ুমণ্ডল (পুং) আকাশ, যেখানে বায়ু প্রবাহিত হয়। [বায়ুবিজ্ঞান দেখ।]

বায়ুমৎ (ত্রি) বায়ু অস্ত্যর্থে মতুপ্। বায়ুবিশিষ্ট, বায়ুযুক্ত।

বায়ুময় (ত্রি) বায়ু-স্বরূপে ময়ট্। বায়ুস্বরূপ।

বায়ুমরুল্লিপি (স্ত্রী) ললিতবিস্তরোক্ত লিপিভেদ।[লিপি দেখ।]

বায়ুরুজা (স্ত্রী) ১ বায়ুজন্য পীড়া। ২ বায়ুজন্য চক্ষুঃপীড়া।

"নেত্রাভ্যাং সরুজাভ্যাং যঃ প্রতিবাতমুদীক্ষতে।
তস্য বায়ুরুজাত্যর্থং নেত্রয়োর্ভবতি ধ্রুবম্॥"
(ভারত ১২।৫২১০ শ্লোক)

বায়ুরোষা (স্ত্রী) রাত্রি।

বায়ুলোক (পুং) বায়বীয় লোক, বায়ুসম্বন্ধীয় লোক। ২ আকাশ।

বায়ুবর্ত্মন্ (ক্লী) বায়োর্বর্ত্ম। আকাশ। (শব্দচন্দ্রিকা)

বায়ুবাহ (পুং) বায়ুনা উহ্যতে ইতি বহ ঘঞ্। ধূম। (হেম)

বায়ুবাহন (পুং) ধূম।

বায়ুবাহিনী (স্ত্রী) বায়ু বহতীতি বহ-ণিনি, ঙীপ্। বায়ু-সঞ্চারিণী শিরা, যে সকল শিরাদ্বারা বায়ু সঞ্চারিত হয়। (বৈদ্যক)

বায়ুবিজ্ঞান, এই নদ-নদী-নগ-নগর-অরণ্যানি-সমাকীর্ণ ভূত-ধরিত্রী ধরণীর পৃষ্ঠদেশ হইতে ঐ চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ নক্ষত্রাদি-খচিত অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া আমরা যে একটা মহাশূন্য দেখিতে পাই, উহা কি প্রকৃতপক্ষেই মহাশূন্য? আমাদের স্থূলদর্শী চর্ম্মচক্ষু যাহাই বলুক না কেন,কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞান-চক্ষু যুক্তি ও প্রমাণসহ বুঝা-ইয়া দিতে সমর্থ যে, এজগতে "শূন্য" বলিয়া কোনও পদার্থ নাই, প্রকৃতি কোথাও "শূন্য" রাখেন নাই,প্রকৃতি"শূন্যের"চিরবিদ্বেষিণী। যাহা আপাতঃদৃষ্টিতে শূন্য বলিয়া বোধ হয়, তাহাও বায়ুপূর্ণ। একটী কাচের নল আপাততঃ শূন্য বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা দ্বারা জল পূর্ণ করিবার সময় উহা হইতে যে বায়ু বাহির হইয়া যায়, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। আমাদের দৃষ্টি যতদূর পর্য্যন্ত চলিতে পারে, তাহা হইতেও বহুসুদূরপ্রসারি নভোমণ্ডল বায়ুমণ্ডলে পরিপূর্ণ। এই বায়ু-মণ্ডল সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। ঊর্দ্ধভাগ স্থিরবায়ু, উত্তাপের হ্রাসাধিক্যে এই অংশের কোনও পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না। নিম্নভাগে উত্তাপের পরিবর্ত্তনের সহিত বায়ুমণ্ডলে বিবিধ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই বায়ুমণ্ডলের পরিবর্ত্তন-শীল অংশাপেক্ষা অপরিবর্ত্তনশীল অংশের পরিমাণ অনেক অধিক।

এই বিশাল বায়ুমণ্ডলের পরেও শূন্যতা বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। বিশ্বব্যাপী "ইথার"(Ether) অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইথার আছে বলিয়াই জগৎ সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইতেছে, সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত হইতেছে। এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে শূন্যতার একবারেই অসম্ভাব।

যাহা হউক বায়ুবিজ্ঞানই আমাদের আলোচ্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় বায়ুবিজ্ঞানের আলোচনা ওতপ্রোত-ভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান (Accoustics), উদ্মিতিবিজ্ঞান (Hygrometry) বায়ুপ্রচাপাদিবিজ্ঞান (Pneumatics), বৃষ্টিঝটিকাদিবিজ্ঞান (Meteorology) শরীরবিচয়-বিজ্ঞান(Physiology ,স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Hygiene) ও তাপ-বিজ্ঞান (Thermology) প্রভৃতি বহুবিধ বিজ্ঞানে বায়ুবিজ্ঞানের তত্ত্ব ন্যূনাধিক পরিমাণে বিবৃত হইয়াছে। আমরা অতি সংক্ষেপে তৎসম্বন্ধে এইস্থলে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

এই বায়ুমণ্ডলের উচ্চতার পরিমাণ করার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক-গণ যথেষ্ট শ্রম ও চেষ্টা করিয়াছেন। কোন সময়ে ইহার উচ্চ-তার পরিমাণ ৪৫ মাইল বলিয়া বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। অতঃপরে স্থিরীকৃত হয় যে বায়ুমণ্ডলের উচ্চ-তার পরিমাণ ১২০ মাইল। পরন্ত বিষুব প্রদেশের ঊর্দ্ধভাগে লঘু স্থির বায়ু ইহা অপেক্ষা আরও অধিকতর উচ্চদেশ-প্রসার। সেইস্থানে ইহার পরিমাণ দুইশত মাইলের ন্যূন হইবে না। জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিকট বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা বিনির্ণয় করার যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

উচ্চতা

বায়ুর যে ভারিত্ব আছে তাহাও পরীক্ষা দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। একটী কাচের গোলক হইতে বায়ুনিষ্কাশন-যন্ত্র সাহায্যে বায়ু বহির্গত করিয়া ফেলিলে উহার যে ভারিত্ব হয়, উহাতে বায়ু প্রবিষ্ট করিয়া ওজন করিলে উহা তদপেক্ষা অধিকতর ভারী হইবে। মৎস্য যেমন জল-রাশির মধ্যে সন্তরণ করে বলিয়া উপরস্থ বিশাল জলরাশির প্রচাপ-জনিত গুরুভার অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, আম-রাও সেইরূপ বায়ুরাশির মধ্যে অবস্থান করিতেছি বলিয়া ইহার গুরুভার অনুভব করিতে সমর্থ নহি।

ভারিত্ব

কবিগণ আকাশের অনন্ত নীলিমার শোভা-মাধুর্য্যের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আকাশের এই বর্ণ, বায়ুরই বর্ণ মাত্র। দূরস্থ পর্ব্বতে যে ঘন নীলিমা পরিদৃষ্ট হয়, উহাতেও বায়ুর বর্ণই লক্ষিত হইয়া থাকে। দক্ষিণে বা বামে, সম্মুখে বা পশ্চাতে যে দিকেই দূরপ্রান্তে দৃষ্টি করুন, ঘন নীলিমা-মাধুরী আপনার নয়নযুগলে প্রতিভাত হইবে, উহা বায়ুরই বর্ণ। ইহাই দেখিয়া কেহ কেহ বলেন বায়ুর বর্ণ নীল। কিন্তু এই সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক কল্পনা শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, আকাশের আদৌ কোন বর্ণ নাই, উহা ঘোর অন্ধকারময়। ব্যোমযানে যাঁহারা আকাশের উচ্চ প্রদেশে বিচরণ করেন, তাঁহারা সুদূরে কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে পান। ইহাতে কোন কোন বৈজ্ঞানিক কল্পনা করেন যে বায়বীয় পরমাণুর বিচরণতায় সকল বর্ণেরই অভাব পরিলক্ষিত

বর্ণ

হয়,এই নিমিত্ত লঘুতম স্থির বায়ুপ্রদেশে সর্ব্ববর্ণাভাব স্বরূপ কৃষ্ণ-বর্ণই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আকাশে যে নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়, উহা ঘনীভূত বায়ুতে সৌর কিরণের নীলবর্ণের প্রতিফলন মাত্র। সৌরকিরণ যখন ঘন বায়ুস্তর ভেদ করিয়া পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হয়, তখন উহার নীলজ্যোতিঃ বায়ুস্তরে নীলিমবর্ণ প্রতিফলিত করে। কেহ বিশ্লেষণী-প্রণালী দ্বারা (Spectrum analysis) এই সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। বায়ুতে বিমিশ্রিত জলীয়-বাষ্পের মধ্য দিয়া সৌর কিরণসম্পাতে বায়ু মণ্ডলীতে বর্ণ বৈচিত্র্য প্রতিভাত হইয়া থাকে। মেঘের অন্তরাল দিয়া সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে পীতবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। জলীয় বাষ্পজনিত বর্ণ-বৈচিত্র্যই ইহার হেতু। সমুদ্র ও আকাশের নীলিমতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ দুইটী বর্ণের বিনির্দ্দেশ করিয়াছেন—একটী নীলবর্ণ, অপরটী চক্রবাল রেখার প্রান্তস্থ পীতাভ বর্ণ,বায়বীয়পদার্থের নীলিম-কিরণ প্রতিফলনই (Reflection) আকাশের নীলিমতার হেতু। বায়ুরাশির আলোকপ্রেরণ, (Transmission of rays) পীতাভবর্ণের কারণ। বায়ুমণ্ডলীর বর্ণ-পরিমাপের নিমিত্ত সসিউর (Saussure) নামক একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সাইএনোমিটার (Cyanometer) এবং ডায়ফনোমিটার (Diaphonometer) নামক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা বায়ুমণ্ডলীর বর্ণের পরিমাপ করা যাইতে পারে।

বায়ুর এই নীলিমতা সম্বন্ধে আমাদের বৈশেষিক দর্শনবিদ্ পণ্ডিতগণও কোনও সময়ে যথেষ্ট গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর মিশ্র বৈশেষিক উপস্কারে লিখিয়াছেন :—

"ননু দধিধবলমাকাশমিতি কথং প্রতীতিরিতিচেন্ন মিহির-মহসাং বিশদরূপাণামুপলম্ভাত্তথাভিমানাৎ। কথং তর্হি নীলনভ ইতি প্রতীতিরিতিচেন্ন, সুমেরোর্দ্দক্ষিণদিশামাক্রম্যস্থিতস্যেন্দ্রনীলময়-শিখরস্য প্রভামালোকয়তাং তথাভিমানাৎ। যত্তু সুদূরং গচ্ছচ্চক্ষুঃ পরাবর্ত্তমানং স্বচক্ষুকনীনিকামাকলয়ত্তথাভিমানং জনয়তীতি মতং তদযুক্তম্। পিঙ্গলসারনয়নানামপি তথাভিমানাৎ। ইহেদানীং রূপাদিকমিতি প্রত্যয়াৎ দিক্‌কালয়োরপি রূপাদি চতুষ্কমিতি চেন্ন সমবায়েন পৃথিব্যাদীনাং তল্লক্ষণস্যোক্তত্বাৎ। নতু সম্বন্ধান্তরেণাপি ইহেদানীং রূপাত্যন্তভাব ইত্যপি প্রতীতেঃ সর্ব্বাধারতৈ দিক্‌-কালয়োঃ।" ৫ম, ১ম আহ্নিক দ্বিতীয় অধ্যায়।

বায়ুর নীলিমত্ব সম্বন্ধে বৈশেষিকদর্শনের উপস্কারে প্রশ্ন উত্থিত হওয়ার কারণ এই যে বায়ুরাশি দার্শনিকপ্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নহে, কিন্তু বায়ুর রূপ স্বীকার করিলে অর্থাৎ "বায়ুর নীলিমবর্ণ আছে" একথা স্বীকার করিলে উহা দার্শনিক প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া উঠে। তাই উপস্কারগ্রন্থে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে আকাশে যে নীলাদি রূপের অস্তিত্বের প্রতীতি হয়, উহা আকাশাদির বর্ণ নহে, নিয়োগতঃ সমুচ্চয়তঃ বা বিকল্পতঃ, কোন প্রকারেই নভঃ প্রভৃতি দ্রব্যের রূপাদি থাকিতে পারে না—তবে যে বর্ণাদির উপলব্ধি হয়, উহা ভ্রান্তিপ্রতীতি মাত্র। শঙ্করমিশ্র উক্ত ভ্রান্তি-নিরসনের নিমিত্ত বহুল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। সমুদ্রে ও বায়ুরাশিতে আমরা যে নীলিমত্ব দেখিতে পাই, ঐ নীলিমত্ব বস্তুগত নহে। উহা উক্ত পদার্থদ্বয়ে সৌর-কিরণের নীলবর্ণ প্রতিফলনসম্ভূত বর্ণমাত্র। যদি উহা বস্তুগত হইত, তবে গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ুরাশিকে এবং ভাণ্ডস্থ সমুদ্রজলকে আমরা নীলবর্ণবিশিষ্টই দেখিতে পাইতাম। আকাশের নীলিমতা কবির কল্পনানেত্রে যেরূপ ঘনীভূতসৌন্দর্য্যের বিষয় বলিয়া প্রকল্পিত হয়, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণের সূক্ষ্মদর্শনের তীব্রালোকে উহার সেই সৌন্দর্য্যচমৎকারিত্বের কবিবর্ণিত শোভাচ্ছটা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়।

বায়ুর রাসায়নিক-তত্ত্ব।

প্রাচ্য পণ্ডিতগণ বায়ুকে পঞ্চভূতের অন্তর্গত একটী 'ভূত' সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহাকে "ভূত" বলিয়াই স্বীকার করিতেন। আমরা এখনও বায়ুকে ভূত বলিয়াই স্বীকার করি। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে,আমাদের শাস্ত্রকারগণের অভিহিত 'ভূত' পদার্থ এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিহিত "মূল পদার্থ" (Element) এককথা নহে। পাশ্চাত্য প্রদেশে বহুকাল পর্য্যন্ত আমাদের এই পঞ্চ-মহাভূত "Element" সংজ্ঞায় অভিহিত হইত, কিন্তু পাশ্চাত্য রসায়ন শাস্ত্রে এক্ষণে সপ্রমাণ হইয়াছে যে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম ইহারা মূল পদার্থ বা "এলিমেণ্ট" নহে। কিন্তু উহাতে আমাদের শাস্ত্রীয় "ভূত" নামধেয় সংজ্ঞার পরি-বর্ত্তনের প্রয়োজন হয় নাই। কেন না, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখন "এলিমেণ্ট" বলিলে যাহা বুঝিয়া থাকেন, আমাদের "ভূত" শব্দ তদ্রূপ পদার্থের বাচক নহে। আধুনিক পাশ্চাত্য রসায়ন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন বায়ু জল ও পৃথিবী মূল পদার্থ নহে, উহারা মূল পদার্থের সংযোগে প্রস্তুত হয়। আগুন আদৌ পদার্থ নহে—উহা রাসায়নিক মূল পদার্থের ক্রিয়া-ফল বিশেষ। বিশ্লেষণী ক্রিয়ার অতি সূক্ষ্মপ্রণালী দ্বারা যে পদার্থকে অপর জাতীয় পদার্থে কোন প্রকারেই বিশ্লিষ্ট করা যায় না, তাদৃশ পদার্থই অধুনা মূল পদার্থ নামে অভিহিত। সংপ্রতি এই মূল পদার্থের সংখ্যা সত্তর হইতে অধিক। আবার অতি আধুনিক রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ পরমাণুতত্ত্বে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়া বর্ত্তমান রসায়ন-বিজ্ঞানের মূল পদার্থনির্ণয়-বিভাগে মহাবিপ্লব

ঘটাইয়া তুলিতেছেন। এই সকল বিভিন্ন মূল পদার্থ যে একই মূল পদার্থের অবস্থান্তর মাত্র, বর্ত্তমান বিজ্ঞান এখন এই সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

যাহা হউক, যে পর্য্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত না হইতেছে, ততদিন আমাদিগকে বর্ত্তমান রসায়নবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারেই চলিতে হইবে। য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক যুগের প্রারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত বায়ুর রাসায়নিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়া আসিতেছে, নিম্নে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিতেছি।

পূর্ব্বে য়ুরোপেও বায়ু একটি মূল পদার্থ বলিয়া গণ্য হইত। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাসায়নিক পণ্ডিত জাঁ রে (Jean Ray) দেখিতে পান যে টীন ও সীস ধাতু উন্মুক্ত স্থানে দগ্ধ করিলে উহাদের ভারিত্ব বৃদ্ধি পায়। ইহাতে তাঁহার মনে একটী বিতর্কের উদয় হয়। তিনি অবশেষে স্থির করেন যে, আকাশের বায়ুতে এমন কোন পদার্থ আছে যাহা এই ধাতুদ্বয় দহন করার সময়ে উহাদের সহিত সংমিলিত হয়, এবং এই সম্মিলনের ফলেই উহাদের ভারিত্ব-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই পদার্থ যে কি,—তিনি তাহা স্পষ্টতঃ নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

বায়ুর উপাদান বিশ্লেষণের ইতিহাস

অতঃপর ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে মেয়ো নামক একজন ইংরাজ রসায়ন-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত বায়ুর রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। ইনি পরীক্ষা-ফলে বুঝিতে পান বায়ুতে দুইটী বাষ্প (Gas) আছে। এই দুইটী বাষ্পের গুণাগুণ সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল। এই দুইটী বাষ্পের মধ্যে একটী জীবনধারণের অনুকূল এবং অপরটী উহার প্রতিকূল।

অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেও এই বাষ্পদ্বয়ের নাম আবিষ্কৃত হয় নাই। তখনকার রসায়ন শাস্ত্রে বায়ু বিশ্লেষণের প্রমাণ যথেষ্টই আছে। ডাক্তার প্রিষ্টলী বায়ুর এই বাষ্পটিকে "Dephlogisticated air" নামে অভিহিত করিতেন। ডাক্তার শিলে (Scheele) এই বাষ্পটীকে Empyreal air আখ্যাতেও অভিহিত করিয়াছেন। সহজ কথায় কনডরসেট্ (Condorcet) উহাকে Vital air নামে অভিহিত করিতেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট ডাক্তার প্রিষ্টলী সর্ব্বপ্রথমে ইহার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞানের জন্মদাতা সুবিখ্যাত ফরাসী রসায়নবিজ্ঞানবিদ্ লাভোয়াজিয়েই (Lavoisier) এই পদার্থটিকে অক্সিজেন (oxygen) নামে অভিহিত করেন।

ডাক্তার প্রীষ্টলী মেটে সিন্দুর দগ্ধ করিয়া [illegible] পদার্থ বিশ্লিষ্ট করেন। মেটে সিন্দুরকে পাশ্চাত্য [illegible] Plumbum Rubrum বা সহজ কথায় Red Lead নামে অভিহিত করেন।

কিন্তু ১৭৭২ সালে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত রাদারফোর্ড বায়ু হইতে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন বিশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন। নাইট্রোজেন পূর্ব্বকালে "Phlogisticated air" নামে অভিহিত হইত। পণ্ডিত রাদারফোর্ড রুদ্ধ বায়ুতে ফসফরাস নামক মূল পদার্থ দগ্ধ করিয়া বায়ুস্থিত নাইট্রোজেনকে অক্সিজেন হইতে পৃথক্ করেন। ফসফরাস দগ্ধ হইবার সময়ে বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয়। কিন্তু নাইট্রোজেনের সহিত ফসফরাসের সেই মিলন সম্পর্ক নাই। সুতরাং রুদ্ধ বায়ুময় পাত্রে ফসফরাস দগ্ধ হইবার সময়ে কেবল মাত্র নাইট্রোজেনই অবশিষ্ট থাকে।

লাভোয়াজিয়েই যে প্রণালীতে এই দুইটী পদার্থে বিশ্লেষণ করেন, তাহার প্রক্রিয়া লিখিত হইতেছে :—তিনি একটী রুদ্ধ কাচপাত্রে কিঞ্চিৎ পারদ রাখিয়া কয়েক দিবস পর্য্যন্ত অনবরত উহাতে উত্তাপ প্রদান করিয়া দেখিতে পান যে পারদের কিয়দংশ রক্তবর্ণ চূর্ণাকারে পরিণত হইয়াছে এবং রুদ্ধ পাত্রস্থিত বায়ুর পরিমাণ প্রায় একপঞ্চমাংশ কমিয়া গিয়াছে। এই লোহিত চূর্ণ পদার্থগুলিকে তিনি এক কাচ পাত্রে রাখিয়া উহাতে উত্তাপ দিতে প্রবৃত্ত হন। ইহার ফলে উহা হইতে একটী বাষ্পের উদ্গম হয়। এই বাষ্পটী পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে উহাতে দহনক্রিয়া সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। লাভোয়াজিয়েই সর্ব্বপ্রথমে এই পদার্থটী অক্সিজেন নামে অভিহিত করেন। "অক্সিজেন" গ্রীক ভাষার শব্দ। Oxus অর্থ অম্ল বা এসিড্, এবং Gen উৎপন্ন করা। যাহা অম্ল উৎপাদন করে তাহারই নাম অক্সিজেন। লাভোয়াজিয়েই বিশ্বাস করিতেন, এই পদার্থ অম্ল উৎপাদনের মূল হেতু। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় এই ধারণা তিরোহিত হইয়াছে। এখন সপ্রমাণ হইয়াছে যে এমন এসিড্ অনেক আছে, যাহাতে অক্সিজেন নাই, আবার অপর পক্ষে ক্ষার পদার্থেও (Alkalies) অক্সিজেন পরিলক্ষিত হইতেছে।

লাভোয়াজিয়েই কি প্রকারে এই বিশ্লেষণ ফললাভ করেন, তাহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। পাত্রস্থিত বায়ুর অক্সিজেনের সহিত পারদ উত্তাপ দ্বারা মিলিত হইয়া লোহিতবর্ণ চূর্ণ পদার্থ (Red Oxide of Mercury) উৎপাদন করে এবং পাত্র মধ্যে নাইট্রোজেন অবশিষ্ট থাকে। অত্যধিক উত্তাপে এই লোহিতবর্ণ পদার্থ বিশ্লিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার উহা পারদ ও অক্সিজেন বাষ্প, এই দুই পদার্থে পরিণত হয়। অক্সিজেন পৃথক্ করার উপায় এইরূপ :—

[illegible]

নামক পদার্থ রাখিয়া উহাকে প্রতপ্ত কর। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী দীপশলাকা জ্বালিয়া উহাকে এমন ভাবে নির্ব্বাণ কর, যেন উহার মুখে একটুকু অজ্বলন্ত আগুন থাকে। এইরূপ দীপশলাকা উক্ত নলের মধ্যে প্রবিষ্ট করা মাত্রই উহা জ্বলিয়া উঠিবে। এই জ্বলনের হেতু এই যে উক্ত রেড্ অক্সাইড অব মার্কুরী উত্তাপের ফলে পারদ ও অক্সিজেন বাষ্পে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। অক্সিজেন গ্যাসে দাহিকাশক্তি অতি প্রবল, সুতরাং নির্ব্বাপিত-প্রায় শলাকায় অক্সিজেন বাষ্প সংযোগ হওয়া মাত্রই উহা প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠে।

এখন নাইট্রোজেনের কথা বলা যাইতেছে ;—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এডিনবরার সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার রদারফোর্ড নাট্রোজেন পদার্থটাকে বায়ু হইতে পৃথক্ করেন। তিনি ইহাকে mephitic air নামে অভিহিত করিতেন। অতঃপর ডাক্তার প্রিষ্টলী ইহাকে Phlogisticated air নামে আখ্যাত করেন। বায়ু হইতে নাইট্রোজেন পৃথক্ করার বহুল উপায় আছে। এস্থলে সেই সকল বিষয়ের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক বিধায় পরিত্যক্ত হইল।

ফ্লুজিষ্টিন সিদ্ধান্ত বা প্রাচীন সিদ্ধান্ত

যাহা হউক, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দের রসায়ন-বিজ্ঞানে যে সকল পদার্থ বায়ুর উপাদান বলিয়া গৃহীত হইত, এস্থলে তাহার একটী তালিকা দেওয়া যাইতেছে—

১। ডিফ্লজিষ্টিকেটেড্ এয়ার বা অক্সিজেন।
২। ফ্লজিষ্টিকেটেড্ এয়ার বা নাইট্রোজেন।
৩। নাইট্রাস এয়ার বা নাইট্রিক অক্সাইড্।
৪। ডিফ্লজিষ্টিকেটেড্ নাইট্রাস এয়ার বা নাইট্রাস অক্সাইড্।
৫। ইন্‌ফ্লেমেবল এয়ার বা হাইড্রোজেন।
৬। ফিক্সড্ এয়ার বা কার্ব্বণিক এসিড্।
৭। আলকেলাইন এয়ার বা আমোনিয়া।

বর্ত্তমান সময়ে এই সকল নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। রসায়ন-বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ নানাবিধ উপায়ে বায়ুরাশির উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের পরিমাণ স্থির করিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ বায়ুর যে সকল উপাদান ও পরিমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

বায়ুর উপাদান সম্বন্ধে আধুনিক সিদ্ধান্ত

অক্সিজেন	২০·৬১
নাইট্রোজেন	৭৭·৯৫
জলীয়বাষ্প	১·৪০
কার্ব্বণিক এ্যানহাইড্রাইড্	·০৪

এতদ্ব্যতীত ওজোন্ (Ozone), নাইট্রিক এসিড্, আমোনিয়া, কার্ব্বারেটেড্ হাইড্রোজেন এবং প্রধান প্রধান সহরের বায়ুতে সালফারেটেড্ হাইড্রোজেন এবং সালফিউরাস এসিড দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত নানাবিধ উদ্বেয় যান্ত্রিক পদার্থ (Volatile organic matter), রোগোৎপাদক বীজ (Pathogenic Germs) ও মাইক্রোব (Microbe) বায়ুরাশিতে ভাসিয়া বেড়ায়।

এতদ্ব্যতীত বিশুদ্ধ বায়ুরাশিতে অধুনা আরও কয়েকটী মূল পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ লর্ড

অভিনব মূল পদার্থ

রালে (Lord Raleigh) এবং ইউনিভার-সিটী কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক উইলিয়াম রামজে (William Ramsay)—এই উভয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত প্রভূত অর্থব্যয়ে ও যথেষ্ট গবেষণায় বায়ুর মধ্যে পাচটী অভিনব মূল পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তদ্ যথা—আর্গন (Argon), হেলিয়াম্ (Helium), নীয়ন (Neon), ক্রীপটন (Krypton) এবং জীনন (Xenon) এই পাচটী মূল পদার্থ ই বায়বীয়।

বায়ুর মধ্যে যে হাইড্রোজেন আছে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দের রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণও তাহা জানিতেন। কিন্তু তাঁহারা

বায়ুতে হাইড্রোজেন

হাইড্রোজেন নামটী জানিতেন না। ইদানীন্তন কালে বায়ুর মধ্যে যে হাইড্রোজেন আছে তাহা কেহ খুলিয়া বলেন নাই। কিন্তু সুবিখ্যাত ফরাসীপণ্ডিত গাউটেই (Gautier) বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে হাইড্রোজেন নামক মূল পদার্থ টী বিশুদ্ধাবস্থায় সর্ব্বদা বায়ুতে অবস্থিতি করে। প্রতি দশহাজার ভাগ বায়ুতে দুইভাগ হাইড্রোজেন প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধ্যাপক ডেওয়ার এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন।

উপরোক্ত তালিকা পাঠে প্রতীতি হইবে যে, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই দুইটী মূল পদার্থই বায়ুর প্রধানতম উপাদান। কার্ব্বণিক এসিড্ ও জলীয়বাষ্প প্রভৃতির পরিমাণ দেশভেদে ও সময়ভেদে পরিবর্ত্তনশীল। আমোনিয়া, সালফারাটেড্ হাইড্রোজেন ও সালফিউরাস্ এসিড্ প্রভৃতির পরিমাণও দেশ-কালভেদে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ ও অনুপাতের কোনও ব্যতিক্রম

বিশুদ্ধ বায়ুর ভারিত্ব

হয় না। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত বায়ট (Biot) এবং আরাগো (Arago) বিশুদ্ধ বায়ুর ভারিত্ব সম্বন্ধে গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে মধ্যবর্ত্তী উষ্ণতায় (Temperature) একশত কিউবিক ইঞ্চ শুষ্ক বায়ুর ওজন ৩১ গ্রেণের কিঞ্চিৎ অধিক। ইহা জল অপেক্ষা ৮১৬ গুণ লঘু। বৃষ্টির জলে অক্সিজেনের মাত্রা অধিক পরিমাণে থাকে।

বায়ুরাশিতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন সংযোগসম্বন্ধে বিমিশ্রিত থাকে। যাহাকে রাসায়নিক সংমিশ্রণ বা (chemical combination) বলে বায়ুস্থ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সম্বন্ধ সেরূপ দৃঢ় নহে। প্রয়োজন হইলে সহসাই একটী পদার্থ অপর পদার্থ হইতে বিশ্লিষ্ট হইতে পারে। এরূপ সহজ ও সহসা বিশ্লেষণপ্রক্রিয়া সম্ভাবিত না হইলে বায়ুদ্বারা যে জগতের অনেক অত্যাবশ্যক প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না, আমরা পরে তাহার আলোচনা করিব।

বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই দুইটীই প্রধানতম উপাদান। এই দুইটী উপাদান পৃথক্ করার ও ইহাদের পরিমাণ নির্দ্দেশ করার যে সকল উপায় আছে, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা এস্থলে বলা যাইতেছে। বায়ুর অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে ইউডিওমিটার (Eudiometer) নামক নলিকা-যন্ত্র উহার প্রধান সহায়। বায়ুর উপাদানের পরিমাণ-নির্ণয়ের নিমিত্তই এই যন্ত্রের সৃষ্টি। এই যন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বায়ু লইয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেনের সহিত মিশ্রিত করিয়া তড়িৎদ্বারা বাষ্পগুলির সংযোগসাধন করিতে হইবে। এই পরীক্ষায় বায়ুমণ্ডলীর অক্সিজেন হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া জলীয়াকারে পরিণত হয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই অতিরিক্ত হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন।

অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন বিশ্লেষণ

ইউডিওমিটারের ব্যবহার

এই পরীক্ষার ফল বাহির করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বনীয় :—

$$ফ = \frac{ব + র্ব - র্ব'}{৩}$$

ব — অর্থে যে পরিমাণ বায়ু গৃহীত হইয়াছিল।

র্ব — অর্থে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন গৃহীত হইয়াছিল।

র্ব' — অর্থে রাসায়নিক সম্মিলনের পরে যে মিশ্রিত বাষ্প অবশিষ্ট রহিল।

ফ — অর্থে ফল।

যদি ৫০ কিউবিক সেণ্ট্‌মিটার বায়ুর সহিত ৫০ কিউবিক সেণ্ট্‌মিটার হাইড্রোজেন মিশ্রিত করিয়া তড়িৎ সঞ্চালনের পর ৬৮·৬ কিউবিক সেণ্টমিটার অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ৩১·৫ কিউবিক সেণ্টমিটার বাষ্প জলীয়াকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু দুই পরিমাণ হাইড্রোজেন এবং এক পরিমাণ অক্সিজেনে জল উৎপন্ন হয়।

$$\frac{৩১·৫}{৩} = ১০·৪৬$$

১ পরিমাণ অক্সিজেন	১০·৪৬
২ পরিমাণ হাইড্রোজেন	২০·৯২

৫০ কিউবিক সেণ্ট্‌মিটার বায়ুতে যদি ১০·৪৬ অক্সিজেন থাকে, তাহা হইলে একশত অংশে ২০·৯২ হইবে। অতএব বায়ুমণ্ডলে শতকরা ২০·৯২ অক্সিজেন এবং ৭৯·০৮ নাইট্রোজেন আছে। ওজোনদ্বারা বায়ুর অক্সিজেন শতকরা ২৩ এবং নাইট্রোজেনের পরিমাণ ৭৭ ভাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বায়ুর অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বিনির্ণয়ের নিমিত্ত আরও উপায় আছে, তন্মধ্যে আর একটি উপায় এই :—

একটী ক্ষুদ্র পোর্সিলেন পাত্রের উপর একখণ্ড ফসফরাস্ রাখিয়া উহা একটী জলপূর্ণ আয়ত পাত্রের উপর স্থাপন করুন। তদনন্তর সমান ছয়ভাগে বিভক্ত উভয় এবং মুখখোলা বোতলের আকারের একটি কাচপাত্র উক্ত পোর্সিলেন পাত্রকে আচ্ছাদিত করিয়া এরূপ ভাবে স্থাপিত করুন যে পাত্রের একাংশ মাত্র জলপূর্ণ হইয়া রহে। পাত্রের উপরে যে একটী ছিপি দিতে হইবে, তাহার নিম্নভাগে একটী পিতলের শিকল এমন ভাবে আলম্বিত থাকিবে যে উহার অপর প্রান্তে ফসফরাস খণ্ড স্পর্শ করিতে পারে। ছিপিটী খুলিয়া পিতলের শিকল দীপালোকে উত্তপ্ত করিয়া উহা দ্বারা ফরফরাস খণ্ড সংস্পৃষ্ট করুন এবং ছিপিটী দৃঢ়রূপে আঁটিয়া দিন। উত্তপ্ত শিকল স্পর্শে ফসফরাস জ্বলিয়া উঠিবে এবং কাচপাত্র শ্বেতবর্ণ ধুম দ্বারা পূর্ণ হইবে। পাত্রটি শীতল হইলে দেখা যাইবে যে জল উঠিয়া পাত্রের দ্বিতীয়াংশ মাত্র অধিকার করিয়া বসিয়াছে এবং অবশিষ্ট চারি অংশ শূন্য রহিয়াছে।

ফসফরাস পাত্রস্থিত বায়ুর $\frac{১}{৫}$ অংশ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া যে শ্বেতবর্ণ ধূমাকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা ফসফরাস ট্রাইঅক্সাইড (Phosphorus Trioxide P. 20) নামে অভিহিত। ইহা জলে দ্রবণীয়, সুতরাং অল্পক্ষণ মধ্যে পাত্রস্থিত জলের সহিত মিলিত ফসফরাস্ এসিডরূপে অবস্থিতি করে। যে অদৃশ্য বাষ্প, পাত্রের অবশিষ্ট চারি অংশ অধিকার করিয়া থাকে, পরীক্ষা করিলে উহা নাইট্রোজেন বলিয়া জানা যাইতে পারে।

এই পরীক্ষা দ্বারা ইহাও সপ্রমাণ হয় যে বায়ু মধ্যে ৪ আয়তন (Volume) নাইট্রোজেন ও এক আয়তন অক্সিজেন আছে। দেখা যাইতেছে যে বায়ুর মধ্যে যে সকল উপাদান আছে, তন্মধ্যে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের ভাগই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং বায়ুর স্বরূপ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে জানিতে হইলে উহার প্রধান প্রধান উপাদানগুলির স্বরূপ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্ব্বণিক-এসিড্, জলীয় বাষ্প ও হাইড্রোজেন প্রভৃতি পদার্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে অক্সিজেনের ও নাইট্রোজেনের আবি-

ষ্কারের ইতিহাস সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। প্রীষ্টলী, শিলে, লাভোয়াজিয়েই প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কি প্রকারে বায়ু হইতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পৃথক্ করেন, তাহারও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। রসায়ন-বিজ্ঞানে মূল পদার্থ সমুদায়ের যে সংক্ষিপ্ত চিহ্ন আছে, তাহাতে অক্সিজেন ইংরাজী O অক্ষরে পরিচিহ্নিত, ইহা একটী মূল পদার্থ, ইহার পারমাণবিক গুরুত্ব—১৬। বায়ুর সাধারণ তাপে (Temperature) এবং প্রচাপে অক্সিজেন বাষ্পাবস্থায় অবস্থিতি করে।

অক্সিজেন

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ডাক্তার প্রিষ্টলী ইহাকে ডিফ্লজিষ্টি-কেটেড এয়ার (Dephlogisticated air) নামে অভিহিত করেন। ডাক্তার শীলি (Scheele) এম্পি-রিয়াল এয়ার (Empyreal air) আখ্যা প্রদান করেন। সুবিখ্যাত কনডরসেটের মতে ইহা ভাইটাল এয়ার (Vital air) বা প্রাণবায়ু নামে অভিহিত হইত। লাভোয়াজিয়ে মহোদয়ই ইহার বর্ত্তমান নামের আবিষ্কর্ত্তা। আমাদের শার্ঙ্গধরের মতে ইহার নাম "বিষ্ণুপদামৃত" বা "অম্বরপীযূষ"।

অক্সিজেনের নাম-করণ

অক্সিজেন গ্যাস উৎপাদনপ্রণালী সম্বন্ধে পূর্ব্বে দুই একটী প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বহু প্রণালী দ্বারা অক্সিজেন উৎপন্ন করেন। (১) মাঙ্গানিজ-ডাই-অক্সাইড নামক পদার্থকে উত্তপ্ত করিতে করিতে যখন উহা লোহিতবর্ণ ধারণ করে, তখন উহা হইতে ট্রাই-মাঙ্গানিজ-টেট্রক্সাইড এবং অক্সিজেন বাষ্প জন্মিয়া থাকে।

অক্সিজেন উৎপাদন-প্রণালী

(২) সাধারণতঃ ক্লোরেট অব পোটাশ হইতেই অধিক সময়ে অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করা হয়। ক্লোরেট অব্ পোটাশ উত্তপ্ত করিলে উহা বিকৃত হইয়া ক্লোরাইড অব্ পোটাশিয়াম এবং অক্সিজেন বাষ্প উৎপাদন করে।

(৩) ক্লোরেট অব পোটাশের সহিত মাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড কিংবা শুষ্ক বালি অথবা কাচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ দিলে অতি অল্পকালের মধ্যে অধিক পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ :—

একভাগ ক্লোরেট অব পোটাশের সহিত ইহার একচতুর্থাংশ ভাগ মাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত করিয়া রিটর্ট নামক একটি যন্ত্রে রাখিতে হয়। একটী নলাকার বাষ্পবহা নলসংযুক্ত ছিপি দ্বারা উহার মুখ উত্তমরূপে আবদ্ধ করিতে হইবে। অতঃপর এই রিটর্ট যন্ত্রটীকে একটী আধারদণ্ডে সংযুক্ত করিয়া উহার ঠিক নিম্নে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়া দিতে হইবে। তাপ পাইবা মাত্র অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হইতে থাকিবে। এই গ্যাস সংগ্রহ করিতে হইলে জলপূর্ণ গামলা কিম্বা নিউম্যাটিক ট্রফ্ নামক যন্ত্রবিশেষ ব্যবহার করিতে হয়। ছিপি বিশিষ্ট পরিষ্কৃত স্বচ্ছ কাচের বোতল গামলা বা নিউমাটিক ট্রফ্ জলে পূর্ণ করিয়া উহার উপরে অধোমুখে রাখিতে হইবে। অক্সিজেন বহির্গত হইতে আরম্ভ হইলে, বাষ্পবহা নলটী বোতলের মুখের নিম্নে ধরিবামাত্র বুদ্‌বুদ্ করিয়া উহাতে বাষ্প প্রবিষ্ট হইবে, যখন বোতলের সমুদয় জল বাহির হইয়া যাইবে, তখন ছিপিদ্বারা বোতলের মুখ বন্ধ করিতে হইবে। কাচের ছিপিদ্বারা বোতলের মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করা যায় না। এই নিমিত্ত দুইভাগ মোম এবং একভাগ নারিকেল তৈল ফুটাইয়া আঠা প্রস্তুত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। বোতল ব্যবহার করার পূর্ব্বে উহার ছিপিটী ঐ আঠা দ্বারা আবৃত করিয়া লইতে হয়।

(৪) উত্তাপ সহকারে গন্ধকাম্ল বিশ্লিষ্ট করিয়াও অক্সিজেন পাওয়া যাইতে পারে।

(৫) তড়িৎসংযোগে জলবিশ্লিষ্ট করিয়াও অক্সিজেন উৎ-পাদিত হয়।

অক্সিজেন মুক্তাবস্থায় ফ্লুরীন ব্যতীত প্রায় সমুদায় মূল পদার্থের সহিতই বিমিশ্রিত হইতে পারে। ইহা অন্যান্য পদার্থের সহিত মিশিয়া ত্রিবিধ যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে, যথা—অক্সাইড্, এসিড্ ও আলকালি। এমন অনেক পদার্থ আছে, যাহা প্রথমে অক্সাইডে অল্প পরিমাণে এবং কিছু বেশী মাত্রায় এসিডে পরিণত হয়—অঙ্গার, ফস্‌ফরাস ও ক্রমিয়াম প্রভৃতি এই জাতীয় পদার্থ।

অক্সিজেনের সংমিলন

অক্সিজেন গ্যাস বর্ণহীন, স্বাদহীন ও গন্ধহীন। ইহা চক্ষুর অগোচর ও অতি স্বচ্ছ এবং হাইড্রোজেন অপেক্ষা ১৬ গুণ ভারী, সাধারণ বায়ুতে যেরূপ স্থিতিস্থাপকতা প্রভৃতি গুণ পরিলক্ষিত হয়, অক্‌সিজেনেও সেইরূপ স্থিতিস্থাপকতাদি আছে। জীবনের ক্রিয়ানির্ব্বাহার্থ অক্সি-জেনের অত্যন্ত প্রয়োজন। সাধারণ বায়ুর সমপরিমাণ অক্সি-জেন অধিকতর দীর্ঘকাল প্রাণরক্ষার উপযোগী। এই নিমিত্ত ইহার অপর নাম প্রাণবায়ু বা Vital air।

অক্সিজেনের স্বরূপ

ভূবায়ু অপেক্ষা অক্সিজেন অধিকতর ভারী। একশত কিউবিক ইঞ্চ পরিমিত অক্সিজেন বাষ্প মধ্যম পরিমিত তাপে ও প্রচাপে ৩৪ গ্রেণ অপেক্ষাও ওজনে অধিকতর ভারী হইয়া থাকে। কিন্তু তদবস্থায় ভূবায়ুর ভারিত্ব ৩১ গ্রেণের কিঞ্চিৎ অধিক। অক্সিজেন গ্যাস জলে ঈষৎ দ্রবণীয়। ইহার স্বকীয় ব্যাপকতা-পরিমাণ-স্থানের কুড়িগুণ অধিক ব্যাপকতাস্থানবিশিষ্ট জলে অক্সিজেন দ্রাবিত হইয়া থাকে। ইহার উপরে আলোকের কোন ক্রিয়া নাই। অন্যান্য বাষ্পের ন্যায় উত্তাপে অক্সিজেন

বিস্তৃত হইয়া থাকে। তড়িৎশক্তির প্রভাবেও ইহার গুণের কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় না। শৈত্য ও প্রচাপে ইহাকে তরল বা কঠিন করা যায় না। অক্সিজেন এখনও মূল পদার্থ বলিয়াই পরিগণিত। কিন্তু কেহ কেহ এ বিষয়ে সন্দেহ করিতেছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সপ্রমাণ করিতেছেন যে, যাহাকে পূর্ব্বে পরমাণু বলিয়া অবিভাজ্য মনে করা হইত, সে সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। প্রত্যেক পরমাণু কতকগুলি বৈদ্যুতিক ক্ষুদ্রতম পদার্থের (Electron) সমষ্টি মাত্র। বর্ত্তমান রসায়ন-বিজ্ঞানে যে সকল মূল পদার্থের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে হাইড্রোজেন সর্ব্বাপেক্ষা লঘু পদার্থ। হাইড্রোজেনের মান ধরিয়াই অপরাপর মূল পদার্থের মান নির্ণীত হইয়াছে। অধুনা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে এই হাইড্রোজেনের এক পরমাণু উল্লিখিত বৈদ্যুতিক পদার্থের (Electron) একহাজার পরিমিত পদার্থের সমষ্টি এবং নেগেটিভ্ বা বিয়োগ-সংজ্ঞক বৈদ্যুতিক শক্তিপূর্ণ। যদিও এই সকল পরমাণু প্রত্যক্ষের অত্যন্ত অতীত, কিন্তু ইহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ এক বারেই অকাট্য এবং অখণ্ড্য।

মূলেই গোল

জগতে যে সকল মূল পদার্থ আছে, তন্মধ্যে অক্সিজেন সর্ব্বত্রই সুলভ। ভূভাগের জলরাশিতে ইহার ৮/৯ অংশ, বায়ুতে ১/৫ অংশ এবং সিলিকা, চক এবং এলিউমিনাতে ১/২ অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। সিলিকা, চক ও এলিউমিনা এই তিন পদার্থই ক্ষিতির প্রধানতম উপাদান। প্রাণীদিগের প্রাণরক্ষার্থে অক্সিজেনের নিত্য প্রয়োজন। মঙ্গলময় ভগবান্ এই নিমিত্ত জগতের সর্ব্বত্রই এই প্রয়োজনীয় পদার্থের সমাবেশ করিয়া রাখিয়াছেন। অনন্ত ভূবায়ুতে নাইট্রোজেনের সহিত অক্সিজেন মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। উদ্ভিদ্ জগতের অভ্যন্তরে অক্সিজেনের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। জগৎপ্রাণ সূর্য্য স্বীয় কিরণে উদ্ভিদ্ পত্রের আর্দ্র অন্তস্তল ভেদ করিয়া উহাদের মধ্য হইতে অক্সিজেন আকর্ষণ করেন এবং ধরাধামস্থ প্রাণীদিগের উপকারার্থ অক্সিজেন সঞ্চয় ও বিতরণ করিয়া প্রাণিগণের হিত সাধন করেন। ইহাতে উদ্ভিদ্ রাজ্যেরও পরম উপকার সাধিত হয়। কার্ব্বণ উদ্ভিদ্-সমূহের জীবনোপায়। ভূবায়ুতে যে কার্ব্বণিক এসিড্ সঞ্চিত হয়, পত্ররাশি বিনির্গত অক্সিজেন দ্বারা সেই কার্ব্বণিক এসিড বিশ্লিষ্ট হইয়া উদ্ভিদসমূহ কার্ব্বণ দ্বারা পরিপুষ্ট করে। উদ্ভিদ্ ও প্রাণিরাজ্যে কার্ব্বণ ও অক্সিজেনের এইরূপ আদান প্রদান দ্বারা বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বকার্য্যে সুশৃঙ্খলা, মিতব্যয়িতা ও নিরতিশয় সুবিধান পরিলক্ষিত হয়।

অক্সিজেনের ব্যাপ্তি

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ফরাসী পণ্ডিত লাভোয়াজিয়েই এই পদার্থকে "অক্সিজেন" নামে অভিহিত করেন। oxus একটী গ্রীক শব্দ, ইহার অর্থ অম্ল,—Gennao অর্থাৎ "আমি উৎপাদন করি"। এই দুইটী পদ হইতে Oxygen শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা অম্লোৎপাদক বলিয়া লাভোয়াজিয়ে ইহাকে অক্সিজেন নামে অভিহিত করেন তৎকালে যে ইহার এইরূপ নাম হইয়াছিল ইহার বিশিষ্ট হেতু আছে। অঙ্গার বা গন্ধক, রুদ্ধবায়ুতে দগ্ধ করিলে উহা হইতে এক প্রকার বায়বীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। অঙ্গার-বা গন্ধক-দহন-জনিত বায়ু জলে দ্রবীভূত হয়, এই জলের অম্ল-স্বাদ হইয়া থাকে। লাভোয়াজিয়েই এই কারণে উক্ত বায়বীয় পদার্থকে অক্সিজেন বা অম্লজান নামে অভিহিত করেন। কিন্তু অতঃপর ডেভি (Davy) ক্লোরিন পদার্থের পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দেখিতে পান যে হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ অতি তীব্র অম্ল পদার্থ, অথচ ইহাতে কণামাত্রও অক্সিজেন নাই, আবার অন্যদিকে সোডিয়াম ও পোটাশিয়াম প্রভৃতি পদার্থ অম্লজান বা অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া যে সকল যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে, সেই সকল পদার্থে একেবারেই অম্লাস্বাদ অনুভব করা যায় না। বিপরীত পক্ষে উহাতে তীব্রক্ষারের আস্বাদই অনুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং অক্সিজেন নামটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিয়া বিচার করিলে উহা যে পদার্থের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে যথার্থভাব এই নামটী দ্বারা অভিব্যক্ত হয় না; প্রত্যুত উহা ভ্রান্তিরই উৎপাদক।

নামেই ভুল

অক্সিজেন অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অক্সিজেন ভিন্ন জ্বলনক্রিয়া অসম্ভব। এই জন্য পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে কোন সময়ে অক্‌সিজেন অগ্নি-বায়ু (Fire-air) নামে অভিহিত হইত। জ্বলন্ত ইন্ধনে অক্‌সিজেন স্পর্শ মাত্র উহা উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে। যে সকল পদার্থ সাধারণতঃ অদাহ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, অক্‌সিজেন গ্যাস-সংস্পর্শে সে সকল পদার্থ সহসা প্রজ্বলনোপযোগী হইয়া দাঁড়ায়। লৌহ যখন অগ্নিতে পুড়িতে পুড়িতে লাল হইয়া উঠে, তখন উহাতে অক্‌সিজেন গ্যাস স্পৃষ্ট হইলে লৌহও জ্বলিয়া উঠে। অক্‌সিজেন গ্যাসে যখন ফসফরাস্ দগ্ধ হইতে থাকে, সে আগুনের আলোক সহ্য করাই অতি কঠিন ব্যাপার।

অক্‌সিজেনের দাহিকাশক্তি

অক্‌সিজেন গ্যাস না থাকিলে কিছুই জ্বলিত না। কোল গ্যাস বল, কেরোসিন তৈল বল, অক্‌সিজেনের সাহায্য না পাইলে ইহার কিছুই প্রজ্বলিত হইত না। হাইড্রোজেন বাষ্প দাহ্য, কিন্তু দাহক নহে। হাইড্রোজেনপূর্ণ বোতল নিম্নমুখ করিয়া উহাতে একটী জলন্তবাতি প্রবেশ করাইলে উহা তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হইবে। কিন্তু হাইড্রোজেন বাষ্প বোতলের মুখে প্রভাহীন

শিখায় জ্বলিতে থাকিবে। হাইড্রোজেন বাষ্পপূর্ণ বোতলে একটী দীপশিখা প্রবিষ্ট করিলে দীপশিখা যে নিভিয়া যায় ইহার কারণ হাইড্রোজেন দাহক নহে, কিন্তু কোন অগ্নিমুখ পদার্থ, অক্সিজেনপূর্ণ বোতলের মুখে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া মাত্র উহা অধিকতর প্রবলবেগে জ্বলিতে থাকিবে।

এখন প্রশ্ন এই যে অক্সিজেন নিজে দাহ্য কিনা? ইহার উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য যে অক্সিজেন সহজে দাহ্য নহে। কিন্তু যদি হাইড্রোজেন বাষ্পপূর্ণ কোন কাচ পাত্রের মধ্যে একটী নল দ্বারা অক্সিজেন বাষ্প প্রবেশ করাইয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করা যায়, তাহা হইলে নলের মুখে অক্সিজেন বাষ্প জ্বলিতে থাকিবে, সুতরাং স্থলবিশেষে অক্সিজেন দাহ্য পদার্থের ক্রিয়া ও হাইড্রোজেন দাহকের ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি দ্বারা অক্সিজেনের দাহিকাশক্তির সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে:—

ক। একটী বক্রমুখ তাম্র তারে ছোট মোমবাতি বিদ্ধ করিয়া প্রজ্বলিত করিয়া অক্সিজেন-পূর্ণ বোতলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিলে, বর্ত্তিকা অধিকতর উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে।

খ। প্রজ্বলিত বাতিটী নির্ব্বাপিত করিয়া অগ্নিমুখ থাকিতে থাকিতে অক্সিজেনের বোতলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিলে বাতি পুনঃ প্রজ্বলিত হইবে।

গ। তারে বাঁধিয়া দীপালোকে লোহিতোত্তপ্ত করিয়া এক খণ্ড কয়লা, অক্সিজেনপূর্ণ বোতলের মধ্যে নিমজ্জিত করুন, কয়লাখণ্ড উজ্জ্বল আলোক ও স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে।

ঘ। দীর্ঘ বাঁটযুক্ত তেলের পলার ন্যায় একটী পাত্রে (Deflagrating spoon) গন্ধক জ্বালাইয়া অক্সিজেনের বোতলে নিমজ্জিত করুন, গন্ধক বেগুণী বর্ণের আলোক প্রকাশ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে।

ঙ। পূর্ব্বোক্ত পাত্রে ক্ষুদ্র একখণ্ড ফসফরাস্ রাখিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া অক্সিজেন পূর্ণ বোতলে নিমজ্জিত করুন, ফস্‌ফরাস্ দৃষ্টিসন্তাপক তীব্র আলোক প্রকাশ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে এবং বোতলের মধ্যে শ্বেতবর্ণ ধূম সঞ্চিত হইবে।

চ। মাগ্‌নেসিয়ম্ ধাতুর একটী তার দীপশিখায় জ্বালাইয়া অক্সিজেনের বোতলে প্রবিষ্ট করিয়াছিল, অতীব উজ্জ্বল আলোক নিঃসৃত করিয়া মাগনেসিয়ম-তার পুড়িতে থাকিবে।

ছ। ঘড়ির স্প্রিংএর একমুখে দ্রবীভূত গন্ধক সংলগ্ন করিয়া অগ্নি সংযোগ করিলে গন্ধক পুড়িতে থাকে, কিন্তু ঘড়ির স্প্রিং পোড়ে না। এক্ষণে এই জ্বলন্তমুখ স্প্রিংটা অক্সিজেনের বোতলে নিমজ্জিত করুন, প্রবল তেজের সহিত স্প্রিংটী দগ্ধ হইতে থাকিবে এবং লোহিতবর্ণ গলিত লৌহ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সুন্দর দৃশ্য উৎপাদন করিবে।

জীবদেহে অক্সিজেনের ক্রিয়া সম্বন্ধে বহুল প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ফিজিয়লজী (Physiology) বা শারীর-তত্ত্বে এ সম্বন্ধে বহুল গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। নিশ্বাস প্রশ্বাসে বায়ুর প্রয়োজন ও পরিবর্ত্তন, রক্তসংশোধনে এবং দৈহিক তাপ উৎপাদনে (Oxydation) এবং দৈহিক শক্তির উৎপত্তিসাধনে ও দেহোপাদান প্রভৃতির গঠন ও ধ্বংস কার্য্যে অক্সিজেনের প্রভাব ও প্রক্রিয়ার বিষয় সেই স্থলে বিশদরূপে আলোচিত হইবে।

ওজোন (ozone) অক্সিজেনেরই একটী পৃথক্ মূর্ত্তি।

ওজোন (ozone)

ইহা ঘনীভূত অক্সিজেন। তিন আয়তন অক্সিজেন ঘনীভূত হইয়া দুই আয়তনে পরিণত হইলে তখন উহার ধর্ম্ম অক্সিজেনের ন্যায় থাকে না। তখন উহার একপ্রকার গন্ধ হয়। বজ্রপাতের সময়ে বায়ুরাশি হইতে এক প্রকার গন্ধ অনুভূত হয়। উহা ওজোনের গন্ধ।

সিমেন সাহেব ওজোন প্রস্তুত করার নিমিত্ত একপ্রকার নল প্রস্তুত করিয়াছেন। এই নলে অক্সি-

প্রস্তুত-প্রণালী

জেন প্রবিষ্ট করিয়া নলটী ব্যাটারী ও প্রবর্ত্তন-কুণ্ডলের সহিত সংযুক্ত করুন। উহাতে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করিলে নলের অপর মুখ দিয়া ওজোন নিঃসৃত হইবে। ওজোন কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইলে একখণ্ড পোটাশিয়াম-আইওডাইড্ শ্বেতসারের দ্রবণে সিক্ত করিয়া নল হইতে নির্গত বাষ্পের সহিত সংস্পৃষ্ট করিলে উহা নীলবর্ণ হইবে।

২। ফস্‌ফরাস বায়ুমধ্যে অনাবৃত অবস্থায় রাখিলে ওজোন্ প্রস্তুত হয়।

একটী আয়তমুখ বড় কাচের বোতলের মধ্যে অল্প জল রাখুন, তন্মধ্যে একখণ্ড ফস্‌ফরাস এরূপ ভাবে সংস্থান করুন যে উহার অল্পাংশ মাত্র জলের উপরিভাগ স্পর্শ করে। অতঃপর একটী কাচের ছিপি দ্বারা বোতলের মুখ বন্ধ করুন। ইহাতে ওজোন উৎপন্ন হইবে।

ওজোন বর্ণহীন অদৃশ্য বায়বীয় পদার্থ। ইহার গন্ধের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। তড়িৎ যন্ত্রপরিচালনেও এই প্রকার ঘ্রাণ অনুভূত হয়। ইহা অক্সিজেন অপেক্ষা ১৫ গুণ ভারী।

ওজোনের স্বরূপ ও ধর্ম্ম

সমধিক চাপ ও শৈত্য দ্বারা ইহা তরলাবস্থায় পরিণত হইতে পারে। ইহার রাসায়নিক তত্ত্ব সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাসে ওজোনের অস্তিত্ব থাকে না। নগর অপেক্ষা পল্লীগ্রামের

বায়ুতেই অধিক পরিমাণে ওজোন বিদ্যমান থাকে। ওজোন দ্বারা আকাশস্থ বিষ পদার্থ বিনষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে ইহা ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠার বীজাণুবিনাশক। অধুনা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ওজোনের বহুবিধ ব্যবহারের কথা শুনা যাইতেছে। আকাশ যে নীলবর্ণ দেখায় কাহারও কাহারও মতে এই ওজোনই তাহার হেতু।

নাইট্রোজেন (Nitrogen)

বায়ুর আর একটী উপাদান—নাইট্রোজেন। বায়ু রাশিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পাঁচভাগ বায়ুর মধ্যে একভাগ অক্সিজেন, চারিভাগ নাইট্রোজেন। প্রাকৃত জগতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ অতীব প্রচুর। প্রাণিজগতের সহিত ইহার সম্বন্ধ অতি প্রয়োজনীয়। এইজন্য মঙ্গলময় বিধাতা বায়ুমণ্ডলীর তিন চতুর্থাংশ কেবল এই মূল পদার্থ দ্বারাই পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। আওলালিক পদার্থের (Albuminouds) মধ্যে নাইট্রোজেনই প্রধানতম উপাদান। জীব ও উদ্ভিদ্‌জগতে নাইট্রোজেন ব্যাপ্তিরূপে অবস্থান করিতেছে। খনিজ পদার্থে নাইট্রোজেন বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। তন্মধ্যে কেবল সোরাতে এই মূল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। নাইট্রোজেন মিশ্রণ পদার্থের মধ্যে নাইট্রিক এসিড্ ও আমোনিয়ার লেশাভাস সর্ব্বপ্রকার ভূমিতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

মৌলিক নাইট্রোজেন গ্যাসে (N_2 এক অণুপরিমাণ) প্রাপ্ত হওয়া যায়। বায়ুরাশি হইতে এই পদার্থ বিশ্লিষ্ট করা যাইতে পারে। অক্সিজেন যেমন দহনক্রিয়ার অনুকূল, নাইট্রোজেনের ধর্ম্ম সেরূপ নহে; এই জন্যই সৃষ্টির কার্য্য সুনিয়মে সম্পন্ন হইতেছে। বায়ুর মধ্যে যদি শুদ্ধ অক্সিজেন থাকিত, তাহা হইলে অতি দ্রুতগতিতে দহনকার্য্য সম্পন্ন হইত। তাহা হইলে আমাদের রন্ধন, দীপপ্রজ্বলন প্রভৃতি কোন কার্য্যই সুসম্পাদিত হইত না। কাষ্ঠ বা কয়লাতে আগুন সংযোগ করা মাত্রই উহা তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া যাইত, প্রদীপ প্রজ্বলন করা মাত্রই উহার বর্ত্তি ভস্মীভূত হইয়া যাইত। আমরা কাষ্ঠবস্ত্র প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ নিরাপদে ব্যবহার করিতে পারিতাম না। খড়ের ঘরে আগুন ধরা মাত্রই উহা ভস্মীভূত হইয়া যাইত। আমরা বায়ুর সহিত যে অক্সিজেন গ্রহণ করি, তাহা আমাদের দেহের প্রত্যেক স্নায়ুর উপর মৃদু দাহন কার্য্য সম্পন্ন করে, তাহার ফলে তাপ ও দৈহিকশক্তির উদ্ভব হয়। যদি বায়ুর মধ্যে নাইট্রোজেন না থাকিয়া কেবল অক্সিজেন থাকিত, তাহা হইলে জীবনীশক্তির ক্রিয়া কোন ক্রমেই শৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হইত না। দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট অক্সিজেনের সহিত অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন বিমিশ্রিত রাখিয়া অক্সিজেনের সংহারিকা শক্তিকে নিয়মিত করা হইয়াছে। প্রকৃতির এই বিধান বিশ্বকর্ত্রী জ্ঞানময়ী মহাশক্তির মঙ্গলময়ী লীলার উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

নাইট্রোজেন অদৃশ্য বায়বীয় পদার্থ, ইহার স্বাদ, বর্ণ বা গন্ধ নাই। রেগনাল্ট্ (Regnantt) বলেন, বায়ুর তুলনায় ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ০·৯৭০২ সুতরাং ইহা বায়ু অপেক্ষা লঘুতর। একমিটার পরিমিত নাইট্রোজেনের গুরুত্ব ১·২৫ গ্রাম। একভাগ জলে ১·৪৮ ভাগ নাইট্রোজেন দ্রবীভূত হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ১৭৭২ খৃঃ অব্দে রদারফোর্ড সাহেব নাইট্রোজেন আবিষ্কার করেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে শীলে এবং ফরাসী ডাক্তার লাভোয়াজিয়েই ডাক্তার রদারফোর্ডের সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। কি প্রকারে নাইট্রোজেন বায়ুর অক্সিজেন হইতে বিশ্লিষ্ট করা যায়, কি প্রকারে নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়, ইতঃপূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে।

নাইট্রোজেনের স্বরূপ ও ধর্ম্ম

নাইট্রোজেন দাহ্য নহে। নাইট্রোজেনে দীপশিখা নিভিয়া যায়। ইহার কোন প্রকার বিষজনক ধর্ম্ম নাই, অথচ ইহা জীবনরক্ষার সম্বন্ধেও সাক্ষাৎভাবে কোন সাহায্য করে না। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ নাইট্রোজেনকে তরল অবস্থায় পরিণত করিতেও সমর্থ হইয়াছেন। সাধারণ অবস্থায় তাপ বা তড়িৎ প্রভৃতি দ্বারা নাইট্রোজেনের কোন প্রকার বিকৃতি বা পরিবর্ত্তন ঘটে না। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট উচ্চতর তাপে (Temperature) বোরণ, ম্যাগনিসিয়াম, ভেনাডিয়াম এবং টিটানিয়াম প্রভৃতি মূল পদার্থ ইহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া নাইট্রাইড্‌রূপে পরিণত হয়। সাধারণতঃ অক্সিজেনের সহিতও নাইট্রোজেন মিশিতে পারে। উত্তাপ দিলেও মিশ্রণ বিনষ্ট হয় না, কিন্তু উহাতে ধীরে ধীরে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ প্রবিষ্ট করিয়া দিলে এই দুই গ্যাস হইতে পরমাণু পৃথক্ হইতে আরব্ধ হয়।

সাধারণ বিমিশ্রণ ও রাসায়নিক বিমিশ্রণ

বায়ুরাশিতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মিশ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু এই মিশ্রণ রাসায়নিক বিমিশ্রণ নহে। নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইতে পারে:—

১। যখনই দুইটী বায়বীয় পদার্থে রাসায়নিক মিলন ঘটে, তখনই উত্তাপ উদ্ভূত হয় এবং উৎপন্ন পদার্থের আয়তন উৎপাদক পদার্থসমূহের আয়তন হইতে পৃথক্‌ত্ব প্রাপ্ত হয়। বায়ুনিহিত অক্সিজেনে ও নাইট্রোজেনে এই উভয় গ্যাসের যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে, এই দুই গ্যাসের সেই পরিমাণ লইয়া কোন পাত্রে মিশ্রিত করিলে উহা সর্ব্বপ্রকারেই বায়ুর ন্যায় কার্য্য করিবে এবং তদ্বৎ পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু এই মিশ্রণ-ফলে

তাপোৎপত্তি বা আয়তনের পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইবে না। বায়ু যে রাসায়নিক ভাবে (Chemically) বিমিশ্রিত পদার্থ নহে, ইহা তাহার একটী বিশিষ্ট প্রমাণ।

২। একটী পদার্থের সহিত অপর পদার্থের রাসায়নিক মিলন হইলে পরমাণুর গুরুত্ব-সংখ্যার অনুপাত অনুসারে এইরূপ মিলন ঘটিয়া থাকে। তাদৃশ অনুপাত ভিন্ন অপর কোন প্রকারে এই প্রকার মিলন হয় না। কিন্তু বায়ু মধ্যে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন যে পরিমাণে অবস্থান করে, তাহাতে পারমাণবিক গুরুত্ব সংখ্যার কোন প্রকার অনুপাত পরিলক্ষিত হয় না—সুতরাং বায়ু রাশিতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের যে মিলন আছে, উহা রাসায়নিক মিলন নহে।

৩। রাসায়নিক সংমিলিত পদার্থ বিশ্লিষ্ট করিলে উহাদের উপাদানগুলির কোনও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না—উহাদের পরিমাণের অনুপাতেও ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ সকল সময়ে একই পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় না। অবস্থা ভেদে উহাদের পরিমাণে বিভিন্নতা দেখা যায়। বায়ু যদি রাসায়নিক বিমিশ্রণের ফল হইত, তাহা হইলে এইরূপ উপাদানের পরিমাণেও অনুপাতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত না। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের যে বিমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা রাসায়নিক বিমিশ্রণ নহে।

প্রফেসর রামজে ও লর্ড র‍্যালে বায়ুরাশির পরীক্ষা করিতে করিতে উহাতে "আর্গন" নামক একটী অভিনব মূল পদার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বায়ুর সহিত অক্সিজেন মিলিত করিয়া উহাতে স্ফুলিঙ্গ তড়িৎ প্রবিষ্ট করিয়া দিলে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন রাসায়নিক ভাবে বিমিশ্রিত হইয়া যায়। কিন্তু কোনও একটা পদার্থ অবশিষ্ট রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পদার্থের নাম "আর্গন"। ইহার আণবিক গুরুত্ব ৪০। আর্গন অন্য কোন মূল পদার্থের সহিত মিলিত হয় না। বায়ুমধ্যে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে, তাহার শতকরা এক ভাগ আর্গন। ইহার স্বরূপ, প্রভাব ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে এখনও সবিশেষ কিছুই জানা যায় নাই।

নাইট্রোজেন ও আর্গন (Argon)

নাইট্রোজেনের একটি প্রয়োজনীয়তা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ অক্সিজেনের দাহিকাশক্তিকে জগতের প্রয়োজনীয় কার্য্যে সংযমিত রাখার নিমিত্ত নাইট্রোজেনের সবিশেষ প্রয়োজন। নাইট্রোজেন ভূমির মধ্যে থাকায় জমীর উৎপাদিকা শক্তি প্রবর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রসায়নশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ এখনও সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই।

নাইট্রোজেনের প্রয়োজনীয়তা

উদ্ভিদ্‌সমূহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে না। দাহিকাক্রিয়ায় বা নিশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার নিজের কোন ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। কেবল অক্সিজেনের ক্রিয়া-সংযমনই ইহার প্রধানতম কার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অক্সিজেনের সহিত নাইট্রোজেন মিলিত না থাকিলে, জীবজগতের পক্ষে অক্সিজেন হিতকর না হইয়া অহিতকরই হইত। নাইট্রোজেনের পরিবর্ত্তে অন্য কোন মূল পদার্থ বায়ুরাশিতে বিমিশ্রিত থাকিলে, তাহাতে বিষক্রিয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকিত। আমরা যে সকল যান্ত্রিক নাইট্রোজেনময় পদার্থ (Nitrogenous organic matter) দেখিতে পাই, বায়ুস্থ নাইট্রোজেনই যে সেই সকল পদার্থের পুষ্টিসাধন করে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ এজগতে যাহা কিছু দগ্ধ হয়, সেই দহন-ক্রিয়ার সময়ে নাইট্রিক এসিডের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বলিতে কি, বায়ুরাশিতে তড়িৎ শক্তির ক্রিয়াতেও নাইট্রিক এসিড্ উদ্ভূত হইয়া থাকে। এই নাইট্রিক এসিড্ আকাশস্থ আমোনিয়ার সহিত বিমিশ্রিত হইয়া নাইট্রেট্ অব আমোনিয়া প্রস্তুত হয়।

জর্ম্মণ ডাক্তার স্কনবিল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, নাইট্রোজেন গ্যাস ও জল একত্র যোগে নাইট্রাইট্ অব্ আমোনিয়াতে পরিণত হয়। ইহা অক্সিজেন সংযোগে অতি সত্বরে নাইট্রেট্ অব আমোনিয়াতে পরিণত হইয়া থাকে। এই নাইট্রেট্গুলি বৃষ্টির সহিত ধরাতলে পতিত হয়, সেই সুযোগে উদ্ভিদের মূলে নাইট্রেট্ সঞ্চিত হয়। উদ্ভিদ্, মূল দ্বারা নাইট্রেট্ পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে যে নাইট্রেট্ উদ্ভূত হয়—উহাকে বৈজ্ঞানিকগণ "নাইট্রিফিকেশন" (Atmospheric nitrification) বলেন। ইহা দ্বারা উদ্ভিদ্ জগতের যে অশেষ উপকার সাধিত হয় তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

কার্ব্বণিক এসিড।

বায়ুর অপর একটী উপাদান—কার্ব্বণিক এসিড। উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থের দগ্ধাবশেষ অঙ্গার নামে প্রসিদ্ধ। এই অঙ্গারকে রাসায়নিকগণ কার্ব্বণ নামে অভিহিত করেন। কার্ব্বণ বা অঙ্গার একটী মূল পদার্থ। হীরক গ্রাফাইট্ এই অঙ্গারের ভিন্নরূপ মাত্র। কয়লা পোড়াইলে উহা অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া কার্ব্বণিক এসিড্ উৎপন্ন করে। হীরকদগ্ধ করিলে তাহার ফলেও কার্ব্বণিক এসিড উৎপন্ন হয়। ভূমধ্যে অসীম ও অনন্ত অঙ্গারখনি বিদ্যমান রহিয়াছে। অঙ্গার সম্বন্ধে এস্থলে আমাদের অধিক কিছু বক্তব্য নাই। কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস বায়ুর একটা উপাদান,—সুতরাং তাহাই এখানে আলোচ্য।

কার্ব্বণ ও অক্সিজেন মিলিত হইয়া দুই প্রকার যৌগিক

গ্যাসের উৎপাদন করে। কার্ব্বণ-মন-অক্সাইড এবং কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইড। অল্প বায়ুতে কয়লা দগ্ধ করিলে উহাতে সম-পরিমাণ অক্সিজেন মিশ্রিত হইয়া কার্ব্বণ-মন-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। চুল্লীতে পাথুরিয়া কয়লা পোড়াইবার সময় এই গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গ্যাস নীল শিখা বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হয়। ইহাতে একভাগ অক্সিজেন ও এক ভাগ কার্ব্বণ বিদ্যমান থাকে, এই নিমিত্ত ইহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন C. O.। এই বাষ্প স্বাদগন্ধহীন, অদৃশ্য ও জলে অদ্রবণীয়। ইহা দাহক নহে—দাহ্য। দগ্ধ হইবার সময়ে ইহা হইতে নীলবর্ণ শিখা উত্থিত হয়। এই সময়ে বায়ু হইতে অক্সিজেন প্রাপ্ত হইয়া কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। ইহার পরীক্ষা এই যে, কার্ব্বণ মনক-সাইড বাষ্পপূর্ণ বোতলের মধ্যে একটী জলন্ত বাতি প্রবেশ করাইলে বাতিটী তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যায়, কিন্তু বোতলের মুখে উক্ত বাষ্প জলিতে থাকে।

কার্ব্বণ-মন-অক্সাইড (Carbon-mon-oxide)

এই বাষ্প অতীব বিষময়। নিশ্বাস দ্বারা দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ইহাতে শিরঃপীড়া, স্নায়বীয় অবসাদ, সংজ্ঞাহীনতা এমন কি অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। গৃহে কয়লা, কাঠ বা গুল জ্বালাইয়া দিয়া দরজাদি বন্ধ করিয়া ঘুমাইলে কার্ব্বণমনক-সাইডের প্রভাবে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। অনেক স্থলেই এইরূপ মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এদেশে সূতিকা ঘরে আগুন রাখার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রুদ্ধদ্বার গৃহে কাঠ কয়লা ও গুলাদি হইতে উদ্ভুত এই বিষময় বাষ্প যে সদ্যঃ প্রাণবিনাশক, তাহা সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য।

যাহা হউক এখন আমরা বায়ুর কার্ব্বণ-ডাইঅক্সাইড বা সাধারণ কথায় :কার্ব্বনিক এসিডের কথাই বলিতেছি। ইহার অপর নাম কার্ব্বণিক আন-হাইড্রাইড্। ১৭৭৫ সালে লাভোয়াজিয়েই হীরকদগ্ধ করার সময়ে কার্ব্বণিক এসিড আবিষ্কার করেন। তৎপূর্ব্বে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ব্লাক লাইমষ্টোনে ইহার অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া ইহাকে (Fixed air) নামে অভিহিত করেন। ইহার পরমাণবিক গুরুত্ব ৪৪। বিশাল বায়ুরাশিতে ইহার পরিমাণ অতি কম,—২৫০০ ভাগ বায়ুতে এক ভাগ কার্ব্বণিক-ডাই-অক্সাইড সাধারণতঃ বিদ্যমান থাকে। স্থানভেদে ইহার পরিমাণের ন্যূনাধিক্য হয়। সহরের বায়ুতে কার্ব্বণিকএসিড্গ্যাসের পরিমাণ অধিক। মানুষের প্রশ্বাস, পদার্থ-দহন (Combustion), পচন (putrefaction) ও উৎসেচন (Fermentation) প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য দ্বারা বায়ুরাশিতে অনবরত কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস সংমিলিত হইতেছে।

কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড (Carbon-Di-oxide)

উৎপত্তি

শ্বাসক্রিয়ায় কি প্রকারে কার্ব্বণিক এসিড গ্যাসের উৎপত্তি হয়, স্থানান্তরে তৎসম্বন্ধে আমরা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিব। এস্থানে কেবল এই মাত্র বলিয়া রাখি, যে মানুষের দেহের অভ্যন্তরেও অঙ্গার পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই অঙ্গার পদার্থের সহিত অক্সিজেনের সংযোগ হইলেই একপ্রকার মৃদুদহনী ক্রিয়ার (Oxidation) আরম্ভ হয়। ইহার ফলে কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রশ্বাসে এই বাষ্প বহির্গত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। নিশ্বাস ও প্রশ্বাস-বায়ুতে কার্ব্বণিক এসিডের পরিমাণে কি প্রকার ন্যূনাধিক্য আছে নিম্নলিখিত পরীক্ষায় তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে :—দুইটী বোতলে পরিষ্কৃত চূণের জল রাখুন, রবার ও কাঠের নল বোতল দুইটীতে এরূপ ভাবে সংলগ্ন করুন যে নলে মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করিলে একটি বোতলের মধ্য দিয়া আকাশীয় বায়ু প্রবেশ করিতে পারে এবং ঐ নল দ্বারা শ্বাস ত্যাগ করিলে অপর বোতলের মধ্য দিয়া প্রশ্বাস বায়ু বহির্গত হইতে পারে। এইরূপ নলের দ্বারা কতিপয় বার শ্বাস-গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিলে দেখা যাইবে যে বোতলে বাহিরের বায়ু প্রবিষ্ট হইয়াছে, উহার চূণমিশ্রিত জল অতি অল্প পরিমাণে ঘোলা হইয়াছে, কিন্তু যাহাতে নিশ্বাস পরিত্যক্ত হইয়াছে, উহার মধ্যস্থিত জল দুধের ন্যায় ঘোলা হইয়াছে। কার্ব্বণিক এসিড গ্যাসসংস্পর্শে চূণের জল ঘোলা হয়। যে ঘরে বহুসংখ্যক লোক একত্র অবস্থান করে, তাদৃশ গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ রাখিলে উহাতে কার্ব্বণিক এসিড গ্যাসের পরিমাণ অধিকতর হয়। পরিষ্কৃত চূণের জল গৃহে রাখিয়া ইহার পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

শ্বাসক্রিয়া ও কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস

অঙ্গার বা তদ্‌ঘটিত পদার্থ বায়ু মধ্যে দগ্ধ হইলে উহার অঙ্গার অংশ বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া কার্ব্বণিক এসিডে পরিণত হয়। দহন-ক্রিয়ার আধিক্যে কার্ব্বণিক এসিড উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

দহনক্রিয়া

জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জ পদার্থমাত্রেই ন্যূনাধিক পরিমাণে অঙ্গার আছে। তাপ ও আর্দ্রতা পচনক্রিয়ার সহায়। এই সকল পদার্থের পচন সময়ে কার্ব্বণিক এসিড্ উৎপন্ন হয়। গোরস্থান ও জলাভূমির উপরস্থ বায়ুতে কার্ব্বণিক এসিড্ বাষ্প অধিক পরিমাণে (প্রতি দশ হাজার ভাগে ৭০ হইতে ৯০ ভাগ) সঞ্চিত হয়। ড্রেণ হইতে যে দুর্গন্ধ বাষ্প উত্থিত হয়, উহার প্রতি দশহাজার ভাগে ২০০ হইতে ৩০০ ভাগ কার্ব্বণিক এসিড বাষ্প বিদ্যমান থাকে। অনেক সময়ে এই বিষাক্ত বায়ু ড্রেণ-পরিষ্কারকদের মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। প্রাচীন আবর্জ্জনাময় কূপেও নানা কারণে কার্ব্বণিক

পচনক্রিয়া

এসিড গ্যাসের আধিক্য হেতু কূপসংস্কারকের মৃত্যু ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

উৎসেচন (Fermentation)

গুড়, যবাদি শস্য ও দ্রাক্ষাদি ফলের রস পাকিয়া উঠিবার সময়ে কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। মদ্য প্রস্তুতের কারখানাতেও কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাসের পরিমাণ অধিক পরিলক্ষিত হয়।

ধর্ম্ম

কার্ব্বণিক এসিড্ অদৃশ্য, বর্ণ ও গন্ধবিহীন বাষ্প। ইহা দাহক নহে, দাহ্যও নহে। ইহা অপরিচালক। জ্বলন্ত বাতি দ্বারা ইহার পরীক্ষা করা যাইতে পারে। কার্ব্বণিক এসিডগ্যাসপূর্ণ এক বোতলের মধ্যে একটি জ্বলন্ত বাতি প্রবিষ্ট করিলে বাতিটী তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যাইবে, বাষ্পও জ্বলিবে না। কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস অগ্নিশিখা-নির্ব্বাণের পরম সহায়; এই জন্য উহা স্থানবিশেষে খনির অগ্নি-নির্ব্বাণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বাষ্প বায়ু অপেক্ষা ভারী। যদিও ইহা অদৃশ্য, তথাপি ইহাকে পাত্র হইতে পাত্রান্তরে অনায়াসেই ঢালা যাইতে পারে। রসায়নবিদ্গণ নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় ইহার পরীক্ষা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ একটী কাচ-পাত্র ওজন করিয়া উহার ওজন স্থির করুন। পরে উহা পাল্লার উপর তুলিয়া দিয়া উহাতে কার্ব্বণিক এসিড্পূর্ণ শিশিটী ঢালিয়া দিন, যদিও আপনি অদৃশ্য বাষ্পটী দেখিতে পাইবেন না, কিন্তু উহার ভারে পাল্লাটী ঝুলিয়া পড়িবে দেখিতে পাইবেন।

প্রস্তুত-প্রণালী

চা খড়ির সহিত বা মার্ব্বেলের সহিত সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক এসিডের ক্রিয়া-নিবন্ধন যন্ত্রবিশেষে কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস উৎপন্ন হয়। কার্ব্বণেট্ অব লাইমও ক্লোরাইড্ অব কাল্সিয়ামে পরিণত হয়। এই সময়ে কার্ব্বণিক এসিড উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কার্ব্বণিক এসিডের অবস্থা

কার্ব্বণিক এসিড কঠিন তরল ও বায়বীয়,—এই ত্রিবিধ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। ফারণহিটের ৩০ডিগ্রীতাপে কার্ব্বণিক এসিড তরল অবস্থায় পরিণত হয়। তরল কার্ব্বণিক এসিড বর্ণহীন, জলে ও চর্ব্বিপদার্থে অদ্রবণীয়, কিন্তু ইহা ইথার, আল্কোহল, বাইসালফাইড অব্ কার্ব্বণ, নাপ্থা ও টার্পিনতৈলে মিশ্রিত হইয়া থাকে। লিকুইড্ কার্ব্বণিক গ্যাস বিকীর্ণ হইতে হইতে উহা অত্যন্ত শীতল হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় কার্ব্বণিক এসিড তুষারের ন্যায় জমাট হইয়া উঠে।

বাষ্পীয় কার্ব্বণিক এসিড্ বর্ণহীন। কেহ কেহ বলেন, ইহাতে একটুকু অম্লাস্বাদ ও অম্লগন্ধ আছে। স্বাভাবিক উষ্ণতায় ইহা জলে দ্রবীভূত হয়। প্রচাপ দ্বারা ইহার নির্দ্দিষ্ট অংশ জলে শোষিত হয়, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট অংশের বেশী কোন প্রকার প্রচাপেই শোষিত হয় না। প্রচাপ দূরীভূত করিলে গ্যাসগুলি জল হইতে উঠিবার সময়ে জলে বুদ্বুদ্ পরিলক্ষিত হয়। সোডা ও লেমনেডের ছিপি খুলিলে এই কারণেই বুদ্বুদ্ দেখা যায়। কার্ব্বণিক এসিড্ পান করিলে কোন অপকার হয় না, অথচ ইহার অল্পমাত্রা বায়ুর সহিত মিশ্রিত ভাবে আঘাত হইলে জীবন-নাশের ভীষণ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। কার্ব্বণিক এসিড গ্যাসে আলোক নিভিয়া যায়, এই নিমিত্ত বায়ুতে কার্ব্বণিক এসিডের মাত্রা অধিক আছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করার নিমিত্ত জ্বলন্ত প্রদীপ দ্বারা বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। কিন্তু এ পরীক্ষার উপরে নির্ভর করা যায় না। যে বায়ুতে অতি সুন্দররূপে জ্বলন-ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়, সময়ে সময়ে সেই বায়ুর আঘ্রাণেও মানুষের অচেতনতা, নানা প্রকার পীড়া,—এমন কি মৃত্যু ঘটিতে দেখা গিয়াছে। যবদ্বীপের "উপাস" উপত্যকায়, নেপল্সের নিকটবর্ত্তী গ্রেটোভিকের উপত্যকায় এবং রেনিস্ প্রসিয়ায় লাক হ্রদের সন্নিকটে প্রচুর পরিমাণে কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমরা এস্থলে বায়ুর তিনটী উপাদান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। অতঃপর বায়ুতে মিশ্রিত আর একটী পদার্থের আলোচনা করা প্রয়োজনীয়। সে পদার্থটী—জলীয় বাষ্প। বায়ুতে জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকে, তজ্জন্য মেঘ বৃষ্টি, কোয়াসা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। কিন্তু এস্থলে এই পদার্থের আলোচনা করার পূর্ব্বে মানবদেহে বায়ুর অক্সিজেন ও কার্ব্বণিক এসিড্ কি কি কার্য্য সাধন করে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অতীব প্রয়োজনীয়; সুতরাং অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্ব্বণিক এসিডের তত্ত্ব বিবৃত করার পরেই এস্থলে মানবদেহে বায়ুর সম্বন্ধ-বিচার-প্রসঙ্গই উল্লেখযোগ্য। সুতরাং অগ্রে এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পরে জলীয় বাষ্পের (Aqueous Vapour) সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

মানবদেহে বায়ুর ক্রিয়া।

মানুষের দেহের প্রধান উপাদান-সমূহের মধ্যে শোণিত রাশির কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই শোণিত রাশি দুই প্রকার পথে জীবের দেহ-রাজ্যে বিচরণ করে,—ধমনী (Artery) পথে ও শিরা (Vein) পথে। ধমনীর রক্ত উজ্জ্বল লোহিত, শিরার রক্ত কৃষ্ণাভ লাল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ধামনিক ও শৈরিক রক্তের এই বর্ণ-পার্থক্যের একমাত্র কারণ—অক্সিজেন ও কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস। শিরার রক্তে অক্সিজেন অপেক্ষা কার্ব্বণিক এসিডের (দ্ব্যম্লাঙ্গারক বাষ্প) পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। কার্ব্বণ—অঙ্গার। অঙ্গার কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং শিরার রক্তও কৃষ্ণবর্ণ।

একশত ভাগ রক্তে ৬০ ভাগ বাষ্প আছে। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হক্স্‌লী সাহেব পরীক্ষা দ্বারা রক্তে বায়বীয় পদার্থের যে পরিমাণ বিনির্দ্দেশ করিয়াছেন, নিম্নে সে তালিকা উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

বায়বীয় বাষ্প	ধমনী রক্ত	শিরায় রক্ত
অক্সিজেন	২০	৮-১২
কার্ব্বণিক এসিড্	৪০	৪৬
নাইট্রোজেন	১-২	১-২

কিন্তু গ্রেটব্রিটেনস্থ রয়াল ইনষ্টিটিউশনের ফিজীওলজী-শাস্ত্রের ফুলেরিয়ান প্রফেসার ডাক্তার আর্থার গামজি (Gamgee) M. D. F. R. S.) বলেন ধামনিক রক্তে ১০০ ভাগের মধ্যে ২২ ভাগ অক্সিজেন এবং ৩৫ ভাগ কার্ব্বণিক এসিড্ অপর পক্ষে শৈরিক রক্তে কার্ব্বণিক এসিডের পরিমাণ ৪০ হইতে ৫০ ভাগ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিতে পারে।

বায়বীয় উপাদানের এই পার্থক্য ব্যতীত ধামনিক ও শৈরিক রক্তে অপর বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ধামনিক রক্তে অক্সিজেনের আধিক্য ও কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাসের ন্যূনতাই উহার বর্ণোজ্জ্বলতার হেতু। শিরার রক্ত অক্সিজেনসহ বিমিশ্রিত ও বিলোড়িত হইলে উহাও ধমনীর রক্তের ন্যায় লোহিতবর্ণ ধারণ করে। উহার কার্ব্বণিক এসিড্ বাষ্পের পরিমাণ কমিয়া যায়, এবং অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই নিমিত্ত উহার বর্ণেও পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। আবার অপর পক্ষে ধমনীর রক্তের সহিত যদি কার্ব্বণিক এসিড্ বিলোড়িত করা যায়, উহাতে কার্ব্বণিক এসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস হয়, রক্তের উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ বিনষ্ট হইয়া কৃষ্ণাভ হইয়া পড়ে। কিন্তু শৈরিক রক্ত যত সত্বরে ধামনিক রক্তের অবস্থায় পরিণত হয়, ধামনিক রক্ত তত সত্বরে শৈরিক রক্তে পরিণত হয় না। কেননা শৈরিক রক্ত, পিপাসিত ব্যক্তির জল গ্রহণের ন্যায় অক্সিজেন গ্রহণ করার নিমিত্ত যত ব্যাকুল হয়, কার্ব্বণিক এসিড্ বাষ্প গ্রহণ করার নিমিত্ত ধমনীর রক্তের আদৌ সেরূপ ব্যাকুলতা নাই। ধমনীর রক্তে যদি দাহ্য (Oxidizable substance) মিশ্রিত করা যায়, উহা তৎক্ষণাৎ শৈরিক রক্তের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়। এরূপ পদার্থের মধ্যে এমোনিয়াম্ সালফাইড্ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শৈরিক রক্তের লোহিত কণা অক্সিজেনের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল থাকে। কেন না উহাদের মধ্যে যে অক্সিজেনটুকু সঞ্চিত হয়, তাহা দেখিতে দেখিতে দহন কার্য্যে (Oxidation) ব্যয়িত হইয়া যায়। এই দহন-ক্রিয়া কি এবং ইহার প্রয়োজনীয়তাই বা কি ? তাহা পরে বলা যাইবে।

রক্তের লোহিতকণায় অক্সিজেন প্রবিষ্ট হইলে উহা কিঞ্চিৎ স্থূলতর হইয়া উঠে। অপর পক্ষে কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস উহাকে বিস্তৃততর করিয়া তুলে,—আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে। রক্তের লোহিত কণা স্থূলতর হইলে উহা প্রবলরূপে আলোক প্রতিফলিত করার সবিশেষ উপযোগী হয়, সুতরাং রক্ত সমুজ্জ্বল দেখায়। শৈরিক রক্তে আলোক তাদৃশ ভাবে প্রতিফলিত না হওয়ায় উহা কৃষ্ণাভ হইয়া পড়ে। অপরন্তু কার্ব্বণাধিক্যও শৈরিক রক্তের কৃষ্ণাভ বর্ণের আর একটী হেতু।

ধামনিক রক্ত উজ্জ্বল দেখায় কেন ?

ধামনিক রক্তের ক্ষুদ্রতম শোণিত গোলকগুলিতে (Hæmoglobin) অক্সিজেন সংস্পৃষ্টভাবে বিদ্যমান থাকে, শৈরিক রক্তের ক্ষুদ্রতম শোণিতগোলকে অক্সিজেন থাকে না। রক্তের এই ক্ষুদ্রতম গোলকগুলির অঙ্গ হইতে অক্সিজেন যখন রক্তস্থ কার্ব্বণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উহার সহিত সংমিলিত হয়, তৎক্ষণাৎ উহাদের বর্ণে পরিবর্ত্তন ঘটে।

রক্তের সহিত অক্সিজেন ও কার্ব্বণিক এসিডের যে সংযোগ-সম্বন্ধ ঘটে সে সংযোগ তত ঘনিষ্ট নহে। অক্সিজেনের সহিত রক্তের হিমোগ্লোবিনেরই ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ আছে, অপর কোন পদার্থের তাদৃশ সম্পর্ক বা সম্বন্ধ নাই। কিন্তু সে সম্বন্ধও অতিথির ন্যায়। অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনে দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকে না। কিন্তু রক্ত-কণিকার সহিত কার্ব্বণিক এসিডের আদৌ কোন সম্বন্ধ নাই, শোণিতের প্লাজমা (Plasma) নামক পদার্থের উপাদান-বিশেষের সহিতই উহার সম্বন্ধ। এই প্লাজমাতে বাইকার্ব্বণেট অব্ সোডা নামক যে রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহাতে কার্ব্বণিক এসিড পরিলক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ এখনও এসম্বন্ধে কোন বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন নাই; কিন্তু একথা নিশ্চয় যে সমগ্রদেহে এই বায়বীয় পদার্থ বিচরণ করিয়া দেহের তাপ-সংরক্ষণ ও পুষ্টিসাধন করিতেছে। দেহের গঠন উপাদান-মাত্রেই অক্সিজেন গ্রহণ করিতেছে। কার্ব্বণের সহিত অক্সিজেন সংমিলিত হইয়া দেহে দহন-ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। উহা হইতেই কার্ব্বণিক এসিডের উৎপত্তি ও তাপোৎপত্তি হইতেছে। প্রতিনিয়তই দেহের অভ্যন্তরে এই কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। দৈহিক পদার্থগুলি বায়ুরাশির অক্সিজেন গ্রহণ করার নিমিত্ত দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার্ত্তের ন্যায় অথবা বিরহিণী ব্রজবালাদের ন্যায় সততই অক্সিজেনপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যাকুল থাকে। অপরন্তু দেহ প্রকৃতি কার্ব্বণিক এসিড এবং দেহের ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থ সকলকে বহিষ্কৃত করার নিমিত্ত প্রস্তুত রাখে। দেহের ক্ষুদ্রতম অবয়বগুলি (Tissue) রক্তের লোহিত কণা হইতে

দৈহিক উপাদানে বায়বীয় পদার্থের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া

অক্‌সিজেন সংগ্রহ করে। চুলের ন্যায় সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম ধমনীর প্রাচীর ভেদ করিয়া রক্তের হিমোগ্লোবিনস্থ অক্‌সিজেন দৈহিকরসে (Lymph) ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহোপাদান-কোষে প্রবিষ্ট হয়। এই সকল স্থলে ক্ষয়প্রাপ্ত যান্ত্রিকপদার্থে সংস্থিত অক্‌সিজেন কার্ব্বণের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া তাপোৎপাদন করে। অক্‌সিজেন কার্ব্বণের সহিত মিলিত হইলেই কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের উৎপত্তি হয়। টিশুর বা দৈহিক উপাদানবিশেষস্থিত কার্ব্বণিক এসিড, রসের (Lymph) মধ্য দিয়া কৈশিকার প্রাচীর ভেদ করিয়া উহার রক্তমধ্যে বিমিশ্রিত হয়। সমগ্র দৈহিক উপাদানে অক্‌সিজেন ও কার্ব্বণিক এসিডের এই যে আদান-প্রদান ব্যাপার সংঘটিত হয়—ইহাই আভ্যন্তরীণ শ্বাসক্রিয়া (Internal respiration বা Tissue respiration) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে,—বায়ুস্থিত অক্‌সিজেন ফুসফুসের বায়ুকোষে প্রবিষ্ট হয়, এবং উহার প্রাচীর ভেদ করিয়া শৈরিক রক্তের হিমোগ্লোবিন পদার্থের সহিত সামান্যাকারে বিমিশ্রিত হয়। এই বিমিশ্রিত পদার্থ অক্‌সিহিমোগ্লোবিন্ (Oxyhæmoglobin) নামে অভিহিত হয়। এই অক্‌সিহিমোগ্লোবিন "টিশু" পদার্থে প্রবিষ্ট হইলে উহার অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় অক্সিজেন নিয়তই যে "টিশু" স্থিত কার্ব্বণের সহিত মিশ্রিত হইয়া কার্ব্বণিক এসিডের উৎপাদন করিবে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে না এবং হাইড্রোজেনের সহিত মিশিয়া নিয়তই যে উহা জলে পরিণত হইবে, এরূপ সিদ্ধান্তও সর্ব্বথা সমীচীন নহে। মাংসপেশীতে অনেক সময়েই অক্সিজেন সংরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। এই সঞ্চিত অক্সিজেন "টিশুতে" বিদ্যমান থাকা নিবন্ধন বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন গ্যাসের সংস্পর্শমাত্রেই পেশী কুঞ্চিত হয় এবং এ অবস্থাতেও কার্ব্বণিক এসিড উৎপন্ন হইয়া থাকে। একটী ভেককে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেনপূর্ণ শিশিতে কয়েক ঘণ্টা কাল রাখিলেও উহার জীবনীক্রিয়ার কোনও ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না, এবং সেই সময়েও উহার পেশী হইতে কার্ব্বণিক এসিড্ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রশ্বাস-পরিত্যক্ত বায়ু

প্রশ্বাস-পরিত্যক্ত বায়ুতে যে কার্ব্বণিক এসিডের পরিমাণ অতিরিক্ত থাকিবে তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। আমরা নিশ্বাসকালে যে বায়ু গ্রহণ করি এবং প্রশ্বাসকালে যে বায়ু ত্যাগ করি, এস্থলে তাহার তুলনা করার নিমিত্ত উভয় প্রকার বায়ুর উপাদান-বিনির্ণায়ক দুইটী তালিকা প্রদত্ত হইতেছে :—

নিশ্বাসকালীয় বায়ুর উপাদান পরিমাণ—

অক্সিজেন	২০·৮৪ (শতকরা)
নাইট্রোজেন	৭৯
কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইড	০·০৪

জলীয় বাষ্পের পরিমাণ প্রদত্ত হইল না।

প্রশ্বাসকালীয় বায়ুর উপাদান পরিমাণ—

অক্সিজেন	১৬·০৩
নাইট্রোজেন	৭৯·০২
কার্ব্বণ ডাই-অক্সাইড	৩·৩ হইতে ৫·৫

কার্ব্বণিক এসিডের পরিমাণ প্রশ্বাস বায়ুতে কত অধিক, ইহাতে স্পষ্টরূপেই তাহা বুঝা যাইতেছে। সম্ভবতঃ প্রশ্বাস বায়ুতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ অতি অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহার সহিত জান্তব পদার্থের সংমিশ্রণও পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নাইট্রোজেন দেহে প্রবেশকালেও যে পরিমাণে প্রবেশ করে, প্রত্যাবর্ত্তন কালেও সেই পরিমাণে প্রত্যাগত হয়, উহার সবিশেষ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। বায়ুতে অধুনা, আর্গণ, ক্রিপটন্ হিলিয়াম ও জীনন প্রভৃতি যে পাচ প্রকার অভিনব মূল পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহারা নাইট্রোজেনের অন্তর্ভুক্ত ভাবেই পরিগণিত। অক্সিজেন ও কার্ব্বণিক এসিডেই পরিবর্ত্তন-প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। প্রশ্বাস বায়ুতে অক্সিজেন পাঁচভাগ কমে, কার্ব্বণিক এসিড্ ৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। প্রশ্বাস বায়ুতে কিঞ্চিৎ এমোনিয়া, যৎকিঞ্চিৎ হাইড্রোজেন এবং অতি সামান্য কারবারেটেড্ হাইড্রোজেনও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নিশ্বাস ও প্রশ্বাসে অক্সিজেন ও কার্ব্বণিক এসিডের এই পার্থক্য-বিচারে বুঝা যায় যে, প্রশ্বাসের সহিত যে পরিমাণে কার্ব্বণিক এসিড্ বহির্গত হয়, নিশ্বাসে তদপেক্ষা অধিকতর অক্সিজেন গৃহীত হইয়া থাকে। এই উভয়ের মধ্যে একটী নির্দ্দিষ্ট আনুপাতিক নিয়ম আছে। ফিজিওলজীতে উহা "Respiratory quotent" নামে অভিহিত হয়। এই অনুপাত-বিনির্ণয়ের প্রক্রিয়া এইরূপ :—

$$\frac{CO_2}{O} = \frac{৪·২৮}{৪·৭৮২} = ০·৯১৬$$

কিন্তু এই আনুপাতিক নিয়ম আহার্য্য পদার্থের গুণানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পরিশ্রমের তারতম্যেও ইহার পরিবর্ত্তন ঘটে। পরিশ্রমে ও আহার বিশেষে কার্ব্বণিক এসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

এস্থলে আরও একটী কথা বক্তব্য এই যে, মানুষের দেহে অক্সিজেন সহযোগে কেবল কার্ব্বণই যে মৃদু দহন-ক্রিয়া (Oxidation) উপস্থিত করে, তাহা নহে। চর্ব্বি ও প্রোটিড্ পদার্থে অক্সিজেনের পরমাণু বিদ্যমান থাকে। ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের সময়ে হাইড্রোজেনের সহিত অক্সিজেন বিমিশ্রিত হইয়া জল উৎ-

পাদিত হয়। মূত্রের ইউরিয়া পদার্থ-গঠনেও অক্সিজেনের প্রয়োজন। খাদ্য দ্রব্যের কার্ব্বো-হাইড্রেটগুলির মধ্যেও অক্সিজেন বিদ্যমান থাকে। কেন না, উহাদের অভ্যন্তরস্থ হাইড্রোজেনের মৃদু-দহনের নিমিত্ত অক্সিজেনের আবশ্যক হয়। সুতরাং উদ্ভিদ্ খাদ্যে, জান্তব খাদ্য অপেক্ষা অক্সিজেনের ব্যয় স্বভাবতঃ অতি অল্প হইয়া থাকে।

আমরা নিশ্বাসের সহিত নাসারন্ধ্র ও মুখগহ্বর দিয়া শ্বাসনালীর পথে যে বায়ু ফুস্ফুসের বায়ুকোষে গ্রহণ করি, সেই বায়বীয় পদার্থে কি পরিবর্ত্তন ঘটে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসুগণ তৎসম্বন্ধেও যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, বায়ুর স্বভাব এই যে উহা যখন কোন পাত্রবিশেষে আবদ্ধ হয়, তখন উক্ত পাত্রে বায়ুর প্রচাপ পড়ে। পারদসমন্বিত যন্ত্রবিশেষের সাহায্যে এই প্রচাপ পরিমাপিত হইতে পারে। যদি কোথাও পাত্রে দুইটী বাষ্প আবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে এই দুই বাষ্পেরই প্রচাপের পরিমাণ করা যাইতে পারে।

ফুস্ফুসের অভ্যন্তরে বায়বীয় পদার্থের পরিমাণ

আবার যদি কোন তরল পদার্থের সহিত বাষ্প পদার্থ সংস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কিয়দংশ বাষ্প তরল পদার্থে শোষিত হইয়া থাকে। কি পরিমাণে বাষ্প শোষিত হইবে, তাহার নির্ণয় বাষ্পের প্রচাপের পরিমাণানুসারে স্থিরীকৃত হয়। যদি দুই প্রকার বাষ্প এক প্রকার তরল পদার্থের সহিত সংস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ও প্রচাপের অনুপাতানুসারে প্রত্যেক বাষ্প যথাযথ পরিমাণে উক্ত তরল পদার্থে শোষিত হইবে। তরল পদার্থে একাধিক বাষ্পীয় পদার্থের সংঘাতে বাষ্পের শোষণ ও বাষ্প-উদ্গমনের বহুল জটিল নিয়ম আছে। আমরা এস্থলে সেই সকল নিয়মের উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। অন্যত্র ইহার সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে। তবে এস্থলে যে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হইল, উহার উদ্দেশ্য এই যে ফুস্ফুসের অভ্যন্তরে যখন বায়ু প্রবিষ্ট হয়, তখন ফুস্ফুসের বায়ুকোষস্থ তরল রক্তের সহিত এই বায়ুর অক্সিজেন এবং কার্ব্বণ ডাই-অক্সাইডের সংঘাত উপস্থিত হইয়া থাকে।

আমাদের প্রশ্বাসের সময়ে ফুস্ফুস হইতে বায়ুরাশি নিঃশেষিত ভাবে বাহির হয় না। বায়ুকোষে যথেষ্ট বায়ু সঞ্চিত থাকে। এই বায়ু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে Residual air নামে অভিহিত হয়। (এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে, তাহা অতঃপরে দ্রষ্টব্য)। প্রশ্বাসের বায়বীয় পদার্থের যে পরিমাণ নির্ণয় করা হইয়াছে, সেই সিদ্ধান্ত দ্বারা ফুস্ফুসের অন্তর্নিহিত বায়ুর উপাদান পদার্থের পরিমাণ ও পরিবর্ত্তন জানা যাইতে পারে না। ফুস্ফুসের অভ্যন্তরে বায়ুকোষস্থ বায়ু ফুস্ফুসে আনীত শৈরিক রক্তের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, তদ্বিনির্ণয়ের নিমিত্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এক প্রকার ফুস্ফুস নলের (Lung-Catheter) সৃষ্টি করিয়াছেন। এই নল অতি নমনীয়, ইহা অতি সহজেই বায়ু-নলীতে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহার সহিত অতি পাতলা রবার-নলিকা সংযুক্ত থাকে। ফুৎকারে উহা ফুলিয়া উঠে। ইহা ক্ষুদ্র বায়ু-নালীতে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া এই যন্ত্রের সাহায্যে ফুস্ফুসের নিভৃত প্রদেশস্থ বায়ুকোষের বায়ুও এতদ্দ্বারা বাহিরে আনিয়া বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে। এইরূপে ক্যাথিটার প্রবিষ্ট করায় শ্বাসক্রিয়ার কোন ব্যাঘাত জন্মে না। সুবিখ্যাত জর্ম্মণ অধ্যাপক গামজী একটী কুকুরের ফুস্ফুসের বায়ু বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা গিয়াছিল যে উহাতে কার্ব্বণিক ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ—শতকরা ৩·৮, কিন্তু প্রশ্বাসের বায়ুতে ঠিক এই সময়ে কার্ব্বণ ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল—শতকরা ২·৮ ভাগ মাত্র। অক্সিজেনের পরিমাণ সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে প্রশ্বাসের বায়ুতে শতকরা ১৬ ভাগ অক্সিজেন থাকিলে, ফুস্ফুসের অভ্যন্তরস্থ অক্সিজেনের পরিমাণ হইবে শতকরা ১০ ভাগ মাত্র।

পাশ্চাত্য শরীর-বিচয় শাস্ত্রের আধুনিক পণ্ডিতগণ নিউম্যাটিকস্ (Pneumatics) এবং হাইড্রোষ্টেটিক্স্ (Hydrostatics) বিজ্ঞানের নিয়মাবলম্বনে জীবদেহের শোণিত সংস্পর্শে ও শোণিত সংঘর্ষে বায়বীয় অক্সিজেন ও কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইডের যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তৎসম্বন্ধে অতি সূক্ষ্ম গবেষণা করিয়াছেন। পণ্ডিত প্রবর হাক্সলী তদীয় ফিজীওলজী গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এখনও এই সকল বিষয়ে সুসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

উন্মুক্ত বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের যে স্বাভাবিক প্রচাপ আছে, ফুস্ফুসের বায়ুকোষ নিহিত অক্সিজেনের প্রচাপ তাহা অপেক্ষা কম। কিন্তু শৈরিক রক্তে অক্সিজেনের যে প্রচাপ থাকে, বায়ুকোষস্থ অক্সিজেনের প্রচাপ তদপেক্ষা অধিকতর। সুতরাং বায়ুকোষস্থ অক্সিজেন শৈরিক রক্ত রাশিতে প্রবেশ করে এবং রক্তের হিমোগ্লোবিন বা রক্তকণায় বিমিশ্রিত হইয়া যায়। এই মিশ্রণসম্ভূত পদার্থ অক্সি-হিমোগ্লোবিন (Oxy-hæmoglobin) নামে অভিহিত হয়। এই অবস্থায় রক্তের অপর পদার্থ (Plasma) অধিকতর অক্সিজেন গ্রহণ করার সুবিধা প্রাপ্ত হয়। আবার অপর পক্ষে রক্তের প্লাজমা পদার্থে যদি অক্সিজেনের প্রচাপ বেশী হয় এবং টিশুতে যদি কম থাকে তবে রক্তের প্লাজমা পদার্থ হইতে দৈহিক "টিশু"তে অক্সিজেন প্রধাবিত হয়। অক্সিজেন প্লাজমা হইতে দৈহিক রসে (Lymp), রস হইতে টিশুতে উপস্থিত হয়। এই অবস্থায়

রক্তে অক্সিজেন

অক্সি-হিমোগ্লোবিন হইতে অক্সিজেন বিচ্যুত হইয়া যায়। এইরূপে হিমোগ্লোবিনগুলি অক্সিজেন হারা হইয়া আবার মলিন ও বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু একথা সর্ব্বথা মনে রাখিতে হইবে যে রক্ত কোন অবস্থাতেই সম্পূর্ণরূপে অক্সিজেন বা কার্ব্বণিক এসিড-বিহীন হয় না।

ডাক্তার ফ্রেডেরিক (Fredericq) একটা কুকুরের দেহে অক্সিজেনের যেরূপ তুলনায় পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা এই :—

বহির্বায়ুতে	২০.৯৬
বায়ুকোষে	১৮
ধামনিক রক্তে	১৪
টিশুতে	০

অক্সি-হিমোগ্লোবিন অপেক্ষা মেথিলিন ব্লু নামক পদার্থের সহিত অক্সিজেনের সম্বন্ধ আরও অধিকতর ঘনিষ্ঠ,—এবং ইহাদের সংমিশ্রণ অধিকতর স্থায়ী। ডাক্তার এরলিক (Erlich) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন জীবের রক্তপ্রবাহে মেথিলিন-ব্লু পিচ্‌কারী সহযোগে প্রক্ষেপ করিয়া কয়েক মিনিট পরে উহাকে নিহত করিলে দেখা যায় যে উহার সমস্ত রক্ত নীলবর্ণে পরিণত হয়। ক্রিয়াশীল গ্রন্থিনিচয়েও মেথিলিনব্লু সঞ্চারিত হয় বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে অক্‌সিজেন না থাকায় উহারা নীলবর্ণে রঞ্জিত হয় না। অপর পক্ষে ঐ গ্রন্থি সকল বহির্বায়ুর অক্‌সিজেন সংস্পৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ নীলবর্ণ ধারণ করে।

দেহের যে স্থানে বায়বীয় পদার্থের প্রচাপ অধিকতর, সেই-স্থানেই কার্ব্বণিক এসিড্ অধিক মাত্রায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

রক্তে কার্ব্বনিক এসিড্

দৈহিক টিশুরাশিতেই কার্ব্বণিক কম্পাউণ্ড অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। টিশু হইতে উহারা প্রথমতঃ দেহস্থ রসে (Lymph), তথা হইতে রক্তে, তথা হইতে ফুস্‌ফুসে এবং তথা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া বায়ু-কোষে উপস্থিত হইয়া প্রশ্বাসের সহিত কার্ব্বণিক এসিড্‌রূপে বহির্গত হইয়া থাকে।

শোণিত রাশিকে শোণিতকণায় (Corpuscle) এবং প্লাজমা পদার্থে বিভক্ত করিলে শেষোক্ত পদার্থেই কার্ব্বণিক এসিডের পরিমাণ অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ু নিষ্কাশিত কোন যন্ত্রে রক্ত স্থাপন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় উহা হইতে বায়বীয় বাষ্পরাশি বুদ্‌বুদাকারে বহির্গত হইতেছে। উহাতে কোন প্রকার ক্ষীণপ্রভাব এসিড্ দ্রব্য মিশ্রিত করিলেও উহা হইতে আর কার্ব্বণিক এসিড্ বহির্গত হয় না। কিন্তু কেবল প্লাজমা পদার্থ হইতে অধিকতর কার্ব্বণিক এসিড্ বহির্গত হইয়া থাকে। তথাপি উহার মধ্যে প্রায় শতকরা ৫ ভাগ কার্ব্বণিক এসিড্ রহিয়া যায়। ফস্ফারিক এসিডের ন্যায় তীক্ষ্ণ এসিড্ বিমিশ্রিত না করিলে প্লাজমা হইতে নিঃশেষিত রূপে কার্ব্বণিক এসিড্ নির্ম্মুক্ত হয় না। অভিনব লোহিত রক্তকণা রক্তের প্লাজমা পদার্থে সংমিশ্রিত করিলেও ফস্ফারিক এসিডের ন্যায় কার্য্য করে। অর্থাৎ উহা দ্বারাও প্লাজমার কার্ব্বণিক এসিড অংশ বহির্গত হইতে পারে। এই নিমিত্ত কেহ কেহ বলেন যে, অক্‌সি-হিমোগ্লোবিনে এসিডের ধর্ম্ম আছে। একশত ভাগ শৈরিক রক্তে (Venous blood) ৪০ ভাগ কার্ব্বণিক এসিড্ আছে। প্রস্রাবে শতকরা ৯ ভাগ এবং পিত্তে শতকরা ৭ ভাগ কার্ব্বণিক এসিড্ দেখিতে পাওয়া যায়।

ফ্রেডেরিক এ সম্বন্ধে কুকুরের দেহে যে পরীক্ষা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় :—

দৈহিক টিশুতে*	৫ হইতে ৯ ভাগ
শৈরিক রক্তে	৩.৮ হইতে ৫.৪ ভাগ

---

* আমরা Tissue শব্দের প্রতিনিধিস্বরূপ কোন খাটি সংস্কৃত শব্দ সংগ্রহ বা উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। কেহ কেহ টীশুকে "বৈধানিক তন্তু" নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে অর্থে টীশু শব্দ ব্যবহৃত হয়, বৈধানিক তন্তু বলিলে উহার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায়না। হক্‌সলী বলেন,—Every tissue is a multiple of histological units or an aggregation of histological elements, দেহ রচনার ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক পদার্থই টিশু নামে অভিহিত। টিশু বিবিধ প্রকার যথা Muscular, বা মাংস সম্বন্ধীয়, Epethelial বা এপিথেলিয়াম নামক পরদা সম্বন্ধীয়, Cartilaginous বা উপাস্থি সম্বন্ধীয়, Bony বা অস্থি সম্বন্ধীয়, Epidermis বা ত্বক্ সম্বন্ধীয়, nervous বা নার্ভ সম্বন্ধীয়, Adipose বা বসা সম্বন্ধীয়, Fibrous বা দেহতন্তু সম্বন্ধীয়, এতদ্ব্যতীত Connective, cellular Muaousc, Areolar, Cancellous ইত্যাদি অনেক প্রকার টিশু আছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বলেন :—

The peculiar intimate structure of a part is called its tissue. A part of a fibrous Struacture is called a fibrous tissue. অর্থাৎ দেহের স্থানবিশেষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গঠন অবয়বই টিশু নামে অভিহিত যেমন ফাইব্রাস টিশু।

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের ব্যবহৃত "ধাতু" শব্দটী আংশিক ভাবে এই অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে যথা—"রসাসৃঙ্‌মাংসমেদোস্থি মজ্জশুক্রাণি ধাতবঃ"—

অর্থাৎ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র শরীরস্থ এই সপ্তধাতু। ইহাতে আমরা টিশু পদার্থের মাংস, মেদ, অস্থি, রস (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত) প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেছি। সুতরাং টিশুকে ধাতু বলা যাইতে পারে কিনা তাহাও চিন্তয়িতব্য। "বৈধানিক তন্তু" শব্দের অর্থ বুঝা যায় না। বিধান শব্দ হইতে "বৈধানিক" শব্দের উৎপত্তি, তন্তু শব্দের অর্থ তাঁত বা জাল। সম্ভবতঃ Tissue শব্দের অর্থ Texture ধরিয়া লওয়া-তেই এদেশীয় অনুবাদকগণ "তন্তু" শব্দটাকে উহার প্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন। এ অনুবাদ অসমীচীন।

বায়ুকোষে	২·৮ ভাগ
বহির্বায়ুতে	০·০৩ ভাগ

কুকুরের দেহে আরও পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাতে জানা গিয়াছে :—

ধামনিক রক্তে	২·৮ ভাগ
শৈরিক রক্তে	৫·৪ ভাগ
বায়ুকোষে	৩·৫৬ ভাগ
প্রশ্বাস বায়ুতে	২·৮ ভাগ

কার্ব্বণিক এসিড আছে। সুতরাং অন্তর্ব্বাহবহির্ব্বাহের নিয়মানুসারে শৈরিক রক্তের কার্ব্বণিক এসিড্ বায়ুকোষে স্বতঃই পরিচালিত হইয়া থাকে। ডাক্তার বর্ (Bohr) বলেন, বায়ুকোষের প্রাচীরের অক্সিজেন সঞ্চয় ও কার্ব্বণিক এসিড্ নিষ্কাশনের স্বভাবিক শক্তি রহিয়াছে।

প্রাচীন পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল, নাসারন্ধ্র বা মুখগহ্বর দিয়া বায়ুনলীর পথে বায়ু ফুস্ফুসের বায়ুকোষে গমন করিয়া অপরিষ্কৃত রক্ত পরিষ্কৃত করিয়া দেয়, ফুসফুসের মধ্যেই রক্তের অপরিষ্কৃত পদার্থ অক্সিজেন সাহায্যে দগ্ধীভূত হয়, সুতরাং ফুসফুসই তাপোৎপাদনের একমাত্র স্থলী। কিন্তু অতঃপর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে শৈরিক রক্ত ফুসফুসে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেও উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে কার্ব্বণিক এসিড্ মিশ্রিত থাকে। ইহাতে নূতন অনুসন্ধানের পথ প্রসারিত হইয়া উঠিল। অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকগণ দেখিলেন, রক্তের মধ্যেও অক্সিডেশন বা মৃদুদহনক্রিয়া সম্ভবনীয়। তাঁহারা আরও বুঝিতে পারিলেন দেহের অন্যান্য স্থানের তাপ হইতে ফুসফুসের তাপ অধিক নহে। এই সকল দেখিয়া ইঁহারা মনে করিলেন, রক্তের মধ্যেই মৃদু দহনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অচিরেই তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেন। ইঁহারা এখন স্থির করিয়াছেন, সমগ্র দেহের ধাতু বা "টীশু"তেই এই মৃদুদহনক্রিয়া (Oxydation) নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে রক্ত ব্যতিরেকেও জীবদেহে এই ক্রিয়া কিয়ৎক্ষণ চলিতে পারে। একটী ভেকের দেহ হইতে রক্ত নিঃশেষিত করিয়া উহার ধমনীতে যদি লবণ জল প্রক্ষেপ করা যায় এবং উহাকে যদি বিশুদ্ধ অক্সিজেন বাষ্পে রাখা যায় তাহা হইলেও উহার দৈহিক পরিণমনীক্রিয়া (Metab lism) কিয়ৎক্ষণ অব্যাহত থাকে। উহার দেহে রক্ত না থাকা সত্ত্বেও অক্সিজেন ও কার্ব্বনিক এসিডের আদান ও পরিত্যাগ ক্রিয়ায় কিয়ৎক্ষণ কোনও ব্যাঘাত হয় না।

শ্বাসক্রিয়ার বিবরণ

এই নিমিত্ত আধুনিক শারীরতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে কেবল ফুস্ফুস্সংক্রান্ত শ্বাসক্রিয়াই একমাত্র শ্বাসক্রিয়া বলিয়া অভিহিত হয় না। দেহের অভ্যন্তরে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি উপাদান ধাতুর প্রতি কণায় যে শ্বাসক্রিয়া চলিতেছে, দেহপ্রকৃতির সেই গূঢ়রহস্য উদ্ঘাটনের নিমিত্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মানবদেহে বায়ুর ক্রিয়া সম্বন্ধে বহুল গবেষণা করিতেছেন। যদি সমগ্র দেহে এইরূপে শ্বাসক্রিয়ার উদ্দেশ্য সংসাধিত না হইত, তবে দৈহিক কার্য্য কোনও প্রকারে সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। দেহে প্রতি মুহূর্ত্তে এত অধিক কার্ব্বণিক এসিড্ সঞ্চিত হয়, এবং অক্সিজেনের এত অধিক প্রয়োজন হয় যে কেবল ফুস্ফুসীয় শ্বাসক্রিয়ার উপরে নির্ভর করিলে কোন প্রকারেই দৈহিক কার্য্য নিরাপদে নির্ব্বাহিত হইত না। সুতরাং শ্বাসক্রিয়া বলিলে যে কেবল শ্বাসযন্ত্রের মাংসপেশীর ক্রিয়ার প্রভাবে ফুসফুসের সঙ্কোচন-প্রসারণ জনিত বহির্বায়ুগ্রহণ ও ফুসফুসীয় বায়ু পরিত্যাগ ক্রিয়ামাত্রকেই বুঝিতে হইবে, তাহা নহে।

শ্বাসক্রিয়ার সংজ্ঞা আধুনিক বিজ্ঞানে যেরূপ সুপ্রসর অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, ইতঃ পূর্ব্বেও তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। সমগ্র দেহব্যাপিনী শ্বাসক্রিয়া বা টিশু-রেসপিরেশন্ (Tissue Respiration) সম্বন্ধে যথেষ্ট আভাস দিয়া এখন ফুসফুসীয় শ্বাসক্রিয়ার (Pulmonary Respiration) সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্বাসক্রিয়ার যন্ত্র

মুখগহ্বরের পৃষ্ঠদেশীয় স্থান ফেরিংস্ (Pharynx) নামে অভিহিত। ইহার সহিত নাসারন্ধ্রের এবং মুখ-গহ্বরেরও সংযোগ আছে। সুতরাং এই উভয় পথের দ্বারাই উহাতে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার নিম্নভাগেই গ্লটিশ। গ্লটিশ জিহ্বার নিম্নভাগে অবস্থিত। গ্লটিশ ফেরিংসেরই নিম্নাংশ। এটি বায়ুগমনের পথ। উহার সম্মুখে একখানি কপাট আছে, তাহার নাম এপিগ্লটিশ; ইহা দৃঢ় পরদাবিশেষ। ইহার নীচেই লেরিংস (Larynx) বা কণ্ঠনালী। ইহার নীচের অংশের নাম ট্রেকিয়া। ট্রেকিয়া উপাস্থিবৎ পদার্থদ্বারা গঠিত সুতরাং দৃঢ়। গলদেশের উপরের কিয়দংশই ট্রেকিয়া নামে অভিহিত। এই ট্রেকিয়ার অধোভাগেই বায়ুনালী বা ব্রঙ্কাস্ (Bronchus)। ব্রঙ্কাস ট্রেকিয়ারই শাখা, ট্রেকিয়া দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া ফুসফুসে প্রবেশ করিয়াছে। উহারা আবার অনেকগুলি উপশাখাতে বিভক্ত—এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপশাখা ব্রঙ্কিওলস (Bronchioless) নামে অভিহিত। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপশাখা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে হইতে অবশেষে ইন্ফাণ্ডিবিউলাম্ (Infundibulum) নামক ক্ষুদ্রতম বায়ু-প্রবাহিকায় পরিণত হইয়াছে। ইহাদের

দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চের ত্রিশভাগের একভাগ মাত্র। এই সকল ক্ষুদ্র বায়ুপ্রবাহিকা ফুসফুসের মধ্যে বহু সংখ্যক কোষে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেই সকল কোষ আলভিওলী (alveoli) বা বায়ুকোষ নামে অভিহিত হয়। এই সকল বায়ুকোষের সহিত অপরিস্কৃত শোণিত-কৈশিকাসমূহ ঘনিষ্ঠ রূপে সংস্পৃষ্ট। হৃৎপিণ্ড হইতে ফুসফুসীয় ধমনীর যোগে যে অপরিস্কৃত শৈরিক রক্তরাশি ফুসফুসের ক্ষুদ্রতম কৈশিকায় সঞ্চিত হয়, কার্ব্বনিক এসিড্ প্রভৃতি সংযুক্ত সেই রক্তরাশির সহিত এই সকল বায়ুকোষের বায়ু অতি সহজে সংস্পৃষ্ট হইয়া থাকে, উহারা উভয় দিক হইতেই বায়ুকোষের বায়ুর সহিত আদান প্রদান কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

লোহিত শোণিত কণাসমূহ অক্‌সিজেন লাভ করার জন্য কিরূপ ব্যাকুল, আমরা পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

ফুসফুসে বায়বীয় পদার্থের আদান-প্রদান

রক্ত কণিকায় (Hæmoglobin) অক্‌সিজেন আকৃষ্ট হয়। বায়ুকোষ যুগলের মধ্যস্থ শৈরিক রক্ত পূর্ণ কৈশিকাস্থিত রক্তে কার্ব্বনিক এসিডের ভাগ অধিকতর, অপর পক্ষে বায়ুকোষে অক্‌সিজেনের ভাগ অধিকতর। বায়বীয় পদার্থের প্রচাপের নিয়মানুসারে শৈরিক রক্তে অক্‌সিজেন বেশী মাত্রায় প্রবিষ্ট হয়, এই সময়ে শৈরিক রক্তস্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত পদার্থ নিহিত কার্ব্বণ কার্ব্বনিক এসিডে পরিণত হয়। রক্তের সহিতও কার্ব্বনিক এসিড্ মিশ্রিত থাকে। এই কার্ব্বনিক এসিড্ রক্তবাহিনী হইতে বায়ু-কোষে প্রেরিত হইয়া থাকে। অক্‌সিজেন হিমোগ্লোবিনের সহিত সংমিলিত হইয়া শোণিতরাশিকে সমুজ্জ্বল করিয়া তোলে। উহাদের কার্ব্বনিক এসিডের মাত্রা যথাসম্ভব হ্রাস করে, সূক্ষ্মতম যান্ত্রিক পদার্থও বায়ুকোষে প্রেরিত হয়। এইরূপে রক্ত পরিস্কৃত হইয়া ফুসফুসীয় শিরাপথে হৃৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হয়, তথা হইতে ধমনী পথে সর্ব্বশরীরে সঞ্চালিত হয় এবং দেহস্থ "টিশু" বা মৌলিক ধাতু সমূহও অক্‌সিজেন-বহুল রক্তস্রোত হইতে আপন আপন প্রয়োজনানুসারে অক্‌সিজেন গ্রহণ ও কার্ব্বণিক এসিড্ পরিত্যাগ করে। এইরূপে ধমনীর শাখা ও উপশাখা ক্ষুদ্রশাখা, ক্ষুদ্রতর শাখা ও ক্ষুদ্রতম শাখা পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই রক্ত কৈশিকার সংযোগমুখে ক্ষুদ্রতম, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, বৃহত্তর ও বৃহত্তম শিরাপথে ভ্রমণ করিতে করিতে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণকক্ষ-সংযুক্ত দুই বৃহৎ শিরায় পতিত হইয়া অবশেষে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণকক্ষে প্রবেশ করে। এই অবস্থায় উহাতে অক্‌সিজেনের অংশ অতীব কম এবং কার্ব্বণিক এসিডের ভাগ নিরতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হৃৎপিণ্ড হইতে আবার প্রাণস্বরূপ অক্‌সিজেন লাভের নিমিত্ত এবং জীবনসংঘাতক কার্ব্বণিক এসিড্‌গ্যাস পরিত্যাগ করার নিমিত্ত এই রক্তরাশি অতি ব্যাকুলভাবে ফুসফুসের বায়ুকোষময় সুখকর স্থলে আসিয়া বায়ুর নিমিত্ত মুখব্যাদন করে। তুষার সম্পাতে শীতার্ত্ত পথিক যেমন সৌরকিরণপ্রাপ্ত হইয়া নবজীবন লাভ করে, এই সকল শৈরিক রক্তও অক্‌সিজেন স্পর্শে তাদৃশ সমুজ্জ্বল ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে। ইহাদের মসীকৃষ্ণ বর্ণ তিরোহিত হয়, কার্ব্বণিক এসিডের প্রভাবে ইহাদের বিষাদে-ঢলিয়া-পড়া বিষণ্ন দেহ অক্‌সিজেন লাভে বিষ-স্পর্শ হইতে বিমুক্ত হয় এবং প্রত্যেক রক্তকণা প্রকৃতই প্রফুল্ল (Fatter) ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, অক্‌সিজেন রক্তকণিকাকে (হিমগ্লোবিন) প্রাপ্ত হইলে অতীব সুখী হয়, দেখিতে পাইলেই

অক্সিজেনের বন্ধুতা

তৎক্ষণাৎ উহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বন্ধুতা করে, উহার সহিত মিলিয়া একমূর্ত্তি ধারণ করিতে চেষ্টা করে। তখন এই হরিহর মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, এই মিলনের বুঝি আর বিচ্ছেদ আসিবে না, এই যুগল-মিলনে বুঝি কেবল সম্ভোগ-গীত আছে, কিন্তু মাথুরের বিরহ-বিধুর বিয়োগিনী বৃত্তের বিষাদমাখা তান নাই কিন্তু এ ধারণা ভুল। অক্‌সিজেন বন্ধুসঙ্গ সুখ হইতে স্বজাতির বল বৃদ্ধি করিয়াই অধিকতর সুখী। হিমোগ্লোবিনের অক্‌সিজেন যখন টীশুতে অক্‌সিজেনের প্রচাপ কম দেখিতে পায়, তখনই এই বন্ধুবর হিমোগ্লোবিনকে পরিত্যাগ করিয়া দৈহিক রসের (Lymph) আনন্দতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে টিশুতে যাইয়া প্রবিষ্ট হয়। হিমোগ্লোবিন তখন এই চিরচঞ্চল, অনলসুহৃদ বন্ধুর বিয়োগে পরিম্লান ও বিষণ্ন হইয়া পড়ে, এবং এই বন্ধুকে হারা হইয়া ধীরে ধীরে শিরার অন্ধকার গর্ভে আত্মনিমজ্জন করে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি দৈহিক টিশুদ্বারাও শ্বাসক্রিয়া সুনির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ফলতঃ একটুকু অনুসন্ধান করিয়া

ত্বকের শ্বাসক্রিয়া

দেখিলে দেখা যাইবে, আমাদের সমগ্র দেহই যেন সঞ্চিত কার্ব্বণ-পরিহার ও অক্‌সিজেন-গ্রহণ করার নিমিত্ত নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে। দিবানিশি আমাদের অজ্ঞাতসারে দেহরাজ্যে এই আদানপ্রদানের বিপুল ব্যাপার ও মহান্ ব্যবসায় পরিচালিত হইতেছে। আভ্যন্তরিক উপাদান ও ফুসফুসযন্ত্র এই উভয়ের কথা ছাড়িয়া দিয়াও দেখা যায় যে আমাদের দেহের বহিঃস্থ ত্বক্‌রাশিও এই ব্যাপারে প্রতিনিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছে। ত্বকেও যথেষ্ট কৈশিকা নাড়ী বিদ্যমান। বায়ুকোষে যেমন এপিথিলিয়াম নামক প্রাচীর আছে, ত্বকেও সেই জাতীয় ঝিল্লি বর্ত্তমান। কিন্তু ত্বকের ঝিল্লি ফুসফুসের ঝিল্লি অপেক্ষা অধিকতর পুরু। ফুসফুসের ঝিল্লি

অতি সরু। সুতরাং ফুসফুস অপেক্ষা চর্ম্মে অতি সত্বরে বায়ু স্পৃষ্ট হইলেও ত্বকের রক্তাধারে বায়ু প্রবেশ করিতে বহু বিলম্ব হইয়া থাকে। এই কারণে ফুসফুসদ্বারা যে সময়ে ৩৮ ভাগ কার্ব্বণিক এসিড্ বহিষ্কৃত হয়, ত্বকের দ্বারা সেই সময়ে একভাগ মাত্র কার্ব্বনিক এসিড্ বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। কিন্তু জলীয়বাষ্প বহির্গমনের প্রসরতর পথ—ত্বক্। ফুসফুস হইতে যে পরিমাণে জলীয়বাষ্প বহির্নিঃসৃত হয়, ত্বকের জলীয়বাষ্পনির্গমনের পরিমাণ উহার দ্বিগুণ। সাধারণতঃ ত্বকপথে প্রায় একসের পরিমিত জলীয়বাষ্প নির্গত হইয়া থাকে। দেহের আয়তন, উত্তাপ এবং বায়ুর শৈত্যোষ্ণতার তারতম্যানুসারে জলীয় বাষ্প নিঃসরণের তাবতম্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রতি নিশ্বাসে প্রায় পাঁচশত ঘন সেণ্ট্ মিটার বায়ু ফুসফুসে নীত হয় এবং ফুসফুসের মধ্যস্থিত দূষিত বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। উহাতে কার্ব্বণিক এসিডের ভাগ অধিক হইয়া উঠে। প্রশ্বাসের দ্বারা দূষিত বায়ুর সকল অংশ বহির্গত হয় না। সুতরাং প্রত্যেক বারের নিশ্বাসে বায়ু ফুসফুস মধ্যস্থিত দূষিত বায়ুর দশভাগের একভাগের সহিত মিশ্রিত হয়। অতএব আট হইতে দশবার শ্বাসক্রিয়ায় ফুসফুসের বায়ু বিশোধিত হইয়া যায়। এইস্থলে আমাদের যোগশাস্ত্রের প্রাণায়ামপ্রণালীর অনেক সূক্ষ্মতত্ত্বের বিষয় সূক্ষ্মরূপে চিন্তয়িতব্য। প্রাণায়াম-প্রণালীতে অনেক সূক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত আছে।

ফুসফুসের বায়ুশোধন

মানুষ বায়ুসমুদ্রের গর্ভে নিরন্তর বাস করিতেছে। আমাদের দেহের প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ স্থানে প্রায় সাড়ে সাতসের পরিমাণে বায়ুমণ্ডলের চাপ (Pres-sure) রহিয়াছে। এই সাড়ে সাত-সেরের ইংরাজী পরিমাণ ১৫ পাউণ্ড। সুতরাং সমস্ত দেহের উপর বায়ুমণ্ডলীর চাপের পরিমাণ ৩০ হইতে ৪০ হাজার পাউণ্ড। আমাদের চারিদিকেই ঐরূপ চাপ রহিয়াছে বলিয়া আমরা উহার অনুভব করিতে পারি না। মৎস্য যেমন জলরাশির অভ্যন্তরে বাস করিয়া জলের ভার বুঝিতে পারে না, কূপ হইতে জলপূর্ণ কলসী উত্তোলন করার সময়ে যেমন জলের অভ্যন্তরস্থ কলসীর ভার অনুমিত হয় না, কিন্তু জলের উপরে কলসী উত্থিত হইলেই যেমন উহার ভার আমাদের বোধগম্য হয়, তেমনই আমরা বায়ু-সমুদ্র মধ্যে বিচরণ করিতেছি বলিয়া বায়ুর ভার উপলব্ধি করিতে পারি না। বায়ুমণ্ডলীর এই চাপ আমাদের দেহের পক্ষে অভ্যাস বশতঃ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যুত এই চাপের হ্রাস হইলেই আমরা তজ্জন্য সবিশেষ অসুবিধা অনুভব করিয়া থাকি।

বায়ুর চাপ-হ্রাস ও উহার অশুভ ফল

(১) বায়ুমণ্ডলের প্রচাপ ন্যূন হইলে মানবদেহের কৈশিকায় ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে রক্তাধিক্য ঘটে, ইহাতে ঘর্ম্মাধিক্য, রক্তস্রাব ও শ্লেষ্মক্ষরণ হইতে পারে।

(২) কৈশিকাগুলির কার্য্যশৈথিল্য-নিবন্ধন হৃৎস্পন্দন, ঘনশ্বাস ও শ্বাসকৃচ্ছ্র ঘটিতে পারে।

(৩) বায়ুর চাপ কম হইলে, উহাতে অক্সিজেনের মাত্রাও অল্প হইয়া পড়ে। অল্প পরিমিত অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া দেহ প্রকৃত কার্ব্বণিক এসিড্ বহিষ্করণে পূর্ণ সুবিধা প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে দেহে কার্ব্বণিক এসিড্ বিষ সঞ্চিত হইয়া অশেষ অমঙ্গল ঘটায়।

(৪) অক্সিজেনের অল্পতায় ভেগাস স্নায়ুর মূলদেশ উত্তেজিত করিয়া বিবমিষা ও বমন উপস্থাপিত করায়।

(৫) বায়ু প্রচাপের হ্রাসে দৈহিক যন্ত্র হইতে শোণিত-প্রবাহ বহির্দ্দিকে আকৃষ্ট হয়, মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহ-হ্রাস হয়, তজ্জন্য মূর্চ্ছা, ক্ষীণদৃষ্টি প্রভৃতি নানা প্রকার দুর্লক্ষণ ঘটিয়া থাকে।

বায়ুর চাপাধিক্যেও এইরূপ অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে। উচ্চস্থানে যেমন বায়ুর চাপ কমিয়া পড়ে, ভূগর্ভে, সমুদ্রের নীচে, খনিতে বা গভীর কূপেও বায়ুর চাপাধিক্য হয়। এই সকল স্থলে প্রতিবর্গ ইঞ্চি পরিমাণ স্থানে বায়ুমণ্ডলীর ৬০।৭০ পাউণ্ড পরিমাণে চাপ পড়িতে পারে। চাপাধিক্যে ত্বক্ রক্তশূন্য হয়, ঘর্ম্ম-বন্ধ হয়, শ্বাসক্রিয়া কম হয়, নিশ্বাস সহজ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করা ক্লেশকর হইয়া পড়ে। নিশ্বাস প্রশ্বাসের বিরামকাল সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে। ফুসফুসের আয়তন বৃদ্ধি পায়, প্রস্রাব বাড়ে, হৃৎপিণ্ড ধীরে ধীরে কার্য্য করে। বায়ুর চাপাধিক্যময় স্থানে বাস করা যাহাদের অভ্যাস, উহারা সহসা উপরে উঠিয়া আসিলে উহাদের দেহের ত্বকে সহসা রক্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, নাক ও মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইতে পারে, স্নায়ু-মণ্ডলীর রক্তাল্পতাবশতঃ পক্ষাঘাত রোগও জন্মিতে পারে। অক্সিজেন আমাদের অতি হিতকর। কিন্তু পরিমাণাধিক্য হইলে ইহা দ্বারাও আমাদের জীবন নষ্ট হইয়া থাকে। অত্যন্ত চাপপ্রাপ্ত ঘনীভূত অক্সিজেনের শতকরা ৩৫ ভাগ রক্তে শোষিত হইলে, দেহে ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় খেচুনী উপস্থিত হয় এবং তাহাতেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

বায়ুর চাপাধিক্য ও উহার অশুভ ফল

ডাক্তার লিওনার্ড হিল এই সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়া-ছেন। কার্ক সাহেবের ফিজিওলজী গ্রন্থের যে সংস্করণ ডাক্তার হালিবাটন এম ডি দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে সেই সংস্করণে এতৎসম্বন্ধে কতিপয় ঘটনা উদ্ধৃত হইয়াছে। উহা ডাক্তার লিওনার্ড হিলের পরীক্ষালব্ধ।

দেহে কার্ব্বণিক এসিড বৃদ্ধিপ্রাপ্তির হেতু—

১ম পেশী ক্রিয়া—মাংসপেশী অধিক সঞ্চালিত হইলে কার্ব্বণিক এসিড বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানবিদ্‌গণের গবেষণায় ইহার একটী তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। মানবদেহে এক মিনিট সময়ে কোন অবস্থায় কত গ্রেণ পরিমাণে অক্‌সিজেন সঞ্চিত হয়, নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল :—

নিদ্রাবস্থায়	৫ গ্রেণ
শয়নাবস্থায়	৬ গ্রেণ
ঘণ্টায় দুই মাইল চলিলে	১৮ গ্রেণ
ঘণ্টায় ৩ মাইল ভ্রমণ করিলে	২৫·৮৩ গ্রেণ
জাঁতা ঘুরাইলে	৪৫ গ্রেণ

২। শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে আহার করিলে প্রশ্বাসের অধিক মাত্রায় কার্ব্বণিক এসিড্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

৩। ত্রিশবর্ষ বয়ক্রম পর্য্যন্ত কার্ব্বণিক এসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, পঞ্চাশ বৎসরের পর হইতে উহার মাত্রার ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। স্ত্রীলোকদের আৰ্ত্তব শোণিত কিছুকাল অর্থাৎ ৪৫ বৎসরের পর হইতে কার্ব্বণিক এসিডের পরিমাণ হ্রাস হইতে থাকে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের প্রশ্বাসে কার্ব্বণিক এসিড্ স্বভাবতঃই কম।

৪। জ্বর প্রভৃতি রোগের সময় প্রশ্বাসে কার্ব্বণিক এসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

৫। শৈত্যে শ্বাসক্রিয়া বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে কার্ব্বণিক-এসিডও অধিক পরিমাণে বহির্গত হইয়া থাকে।

৬। দিবাভাগে প্রচুর পরিমাণে কার্ব্বণিক এসিড বহির্নিস্থত হয়, নিশাগমে ক্রমশঃ হ্রাস হয়। অবশেষে নিশীথে ইহার মাত্রা একবারেই কমিয়া যায়।

৭। ঘন ঘন প্রশ্বাসকালে প্রত্যেক প্রশ্বাসে কার্ব্বণিক এসিডের মাত্রা কম থাকিলেও মোটের উপরে এই শ্বাস অধিকতর মাত্রায় নিঃসৃত হইয়া থাকে। ইহাতে এরূপ মনে করিতে হইবে না যে টিশু পদার্থে অধিক পরিমাণে এই শ্বাস উৎপন্ন হয়। বাস্তবিক কথা এই যে, প্রশ্বাস যত ঘন ঘন বহির্গত হয়, উহাদের সঙ্গে প্রত্যেকবারেই তত কার্ব্বণিক এসিড্ বহির্গত হইয়া থাকে, সুতরাং মোটের উপর মাত্রার আধিক্য হইয়া থাকে।

৮। আহারের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে কার্ব্বণিক এসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়—ইহা আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণজনিত বৃদ্ধি।

বায়বীয় উপাদানের স্বাভাবিক নিয়ম এই যে উন্মুক্ত অবস্থায় উহারা উহাদের পরিমাণের অনুপাতের সাম্যসংরক্ষণ করিয়া থাকে। মনে করুন বারোমিটারে পারদের দ্বারা বায়ুর চাপ ৭৬০ মিলিমিটার। বায়ুরাশিতে অক্‌সিজেনের পরিমাণ এক পঞ্চমাংশ। ইহার প্রচাপের অনুপাতও উক্ত ৭৬০ মিলিমিটার পরিমাণের এক পঞ্চমাংশ, অবিশিষ্টাংশ প্রচাপ নাইট্রোজেন জনিত। উন্মুক্ত বায়ুতে কার্ব্বণিক এসিডের প্রচাপ অতি অল্প। কিন্তু ফুস্‌ফুসে কার্ব্বণিক এসিডের মাত্রাই অধিক। প্রাগুক্ত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অক্‌সিজেন বায়ুরাশিতে উহার আনুপাতিক সাম্য-সংরক্ষণ নিমিত্ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। যেথানে অক্‌সিজেনের মাত্রা কম থাকে, অপর স্থান হইতে অক্সিজেন তাহাদের স্বজাতীয়গণের আনুপাতিক মাত্রা সংরক্ষণ করিতে সেই দিকে প্রধাবিত হয় এবং বায়ুরাশি বহিঃস্থ বায়ু ফুস্‌ফুসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অক্সিজেনের স্থানীয় অভাব পরিপূরণ করিয়া দেয়। ইহাই প্রকৃতির এক মহামঙ্গলময় বিধান।

ফুস্‌ফুসে বায়বীয় উপাদানের অনুপাতের সাম্যসংরক্ষণ

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে শ্বাসক্রিয়ায় দশ-হাজার গ্রেণ পরিমিত অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং বার হাজার গ্রেন-কার্ব্বণ ডাইঅকসাইড্ পরিত্যাগ করে। ২৪ ঘণ্টার পরিত্যক্ত কার্ব্বণিক এসিডে ৩৩০০ গ্রেণ বা ১৮ তোলা অঙ্গার থাকে। দেহ হইতে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় প্রায় পাকা আঠার তোলা অঙ্গার কার্ব্বণিক এসিডের আকারে বহির্গত হইয়া যায়। এইরূপে ফুস্‌ফুসের পথে জলীয় বাষ্পাকারে যে জল বহির্নিস্থত হয়, তাহার পরিমাণও প্রায় সাড়ে চারি ছটাক। বয়স, ভূবায়ুর প্রচাপ ও স্ত্রী পুরুষাদিভেদে এই পরিমাণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। অল্প বয়স্ক ব্যক্তিদের দেহে যে পরিমাণে অক্সিজেন গৃহীত হয়, তাহার তুলনায় অনেক অল্প পরিমাণে কার্ব্বণিক এসিড বহির্গত হইয়া থাকে। বালকেরা বালিকাদের অপেক্ষা বেশী মাত্রায় কার্ব্বণ ডাইঅক্‌সাইড্ পরিত্যাগ করে। বহির্বায়ুর উষ্ণতার হ্রাস নিবন্ধন দেহের তাপ হ্রাস হইলে কার্ব্বণ ডাই-অক্সাইডের মাত্রাও কমিয়া যায়। বাহিরের তাপের বৃদ্ধিতে দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে, এই গ্যাসের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আবার অপর পক্ষে বহিঃস্থ বায়ু যদি কিঞ্চিৎ শীতল হয় এবং তাহাতে যদি দৈহিক উত্তাপের হ্রাস না হয় তাহা হইলে অধিক মাত্রায় অক্সিজেন গৃহীত এবং অধিক মাত্রায় কার্ব্বণিক এসিড্ পরিত্যক্ত হয়। বায়ুতে শতকরা ·০৮ ভাগ ভাগ কার্ব্বণিক এসিড জন্মিলেই উহা অসুখকর হয়, এবং শতকরা একভাগ কার্ব্বণিক এসিডে উহা বিষবৎ হইয়া উঠে।

অক্সিজেন ও কার্ব্বণ ডাই-অক্সাইডের ২৪ ঘণ্টার পরে

জলীয় পদার্থের সহিত বায়বীয় পদার্থের সংমিশ্রণ ঘটিলে এই সংমিশ্রণে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। এস্থলে ফুস্‌ফুসীয় রক্তগুলিতে আকাশীয় বায়ুর সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে বায়বীয়

শ্বাসক্রিয়ায় বায়বীয় পদার্থের বিনিময়

পদার্থের মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদান ক্রিয়ায় যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। আমাদের রক্তের সহিত অক্সিজেন ও কার্ব্বণ ডাই-অক্সাইডের যে সম্বন্ধ আছে ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ রক্তের হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন আকৃষ্ট হয়। অপর পক্ষে প্লাজমা পদার্থের ($NaHCO_3$) কার্ব্বণ অক্সাইডের যৎকিঞ্চিৎ রাসায়নিক সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই সম্বন্ধ অতি শিথিল। বায়ুশূন্য পাত্রে রক্ত রাখিয়া সামান্য একটুকু উহাতে উত্তাপ দিলেই বায়বীয় পদার্থগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এখন ফুস্‌ফুসের অভ্যন্তরে ইহাদের কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত হয় কি না, তদ্বিষয়ে একটুকু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

ফুস্‌ফুসে রক্তাধারে অপরিষ্কৃত রক্ত প্রবাহিত হয়। এই ক্ষুদ্রতম ও সূক্ষ্মতর রক্তাধারগুলির উভয় পার্শ্বেই বায়ুকোষ (Alveolar air cells) পরিলক্ষিত হয়। রক্তাধারের রক্ত কার্ব্বণিক এসিডে পূর্ণ। আবার বায়ুকোষের বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ অধিক। কার্ব্বণিক এসিড্ রক্তের সহিত বিমিশ্রিত থাকে। প্রচাপ ও উত্তাপ ভিন্ন উহা হইতে উক্ত শ্বাস বিশ্লিষ্ট হওয়ার দ্বিতীয় উপায় নাই। এই কথার আলোচনার পূর্ব্বে তরল পদার্থের সহিত গ্যাসের যে সম্বন্ধ আছে তৎসম্বন্ধে একটু বলা আবশ্যক। উন্মুক্ত বায়ুতে বিশুদ্ধ জল রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তাপ দিলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বায়ু জলে বিমিশ্রিত হইয়া পড়িবে। আবার বায়ুর অর্দ্ধ আয়তন জলে যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বায়ু সঙ্কুচিত করা যায়, তাহা হইলেও জল সেই পরিমাণ বায়ুকেই আত্মসাৎ করিবে, বায়ুর আয়তন চতুর্গুণ অধিক হইলেও ঐ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক জলে মিশ্রিত হইবে না।

শৈরিক রক্ত বায়ুকোষের পার্শ্বস্থ কৈশিকায় উপনীত হওয়ার সময়ে উহার হিমোগ্লোবিনগুলিতে অক্সিজেন থাকে না, ইহাতে তখন কার্ব্বণডাইঅক্‌সাইড বেশী মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। দূরবর্ত্তী যন্ত্রাদির গঠনোপাদান বা টিস্থ হইতে শৈরিক রক্ত কার্ব্বণডাই-অক্সাইড প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। এদিকে বায়ুকোষের প্রাচীরের সহিত এই অপরিষ্কৃত রক্তাধারসমূহের প্রাচীর সংলগ্ন থাকায় বায়ুকোষের অক্‌সিজেন গ্রহণে ইহাদের যথেষ্ট সুবিধা ঘটে। বায়ুকোষের বায়ুতে শতকরা দশ ভাগ অক্‌সিজেন থাকে। কুকুরের ফুসফুস পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে শতকরা ২·৮ ভাগ কার্ব্বণডাইঅক্‌সাইড থাকে। এই সময়ে প্রশ্বাস বায়ুতে কার্ব্বণডাইঅক্‌সাইডের পরিমাণ শতকরা ২·৮ ভাগ পরিলক্ষিত হয়। ডালটন (Dalton) তরল ও বায়বীয় পদার্থের সংঘাতসম্বন্ধে যে নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, তদনুসারে অনুমান করা যাইতে পারে যে এই অবস্থায় অক্সিজেন রক্ত প্রবিষ্ট হইবে এবং উহার প্রচাপে কার্ব্বণডাইঅক্সাইড বায়ুকোষে আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমরা আরও একটুকু সূক্ষ্মরূপে ইহার বিচার করিতেছি। ফুস্‌ফুসে শতকরা ১০ ভাগ অক্সিজেন থাকিবে, অক্সিজেনের প্রচাপের পরিমাণ ৭৬ মিলিমিটার। পঁচিশ মিলিমিটার প্রচাপেই হিমোগ্লোবিন হইতে অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার তুলনায় অক্সিজেনের চাপ এখানে অত্যন্ত বেশী, অধিকন্তু শৈরিক রক্তের হিমোগ্লোবিন্ স্বভাবতঃই অক্সিজেন-বিহীন (Reduced)। এখন স্পষ্টতঃই অনুমান করা যায় যে এ অবস্থায় বৃষ্টিসম্পাতে তৃষিত মরুভূমির ন্যায় বা সান্নিপাতিকজ্বরে তৃষিত রোগীর জল পানের ন্যায় রক্তের হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনগুলিকে আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিবেই করিবে। কিন্তু লঘু বায়ু নিশ্বাসে গৃহীত হইলে, তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। তাহাতে অক্সিজেন কম থাকে। তাহার পরে ফুস্‌ফুসে উহার মাত্রা আরও কমিয়া যায়। এই অবস্থায় অক্সিজেনের প্রবেশ লাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কার্ব্বণডাইঅক্‌সাইডের বিনিময়-নিয়ম সম্বন্ধে এখনও কোন সুসিদ্ধান্ত হয় নাই। ইতঃপূর্ব্বে ফুস্‌ফুসীয় ক্যাথিটার দ্বারা কুকুরের ফুসফুস হইতে কার্ব্বণডাইঅক্‌সাইডের পরিমাণ পরীক্ষা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় কুকুরের ফুস্‌ফুসের বায়ুতে শতকরা ৩·৮ ভাগ কার্ব্বণডাই-অক্সাইড বিদ্যমান থাকে, আবার এদিকে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ কক্ষস্থ অপরিষ্কৃত রক্তেও কার্ব্বণঅক্সাইডের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৩য় ভাগ। যে পর্য্যন্ত বায়ুকোষের কার্ব্বণডাইঅক্‌সাইডের পরিমাণের সহিত ফুস্‌ফুসীয় রক্তাধারের কার্ব্বণডাইঅক্‌সাইডে পূর্ণ সাম্য না হয়, তৎকাল পর্য্যন্তই রক্তাধার হইতে কার্ব্বণ-ডাইঅক্সাইড বায়ুকোষে প্রবিষ্ট হইতে পারে। ফলতঃ এ সম্বন্ধে এখনও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। অধ্যাপক গামজী (Arthur Gumgee M. D. F. R. S.) অনুমান করেন, বায়ুকোষের প্রাচীর সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম হইলেও কার্ব্বণডাইঅক-সাইড ক্ষরণ করার সম্ভবতঃ উহার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। বায়ু-কোষের প্রাচীরের এই জৈবশক্তি (Vital power) স্বীকার না করিলে কেবল ডালটনের উদ্ভাবিত প্রাকৃত নিয়মের উপর নির্ভর করিলে ফুস্‌ফুসের কার্ব্বণডাইঅক্সাইডের বিনিময় ব্যাখ্যার সবিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া উঠে। এমন কি উহা দ্বারা এই সূক্ষ্ম ক্রিয়ার আদৌ সদ্ব্যাখ্যা সংস্থাপন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

ফুস্‌ফুসে বায়ুগ্রহণ করার ক্রিয়া,—নিশ্বাস নামে অভিহিত এবং ফুস্‌ফুস হইতে বায়ু পরিত্যাগ করার নাম প্রশ্বাস। নাসারন্ধ্র বা মুখ,—এই উভয়ই বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগের পথ স্বরূপ। ইহার একের রোধে অপরের দ্বারাও শ্বাসক্রিয়া চলিতে পারে। শরীরবিচয়শাস্ত্রবিদ্

শ্বাস-ক্রিয়ার প্রকার ভেদ

পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে ফুসফুস সম্বন্ধীয় বায়ুর প্রকার ভেদ করিয়াছেন। ফুসফুসীয় বায়ুর পরিমাণ ভেদেই এই প্রকার ভেদ নির্ণীত হইয়াছে। ডাক্তার হাচিনসন উহার যে নামকরণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই এখনও বলিতেছি, তদ্‌যথা :—

(১) রেসিডুয়াল এয়ার (Residual air)—প্রশ্বাস দ্বারা ফুসফুসের সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া ফেলিবার নিমিত্ত অতি প্রবলবেগে প্রশ্বাস ত্যাগ করিলেও যে বায়ুরাশি ফুসফুসে অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, উহাই Residual air নামে খ্যাত। বাঙ্গালা-ভাষায় ইহাকে "নিত্যাবস্থিত বায়ু" বলা যাইতে পারে। বক্ষের পরিমাণ অনুসারেই ইহার পরিমাণ নির্ণীত হইয়া থাকে। ইহার পরিমাণ সাধারণতঃ ১০০ হইতে ১৩০ ঘনফিট। অথবা ১৬০০ সেণ্টমিটার; হাক্সলীর মতে ১৫০০ সেণ্টমিটার।

(২) রিজার্ভ বা সাপ্লিমেণ্টাল এয়ার (Reserve or supplemental air)—সাধারণ প্রশ্বাসে যে বায়ু ফুসফুস হইতে বহিষ্কৃত হয় না অথবা খুব প্রবলবেগে প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে যে পরিমাণে বায়ু ফুসফুস হইতে বহিষ্কৃত হয়, উহাই উক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার পরিমাণ ১৬০০ সেণ্টমিটার।

(৩) টাইডাল বা ব্রিদিং এয়ার (Tidal or Breathing air)—প্রত্যেক সহজ নিশ্বাসে ও প্রশ্বাসে যে যে বায়ুর যে পরিমাণ ফুসফুসে গৃহীত এবং তথা হইতে বহির্গত হয়, উহাই টাইডাল বায়ু বা সতত সহজ সঞ্চরণশীল শ্বাসবায়ু নামে অভিহিত হইতে পারে। ইহার মোটামোটি পরিমাণ ২০ ঘনইঞ্চি অথবা ৩০০ সেণ্টমিটার।

(৪) কম্‌প্লিমেণ্টাল এয়ার (Complimental air)—স্বাভাবিক নিশ্বাস খুব অধিক জোরে অর্থাৎ যথাশক্তি জোরে নিশ্বাস গ্রহণ করিলে যে বায়ুর যে পরিমাণ ফুসফুসে গৃহীত হয় উহাই উক্ত নামে অভিহিত হয়। উহার পরিমাণ একশত ঘন-ইঞ্চি অথবা ১৬০০ সেণ্টমিটার।

ভাইটাল বা রেসপিরেটরী ক্যাপাসিটী (Vital or respiratary capacity) যথাশক্তি জোরে নিশ্বাসগ্রহণান্তর যথাশক্তি জোরে যে পরিমিত প্রশ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করা যায়, সেই পরিমিত বায়ু ভাইটাল ক্যাপাসিটি নামে অভিহিত হয়। সুতরাং এই বায়ু কম্‌প্লিমেণ্টাল্ ভাইটাল ও রিজার্ভ বায়ুর সমষ্টি। ইহার পরিমাণ ২৩০ ঘন ইঞ্চি অথবা ৩৫০০ হইতে ৪০০০ সেণ্টমিটার। যাহার দৈর্ঘ্য পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি তাহার সম্বন্ধেই এই পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেহের দৈর্ঘ্য, ভারিত্ব, বয়স, স্ত্রীপুংভেদ ও স্বাস্থ্যের অবস্থানুসারে ইহার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। স্পাইরোমিটার (Spirometer) নামক যন্ত্রের সাহায্যে ইহা পরিমাপিত হইতে পারে।

রেসিডুয়াল এয়ার বা নিত্যাবস্থিত বায়ুর পরিমাণ করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু উৎসাহশীল পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই বায়ুপরিমাপের একটী উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। সহজপ্রশ্বাসের পরক্ষণেই, বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পূর্ণ বোতলের একটী মুখদানে মুখ দিয়া ৬ বার উহাতে প্রশ্বাসত্যাগ করুন এবং ৬ বার নিশ্বাসগ্রহণ করুন। অতঃপর এই প্রশ্বাসবায়ুতে কি পরিমাণে অক্সিজেন মিশিয়াছে তাহার পরিমাণ অবধারণ করুন এবং নিম্নলিখিত বীজাঙ্ক অনুসারে ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর পরিমাণ বিনির্ণয় করুন।

$$ভ´´ : ভ+ভ´´ - প : ১০০$$

$$ভ = \frac{ভ´´(১০০-প}{প}$$

এস্থলে ভ=পরীক্ষার সময়ে ফুসফুসস্থিত বায়ুর আয়তন।

ভ´´=হাইড্রোজেনধৃত পাত্রের আয়তন।

প=পরীক্ষার শেষে পাত্রস্থ হাইড্রোজেনের সহিত বায়ুর অনুপাত।

তাহা হইলে ভ=সহজ প্রশ্বাসের পরে ফুসফুসীয় বায়ুর আয়তন; অর্থাৎ ইহা "রেসিডুয়াল" এবং "রিজার্ভ" বায়ুর সমষ্টি। এক্ষণে পূর্ব্ব পরিমাপিত রিজার্ভ বায়ু বিয়োগ করিলে আমরা ১০০ হইতে ১৩০ ঘন ফিট বায়ু প্রাপ্ত হই। ইহাই রেসিডিয়াল বায়ুর পরিমাণ। ডাক্তার হাচিনসন মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া এই পরিমাণ স্থির করিয়াছেন।

প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ফুসফুসে চব্বিশ ঘণ্টায় যে বায়ুরাশি যাতায়াত করে, উহার সমষ্টি হাচিন্‌সনের মতে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার ঘন ইঞ্চি, মারসেটের মতে চারি লক্ষ ঘন ইঞ্চি, আমেরিকার ডাক্তার হেয়ারের মতে ছয় লক্ষ ছয়াশী হাজার। কিন্তু শ্রম দ্বারা ইহার পরিমাণ দ্বিগুণ হইতে পারে। হেয়ারসাহেব বলেন, শ্রমজীবীদের ফুসফুসে ২৪ ঘণ্টায় ১৫৬৬৮৩৯০ ঘন ইঞ্চি বায়ু যাতায়াত করে।

নিশ্বাসপ্রশ্বাস

নিশ্বাস প্রশ্বাস বা শ্বাসক্রিয়া কি প্রকারে সম্পন্ন হয়, বক্ষ-প্রাচীর কি প্রকারে বিলোড়িত হয়, কোন্ কোন্ মাংসপেশীর প্রভাবে এই কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তাহা "শ্বাসক্রিয়া" শব্দে দ্রষ্টব্য। এস্থলে যে সকল ক্রিয়ায় বায়ুর সংশ্রব আছে, তাহাই উল্লেখ্য। প্রশ্বাস অপেক্ষা নিশ্বাস অল্পকালস্থায়ী, নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের মধ্যে একটুকু বিরাম আছে। এই বিরাম অতি অল্পক্ষণস্থায়ী। কোন কোন ব্যক্তিতে আদৌ এই বিরাম অনুভূত হয় না। মুখ বন্ধ থাকিলে সাধারণতঃ নাসারন্ধ্রেই এই বায়ু বহিয়া থাকে। দুই নাসায় একই সময়ে সমানভাবে বায়ু বহে না। পবনবিজয়স্বরোদয়ে এই সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। যোগশাস্ত্রের কোন

কোন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে। নাসারন্ধ্র হইতে যে প্রশ্বাস-বায়ু বহির্গত হয়, তাহার বিশেষ নিয়ম আছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে দক্ষিণ নাসায় ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাম নাসায় প্রশ্বাস বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। "স্বরোদয়" শব্দে এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা দ্রষ্টব্য। বক্ষপ্রাচীরে বায়ুর গতি-পরিমাপের নিমিত্ত এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে ইহার নাম থোরাকোমিটার (Thoracometer) বা ষ্টিথোমিটার (Stethometer)। বক্ষ-প্রাচীরবিলোড়ন (Movement) পরিমাপনের নিমিত্তও এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, উহা ষ্টিথোগ্রাফ (Stethograph) বা নিউমোগ্রাফ (Pneumograph) নামে অভিহিত।

বিশ্রামাবস্থায় প্রতিমিনিটে ১৬ হইতে ২৪ বার শ্বাসবায়ু বহিয়া থাকে। হৃৎস্পন্দনের সহিত ইহার একটী আনুপাতিক সম্বন্ধ আছে। একবার শ্বাসক্রিয়ার সময়ে চারিবার হৃৎস্পন্দন হয়। শ্বাসবায়ুর গতিসমতা সতত স্থির থাকে না। ডাক্তার কোয়েটিলেট (Quetelet) ইহার একটা নিয়ম প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি বলেন :—

শ্বাসবায়ুর সংখ্যা

বর্ষ	মিনিট	বার
১ বর্ষ বয়সে	এক মিনিটে	৪৪
৫ বর্ষে	"	২৬
১৫ হইতে ২০ পর্য্যন্ত	"	২০
২০ হইতে ৩০	"	১৬
৩০ হইতে ৫০	"	১৮·১

(১) পরিশ্রমে শ্বাসবায়ুর ক্রিয়া ঘন ঘন হয়।

(২) তাপ বৃদ্ধি হইলেও শ্বাসবায়ুর ক্রিয়া ঘন ঘন হইয়া থাকে।

(৩) বার্ট (Bert) সপ্রমাণ করিয়াছেন ভূবায়ুর প্রচাপ যত বৃদ্ধি পাইবে, শ্বাসক্রিয়ার দ্রুতত্ব ততই কম হইবে। কিন্তু ইহাতে নিশ্বাসের গভীরতা (Depth) বৃদ্ধি পাইবে।

(৪) ক্ষুধানুভব আরম্ভ হইলে শ্বাসক্রিয়াব অল্পতা হয়। আহার করার সময়ে এবং উহার পরেও প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত শ্বাসক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, অতঃপরে আবার কমিতে থাকে। আহার না করিলে শ্বাসক্রিয়া বৃদ্ধি পায় না। শ্বাসবায়ুর গতি অতি অল্পক্ষণের নিমিত্ত স্বেচ্ছানুসারে নানা প্রকারে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে।

অম্বর-বায়ু ভিন্ন বায়বীয় পদার্থ-নিষেবণের ফল

যে বায়ুতে অক্সিজেনের অভাব, তাদৃশ বায়ু-নিষেবণে শ্বাসাবরোধ ঘটে। কার্ব্বণিক এসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে উহা বিষবৎ ক্রিয়া করে। উহাতে সাধারণতঃ মাদকতা-উৎপাদক বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু অক্‌সিজেনের অভাব না হইলে উহা-দ্বারা শ্বাসরোধ হইতে পারে না। কিন্তু কার্ব্বণিক অক্‌সাইড ভয়ঙ্কর বিষ। পাথরকয়লার গ্যাসে এই বিষ প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। যে গৃহে বায়ুপ্রবেশের পথ থাকে না, দ্বারাদি বন্ধ থাকে, এরূপ গৃহবাসী লোকের পক্ষে পাথুরিয়া কয়লার ধূমমিশ্রিত এই ভয়ঙ্কর বিষে ভীষণ বিপদ্ ঘটাইয়া থাকে। এই বিষ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া রক্তের হিমোগ্নোবিনে মিশ্রিত অক্‌সিজেনগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া লয়। সুতরাং অক্‌সি-জেনের অভাবে দৈহিক ক্রিয়ার বিষম বিপত্তি ঘটে। একদিকে কার্ব্বণিক এসিডের বৃদ্ধি, অপর দিকে অক্‌সিজেনের অল্পতা, এই উভয়ই দৈহিকক্রিয়ার ঘোরতর অনর্থ উৎপাদন করিয়া জীবনী শক্তিকে বিতাড়িত করিয়া দেয়।

বায়ুতে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে। এই নাই-ট্রোজেনের অভাব হইলে সে অভাব যদি হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করা যায় এবং উহাতে যদি অক্সিজেনের নির্দ্দিষ্ট মাত্রা থাকে, তবে তদ্দ্বারাও দৈহিক কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে। সাল-ফারাটেড্ হাইড্রোজেন অহিতকর পদার্থ। ইহা দ্বারা রক্ত-সংশোধন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। নাইট্রাস অক্সাইড্ ভয়ঙ্কর মাদক বিষ। অধিক মাত্রায় কার্ব্বণ ডাই অক্সাইড, সালফিউরাস এবং অন্যান্য এসিড্ বাষ্প শ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহের একান্ত অনুপযোগী। শ্বাসক্রিয়া সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় "শ্বাসক্রিয়া" শব্দে দ্রষ্টব্য।

স্বাস্থ্য ও বায়ু।

স্বাস্থ্যের সহিত বায়ুর যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, আর কোন পদার্থের সহিতই স্বাস্থ্যের তাদৃশ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। জীবনরক্ষার নিমিত্ত বায়ু যে কতদূর প্রয়োজনীয় ইতঃপূর্ব্বে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। এই বায়ু দূষিত হইলে ইহা দ্বারা যে সবিশেষ অপকার ঘটে তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

বিবিধ হেতুতে বায়ু দূষিত হইতে পারে। বায়বীয় উপাদানের মধ্যে কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প, আমোনিয়া, সালফারাটেড্

বায়ু দূষিত হওয়ার কারণ

হাইড্রোজেন প্রভৃতি অধিক মাত্রায় মিশ্রিত হইলে বায়ু স্বাস্থ্যের একান্ত অনুপযোগী হইয়া পড়ে। প্রশ্বাসে আমরা যে বায়ু পরিত্যাগ করি, তাহাতে বায়ুরাশি গুরুতররূপে কার্ব্বণ-ডাইঅকসাইড দ্বারা দূষিত হইয়া থাকে। স্বাভাবিক বায়ুরাশিতে শতকরা ১০০০০ ভাগে ৪ ভাগ মাত্র কার্ব্বণিক এসিড বিদ্যমান থাকে, কিন্তু প্রশ্বাসত্যক্ত বায়ুতে কার্ব্বণিক এসিডের পরিমাণ দশহাজার ভাগে প্রায় তিনশত হইতে চারিশত ভাগ। এইরূপে প্রাণি-জগৎ প্রতিনিয়ত বায়ু-রাশিকে কার্ব্বণিক এসিড দ্বারা দূষিত করিয়া ফেলে। কিন্তু

প্রকৃতির সুবিধানে উদ্ভিদ্-জগৎ এই বিষবৎ বায়বীয় পদার্থ স্বীয় কার্য্যে ব্যবহার করিয়া বায়ুরাশিকে বিষের ভার হইতে বিমুক্ত ও নির্ম্মল রাখে। কার্ব্বণিক এসিডময় বায়ুনিষেবণে কি অপকার ঘটে, ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রশ্বাসে পরিত্যক্ত নানাবিধ যান্ত্রিক পদার্থ (Organic substance) দ্বারা বায়ুরাশি দূষিত হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ কার্ব্বণিক এসিড্ অপেক্ষা প্রশ্বাসত্যক্ত কার্ব্বণিক এসিড অধিকতর অপকারী, কেন না উহাতে যান্ত্রিক পদার্থ বিমিশ্রিত থাকে। কলিকাতার ঐতিহাসিক অন্ধকূপহত্যার ভীষণ মৃত্যুর একমাত্র কারণ অবরুদ্ধ গৃহে অত্যধিক সংখ্যক লোকের এই প্রশ্বাসত্যক্ত কার্ব্বণিক এসিডময় বায়ুগ্রহণ। অষ্ট্রেলিজ যুদ্ধের অবসানে যে ৩০০ বন্দীর মধ্যে ২৬০ জন বন্দী ক্ষুদ্র রুদ্ধ গৃহে অতি অল্প সময়ে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাও এই কারণেই ঘটিয়াছিল। এইরূপ ঘটনামূলক অনেক ঐতিহাসিক বিবরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফলতঃ প্রশ্বাস পরিত্যক্ত বায়ু যে অতি সাংঘাতিক বিষময় পদার্থ, ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। গৃহ মধ্যে এই বায়ু অধিকতর সঞ্চিত থাকিলে গৃহ দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে। গৃহের লোকের নিকট সে গন্ধ অনুভূত না হইলেও অপর লোক সেই গৃহে প্রবেশ করিলে সহসা তাহা অনুভব করে। রুদ্ধ গৃহে একত্র বহু লোকের অবস্থান, এই কারণে অতীব অহিতকর। এতদ্ব্যতীত কার্ব্বণ-অক্সাইড্, কার্ব্বণ-ডাইসালফাইড, আমোনিয়াম্ সালফাইড, নাইট্রিক ও নাইট্রাস এসিড, ধূমের ঝুল, ধূলি, এপিথেলিয়ামকোষ, উদ্ভিদ্সূত্র, উল, রেশমসূত্র, বালুকণা, চা-খড়ির কণা, লৌহকণা ও নানা প্রকার জীবাণুদ্বারা বায়ু দূষিত হইয়া থাকে। দহনক্রিয়া, প্রশ্বাস, পয়ঃপ্রণালীর বাষ্পোদ্গম, বাণিজ্যিক দ্রব্যাদির আবর্জ্জনা প্রভৃতিই উক্ত সকল প্রকার বায়ু-দূষিতে মুখ্য হেতু।

সহরের বায়ু দূষিত হওয়ার হেতু

কলকারখানার ধূম ও আবর্জ্জনা, বাণিজ্য-পদার্থের আবর্জ্জনা, তামাকুর ধূম, পচন ও উৎসেচনক্রিয়া (Putrefaction and fermentation) বস্তীগুলির বিশৃঙ্খলা, আবর্জ্জনা ও ময়লার গাড়ী, ভরাট করা পুষ্করিণীর উপরিভাগস্থ ভূমি হইতে বিষ বাষ্পের উদ্গম, পাইখানা, পয়ঃপ্রণালী বা ড্রেইনেজের বিশৃঙ্খলা, গোশালা, অশ্বশালা, গোয়ালপাড়া, পশুবিক্রয়ের স্থান, মাংসবিক্রয়ের স্থান, বাজার, মেথরের ডিপো, গোরস্থান, জলাভূমি, কারখানা, (যেমন সোডার কারখানা হইতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড্, তামার কারখানা হইতে সলফিউরিক ও সলফিউরস্ এসিড্ ও আর্সেনিকের ধূম, ইটের পাঁজা ও সিমেণ্টের কারখানা হইতে কার্ব্বণমনক্সাইড বাষ্প, শিরীষ ও অস্থি অঙ্গারের কারখানা ও গৌখানা হইতে প্রচুর পরিমাণে যান্ত্রিক (organic) পদার্থ, রবারের কারখানা হইতে কার্ব্বণডাইসালফাইড প্রভৃতি নানাপ্রকার বিষময় বায়ু উদ্ভূত হইয়া থাকে।) শামুকসংগ্রহ, মলিনবস্ত্রসংগ্রহ, চামড়ার কারখানা ও ব্যবসায়, বস্ত্রাদি রংকরার ব্যবসায়, গিল্টীকরার ব্যবসায় ও রাজপথের ধূলি প্রভৃতি দ্বারা সহরের বায়ু দূষিত হইয়া থাকে। ইহার উপরে রোগবীজাণু (pathogenic germs) দ্বারা বায়ু দূষিত হওয়ায় সবিশেষ আশঙ্কা সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সহরে আলোক দেওয়ার নিমিত্ত যে সকল গ্যাসাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারাও বায়ু দূষিত হয়। এই সকল কারণে বায়ু দূষিত হইলে সেই বায়ু নিষেবণে নানা প্রকার রোগ জন্মিয়া দৈহিক স্বাস্থ্য বিনষ্ট করিয়া ফেলে, এমন কি সদ্য প্রাণনাশক বহুবিধ রোগ দূষিত বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বায়ুতে দোদুল্যমান বিবিধ রোগোৎপাদক সহস্র সহস্র পদার্থ রহিয়াছে। আমরা সেই সকল পদার্থ দেখিতে না পাইলেও উহাদের প্রভাবে নানাপ্রকার কাশরোগ জন্মিয়া থাকে। যাহাতে বায়ুরাশি এই সকল স্বাস্থ্যবিঘাতক পদার্থদ্বারা দূষিত না হয়, তজ্জন্য তীব্র দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক গৃহস্থেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

জলীয় বাষ্প।

বায়ু বলিয়া আমরা যে মিশ্র পদার্থের অস্তিত্বানুভব করি, উহার রাসায়নিক উপাদান অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইডের সবিশেষ বিবরণ ও জীব শরীরে উহাদের ক্রিয়াদি সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে আরও একটী পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়—তাহার নাম জলীয় বাষ্প। বায়ুতে স্থান ও কালভেদে অল্পাধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প বিমিশ্রিত থাকে। সূর্য্যোত্তাপে জল বাষ্পরূপে পরিণত হয়। উহা বায়ুরাশিতে মিশ্রিত হইয়া থাকে।

ডাক্তার ডাল্টন বলেন, ফারণহিটের ২১২ ডিগ্রী তাপে প্রতি মিনিটে ৪·২৪৪ গ্রেণ হিসাবে জল বাষ্পে পরিণত হয়,

জলীয় বাষ্পের প্রমাণ

সূর্য্যোত্তাপে জল যে বাষ্পে পরিণত হয়, অতি সহজেই তাহার পরীক্ষা করা যাইতে পারে। (১) প্রাতঃকালে কোন প্রসরতর অগভীর অনাবৃত পাত্রে ওজন করিয়া জল রাখুন, অপরাহ্নে সূক্ষ্মরূপে ওজন করুন, দেখিতে পাইবেন জল কমিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ উহার কিয়দংশ বাষ্পে পরিণত হইয়া বায়ুর সহিত বিমিশ্রিত হইয়াছে। যে জল আমাদের চাক্ষুস প্রত্যক্ষের বিষয় ছিল, তাহা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

(২) আর্দ্রবস্ত্র আলম্বিত করিয়া রাখুন, কয়েক মিনিট পরে

দেখিতে পাইবেন, উহার আর্দ্রতা কমিয়া যাইতেছে, আরও কয়েক মিনিট পরে দেখা যাইবে, যে উহাতে বিন্দুমাত্রও আর্দ্রতা নাই, উহা একবারেই বিশুষ্ক হইয়াছে। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অতি অল্প তাপেও জল বাষ্পে পরিণত হইয়া থাকে।

(৩) একটি মোমবাতি প্রজ্বলিত করিয়া উহার শিখার উপরে একটি সুপ্রসরমুখ শুষ্ক কাচের শিশি নিম্নমুখে ধরিলে উহার অভ্যন্তরে জল সঞ্চিত হইবে, উহার স্বচ্ছতার হানি হইবে।

(৪) দীপপ্রজ্বলনের সময়ে উহার হাইড্রোজেন বায়ুস্থ অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া যে জলীয় বাষ্প উৎপাদন করে, উহা বোতলের সুশীতল প্রাচীরে সংস্পৃষ্ট হইয়া ঘনীভূত হয় এবং জলবিন্দুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ইহার আরও বিবিধ পরীক্ষা আছে।

(৫) জলীয় বাষ্প অদৃশ্য। আমাদের প্রশ্বাসের সহিত যে জলীয় বাষ্প বহির্গত হয়, তাহা আমরা দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু একটি দর্পণের উপর প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে দেখা যাইবে যে,প্রশ্বাসের জলীয় বাষ্পে উহার স্বচ্ছতা বিনষ্ট হইয়াছে। দর্পণের শীতল গাত্রসংস্পর্শেই জলীয় বাষ্প এইরূপ ঘনীভূত হইয়া থাকে।

(৬) একটি শুষ্ক কাচের গ্লাসের মধ্যে একখণ্ড বরফ রাখিলে কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা যায়, উহার গাত্র অস্বচ্ছ হইয়াছে। উহার বহির্ভাগে জলকণা সঞ্চিত হইয়াছে। গ্লাসের বহির্ভাগের জলকণা কোথা হইতে আসিল? উহা অবশ্যই গ্লাসের বরফ হইতে উদ্গত হয় নাই। প্রকৃত কথা এই যে, বরফ-সংস্পর্শে গ্লাস অতি শীতল হওয়ায় উহার চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুতে যে জলীয় বাষ্প ছিল, সেই সকল বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ বহুবিধ প্রমাণে আমাদের চক্ষুর অগোচর জলীয় বাষ্পের অকাট্য প্রমাণ সংস্থাপন করা যাইতে পারে।

জলের সহিত তাপ-সংস্পর্শই এই বাষ্পোৎপত্তির একমাত্র হেতু। অগ্নির তাপ, সূর্য্যের তাপ, দৈহিক তাপ, ভূমির অভ্যন্তরস্থিত তাপ প্রভৃতি দ্বারা বিবিধ প্রকারে জলীয় পদার্থ উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পে পরিণত হয়। প্রশ্বাসবায়ু দ্বারাও বায়ুতে জলীয় বাষ্পের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ত্বক্ হইতেই দৈহিক জলীয় পদার্থ বাষ্পরূপে বহির্গত হইয়া বায়ুর সহিত বিমিশ্রিত হইয়া থাকে। কাষ্ঠ, কয়লা ও নানাবিধ দীপজ্বলনের সহিত জলীয় বাষ্পের উৎপত্তি হয়।

জলীয় বাষ্পের উৎপত্তি

সমুদ্রাদি জলাশয় হইতে এই প্রকারে যে পরিমিত জল প্রত্যহ বাষ্পে পরিণত হইয়া আকাশে উত্থিত হয়, তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বৈজ্ঞানিকগণ আনুমানিক গণনায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ২, ০৫, ২০, ০০,০০, ০০, ০০০ (দুই শঙ্খ পঞ্চ নিখর্ব্ব দুই খর্ব্ব) মণ জল আকাশ হইতে বাষ্পরূপে পৃথিবীতে নিপতিত হয়। এতদ্ভিন্ন কোটি কোটি মণ জল শিশির, তুষার, ছিন্ন তুষার, শিলা, কুয়াসা প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া থাকে। বিশাল বিপুল আকাশে বায়ুরাশিতে জলীয় বাষ্পরূপে এত অধিক জল অবস্থান করে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতীত হইতেছে যে, প্রত্যহ পৃথিবী হইতে ১০,০০,০০,০০,০০০, (এক নিখর্ব্ব) মণ, এবং প্রতি ঘণ্টায় ৪,১৬,৬৬,৬৬,৬৬৬ (চারি অর্ব্ব ষোড়শ কোটি ছয়ষট্টি লক্ষ ছয়ষট্টি সহস্র ছয়শত ছয়ষট্টি) মণ জল বায়ুরাশির সহিত বাষ্পাকারে মিশ্রিত হইয়া থাকে। সূর্য্যকিরণই এই জলাকর্ষণের প্রধানতম হেতু। বৃষ্টি, শিশির, তুষার, শিলা, কোয়াসা প্রভৃতির মূল হেতু এই জলীয় বাষ্প। বাষ্প আবৃত স্থানাপেক্ষা অনাবৃত স্থানে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে জল হইতে বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু অধিকতর উষ্ণ থাকিলে শীঘ্র শীঘ্র বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। গভীর পাত্রাপেক্ষা অগভীর পাত্রে অতি সত্বরে বাষ্প উৎপন্ন হয়। বায়ুর সাহায্যেও বাষ্প উৎপন্ন হয়। জল ও বায়ুর উষ্ণতা তুল্য হইলে, জল অপেক্ষা বায়ু—১৫ তাপাংশ হইতে অধিক শীতল হইলে বাষ্পোদ্গমের যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়। বায়ু বাষ্পে পরিপূর্ণ রূপে সিক্ত হইলেও বাষ্পোদ্গমের ব্যাঘাত হইয়া থাকে।

শীতকালে বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক থাকে, এই নিমিত্ত শীতকালে প্রচুর বাষ্পোৎপত্তি হয়। গ্রীষ্ম বায়ুর উষ্ণতাই অধিক পরিমাণে বাষ্পোদ্গমের হেতু। কিন্তু এই সময়ে বায়ুরাশি শীত ঋতুতে উত্থিত বাষ্পরাশির দ্বারা পরিসিক্ত থাকে, সুতরাং বায়ুতে অধিক বাষ্প মিশ্রিত হইতে পারে না, এই নিমিত্ত জলাশয়াদি শীতকালে যত শুষ্ক হয়, গ্রীষ্মকালে তত শুষ্ক হয় না। এইরূপে শীত গ্রীষ্মজাত বাষ্প বর্ষায় বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া থাকে। আমরা আকাশে এই জলীয় বাষ্পের বিবিধ রূপ দেখিতে পাই, যেমন কুজ্ঝটিকা, মেঘ, বৃষ্টি, শিশির, ছিন্ন তুষার, ও শিলা প্রভৃতি। জলীয় বাষ্পের কথা বলিতে হইলেই এই সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ কুজ্ঝটিকার কথাই বলা যাইতেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ কুজ্ঝটিকা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

কুজ্ঝটিকা

পৃথিবীর উপরিভাগে যে জলীয় বাষ্পরাশি বায়ুর স্বচ্ছতার ব্যাঘাত জন্মায়, উহাই সাধারণতঃ কুজ্ঝটিকা নামে অভিহিত। মেঘ ও কুজ্ঝটিকায় মূলতঃ পার্থক্য অতি অল্প। আকাশের উপর স্তরে যে ঘনীভূত বাষ্পরাশি ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, উহাই মেঘ। কুজ্ঝটিকাও মেঘ বটে, কিন্তু উহা ভূভাগের অতি নিকটে সঞ্চিত হয়। কুজ্ঝটিকা অতি ক্ষুদ্রতম জলবিন্দুর (Aquous spherules) সমষ্টি। এই সকল জল-

বিন্দু এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ ব্যতীত পরিলক্ষিত হয় না। যে কারণে শিশিরের উৎপত্তি হয়, তাহার বিপরীত হেতুতেই কুয়াসার উদ্ভব হইয়া থাকে। আর্দ্র ভূভাগের শৈত্যোষ্ণতামান (Tempertue) তৎসংলগ্ন বায়ুরাশির উষ্ণতামান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইলে কুজ্ঝটিকার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর্দ্র ও অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তপ্ত ভূভাগ হইতে উদ্ভূত জলীয় বাষ্প নিকটস্থ শীতল বায়ুস্পর্শে ঘনীভূত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুতে পরিণত হয়, ইহাই কুজ্ঝটিকা। কুজ্ঝটিকার উদ্গমের নিমিত্ত দুইটী অবস্থা প্রয়োজনীয়। উপরিস্থ বায়ুরাশি অপেক্ষা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের তাপাধিক্য কিংবা বায়ুরাশির আর্দ্রতা,—এই দুই অবস্থা থাকিলেই কুয়াসার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। মুসো-পেল্‌টিয়ার (Peltier) তড়িৎশক্তির সহিত কুজ্ঝটিকার সম্বন্ধবিনির্ণয় করিয়া দুই প্রকার কুজ্ঝটিকার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—রেজিনাস (Resinous) ও ভিটিয়াস (Vetiious)। এই শেষোক্ত নামধেয় কুয়াসারও প্রকার ভেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইল না। এতদ্ব্যতীত শুষ্ক কুয়াসা (Dry fogs) সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিক আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সহিত জলীয় বাষ্পের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা একপ্রকার ধূম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মেঘ

অতঃপর মেঘের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজনীয়। সূর্য্যের এক নাম সহস্রাংশু। সহস্রাংশু সহস্রকর প্রসারণ করিয়া নদনদী সমুদ্র ও অন্যান্য যাবতীয় জলাশয় হইতে জল শোষণ করিয়া লইতেছেন। এই শোষিত জলরাশি বাষ্পরূপে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। যতই ঊর্দ্ধে বাষ্পরাশি উত্থিত হয়, ততই উহা অধিকতর শীতল বায়ুর সহিত সম্পৃক্ত হইতে থাকে। ১৮০০০ ফিট্ ঊর্দ্ধস্থিত বায়ুর শৈত্য বরফের শৈত্যের ন্যায় অনুভূত হয়। কেহ কেহ বলেন, এই শীতল বায়ুর সংস্পর্শে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘে পরিণত হইয়া থাকে। কিন্তু এই মত সর্ব্বসম্মত নহে। জলীয় বাষ্প যেমন কুজ্ঝটিকার হেতু—উহা মেঘেরও তদ্রূপ কারণ স্বরূপ। মেঘের উচ্চগামিত্ব সম্বন্ধে অনেকগুলি হেতু আছে, যথা—বায়ুর শৈত্যোষ্ণমানতা, আর্দ্রতা, ঋতু এবং সমুদ্র বা পর্ব্বতের সামীপ্য। ধারাবর্ষী গুরুভারময় মেঘ ভূপৃষ্ঠ হইতে দুইশত বা তিনশত গজ ঊর্দ্ধে বিচরণ করে। আবার কার্পাসবৎ শুভ্র অভ্রমালা ভূপৃষ্ঠ হইতে চারি পাঁচ মাইল ঊর্দ্ধে ভাসিয়া বেড়ায়।

ভূভাগ বা সমুদ্রাদি জলাশয় হইতে উত্তাপে জলীয় বাষ্প ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, উহা বায়ুতে ভাসিয়া থাকে, অবশেষে আকাশের কোন স্থলের বায়ুরাশি এই জলবাষ্পে পূর্ণরূপে পরিষিক্ত (Saturated) হইয়া পড়ে। অতঃপরেও যদি নিম্নভাগ হইতে বাষ্পোদ্গম হইতে থাকে, তাহা হইলে বায়ুরাশি পূর্ণরূপে আর্দ্র হয়। জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয় এবং মেঘরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

মেঘোৎপত্তির বিবরণ

সুবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মিঃ হাউয়ার্ড (Howard) মেঘের প্রকার ভেদ ও নাম কল্পনা করিয়াছেন। উচ্চতর গগনপটে কাশশুভ্র পরিচ্ছিন্ন যে মেঘদাম ভাসিয়া বেড়ায়, উহা সিরস্ (Cirrus) নামে অভিহিত। এইরূপ মেঘ প্রবল বায়ু বা ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণপ্রকাশক। অপর প্রকার মেঘ "কিউমিউলস" (Cumulus) নামে অভিহিত। ইহাকে গ্রৈষ্মিক মেঘও বলা যাইতে পারে। এই মেঘ গুলিও শুভ্র। ইহারা পর্ব্বতের ন্যায় আকাশ মণ্ডলে ভাসিয়া বেড়ায়। অপর প্রকার মেঘের নাম ষ্ট্রেটাস (Stratus)। এই জাতীয় মেঘ ঘনীভূত, ইহারা আকাশে অনুপ্রস্থ ভাবে স্তরে স্তরে বিচরণ করে। উপত্যকা জলাভূমি প্রভৃতি হইতে কুয়াসা উত্থিত হইয়া এই প্রকার মেঘের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই নামত্রয়ের সমাসে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ মেঘের আরও বহুল নাম করিয়াছেন। যে মেঘ হইতে জলধারাসম্পাতে বসুধার তাপিত অঙ্গ সুশীতল হয়, সেই ঘনকৃষ্ণ স্নিগ্ধমধুর শ্যামল বারিদপটল—নিম্বস (Nimbus) নামে খ্যাত।

মেঘের নামকরণ

মেঘবিন্দু বা কুজ্ঝটিকা শিশিরবিন্দুর ন্যায় নিরেট জলময় নহে, উহা সাবানের বুদ্‌বুদের ন্যায় শূন্যগর্ভ। উহারা বৃষ্টিতে পরিণত হওয়ার সময়ে উহাদের শূন্যগর্ভতা বিনষ্ট হয়, তখন উহারা জলময় হইয়া পড়ে। মাসভেদে বায়ুরাশির শৈত্যোষ্ণমানতায় যে পার্থক্য হয়, তদনুসারে মেঘবিন্দুর আকারেও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। আগষ্ট মাসে য়ুরোপে উহার আকার অতি ক্ষুদ্র হয়, তখন উহার পরিমাণ—এক ইঞ্চির ·০০০৬ অংশ মাত্র। ডিসেম্বর মাসে ইহার আকার বৃহত্তম দেখায়—তখন উহার পরিমাণ—এক ইঞ্চির ·০০১৫ অংশে পরিণত হয়।

মেঘ বিন্দু

মেঘের তড়িৎ সম্বন্ধে প্রাচীন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে লেম (Lame), বেকারেল (Becquerel) এবং পেলটীয়ার (Pelteir) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বহুল গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। আকাশে ঘুড়ি উড়াইয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রাচীন সময়েও এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিয়াছেন। ঝটিকা মেঘের সহিত তড়িতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। আমরা বাহুল্য ভয়ে এবং অপ্রাসঙ্গিকতাভয়ে এস্থলে সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করা সুসঙ্গত মনে করিলাম না।

মেঘে সৌদামিনী

বিষুব প্রদেশের সহিত মেঘের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। উষ্ণ মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সূর্য্যের উত্তাপে অধিকতর উত্তপ্ত হয়। উত্তপ্ত ভূভাগ ও জলভাগ হইতে অধিক মাত্রায় জলীয় বাষ্প আকাশের উচ্চস্তরে উত্থিত হইয়া ঘনীভূত হয়, উহারা এইস্থলে অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে, তাহাতে ভূভাগ সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপ হইতে কিয়ৎক্ষণ বিমুক্ত থাকে। সুতরাং জলাশয়াদি হইতে জলীয় বাষ্পোদ্গমের পরিমাণ কিয়ৎপরিমাণে কম হয়। এইরূপে বিষুব প্রদেশ জীবনিবাসের উপযুক্ত থাকে।

মেঘ ও বিষুব প্রদেশ

কেবল ধারাবর্ষণ করিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠ সুশীতল করাই মেঘের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। মেঘ দ্বারা সূর্য্যের তাপ এবং নৈশ বাষ্পোদ্গমের হ্রাস হয়। জীব জগতের পক্ষে এই দুইটী অবস্থা অতি প্রয়োজনীয়।

মেঘের কার্য্য

আকাশে কি প্রকার মেঘ কোন্ সময়ে দেখা দেয়, তাহার কিরূপ ফল ঘটে, আমাদের পরাশরসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে এবং খনা ও ডাকের বচনে তাহার অনেক বিবরণ জানা যায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু অনুসন্ধান করিয়াছেন। যথা—

মেঘের ফল গণনা

সিরাস—উচ্চ গগনে অতি উর্দ্ধে এই জাতীয় রজত শুভ্র অভ্র গুলিকে ভাসিয়া বেড়াইতে দেখিলেই মনে করিতে হইবে যে অতি সত্বরেই আকাশে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে। গ্রীষ্মকালে উহারা বৃষ্টির পূর্ব্বলক্ষণসূচক। শীতকালে এই জাতীয় মেঘ দেখিলে মনে করিতে হইবে সত্বরেই অধিক মাত্রায় তুষার পাত হইবে। এই মেঘের সঙ্গে প্রায়শঃই দক্ষিণপশ্চিমদিগ্‌বাহী বায়ু প্রবাহের সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই বায়ুর সংস্পর্শে সিরস মেঘ ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়, বায়ুও ক্রমশঃ আর্দ্র হইতে থাকে, অতঃপরেই বৃষ্টি হইয়া থাকে।

সিরোকিউমিউলাস—এই মেঘ তাপোন্তবের পরিচায়ক। এই মেঘ ঝড় বৃষ্টির পরিচায়ক নহে।

এইরূপ মেঘ-ফলবিচার য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ সম্বন্ধে ভারতীয় পণ্ডিতগণের গবেষণাই অধিকতর সমীচীন।

১৮৯১ সালে মিউনিক (Munic) নগরে ইন্টার ন্যাসনাল মিটিয়রলজিক্যাল কন্‌ফারেন্সে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে মেঘ সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত যথা—

মেঘ সম্বন্ধে আধুনিক সিদ্ধান্ত

(ক) আকাশের উচ্চতম প্রদেশে বিচরণশীল মেঘ (Very high in the air)।

(খ) আকাশের উচ্চতর প্রদেশে বিচরণশীল মেঘ (At a medium height)।

(গ) ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্ত্তী মেঘ (Lying low or near the earth)।

(ঘ) বায়ুর উচ্চ প্রবাহস্তরস্থ মেঘ (In ascending current of air)।

(ঙ) আকার পরিবর্ত্তনোন্মুখ বাষ্প (Masses of vapour changing in form)।

মেঘ বাষ্পের ঘনীভূত দৃশ্যমান অবস্থা মাত্র। দুই কারণে বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘে পরিণত হইতে পারে—

১। বায়ুর স্তরবিশেষ শিশিরবৎ শীতল হইয়া তৎস্থানীয় জলীয় বাষ্পসমূহকে ন্যূনাধিক পরিমাণে সান্ধ্য জলদাকারে (Stratus) পরিণত করিতে পারে—

২। অথবা আর্দ্র বায়ুরাশি শীতল জলীয় বাষ্পরাশির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে গিরিনিভ মেঘে (Cumulus) পরিণত করিতে পারে।

মেঘতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মেঘ সমূহকে প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাদের নাম ও বিবরণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে (১) ষ্ট্রেটাস মেঘগুলি সুদীর্ঘ এবং আকাশে চক্রবালের ন্যায় (Horizontally) স্তরে স্তরে অবস্থান করে।

(২) কিউমিউলাস মেঘগুলি পর্ব্বতাকার। ইহাদের বাষ্প তুষারবৎ ঘনীভূত।

(৩) সিরস (Cirrus) মেঘ আকাশের অত্যুচ্চ প্রদেশে কাশ-কুসুম-কাননের ন্যায় অবস্থান করে। ইহাদের বাষ্প সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণে ঘনীভূত। ইহাদের মিশ্রণে আরও অনেক প্রকার মেঘের নাম লিখিত হইয়াছে, যথা, সিরো-কিউমিলাস্ ষ্ট্রেটোকিউমিলাস, সিরোষ্ট্রেটাস ইত্যাদি।

(৪) নিম্বস (Nimbus) মেঘ বৃষ্টিধারাবর্ষী। এই মেঘ অন্যান্য মেঘ হইতে ভূপৃষ্ঠের অতি নিকটবর্ত্তী।

ইতঃপূর্ব্বে মেঘের অবস্থিতি-স্থান-ভেদে যে শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে, এক্ষণে উহাদের উচ্চতা সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

(ক) পূর্ব্বোক্ত চিহ্নিত মেঘশ্রেণী সাধারণতঃ ১০০০০ গজ উচ্চে বিচরণ করে। সিরস, সিরো-ষ্ট্রেটাস্ এবং সিরোকিউমিলাস মেঘগুলি এই শ্রেণীভুক্ত।

(খ) চিহ্নিত শ্রেণী ৩০০০ হইতে ৬০০০ গজ উচ্চে অবস্থান করে। যথা সিরোকিউমিলাস, এবং সিরোষ্ট্রেটাস্।

(গ) চিহ্নিত মেঘমালার উচ্চতা ১০০০ হইতে দুই হাজার গজ। ষ্ট্রেটো-কিউমিউলাস্ এবং নিম্বস এই শ্রেণীস্থ।

(ঘ) উচ্চ বায়ুস্তরে বিচরণশীল মেঘের ভিত্তি প্রায় ১৪০০ গজ উচ্চে এবং উহাদের শেখরের উচ্চতা ৩০০০ হইতে ৫০০০ গজ। কিউমিউলাস ও কিউমিউ-নিম্বস মেঘ এই শ্রেণীস্থ।

(ঙ) মেঘ গঠনোন্মুখ বাষ্প ১৫[illegible] গজ উচ্চে বিচরণ করে। ষ্ট্রেটাস এই শ্রেণীস্থ।

বায়ুর সহিত মেঘ বৃষ্টি প্রভৃতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। বায়ুর প্রচাপ, বায়ুর তাপ, অধঃ ঊর্দ্ধস্তরবিচরণশীল বায়ুর শৈত্যতা ও উষ্ণতার সহিত মেঘবৃষ্টি প্রভৃতি ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। সুতরাং বায়ুবিজ্ঞান প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ের আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মেঘমালার যে শ্রেণীবিভাগ করা হইল, এ সম্বন্ধে এখনও সবিশেষ তথ্য নিরূপিত হয় নাই। কি নিয়মে কি প্রণালীতে আকাশমণ্ডলে মেঘমালা গঠিত হয়, এখনও সে সম্বন্ধে মিটিয়রলজিবিদ্ (Meteorologist) পণ্ডিতগণ যথেষ্ট গবেষণা করিতেছেন। মেঘের সহিত বায়ুর ও বায়ুর গতির সম্বন্ধ-বিচারে এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। এখনও ইঁহারা এতৎসম্বন্ধে সবিশেষ সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সাধারণ কৃষক এবং নাবিকগণও যখন মেঘ দেখিয়া ঝড় বৃষ্টির অনুমান করিয়া থাকে, তখন বৈজ্ঞানিকগণ এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিলে যে অত্যুত্তম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন, তাহা নিঃসন্দেহ। নিম্নে এতৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম লিখিত হইল—

১। ষ্ট্রেটস্ মেঘ দেখিয়া বুঝিতে হইবে, আকাশে ঊর্দ্ধগমনশীল বায়ুপ্রবাহ অত্যল্প।

২। কিউমিউলাস মেঘ ঊর্দ্ধগমনশীল বায়ু-প্রবাহের প্রভাবপরিচায়ক। ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ উষ্ণ হইয়া উহার উপরিস্থ বায়ুকে উষ্ণ করে, এবং সেই বায়ু ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়। সেই বায়ুর প্রভাবে আকাশস্থ মেঘও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে। মেঘস্তর উষ্ণ হইয়াও তদুপরিস্থ বায়ুরাশিকে ঊর্দ্ধদিকে পরিচালিত করিতে পারে। ফলতঃ বাষ্পরাশি অত্যন্ত ঘনীভূত হইলে উহাতে সৌরকর এমন ভাবে শোষিত হয় যে সেই সকল জলীয় কণা ভেদ করিয়া সূর্য্যের কিরণ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে পারে না। উহা বিকীর্ণ না হওয়ায় উপরিস্থ বায়ুরাশিকে উত্তপ্ত করে। নিম্নভাগ ও ভূপৃষ্ঠ স্নিগ্ধ ছায়ায় শীতল হয়। কিউমিউলাস মেঘ দেখিয়া ইহাও অনুমিত হইতে পারে যে আর্দ্র বায়ুরাশি কোন পর্ব্বত বা প্রতিবন্ধকযোগ্য পদার্থের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। যেরূপই হউক না কেন, বায়ু যতই ঊর্দ্ধগামী হইবে, উচ্চ স্থানের অল্প প্রচাপে বায়ুরাশি ততই চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া যাইবে। বায়ু যে পরিমাণে বিস্তৃত হয়, সেই অনুপাতে উহা শীতল হইতে থাকে।

থার্ম্মোডাইনামিক্স (Thermodynamics) বা তাপবিজ্ঞানে এই বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা দৃষ্ট হয়। বায়ুর এই শৈত্যবৃদ্ধি শীতল বায়ু-সংমিশ্রণজনিত নহে, তাপবিকীরণ বশতঃও নহে, অথবা ঊর্দ্ধ দেশের স্বভাবশীলতা-নিবন্ধনেও নহে। এই শৈত্যতা-প্রাপ্তির হেতু স্বতন্ত্র। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এস্‌পাই (Espy) তাপ-বিজ্ঞানের নিয়ম আবিষ্কার করেন, তাহাতে জানা যায়, তাপ কার্য্যফলে বিমিশ্রিত হইয়া থাকে। বায়ুপ্রবাহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ঊর্দ্ধদেশে উঠিলেই শীতল হয়, এবং উহার ফলে বায়ুতে মিশ্রিত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া থাকে। মেঘগঠনের সময়ে তাপরাশি মেঘে প্রচ্ছন্নভাবে বিমিশ্রিত থাকে, মেঘযুক্ত বায়ু নিম্নগামী হইলে আবার উহাতে প্রচ্ছন্ন তাপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে বিকিরণ দ্বারা বায়ুরাশি হইতে খুব অল্প মাত্রায় তাপ কমিয়া যায়। বৃষ্টি হওয়ার সময়ে যদি বায়ুর প্রচ্ছন্ন তাপ না কমে, তাহা হইলে উক্ত বায়ু অধোগামী হইলে ভূপৃষ্ঠে অত্যন্ত উষ্ণ বায়ুর প্রবাহ অনুভূত হইয়া থাকে।

দিবাভাগে প্রখর সূর্য্যোত্তাপে এবং শুষ্ক বায়ুপ্রবাহে অনেক সময়ে মেঘ গঠিত হইতে না হইতেই বাষ্পীভূত হইয়া যায়। এই বায়ুকে ঝঞ্ঝা বায়ু বলে। কিন্তু বায়ু আর্দ্র হইলে, এই বায়ুরাশির মধ্যে সূর্য্যোত্তাপে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে থাকে, সেই পরিবর্ত্তন ঝটিকা-সংঘটনের অনুকূল।

বায়ুর জলীয় বাষ্পের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে হইলে বৃষ্টি, শিলা ও শিশিররাশির কথা বিস্তৃতরূপে লিখিতে হয়। কিন্তু এস্থলে তাহার স্থানাভাব, এই সকল বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা বায়ুর জলীয় বাষ্প সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা হাইড্রোমিটিয়রলজী (Hydro-meteorology) ও হাইগ্রোমেট্রি (Hygrometry) সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠ করিবেন। হাইড্রোমিটিয়রলজী বিজ্ঞানে কুজ্ঝটিকা, মেঘ, বৃষ্টি, তুষার, শিশির, শিলা প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। বিশ্বকোষের "বৃষ্টি" শব্দেও এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য। হাইগ্রোমিটার (Hygrometer) যন্ত্রদ্বারা বায়ুরাশিস্থ বিবিধ অবস্থাগত জলীয় বাষ্পের স্থিতিস্থাপকতাদির পরিমাণ করিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা করাই হাইগ্রোমেট্রি নামক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই দুই বিজ্ঞানে বায়ুর জলীয় বাষ্প সম্বন্ধীয় বিবিধ তথ্য জানা যাইতে পারে। আধুনিক মিটিয়রলজী (Meteorology) সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিতেও এতৎ সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্মতত্ত্ব লিখিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ক্লাইমেটোলজী (Climatology) সম্বন্ধীয়

হাইড্রোমিটিয়রলজী ও হাইগ্রোমেট্রি

গবেষণায় বায়ুস্থ জলীয় বাষ্পের কিছু কিছু বিবরণ লিখিত হইয়াছে। লণ্ডন-মিটিয়রজিক্যাল আফিস হইতেও এই বিষয়ে অনেক গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ফেরেল Recent Advances in meteorology নামক যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতেও এই বিষয়ের অনেক আধুনিক সিদ্ধান্ত জানা যাইতে পারে।

আমোনিয়া।

আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছি বায়ুমণ্ডল নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প, কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস, আমোনিয়া, আরগন, নিয়ন, হেলিয়াম, ক্রিপটন এবং নিরতিশয় অল্পমাত্রায় হাইড্রোজেন ও হাইড্রোকার্ব্বণ পদার্থের একটা মিশ্রণ পদার্থ। ইহাতে নানা প্রকার বীজাণু ও ধূলি প্রভৃতিও ভাসিয়া বেড়ায়, কিন্তু সে সকল পদার্থ বায়ুর অঙ্গীয় নহে। বায়ুর এই সকল উপাদান-পদার্থের মধ্যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ চিরচঞ্চল। দেশ, কাল ও উষ্ণতা প্রভৃতি ভেদে জলীয় বাষ্পের যথেষ্ট তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উপাদানের তেমন তারতম্য ঘটে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বায়ুতে

অক্সিজেন	২৩.১৬ ভাগ
নাইট্রোজেন ও আর্গণ	৭৬.৭৭ ভাগ
কার্ব্বণিক এসিড	০.০৪ ভাগ
জলীয় বাষ্প	অনির্দ্দিষ্ট
আমোনিয়া এবং অন্যান্য বাষ্প পদার্থ	০.০১ ভাগ

মাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা এ পর্য্যন্ত এই সকল উপাদানের অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্ব্বণিক এসিড ও জলীয় বাষ্প সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বায়ুতে যে আর্গণ (Argon), নিয়ন (Neon), হেলিয়াম (Helium) ও ক্রিপটন (Krypton) নামক নবাবিষ্কৃত মূল পদার্থ আছে, তৎসম্বন্ধে কোনও কথা বলি নাই। ফলতঃ ইঁহাদের গুণাদি সম্বন্ধে এখনও সবিশেষ তথ্য জানা যায় নাই। আর্গণ ও নিয়ন এই দুইটী মূল পদার্থ, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত র‍্যালে ও রামজে আবিষ্কৃত করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত রামজে ও ট্রেভার্স ক্রিপটন নামক মূল পদার্থের সন্ধান প্রাপ্ত হন। এ পর্য্যন্ত এই পাঁচটী মূল পদার্থ সম্বন্ধে সবিশেষ কোনও তথ্য জানা যায় নাই। অক্সিজেনের ঘনত্ব ১৬, নাইট্রোজেনের ১৪, হাইড্রোজেনের ১, আরগণের ঘনত্বের পরিমাণ ১৯.৯। ডেবের (Dewer) যদিও অন্যান্য বায়বীয় পদার্থ হইতে হেলীয়ামকে পৃথক্ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কিন্তু ইহার গুণ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারেন নাই। সুতরাং এতৎসম্বন্ধে এখনও কোন কথা লিখিবার উপযুক্ত তথ্য জানা যায় নাই। আমরা এস্থলে

নবাবিষ্কৃত মূল পদার্থ

আমোনিয়ার কথা লিখিয়াই বায়ুর উপাদান দ্রব্যের স্বরূপ ও ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে আমাদের প্রস্তাবনার উপসংহার করিব।

আমোনিয়া একটি উগ্র গন্ধযুক্ত বর্ণহীন অদৃশ্য বাষ্প। বিশুদ্ধ বায়ুতে আমোনিয়ার পরিমাণ অতীব অল্প। দশলক্ষ ভাগ বায়ুতে এক ভাগের অধিক আমোনিয়া থাকে না। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন সংশ্লিষ্ট [illegible] পদার্থ পচিত হইলে, তাহা হইতে আমোনিয়া বাষ্প উদ্ভূত হইয়া বায়ুর সহিত বিমিশ্রিত হয়। পাথুরিয়া কয়লা দহনের সময়েও ইহা উদ্ভূত হইয়া থাকে। ড্রেণ, শবসমাধি ও জলাভূমি হইতেও এই বাষ্প উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ্জগতে আমোনিয়ার প্রয়োজন আছে। উহারা স্বদেহ-পুষ্টির জন্য বায়ুর আমোনিয়া হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। বায়ুতে সলফারেটেড্ হাইড্রোজেন প্রভৃতি আরও দুই একটি বাষ্পীয় পদার্থ অত্যন্ত অল্প পরিমাণে সময়ে সময়ে বিমিশ্রিত অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়, উহাদের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া এস্থলে তদ্বিবরণ পরিত্যক্ত হইল।

প্রাকৃতবিজ্ঞান ও বায়ু।

আমরা বায়ু সম্বন্ধে রসায়নবিজ্ঞান ও শরীরবিচয়-বিজ্ঞানের বিষয় সবিস্তাররূপে আলোচনা করিয়াছি। প্রাকৃত বিজ্ঞানে বায়ু সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচ্য বিষয় আছে। সেই সকল বিষয় অতীব জটিল ও উচ্চ গণিতজ্ঞানগম্য। বিশেষতঃ উহার অনেক কথাই সাধারণ পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে না। এতাদৃশ বিবিধ কারণে আমরা অতি সংক্ষেপে বায়ু সম্বন্ধীয় প্রাকৃত বিজ্ঞানের কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। যাঁহারা এসম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ জানিতে বাসনা করেন, ইংরাজী ভাষায় লিখিত মিটিয়রলজী (Meteorology) এবং নিউম্যাটিকস্ (Pneumatics) প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহারা এ বিষয়ের অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন। এস্থলে কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

বায়ুমণ্ডলের সীমা নির্ণীত হইতে পারে না। উদ্বেয় পদার্থ বিমুক্ত আকাশে কতদূর ব্যাপিয়া রহিয়াছে, যদিও আমরা প্রবন্ধ-প্রারম্ভে উহার উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু সূক্ষ্ম চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত এই যে সূর্য্য চন্দ্র ও বহুদূরবর্ত্তী নক্ষত্রমণ্ডলেও বায়বীয় পদার্থের গতিবিধি বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে আমাদের উপভোগ্য বায়ুমণ্ডলের উপাদান ও অন্যান্য গ্রহাদির বায়ুমণ্ডলের উপাদান অবশ্যই স্বতন্ত্র ও পৃথক্। আমাদের সম্ভোগ্য বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধ-সীমা যে এক একশত মাইলেরও অনেক উপরে, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বহু সুদূরবর্ত্তী নক্ষত্রালোক-প্রতিফলন, অরুণোদয়ালোক ও প্রদোষালোক এবং সুদূরবর্ত্তী পতৎউল্কার

বায়ুমণ্ডলের সীমা

আলোক দেখিয়া বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন, শতাধিক মাইলের উপরেও আমাদের এই বায়ুমণ্ডল বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার উপরেও যে অতি সূক্ষ্ম বায়ুমণ্ডল আছে প্রফেসার আর এস্ উড্‌ওয়ার্ড ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের "Science" নামক মাসিক পত্রিকায় তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক আভাস দিয়া রাখিয়াছেন। উহার [illegible]ত্ব আছে। কিন্তু সে ভারিত্ব ভূপৃষ্ঠে অনুভূত না হইবার কারণ এই যে উহা সূক্ষ্ম স্থিতি-সাম্যে (Dynamical equilibrium) অবস্থিত।

বায়ুমণ্ডলের ধর্ম্ম (Physical Properties)

পূর্ব্বে আমরা বায়ুর উপাদানগুলির ধর্ম্ম সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে কেবল রাসায়নিক ধর্ম্মেরই বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছি, এখন সমগ্র বায়ুমণ্ডলীর ধর্ম্ম (Property) সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) পরিচালকতা (Conductivity)—শুষ্ক বায়ুর পরিচালকতা-শক্তি অতি অল্প। আর্দ্র বায়ুর পরিচালকতা-শক্তি অপেক্ষাকৃত বেশী।

(২) তেজঃপ্রেরকতা (Diathermancy)—বিকিরণোন্মুখ তেজের পরিচালন ক্রিয়ায় (Transmission of radiant heat) বায়ুর যথেষ্ট সামর্থ্য পরিলক্ষিত হয়। তাপ-তরঙ্গ যতই দীর্ঘতর হইতে থাকে, বায়ুরাশি ভেদ করিয়া উহার গতিশক্তি ততই অধিকতর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কোন কোন তরঙ্গ-প্রবাহ বায়ুরাশিতে পরিশোষিত হইয়া যায়। এই পরিশোষণের ফলে কোন কোন দীর্ঘ তাপ-তরঙ্গ-প্রবাহ (Wave-lengths) জলীয় বাষ্পদ্বারা, কোন কোনটী কার্ব্বণিক এসিড্ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং সুদীর্ঘ তাপতরঙ্গ-প্রবাহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গপ্রবাহগুলি অধিক সংখ্যায় বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ও ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া থাকে। ধূলি, মেঘ ও কুজ্ঝটিকাবৎ বাষ্পরাশি বায়ুমণ্ডলের তাপপ্রেরণাশক্তির অতীব প্রতিবন্ধক। বায়ুমণ্ডলে সূর্য্যের প্রায় অর্দ্ধেক তাপ পরিশোষিত হয়, বক্রী অর্দ্ধ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও প্রচুর প্রতিবন্ধক নিয়তই বিদ্যমান থাকে।

(৩) আপেক্ষিক তাপ (Specific heat)—বায়ুর তাপধারণী শক্তি আপেক্ষিক। নিয়ত প্রচাপে অথবা কোন নিত্য আয়তনস্থ প্রচাপে স্থিত বায়ুরাশি তাপপ্রাপ্ত হইয়া যে পরিমাণে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে উহার তাপধারণী শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে গণিত দ্বারা সূক্ষ্মনিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৪) বিকিরণ শক্তি (Radiating power)—শুষ্ক বায়ুর বিকিরণ-শক্তি অতি অল্প, এমন কি ইহার পরিমাণ করাও অতি দুর্ঘট। কিন্তু স্পেক্‌ট্রোস্কোপ (Spectroscope) এবং বলোমিটার (Bolometer) যন্ত্র দ্বারা ইহার পরিমাপ হইতে পারে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মরার ট্রেবার্ট্, হাচিন্স এবং প্রফেসর এস্ ডবলিউ ভেরী এতৎসম্বন্ধে যথেষ্ট পরীক্ষা করিয়া ইহার পরিমাণ স্থির করিয়াছেন।

(৫) ঘনত্ব (Density)—বায়ুর ঘনত্ব ৭৬০ মিলিমিটার। অথবা এক ঘন ফুটে ০.০৮০৭১ পাউণ্ড্।

(৬) বিস্তৃতি (Expansion)—তাপের দ্বারা বায়ু বিস্তৃতি লাভ করে। শুষ্ক বায়ু ও জলীয় বাষ্পের বিস্তৃতির পরিমাণ প্রায় সমতুল্য।

(৭) স্থিতি-স্থাপকতা (Elasticity)—যে পরিমাণে প্রচাপ দ্বারা বায়ু অবরুদ্ধ হয় সেই পরিমাণের প্রচাপের অনুপাতে বায়ু সঙ্কোচিত হইয়া থাকে। প্রচাপ, শৈত্যোষ্ণমানতা এবং প্রকৃত বাষ্পের আয়তন প্রভৃতি দ্বারা স্থিতি-স্থাপকতার পরিমাণ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় গণিতের সিদ্ধান্তে সংস্থাপিত হইয়াছে।

(৮) অণুপ্রবেশ্যতা (Diffusion) বায়ু-প্রবাহের তুলনায়, বায়ুমণ্ডলীতে জলীয়বাষ্পের প্রবেশ বড় সহজ নহে। বাষ্পোদ্গমের সময় হইতেই বায়ুতে জলীয়বাষ্পের অণুপ্রবেশনক্রিয়া আরম্ভ হয়। শৈত্যোষ্ণমানতার মাত্রা অনুসারে অণুপ্রবেশ্যতার মাত্রার ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে।

(৯) সংঘর্ষত্ব (Viscosity) বায়ুমণ্ডলে গতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে প্রত্যেক স্তরই তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দ্রুতগতিবিশিষ্ট স্তরের গতি প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া উঠে। এই প্রতিবন্ধকতা গতিশীল বায়ুর আণবিক বা আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাপের প্রভাব ভিন্ন গতির উদ্রেক হয় না। সুতরাং বায়ুরাশির তাপ তাপমানের শূন্য ডিক্রীতে নামিয়া পড়িলে বায়ুর এই ধর্ম্ম আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। বায়ুর সংঘর্ষ ধর্ম্ম উহার আভ্যন্তরীণ গতির প্রতিবন্ধকতারই (Resistance) নামান্তর মাত্র। নানাবিধ কারণে বায়ুরাশিতে এই আভ্যন্তরিক প্রতিবন্ধকতা ঘটিয়া থাকে। বায়ুরাশি আন্দোলিত হইলে উহাদের স্তরে স্তরে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং সেই সংঘর্ষ নিমিত্ত উহাদের যে গতিশক্তির ক্ষতি (Convective loss of energy) হয়, উহা সংঘর্ষতা ধর্ম্মেরই পরিচায়ক।

(১০) গুরুত্ব (Gravity) বায়ুমণ্ডলের ভার ও গুরুত্ব ধর্ম্মের উপরেই নির্ভর করে। গুরুত্ব প্রত্যেক পদার্থকেই নিম্নাভিমুখে প্রচাপ দিয়া থাকে। এই স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট সঙ্কোচনশীলতার নিমিত্ত গুরুত্বের প্রচাপ চারিদিকেই স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে।

বায়ুর এই সকল গুণ বা ধর্ম্মের বিস্তৃত আলোচনা নিউমাটিক্স (Pneumatics) বা বায়ু-গুণ-বিজ্ঞানে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। বায়ুগুণ-বিজ্ঞান গ্রন্থে বয়লে, মেরিয়ট, ও চার্লস্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের বায়বীয় বাষ্পপরীক্ষার সূক্ষ্ম কৌশলরাশি অতীব পাণ্ডিত্য ও গবেষণা বা জ্ঞানের পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

বায়ুমণ্ডলের শৈত্যোষ্ণতামান ইত্যাদির বিবরণ।

বায়ুমণ্ডলের শৈত্যোষ্ণতামান (Temperature) সম্বন্ধে বুচান (Buchan) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বহুল গবেষণা করিয়া জগতের প্রত্যেক খণ্ডের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং মানচিত্রাদি সহ তদ্বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যোমযান প্রভৃতির সাহায্যে এই বিষয়ের বিনির্ণয় হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অধুনা যথেষ্ট গবেষণা হইতেছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত মিটিয়রলজিকাল জিট্ (Met Jeit) নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় সূক্ষ্ম গবেষণাপূর্ণ একটি উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। জলীয়বাষ্পপ্রচার সম্বন্ধেও এইরূপ স্থানীয় তালিকা ও মানচিত্রাদি সহ বিবরণী প্রকাশিত হইতেছে। ব্যারোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে জগতের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বায়ুর ভারিত্ব সম্বন্ধেও বহুল বিবরণ সংগৃহীত হইতেছে। এতদ্দ্বারা মেঘ বৃষ্টি, ঝড়, এবং তদ্বিপরীত আকাশের নির্ম্মলতাদি বিনির্ণয়ের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। এই যন্ত্র সম্বন্ধে অতঃপর আলোচনা করা যাইবে।

বায়ুর প্রচাপ।

বায়ুর প্রচাপ চারিদিকেই সমান ভাগে রহিয়াছে। উপর হইতেও যেমন বায়ুরাশির চাপ পড়িতেছে, নিম্নদিক্ হইতে উহার চাপ তেমনই উর্দ্ধদিকে উঠিতেছে। নিম্নমুখ (Downward) চাপ অবক্ষেপক নামে এবং উর্দ্ধমুখ (Upward) চাপ উৎক্ষেপক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই প্রচাপের অস্তিত্ব পরীক্ষায় সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ অবক্ষেপক চাপের পরীক্ষা প্রদর্শিত হইতেছে :—দুই মুখ খোলা একটি আয়ত কাচের নলের এক মুখে এক খানি রবার-চাদর সূত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করুন। পরে অপর মুখের চতুর্দ্দিকে মোম লাগাইয়া কাচনলটী বায়ুনিষ্কাশনযন্ত্রের রন্ধ্রের উপরে দৃঢ়রূপে সংস্থাপন করুন। উক্ত যন্ত্রটী সঞ্চালন করিলে কাচের নলের মধ্য হইতে বায়ু নিষ্কাশিত হইতে থাকিবে, সুতরাং বহিঃস্থ বায়ুরাশির অবক্ষেপক চাপ রবারের চাদরের উপরে পতিত হওয়াতে উহা নলের অভ্যন্তরে নমিত হইয়া পড়িবে। এই যন্ত্রটী অধিকক্ষণ সঞ্চালিত করিলে বায়ুর চাপে রবারের চাদর ফাটিয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা বায়ুর উৎক্ষেপক চাপের বিষয় জানা যাইতে পারে। একটী কাচের গ্লাস জল দ্বারা পূর্ণ করুন। একখানি পুরু সাদা কাগজ উহার মুখের উপর এমন ভাবে সংস্থাপন করুন যে গ্লাসের জল ও কাগজ এই উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বায়ু না থাকে। কাগজখণ্ড অঙ্গুলি দ্বারা ঈষৎ চাপিয়া গ্লাসটী অতি দ্রুত নিম্নমুখ করুন এবং কাগজ হইতে অঙ্গুলি অপসারিত করুন, ইহাতে গ্লাসস্থিত জলরাশি কাগজখানিকে বিক্ষিপ্ত ক[illegible] পড়িয়া যাইবে না। ইহার কারণ, গ্লাসের নিম্নস্থ বায়ুরাশির উৎক্ষেপক চাপ। কাগজখানির বিস্তৃতি ৪ বর্গ ইঞ্চি হইলে ৩০ সের পরিমিত উৎক্ষেপক বায়ুচাপ কাগজখানিকে গ্লাসের মুখে ঠেলিয়া থাকিবে। কেন না, অর্দ্ধসের জলের ভার, ৩০ সের বায়ু-প্রচাপের তুলনায় একান্ত অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু কোন প্রকারে জল ও কাগজের মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইলেই এই অবক্ষেপক ও উৎক্ষেপক চাপ পরস্পর প্রতিহত হইবে। সুতরাং গ্লাসস্থিত জলের অতিরিক্ত ভারবশতঃ কাগজখানি সহ জলরাশি অধঃপতিত হইবে।

বায়ুপ্রচাপের এই নিয়মাবলম্বনে অনেক প্রকার ইন্দ্রজালের অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শিত হয়। সহস্রছিদ্র কুম্ভে জল আনয়ন ব্যাপারও অতি সহজেই সম্পন্ন হয়। কলসের নিম্নদেশে বহু ছিদ্র বর্ত্তমান থাকিলেও, যদি অবক্ষেপক বায়ুর চাপ রুদ্ধ করা যায় অর্থাৎ কলসীটী জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিতে থাকিতেই যদি উহার মুখ সম্যক্‌রূপে অবরুদ্ধ করা যায়, অথবা পূর্ব্ব হইতেই উহার মুখে একখানি সরা ময়দা দ্বারা আটিয়া দিয়া সেই সরাতে একটি ছিদ্র করা যায় এবং জল হইতে উঠাইবার সময়ে অঙ্গুলী দ্বারা ঐ ছিদ্র দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে উহার নিম্নস্থ সহস্র ছিদ্রদ্বারাও জল পড়িবে না। পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে চারিদিকেই বায়ুর চাপ সমসংস্থিতভাবে বিদ্যমান। বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা একটী টীনের কানস্তার মধ্য হইতে বায়ু নিষ্কাশিত করিলে এবং উহার ভিতরে বায়ুপ্রবেশের কোনও উপায় না থাকিলে বাহিরের বায়ুর চাপে কানস্তার পার্শ্ব সশব্দে ভিতরের দিকে তুবড়াইয়া যাইবে।

বায়ু তরলীকরণ The Lequifaction of gases

বায়ুকে তরলীকৃত করার নিমিত্ত বহু কাল হইতে চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনকে পাশ্চাত্য প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ কোনও প্রকারে এই অবস্থায় আনয়ন করিতে পারেন নাই। এই নিমিত্ত ইহাদিগকে নিত্যবাষ্প (Parmanent gas) বলা হইত। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফারাডে (Faraday) সপ্রমাণ করেন যে বায়ুমণ্ডলীর ২৭ পরিমিত প্রচাপে এবং ১১০ ডিগ্রী শৈত্যোষ্ণতামানেও এই তিন বাষ্পীয় পদার্থ তরল হয় নাই। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ন্যাটারার (Natterer) বায়ুমণ্ডলী ৩০০০ পরিমিত প্রচাপেও নাইট্রো

লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৭৭ সালে সুপণ্ডিত কেইলিটেট্ (Cailletet) ও পিক্টেট্ (Pictet) এই বিষয়ে প্রথমে সাফল্য লাভ করেন। পিক্‌টেটের পরীক্ষায় অক্সিজেনবাষ্প বায়ুর আকার ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু পিক্‌টেট্ অক্সিজেনকে জলবৎ তরল করেন। অতঃপরে ভন রবলেইস্কী (Von Wroblewsky) এবং অলজেউইস্কী (Olzewosky) অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং [illegible] অক্সাইডকে তরলীকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রফেসর ডেওয়ারও (Dewar) এই সম্বন্ধে বহুল পরীক্ষা করিয়াছেন। তরলীকৃত বায়ু জলবৎ তরল, জলের ন্যায় স্বচ্ছ এবং ইহাকে জলের ন্যায় এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালা যাইতে পারে। ইহা অত্যন্ত শীতল, বরফ হইতেও ৩৪৪°c পরিমাণে অধিকতর শীতল। তরল বায়ু এতই শীতল যে, বরফের উষ্ণতাটুকুও উহার সহ্য হয় না। বরফের মধ্যে তরলবায়ু সংরক্ষিত হইলে উহা টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকে। আলকোহল প্রভৃতি তরল পদার্থ পূর্ব্বে কোনও প্রকার কঠিন অবস্থায় পরিণত করা যাইত না। কিন্তু তরল বায়ুর সংস্পর্শে এই সকল পদার্থও কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। ইহার অতি শৈত্য মানুষের দেহের পক্ষেও অসহ্য। যে স্থানে তরল বায়ু সংস্পৃষ্ট হয়, সে স্থান অগ্নিস্পৃষ্টবৎ ঝলসিয়া উঠে। জীব দেহে অতি শৈত্য ও উষ্ণতার ক্রিয়া প্রায় একইরূপে প্রকাশ পায়। বায়ুর তরলীকরণ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের এক অদ্ভুত আবিষ্কার। পূর্ব্বে বায়ুর তরলতাসাধনে অত্যন্ত ব্যয় হইত। এখন অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে বায়ুর তরলতা সাধিত হইতেছে। ইহা দ্বারা মানুষের অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য সমাধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বায়ুমণ্ডলের অনেক উচ্চপ্রদেশ পর্য্যন্ত ধূলিরাশি পরিলক্ষিত হইয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে বায়ুতে ধূলিকণাসমূহ আছে; এই নিমিত্তই বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প সঞ্চিত হইয়া মেঘের উৎপত্তি হইতে পারে। বায়ুরাশিতে ভাসমান ধূলিকণাই জলীয় বাষ্পবিন্দুর বিশ্রামাধার। এই বিশ্রামাধার না থাকিলে মেঘোৎপত্তি অসম্ভব হইয়া পড়িত। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধূলিকণা গগনমণ্ডল হইতে নামিয়া পড়ে এবং উহাতে বায়ুরাশি ধূলিনির্ম্মুক্ত হইয়া নির্ম্মল হয়।

বায়ুর ধূলি

বায়ু ও শব্দবিজ্ঞান (Acoustics)

শব্দের গতি বায়ুদ্বারা সাধিত হয়। বায়ু শব্দের পরিচালক। বায়ু না থাকিলে আমরা কোন শব্দ শুনিতে পাইতাম না। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিকপণ্ডিত হক্সবি (Hawksbee) বায়ুর সহিত শব্দের এই সম্বন্ধ যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া সুসিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁহার যন্ত্রের সহিত একটি ঘণ্টা ঘটিকা-যন্ত্রের ঘণ্টার ন্যায় ন্যস্ত ছিল। ঐ যন্ত্রের সহিত একটি ধাতব নলসংযুক্ত রাখা হইত। সেই নল কর্ণের সহিত এমন ভাবে সংযুক্ত করা হইত যে, কর্ণে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রদ্বারা উক্ত যন্ত্রের বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া উহাতে ঘণ্টার শব্দ করিলে আদৌ কোন শব্দ শুনা যাইত না, আবার উহাতে বায়ু প্রবেশের অনুপাতে শব্দের স্ফুটতার তারতম্য হইত। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, বায়ুর প্রচাপের ন্যূনাধিক্য বশতঃ শব্দ শ্রুতিরও ন্যূনাধিক্য ঘটিয়া থাকে। যতই ঊর্দ্ধে আরোহণ করা যায়, বায়ুর প্রচাপ ততই লঘুতর হইতে থাকে। প্রচাপের লঘুতা অনুসারে শব্দের স্ফুটতারও সেই পরিমাণে হ্রাস হইতে থাকে। লঘুতর বায়ুচাপবিশিষ্ট স্থলে অতি নিকটবর্ত্তী কামানের গর্জ্জন বা পটকার শব্দের ন্যায় শ্রুত হইয়া থাকে।

যন্ত্রবিশেষে সংরুদ্ধ বায়ুর কম্পন (Vibrations of air) দ্বারা অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। বাঁশী, শঙ্খ, শৃঙ্গ, তুরী এবং আরও বহুবিধ বায়ু-বাদ্যযন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল যন্ত্রের মধ্যস্থিত বায়ু-রাশিই শব্দোৎপাদনের হেতু। যন্ত্রের বাঁশ, কাঠ বা পিত্তলাদি কেবল শব্দ-ঝঙ্কার পরিবর্ত্তনের সহায় মাত্র। শব্দবিজ্ঞানে বায়ুর এই কৃতিত্ব সম্বন্ধে বহুল গবেষণা ও গণিতপ্রক্রিয়া-সাধ্য সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। গ্যাস-হারমোনিকাম এক প্রকার অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র। কোল গ্যাস বা হাইড্রোজেন গ্যাস এই বাদ্যযন্ত্রের বাদক। যন্ত্রটী এরূপ ভাবে বিনির্ম্মিত যে উহার গ্লাস-নলিকায় গ্যাস রাখিয়া সেই গ্যাস প্রজ্বলিত করিয়া দিলে উহা হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাতেই যন্ত্রের মধ্যে অদ্ভুত গীতিধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ বাদ্যযন্ত্র ইংরাজী ভাষায় "Singing flames" নামে অভিহিত হয়। কেবল যন্ত্রধৃত বায়বীয় বাষ্পই এই শব্দের উপাদান।

বায়ু শব্দের প্রধানতম পরিচালক। ডাক্তার টিণ্ডালও প্রাচীন পণ্ডিত হক্সবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এ সম্বন্ধে বহুল পরীক্ষা করিয়াছেন। ডাক্তার টিণ্ডাল রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশনে শব্দ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি হক্সবীর প্রস্তুত যন্ত্রের ন্যায় একটি যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর সহিত শব্দের সম্বন্ধ অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি একটি বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্রের গ্লাস নির্ম্মিত আধারে একটি ঘণ্টা রাখিয়া বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রদ্বারা উহার বায়ু নিষ্কাশিত করেন, এই অবস্থায় উহার মধ্যস্থ ঘণ্টা যথেষ্টরূপে বিলোড়িত করা সত্ত্বেও কোন শব্দ পরিশ্রুত হয় না। অতঃপর তিনি উহা হাইড্রোজেন বাষ্প দ্বারা পূর্ণ করেন হাইড্রোজেন বাষ্প বায়ু অপেক্ষা চৌদ্দগুণ লঘুতর, ইহাতে

অনেক যত্নে শ্রোতৃবর্গ উহার অতি অস্পষ্ট শব্দ শুনিতে পাইলেন। আবার তিনি উহাকে বায়ুশূন্য করিয়া ফেলিয়া ঘণ্টা আলোড়িত করিতে লাগিলেন, শ্রোতারা অতি নিকটে কর্ণ রাখিয়াও কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না। অতঃপর উহাতে যখন অল্প অল্প বায়ু প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া ঘণ্টা বিলোড়িত করিতে লাগিলেন, তখন বায়ুর ঘনত্বের বৃদ্ধির অনুপাতে শব্দ ক্রমশঃই পরিস্ফুটরূপে শ্রুত হইতে লাগিল। এই নিমিত্তই মহর্ষি কণাদ শব্দের সহিত বায়ুর যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, বহু সহস্র বৎসরপূর্ব্বে এই সিদ্ধান্ত সূত্রাকারে সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

বায়ু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত না হইলেও আমরা নানা প্রকারে ইহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। আমরা বায়ুপ্রবাহে বুঝিতে পারি যে বাতাস বহিতেছে, ইহা আমাদের ত্বাচপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত। আমাদের দেহ যখন বায়ুস্পৃষ্ট হয়, তখন আমরা অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারি। সরোবরের মৃদুল বীচি-মালায়,—সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গে,—কুসুমকাননে সলাজবল্লরীর সুকোমলপত্রের স্নিগ্ধ আহ্বানে এবং প্রলয়ঙ্কর প্রভঞ্জনের ভীমভয়ঙ্কর সৃষ্টিসংহারক আস্ফালনে—সর্ব্বত্রই বায়ুর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অন্যান্য জড় পদার্থের যেমন প্রতি-বোধিকা শক্তি আছে, বায়ু লঘুতর হইলেও ইহার প্রতিরোধিকা শক্তি আছে, পরিচালিকা শক্তিও আছে। বায়ু অনন্ত শক্তি-শালী, ইহার গুণও অনন্ত। মানবীয় বিজ্ঞান এখনও ইহার লেশাভাস মাত্রও জানিতে সমর্থ হয় নাই।

বায়ুর অস্তিত্ব অনুভব ও প্রভাব

বায়ুপ্রবাহ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বায়ুতে তরল পদার্থের সকল প্রকার ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে, এইজন্য তাহা তরল পদার্থ বলিয়া গণ্য। যে নিয়মে তরল পদার্থের গতি নিষ্পন্ন হয়, বায়ুও অনেকাংশে সেই নিয়মের অধীন; তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, অন্যান্য তরল পদার্থে অন্তরাকর্ষণ অপেক্ষাকৃত দৃঢ়, কিন্তু বায়ুতে সেই অন্তরাকর্ষণ শক্তি অনেক লঘু। এই কারণে বায়ু অন্যান্য তরল পদার্থাপেক্ষা সহজেই স্ফীত হয়, অন্যান্য তরল পদার্থে দৃঢ়তা-বশতঃ সেরূপ স্ফীতি ঘটে না।

তরল পদার্থের একটী সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, উহা সর্ব্বত্র সমোচ্চতা সম্পাদন করে। কোন কারণ বশতঃ এই সমোচ্চতায় বিঘ্ন ঘটিলে উহা স্বাভাবিক ধর্ম্মানুসারে একবার আন্দোলিত হই-য়াই পুনরায় সমোচ্চতা রক্ষায় যত্নশীল হয়। আবার ইহাতে শীতে সঙ্কোচন এবং তাপে স্ফীতি বা বিবর্দ্ধন ঘটিয়া থাকে। ধাতব দৃঢ় পদার্থাপেক্ষা তরল পদার্থেই উষ্ণতা জন্য বৃদ্ধি অধিক পরিমাণে লক্ষিত হওয়া যায়। বায়ু তরল পদার্থের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম, এই জন্য গ্রীষ্মে তাহা অতিশয় স্ফীত হইয়া পড়ে।

বায়ু স্বভাবতঃ স্থিরভাবে সকল পৃথ্বীপৃষ্ঠ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। যদি কোন কারণে কোন প্রদেশে সূর্য্যোত্তাপ অধিক হয়, অথবা দাবানল বা অন্য কোন কারণে তাহা অধিক উত্তপ্ত হয়, তাহা হইলে, শেষোক্ত নিয়মানুসারে তাহা তৎক্ষণাৎ স্ফীত হইয়া পার্শ্ব-বর্ত্তী বায়ু অপেক্ষা অ[illegible] হইয়া পড়ে এবং বায়ুর ধর্ম্মানুসারে সেই লঘু বায়ু ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। আবার প্রথমোক্ত নিয়মা-ধীনে অপরদিকৃস্থিত শীতল ও স্থূল বায়ু সকল লঘু বায়ু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত স্থান পূর্ণ করিতে সেই দিকে ধাবিত হয়। এইরূপে উপরি উক্ত দুইটী স্থিরবায়ু নিরন্তর সঞ্চালিত হইয়া মন্দবায়ু, ঘূর্ণিবায়ু ও ঝটিকা প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া থাকে।

বায়ু সাধারণতঃ প্রতি ঘণ্টায় অর্দ্ধক্রোশ ভ্রমণ করে। সে গতি সহসা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। যে বায়ু প্রতি ঘণ্টায় ২ বা ২॥০ ক্রোশ ভ্রমণ করে, তাহার নাম মন্দবায়ু। চতুরস্র একহস্ত পরিমিত স্থানে ঐ বায়ু যে বেগে আহত হয়, তাহার ভার এক ছটাক ওজনের অনুরূপ। প্রতি ঘণ্টায় যে বায়ু ৫।৭ ক্রোশ অতিক্রম করিতে পারে, তাহার নাম তেজোবায়ু। ঐ বায়ু বিশেষ তেজোবন্ত হইলে প্রতি ঘণ্টায় ১০।১৫ ক্রোশ অনায়াসে গমন করিতে সমর্থ হয়। তখন তাহার বেগের পরি-মাণ প্রতি চতুরস্র হস্তে ৩ বা ৪ সের মাত্র। সামান্য ঝড় প্রতি ঘণ্টায় ২৫ হইতে ৩০ ক্রোশ স্থান বহিয়া যায়। ঐ সময়ে তাহার বেগের পরিমাণ প্রায় ১০ হইতে ১২ সের হয়। ঝড় সকল সময়ে সমবেগে হয় না। এই কারণে এ সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম নিরূপিত হয় নাই, যাহা কথিত হইল তাহা সামান্য ঝড়ের পক্ষে স্থূল অনুমান মাত্র।

পৃথিবীর সুমেরু ও কুমেরু (North and South Pole) কেন্দ্র অত্যন্ত শীতল। উক্ত স্থানদ্বয় হইতে যতই নিরক্ষবৃত্তের বা বিষুব রেখার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই গ্রীষ্মের আধিক্য উপলব্ধি হয়। এই কারণে উভয় কেন্দ্র হইতে নিরক্ষবৃত্তাভিমুখে নিয়ত দুইটী বায়ুপ্রবাহ প্রধাবিত হইয়া থাকে। ফলতঃ নিরক্ষবৃত্তের সন্নিহিত উত্তপ্ত বায়ু ঊর্দ্ধে গমন করিয়া উচ্চে স্থিত শীতল বায়ুর সংস্পর্শে শীতল হইয়া পুনরায় কেন্দ্র হইতে আগত বায়ুর স্থান সংপূরণার্থ কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হয়। এইরূপে পৃথিবীর সন্নিকটে কেন্দ্র হইতে নিরক্ষবৃত্তাভিমুখে দুইটী বায়ুপ্রবাহ এবং আকাশের ঊর্দ্ধদেশ দিয়া ঐরূপ দুইটী বায়ুপ্রবাহ নিরন্তর নিরক্ষদেশ হইতে কেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতেছে। এই বায়ু-প্রবাহ চতুষ্টয়ের আদৌ নিবৃত্তি নাই। এই জন্য উহা "নিয়ত বায়ু" নামে কথিত হইয়া থাকে।

সুমেরু কেন্দ্র হইতে ঐ নিয়ত বায়ুর যে প্রবাহ পরিচালিত হয়, তাহার স্বাভাবিক গতি দক্ষিণমুখী এবং কুমেরু কেন্দ্র হইতে যে প্রবাহ প্রধাবিত হয়, তাহার গতি উত্তরমুখী; কিন্তু প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে তাহা সবিশেষ উপলব্ধি করা যায় না, বরং ঈশানকোণ বা অগ্নিকোণ হইতেই ঐ বায়ু সমাগত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। কেন না, পৃথিবীর স্বাভাবিকী গতি পূর্ব্বাভিমুখী এবং তাহার বেগ অতি প্রবল। উহা প্রায় ১ হাজার জ্যোতিষী ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া এক ঘণ্টায় পরিভ্রমণ করিতেছে।

অপর্য্যাপ্ত ঝড় হইতে থাকিলেও বায়ু কখন এক শত বা এক শত পঁচিশ ক্রোশের অধিক স্থান পরিভ্রমণ করিতে পারে না; ইহাতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, উত্তর বা দক্ষিণ দিক্ হইতে ঝড় উত্থিত হইয়া চালিত হইলে পৃথিবী সম্বন্ধে তাহার গতি কখন ঋজু থাকে না এবং নিরক্ষবৃত্তদেশস্থ ব্যক্তি সেই ঝড় ঈশান বা অগ্নিকোণ হইতে সমাগত বলিয়াই বোধ করে। পূর্ব্ব বর্ণিত নিয়তবায়ুর বেগ ঝড়ের বেগ অপেক্ষা অনেক লঘু; সুতরাং তাহা পৃথিবীর অবস্থা ও গতি অনুসারে স্বভাবতঃই ঈশান বা অগ্নিকোণাগত হয়। এই বায়ুতে সমুদ্রপথে বাণিজ্য-জাহাজের গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হয় বলিয়া নাবিকেরা ইহাকে বাণিজ্য-বায়ু (Trade-winds) বলিয়া থাকে।

সূর্য্যোত্তাপে জল অপেক্ষা স্থল ভাগই অধিক উত্তপ্ত হয়; সুতরাং পৃথিবীর জলাকীর্ণ অংশ হইতে যে ভাগে স্থলের অংশই অধিক সেই স্থান অধিক উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। পৃথিবীর অবস্থানানুসারে আমরা জানিতে পারি যে, নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণ দিক্ অপেক্ষা উত্তরাংশেই স্থলের ভাগ অধিক। এই জন্য নিরক্ষবৃত্তস্থ স্থান অধিক উষ্ণ বলিয়া বোধ হয় না, বরং তাহার সাত অংশ উত্তরে অধিক উষ্ণতা প্রত্যক্ষ করা যায়। এই স্থানের উভয় পার্শ্বের প্রায় ৫° অংশ পরিমাণ স্থান বায়ু কর্ত্তৃক উত্তপ্ত হইয়া উৰ্দ্ধে গমন করিয়া থাকে এবং সেই স্থান সংপূরণার্থ পূর্ব্বোক্ত বাণিজ্য বায়ু প্রবাহিত হয়। কিন্তু পৃথিবীর গতির বক্রতানিবন্ধন তাহার গতির বক্রতা ঘটিয়া থাকে। তৎস্থান-বাসী লোক তাহা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না বটে, কিন্তু নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ১০° হইতে ২৫° অংশ পর্য্যন্ত পৃথিবীর উত্তর ভাগের এবং নিরক্ষবৃত্তের ২° অংশ হইতে ২৩° অংশ মধ্য-বর্ত্তী স্থানে দক্ষিণ ভাগের বাণিজ্যবায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে।

এই দুই বায়ুমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তিস্থানে নিয়তই বায়ু উৰ্দ্ধে গমন করিতেছে। পৃথিবীর নিকটে তাহা তত দূর সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয় না। ঐ সকল স্থান সর্ব্বদাই নির্ব্বাত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। কেবল মধ্যে মধ্যে ঐ স্থানসমূহে ভয়ানক ঝড় (Cyclone) উত্থিত হইতে দেখা যায়। নাবিকেরা এই স্থানকে "নির্ব্বাত ও অস্থির বায়ুমণ্ডল" (Belt of calms) বলে। আট্‌-লাণ্টিক মহাসাগর বক্ষস্থ এই স্থান Doldrums নামে কথিত।

পৃথিবীর সকল স্থান যদি জলময় হইত, তাহা হইলে ঐ বাণিজ্যবায়ুর প্রবাহ সর্ব্বত্র সমান অনুভূত হইতে পারিত; কিন্তু ভূভাগের উষ্ণতা ও পর্ব্বতাদির বাধা প্রযুক্ত দেশভাগে তাহা বিশেষরূপে অনুভূত হয় না, কেবল মহাসমুদ্রের গর্ভেই তাহা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

ভারত-মহাসাগরের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্বভাগ ভূমি দ্বারা বেষ্টিত, বিশেষতঃ হিমালয়পর্ব্বতশ্রেণী মহাপ্রাচীররূপে তাহার উত্তরের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান থাকায় উত্তর ভাগের বাণিজ্য বায়ু ঐ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিতে পারে না। এই কারণে ভারতসমুদ্রে উক্ত বাণিজ্যবায়ুর আদৌ প্রচার নাই; তৎপরিবর্ত্তে এদেশে আর এক প্রকারের বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। উহা প্রথম ছয় মাস অগ্নিকোণ হইতে এবং দ্বিতীয় ছয় মাস বায়ুকোণ হইতে চালিত হয়। ইহাকে মসুম বায়ু (Monsoon) বলা যায়। কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত আগ্নেয়বায়ু (North-west monsoon) এবং বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত বায়ব্য বায়ু (South-east monsoon) প্রবাহিত হয়।

সমুদ্রে এই বায়ু অনুভূত হইবার পূর্ব্বে স্থলভাগেই ইহার প্রচার হইয়া থাকে। এই কারণে আমরা আগ্নেয় মসুম শেষ হইবার অনেক পূর্ব্বে ফাল্গুন মাসেই মলয়ানিল উপভোগ করিয়া থাকি। প্রত্যেক মসুমবায়ু আরম্ভ হইবার সময়, বিপরীত দিক্ হইতে আগত বায়ুপ্রবাহের সংঘাতে প্রায় অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি ও তুফান উঠিয়া থাকে। নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে ১০° অংশ পর্য্যন্ত মসুমবায়ু শীতকালে বায়ুকোণ হইতে এবং গ্রীষ্মকালে অগ্নিকোণ হইতে প্রবাহিত হয়।

উত্তর বাণিজ্যবায়ুর যে মণ্ডল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার উত্তরে বায়ু সর্ব্বদা নৈর্ঋত হইতে প্রবাহিত হয়। এই কারণে তথা-কার সকল স্থান "নৈর্ঋত বায়ুমণ্ডল" নামে অভিহিত। দক্ষিণ-বাণিজ্য-বায়ুমণ্ডলের দক্ষিণে বায়ু সর্ব্বদা বায়ুকোণ হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া উহা "বায়ব্যবায়ুমণ্ডল" নামে পরিচিত।

বায়ুপ্রবাহ সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, তাহা বায়ুর সাধারণ নিয়ম বলিয়া জানিবে। এক মাত্র মহাসমুদ্রেই উহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। পর্ব্বত, মরুভূমি, বন, উপত্যকা এবং নগরাদির বাধা বা সাহায্যে স্থান বিশেষে বায়ুর প্রকৃতির অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এস্থলে তাহার সবিশেষ বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। আরব দেশের মরুভূমে "সিমুম" নামে এক প্রকার প্রাণনাশক উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হয়। আফ্রিকার সুবিস্তৃত সাহারা

প্রান্তরে এবং অন্যান্য দেশের বালুকাময় মরুভূমিতেও ঐরূপ উত্তপ্ত বায়ু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সমুদ্রতটে দিবাভাগে সমুদ্র হইতে ভূমিভাগে এবং রাত্রিতে ভূমি হইতে সমুদ্রের অভিমুখে বায়ু নিয়ত বহিতে থাকে। ইহার বিশেষ কারণ কিছুই নহে। সূর্য্যোদয়ে জল অপেক্ষা ভূমি শীঘ্র উত্তপ্ত হয়, সেই হেতু ভূমির বায়ু উত্তপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠে এবং সমুদ্রের শীতল বায়ু সেই স্থান পূর্ণ করিতে তদভিমুখে আকৃষ্ট হয়। রজনীতে জল অপেক্ষা ভূমি-ভাগই শীঘ্র শীঘ্র শীতল হইয়া পড়ে, সুতরাং দিবসের বিপরীতে রাত্রিতে ভূভাগের বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখে প্রধাবিত হয়। এই বায়ুপ্রবাহদ্বয়ের নাম 'সমুদ্র-বায়ু' ও ভূমিবায়ু। সমুদ্রতট ভিন্ন অন্যত্র বায়ুর এই প্রবাহ অনুভূত হয় না।

স্থূল পদার্থোপরি আহত লোষ্ট্রের ন্যায় বায়ুও প্রত্যাবর্ত্তন-শীল, এই কারণে বায়ুপ্রবাহ পর্ব্বত বা কোন প্রাচীরাদিতে আহত হইলে সেই পদার্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রথমে যে দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা হইতে ভিন্নদিকে চলিয়া যায়। বিপরীত অভিমুখে এইরূপে দুইটী বায়ুপ্রবাহ পরস্পরে আহত হইলে ঘূর্ণিবায়ু উৎপন্ন করে। এতদ্ভিন্ন কোন এক স্থান হঠাৎ বায়ুশূন্য হইলে সেই স্থান পূরণার্থ চতুর্দ্দিক্ হইতে চঞ্চল গতিতে বায়ুর আগমন ঘটে; সেই জন্যও ঘূর্ণিবায়ু উৎপাদিত হইয়া থাকে। ঘূর্ণিবায়ুর উৎপত্তির জন্য আকাশমণ্ডলে বিদ্যুৎ সম্পর্কীয় অন্য কোন নৈসর্গিক কারণও থাকিতে পারে। এই ঘূর্ণিবায়ু অল্প পরিসরবিশিষ্ট হইলে "ধূলিধ্বজ" নামে খ্যাত হয়। ঝুঁটে বা ভূতের হাওয়া নামেও ইহা প্রসিদ্ধ। এই বায়ুতে সময় সময় ধূলিরাশি ও শুষ্ক পত্রাদি স্তম্ভাকারে আকাশে উত্থিত হইতে দেখা গিয়াছে, পঞ্জাব প্রদেশে গ্রীষ্মকালে প্রত্যহই প্রায় এই প্রকার ধূলিঝড় হইয়া থাকে। উত্তরপশ্চিম ভারতের অনেক স্থানে গ্রীষ্মের দিনে "লু" নামক বায়ু চলিতে থাকে।

এই ঘূর্ণিবায়ু ঘূরিতে ঘূরিতে কখন ঊর্দ্ধে কখন বা অগ্রে গমন করে। ইহার ঘূর্ণন-মণ্ডলের পরিধির পরিসর অধিক হইলে প্রায়ই অগ্রগমন ঘটিয়া থাকে, এবং সময় সময় তদ্দ্বারা অনেক বিস্ময়জনক ঘটনাও সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। একদা এক অল্পায়তন-ঘূর্ণিবায়ু এক রজকের ক্ষেত্র-প্রসারিত কতকগুলি বস্ত্র লইয়া সহস্রাধিক হস্তান্তরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। একদা ইংলণ্ডের ক্রয়ডন্ নামক এক বিস্তীর্ণক্ষেত্রে একজন রজক অনেক বস্ত্র শুষ্ক করিবার নিমিত্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল, অকস্মাৎ এক ঘূর্ণিবায়ু আসিয়া ঐ সমস্ত বস্ত্র উত্তোলন করিয়া ক্ষেত্র-নিকটস্থ এক গিরজার চূড়ায় বেষ্টিত করিয়া দেয়।

সামান্যতঃ এই বায়ুর বেগ অত্যন্ত প্রবল বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু ইহার ক্ষমতা যে নিতান্ত সামান্য নহে, তাহা এই বায়ু প্রবাহ কর্ত্তৃক ধ্বস্ত অট্টালিকা বা নগরাদির বিবরণী পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি। ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ দ্বীপে এই বায়ু এক এক সময় এরূপ ভয়ানক হইয়া উঠে, যে তাহা মনে করিলেও সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চ হয়। কখন কখন নগরোপরি দিয়া এই বায়ু ভ্রমণ করিবার সময়ে যে দিক্ দিয়া প্রবাত হয়, সেই সারীর অট্টালিকার সম[illegible]ককাষ্ঠাদি সমূলে উৎপাটন করিয়া শতাধিক হস্ত প্রস্থ ও বহুক্রোশ দীর্ঘ সমভূম এক বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া যায়। শুনা গিয়াছে, ঘূর্ণিবায়ু-কর্ত্তৃক অনেক পুষ্ক-রিণীর ঘাট-উৎপাটিত হইয়াছে। বর্মুডা-দ্বীপস্থ দুর্গের বপ্র ভূমি হইতে অনেকবার এই বায়ুপ্রভাবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান উড়িয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালা ১২৪৪ অব্দে এই প্রকার ঘূর্ণিবায়ু ধাপা বেলিয়া-ঘাটা হইতে আরম্ভ হইয়া কলিকাতার দক্ষিণ-দেশস্থ বেণিয়াপুকুর পর্য্যন্ত প্রায় আট ক্রোশ পথ ব্যাপিয়া প্রবাহিত হয় এবং প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধ পোয়ার মধ্যে ঘর দ্বার বৃক্ষ প্রভৃতি যে কোন বস্তু ছিল, তৎসমূহের সমূলে উন্মূলন ও ধ্বংসসাধন করে। সেই বায়ু কর্ত্তৃক প্রিন্‌সেপ্ সাহেবের লবণের কুঠি হইতে কয়েকটা ২০ মণের অধিক ভারি লৌহ কটাহ উড়িয়া গিয়াছিল এবং ইষ্টক নির্ম্মিত প্রকাণ্ড স্তম্ভ ভগ্ন হইয়া দুই তিন শত হস্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বেশী দিনের কথা নহে, খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দের শেষ সময়ে, বাঙ্গালায় এইরূপ দুইটী প্রবল ঘূর্ণবায়ু প্রবাহিত হয়। উহার প্রথমটী মেঘনাগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়া ঢাকাসহরের প্রসিদ্ধ নবাবগৃহ উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া জলগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছিল। অপরটী পশ্চিমবঙ্গে সংঘটিত হয়। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলপথের নলহাটী ষ্টেশনের অদূরে একখানি "গুড্‌স্ ট্রেন" এই বায়ুতাড়িত হইয়া রেললাইন হইতে উদ্ধোত্তোলিত ও বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

এই ঘূর্ণিবায়ুর মণ্ডল শতাধিক-ক্রোশ পরিসরব্যাপী হইলে প্রকৃত "ঝড়" বলা যায়; ফলতঃ ঝড় মাত্রেই ঘূর্ণিবায়ু, কেননা ঝড়ের বায়ু সদাই 'এলো মেলো' বহিয়া থাকে; কখন কোন ঝড় তীরের ন্যায় ঋজুভাবে একদিকে গমন করে না; সকলেই ঘূর্ণন করিতে করিতে অগ্রসর হয়। সেই সময়ে যে কিছু পদার্থ তাহার সম্মুখে পড়ে তাহারও গতি ঐ ঝড়ের ন্যায় হইয়া থাকে। ঘূর্ণনের মণ্ডল সময় বিশেষে ছোট বা বড় হইতে পারে; কিন্তু সকল ঝড়ের স্থূলগতি প্রায় একই প্রকার। বায়ুর এই ধর্ম্মানুসারে ইহাকে "বাতাবর্ত্ত" বলা যায়।

এই ঝড় অনিয়মে অর্থাৎ যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে গমন করিতে পারে না; চন্দ্র বা সূর্য্যের গতি যে প্রকার স্থিরনিয়মে

নিষ্পন্ন হয়, ঝড়ও সেই প্রকার এক অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন ; নিরক্ষবৃত্তের উত্তরের সকল ঝড় পূর্ব্ব হইতে উত্তর ও পশ্চিম দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়, ও নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে যে সকল ঝড় উত্থিত হয়, তাহা পশ্চিম হইতে উত্তর ও পূর্ব্ব দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দক্ষিণে প্রস্থান করে। কোন কোন ঝড় এই প্রকারে কিয়দ্দূর অগ্রগমন করিয়া মণ্ডলাকারে প্রত্যাবর্ত্তন করে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত যত ঝড় দৃষ্ট হইয়াছে, তাহার কোনটায় ইহার অন্যমত অনুভূত হয় নাই।

বায়ুগতির এই নিয়ম জানা থাকিলে নাবিকদিগের পক্ষে অনেক সময় অত্যন্ত উপকার দর্শে; কেননা তদ্দ্বারা তাহারা অনায়াসে ঝড় হইতে পলায়নপূর্ব্বক অন্য স্থানে পোত ও আত্ম-রক্ষা করিতে পারে। অনেক নাবিক এই বিদ্যার সাহায্যে ঝড়ে জলমগ্ন না হইয়া বহুদিবস সাধ্য পথ অতি অল্প দিনের মধ্যে ভ্রমণ করিয়াছে। উড়িষ্যায় জগন্নাথযাত্রী লইয়া সর্ জন লরেন্স নামক একখানি জাহাজ বঙ্গোপসাগর দিয়া গমন করিতেছিল। কাপ্তেনের অবিমৃষ্যকারিতায় উহা ঝড়ের মুখে পড়িয়া ভাসিয়া যায়। প্রথমে জাহাজরক্ষার জন্য নাবিকেরা যাত্রীদিগকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ একখানি জাহাজ জাপানযাত্রী লইয়া কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন বন্দরাভিমুখে প্রধাবিত হয়। বঙ্গোপসাগর উত্তরণ করিতে করিতেই এক ভীষণ ঝটিকার আঘাতে তাহা দক্ষিণসমুদ্রে তাড়িত হইয়া ভারত মহাসাগরস্থ মাদাগাস্কার দ্বীপের অদূরে পরিচালিত হইয়াছিল।

রথচক্রের ঘূর্ণনকালে তাহার পরিধির বেগ নাভিদেশ অপেক্ষা অধিক দ্রুত বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু বায়ুর ঘূর্ণনসময়ে ঠিক তদ্বিপরীত ফল প্রত্যক্ষ করা যায়; ঝটিকামণ্ডলের পরিধি যে বেগে ঘূর্ণন করে, তাহার মধ্যভাগে তদপেক্ষায় গুরুতর বেগ বোধ হয়। এই হেতু ঝড়ের সময়ে যে স্থানে ঝটিকামণ্ডলের মধ্য ভাগ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই স্থানেই ভয়ঙ্কর উপদ্রব ঘটে।

বাতাবর্ত্তের ব্যাস সর্ব্বত্র সমান হয় না। ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ্ প্রদেশে ৭।৮ শত, কখনও দশশত জ্যোতিষী ক্রোশ ব্যাপিয়া ঝড় বহিয়াছে। ভারতসমুদ্রে ৪।৫ শত ক্রোশ ব্যাপিয়া সর্ব্বদা ঝড় হয়। চীনসমুদ্রে এই ব্যাস সঙ্কীর্ণ হইয়া ১ শত বা ১॥০ শত ক্রোশ হইয়া থাকে।

বাতাবর্ত্তের গতিবিষয়েও বিশেষ কোন স্থিরতা নাই। প্রতি ঘণ্টায় ৭ হইতে ৫০ জ্যোতিষী ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থানে ঝড় ভ্রমণ করিতে পারে।

• ঝড় ভূভাগে প্রবাহিত হইলে পর্ব্বত, বৃক্ষ, বাটী ও প্রাচীরাদিদ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া ত্বরায় বিপথে নীত ও নিস্তেজ প্রাপ্ত হয়; সমুদ্রে তদ্রূপ কোন বাধা না থাকাতে, অনায়াসে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে এবং তথায় আপন ধর্ম্ম ও লক্ষণ উত্তমরূপে প্রচার করিয়া থাকে। এই হেতু নাবিকেরা সমুদ্রে ঝড়ের ধর্ম্ম-নিরূপণার্থ যেরূপ অবকাশ প্রাপ্ত হয়; স্থলদেশস্থ মনুষ্যের সেরূপ সুবিধা হয় না; রেডফিল্ড, রীড, পিডিংটন্ এবং মরে প্রভৃতি য়ুরোপীয়গণ বিশেষ যত্নে বাতাবর্ত্তের ধর্ম্ম নিরূপণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

সমুদ্রের যে স্থান দিয়া বাতাবর্ত্ত প্রবাহিত হয়, তথাকার জল অন্যত্রাপেক্ষা ২০।২৫।৫০ হাত, কখনও বা তদ্দ্বিগুণ বা তিন গুণ উচ্চে উত্থিত হইয়া ঝড়ের সহিত ভ্রমণ করে এই উত্থিত বারির নাম "বাতাবর্ত্তকল্লোল।" জাহাজের পক্ষে ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। ৩০ সালের ঝড়ে অনেক জাহাজ এই কল্লোলে আরোহণ করিয়া সমুদ্রবক্ষ ছাড়িয়া গঙ্গা-সাগর-দ্বীপের মধ্যস্থ বৃক্ষাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল।

ইহার চতুর্দ্দিকে যে তরঙ্গায়িত জলের স্রোত উৎপন্ন হয়, তাহাকে "বাতাবর্ত্ত-স্রোত" কহে। জলের এই স্বভাব জ্ঞাত থাকা নাবিকদিগের একান্ত আবশ্যক।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বাতাবর্ত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু বঙ্গোপসাগর, মরিচ দ্বীপের নিকটস্থ ভারতসমুদ্র, চীনসমুদ্র, এবং কারিবীয় সমুদ্রে ইহার প্রকোপ যে প্রকার দেখা যায়, অন্যত্র আর তদ্রূপ হয় না, এই হেতু উক্ত কয় স্থানকে ভূগোলবেত্তারা "বাতাবর্ত্ত-মণ্ডল" বলিয়া থাকে।

বাতাবর্ত্তের সময়ে মুহুর্ম্মুহুঃ মেঘ-গর্জ্জন, বিদ্যুৎ বিকাশ ও প্রচুর বারিবর্ষণ হইয়া থাকে, ইহাতে বোধ হয় বিদ্যুতের সহিত বাতাবর্ত্তের কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

যে ঘূর্ণিবাতে ধূলিধ্বজ উৎপন্ন হয়, তাহা সমুদ্রে প্রবাহিত হইলে ঊর্দ্ধে জলাকর্ষণ করিয়া জলস্তম্ভ উৎপন্ন করে।

সমুদ্রের যেস্থানে জলস্তম্ভ উৎপন্ন হয়, তাহার উপরিভাগে মেঘ থাকে। প্রথমে প্রবল ঘূর্ণিবায়ু উপস্থিত হইয়া তথাকার জল আন্দোলিত করে এবং চারি পার্শ্বে তরঙ্গ সমুদয় সেইস্থানের মধ্যভাগে দ্রুতবেগে আনীত হয়। তাহাতে প্রভূত জল ও জলীয় বাষ্প আবলম্বে রাশীকৃত হইয়া উঠে, এবং বাষ্পময় একটা শুণ্ডাকার স্তম্ভ উৎপন্ন হইয়া ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়। মেঘ হইতেও ঐরূপ আর একটা শুণ্ড অবতীর্ণ হইয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যেস্থানে উভয় শুণ্ডের সংযোগ হয়, সে স্থানের বিস্তার দুই তিন ফুট মাত্র। শুনা যায় যে সময় জলস্তম্ভ উৎপন্ন হয়, তখন এক প্রকার গম্ভীর শব্দ শ্রুত হইতে থাকে।

সকল জলস্তম্ভ সমান দীর্ঘ নহে, এক একটা দৈর্ঘ্যে ন্যূনাধিক ১৭৫০ হাত পর্য্যন্ত হয়। উহার পার্শ্বদেশ যেমন ঘোরাল

দেখায়, মধ্যভাগ সেরূপ নহে। ইহাতে বোধ হয়, উহা শূন্যগর্ভ অর্থাৎ ফাঁপা। এই স্তম্ভ সতত একস্থানেই স্থির থাকে না; বায়ুর গতি অনুসারে সেই দিকেই চলিয়া যায়; কিন্তু কখন কখন বায়ু না বহিলেও ইতস্ততঃ চলিতে থাকে। যদি উহার ঊর্দ্ধ ও অধোভাগের বেগ সমান না থাকে, তাহা হইলে উহা ক্রমশঃ হেলিয়া পড়ে ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। তখন তাহাতে যে বাষ্পরাশি থাকে, তাহা বিক্ষিপ্ত হইয়া বায়ুর সহিত মিলিত হয় অথবা সমুদ্রের উপর বৃষ্টির আকারে বর্ষিতে থাকে। জলস্তম্ভ কতক্ষণ থাকে, তাহার নিশ্চয় নাই। কোন কোনটা উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পরক্ষণেই অন্তর্হিত হয়, কোন কোনটা প্রায় এক ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না। আবার কোন কোনটা উৎপন্ন হইয়া কিঞ্চিৎকাল দৃষ্টিগোচর থাকে, পরে আপনিই তিরোহিত হয় এবং পুনর্ব্বার আবির্ভূত হয়। [জলস্তম্ভ দেখ।]

বায়ুমণ্ডলের বিবিধতথ্য পরিজ্ঞাপক যন্ত্র।

বায়ুমণ্ডলের শৈত্যোষ্ণতামাননির্ণয়, আর্দ্রতা-পর্য্যবেক্ষণ, বায়বীয় গুরুত্ব ও চাপনির্ণয়, বায়ুপ্রবাহের দিঙ্নির্দ্দেশ, উহার গতিবিধিনির্ণয়, বৃষ্টি ও তুষার-সম্পাতের পরিমাণনির্ণয়, মেঘের প্রকারভেদ, পরিমাণ ও গতিনির্দ্দেশ প্রভৃতির উপর ব্যবহারিক মিটিয়রলজী বিজ্ঞানের উন্নতি নির্ভর করে। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই য়ুরোপে সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রাগুক্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। য়ুরোপীয় লোকেরা স্বভাবতঃই বাণিজ্যপ্রিয়। জল পথে বাণিজ্য করিতে হইলে মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় বায়ুর গতি প্রভৃতির পরিজ্ঞান সবিশেষ প্রয়োজনীয়। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে টাস্কানীর গ্র্যাণ্ড ডিউক দ্বিতীয় ফার্ডিনাণ্ড বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত লুইগী এণ্টিনরীর (Luigi Antinori) তত্ত্বাবধান জন্য ইটালীতে এ সম্বন্ধে একটী কার্য্য-বিভাগ সংস্থাপন করেন। তৎপরে খৃষ্টীয় উনবিংশশতাব্দীতে জগতের সকল খণ্ডের তথ্য সংগ্রহ করার বিশাল উদ্যম পরিলক্ষিত হয়, তখন এ সম্বন্ধে আরও বহুল বিষয়ের সূক্ষ্ম গবেষণা হইতে থাকে। রাত্রিকালে সৌরপার্থিব তাপের বিকিরণাতিশয্য, দিবাভাগে সৌরকিরণবিকিরণাধিক্য, নভোমণ্ডলের জ্যোতির্ম্ময় দৃশ্যাবলী, বায়ুস্তরের ধূলিকণা এবং উহার রাসায়নিক উপাদান প্রভৃতি বহুল বিষয়ের গবেষণার নিমিত্ত নানা প্রকার যন্ত্রাদির আবিষ্কার আবশ্যক হইয়া পড়ে এবং সেই অভাব মোচনের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ পরিশ্রমে ও বুদ্ধিকৌশলে কয়েকটী বায়ুমান যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। এস্থলে কতিপয় প্রধান ও অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রের নামোল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) থারমোমিটার (Thermometer)—বায়ুর উত্তাপ ও শৈত্যের পরিমাণ মাপের নিমিত্ত এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

(২) বারোমিটার (Barometer) এই যন্ত্রে বায়ুর ভারিত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদ্বারা বহুল বিষয় অবগত হওয়া যায়। ইহাতে মেঘ, বৃষ্টি ও ঝটিকাদি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যাইতে পারে। যে সকল তরল পদার্থের গুরুত্ব বিনির্ণীত হইয়াছে, তাহার যে কোন পদার্থদ্বারাই ব্যারোমিটার নির্ম্মিত হইতে পারে। জল, গ্লিসিরিন ও পারদ অনেক সময়ে ব্যারোমিটার নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পারদই ইহাতে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও'র ছাত্র টেরিসেলী (Terricelle) ব্যারোমিটার আবিষ্কার করেন। এনিরয়েড ব্যারোমিটার (Aneroid Barometer), ওয়াটার ব্যারোমিটার ও গ্লিসিরিন্ ব্যারোমিটার নামে ত্রিবিধ ব্যারোমিটারের উল্লেখ দেখা যায়।

(৩) এনিমোমিটার (Anemomiter)—এই যন্ত্র দ্বারা বায়ুর গতির মাপ হয়। ডাক্তার লিণ্ড্ (Dr. Lind) ও ডাক্তার রবিনসনের (Dr. Robinson) নির্ম্মিত এনিমোমিটার বর্ত্তমান সময়ে সুপ্রচলিত।

(৪) হাইগ্রোমিটার (Hygrometer)—এই যন্ত্রদ্বারা বায়ুর আদ্রতার পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়। স্কোয়াকহোফার (Schwackhofer) বা স্বেনসনের (Svenson) প্রস্তুত যন্ত্রই এখন ব্যবহৃত হইতেছে।

(৫) রেইনগজ (Raingauge)—এই যন্ত্রে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ণীত হয়। তুষারপাতের পরিমাণ নির্ণয় করণার্থও এতাদৃশ যন্ত্র আছে।

(৬) এয়ার পম্প (air pump)—বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র। এই যন্ত্রদ্বারা বায়ুপূর্ণ পাত্রের বায়ু শূন্য করা যায়।

(৭) ইভাপেরোমিটার (Evaporometer)—উদ্গতবাষ্প পরিমাপক। এই যন্ত্রের দ্বারা উদ্গতবাষ্পের পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়।

(৮) সান-সাইন-রেকর্ডার (Sun-shine Recorder)—এই যন্ত্রদ্বারা সূর্য্যকিরণের পরিমাণ নির্ণীত হয়। জর্ডান সাহেব এই যন্ত্রের উন্নতিসাধন করিয়া ফটোগ্রাফিক সান-সাইন-রেকর্ডার নামক একপ্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন।

(৯) নেফোস্কোপ (Nephoscope)—মেঘ ও অন্যান্য ঘনীভূত বাষ্পের গতিবিনির্ণয়ের নিমিত্ত এই যন্ত্রের ব্যবহার হয়। মার্ভিন (Marvin) সাহেবের নির্ম্মিত যন্ত্রই প্রসিদ্ধ।

(১০) ডাষ্ট কাউণ্টার (Dust-counter)—বায়বীয় ধূলিসংখ্যা নির্ণায়ক যন্ত্র। এডিনবর্গের মিঃ জোহন এইটকিন (Jhon Aitkin) ইহার আবিষ্কারক।

এতদ্ব্যতীত প্রাকৃতবিজ্ঞানের বিষয় পরীক্ষার্থ আরও অনেক যন্ত্র বায়ুমণ্ডলের বিবিধ তথ্য জ্ঞাপনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বায়ুবেগ (পুং) বায়োর্বেগঃ। বায়ুর বেগ, বায়ুর গতি।

বায়ুবেগযশস্ (স্ত্রী) বায়ুপথের ভগিনী। (কথাসরিৎ ১০৮।১৫৩)

বায়ুশর্ম্মা, আচার্য্যভেদ। (জৈনহরি ১৪৬।২।৭)

বায়ুষ (পুং) মৎস্যবিশেষ, কালবসমাছ। গুণ—বৃংহণ, বলকর, মধুর ও ধাতুবর্দ্ধক।

"বায়ুষো বৃংহণো বৃষ্যো মধুরো ধাতুবর্দ্ধনঃ।" (রাজবল্লভ)

বায়ুসখ (পুং) বায়োঃ সখা (রাজাহঃ সখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি টচ্। ১ অগ্নি। (ভরত)

বায়ুসখি (পুং) বায়ুঃ সখা যস্য, ইতি বিগ্রহে টচ্ সমাসাভাবঃ। (অনঙ্ সৌ। পা ৭।১।৯৩) ইতি অনঙাদেশঃ। অগ্নি। (অমর)

বায়ুসূনু (পুং) বায়োঃ সূনুঃ। বায়ুপুত্র হনুমান্। ২ ভীম।

বায়ুস্কন্ধ (পুং) বায়ুদেশ, বায়ুস্থান, যেস্থানে বায়ু বহমান থাকে।

বায়ুহন্ (পুং) ঋষিভেদ, মহর্ষি মঙ্কণকের ৩য় পুত্র। ইঁহাদের জন্মবৃত্তান্ত এই, একদা মহর্ষি মঙ্কণক সরস্বতী জলে অবগাহনান্তর এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বিবসনা নারীকে সেই সুনির্ম্মল জলে স্নান করিতে দেখেন; তাহাতে সেইখানে তাঁহার রেতঃপাত হয়। তিনি ঐ রেতঃ একটী কুম্ভমধ্যে স্থাপন করিবামাত্র উহা সপ্তধা বিভক্ত হইয়া বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজাল, বায়ুরেতাঃ ও বায়ুচক্র নামক সাতজন মহর্ষির উৎপত্তি হইল।

বায়ুহীন (ত্রি) বায়ুশূন্য, শারীরবায়ুর প্রভাবরহিত।

বায়োধস (ত্রি) বয়োধস্ (ইন্দ্র) সম্বন্ধীয়। (কাত্যাশ্রৌ° ৪।৫।১৫)

বায়োবিদ্যিক (পুং) বয়ো (পক্ষীবিষয়ক) বিদ্যার আলোচনাকারী।

বায্য (পুং) বয্যপুত্র, সত্যশ্রবাঃ (ঋক্ ৫।৭৯।১)

বায্বভিভূত (ত্রি) বায়ুনা অভিভূতঃ। বায়ুগ্রস্ত, বায়ুদ্বারা অভিভূত, বায়ুরোগী।

বায্বাস্পদ (ক্লী) বায়ুনামাস্পদং সঞ্চরণস্থানং। আকাশ।

বার্ (ক্লী) বারয়তী বৃঞ-ণিচ্, ক্বিপ্। ১ জল। (অমর)

"উচ্চা চক্রথু পাতবে বার্" (ঋক্ ১।১১৬।২২)

২ সুসজ্জিত ভাবে অবস্থান, জাঁকজমক দেখান।

"বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায়।" (বিদ্যাসু°)

বার (পুং) বারয়তি ব্রিয়তে বেতি বৃ-ণিচ্, অচ্, বৃ-ঘঞ্ বা। ১ সমূহ, রাশি।

"একৈকশ্চাপি পুরুষস্তৎ প্রযচ্ছতি ভোজনম্।
স বারো বহুভির্বর্ষৈর্ভবত্যসুতরো নরৈঃ॥" (ভারত ১।১৬১।৭)

২ দ্বার। ৩ হর। ৪ কুব্জবৃক্ষ (Achyranthes aspera) ৫ ক্ষণ। ৬ সূর্য্যাদিবাসর, সূর্য্যাদির দিনকে বার কহে। বার ৭টী, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি। সাবন দিনের ন্যায় বারের গণনা হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয় হইতে বারের আরম্ভ ধরিতে হইবে। অশৌচাদি নিবৃত্তি প্রভৃতি সূর্য্যোদয় হইলেই হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যদি কাহারও মৃত্যু হয় বা কেহ জন্মাদিগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহা সাবনানুসারে পূর্ব্বদিন ধরিতে হইবে। সূর্য্যোদয়ের পর হইতেই তদ্দিন ধরিয়া লইতে হয়।

"সাবনদিনবৎ বারপ্রবৃত্তিঃ সূর্য্যোদয়াবধিরেব।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে—
সূতকাদিপরিচ্ছেদো দিনমাসাব্দপাস্তথা।
মধ্যমগ্রহভুক্তিশ্চ সাবনেন প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

অত্র দিনাধিপস্য রব্যাদের্ভোগ্যং দিনং বাররূপং সাবনগণনোক্তং ব্যবহারতো তাদৃগেব। তিথিবিবেকেঽপি ভবতু বারযোগে ব্যস্তাতিথের্গ্রহণং তস্য দিনদ্বয়েঽসম্ভবাদিত্যুক্তং সাবনদিনমাহ সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ—উদয়াদুদয়ং ভানোর্ভৌমসাবনবাসরাঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

রবি প্রভৃতি গ্রহের ভোগ্য দিনই তত্তৎ নামে অভিহিত হয়, অর্থাৎ রবিগ্রহের ভোগ্যদিন রবিবার এবং চন্দ্রগ্রহের ভোগ্যদিন সোমবার ইত্যাদিরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপে রবি প্রভৃতি সাতগ্রহের ভোগ্য দিন সাত, সুতরাং বারও সাতটী হইয়াছে। এই সাতটী বারের মধ্যে সোম, শুক্র, বুধ ও বৃহস্পতি এই চারিটী বার শুভ এবং রবি, মঙ্গল ও শনি এই তিনটী বার অশুভ, সুতরাং শুভবারে সকল শুভকর্ম্ম করা যাইতে পারে এবং অশুভবারে মঙ্গলজনক কার্য্যমাত্রই নিষিদ্ধ। এই সকল বারের দিবা ও রাত্রিভাগের মধ্যে যে এক একটী নির্দ্দিষ্ট অশুভ সময় আছে, তাহাকে বারবেলা ও কালবেলা কহে, দিবাভাগের মধ্যে যে নির্দ্দিষ্ট অশুভ সময় তাহাকে বারবেলা এবং রাত্রিকালে যে অশুভ সময়, তাহাকে কালবেলা কহে। এই নির্দ্দিষ্ট সময় যথা—রবিবারের চতুর্থ ও পঞ্চম যামার্দ্ধ (দিবামানের অষ্টভাগৈকভাগকাল) বারবেলা এবং এইরূপে সোমবারের দ্বিতীয় ও সপ্তম যামার্দ্ধ, মঙ্গলবারের ষষ্ঠ ও দ্বিতীয় যামার্দ্ধ, বুধবারের তৃতীয় ও পঞ্চম যামার্দ্ধ, বৃহস্পতিবারের সপ্তম ও অষ্টম যামার্দ্ধ, শুক্রবারের তৃতীয় ও চতুর্থ যামার্দ্ধ এবং শনিবারের প্রথম, ষষ্ঠ ও অষ্টম যামার্দ্ধ বারবেলা। এই বারবেলায় কোন কর্ম্ম করিতে নাই, ইহা সকল কর্ম্মে নিন্দিত। কালবেলা যথা—রবিবারের রাত্রিকালের ষষ্ঠ যামার্দ্ধ, সোমবারের চতুর্থ যামার্দ্ধ, মঙ্গলবারের দ্বিতীয় যামার্দ্ধ, বুধবারের সপ্তম যামার্দ্ধ, বৃহস্পতিবারের পঞ্চম যামার্দ্ধ, শুক্রবারের তৃতীয় যামার্দ্ধ এবং শনিবারের প্রথম ও অষ্টম যামার্দ্ধ নিন্দনীয় অর্থাৎ রাত্রিকালে এই সকল সময় পরিত্যাগ করিয়া শুভকার্য্য করা উচিত। এই কালবেলাকে

কালরাত্রিও কহে। এই বারবেলা ও কালবেলায় যাত্রা করিলে মৃত্যু, বিবাহ দিলে বৈধব্য, ব্রতানুষ্ঠানে ব্রহ্মবধ হইয়া থাকে, সুতরাং এই সময়ে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করা বিধেয়।*

সারসংগ্রহ মতে, স্ত্রীলোকের প্রথম রজোদর্শন কালে বার অনুসারে ফল হইয়া থাকে :—

"আদিত্যে বিধবা নারী সোমে চৈব পতিব্রতা।
বেশ্যা মঙ্গলবারে চ বুধে সৌভাগ্যমেব চ ॥
বৃহস্পতৌ পতিঃ শ্রীমান্ শুক্রে পুত্রবতী ভবেৎ।
শনৌ বন্ধ্যা তু বিজ্ঞেয়া প্রথমস্ত্রী রজস্বলা ॥" (মথুরেশ)

রবিবারে বিধবা, সোমবারে পতিব্রতা, মঙ্গলবারে বেশ্যা, বুধবারে সৌভাগ্যবতী, বৃহস্পতিবারে পতি শ্রীমান্, শুক্রবারে পুত্রবতী এবং শনিবারে বন্ধ্যা।

কোষ্ঠীপ্রদীপে প্রতি বারের ফলাফল নির্ণীত হইয়াছে। রবিবারে জন্মিলে জাতবালক ধর্ম্মার্থী, তীর্থপূত, সহিষ্ণু, প্রিয়বাদী ও অম্লদ্রব্যে ধনী হইয়া থাকে। সোমবারে জন্ম হইলে কামী, স্ত্রীগণের প্রিয়দর্শন, কোমলবাক্যসম্পন্ন ও ভোগী হয়। মঙ্গলে ক্রূর, সাহসসম্পন্ন, ক্রোধী, কপিল অথবা শ্যামবর্ণ, পরদারগামী ও কৃষিকর্ম্মানুরক্ত হইয়া থাকে। বুধবারে জন্ম হইলে বুদ্ধিমান্, পরদারপরায়ণ, কমনীয় শরীর, শাস্ত্রার্থের পারগামী, নৃত্যগীতপ্রিয় ও মানী হয়। বৃহস্পতিবারে জন্মফলে বালক অশেষ শাস্ত্রবেত্তা, সুন্দরবাক্যবিশিষ্ট, শান্ত প্রকৃতি, অতিশয় কামী, বহুপোষণকর, দৃঢ়বুদ্ধিসম্পন্ন ও কৃপালু হইয়া থাকে। শুক্রবারের ফলে জাত বালকের প্রকৃতি কুটিল হয়। সেই বালক দীর্ঘজীবী, নীতি-শাস্ত্রবিশারদ ও নারীগণের চিত্তহারী হইয়া থাকে। শনিবারে জন্ম হইলে, দীন, কৃতঘ্ন, প্রবাসী, কলহপ্রিয়, মুখরোগী ও কুবৃত্তিকুশল হয়।

ফলিত জ্যোতিষে মাসের তারিখ ধরিয়া বার অবধারণ করিবার সঙ্কেত প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ বার গণনা সঙ্কেত শকাব্দ সন বা খৃষ্টাব্দ প্রভৃতি অবলম্বনেও নিরূপিত হইতে পারে। নিম্নে বার নির্ণয়ের কএকটী উপায় উদ্ধৃত হইল।

শকাব্দানুসারে বার গণনা—যে শকাব্দের যে মাসের যে দিবসের বার জানিবার প্রয়োজন হইবে, সেই শকাব্দের অঙ্ক সংখ্যার সহিত সেই শকাব্দের অঙ্কের চতুর্থাংশ যোগ করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত মাসাঙ্ক ও সেই মাসের দিনসংখ্যা এবং অতিরিক্ত ২ দুই যোগ করিয়া যে সমষ্টি হইবে তাহাকে ৭ দিয়া হরণ করিবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই বার সংখ্যা জানিবে। অবশিষ্ট ১ থাকিলে রবিবার এবং ২ থাকিলে সোমবার ধরিবে ইত্যাদি।

যদি শকাব্দের চতুর্থাংশ পূর্ণাঙ্ক না হইয়া ভগ্নাঙ্ক হয়, তাহা হইলে সেই ভগ্নাঙ্কের পরিবর্ত্তে ১ ধরিয়া লইতে হয়। যেমন শকাব্দ ১৭৯৯, ইহার চতুর্থাংশ ৪৪৯৬৹; ঐরূপ না ধরিয়া উহার পরিবর্ত্তে ৪৫০ ধরিয়া লইবে। আর যে শকাব্দের চতুর্থাংশ ভগ্নাঙ্ক না হয়, সেই শকাব্দের কেবল ভাদ্রের ৬ এবং আশ্বিনের ২ দুই মাসাঙ্ক ধরিতে হইবে, নচেৎ পার্শ্বলিখিত ভাদ্র ও আশ্বিনের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মাসাঙ্ক যোগ দিয়া গণনা করিলে অঙ্ক মিলিবে না। গণনাতে যদি কখনও ভুল হয়, তাহা হইলে ১ বাদ দিলে নিশ্চয় মিলিবে।

মাসাঙ্ক *

বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
০	৩	৬	৩	০	৩	৬	০	১	২	৪	৬

উদাহরণ যথা—১৭৯৯ শকাব্দের ৩১এ চৈত্র কি বার হইবে? এরূপস্থলে শকাব্দ সংখ্যা ১৭৯৯ ও তাহার চতুর্থাংশ ৪৫০। অতএব শকাব্দ ১৭৯৯+তাহার চতুর্থাংশ ৪৫০+মাসাঙ্ক ৬+দিনাঙ্ক ৩১+অতিরিক্ত ২=২২৮৮; ইহাকে ৭ দিয়া হরণ করিলে ৬ অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং ১৭৯৯ শকের ৩১এ চৈত্র শুক্রবার জানা গেল।

সনের হিসাবগণনা—শকাব্দের ন্যায় সনেও সনের চতুর্থাংশ মাসাঙ্ক, দিনাঙ্ক ও অতিরিক্ত ২ যোগ করিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ানুসারে বার উপলব্ধি হইবে; কিন্তু যে সনকে ৪ দিয়া হরণ করিলে ১ বাকী থাকে (যেমন ১২৮১, ১২৮৫

---

* "সিতেন্দুবুধজীবানাং বারাঃ সর্ব্বত্র শোভনাঃ।
ভানুভূসুতমন্দানাং শুভকর্ম্মসু কেষপি ॥
রবৌ বর্জ্জ্যং চতুঃ পঞ্চ সোমে সপ্তদ্বয়ং তথা।
কুজে ষষ্ঠদ্বয়ঞ্চৈব বুধে বাণতৃতীয়কম্ ॥
গুরৌ সপ্তাষ্টকঞ্চৈব ত্রিচত্বারি চ ভার্গবে।
শনাবাদ্যঞ্চ ষষ্ঠঞ্চ শেষঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
রবৌ ষষ্ঠং বিধৌ বেদং কুজবারে দ্বিতীয়কম্।
বুধে সপ্ত গুরৌ পঞ্চ ভৃগুবারে তৃতীয়কম্।
শনাবাদ্যং তথা চান্ত্যং রাত্রৌ কালং বিবর্জ্জয়েৎ ॥
যাত্রায়াং মরণং কালে বৈধব্যং পাণিপীড়নে।
ব্রতে ব্রহ্মবধঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু তাং ত্যজেৎ ॥" (জ্যোতিষসারসংগ্রহ)

* "খনয়নরসনেত্রং শূন্যনেত্রেষু শূন্যম্।
বিধুকরযুগষট্‌কং মাসিকং স্যাদ্ ধ্রুবাঙ্কম্ ॥
যুগহরণসমাপ্তৌ বৎসরে সিংহ আখে।
ধ্রুবমৃতুকরামিষ্টং শ্রীহরের্ব্বারবোধে ॥"

ইত্যাদি) সেই সনের ভাদ্রে ৬ ও আশ্বিনে ২ মানসাঙ্ক যোগ করিয়া লইতে হইবে।

উদাহরণ যথা—১২৮৪ সালের ৩১এ চৈত্র কি বার? সন ১২৮৪+তাহার চতুর্থাংশ ৩২১+মাসাঙ্ক ৬+দিনাঙ্ক ৩১+ অতিরিক্ত ২=১৬৪৪; ইহাকে ৭ দিয়া হরণ করিলে ৬ বাকী রহিল। অতএব উত্তর হইল শুক্রবার।

ইংরাজী সালের সংখ্যাতেও তাহার চতুর্থাংশ এবং পার্শ্ব-লিখিত মাসাঙ্ক দিনাঙ্ক ও অতিরিক্ত ৬ অঙ্ক যোগ করিলে যাহা হয়, তাহাকে ৭ দিয়া হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে রবিবার হইতে গণনা করিয়া যে বার হয়, সেই বার হইতে ইংরাজী বৎসরকে ৪ দিয়া হরণ করিলে যদি কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে সেই বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাস লিপ্‌-ইয়ার হয় অর্থাৎ তাহা ২৮ দিনের পরিবর্ত্তে ২৯ দিনে গণিত হয়। উক্ত লিপ্‌ইয়ার বৎসরে মার্চ্চ হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দশ মাস অতিরিক্ত ৬ যোগ করিতে হইবে না।

জানুয়ারী—০
ফেব্রুয়ারী—৩
মার্চ্চ—৩
এপ্রিল—৬
মে—১
জুন—৪
জুলাই—৬
আগষ্ট—২
সেপ্টেম্বর—৫
অক্টোবর—০
নভেম্বর—৩
ডিসেম্বর—৫

উদাহরণ যথা—ইংরাজী ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৭এ মার্চ্চ কি বার হইবে? অব্দাঙ্ক ১৮৭৭+ চতুর্থাংশ ৪৭০+মাসাঙ্ক ৩+দিনাঙ্ক ২৭+অতিরিক্ত ৬= ২৩৮৩; উহাকে ৭ দিয়া হরণ করিলে অবশিষ্ট ৩ থাকে। অতএব ঐদিন মঙ্গলবার হইবে।

৭ আবরণ। ৮ দল। ৯ কাল। যেমন বারংবার। ১০ শিব। ১১ নদী বা সাগরাদির পার। ১২ লেজ। (ক্লী) ১৩ মদিরা-পাত্র। ১৪ নিবারণ। ১৫ জল। ১৬ পিত্ত। ১৭ কাল কেশ। (ঋক্ ২।৪।৪) (ত্রি) ১৮ বরণীয়। (ঋক্ ১।১২৮।৩) (দেশজ) ১৯ দ্বাদশ, ১২ সংখ্যা। ২০ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা।

বার, একজন প্রাচীন কবি।

বারক (ত্রি) বারয়তি বৃ-ণিচ্‌-ণ্বুল্‌। নিবারক, নিষেধক, প্রতিবন্ধক। (ক্লী) ২ কষ্টস্থান। ৩ বালা। ৪ হ্রীবের। (পুং) ৫ অশ্ব। ৬ অশ্বভেদ। ৭ অশ্বগতি।

(মেদিনী। কে, ১৩১।)

বারউড়ানী (দেশজ) বহির্গমন (A volley.)

বারকন্যকা (স্ত্রী) বারনারী, বেশ্যা। (দশকু°)

বারকিন্‌ (পুং) বারকোঽস্ত্যস্তেতি ইনি। ১ প্রতিবাদী, প্রতিরোধক, শত্রু। ২ সমুদ্র। ৩ চিত্রাশ্ব। ৪ পর্ণাজীবী, যে সন্ন্যাসী পাতায় জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

বারকীর (পুং) বারে অবসরে কীলতি বধ্নাতি কৌতুকার্থং রজ্জা প্রেম্না বা কীল-ক, লস্য রত্বম্‌। ১ শ্যালক। ২ বারগ্রাহী, ভারবাহী। ৩ দ্বারী। ৪ বাড়ব। ৫ যূকা। ৬ বেণিবেধিনী। বেণীবাধিবার ছোট চিরুণী। ৭ নীরাজিতহয়, যুদ্ধাশ্ব।

বারগড়ি, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

(ভবিষ্যব্রহ্মখ° ৪২।১২১-১৩১)

বারঙ্ক (পুং) পক্ষী।

বারঙ্গ (পুং) বারয়তীতি বৃ-অঙ্গচ্‌ (স্ববৃঞোর্বৃদ্ধিশ্চ। উণ্‌ ১।১২১) ইতি ধাতোর্বৃদ্ধিঃ। ১ খড়্গ বা ছুরিকাদির মুষ্টি। বাঁট। ২ অঙ্কুশের ন্যায় গোল বাঁট।

"মূলেঽঙ্কুশবদাবৃত্তবারঙ্গাণি অস্থিবিনষ্টশল্যোদ্ধরণার্থমুপদিশ্যন্তে।"

(সুশ্রুত সূত্র°)

বারট (ক্লী) বৃ-অটচ্‌। ১ ক্ষেত্র। ২ ক্ষেত্রসমূহ।

বারটা (স্ত্রী) বারট-টাপ্‌। বরটা, হংসী।

বারণ (ক্লী) বৃ-ণিচ্‌-ল্যুট্‌। ১ প্রতিষেধ, নিবারণ। ২ বন্ধন। ৩ নিষেধ। ৪ হস্তদ্বারা নিষেধ।

(পুং) বারয়তি পরবলমিতি বৃ-ল্যু। ৫ হস্তী। ৬ বাণবার ৭ বৰ্ম্ম, কবচ। ৮ অঙ্কুশ। ৯ হরিতাল। ১০ কৃষ্ণশিংশপা। ১১ পারিভদ্র। পাল্‌তে মাদার। ১২ শ্বেতকুটজ বৃক্ষ।

(ত্রি) বার্‌-রণ-অচ্‌। বারি জলে রণতি চরতীতি। ১৩ জলজাত। সমুদ্রোদ্ভব।

"ততো বৈভাণ্ডকিস্তস্য বারণং শক্রবারণম্‌।" (হরিবংশ ৩১।৪৮)

১৪ বাধা দেওয়া। প্রতিবন্ধক, নিষেধক।

বারণকণা (স্ত্রী) গজপিপ্পলী।

বারণকৃচ্ছ্র (পুং) কৃচ্ছ্রভেদ, ইহাতে একমাস পর্য্যন্ত ছাতু ও জল খাইয়া থাকিতে হয়।

"মাংসং পরিমিতশক্তুদকপানং বারণকৃচ্ছ্রং" (প্রায়শ্চিত্তেন্দুশে°)

বারণকেশর (পুং) নাগকেশর।

বারণপিপ্পলী (স্ত্রী) গজপিপ্পলী।

বারণপ্রতিবারণ (ত্রি) ১ বৰ্ম্মাদিদ্বারা রক্ষিত, রক্ষণোপযোগী কবচবিশিষ্ট। ২ গজরক্ষণ।

বারণবনেশ শাস্ত্রী, অমৃতসৃতি নাম্নী প্রক্রিয়াকৌমুদীব্যাখ্যা-প্রণেতা।

বারণবল্লভা (ত্রি) কদলী।

বারণবুষা (স্ত্রী) বারণান্‌ পুষ্ণাতীতি পুষ-কঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ পস্য বঃ। কদলী, কলা। (Musa Sapientum)

বারণশালা (স্ত্রী) হস্তিশালা, হাতীশালা। (রামা° ১।১২।১১)

বারণসাহ্বয় (ক্লী) গজসাহ্বয়, হস্তিনাপুর।

বারণসী (স্ত্রী) বরণা চ অসী চ নদীদ্বয়ং তস্য অদূরে ভবা (অদূরভবশ্চ। পা ৪।২।৭০) ইত্যণ্‌-ঙীপ্‌। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বারাণসী, কাশী।

বারণস্থল (স্ত্রী) রামায়ণোক্ত জনপদভেদ। (রামা ২।৭৩।৮)
বারণা (স্ত্রী) বারণ-টাপ্। কদলী।
বারণানন (পুং) গজানন, গণেশ।
বারণাবত (স্ত্রী) মহাভারতোক্ত একটী প্রাচীন জনপদ। হস্তিনাপুর ছাড়াইয়া গঙ্গাকূলে অবস্থিত। এই নগরেই দুর্য্যোধন পঞ্চ পাণ্ডবকে বিনাশ করিবার জন্য জতুগৃহ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ভীম সেই জতুগৃহ পুড়াইয়া মাতা ও ভ্রাতৃগণকে লইয়া ছদ্মবেশে গঙ্গাপার হইয়া প্রস্থান করেন। অনেকে বর্ত্তমান আলাহাবাদকে প্রাচীন 'বারণাবত' বলিয়া মনে করেন, কিন্তু অধিক সম্ভব, বর্ত্তমান কর্ণাল সহরের উত্তরে এই নগর অবস্থিত ছিল।
বারণাবতক (ত্রি) বারণাবতসম্বন্ধীয়। বারণাবতবাসী।
বারণাহ্বয়, বারণসাহ্বয়।
বারণীয় (ত্রি) বৃ-ণিচ্-অনীয়র্। ১ প্রতিষেধ্য, নিষেধযোগ্য। ২ বারণের যোগ্য, হস্তিযোগ্য। (কথাসরিৎ ৫৭।১)
বারণেন্দ্র (পুং) উৎকৃষ্ট হস্তী।
বারণ্ডা (দেশজ) ১ তৃণভেদ। ২ বারাণ্ডা। [বারাণ্ডা দেখ]
বারতন্তব (পুং) বরতন্তুর গোত্রাপত্য।
বারতন্তবীয় (পুং) বরতন্তুরচিত। (পা ৪।৩।১০২)
বারত্র (স্ত্রী) বরত্রা-অণ্। চর্ম্মবন্ধনী।
বারত্রক (ত্রি) বরত্রাদেশভব। বরত্রাসম্বন্ধীয়।
বারধান (পুং) পৌরাণিক জনপদভেদ। [বাটধান দেখ]
বারনারী (স্ত্রী) বারাঙ্গনা, বেশ্যা।
বারনিতম্বিনী (স্ত্রী) বারনারী, বেশ্যা। (কবিকঙ্কণ)
বারপাশি, বারপাশ্য (পুং) পৌরাণিক জনপদভেদ।
বারফল (স্ত্রী) প্রতিবারের শুভাশুভ নির্দ্দেশ। সোম, শুক্র, বুধ ও বৃহস্পতি বার সর্ব্ব কর্ম্মে শুভ, কিন্তু শনি রবি ও মঙ্গলবার কোন কোন কর্ম্মে শুভ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। রাজার অভিষেক, রাজার যাত্রা, রাজকার্য্য ও রাজদর্শন এবং অগ্নিকার্য্য প্রভৃতি রবিবারেই প্রশস্ত। ভেদাভিঘাত, সেনাপতিদিগের রাজাজ্ঞাপালন ও পুরোবাসীদিগের দণ্ড ইত্যাদি, পঞ্চদশ প্রকার ব্যায়াম আহার গল্প প্রভৃতি এবং চৌর্য্যকর্ম্ম মঙ্গলবারেই শুভ।

স্থাপন করা, বা কার্য্য সমাপন করা, পুণ্যকর্ম্মাদি করা, গৃহপ্রবেশ, হস্তীতে আরোহণ, অশ্বারোহণ, গ্রামপ্রবেশ এবং নগর ও পুরপ্রবেশ শনিবারেই শুভ।
বারবাণ (পুং ক্লী) বারং বারণীয়ং বাণং যস্মাৎ। কঞ্চুক।
বারবুষা বারণবুষা। [বারণবুষা দেখ]
বারমাসীয়, বারমাস্যা, বারমাসের অনুষ্ঠেয় কার্য্য। বার মাসের অবস্থা।
বারমুখ্যা (স্ত্রী) বারেষু বেশ্যাসমূহেষু মুখ্যা শ্রেষ্ঠা। শ্রেষ্ঠ বারাঙ্গণা। (ভাগবত ৯।১৩।৩৮)
বারম্বার (অব্য) পুনঃ পুনঃ। বার বার।
বারয়িতব্য (ত্রি) প্রতিষেধের যোগ্য, নিবারণের যোগ্য।
বারয়িতা (পুং) বারয়তি দুনীতেরিতি বৃ-ণিচ্-তৃচ্। পতি।
বারযুবতি (স্ত্রী) বেশ্যা।
বারযোষিৎ (স্ত্রী) বারনারী, বেশ্যা।
বাররুচ (ত্রি) বররুচি-অণ্। বররুচিকৃত গ্রন্থ।
বারল, একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। (দিগ্বিজয়প্রকাশ)
বারলা (স্ত্রী) বারং লাতীতি লা-ক। ১ বরটা, বোলতা। ২ রাজহংসী। ৩ কদলী।
বারলীক (পুং) বল্বজা তৃণ, বাবুই ঘাস।
বারবক্র, একটী ক্ষুদ্র নদী। হেড়ম্ব পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান নাম বারবাকী। (দেশাবলী)
বারবত্যা (স্ত্রী) মহাভারতোক্ত নদীভেদ।
বারবৎ (ত্রি) পুচ্ছবিশিষ্ট। (ঋক্ ১।২৭।১)
বারবন্তীয় (ক্লী) সামভেদ। (তৈত্তিরীয়সং ৫।৫।৮।১)
বারবাণি (পুং) বারং শব্দসমূহং বণতে ইতি বণ-ইণ্। ১ বংশীবাদক। ২ উত্তম গায়ক। ৩ ধর্ম্মাধ্যক্ষ। ৪ সংবৎসর। (স্ত্রী) ৫ বেশ্যা। ৬ বেশ্যাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা।
বারবাণী (স্ত্রী) প্রধানা বেশ্যা।
বারবারণ [বারবাণ দেখ]
বারবাল (পুং) কাশ্মীরস্থ একটী অগ্রহার। (রাজতর° ১।১২১)
বারবাসি, বারবাস্য (পুং) মহাভারতোক্ত জনপদ বিশেষ। (ভারত ভীষ্ম ৯।৪৪) পাশ্চাত্য ভৌগোলিক প্লিনি এই স্থানকে Barousai শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন।
বারবিলাসিনী (স্ত্রী) বারান্ বিলাসয়তীতি বি-লস-ণিচ্-ণিনি-ঙীপ্। বেশ্যা।
বারবেলা (স্ত্রী) দিবসের যে যে যামার্দ্ধে শুভকার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রতিবারেই দিবসে দুইটী বারবেলা এবং রাত্রে একটী কালবেলা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দিবাভাগের প্রথম যামার্দ্ধ কুলিকবেলা বা বারবেলা বলিয়া এবং দ্বিতীয় বেলা বারবেলা বলিয়া কথিত। [বার শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ]
বারব্রত (ক্লী) দৈনন্দিন ব্রতকর্ম্ম।
বারসুন্দরী (স্ত্রী) বারবিলাসিনী, বেশ্যা।
বারসেবা (স্ত্রী) বেশ্যাবৃত্তি। ২ বেশ্যাসমূহ।
বারস্ত্রী (স্ত্রী) বেশ্যা।
বারাংনিধি (পুং) বারাং জলানাং নিধিঃ, অলুক্স°। সমুদ্র।

বারাঙ্গনা (স্ত্রী) বেশ্যা।

বারাটকি (পুং) বরাটকের পুং অপত্য।

বারাটকীয় (ত্রি) বরাটক-গহাদিভ্যশ্চ ইতি ছ। বরাটক সম্বন্ধীয়।

বারাণসী (স্ত্রী) বরণা চ অসী চ। তয়োর্নদ্যোরদূরে ভবা (অদূরভবশ্চ। পা ৪।২।৭০) ইতি অণ্-ঙীপ্-পৃষো°। কাশীধাম।

"বরণাসী চ নদ্যৌ দ্বে পুণ্যে পাপহরে উভে।
তয়োরন্তর্গতা যা তু সৈব বারাণসী স্মৃতা॥"

অর্থাৎ বরণা ও অসী এই দুই পুণ্যপ্রদা ও পাপহরা নদীর মধ্যস্থলে যে স্থান অবস্থিত, তাহাই বারাণসী, মোক্ষধাম কাশী। হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিন সম্প্রদায়ের নিকটই কাশী তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য, এতন্মধ্যে হিন্দুদিগের নিকট সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। [কাশী শব্দে এই প্রাচীন তীর্থের সবিস্তার বিবরণ লিখিত হইয়াছে।]

এই স্থান অতি প্রাচীন কাল হইতে যেমন ব্রাহ্মণগণের নিকট, সেইরূপ বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়ের সময় হইতে বৌদ্ধদিগের সমাগমে বৌদ্ধজগতেও প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল,—বারাণসীর অন্তর্গত প্রাচীন ঋষিপত্তন বর্ত্তমান সারনাথে অদ্যাপি সেই সুপ্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন রহিয়াছে, মৃত্তিকার বহু নিম্ন হইতে দ্বিসহস্রাধিক বর্ষের প্রাচীন স্থাপত্যশিল্প এবং সম্রাট্ অশোক, সম্রাট্ কনিষ্ক ও কনিষ্কের অধীন পূর্ব্বভারতীয় ক্ষত্রপগণের যে সকল শিলালিপি বাহির হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীন ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের ও প্রাচীন ইতিহাসের বহু অতীততত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। [কাশী শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বারাণসীপুর, বাঙ্গালার চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত একটী নগর। (ভবিষ্যব্রহ্মখ° ১৩।৩)

বারাণসীশ্বর, বীরশৈবসিদ্ধান্তপ্রণেতা।

বারাণসী হ্রদ, পুণ্যতোয়া হ্রদভেদ। (যোগিনীতন্ত্র ৬।১২)

বারাণসেয় (ত্রি) বারাণসী-ঢক্। (নদ্যাদিভ্যো ঢক্। পা ৪।২।৯৭) বারাণসী-জাত।

বারালিকা (স্ত্রী) দুর্গা। (ত্রিকা°)

বারাবস্কন্দিন্ (পুং) অগ্নি।

বারাসন (ক্লী) ১ বরাসন। জলপীঁড়ি। ২ জলাধার।

বারাহ (ত্রি) বরাহস্যেদমিতি অণ্। ১ বরাহ সম্বন্ধীয়। ২ বরাহমিহির মত সম্বন্ধীয়। বরাহ-স্বার্থে অণ্। (পুং) ৩ বরাহ, শূকর। ৪ মহাপিণ্ডীতক বৃক্ষ। ৫ কৃষ্ণমদন বৃক্ষ, কালময়না গাছ। ইহার গুণ—বমনে প্রশস্ত, কটু, তিক্ত, রসায়ন এবং কফ, হৃদ্‌রোগ, আমাশয় ও পক্বাশয়শোধক। ৬ জলবেতস। (বৈ° নিঘণ্ট)

৭ দেশভেদ। (নৃসিংহপু° ৬৫।১৬)

বারাহক (ত্রি) বারাহ-কন্। ১ বরাহসম্বন্ধী। (পুং) ২ প্রাণহর কীটভেদ।

বারাহকন্দ (পুং) বারাহীকন্দ। [বারাহী দেখ।]

বারাহপত্রী (স্ত্রী) বারাহকর্ণী, অশ্বগন্ধা।

বারাহক্ষেত্র, হিমালয়স্থ দেবস্থানভেদ। (হিমবৎখ° ৩৪।১২৮)

বারাহতীর্থ, তীর্থবিশেষ। বারাহতীর্থমাহাত্ম্যে ইহার সবিশেষ বিবরণ বিবৃত আছে।

বারাহপুট (ক্লী) পুটভেদ। অরত্নিমাত্র কুণ্ডে যে পুট দেওয়া হয়, তাহাকে বারাহপুট কহে।

"অরত্নিমাত্রকে কুণ্ডে পুটং বারাহমুচ্যতে।" (প্রয়োগামৃত)

বারাহপুটভাবনা (স্ত্রী) অষ্টপলকৃত ভাবনা।

বারাহপুরাণ (ক্লী) অষ্টাদশপুরাণের অন্তর্গত একখানি মহাপুরাণ। [পুরাণ দেখ।]

বারাহাঙ্গী (স্ত্রী) দন্তীবৃক্ষ।

বারাহী (স্ত্রী) বারাহ-ঙীষ্। ব্রহ্মাণী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকার অন্তর্গত এক মাতৃকা। দেবীপুরাণে লিখিত আছে—

"বরাহরূপধারী চ বরাহোপম উচ্যতে।
বারাহী জননী চাথ বারাহী বরবাহনা॥" (৪৫ অঃ)

বরাহদেবের শক্তি।

"যজ্ঞবরাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ।
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্॥" (চণ্ডী)

হরি অপরূপ যজ্ঞবরাহরূপ ধারণ করিলে তাহার শক্তিও বারাহীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

দুর্গাপূজাপদ্ধতিতে এই বারাহীদেবীর এইরূপ ধ্যান আছে—

"বারাহরূপিণীং দেবীং দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরাম্।
শুভদাং সুপ্রভাং শুভ্রাং বারাহীং তাং নমাম্যহম্॥" (বৃহন্নন্দিকেশ্বরপু°)

উড্ডামরতন্ত্রে বারাহসহস্রনাম স্তোত্র এবং রুদ্রযামলে বারাহীস্তোত্র লিখিত আছে।

২ যোগিনীবিশেষ। পূজাকালে এই সকল যোগিনীকে ভৃঙ্গার মধ্যে স্নান করাইবার ব্যবস্থা আছে—

"দুর্গা চণ্ডেশ্বরী চণ্ডী বারাহী কার্ত্তিকী তথা।
এতা সর্ব্বাশ্চ যোগিন্যো ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥"

৩ মহাকন্দশাকবিশেষ। চুবড়িআলু (Dioscorea)। সংস্কৃত-পর্য্যায়—বিষ্বক্‌সেনপ্রিয়া, ঘৃষ্টি, বদরা, গৃষ্টি, শূকরী, ক্রোড়কন্যা, বিষ্বক্‌সেনকান্তা, বরাহী, কৌমারী, ত্রিনেত্রা, ব্রহ্মপুত্রী, ক্রোড়ী, কন্যা, গৃষ্টিকা, মাধবেষ্টা, শূকরকন্দ, ক্রোড়, বনবাসী, কুষ্ঠনাশন, বল্য, অমৃত, মহাবীর্য্য, মহৌষধ, শম্বরকন্দ, বরাহকন্দ, বীর, ব্রাহ্মীকন্দ, সুকন্দ, বৃদ্ধিদ, ব্যাধিহন্তা। হিন্দী—গেঠী

মরাঠী—বারাহীকন্দ, তেলগু—নেলতাড়িচেট্টু, ব্রাহ্মণ্ডিচেট্টু; বোম্বাই—ডুকরকন্দ।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—

"বারাহীকন্দ এবান্যৈশ্চর্ম্মকারালুকো মতঃ।
আনূপে স ভবেদ্দেশে বারাহ ইহ লোমবান্॥"

এই বারাহীকন্দকেই অপরে চর্ম্মকারালুক (চামালু) বলিয়া থাকে। জলাজমীতে শূকরের লোমের আকারে এই বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। অত্রির মতে, এই কন্দ অর্শোঘ্ন ও বাতগুল্মনাশক। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—ইহা শ্লেষ্মঘ্ন, পিত্তকৃৎ ও বলবর্দ্ধক। রাজনির্ঘণ্টের মতে—ইহা তিক্ত, কটু; বিষ, পিত্ত, কফ, কুষ্ঠ, মেহ ও কৃমিনাশক; বৃষ্য, বল্য ও রসায়ন। ৪ মহৌষধবিশেষ। ৫ শুক্লভূমিকুষ্মাণ্ড। ৬ বৃদ্ধদারক। ৭ প্রিয়ঙ্গু। ৮ বরাহক্রান্তা, বরাক্রান্তা। ৯ শ্যামাকপক্ষী।

বারাহীতন্ত্র, একখানি প্রাচীন মহাতন্ত্র, মহাশক্তি বারাহীর নামানুসারে এই তন্ত্রের নামকরণ হইয়াছে। এই তন্ত্রে বৌদ্ধ জৈনাদি তন্ত্রেরও উল্লেখ আছে।

বারাহীয় (ক্লী) বরাহমিহিররচিত বৃহৎসংহিতাসম্বন্ধীয়।

বারি (ক্লী) বারয়তি তৃষামিতি বৃ-ণিচ্-ইঞ্ (বসিবপিযজিরাজিব্রজিসদিহনিবাশিবাদিবারিভ্য ইঞ্। উণ্ ৪।১২৪) ১ জল। ২ তরলপদার্থ। ৩ তারল্য। ৪ হ্রীবের। ৫ বালা, গন্ধবালা। (স্ত্রী) ৬ সরস্বতী, বাক্। ৭ গজবন্ধন, হস্তিবন্ধনভূমি। (রঘু ৫।৪৫) ৮ বন্দি, কণ্ঠনী। (ত্রি) ৯ বরণীয়। (শুক্লযজুঃ ২১।৬১)

বারি, তৈরভুক্তের অন্তর্গত একটী স্থান। (ভবিষ্যব্র°খ° ৪৫।২১)

বারিক (উড়িয়া) ১ নাপিত। ২ (ইংরাজী Barrack শব্দজ) (১) সৈন্যগণের থাকিবার আড্ডা। (২) তদনুরূপ গৃহ যাহাতে অনেকে বাসা করিয়া থাকিতে পারে। ৩ গুল্মভেদ। (Trapa Bispinosa)।

বারিকফ (পুং) সমুদ্রফেন।

বারিকর্পূর (পুং) ইল্লিসমৎস্য, ইলিসমাছ।

বারিকুব্জ, **বারিকুব্জক** (পুং) শৃঙ্গাটক, পাণা।

বারিকৃমি (পুং) জলৌকা, জোঁক।

বারিকোল (দেশজ) বারকোল, কচ্ছপ।

বারিগর্ভোদর (ত্রি) মেঘ।

বারিচত্বর (পুং) ১ কুম্ভিকা, পানা।

বারিচর (পুং) বারিষু চরতীতি চর-ট। ১ মৎস্য। ২ শঙ্খ। ৩ শঙ্খনাভি। (ত্রি) ৪ জলচর জন্তুমাত্র।

বারিচামর (ক্লী) শৈবাল।

বারিজ (ত্রি) বারিণি জায়তে ইতি বারি-জন-ড। ১ জলজমাত্র। (ক্লী) ২ দ্রোণীলবণ। ৩ পদ্ম। ৪ গৌরসুবর্ণ, পাকাসোণা। ৫ লবঙ্গ। ৬ মৎস্য। (পুং) ৭ শঙ্খ। ৮ শম্বুক।

বারিজাক্ষ, বিষ্ণুর অবতারভেদ। এই অবতার রামকৃষ্ণাদি দশাবতার ভিন্ন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত প্রজ্ঞানকুমুদচন্দ্রিকার উত্তরখণ্ডে ইহার চরিত্র বিশদরূপে বর্ণিত আছে :—

গৌড় সারস্বত কুলে শ্রীকণ্ঠের ঔরসে যমুনাদেবীর গর্ভে বারিজাক্ষ অবতীর্ণ হন। তাঁহার পত্নীর নাম জালিনী এবং অব্য ও সৌবীর নামে তাহার দুই পুত্র জন্মে। তাঁহার জীবনের অন্যান্য অলৌকিক ঘটনা মধ্যে তদনুষ্ঠিত "দ্বাদশ বার্ষিকসত্র" উল্লেখযোগ্য। এই যজ্ঞে বহুশত যতি, সিদ্ধ ও সন্ন্যাসী আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গৌড় ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ও শিষ্যপরম্পরাক্রমে ভবানন্দ সরস্বতী, সচ্চিদানন্দ সরস্বতী, শিবানন্দ সরস্বতী, রামানন্দ সরস্বতী, ও সমানন্দ সরস্বতী সমাগত হইয়াছিলেন। এতত্তিন্ন দ্রবিড় জাতীয় যতি শঙ্করাচার্য্য, ভীমাচার্য্য কৃপাচার্য্য, ত্রিমঙ্গলাচার্য্য প্রভৃতি দ্রবিড়াচার্য্যগণ এবং মহেশাচার্য্য, শাম্বাচার্য্য, রামচন্দ্রাচার্য্য ও কেশবাচার্য্য প্রভৃতি গৌড়াচার্য্যগণ উপনীত হইয়াছিলেন।

বারিজাক্ষ তপঃলোকে বাস করিয়া থাকেন। তিনি অন্তরূপে পরম বৈষ্ণব শিবরূপে কল্পিত। বৈকুণ্ঠবিহারী বিষ্ণু হইতে তিনি ভিন্ন।

বারিজাত (ত্রি) ১ বারিজ, জলে যাহা জন্মে। ২ (পুং) শঙ্খনাভি। [বারিজ দেখ।]

বারিজীবক (ত্রি) ১ জলচর। ২ জলে যে জীবনধারণ করে। (বৃহৎসংহিতা)

বারিতর (ক্লী) উশীর।

বারিতস্কর (পুং) ১ মেঘ। (ত্রি) ২ বারিশোষণকর্তা।

বারিত (ত্রি) নিবারিত।

বারিতি (ত্রি) জলজাত ওষধি। "বারিতীনাম্ বারি জলে ইতির্গতির্যাসাং তা বারিতয়ঃ তাসাং জলোদ্ভবানামোষধীনাম্।" (মহীধর)

বারিত্রা (স্ত্রী) বারিণস্ত্রায়তে ইতি ত্রৈ-ড। ছত্র। টোকা। পেকে।

বারিদ (ত্রি) বারি দদাতীতি দা-কঃ (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ১ জলদাতা। (পুং) ২ মেঘ। ৩ মুস্তক।

বারিদ্র (পুং) চাতক পক্ষী।

বারিধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্ বারিণো ধরঃ। ১ মেঘ। ২ ভদ্রমুস্তা। (বৈদ্যকনি°)

বারিধানী (স্ত্রী) জলপাত্র। (কথাসরিৎসা°)

বারিধাপয়স্ত (পুং) ঋষিভেদ। (আশ্বলায়ন গৃহ্° ১২।১৪।৫)

বারিধার (পুং) ১ মেঘ।

বারিধারা (স্ত্রী) বারিণোধারা। জলধারা।
বারিধি (পুং) বারীণি ধীয়ন্তেঽস্মিন্নিতি ধা (কর্ম্মণ্যধিকরণে চ পা ৩।৩।৯৩) ইতি কি। সমুদ্র। (শব্দরত্না°)
বারিনাথ (পুং) বারীণাং নাথঃ। ১ বরুণ। ২ সমুদ্র। ৩ মেঘ।
বারিনিধি (পুং) বারীণি নিধীয়ন্তে অত্রেতি নি-ধা-কি। সমুদ্র। (শব্দরত্না°)
বারিপ (ত্রি) বারি পিবতি পা-ক। জলপায়িমাত্র।
বারিপথ (পুং) বারীণাং পন্থাঃ। জলপথ।
বারিপথিক (ত্রি) বারিপথেন গচ্ছতীতি বারিপথ (উত্তর পথেনাহৃতঞ্চ। পা ৫।১।৭৭) ইত্যত্র 'আহৃত প্রকরণে বারিজঙ্গলকান্তারপূর্ব্বাদুপসংখ্যানং' ইতি বার্ত্তিকসূত্রাৎ ঠঞ্। জলপথগামী। যাহারা জল পথে গমন করে। ২ বারিপথে আহূত, যাহাকে জলপথে আহ্বান করা হইয়াছে। (কাশিকা)
বারিপর্ণী (স্ত্রী) বারিণি পর্ণান্যস্যাঃ। বারিপর্ণ (পাককর্ণ পর্ণ পুষ্পেতি। ৪।১।৬৪) ইতি ঙীষ্। কুম্ভিকা, পানা।

"বারিপর্ণী হিমা তিক্তা মৃদ্বী স্বাদ্বী সরাপটুঃ।
দোষত্রয়করী রুক্ষা শোণিতজ্বরশোধকৃৎ॥" (রাজবল্লভ)

বারিপালিকা (স্ত্রী) বারীণি পালয়তি সূর্য্যরশ্ম্যাদিভ্যো রক্ষতীতি পালি ণ্বুল টাপ্, অত ইত্বং। থমূলিকা, আকাশমূলিকা পানা। (শব্দমালা)
বারিপূর্ণী (স্ত্রী) বারিপর্ণী, কুম্ভীকা, পানা। (অমর)
বারিপ্রবাহ (পুং) বারিণঃ প্রবাহঃ। নির্ঝর। (শব্দমালা)
বারিপৃশ্নী (স্ত্রী) বারিজাতা পৃশ্নী। বারিপর্ণী, পানা। (শব্দমালা)
বারিপ্রসাদন (ক্লী) বারিণঃ প্রসাদনং। কতকফল, নির্ম্মাল্য, ইহা জলে দিলে জল নির্ম্মল হয়। (বৈদ্যকনি°)
বারিবদর[রা] (পুং স্ত্রী) বারি পরিপূর্ণো বদর ইব। প্রাচীনামলক, পানি আমলা। (ত্রিকা°)
বারিব্রাহ্মী (স্ত্রী) বারিজাতা ব্রাহ্মী। জলব্রাহ্মী ক্ষুপ।
বারিভক্তবটিকা (স্ত্রী) অজীর্ণাধিকারের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী পারা ও গন্ধকে কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া ঐ কজ্জলী, অভ্র, গুলঞ্চের পাল, বিড়ঙ্গ ও মরিচ প্রত্যেকে সমভাগ, আদার রসে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, মাত্রা ১ মাষা। এই ঔষধ সেবনে অজীর্ণরোগ নিবারিত হয়। (রস° রত্না°)
বারিভব (ক্লী) বারিণে নেত্রজলায় ভবতি প্রভবতীতি ভূ অচ্। স্রোতোঽঞ্জন, সুর্ম্মা। (রাজনি°)
(ত্রি) ২ জলজাতমাত্র।
বারিভূমি, স্বর্গভূমির অন্তর্গত স্থানভেদ। (ভবিষ্যব্রহ্মখ° ৫৭।১৩২)
বারিমসি (পুং) বারি মসিরিব শ্যামতাজনকং যস্য, সজলমেঘস্যৈব কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ তথাত্বং। মেঘ। (ত্রিকা°)

বারিমান (ক্লী) পাচনাদিতে জলের পরিমাণ। কোন্ পাচনে কত জল দিতে হয়, তাহার পরিমাণ। (পরিভাষা প্র°)
বারিমুচ্ (পুং) বারি মুঞ্চতীতি মুচ ক্বিপ্। মেঘ।

"স বিশ্বজিতমাজহ্রে যজ্ঞং সর্ব্বস্বদক্ষিণম্।
আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব॥ (রঘু ৪।৮৬)

বারিমূলী (স্ত্রী) বারিণি মূলং যস্যাঃ (পাকবর্ণ পর্ণেতি। পা ৪।১।৬৪) ইতি ঙীষ্। বারিপর্ণী। (শব্দরত্নঃ)
বারিযন্ত্র (ক্লী) জলযন্ত্র। ফোয়ারা।
বারিরথ (পুং) বারিষু রথ ইব গমনসাধনত্বাৎ। ভেলক। (ত্রিকা°)
বারিরাশি (পুং) বারীণাং রাশয়ো যত্র। ১ সমুদ্র। (ত্রিকা°) বারীণাং রাশিঃ। ২ জলরাশি, জলসমূহ।

"পূর্ব্বং তদুৎপীড়িত বারিরাশিঃ সরিৎপ্রবাহস্তটমুৎসসর্জ্জ।"
(রঘু ৪।৪৬)

বারিরুহ (ক্লী) বারিণি রোহতি জায়তে ইতি রুহ (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) ইতি ক। ১ কমল, পদ্ম। (ত্রি) ২ জলজাত।
বারিলোমন্ (পুং) বারিণি লোমানি যস্য যদ্বা বারি লোম্নি যস্য। ১ বরুণ। (জটাধর)
বারিবদন (ক্লী) বারিযুক্তং বদনং যস্মাৎ, তৎসেবনে মুখে জল নিঃস্রাবণাত্তথাত্বং। প্রাচীনামলক, পানি আমলা (ভূরিপ্র°)
বারিবন্দ, ১ আসামের অন্তর্গত একটী স্থান। (ভবিষ্যব্র°খ°১৬।৩১)
২ কোচবিহারের উত্তরস্থিত একটী বিস্তৃত পরগণা।
(ভবিষ্যব্র°খ° ১৮।২) [বাহিরবন্দ দেখ।]
বারিবর (ক্লী) করমর্দ্দক। (জটাধর)
বারিবর্ণক (ত্রি) জলের বর্ণ, জলের রঙ্।
বারিবল্লভা (স্ত্রী) বারি বল্লভমস্যাঃ স্বজনকত্বাৎ। বিদারী।
বারিবহ (ত্রি) জলবহনকারী।
বারিবালক (ক্লী) হ্রীবের বালা। (হারাবলী)
বারিবাস (পুং) বারি সমীপে বাসোঽস্য, যদ্বা বারি পর্য্যুষিতা-ন্নাদিজলং বাসয়তি সুগন্ধি করোতীতি বাস-অন্। ১ শৌণ্ডিক।
বারিবন্ধক (ত্রি) বাঁধ, আইল। যাহার দ্বারা জলস্রোত রোধ করা যায়।
বারিবাহ (পুং) বারি বহতীতি বহ-(কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইতি অণ্। ১ মেঘ। ২ মুস্তা। (অমর)
বারিবাহ, সহ্যাদ্রি বর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩৩।৩১)
বারিবাহক (পুং) জলবহনকারী।
বারিবাহন (পুং) বাহয়তীতি বাহি-ল্যু, বারীণাং বাহনঃ। মেঘ।
বারিবাহিন্ (ত্রি) জলবহনকারী।
বারিবিহার (পুং) বারিণি বিহারঃ। জলবিহার, জলক্রীড়া।

বারিশ (পুং) বারিণি সাগরজলে শেতে ইতি শী-ড। বিষ্ণু।

বারিশাস্ত্র (ক্লী) বারিবিষয়কং শাস্ত্রং। শাস্ত্রভেদ, এই শাস্ত্র দ্বারা বারিবিষয়ক জ্ঞান হয়। গর্গমুনি চারিবেদ ও তাহার অঙ্গসমূহ হইতে সার উদ্ধৃত করিয়া এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। তিথি, নক্ষত্র, মাস, দিন, লগ্ন, মুহূর্ত্ত এবং শুভযোগ প্রভৃতি ও পূর্ণ পক্ষমাসে বুধ ও বৃহস্পতি নিরীক্ষণ করিলে যে স্থলে দেবাগমন হয়, বায়ু সেই স্থানে গমন করিয়া অবস্থিত থাকে। পরে তাহা হইতেই মেঘাদির সংস্থানহেতু বারিজ্ঞান লাভ হয়। *

বারিসম্ভব (ক্লী) বারিপ্রধানদেশেষু সম্ভব উৎপত্তির্যস্য। ১ লবঙ্গ। ২ সৌবীরাঞ্জন। ৩ উশীর। (পুং) ৪ যাবনালশর। (রাজনি°) (ত্রি) ৫ জলজাত মাত্র, যাহা কিছু জলে হয়।

"ইদন্তু কিং দুঃখতরং যদিমং বারিসম্ভবম্।
মণিং পশ্যামি সৌমিত্রে বৈদেহীমাগতং বিনা ॥" (রামায়ণ ৫।৬৬।৯)

বারিসার (পুং) চন্দ্রগুপ্তের পুত্রভেদ। (ভাগ° ১২।১।১২)

বারিসেন (পুং) রাজপুত্রভেদ। ২ জনভেদ। (ভারত সভাপ°)

বারী (স্ত্রী) বার্য্যতেঽনয়েতি বৃ-ণিচ্ (বসি বপি যজি রাজি ব্রজি সদি হনি রাশি বাদি বারিভ্যা ইঞ্। উণ্ ৪।১২৪) ইতি ইঞ্। বা ঙীষ্। ১ গজবন্ধিনী।

"বভৌ স ভিন্দন্ বৃহতস্তরঙ্গান্
বার্য্যর্গলা ভঙ্গ ইব প্রবৃত্তঃ ॥" (রঘু ৫।৪৫)

২ কলসী। (ধরণি)

বারীট (পুং) বার্য্যাং গজবন্ধনভূম্যামিটতীতি ইট-ক। হস্তী, হাতী। (শব্দমালা)

বারীন্দ্র, বারীশ (পুং) বারীণামিন্দ্রঃ ঈশো বা। সমুদ্র (হেম)

বারু (পুং) বারয়তি রিপূনিতি বৃ ণিচ্ বাহুলকাৎ-উণ্। বিজয়কুঞ্জর, বিজয়হস্তী। (হারাবলী)

বারুই, পর্ণব্যবসায়ী বৈশ্যবৃত্তিক জাতিবিশেষ। এই জাতির বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা অনেকটা উন্নত। [পবর্গে "বারুই" দেখ।]

বারুঠ (পুং) খট্টি, অন্তশয্যা, মড়ার খাট। (ত্রিকা°)

বারুড় (পুং) বরুড় সম্বন্ধীয়। (পা ৫ ৪।৩৬)

বারুড়ক (ক্লী) বরুড়জাতি সম্বন্ধীয়।

বারুড়কি (পুং) বরুড়ের গোত্রাপত্য।

বারুণ (ক্লী) বরুণো দেবতাঽস্যেতি বরুণ-অণ্। ১ জল। ২ শতভিষানক্ষত্র।

"বারুণেন সমাযুক্তা মধৌ কৃষ্ণাত্রয়োদশী।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহশতৈঃ সমা ॥" (তিথিতত্ত্ব)

৩ উপপুরাণবিশেষ।

"বারুণং কালিকাখ্যঞ্চ শাম্বং নন্দিকৃতং শুভম্।
সৌরং পরাশরপ্রোক্তমাদিত্যঞ্চাতিবিস্তরম্ ॥"
(দেবীভাগবত ১।৩।১৫)

(পুং) ৪ ভারতবর্ষের খণ্ডবিশেষ।

"ইন্দ্রদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্বস্তথ বারুণঃ।" (বিষ্ণুপুরাণ ২।৩।৬)

পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ Burraon শব্দে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান নাম বরণারক। এখনও দেও নামক স্থানের নিকট এই প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

(ত্রি) ৫ বরুণ সম্বন্ধী। (ভারত ৩।১০২।১) (ক্লী) ৬ হরিতাল। (বৈদ্যকনি°)

বারুণক, সহ্যাদ্রি বর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ২৭।২৮)

বারুণকর্ম্মন্ (ক্লী) বারুণং জলসম্বন্ধি কর্ম্ম। জলাশয় খননাদি। এই বারুণকর্ম্ম জ্যোতিষোক্ত উত্তম দিনাদি দেখিয়া করিতে হয়। অদিনে এই কার্য্য করিতে নাই ॥

"সুদিনে শুভনক্ষত্রে চন্দ্রতারাবলৈর্যুতে।
সদ্বৃত্তস্ত ভবেত্তত্র কালে তস্মিন্ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥" ইত্যাদি। (অগ্নিপু°)

বারুণতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ, বরুণতীর্থ।

বারুণপ্রঘাসিক (ত্রি) বরুণ প্রঘাস যজ্ঞ সম্বন্ধীয়।

বারুণি (পুং) বরুণস্যাপত্যং পুমান্, বরুণ-ইঞ্। ১ অগস্ত্যমুনি। (ত্রিকা°) ২ বশিষ্ঠ। (ভারত ১।৯৯।৭) ৩ বিনতা-পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৫।৪০) ৪ ভৃগু।

"ভৃগুর্হবৈ বারুণিঃ" (শত° ব্রা° ১১।৬।১)

৫ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ২৭।৩৮)

বারুণী (স্ত্রী) বরুণস্যেয়ং (তস্যেদং। পা ৪।৩।১২০) ইত্যণ্ ঙীষ্ ১ সুরা, মদিরা। দ্বিজ অজ্ঞানপূর্ব্বক বারুণী মদিরা সেবন করিলে পুনরায় উপনয়ন সংস্কার দ্বারা বিশুদ্ধি লাভ করেন, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক পান করিলে তাহার মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

"অজ্ঞানাদ্ বারুণীং পীত্বা সংস্কারেণৈব শুধ্যতি।
মতিপূর্ব্বমনির্দ্দেশ্যং প্রাণান্তিকমিতি স্থিতিঃ ॥"
(মনু ১১।১৪৭) [মদ্যশব্দ দেখ]

---

* ওঁ নমো বরুণায় প্রারম্ভবাক্যং—
ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশ্বরঃ রুদ্রশ্চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহাদিষু।
দেবতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং নমঃ শক্রপুরোগমান্ ॥
ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণাং ষড়ঙ্গসপদক্রমাৎ।
সারমুদ্ধৃত্য সর্ব্বেষাং বারিশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যতে ॥
তিথিনক্ষত্রমাসঞ্চ দিনং লগ্নং মুহূর্ত্তকম্।
সাধনেষু চ ঋক্ষেষু সৌম্যযোগযুতেষু চ ॥
সৌম্যেষু দিনবারেষু বুধজীব নিরীক্ষতে।
পূর্ণেষু পক্ষমাসেষু পূর্ণলগ্নগ্রহোদয়ে ॥
দেবতাগমনং যত্র বায়ুস্তত্রাভিগামিনঃ ॥ ইত্যাদি ॥
অন্তবাক্যং—
গর্গভাষিতবারিশাস্ত্রসারশতকসমাপ্তঃ

২ মদিরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

"কিমেতদিতি সিদ্ধানাং দিবি চিন্তয়তাং ততঃ।
বভূব বারুণী দেবী মদাঘূর্ণিতলোচনা॥" (বিষ্ণুপু° ১।৯.৯৩)
'বারুণী মদিরাধিষ্ঠাত্রী দেবী' (স্বামী)

৩ বরুণপত্নী। (ভারত ২।৯.৬)

৪ নদীবিশেষ। (গাঃ রামা° ২।৭০.১২)

৫ পশ্চিমদিক, এক একটী দিকের এক একটী অধিপতি আছেন, পশ্চিম দিকের অধিপতি বরুণ, এইজন্য পশ্চিম দিকের নাম বারুণী। ৬ বিদ্যাবিশেষ। "আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রাত্যভি সংবিশন্তীতি" সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা" (তৈত্তিরীয়োপনি° ৩।৬)

৭ অশ্বের ছায়াবিশেষ।

"শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশা সুস্নিগ্ধা চৈব বারুণী।" (অশ্ববৈদ্যক ৩।১৭৩)

৮ শতভিষানক্ষত্র। (হেম) ৯ গণ্ডদূর্ব্বা। (রাজনি°)

১০ স্বনামখ্যাত বৃক্ষ। ইহা কোঙ্কণ দেশে করবীরুণী নামে প্রসিদ্ধ। ১১ হস্তিনী। ১২ ইন্দ্রবারুণী লতা, রাখালশশা। (অত্রি স° ৯অ°)

১৩ ভূম্যামলকী। ১৪ মহাদন্তী। (বৈদ্যকনি°)

১৫ শতভিষা নক্ষত্রযুক্ত চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। বারুণ শব্দে শতভিষা নক্ষত্র। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর দিন শতভিষা নক্ষত্র হইলে ঐ দিনকে বারুণী কহে, যদি ঐ কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীতে শতভিষা নক্ষত্রের যোগ না হয়, তাহা হইলেও ঐ তিথিকে বারুণী কহে। নক্ষত্রযোগ হইলে আরও অধিক পুণ্যপ্রদ হইয়া থাকে। ঐ দিন যদি শনিবার হয়, তাহা হইলে তাহাকে মহাবারুণী কহে, এবং ঐ শনিবারে যদি কোন শুভ-যোগ হয়, তাহা হইলে তাহাকে মহা মহাবারুণী কহে। এই বারুণী অতিশয় পুণ্যাতিথি, এইজন্য এই তিথিতে স্নান ও দান অধিক পুণ্যজনক, বিশেষ এই যে, বারুণী তিথিতে গঙ্গাস্নান করিলে শত সূর্য্যগ্রহণ কালীন গঙ্গাস্নানের ফল হয়, মহাবারুণীতে গঙ্গাস্নানে কোটিসূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফল এবং মহা-বারুণীতে স্নান করিলে ত্রিকোটিকুল উদ্ধার হইয়া থাকে। বারুণীতে নক্ষত্রযোগই প্রধান ; শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে উদয়-গামিনী তিথিই আদরণীয়া, কিন্তু এই ত্রয়োদশী যদি উভয় দিন লব্ধ হয় এবং যে দিনে নক্ষত্রের যোগ হয়, সেই দিনই বারুণী হইবে, উদয় বা অস্তগামিনী বলিয়া কোন বিশেষ হইবে না, এমন কি যদি রাত্রিকালেও ঐ নক্ষত্র প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে রাত্রিতেই বারুণী স্নান হইবে। ফল নক্ষত্রানুসারে বারুণী স্থির করিতে হইবে। যদি নক্ষত্রের যোগ না হয়, তাহা হইলে তিথি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা আছে, তদনুসারেই হইবে।

বারুণীতে গঙ্গাস্নান করিতে হইলে বারুণী, মহাবারুণী, মহামহাবারুণী যেবার যেরূপ হয়, তাহা উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিতে হয়। শতভিষা নক্ষত্র অতীত করিয়া স্ত্রীগণ কদাচ স্নান করিবে না, যদি করে, তাহা হইলে তাহারা দুর্ভগা হইবে। শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়েরও ত্রয়োদশী, তৃতীয়া ও দশমীতে স্নান নিষিদ্ধ, কিন্তু উহা কাম্য স্নানপর, বারুণী স্নান নিষিদ্ধ নহে।*

বারুণীতে গঙ্গাস্নান করিতে হইলে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া করিতে হয়। যথা, চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ 'বারুণ্যাং' 'মহাবারুণ্যাং' 'মহামহাবারুণ্যাং' (যেবার যেরূপ যোগ হয়) গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে, কামনা যেরূপ ইচ্ছা করা যাইতে পারে, সঙ্কল্প বিধানানুসারে নাম গোত্রাদির উল্লেখ করিতে হয়। ১৬ বরুণপ্রেরিত বৃন্দাবন স্থিত কদম্ব তরুকোটর নিঃসৃত বলদেবপীত বারুণী। (বিষ্ণুপু° ৫।২৫ অ°)

বারুণী, তৈরভুক্তের অন্তর্গত নদীভেদ। (ভবিষ্য ব্র° খ° ৪৮।২৮)

বারুণীবল্লভ (পুং) বারুণ্যা বল্লভঃ, বারুণী বল্লভা যস্যেতি বা। বরুণ। (শব্দমালা)

---

* "বারুণেন সমাযুক্তা মধৌ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহশতৈঃ সমা॥
বারুণং শতভিষা।
শনিবারসমাযুক্তা সা মহাবারুণী স্মৃতা।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমা॥
শুভযোগসমাযুক্তা শনৌ শতভিষা যদি।
মহামহেতি বিখ্যাতা ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ॥
অত্র সংজ্ঞাবিধেঃ সার্থকত্বায় নিমিত্তত্বেন মাসপক্ষতিথ্যুল্লেখাসম্ভবং মহা-বারুণীমহামহাবারুণ্যাবুল্লেখনীয়ে। তেন চৈত্রমাসি কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহাবারুণ্যাং মহামহাবারুণ্যাং যথাযথং প্রযোজ্যং। ন চাত্র—
স্নানং কুর্ব্বন্তি যা নার্য্যশ্চন্দ্রে শতভিষাং গতে।
সপ্ত জন্ম ভবেযুস্তা দুর্ভগা বিধবা ধ্রুবম্॥
ত্রয়োদশ্যাং তৃতীয়ায়াং দশম্যাঞ্চ বিশেষতঃ।
শূদ্রবিট্‌ক্ষত্রিয়াঃ স্নানং নাচরেযুঃ কথঞ্চন॥
ইতি প্রচেতোঙ্গিরোবালিবচনাভ্যাং স্ত্রীণাং শূদ্রাদীনাঞ্চ স্নাননিষেধ ইতি বাচ্যং।
ভোগায় ক্রিয়তে যত্তু স্নানং যাদৃচ্ছিকং নরৈঃ।
তন্নিষিদ্ধং দশম্যাদৌ নিত্যনৈমিত্তিকং ন তু॥
ইতি হেমাদ্রিধৃতবচনেন রাগপ্রাপ্তস্নান এব নিষেধাৎ নক্ষত্রেঽপি তথাকল্পনাৎ
অত্র ত্রয়োদশ্যাং পূর্ণায়াং পূর্ব্বাহ্লেতরকালে নক্ষত্রাদিসত্ত্বে পরদিন পূর্ব্বাহ্নে তিথিনক্ষত্রলাভেঽপি পূর্ব্বদিন এব স্নানং। রাত্রাবপি বারুণ্যাং গঙ্গায়াং স্নানং।
দিবা রাত্রৌ চ সন্ধ্যায়াং গঙ্গায়াঞ্চ প্রসঙ্গতঃ।
স্নাত্বাশ্বমেধজং পুণ্যং গৃহেঽপ্যক্ষতজন্মভিঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বারুণীশ (পুং) বারুণীপতি, বরুণ।

বারুণেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

বারুণ্ড (পুং ক্লী) বৃ-উণ্ড। ১ ফণীদিগের রাজা। ২ নৌসেকপাত্র। নৌকার জল সেকের পাত্র, চলিত ফাটকে। ২ কর্ণমল, কাণের খইল। ৩ নেত্রমল। (মেদিনী)

বারুণ্ডী (স্ত্রী) বারুণ্ড গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। দ্বারপিণ্ডী। (মেদিনী)

বারুদ্ (তামিল) সোরা গন্ধকাদি মিশ্রিত চূর্ণবিশেষ। [বর্গ্য'ব' দেখ]

বারুদখানা (পারসী) বারুদ প্রস্তুতের স্থান, বারুদের কারখানা।

বারুণ্য (ত্রি) বরুণ বা বারুণী সম্বন্ধীয়।

বারূঢ় (পুং) ১ অগ্নি।

বারেক্ (দেশজ) একবার।

বারেকদিগর্ (পারসী) পুনরায়।

বারেন্দ্র (পুং) গৌড়দেশান্তর্গত প্রসিদ্ধ জনপদ ও তজ্জনপদবাসী।

নারায়ণপালের তাম্রশাসনে ইন্দ্ররাজ নাম দৃষ্টে কেহ কেহ বরেন্দ্রের প্রাচীন নাম 'ইন্দ্র' স্থির করিয়াছেন, কিন্তু পালরাজবংশ শব্দে আমরা দেখাইয়াছি যে, রাজা ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ইন্দ্ররাজ বা ইন্দ্রায়ুধ কান্যকুব্জের অধিপতি, তাঁহার সহিত বরেন্দ্রের কোন সংস্রব নাই। গৌড়াধিপ বল্লালসেনের দানসাগরে বরেন্দ্রের প্রাচীন নাম 'বরেন্দ্রী' দৃষ্ট হয়।

বরেন্দ্রে বাস অথবা এই স্থানের অধিবাসীর সহিত যাহারা সামাজিক যৌনসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহারাই বারেন্দ্র বলিয়া পরিচিত। দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে—

"পদ্মানদ্যাঃ পূর্ব্বধারে ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে।
বরেন্দ্রসংজ্ঞকো দেশো নানানদনদীযুতঃ ॥ ৭৫৫
শতার্দ্ধযোজনৈর্যুক্তো দেশো দর্ভাদিসংযুতঃ।
উপবঙ্গসমীপে চ মলদস্য চ দক্ষিণে ॥ ৭৫৬
ঘর্ঘরা সবিতাং ক্ষুদ্রা বহতে যত্র বৈ সদা।
পর্ব্বতানাং নিরসনং যত্র শক্রেণ কারিতম্ ॥ ৭৫৭
কায়স্থা বহুলা যত্র ব্রাহ্মণস্য চ মন্ত্রিণঃ।
স্থানে স্থানে দ্বিজাঃ সর্ব্বে ভাবিনো রাজ্যকারিণঃ ॥
মৎস্যানাং জলজন্তূনাং খাদকাঃ প্রায়শো জনাঃ।
দেবীভক্তা বিষ্ণুভক্তাঃ প্রাণিনো হি বরেন্দ্রকে ॥" ৭৬৩

অর্থাৎ পদ্মানদীর পূর্ব্বধার হইতে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে নানা নদনদীযুত বরেন্দ্র নামক দেশ। এই দেশ শতার্দ্ধযোজন বিস্তৃত ও দর্ভকুশাদিসংযুত, উপবঙ্গের নিকট ও মলদের দক্ষিণে অবস্থিত। যেখানে ঘর্ঘরা নামক ক্ষুদ্র সরিৎ নিয়ত বহিতেছে, যেখানে ইন্দ্র কর্তৃক পর্ব্বতগণের নিরসন হইয়াছিল, যেখানে বহুসংখ্যক কায়স্থের বাস ও কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের মন্ত্রিত্ব করিয়া থাকে, স্থানে স্থানে দ্বিজাতি সকলই রাজত্ব করিতেছেন, যেখানকার অধিবাসী প্রায়শঃ মৎস্যাদি জলজন্তু খাইয়া থাকে এবং সাধারণে দেবীভক্ত অথবা বিষ্ণুভক্ত।

আবার ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত হইয়াছে—

"পদ্মাবত্যাঃ পূর্ব্বভাগে দেশো জলময়ো মহান্।
বরেন্দ্রদেশো বিজ্ঞেয়ঃ শস্যাঢ্যঃ সর্ব্বদা নৃপ ॥
বরেন্দ্রবাসিনঃ সর্ব্বে শিবভক্তিপরায়ণাঃ।
মদ্যমাংসরতা প্রায়া ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥"

অর্থাৎ পদ্মানদীর পূর্ব্বভাগে এক জলময় দেশ আছে, তাহা বরেন্দ্র নামে খ্যাত ও সর্ব্বদা শস্যপূর্ণ। কলিকালে বরেন্দ্রের লোকেরা সকলেই প্রায় শিবভক্ত ও মদ্যমাংসরত।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রথমাংশে প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্হাজ লিখিয়াছেন—গঙ্গার ধারে লক্ষ্ণাবতী রাজ্যের দুইটী পক্ষ, তন্মধ্যে পশ্চিমাংশ 'রাল' (রাঢ়) নামে এবং পূর্ব্বাংশ 'বরিন্দ' (বরেন্দ্র) নামে অভিহিত। পশ্চিমাংশেই 'লখনোর' (লক্ষ্ণণনগর) এবং পূর্ব্বাংশে 'দেওকোট' অবস্থিত।* দিগ্বিজয়প্রকাশ, ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ড ও মিন্হাজের বর্ণনা হইতে মনে হয় বর্ত্তমান মালদহ, দিনাজপুর, রাজসাহী, বগুড়া ও পাবনা এই কয় জেলার অধিকাংশ এবং রঙ্গপুর ও ময়মনসিংহের কতকাংশ বরেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল।

যাহা হউক উত্তরে কোচরাজ্য, দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে মহানন্দা ও পূর্ব্বে করতোয়া ইহার মধ্যস্থ ভূখণ্ড বরেন্দ্রভূমি বা বারেন্দ্র নামে কথিত হয়। উত্তর সীমা হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ হইলেও করতোয়া নদীর যে শাখা পশ্চিমমুখী হইয়া বর্ত্তমান দিনাজপুর সহরের মধ্যভাগ দিয়া মহানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছিল বলিয়া স্থানীয় প্রবাদ আছে তাহার দক্ষিণতীরস্থ জনপদ সকল বারেন্দ্রদেশের অন্তর্গত থাকাই সম্ভবপর। কেহ কেহ বারেন্দ্রের পশ্চিমসীমা কুশীনদী নির্দ্ধারণ করেন। কুশীনদীকে পশ্চিম সীমা নির্দ্ধারণ করিলে, মগধের আয়তন খর্ব্ব হইয়া পড়ে। প্রাগুক্ত নদীসমূহের দ্বারা তাহার উভয় তীরবর্ত্তী স্থানের অধিবাসিগণের ভাষা ও আচার ব্যবহার ও বেশভূষারও প্রার্থক্য সূচিত হইতেছে। বর্ত্তমান পূর্ণিয়াজেলায় কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমা মহানন্দা নদীর মধ্যস্থ একটী

* Raverty's Tabakat-i-Nasiri, P. 585-86. মিন্হাজ যাহাকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই দক্ষিণ ও উত্তর ধরিতে হইবে।

দ্বীপের মধ্যে সংস্থাপিত। এই মহকুমার অধিবাসিগণের ভাষা তাহাদিগের পূর্ব্বদিকস্থ প্রতিবাসী দিনাজপুর জেলার অধিবাসিগণের অনুরূপ। পূর্ণিয়া জেলা যে অংশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহার সহিত ইহাদিগের ভাষাদির পার্থক্যভাব অবলোকন করিলে অতি প্রাচীন সময়ে বারেন্দ্রদেশের সীমাঘটিত যে গূঢ় রহস্য বর্ত্তমান ছিল তাহা প্রমাণিত হয়। * ফলতঃ দিনাজপুর জেলার পশ্চিম ভাগের ভাষা বাঙ্গলা-হিন্দীমিশ্রিত। পূর্ণিয়ার ভাষা বিশুদ্ধ মাগধী নহে।

পদ্মানদী উত্তর দিকে ক্রমে অনেক সরিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া নামক স্থানের প্রান্তভাগে গড়ই নামক যে নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহাও এক সময়ে পদ্মানদীর গর্ভ ছিল। বর্ত্তমান বাগড়ীর উত্তর দিকস্থ অনেকস্থল এমন কি পশ্চিমে ভাগীরথী তীরস্থ নবদ্বীপ হইতে পূর্ব্বদিকে প্রতাপাদিত্যের যশোর নগরেও উত্তর ভাগ দিয়া সেনবংশীয় রাজগণের সময় একটী বিশালনদী প্রবাহিত ছিল, তাহা ঐ প্রদেশের অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এমন কি স্থানে স্থানে "পদ্মার খাড়ী" নামে কোন কোন নিম্নস্থান অদ্যাপিও পরিচিত হইতেছে।

করতোয়া নদীর যে শাখা দিনাজপুর জেলায় আত্রেয়ী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাহা ও মূল করতোয়া নদী বর্ত্তমান তিস্তা বা ত্রিস্রোতা ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভ সময়ে খরতর বেগশালী হওয়ায় মূল করতোয়া ও তাহার ঐ শাখা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। দিনাজপুর প্রদেশে, পর্ব্বত হইতে আগত কতিপয় ক্ষুদ্র স্রোতঃ আত্রেয়ী নদীতে পতিত হইত। কাল প্রভাবে ঐ সকল স্রোত রুদ্ধ ও মহানন্দা নদীর পূর্ব্বাভিমুখী শাখা সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। একদা বারেন্দ্রদেশ আত্রেয়ী, করতোয়া ও মহানদীর শাখা প্রশাখায় সুশোভিত ছিল। প্রাচীন বিলুপ্ত ও বিধ্বস্ত জনপদসমূহের ভগ্নাবশেষপরিচিহ্ন ঐ সকল নদীতীরবর্ত্তী স্থানের স্মৃতি উদ্দীপন করিতেছে। অদ্যাপিও দেবীর মহাস্নানমন্ত্রে অন্যান্য পবিত্র নদীর সহিত আত্রেয়ী ও করতোয়ার নাম উচ্চারিত হয়। আত্রেয়ী ও করতোয়া উভয় নদীই একদা সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল। †

বারেন্দ্র দেশের নাম কেন হইল তৎসম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলিতেছেন। কেহ অনুমান করেন, একদা পৌষ-নারায়ণী-মহাযোগে পাল উপাধিধারী দ্বাদশজন রাজা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এদেশে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু পথের দুর্গমতা জন্য পথি মধ্যেই যোগের সময় অতিবাহিত হওয়ায় ভবিষ্যতে মহাযোগের প্রতীক্ষায় তাঁহারা করতোয়া তীরস্থ বিভিন্ন স্থানে বাস, রাজ্যস্থাপন ও রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। তজ্জন্যই বার+ইন্দ্র=বারেন্দ্র নামের সহিত বারেন্দ্র (দেশ) নামের উৎপত্তি। স্থানীয় কিম্বদন্তী ইহাই সমর্থন করে। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহাকে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত মনে করা যায় না। বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণ বলেন যে "বরিন্দা" (রাজসাহীর পশ্চিম) নামক স্থানে প্রদ্যুম্ন নামক ব্যক্তির নামানুসারে প্রদ্যুম্নেশ্বর নামধেয় হরিহরমূর্ত্তি স্থাপিত ও বরেন্দ্রশূর কর্ত্তৃক তদীয় শাসিতদেশ বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও গৌড় † প্রভৃতি দেশ নামের উৎপত্তি মূলে ঐ ঐ নামধেয় রাজার নামানুসারে রাজ্যের নামকরণ দেখিয়া কুলাচার্য্যগণ বরেন্দ্রশূর হইতে বারেন্দ্র দেশের নামকরণ করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক রাঢ় ও বরেন্দ্র এ দুই নামের বহুল প্রচলন বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজগণের সময়েই পরিদৃষ্ট হইতেছে।

সুপ্রসিদ্ধ গৌড় মহানগরী বারেন্দ্রদেশের পশ্চিমদক্ষিণ দিকে অবস্থিত। একসময়ে গঙ্গা ও মহানন্দা ঐ মহানগরীকে বেষ্টন করিয়াছিল। কালপ্রভাবে গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া মহানন্দার কিয়দংশ গ্রাস করায় ঐ মহানগরীর প্রতি বারেন্দ্রদেশের দাবীদাওয়া যেন দূরে নীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গৌড় মহানগরী ব্যতীত বর্ত্তমান মালদহ, দিনাজপুর, রাজসাহী ও বগুড়া জেলার মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু নৃপালগণের কীর্ত্তিরাজির ভগ্নাবশেষচিহ্ন বিদ্যমান আছে। মালদহ জেলার গোমস্তাপুর নামক স্থানে লক্ষ্মণসেনের নির্ম্মিত প্রকাণ্ড দীঘি, দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে মহীপালদীঘি নামক অমানুষিক কীর্ত্তি ও রাজসাহী জেলাস্থিত থানা মান্দা ও সিংড়া প্রভৃতির এলাকা মধ্যে কতিপয় বৃহজ্জলাশয় ও বগুড়া জেলার অন্তর্গত থানা ক্ষেতলালের অধীন নান্দইলদীঘি ও থানা শিবগঞ্জের অধীন শশার দীঘি (কথিত হয় যে সুধন্বা রাজার নামানুসারে ঐ দীঘি সুধন্বার অপভ্রংশ), নানাস্থানে সুখুহুখুর দীঘিপুষ্করিণী ও ভদ্রাদীঘি প্রভৃতি, থানা সেরপুরের অন্তর্গত রাজবাড়ী নামক স্থানে সেনরাজগণের শেষ রাজধানীর পরিখা প্রভৃতি

* Hunter's Statistical Account of Purnia.

† মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতিতে করতোয়ামাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। [করতোয়াশব্দ দেখ]। দেবীর স্নানের মানমন্ত্রে আত্রেয়ী ও করতোয়ার নাম আছে।—"আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা করতোয়া সরস্বতী।" বুকানন সাহেবের ইষ্টারণ ইণ্ডিয়া ও হণ্টার সাহেবের রঙ্গপুরের বিবরণ প্রভৃতিতে করতোয়ার বর্ত্তমানাবস্থা লিখিত হইয়াছে।

* Cunningham's Archæological Survey of India Vol XV.

† বিষ্ণুপুরাণ।

এবং জেলা পাবনার থানা রায়গঞ্জ ও পরগণা ময়মনসাহীর অন্তর্গত নিমগাছী নামক স্থানে জয়সাগর দীঘি বর্ত্তমান আছে। বগুড়া জেলার ৩ ক্রোশ উত্তরে করতোয়াতটে মহাস্থানগড় * নামক যে স্থান আছে, চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনানুসারে তাহাই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামক প্রাচীন জনপদ বলিয়া বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ প্রকাশ করেন। গরুড়স্তম্ভ বা বদল নামক প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভলিপি এই খণ্ডেই বর্ত্তমান আছে। উক্ত মহাস্থান ও মঙ্গলবাড়ী ব্যতীত, যোগীরভবন, ক্ষেত্রনালা, দেবীকোট, দেবস্থান, বিরাট, নিমগাছী, ভবানীপুর, থালতা, চৈত্রহাটী ও কুশুম্বীকালীগাঁ প্রভৃতি বহু জনপদ বৌদ্ধ ও হিন্দু-রাজত্বের বিগত স্মৃতি বিঘোষণ করিতেছে।

সেনরাজগণের সময় হইতেই এদেশবাসী ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও নবশাখগণ বারেন্দ্র বিশেষণে পরিচিত হইতেছেন।

মুসলমান শাসনকালে রাজা গণেশ স্বাধীন হইয়াছিলেন। তিনিও বারেন্দ্রদেশবাসী ছিলেন।

ভবানীপুর, থালতা, চৈত্রহাটী প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন দেবসেবা সকল মুসলমানগণের সময় কিয়ৎকাল লুপ্ত ছিল। ভবানীপুরের মহামাতার বিষয় স্বতন্ত্র লিখিত হইয়াছে। শুনা যায় যে ঐ সকল সেবা রাজা মানসিংহের সময় পুনঃ প্রচলিত হয়। ঐ সকল সেবা কয়েকজন সন্ন্যাসীর হস্তে থাকে পরে সাতৈলের জমিদারী গঠিত হইলে ঐ সকল সেবার ভার সাতৈলের রাজা গ্রহণ করেন। [সাতৈল শব্দ দেখ] সাতৈলের জমিদারী নাটোরের রাজা রামজীবন লাভ করিলে পর ঐ সমস্ত সেবা নাটোরের জমিদারীর অন্তর্গত হয়। সাতৈলের রাজার নির্ম্মিত মন্দিরাদি জীর্ণ হইলে পর নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী ও রাজা রামকৃষ্ণ নূতন মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন। নাটোরের সম্পত্তি নিলাম হইলে থালতা ও চৈত্রহাটী প্রভৃতির সেবা অন্য ব্যক্তির হস্তে যায়। উক্ত দেবতাগণের পূজার মন্ত্র স্বতন্ত্র থাকা শুনা যায়। দুর্গোৎসব প্রভৃতি সমস্ত পর্ব্বই ঐ সকল দেবতার নিকট হয়।

উক্ত থালতা নামক স্থান পরগণে ভাতুরিয়ার তপ্পে কুসুম্বী এবং বগুড়া ও রাজসাহী জেলার প্রায় সন্ধিস্থলে, রাজসাহী জেলার সিংড়া থানার অন্তর্গত ও শান্তাহার হইতে বগুড়া জেলায় যে রেলপথ গিয়াছে তাহার তালোড়া ষ্টেশন হইতে ৩।৪ মাইল দূর হইবে। থালতার দেবসেবা যে সময় আরম্ভ হয়, সম্ভবতঃ সে সময় নাগর নদী থালতার নিম্নভাগেই প্রবাহিত ছিল। নাগর ও তুলসীগঙ্গা প্রভৃতি করতোয়ার শাখা। থালতেশ্বরী মহামাতার মূর্ত্তি একহস্ত পরিমাণ দীর্ঘ। শ্রীমূর্ত্তি সর্ব্বদা বস্ত্রাবৃতা থাকেন। পুরোহিত ব্যতীত অন্য কেহই শ্রীমূর্ত্তির বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। থালতেশ্বরীর ব্যবহার জন্য রৌপ্যপাদুকা আছে। পুরোহিতবংশে শিষ্যানুক্রমে মহামাতার পূজার পদ্ধতি ও মন্ত্রাদি লাভ করিতে হয়। গত দুই বারের বিশাল ভূকম্পনে সাতৈলের রাজার প্রদত্ত শ্রীমন্দির এককালীন ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নাটোরের রাজার নির্ম্মিত মন্দিরও অতিজীর্ণ ও বাসের অযোগ্য হইয়াছে। মহামাতার পুরীর বহির্ভাগে একদিকে কালীদহ নামক বৃহজ্জলাশয় ও অপর দিকে একটী দীর্ঘ পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। পুরীর মধ্যভাগে মহামাতার মন্দিরের পশ্চাৎ দিকে কেলিকদম্ব মূলে একটী সাধনবেদী আছে। কথিত হয় যে, সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ ঐ স্থানেই সাধনা করিতেন। অতি পূর্ব্ব হইতেই প্রতিদিন মৎস্য মাংস ইত্যাদি বিবিধ ভোগের নিয়ম ছিল। বর্ত্তমান সেবাইত রায় বনমালী রায় বাহাদুর মৎস্যমাংস ভোগের ও বলিপ্রদানের প্রথা রহিত করিলেও থালতেশ্বরীর পূজাদি তান্ত্রিক মতেই সম্পন্ন হয়।

উক্ত নিমগাছী নামক স্থানের অদূরে চৈত্রহাটী নামক স্থানে যে দশভুজা মূর্ত্তি প্রায় তিনহস্ত পরিমাণ দীর্ঘ একখণ্ড প্রস্তরে খোদিত আছে, তাহা সুরথরাজার স্থাপিত বলিয়া জনশ্রুতি চলিতেছে। নিমগাছী নামক স্থান বিরাটের দক্ষিণ গোগ্রহ না হইলেও তথায় জয়পাল নামক পরাক্রান্ত রাজা জয়সাগর নামক দীঘি খনন ও বহুবিধ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তৎকর্ত্তৃক উক্ত দশভুজামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিচিত্র নহে। এখানে তান্ত্রিক প্রথা মত মৎস্যমাংসাদি ভোগের নিয়ম অদ্যাপি চলিতেছে।

জেলা পাবনা, থানা চাটমহরের অনতিদূরে সাতৈলবিলের মধ্যে ও রুদ্ধ আত্রেয়ী নদীতীরে সাতৈলের রাজধানীর কালিকা-মূর্ত্তি, উক্ত জেলার থানা দুলাইর অধীন শরগ্রামের নাগবংশের স্থাপিত কালিকা মূর্ত্তি, জেলা রাজসাহীর থানা বাগমারার অন্তর্গত রামরামা নামক স্থানে তাহেরপুরের ভৌমিক জমিদারগণের স্থাপিত শ্রীমূর্ত্তি ও দিনাজপুরের কালিকামূর্ত্তি প্রভৃতি শাক্ত-প্রভাব কালের বহুতর দেবমূর্ত্তি ও দেবস্থান এই প্রদেশে বর্ত্তমান আছে।

রাণী ভবানী নাটোর হইতে ভবানীপুর যাইবার জন্য একটী

* এই স্থান কাকজোল বা রাজমহল হইতে ৬০০ লি বা ১০০ মাইল পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। চীনপরিব্রাজক পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের আয়তন ৪০০০ লি বা ৬৬৭ মাইল অনুমান করিয়াছেন। বারেন্দ্রদেশের আয়তনের সহিতও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনদেশ সমান হইতেছে। মহানন্দা, পদ্মা ও করতোয়া নদীর প্রাচীন গতি বিশেষ বিবেচ্য। বর্ত্তমান পাবনা কখনই পৌণ্ড্রবর্দ্ধননগরী নহে। (Cunningham's Ancient Geography of India, p. 480.)

প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করেন। ঐ রাজপথের স্থানে স্থানে ইষ্টকগ্রথিত বাঁধের ভগ্নাবশেষ, স্থানে স্থানে ছত্রশালার পুষ্করিণী প্রভৃতি ও ঐ রাস্তার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে রাণীর হাট নামে একটী স্থান বর্ত্তমান আছে। সাতৈলের রাণী সত্যবতী ও নাটোরের রাণী ভবানীর নির্ম্মিত রাজপথ "রাণীর জাঙ্গাল" নামে পরিচিত। মুসলমান রাজত্বকালে রাজসাহীর চারঘাট অঞ্চল হইতে যে একটী রাজপথ, মুরচা-সেরপুর অভিমুখে ও তথা হইতে রঙ্গপুর দিয়া আসামপ্রদেশে যাইবার পথ ছিল*, তাহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। ঐ সকল রাজপথ ব্যতীত ভীমের জাঙ্গাল নামক রাজপথের ভগ্নাবশেষ স্থানে স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। [বিরাট শব্দ দেখ।]

বৌদ্ধ ও হিন্দুরাজত্বকালে একজন প্রধান রাজার সময় যে কতিপয় সামন্ত রাজা বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা নানা স্থানের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্টি করিলেই প্রতীয়মান হয়। পালউপাধিধারী দ্বাদশ নরপতি পৌষনারায়ণী স্নানে আসিয়া এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করুন বা নাই করুন অথবা পঞ্চপাণ্ডবের আশ্রয়দাতা বিরাট এদেশের রাজা হউন বা নাই হউন, বরেন্দ্রের নৈসর্গিক অবস্থা ও বর্ত্তমান ভগ্নাবশেষপূরিত বিবিধ স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, একদা কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার সমষ্টিতে যে বারেন্দ্রদেশ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না।

মুসলমানগণ বঙ্গাধিকারপূর্ব্বক সৈন্য-সংগ্রহ জন্য অনেকগুলি জায়গীরের সৃষ্টি করেন। তাহেরউল্লা খাঁর নামানুসারে তাহেরপুর পরগণার ও লস্কর খাঁর নামানুসারে লস্করপুর প্রভৃতি পরগণার নামকরণ হওয়ার প্রবাদ আছে। শুনা যায় যে পাঠানগণের সময় লস্কর খাঁর জায়গীর সমস্তই পদ্মার উত্তর তীরে ছিল; পরে পদ্মানদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া ঐ পরগণার অনেক স্থান পদ্মার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী হইয়াছে। ঐ রূপ জায়গীরপ্রথা-প্রচলনের সময় বারেন্দ্র দেশে যে জমিদার ছিল তাহা রাজা গণেশ বা কংসের নামের দ্বারাই বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। নরোত্তম-বিলাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থেও বিভিন্ন জমিদারের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। নরোত্তম ঠাকুরের পিতা খেতরী অঞ্চলে প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে তাহেরপুর, সাতৈল ও পুঠিয়া প্রভৃতি ও কায়স্থজাতির মধ্যে দিনাজপুর ও বৰ্দ্ধনকুঠীর জমিদারগণ ক্ষমতাশালী ছিলেন। সাতৈলের জমিদারীর বিলোপের সহিত নাটোরজমিদারীর সৃষ্টি হয়। এই প্রদেশে শুঁড়িজাতীয় দুবলহাটীর জমিদারও অতি প্রাচীন বটে।

মুসলমান শাসনের প্রথমভাগে বারেন্দ্রদেশ হইতে অনেক লোক পূর্ব্বদিকে বঙ্গভাগে পলায়ন করিয়াছিল। পূর্ব্বে সময় সময় মহামারীতে লোকক্ষয় ঘটিত। ১১৭৬ সনের মন্বন্তরে জনসংখ্যা হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তৎপরে অনেক স্থানেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইতেছে।

হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজত্বকালের প্রাচীন জনপদ মধ্যে কয়েক স্থানের বিবরণ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন পাহাড়পুর, যোগীর ভবন, আমাই, ঘাটনগর, দেবোরদীঘি, ক্ষেত্রনালা, দেবীকোট, দেবস্থান এবং মুসলমান রাজত্বকালের দ্বিতীয় রাজধানী হজরৎ পাণ্ডুয়ার সংক্ষেপ-বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

পাহাড়পুর।

আত্রেয়ী নদীতটস্থ পত্নীতলার দশক্রোশ পূর্ব্বে ও প্রসিদ্ধ মহাস্থান গড়ের প্রায় পনের ক্রোশ পশ্চিমে জামালগঞ্জের অপর পার্শ্বে ও দার্জ্জিলিং রেলপথের দুইক্রোশ পশ্চিমে পাহাড়পুর গ্রাম অবস্থিত। বুকানন সাহেব ইহাকে "গোয়াল ভিঁটা' বলিয়াছেন।

বহির্দ্দিকে প্রায় পনের শত ফিট সমচতুষ্কোণ বৃহৎ একটি ঘেরের মধ্যস্থলে ৮০ ফুট উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ আছে।

উক্ত স্তূপটী একটী দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ মাত্র। শিব, দুর্গা, কালী ও নানারূপ প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ইষ্টকখণ্ড স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত আছে। প্রাচীন লোকের মুখে শুনা যায় এই স্থানে বাণলিঙ্গ সংস্থাপিত ছিল।

যোগীর ভবন।

যমুনা নদীর তীরে পাহাড়পুর হইতে ৮মাইল পশ্চিম—উত্তর-পশ্চিম কোণে, মঙ্গলবাড়ীর ঐ পরিমাণ দক্ষিণপশ্চিম কোণে যোগীর ভবন। এইস্থানে অর্দ্ধপ্রোথিত গুহাযুক্ত একটী আশ্চর্য্য মন্দির আছে, এইজন্য ইহা যোগীর গুহা বা (যোগীর গুফা) নামে অভিহিত। বুকানন বলেন যে, অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ মধ্যে যে মন্দির দৃষ্টিগোচর হয় তাহা রাজা দেবপালের বাসস্থান। ঐ স্থানের লোকেরাও উহাকে রাজা দেবপালের ছত্রী বলিয়া থাকে। এই মন্দিরোপরি কোনরূপ লিপি দৃষ্টি-গোচর হয় না। মহাস্থান হইতে ইহা ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। প্রবাদ এই, গুহা হইতে মহাস্থানে যাইবার একটী সুড়ঙ্গ ছিল, উহার মধ্যে একটী শিবলিঙ্গ আছে। প্রবেশ-পথের দক্ষিণে ও বামদিকে তুলসী ও বিল্ববেদী। সম্মুখ ভাগে যোগীর থাকিবার আশ্রম। গুহার দক্ষিণে দুইটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। উহার একটীতে সাধারণ লিঙ্গ ও অপরটীতে ব্রহ্মলিঙ্গ আছেন। এই শেষোক্ত লিঙ্গের চতুর্ম্মুখ দেখা যায়, কিন্তু ইহার পঞ্চমুখ থাকাই সম্ভব। গুহার মন্দিরের বাহিরে তিন ফিট ৭ ইঞ্চি দীর্ঘ সুন্দর একটী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। ইহা ব্যতীত

* Stuart's History of Bengal.

একটী শিশু কোলে করিয়া ভগ্ন স্ত্রী-মূর্ত্তি আছে। ওয়েষ্ট মেকট বলেন যে উহা মায়াদেবী বুদ্ধকে ক্রোড়ে করিয়া আছেন। মায়াদেবীর ঐরূপ শায়িত-মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্ষেত্রনালাতেও (খেতনাল) ঐরূপ একটী মূর্ত্তি আছে।

আমাই বা আমারি।

যোগী-গুহার প্রায় দেড়ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এইস্থান অবস্থিত। পূর্ব্বপশ্চিমে গ্রামখানি এক মাইলেরও বেশী দীর্ঘ। কয়েকটী পুষ্করিণী ও ভাস্করকার্য্য দৃষ্টিগোচর হয়। আমারির দেড় মাইল উত্তরপশ্চিমে বৃন্দাবন নামক স্থানে কতিপয় প্রতিমূর্ত্তি ও একটী সুন্দর "অষ্টশক্তি" মূর্ত্তি আছে। শিবতলাতেও বিষ্ণু প্রভৃতির মূর্ত্তি বিদ্যমান। শেষোক্ত স্থানে চৈত্র মাসে মেলা হয়।

ঘাটনগর।

আত্রেয়ীতটস্থ পত্নীতলা হইতে ১২শ মাইল পশ্চিম, দক্ষিণপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এইস্থানে ও ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীন ইষ্টকাদি দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে দুইটী ক্ষুদ্র মস্‌জিদ আছে। এইস্থানের এক মাইল দক্ষিণপশ্চিমে স্থানীয় জমিদারদিগের স্থাপিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ভগ্নমূর্ত্তি বিদ্যমান। জমিদারদিগের কাছারীটাও উচ্চ স্তূপের উপর পুরাতন ইষ্টকে নির্ম্মিত।

দেবোরদীঘি।

ঘাটনগরের ৯ মাইল উত্তরে দেবোরদীঘি নামক বৃহৎ জলাশয়। ইহা সমচতুষ্কোণ, প্রায় ১২০০ শত ফিট হইবে। দ্বাদশ ফিট গভীর জল, মধ্যস্থলে একটী প্রস্তরস্তম্ভ আছে। উহা জলের ঊর্দ্ধে ১০ ফিট দৃষ্টিগোচর হয়। পঙ্কমধ্যে উহার অনেকাংশ নিমজ্জিত রহিয়াছে। শুনা যায়, বৈশাখের প্রখর উত্তাপে অধিক পরিমাণে জল শুষ্ক হইলে উক্ত স্তম্ভগাত্রস্থ খোদিত লিপি দৃষ্টিগোচর হয়। বুকাননের অনুমান, এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ধীবর রাজা ইহা খনন করেন। ঠিক এই সময় দেবপাল বরেন্দ্রের অধিপতি ছিলেন। সুতরাং ইহাকে দেবপালের নামানুসারে দেবোরদীঘি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

ক্ষেত্রনালা।

ইহা সাধারণতঃ ক্ষেতনাল নামে পরিচিত। দিনাজপুর হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত বৃহৎ রাজপথের মধ্যে দিনাজপুর হইতে ৬০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ও বগুড়া হইতে ২৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে এইস্থান অবস্থিত। এখানে বগুড়ার অধীন একটী থানা আছে।

এইস্থানে প্রাচীন ইষ্টক স্তূপ ও বৃহৎ জলাশয় ও পাষাণ প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। থানার দক্ষিণে অবস্থিত মৃত্তিকা স্তূপের উপরিভাগে ১২ ফিট দীর্ঘ ও ৯ ফিট প্রশস্ত একটী ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এইখানে একটী পুরুষমূর্ত্তি অশ্বত্থবৃক্ষের শিকড়ে অর্দ্ধাচ্ছাদিত অবস্থায় এবং ১ ফুট ১০ ইঞ্চ উচ্চ ও ১১ ইঞ্চ প্রশস্ত একটী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। এতদ্ভিন্ন তথায় প্রায় ১ ফুট ১০ ইঞ্চ দীর্ঘ একটী আশ্চর্য্য স্ত্রীমূর্ত্তি হাঁটু ভাঙ্গিয়া বামহস্তের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া বামপার্শ্বে শায়িতা, ও তৎপার্শ্বে একটী শিশু শয়ান রহিয়াছে। মস্তকের দিকে একজন সখী চামর ব্যজন ও অপর দাসী পদসেবা করিতেছে। উহার দক্ষিণ হস্তে একটী পুষ্প ও মস্তকের উপর গণেশাদি দেবতার ক্ষুদ্র চিত্র। শয্যার নিম্নে ফুলফলপূর্ণ সাজি। উহার পাদদেশে দেবনাগর অক্ষরে প্রাচীন খোদিত লিপি আছে।

থানার উত্তরে কিয়দ্দূরে একটী পুষ্করিণীর নিকট মহাদেবের ভগ্ন মন্দির। এখানে ৪টী প্রধান মূর্ত্তি আছে। একটী পূর্ব্ববর্ণিত স্ত্রীমূর্ত্তি। ঐ সঙ্গে ইহাতে নবগ্রহের চিত্র দেখা যায়। এ মূর্ত্তিটী ২ ফিট ৬ ইঞ্চ দীর্ঘ ও ১ ফুট উচ্চ। ২য়টী হরগৌরী মূর্ত্তি। চতুর্ভুজবিশিষ্ট হর, গৌরীকে চুম্বন করিতেছেন। ৩য়টী ৩ ফুট উচ্চ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। ৪র্থটী একটী ক্ষুদ্র মূর্ত্তি উপবেশন করিয়া আছে। ওয়েষ্টমাকট ইহাকে বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। সৌভাগ্যবশতঃ একটী প্রতিমূর্ত্তির নিম্নদেশের ভগ্ন উপপীঠ মধ্যে দেবনাগরে বুদ্ধসূত্রের কিয়দংশ লিখিত আছে। যথা—

"যে ধর্ম্মহেতুপ্রভাবাহেতু" ইত্যাদি

ক্ষেত্রনালার ৬।৭ মাইল উত্তরপূর্ব্বদিকে নাদিয়ালদীঘি। উক্ত দীঘির মধ্যস্থলে একটী ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর আছে।

দেবীকোট।

পুনর্ভবা নদীর পূর্ব্বতটে দেবীকোট নামক প্রাচীন দুর্গ সংস্থাপিত। এই স্থানটী পাণ্ডুয়ার ৩৩ মাইল উত্তরপূর্ব্বে ও দিনাজপুরের দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে এবং গৌড়ের প্রাচীন দুর্গের ৭০ মাইল উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বাংশে অবস্থিত। এক সময়ে দেবীকোট যে বৃহৎ জনপদ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখনও নদীতটের প্রায় ৩ মাইল স্থান ব্যাপিয়া ইহার চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। কিংবদন্তী এই যে, এইস্থানে বাণরাজের দুর্গ ছিল। হিজরী ৬০৮ হইতে ৬২৪ পর্য্যন্ত গিয়াসউদ্দীন্ রাজত্ব করেন। ইহার সময়ে লক্ষণাবতী হইতে দেবীকোট পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাজপথ বিনির্ম্মিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান দেবীকোট যে প্রদেশে অবস্থিত পূর্ব্বে তাহার নাম "দেবীকোট সহস্রবীর্য্য" ছিল।

দেবীকোটের দুর্গের অংশে তিনটী পরিখা আছে এবং উহা দৃঢ় মৃন্ময় প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। যাহাকে লোকে সচরাচর দুর্গ বলে, তাহা নিবিড় জঙ্গলাবৃত। তন্মধ্যে মনুষ্যের প্রবেশ অসম্ভব। গড়ের আয়তন প্রায় ২০০০ ফিট সমচতুষ্কোণ, দুর্গের

দক্ষিণপশ্চিমকোণে সুলতান শা'র মসজিদ এবং "জীব" ও "অমৃত" নামক দুইটী কূপ। এই স্থান ও পূর্ব্ববর্ণিত মহাস্থান বোধ হয় একইরূপে হিন্দুগৌরববিচ্যুত হইয়াছে। এখানে "জীবকুণ্ড" আর মহাস্থানে জীয়ৎকুণ্ড বিদ্যমান।

দেবীকোটের উত্তরে প্রায় ১০০০ ফিট সমচতুষ্কোণ মৃৎ-প্রাচীরের বেষ্টন এবং তদুত্তরেও প্রায় ঐরূপ বৃহৎ মৃৎপ্রাচীর। এতদুভয়ই প্রশস্ত খাল দৃষ্ট হয়। উত্তরদিকের বেষ্টনের উত্তর-পশ্চিমকোণে সাবোবযারির মসজিদ। বুকানন এবং কানিংহাম উভয়েই এই স্থান কোন বৃহৎ হিন্দু দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্ম্মিত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই স্থানেই কানিং-হাম্ সাহেব কতিপয় প্রস্তর ও ইষ্টকে খোদিত হিন্দু শিল্প দেখিয়া ছিলেন। পুনর্ভবানদীর অপর পারে পীর বাহাউদ্দীনের মসজিদ।

গড়বেষ্টিত স্থান দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল। ইহার দক্ষিণ-দিকে দমদমা বা সেনা-নিবাসের স্থান। দমদমা হইতে দুইটী বাঁধ বিশিষ্ট পথ পূর্ব্বদিকে "দোহাল দীঘি" ও "কালাদীঘি" নামক বৃহৎ জলাশয়ের নিকট গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দীঘির পূর্ব্বপশ্চিমে দৈর্ঘ্য দেখিয়া কানিংহাম সাহেব মুসলমানগণের কৃত মনে করেন। কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমরা শেষোক্ত প্রকার হিন্দু-গণের কৃতও কতিপয় জলাশয় দেখিতে পাই।

কালাদীঘি দৈর্ঘ্যে চারি হাজার ফিট ও প্রস্থে আটশত ফিট। প্রবাদ,বাণাসুরের পত্নী কালারাণীর নামানুসারে ঐ নাম হইয়াছে। উক্ত দুইটী জলাশয়ই দেবীকোটের দুর্গ হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত।

দোহাল-দীঘির উত্তর তটে মোল্লা আতাউদ্দীনের আস্তানা। এখানে যে মসজিদ আছে, তাহার এক দিকে কবরখানা ও এক দিকে কিবলা (নমাজ) খানা। উহার ভিত্তিমূল প্রস্তর ও তদুপরিভাগ ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত। ইহার গাত্রের চারিটী স্থানে খোদিত পারস্যলিপি আছে। ১ম লিপিটীতে কৈকোয়াসের নাম ও হিজরী ৬৯৭ সালের প্রথম মহরমের তারিখ, ২য় লিপিতে গিয়াসউদ্দীনের নাম ও হিজরী ৭৫৬ ; ৩য় লিপিতে সামসউদ্দীন্ মজঃফর শাহের নাম ও হিজরী ৮৯৭ সাল লেখা আছে। ৪র্থ লিপিটী গুম্বজে প্রবেশ করিবার পথে আলাউদ্দীনহুসেনের রাজত্ব কালে হিজরী ৯১৮ সালে উৎকীর্ণ হয়।

দেবখালা।

ইহাকে সাধারণতঃ দেবথালা বলে। ইহাও একটী প্রাচীন হিন্দু নিবাস। দিনাজপুরের বড় রাজপথের সন্নিকটে পাণ্ডুয়া হইতে ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে কতিপয় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জলাশয় আছে ; এখানকার হিন্দুমন্দিরের প্রস্তরাদি দ্বারা একটী মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার গাত্রে যে লিপি আছে তাহা অতি আশ্চর্য্য। উহাতে বারবক শাহের নাম ও হিজরী ৮৬৮ সাল লিখিত। মসজিদের প্রদক্ষিণা মধ্যে কয়েকটী হিন্দুস্তম্ভ। এখানেও একটী বাসুদেব মূর্ত্তি আছে। প্রবাদ আছে যে শ্রীকৃষ্ণ যখন উষা হরণ করেন, সেই সময়ে তিনি পারিষদগণ সহ এই স্থানে অবস্থান করেন।

হজরৎ পাণ্ডুয়া।

ইহা মুসলমানগণের রাজধানী ছিল বলিয়া হজরৎ বিশেষণ প্রাপ্ত হয়। পাণ্ডুয়া নাম করণ সম্বন্ধে সাধারণের সংস্কার এই যে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাত বাসকালে এদেশে আইসেন ও সম্ভবতঃ এই স্থানে অবস্থান করায় তদনুসারে পাণ্ডুয়া নাম হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে।

পাণ্ডুয়ার দক্ষিণে দীর্ঘাকার অনেক জলাশয় বিদ্যমান আছে। ইহা ব্যতীত হিন্দুমন্দিরের ভগ্নাবশেষের চিহ্ন, আদিনা মসজিদ, একলাখি গুম্বজ ও নূরকুতব আলম প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়।

ফিরোজ তোগ্‌লকের আক্রমণে ইলিয়াস শাহ পাণ্ডুয়া হইতে একডালা নামক স্থানে যাইয়া রাজধানী সংস্থাপন করেন। ইলি-য়াসের পুত্র সেকন্দর শাহ হিজরী ৭৫৯ হইতে ৭৯২ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি এই স্থানে থাকিয়া বৃহৎ আদিনা মসজিদ নির্ম্মাণ করান। গৌড়নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তন হওয়ার পর হইতেই পাণ্ডুয়া ক্রমে শ্রীহীন হইতে আরম্ভ হয়।

নূরকুতুব আলমের মসজিদটী সাধারণতঃ ছয় হাজারী নামে পরিচিত। কুতব সাহেবের সেবার ব্যয়জন্য ঐ পরিমাণ ভূমি বাদসাহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। ব্লকম্যান সাহেব বলেন, ইনি প্রসিদ্ধ আলা-উল হকের পুত্র। ইনি ৮৫১ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। ইহার পার্শ্বের একটী অট্টালিকা মহম্মদ প্রথম দ্বারা ৮৬৩ হিজরী ২৮ জিলহিজ্জতে নির্ম্মিত। কানিংহাম সাহেব এই-টীকেই নূরকুতুব আলমের প্রকৃত গুম্বজ বলিয়া উল্লেখ করেন।

নূরকুতুবের ছ-হাজারীর অল্প উত্তরেই সোনা মসজিদ। ইহাতে উৎকীর্ণ লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মুকদম শাহ কর্ত্তৃক ৯৯০ হিজরীতে ইহা নির্ম্মিত ও নির্ম্মাতার পূর্ব্ব-পুরুষ নূরকুতুব আলমের নামানুসারে উহার নাম কুতুবশাহী মসজিদ হইয়াছে।

একলাখী গুম্বজটী সোনামসজিদের কিয়দ্দূর উত্তরে ও দিনাজপুরাভিমুখ পথের নিকটে অবস্থিত। বোধ হয় ইহার নির্ম্মাণকার্য্যে একলক্ষ টাকা ব্যয় হওয়ায় একলাখী নাম হই-য়াছে। ইহার ইষ্টকাদিতেও হিন্দুশিল্পিগণের কৃত প্রতিমূর্ত্তি স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে।

আদিনা মসজিদ কেবল পাণ্ডুয়া বলিয়া নহে বঙ্গদেশের মধ্যে একটী আশ্চর্য্য সামগ্রী বটে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় দুইশত হাত ও

প্রস্থে প্রায় দেড়শত হাত হইবে। ইহার প্রস্তরাদিতে হিন্দুভাবের খোদিত কারুকার্য্য দেখা যায়। ৭৭০ হিজরী ৬ রজবে (১৩৬৯ খৃঃ অঃ ১৪ ফেব্রুয়ারী) ইলিয়াস শাহের পুত্র সেকন্দর শাহ ইহা নির্ম্মাণ করেন। ইহার মধ্যে নমাজ করিবার স্থানের সম্মুখে আরব্য ভাষায় কোরাণের লিপি খোদিত আছে।

ইহা ব্যতীত সাতাইস ঘর ও সেকেন্দরের মসজিদ নামক গৃহ ও অনেক ভগ্ন অট্টালিকার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

[পাণ্ডুয়া দেখ।]

বগুড়া সহরের ১২ মাইল উত্তরে "চাম্পাই" নগরের ভগ্নাবশেষ। ঐ স্থানের বর্ত্তমান নাম স্থানীয় ভাষানুসারে "চাঁদমুয়া" হইয়াছে। ঐ চাঁদমুয়া গ্রামের নিকট সোরাই গোরাই নামক দুইটী বিল আছে। বিলের আয়তন ক্রমে খর্ব্ব হইয়া আসিলেও সামান্য নহে। তৎদৃষ্টে অনুমান হয় যে পূর্ব্বে কোন বৃহৎ নদীগর্ভ ছিল। সোরাই বিলের মধ্যস্থলে পদ্মাদেবীর ভিটা আছে। ঐ ভিটায় গতায়াতের জন্য এক সময় ইষ্টকনির্ম্মিত পথ ছিল এরূপ প্রবাদ আছে। যাহা হউক বিলের তীরবর্ত্তীস্থানে ইষ্টকের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি—ঐ সকল কীর্ত্তি প্রসিদ্ধ চাঁদসদাগরের নির্ম্মিত। বগুড়া অঞ্চলের কোন কোন গন্ধবণিক্ আপনাদিগকে চাঁদ সদাগরের ও বাসবেণে সদাগরের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। বারেন্দ্রদেশে গন্ধবণিক্ জাতি একসময়ে ধনী বলিয়া কথিত হইত। জয়পুরহাট রেলষ্টেশনের দেড় মাইল পশ্চিমে বেলাআওলা নামক স্থানে গন্ধবণিক্ জাতীয় রাজীবলোচন মণ্ডল মুর্শিদাবাদের শেটবংশের ন্যায় ধনী ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজীবলোচন মণ্ডলের মৃত্যু হয়। বেলাআওলার দ্বাদশ শিবমন্দির ঐ ব্যক্তির ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।*

২ গৌড়বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণশ্রেণীভেদ।

বরেন্দ্রভূমে আদি বাস হেতু বারেন্দ্র নামে পরিচিত। †

বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলগ্রন্থ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে ৬৫৪ শকে আদিশূরের অভ্যুদয়।

[বঙ্গদেশ ও যশোবর্ম্মদেব দেখ]

এই সময়েই তিনি কনোজ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণানয়নের উদ্যোগ করেন। তাঁহার আমন্ত্রণে শাণ্ডিল্যগোত্রজ ক্ষিতীশ, ভরদ্বাজগোত্রজ মেধাতিথি, কাশ্যপগোত্রজ বীতরাগ, বাৎস্যগোত্রজ সুধানিধি ও সাবর্ণগোত্রজ সৌভরি এই পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা গৌড়মণ্ডলে আগমন করেন। বারেন্দ্র কুলজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, সেই পঞ্চ বিপ্র আদিশূরের যজ্ঞ সমাধা করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন, দেশীয় সকলে পাপক্ষালনের জন্য তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিলেন, কিন্তু তাঁহারা কহিলেন যে বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রবিদের পাপ হয় না, এ কারণ প্রায়শ্চিত্ত নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে পরস্পরে দারুণ বিরোধ উপস্থিত হইল। তখন সেই পঞ্চ বিপ্র সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া গৌড়দেশে আদিশূরের সভায় ফিরিয়া আসিলেন। গৌড়াধিপ তাঁহাদের নিকট দেশের ব্যাপার অবগত হইলেন এবং পরম সমাদরে গঙ্গার অনতিদূরে বহু ধান্যযুক্ত স্থানে বাস করাইলেন। সে সময় রাঢ়দেশে নীতি ও মন্ত্রবিশারদ সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। রাজা পঞ্চবিপ্রকে পুনরায় একদিন আমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন এবং নিজ রাজ্যে ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠার জন্য সপ্তশতী কন্যার সহিত তাঁহাদিগের বিবাহ দেওয়াইলেন। বিবাহের পর সেই পঞ্চ বিপ্র রাঢ়দেশে আসিয়া শ্বশুরালয়ের নিকটই বাস করিলেন। যথাকালে তাঁহাদের মৃত্যু হইল।

কান্যকুব্জবাসী পূর্ব্বপক্ষীয় জ্যেষ্ঠাদি পুত্রগণ স্ব স্ব পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া যথাক্রমে শ্রাদ্ধ করিলেন, কিন্তু গ্রামবাসী কোন ব্রাহ্মণই তাঁহাদের দান গ্রহণ বা অন্নভোজন করিলেন না। ইহাতে তাঁহারা বিশেষ অবমানিত হইয়া স্ত্রীপুত্রসহ সকলে গৌড়দেশে চলিয়া আসিলেন এবং গৌড়াধিপের নিকট বাসযোগ্য স্থান প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে রাঢ়দেশে গিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণসহ বাস করিতে কহিলেন, কিন্তু এ প্রস্তাবে কেহই সম্মত হইলেন না। অনন্তর গৌড়াধিপ রাজধানীর নিকটবর্ত্তী বরেন্দ্র নামক স্থানে তাঁহাদিগকে বাস করাইলেন। সাপত্নবিদ্বেষে উভয় পক্ষীয় সাগ্নিক বিপ্রসন্তানগণ পরস্পর একত্র বাস ও ভক্ষ্যভোজ্য সম্বন্ধ বন্ধ করেন।[১]

* Hunter's Statistical Account of Bengal, Bogra district.

† কুলীন শব্দে এই শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এই শব্দ মুদ্রণকালে প্রাচীন বারেন্দ্র কুলগ্রন্থ আমাদের হস্তগত না হওয়ায় এবং আধুনিক মুদ্রিত গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হওয়ায় অনেক বিষয় ছাড় এবং কতকগুলি ভুল থাকিয়া গিয়াছে। একারণ বারেন্দ্রব্রাহ্মণ সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পুনরায় লিপিবদ্ধ হইল।

(১) "তে পঞ্চবিপ্রাঃ সুবিধায় রাজ্ঞো যজ্ঞং স্বদেশে গমনোৎসুকাশ্চ।
ধনেন মানেন চ তেন পূজিতা গতা যথাদেশমিতাশ্ববানৈঃ॥
গৌড়ং গতা মাগধবর্ত্মনা বোঽপ্যযাজ্য যাজ্যং কৃতবন্তএব।
যদীচ্ছতাস্মাকমুপপংক্তিভোজ্যং তদা কুরুধ্বং খলু পাপনিষ্কৃতিং॥
দেশীয়ানাং বচঃ শ্রুত্বা তে চ তেজস্বিনো দ্বিজাঃ।
বেদবেদাঙ্গবেত্তৄণাং পাপস্পর্শো ন মাদৃশাং॥
নাপি কিঞ্চিৎ করিষ্যামঃ প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজা বয়ং।
তদা মহান্ বিরোধোঽভূদিতি তেষাং পরস্পরং॥
যেন প্রস্থাপিতাঃ পূর্ব্বং কান্যকুব্জাধিপেন চ।
ব্রাহ্মণানাং বিরোধে তু সোঽপি নোবাচ কিঞ্চন॥
ততস্তেজস্বিনঃ ক্রুদ্ধা ভট্টনারায়ণাদয়ঃ।
পুনর্গতা গৌড়দেশমাদিশূরনৃপান্তিকং॥

আদিশূরের যজ্ঞে আগত পঞ্চবিপ্রের বহুসংখ্যক পুত্রগণের মধ্যে ক্ষিতীশের দামোদর, শৌরি, বিশ্বেশ্বর, শঙ্কর ও ভট্টনারায়ণ এই পাঁচটী; মেধাতিথির শ্রীহর্ষ, গৌতম, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, রবি ও শশী এই আটটী; বীতরাগের সুষেণ, দক্ষ, ভানু-মিশ্র ও কৃপানিধি এই চারিটী; সুধানিধির ধরাধর ও ছান্দড় এই দুইটী এবং সৌভরির রত্নগর্ভ, বেদগর্ভ, পরাশর ও মহেশ্বর এই চারিটী পুত্রের নাম কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়। এই সকল পুত্রের মধ্যে কে বড় কে ছোট তাহা বুঝা যায় না।

মহেশমিশ্রের নির্দোষ-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, ক্ষিতীশের পুত্র দামোদর বরেন্দ্র দেশে বাস হেতু বারেন্দ্র, শৌরি দাক্ষিণাত্য, বিশ্বেশ্বর বৈদিক, শঙ্কর পাশ্চাত্য ও ভট্টনারায়ণ রাঢ়ী বলিয়া গণ্য হন।[২]

এদিকে বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকায় ভট্টনারায়ণ, ধরাধর, সুষেণ, গৌতম ও পরাশর এই পাঁচ জনই বারেন্দ্র বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বীজপুরুষ বলিয়া পরিগণিত এবং রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, শ্রীহর্ষ ও ছান্দড় এই পাঁচ জনই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-দিগের বীজপুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকা হইতে আরও আমরা জানিতে পারি যে, বারেন্দ্র পঞ্চবীজপুরুষের অধস্তন বংশধরগণের মধ্যেও কেহ বারেন্দ্র কেহ বা রাঢ়ীয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আধুনিক বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে যে সাপত্নবিদ্বেষ ও ভক্ষ্যাভোজ্য অভাবের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

সারস্বত ব্রাহ্মণগণ কনোজীয় সাগ্নিক বিপ্রাগমনের পূর্ব্ব

তমোদ্ধঃখার্ত্ত ইব তান্ প্রাতঃ সূর্য্যানিভান্ দ্বিজান্।
অপ্রার্থিতাগতান্ দৃষ্ট্বা হর্ষাদুৎফুল্ললোচনঃ॥
সসংভ্রমং তদোত্থায় পূজয়িত্বা যথাবিধি।
আসনেষূপবিষ্টেভ্যঃ পৃষ্ট্বা হ্যনাময়ং তদা॥
বিনয়াবনতো ভূত্বাপৃচ্ছদ্রাজা কৃতাঞ্জলিঃ।
পুনরাগমনং বক্তি মন্যে ভাগ্যোদয়ং মম॥
যদত্র কারণং কিঞ্চিৎ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ং।
রাজ্ঞা তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা ভট্টনারায়ণস্তদা॥
অথোচৎ সর্ব্ববৃত্তান্তং দেশানুচরিতঞ্চ যৎ।
তব যজ্ঞার্থমাগত্য স্বদেশে বয়মক্ষমাঃ॥
কান্যকুব্জাধিপতিনা বয়ং সংপ্রেষিতাঃ পুরা।
নকিঞ্চিৎ কুরুতে সোঽপি মত্বা ব্রাহ্মণকণ্টকং॥
শ্রুত্বাদিশূরঃ প্রোবাচ শ্রুতং সর্ব্বং ময়া প্রভো।
অধ্বক্লেশাপনয়নং কুরুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ॥
নিবেদয়িষ্যে সম্মন্ত্র্য যদুপায়ো ভবেদিহ।
ততো রাজা সুসম্মন্ত্র্য মন্ত্রিভিশ্চ দিনান্তরে॥
গত্বা স ব্রাহ্মণোদ্দেশং কৃতাঞ্জলিরভাষত।
পবিত্রীকৃতমেতদ্ধি প্রাগাগত্য কুলং মম॥
কিয়ৎকালং দ্বিজাগ্র্যাণাং ভবতাং সঙ্গতো মম।
শ্রুত্যধ্যয়নযোগাচ্চ দেশো যাতু পবিত্রতাং॥
গঙ্গায়া নাতিদূরেঽস্মিন্ প্রদেশে বহধান্যকে।
বসন্তু বিপ্রমুখ্যাশ্চ ভবন্তঃ সূর্য্যসন্নিভাঃ॥
উপায়ঃ কালতশ্চ বিষাদে শিথিলে তদা।
যদিচ্ছথ স্বদেশায় গমনং যাস্যথ ধ্রুবং॥
রুরুচে বিপ্রমুখ্যেভ্যো নৃপতেঃ সুনৃতং বচঃ।
স্থিতেষু তেষু বিপ্রেষু রাজা পুনরমন্ত্রয়ৎ॥
যে সপ্তশতিকা বিপ্রা রাঢ়দেশনিবাসিনঃ।
ছন্দোগা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা নীতিমন্ত্রবিশারদাঃ॥
এভ্যঃ কন্যাঃ প্রদাস্যন্ত বিপ্রমুখ্যেভ্য এব তে।
এতেষাং নিগড়ো তেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
যদি প্রজাঃ প্রজায়েরন্ ভবেন্মে কীর্ত্তিরক্ষয়া।
কান্যকুব্জদ্বিজাগ্র্যাণাং বংশোঽস্মিন্ স্থাপিতো ময়া।
নৃপাজ্ঞয়া দদুস্তেভ্যঃ কন্যাঃ সপ্তশতীদ্বিজাঃ।
রাঢ়ায়াং বহধান্যায়াং শ্বশুরালয়সন্নিধৌ।
নিবাসঃ রুরুচে তেভ্যঃ সমাদৃত্য সুহৃজ্জনৈঃ॥
সদৃশান্ জনয়ামাসুস্তাসু পুত্রান্ কুমারিকাঃ।
তেজস্বিনো গুণবতো দীপো দীপান্তরাদ্ যথা॥

ততস্তে ক্রমশো বিপ্রাঃ পরলোকমুপাগমন্।
পুত্রা যে পূর্ব্বপক্ষীয়াঃ কান্যকুব্জনিবাসিনঃ॥
জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃমৃতিং শ্রুত্বা ক্রমাৎ শ্রাদ্ধং কৃতঞ্চ তৈঃ।
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতা যে যে ব্রাহ্মণা গ্রামবাসিনঃ॥
নোভুক্তং নগৃহীতং তদন্নং দানঞ্চ তৈর্দ্বিজৈঃ।
ততোঽবমানিতা বিপ্রাঃ সদারাঃ সহপুত্রকাঃ॥
আগতা গৌড়দেশেঽস্মিন্ন পারমুপলক্ষিতাঃ।
ততস্তে পূজিতা রাজ্ঞা নিবস্তুং প্রার্থিতাস্তথা॥
রাঢ়ায়াং ভ্রাতরো যত্র নিবসন্তি সুহৃজ্জনৈঃ।
বাচো নিশম্য নৃপতেরূচুস্তে দ্বিজসত্তমাঃ॥
বসামো নৈব রাঢ়ায়াং বৈমাত্রভ্রাতৃভিঃ সহ।
শ্রুত্বৈতন্নৃপতিঃ প্রাহ রাজধানীসমীপতঃ॥
বারেন্দ্রাখ্যে সুশস্যাঢ্যে দেশে বসথ সুব্রতাঃ।
গ্রামাংস্তত্র প্রদাস্যামি শস্যযুক্তান্ মনোহরান্॥
ততস্তে সুখসংস্তত্র পুত্রদারাদিভির্যুতাঃ।
বৈমাত্রভ্রাতরস্তেষাং রাঢ়দেশ-নিবাসিনঃ॥
মাতুলাশ্রয়বাসাশ্চ মাতুলাশ্রয়বর্দ্ধিতাঃ।
মাতুলৈরুপনীতাস্তু ছান্দোগা অভবংস্তথা॥
সুনীতাশ্চৈব বিদ্বাংসঃ গৌড়রাজনমস্কৃতাঃ।
রাঢ়ায়াং সুখমাসীরন্ পুত্রদারাদিভির্যুতাঃ॥
সাপত্নবিদ্বেষবশাৎ পরস্পরং নৈকত্রবাসো নচ ভক্ষ্যভোজ্যং।
বিভাগমাসাদ্য তথাবিবর্দ্ধিতাঃ পুত্রাদিভির্ব্বহুতা যথার্থয়ঃ।
(গৌড়েব্রাহ্মণধৃত বারেন্দ্রকুল

(২) বিশ্বকোষ কুলীন শব্দ দ্রষ্টব্য।

হইতেই এদেশে বাস করিতেন। তাঁহাদের সন্তানগণই বর্দ্ধমান জেলার সাতশত ঘর একত্র হইয়া যেস্থানে বাস করেন, সেই স্থানই সপ্তশতিকা বা সাতশইকা নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইহাদের আত্মীয় স্বজন বরেন্দ্রভূমেও বাস করিতেন। সপ্তশতীগণ আজও বলিয়া থাকেন যে ভাদাড়ী, ভট্টশালী, করঞ্জ, আদিত্য ও কামদেব এই পঞ্চগ্রামী সপ্তশতী বারেন্দ্রদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।"(৩) বাস্তবিক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এখনও ঐ সকল গাঞি পরিদৃষ্ট হয়। বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা হইতে বেশ বুঝা যায় যে ক্ষিতীশাদি পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আসিবার পর সম্ভবতঃ কনোজে সামাজিক বিরোধে বিরক্ত হইয়া পরে ভট্টনারায়ণাদি অর্থাৎ সাগ্নিক বিপ্রসন্তানগণ এদেশে আগমন করেন। এই সময়ে উত্তর গৌড়ে ধর্ম্মপাল আধিপত্য বিস্তারের উদ্যোগ করিতেছিলেন।

রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ মতে, আদিশূরের পুত্র ভূশূরের সময় রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও সাতশতী এই তিন শ্রেণিবিভাগ হইয়াছিল এবং এই ভূশূরের সময়েই রাজা ধর্ম্মপাল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা বারেন্দ্র অধিকার করেন। বারেন্দ্র বিপ্রগণ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ১২শ শতাব্দ পর্য্যন্ত ৪শত বর্ষকাল বৌদ্ধ পালরাজগণের শাসনাধীন ছিলেন। বৌদ্ধ পালরাজগণ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন।

সাধারণের বিশ্বাস যে, রাজা বল্লালসেনের সময়েই বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ১০০ গাঞি স্থির হয়। কিন্তু আমরা প্রাচীন কুলগ্রন্থ ও পালরাজগণের ইতিহাস হইতেই জানিতে পারি যে বল্লালসেনের বহু পূর্ব্বেই পালরাজগণের নিকট শত শত গ্রাম লাভ করিয়া বারেন্দ্রব্রাহ্মণগণের মধ্যে শত শত গাঞির উৎপত্তি হইয়াছিল। ধর্ম্মপাল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকারের পর ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝাকে ধামসার গ্রাম দান করেন। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ভট্টনারায়ণের পুত্রই পালবংশের নিকট সর্ব্বপ্রথম গ্রাম লাভ করেন বলিয়া "আদিগাঞি" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণের পুত্রের ন্যায় এই বংশীয় বহুতর ব্যক্তি পালরাজগণের নিকট গ্রাম লাভ ও তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব করিয়া গিয়াছেন, পালরাজগণের শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। [পালরাজবংশ দেখ।]

শাণ্ডিল্যগোত্রের ন্যায় অপরাপর গোত্রও বৌদ্ধ পালরাজ-গণের নিকট সম্মানলাভে বঞ্চিত ছিলেন না। এমন কি সেনবংশের অভ্যুদয়ের কিছুকাল পর্য্যন্ত এই শ্রেণির ব্রাহ্মণগণ পালরাজগণের নিকট গ্রামলাভ করিতেছিলেন। বারেন্দ্রকবি কাশ্যপগোত্রীয় চতুর্ভুজের হরিচরিতকাব্যে লিখিত আছে—

"গ্রামোত্তমোঽস্ত্যমলমঞ্জুগুণৈকপুঞ্জঃ
শ্রীমান্ করঞ্জ ইতি বন্দ্যতমো বরেন্দ্র্যাম্।
যত্র শ্রুতিস্মৃতিপুরাণপদপ্রবীণাঃ
সচ্ছাস্ত্রকাব্যনিপুণাঃ স্ম বসন্তি বিপ্রাঃ ॥
* * * *
কীর্ণঃ প্রজাপতিগুণৈঃ পরিপূর্ণকামঃ
শ্রীস্বর্ণরেখ ইতি বিপ্রবরোঽবতীর্ণঃ।
তং গ্রামমগ্রগণনীয়গুণং সমগ্রং
জগ্রাহ শাসনবরং নৃপধর্ম্মপালাৎ ॥
তদন্বয়ক্ষীরসমুদ্রচন্দ্রো
বভূব সুন্দুরিতি ভূসুরেন্দ্রঃ।
আর্য্যৈ র্য আচার্য্যবরোঽভিষিক্তঃ
* * সুরাণাং গুরুণাপি * *।
ত্রয়ীপরঃ কাশ্যপগোত্রভাস্কর-
শুৎপুত্র আচার্য্যবরো দিবাকরঃ ॥"

অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমিতে নির্ম্মল গুণৈকাধার প্রচুর সমৃদ্ধিশালী করঞ্জ নামে খ্যাত এক শ্রেষ্ঠতম উৎকৃষ্ট গ্রাম আছে; যেথানে শ্রুতি-স্মৃতিপুরাণপারগ সচ্ছাস্ত্রকাব্যকুশল বিপ্রগণ বাস করিতেন। উক্ত গ্রামে বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় অশেষগুণে দক্ষ সিদ্ধমনস্কাম শ্রীস্বর্ণরেখনামা বিপ্রপ্রবর অবতীর্ণ হন। ইনি নররাজ ধর্ম্ম-পালের নিকট হইতে ঐ সুশাসিত সর্ব্বগুণাগ্রগণ্য সমগ্র গ্রামখানি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার বংশে ক্ষীরসমুদ্রোদ্ভূত চন্দ্রের ন্যায় সুন্দু নামক এক আর্য্যগণাভিষিক্ত আচার্য্যপ্রধান শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণ আবির্ভূত হন। কাশ্যপগোত্রে ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী, সুরগুরু বৃহস্পতিতুল্য বেদপরায়ণ আচার্য্যপ্রবর দিবাকর নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে।

বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকামতে—বীতরাগ, তৎপুত্র সুষেণ (ইনি বারেন্দ্র কাশ্যপগোত্রের বীজপুরুষ বলিয়া গণ্য), তৎপুত্র ব্রহ্ম-ওঝা, তৎপুত্র দক্ষ, তৎপুত্র পীতাম্বর, তৎপুত্র শান্তনমহামুনি, তৎপুত্র জীগনি (জীবন) মহামুনি, তৎপুত্র পীতাম্বর, তৎপুত্র হিরণ্যগর্ভ, তৎপুত্র বেদগর্ভ, বেদগর্ভের পুত্র স্বর্ণরেখ ও ভবদেব। স্বর্ণরেখ বারেন্দ্র, ভবদেব রাঢ়ী। স্বর্ণরেখের পুত্র সন্দু (সিন্ধু) আচার্য্য। এই সন্দুকাচার্য্যের গরুড় নামে এক দত্তক এবং কৈতে ও মৈতে নামে দুই ঔরস পুত্র ছিল। কৈতে ভাদুড়ী ও মৈতে (মতু) মৈত্র গাঞি। সম্ভবতঃ কৈতে ও মৈতে রাজ-দত্ত শাসন লাভ করিয়া সেই সেই গ্রামনামে গাঞিকর্ত্তা হইয়া-ছিলেন। কৈতে (ক্রতু)র পুত্র সঙ্কর্ষণ, তৎপুত্র ভদ্রুকাচার্য্য, ভদ্রুকাচার্য্যের দুই পুত্র যোগেশ্বর ও দিবাকর। বল্লালসেনের কুলমর্য্যাদাকালে যোগেশ্বর ভাদুড়ী এবং দিবাকর পৈতৃক করঞ্জ

(৩) সাগর-প্রকাশ ২৩ পৃষ্ঠা।

গ্রামে থাকায় তাঁহাদের বংশধরগণ সেই সেই গাঞিনামে চিহ্নিত হইয়াছিলেন।

উক্ত বংশাবলী হইতে জানা যাইতেছে যে, রাজা বল্লালসেনের কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে গাঞি উৎপত্তি ঘটিতেছিল। বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় স্পষ্ট লিখিত আছে যে রাজা বল্লালের সময় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৩৫০ ঘর ব্রাহ্মণ ছিল, এই সকল ঘরের মধ্য হইতে রাজা বল্লাল ৫০ জনকে মগধে, ৬০ জনকে ভোটে, ৬০ জনকে রভঙ্গে, ৪০ জনকে উৎকলে ও ৪০ জনকে মৌড়ঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। * এবং বরেন্দ্রবাসী একশত ঘরকে গণ্য করিয়াছিলেন। এই একশত ঘর হইতে বর্ত্তমান বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে ১০০ গাঞির উৎপত্তি। এখানে বলিয়া রাখি যে, ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝা যে ধর্ম্মপালের নিকট শাসনগ্রাম লাভ করেন, কাশ্যপগোত্রজ সুষেণের দশম পুরুষ অধস্তন স্বর্ণরেথ সেই ধর্ম্মপালের নিকট করঞ্জশাসন লাভ করেন নাই। প্রথম ধর্ম্মপালের অভ্যুদয় খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর প্রথমভাগ এবং খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে শেষোক্ত ধর্ম্মপালের অভ্যুদয়। মান্দ্রাজপ্রদেশস্থ তিরুমলয়ের শৈললিপি হইতে জানা যায় যে মহারাজ রাজেন্দ্র চোল দিগ্বিজয় কালে (প্রায় ১০১২ খৃষ্টাব্দে) ধর্ম্মপালকে পরাজয় করেন। শৈললিপির উক্ত ধর্ম্মপালকেই আমরা করঞ্জগ্রামদাতা বলিয়া মনে করি। এরূপ স্থলে দেখা যাইতেছে যে প্রায় ৩০০ শত বর্ষ ধরিয়া বারেন্দ্রব্রাহ্মণসমাজে গাঞিগুলির সৃষ্টি হইয়াছে এবং বারেন্দ্রসমাজের গাঞিনির্দ্দেশক অধিকাংশ গ্রামই বৌদ্ধপালরাজপ্রদত্ত।

বৌদ্ধপ্রভাব কালে এখানকার অনেক ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ তান্ত্রিকধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে অনেকে বৈদিক সংস্কার বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। রাজা বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন বারেন্দ্র অধিকার করিয়া এখানে পুনরায় বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে রাঢ়ী বারেন্দ্র-দোষকারিকায় লিখিত আছে —

"এক বাপের দুই বেটা দুই দেশে বাস।
বুদ্ধ পাইয়া জাত খাইয়া করল সর্ব্বনাশ॥
পৈতা ছিঁড়িয়া পৈতা চায় বৈদিকে দেয় পাতি।
কর্ম্ম খাইয়া ধর্ম্ম পাইল বারেন্দ্র অখ্যাতি॥"

* "বরেন্দ্রেতু তদা সার্দ্ধং ত্রিশতান্তগ্রজন্মনাম্॥
বরেন্দ্রবাসিবিপ্রাণাং মধ্যে চৈকশতদ্বিজাঃ।
বরেন্দ্ররক্ষিতা রাজ্ঞা সদাচারপরায়ণাঃ॥
দ্বিশতাধিকপঞ্চাশদ্বারেন্দ্রাণাং দ্বিজন্মনাম্।
পঞ্চাশন্মগধে ষষ্টির্ভোটে ষষ্টিরভঙ্গকে॥
চত্বারিংশদুৎকলে চ মৌড়ঙ্গেপি তথাঙ্ককাঃ।
দত্তা নৃপতিনা হংং সবালেন মহাত্মনা॥" (বারেন্দ্রকুলপঞ্জী)

বাস্তবিক মহারাজ বিজয়সেন কুরুশ্রেষ্টি যজ্ঞ সমাধা করিবার জন্য বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া গৌড়রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেই সকল বৈদিক ব্রাহ্মণের যত্নে এখানকার বৌদ্ধ তান্ত্রিক বারেন্দ্র সন্তান আবার হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈদিকধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও এখানকার ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাব এককালে এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহাদের প্রভাবেই রাজা বল্লালসেন তান্ত্রিকধর্ম্মানুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই তান্ত্রিকতাপ্রচারকল্পেই গৌড়াধিপ বল্লাল কুলমর্য্যাদা স্থাপন করেন ও নানা দেশে তান্ত্রিক বারেন্দ্রব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন। বারেন্দ্রব্রাহ্মণগণের চেষ্টাতেই বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ হিন্দুতান্ত্রিক সমাজে মিশিয়া গিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, রাজা বল্লালসেন ১০০ গাঞি ব্রাহ্মণকে স্বীকার করেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন কুলপঞ্জিকাসমূহে এই গাঞি নাম সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায়। নিম্নে সেই একশত গাঞি-নাম উদ্ধৃত হইল—

কাশ্যপগোত্রে—মৈত্র, ভাদুড়ী, করঞ্জ, বালযষ্টিক, মধুগ্রামী (মতান্তরে মোধা), রাণীহারী (মতান্তরে বলিহারী বা রাণীহরি), মৌহালী, কিরণ (কিরণী), বীজ, কুঞ্জ, সবি (মতান্তরে স্ববি বা সরগ্রামী), সুৎসু (মতান্তরে সহগ্রামী), কট বা কটি (মতান্তরে বিষোৎকটা), বেলগ্রামী (মতান্তরে গঙ্গাগ্রামী), ঘোষ (মতান্তরে চম বা বলগ্রামী), মধ্যগ্রামী (মতান্তরে পারিশস্ত), মঠগ্রামী ও ও ভদ্রগ্রামী এই অষ্টাদশ গাঞি। এ ছাড়া আবার কোন কোন কুলপঞ্জিকায় অশ্রুকোটি ও আথর্বীজ গাঞির উল্লেখ দেখা যায়।

শাণ্ডিল্যগোত্রে—রুদ্রবাগছি, সাধুবাগছি, লাহিড়ী, চম্পটী, নন্দনাবাসী, কামেন্দ্র, সিহরী, তাড়োয়ালা, বিশী, মৎস্যাসী, চম্প (মতান্তরে জম্বু), সুবর্ণতোটক, পুসলা (পুষাণ), ও বেলুড়ি এই ১৪টী।

বাৎস্যগোত্রে—সন্ন্যামিনী, ভীমকালী, ভট্টশালী, কামকালী, কুড়মুড়ি (কুড়ম্ব), ভাড়িয়াল, সেতুক (মতান্তরে লক্ষক), জামরুখী, সিমলী (মতান্তরে শীতলম্বী), ধোসালি (মতান্তরে বিশালা), তাম্বুরি (মতান্তরে তালড়ী), বৎসগ্রামী, দেবলী, নিদ্রালী, কুক্কুটী, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনী, বোঢ়গ্রামী, শ্রুতকটী, অক্ষগ্রামী, সাহরী, কালীগ্রামী, কালীহয়, পৌণ্ড্রকালী, কালিন্দী, চতুরাবন্দী (মতান্তরে সানন্দী), এই ২৪টী।*

* এ ছাড়া কুলপঞ্জিকায় বাৎস্য গোত্রের গাঞি মধ্যে আরও কতকগুলি উল্লেখ আছে—

ভরদ্বাজ গোত্রে—ভাদড়, নাড়ুলি (নাড়িয়াল), আতুর্থী, রাই, রত্নাবলী, উচ্ছরখী, গোচ্ছাসি (বাচণ্ডী), ঘাল, শাকটি (মতান্তরে কাঁচড়ী), সিম্বিবহাল (সিংবহাল), সড়িয়াল, ক্ষেত্রগ্রামী, দধিয়াল (মতান্তরে করি), পূতি, কাছটি, নন্দীগ্রামী, গোগ্রামী, নিখটী, সমুদ্র, পিপ্পলী, শৃঙ্গ, খোর্জার (বা খর্জ্জুরী), বোলোৎকটা, গোস্বালম্বি (গোসালাক্ষী) এই ২৪টী।

সাবর্ণগোত্রে—সিংদিয়াল, পাকড়ি (পাপুড়ী), শৃঙ্গী, নেদড়ি, উকুলি, ধুকড়ি, তালোয়ার, সেতক, নাইগ্রামী (মতান্তরে কলাপেচি), মেধুড়ী (মতান্তরে ছেন্দুরী), কপালী, টুটুরি, পঞ্চবটী, খণ্ডবটী, নিকড়ী, সমুদ্র, কেতুগ্রামী, যবগ্রামী, পুষ্পক, ও পুষ্পহাটী এই ২০টী।

উদ্ধৃত গাঞিমালা আলোচনা করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে বারেন্দ্রসমাজে একশতের অধিক গাঞি। তবে রাজা বল্লালসেন একশত মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই একশতের মধ্যে মৈত্র, ভীমকালীয়াই, রুদ্রবাগছী, সাধুবাগছী, সন্ন্যামিনী বা সান্যাল, লাহিড়ী ও ভাদুড়ী এই ৭ ঘর কুলীন; ভাদড়াদি ৯ ঘর শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ও ৮৪ ঘর কষ্টশ্রোত্রিয়। রাজা বল্লালসেন বারেন্দ্রসমাজে কুলমর্য্যাদা প্রবর্ত্তিত করিলেও রাঢ়ীয় সমাজের ন্যায় এখানকার কুলীন ও শ্রোত্রিয়সমাজে পরস্পর আদান-প্রদানের বাধা ছিল না। কুলমর্য্যাদা স্থাপনের দুই তিন পুরুষ পরে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তমর্য্যাদা-স্থাপনের সহিতই কুলীনশ্রোত্রিয় সম্বন্ধ অনেকটা লোপ হয়। তাঁহারই ব্যবস্থা অনুসারে শ্রোত্রিয় আর কুলীনকন্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে প্রায় ১০১২ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে বৌদ্ধভূপতি (২য়) ধর্ম্মপাল কাশ্যপগোত্রীয় স্বর্ণরেখকে করঞ্জগ্রাম দান করেন। এই স্বর্ণরেখের পুত্র সন্দু বা সিন্ধু ওঝা, তৎপুত্র কৈতে (ক্রতু), তৎপুত্র সঙ্কর্ষণ, তৎপুত্র ভল্লুকাচার্য্য। এই আচার্য্যের যোগেশ্বর ও দিবাকর নামে দুই পুত্র। তন্মধ্যে যোগেশ্বর ভাদুড়ী ও দিবাকর করঞ্জ গাঞি লাভ করেন। ইঁহারা উভয়েই রাজা বল্লালের সমসাময়িক। যোগেশ্বর কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। তৎপুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ ভাদুড়ী।

পালরাজবংশের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, ১১৬১ খৃষ্টাব্দে পালবংশীয় শেষ নৃপতি গোবিন্দপাল রাজ্য হারাইয়াছিলেন এবং সেই সময়েই রাজা বল্লালসেন প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত উত্তর গৌড় নিজ অধিকারভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ সময়েই বারেন্দ্রসমাজে কুলমর্য্যাদাপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা। বল্লালসেনের প্রভাবে বৌদ্ধপ্রভাব বিলুপ্ত ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ হিন্দুসমাজভুক্ত হইলেও তখনও বারেন্দ্র অঞ্চলে বৌদ্ধাচার্য্যগণ প্রচ্ছন্ন ভাবে স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে-ছিলেন। ভাদুড়ীকুলপঞ্জী হইতে জানিতে পারি যে উক্ত পুণ্ডরীকাক্ষের পুত্র বৃহস্পতি আচার্য্য জিষ্ণনি নামক এক বৌদ্ধা-চার্য্যের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া বিচারসভা হইতে বহিষ্কৃত ও বনে গিয়া প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হন।* এই বৃহস্পতি আচার্য্যের পুত্র সুবিখ্যাত উদয়নাচার্য্য। উদয়নাচার্য্য বারাণসীতে গিয়া দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বৌদ্ধদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। তিনি পিতার মৃত্যু স্মরণ করিয়া মৃত্যুপণ রাখিয়া বিচারে জয়লাভ করেন, তাহাতে বৌদ্ধাচার্য্যের প্রাণদণ্ড হয়। এই প্রাণদণ্ড হেতু উদয়নাচার্য্যের ব্রহ্মহত্যা পাপস্পর্শে। পাপ-ক্ষালনের জন্য উদয়ন পুরুষোত্তমে যাত্রা করেন। কিন্তু ব্রহ্মহত্যার পাপীকে মহাপ্রভু দর্শন দেন নাই। রাজা জনমেজয় যেমন পূর্ব্বপুরুষের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন, সেইরূপ উদয়নাচার্য্য পাপমুক্তির আশায় কুলশাস্ত্রসংগ্রহ ও কুলীনগণের মধ্যে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করেন। কুল্লুকভট্ট, ময়ূরভট্ট ও মঙ্গল ওঝা এই তিন ব্যক্তি তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিলেন।

"বারেন্দ্রকাপব্যাখ্যা" নামক প্রাচীন কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—

"আমাদিগের বারেন্দ্রকুল হইয়াছেন ব্রহ্মস্বরূপ। এই বারেন্দ্রকুলের মধ্যে ত্রিবিধ মর্য্যাদা। কৌলীন্য মর্য্যাদা, শ্রোত্রিয়ত্ব মর্য্যাদা, কাপত্ব মর্য্যাদা। কুলং কিম্ভূতং নবগুণ-বিশিষ্টত্বং কুলীনত্বং। নব গুণ কি যে,—এই নবগুণ সমাযুক্ত যাহাকে পাইলেন তাহাকে করিলেন কুলীন। আর অষ্ট গুণ সমাযুক্ত যাহাকে পাইলেন তারে করিলেন সিদ্ধশ্রোত্রিয়। ভাল কুলীন করিলেন, শ্রোত্রিয় করিলেন। কাপ হইল কিরূপে? আঘাতে জন্মে কাপ্। আঘাত কি? ১ ভরতাঘাত, ২ ভট্টাঘাত, ৩ বউনেয়াঘাত, ৪ স্বল্লাঘাত, ৫ সন্তাঘাত, ৬ সন্ধ্যাঘাত, ৭ আলিয়াঘাত, ৮ চন্দ্রাঘাত ৯ গাছ-তলীআঘাত, ১০ হতনখানি আঘাত, ১১ বাহাদুরখানি আঘাত, ১২ কামিনী আঘাত, ১৩ কাফুরখানি আঘাত, এই তের আঘাত তের কুলীনে জন্মিল। কোন আঘাত কোন্ কুলীনে? ভরতা-ঘাত ভরতাই সান্যালে, ভট্টাঘাত জগাই সান্যালে, বউনেয়া

"ঘোষগ্রামী তথা দীর্ঘং ঘোধুড়া কালাচন্ডকঃ।
মৌলকো তত্রকেলী চ নানস্থর স্তথৈবচ।
শিষভটা বৈশালী চ বাৎস্যগোত্রসমুদ্ভবা।"

* "ততো বৃহস্পতির্জ্জজ্ঞে দিবি দেবগুরুর্যথা।
বেদজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ স আচার্য্য পদমাপ্তবান্।
বৌদ্ধাচার্য্য-জিষ্ণণিনা বিচাররণমূর্দ্ধনি।
বিজিতোঽপমানিতশ্চ বনং গত্বা মমার চ।"

আঘাত বিষ্ণুদাস মৈত্রে, স্বল্লাঘাত দেবাই সান্যালে, সন্তাঘাত গৌরীবর সান্যালে, সন্ধ্যাঘাত যদুমৈত্রে, আলিয়াঘাত বিভাই মৈত্রে, চন্দ্রাঘাত ছকড়ি মৈত্রে, গাছতলি আঘাত মুকুন্দ ভাহুড়ীতে, হতনথানি আঘাত শূলপাণি মৈত্রে, বাহাত্তরথানি আঘাত কৃষ্ণানন্দ মৈত্রে, কামিনী আঘাত রামভদ্র লাহিড়ীতে, ও কাফুরথানি আঘাত অনন্ত লাহিড়ীতে, এই তের আঘাত তের কুলীনে।* ভরতাঘাতেই আঠারো কুলীনের কুলপাত হইল। কোন্ কোন্ সমাজের কুলীনের কুলপাত হইল? সাতাইর ঘর ১, বরিয়া ২, ভূষ্যাগ্রাম ৩, গাঙ্গৈল ৪, গএনাকান্দির শক্তিধর ৫, উপলসরের মনোজপ ৬, কুদিপুকুরের বেঞ্চাই ৭, ভরতাইর বংশের ডাউর মাজি ৮, পুখুরের মানাই ৯, কেশাই ১০, মানাইর বংশের ছোট চান্দাই ১১, বাউনের চতুর্ভুর্জ ১২, চতুর্ভুর্জ সিঙ্গাবাঘা ১৩, ভীম ১৪, চামারি ১৫, কৈল মোহর ১৬, বেণে খুরি ১৭, মাটিকোপা ১৮, এই আঠারো ঘর কর্ত্তা হইলেন কাপ। গ্রন্থকর্ত্তা লিখিলেন—

'ভরতাঘাতসম্পর্কাৎ দোষেণাস্তাড়িত ধ্রুবং।
অষ্টাদশ সমাজোহি কাপসৃষ্টিস্ততো ভবেৎ॥'

ভরতাঘাত জন্মে আঠারো সমাজের কুলীনের কুলপাত হ'য়ে কাপ সৃষ্টি হইল। এই আঠারো ঘরের কাপের ছিটায় প'ড়ে বার ঘর কুলীন বদ্ধ হইলেন†। বার ঘর কুলীন কে কে। কুদিপুখুরিয়ার রামকমল সান্যাল ২। মীনকেতন সান্যাল ৩। গুড়নৈর জানু মৈত্র ৪। সাতোটার পুরুষোত্তম ভট্ট (মৈত্র) ৫। নাথাই লাহিড়ী ৬, আচু লাহিড়ী ৭, রঘু লাহিড়ী ৮, শ্রীগর্ভ সান্যাল ৯, শ্রীগর্ভ ভাদুড়ী ১০, যদু সান্যাল ১১, যদু ভাদুড়ী ১২। এই বার কুলীন কাপের ছিটায় বদ্ধ। কিন্তু কাপ সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু হ'য়ে যে ভাল হইল তা নয়, হইল কি না কুলীনের কুলনাশক। সে কেমন?

"সমুদ্রমন্থে বিষকালকূটং সমুৎপতৎ সর্ব্ববিনাশকারণং।
উপস্থিতো দেবসদাশিবঃ স্বয়ং পীত্বা ররক্ষাশু বিষং মহৎ জগৎ॥"

অর্থাৎ যেমন সমুদ্রমন্থন কালে অকস্মাৎ কালকূট বিষ উপস্থিত হ'য়ে জগৎ সংসার সংহার করিতে উদ্যত। তৎকালে দেবের দেব মহাদেব শিব উপস্থিত হ'য়ে কালকূট বিষ পান ক'রে জগৎ সংসার রক্ষা করিলেন। যেমত কালকূট বিষ উপস্থিত হয়ে জগৎ সংসার সংহার করিতে উদ্যত, তাহার ন্যায় অকস্মাৎ কাপ সৃষ্টি হ'য়ে, কাপের সহবাসে স্নানে ভোজনে শয়নে কুলীনের কুলপাত হইতে লাগিল। কলিতে বারেন্দ্র কুলের কুলীনত্ব থাকে না। এই কালে কুলজ্ঞরা তাহেরপুর মোকামে রাজা কংসনারায়ণের নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে মহারাজ অকস্মাৎ কাপের সৃষ্টি হয়ে কাপের সহবাসে সকল কুলীনের কুলপাত হইতে লাগিল। অতএব মহারাজ আপনি হৈন্দবের কর্ত্তা, বারেন্দ্র কুলের যূপ, দেবতার ছোট, মনুষ্যের বড়। সতেজ কুলীনকে ভোজন না দেন, সে কুলীন নিস্তেজ হয়। আর নিস্তেজ কুলীনকে ভোজন দেন সে কুলীন সতেজ হয়। অতএব মহারাজ! মর্য্যাদাক'রে এই সকল কুলীনের কুলরক্ষা করেন। রাজা কহিলেন যে কুলজ্ঞ মুখাৎ কুলং। আপনারা ব্যবস্থা করেন, যাহাতে কুলীনের কুলরক্ষা হয়। আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কুলজ্ঞেরা কহিলেন যে, মহারাজ, আপনার কাপেতে কন্যা দেওয়ার ব্যবস্থা। কাপে কন্যা দিয়া কাপ আর কুলীন এক পংক্তিতে ভোজন দিলে কুলীনের কুলরক্ষা হয়। রাজা কহিলেন, তথাস্তু। আমি যদি কাপে কন্যা দিলে, কুলীনের কুলরক্ষা হয় আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই রাজা কংসনারায়ণ ন্যূন স্বীকার করিয়া কাপে কন্যা দেন জীবাই ধাবড় সিংহের পুত্রে, আর একটী কন্যা দেন ডাউর মাঝির পুত্র সদানন্দ মাঝিকে। এই দুই কন্যা কাপে দিয়া কাপ আর কুলীন এক পংক্তিতে ভোজন দিয়া কহিলেন যে কাপ আর কুলীনে কুশবারি সমাযুক্তকরণ হইলে কুলীনের কুলপাত হইবেক। স্নান, ভোজন, শয়নে কুলীনের কুলপাত হইবে না। পূর্ব্বে বার ঘর কর্ত্তা কুলীন বদ্ধ ছিলেন। ইহাদিগের কুলরক্ষা করিলেন। কুলরক্ষা করে কহিলেন যেমত কৌলীন্য মর্য্যাদা, শ্রোত্রিয়ত্ব মর্য্যাদা, তদ্রূপ কাপত্ব মর্য্যাদা। কিন্তু কাল সহকারে কাপের আদর হইবে।

কর্ত্তা কুলীন, তদনুজ কাপ, উপকারসংযুক্ত কুলীন, উপকার*বিহীনত্ব কাপ। পূর্ব্বে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর ছয় পুত্র মাতৃদোষে উপেক্ষিত হন।†

তৎপর ঐ ছয় পুত্র করণ কারণ ক'রে ছয়ঘরিয়া পত্তন করেন।

"চণ্ডীপতি দনাজীবে ঘনা শ্রীকণ্ঠ কোজগা।"

---

* "ভরতাঘাত জন্মিল ভরতাই সান্যালে। ভট্টাঘাত কামদেব ভট্টে। বউনেয়া আঘাত মল্লিক কেদারে।" ইতি বা পাঠ।

† এই সময়ের ঘটনা লক্ষ করিয়া পটীগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—

"নিতাই এড়ে যেটা কেশাই ছাড়ে ভাই।
ভরতাঘাতে কুলীন টটে লেখা জোখা নাই।"

* কোন শ্রোত্রিয়কন্যা কুলীনে বিবাহ করিলে তৎপরে অপর কোন কুলীন সেই কুলীনের কন্যা গ্রহণ বা তাঁহাকে কন্যা দান করেন না। তাঁহাকে অপর কুলীনের সহিত করণ করিতে হয়। ইহাকেই উপকার কহে।

† "উপেক্ষিতং কুলং নাস্তি।"

চণ্ডীপতি ভাদুড়ী দনাই চয়ড়ায় করণ, দনাই চয়ড়ায় জীবড় ওঝা মৈত্রে করণ, জীবড় ওঝা মৈত্রে বলাই গাঁড়াদহে করণ, বলাই গাঁড়াদহে শ্রীকণ্ঠে করণ, শ্রীকণ্ঠে জীবনে দেড়ে করণ ক'রে কাপের ছয়ঘরিয়া পত্তন।"

পটীব্যাখ্যা নামক কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—

"কিছুকাল অন্তে অবসাদে পটী। মুকুন্দ ভাদুড়ীতে জন্মিল দর্পনারায়ণী। সে দর্পনারায়ণী কিমৎ? মুকুন্দ ভাদুড়ীর পুত্র গোপীনাথ শ্রীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী বিবাহ করেন রাজা হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুরের কন্যা। কুলজ্ঞরা গেলেন শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর সঙ্গে দেখা করিতে। শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী কুলজ্ঞদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। কুলজ্ঞদিগের জন্মিল উষ্মা, কুলজ্ঞরা কহিলেন যে হায়, কুলীন হ'য়ে কুলজ্ঞের উপর এত অহঙ্কার, দেখ দেখি শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর কি দোষ আছে? কুলজ্ঞরা বিবেচনা করে দেখিলেন, যে রাজা হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুর, সেই হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুরের জ্ঞাতি দর্পনারায়ণ ঠাকুর, এই দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পোতাখানায় সাহকৈড়ি নামে ব্রহ্মহত্যা হয়। সেই দর্পনারায়ণ ঠাকুরের কন্যা দেন দুর্ল্লভ মৈত্রে। সেই দুর্ল্লভ মৈত্রের বাড়ী শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী ভায়রা সম্বন্ধে যাতায়াত করেন। অতএব ভোজন করিয়া থাকিবেন। কুলজ্ঞরা শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীকে দর্পনারায়ণী দিয়া আস্তাড়িলেন। আস্তাড়ে গেলেন মুকুন্দ ভাদুড়ীর নিকট, কহিলেন, যে, হে মুকুন্দ ভাদুড়ী তোমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী। সেই শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীতে জন্মিছে দর্পনারায়ণী, তুমি যদি পুত্র সম্বরণ কর, তোমাকেও দর্পনারায়ণী দিয়া আস্তাড়িব; আর পুত্র যদি উপেক্ষা কর, তবে তুমি যে আউটুষ গাঞির প্রধান সেই আউটুষ গাঞির প্রধান থাকিবে। মুকুন্দ ভাদুড়ী পুত্র উপেক্ষা না ক'রে পুত্র সম্বরণ ক'রে করণ কারণ করিলেন। মুকুন্দে অনন্তে করণ, মুকুন্দে ধ্রুবে করণ, অনন্ত লাহিড়ী আর মুকুন্দ সান্যালে করণ। মুকুন্দ, মুকুন্দ, অনন্ত, ধ্রুব এই চারি মুখ্য দ্বারায় দুর্ল্লভ মৈত্র। কুলজ্ঞরা পাঁচ কর্ত্তাকেই দর্পনারায়ণী দিয়ে আস্তাড়িলেন। দর্পনারায়ণীর পর ধ্রুবের কুশে * মুকুন্দ ভাদুড়ীর গঙ্গালাভ। মুকুন্দ ভাদুড়ীর পুত্র গোপীনাথ, শ্রীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, তিনের অকরণে গঙ্গালাভ। গোপীনাথের পুত্র যদুনাথ বাণীনাথ। শ্রীকান্তের পুত্র রত্নগর্ভ, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সুবদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ জগদানন্দ রায়। সুবুদ্ধি-খাঁ কুলজে † হৃদয় সান্যালে শাসখানি চলাউড়ি পুত্র উপেক্ষা করি পৌত্র সম্বরণ কবি, তত্রাচ বলিতেছি হৃদয় ছিলেন। দর্প-

* অর্থাৎ করণ।

† কুলীনের প্রথম করণের নাম কুলজ।

নারায়ণীতে মুদ্দই ‡ হৃদয় যদি করিলেন করণ, এই কারণে গাইল নিষ্কৃতি। হৃদয় নাড়াতাল§ প্রপৌত্র নাই যে বাড়ে, শ্রোত্রিয় সম্বলিত গাইল, রাজার ব্রস্তাল, হৃদয়ের করণে গাইল নিষ্কৃতি। গাইল জাগে। উত্তরকালে লক্ষ্মণসান্যাল। এইকালে ধোপড়াকোলের বাড়ীতে রাজা কংসনারায়ণ সংগোপনে পিতৃমাতৃকীর্ত্তি করেন। সকলকে নিমন্ত্রণ করেন, পত্র দেন লক্ষ্মণ সান্যাল বৈদ্যনাথ তলাপাত্রকে। ভাগিনারা সুবদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ আর জগদানন্দ রায় দর্পনারায়ণীতে বদ্ধ। এজন্য ইহাদিগের নিমন্ত্রণ করিলেন না, ইহারা ভগ্নীদায়গ্রস্ত হইয়া লজ্জা মান ত্যাগ ক'রে তথায় গিয়ে উপস্থিত হলেন, হয়ে কহিলেন যে মহারাজ, আপনি পিতৃকীর্ত্তি করেন, সকলকে নিমন্ত্রণ করেন, আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন না, কিন্তু মহারাজ সেজনদিগের ভগ্নী, মহারাজের ভাগিনী অরক্ষণী হইয়াছে। কুলীন পাত্র দেন যে ভগ্নী সম্প্রদান করি, নতুবা আজ্ঞা করেন যৎকুৎসিত ব্রাহ্মণে ভগ্নী সম্প্রদান করি। কিন্তু মহারাজ সকলেই বলিবেক, যে অমুক রাজার ভাগ্নী অমুক যৎ-কুৎসিত ব্রাহ্মণে বিবাহ করে। রাজা লজ্জিত হ'য়ে কহিলেন যে আমি দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি করিলে কি দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি হয়। ভাল কুলজ্ঞর নিকট ব্যবস্থা লই, রাজার সভায় ছিলেন কুলজ্ঞরা; কুলজ্ঞদিগের কহিলেন যে আমি দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি করিলে কি দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি হয়। কুলজ্ঞরা বিবেচনা ক'রে কহিলেন, ইহাঁরা মুকুন্দ ভাদুড়ীর সন্তান, তিন পুরুষ দর্প-নারায়ণীতে বদ্ধ, আর ইহাদিগের নষ্ট করিলেই কি হবে। কুলজ্ঞরা এই বিবেচনা করে কহিলেন যে মহারাজ আপনি হৈন্দবের কর্ত্তা বারেন্দ্রের যুপ, দেবতার ছোট, মনুষ্যের বড় সতেজকে আস্তাড়ন করিলে নিস্তেজ হয়, নিস্তেজকে ভোজন দিলে সতেজ হয়। তাহার প্রমাণ এই। তোমার পূর্ব্বপুরুষ কামদেব ভট্ট ভট্টাঘাত নিষ্কৃতি করিছেন ভোজন দিয়ে। নিধাই তলাপাত্র হতনখানি নিষ্কৃতি করেন ভোজন দিয়ে। লক্ষ্মণ তলাপাত্র সাদেখানি নিষ্কৃতি করেন ভোজন দিয়ে। ধনঞ্জয় বড় ঠাকুর শুভরাজখানি নিষ্কৃতি করেন ভোজন দিয়ে। আপনি যে দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি করিবেন কিন্তু ভোজনসাপেক্ষ, রাজা লজ্জিত হয়ে গাইল গায়ে পেড়ে লয়ে ভোজন দিলেন, গাইল হইল তরল পাতল, তত্রাচ কুলীনের করণ সাপেক্ষ, ব্যক্তি নিষ্ঠে চাইর সান্যাল গণনা যায়। কমল নয়ান, রঘুনাথ লক্ষ্মণ, দুর্গাদাস। কমলের পুত্র জ্ঞান, গোবিন্দের উপকার করিয়া বড় হবেক গাঞি, অকরণে জ্ঞানের গঙ্গালাভ। রঘুনাথ

‡ মুদ্দই—শত্রুতা।

§ নাড়াতাল—অপুত্রক।

লখাই বাগচী উপকার করে হবে গাঞ্রি*। সাত সিঁড়ি † অন্তে উমানন্দীদোষ ধরা পড়িল। দুর্গাদাসে আবদুল রহিমানি। ব্যক্তি নিষ্ঠে পাইলেন লক্ষ্মণ সান্যালে করণ। রাজাও করিলেন আদর।

'আসেন লক্ষ্মণ ভাঙ্গে দর্পনারায়ণী।
না আসে লক্ষ্মণ না ভাঙ্গে দর্পনারায়ণী।'

পরে লক্ষ্মণ সুবুদ্ধি খাঁর করণ দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি। যথা তথা কুলীন কাটর ভাঙ্গে; নিষারিল পাইলে লন্ চকিত উপকার। নিরাবিল ছিলেন সুন্দর সান্যাল। সুন্দর সান্যালের ঠাঞ্রি চকিত উপকার লয়ে দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি করেন। এই দর্পনারায়ণী বাইর দিয়ে হিরণ্যগর্ভ চক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণ তলাপাত্র, শঙ্কর আচার্য্য এই তিন শ্রোত্রিয় অবলম্বন করে বাণীবল্লভ ভাদুড়ী আদি নিরাবিল পত্তন করেন। হিরণ্যগর্ভ চক্রবর্ত্তী কন্যা দেন বাণীবল্লভ ভাদুড়ীতে, বাণীবল্লভ কন্যা দেন লক্ষ্মণ তলাপাত্রে, লক্ষ্মণ কন্যা দেন নয়ান সান্যালে, শঙ্কর আচার্য্য কন্যা দেন গোবিন্দ মৈত্রে। তৎপর করণ কারণ। নয়ানে নয়ানে করণ, নয়ানে লোকনাথে করণ, লোকনাথে রমানাথে করণ, নয়ানে বিষ্ণুদাসে করণ, নয়ানে বাণীবল্লভ ভাদুড়ীতে করণ।

আদি নিরাবিল

'অষ্ট অষ্ট কুলীনের রমানাথ শুনি।
মৈত্রেতে লোকনাথ ভাদুড়ীতে বাণী।
সান্যালে নয়ান বিষ্ণুদাস।
লাহিড়ী দ্বিজরাজ নয়ান।'

এই সকল করণ কারণ করে আইদ নিবারিল পত্তন। এই আইদ নিরাবিলের অন্তর্গত পটী জন্মিল আলেথানি, পটী জন্মিল ভবানীপুরী। পরে দর্পনারায়ণী অন্তপাতী পটী জন্মিল রোহেলা, পটী জন্মিল ভূষণা। রোহেলা কিমত? গৌরীরায় প্রচণ্ডরায়। সেই প্রচণ্ড রায়ে জন্মিল রোহেলা, সেই প্রচণ্ডরায়ের পুত্র চান্দ রায় হরিরাম রায়, চান্দ রায়ের কন্যা লন প্রাণবল্লভ রায় ভাদুড়ী প্রাণবল্লভ বার্ব্বকাবাদ গেলে পর কুলজ্ঞরা রোহেলা দিয়ে আস্তাড়িলেন। প্রাণবল্লভ রায় ভাদুড়ী রোহেলা গ্রস্ত হয়ে গেলেন চান্দরায়ের নিকট, যে মহাশয় আপনার কন্যা আমি বিবাহ করি, এজন্য কুলজ্ঞরা রোহেলা দিয়ে আস্তাড়েন। অতএব আপনার সভায় যে কুলীন থাকেন দেন, যে আমি করণ কারণ করে রোহেলা নিষ্কৃতি করি। চান্দরায়ের সভায় ছিলেন দুর্গাদাস সান্যাল সান্যালকে কহিলেন যে, হে দুর্গাদাস তুমি প্রাণবল্লভ রায় ভাদুড়ীতে করণ কর। দুর্গাদাস রায় সান্যাল কহিলেন, যে আমি সামান্য স্থলে করণ করিব তত্রাচ প্রাণবল্লভ রায়তে করণ করিব না। তবে যদি করণ করি, কুলজ্ঞর স্থানে ব্যবস্থা লই। কুলজ্ঞরা যদি ব্যবস্থা দেন, তবে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। প্রাণবল্লভ রায় ভাদুড়ী চান্দরায়কে কহিলেন যে, মহাশয় হাতের কুলীন ছেড়ে দিলে পর করণ করে কি না তার কিছু প্রমাণ নাই অতএব আপনার অধিকারস্থ কুলীন বটে, ধরে বেন্ধে করণ করাও। পরে দুর্গাদাস সান্যাল আর প্রাণবল্লভ রায় ভাদুড়ীতে করণ কারণ হইল ধরা বান্ধা, দুর্গাদাস যদি সাহসপর করণ করিত, দুর্গাদাসের করণে গাইল নিষ্কৃতি হত। দুর্গাদাস করিলেন অসাহস, গাইল হইল গুরুতর। রোহেলা নিষ্কৃতি নয়। রোহেলা জাগে। পরে দুর্গাদাস সান্যালে বাণী বাগ্‌চীতে করণ। কুশে দুর্গাদাস সান্যালের গঙ্গালাভ। দুর্গাদাসের পুত্র শ্রীনারায়ণ দ্বিতীয় পক্ষে রামভদ্র। কিছুকাল অন্তে মাদ্দ মোকামে কেশব খাঁ সাতাইষ পালট করে অম্বরিতে সংশ্লিষ্ট থেকে অম্বরি নিষ্কৃতি করেন। জামাতা শ্রীনারায়ণ সান্যাল তথায় গিয়া উপস্থিত হয়ে কহিলেন যে, আপনি সাতাইষ পালট করে অম্বরি নিষ্কৃতি করেন। আমরা রোহেলায় বদ্ধ আমাদের কুলীন দেন যে আমরাও করণ কারণ করে রোহেলা নিষ্কৃতি করি। কেশব খাঁর সভায় ছিলেন তিন কুলীন গোপীনাথ বাগ্‌চী শিবরাম সান্যাল রমেশ মৈত্র, এই তিন জন কুলীন দিয়ে আপনি বাহির থেকে করণ কারণ করাইলেন। শ্রীনারায়ণে গোপীনাথ বাগচীতে করণ, গোপীনাথ বাগ্‌চী শিবরাম সান্যালে করণ, শিবরামে রমেশ মৈত্রে করণ। গোপীনাথ বাগ্‌চী ছিলেন দরিদ্র কুলীন। যে কিছু ধন পণ পাইলেন তা আপনি খাইলেন। কুলজ্ঞদিগের কিছুই দিলেন না। কুলজ্ঞদিগের জন্মিল উষ্মা। কুলজ্ঞরা কহিলেন যে কেশব খাঁ অম্বরির পাছ করিয়াছেন, অম্বরি নিষ্কৃতি। রোহেলার পাছ করেন নাই রোহেলা নিষ্কৃতি নয়। রোহেলা জাগে। জাতুক * সুবুদ্ধি খাঁর সন্তানে যখন করণ করিবে তখন রোহেলা নিষ্কৃতি শিবরাম হরিরাম রমেশ গোপীনাথ, চারি কুলীনের চারি উপকার ব্যবস্থা থাকিল। পরে পটী জন্মিল ভূষণা। এই কালে জিতামিত্র রত্নাবলীর পুত্র রামকৃষ্ণ বড় ঠাকুর, রূপনারায়ণ তলাপাত্র, শ্রীনারায়ণ তলাপাত্র, হরিনারায়ণ তলাপাত্র। শ্রীনারায়ণ তলাপাত্রের কন্যা লন রামচন্দ্র লাহিড়ী, হরিনারায়ণ তলাপাত্রের কন্যা লন গঙ্গারাম, পরে কন্যা রঘুনাথ রায়ের পুত্রকে লওয়ান। কুলজ্ঞরা দেশাবাদ দিয়ে আস্তাড়েন—

রোহেলা

* অর্থাৎ গাঞ্রিকর্ত্তা বা গোষ্ঠীপতি।
† সাত সিঁড়ি অর্থাৎ সপ্ত পুরুষ।

* জাতুক—যেহেতু।

'রামচন্দ্র গঙ্গারাম, কেন করিলি কুকাম,
কেন খাইলি ভূষণার পানি।
খাইলে রূপদলের ভাত, হিন্দুতে না ছোঁয় পাত,
গাইল বন্ধ মইশালার আলামী ॥'

তৎপর করণ কারণ। রামচন্দ্র লাহিড়ী দেবনারায়ণ মৈত্রে পরিবর্ত্ত, গঙ্গারাম সান্যাল কৃষ্ণবল্লভ বাগচিতে পরিবর্ত্ত। রঘুনাথ রায় দেবীদাস সান্যালে পরিবর্ত্ত। তত্রাচ ভূষণা নিষ্কৃতি হয় না। ব্যবস্থা যায়, দেশস্থ কুলীন মথুরা রায় ভাদুড়ী অন্তস্তত্ত্ববেত্তা যদি সাহস ক'রে করণ করে তবে ভূষণা নিষ্কৃতি। পরে মথুরা রায় ভাদুড়ী গঙ্গারাম সান্যালে পরিবর্ত্ত, ভূষণা নিষ্কৃতি। ভূষণা নিষ্কৃতি করে রামচন্দ্র লাহিড়ী কুলে বড়। গঙ্গারাম সান্যাল কুলে বড়। কৃষ্ণবল্লভ বাগচি কুলে বড়। দেব নারায়ণ মৈত্র সমাজের মুখ্য। মথুরা রায় রঘুনাথ রায় দুই দক্ষিণ কপাট করে যায় গণনা। দেবীদাস সান্যাল বৈষ্ণব মিশ্রের স্থান, গাইল হইল নিষ্কৃতি, পটী হইল ভূষণা। ইত্যবকালে জনার্দ্দন খাঁ কৃষ্ণদাস লাহিড়ীকে কহিলেন যে কুলীনের কুশপাতিল বাউড়ী দিয়াছি, সেই কুলীনে গিয়ে ভূষণা নিষ্কৃতি করিল। চল আমরা রোহেলার পর চারি কুলীনে উপকার ব্যবস্থা করে রাখিয়াছি। সেই চারি কুলীনের উপকার করে আমরাও রোহেলা নিষ্কৃতি করি। জনার্দ্দন খাঁ কৃষ্ণদাস লাহিড়ী প্রভৃতি কুলীন ঐক্য হয়ে শম্ভু চৌধুরীকে অবলম্বন করে করণ কারণ করে রোহেলা নিষ্কৃতি করেন। রূপনারায়ণে শ্রীদাস খাঁনে করণ, হরিদেবে নারায়ণে করণ, শিবরামে পদ্মনাভে করণ, রমেশে কৃষ্ণদাসে করণ, জনার্দ্দন খাঁ হরিনারায়ণ সান্যালে করণ। রোহেলা নিষ্কৃতি করে ভাদুড়ীতে বড় জনার্দ্দন শ্রীদাস, লাহিড়ীতে বড় কৃষ্ণদাস হরিদেব, বাগচিতে বড় রূপনারায়ণ জয়নারায়ণ, সান্যালে বড় শিবরাম হরিরাম, মৈত্রে বড় রমেশ। রোহেলার পর সকলেরি প্রতিযোগিতা পাত্র জন্মিল, রমেশের প্রতিযোগী জন্মিল না। রাজা উদয়নারায়ণ ছিলেন বিপক্ষ, তিনি আপত্তি করিলেন যে তোমরা আপন যোগ্যতায় করণ কারণ করিয়ে রোহেলা নিষ্কৃতি করিলে তবে জানি রোহেলা নিষ্কৃতি। যদি নিরাবিল আদরে। নিরাবিল ছিলেন গোবিন্দ পাতসা *। গোবিন্দ পাতসা শিবরাম সান্যালে করণ, পরে গোসাইপুর বাঙ্গালা থেকে আইলেন রামভদ্র লাহিড়ী। রামভদ্র ছয় টাকা পণ দিয়ে রমেশ মৈত্রে করণ করেন। তত্রাচ আপত্তি করিলেন যে কুলীনের আদর বুঝিলাম। শ্রোত্রিয়ের আদর বুঝি। শিবরাম মজুমদার ষাইট টাকা পণ দিয়ে রমেশ মৈত্রের পুত্রে কন্যা দান করেন। তত্রাচ রোহেলা নিষ্কৃতি নয়। তবে জানি যে রোহেলা নিষ্কৃতি যদি অন্য অবসাদ আদরে। অন্য অবসাদ কি ?

"মাঙ্গলি ধর্ম্ম খাঁ বড় পুণ্যবান।
পিতা মেরে গাইল তার বগা হইল নাম ॥"

সেই মাঙ্গুলী ধর্ম্ম খাঁর কন্যা লন সুলোচন চোল, পরে কন্যা লন পুরুষোত্তম সান্যাল, সুলোচন চোলে বল্লভ চৌধুরী করণ, কুকীর্ত্তিকা কন্যা উৎসর্গ করিলেন মুরারিকে দিয়ে। মুরারি উৎসর্গ করেন তত্রাচ ঠেকেন, না উৎসর্গ করেন তত্রাচ ঠেকেন। উৎসর্গ না করে অকরণে মুরারির গঙ্গালাভ। মুরারির পুত্র বৈদ্যনাথ তলাপাত্র গঙ্গাদাস লাহিড়ীতে করণ। গঙ্গাদাস লাহিড়ী পেয়ে বৈদ্যনাথের ভার সয়না। গঙ্গাদাস লাহিড়ীর কুশে বৈদ্যনাথের গঙ্গালাভ। বৈদ্যনাথের পুত্র বিশ্বনাথ, চাঁদ, রঘুনাথ। বিশ্বনাথ মহেশ সান্যালে করণ, বিশ্বনাথে মুলী সান্যালে করণ, বিশ্বনাথে রঘুবীর লাহিড়ীতে করণ, কুলীন করণ কারণ করেন, রাজাও ভোজন দেন, তত্রাচ বগা নিষ্কৃতি হয় না। ব্যবস্থা যায় সুবুদ্ধি আস্তাড়িত বগা, সুবুদ্ধি খাঁর সন্তানে যদি করণ করে তবে বগা নিষ্কৃতি হয়। সুবুদ্ধি খাঁর পুত্র জনার্দ্দন খাঁ আর কৃষ্ণদাস লাহিড়ী দুই কুলীন ঐক্য হয়ে বগা নিষ্কৃতি করেন। বিশ্বনাথ কৃষ্ণদাসে করণ, রঘুবীর রমেশে করণ, মহেশে পদ্মনাভে করণ, জনার্দ্দন খাঁ কৃষ্ণদাস লাহিড়ী করণ বগা নিষ্কৃতি। জাতুক রোহেলা নিষ্কৃতি। তাঁহার প্রমাণ এই বগা নিষ্কৃতি। পটী জন্মিল রোহেলা, পটী জন্মিল ভূষণা। এই রোহেলা ভূষণা বাহির দিয়ে মধ্যে জানকীবল্লভ রায় নিরাবিল পত্তন করেন। পূর্ব্বে দেবীদাস সান্যাল ভাঙ্গেন জানকীবল্লভ রায়ের কুলজ, পরে জানকীবল্লভ রায় ভাঙ্গেন রঘুদেব লাহিড়ীর কুলজ, রঘুদেব লাহিড়ী ভাঙ্গেন জানকীনাথ মৈত্রের কুলজ, জানকীনাথ মৈত্র ভাঙ্গেন কমলাকান্ত বাগ্‌চির কুলজ, সেই কমলাকান্ত বাগ্‌চি আর শিবরাম সান্যালে পরিবর্ত্ত। জানকীবল্লভ রায় ভাদুড়ী কুলে বড়, রঘুদেব লাহিড়ী কুলে বড়, জানকীনাথ মৈত্র কুলে বড়, কমলাকান্ত বাগ্‌চি কুলে বড়, শিবরাম সান্যাল কুলে বড়। ইত্যবকালে শ্রীকৃষ্ণ ভাঁড়িয়ালের কন্যা লন। কমলাকান্ত বাগ্‌চি উপকার করেন, জানকীবল্লভ রায় এই সম্ভেদে জানকীবল্লভ রায়কে বাহির দিয়া রঘুরাম খাঁ টাউনি পত্তন করেন। রতিকান্ত চক্রবর্ত্তী গৌরীকান্ত মৈত্রে করণ, রতিকান্ত চক্রবর্ত্তী মথুরানাথ সান্যালে করণ, সেই মথুরানাথ সান্যাল ভাঙ্গেন* রঘুরাম খাঁর কুলজ, রঘুরাম খাঁ জানকীনাথ সান্যালে করণ। রঘুরাম খাঁ ভাদুড়ী কুলে বড়, মথুরানাথ সান্যাল কুলে বড়, গৌরীকান্ত মৈত্র কুলে বড়, রতিকান্ত চক্রবর্ত্তী লাহিড়ী বারকড়ে স্থান, ও দেশে সান্যাল গণনা যায় শিবরাম, এদেশে গণনা যায় মথুরানাথ। রঘুরাম খাঁর কুশে মথুরানাথ সান্যালের গঙ্গালাভ। মথুরানাথ সান্যালের পুত্র দুর্গাদাস, হরিরাম,

* পাতসা—সর্ব্বপ্রধান কুলীন।

* ভাঙ্গা অর্থাৎ প্রথম কুল করা।

রামচন্দ্র, গোপাল দুর্গাদাস সান্যালের কুশে রঘুরাম খাঁর গঙ্গালাভ। রঘুরাম খাঁর পুত্র কাশীরাম গঙ্গারাম খাঁ। এইকালে বাণীনাথ মৈত্র কুশে শঙ্কর চক্রবর্ত্তী লাহিড়ীর গঙ্গালাভ। শঙ্করের পুত্র রামগোপাল জয়গোপাল, বিনোদগোপাল। ইত্যবকালে নরসিংহ চক্রবর্ত্তি সান্যাল কুশে রতিকান্ত চক্রলাহিড়ীর গঙ্গালাভ। রতিকান্তের পুত্র রমানাথ চক্রবর্ত্তী রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, পরে গৌরীকান্ত মৈত্র ভাঙ্গেন রমানাথ চক্রবর্ত্তীর কুলজ। ইত্যবকালে পুষ্পকেতন, মীনকেতন, বদনপাঞ্জা, সেই বদন পাঞ্জার কন্যা লন সহর-মঙ্গলার বাণীনাথ, বাণীনাথের কন্যা লন মথুরা-কোপা, মথুরা কোপার কন্যা লন রঘুরাম মজুমদার। রঘুরাম রাজারাম খাঁএ করণ। পরে রাজারাম খাঁ অদেষ্ট কন্যা দেন রঘুরাম লাহিড়ীর পুত্রে। পরে কন্যা দেন মহেশ সান্যালের পুত্রে। রঘুদেবে জানকীবল্লভ রায়ে করণ। মহেশে গৌরীকান্ত মৈত্রে করণ। রঘুদেব, জানকীবল্লভ, মহেশ, গৌরীকান্ত এই চারি কুলীন মথুরা কোপার পাছ দিয়া আস্তাড়িয়া রাজা উদয়নারায়ণ কাশীরাম খাঁকে দিয়া বাহির নিরাবিল পত্তন করেন। কমলনয়ান সান্যাল ভাঙ্গেন কাশীরাম খাঁর কুলজ। কাশীরাম খাঁ ভাঙ্গেন গোপাল চক্রবর্ত্তী লাহিড়ীর কুলজ। কাশীরাম খাঁ বলরাম সান্যালে করণ কাশীরাম খাঁ ভাঙ্গেন বিনোদগোপাল চক্রবর্ত্তীর কুলজ। কাশীরাম খাঁ রঘুরাম বাগ্‌চিতে করণ। মথুরা কোপার পর রঘুদেব লাহিড়ীর গঙ্গালাভ। রঘুদেবের পুত্র গোপীনাথ, রমানাথ, লক্ষ্মীনারায়ণ, শিবনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, দেবনারায়ণ, জীবনারায়ণ। ইত্যবকালে মৈত্র গৌরীকান্ত ভাঙ্গেন গোপীনাথ লাহিড়ীর কুলজ, গোপীনাথ লাহিড়ী জানকীবল্লভ গৌরীকান্ত মৈত্র মহেশ সান্যাল এই চারি কুলীন ছাতিনা গ্রাম কবিভূষণ চক্রবর্ত্তীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। কবিভূষণ চক্রবর্ত্তী কুলজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনারা ব্যবস্থা করেন, মথুরা-কোপা নিষ্কৃতি পায় কিরূপে? কুলজ্ঞরা কহিলেন, এক রাজার আস্তাড়িত, আর এক রাজা সম্বরণ করেন তবে নিষ্কৃতি হয়। রাজা উদয়নারায়ণের আস্তাড়িত, রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ, রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ এই দুই রাজা অধিষ্ঠাতা থেকে আপনারা কন্যাদানপূর্ব্বক করণ কারণ করান। কবিভূষণ চক্রচর্ত্তীর পুত্র গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাম চক্রবর্ত্তী, রঘুরাম চক্রবর্ত্তী। জয়নারায়ণ চৌধুরীর পুত্র রামকৃষ্ণ চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী, গঙ্গানারায়ণ চৌধুরী, রামনারায়ণ চৌধুরী। পূর্ব্ব কবিভূষণ চক্রবর্ত্তীর পৌত্রী (গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তীর কন্যা) দেন শ্রীপতি ভাদুড়ীতে। জয়নারায়ণ চৌধুরীর (পৌত্রী রামকৃষ্ণ চৌধুরীর কন্যা) দেন কাশীরাম খাঁর পুত্রে। ইত্যবকালে দুই রাজা অধিষ্ঠাতা থেকে আর পৌত্রী (শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর কন্যা) দেন জানকীবল্লভ বর্ত্তমানে রামকৃষ্ণ রায়ের পুত্র শ্যাম রায়ে, এই ভাবে শিবনারায়ণ লাহিড়ীর কুশে জানকীবল্লভ রায়ের গঙ্গালাভ। জানকীবল্লভ রায়ের পুত্র রামকৃষ্ণ রায় জয়কৃষ্ণ রায়, হরেকৃষ্ণ রায়। জানকীনাথ মৈত্রের পুত্র রামকৃষ্ণ মৈত্র। ইত্যবকালে শিবনারায়ণ লাহিড়ী ভাঙ্গেন রামকৃষ্ণ রায়ের কুলজ, রামকৃষ্ণ রায় দুর্গাদাস সান্যালে করণ। হরেকৃষ্ণরায় গোপাল চক্রবর্ত্তী লাহিড়ীতে করণ। রামকৃষ্ণ মৈত্রে গোপীনাথ লাহিড়ীতে করণ, গৌরীকান্ত মৈত্রে নরসিংহ চক্রবর্ত্তী সান্যালে করণ মথুরা-কোপা নিষ্কৃতি। রামকৃষ্ণ রায় ভাদুড়ীকুলে বড়, গৌরীকান্ত মৈত্রকুলে বড়, গোপীনাথ লাহিড়ী কুলে বড়। এই কালে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ কন্যা দেন রামচন্দ্র সান্যালের পুত্রে। রামচন্দ্র সান্যাল রামকৃষ্ণ রায়ে করণ। ইত্যবকালে রাঙ্গা বড়ু রামভদ্র চক্রবর্ত্তী অদেষ্ট কন্যা দেন শিবরাম সান্যালের পুত্রে। মহাদেব সান্যাল রাঙ্গা বড়ু দিয়া আস্তাড়েন। ব্যবস্থা যায় বেণী পটী রামহরি বাগচী। ছয় বৎসরের রামহরি বাগচী কুশের মেখলা গলায় দিয়ে রামহরি বাগচী শিবরাম সান্যালে করণ। রামহরি বাগচী ভূপতি ভাদুড়ীতে করণ। রাঙ্গা বড়ু নিষ্কৃতি। রামহরি বাগচী কুলে বড়, শিবরাম সান্যাল কুলে বড়। পরে পটী জন্মিল বেণী।

"কি কর অদেষ্টের মার।
একত্রে জন্মিল চৌধুরী চার ॥*
গঙ্গাপাতের গঙ্গাধর, কৈতের বেণী।
ছাতকের বসন্তরায় পোয়ালের ভবানী ॥"

বেণীরায় কন্যা দেন মল্লিক মহেশে, পরে কন্যা দেন গোপানাথ কুঁঙারে। কন্যা দেন কুঙার শ্রীপতিকে, পরে কন্যা দে[illegible] জটালের গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তীকে, পরে বেণীরায়ের পৌত্রী কৃষ্ণমঙ্গ[illegible] রায়ের কন্যা পীতাম্বর সান্যালের পৌত্রে লওয়ান। পীতাম্বর সান্যা[illegible] রতিকান্ত মৈত্রে করণ, পীতাম্বর সান্যাল রামবল্লভ ভাদুড়ী[illegible] করণ। এ দিবস যদি ব্যবস্থা পূর্ব্বক করণ হোত তবে রামবল্ল[illegible] ভাদুড়ী করণেই নিষ্কৃতি হোত। গোপীনাথ কুঙার জবরদস্তীর[illegible] করণ করাইলেন এই কারণ নিষ্কৃতি হইল না। পীতাম্বর সা[illegible]লের কুশের রামবল্লভ ভাদুড়ীর গঙ্গালাভ। রামবল্লভ ভাদু[illegible] পুত্র রূপনারায়ণ, হরিনারায়ণ। এইকালে বেণীরায়ের পে[illegible] কৃষ্ণমঙ্গল রায়ের কন্যা লন যদুরাম সান্যাল আর পৌত্রী শিব[illegible] রায়ের কন্যা রামচন্দ্র লাহিড়ীর পুত্রে লওয়ান। এ দিবস ব[illegible] পূর্ব্বক করণ কারণ করেন রূপনারায়ণ বাগ্‌চী রূপনা[illegible] ভাদুড়ীতে করণ। রামচন্দ্র লাহিড়ী রঘুরাম সান্যালে ব[illegible] ভবানীচরণ লাহিড়ী যদুরাম সান্যালে করণ। সে য[illegible] সান্যালে আর রতিকান্ত মৈত্রে করণ। রূপনারায়ণ ভ[illegible]

* এই চারিজন চলনবিলের ডাকাইত ছিলেন।

কুলে বড়, রূপনারায়ণ বাগ্‌চী কুলে বড়, রামচন্দ্র লাহিড়ী কুলে বড়, রঘুরাম যদুরাম সান্যাল কুলে বড়, ভবানীচরণ লাহিড়ী ছয় মহামিশ্রে দুর্ব্বার (কুশে) গরিষ্ঠ †। এই সব করণ কারণ করেন তত্রাচ বেণী নিষ্কৃতি হয় না। ব্যবস্থা যায় রমেশ মৈত্র যদি করেন তবে বেণী নিষ্কৃতি। রূপাইর সহিত কুশপর রমেশের গঙ্গালাভ। রমেশের পুত্র রমানাথ পক্ষে শ্রীরাম অন্যপক্ষে বাণেশ্বর। রমানাথ কুলজ্ঞে ডাউয়ার রাঘব মজুমদারের আর জয়কৃষ্ণ মজুমদারের দুই শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ। সেই রমানাথ মৈত্র আর রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ। এই সকল করণ কারণ করিয়া রামচন্দ্র লাহিড়ী কুলে বড়। ও দিকেও রমানাথ রতিকান্ত করে যায় গণনা বেণী নিষ্কৃতি।

'বেণী ত্রিবেণী।
যারে পরশে তারে মুক্তি পদ গুণি॥'

পরে পটী জন্মিল কুতবখানি। কুতবখানির পর

'যে যায় টুটিল পাঠক গোপীনাথ।
নিতাই টুটিল সেই যায়।
পুকুরের পুরন্দর ছিটায় বদ্ধ মুমুনা দাঁড়িক পায়॥'

কিছুকাল অন্তে করণ কারণ করিয়া কুতবখানি পত্তন করেন, সেই করণ কারণে কি কি, গঙ্গারাম সান্যালে হেমাঙ্গদ খাঁনে করণ, হেমাঙ্গদ খাঁনে কৃষ্ণবল্লভ লাহিড়ীতে করণ, হেমাঙ্গদ খাঁ রঘুরাম সান্যালে করণ, রামকৃষ্ণ মজুমদার বলরাম সান্যালে করণ, রামকৃষ্ণ মজুমদার রঘুরাম বাগ্‌চীতে করণ, হেমাঙ্গদ খাঁ রামগোবিন্দ সান্যালে করণ, রূপচাঁদ লাহিড়ী হেমাঙ্গদ খানে করণ, গঙ্গারাম সান্যাল আর রামকৃষ্ণ মজুমদারে করণ। রামকৃষ্ণ মৈত্র কুলে বড়, হেমাঙ্গদ খাঁ ভাদুড়ী কুলে বড়, রঘুরামবাগ্‌চী কুলে বড়। শ্রীদেব, রূপচন্দ্র, কৃষ্ণবল্লভ লাহিড়ী করে যায় গণনা। বলরাম সান্যাল কুলে বড়।

কুতবখানি

'হরিদেব হরিনারায়ণ পদ্মনাভ হেমা।
আপনার না বুঝিয়ে কুলে দিল ক্ষেমা॥'

আলেখানি এই সকল করণ কারণ করে পটী কুতব খানি। পরে পটী জন্মিল আলেখানি। লাহিড়ী নান্নসী বাগচী। "তিন সান্যালে বারবাকাবাদ"।

"পুষ্পবৃক্ষে বচঃ সাধু লাহিড়ী কমলাপতিঃ।
নন্দনাবাসিনো জ্ঞেয়াঃ কংসনারায়ণাবধি"॥

কমল সুবুদ্ধি রায়ে জন্মিল আলেখানি। কমল সুবুদ্ধি রায়ের পুত্র মথুরা বসন্ত রায়, রামচন্দ্র রায়। বসন্ত রায়ের পুত্র শতানন্দ চৌধুরী। ভবানী রায় পক্ষে গণেশ রায়। পূর্ব্বে শতানন্দ চৌধুরী লঘু ভট্টে করণ, পরেও শতানন্দ চৌধুরী লঘু ভট্টে করণ কুশে কুশে হ'ল করণ। উপকার না দেখে ব্যবস্থা যায়। পক্ষান্তর বস্ত শিবরাম ভাদুড়ী। হে শিবরাম ভাদুড়ী তুমি সুত্মাখানি নিষ্কৃতি করেছ তুমি আজ আলেখানি নিষ্কৃতি কর। শিবরাম ভাদুড়ী কহিলেন সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। তারপর করণ কারণ। শিবরাম ভাদুড়ী শতানন্দ চৌধুরী লাহিড়ীতে করণ, শতানন্দ চৌধুরী জয়রাম সান্যালে করণ, জয়রামে মাধব ভট্ট মৈত্রে করণ, মাধব মৈত্র রামকৃষ্ণ বাগ্‌চীতে করণ, রামকৃষ্ণ বাগ্‌চী লঘুভট্ট মৈত্রে করণ। লঘুভট্ট রামকৃষ্ণ সান্যালে করণ, রামকৃষ্ণ বলরাম ভাদুড়ীতে করণ, করণ কারণ করে শিবরাম ভাদুড়ী কলে বড়। শতানন্দ লাহিড়ী কুলে বড়। জয়রাম সান্যাল কুলে বড়, মাধব ভট্ট মৈত্র কুলে বড়, রামকৃষ্ণ বাগ্‌চী কুলে বড়, লঘুভট্ট সাতোটার সতেজ। রামকৃষ্ণ সান্যাল কুলে বড়, আলেখানি নিষ্কৃতি। গাইল হইল নিষ্কৃতি, পটী হইল আলেখানি। পরে পটী জন্মিল ভবানীপুরী। এই কালে ভবানীপুরের রাজ চক্রবর্ত্তীর পৌত্রী, মথুরেশ চক্রবর্ত্তীর কন্যা রামচন্দ্র বাগচীর পুত্রে লওয়ান। দ্বারকা মৈত্র তথায় গিয়াছিলেন ভিক্ষার্থে। সাতকড়ি চক্রবর্ত্তী হুড়া ঘটক, কুশ বিচার না করে পূর্ব্বেও দ্বারকায় রামচন্দ্রে করণ, পরেও দ্বারকায় রামচন্দ্রে করণ। কুশে কুশে হইল করণ। লোকে পাইল ছিদ্র। ভবানীপুরী দিয়া আস্তাড়েন। মুদ্দই শতানন্দ চৌধুরী লাহিড়ী নান্নসী বাগ্‌চী। লাহিড়ীতে শতানন্দ চৌধুরী, নান্নসী রাজা ইন্দ্রজিৎ, বাগ্‌চীতে রামচন্দ্র ঠাকুর, ইহারা সকলে গেলেন রামচন্দ্র ঠাকুরের নিকট যে মহাশয় এতেক করণ কারণ করিলাম, তত্রাচ ভবানীপুরী নিষ্কৃতি হয় না, অতএব আপনি করণ কারণ করিয়া ভবানীপুরী নিষ্কৃতি করেন। তৎপরে করণ কারণ। দ্বারকায় রামনারায়ণে করণ, রামচন্দ্র বাগ্‌চী রাজীব সান্যালে করণ, শ্রীকৃষ্ণ সান্যাল ভাঙ্গেন রঘুনাথ বাগচীর কুলজ, রঘুনাথ বাগ্‌চী ভাঙ্গেন কামদেব ভাদুড়ীর কুলজ। কামদেব ভাদুড়ী রামনারায়ণ লাহিড়ীতে করণ, রাজিব সান্যাল বাণীনাথ চক্রবর্ত্তীতে করণ। দ্বারকা রঘুনাথ বাগ্‌চীতে করণ। ভবানীপুরী নিষ্কৃতি করিয়া কামদেব ভাদুড়ী কুলে বড়, রামনারায়ণ লাহিড়ী কুলে বড়, সান্যালে বড় রাজীব ও শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, মৈত্রে বড় দ্বারকা বাণীনাথ, বাগ্‌চীতে বড় রামচন্দ্র রঘুনাথ। এই সকলে করণ কারণ করেন। তত্রাচ ভবানীপুরী নিষ্কৃতি হয় না। ব্যবস্থা যায় শতানন্দ চৌধুরী। শতানন্দের সন্তানে যদি করে তবে জানি যে ভবানীপুরী নিষ্কৃতি। শতানন্দ চৌধুরীর পুত্র রঘুনাথ রায়, গোবিন্দরায়, শিবরাম রায়, পক্ষে দুর্গারাম রায়।

"শিবরাম রায় দুর্গারাম রায়, দুর্গারাম রায় শিবরাম রায়।
এক তক্তে দুই রাজা গণনা যায়॥"

গোবিন্দরাম রায় কামদেব ভাদুড়ীতে করণ। গোবিন্দরাম

† অর্থাৎ মহামিশ্র লাহিড়ীর ছয় পুত্রের মধ্যে ভবানীচরণ কুলকার্য্যে প্রধান।

রায়, শিবরাম রায়, দ্বারকা মৈত্র প্রভৃতি কুলীন ঐক্য হয়ে করণ কারণ করিয়া ভবানীপুরী নিষ্কৃতি করেন। গাইল নিষ্কৃতি, পটী হইল ভবানীপুরী। পরে পটী জন্মিল জোনাইল। সেই জোনাইল কিমত?

"ব্রাহ্মণ ধরিল বর্ম্মি জেনে ফেলাইল জোনাইল।"

পুরন্দর মৈত্র হিরণ্য ভাদুড়ী দুই কর্ত্তা তথায় ছিলেন, ঐ দুই কর্ত্তা জোনালীর ব্রাহ্মণকে দাহন করিল। এই প্রযুক্ত কুলজ্ঞেরা পুরন্দর মৈত্রকে ও হিরণ্য ভাদুড়ীকে জোনালী দিয়া আস্তাড়েন।

জোনাইল

পরে পুরন্দর মৈত্র গেলেন চাঁদাই লাহিড়ীর নিকট উপকার লইতে। চাঁদাই লাহিড়ী কুলজ্ঞের সরস ক্রমে চাতুরী পূর্ব্বক কহিলেন, আমার জননাশৌচ হইয়াছে অদ্য করণ হয় না। ইত্যবকালে পুরন্দর মৈত্র উষ্মা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমি পুরন্দর মৈত্র আমার পর চাতুরী, অতএব আমি আর চাঁদাই লাহিড়ীর সহিত কুশ ধরিব না। এই কালে পুরন্দর মৈত্র হরি গোঁসাই সান্যালে করণ। হরি গোঁসাই সান্যাল শূরানন্দ ধর্ম্মরায়ে করণ। হিরণ্য ভাদুড়ী জগাই চামটায় করণ। জগাই ডাঙ্গর গোবিন্দ মৈত্রে করণ। এইভাবে জগাই চামটার গঙ্গালাভ। পাঁচকর্ত্তা বর্ত্তমান।

'আজ হিরা পুরা, ভাঙ্গর হরে শূরা।'

পাঁচকর্ত্তা জোনালী বদ্ধ। কিছুকাল অন্তে অমোঘে মহানন্দে করণ। জোনালী নিষ্কৃতি।"

[অপরাপর বিবরণ কুলীন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বারেন্দ্র কায়স্থ, * বারেন্দ্রদেশবাসী কায়স্থ-শ্রেণীভেদ। এখন যে স্থান আমরা বরেন্দ্র বলিয়া মনে করি, সেই স্থানই আদি গৌড়মণ্ডল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং আদি গৌড়ীয় কায়স্থ বলিলে এই বরেন্দ্রবাসী কায়স্থকেই বুঝাইত। উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলগ্রন্থ ও আইন-ই-অকবরী নামক মুসলমান ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে গৌড়াধিপ মহারাজ আদিশূর ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কায়স্থ ছিলেন। তৎপূর্ব্বেও যে গৌড়ে কায়স্থ অধিকার ছিল, তাহা আইন্-ই-অকবরী হইতে জানা যায়। সুতরাং গৌড়ে বহুপূর্ব্বকাল হইতেই কায়স্থজাতির উপনিবেশ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান গৌড়বঙ্গে যে বাহাত্তর বা অচলা সংজ্ঞক কায়স্থগণের বাস দেখা যায়, তন্মধ্যে অধিকাংশই সেই আদি গৌড় কায়স্থসন্তান। বৌদ্ধ ও জৈনপ্রভাবকালে এই সকল কায়স্থগণ অনেকেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈন বা বৌদ্ধাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন একারণ আদিশূরের সময় খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে ব্রাহ্মণাভ্যুদয় কালে ঐ সকল জৈন বা বৌদ্ধাচারী কায়স্থ নিন্দিত হইয়াছিলেন।

আদিশূরের উৎসাহে সাগ্নিক ব্রাহ্মণাভ্যুদয় কালে নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণভক্ত কায়স্থগণের সমাগম ঘটিয়া থাকিবে, আধুনিক কুলাচার্য্যগণ সেই সকল কায়স্থগণকে কেহ উত্তররাঢ়ীয় কেহ বা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের বীজপুরুষ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তৎকালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বংশেতিহাস অনুসরণ করিলে উত্তররাঢ়ীয় বা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের বীজপুরুষগণকে আদিশূরের সময়ে আগত বলিয়া মনে করা যায় না। যদি এই দুই শ্রেণীর কায়স্থের বীজ-পুরুষগণ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে ১ম আদিশূরের সময় আগমন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়ে সমাগত সাগ্নিক বিপ্র-সন্তানগণের ন্যায় তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরেই আমরা কায়স্থ-সমাজেও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীবিভাগ দেখিতাম, এছাড়া বারেন্দ্র বিপ্রগণের মধ্যে বীজপুরুষ হইতে বর্ত্তমান পুরুষ পর্য্যন্ত যেমন ৩৮।৩৯ পর্য্যায় পাইতেছি, উত্তররাঢ়ীয় বা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজেও এইরূপ বংশ পর্য্যায় পাইতাম। যখন উত্তর-রাঢ়ীয় বা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের বীজপুরুষ হইতে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের উৎপত্তি হয় নাই অথবা বংশপর্য্যায়ে যখন উত্তররাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থসমাজে ৩২।৩৩ পুরুষ এবং দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থসমাজে ২৭।২৮ পুরুষের অধিক বংশ বৃদ্ধি ঘটে নাই, তখন কিরূপে বলিব যে উত্তর রাঢ়ীয় ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীনগণের বীজপুরুষগণ আদিশূরের সময় আগম[ন] করেন? উত্তররাঢ়ীয় সমাজের সংস্কৃত কুলপঞ্জিকায় লিখি[ত] আছে যে, অযোধ্যা হইতে বাৎস্যগোত্রে অনাদিবর সিংহ সৌকালীন গোত্রে সোমঘোষ, মথুরা হইতে মৌদ্গাল্য পুরুষোত্ত[ম] দাস এবং মায়াপুরী হইতে বিশ্বামিত্র গোত্রজ সুদর্শন মিত্র কাশ্যপ দেবদত্ত এই পঞ্চকায়স্থ গৌড়ে আগমন করেন।† তাঁহা[রা] গৌড়াভিমুখে যাত্রাকালে পথে শুনিয়াছিলেন যে গৌড়া[ধিপ] আদিশূর যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রা[হ্মণ] ও কয়জন কায়স্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। উত্তররাঢ়ীয়গণ রাজার সময় উপস্থিত হন, তাঁহার নাম মাধব, উপ

* কুলীন ও কায়স্থ শব্দে বঙ্গীয় কায়স্থ-শ্রেণীচতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু যে সময় ঐ দুই শব্দ লিখিত হয়, সে সময় শ্রেণীচতুষ্টয়ের সুপ্রাচীন কুলগ্রন্থ সমস্ত হস্তগত না হওয়ায় যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মধ্যে অসামঞ্জস্য ও দুই এক স্থানে কুলেতিহাসের বিপরীত কথা স্থান পাইয়াছে, এ কারণ বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সেই স্থানের সংশোধন কল্পে সংক্ষেপে বঙ্গীয় কায়স্থগণের আদিপরিচয় লিপিবদ্ধ হইল।

† "তত্র বংশে সমুদ্ভূতাঃ পঞ্চবিজ্ঞা মহাজনাঃ।
বাৎস্য গোত্রেনাদিবরঃ সোমঃ সৌকালিনেন চ॥
পুরুষোত্তমঃ মৌদ্গাল্যো বিশ্বামিত্রঃ সুদর্শনঃ।
কাশ্যপেন যৌনামা ইতি তে কথিতং মুদা॥

আদিত্যশূর। এই মাধবাদিত্য শূর সম্বন্ধে উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"গৌড়দেশে মহারাজা আদিত্যশূর নাম।
গঙ্গার সমীপে বাস সিংহেশ্বর গ্রাম।
আদর করিয়া আনে বিপ্র পঞ্চ জন।
সেই সঙ্গে পঞ্চগোত্র আইলা শ্রীকরণ॥
* * * * *
অতি বড় মহারাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি।
পঞ্চ জনার নাম থুইল পঞ্চ খেয়াতি॥
শীঘ্র করি কর্ম্ম করে বাৎস্যের কুমার।
তে কারণে সিংহ নাম থুইল নৃপবর॥
সৌকালিনে দেখিল কথায় বৃহস্পতি।
ঘোষ বলি খ্যাতি থুইল সেই মহামতি॥
হরিতে ভকতি বড় মৌদ্গল্য নন্দন।
দাস বলি খ্যাতি তার সেই সে কারণ॥
তারপর বিশ্বামিত্র করি যে লিখন।
রাজার হইয়া মন্ত্রী মৈত্র আচরণ॥
দানেতে নিপুণ বড় কাশ্যপ নন্দন।
দত্ত বলি খ্যাতি থুইল সেই বিচক্ষণ॥"

উদ্ধৃত প্রাচীন কারিকা হইতে জানা যাইতেছে যে, রাজা আদিশূর তখন যজ্ঞোপলক্ষে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ ও সেই সঙ্গে কায়স্থ আনয়ন করেন, আদিত্যশূর সেরূপ কোন যজ্ঞোপলক্ষে ব্রাহ্মণ কায়স্থ আনয়ন করেন নাই। সম্ভবতঃ আদিশূরের পর পশ্চিম হইতে এ দেশে পুনরায় কতকগুলি ব্রাহ্মণ কায়স্থ আগমন করিলে রাজা মাধবাদিত্য তাঁহাদিগকে সমাদরে নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আদিত্যশূরের রাজধানী সিংহেশ্বর উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত, বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত নহে। বরেন্দ্রভূমির সহিত আদি সংস্রব না থাকায় ঐ শ্রেণীর মধ্যে বারেন্দ্র শ্রেণীবিভাগ ঘটে নাই, উত্তররাঢ়ে বাস হেতু উত্তররাঢ়ীয় নামেই কেবল পরিচিত হইয়াছেন। সিংহেশ্বর গ্রামে অদ্যাপি অনাদিবর-সিংহপ্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ও দেবীমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

পরবর্ত্তী উত্তররাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ আদিত্যশূরকে "আদিশূর" মনে করিয়া আধুনিক কুলকারিকায় লিখিয়াছেন—

"বিপ্র পঞ্চ করণ পঞ্চ শূদ্র পঞ্চ জন।
ত্রিপঞ্চকে উপনীত আদিশূরের ভবন॥"

এই ত্রিপঞ্চকে আবার আধুনিক ইতিহাসানভিজ্ঞ কুলাচার্য্যগণ বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় বিপ্রগণের বীজপুরুষ ক্ষিতীশাদি পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্র, উত্তররাঢ়ীয়গণের বীজপুরুষ অনাদিবর সিংহাদি পঞ্চ শ্রীকরণ এবং দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের বীজপুরুষ মকরন্দ ঘোষ প্রভৃতি অপর পাঁচজনকে ধরিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা একবার মকরন্দকে শূদ্র মধ্যে ধরিয়া আবার অন্যত্র তাঁহাকেই শ্রীকরণ সোম ঘোষের পৌত্র বলিয়া প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাতেই বুঝিয়া লউন যে তাঁহাদের কালজ্ঞান ও কুলজ্ঞান কতদূর!

আমাদের মনে হয় আদিশূরের আহ্বানে পঞ্চ সাগ্নিকের আগমনকালে কএকজন কায়স্থ ও তাঁহাদের পরিচারকরূপে পঞ্চ শূদ্রভৃত্য আসিয়াছিল। অবশ্য তাঁহারা আদিশূরের রাজধানীর নিকট বারেন্দ্রভূমে বাস করিয়াছিলেন। এই কায়স্থ কয়জনের নাম মহেশচন্দ্ররচিত সেনবংশকারিকায় এইরূপ দৃষ্ট হয়—

"মহারাজা আদিশূর গৌড়ের রাজন।
ছয় জন কায়স্থ করিল আনয়ন॥
রাজ্য হেতু রাজা কার্য্যদক্ষ লোক আনে।
রাজার আদরে আইসে কায়স্থ ছয় জনে॥
রমানাথ সেন আর দাস সদাশিব।
হরিশ্চন্দ্র সিংহ আইসে শ্রীবসন্ত দেব॥
চন্দ্র পালিত আইসে শ্রীঅনন্ত কর।
ছয় জনে আইলেন রাজার গোচর॥
তুষ্ট হৈয়া আদিশূর গৌড়ের ঈশ্বর।
সভা মধ্যে বহু মান করে বরাবর॥"

আদিশূরের পরই বৌদ্ধনৃপতি ধর্ম্মপাল বারেন্দ্র অধিকার করেন। [পালরাজবংশ ও বঙ্গদেশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য] এই সময়ে আদিশূরের পুত্র ভূশূর গৌড় ছাড়িয়া রাঢ়দেশে পলাইয়া আসেন। তাঁহার সহিত পঞ্চ সাগ্নিকের কএকজন পুত্রও এদেশে আসিয়াছিলেন। ভূশূর তাঁহাদিগকে রাঢ়ীয় আখ্যা প্রদান করেন। তাঁহারাই বর্ত্তমান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের বীজপুরুষ। ব্রাহ্মণ আসিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু ভূশূরের সহিত অথবা তৎপরবর্ত্তী কোন শূরবংশীয়ের রাজত্বকালে কোন কায়স্থ সন্তান বারেন্দ্র হইতে রাঢ়ে আসিয়া বাস করেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে পালরাজাশ্রয়ে যে সকল ব্রাহ্মণ বারেন্দ্রে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণহেতু রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র মধ্যে যৌন সম্বন্ধ অনেকটা রহিত হয়।

"ততোঽনাদিবরঃ সোমোঽপ্যযোধ্যায়ামুবাস চ।
পুরুষোত্তম উসিত্বা বৈ মথুরাঞ্চ সদা সুখী॥
ততঃ সুদর্শনো যৌ চ মায়াপুর্য্যাং তদাঽবসৎ।" (কুলপঞ্জিকা)

বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের ন্যায় আদিশূরানীত কায়স্থ ও শূদ্র পঞ্চ বৌদ্ধসমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। এমন কি ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-কালে অনেক বারেন্দ্রব্রাহ্মণ পুনরায় বৈদিকাচার গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত হইলেও কায়স্থ ও শূদ্রগণের সেরূপ সুবিধা না হওয়ায় তাঁহারা নিন্দিত ও হীনাবস্থায় থাকিয়া যায়। তাহাতে তাহাদের নাম বা বংশাবলী রক্ষায় সেরূপ যত্ন হয় নাই। অবশেষে সাগ্নিক বিপ্রবংশধর আধুনিক রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ উত্তররাঢ়ীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের উপর স্ব স্ব প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য সেই প্রাচীন আখ্যান আদিশূরের বহু পরে আগত বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থের উপর ন্যস্ত করিতে অর্থাৎ উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে চাপাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু উত্তররাঢ়ীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের সুপ্রাচীন কুলাচার্য্যগণ কেহই এরূপ বিসদৃশ কথা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তাই বলি, আধুনিক কুলগ্রন্থের উপর নির্ভর না করিয়া বিশেষ সতর্কভাবে তত্তৎ সামাজিকের লিখিত সেই সেই সমাজের সুপ্রাচীন কুলগ্রন্থের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

যাহা হউক, এখন আমরা বুঝিতেছি যে, মহারাজ আদিশূরের পূর্ব্ব হইতেই এদেশে কায়স্থজাতির বাস ছিল। আদিশূরের সময়ও এদেশে কএকজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন, কিন্তু পালরাজ-গণের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণকুলাচার্য্যগণ তাঁহাদের সকলের কুলপরিচয় রক্ষা করেন নাই। আদিশূরের কিছু পরে অর্থাৎ যে সময়ে বারেন্দ্রে বৌদ্ধরাজগণ এবং রাঢ়দেশে শূরবংশ রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে উত্তররাঢ়ে মাধবাদিত্যশূর অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই রাজার রাজত্বকালেই উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-গণের বীজপুরুষগণ রাজসম্মানিত হইয়াছিলেন।

রাজা জয়পাল সম্ভবতঃ আদিত্যশূর বা তাঁহার বংশধরের নিকট উত্তররাঢ় অধিকার করেন, এই সময়ে কেহ কেহ পাল-রাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়া পালাধিকারে কায়স্থবৃত্তি অবলম্বন করেন, কেহ বা বীরভূমের দুর্গমপ্রদেশে অর্দ্ধস্বাধীনভাবে রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন।

উত্তররাঢ় পালাধিকারভুক্ত হইলেও দক্ষিণরাঢ় বহুদিন হিন্দু-ধর্ম্মানুরক্ত শূরবংশীয়ের অধিকারে ছিল। শূরবংশীয় রাজগণের যত্নে দক্ষিণরাঢ়ে বৌদ্ধাচারনিবারণ ও বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহাতে এখানকার গৌড়ীয় বা আদি রাঢ়ীয় কায়স্থগণও যোগদান করিয়াছিলেন। শূরবংশীয় রাজগণের অধীনেও দক্ষিণরাঢ়ের নানাস্থানে কায়স্থগণ রাজত্ব করিতেছিলেন, তন্মধ্যে ভূরিশ্রেষ্ঠী বা ভূরস্যুটের রাজা পাণ্ডুদাসের নাম উল্লেখ-যোগ্য। এই নৃপতির আশ্রয়েই শ্রীধরাচার্য্য খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে ন্যায়কন্দলী নামে প্রসিদ্ধ ন্যায় গ্রন্থ রচনা করেন। প্রায় ১০১২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-রাঢ়পতি রণশূর দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্রচোলের হস্তে পরাজিত হন। সেই সঙ্গে দক্ষিণরাঢ়ে দাক্ষিণাত্যপ্রভাব বিস্তৃত হয়।

দাক্ষিণাত্য-নরেন্দ্রবংশে সেনরাজগণের উদ্ভব। রাজেন্দ্র চোল যে সময় রাঢ়বঙ্গ আক্রমণ করেন, সেই সময়ে সামন্তসেনের অভ্যুদয়। ঈশ্বর বৈদিকের সুপ্রাচীন বৈদিককুলপঞ্জী হইতে জানিতে পারি যে সুবর্ণরেখানদীপ্রবাহিত কাশীপুরী (মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান কাশীয়াড়ী) নামক স্থানে সামন্তসেনের পুত্র ত্রিবিক্রম হেমন্তসেন রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ বিজয়সেন সমস্ত গৌড়বঙ্গ জয় করিয়া একচ্ছত্রাধিপত্য লাভ করেন। দাক্ষিণাত্য হইতে বৈদিক বিপ্রগণ প্রথমতঃ তাঁহার সহিত আসিয়াই বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারের আয়োজন করেন। এই সময় কুরঙ্গেষ্টি যজ্ঞ উপলক্ষে মহারাজ বিজয়সেন বারাণসীর নিকটবর্ত্তী কর্ণাবতী সমাজ হইতেও কতিপয় বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

বৈদিককুলপঞ্জী মতে "বেদগ্রহগ্রহমিতে বভূব স রাজা" অর্থাৎ ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃষ্টাব্দে) বিজয়সেনের রাজ্যাভিষেক। বঙ্গজকুলজীসারসংগ্রহে লিখিত আছে—

"নয়শত চুরানই শক পরিমাণে।
আইলেন দ্বিজগণ রাজসন্নিধানে॥
পঞ্চকায়স্থ সঙ্গে আরোহণ গোযানে।
সম্মানপূর্ব্বক ভূপ রাখিলা সর্ব্বজনে॥"

উক্ত বচন হইতে আমরা জানিতেছি যে, ৯৯৪ শকে বিজয় সেনের রাজ্যাভিষেক, তদুপলক্ষে বৈদিক ব্রাহ্মণ ও সেই সঙ্গে পঞ্চকায়স্থাগম হইয়াছিল। এই পঞ্চকায়স্থই ঘোষ, বসু, মিত্র গুহ ও দত্ত-বংশের বীজপুরুষ সৌকালিন গোত্রজ মকরন্দ গৌতমগোত্রজ দশরথ বসু, বিশ্বামিত্র গোত্রজ কালিদাস মিত্র কাশ্যপগোত্রজ দশরথ এবং মৌদ্গল্য গোত্রজ পুরুষোত্তম দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকারিকায় পুরুষোত্তম দত্ত ভরদ্বাজ গোত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। একারণ অনেকে কনোজাগত পঞ্চকায়স্থের মধ্যে ভরদ্বাজ পুরুষোত্তম দত্তকে ধরিয়া থাকেন। কিন্তু দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঢাকুরী পাঠ করিলে জানা যায় যে ভরদ্বাজ, পুরুষোত্তমের সমাজ বালি এবং মৌদ্গল্য পুরুষোত্তমের সমাজ বটগ্রাম ভরদ্বাজ গোত্রজ দত্ত মহাশয় কাঞ্চীপুর (দাক্ষিণাত্য) হইতে এবং মৌদ্গল্য দত্ত মহাশয় পশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আগমন করেন। কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে বোধ হয় যে মৌদ্গল্য পুরুষোত্তমের কিছু পূর্ব্বে ভরদ্বাজ পুরুষোত্তম আগমন করেন এবং নিজের অহঙ্কারে রাজসম্মানলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ঢাকুরীতে আছে—

"বীজী পুরুষোত্তম দত্ত, সদাশিব অনুযুক্ত,
কাঞ্চীপুর হইতে গৌড়দেশে।
শ্রীবিজয় মহারাজ, অহঙ্কারী সভা মাঝ,
কুলাভাব হইল নিজ দোষে ॥
তস্য সুত গোবর্দ্ধন, বংশজ ভাবেতে করণ" ইত্যাদি

বহুতর দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র ঢাকুর গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, কেহ কান্যকুব্জ, কেহ মিথিলা, কেহ অযোধ্যা, কেহ হরিদ্বার, কেহ মগধ, কেহ কাশী, কেহ কাঞ্চী প্রভৃতি নানা স্থান হইতে গৌড়দেশে আগমন করেন। মহারাজ বিজয়সেন তাঁহাদিগকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বহু দূরদেশ হইতে বিভিন্ন উপাধিধারী কায়স্থগণ এদেশে আসিয়া বাস করিলেও তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদানে কোনপ্রকার বাধা ছিল না।

মহারাজ বিজয়সেন বৈদিক বিপ্রভক্ত ছিলেন, তাঁহার সময়ে বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারেরই আয়োজন চলিয়াছিল। কিন্তু তৎপুত্র বল্লালসেনের মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ১১১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময়েও উত্তরবারেন্দ্রে বৌদ্ধাধিকার। সমস্ত বারেন্দ্রভূমে এ সময়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধাচারই প্রবল। বল্লালসেন উত্তরবারেন্দ্র অধিকার করিয়া গৌড়ে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই তিনি তান্ত্রিক উপদেশে মুগ্ধ হইয়া তান্ত্রিকধর্ম্ম গ্রহণ করেন, সেই সঙ্গে উচ্চ শ্রেণির মধ্যেও তান্ত্রিকধর্ম্মপ্রচারের উদ্যোগ চলে। তাহারই ফলে তিনি ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে দিব্য, বীর ও পশুক্রমে মুখ্যকুলীন, গৌণকুলীন এবং শ্রোত্রিয় বা মৌলিক এই ত্রিবিধ কুলনিয়ম স্থাপন করেন। যে সকল ব্রাহ্মণকায়স্থ মহারাজ বিজয়সেনের সময়ে রাজকার্য্য গ্রহণ করিয়া বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বল্লালের অভিষেক-কালে মন্ত্রিত্বলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বল্লালের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ব্রাহ্মণকায়স্থের মধ্যে যাঁহারা বল্লালের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বল্লালের কুলমর্য্যাদা লাভ করেন। কায়স্থগণের মধ্যে রাজা বিজয়সেনের সভায় সমুপাগত মকরন্দ ঘোষের দুই পুত্র সুভাষিত ও পুরুষোত্তম, দশরথবসুর দুই পুত্র পরম ও কৃষ্ণ, বিরাটগুহের পৌত্র ও নারায়ণের পুত্র দশরথ, কালিদাস মিত্রের পুত্র অশ্বপতি ও শ্রীধর এই সাতজন মাত্র বল্লালী কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। এই সাতজনের মধ্যে সুভাষিত ঘোষ, পরম বসু, দশরথ গুহ ও অশ্বপতি মিত্র এই চারিজন বঙ্গে এবং পুরুষোত্তম ঘোষ, কৃষ্ণবসু ও শ্রীধর মিত্র এই তিনজন দক্ষিণরাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাসস্থান অনুসারে তাঁহাদের বংশধরগণ যথাক্রমে বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় বলিয়া গণ্য হন। বঙ্গেও পূর্ব্বাপর আদি গৌড়-কায়স্থ এবং আদিশূর ও তৎপরবর্ত্তী কালে আগত ৮ ঘর ও ৭২ ঘর কায়স্থের বংশধরগণও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

রাজা বল্লালসেন তাঁহার কুলনিয়মাধীন ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-সমাজে কন্যাগত কুলেরই ব্যবস্থা করিয়া যান, তদনুসারে কোন কুলীনই কুলীন ভিন্ন অপর কোন পাত্রে কন্যাদান করিতেন না। অথচ কুলীনগণ নিম্নকুল হইতে কন্যাগ্রহণ করিতে পারিতেন। এই সময় গৌড়, রাঢ় ও বঙ্গবাসী কায়স্থগণ মধ্যে পরস্পর বৈবাহিকসম্বন্ধ স্থাপনে কোন বাধা ছিল না। তবে যাঁহারা বল্লালসেনের বিরোধী হইয়াছিলেন, তাঁহারা বল্লালীদল হইতে স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিবার জন্য পরস্পরে আদানপ্রদান বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে সকল কায়স্থ বল্লালীমতের বিরোধী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তানগণ উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। কিন্তু দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজসমাজ মধ্যে বল্লালের পরবর্ত্তী কালেও আদানপ্রদান চলিয়াছিল। বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনও সমীকরণ করিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-কুলীনগণকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই হস্ত হইতে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়রাজ্য মুসলমানকবলিত হয়। গৌড়দেশ গেলেও পূর্ব্ববঙ্গ তাহার পরেও বহুকাল সেনবংশীয় রাজগণের শাসনাধীন ছিল। প্রায় ১৩০০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করেন। এই সময়ই হিন্দুসমাজে প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের পৌত্র মহারাজ দনৌজামাধব চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করেন এবং তাঁহার সভাতেও বল্লালী ব্রাহ্মণকায়স্থ-সমাজের ২।৩ বার সমীকরণ হয়। বঙ্গজ কুলজীসারসংগ্রহে লিখিত আছে—

"দনুজমাধব রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি।
সেই হইল বঙ্গজ কায়স্থ গোষ্ঠীপতি॥
গৌড় হইতে আনাইলা কায়স্থ কুলপতি।
কুলাচার্য্য আনাইয়া করাইল স্থিতি॥" (দ্বিজ বাচস্পতি)

দ্বিজ বাচস্পতির উক্তি হইতে বেশ জানা যাইতেছে যে মহারাজ দনৌজামাধব যখন চন্দ্রদ্বীপ সমাজ পত্তন করেন, সে সময়ে তিনি গৌড় হইতে বহু কুলীন ও কুলাচার্য্য আনাইয়া-ছিলেন। সুতরাং বল্লালের সময় দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ এই দুই শ্রেণীবিভাগ ঘটিলেও আদানপ্রদানে কোন বাধা ঘটে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে দনৌজামাধব কর্ত্তৃক চন্দ্রদ্বীপসমাজপ্রতিষ্ঠার পরে দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কুলীন মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ রহিত হয়। মুসলমান শাসন হইতে দূরে রাখিয়া কুলাচারী ও সদাচারী করিবার উদ্দেশ্যই চন্দ্রদ্বীপসমাজের প্রতিষ্ঠা। অপর সকল স্থানে মুসলমান অধিকার ও মুসলমানসংস্রব ঘটায় এবং চন্দ্রদ্বীপ

সমাজ মুসলমান শাসন হইতে বহুদূরে থাকায় চন্দ্রদ্বীপ সমাজেরই শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত হয়।* যে সময়ে দনৌজামাধবের যত্নে চন্দ্রদ্বীপ সমাজের সৃষ্টি, সেই সময়েই দক্ষিণরাঢ়ীয় বল্লালী কুলীন বংশধরগণ হইতে বিভিন্ন সমাজের উৎপত্তি ঘটে। যথা—মকরন্দঘোষের অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ নিশাপতি হইতে বালী ও প্রভাকর হইতে আকনা, দশরথ বসুর অধস্তন ৫ম পুরুষ শুক্তি হইতে বাগাণ্ডা ও মুক্তি হইতে মাহীনগর, কালিদাস মিত্রের অধস্তন ৮ম পুরুষ ধুঁই মিত্র হইতে বড়িশা ও গুঁই মিত্র হইতে টেকা সমাজ গঠিত হয়। নিশাপতি প্রভৃতি সমাজকর্ত্তাদিগকে কেহ কেহ বল্লাল-সভায় সম্মানিত কুলীন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত সমাজকর্ত্তা ও কুলীনগণ দনৌজামাধবের সমসাময়িক হইতেছেন।

বঙ্গে চন্দ্রদ্বীপসমাজ ও দক্ষিণরাঢ়ে উক্ত ছয় সমাজ উৎপত্তির বহু পরে বঙ্গজদিগের বাজু, বিক্রমপুর, ভূষণা বা ফতেয়াবাদ ও যশোর সমাজ এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় বংশজ ও মৌলিকদিগের বিভিন্ন সমাজের উৎপত্তি হয়। [কায়স্থ শব্দ ৬০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থসমাজ বল্লালী নিয়মের অধীন হইয়াছিলেন। বঙ্গজ সমাজে বরাবর বল্লালী নিয়ম চলিলেও, দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে স্থায়ী হইতে পারে নাই। কারণ খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে পুরন্দর খান্ দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে জ্যেষ্ঠ পুত্রগত কুলনিয়ম প্রচার করেন। সে সময়ে বল্লালের কন্যাগত কুলপ্রথা প্রচলিত থাকিলে এ প্রথা পুরন্দর এককালে উঠাইতে পারিতেন না। উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রসমাজ বল্লালী নিয়ম কখন স্বীকার করেন নাই। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবীজী অনাদিবর সিংহের অধস্তন ৯ম পুরুষ ব্যাসসিংহ † গৌড়াধিপ বল্লালের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বল্লালী মতের সমর্থন না করায় বরং বিরুদ্ধাচরণ করায় বল্লালের আদেশে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হইয়াছিল। এইরূপ দেবাদিত্য দত্ত বংশীয় কএকজন ব্যক্তিও বল্লালের কঠোর আদেশে নিহত হইয়াছিলেন। জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ব্যাসসিংহ জীবন বিসর্জ্জন করেন বলিয়া তাঁহার পিতা লক্ষ্মীবর 'করণগুরু' আখ্যালাভ করেন। ব্যাসের কনিষ্ঠ পুত্র ভগীরথ সিংহ বঙ্গদেশে যান এবং তাঁহার বংশধরেরা বঙ্গজ সমাজভুক্ত হন। ব্যাসের জ্যেষ্ঠপুত্র বনমালী কান্দিতে আসিয়া বাস করেন। এই বনমালীর পৌত্র বিনায়ক সিংহ ঐ প্রদেশে রাজা হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে দনৌজামাধবের যত্নে যেরূপ বঙ্গজ সমাজবন্ধন ঘটে, উত্তররাঢ়ে রাজা বিনায়ক সিংহের যত্নে সেইরূপ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়েই ভরদ্বাজ গোত্রজ সিংহ এক ঘর, শাণ্ডিল্য ঘোষ এক ঘর, মৌদ্গাল্য কর এক ঘর এবং কাশ্যপগোত্রজ দাস এক ঘর উত্তররাঢ়ীয় সমাজে মিশিয়া যান। পরবর্ত্তীকালে বাহাত্তরিয়া বা আদি গৌড়-কায়স্থবংশীয় শূর প্রভৃতি কএক ঘর উত্তররাঢ়ীয় সমাজে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁহাদের আদানপ্রদান অতি নিম্ন শ্রেণিতেই হইয়া থাকে।

উত্তররাঢ়ীয় ব্যাসসিংহ প্রভৃতির ন্যায় ভৃগুনন্দী প্রভৃতি নবাগত কএকজন কায়স্থও রাজা বল্লালের বিরোধী হইয়াছিলেন। শেষে বল্লালের নির্য্যাতন ভয়ে তাঁহারা বারেন্দ্র অঞ্চলে পলাইয়া গিয়া স্বতন্ত্র সমাজ গঠনের চেষ্টা করেন। রাজা বিজয়সেনের পূর্ব্বে আগত উত্তররাঢ়বাসী কএকজন কায়স্থ পরিবার লইয়া যেমন উত্তররাঢ়ীয় সমাজ গঠিত হয়, সেইরূপ রাজা বিজয়সেনের সময়ে নবাগত ভৃগুনন্দীপ্রমুখ কএকজন কায়স্থ লইয়া বারেন্দ্র কায়স্থসমাজ গঠিত হইয়াছিল।

বারেন্দ্র কায়স্থ।

বারেন্দ্র কায়স্থগণের ঢাকুর নামক একখানি গ্রন্থ আছে। ঐ গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে যদুনন্দন নামক জনৈক ব্যক্তি ঐ ঢাকুর-রচয়িতা। আদিশূরের সময় যে কয়জন কায়স্থ আগমন করেন, তাঁহাদের বিষয় লইয়া কুবঞ্চনগরবাসী কুলীন কায়স্থ কাশীদাস যে কুলগ্রন্থ রচনা করেন, যদুনন্দন তাহাই আদর্শ করিয়া নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, যদুনন্দনের আদর্শ আর একখানি ঢাকুর ছিল। তিনি ঐ আদর্শ ঢাকুরকে অতি বৃহৎ গ্রন্থ বলিয়াছেন। কিন্তু সেই বৃহৎ ঢাকুরী এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যদুনন্দনের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পাঠ করিলেও বারেন্দ্রকায়স্থগণের ইতিহাস পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। যদুনন্দন গ্রন্থের প্রথমেই বলিয়াছেন।—

"শুন সভে কহি এবে কর অবধান।
কায়স্থ ঢাকুরী মধ্যে যেমন প্রমাণ॥
কুবঞ্চ নগরে বাস নাম কাশীদাস।
কুলে সুপ্রধান বটে উত্তম সমাজ॥
সৎকুলে উদ্ভব তার জানে সর্ব্বজনে।
আজন্ম ব্রাহ্মণ সেবা করে সযতনে॥

* কুলীন শব্দে লিখিত হইয়াছে যে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি "রাজা পরমানন্দ রায়ের কঠিন কুলবিধি অনুসারে অধিকাংশ কুলীনকায়স্থের কুলনষ্ট হইয়াছে, এখন কেবল মালখানগরের বসু, শ্রীনগরের বসু ও রাইসবরের গুহমুস্তফী এই কয় ঘরের কুল আছে।" এই বিবরণ প্রকৃত নয়, কারণ উক্ত স্থান ব্যতীত গাভা, নরোত্তমপুর, বানরীপাড়া প্রভৃতি নানা স্থানে এখনও ঘোষ, বসু ও গুহবংশীয় বহুতর কুলীন বিদ্যমান। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস কায়স্থকাণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

† কুলীন শব্দে ইহাঁকে বৈদ্যবল্লালের সমসাময়িক বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে; তিনি গৌড়াধিপের মন্ত্রী ছিলেন।

যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চ ব্রাহ্মণ সনে পঞ্চ কায়স্থ আইলা॥
তাহাতে কুলজী সৃষ্টি কৈলা দাসবর।
বল্লালমর্য্যাদা পরে হইল বহুতর॥
সেই আদরের মত লিখিনু বলিয়া।
ইথে অপবাদ মম লইবে ক্ষমিয়া॥"

যদুনন্দন তদীয় আদর্শ আদি ঢাকুরের বিষয় সম্বন্ধে কয়েক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। যদুনন্দনের মূল ঢাকুর গ্রন্থখানি অন্যূন ২০০ শতবর্ষ পূর্ব্বে লিখিত হইয়া থাকিবে। কেননা দুই শত আড়াই শত বর্ষের পূর্ব্বের কতিপয় ব্যক্তির নাম আছে।

উক্ত ঢাকুর গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বল্লালসেন ডোমকন্যা আনয়ন ও অনাচরণীয় জাতিগণকে জলাচরণীয় করা হেতু ব্রাহ্মণগণ ও রাজসভাসদগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। বল্লালের কৌলীন্যমর্য্যাদা অভিনবভাবে সৃষ্ট হওয়ায় কাহাকে নূতন কুলীন করা হইল ও কাহারও কুলীনপদ কাড়িয়া লওয়া হইল। বিশেষতঃ পুত্রের পরিবর্ত্তে কুল কন্যাগত করিবার আদেশ হইল। যদুনন্দন লিখিয়াছেন যে, বৈদিক ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র কায়স্থ ও বৈদ্যগণ এই অভিনব কৌলীন্য গ্রহণ করেন নাই।

[বৈদ্য ও বৈদিক দেখ।]

ভৃগুনন্দী নামক জনৈক রাজমন্ত্রী বল্লালসেনকে ঐ সকল অসামাজিক কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। ভৃগুনন্দীর দৃষ্টান্ত ও প্রমাণপ্রয়োগ শ্রবণে রাজা বল্লাল সেন মহাক্রুদ্ধ হইয়া ভৃগুকে বন্দী করিবার আদেশ প্রদান করিলে, ভৃগু রাজকারাগারে নীত হইয়া তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক শোলকূপাবাসী জটাধর ও কর্কট নাগ নামক দুইজন পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই শোলকূপা বর্ত্তমান যশোর জেলার অন্তর্গত।

ভৃগুনন্দী নাগদ্বয়ের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলেন :—

"জটাধর কর্কট নাগ দুইকে লইয়া।
কহিল রাজার কথা সব বিবরিয়া॥
নাগ কহে শুনিয়াছি বল্লালচরিত।
তার মত গ্রহণেতে বড় বিপরীত॥
অতএব নিবেদন করি সন্নিধানে।
করিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণী থাক শুদ্ধমনে॥
দাস নন্দী চাকী নাগ এইতো ভাবিয়া।
করিলা বারেন্দ্র শ্রেণী হর্ষযুক্ত হৈয়া॥
সিংহ দেব দত্ত ঘর আনিয়া যতনে।
রাখিলা আপন মতে স্থান নিরূপণে॥
পঠীর বন্ধন সব কহিতে লাগিল।
সর্ব্ব সমাধানে এই ভাব নিরূপিল॥
তিনঘর সিদ্ধ ভাব নন্দী চাকী দাস।
নাগ সিংহ দেব দত্ত সাধ্যেতে প্রকাশ॥
পঠীর বন্ধন কৈল ভাবি চারিজন।
কুলবাঞ্চা অকর্ত্তব্য শুনহ কারণ॥
কন্যা কিম্বা পুত্রে যদি কুলবাঞ্চা হয়।
উভয়েতে হবে দোষ জানিহ নিশ্চয়॥
*   *   *   *
কন্যার হইলে কবি মহাপাপ হয়।
ঘোর নরকানলে সে পাপী ডুবয়॥
সে পাপনিবৃত্তি নাহি করে বিত্তবলে।
হন হন নরকানলে যমদূত ফেলে॥
বল্লালমর্য্যাদা হলে অবশ্য ঘটয়।
কুলের কারণে মহাপাপগ্রস্ত হয়॥
ব্রতাদি নিয়মে ধর্ম্মলাভ হয় যত।
কুলক্ষয় জন্য তার নিশ্চয় পাতক॥
অতএব কুলবাঞ্চা অকর্ত্তব্য হইল।
সিদ্ধ সাধ্য দুইভাব প্রসিদ্ধ গণিল॥
দানগ্রহণ শ্রেষ্ঠভাব করণ তাৎপর্য্য।
কুলাকুল দুই হৈতে লাভ শৌর্য্যবীর্য্য॥
সিদ্ধঘরে প্রধান ত্রুটী যদি হয়।
সাধ্যঘরে সিদ্ধ যত বিগ্রহের প্রায়॥
সাতঘর একত্র লইয়া পঠীবদ্ধ কৈলা।
তৎপশ্চাৎ আধঘর শর্ম্মা হৈলা॥
শর্ম্মার বৃত্তান্ত শুন কহিব স্বরূপে।
তাহাকে রাখিলা নন্দী নিজ ভৃত্যরূপে॥
নরসুন্দর নাম তার শর্ম্মা পদ্ধতি।
নীচ কর্ম্ম করে সদা তাহে ক্ষুদ্রমতি॥
আত্মখেদ করে শর্ম্মা মহাশয়।
আমাতুল্য লোক যত বল্লালসভায়॥
তাসবার মর্য্যাদা হৈল বহুতর।
আমি সে রহিনু মাত্র হইয়া নাচার॥
আমি না থাকিব আর অন্য হইতে।
যদি মোরে দেও কুল থাকিব এথাতে॥
একথা শুনিয়া হাসি কহে নন্দী চাকি।
আজি হইতে অর্দ্ধভাব আর অর্দ্ধ ফাঁকি॥
এই কথা শুনি পরে নাগ জটাধর।
উন্মাতে খেদাল তারে দেশদেশান্তর॥

সেই হইতে শর্ম্মা গেল অন্তদেশে।
বারেন্দ্রপ্রধান মধ্যে কভু নাহি মিশে॥
এই মত পঠীবদ্ধ বারেন্দ্রে হইল।
বল্লালমর্য্যাদা কেহ কিছু না লইল॥
উত্তম কায়স্থবংশ উত্তম আচার।
সমাজ বান্ধিল তার লয়ে সপ্তঘর॥
জলদুগ্ধ একত্রেতে একাধারে রৈলে।
হংস যথা দুগ্ধ খায় জল নাহি গেলে॥"

উদ্ধৃত পয়ার পাঠে প্রতীয়মান হয় যে রাজমন্ত্রী ভৃগুনন্দী জটাধর ও কর্কট নাগের সাহায্যে দাস, নন্দী, চাকি, নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত এই সাতঘর লইয়া সমাজ গঠন করেন। নরসুন্দর শর্ম্মা * নামক জনৈক বাহাত্তুরে কায়স্থ ভৃগুনন্দীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। উক্ত ব্যক্তিকে ভৃগু নন্দী ও মুরারি চাকি "অর্দ্ধকুল" দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু জটাধর নাগ তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

যদুনন্দনের ঢাকুরপাঠে প্রতীয়মান হয় যে পঠীবন্ধনকালে পদ্ধতি প্রভৃতির বিচারপূর্ব্বক বারেন্দ্রসমাজ গঠিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন—

"প্রথমে দাসের আদি কর অবধান।
কাশীশ্বর দাসের জ্ঞাতি নরদাস নাম॥
সৎকুলে জনম তার শ্রেষ্ঠ কুলক্রিয়া।
উত্তম হইল ভাব সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া॥
তাহার কুলকর্ম্ম অসংখ্য বর্ণন।
লক্ষ্মীযুক্ত মুক্তহস্ত ছিল বহুধন॥
কুলে শীলে যশোবন্ত যোড়শ লক্ষণে।
জন্ম গোয়াইল তেঁহ দ্বিজ সম্ভাষণে॥
কি কব কুলের ব্যাখ্যা না যায় বর্ণন।
এ যাবত নন্দী চাকির দানগ্রহণ॥
যখন কুলাজি সৃষ্টি হইতে লাগিল।
পদ্ধতিবিচারে শ্রেষ্ঠ দাস ঘর হইল॥"

নরদাস ঠাকুর তৎকালে কুবঙ্ক (কোলঙ্ক) নগর হইতে এদেশে আগমন করেন।

"নরদাস ঠাকুর নাম, কুবঙ্কনগর ধাম,
আছিলেন স্বরাজ্য আশ্রয়ে।
মাতামহ পৌরষ, পৃথিবীতে যার যশ,
অদ্যাবধি মহিমা ঘোষয়ে॥"

নরদাসঠাকুর বারেন্দ্রসমাজ-গঠনকালে এদেশে উপনিবেশী হন। বল্লালের রাজসভায় কার্য্য করিবার জন্য সমাজ-গঠনের কিছু পূর্ব্বে ভৃগুনন্দী ও মুরহর দেবের এদেশে আগমন হইয়া থাকিবে। যাহা হউক যে সপ্তঘর লইয়া বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ গঠিত হয়, তাঁহারা এদেশে উপনিবেশী হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তৎকালে শ্রেষ্ঠবংশজাত উপনিবেশী কায়স্থগণ অন্যান্য কায়স্থগণের নিকট সম্মানলাভ করিতেন।

উক্ত নরদাস ঠাকুরের পুত্রগণ মধ্যে কনিষ্ঠ বগুড়ায় ছিলেন। এই কনিষ্ঠ পুত্রের বংশ ধনহীনতা জন্য প্রধান করণে অসমর্থ হইয়া "অমূলজ ভাবে" পরিণত হইয়াছেন। মধ্যমপুত্রের বংশ মধ্যমভাবে পরিগণিত। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠপুত্র বাকীগ্রামবাসী ছিলেন। ইহার ভাব শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। অপর পুত্র ভুবনের বংশ বনপুরের দাস বলিয়া পরিচিত।

দাসবংশের বিবরণ মধ্যে হরিপুর, নাগড়া ও শুধি এই তিন স্থানের নাম উল্লেখ আছে। ইহারা নরদাস ঠাকুরের বংশীয় নহেন। হরিপুরের দাসগণের গোত্র কাশ্যপ, শুধির দাসের গোত্র মৌদ্গল্য। ঢাকুরগ্রন্থে ঐ তিন স্থানের দাসগণকেই মৌদ্গল্য বলা হইয়াছে; তাহা লিপিপ্রমাদ হওয়া অসম্ভব নহে।

"হরিপুর, নাগড়া, শুধি, মৌদ্গল্যগোত্র বাদী,
এই তিনস্থান ঢাকুরীতে।
কিন্তু শুধি পাইল নিধি, সদয় হইল বিধি,
কার্য্য কৈল নন্দী চাকি সাথে॥
হরিপুরের ভাব কষ্ট, কার্য্য নাহি হৈল শ্রেষ্ঠ,
মধ্যবিৎ কার্য্য কেহ কৈল।
কেহ বন্দে কেহ নিন্দে, কার্য্য সব নীচ সম্বন্ধে,
সমাজসম্মান নাহি রৈল॥
আর এক দোষ বলে, জ্ঞাতি সব অন্য মেলে,
কেহ গেল দক্ষিণ শ্রেণীতে।
কেহ বা বঙ্গেতে গেলা, কেহ বা বারেন্দ্রে রৈলা,
তার কার্য্য নহিল প্রধান।
অষ্টমুনিশা পোতাজিয়া, নিয়াবিল বাড়িয়া,
খামরা সরিসা বাজুরস।

* এই নরসুন্দর শর্ম্মার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া গৌড়ে-ব্রাহ্মণলেখক ও সম্বন্ধ-নির্ণয়কর্ত্তা বারেন্দ্রকায়স্থগণের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ নরসুন্দর নাম দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শর্ম্মা নাপিত ছিল এবং দাস নন্দী চাকী প্রভৃতি শর্ম্মার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থকারদ্বয় যদুনন্দনের ঢাকুরের হস্তলিখিত গ্রন্থ সংগ্রহপূর্ব্বক ঐ গ্রন্থ হইতে শর্ম্মার নাপিত থাকিবার বিষয় কোন কিছু বা দাস নন্দী প্রভৃতি সকলেই শর্ম্মার কন্যা বিবাহ করা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই। অথচ সকলের কল্পিত কথা বলিয়াছেন। নরসুন্দর বিশুদ্ধ কায়স্থ ছিলেন। বাহাত্তুরে কায়স্থগণের মধ্যে শর্ম্মা উপাধিধারী কায়স্থ বর্ত্তমান ছিল ও অদ্যাপিও আছে।

ইথে যার কার্য্য নাই, তাহাকে সন্দেহ নাই,
এই মাত্র কুলজী প্রকাশ ॥
নাগড়া নিগ্রাম ভাব, তাহা লিখে কিবা কাজ,
কষ্ট ঘর মধ্যেতে গণনা।
নাহি জানা চেনা শুনা, ভাবকষ্ট সর্ব্বজনা,
অন্যান্য পঠীতে মিশিল।
এই ত দাসের শ্রেণী, সমাজ প্রধান জানি,
বাকীগ্রামবাসী যত দাস।
বহুগোষ্ঠী ক্রমে হৈয়া, স্থানে স্থানে রৈল যাইয়া,
এই সব হইল সমাজ ॥"

ঢাকুরে দাসবংশের প্রাচীন সমাজস্থান বাকীগ্রাম, সাধুখালী, মচমৈল, ময়দানদীঘি, বিপছিল, চৌপাখি, পাবনা, মালঞ্চি, কেচুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, মাণিকদি ও ঘরগ্রাম লিখিত হইয়াছে।

ঢাকুরকার দাস উপাধিবিশিষ্ট বিভিন্ন বংশীয় যত ঘর সমাজে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার একটী তালিকা দিয়া নরদাস ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্রের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিয়াছেন। নরদাস ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীধরের বংশমধ্যে ও ভৃগুনন্দীর বংশীয় কাণু মাধব শিবশঙ্কর ও মুরহরদেবের বংশীয় যে সকল ঘর অতঃপর কথিত কুলনিয়ম মত যাঁহারা আদানপ্রদানে নিরত, তাঁহারাই সমাজে "কুলীন" বলিয়া পরিচিত। কাশ্যপগোত্রীয় হরিপুরের দাসগণ ও মৌদ্গাল্যগোত্রীয় নাগরার দাসগণের সামাজিক মর্য্যাদা উক্ত বর্ণনাতেই বোধগম্য হইবে।

ঢাকুরকার নন্দীবংশের বর্ণনামধ্যে লিখিয়াছেন যে, ভৃগুনন্দীর ৭টী পুত্র ছিল। বাল্মীকি নামক পুত্র নিঃসন্তান এবং কৌতুক ও শ্রীকণ্ঠ নামক পুত্র ভাবচ্যুত হন। প্রথমপক্ষের অপর দুই পুত্র শিব ও শঙ্কর মধ্যবিদ্ ভাব এবং কানু ও মাধবের বংশ প্রধান ভাবে গণ্য হইলেন।

"কানুমাধবের বংশ ভাবেতে প্রধান।
মধ্যবিদ্ ভাব শিবশঙ্কর সন্তান ॥
সাধারণ হইল ভাব আর বংশ যত।
এই ত কহিনু পূর্ব্ব কুলজীর মত ॥"

উক্ত কানুনন্দীর বংশীয় গোপীকান্ত নামক জনৈক ব্যক্তি চতুর চাকির কন্যাগ্রহণ করেন। রাজা মানসিংহের সময় গোপীকান্ত বাঙ্গালার কানুনগো ছিলেন। ইঁহার বিস্তর প্রশংসাবাদ ঢাকুরে বর্ণিত আছে। গোপীকান্তের পূর্ব্ব কুলগৌরব বলে ঐ চতুরচাকির কন্যাগ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁহার কুলে কোনরূপ আঘাত পড়ে নাই। শিবনন্দীর বংশীয় জনৈক ব্যক্তি পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থজাতির কন্যা বিবাহ করায় তাহাদিগের কুলে আঘাত থাকা দৃষ্ট হয়।

নন্দীবংশের মধ্যে জগদানন্দ রায়, রমাকান্ত, গোপীকান্ত, দেবীকান্ত, রূপরায়, শিবানন্দ সরকার, রাজ্যধর রায় প্রভৃতির নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত রূপরায় "সগোত্রে" বিবাহ করা হেতু পিতৃকোপে ভুতিয়া নামক স্থানে বাস করেন। দেবীদাস খাঁ নবাবসরকারে প্রধান চাকুরী করিয়া ভাগীরথীতীরে মহিমাপুর নামক স্থানে ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করেন। ইনি স্বীয় পুত্রের সহিত চুঁয়ার সিংহবংশীয় জনৈকের কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং আদানপ্রদানের সুবিধার জন্য "বার ঘর" কায়স্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন—

"বার ঘর কায়স্থ তেঁহ সংগ্রহ করিয়া।
উত্তমের তুল্যপদ দিল বাড়াইয়া ॥"

দেবীদাস খাঁ মহাশয় উত্তররাঢ়ীয় সমাজে পুত্রের বিবাহ দেওয়ায় উক্ত সিংহবংশ ও আরও ১১ ঘর কায়স্থ বারেন্দ্র সমাজভুক্ত করিবার জন্য যত্ন করেন। *

উক্ত ঢাকুরবর্ণিত নন্দীবংশের সমাজস্থান, বল্লার, পোতাজিয়া, অষ্টমুনিসা, কালিয়াই, খামরা, চিথ্‌লিয়া, চণ্ডীপুর, সাধুখালী, দিলপসার, রহিমপুর, মণিদহ, মহিমাপুর, বেথুরিয়া, করতজা, হাসকুড়া, মহেশরৌহালী, দেওগৃহ, সিংহডাঙ্গা, মেহেরপুর, কেঁউগাছী, কামারগাঁও এবং আরপাড়া। ইহার মধ্যে বল্লার, কালিয়াই, খামরা, সাধুখালী, মহিমাপুর, বেথুরিয়া, করতজা, দেওগৃহ, মেহেরপুর, কেঁউগাছী, কামারগাঁও এবং আরপাড়া বহুকাল হইতে বারেন্দ্র কায়স্থগণের বসতিশূন্য হইয়াছে। অধুনা নানা স্থানে ঐ সকল সমাজবাসিগণের বংশ দৃষ্ট হয়।

চাকিবংশের বর্ণনা পাঠে বোধ হয় যে ত্রৈলোক্যদেব চক্রবর্ত্তু গ্রাম হইতে আগমন করায় তৎপুত্র মুরহরদেব চাকি উপাধি লাভ করেন। † মুরহরদেবের শেষপক্ষে নীচঘরে বিবাহ হয়। প্রথম

* কায়স্থ-পত্রিকা ২য় বর্ষ ১১৫ পৃঃ।

† যে সময় নরদাস ঠাকুর নাগভবনে শোলকূপায় আগমন করেন, তৎকালে নরদাসের জন্য দাসগাঁতি, ভৃগুনন্দীর জন্য নন্দীগাঁতি ও মুরহরের জন্য চক্রগাঁতি নামক স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।—

"পরম আদরে নাগ সম্মান করিয়া।
তিন জনে তিন বাসা দিল নিরূপিয়া।
নন্দীগাঁতি চাকিগাঁতি দাসগাঁতি গ্রামে।
প্রথমে করিল বাস এই তিন ধামে।"

এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে কুবক প্রদেশের দাস, নন্দী, চক্রী ও নাগ প্রভৃতি গ্রাম হইতে যে সকল কায়স্থ আগমন করেন, তাঁহারাই ঐ গ্রামিণ বিশেষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শিবনাগ নাগদিয়া জমিদারী পরিত্যাগ করিয়া আইসেন। তৎপর তিনি শোলকূপার নিকটে যে বাস নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তাহাও প্রত্যেকের উপাধিযুক্ত হইতেছে। ইহার মূলে ঐরূপ কারণ থাকা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

পক্ষের সন্তান কানুর একশাখা বাজুরস ও অপর শাখা সরিষার চাকি নামে পরিচিত। মুরারির শেষ পক্ষের সন্তানগণ মৌরটে থাকায় তাহারা মৌরটের চাকি নামে প্রসিদ্ধ।

চাকিগণের সমাজ—সরিষা, বাজুরস, মৌরট, শিমলা, হেলঞ্চ, অষ্টমুনিশা, মেদোবাড়ী, কেঁচুয়াডাঙ্গা, গোবিন্দপুর, সেকেন্দরপুর (বাহাদুরপুর), চণ্ডীপুর, গাজনা, দুর্লভপুর, শ্যামনগর, হেমরাজপুর, রামদিয়া, বাগুটীয়া, দিলপসার, রঘুনাথপুর, এতদ্ব্যতীত চাচকীয়া সমাজের চাকিও এ সমাজে দৃষ্ট হয়।

"চাঁচকিয়া হয় চাকি, অনেক করিয়া থাকি,
মধ্যবিদ্ ভাবেতে চলিলা।"

নাগবংশের জটাধর ও কর্কট নাগের পিতা শিবনাগ কুবঞ্চ নগর হইতে এদেশে আগমন করেন।

"নাগদিয়া জমিদারী, প্রতিজ্ঞাতে তাহা ছাড়ি,
তথা হইতে বঙ্গভূমে আইলা।
শোলকুপা বাড়ী করি, তারাউজ্জাল জমিদারী,
জগপতি আখ্যাত হইলা।
* * * *
কত দিনান্তর, জটাধর নাগবর,
সরগ্রাম বসতি করিল॥"

নাগদ্বয় যে সময় শোলকুপাবাসী ছিলেন, তৎকালেই বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ গঠিত হয়। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতনের পর হইতেই শোলকুপা বিধ্বস্ত হইয়াছে। অত্যাচারপীড়িত হইয়া অনেক ব্রাহ্মণকায়স্থ শোলকুপা হইতে দূরে পলায়ন করেন।

ঢাকুরবর্ণিত নাগবংশের সমাজস্থান।—শোলকুপা, সরগ্রাম, বাগদুলী, হরিহরা, রামনগর, কাঁটাপুখরিয়া, পাথরাইল, মালঞ্চী, সিঙ্গা, গাড়াদহ, নন্দনগাছী, ফতেউল্লাপুর, পলাসবাড়ী, ফিলগঞ্জ, ঘুড়কা, সারিয়াকান্দী, গবড়া, উদ্দিঘার, বালিয়া পাড়া, ডাঙ্গাপাড়া, নরণিয়া, সিথনিয়া ও আড়ানী।

করতজাবাসী ব্যাসসিংহের বংশের কেহ কেহ বারেন্দ্র-সমাজে প্রবেশ করেন। আদি কুলজীতে ব্যাসসিংহের পুত্রগণের সমাজস্থানের বিশেষ প্রশংসা আছে বলিয়া যদুনন্দন বর্ণনা করিয়াছেন। সিংহের প্রাচীন সমাজ—করতজা বা করাতীয়া, জেমোকান্দী, পরীক্ষিতদিয়া, চোঁয়া ও উধুনিয়া।

দেববংশে কাণসোনার বুধদেব ও কুলদেব বারেন্দ্র পঠীতে গণ্য হন। বুধদেবের সন্তানগণ শ্রেষ্ঠভাবে ও কুলদেবের বংশধরগণ কষ্টভাবান্বিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দেবগণের সমাজ—কর্ণস্বর্ণ বা কাণসোনা, তারাগুণিয়া, কাকদহ, চিথলিয়া, চড়িয়া, তাড়াশ ও বর্দ্ধনকুঠী।

দত্ত মধ্যে বটগ্রামী ও কাউনারী দত্তই মূল। বটগ্রামী নারায়ণ দত্ত রাধানগরে বাস করেন। দত্তবংশ বিস্তৃত হইয়া সমাজে বিশেষ পরিচিত হইতে পারেন নাই। কাউনাড়ীর দত্তবংশের সমাজ—রূপাট ও সেখুপুর। ঢাকুরে দত্তঘর নিন্দিত হইয়াছেন। অর্থলোভে হীন সম্বন্ধ স্থাপনই তাহার কারণ।

সমাজগঠনকালে ভৃগুনন্দী প্রভৃতি সাতঘর বারেন্দ্রের সামাজিক কায়স্থরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। দাস, নন্দী ও চাকি সিদ্ধ তিন ঘর পরস্পর তুল্য। কথিত আছে যে, নাগদ্বয়কে ভৃগুনন্দী সিদ্ধপদ প্রদান করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, কিন্তু নাগ সিদ্ধপদ গ্রহণ না করায় সকলে তাঁহাকে সিদ্ধতুল্য বলিয়া প্রচার করেন। নাগ সাধ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াও গৌরবান্বিত হইয়াছেন। নাগের পর সিংহঘর। তৎপরে দেবদত্তঘর। অর্থাৎ সিদ্ধ ৩ ঘর প্রথম ভাব, নাগ দ্বিতীয় ভাব, সিংহ তৃতীয় ভাব ও দেবদত্ত চতুর্থ ভাব এইরূপে সপ্তঘরের ভাব নির্ণয় হইয়াছিল।

সমাজবদ্ধ ঐ সপ্তঘর ব্যতীত পরে আরও কতিপয় ঘর সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহাদিগকে উত্তম, মধ্যম ও নীচ এই তিন ভাবে বিভক্ত করা যায়। এইরূপ সংগৃহীত ঘরগুলিকে নষ্ট ভাবের বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যাহারা স্বীয় সমাজের ভাব চ্যুত হইয়া এই সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাই নষ্ট ভাবান্বিত রূপে পরিগণিত। নিম্নে মূল ঢাকুর হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"এইত কহিনু সপ্তঘরের আদি মূল।
সিদ্ধকুল তিন ঘর হয় সমতুল॥
সাধ্য চারি ঘর মধ্যে তারতম।
সিদ্ধ তুল্য নাগ ঘর জানিবা নিয়ম॥
তৎপর মধ্যবিদ্ সিংহকে জানিবা।
তদপেক্ষা নীচ ভাব দেবকে জানিবা॥
দত্তই দেবের তুল্য জানিবা নিশ্চয়।
এই চারি ভাবে সপ্ত ঘরের নির্ণয়॥
ছোট বড় মধ্যম ভাব হইলে গঠন।
করণ তাৎপর্য্য তাহা জানিবে নিয়ম॥
সমাজ গঠন যবে হইতে লাগিল।
এই সপ্তঘর মাত্র সামাজিক হইল॥
তৎপর যত দেখ সপ্তঘর ছাড়া।
ঐ সব দায় দিয়া সেই হয় খাড়া॥
সংগ্রহ কৃত ঘরের তিন ভাব হয়।
উত্তম মধ্যম নীচ এই তিন কয়॥
এই নষ্টভাবে হইল কথকগুলি ঘর।
নিশানা পঠীর মধ্যে নাহি সব তার॥

করণ গৌরবে কেহ ভাবোত্তম হইল।
কেহ বা মধ্যম ভাবে সর্ব্বত্র চলিল॥
কারো কিন্তু পূর্ব্বভাব নহে উপেক্ষিত।
আর পঞ্চঘর পরে হইলা উপনীত॥
পরে সপ্তদশ ঘর পাইল সম্মান।
প্রাণপণে কুলকার্য্য করিয়া প্রধান॥
যাহার বংশের লোকে বল্লালমর্য্যাদা।
নয়শ চুরানব্বই শকে ছিল না একদা॥
এই সব কালে নহে সপ্তদশ ঘর।
দুই তিন পঞ্চ সপ্ত পুরুষমাত্র সার॥"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মহাত্মা দেবীদাস খাঁ সমাজের আদানপ্রদানের সুবিধার জন্য বারঘর কায়স্থ আনয়ন করেন। এই বারঘর কায়স্থকে চৌয়ার সিংহ বংশীয় বারজন মনে করিলে, তাহারা ঘরে স্বতন্ত্র হইল কোথায়? সিংহকে একঘরই মনে করিতে হইবে। উদ্ধৃত পয়ারে উক্ত হইয়াছে যে "আর পঞ্চঘর পরে হইলা উপনীত।" ইহার পরেই লিখিত হইয়াছে যে, সপ্তদশ ঘর প্রাণপণে প্রধান প্রধান কুলকার্য্য করিয়া সম্মান প্রাপ্ত হইল। পূর্ব্বোক্ত বারঘর ও পাঁচঘর একত্র না করিলে "সপ্তদশ ঘর" হয় না। অপিচ এই "সপ্তদশঘর" ৯৯৪ শকে বিজয়সেনের অভিষেককালে অথবা পরে বল্লালসেনের কুলমর্য্যাদাকালে উক্ত চরিত ঘরের সহিত মিশিতে পারেন নাই। তাহার পরে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, ইহাই বোধগম্য হয় এবং আলোচনা করিলে তাহাই প্রমাণিত হইবে।

সিদ্ধঘরের জন্য সমান ঘরে আদান প্রদান প্রশংসিত হইয়াছে। সুতরাং পুরুষানুক্রমে সাধ্য ঘরে কার্য্য করা দোষাবহ, তাহাতেই মনে হয় সাধ্যগণ সিদ্ধঘরে কার্য্য না করিয়া আপনাদিগের মধ্যেও আদান প্রদানে নিরত আছেন। কিন্তু তদ্রূপ আদান প্রদানের কোন প্রশংসাবাদ নাই। সপ্তদশ ঘরের লোকগুলি আপনাদের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান করিলে তাহা কুলকার্য্যের পরিচায়ক হয় না।

আদিমূল থাকিলে ও ভাবে ভাল হইলে দান ও গ্রহণ দ্বারা কুলের গৌরব সম্পন্ন হয়। যাহার আদি মূল আছে অথচ বহুকাল হইতে ভাব নষ্ট অর্থাৎ যে কুলকার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত আদান প্রদানে "কুল" হয়না বটে, কিন্তু দোষ শূন্য নিরাবিল কুলের আশ্রয়ে ক্রমে দানগ্রহণে কুলোদ্ধার হইতে পারে। ঢাকুরে সমাজবদ্ধ সাতঘরের সহিত আদান প্রদান করাবেই একমাত্র "কুলজ করণ" বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। সমাজবন্ধন অর্থাৎ মূলের সময় যাহারা ছিল না, তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধে অর্থাৎ অমূলজে কুলগৌরব নষ্ট হইত।

সিদ্ধ বংশীয়গণ আদান প্রদানে শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করিতে না পারিয়াও নিম্নভাবে আদান প্রদান করিলেও তাঁহারা পুনঃ আদান প্রদানের গরিমায় শ্রেষ্ঠভাব লাভ করিতে পারেন। ঢাকুরে চাকি বংশের মধ্যে লিখিত হইয়াছে—

"ইহা মধ্যে কোনজন হইলে পদস্খলন,
হয় যেন বিষ্ণুতৈলের চাড়া।
যদি দাস নন্দী সনে, কার্য্য করে প্রধানে,
পুনরপি হয় সেই খাড়া॥"

ঢাকুর গ্রন্থে যেরূপ আদান প্রদান দ্বারা কুলে শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন ও কুলগৌরব নষ্ট হয়, তাহার বিষয় নিয়োদ্ধৃত কবিতা-পাঠেই বোধগম্য হইবে—

"যার যত ভালমন্দ করণ বলিতে।
নিন্দাবাদ হয় বলি নারিনু লিখিতে॥
সাড়ে তিনশত পাত করণ বর্ণন।
লিখিতে অসাধ্য হয় শুন সাধুজন॥
আদি ঢাকুরীতে মাত্র সেই অভিমত।
বিস্তার আছয়ে নিন্দা ক্রটীকার্য্য যত॥
একারণে ভাবক্রিয়া যেরূপে চলিত।
লিখিনু তাহার সার সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ॥
সপ্তঘরের আদিমূল করণ তারতম।
ইহাতে বুঝিবা পূর্ব্ব ভাবের গঠন॥
তাৎপর্য্য লইয়া বিচার করিবা।
দানগ্রহণ বলে কুল উত্তম জানিবা॥
যদি থাকে আদিমূল ভাবে ভাল হয়।
দানগ্রহণ দিয়া কুল কুলজীতে কয়॥
সিদ্ধভাবে উত্তমেতে যাহার করণ।
হস্তিদন্তে স্বর্ণ যৈছে রসানে মার্জ্জন॥
সিদ্ধেতে সিদ্ধেতে তুল্য প্রধান করণ।
জাম্বুনদ হেম যৈছে উজ্বল বরণ॥
সিদ্ধ যদি প্রধান নাগে কার্য্য করে।
গজদন্তে রত্নহার যেন শোভা ধরে॥
নিরাবিল প্রধান সিংহে যদি কার্য্য হয়।
তথাপি উত্তমভাব জানিহ নিশ্চয়॥
চন্দ্রের মালিন্য যেন নহে নিন্দাস্থান।
সেই অনুভব মাত্র জানিবা বিধান॥
দেবদত্ত ঘরে যদি ক্রমে কার্য্য হয়।
চন্দ্র যেন মেঘে ঢাকে রাখয়ে নিশ্চয়॥
এই ত কহিল ভাব কুলজ করণে।
অমূলজে কুল নাশ জান সর্ব্বস্থানে॥"

উদ্ধৃত পয়ার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে উভয় সিদ্ধঘরে আদান প্রদান করাই অতিশয় গৌরবজনক। কিন্তু সকলের পক্ষে তদ্রূপ হওয়া সম্ভবপর নহে, এজন্য সাধ্যঘরে ক্রমে মুখ্য গৌণরূপে করণের গৌরব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সিদ্ধঘর গুলি আপনার সমতুল্য ঘরে কন্যা দান ও কন্যা গ্রহণ করিতে পারিলে প্রশংসনীয়। তাহা না পারিলে সাধ্যঘরে করিলেও নিন্দা নাই। তবে দেবদত্তঘরে ক্রমে কার্য্য কেন নিন্দিত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। সিদ্ধগণ দেবদত্তঘরে ক্রমে কার্য্য করিলে মেঘাবৃতস্বরূপ অর্থাৎ অন্ধকারে থাকেন।

পূর্ব্বে সপ্তদশ ঘর কায়স্থের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দেবীদাস খাঁ ১২ ঘর সমাজভুক্ত করেন। আর ৫ ঘর কোন সময়ে উপনীত হইল তাহার সময় লিখিত না হইলেও দেবীদাস খাঁর পর ও যদুনন্দনের ঢাকুর রচনার পূর্ব্বে সমাজে গৃহীত হইয়াছিল এইরূপ প্রতীয়মান হয়। দেবীদাস খাঁ সুলতান সুজাউদ্দীনের প্রধান সচিব ছিলেন। দেবীদাস খাঁর দৃষ্টান্তে অনেক বারেন্দ্র কায়স্থ ভাগীরথীতীরে বাস আরম্ভ করেন। পরে বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হইলে, অনেকেই পদ্মার উত্তর ও ভাগীরথীর দক্ষিণতীরস্থ প্রদেশে পলায়ন করেন। মুসলমান শাসনের প্রারম্ভে ও বর্গীর হাঙ্গামা সময়ে স্থানচ্যুতির প্রমাণ হইতেছে। ১১৭৬ সালের মন্বন্তর বা মহাদুর্ভিক্ষ প্রভাবে অন্যান্য সমাজের ন্যায় বারেন্দ্র সমাজের বহুজনপূর্ণ অতি বৃহৎ পল্লী সকল প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। তাহার পর বৎসরে বারেন্দ্রে মহামারী হইবার প্রবাদ আছে।

এই সপ্তদশ ঘর কায়স্থের মধ্যে সকলেই বারেন্দ্র সমাজে কুলকার্য্য দ্বারা সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। দেবীদাস খাঁ সিংহঘরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা ব্যতীত অন্য কোন্ কোন্ সিদ্ধঘরে ঐ ১৭ ঘরের সহিত আদান প্রদান করেন, তাহার যথাযথ বৃত্তান্ত রক্ষিত হয় নাই।

সমাজগঠন কালে সিদ্ধ ও সাধ্য এই দুই ভাবে সমাজ গঠিত হইয়াছিল। তৎপর যে ১৭ ঘর কায়স্থ এই সমাজে মিশ্রিত হইয়াছেন, তাঁহারা মৌলিকরূপে নির্দ্ধারিত হন। সাধারণ ভাষায় বারেন্দ্র সমাজে কুলীন, করণ, মৌলিক ও বাহাত্তুরে এই সংজ্ঞা প্রয়োগ আছে। সিদ্ধগণ কুলীন নামে ও সাধ্যঘর করণ নামে পরিচিত। সিদ্ধঘর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা করণ করিতে পারিবার নিয়ম থাকায়, সাধ্যগণ সাধারণতঃ করণ নামেই কথিত হইবার যোগ্য। তৎপর সপ্তদশ ঘর বারেন্দ্র মৌলিক উপাধি লাভ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন যে সকল কায়স্থ আছেন, তাঁহারা বাহাত্তুরে বলিয়া খ্যাত।

* কায়স্থ-পত্রিকা—২য় বর্ষ।

যদুনন্দন এই সপ্তদশঘর কায়স্থের নাম ধাম কিছুই উল্লেখ করেন নাই। সপ্তদশঘর প্রাণপণে সমাজে কুলকার্য্য করিলেন, একথা লিখিত হইল অথচ তাঁহাদের গাঁই গোত্র কেন বর্ণিত হইল না তাঁহার সিদ্ধান্ত করা যায় না। তাঁহার বর্ণনা পাঠে বোধ হয় যে, তাহারা নিরাবিলভাবে আদান প্রদান না করিতে পায়। যদুনন্দন তাঁহাদিগের নাম ধাম বিশেষরূপে উল্লেখ করেন নাই।

বারেন্দ্রদেশবাসী ঘোষ, গুহ, রক্ষিত, মিত্র, সেন, কর, ধর, চন্দ্র, রাহা, পাল প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণও বারেন্দ্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। ইহারা কিন্তু বারেন্দ্র সমাজ গঠন সময়ে ছিলেন না। ইহাঁদিগের কুলনিয়মে কোনরূপ বিশেষত্ব পরিদৃষ্ট হয় না। ভৃগু প্রবর্ত্তিত কুলনিয়মসম্পন্ন সপ্ত ঘরের মধ্যে আদান প্রদান থাকা দৃষ্ট হইতেছে। সপ্তদশ ঘরেব নিরাকরণ করিতে হইলে ঐ সকল ঘরের প্রতিই দৃষ্টি নিপতিত হয়। এই সপ্তদশ ঘরে কুলকার্য্য করার বিষয় লিখিত হইলেও সাধ্য ৪ ঘর ব্যতীত সপ্তদশ ঘরের সহিত আদান প্রদানে সিদ্ধঘরগুলিকে উৎসাহদান করা হয় নাই।

ঐ সপ্তদশ ঘর কায়স্থের মধ্যে সিংহ, ঘোষ, মিত্র ও কর উত্তররাঢ়ীয়; নন্দী, রক্ষিত, গুহ, ঘোষ ও চন্দ্র বঙ্গজ; এবং সেন ও দেব দক্ষিণরাঢ়ীয় হইতে আসার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশিষ্ট রক্ষিত, ধর, রাহা, রুদ্র, পাল, দাম ও শাণ্ডিল্য দাস এই সাত ঘর কোন্ শ্রেণী হইতে বারেন্দ্রে আগমন করেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

কায়স্থ জাতির ৪টী শ্রেণী গঠন কালে বাহাত্তুরে কায়স্থ ব্যতীত উপনিবেশী কায়স্থগণ স্ব স্ব রাজকীয় পদ বা পূর্ব্বগৌরবানুসারে এক এক সমাজে সম্মান লাভ করেন এবং সেই সেই সমাজের কুল নিয়মানুসারে আদান প্রদানে কুল ও ভাব রক্ষা করিতে বাধ্য হন। কিন্তু যিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া সমাজান্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বভাব নষ্ট করিয়া অভিনব ভাবাপন্ন হইয়াছেন বলিতে হয়। যাহাদিগের সহিত বহুপুরুষ আদান প্রদান ও আহার ব্যবহারাদি সর্ব্ব বিষয়ে একীভাব ঘটিয়াছিল, তাহা নষ্ট করা তৎকালে অভিপ্রেত কার্য্য ছিল না। সে সময়ের প্রথানুসারে ভাব নষ্ট করা অতি দোষাবহ ছিল। "মানুষ প্রয়োজনের দাস" তাই আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি লোক পূর্ব্বভাবের মুখাপেক্ষী না হইয়া এ সমাজ ত্যাগে সে সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। সমাজান্তরে প্রবেশ লাভ করা কঠিন নহে। কিন্তু আঘাত থাকিয়া যায়। পূর্ব্ব গৃহ পরিত্যাগ কালেও লোকনিন্দা বা আঘাত; নবগৃহে প্রবেশ কালেও লোক নিন্দা বা আঘাত। এই

জন্যই পূর্ব্বতন সামাজিকগণ পরিবর্ত্তনের কতকটা বিরোধী ছিলেন।

কুলীন শব্দে ভৃগুনন্দী প্রভৃতির অধস্তন ১৪।১৫শ পুরুষ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীতে নূতনভাবে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ গঠন হইবার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছিল। কিন্তু পরে মূল ঢাকুর ও অন্যান্য বংশাবলীর প্রমাণে ঐ মত অসমীচীন বলিয়াই বোধ হয়। কেন না ঢাকুরে লিখিত আছে যে:—

"চতুর্ব্বিংশতি পুরুষ ভৃগু অবধি করিয়া।
উত্তম মধ্যম কার্য্য যাইছে চলিয়া॥"

এক্ষণে ভৃগুর সমসাময়িক নরদাস বংশের অধস্তন ২৪শ হইতে ২৬শ পুরুষ দৃষ্ট হয়। যাহা হউক বিশ্বকোষের কুলীন শব্দে বারেন্দ্রকায়স্থ সমাজ গঠনের যে সময় লিখিত হইয়াছে অনেকেই ঐ মতের অনুসরণ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বল্লালের সময় ভৃগুনন্দীকর্ত্তৃক বারেন্দ্র সমাজগঠন হইবার বহু পরে দেবীদাস খাঁর সময়ে সমাজসংস্কার হওয়াই অনুমিত হয়।

সেনবংশীয়গণের রাজত্বকালে ভৃগুনন্দী বল্লালের পিতা ও বল্লালের সময় প্রধান কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। বল্লালের পর মুরহরদেবের পুত্র বাঙ্গলায় দেওয়ান হইয়াছিলেন। তৎপরে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দের মধ্য পর্য্যন্ত যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি এই সমাজে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের ইতিহাস ঢাকুরে নাই। পরে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দ হইতে যে সকল ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বারেন্দ্রসমাজে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার কতকটা ইতিহাস পাওয়া যায়। বারেন্দ্র দেশ ও উত্তররাঢ় গৌড় রাজধানীর নিকটবর্ত্তী। তৎকালে ঐ দুই প্রদেশবাসিগণই রাজ-দরবারে অধিকতর প্রবেশলাভ করিতেন।

বাঙ্গালা সাহিত্য শব্দে লিখিত হইয়াছে যে মগধ হইতেও কায়স্থগণ এদেশে আগমনপূর্ব্বক কায়স্থদলে প্রবেশ করিয়াছেন। উক্ত শব্দে চট্টল প্রদেশের কবি ভবানীশঙ্কর আপনাকে আত্রেয় গোত্রসম্ভূত নরদাসের বংশ বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন এবং এই নরদাসও কুলীন কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আত্রেয় গোত্রের প্রবর আত্রেয়, শাতাতপ, সাংখ্য। এই নরদাস বংশীয় কবি ভবানীশঙ্করের বংশের এক শাখা চট্টল প্রদেশে আবার বৈদ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছেন ১ বারেন্দ্র নরদাস ও কবি ভবানীশঙ্করের পূর্ব্বপুরুষ নরদাসের নামসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বৈদ্যসমাজেও নৃহরিদাস ও ভৃগুনন্দী নামক ব্যক্তিদ্বয়ের বংশ আছে।

বারেন্দ্র-কায়স্থগণের আচার ব্যবহার অতি পবিত্র। একমাত্র উপনয়ন সংস্কার ও গায়ত্রীজপ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণের অনুরূপ। পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সূতিকাঘরে তরবারী রক্ষা ও অন্নপ্রাশনের সময় চরু পাক প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পূর্ণই ক্ষাত্রব্যবহারের ও বিবাহে কুশণ্ডিকা প্রভৃতি আর্য্য সদাচারের পরিচায়ক। বঙ্গদেশীয় কায়স্থজাতির শ্রেণীচতুষ্টয়ের আচার ব্যবহার সামান্যরূপ কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইলেও মূলে একই প্রকার বলিতে হইবে। স্থানভেদ ও অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধনই পার্থক্য।

বারেন্দ্র কায়স্থগণের বিবাহে পর্য্যায় হিসাব প্রয়োজন হয় না। পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ ঘটকের কার্য্য করিতেন। তৎপর বারেন্দ্র কায়স্থগণও ঘটকের কার্য্য আরম্ভ করেন। যদুনন্দনও বারেন্দ্র কায়স্থ ছিলেন। দেবীদাস খাঁ প্রভৃতির সময় একজাই হইয়া তৎপর দীর্ঘকাল সমগ্র সমাজের আর একজাই হয় নাই।

গৌড়ের সম্রাট্ হুসেন শাহের সমকালে দাস বংশে শ্রীধরের বংশে কংসারি ও গোপাল নামক দুইজন জমিদার ছিলেন। ঐ সময়ে বাণীকান্ত রায়রাঞা পদে, রামভদ্র ও রমানাথ মজুমদার কানগো সেরেস্তায় এবং লক্ষ্মী নারায়ণও ছিলেন।

নারায়ণ (২) মজুমদার প্রভৃতি ও ভৃগুনন্দীর পুত্র কানুর বংশে গোপীরায় (রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক কাননগো পদে নিযুক্ত ও নেউগী উপাধিপ্রাপ্ত), শিবানন্দ সরকার, (দিল্লীর দরবারে সুবা বাঙ্গালার পক্ষে উকীল), রায় রাজ্যধর, ও সরকার পূর্ণিয়া প্রভৃতির দেওয়ান শিবানন্দের পুত্র প্রভৃতি বকসী সুবাজাত কমল ও সুবুদ্ধি খাঁ (৩) পোতাজিয়া নিবাসী রায়-রাঞা মথুরানাথ (৪) প্রভৃতি; ভৃগুনন্দীর অন্যতম পুত্র মাধবের বংশে জগদানন্দ, রূপরায়, ও দেবীদাস খাঁ, দেবীদাসের প্রপৌত্র রণজিত রায় (৫) ও গোবিন্দ রাম রায় (৬) প্রভৃতি এবং ভৃগুর অন্য পুত্র শিবের বংশে রায়রাঞা ভবানী, মনোহর রায় (৭) ও শঙ্কর নন্দীর বংশের রায় কামদেব, মতিরায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাড়াশবাসী নন্দীবংশে দেওয়ান রাঘবেন্দ্র নন্দী, দেববংশে দেওয়ান বলরাম রায় ও সিংহবংশে

(১) কায়স্থ-পত্রিকা ৫ম বর্ষ ৩০১ পৃঃ।

(২) রঞ্জিতের দৌহা,—"সাধুখানার লক্ষ্মী নারায়ণ, অন্নদান করে ধর্ম্মপরায়ণ।"

(৩) কুর্শীনামা ও ১১৭৪ সালের পারস্য রোবকারী।

(৪) ১০৮৪ সালের রোবকারী।

(৫) রঞ্জিৎ রায় ১১৩৬ সালে জীবিত থাকার প্রমাণ হয়। কায়স্থ-পত্রিকা ৫ম বর্ষ।

(৬) ইনি পোতাজিয়ায় নবরত্ন নামক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তদবধি ইহার বংশ নবরত্নপাড়ায় রায় নামে কথিত।

(৭) "করণে প্রধান" ঢাকুর।

যাদুসিংহ প্রভৃতি মুসলমান সময়ে অর্থশালী ছিলেন। বর্দ্ধন-কুঠীর রাজবংশ দেবঘর। বহুকাল এই বংশ উত্তরবঙ্গের প্রধান জমিদার ছিলেন। কোচবিহার রাজ্যের সেনাপতি বা "বক্সী" প্রভৃতির কার্য্যে কাণুরাম রায় ও রামচন্দ্র রায় নিয়োজিত ছিলেন।

ঢাকুর গ্রন্থে চাকি বংশে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ নাই। মুসলমান শাসন সময়ে ঐ বংশে অনেক ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন। নাগবংশের অনেকগুলি নাম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঐ বংশের শোলকুপাবাসী রাজা রাজবল্লভের পুত্র গোবিন্দরাম ও তৎপুত্র রঘু মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন। ফলতঃ বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের সকল বংশেই আরবী ও পারসী ভাষা দক্ষ ও সংস্কৃত ভাষায় পটু অনেক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে কতিপয় বারেন্দ্র কায়স্থ সংস্কৃতা-লোচনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বর্দ্ধনকুঠী, কাকিনা, তাড়াশ, টেপা, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, ঘুঘুডাঙ্গা, পোতাজিয়া, মচমৈল, নিমতিতা ও গাঁড়াদহ পয়দা প্রভৃতি স্থানে বারেন্দ্র কায়স্থ জমিদারের বাস আছে। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের জন-সংখ্যার তুলনায় বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজী শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে।

ভৃগুনন্দী প্রবর্ত্তিত কুলনিয়ম মন্দ নহে। দান গ্রহণের যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অনুসরণ করা কঠিন নহে। সাধ্যগণ আপনাদিগের মধ্যেও আদান প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু সিদ্ধ ঘরে আদান প্রদান না থাকিলে তাঁহাদিগের গৌরব রক্ষা হয় না। পূর্ব্বে এ সমাজে "কুলীন কন্যা কালী, গঙ্গা-জলের বালী" রূপে নির্দ্দিষ্ট ও "কন্যাদান" ব্যতীত "কন্যাদায়" কথা প্রচলিত ছিল না। এখন অন্যান্য সমাজের ন্যায় বারেন্দ্র সমাজও কন্যাদায়ে পীড়িত হইতেছেন। মেঃ বুকানন সাহেব তদীয় গ্রন্থে (১) বারেন্দ্র কায়স্থগণকে "কলিতা" বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। তিনি রঙ্গপুরের কতিপয় কায়স্থকে আলোচনা করিয়া ঐরূপ ভ্রান্তমতে উপনীত হইয়াছেন। ফলতঃ "কলিতা" কৃষিব্যবসায়ী পৃথক্ জাতি। বারেন্দ্র কায়স্থগণের সহিত কোন সংস্রব নাই।

ঢাকুরের মতে দাস, নন্দী ও চাকি এই তিন সিদ্ধ ঘর এবং নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত সাধ্য ঘর লিখিত হইয়াছে। কুলীন শব্দে রঙ্গপুরের বর্দ্ধনকুঠীর রাজবংশ, কাকিনার বর্ত্তমান রাজবংশ, পাবনা জেলার পোতাজিয়ার রায়বংশ সিদ্ধ বা বারেন্দ্র কুলীন কায়স্থ মধ্যে মান্য গণ্য লিখিত হইয়াছে। এখন উক্ত সমাজের যে ইতিবৃত্ত লিখিত হইল, তদ্দারা প্রতীয়মান হইবে যে বর্দ্ধন-কুঠীর রাজবংশ সাধ্য দেবঘর। ঢাকুর গ্রন্থে কাকিনা সমাজের নাম দৃষ্ট হয় না। কথিত আছে যে কাকিনার রাজবংশ গাজনার চাকি ঘর। পোতাজিয়াবাসী ভৃগুর বংশীয়গণ সিদ্ধ ঘর। সিদ্ধ ঘর নহে এমন কায়স্থেরও রায় উপাধি আছে।

বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে,—১ম সমাজবদ্ধ সপ্তঘরের মধ্যে যে সকল বংশ স্বকীয় সমাজে কুলক্রিয়াপরায়ণ তাঁহারা সমাজে নিরাবিল ভাবাপন্ন বলিয়া প্রশংসিত। এই স্থলে আদান প্রদানের দোষ না থাকায় ও পূর্ব্বতন প্রথার অনুগমন করাই প্রশংসার কারণ। অধুনা পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশ ঘরের মধ্যে কেবল ২।১ ঘরের ২।৪ বংশ এই দলে আদান প্রদান করিতেছেন।

২য়, সমাজবদ্ধ সপ্তঘরের মধ্যে যে সকল বংশ পূর্ব্ব কথিত ভাব রক্ষা পূর্ব্বক কুলকার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া ঐ দলে নিন্দিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত উক্ত সপ্তদশঘরের সংমিশ্রণই অধি-কতর পরিদৃষ্ট হয়।

৩য়, সমাজবদ্ধ সপ্তঘরের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশ ঘরের সহিত আদান প্রদানের পরিবর্ত্তে কতিপয় বাহাত্তুরে কায়স্থ-গণের সহিত সম্বন্ধবদ্ধ হইতেছেন।

৪র্থ বাহাত্তুরে কায়স্থগণ।

ব্রাহ্মণগণের ন্যায় কায়স্থ জাতি মধ্যে মেলবন্ধন বা পঠী বিভাগের কড়াকড়ি ভাব নাই সত্য। কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ দল থাকা পরিদৃষ্ট হয়। বারেন্দ্র বিশেষণে পরিচিত কায়স্থগণ ঐরূপ ৪ পঠীতে বিভক্ত থাকা দৃষ্ট হইতেছে। তন্মধ্যে ঢাকুর গ্রন্থে নিরাবিল ভাবান্বিত বা দোষপরিশূন্য কুলেরই অধিকতর প্রশংসা দেখা যায়।

অন্যান্য শ্রেণীতে কুলীনগণ কুলকার্য্যে বঞ্চিত হওয়ায় "বংশজ" নামে পরিচিত আছেন। বারেন্দ্রে যে সকল সিদ্ধ ব্যক্তি প্রধান করণে বঞ্চিত হইয়া নিরাবিল ভাবশূন্য হইয়াছেন, তাঁহারা স্ব স্ব আদান প্রদানের লঘু গুরুভেদে মর্য্যাদা প্রাপ্ত ও সপ্তদশ ঘরের নিকট গৌরবভাজন, ইহা ঢাকুর পাঠে বুঝিতে পারা যায়।

ভৃগু প্রবর্ত্তিত কুলনিয়মপরায়ণ সপ্তঘর মধ্যে নরদাস ঠাকুর অত্রি গোত্র ও অত্রি অসিত বিশ্বাবসু প্রবর; ভৃগুনন্দী কাশ্যপ গোত্র ও কাশ্যপ অপ্‌সার নৈধ্রুব প্রবর; মুরহর গৌতম গোত্র, গৌতম, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও নৈধ্রুব প্রবর। জটাধর ও কর্কট নাগ সৌপায়ন গোত্র ও সৌপায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপ্‌সার, নৈধ্রুব প্রবর। করাতীয়া ও চৌয়ার সিংহগণ পৃথক্ গোত্র ও প্রবর সম্পন্ন। কাণসোনার দেব আলমান গোত্র ও আলম্বায়ন, শালঙ্কায়ন ও শাকটায়ন প্রবরসম্পন্ন, এই সপ্তঘরের তুল্য ঔপাধিক ও অন্যান্য ঘরের প্রত্যেক উপাধি-

(১) বুকানন সাহেবের ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ৩য় ভাগ।

যুক্ত ঘরে ২।৩ প্রকার গোত্রাদি পরিলক্ষিত হয়। যথা—দেবগণ কাশ্যপ, আলম্যান ও পরাশর, সেন কাশ্যপ ও আলম্যান; কর মৌদগল্য ও গৌতম; দাস শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ ও মৌদগল্য গোত্র ইত্যাদি। ঢাকুরবর্ণিত সমাজ গঠনকালে গৃহীত উক্ত সপ্ত গোত্র ব্যতীত, উক্ত সপ্তঘরের তুল্য উপাধি। এ ছাড়া বিভিন্ন গোত্রসম্পন্ন যে সকল কায়স্থ আছেন, তাহাদিগের বিষয় ঢাকুরে উল্লেখ নাই।

অধুনা রাজসাহী, মালদহ, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ী, ফরিদপুর, নদীয়া, ২৪ পরগণা, যশোর ও মুরশিদাবাদ জেলায় স্থানে স্থানে বারেন্দ্র কায়স্থগণের বাস রহিয়াছে।

বারেন্দ্রী (স্ত্রী) দেশবিশেষ, বরেন্দ্রদেশ, অধুনা এই দেশ রাজসাহী বিভাগের অন্তর্গত।

"প্রাচ্যাং মাগধশোনৌ চ বারেন্দ্রীগৌড়রাঢ়কাঃ।
বর্দ্ধমানতমোলিপ্তপ্রাগ্‌জ্যোতিষোদয়াদ্রয়ঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বার্কখণ্ডি (পুং) বৃকখণ্ডের পুমপত্য।

বার্কগ্রাহিক (পুং) বৃকগ্রাহের গোত্রাপত্য।

বার্কজম্ভ (পুং) বৃকজম্ভের গোত্রাপত্য। (ক্লী) ২ সামভেদ।

বার্কবন্ধবিক (পুং) বৃকবন্ধু (রেবত্যাদিভ্যষ্ঠক্‌। পা ৪।১।১৬৬) ইতি অপত্যার্থে ঠক্‌। বৃকবন্ধুর অপত্য।

বার্কলি (পুং) বৃকলার অপত্য।

বার্কলেয় (পুং) ১ বৃকলার অপত্য। ২ বার্কলার অপত্য।

বার্কবঞ্চক (পুং) বৃকবঞ্চির গোত্রাপত্য।

বার্কারুণীপুত্র (পুং) আচার্য্যভেদ। (শতপথব্রা° ১৪।৯।৪।৩১)

বার্কার্য্যা (স্ত্রী) উদক দ্বারা নিষ্পাদ্য জ্যোতিষ্টোমাদি লক্ষণ কর্ম্ম।
"আগুরিমাং ধিয়ং বার্কার্য্যাং চ দেবীং (ঋক্‌ ১।৮৮।৪) 'বার্কার্য্যাং বার্ভিরুদকৈর্নিষ্পাদ্যাং ধিয়ং জ্যোতিষ্টোমাদি লক্ষণং কর্ম্ম' (সায়ণ)

বার্ক্ষ (ত্রি) বৃক্ষাণাং সমূহঃ ইতি বৃক্ষ—"তস্য সমূহঃ"। পা ৪।২।৩৭) ইতি অণ্‌। ১ বন। (হেম) বৃক্ষস্যেদমিত্যণ্‌। (ত্রি) ২ বৃক্ষ সম্বন্ধী।

"বার্ক্ষং বিত্তপ্রদং লিঙ্গং স্ফাটিকং সর্ব্বকামদম্‌।" (তিথিতত্ত্ব)
বৃক্ষ সম্বন্ধীয় শিবলিঙ্গ পূজা করিলে বিত্তলাভ হয়।

বার্ক্ষা, মুনিকন্যাবিশেষ। ইনি তপস্বিপ্রধান প্রচেতা প্রভৃতি দশ সহোদরের সহধর্ম্মিণী হন। (ভারত ৯।১৯৬।১৫)

বার্ক্ষী (স্ত্রী) বৃক্ষস্যাপত্যং স্ত্রী; বৃক্ষ-অণ্‌ ঙীষ্‌। বৃক্ষজাতা এক ঋষিপত্নী।

"তথৈব মুনিজা বার্ক্ষী তপোভির্ভাবিতাত্মনঃ।
সঙ্গতাভূদ্দশ ভ্রাতৃন্নেকনাম্নঃ প্রচেতসঃ॥"
(মহাভারত ১।১৯৭।১৫)

বার্ক্ষীর অপর নাম মারিষা। ইনি কণ্ডু মুনির ঔরসে প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরার গর্ভগত হইয়া পরে বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইহার বিবরণ বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ দেখিতে পাই—

পুরাকালে এক সময় প্রচেতাগণ তপস্যায় একান্ত নিমগ্ন ছিলেন; এমত অরক্ষিত অবস্থায় মহীরুহগণ পৃথিবীকে ঘিরিয়া ফেলে; তাহাতে বৃক্ষসংখ্যাই অধিক হইয়া পড়ে এবং ফলে প্রজাক্ষয় ঘটিতে থাকে। এই সময় প্রচেতাগণ ক্রুদ্ধ হইয়া জল হইতে নিক্রান্ত হন। ক্রোধভরে তাঁহাদিগের মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি আবির্ভূত হইলেন। বায়ু বৃক্ষরাশি শোষিত করিলেন, অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করিলেন। এইরূপে অতি তীব্রভাবে বৃক্ষক্ষয় চলিতে লাগিল।

বৃক্ষরাশি প্রায় দগ্ধ হইয়াছে, কিছু অবশিষ্ট আছে, এই সময় রাজা সোম প্রচেতাদিগের নিকট গিয়া বলিলেন, আপনারা ক্রোধ করিবেন না, বৃক্ষদিগের সহিত আপনাদিগের একটা সন্ধি হইয়া যাউক, তখন সোমের অনুরোধে প্রচেতাগণ বৃক্ষকন্যা মারিষাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া বৃক্ষদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন করেন। এই বৃক্ষোৎপন্না কন্যার জন্ম বৃত্তান্ত এই—পুরাকালে কণ্ডু নামে এক বেদবিদ্‌ মুনি ছিলেন। তিনি গোমতী তীরে থাকিয়া তপস্যা করেন। তাঁহার তপোবিঘ্ন ঘটাইবার জন্য ইন্দ্র প্রম্লোচা নাম্নী পরমাসুন্দরী অপ্সরাকে তথায় পাঠাইয়া দেন।

অপ্সরার আগমনে মুনির তপস্যায় বিঘ্ন ঘটিল। মুনি অপ্সরার সহিত তদবধি শতবর্ষ পর্য্যন্ত বিহার করিলেন। বিবিধ বিষয়ভোগে মন্দরকন্দরে থাকিয়া তাঁহাদিগের এই যুগ্মবিহার-ব্যাপার সমাধা হয়। শতবর্ষান্তে অপ্সরা ইন্দ্রের নিকট যাইতে চাহিল, মুনি তাহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন না, আরও শতবর্ষ পর্য্যন্ত তাহার সহিত বিহার করিলেন।

প্রচেতাগণ মারিষাকে গ্রহণ করিবার সময় রাজা সোম তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে এই কন্যা আপনাদিগের বংশবর্দ্ধিনী হইবে। আমার অর্দ্ধতেজঃ এবং আপনাদিগের অর্দ্ধতেজঃ এই উভয় তেজে মারিষার গর্ভে দক্ষ নামে প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করিবেন। (বিষ্ণুপু° ১।১৫।১—৯)

এইরূপে কণ্ডু মুনি বহুশত বর্ষকাল অপ্সরার সহিত বিহার ও বহু বিষয় ভোগ করেন। অপ্সরা ইন্দ্রালয়ে যাইবার জন্য বারবার অনুমতি চাহিল, কিন্তু তাহা পাইল না। শেষে মুনির শাপভয়ে তাঁহার কাছেই রহিল। তাঁহাদিগের উভয়ের নব নব প্রেমরস দিন দিন উপচিত হইতে লাগিল।

একদিন মুনি ব্যস্ত হইয়া কুটীর হইতে বাহির হইলেন। অপ্সরা জিজ্ঞাসিল কোথায় যাইবে? মুনি বলিলেন, প্রিয়ে!

সন্ধ্যোপাসনার জন্ত যাইতেছি, না গেলে ক্রিয়ালোপ হইবে। অপ্সরা হাসিয়া কহিল, এতদিনে কি তোমার ধর্ম্মক্রিয়া করিবার দিন আসিল। এত বর্ষ চলিয়া গেল, কৈ এতদিন তুমি সন্ধ্যোপাসনা কর নাই কেন? মুনি বলিলেন, সে কি? তুমি প্রাতে এই নদীতীরে আসিয়াছ, শেষে আমার আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছ। আর এখন সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। ইহাতে উপহাসের বিষয় কি আছে বল।

অপ্সরা বলিল, আমি প্রত্যুষে এখানে আসিয়াছি সত্য, কিন্তু কাল অনেক অতীত হইয়াছে। বহুবর্ষ চলিয়া গিয়াছে। তখন মুনি অতি ত্রস্তব্যস্তে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার সহিত রমণকালের পরিণাম কত হইয়াছে। অপ্সরা বলিল, নয়শত সাতবর্ষ ছয় মাস তিন দিন অতীত হইয়াছে।

অপ্সরার মুখে এই সত্য কথা শ্রবণে মুনির আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি বারবার আত্মধিক্কার দিয়া বলিলেন, হায়, আমার তপস্যা নষ্ট হইয়াছে, বিবেক চলিয়া গিয়াছে, আমি নারীসঙ্গে নীচদশায় উপনীত হইয়াছি। মুনি এইরূপে আত্মনিন্দা করিলেন। নারীর মোহে কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন বলিয়া মনে মনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং শেষে সেই অপ্সরাকে বিদায় দিলেন। অপ্সরা কাঁপিতেছিল, মুনিরও ক্রোধ হইয়াছিল, কিন্তু মুনি তাহাকে শাপ দেন নাই। তিনি নিজের অবাধ্য ইন্দ্রিয়েরই দোষ দিয়াছিলেন।

যাহা হউক, অপ্সরা চলিল, কিন্তু মুনির ভয়ে তাহার দেহ হইতে অবিরল স্বেদজল নির্গত হইতে লাগিল। তখন সে শূন্যমার্গে যাইতে যাইতে একটা উন্নত তরুর তরুণপল্লবে তাহার গাত্র ঘর্ম্ম মুছিয়া ফেলিল। মুনির তেজে তাহার যে গর্ভাধান হইয়াছিল, এই ব্যাপারে লোমকূপ হইতে স্বেদজলাকারে তাহা নির্গত হইল। তখন অপ্সরার স্বেদসিক্ত হইয়া তত্রত্য তরুগণই গর্ভধারণ করিল। এই গর্ভেই মারিষা নাম্নী নারীরত্নের আবির্ভাব হয়।

বৃক্ষগণ এই নারীরত্ন দান করিয়া প্রচেতাগণের ক্রোধ শান্তি করিয়াছিলেন। (বিষ্ণুপু°)

বার্ক্ষ্য (ত্রি) ১ বৃক্ষসম্বন্ধীয়। (ক্লী) ২ বৃতি, বেড়া।

বার্চ (পুং) বারি চরতীতি ড। ১ হংস।

বার্চলীয় (ত্রি) বর্চল সম্বন্ধীয়।

বার্ণক (পুং) লেখক।

বার্ণক্য (পুং) বর্ণকের গোত্রাপত্য।

বার্ণব (ত্রি) বর্ণু নদীসম্ভব, বর্ণু নদীজাত।

বার্ণবক (ত্রি) বার্ণব-স্বার্থে কন্। বর্ণুনদীসম্ভব।

বার্ণিক (ত্রি) বর্ণলেখনং শীলমস্য বর্ণ-ঠঞ্। লেখক। (শব্দমালা)

বার্ত্ত (ত্রি) বৃত্তিরস্ত্যস্যেতি (প্রজ্ঞাশ্রদ্ধার্চ্চাবৃত্তিভ্যো-ণঃ। পা ৫।২।১০১) ইতি ণ। ১ নিরাময়। (অমর) ২ বৃত্তিশালী। (অজয়পাল) (ক্লী) ৩ অসার। ৪ আরোগ্য। (অমর)

বার্ত্তক (পুং) ১ পক্ষিবিশেষ, চলিত বটের পাখী।

"বার্ত্তাকো বার্ত্তকশ্চিত্রস্তস্তোহন্যা বর্ত্তকা স্মৃতা।
বর্ত্তকোঽগ্নিকরঃ শীতো জ্বরদোষত্রয়াপহা।
সুরুচ্যঃ শুক্রদোবল্যঃ বর্ত্তকাল্পগুণা ততঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

ইহার মাংসগুণ—অগ্নিবর্দ্ধক, শীতল, জ্বর এবং ত্রিদোষ নাশক, রোচক, শুক্র ও বলবর্দ্ধক।

বার্ত্তন (ত্রি) বর্ত্তনীভব।

বার্ত্তন্তবীয় (পুং) ১ বরতন্ত সম্বন্ধীয়। ২ বেদের শাখাভেদ।

বার্ত্তমানিক (ত্রি) বর্ত্তমান সম্বন্ধীয়।

বার্ত্তা (স্ত্রী) বৃত্তিরস্যাং অস্তীতি (প্রজ্ঞাশ্রদ্ধার্চ্চাবৃত্তিভ্যো ণঃ। পা ৫।২।১০১) ইতি ণ ততষ্টাপ্। ১ ভগবতী দুর্গা, দেবী ভগবতী বর্ত্তন এবং ধারণ করেন বলিয়া বার্ত্তা নামে অভিহিত হন।

"পশ্বাদিপালনাদ্দেবী কৃষিকর্ম্মান্তকারণাৎ।
বর্ত্তনাদ্ধারণাদ্বাপি বার্ত্তা সা-এব গীয়তে॥" (দেবীপু° ৪৫ অ°)

২ বৃত্তি, প্রাণধারণ। ৩ জনশ্রুতি। ৪ বৃত্তান্ত, সংবাদ।

"যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥"
(মোহমুদ্গর ৮)

৫ বার্তিঙ্গণ। ৬ কৃষ্যাদি, বার্ত্তা চারিপ্রকার—কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদ।

"কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা কুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্॥"
(ভাগবত ১০।২৪।২১)

বৈশ্য বার্ত্তাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে।

৭ সংসারের আধ্যাত্মিক সংবাদ।

বকরূপী ধর্ম্ম বার্ত্তাসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আধ্যাত্মিক ভাবে তাহার এই উত্তর করিয়াছেন—

"মাসর্ত্তুদর্ব্বীপরিবর্ত্তনেন সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥"
(মহাভারত)

কাল এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহে মাস ও ঋতুরূপ দর্ব্বী (হাতা) পরিবর্ত্তন (সঞ্চালন) করিয়া, দিবা ও রাত্রিরূপ কাষ্ঠ এবং সূর্য্যরূপ অগ্নিদ্বারা প্রাণীদিগকে যে পাক করিতেছেন, ইহাই বার্ত্তা।

বার্ত্তাক (পুং) বর্ত্ততেঽনেনেতি বৃত্ (বৃতের্বৃদ্ধিশ্চ। উণ্ ৩।৭৭) ইতি কাকু 'বাহুলকাৎ উকারস্যাকেঽে বার্ত্তাকবার্ত্তাকৌ ইত্যুজ্জলদত্তোক্ত্যা সিদ্ধং। ১ বার্ত্তাকু, বাগুণ। ২ বার্ত্তক পক্ষী। (ভাবপ্র°)

বার্ত্তাকিন্ (পুং) বার্ত্তাকু। (অমরটীকা ভরত)

বার্ত্তাকী (স্ত্রী) বৃহতী। (ভাবপ্র°) ২ বার্ত্তাকু। (অমর)

বার্ত্তাকু (স্ত্রী) বর্ত্ততে ইতি বৃত্‌ (বৃতের্বৃদ্ধিশ্চ। উণ্‌ ৩।৭৯) ইতি কাকু। (Solanum melongene syn. S. Izoculentum) হিন্দী—ঝণ্টা, বাঙ্গণ। তৈলঙ্গ—এহিরি বংগু। উৎকল—বাইগুণ। বম্বে—বাঙ্গে। তামিল—কুঠিরেকই। স্বনামখ্যাত ফলবৃক্ষ, চলিত বাগুণ, পর্য্যায়—হিঙ্গুলী, সিংহী, ঝণ্টাকী, দুস্প্রধর্ষিণী, বার্ত্তাকী, বার্ত্তা, বাতিঙ্গণ, বার্ত্তাক, শাকবিষ, রাজকুষ্মাণ্ড, বার্ত্তিক, বাতিগম, বৃন্তাক, বঙ্গণ, অঙ্গণ, কণ্টবৃন্তাকী, কণ্টালু, কণ্টপত্রিকা, নিদ্রালু, মাংসকফলী, বৃন্তাকী, মহোটিকা, চিত্রফলা, কণ্টকিনী, মহতী, কটুফলা, মিশ্রবর্ণফলা, নীলফলা, রক্তফলা, শাকশ্রেষ্ঠা, বৃত্তফলা, নৃপপ্রিয়ফলা। গুণ—রুচিকর, মধুর, পিত্তনাশক, বলপুষ্টিকারক, হৃদ্য, গুরু ও বাতবর্দ্ধক।

ভাবপ্রকাশ মতে—স্বাদু, তীক্ষ্ণোষ্ণ, কটুপাক, পিত্তনাশক, জ্বর, বাত ও বলাসঘ্ন, দীপন, শুক্রবর্দ্ধক ও লঘু। কচিবাগুণ—কফ ও পিত্তনাশক। পাকা বাগুণ—পিত্তবর্দ্ধক ও গুরু। বাগুণ উত্তপ্ত অঙ্গারের উপর পাচিত করিয়া লইয়া তাহাতে তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে কফ, মেদ, বায়ু ও আমনাশক হয়, ইহা অত্যন্ত লঘু ও দীপন।

আত্রেয় সংহিতায় লিখিত আছে যে, বার্ত্তাকু, নিদ্রাবর্দ্ধক, প্রীতিকর, গুরু, বাত, কাস, কফ ও অরুচিকারক।

ধর্ম্মশাস্ত্র মতে, ত্রয়োদশীর দিন বার্ত্তাকু ভক্ষণ করিতে নাই, করিলে পুত্রবধের পাতক হয়। ইহা অজ্ঞানতঃ জানিতে হইবে।

"বার্ত্তাকৌ সুতহানিঃ স্যাৎ চিররোগী চ মাষকে॥" (তিথিতত্ত্ব)

ধর্ম্মশাস্ত্রে দুগ্ধবর্ণের বাগুণ ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"অলাবুং বর্ত্তুলাকারং দুগ্ধবর্ণাঞ্চ বার্ত্তাকুং।" (স্মৃতি)

বর্ত্তুলাকার অলাবু (লাউ) এবং দুগ্ধবর্ণ বাগুণ ভক্ষণ করিবে না।

বৈদ্যকে ইহার গুণ—এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

"অপরং শ্বেতবৃন্তাকং কুক্কুটাণ্ডসমং ভবেৎ।
তদর্শঃসু বিশেষণ হিতং হীনঞ্চ পূর্ব্বতঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

সাদা বাগুণ কুক্কুটাণ্ডের তুল্য। কিন্তু ইহা অর্শরোগে হিতকর এবং পূর্ব্বোক্ত বার্ত্তাকুর গুণাপেক্ষা ইহার গুণ অল্প।

আহ্নিকতত্ত্বে বার্ত্তাকুর গুণ এইরূপ লিখিত আছে—

"বার্ত্তাকুরেষা গুণসপ্তযুক্তা বহ্নিপ্রদা মারুতনাশিনী চ।
শুক্রপ্রদা শোণিতবর্দ্ধিনী চ হৃল্লাসকাসারুচিনাশিনী চ॥
সা বালা কফপিত্তঘ্না পক্কা সক্ষারপিত্তলা॥"
(আহ্নিকতত্ত্ব)

বার্ত্তাকু সপ্তগুণযুক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, শুক্র ও শোণিত বর্দ্ধক, হৃল্লাস, কাস ও অরুচিনাশক। কচিবাগুণ কফ ও পিত্তনাশক, পাকা বেগুণ ক্ষারক এবং পিত্তবর্দ্ধক।

বার্ত্তাপতি (পুং) সম্বাদদাতা। (ভাগ ৪।১৭।১১)

বার্ত্তায়ন (পুং) বার্ত্তানাময়নমনেনেতি। প্রবৃত্তিজ্ঞ, পর্য্যায়—হেরিক, গূঢ়পুরুষ, প্রণিধি, যথার্হবর্ণ, অবসর্প, মন্ত্রবিৎ, চর, স্পর্শ, চার, (হেম) দূত, সন্দেশহারক। ২ বার্ত্তাশাস্ত্র। (ত্রি) ৩ বৃত্তান্তবাহক।

বার্ত্তারম্ভ (পুং) বার্ত্তায়াঃ আরম্ভঃ। কৃষিকার্য্য ও পশুপালনাদির নাম বার্ত্তা, তাহার আরম্ভ।

বার্ত্তাবহ (পুং) বার্ত্তাং ধান্যতণ্ডুলাদের্বার্ত্তাং বহতীতি বহ-অচ্‌। বৈবধিক, চলিত পশারী। (অমর) (ত্রি) ২ সংবাদবাহক, যাহারা বার্ত্তা (খবর) লইয়া যায়। ৩ আয়ব্যয়বিষয়ক বিধি-দর্শক নীতিশাস্ত্রবিশেষ। (Political Economy)

বার্ত্তাশিন্ (ত্রি) যিনি ভোজনের জন্য স্বীয় গোত্রাদি বলিয়া থাকেন।

"ভোজনার্থং যো গোত্রাদি বদতি স্বকম্॥" (হেম)

বার্ত্তাহর (পুং) হরতীতি হৃ-অচ্‌, বার্ত্তায়া হরঃ। বার্ত্তাহারক, যিনি বার্ত্তা বহন করেন, সংবাদবাহক।

বার্ত্তাহর্ত্তৃ (পুং) বার্ত্তাহর, সন্দেশবাহক, দূত।

বার্ত্তিক (ক্লী) বৃত্তিগ্রন্থসূত্রবিবৃত্তিঃ তত্র সাধুঃ বৃত্তি (কথাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।৪।১০২) ইতি ঠক্। উক্ত অনুক্ত এবং দুরুক্তার্থের ব্যক্তী-কারক গ্রন্থ। ইহার লক্ষণ—

"উক্তানুক্তদুরুক্তার্থব্যক্তকারি তু বার্ত্তিকম্।" (হেম)

যে গ্রন্থে উক্ত, অনুক্ত ও দুরুক্ত অর্থ পরিব্যক্ত হয়, তাহার নাম বার্ত্তিক, অর্থাৎ মূলে যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা উত্তম রূপে ব্যাখ্যাত, মূলে যাহা উক্ত হয় নাই, তাহা পরিব্যক্ত বা ব্যুৎপাদিত এবং মূলে যাহা দুরুক্ত অর্থাৎ অসঙ্গত বলা হইয়াছে, তাহার প্রদর্শন এবং তথাবিধ স্থলে সঙ্গত অর্থ নির্দ্দেশ করা বার্ত্তিককারের কর্ত্তব্য।

কাত্যায়নের বার্ত্তিক পাণিনীয়সূত্রের উপর, উদ্দ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক বাৎস্যায়নের ভাষ্যের উপর, ভট্টকুমারিলের তন্ত্র-বার্ত্তিক জৈমিনীর সূত্র এবং শবর স্বামীর ভাষ্যের উপর রচিত। ফলতঃ বার্ত্তিকগ্রন্থ, সূত্র ও ভাষ্যের উপরই রচিত হইয়া থাকে।

বৃত্তি, ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ মূলগ্রন্থের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ ভাষ্যকার প্রভৃতিকে সম্পূর্ণরূপে মূলগ্রন্থের মতানুসারে চলিতে হয়। কিন্তু বার্ত্তিককার সম্পূর্ণ স্বাধীন। ভাষ্যকার প্রভৃতির স্বাধীন চিন্তা হইতেই পারে না। কিন্তু বার্ত্তিকের লক্ষণের প্রতি মনোযোগ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বার্ত্তিককারের স্বাধীন চিন্তা পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পায়।

বার্ত্তিকগ্রন্থ দেখিলে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে, বার্ত্তিককার অনেক স্থলে সূত্র ও ভাষ্যের মত খণ্ডন করিয়া নিজের মত সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

বার্ত্তিককার যে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা একটী উদাহরণ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, বার্ত্তিককারের স্বাধীনতার একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। মীমাংসা-দর্শনে প্রথমতঃ স্মৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্য সংস্থাপন করা হইয়াছে। তৎপরে বেদবিরুদ্ধ স্মৃতি প্রমাণ কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে দর্শনকার জৈমিনি বলিয়াছেন যে 'বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্' অবশ্য প্রশ্নটী জৈমিনির উত্থাপিত নহে, ভাষ্যকার ঐ প্রশ্ন তুলিয়া তাহার উত্তর স্বরূপে জৈমিনির সূত্রটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা এই প্রত্যক্ষ শ্রুতির সহিত বিরোধ হইলে স্মৃতিবাক্য অনপেক্ষণীয় অর্থাৎ স্মৃতি বাক্যের অপেক্ষা করিবে না, উহা অনাদৃত হইবে। প্রত্যক্ষ শ্রুতির সহিত বিরোধ না থাকিলে স্মৃতিবাক্য দ্বারা শ্রুতির অনুমান করা সঙ্গত। অপৌরুষেয় শ্রুতি স্বতন্ত্র প্রমাণ। স্মৃতি পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষের বাক্য, সুতরাং স্মৃতির প্রামাণ্য মূলপ্রমাণ সাপেক্ষ। পুরুষের বাক্য স্বতঃ প্রমাণ নহে, পুরুষবাক্যের প্রামাণ্য প্রমাণান্তরকে অপেক্ষা করে। কেননা পুরুষ যাহা জানিতে পারিয়াছে, তাহাই অন্যকে জানাইবার জন্য শব্দ প্রয়োগ বা বাক্য রচনা করিয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যেরূপ জ্ঞানমূলে শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই জ্ঞানটী যথার্থ অর্থাৎ ঠিক হইয়া থাকিলে তন্মূলক বাক্যও ঠিক অর্থাৎ প্রামাণ্য হইবে। বাক্যপ্রয়োগের মূলীভূত জ্ঞান অযথার্থ অর্থাৎ ভ্রমাত্মক হইয়া থাকিলে তদনুবলে প্রযুক্ত বাক্যও অপ্রামাণ্য হইবে। স্মৃতিকর্ত্তারা আপ্ত, তাঁহাদের মাহাত্ম্য বেদে কীর্ত্তিত আছে। তাঁহারা লোককে প্রতারিত করিবার জন্য কোন কথা বলিবেন ইহা অসম্ভব। এই জন্য তাঁহাদের স্মৃতির মূল ভূতবেদবাক্য বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহারা বেদবাক্যের অর্থ স্মরণ করিয়া বাক্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাহার নাম স্মৃতি। স্মৃতিবর্ণিত বিষয়গুলি অধিকাংশ অলৌকিক অর্থাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধ, পূর্ব্বানুভব স্মরণের কারণ। কেননা অননুভূত পদার্থের স্মরণ হইতে পারে না। মুনিগণ যাহা স্মরণ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে তাহাদের অনুভূত হইয়াছিল ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। বেদ ভিন্ন অন্য উপায়ে অলৌকিক বিষয়ের অনুভব এক প্রকার অসম্ভব। সুতরাং স্মৃতি দ্বারা শ্রুতির অনুমান হওয়া অসঙ্গত। স্মৃতিকারেরা যাহা স্মরণ করিয়াছেন তাহা যে বেদমূলক, ইহা বেদপর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

অষ্টকাকর্ম্ম স্মার্ত্ত, কিন্তু বেদে তাহার উল্লেখ আছে। জলাশয়ের খনন ও প্রপা অর্থাৎ পানীয় শালার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মগুলির আভাসও বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকারের মতে জলাশয়খনন, প্রপাপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্ম্মগুলি দৃষ্টার্থ। কেননা তদ্দ্বারা লোকের উপকার হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং জলাশয়াদি খনন ধর্ম্মার্থ নহে, লোকোপকারার্থ। লোকোপকারার্থ অবশ্য ধর্ম্মার্থ হইবে। স্মৃতিবর্ণিত অনেকগুলি বিষয়ের বেদমূলকতা যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তখন যে সকল স্মৃতির মূলীভূত বেদবাক্য অস্মদাদির দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তাহাও অনুমিত হওয়া সর্ব্বথা সমীচীন। অন্নপাক করিবার কালে তণ্ডুলগুলি ফুটিয়াছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য পাকস্থালী হইতে দুই একটী তণ্ডুল তুলিয়া টিপিয়া দেখা হয়, হস্তমর্দ্দিত তণ্ডুল ফুটিয়া থাকিলে অনুমান করা হয় যে, সমস্তগুলি তণ্ডুলই ফুটিয়াছে। কেননা সমস্ত তণ্ডুলেই সমানকালে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী ফুটিলে অপরটী না ফুটিবার কোনও কারণ থাকে না। এই যুক্তির শাস্ত্রীয় নাম স্থালীপুলাকন্যায়। প্রকৃতস্থলেও অনেকগুলি স্মৃতি বেদমূলক, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া স্থালীপুলাকন্যায় অনুসারে সমস্ত স্মৃতির বেদমূলকতা অনুমিত হইতে পারে।

অনেক বেদশাখা বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহা দার্শনিকেরা উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাহা বিলুপ্ত হইয়াছে, অবশ্যই তাহা পূর্ব্বে ছিল, সুতরাং ঐ বেদবাক্যমূলক যে সকল স্মৃতি প্রণীত হইয়াছে, তাহার মূলীভূত বেদবাক্য এখন দৃষ্ট হইতেছে না বলিয়া ঐ সকল স্মৃতি অপ্রামাণ্য বলা যাইতে পারে না।

কিন্তু যে সকল স্মৃতি প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিরুদ্ধ, ভাষ্যকার বলেন, তাহা অপ্রামাণ্য হইবে। কেননা বেদমূলক বলিয়াই স্মৃতিপ্রামাণ্য। বেদবিরুদ্ধ স্মৃতি বেদমূলক হইতে পারে না। বরং বেদের বিপরীত হইতেছে, সুতরাং অপ্রামাণ্য। প্রকৃত স্থলে স্মৃতির মূলরূপে শ্রুতির অনুমানও করা যাইতে পারে না। কারণ প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান হইতে পারে না। বেদবিরুদ্ধ স্মৃতির কতিপয় উদাহরণ ভাষ্যকার প্রদর্শন করিয়াছেন, একটী মাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে। জ্যোতিষ্টোম যাগে সদো নামক মণ্ডপের মধ্যে একটী উদুম্বর বৃক্ষের শাখা নিখাত বা প্রোথিত করিতে হয়। ঐ উদুম্বর শাখা স্পর্শ করিয়া উদ্গাথা নামক ঋত্বিক্ সামগান করিবেন এইরূপ শ্রুতি আছে। সমস্ত উদুম্বর শাখা বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে, এইরূপ একটী স্মৃতি আছে, এই স্মৃতি উক্ত বেদবিরুদ্ধ। কেননা, সমস্ত উদুম্বর শাখা বস্ত্রবেষ্টিত হইলে উদুম্বর শাখায় উপস্পর্শ অর্থাৎ উদুম্বর শাখাসংযুক্ত বস্ত্রের স্পর্শ হইতে পারে বটে, কিন্তু উদুম্বর শাখার স্পর্শ হইতে পারে না। উদুম্বর শাখায় স্পর্শ করিতে হইলে সমস্ত উদুম্বর

শাখার বেষ্টন হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্ববেষ্টন স্মৃতিপ্রত্যক্ষ শ্রুতিবিরুদ্ধ, অতএব ইহা অপ্রামাণ্য। আপত্তি হইতে পারে যে পূর্ব্বানুভব না থাকিলে স্মৃতি বা স্মরণ হইতে পারে না, সর্ব্ববেষ্টন বেদবিরুদ্ধ, সুতরাং সর্ব্ববেষ্টন বিষয়ে পূর্ব্বানুভব হইবার কোনও কারণ নাই। অথচ পূর্ব্বানুভব-ভিন্ন স্মরণ অসম্ভব। ভাষ্যকার ইহার এই উত্তর দিয়াছেন যে, কোনও ঋত্বিক্ লোভবশতঃ বস্ত্রগ্রহণ করিবার জন্য সমস্ত উদুম্বর শাখা বস্ত্রবেষ্টিত করিয়াছিল, স্মৃতিকর্ত্তা তাহা দেখিয়া সর্ব্ববেষ্টন বেদমূলক এইরূপ ভ্রান্ত হইয়া সর্ব্ববেষ্টনস্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন।

বার্ত্তিকগ্রন্থে ভাষ্যগ্রন্থ ব্যাখ্যাত এবং সমর্থিত হইলেও বার্ত্তিককার ভাষ্যকারের এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া অন্যরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন স্মৃতি সকল বেদমূলক, ইহা দৃঢ়ভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে, এমন কোনও একটী স্মৃতিবাক্য প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিরুদ্ধ হইলেও উহা বেদমূলক নহে লোভাদিমূলক, ইহা কিরূপে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। বেদবাক্য সকল নানাশাখা বিপ্রকীর্ণ। একপুরুষের সমস্ত বেদশাখার অধ্যয়ন করা একান্ত অসম্ভব। কোন ব্যক্তি কতিপয় শাখা, অপরাপর ব্যক্তিগণ অপরাপর কতিপয় শাখা অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ইহাও চিন্তয়িতব্য যে, সমস্ত বেদবাক্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের ক্রমানুসারে পঠিত হয় নাই। তদ্রূপে পঠিত হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনুরোধে তাহার সুপ্রচার থাকিতে পারিত। সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রচারিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী বেদবাক্যগুলি ধার্ম্মিকদিগের অবশ্য অধ্যয়ন করিতে হয়। তদতিরিক্ত এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের ক্রমানুসারে অপরিপঠিত বেদবাক্যগুলির বিরলপ্রচার দেখিয়া কালে তাহা বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় পরমকারুণিক স্মৃতিকারগণ বেদবাক্যগত আখ্যানাদি অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বেদবাক্যের অর্থ সঙ্কলন করিয়া স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন।

উপাধ্যায় স্বয়ং কোন বেদবাক্য উচ্চারণ না করিয়াও যদি বলেন যে এই অর্থ বা বিষয় অমুক শাখায় বা অমুক স্থানে পঠিত আছে। তাহা হইলে আপ্ত অর্থাৎ সজ্জন এবং হিতোপদেষ্টা উপাধ্যায়ের প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস আছে বলিয়া শিষ্য তাহা যথাযথ বলিয়াই বিবেচনা করে। সেইরূপ স্মৃতিবাক্য দ্বারাও তদনুরূপ বেদবাক্যের অস্তিত্ব বিবেচিত হওয়া সঙ্গত। মীমাংসকমতে বেদরাশি নিত্য, কাহারও নির্ম্মিত নহে। অধ্যাপক পরম্পরার উচ্চারণ বা পাঠদ্বারা অর্থাৎ কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি প্রদেশে আভ্যন্তরীণ বায়ুর অভিঘাতে যে ধ্বনির উৎপত্তি হয়, ঐ ধ্বনিদ্বারা নিত্যবেদের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। যেমন ন্যায়মতে চক্ষুরাদির সম্বন্ধবিশেষ অর্থাৎ সম্বন্ধবিশেষ দ্বারা নিত্য গোত্বাদিজাতির ও আলোকাদি দ্বারা ঘটাদির অভিব্যক্তি হয়, সেইরূপ মীমাংসক মতে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি প্রদেশে সমুৎপন্ন ধ্বনিবিশেষ দ্বারা নিত্যবেদের অভিব্যক্তি হওয়া অসঙ্গত হইতে পারে না। অধ্যাপকের বা অধ্যেতার ধ্বনিবিশেষের দ্বারা যেমন বেদের অভিব্যক্তি হয়, স্মৃতিকর্ত্তাদের স্মরণ দ্বারা সেইরূপ বেদের অভিব্যক্তি হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হইবার কারণ নাই। স্মৃতিকর্ত্তারাও একসময়ে শিষ্যদিগের অধ্যাপনা করিতেন, তখন তাহাদের উচ্চারণে বেদের অভিব্যক্তি হইত সন্দেহ নাই। যদি তাহাই হইল, তবে তাঁহাদের স্মরণ কি অপরাধ করিয়াছে যে তদ্দ্বারা বেদবাক্যের অভিব্যক্তি হইবে না? সুতরাং ধ্বনিবিশেষের দ্বারা অভিব্যক্ত বেদ এবং স্মৃতিকর্ত্তাদিগের স্মরণ দ্বারা অভিব্যক্ত-বেদ উভয়ই সম্পূর্ণরূপে তুল্য, ইহাদের পরস্পর কোনও তারতম্য বা বলাবলভাব হইতে পারে না।

স্মৃতার্থশ্রুতি অর্থাৎ যে শ্রুতির অর্থ স্মৃত হইয়াছে সেই শ্রুতি এবং পঠিতশ্রুতি এই উভয় শ্রুতিই তুল্যবল। ইহাদের মধ্যে একে অপরের বাধা দিতে পারে না। স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে কোন একখানি স্মৃতি যদি আদ্যোপান্ত সমস্তই অবৈদিক হইত, তাহা হইলে ঐ স্মৃতিখানি কখনও শিষ্টদিগের ব্যবহৃত হইত না। তদ্ভিন্ন অপরাপর বৈদিক স্মৃতিমাত্রই ব্যবহৃত হইত। অবৈদিক স্মৃতিখানি পরিত্যক্ত হইত। বস্তুতঃ কোন স্মৃতিই অবৈদিক নহে। সমস্ত স্মৃতিই কঠ ও মৈত্রায়নীয় প্রভৃতি শাখাপরিপঠিত শ্রুতিমূলক ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বার্ত্তিককার আরও বলেন যে, যখন দেখা যাইতেছে যে সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্র বেদমূলক, তখন তন্মধ্যবর্ত্তী একটী বাক্য যাহার মূলীভূত বেদবাক্য অস্মদাদির দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তাহা বেদমূলক নহে। অন্যমূলক অর্থাৎ ভ্রান্তিমূলক বা লোভমূলক আমাদের এ কথা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে নৈয়ায়িকম্মন্য প্রত্যক্ষ অর্থাৎ তাঁহার পরিজ্ঞাত শ্রুতিবিরুদ্ধ হইলেই কোন স্মৃতিবাক্যকে অপ্রামাণ্য বলিয়া উপেক্ষা বা পরিত্যাগ করেন, কালান্তরে তাহার উপেক্ষিত স্মৃতিবাক্যের মূলীভূত শাখান্তরপঠিতশ্রুতি যখন তাহার শ্রবণগোচর বা জ্ঞানগোচর হইবে, তখন তাহার মুখকান্তি কিরূপ হইবে? তখন তিনি অবশ্যই লজ্জিত হইবেন, সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে। যিনি নিজের জ্ঞানকেই পর্য্যাপ্ত বিবেচনা করেন অর্থাৎ নিজকে একরূপ সর্ব্বজ্ঞ ভাবেন, তাঁহাকে পদে পদে লজ্জিত হইতে হয়। তাঁহার বাধাবাধ ব্যবস্থাও অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে। কারণ তিনি নিজের পরিজ্ঞাত শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া একসময়ে যে স্মৃতিবাক্য অপ্রামাণ্য বা বাধিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, পূর্ব্বে তাহার অপরিজ্ঞাত ঐ

স্মৃতিবাক্যের মূলীভূত শাখান্তরপঠিত শ্রুতি সময়ান্তরে জানিতে পারিলে ঐ স্মৃতিবাক্যকেই আবার প্রামাণ্য বা অবাধিত বলিয়া তাঁহাকেই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

বার্ত্তিককার আরও বলেন যে, ভাষ্যকার যে উদুম্বর শাখার সর্ব্ববেষ্টন স্মৃতিকে শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। শাট্যায়নিব্রাহ্মণে প্রত্যক্ষ পঠিত শ্রুতিই তাহার মূল, ঔদুম্বরীয় ঊর্দ্ধভাগ ও অধোভাগ পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে, এইরূপ প্রত্যক্ষশ্রুতি শাট্যায়নিব্রাহ্মণে রহিয়াছে। বার্ত্তিককার এই কথা বলিয়াই নিরস্ত হন নাই, তিনি ঐ শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। ঔদুম্বরীবেষ্টন স্মৃতি যদি শ্রুতিমূল হইল, তবে তাহা কোন মতেই স্পর্শশ্রুতি দ্বারা বাধিত হইতে পারে না। কেননা, উভয়ই যখন শ্রুতি, সুতরাং তুল্যবল, তখন কে কাহার বাধা জন্মাইতে পারে? প্রমাণদ্বয় তুল্য কক্ষ বলিয়া বরং বিকল্প হইতে পারে।

দর্শপৌর্ণমাস যাগে যবদ্বারা হোম করিবে, ব্রীহি দ্বারা হোম করিবে, এইরূপ দুইটী শ্রুতি আছে। এস্থলে যব ও ব্রীহি উভয়ই প্রত্যক্ষশ্রুতিবোধিত বলিয়া যব, ব্রীহির বিকল্প ইহা সর্ব্বসম্মত। ইচ্ছানুসারে যব বা ব্রীহি ইহার কোন একটী দ্বারা হোম করিলেই যাগ সম্পন্ন হইবে। তদ্রূপ প্রকৃতস্থলেও ঔদুম্বরী বেষ্টন এবং ঔদুম্বরীস্পর্শ করিবে, এই দুইটী বিষয় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইলেও যব ও ব্রীহির ন্যায় উভয়ের বিকল্প এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ভাষ্যকারের উচিত ছিল। বেষ্টন স্মৃতিকে বাধিত বলিয়া স্থির করা সঙ্গত হয় নাই। বেদে যদি আদৌ বিকল্প না থাকিত, তাহা হইলে স্পর্শশ্রুতি বিরুদ্ধ বলিয়া বেষ্টন স্মৃতি অনাদরণীয় হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু বেদে শত শত স্থলে বিকল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বিকল্প স্থলে কল্পদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ ইহা বলাই অধিক। সুতরাং নিজের পরিজ্ঞাত শ্রুতির সহিত বিরোধ হইতেছে বলিয়া বেষ্টন-স্মৃতির অপ্রামাণ্য সিদ্ধান্ত করা নিতান্তই অসঙ্গত হইয়াছে। বস্তুগত্যা কিন্তু প্রকৃতস্থলে বিরোধও হয় না। কেননা বেষ্টন মাত্র ত স্পর্শ শ্রুতির বিরুদ্ধ হইতে পারে না। স্পর্শন যোগ্য দুই তিন অঙ্গুলি পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া ঔদুম্বরীয় উত্তর ভাগের স্পর্শ করাই বিধি। 'সর্ব্বা ঔদুম্বরী বেষ্টয়িতব্যা' সূত্রকার এরূপ বলেন নাই। 'ঔদুম্বরী পরিবেষ্টয়িতব্যা' ইহাই সূত্রকারের বাক্য। এখানে পরি শব্দের অর্থ সর্ব্বভাগ অর্থাৎ ঊর্দ্ধভাগ ও অধোভাগ ঐ উভয় ভাগ বেষ্টন করাই সূত্রকারের বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। সর্ব্ব স্থান বেষ্টন করা উহার অর্থ নহে। যাজ্ঞিকেরাও ঔদুম্বরীয় উভয়ভাগ বেষ্টন করেন বটে, কিন্তু কর্ণ-মূল প্রদেশ বেষ্টন করেন না।

বার্ত্তিককার বলেন, সর্ব্ববেষ্টন বাক্য লোভমূলক ভাষ্য-কারের এ কল্পনাসঙ্গত নহে। কেননা সমস্ত বেষ্টন না করিয়া মূল ও অগ্রভাগ বেষ্টন করিলে কোন ক্ষতি নাই। আরও বিবেচনা করা উচিত যে, ঔদুম্বরীয় সাক্ষাৎ স্পর্শ কোন রূপেই সম্ভব হয় না, কারণ প্রথমে কুশ দ্বারা ঔদুম্বরীয় বেষ্টন করিবার বিধি, পরে কুশবেষ্টিত ঔদুম্বরীয়কে বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিতে হয়। যাজ্ঞিকেরাও তাহা করিয়া থাকেন। বস্ত্রবেষ্টনই যেন লোভমূলক বলিয়া অপ্রামাণ্য হইল, কুশ বেষ্টন ত আর লোভ-মূলক বলিবার উপায় নাই।

তড়াগ প্রভৃতির উপদেশ দৃষ্টার্থ, ধর্ম্মার্থ নহে, ভাষ্যকারের এরূপ সিদ্ধান্ত করাও উচিত হয় নাই, কেননা যাহা বেদে কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম, ইহা জৈমিনির উক্তি। এ কথা ভাষ্যকারও অস্বীকার করেন না। দৃষ্টার্থ হইলেই যে ধর্ম্ম হইবে না, তাহার কোনও কারণ নাই। প্রত্যুত তণ্ডুল নিষ্পত্তির জন্য ব্রীহ্যাদির অবহনন, চূর্ণের জন্য তণ্ডুল পেষণ প্রভৃতি সহস্র সহস্র দৃষ্টার্থ কর্ম্ম বেদবিহিত বলিয়া ধর্ম্মরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। চার্ব্বাক প্রভৃতি বিরুদ্ধবাদীরাও বেদবিহিত অদৃষ্টার্থ কর্ম্মেও দৃষ্টার্থতা কল্পনা করিতে প্রয়াস পান। অতএব দৃষ্টার্থ ই হউক আর অদৃষ্টার্থ ই হউক, বেদে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম। বার্ত্তিককার এই প্রকার অনেক হেতু প্রদর্শন করিয়া ভাষ্যকারের মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি ভাষ্যকারের মত খণ্ডন করিয়া জৈমিনি সূত্রের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন।

তিনি বলেন, যখন স্থির হইল যে, শ্রুতি স্মৃতির বিরোধ নাই, বিরোধ থাকিলে উহা শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ রূপেই পর্য্যবসিত হয়। শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ স্থলে বিকল্প হয়, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতি-প্রতিপাদিত ভিন্ন কল্পের মধ্যে ইচ্ছানুসারে কোন একটী কল্পের অনুষ্ঠান করিলেই অনুষ্ঠাতা চরিতার্থ হন। তখন যেস্থলে প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট শ্রুতিতে এবং স্মৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কর্ত্তব্য আদিষ্ট হয়, সেস্থলেও অবশ্য যে কোন একটীই অনুষ্ঠেয় হইবে। তদবস্থায় প্রয়োগ বা অনুষ্ঠানের নিয়মের জন্য অনুষ্ঠাতাদিগের অত্যন্ত হিতৈষিরূপে জৈমিনি বলিয়াছেন যে, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে শ্রৌত পদার্থের অনুষ্ঠান করিবে। শ্রৌত পদার্থের সহিত বিরোধ না থাকিলে স্মার্ত্ত পদার্থ, শ্রৌত পদার্থের ন্যায় অনুষ্ঠেয়। স্মৃতিকার জাবাল বলিয়াছেন—

"শ্রুতি স্মৃতি বিরোধেতু শ্রুতিরেব গরীয়সী।
অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সতা ॥"

শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ হইলে শ্রুতিই গুরুতরা। অবিরোধ স্থলে স্মার্ত্তপদার্থ বৈদিকপদার্থের ন্যায় অনুষ্ঠেয়। এরূপ

ব্যবস্থায় হেতু এই যে সকলই পরপ্রত্যক্ষ অপেক্ষা স্বপ্রত্যক্ষের প্রতি সমধিক আস্থাবান হইয়া থাকেন। স্মৃতির মূলীভূত শাখান্তর বিপ্রকীর্ণ শ্রুতি, পরপ্রত্যক্ষ হইলেও অনুষ্ঠাতা স্ব প্রত্যক্ষ শ্রুতির প্রতি অধিক নির্ভর করিতে বাধ্য। যব ও ব্রীহি উভয়ই প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিহিত, সুতরাং বিকল্পিত। কোন অনুষ্ঠাতা যদি উহার একটী অর্থাৎ কেবল যব বা কেবল ব্রীহি অবলম্বনে চিরদিন যাগানুষ্ঠান করেন, তাহাতে যেমন দোষ হয় না, সেইরূপ প্রকৃতস্থলে শ্রৌত বা স্মার্ত্ত এই উভয়ের মধ্যে কোনও একটীর অনুষ্ঠান-শাস্ত্রানুমত হইলেও কেবল শ্রৌত পদার্থের অনুষ্ঠান করিলে কোনও দোষ হইতে পারে না। প্রস্তাবিত জৈমিনি সূত্রের অন্যবিধ ব্যাখ্যান্তর করিয়া বার্ত্তিককার ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই সূত্র দ্বারা শাক্যাদিস্মৃতির ধর্ম্মে প্রামাণ্য নাই, ইহাই সমর্থিত হইয়াছে।

এইরূপ বার্ত্তিককার অনেক স্থলে ভাষ্যকারের মত প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন এবং কোন কোন স্থলে সূত্রকেও খণ্ডন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্যোতকর মিশ্রও এইরূপ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বার্ত্তিক গ্রন্থ মাত্রেই এইরূপ স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে দেখা যায়।

(পুং) বৃত্তিমধীতে বেদ বা বৃত্তি (ক্রতুকথাদিসূত্রান্তাৎ ঠক্। পা ৪।২।৬০) ঠক্। ২ বৃত্তিঅধ্যয়নকারী বা যাহারা বৃত্তি জানেন, তাহাদিগকে বার্ত্তিক কহে। বৃত্তৌ সাধুরিতি বৃত্তি (কথাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।৪।১০২) ইতি ঠক্। ৩ সূত্রবৃত্তিনিপুণ। ৪ প্রবৃত্তিজ্ঞ, চর। (ত্রিকা°)

"দুর্গতো বার্ত্তিকজনো লোভাৎ কিংনাম নাচরেৎ।"

(কথাসরিৎসা° ৩৪।৭৮)

৫ বৈশ্যজাতি। ৬ বর্ত্তিকপক্ষী। ৭ বার্ত্তাকু। (শব্দরত্না°)

বার্ত্তিককার (পুং) বার্ত্তিকং করোতীতি অণ্। বার্ত্তিকগ্রন্থপ্রণেতা।

বার্ত্তিককৃৎ (পুং) বার্ত্তিকং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্চ। বার্ত্তিককার।

বার্ত্তিকা (স্ত্রী) বার্ত্তিক-টাপ্। পক্ষিবিশেষ, চলিত বটের পাখী, পর্য্যায় বিষ্ফুলিঙ্গী। (হারাবলী)

বার্ত্তিকাহ্ব (ক্লী) সামভেদ।

বার্ত্তিকেন্দ্র (পুং) কিমিয়বিদ্যাবিৎ (Alchemist)।

বার্ত্রঘ্ন (পুং) বৃত্রঘ্ন ইন্দ্রস্যাপত্যং পুমান্ বৃত্রহন্-অণ্। ১ অর্জ্জুন। (ত্রিকা°) ২ জয়ন্ত। (ত্রি) ৩ বৃত্রঘ্নসম্বন্ধী। (ভাগবত ৬।১২।৩৪)

বার্ত্রতুর (ক্লী) সামভেদ।

বার্ত্রহত্য (ত্রি) বৃত্রহনন নিমিত্ত।

"বার্ত্রহত্যায় শবসে" (ঋক্ ৩।৩৭।১)

'বার্ত্রহত্যায় বৃত্রহননিমিত্তায়' (সায়ণ)

বার্দ্দ (পুং) বার জলং দদাতীতি দা-ক। ১ মেঘ। (ত্রি) ২ জলদাতা।

বার্দ্দর (ক্লী) ১ কৃষ্ণলাবীজ। ২ দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খ। ৩ কাকচিঞ্চা। ৪ তারতী। (মেদিনী) ৫ কৃমিজ। ৬ জল। ৭ আম্রবীজ। (বিশ্ব) ৮ রেশম।

বার্দ্দল (ক্লী) বাগ্‌ভিঃ সলিলৈর্দ্দলতীতি দল-অচ্। সদা মেঘাচ্ছন্নবৃষ্টিপাতাত্তথাত্বং। ১ দুর্দ্দিন, চলিত বাদলা।

(পুং) বার্দ্দল্যতেঽনেনেতি দল (পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। পা ৩।৩।১১৮) ইতি ঘ। ২ মেলানন্দা, মস্যাধার। (মেদিনী)

বার্দ্ধ (পুং) বৃদ্ধস্য গোত্রাপত্যং (অনুষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।১০৪) ইতি অঞ্। ১ বৃদ্ধের গোত্রাপত্য।

বার্দ্ধক (ক্লী) বৃদ্ধানাং সমূহঃ (গোত্রোক্ষোষ্ট্রোরভ্রেতি। পা ৪।২।৩৯) ইত্যত্র 'বৃদ্ধাচ্চেতি' কাশিকোক্তেঃ বুঞ্। ১ বৃদ্ধসংঘাত, বৃদ্ধসমূহ। বৃদ্ধস্য ভাবঃ কর্ম্মবেতি, মনোজ্ঞাদিত্বাৎ বুঞ্। ২ বৃদ্ধের ভাব বা কর্ম্ম, বৃদ্ধাবস্থা, বৃদ্ধের কার্য্য।

"বাল্যে বালক্রিয়া পূর্ব্বং তদ্বৎ কৌমারকে চ যা।
যৌবনে চাপি যা যোগ্যা বার্দ্ধকে বনসংশ্রয়া॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° ১০৯।২৪)

(ত্রি) ৩ বৃদ্ধ। (নৈষধ ১।৭৭)

বার্দ্ধক্য (ক্লী) বার্দ্ধকমেব বার্দ্ধক্য চতুর্বর্ণাদিত্বাৎ, স্বার্থে-ষ্যঞ্। ১ বৃদ্ধাবস্থা, পর্য্যায় বার্দ্ধক, বৃদ্ধত্ব, স্থাবিরত্ব। (জটাধর)

বার্দ্ধক্ষত্রি (পুং) বৃদ্ধক্ষত্রের গোত্রাপত্য, জয়দ্রথ।

বার্দ্ধক্ষেমি (পুং) বৃদ্ধক্ষেমের গোত্রাপত্য।

বার্দ্ধনী (স্ত্রী) বারেধানী, জলপাত্র।

বার্দ্ধায়ন (পুং) বার্দ্ধস্য গোত্রাপত্যং (হরিতাদিভোঽঞঃ। পা ৪।১।১০০) ইতি ফক্। বার্দ্ধের গোত্রাপত্য, বৃদ্ধের গোত্রাপত্য।

বার্দ্ধি (পুং) বারি জলানি ধীয়ন্তেঽত্রেতি ধা-কি। সমুদ্র। (ত্রিকা°)

বার্দ্ধিভব (ক্লী) বার্দ্ধৌ সমুদ্রে ভবতীতি ভূ-অচ্। ১ দ্রোণীলবণ। (রাজনি°)

বার্দ্ধুষি (পুং) বার্দ্ধুষিক পৃষোদরাদিত্বাৎ কলোপঃ। বার্দ্ধুষিক, বৃদ্ধ্যাজীব, চলিত সুদখোর। (অমর)

বার্দ্ধুষিক (পুং) বৃদ্ধ্যর্থং দ্রব্যং বৃদ্ধিঃ তাং প্রযচ্ছতীতি (প্রযচ্ছতি-গর্হ্যং। পা ৪।৪।৩০) ইতি ঠক্। 'বৃদ্ধের্বৃধুষিভাবো বক্তব্যঃ' ইতি বার্ত্তিকোক্তেঃ বৃধুষিভাবঃ। বৃদ্ধিজীবী, লভ্যভুক্, চলিত বাড়িখোর বা সুদখোর। পর্য্যায়—কুসীদক, বৃদ্ধ্যাজীব, বার্দ্ধুষি, কুসীদ, কুসীদিক। (শব্দরত্না°)

ইহার লক্ষণ—

"সমর্থং ধান্তমাদায় মহার্ঘং যঃ প্রযচ্ছতি।
স বৈ বার্দ্ধুষিকো নাম হব্যকব্যবহিষ্কৃতঃ ॥" (স্মৃতি)

যিনি সমান মূল্যে ধান্তাদি ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে প্রদান করেন, তাহাকে বার্দ্ধুষিক কহে। এই বার্দ্ধুষিক হব্য ও কব্যে নিন্দিত, অর্থাৎ বার্দ্ধুষিক ব্যক্তিকে হব্য কব্যে নিয়োগ করিতে নাই।

বৃদ্ধি ইচ্ছানুসারে লওয়া বাইতে পায়া যায় না, লইলে দণ্ডনীয় হইতে হয়। শাস্ত্রে বৃদ্ধি লইবার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, সবন্ধক ঋণে প্রতিমাসে শতকরা অশীতিভাগের একভাগ বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ, আর বন্ধকশূন্য ঋণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণানুসারে যথাক্রমে শতকরা শতভাগের দুইভাগ, তিনভাগ, চারিভাগ এবং পাঁচভাগ বৃদ্ধি অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে শতপণ ধার দিলে তাহার নিকট প্রতিমাসে দুই পণ, ক্ষত্রিয়ের নিকট তিনপণ ইত্যাদিক্রমে সুদ লইবে।

যাহারা বাণিজ্যার্থ কান্তারে গমন করে, তাহারা শতকরা শতভাগের দশভাগ এবং সমুদ্রগামীরা শতভাগের বিংশতিভাগ সুদ দিবে। অথবা সকল বর্ণ সকল জাতিকে ঋণগ্রহণ সময়ে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধি দিবে। বহুকাল ঋণ থাকিলে অথচ মধ্যে মধ্যে সুদগ্রহণ না করিলে যতদূর পর্য্যন্ত সুদ বাড়িতে পারে, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, স্ত্রীপশু অর্থাৎ গাভী প্রভৃতি ধার করিলে তাহার বৎসের মূল্য পর্য্যন্ত সুদ হইলে আর বাড়িবে না, রসের অর্থাৎ ঘৃততৈলাদির সুদ মূলধন অপেক্ষা আটগুণ পর্য্যন্ত বাড়িবে। বস্ত্র, ধান্ত এবং সুবর্ণের দুইগুণ, তিনগুণ ও চারিগুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইবে। বার্দ্ধুষিক এই নিয়মে বৃদ্ধিগ্রহণ করিবেন। (যাজ্ঞবল্ক্যস° ২অ°)।

মনু বৃদ্ধি বিষয়ে এই কথাই বলিয়াছেন—

"অশীতিভাগং গৃহ্লীয়াৎ মাসাদ্বার্দ্ধুষিকঃ শতাৎ।
দ্বিকং শতং বা গৃহ্লীয়াৎ সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥
দ্বিকং শতঞ্চ গৃহ্লানো ন ভবত্যর্থকিল্বিষী।
শতকার্ষাপণেঽশীতিভাগং বিংশতিকাঃ পণাঃ ॥" (মনু ৮ অ°)

উত্তমর্ণ সাধুদিগের আচার স্মরণ করিয়া বন্ধকরহিত স্থলে প্রতিমাসে শতকরা দুইপণ সুদ লইলে অর্থসম্বন্ধে পাপী হইতে হয় না। বৃদ্ধিজীবী উত্তমর্ণ এইরূপে স্বীয় দায়িত্ব বুঝিয়া বর্ণানুক্রমে ব্রাহ্মণ অধমর্ণের নিকট শতকরা দুইপণ, ক্ষত্রিয়ের নিকট তিনপণ, বৈশ্যের নিকট চারিপণ এবং শূদ্রের নিকট পাঁচপণ সুদ প্রতিমাসে গ্রহণ করিতে পারেন।

একমাস, দুইমাস বা তিনমাস নিয়মে ঋণ দিয়া সংবৎসর অতিক্রম করিয়া তাহার সুদ একেবারে গ্রহণ করা উত্তমর্ণের উচিত নহে। কিংবা অশাস্ত্রীয় বৃদ্ধিগ্রহণ করাও বিধেয় নহে। চক্রবৃদ্ধি, কালবৃদ্ধি অর্থাৎ মূল্যের দ্বিগুণ অধিক বৃদ্ধি, কারিতা (অধমর্ণ বিপদে পড়িয়া যে বৃদ্ধি স্বীকার করে) এবং কারিকা-বৃদ্ধি অর্থাৎ অতিশয় পীড়নাদি দ্বারা যে বৃদ্ধি এই চারিপ্রকার বৃদ্ধি বিশেষ নিন্দিত। যদি মাসে মাসে সুদ না লইয়া সুদে আসলে একেবারে লইতে হয়, তাহা হইলে মূলের দ্বিগুণের অধিক লইতে পারিবে না। (মনু ৮ অ°)

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, বার্দ্ধুষিকের অন্ন ভোজন করিতে নাই, যাহারা বৃদ্ধিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের অন্ন বিষ্ঠাতুল্য, সুতরাং তাহাদের অন্নভোজন বিষ্ঠাভোজন সদৃশ পাপজনক। (৪ অ°)

সকল শাস্ত্রেই বৃদ্ধিজীবী নিন্দিত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা অতিশয় দোষাবহ ও পাতিত্যজনক।

বার্দ্ধুষিন্ (পুং) বৃদ্ধিজীবী, সুদখোর।

বার্দ্ধুষী (স্ত্রী) বৃদ্ধির নিমিত্ত দেওয়া, উচ্চসুদে ধার দেওয়া, বাড়ি দেওয়া।

বার্দ্ধুষ্য (ক্লী) বার্দ্ধুষের্ভাব, বার্দ্ধুষি-ষ্যঞ্। ধান্যবর্দ্ধন, ধান বাড়ি দেওয়া। ইহা নিন্দিত কার্য্য।

"কন্যায়া দূষণঞ্চৈব বার্দ্ধুষ্যং ব্রতলোপনম্।
তড়াগারামদারাণামপত্যস্য চ বিক্রয়ঃ ॥" (মনু ১১।৬২)

বার্দ্ধেয় (ত্রি) বার্দ্ধেঃ সমুদ্রস্যেদমিতি বার্দ্ধি-ঢঞ্। দ্রোণী লবণ। (রাজনি°)

বার্দ্ধ (ক্লী) বর্দ্ধ্রে ইদমিতি বর্দ্ধ্রী (চর্ম্মণোঽঞ্। পা ৬।১।১৫) ইতি অঞ্। চর্ম্মরজ্জু, চামড়ার দড়ী। (অমরটীকা সারসু°) স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

বার্দ্ধ্রীণস (পুং) বার্দ্ধ্রীব নাসিকাস্যেতি (অঞ্ নাসিকায়াঃ সংজ্ঞায়াং নসং চাস্থূলাৎ। পা ৫।৪।১১৮) ইতি অচ্ নসাদেশশ্চ। (পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ। পা ৮।৪।৩) ইতি ণত্বং। ১ পশু বিশেষ, গণ্ডক, গণ্ডার। [গণ্ডার দেখ।]

২ ছাগভেদ।

"ত্রিপ্রবং ত্বিন্দ্রিয়ক্ষীণং শ্বেতং বৃদ্ধমজাপতিম্।
বার্দ্ধ্রীণসঃ প্রোচ্যতেঽসৌ হব্যে কব্যে চ সৎকৃতঃ ॥"
(কালিকাপুরাণ)

ইহা হব্য ও কব্যে প্রশংসনীয়।

৩ নীলগ্রীব রক্তশীর্ষ পক্ষীবিশেষ, এই পক্ষীর গ্রীবাদেশ নীলবর্ণ এবং মস্তক রক্তবর্ণ, পাদদেশ কৃষ্ণ এবং পক্ষ শুভ্রবর্ণ; এই পক্ষী বিষ্ণুর অতিপ্রিয়। এই পক্ষী বিষ্ণুর উদ্দেশে বলি দিলে তাহার পরমা তৃপ্তি হয়।

"নীলগ্রীবো রক্তশীর্ষঃ কৃষ্ণপাদঃ সিতচ্ছদঃ।
বার্দ্ধ্রীণসঃ স্যাৎ পক্ষীশো মম বিষ্ণোরতিপ্রিয়ঃ ॥"
বলিদানফলং—
"রোহিতস্য তু মৎস্যস্য মাংসৈর্বার্দ্ধ্রীণসস্য চ।
তৃপ্তিমাপ্নোতি বর্ষাণাং শতানি ত্রীণি মৎপ্রিয়া ॥"
(কালিকাপু° ৬৬ অ°)

এই পক্ষিমাংস দ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে তাহাদেরও অনন্ত তৃপ্তি হইয়া থাকে।

"বার্দ্ধ্রীণসামিষং লৌহং কালশাকং তথা মধু।
দৌহিত্রামিষমন্নচ্চ যদ্দত্তং তৎকুলোদ্ভবৈঃ ॥
অনন্তাং তাং প্রযচ্ছন্তি তৃপ্তিং গৌরীসুতস্তথা।
পিতৃণাং নাত্র সন্দেহো গয়াশ্রাদ্ধঞ্চ পুত্রক ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° শ্রাদ্ধকল্পাধ্যায়)

ইহা ভিন্ন পাদ, মস্তক ও চক্ষু রক্তবর্ণ এবং শরীর কৃষ্ণবর্ণ একপ্রকার পক্ষী আছে, তাহাকেও বার্দ্ধ্রীণস কহে।

"রক্তপাদো রক্তশিরা রক্তচক্ষুর্বিহঙ্গমঃ।
কৃষ্ণবর্ণেন চ তথা পক্ষী বার্দ্ধ্রীণসো মতঃ ॥" (মার্কণ্ডেয়পু°)

বার্দ্ধ্রীনস (পুং) বার্দ্ধীব নাসিকা যস্য, নাসায়াঃ নসাদেশঃ। ১ গণ্ডক, গণ্ডার। ২ পক্ষিবিশেষ।

বার্ভট (পুং) বারি জলে ভট ইব। কুম্ভীর। (ত্রিকা°)

বার্ম্মণ (ক্লী) বর্ম্মণাং সমূহ-বর্ম্মন্ (ভিক্ষাদিভ্যো অণ্। পা ৪।২।৩৮) ইতি অণ্। বর্ম্মসমূহ। (অমরটীকা সারসু°)

বার্ম্মতেয় (ত্রি) বর্ম্মতী অভিজনোঽস্য (তূদীশলাতুরবর্ম্মতীত্যাদি। পা ৪।৩।৯৪) ইতি ঢক্। বর্ম্মতী যাহার অভিজন।

বার্ম্মিকায়ণি (পুং) বর্ম্মিণো গোত্রাপত্যং (বাকিনাদীনাং কুক্চ। পা ৪।১।১৫৮) ইতি বর্ম্মিণ ফিঞ্ কুকাগমশ্চ। বর্ম্মির গোত্রাপত্য।

বার্ম্মিক্য (ক্লী) বর্ম্মিকস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) ইতি যক্। বর্ম্মিভাব বা কর্ম্ম।

বার্ম্মিণ (ক্লী) বর্ম্মিণাং সমূহঃ বর্ম্মিন্-অণ্। বর্ম্মিসমূহ।

বার্ম্মিজ্ (ইংরাজী) Burmese শব্দজ। ব্রহ্মদেশবাসী।

বার্ম্মুচ্ (পুং) বাঃ বারি মুঞ্চতীতি মুচ্ কিপ্। ১ মেঘ। (শব্দরত্না°) ২ মুস্তক।

বার্য্য (ত্রি) বারি-ষ্যঞ্। ১ বারি সম্বন্ধী, জল সম্বন্ধী, বৃঙ্ সম্ভক্তৌ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪) ইতি ণ্যৎ। ২ বরণীয়, ঋত্বিক্।

"শ্রেষ্ঠং নো ধেহি বার্য্যং" (ঋক্ ৩।২১।২)
'বার্য্যং বরণীয়ং' (সায়ণ)
৩ নিবারণীয়।

"স্ত্রী ভাবে পরিনির্ব্বিণ্ণা পুংস্থার্থে কৃতনিশ্চয়া।
ভীষ্মে প্রতিচিকীর্ষামি নাস্মি বার্য্যেতি বৈ পুনঃ ॥"
(ভারত ৫।১৮৯।৬)

বার্য্যমাণ (ত্রি) নিবারিত, নিষিদ্ধ।

বার্য্যয়ন (ক্লী) জলাশয়। (ভাগ° ১২।২।৬)

বার্য্যামলক (পুং) জল আমলা।

বার্য্যুদ্ভব (ত্রি) বারিণি উদ্ভব উৎপত্তির্যস্য। ১ পদ্ম। (ত্রি) ২ জলজাত মাত্র।

বার্য্যুপজীবিন্ (ত্রি) জলজীবী।

বার্য্যোকস্ (ত্রি) বারি ওকঃ অবস্থানং যস্য। জলৌকা, জোক্।

বারাশি (পুং) বারাং রাশির্যত্র। সমুদ্র।

বার্ব্বট (পুং) বার্ভি র্বট্যতে বেষ্টতে ইতি ঘঞর্থে ক। বহিত্র।

বার্ব্বণা (স্ত্রী) নীলীমক্ষিকা। (শব্দরত্না°)

বার্ব্বর (ত্রি) বর্ব্বরসম্বন্ধি।

বার্ব্বরক (ত্রি) বার্ব্বর-স্বার্থে কন্। বর্ব্বরসম্বন্ধী।

বার্শ (ক্লী) সামভেদ।

বার্শিলা (স্ত্রী) বার্জাতা শিলা শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। করকা। (শব্দচ°)

বার্ষ (ত্রি) ১ বর্ষাসম্বন্ধীয়। ২ বর্ষসম্বন্ধীয়।

বার্ষক (ক্লী) বর্ষস্যেদং বর্ষ-অণ্, স্বার্থে কন্। সুহ্যুম্ন কৃত পৃথিবীর দশভাগের অন্তর্গত ভাগ বিশেষ।

"দশধা বিভজন্ ক্ষেত্রমকরোৎ পৃথিবীমিমাম্।
ইক্ষ্বাকুর্জ্যেষ্ঠদায়াদো মধ্যদেশমবাপ্তবান্।
কোষ্টবে বার্ষকং ক্ষেত্রং রণবৃষ্টির্বভূব হ ॥"
(অগ্নিপু° সাগরোপাখ্যানাধ্যায়)

বার্ষগণ (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

বার্ষগণীপুত্র (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

বার্ষগণ্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

বার্ষদ (ত্রি) বৃষদ-অণ্। আংশ, অংশসম্বন্ধী। (উণ্ ৫।২১)

বার্ষদংশ (পুং) গোত্রভেদ।

বার্ষপর্ব্বণী (স্ত্রী) বৃষপর্ব্বার স্ত্রী অপত্য।

বার্ষভ (ত্রি) বৃষভসম্বন্ধীয়।

বার্ষভাণবী (স্ত্রী) বৃষভাণোরপত্যংস্ত্রী বৃষভাণু-অণ্। বৃষভাণুকন্যা, শ্রীরাধা। (পাদ্মোত্তরখ° ৬৭ অ°)

বার্ষল (ত্রি) বৃষলস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা বৃষল (হায়ণান্তযুবাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।১৩০) ইতি অণ্। বৃষলের ভাব বা কর্ম্ম, শূদ্রের ভাব বা কর্ম্ম।

বার্ষলি (স্ত্রী) বৃষল্যাঃ অপত্যং বৃষলী (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) ইতি ইঞ্। বৃষলীর অপত্য।

বার্ষশতিক (ত্রি) বর্ষশতসম্বন্ধীয়।

বার্ষসহস্রিক (ত্রি) সহস্র বর্ষসম্বন্ধীয়।

বার্ষাকপ (ত্রি) বৃষাকপি সম্বন্ধীয়।

বার্ষাগির (পুং) ঋগ্মন্ত্রদ্রষ্টা বৃষাগির পুত্রগণ।

বার্ষায়ণি (পুং) বর্ষায়ণের অপত্য।

বার্ষাহর (ক্লী) সামভেদ।

বার্ষিক (ক্লী) বর্ষাসু জাতমিতি বর্ষা (বর্ষাভ্যষ্ঠক্। পা ৪।৩।১৮) ইতি ঠক্। ১ ত্রায়মাণা। (মেদিনী) ২ ধুনা। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) বর্ষেভবঃ বর্ষ (কালাৎ ঠঞ্। পা ৪।৩।১১) ইতি ঠঞ্। ৩ বর্ষভব, বাৎসরিক, যাহা বৎসরে হয়, বর্ষকর্ত্তব্য পূজাদি।

"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ॥" (চণ্ডী)

৪ বর্ষাকালোদ্ভব।

বার্ষিকী (স্ত্রী) বর্ষাসু ভবা বর্ষা-ঠক্-ঙীষ্। ১ ত্রায়মাণালতা, চলিত গোয়ালিয়া লতা, বলা লতা। (রাজনি°)

২ বর্ষাভব মল্লিকাভেদ, বেলফুল, মল্লিকা ফুল। (Jasminum sumbac) তৈলঙ্গ—কুলবক্রান্ত চেট্টু, ইহা দীর্ঘ ও বর্ত্তুল পুষ্পভেদে নানা প্রকার। গুণ—শীতল, হৃদ্য, সুগন্ধ, পিত্তনাশক, কফ, বাত, বিস্ফোট ও ক্রিমিদোষনাশক। (রাজনি°) এই পুষ্পের তৈল উক্ত গুণবিশিষ্ট। ৩ কাসবীজ।

বার্ষিক্য (ত্রি) বার্ষিককৃত্য।

বার্ষিলা (স্ত্রী) বার্জাতা শিলা (শাকপার্থিবাদিনামুপসংখ্যানং উত্তরপদলোপশ্চ। পা ২।১।৬০ ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা) শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। পৃষোদরাদিত্বাৎ শস্য-ষ। করকা। (শব্দচ°)

বার্ষুক (ত্রি) বর্ষুক-স্বার্থে-ষ্ণ। বর্ষণশীল।

বার্ষ্টিহব্য (পুং) বৃষ্টিহব্য পুত্র উপস্তুত, ঋগ্মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিভেদ।

বার্ষ্ট্য (ত্রি) বৃষ্টির যোগ্য।

বার্ষ্ণ (পুং) বৃষ্ণিবংশ্য, কৃষ্ণ।

বার্ষ্ণি (পুং) বৃষ্ণিবংশ।

বার্ষ্ণিক (পুং) বৃষ্ণিকস্য গোত্রাপত্যং বৃষ্ণিক (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) ইতি অণ্। বৃষ্ণিকের গোত্রাপত্য।

বার্ষ্ণিবৃদ্ধ (ত্রি) বৃষ্ণিবৃদ্ধের অপত্য সম্বন্ধী।

বার্ষ্ণেয় (পুং) বৃষ্ণিবংশসম্ভূত। ২ কৃষ্ণ।

বার্ষ্ণ্য (পুং) কৃষ্ণ।

বার্ম্মণ (ত্রি) বর্ম্মা সম্বন্ধী।

বার্ম্মায়ণি (পুং) বর্ম্মায়ণের গোত্রাপত্য।

বার্হত (ক্লী) বৃহত্যাঃ ফলমিতি (প্লক্ষাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।১৬৪) ইতি অণ্, বিধানসামর্থ্যাৎ তস্য ফলেন লুক্। বৃহতী ফল। (অমর)

বার্হদ্রথ (পুং) বৃহদ্রথস্যাপত্যং পুমান্ বৃহদ্রথ-অণ্। ১ জরাসন্ধ। বৃহদ্রথস্যেদমিতি অণ্। (ত্রি) ২ জরাসন্ধরাজসম্বন্ধী।

বার্হদ্রথি (পুং) বৃহদ্রথস্যাপত্যং পুমান্ বৃহদ্রথ-ইঞ্। জরাসন্ধ।

বাল (পুং) ১ কেশ। ২ বালক। [বর্গীয় বাল দেখ]

বালক (পুং ক্লী) বাল-কন্। ১ পরিধার্য্য বলয়, বালা। ২ অঙ্গুরীয়ক। ৩ গন্ধদ্রব্য বিশেষ। (বৈদ্যকনি°) বাল এব স্বার্থে-কন্। ৪ শিশু। ৫ অজ্ঞ। ৬ হয়বালধি। ৭ হস্তিবালধি। ৮ হ্রীবের। ৯ কেশ। (বিশ্ব)

বালখিল্য (পুং) বালখিল্য মুনি, ইঁহাদের পরিমাণ ৬০ হাজার, এই মুনি সকল অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ। ইঁহারা ক্রতুর পুত্র।

"ক্রতোশ্চ সন্ততির্ভার্য্যা বালখিল্যানসূয়ত।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৫২।২৪)

২ ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের সূক্তভেদ।

বালধি (পুং) বালাঃ কেশাঃ ধীয়ন্তেঽত্র বাল-ধা-কি। কেশযুক্ত লাঙ্গুল, সলোম লাঙ্গুল, পুচ্ছ। ২ চামর।

বালধিপ্রিয় (পুং) চমরীমৃগ। (রাজনি°)

বালপাশ্যা (স্ত্রী) বালপাশে কেশসমূহে সাধুঃ তত্র সাধুরিতি যৎ। সীমন্তিকাস্থিত স্বর্ণাদি রচিত পটিকা, চলিত সিঁতী, পর্য্যায় পরিতথ্যা। ২ বালপাশস্থিত মণি।

বালবন্ধ[ন] (পুং) কেশবন্ধন, খোপাবান্ধা। বালকাদির বন্ধন।

বালম্ময়েশ (পুং) জনপদভেদ।

বালব (পুং) বব প্রভৃতি একাদশ করণের অন্তর্গত দ্বিতীয় করণ। এই করণ শুভকরণ, শুভকার্য্যাদি এই করণে করা যাইতে পারে। এই করণে যদি কাহারও জন্ম হয়, তাহা হইলে সেই বালক কার্য্যকুশল, স্বজনপালক, উত্তম সেনাপতি, কুলশীলযুক্ত, উদারবুদ্ধি ও বলবান্ হয়।

"কার্য্যস্য কর্ত্তা স্বজনস্য ভর্ত্তা সেনাপ্রণেতা কুলশীলযুক্তঃ।
উদারবুদ্ধির্বলবান্ মনুষ্যশ্চেদ্বালবাখ্যে জননং হি যস্য॥"
(কোষ্ঠীপ্র°)

বালবর্ত্তি (স্ত্রী) বালনির্ম্মিতা বর্ত্তি। (সুশ্রুত চি° ২ অ°)

বালবায় (ক্লী) বৈদূর্য্যমণি। (ত্রিকা°)

বালবায়জ (ক্লী) বৈদূর্য্যমণি। (ত্রিকা°)

বালব্যজন (ক্লী) বালস্য চমরীপুচ্ছস্য বালেন বা নির্ম্মিতং ব্যজনং। চামর। পর্য্যায়—রোমপুচ্ছ, প্রকীর্ণক। (হেম)

বালহস্ত (পুং) বালা হস্ত-ইব মক্ষিকাদীনাং নিবারকত্বাৎ। বালধি, লোমযুক্ত লাঙ্গুল। (অমর) (ত্রি) বালানাং কেশানাং হস্তঃ সমূহঃ। ২ কেশসমূহ।

বালা (স্ত্রী) ১ স্বনামখ্যাত ওষধিবিশেষ। (দেশজ) ২ স্বর্ণালঙ্কারভেদ। বলয় শব্দার্থ।

বালাক্ষী (স্ত্রী) বালাঃ কেশাইব অক্ষিসদৃশঞ্চ পুষ্পং যস্যাঃ। কেশপুষ্পাবৃক্ষ, পর্য্যায়—মানসী, দুর্গপুষ্পী, কেশধারিণী। (শব্দচ°)

বালাগ্র (ক্লী) কেশাগ্র।

বালাগ্রপোতিকা (স্ত্রী) লতাবিশেষ।

বালি (পুং) বালে কেশে জাতঃ বাল-ইঞ্। কপিবিশেষ, পর্য্যায়—ঐন্দ্র, বালী, বানররাজ বালি রামচন্দ্র কর্ত্তৃক হত হন। [প বর্গীয় বালি শব্দ দেখ]

বালিকা (স্ত্রী) বালা এব বাল স্বার্থে-কন্. টাপ্ অত ইত্বং। ১ বালা, কন্যা। ২ বালুকা। ৩ পত্রকম্পিলা। ৪ কর্ণভূষণ। ৫ এলা। (শব্দরত্না°)

বালিকাজ্যবিধ (পুং) বালিকাজ্য দেশ। (পা ৪।২।৫৪)

বালিকায়ন (ত্রি) বলিকে ভব।

বালিখিল্ল (পুং) পুলস্ত্যকন্যা সন্ততির গর্ভে ক্রতুর ঔরসে জাত ষষ্টিসহস্র সংখ্যক ঋষিবিশেষ, বালখিল্য ঋষি। এই ঋষিগণ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ। (কূর্ম্মপু° ১২ অ°)

বালিন্ (পুং) বাল-এব উৎপত্তিস্থানত্বেন বিদ্যতে যস্য, বাল-ইনি। ইন্দ্রপুত্র বানররাজ বিশেষ, অঙ্গদের পিতা ও সুগ্রীবের ভ্রাতা। অমোঘবীর্য্য ইন্দ্রদেবের বীর্য্য বালদেশে পতিত হইয়া ইহার উৎপত্তি হয়, এইজন্য ইহার নাম বালী হয়। [পবর্গে বালি দেখ]

"অমোঘরেতসস্তস্য বাসবস্য মহাত্মনঃ।
বালেষু পতিতং বীজং বালী নাম বভূবহ॥" (রামায়ণ)

বালাঃ কেশাঃ সন্ত্যস্য বাল-ইনি। (ত্রি) ২ বালবিশিষ্ট।

বালু (স্ত্রী) বলতেঽনেন বল-প্রাণনে বল-উণ্। এলবালুক নামক গন্ধদ্রব্য। (উজ্জ্বল)

বালুক (ক্লী) বালুরেব স্বার্থে-কন্। এলবালুক। (অমর) (পুং) ২ পানীয়ালু। (রাজনি°)

বালুকা (স্ত্রী) বালুক-টাপ্। রেণুবিশেষ, চলিত বালি, পর্য্যায়—সিকতা, সিক্তা, শীতলা, সূক্ষ্মশর্করা, প্রবাহী, মহাসূক্ষ্মা, সূক্ষ্মা, পানীয়বর্ণিকা। গুণ—মধুর, শীতল, সন্তাপ ও শ্রমনাশক। (রাজনি°) ২ শাখাহস্ত পাদাদি। ৩ কর্কটী। ৪ কর্পূর। ৫ বৈদ্যকোক্ত যন্ত্রবিশেষ, বালুকাযন্ত্র। (শব্দচ°)

বালুকাগড় (পুং) বালুকায়াঃ গড়তীতি তস্মাৎ ক্ষরতি যঃ বালুকা-গড় পচাদ্যচ্। মৎস্যবিশেষ, চলিত বেলে মাছ, পর্য্যায় সিতাঙ্গ।

বালুকাত্মিকা (স্ত্রী) বালুকাবাত্মা স্বরূপো যস্যাঃ কন্ অত ইত্বং। ১ শর্করা, চিনি। (ত্রি) ২ বালুকা আত্মা-যস্য। ৩ বালুকাময়।

বালুকাপ্রভা (স্ত্রী) বালুকানামুজ্জ্বরেণুনাং প্রভা-যস্যাং। ১ নরকভেদ। (হেম)

বালুকী (স্ত্রী) ১ কর্কটীভেদ। পর্য্যায়—বহুফলা, স্নিগ্ধফলা, ক্ষেত্রকর্কটী, ক্ষেত্ররুহা, কান্তিকা, মূত্রলা। (রাজনি°)

বালুকেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

বালুঙ্কী, বালুকী, কর্কটীভেদ। (ত্রিকা°)

বালুক (পুং) বলতে প্রাণান্ হন্তি যঃ বল-বধে-উক। বিষভেদ।

বালেয় (পুং) বলয়ে উপকরণায় সাধুঃ বলি (ছদিরূপধিবলে ঠঞ্। পা ৫।১।১৩) ইতি ঠঞ্। ১ রাসভ, গর্দ্দভ। ২ দৈত্যবিশেষ, বলির পুত্র, দৈত্যরাজ বলির বাণ আদি করিয়া শত পুত্র হয়, এই সকল পুত্র বালেয় নামে খ্যাত। (অগ্নিপুরাণ) ৩ জনমেজয়বংশোদ্ভব সুতমস-রাজার পুত্রের নাম বলি, ইহার পাঁচটী পুত্র হয়, এই পঞ্চপুত্রও বালেয় নামে অভিহিত।
(হরিবংশ ৩১ অ°)

৩ অজাবল্লরী। ৪ চাণক্যমূলক। (রাজনি°) (ত্রি) ৫ মৃদু। ৬ বালহিত। (মেদিনী) ৭ তণ্ডুল। ৮ বলিযোগ্য। (ক্লী) ৯ বিতুন্নক বৃক্ষের ত্বক্। (ভাবপ্র°)

বাল্ক (ত্রি) বল্কস্য বল্কলস্য বিকারঃ বল্ক (তস্য বিকারঃ। পা ৪।৩।১৩৪) ইতি-অণ্। বল্ক সম্বন্ধি বস্ত্র, ক্ষৌমাদি, শাস্ত্রে লিখিত আছে যে এই বস্ত্রহর্ত্তা বক হয়।

"তথৈবাজাবিকং হৃত্বা বস্ত্রং ক্ষৌমঞ্চ জায়তে।
কার্পাসিকে হৃতে ক্রৌঞ্চো বাল্কহর্ত্তা বকস্তথা॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ১৫।২৮)

বাল্কল (ত্রি) বল্কলস্যেদং অণ্। বল্কল নির্ম্মিত।

বাল্কলী (স্ত্রী) মদিরা, গৌড়ীমদ্য। (ত্রিকা°)

বাল্ভব্য (পুং) বল্ভু গোত্রাপত্যার্থে (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি যঞ্। বল্ভুর গোত্রাপত্য।

বাল্মিকি (পুং) বল্মিকে ভবঃ বল্মিক-ইঞ্। বাল্মীক মুনি।

বাল্মিকীয় (ত্রি) বাল্মিকি (গহাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৮) ইতি ছ। বাল্মীকি সম্বন্ধীয়।

বাল্মীক (পুং) বল্মীকে ভবঃ বল্মীক-অণ্। মুনিবিশেষ, বাল্মীকি মুনি।

বাল্মীকভৌম (ক্লী) বল্মীকপূর্ণ দেশ।

বাল্মীকি (পুং) বল্মীকে ভব বল্মীক-ইঞ্, বা বল্মীকপ্রভবো-বস্মাৎ-তস্মাদ্ বাল্মীকিরিত্যসৌ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তোক্তেঃ। ভৃগুবংশীয় মুনিবিশেষ, রামায়ণপ্রণেতা বাল্মীকি মুনি। পর্য্যায়—প্রাচেতস, কবিজ্যেষ্ঠ, কুশীলব, বল্মীক, কবি, আদ্যকবি। (জটাধর)

"জাতে জগতি বাল্মীকৌ কবিরিত্যভিধাভবৎ।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি॥" (কাব্যাদর্শভূমিকা)

বাল্মীকি, ইনি প্রচেতা ঋষির বংশের অধস্তন দশমপুরুষ। তমসা নদীর তটে ইহার আশ্রম; একদা তমসার নির্ম্মল জলে অবগাহনান্তর স্নান করিবার মানসে স্বকীয় শিষ্য ভরদ্বাজ মুনির সহিত তথায় উপস্থিত হন। শিষ্যকে স্নানাহ্নিক করিবার উপযুক্ত

একটী সুন্দর পরিপাটী ঘাট নির্দ্দেশপূর্ব্বক সেইখানে অবস্থান করিতে বলিয়া স্বয়ং তত্তীরবর্ত্তী বনোপবনে কিছুকালের জন্ত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ইত্যবসরে দেখেন যে এক পাপমতি নিষাদ অকারণ কোন কামবিহ্বল ক্রৌঞ্চের নিধন-সাধন করিল,—ব্যাধকর্ত্তৃক আহত হইয়া রক্তাক্ত দেহে যখন ক্রৌঞ্চ ধরাতলে পড়িয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিল, তখন ক্রৌঞ্চী চিরকালের জন্ত স্বামীবিরহ মনে করিয়া যৎপরোনাস্তি রোদন করিতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মহামুনি বাল্মীকির মনে দয়া উপস্থিত হইল। তিনি ক্রৌঞ্চীর দুঃখে যারপর নাই দুঃখিত হইয়া ব্যাধকে নিতান্ত পরুষবচনে বলিলেন "রে নিষাদ! তুই কোথাও প্রতিষ্ঠা পাইবি না—যেহেতু তুই কামবিমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিলি" ব্যাধকে এইরূপে অভিশাপ করিয়া মনে মনে চিন্তা এবং দুঃখ করিতে করিতে শিষ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে অবগত করাইয়া বলিলেন যে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আমার কণ্ঠ হইতে পাদবদ্ধ সমাক্ষর তন্ত্রীলয়যুক্ত যে বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে তাহা শ্লোকরূপে গণ্য হউক, ইহার যেন অন্যথা না হয়। ইহা শুনিয়া শিষ্য ভরদ্বাজও পরমাহ্লাদিত হইলেন। পরে গুরু-শিষ্য উভয়ে সন্তুষ্টচিত্তে তমসার নির্ম্মল জলে স্নানাহ্নিক সমাপনান্তর আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। আশ্রমে গিয়া যদিও বাল্মীকি মুখে অন্যান্য কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্লোক-চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে সতত জাগরিত রহিল। এই সময়ে সর্ব্ব-লোকপিতামহ পদ্মযোনি ব্রহ্মা বাল্মীকির সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহামুনি বাল্মীকি সবিস্ময়ে শশব্যস্তে দণ্ডায়মান হইয়া পাদ্য-অর্ঘ্য-আসন প্রদানে তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিলেন। ব্রহ্মা তৎকর্ত্তৃক যথোচিত সৎকৃত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে নিজে আসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকেও আসন গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন এবং একে একে আশ্রমের যাবতীয় কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন আবার মুনিবর বাল্মীকির মনে সেই ক্রৌঞ্চের অস্থিরতার বিষয় জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় বিব্রত করিল; তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন "রে পাপাত্মা নিষাদ! তুই অকারণ ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়া প্রমাদ ঘটাইলি"।

বাল্মীকি ব্রহ্মার নিকটে বসিয়া গোপনভাবে এইরূপে ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চীর দুঃখ স্মরণ করিয়া মনে মনে সেই শোকের শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন। ব্রহ্মা মুনির এতাদৃশ শোকপরায়ণতা দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে স্মিতমুখে মধুরবচনে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন যে, তোমার কণ্ঠনিঃসৃত ঐ বাক্য আমারই সঙ্কল্পে হইয়াছে, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও। অতএব এবিষয়ে যেন তোমার মনে আর কোন শোকের উদ্রেক না হয়; তোমার এই বাক্যই জগতে শ্লোক বলিয়া প্রচারিত হইবে। তুমি এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ ভগবান্ রামচন্দ্রের যাবতীয় চরিত্র বর্ণনানন্তর ভূতলে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন কর। এই মহীতলে যতকাল পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য, নদ, নদী, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিবে তাবৎকাল জনসাধারণে তোমার এই রামগুণ-গাথা (রামায়ণ) সমুৎসুকচিত্তে শুনিবে ও অধ্যয়ন করিবে। তুমিও ঊর্দ্ধাধোভাগে (স্বর্গমর্ত্ত্যে) চিরকালের জন্ত বাস করিবে; অর্থাৎ স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যে তোমার নাম চিরস্থায়ী হইবে।

পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ উপদেশ প্রদানান্তর তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে, সশিষ্য বাল্মীকি যারপর নাই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অতঃপর তপোধন বাল্মীকি বিধাতার উক্ত আদেশানুসারে রামায়ণ-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। পূর্ব্বে মহর্ষি নারদের নিকট ত্রিবর্গসাধক রামচরিত সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ তাঁহার কিছু জানা ছিল, এক্ষণে সুব্যক্তরূপে তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্ত সমুৎসুক হইয়া পূর্ব্বমুখে আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং আচমনানন্তর কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নয়ন মুদ্রিত করিয়া যোগবলে রাজা দশরথাদির বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সীতার পাতাল-প্রবেশ পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা জ্ঞানচক্ষে অবলোকন করিলেন।

তদনন্তর মহর্ষি ঐ সকল বৃত্তান্ত নানা ছন্দোবন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় সুললিত পদবিন্যাসে লিপিবদ্ধ করেন। ইহাই হিন্দুর রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির আদর্শস্বরূপ এবং ভাষাতত্ত্ববিৎ আলঙ্কারিক, বিজ্ঞানবিদ্ দার্শনিক, অধ্যাত্ম-তত্ত্ববেত্তা যোগী ঋষি প্রভৃতি, এই সর্ব্বজনসুলভ চিরপ্রসিদ্ধ "রামায়ণ" গ্রন্থ। মহর্ষি প্রথমতঃ ইহার ষষ্ঠকাণ্ড পর্য্যন্ত পাঁচশত সর্গে এবং চতুর্ব্বিংশতিসহস্র শ্লোকে পূর্ণ করেন।

ইহার পর অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ বৃত্তান্ত, বাল্মীকির নাম দিয়া অপর কোন ব্যক্তি পুনরায় সীতাদেবীর নির্ব্বাসন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পাতাল প্রবেশ পর্য্যন্ত বর্ণন করেন; ইহাই রামায়ণের সপ্তমকাণ্ড বা উত্তরকাণ্ড নামে অভিহিত।

উক্ত সপ্তকাণ্ড রামায়ণই বাল্মীকির প্রধান পরিচায়ক। আর এই গ্রন্থরচনাই ইঁহার কৃতকর্ম্মের মধ্যে প্রধানতম ব্যাপার। পরবর্ত্তী কেহ কেহ রটনা করেন এই যে, ইহা রামের জন্মের অশীতিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কোন কাজের কথা নহে। [রামায়ণ দেখ।]

শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞায় বৃদ্ধ সুমন্ত্র সারথি সমভিব্যাহারে জ্যেষ্ঠানুরক্ত মহামতি লক্ষ্মণ বাল্মীকির আশ্রমের অনতিদূরে গঙ্গার পরপারে সীতাদেবীকে নির্ব্বাসিত করিলে তাঁহার রোদনধ্বনি

শুনিয়া মুনিবালকগণ মুনির নিকট জানাইলে তপোধন তপোবললব্ধ চক্ষে তত্ত্ব অবগত হইয়া দেবীর নিকট গিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে নিরস্ত করিয়া নিজ সমভিব্যাহারে আশ্রমে আনয়ন করেন। সীতা মুনির আশ্রমে থাকিয়া কিয়দ্দিবসান্তে লব ও কুশ নামে দুইটী যমজ সন্তান প্রসব করেন। মহর্ষি ঐ দুইটী সন্তানকে অপত্যনির্ব্বিশেষে যথোচিত যত্নের সহিত লালনপালন করেন এবং কায়মনোবাক্যে উহাদিগকে বিবিধপ্রকার শিক্ষা দেন। তন্মধ্যে স্বকৃত আত্মন্ত রামায়ণ বীণাযন্ত্রের সহিত তানলয় সংযুক্ত করিয়া ভাবার্থ সম্মিলনে এরূপভাবে তাঁহাদিগকে গান করিতে শিখাইয়াছিলেন যে, পূর্ব্বোল্লিখিত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনকালে সমাগত রাজা, প্রজা, সৈন্য, সামন্ত, মুনি, ঋষি প্রভৃতি যাবতীয় প্রধান অপ্রধান লোকে উহা শুনিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

কিংবদন্তী অনুসারে কোন কোন ভাষারামায়ণকার স্বীয় গ্রন্থে মহামুনি বাল্মীকির "বল্মীকে ভব" এই বুৎপত্তিগত নামের বৃত্তান্ত নিম্নপ্রকারে প্রকটিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রচলিত মূলরামায়ণে উহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

বনগমনকালে রামচন্দ্র চিত্রকুট সন্নিকটে বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজের অবস্থিতির বিষয় বিজ্ঞাপন করিলে মহর্ষি তদুত্তরে রামের পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়া তদীয় নামের মহিমা এবং নিজের জন্মবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।

আপনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী বিভু, আপনার অবস্থিতির বিষয় আমি বলিব! আপনার নামের মহিমাই অপার। আপনার নামের প্রভাবে আমি ব্রহ্মর্ষি পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করি বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিরাতের ঘরে থাকিয়া তাহাদের সহিত সর্ব্বদা কদর্য্য ব্যবহারে লিপ্ত হই। একশূদ্রার গর্ভে আমার অনেক সন্তান জন্মে। তাহাদের ভরণপোষণের জন্য অনন্যোপায় হইয়া অগত্যা ধর্ম্মভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করি। একদা স্বীয় বৃত্তি পরিচালনকালে কতিপয় ঋষির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহাদের উপর আক্রমণ করিলে, তাঁহারা আমাকে বলিলেন যে, তুমি এ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ কেন? উত্তরে আমি বলিলাম, পরিবার প্রতিপালনের জন্য; ইহা শুনিয়া তাঁহারা আমাকে বলিলেন যে, অগ্রে তোমার বন্ধুবর্গের নিকট জানিয়া আইস যে তাহারা তোমার এই পাপের ভাগী আছে কি না? পরে আমাদের নিকট যাহা আছে, সমস্তই তোমাকে দিয়া যাইব। যদি বিশ্বাস না হয়, আমাদিগকে এই বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিয়া যাও। ঋষিগণের বাক্যে আমি গৃহে গিয়া জানিলাম, কেহই আমার পাপের ভাগী হইল না; ইহাতে আমি নিতান্ত ভীত হইয়া পুনরায় ঋষিগণের নিকট আসিলাম এবং করজোড়ে অনেক স্তুতি মিনতি করিয়া তাঁহাদের চরণে নিবেদন করিলাম যে আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে এই অসীম পাপ হইতে নিষ্কৃতির পথ দেখাইয়া না দিলে আমি ভাবীনরক হইতে কিছুতেই উদ্ধার পাইব না। তাঁহারা আমার অনুনয়ে কৃপাপরবশ হইয়া সকলে বিচার করিয়া আমাকে রাম নাম জপ করিতে উপদেশ দিলেন। আমি তাহাতে অক্ষম হওয়ায় তাঁহারা পুনরায় বিবেচনা করিয়া আমাকে বলিলেন,—দেখ দেখি সম্মুখ ভাগে ঐ বৃক্ষটীর অবস্থা কি? আমি দেখিয়া বলিলাম, উহা "মরা"। ইহা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন যে, যাবৎ আমরা পুনরায় তোমার নিকট প্রত্যাবৃত্ত না হই, তাবৎ তুমি এই নাম জপ করিবে। তাঁহাদের উপদেশ মত ঐ নাম জপ করিতে করিতে ক্রমশঃ আমার মনও ঐ নামে মজিয়া গেল। এইরূপে সহস্রযুগ পর্য্যন্ত একস্থানে বসিয়া এই নাম জপ করাতে আমার শরীরের উপর বল্মীক হইয়া গেল। এই সময় সেই ঋষিগণ পুনর্ব্বার আমার নিকট আসিয়া আমাকে আহ্বান করিলেন, আমি ডাক শুনিবামাত্র বল্মীক হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহারা বলিলেন যে, যখন বল্মীকের ভিতর পুনর্ব্বার তোমার জন্ম হইল, তখন সংসারে তুমি বাল্মীকি নামে অভিহিত হইয়া ব্রহ্মর্ষি মধ্যে গণ্য হইবে।

বাল্মীকীয় (ত্রি) বাল্মীকি গহাদিত্বাৎ-ছ। বাল্মীকি সম্বন্ধীয়।

বাল্মীকেশ্বর (ক্লী) তীর্থভেদ।

বাল্লভ্য (ক্লী) বল্লভ-ষ্যণ্। বল্লভতা, ভালবাসা।

"স্থবিরাণাং রিরংসূনাং স্ত্রীণাং বাল্লভ্যমিচ্ছতাম্॥" (সুশ্রুত)

বাব (অব্য°) যথার্থতঃ, বস্তুতঃ।

বাবদূক (ত্রি) পুনঃ পুনরতিশয়েন বা বদতি-বদ-যঙ্, যঙ্-লুগন্ত বাবদ-ধাতু (উলুকাদয়শ্চ। উণ্ ৫।৪১) ইতি-উক, সর্ব্বস্বেতু (যজ্ঞজপদশামিতি। পা ৩।২।১৬৬) ইতি বহুলবচনাদম্যতোঽপি-উক। অতিশয় বচনশীল, পর্য্যায়—বাচোযুক্তিপটু, বাগ্মী, বক্তা, বচক্র, সুবচস্, প্রবাচ্। (জটাধর) যাহারা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন এবং অতিশয় যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিতে পারে, তাহাকে বাবদূক কহে।

"অমৃতত্বাবমন্তারো বক্তারো জনসংসদি।
চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বাবদূকা বহুশ্রুতাঃ॥"
(মহাভারত ১১।১৩।২৪)

বাবদূকত্ব (ক্লী) বাবদূকস্য ভাবঃ ত্ব। বাবদূকের ভাব বা ধর্ম্ম, বাগ্মিতা, অতিশয় যুক্তিযুক্ত বাক্যপ্রয়োগ।

বাবদূক্য (পুং) বাবদূকস্য গোত্রাপত্যং (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্য। পা ৪।১।১৫১) ইতি ণ্য। বাবদূকের গোত্রাপত্য।

বাবয় (পুং) তুলসীবিশেষ, চলিত বাবুই তুলসী। কৃষ্ণবাবুই।

বাবহি (ত্রি) অত্যর্থং বহতি যঙ্, যঙ্-লুক্ বাবহ ধাতু-ইঞ্। অত্যন্ত বহনকারী, দেবতাদিগের তৃপ্তির জন্ম অত্যন্ত বোঢ়া। "সপ্তপশ্যতি বাবহিঃ" (ঋক্ ৯।৯।৬) 'বাবহিঃ দেবানাং তৃপ্তের-ত্যন্তং বোঢ়া' (সায়ণ)

বাবাত (ত্রি) অত্যর্থং বাতি বা-যঙ্-লুক-বাবাধাতু-ক্ত। পুনঃ পুনঃ অভিগমনকারী। "বাবাতা জরতামিয়ংগীঃ" (ঋক্ ৪।৪।৮) 'বাবাতা পুনঃ পুনস্ত্বামভিগচ্ছন্তি, বা গতিগন্ধনয়োরিত্যস্ত যঙ্-লুগন্তস্ত নিষ্ঠায়াং রূপং' (সায়ণ)

বাবাতৃ (ত্রি) বাবা-তৃচ্। সংভজনীয়। বননীয়। "বাবাতুর্যঃ-পুরন্দরঃ" (ঋক্ ৮।১।৮) 'বাবাতুর্বননীয়ঃ সংভজনীয়ঃ, যদ্বা বাবাতুঃ সংভক্তুঃ স্তোতুঃ' (সায়ণ)

বাবুট (পুং) বহিত্র। (শব্দরত্না°)

বাবৃত, ১ সংভক্তি। ২ বরণ। দিবাদি° আত্মনে° সক° সেট্, ক্ত্বা বেট্ (ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় পরে বিকল্পে ইট্ হইয়া থাকে) লট্ বাবৃত্যতে।

বাবৃত্ত (ত্রি) বা-বৃত-ক্ত। কৃতবরণ। (অমর)

বাশ, শব্দ। ২ আহ্বান। দিবাদি° আত্মনে° অক° আহ্বানার্থে সক°। এইস্থলে শব্দ অর্থে পক্ষীদিগের শব্দ বুঝিতে হইবে। লট্ বাশ্যতে। লুঙ্ অবাশিষ্ট।

বাশ (ত্রি) ১ নিবেদিত। ২ ক্রন্দনশীল। (পুং) ৩ বাসকগাছ। [বাসক দেখ]

বাশক (ত্রি) নিনাদকারী। পানকারী। রোদনকারী।

বাশন (ত্রি) নাদকারী। গানকারী। (ক্লী) ৩ পক্ষীর রব, মধুমক্ষিকার গুন্ গুন্ শব্দ।

বাশা (স্ত্রী) বাশ্যতে ইতি-বাশ শব্দে (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি-অ, স্ত্রিয়াং টাপ্। বাসক। (শব্দরত্না°)

বাশি (পুং) বাশ্যতে ইতি বাশ (বসিবপিযজিরাজি ব্রজি সদি-হনিবাশিবাদীতি। উণ্ ৪।১২৪) ইতি-ইঞ্। অগ্নি। (উজ্জ্বল)

বাশিকা (স্ত্রী) বাশা স্বার্থে-কন্ টাপ্ অত ইত্বং। বাসক।

বাশিত (ক্লী) বাশৃ-শব্দে ভাবে-ক্ত। ১ পশুপক্ষ্যাদির শব্দ। (অমর) (ত্রি) ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ বাশ সুরভীকরণে-ক্ত। ২ সুরভীকৃত। (অমরটীকা-স্বামী)

বাশিতা (স্ত্রী) বাশ-ক্ত-টাপ্। ১ স্ত্রীমাত্র। ২ করিণী। (অমর)

বাশিন্ (ত্রি) শব্দযুক্ত, বাক্যুক্ত।

বাশিষ্ঠ (ত্রি) বশিষ্ঠস্যেদং-অণ্। ১ বশিষ্ঠ সম্বন্ধী। (ক্লী) ২ উপপুরাণভেদ।

"মাহেশ্বরং ভাগবতং বাশিষ্ঠঞ্চ সবিস্তরম্।
এতান্যুপপুরাণানি কথিতানি মহাত্মভিঃ॥"
(দেবীভাগবত ১।৩।১৬)

৩ তীর্থভেদ।

"ঋষিকুল্যাং সমাসাস্থ বাশিষ্ঠঞ্চৈব ভারত।
বাশিষ্ঠং সমতিক্রম্য সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ॥" (ভারত ৩।৮৪।৪৫)

বাশিষ্ঠী (স্ত্রী) বশিষ্ঠস্যেয়মিতি অণ্-ঙীপ্। গোমতী নদী।

বাশী (স্ত্রী) শস্ত্রভেদ, কাষ্ঠপ্রচ্ছন্নশস্ত্র, চলিত বাশ অস্ত্র, "বাশী-মেকো বিভর্ত্তি" (ঋক্ ৮।২৯।৩) 'বাশীং বাশৃ শব্দে শব্দয়ত্যাক্রন্দয়তি শত্রূননয়েতি বাশী-তক্ষণসাধনং কুঠারঃ' (সায়ণ)

বাশীমৎ (ত্রি) বাশী-অস্ত্যর্থে মতুপ্। বাশীযুক্ত, বাশ অস্ত্রবিশিষ্ট। "বাশীমন্ত ঋষিমন্তো মনীষিণঃ" (ঋক্ ৫।৫৭।২) 'বাশীমন্তঃ বাশীতি তক্ষণসাধনমায়ুধং তদ্বন্তঃ' (সায়ণ)

বাশুরা (স্ত্রী) বাশ্যতেহস্যামিতি বাশৃ-শব্দে (মন্দিবাশিমথিচতি-চংক্যঙ্কিভ্য-উরচ্। উণ ১।৩৯) ইতি উরচ্-টাপ্। রাত্রি। (উজ্জ্বল)

বাশ্র (ক্লী) বাশ্যতেহস্মিন্নিতি বাশৃ (স্থায়িতঞ্চিবঞ্চি শকীতি। উণ্ ২।১৩) ইতি রক্। ১ মন্দির। ২ চতুষ্পথ। (পুং) ৩ দিবস।

বাষ্প (পুং) বাধতে ইতি বাধ-লোড়নে (সষ্পশিল্প শষ্প-বাষ্পরূপ পর্পতল্পাঃ। উণ্ ৩।২৮) ইতি-প-প্রত্যয়ে ধস্য-ষত্বং নিপাতনাৎ। ১ লৌহ। ২ অশ্রু, নেত্রজল। ৩ কণ্ঠবারি। ৪ উষ্মা। আনন্দ, ঈর্ষা, ও আর্ত্তি এই ত্রিবিধ কারণে অশ্রুজনিত উষ্মা। ৫ ধূম (Vapour)। [বাষ্প দেখ]

বাষ্পক (পুং) বাষ্প সংজ্ঞায়াং কন্। মারিষ, চলিত নটেশাক।

বাষ্পিকা (স্ত্রী) বাষ্প সংজ্ঞায়াং কন্, টাপ্ অত-ইত্বং। হিঙ্গুপত্রী, চলিত রাঁধুনী, পর্য্যায়—কারবী, পৃথ্বী, কবরী, পৃথু, ত্বক্‌পত্রী, বাষ্পীকা, কর্ব্বরী, গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কৃমি ও শ্লেষ্মানাশক।

বাষ্পী, বাষ্পীকা (স্ত্রী) বাষ্প-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ বাষ্পী, স্বার্থে কন্ টাপ্। হিঙ্গুপত্রী, বাষ্পিকা।

বাস, উপসেবা, উপসেবা শব্দে গুণান্তরাধান, সুরভীকরণ। অদন্তচুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট বাসয়তি। লুঙ্ অববাসৎ।

বাস (পুং) বসন্ত্যত্রেতি বস নিবাসে (হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১) ইতি-ঘঞ্। ১ গৃহ।

"উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রন্তে বিষাদং মাকৃথাঃ শুভে।
নৈবং বিধেষু বাসেষু ভয়মস্তি বরাননে॥" (হরিবংশ ১৭৪।৩৪)

বাস্যতে ইতি বাস ঘঞ্। ২ বস্ত্র। বস-ভাবে ঘঞ্। ৩ অবস্থান।

চাণক্যশ্লোকে লিখিত আছে যে, ধনিগণ, বেদবিদ্‌ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী এবং বৈদ্য এই পাঁচটী যেখানে নাই, সেইস্থলে বাস করিবে না।

"ধনিনঃ শ্রোত্রিয়োরাজা নদী বৈদ্যস্তু পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ॥" (চাণক্যশতক)

৪ বাসক। (শব্দরত্না°) ৫ সুগন্ধি।

বাসক (পুং) বাসয়তীতি বাসি-ণ্বুল্। স্বনামপ্রসিদ্ধ পুষ্পশাক বৃক্ষ, চলিত বাকস (Justicia adhatoda) হিন্দী—অরুষা, অড়ূলসা। কলিঙ্গ—অড়ূসা, আড়সোগে। তৈলঙ্গ—অড়সর, অঘড়ীড়ে। পর্য্যায়—বৈদ্যমাতা, সিংহী, বাসিকা, বৃষ, অটরুষ, সিংহাস্ত, বাজিদন্তক, বাশা, বাশিকা, বৃশ, অটরূষ, বাশক, বাসা বাস, বাজী, বৈদ্যসিংহী, মাতৃসিংহী, বাসকা, সিংহপর্ণী, সিংহিকা, ভিষঙ্‌মাতা, বসাদনী, সিংহমুখী, কণ্ঠীরবী, শিতকর্ণী, বাজিদন্তী, নাসা, পঞ্চমুখা, সিংহপত্রী, মৃগেন্দ্রাণী। গুণ—তিক্ত, কটু, কাস, রক্ত, পিত্ত, কামলা, কফবৈকল্য, জ্বর, শ্বাস ও ক্ষয়নাশক। ইহার পুষ্পগুণ—কটুপাক, তিক্ত, কাসক্ষয়নাশক। (রাজনি°)

ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সরস্বতী পূজায় বাসকপুষ্প বিশেষ প্রশস্ত।

২ গানাঙ্গবিশেষ।

"মনোহরোঽথ কন্দর্পশ্চারুনন্দন এব বা।
চত্বারো বাসকাঃ প্রোক্তা শঙ্করেণ স্বয়ং পুরা॥" (সঙ্গীতদা°)

কাহারও কাহারও মতে বিনোদ, বরদ, নন্দ ও কুমুদ এই চারিটীকে বাসক কহে।

"বিনোদো বরদশ্চৈব নন্দঃ কুমুদ এবচ।
চত্বারো বাসকাঃ প্রোক্তা গীতবাদ্যবিশারদৈঃ॥" (সঙ্গীতদা°)

৩ বাসর।

বাসকর্ণী (স্ত্রী) যজ্ঞশালা। (শব্দরত্না°)

বাসকসজ্জা (স্ত্রী) বাসকে প্রিয়সমাগমবাসরে সজ্জতীতি সজ-অচ্‌-টাপ্‌, যদ্বা বাসকং বাসবেশ্ম সজ্জতীতি সজি অণ্‌-টাপ্‌। স্বীয়াদি নায়িকাভেদ। যে স্ত্রী প্রিয়সমাগম প্রতীক্ষায় নিজে সজ্জিত হইয়া বাসগৃহও উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া অবস্থান করে তাহাকে বাসকসজ্জা কহে।

"কুরুতে মণ্ডনং যস্যাঃ সজ্জিতে বাসবেশ্মনি।
সা তু বাসকসজ্জা স্যাৎ বিদিতপ্রিয়সঙ্গমা॥"
(সাহিত্যদর্পণ ৩৮৯)

যে নায়িকা বেশভূষা করিয়া ও বাসগৃহ সাজাইয়া নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

ইহার চেষ্টা—মনোরথসামগ্রী, সখীপরিহাস, দূতীপ্রশ্নসামগ্রী বিধান ও মার্গবিলোকনাদি।

"ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা।" (গীতগোবিন্দ ৬।৮)

"অস্যাঃ লক্ষণং অদ্য মে প্রিয়বাসয়ং ইত্থং নিশ্চিত্য যা সুরতসামগ্রীং সজ্জীকরোতি সা বাসকসজ্জা, বাসকো বাসরঃ, অস্যাশ্চেষ্টা মনোরথসখীপরিহাসদূতীপ্রশ্নসামগ্রীবিধানমার্গবিলোকনাদয়ঃ' (টীকা)

অমৃতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে:—

"পতিহেতু বাসঘরে যেই করে সাজ।
বাসসজ্জা বলে তারে পণ্ডিত সমাজ॥
আঁচড়িয়া কেশপাশ, পরিয়া উত্তম বাস,
সখীসঙ্গে পরিহাস গীতবাদ্য রচনা।
চামর চন্দন চুয়া, ফুলমালা পানগুয়া,
হাতে লয়্যা সারীশুয়া কামরসপঠনা॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ হার, বাজুবন্ধ সিঁথি টাড়,
নুপুরাদি অলঙ্কার নিত্য নবপরণা।
যোগী যেন যোগাসনে, বসিয়া ভাবয়ে মনে,
কতক্ষণে বন্ধুসনে হইবেক ঘটনা॥" (রসমঞ্জরী)

এই বাসকসজ্জা মুগ্ধা, মধ্যা, প্রৌঢ়া ও পরকীয়নায়িকা-ভেদে ভিন্ন প্রকার। *

বাসকসজ্জিকা (স্ত্রী) বাসকসজ্জা।

বাসকা (স্ত্রী) বাসক-টাপ্‌। বাসকবৃক্ষ। (জটাধর)

বাসগৃহ (ক্লী) বাসায় গৃহং যে গৃহমধ্যভাগে শয়নগৃহে চ

---

* মুগ্ধা বাসকসজ্জা—

হারং গুম্ফতি তারকান্তিরুচিরং গৃহ্লাতি কাঞ্চীলতাং
দীপং নস্যতি কিন্তু তত্র বহুলং স্নেহং ন দত্তে পুনঃ।
আলীনমিতি বাসকস্য রজনৌ কামানুরূপাঃ ক্রিয়াঃ
সাচিস্মেরমুখী নবোঢ়হমুখী দূরাৎ সমুদীক্ষতে॥

মধ্যা বাসকসজ্জা—

শিল্পং দর্শয়িতুং করোতি কুতুকাৎ কহ্লারহারস্রজং
চিত্রপ্রেক্ষণকৈতবেন কিমপি দ্বারং সমুদীক্ষ্যতে।
গৃহ্লাত্যাভরণং নবং সহচরী ভূষাজিগীষামিষা
দিথং পদ্মদৃশঃ প্রতীত্য চরিতং স্মেরামনোহভূৎ স্মরঃ॥

প্রৌঢ়া বাসকসজ্জা—

কৃতং বপুষি ভূষণং চিকুরধোরণী ধূপিতা
কৃতা শয়নসন্নিধৌ বীটিকা সম্ভূতিঃ।
অকারি হরিণী দৃশা ভবনমেত্য দেহদ্বিষা
স্ফুরৎ কনককেতকীকুসুম কান্তিভির্দ্দিনম্।

মনোরথশ্চ যথা—

আযয়োরজলো বৈধে ভূয়ো বিরহপাদপঃ।
অদৈধে চ স্মিতক্রীতং ন স্যাদস্তোক্তবীক্ষ[illegible]

পরকীয়া বাসকসজ্জা—

শশ্রূং বাপয়িতুং ছলেন চ তিরোধত্তে প্রদীপাঙ্কুরান্
ধত্তে সৌধকপোতপোতনিনদৈঃ সাঙ্কেতিকং চেষ্টিতম্।
শয়ৎপার্শ্ব বিবর্ত্তিতাঙ্গলতিকং লোলৎকপোলদ্যুতি
ক্বাপি ক্বাপি কয়াপুনং প্রিয়ধিয়া তম্বাঙ্কিকং ক্বতি॥" (রসমঞ্জরী)

গৃহান্তর্গৃহে ইত্যেকে নির্ব্বাতত্বাৎ গর্ভইবাগারং গর্ভাগারং। গর্ভাগার। (অমর) ২ শয়নাগার, শয্যাগৃহ, মধ্যগৃহ।

৩ অন্তঃপুরগৃহ, বাসঘর, যে ঘরে বসতি করা হয়।

বাসগেহ (ক্লী) বাসগৃহ।

বাসত (পুং) বাস্ততে ইতি বাস্ শব্দে বাহুলকাৎ অতচ্। গর্দ্দভ। (শব্দরত্না°)

বাসতাম্বূল (ক্লী) সুগন্ধিকৃত তাম্বুল।

বাসতীবর (ত্রি) বসতীবরী নামক সরসম্বন্ধীয়।

বাসতেয় (ত্রি) বসতৌ সাধুরিতি বসতি (পথ্যতিথিবসতিস্বপতের্ঢঞ্। পা ৪.৪।১০৪) ইতি ঢঞ্। বসতিমাত্রে সাধু, বাসযোগ্য, বাসের উপযুক্ত।

"বনেষু বাসতেয়েষু নিবসন্ পর্ণসংস্তরঃ।

শয্যোত্থায়ং মৃগান্ বিধ্যন্ নাতিথেয়ো বিচক্রমে॥" (ভট্টি ৪।৮)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বাসতেয়ী রাত্রি। (ত্রিকা°)

বাসধূপি (পুং) বসধূপের গোত্রাপত্য।

বাসন (ক্লী) বাস্যতে ইতি বাসি-ল্যুট্। ১ ধূপন, সুগন্ধীকরণ। ২ বারিধানী। ৩ বস্ত্র। (মেদিনী) ৪ বাস। ৫ জ্ঞান। (ধরণি) ৬ নিক্ষেপাধার।

"বাসনস্থমনাখ্যায় সমুদ্রং যদ্‌বিধীয়তে।"

ইতি নারদোক্তেঃ, বাসনং নিক্ষেপাধারভূতং সম্পুটাদিকং সমুদ্রং গ্রন্থ্যাদিযুতং' (ব্যবহারতত্ত্ব)

(ত্রি) ৭ বসনসম্বন্ধী। বসনেন ক্রীতং বসন-(শতমান বিংশতিকসহস্রবসনাদণ্। পা ৫।১।২৭) ইতি অণ্।

৮ বসনদ্বারা ক্রীত, বস্ত্রদ্বারা ক্রীত।

বাসনা (স্ত্রী) বাসয়তি কর্ম্মণা যোজয়তি জীবমনাংসীতি বস-ণিচ্-যুচ্, টাপ্। ১ প্রত্যাশা। ২ জ্ঞান। (মেদিনী)

৩ স্মৃতিহেতু, সংস্কার, ভাবনা। (জটাধর) ন্যায়মতে—দেহাত্মবুদ্ধিজন্য মিথ্যাসংস্কার, মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কারভেদ।

৪ দুর্গা। (দেবীপু° ৪৫ অ°)

৫ অর্কের ভার্য্যা। (ভাগবত ৬।৬।১৩)

বাসনাময় (ত্রি) বাসনা স্বরূপে ময়ট্। বাসনাস্বরূপ।

বাসন্ত (পুং) বসন্তে ভবঃ বসন্ত (সন্ধিবেলাদ্যৃতুনক্ষত্রেভ্যোঽণ। পা ৪।৩।১৬) ইতি অণ্। ১ উষ্ট্র। ২ কোকিল। (রাজনি°) ৩ মলয়বায়ু। ৪ মুদ্গ। ৫ কৃষ্ণমুদ্গ। ৬ মদনবৃক্ষ।

(ত্রি) ৭ অবহিত। (মেদিনী) ৮ বসন্তোপ্ত। (সিদ্ধান্তকৌমুদী)

বাসন্তক (ত্রি) বসন্তস্যেদমিতি বসন্ত-কন্। ১ বসন্তসম্বন্ধী। বসন্তে উপ্তং (গ্রাষ্মবসন্তাদন্যতরস্যাং। পা ৪।২।১৪৬) ইতি বুঞ্। ২ বসন্তোপ্ত।

বাসন্তিক (ত্রি) বসন্তমধীতে বেদ বেত্তি বসন্ত (বসন্তাদিভ্যঠক্। পা ৪।২।৫৩) ইতি ঠক্। ১ বিদূষক, ভাঁড়। ২ নট, নর্ত্তক।

'বাসন্তিকঃ কেলিকিলো বৈহাসিকো বিদূষকঃ।' (হেম)

(ত্রি) বসন্তস্যেদমিতি (বসন্তাচ্চ। পা ৪।২।২০) ইতি ঠঞ্। ২ বসন্তসম্বন্ধী।

বাসন্তী (স্ত্রী) বসন্তস্যেয়মিতি বসন্ত-অণ্-ঙীপ্। ১ মাধবী। ২ যূথী। (মেদিনী) ৩ পাটলা। (বিশ্ব)

৪ কামোৎসব, মদনোৎসব। পর্য্যায়—চৈত্রাবলী, মধূৎসব, সুবসন্ত, কামসহ, কর্দ্দনী। (ত্রিকা°)

৫ গণিকারী, পুষ্পলতাবিশেষ। পর্য্যায়—প্রহসন্তী, বসন্তজা, মাধবী, মহাজাতি, শীতসহা, মধুবহুলা, বসন্তদূতী। গুণ—শীতল, হৃদ্য, সুরভি, শ্রমহারক, মন্দমদোন্মাদদায়ক। (রাজনি°)

৫ নবমল্লিকা, নেবারী হিন্দী। (ভাবপ্র°)

৬ দুর্গা। বসন্তকালে দুর্গাদেবীর পূজা করা হয়, এই জন্য ইহার নাম বাসন্তী। বৎসরের মধ্যে শরৎ ও বসন্ত এই দুই ঋতুতে ভগবতী দুর্গাদেবীর পূজার বিধান আছে। শরৎকালের পূজা অকালপূজা, এইজন্য শরৎকালে দেবীর বোধন করিয়া পূজা করিতে হয়, শরৎঋতু দেবগণের রাত্রি এই জন্য অকাল, কিন্তু বসন্তকালের পূজা কালবোধিতপূজা, এই জন্য বাসন্তী পূজায় দেবীর বোধন নাই।

"মীনরাশিস্থিতেসূর্য্যে শুক্লপক্ষে নরাধিপ।

সপ্তমীং দশমীং যাবৎ পূজয়েদম্বিকাং সদা॥

ভবিষ্যোত্তরে—

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাদি দিনত্রয়ে।

পূজয়েদ্বিধিবদ্ দুর্গাং দশম্যাঞ্চ বিসর্জ্জয়েৎ॥

কালকৌমুদ্যাং জাবালিঃ—

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাদি দিনত্রয়ে।

পূজয়েদ্বিধিবৈদ্দ্রব্যৈর্বঙ্গকুসুমৈস্তথা॥

এবং যঃ কুরুতে পূজাং বর্ষে বর্ষে বিধানতঃ।

ঈপ্সিতান্ লভতে কামান্ পুত্রপৌত্রাদিকান্ নৃপঃ॥"

(দুর্গোৎসববিবেক)

সূর্য্য মীনরাশিতে গমন করিলে অর্থাৎ চৈত্রমাসে সপ্তমী হইতে দশমী পর্য্যন্ত দুর্গাদেবীর পূজা করিতে হয়। চৈত্রের শুক্লা সপ্তমী হইতেই পূজা আরম্ভ হয়। এস্থলে চৈত্র শব্দে চান্দ্রচৈত্র তিথি বুঝিতে হইবে। মীনরাশিস্থ সূর্য্য হইলেই যে পূজা হইবে, এরূপ নহে। চান্দ্রতিথি অনুসারে মীন ও মেষ এই উভয়রাশিস্থ সূর্য্য হইলে অর্থাৎ চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাসের মধ্যে চান্দ্র চৈত্র শুক্লা সপ্তমী তিথি হইতে পূজা করিতে হইবে। এই পূজা তিথিকৃত্য বলিয়া চান্দ্রমাসানুসারে হইয়া থাকে, সৌরমাসানুসারে হয় না।

যিনি যথাবিধানে প্রতিবৎসর বাসন্তী পূজা করেন, তিনি পুত্রপৌত্রাদি সকল কামনা লাভ করিয়া থাকেন।

শারদীয়া দুর্গাপূজার বিধানানুসারে এই পূজা করিতে হয়। পূজায় কোন বিশেষ নাই, শারদীয়া পূজা যেরূপ চতুরবয়বী অর্থাৎ স্নপন, পূজন, হোম ও বলিদান এই চতুরবয়ববিশিষ্টা, বাসন্তী পূজায়ও এইরূপ জানিতে হইবে, ইহাতেও স্নপন, পূজন, হোম ও বলিদান একই প্রকার, কোন বিশেষ নাই। এই পূজা নিত্য, এইজন্য সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি কেহ সপ্তমী হইতে পূজা করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে অষ্টমী তিথিতে পূজা করিবেন, অষ্টমীতে অসমর্থ হইলে কেবল নবমী তিথিতেও পূজার বিধান আছে। অষ্টমী হইতে আরম্ভ করিলে অষ্টমী কল্প এবং নবমী তিথিতে পূজা করিলে নবমী কল্প কহে। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে বিধান থাকায় ইহার অবশ্য কর্ত্তব্যতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সকল বিধান দেখিলে বাসন্তী পূজায় সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিনটী কল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

"সিতাষ্টম্যান্তু চৈত্রস্য পুষ্পৈস্তৎকালসম্ভবৈঃ।
অশোকৈরপি যঃ কুর্য্যাৎ মন্ত্রেণানেন পূজনং।
ন তস্য জায়তে শোকো রোগোবাপ্যন দুর্গতিঃ॥"

ইতি কালিকাপুরাণবচনাৎ কেবলাষ্টমীকল্প উক্তঃ। চৈত্রমধিকৃত্য—

"নবম্যাং পূজয়েদ্দেবীং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং।
কুঙ্কুমাগুরুকস্তূরী ধূপান্নধ্বজতর্পণৈঃ।
দমনৈর্ম্মুরপত্রৈশ্চ বিজয়াখ্য পদংলভেৎ॥

ইত্যনেন কেবল নবমী কল্প উক্তঃ। ব্যবস্থাতু শারদীয়াপূজাপ্রকরণোক্তা গ্রাহ্যাঃ। বিশেষ স্তত্র বোধনপ্রক্রিয়া নাস্তি, বোধিতায়া বোধনাসম্ভবাৎ।" (দুর্গোৎসববি°)

এই পূজায় শারদীয়া পূজার ন্যায় চণ্ডীপাঠ করিতে হয়। ষষ্ঠীর দিন সায়ংকালে বিল্বতরুমূলে আমন্ত্রণ ও প্রতিমার অধিবাস করিয়া রাখিতে হয়। পরদিন সপ্তমী তিথিতে আমন্ত্রিত বিল্বশাখা ছেদন করিয়া যথাবিধানে পূজা করিতে হয়। এই পূজায় আর আর সকলই শারদীয়া পূজার ন্যায় জানিতে হইবে।

পূর্ব্বে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, গোলকধামে রাসমণ্ডলে মধুমাসে প্রীত হইয়া ভগবতী দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন, পরে বিষ্ণু মধুকৈটভ যুদ্ধের সময় দেবীর শরণাগত হন, এবং সেই সময় ব্রহ্মা দেবী ভগবতীর পূজা করেন, তদবধি এই পূজা প্রচারিত হয়।

"পুরা স্তুতা যা গোলোকে কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
সম্পূজ্য মধুমাসে চ প্রীতেন রাসমণ্ডলে॥
মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধে দ্বিতীয়ে বিষ্ণুনা পুরা।
তত্রৈব কালে সা দুর্গা ব্রহ্মণা প্রাণসঙ্কটে॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৬২ অ°)

তৎপরে সমাধিবৈশ্য ও সুরথরাজা ভগবতী দেবীর পূজা করিয়া সমাধিবৈশ্য নির্ব্বাণমুক্তি ও সুরথরাজা রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, সমাধিবৈশ্য ও সুরথ রাজা শরৎকালে ভগবতী দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ বিশেষ বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ৬১-৫৫ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। [দুর্গা ও শারদীয় শব্দ দেখ]

৭ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৪টী করিয়া অক্ষর থাকে। এই ছন্দের ৬, ৭, ৮, ৯ অক্ষর লঘু তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। ইহার লক্ষণ—

"মাত্তোনোমোগৌ যদি গদিতা বাসন্তীয়ম্।"

উদাহরণং—

"ভ্রাম্যাদ্‌ভৃঙ্গী নির্ভরমধুরালাপোদ্গীতৈঃ
শ্রীখণ্ডাদ্রেরদ্ভুতপবনৈর্মন্দান্দোলা-
লীলালোলাপল্লববিলসদ্বস্তোল্লাসৈঃ
কংসারাতৌ নৃত্যতি সদৃশী বাসন্তীয়ম্॥" (ছন্দোম°)

বাসন্তী পূজা (স্ত্রী) বাসন্তী তদাখ্যা পূজা। চৈত্রমাসীয় দুর্গাপূজা।

"চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে নবম্যাদি দিনত্রয়ে।
প্রাতঃ প্রাতর্ম্মহাদেবীং দুর্গাং ভক্ত্যা প্রপূজয়েৎ॥"

(মায়াতন্ত্র ৭ পটল)

এই অষ্টমী তিথিতে অর্থাৎ চৈত্রমাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে অন্নপূর্ণা পূজার বিধান আছে, এই বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা করিলে ইহকালে অন্নকষ্ট দূর হয়, এবং অন্তকালে স্বর্গতি হইয়া থাকে।

"তত্রাষ্টম্যামন্নপূর্ণাং পূর্ব্বাহ্নে সাধকোত্তমঃ।
রক্তবাসৈ রক্তপুষ্পৈর্বলিভিঃ পূজয়েচ্ছিবাম্॥"

বাসপর্য্যয় (পুং) বাসস্য পর্য্যয়ঃ। বাসপরিবর্ত্তন, অপর স্থলে বাস।

"যানীহ বৃক্ষে ভূতানি তেভ্যঃ স্বস্তি মনোহস্তবঃ।
উপহারং গৃহীত্বেমং ক্রিয়তাম্ বাসপর্য্যয়ঃ॥"

(বৃহৎসংহিতা ৫৩।১৭)

বাসপ্রাসাদ (পুং) বাসযোগ্য রাজভবন।

বাসভবন (ক্লী) বাসস্য ভবনম্। বাসগৃহ, বাসঘর।

বাসভূমি (স্ত্রী) বাসস্য ভূমিঃ। বাসস্থান।

বাসযষ্টি (স্ত্রী) পাখীর ডাঁড়।

বাসযোগ (পুং) বাসায় সুগন্ধার্থং যুজ্যতে ইতি যুজ-ঘঞ্। ১ চূর্ণ, পর্য্যায়—গন্ধচূর্ণ, পটবাস, চূর্ণক। গন্ধদ্রব্য চূর্ণ, ইহাদ্বারা বস্ত্রাদি সুগন্ধি করা হয়, এইজন্য ইহাকে বাসযোগ কহে।

বাসর (পুং ক্লী) বাসয়তীতি বস-অচ্ (অর্ত্তি কমি ভ্রমি চমি দেবি বাসিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ৩।১৩৩) ইতি অর। ১ দিবস, দিন। (অমর) ২ নাগবিশেষ। (দেশজ) ৩ বিবাহরাত্রির শয়নগৃহ, বিবাহের পর স্ত্রীপুরুষ যে গৃহে শয়ন করে, তাহাকে বাসর কহে।

বাসরকন্যকা (স্ত্রী) রাত্রি।

বাসরকৃৎ (পুং) দিনকৃৎ, সূর্য্য।

বাসরকৃত্য (ক্লী) দিনকৃত্য।

বাসরমণি (পুং) দিনমণি, সূর্য্য।

বাসরসঙ্গ (পুং) প্রাতঃকাল।

বাসরা (স্ত্রী) [বাসুরা দেখ]

বাসরাধীশ (পুং) সূর্য্য।

বাসরেশ (পুং) সূর্য্য।

বাসব (পুং) বসুরেব প্রজ্ঞাত্বণ্। ১ ইন্দ্র। (অমর) (ক্লী) ২ ধনিষ্ঠানক্ষত্র।

বাসবজ (পুং) বাসবাজ্জায়তে জন-ড। বাসবপুত্র, অর্জ্জুন।

বাসবদত্তা (স্ত্রী) ১ নিধিপতি বণিকের কন্যা। ২ সুবন্ধুরচিত কথা গ্রন্থবিশেষ। [সুবন্ধু দেখ]

বাসবদত্তিক (পুং) বাসবদত্তা সম্বন্ধীয়।

বাসবদিশ্ (স্ত্রী) বাসবস্য যা দিক্। বাসব সম্বন্ধীয় দিক্, পূর্ব্বদিক্, ইন্দ্র পূর্ব্বদিকের অধিপতি এইজন্য বাসবদিশ্ শব্দে পূর্ব্বদিক্ বুঝায়।

বাসবাবরজ (পুং) বাসবস্য অবরজঃ পশ্চাজ্জাতঃ। ইন্দ্রের অবরজ, ইন্দ্রের পশ্চাজ্জাত, বিষ্ণু।

বাসবাবাস (পুং) বাসবস্য আবাসঃ। বাসবের আবাস, ইন্দ্রের আলয়।

বাসবি (পুং) বাসবস্য অপত্যং পুমান্ বাসব-ইঞ্। বাসবপুত্র, অর্জ্জুন।

বাসবী (স্ত্রী) বসোরপত্যং স্ত্রী বসু-অণ্ ঙীপ্। ব্যাসমাতা, সত্যবতী, মৎস্যগন্ধা।

"দিব্যাং তাং বাসবীং কন্যাং রম্ভোরুং মুনিপুঙ্গবঃ।
সঙ্গমং মম কল্যাণি কুরুষ্বেত্যভ্যভাষত॥" (ভারত ১।৬৩।৭০)

বাসবেয় (পুং) বাসবীর পুত্র ব্যাস। ২ বাসবের অপত্য।

বাসবেশ্মন্ (ক্লী) বাসস্য বেশ্ম। বাসগৃহ, বাসঘর।

বাসকেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

বাসস্ (ক্লী) বস্যতেঽনেনেতি-বস আচ্ছাদনে (বসেণিৎ। উণ্ ৪।২১৭) ইত্যসুন্, সচ-ণিৎ। বস্ত্র, কাপড়, শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অপরের পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিতে নাই।

"উপানহৌচ বাসশ্চ বৃতমন্যৌ ন ধারয়েৎ।" (মনু ৪।৬৬)
[বস্ত্র শব্দ দেখ]

বাসসজ্জা (স্ত্রী) বাসং গৃহং সজ্জয়তীতি সজ্জ-ণিচ্-অণ্ টাপ্। অষ্টপ্রকার নায়িকার অন্তর্গত নায়িকাভেদ, খণ্ডিতা, উৎকণ্ঠিতা, লব্ধা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, কলহান্তরিতা, বাজসজ্জা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা ও অভিসারিকা এই আট প্রকার নায়িকা।

"খণ্ডিতোৎকণ্ঠিতালব্ধা তথা প্রোষিতভর্ত্তৃকা।
কলহান্তরিতা বাসসজ্জা স্বাধীনভর্ত্তৃকা।
অভিসারিকাপ্যষ্টৌ তা বন্ধক্যাং পাংশুলা সতী॥" (জটাধর)
[বাসকসজ্জা দেখ]

বাসা (স্ত্রী) বাসয়তীতি বস-ণিচ্-অচ্ টাপ্। বাসক, বাসকফুলের গাছ, মধুবাসক। ২ বাসন্তী। (রাজনি°)

বাসা (দেশজ) বসতিস্থান, পক্ষ্যাদির আবাসস্থান, নীড়, কুলায়।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড (পুং) রক্তপিত্তরোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—বাসকমূলের ছাল ৬৪ পল, পাকার্থ জল ১৬ সের, ৫০ পল কুষ্মাণ্ডশস্য ২ সের ঘৃতে ভাজিতে হইবে, পরে ইহা মধুর ন্যায় বর্ণ হইলে ইহাতে চিনি বাসকের কাথ ও কুষ্মাণ্ডশস্য এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া পাক করিয়া পাক শেষে মুথা, আমলকী, বংশলোচন, বামুনহাটী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাচি এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে ২ তোলা, এলবালুক, শুঁঠ, ধনে, মরিচ প্রত্যেকের একপল ও পিপুল ৪ পল নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইতে হইবে, পরে ইহা শীতল হইলে ১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হইবে। ইহার মাত্রা রোগীর বল অনুসারে ১ তোলা হইতে ২ তোলা। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, রক্তপিত্ত, হলীমক, হৃদ্রোগ, অম্লপিত্ত ও পীনসরোগ প্রশমিত হয়, রক্তপিত্তাধিকারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(ভৈষজ্যরত্না° রক্তপিত্তরোগাধি°)

বাসাখণ্ড (পুং) রক্তপিত্তরোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—বাসকমূলের ছাল ১০০ পল, জল ১০০ সের, শেষ ২৫ সের, এই কাথের সহিত চিনি ১০০ পল মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে হইবে, পরে উপযুক্ত সময়ে হরীতকী চূর্ণ ৮ সের দিতে হইবে, তৎপরে পাক সিদ্ধ হইলে পিপুল চূর্ণ ২ পল এবং গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইয়া লইবে, শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা রোগীর বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে

রক্তপিত্ত, কাশ, শ্বাস, ও যক্ষ্মা প্রভৃতি কাসরোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° রক্তপিত্তরোগাধি°)

বাসাগার (পুং) বাসস্য আগারঃ। বাসগৃহ, বাসস্থান, বাসঘর। পর্য্যায় ভোগগৃহ, কন্যাট, পস্ত্যাট, নিষ্কট। (ত্রিকা°)

বাসাঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী বাসকের শাখা, পত্র ও মূল মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কল্কার্থ বাসকপুষ্প ৪ সের ঘৃত ৪ সের ঘৃতপাকের নিয়মানুসারে পাক করিতে হইবে। পরে এই ঘৃত পাক শেষ হইয়া শীতল হইলে মধু ৮ পল মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। এই ঘৃত সেবনে রক্তপিত্ত রোগ আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° রক্তপিত্তরোগাধি°)

বাসাচন্দনাদ্য তৈল (ক্লী) কাসাধিকারোক্ত তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিল তৈল ১৬ সের; কাথার্থ—বাসকছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, মিলিত—দশমূল, ও কণ্টকারী প্রত্যেক ২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দধির মাত ১৬ সের, কল্কার্থ রক্তচন্দন, রেণুক, খাটাশী, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, গুরুত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, পিপুলমূল, মেদ, মহামেদ, ত্রিকটু, রাস্না, যষ্টিমধু, শৈলজ, শঠী, কুড়, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু, বহেড়া প্রত্যেকে ১ পল পরে তৈল পাকের নিয়মানুসারে এই তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে কাস, জ্বর, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° কাসরোগাধি°)

বাসাতক (ত্রি) বসাতি জনপদসম্বন্ধীয়।

বাসাত্য (পুং) বসাতি জনপদ।

বাসায়নিক (ত্রি) বিটাগারভব। (মহাভারতে নীলকণ্ঠ)

বাসাবলেহ (পুং) অবলেহ ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—বাসকছাল ২ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, যথাবিধানে পাক করিয়া কাথ প্রস্তুত হইলে উহা ছাকিয়া লইয়া উহার সহিত চিনি একসের ও ঘৃত একপোয়া মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। লেহবৎ হইলে পিপুল চূর্ণ একপোয়া প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। পরে নামাইয়া উহা শীতল হইলে উহার সহিত মধু ১ সের মিশ্রিত করিবে। এই অবলেহ রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগনাশক।

(ভৈষজ্যরত্না° কাসাধিকা°)

এই ঔষধ বাসাবলেহ ও বৃহদ্বাসাবলেহ ভেদে দুই প্রকার। এই বৃহদ্বাসাবলেহ ঔষধ তিন প্রকার যথা—

১। বৃহদ্বাসাবলেহ—প্রস্তুতপ্রণালী—বাসকমূলের ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ১৬ সের কাথের সহিত ১২॥০ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। উহা ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কট্‌ফল, মুতা, কুড়, জীরা, পিপুলমূল, কমলাগুড়ি, চই, বংশলোচন, কট্‌কী, গজপিপ্পলী, তালীশপত্র ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে, পরে শীতল হইলে ১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। অগ্নির বলানুসারে এই ঔষধের মাত্রা স্থির করিতে হয়। ইহা শীতল জলের সহিত সেবনীয়। এই অবলেহ ঔষধ সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত ও শ্বাসাদি সকল প্রকার কাসরোগ আশু বিনষ্ট হয়।

২। বৃহদ্বাসাবলেহ—প্রস্তুতপ্রণালী বৃহতী ২৫ পল, কণ্টকারী ২৫ পল, বাসকমূলের ছাল ২৫ পল, বামুনহাটী ২০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথে ২ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে হইবে। পরে ইহা ঘনীভূত হইলে অভ্র ১ পল, পিপুলচূর্ণ ৪ পল, কুড়, তালীশপত্র, মরিচ, তেজপত্র, মুরামাংসী, বেণার মূল, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, গুড়ত্বক্, বামুনহাটী, বালা, মুতা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা করিয়া নিঃক্ষেপ করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে ঘৃত অর্দ্ধসের দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইয়া লইবে। ইহা শীতল হইলে ১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। এই ঔষধ বালক বৃদ্ধ ও যুবা সকলের পক্ষেই উপকারক। ইহার মাত্রা ২ তোলা। এই ঔষধ সেবন করিলে রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি কাসরোগ প্রশমিত হয়।

৩। বৃহদ্বাসাবলেহ—প্রস্তুতপ্রণালী বাসকমূলের ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, চিনি ১২॥০ সের, প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কট্‌ফল, মুতা, কুড়, কমলাগুড়ি, শ্বেতজীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, পিপুলমূল, চই, কট্‌কী, হরীতকী, তালীশপত্র ও ধনে প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা। নামাইয়া শীতল হইলে ১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। মাত্রা ২ তোলা, অনুপান উষ্ণজল। এই ঔষধ সেবনে রাজযক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ ও সকল প্রকার কাসরোগ প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° যক্ষ্মারোগাধি°)

বাসাস্রবা (স্ত্রী) হ্রস্বমূর্ব্বা। (বৈদ্যকনি°)

বাসি (পুং) বস নিবাসে (বসি বপি যজি রাজীতি। উণ্ ৪।১২৪) ইতি ইঞ্। কুঠারভেদ, চলিত বাঁইশ নামক অস্ত্র।

বাসিকা (স্ত্রী) বাসৈব স্বার্থে-কন্-টাপ্ অত-ইত্বং। বাসক।

বাসিত (ক্লী) বাস্যতে স্মেতি বাস-ক্ত। ১ রুত, পক্ষীর শব্দ। ২ জ্ঞানমাত্র। (হেম) ৩ খগবর। (বিশ্ব) (ত্রি) ৪ সুরভীকৃত, পর্য্যায়—ভাবিত। ৫ খ্যাত। ৬ বস্ত্রবেষ্টিত। বস্ত্রাচ্ছাদিত। ৭ আর্দ্রীকৃত। ৮ পর্য্যুষিত। ৮ পুরাতন, পুরাণ।

বাসিতা (স্ত্রী) বাসয়তীতি বস নিবাসে ণিচ্, ক্ত, টাপ্। ১ স্ত্রীমাত্র। ২ করিণী। (অমর)

বাসিন্ (ত্রি) বাসকারী।

বাসিনী (স্ত্রী) বাসোঽস্যা অস্তীতি বাস ইনি ঙীষ্। শুক্ল ঝিণ্টি।

বাসিষ্ঠ (ত্রি) বসিষ্ঠেন কৃতমিত্যণ্। ১ বশিষ্ঠ কৃত যোগশাস্ত্রাদি, যোগবাশিষ্ঠ। ২ বশিষ্ঠ সম্বন্ধী (ক্লী) ৩ রুধির।

বাসিষ্ঠরামায়ণ (ক্লী) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

বাসিষ্ঠসূত্র (ক্লী) বসিষ্ঠ রচিত সূত্রগ্রন্থ।

বাসী (স্ত্রী) বাসয়তীতি বাসি অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। তক্ষণী, বাঁইস্ অস্ত্র। (ত্রিকা•)

বাসীফল (ক্লী) ফলবিশেষ।

"যানি চ বুদ্‌বুদদালিতাগ্রচিপিটবাসীফলদীর্ঘাণি।"
(বৃহৎস° ৮০।১৬)

বাসু (পুং) সর্ব্বোঽত্র বসতি সর্ব্বত্রাসৌ বসতীতি বস-বাহুলকাৎ উণ্। ১ নারায়ণ, বিষ্ণু। ২ পরমাত্মা, শ্রীনিবাস, অজ। (জটাধর) বিশ্বরূপ। ৩ পুনর্ব্বসু নক্ষত্র। (উজ্জ্বল উণ্ ১।১)

বাসুকী (পুং) বসুকস্যাপত্যমিতি বসুক-ইঞ্। অহিপতি, পর্য্যায় সর্পরাজ, বাসুকেয়। বাসুকি অষ্ট নাগের মধ্যে দ্বিতীয় নাগ, মনসা পূজার দিন অষ্টনাগের পূজা করিতে হয়।

"অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খোঽষ্টনাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (স্মৃতি)

মনসাদেবী বাসুকির ভগিনী।

"আস্তীকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী নাগমাতর্নমোঽস্তুতে॥"
(মনসাপ্রণামমন্ত্র)

বাসুকেয় (পুং) বসুকস্যাপত্যমিতি বসুক-ঢঞ্। বাসুকি।

বাসুকেয়স্বসৃ (স্ত্রী) বাসুকেয়স্য বাসুকেঃ স্বসা ভগিনী। মনসাদেবী। (শব্দরত্না°)

বাসুদেব (পুং) বসুদেবস্যাপত্যমিতি বসুদেব (ঋষ্যন্ধকবৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ। পা ৪।১।১১৪) ইতি অণ্। যদ্বা সর্ব্বত্রাসৌ বসত্যাত্মরূপেণ বিশ্বম্ভরত্বাদিতি বস বাহুলকাদুণ্, বাসু, বাসুশ্চাসৌ দেবশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণ। পর্য্যায়—বসুদেবভূ, সব্য, সুভদ্র, বাসুভদ্র, ষড়ঙ্গজিৎ, ষড়্‌বিন্দু, প্রশ্নিশৃঙ্গ, প্রশ্নিভদ্র, গদাগ্রজ, মার্জ, বভ্র, লোহিতাক্ষ, পরমাঙ্গক। (শব্দমালা°)

বাসুদেবের নামনিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে—

"সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তশ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিগীয়তে॥"
(বিষ্ণুপুরাণ ১।২ অ°)

সর্ব্ব পদার্থ যাহাতে বাস করে, এবং সর্ব্বত্র যাহার বাস ও যাহা হইতে সর্ব্বজগৎ উৎপন্ন তত্ত্বদর্শিগণ তাঁহাকেই বাসুদেব আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপুরাণে আরও বাসুদেব নামনিরুক্তি দেখা যায়। * ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, বাস অর্থাৎ যাহার লোমকূপনিকরে সমুদয় বিশ্ব অবস্থিত, সেই সর্ব্বনিবাস মহান্ বিরাট্‌পুরুষ, তাহার দেব অর্থাৎ প্রভু পরব্রহ্ম বলিয়া সমুদয় বেদ, পুরাণ, ইতিহাস ও বার্ত্তায় বাসুদেব নাম হইয়াছে।

"বাসঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
তস্য দেবঃ পরংব্রহ্ম বাসুদেব ইতীরিতঃ॥
বাসুদেবেতি তন্নাম বেদেষু চ চতুর্ষু চ।
পুরাণেষ্বিতিহাসেষু যাত্রাদিষু চ দৃশ্যতে॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৮৩ অ°)

ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ভগবান্ বিষ্ণু বসুদেব হইতে দেবকী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। [বিশেষ বিবরণ কৃষ্ণশব্দে দেখ।]

বাসুদেব মন্ত্র ও পূজাদির বিষয় তন্ত্রসারে এইরূপ লিখিত আছে—

"প্রণবো হৃদ্‌ভগবতে বাসুদেবায় কীর্ত্তিতঃ।
প্রধানে বৈষ্ণবে তন্ত্রে মন্ত্রোঽয়ং স্বরপাদপঃ॥" (তন্ত্রসার)

'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' বাসুদেবের এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, এই মন্ত্র কল্পতরুস্বরূপ। এই মন্ত্রে বাসুদেবের পূজা করিতে হয়। পূজাপ্রণালী এইরূপ—পূজার নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কার্য্য সমাপন করিয়া করাঙ্গন্যাস করিতে হইবে। ন্যাস যথা—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নমস্তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ভগবতে মধ্যমাভ্যাং বষট্, বাসুদেবায় অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নমঃ শিরসে স্বাহা, ভগবতে শিখায়ৈ বষট্, বাসুদেবায় কবচায় হুং, ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নেত্রত্রয়ায় ফট্।

তৎপরে মন্ত্রন্যাস করিতে হয়। যথা—মস্তকে ওঁ নমঃ, কপালে নং নমঃ, চক্ষুর্দ্বয়ে মং নমঃ, মুখে ভং নমঃ, গলে গং নমঃ, বাহুদ্বয়ে বং নমঃ, হৃদয়ে তেং নমঃ, উদরে বাং নমঃ, নাভৌ সুং নমঃ, লিঙ্গে দেং নমঃ, জানুদ্বয়ে বাং নমঃ, পাদদ্বয়ে য়ং নমঃ। এই প্রকারে ন্যাস করিয়া মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস ও ব্যাপকন্যাস করিয়া বাসুদেবের ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান যথা—

* "সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি।
ভূতেষপি চ সর্ব্বাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ।
খাণ্ডিক্যজনকায়াহ পৃষ্টঃ কেশিধ্বজঃ পুরা।
নামব্যাখ্যামনন্তস্য বাসুদেবস্য তত্ত্বতঃ।
ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্বসত্যত্র চ তানি যৎ।
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ।"
(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৮০—৮২)

"বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদা-
মম্ভোজং দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্।
আবদ্ধাঙ্গহারকুণ্ডলমহামৌলিং স্ফুরৎ কঙ্কণং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্॥"

এই ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া শঙ্খস্থাপন করিতে হয়। তৎপরে পীঠপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া পরে আবাহন ও যথানিয়মে ষোড়শাদি উপচারে পূজা করিয়া পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আবরণ ও দেবতা পূজা করিতে হইবে। যথা—অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু ও ঈশান এই কোণচতুষ্টয়ে, মধ্যে, এবং পূর্ব্বাদি চারিকোণে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ শিরসে স্বাহা, ওঁ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ কবচায় হুং, ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, এই পঞ্চাঙ্গ পূজা করিয়া শান্ত্যাদি শক্তি সহিত বাসুদেবাদির ও কেশবাদির পূজা, পরে ইন্দ্রাদির ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সকল কর্ম্ম সমাপন করিতে হয়। এই মন্ত্র-পুরশ্চরণ করিতে হইলে দ্বাদশলক্ষ জপ করিতে হইবে। জপের দশাংশ হোম। (তন্ত্রসার)

বাসুদেব ১ সুপ্রসিদ্ধ শকাধিপ। উত্তরভারত ইঁহার অধিকার-ভুক্ত ছিল। [শকরাজবংশ দেখ।]

২ বারাণসী অঞ্চলের একজন রাজা। কাশীখণ্ডটীকাকার রামানন্দের প্রতিপালক।

৩ একজন প্রাচীন কবি। শুভাষিতাবলী ও সদুক্তিকর্ণামৃতে ইঁহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। ইনি সর্ব্বজ্ঞ বাসুদেব নামেও পরিচিত। ভদন্ত বাসুদেব নামে আর একজন কবির নাম পাওয়া যায়, তিনি সর্ব্বজ্ঞ বাসুদেব হইতে ভিন্ন।

৪ একজন বৈদ্যক গ্রন্থকার, বাসুদেবানুভব-রচয়িতা, ক্ষেমা-দিত্যের পুত্র। রসরাজলক্ষ্মী নামক বৈদ্যক গ্রন্থে ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

৫ অদ্বৈতমকরন্দটীকারচয়িতা।

৬ কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের একজন প্রাচীন টীকাকার। অনন্ত ও দেবভদ্র ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৭ কৃতিদীপিকা নামে জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা।

৮ কৌশিকসূত্রপদ্ধতি নামক অথর্ব্ববেদীয় সংস্কারপদ্ধতিকার।

৯ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্, ইনি জাতমুকুট, মেঘমালা ও বীরপরাক্রমরচয়িতা।

১০ কেরলবাসী একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি ত্রিপুরদহন, ভ্রমরদূত, যুধিষ্ঠিরবিজয় ও বাসুদেববিজয় প্রভৃতি কএকখানি কাব্য রচনা করেন।

১১ ধাতুকাব্যরচয়িতা, 'নানেরি' নামেও খ্যাত ছিলেন।

১২ ন্যায়রত্নাবলী নামে ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী-টীকাকার।

১৩ ন্যায়সারপদপঞ্জিকারচয়িতা।

১৪ পরীক্ষাপদ্ধতি নামে স্মার্ত্তগ্রন্থপ্রণেতা।

১৫ একজন বৈয়াকরণ, মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৬ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের বুধরঞ্জিনী নামে টীকাকার।

১৭ বাস্তুপ্রদীপ নামক বাস্তুসম্বন্ধীয় গ্রন্থরচয়িতা।

১৮ শাঙ্খায়নগৃহ্যসংগ্রহ প্রণেতা।

১৯ শ্রুতবোধপ্রবোধিনী নামে শ্রুতবোধটীকাকার।

২০ সারস্বতপ্রসাদ নামে সারস্বত ব্যাকরণের টীকাকার।

২১ প্রভাকর ভট্টের পুত্র, কর্পূরমঞ্জরীপ্রকাশ ও পয়োগ্রহ-সমর্থনপ্রকার নামক মীমাংসাগ্রন্থপ্রণেতা।

২২ দ্বিবেদ শ্রীপতির কনিষ্ঠ পুত্র, আথর্ব্বণপ্রমিতাক্ষরা-রচয়িতা।

বাসুদেব অধ্বরিন্, একজন প্রসিদ্ধ মীমাংসক, বীরেশ্বরের শিষ্য ও মহাদেব বাজপেয়ীর পুত্র। ইঁহার রচিত বৌধায়নীয় পশুপ্রয়োগ, পশুবন্ধকারিকা, প্রয়োগরত্ন, মহাগ্নিচয়নপ্রয়োগ, বৌধায়নীয় মহাগ্নিসর্ব্বস্ব, মীমাংসাকুতূহল, যাজ্ঞিকসর্ব্বস্ব, সাবিত্রাদি কাঠকচয়ন, সোমকারিকা ও বাসুদেবদীক্ষিতকারিকা প্রভৃতি নামধেয় গ্রন্থ পাওয়া যায়।

বাসুদেবক (পুং) বসুদেব-অণ্ ততঃ স্বার্থে কন্। বাসুদেব।

বাসুদেব কবিচক্রবর্ত্তী, তারাবিলাসোদয় নামে তান্ত্রিক গ্রন্থ-প্রণেতা।

বাসুদেবজ্ঞান, অদ্বৈতপ্রকাশ ও কৈবল্যরত্নপ্রণেতা।

বাসুদেব দীক্ষিত, ১ পারস্করগৃহ্যপদ্ধতিপ্রণেতা। ২ বালমনো-রমা নামে ব্যাকরণরচয়িতা। [বাসুদেব অধ্বরিন্ দেখ।]

বাসুদেব দ্বিবেদী, সাদসুতত্ত্বদীপপ্রণেতা।

বাসুদেবপ্রিয় (পুং) কৃষ্ণপ্রিয়।

বাসুদেবপ্রিয়ঙ্করী (স্ত্রী) বাসুদেবস্য প্রিয়ঙ্করী। ১ শতা-বরী। (রাজনি°) ২ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়কারিণী।

বাসুদেবোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

বাসুদেবভট্ট গোলিগোপ, যজ্ঞপশুমীমাংসা-রচয়িতা।

বাসুদেব যতীন্দ্র, বাসুদেবমনন ও বিবেকমকরন্দ নামক বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা।

বাসুদেববর্গীণ (ত্রি) বাসুদেবভক্ত।

বাসুদেব শর্ম্মা, বৌধায়নীয় শ্রৌতপ্রায়শ্চিত্তচন্দ্রিকা ও মন্ত্রস্ত্রী-রচয়িতা।

বাসুদেব শাস্ত্রী, রামোদন্তকাব্যপ্রণেতা।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম, নবদ্বীপের একজন প্রধান নৈয়ায়িক। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। প্রবাদ এইরূপ,

বাসুদেবের পিতা মহেশ্বরবিশারদ ভট্টাচার্য্য একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। বাসুদেব অল্পদিন মধ্যে পিতার নিকট কাব্য, অলঙ্কার ও স্মৃতিশাস্ত্র শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। তিনি ন্যায়শাস্ত্র শিখিবার জন্য মিথিলায় যাত্রা করেন। তৎকালে মিথিলাই ন্যায়শাস্ত্রশিক্ষার প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য ছিল। বাসুদেবের বরাবর ইচ্ছা যে তিনি সমস্ত ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়া নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিবেন। তিনি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের চারি খণ্ড চিন্তামণি আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিলেন, পরে কুসুমাঞ্জলি মুখস্থ করিবার সময় তাঁহার উদ্দেশ্য ধরা পড়িল। তাঁহার আর কুসুমাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করা হইল না। তাঁহার গুরু প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্র। গুরুর নিকট বাসুদেব "সার্ব্বভৌম" উপাধি লাভ করেন। পরে নবদ্বীপে আসিয়া ন্যায়ের টোল করিলেন। রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে টোল খুলিলেও নবদ্বীপ হইতে ন্যায়ের উপাধি দেওয়া হইত না। সার্ব্বভৌমের শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি পক্ষধরকে পরাজয় করিয়া নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপন করেন, সেই সঙ্গে নবদ্বীপ হইতে ন্যায়ের উপাধি-দানের সূত্রপাত হয়।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হইতে জানা যায় যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মকালে নবদ্বীপের উপর অতিশয় মুসলমান অত্যাচার হইয়াছিল। মুসলমানের উৎপীড়নে উত্যক্ত হইয়া বৃদ্ধ বিশারদ বারাণসীতে এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সপরিবারে উড়িষ্যাতে গিয়া বাস করেন।

"বিশারদ সুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
স্ববংশে উৎকলে গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥
তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়বাসী।
বিশারদ নিবাস করিল বারাণসী॥" (জয়ানন্দ চৈ০ ম০)

উক্ত তিন মহাত্মা সম্বন্ধে রাঢ়ীয়কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"উৎকলে সার্ব্বভৌমশ্চ বারাণস্যাং বিশারদঃ।
বিদ্যাবাচস্পতির্গৌড়ে ত্রিভির্ধন্যা বসুন্ধরা॥"

উৎকলে গিয়া সার্ব্বভৌম উৎকলপতি প্রতাপরুদ্রের সভা-পণ্ডিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু পুরীধামে গিয়া সার্ব্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এখানে মহাপ্রভুর সহিত সার্ব্বভৌমের বিচার হয় এবং মহাপ্রভুর প্রভাবেই মহাপ্রসাদের উপর তাঁহার বিশ্বাস জন্মে। চৈতন্যচরিতামৃত মতে, চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমকে ষড়ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহাতেই সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে অবতার জানিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বাসুদেব সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যদেবের যে স্তব রচনা করেন, তাহা আজও বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত আছে। এ ছাড়া তিনি তত্ত্বচিন্তামণিব্যাখ্যা ও "সার্ব্বভৌমনিরুক্তি" নামে একখানি ন্যায় গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

বাসুদেব সুপ্রসিদ্ধ আখণ্ডল বন্দ্যোর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কেবল বাসুদেব বলিয়া নহে, এই বংশে বহুতর পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর নাম উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ধাতুদীপিকাকার দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পুত্র। নিম্নে তাঁহার পূর্ব্বাপর বংশলতা দেওয়া হইল—

১ ক্ষিতীশ, তৎপুত্র ২ ভট্টনারায়ণ, তৎপুত্র ৩ বরাহবন্দ্যঘটী, তৎপুত্র ৪ সুবুদ্ধি, তৎপুত্র ৫ বৈনতেয়, তৎপুত্র ৬ বিবুধেশ, তৎপুত্র ৭ সুভিক্ষ, তৎপুত্র ৮ অনিরুদ্ধ, তৎপুত্র ৯ পৃথ্বীধর, তৎপুত্র ১০ ধর্ম্মাংশু, তৎপুত্র ১১ দেবল, তৎপুত্র ১২ যোগী, তৎপুত্র ১৩ পণ্ডিত, তৎপুত্র ১৪ আখণ্ডল।
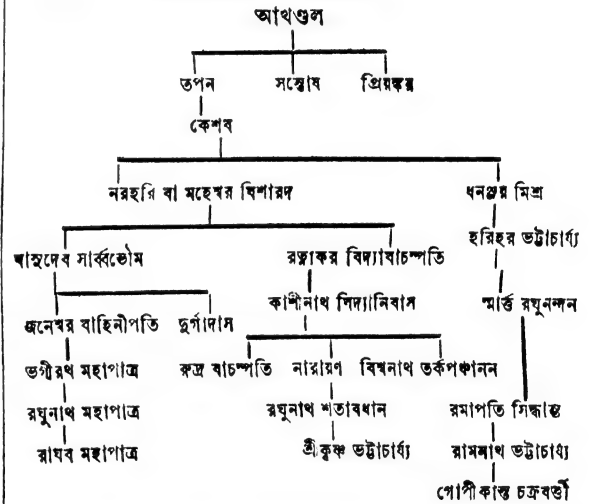
সার্ব্বভৌম বংশীয় গোবিন্দ ন্যায়বাগীশের বংশ অদ্যাপি নদীয়া জেলার আড়বান্দী গ্রামে বাস করিতেছেন। গোবিন্দ ন্যায়-বাগীশ বাসুদেবের কয়পুরুষ অধস্তন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ নবদ্বীপেই বাস করিতেন। তিনি নবদ্বীপপতি রাঘবের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার নিকট একহাজার বিঘা ব্রহ্মোত্তর পাইয়া আড়বান্দী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ঐ সনন্দের তারিখ ১০৬৭ সাল ১১ই ফাল্গুন।

বাসুদেবসুত, পদ্ধতিচন্দ্রিকা নামে জ্যোতিগ্রর্ন্থ-রচয়িতা।

বাসুদেব সেন, একজন প্রাচীন বঙ্গীয় কবি। সদুক্তিকর্ণামৃতে ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

বাসুদেবানুভব (পুং) বাসুদেবে অনুরাগ।

বাসুদেবাশ্রম, ঔর্দ্ধদেহিকনির্ণয়প্রণেতা।

বাসুদেবেন্দ্র, একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক গ্রন্থকার। রামচন্দ্র, ব্রহ্মযোগী প্রভৃতি বৈদান্তিকের গুরু। ইহার রচিত অপরোক্ষানু-

ভব, আচারপদ্ধতি (যোগ), আত্মবোধ, আনন্দদীপিকা নামে বেদান্তভূষণটীকা, মননপ্রকরণ, মহাবাক্যবিবরণ, বিবেকমকরন্দ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

উক্ত বাসুদেবেন্দ্রের শিষ্য নিজ নাম গোপন করিয়া গুরুর অনুবর্ত্তী হইয়া তত্ত্ববোধ ও ষোড়শবর্ণ নামে দুইখানি ক্ষুদ্র দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন।

বাসুপূজ্য (পুং) বাসুর্নারায়ণ ইব পূজ্যঃ। জিনবিশেষ। (হেম) [জৈনশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য]

বাসুভদ্র (পুং) বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ।

বাসুমত (ত্রি) বসুমত সম্বন্ধী।

বাসুমন্দ (ক্লী) সামভেদ।

বাসুরা (স্ত্রী) ১ স্ত্রীমাত্র। ২ করিণী। ৩ রাত্রি। ৪ ভূমি। (হেম)

বাসূ (স্ত্রী) বাস্যতে স্বগৃহে ইতি বাস বাহুলকাৎ উ। নাট্যোক্তিতে বালা, নাটকে বালা বাসূ নামে অভিহিত।

বাসোদ (ত্রি) বাসো দদাতীতি দা-ক। বস্ত্রদাতা, বস্ত্রদানকারী। বস্ত্রদাতা অন্তে চন্দ্র সমান লোকপ্রাপ্ত হয়।

"বাসোদশ্চন্দ্রসালোক্যমশ্বিসালোক্যমশ্বদঃ।
অনডুদ্দঃ শ্রিয়ং পুষ্টাং গোদো ব্রধ্নস্য পিষ্টপম্॥" (মনু ৪।২৩১)
'বস্ত্রদশ্চন্দ্রসমানলোকং প্রাপ্নোতি' (কুল্লূক)

ঋগ্বেদেও লিখিত আছে যে বস্ত্রদানকারী চন্দ্রলোকে গমন করে।

"হিরণ্যদা অমৃতত্বং ভজন্তে বাসোদাঃ সোম" (ঋক্ ১০।১০৭।২)

বাসোভৃৎ (ত্রি) বাসো বিভর্ত্তীতি ভৃ-ক্বিপ্ তুক্‌চ। বস্ত্রধারী।

বাসোযুগ (ক্লী) বস্ত্রদ্বয়, দোছোট, পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয়।

বাসৌকস্ (ক্লী) বাসায় ওকঃ স্থানং। বাসগৃহ।

"গর্ভাগারেঽপবরকো বাসৌকঃ শয়নাস্পদম্।" (হেম)

বাস্তব (ক্লী) বস্ত্বেব বস্তু-অণ্। যথার্থভূত, প্রকৃত, যথার্থ।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তুশিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্॥" (ভাগ° ১।১।২)

'বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু, যদ্বা বাস্তবশব্দেন বস্তুনোঽংশঃ জীবঃ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎসর্ব্বং বস্ত্বেব ন ততঃ পৃথক্' (স্বামী)

ব্রহ্মই বস্তু, ব্রহ্মভিন্ন জড়সমূহ অবস্তু। বস্তুর অংশ জীব এবং বস্তুর কার্য্য জগৎ, এই সকল বস্তুই বস্তু হইতে পৃথক্ নহে। বাস্তবশব্দে একমাত্র ব্রহ্মই অভিধেয়।

বাস্তবিক (ত্রি) বস্ত্বেব বস্তু-ঠক্। পরমার্থ ভূতবস্তু, বাস্তব, যাহা পরমার্থ সত্য, তাহা বাস্তবিক, প্রকৃত, যথার্থ।

বাস্তবোষা (স্ত্রী) ১ রাত্রি। বাস্তব সঙ্কেতস্থান, উষা—কামুকী স্ত্রী। যে সময়ে নায়িকা সঙ্কেতস্থানে নায়কাগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

বাস্তব্য (ত্রি) বসতীতি বস (বসেস্তব্যৎকর্ত্তরি ণিচ্চ। পা ৩।১।৯৬) কর্ত্তরি তব্যৎ। ১ বাসকর্ত্তা, বাসকারী। ২ বাসযোগ্য, যাহাকে বাস করান যায়। (পুং) ৩ বসতি।

বাস্তিক (ক্লী) ১ ছাগসমূহ। (ত্রি) ২ ছাগ সম্বন্ধীয়।

বাস্তু (ক্লী) বাস্তুক শাক। (রাজনি°) (পুং ক্লী) বসন্তি প্রাণিনো যত্র। বস নিবাসে বস (অগারে ণিচ্চ। উণ্ ১।৭৭) ইতি তুন্-সচ-ণিৎ। গৃহকরণযোগ্যভূমি, পর্য্যায়—বেশ্মভূ, পোত, বাটী, বাটীকা, গৃহপোতক। (শব্দরত্না°) শুভনিবাসযোগ্যস্থান।

"তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি" (ঋক্ ১।১৫৪।৬) 'বাস্তূনি সুখনিবাসযোগ্যানি স্থানানি' (সায়ণ)

যেস্থানে বাস করা যায়, তাহাকে বাস্তু কহে। চলিত কথায় ইহাকে বাস্তভিটা বলে। বাস করিবার পূর্ব্বে বাস্তুর শুভাশুভ স্থির করিয়া বাস করিতে হয়। কোন্ বাস্তু শুভজনক, কোন্ বাস্তু অশুভ, তাহা লক্ষণাদি দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। বাস্তু অশুভ হইলে গৃহস্থের পদে পদে অশুভ হইয়া থাকে। এইজন্য সর্ব্বাগ্রে বাস্তুর লক্ষণ স্থির করা আবশ্যক। যে দেবতা স্থান গ্রহণ করেন, সেই দেবতাই সেই স্থানের অধিপতি হন। পরে ব্রহ্মা সেই দেবময় দেহভূতকে বাস্তুপুরুষরূপে কল্পনা করিয়া লয়েন।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে,—জগতের মধ্যে যাবতীয় লোকের যত বাস্তুগৃহ আছে,তাহার ভেদ পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে প্রথমটী উত্তম, দ্বিতীয় প্রথমাপেক্ষা অধম এবং তৃতীয়াদি তদপেক্ষা অধম।

সর্ব্বাগ্রে রাজার গৃহের পরিমাণ কথিত হইতেছে। রাজার গৃহ পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে যাহার পৃথুত্ব (প্রস্থ) একশত আট হাত এবং দৈর্ঘ্য সপাদ অষ্টোত্তরশত হাত, সেই গৃহই উত্তম। দ্বিতীয়াদি অপর চারি প্রকার গৃহ দৈর্ঘ্যে ও পৃথুতে ক্রমে অষ্ট হস্ত হীন হইবে। যথা—২য়—দৈর্ঘ্য ১২৫, পৃথুত্ব ১০০ ; ৩য়—দৈ ১১৫, পৃ ৯২ ; ৪র্থ—দৈ ১০৫, পৃ ৮৪ ; ৫ম—দৈ ৯৫, পৃ ৭৬ হাত। সেনাপতির গৃহেরও উক্ত প্রকার ভেদ আছে। তন্মধ্যে উত্তম গৃহের পৃথুত্ব ৬৪ হাত এবং দৈর্ঘ্য ৭৪ হাত ১৬ অঙ্গুলি। এই প্রকার ২য়—পৃ ৫৮, দৈ ৬৭-৮। ৩য়—পৃ ৫২, দৈ ৬০-১৬। ৪র্থ—পৃ ৪৬, দৈ ৫৩-১৬। ৫ম—পৃ ৪০, দৈ ৪৬ হ°, ১৬ অঙ্গুলি। সচিবদিগের যে পাঁচ প্রকার গৃহ হইবে, তাহার প্রধানটীর পৃথুত্ব মান ৬০ হাত। অপরগুলি ৪ হাত করিয়া কম হইবে। অর্থাৎ যথাক্রমে ৫৬, ৫২, ৪৮, ৪৪। দৈর্ঘ্যের পরিমাণ পৃথুত্বের সহিত অষ্টাংশ যোগ করিয়া স্থির করিতে হইবে। যথা—প্রথম গৃহের দৈর্ঘ্য ৬৭ হাত ১২ অঙ্গুলি। এইরূপ ২য়—৬৩।০, ৩য়—৫৮ হ° ১২ অ°। ৪র্থ—৫৪।০, ৫ম—৪৯ হাত ১২ অঙ্গুল। এই সচিব,

দিগের গৃহের দৈর্ঘ্য ও পৃথুত্বের অর্দ্ধভাগ পরিমিত দৈর্ঘ্য ও পৃথুত্ব-যুক্ত গৃহই রাজমহিষীদিগের হইবে। যুবরাজেরও গৃহ পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে উত্তম গৃহের পৃথুত্ব পরিমাণ ৮০ হাত। অপর গৃহগুলির পৃথুত্ব যথাক্রমে ৬ হাত করিয়া হীন হইবে। পৃথুত্বের ত্র্যংশ পৃথুত্বে যোগ করিয়া তবে ঐ সকল গৃহের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ-নির্ণয় করিতে হইবে। এই উত্তমাদি গৃহ সকলের অর্দ্ধ-পরিমিত গৃহই যুবরাজের অনুজগণের হইবে। রাজা ও সচিবের গৃহদ্বয়ের যাহা অন্তর হইবে, তাহাই সামন্ত ও শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ-গণের গৃহপরিমাণ। উত্তমক্রমে পৃথুত্ব যথা—৪৮, ৪৪, ৪০,৩৬, ৩২ হস্ত। আর উত্তমক্রমে দৈর্ঘ্য যথা—৬৭হ, ১২অ; ৬২।০; ৫৬হ, ১২অ; ৫১, ০; ৪৫হ, ১২ অঙ্গুলি। রাজা ও যুবরাজের গৃহের যাহা অন্তর হইবে, তাহাই কঞ্চুকী, বেশ্যা ও নৃত্যগীতাদিবেত্তা ব্যক্তি-বর্গের গৃহপরিমাণ। উত্তমাদিক্রমে দৈর্ঘ্য যথা,—২৮, ৮ ; ২৬, ৮; ২৪, ৮; ২২, ৮ ; ও ২০, ৮ অঙ্গুলি। উহার পৃথুত্ব যথা—২৮, ২৬, ২৪, ২২, ২০ হাত। যাবতীয় অধ্যক্ষ ও অধিকৃত ব্যক্তিবর্গের গৃহমান কোষগৃহ ও রতিগৃহ পরিমাণের সমান। এতদ্ভিন্ন যুবরাজ ও মন্ত্রিগৃহের যাহা অন্তর হইবে, তাহাই কর্ম্মাধ্যক্ষ ও দূতগণের ভবন-পরিমাণ। ইহার পরিমাণ পৃথুত্ব যথা—২০, ১৮, ১৬, ১৪, ১২ হাত। দৈর্ঘ্য পরিমাণ যথা—৩৯, ৪ ; ৩৫, ১৬ ; ৩২, ৪ ; ২৮, ১৬ ; ২৫, ৪ অঙ্গুলি। দৈবজ্ঞ, পুরোহিত এবং চিকিৎসকের উত্তম গৃহের পৃথুত্ব মান ৪০ হাত। ঐ সকল গৃহও পাঁচ প্রকার। সেইজন্য অপরগুলি যথাক্রমে ৪ হাত করিয়া হীন হইবে। আর স্বীয় ষড়্‌ভাগযুক্ত পৃথুত্ব মানই উহাদের যথাক্রমে দৈর্ঘ্যমান হইবে। পৃথুত্বমান যথা,—৪০, ৩৬, ৩২, ২৮, ও ২৪ হাত। দৈর্ঘ্যমান যথা—৪৬, ১৬ ; ৪২, ০ ; ৩৭, ১৬ ; ৩২, ১৬ ; ও ২৮ হস্ত ০ অঙ্গুলি।

বাস্তবাটীর যাহা বিস্তার, তাহাই উচ্ছ্রায় হইলে শুভপ্রদ হয়। কিন্তু যে সকল বাটীতে একটী মাত্র শালা, তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং চণ্ডালাদি হীন জাতিগণের মধ্যে কোন্ জাতির কি প্রকার বাস্তুতে অধিকার, ও সেই সেই বাস্তু বাটীর ব্যাসের পরিমাণ কত তাহাও বরাহমিহির এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় ও হীনজাতির পক্ষে উত্তম বাস্তুব্যাসের পৃথুত্ব ৩২ হস্ত। এই বত্রিশ সংখ্যা হইতে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ৪ চারি বাদ দিতে হইবে, যতক্ষণ না ১৬ যোল সংখ্যা নির্গত হয়। তবেই দেখা যায়, ৩২ হইতে ৪ বাদ দিতে গেলে ১৬ হওয়া পর্য্যন্ত ৫টী অঙ্ক হয় ; যথা—৩২, ২৮, ২৪; ২০ ও ১৬। এই পাঁচটী অঙ্কই ব্রাহ্মণজাতির উত্তমাদি বাস্তুর পৃথুত্ব-ব্যাস এবং পঞ্চবিধ বাস্তুতে ঐ জাতির অধিকার। আর ব্রাহ্মণ জাতির দ্বিতীয় বাস্তু বাটীর পৃথুত্ব মানের সংখ্যা ২৮ হইতে শেষ ১৬ পর্য্যন্ত ৪টী অঙ্কে ক্ষত্রিয় জাতির বাস্তু প্রতি পরিমাণ ও অধিকার কথিত হইল। তৃতীয় অঙ্ক হইতে বৈশ্যের, চতুর্থ হইতে শূদ্রের এবং পঞ্চমটী অন্ত্যজ চাণ্ডালাদি হীন জাতির বাস্তু-মান ও তদধিকার নির্ণীত আছে। পৃথুত্বের অঙ্কবিন্যাস যথা,—

	উত্তম	মধ্যোত্তম,	মধ্যম	অধম	অধমাধম
ব্রাহ্মণ	৩২	২৮	২৪	২০	১৬
ক্ষত্রিয়	২৮	২৪	২০	১৬	০
বৈশ্য	২৪	২০	১৬	০	০
শূদ্র	২০	১৬	০	০	০
অন্ত্যজ	১৬	০	০	০	০

ইহা দ্বারা বুঝা গেল, ব্রাহ্মণেরা ঐরূপ পৃথুত্ব ব্যাসযুক্ত পঞ্চ-বিধ বাস্তুতে অধিকারী, ক্ষত্রিয়েরা চারি প্রকারে, বৈশ্যেরা তিন প্রকারে, শূদ্রগণ দুই প্রকারে এবং অন্ত্যজ জাতিগণ একপ্রকার বাস্তুতে অধিকারী ছিল।

পূর্ব্বোক্ত পৃথুত্ব মানের সহিত যথাক্রমে স্বীয় দশাংশ, অষ্টাংশ, ষড়ংশ ও চতুর্থাংশ যোগ দিলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের বাস্তু ভবনের ব্যাসদৈর্ঘ্য নির্ণীত হইবে ; কিন্তু অন্ত্যজ জাতির ব্যয়-মানের যাহা পৃথুত্ব, তাহাই দৈর্ঘ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

	উত্তম	মধ্যোত্তম	মধ্যম	অধম	অধমাধম
ব্রাহ্মণ	৩৫।৪।৪৮	১০।১৯।১২	২৬।৯।৩৬	২২	১৭।১৪।২৪
ক্ষত্রিয়	৩১।১২	২৭	২২।১২	১৮	০
বৈশ্য	২৮	২৩।১৬	১৮।৮	০	০
শূদ্র	২৫	২০	০	০	০
অন্ত্যজ	১৬	০	০	০	০

রাজা ও সেনাপতির গৃহের যাহা অন্তর হইবে, তাহাই কোষগৃহ ও রতিগৃহের পরিমাণ হইবে। পৃথুত্ব—৪৪, ৪২, ৪০, ৩৮, ৩৬ হাত। দৈর্ঘ্য—৬০।৮, ৫৭।১৬, ৫৪।৮, ৫১।৮, ও ৪৮ হাত ৮ অঙ্গুলি।

কোষগৃহ বা রতিগৃহের সহিত সেনাপতি ও চাতুর্ব্বর্ণ্যের বাস্তু-মানের অন্তরমানই রাজপুরুষগণের বাস্তুগৃহের পরিমাণ হইবে, অর্থাৎ রাজপুরুষ ব্রাহ্মণ হইলে ব্রাহ্মণবাস্তুর ব্যাসকে সেনাপতির বাস্তুমান ব্যাস হইতে হীন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই মানাঙ্ক দ্বারা তাঁহার গৃহপঞ্চক নির্ম্মাণ করিবে। রাজপুরুষ ক্ষত্রিয় হইলে তদ্বাস্তুমানকে সেনাপতির বাস্তুমানের দ্বিতীয়াঙ্ক হইতে হীন করিবে। বৈশ্য হইলে তৃতীয়াঙ্ক হইতে এবং শূদ্র হইলে চতুর্থাঙ্ক হইতে অধিকার মত বাস্তুমান হীন করিয়া অধি-কার মত গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবে।

পারশব, মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ প্রভৃতি জাতিদিগের গৃহ-

নির্ম্মাণ স্থানে স্বীয় স্বীয় পরিমাণের যোগার্দ্ধ তুল্য গৃহ হইবে অর্থাৎ সঙ্কর জাতি সকল যে দুই জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দুই জাতির গৃহের পৃথুত্ব ও দৈর্ঘ্যমান যোগ করিয়া তাহার অর্দ্ধেকমানে তাহাদিগের গৃহপঞ্চক নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সকল জাতির পক্ষেই স্বীয় স্বীয় পরিমাণ অপেক্ষা হীন বা অধিক বাস্তুর পরিমাণ অশুভপ্রদ হইয়া থাকে। পণ্যালয়, প্রব্রজিকালয়, ধান্যাগার, অস্ত্রাগার, অগ্নিশালা, ও রতিগৃহের পরিমাণ ইচ্ছানুসারে করিতে পারা যায়। কিন্তু কোন গৃহই শত হস্তের অধিক উন্নত হইবে না। ইহাই শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায়।

সেনাপতিগৃহ ও নৃপগৃহের ব্যাসাঙ্ক পরস্পর যোগ করিয়া তাহাতে ৭০ যোগ দিবে। পরে তাহাকে ২ দিয়া ভাগ করিয়া ১৪ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে তাহাই শালা অর্থাৎ গৃহাভ্যন্তরের পরিমাণ। আর ঐ দ্বিবিভক্ত অঙ্ককে ১৫ দিয়া ভাগ করিলে অলিন্দ অর্থাৎ শালাভিত্তির বহির্ভাগস্থ সোপানযুত অঙ্গন বিশেষের পরিমাণ হইবে। ইহা রাজার পক্ষে। অন্য জাতীয় ব্যক্তিগণের ভবনের শালা ও অলিন্দমান বাহির করিতে হইলে রাজা ও সেনাপতির গৃহের ব্যাসদ্বয়ের যোগফলের সহিত স্বীয় অধিকার মত সজাতীয় ব্যাসাঙ্ক হীন করিয়া তাহাতে ৭০ যোগ দিবে। পরে তাহার অর্দ্ধেক ১৪ ও ১৫ দিয়া ভাগ করিলে যথাক্রমে শালা ও অলিন্দের পরিমাণ বাহির হইবে।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের গৃহব্যাস ২ হস্তাদিরূপে বলা হইয়াছে, তাহাতে যথাক্রমে ৪ হাত ১৭ আঙ্গুল, ৪ হাত ৩ আঙ্গুল, ৩ হাত ১৫ আঙ্গুল, তিনহাত ১৩ আঙ্গুল ও ৩ হাত ৪ আঙ্গুল পরিমিত শালা নির্ম্মিত হইবে। আর ঐ সকল গৃহের অলিন্দ পরিমাণ যথাক্রমে ৩ হাত ১৯ আঙ্গুল, ৩ হাত ৮ আঙ্গুল, ২ হাত ২০ আঙ্গুল, ২ হাত ১৮ আঙ্গুল ও ২ হাত ৩ অঙ্গুলি পরিমিত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত শালামানের ত্রিভাগতুল্য ভূমি ভবনের বাহিরে রাখিতে হইবে। ঐ ভূমিকার নাম বীথিকা। ঐ বীথিকা যদি বাস্তুভবনের পূর্ব্বভাগে থাকে, তবে উক্ত বাস্তুর নাম "সোষ্ণীষ"। যদি বাস্তুর পশ্চিমদিকে বীথিকা থাকে, তবে সেই বাস্তুকে "সাশ্রয়" বাস্তু বলে। উত্তর বা দক্ষিণদিকে যদি বীথিকা থাকে, তবে তাহাকে "সাবষ্টম্ভ" নামে বাস্তু বলে। আর যদি বাস্তুভবনের চতুর্দ্দিকেই এরূপ বীথিকা থাকে, তবে তাহাকে "সুস্থিত" বলে। এই সমস্ত বাস্তু শাস্ত্রকারগণের পূজিত অর্থাৎ এইরূপ বাস্তুই শুভপ্রদ।

উত্তম গৃহের বিস্তার যত হাত, তাহার ষোড়শাংশ সহ চারিহাত যোগ দিলে মোট যত হাত হইবে, তাহাই সেই গৃহের উচ্ছ্রায়। অবশিষ্ট চারিপ্রকার উচ্ছ্রায় উহা অপেক্ষা ক্রমশঃ দ্বাদশ ভাগ করিয়া কম হইবে। যাবতীয় গৃহের ষোড়শ ভাগই ভিত্তির পরিমাণ। কিন্তু এ নিয়ম মাত্র পক্ক-ইষ্টকময় গৃহের পক্ষে। ইহা ভিন্ন কাষ্ঠকৃত গৃহের ভিত্তিপরিমাণ ইচ্ছামত।

রাজা ও সেনাপতির গৃহের যাহা ব্যাস, তাহার সহিত ৭০ যোগ দিয়া ১১ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাদের প্রধান দ্বারের বিস্তার তত হাত জানিবে। বিস্তার-হস্ত-পরিমাণ যত অঙ্গুলি হইবে, তত হাত উহা উন্নত হইবে। দ্বার-বিস্তারের অর্দ্ধই দ্বারের বিষ্কম্ভ-মান।

ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন জাতীয়দিগের গৃহব্যাসের পঞ্চমাংশে অষ্টাদশ অঙ্গুলি যোগ দিলে যাহা হইবে, তাহাই তাঁহাদের গৃহদ্বারের পরিমাণ। দ্বারপরিমাণের অষ্টমাংশ দ্বারের বিষ্কম্ভ এবং বিষ্কম্ভের দ্বিগুণ দ্বারের উচ্চতা।

উচ্ছ্রায় যত হাত উচ্চ, তত অঙ্গুলি উহা প্রশস্ত হইবে। গৃহের শাখাদ্বয়ই ঐরূপ হইবে এবং শাখার পরিমাণের দেড়গুণ উডুম্বরের পরিমাণ। যত হাত যে গৃহের উচ্ছ্রায়, তাহাকে ১৭ গুণ করিয়া ৮০ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই ইহাদের মূলের পৃথুত্ব বা প্রস্থ। উচ্ছ্রায়ের নবগুণিত ও অশীতি বিভক্ত হস্ত পরিমাণ হইতে স্বীয় দশাংশ হীন করিলে যাহা থাকিবে, তাহাই স্তম্ভাগ্রভাগের পরিমাণ।

স্তম্ভমধ্যভাগ সমচতুরস্র হইলে তাহার নাম রুচক, অষ্টাস্র হইলে বজ্র, ষোড়শাস্র স্তম্ভ দ্বিবজ্র, দ্বাত্রিংশদস্র প্রলীনক, এবং বৃত্তগুপ্তের নাম বৃত্ত। এই পাঁচপ্রকার স্তম্ভই শুভফলপ্রদ।

স্তম্ভপরিমাণকে ৯ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তৎসমস্তের নাম বহন। তন্মধ্যে সর্ব্বনিম্নস্থ নবম ভাগের নাম 'বহন', অষ্টম ভাগের নাম 'ঘট', সপ্তম ভাগের নাম 'পদ্ম', ষষ্ঠের নাম 'উত্তরোষ্ঠ' এবং পঞ্চমের নাম 'ভারতুলা'। ইহারা যথাক্রমে উপর্য্যুপরিভাবে বিন্যস্ত। চতুর্থ ভাগের নাম 'তুলা' তৃতীয় ভাগের নাম 'উপতুলা', দ্বিতীয় ভাগের নাম 'অপ্রতিষিদ্ধ' এবং প্রথম ভাগের নাম 'অলিন্দ'। ইহারা যথাক্রমে পরপর চতুর্থাংশ করিয়া হীন হইবে।

যে বাস্তুর চারিদিকে ঐরূপ 'বহন' ও দ্বার থাকে, তাহাকে "সর্ব্বতোভদ্র" নামক বাস্তু কহে। ইহা রাজা, রাজাশ্রিত ব্যক্তি ও দেবতাগণের পক্ষে মঙ্গলাবহ।

যে বাস্তুর শালাকুড্যের চারিদিকে অলিন্দ সকল প্রদক্ষিণভাবে নিম্নভাগ পর্য্যন্ত যায়, তাহাকে নন্দ্যাবর্ত্ত নামক বাস্তু বলে। ইহার পশ্চিমদিকে দ্বার থাকিবে না, কিন্তু অন্যদিকে দ্বার থাকিবে। যে বাস্তুর অলিন্দগুলি প্রদক্ষিণভাবে দ্বারের নিম্ন-

ভাগ পর্য্যন্ত যায়, তাহা শুভদায়ক ; তদ্ভিন্ন অশুভ। এই বাস্তুর নাম বর্দ্ধমান। ইহাতে দক্ষিণদিকে দ্বার রাখিতে নাই। যাহার পশ্চিমদিকে একটী ও পূর্ব্বদিকে দুইটী অলিন্দ শেষ পর্য্যন্ত থাকে, এবং অপর দুই দিকের অলিন্দ উত্থিত ও শেষ সীমা বিবৃত থাকে, তাহাকে 'স্বস্তিক' নামক বাস্তু বলে। ইহাতে পূর্ব্বদ্বার প্রশস্ত নহে।

যাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমের অলিন্দ দুইটী অন্তগত হয়, অবশিষ্ট দুইটী পূর্ব্ব ও পশ্চিমালিন্দের অবধি পর্য্যন্ত যায়, তাহাকে 'রুচক' নামক বাস্তু কহে। ইহাতে উত্তর দ্বার অপ্রশস্ত, কিন্তু অন্যান্য সকল দ্বারই শুভদ হইয়া থাকে। নন্দ্যাবর্ত্ত ও বর্দ্ধমান নামে বাস্তু সকলের পক্ষেই শুভদ; স্বস্তিক ও রুচক মধ্যফলদ এবং অবশিষ্ট বাস্তুগুলি রাজাদিগের পক্ষেই শুভপ্রদ। যাহার উত্তর দিকে শালা থাকে না, তাহা 'হিরণ্যনাভ', ত্রিশালাবিশিষ্ট হইলে 'ধন্য' এবং পূর্ব্বদিকে শালা না থাকিলে 'সুক্ষেত্র' নামক বাস্তু হয়। এই সকল বাস্তু শুভফলপ্রদ। যাহার দক্ষিণে শালা থাকে না, তাহাকে "চুল্লীত্রিশালক" বলে। এই বাস্তু ধননাশক। পশ্চিমশালাহীন বাস্তুকে 'পক্ষঘ্ন' বলে। ইহাতে সুতনাশ ও বৈর হয়। যাহার পশ্চিম ও দক্ষিণে শালা হয়, তাহাকে 'সিদ্ধার্থ' বলে। পশ্চিম ও উত্তরে শালা থাকিলে 'যমসূর্য্য' বলে। উত্তর ও পূর্ব্বে শালা থাকিলে 'দণ্ড' এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণে শালা থাকিলে 'বাত' বাস্তু কহে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে শালাবিশিষ্ট বাস্তুকে 'গৃহচুল্লী' এবং দক্ষিণে ও উত্তরে শালাবিশিষ্ট বাস্তুকে 'কাচ' কহে। 'সিদ্ধার্থ' বাস্তুতে অর্থপ্রাপ্তি, 'যমসূর্য্য' বাস্তুতে গৃহস্বামীর মৃত্যু, 'দণ্ড' বাস্তুতে দণ্ড ও বধ, 'বাত' বাস্তুতে কলহোদ্বেগ, 'চুল্লী'তে বিত্তনাশ এবং 'কাচ' বাস্তুতে জ্ঞাতিবিরোধ ঘটে।

এক্ষণে বাস্তুমণ্ডলের কথা বলা যাইতেছে। বাস্তুমণ্ডল দুই প্রকার, একাশীতি পদ ও চতুঃষষ্টি পদ। তন্মধ্যে একাশীতি পদ বাস্তুমণ্ডলের পক্ষে পূর্ব্বায়ত দশটী রেখা এবং তদুপরি উত্তরায়ত দশটী রেখা অঙ্কিত করিলে একাশীতি কোঠা হইবে। এই একাশীতি পদ বাস্তুমণ্ডলে পঞ্চচত্বারিংশৎ দেবতা অবস্থান করেন। শিখী, পর্জ্জন্য, জয়ন্ত, ইন্দ্র, সূর্য্য, সত্য, ভৃশ ও অন্তরীক্ষ, এই সকল দেবতা ঈশান কোণ হইতে যথাক্রমে নিম্নভাগে অবস্থিত। অগ্নিকোণে অনিল। তৎপরে যথাক্রমে নিম্নভাগে পূষা, বিতথ, বৃহৎক্ষত, যম, গন্ধর্ব্ব, ভৃঙ্গরাজ ও মৃগ অবস্থিত। নৈঋ্ঁত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে পিতা, দৌবারিক (সুগ্রীব), কুসুমদন্ত, বরুণ, অসুর, শোষ, ও রাজযক্ষ্মা এবং বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে তত, অনন্ত, বাসুকি, ভল্লাট, সোম, ভুজগ, অদিতি ও দিতি এই সকল দেবতা বিরাজিত। মধ্যস্থলের নবকোষ্ঠায় ব্রহ্মা বিরাজমান। ব্রহ্মার পূর্ব্বদিকে অর্য্যমা। তৎপরে সবিতা, বিবস্বান্, ইন্দ্র, মিত্র, রাজযক্ষ্মা, শোষ ও আপবৎস নামক দেবতাগণ প্রদক্ষিণক্রমে এক এক কোঠা অন্তরে ব্রহ্মার চারিদিকে অবস্থিত। আপ নামক দেবতা ব্রহ্মার ঈশানকোণে, সাবিত্র অগ্নিকোণে, জয় নৈঋ্ঁতকোণে এবং রুদ্র বায়ুকোণে বিদ্যমান। আপ, আপবৎস, পর্জ্জন্য, অগ্নি ও অদিতি ইহারা বর্গদেবতা। এই পঞ্চবর্গে পাঁচ পাঁচটী করিয়া দেবতা বিরাজিত। এই সকল দেবতা পঞ্চপাদিক, অবশিষ্ট বাহ্য দেবতা সকল দ্বিপদিক, কিন্তু ইহাঁদের সংখ্যা বিংশতি। আর অর্য্যমা আদি যে চারি দেবতা যাঁহারা ব্রহ্মার চারিদিকে বিরাজিত, তাঁহারা ত্রিপদিক। এই বাস্তুপুরুষ ঈশান দিকে মস্তক রাখিয়া থাকেন। ইহার মস্তকে নিম্নমুখে অনল বর্ত্তমান। ইহাঁর মুখে আপ, স্তনে অর্য্যমা, ও বক্ষস্থলে আপবৎস বিরাজিত। পর্জ্জন্য আদি বাহ্যদেবতাসকল যথাক্রমে চক্ষু, কর্ণ, উরঃ, ও অংসস্থলে অবস্থিত। সত্য প্রভৃতি পঞ্চদেবতা ভুজমধ্যে এবং হস্তে সাবিত্র ও সবিতা বর্ত্তমান। বিতথ ও বৃহৎক্ষত পার্শ্বে, জঠরে বিবস্বান্ এবং উরুদ্বয়, জানুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয় ও স্ফিক্ এই সকল স্থানে যথাক্রমে যমাদি দেবতা অধিষ্ঠিত। এই সকল দেবতা দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত। বাম পার্শ্বেও ঐরূপ। বাস্তু পুরুষের মেঢ্রস্থলে শক্র এবং জয়ন্ত, হৃদয়ে ব্রহ্মা এবং চরণে পিতা বর্ত্তমান।

এক্ষণে চতুঃষষ্টি পদ বাস্তুমণ্ডলের বিষয় বলা যাইতেছে। চতুঃষষ্টি পদ বাস্তুমণ্ডল করিয়া তাহার কোণে কোণে তির্য্যক্ভাবে রেখা অঙ্কিত করিতে হয়। এই বাস্তুমণ্ডলের মধ্যস্থ চতুষ্পদে ব্রহ্মা। ব্রহ্মার কোণস্থ দেবতাসকল অর্দ্ধপদ। বহিঃকোণে অষ্ট দেবতা অর্দ্ধপদ, তন্মধ্যে উভয়পদস্থ দেবতা সার্দ্ধপদ। উক্ত দেবতাগণ হইতে যাঁহারা অবশিষ্ট তাঁহারা দ্বিপদ ; কিন্তু ইহাদের সংখ্যা বিংশতি। যেস্থলে বংশসম্পাত অর্থাৎ রেখাদ্বয়ের মিলন হইয়াছে, তাহা এবং কোঠা সকলের সমতল মধ্যস্থান সকল ইহাঁর মর্ম্মস্থল। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা কখন পীড়িত করিবেন না। ঐ মর্ম্মস্থানগুলি যদি অপবিত্র ভাণ্ড, কীল, স্তম্ভ বা শল্যাদি দ্বারা পীড়িত হয়, তবে গৃহস্বামীর সেই অঙ্গে পীড়া অনিবার্য্য। অথবা গৃহস্বামী হস্তদ্বয় দ্বারা যে অঙ্গ কণ্ডূয়ন করিবেন, যেস্থলে অশুভ নিমিত্ত দৃষ্ট হইবে, কিম্বা যেস্থলে অগ্নির বিকৃতি থাকিবে, বাস্তুর সেইস্থলে শল্য আছে, জানিতে হইবে। শল্য যদি দারুময় হয়, তবে ধনহানি হইবে। অস্থিজাত শল্য নির্গত হইলে পশুপীড়া ও রোগজন্য ভয় হয়। লৌহময় হইলে শস্ত্রভয় এবং কপাল বা কেশময় হইলে গৃহপতির মৃত্যু হয়। অঙ্গার থাকিলে স্তেয়ভয় এবং ভস্ম

থাকিলে সর্ব্বদা অগ্নিভয় হইয়া থাকে। মর্ম্মস্থানস্থ শল্য যদি স্বর্ণ বা রজত ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ হয়, তবে অশুভ। তুষময় শল্য বাস্তু পুরুষের মর্ম্মস্থান বা যে কোন স্থানগত হউক না কেন, তাহা অর্থাগম রোধ করে। অধিক কি যদি হস্তিদন্তময় শল্যও মর্ম্মস্থানগত হয়, তবে তাহাও দোষের আকর।

পূর্ব্বোক্ত একাশীতি পদ বাস্তমণ্ডলের যে কোঠায় "রোগ" দেবতা পতিত হইয়াছে, তাহা হইতে বায়ু পর্য্যন্ত পিতা হইতে হুতাশন, বিতথ হইতে শোষ, মুখ্য হইতে ভৃশ, জয়ন্ত হইতে ভৃঙ্গ এবং অদিতি হইতে সুগ্রীব পর্য্যন্ত সূত্র দান করিলে যে নয়টী স্থান স্পর্শ করিবে, তাহা অতি মর্ম্মস্থান। বাস্তু গৃহের পরিমাণ যত হস্ত, তাহাকে একশীতি ভাগ করিলে প্রত্যেক কোঠা যত হস্ত করিয়া হইবে, তাহার অষ্টাংশই মর্ম্মস্থানের পরিমাণ।

বাস্তু-নরের পদ ও হস্ত যত হস্তপরিমিত তত অঙ্গুলি পরিমিত বাস্তুর বংশ (কড়ি কাঠ)। বংশব্যাসের অষ্টাংশই বাস্তুর শিরা প্রমাণ। গৃহস্বামী যদি সুখ চাহেন, তবে গৃহের মধ্যস্থলে ব্রহ্মাকে রাখিবেন এবং উচ্ছিষ্টাদি উপঘাত হইতে সযত্নে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন, না করিলে গৃহস্বামীর উপতাপ ঘটে। বাস্তু-নরের দক্ষিণ হস্ত হীন হইলে অর্থক্ষয় এবং অঙ্গনাজনের দোষ হয়। এইরূপ বাম হস্ত হীন হইলে অর্থ ও ধান্যের হানি, মস্তক হীন হইলে সকল গুণ নাশ এবং চরণ বৈকল্যে স্ত্রীদোষ, সুতনাশ ও প্রেষ্যতা ঘটিয়া থাকে। যদি বাস্তুনরের সর্ব্বাঙ্গ অবিকল থাকে, তবে মান, অর্থ, ও নানাবিধ সুখ হয়।

গৃহ, নগর এবং গ্রাম সর্ব্বত্রই এইরূপে দেবগণ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তত্তৎ স্থানে যথানুরূপে ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে বাস করাইতে হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের বাসগৃহ যথাক্রমে উত্তরাদি দিকে কর্ত্তব্য। কিন্তু গৃহদ্বার এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা উচিত, যেন গৃহে প্রবেশ করিবার সময় উহা দক্ষিণভাগে থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বাভিমুখ বাটীর গৃহদ্বার উত্তরাভিমুখ হইবে। এইরূপে দক্ষিণাভিমুখের প্রাঙ্মুখ, পশ্চিমাভিমুখের দক্ষিণাভিমুখ এবং উত্তরাভিমুখের পশ্চিমাভিমুখ গৃহদ্বার কর্ত্তব্য।

এক্ষণে কোথায় দ্বার করিলে কিরূপ ফল ঘটে, তদ্বিষয় বলা যাইতেছে। একাশীতি পদে নবগুণ সূত্রদ্বারা বিভক্ত করিলে কিংবা চতুঃষষ্টি পদে অষ্টগুণ সূত্রদ্বারা বিভাগ করিলে যে দ্বার সকল হইবে, তাহাদিগের ফল যথাক্রমে নিম্নোক্তরূপে হইয়া থাকে। যথা—শিখী ও পর্জ্জন্যাদি দেবতার উপর দ্বার করিলে যথাক্রমে অনলভয়, স্ত্রীজন্ম, প্রভূতধন, রাজবল্লভতা, ক্রোধপরতা, মিথ্যা, ক্রূরতা এবং চৌর্য্য ঘটে। দক্ষিণভাগে ঐরূপ অল্পসুতত্ব, প্রৈষ্য, নীচতা, ভক্ষ্য-পানসুতবৃদ্ধি, ভয়ঙ্করতা, কৃতঘ্নতা, অল্পধনতা এবং পুত্র ও বীর্য্যনাশ হয়। পশ্চিমে ঐরূপ সুতপীড়া, রিপুবৃদ্ধি, ধনপুত্র-লাভ, সুত-অর্থ-বল-সম্পদ, ধনসম্পদ, নৃপভয়, ধনক্ষয় ও রোগ হয়। উত্তরে বধ-বন্ধ, রিপুবৃদ্ধি, ধনপুত্র-লাভ, সর্ব্বগুণ-সম্পত্তি, পুত্রবৈর, স্ত্রীদোষ ও নির্ধনতা হইয়া থাকে। পথ, বৃক্ষ, কোণ, স্তম্ভ ও ভ্রমাদি দ্বারা বিদ্ধ হইলে সকল দ্বারই অশুভপ্রদ। কিন্তু স্বীয় স্বীয় দ্বারের উচ্ছ্রায় পরিমাণের দ্বিগুণ পরিমিত ভূমি ত্যাগ করিয়া দ্বার করিলে কোন দোষ হয় না। রথ্যাবিদ্ধ দ্বার নাশের কারণ হয় এবং বৃক্ষবিদ্ধ দ্বারে কুমারদোষ ঘটায়। এতদ্ভিন্ন পঙ্কনির্ম্মিত দ্বারে শোক, জলস্রাবী দ্বারে ব্যয়, কূপবিদ্ধ দ্বারে অপস্মার রোগ, দেবতাবিদ্ধ দ্বারে বিনাশ, স্তম্ভবিদ্ধে স্ত্রীদোষ, এবং ব্রহ্মাভিমুখে দ্বারে কুলনাশ হইয়া থাকে। যদি দ্বার স্বয়ং উদ্ঘাটিত হয়, তবে উন্মাদ রোগ, স্বয়ং বদ্ধ হইলে কুলনাশ, পরিমাণের অধিক হইলে রাজভয়, এবং পরিমাণ অপেক্ষা হীন হইলে দস্যুভয় ও ব্যসন। দ্বারের উপরে দ্বার হইলে অমঙ্গলের কারণ এবং যাহা সঙ্কট বা সঙ্কীর্ণ (ছোট) তাহাও অমঙ্গলজনক। যে দ্বারের মধ্যবিপুল, তাহা ক্ষুদ্ভয়প্রদ এবং কুব্জদ্বার কুলনাশের কারণ। দ্বার অতি পীড়িত হইলে পীড়াকর, অন্তর্বিনত দ্বার অভাবের কারণ, বাহ্যবিনত দ্বার প্রবাসদায়ক এবং দিগ্‌ভ্রান্ত দ্বারে দস্যুকৃত পীড়া হয়। রূপ ও ঋদ্ধি অভিলাষী নরগণ মূলদ্বারকে অন্য দ্বার দ্বারা অতিশয় সংহিত করিবেন না এবং ঘট, ফল, ও পত্র প্রভৃতি কোন মঙ্গলময় দ্রব্য দ্বারা তাহা নিচিত করিবেন না।

গৃহের বহির্ভাগে ঈশানাদি কোণে যথাক্রমে চরকী, বিদারিকা, পূতনা ও রাক্ষসী অবস্থান করে। পুর, ভবন, বা গ্রামের ঐ সকল কোণে যাহারা বাস করে, তাহাদের দোষ হয়। কিন্তু ঐ সকল স্থানে শ্বপচ প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিরা বাস করিলে তাহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বাস্তুর কোন্ দিকে কোন বৃক্ষ থাকিলে কিরূপ ফল ঘটে, এক্ষণে তাহাই বলা যাইতেছে। প্রদক্ষিণ ক্রমে বাস্তুর দক্ষিণাদি দিক্ সকলে যদি প্লক্ষ, বট, ঔদুম্বর, ও অশ্বত্থ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তবে অশুভ; কিন্তু উত্তরাদিক্রমে হইলে শুভ হয়। বাস্তুর সমীপে কণ্টকময় বৃক্ষে শত্রুভয়, ক্ষীরীবৃক্ষে অর্থনাশ, এবং ফলীবৃক্ষে প্রজাক্ষয় হয়। সুতরাং গৃহনির্ম্মাণে ইহাদের কাষ্ঠও পরিত্যাজ্য। যদি ঐ সকল বৃক্ষ ছেদন করিতে ইচ্ছা না হয়, তবে উহার নিকটে পুন্নাগ, অশোক, অরিষ্ট, বকুল, পনস, শমী ও শালবৃক্ষ রোপণ করিবে। যাহাতে ওষধি, বৃক্ষ বা লতা জন্মে, যাহা মধুর বা সুগন্ধ, এবং যাহা স্নিগ্ধ, সম, ও অশুষির হয়, সেই মৃত্তিকা অতিশয় প্রশস্ত।

বাস্তুর সম্মুখভাগে মন্ত্রীর বাটী থাকিলে অর্থনাশ হয়। ধূর্ত্তগৃহ থাকিলে পুত্রহানি, দেবকুল থাকিলে উদ্বেগ, এবং

চতুষ্পথ হইলে অকীর্ত্তি বা অযশ হয়। এইরূপে গৃহের সম্মুখে চৈত্য-বৃক্ষ (যে বৃক্ষে দেবতার আশ্রয় আছে) থাকিলে গ্রহভয়, বল্মীক ও তজ্জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত থাকিলে বিপদ, গর্ত্তবতী ভূমি নিকটে থাকিলে পিপাসা এবং কূর্ম্মাকার স্থান থাকিলে ধননাশ হয়।

প্রদক্ষিণ ক্রমে উত্তরাদি-প্লবভূমি ব্রাহ্মণাদি জাতির পক্ষে প্রশস্ত। অর্থাৎ উত্তর-প্লব ভূমি ব্রাহ্মণের পক্ষে, পূর্ব্ব নিম্ন ক্ষত্রিয়ের, দক্ষিণ নিম্ন বৈশ্যের এবং পশ্চিম নিম্নভূমি শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত। ব্রাহ্মণ সকল স্থানেই বাস করিতে পারেন, অপর বর্ণ সকল স্বীয় স্বীয় শুভ স্থানে বাস করিবেন। গৃহমধ্যে একহস্ত পরিমিত বর্ত্তুল গর্ত্ত খনন করিয়া সেই মৃত্তিকা দ্বারাই সেই গর্ত্ত পূরণ করিবে, তাহাতে যদি মৃত্তিকা কম হয়, তবে সেই বাস্তু তাহার পক্ষে অনিষ্টকর। যদি সমান হয়, তবে সমফলী, আর অধিক হইলে উত্তম হয়। অথবা উক্ত গর্ত্তকে জল দ্বারা পূরণ করিয়া একশত পদ গমন করিবে, পরে পুনঃ প্রত্যাগত হইয়া যদি দেখে যে সেই জল কমে নাই, তবে সেই ভূমিকে অতিশয় প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। অথবা ঐ গর্ত্তে এক আঢ়ক পরিমিত জল দিয়া শতপদ গমনান্তে ফিরিয়া আসিয়া উহা তোলিত করিলে যদি উহা চতুঃষষ্টি পল হয়, তবে শুভফলপ্রদ। অথবা আম-মৃৎপাত্রে চারিটী দীপবর্ত্তি রাখিয়া ঐ গর্ত্তমধ্যে চারিদিকে জ্বালিয়া দিবে, ইহাতে যে দিকের দীপবর্ত্তি অধিক জ্বলিবে, সেই বর্ণের পক্ষে সেই ভূমি প্রশস্ত। অথবা সেই গর্ত্তমধ্যে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ চারিটী পুষ্প রাখিয়া পরদিন প্রভাতে দেখিবে, যে বর্ণের পুষ্প ম্লান হয় নাই, সেই জাতির পক্ষে সেই ভূমি প্রশস্ত। এই সকল পরীক্ষার মধ্যে যে পরীক্ষায় যাহার চিত্ত রত হইবে, তাহার পক্ষে তাহাই প্রশস্ত। সিত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমি যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের পক্ষে শুভপ্রদ। অথবা ঘৃত, রক্ত, অন্ন ও মদ্যতুল্য গন্ধবতী ভূমি যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের পক্ষে মঙ্গলকর। কুশ, শর, দূর্ব্বা ও কাশযুত বা মধুর, কষায় অম্ল ও কটুকাস্বাদবতী ভূমি যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের শুভাবহ। গৃহারম্ভের পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে বাস্তুভূমিতে হলকর্ষণান্তে ব্রীহিবীজ রোপণ করিবে। পরে তাহাতে এক দিনরাত্র ব্রাহ্মণ ও গোরুকে বাস করাইবে। পশ্চাৎ দৈবজ্ঞ নির্দ্দিষ্ট প্রশস্তকালে গৃহপতি ব্রাহ্মণগণের প্রশংসিত সেই ভূমিতে গমন করিয়া বিবিধ ভক্ষ্য দধি, অক্ষত, সুগন্ধি কুসুম ও ধূপাদি দ্বারা দেবতা ব্রাহ্মণ ও স্থপতির পূজা করিবেন।

গৃহপতি ব্রাহ্মণ হইলে স্বীয় মস্তক স্পর্শপূর্ব্বক রেখা কল্পনা করিবেন। ক্ষত্রিয় হইলে বক্ষস্থল, বৈশ্য হইলে উরুদ্বয় এবং শূদ্র হইলে স্বীয় পাদস্পর্শপূর্ব্বক গৃহারম্ভ প্রারম্ভে রেখা কল্পনা কর্ত্তব্য। অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা বা প্রদেশিনী অঙ্গুলি দ্বারা রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে। অথবা স্বর্ণ, মণি, রজত, মুক্তা, দধি, ফল, কুসুম বা অক্ষত দ্বারা রেখা অঙ্কিত হইলে শুভপ্রদ হয়। শস্ত্র দ্বারা রেখা অঙ্কিত করিলে শস্ত্রাঘাতেই গৃহপতির মৃত্যু ঘটে। লৌহ দ্বারা রেখা করিলে বন্ধনভয়, ভস্ম দ্বারা রেখা করিলে অগ্নিভয়, তৃণদ্বারা চৌরভয় এবং কাষ্ঠ দ্বারা রেখা করিলে রাজভয় হইয়া থাকে। রেখা যদি বক্র পাদদ্বারা লিখিত বা বিরূপ হয়, তবে শস্ত্রভয় ও ক্লেশ প্রদান করে। চর্ম্ম, অঙ্গার, অস্থি বা দন্ত দ্বারা রেখা অঙ্কিত হইলে কর্ত্তার অমঙ্গল ঘটে। অপসব্য ক্রমে রেখা অঙ্কিত করিলে বৈর হয়, প্রদক্ষিণ ক্রমে (অর্থাৎ বামভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণভাগে রেখা টানিলে সেই রেখাকে প্রদক্ষিণ রেখা বলে, অথবা স্বীয় অভিমুখে রেখা করিলে তাহাকেও প্রদক্ষিণ রেখা বলে) রেখা কল্পনা করিলে সম্পত্তি হয়। এই সময় পরুষ বাক্য, নিষ্ঠীবন বা ক্ষুত অমঙ্গলজনক।

এক্ষণে বাস্তু মধ্যস্থ শল্যাদির বিষয় বলা যাইতেছে। স্থপতি সেই অর্দ্ধনিচিত বা সম্পূর্ণ বাস্তু মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিমিত্ত সকল এবং গৃহস্বামী কোন্ স্থানে থাকিয়া কোন্ অঙ্গস্পর্শ করিতে-ছেন, তাহা দর্শন করিবেন। তৎকালে যদি রবিদীপ্ত থাকে, * শকুনি যদি পুরুষের ন্যায় চীৎকার করে, আর সেই সময়ে গৃহপতি যে অঙ্গস্পর্শ করিবেন, সেই স্থানে তখন সেই অঙ্গজাত অস্থি আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। শকুনরব সময়ে যদি হস্তী, অশ্ব, গো, অজাবিক, শৃগাল, মার্জ্জার প্রভৃতি জন্তু শব্দ করে, তাহাতেও গৃহ-পতি স্থিত স্থানে শব্দকারী প্রাণীর অঙ্গজাত অস্থি নির্দ্দেশ করেন। সূত্রপ্রসারিত হইলে যদি গর্দ্দভরব শুনা যায়, তবে অস্থিরূপ শল্য নির্দ্দেশ করিবে। অথবা ঐ সূত্র যদি কুক্কুর বা শৃগাল দ্বারা লঙ্ঘিত হয়, তাহাতেও অস্থিরূপ শল্য স্থির করিয়া লইবে। শান্তা দিকে শকুন যদি মধুর রব করে, তবে গৃহপতির অধিষ্ঠিত

* সূর্য্যোদয়ের পর হইতে এক প্রহর বেলা পর্য্যন্ত ঈশান দিক্ অঙ্গারিণী, পূর্ব্বদিক্ দীপ্তা, অগ্নিকোণ ধূমিতা, এবং অবশিষ্ট পঞ্চদিক্ শান্তা, তৎপরে এক প্রহর পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিক্ অঙ্গারিণী, আগ্নেয়ী দীপ্তা, দক্ষিণা ধূমিতা, ও অবশিষ্ট পঞ্চদিক্ শান্তা। তৃতীয় প্রহরে আগ্নেয়ী অঙ্গারিণী, দক্ষিণা দীপ্তা, নৈর্ঋতী ধূমিতা, এবং অবশিষ্ট পঞ্চদিক্ শান্তা। চতুর্থ প্রহরে অস্তপর্য্যন্ত দক্ষিণদিক্ অঙ্গারিণী, নৈর্ঋতী দীপ্তা, পশ্চিমা ধূমিতা, এবং অবশিষ্ট পঞ্চদিক্ শান্তা। পরে রাত্রির প্রথম প্রহরে নৈর্ঋতী অঙ্গারিণী, পশ্চিমা দীপ্তা, বায়বী ধূমিতা এবং অপর পঞ্চদিক্ শান্তা। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে পশ্চিমা অঙ্গারিণী, বায়বী দীপ্তা, উত্তরা ধূমিতা, এবং অবশিষ্ট দিক্‌পঞ্চক শান্তা। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে বায়বী অঙ্গারিণী, উত্তরা দীপ্তা, ঐশানী ধূমিতা, এবং অপর গুলি শান্তা। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উত্তরা অঙ্গারিণী, ঐশানী দীপ্তা, পূর্ব্বা ধূমিতা, এবং অবশিষ্ট পঞ্চদিক্ শান্তা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (বসন্ত-রাজ শাকুন)

স্থানে বা গৃহপতির অঙ্গস্পৃষ্ট অঙ্গতুল্য বাস্তুর তদঙ্গ স্থানে অর্থরূপ শল্য আছে, বুঝিতে হইবে। এই সময়ে সূত্র ছিন্ন হইলে গৃহপতির মৃত্যু হয়। কীল যদি অবাঙ্মুখ হয়, তবে মহান্ রোগ জন্মে। গৃহপতি ও স্থপতির স্মৃতিভ্রংশ হইলে মৃত্যু ঘটে, তখন জলকুম্ভ স্কন্ধ হইতে পতিত হইলে শিরোরোগ, জলশূন্য হইলে বংশে উপদ্রব, ভাঙ্গিয়া গেলে কর্ম্মকর্ত্তার বধ এবং করভ্রষ্ট হইলে গৃহপতির মৃত্যু ঘটে।

বাস্তুর দক্ষিণপূর্ব্বকোণে পূজা করিয়া প্রথমে একখানি শিলা বা ইষ্টকবিন্যাস করিবে। অবশিষ্ট শিলা সকল প্রদক্ষিণক্রমে বিন্যাস করিবে। স্তম্ভ সকলও ঐরূপে উথাপিত করিয়া লইবে। স্তম্ভগুলিকে দ্বারের ন্যায় উন্নত করিয়া ছত্র ও বস্ত্রযুক্ত ধূপ ও বিলেপন প্রদানান্তে সযত্নে উত্তোলিত করিবে। আকম্পিত, পতিত, দুঃস্থিত বা অবলীন বিহগাদি দ্বারা যদি স্তম্ভোপরি ফল পতিত হয়, তবে ইন্দ্রধ্বজ বিষয়ে যেরূপ ফল উক্ত হইয়াছে, ইহাতেও তদ্রূপ জানিবে।

বাস্তুভবন যদি পূর্ব্ব ও উত্তরে উন্নত হয়, তবে ধনক্ষয় ও পুত্রনাশ ঘটে। উহা দুর্গন্ধযুক্ত হইলে পুত্রবধ, বক্র হইলে বন্ধু বিনাশ, এবং দিগ্‌ভ্রমযুক্ত হইলে সেখানকার নারীগণের গর্ভবিনাশ হয়।

যদি গৃহস্থিত যাবতীয় পদার্থের বৃদ্ধি কামনা থাকে, তবে বাস্তুভবনের চারিদিকে সমানভাবে ভূমি বর্দ্ধিত করিবে। কোন কারণ বশে যদি একদিক্ বৰ্দ্ধিত করিতে হয়, তবে পৃষ্ঠ বা উত্তরদিক্ বাড়াইবে। বাস্তবিক বাস্তুর মাত্র কোন একটী দিক্ বর্দ্ধিত করা উচিত নহে, তাহাতে দোষ স্পর্শে। বাস্তু যদি পূর্ব্বদিকে বৃদ্ধি পায়, তবে মিত্র বৈর হয়, দক্ষিণে বাড়িলে মৃত্যু ভয়, পশ্চিমে অর্থনাশ এবং অগ্নিকোণে মনস্তাপ হইয়া থাকে।

বাস্তুগৃহের ঈশাণ কোণে দেবমন্দির, অগ্নিকোণে রন্ধন-গৃহ, নৈঋতকোণে ভাণ্ড ও উপস্কারাদি গৃহ এবং বায়ুকোণে ধনাগার ও ধান্যাগার নির্ম্মাণ করিতে হয়। বাস্তুর পূর্ব্বাদি দিক্ সকলে জল থাকিলে প্রদক্ষিণক্রমে এই সকলগুলি হইয়া থাকে যথা,— সুতহানি, অগ্নিভয়, শত্রুভয়, স্ত্রীকলহ, স্ত্রীদোষ, নির্দ্ধনতা, কখন বা ধনবৃদ্ধি ও সুতবৃদ্ধি। যাহা পক্ষীর নীড়নিচিত কিম্বা ভগ্ন, শুষ্ক, দগ্ধ অথবা যাহা দেবালয় ও শ্মশানের উপর উৎপন্ন হইয়াছে যাহা ক্ষীরযুক্ত ধব, বিভীতক এবং অরণি (যজ্ঞকাষ্ঠ) এই সমস্ত বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্যান্য বৃক্ষ গৃহনির্ম্মাণার্থ ছেদন করিবে। রাত্রিকালে বৃক্ষের বলিদান ও পূজা করিয়া পরদিন প্রভাতে প্রদক্ষিণান্তে বৃক্ষচ্ছেদন করিবে। ছিন্ন বৃক্ষ যদি উত্তর বা পূর্ব্বদিকে পড়ে, তবে প্রশস্ত। ইহার বৈপরীত্যে অশুভ হয়। বৃক্ষচ্ছিন্ন করিলে সেই ছিন্ন স্থানের বর্ণ যদি অবিকৃত থাকে, তবে তাহা শুভকর এবং সেই বৃক্ষই গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী। ছেদনের পর বৃক্ষের সারভাগ যদি পীতবর্ণ হয়, তবে বৃক্ষের উপর গোধা আছে, জানিবে। ;উহা মঞ্জিষ্ঠার আভাযুক্ত হইলে ভেক, নীলবর্ণ হইলে সর্প, অরুণবর্ণ হইলে সরট, মুদ্গের আভাবিশিষ্ট হইলে প্রস্তর, কপিলবর্ণ হইলে ইন্দুর এবং খড়্গের ন্যায় আভাযুক্ত হইলে তাহাতে জল আছে বুঝিবে।

ভাগ্যলক্ষ্মী লাভ করিতে ইচ্ছা থাকিলে, বাস্তুভবন মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধান্য, গো, গুরু, অগ্নি ও দেবতাদিগের উপরিভাগে শয়ন করিবে না। বংশের (কড়ি কাষ্ঠের) নিম্নে শয়ন করা অবিধেয়। উত্তর-শিরা, পশ্চিম শিরা, নগ্ন বা আর্দ্রচরণ হইয়া কখন শুইবে না। গৃহে প্রবেশ করিবার সময় গৃহ সকল নানা পুষ্পে সাজাইবে, তোরণ বন্ধন করিবে, জলপূর্ণ কলস দ্বারা শোভিত করিয়া রাখিবে, ধূপ, গন্ধ ও বলিদ্বারা দেবতাগণের প্রীতিপূজা করিবে এবং ব্রাহ্মণগণ দ্বারা মঙ্গলধ্বনি করাইবে।
(বরাহস° ৫৩ অ°)

গরুড়পুরাণে বাস্তু সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে— গৃহারম্ভের পূর্ব্বে বাস্তুমণ্ডলের পূজা করিতে হয়, তাহাতে গৃহে কোন বিঘ্ন ঘটে না। বাস্তুমণ্ডল একাশীতি পদ হইবে, ঐ মণ্ডলের ঈশান কোণে বাস্তুদেবের মস্তক, নৈঋতে পাদদ্বয় এবং বায়ু ও অগ্নিকোণে হস্তদ্বয় কল্পনা করিয়া বাস্তুর পূজা করিবে। আবাসগৃহ, বাসবাটী, পুর, গ্রাম, বাণিজ্যস্থান, প্রাসাদ, উপবন, দুর্গ, দেবালয় এবং মঠের আরম্ভকালে বাস্তুযাগ ও বাস্তুপূজা আবশ্যক।

প্রথমতঃ মণ্ডলের বহির্ভাগে দ্বাত্রিংশৎ দেবতার আবাহন ও পূজা করিয়া তাহার মধ্যে ত্রয়োদশ দেবতার আবাহন ও পূজা করিতে হয়। উক্ত দ্বাত্রিংশৎ দেবতার নাম যথা—ঈশান, পর্জ্জন্য, জয়ন্ত, ইন্দ্র, সূর্য্য, সত্য, ভৃগু, আকাশ, বায়ু, পূষা, বিতথ, গ্রহক্ষেত্র, যম, গন্ধর্ব্ব, ভৃগু, রাজা, মৃগ, পিতৃগণ, দৌবারিক, সুগ্রীব, পুষ্পদন্ত, গণাধিপ, অসুর, শেষ, পাদ, রোগ, অহিমুখ্য, ভল্লাট, সোম, সর্প, অদিতি ও দিতি।

ইহার পর মণ্ডলমধ্যে ঈশান কোণে আপঃ, অগ্নিকোণে সাবিত্র, নৈঋত কোণে জয় ও বায়ুকোণে রুদ্র এই চারি দেবতার পূজা করিতে হইবে। মধ্যস্থ নব পদের মধ্যে ব্রহ্মার পূজা শেষ করিয়া পরে নিম্নোক্ত মণ্ডলাকার অষ্ট দেবতার পূজা করিতে হয়। পূর্ব্বাদি দিকে একাদিক্রমে সেই অষ্টদেবতার পূজা করা কর্ত্তব্য। অষ্টদেবতার নাম যথা—অর্য্যমা, সবিতা, বিবস্বান্, বিবুধাধিপ, মিত্র, রাজযক্ষ্মা, পৃথ্বীধর, ও অপবৎস এই সকল দেবতাকে যথাক্রমে প্রণবাদি নমঃ অন্তে পূর্ব্বদিকে, অগ্নিকোণে, দক্ষিণদিকে, নৈঋতকোণে, পশ্চিমদিকে, বায়ুকোণে, উত্তরদিকে, ও ঈশান কোণে পূজা করিবে।

দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে হইলেও গৃহাদি নির্ম্মাণের ন্যায় একাশীতি পদ বাস্তুমণ্ডল করিতে হইবে। ইহাতে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। বাস্তুমণ্ডলের ঈশান কোণ হইতে নৈর্ঋত কোণ পর্য্যন্ত এবং অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত সূত্রপাত করিয়া দুইটী রেখা অঙ্কিত করিবে। এই রেখার নাম বংশ। একাশীতি পদ বাস্তু-মণ্ডলের বহির্ভাগস্থ দ্বাত্রিংশৎ পদের মধ্যে যে পঞ্চপদে অদিতি, দিতি, ঈশ, পর্জ্জন্য ও জয়ন্ত এই পঞ্চদেবতা আছে, দুর্গের একা-শীতি পদ বাস্তুমণ্ডলে সেই পঞ্চ, ঐ পঞ্চদেবতার স্থলে অদিতি, হিমবান্, জয়ন্ত, নায়িকা ও কালিকা এই পঞ্চদেবতা বিন্যস্ত হইবে। অপর সপ্তবিংশতি পদে গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি হইতে সর্পরাজ পর্য্যন্ত যে সপ্তবিংশতি দেবতা, তাহারস্থলে অন্য কোন দেবতার নাম পরিবর্ত্তিত হইবে না। গৃহ ও প্রাসাদনির্ম্মাণে এই দ্বাত্রিংশৎ দেবতার পূজা করিবে।

বাস্তুর সম্মুখ ভাগে দেবালয়, অগ্নিকোণে পাকশালা, পূর্ব্ব-দিকে প্রবেশনির্গমপথ ও যাগমণ্ডপ, ঈশান কোণে পট্টবস্ত্রযুক্ত গন্ধপুষ্পালয়, উত্তরদিকে ভাণ্ডারাগার, বায়ুকোণে গোশালা, পশ্চিমদিকে বাতায়নযুক্ত জলাগার, নৈর্ঋতকোণে সমিধকুশ কাষ্ঠাদির গৃহ ও অস্ত্রশালা, আর দক্ষিণদিকে মনোরম অতিথি-শালা নির্ম্মাণ করিবে। উহাতে আসন, শয্যা, পাদুকা, জল, অগ্নি, দীপ এবং যোগ্য ভৃত্য রাখিবে। গৃহ সকলের সমস্ত অব-কাশ ভাগ সজল কদলীবৃক্ষ ও পঞ্চবর্ণ কুসুম দ্বারা সুশোভিত করিতে হইবে।

বাস্তুমণ্ডলের বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে প্রাকার নির্ম্মাণ করিবে। ইহা ঊর্দ্ধে পঞ্চহস্ত পরিমিত হইবে। এইরূপে চারিদিকে বন উপবন দ্বারা শোভিত করিয়া বিষ্ণুগৃহ নির্ম্মাণ করিবে।

প্রাসাদাদি নির্ম্মাণে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডল করিয়া তাহাতে বাস্তুদেবের পূজা করিতে হইবে। ঐ বাস্তুমণ্ডলের মধ্যগত পদচতুষ্টয়ে ব্রহ্মা ও তৎসমীপস্থ প্রতিপদদ্বয়ে অর্য্যমাদি দেবগণের পূজা করিবে। বাস্তুমণ্ডলের ঈশানাদি চারিকোণগত চারিটী পদে এক একটী কর্ণরেখা পাতন দ্বারা অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে বিভক্ত করিবে ও প্রতি কোণে দুইটী করিয়া আটটী পদ করিবে। ঐ আট পদে ঈশানাদি কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া শিখী প্রভৃতি দেবতা স্থাপন করিতে হইবে। ঐ দেবগণ এবং উহার পার্শ্বস্থ প্রতিপদ-দ্বয়ে অন্যান্য দেবগণের পূজা করিতে হয়।

এইরূপে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডল করিয়া ঈশানাদি চারিকোণে চরকী, বিদারী, পূতনা ও পাপরাক্ষসী এই চারি দেবতাকে পূজা করিবে। পরে বহির্ভাগে ঈশানাদি ও হেতুকাদি দেবের পূজা করিতে হইবে। হেতুকাদিগণের নাম যথা—হেতুক, ত্রিপুরান্তক, অগ্নি, বেতাল, যম, অগ্নিজিহ্ব, কালক, করাল ও একপাদ। ইহাদিগের পূজান্তে ঈশানকোণে ভীমরূপ, পাতালে প্রেতনায়ক ও আকাশে গন্ধমালী ও ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে। বাস্তুর বিস্তার পরিমাণ দ্বারা দৈর্ঘ্য পরিমাণকে গুণ করিবে। এই গুণফলই 'বাস্তুরাশি' বা বাস্তুক্ষেত্র ফল হইবে। এই বাস্তুরাশিকে আট দ্বারা ভাগ করিবে। উহার ভাগ-শেষাঙ্ককে 'আয়' বলে। পুনর্ব্বার ঐ বাস্তুরাশিকে আট দিয়া গুণ করিলে যে গুণফল হইবে, তাহাকে সাতাইশ দিয়া ভাগ করিবে। ঐ শেষাঙ্ককে 'বাস্তুনক্ষত্ররাশি' বলে। ঐ ভাগশেষ বাস্তুনক্ষত্র-রাশিকে আট দ্বারা হরণ করিবে। উহার হৃত শেষাঙ্ককে 'ব্যয়' বলে। ঐ বাস্তুনক্ষত্ররাশিকে চারি দ্বারা গুণ করিয়া ঐ গুণ-ফলকে নয় দ্বারা হরণ করিবে। উহাতে যে শেষাঙ্ক থাকিবে, তাহার নাম 'স্থিতি'। এই স্থিতি অঙ্ক দ্বারাই বাস্তুমণ্ডলের অংশ নির্ণীত হইবে। ইহাই দেবল ঋষির মত।

উক্ত বাস্তুরাশিকে আট দ্বারা গুণ করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে 'পিণ্ডাঙ্ক' বলে। ঐ পিণ্ডাঙ্ককে চৌষট্টি দিয়া ভাগ করিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা গৃহস্বামীর জীবন এবং ঐ পিণ্ডাঙ্ককে পাঁচ দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগশেষ থাকিবে, তাহা দ্বারা গৃহস্বামীর মরণ নির্ণয় করিবে। এইরূপ ক্রমে আয়, ব্যয়, স্থিতি, জীবন ও মরণ নির্ণীত হয়।

বাস্তুর ক্রোড়ে গৃহ করিবে। কিন্তু পৃষ্ঠে করিবে না। বাস্তুদেব সর্পাকারে পতিত ও বামপার্শ্বে শয়ান থাকেন, ইহার অন্যথা হয় না। গৃহ এবং প্রাসাদের দ্বারকরণের নিয়ম যথা—সিংহ কন্যা তুলা রাশিতে অর্থাৎ ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক এই তিন মাসে পূর্ব্বদিকে মস্তক, উত্তরদিকে পৃষ্ঠ, দক্ষিণদিকে ক্রোড় ও পশ্চিমদিকে চরণ রাখিয়া বাস্তুনাগ শয়ান থাকেন। ঐ তিন মাসে দক্ষিণদিকে উত্তরদ্বারী গৃহ করিবে।

এক্ষণে বাস্তুনাগের বিষয় বলা যাইতেছে। বৃশ্চিক, ধনু ও মকর রাশিতে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ এই তিন মাসে বাস্তুনাগের শির দক্ষিণে, পৃষ্ঠ পূর্ব্বে, ক্রোড় পশ্চিমে ও পাদ উত্তরে থাকে। এ নিমিত্ত ঐ সময়ে পশ্চিমদিকে পূর্ব্বদ্বারী গৃহ করিবে। কুম্ভ, মীন, মেষ রাশিতে অর্থাৎ ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ এই তিন মাসে বাস্তুনাগের পশ্চিমে মস্তক, দক্ষিণে পৃষ্ঠ, উত্তরে ক্রোড় ও পূর্ব্বে পদ থাকে। এইকালে উত্তরদিকে দক্ষিণদ্বারী গৃহ করিবে। বৃষ, মিথুন ও কর্কট রাশিতে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে বাস্তুনাগের মস্তক উত্তরে, পৃষ্ঠ পশ্চিমে, ক্রোড় পূর্ব্বে এবং পদ দক্ষিণে থাকিবে। এইকালে পূর্ব্বদিকে পশ্চিম-দ্বারী গৃহ করিবে। গৃহের দ্বার যে পরিমাণে দীর্ঘ হইবে, তাহার অর্দ্ধ পরিমাণে দ্বারের বিস্তার করিবে। এইরূপ অষ্টদ্বার বিশিষ্ট গৃহ নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। বাস্তুনাগ যে মাসে যে দিকে

পৃষ্ঠ করিয়া শায়িত থাকে, সেই মাসে সেই দিকে প্লব অর্থাৎ (জল গড়াইয়া যাইতে পারে এরূপ নিম্ন) করিয়া গৃহের অঙ্গনভূমি নির্ম্মাণ করিবে। বাটীর ঈশানকোণ প্লব হইলে পুত্র হানি হয়। এইরূপ দক্ষিণ প্লব হইলে বীর্য্যহীনতা, অগ্নিকোণ প্লব হইলে বন্ধন, বায়ুকোণ প্লব হইলে পুত্র ও সুতৃপ্তিলাভ, উত্তর প্লব হইলে রাজভয় এবং পশ্চিম প্লব হইলে পীড়া, বন্ধন ইত্যাদিরূপ ফল ঘটে। গৃহের উত্তরদিকে দ্বার করিলে রাজভয়, সন্তানবিনাশ, সন্ততিহীনতা, শত্রুবৃদ্ধি, ধনহানি, কলহ, পুত্রবিনাশ প্রভৃতি নানারূপ অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে।

এক্ষণে পূর্ব্বদ্বারী গৃহের ফল বলিতেছি। গৃহের পূর্ব্বদিকে দ্বার করিলে অগ্নিভয়, বহু কন্যালাভ, ধনপ্রাপ্তি, মানবৃদ্ধি, পদোন্নতি, রাজ্যবিনাশ, রোগ প্রভৃতি ফল হইয়া থাকে। গৃহদ্বার নির্ণয় বিষয়ে ঈশান অবধি পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দিগ্‌ভাগকে পূর্ব্বদিক্, অগ্নি হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত দক্ষিণদিক্, নৈর্ঋত অবধি পশ্চিম পর্য্যন্ত পশ্চিমদিক্, এবং বায়ু হইতে উত্তর পর্য্যন্ত উত্তরদিক্ নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। বাটীর চারিদিক্ অষ্টভাগ করিয়া দ্বার প্রস্তুত করিবার ফলাফল জানিতে পারিবে।

বাস্তুবাটীর পূর্ব্বদিকে অশ্বত্থ, দক্ষিণে প্লক্ষ, পশ্চিমে ন্যগ্রোধ, উত্তরে উড়ুম্বর এবং ঈশানকোণে শাল্মলী বৃক্ষ রোপণ করিবে। এই বিধি অনুসারে গৃহ ও প্রাসাদ নির্ম্মাণে বাস্তুদেব অর্চ্চিত হইলে সর্ব্ববিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া যায়। (গরুড়পু° ৪৬ অ°)

এতদ্ভিন্ন মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, দেবীপুরাণ, যুক্তিকল্পতরু, বাস্তুকুণ্ডলী প্রভৃতি গ্রন্থে বাস্তু সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, বাহুল্য ও পুনরুক্তি বোধে সেই সেই গ্রন্থের বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল না। [গৃহ, প্রাসাদ ও বাটী শব্দ দেখ]

এছাড়া বহু প্রাচীন গ্রন্থে বাস্তুনির্ম্মাণ-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তন্মধ্যে বিশ্বকর্ম্মরচিত বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশ ও বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পশাস্ত্র, ময়দানবরচিত ময়শিল্প ও ময়মত; কাশ্যপ ও ভরদ্বাজরচিত বাস্তুতত্ত্ব, বৈখানস ও সনৎকুমার রচিত বাস্তুশাস্ত্র, মানবসার বা মানসার বাস্তু, সারস্বত, অপরাজিতাপৃচ্ছা বা জ্ঞানরত্নকোষ, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র, ভোজদেব রচিত সমরাঙ্গণসূত্রধার, সূত্রধারমণ্ডনরচিত বাস্তুসার বা রাজবল্লভমণ্ডন, সকলাধিকার, মহারাজ শ্যামসাহ শঙ্কর রচিত বাস্তুশিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন বাস্তুযাগ, বাস্তুপূজাদি সম্বন্ধেও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত দেখা যায়। যথা—

করুণাশঙ্কর ও কৃপারামরচিত বাস্তুচন্দ্রিকা, নারায়ণ ভট্টরচিত বাস্তুপুরুষবিধি, যাজ্ঞিকদেবকৃত বাস্তুপূজনপদ্ধতি, শাকলীয় বাস্তুপূজাবিধি, বাসুদেবের বাস্তুপ্রদীপ, রামকৃষ্ণ ভট্টকৃত আশ্বলায়নগৃহ্যোক্ত বাস্তুশান্তি, শৌনকোক্ত বাস্তুশান্তিপ্রয়োগ, দিনকর ভট্টের বাস্তুশান্তি, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের বাস্তুযাগতত্ত্ব, টোডরানন্দের বাস্তুসৌখ্য।

বাস্তুক (ক্লী) বাস্তু এব বাস্তু-স্বার্থে কন্। শাকভেদ। চলিত বেতো শাক বা বেতুয়া শাক। (Chenopodium album) মহারাষ্ট্র—চকবত। কর্ণাট—চক্রবর্ত্ত।

"তণ্ডুলীয়ক জীবন্তী সুনিষণ্ণকবাস্তুকৈঃ।" (সুশ্রুত ১।১৯)

ভাবপ্রকাশের মতে এই বাস্তুক শাক হ্রস্ব ও দীর্ঘপত্র ভেদে দুই প্রকার। চক্রদত্ত মতে ইহার রস পাকে লঘু, প্রভাবে কৃমিনাশক এবং মেধা অগ্নি ও বলকর। ইহা ক্ষারযুক্ত হইলে কৃমিঘ্ন, মেধ্য, রুচিকর এবং অগ্নি ও বলবৃদ্ধিকর। রাজনিঘণ্টু মতে ইহার গুণ—মধুর, শীত, ক্ষার, ঈষদম্ল, ত্রিদোষঘ্ন, রোচন, জ্বরঘ্ন, অর্শোঘ্ন, এবং মলমূত্রশুদ্ধিকর। অত্রিসংহিতার মতে বাস্তুক শাক মধুর, হৃদ্য এবং বাত, পিত্ত ও অর্শোরোগের হিতকর।

"বাস্তুকং মধুরং হৃদ্যং বাতপিত্তার্শসাংহিতম্।" (অত্রিসং° ১৬অ°)

সুশ্রুতসংহিতায় ইহার গুণসম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"কটুর্বিপাকে কৃমিহা মেধাগ্নিবলবর্দ্ধনঃ।
সক্ষারঃ সর্ব্বদোষঘ্নঃ বাস্তুকো রোচকঃ সরঃ॥"
(সুশ্রুত স° ৪৬ অ°)

২ জীবশাক। ৩ পুনর্নবা। (বৈদ্যকনি°)

বাস্তুকশাকট (ক্লী) বাস্তুকশাকক্ষেত্র। (রাজনি°)

বাস্তুকাকার (স্ত্রী) পট্টশাক, চলিত পাটশাক। (বৈদ্যকনি°)

বাস্তুকালিঙ্গ (পুং) তরম্বুজলতা, চলিত তরমুজ। (পর্য্যায়মু°)

বাস্তুকী (স্ত্রী) চিল্লীশাক। (রাজনি°)

বাস্তুকর্ম্মন্ (ক্লী) বাস্তু আরম্ভে অনুষ্ঠেয় কার্য্য।

বাস্তুপ (ত্রি) বাস্তু-পা-ক। বাস্তুপতি, বাস্তুপুরুষ, বাস্তুর অধিষ্ঠাত্রীদেবতা।

"বাস্তব্যায় চ বাস্তুপায় চ নমঃ" (শুক্লযজু° ১৬।৩৯)

'বাস্তুপায় বাস্তুং গৃহভুবং পাতি বাস্তুপঃ' (বেদদীপ°)

বাস্তুপরীক্ষা (স্ত্রী) বাস্তুনো পরীক্ষা। বাস্তুর পরীক্ষা, শুভাশুভ স্থিরকরণ, কোন্ বাস্তু শুভ, কোন্ বাস্তু অশুভ তাহার নির্ণয়। [বাস্তু দেখ।]

বাস্তুপূজা (স্ত্রী) বাস্তুপুরুষের বা বাস্তুদেবতার পূজা। নবগৃহ প্রবেশে বাস্তুপূজা বা বাস্তুযাগের বিধি আছে। [বাস্তুযাগ দেখ।]

শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার প্রারম্ভেও বাস্তুপুরুষের পূজা করিতে হয়। তবে সে পূজায় বড় একটা বিশেষত্ব নাই। সাধারণ নিয়মেই তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। তবে বাস্তুপূজার আর একটী নির্দ্দিষ্ট প্রশস্ত দিন আছে; সে দিন পৌষমাসের সংক্রান্তি। এই পৌষসংক্রান্তি দিনে হিন্দু সাধারণ মধ্যে এই বাস্তুপূজাপদ্ধতি প্রচলিত

দেখা যায়। তবে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বাঙ্গলাদেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলেই এই পূজার কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে।

এই সংক্রান্তি দিনে একদিকে যেমন পিষ্টক-পায়সাদির প্রচুর আয়োজন,অন্যদিকে তেমনি আবার বাস্তুপূজার সমারোহ। প্রায় প্রতি গ্রামেই বাস্তুপূজা করিবার এক একটী প্রশস্ত স্থান আছে। তাহাকে খোলা বলে। এই বাস্তুখোলায় গ্রামবাসী সকলে মিলিয়া গিয়া বিশেষ সমারোহে বাস্তুপূজা করিয়া আইসে অথবা স্থানভেদে প্রতি বাড়ীতে প্রত্যেক গৃহস্থই নিজ গৃহমধ্যে কিংবা নিজ বহির্বাটীস্থ কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস্তুপূজা নির্ব্বাহ করে।

এই বাস্তুপূজা প্রায়শঃ জিয়ল বৃক্ষমূলে হয়। কোন কোন খোলায় অতি প্রাচীন এক একটী জিয়ল বৃক্ষ আছে, এবং কোথায় বা এই বৃক্ষ কিংবা ইহার শাখা আনিয়া খোলায় পুতিয়া পূজা করে। পূজা করিবার পূর্ব্বদিন হইতেই বৃক্ষমূলে বেদি প্রস্তুত করিতে হয়, এই বেদির উপর ঘটস্থাপনান্তে ঘটের চারিদিকে চাউলের গুঁড়ি ছড়াইয়া দেয়। বাস্তুবেদির অনতিদূরে মৃত্তিকা দ্বারা এক কুম্ভীর প্রস্তুত করিতে হয়। এই কুম্ভীর পূজক পুরোহিতের দক্ষিণদিকে থাকে। পূজার সমারোহ অনুসারে কুম্ভীরের তারতম্য হয়। যে যেখানে পূজার বিশেষ ঘটা হয়, সেই সেইখানেই এই কুম্ভীর অতি বৃহদাকারে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। শক্তি অনুসারে ষোড়শ উপচারে বা দশোপচারে পূজাকার্য্য নির্ব্বাহ হয়। এই পূজায় ছাগ বলি হইয়া থাকে। ছাগবলির পর কচ্ছপ বলি হয়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বিবিধ কচ্ছপই বলি হইয়া থাকে। যেখানে ছাগ বলি না হয়, সেখানে অন্ততঃ কচ্ছপ-বলি হইবেই। এই সকল বলির পর শেষে সেই কুম্ভীরবলি হয়। স্থানভেদে এই পূজায় বাদ্যোদ্যম ও আমোদ-উৎসব যথেষ্টই হইয়া থাকে।

কোন কোন স্থানে বাস্তুপূজা গৃহ মধ্যেই হয়। গৃহের একটী খুঁটী বাস্তুখুঁটী বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট থাকে। ঐ খুঁটীতেই প্রতি বৎসর বাস্তুপূজা হয়। এরূপ পূজার বিশেষ কোন ঘটা নাই। বাস্তু খুঁটীকে সিন্দূরাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া তাহাতেই সাধারণ নিয়মে নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা হইয়া থাকে।

বাস্তুযাগ (পুং) বাস্তুপ্রবেশনিমিত্তকঃ যাগঃ। বাস্তুপ্রবেশনিমিত্তক যাগবিশেষ। নূতন গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে বাস্তুযাগ করিয়া প্রবেশ করিতে হয়। এই যজ্ঞ করিয়া গৃহপ্রবেশ করিলে বাস্তুর দোষ প্রশমিত হইয়া থাকে। এই জন্য নূতন বাটী যাইতে হইলে বাস্তুযাগ করিয়া যাওয়া উচিত। বাস্তুযাগের বিধান এখানে অতিসংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

বাস্তু সম্বন্ধীয় সকল কার্য্যেই বাস্তুযাগ করিতে হয়, নূতন বাসগৃহে গমনকালে একাশীতি পদ বাস্তুযাগ এবং নূতন দেবগৃহ প্রতিষ্ঠার সময় চতুঃষষ্টি পদ বাস্তুযাগ বিধেয়।

"চতুঃষষ্টিপদং বাস্তু সর্ব্বদেবগৃহং প্রতি।
একাশীতিপদং বাস্তু মানুষং প্রতিসিদ্ধিদম্ ॥" (বাস্তুযাগতত্ত্ব)

অকালে বাস্তুযাগ করিতে নাই, জলাশয়প্রতিষ্ঠা বা নবগৃহ প্রতিষ্ঠাকালে বাস্তুযাগ করিবার বিধান আছে, সুতরাং জ্যোতিষোক্ত গৃহপ্রবেশ বা গৃহারম্ভোক্ত দিনে বা জলাশয় প্রতিষ্ঠোক্ত দিনে করিতে হয়। এইজন্য জ্যোতিষে বাস্তুযাগের দিনাদি পৃথক্‌রূপে উল্লেখ নাই। [দিনাদির বিষয় গৃহ ও বাটী শব্দে দেখ]

বাস্তুযাগবিধান— যে দিন বাস্তুযাগ করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বদিন যথাবিধানে কর্ত্তা ও পুরোহিত উভয়ই সংযত হইয়া থাকিবেন। বাস্তুযাগ করিতে হইলে হোতা, আচার্য্য, ব্রহ্মা ও সদস্য এই চারিজন ব্রাহ্মণ আবশ্যক, সুতরাং ঐ চারিজন ব্রাহ্মণই সংযত হইয়া থাকিবেন। গৃহে যেস্থলে বাস্তুযাগ হইবে, সেইস্থলে একটী বেদী প্রস্তুত করিতে হয়। এই বেদীর বেধ একহাত এবং দীর্ঘ ও প্রস্থ চারিহাত প্রমাণ হইবে। এই বেদীর উপর গোময়াদির লেপ দিয়া পরিষ্কৃত হইলে উহার উপর ঘটস্থাপন করিতে হয়। বাস্তুযাগ করিবার কালে ইহার অঙ্গীভূত নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের বিধান আছে।

যেদিন বাস্তুযাগ হইবে, সেইদিন প্রাতঃকালে যজমান প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া প্রথমে স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করিবেন। স্বস্তিবাচন যথা—ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বাস্তুযাগকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং, এই বলিয়া তিনবার আতপতণ্ডুল ছড়াইয়া দিতে হয়। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বাস্তুযাগকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধির্ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, তৎপরে ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বাস্তুযাগকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি। তৎপরে ওঁ স্বস্তিনোইন্দ্রঃ, ইত্যাদি ও পরে 'সূর্য্যঃসোমোযমঃকালঃ' মন্ত্র পাঠ করিবেন। সামবেদী হইলে সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমিত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। পরে সূর্য্যার্ঘ্য ও গণপত্যাদি পূজা করিয়া সঙ্কল্প করিবেন।

বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা (দ্বিজ ভিন্ন হইলে অমুক দাস প্রভৃতি হইবে) নবগৃহপ্রবেশনিমিত্তক এতদ্বাস্তু সর্ব্বদোষোপশমনকামঃ গণপত্যাদি-দেবতাপূজাপূর্ব্বক-বাস্তুযাগকর্ম্মাহং করিষ্যে। যে কোশায় সঙ্কল্প করা হইয়াছিল সেই জল ঈশানকোণে ফেলিয়া বেদানুসারে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিতে হয়। যজুর্ব্বেদী হইলে ওঁ যজ্ঞাগ্রতোদূরং ইত্যাদি সামবেদী

হইলে ওঁ দেবোবো দ্রবিণোদাঃ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। এইরূপে বাস্তুযাগের সঙ্কল্প করিয়া নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের সঙ্কল্প করিতে হইবে।

বিষ্ণুরোং তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা এতদ্বাস্তুদোষোপশমনকামঃ বাস্তুযাগকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকাপূজা বসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে, এইরূপ সঙ্কল্প করিবে, পরে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিতে হয়।

দেবতাপ্রতিষ্ঠা ও মঠপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যে বাস্তুযাগ হইলে সঙ্কল্পবাক্য একটু পৃথক্ হইবে। পূর্ব্বোক্তরূপে তিথ্যাদি উল্লেখ করিয়া দেবপ্রতিষ্ঠা হইলে "এতদ্বাস্তুপশমনদেবপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং" মঠপ্রতিষ্ঠা হইলে এতদ্বাস্তুপশমন মঠপ্রতিষ্ঠা কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপত্যাদিরূপে সঙ্কল্প করিতে হয়।

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া যে সকল ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন, তাহাদিগকে বরণ করিয়া দিতে হইবে। বরণকালে প্রথমে গুরুবরণ করিয়া তৎপরে অন্য বরণ করা বিধেয়। ব্রতী ব্রাহ্মণ যথাবিধি আচমন করিয়া উপবেশন করিলে কৃতী তাঁহাকে বলিবেন—ওঁ সাধুভবানাস্তাং, ব্রতী—ওঁ সাধ্বহমাসে এইরূপ প্রতি বাক্য বলিবেন, তৎপরে ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং, এই কথা বলিলে পর ওঁ অর্চ্চয় এইরূপ বলিবেন। তৎপরে তাঁহাকে বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত ও অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি দিয়া বরণপ্রণালী অনুসারে তাঁহার দক্ষিণ জানু ধরিয়া এইরূপ বাক্য করিবেন। বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা বাস্তুদোষোপশমনকামঃ মৎসঙ্কল্পিতবাস্তুযাগকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুক গোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে, এই বলিয়া তাঁহার দক্ষিণ জানু পরিত্যাগ করিবেন, পরে ব্রতী ওঁ বৃতোঽস্মি বলিবেন। পরে কৃতী করজোড়ে বলিবেন, যথাবিধি মৎসঙ্কল্পিতবাস্তুযাগকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু, তৎপরে তিনি বলিবেন, ওঁ যথাজ্ঞানং করবানি। এইরূপে প্রথমে ব্রহ্মবরণ করিয়া তৎপরে এইরূপ প্রণালীতে হোতৃবরণ, আচার্য্যবরণ ও সদস্যবরণ করিতে হইবে। এই তিনটী বরণবাক্যে কিছু বিশেষ নাই, কেবল হোতৃবরণস্থলে হোতৃকর্ম্মকরণায়, আচার্য্যবরণস্থলে আচার্য্যকর্ম্মকরণায় ভবন্তমহং বৃণে, এইরূপ বলিতে হইবে।

কৃতী এইরূপে বরণ করিয়া পরে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন। ব্রতিগণ যথাবিধানে এই যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন। কর্ম্মকর্ত্তা যদি পুরুষ হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয়, স্ত্রীলোক হইলে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে নাই।

বাস্তুযাগের জন্য যে বেদী করা হইয়াছে, সেই বেদীতে ৫টী ঘট ও একটী শান্তিকলস স্থাপন করিতে হয়। ঘট ও কলস জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া তদুপরি পঞ্চ পল্লব এবং অখণ্ড ফল ও শান্তিকলসে পঞ্চরত্ন নিক্ষেপ করিয়া উহা বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে, পরে হোতা পঞ্চগব্যের পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে উহা শোধন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে কুশোদক দিতে হয়। মন্ত্র—

ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে অশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং হস্তমাদদে। পরে পঞ্চগব্য ও কুশোদক একত্র করিয়া গায়ত্রীপাঠপূর্ব্বক বেদীতে সেক করিতে হয়। তৎপরে ষষ্টিকধান্য, হৈমন্তিকধান্য, মুদ্গ, গোধুম, শ্বেতসর্ষপ, তিল ও যব মিশ্রিত জলদ্বারা পুনর্ব্বার বেদী সেক করিতে হয়।

বাস্তুযাগের বেদীতে পঞ্চবর্ণ গুড়ি দ্বারা বাস্তুমণ্ডল প্রস্তুত করিতে হয়, ঐ বাস্তুমণ্ডলে পূজা করিতে হয়। বেদীর পূর্ব্বাংশে মণ্ডল করিবার স্থানে ঈশানকোণ হইতে মণ্ডলের চতুষ্কোণে খদিরের শঙ্কু (খোঁটা) চারিটী ক্রমশঃ নিম্নোক্ত মন্ত্রে পুঁতিতে হয়। মন্ত্র যথা—

ওঁ বিশন্তু তে তলে নাগা লোকপালশ্চ কামগাঃ।
অস্মিন্ প্রাসাদে তিষ্ঠন্তু আয়ুর্ব্বলকরাঃ সদা॥

তৎপরে মাষভক্ত বলি (একটী সরায় মাসকলাই হরিদ্রা ও দধি) লইয়া এই মন্ত্রে দিতে হইবে।

ওঁ অগ্নিভ্যোঽপ্যথ সর্পেভ্যো যে চান্যে তৎসমাশ্রিতাঃ।
তেভ্যো বলিং প্রযচ্ছামি পুণ্যমোদনমুত্তমম্॥

এইরূপে অগ্নি সর্প প্রভৃতিকে মাষভক্ত বলি দিয়া প্রোথিত শঙ্কুচতুষ্টয়মধ্যে বাস্তুমণ্ডল প্রস্তুত করিবে। এই মণ্ডলের কোণচতুষ্টয়ে বস্ত্রমাল্য সমন্বিত কলস চতুষ্টয় এবং মধ্যে ব্রহ্মঘট স্থাপন করিবে। এইরূপে ঘটস্থাপন করিয়া পার্শ্বের ঘটে নবগ্রহের পূজা ও পূর্ব্বাদিদিকে পুনর্ব্বার ভূতাদিকে মাষভক্ত বলি দিতে হইবে।

ওঁ ভূতানি রাক্ষসা বাপি যেঽত্র তিষ্ঠন্তি কেচন।
তে গৃহ্নন্তু বলিং সর্ব্বে বাস্তুগৃহ্নাম্যহং পুনঃ॥

উক্তপ্রকার বলি দিয়া যথাবিধানে সামান্যার্ঘ্য ও ন্যাসাদি করিতে হয়। এই সময় ভূতশুদ্ধি করা আবশ্যক।

তৎপরে মণ্ডলে ঈশানাদি পঞ্চচত্বারিংশৎ দেবতার এবং মণ্ডলপার্শ্বে স্কন্দাদি অষ্ট দেবতার সংস্থাপন চিন্তা করিয়া যথাশক্তি ইহাদের পূজা করিতে হয়। ঈশ ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ, এইরূপে আবাহন করিয়া পূজা করিতে হয়। এতৎপাদ্যং ওঁ ঈশায় নমঃ এইরূপে পাদ্যাদি উপচার দ্বারা পূজা করিতে হয়।

ঈশাদি পঞ্চচত্বারিংশদ্দেবতা—১ ঈশ, ২ পর্জ্জন্য, ৩ জয়ন্ত, ৪ শক্র, ৫ ভাস্কর, ৬ সত্য, ৭ ভৃশ, ৮ ব্যোমন্, ৯ অগ্নি, ১০

পূষন্, ১১ বিতথ, ১২ গৃহক্ষত, ১৩ যম, ১৪ গন্ধর্ব্ব, ১৫ ভৃঙ্গ, ১৬ মৃগ, ১৭ পিতৃগণ, ১৮ দৌবারিক, ১৯ সুগ্রীব, ২০ পুষ্পদন্ত, ২১ বরুণ, ২২ অসুর, ২৩ শোষ, ২৪ পাপ, ২৫ রোগ, ২৬ নাগ, ২৭ বিশ্বকর্ম্মন্, ২৮ ভল্লাট, ২৯ যজ্ঞেশ্বর, ৩০ নাগরাজ, ৩১ শ্রী, ৩২ দিতি, ৩৩ আপ, ৩৪ আপবৎস, ৩৫ অর্য্যমন্, ৩৬ সাবিত্র, ৩৭ সাবিত্রী, ৩৮ বিবস্বৎ, ৩৯ ইন্দ্র, ৪০ ইন্দ্রাত্মজ, ৪১ মিত্র, ৪২ রুদ্র, ৪৩ রাজযক্ষন্, ৪৪ ধরাধর, ৪৫ ব্রহ্মন্, এই ৪৫ দেবতা।

স্কন্দাদি অষ্ট দেবতা—১ স্কন্দ, ২ বিদারী, ৩ অর্য্যমন্, ৪ পূতনা, ৫ জম্ভক, ৬ পাপরাক্ষসী, ৭ পিলিপিঞ্জ, ৮ চরকী।

এই সকল দেবতাপূজার পর মণ্ডলমধ্যস্থিত ব্রহ্মঘটে পশ্চাল্লিখিত দেবতাদিগের ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়। দেবতা যথা—বাসুদেব, লক্ষ্মী ও বাসুদেবগণ, ওঁ বাসুদেবায় নমঃ এইরূপে বাসুদেবাদির পূজা করিতে হয়। তৎপরে 'ওঁ সর্ব্বলোকধরাং প্রমদারূপাং দিব্যাভরণভূষিতাং ধরাং পৃথিবীং' এইরূপ ধ্যান করিয়া 'ওঁ ধরায়ৈ নমঃ' এইরূপ ধরার পূজা করিতে হইবে। পরে ওঁ সর্ব্বদেবময়হরয়ে নমঃ, ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ ইহাদিগেরও পূজা করিতে হইবে।

তৎপরে ব্রহ্মঘটে আতপতণ্ডুল দিয়া কুম্ভমধ্যে বিশুদ্ধজল, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং পূর্ব্বোক্ত ষষ্টিকধান্যাদির বীজ নিক্ষেপ করিয়া কুম্ভমুখে প্রলম্বিত রক্তসূত্রের সহিত বর্দ্ধনী (বদনা) স্থাপন করিবে। এই কুম্ভে চতুর্ম্মুখ দেবতাকে আবাহনপূর্ব্বক বিশেষরূপে পূজা করিতে হয়।

পরে পঞ্চকুম্ভের পূর্ব্বোত্তর ভাগে ঈশানকোণে দধ্যক্ষতবিভূষিত শান্তিকলস স্থাপন করিবে। ঐ কলসের মুখে আম্র, অশ্বথ, বট, পাকুড় ও যজ্ঞডুম্বুর এই পঞ্চপল্লব এবং বস্ত্র দিয়া তাহার উপর নবশরাতে ধান্য ও ফল এবং কুম্ভমধ্যে পঞ্চরত্ন প্রক্ষেপ করিবে, পরে এই মন্ত্র পড়িয়া উহা স্থাপন করিতে হয়।

ওঁ আজিঘ্রং কলসং মহ্য ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ পুনরূর্জ্জানিবর্ত্তস্ব সানঃ সহস্রং ধুক্ষোরুধারা পয়স্বতী পুনর্ম্মা বিশতাদ্রয়িঃ।

ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋত সদন্য'সি বরুণস্য ঋত সদনমসি বরুণস্য ঋত সদনীমাসীদ।

ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ।
সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ।
আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ।

ঐ কুম্ভমধ্যে অশ্বস্থান, গজস্থান, বল্মীক, নদীসঙ্গম, হ্রদ, গোকুল, রথ্য (চত্বর বা উঠান) এই সপ্তস্থানের মৃত্তিকাও ঐ কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিতে হয়।

এইরূপ পূজাদি করিয়া হোম করিতে হয়। মণ্ডলের পশ্চিমে হোতার সম্মুখভাগে হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল করিয়া বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা করিতে হইবে। এই সময় চরুপাক করিতে হয়। পরে প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে সমিধ অগ্নিতে দিয়া মধুমিশ্রিত ঘৃত দ্বারা মহাব্যাহৃতিহোম বিধেয়। এই হোম যথা—

প্রজাপতির্ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা।

প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিকৃছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা।

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।

তৎপরে সঘৃত, তিল, যব, বা যজ্ঞডুমুরের সমিধ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ঈশাদি ধরাধর পর্য্যন্ত চতুশ্চত্বারিংশৎ পূজিত দেবতাদিগের প্রত্যেককে ওঁ ঈশানায় স্বাহা এইক্রমে আহুতিদ্বারা হোম করিয়া ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা এই মন্ত্রে একশত বার আহুতি দিবে। তৎপরে পূর্ব্বক্রমে স্কন্দাদি অষ্টদেবতার এবং বাসুদেবাদি (লক্ষ্মীভিন্ন) চতুর্ম্মুখ পর্য্যন্ত ষড়দেবতার প্রত্যেককে দশ দশ আহুতিদ্বারা হোম করিবে। তৎপরে ঘৃতমধুম্রক্ষিত পাঁচটী বিল্বফল দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে হোম করিবে। মন্ত্র যথা—

১। ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহ্যস্মান্ স্বাবেশোঽনমীবো ভবানঃ। যত্তেমহে প্রতিতন্নো জুষস্ব শন্নোভবদ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা।

২। ওঁবাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি গয়স্ফা নো গোভিরশ্বেভিরিন্দো। অজরাসস্তে সখ্যে স্যাম পিতেব পুত্রান্ প্রতিতন্নো জুষস্ব স্বাহা।

৩। ওঁ বাস্তোষ্পতে সংময়া শংযাতে সমীক্ষীম হিরণ্যয়া গাতুমত্যা। পাহি ক্ষেময়ুতয়ো গেবরং যুবং পতিস্বস্তিভিঃ সদা নঃ স্বাহা।

৪। ওঁ অমীবহা বাস্তোষ্পতে বিশ্বারূপাণ্যাবিশন্ সখা সুসেব এধি নঃ স্বাহা।

৫। ওঁ বাস্তোষ্পতে ধ্রুবাস্থূনাং সত্রং সৌম্যানাং। দ্রপ্সোভেত্তা পুরাং শাশ্বতীনামিন্দ্রোমুনীনাং সখা স্বাহা।

তৎপরে ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা এই মন্ত্রে ঘৃতদ্বারা হোম করিয়া তদনন্তর মহাব্যাহৃতিহোম পর্য্যন্ত প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করিয়া উদীচ্য কর্ম্ম করিতে হইবে। এই উদীচ্য কর্ম্মের পর কদলীপত্রে পায়স ৫৩ ভাগ করিয়া জলের ছিটা দিয়া এষ পায়সবলিঃ ওঁ ঈশায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে চরকী পর্য্যন্ত পূজিত দেবতাদিগকে পায়স দিবার পর আচার্য্য পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট সপত্নীক যজমানকে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া শান্তিকলসস্থিত জলদ্বারা অভিষেক করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ॥
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে।
আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈর্ঋতস্তথা॥
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ।
ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা॥
কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ॥
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু দেবপত্ন্যঃ সমাগতাঃ।
আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ॥
গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ॥
দেবপত্ন্যো দ্রুমা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্‌সরসাং গণাঃ।
অস্ত্রাণি সর্ব্বশাস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ।
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥"

এই মন্ত্রে সপত্নীক যজমানকে শান্তি দিবে।

শান্তির পরে কর্করীর (বদনা) সূত্রযুক্ত নাল দ্বারা জলধারা দিয়া মণ্ডলের বা বাস্তুর অগ্নিকোণে হস্তপ্রমাণ স্থানে চারি অঙ্গুলি মৃত্তিকা খনন করিয়া গর্ত্ত করিবে, ঐ স্থানে গোময় লেপন করিয়া বিশুদ্ধ হইলে আচার্য্য পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে চিন্তা করিবেন, তৎপরে বাদ্যাদি সহকারে বাস্তুমণ্ডল হইতে ব্রহ্মঘট নিম্নোক্ত মন্ত্রে তুলিয়া এই স্থানে আনিতে হইবে।

মন্ত্র যথা—ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবযজন্তস্তে হবামহে উপপ্রযান্তু মরুতঃ সুদানবইন্দ্রপ্রাশুর্ভবা সচা।

তৎপরে আচার্য্য জানু পাতিয়া কুম্ভসমীপে উপবেশন করিয়া ঘটমধ্যে জল লইয়া বরুণের উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। অর্ঘ্য মন্ত্র—

ওঁ আযাহি ভগবন্ দেব তোয়মূর্ত্তে জলেশ্বর।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং পরিতোষায় তে নমঃ॥

ওঁ নমো বরুণায়। পরে কর্করীর জল, অন্য জল ও ব্রহ্মঘটের জল দিয়া ঐ গর্ত্ত পূরণ করিয়া ওঁ এই মন্ত্রে শুক্ল পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। (এই পুষ্প দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে শুভ এবং বামাবর্ত্ত হইলে অশুভ) তৎপরে নূতন একখান ইষ্টক লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রোথিত করিবে। মন্ত্র—

ওঁ ইষ্টকে ত্বং প্রযচ্ছেষ্টং প্রতিষ্ঠাং কারয়াম্যহম্।
দেশস্বামি পুরস্বামি গৃহস্বামিপরিগ্রহে।
মনুষ্যধনহস্ত্যশ্বপশুবৃদ্ধিকরীভব॥
ওঁ যথাচলোগিরির্মেরু হিমবাংশ্চ যথাচলঃ।
তথা ত্বমচলোভূত্বা তিষ্ঠ চাত্র শুভায় মে॥

এই খাতে পঞ্চরত্ন, দধ্যোদন, এবং শালি, ও ষষ্টিকধান্য, মুগ, গোধূম, সর্ষপ, তিল ও যব নিক্ষেপ করিয়া শুদ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা ঐ খাত পূরণ করিতে হইবে।

তৎপরে আচার্য্য বাস্তুমণ্ডলে পূজিত দেবতাদিগকে জলদ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবেন।

মন্ত্র—ওঁ বাস্তুদেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাৎ।
ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ॥

ওঁ ক্ষমধ্বং, এইরূপে বিসর্জ্জন করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে।

বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ বাস্তুযাগকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনং (বা তন্মূল্যং রজতাদিকং) শ্রীবিষ্ণু দৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি। তৎপরে বৃত হোতা, আচার্য্য প্রভৃতিকে বরণের দক্ষিণান্ত করিয়া সেই দক্ষিণা তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাস্তুযাগ চতুঃষষ্টিপদ ও একাশীতিপদ এই দুই প্রকার। যে পদ্ধতি অভিহিত হইল, তাহা চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুযাগবিষয়ক। একাশীতিপদ বাস্তুযাগ প্রায় এই পদ্ধতির অনুরূপ, কেবল পূজাকালে কতকগুলি দেবতা ভিন্ন, তদ্ভিন্ন আর সকল প্রায় একরূপ।

একাশীতিপদ বাস্তুযাগ প্রয়োগ—পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে স্বস্তিবাচন সংকল্প প্রভৃতি সকল করিয়া মণ্ডল করিবার স্থানে শঙ্কুচতুষ্টয় আরোপণ ও মাষভক্ত বলি দিবার পর পঞ্চবর্ণ গুড়ি-দ্বারা একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডল অঙ্কিত করিতে হইবে। মণ্ডলের বহির্ভাগে মাষভক্ত বলি দিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ ভূতানি রাক্ষসা বাপি যেঽত্র তিষ্ঠন্তি কেচন।
তে গৃহ্নন্তু বলিং সর্ব্বে বাস্তুগৃহ্নাম্যহং পুনঃ॥"

ইহাতে শিখী প্রভৃতি দেবতার পূজা করিতে হয়। দেবতা যথা—শিখী, পর্জ্জন্য, জয়ন্ত, কুলিশায়ুধ, সূর্য্য, সত্য, ভৃশ, আকাশ, বায়ু, পূষণ, বিতথ, গৃহক্ষত, যম, গন্ধর্ব্ব, ভৃঙ্গরাজ, মৃগ, পিতৃগণ, দৌবারিক, সুগ্রীব, পুষ্পদন্ত, বরুণ, অসুর, শোষ, পাপ, অহি, মুখ্য, ভল্লাট, সোম, সর্প, অদিতি, দিতি, অপ, সাবিত্র, জয়, রুদ্র, অর্য্যমন্, সবিতৃ, বিবস্বৎ, বিবুধাধিপ, মিত্র, রাজযক্ষ্মন্, পৃথ্বীধর, আপবৎস, ব্রহ্মন্, চরকী, বিদারী, পূতনা ও পাপরাক্ষসী।

এই সকল দেবতার পূজায় হোম ও পায়স বলির প্রয়োজন। মণ্ডল ও দেবতার প্রভেদ ভিন্ন সমস্তই পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে করিতে হইবে। এই জন্য আর কিছু বিশেষভাবে লিখিত হইল না। ঈশাদি চরকী পর্য্যন্ত দেবতার পরিবর্ত্তে শিখী প্রভৃতি পাপরাক্ষসী পর্য্যন্ত দেবতার পূজা হইবে, এই মাত্র প্রভেদ। ইহাতে বাসুদেবাদি দেবতারও পূর্ব্বের ন্যায় পূজা হইবে।

বাস্তুযাগের বেদীতে পঞ্চবর্ণ গুড়িদ্বারা যে বাস্তুমণ্ডল অঙ্কিত করিতে হয়, তাহা চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুযাগে একপ্রকার এবং একাশীতিপদ বাস্তুযাগে ভিন্ন প্রকার। এই দুই মণ্ডলের বিষয় যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডল—

পূর্ব্বাস্য পুরোহিত বেদীর পূর্ব্বাংশে মধ্যস্থলে মণ্ডল অঙ্কিত করিবেন। (সুতায় খড়ির দাগ দিয়া লইয়া ঘর করিলে ঘর সকল ঠিক হয়।) প্রথমে হস্তপ্রমাণ স্থানের চারিপার্শ্বে হস্তপ্রমাণ সূত্রদ্বারা চারিটী দাগ দিয়া চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবে। ঐ সূত্রকে দুই ভাঁজ করিয়া মধ্যস্থল নির্ণয়পূর্ব্বক পূর্ব্বপশ্চিমে এবং উত্তরদক্ষিণে দুইটী সরলরেখা টানিলে ৮টী ঘর হইবে। পরে মধ্যরেখার উভয় পার্শ্বে তিন তিনটী রেখা পূর্ব্বপশ্চিমে টানিয়া ঠিক ঐ ভাবে আর ৬টী সরলরেখা টানিবে। তাহা হইলে পার্শ্বরেখার সহিত পূর্ব্বপশ্চিম ৯টী এবং উত্তরদক্ষিণে ৯টী সরলরেখা অঙ্কিত করায় সমভাগে ৬৪টী ঘর নির্ম্মিত হইবে।

তৎপরে মণ্ডলের ঈশান ও নৈঋ৴তকোণস্থিত ঘর দুইটীর ঈশান ও নৈঋ৴তকোণাভিমুখে বক্ররেখা এবং বায়ু ও অগ্নিকোণস্থিত ঘরে বায়ু ও অগ্নিকোণাভিমুখে বক্ররেখা টানিবে, ইহাতে ঘর ৪টী অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক হিসাবে ৮টী হইবে। অর্দ্ধপদ বলিতে ঐ অর্দ্ধেক ঘর, একপদ বলিতে একটী ঘর এবং দ্বিপদ বলিতে উপরনীচ দুইটী ঘর, এবং চতুষ্পদ বলিতে উপর নিম্ন দুইটী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দুইটী এই চারিটী ঘর বুঝায়।

পূর্ব্বাস্যকর্ত্তা শুক্ল, কৃষ্ণ, পীত, রক্ত ও ধূম্র এই পঞ্চবর্ণের গুড়ি লইয়া ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর এই চতুর্দ্দিক্ লইয়া পুনর্ব্বার ঈশানকোণস্থিত গৃহের উত্তরপশ্চিমাবশিষ্ট অর্দ্ধপদ যথাক্রমে গুড়িকা পরিচালন করিবে। মণ্ডলের মধ্যে কেবল ২৮টী ঘর খালি রাখিতে হইবে।

যে দেবতার যে গৃহ, তাহার নাম এবং ঐ গৃহে যে বর্ণের গুঁড়ি লাগিবে, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা গেল, ঐ সকল ঘরে নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে গুড়ি দিয়া গেলে এই মণ্ডল প্রস্তুত হইবে।

ঈশানকোণস্থিত ঘরের উপর অর্দ্ধাংশে ঈশ, শুক্ল, অর্দ্ধপদ অর্থাৎ ঈশানস্থান, শ্বেতবর্ণ অর্দ্ধগৃহ (॥০), উহার দক্ষিণপার্শ্বে পর্জ্জন্য, পীত, একপদ (২) তদ্দক্ষিণে জয়, ধূম্র, দ্বিপদ (৪) শক্র পীত, একপদ। (৫) ভাস্কর, রক্তবর্ণ, একপাদ (৬) সত্য, শুক্ল, দ্বিপদ (৮) ভৃশ, শুক্ল, একপদ, (৯) অগ্নিকোণে—ব্যোম, কৃষ্ণ, অর্দ্ধপদ (॥০) অগ্নি, রক্ত, অর্দ্ধপদ (॥০) পূষণ, রক্ত, একপদ। (১১) বিতথ, কৃষ্ণ, দ্বিপদ (১৩) গৃহক্ষত, শ্বেত, একপদ, (১৪) যম কৃষ্ণ, একপদ (১৫) গন্ধর্ব্ব, পীত, দ্বিপদ (১৭) ভৃঙ্গ, শ্যাম, একপদ, নৈঋ৴তকোণে—মৃগ, পীত, অর্দ্ধপদ (॥০) পিতৃ, শ্বেত, অর্দ্ধপদ (॥০) দৌবারিক, শুক্ল, একপদ (২০) সুগ্রীব, কৃষ্ণ, দ্বিপদ (২২) পুষ্পদন্ত পীত, একপদ (২৩) বরুণ, শুক্ল, একপাদ (২৪) অসুর, কৃষ্ণ, দ্বিপদ (২৬) শোষ, নানাবর্ণ, একপদ (২৭) বায়ুকোণে—পাপ, শ্যাম, অর্দ্ধপদ (॥০) রোগ, শ্যাম, অর্দ্ধপদ (॥০) নাগ, রক্ত, একপদ (২৯) বিশ্বকর্ম্ম, পীত, দ্বিপদ (৩১) ভল্লাট, পীত, একপদ (৩২) যজ্ঞেশ্বর, শুক্ল, একপদ (৩৩) নাগরাজ, শ্বেত, দ্বিপদ (৩৫) শ্রী, পীত, একপদ (৩৬) পুনরায় ঈশানকোণে দিতি, কৃষ্ণ, অর্দ্ধপদ (॥০)।

এই প্রকারে চতুর্দ্দিকের ঘরে উক্তরূপে পঞ্চবর্ণের গুড়ি দেওয়া হইলে পূর্ব্বদিকের পর্জ্জন্যের ২ সংখ্যক পীতগৃহের নিম্নগৃহে আপ, শুক্ল, একপদ (৩৭) চারিসংখ্যক জয়, ধূম্র, দ্বিপদের নিম্নে তৃতীয় পদে আপবৎস, পীত, একপদ (৩৮) তাহার দক্ষিণে ৫ এবং ৬ সংখ্যক গৃহের নিম্নের চারিঘরে অর্য্যমা, রক্তবর্ণ, চতুষ্পদ (৪২) ৮ম সংখ্যক সত্য, শুক্ল, দ্বিপদগৃহের নীচে সাবিত্রী, শুক্ল, একপদ (৪৩) ৯ম সংখ্যক ভৃশপদের নিম্নে সাবিত্র, রক্ত, এক পদ (৪৪) গৃহক্ষত, যম ১৪, ১৫ সংখ্যক ঘরের নিম্নে বিবস্বৎ, কৃষ্ণ, চতুষ্পদ (৪৮) ২০ দৌবারিক শুক্ল, একপদের নিম্নে ইন্দ্র, পীত, একপাদ (৪৯) সুগ্রীব ২২ দ্বিপদের নিম্নে ইন্দ্রাত্মজ পীত, একপদ (৫০) পুষ্পদন্ত বরুণ ২৩, ২৪ পদের নিম্নে মিত্র, রক্তবর্ণ, চতুষ্পদ (৫৪) ২৬ অসুর দ্বিপদের নিম্নে রাজযক্ষ্মা, পীত, একপদ (৫৫) ২৭ শোষ, নানাবর্ণ, একপদেব নিম্নে রুদ্র, শুক্ল, একপদ (৫৬) ভল্লাট, যজ্ঞেশ্বর ৩২, ৩৩ পদের নিম্নে ধরাধর, পীত, চতুষ্পদ (৬০) মধ্যস্থলে ব্রহ্মা, রক্ত, চতুষ্পদ (৬৪)।

মণ্ডলের বাহিরে অষ্টদিকে পুত্তলিকা করিতে হইবে। ঈশানকোণে চরকী কৃষ্ণা পুত্তলিকাকার। (১) পূর্ব্বে স্কন্দ পীত। (২) অগ্নিকোণে বিদারী কৃষ্ণা। (৩) দক্ষিণে অর্য্যমা রক্ত। (৪) নৈঋ৴তে পুতনা কৃষ্ণা (৫) পশ্চিমে জম্ভক কৃষ্ণ। (৬) বায়ুকোণে পাপরাক্ষসী কৃষ্ণা (৭) উত্তরে পিলিপিঞ্জ কৃষ্ণ (৮)।

উক্ত প্রণালী অনুসারে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডল নির্ম্মাণ

করিতে হইলে কাগজে উহা এই নিয়মানুসারে লিখিয়া লইয়া পরে তাহা দেখিয়া অঙ্কিত করিলে সুবিধা হয়।

একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডল—

চতুঃষষ্টি পদ বাস্তুমণ্ডল হইতে ইহার যাহা বিশেষ আছে, তাহাই লিখিত হইল। সুতরাং এই বাস্তুমণ্ডল অঙ্কিত করিবার সময় চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডল একবার দেখা আবশ্যক।

এই বাস্তুমণ্ডলে পূর্ব্বপশ্চিমে ও উত্তর দক্ষিণে দশ দশটী সরল রেখা টানিবে। তাহা হইলে প্রতি পংক্তিতে নয়টার হিসাবে ৯ পংক্তিতে ৮১টী ঘর হইবে। তৎপরে পূর্ব্বাস্যকর্ত্তা পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি লইয়া ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে ঘর পূরণ করিবেন। ইহাতে অর্দ্ধপদ নাই।

ঈশানকোণ গৃহে শিখী, রক্ত, একপদ (১) তাহার দক্ষিণে পর্জ্জন্য, পীত, একপদ (২) জয়ন্ত, শুক্ল, দ্বিপদ (৪) কুলিশায়ুধ, পীত, দ্বিপদ (৬) সূর্য্য, রক্ত, দ্বিপদ (৮) সত্য, শ্বেত, দ্বিপদ (১০) ভৃশ, পীত, দ্বিপদ (১২) আকাশ, শুক্ল, একপদ (১৩) অগ্নিকোণে—বায়ু, ধূম্র, একপদ (১৪) পূষণ, রক্ত, একপদ (১৫) বিতথ, শ্যাম, দ্বিপদ (১৭) গৃহক্ষত, শ্বেত, দ্বিপদ (১৯) যম, কৃষ্ণ, দ্বিপদ (২১) গন্ধর্ব্ব, পীত, দ্বিপদ (২৩) ভৃঙ্গরাজ, শ্বেত, দ্বিপদ (২৫) মৃগ, পীত, একপদ (২৬) নৈর্ঋতকোণে—সুগ্রীব, শ্বেত, একপদ (২৭) দৌবারিক, কৃষ্ণ, একপদ (২৮) পিতৃ, শ্বেত, দ্বিপদ (৩০) পুষ্পদন্ত, রক্ত, দ্বিপদ (৩২) বরুণ, শ্বেত, দ্বিপদ (৩৪) অসুর, রক্ত দ্বিপদ (৩৬) শোষ, কৃষ্ণ, দ্বিপদ (৩৮) রোগ, ধূম্র, একপদ (৩৯) বায়ুকোণে—পাপ, রক্ত, একপদ (৪০) অহি, কৃষ্ণ, একপদ (৪১) মুখ্য, শ্বেত, দ্বিপদ (৪৩) ভল্লাট, পীত, দ্বিপদ (৪৫) সোম, শুক্ল, দ্বিপদ (৪৭) সর্প, কৃষ্ণ, দ্বিপদ (৪৯) অদিতি, রক্ত, দ্বিপদ (৫১) ও দিতি, শ্যাম, একপদ (৫২)।

এইরূপে পঞ্চবর্ণ গুড়িদ্বারা চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিত হইলে পর অবশিষ্ট ঊনত্রিশটী ঘরে পূর্ব্বাদিক্রমে দক্ষিণাবর্ত্তে অঙ্কিত করিতে হয়।

পর্জ্জন্য একপদের নিম্নে আপ, শ্বেত, একপদ (৫৩) তৎপার্শ্বে জয়ন্ত দ্বিপদের নিম্নে আপবৎস, গৌর,একপদ (৫৪)তাহার দক্ষিণে কুলিশায়ুধ সূর্য্য, সত্য পদত্রয়ের নিম্নে পাশাপাশি অর্য্যমা, পাণ্ডরবর্ণ, ত্রিপদ (৫৭) ভৃশ দ্বিপদের নিম্নে ইন্দ্রাত্মজ, পীত, একপদ (৫৮) আকাশ একপদের নিম্নে সাবিত্র, রক্ত, একপদ (৫৯) গৃহক্ষত, যম, গন্ধর্ব্ব তিনটী গৃহের নিম্নে পাশাপাশিরূপে বিবস্বৎ, রক্ত,ত্রিপদ (৬২) ভৃঙ্গরাজ দ্বিপদের নিম্নে বিবুধাধিপ, পীতবর্ণ, একপদ (৬৩) মৃগ একপদের নিম্নে জয়, শ্বেত, একপদ (৬৪) পুষ্পদন্ত, বরুণ, অসুর, পাশাপাশি ত্রিপদের নিম্নে মিত্র, শুক্ল, ত্রিপদ (৬৭) শোষ দ্বিপদের নিম্নে রাজযক্ষ্মা, পীত, একপদ (৬৮) রোগ, একপদের নিম্নে রুদ্র, শুক্ল, একপদ (৬৯) ভল্লাট, সোম, সর্প ত্রিপদের নিম্নে পাশাপাশি পৃথ্বীধর, শ্বেত, ত্রিপদ (৭২) মধ্যস্থলের নয়টী গৃহে ব্রহ্মা, রক্তবর্ণ, নবপদ (৮১)।

উক্তরূপে ৮১টী ঘর পূরণ করিয়া মণ্ডলের বাহিরে চারিকোণে চারিটী পুত্তলিকার ন্যায় অঙ্কিত করিবে। ঈশানকোণে চরকী রক্তবর্ণা। (১) অগ্নিকোণে বিদারী কৃষ্ণবর্ণা (২) নৈর্ঋতকোণে পূতনা শ্যামবর্ণা (৩) বায়ুকোণে পাপরাক্ষসী গৌরবর্ণা (৪)।

উক্তরূপে মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া ঐ মণ্ডলে উল্লিখিত দেবতাদিগের পূজা করিতে হয়। বাসগৃহপ্রতিষ্ঠাস্থলে একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস্তুযাগ করিবে।

বাস্তুযাগতত্ত্বে লিখিত আছে যে, যদি বাস্তুযাগে এই মণ্ডল নির্ম্মাণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে শালগ্রাম-শিলাতে ঐ সকল দেবতার পূজাদি করিবে।

"মণ্ডলকরণাসামর্থ্যে শালগ্রামসমীপে সর্ব্বে পূজ্যাঃ।
শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ।
তত্র দেবাসুরাঃযক্ষা ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥" (বাস্তুযাগতত্ত্ব)

এই বিধান অসমর্থপক্ষে জানিতে হইবে। উক্তরূপ মণ্ডল করিয়াই বাস্তুযাগ করা বিধেয়। বাস্তুযাগের শেষে দানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে পরিতোষ করিবে। পুরোহিত সর্ব্বৌষধি দ্বারা যজমানের শান্তিবিধান করিবেন। এইরূপে বাস্তুযাগ করিলে বাস্তুর সকল দোষ প্রশমিত হয়।

"ততঃ সর্ব্বৌষধিস্নানং যজমানস্য কারয়েৎ।
দ্বিজাংশ্চ পূজয়েদ্ভক্ত্যা যে চান্যে গৃহমাগতাঃ ॥
এতদ্বাস্তুপশমনং কৃত্বা কর্ম্ম সমাচরেৎ।
প্রাসাদভবনোদ্যানপ্রারম্ভে পরিবর্ত্তনে ॥
পুরবেশ্মপ্রবেশেষু সর্ব্বদোষাপনুত্তয়ে।
ইতি বাস্তুপশমনং কৃত্বা সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ ॥" (বাস্তুযাগতত্ত্ব)

বাস্তুযাগ করিলেও গৃহপ্রবেশের যে সকল বিধি আছে, তদনুসারে গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। [গৃহ ও বাটী শব্দ দেখ]

বাস্তুবস্তুক (ক্লী) বাস্তুক শাক। (রাজনি°)

বাস্তুবিদ্যা (স্ত্রী) বাস্তুবিষয়ক বিদ্যা, বাস্তুজ্ঞান, যে বিদ্যাদ্বারা বাস্তুর সকল বিষয় জানা যায়, তাহাকে বাস্তুবিদ্যা কহে। বৃহৎসংহিতায় ৫৩ অধ্যায়ে বাস্তুবিদ্যার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। [শিল্পশাস্ত্র দেখ।]

বাস্তুবিধান (ক্লী) বাস্তুনো বিধানং। বাস্তুবিষয়ক বিধান, বাস্তুবিধি।

বাস্তুশাস্ত্র (ক্লী) বাস্তুবিষয়কং শাস্ত্রং। বাস্তুবিষয়ক শাস্ত্র, বাস্তুবিদ্যা, যে শাস্ত্রে বাস্তুবিষয়ক উপদেশ আছে। যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে বাস্তুবিষয়ক সমুদয় তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। [শিল্পশাস্ত্র দেখ।]

বাস্তুসংগ্রহ (পুং) বাস্তুশাস্ত্রভেদ।

বাস্তুহ (ত্রি) বাস্ত (নিবিৎ স্থান) হন্তা, নিবিৎ স্থানহননকারী। "যেন সূক্তেন নিবিদমতি পদ্যেত ন তৎ পুনরুপনিবর্ত্তেত বাস্তুহমেব তৎ।" (ঐত°ব্রা° ৩।১১) 'বাস্তুহমেব' বাস্তুশব্দেন নিবিৎস্থানমুচ্যতে তস্য স্থানস্য ঘাতকং তৎসূক্তং।' (সায়ণ)

বাস্তূক (পুং ক্লী) বসন্তি গুণা অত্রেতি বস উলূকাদয়শ্চেতি সাধু। শাকবিশেষ, চলিত বেতুয়া শাক। পর্য্যায়—বাস্তু, বাস্তুক, বস্তুক, বস্তুক, হিলমোচিকা, শাকরাজ, রাজশাক, চক্রবর্ত্তী। গুণ—মধুর, শীতল, ক্ষার, মাদক, ত্রিদোষনাশক, রুচিকর, জ্বরনাশক, অর্শরোগে বিশেষ উপকারী, মল ও মূত্র-শুদ্ধিকারক। (রাজনি°)

বাস্তেয় (ত্রি) ১ বস্তিসম্বন্ধী। ২ বস্তসম্বন্ধী। ৩ বস্ত্রসম্বন্ধী। ৪ বাস্তুসম্বন্ধী। বস্তৌ ভবং (দৃতিকুক্ষিকলশিবস্ত্যস্ত্যহে র্ঢঞ্। পা ৪।৩।৫৬) ইতি ঢঞ্। ৫ বস্তিভব। "যা ধমনয়স্তা নদ্যো যদ্বাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ" (ছান্দোগ্য° ৩।১৯।২) বস্তিরিব বস্তি (বর্ত্তেঢঞ্। পা ৫।৩।১০১) ইতি ঢঞ্। ৬ বস্তিসদৃশ।

বাস্তোষ্পতি (পুং) বাস্তোর্গৃহক্ষেত্রস্য পতিরধিষ্ঠাতা 'বাস্তোষ্পতিগৃহমেধাচ্ছ চ।' ইতি নিপাতনাৎ অলুক্ ষত্বঞ্চ, যদ্বা বাস্তন্তরীক্ষং তস্য পতিঃ পাতা বিভুত্বেন' ইতি নিঘণ্টুটীকায়াং দেবরাজযজ্বা' ৫।৪।৯) ১ ইন্দ্র। ২ দেবতামাত্র।

"বাস্তোষ্পতীনাং দেবানাঞ্চ গৃহৈর্বলভীভিশ্চ নির্ম্মিতম্।
চাতুর্ব্বর্ণ্যজনাকীর্ণং যদুদেবগৃহোল্লসৎ॥" (ভাগবত ১০।৫০।৫৩)

'কিঞ্চ নগরগৃহাদৌ বাস্তোষ্পতীনাং দেবানাঞ্চ গৃহৈর্বলভীভিশ্চ মালিকাভিশ্চ নির্ম্মিতম্' (স্বামী)

(ত্রি) ৩ গৃহপালয়িতা, গৃহের পালনকর্ত্তা।

"বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহ্যস্মান্" (ঋক্ ৭।৫৪।১)

'হে বাস্তোষ্পতে গৃহস্য পালয়িতর্দেব ত্বমস্মাংস্ত্বদীয়ান্ স্তোতৄনিতি প্রতিজানীহি।' (সায়ণ)

বাস্তোষ্পত্য (ত্রি) বাস্তোষ্পতি সম্বন্ধীয়। দেবতা সম্বন্ধীয়।

বাস্ত্র (পুং) বস্ত্রেণ পরিবৃতো রথঃ বস্ত্র (পরিবৃতো রথঃ। পা ৪।২।১০) ইতি অণ্। বস্ত্রাবৃত রথ। (অমর) (ত্রি) ২ বস্ত্রসম্বন্ধী।

বাস্তু (ত্রি) বাস্তুনি ভবঃ বাস্ত-অণ্ (ঋত্ব্যবাস্ত্যবাস্ত্বেতি। পা ৬।৪।১৭৫) ইতি উকারস্য বত্বেন নিপাতনাৎ সাধুঃ। বাস্তুভব।

বাস্থ (ত্রি) বারি তিষ্ঠতি স্থা-ড। জলস্থিত, যিনি জলে অবস্থান করেন।

বাষ্প (পুং) ১ উষ্মা। ২ লৌহ। (কেচিৎ) 'বাষ্প' মূর্দ্ধন্য-ষকারমধ্য পাঠই সাধু।

বাষ্প রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানে বাষ্প শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইংরাজী বিজ্ঞানে গ্যাস (gas), ষ্টিম্ (Steam) এবং ভেপার (Vapour) বলিলে যে সকল পদার্থ বুঝায়, বাঙ্গালা ভাষায় বাষ্প শব্দ তৎ তৎ পদার্থবাচক। বাঙ্গালা ভাষায় গ্যাস, ভেপার বা ষ্টিম শব্দের পরিবর্ত্তে বাষ্প শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাষ্প পদার্থ-নিচয়ের একটী অবস্থা মাত্র। তরল পদার্থ উত্তাপ সহযোগে বাষ্পে পরিণত হইয়া থাকে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহাদিও উত্তাপ দ্বারা বাষ্পে পরিণত হইতে পারে। এইরূপ অর্থে বাষ্প শব্দটী ইংরাজী ভাষায় গ্যাস শব্দের অর্থবাচক। আমরা এস্থলে কেবল জলীয় বাষ্পের কথাই বলিব।

"বায়ু-বিজ্ঞান" শব্দে জলীয় বাষ্পের সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। বৃষ্টি ও শিশির শব্দেও জলীয় বাষ্পের সম্বন্ধে বহুল আলোচনা পরিলক্ষিত হইবে। আর্দ্র বস্ত্র রৌদ্রে ছড়াইয়া দিলে উহা অচিরে শুষ্ক হইয়া যায়। উহা যে জলরাশি দ্বারা পরিষিক্ত ছিল, সে জল দেখিতে দেখিতে আমাদের চক্ষুর অগোচর হয়, অর্থাৎ জলরাশি বাষ্পে পরিণত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। প্রভাতে কোন একখানি আয়তমুখপাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিলে অপরাহ্ণে দেখা যাইবে, উক্ত জলের অনেকাংশ কমিয়া গিয়াছে। জলের এইরূপ পরিণতি ইংরাজী ভাষায় "ভেপার" (Vapour) নামে অভিহিত হয়। সূর্য্যকিরণে এইরূপে প্রতিনিয়ত কি পরিমাণে জলরাশি বাষ্পে পরিণত হয়, "বায়ুবিজ্ঞান" শব্দে জলীয় বাষ্প প্রকরণে তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যে জলীয় বাষ্প দ্বারা অসংখ্য যন্ত্রাদি পরিচালিত হইতেছে, মানুষের অতি প্রয়োজনীয় অসংখ্য কার্য্য-নিবহ অহর্নিশ সম্পাদিত হইতেছে, এস্থলে সেই বাষ্পের (Steam) কথাই বলা যাইতেছে।

অগ্নিসন্তাপে জল ফুটিয়া উঠে। এই ফুটন্ত জলরাশির উপর দিয়া যে জলীয় বাষ্পরাশি উদ্গত হইয়া থাকে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহারই নাম ষ্টিম (Steam)। এই জলীয় বাষ্পের ধর্ম্ম ঠিক বায়বীয় পদার্থের (gas) ধর্ম্মের অনুরূপ। এই জলীয় বাষ্প স্বচ্ছ। আকাশের অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু-স্পর্শে বাষ্পরাশি কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হওয়ায় উহা নয়নগোচর হইয়া থাকে। এই বাষ্পের শক্তি অসাধারণ। এতদ্দ্বারা অসংখ্য যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে। রেলগাড়ী, ষ্টীমার, পাটের কল, সুরকীর কল, চটের কল, কাপড়ের কল, ময়দার কল প্রভৃতি যে সকল অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র দ্বারা মানবসমাজের অনন্তকার্য্য সমাহিত হইতেছে, এই বাষ্পীয় শক্তিই উহার প্রধানতম হেতু। এই জলীয়বাষ্পের প্রধান ধর্ম্ম স্থিতিস্থাপকতাগুণ-বিশিষ্ট প্রচাপ। এই বাষ্প যখন কোন আবদ্ধ পাত্রে সঞ্চিত করা যায়, তখন সেই পাত্রের সর্ব্বাংশেই উহার প্রচাপ বিস্তৃত হইয়া

পড়ে। ষ্টিম বা জলীয় বাষ্পের এই ধর্ম্ম হইতেই একটী প্রবলতর শক্তি উপজাত হয়। এই শক্তি যন্ত্রবিশেষে প্রচালিত হইয়া জগতের অসংখ্য কার্য্য সাধন করিতেছে।

সৌর কিরণে জল বাষ্পে পরিণত হইয়া থাকে। যে নিয়মে এই কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা স্বাভাবিক বাষ্পোদ্গম বা (Spontaneous evaporation) নামে অভিহিত। কিন্তু অগ্নি-সন্তপ্ত জল ফুটিয়া ফুটিয়া (by ebullition) যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাই প্রতীচ্য বিজ্ঞানের ভাষায় সাধারণতঃ ষ্টিম (Steam) নামে অভিহিত। তরল পদার্থগুলি তাপের মাত্রানুসারে স্ফুটিত হইয়া থাকে। পদার্থসমূহের রাসায়নিক উপাদানের পার্থক্যানুসারে উহাদের স্ফোটনাঙ্কের (boiling point) পার্থক্য ঘটে। জলের উপরে প্রচাপ, আকর্ষণের পরিমাণ, এবং উহাতে অন্যান্য পদার্থের বিমিশ্রণ প্রভৃতির অনুসারে স্ফোটনাঙ্কের বিনির্ণয় হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ লবণপরিষিক্ত জল ১০২ ডিগ্রী তাপাংশে, সোরা পরিষিক্ত জল ১১৬ ডিগ্রী তাপাংশে, কার্ব্বনেট অব পটাশ পরিষিক্ত জল ১৩৫ ডিগ্রী তাপাংশে ও চূর্ণ বিমিশ্রিত জল ১৭৯ ডিগ্রী তাপাংশে স্ফুটিত হয়।

মুঁসো সসিউর পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, মাটব্লঙ্ক পর্ব্বতে ১৮৫ ডিগ্রী তাপাংশে জল স্ফুটিত হয়। এই পর্ব্বত সমুদ্র সমতল হইতে তিন মাইল পরিমিত উচ্চ। মুঁসো উইসের গণনায় দেখা গিয়াছে যে, পেচিসবডা পর্ব্বতেও ১৮৫ ডিগ্রী তাপাংশে জল স্ফুটিত হইয়া থাকে। প্রতি ৫৯৬ ফিট উচ্চতায় ১৮ ডিগ্রী করিয়া স্ফোটনাঙ্কের তারতম্য হইয়া থাকে। ধাতব পাত্রে ২১২ ডিগ্রী তাপাংশে এবং গ্লাস পাত্রে ২১৪ ডিগ্রী তাপাংশে স্ফুটিত হয়। আবার কোন পাত্রের অভ্যন্তর ভাগ কলাই দ্বারা লেপন করিয়া উহাতে ২২০ ডিগ্রী উত্তাপ প্রদান করিলেও জল স্ফুটিত হইবে না; লবণ, চিনি ও অন্যান্য পদার্থ বিমিশ্রিত জল পরিস্ফুট করিতে অধিক মাত্রায় তাপের প্রয়োজন। মেথেলিক, ইথিলিক, প্রপ্রিলিক, এবং বুটিলিক ভেদে যে সকল এলকোহল আছে, উহাদের স্ফোটনাঙ্কও ভিন্ন ভিন্ন। এই প্রকার হাইড্রোকার্ব্বন,বেঞ্জোল, টলিওল, জাইলোল প্রভৃতিও ভিন্ন ভিন্ন তাপাংশে স্ফুটিত হইয়া থাকে। [জলীয় বাষ্প সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় "বায়ুবিজ্ঞান" "বৃষ্টি" ও শিশির শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বাষ্পযন্ত্র (Steam Engine) বাষ্প প্রভাবে চালিত কল।

বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ পাঠকই বিবিধ স্থলে ষ্টিম এঞ্জিন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এখন আমরা হাটে, ঘাটে, পথে, মাঠে, নগরে, প্রান্তরে সর্ব্বত্রই ষ্টিম এঞ্জিনের বহুল প্রচলন দেখিতে পাইতেছি। কোন্ সময়ে কি প্রকারে কাহাদ্বারা সর্ব্বপ্রথমে ষ্টিম এঞ্জিন আবিষ্কৃত ও প্রবর্ত্তিত হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানিতে কাহার কুতূহল না জন্মে? এখন আমরা যাহাকে ষ্টিম এঞ্জিন বলি, পূর্ব্বে উহা "ফায়ার এঞ্জিন" নামে অভিহিত হইত, বাঙ্গালাভাষায় ষ্টিম এঞ্জিন বা ফায়ার এঞ্জিন বাষ্পযন্ত্র নামে অভিহিত হইতেছে। কেন না সংস্কৃত ভাষায় বাষ্প শব্দে উষ্মা ও জলীয় বাষ্প(Steam) উভয়ই বুঝাইয়া থাকে। অগ্নিসন্তাপে জলরাশি হইতে যে বাষ্প উদ্গত হয় এবং সংরুদ্ধ পাত্রে সঙ্কীর্ণ ছিদ্রপথে সেই বাষ্প যে প্রবলবেগে বহির্গত হয়, তাহা অতি প্রাচীনকালেও মানবমণ্ডলীর সুবিদিত ছিল। খৃষ্ট জন্মিবার এক শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন গ্রীস নগরীতে একপ্রকার বাষ্পীয়যন্ত্রের কার্য্যপ্রণালীর কথা প্রাচীন য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে লিখিত আছে। ইজিপ্ট ও রোমের প্রাচীন ইতিহাসেও বিবিধ প্রকার বাষ্পযন্ত্রের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু বাষ্পযন্ত্র দ্বারা যে গতি ক্রিয়া নিষ্পাদিত হইতে পারে এবং ইহা যে গতি ক্রিয়ার অতি শ্রেষ্ঠসাধন, ইংলণ্ডের মার্কুইস অব্ ওয়ার্চেষ্টারের সময়ের পূর্ব্বে কাহারও বিদিত ছিল না। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, উহার নাম "A century of the names and scantlings of inventions"। এই গ্রন্থে তিনি জলীয় বাষ্পের গতিক্রিয়া-নিষ্পাদনী শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে উচ্চে জল তুলিবার নিমিত্ত একটী বাষ্পযন্ত্রের আবিষ্কার করেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাষ্পীয় যন্ত্রের উন্নতিসাধনকল্পে সবিশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে ফরাসী বৈজ্ঞানিক সুপ্রসিদ্ধ পেপিন্ (Papin) বাষ্পযন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন, ইনি মারবার্গনগরে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন, তৎকালে ফরাসীদেশে ইহার ন্যায় সুবিজ্ঞ এঞ্জিনিয়ার অন্য কেহ ছিলেন না। ইনি পিষ্টন্ (Piston) ও সিলিণ্ডার (Cylinder) প্রভৃতি সহযোগে বাষ্পযন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন।

পেপিনের প্রবর্ত্তিত ষ্টিম এঞ্জিনের অনেক প্রকার ত্রুটি ছিল। উহা কখনও কার্য্যোপযোগী হয় নাই। টমাস সেভরি নামক একজন ইংরাজ যে ষ্টিম এঞ্জিন্ নির্ম্মাণ করেন, তদ্দ্বারাই সর্ব্বপ্রথমে ষ্টিম এঞ্জিনের ব্যবহার জনসমাজে প্রবর্ত্তিত হয়। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহা রেজেষ্টরী করেন। এই সকল কল জল তুলিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। অতঃপর আরও অনেক এঞ্জিনিয়ার নানাপ্রকার ষ্টিম এঞ্জিন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল যন্ত্র তাদৃশ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ডার্টমাউথ নিবাসী নিউকামেন নামক একজন কর্ম্মকার একটী নূতন ধরণের বাষ্পযন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। এই যন্ত্রে বাষ্পরাশি ঘনীভূত করিবার নিমিত্ত অভিনব উপায় বিহিত

হইয়াছিল। ডাক্তার হুক এ সম্বন্ধে নিউকামেনকে যথেষ্ট উপদেশ প্রদান করেন। ইতঃপূর্ব্বে সিলিণ্ডারের বাহিরে শীতল জল ঢালিয়া দিয়া বাষ্পরাশি ঘনীভূত করিতে হইত। তাহাতে কষ্টের সীমা ছিল না। কিন্তু সহসা নির্ম্মাতার হৃদয়ে এক বুদ্ধি উদ্ভাসিত হইল। তিনি হঠাৎ এক দিবস সিলিণ্ডারের মধ্যে শীতল জল প্রক্ষেপণ করিয়া দেখিলেন, তদ্দ্বারা অতি সহজে ও সত্বরে বাষ্প ঘনীভূত হয়। ইহাতে বাষ্পের শক্তিবর্দ্ধনের অনেকটা সুবিধা হইল। এই এঞ্জিন "এটমস্‌ফেরিক এঞ্জিন" (Atmospheric Engine) নামে অভিহিত হইত। বেইটন, স্মিটন এবং অন্যান্য এঞ্জিনিয়ারগণ এই যন্ত্রের বহুল উন্নতিসাধন করেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দে কেবল জল তুলিবার নিমিত্তই এই যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

ষ্টিম এঞ্জিনের উন্নতিসাধকগণের মধ্যে জেমস্‌ওয়াটের নাম অতি প্রসিদ্ধ। ইনি গ্লাসগো নগরে গণিতসংক্রান্ত যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে গ্লাসগো ইউনিভারসিটির জনৈক অধ্যাপক ইহাকে একটি "এট্‌মসফেরিয়া" ইঞ্জিনের আদর্শ মেরামত করিতে প্রদান করেন। ওয়াট এই আদর্শ যন্ত্রটী পাইয়া ইহাদ্বারা নানা প্রকার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, পিসটনের (Piston) প্রত্যেক অভিঘাতের নিমিত্ত যে পরিমাণ বাষ্প ব্যয়িত হয়, তাহা সিলিণ্ডারস্থ বাষ্প অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক। ওয়াট এই বিষয় পরীক্ষা করিতে করিতে জলের বাষ্পে পরিণতি সম্বন্ধে বহুল ঘটনা সন্দর্শন করিলেন। তিনি নিজের গবেষণালব্ধ ফলে বিস্মিত হইয়া ডাক্তার ব্লাকের নিকট স্বীয় গবেষণার বিষয় প্রকাশ করিলেন। এই শুভ-সম্মিলনফলে বাষ্পযন্ত্রের অভিনব উন্নতির পথ প্রসারিত হইয়া উঠিল। এই সময় হইতে সিলিণ্ডারের সহিত কন্‌ডেন্‌সার (Condenser) নামক একটি আধার সংযোগ করা হয়। এই আধারের সাহায্যে বাষ্প ঘনীভূত হওয়ার উপায় অতি সহজ হয়। এই কন্‌ডেন্‌সার একটী শীতল জলাধারের উপর সংস্থাপিত করিয়া ওয়াট বাষ্প ঘনীভূত করার উত্তম বন্দোবস্ত করেন। জলাধারের জল উষ্ণ হওয়া মাত্রই ঐ জল পরিবর্ত্তন করিয়া উহাতে পুনর্ব্বার শীতল জল দেওয়া হইত। এই প্রকারে কন্‌ডেন্‌সার সতত শীতল জল-সংস্পৃষ্ট হইয়া বাষ্পরাশিকে সততই ঘনীভূত করিতে সমর্থ হইত।

ওয়াট "এট্‌মস্‌ফেরিক ষ্টিম এঞ্জিনে" আরও বহুবিধ উন্নতিসাধন করেন। অতঃপর আমরা এই বিভাগে কার্টরাইটের (Cartwright) নাম শুনিতে পাই। ইহাদ্বারাও বাষ্পযন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতিসাধিত হয়। কার্টরাইটই প্রথমে ধাতব পিস্টনের ব্যবহার প্রবর্ত্তন করেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে লিউপোপ হাইপ্রেসার এঞ্জিনের (High pressure Engine) সৃষ্টি করেন। অতঃপর ষ্টিমার ও রেলওয়ে শকট প্রভৃতি পরিচালনের নিমিত্ত সূক্ষ্ম গণিতবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রচুরতর তথ্য সঙ্কলিত হইয়া এই সম্বন্ধে এক অভিনব যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বয়লারের বাষ্প প্রস্তুত করার শক্তির সহিত বাষ্পীয় যানের গতি ও তন্নিহিত ভারিত্বের বিচার অতি প্রয়োজনীয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কাউন্ট্ ডি পেম্বর এতৎসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করেন। বাষ্পযন্ত্রের অবয়বসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত অবয়বগুলিই প্রধান :—

১। চুল্লী ও জলোত্তাপ পাত্র (Furnace and Boiler)

২। বাষ্পপাত্র ও সঞ্চালনদণ্ড (Cylinder and Piston)

৩। ঘনত্বসাধক ও বায়ুনির্যাণ যন্ত্র (Condenser and air-pump)

৪। মেকানিজম্ (Mechanism)

ইহাদের প্রত্যেকের বহুল অঙ্গ উপাঙ্গ আছে। বাহুল্য বিবেচনায় এইস্থলে সেই সকলের নাম উল্লেখ করা হইল না।

এই বাষ্পযন্ত্র এক্ষণে বিবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। রেলওয়ে-শকট, ষ্টিমার এবং ব্যবসায়ীদের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ শত প্রকার যন্ত্র এই বাষ্পশক্তিদ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। এক্ষণে তাড়িতশক্তিও এই সকল প্রয়োজনে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ইলেকট্রিক রেলওয়ে যন্ত্র কালে সর্ব্বত্রই বাষ্পায়রেলওয়ে যন্ত্রের স্থান অধিকার করিবে, এক্ষণে এরূপ মনে করা যাইতে পারে। [রেলওয়ে দেখ।]

বাষ্পস্বেদ (পুং) গুল্মরোগে স্বেদবিশেষ।

বাষ্পায়পোত, ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে জোনাথান হাল একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থে তিনি ষ্টীমার প্রস্তুত করার উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, এবিষয় কেহই হস্তক্ষেপ করিলেন না। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে এই বিষয় মার্কুইস ডি জুফ্রয় জোনাথান হালের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াস পান। ইনি একখানি "ষ্টিম বোট" প্রস্তুত করিয়া সোন নদীর শান্তবক্ষে এক অভিনব নৌচালনবিদ্যা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী দালস্‌উনটন-নিবাসী মিঃ পেট্রিক মিলার একখানি গ্রন্থে এই ঘোষণা প্রচার করেন যে তিনি ষ্টিম এঞ্জিনের সাহায্যে নৌকা চালাইবেন। এই এঞ্জিনের চাকা থাকিবে, বাষ্পের বলে সেই চাকা প্রবল বেগে ঘুরিতে থাকিবে এবং এই চাকায় নিবদ্ধ দাঁড়ের দ্বারা নৌকা চালিত হইবে। উইলিয়াম সিমিংটন নামক একজন তরুণ বয়স্ক

ইঞ্জিনিয়ারদ্বারা তিনি এই যন্ত্র প্রস্তুত করেন। ডালসউইনটন-হ্রদের নির্ম্মল সলিলে মিঃ মিলার এইরূপ নৌকাসঞ্চালন কৌশল প্রদর্শন করেন।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইনি একখানি বৃহদাকার পোতে এই যন্ত্র সংযুক্ত করেন। এই পোতখানি এক ঘণ্টায় ৭ মাইল পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতঃপর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মিঃ সিমিংটন একখানি ষ্টিমার প্রস্তুত করেন। এই ষ্টিমারখানি ক্লাইড্ খালে যাতায়াত করিত। কিন্তু ক্লাইড্ খালের তট ভগ্ন হওয়ার আশঙ্কায় খালের অধিকারী ষ্টিমার চালাইতে বাধা দেন।

আমেরিকার জনৈক ইঞ্জিনিয়ার স্কটলণ্ড হইতে বাষ্পপোত-নির্ম্মাণকৌশল শিক্ষা করিয়া ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে হড্‌সন নদীতে ষ্টিমার চালাইতে চেষ্টা করেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ষ্টিম বোট প্রচারিত হয়। প্রথম ষ্টিমারখানি "কমেট" নামে অভিহিত হইয়াছিল। মিঃ হেনরী বেল ইহার নির্ম্মাতা ছিলেন। ইহাতে যে বাষ্পীয় যন্ত্র ছিল উহা চারিটী ঘোটকের বলবিশিষ্ট ছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে ও লিথে ষ্টিমারযোগে গমনাগমন করার সুবিধা করা হয়।

সাগর অতিক্রমের নিমিত্ত এখন সহস্র সহস্র ষ্টিমার হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকা হইতেই একখানি ষ্টিমার সাগর অতিক্রম করিয়া লিভারপুলে আসিয়াছিল। উহার নাম "সাভানা"। আমেরিকা হইতে লণ্ডনে পৌছিতে এই ষ্টিমারখানির ২৬ দিন লাগিয়াছিল। ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রথম সমুদ্রগামী বাষ্পীয় পোতের নাম সিরিয়স (Sirius)। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সিরিয়স লণ্ডন হইতে ১৭ দিনে আমেরিকায় উপস্থিত হয়। অতঃপর অতি দ্রুতগামী বাষ্পপোত নির্ম্মিত হইয়াছে। লিভার-পুল হইতে নিউইয়র্কে গমনাগমন করার নিমিত্ত এখন যে সকল ষ্টিমার হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি ষ্টিমার দশদিনে আমেরিকায় পৌছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত "অলস্কা" ও "অরি-শন" নামক ষ্টিমার লিভারপুল হইতে সাতদিনে নিউইয়র্কে পৌছিয়াছিল। অলস্কা ষ্টিমারখানি এমন সুনিয়মে পরিচালিত হইত যে উহার গমনাগমনের নির্দ্দিষ্ট সময়ে কখনও পাঁচ মিনিটের ন্যূনাধিক্য পরিলক্ষিত হইত না।

বাস্পেয় (পুং) নাগকেশর। (রত্নমালা)

বাস্য (ত্রি) বাস-যৎ। ১ আচ্ছাদনীয়। ২ নিবাসনীয়, নিবাসযোগ্য।

"গৃহনগরগ্রামেষু চ সর্ব্বত্রৈবং প্রতিষ্ঠিতা দেবাঃ।
তেষু চ যথানুরূপং বর্ণা বিপ্রাদয়ো বাস্যাঃ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৫৩।৬৯)

বাস্র (পুং) দিন, দিবস। (ত্রিকা°) [বাশ্র দেখ।]

বাঃকিটি (পুং) বারো জলস্য কিটিঃ শূকরঃ। ১ শিশুমার।

বাঃসদন (ক্লী) বারো জলস্য সদনং। জলাধার। (ত্রিকা°)

বাহ, যত্ন। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ বাহতে। লুঙ্ অবাহিষ্ট।

বাহ (পুং) উহ্যতেঽনেনেতি বহ করণে ঘঞ্। ১ ঘোটক। ২ বৃষ। ৩ মহিষ। ৪ বায়ু। ৫ বাহু। (শব্দরত্না°)

৬ পরিমাণবিশেষ। চারি পলে (৮ তোলায় একপল) এক কুড়ব, ৪ কুড়বে এক প্রস্থ, ৪ প্রস্থে একআড়ি, ৮ আড়িতে এক দ্রোণী, দুই দ্রোণে একসূর্প, দেড়সূর্পে একখারী, দুইখারীতে একগোণী, ৪ গোণীতে এক বাহ হয়।

'পলং প্রকুঞ্চকং মুষ্টিঃ কুড়বস্তচ্চতুষ্টয়ম্।
চত্বারঃ কুড়বাঃ প্রস্থশ্চতুঃপ্রস্থমথাঢ়কম্॥
অষ্টাঢ়কো ভবেৎ দ্রোণী দ্বিদ্রোণঃ সূর্প উচ্যতে।
সার্দ্ধসূর্পো ভবেৎ খারী দ্বে খার্য্যৌ গোণ্যুদাহৃতা।
তামেব ভারং জানীয়াৎ বাহো ভারচতুষ্টয়ম্॥' (ভরত)

অমরটীকাকার স্বামীর মতে ৪ আঢ়কে একদ্রোণ, ১৬ দ্রোণে এক খারী, বিংশতি দ্রোণে এক কুম্ভ, দশকুম্ভে এক বাহ।

৭ প্রবাহ।

"যত্রার্চ্চিরাজ্যধূমাদিমার্গাবিব সমাগতৌ।
গঙ্গাযমুনয়োর্বাহৌ ভাতঃ সুগতয়ে নৃণাম্॥"
(কথাসরিৎসা° ৯৩।৮১)

৮ বাহন। (ত্রি) ৯ বাহক।

বাহক (ত্রি) বহতীতি বহ-ণ্বুল্। বহনকর্ত্তা, যিনি বহন করেন।

"আচেরুর্বিবিধাঃ ক্রীড়া বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ।
যত্রারোহন্তি জেতারো বহন্তি চ পরাজিতাঃ॥"(ভাগব°১০।১৮।২১)

(পুং) ২ সারথি।

বাহকত্ব (ক্লী) বাহকস্য ভাবঃ ত্ব। বাহকের ভাব বা ধর্ম্ম, বাহকের কার্য্য, বহন।

বাহদ্বিষত্ (পুং) বাহানাং ঘোটকানাং দ্বিষন্ শত্রুঃ। মহিষ, বাহরিপু। (অমর)

বাহন (ক্লী) বহত্যনেনেতি বহ-করণে ল্যুট্ (বাহনমাহিতাৎ। পা ৮।৪।৮) ইত্যত্র বহতে ল্যুটি বৃদ্ধিরিহৈব সূত্রে নিপাতনাৎ ইতি ভট্টোজিদীক্ষিতোক্ত্যা নিপাতনাৎ বৃদ্ধিঃ। হস্তী, অশ্ব, রথ ও দোলাদি যান। (ত্রি) বাহয়তীতি বহ-স্বার্থে ণিচ ল্যু। ২ বাহক। বাহনকারী।

"স বাহনানাং নাগানাং শীকরাম্বুমহার্ণবৈঃ।
শূকরপ্রেয়সীপৃষ্ঠে স্বয়ং চক্রে কৃষিং নৃপঃ॥"
(কথাসরিৎসা° ১২৪।২২০ ২২২)

বাহনতা (স্ত্রী) বাহনস্য ভাবঃ তল-টাপ্। বাহনত্ব, বাহনের ধর্ম্ম বা কার্য্য।

বাহনপ (পুং) বাহন-পা-ক। বাহনপতি।

বাহনপ্রজ্ঞপ্তি (স্ত্রী) বাহনের জ্ঞানবিষয়ক প্রণালীভেদ। (ললিতবি° ১৬৯ পৃঃ)

বাহনিক (ত্রি) বাহনেন জীবতি (বেতনাদিভ্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২) বাহন-ঠক্। বাহন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী।

বাহনীয় (ত্রি) বহ-ণিচ্ অনীয়র্। বহন করাইবার যোগ্য।

বাহরিপু (পুং) বাহানাং ঘোটকানাং রিপুঃ। মহিষ। (অমর)

বাহশ্রেষ্ঠ (পুং) বাহেষু বাহনেষু শ্রেষ্ঠঃ। অশ্ব। (রাজনি°)

বাহস্ (ক্লী) স্তোত্র। "বিপ্রা ইন্দ্রায় বাহঃ কুশিকাশো অক্রন্" (ঋক্ ৩।৩০।২২) 'বাহঃ স্তোত্রং' (সায়ণ)

বাহস (পুং) উহ্যতে ইতি বহ (বহিযুভ্যাং ণিৎ। উণ্ ৩।১১৯) ইতিঅস চ্, স চ ণিৎ। ১ অজগর। "ত্বাষ্ট্রাঃ প্রাতিশ্রৎকায়ৈ বাহসঃ" (তৈত্তিরীয়স° ৫।৫।১৪।১)

২ বারিনির্য্যাস। ৩ সুনিষণ্ণক, চলিত শুশুনি শাক।

বাহা (স্ত্রী) বাহ-অজাদিত্বাৎ টাপ্। বাহু। (অজয়পাল)

বাহাবাহবি (অব্য°) বাহুভির্ব্বাহুভির্যুদ্ধমিদং প্রবৃত্তং। বাহু-যুদ্ধ, চলিত হাতাহাতি।

বাহিক (পুং) বাহেন পরিমাণবিশেষেণ ক্রীতং বাহ (অসমাসে নিষ্কাদিভ্যঃ। পা ৫।১।২০) ইতি ঠক্। ১ ঢক্কা, চলিত ঢাক। ২ গোবাহ, শকটাদি। (ধরণি) (ত্রি) ভারবাহক, যে ভার-বহন করে।

বাহিত (ত্রি) বহ-ণিচ্-ক্ত। ১ চালিত। ২ প্রাপিত। ৩ প্রবাহিত। ৪ প্রতারিত। ৫ বঞ্চিত।

বাহিতা (স্ত্রী) বাহিনো ভাবঃ তল্ টাপ্। বহনকারীর ভাব বা ধর্ম্ম।

বাহিতৃ (ত্রি) বহনকারী।

বাহিত্থ (ক্লী) গজকুম্ভের অধোভাগ। (অমর)

বাহিন্ (ত্রি) বাহ-অস্ত্যর্থে ইনি। বহনকারী।

বাহিনী (স্ত্রী) বাহা বাহনানি ঘোটকাদীনি সন্ত্যস্যামিতি বাহ-ইনি। ১ সেনা। ২ সেনাভেদ। গজ ৮১, রথ ৮১, অশ্ব ২৪৩, পদাতিক ৪০৫, এই সমুদায়ে এক বাহিনী হয়।

"গজাঃ একাশীতিঃ, রথাঃ একাশীতিঃ, অশ্বাস্ত্রিচত্বারিংশদধিক-শতদ্বয়ং, পদাতিকাঃ পঞ্চাধিকচতুঃশতম্, সমুদায়েন দশাধিকাষ্ট-শতং বাহাঃ সন্ত্যস্যাং" (অমরটীকায় ভরত)

"একো রথো গজশ্চৈকো নরাঃ পঞ্চ পদাতয়ঃ।
ত্রয়শ্চ তুরগাস্তজ্জ্ঞৈঃ পত্তিরিত্যভিধীয়তে ॥
পত্তিস্তু ত্রিগুণামেতামাহুঃ সেনামুখং বুধাঃ।
ত্রীণি সেনামুখান্যেকো গুল্ম ইত্যভিধীয়তে ॥
ত্রয়ো গুল্মা গণোনাম বাহিনী তু গণাস্ত্রয়ঃ।
স্মৃতাস্তিস্রস্তু বাহিন্যঃ পৃতনেতি বিচক্ষণৈঃ ॥"
(ভারত ১।২।১৯-২১)

১ রথ, ১ হস্তী, ৫ পদাতি ও ৩ অশ্ব এই সকলে এক পত্তি; ৩ পত্তিতে ১ সেনামুখ, ৩ সেনামুখে ১ গুল্ম, ৩ গুল্মে এক গণ এবং ৩ গণে এক বাহিনী হয়। বাহঃ প্রবাহোঽস্ত্যস্যাং ইনি। ৩ নদী। ৪ প্রবাহশীলা। "যমুনা চ নদী জজ্ঞে কালিন্দ্যান্তর-বাহিনী।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৩৮।২৯)

বাহিনীপতি (পুং) বাহিন্যাঃ সেনায়াঃ পতিঃ। সেনাপতি।

"প্রবাদেনেহ মৎস্যানাং রাজা নাম্নায়মুচ্যতে।
অহমেব হি মৎস্যানাং রাজা বৈ বাহিনীপতিঃ ॥"
(ভারত ৪।২১।৯)

বাহিন্যাঃ নদ্যাঃ পতিঃ। ২ সমুদ্র। (শব্দরত্না°)

বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য্য, নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়া-য়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পুত্র। ইনি পক্ষধর মিশ্র রচিত তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকের শব্দালোকদ্যোত নামে টীকা রচনা করেন। ইনি উৎকলপতির প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। [বাসুদেব সার্ব্বভৌম দেখ।]

বাহিনীশ (পুং) বাহিন্যাঃ ঈশঃ। বাহিনীপতি।

বাহিষ্ঠ (ত্রি) বোঢ়ৃতম। "যদ্বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ বিভাবসোঃ" (ঋক্ ৫।২৫।৭) 'বাহিষ্ঠং বোঢ়ৃতমং যৎস্তোত্রং' (সায়ণ)

বাহু (পুং) বাধতে শত্রূ নিতি বাধ লোড়নে (অর্ত্তিদৃশি কমীতি। উণ্ ১।২৮) ইতি কু হকারাদেশশ্চ। কক্ষাবধি অঙ্গুল্যগ্রভাগ পর্য্যন্ত শরীরাবয়ব, পর্য্যায়—ভুজ, প্রবেষ্ট, দোষ্, বাহ, দোষ। বৈদিক পর্য্যায়—আয়তী, চ্যবনা, অনীশূ, অপ্রবানা, বিনঙ্গসৌ, গভস্তী, কবস্নৌ, বাহু, ভুরিজৌ, ক্ষিপস্তী, শক্করী, ও ভরিত্র। (বেদনি° ২ অ°)

কূর্পর দেশের ঊর্দ্ধভাগ বাহু এবং তাহার অধোভাগ প্রবাহু।

"মুখং বাহু প্রবাহু চ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
রক্ষন্ত্বব্যাহতৈশ্বর্য্যস্তব নারায়ণো হব্যয়ঃ ॥" (বিষ্ণুপু° ২।৫। অ°)

"বাহুপ্রবাহু চ কূর্পরস্যোর্দ্ধাধোভাগৌ" (তট্টীকা)

৩ অঙ্কশাস্ত্র মতে ত্রিকোণাদির পার্শ্বরেখা।

বাহুমূল (ক্লী) বাহ্বোর্মূলম্ ভুজদ্বয়ের আদ্যভাগ, চলিত কাঁক বা কাঁকাল। পর্য্যায় কক্ষ, ভুজকোটর, দোর্মূল, খণ্ডিক, কক্ষা।

"কাপি কুণ্ডলসংব্যানসংযমব্যপদেশতঃ।
বাহুমূলং স্তনৌ নাভিপঙ্কজং দর্শয়েৎ স্ফুটম্ ॥"
(সাহিত্যদ° ৩।১১৪)

বাহুল (পুং) ১ কার্ত্তিক মাস। (অমর) ২ ব্যাকরণের অনু-শাসনবিশেষ। [প বর্গে দেখ।]

বাহুল্য (ক্লী) বহুলস্য ভাবঃ ষ্যণ্। বহুত্ব, বহুলের ভাব।
বাহুবার (পুং) শ্লেষ্মান্তক বৃক্ষ। (রাজনি°)
বাহুক (পুং) ছদ্মবেশী নলরাজা। [নল দেখ।]
বাহ্ন (ত্রি) বহ্নি সম্বন্ধীয়, অগ্নিসম্বন্ধীয়।

"মন্ত্রৈর্বাহ্নৈঃ ক্ষীরবৃক্ষাৎ সমিদ্ভির্হোতব্যোঽগ্নিঃ সর্ষপৈঃ সর্পিষা চ।" (বৃহৎসংহিতা ৪৬।২৪)

বাহ্নেয় (পুং) আচার্য্যভেদ।
বাহ্য (ক্লী) বাহ্যতে চাল্যতে ইতি বাহি-ণ্যৎ। ১ যান।

'যানং যুগ্যং পত্রং বাহ্যং বহ্যং বাহনধোরণে।' (হেম)

বহ-ণ্যৎ। ২ বহনীয়। বহিস্ ষ্যঞ্। ৩ বহিঃ, চলিত বাহির।

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥" (স্মৃতি)

বাহ্যক (ক্লী) বাহ্য-কন্। ১ বাহ্য। ২ বাহক, শকট।
বাহ্যকায়নি (পুং) বাহ্যকের গোত্রাপত্য।
বাহ্যকী (স্ত্রী) অগ্নিপ্রকৃতিকীটভেদ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮অ°)
বাহ্যত্ব (ক্লী) বাহ্যস্য ভাবঃ ত্ব। বাহ্যের ভাব বা ধর্ম্ম।
বাহ্যদ্যুতি (পুং) রসের সংস্কারবিশেষ। (রস চি° ৩অ°)
বাহ্যস্ক (পুং) বহ্যস্কের গোত্রাপত্য।
বাহ্যস্কায়ন (পুং) বাহ্যস্কের গোত্রাপত্য।
বাহ্যায়নি (পুং) বহ্যের অপত্য।
বাহ্যেন্দ্রিয় (ক্লী) বাহ্যমিন্দ্রিয়ং। বহিরিন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় একাদশ, তন্মধ্যে ৫টী বাহ্যেন্দ্রিয়, ৫টী অন্তরেন্দ্রিয় এবং মন উভয়েন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্ এই পাঁচটী বাহ্যেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ এই পাঁচটী অন্তরেন্দ্রিয়। চক্ষু প্রভৃতি পাঁচটী ইন্দ্রিয় বহির্বিষয় গ্রহণ করে, এইজন্য উহাদিগকে বাহ্যেন্দ্রিয় কহে।

"এতে তু দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্যা অথ স্পর্শান্তশব্দকাঃ।
বাহ্যৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যা গুরুত্বাদৃষ্টভাবনা॥" (ভাষাপরি°)

বাহ্লিক (পুং) দেশভেদ, বাহ্লীক দেশ। (ত্রি) ২ তদ্দেশজাত, বাহ্লীক দেশজাত। [আরট্ট ও বাল্‌খ দেখ।]

"পৃষ্ঠ্যানামপি চাশ্বানাং বাহ্লিকানাং জনার্দ্দনঃ।
দদৌ শতসহস্রাণি কন্যাধনমনুত্তমম্॥" (ভারত ১।২২২।৪৯)
(ক্লী) ৩ কুঙ্কুম। ৪ হিঙ্গু। (অমর)
৫ স্রোতোঽঞ্জন। (পর্য্যায়মুক্তা°)

বাহ্লীক (পুং) ১ দেশভেদ। ২ তদ্দেশজাত ঘোটক, বাহ্লীকদেশজাত ঘোটক। ৩ গন্ধর্ব্ববিশেষ। (শব্দরত্না°)
৪ প্রতীপ পুত্রবিশেষ। (ভারত ১।৯৫।৪৫)
(ক্লী) ৫ কুঙ্কুম। ৬ হিঙ্গু। (মেদিনী)

বি (অব্য) ১ নিগ্রহ। ২ নিয়োগ। ৩ পাদপূরণ। ৪ নিশ্চয়। ৫ অসহন। ৬ হেতু। ৭ অব্যাপ্তি। ৮ বিনিয়োগ। ৯ ঈষদর্থ। ১০ পরিভব। ১১ শুদ্ধ। ১২ অবলম্বন। ১৩ বিজ্ঞান। (মেদিনী) ১৪ বিশেষ। ১৫ গতি। ১৬ আলস্য। ১৭ পালন। (শব্দরত্না°) উপসর্গবিশেষ, প্র, পরা প্রভৃতি উপসর্গের অন্তর্গত একটী উপসর্গ। মুগ্ধবোধটীকাকার দুর্গাদাস এই উপসর্গের নিম্নোক্ত কয়টী অর্থ করিয়াছেন, যথা—বিশেষ, বৈরূপ্য, নঞর্থ, গতি ও দান।

'বি নিগ্রহে নিয়োগে চ তথৈব পাদপূরণে।
নিশ্চয়েঽসহনে হেতাবব্যাপ্তিবিনিযোগয়োঃ।
ঈষদর্থে পরিভবে শুদ্ধাবলম্বনে ঽপি চ॥' (মেদিনী)

বি (পুং স্ত্রী) বাতি গচ্ছতীতি বা (বাতে র্ডিচ্চ। উণ্ ৩।১৩৩) ইতি ইণ্ সচ-ডিৎ। পক্ষী।

"কে যূয়ং স্থল এব সম্প্রতি বয়ং প্রশ্নবিশেষাশ্রয়ঃ।
কিং ব্রূতে বিহগঃ স বা ফণিপতির্যত্রাস্তি সুপ্তোহরিঃ॥" (সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

(ক্লী) ২ অন্ন। (শত° ব্রা° ১৪।৮।১২।৩) (পুং) ২ আকাশ। ৪ চক্ষুঃ, নেত্র।

বিংশ (ত্রি) বিংশতি পূরণে-ডট্, তের্লোপঃ। বিংশতির পূরণ।

"কুর্য্যুরর্থং যথাপণ্যং ততো বিংশং নৃপো হরেৎ।" (মনু ৮।৩৯৮)

বিংশক (ত্রি) বিংশত্যা ক্রীতঃ বিংশতি (বিংশতি ত্রিংশদ্ভ্যাং ড্বুনসংজ্ঞায়াং। পা ৫।১।২৪) ড্বুন্ (তিবিংশতে র্ডিতি। পা ৬,৪।১২৪) ইতি তিলোপঃ। বিংশতিক্রীত, যাহা ২০ দিয়া কেনা হইয়াছে।

বিংশতি (স্ত্রী) দ্বে দশ পরিমাণমস্য পঙ্ক্তিবিংশতীতি নিপাতনাৎ সিদ্ধং। সংখ্যাবিশেষ, ২০ সংখ্যা।

"বিংশত্যাদ্যাঃ সদৈকত্বে সর্ব্বাঃ সংখ্যেয়সংখ্যয়োঃ।
সংখ্যার্থে দ্বিবহুত্বে স্তস্তাসু চানবতেঃ স্ত্রিয়ঃ॥" (অমর)

তদ্বাচক অর্থাৎ বিংশতিবাচক রাবণবাহু অঙ্গুলি। (কবিকল্পলতা) নখ। (সংস্কৃতমুক্তাবলী)

বিংশতিক (ত্রি) সংখ্যায়া কন্ তাদার্হীয়েঽর্থে, 'বিংশতি ত্রিংশদ্ভ্যাং কন্, সংজ্ঞায়াং আভ্যাং কন্ স্যাৎ। বিংশতিক। অসংজ্ঞায়ান্তু ড্বুন্স্যাৎ, বিংশক। বিংশতিযোগ্য, বিংশতি সংখ্যা।

বিংশতিতম (ত্রি) বিংশতেঃ পূরণঃ বিংশতি (বিংশত্যাদিভ্যস্তমড়ন্যতরস্যাং। পা ৫।২।৫৬) ইতি তমড়াগমঃ। বিংশ, ২০, বিংশতির পূরণ।

বিংশতিপ (পুং) বিংশতি-পা-ক। বিংশতির অধিপতি, যিনি বিংশতি গ্রাম পালন করেন, বা যিনি বিংশতি লোকের উপর আধিপত্য করেন।

বিংশতিশত (ক্লী) বিংশত্যাঃ শতং। বিংশতি শত, ২০ শত। (শত° ব্রা° ১২।৩৫।১২)

বিংশতিসাহস্র (ক্লী) কুড়িহাজার।

বিংশতীশ (পুং) বিংশত্যাঃ ঈশঃ। বিংশতির অধিপতি, বিংশতিপ।

"গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশ গ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ॥" (মনু ৭।১১৫)

বিংশতীশিন্ (পুং) বিংশত্যাঃ ঈশী, ঈশ-ণিনি। বিংশতি গ্রামের অধিপতি।

"গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়ম্।
শংসেদ্ গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনে॥" (মনু ৭।১১৬)

বিংশত্যধিপতি (পুং) বিংশত্যাঃ অধিপতিঃ। বিংশতি গ্রামের অধিপতি, বিংশতিপতি।

বিংশদ্বাহু (পুং) রাবণ, বিংশতিবাহু। (রামায়ণ ৭।৩২।৫৪)

বিংশিন্ (পুং) বিংশতি গ্রামেতে অধিকৃত, বিংশতি গ্রামপতি।

"দশী কুলন্তু ভুঞ্জীত বিংশী পঞ্চ কুলানি চ।
গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতিঃ পুরম্॥ (মনু ৭।১১৯)
'দশসু গ্রামেষধিকৃতো দশী এবং বিংশী, ছান্দসঃ শব্দসংস্কারঃ' (মেধাতিথি)

(পুং) ২ বিংশতি। (সিদ্ধান্তকৌ°)

বিংশোত্তরী দশা (স্ত্রী) জ্যোতিষোক্ত দশাভেদ। এই দশায় ১২০ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহের ভোগ হয় বলিয়া ইহার নাম বিংশোত্তরী দশা। এই দশাবিচার দ্বারা মানবজীবনের শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিতে হয়। দশা বহুপ্রকার হইলেও কলিকালে এক নাক্ষত্রিকী দশানুসারেই ফল হইয়া থাকে।

"সত্যে লগ্নদশা প্রোক্তা ত্রেতায়াং যোগিনী মতা।
দ্বাপরে হরগৌরী চ কলৌ নাক্ষত্রিকী দশা॥" (অগ্নিপুরাণ)

সুতরাং কলিকালে এক নক্ষত্রানুসারেই দশা স্থির করিয়া ফল নির্ণয় করিতে হয়। নাক্ষত্রিকী দশার মধ্যে আবার অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী এই দুইটী দশানুসারে গণনা হইয়া থাকে। কিন্তু যদিও পরাশর পঞ্চোত্তরী, অষ্টোত্তরী, দ্বাদশোত্তরী ও বিংশোত্তরী প্রভৃতি অনেকগুলি নাক্ষত্রিকদশার উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি আমাদের দেশে অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী এই দুইটী দশা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে আবার অধিকাংশ জ্যোতির্বিদ্ই অষ্টোত্তরী মতে গণনা করিয়া থাকেন। কোন কোন বিজ্ঞ জ্যোতির্বিদ্ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী এই দুই দশানুসারেই বিচার করিয়া ফল নির্ণয় করেন।

পশ্চিম প্রদেশে একমাত্র বিংশোত্তরী দশাই প্রচলিত। তথায় অষ্টোত্তরী মতে গণনা হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পশ্চিম দেশাবচ্ছেদে বিংশোত্তরী এবং বঙ্গদেশাবচ্ছেদে অষ্টোত্তরী দশামতে গণনা হয়। কিন্তু এই উভয়বিধ গণনাতেই অনেক স্থলে ফলের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন, দশানুসারে ফল নির্ণীত হইলে তাহা অবশ্য হইতেই হইবে, তবে ইহার ব্যতিক্রম হইবার কারণ কি? ইহাতে তাঁহারা বলেন যে, অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী এই দুইটী দশার মধ্যে যাহার যে দশার ফলের অধিকার আছে, তাহার সেই দশানুসারেই ফলভোগ করিতে হইবে, অপর দশানুসারে ফলভোগ হইবে না। কেহ কেহ বলেন, বিচারের ভ্রম হওয়ায় ঐরূপ হইয়া থাকে।

অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী এই দুইটীই নাক্ষত্রিকী দশা হইলেও নক্ষত্রক্রম একরূপ নহে। কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ করিয়া অভিজিতের সহিত ২৮টী নক্ষত্রের তিন চারিটী ইত্যাদিক্রমে রাহু প্রভৃতি গ্রহের অষ্টোত্তরী দশা হইয়া থাকে। কিন্তু বিংশোত্তরী দশা এইরূপ নহে। এই দশা কোন একটী বিশেষ নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভগবান্ পরাশর স্বীয় সংহিতায় বিশেষভাবে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, এখানে অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

কোন নির্দ্দিষ্ট রাশির ত্রিকোণ অর্থাৎ পঞ্চম ও নবম রাশির সহিত পরস্পর সম্বন্ধ হয়, অর্থাৎ তাহারা পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টিগত হয়। পরাশর মুনি নিজ সংহিতায় উক্ত নিয়মে রাশিদিগের পরস্পর দৃষ্টি সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ত্রিকোণস্থ রাশিদিগের মত ত্রিকোণস্থ নক্ষত্রদিগেরও পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া থাকে। নক্ষত্র সংখ্যা ২৭টী উহাকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে প্রতিভাগে ৯টী করিয়া নক্ষত্র থাকে, অতএব যে কোন নক্ষত্র হইতে বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে যে যে নক্ষত্র দশম হইবে, সেই সেই নক্ষত্রকেই তত্তদ্ নক্ষত্রের ত্রিকোণস্থ নক্ষত্র জানিতে হইবে। যেরূপ কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে দক্ষিণাবর্ত্ত ও বামাবর্ত্তগণনায় উত্তরফল্গুনী ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র দশম বা ত্রিকোণ নক্ষত্র হইতেছে।

অতএব এক্ষণে জানা গেল যে, কৃত্তিকা নক্ষত্রের সহিত উত্তরফল্গুনী ও উত্তরাষাঢ়া, মাত্র এই দুই নক্ষত্রেরই ত্রিকোণ বা দৃষ্টি সম্বন্ধ থাকায় কৃত্তিকা নক্ষত্রে যে গ্রহের দশা, ঐ দুই নক্ষত্রেরও সেই গ্রহের দশা হইবে। কৃত্তিকা নক্ষত্রে রবির দশার উল্লেখ আছে, অতএব ঐ দুই নক্ষত্রেরও রবির দশা জানিতে হইবে। ইহাদিগের পরস্পরের পরবর্ত্তী তিনটী নক্ষত্রেও পরস্পর ত্রিকোণ সম্বন্ধ থাকায় অর্থাৎ রোহিণী, হস্তা ও শ্রবণা নক্ষত্রে চন্দ্রের দশার অধিকার। ২৭টী নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র রোহিণী নক্ষত্রে অবস্থিত থাকিলে অতিশয় হর্ষযুক্ত থাকেন, এইজন্য পরাশর রোহিণী নক্ষত্রকেই চন্দ্রের দশারম্ভক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উক্ত প্রকার নিয়মেই প্রত্যেক তিন তিন নক্ষত্রে মঙ্গলাদি-গ্রহেরও দশা কল্পিত হইয়াছে। বিংশোত্তরী দশায় অষ্টোত্তরী দশার মত অভিজিৎ নক্ষত্র ধরিয়া গণনা করিতে হয় না এবং রবি অবধি কেতু পর্য্যন্ত নবগ্রহের প্রত্যেকেরই তিন তিন নক্ষত্রে দশাধিকার ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। অষ্টোত্তরী মতে কেতু গ্রহের দশা নাই, কিন্তু বিংশোত্তরীতে কেতু গ্রহের দশা কল্পিত হইয়াছে। একারণ অষ্টোত্তরী দশার ক্রমের সহিত ইহার অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

বিংশোত্তরীমতে, রবিপ্রভৃতি গ্রহের দশাভোগ কাল এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—রবির দশা ভোগকাল ৬ বৎসর, চন্দ্রের ১০ বৎসর, মঙ্গলের ৭ বৎসর, রাহুর ১৮ বৎসর, বৃহস্পতির ১৬ বৎসর, শনির ১৯ বৎসর, বুধের ১৭ বৎসর, কেতুর ৭ বৎসর, শুক্রের ২০ বৎসর, সমুদয়ের যোগে ১২০ বর্ষে দশা ভোগ শেষ হয় বলিয়া ইহার নাম বিংশোত্তরী হইয়াছে। পরন্তু ইহাতে অষ্টোত্তরীদশার মত নক্ষত্রসংখ্যা অনুসারে দশার বর্ষ বিভাগ করিয়া ভোগ্যদশা আনয়ন করিতে হয় না। ইহাতে প্রত্যেক নক্ষত্রেই পূর্ণ দশার ভোগ্য বর্ষ ধরিয়া গণনা করিতে হয়। এক্ষণে জানা যাইতেছে যে, অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী উভয় মতেই রবি হইতে মঙ্গল পর্য্যন্ত এই তিনটী দশাক্রম পরস্পর ঐক্য, তৎপরে চতুর্থদশা হইতেই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এবং রবি ও বুধ ভিন্ন অন্যান্য গ্রহের দশাবর্ষের সংখ্যাও ভিন্ন প্রকার।

ত্রিকালদর্শী পরাশর মুনি কলিকালের জীব যাহাতে ভাগ্য-চক্রের ফলাফল পরিজ্ঞাত হইতে পারে এ সম্বন্ধে একমাত্র প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বিংশোত্তরী দশারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদিও অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী প্রভৃতি কএকটী নাক্ষত্রিকী দশার অধিকারী নির্ণয়ের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে, তাহা হইলে পরাশরের মতে এই কলিকালে বিংশোত্তরী দশাই ফলপ্রদ। সুতরাং দশা-বিচারে ফলাফল নির্ণয় করিয়া দেখিতে হইলে বিংশোত্তরী মতেই দেখা আবশ্যক। এই দশা বিচার করিতে হইলে স্থূলদশা, অন্তর্দ্দশা ও প্রত্যন্তর্দ্দশা নির্ণয় করিয়া তৎপরে তাহাদের সম্বন্ধ বিচার পূর্ব্বক ফলস্থির করিতে হয়।

কোন্ কোন্ নক্ষত্রে কোন্ গ্রহের দশা হয়, তাহার বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে এই দশা আরম্ভ হইয়া থাকে। কৃত্তিকা, উত্তর-ফল্গুনী ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে রবির দশা হয়, ভোগ্যকাল ৬ বৎসর। রোহিণী, হস্তা ও শ্রবণা নক্ষত্রে চন্দ্রের, ভোগ্যকাল ১০ বৎসর মৃগশিরা, চিত্রা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে মঙ্গলের, ভোগ্যকাল ৭ বৎসর; আদ্রা, স্বাতি ও শতভিষা নক্ষত্রে রাহুর ভোগ্যকাল ১৮ বৎসর, পুনর্ব্বসু, বিশাখা বা পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে বৃহস্পতির, ভোগ্যকাল ১৬ বৎসর; পুষ্যা, অনুরাধা বা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে শনির, ভোগ্যকাল ১৯ বৎসর, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা বা রেবতী নক্ষত্রে বুধের, ভোগ্যকাল ১৭ বৎসর, মঘা, মূলা বা অশ্বিনী নক্ষত্রে কেতুর ভোগ্যকাল ৭ বৎসর, পূর্ব্বফাল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, ও ভরণী নক্ষত্রে শুক্রের, ভোগ্যকাল ২০ বৎসর হইয়া থাকে।

উক্ত নক্ষত্র সকলে ঐরূপে স্থূলদশা নির্ণয় করিয়া পরে অন্তর্দ্দশা স্থির করিবে। জাতকের জন্ম সময় স্থির করিয়া তাৎ-কালিক নক্ষত্রের যত দণ্ড গত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করিয়া ঐ দশা ভোগ্য বর্ষকে ভাগ করিয়া ভুক্ত ভোগ্য কাল নির্ণয় করিতে হয়। নক্ষত্রমান সাধারণতঃ ৬০ দণ্ড, একজনের কৃত্তিকা নক্ষত্রের ৩০ দণ্ডের সময় জন্ম হইয়াছে, কৃত্তিকা নক্ষত্রে রবির দশা হয়, তাহার ভোগকাল ৬ বৎসর, যদি সমস্ত কৃত্তিকানক্ষত্রে অর্থাৎ ৬০ দণ্ডে ৬ বৎসর ভোগ হয়, তাহা হইলে ৩০ দণ্ডে কত ভোগ হইবে, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে নক্ষত্রমানের অর্দ্ধ সময় অতীত হইয়া জন্ম হওয়ায় রবির দশারও অর্দ্ধেককাল (৩ বৎসর) ভুক্ত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধকাল ভোগ্য রহিয়াছে। এইরূপে ভুক্ত ভোগ্য স্থির করিয়া দশা নিরূপণ করিতে হইবে।

নিম্নোক্তরূপে অন্তর্দ্দশা নিরূপণ করিতে হয়, বিংশোত্তরী মতে অন্তর্দ্দশা—

রবির স্থূলদশা ৬ বৎসর

নক্ষত্র ৩, ১২, ২১।

	বৎসর,	মাস	দিন
র, ব,	০।	৩।	১৮
র, চ,	০।	৬।	০
র, ম,	০।	৪।	৬
র, রা,	০।	১০।	২৪
র, বৃ,	০।	৯।	১৮
র, শ	০।	১১।	১২
র, বু,	০।	১০।	৬
র, কে,	০।	৪।	৬
র, শু,	১।	০।	০

সর্ব্বযোগে ৬ বৎসর।

চন্দ্রদশা

১০ বৎসর

নক্ষত্র ৪, ১৩, ২২।

	বৎসর,	মাস,	দিন
চ, চ,	০।	১০।	০
চ, ম,	০।	৭।	০
চ, রা,	১।	৬।	০
চ, বৃ,	১।	৪।	০
চ, শ,	১।	৭।	০
চ, বু,	১।	৫।	০
চ, কে,	০।	৭।	০
চ, শু,	১।	৮।	০
চ, র,	০।	৬।	০

সমুদায়ে ১০ বৎসর।

মঙ্গলদশা

৭ বৎসর

নক্ষত্র ৫, ১৪, ২৩।

	বৎসর,	মাস,	দিন
ম, ম	০।	৪।	২৭
ম, রা,	১।	০।	১৮
ম, বৃ,	০।	১১।	৬
ম, শ,	১।	১।	৯
ম, বু,	০।	১১।	২৭
ম, কে,	০।	৪।	২৭
ম, শু,	১।	২।	০
ম, র,	০।	৪।	৬
ম, চ,	০।	৭।	০

সমুদয়ে ৭ বৎসর।

রাহুর দশা
১৮ বৎসর
নক্ষত্র ৬, ১৫, ২৪

রা, রা,	২।	৮।	১২
রা, বৃ,	২।	৪।	২৪
রা, শ,	২।	১০।	৬
রা, বু,	২।	৬।	১৮
রা, কে,	১।	০।	১৮
রা, শু,	৩।	০।	০
রা, র,	০।	১০।	২৪
রা, চ,	১।	৬।	০
রা, ম,	১।	০।	১৮

সমুদয়ে ১৮ বৎসর।

বৃহস্পতির দশা
১৬ বৎসর
নক্ষত্র ৭, ১৬, ২৫

বৃ, বৃ,	২।	১।	১৮
বৃ, শ,	৬।	৬।	১২
বৃ, বু,	২।	৩।	৬
বৃ, কে,	০।	১১।	৬
বৃ, শু,	২।	৮।	০
বৃ, র,	০।	০।	১৮
বৃ, চ,	১।	৪।	০
বৃ, ম,	০।	১১।	৬
বৃ, রা,	২।	৪।	২৪

সমুদয়ে ১৬ বৎসর।

শনির দশা
১৯ বৎসর
নক্ষত্র ৮, ১৭, ২৬

শ, শ,	৩।	০।	৩
শ, বু,	২।	৮।	৯
শ, কে,	১।	১।	৯
শ, শু,	৩।	২।	০
শ, র,	০।	১১।	১২
শ, চ,	১।	৭।	০
শ, ম,	১।	১।	৯
শ, রা,	২।	১০।	৬
শ, বৃ,	২।	৫।	১২

সমুদয়ে ১৮ বৎসর।

বুধের দশা
১৭ বৎসর
নক্ষত্র ৯, ১৮, ২৭,

বু, বু,	২।	৪।	২৭
বু, কে	০।	১১।	২৭
বু, শু,	২।	১০।	০
বু, র,	০।	১০।	৬
বু, চ,	১।	৫।	০
বু, ম,	০।	১১।	২৭
বু, রা,	২।	৬।	১৮
বু, বৃ,	২।	৩।	৬
বু, শ,	২।	৮।	৯

সমুদয়ে ১৭ বৎসর।

কেতুদশা
৭ বৎসর
নক্ষত্র ১০, ১৯, ১,

কে, কে,	০।	৪।	২৭
কে, শু,	১।	২।	০
কে, র,	০।	৪।	৬
কে, চ,	০।	৭।	০
কে, ম,	০।	৪।	২৭
কে, রা,	১।	০।	১৮
কে, বৃ,	০।	১১।	৬
কে, শ,	১।	১।	৯
কে, বু,	০।	১১।	২৭

সমুদয়ে ৭ বৎসর।

শুক্রদশা
২০ বৎসর
নক্ষত্র ১১, ২০, ২

শু, শু,	৩।	৪।	০
শু, র,	১।	০।	০
শু, চ,	১।	৮।	০
শু, ম,	১।	২।	০
শু, রা,	৩।	০।	৩
শু, বৃ,	২।	৮।	০
শু, শ,	৩।	২।	০
শু, বু,	২।	১০।	০
শু, কে,	১।	২।	০

সমুদয়ে ২০ বৎসর।

এইরূপে অন্তর্দ্দশা নিরূপণ করিতে হইবে। দশা এবং অন্তর্দ্দশা স্থির করিয়া তৎপরে প্রত্যন্তর্দ্দশা নিরূপণ করিতে হয়। দশা, অন্তর্দ্দশা ও প্রত্যন্তর্দ্দশা স্থির করিয়া ফল বিচার করিতে হইবে।

দশা ও অন্তর্দ্দশা স্থির করিয়া তাহার পর ফল নিরূপণ করিতে হয়। এই দশাফল বিচার করিতে হইলে জন্মকালে গ্রহগণের অবস্থিতির বিষয় বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক। গ্রহগণের শুভাশুভ স্থানে অবস্থান এবং পরস্পর দৃষ্টিসম্বন্ধ ও আধিপত্যাদি দোষ প্রভৃতি দেখিয়া তবে ফল নিরূপণ করা বিধেয়। নচেৎ ফলের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে।

বিংশোত্তরী মতে রবি প্রভৃতি গ্রহের স্থূলদশার ফল এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। রবির স্থূলদশায় চৌর্য্য, মনের উদ্বেগ, চতুষ্পাদ জন্তু হইতে ভয়, গো এবং ভৃত্যনাশ, পুত্রদারাদির ভরণপোষণে ক্লেশ, গুরুজন ও পিতৃনাশ এবং নেত্রপীড়া প্রভৃতি অশুভ ফল হইয়া থাকে।

চন্দ্রের দশায়—মন্ত্রসিদ্ধি, স্ত্রীলাভ, স্ত্রীসম্বন্ধে ধনপ্রাপ্তি, নানাপ্রকার গন্ধ ও ভূষণাদি প্রাপ্তি, এবং বহুধনাগম প্রভৃতি বিবিধ সুখ হইয়া থাকে। এই দশায় কেবল বাতজন্য পীড়া হইয়া থাকে।

মঙ্গলের দশায়—শস্ত্র, অগ্নি, ভূ, বাহন, ভৈষজ্য, নৃপবঞ্চন প্রভৃতি নানাবিধ অসদুপায়ে ধনাগম, সর্ব্বদা পিত্ত, রক্ত ও জ্বরপীড়া, নীচাঙ্গনাসেবন, পুত্র, দারা, বন্ধু ও গুরুজনের সহিত বিরোধ হইয়া থাকে।

রাহুর দশায়—সুখ, বিত্ত ও স্থাননাশ, কলত্র ও পুত্রাদি বিয়োগ-দুঃখ, অত্যন্তরোগ, পরদেশবাস, সকলের সহিত নিয়ত বিবাদেচ্ছা প্রভৃতি অশুভ ফল হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির দশায়—স্থানপ্রাপ্তি, ধনাগম, যানবাহনলাভ, চিত্তশুদ্ধি, ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি, জ্ঞান ও পুত্রদারাদি লাভ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে সুখসৌভাগ্য হইয়া থাকে।

শনির দশায়—অজ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বৃদ্ধাঙ্গনা, পক্ষি ও কুধান্য লাভ, পুর, গ্রাম ও জলাধিপতি হইতে অর্থলাভ, নীচকুলের আধিপত্য, নীচসঙ্গ, বৃদ্ধস্ত্রীসমাগম প্রভৃতি ফললাভ হইয়া থাকে।

বুধের দশায়—গুরু, বন্ধু ও মিত্রদ্বারা অর্থার্জ্জন, কীর্ত্তি, সুখ, সৎকর্ম্ম, সুবর্ণাদি লাভ, ব্যবসাদ্বারা উন্নতি এবং বাতজন্য পীড়া হইয়া থাকে।

কেতুর দশায়—বুদ্ধি ও বিবেকনাশ, নানাপ্রকার ব্যাধি, পাপকার্য্যের বৃদ্ধি, সর্ব্বদা ক্লেশ প্রভৃতি নানাপ্রকার অশুভ ফল হইয়া থাকে।

শুক্রের দশায়—স্ত্রী, পুত্র ও ধনলাভ, সুখ, সুগন্ধ, মাল্য, বস্ত্র ও ভূষণ লাভ, যানাদিপ্রাপ্তি, রাজতুল্য যশোলাভ ইত্যাদি বিবিধ প্রকার সুখ হইয়া থাকে।

রবি প্রভৃতি গ্রহের স্থূলদশাফল এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটু বিশেষ এই যে, রবির দশা হইলেই যে মন্দ হইবে, এবং চন্দ্রের দশা হইলেই যে শুভ হইবে, এরূপ নহে, তবে রবি স্বাভাবিক মন্দফলদাতা, এবং চন্দ্র স্বাভাবিক শুভফল-দাতা জানিতে হইবে। রবির দশা হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে, রবি দুঃস্থানগত কি না ? এবং উহার আধিপত্য দোষ আছে কিনা, যদি দুঃস্থানগত এবং আধিপত্য দোষদুষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ অশুভ ফল হইয়া থাকে। আর রবি যদি শুভ স্থানাধিপতি এবং শুভস্থানে স্থিত হয়, তাহা হইলে উক্তপ্রকার মন্দফল না হইয়া শুভফল হইয়া থাকে। চন্দ্র স্বাভাবিক শুভফলদাতা হইলেও যদি দুঃস্থানগত হইয়া আধিপত্য দোষে দুষ্ট হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা শুভফল না হইয়া অশুভফলই হইয়া থাকে।

এইরূপ অন্তর্দ্দশা ও প্রত্যন্তর্দ্দশাকালে যে গ্রহ যে গ্রহের মিত্র তাহার সহিত মিলিত হইলে শুভফলদাতা এবং শত্রুগ্রহের সহিত মিলিত হইলে অশুভফলদাতা হইয়া থাকে। গ্রহগণের বিবেচনা করিয়া এবং যে সকল সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল সম্বন্ধ স্থির করিয়াও ফল নির্ণয় করিতে হয়।

গ্রহগণের যে শুভাশুভফল তাহা দশাকালেই হইয়া থাকে। যে গ্রহ রাজযোগকারক,সেই গ্রহের দশায় রাজযোগের ফল হইয়া থাকে। যে গ্রহ মারক সেই গ্রহের দশায় মৃত্যু হইয়া থাকে। সুতরাং যে কিছু শুভাশুভ ফল, তাহা সমুদায়ই দশাকালে ভোগ হইয়া থাকে।

কলিকালে একমাত্র বিংশোত্তরী দশাই প্রত্যক্ষফলপ্রদা, পরাশর নিজ সংহিতায় ইহা বিশেষভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং দশার বিচারপ্রণালী বিষয়ে বিবিধ প্রণালীর বিষয় উপদেশ দিয়াছেন, সুতরাং বিংশোত্তরী দশা বিচার করিতে হইলে একমাত্র পরাশরসংহিতা অবলম্বন করিয়া বিচার করিলে সকল বিষয়ই সুচারুরূপে বলিতে পারা যায়। অষ্টোত্তরীদশার বিচারপ্রণালী বিংশোত্তরীদশার তুল্য নহে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কেহ কেহ একই নিয়মে দুই দশার বিচার করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাতে ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। অতএব তাহাদের বিচারপ্রণালীতে ভ্রম হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

তবে যে গ্রহ দুঃস্থানগত অর্থাৎ ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশস্থ, তাহারা উভয় দশাতেই অশুভফলপ্রদ হইয়া থাকে। বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দশা বিচার করা আবশুক, নচেৎ প্রতি পদে ফলের ভ্রম হইয়া থাকে। বিংশোত্তরীদশা বিচার করিতে হইলে পরাশরসংহিতা খানি উত্তমরূপ পড়িয়া তাহার তাৎপর্য্যানুসারে বিচার করিলে ফল স্থির করা যাইতে পারে। দশা বিচারকালে স্থূলদশা, অন্তর্দ্দশা ও প্রত্যন্তর্দ্দশা এই তিনটী স্থির করিয়া তাহাদের সম্বন্ধ, অবস্থান ও আধিপত্য দেখিয়া তবে ফল নির্ণয় করা জ্যোতির্বিদের কর্ত্তব্য। পরাশর বিংশোত্তরীদশাই একমাত্র ফলপ্রদা বলিলেও অষ্টোত্তরী মতে যে ফল ঠিক হয় না, তাহা নহে, তাহার বিচারপ্রণালী অন্যবিধ, সুতরাং সেই মতে বিচার করিলে ফল ঠিক হইয়া থাকে। (পরাশরসংহিতা)

বিংকুক্কিকা (স্ত্রী) ভেকের বিকৃত শব্দ।

বিক (ক্লী) সদ্যঃ প্রসূতা গোক্ষীর, সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ।

"ক্ষীরং সদ্যঃপ্রসূতায়াঃ পীযূষং পালনং বিকং।" (শব্দচন্দ্রিকা)

বিকঙ্কট (পুং) গোক্ষুর। (শব্দমালা)

বিকঙ্কটিক (ত্রি) বিকঙ্কট সম্বন্ধী।

বিকঙ্কত (পুং) (Flacourtia sapida) বদরী সদৃশ সুক্ষ্মফলের বৃক্ষ, চলিত বঁইচ্ গাছ, হিন্দী কংটাই, বঙ্গ, মহারাষ্ট্র গুলঘোণ্টী, কলিঙ্গ—হলসানিকা, তৈলঙ্গ—কানবেগুচেট্টু উৎকল—বইচ কুড়ি, পঞ্জাব—কুকীয়া। সংস্কৃত পর্য্যায় স্বাদুকণ্টক, স্রুবাবৃক্ষ, গ্রন্থিল, ব্যাঘ্রপাৎ, শ্রুগুবারু, মধুপর্ণী, কণ্টপাদ, বহুফল, গোপঘণ্টা, স্রুবাক্রম, মৃদুফল, দন্তকাষ্ঠ, যজ্ঞীয়ব্রতপাদপ, পিণ্ডার, হিমক, পূত, কিঙ্কিনী, বৈকঙ্কত, বুতিঙ্কর, কণ্টকারী, কিঙ্কিরী, স্রুগ্‌দারু। (জটাধর)

ইহার ফলগুণ—অম্ল মধুর, পাকে অতি মধুর, লঘু, দীপন, পাচক ; কামলা, অস্রদোষ ও প্লীহানাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশ মতে পক্ক ফল মধুর ও সর্ব্বদোষ জয়কারী।

"বিকঙ্কতঃ স্রুবাবৃক্ষোগ্রন্থিলঃ স্বাদুকণ্টকঃ।
স এব যজ্ঞবৃক্ষশ্চ কণ্টকী ব্যাঘ্রপাদপি।
বিকঙ্কতফলং পক্কং মধুরং সর্ব্বদোষজিৎ।" (ভাবপ্রকাশ)

বিকঙ্কতা (স্ত্রী) অতিবলা। (রাজনি°)

বিকঙ্কতীমুখী (ত্রি) কণ্টকযুক্ত মুখবিশিষ্ট।

বিকচ (পুং) বিগতঃ কচো যস্য কেশশূন্যত্বাৎ, যদ্বা বিশিষ্টঃ কচো যস্য প্রভূতকেশত্বাৎ। ১ ক্ষপণক। ২ কেতু, ধ্বজা। ৩ কেতুগ্রহ। (মেদিনী)

(ত্রি) বিকচতি বিকশতীতি বি-কচ-অচ্। ৩ বিকশিত।(অমর) বিগতঃ কচো যস্য। ৪ কেশশূন্য।

বিকচা (স্ত্রী) মহাশ্রাবণিকা গোরক্ষমুণ্ডী। (রাজনি°)

বিকচালম্বা (স্ত্রী) দুর্গা। (হেম)

বিকচ্ছ (ত্রি) বিগতঃ কচ্ছো যস্য। কচ্ছরহিত, মুক্তকচ্ছ, যাহাকে চলিত কথায় কাছা খোলা বলে। বিকচ্ছ হইয়া কোন

ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে নাই। কিন্তু মূত্রত্যাগকালে বিকচ্ছ হওয়াই কর্ত্তব্য, না হইয়া কচ্ছকের (কাছার) দক্ষিণ কি বামদিক্ দিয়া মূত্র ত্যাগ করিলে উহা যথাক্রমে দেবতা বা পিতৃমুখে পতিত হয়।

"অমুক্তকচ্ছকো ভূত্বা প্রস্রাবয়তি যো নরঃ।
বামে পিতৃমুখে দন্তাৎ দক্ষিণে দেবতামুখে।" (কর্ম্মলোচন)

বিকচ্ছপ (ত্রি) কচ্ছপশূন্য। (কথাসরিৎ ৬১।১৩৫)

বিকট (পুং) বিকটতি পূয়রক্তাদিকং বর্ষতীতি বি-কট-পচাদ্যচ্। ১ বিস্ফোটক। (শব্দরত্না°) ২ সাকুরুণ্ডবৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ সোমলতা। (বৈদ্যকনি°) ৪ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭।৯৬) (ত্রি) বি-(সংপ্রোদশ্চ কটচ্। পা ৫।২।২৯) ইতি কটচ্। ৫ বিশাল। ৬ বিকরাল। (মেদিনী) ৭ সুন্দর। (বিশ্ব) ৮ দন্তুর। (ধরণি)

"করালৈর্বিকটৈঃ কৃষ্ণৈঃ পুরুষৈরুদ্যতায়ুধৈঃ।
পাষাণৈস্তাড়িতঃ স্বপ্নে সদ্যো মৃত্যুং লভেন্নরঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৪৩।২০) ৯ বিকৃত। (বিশ্ব)

বিকটগ্রাম (পুং) নগরভেদ।

বিকটত্ব (ক্লী) বিকটস্য ভাবঃ বিকট-ত্ব। বিকটের ভাব বা ধর্ম্ম, বিকটতা।

বিকটনিতম্বা (স্ত্রী) বিকটঃ নিতম্বো যস্যাঃ। বিকটনিতম্বযুক্তা স্ত্রী।

বিকটমূর্ত্তি (ত্রি) উৎকট আকৃতিযুক্ত।

বিকটবদন (পুং) ১ দুর্গার অনুচরভেদ। ২ ভীষণ মুখ। স্ত্রিয়াং টাপ্। বিকটবদনা।

বিকটবর্ম্মন্ (পুং) রাজপুত্রভেদ। (দশকুমার)

বিকটবিষাণ (পুং) সম্বর মৃগ। (বৈদ্যকনি°)

বিকটশৃঙ্গ (পুং) সম্বরমৃগ। (বৈদ্যকনি°)

বিকটা (স্ত্রী) বিকট-টাপ্। মায়াদেবী, ইনি বৌদ্ধ দেবী বিশেষ। পর্য্যায়—মরীচী, ত্রিমুখা, বজ্রকালিকা, বজ্রবারাহী, গৌরী, পোত্রিরথা। (ত্রিকা°)

বিকটাক্ষ (ত্রি) ১ অসুরভেদ। ২ ঘোর দর্শন।

বিকটানন (ত্রি) ১ ভীষণবদন। ২ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রভেদ।

বিকটাভ (পুং) অসুরভেদ। (হরিবংশ)

বিকণ্টক (পুং) বিশিষ্টঃ কণ্টকো যস্য। ১ যবাস, দুরালভা। ২ স্বনামখ্যাত বৃক্ষ, পর্য্যায় মৃদুফল, গ্রন্থিল, স্বাদুকণ্টক, গোকণ্টক, কাকনাস, ব্যাঘ্রপাদ, ঘনদ্রুম, গর্জ্জাফল, ঘনফল, মেঘস্তনিতোদ্ভব, মুদিরফল, প্রাবৃষ্য, হাস্যফল, স্তনিতফল। গুণ কষায়, কটু, উষ্ণ, রুচিপ্রদ, দীপন, কফহারক, বস্ত্ররঙ্গবিধায়ক। (রাজনি°)

বিকণ্টকপুর (ক্লী) নগরভেদ। ২ বৈকুণ্ঠ।

বিকত্থন (ক্লী) বিকত্থ্যতে ইতি বিকত্থ শ্লাঘায়াং ভাবে ল্যুট্। মিথ্যাশ্লাঘা।

'শ্লাঘা প্রশংসার্থবাদঃ সা তু মিথ্যা বিকত্থনম্।' (হেম)

বিকত্থতে আত্মানমিতি বি-কত্থ-ল্যু। (ত্রি) আত্মশ্লাঘাকারী। যিনি আপনার মিথ্যা শ্লাঘা করেন।

"অসূয়িতারং দ্বেষ্টারং প্রবক্তারং বিকত্থনম্।
ভীমসেননিয়োগাত্তে হন্তাহং কর্ণমাহবে॥" (ভারত ২।৭৬।৩২)

বিকত্থনা (স্ত্রী) বিকত্থ ণিচ্-যুচ্ টাপ্। আত্মশ্লাঘা।

"সম্ভবোক্তাপি শক্তানাং ন প্রশস্তা বিকত্থনা।
শারদীয়ঘনধ্বানৈর্বচোভিঃ কিং ভবাদৃশাম্॥"
(বিখ্যাতবিজয়না° ২ অ°:)

বিকত্থা (স্ত্রী) বি-কত্থ-অচ্-টাপ্। শ্লাঘা, আত্মশ্লাঘা।

বিকত্থিন্ (ত্রি) বিকত্থিতুং শীলমস্য বি-কত্থ-(বৌকষলষকত্থস্রম্ভঃ। পা ৩।২।১৪৩) ইতি ঘিনুণ্। বিকত্থাকারী, আত্মশ্লাঘাকারী, আত্মশ্লাঘা করা যাহার স্বভাব।

বিকথা (স্ত্রী) বিশেষ কথা। (পা ৪।৪।১০২)

বিকদ্রু (পুং) যাদবভেদ। (হরিবংশ ৩১।৩৮ শ্লো°)

বিকনিকহিক (ক্লী) সামভেদ। 'বিকবিকহিক' এইরূপও ইহার পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

বিকপাল (ত্রি) কপালবিচ্যুত। (হরিবংশ)

বিকম্পন (পুং) ১ রাক্ষসভেদ। (ভাগ° ৯।১০।১৮)
(ক্লী) বি-কম্প-ল্যুট্। ২ অতিশয় কম্প।

বিকম্পিত (ত্রি) বি-কম্প-ক্ত। অতিশয় কম্পিত, অতিশয় কম্পনযুক্ত, বিশেষরূপে কম্পিত। অতিশয় চঞ্চল।

বিকম্পিন্ (ত্রি) বি-কম্প-ণিনি। কম্পনযুক্ত, বিশেষরূপে কম্পনবিশিষ্ট।

বিকর (পুং) বিকীর্য্যতে হস্তপদাদিকমনেনেতি বি-কৃ (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইত্যপ্। রোগ, ব্যাধি। (শব্দচ°)

বিকরণ (ক্লী) ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয়ের সংজ্ঞা বিশেষ।

বিকরণী (স্ত্রী) তিন্দুক বৃক্ষ, তেঁদগাছ। (বৈদ্যকনি°)

বিকরাল (ত্রি) বিশেষেণ করালঃ। ভয়ানক, ভীষণ।

"বিকরালং মহাবক্ত্রমতিভীষণদর্শনম্।
সমুদ্যতমহাশূলং প্রভূতমতিদারুণম্॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ১১৮।৪৮) স্ত্রিয়াং টাপ্।

বিকরালতা (স্ত্রী) বিকরালস্য ভাবঃ তল-টাপ্। বিকরালের ভাব বা ধর্ম্ম, ভয়ানকত্ব, অতিভীষণতা।

বিকরালমুখ (পুং) মকরভেদ।

বিকর্ণ (পুং) দুর্য্যোধনের পক্ষের একটী প্রধান বীর। ইনি কুরুক্ষেত্র সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

"অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ।
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ॥" (গীতা ১ অ০)

(ত্রি) বিগতৌ কর্ণৌ যস্য। ২ কর্ণরহিত, কর্ণহীন। (ক্লী) ৩ সামভেদ। (ঐত০ ব্রা০ ৪।১৯)

৪ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।৪)

বিকর্ণক (পুং) ১ গ্রন্থিপর্ণ ভেদ। ২ শিবের অনুচর ব্যাড়িভেদ।

বিকর্ণরোমন্ (পুং) গ্রন্থিপর্ণভেদ।

বিকর্ণিক (পুং) সারস্বতদেশ, কাশ্মীরদেশ। (হেম)

বিকর্ণিন্ (পুং) বিকর্ণ শব্দার্থ।

বিকর্ত্তন (পুং) বিশেষেণ কর্ত্তনং যস্য বিশ্বকর্ম্মযন্ত্রখোদিতত্বাদস্য তথাত্বং। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ। (অমর)

বিকর্তৃ (ত্রি) ১ প্রলয় কর্ত্তা। "তং হি কর্ত্তা বিকর্ত্তা চ ভূতানামিহ সর্ব্বশঃ।" (ভারত বনপর্ব্ব) ২ মন্দকারী, ক্ষতিকারক। ৩ দমনদ্বারা বিকৃতিসম্পাদক। ৪ নিগ্রহকারক। 'গোবিকর্ত্তা গবাং মহতাং বলীবর্দ্দানামপি বিকর্ত্তা দমনেন বিকৃতিজনকঃ বৃষভায়া মহাবলান্নিগ্রহীষ্যামীত্যুপক্রমাৎ।' (নীলকণ্ঠ)

বিকর্ম্মন্ (ক্লী) বি-বিরুদ্ধং কর্ম্ম। বিরুদ্ধকর্ম্ম, বিরুদ্ধাচার, নিষিদ্ধকার্য্য। (ত্রি) বি-বিরুদ্ধং কর্ম্ম যস্য। ২ বিরুদ্ধকর্ম্মকারী।

বিকর্ম্মকৃৎ (ত্রি) বিকর্ম্ম বিরুদ্ধং কর্ম্ম করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। নিষিদ্ধ কর্ম্মকারী। মনুতে লিখিত আছে যে, নিষিদ্ধ কর্ম্মকারীকে সাক্ষী করিতে নাই, এবং তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হয় না।

বিকর্ম্মস্থ (ত্রি) বিকর্ম্মণি বিরুদ্ধাচারে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। নিষিদ্ধকৃৎ, নিষিদ্ধ কার্য্যকারী।

"পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হেতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ ॥"
(বিষ্ণুপু০ ৩।১৮ অ০)

বিকর্ম্মিন্ (ত্রি) বিকর্ম্মস্থ, নিষিদ্ধ কর্ম্মকারী।

বিকর্ষ (পুং) বিকৃষ্যতেঽসৌ ইতি যদ্বা বিকৃষ্যন্তে পরপ্রাণা অনেনেতি বি-কৃষ ঘঞ্। ১ বাণ। (ত্রিকা০) বি-কৃষ-ভাবে ঘঞ্। ২ বিকর্ষণ।

বিকর্ষণ (ক্লী) বি-কৃষ-ল্যুট্। ১ আকর্ষণ। ২ বিভাগ।

"বর্ণাশ্রমবিভাগাংশ্চ রূপশীলস্বভাবতঃ।
ঋষীণাং জন্মকর্ম্মাণি বেদস্য চ বিকর্ষণম্ ॥" (ভাগবত ১।৪৭।১১)

বিকল (ত্রি) বিগতঃ কলোঽব্যক্তধ্বনির্যস্য। ১ বিহ্বল, অপ্রতিভ, অবশ। ২ অসম্পূর্ণ, অসমগ্র। ৩ হ্রাসপ্রাপ্ত। ৪ কলাহীন। ৫ অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক। ৬ অসমর্থ। ৭ রহিত। ৮ হ্রাসপ্রাপ্ত। ৯ (ক্লী) কলার ষোড়শাংশ।

বিকলতা (স্ত্রী) বিকলস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বিকলত্ব, বিকলের ভাব বা ধর্ম্ম, বিকল।

বিকলপাণিক (পুং) বিকলপাণির্যস্য, কন্। স্বভাবতঃ পাণিহীন, স্বভাবতঃই যাহার হাত নাই।

'কুণির্বিকলপাণিকঃ' (হলায়ুধ)

বিকলা (স্ত্রী) বিগতঃ কলো মধুরালাপো যস্যাঃ। ঋতৌ তু স্ত্রিয়া মৌনিত্ববিহিতত্বাৎ। ঋতুহীনা স্ত্রী। নিবৃত্তরজস্কা স্ত্রী। (শব্দরত্না০)

বিকলাঙ্গ (ত্রি) বিকলানি অঙ্গানি যস্য। স্বভাবতো ন্যূনাঙ্গ যাহার স্বাভাবিক অঙ্গহীন। পর্য্যায়—অপোগণ্ড, পোগণ্ড অঙ্গহীন। (শব্দরত্না০)

"জনয়ামাস পুত্রৌ দ্বাবরুণং গরুড়ং তথা।
বিকলাঙ্গোঽরুণস্তত্র ভাস্করস্য পুরঃসরঃ ॥" (ভারত ১।৩১।৩৪)

বিকলী (স্ত্রী) বিগতা কলা যস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ঋতুহীনা স্ত্রী। (শব্দরত্না০)

বিকলেন্দ্রিয় (স্ত্রী) বিকলানি ইন্দ্রিয়ানি যস্য। যাহার ইন্দ্রিয় অবশ, যাহার হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যূনতা আছে।

বিকল্প (পুং) বিরুদ্ধকল্পনমিতি বি-কৢপ-ঘঞ্। ১ ভ্রান্তি, ভ্রম ভ্রান্তিজ্ঞান। ২ কল্পন। (মেদিনী) ৩ বিপরীত কল্প। ৪ বিবিধ কল্পনা। ৫ বিভিন্ন কল্পনা বিশেষ, ইচ্ছানুযায়ী কল্পনাবিশেষ।

"প্রচ্ছন্নং বা প্রকাশং বা তন্নিষেবেত যো নরঃ।
তস্য দণ্ডবিকল্পঃ স্যাৎ যথেষ্টং নৃপতেস্তথা ॥" (মনু ৯।২২৮)

'বিবিধঃ কল্পঃ বিকল্পঃ' (মেধাতিথি)

স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এই বিকল্প দুই প্রকার, ব্যবস্থিত বা ব্যবস্থাযুক্ত বিকল্প ও ঐচ্ছিক বা ইচ্ছাবিকল্প।

"স্মৃতিশাস্ত্রে বিকল্পস্তু আকাঙ্ক্ষা পূরণে সতি।"
(একাদশী তত্ত্ব)

স্মৃতিশাস্ত্রমতে আকাঙ্ক্ষার পূরণ হইলে বিকল্প হইয়া থাকে। যে স্থলে দুইটী বিধি আছে, তাহার একটী দ্বারা কার্য্য-নির্ব্বাহ করিলে ইচ্ছাবিকল্প হয়, যেরূপ দর্শপৌর্ণমাসযাগে "যব দ্বারা হোম করিবে" "ব্রীহি দ্বারা হোম করিবে" এইরূপ দুইটী শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়, এই স্থলে যব ও ব্রীহি এই দুইটীই প্রত্যক্ষ শ্রুতিবোধিত বলিয়া যব ও ব্রীহির বিকল্প হইয়া থাকে। ইচ্ছানুসারে যব বা ব্রীহি ইহার কোন একটী দ্বারা হোম করিলেই যাগ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাই ইচ্ছাবিকল্প। এইরূপ বিকল্প স্থলে কল্পদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে কল্পদ্বয় বিরুদ্ধ নহে; কেন না যে কোন একটী বিধি অনুসারে কার্য্য করিলেই যখন কার্য্য সিদ্ধি হয়। সুতরাং ইহাকে ইচ্ছাবিকল্প কহে। স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, ইচ্ছাবিকল্পে ৮টী দোষ আছে।

"ইচ্ছা বিকল্পেঽষ্টদোষাঃ—

'প্রমাণত্বাপ্রমাণত্বপরিত্যাগপ্রকল্পনাঃ।
প্রত্যুজ্জীবনহানিভ্যাং প্রত্যেকমষ্টদোষতা ॥'

'ব্রীহিভির্যজেত' 'যবৈর্যজেত' ইতি শ্রূয়তে। তত্র ব্রীহি-প্রয়োগে প্রতীতযবপ্রামাণ্যপরিত্যাগঃ। অপ্রতীতযবাপ্রামাণ্য-পরিকল্পনং। ইদন্তু পূর্ব্বস্মাৎ পৃথক্ বাক্যং অন্যথা সমুচ্চয়েঽপি যাগসিদ্ধিঃ স্যাৎ। অতএব বিকল্পেন উভয়শাস্ত্রার্থ ইত্যুক্তং। প্রয়োগান্তরে যবে উপাদীয়মানে পরিত্যক্ত যবাপ্রামাণ্যোজ্জীবনং স্বীকৃতযবাপ্রামাণ্যহানিরিতি চত্বারো দোষাঃ। এবং ব্রীহাবপি চত্বারঃ, ইত্যষ্টৌ দোষা ইচ্ছাবিকল্পে। তথাচোক্তং

'এবমেবাষ্টদোষোঽপি যদ্ব্রীহিযববাক্যয়োঃ।
বিকল্প আশ্রিতস্তত্র গতিরন্যা ন বিদ্যতে ॥' (একাদশী তত্ত্ব)

ব্রীহিদ্বারা যাগ করিবে, এবং যবদ্বারা যাগ করিবে, এই দুইটী বিধি আছে, ইহার কোন একটী পক্ষ অবলম্বন করিলে চারিটী করিয়া দোষ হয়, সমুদায়ে দুই পক্ষে ৮টী দোষ হইয়া থাকে,যথা—প্রমাণত্বপরিত্যাগ ও অপ্রামাণ্য প্রকল্পন, প্রামাণ্যো-জ্জীবন ও প্রামাণ্যহানি, ব্রীহিপক্ষে এই চারিটী এবং যবপক্ষেও এই চারিটী সাকল্যে ৮টী দোষ হয়। কোন স্থলে ব্রীহিদ্বারা যাগ করিলে প্রতীত যবপ্রামাণ্যের পরিত্যাগ হয়, ও অপ্রতীত যবের অপ্রামাণ্যের পরিকল্পন হইয়া থাকে, এবং পরিত্যক্ত যব প্রামাণ্যের উজ্জীবন ও স্বীকৃত যবের অপ্রামাণ্য হানি হইয়া থাকে। এইরূপে চারিটী করিয়া ৮টী দোষ হইয়া থাকে। যতগুলি বিধি থাকে, যেখানে তাহার সকল গুলি-রই অনুষ্ঠান করিতে হয়, তথায় ব্যবস্থিত বিকল্প হয়। ব্যবস্থিত বিকল্প স্থলে একটী বাদ দিয়া একটীর অনুষ্ঠান করিলে চলিবে না, সকল গুলিরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

"একার্থতয়া বিবিধং কল্প্যতে ইতি বিকল্পঃ। তস্মাদষ্টদোষ-ভিয়া উপোষ্য দ্বে তিথী ইত্যত্র ন ইচ্ছাবিকল্পঃ, কিন্তু ব্যবস্থিত-বিকল্পঃ।" (একাদশীতত্ত্ব)

একার্থতার জন্য বিবিধ কল্পিত হয়, এই জন্য বিকল্প। ইচ্ছা বিকল্পে ৮টী দোষ আছে, এই আশঙ্কা করিয়া দুই তিথিতে উপ-বাস করিবে, এইরূপ বিধি স্থলে ইচ্ছাবিকল্প হইবে না, কিন্তু ব্যবস্থিত বিকল্প হইবে।

ব্যাকরণ মতেও একটী কার্য্য এক স্থলে হইবে, আর এক স্থলে হইবে না এরূপ বিধান আছে, তাহাকে বিকল্প কহে।

৭ পাতঞ্জলদর্শন মতে চিত্তবৃত্তিভেদ। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচটী চিত্তের বৃত্তি। বস্তু না থাকিলে ও শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্যনিবন্ধন যে বৃত্তি হইয়া থাকে, তাহার নাম বিকল্প। চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ, ইহা একটী বিকল্পের উদাহরণ। কেননা পুরুষ চৈতন্য স্বরূপ। অর্থাৎ চৈতন্য ও পুরুষ একই পদার্থ। সুতরাং চৈতন্য ও পুরুষের ধর্ম্মধর্ম্মিভাব বস্তুগত্যা নাই। অথচ চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ এতাদৃশরূপে ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে ব্যবহার হইতেছে। মিথ্যাজ্ঞানের নাম বিপর্য্যয়। শুক্তিতে (ঝিনুকে) রজতবুদ্ধি বিপর্য্যয়ের উদাহরণ। বিশেষ দর্শন হইলে সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই রজতবুদ্ধি বাধিত বলিয়া প্রতীত হয়। বাধিত বলিয়া নিশ্চয় হইলে আর তদ্দ্বারা কোনও রূপ ব্যবহার হয় না। বিকল্পস্থলে সর্ব্বসাধারণের বাধবুদ্ধি আদৌ হয় না। বিচারনিপুণ সুধীগণেরই বাধবুদ্ধি হইয়া থাকে। অথচ বাধ-বুদ্ধি হইলেও উহার ব্যবহার বিলুপ্ত হয় না। বিপর্য্যয় এবং বিকল্পের এই সূক্ষ্মভেদের প্রতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। পাতঞ্জলে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যোবিকল্পঃ।" (পাতঞ্জলদ° ১৷৯)

'শব্দজনিতং জ্ঞানং শব্দজ্ঞানং তদনুপতিতুং শীলং যস্য সঃ শব্দ-জ্ঞানানুপাতী, বস্তুনস্তথাত্বমনপেক্ষমানোঽধ্যবসায়ঃ বিকল্পঃ'

বস্তুর স্বরূপ অপেক্ষা না করিয়া কেবল শব্দ জন্য জ্ঞানানুসারে যে একপ্রকার বোধ হয়, তাহাকেই বিকল্পবৃত্তি কহে। যেমন দেবদত্তের কম্বল, এইস্থলে দেবদত্তের স্বরূপ যে চৈতন্য তাহার অপেক্ষা না করিয়া দেবদত্ত ও কম্বলের যে ভেদ হয়, তাহাই বিকল্পবৃত্তি। ৭ অবান্তর কল্প।

"যাবান্‌কল্পো বিকল্পো বা যথা লোকোঽনুমীয়তে।"
(ভাগবত ২৷৮৷১১)

৮ দেবতা।

"বৈকারিকো বিকল্পানাং প্রধানমনুশায়িনাম্।"
(ভাগবত ১০৷৮৫৷১১)

'বিবিধং আধিদৈবাধ্যাত্মাধিভূতভেদেন কল্প্যন্তে ইতি বিকল্পা দেবাস্তেষাং কারণং বৈকারিকঃ' (স্বামী)

৯ অর্থালঙ্কার ভেদ। ইহার লক্ষণ—

"বিকল্পস্তুল্যবলয়ো র্বিরোধশ্চাতুরীযুতঃ।" (সাহিত্যদ° ১০৷৭৩৮)

যে স্থলে তুল্যবলবিশিষ্টের চাতুরীযুক্ত বিরোধ হয়, তথায় বিকল্পালঙ্কার হয়।

১০ নৈয়ায়িকদিগের মতে জ্ঞানভেদ, প্রকারতারূপ বিষয়তা ভেদজ্ঞান। 'সবিকল্পকং সপ্রকারতাকং জ্ঞানং নির্বিকল্পকং নিষ্প্র-কারতাকং জ্ঞানং' (ন্যায়দ°) ১১ বৈচিত্র্য।

১২ বৈদ্যকমতে সমবেত দোষসমূহের অংশাংশ কল্পনার নাম বিকল্প, অর্থাৎ ব্যাধি হইবার পূর্ব্বে শরীরে দোষসমূহের যে হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাহার ন্যূনাধিক কল্পনাকে বিকল্প কহে।

"দোষাণাং সমবেতানাং বিকল্পোঽংশাংশকল্পনা।"
(মাধবনি°)

১৩ সমাধিভেদ, সবিকল্পক সমাধি ও নির্ব্বিকল্পক সমাধি।

বিকল্পক (পুং) বিকল্প-স্বার্থে কন্। বিকল্প শব্দার্থ।
বিকল্পন (ক্লী) বিকল্প-ল্যুট্। বিবিধ কল্পন।
বিকল্পনীয় (ত্রি) বিকল্প-অনীয়র্। বিকল্পার্হ, বিকল্পযোগ্য।
বিকল্পবৎ (ত্রি) বিকল্প অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। বিকল্পযুক্ত, বিকল্পবিশিষ্ট।
বিকল্পসম (পুং) গৌতমসূত্রোক্ত জাত্যুত্তর ভেদ।
বিকল্পানুপপত্তি (পুং) পক্ষান্তরে অনুপপত্তি।
(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ ১৫।১৯)
বিকল্পাসহ (ত্রি) বিকল্পে যাহার উপপত্তি হয়। (সর্ব্বদর্শন ১১।২০)
বিকল্পিত (ত্রি) বি-কল্প-ক্ত। ১ বিবিধরূপে কল্পিত। ২ সন্দিগ্ধ। ৩ বিভাষিত। ৪ অনিয়মিত।
বিকল্পিন্ (ত্রি) বি-কল্প-ইনি। বিকল্পযুক্ত, বিকল্পবিশিষ্ট।
বিকল্প্য (ত্রি) বি-কল্প-যৎ। বিকল্পনীয়, বিকল্পার্হ, বিকল্পের যোগ্য।
বিকল্মষ (ত্রি) বিগতঃ কল্মষো যস্য। পাপরহিত, নিষ্পাপ। স্ত্রিয়াং টাপ্।
বিকল্য (পুং) জাতিভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)
বিকবচ (ত্রি) কবচ রহিত, কবচশূন্য। বর্ম্মহীন।
বিকবিকহিক (ক্লী) সামভেদ। কোন কোন স্থলে হিকবিকনিক ও বিকনিকহিক এরূপ পাঠ দেখা যায়।
বিকশ্যপ (ত্রি) কশ্যপবিরহিত। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।২৭)
বিকশ্বর (ত্রি) বি-কশ-বরচ্। বিকাসী, বিকাশশীল, প্রকাশশীল। ২ বিসরণশীল। (ভরত)
বিকষা (স্ত্রী) বিকষতীতি বি-কষ-গতৌ অচ্ টাপ্। ১ মঞ্জিষ্ঠা। (অমরটী° রায়মু°) ২ মাংসরোহিণী। (রাজনি°)
বিকষ্বর (ত্রি) বি-কষ-বরচ্। বিকস্বর। (ভরত)
বিকস (পুং) বিকসতীতি বি-কস-অচ্। চন্দ্র। (ত্রিকা°)
বিকসন (ক্লী) বি-কস-ল্যুট্। প্রস্ফুটন।
বিকসা (স্ত্রী) বিকসতীতি বি-কস-অচ্ টাপ্। মঞ্জিষ্ঠা। (অমর)
বিকসিত (ত্রি) বি-কস-ক্ত। প্রস্ফুটিত, দলসমূহের অন্যোন্যবিশ্লেষ, পর্য্যায়—উজ্জৃম্ভিত, উজ্জৃম্ভ, স্মিত, উন্মিষিত, বিজৃম্ভিত, উদ্‌বুদ্ধ, উচ্ছ্বিত, ভিন্ন, উদ্‌ভিন্ন, হসিত, বিকস্বর, বিকচ, আকোষ, ফুল্ল, সংফুল্ল, স্ফুট, উদিত, দলিত, দীর্ণ, স্ফুটিত, উৎফুল্ল, প্রফুল্ল। (রাজনি°)
বিকস্বর (ত্রি) বিকসতীতি বি-কস-গতৌ (স্থেশভাসপিসকসো বরচ্। পা ৩।২।১৭৫) ইতি বরচ্। বিকাশশীল, পর্য্যায় বিকাসী।
বিকস্বরা (স্ত্রী) বিকস্বর-টাপ। রক্তপুনর্নবা। (রাজনি°)
বিকস্বরূপ, ঋষিভেদ।
বিকাকুদ্ (ত্রি) কাকুদশূন্য। (পা ৫।৪।১৪৮)
বিকাঙ্ক্ষ (ত্রি) বিগতা কাঙ্ক্ষা যস্য। আকাঙ্ক্ষারহিত, ইচ্ছাভাব।
বিকাঙ্ক্ষা (স্ত্রী) ১ বিসংবাদ। ২ ইচ্ছাভাব, আকাঙ্ক্ষাহীন।
বিকাম (ত্রি) কামনাশূন্য। নিষ্কাম।
বিকার (পুং) বি-কৃ-ঘঞ্। প্রকৃতির অন্যথাভাব, পর্য্যায়—পরিণাম, বিকৃতি, বিক্রিয়া, বিকৃত্যা। প্রকৃতির অবস্থান্তরে পরিণত হওয়াকে বিকার কহে। দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হইলে তাহার নাম বিকার। দ্রব্যের স্বরূপ ত্যাগ করিয়া অন্যরূপে অবস্থান। যেমন সুবর্ণের কুণ্ডল, মাটীর ঘট।

সাংখ্যদর্শন মতে এই জগৎ প্রকৃতির বিকার। প্রকৃতি বিকৃত হইয়া জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। পরিদৃশ্যমান্ জগতের মূল প্রকৃতি, যখন জগৎনাশ হইবে, তখন এই প্রকৃতিই থাকিবে। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি।

[বিকৃতি ও প্রকৃতি শব্দ দেখ]

দ্রব্যের স্বরূপই প্রকৃতি, তাহার অবস্থান্তরে পরিণতিই বিকার। ২ বৈদ্যক মতে রোগ।

"বিকারো ধাতুবৈষম্যং সাম্যং প্রকৃতিরুচ্যতে।
সুখসংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো দুঃখমেব চ॥"
(চরকসূত্রস্থা° ৯ অ°)

ধাতুসাম্যের নাম প্রকৃতি, ধাতুর বৈষম্য হইলে তাহাকে বিকার কহে, এই বিকারই রোগ নামে অভিহিত হয়। ধাতুর বৈষম্য না হইলে ব্যাধি হয় না। ধাতুর সাম্য অবস্থায় প্রকৃতি যেরূপ থাকে, ধাতুর বৈষম্য হইলে তাহার সেরূপ অবস্থা থাকে না, অন্যথা ভাব হইয়া যায়। ৩ মৎস্য।

"মৎস্যো মীনো বিকারশ্চ ঝসো বৈশারিণোঽণ্ডজঃ।" (ভাবপ্র°)
বিকারত্ব (ক্লী) বিকারস্য ভাবঃ ত্ব। বিকারের ভাব বা ধর্ম্ম।
বিকারময় (ত্রি) বিকার স্বরূপে ময়ট্। বিকার স্বরূপ।
বিকারবৎ (ত্রি) বিকার অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য-ব। বিকারযুক্ত, বিকারবিশিষ্ট, বিকৃত।
বিকারিতা (স্ত্রী) বিকারিণোভাবঃ তল-টাপ্। বিকারিত্ব, বিকারীর ভাব বা ধর্ম্ম।
বিকারিন্ (ত্রি) বি-কৃ-ণিনি। বিকারযুক্ত, বিকারবিশিষ্ট।
বিকার্য্য (ত্রি) বি-কৃ-ণ্যৎ। ১ বিকৃতি প্রাপ্ত দ্রব্য। ২ ব্যাকরণোক্ত কর্ম্মকারকভেদ, ব্যাকরণ মতে কর্ম্মকারক তিন প্রকার, নির্ব্বর্ত্ত্য, বিকার্য্য ও প্রাপ্য। বিকার্য্য কর্ম্ম আবার দুই প্রকার, প্রকৃতির উচ্ছেদক ও প্রকৃতির গুণান্তরাধায়ক। যথা—'কাষ্ঠং ভস্ম করোতি', কাষ্ঠ ভস্ম করিতেছে এইস্থলে প্রকৃতির (কাষ্ঠের) উচ্ছেদ হওয়ায় "প্রকৃতির উচ্ছেদক" বিকার্য্য কর্ম্ম হইল। 'সুবর্ণং কুণ্ডলং করোতি' সুবর্ণের কুণ্ডল করিতেছে, এইস্থলে প্রকৃতি (সুবর্ণ) রূপান্তরিত হওয়ায় "প্রকৃতির গুণান্তরাধায়ক" বিকার্য্য কর্ম্ম হইল

"যদসজ্জায়তে পূর্ব্বং জন্মনা যৎ প্রকাশতে।
তন্নির্বর্ত্ত্যং বিকার্য্যঞ্চ কর্ম্ম দ্বেধা ব্যবস্থিতম্॥
প্রকৃত্যুচ্ছেদসম্ভূতং বিকার্য্যং কাষ্ঠভস্মবৎ।
অগুৎ গুণান্তরোৎপত্ত্যা সুবর্ণাদি বিকারবৎ॥
বিক্রীয়তে বিদ্যমানং বস্তু অবস্থান্তরং নীয়তে, ইতি বিকার্য্যং তচ্চ দ্বিবিধং প্রকৃতেরুচ্ছেদকং প্রকৃতেগু´ণান্তরাধায়কঞ্চেতি"
(মুগ্ধবোধটীকা দুর্গাদাস)

বিকাল (পুং) বিরুদ্ধঃ কার্য্যানর্হঃ কালঃ। দৈবপৈত্রাদিকর্ম্মের বিরুদ্ধ কাল, অপরাহ্ণ কাল, এইকালে দৈব ও পৈত্রকর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে, এইজন্য ইহাকে বিকাল কহে। চলিত বৈকাল, পর্য্যায় সায়, দিনান্ত, সায়াহ্ন, সায়ম্, উৎসব, বিকালক। (ত্রিকা°)

"ন লঙ্ঘয়েৎ তথৈবাসৃক্ ষ্ঠীবনোদ্বর্ত্তনানি চ।
নোত্থানাদৌ বিকালেষু প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৩৫।৩০)

বিকালক (পুং) বিকাল এব স্বার্থে কন্। বিকাল। (ত্রিকা°)

বিকালিকা (স্ত্রী) বিজ্ঞাতঃ কালো-যয়া, কন্ টাপি অত ইত্বং। তাম্রী, মানরন্ধ্রা, চলিত তাঁবা বা জলঘড়ী। ইহা দ্বারা কালমান অবগত হওয়া যায়, এইজন্য ইহাকে বিকালিকা কহে।

বিকাশ (পুং) বি-কাশৃ-দীপ্তৌ-ঘঞ্। ১ রহঃ। ২ প্রকাশ। ৩ বিজন। 'বিকাশো বিজনে স্ফুটে' (অমরটীকা অজয়) ৪ উল্লাস। ৫ প্রসার, বিস্তার। ৬ আকাশ। ৭ বিষম গতি।

বিকাশক (ত্রি) বি-কাশয়তি বি-কাশ-ণ্বু। ১প্রকাশক। ২বিকাশন।

বিকাশন (ক্লী) বি-কাশ-ল্যুট্। প্রকাশ, প্রস্ফুটন।

বিকাশিন্ (ত্রি) বিকাশোঽস্ত্যস্যেতি বিকাশ-ইনি। বিকাশশীল।

"কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলম্ভাৎ বিকাশিবক্ত্রাব্জ বিকাশিতাশাঃ।"
(মার্কণ্ডেয়পু° চণ্ডী)

বিকাষিন্ (ত্রি) বিকাষ-অস্ত্যর্থে ইনি। বিকাশশীল।

বিকাস (পুং) বি-কস-ঘঞ্। বিকাশ, প্রকাশ।

বিকাসন (ক্লী) বি-কস-ল্যুট্। প্রকাশন, প্রস্ফুটন।

বিকাসিন্ (ত্রি) বিকাস-অস্ত্যর্থে ইনি বি-কাস-গিনি। বিকাশশীল, প্রকাশযুক্ত।

বিকাসিতা (স্ত্রী) বিকাসিনো ভাবঃ তল-টাপ্। বিকাসীর ভাব বা ধর্ম্ম, বিকাশন।

বিকির (পুং) বিকিরতি মৃত্তিকাদীন্ ভোজনার্থমিতি-বি-কৃ-বিক্ষেপে 'ইগুপধেতি' ক। ১ পক্ষী।

"পক্ষী খগোবিহঙ্গশ্চ বিহগশ্চ বিহঙ্গমঃ।
শকুনির্বিঃ পতত্রী চ বিষ্কিরো বিকিরোঽণ্ডজঃ॥" (ভাবপ্র°)

২ কূপ। (ত্রিকা°) বিকীর্য্যতে ইতি বি-কৃ-কর্ম্মার্থে ক। ৩ পূজাকালে বিঘ্নোৎসারণার্থ ক্ষেপণীয় তণ্ডুলাদি। পূজাকালে ভূতাদি পূজার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে না পারে এইজন্য মন্ত্র পাঠ করিয়া আতপতণ্ডুলাদি ছড়াইয়া দিতে হয়, তাহাকে বিকির কহে।

"ফড়িতি সপ্তজপ্তান্ বিকিরানাদায়
ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥"
ইতি বিকিরেৎ। (পূজাপদ্ধতি)

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তণ্ডুলাদি বিকিরণ করিতে হয়। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে, লাজ, চন্দন, সিদ্ধার্থ, ভস্ম, দূর্ব্বা, কুশ ও অক্ষত এই সকল বিকির নামে অভিহিত এবং ভূতাদিকর্তৃক বিঘ্নসমূহের নাশক।

"লাজচন্দনসিদ্ধার্থভস্মদূর্ব্বাকুশাক্ষতাঃ।
বিকিরা ইতি সন্দিষ্টাঃ সর্ব্ববিঘ্নৌঘনাশকাঃ॥" (তন্ত্রসার)

৪ অগ্নিদগ্ধাদির পিণ্ড, শ্রাদ্ধকালে অগ্নিদগ্ধের উদ্দেশে যে পিণ্ড প্রদান করা হয়, তাহাকে বিকির কহে। পিত্রাদির পিণ্ড যে প্রকারে হস্তের পিতৃতীর্থ দ্বারা দিতে হয়, এই অগ্নিদগ্ধার পিণ্ড সেইরূপে দিতে নাই, পিণ্ড ছড়াইয়া দিতে হয়, এইজন্য উহাকে বিকির কহে।

"অসংস্কৃতপ্রমীতানাং ত্যাগিনাং কুলযোষিতাম্।
উচ্ছিষ্টং ভাগধেয়ং স্যাদ্দর্ভেষু বিকিরশ্চ যঃ॥" (মনু ৩।২৪৫)
"পিণ্ডনির্ব্বাপরহিতং যত্তু শ্রাদ্ধং বিধীয়তে।
স্বধাবাচনলোপোঽত্র বিকিরস্তু ন লুপ্যতে॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

যাহাদের যথাবিধানে দাহনাদি সংস্কার হয় নাই, এবং যাহাদের শ্রাদ্ধকর্ত্তা কেহ নাই, তাহাদের উদ্দেশে এই বিকির পিণ্ড দিতে হয়।

"যে বা দগ্ধাঃ কুলে বালাঃ ক্রিয়াযোগ্যা হ্যসংস্কৃতাঃ।
বিপন্নাস্তেঽন্নবিকিরসম্মার্জ্জনজলাশিনঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৩১।১২)

নিম্নোক্ত মন্ত্রে এই বিকিরপিণ্ড দিতে হয়।

"অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তৎতৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াস্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ॥"

(ক্লী) জলবিশেষ। নদী প্রভৃতি স্থানের নিকটে যে বালুকাময়ী ভূমি থাকে, ঐ বালুকা খুঁড়িয়া ফেলিলে তাহা হইতে যে জল বহির্গত হয়, তাহাকে বিকির কহে। এই জল শীতল, স্বচ্ছ, নির্দ্দোষ, লঘু, তুবর (কষায়), স্বাদু, পিত্তনাশক এবং অল্প কফবর্দ্ধক।

"নদ্যাদি নিকটে ভূমির্যা ভবেদ্বালুকাময়ী।
উদ্ধাব্যতে ততো যত্ত তজ্জলং বিকিরং বিদুঃ॥

বিকিরং শীতলং স্বচ্ছং নির্দ্দোষং লঘু চ স্মৃতম্।
তুবরং স্বাদু পিত্তঘ্নং মনাক্কফকরং স্মৃতম্॥" (চিন্তামণিধৃত) ৩ স্মরণ।

বিকিরণ (ক্লী) বি-কৄ-ল্যুট্‌। ১ বিক্ষেপণ। ২ বিহিংসন। ৩ বিজ্ঞাপন। (পুং) ৪ অর্কবৃক্ষ। (অমর)

বিকিরিদ্র (ত্রি) বিবিধ ঘাতাদি উপদ্রবনাশক, যিনি নানাপ্রকার উপদ্রব বিনষ্ট করেন।

"বিকিরিদ্রবিলোহিত নমস্তে অস্তু" (শুক্লযজুঃ° ১৬।৫২)
'বিকিরিদ্র, বিবিধং কিরিং ঘাতাদ্যুপদ্রবং দ্রাবয়তি নাশয়তি, বিকিরিদ্র' (বেদদীপ°)

বিকীরণ (পুং) অর্কবৃক্ষ, রক্তার্কবৃক্ষ। (ভাবপ্র°) (ক্লী) ২ বিক্ষেপণ।

বিকীর্ণ (ত্রি) বিকীর্য্যতে স্মেতি বি-কৄ-ক্ত। বিক্ষিপ্ত, চলিত ছড়ান।

"অথ সা পুনরেব বিহ্বলা বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী।
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা সমদুঃখামিব কুর্ব্বতী স্থলীম্॥"
(কুমারসম্ভব ৪ স°)

বিকীর্ণক (ক্লী) বিকীর্ণ-কন্। ১ গ্রন্থিপর্ণভেদ। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ২ বিক্ষিপ্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। বিকীর্ণকা—গ্রন্থিপর্ণভেদ।

বিকীর্ণফলক (পুং) রক্তার্কবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বিকীর্ণরোমন্ (ক্লী) বিকীর্ণানি রোমাণ্যস্মিন্নিতি। স্থৌনেয়ক, চলিত গাঁঠিয়ালা। (রাজনি°)

বিকীর্ণসংজ্ঞ (ক্লী) বিকীর্ণমিতি সংজ্ঞা যস্য। স্থৌনেয়। (রাজনি°)

বিকুক্ষি (পুং) ইক্ষ্বাকুরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র। (ত্রি) ২ কুক্ষিহীন।

বিকুক্ষিক (ত্রি) কুক্ষিহীন।

বিকুজ (ত্রি) কুজ ভিন্ন, মঙ্গলবার ভিন্ন।

"পাপৈরুপচয়সংস্থৈর্গ্র্ববমৃদুহরিতিষ্যবায়ুদেবেষু।
বিকুজে দিনেঽনুকূলে দেবানাং স্থাপনং শস্তম্॥"
(বৃহৎসংহিতা ৬০। ২১)

বিকুজরবীন্দু (ত্রি) কুজ, রবি ও ইন্দুভিন্ন; মঙ্গল, রবি ও চন্দ্র ভিন্ন বার।

বিকুণ্ঠ (ত্রি) ১ কুণ্ঠারহিত। ২ অকুণ্ঠ। (পুং) ৩ বৈকুণ্ঠ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ বিষ্ণুমাতা।

বিকুণ্ঠন (পুং ক্লী) ১ কুণ্ঠারাহিত্য। দৌর্ব্বল্য।

বিকুণ্ডল (ত্রি) ১ কুণ্ডলরহিত।

বিকুৎসা (স্ত্রী) বিশেষরূপে নিন্দা।

বিকুষ্মাণ্ড (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত অপদেবতাভেদ।

বিকুর্ব্বণ (ক্লী) বিস্ময়জনক ব্যাপার।

বিকুর্ব্বাণ (ত্রি) বি কুরুতে ইতি বি-কৃ শানচ্। ১ হর্ষমাণ। (অমর) ২ বিকৃতিপ্রাপ্ত।

"আকাশস্তু বিকুর্ব্বাণঃ স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জহ।
বলবানভবদ্বায়ুস্তস্য স্পর্শো গুণোমতঃ॥" (সাংখ্যদ° ১।৬২)

বিকুর্ব্বিত (ত্রি) পালি বিকুব্বণম্। বিস্ময়জনক ব্যাপার, অভাবনীয় ঘটনা।

বিকুস্র (পুং) বিকসতীতি বি-কস-রক্। (বৌ রুসেঃ। উণ্ ২।১৫।) উপধায়া উত্বঞ্চ। চন্দ্র। (উণাদিকোষ)

বিকূজ (পুং) ১ পেটের ডাক। ২ মৌমাছির গুন্ গুন্ শব্দ।

বিকূজন (ক্লী) বিশেষরূপে কূজন। ডাক, গুন্ গুন্ ধ্বনি।

বিকূণন (ক্লী) পার্শ্বদৃষ্টি, আড়চাহনি।

বিকূণিকা (স্ত্রী) বি-কূণ-অচ্ স্বার্থে ক, অত ইত্বঃ। নাসিকা।

বিকূবর (ত্রি) মনোরম, সুন্দর।

বিকৃত (ত্রি) বি-কৃ-ক্ত। ১ বীভৎস। ২ রোগযুক্ত। ৩ অসংস্কৃত। (মেদিনী) ৪ অঙ্গবিহীন।

"বালাশ্চ ন প্রমীয়ন্তে বিকৃতং ন চ জায়তে। (মনু ৯।২৪৭)
৫ অপ্রকৃতিস্থ।
"অথর্ষ্যশৃঙ্গং বিকৃতং সমীক্ষ্য পুনঃপুনঃ পীড্য চ কায়মস্য।"
(মহাভারত ৩।১১১।১৮) ৬ মায়াবী।
"লক্ষ্মণঃ প্রথমং শ্রুত্বা কোকিলামঞ্জুবাদিনীঃ।
শিবাঘোরস্বনাং পশ্চাৎ বুবুধে বিকৃতেতি তাম্॥"(রঘু ১২।৩৯)

(ক্লী) ৭ বিকার। বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও যাহা লজ্জা, মান ও ঈর্ষাদিপ্রযুক্ত বলা যায় না, অথচ তাহা চেষ্টা দ্বারা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, পণ্ডিতগণের মতে ইহারই নাম বিকৃত।

"হ্রীমানের্ষ্যাদিভির্যত্র নোচ্যতে স্বং বিবক্ষিতং।
ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্ব্বুধাঃ॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

৮ প্রভবাদি ষষ্টিসংবৎসরের অন্তর্গত চতুর্ব্বিংশ বর্ষ। ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে, বিকৃত বৎসরের প্রজাসকল প্রপীড়িত হয়, ব্যাধি ও শোক জন্মে, এবং পাপবাহুল্যে শির, অক্ষি ও বক্ষের পীড়া হয়।

"সর্ব্বাঃপ্রজাঃ প্রপীড্যন্তে ব্যাধিঃ শোকশ্চ জায়তে।
শিরোবক্ষোঽক্ষিরোগাশ্চ পাপাদ্ধি বিকৃতে জনাঃ॥"

৯ সাহিত্যদর্পণোক্ত নায়িকালঙ্কার বিশেষ। লক্ষণ—
"বক্তব্যকালেঽপ্যবচো ব্রীড়য়া বিকৃতং মতম্।"
(সাহিত্যদ° ৩।১৪৬)

বক্তব্য কালে যেখানে লজ্জায় বলিতে না পারিলে, মুখ বিকৃত হয়, সেইস্থলে এই অলঙ্কার হইবে।

বিকৃতিত্ব (ক্লী) বিকৃতস্য ভাবঃ ত্ব। বিকৃতের ভাব বা ধর্ম্ম, বিকার।

"ব্রহ্ম বিকৃতত্বেন ভাষতে" (বালবোধ ১৮)
ব্রহ্ম বিকৃতরূপে অবভাষিত হন।

বিকৃতদংষ্ট্র (পুং) বিদ্যাধরবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৭৭।৭৯) (ত্রি) ২ বিকৃতদংষ্ট্রাযুক্ত।

বিকৃতি (স্ত্রী) বি-কৃ-ক্তিন্। ১ বিকার। ২ রোগ। ৩ ডিম্ব। ৪ মদ্যাদি। ৫ সাংখ্যোক্ত বিকৃতি।

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যা প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"
(সাংখ্যকারিকা ৩)

সাংখ্যদর্শনে লিখিত আছে যে, মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি, অর্থাৎ কাহার বিকার নহে উহা স্বরূপাবস্থায়ই অবস্থিত থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নামই প্রকৃতি। মহদাদি সাতটী অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্র) এই সাতটী প্রকৃতিবিকৃতি। যখন প্রকৃতি জগৎ-রূপে পরিণতা হন, তখন প্রথমে প্রকৃতির এই ৭টী বিকার হইয়া থাকে, মূলপ্রকৃতি হইতেই এই ৭টী বিকার হয় বলিয়া ইহাদিগকে প্রকৃতিবিকৃতি কহে। আর ১৬টী কেবল বিকৃতি অর্থাৎ বিকার। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ১৬টী কেবল বিকার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ১৬টী প্রকৃতিবিকৃতি অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হওয়ায় ইহাদিগকে কেবল বিকৃতি কহে। পুরুষ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে, প্রকৃতি ও বিকৃতি হইতে পুরুষ স্বতন্ত্র। সাংখ্যমতে প্রকৃতির দুই রকম পরিণাম হইয়া থাকে, স্বরূপপরিণাম ও বিরূপপরিণাম। স্বরূপ পরিণামে প্রলয়াবস্থা ও বিরূপ পরিণামে জগদবস্থা। একটু বিশদরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাগতিক তত্ত্ব সকলকে চারিশ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। কোন তত্ত্ব কেবলই প্রকৃতি, অর্থাৎ কাহারও বিকৃতি নহে। কোন কোন তত্ত্ব প্রকৃতি-বিকৃতি অর্থাৎ উভয়াত্মক, তাহাতে প্রকৃতিধর্ম্মও আছে এবং বিকৃতিধর্ম্মও আছে, সুতরাং তাহারা প্রকৃতি-বিকৃতি। কোন কোন তত্ত্ব কেবল বিকৃতি, অর্থাৎ কোন তত্ত্বের প্রকৃতি নহে, আবার কোন তত্ত্ব অনুভয়াত্মক প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে। এই চারিশ্রেণী ভিন্ন আর কোনরূপ তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রকৃতি শব্দের অর্থ—উপাদানকারণ, বিকৃতি শব্দের অর্থ কার্য্য, এই জগতের যে উপাদানকারণ, তাহার নাম প্রকৃতি, এই প্রকৃতিরূপ উপাদানকারণ হইতে জগৎরূপ যে কার্য্য হইয়াছে, ইহাই বিকৃতি বা বিকার।

মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার অপর নাম প্রধান, কোন কারণ হইতে তাহার উৎপত্তি সম্ভবে না। কেননা মূলপ্রকৃতি কোন কারণ জন্য হইলে সেই কারণের উৎপত্তির প্রতিও কারণান্তরের অপেক্ষা করে, আবার তাহার উৎপত্তির জন্য অন্য কারণের আবশ্যক হয়, এইরূপে উত্তরোত্তর কারণের কারণ তস্য কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে অনবস্থা দোষ হইয়া পড়ে। অতএব মূলকারণ অর্থাৎ প্রকৃতি অন্য কোন পদার্থ হইতে উৎপন্ন বস্তু নহে, উহা যে স্বতঃসিদ্ধ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব সিদ্ধ হইল যে, মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি, উহা কাহারও বিকৃতি নহে।

মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটী তত্ত্ব প্রকৃতি-বিকৃতি অর্থাৎ উহারা প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে। কোন তত্ত্বের প্রকৃতি এবং কোন তত্ত্বের বিকৃতি। মহত্তত্ত্ব মূলপ্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, সুতরাং উহা মূলপ্রকৃতির বিকৃতি এবং মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া উহা অহঙ্কারতত্ত্বের প্রকৃতি। উক্তরূপে অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বের বিকৃতি; আর তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া উহাকে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি বলা যায়। পঞ্চ-তন্মাত্রও উক্তরূপে অহঙ্কারতত্ত্বের বিকৃতি এবং তাহা হইতে উৎপন্ন পঞ্চমহাভূতের প্রকৃতি। পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় কোনও তত্ত্বান্তরের উপাদানকারণ বা আরম্ভক হয় না। এজন্য উহারা কেবল মাত্র বিকৃতি, কাহারও প্রকৃতি নহে।

পুরুষ অনুভয়াত্মক, অর্থাৎ কাহার প্রকৃতিও (কারণ) নহে, বিকৃতিও (কার্য্য) নহে। পুরুষ কূটস্থ, অর্থাৎ জন্যধর্ম্মের অনাশ্রয়, অবিকারী ও অসঙ্গ। এজন্য পুরুষ কাহার কারণ হইতে পারে না। পুরুষ নিত্য, তাহার উৎপত্তি নাই, সুতরাং কার্য্যও হইতে পারে না। অতএব পুরুষ অনুভয়াত্মক।

"মূলপ্রকৃতি বিকৃত হইয়া জগদ্রূপে পরিণতা হইয়াছেন" ইহাতে বাদীদিগের মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। পরিণামবাদী সাংখ্যাচার্য্যগণের এই উক্তি বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিক আচার্য্যগণ স্বীকার করেন না, তাঁহারা প্রকৃতির বিকৃতিতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এই পরিণামবাদ স্বীকার না করিয়া বলেন যে উহা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত মাত্র। বিবর্ত্ত ও বিকারের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥" (বেদান্তদর্শন)

কোন বস্তুর সত্তার সহিত তাহার যে অন্যথাপ্রথা (অন্যরূপ জ্ঞান) তাহাই বিকার, আর, কোন বস্তুতে (বিকৃত বা আরোপিত দ্রব্যে যথা সর্পে) প্রকৃতির (রজ্জুর) সত্তা না থাকা বোধে তাহার (আরোপিত দ্রব্যের বা সর্পের) যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরিণামবাদীদিগের

মতে কারণই বিকৃত বা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত হইয়া কার্য্যাকারে পরিণত হয়। সুতরাং কার্য্যরূপ বস্তু আছে, কার্য্যজ্ঞান নির্ব্বস্তুক নহে।

বিবর্ত্তবাদীদিগের মতে কারণ অবিকৃতই থাকে, অথচ তাহাতে বস্তুগত্যা কার্য্য না থাকিলেও কার্য্যের প্রতীতি হয় মাত্র। দুগ্ধের দধিভাবাপত্তি প্রভৃতি পরিণামবাদের দৃষ্টান্ত এবং রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি প্রভৃতি বিবর্ত্তবাদের দৃষ্টান্ত। বৈদান্তিকেরা বিবেচনা করেন যে, যেমন সর্প না থাকিলেও রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হইতেছে, সেইরূপ প্রপঞ্চ বা জগৎ না থাকিলেও ব্রহ্মে প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতেছে। রজ্জুতে সর্পপ্রতীতির কারণ যেমন ইন্দ্রিয়দোষ, সেইরূপ ব্রহ্মে প্রপঞ্চপ্রতীতির কারণ অনাদি অবিদ্যারূপ দোষ। রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্প যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত, ব্রহ্মে প্রতীয়মান প্রপঞ্চও সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র। প্রকৃত পক্ষে প্রপঞ্চ নামে কোন বস্তু নাই। রজ্জুসর্পের ন্যায় প্রপঞ্চও প্রতীয়মান মাত্র।

সাংখ্যাচার্য্যেরা ইহাতে বলেন যে, রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি হইবার পর নৈপুণ্যসহকারে প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার করিলে ইহা সর্প নহে, ইহা রজ্জু, এইরূপ বাধজ্ঞান উপস্থিত হয়। সুতরাং রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি যে ভ্রমাত্মক তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু প্রপঞ্চ সম্বন্ধে ঐ রূপ বাধজ্ঞান কখনই হয় না। অতএব প্রপঞ্চপ্রতীতি ভ্রমাত্মক ইহা বলা যাইতে পারে না। এই যুক্তি অনুসারে সাংখ্যাচার্য্যেরা বিবর্ত্তবাদে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক পরিণামবাদের (বিকারবাদ) পক্ষপাতী হইয়াছেন। মনোযোগ করিলে বুঝা যায় যে, পরিণামবাদে কারণ, কার্য্য হইতে ভিন্ন নহে, কারণের অবস্থান্তর মাত্র। দুগ্ধ দধিরূপে, সুবর্ণ কুণ্ডলরূপে, মৃত্তিকা ঘটরূপে এবং তন্তু পটরূপে পরিণত হয়। অতএব দধি, কুণ্ডল, ঘট ও পট যথাক্রমে দুগ্ধ, সুবর্ণ, মৃত্তিকা ও তন্তু হইতে বস্তুগত্যা ভিন্ন নহে।

অতএব প্রতীতি হইতেছে যে, জগৎ প্রকৃতির বিকার বা কার্য্য। বিকার বা কার্য্যরূপ জগৎ সুখদুঃখমোহাত্মক, সুতরাং তাহার কারণও যে সুখদুঃখমোহাত্মক হইবে, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। (সাংখ্যদর্শন)

[বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি, পরিণামবাদ ও বেদান্তদর্শন দেখ।]

বিকৃতিমৎ (ত্রি) বিকৃতি অস্ত্যর্থে মতুপ্। বিকৃতিবিশিষ্ট, বিকারযুক্ত, অন্যথাপ্রকার।

"সত্ত্বানামপি লক্ষ্যেত বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।" (শকুন্তলা)

বিকৃতোদর (ত্রি) বিকৃত উদরবিশিষ্ট।

(পুং) ২ রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ ৩।২৯।৩১)

বিকৃষিত (ত্রি) ১ বিশেষরূপে কর্ষিত। ২ আকৃষ্ট।

বিকৃষ্ট (ত্রি) বিশেষেণ কৃষ্টঃ বি কৃষ-ক্ত। আকৃষ্ট।

বিকৃষ্টকাল (পুং) বিকৃষ্টঃ কালঃ। চিরকাল।

"বিকৃষ্টকালৈর্বা বেগৈর্ম্মন্দৈঃ সম্ভবিবর্ত্ততে॥
বিকৃষ্টকালৈঃ চিরেণ" (ভাবপ্রকাশ)

বিকেতু (ত্রি) বিশেষ উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত।

বিকেশ (ত্রি) বিগতঃ কেশো যস্য। কেশবর্জ্জিত, কেশরহিত।

বিকেশিকা (স্ত্রী) বর্ত্তী, পলিতা। (সুশ্রুত)

বিকেশী (স্ত্রী) বিগতঃ কেশো যস্যাঃ ঙীষ্। ১ কেশবর্জ্জিতা। ২ পটবর্ত্তি। (ধরণি) ৩ মহীরূপ শিবের পত্নী।

"সূর্য্যোজলং মহী বহ্নির্বায়ুরাকাশমেব চ।
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেতাস্তনবঃ ক্রমাৎ।
সুবর্চ্চলা তথৈবোষা বিকেশী চাপরা শিবা।
স্বাহা দিশস্তথা দীক্ষা রোহিণী চ যথাক্রমম্॥"
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ রুদ্রসর্গ)

বিকোক (পুং) বৃকাসুরের পুত্র। কল্কিপুরাণে লিখিত আছে যে, বৃকাসুরের কোক ও বিকোক নামে দুই পুত্র হয়, ভগবান্ কল্কি অবতার হইয়া এই দুই অসুরকে বধ করেন।
(কল্কিপুরাণ ২১ অ°)

বিকোথ (পুং) ১ চক্ষুর পীড়া। [কোথ দেখ] (ত্রি) ২ পীড়িত।

বিকোশ (ত্রি) বিকোষ।

বিকোষ (ত্রি) বিগতঃ কোষো যস্য। ১ কোষরহিত, কোষ হইতে নিষ্কাশিত, খাপ হইতে বাহির করা, নিষ্কোষ।

"পরিধাবন্নথ নল ইতশ্চেতশ্চ ভারত।
অসসাদ সভোদ্দেশে বিকোষং খড়্গমুত্তমম্॥"
(ভারত ৩।৬২।১৮)

২ আচ্ছাদনরহিত।

"গুরুভার্য্যাগামী বিকোষমেহনত্বমিতি" (কুল্লূক ১১।৪৯)

বিক্ক (পুং) বিক্ ইতি কায়তি শব্দায়তে কৈ-ক। করিশাবক।

বিক্রম (পুং) বি-ক্রম-ঘঞ্। ১ শৌর্য্যাতিশয়, পর্য্যায় অতিশক্তিতা, (অমর) শৌর্য্য, বীরত্ব, পরাক্রম, সামর্থ্য, শক্তি, সাহস। বিশেষেণ ক্রামতীতি বি-ক্রম-অচ্। ২ বিষ্ণু।

"ঈশ্বরো বিক্রমী ধন্বী মেধাবী বিক্রমঃ ক্রমঃ।"
(বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্র)

৩ ক্রান্তিমাত্র। (মেদিনী) ৪ পাদবিক্ষেপ। (রামা° ১।১।১০) ৫ বিক্রমাদিত্য রাজা।

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-
বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥" (নবরত্নকোষ)

৬ চরণ। ৭ শক্তি। (রাজনি॰) ৮ স্থিতি।

"সংপ্লবঃ সর্ব্বভূতানাং বিক্রমঃ প্রতিসংক্রমঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তস্ত কাম্যানাং ত্রিবর্গস্ত চ যো বিধিঃ॥"
(ভাগবত ২।৮।২০)

'বিক্রমঃ স্থিতিঃ প্রতিসংক্রমঃ মহাপ্রলয়ঃ' (স্বামী) ৯ প্রভবাদি ষষ্টি সংবৎসরের অন্তর্গত চতুর্দ্দশ বর্ষ। এই বৎসরে সকল প্রকার শস্য উৎপন্ন এবং পৃথিবী উপদ্রবশূন্য হয়। কিন্তু লবণ, মধু ও গব্যদ্রব্য মহার্ঘ্য হইয়া থাকে।

"জায়ন্তে সর্ব্বশস্যানি মেদিনী নিরুপদ্রবা।
লবণং মধু গব্যঞ্চ মহার্ঘ্যং বিক্রমে প্রিয়ে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

১০ স্বনামখ্যাত কবিবিশেষ। ইনি নেমিদূত নামে একখানি খণ্ডকাব্য প্রণয়ন করেন। নেমিদূতে এই কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"তদ্দ্ব্যথাথ প্রচরকবিতুঃ কালিদাসস্য কাব্যা-
দন্ত্যং পাদং সুপদরচিতান্মেঘদূতাদ্গৃহীত্বা।
শ্রীমন্নেমেশ্চরিতবিশদং সাঙ্গণস্যাঙ্গজন্মা
চক্রে কাব্যং বুধজনমনঃপ্রীতয়ে বিক্রমাখ্যঃ॥" (নেমিদূত)

১১ বৎসপ্রপুত্র। (মার্কণ্ডেয়পু॰ ১১৭।১) ১২ পক্ষীর গতি। ১৩ চলন। ১৪ আক্রমণ।

বিক্রম, ১ নামরূপে প্রবাহিত নদীভেদ। (ভ॰ ব্রহ্মখ॰ ১৬।৬৩)
২ আসামের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। (১৬।৪০)
৩ পূর্ব্ববঙ্গের একটী প্রাচীন গ্রাম। (১৯।৫৩)
৪ কুশদ্বীপের অন্তর্গত পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু॰ ৫৩।৭)

বিক্রমকেশরিন্ (পুং) ১ পাটলিপুত্রের একজন রাজা। ২ চণ্ডীমঙ্গলবর্ণিত উজ্জয়িনীর একজন রাজা। ৩ মৃগাঙ্কদত্তরাজের মন্ত্রী। (কথাসরিৎ)

বিক্রমকেশরীরস, জরাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ,—জারিত তাম্র ১ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, কজ্জলী ২ তোলা, এবং কাঠবিষ ১ তোলা এই কয়েক দ্রব্য লইয়া প্রথমতঃ তাম্র ও রৌপ্য উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে, পরে তাহাতে কজ্জলী ও বিষ মিশাইয়া লেবুর মূলের ছালের রস দ্বারা ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

বিক্রমচণ্ড (পুং) [বিক্রমপুর দেখ।]

বিক্রমচরিত (ক্লী) বিক্রমাদিত্যের চরিতবিষয়ক গ্রন্থভেদ।

বিক্রমচাঁদ, কুমাওনের একজন রাজা, হরিচাঁদের পুত্র, প্রায় ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

বিক্রমচোল, একজন মহাপরাক্রান্ত চোল রাজা। রাজরাজদেবের পুত্র। নানা তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে এবং 'বিক্রমচোড়ন্ উলা' নামক তামিল গ্রন্থে এই চোল নৃপালের পরিচয় পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে ইনি চের, পাণ্ড্য মালব, সিংহল ও কোঙ্কণপতিকে পরাজয় করিয়াছিলেন। পল্লবরাজ তোণ্ডৈমান, শেঙ্গিপতি কাড়বন্, মুড়ম্বাড়ীর অধিপ বল্লভ, অনন্তপাল, বৎসরাজ, বাণরাজ, ত্রিগর্ত্তরাজ, চেদিপতি ও কলিঙ্গপতি তাঁহার মহাসামন্ত বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর নাম কন্নন্ বা কৃষ্ণ। এই নৃপতি ১১১২ হইতে ১১২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চোলরাজ্য শাসন করেন। ইনি শৈব ছিলেন। ২ আর একজন চোল নৃপতি, বিক্রমরুদ্র নামেও পরিচিত। ইহার পিতার নাম রাজপরেশু। ইনি ১০৫০ শকে কোনমণ্ডল শাসন করিতেন। ৩ পূর্ব্বচালুক্যবংশীয় একজন রাজা।

বিক্রমণ (ক্লী) বি-ক্রম-ল্যুট্। বিক্ষেপ, পাদবিন্যাস।

"বিষ্ণোর্বিক্রমণমসি" (শুক্লযজুঃ ১০।১৯) 'বিষ্ণোর্ব্যাপনশীলস্য যজ্ঞপুরুষস্য বিক্রমণং প্রথমপাদবিক্ষেপণজিতো ভূলোকোঽসি' (বেদদীপ॰)

বিক্রমতুঙ্গ (পুং) পাটলিপুত্রের জনৈক নৃপতি। (কথাসরিৎ)

বিক্রমদেব (পুং) চন্দ্রগুপ্তের নামান্তর।

বিক্রমপট্টন (ক্লী) বিক্রমস্য পট্টনং। উজ্জয়িনী নগরী।

বিক্রমপতি (পুং) বিক্রমাদিত্য।

বিক্রমপাণ্ড্য, পাণ্ড্যবংশীয় একজন রাজা। মদুরায় ইহার রাজধানী ছিল। বীরপাণ্ড্য নিহত হইতে কুলোত্তুঙ্গ চোলের সাহায্যে ইনি মদুরার সিংহাসনে (খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগে) অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

বিক্রমপুর (ক্লী) বিক্রমস্য পুরং। বিক্রমপুরী, উজ্জয়িনী।

বিক্রমপুর—পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকাজেলার অন্তর্গত একটী বিস্তৃত পরগণা। ঢাকা সহর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে এই পরগণা আরম্ভ। ইহার পূর্ব্বে ইছামতী ও মেঘনা, পশ্চিমে গঙ্গা, উত্তরে জালালপুর পরগণা এবং দক্ষিণে কীর্ত্তিনাশা নদী। ঢাকাজেলার মধ্যে এই পরগণাই অতি উর্ব্বরা ও শস্যশালী। এখানে প্রভূতপরিমাণে ধান্য, ইক্ষু, কার্পাস, পান, সুপারি, নেবু, নানাপ্রকার শাকসবজী ও বহুবিধ ফল জন্মে।

পরগণার পূর্ব্বাংশে ভিটি বা ডাঙ্গাজমি, এই অংশে বিস্তর উদ্যান, মধ্যে মধ্যে সরোবর ও অল্পপরিসর বিলাদি দৃষ্ট হয়। পশ্চিমাংশ নাবাল, এই স্থান ৬ ক্রোশ ব্যাপিয়া নলখাগড়ার বনে পরিপূর্ণ ও সকল সময়ে জলমগ্ন থাকে।

ঢাকাজেলার মধ্যে বিক্রমপুর পরগণাতেই সর্ব্বাপেক্ষা ঘনবসতি ও লোকসংখ্যা অধিক, অধিকাংশই হিন্দু, হিন্দুর মধ্যে আবার ব্রাহ্মণই বেশী।

দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—

"ঢক্কেশ্বরী পূর্ব্বভাগে যোজনদ্বয়ব্যত্যয়ে।
ইছামতী নদীপার্শ্বে স্বর্ণগ্রামো বিরাজতে ॥
দিলপুরোত্তরে ভাগে ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে।
বৃদ্ধগঙ্গা দক্ষিণে চ পূর্ব্বে পদ্মানদীবরাৎ ॥
বিক্রমভূপবাসত্বাৎ বিক্রমপুরমতো বিদুঃ।
অর্দ্ধোদয়স্য যোগে চ অভূৎ কল্পতরুর্নৃপঃ ॥
ইছামতীনদীতীরে স্বর্ণমানঞ্চকার হ।
দরিদ্রেভ্যো দ্বিজেভ্যশ্চ দত্তবান্ বহুলং ধনম্ ॥
বিদ্বজ্জনানাং বাসশ্চ বিক্রমপুর্য্যাঞ্চ ভূরিশঃ।
পরতালভূমিপস্য তোষিস্থলং বিদুর্বুধাঃ ॥

(বঙ্গালপরতালবর্ণনে ৮৮ ৯২)

ঢক্কেশ্বরীর পূর্ব্বে দুই যোজন দূরে ও ইছামতী নদীর ধারে সুবর্ণগ্রাম অবস্থিত। ইদিলপুরের উত্তরে, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে, বুড়িগঙ্গার দক্ষিণে এবং পদ্মানদীর পূর্ব্বে বিক্রমপুর। বিক্রম নামক রাজার বাস হেতু এই স্থান বিক্রমপুর নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বকালে অর্দ্ধোদয় যোগের সময় রাজা কল্পতরু হইয়া ইছামতী নদীতীরে স্বর্ণমান করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে তিনি দীন দরিদ্র ও ব্রাহ্মণদিগকে বহুধন দান করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরে বহুতর বিদ্বানের বাস। এস্থান পরতালরাজের প্রমোদস্থান বলিয়া খ্যাত।

বিক্রমপুর অতি প্রাচীন স্থান। প্রবাদ এইরূপ, উজ্জয়িনী-পতি সুপ্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে আসিয়া নিজ নামে একটী নগর পত্তন করিয়া যান, তাহাই আদি বিক্রমপুর। কিন্তু বিক্রমাদিত্য নামক অপর কোন নৃপতি কর্ত্তৃক বিক্রমপুর প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক উজ্জয়িনীপতির সহিত এই পূর্ব্ব-বঙ্গীয় বিক্রমপুরের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে করি না। অবশ্য বিক্রমপুর নামটী প্রাচীন, পালবংশের সময়ে বিক্রমপুর একটী অতি প্রসিদ্ধ জনপদ বলিয়াই গণ্য ছিল। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ, শিলালিপি বা তাম্রশাসনে বিক্রমপুরের উল্লেখ নাই। পালাধিকারকালে বিক্রমপুরনগরে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধতান্ত্রিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ জন্মগ্রহণ করেন। কেহ রামপাল ও কেহ সাভারকে সেই প্রাচীন স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু প্রথম স্থানটী বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত হই-লেও সেই আদি বিক্রমপুর নগর ঠিক কোন্‌টা, তাহা নিঃসন্দেহে কেহ দেখাইতে পারেন না।

ইছামতী নদী হইতে তিন মাইল দূরে ও ফিরিঙ্গীবাজারের পশ্চিমে সুপ্রাচীন রামপালের ধ্বংসাবশেষ। পালবংশ ব্যতীত এখানে হরিবর্ম্মদেব, শ্যামলবর্ম্মা, রাজা বল্লাল প্রভৃতি বহু নৃপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। পাল ও সেনবংশীয়গণের অধিকারকালে সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ বিক্রম-পুরের অন্তর্গত ছিল। সেনবংশীয় মহারাজ দনৌজামাধবের সময় বিক্রমপুরের প্রাচীন রাজধানী চন্দ্রদ্বীপে স্থানান্তরিত হয়। এসময়েও চন্দ্রদ্বীপের দক্ষিণসীমায় প্রবাহিত সমুদ্র পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল।

রামপালের বল্লালবাড়ীর বিশাল ধ্বংসাবশেষ প্রায় তিন হাজার বর্গফিট স্থান ব্যাপিয়া পড়িয়া আছে। পূর্ব্বতন রাজপ্রাসাদের কিছুই নাই, কেবল উচ্চ ঢিপি, এবং তাহার পার্শ্বে প্রায় ২০০ ফিট বিস্তৃত গড়খাই ও তাহার উপর দিয়া যাতায়াতের বন্দ বা রাস্তা আছে। এই বিধ্বস্ত বল্লালবাড়ীর মধ্যে কোন গৃহাদির নিদর্শন না থাকিলেও, ইহার চারিদিকেই বহুদূর ব্যাপিয়া ইষ্টক-স্তূপ ও প্রাচীরের ভিত্তি দেখা যায়। এখানকার প্রাচীন ইষ্টকরাশি লইয়া নিকটবর্ত্তী অনেক লোকের গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে।

বল্লালবাড়ীর নিকটেই 'অগ্নিকুণ্ড' নামে বৃহৎ কুণ্ড আছে। প্রবাদ;—পূর্ব্বে রাজা বল্লালের আত্মীয়স্বজন ও পরে নিজে এখানেই দেহ বিসর্জ্জন করেন।

বল্লালবাড়ীর মধ্যে 'মিঠাপুকুর' নামে একটী সরোবর আছে। শুনা যায়, এই সরোবরেই রাজা বল্লাল ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনের দেহাবশেষ রক্ষিত হয়।

বল্লালবাড়ী হইতে একক্রোশ মধ্যে বাবা আদমপীরের দরগা ও মসজিদ্। প্রবাদ এইরূপ, রাজা বল্লালের সহিত এই পীরের যুদ্ধ হইয়াছিল। বল্লালের মৃত্যুর পর এই পীরই প্রথম মুসলমান কাজিরূপে বল্লালবাড়ী শাসন করিতে থাকেন। বল্লালবাড়ীর "মিঠাপুকুর", স্থানীয় হিন্দুগণের নিকট যেমন পবিত্র বলিয়া গণ্য, বাবা আদমের দরগাও সেইরূপ স্থানীয় মুসলমান-দিগের শ্রদ্ধাভক্তির জিনিষ। [রামপাল দেখ]

রামপাল ব্যতীত এই পরগণায় কেদারপুর নামক স্থানে দ্বাদশভৌমিকের অন্যতম চাঁদরায় ও কেদাররায়ের সুবৃহৎ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এবং গঙ্গা ও মেঘনার সঙ্গমের নিকট রাজবাড়ীর মঠ দেখিবার জিনিষ।

ফিরিঙ্গীবাজার ইছামতীর ধারে। নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গী আরাকান-রাজকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোগলসেনানী হোসেনবেগের পক্ষা-বলম্বন করিয়া এখানে আসিয়া বাস করে, তাহা হইতে এই স্থান ফিরিঙ্গীবাজার নামে খ্যাত হয়। এক সময়ে এখানে সহর ও বহু ইষ্টকালয় ছিল, এখন ইহা সামান্য গ্রামে পরিণত।

ফিরিঙ্গীবাজারের প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণে, ইছামতীর ধারে ইদ্রাকপুর নামে আর একটী প্রাচীন স্থান আছে, এখানে মীরজুমলা একটী চতুরস্র দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। সেই প্রাচীন

দুর্গের ভগ্নাবশেষ, কতকগুলি ইষ্টকালয় ও ঘাট রহিয়াছে। পূর্ব্বে মোগল আমলে এখানকার ঘাটে শুল্ক আদায় হইত। আশ্বিনমাসে এখানে একপক্ষব্যাপী বারুণী মেলা হয়, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থান হইতে বহু যাত্রী আসিয়া থাকে। এই মেলায় পূর্ব্ববঙ্গীয় সকল প্রকার দ্রব্যজাতের কেনাবেচা হইয়া থাকে।

বিক্রমবাহু (পুং) সিংহলের একজন রাজা।

বিক্রমরাজ (পুং) বিক্রমাদিত্য রাজা।

বিক্রমশীল (বিক্রমশিলা) পালরাজগণের সময়ে মগধের অন্যতর রাজধানী। বর্ত্তমান নাম শিলাও। বর্ত্তমান বেহার উপবিভাগের মধ্যে, বেহার মহকুমা হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ দূরে রাজগৃহ যাইবার পথে অবস্থিত। বৌদ্ধপালরাজগণের সময়ে এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী, বহুতর মঠ ও সঙ্ঘারাম সুশোভিত ছিল, এখন তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন নাই। দুই একটী প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্ত্তি সেই ক্ষীণ স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। এখানকার খাজা এখনও বেহারের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

ধর্ম্মপালের বংশে বিক্রমশীল নামে বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহারই নামানুসারে বিক্রমশীল রাজধানীর নামকরণ হইয়া থাকিবে। এই বিক্রমশীলের পুত্র যুবরাজ হারবর্ষের আশ্রয়ে প্রসিদ্ধ কবি গৌড়াভিনন্দ রামচরিত প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন।

বিক্রমসাহি, গোয়ালিয়ারের তোমরবংশীয় একজন রাজা, মানসাহির পুত্র। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

[গোয়ালিয়ার দেখ]

বিক্রমসিন্দ, সিন্দবংশীয় যেলবুর্গের একজন সামন্ত নৃপতি। ২য় চামুণ্ডরাজের পুত্র। ১১০২ শকে ইনি কলচুরিপতি সঙ্গমের অধীনে কিসুকাড় প্রদেশ শাসন করিতেন।

বিক্রমসিংহ একজন পরাক্রান্ত কচ্ছপঘাত বংশীয় রাজা, বিজয় পালের পুত্র। অদ্বিতীয় জৈনপণ্ডিত শান্তিষেণের পুত্র বিজয় কীর্ত্তি ইঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। দুবকুণ্ড হইতে ১১৪৫ সংবতে উৎকীর্ণ ইঁহার শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

বিক্রমসিংহ, বপ্পরাও বংশীয় মেবারের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। সমরসিংহের পূর্ব্বপুরুষ। [সমরসিংহ দেখ।]

বিক্রমাদিত্য (পং) মোদক বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—প্রথমে ২০ টী গুন্দফল ঘৃতে পাক করিতে হইবে, পরে ঐ ফল তুলিয়া উহাতে বিংশতিপল খণ্ড মিশ্রিত করিবে, পরে তালমূলী, তুরঙ্গী, শুণ্ঠী প্রতি ৪ তোলা, জাতীফল, কক্কোল, লবঙ্গ প্রতি ২ তোলা, মালতী, কুলিঞ্জ, কবাব, করভত্বক্, প্রত্যেক ১ তোলা এবং লৌহ ১৬ তোলা, একত্র করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন এই মোদকের ১ তোলা ও একটী ঘৃতপক্ব আমলকী ভোজন করিবে। এই মোদক সেবনে ধাতুক্ষীণ, অগ্নিমান্দ্য, সকল প্রকার নেত্ররোগ, কাস, শ্বাস, কামলা ও বিংশতি প্রকার প্রমেহ আশু বিনষ্ট হয়।*

বিক্রমাদিত্য (পুং) স্বনামপ্রসিদ্ধ নরপতি। বিক্রমার্ক নামেও খ্যাত। এই নামে বহু সংখ্যক নৃপতি বিভিন্ন সময়ে উদিত হইয়া রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন,—তন্মধ্যে সংবৎপ্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্যের কথাই প্রথমে বলিব। এই নৃপতি সম্বন্ধে প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে অনেক কাল্পনিক কথা লিখিয়া গিয়াছেন, প্রথমে তাঁহারই আলোচনা করিতেছি।

জনৈক কালিদাসের জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

শ্রীবিক্রমার্ক নৃপতি শ্রুতিস্মৃতিবিচারবিশারদ পণ্ডিত সমাকীর্ণ অশীত্যধিকশততম দেশসমন্বিত ভারতবর্ষের অন্তর্গত মালবদেশের রাজা। মহাবাগ্মী বররুচি, অংশুদত্তমণি, শঙ্কু, জিগীষাপরায়ণ ত্রিলোচনহরী, ঘটকর্পর এবং অমরসিংহ প্রমুখ সত্যপ্রিয় বরাহমিহির, শ্রুতসেন, বাদরায়ণ, মণিত্থ, কুমারসিংহ প্রভৃতি মহামহাপণ্ডিতগণ এবং এতদ্ভিন্ন ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ মহারাজ বিক্রমার্ক নৃপতির সভায় বিরাজিত ছিলেন। এই ১৬ জন বেদজ্ঞ সৎপণ্ডিত ব্যতিরেকে, মহারাজ আরও অষ্টশত নরপতি সমাবৃত হইয়া নিয়ত সভামণ্ডপে অবস্থিতি করিতেন। এতদধিক ১৬ জন জ্যোতির্বিদ্ গ্রহবিপ্র এবং ১৬ জন আয়ুর্ব্বেদবিশারদ চিকিৎসাকর্ম্মাভিজ্ঞ ভিষক্প্রবর সর্ব্বদা তৎসমীপে উপস্থিত থাকিতেন। ভট্ট (ভাট) ও ঢড্ডিন্ (ঢেঁড়াদার) গণও স্বীয় স্বীয় কার্য্য প্রতীক্ষায় সভাসন্নিধ্যে দণ্ডায়মান থাকিত। কোটিপরিমিত বীরপুরুষ এই বিপুল সভার পরিণাহ (পরিধি), অর্থাৎ কোটি পরিমিত যোদ্ধৃগণ এই বিরাট সভাকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিত।

এই দিগ্বিজয়ী রাজা বিক্রমার্কের কোন স্থানে যাত্রাকালে

* "ঘৃতে গুন্দফলং বিংশং পচেৎ সম্যগ্ ভিষগ্বরঃ।
উদ্ধার্য্য চ ক্ষিপেদেষাং খণ্ডক পলবিংশতিঃ।
তালমূলী তুরঙ্গী চ শুণ্ঠী চেতি পলার্দ্ধকম্।
জাতীফলক কক্কোলং লবঙ্গঞ্চেতি কার্ষিকম্।
মালতীক কুলিঞ্জঞ্চ কবাবং করভং ত্বচং।
এতেষাং কোলমাত্রাঞ্চ অয়সস্ত পলদ্বয়ম্।
পলৈকং মোদকং কৃত্বা একৈকং ভক্ষয়েৎ দিনে।
ধাতুক্ষীণোহগ্নিমান্দ্যঞ্চ বলানলকরং পরং।
নেত্ররোগেষু সর্ব্বেষু কাসশ্বাসে চ কামলে।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্যাদ্বিক্রমাদিত্যমোদকং।" (চিন্তামণি)

অষ্টাদশযোজন পর্য্যন্ত সৈন্ত সন্নিবেশ হইত, তন্মধ্যে তিন কোটি পদাতি, দশকোটিবাহিনী (হস্ত্যশ্বরথাধিগত সৈন্ত), চব্বিশ হাজার তিনশত হস্তী এবং চারি লক্ষ নৌকা নিয়ত ইহার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ত্তমান থাকিত। ইনি দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া পুনঃ-প্রত্যাগত হইলে লোকে ইহাঁকে অত্যুন্নত দ্রাবিড় বৃক্ষের একমাত্র পরশু, লাটাটবীর দাবাগ্নি, বলবঙ্গভুজঙ্গরাজের গরুড়, গৌড়-সমুদ্রের অগস্ত্য, গর্জ্জিত গুর্জ্জররাজকরীর হরি (সিংহ), ধারান্ধকারের অর্য্যমা (সূর্য্য), কাম্বোজাম্বুজের চন্দ্রমা বলিয়া জানিয়াছিল অর্থাৎ পরশু, দাবাগ্নি গরুড়, অগস্ত্য, সিংহ, সূর্য্য ও চন্দ্র ইহারা যেমন যথাক্রমে বৃক্ষ, বন, ভুজঙ্গ, সমুদ্র, হস্তী, অন্ধকার ও পদ্মের ধ্বংসের প্রতি নিয়ত কারণ হয় তিনিও তদ্রূপ দ্রাবিড়, লাট, বঙ্গ, গৌড়, গুর্জ্জর, ধারা নগরী ও কাম্বোজ, এই সকল দেশের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন।

এই ব্যাপারে রাজা বিক্রমার্কের মাত্র শৌর্য্যবীর্য্যগুণেরই বিকাশ পাইতেছে ; কিন্তু কেবল তাহা নহে, তিনি ইন্দ্রের ন্যায় অখণ্ডপ্রতাপগুণে, সমুদ্রের ন্যায় গাম্ভীর্য্যগুণে, কল্পতরুর ন্যায় দাতৃত্বগুণে, কামদেবের ন্যায় সৌন্দর্য্য গুণে, দেবগণের ন্যায় শিষ্টশান্ত গুণে এবং ভূপতিগণের দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন প্রভৃতি যাবতীয় গুণে ভূষিত ছিলেন। তাহার প্রধান নিদর্শন এই যে, তিনি অত্যুচ্চ অতি দুর্গম অসহ্য পর্ব্বত শিখরে অধিরোহণ পূর্ব্বক তত্রত্য অধিপতিগণকে বিজিত করিলে পর যদি তাঁহারা পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট অবনত মস্তক হইয়া অধীনতা স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে তত্তৎরাজ্য অনায়াসে তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতেন। এতদ্ভিন্ন মণি, মুক্তা, কাঞ্চন, গো, অশ্ব, গজ প্রভৃতির দান তাঁহার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল।

মহাপুরী উজ্জয়িনী, যে প্রতিপক্ষ বিক্রমসহিষ্ণু মহারাজ বিক্রমার্ক ভূপতির রাজধানী ; যিনি শকেশ্বর রুমদেশাধিপতিকে তুমুল সংগ্রামে বিজিত করিয়া বন্দী অবস্থায় স্বীয় রাজধানী উজ্জয়িনী নগরীতে সসম্ভ্রমে আনয়নপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। যিনি সংগ্রামে পঞ্চনবপ্রমাণ শকগণকে পরাভূত করিয়া কলিযুগে পৃথিবীতে শাকপ্রবর্ত্তন করেন, যাঁহার রাজত্বকালে অবন্তিকার প্রজামণ্ডলীর সুখসমৃদ্ধি যারপর নাই বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং যাঁহার সময়ে নিয়ত বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত, শরণাপন্নজীবের মোক্ষপ্রদায়িনী মহাকাল মহেশ-যোগিনী, সেই অবনিপতিবিক্রমার্কের জয় করুন। (জ্যোতির্বি°)

জ্যোতির্বিদাভরণে যে বিক্রমাদিত্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তিনিই বিক্রমসংবৎপ্রবর্ত্তক বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। বেতাল-পঞ্চবিংশতি ও সিংহাসনদ্বাত্রিংশৎ প্রভৃতি গ্রন্থে এই উজ্জয়িনী-পতি সম্বন্ধে বহু অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে, কিন্তু সেই সকল উপাখ্যান আরব্যউপন্যাসের ন্যায় সাধারণের চিত্তা-কর্ষণ করিলেও তাহার মূলে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। জ্যোতির্বিদাভরণে বিক্রমাদিত্যের যেরূপ উজ্জ্বল বিশেষণ দৃষ্ট হয়, তাহা উক্ত উপাখ্যানগ্রন্থের সার বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বেতাল-পঞ্চবিংশতি ও দ্বাত্রিংশসিংহাসনের গল্প প্রচলিত থাকাতেই বিক্রমাদিত্যের নাম আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে ধ্বনিত হইয়া থাকে।

বেতালপঞ্চবিংশতি ও সিংহাসনদ্বাত্রিংশতিকার উপাখ্যান-ভাগ লইয়া ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেশীয় ভাষায় বিক্রমা-দিত্যের উপাখ্যান রচিত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত দুই গ্রন্থ আলো-চনায় ৭।৮ শত বর্ষের অধিক প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া মনে হইবে না। এইরূপ জ্যোতির্বিদাভরণকার কালিদাস আপনাকে বিক্রমার্কের সমসাময়িক বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা করিলেও ঐ গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর রচনা বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং ঐ সকল আধুনিক গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমাদিত্যের ইতিহাস লিখিতে যাওয়া সমীচীন হইবে না।

জ্যোতির্বিদাভরণকার ভারতের যে কয়টী উজ্জ্বল নক্ষত্রের পরিচয় দিয়াছেন, ঐ সকল মহাত্মগণকে কেবল বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক বলিয়া নহে, পরস্পরকে এক সময়ের লোক বলিয়াও মনে হয় না। বোধগয়া হইতে বৌদ্ধ অমরদেবের একখানি শিলা-লিপি বহুদিন হইল, আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শিলালিপির পাঠোদ্ধার-কারী উইল্‌কিন্স সাহেবের মতে উহা খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের লিপি, উহাতে কালিদাসের সভাসদ ও নবরত্নের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এইরূপ কোন লিপি ও প্রবাদ হইতেই পরবর্ত্তীকালে বিক্রমাদিত্যের সভা ও তাঁহার নবরত্নের কথা প্রচারিত হইয়া থাকিবে।

---

* সিংহাসন দ্বাত্রিংশৎ বা বিক্রমচরিত কাহারও মতে বররুচি, কাহারও মতে সিদ্ধসেনদিবাকর, কাহারও মতে কালিদাস, কাহারও মতে রামচন্দ্র, শিব অথবা ক্ষেমঙ্করমুনি-বিরচিত। এইরূপ মূলবেতালপঞ্চবিংশতি গ্রন্থ খানিও কাহারও মতে ক্ষেমেন্দ্র, কাহারও মতে জম্ভলদত্ত, কাহারও মতে বল্লভ ; কাহারও মতে শিবদাস এবং কাহারও মতে কথাসরিৎসাগররচয়িতা সোমদেব-রচিত। মোটের উপর উভয় গ্রন্থের রচনাকাল ও রচয়িতার নাম ঠিক নাই তবে বেতালপঞ্চবিংশতির ভাব ও রচনা কৌশল অনেকটা কথাসরিৎসাগরের মত হওয়ায় এবং সোমদেবরচিত বলিয়া কোন কোন পুথিতে লিখিত থাকায় খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে কাশ্মীরবাসী সোমদেব ভট্টের রচনা হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। জ্যোতির্বিদাভরণকার কালিদাসকেও ঐ সময়ের লোক মনে করি। তিনি আপন গ্রন্থারম্ভকাল ৩০৬৮ কলিগতাব্দ বা ২৪ বিক্রমসংবৎ বলিয়া প্রকাশ করিলেও তাঁহার গ্রন্থে "শকঃ শরাম্ভোধিযুগো (৪৪৫) নিতো হৃতো মানং" ইত্যাদি বচনে ৪৪৫ শক এবং 'মত্বা বরাহমিহিরাদিমতৈঃ' ইত্যাদি উক্তিদ্বারাও তাঁহার জাল ধরা পড়িয়াছে। [বরাহমিহির দেখ]

মালবে প্রবাদ আছে যে রাজা বিক্রমাদিত্য পিতার নিকট কোন রাজ্যাধিকার লাভ করেন নাই। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভর্তৃহরিই মালব শাসন করিতেন। কোন সময়ে ভর্তৃহরির সহিত বিক্রমাদিত্যের মনোমালিন্য ঘটে, তাহাতে বিক্রমাদিত্য অতি ক্ষুণ্ণ হইয়া মালব পরিত্যাগ করেন এবং অতি দীনহীন বেশে গুজরাত ও মালবের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া কিছুদিন পরে আবার মালবে প্রত্যাগমন করেন। তথায় আসিয়া শুনিলেন যে রাজা ভর্তৃহরি পত্নীর অসদাচরণে মর্ম্মাহত হইয়া রাজ্যভোগ ছাড়িয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এ অবস্থায় বিক্রমাদিত্যকেই রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইল। তিনি রাজা হইয়া অল্পদিন মধ্যেই নিজ বাহুবলে ভারতবর্ষের বহু অংশ জয় করিয়া লইলেন।

উদ্ধৃত গ্রন্থনিচয় ও প্রবাদ হইতে আমরা যে সকল কবি ও পণ্ডিতগণের পরিচয় পাইতেছি, ঐ সকল মহাত্মা বিভিন্ন সময়ের লোক হইতেছেন। [বররুচি, ভর্তৃহরি প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কালিদাসের রঘুবংশে 'হূণ' শব্দ পাইয়া তাঁহাকে ভারতে হূণাধিকারের পরবর্ত্তী লোক বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে গুপ্তসম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের সময় খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে হূণেরা ভারতাক্রমণ করিয়াছিল। এইরূপ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধেও তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, জ্যোতির্বিদাভরণের মতে বা সংবতের প্রারম্ভানুসারে বিক্রমাদিত্য খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর লোক বলিয়া পরিচিত হইলেও ঐ সময়ে বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। কারণ এ পর্য্যন্ত খৃষ্টপূর্ব্ব ১মাব্দে বিক্রমাদিত্যের সমকালীন কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, এমন কি যে বিক্রমসংবৎ প্রচলিত আছে, উহা খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দের পূর্ব্বে ঐ নামে প্রচলিত ছিল না, ঐ সময়ের পূর্ব্বে এই অব্দ 'মালবগণস্থিত্যব্দ' বলিয়াই প্রথিত ছিল, এমন কি ঐ অব্দ অধুনা ১৯৬৪ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিলেও ৭১৪ বিক্রম সংবতের (৬৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে) 'বিক্রমাব্দা'ঙ্কিত কোন শিলালিপি, তাম্রশাসন বা প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াংএর ভারতভ্রমণকালে শিলাদিত্য মালবে রাজত্ব করিতেন, হর্ষবিক্রমাদিত্য তাঁহার পিতা। অনেকের বিশ্বাস, এই বিক্রমাদিত্য নিজ রাজ্যাভিষেককালে তাঁহার ৬শত বর্ষ পূর্ব্বপ্রচলিত মালবাব্দ 'বিক্রমাব্দ' নাম দিয়া চালাইয়া থাকিবেন, এই বিক্রমাদিত্যের সময়ে মালবে যাবতীয় বিদ্যায় কৃতবিদ্য মনীষিগণের আবির্ভাব ঘটায় তাঁহার রাজত্বকাল ভারতে স্বর্ণযুগ বলিয়া প্রসিদ্ধ * হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কালিদাস বা বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে উপরে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। রঘুবংশে 'হূণ' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া তাঁহাকে খৃষ্টীয় ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দের লোক বলিতে পারি না। কারণ খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দে প্রচারিত ললিতবিস্তর নামক সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে 'হূণ' শব্দের প্রয়োগ আছে, ইহাতেই স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দে হূণজাতি ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত ছিলেন না। এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন লিপিতে বিক্রমাব্দের স্পষ্ট উল্লেখ নাই বলিয়া এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী লিপিতে মালবাব্দের উল্লেখ থাকায়, এ ছাড়া অপরাপর কোন বলবৎ প্রমাণ না থাকায় রাজা বিক্রমাদিত্যকে আমরা খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দের লোক বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না।

[কালিদাস দেখ।]

ভারতবর্ষে নানাসময়ে বহুসংখ্যক বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের সভায় খ্যাতনামা কতশত কবি ও পণ্ডিত অধিষ্ঠিত হইয়া ভারতবর্ষ উজ্জ্বল করিয়াছেন। এই সকল বিক্রমাদিতের পরিচয় অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

১ বিক্রমাদিত্য।

স্কন্দপুরাণীয় কুমারিকাখণ্ডে লিখিত আছে, যে কলির ৩০০০ বর্ষ গত হইলে বিক্রমাদিত্য আবির্ভূত হন। এখন ৫০০৮ কলিগতাব্দ চলিতেছে, এরূপস্থলে ২০০৮ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ১০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ১ম বিক্রমাদিত্যের জন্ম। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক অল্‌বেরুণী লিখিয়াছেন, "বিক্রমাদিত্য শকরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, তাঁহার ভয়ে শকাধিপ প্রথমে পলাইয়া যান, কিন্তু শেষে তিনি মুলতান ও লোনীদুর্গের মধ্যবর্ত্তী কোরুর নামক স্থানে তৎকর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হন।"

যে স্থানে শকাধিপ বিক্রমাদিত্যের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও আলেকজান্দারের সময়ে ঐ অঞ্চল 'মালব' বা 'মালী' জনপদ বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ স্থানে বিক্রমাদিত্যের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই শকাধিপত্য ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে এখান হইতে শকপ্রভাব এককালে তিরোহিত হয়। [শক, মুলতান, শাকদ্বীপী প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

আদি মালব বা মুলতান হইতে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দের পূর্ব্বেই যখন শকাধিকার লোপ হয়, তখন বিক্রমাদিত্যকে তৎপরবর্ত্তী সময়ের লোক বলিয়া কখনই গণ্য করা যায় না। তিনি শকদিগকে পরাজয় করিয়া মালবদিগের মধ্যে যে অব্দ প্রচলিত করেন, তাহাই মালবগণাব্দ বা বিক্রমসংবৎ নামে প্রথিত হয়। শকাধিপতিকে পরাজয় ও সংহার করায় বিক্রমাদিত্য 'শকারি'

* Malcolm's History of Malwa, p. 26.

উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। সকল প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানে এবং ভারতের সর্ব্বত্র 'শকারি' বলিলে বিক্রমাদিত্যকেই বুঝাইয়া থাকে।

উক্ত মালবগণ মাকিদনবীর আলেকসান্দারের অভ্যুদয় কালে প্রবল পরাক্রান্ত জাতি বলিয়াই গণ্য ছিল। আলেকসান্দার ও তদনুবর্ত্তী যবন এবং শকরাজগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে উক্ত স্থানের যৌধেয় এবং মালববাসী অনেকটা হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। প্রবাদ অনুসারেও জানা গিয়াছে যে, রাজা বিক্রমাদিত্য উত্তরাধিকার সূত্রে পিতৃরাজ্য লাভ করেন নাই, তিনি আপনার অদৃষ্টগুণে ও অসাধারণ প্রতিভাবলে মালবজাতিকে একত্র করিয়া শকদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে মালবজাতি অবন্তীদেশে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত ও নিরাপদ হইয়াছিল। অবন্তীদেশে মালবজাতির আগমন হইতেই পরে উহা মালব নামে খ্যাত; এবং পঞ্চনদের অন্তর্গত আদি মালবজনপদও যেন বিলুপ্ত হয়। অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের অভিষেক ও মালবগণের প্রতিষ্ঠা অবধি 'বিক্রমসংবৎ' 'মালবেশসংবৎ' বা 'মালবগণাব্দ' প্রচলিত হয়। *

প্রবন্ধচিন্তামণি, হরিভদ্রের আবশ্যক টীকা ও জৈনদিগের তপাগচ্ছপট্টাবলী হইতে জানা যায় যে বীরনির্ব্বাণের ৪৬৭ বর্ষ পরে পাদলিপ্তাচার্য্য ও সিদ্ধসেন দিবাকর; এবং বীরনির্ব্বাণের ৪৭০ বর্ষ পরে (৫৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) সংবৎ প্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য আবির্ভূত হন। তিনি উজ্জয়িনীপতি-শকরাজকে পরাজয় করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

জৈনদিগের কালকাচার্য্য কথায় লিখিত আছে যে,"শকবংশও জৈনধর্ম্মের উৎসাহদাতা ও অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের সময়েই মালবে বিক্রমাদিত্যের অভ্যুদয়। তিনি শকবংশ ধ্বংস করেন। তাঁহার রাজ্যাধিকার সমৃদ্ধি ও গৌরবজনক। তিনি নিজ নামে সংবৎ প্রচলন ও সমস্ত রাজ্যবাসী ঋণীদিগকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরেই আবার এক শকরাজ দেখা দেন। তিনি বিক্রমাদিত্যের বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। নব বিক্রমাব্দের ১৩৫ বর্ষ গত হইলে তাহার পরিবর্ত্তে সেই শকরাজ 'শকাব্দ' প্রবর্ত্তন করেন।" জৈনাচার্য্য সময়সুন্দরোপাধ্যায়রচিত কল্পসূত্র-টীকায় দেখা যায় যে, রাজা বিক্রমাদিত্য শত্রুঞ্জয় দর্শনে যান, এখানে সিদ্ধসেন দিবাকর তাঁহাকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সিদ্ধসেনের* উপদেশে বিক্রমাদিত্য সংবৎসর প্রবর্ত্তন করেন। তৎপূর্ব্বে বীরসংবৎসরের ব্যবহার ছিল।

বিক্রমাদিত্য কতদিন রাজ্যশাসন করেন, তাহা জানা যায় না। তিনি যে বহুকাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই মালবে নানা প্রকারে সমাজসংস্কারের ও সংবৎ প্রচারের সুবিধা পাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দীর্ঘকাল শাসনের পর তাঁহার সিংহাসনে তদীয় কোন বংশধর উত্তরাধিকার ভোগ করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ খৃষ্টাব্দের ১ম অংশেই উজ্জয়িনীর রাজাসনে শকবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। [শকরাজবংশ ও শকাব্দ দেখ।]

বিক্রমাদিত্যের বংশলোপ ও শকাধিকার ঘটায় মালবগণ স্ব স্ব জাতীয় সংবৎ বহুদিন ব্যবহার করিবার অবসর পায় নাই। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত মালবে শকাধিকার অব্যাহত ছিল।

২ বিক্রমাদিত্য।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ঙ্গ ভারতভ্রমণকালে লিখিয়া গিয়াছেন যে বুদ্ধনির্ব্বাণের সহস্র বর্ষ মধ্যে শ্রাবস্তীরাজ্যে বিক্রমাদিত্য নামে একজন বিখ্যাতকীর্ত্তি পরমদয়ালু নৃপতি ছিলেন। তিনি অনাথ ও দরিদ্রদিগকে প্রত্যহ ৫ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করিতেন। তাঁহার এই অত্যধিক দানে কোষ শূন্য হইবার ভয়ে তাঁহার কোষাধ্যক্ষ রাজাকে জানাইলেন যে, রাজকোষ শূন্য হইলে আবার গরিব প্রজাদিগকে করভারে পীড়ন করিতে হইবে। দানের জন্য আপনার খ্যাতি হইবে বটে, কিন্তু আপনার মন্ত্রী সকলের নিকট মানসম্ভ্রম হারাইবেন। রাজা বিক্রমাদিত্য কোষাধ্যক্ষের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজ তহবিল হইতে প্রত্যহ ৫ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দানের ব্যবস্থা করিলেন। এই সময় মনোহিত নামে এক বৌদ্ধ আচার্য্য নিজের ক্ষৌরকারকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। সেই কথা বিক্রমাদিত্যের কর্ণগোচর হইলে, তিনি ঈর্ষাবশে বৌদ্ধাচার্য্যের অনিষ্টসাধনের জন্য ছল বাহির করিয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে অপদস্থ করেন। তাহাতে মনোহিত

---

* মালব হইতে আবিষ্কৃত বিভিন্ন সময়ের শিলালিপিতে 'মালবকাল', 'মালবেশ-সংবৎসর', ও 'মালবগণস্থিত্যব্দ' ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়, যথা—

(১) "মালবানাং গণস্থিত্যা যাতে শতচতুষ্টয়ে।
ত্রিনবত্যধিকেঽব্দানাং ঋতৌ সেব্যঘনস্বনে।" (বন্ধুবর্ম্মার দশপুরলিপি)
=৪৯৩ মালবাব্দ=৪৩৬ খৃঃ অঃ। (Fleet's Gupta Kings, p. 88)

(২) "সংবৎসরশতৈর্যাতৈঃ সপঞ্চনবত্যর্গলৈঃ।
সপ্ততির্মালবেশানাং মন্দিরং ধূর্জ্জটেঃ কৃতম্।"
কনস্বলিপি। (Indian Antiquary, vol. XIII. p. 162)

(৩) "মালবকালাচ্ছরদাং ষট্‌ত্রিংশৎসংযুতেষ্বতীতেষু নবসু
শতেষু"—(Archaeological Surv. India, Vol. X. p 33)

* "সিদ্ধসেনেন বিক্রমাদিত্যনামা রাজা প্রতিবোধিতঃ ...... শ্রীগুরুসান্নিধ্যাদ্বিক্রমাদিত্যো রাজা সংবৎসরং প্রবর্ত্তয়ামাস পূর্ব্বন্তু শ্রীবীরসংবৎসরমাসীৎ।" (কল্পসূত্র টীকা)

মনে বড় আঘাত পান, এবং তজ্জন্য তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে বিক্রমাদিত্যরাজ রাজ্য হারাইলেন। তৎপরে যিনি রাজা হইলেন, তাঁহার সভায় মনোহিতের শিষ্য বসুবন্ধু বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন।

অধ্যাপক মোক্ষমূলর উক্ত বিক্রমাদিত্যকে উজ্জয়িনীপতি শিলাদিত্য প্রতাপশীলের পূর্ব্ববর্ত্তী বিক্রমাদিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ফার্গুসন্ ও মোক্ষমূলরের মতে, ৫৩০ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিক্রমাদিত্যের রাজ্যাবসান।* কিন্তু এই মত আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। চীনবৌদ্ধশাস্ত্রমতে ৮৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধের নির্ব্বাণ হয়। সুতরাং চীনপরিব্রাজকের মত ধরিলে শ্রাবস্তীরাজ বিক্রমাদিত্যকে খৃষ্টীয় ২য় কি ৩য় শতাব্দের লোক বলিয়া মনে হয়। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দের চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারত দর্শনে আসেন, এসময়ে তিনি শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া যান। ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে, শ্রাবস্তীর সমৃদ্ধিকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বেই বিক্রমাদিত্য বিদ্যমান ছিলেন, এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীয় উজ্জয়িনীপতি হর্ষবিক্রমাদিত্যকে শ্রাবস্তীপতি বিক্রমাদিত্যের সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা যায় না। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং ইঃ ৭ম শতাব্দে মালবে আসিয়া শিলাদিত্যের বিবরণসংগ্রহ করিয়াছিলেন।† তিনি মালবপতি ও শ্রাবস্তীপতিকে ভিন্ন বলিয়াই জানিতেন।

৩ বিক্রমাদিত্য।

গুপ্তবংশীয় ১ম চন্দ্রগুপ্ত শকদিগকে পরাজয় ও উত্তরভারত জয় করিয়া "বিক্রমাদিত্য" উপাধি গ্রহণ করেন। শকারি বিক্রমাদিত্যের ন্যায় তিনিও ৩১৯ খৃষ্টাব্দে এক নূতন সংবৎ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই ঐতিহাসিকগণের নিকট গুপ্তকাল বা গুপ্তসংবৎ নামে পরিচিত হইয়াছে। গুপ্তবংশের ইতিহাসে তিনি ১ম চন্দ্রগুপ্তবিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত। নেপালের লিচ্ছবিরাজকন্যা কুমারদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সম্ভবতঃ লিচ্ছবিগণের সাহায্যেই তিনি উত্তরভারতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, এই জন্যই বোধহয় তাঁহার মুদ্রায় তাঁহার নামের সহিত 'কুমারদেবী' ও 'লিচ্ছবয়ঃ' নাম উৎকীর্ণ দেখা যায়। [গুপ্তরাজবংশ দেখ।]

উক্ত লিচ্ছবিরাজকন্যা কুমারদেবীর গর্ভে চন্দ্রগুপ্তবিক্রমাদিত্যের ঔরসে মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিজ বাহুবলে পিতৃরাজ্যের বাহিরে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রবল প্রতাপে শকপ্রভাব অনেকটা খর্ব্ব হইয়াছিল। তাঁহার শিলানুশাসন হইতে জানা যায় যে, মালবগণও তাঁহার সময়ে প্রবল ছিল, কিন্তু গুপ্তসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। শকাধিকার কালে মালবগণ মস্তকোত্তলন করিবার আর সুযোগ পায় নাই, একারণ তাঁহাদের জাতীয় অঙ্কাঙ্কিত কোন শাসনলিপি ঐ সময়ে আবিষ্কৃত হয় নাই। গুপ্তাধিকার বিস্তারের সহিত মালবে বহুতর পরাক্রান্ত সামন্ত নৃপতি দেখা দিয়াছিলেন, তাঁহারা গুপ্তসম্রাট্‌গণের অধীনতা স্বীকার করিলেও শৌর্য্যবীর্য্যে নিতান্ত হীন ছিলেন না। তাঁহাদের যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহারা জাতীয় অভ্যুদয়ের নিদর্শন "মালবসংবৎ" প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত মালবাব্দজ্ঞাপক যতগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিজয়গড়ের স্তম্ভলিপিই সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া গণ্য, এই লিপি ৪২৮ মালবাব্দে (বা ৩৭৯ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ ‡। সম্ভবতঃ ইহারই কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই মালবগণের পুনরায় জাতীয় অভ্যুদয় হইতেছিল।

৪ বিক্রমাদিত্য।

সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের ঔরসে দত্তাদেবীর গর্ভে ২য় চন্দ্রগুপ্তের জন্ম। ইনিও পিতার ন্যায় দিগ্বিজয়ী, অতি তেজস্বী, বিচক্ষণ অভিনেতা, সুশাসক ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ও দক্ষিণভারত জয় করিলেও তাঁহার তিরোধানের পরই প্রান্তসীমার রাজন্যবর্গ গুপ্তবংশের অধীনতা কতকটা অস্বীকার করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াই তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য একদিকে গঙ্গাপারে আসিয়া বঙ্গভূমি ও অপরদিকে সিন্ধুনদীর সপ্তমুখ উত্তীর্ণ হইয়া বাহ্লীকদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। মালবে শকাধিকার লোপ হইলেও তখন পর্য্যন্ত সুরাষ্ট্রে বর্ত্তমান (কাঠিয়াবাড়ে) শকক্ষত্রপগণ অতি পরাক্রান্ত ছিলেন। গুপ্তসম্রাট্ ২য় চন্দ্রগুপ্ত মালব ও গুজরাত হইয়া আরব সমুদ্রের বীচিমালা বিক্ষোভিত করিয়া শকক্ষত্রপদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করেন। তিনি শকবংশের উচ্ছেদকালে ৩৮৮ হইতে ৪০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বহুবর্ষ ব্যাপিয়া মহাসমরে লিপ্ত ছিলেন। এই কালে তিনি যেরূপ অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, বীরগণ তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিক্রমাদিত্য আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক এই ৪র্থ বিক্রমাদিত্যের হস্তেই শকক্ষত্রপকুল এককালে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তৎপরে ভারতের ইতিহাসে আর শকরাজগণের নামগন্ধও শুনা যায় না। এই ৪র্থ বিক্রমাদিত্যের

* Max Mulling India what can it teach, p. 289.

† Beal's Si-Yu-Ki, Vol II. p. 261.

‡ Dr. Fleet's Gupta Inscriptions, p. 253.

সময় গুপ্তসাম্রাজ্য এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, পাটলিপুত্রে থাকিয়া সমগ্র রাজ্যশাসনের সুবিধা হইত না, একারণ তিনি অযোধ্যায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার সময়ে পাটলিপুত্রের মহাসমৃদ্ধি ও বহু জনতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এই সময় চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ গুপ্ত-রাজধানী দর্শন করিয়া উজ্জ্বলভাষায় তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

৫ বিক্রমাদিত্য।

রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায়, কাশ্মীরে প্রবরসেনের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি রাজত্ব করিতেন। ইনি হর্ষবিক্রমাদিত্য নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইনি শক-ম্লেচ্ছগণকে পরাজয় ও সমস্ত ভারত অধিকার করিয়াছিলেন। অসাধারণ সুকৃতিমান্, এবং জ্ঞানী ও গুণীর আশ্রয় বলিয়া বিদিত ছিলেন। তাঁহার সভায় মাতৃগুপ্ত নামে এক দিগন্তবিশ্রুত কবি অবস্থান করিতেন। মাতৃগুপ্তের অনন্যসাধারণ গুণের পরিচয় পাইয়া রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে কাশ্মীররাজ্য প্রদান করেন। এই বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপশীল শিলাদিত্য। চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার মালবে উপস্থিতি হইবার ৬০ বর্ষ পূর্ব্বে তথায় শিলাদিত্য প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেন। পুরাবিদ্ ফার্গুসন্ ও অধ্যাপক মোক্ষমূলরের মতে, উক্ত বিক্রমাদিত্য হইতেই প্রকৃতপ্রস্তাবে সংবৎ প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার প্রকৃত অব্দের ৬০০ বর্ষ পূর্ব্ব ধরিয়া তাঁহার অব্দগণনা চলিতে থাকে। কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই মত সমীচীন বলিয়া মনে করি না। [১ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতে ৫৩০-৫৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হর্ষবিক্রমাদিত্যের রাজ্যারম্ভ।

৬ বিক্রমাদিত্য।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশ্মীরেও বিক্রমাদিত্য নামে এক পরাক্রান্ত নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পিতার নাম রণাদিত্য। তিনি বিক্রমেশ্বর নামে এক শিবপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার ব্রহ্ম ও গলুন নামে দুইজন মন্ত্রী ছিলেন। ব্রহ্ম নিজ নামে ব্রহ্মমঠ এবং গলুন নিজপত্নী রত্নাবলীকে দিয়া এক বিহার নির্ম্মাণ করেন। বিক্রমাদিত্য ৪২ বর্ষ রাজ্যভোগ করিয়া কনিষ্ঠ বালাদিত্যকে রাজ্য দিয়া যান। [কাশ্মীর দেখ।]

৭ বিক্রমাদিত্য।

বাদামীর প্রসিদ্ধ প্রতীচ্যচালুক্যবংশে বিক্রমাদিত্য নামে এক নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বীরবর ২য় পুলিকেশীর পুত্র এবং প্রতীচ্যচালুক্যবংশের ১ম বিক্রমাদিত্য বলিয়া গণ্য। ইহার অপর নাম সত্যাশ্রয় ও রণরসিক। প্রায় ৬৫৫ খৃষ্টাব্দে ইহার অভিষেক। ২য় পুলিকেশীর মৃত্যুর পর পল্লব, চোল, পাণ্ড্য ও কেরলগণ বিদ্রোহানল প্রজ্বালিত করে। এমন কি পল্লবপতি পরমেশ্বরের তাম্রশাসন হইতে মনে হয় যে, তাঁহার ভয়ে বিক্রমাদিত্য প্রথমতঃ পলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই আবার সমস্ত শত্রুকে শাসন করিয়া বিক্রমাদিত্য নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করেন। [চালুক্য শব্দ দ্রষ্টব্য।]

৮ বিক্রমাদিত্য।

প্রতীচ্যচালুক্যরাজ বিজয়াদিত্যপুত্র আর এক বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া যায়। ইনি প্রতীচ্যচালুক্যবংশের ২য় বিক্রমাদিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৭৩৩ হইতে ৭৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাদামীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার তাম্রশাসনে লিখিত আছে, তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তাঁহার পিতৃবৈরী পল্লবপতি নন্দিপোতবর্ম্মার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তুদাক নামক স্থানে উভয়পক্ষে যুদ্ধ ঘটে। পল্লবপতি পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। যুদ্ধজয়ের সহিত বিক্রমাদিত্য বহুল মণিমাণিক্য, হস্ত্যশ্ব ও রণবাদ্যযন্ত্র হস্তগত করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি কাঞ্চী আক্রমণ করেন বটে, কিন্তু ঐ প্রাচীন তীর্থস্থান নষ্ট করেন নাই, পরন্তু তথাকার দীনদরিদ্র ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থ বিতরণ করেন এবং রাজসিংহেশ্বর ও অপরাপর দেবালয়ের জীর্ণোদ্ধার সাধনপূর্ব্বক তাহা স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। তৎপরে চোল, পাণ্ড্য, কেরল ও কলভ্রগণের সহিত তিনি ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হন। ইহার পর সকলেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। তিনি হৈহয়বংশীয় দুইটী রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা লোকমহাদেবী (কলাদগি জেলার অন্তর্গত পট্টড়কল নামক স্থানে) লোকেশ্বর নামে শিবমন্দির ও কনিষ্ঠা ত্রৈলোক্যমহাদেবী ত্রৈলোক্যেশ্বর নামে অপর এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছোট রাণীর গর্ভজাত কীর্ত্তিবর্ম্মাই বিক্রমাদিত্যের উত্তরাধিকারী। এই বিক্রম শৈব হইলেও ইনি জৈন দেবালয়সংস্কার ও বিজয়পণ্ডিত নামে জৈনাচার্য্যকে শাসন দান করিয়াছিলেন।

৯ বিক্রমাদিত্য।

প্রাচ্যচালুক্যবংশে দুইজন বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ১ম ব্যক্তি 'যুবরাজ' উপাধিতে ভূষিত। এই যুবরাজবিক্রমাদিত্যের পুত্র ১ম চালুক্যভীম, এবং চালুক্যভীমের পুত্র ২য় বিক্রমাদিত্য। যুবরাজ-বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতুষ্পুত্র তাড়প অন্যায়পূর্ব্বক বালক বিজয়াদিত্যকে রাজ্যচ্যুত করিয়া চালুক্যরাজ্যগ্রহণ করিলে, শেষোক্ত বিক্রমাদিত্য আবার তাঁহাকে

পরাজয় করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি ৮৪৭ শকে ১১ মাস মাত্র চালুক্যরাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। [চালুক্য দেখ]

১০ বিক্রমাদিত্য।

৯৩০ শকের তাম্রশাসনে প্রতীচ্যচালুক্যবংশে তাম্রশাসন-দাতা এক বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া যায়। ইনি রাজা সত্যাশ্রয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র (তদনুজ দশবর্ম্মার পুত্র) ও উত্তরাধিকারী। কেহ কেহ এই নৃপতিকে প্রতীচ্য-চালুক্যবংশের ৫ম বিক্রমাদিত্য* বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ভাণ্ডারকর ইহাকে পূর্ব্বতন চালুক্যবংশীয় বলিয়া স্বীকার না করিয়া ইহাকে পরবর্ত্তী অপরশাখাসম্ভূত ও পরবর্ত্তী প্রতীচ্যচালুক্যবংশের ১ম বিক্রমাদিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ৯৩০ শকে (১০০৮ খৃষ্টাব্দে) এই নৃপতির রাজ্যাভিষেক ঘটে। ইঁহার ৯৪৬ শকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ইনি দ্রমিলপতি চোল-রাজকে পরাজয়, চেরদিগের প্রভাব খর্ব্ব এবং সপ্তকোঙ্কণপতির সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়া উত্তরাপথ জয়কালে কোহ্লাপুরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। ৯৬২ শক পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই বিক্রমাদিত্যের পিতামহ তৈলপ মালবপতি মুঞ্জকে পরাজিত ও নিহত করেন। সে সময়ে ভোজরাজ বালক। ভোজচরিত্রে লিখিত আছে যে, ভোজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যশাসন আরম্ভ করিলে একদিন অভিনয় উপলক্ষে মুঞ্জের শেষদশা দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতিশোধ লইবার জন্য চালুক্যরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এই সময় তিনি বহুসংখ্যক সামন্ত নৃপতির সাহায্যে চালুক্যপতিকেও মুঞ্জের দশা করিয়াছিলেন। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে, তৎপূর্ব্বেই তৈলপের মৃত্যু হইয়াছিল, সুতরাং উক্ত ১ম বিক্রমাদিত্যই ভোজহস্তে মানবলীলা সম্বরণ করেন। *

১১ বিক্রমাদিত্য।

চালুক্যবংশে আর একজন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা জয়সিংহের পৌত্র ও সোমেশ্বর আহবমল্লের পুত্র। কবি বিল্হণ বিদ্যাপতি-বিহ্লণরচিত বিক্রমাঙ্কচরিত গ্রন্থে এই নৃপতির জীবনী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

তাঁহার পিতার নাম আহবমল্ল, ত্রৈলোক্যমল্লও ইঁহার আর এক নাম। ইনি বীরপুরুষ ছিলেন এবং অনেক দেশ অধিকার করেন। কিন্তু এত বৈভব গৌরবের অধিপতি হইয়াও অপত্যাভাবে ইঁহার চিত্ত বিষণ্ণ ছিল। ইনি ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রীদিগের উপর রাজ্যভার দিয়া পুত্র-প্রাপ্তিকামনায় ভার্য্যাসহ শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং উভয়ে অনেক কঠোর সাধনা করেন। এক দিবস প্রত্যূষে রাজা ত্রৈলোক্যমল্ল প্রভাতপূজা সময়ে এই দৈববাণী শুনিতে পান যে, তাঁহার কঠোর ভজনে পার্ব্বতীপতি প্রসন্ন হইয়াছেন। মহাদেবের বরে তাঁহার তিনটী পুত্র হইবে। তন্মধ্যে মধ্যম পুত্রটী শৌর্য্যবীর্য্যপ্রভাবে ও গৌরবে অতুল্য ও অদ্বিতীয় হইবেন। পার্ব্বতীপতির আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবার নহে। যথাসময়ে নরপতি ত্রৈলোক্যমল্লের প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—তাঁহার নাম সোমেশ্বর (ভুবনৈকমল্ল)। তৎপরে রাজ্ঞীর আবার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। এবার গর্ভাবস্থায় তিনি নানা-প্রকার অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। গ্রন্থকার বিদ্যাপতি বিহ্লণ সেই বিবরণ অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক অতি শুভক্ষণে শুভলগ্নে মধ্যম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। এই পুত্রের অসাধারণ রূপলাবণ্য ও দেহজ্যোতিঃ দেখিয়া নৃপতি তাঁহার নাম রাখিলেন—বিক্রমাদিত্য। তাঁহার আরও অনেক-গুলি নাম পাওয়া যায়, যথা—বিক্রমণক, বিক্রমণকদেব, বিক্রম-লাঞ্ছন, বিক্রমাদিত্যদেব, বিক্রমার্ক, ত্রিভুবনমল্ল, কলিবিক্রম ও পরমাড়িরায়। অতঃপর ত্রৈলোক্যমল্লের তৃতীয় পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম জয়সিংহ।

বিক্রমাদিত্যের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হইত। তাঁহার এই রূপলাবণ্যময় শৈশবদেহেই অসাধারণ বিক্রমের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত। শৈশবক্রীড়াতেই তদীয় ভাবিবীরত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি রাজহংসগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া উহাদিগকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন,

* ৮ বিক্রমাদিত্যের প্রস্তাবে প্রতীচ্যচালুক্যবংশীয় ২য় বিক্রমাদিত্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এই ২য় বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতৃবংশে ৩য় ও ৪র্থ বিক্রমা-দিত্যের নাম পাওয়া যায় যথা—
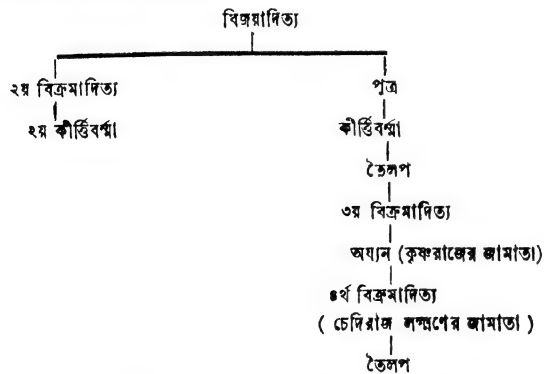
৩য় ও ৪র্থ বিক্রমাদিত্যের বিশেষ পরিচয় না পাওয়ায় বিশেষ কিছু লিখিত হইল না।

* R. G. Bhandarkar's Early History of the Dekkan, p. 82.

পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহশাবক লইয়া ক্রীড়া করিতেন। বাল্যকালেই তিনি ধনুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করেন। সরস্বতীর কৃপায় কাব্যাদিশাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

এইরূপে ধনুর্ব্বেদাদি বিবিধ বিদ্যাশিক্ষায় বিক্রমাদিত্যের বাল্য কাল অতিবাহিত হইল। যৌবনে পদার্পণ করিয়া সেই সঙ্গে তাঁহার সমরলালসাও ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল। নৃপতি ত্রৈলোক্যমল্ল পুত্রকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিতে বাসনা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন বিক্রমাদিত্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সোমেশ্বর বর্ত্তমান থাকিতে উক্ত পদে অভিষিক্ত হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, এই পদে আমার অধিকার নাই—উহাতে আমার পূজ্যপাদ অগ্রজ মহোদয়ই অধিকারী। তাঁহার পিতা বলিলেন, "ভূতভাবন ভবানীপতির বিধানানুসারে এবং জন্মনক্ষত্রাদির প্রভাবে যুবরাজপদে তোমারই অধিকার স্থিরীকৃত আছে।" কিন্তু বিক্রমাদিত্য কোনক্রমেই এই অসঙ্গত ও অসমীচীন প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। রাজা অগত্যা সোমেশ্বরকেই যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত বিক্রমাদিত্যের প্রতিই আসক্ত রহিল। যদিও বিক্রমাদিত্য যুবরাজপদে অভিষিক্ত হইলেন না, কিন্তু তাঁহাকে রাজকার্য্যে ও যুবরাজের কার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিতে হইত। আহবমল্ল কল্যাণনগরী প্রতিষ্ঠা করেন।

বিক্রম পিতার আজ্ঞাক্রমে দেশজয়ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ চোলরাজগণকে পরাস্ত করেন, কাঞ্চী লুণ্ঠন করেন, ও মালবরাজকে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। এমন কি সুদূর গৌড় ও কামরূপ পর্য্যন্তও সেনাবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। সিংহলের রাজা তাঁহার ভয়ে সুদূর বনে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি মলয় পর্ব্বতের চন্দনবন ধ্বংস করেন এবং কেরল নৃপতিকে নিহত করেন। তিনি অসীম বিক্রম প্রকাশে গঙ্গাকুণ্ড, বেঙ্গী এবং চক্রকোট প্রভৃতি প্রদেশ স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্য এই সকল দেশ লাভ করিয়া রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি কৃষ্ণানদীর তটে আসিয়া বহুবিধ অশান্তিকর দুর্নিমিত্ত দেখিতে পান। বিঘ্ন প্রশমনের নিমিত্ত সেই পুণ্যতোয়া নদীতটেই শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইলেন। স্বস্ত্যয়ন পরিসমাপ্ত হইতে না হইতেই রাজধানী হইতে একটী হলকার আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার স্নেহময় পিতৃদেবের পরলোকগমনবার্ত্তা প্রদান করিল। এই দুঃসংবাদ শুনিয়া পরমপিতৃবৎসল বিক্রমাদিত্য দুঃসহ শোকবেগে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং "হা পিতঃ" ইত্যাদি বলিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে বহু রোদন করিতে লাগিলেন, কাহারও প্রবোধবচনে শান্ত হইলেন না। পাছে বা নিজে আত্মহত্যা করেন, এই আশঙ্কায় তাঁহার নিকট হইতে অস্ত্রাদি দূরে প্রক্ষিপ্ত হইল। শেষে যখন তাঁহার শোকবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল, তখন তিনি কৃষ্ণানদীর পুণ্যতটে পিতৃদেবের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। অতঃপর স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সোমেশ্বরের শোকাপনোদনার্থ রাজধানী কল্যাণ নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল সোমেশ্বর স্নেহপরবশ হৃদয়ে অনুজকে সঙ্গে লইয়া আপন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দুই ভ্রাতা এইরূপ প্রীতির সহিত দীর্ঘকাল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, বিক্রমাদিত্য যদিও শৌর্য্যবীর্য্য ও রাজকার্য্য প্রভৃতিতে অগ্রজ অপেক্ষা বহুগুণে গুণশালী ছিলেন,তথাপি জ্যেষ্ঠভ্রাতাকেই রাজার ন্যায় মান্য করিতেন। কিন্তু পরে সোমেশ্বরের হৃদয়ে সহসা দুর্ম্মতি আসিল। এই দুর্ম্মতির প্ররোচনায় সোমেশ্বর নিরন্তর ভক্তিমান্ ভ্রাতা বিক্রমাদিত্যের বিদ্বেষী হইলেন, এমন কি তিনি বিক্রমাদিত্যের প্রাণসংহার করিতেও গোপনে গোপনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহার নিজের ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়সিংহের জীবনের আশঙ্কা দেখিয়া কতিপয় সহচর সহ কনিষ্ঠকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন।

কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি সোমেশ্বরের পাপপ্রবৃত্তি ইহাতেও প্রতিনিরস্ত হইল না। তিনি ইঁহাদিগকে আক্রমণ করার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন। বিক্রমাদিত্য ভ্রাতার প্রেরিত সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করা অসঙ্গত মনে করিয়া প্রথমতঃ যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হন, পরিশেষে যখন দেখিলেন যে, বিপক্ষীয়গণ কিছুতেই যুদ্ধ না করিয়া নিরস্ত হইবে না, তখন তিনি অগত্যা সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অতি অল্প সময়েই তাঁহার ভ্রাতার প্রেরিত সৈন্যগণ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। সোমেশ্বর অতঃপর উপর্য্যুপরি আরও কয়েকবার যুদ্ধার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন বারেই তাঁহার সৈন্যগণ জয়শ্রী লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিল না দেখিয়া জিগীষা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অতঃপর বিক্রমাদিত্য সৈন্যসহ তুঙ্গভদ্রা নদীতটে উপস্থিত হইলেন। এই তুঙ্গভদ্রা নদীই চালুক্যরাজগণের রাজত্বের দক্ষিণসীমা। ইহার অপরপার হইতেই চোলরাজ্যের আরম্ভ। এই সময়ে তিনি চোলরাজগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হন এবং পরে কিয়ৎকাল বনবাস নগরে বাস করেন। এইস্থান চালুক্যনৃপতিগণের অধিকৃত ছিল। কদম্বরাজবংশের প্রতি এই স্থানের শাসনভার অর্পিত হয়।

বিক্রমাদিত্যের অভিযানে মালবদেশাধিপতিগণ সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন, কোঙ্কণনৃপতি জয়কেশী উপঢৌকন সহ আসিয়া

বিক্রমাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অনুপের রাজাও বশ্যতা স্বীকার করিয়া বিক্রমাদিত্যদ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হন। বিক্রমাদিত্যের প্রবল প্রতাপে কেরলনৃপতিগণ নিহত হইয়াছিলেন, আবার সেই বিক্রমাদিত্য এই প্রদেশে আগমন করিয়াছেন, এই সংবাদে কেরলনৃপতিগণের রাজ্ঞীরা অতীব ভীত হইয়াছিলেন।

চোলনৃপতি বিক্রমাদিত্যের দুর্জ্জয় প্রতাপে ভীত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অসঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। তিনি রাজদূত পাঠাইয়া বিক্রমকে জানাইলেন যে, বিক্রমাদিত্য যেন তাঁহাকে সুহৃদ্ বলিয়া মনে করেন। সৌহৃদ্যের চিহ্নস্বরূপ তিনি স্বীয় কন্যাকে বিক্রমাদিত্যের সহিত বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। বিক্রমাদিত্য অভিযানে ক্ষান্ত হইয়া পুনর্ব্বার তুঙ্গভদ্রাতটে প্রত্যাগমন করিলেন। চোলরাজ এইস্থানে উপনীত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কথা জানাইলেন। এই স্থলেই চোলনৃপতির কন্যার সহিত বিক্রমাদিত্যের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কিছুদিন পরে চোলনৃপতির মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার রাজ্যের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিক্রমাদিত্য সসৈন্যে চোলরাজ্যের রাজধানী কাঞ্চীনগরে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ দমন করেন এবং স্বীয় শ্যালককে সিংহাসনে আরূঢ় করিয়া গঙ্গাকুণ্ড প্রদেশ চোলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি একমাস কাল কাঞ্চীনগরে অবস্থান করিয়া তুঙ্গভদ্রায় প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে রাজদ্রোহীরা তাঁহার শ্যালককে নিহত করে। কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বোপকূল বেঙ্গীদেশ নামে খ্যাত ছিল। তথায় রাজিগ নামে এক ভূপতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাজিগ কাঞ্চীনগরে স্বীয় অধিকার স্থাপন করেন।

যাহা হউক কাঞ্চীর সিংহাসনে রাজিগ আরূঢ় হইয়াছেন শুনিয়া বিক্রমাদিত্য তৎক্ষণাৎ ইহার প্রতিকার করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তিনি শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার ভ্রাতা সোমেশ্বর রাজিগের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বিক্রমাদিত্য ভ্রাতার এই দুরভিসন্ধির কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি অগ্রজকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ জানাইলেন। সোমেশ্বর বিক্রমাদিত্যের বিক্রম জানিতেন। তিনি আপাততঃ যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু সুযোগ ও সুবিধার প্রতীক্ষায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বিক্রমাদিত্য অগ্রজের এইরূপ দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াও ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ করা অসঙ্গত মনে করিলেন। কিন্তু সোমেশ্বরের হৃদয়ে সদ্বুদ্ধি জাগিল না, ভ্রাতৃস্নেহের সঞ্চার হইল না, তিনি গোপনে গোপনে বিক্রমাদিত্যের বিরুদ্ধে রাজিগের সাহায্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিক্রমাদিত্য স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, সংহারভৈরব মহাদেব মহারুদ্রবেশে সোমেশ্বরকে পরাস্ত করিয়া রাজ্যগ্রহণের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি আদেশ করিতেছেন। তিনি এই স্বপ্নাদেশে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন এবং বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এই যুদ্ধে রাজিগ পলায়ন করিলেন এবং বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ সোমেশ্বর বন্দী হইলেন।

যুদ্ধের অবসানে বিক্রমাদিত্য তুঙ্গভদ্রাতটে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অগ্রজকে মুক্তি দিতে বাসনা করিলেন, কিন্তু রুদ্রদেব পুনর্ব্বার স্বপ্নে দেখা দিয়া রোষকষায়িতলোচনে তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে, তুমি সোমেশ্বরকে বন্দী অবস্থায় রাখিয়া রাজ্যভার গ্রহণ কর।

বিক্রমাদিত্য দেবাদিদেব মহাদেবের আদেশ প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইল। অতঃপর তিনি আরও অনেক দেশ জয় করেন। অনুজ জয়সিংহের উপর বনবাস নগরের ভার দিয়া স্বয়ং রাজধানী কল্যাণ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অতঃপর বিক্রমাদিত্যের সহিত করহাটাধিপতির কন্যা স্বয়ম্বরা চন্দ্রলেখার বিবাহ হয়, সেই বিবাহোৎসবে ও বিলাসাদি সম্ভোগে বসন্ত ও গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত হইল। কিন্তু জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। বিক্রমাদিত্যের বিলাসসুখগগনেও আবার একখানি ঘনকৃষ্ণ কালমেঘ দেখা দিল। তিনি একদিন বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইলেন যে, যে অনুজকে তিনি পুত্রের ন্যায় স্নেহ ও যত্ন করিতেন, যাহাকে লইয়া কোন সময়ে অগ্রজের ভয়ে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন, নিজের বিজয়শ্রীর দিনে যাঁহাকে বনবাস নগরের শাসনকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই অনুজ জয়সিংহ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে, প্রজাদের প্রতি কঠোর উৎপীড়ন করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতেছে, দ্রাবিড়রাজের সহিত বন্ধুতা করিতেছে, এমন কি বিক্রমাদিত্যের সৈন্যের মধ্যে ভেদনীতি জন্মাইয়া উহাদিগের অনেককেই নিজের বশে আনিতে প্রয়াস পাইতেছে। তিনি বিশ্বস্তসূত্রে আরও জানিতে পাইলেন, জয়সিংহ কৃষ্ণবেণী নদীর দিকে সৈন্যসহ অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে বিক্রমাদিত্যের চিত্ত আবার বিচলিত হইয়া পড়িল। আবার কি তিনি ভ্রাতৃঘাতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন ? এই ভাবিয়া যার পর নাই ব্যাকুল হইলেন এবং ঠিক সংবাদ জানিতে গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বশ্রুত সংবাদ আরও দৃঢ়তর হইল। তিনি এইরূপ দুষ্কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্য ভ্রাতাকে অনেক

অমুনয় বিনয় করিয়া পত্র লিখিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না।

জয়সিংহ তাঁহার অগ্রজের অমুনয়বিনয়ে আরও গর্ব্বিত হইয়া উঠিল, সৈন্যসামন্তসহ শরৎকালে কৃষ্ণানদীর তটে উপস্থিত হইয়া প্রজাবর্গের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। অবশেষে জয়সিংহ একদিবস বিক্রমাদিত্যকে অবমাননা-সূচক একপত্র লিখিল। বিক্রমাদিত্য ইহাতেও কোনপ্রকার উত্তেজিত না হইয়া নীরবে সকল প্রকার দুর্ব্বাক্য ও অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে ক্রমেই তাঁহার অনুজের স্পর্দ্ধা সহস্র গুণে বাড়িতে লাগিল। তখন বিক্রমাদিত্য অগত্যা সমরস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং ভ্রাতাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পুনরায় বিশেষ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু গর্ব্বমদান্ধ জয়সিংহ কিছুতেই অগ্রজের সে অনুরোধ শুনিল না। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। কিন্তু শৌর্য্যবীর্য্যশীল বিক্রমাদিত্যের আক্রমণে জয়সিংহের পক্ষ পরাস্ত হইল, সৈন্যগণ পলায়ন করিল, জয়সিংহ বন্দী হইলেন। বিক্রমাদিত্য এ অবস্থাতেও অনুজের প্রতি যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। যুদ্ধের অবসানে বিক্রমাদিত্য পুনর্ব্বার কল্যাণ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহার পর বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে আর কোনও প্রকার দুর্নিমিত্ত দেখা দেয় নাই, দুর্ভিক্ষ বা লোকপীড়াও ঘটে নাই। তিনি স্বীয় অনুরূপ পুত্র ও ধনাদি প্রাপ্তিদ্বারা যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। দরিদ্রদিগের প্রতি তাঁহার অসীম দয়া ছিল। তিনি ধর্ম্মশালা ও দেবমন্দিরাদি স্বীয় নামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য অগণ্য কীর্ত্তির মধ্যে বিষ্ণুকমলাবিলাসীর মন্দির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের সম্মুখে এক বিশাল সরোবর খনিত হয়। উহার পুরোভাগে তিনি বহুল দেবমন্দির ও সুরম্য হর্ম্ম্যাদিপূর্ণ বিক্রমপুর নামে এক বিশাল নগরী নির্ম্মাণ করেন।

এইরূপে দীর্ঘকাল সুখশান্তিতে অতিবাহিত হইলে আবার চোলরাজগণ বিদ্রোহভাবালম্বন করেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য আবার সসৈন্যে কাঞ্চীনগরের অভিমুখে অভিযান করেন। এই যুদ্ধেও চোলনৃপতিগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য কাঞ্চী-নগর পুনরায় অধিকার করিয়া তথায় স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপন এবং কিছুদিন অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার রাজধানী কল্যাণ-নগরে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সুখশান্তিতে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

বিক্রমের শেষাবস্থায় পাণ্ড্য, গোয়া ও কোঙ্কণের রাজগণ যাদবপতি হোয়্‌সল বিষ্ণুবর্দ্ধনের অধিনায়কতায় সম্মিলিত হইয়া সকলে চালুক্যসাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। বিক্রমাদিত্য আচ নামক তাঁহার এক সেনাপতিকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। রণসিংহ আচ পোয়্‌সলকে দমন করিয়া গোয়া অধিকার করেন, লক্ষ্মণকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করাইতে বাধ্য করেন, পাণ্ড্যের পশ্চাদ্ধাবিত হন, মলপগণকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলেন, এবং কোঙ্কণকে অবরুদ্ধ করেন। এ ছাড়া তিনি কলিঙ্গ, বঙ্গ, মরু, গুর্জ্জর, মালব, চের ও চোলপতিকে চালুক্য-পতির অধীন করিয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্য কেবল দয়াবান্, বীর্য্যবান্ ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া নহে, তিনি নিজে বিদ্বান্ ও অতিশয় পণ্ডিতানুরাগী ছিলেন। কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতি বিহ্লণ বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত ও রাজকবি বলিয়া গণ্য ছিলেন। [বিহ্লণ দেখ।]

যে মিতাক্ষরা নামক ধর্ম্মশাস্ত্র আজও ভারতের সর্ব্বত্র প্রধান স্মার্ত্তগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত, চালুক্যরাজ এই বিক্রমাদিত্যের সভাতেই বিজ্ঞানেশ্বর সেই মিতাক্ষরা রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। [বিজ্ঞানেশ্বর দেখ।]

কল্যাণের সিংহাসনে বিক্রম ৫০ বর্ষকালঅধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আপনার অধিকারে শকাব্দের প্রচলন বন্ধ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে "চালুক্যবিক্রমবর্ষ" প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই অব্দ ৯৯৭ শকে ফাল্গুনী শুক্লাপঞ্চমীতে আরম্ভ। চালুক্যনৃপতির মৃত্যুর কিছুকাল পরেই এই অব্দ উঠিয়া যায়।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর ১০৪৮ শকে তৎপুত্র ৩য় সোমেশ্বর পিতৃরাজ্য লাভ করেন।

১২ বিক্রমাদিত্য।

দক্ষিণাপথের অন্তর্গত গুত্তল নামক সামন্তরাজ্যে বিক্রমাদিত্য নামে তিনজন নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তন্মধ্যে ১ম ব্যক্তি গুত্তলের ৩য় নৃপতি মল্লিদেবের পুত্র, খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের মধ্য-ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ২য় ব্যক্তি উক্ত জনপদের ৬ষ্ঠ নৃপতি গুত্তের পুত্র, অপর নাম আহবাদিত্য। ইনি ১১৮২ খৃষ্টাব্দে বিদ্য-মান ছিলেন। তৎপরে ৩য় ব্যক্তি ৮ম নৃপতি জোয়িদেবের পুত্র। গুত্তলের এই ৩য় বিক্রমাদিত্যের ১১৮৫ শকে (১২৬২ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি দেবগিরির যাদবরাজ মহাদেবের অধীন সামন্ত ছিলেন।

১৩ বিক্রমাদিত্য।

দাক্ষিণাত্যের বাণরাজবংশেও একজন বিক্রমাদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অপর নাম বিজয়বাহু। ইঁহার পিতার নাম প্রভুমেরুদেব। ইনি বড় প্রজারঞ্জক এবং খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

১৪ বিক্রমাদিত্য।

মেবারের বপ্পরাও-বংশীয় একজন রাণা। রাণা সংগ্রামসিংহের পুত্র বিক্রমাদিত্য নামে গণ্য হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে ইনি এনামের অযোগ্য ছিলেন। ১৫৯১ সংবৎ বা ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে ইনি মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার অদূরদর্শিতা, প্রজাপীড়ন ও উগ্রস্বভাব দর্শনে সকলেই ইহার উপর বিরক্ত ছিলেন। রাণার উপর সকলের অসন্তোষের সংবাদ পাইয়া গুজরাতের সুলতান মেবার আক্রমণ করেন। চিতোর রক্ষার্থে অনেকেই জীবন উৎসর্গ করিলেন। কিন্তু সামন্তগণের সমবেত চেষ্টায় ও হুমায়ুনের আগমন সংবাদ পাইয়া বাহাদুর বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না। এই দারুণ বৈদেশিক আক্রমণ হইতে কোন রকমে রক্ষা পাইলেও তাঁহার উগ্রস্বভাব কিছুতেই শান্ত হইল না। তিনি একদিন সভাস্থলে তাঁহার পিতার জীবনদাতা আজমীরের করিমচাঁদকে অপমান করিয়া বসিলেন। তজ্জন্য সামন্তগণ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বনবীরকে সিংহাসনে বসাইলেন।

১৫ বিক্রমাদিত্য।

বঙ্গের অদ্বিতীয় বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতার নাম বিক্রমাদিত্য। বঙ্গজকুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, গুহবংশে রামচন্দ্রের জন্ম। ইনি ভাগ্যপরীক্ষার জন্য তদানীন্তন বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামে আগমন করেন। এখানে রামচন্দ্রের ভবানন্দ, শিবানন্দ ও গুণানন্দ নামে তিন পুত্র হয়। কিছুদিন পরে সৌভাগ্যক্রমে রামচন্দ্র গৌড়ের দরবারে একটী উচ্চপদ লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভবানন্দ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। এই ভবানন্দের শ্রীহরি নামে এবং শিবানন্দের জানকীবল্লভ নামে এক একটী পুত্র জন্মে। শ্রীহরি ও জানকী অল্প বয়সেই নানা ভাষায় ও অস্ত্রেশস্ত্রে নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই উভয়ে গৌড়াধিপের পুত্র বয়াজিদ ও দাউদের সহিত সর্ব্বদাই খেলাধূলা করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের মধ্যে মিত্রতা জন্মিয়াছিল। সেই বন্ধুত্বনিবন্ধন দাউদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীহরিকে 'বিক্রমাদিত্য' ও জানকীবল্লভকে 'বসন্তরায়' উপাধি দিয়া প্রধান অমাত্যপদে নিযুক্ত করেন। উভয় ভ্রাতার যত্নে গৌড়রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইল ও গৌড়রাজকোষও যথেষ্ট বৃদ্ধি হইল। সেই সঙ্গে দাউদের স্বাধীনতালাভের বাসনাও বলবতী হইল। অল্পদিন পরেই তিনি দিল্লীশ্বরের অধীনতাপাশ ছেদন করিয়া সর্ব্বত্র নিজ নামে খোত্‌বা পাঠ করিতে আদেশ করেন। তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য দিল্লী হইতে মোগলবাহিনী প্রেরিত হইল। যুদ্ধের পরিণাম বুঝিয়া বিক্রমাদিত্য দাউদকে জানাইলেন যে, এ গোলযোগে গৌড়কোষ হইতে ধনরত্ন সকল কোন নিরাপদস্থানে স্থানান্তরিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহার পরামর্শে গৌড়েশ্বরের সোণা, রূপা, পীতল, কাঁসা যত কিছু মূল্যবান্ দ্রব্য ছিল, সমস্তই সহস্রাধিক নৌকা বোঝাই দিয়া দুর্ভেদ্য ও নির্জ্জন যশোহর নামক স্থানে আনিয়া রাখা হইল। এদিকে মোগলপাঠানে কএকবার ঘোরতর যুদ্ধ হইল। দাউদই অবশেষে শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন। সমস্ত গৌড়বঙ্গ আবার মোগল শাসনাধীন হইল। টোডরমল্ল বিক্রমাদিত্যকে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানিয়া ও তাঁহা হইতে বন্দোবস্ত কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য হইবে ভাবিয়া উভয় ভ্রাতাকে উচ্চ রাজকার্য্য প্রদান করিলেন। বিক্রমাদিত্য দাউদের নিকট যে জমীদারী পাইয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় বিমুগ্ধ হইয়া টোডরমল দিল্লী হইতে তাহার সনন্দ আনাইয়া দিলেন। এই সনদবলে বিক্রমাদিত্য যশোহরের পশ্চিম গঙ্গা হইতে ব্রহ্মপুত্রের কিনারা পর্য্যন্ত বিস্তৃত জমিদারী লাভ করেন। প্রাচীন যশোহরে তাঁহার বিপুল প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল, নানাবিধ পুণ্যজনক কার্য্য করিয়া তিনি গৌড়বঙ্গে বিখ্যাত হইলেন। বিক্রমাদিত্য রাজকার্য্য উপলক্ষে অনেক সময়ে গৌড়ে অবস্থান করিলেও তাঁহার ভ্রাতা বসন্তরায় ও পুত্র প্রতাপাদিত্য যশোহরের প্রাসাদেই অবস্থান করিতেন। [প্রতাপাদিত্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের মহামারীতে গৌড়রাজধানী শ্রীভ্রষ্ট ও জনশূন্য হইলে বিক্রমাদিত্য গৌড় ও অপর নানাদেশ হইতে বহু লোক আনাইয়া যশোহরে বাস করাইয়াছিলেন। তাঁহারই যত্নে বহু কুলীন কায়স্থদের সমাবেশে যশোহর বঙ্গজকায়স্থগণের একটী স্বতন্ত্র সমাজ বলিয়া খ্যাত হয়। কিন্তু তিন পুত্রের অসদাচরণে নিয়ত ব্যথিত ছিলেন। প্রতাপ দিল্লীতে গিয়া কৌশলে পিতৃরাজ্য নিজ নামে সনন্দ করিয়া আনিলে বৃদ্ধ বিক্রমাদিত্য অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি অল্পকাল পরেই সাংসারিক ব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করেন।

[প্রতাপাদিত্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বিক্রমাদিত্যচরিত (ক্লী) বিক্রমচরিত।

বিক্রমার্ক (পুং) বিক্রমাদিত্য। [বিক্রমাদিত্য দেখ।]

বিক্রমিন্ (পুং) বিক্রমোঽস্ত্যস্যেতি বিক্রম-ইনি। ১ বিষ্ণু।

"ঈশ্বরো বিক্রমী ধন্বী মেধাবী বিক্রমঃ ক্রমঃ।" (মহাভারত)

২ সিংহ। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ অতিশয় শক্তিবিশিষ্ট, বিক্রমযুক্ত। (ভারত ১।১২৮৮)

বিক্রমোপাখ্যান (ক্লী) বিক্রমস্য উপাখ্যানং। বিক্রমচরিত।

বিক্রমোর্ব্বশী (স্ত্রী) কালিদাসপ্রণীত একখানি নাটক। [কালিদাস দেখ।]

বিক্রয় (পুং) বিক্রয়ণমিতি বি-ক্রী-অচ্ (এরচ্। পা ৩।৩।৫৬) বিক্রয়ণক্রিয়া। চলিত বেচা। ইহার পর্য্যায়—বিপণ, (অমর) বিপনন, পণন, (শব্দরত্না°) ব্যবহার, পণায়া। (জটাধর)

মনুষ্যসমাজে ক্রয়বিক্রয়ব্যাপার একরূপ মানবসৃষ্টির পর হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ক্রয়বিক্রয় বিষয়ে অনেক বিধিনিষেধও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। মূল্য দিয়া অথবা মূল্য দিব বলিয়া দ্রব্য গ্রহণ করিলেই ক্রয় সিদ্ধি হয় এবং বিক্রেতা মূল্য পাইয়া অথবা মূল্য পাইবে বলিয়া সম্মতিক্রমে দ্রব্য অর্পণ করিলেই বিক্রয় সিদ্ধি হইয়া থাকে।

কাত্যায়ন বলিয়াছেন, ক্রেতা দ্রব্য লইল, অথচ তাহার মূল্য না দিয়া স্বেচ্ছামত অন্যত্র চলিয়া গেল, এ অবস্থায় ত্রিপক্ষ অর্থাৎ পয়তাল্লিশ দিনের পরেই সেই মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং বিক্রেতা ঐ বর্দ্ধিত মূল্য লইলে অশাস্ত্রীয় হইবে না।

"পণ্যং গৃহীত্বা যো মূল্যমদত্ত্বৈব দিশং ব্রজেৎ।
ঋতুত্রয়স্যোপরিষ্টাৎ তদ্ধনং বৃদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥" (বিবাদচি°)

এই জন্য বৃহস্পতি বলিয়াছেন, গৃহ, ক্ষেত্র বা অন্য কোন মূল্যবান্ বস্তুর ক্রয়বিক্রয়ের সময় লেখ্য পত্র প্রস্তুত করিবে এবং ঐ পত্র 'ক্রয়লেখ্য' নামে অভিহিত হইবে।*

মনু বলেন, যদি কোন দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া ক্রেতা বা বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে কাহারও অন্তরে অনুতাপ উপস্থিত হয়, তবে তিনি দশাহ মধ্যে সেই দ্রব্য বা মূল্য ফিরাইয়া লইবেন। এই ব্যবস্থায় ক্রেতাবিক্রেতা উভয়কেই সম্মত হইতে হইবে।

"ক্রীত্বা বিক্রীয় বা কশ্চিৎ যস্যেহানুশয়ো ভবেৎ।
সোঽন্তর্দশাহে তদ্দ্রব্যং দদ্যাচ্চৈবাদদীত চ॥" (মনু)

যাজ্ঞবল্ক্য মতে দশাহ একাহ পঞ্চাহ ত্র্যহ কিংবা একমাস বা অর্দ্ধমাস পর্য্যন্ত বীজ রত্ন ও স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি ক্রেয় পদার্থের পরীক্ষা চলিতে পারে। কিন্তু এই নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষাকালের পূর্ব্বে যদি ক্রেয় বস্তুর কোন দোষ বাহির হয়, তবে বিক্রেতাকে সে বস্তু ফিরাইয়া দিবে এবং ক্রেতাও মূল্য ফেরত পাইবে। কাত্যায়ন বলেন, না জানিয়া যে দ্রব্য ক্রয় করা হইয়াছে, কিন্তু পরে তাহা দোষান্বিত বলিয়া বুঝা গিয়াছে, এ অবস্থায় বিক্রেতাকে দ্রব্য ফেরত দিবে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষাকাল অতিক্রম করিয়া দিলে চলিবে না। বৃহস্পতির মতে এই জন্য নিজে দ্রব্য পরীক্ষা করিবে, অন্যকে দেখাইবে, এইরূপে পরীক্ষিত ও বহুমত হইলে সেই দ্রব্য কিনিয়া আর বিক্রেতাকে ফিরাইয়া দিতে যাইবে না। এক্ষেত্রে বিক্রেতা তাহা ফিরাইয়া লইতে বাধ্য নহে।*

এই ক্রয়বিক্রয় সম্বন্ধে নারদ একটু বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার মতে কেহ মূল্য দিয়া দ্রব্য ক্রয় করিল, পরে সে দ্রব্য ক্রেতার ভাল লাগিল না বা দুর্ম্মূল্য বলিয়া বোধ হইল; এ অবস্থায় ক্রীতদ্রব্য সেইদিনই অবিকৃত অবস্থায় বিক্রেতাকে ফিরাইয়া দিবে। ঐ দ্রব্য যদি দ্বিতীয় দিনে দেওয়া হয়, তবে বিক্রেতা দ্রব্যমূল্যের ত্রিংশাংশ রাখিয়া বাকী ফেরত দিবে। তৃতীয় দিনে দ্রব্য ফিরাইয়া দিলে, বিক্রেতা দ্বিতীয় দিনপ্রাপ্য মূল্যাংশের দ্বিগুণ পাইবে। †

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, মূল্য দিয়া দ্রব্য ক্রয় করিল, কিন্তু বিক্রেতার নিকট তখন দ্রব্য চাহিয়াও পাওয়া গেল না; পরে রাজকীয় বা দৈব ঘটনায় সেই দ্রব্য নষ্ট হইল বা খারাপ হইয়া গেল, এ অবস্থায় দ্রব্যের যে কোন রকম হানি হউক, তাহা বিক্রেতাকেই পূরণ করিতে হইবে। ক্রেতা সেজন্য দায়ী নহে।

"রাজদৈবোপঘাতেন পণ্যে দোষ উপাগতে।
হানির্বিক্রেতুরেবাসৌ যাচিতস্যাপ্রযচ্ছতঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

নারদ বলেন, বিক্রেতা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া পরে তাহা যদি ক্রেতাকে না দেয়, আর দেয়কালের মধ্যেই যদি তাহা উপহত, দগ্ধ, বা অপহৃত হইয়া যায়, তবে সে অনিষ্ট বিক্রেতারই হইবে, ক্রেতা সে জন্য দায়ী নহে। কিন্তু বিক্রেতা ক্রীত পণ্য ক্রয়কর্ত্তাকে দিতে চাহিলেও সে যদি তাহা ফেলিয়া রাখে, আর সেই অবস্থায় যদি কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে, তবে সে অনিষ্ট ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।

"উপহন্যেত বা পণ্যং দহ্যেতাপহ্রিয়েত বা।
বিক্রেতুরেব সোঽনর্থো বিক্রীয়াসংপ্রযচ্ছতঃ॥

---

* "গৃহক্ষেত্রাদিকং ক্রীত্বা তুল্যমূল্যাক্ষরান্বিতম্।
পত্রং কারয়তে যত্তু ক্রয়লেখ্যং তদুচ্যতে॥" (বৃহস্পতি)
"দশৈকপঞ্চসপ্তাহমাসত্র্যহার্দ্ধমাসিকম্।
বীজায়োবাহ্যরত্নস্ত্রীদোহ্যপুংসাং পরীক্ষণম্॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)
"অতোঽর্ব্বাক্‌পণ্যদোষস্তু যদি সঞ্জায়তে ক্বচিৎ।
বিক্রেতুঃ প্রতিদেয়ং তৎ ক্রেতা মূল্যমবাপ্নুয়াৎ॥" (বৃহস্পতি)

* "অবিজ্ঞাতং তু যৎক্রীতং দুষ্টং পশ্চাদ্বিভাবিতম্।
ক্রীতং বা স্বামিনে দেয়ং পণ্যং কালেঽন্যথা ন তু॥" (কাত্যায়ন)
"পরীক্ষেত স্বয়ং পণ্যং অন্যেষাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ॥
পরীক্ষিতং বহুমতং গৃহীত্বা না পুনস্ত্যজেৎ॥" (বৃহস্পতি)

† "ক্রীত্বা মূল্যেন যো দ্রব্যং দুষ্ক্রীতং মন্যতে ক্রয়ী।
বিক্রেতুঃ প্রতিদেয়ং তৎ তস্মিন্নেবাহ্ন্যবিক্ষতম্॥
দ্বিতীয়েঽহ্নি দদৎ ক্রেতা মূল্যাত্রিংশাংশমাহরেৎ।
দ্বিগুণস্তু তৃতীয়েঽহ্নি পরতঃ ক্রেতুরেব তৎ॥" (নারদ)

দীয়মানং ন গৃহ্লাতি ক্রীতং পণ্যন্তু যঃ ক্রয়ী।
স এবাস্য ভবেদ্দোষো বিক্রেতুর্যোঽপ্রযচ্ছতঃ॥"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ব)

এক্ষণে বিক্রয়ব্যাপারে নিষেধবিধির আলোচনা করা যাউক। ব্যাস বলেন, এক জ্ঞাতিগোত্রের অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা দানাদি করিবার অধিকার একজনের নাই। ঐ রূপ বিক্রয়ে পরস্পর সকলেরই মত আবশ্যক। সপিণ্ড জ্ঞাতিগণ পরস্পর বিভক্তই হউক, বা অবিভক্তই হউক, স্থাবর সম্পত্তিতে সকলেরই তুল্যাধিকার। এ অবস্থায় একজন দান-বিক্রয়াদি ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনধিকারী।

"স্থাবরস্য সমস্তস্য গোত্রসাধারণস্য চ।
নৈকঃ কুর্য্যাৎ ক্রয়ং দানং পরস্পরমতং বিনা॥
বিভক্তা অবিভক্তা বা সপিণ্ডাঃ স্থাবরে সমাঃ।
একো হ্যনীশঃ সর্ব্বত্র দানাধমনবিক্রয়ে॥" (ব্যাস)

দায়তত্ত্বে একেরও স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়াদির অধিকার আপৎকালে উক্ত হইয়াছে।

"একোঽপি স্থাবরে কুর্য্যাদ্দানাধমনবিক্রয়ম্।
আপৎকালে কুটুম্বার্থে ধর্ম্মার্থে চ বিশেষতঃ॥" (দায়তত্ত্ব)

এ সম্বন্ধের বিস্তৃত বিচার আলোচনা ও মীমাংসা, দায়ভাগ ও মিতাক্ষরায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, বাহুল্যবোধে এখানে তাহা উল্লিখিত হইল না।

বর্ণভেদে শাস্ত্রে দ্রব্যবিশেষের বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। মদ্য-মাংস বিক্রয় করিলে শূদ্র তৎক্ষণাৎ পতিত মধ্যে গণ্য হইবে। ইহাই স্মৃতির মত। কালিকাপুরাণে দেখিতে পাই, শূদ্রের পক্ষে সর্ব্ব বস্তু বিক্রয়েরই অধিকার আছে। তবে মধু, চর্ম্ম, সুরা, লাক্ষা ও মাংস এই পঞ্চ বস্তু তাহার পক্ষে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।

"বিক্রয়ং সর্ব্ববস্তূনাং কুর্ব্বন্ শূদ্রো ন দোষভাক্।
মধু চর্ম্ম সুরাং লাক্ষাং ত্যক্ত্বা মাংসঞ্চ পঞ্চমম্॥" (কালিকাপু°)

মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ লোহ, লাক্ষা ও লবণ এই তিন বস্তু বিক্রয়ে সদ্যই পতিত হয়। ক্ষীর অর্থাৎ দুগ্ধ বিক্রয়ে তিন দিনের মধ্যেই ব্রাহ্মণকে শূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইতে হইবে।

"সদ্যঃ পততি লোহেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেণ শূদ্রীভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ॥" (মনু)

যম বচনে উল্লিখিত হইয়াছে, যে গো বিক্রয় করে, তাহাকে গোরুর গাত্র-গত লোমসংখ্যানুসারে তত সহস্র বর্ষ গোষ্ঠে কৃমি হইয়া থাকিতে হয়।

"গবাং বিক্রয়কারী চ গবি লোমানি যানি চ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি গবাং গোষ্ঠে কৃমির্ভবেৎ॥" (যমবচন)

মনু একাদশাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, আত্মবিক্রয় এবং তড়াগ উদ্যান, উপবন, স্ত্রী ও অপত্য বিক্রয় প্রভৃতি কার্য্য উপপাতক মধ্যে গণনীয়।

বিক্রয়ক (পুং) বি-ক্রী-ণ্বুল্। বিক্রেতা, বিক্রয়কারী।

বিক্রয়ণ (ক্লী) বি-ক্রী ল্যুট্। বিক্রয়, বেচা।

"যমাহিশক্রাগ্নিহতাশপূর্ব্বা নেষ্টা ক্রয়ে বিক্রয়ণে প্রশস্তাঃ।
পৌষ্ণাগ্নিচিত্রা শতবিন্দুবাতাঃ ক্রয়ে হিতা বিক্রয়ণে নিষিদ্ধাঃ॥"
(জ্যোতিঃসারসং)

বিক্রয়পত্র (ক্লী) বিক্রয়স্য পত্রং। বিক্রয়ের পত্র, বিক্রয় করিবার লেখ্য।

বিক্রয়িক (পুং) বিক্রয়েণ জীবতীতি বিক্রয় (বস্ন ক্রিয়বিক্রয়াৎ ঠন্। পা ৪।৪।১৩) ইতি ঠন্, যদ্বা-বি-ক্রী (ক্রীয়-ইকন্। উণ্ ২।৪৪) ইতি ইকন্। বিক্রেতা, বিক্রয়কারী।

বিক্রয়িন্ (ত্রি) বিক্রীণাতীতি বি-ক্রী-ণিনি। বিক্রয়কর্ত্তা, বিক্রেতা। "ক্রেতামূল্যমবাপ্নোতি তস্মাদ্ যস্তস্য বিক্রয়ী।"
(যাজ্ঞবল্ক্যস° ২।১৭৩)

বিক্রস্র (পুং) (বৌকসেঃ। উণ্ ২।১৫) কস-গতৌ বাবুপপদে রগুত্বং চোপধায়াঃ, বর্ণবিবেকে পুনরুপধায়াং বহুলবচনাৎ রেফাদেশঃ। চন্দ্র। (উজ্জ্বল)

বিক্রান্ত (ক্লী) বি-ক্রম-ক্ত। ১ বৈক্রান্ত মণি। (রাজনি°) ২ ত্রিবিক্রমাবতার বিষ্ণুর দ্বিতীয় পাদক্ষেপ দ্বারা অন্তরীক্ষ আক্রমণ। "বিষ্ণোর্বিক্রমণমসি বিষ্ণোর্বিক্রান্তমসি" (শুক্লযজু° ১০।১৯)

'ত্বং বিষ্ণোর্বিক্রান্তং দ্বিতীয়পাদক্ষেপেণ জিতমন্তরীক্ষমসি'
(ত্রি) ৩ বিক্রমশালী, শূর, বীর। ৪ সিংহ। (রাজনি°)
৫ মদালসাগর্ভজ ঋতধ্বজ পুত্র। (মার্কণ্ডেয় পু: ২৫।৮)
৬ হিরণ্যাক্ষের পুত্রবিশেষ। (হরিবংশ ৩।৩৮)

বিক্রান্তা (স্ত্রী) বিক্রান্ত-টাপ্। ১ বৎসাদনী লতা। ২ অগ্নি-মন্থবৃক্ষ। ৩ জয়ন্তী। ৪ মূষিকপর্ণী। ৫ বরাহক্রান্তা। ৬ আদিত্য-ভক্তা, চলিত হুড়হুড়িয়া। ৭ অপরাজিতা। ৮ হংসপাদী লতা। ৯ রক্ত লজ্জালুকা (রাজনি°)

বিক্রান্তি (স্ত্রী) বি-ক্রম-ক্তিন্। ১ অশ্বের গতিভেদ। পর্য্যায় পুলায়িত। (ত্রিকা°) ২ বিক্রম, প্রভাব। (রাজতর° ৪।১২৯) ৩ পাদন্যাস, পাদবিক্ষেপ।

"বিষ্ণুস্ত্বাক্রামতামিতি যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ স দেবেভ্য ইমাং বিক্রান্তিং বিচক্রমে যৈষামিসং বিক্রান্তিঃ" (শত° ব্রা° ১।১।২।১৩)

বিক্রায়ক (পুং) বিক্রীণাতীতি বি-ক্রী-ণ্বুল্। ১ বিক্রেতা, বিক্রয়কারী।

"চিকিৎসকঃ শল্যকর্ত্তাবকীর্ণী স্তেনঃ ক্রূরো মদ্যপো ভ্রূণহা চ।
সেনাজীবী শ্রুতিবিক্রায়কশ্চ ভৃশং প্রিয়োঽপ্যতিথির্নোদকার্হঃ॥"
(ভারত ৫।৩৮।৪)

বিক্রিয়া (স্ত্রী) বিকরণমিতি বি কৃ (কৃঞঃ শচ্। পা ৩।৩।১০০) ইতি শ টাপ্। বিকার, বিকৃতি, প্রকৃতির অন্যথা রূপাপত্তি স্বভাবের বিপ্রতিপত্তি, প্রকৃতির অন্যথা ভাব।

"অসতাং সঙ্গদোষেণ সাধবো যান্তি বিক্রিয়াম্।" (নীতিশাস্ত্র)

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে যে, নায়ক বা নায়িকাদিগের নির্ব্বিকার চিত্তে নায়িকা বা নায়কদর্শনে যে প্রথম অনুরাগ, তাহাকে বিক্রিয়া কহে।

"নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া।"

(সাহিত্যদ° ৩।১২৯)

বিরুদ্ধা ক্রিয়া। ৩ বিরুদ্ধকার্য্য।

"ইত্যাপ্তবচনাদ্রামো বিনেষ্যন্ বর্ণবিক্রিয়াম্।

দ্বিশঃ পপাত শক্রেণ বেগনিষ্কম্পকেতুনা ॥"(রঘু ১৫।৫৮)

বিক্রিয়োপমা (স্ত্রী) উপমালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ যে স্থলের উপমানের বিকারের দ্বারা সাম্য অর্থাৎ তুলনা হয়, অর্থাৎ যে স্থলে প্রকৃতির বিকৃতির দ্বারা সমতা হয়, বা উপমেয়ের উপমান বিকৃততা হয়, সেই স্থলেই বিক্রিয়োপমা হয়।

"চন্দ্রবিম্বাদিবোৎকীর্ণং পদ্মগর্ভাদিবোদ্ধৃতম্।

তব তন্বঙ্গি বদনমিত্যসৌ বিক্রিয়োপমা ॥"

বিক্রিয়োপমেতি, অত্র উপমানভূতৌ চন্দ্রবিম্বপদ্মগর্ভৌ প্রকৃতী তাভ্যাং উৎকীর্ণমুদ্ধৃতঞ্চ বদনংবিকৃতি প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ সাম্যমস্ত্যেবেতি বিক্রিয়য়া উপমানবিকৃতত্বেনেয়মুপমা, যদুক্তমাগ্নেয়ে—

"উপমানবিকারেণ তুলনা বিক্রিয়োপমা।

অন্যত্র চ—

উপমেয়স্ত যত্র স্যাদুপমানবিকারতা।

প্রকৃতের্বিকৃতেঃ সাম্যাত্তামাহুর্বিক্রিয়োপমাম্ ॥"

(কাব্যাদর্শ ২।৪১)

উদাহরণ—হে তন্বঙ্গি! তোমার এই বদন চন্দ্রবিম্ব হইতে উৎকীর্ণের ন্যায় এবং পদ্মগর্ভ হইতে উদ্ধৃতের ন্যায়। এই স্থলে উপমানভূত চন্দ্রবিম্ব ও পদ্মগর্ভ এই দুইটী প্রকৃতি, ইহা হইতে উৎকীর্ণ ও উদ্ধৃত হওয়ায় বদনের বিকৃতি হইয়াছে, এইরূপে প্রকৃতির বিকৃতির সমতা হওয়ায় বিক্রিয়োপমা অলঙ্কার হইয়াছে। এইরূপ প্রকৃতির বিকৃতি দ্বারা যে স্থলে সমতা হইবে, তথায় এই অলঙ্কার হইবে।

বিক্রীড় (পুং) বিবিধ ক্রীড়া।

বিক্রীড়িত (ক্লী) বি-ক্রীড় ভাবে ক্ত। ১ বিবিধ ক্রীড়া, নানা প্রকার খেলা। (ত্রি) ২ বিবিধ ক্রীড়াযুক্ত।

বিক্রীত (ত্রি) বি-ক্রী-ক্ত। কৃতবিক্রয়, যাহা বিক্রয় করা হইয়াছে, যাহা বেচা হইয়াছে।

"নাষ্টিকশ্চৈব কুরুতে তদ্ধনং জ্ঞাতিভিঃ স্বকম্।

অদত্তত্যক্তবিক্রীতং কৃত্বা স্বং লভতে ধনী ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

বিক্রীয়াসম্প্রদান (ক্লী) বিক্রীয় ন সম্প্রদানং ক্রেত্রে যত্র। অষ্টাদশ বিবাদের অন্তর্গত বিবাদবিশেষ। এই বিবাদ বা ব্যবহার সম্বন্ধে বীরমিত্রোদয়ে লিখিত আছে—নারদ বলেন, মূল্য লইয়া পণ্য বিক্রয় করা হইল, অথচ ক্রেতাকে সেই বিক্রীত পণ্য দেওয়া হইল না; ইহারই নাম বিক্রীয়াসম্প্রদান এবং ইহাই বিবাদপদ নামে অভিহিত।

"বিক্রীয় পণ্যং মূল্যেন ক্রেতুর্যন্ন প্রদীয়তে।

বিক্রীয়াসম্প্রদানং তদ্বিবাদপদমুচ্যতে ॥" (বীরমি° নারদ)

প্রধানতঃ পণ্যদ্রব্য দুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম। এই দ্বিবিধ পণ্যের ক্রয়বিক্রয় বিধি ষড়্‌বিধ। যথা—গণিত, তুলিমমেয়, ক্রিয়াম্বিত, রূপসম্পন্ন ও শ্রীযুক্ত। পণ্য ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে এই ছয় প্রকার বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে গণিয়া লইয়া যাহা ক্রয় করা হয়, তাহার নাম গণিত, অর্থাৎ সংখ্যাযোগ্য, যথা ক্রমুক ফলাদি। তুলায় (তৌলে) যাহা ওজন করা হয়, তাহাকে তুলিম বলে,—যথা হেমচন্দনাদি। মেয় অর্থাৎ মাপিয়া লইবার যোগ্য, যথা—ব্রীহ্যাদি। ক্রিয়া অর্থাৎ বাহন-দোহনাদি, তদ্যুক্ত, যথা—গবাদি। রূপসম্পন্ন অর্থাৎ রূপযুক্ত বস্তু যথা—পণ্যাঙ্গনা প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত অর্থে দীপ্তিমৎ—পদ্মরাগাদি।

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধং পণ্যং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।

ষড়্‌বিধস্তস্য চ বুধৈর্দানাদানবিধিঃ স্মৃতঃ।

গণিতং তুলিমং মেয়ং ক্রিয়য়ারূপতঃ শ্রিয়া ॥" (নারদ)

বিক্রেতা পণ্যের মূল্য লইল, ক্রেতা পণ্য চাহিল, কিন্তু পাইল না বিক্রেতা দিল না, এক্ষেত্রে ব্যবস্থামত স্থাবর পণ্য হইলে বিক্রেতাকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে অর্থাৎ বিক্রয় করিবার পর সে বস্তু যদি উপভোগ করা হইয়া থাকে, তবে তাহার পূরণ করিয়া দিতে হইবে। আর জঙ্গম হইলে, ক্রিয়াফল সহ ক্রেতাকে পণ্য দিতে হইবে। ক্রিয়াফল অর্থে দোহনাদি বুঝিতে হইবে।

"বিক্রীয় পণ্যং মূল্যেন ক্রেতুর্যো ন প্রযচ্ছতি।

স্থাবরস্য ক্ষয়ং দাপ্যো জঙ্গমস্য ক্রিয়াফলং ॥" (নারদ)

কিন্তু এই যে ব্যবস্থা করা হইল, ইহা পণ্যক্রয়কাল অপেক্ষা পণ্যদানকালে যদি পণ্য বর্দ্ধিত মূল্যে বাজারে বিক্রীত হইতে থাকে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে। পরন্তু যদি ক্রয়কাল অপেক্ষা তৎকালে ঐ পণ্যমূল্য হ্রাস হইয়া থাকে, তবে বর্ত্তমান মূল্য হিসাবে পণ্য ফিরাইয়া দিয়া তৎসঙ্গে ক্রয়কালিক বর্দ্ধিত মূল্য ক্রেতাকে দিয়া দিতে হইবে। আর তখন যদি পণ্যমূল্য সমানভাবেও থাকে, তথাপি ক্রেতাকে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি ধরিয়া দিতে হয়, ইহাই হইল শাস্ত্রব্যবস্থা।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যে ক্রেতা দেশান্তর হইতে আসিয়া পণ্য ক্রয় করে, অথচ বিক্রেতার কাছে পণ্য চাহিয়াও যথাকালে না পায়, এক্ষেত্রে দেশান্তরে গিয়া পণ্য বিক্রয় করিলে, ক্রেতার যাহা লাভ হইত, হিসাবমত সেই লাভ ধরিয়া দিয়া বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্য ফিরাইয়া দিতে বাধ্য।

"গৃহীতমূল্যং যঃ পণ্যং ক্রেতুর্নৈব প্রযচ্ছতি।
সোদয়ং তস্য দাপ্যোঽসৌ দিগ্‌লাভং বা দিগাগতে॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

ধর্ম্মশাস্ত্রকার বিষ্ণু এক্ষেত্রে বিক্রেতার দণ্ড ব্যবস্থাও করিয়াছেন। তাঁহার মতে এরূপ অভিযোগে রাজা বিক্রেতার নিকট হইতে বৃদ্ধি সহ পণ্য আদায় করিয়া ক্রেতাকে দেওয়াইবেন। অধিকন্তু বিক্রেতার একশত পণ দণ্ডও করিবেন।

"গৃহীতমূল্যং যঃ পণ্যং ক্রেতুর্নৈব দদ্যাৎ।
তস্তস্য সোদয়ং দাপ্যো রাজ্ঞা চ পণশতং দণ্ড্যঃ॥" (বিষ্ণুস°)

বিক্রেতা সম্বন্ধে এই যে ব্যবস্থা বলা হইল, ইহা অনুতাপহীন তৃপ্তিসম্পন্ন বিক্রেতাবিষয়েই বুঝিতে হইবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে বিক্রেতা পণ্য বিক্রয় করিয়া পরক্ষণেই অনুতাপবশতঃ সেই পণ্য অর্পণ না করে, আর যে ক্রেতা দ্রব্য কিনিবার পর অনুতপ্ত হইয়া তাহা না লয়, এরূপস্থলে ক্রেতাবিক্রেতা উভয়কেই দ্রব্যমূল্যের দশ ভাগের এক ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। কিন্তু ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে এইরূপ অনুতাপ যদি দশাহের পর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর মূল্যের দশমভাগ কাহাকেও দিতে হইবে না।

"ক্রীত্বাপ্রাপ্তান্ন গৃহ্নীয়াৎ যো ন দদ্যাদদূষিতম্।
স মূল্যাদ্দশভাগন্তু দত্ত্বা স্বং দ্রব্যমাপ্নুয়াৎ॥
অপ্রাপ্তেঽথ ক্রিয়াকালে কৃতেনৈব প্রদাপয়েৎ।
এষ ধর্ম্মো দশাহাত্তু পরতোঽনুশয়ো ন তু॥" (কাত্যায়ন)

পণ্য যদি দোহনযোগ্য বা বাহনযোগ্য হয়, তাহা হইলে আর উক্ত ব্যবস্থা চলিবে না। সে ক্ষেত্রে দশাহের মধ্যে অনুতাপ উপস্থিত হইলে দশমভাগ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়াই স্বীয় দ্রব্য বা মূল্য ফিরাইয়া পাইবে। দশ দিনের পর অনুতাপ করা অকর্ত্তব্য। কারণ তখন আর দ্রব্য বা মূল্য ফিরাইয়া পাইবার ব্যবস্থা নাই।

বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্য কিনিয়া ক্রেতা তাহা গ্রহণ না করিলে ঐ দ্রব্য যদি কোন গতিকে নষ্ট হইয়া যায়, তবে প্রমাণে যাহার দোষ স্থির হইবে, তাহাকেই সেই ক্ষতি বহন করিতে হইবে। যে স্থলে ক্রেতা দ্রব্য কিনিয়া চাহিল না, বিক্রেতাও দিল না, এদিকে চৌরাদির উপদ্রবে সে দ্রব্য নষ্ট হইয়া গেল, তখন ক্রেতাবিক্রেতা উভয়েরই তুল্য হানি হইবে। ইহাই দেবল ভট্টের মত।

নারদ বলেন, দ্রব্য কিনিবার পর ক্রেতার অনুতাপ হইল, বিক্রেতা দিতে চাহিলেও সে, সে দ্রব্য লইল না; তখন যদি বিক্রেতা অন্যত্র সে দ্রব্য বিক্রয় করে, তবে তাহার অপরাধ হইবে না।

"দীয়মানং ন গৃহ্লাতি ক্রীত্বা পণ্যঞ্চ যঃ ক্রয়ী।
বিক্রীণানস্তদন্যত্র বিক্রেতা নাপরাপ্নুয়াৎ॥" (নারদ)

যে বিক্রেতা ক্রেতাকে প্রথমতঃ নির্দ্দোষ বস্তু দেখাইয়া পরে কৌশলে তাহার নিকট দোষযুক্ত বস্তু বিক্রয় করে আর যে বিক্রেতা একজনের কাছে বিক্রয় করিয়া পরে সেই ক্রেতার অনুতাপ না হইলেও জ্ঞানতঃ অপর ক্রেতার নিকট তাহা বিক্রয় করে, এই উভয়বিধ বিক্রেতাই তুল্য অপরাধী। এই অপরাধের দণ্ডস্বরূপ বিক্রেতা ক্রেতাকে দ্বিগুণ মূল্য দিবে এবং তদনুরূপ বিনয় দেখাইবে।

"নির্দ্দোষং দর্শয়িত্বা তু সদোষং যঃ প্রযচ্ছতি।
স মূল্যাদ্দ্বিগুণং দাপ্যো বিনয়ং তাবদেবতু॥
তথান্যহস্তে বিক্রীয় যোঽন্যস্মৈ তৎ প্রযচ্ছতি।
দ্রব্যং তদ্দ্বিগুণং দাপ্যো বিনয়ং তাবদেব তু॥" (নারদ স°)

উপরে এই যে নারদকৃত ব্যবস্থা বলা হইল, বৃহস্পতি, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণও উক্ত ব্যবস্থার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন বৃহস্পতি বলিয়াছেন, বিক্রেতা যদি মত্ত, উন্মত্ত, ভীত, অস্বাধীন বা অজ্ঞ অবস্থায় অধিক মূল্যের দ্রব্য স্বল্পমূল্যে দিয়া ফেলে, তবে ক্রেতা তাহা ফিরাইয়া দিবে।

"মত্তোন্মত্তেন বিক্রীতং ধনমূল্যং ভয়েন বা।
অস্বতন্ত্রেণ মূঢ়েন ত্যাজ্যস্তস্য পুনর্ভবেৎ॥" (বৃহস্পতি)

ক্রেতা দ্রব্য লইব বলিয়া মূল্য না দিয়া শুধু কথামাত্রে ক্রয় করিয়া গেল, অথচ সময়ে কিনিতে আসিল না, এক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতাকে দ্রব্য দিউক বা নাই দিউক, তাহাতে কোন দোষ হইবে না। যে স্থলে ক্রেতা বাক্যমাত্র ক্রয় পরিহারের জন্য বিক্রেতার হস্তে কিঞ্চিৎমাত্র মূল্য দিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে আসিয়া সে দ্রব্য গ্রহণ করিল না, এ অবস্থায় বিক্রেতা সে দ্রব্য হস্তান্তরিত করিতে পারিবে।

"সত্যঙ্কারঞ্চ যো দত্ত্বা যথাকালং ন দৃশ্যতে।
পণ্যং ভবেন্নিসৃষ্টন্তদ্দীয়মানমগৃহ্নতঃ॥" (ব্যাস) [বিক্রয় দেখ।]

বিক্রুষ্ট (ত্রি) বি-ক্রুশ-ক্ত। ১ নিষ্ঠুর। (হেম)

বিক্রেতৃ (ত্রি) বিক্রীণাতি বি-ক্রী-তৃচ্। ১ বিক্রয়কর্ত্তা, পর্য্যায় বিক্রয়িক, বিক্রয়ী, বিক্রায়ক। (হেম) চলিত বে বেচে।

"বিক্রেতুর্দ্দর্শনাৎ শুদ্ধিঃ স্বামী দ্রব্যং নৃপো দমম্।
ক্রেতা মূল্যমবাপ্নোতি তস্মাদ্ যস্তস্য বিক্রয়ী॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৭৩)

বিক্রেতব্য (ত্রি) বি-ক্রী-তব্য। বিক্রয়ার্হ, বিক্রয়যোগ্য।

বিক্রেয় (ত্রি) বিক্রীয়তে ইতি বিক্রী (অচো যৎ। পা ৩।১।৯৭) ইতি যৎ। বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য, বেচিবার উপযুক্ত জিনিস, পর্য্যায় পাণিতব্য, পণ্য। (অমর)

বিক্রোশ (পুং) বি-ক্রুশ-ঘঞ্। বিকৃত শব্দ।

বিক্রোশয়িতৃ (ত্রি) বি-ক্রুশ-ণিচ্-তৃচ্। বিক্রোশকারক।

বিক্রোষ্টৃ (ত্রি) বি-ক্রুশ-তৃচ্। বিক্রোশকারী।

বিক্লব (ত্রি) বিক্লবতে ইতি-বি-ক্লু পচাদ্যচ্। ১ বিহ্বল। (অমর) (ক্লী) ২ দুঃখ।

"কিমিদানীমিদং দেবি করোতি হৃদি বিক্লবং।"

(রামায়ণ ২।৪৪।২৫)

(ত্রি) ৩ বিবশ। ৪ চঞ্চলচিত্ত। ৫ উদ্ভ্রান্ত। ৬ কাতর। ৭ ভীরু, ভীত। ৮ উপহত। ৯ অবধারণাসমর্থ। ১০ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণয়াসমর্থ। ১১ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। (পুং) ১২ ব্যাকুলতা। ১৩ জড়তা। ১৪ ঔদাস্য। ১৫ ভ্রান্তি।

বিক্লবতা (স্ত্রী) বিক্লবস্য ভাবঃ তল-টাপ্। বিক্লবত্ব, বিক্লবের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিক্লাবিত (ত্রি) বিক্লবযুক্ত।

বিক্লিত্তি (স্ত্রী) বি-ক্লিদ-ক্তিচ্। ১ অন্নাদির পাক। ২ দ্রবীভাব। ৩ আর্দ্রতা।

বিক্লিন্ন (ত্রি) বি-ক্লিদ-ক্ত। ১ জরাদ্বারা জীর্ণ। ২ শীর্ণ। ৩ আর্দ্র। (মেদিনী)

বিক্লিন্দু (পুং) বিশেষ দুঃখ।

বিক্লিষ্ট (ত্রি) বিশেষরূপে ক্লান্ত।

বিক্লেদ (পুং) বি-ক্লিদ-ঘঞ্। আর্দ্রতা। (সুশ্রুত)

বিক্লেশ (পুং) বিশেষ ক্লেশ। বড় দুঃখ।

বিক্ষত (ত্রি) বি-ক্ষণ ক্ত। ১ বিশেষরূপে ক্ষত, আহত। ২ আঘাতপ্রাপ্ত। ৩ খণ্ডিত।

"অদ্বারেণ বিনির্গচ্ছন্ দ্বারসংস্থানরূপিণা।
অভিহত্য শিলাং ভূয়ো ললাটেনাস্মি বিক্ষতঃ ॥"

(ভারত ২।৪৯।৩৩)

বিক্ষর (পুং) বিশেষরূপে ক্ষরণ।

বিক্ষাম (ক্লী) বিশেষ ক্ষমতা।

বিক্ষার (পুং) বিশিষ্ট লক্ষ্যবেধ। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ১।৫।১১)

বিক্ষাব (পুং) বিক্ষরণমিতি বি-ক্ষু-(বৌক্ষুশ্রুবঃ। পা ৩।৩।২৫) ইতি ঘঞ্। ১ শব্দ।

"যাত যূয়ং যমশ্রায়ং দিশং নাম্নেন দক্ষিণাম্।
বিক্ষাবৈস্তোয়বিশ্রাবং তর্জ্জয়ন্তো মহোদধেঃ ॥" (ভট্টি ৭।৩৬)

২ শ্বাস। (ভরত)

বিক্ষিণৎক (ত্রি) বিবিধ পাপধ্বংসকারী অগ্ন্যাদি "নমো বিক্ষিণৎকেভ্যঃ" (শুক্লযজু° ১৬।৪৬)

'বিক্ষিণৎকেভ্যো বিবিধং ক্ষিণ্বন্তি হিংসন্তি পাপমিতি বিক্ষিণৎকাস্তেভ্যোঽগ্ন্যাদিভ্যঃ' (মহীধর)

বিক্ষিৎ (ত্রি) নিবাসী, বাসকারী।

বিক্ষিপ্ত (ত্রি) বি-ক্ষিপ্ত-ক্ত। ১ ত্যক্ত, যাহাকে ক্ষেপ করা যায়। ২ কম্পিত।

"সব্রীড়স্মিতবিক্ষিপ্ত-ভ্রূবিলাসাবলোকনৈঃ।
দৈত্যযূথপচেতঃসু কামমুদ্দীপয়ন্ মুহুঃ ॥" (ভাগবত ৮।৮।৪৬)

৩ প্রেরিত। (ক্লী) ৪ চিত্তবৃত্তিবিশেষ, পাতঞ্জল দর্শনে লিখিত আছে যে, চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিলে যোগ হয়, ঐ চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত,একাগ্র ও নিরুদ্ধাবস্থা ; এই নিরুদ্ধাবস্থাই সমাধির উপযোগী, অর্থাৎ একাগ্র ও নিরুদ্ধাবস্থাতেই যোগ হইয়া থাকে ; ক্ষিপ্ত, মূঢ়, ও বিক্ষিপ্তাবস্থায় সমাধি হয় না।

"ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তং একাগ্রং নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ। বিক্ষিপ্তং সত্ত্বোদ্রেকাৎ বৈশিষ্ট্যেন পরিহৃত্য দুঃখসাধনং সুখসাধনেষ্বেব শব্দাদিষু প্রবৃত্তং তচ্চ সদৈব দেবানাম্।"

(পাতঞ্জলবৃত্তি যোগসূ° ১।২)

রজোগুণের উদ্রেক হইয়া চিত্তের যে চঞ্চলাবস্থা হয়, তাহার নাম ক্ষিপ্তাবস্থা, ইহাতে চিত্ত ক্ষণমাত্রও স্থির থাকিতে পারে না, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় চিত্ত বাহ্যবিষয়ে আসক্ত হইয়া সুখ দুঃখাদি ভোগে নিযুক্ত হয়। রজোগুণই চিত্তকে ঐ সকল বিষয়ে প্রেরণ করিয়া থাকে। দৈত্যদানবাদির চিত্তেরই ক্ষিপ্তাবস্থা হয়।

তমোগুণের উদ্রেক বশতঃ চিত্তের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিবেচনাশক্তি তিরোহিত হয়, এবং চিত্ত ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া বিরুদ্ধ কার্য্যাদিতে অনুরক্ত হয়। ইহার নাম মূঢ়াবস্থা, এই অবস্থা রাক্ষস ও পিশাচাদির চিত্তক্ষেত্রে উদিত হইয়া থাকে।

বিক্ষিপ্তাবস্থা—এই অবস্থাতে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হেতু চিত্ত দুঃখসাধন সাধুবিগর্হিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সুখসাধনীভূত সজ্জন-সেবিত আত্মোৎকর্ষজনক ব্রতপূজাদি সৎকার্য্যে অনুরক্ত হয়, এই অবস্থা সাধারণের চিত্তভূমিতে উৎপন্ন হয় না, দেবতা প্রভৃতির চিত্তের এই অবস্থা হইয়া থাকে। ক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থা হইতে বিক্ষিপ্ত অবস্থা শ্রেষ্ঠ, রজো ও তমোগুণই চিত্তের বিক্ষেপ উপস্থিত করিয়া থাকে, সুতরাং বিক্ষিপ্তাবস্থায় সত্ত্বগুণ প্রবল হওয়ায় চিত্তের বিক্ষেপ কিছু কম হইয়া থাকে। রজ ও তমো গুণ সত্ত্বগুণের নিকট পরাভূত হইয়া অবস্থিতি করে।

চিত্ত রজোগুণ দ্বারা অভিভূত হইলে নানা প্রকার প্রবৃত্তির বাধ্য হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করে, ভাগ্যবশতঃ যদি কাহারও

চিত্তে সত্বগুণের উদয় হয়, তাহা হইলে তাহার দুঃখলেশ থাকে না। এইরূপ বিক্ষিপ্তাবস্থাও যোগের উপযোগী নহে, যোগভাষ্যে লিখিত আছে যে,—

'বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জ্জনীভূতঃ সমাধির্ন যোগপক্ষে বর্ত্ততে" (যোগভাষ্য ১।২)

ইহাতে যদিও সত্বগুণ কিছু প্রবল হয়, তথাচ রজস্তমো জন্য চিত্তবিক্ষেপ একেবারে তিরোহিত হয় না, অতএব এই অবস্থাতেও যোগ হয় না।

এই বিষয়ে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, চিত্ত ত্রিগুণাত্মক, রজোগুণের সমুদ্রেক বা আধিক্য হেতু তত্তদ্ বিষয়ে পরিচালিত চিত্তের অত্যন্ত অস্থিরাবস্থা বা তদবস্থ চিত্তের নাম ক্ষিপ্ত। তমোগুণের সমুদ্রেকজনিত নিদ্রাবস্থা বা তদবস্থ চিত্তের নাম মূঢ়। ক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থায় যোগের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। ক্ষিপ্ত অবস্থা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশেষযুক্ত চিত্তের নাম বিক্ষিপ্ত। কিঞ্চিৎ বিশেষ কি না,—অত্যন্ত অস্থির চিত্তের কাদাচিৎক বা ক্ষণিক স্থিরতা। বিক্ষিপ্ত চিত্তের কদাচিৎ স্থিরতা হয় বলিয়া তৎকালে ক্ষণিক বৃত্তি নিরোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ বৃত্তি নিরোধ ক্লেশাদির পরিপন্থী বা নিবারক হয় না; সুতরাং বিক্ষিপ্তাবস্থায় যোগ হয় না। (পাতঞ্জলদর্শন)

[পাতঞ্জল ও যোগশব্দ দেখ]

বিক্ষীর (পুং) রক্তার্কবৃক্ষ, অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। (রাজনি°)

বিক্ষুদ্র (ত্রি) অতি ক্ষুদ্র।

বিক্ষেপ (পুং) বি-ক্ষিপ-ঘঞ্। ১ প্রেরণ। ২ ত্যাগ। ৩ বিক্ষেপণ। ৪ কম্পন।

"লাঙ্গুলবিক্ষেপবিসর্পিশোভৈরিতস্ততশ্চন্দ্রমরীচিগৌরৈঃ" (কুমারস° ১।১৩)

৫ প্রসারণ। ৬ সঞ্চালন। ৭ ভয়। ৮ প্রেরণ। ৯ রাজস্ব। ১০ সঙ্গীত মতে, একটী সুরে আঘাত করিয়াই সেই সুর হইতে এক, দুই বা ততোঽধিক সুর ব্যবধানে বামহস্তের অঙ্গুলির ঘর্ষণ যোগে অবিচ্ছেদে উর্দ্ধগতিতে যাওয়ার নাম বিক্ষেপ।

১১ পাতঞ্জল-দর্শনের মতে চিত্তবিক্ষেপের কারণ ৯টী; এই ৯টী কারণ দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

"ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতানি চিত্তবিক্ষেপস্তেঽন্তরায়াঃ"। (পাতঞ্জলদ° ১।২৯)

ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব এই ৯টী চিত্তবিক্ষেপ এবং যোগের অন্তরায় অর্থাৎ বিঘ্নস্বরূপ। যোগাভ্যাসকালে এই সকল চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাতে যোগ নষ্ট হইয়া যায়।

এই সকল কারণে মনের একাগ্রতা হয় না, বরং সর্ব্বদা চিত্তবিক্ষেপ হইয়া থাকে। শরীরগত বাতপিত্তাদি ধাতুর বৈষম্য হইলেই দেহের জ্বরাদি রোগ হইয়া থাকে, ইহার নাম ব্যাধি। কোন কোন কারণে চিত্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এইরূপ চিত্তের অকর্ম্মণ্যতাকেই স্ত্যান বলে। উভয়ালম্বন জ্ঞানের নাম সংশয়। যোগ সাধন করিলে ফলসিদ্ধি হইবে কি না, এইরূপ অনিশ্চয় জ্ঞানকে সংশয় কহে। সমাধি সাধনে ঔদাসীন্যের নাম প্রসাদ, অর্থাৎ সিদ্ধি বিষয়ে দৃঢ়তর অধ্যবসায়পূর্ব্বক ঔদাসীন্য পরিত্যাগ না করিলে যোগসাধন হয় না, শরীর ও চিত্তের গুরুতাকে আলস্য বলা যায় অর্থাৎ যে কারণে শরীর ও চিত্ত গুরু হইলে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয় না, তাহাই আলস্য শব্দ-বাচ্য। বিষয়ে দৃঢ় মনঃসংযোগকে অবিরতি, শুক্তিকাদিতে রজতত্বাদির জ্ঞানের ন্যায় বিপর্য্যয় জ্ঞানের নাম ভ্রান্তিদর্শন। শুক্তিকায় রজত ভ্রান্তি হয়, তদ্রূপ অপরিণামদর্শীদিগের বিষয়-সুখকে প্রকৃত সুখ বলিয়া ভ্রান্তি হয়, কোন কারণবশতঃ সমাধির উপযুক্ত ভূমির অপ্রাপ্তির নাম অলব্ধভূমিকত্ব। উপযুক্ত স্থানের অলাভে কদাচ যোগ সাধন হয় না, স্থানে স্থানে সমাধির বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। লব্ধ স্থানে মনের অপ্রতিষ্ঠার নাম অনবস্থিতত্ব, স্থানবিশেষে মানসিক অসন্তোষ ঘটিয়া থাকে।

এই সকল চিত্তবিক্ষেপ যোগের অন্তরায়স্বরূপ। ইহা থাকিলে যোগ হয় না। পুনঃ পুনঃ একতত্বাভ্যাস দ্বারা এই সকল চিত্তবিক্ষেপ তিরোহিত হয়। (পাতঞ্জলদর্শন)

বিক্ষেপণ (ক্লী) বি-ক্ষিপ-ল্যুট্। বিক্ষেপ।

বিক্ষেপলিপি (স্ত্রী) লিপিভেদ। [বর্ণমালা দেখ।]

বিক্ষেপশক্তি (স্ত্রী) বিক্ষেপায় শক্তিঃ। মায়াশক্তি। বেদান্ত মতে অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামে দুইটী শক্তি আছে।

"অস্যাজ্ঞানস্যাবরণবিক্ষেপনামকং শক্তিদ্বয়মস্তি" (বেদান্তসার)

[বেদান্ত দেখ]

বিক্ষেপ্তৃ (ত্রি) বি-ক্ষিপ-তৃচ্। বিক্ষেপকারক।

বিক্ষোভ (পুং) বি-ক্ষুভ-ঘঞ্। ১সঞ্চালন, আলোড়ন। ২বিদারণ। ৩ ক্ষোভ, দুঃখ। ৪ সংঘটন। ৫ কম্প, চাঞ্চল্য। ৬ ভয়। ৭ চিত্তোদ্ভ্রান্তি। ৮ উদ্রেক। ৯ ঔদাস্য। ১০ ঔৎকণ্ঠ্য।

বিক্ষোভণ (পুং ক্লী) ১ বিদারণ। ২ বিক্ষোভ।

বিক্ষোভিন্ (ত্রি) বি-ক্ষুভ-ণিনি। বিক্ষোভকারক।

বিখ (ত্রি) বিখ্য নিপাতনাৎ যলোপঃ। গতনাসিক; চলিত খাঁদা। (ভরতধৃত দ্বিরূপকোষ)

বিখণ্ডিন্ (ত্রি) বিখণ্ড-ণিনি। বিখণ্ডকারক, দুই খণ্ডকারক, দ্বিধাকারক।

বিখনন (ক্লী) খনন।

বিথনস্ (পুং) ব্রহ্মা। "বিথনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেষিবান্ সাত্বতাং কুলে।" (ভাগ° ১০।৩।১৪)

বিথাদ (পুং) বি-খাদ-অচ্। বিশেষরূপে খাদক বা ভক্ষক। "তং বিথাদে সস্নিমদ্য শ্রুতং নরমর্ব্বাঞ্চামিন্দ্রমবসে করামহে।" (ঋক্ ১০।৩৮।৪) 'বিথাদে বিশেষেণ ভক্ষকে' (সায়ণ)

বিথানস (পুং) বৈখানস মুনিভেদ।

বিথারা (দেশজ) সঙ্গীতের তানলয়াদির ব্যত্যয়।

বিথানা (স্ত্রী) জিহ্বা।

বিখু (ত্রি) বিগতা নাসিকা যস্য, বহুলবচনাৎ নাসিকায়াঃ খুঃ। গতনাসিক, যাহার নাসিকা নাই। (ভরত দ্বিরূপকোষ)

বিখুর (পুং) রাক্ষস। (ত্রিকাণ্ডশেষ) ২ চৌর। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

বিখেদ (ত্রি) দ্বিধাকৃত। (ভাগবত ১।১৭।২১)

বিখ্য (ত্রি) বিগতা নাসিকা যস্যেতি বহুব্রী। (খ্যশ্চ। পা ৮।৪।২৮) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা নাসিকায়াঃ খ্যঃ। গতনাসিক। ইতি কেচিৎ। চলিত নাক্‌কাটা বা খাঁদা নাক।

বিখ্যাত (ত্রি) বি-খ্যা-ক্ত। খ্যাতাপন্ন, খ্যাতিযুক্ত।
"চন্দ্রবর্ম্মেতি বিখ্যাতঃ কাম্বোজানাং নরাধিপঃ।" (মহাভা° ১৬৭।৩২)

বিখ্যাতি (স্ত্রী) বি-খ্যা-ক্তিচ্। বিশিষ্টরূপ খ্যাতি, প্রসিদ্ধি, সুখ্যাতি।

বিখ্যাপন (ক্লী) বি খ্যা-ণিচ্-ল্যুট্। ব্যাখ্যান।

বিখ্র (খ্রু) (ত্রি) বিগতা নাসিকা যস্য, খ্রুঃখ্রশ্চ বক্তব্যৌ ইতি নাসিকায়াঃ খ্রু খ্রশ্চ। ১ অনাসিক। (হেমচন্দ্র) ২ ছিন্ন-নাসিক। (শব্দরত্না°)

বিগড় (দেশজ) বিকারপ্রাপ্ত। মন্দ হওয়া।

বিগড়ন (দেশজ) বিকৃতকরণ, আকৃতির পরিবর্ত্তন।

বিগড়ান (দেশজ) বিপথানয়ন।

বিগড়ানী (দেশজ) বিকৃতাবস্থা।

বিগণ (পুং) ১ বিপক্ষ, চলিত বেদল।

বিগণন (ক্লী) বি-গণ-ল্যুট্। ঋণমুক্তি। (ত্রিকা°) "সম্মাননোৎসঞ্জনাচার্য্যকরণজ্ঞানভৃতিবিগণনব্যয়েষু নিয়ঃ।" (পা ১।৩।৩৬)
'বিগণনং ঋণাদের্নির্যাতনম্' (কাশিকা)

বিগত (ত্রি) বি-গম-ক্ত,। প্রভারহিত। পর্য্যায় নিষ্প্রভ, অরোক, (অমর) বীত, (রুদ্র)। ২ বিশেষরূপে গত। (হেম)
"বিগততিমিরপঙ্কং পশ্যতি ব্যোম যাবৎ।" (মাঘ ১১।২৭)

বিগতশ্রীক (ত্রি) বিগতা শ্রীর্যস্য ইতি বহুব্রীহৌ কপ্রত্যয়ঃ। শ্রীরহিত। শ্রীভ্রষ্ট।

বিগতভয় (ত্রি) বিগতং ভয়ং যস্য। নির্ভীক।

বিগতরাগধ্বজ (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

বিগতশোক (ত্রি) বিগতঃ শোকো যস্য বহুব্রী। শোকহীন। যাহার কোন শোক নাই।

বিগতস্পৃহ (ত্রি) স্পৃহাহীন, নিস্পৃহ। (গীতা ৩ অ°)

বিগতসূতিকা (স্ত্রী) পুনঃ পুনরার্ত্তব দর্শন পর্য্যন্ত প্রসূতি। (সুশ্রুত শারীর ১০ অঃ)

বিগতার্ত্তবা (স্ত্রী) বিগতং আর্ত্তবং রজো যস্যাঃ বহুব্রীহি। পঞ্চপঞ্চাশদ্‌বর্ষানন্তর নিবৃত্তরজস্কা। অর্থাৎ পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের পর যে রমণীর আর রজঃক্ষরণ হয় না। ইহার পর্য্যায় নিষ্কলী, নিষ্কলা, কিষ্কলী, নিষ্ফলা, বিকলী, বিকলা। (শব্দরত্না°)

বিগতাশোক (পুং) বৌদ্ধভেদ, বীতাশোক।

বিগতীয়া বোড়া (দেশজ) সর্পভেদ।

বিগদ (পুং) বিবিধ শব্দকারী। "শক্রন্ বিগদেষু বৃশ্চ" (ঋক্ ১০।১১৬।৫) 'বিগদেষু বিবিধং গদন্তি শব্দায়ন্তে গদের্ঘঞর্থকবিধানমিতি অধিকরণে কঃ' (সায়ণ)

বিগদিত (ত্রি) চতুর্দ্দিকে প্রচারিত।

বিগন্তব্য (ত্রি) ১ বিগমনীয়। ২ ত্যাগযোগ্য।

বিগন্ধ (ত্রি) গন্ধহীন। স্ত্রিয়াং টাপ।

বিগন্ধক (পুং) ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (রাজনি°)

বিগন্ধি (ত্রি) গন্ধহীন। ২ গন্ধহীন বৃক্ষ। (বৃ° স° ৪৮।৪)

বিগন্ধিকা (স্ত্রী) ১ হপুষা। ২ অজগন্ধা। (রাজনি°)

বিগম (পুং) বি-গম (গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) ইতি অপ্। ১ নাশ। বেদান্তমতে জীবের উপাধিনাশ, অপগম, নিবৃত্তি।
"বেদান্তিনস্তু যদুপাধ্যানবচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মণো বিশুদ্ধরূপতা তাদৃশোপাধিবিগম এব কৈবল্যং" (মুক্তিবাদ) ২ বিচ্ছেদ।
"যথা ক্রীড়োপস্করাণাং সংযোগবিগমাবিহ।
ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুঃ স্যাতাং তথৈবেশেচ্ছয়া নৃণাম্॥"(ভাগব° ১।১৩।৪৩)
৩ প্রস্থিতি। ৪ নিস্পত্তি। ৫ ক্ষান্তি।

বিগমচন্দ্র (পুং) বৌদ্ধ রাজপুত্রভেদ। (তারনাথ)

বিগর্ভা (স্ত্রী) বিগতগর্ভা, যাহার গর্ভপাত হইয়াছে।

বিগর্হ (পুং) বি-গর্হ-অচ্। নিন্দা।

বিগর্হণ (ক্লী) বি-গর্হ-ল্যুট্। ১ নিন্দন। ২ ভৎর্সন।
"কৃষ্ণে চ ভবতো দ্বেষো বসুদেববিগর্হণম্।" (হরিবংশ ৩৭।২৩)

বিগর্হণা (স্ত্রী) বি-গর্হ-ণিচ্-টাপ্। নিন্দন। ভৎর্সন।

বিগর্হিত (ত্রি) বি-গর্হ-ক্ত, বিশেষেণ গর্হিতঃ। বিশেষরূপে গর্হিত, নিন্দিত। "ন কেবলং প্রাণিবধো বধো মম
ত্বদীক্ষণাদ্বিশ্বাসিতান্তরাত্মনঃ।
বিগর্হিতং ধর্ম্মধনৈর্নিবর্হণং
বিশিষ্য বিশ্বাসজুষাং দ্বিষামপি॥" (নৈষধ ১।১৩১)

বিগর্হিন্ (ত্রি) বি-গর্হ-ণিনি। বিগর্হকারক, নিন্দাকারক, ভৎ সনাকারক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

বিগর্হ্য (ত্রি) বি-গর্হ-যৎ। নিন্দাযোগ্য, ভৎসনার্হ, নিন্দিত।

"ন বিগর্হ্যকথাং কুর্য্যাদ্বহির্মাল্যং ন ধারয়েৎ।
গবাঞ্চ যানং পৃষ্ঠেন সর্ব্বথৈব বিগর্হিতম্॥" (মনু ৪।৭২)

'অভিনিবেশেন পণবন্ধাদিনা যল্লৌকিকেষু শাস্ত্রেষু বার্থেষিতরে-তরং জল্পনমহোপুরুষিকা যা সা বিগর্হ্যকথা' (মেধাতিথি)

লৌকিক, বা শাস্ত্রীয় নির্বন্ধসহকারে পণবন্ধনাদি দ্বারা যে কথা কহা যায়, তাহাকে বিগর্হকথা বলে। পণ করিয়া বাক্য-প্রয়োগ শাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে, এইজন্য পণ রাখিয়া যে কথা বলা যায়, তাহাই বিগর্হকথা।

বিগর্হ্যতা (স্ত্রী) বিগর্হ্যস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। বিগর্হের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিগলিত (ত্রি) বিশেষেণ গলিতঃ। স্খলিত, পতিত। যাহা খসিয়া বা গলিয়া পড়িতেছে।

"বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপি ধানম্।
কিশলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানম্॥"
(গীতগোবিন্দ ৫ স°)

বিগাঢ় (ত্রি) বিগাহ্যতে স্মেতি বি-গাহ-ক্ত। স্নাত, অবগাহিত। ২ প্রগাঢ়।

"নির্গম্য চন্দ্রোদয়নে বিগাঢ়ে রজনীমুখে।
প্রস্থিতা সা পৃথুশ্রোণী পার্থস্য ভবনং প্রতি॥" (ভারত ৩া০৩া৫)

৩ প্রৌঢ়, প্রবৃদ্ধ। ৪ কঠিন, ঘন।

বিগাথা (স্ত্রী) আর্য্যা ও গাথাছন্দঃ।

বিগান (ক্লী) বিরুদ্ধং গানং পরস্য। নিন্দা। (হেম)

বিগামন্ (ক্লী) বিবিধ প্রকার গমন। "যঃ পার্থিবানি ত্রিভিরিদ্-বিগামভিঃ" (ঋক্ ১।১৫৫।৪) 'বিগামভিঃ বিবিধগমনৈঃ' (সায়ণ)

বিগাহ (ত্রি) বি-গাহ-অচ্। বিগাহমান, সর্ব্বতোব্যাপ্ত। "বিগাহং তূর্ণিং তবিষীভিরাবৃতং" (ঋক্ ৩।৩।৫) 'বিগাহং বিগাহ-মানং সর্ব্বত্রব্যাপ্তং' (সায়ণ) (পুং) ২ অবগাহন, স্নান। ৩ বিলোড়ন। ৪ অবগাহনকর্ত্তা।

বিগাহন (ক্লী) বি-গাহ-ল্যুট্। অবগাহন, স্নান, নিমজ্জন।

বিগাহমান (ত্রি) বি-গাহ-শানচ্। ১ অবগাহনকারী, স্নান-কারী। ২ বিলোড়নকর্ত্তা।

"অথাত্মনঃ শব্দগুণং গুণজ্ঞঃ পদং বিমানেন বিগাহমানঃ।
রত্নাকরং বীক্ষ্য মিথঃ স জায়াং রামাভিধানো হরিরিত্যুবাচ॥"
(রঘুবংশ ১৩।১)

বিগাহ্য (ত্রি) বি-গাহ-যৎ। ১ বিগাহনযোগ্য, অবগাহনার্হ, স্নানের উপযুক্ত। ২ বিলোড়নযোগ্য।

বিগির (পুং) বিষ্কির পক্ষিভেদ।

বিগীত (ত্রি) বি-গৈ-ক্ত। নিন্দিত, গর্হিত, অপবাদিত।

বিগীতি (স্ত্রী) ১ নিন্দা। ২ ছন্দোভেদ।

বিগুণ (ত্রি) বিপরীতো গুণো যস্য। গুণ-বৈপরীত্যবিশিষ্ট।

"যথা মনো মমাচষ্ট নেয়ং মাতা তথা মম।
বিগুণেষ্বপি পুত্রেষু ন মাতা বিগুণা ভবেৎ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৭৭।৩২)

২ গুণরহিত, গুণহীন। ৩ বিকৃত। ৪ সূক্ষ্ম।

"সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্
নান্যৎত্বদস্ত্যপি মনো বচসা নিরুক্তম্।" (ভাগবত ৭।৯।৪৮)

বিগুণতা (স্ত্রী) বিগুণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বিগুণের ভাব বা ধর্ম্ম, বৈগুণ্য।

বিগুল্ফ (ত্রি) প্রচুর। (আশ্বলায়ন গৃহ্যসূ° ৪।১।১৭)

বিগূঢ় (ত্রি) বিশেষেণ গূঢ়ঃ, বি-গুহ-ক্ত। ১ গর্হিত। ২ গুপ্ত।

বিগৃহ্য (ত্রি) ১ বিগ্রহবিষয়ীভূত। ২ কৃতবিচ্ছেদ।

বিগ্ন (ত্রি) বিজ-ক্ত। ১ ভীত। ২ উদ্বিগ্ন।

বিগ্র (ত্রি) বিগতা নাসিকাঽস্য (বেগ্রো বক্তব্যঃ। পা ৮।৪।২৮) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা নাসিকায়াঃ গ্রঃ। গতনাসিক, ছিন্ননাসিক, নাসিকাবিকল, চলিত খাঁদা। (অমর) (ত্রি) বিবিধং গৃহ্নাত্যর্থা-নিতি বিপূর্ব্বাৎ গৃহ্নাতেঃ 'অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে' ইতি ড। ২ মেধাবী।

বিগ্রহ (পুং) বিবিধং সুখদুঃখাদিকং গৃহ্নাতীতি বিগ্রহ-অচ, যদ্বা বিবিধৈর্দুঃখাদিভির্গৃহ্যতে ইতি বি-গ্রহ (গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) ইতি অপ্। ১ শরীর। ২ যুদ্ধ। (অমর)

"সন্ধিশ্চ বিগ্রহশ্চৈব যানমাসনমেব চ।
দ্বৈধীভাবং সংশয়শ্চ ষড়্ গুণাংশ্চিন্তয়েৎ সদা॥" (মনু ৭।১৬০)

৩ বিরোধ[illegible]। ৪ বিভাগ। (মেদিনী) ৫ বাক্যভেদ, সমাসবাক্য, সমাসে যে বাক্য হয়, তাহাকে বিগ্রহ বা ব্যাসবাক্য কহে। পর্য্যায় বিস্তর। (অমর) বীণাং পক্ষিণাং গ্রহঃ গ্রহণং ৬ বিহঙ্গ, পক্ষী।

"নো সন্ধ্যা হিতমৎসরা তব তনৌ বৎস্যাম্যহং সন্ধিনা
ন প্রীতাসি বরোরু চেৎ কথয় তৎ প্রস্তৌমি কিং বিগ্রহম্।
কার্য্যং তেন ন কিঞ্চিদস্তি শঠ মে বাণাং গ্রহেণেতি বো
দিশ্যাদ্বঃ প্রতিবদ্ধকেলিশিবয়োঃ শ্রেয়াংসি বক্রোক্তয়ঃ॥"
(বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা ৪)

৭ দেবমূর্ত্তি, দেবতাদিগের ধাতু বা পাষাণাদিতে যে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে বিগ্রহ কহে। ৮ বিশেষজ্ঞান। ৯ প্রহার। ১০ বৈর। ১১ বিপ্রিয়। ১২ বিস্তার। ১৩ বিভাগ। ১৪ অবান্তরকল্প। (ভাগবত ২।১০।৪৭) ১৫ বিশিষ্টানুভব।

বিগ্রহণ (ক্লী) বিশেষরূপে গ্রহণ। বাছিয়া লওয়া।

বিগ্রহপালদেব (পুং) পালবংশীয় একজন রাজা।
[পালরাজবংশ দেখ।]

বিগ্রহরাজ (পুং) কাশ্মীরের জনৈক রাজপুত্র। (রাজতর° ৬।৩৩৫)

বিগ্রহবৎ (ত্রি) বিগ্রহ-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্ত ব। বিগ্রহবিশিষ্ট, বিগ্রহযুক্ত।

বিগ্রহাবর (ক্লী) বিগ্রহমাবৃণোতি আ-বৃ-অচ্। পৃষ্ঠ। (শব্দচ°)

বিগ্রহিন্ (ত্রি) বি-গ্রহ-ইনি। বিগ্রহযুক্ত।

বিগ্রহীতব্য (ত্রি) বি-গ্রহ-তব্য। বিগ্রহের যোগ্য, বিগ্রহ করিবার উপযুক্ত।

বিগ্রাহ (ক্লী) বিগ্রহবিষয়ীভূত। বিগ্রহপ্রবর্ত্তক হেতু।

বিগ্রাহ্য (ত্রি) বিগ্রহবিষয়ীভূত।

বিগ্রীব (ত্রি) বি-বিচ্ছিন্না গ্রীবা যস্য। বিচ্ছিন্নগ্রীব, যাহার গ্রীবা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। "বিগ্রীবাসো মূরদেবা ঋদন্ত" (ঋক্ ৭।১০৪।২০) 'বিগ্রীবাসো বিচ্ছিন্নগ্রীবাঃ' (সায়ণ)

বিগ্লাপন (ক্লী) কষ্ট দেওয়া, বিমর্দ্দকরণ।

বিঘটন (ক্লী) বি-ঘট-ল্যুট্। ১ বিশ্লেষ, অসংযোগ। ২ ব্যাঘাত। ৩ বিরোধ। ৪ বিকাশ।

বিঘটিকা (স্ত্রী) বিভক্তা ঘটিকা যয়া। পল, ২৪ সেকেণ্ড।

বিঘট্ট (ক্লী) ১ রঙ্গ। (বৈদ্যকনি°) (পুং) ২ বিঘট্টন।

বিঘট্টন (ক্লী) বি-ঘট্ট-ল্যুট্। ১ বিশ্লেষ, বিংস্রসন। ২ অভিঘাত, আঘাত। ৩ সঞ্চালন, নাড়াচাড়া। দৃঢ় সংযোগ।

বিঘট্টিত (ত্রি) বি-ঘট্ট-ক্ত। বিশেষরূপে চালিত, সঞ্চালিত।
"সূর্য্যস্য বিবিধবর্ণাঃ পবনেন বিঘট্টিতাঃ করাঃ সাভ্রে।
বিয়তি ধনুঃসংস্থানা যে দৃশ্যন্তে তদিন্দ্রধনুঃ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৩৫।১)
২ বিদ্ধ। (মাঘ ৮।২৪) ৩ মথিত। ৪ অভিহিত। ৫ বিশ্লেষিত।

বিঘট্টিন্ (ত্রি) বি-ঘট্ট ইনি। বিঘট্টকারক।

বিঘত (দেশজ) দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ, অর্দ্ধহস্ত।

বিঘন (ত্রি) বি-হন (করণেহয়োবিদ্রুষু। পা ৩।৩।৮২) ইতি অপ্ ঘনাদেশশ্চ। বিশেষরূপে হনন করা যায় যদ্দ্বারা, কুঠারাদি।

বিঘর্ষণ (ক্লী) বি-ঘৃষ-ল্যুট্। বিশেষরূপে ঘর্ষণ, কণ্ডুয়ন, চুলকান, ঘসা।

বিঘনিন্ (ত্রি) বিশেষরূপে হত্যাকারক, নাশকারী।
"উগ্রা বিঘনিনা মৃধ ইন্দ্রাগ্নী" (ঋক্ ৬।৬০।৫)
'মৃধঃ শত্রূন্ বিঘনিনা বিঘনিনৌ হতবন্তৌ' (সায়ণ)

বিঘস (ক্লী) বিশেষেণ অদ্যতে ইতি বি অদ্ (উপসর্গেঽদঃ। পা ৩।৩।৫৯) ইতি অপ্। (ঘসপোশ্চ। পা ২।৪।৩৮) ইতি ঘসাদেশঃ। ১ সিক্থ। (রাজনি°) (পুং) ২ ভোজনশেষ। দেবতা, পিতৃ, অতিথি ও গুরু প্রভৃতির ভুক্তাবশেষ। (ভরত)
"বিঘসাশী ভবেন্নিত্যং নিত্যং বামৃতভোজনঃ।
বিঘসো ভুক্তশেষন্তু যজ্ঞশেষং তথামৃতম্॥" (মনু ৩।২৮৫)
৪ আহার। (শব্দরত্না°)
"অয়ি বনপ্রিয় বিস্মৃত এব কিং বলিভুজো বিঘসো ভবতাধুনা।
যদনয়ৈব কুহূরিতি বিস্ময়া ন পততশ্চরণৌ ধরণৌ তব॥" (উদ্ভট)

বিঘসাশিন্ (ত্রি) বিঘসং অশ্নাতি অশ-ণিনি। যাহারা প্রাতঃ ও সায়ংকালে পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথিদিগকে অন্নপ্রদান করিয়া স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে।

বিঘা (দেশজ) ভূমির পরিমাণ বিশেষ, কুড়া।

বিঘাত (পুং) বিশেষেণ হননমিতি বি-হন-ঘঞ্। ১ ব্যাঘাত।
'বৃষ্টির্ব্বর্ষং তদ্বিঘাতেঽবগ্রাহাবগ্রহৌ সমৌ।' (অমর)
২ আঘাত। ৩ বিনাশ।
"ক্ষুৎপিপাসাবিঘাতার্থং ভক্ষ্যমাখ্যাতু মে ভবান্।"
(ভারত ১।২৯।১৩)

বিঘাতক (ত্রি) ১ ব্যাঘাতক। আঘাতকারী। বিনাশক।
"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যদত্যন্তবিঘাতকম্।" (ভাগবত ৪।২২।৩৪)

বিঘাতন (ক্লী) বি-হন-ল্যুট্। ১ বিনাশ। ২ আঘাত।

বিঘাতিন্ (ত্রি) বিঘাতয়তি বি-হন-ণিনি। ১ নিবারক। ২ ঘাতক, বিনাশক। "এবমূর্জ্জিতবীর্য্যস্য মমামরবিঘাতিনঃ।" (হরিবংশ ৮৭।৪৫) ৩ বাধাদায়ক, ব্যাঘাতক। বিঘাত-(অস্ত্যর্থে) ইনি। ৪ নষ্ট। ৫ ব্যাহত। ৬ ধ্বস্ত।

বিঘ্নত (ত্রি) রসোপেত। "ঋতস্য যোনাবিঘ্নতে মদন্তী"(ঋক্ ৩।৫৪।৬)
'বিঘ্নতে ঘৃতমন্তা ওষধয়ো জলমমুষ্যা ইতি এবম্বিধরসোপেতে'।
(সায়ণ)

বিঘ্ন (পুং) বিহন্যতেঽনেনেতি বি-হন-ক; (ঘঞর্থে ক-বিধানম্। পা ৩।৩।৫৮) ব্যাঘাত। পর্য্যায় অন্তরায়, প্রত্যূহ। (অমর)
"প্রারভ্যতে নখলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ
প্রারব্ধমুত্তমগুণাস্ত্বমিবোদ্বহন্তি।" (মুদ্রারা° ২ অ°)
১ কৃষ্ণপাকফল। (শব্দচন্দ্রিকা)
বিঘ্নশব্দের ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগেও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,
"তপোবিঘাতার্থমথো দেবা বিঘ্নানি চক্রিরে॥" (মহাভারত আদিপ°)

বিঘ্নক (ত্রি) বিঘ্নকর, বাধক।

বিঘ্নকর (ত্রি) বিঘ্নং করোতীতি বিঘ্ন-কৃ-ট। বিঘ্নকর্ত্তা, যে বিঘ্ন জন্মায়। "বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রা
যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশ্চ।"

সিদ্ধার্থকৈর্বন্ধসমানকল্পৈ-
র্ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়াস্ত।" (রক্ষোঘ্ন মন্ত্র)

বিঘ্নকর্ত্তৃ (ত্রি) বিঘ্নকর, যে বিঘ্ন উৎপাদন করে।

বিঘ্নকারিন্ (ত্রি) বিঘ্নং কর্ত্তুং শীলমস্যেতি। কৃ-ণিনি। ১ ঘোর-দর্শন। ২ বিঘাতী। (মেদিনী) স্ত্রীলিঙ্গ স্থলে ঙীপ্ প্রত্যয় হইবে।

বিঘ্নকৃৎ (ত্রি) বিঘ্নং করোতীতি বিঘ্ন-কৃ-ক্বিপ্। বিঘ্নকারী। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, কাক বামদিকে থাকিয়া প্রতিলোম গতিতে শব্দ করিতে করিতে গমন করিলে গমনে বিঘ্ন জন্মায়।
"বামঃ প্রতিলোমগতির্বাশন্ গমনস্য বিঘ্নকৃদ্ভবতি।"(বৃহৎস° ৯৫।২৮)
আর একস্থানে লিখিত আছে, কুক্কুর যদি দন্ত বিকাশ করিয়া সৃক্কনী লেহন করে, তবে তৎফলজ্ঞগণ মিষ্ট ভোজনের আশা করিয়া থাকেন। কিন্তু সৃক্কণী ব্যতীত যখন সে মুখ অবলেহন করে, তখন ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেও অন্নবিঘ্নকৃৎ হইয়া থাকে।
(বৃহৎস° ৮৯।১৭)

বিঘ্নজিৎ (পুং) বিঘ্ননায়ক, গণেশ।

বিঘ্ননায়ক (পুং) বিঘ্নানাং নায়কঃ বিঘ্নাধীশ্বরত্বাৎ। গণেশ। (শব্দর°)

বিঘ্ননাশক (পুং) বিঘ্নানাং নাশকঃ। গণেশ। (শব্দরত্নাবলী)

বিঘ্ননাশন (পুং) নাশয়তীতি নাশনঃ, বিঘ্নানাং নাশনঃ, ষষ্ঠীতৎ। গণেশ। (শব্দরত্নাবলী)

বিঘ্নপ্রিয় (ক্লী) যবকৃত যবাগু। চলিত যবের যাউ।

বিঘ্নরাজ (পুং) বিঘ্নানাং রাজা, ৬তৎ-তত্তৎটচ্ (রাজাহঃ সখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) গণেশ। (অমর)
"আর্য্যপুত্র পুরা গত্বা বিঘ্নরাজমপূজয়ৎ।"(কথাসরিৎসা° ২০।১০১)

বিঘ্নবৎ (ত্রি) বিঘ্নবিশিষ্ট, বিঘ্নযুক্ত। (শকুন্তলা ৩ অঃ)

বিঘ্নবিনায়ক (পুং) বিঘ্নানাং বিনায়কঃ। গণেশ। (কাশীখণ্ড)

বিঘ্নহন্ত (পুং) গণেশ। (ত্রি) বিঘ্নহর্ত্তা।

বিঘ্নহারিন্ (পুং) গণেশ। (ত্রি) বিঘ্নহারক।

বিঘ্নাধিপ (পুং) গণেশ।

বিঘ্নান্তক (পুং) বিঘ্নানামন্তকঃ। বিঘ্নহর, গণেশ।

বিঘ্নিত (ত্রি) বিঘ্নো জাতোঽস্য তারকাদিত্বাদিতচ্। জাতবিঘ্ন, যাহার বিঘ্ন জন্মিয়াছে।

বিঘ্নেশ (পুং) বিঘ্নানামীশঃ। গণেশ। (শব্দরত্না°)
"বিঘ্নোঽত্র তত জাতোঽয়ং বিনাবিঘ্নেশপূজনম্॥"
(কথাসরিৎসা° ২০।৮৩)

বিঘ্নেশবাহন (পুং) বিঘ্নেশস্য বাহনঃ, ৬ তৎ। মহামূষিক।

বিঘ্নেশান (পুং) গণেশ।

বিঘ্নেশ্বর (পুং) বিঘ্নানামীশ্বরঃ। গণেশ।

বিঘ্নেশানকান্তা (স্ত্রী) বিঘ্নেশানস্য গণেশস্য কান্তা প্রিয়া। তৎপূজায়ামেতস্যাঃ প্রাশস্ত্যাৎ। শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি°)

বিঙ্খ (পুং) অশ্বখুর। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

বিচ, পৃথক্ত্ব, পৃথক্ করণ। অদাদি° পক্ষে জুহোত্যাদি, রুধাদি। অক° পক্ষে সক° অনিট্। লট্ বেবেক্তি, বেবিক্তে, বিনক্তি, বিঙক্তে। লুঙ্ অবিচৎ, অবৈক্ষীৎ।

বিচকিল (পুং) ১ মল্লীপ্রভেদ, মল্লিকাভেদ। (ভাবপ্র°) ২ দমনক বৃক্ষ।
"কুন্দঃ কন্দলিতব্যথং বিচকিলঃ কম্পাকুলং কেতকঃ।
সাতঙ্কং মদনঃ সদৈন্যমলসং মুক্তঃহতিমুক্তক্রমঃ॥"
(রাজেন্দ্রকর্ণপূর ৭০)

বিচক্র (ত্রি) চক্রহীন।

বিচক্ষণ (পুং) বিশেষেণ চষ্টে ধর্ম্মাদিমুপদিশতীতি বি-চক্ষ (অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ। পা ৩।২।১৪৯) ইতি কর্ত্তরি যুচ্। ১ পণ্ডিত।
"ততো যথাবৎ বিহিতাধ্বরায়
তস্মৈ স্মরাবেশবিবর্জ্জিতায়।
বর্ণাশ্রমাণাং গুরবে স বর্ণী
বিচক্ষণঃ প্রস্তুতমাচচক্ষে॥" (রঘু ৫।১৯)
(ত্রি) ২ নিপুণ। (রাজনি°) ৩ নানার্থদর্শী। "বিচক্ষণঃ প্রথয়ন্নাপৃণন্" (ঋক্ ৩।৫৩।২) 'বিচক্ষণঃ বিবিধং দ্রষ্টা' (সায়ণ) ৪ জ্ঞানী, বিদ্বান্। ৫ দক্ষ, কুশল, পটু।

বিচক্ষণা (স্ত্রী) বিচক্ষণ-টাপ্। নাগদন্তী। (রাজনি°)

বিচক্ষস্ (পুং) বি-চক্ষ (চক্ষের্বহুলং শিচ্চ। উণ্ ৪।২৩২) ইতি অসি। উপাধ্যায়, শিক্ষক। 'বিচক্ষা উপাধ্যায়ঃ' (উজ্জ্বল)

বিচক্ষুস্ (ত্রি) বিগতং প্রত্যক্ষিতেঽপি বস্তুনি অপগতং চক্ষুর্যস্য। ১ বিমনাঃ, উদ্বিগ্নচিত্ত। (ত্রিকা°) বিগতে নষ্টে চক্ষুষী যস্য। ২ বিগতচক্ষুঃ, যাহার চক্ষু বিনষ্ট হইয়াছে।
"অন্তরা বিলয়ং যান্তি যথা পথি বিচক্ষুষঃ।" (ভারত ১২।৬৫।৩৪)
৩ বৃষ্ণিবংশীয় যোদ্ধৃভেদ। (হরিবংশ ৯৪।১৯)

বিচখ্নু (পুং) মহাভারতোক্ত রাজভেদ।

বিচতুর (ত্রি) বিগতানি চত্বার্যস্য (অচতুরবিচতুরসুচতুরেত্যাদি। পা ৫।৪।৭৭) ইতি অপ্ সমাসান্ত। চারিহীন।

বিচন্দ্র (ত্রি) বিগতশ্চন্দ্রো যত্র। চন্দ্রহীন, চন্দ্ররহিত। স্ত্রিয়াং টাপ্।, বিচন্দ্রী, বিচন্দ্রা, রাত্রি।

বিচয় (পুং) বি-চি-অপ্। ১ অন্বেষণ, অনুসন্ধান। ২ একত্রীকরণ।

বিচয়ন (ক্লী) বিশেষেণ চয়নং বা বি-চি-ল্যুট্। মার্গণ, অন্বেষণ। (অমর)

বিচয়িষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় নাশক। "পুরুদাগুবে বিচয়িষ্ঠো" (ঋক্ ৪।২০।৯) 'বিচয়িষ্ঠঃ অতিশয়েন নাশকঃ' (সায়ণ)

বিচর (ত্রি) বি-চর-অপ্। বিচরণ।

বিচরণ (ক্লী) বি-চর-ল্যুট্। ভ্রমণ, গমন।

বিচরণীয় (ত্রি) বি চর-অনীয়র্। বিচরণযোগ্য, বিচরণের উপযুক্ত, বিচরণার্হ।

বিচর্চ্চিকা (স্ত্রী) বিশেষেণ চর্চ্যতে পাণিপাদস্থ ত্বক্ বিদার্য্যতে-ঽনয়া ইতি চর্চ্চ তর্জ্জনে (রোগাখ্যায়াং ধ্বুল্ বহুলম্। (পা ৩।৩।১০৮। ইতি ধ্বুল্ টাপ্, টাপি অত ইত্বং। রোগবিশেষ, পর্য্যায়—কচ্ছু, পাম, পামা। (শব্দরত্না°) চলিত খোস, চুলকানি। ক্ষুদ্র কুষ্ঠবিশেষ। ইহার লক্ষণ—শ্যামবর্ণ কণ্ডুযুক্ত বহুস্রাবশীল যে পীড়কা হস্তপদাদিতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিচর্চ্চিকা কহে। কাহারও কাহার মত বিচর্চ্চিকা বিপাদিকা একই রোগ, কেবল নাম ভিন্ন, আবার কাহারও মত এই যে বিচর্চ্চিকা রোগ হস্তে এবং বিপাদিকা পাদদেশে উৎপন্ন হয়। কেহ বলেন যে, বিপাদিকা বিচর্চ্চিকা হইতে ভিন্ন, হস্ত ও পদতল অত্যন্ত বেদনার সহিত বিদীর্ণ হইলে অর্থাৎ ফাটিলে তাহাকে বিপাদিকা কহে।

"স কণ্ডুঃ পীড়কা শ্যাবা বহুস্রাবা বিচর্চ্চিকা।
দাল্যতে ত্বক্ খরা জ্ঞেয়া পাণ্যোর্জ্জ্ঞেয়া বিচর্চ্চিকা।
পাদে বিপাদিকা জ্ঞেয়া স্থানভেদাদ্বিচর্চ্চিকা॥"
(ভাবপ্র° কুষ্ঠাধিকার)

এই রোগে ভাবপ্রকাশোক্ত পঞ্চনিম্বকাবলেহ বিশেষ উপকারী। [কুষ্ঠরোগ দেখ]

বিচর্চ্চিকারোগ স্বল্পকুষ্ঠ মধ্যে গণনীয়, সুতরাং এই রোগ মহাপাতকজ।

"একং কুষ্ঠং স্মৃতং পূর্ব্বং গজচর্ম্ম ততঃ স্মৃতম্।
ততশ্চর্ম্মদলং প্রোক্তং ততশ্চাপি বিচর্চ্চিকা॥"
(ভাবপ্রকাশ)

শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত আছে যে, মহাপাতকী মহাপাতক জন্য নরকভোগের পর জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মহাপাতকের চিহ্নস্বরূপ রোগ ভোগ করিয়া থাকে। মহাপাতকজ রোগ হইলে মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিলে ধর্ম্মকর্ম্মের অধিকারী হয়। সুতরাং বিচর্চিকারোগী মহাপাতকী, তাহার ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার নাই।

'সাচ মহাপাতকশেষভোগচিহ্নং বৈদিককর্ম্মপ্রতিবন্ধিকা চ।'
"শৃণু কুষ্ঠগণং বিপ্র উত্তরোত্তরতো গুরুম্।
বিচর্চ্চিকা চ দুশ্চর্ম্মা চর্চ্চরীয়স্তৃতীয়কঃ॥
বিকর্চ্চুর্ব্রণতাম্রৌ চ কৃষ্ণশ্বেতে তথাষ্টকম্।
এষাং মধ্যে তু যঃ কুষ্ঠী গর্হিতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
ব্রণবৎ সর্ব্বগাত্রেষু গণ্ডে ভালে তথা নসি।
মৃতে চ প্রাপয়েৎ তীর্থে অথবা তরুমূলকে॥"
(শুদ্ধিতত্ত্বধৃত ভবিষ্যবচন)

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, অগ্নিজন্য ভূমিকম্প হইলে বিচর্চ্চিকা রোগ হইয়া থাকে।

"আগ্নেয়েঽম্বুদনাশঃ সলিলাশয়সঙ্ক্ষয়ো নৃপতিবৈরং।
দদ্রুবিচর্চ্চিকাজ্বরবিসর্পিকাঃ পাণ্ডুরোগশ্চ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৩২।১৪)

বিচর্চ্চা (স্ত্রী) বিচর্চ্চিকারোগ। (সুশ্রুত)

বিচর্ম্মণ (ত্রি) চর্ম্মহীন।

বিচর্ষণি (ত্রি) বিবিধদ্রষ্টা, বিবিধ দর্শনকারী। "যং মেধসো-ঽথবা স বিচর্ষণিঃ" (ঋক্ ৪।২৬।৫) 'বিচর্ষণির্বিবিধং দ্রষ্টা' (সায়ণ)

বিচল (ত্রি) বি-চল-অপ্। অস্থির, চঞ্চল।

বিচলন (ক্লী) বি-চল-ল্যুট্। কম্পন, বিশেষরূপ চলন। স্খলন।

বিচলিত (ত্রি) বি-চল-ক্ত। ১ পতিত। ২ স্খলিত।

"দণ্ডো হি সুমহত্তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্॥" (মনু ৭।২৮)

৩ কম্পিত, চলিত।

বিচার (পুং) বিশেষেণ চরণং পদার্থাদিনির্ণয়ে জ্ঞানং বি-চর-ঘঞ্। তত্ত্বনির্ণয়। (ব্যবহারতত্ত্ব) যাথার্থ্যনির্ণয়, নিষ্পত্তি, মীমাংসা। সন্দিগ্ধ বিষয়ে প্রমাণাদি দ্বারা তত্ত্বপরীক্ষা। প্রমাণ দ্বারা অর্থপরীক্ষা। কোন সন্দিগ্ধ বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে প্রমাণাদি দ্বারা সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া যে যাথার্থ্য তত্ত্ব নির্ণয় করা হয়, তাহাকে বিচার কহে। পর্য্যায়—তর্ক, নির্ণয়, শুশ্রূষা, চর্চা, সংখ্যা, বিচারণা, চর্চ্চন, সংখ্যান, বিচারণ, বিতর্ক, ব্যূহ, ব্যূহ, উহ, বিতর্কণ, প্রণিধান, সমাধান। (জটাধর)

"ন চৈব ক্ষমতে নারী বিচারং মারমোহিতা।
যদিয়ং ক্রমতে রাজ্ঞী তব কাম্যং বিপদ্গতম্॥"
(কথাসরিৎসা° ৩৬।৯৮)

২ নাট্যোক্ত লক্ষণ বিশেষ।

"বিচারো যুক্তবাক্যৈর্যদা প্রত্যক্ষার্থসাধনং।"

যুক্তিযুক্ত বাক্যদ্বারা যেস্থলে অপ্রত্যক্ষার্থের সাধন হয় তাহাকে বিচার কহে। (সাহিত্য দ° ৬।৪৪৭)

মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, রাজা পক্ষপাতশূন্য হইয়া অর্থী ও প্রত্যর্থীদিগের বিবাদ নিরাকরণ করিয়া সঙ্গত বিচার করিবেন। স্বয়ং করিতে না পারিলে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন, তাহা দ্বারা এই কার্য্য হইবে। বিবাদাদি মন্বাদিশাস্ত্রে ব্যবহার নামে কথিত হইয়াছে। রাজা ব্যবহার নির্ণয় করিবার জন্য মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণের সহিত ধর্ম্মাধিকার সভায় (বিচারালয়) প্রবেশ করিবেন। তিনি এই স্থলে অতি নম্রভাবে উত্থিত বা উপবিষ্ট হইয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। রাজা যে সকল বিষয় বিচার করিবেন, তাহা অষ্টাদশ প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে, এই জন্য উহা

অষ্টাদশ ব্যবহারপদ নামে অভিহিত। ঋণাদান, নিঃক্ষেপ, অস্বামিবিক্রয়, সম্ভূয়সমুত্থান, দত্তাপ্রদানিক, বেতনাদান, সম্বিদ্‌ব্যতিক্রম, ক্রয়বিক্রয়ানুশয়, স্বামিপালবিবাদ, সীমাবিবাদ, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, স্তেয়, সাহস, স্ত্রীসংগ্রহণ, স্ত্রীপুরুষধর্ম্ম-বিভাগ ও দ্যূত এই অষ্টাদশ পদ ব্যবহার, অর্থাৎ বিচার্য্য বিষয়। এই সকল লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, রাজা ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া এই সকল বিষয়ের বিচার করিবেন। রাজা যখন স্বয়ং এই সকল কার্য্যদর্শন না করিতে পারিবেন, তখন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কার্য্যদর্শনে নিযুক্ত করিবেন। সেই বিদ্বান্‌ব্রাহ্মণ তিন জন সভ্যের সহিত ধর্ম্মাধিকরণসভায় প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট বা উত্থিত হইয়া বিচার করিবেন।

যে সভায় ঋক্, যজুঃ ও সামবেদবেত্তা ঐরূপ তিন জন সভ্য ব্রাহ্মণ অধিষ্ঠান করেন, সেই সভাকে ব্রহ্মসভা কহে। বিদ্বান্-পরিবৃত এই সভায় যদি অন্যায় বিচার হয়, তাহা হইলে সভাসদ্ সকলে পতিত হইয়া থাকেন। বিচারকগণের সমক্ষে যদি অধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্ম এবং মিথ্যা কর্ত্তৃক সত্য নষ্ট হয়, তাহা হইলে বিচারকগণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে জন ধর্ম্মকে নষ্ট করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করিয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্ম অতিক্রমণীয় নহে; সুতরাং ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করা বিধেয়।

অন্যায় বিচার করিলে যে পাপ হয়, তাহার চারিভাগের এক ভাগ মিথ্যাভিযোগী প্রাপ্ত হয়, মিথ্যাসাক্ষী এক ভাগ পায়, সমুদয় সভাসদ্ এক ভাগ এবং রাজা এক ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু যে সভায় ন্যায়বিচার হয়, তথায় রাজা নিষ্পাপ থাকেন এবং সভ্যেরাও পাপশূন্য হন।

রাজা শূদ্রকে কখন বিচার কার্য্যে নিয়োগ করিবেন না। বেদবিদ্ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ যদি না পাওয়া যায়, এবং যদি রাজা ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে গুণহীন ব্রাহ্মণকে বিচারকার্য্যে নিয়োগ করিবেন। তথাচ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা সকল প্রকার ব্যবহারজ্ঞ শূদ্রকে কদাচ নিয়োগ করিবেন না। যে রাজার সমক্ষে শূদ্র ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করে, তাহার রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হয়।

রাজা ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিয়া লোকপালদিগের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া অবহিতচিত্তে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। রাজা অর্থ ও অনর্থ উভয় বুঝিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রমে অর্থি-প্রত্যর্থীর কার্য্য সকল দর্শন করিবেন। রাজা বিচারকালে অর্থী ও প্রত্যর্থীদিগের মনোগত ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। আকার, ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা, কথাবার্ত্তা এবং নেত্র ও মুখবিকার দ্বারা লোকের মনোগত ভাব জানিতে পারা যায়; সুতরাং উহার প্রতি লক্ষ্য করা বিশেষ আবশ্যক।

বিচারার্থী হইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলে রাজা সাক্ষী দ্বারা তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া বিচার করিবেন। যে স্থলে সাক্ষী না থাকে, তথায় শপথ দ্বারা তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হয়। (মনু ৮ অ°)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, রাজা লোভশূন্য হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত স্বয়ং বিচার করিবেন। মীমাংসা ব্যাকরণাদি এবং বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী এবং যাহারা শত্রু ও মিত্রে পক্ষপাত-বর্জ্জিত, রাজা সেই সকল ব্রাহ্মণকে এবং কতকগুলি বণিককে সভাসদ্ করিবেন। অলঙ্ঘনীয় কার্য্যবশতঃ নরপতি স্বয়ং ব্যবহারদর্শনে অশক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণের সহিত এক জন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্যবহার দর্শনে নিযুক্ত করিবেন। পূর্ব্বোক্ত সভাসদ্‌গণ লোভ অথবা ভয়প্রযুক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বা আচার-বিরুদ্ধ বিচার করিলে সেই বিচারে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইয়াছে, রাজা সেই বিচারকদিগের প্রত্যেককে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড বিধান করিবেন।

বিচারক বিচারকালে সাক্ষী প্রমাণাদি লইয়া বিচার করিবেন। অর্থী ও প্রত্যর্থী এই দুই পক্ষ হইতে সাক্ষ্যপ্রদান করিলে বহু লোকে যে কথা বলে, তাহাই গ্রাহ্য। দুই পক্ষে সমান লোক হইলে যাহারা অধিক গুণবান্ তাহাদের কথাই গ্রাহ্য। সাক্ষিগণ যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, সে জয়ী হয় এবং যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞার বিপরীত বলে তাহার পরাজয় হয়। কতিপয় সাক্ষী একরূপ বলিয়া গেলে ও যদি অন্য পক্ষীয় বা স্বপক্ষীয় অপরাপর অতিশয় গুণবান্ ব্যক্তি কিংবা বহু লোক অন্যরূপ সাক্ষী প্রদান করে, তাহা হইলে পূর্ব্বসাক্ষী কূটসাক্ষী হইবে। বিবাদপরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, রাজা কূটসাক্ষীকে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন। ব্রাহ্মণ যদি কূটসাক্ষী হয়, তাহা হইলে রাজা তাহাকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিবেন।

রাজা সাক্ষী প্রমাণাদি লইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিচার করিবেন। তিনি অধর্ম্ম করিয়া বিচার করিলে পাপভাগী, ইহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকে নিরয়গামী হইয়া থাকেন। (যাজ্ঞবল্ক্যসং ২ অ°) [বিশেষ বিবরণ ব্যবহার শব্দ দেখ।]

বিচারক (পুং) বি-চর-ণিচ্-ণ্বুল্। মীমাংসাকারক, নিষ্পত্তি-কারক, বিচারকর্ত্তা, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি।

বিচারকর্ত্তা (পুং) বিচার-কৃ-তৃচ্। যিনি বিচার করেন।

বিচারণ (ক্লী) বি-চর-ণিচ্-ল্যুট্। ১ বিচার, মীমাংসা।

"তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যাবিমুচ্যেন্নরঃ।"
(ভাগবত ১২।১৩।১৯)

২ বিতর্ক, সংশয়। এই সম্বন্ধে শ্রীপতিদত্তকৃত-কাতন্ত্রপরিশিষ্ট গ্রন্থে, গোপীনাথ তর্কাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—"একস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধনানার্থবিমর্শো বিচারণম্। স চ সংশয়স্ত্রিধা স্যাৎ একো বিশেষাদর্শনে সমানধর্ম্মদর্শনাৎ। অহির্ব্বা রজ্জুর্ব্বা। দ্বিতীয়া-বিশেষাদর্শনমাত্রে। অত্র শব্দো নিত্যোঽনিত্যো বা। অত্র গন্ধোঽসাধারণধর্ম্মঃ বিশেষমপশ্যন্ সংশেতে গন্ধাধিকরণং নিত্যং অনিত্যং বেতি দিক্।"

কোন না কোন অংশে একধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থে যে নানারকম বিপরীত তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহাকে সংশয় বা বিচারণ কহে। ইহা তিনপ্রকারে কল্পিত হইয়া থাকে। প্রথম, বিশেষ ধর্ম্মের উপর লক্ষ্য না করিয়া কোন একটী ধর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখিয়া একপদার্থে পদার্থান্তরের সংশয়; যেমন পরিস্পন্দন বা বক্রগত্যাদি না দেখিয়া কেবল দীর্ঘত্বাদি আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য দেখিয়াই রজ্জুতে সর্পের সংশয় হয়, এটী রজ্জু না সর্প? দ্বিতীয়, দৃষ্টিতে বস্তুগত্যা কোন রকম ধর্ম্মের উপলব্ধি না হইয়াই পদার্থদ্বয়ের সংশয় উপস্থিত হয়; যেমন শব্দ নিত্য না অনিত্য? তৃতীয়, কোন একটী অসাধারণ ধর্ম্ম দেখিয়াও কোনস্থানে বিতর্কের কারণ হইয়া উঠে; যেমন গন্ধ পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম্ম, ইহা যে ক্ষিতি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থে নাই, এটী বিশেষরূপে অনুসন্ধান না করিয়া সংশয় হয় যে ক্ষিতি নিত্য কি অনিত্য? বা গন্ধাধিকরণ নিত্য কি অনিত্য?

বিচারণা (স্ত্রী) বি-চর-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। ১ বিচার, বিবেচনা।
"জীবো ব্রহ্ম সদৈবাহং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।" (ভাগবত ১১।১৮।৪২)
২ মীমাংসাশাস্ত্র। (হেম)

বিচারণীয় (ত্রি) বি-চর-ণিচ্-অনীয়র্। ১ বিচার্য্য, বিচারের যোগ্য। (ক্লী) শাস্ত্র। (হেম)

বিচারভূ (স্ত্রী) বিচারালয়, ধর্ম্মাধিকরণ, আদালত।

বিচারয়িতব্য (ত্রি) বি-চর-ণিচ্-তব্য। বিচারণীয়, বিচারের যোগ্য।

বিচারশাস্ত্র (ক্লী) মীমাংসাশাস্ত্র। [মীমাংসা দেখ।]

বিচারস্থল (ত্রি) মীমাংসাস্থল, শাস্ত্রাদির যে স্থানে মীমাংসার প্রয়োজন। ২ ধর্ম্মাধিকরণ, যেখানে রাজপুরুষগণ প্রজার ন্যায়-ন্যায় বিচার করেন।

বিচারার্থসমাগম (ত্রি) বিচারের জন্য বিচারপতিবর্গের একত্র সমাবেশ।

বিচারিত (ত্রি) বিচারঃ সংজাতোঽস্য ইতি বিচার (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬) ইতচ্। বি-চর-ণিচ্-ক্ত। বিবেচিত, মীমাংসিত, নির্ণীত, কল্পিত। কৃতবিচার, যে বিচার বা মীমাংসা করা হইয়াছে। পর্য্যায়—বিন্ন, বিত্ত। (অমর)

"আপৎকল্পেন যো ধর্ম্মং কুরুতেঽনাপদি দ্বিজঃ।
স নাপ্নোতি ফলং তস্য পরত্রেতি বিচারিতম্॥" (মনু ১১।২৮)

বিচারিন্ (ত্রি) বিচারং কর্ত্তুং শীলোঽস্য বিচার-ণিনি। বিচারকারী, বিচারকর্ত্তা, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণকর্ত্তা।

বিচারু (পুং) শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ। (ভাগবত ১০।৬১।৯)

বিচার্য্য (ত্রি) বি-চর-ণিচ্-যৎ। বিচারণীয়, বিচার করিবার যোগ্য, বিবেচ্য।
"তাঃ-স্তৈন্যাৎ দুষ্টহৃদয়ামাদায় বিজনে বনে।
পরিত্যজাশু নৈতত্তে বিচার্য্যং বচনং মম॥" (মার্ক° ৬৯।১৮)

বিচার্য্যমাণ (ত্রি) বি-চর-ণিচ্-শানচ্। বিচারণীয়, বিচার করিবার বিষয়, যাহার বিচার করা যাইতেছে।

বিচাল (ত্রি) বি-চল-অণ্। অভ্যন্তর, অন্তরাল। (হেম)
(পুং) ২ সংখ্যান্তরাপাদান, পৃথক্‌করণ।
"অধিকরণবিচালে চ দ্রব্যস্য সংখ্যান্তরাপাদানে গম্যমানে যথা একং রাশিং পঞ্চধা কুরু।" (পাণিনি ৫।৩।৪৩)

বিচালন (ক্লী) বিশেষেণ চালনং, বা বি-চল-ণিচ্-ল্যুট্। বিশেষরূপে চালন। (রামায়ণ ৩।৪।৯)

বিচালিন্ (ত্রি) বি-চল-ণিনি। বিচলনশীল, চঞ্চল।

বিচাল্য (ত্রি) বি-চল-ণ্যৎ। বিচালনীয়, বিচলনযোগ্য, বিচলনার্হ।

বিচি (পুং স্ত্রী) বেবেক্তি জলানি পৃথগিব করোতি বিচ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯) ইতি ইন্ সচ কিৎ। ১ বীচি, তরঙ্গ। (অমরটীকা ভরত)

বিচিকিৎসন (ক্লী) বিচিকিৎসা, সন্দেহ।

বিচিকিৎসা (স্ত্রী) বিচিকিৎসনমিতি বি-কিত্-সন্-অ, টাপ্। সন্দেহ।
"তুভ্যং মদ্বিচিকিৎসায়ামাত্মা মে দর্শিতোঽবহিঃ।
নালেন সলিলে মূলং পুষ্করস্য বিচিন্বতঃ।" (ভাগবত ৩।৯।৩৭)

বিচিকীর্ষিত (ত্রি) পরহিতেচ্ছাযুক্ত।

বিচিৎ (ত্রি) বিচিন্বন্তি বি-চিত-ক্বিপ্। বিবেকদ্বারা চয়নকারী।
"অস্মাকোঽসি শুক্রস্তেগ্রহো বিচিতস্ত্বা" (শুক্লযজু° ৪।২৪)
'বিচিতঃ বিচিন্বন্তীতি বিচিতঃ বিবেকেন চয়নস্য কর্ত্তারঃ' (মহীধর)

বিচিত (ত্রি) বি-চি-ক্ত। অন্বিষ্ট, যাহা অন্বেষণ করা হইয়াছে।

বিচিতি (স্ত্রী) ১ বিচার। ২ অনুসন্ধান।

বিচিত্ত (ত্রি) দৃষ্ট। অনুভূত।

বিচিত্য (ত্রি) অনুসন্ধেয়, বিচার্য্য।

বিচিত্র (ক্লী) বিশেষেণ চিত্রম্। ১ কর্ব্বুরবর্ণ। (শব্দরত্না°)
২ কর্ব্বুরবর্ণবিশিষ্ট, নানাবর্ণযুক্ত। ৩ আশ্চর্য্য।

"দুহিতা বিদেহভর্ত্তুর্দাশরথের্ভামিনী সীতা।
বধমাপ রাক্ষসীনাং বিধের্বিচিত্রা গতির্বোধ্যা ॥"
(উপদেশশতক ৩৩)

৪ রম্য, সুন্দর, বিস্ময়কর। (পুং) ৫ রৌচ্যমনুর পুত্রবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৪।৩১) ৬ অর্থালঙ্কারবিশেষ। লক্ষণ—
"বিচিত্রং তদ্বিরুদ্ধস্য কৃতিরিষ্টফলায় চেৎ।"
(সাহিত্যদর্পণ ১০।৭২২)

যে স্থলে অভিলষিত ফলসিদ্ধির জন্য বিরুদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, সেইস্থলে এই অলঙ্কার হইবে। উদাহরণ—
"প্রণমত্যুন্নতিহেতোর্জীবনহেতোর্বিমুঞ্চতি প্রাণান্।
দুঃখীয়তি সুখহেতোঃ কো মূঢ়ঃ সেবকাদন্যঃ ॥"
(সাহিত্যদর্পণ ১০।৭২২)

উন্নতিহেতু প্রণাম করিতেছে, জীবনহেতু জীবনত্যাগ করিতেছে, সুখের জন্য দুঃখভোগ করিতেছে, সুতরাং সেবক ভিন্ন আর কে মূঢ় আছে। এইস্থলে উন্নতির জন্য প্রণাম গত হওয়া এবং সুখের জন্য দুঃখভোগ ও জীবনের জন্য প্রাণত্যাগ অভিলষিত ফলসিদ্ধির জন্য ইত্যাদি বিরুদ্ধ বিষয়ের বর্ণন হওয়ায় এইস্থলে বিচিত্রালঙ্কার হইল। যেস্থলে এইরূপ বিরুদ্ধবিষয়ের বর্ণন হইবে, সেই স্থলে এই অলঙ্কার হয়।

বিচিত্রক (পুং) বিচিত্রাণি চিত্রাণি যস্মিন্, বহুব্রীহৌ কন্। ১ ভূর্জ্জবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ তিলকবৃক্ষ। ৩ অশোকবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) বিচিত্র স্বার্থে কন্। ৪ বিচিত্র।

বিচিত্রকথ (ত্রি) বিচিত্রা কথা যত্র। আশ্চর্য্যকথাযুক্ত, বিচিত্রকথাবিশিষ্ট।

বিচিত্রতা (স্ত্রী) বিচিত্রস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বিচিত্রের ভাব বা ধর্ম্ম, বৈচিত্র্য।

বিচিত্রদেহ (পুং) বিচিত্রা দেহা যস্য। ১ মেঘ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ আশ্চর্য্যশরীর। ৩ নানাবর্ণদেহ।

বিচিত্ররূপ (ত্রি) বিচিত্রং রূপং যস্য। আশ্চর্য্যরূপবিশিষ্ট, আশ্চর্য্যরূপ।

বিচিত্রবর্ষীন্ (ত্রি) বিচিত্রং বর্ষতি বৃষ-ণিনি। আশ্চর্য্য বর্ষণশীল, অতিবর্ষী।

বিচিত্রবীর্য্য (পুং) বিচিত্রাণি বীর্য্যাণি যস্য। চন্দ্রবংশীয় রাজবিশেষ। শান্তনুরাজার পুত্র। মহাভারতে লিখিত আছে,—কুরুবংশীয় রাজা শান্তনু গঙ্গাকে বিবাহ করেন। গঙ্গার গর্ভে ভীষ্মের জন্ম হয়। একদা রাজা শান্তনু সত্যবতীর রূপদর্শনে বিমোহিত হন। ভীষ্ম পিতার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আজীবন ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিজ্ঞা করিয়া সত্যবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। সত্যবতী গন্ধকালী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পূর্ব্বে সত্যবতীর কন্যাকালে পরাশর হইতে গর্ভ হওয়ায় এক পুত্র হয়, ঐ পুত্র দ্বৈপায়ন নামে খ্যাত। পরে শান্তনুর ঔরসে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র হয়। চিত্রাঙ্গদ অপ্রাপ্ত যৌবনকালে গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক হত হন। বিচিত্রবীর্য্য কৌশল্যা-গর্ভসম্ভূতা কাশীরাজ-দুহিতা অম্বিকা ও অম্বালিকা এই দুই ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরে সন্তান না হইতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন যাহাতে শান্তনুর বংশ লোপ না হয়, এই জন্য সত্যবতী স্বীয় পুত্র দ্বৈপায়নকে স্মরণ করিলেন। দ্বৈপায়ন তথায় উপস্থিত হইলে সত্যবতী কহিলেন, তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, তাহার ক্ষেত্রে তুমি পুত্র উৎপাদন কর। তখন দ্বৈপায়ন মাতার আদেশে যথাকালে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন পুত্র উৎপাদন করেন।
(ভারত আদিপ° ৯৫ অ°)

বিচিত্রবীর্য্যসূ (স্ত্রী) বিচিত্রবীর্য্যস্য সূ প্রসূর্জ্জননী। সত্যবতী।

বিচিত্রা (স্ত্রী) বিচিত্রং নানাবিধবর্ণমস্ত্যস্যা ইতি অর্শ আদিত্বাদচ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ মৃগের্ব্বারু। (রাজনি°) ২ বিচিত্রবর্ণবিশিষ্টা।

বিচিত্রাঙ্গ (ত্রি) বিচিত্রাণি অঙ্গানি যস্য। ১ ময়ূর। (শব্দরত্না°) ২ ব্যাঘ্র। (শব্দচ°) ৩ আশ্চর্য্য শরীর।

বিচিত্রাপীড় (পুং) বিদ্যাধর বিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৪।৮।১১৫)

বিচিত্রিত (ত্রি) বিচিত্রমস্য জাতমিতি তারকাদিত্বাদিতচ্। নানাবর্ণযুক্ত, বিবিধবর্ণবিশিষ্ট।
"আসনং সর্ব্বশোভাঢ্যং সদ্রত্নমণিনির্ম্মিতম্।
বিচিত্রিতঞ্চ চিত্রেণ গৃহ্যতাং শোভনং হরে ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮অ°)

২ আশ্চর্য্যজনক। "অলঙ্কৃতস্তু স গিরির্নানারূপৈর্বিচিত্রিতৈঃ" 'আশ্চর্য্যজনকৈর্দ্রব্যৈর্ভূষিত ইত্যর্থঃ।'

বিচিন্তন (ক্লী) বিবেচন, বিচার।
"ঔর্দ্ধদেহিকধর্ম্মাণামাসীদ্‌যুক্তো বিচিন্তনে।" (মহাভারত)

বিচিন্তনীয় (ত্রি) বি-চিন্তি-অনীয়র্। বিচিন্তিতব্য, বিবেচ্য, বিশেষপ্রকারে চিন্তার যোগ্য।

বিচিন্তা (স্ত্রী) বিশেষপ্রকারে চিন্তা।
"অস্মাকন্তু বিচিন্তেয়ং কথং সাগরলঙ্ঘনম্।"(রামায়ণ ৪।৬২।৩)

বিচিন্তিত (ত্রি) ১ বিশেষ রকম চিন্তিত। ২ বিশেষ চিন্তার বিষয়ীভূত।

বিচিন্তিতৃ (ত্রি) বিবেচক।
"কামানামবিচিন্তিতা" (ভারত উদ্যোগ)

বিচিন্ত্য (ত্রি) বি-চিন্তি-যৎ। বিচিন্তনীয়, বিশেষপ্রকারে চিন্তার যোগ্য, চিন্তার বিষয়। "কিমত্র বিচিন্ত্যম্"

বিচিন্ত্যমান (ত্রি) বি-চিন্তি-শানচ্। যাহা চিন্তিত হইতেছে, যাহার চিন্তা করা যাইতেছে।

বিচিন্বৎক (ত্রি) বি-চি-শতৃচ্ স্বার্থে কন্। বিচয়নকারী, সংগ্রহকারী, অনুসন্ধিৎসু, যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে একটী একটী করিয়া সংগ্রহ করিতেছে।

বিচিলক (পুং) প্রাণহর কীটভেদ। (সুশ্রুত কল্প°)

বিচী (স্ত্রী) বিচি (কৃদিকারাদিতি) ঙীষ্। তরঙ্গ, চলিত ঢেউ।

বিচীরিন্ (ত্রি) চীরহীন।

বিচূর্ণন্ (ক্লী) অবধূলন। (ভাবপ্র° মধ্য° খ°) বিশেষ প্রকারে চূর্ণ করা।

বিচূর্ণিত (ত্রি) খণ্ডবিখণ্ডিত, যাহা গুড়া হইয়াছে।

বিচূর্ণীভূ (স্ত্রী) চূর্ণীভূ। (বৃহদারণ্যকে শাঙ্করভাষ্য)

বিচূলিন্ (ত্রি) চূড়াধারী।

বিচৃৎ (স্ত্রী) বিমুক্ত, যাহাকে যে কোন রকমের বন্ধ হইতে মুক্তিদান করা হইয়াছে।

"কৃণ্বন্তু সংচৃতং বিচৃতমভিষ্টয় ইন্দুঃ সিষক্ত্যুষসং ন সূর্য্যঃ" (ঋক্ ৯।৮৪।২) 'বিচৃতমসুরাদিভির্দুঃখৈর্বা বিমুক্তং কৃণ্বন্নভিতো যাগায় সিষক্তি সেবতে। যথা সূর্য্যো বিচৃতং তমোভির্বিমুক্তঞ্চ লোকং কুর্ব্বন্নুষসং সেবতে তদ্বৎ।' (সায়ণ)

বিচেতন (ত্রি) অচেতন, চৈতন্যশূন্য, অবিবেকী।

বিচেতয়িতৃ (ত্রি) অজ্ঞান, অবোধ।

বিচেতৃ (ত্রি) অবোধ, অজ্ঞান।

বিচেতব্য (ত্রি) বি-চি-তব্যৎ। বিচয়নীয়, যাহা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এক একটী করিয়া সংগ্রহ করা হয়।

"ইন্দ্রিয়াণি চ কর্ত্তা চ বিচেতব্যানি ভাগশঃ।" (মহাভারত)

বিচেতস্ (ত্রি) বিগতং বিরুদ্ধং বা চেতো যস্য। বিগতচিত্ত।

"ব্যানদৎ সুমহাপ্রাণো যেন লোকা বিচেতসঃ॥" (ভাগবত ৬।১১।৬)

২ বিরুদ্ধচিত্ত, দুষ্টচিত্ত, পর্য্যায়—দুর্ম্মনস্, অন্তর্ম্মনস, বিমনস্। (হেম)

"যে চাস্য সচিবা মন্দাঃ কর্ণসৌবলকাদয়ঃ।
তে তস্য ভূয়সো দোষান্ বর্দ্ধয়ন্তি বিচেতসঃ॥"
(মহাভারত ৩।৪৯।১৭)

বিশিষ্টং চেতো যস্মাদিতি চ বা। বিশিষ্টজ্ঞান হেতুভূত, যাহা হইতে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মায়, যাহার কার্য্য কলাপ দৃষ্টান্তে কোন বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান জন্মে।

"তমিৎ পৃণক্ষি বসুনা ভবীয়সা সিন্ধুমাপো যথাভিতো বিচেতসঃ॥" (ঋক্ ১।৮৩।১) 'বিচেতসঃ বিশিষ্টজ্ঞানহেতুভূতা আপো যথা অভিতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু সিন্ধুং সমুদ্রং পূরয়ন্তি তদ্বৎ।' (সায়ণ)

বিশিষ্টং চেতো যস্যেতি। ৪ বিশিষ্ট জ্ঞান, প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্, যাহার উত্তম জ্ঞান আছে। "শ্রুষ্টীবানো হি দাশুষে দেবা অগ্নে বিচেতসঃ।" (ঋক্ ১।৪৫।২)

'হে অগ্নে বিচেতসো বিশিষ্টপ্রজ্ঞানা দেবাঃ' (সায়ণ)

বিচেয় (ত্রি) বি-চি-যৎ। বিচয়নীয়, বিচেতব্য, অনুসন্ধেয়, অন্বেষণের যোগ্য।

বিচেষ্ট (ত্রি) ১ চেষ্টারহিত, যাহার কোন চেষ্টা নাই, চেষ্টাশূন্য। ২ বিরুদ্ধ চেষ্টাশীল, যে বিরুদ্ধ চেষ্টা করে।

বিচেষ্টন (ক্লী) বিরুদ্ধ চেষ্টা (বলবদ্‌বিগ্রহাদিবিষয়ে)। (মাধবনি°)

বিচেষ্টা (স্ত্রী) বিশেষরূপ চেষ্টা।

বিচেষ্টিত (ত্রি) বিশেষেণ চেষ্টিতং গতির্যস্য। ১ বিগত। বিশেষেণ চেষ্টিতঃ ঈহিতঃ ইতি। ২ বিশেষ চেষ্টাযুক্ত। (মেদিনী) বিগতং চেষ্টিতমস্যেতি। ৩ চেষ্টাশূন্য। (ক্লী) বি-চেষ্ট-ভাবে ক্তঃ। ৪ বিশেষ চেষ্টা।

"উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্।"
(ভাগবত ১।৫।১৩)

৫ বিবর্ত্তন, অঙ্গপরিবর্ত্তন। ৬ ব্যাপার, ক্রিয়া। ৭ অন্বেষিত।

বিচ্ছ, ক ত্বিষি। ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ (চুরা° পর° অক° সেট্।) ক বিচ্ছয়তি ত্বিষি দীপ্তৌ ইতি দুর্গাদাসঃ।

বিচ্ছ, শ গতৌ কবি°ক°দ্রু° (তুদা° পর° সক° সেট্) বিচ্ছায়তি, বিচ্ছায়তে আয়ন্তস্যাত্মনেপদমিতি বোপদেবঃ। পক্ষে বিচ্ছতি। শ বিচ্ছতী, বিচ্ছন্তী। ইতি দুর্গাদাসঃ।

বিচ্ছত্রক (পুং) সুনিষণ্ণক শাক, চলিত শুশুনি শাক। (জয়দত্ত)

বিচ্ছন্দ (পুং) প্রাসাদ, মন্দির, বহুতল গৃহ।

বিচ্ছন্দক (পুং) বিশিষ্টশ্ছন্দোঽভিপ্রায়োঽত্র, বিশিষ্টেচ্ছানির্ম্মিতো বা ইতি বি-ছন্দ-স্বার্থে কন্। ঈশ্বরসদ্মপ্রভেদ, দেবালয়ভেদ। অমরটীকায় ভরত এতদ্বিষয়ক সাঙ্কেত লক্ষণ এইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"উপর্য্যুপরি যদ্‌গেহং তদ্বিচ্ছন্দকসংজ্ঞকম্।" (ভরত)

উপরি উপরি (দ্বিতল ত্রিতলাদিরূপে) যে গৃহ নির্ম্মাণ করা যায়, তাহার নাম বিচ্ছন্দক।

বিচ্ছন্দস্ (ত্রি) ১ ছন্দোহীন। (স্ত্রী) ২ ছন্দোবৃত্তভেদ।

বিচ্ছর্দ্দ (পুং) সমূহ, রাশি।

বিচ্ছর্দ্দক (পুং) বিচ্ছন্দকার্থক। (রায়মুকুট)

বিচ্ছর্দ্দিকা (পুং) বমন। (রাজনি°)

বিচ্ছল (পুং) বেতসলতা। (রত্নমালা)

বিচ্ছায় (ক্লী) পক্ষিণাং ছায়া। (অমর) সমাসে ষষ্ঠ্যন্তাৎ পরাৎ ছায়া ক্লীবে স্যাৎ সা চেৎ বহূনাং সম্বন্ধিনী স্যাৎ। যথা বীণাং

পক্ষিণাং ছায়া বিচ্ছায়মিতি। (ভরত) ১ পক্ষীদিগের ছায়া।

"বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধুহংসকৈঃ।"

(ভাগবত ১০।১২।৮)

(ত্রি) বিগতা ছায়া যস্য। ২ ছায়ারহিত, ছায়াশূন্য, দেবদানবাদি। বিগতা ছায়া কান্তির্যস্য। ৩ কান্তিরহিত, শ্রীহীন, বিশ্রী, কমনীয়তাশূন্য।

"বিলোক্যোদ্বিগ্নহৃদয়ো বিচ্ছায়মনুজং নৃপঃ।" (ভাগ° ১।১৪।২৪)

(পুং) বিশিষ্টা ছায়া কান্তির্যস্য ইতি। ৪ মণি। (ভরত) ৫ ছায়ার অভাব।

বিচ্ছায়তা (স্ত্রী) কান্তিহীনতা। (কথাসরিৎ ১৯।১১৩)

বিচ্ছিত্তি (স্ত্রী) বি-ছিদ্‌-ক্তিন্‌। ১ অঙ্গরাগ। ২ বিচ্ছেদ।

"লোভো ধর্ম্মক্রিয়ালোপঃ কর্ম্মণামপ্রবর্ত্তনম্‌।
সৎসমাগমবিচ্ছিত্তিরসদ্ভিঃ সহ বর্ত্তনম্‌॥" (কামন্দকীয়নী° ১৪।৪৪)

৩ হারভেদ। (মেদিনী) ৪ ছেদ, বিনাশ। (ত্রিকা°)

"দিনকরবথমার্গবিচ্ছিত্তয়েহভ্যুদ্যতং চলচ্ছৃঙ্গং।"

(বৃহৎসং ১২।৬)

৫ গেহাবধি, গৃহভিত্তি। (হেম) ৬ বৈচিত্র্য, বিচিত্রতা।

"অনুমানন্ত বিচ্ছিত্ত্যা জ্ঞানং সাধ্যস্য সাধনাৎ॥"

(সাহিত্যদর্পণ ১০।৭১১)

৭ স্ত্রীদিগের স্বাভাবিক অলঙ্কারবিশেষ। "আকল্পকল্পসাল্পাপি বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ।" (উজ্জ্বলনীলমণি)

সাহিত্যদর্পণ মতে—"স্তোকাপ্যাকল্পরচনা বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ।" (সাহিত্যদর্পণ ৩।১৮)

৮ চমৎকার। ৯ বৈশিষ্ট্য, বিশিষ্টতা। (পুং) ১০ কষায়।

বিচ্ছিন্ন (ত্রি) বি-ছিদ্‌-ক্ত। ১ সমালব্ধ। ২ বিভক্ত। (মেদিনী)

"যদন্তর্ব্বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।" (শকুন্তলা ১ অঙ্ক)

৩ কুটিল। (হেম) (পুং) ৪ বালরোগবিশেষ।

৫ গভীর সদ্যোব্রণ, অত্যন্ত গর্ত্তযুক্ত কাটা ঘা। (বাগ্‌ভট)

বিচ্ছু, অতি বিষধর বৃশ্চিকভেদ, কাঁকড়া বিছা।

বিচ্ছুরিত (ত্রি) বি-ছুর-ক্ত। অনুলিপ্ত, প্রক্ষিপ্ত, অনুরঞ্জিত।

বিচ্ছেত্তৃ (ত্রি) বি-ছেদ্‌-তৃচ্‌। বিচ্ছেদকর্ত্তা, বিচ্ছেদকারী।

বিচ্ছেদ (পুং) বি-ছিদ্‌-ঘঞ্‌। ১ বিয়োগ, বিরহ, ভেদ, বিভাগ, পার্থক্য। "কান্তায়াঃ কান্তবিচ্ছেদো মরণাদতিরিচ্যতে।"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গণপতিখণ্ড)

২ লোপ।

"নূনং মত্তঃ পরং বংশ্যাঃ পিণ্ডবিচ্ছেদদর্শিনঃ।" (রঘু ১ সর্গ)

বিচ্ছেদক (ত্রি) বি-ছিদ-ণ্বুল্‌। বিচ্ছেদকারক, যিনি বিচ্ছেদ করেন।

বিচ্ছেদন (ক্লী) বি-ছিদ্‌-ল্যুট্‌। বিচ্ছেদ।

বিচ্ছেদিন্‌ (ত্রি) বিচ্ছেত্তুং শীলং যস্য বি-ছিদ-ণিনি। বিচ্ছেদকারক, বিচ্ছেদ করিবার ক্ষমতাশীল।

বিচ্ছেদ্য (ত্রি) বি-ছেদ-যৎ। বিচ্ছেদের যোগ্য, যাহার বিচ্ছেদ বা বিভাগ করিতে হইবে।

বিচ্‌তাড়ক (দেশজ) বৃক্ষদারক।

বিচ্যুত (ত্রি) বি-চ্যু-ক্ত। ১ বিগত। বি-চ্যুত্‌-ক। ২ বিক্ষরিত, বিস্যন্দিত, ভ্রষ্ট, পতিত, স্খলিত।

বিচ্যুতি (স্ত্রী) বি-চ্যু-ক্তিন্‌। ১ বিয়োগ, বিশ্লেষ।

"সোহপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিন্নমানসঃ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্‌॥" (দেবীমাহাত্ম্য)

২ পতন, ভ্রংশ, স্খলন, ক্ষরণ।

বিছটী, (দেশজ) বৃশ্চিকালী নামক ক্ষুপ বিশেষ। ইহার পাতা বা ডাঁটার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটা (শূক বা হুল) শরীরের কোন স্থানে লাগিলে প্রায় বিছার দংশনের ন্যায় যন্ত্রণা বোধ হয়, কিন্তু বিছার দংশনের ন্যায় ইহার প্রতিকারের আশু ফলপ্রদ বিশেষ কোন উপায় দেখা যায় না, তবে তৎক্ষণাৎ টাট্‌কা সরিষার তৈল মাখিলে যন্ত্রণার কতকটা শান্তি হইতে পারে।

বিছন, (দেশজ) পাতন। যেমন মাঁদুর বা সপ্‌ বিছাইতে হইবে। কখন কখন উত্তম মধ্যম প্রহার দ্বারা শুয়াইয়া দেওয়াও বুঝায়। যেমন লোকটা মেরে পাটবিচি বিছিয়ে দিয়েছে।

বিছা, (দেশজ) বৃশ্চিক। [বৃশ্চিক দেখ] এই কীটে দংশন করিবামাত্র তথায় যারপর নাই যন্ত্রণা হয়। কিন্তু যদি তথান আবার সেইস্থানে নরমূত্র প্রক্ষেপ করা যায়, তৎক্ষণাৎ আগুনে জল পড়ার ন্যায় সেই অসহ যন্ত্রণা একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়।

বিছান (দেশজ) পাতা, পাতন।

বিছানা (দেশজ) শোয়া বসার উপযুক্ত জিনিষবিশেষ। শয্যা, আস্তরণ প্রভৃতি।

বিছ্‌ড়ান (দেশজ) নাড়াচাড়া, এলোথেলো করা।

বিজ্‌ বেকে। অদা° হ্বা° উভ° অক° অনিট্‌। বেক ইতি পৃথক্কে। লট্‌ বেবেক্তি, বেবিক্তে মূর্খাৎ পণ্ডিতঃ পৃথক্কৃত্যাদিত্যর্থঃ। লুঙ্‌ অবিজৎ, অবৈক্ষীৎ। লুট্‌ বেক্তা।

বিজ, ভীকম্পে রুধা° পর° অক° সেট্‌। লট্‌ বিনক্তি লুট্‌ বেজিতা, অনিড়্‌নিষ্ঠঃ ক্তঃ বিগ্নঃ।

বিজ ভীকম্পে। তুদা° আত্ম° অক° সেট্‌। লট্‌ বিজতে, লুট্‌ বেজিতা। নিষ্ঠায়ামনিট্‌ তয়োস্তস্য নঃ বিগ্নঃ। দ্বাবর্থৌ।

(দুর্গাদাসঃ)

বিজ্‌বিজ্‌ (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দভেদ, বিড়্‌বিড়্‌ শব্দ। ২ কর্দ্দমযুক্ত স্থান। যেমন স্থানটা পোকায় বিজ্‌বিজ্‌ ক'রছে। বিকীর্ণ শব্দার্থ।

বিজকুচ্ছ (দেশজ) বিজাতীয় কুৎসা।

বিজগ্ধ (ত্রি) খাওয়া, গিলে ফেলা।

বিজল্পপ (ত্রি) কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলা।

বিজট (ত্রি) জটারহিত, জটাশূন্য।

বিজটা (দেশজ) স্ত্রীলোকের ঊর্দ্ধবাহুর অলঙ্কারভেদ, চলিত বাজু।

বিজন (ত্রি) বিগতো জনো যস্মাৎ। নির্জ্জন। পর্য্যায়— বিবিক্ত, ছন্ন, নিঃশলাক, রহঃ, উপাংশু। (অমর)

"ততো ভীমো বনং ঘোরং প্রবিশ্য বিজনং মহৎ।"

(মহাভারত ১।১৫২।১৫)

বিজনতা (স্ত্রী) জনশূন্যতা, জনরাহিত্য।

বিজনন (ক্লী) বি-জন-ল্যুট্। প্রসব, উৎপত্তি, জন্ম, উদ্ভব। (হেম)

বিজন্মন্ (ত্রি) বিরুদ্ধং জন্ম যস্য। ১ জারজ, বিজাত, অনুজাত, বিরুদ্ধজন্মবিশিষ্ট। ২ বিরুদ্ধজন্ম। (পুং) ৩ বর্ণসঙ্করজাতিভেদ।

"বৈশ্যাৎ তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারূষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ॥" (মনু ১০।২৩)

বিজন্যা (স্ত্রী) গর্ভধারিণী। (পারস্করগৃহ° ২।৭)

বিজপিল (ক্লী) পঙ্ক, কর্দ্দম।

'পিচ্ছলং স্যাৎ বিজপিলং পঙ্কঃ শাদো নিষদ্বরঃ।' (হলায়ুধ)

বিজয় (পুং) বি-জি-ভাবে অচ্। ১ জয়।

"স্বধর্ম্মো বিজয়স্তস্য নাহবে স্যাৎ পরাঙ্মুখঃ।
শস্ত্রেণ বৈশ্যান্‌রক্ষিত্বা ধর্ম্মসংহারয়েদ্বলিন্॥" (মনু ১০।১১৯)

২ অর্জ্জুন। অর্জ্জুনের অনেকগুলি নাম, তন্মধ্যে একটী নাম বিজয়। মহাভারতের বিরাটপর্ব্বে লিখিত আছে, বিরাটরাজকুমার উত্তর যখন গো-রক্ষার জন্য কৌরবগণসহ যুদ্ধ করিতে যান, তখন অর্জ্জুন বৃহন্নলারূপে তাঁহার সারথ্যগ্রহণ করেন। কার্য্যগতিকে বৃহন্নলা তখন উত্তরের নিকট আত্মপরিচয়দানে বাধ্য হন। উত্তর অর্জ্জুনের সমস্ত নামের সার্থকতা জিজ্ঞাসা করেন। অর্জ্জুন তখন তাঁহার অন্যান্য নামের উৎপত্তি-পরিচয় দিয়া স্বীয় অন্যতম বিজয় নামের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করেন যে, আমি রণদুর্ম্মদ শত্রুসৈন্যের সংগ্রামে অভিগমন করি, কিন্তু তাহাদিগকে পরাজিত না করিয়া কিছুতেই প্রত্যাবৃত্ত হই না, এইজন্য সকলের নিকট আমি বিজয় নামে পরিচিত।

"অভিপ্রয়ামি সংগ্রামে যদহং যুদ্ধদুর্ম্মদান্।
নাজিত্বা বিনিবর্ত্তামি তেন মাং বিজয়ং বিদুঃ॥"

(মহাভারত ৪।৪২।১৪)

বিখ্যাত-বিজয়নাটকে বিলক্ষণ সার্থকতার সহিত অর্জ্জুনের বিজয় নামের উল্লেখ দেখিতে পাই।

"ইতো ভীমঃ ক্রুরো নৃপতিসহজন্মানমবধীৎ।
ইতঃ ক্রুদ্ধো বৎসং ব্যথয়তি শরৌঘেণ বিজয়ঃ।
ন মে চেতঃস্থৈর্য্যং দ্রঢ়য়তি সখে কুত্র গমনং।
বিধেয়ং তদ্ব্রূহি ত্বমসি সদসদ্বাক্যবিষয়ঃ॥" (বিজয় ২অঃ)

৩ একবিংশতীর্থঙ্করের পিতা। ৪ জিনবলভেদ, জৈনদিগের শুক্লবলগণের মধ্যে একতম। ৫ বিমান। (হেমচন্দ্র) ৬ যম। (শব্দচ°) ৭ কল্কিপুত্র। (কল্কিপুরাণ ১৩ অঃ)

৮ ভৈরববংশীয় কল্পরাজপুত্র। ইনি কাশীরাজ নামে খ্যাত। প্রসিদ্ধ খাণ্ডববন ইনিই প্রস্তুত করেন। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, সুমতির পুত্র কল্প, কল্পের পুত্র বিজয়। বিজয় রাজা হইয়া প্রবলপ্রতাপে পার্থিবদিগকে পরাজয় করেন। ভারতীয় সকল রাজ্য তাঁহার করায়ত্ত হয়। পরে ইন্দ্রের আদেশে তিনিই শতযোজনবিস্তৃত খাণ্ডববন প্রস্তুত করেন। এই বনই অগ্নির তৃপ্তির জন্য অর্জ্জুন দগ্ধ করিয়াছিলেন।* (কালিকাপুরাণ ৯০ অঃ)

৯ বিষ্ণুর অনুচরবিশেষ।

'বিষ্ণ্বনুচরাশ্চণ্ডপ্রচণ্ডজয়বিজয়াদয়ঃ' (ভরত)

১০ চুঞ্চুর একপুত্র। ১১ জয়পুত্রভেদ। ১২ সঞ্জয়ের একপুত্র। ১৩ জয়দ্রথের পুত্রভেদ। ১৪ আন্ধ্রবংশীয় নৃপতিভেদ। ১৫ সিংহলে আর্য্য সভ্যতাপ্রবর্ত্তক এক রাজকুমার। [বিজয়সিংহল দেখ] ১৬ শুভ মুহূর্ত্তভেদ। ১৭ ষষ্টিসংবৎসরের প্রথম।

বিজয়ক (ত্রি) বিজয়ে কুশলঃ বিজয়-কন্। জয় করিতে পটু। বিজেতা, বিজয়নিপুণ।

বিজয়কণ্টক (পুং) বিজয়ে কণ্টক ইব। বিজয়বিঘ্নকারী, বিজয়ের বাধাজনক, জয়ের প্রতিবন্ধক।

বিজয়কুঞ্জর (পুং) বিজয়ায় যঃ কুঞ্জরঃ। রাজবাহ্য হস্তী, রাজার বহনকারী হস্তী। (ত্রিকা°) ২ যুদ্ধ হস্তী, যাহার পৃষ্ঠে জয়-পতাকা থাকে।

বিজয়কেতু (পুং) ১ বিজয়ধ্বজা, জয়পতাকা। ২ বিদ্যাধর রাজপুত্রভেদ।

বিজয়ক্ষেত্র (ক্লী) ১ বিজয়স্থল। ২ উড়িষ্যার অন্তর্গত প্রাচীন স্থানভেদ।

---

* "সুমতেরভবৎ কল্পঃ সুতঃ সত্যস্য ডিণ্ডিমঃ।
বিরূপস্তাভবদ্‌গার্থিবাধেন্দ্রিয়োঽভবৎ সুতঃ।
তেষাং কল্পোঽভবদ্রাজা কল্পাত্তু বিজয়োঽভবৎ।
যো বিজিত্য ক্ষিতিং সর্ব্বাং পার্থিবান্ ভূরিতেজসা।
শক্রস্যানুমতে চক্রে খাণ্ডবং শতযোজনম্।
যৎ সব্যসাচীহ্যদহৎ পাণ্ডুপুত্রঃ প্রতাপবান্।"(কালিকাপু° ৯০ অঃ)

বিজয়গড়, যুক্তপ্রদেশের আলীগড় জেলার অন্তর্গত একটী কৃষিপ্রধান নগর। ভূপরিমাণ ৪১ একার। আলীগড় সহর হইতে ১২ মাইল ও সিকন্দ্রা হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে স্কুল, ডাকঘর ও একটী প্রাচীন দুর্গ আছে। এ ছাড়া কর্ণেল গর্ডনের স্মৃতিস্তম্ভ দেখা যায়।

বিজয়গুপ্ত, পূর্ব্ব বঙ্গের এক জন প্রসিদ্ধ কবি। পদ্মাপুরাণ বা মনসার পাঁচালী রচনা করিয়া ইনি পূর্ব্ববঙ্গে জনসাধারণের নিকট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কবি নিজ গ্রন্থে এই রূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন—

"মুলুক ফতেয়াবাদ উত্তম ভুবন ॥
পশ্চিমে কুমার নদী পূর্ব্বে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যেত ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥
চারি বেদ পাঠ করে জতেক ব্রাহ্মণ।
অন্য জাতি জত আছে নিজ বিদ্যমান ॥
দেখিতে সুন্দর অতি অমর সমান ॥
জাহার প্রসাদে গীত করিহে রচন.।
লোকেত বাখানে তারে বারাণসী স্থান ॥
স্থান গুণে জেবা জন্মে সব গুণময়।
ফুল্লশ্রী গ্রামেতে বাস করিছে বিজয় ॥"

*   *   *

"ফুলশ্রী গ্রামেতে ঘর, বিজয়গুপ্ত কবিবর,
পদ্মাবতীর ঘুচিল বিষাদ।"

উদ্ধৃত বচনানুসারে কবি ফুলশ্রী গ্রামবাসী হইতেছেন। ফুল্লশ্রী গ্রাম বরিশাল জেলার অন্তর্গত। এই গ্রামে আজও একটী বৃহৎ বাটী বিজয়গুপ্তের বাটী বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। তথায় কমলবনভূষিত একটী প্রাচীন সরোবর আছে। এই সরোবরের তীরে মনসা দেবীর একটী প্রাচীন মন্দির আছে। ঐ দেবী, বিজয়গুপ্তের প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি বলিয়া আজও খ্যাত। আজও বহু দূর দেশ হইতে লোকে ঐ দেবীর পূজা দিতে আসে। পর্ব্বোপলক্ষে উক্ত বাটীতে বহু লোকের সমাগম হয়। সময় সময় সরোবরের অপর তিন পার্শ্বে মেলা বসিয়া থাকে। বাঙ্গালা সাহিত্য শব্দে ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, বিজয়গুপ্ত ১৪০১ শকে পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল প্রণয়ন করেন। কিন্তু কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি আলোচনা করিয়া এখন জানা যাইতেছে যে ১৪১৬ শকে শ্রাবণ মাস রবিবার মনসা-পঞ্চমীর দিনে ঐ গ্রন্থরচনা আরম্ভ হয়। এই সময় সুলতান হোসেন শাহ গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন।* বিজয়গুপ্তের রচনা অতি প্রাঞ্জল ও মনোহর। তবে স্থানে স্থানে প্রাদেশিক শব্দপ্রভাব দেখা যায়। আজও ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল গীত হইয়া থাকে।

বিজয়চন্দ্র কনোজের রাজভেদ। [কনোজ দেখ]

বিজয়চক্র (ক্লী) বিজয়ায় চক্রম্। জ্যোতিষোক্ত চক্রবিশেষ, এই চক্রের ক্রমানুসারে নামোচ্চারণ করিলে জয়পরাজয়ের উপলব্ধি হয়। নামোচ্চারণের ক্রম যথা—শ্বাসপ্রবেশ কালে লগ্নসংজ্ঞকবর্ণ (প, ফ, ব, ভ, ম, অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ) বা স্বরের সহিত ঘোষসংজ্ঞক বর্ণের (গ, ঘ, ঙ ; জ, ঝ, ঞ ; ড, ঢ, ণ ; ব, ভ, ম) নাম উচ্চারণ করিলে জয় আর শ্বাস নির্গমকালে অলগ্নসংজ্ঞকবর্ণ (য, ব, র, ল, হ) এবং অঘোষসংজ্ঞকবর্ণের (ক, খ ; চ, ছ ; ট, ঠ ; ত, থ ; প, ফ ; শ, ষ, স) নাম উচ্চারণ করিলে পরাজয় হয়। *

(নরপতিজয়চর্য্যাস্বরোদয়)

বিজয়চূর্ণ (ক্লী) অর্শোরোগের একটী ঔষধ। প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ,—শুঁঠ, পিপ্পল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, চিতা, মুথা, বিড়ঙ্গ, বচ, হিঙ্গ, আকনাদি, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চই, চিরেতা, ইন্দ্রযব, চিতার মূল, বেড়েলা, গুলফা, পঞ্চলবণ, পিপুলমূল, বেলশুঠ ও যমানী এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় সেবন করিলে অর্শোরোগের উপকার হয়। (চক্রদত্ত)

বিজয়চ্ছন্দ (পুং) বিজয়স্য ছন্দো যস্মাৎ। দ্বিহস্তপরিমিত চতুরধিক পঞ্চশত লতাযুক্ত মৌক্তিকহার, পাঁচশত চারিটী লতাযুক্ত দুই হাত পরিমাণ মুক্তার মালা। দেবগণের ব্যবহার্য্য।

---

* "ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহা নৃপতিতিলক।"

"শ্রাবণ মাসে রবিবার মনসা পঞ্চমী।
তৃতীয়া প্রহর নিশি নিদ্রা যায় স্বামী ॥

*   *   *

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া লিখিতে কৈল চিত।
রচিত আরম্ভ কৈল মনসার গীত ॥" (বিজয়গুপ্ত)

* "অথ সারতরং বক্ষ্যে লম্পটাচার্য্যভাষিতম্।
জয়ঃপরাজয়ো যেন নামোচ্চারণতঃ স্ফুটম্ ॥
লগ্নালগ্নবিভেদেন ঘোষাঘোষক্রমেণ চ
প্রবেশনির্গমাভ্যাঞ্চ ক্রমাজ্জয়পরাজয়ৌ ॥
পবর্গশ্চাপ্যকারশ্চ লগ্নাখ্যোঽষ্টাক্ষরান্বিতঃ।
উক্তাদন্তে হযর্গাদাবলগ্না ঈরিতা বুধৈঃ ॥
ঘোষাস্ত্রিচতুরো বর্ণাঃ সস্বরা-সানুনাসিকাঃ।
অঘোষাঃ শষসা আদ্যাদ্বিতীয়াদ্যাস্তু বর্গকে ॥
বায়ুপ্রবেশকালঃ স্যাৎ প্রবেশঃ শ্বাসনির্গমঃ।
নির্গমাখ্যস্ততো জ্ঞেয়ো নামোচ্চারণতো জয়ঃ ॥"

* (নরপতিজয়চর্য্যাস্বরোদয়)

"সুরভুবণং লতানাং সহস্রমষ্টোত্তরং চতুর্হস্তম্।
ইন্দ্রচ্ছন্দো নাম্না বিজয়চ্ছন্দস্তদর্দ্ধেন॥"
(বৃহৎসংহিতা ৮১।৩১)

অষ্টাধিক সহস্রসংখ্যক লতাযুক্ত চতুর্হস্ত পরিমাণ মুক্তার মালা হইলে তাহা ইন্দ্রচ্ছন্দ, আর তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ হইলে বিজয়চ্ছন্দ নামে কথিত হইয়া থাকে।

বিজয়ডিণ্ডিম (পুং) জয়ঢক্কা।

বিজয়তীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

বিজয়দত্ত (পুং) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত নায়কভেদ।

বিজয়দশমী [বিজয়াদশমী দেখ।]

বিজয়দুন্দুভি (পুং) জয়ঢাক, জয়কালে যে ঢাক বা নাগরা পিটান হয়।

বিজয়দুর্গ, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর রত্নগিরি জেলার অন্তর্গত একটী বাণিজ্যপ্রধান বন্দর। রত্নগিরি নগর হইতে এই স্থান প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬° ৩৩´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ২২´ ১০´´ পূঃ। ভারতের পশ্চিম উপকূলে এরূপ সুন্দর ও চরবিহীন বন্দর আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। সকল ঋতুতেই বিশেষতঃ দক্ষিণপশ্চিম মহুন বায়ু প্রবাহিত হইলে এই বন্দরে বড় বড় জাহাজ অনায়াসে আশ্রয় লইয়া থাকে। যখন সমুদ্রবক্ষে ঝড়বাতাসের কোন চিহ্ন থাকে না, তখন পোতগুলি স্বচ্ছন্দে উপকূলবক্ষেই নঙ্গর করিয়া থাকে।

এখানে মহিষের শৃঙ্গের নানাপ্রকার খেলানা ও অলঙ্কারাদি প্রস্তুতের একটা বিস্তৃত কারবার আছে। বর্ত্তমান কালে ঐ সকল দ্রব্যের বিশেষ আদর না থাকায় স্থানীয় শিল্পের অবসাদ ঘটিয়াছে এবং শ্রমজীবী সূত্রধরগণ অন্নদায়ে উত্তরোত্তর ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতেছেন। নগরের বাণিজ্য ব্যতীত শুল্ক (Customs) বিভাগের সামুদ্রিক বাণিজ্য লইয়া এখানে প্রতিবৎসর ১২ লক্ষ টাকার মাল আমদানী ও ১৫ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়া থাকে।

বন্দরের দক্ষিণে দেশভাগ পর্ব্বতশিখরাগ্র হইয়া সমুদ্রবক্ষে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, এই অগ্রমুখে পর্ব্বতোপরি মুসলমানরাজগণ একটী দৃঢ়দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। সমগ্র কোঙ্কণপ্রদেশে এরূপ সুরক্ষিত দুর্গ আর নাই। দুর্গের পার্শ্বদেশে প্রায় ১০০ ফিট্ নিম্নে একটী পার্ব্বতীয় নদীস্রোতঃ প্রবাহিত। ঐ নদীপথে পণ্যদ্রব্যাদি আনয়নের অনেক সুবিধা হইয়া থাকে।

দুর্গটী অতি প্রাচীন। বিজাপুর রাজবংশের অভ্যুদয়ে এই দুর্গের জীর্ণসংস্কার ও কুলেবর বৃদ্ধি হয়। অতঃপর খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগে মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী এই দুর্গকে সুদৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে ইহার চারিদিকে তিন থাক প্রাচীর গাঁথাইয়া তাহার মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি গোপুর বা তোরণ ও দুর্গসংক্রান্ত অন্যান্য অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে দস্যুদলপতি অঙ্গ্রিয়া এই স্থানকে আপনার অধিকৃত উপকূলভাগের রাজধানী মনোনীত করিয়াছিলেন। ঐ সময় অঙ্গ্রিয়া উপকূলভাগে ৩০ হইতে ৬০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। [অঙ্গ্রিয়া দেখ।]

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে দুর্গবাসীরা ইংরাজনৌসেনার হস্তে আত্মসমর্পণ করে এবং কর্ণেল ক্লাইব বীরদর্পে নগর ও দুর্গ অধিকার করেন। উক্ত বর্ষের শেষ সময়ে ইংরাজগণ দুর্গভার পেশবাহস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সমগ্র রত্নগিরি জেলা বৃটিশগবর্মেণ্টের করতলগত হওয়ায় দুর্গাধ্যক্ষ ইংরাজকরে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন।

বিজয়দেবা (স্ত্রী) রাজপত্নীভেদ।

বিজয়দ্বাদশী (স্ত্রী) দ্বাদশীভেদ। [বিজয়া দেখ।]

বিজয়নগর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেল্লরী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত একটী গণ্ডগ্রাম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অক্ষা° ১৫°১৯´৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৩০´১০´´ পূঃ মধ্য। ইহার বর্ত্তমান নাম হাম্ফি। বেল্লরী সদর হইতে ৩৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে অবস্থিত। এইস্থান পূর্ব্বে বিজয়নগর রাজবংশের রাজধানী ছিল। এখনও নগরের দক্ষিণে কমলাপুর ও আনগুণ্ডি পর্য্যন্ত প্রায় ৯ মাইল বিস্তৃত স্থানে উহার ধ্বংসাবশেষ বিস্তৃত রহিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে বিজয়নগরের রাজগণ আনগুণ্ডিতেই রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালরাজবংশের অধঃপতনের পর, হরিহর ও বুক্ক নামক দুই ভ্রাতা হাম্ফি নগর স্থাপন করিয়া যান। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে তালিকোটের যুদ্ধের পর তদ্বংশীয়গণ ক্রমশঃ প্রভাবান্বিত হইয়া এই স্থানের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। তদনন্তর প্রায় এক শতাব্দকালে তাঁহারা যথাক্রমে আনগুণ্ডি, বল্লুর ও চন্দ্রগিরিতে আপনাদের শাসনশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। অতঃপর বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা রাজবংশদ্বয়ের অভ্যুদয়ে বিজাতীয় শক্তিদ্বয়ে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তাহারই ফলে অবশেষে বিজয়নগর-রাজবংশের অধঃপতন ঘটে। [বিদ্যানগর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

প্রায় সপাদদ্বিশতাব্দকাল এই হাম্ফি নগরে রাজপাট স্থির রাখিয়া বিজয়নগর রাজগণ নগরের পরিসর বিস্তারপূর্ব্বক অসংখ্য প্রাসাদ, মন্দির ও মনোহর সৌধমালায় ইহার শ্রীসম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সেই সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য ভ্রমণকারী Edwards Barbessa ও Cæsar Frederic লিখিয়াছেন

যে, এরূপ ধনজন ও বাণিজ্যসমৃদ্ধিপূর্ণ নগর তৎকালে অতি বিরল ছিল। পেগু হইতে হীরক ও চুনি; চীন, আলেকজান্দ্রিয়া ও কুনাবার হইতে রেশম এবং মলবার হইতে কর্পূর, মৃগনাভি, পিপুল ও চন্দন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এখানে আনীত হইত। সিজার ফ্রেডারিক লিখিয়াছেন, "আমি বহুদেশ ও বহু রাজপ্রাসাদ দেখিয়াছি, কিন্তু বিজয়নগর-রাজপ্রাসাদের সহিত সে সকলের তুলনা হইতে পারে না। এই প্রাসাদে প্রবেশার্থ নয়টী দ্বার আছে। প্রথমে যখন তুমি রাজপ্রাসাদের অভিমুখে যাইবে, তখন সেনাপতি ও সেনাদল কর্ত্তৃক রক্ষিত পাঁচটী দ্বার দেখিতে পাইবে। ঐ পঞ্চদ্বার অতিক্রম করিলে উহার অভ্যন্তরে পুনরায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর চারিটী দ্বার পাইবে, ঐ দ্বারগুলি দৃঢ়কায় দ্বারবান্ দ্বারা পরিরক্ষিত। একে একে দ্বারগুলি ছাড়িয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে সুসজ্জিত ও সুবিস্তৃত প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হইবে।" তাঁহার বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, এই নগর চারিদিকে প্রায় ২৪ মাইল। নগর রক্ষার্থ সামান্তভাগে অনেকগুলি প্রাচীর পরিবেষ্টিত আছে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মিঃ জে, কেল্সাল এই নগরের পূর্ব্বতন ধ্বস্ত কীর্ত্তিসমূহের মহত্ব দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন, এখনও এখানে যে সকল ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহা দেখিয়া ঐ অট্টালিকাগুলি কি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, তাহা অনুমান করা যায় না। তবে উহাদের স্থাপত্যশিল্পের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিয়া স্বতঃই মনে মনে সেই শিল্পিগণের কার্য্যকুশলতার প্রশংসা করিতে হয়। ঐ অট্টালিকাদিতে যে সকল সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে, সেরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। কমলাপুরের নিকটে প্রস্তরনির্ম্মিত একটী জলপ্রণালী ও তন্নিকটে একটী সুন্দর অট্টালিকা আছে। ঐ অট্টালিকাটি স্নানাগার বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার দক্ষিণে একটী মন্দিরে রামায়ণবর্ণিত অনেক দৃশ্য উৎকীর্ণ দেখা যায়। রাজপ্রাসাদের অন্তর্ভুক্ত হস্তিশালা, দরবার গৃহ ও বিশ্রামভবন অদ্যাপি তাহাদের গঠনসৌন্দর্য্য জ্ঞাপন করিতেছে। ভগ্ন রাজপ্রাসাদাদির এবং মন্দিরাদির অনেক স্থান অর্থের লালসায় জনসাধারণ কর্ত্তৃক উৎখনিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন রাজান্তঃপুর ও প্রাঙ্গণভূমি এখনও সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে উচ্চ উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে ৪১॥০ ফিট্ উচ্চ একটী জলস্তম্ভ ও ৩৫ ফিট্ উচ্চ একটী শিবমূর্ত্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দানাদার পাথরের ৩০ ফিট্ লম্বা ও ৪ ফিট্ চওড়া আরও কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড প্রাচীর ও গৃহের দেওয়ালে সংলগ্ন দেখা যায়, কিন্তু ঐগুলিতে তৎকালে কি উদ্দেশ্য সাধিত হইত, তাহা সহজে উপলব্ধি করা যায় না।

রাজপ্রাসাদের প্রায় ১ পোয়া পথ দূরে নদীর তীরে একটী বিষ্ণুমন্দির আছে। উহা এখনও কালের কবলে নষ্ট হয় নাই। এ মন্দিরটীও দানাদার প্রস্তরে নির্ম্মিত, ইহার মধ্যে শিল্পচিত্রসম্বলিত আরও কতকগুলি স্তম্ভ বিরাজিত দেখা যায়।

হাম্পি নগরে এখনও অনেকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়। ঐগুলিতে বিজয়নগর-রাজবংশের কীর্ত্তিকলাপ বিজড়িত রহিয়াছে। [বিদ্যানগর দেখ।]

এখানে প্রতি বৎসর একটী সুবৃহৎ মেলা হয়।

বিজয়নগর, ১ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা।

২ রাজসাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার অধীন একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম, বিজয়পুর নামেও পরিচিত ছিল। এখানে গৌড়াধিপ বিজয়সেন রাজধানী করেন। [বিজয়সেন দেখ।]

বিজয়নগরম্, (বিজিয়ানাগাম্) মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্ভুক্ত একটী বিস্তৃত জমিদারী। দক্ষিণভারতে এরূপ প্রাচীন ও প্রতিপত্তিশালী জমিদারী আর নাই। ভূপরিমাণ প্রায় ৩ হাজার বর্গমাইল। এখানে প্রায় ১২৫২ খানি গ্রাম আছে।

এখানকার সত্বাধিকারী মহারাজ পশুপতি আনন্দগজপতিরাজ (১৮৮৮ খৃঃ) রাজপুতবংশসম্ভূত। বংশ-আখ্যায়িকায় প্রকাশ, এই বংশের আদিপুরুষ মাধববর্ম্মা ৫৯১ খৃষ্টাব্দে সবান্ধবে আসিয়া কৃষ্ণানদীর উপত্যকাদেশে একটী রাজপুত উপনিবেশ স্থাপন করেন। ক্রমে এই বংশ শৌর্য্যবীর্য্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন এবং বহুকাল ধরিয়া এতদ্বংশীয়গণ গোলকোণ্ডা-রাজসরকারে সহকারী সামন্তরূপে গণ্য হইয়া আসেন। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে এই বংশের পশুপতি মাধববর্ম্মা নামক কোন ব্যক্তি বিশাখপত্তনপতির অধীনে আসিয়া কর্ম্মগ্রহণ করেন। তৎপরে তদ্বংশধরগণ ক্রমান্বয়ে এই রাজসরকারে লিপ্ত থাকিয়া এবং যুদ্ধবিগ্রহাদিতে সহায়তা করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই বংশধর সুপ্রসিদ্ধ রাজা গজপতি বিজয়রামরাজ ফরাসীসেনাপতি বুশীর বন্ধু ছিলেন। তিনি নিজ ভুজবলে ধীরে ধীরে কএকটী সম্পত্তি অধিকার করিয়া আপনার সম্পত্তির কলেবর পুষ্ট করেন। তদবধি এই পশুপতিবংশ উত্তরসরকারের মধ্যে একটী মহা শক্তিশালী রাজবংশ বলিয়া পরিগণিত হন।

পেদ্দ বিজয়রামরাজ অনুমান ১৭১০ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পিতৃপদ অধিকার করেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তিনি পোতনূর হইতে রাজপাট স্থানান্তরিত করিয়া স্বীয় নামানুসারে এই স্থানের 'বিজয়নগরম্' নামকরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর স্বীয় রাজধানী সুদৃঢ় করিবার ইচ্ছায় তিনি কিছু কালের জন্য একটী দুর্গনির্ম্মাণে ব্যাপৃত থাকেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি ধীরে ধীরে নানাস্থান

জয় করিয়া স্বীয় রাজ্য বৃদ্ধি করেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথমে চিকাকোলের ফৌজদার জাফরআলী খাঁর সাহায্যার্থ মিত্রতাপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু সেনাপতি বুশীপরিচালিত ফরাসীদিগের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলে বিশেষ লাভবান্ হইতে পারিবেন ভাবিয়া তিনি ফৌজদারের পক্ষ ত্যাগ করেন এবং স্বীয় নূতন মিত্র ফরাসীসৈন্যের সাহায্যে তিনি অচিরে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বংশের চিরশত্রু বব্বিলীর সামন্তরাজকে নিহত করিয়া স্বীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এই বিজয়োৎসবে বহুদিন মত্ত থাকিতে পারেন নাই। যুদ্ধজয়ের পর ত্রিরাত্র অতিবাহিত হইতে না হইতেই তিনি বব্বিলীরাজের প্রেরিত দুইজন গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

রাজা পেদ্দ বিজয়রামের উত্তরাধিকারী আনন্দরাম ছিদ্রান্বেষণে তৎপর থাকিয়া স্বীয় বুদ্ধিদোষে পিতৃপ্রদর্শিত রাজনৈতিকমার্গ হারাইলেন এবং কুক্ষণে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া বিশাখপত্তন অধিকারপূর্ব্বক ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে উহা ইংরাজকরে সমর্পণ করিলেন। ঐ সময়ে বিশাখপত্তন একদল ফরাসী-সেনার তত্ত্বাবধানে ছিল।

বাঙ্গালা হইতে সেনানী ফোর্ড পরিচালিত সেনাদল আসিয়া উপনীত হইলে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজা আনন্দরাম রাজমহেন্দ্রী ও মোছলীপত্তনের অভিমুখে আপনার বিজয়যাত্রা সমাপন করেন। পরে তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে তিনি কালের কবলে পতিত হইলে তাঁহার দত্তকপুত্র নাবালক বিজয়রামরাজ রাজপদে অভিষিক্ত হন, কিন্তু কিছু কালের জন্য তাঁহাকে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সীতারামরাজের কর্তৃত্বাধীনে কালযাপন করিতে হয়। সীতারাম চতুর, উচ্ছৃঙ্খল ও সর্ব্বগ্রাসী ছিলেন।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্লাকিমেড়িরাজ্য আক্রমণ করেন। চিকাকোলের নিকট সাহায্যকারী মহারাষ্ট্রসেনাসহ পার্লাকিমেড়িরাজসৈন্য পরাজিত হয়। ইহার পর, তিনি সদলে রাজমহেন্দ্রী অভিমুখে অগ্রসর হইয়া তদ্দেশও জয় করিয়া লন। এইরূপে বিজয়নগররাজ্য অনতিকাল মধ্যে পরিবর্দ্ধিত আকার ধারণ করে। বস্তুতঃ এই সময়ে বিজয়নগরম্ সামন্তরাজ্য ব্যতীত পশুপতি রাজবংশের শাসনাধীনে জয়পুর, পালকোণ্ডা ও অপরাপর ১৫ খানি সুবৃহৎ জমিদারীসম্পত্তি পরিচালিত হইত এবং তত্তদ্দেশের অধিবাসিগণ বিজয়নগররাজকেই একেশ্বর রাজা বলিয়া স্বীকার করিতেন।

সীতারাম বিশেষ দৃঢ়তা, মনোযোগিতা ও কুশলতার সহিত রাজকার্য্য সমাধা করিতেন। তিনি নিয়মিতরূপে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা পেশকস্ দিতেন এবং সর্ব্বদাই তিনি ইংরাজকোম্পানিকে রাজভক্তিপ্রদর্শন করিতে কাতর হইতেন না। তাঁহার এই ভক্তিপ্রদর্শনের উদ্দেশ্য এই যে, তিনি কোম্পানীর নিকট হইতে অন্যান্য সুবিধা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য সামন্তদিগকে বশে আনিবার জন্য ইংরাজসেনার সাহায্য পাইতে পারিবেন। প্রকৃতই এই উপায়ে পশুপতিগণ আপনাদের শক্তি ও বংশমান-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজা সীতারাম এই সময়ে যে নির্ব্বিরোধ প্রভুত্ব পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই তাঁহার ভ্রাতা রাজা বিজয়রামের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল এবং অন্যান্য রাজাবর বা সর্দ্দারদিগের মধ্যে সেই অখণ্ড প্রভাব অসহ্য হইয়া উঠে, কাজেই তাহারা কোম্পানীর নিকট তাঁহার পদত্যাগের জন্য এবং রাজকার্য্যপরিচালনের নিমিত্ত জগন্নাথরাজকে দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে উপর্য্যুপরি প্রার্থনা জানাইয়া পত্র প্রেরণ করেন, কিন্তু রাজা সীতারাম বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত রাজকার্য্য পরিদর্শন করায় এবং সরকারদ্বয়ের ও মান্দ্রাজের অনেক উচ্চতন কর্ম্মচারী তাঁহার পক্ষ থাকায় সর্দ্দারগণের প্রার্থনা ভাসিয়া যায়। মহামান্য কোর্ট অব্ ডিরেক্টার্স ইংলণ্ডে বসিয়া এখানকার কোম্পানীর কর্ম্মচারিবৃন্দের উপর যে দোষারোপ বা তিরস্কার করিতেন, তাহা কোন কাজেই লাগিত না। ক্রমে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের নামে ঘুস লওয়ার অপরাধে অনেকগুলি নালিশ রুজু হইল। তখন কোর্ট অব ডিরেক্টার্স মান্দ্রাজের গবর্ণর সর টি রুম্বোলকে ও কৌন্সিলের দুইজন মেম্বরকে (১৭৮১ খৃঃ) স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বিশাখপত্তন জেলার প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহার্থ একটী "সার্কিট্ কমিটী" নিযুক্ত হয়। তাঁহারা জেলার তাবৎ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট বিজ্ঞাপন করিলেন যে, বিজয়নগরম্‌রাজ ও তদধীন সামন্তগণের একত্র প্রায় ১২ সহস্রাধিক সৈন্য আছে; বস্তুতঃ ইহা একসময়ে কোম্পানীর বিশেষ বিপদের কারণ হইবে। এই বিবরণী পাঠ করিয়া কর্তৃপক্ষের চক্ষু ফুটিল। তাঁহারা কিছুদিনের জন্য সীতারামকে রাজতক্ত হইতে স্থানান্তর করিলেন; কিন্তু ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে রাজা সীতারাম পুনরায় বিজয়নগরমে আসিয়া রাজতক্তে উপবিষ্ট হইলেন। এবারও পূর্ব্বের ন্যায় তিনি উচ্চতম রাজকর্ম্মচারী, সাধারণ প্রজামণ্ডলী, এমন কি সামন্তদিগকেও নির্যাতিত করিতে লাগিলেন। ফলে তাঁহার রাজ্য ভোগ করা কঠিন হইয়া উঠিল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক তিনি মান্দ্রাজনগরে গিয়া বাস করিতে আদিষ্ট হইলেন। তদবধি বিজয়নগরমের ইতিহাসে তাঁহার নাম বিলুপ্ত হইল।

পূর্ব্ববর্ণিত নাবালক বিজয়রামরাজ এই দীর্ঘকাল মধ্যে সাবালক

হইয়াছেন, এতদিন সীতারামের ভয়ে একরূপ জড় ভরতরূপে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে রাজ্যশাসনোপযোগী কোনরূপই বল ছিল না। তিনি সর্ব্বদর্শী ও সীতারামের সমকক্ষ হইতে না পারায় নিয়মিত সময়ে পেশকস্ দিতে পারেন নাই। এই কারণে তাঁহার সম্পত্তি বাকী দায়ে জড়ীভূত হইয়া পড়িল। ঋণদায়ে ও রাজ্যের উচ্ছৃঙ্খলতায় রাজার মস্তিষ্ক ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া উঠিল। রাজকার্য্যের সর্ব্ববিষয়ে বিশৃঙ্খলতা ঘনীভূত হইয়া দাঁড়াইল। ইংরাজকোম্পানী টাকা আদায়ের জন্য 'শমন' পত্র পাঠাইলেন। রাজা তাহা পালন করিতে অস্বীকৃত হইলেন এবং ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, জীবিত থাকিয়া যদি পশুপতি রাজবংশধরের ন্যায় রাজ্যশাসন করিতে না পারি, তাহা হইলে তাহাদের একজনের ন্যায়ও আমি রণক্ষেত্রে বীরের মত মরিতে পারিব।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন, কর্ণেল প্রেণ্ডারগাষ্ট পদ্মনাভম্ নামক স্থানে রাজা বিজয়রামকে আক্রমণ করিলেন। রাজা এক ঘণ্টাকাল ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু ইংরাজসেনার সম্মুখে রাজসৈন্য টিকিতে পারিল না। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে বাধ্য হইল। এই যুদ্ধে বিজয়নগরমের অধীনস্থ অনেক প্রধান প্রধান সামন্ত এবং স্বয়ং রাজা বিজয়রামরাজ নিহত হইয়াছিলেন।

রাজা বিজয়রামরাজের মৃত্যুর পর হইতে পশুপতি-রাজবংশের অদৃষ্টাকাশ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। কিন্তু খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হেতু পশুপতি-রাজবংশের ঐতিহাসিক প্রাধান্য পরিবর্দ্ধিত হয়। এই রাজবংশের অধিকৃত রাজ্য এবং তদধীন সামন্তগণের শাসিত ভূভাগ একত্র বর্ত্তমান বিজাগাপাটম্ জেলার সমতুল্য। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের শাসকরাজগণও অধীন করদরাজের সর্ত্তে সত্ত্ববান্ ছিলেন।

এই রাজবংশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি মীর্জা ও মুন্না সুলতান নামে সম্মানিত হইতেন। তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বিজাগাপাটম্ রাজের অধীন ছিলেন; কিন্তু বলদর্পে পুষ্ট হওয়ায় তাঁহারা সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন না। যখনই বিজয়নগররাজ আপনার প্রভু বিশাখপত্তনপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, সেই সময়ে মহামান্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার সম্মানের জন্য ১৯টী সম্মানসূচক তোপ দাগিতেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ঐ তোপ সংখ্যা ১৩টী করিয়া দেওয়া হয়। বংশের সম্মানস্বরূপ তাঁহারা এখনও রাজদত্ত উপাধি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে এই জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধিকারভুক্ত হওয়ায় ইহার রাজস্বের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে, তথাপি প্রকৃতপ্রস্তাবে এই রাজবংশের বংশগত মর্য্যাদার বিশেষ লাঘব হয় নাই। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সত্ত্ব স্বীকার করিয়া পুনরায় রাজোপাধি দান করেন এবং সাধারণ জমিদার অপেক্ষা তাঁহাদের উচ্চ সম্মানের অধিকার দান করিয়াছেন।

মৃত রাজা বিজয়রামরাজের নাবালক পুত্র নারায়ণবাবু পদ্মনাভের যুদ্ধের পর স্বরাজ্য হইতে পলাইয়া পার্ব্বত্য জমিদারদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাকে লইয়া সামন্তগণ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত করিতে চেষ্টা পান। ইংরাজগণ পূর্ব্বাহ্ণে এই সংবাদ পাইয়া যথাসময়ে তাহার প্রতিবিধান করিয়াছিলেন।

অতঃপর ইংরাজের সহিত রাজার সন্ধিসূচক কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। রাজা স্বয়ং ইংরাজকরে আত্মসমর্পণ করেন। তখন ইংরাজগণ তাঁহার সত্ত্ব সাব্যস্ত ও তাহার স্বাধিকার রক্ষা করিয়া তাঁহাকে একখানি 'কাউল' বা সনদ দান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে পার্ব্বত্য সর্দ্দারগণ আর রাজার অধীন রহিলেন না। ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহাদিগের শাসনভার স্বহস্তে রাখিলেন। এই সময়ে বিজয়নগরমের কতকাংশ ইংরাজকোম্পানী বাজেয়াপ্ত করিয়া "হাবিলি-জমি" নামে নির্দ্দিষ্ট করেন।

এইরূপে বিজয়নগরম্ জমিদারীর আয়তন অনেক ক্ষুদ্র হইয়া পড়িল। ইংরাজকর্ম্মচারীরা তাহার উপর পেশকস্ দ্বিগুণ করিলেন। রাজাকে ৬ লক্ষ টাকা পেশকস্ দিতে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং এই সূত্রে তাঁহাকে কতকটা ঋণজালে জড়িত থাকিতে হয়। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তাহাতে দেখা যায় যে এই জমিদারী তৎকালে ২৪টী পরগণায় ও ১১৫০টী গ্রামে বিভক্ত থাকে। তৎকালে এই তালুকের রাজস্ব ৫ লক্ষ ধার্য্য হয়।

রাজা বিজয়রামের পুত্র নারায়ণবাবু ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার করেন এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তখন তাঁহার সম্পত্তি ঋণজালে বিশেষরূপ জড়িত ছিল। তাঁহার রাজ্যকালের প্রায় অর্দ্ধেক সময় হইতে ইংরাজগবর্মেণ্ট রাজার ঋণপরিশোধার্থে স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী রাজা বিজয়রাম গজপতিরাজ পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধার্থে সাত বৎসরকালে ঐরূপ ব্যবস্থা বলবৎ রাখেন। অবশেষে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মিঃ ক্রোজিয়ারের নিকট হইতে তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে শাসন কার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন। তদবধি এই বিজয়নগরম্ তালুকের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে এবং রাজস্বেও প্রায় ২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইতেছে।

রাজা বিজয়রাম গজপতিরাজ একজন উচ্চ শিক্ষিত, সদাশয় ও সদন্তঃকরণ ব্যক্তি। তিনি যেরূপভাবে রাজকার্য্য পরিচালন ও প্রজাবর্গকে শাসন করিতেন, ভারতের অন্যান্য স্থানের বর্ত্তমান দেশীয় রাজগণের কেহই সে ভাবে তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। তিনি যথার্থই এই উচ্চপদের উপযুক্ত পাত্র। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Council of India) সদস্য মনোনীত হন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ তাঁহার আচরণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে মহারাজ উপাধি ও "হিজ্ হাইনেস্" সম্মান দান করেন। অতঃপর তিনি K. C. S. I. উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতেশ্বরী নাম প্রচারকালে (Imperial Proclamation) তাঁহার সম্মানার্থ ১৩টী তোপ মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে ভারতের সর্ব্বপ্রধান সর্দ্দার শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এই সকল সর্দ্দারেরা যদি কোন কারণে রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্মানরক্ষার্থ স্বয়ং ভাইসরয়ও তাঁহাদের আলয়ে গিয়া পুনরায় দেখা করিয়া আসিতে বাধ্য।

রাজা বিজয়রাম গজপতিরাজের রাজত্বকালে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে অনেক উন্নতি সাধিত হয়। তাহা তাঁহার উচ্চশিক্ষার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। পাকারাস্তা, সেতু, হাসপাতাল ও নগরের অন্যান্য উন্নতি সংক্রান্ত অনেক কার্য্যে তিনি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ রাজত্ব মধ্যে, বারাণসীধামে, মান্দ্রাজ নগরে, কলিকাতা রাজধানীতে এবং সুদূর লণ্ডন সহরে সাধারণের হিতকর ব্যাপারে স্বীয় দানধর্ম্মের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এখনও তত্তদ্স্থানে তাঁহার বদান্যতার ও দানশীলতার বহুতর কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। এই সকল কার্য্যের জন্য তিনি প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তদ্ভিন্ন মৃত্যুকালে তিনি বার্ষিক একলক্ষ টাকা দাতব্য ভাণ্ডারের ও শিক্ষাবিভাগের উন্নতিকল্পে দান করিয়া যান।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বিজয়রাম গজপতিরাজের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আনন্দরাজ পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহাকে মহারাজ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। অবশেষে ১৮৮৪ ও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি মান্দ্রাজব্যবস্থাপক-সভার এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি K. C. I. E. এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২৪এ মে G. C. I. E উপাধি লাভ করেন। দিল্লীর মোগল বাদশাহগণ এই রাজবংশকে 'মহারাজা সাহেবা মেহ্রবান্ মুশ্পকু কাদেরদান করম্ ফরমায়ী মোখ্লেসান্ মহারাজা মীর্জা মুন্না সুলতান গাণ বাহাদুর' উপাধি দিয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট রাজাকে বংশানুক্রমিক রাজোপাধি প্রদান করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে আনন্দরাজের জন্ম হয়। রাজা আনন্দরাজের মৃত্যুর পর, স্বয়ং মহারাণী "মীর্জা মুন্না সুলতানা সাহেবা শ্রীমহা রাজ্যলক্ষ্মী দেবদেবী শ্রীঅলকরগেশ্বরী মহারাণী" নাবালক পুত্রের পক্ষ হইতে বিজয়নগরম্ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থ রাজকর্ম্মচারীরা এই জমিদারী ১১টী তালুকে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে ইংরাজগবর্মেণ্ট যে নিয়মে রাজকার্য্য চালাইয়া থাকেন, এই সকল তালুকেও সেই প্রণালীতে শাসনপদ্ধতি পরিচালিত হইয়া থাকে।

এই জমিদারীতে প্রায় ৩০ হাজার পাট্টাদারী প্রজা এবং ১০ হাজার কোর্ফাপ্রজা আছে। এখানে প্রায় ২৭৫০০০ একার জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হয়। জলসিক্ত জমির খাজানার হার ৫৲ হইতে ১০৲ টাকায় একার এবং ডাঙ্গা ভূমি ২৷৷০ টাকায় একার। ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে এই তালুকের বার্ষিক রাজস্ব ১০ লক্ষ টাকা আদায় হইত, কিন্তু এক্ষণে প্রায় ১৮ লক্ষ হইয়াছে। এখানকার অধিবাসিবর্গ সাধারণতঃ তেলগু হিন্দু। বিজয়নগরম্ ও বিমলীপত্তন (বিম্লিপাটম্) নামে দুইটী নগর ও কএকখানি কৃষিপ্রধান গণ্ডগ্রামে এখানকার বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

২ মান্দাজপ্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্ জেলার বিজয়নগরম্ জমিদারীর তালুক বা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২৬৭ বর্গমাইল। ১৮৬ খানি গ্রাম ও জেলার সদর লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত।

৩ উক্ত জেলার বিজয়নগরম্ জমিদারীর প্রধান নগর। বিমলীপত্তন হইতে ৮৷৷ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮° ৬´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ২৭´ ২০´´ পূঃ। এখানে রাজপ্রাসাদ, মিউনিসিপাল আপিস, সেনাবাস ও সিনিয়র এসিষ্টাণ্ট কলেক্টারের সদর আপিস বিদ্যমান।

নগরটী বেশ সুগঠিত। গৃহের ছাদগুলি ঢালু অথবা সমতল। বর্ত্তমান ভারতেশ্বর যুবরাজরূপে এই নগর পরিদর্শনে আগমন করেন। সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া এখানে একটী সুন্দর বাজার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজা বিজয়রাম গজপতির প্রদত্ত টাউন-হল ও অন্যান্য রাজকীয় অট্টালিকাদি নগরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। মান্দ্রাজের দেশীয় পদাতিক সৈন্যের একটী একটী দল এখানে আসিয়া থাকে। এখানকার গির্জ্জায় যে ধর্ম্মযাজক (chaplain) থাকেন, তাঁহাকে মাসে

দুই রবিবার বিমলীপত্তন ও চিকাকোল ভ্রমণ করিতে আসিতে হয়। এইস্থান বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ।

বিজয়নন্দন (পুং) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজবিশেষ। পর্য্যায়—জয়। (হেম)

বিজয়নাথ, গ্রহভাবাধ্যায় নামে জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা।

বিজয়নারায়ণম্, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লী জেলার নান্‌গুণেরী তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। নান্‌গুণেরী সদর হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

বিজয়ন্ত (পুং) ইন্দ্র।

বিজয়ন্তী (স্ত্রী) ব্রাহ্মীশাক। (বৈদিক নিঘ°)

বিজয়পণ্ডিত, বঙ্গভাষায় একজন সর্ব্বপ্রথম মহাভারত-অনুবাদক এবং রাঢ়দেশের একজন প্রাচীন কবি। বিজয় পণ্ডিতের ভারত-তাৎপর্য্যানুবাদ "বিজয়পাণ্ডবকথা" নামে অভিহিত। এই পণ্ডিতই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের বিজয়পণ্ডিতী মেলের প্রকৃতি। সুপ্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটক ইঁহাকে ধরিয়াই ১৪০২ শকে বিজয়পণ্ডিতী মেলের নামকরণ করেন। এরূপ স্থলে উক্ত ভারত বর্ত্তমান সময় হইতে ৪২৫ বৎসরের পূর্ব্বে রচিত হইয়া থাকিবে। এ পর্য্যন্ত যতগুলি মহাভারতের অনুবাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে,তন্মধ্যে বিজয়পণ্ডিতের অনুবাদখানি সর্ব্বপ্রধান। বিজয় পণ্ডিতের গ্রন্থ অতি সংক্ষিপ্ত, তাঁহার সম্পূর্ণ গ্রন্থখানিতে প্রায় ৮০০০ শ্লোক দৃষ্ট হয়। কবি আদিপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কুরুক্ষেত্রের সমরাবসানে যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া আপনার বিজয়-পাণ্ডব-গীত সমাধা করিয়াছেন। মূল মহাভারত একখানি বিরাট গ্রন্থ, তাহা সমস্ত অধ্যয়ন করিয়া তাহার মূল বিষয়গুলি মনে রাখা সহজ কথা নয়। মহাভারতের মুখ্য ঘটনাগুলি সংক্ষেপে যথাযথ বর্ণনা ও সাধারণের সহজগম্য করিবার জন্য তিনি বিজয়পাণ্ডবকথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি পরবর্ত্তী বহুসংখ্যক ভারতপাঁচালী-রচয়িতৃগণের ন্যায় মূল ভারত-বহির্ভূত কথা লিখিবার অবসর পান নাই। কবীন্দ্র পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ঘোষ, কাশীরাম দাস প্রভৃতির মহাভারত ভাষার ছটায় ও কবিত্বে বিজয়পণ্ডিতের গ্রন্থ হইতে শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু ঐ সকল কবিদিগের গ্রন্থ পাঠ করিলে সহজেই মনে হয় যে, তাঁহারা বিজয়পণ্ডিতের গ্রন্থ আদর্শ করিয়াই স্ব স্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এমন কি, উক্ত কবিগণ অনেকস্থলে স্ব স্ব গ্রন্থে বিজয়ের ভাষা অবিকল উদ্ধৃত করিতেও বিমুখ হন নাই। মূল মহাভারতে যাহা নাই, এমন অনেক কথা উক্ত কবিগণের গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁহারা অনেক অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রামাণিক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু বিজয়পণ্ডিত কোন স্থানে সেরূপ অপ্রাসঙ্গিক কথা লিপিবদ্ধ না করায় ভারত-সাহিত্য-সমূহের মধ্যে বিজয়ের প্রাচীন গ্রন্থখানি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

[বাঙ্গালা সাহিত্য ৯২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। *]

বিজয়পর্পটী (স্ত্রী) গ্রহণীরোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ—২ তোলা পারদ জয়ন্তীর পাতা, এরণ্ডমূল, আদা ও কাকমাচীর স্বরস দ্বারা আনুপূর্ব্বিক ভাবনা দিয়া পরিশুদ্ধ করিবে। পরে ২ তোলা আমলাসা গন্ধক লইয়া ঈষৎ চূর্ণ ও ভৃঙ্গরাজরসে প্লাবিত করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, তিনবার এইরূপ শুষ্ক করার পর উহা অগ্নিতে দ্রবীভূত করিয়া দ্রুতহস্তে সূক্ষ্মবস্ত্রে ছাকিয়া লইবে। তারপর ঐ পারদের সহিত জারিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া উক্ত গন্ধক সহযোগে উত্তমরূপ মাড়িয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে ঐ কজ্জলী একখানা লোহার হাতায় রাখিয়া কুলকাঠের বহ্নিতে স্থাপন করিলে উত্তমরূপে দ্রবীভূত হওয়ামাত্র তাহা গোময়োপরিস্থ কদলীপত্রের উপর ঢালিয়া দিলে পর্পটাকার (পাটলীর ন্যায়) হইবে। ইহা বিজয়পর্পটী নামে অভিহিত এবং গ্রহণী, ক্ষয়, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ ও অজীর্ণরোগে ব্যবহার্য্য। ব্যবহারের নিয়ম এইরূপ—প্রথম দিন এই পর্পটীর দুইরতি, পুরাতন সুপারি ভিজাইয়া সেই জল অনুপানে সেবন করিতে হয়। পরে প্রতিদিন এক এক রতি বৃদ্ধি করিয়া যে দিনে দ্বাদশরতি পূর্ণ হইবে, তৎপরদিন হইতে আবার প্রতিদিন এক এক রতি হ্রাস করিতে হইবে। বেলা চারিদণ্ডের সময় ঔষধ সেবন করিতে হয়, পরে দিবসে ৩।৪ বার অবস্থাভেদে বহু পরিমাণে সুপারি বা সুপারির জল সেবনীয়। পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা—ঔষধ সেবনের তৃতীয় দিবস হইতে মাংসের যূষ ও ঘৃতদুগ্ধাদি ব্যবস্থেয়। কালবংএর মাছ, জলজপক্ষী, বিদগ্ধপক্বদ্রব্য (তৈলে বা যে কোন রকমে ভৃষ্টপদার্থ), কলা, মূলা, তৈল, সর্ষপসংসৃষ্ট ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ নিষেধ এবং স্ত্রীসম্ভোগ ও দিবানিদ্রা বর্জ্জনীয়। (রসেন্দ্রসারস° গ্রহণীরোগ°)

অন্যবিধ—গন্ধক ৮ তোলা, পারা ৪ তোলা (উভয়ের শোধনবিধি পূর্ব্ববৎ), রৌপ্য ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, বৈক্রান্ত ৷৷০ অর্দ্ধতোলা, মুক্তা ।০ সিকিতোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। প্রস্তুতপ্রণালী, সেবনবিধি ও পথ্যাপথ্যবিধি পূর্ব্ববৎ।

অন্যবিধ—পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, তাম্র, অভ্র প্রত্যেক ১ ভাগ ও গন্ধক ৭ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে ঔষধপ্রস্তুত ও সেবনাদি করিতে হইবে। (ভৈষজ্যরত্না°)

* বিজয়পণ্ডিত ও তাঁহার মহাভারত সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৩য় ভাগ ১১০ হইতে ১২৭ পৃষ্ঠা এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতের মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বিজয়পাল (পুং) একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি, রাজানক বিজয় পাল নামে খ্যাত। ২ কনোজের একজন রাজা, ১০১৭ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন।

৩ একজন পরাক্রান্ত চন্দেল্লরাজ, ১০৩৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। [চন্দ্রাত্রেয়-রাজবংশ দেখ।]

বিজয়পুর (ক্লী) ভ ব্রহ্মখণ্ড বর্ণিত বঙ্গদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। [বিজয়নগর, বর্গীয় 'ব' বিজাপুর দেখ।]

বিজয়পূর্ণিমা (স্ত্রী) বিজয়াদশমীর পরবর্ত্তী আশ্বিনী পূর্ণিমা, এই পূর্ণিমাতে বঙ্গবাসী হিন্দুমাত্রেই অতি উৎসাহের সহিত লক্ষ্মীপূজা করিয়া থাকে। যদিও প্রতি মাসে মাসে বৃহস্পতিবারে বা কোন শুভদিন দেখিয়া লক্ষ্মীপূজার বিধান আছে এবং তদনুসারে অনেকে পূজাও করিয়া থাকে ; কিন্তু ধনরত্নাধিপতি কুবের উক্ত পূর্ণিমার দিনে পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে ধনরত্নকামনায় এই দিনেই যত্নের সহিত কায়মনোবাক্যে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিয়া থাকে। সকলেই নিজের অবস্থানুসারে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়া পূজার আয়োজন করে। সম্পন্নলোকমাত্রেই প্রায় প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া ষোড়শোপচারে অতি ধুমধামের সহিত পূজা করিয়া থাকেন। কিঞ্চিৎ সম্পন্ন লোকের মধ্যে কেহ প্রতিমুর্ত্তি গঠন করিয়া কেহ বা পট চিত্রিত করিয়া তাহাতে দেবীর পূজা করেন। ইতরলোকমাত্রেই খর্পর (খাপরা বা টাটীর) পৃষ্ঠে চিত্রিত মায়ের মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকে। যাহা হউক এই দিন ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত যাবতীয় হিন্দু যে লোকমাতার আরাধনার জন্য নিয়ত ব্যগ্র থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই দিবসের প্রায় সপ্তাহকাল পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশের প্রতি হাটবাজারে বহু সংখ্যক খর্পর-পৃষ্ঠাঙ্কিত মাতৃমূর্ত্তি ও শোলার ফুল ও ঝাড় প্রভৃতি বিক্রীত হইতে দেখা যায়। পূজার দিন গৃহকর্ত্তা বা কর্ত্রীর সমস্ত দিন নিরম্বু উপবাসের পর পূজা অন্তে মাত্র নারিকেল জল পান করিয়া জাগরণ ও দ্যূতক্রীড়াদিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয়। কারণ প্রসিদ্ধি আছে যে, ঐ দিন রাত্রিতে লক্ষ্মী বলিয়াছিলেন,—(নারিকেলজলং পীত্বা কো জাগর্ত্তি মহীতলে ?) "নারিকেলজল পান করিয়া আজ কে জাগিয়া আছ ? আমি তাহাকে ধনরত্ন দিব" এবং ধনাধ্যক্ষ কুবেরও নাকি ঐ দিনে ঐরূপ অবস্থায় থাকিয়া পূজা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী ঐদিনে এই কথা বলিয়াছেন বলিয়া ঐদিনের নাম "কোজাগর" এবং এই দিনের লক্ষ্মীপূজাকে "কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা" বলে। [পূজা এবং অন্যান্য ব্রত নিয়ম দির বিবরণ কোজাগর শব্দে দ্রষ্টব্য]

বিজয়প্রশস্তি (স্ত্রী) কবি শ্রীহর্ষরচিত খণ্ডকাব্যভেদ। ইহাতে রাজা বিজয়সেনের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

বিজয়ভাগ (পুং) ১ জয়াংশ। ২ জয়লাভ।

বিজয়ভৈরব তৈল (ক্লী) আমবাত রোগে ব্যবহার্য্য পক্কতৈল। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এই,—পারা, গন্ধক, মনছাল ও হরিতাল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা পরিমাণ লইয়া কাঁজিতে পেষণান্তে তদ্দ্বারা একখণ্ড সূক্ষ্মবস্ত্র লিপ্ত করিবে। পরে উহা শুষ্ক করিয়া বাতির ন্যায় পাকাইবে অথবা কোন একটী লৌহশলাকায় বাতির ন্যায় জড়াইবে। অতঃপর ঐ বাতি তৈলাক্ত করিয়া তাহার নিম্নভাগে একটী পাত্র রাখিয়া ঊর্দ্ধভাগ প্রজ্বলিত করিবে এবং তথায় ক্রমে ক্রমে বর্ত্তিনিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পুনরায় আস্তে আস্তে তৈল দিতে থাকিবে ; ঐ তৈল পক্ক হইয়া ক্রমশঃ অধোভাগস্থ পাত্রে সঞ্চিত হয়। এই পক্কতৈল মর্দ্দন করিলে প্রবল বেদনা, একাঙ্গবাত ও বাহুকম্প প্রভৃতি বিবিধ বাতরোগ প্রশমিত হয়। এই তৈল দুগ্ধের সহিত ৩।৪ বিন্দু মাত্রায় পান করিতেও দেওয়া যায়।

বিজয়ভৈরব রস (পুং) কাসরোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী এই,—পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র, হরিতাল, বিড়ঙ্গ, মুথা, এলাচ, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, চিতামূল, শোধিত জয়পালবীজ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক এক এক তোলা এবং গুড় ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপ মর্দ্দন করিবে। পরে তেঁতুলের আটির ন্যায় ইহার এক একটী বটী প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে কাস, শ্বাস, অজীর্ণ ও অন্যান্য রোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

বিজয়ভৈরব রস, কুষ্ঠরোগের ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ঊর্দ্ধ পাতিত যন্ত্রে সপ্ত দোষ নির্ম্মুক্ত পারদ মন্ত্রপূত করিয়া মৃন্ময় কটাহে এবং কুষ্মাণ্ডের রসে বা তৈলাদিতে দোলাযন্ত্রে সাতবার পরিশোধিত পারদের দ্বিগুণ হরিতাল এবং কৈবর্ত্তমুস্তকের রস ও ঝিণ্টার রস যুক্তিপূর্ব্বক দিয়া পারদ ও হরিতালের দ্বিগুণ পলাশ ভস্ম প্রদান করিবে। অনন্তর ঝিণ্টীর রসে সমুদয় ডুবাইয়া পোস্তের রসে পুনঃ আপ্লুত করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক শালকাষ্ঠের জালে চব্বিশ প্রহর পাক করিয়া শীতল হইলে কাচ পাত্রে রাখিয়া দিবে। মধু ও জল, নারিকেল, জিঙ্গিনী কাথ বা মধু ও মুতার রস অনুমানে চার রতি হইতে সেবনাভ্যাস করিয়া প্রতি দিবস এক এক রতি বৃদ্ধি করিবে। ইহাতে বাতরক্ত, আম, সর্ব্ব প্রকার কুষ্ঠ, অম্লপিত্ত, বিস্ফোট, মসূরিকা ও প্রদর রোগ নাশ হয়। মৎস্য, মাংস, দধি, শাক, অম্ল ও লঙ্কা খাওয়া নিষিদ্ধ।

বিজয়মন্দিরগড়, রাজপুতনার ভরতপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গড়। এখানে ভরতপুরের পূর্ব্বতন রাজগণ বাস করিতেন। এখন বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষে পরিণত।

বিজয়মর্দ্দল (পুং) বিজয়ায় মর্দ্দলঃ। ঢক্কা, চলিত জয়ঢাক।

বিজয়মল্ল (পুং) রাজভেদ। (রাজতর° ৭।৭৩২)

বিজয়মালিন্ (পুং) বণিক্‌ভেদ। (কথাস° ৭২।২৮৪)

বিজয়মিত্র (পুং) কম্পনাধিপতি সামন্তরাজভেদ। (রাজতর° ৭। ৩৬৮)

বিজয়রক্ষিত, মাধবনিদানের প্রসিদ্ধ টীকাকার।

বিজয়রস (পুং) অজীর্ণরোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী এই—পারা, গন্ধক ও সীসা প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া অগ্রে পারদ ও সীস মিশ্রিত করিবে, পরে উহা গন্ধকের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে করিতে কজ্জলাভ হইলে তাহার সহিত যবক্ষার, সাচীক্ষার ও সোহাগার খৈ প্রত্যেক ৮ তোলা এবং দশমূলী (বিল্বমূল, শোনাছাল, গাম্ভারী, পারুলী, গণিয়ারী, শালপানি, পিঠানী, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর) ও সিদ্ধিচূর্ণ, প্রত্যেকের ৪০ তোলা মিশাইয়া প্রথমে উক্ত দশমূলীর ক্বাথে ভাবনা দিবে, পরে যথাক্রমে চিতামূল, ভৃঙ্গরাজ ও সজিনার মূলের ছালের রসদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া একটী হণ্ডিকা বা ভাণ্ডমধ্যে নিরুদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া এক প্রহরকাল পর্য্যন্ত পুটপাকবিধানে পাক করিতে হইবে। পাকানন্তর ঔষধপাত্র শীতল হইলে তাহা হইতে ঔষধগ্রহণ করিয়া উহা আদার রসে মর্দ্দন করিয়া রাখিবে। ইহা হইতে ৩ কি ৪ রতি প্রমাণ ঔষধ লইয়া পানের রসের সহিত সেবনীয়।

বিজয়রাঘব, একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। অসম্ভবপত্র, শতকোটী-মণ্ডন, ষড়্‌রূপবিচার প্রভৃতি সংস্কৃত পুস্তিকা ইহার রচিত।

বিজয়রাঘব গড়, মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের অন্তর্গত একটী ভূভাগ। উত্তরে মাইহার, পূর্ব্বে রেবা এবং পশ্চিমে মুরবারা তহসীল ও পন্নারাজ্য। ভূপরিমাণ প্রায় ৭৫০ বর্গমাইল। পূর্ব্বে এইস্থান একজন সামন্তরাজের অধীন ছিল। সিপাহীবিদ্রোহের সময় রাজবংশধর বিদ্রোহাচরণ করায় তাঁহার রাজ্য বাজেয়াপ্ত হয়। এই ভূভাগ কৃষি প্রধান। এখানে লৌহ পাওয়া যায়।

বিজয়রাজ, গুজরাতের চালুক্যবংশীয় একজন রাজা; বুদ্ধবর্ম্ম-রাজের পুত্র। ইনি ৩৯৪ কলচুরি সংবতে রাজত্ব করিতেন।

বিজয়রাম আচার্য্য, পাষণ্ডচপেটিকা ও মানসপূজন নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা। চতুর্ভুজাচার্য্যের শিষ্য।

২ মন্ত্ররত্নাকর নামক তান্ত্রিক গ্রন্থরচয়িতা।

বিজয়লক্ষ্মী (পুং) বিজয় এব লক্ষ্মীঃ। বিজয়রূপ লক্ষ্মী, বিজয়রূপ সম্পদ্।

বিজয়বৎ (ত্রি) বিজয় অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। বিজয়যুক্ত, বিজয়ী, বিশিষ্ট জয়যুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

বিজয়বর্ম্মা (পুং) একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

বিজয়বেগ (পুং) বিদ্যাধরভেদ। (কথাস° ২৫।২৯২)

বিজয়শক্তি, একজন পূর্ব্বতন চন্দেল্লরাজ। [চন্দ্রাত্রেয় দেখ।]

বিজয়শ্রী (স্ত্রী) বিজয় এব শ্রীঃ। বিজয়লক্ষ্মী, বিজয়শোভা।

বিজয়সপ্তমী (স্ত্রী) বিজয়াখ্যা সপ্তমী। বিজয়াসপ্তমী, রবিবার-যুক্ত শুক্লা সপ্তমী। (হরিভক্তিবি°)

বিজয়সিংহ, ১ মেবারের একজন রাণা। [মেবার দেখ।]

২ কলচুরিবংশীয় একজন রাজা। গয়কর্ণের পুত্র।

৩ হর্ষপুরীয়গচ্ছের একজন প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য। ইনি বহু জৈন গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। ইঁহারই শিষ্য প্রসিদ্ধ চন্দ্রহরি।

বিজয়সিংহল, সিংহলদ্বীপের প্রথম আর্য্যনৃপতি। মহাবংশ নামক পালি ইতিহাসে লিখিত আছে, বঙ্গাধিপের ঔরসে কলিঙ্গরাজকন্যার গর্ভে সুপ্পদেবী (সূর্পদেবী) নামে এক অতি রূপসী রাজকন্যা জন্মে। বয়োবৃদ্ধির সহিত সেই রাজকন্যার সুখেচ্ছাও কিছু বাড়িয়া উঠে। এমন কি তিনি একদিন গৃহ পরি-ত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশে সার্থবাহের সহিত মগধাভিমুখে চলিলেন। লালের (রাঢ়দেশের) জঙ্গলে একটা সিংহ সেই পথিকদিগের উপর পড়িল। সকলেই প্রাণ লইয়া রাজকন্যাকে ফেলিয়া পলাইল। সিংহ রাজকন্যাকে লইয়া নিজ গুহায় প্রবেশ করিল। সিংহের সহবাসে রাজকন্যার গর্ভ হইল, যথাকালে একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিল। পুত্রের নাম সীহবাহু (সিংহবাহু) ও কন্যার নাম সীহসীবলি (সিংহশ্রীবলী)।

সিংহবাহু বিজনে সিংহকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া কালে রাঢ়দেশের অধিপতি হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয় ও মধ্যমপুত্রের নাম সুমিত্ত (সুমিত্র)। বিজয় অবাধ্য ও প্রজা-পীড়ক এবং তাঁহার সঙ্গিগণও অতি মন্দপ্রকৃতির ছিলেন। রাঢ়বাসী জনসাধারণ বিজয়ের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং সকলে সিংহবাহুর নিকট অভিযোগ করিল। এইরূপ তৃতীয় বার পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে রাঢ়পতি বিজয় ও তাঁহার সঙ্গিগণকে মস্তকার্দ্ধ মুড়াইয়া নৌকায় চড়াইয়া সাগরে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। বিজয় ও তাঁহার সাতশত অনুচর জাহাজে করিয়া মহাসমুদ্রে গিয়া পড়িলেন। অপর এক জাহাজে তাঁহাদের স্ত্রী ও তৃতীয় জাহাজে তাঁহাদের পুত্রগণও চলিল। যেখানে পুত্রগণ উপস্থিত হইল, সেই স্থান নাগদ্বীপ, যেখানে স্ত্রীগণ পৌঁছিল, সেই স্থান মহেন্দ্র এবং যেখানে বিজয় প্রথম নামিয়াছিলেন, সেই স্থান সুপ্পারকপট্টন (সূর্পারকপত্তন)। সূর্পারকে অধিবাসিগণের শত্রুতার ভয়ে বিজয় জাহাজে উঠিয়া পুনরায় যাত্রা করিলেন। এবার তাম্র-পর্ণীদ্বীপে আসিয়া উঠিলেন। যেদিন বিজয় উক্ত দ্বীপে অবতরণ করেন, সেই দিনই বুদ্ধের নির্ব্বাণ (৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ) হয়।

এ সময়ে তাম্রপর্ণীদ্বীপে যক্ষিণীর রাজত্ব। বিজয় সাহস ও কৌশলে যক্ষিণীরাণী কুবেণিকে বশীভূত করিয়া তাম্রপর্ণীর অধীশ্বর হইলেন। বিজয়ের পিতা সিংহবাহু সিংহবধ করায় তাঁহার বংশধরগণ 'সীহল' (সিংহল) নামে খ্যাত হন। বিজয়সিংহল তাম্রপর্ণীদ্বীপে রাজত্ব করিলে তাঁহার নামানুসারে ঐ দ্বীপ 'সীহল' (সিংহল *) নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিল।

বিজয় সিংহলপতি হইয়া পাণ্ড্যরাজকন্যার করপ্রার্থী হইয়া পাণ্ড্যদেশে দূত পাঠাইয়া দেন। সিংহলাধিপের প্রার্থনায় পাণ্ড্যরাজ আপন প্রিয় দুহিতাকে অর্পণ করেন। সেই পাণ্ড্যরাজকন্যার সহিত বহু নরনারী সিংহলে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিল।

বিজয়ের বৃদ্ধ বয়সেও পুত্রসন্তান না হওয়ায় তিনি অনুজ সুমিত্রের নিকট তাঁহার রাজ্যগ্রহণ করিবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করেন। এ সময়ে সুমিত্র রাঢ়দেশের অধিপতি। তাঁহার পুত্র সন্তানও হইয়াছিল। তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার অভিপ্রায় শুনিয়া আপনার কনিষ্ঠ পুত্র পাণ্ডুবাসদেবকে সিংহলে প্রেরণ করেন। পাণ্ডুবাসদেবের পৌছিবার পূর্ব্বেই বিজয় ৩৮ বর্ষ রাজত্বের পর কালগ্রাসে পতিত হন। তৎপরে পাণ্ডুবাসদেব গিয়া জ্যেষ্ঠতাতের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।

বিজয়সেন, বঙ্গের সেনবংশীয় একজন প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রধান নরপতি। রাজসাহী জেলায় গোদাগড়ী মহকুমার অন্তর্গত দেওপাড়া নামক গ্রাম হইতে মহাকবি উমাপতিধররচিত মহারাজ বিজয়সেনের এক বৃহৎ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, এই প্রশস্তিতে বর্ণিত হইয়াছে—

যে বীরসেনাদির কীর্ত্তি ব্যাসের মধুময়ী লেখনীতে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সেনবংশে সামন্তসেনের জন্ম। কর্ণাটে সামন্তসেনের বীরত্ব প্রকাশিত। বৃদ্ধ বয়সে তিনি গঙ্গাতটস্থ বৈখানসনিবেষিত অরণ্যাশ্রম সেবা করেন। তৎপুত্র একাঙ্গবীর হেমন্তসেন, ইনিও একজন অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। এই হেমন্তসেনের ঔরসে যশোদেবীর গর্ভে মহারাজ বিজয়সেনের জন্ম। তাঁহার ভুজতেজে নান্যদেব, রাঘব, বর্দ্ধন ও বীর প্রভৃতি মহাবীরগণের দর্পচূর্ণ এবং গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গপতি পরাজিত হইয়াছিলেন। শ্রোত্রিয় বা বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকট এত প্রভূত ধনলাভ করিয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহাদের পত্নীগণ নাগরিকদিগের নিকট মুক্তা, মরকত কাঞ্চনাদি অলঙ্কার পরিতে শিখিয়াছিলেন। বিজয় কখন যজ্ঞসাধনে বিরত হন নাই। তিনি আকাশস্পর্শী প্রদ্যুম্নেশ্বর (হরিহর) মন্দির ও তাহার সম্মুখে একটী জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবসেবার জন্য শত সুন্দরীবালা নিযুক্ত করেন।

ঈশ্বর বৈদিকের বৈদিক কুলপঞ্জীতেও লিখিত আছে— মহারাজ পরম ধর্ম্মজ্ঞ ত্রিবিক্রম (হেমন্ত) কাশীপুরীসমীপে বাস করিতেন। যেখানে গঙ্গাসলিল-সংস্পর্শে পবিত্রা সাধুজনতারিণী স্বর্ণযন্ত্রময়ী শুভপ্রদা স্বর্ণরেখা নদী প্রবাহিত, সেই স্থানবাসী মহীপাল ত্রিবিক্রম মহিষী মালতীর গর্ভে বিজয়সেননামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। কালে মহামতি বিজয়সেন সেই পুরে রাজা হন। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তিমতী বিলোলা তাঁহার পত্নী। সেই পত্নীর গর্ভে তাঁহার মল্ল ও শ্যামল নামে দুই পুত্র জন্মে। মল্ল পৈতৃক রাজ্যে থাকিয়াই খ্যাতিলাভ করেন। শ্যামল এদেশে (বঙ্গে) আসেন। তিনি গৌড়দেশবাসী ও বঙ্গবাসী প্রধান শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া রাজা হইয়াছিলেন।" *

পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপাঞ্জিকায় লিখিত আছে,—৯৯৪ শকে (অর্থাৎ ১০৭২ খৃষ্টাব্দে) শ্যামল পূর্ব্ববঙ্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। † কিন্তু আমরা দেওপাড়ার প্রদ্যুম্নেশ্বরলিপি হইতে জানিয়াছি যে, মহারাজ বিজয়সেন নান্যদেবকে পরাজয় করেন। এই নান্যদেব ১০১৯ শকে (১০৯৭ খৃষ্টাব্দে) রাজত্ব করিতেন। এ অবস্থায় বৈদিক কুলগ্রন্থে যে শ্যামলের অভিষেককাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই আমরা বিজয়সেনের গৌড়রাজ্যাভিষেক কাল বলিয়া মনে করি।

* মহাবংশে সিংহলের এরূপ নামকারণ বর্ণিত হইলেও তাহার বহুপূর্ব্বে যে এই স্থান সিংহল নামে খ্যাত ছিল, মহাভারত হইতে তাহার প্রমাণ পাই। [সিংহল দেখ।]

* "ত্রিবিক্রমমহারাজ সেনবংশসমুদ্ভবঃ।
আসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞঃ কাশীপুরীসমীপতঃ ॥
স্বর্ণরেখা নদী যত্র স্বর্ণযন্ত্রময়ী শুভা।
স্বর্গঙ্গাসলিলে পূতা সল্লোকজনতারিণী।
অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ স্ত্রিয়াং।
আত্মজং জনয়ামাস নাম্না বিজয়সেনকং ॥
আসীৎ সএব রাজা চ তত্র পুর্য্যাং মহামতিঃ।
পত্নী তস্য বিলোলা চ পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতিঃ।
স্ত্রিয়াং তস্যাং হি পুত্রৌ দ্বৌ মল্লশ্যামলবর্ম্মকৌ।
স এব জনয়ামাস ক্ষৌণীরক্ষকরাবুভৌ ॥
মল্লস্তত্রৈব প্রথিতঃ শ্যামলোঽত্র সমাগতঃ।
জেতুং শত্রুগণান্ সর্ব্বান্ গৌড়দেশনিবাসিনঃ ॥
বিজিত্য রিপুশার্দ্দূলং বঙ্গদেশনিবাসিনং।
রাজাসীৎ পরধর্ম্মজ্ঞো নাম্না শ্যামলবর্ম্মকঃ ॥" (ঈশ্বর বৈদিক)

† "আসীদ্ গৌড়ে মহারাজঃ শ্যামলো ধর্ম্মতৎপরঃ।
প্রচণ্ডাশেষভূপালৈরর্চ্চিতঃ স মহীপতিঃ ॥
বেদগ্রহগ্রহমিতে স বভূব রাজা
গৌড়েশ্বরো নিজবলৈঃ পরিভূয় শত্রূন্।
শূরাম্বয়াতিমদান্ বিজিতান্তরাত্মা
শাকে পুনঃ শুভতিথৌ বিজয়স্য সূনুঃ ॥"

অনেকে সামন্তসেন হইতেই গৌড়ে সেনরাজ্যারম্ভ এবং বরেন্দ্রভূমে বিজয়সেনের জন্মস্থান বলিয়া কল্পনা করেন, কিন্তু একথা ঠিক নহে। বিজয়সেনের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ বল্লালসেন-স্বরচিত অদ্ভুতসাগরে বিজয়সেনকে গৌড়ের প্রথম সেনাধিপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার দানসাগর হইতে জানা যায় যে, বিজয়সেনই বরেন্দ্রে প্রথম রাজা হইয়াছিলেন। বিজয়সেনের শিলালিপিতেও—"গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃতকামরূপ-

ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়।" (২০ শ্লোক)

ইত্যাদি বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বিজয়সেন গৌড়পতিকে বিশেষরূপে বিদলিত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক গৌড়ের পাল নৃপতিকে পরাজয় করিয়া বিজয়সেনই সেনবংশে প্রথম গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন। গৌড়-জয়ের পূর্ব্বে তিনি সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্ত্তী কাশীপুরী (মেদিনীপুর জেলাস্থ বর্ত্তমান কাশীয়াড়ী) নামক পৈতৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিজয়সেন গৌড় জয় করিয়া প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখন সেই প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন নাই, কেবলমাত্র কতকগুলি প্রস্তররাশি সেই স্থানে পড়িয়া আছে। ঐ স্থানের অর্থাৎ দেওপাড়ার নিকট এখনও বিজয়নগর ও বিজয়পুর নামক স্থান দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, ঐ স্থানে এক সময়ে বিজয়সেনের রাজধানী ছিল, এখন সামান্য গ্রামে পরিণত।

বিজয়সেন বৈদিকভক্ত ছিলেন। তাঁহার সময় বৈদিকধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হয়। কায়স্থকুলগ্রন্থে ইনি ২য় আদিশূর বলিয়া পরিচিত। ইনি কুরুঙ্গেষ্টি যজ্ঞ উপলক্ষে ৯৯৪ শকে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদিগকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ সময় বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের ঘোষ-বসু-গুহ মিত্রাদির পঞ্চ বীজপুরুষও এদেশে আগমন করেন।

[সেনরাজবংশশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বিজয়া (স্ত্রী) তিথিবিশেষ। এই তিথি বিজয়াদশমী নামেও খ্যাত। [দশমীকৃত্য দুর্গাপূজা ও বিজয়াদশমী শব্দে দ্রষ্টব্য।]
২ উমাসখী। ইনি গোতমের কন্যা।

"তামাগতাং সতী দৃষ্ট্বা জয়ামেকামুবাচ হ।
কিমর্থং বিজয়া নাগাজ্জয়ন্তী চাপরাজিতা॥
সা দেব্যা বচনং শ্রুত্বা উবাচ পরমেশ্বরীং।
গতা নিমন্ত্রিতাঃ সর্ব্বামখে মাতামহস্য তাঃ।
সমং পিত্রা গৌতমেন মাত্রা চাপ্যনুরাধয়া॥" (বামনপু° ৪ অ°)

কালিকাপুরাণেও উক্ত বিবরণের উল্লেখ দেখা যায়। ৩ বিশ্বামিত্র সমারাধিত বিদ্যাবিশেষ। বিশ্বামিত্র এই বিদ্যার উপাসনা করেন। শেষে তাড়কা প্রভৃতি রাক্ষসদিগের সংহারের জন্য তিনি রামচন্দ্রকে এই বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন—

"বিদ্যামথৈনং বিজয়াং জয়াঞ্চ রক্ষোগণং ক্ষিপ্নুমবিক্ষতাত্মা।
অধ্যাপিপদ্গাধিসুতো যথাবন্নিঘাতয়িষ্যন্ যুধি যাতুধানান্॥"
(ভট্টি ২।২১)

৪ দুর্গা। (হেমচন্দ্র) দেবীপুরাণে লিখিত আছে, দুর্গা একসময় পদ্মনামক দুর্ব্বৃত্ত অসুররাজকে নিহত করেন, সেই জন্য তদবধি জগতে তিনি বিজয়া নামে অভিহিতা হন।

"বিজিত্য পদ্মনামানং দৈত্যরাজং মহাবলম্।
বিজয়া তেন সা দেবী লোকে চৈবাপরাজিতা।" (দেবীপু° ৪৫ অ°)

৫ যমভার্য্যা। ৬ হরীতকী। (জটাধর) ৭ বচ। (রত্নমালা) ৮ জয়ন্তী। ৯ শেফালিকা। ১০ মঞ্জিষ্ঠা। ১১ শমীভেদ। ১২ গণিয়ারী। (রাজনি°) ১৩ স্থাবরবিষান্তর্গত মৌল বিষভেদ। ১৪ সাবিন্ধ্য গিরিজা। ১৫ আনন্দভৈরবী বটী। ১৬ দন্তীবৃক্ষ। ১৭ নির্গুণ্ডী, নিষিন্দা। ১৮ বচ। ১৯ শ্বেতবচ। ২০ নীলীবৃক্ষ। ২১ বেড়েলা। ২২ নীলদূর্ব্বা। ২৩ মাদক দ্রব্য বিশেষ। চলিত সিদ্ধি বা ভাঙ্। ইহার পর্য্যায়—ত্রৈলোক্যবিজয়া, ভঙ্গা, ইন্দ্রাশন, জয়া, (শব্দচ°) বীরপত্রা, গঞ্জা, চপলা, অজয়া, আনন্দা, হর্ষিণী। ইহার গুণ—কটু, কষায়, উষ্ণ, তিক্ত, বাতকফঘ্ন, সংগ্রাহী, বাক্‌প্রদ, বল্য, মেধাকারী ও শ্রেষ্ঠ দীপন। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কুষ্ঠনাশেও সমর্থ। রাজবল্লভ এই বিজয়ার গুণ সম্বন্ধে একটী সুন্দর কবিত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"জাতা মন্দরমন্থনাজ্জলনিধৌ পীযূষরূপা পুরা
ত্রৈলোক্যে বিজয়প্রদেতি বিজয়া শ্রীদেবরাজপ্রিয়া।
লোকানাং হিতকাম্যয়া ক্ষিতিতলে প্রাপ্তা নরৈঃ কামদা
সর্ব্বাতঙ্কবিনাশহর্ষজননী যৈঃ সেবিতা সর্ব্বদা॥" (রাজবল্লভ)

২৪ অষ্ট মহাদ্বাদশীর অন্তর্গত দ্বাদশী বিশেষ। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীর দিনে শ্রবণা নক্ষত্র হইলে ঐ দিন অতি পুণ্যজনক হয় এবং সেই দ্বাদশী বিজয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই পুণ্য তিথির দিনে স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থ স্নানের ফল এবং পূজার্চ্চনায় একবর্ষব্যাপিনী পূজার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে একবার জপ করিলে সহস্রবার জপের ফল হয় এবং দান, ব্রাহ্মণভোজন, হোম, স্তোত্রপাঠ কিংবা উপবাস সহস্র গুণে পরিণত হইয়া থাকে। এই বিজয়াদ্বাদশীর মাহাত্ম্য বাস্তবিকই চমৎকার। এই তিথিতে ব্রত করিবার বিধি আছে। হরিভক্তিবিলাসে এই দ্বাদশী ব্রতের বিধি এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ গুরু প্রণাম করিয়া তৎপরে সঙ্কল্প করিবে।* এই সঙ্কল্পের একটী বিশেষ মন্ত্র আছে; যথা—

* "যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
তদা সা তু মহাপুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা॥

"দ্বাদশ্যাহং নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরেহহনি।
ভোক্ষ্যে ত্রিবিক্রমানন্ত শরণং মে ভবাচ্যুত ॥"

পরে ব্রতী সোপবীত কলস স্থাপন করিবে। ঐ কলসের উপর তাম্র বা বৈণব পাত্র বিন্যাস করিতে হইবে এবং তদুপরি উপাস্যদেবকে স্নান করাইয়া স্থাপন করিবে। এই দেবমূর্ত্তি সুবর্ণ নির্ম্মিত হইবে এবং ইহার করে শর ও শার্ঙ্গ বিরাজ করিবে। তৎপরে দেবপ্রতিমাকে শুভ্রচন্দন, শুভ্রবসন এবং পাদুকা ও ছত্র প্রভৃতি নিবেদন করিয়া দিবে। ইহার পর সেই দেবমূর্ত্তির শিরে বাসুদেবায় নমঃ, মুখে শ্রীধরায় নমঃ, কণ্ঠে কৃষ্ণায় নমঃ, বক্ষে শ্রীপতয়ে নমঃ, বাহুতে শস্ত্রাস্ত্রধারিণে নমঃ, কক্ষে ব্যাপকায় নমঃ, উদরে কবীশায় নমঃ, মেঢ্রে ত্রৈলোক্যজননায় নমঃ, জঘনে সর্ব্বাধিপতয়ে নমঃ এবং পদে সর্ব্বাত্মনে নমঃ এইরূপে সর্ব্বাঙ্গ অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে অর্ঘ্যস্থাপনান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য-সমর্পণ করিবে; যথা—

"শঙ্খচক্রগদাপদ্মশার্ঙ্গশরবিভূষিত।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং শার্ঙ্গপাণে নমোঽস্তু তে ॥"

অর্ঘ্যদানের পর যথাশক্তি ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য দান করিবে। নৈবেদ্য সম্বন্ধে কথিত আছে যে, প্রধানতঃ ঘৃতপক্ব নৈবেদ্যই নিবেদন করিবে। এইরূপে নৈবেদ্য দানের পর তাম্বূলাদি নিবেদন করিয়া দিবে। অনন্তর সেই রাত্রি জাগরণ করিবে। পরদিন প্রাতে স্নান করিয়া দেবার্চ্চনার পর পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে; যথা—

"নমস্তে অস্তু গোবিন্দ বুধশ্রবণসংজ্ঞক।
অঘোঘং চাক্ষয়ং কৃত্বা সর্ব্বসৌখ্যপ্রদো ভব ॥"

প্রার্থনার পর দেবোদ্দেশে পুনরায় অর্ঘ্যদান ও তদীয় সন্তোষ বিধান এবং পরে ব্রাহ্মণভোজন ও পারণ আচরণ। ইহাই বিজয়াব্রতের বিধি।

হরিভক্তিবিলাস মতে, ভাদ্রমাসের বুধবারে এই বিজয়াব্রত যথাযথ অনুষ্ঠিত হইলে মাহাত্ম্যতুলনায় ইহা সর্ব্বব্রত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে, সন্দেহ নাই।*

১৫ সহদেবপত্নী। সহদেব মদ্ররাজ দ্যুতিমানের দুহিতা বিজয়াকে স্বয়ম্বরে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে এক পুত্র হয়। তাহার নাম সুহোত্র। (মহাভারত ১।৯৫।৮০)

১৬ পুরুবংশীয় ভুমন্যুর পত্নী। ভুমন্যু বিজয়া নাম্নী দাশার্হ-নন্দিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিজয়ার গর্ভে সুহোত্র নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। (মহাভা° ১।৯৫।৩৩)

১৭ মান্দ্রাজপ্রদেশের একটী গিরিসঙ্কট। ১৮ সহ্যাদ্রি-পর্ব্বতোদ্ভবা একটী নদী। (সহ্যাদ্রিখ°)

বিজয়াদশমী (স্ত্রী) চান্দ্রাশ্বিনের শুক্লাদশমী। এই দশমী তিথিতে ভগবতী দুর্গাদেবীর বিজয়োৎসব হয়। এইজন্য ইহাকে বিজয়াদশমী কহে। এই দিন রাজগণের বিজয়ের জন্য যাত্রা করিবার বিধি আছে। এই যাত্রা দশমীতিথির মধ্যে করিতে হইবে, যদি কোন রাজা দশমী উল্লঙ্ঘন করিয়া একাদশী তিথিতে যাত্রা করেন, তাহা হইলে সম্বৎসরের মধ্যে তাহার কোনস্থলে জয় হইবে না। যদি কেহ স্বয়ং যাত্রা করিতে অশক্ত হন, তাহা হইলে খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্রের যাত্রা করিয়া রাখিবেন।

তস্যাং স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থে স্নাতো ভবতি মানবঃ।
সম্পূজ্য বর্ষপূজায়াঃ সফলং ফলমশ্নুতে ॥
একজপ্যাৎ সহস্রস্য জপস্যাপ্নোতি সৎফলম্।
দানং সহস্রগুণিতং তথা বৈ দ্বিপ্রভোজনম্ ॥
হোমস্তত্রোপবাসশ্চ সহস্রগুণিতো ভবেৎ।" (ব্রহ্মপু°)

* "অথ ব্রতবিধিঃ—
আদৌ গুরুং নমস্কৃত্য ততঃ সঙ্কল্পমাচরেৎ।
শরশার্ঙ্গধরং দেবং সৌবর্ণং রচয়েৎকরাম্ ॥"

সঙ্কল্পমন্ত্রো যথা—
দ্বাদশ্যাঞ্চ নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরেঽহনি।
ভোক্ষ্যে ত্রিবিক্রমানন্ত শরণং মে ভবাচ্যুত ॥
সোপবীতন্তু কলসং পূর্ব্ববৎ স্থাপয়েদ্‌ব্রতী।
পাত্রং তদুপরি ন্যসেত্তাম্রং বৈণবমেব বা ॥
তত্রোপবেশ্য স স্নাপ্য দেবং বিশদচন্দনৈঃ।
আলিপ্য শুভ্রং বসনং দদ্যাৎ ছত্রঞ্চ পাদুকে ॥
বাসুদেবায়েতি শিরঃ শ্রীধরায়েতি বৈ মুখম্।
কৃষ্ণায়েতি চ কণ্ঠং বৈ বক্ষঃ শ্রীপতয়ে ইতি ॥
শস্ত্রাস্ত্রধারিণে বাহু কক্ষে চ ব্যাপকায় চ।
কবীশায়োদরং মেঢ্রং ত্রৈলোক্যজননায় চ ॥
জঘনং চার্চ্চয়েদ্বিদ্বান্ সর্ব্বাধিপতয়ে ইতি।
সর্ব্বাত্মনে ইতি পদাবেবমঙ্গানি পূজয়েৎ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শার্ঙ্গশরবিভূষিত।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং শার্ঙ্গপাণে নমোঽস্তু তে ॥
ইত্যর্ঘ্যং পূর্ব্ববৎ কৃত্বা ধূপদীপৌ সমর্প্য চ।
ঘৃতপক্বপ্রধানানি নৈবেদ্যানি নিবেদয়েৎ ॥
তাম্বূলাদীনি দত্বাথ কৃত্বা জাগরণং নিশি।
প্রাতঃস্নাত্বার্চ্চয়েদ্দেবং পুষ্পাঞ্জলিমথাব্রবীৎ ॥
নমস্তে অস্তু গোবিন্দ বুধশ্রবণসংজ্ঞক।
অঘোঘং চাক্ষয়ং কৃত্বা সর্ব্বসৌখ্যপ্রদো ভব ॥
ইতি প্রার্থ্য ততঃ সর্ব্বং দত্বা চার্ঘ্যং প্রতোষ্য হি।
শক্ত্যা বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা সুখং পারণমাচরেৎ ॥
ভাদ্রে মাসি বুধস্যাহ্নি যদি স্যাদ্বিজয়া ব্রতম্।
তদা সর্ব্বব্রতেভ্যোঽস্য মাহাত্ম্যমতিরিচ্যতে ॥"
(হরিভক্তিবি° ১৩ বিলাস)

ফলে বিজয়াদশমী তিথির মধ্যেই নিজে বা খড়্গাদির যাত্রা বিশেষ আবশ্যক।

"দশমীং যঃ সমালঙ্ঘ্য প্রস্থানং কুরুতে নৃপঃ।
তস্য সম্বৎসরং রাজ্যে ন কাপি বিজয়ো ভবেৎ ॥"
অশক্তৌ খড়্গাদিযাত্রামাহ রাজমার্ত্তণ্ডঃ—
"কার্য্যবশাৎ স্বয়মগমে ভূভর্ত্তুঃ কেচিদাহুরাচার্য্যাঃ।
ছত্রায়ুধাগ্যমিষ্টং বৈজয়িকং নির্গমে কুর্য্যাৎ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

দশমী তিথিতে দেবীর যথাবিধানে পূজা করিয়া বলিদান করিতে নাই, দশমীতে দেবীর উদ্দেশে বলি দিলে সেই রাষ্ট্র নাশ প্রাপ্ত হয়।

"দশম্যাং দীয়তে যত্র বলিদানন্তু মানবৈঃ।
তদ্রাষ্ট্রং নাশমায়াতি মরকোপদ্রবৈঃ স্ফুটম্ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই তিথিতে নীরাজনের পর জল, গো এবং গোষ্ঠসন্নিধি ভূমিতে খঞ্জন দেখিবে, এই সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে যে, শুভস্থানে খঞ্জন দেখিলে মঙ্গল এবং অশুভস্থানে খঞ্জন দেখিলে অমঙ্গল হয়। পদ্ম, গো, গজ, বাজী ও মহোরগ প্রভৃতি শুভস্থানে দেখিলে সম্বৎসর মঙ্গল এবং ভস্ম, অস্থি, কাষ্ঠ, তুষ, লোম ও তৃণাদি অশুভস্থানে দেখিলে অশুভ হইয়া থাকে। যদি অশুভখঞ্জন দর্শন হয়, তাহা হইলে দেবতাব্রাহ্মণপূজা, সর্ব্বৌষধি-জলস্নান ও শান্তি করা আবশ্যক। *

খঞ্জনদর্শনকালে নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া প্রণাম করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অশোকশ্চ বিশোকশ্চ নন্দীশঃ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ।
শঙ্খচূড়ো মণিগ্রীবঃ স্বস্তিকণ্ঠোপরাজিতঃ ॥
খঞ্জনায় নমস্তভ্যং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায় চ।
নীলকণ্ঠায় ভদ্রায় ভদ্ররূপায় তে নমঃ ॥
ভদ্রস্বং দেহি মে ভদ্রমাশাং পূরয় পূরক।
স্বস্তিকোঽসি কুরু স্বস্তি খঞ্জরীট নমোঽস্তু তে ॥
নারায়ণশরীরোত্থ সংবৎসরশুভপ্রদ।
নীলকণ্ঠ মহাদেব খঞ্জরীট নমোঽস্তু তে ॥
বাসুদেব স্বরূপেণ সর্ব্বকামফলপ্রদ।
পৃথিব্যামবতীর্ণোঽসি খঞ্জরীট নমোঽস্তুতে ॥
ত্বং যোগযুক্তো মুনিপুত্রকস্বমদৃশ্যতামেষি শিখোদ্গমেন।
ত্বং দৃশ্যসে প্রাবৃষি নির্গতায়াং ত্বং খঞ্জনাশ্চর্য্যময়ো নমস্তে ॥"
(বর্ষক্রিয়াকৌমুদী)

এই মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়। প্রবাদ আছে যে, এই দিন যাত্রা করিয়া থাকিলে সংবৎসর মধ্যে আর যাত্রা করিতে হয় না। ঐ যাত্রাই সকল স্থলে শুভ হইয়া থাকে। এই জন্য অনেকে দেবীর নিরঞ্জনের পর ঐ বেদীর উপর বসিয়া দুর্গানাম জপ করিয়া যাত্রা করিয়া থাকে।

দুর্গোৎসবপদ্ধতিতে বিজয়াদশমীকৃত্যের বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে,—

"আর্দ্রায়াং বোধয়েদ্দেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ।
পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং সংপূজ্য শ্রবণেন বিসর্জ্জয়েৎ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

আর্দ্রানক্ষত্রে দেবীর বোধন, মূলানক্ষত্রে নবপত্রিকাপ্রবেশ, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে পূজা এবং শ্রবণানক্ষত্রে দেবীর বিসর্জ্জন করিতে হয়। বিজয়া দশমীর দিন শ্রবণা নক্ষত্র হইলে বিসর্জ্জনের পক্ষে অতি প্রশস্ত, ঐ দিন যদি শ্রবণানক্ষত্র না হয়, তাহা হইলে কেবল দশমী তিথিতে বিসর্জ্জন বিধেয়। এই তিথিতে পূর্ব্বাহ্নকালে চরলগ্নে দেবীর বিসর্জ্জনকাল। বিসর্জ্জনে চরলগ্ন পরিত্যাগ করা কদাচ বিধেয় নহে।

বিজয়াদশমী প্রয়োগ —এই দিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া আসনে উপবেশন করিবে। তৎপরে আচমন, সামান্যার্ঘ্য, গণেশাদি দেবতাপূজা এবং ভূতশুদ্ধি ও ন্যাসাদি করিবে। পরে ভগবতী দুর্গাদেবীর 'ওঁ জটাজূটসমাযুক্তাং' ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান করিয়া বিশেষার্ঘস্থাপন এবং পুনরায় ধ্যান করিবে, তৎপরে যথাশক্তি দেবীর পূজা করিবে।

পূজার পর —

"দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াং।
সর্ব্বলোকপ্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদাশিবাম্ ॥
মঙ্গল্যাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাকলাম্।
বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্ ॥
সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বরোগভয়াপহাম্।
ব্রহ্মেশবিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদা উমাম্ ॥"

ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর স্তবপাঠ করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে

---

* "কৃত্বা নীরাজনং রাজাবলবৃদ্ধ্যৈ যথাবলম্।
শোভনং খঞ্জনং পশ্যেজ্জলগোগোষ্ঠসন্নিধৌ ॥
হস্তগতেঽম্বুজবক্তো যস্যাং দিশি খঞ্জনং নৃপঃ পশ্যেৎ।
তস্যাং গতস্য নৃপতেঃ ক্ষিপ্রমরাতির্বশমুপৈতি ॥
মঙ্গল্যে খঞ্জনং দৃষ্ট্বা পুণ্যস্থানে মনোরমে।
শুভং স্যাদশুভং জ্ঞেয়ং বিপরীতে ন সংশয়ঃ ॥
অজাস্থ গোষু গজবাজিমহোরগেষু
রাজ্যপ্রদশ্চ কুশলঃ শুচিশাদ্বলেষু।
ভস্মাস্থিকাষ্ঠতুষলোমতৃণেষু দুষ্টো-
রিষ্টং দদাতি বহুশঃ খলু খঞ্জরীটঃ ॥
অশুভং খঞ্জনং দৃষ্ট্বা দেবব্রাহ্মণপূজনম্।
শান্তিং কুর্ব্বীত কুর্য্যাচ্চ স্নানং সর্ব্বৌষধিজলৈঃ ॥"
(বর্ষক্রিয়াকৌমুদী তিথিতত্ত্ব)

হইবে। তৎপরে পর্য্যুষিতান্ন ও চিপিটকাদি এবং ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া আরত্রিক ও নমস্কার করিবে।

কোন কোন দেশে ব্যবহার আছে যে, পান্তা ভাত, কচুশাকের ঘণ্ট এবং চালিতার অম্বল দিতে হয়, তদনুসারে উহাদ্বারা দেবীর ভোগ হইয়া থাকে। তৎপরে করজোড়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

"ওঁ বিধিহীনং ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং যদর্চ্চিতম্।
সাঙ্গং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥"

অনন্তর দেবীর অঙ্গে সমস্ত আবরণদেবতাকে লীন চিন্তা করিয়া ঘটে একটু জল দিয়া পাঠ করিবে "ওঁ দুর্গে দুর্গে ক্ষমস্ব"।

তৎপরে দেবীর দক্ষিণপশ্চিমকোণে একটী ত্রিকোণ মণ্ডল করিবে। নবঘটের মধ্যে একটী ঘট ঐ মণ্ডলে স্থাপিত করিয়া সংহারমুদ্রাদ্বারা একটী পুষ্প লইয়া "ওঁ নির্ম্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ ওঁ চণ্ডেশ্বর্য্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে সমস্ত নির্ম্মাল্য ঘটোপরি দিয়া পূজা করিতে হইবে। তৎপরে 'ওঁ ক্লৈং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া দেবীর দক্ষিণ চরণ ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে—

"ওঁ কৃতা পূজা ময়া ভক্ত্যা কল্যাণং কুরু মে সদা।
ভুক্ত্বা ভোগান্ বরান্ দত্ত্বা কুরু ক্রীড়াং যথাসুখম্॥
ওঁ উত্তিষ্ঠ দেবি চামুণ্ডে শুভাং পূজাং প্রগৃহ্য চ।
কুরুষ্ব মম কল্যাণমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ॥
গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে।
যৎপূজিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্ত মে॥
গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ।
সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ॥
গৃহীত্বা শারদীং পূজাং সমস্তাং শঙ্করপ্রিয়ে।
গচ্ছ দেবি মহামায়ে অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ॥
যথাশক্তি কৃতা পূজা ভক্ত্যা কমললোচনে।
সাঙ্গং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥
উত্তিষ্ঠ দেবি চামুণ্ডে শুভাং পূজাং প্রগৃহ্য চ।
ব্রজ স্রোতোজলে বৃদ্ধ্যৈ স্থাপিতাসি জলে ত্বিহ॥
নিমজ্জাম্ভসি সংপূজ্য পত্রিকা বর্জ্জিতা জলে।
পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধ্যর্থং স্থাপিতাসি জলে ময়া॥"

তৎপরে একটী মৃন্ময় বা তাম্রাদি পাত্রে দর্পণ রাখিয়া ঘটের জল ঐ পাত্রে দিয়া দর্পণ বিসর্জ্জন করিবে। ঐ দর্পণযুক্ত পাত্র দেবীর সম্মুখে রাখিতে হয়। ঐ পাত্রস্থ জলে দেবীর পাদপদ্ম দেখিবার ব্যবহার আছে। ঐ জলে দেবীর পাদপদ্ম দর্শন করিয়া দেবীকে প্রণাম করিবে।

পরে "ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্তেমহে মারুতঃ সুদানব ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা সচা।"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীর ঘট তুলিয়া আনিয়া উহার জলে পল্লব দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে এবং সকলকে শান্তিজল ও নির্ম্মাল্য পুষ্পদ্বারা দেবতার আশীর্ব্বাদ দিবে। এই শান্তি ও আশীর্ব্বাদ দ্বারা সকলের সকল কার্য্যে জয় ও মঙ্গল হইয়া থাকে। শান্তিমন্ত্র—

"ওঁ সুরাস্ত্বামভিসিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ॥
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে।
আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋর্তস্তথা॥
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ।
ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা
ওঁ কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা শ্রদ্ধা পুষ্টিঃ ক্ষমা মতিঃ
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ॥
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু দেবপত্ন্যঃ সমাগতাঃ।
আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ॥
গ্রহাস্ত্বামভিসিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এবচ॥
দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ।
অস্ত্রাণি সর্ব্বশাস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ॥
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
এতে ত্বামভিসিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥"

এই মন্ত্র এবং বেদানুসারে তত্তদ্ বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া জল দিতে হইবে। এইরূপে দেবীর বিসর্জ্জন করিয়া নানাপ্রকার গীতবাদ্যাদির সহিত নদীতে দেবীপ্রতিমা বিসর্জ্জন করিবে। (দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

দেবীর বিসর্জ্জনের পর গুরুজনদিগকে প্রণাম ও আশীর্ভাজনদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে হয়। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে নমস্ত নারীগণ আশীর্ব্বাদ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ধান্য দুর্ব্বা ও অল্পাধিক মিষ্ট দ্রব্য দিয়া থাকেন।

বিজয়াদিত্য, ১ প্রাচ্য চালুক্যবংশীয় কএকজন নৃপতি। [চালুক্য দেখ।] ২ দাক্ষিণাপথের বাণরাজবংশীয় কএকজন রাজা।

বিজয়াধিরাজ, কচ্ছপঘাতবংশীয় একজন রাজা। ১১০০ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন।

বিজয়ানন্দ, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি ক্রিয়াকলাপ, ধাতুবৃত্তি ও কাব্যাদর্শের টীকা রচনা করেন।

বিজয়ানন্দ, কুষ্ঠরোগৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পারদ এক ভাগ ও হরিতাল দুই ভাগ মন্ত্রপূত করিয়া মৃৎকটাহে রাখিয়া

উপরে উত্তরের তুল্য পলাশ ভস্ম দিয়া পাত্রের মুখ লেপন করিয়া চব্বিশ প্রহর পাক করিবে। শীতল হইলে ঐ পারদ গ্রহণ করিয়া কাচপাত্রে যত্নপূর্ব্বক রাখিবে। ইহাতে শ্বিত্র রোগ ও সকল প্রকার কুষ্ঠ নাশ করে।

বিজয়ার্ক, কোহ্লাপুরের একজন অধিপতি। প্রায় ১১৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

বিজয়ালয়, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ চোলরাজ।

বিজয়াবটী, শ্বাসরোগৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র, বিড়ঙ্গ, রেণুক, মুতা, এলাচ, পিপ্পলীমূল, নাগকেশর, ত্রিকটু, ত্রিফলা,তামা, চিতা ও জয়পাল সমভাগ সমুদয়ের দ্বিগুণ গুড় মিশ্রিত করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে শ্বাস, কাস, ক্ষয়, গুল্ম, প্রমেহ, বিষমজ্বর, সূতিকা, গ্রহণীদোষ, শূল, পাণ্ডু, আময় ও হস্তপদাদি দাহ ইত্যাদি শান্তি হয়।

বিজয়াবটিকা (স্ত্রী) গ্রহণীরোগের অন্যতম ঔষধ। প্রস্তুত-প্রণালী এই—২ তোলা পারা ও ২ তোলা গন্ধক লইয়া কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, প্রত্যেক ২ তোলা মিশাইয়া সকলগুলি একত্র আদার রসে ভিজাইবে, পরে তাহার সহিত দ্বিগুণ কুড়চীর ছালভস্ম মিশাইয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া চারি রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকার এক একটী প্রত্যহ প্রাতে ছাগদুগ্ধ বা কুড়চীর ছালের কাথসহ সেবনীয়। পরে আবার মধ্যাহ্নভোজন কালে ইহার ২ রতি প্রমাণ ঔষধ লইয়া দধিমিশ্রিত অন্নের প্রথম গ্রাসের সহিত ভক্ষণীয়। এই ভোজনকালের মাত্রা প্রতিদিন এক এক রতি করিয়া বাড়াইয়া যে দিনে দশরতি পর্য্যন্ত পূর্ণ হইবে, তাহার পরদিন হইতে আবার প্রত্যহ এক এক রতি করিয়া কমাইতে হইবে। পথ্য—গোটা মসুরের যূষ ও বারিভক্ত (গরমভাত ভিজাইয়া শীতল হইলে) ভক্ষণীয়।

বিজয়াসপ্তমী (স্ত্রি) বিজয়াখ্যা সপ্তমী। শুক্লপক্ষের রবিবারে যদি সপ্তমী তিথি হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিজয়াসপ্তমী কহে। এই সপ্তমী তিথিতে দান করিলে বিশেষ ফল হইয়া থাকে।

"শুক্লপক্ষস্য সপ্তম্যাং সূর্য্যবারো যদা ভবেৎ।
সপ্তমী বিজয়া নাম তত্র দত্তং মহাফলম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

তৎপরে শমীবৃক্ষস্থিত অক্ষতযুক্ত আর্দ্রমৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া নানাবিধ বাদ্যাদির সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে গৃহে আনিয়া নানাপ্রকার উৎসব করিবে। তাহার পর শ্রীরামচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া রামরাজ্য রামরাজ্য রামরাজ্য ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগ করিয়া বৈষ্ণবের সহিত গ্রহণ ও ধারণ করিতে হইবে।

(হরিভক্তিবি° ১৫ বি°)

বিজয়িন্ (ত্রি) বিশেষেণ জেতুং শীলমস্য বি-জি-(জি-দৃক্ষি-বিশ্রীতি। পা ৩।২।১৫৭) ইতি ইনি। ১ জয়যুক্ত, জয়শীল। (পুং) ২ অর্জ্জুন। বিজয় ও বিজয়ী দুই নামই দেখিতে পাওয়া যায়, অর্জ্জুনের দশটী নামের মধ্যে একটী নাম।

"অর্জ্জুনঃ ফাল্গুনী জিষ্ণুঃ কিরীটী শ্বেতবাহনঃ।
বীভৎসুর্বিজয়ী কৃষ্ণঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ॥
এতান্যর্জ্জুননামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
উদ্যতেষ্বপি শস্ত্রেষু হন্তা তস্য ন বিদ্যতে॥" (সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ)

বিজয়িন (ত্রি) বিজিল। (অমরটীকা রায়মুকুট)

বিজয়ীন্দ্র যতীন্দ্র, একজন প্রসিদ্ধ ভিক্ষু দার্শনিক। আনন্দ-তারতম্যবাদ, ন্যায়ামৃতের আমোদটীকা, ব্যাসতীর্থরচিত তাৎপর্য্যচন্দ্রিকার 'চন্দ্রিকোদাহৃতন্যায়বিবরণ'ও অপ্পয্যকপোলচপেটিকা প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার রচিত।

বিজয়ীন্দ্র স্বামী, চক্রমীমাংসারচয়িতা।

বিজয়েশ, বিজয়েশ্বর (পুং) কাশ্মীরের একটী প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ, বর্ত্তমান নাম বিজব্রোর।

বিজয়ৈকাদশী (স্ত্রী) একাদশীভেদ। আশ্বিন মাসের শুক্লা-একাদশী ও ফাল্গুনের কৃষ্ণা একাদশী।

বিজয়োৎসব (পুং) বিজয়ায়ামুৎসবঃ। আশ্বিন মাসের শুক্লাদশমী :তিথিতে ভগবদুৎসব বিশেষ। বিজয়াভিলাষিগণ এই তিথিতে উৎসব করিবেন।

"আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে দশম্যাং বিজয়োৎসবঃ।
কর্ত্তব্যো বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বত্র বিজয়ার্থিনা॥"

(হরিভক্তিবি° ১৫ বি°)

হরিভক্তিবিলাস মতে,বিজয়াদশমীর দিন বিজয়োৎসব করিতে হয়, এই উৎসবের বিধান এইরূপ লিখিত আছে যে,রক্ষঃকুলান্তক শ্রীরামচন্দ্রকে রাজবেশে বিভূষিত করিয়া রথের উপরিভাগে তুলিয়া শমীবৃক্ষতলে লইয়া যাইতে হইবে, তথায় যথাবিধানে পূজাদি করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ও শমীবৃক্ষের পূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।* মন্ত্র যথা—

"শমী শময়তে পাপং শমীলোহিতকণ্টকা।
ধরিত্র্যর্জ্জুনবাণানাং রামস্য প্রিয়বাদিনী॥

* "রথমারোপ্য দেবেশং সর্ব্বালঙ্কারশোভিতং।
সাসিতূণধনুর্ব্বাণপাণিং নক্তঞ্চরান্তকম্॥
স্বলীলয়া জগত্রাতুমাবির্ভূতং রঘূদ্বহম্।
রাজোপচারৈঃ শ্রীরামং শমীবৃক্ষতলং নয়েৎ॥
সীতাকান্তং শমীমূলং ভক্তানামভয়ঙ্করং।
অর্চ্চয়িত্বা শমীবৃক্ষমর্চ্চয়েদ্বিজয়াপ্তয়ে।"

(হরিভক্তিবি° ১৫ বি°)

করিষ্যমাণা যা যাত্রা যথাকালং সুখং ময়া।
তত্র নির্ব্বিঘ্নকর্ত্রী ত্বং ভব শ্রীরামপূজিতা॥
গৃহীত্বা সাক্ততামার্দ্রাং শমীমূলগতাং মৃদম্।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষৈস্ততো দেবং গৃহং নয়েৎ॥"
(হরিভক্তিবি° ১৫ বি°)

বিজর (ত্রি) বিগতা জরা যস্য। ১ জরারহিত। ২ নবীন।
"আত্মানং তঞ্চ রাজানং বিজরং চিরজীবিতম্॥"
(কথাসরিৎসা° ৪১।১১)

(ক্লী) ২ গুচ্ছ।

বিজর্জর (ত্রি) বিশেষ প্রকারে জীর্ণশীর্ণ, অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ।
"পুরা জরা কলেবরং বিজর্জ্জরীকরোতি তে।" (মহাভারত)

বিজল (ত্রি) বিগতং জলং যস্মাৎ। ১ নির্জল, জলহীন।
"তোয়াশয়াশ্চ বিজলা সরিতোঽপি তন্যঃ॥"
(বৃহৎসংহিতা ১৯।২০)

২ অবৃষ্টিকাল। ৩ বিজিল। (হেম)

বিজলা (স্ত্রী) চঞ্চুশাক, গোনাড়ীচ শাক। (রাজনি°)

বিজলী (দেশজ) তড়িৎ, বিদ্যুৎ।

বিজলীচটক, (দেশজ) বিদ্যুচ্ছটা বিদ্যুতের ঔজ্জ্বল্য বা চাকচিক্য।

বিজল্প (পুং) বিশেষেণ জল্পনম্। সত্য বা মিথ্যা, কাজের বা অকাজের সমস্ত কথাই এক সময়ে কতকগুলি বকা। ২ গূঢ় ইঙ্গিত দ্বারা অসূয়াপ্রকাশপূর্ব্বক পাপদ্বেষ্টার (পুণ্যাত্মার) প্রতি কটাক্ষোক্তি।
"ব্যক্তয়াসূয়য়া গূঢ়মানমুদ্রান্তরালয়া।
অঘদ্বিষি কটাক্ষোক্তির্বিজল্পো বিদুষাং মতঃ॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)
৩ অবজ্ঞা, অনৃত ও দুষ্টোক্তিকে বিজল্প বলা যায়।
(মার্কপু° ৫১।৫০)

বিজবল, বিজপিল, পিচ্ছিল।

বিজাকা, বিজ্জাকানাম্নী স্ত্রীকবি।

বিজাগাপাটম্, (বিশাখপত্তন) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ইংরাজাধিকারে একটী জেলা। অক্ষা° ১৭°১৪´৩০´´ হইতে ১৮° ৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°১৯´ হইতে ৮৩°৫৯´ পূঃ মধ্য। জয়পুর ও বিজয়নগরম্ ভূসম্পত্তি লইয়া ইহার ভূপরিমাণ ১৭৩৮০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। স্থানের আয়তন ও লোক সংখ্যা হিসাবে এই জেলা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্যান্য জেলা অপেক্ষা বৃহৎ।

ইহার উত্তর সীমায় গঞ্জাম জেলা ও মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব্বে গঞ্জাম ও বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও গোদাবরী জেলা এবং পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ। ১৪টী জমিদারী ৩৭টী সত্ত্বাধিকারী ভূসম্পত্তি এবং গোলকুণ্ডা, সর্ব্বসিদ্ধি ও পালকোণ্ডা নামক তিনটী গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন তালুক লইয়া এই জেলা গঠিত। ইহার প্রাচীন নাম বিশাখপত্তনম্ এবং সেই বিশাখপত্তনম্ নগরেই জেলার বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত।

এই জেলা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরাংশে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। ইতিহাসে এই দেশভাগ উত্তর সরকার (Northern circars) নামে পরিচিত। পূর্ব্ববিভাগে বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি এবং তদুপকণ্ঠে শ্যামল বৃক্ষরাজিবিমণ্ডিত পর্ব্বতমালা স্থানীয় সৌন্দর্য্যের দিব্য ছটা বিকিরণ করিতেছে।

মান্দ্রাজ হইতে ষ্টীমার বা রেলপথে এখন বিজাগাপাটমে আসা যায়। পূর্ব্বে ষ্টীমারে আসিবার সময় মসলীপত্তন অতিক্রম করিয়া কিছুদূর আসিলে জাহাজের উপর হইতেই অদূরে ডলফিন্ নোজ নামক পাহাড়ের শিরোদেশ দেখা যাইত। পাহাড়ের অর্দ্ধ মাইল দূরে পোর্ট আপিসের ঘাটে নামিতে হয়।

ঐ ঘাটের উপর পোর্ট আপিসের ইমারত ও উহার উত্তরদিকস্থ একটী পর্ব্বতশৃঙ্গে তিনটী বিভিন্ন ধর্ম্মের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে একটী কোন মুসলমান সাধুর সমাধিমন্দির। সাধারণের বিশ্বাস, বঙ্গোপসাগরের উপর এই দর্গা-সাহেবের সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে। স্থানীয় প্রত্যেক লোকই সমুদ্রযাত্রা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এখানে রৌপ্যনির্ম্মিত প্রদীপ প্রদান করে। ভক্তগণ প্রতি শুক্রবারে দর্গার সম্মুখে প্রদীপ জালিয়া দেয় এবং পোতের মাল্লারা সমুদ্রপথে গমনাগমনকালে তিনবার নিশান তুলিয়া ও নামাইয়া তাহার সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।

পর্ব্বতোপরিস্থ এই সকল দেবকীর্ত্তি এবং তৎসংলগ্ন অন্যান্য অট্টালিকাদি সমুদ্রবক্ষ হইতে দেখিতে বড়ই প্রীতিপ্রদ। এতদ্ভিন্ন ডলফিন্ নোজ অতিক্রম করিয়া বিজাগাপাটম্ প্রবেশ-পথের ও সমগ্র উপকূলভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যে অতীব রমণীয় ও চিত্তাকর্ষী, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এ দর্গার পশ্চিমে হিন্দুদিগের বেঙ্কটস্বামীর মন্দির। স্থানীয় হিন্দু বণিকদল বহু অর্থব্যয়ে তিরুপতি স্বামীর অনুকরণে উক্ত মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তৃতীয় পাহাড়ে সর্ব্ব পশ্চিমে রোমান কাথলিক খৃষ্টান্‌দিগের প্রতিষ্ঠিত একটী গীর্জ্জা। প্রকৃতি কর্ত্তৃক এইস্থান নানা মনোহর সাজে সজ্জিত হইলেও, এখানকার স্বাস্থ্য ততদূর ভাল নহে। পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার একটী শাখা এই জেলার উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিমে প্রসৃত হইয়া জেলাটীকে দুইটী অসমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর অংশটী পর্ব্বতময় এবং ক্ষুদ্র অংশটী সমতল।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে অবস্থিত উচ্চ গিরিচূড়াগুলি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সাধারণতঃ ৫ হাজার ফিটের অধিক উচ্চ। এই সকল পর্ব্বতমালার উভয় পার্শ্বের ঢালু দেশে নানা জাতীয় ফলমূল ও শাক

সবজীর গাছ এবং স্থানে স্থানে দীর্ঘাকার আরণ্যবৃক্ষসমূহ বিরাজিত দেখা যায়। পর্ব্বতের উপত্যকাদেশে সুন্দর সুন্দর বাঁশ ঝাড় আছে।

পূর্ব্ববর্ণিত পর্ব্বতশ্রেণী এই জেলার প্রাবৃট্ ধারার অববাহিকায় পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকের জলরাশি ধীরে ধীরে পর্ব্বতগাত্র বহিয়া এক একটী স্রোতস্বিনীরূপে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। পশ্চিমদিকের পর্ব্বতগাত্র-বিধৌত জলরাশি ইন্দ্রবতী, শবরী ও সিল্লর নদী দিয়া গোদাবরী নদীর কলেবর পুষ্ট করিতেছে। আবার জয়পুরের উত্তর ভাগে অপর একটী অববাহিকা দৃষ্ট হয়। উহার কতক জল মহানদীতে ও কতক গোদাবরীতে পড়িতেছে। মহানদীর অসংখ্য শাখা প্রশাখা মধ্যে তেল নামক শাখাই সর্ব্বপ্রধান এবং তাহার উৎপত্তিস্থান এই জেলায় বলিতে হইবে।

পূর্ব্বঘাট-পর্ব্বতমালার পশ্চিমদিকে জয়পুরের বিস্তৃত সামন্ত রাজ্যের অধিকাংশ অবস্থিত। ইহার অধিকাংশ স্থানই পর্ব্বত-সমাকুল ও বনপূর্ণ। পর্ব্বতোপরিস্থ যে উপত্যকাভাগে ইন্দ্রবতী প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহা অপরাপর স্থানাপেক্ষা বিশেষ উর্ব্বরা। জেলার উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে কন্দ ও শবরজাতির বাস আছে। ইহারা উভয়েই পর্ব্বতচারী। জেলার সর্ব্ব উত্তর ধারে নিমগিরি নামক বিস্তৃত শৈল বিরাজিত। উহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর্ব্বতচূড়া সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৯৭২ ফিট উচ্চ। এই সকল পর্ব্বতশিখরের মধ্যস্থলে বিস্তীর্ণ উপত্যকাসমূহ বিভক্ত হইয়া বিদ্যমান আছে। সকল উপত্যকা গুলিই নিকটবর্ত্তী ঘাট পর্ব্বত-মালা হইতে ২২৩০ ফিট উচ্চে স্থাপিত। নিমগিরি পর্ব্বতবিধৌত জলরাশি দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে সমুদ্রে পড়িয়াছে এবং সেই জল-প্রণালী হইতেই চিকাকোল ও কলিঙ্গপত্তনের পাদ প্রবাহিত নদীদ্বয় উৎপন্ন।

ঘাটমালার দক্ষিণপূর্ব্বভাগে বঙ্গোপসাগর তীর পর্য্যন্ত সমগ্র স্থানই প্রায় সমতল। সমুদ্রজল সিক্ত ও নদীমালা বিচ্ছিন্ন এই ভূমি প্রচুর শস্যশালিনী ও সমধিক উর্ব্বরা।

পার্শ্ববর্ত্তী গঞ্জাম জেলার বিমলীপত্তন ও কলিঙ্গপত্তন নামক নগরদ্বয়ে দেশজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির বন্দর প্রতিষ্ঠিত থাকায় এই স্থানের অধিবাসিবর্গ লাভের প্রত্যাশায় বিগত ২০।৩০ বৎ-সরের মধ্যে দ্বিগুণ উৎসাহে এই স্থানকে শস্যশালিনী করিয়াছে।

এখানকার সর্ব্বত্রই কৃষিকর্ষিত শ্যামল ধান্যক্ষেত্রে প্রপূরিত, কোথাও বা তামাকু ও ইক্ষুদণ্ডের শ্যাম শিরমণ্ডিত বিস্তীর্ণ উদ্যানমালা পরিশোভিত। কেবলমাত্র সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ক্ষেত্র-সমূহ ইতস্ততঃ গণ্ডশৈলমালায় পরিচ্ছিন্ন। এই শৈলরাজির কোন একটীর শিখরদেশে স্বাস্থ্যাবাস-স্থাপনের সবিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু বিজাগাপাটম্ হইতে সেই স্থানে আসিবার পথ না থাকায় উহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

উপরে পর্ব্বতোপরিস্থ বনমালানিচয়ের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহার কতকাংশ ইংরাজরাজের পরিদর্শনে, কতকটা বা স্থানীয় জমিদারবর্গের যত্নে ও সুব্যবস্থায় পরিরক্ষিত। উত্তরে পালকোণ্ডা শৈলমালায়, দক্ষিণপশ্চিমে গোলকোণ্ডা শৈলশিখরে এবং সর্ব্ব-সিদ্ধি তালুকের উপকূলভাগে গবর্মেণ্টের রক্ষিত বনমালা দৃষ্ট হয়। জয়পুর, বিজয়নগরম্, বোবীলছমীপুরম, গোলকোণ্ডা, সর্ব্বসিদ্ধি ও পার্ব্বতীপুর তালুকের বন মধ্যে নানা জাতীয় বৃক্ষ জন্মে। সর্ব্বসিদ্ধি তালুকের তৃণাচ্ছাদিত মরুময় প্রান্তরে যে সকল গুল্ম উৎপন্ন হয়, তাহা কেবল জ্বালানি কাষ্ঠ ও গবাদি জন্তুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে গুগ্গুলু, বংশ, শাল, আশন, অর্জ্জুন, হরীতকী, আমলকী প্রভৃতি আবশ্যকীয় বৃক্ষের অভাব নাই।

বর্ত্তমান বিজাগাপাটম্ জেলা হিন্দু-ইতিহাসের প্রথমকালে প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিছুকাল পরে প্রাচ্য চালুক্যবংশের জনৈক নরপতি এইস্থান অধিকার করিয়া প্রথমে ইল্লোরার নিকটবর্ত্তী বেঙ্গী নগরে রাজপাট প্রতিষ্ঠিত করেন। তদনন্তর তিনি রাজমহেন্দ্রীতে স্বীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া-ছিলেন। গঞ্জাম হইতে গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত সমুদ্র তীরবর্ত্তী ভূভাগের এক সময়ে যে রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখানে সে রাজশাসনের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। এই জনপদ কোন সময়ে উড়িষ্যার গজপতি রাজবংশের এবং কোন সময়ে তেলি-ঙ্গানার অধীশ্বরদিগের শাসনে পরিচালিত হইয়াছিল; সুতরাং উক্ত দুইটী রাজবংশের ইতিহাসের সহিত এতৎপ্রদেশের ইতি-হাস বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট।

অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তিকালে, দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণীরাজবংশের মুসলমান নরপতি ২য় মহম্মদ উড়িষ্যার সিংহাসনে কোন রাজ-কুমারকে বসাইতে চেষ্টা করায়, পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার নিকট হইতে গণ্ডপল্লী ও রাজমহেন্দ্রী প্রদেশ প্রাপ্ত হন। অতঃপর বাহ্মণীরাজবংশের অধঃপতনে রাজ্যময় ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে উড়িষ্যারাজ ঐ সকল প্রদেশ পুনরায় অধিকার করিয়া লন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে এ গৌরব বহন করিতে হয় নাই। কুতুবশাহীরাজ ইব্রাহিম কেবল যে ঐ সকল প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন এমত নহে, তিনি উত্তরে চিকাকোল পর্য্যন্ত সমগ্রদেশ ভাগ অধিকারপূর্ব্বক স্বরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ গোলকোণ্ডা রাজ্য মোগল বাদশাহ অরঙ্গজেবের কবলিত হয়। উহা মোগল-সাম্রাজ্যের নামমাত্র অধিকারভুক্ত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে

মোগলেরা এখানে সুশাসনবিস্তার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা এখানে কেবলমাত্র সাময়িক প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা এতৎপ্রদেশ জমিদার বা সামরিক সর্দ্দারদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন, কেবল বিজাগাপাটম্ সম্রাটের প্রতিনিধির অধীনে পরিচালিত হইয়াছিল। ঐ মোগলরাজ প্রতিনিধি চিকাকোলে থাকিতেন।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগে ইংরাজেরা বিশাখপত্তনে প্রথম বন্দর স্থাপন করেন। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার বিরোধ লইয়া অরঙ্গজেব বাদশাহের সহিত ইংরাজকোম্পানীর মনান্তর ঘটে। তজ্জন্য মুসলমান-প্রতিনিধি কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বন্দী করিয়া ইংরাজের কুঠী লুট করিয়া লন এবং তথাকার অধিবাসী ইংরাজদিগকে নিহত করেন। কিন্তু পর বৎসর গোলকোণ্ডা সুবার অন্তর্গত মান্দ্রাজ মস্‌লীপত্তন, মদপল্লম্‌, বিশাখপত্তন প্রভৃতি সমুদ্র তীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ বন্দরে অবিবাদে বাণিজ্য করিবার জন্য সেনাপতি জুলফিকার খাঁ সম্রাটের পক্ষ হইতে আদেশপত্র দান করেন। অতঃপর ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে জুল্‌ফিকার খাঁ ইংরাজ কোম্পানীকে আপন সম্পত্তি রক্ষার জন্য বিশাখপত্তন বন্দরে দুর্গ নির্ম্মাণের আদেশ দিলে, ইংরাজেরা বহিঃশত্রু হইতে আত্মরক্ষার্থ একটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।

মোগলশক্তির অবসানে "উত্তর সরকার" প্রদেশ হায়দরাবাদের নিজামের করতলগত হয়। নিজাম রাজ্যশাসন ও রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে পূর্ব্বকার অপেক্ষা অনেক সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকারকালে রাজমহেন্দ্রী ও শ্রীকাকোলে একজন মুসলমান রাজকর্ম্মচারী বাস করিতেন।

প্রথম নিজামের মৃত্যুর পর হায়দরাবাদের সিংহাসনাধিকার লইয়া উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে ফরাসীরা সলাবৎজঙ্গকে হায়দরাবাদ সিংহাসনে বসাইতে বিশেষ উদ্যোগের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, এই উপকারের জন্য সলাবৎ তাঁহাদিগকে মুস্তফানগর, ইল্লোরা, রাজমহেন্দ্রী ও শ্রীকাকোল নামক চারিটী সরকার দান করেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সেনানী মহাবীর বুশী সলাবৎ জঙ্গের নিকট এতদ্বিষয়ক একখানি ফর্ম্মাণ প্রাপ্ত হন। ইহার কিছু পরে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বুশী কর্ণাটক বিভাগের গবর্ণর হয়েন। এই সময়ে তৎকৃত অভিযানগুলির মধ্যে বব্বিলীর বিখ্যাত অবরোধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে ফরাসী সৈন্য যে রণচাতুর্য্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা তথাকার হিন্দুদিগের হৃদয়ে গভীর রেখায় অঙ্কিত হয় এবং তাহারা ঐ ভয়াবহ ঘটনা উল্লেখ করিয়া আজিও গান গাইয়া থাকে।

এই সময়ে সরকার শ্রীকাকোলের সম্ভ্রান্ত হিন্দুসামন্তদিগের মধ্যে বিজয়নগরমের সিংহাসনে গজপতি বিজয়রামরাজ সমাসীন ছিলেন। ফরাসী সেনাপতি মুসোঁ বুশীর সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল। হিন্দু নরপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা বা পুরস্কার স্বরূপ তিনি অতি অল্প রাজস্ব নির্দ্ধারিত করিয়া রাজা গজপতি বিজয়রামকে শ্রীকাকোল ও রাজমহেন্দ্রী সরকার সমর্পণ করেন।

এই সময়ে বিজয়নগরম্‌রাজের সহিত বব্বিলিরাজ রঙ্গরাওর বংশগত শত্রুতা উদ্দীপিত হয়। বিজয়নগররাজ ফরাসীসেনাপতি বুশীকে তাঁহার শত্রুক্ষয় করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। এদিকে অকস্মাৎ একটী দুর্ঘটনা ঘটে। রঙ্গরাওপ্রেরিত একদল সৈন্য ভ্রমক্রমে একটী ফরাসীবাহিনী আক্রমণ করায়, ক্ষতিগ্রস্ত ফরাসীগণ ইহার প্রতিবিধানে অগ্রসর হয়। বিজয়নগরম্ হইতে একদল সৈন্য এই অবকাশে ফরাসীদিগের সহিত যোগ দিয়া বব্বিলির পার্ব্বত্যদুর্গ অবরোধ করে। ক্রমেই ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। নররক্তে রণক্ষেত্র প্লাবিত ও ভীষণদৃশ্যে পরিণত হয়; তথাপি রঙ্গরাও ও তাঁহার অনুচরবর্গ ফরাসীর পদানত হইতে স্বীকৃত হইলেন না; কিন্তু যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, ঐ বিপুল শত্রুসৈন্যের সম্মুখে অল্পমাত্র দুর্গবাসী সেনা লইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করা বৃথা, তখন তাঁহারা অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তার সহিত দুর্গস্থ রমণী ও বালকবালিকাদের স্বহস্তে শিরশ্ছেদ করিয়া তরবারি হস্তে রণক্ষেত্রে উন্মত্তমাতঙ্গের ন্যায় অবতীর্ণ হইলেন। কোন কোন সামন্ত রঙ্গরাওকে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইলেও তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া শত্রুবল ক্ষয় করিতে করিতে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। রঙ্গরাও'র একমাত্র নাবালকপুত্র এই বিষম হত্যাকাণ্ড হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। রাজার কৃতজ্ঞ কোন অনুচর তাঁহাকে লইয়া পলাইয়া যায়। রাজা রঙ্গরাওকে রণক্ষেত্রে পতিত দেখিয়া, তাহার চারিজন বিশ্বস্ত অনুচর রাজজীবনের প্রতিশোধগ্রহণের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় এবং তাহারা নিশাকালের গভীর অন্ধকারে নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজা বিজয়রামরাজের শিবিরে প্রবেশ করে এবং তাঁহাকে নিহত করিয়া গোপনে চলিয়া যায়।

উপরিউক্ত ভাবে শ্রীকাকোলের শাসনব্যবস্থা স্থির করিয়া সেনাপতি বুশী বিশাখপত্তনে আসিয়া ইংরাজের কুঠী অধিকার করিলেন। কিন্তু ফরাসীরা অধিককাল তাহার ফলভোগ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালায় এই সংবাদ পৌছিলে লর্ড ক্লাইব ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে একদল সৈন্য সহ কর্ণেল ফোর্ডকে প্রেরণ করেন। ফোর্ড উত্তরসরকারে উপনীত হইয়া বিজয়নগরম্‌রাজের সহিত মিলিত হইলেন। উক্ত রাজা তাঁহার পিতার প্রতি ফরাসীদিগের মৈত্র ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ফরাসীদিগের হস্ত হইতে উক্ত রাজ্য বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার জন্য পূর্ব্বেই ইংরাজদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষের ২০এ

অক্টোবর ফোর্ডি সদলে বিজাগাপাটমে আসিয়া ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। গোদাবরী জেলায় একটী ঘোরতর সংঘর্ষের পর ফরাসীদল পরাজিত হইলে, ইংরাজসেনানী মস্‌লী-পত্তনদুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। ঐ সময়ে হায়দরাবাদের নিজাম মসলীপত্তনের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কতক প্রদেশ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করেন এবং যাহাতে ফরাসীরা পুনরায় উত্তর-সরকারে আর প্রতিষ্ঠালাভ না করিতে পারে, তাহাও নিষেধ করিয়া দিলেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব দিল্লীশ্বরের ফর্ম্মাণ অনুসারে ইংরাজপক্ষে উত্তরসরকার প্রদেশের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে নিজামের সহিত ইংরাজদিগের একটী সন্ধি হয়, তাহারই সর্ত্তানুসারে সমগ্র উত্তরসরকারবিভাগ নির্ব্বিরোধে ইংরাজের করতলগত হইয়াছিল। সুতরাং অন্যান্য প্রদেশসহ এই সময়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে বিজাগাপাটম্ জেলা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যসীমাভুক্ত হয়।

এই জেলার আলোচ্য শতাব্দের অবশিষ্টাংশ ইতিহাস বিজয়-নগরমের সৌভাগ্যের সহিত অধিকতর সংশ্লিষ্ট। তৎকালে ঐ স্থানের রাজন্যবর্গই এতৎপ্রদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা থাকিয়া দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজশক্তির প্রাধান্যস্থাপন করিয়াছিলেন। রাজভ্রাতা সীতারামরাজ ও দেওয়ান জগন্নাথরাজের রাষ্ট্রবিপ্লবকর কুচক্রে পড়িয়া কোর্ট অব ডিরেক্টর ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের গবর্ণর সর টমাস্ রামবোল্ডকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হন।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজগবর্মেণ্টের অনুমত্যনুসারে একটী সার্কিটকমিটি নিয়োজিত হয়, তাঁহারা উত্তরসরকারসমূহের দেশের অবস্থা ও আয় সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া প্রথমে শ্রীকাকোলসরকারের কাসিমকোটা বিভাগসম্বন্ধে একটী রিপোর্ট পাঠান। তাহাতে উক্ত বিভাগের যে অংশ বিজাগাপাটম্ জেলার অন্তর্নিহিত বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত দেখা যায়—১ গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হাবিলিজমি। ২ বিজাগাপাটমের কৃষিবিভাগ বা তন্নগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ৩৩ খানি ক্ষুদ্রগ্রাম এবং ৩ অন্ধ্র, গোলকোণ্ডা, জয়পুর ও পালবোণ্ডা নামক করদ সামন্তরাজ্য সহ বিজয়নগরম্ জমিদারী।

সার্কিট-কমিটি উক্ত রিপোর্টে বিজয়নগরের এরূপ প্রভাবের পরিচয় দান করিলেও, মান্দ্রাজগবর্মেণ্ট তৎকালে তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তৎকালে বিজাগাপাটমের মন্ত্রিসভা ও সর্দ্দারকর্ত্তৃক স্থানীয় শাসনকার্য্য পরিচালিত হইত, কিন্তু ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার (Provincial council) বিলোপ ঘটিলে, সমগ্র উত্তরসরকার বিভিন্ন কলেক্টরেটে বিভক্ত হয় এবং বর্ত্তমান বিজাগাপাটম্ জেলা ঐ রূপ তিনটী কলেক্টারীর মধ্যে পড়ে।

বিজয়নগরমের হতভাগ্য রাজা বিজয়রাম ভ্রাতা সীতারামের হস্তে পড়িয়া পুত্তলিকাবৎ রাজত্ব করিতে ছিলেন এবং সীতারাম প্রকৃতপক্ষে রাজ্যেশ্বররূপে বিজয়নগরম্ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ক্রমে যখন বিজয়রামের নাবালকত্ব ঘুচিয়া গেল, তখন তিনি রাজদণ্ড স্বহস্তে লইয়া রাজ্যশাসন করিবেন, এরূপ আশা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইল। তিনি রাজশক্তি পরি-চালিত করিতে অগ্রসর হইলেন, কাজেই সীতারাম তাঁহার পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়াইলেন। এইরূপে কথায় কথায় রাজা ও সীতারামে বিরোধ উপস্থিত হইল। মান্দ্রাজগবর্মেণ্ট উভয়ের এই বিরোধ মিটাইবার জন্য তাহাদের মান্দ্রাজসহরে সমুপস্থিত হইতে আদেশপত্র পাঠাইলেন। অতঃপর রাজার রাজ্যশাসনে অকর্ম্মণ্যতা হেতু রাজস্বের অনেক বাকী পড়িল। পুনঃ পুনঃ তাগিদেও রাজার চৈতন্যোদয় হইল না, বরং তিনি ইংরাজের আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রতি তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ইংরাজগবর্মেণ্ট রাজার এই অসদাচরণের প্রতিবিধানার্থ কঠোর উপায় অবলম্বন করাই যুক্তি-যুক্ত ও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একদল য়ুরোপীয় কামানবাহী সেনা ও সিপাহীদল রাজাকে ইংরাজ-দিগের শাসননিয়মের অধীনতাস্বীকারের জন্য প্রেরিত হইল। তাহারা বিজয়নগরমে আসিয়াই রাজদুর্গ অধিকার করিয়া লইল। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য কেবল রাজস্ব আদায় নহে, ইংরাজগবর্মেণ্ট আরও জানিয়াছিলেন যে, রাজার সেনাবল অত্যন্ত অধিক এবং স্থানীয় অন্যান্য জমিদারবর্গ তাহারই শক্তির অধীন; সুতরাং এরূপ শত্রুকে নিকটে প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই মঙ্গলজনক নহে ভাবিয়া তাঁহারা রাজশক্তি খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

রাজা ইংরাজদিগের এই অন্যায় ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অধীনস্থ সামন্ত ভূম্যধিকারীদিগের সাহায্যে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিতে রণক্ষেত্রে দেখা দিলেন। বিজয়নগরম্ ও বিমলীপত্তনের মধ্যবর্ত্তী পদ্মনাভম্ নামক স্থানে তিনি শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিলেন, লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল প্রেন্ডারগাষ্ট ইংরাজসেনা সহায়ে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন। এই সঙ্গে তাঁহার কতকগুলি প্রিয় অনুচরও প্রাণ হারাইয়াছিল (১৭৯৪ খৃঃ ১০ জুলাই)।

মৃতরাজার যুবকপুত্র নারায়ণ বাবার নামে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি ইংরাজগবর্মেণ্টের নিকট হইতে অনেক কষ্টে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইল; কিন্তু সম্পূর্ণ সম্পত্তি রাজকুমার পাইলেন

না। জয়পুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান পার্ব্বত্য সর্দ্দারদিগের অধিকৃত প্রদেশের শাসনভার ইংরাজগবর্মেণ্ট স্বহস্তে রাখিলেন এবং সেই জন্য ঐ সকল বিভাগ গবর্মেণ্টের অধিকৃত জমির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রাজস্বসংগ্রহে বিশেষ সুবিধা অনুভব করিয়া ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজগবর্মেণ্ট উত্তরসরকার-সমূহে উক্তরূপ বন্দোবস্ত করেন এবং সেই সময়ে এই জেলা ১৬টী জমিদারীতে বিভক্ত ছিল ও রাজস্ব ৮০২৫৮০৲ টাকা ধার্য্য হয়। মান্দ্রাজগবর্মেণ্ট তৎকালে গবর্মেণ্টের অধিকৃত ভূমিগুলিকে বিভাগ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীতে বিভক্ত করেন। এইরূপে ২৬ টী জমিদারী লইয়া মান্দ্রাজগবর্মেণ্ট বিজাগাপাটমের নূতন কলেক্টারি সৃষ্টি করেন।

এইরূপ বন্দোবস্ত প্রজা ও জমিদারবর্গের অসুবিধাজনক বোধ হওয়ায় তাহারা ইংরাজদিগের উপর উত্তরোত্তর ক্রুদ্ধ হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে আপনাদিগকে উৎপীড়িত বোধ করিতে লাগিল। এই মনোবাদে ইংরাজদিগেব সহিত পার্ব্বত্য সামন্ত জমিদারদিগের অহরহঃ যুদ্ধ বিগ্রহ চলিয়াছিল। অনেক যুদ্ধেই ইংরাজ-সেনা পরাজিত হয়। এইরূপ বিপ্লবে প্রায় ৩০ বৎসর কাল অতিবাহিত হইল, অবশেষে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে গঞ্জামে একটী ভয়ানক বিদ্রোহ ঘটে, তখন মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তদ্দমনের অভিপ্রায়ে একদল সেনা প্রেরণ করেন এবং জর্জ্জ রাসেলনামা জনৈক ইংরাজ-পুঙ্গবকে তথাকার স্পেশাল কমিশনার নিযুক্ত করিলেন। তাহারই উপর বিদ্রোহের কারণ অবধারণের ভার ছিল। তাঁহার উপর আদেশ রহিল, ভবিষ্যতে যাহাতে আর এরূপ রাজদ্রোহ ঘটিতে না পারে, তিনি বিদ্রোহের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিবিধানের উপায় নির্দ্দেশ করিবেন। তজ্জন্য আবশ্যক বোধ করিলে তিনি "মার্শাল ল" ঘোষণা করিতেও পারিবেন।

মিঃ রাসেল কর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হইয়াই দেখিলেন, বিজাগাপাটমের দুইটী প্রবল জমিদারই এই বিদ্রোহবহ্নি-উত্থাপনের মূল কারণ। তখন তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া তদ্দণ্ডেই তাহাদের আক্রমণ করিলেন। একজন সর্দ্দার ধৃত হইলেন এবং অপরে পলাইয়া রক্ষা পাইলেন। এই সময়ে পালকোণ্ডার জমিদারও বিদ্রোহী হন। রাসেল সাহেব তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বিদলিত করেন।

অতঃপর কমিসনর রাসেলের পরামর্শ মতে এই জেলার শাসনব্যবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। পার্ব্বত্য করদ সামন্তদিগকে সম্পূর্ণরূপে জেলার কালেক্টারের অধীন রাখা হয়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ঐ সর্ত্তে আইন বিধিবদ্ধ হইলে এই জেলার প্রায় ⅔ অংশ নূতন নিয়মে শাসিত হইতে থাকে। কেবল প্রাচীন হাবিলি জমি ও কতক পরিমাণ স্থান এই এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় চিকাকোলের সিবিল ও সেসনজজ তথাকার বিচারক হন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ ব্যবস্থাই থাকে। তদনন্তর বিজয়নগরম্, বোব্বিলি ও পালকোণ্ডা উক্ত এজেন্সীর শাসন হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ঐ সকল এখন পার্ব্বত্য-প্রদেশ বলিয়া পরিচিত।

এই পরিবর্ত্তনের পর হইতেই এখানকার প্রজাবিদ্রোহ অনেক কমিয়া যায়। ১৮৪৫ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গোলকোণ্ডার পার্ব্বত্য সর্দ্দারগণ ইংরাজ-সৈন্যকে বিশেষরূপে নির্য্যাতন করে। গবর্মেণ্টের আদেশ মতে স্থাপিত রাণীকে নিহত করায় উক্ত সম্পত্তি গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় এখানে একটী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, কিন্তু সে অগ্নি বহুদূর বিস্তৃত হইতে পারে নাই। ১৮৪৯-৫০ এবং ১৮৫৫ ৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজা ও পুত্রের বিরোধ হেতু জয়পুর রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই গৃহবিচ্ছেদ মিটাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হন। বিচারে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট ঘাট পর্ব্বতমালার পূর্ব্ব-দিকস্থ চারিখানি তালুক হস্তগত করেন। পরে রাজার মৃত্যুর পর তৎপুত্র গদিতে উপবিষ্ট হইলে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঐ চারিখানি তালুক ফিরাইয়া দেন। তদবধি জয়পুরের শাসন-শৃঙ্খলা বিস্তারের জন্য এখানে একজন এসিষ্টাণ্ট এজেণ্ট ও আসিষ্টাণ্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাখা হইয়াছে। এখন ইহা পুলিশের কর্ত্তৃত্বাধীনে ও এজেণ্টের তত্ত্বাবধানে শাসিত হইতেছে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার সকলই তাঁহার হস্তে ন্যস্ত। ১৮৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে গোদাবরী জেলার রম্পা প্রদেশে একটী বিদ্রোহ উত্থিত হয় এবং ক্রমে তাহা গুড়েমের পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে জয়পুর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ইংরাজসৈন্য বিশেষ চেষ্টার পর শেষোক্ত বর্ষে উক্ত বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বিজয়নগরম্ রাজ্যেও শেষ বিপ্লবের দিনে নানারূপ রাজ-বিদ্রোহজনক ব্যাপার সংঘটিত হয়। কিন্তু তাহা অতি অল্পেই শান্তভাব ধারণ করে। [বিজয়নগরম্ দেখ।]

এই জেলার মধ্যে বিজাগাপাটম্ নগর, বিজয়নগরম্, বোব্বিলি, অনকাপল্লী, আলুর, পার্ব্বতীপুর, পালকোণ্ডা, বিমলী-পত্তন, কাসিমকোটা ও শৃঙ্গবের পুকোটা নামক ১০টী নগর এবং প্রায় ৮৭৫২ খানি গ্রাম আছে। এখানে নানাবর্ণের লোকের বাস দেখা যায়। খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতির অভাব নাই, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। পার্ব্বত্য প্রদেশে কন্ধ, গোড়, গড়বা, কোই প্রভৃতি জাতির বাস আছে। দক্ষিণ ভাগের বতিয়া, কন্দজোরা, কন্দকাপু মতিয়া ও কোই নামক জাতির

সহিত তাহাদের ভাষাগত বিশেষ পার্থক্য নাই। কন্দেরা পূর্ব্বে নরবলি দিত, ঐ উৎসবকে তাহারা মেরিয়া বলে। পালকোণ্ডার ঢালুদেশ হইতে গুণাপুরের পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত স্থানে শবর (সৌর) নামে আর একটী আদিম অসভ্য জাতির বাস আছে।

[বিস্তৃত বিবরণ তত্তদ্ জাতিবাচক শব্দে দেখ]

এখানে নানাপ্রকার শস্যাদি উৎপন্ন হয়, বরাহনদী, সারদা-নদী ও নাগাবলী নামক নদী এবং কোমরবোলু ও কোণ্ড-কীর্লা আঁবাস নামক বিস্তীর্ণ হ্রদ হইতেই এখানকার কৃষিক্ষেত্রা-দিতে জলসরবরাহ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এখানে উৎকৃষ্ট কার্পাস-বস্ত্র ও শিল্পচিত্রপূর্ণ পাত্রাদি প্রস্তুতের বিস্তৃত কারবার আছে। অনেকাপল্লী, পৈকারোপেটা, নক্কঝিল্লী, তুন্নী ও অন্যান্য গ্রামে পাঞ্জাম নামে ১২০ সূতার একপ্রকার কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। বিশাখপত্তন ও চিকাকোলেও ঐ রকম ও অপর রকমের বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে; সুঙ্গরী, তোয়ালে ও টেবিল ঢাকা উৎকৃষ্ট বস্ত্র জেলার নানাস্থানে বোনা হইতে দেখা যায়। বিশাখপত্তনে হস্তিদন্ত, মহিষশৃঙ্গ, শজারুকাঁটা ও রূপার নানাপ্রকার বিচিত্র বিচিত্র খেলানা, অলঙ্কার ও গৃহশোভার সামগ্রী প্রস্তুত হয়। ঐ সকল কার্য্যের শিল্পের জন্যই এস্থান অধিক প্রসিদ্ধ। কাষ্ঠশিল্পেরও এখানে অভাব নাই। ফুটাকাটা, চিত্রিত বা ফারফোর কাজের বাক্স, দাবাখেলার ছক, তাস রাখার পাত্র এবং বর্ত্তু নামক ঘর সাজানর দ্রব্যাদি এখানে অতি উৎকৃষ্টই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে স্থল ও জলপথেই এখানকার পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য চলিত, এক্ষণে ইষ্টকোষ্ট রেলপথ বিস্তারে মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বিজাগা-পাটমের উচ্চকণ্ঠে সুপ্রসিদ্ধ বলতেয়র নামক স্বাস্থ্যবাস। এখানে য়ুরোপীয়দিগের অনেক বাসভবন দৃষ্ট হয়। [বলতেরু দেখ।]

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ, ভূপরিমাণ ১৪২ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ১৭°৪১´৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩°২০´১০´´ পূঃ।

সমুদ্রের বাঁকের উপর বিশাখপত্তন বন্দর অবস্থিত। ইহার দক্ষিণ সীমায় ডলফিন্ নোজ নামক পর্ব্বতশৃঙ্গে এবং উত্তরদিকে সুপ্রসিদ্ধ বলতেয়র স্বাস্থ্যনিবাস। বন্দরঘাট হইতে কিছু উত্তরে বিশাখপত্তন নগর। এখানকার অধিষ্ঠাত্রীদেবতা বিশাখ বা কার্ত্তিকেয়ের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। বিশাখ স্বামীর মন্দির এখন সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। হিন্দু অধি-বাসীরা অদ্যাপি যোগ উপলক্ষে ঐ মন্দিরের নিকট সাগরস্নান করিয়া থাকে।

বিশাখপত্তনের প্রাচীন দুর্গসীমার মধ্যে ডিঃ জজের আদালত, কলেক্টরের আদালত, ট্রেজরি, মাজিষ্ট্রেট কোর্ট, সব-মাজিষ্ট্রেট আদালত, ডিঃ মুন্সফী আদালত, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আপিস এবং ফ্লাগষ্টাফ, গীর্জ্জা, বারুদ ও অস্ত্রখানা এবং সেনাবারিক আছে। এখান হইতে ৫ মাইল উত্তরে সমুদ্রতীরে বলতেয়ার নামক স্থানে ইংরাজদিগের সেনানিবাস ছিল, এক্ষণে তথায় কেবল জেলার সাহেবেরাই বাস করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে ডিবিসানাল পাবলিকওয়ার্কস্ ইঞ্জিনিয়ার আপিস এবং ইষ্টকোষ্টরেলওয়ের হেড অপিস স্থাপিত রহিয়াছে।

এখানে চারিটী প্রসিদ্ধ দেবমন্দির আছে। পাগোদাষ্ট্রীটের কোদণ্ডরামস্বামীর মন্দিরে ধনুর্দ্ধারী শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ সহ বিরাজ করিতেছেন। প্রধান রাস্তার ধারে জগন্নাথস্বামীর মন্দির। গরুড়পদ্মনাভ নামে এখানকার কোন বর্দ্ধিষ্ণু বণিক্ পুরুষোত্তমক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের মন্দিরের অনুকরণে ইহা নির্ম্মাণ করান। ঈশ্বরস্বামীর মন্দিরে শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

স্কুল, মিসনরিদিগের অরফানেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি নগরের সমৃদ্ধিজ্ঞাপন করিতেছে। ডলফিন্‌নোজ পাহাড়ের উপর কতকগুলি পাকাবাড়ী চিহ্ন আছে। ঐ স্থানে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল, এখন তাহার পরিবর্ত্তে তথায় এ বি নরসিংহরায়ের ফ্লাগষ্টাফ দণ্ডায়মান। পাহাড়ের উপত্যকায় রাজা জি এন গজপতি রায়ের পুষ্পোদ্যান।

এখান হইতে ৪ মাইল দূরে সিংহাচলের পূর্ব্বদক্ষিণগাত্রে একটী ঝরণা আছে। ঐ পুণ্যধারা একটী পুণ্যতীর্থরূপে পরিগণিত। এখানে মাধবস্বামীর মন্দির আছে। দেবতার নাম হইতে ঐ ধারা মাধবধারা নামে খ্যাত হইয়াছে। এখানে নিত্য বসন্ত বিরাজমান। ধারার অদূরে একটী গুহা আছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ঐ গুহায় মাধবস্বামী বিদ্যমান আছেন।

কিংবদন্তী এই যে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে কুলোত্তুঙ্গচোল এই নগর স্থাপন করেন। কলিঙ্গবিজয়ের সঙ্গে এই নগরও মুসলমানদিগের হস্তগত হয়।

[জেলার ইতিহাস দেখ।]

বিজাত (ত্রি) বিরুদ্ধং জাতিং জন্ম-যস্য। বেজন্মা, জারজ।

জ্যোতিষে লিখিত আছে, যে বালকের জন্মকালে লগ্ন ও চন্দ্রের প্রতি বৃহস্পতির দৃষ্টি না থাকে, অথবা রবির সহিত চন্দ্র-যুক্ত না হয়, এবং পাপযুক্ত চন্দ্রের সহিত রবির যোগ থাকে, সেই বালকই বিজাত জানিতে হইবে। দ্বাদশী, দ্বিতীয়া ও সপ্তমী তিথিতে রবি, শনি ও মঙ্গলবারে এবং ভগ্নপাদ নক্ষত্রে অর্থাৎ কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, উত্তরফল্গুনী, চিত্রা, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতবালক জারজ হয়। তিথি বার ও নক্ষত্রের একত্র মিলন হইলেই উক্ত যোগ হইয়া থাকে।

"ন লগ্নমিন্দুঞ্চ গুরুর্নিরীক্ষ্যতে ন বা শশাঙ্কং রবিণা সমাগতং।
স পাপকোহর্কেণ যুতোহথবা শশী পরেণ জাতং প্রবদন্তি নিশ্চিতম্॥
দ্বাদশ্যান্তদ্বিতীয়ায়াং সপ্তম্যাং ভগ্নঋক্ষকে।
রবিমন্দকুজে বারে জাতো ভবতি জারজঃ॥" (বৃহজ্জাতক)

স্ত্রিয়াং টাপ্। বিজাতা, বিজন্মা স্ত্রী। বিশেষেণ জাতঃ পুত্রো যস্যাঃ। ২ জাতাপত্যা, যে স্ত্রীর সন্তান হইয়াছে।

'বিজাতা চ প্রজাতা চ জাতাপত্যা প্রসূতিকা।' (হেম)

বিজাতি (স্ত্রী) ভিন্নজাতি, অপর জাতি।

বিজাতীয় (ত্রি) বিভিন্নাং জাতিমর্হতি বিজাতি-ছ। বিভিন্ন-ধর্ম্মাক্রান্ত।

"প্রায়শ্চিত্তাদ্বিজাতীয়াৎ তাদৃক্ পাপবিনাশনম্।"(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

২ বিশেষজাতিবিশিষ্ট।

"প্রবাহো নাদিমানেব ন বিজাত্যেকশক্তিমান্।
তত্ত্বে যত্নবতা ভাব্যমন্বয়ব্যতিরেকয়োঃ॥"
(কুসুমাঞ্জলিটীকা)

বিজানক (ত্রি) জ্ঞাত। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)

বিজানি (ত্রি) অপরিচিত। "বিজানির্যত্র ব্রাহ্মণো রাত্রিং বসতি পাপয়া।" (অথর্ব্ব ৫।১৭।১৮)

বিজানুষ্ (ত্রি) জনয়িতা। 'বিজানুষঃ জগতো বিজনয়িতারো ভবন্তি' (ঋক্ ১০।৭৭।১ সায়ণ)

বিজাপক (ক্লী) নামভেদ (পা ৪।২।১৩৩)

[বৈজাপক দেখ।]

বিজাপয়িতৃ (ত্রি) বিজয়-ঘোষণাকারী। (কথাসরিৎ ১৩।৫)

বিজামন্ (ত্রি) বিবিধজন্মা, নানাপ্রকারে জন্ম হইয়াছে যাহার।

"যদ্বিজামন্ পরুষিবন্দনং ভুবৎ" (ঋক্ ৭।৫০।২।)

'বন্দনমেতৎসংজ্ঞকং যদ্বিষং বিজামন্ বিবিধজন্মনি পরুষি বৃক্ষাদীনাং পর্ব্বণি ভুবৎ উদ্ভবেৎ।' (সায়ণ)

বিজামাতৃ (পুং) গুণহীন জামাতা, যে জামাতা শ্রুত-শীলবান্ নয়।

"অশ্রবং হি ভূরিদাবত্তরা বাং বিজামাতুঃ" (ঋক্ ১।১০৯।২)

'অশ্রৌষং খলু কস্মাৎ পুরুষাৎ বিজামাতুঃ শ্রুতাভিরূপ্যা-দিভিগুর্ণৈর্বিহীনো জামাতা যথাকন্যাবতে বহুধনং প্রযচ্ছতি কন্যালাভার্থং ততোহপ্যতিশয়েন দাতারাবিন্দ্রাগ্নী ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ)

বিজামি (ত্রি) বিবিধজ্ঞাতি, জ্ঞাতিবিশেষ।

"স নো অর্জামীরুত বা বিজামীনভি তিষ্ঠ শর্দ্ধতো বাধ্র্যশ্ব।"
(ঋক্ ১০।৬৯।১২)

'হে বাধ্র্যশ্ব বধ্র্যশ্বকুলে মথনেন সমুৎপন্নাগ্নে স ত্বং নোহস্মাক-মজামীনজ্ঞাতীন্ শত্রূন্ উত বাপি বা শর্দ্ধতো হিংসতো বিজামীন্ বিবিধান্ জ্ঞাতীনপ্যভিতিষ্ঠ অভিভব।' (সায়ণ)

বিজাবৎ (ত্রি) জাতপুত্র।

"গোভ্যো অশ্বেভ্যো নমো যচ্ছালায়াং বিজায়তে।
বিজাবতি প্রজাবতি বিতে পাশাংশ্চৃতামসি॥" (অথর্ব্ব ৯।৩।১৩)

বিজাবন্ (ত্রি) বিজনিতা, বিজননকর্ত্তা, বিজননকারী, যে জন্মায়।

"স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে" (ঋক্ ৩।১।২৩)

'হে অগ্নে নোহস্মাকং সূনুঃ পুত্রস্তনয়ঃ সন্তানস্য বিস্তারয়িতা বিজাবা পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ স্বয়ং বিজায়তে ইতি বিজাবা স্যাৎ।' (সায়ণ)

বিজিগীষ (ত্রি) বিজিগীষা অস্ত্যস্যেতি অর্শ আদিত্বাদচ্। জয়েচ্ছু। (সিদ্ধান্তকৌমুদী)

বিজিগীষা (স্ত্রী) বিজেতুমিচ্ছা বি-জি-সন্-অঃ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ স্বোদরপূরণাশক্তিনিমিত্তক নিন্দাত্যাগেচ্ছা, স্বীয় উদরপূরণে অসমর্থ বলিয়া কেহ নিন্দা করিতে না পারে এরূপ ইচ্ছা। (রমা°)

২ ব্যবহার। ৩ কোন রকম উৎকর্ষ। (ভরত)

৪ বিজয়েচ্ছা, জয় করিবার যে ইচ্ছা।

"দ্বারে বিধিমিবাস্থং তত্তদ্রক্ষা বিজিগীষয়া।
আগতং পুরুষং কঞ্চিদ্দর্শীশ্চর্য্যদায়কং॥" (কথাস° ৩৬।৭১)

বিজিগীষাবৎ (ত্রি) বিজিগীষা বিদ্যতেঽস্য বিজিগীষা-মতুপ্ মস্য বত্বম্। বিজিগীষাবিশিষ্ট, যাহার বিজিগীষা আছে।

বিজিগীষাবিবর্জ্জিত (ত্রি) বিজিগীষয়া বিবর্জ্জিতঃ। বিজিগীষা-উদর রহিত, যাহার বিজিগীষা নাই কেবল উদরাধীন, যে কেবল উদরপূরণের জন্য সতত ব্যস্ত। পর্য্যায়—আদ্যূন,ঔদরিক। (অমর)

বিজিগীষিন্ (ত্রি) বিজিগীষা অস্ত্যস্য বিজিগীষা-ইন্। বিজি-গীষাবান্, বিজিগীষাবিশিষ্ট।

বিজিগীষীয় (ত্রি) বিজিগীষা অস্ত্যস্মিন্ বিজিগীষা (উৎকরা-দিভ্যশ্ছঃ ইতি চতুর্থ্যর্থেষু। পা ৪।২।৯০) ছঃ। বিজিগীষা আছে যাহাতে বা যেথানে।

বিজিগীষু (ত্রি) বিজেতুমিচ্ছুঃ বি-জি-সন্ উঃ (সনাশংসভিক্ষ উঃ। পা ৩।২।১৬৮)। জয়েচ্ছাশীল, জয়েচ্ছু, যাহার জয় করিবার ইচ্ছা আছে। "জেতুমেষণশীলশ্চ বিজিগীষুরিতি স্মৃতঃ" (শব্দমালা)

"রোচতে সর্ব্বভূতেভ্যঃ শরীরাথণ্ডমণ্ডলঃ।
সম্পূর্ণমণ্ডলস্তস্মাদ্বিজিগীষুঃ সদা ভবেৎ॥"
(কামন্দকীয় নীতিসার)

বিজিগীষুতা (স্ত্রী) বিজিগীষুর ভাব বা ধর্ম্ম।

বিজিগীষুত্ব (ক্লী) বিজিগীষুর ভাব বা ধর্ম্ম।

বিজিগ্রাহয়িষু (ত্রি) বিগ্রাহয়িতুং (বিগ্রহং কারয়িতুং) ইচ্ছুঃ বি-গ্রহ-ণিচ্-সন্ উঃ (সনাশংসভিক্ষ উঃ। পা ৩।২।১৬৮)। যুদ্ধ করাইতে ইচ্ছুক, যে যুদ্ধ করাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছে।

বিজিঘৎস (ত্রি) বিজিঘৎসা অস্ত্যস্যেতি অর্শ আদিত্বাদচ্। ভোজনেচ্ছু, যে খাবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছে।

বিজিঘাংসু (ত্রি) বিহন্তুমিচ্ছুঃ বি-হন্-সন্ উঃ (সনাশংসভিক্ষ উঃ। পা ৩।২।১৬৮) জিঘাংসাপরায়ণ, যে বিশেষ প্রকারে হনন (হিংসা) করিবার ইচ্ছা করে। ২ বিঘ্নাচরণেচ্ছু।

বিজিঘৃক্ষু (ত্রি) বিগ্রহীতুমিচ্ছুঃ বি-গ্রহ-সন্ (সনাশংসভিক্ষ উঃ। পা ৩।২।১৬৮) উঃ। বিগ্রহেচ্ছু, যুদ্ধাভিলাষী, যে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে।

বিজিজ্ঞাসা (স্ত্রী) বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা। (ভাগ° ১।৯।১৬)

বিজিজ্ঞাসিতব্য (ত্রি) বিজিজ্ঞাসনীয়, বিজিজ্ঞাসার যোগ্য।

বিজিজ্ঞাসু (ত্রি) বিজিজ্ঞাসাকারী, যে বিশেষ প্রকারে জানিবার ইচ্ছা করিয়াছে।

বিজিজ্ঞাস্য (ত্রি) বিজিজ্ঞাসিতব্য, জিজ্ঞাসার যোগ্য।

বিজিত (ত্রি) বিশেষেণ জিতঃ বা বি-জি-ক্ত। পরাজিত, পরাভূত, যাহাকে জয় করা হইয়াছে।

"পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাং সদ্‌বৃত্তিভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণাং। এবংবিধানামিদমায়ুরত্র চিন্ত্যং সদা বৃদ্ধমুনিপ্রবাদঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

বিজিতারি (ত্রি) বিজিতঃ পরাভূতঃ অরির্যেন। পরাভূত-শত্রু, যিনি শত্রুকে পরাভব করিয়াছেন।

(পুং) ২ রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ ৬।৩৫।১৫)

বিজিতাশ্ব (পুং) পৃথুরাজ। (ভাগবত ৪।৯।১৮)

বিজিতাসু (পুং) বিজিতা অসবো যেন। ১ যিনি প্রাণ জয় করিয়াছেন। ২ মুনিভেদ। (কথাসরিৎসা° ৬৯।১০৪)

বিজিতি (স্ত্রী) বি-জি-ক্তিন্। বিজয়।

"ক্ষিতি বিজিতি স্থিতি বিহিতি ব্রতরতয়ঃ পরগতয়ঃ।
উরুরুরুধুর্গুরু দুধুবুর্যুধি কুরবঃ স্বমরিকুলম্॥" (দণ্ডী)

২ বিজিন। (ত্রি) ৩ বিজিল। (অমরটী° রায়মু°)

বিজিতিন্ (ত্রি) বিজিত, পরাজিত। (ঐত° ব্রা° ২।২১)

বিজিতৃ (ত্রি) বিজ-তৃচ্। ১ পৃথক্, ভিন্ন। ২ ভীত। ৩ কম্পিত।

বিজিত্বর (ত্রি) বি-জি-করপ্, তুগাগমঃ। বিজয়শীল, বিজেতা।

বিজিত্বরত্ব (ক্লী) বিজিত্বরস্য ভাব ত্ব। বিজিত্বরের ভাব, ধর্ম্ম বা কার্য্য, বিজয়।

বিজিন (ত্রি) বিজিল। (অমরটীকা রায়মু°)

বিজিল (ত্রি) ঈষৎ সরসব্যঞ্জনাদি, অল্পরসযুক্ত ব্যঞ্জন প্রভৃতি; পর্য্যায়—পিচ্ছিল, বিজয়িন, বিজিন, বিজ্জল, উজ্জল, লালসীক, (বাচস্পতি) বিজিবিল, বিজল। (শব্দরত্না°)

'পাকরূপরসাসক্তে ব্যঞ্জনে তু ভবেৎত্রয়ম্।
তৈলপাকসুসংস্কারে প্রায়ন্তমুপসংস্কৃতম্।
পিচ্ছিলং লালসীকঞ্চ বিজিলং বিজ্জিলঞ্চ তৎ॥' (শব্দরত্না°)

(ক্লী) ২ দধি প্রকার।

বিজিবিল (ত্রি) বিজিল। (হেম)

বিজিহীর্ষা (স্ত্রী) বিহর্তুমিচ্ছা বি-হৃ সন্ বিজিহীর্ষ-অঙ্-টাপ্। বিহার করিবার ইচ্ছা।

বিজিহীর্ষু (ত্রি) বিহর্তুমিচ্ছুঃ, বি-হৃ-সন্, বিজিহীর্ষ-সন্নন্তাদুঃ। বিহার করিতে ইচ্ছুক, বিহার করিতে অভিলাষী।

বিজিহ্ম (ত্রি) বিশেষেণ জিহ্মঃ। ১ বক্র, কুটিল, বাঁকা। ২ শূন্য। ৩ অপ্রসন্ন।

বিজীবিত (ত্রি) বিগতং জীবিতং যস্য। মৃত।

বিজু (পুং) পক্ষিপালক। (ঐতরেয় আরণ্যক ১।১৭)

বিজুল (পুং) শাল্মলীকন্দ। (রাজনি°)

বিজুলী (স্ত্রী) সহ্যাদ্রিবর্ণিত দেবীভেদ। (সহ্য° ৩০।৪৬)

বিজৃম্ভ (পুং) বি-জৃম্ভ-অচ্। বিজৃম্ভণ-বিকাশ।

বিজৃম্ভণ (ক্লী) বি-জৃম্ভ ল্যুট্। ১ জৃম্ভণ। হাইতোলা।

"নিদ্রাগুরুত্বঞ্চ বিজৃম্ভণঞ্চ বিশ্লেষহর্ষাবথাঙ্গমর্দ্দঃ।" (সুশ্রুত ৫।২)

২ বিকসন, বিকাস। ৩ কম্পন। ৪ সঙ্কোচ।

"জিতং ত্বয়ৈকেন জগত্রয়ং ভ্রুবো বিজৃম্ভণত্রস্তসমস্তধিষ্ণ্যপম্॥"
(ভাগবত ৭।৫।৪৯)

বিজৃম্ভমান (ত্রি) বি-জৃম্ভ-শানচ্। বিকাশমান, প্রকাশশীল।

বিজৃম্ভিত (ক্লী) বি-জৃম্ভ-ক্ত। ১ চেষ্টা।

"অথাগত্য সমাখ্যাতং তৎসংখ্যা মন্ত্রিবন্ধনম্।
উদপাদমুপকেশায়া নবানঙ্গবিজৃম্ভিতম্॥"(কথাসরিৎসা° ৪।১৩)

(ত্রি) ২ বিকস্বর, বিকসিত। (মেদিনী) ৩ ব্যাপ্ত। বিজৃম্ভাসঞ্জাতাঽস্যেতি, তারকাদিত্বাদিতচ্। ৪ জৃম্ভাযুক্ত।

"সশরং সধনুষ্কঞ্চ দৃষ্ট্বাত্মানং বিজৃম্ভিতম্।
ততো ননাদ ভূতাত্মা স্নিগ্ধগম্ভীরনিঃস্বনঃ॥" (হরিবংশ ১৮১।৬)

বিজেতৃ (ত্রি) বি-জি-তৃচ্। বিজেতা, জয়ী, জয়কর্ত্তা, যিনি জয় করেন।

বিজেতব্য (ত্রি) বি-জি-তব্য। বিজয়ার্হ, বিজয়যোগ্য, বিশেষ প্রকারে বিজয় করিবার উপযুক্ত।

বিজেন্য (ত্রি) দুরদেশভব, যাহা দুরদেশে হয়।

"যাসিষ্টং বর্ত্তির্বৃষণা বিজেন্যং" (ঋক্ ১।১১৯।৪)

'বিজেন্যং বিজনো দুরদেশঃ তত্র ভবং বিজেন্যং ভবে ছন্দসীতি যৎ'

বিজেয় (ত্রি) বি-জি-যৎ। বিজয়ার্হ, বিজয় করিবার যোগ্য।

বিজেষ (পুং) বিজয়। "বিজেষকৃদিন্দ্রইবানবব্রবঃ" (ঋক্ ১০।৮৪।৫)

'বিজেষকৃৎ বিজয়কর্ত্তা' (সায়ণ)

বিজোষস্ (ত্রি) বিশিষ্টরূপ সোমদ্বারা প্রীণনকারী।

"যাভির্বিব্রু‍ং বিজোষসং" (ঋক্ ৮।২২।১০)

'বিজোষসং বিশেষেণ সোমৈঃ প্রীণয়ন্তং' (সায়ণ)

বিজ্জ (পুং) ১ রাজভেদ। (রাজত° ৮।২০২৭) স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ রাজকন্যাভেদ। (রাজত° ৮।৩৪৪৪)

বিজ্জন (ত্রি) বিজ্জন। বিজ্জিল। (অমরটীকা রায়মুকুট)

বিজ্জনামন্ (পুং) রাণী বিজ্জাপ্রতিষ্ঠিত বিহারভেদ। (রাজত° ৮।৩৪৪৪)

বিজ্জল (ক্লী) বাণ।

'পত্রবাহো বিকর্ষোঽথ তীরং বিজ্জলশায়কে।
লোহনালস্তু নারাচঃ প্রসরঃ কাণ্ডগোচরঃ॥' (ত্রিকা°)

(ত্রি) ২ বিজিল। (হেম)

"শ্লেষ্মাতকর্ম্মবীজানি নিষ্কুলীকৃত্য ভাবয়েৎ প্রাজ্ঞঃ।
অঙ্কোলবিজ্জলদ্ভিশ্ছায়ায়াং সপ্তকৃত্বেবং॥" (বৃহৎসং ৫৫।২৯)

(পুং) বাট্যালক, বেড়েলা। (বৈদ্যক নিঘ°)

বিজ্জলপুর, বিজ্জলবিড় (ক্লী) নগরভেদ।

বিজ্জাকা, বিজ্জিকা (স্ত্রী) স্ত্রী-কবিভেদ।

বিজ্জিল (ত্রি) বিজিল। (শব্দরত্নাবলী)

বিজ্জুল (ক্লী) ১ গুড়ত্বক্, দারুচিনি। (রাজনি°) (ত্রি) ২ পিচ্ছিল, পিছলা। (চরক বি° স্থা°)

বিজ্জুলা (স্ত্রী) বিজ্জুল।

বিজ্জুলি [লি]কা (স্ত্রী) জতুকানাম্নী মালবদেশীয় লতাবিশেষ।

বিজ্ঞ (ত্রি) বিশেষেণ জানাতীতি বি-জ্ঞা-(আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।১।১৩৬) কঃ। ১ প্রবীণ, বিচক্ষণ, জ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ।

"এবং বিপর্য্যয়ং বুদ্ধা নৃণাং বিজ্ঞাভিমানিনাং।" (ভাগ° ৬।১৬।৬১)

[ইহার পর্য্যায় নিপুণশব্দে দ্রষ্টব্য।] ২ পণ্ডিত। (রাজনির্ঘণ্ট)

"বিজ্ঞেন বিজ্ঞাপ্যমিদং নরেন্দ্রে তস্মাত্ত্বয়াস্মিন্ সময়ং প্রতীক্ষ্য।" (নৈষধ ৩।৯৬)

বিজ্ঞপ্তি (স্ত্রী) বিজ্ঞাপন, বিশেষরূপে জানান।

"বিজ্ঞপ্তির্মেঽস্তি" "আগতা দেব বিজ্ঞপ্ত্যৈ কাপি স্ত্রী"
"অদ্য গচ্ছামি বিজ্ঞপ্ত্যৈ তাতব্যাহং ভবৎকৃতে।"
(কথাসরিৎসা° ১৩।১৮৩; ২৩।১৩; ২৬।৭০)

বিজ্ঞপ্য (ত্রি) জানাইবার যোগ্য।

বিজ্ঞবুদ্ধি (স্ত্রী) জটামাংসী। (শব্দচন্দ্রিকা)

বিজ্ঞব্রুব (ত্রি) যে ব্যক্তি বিজ্ঞ না হইয়াও আপনাকে বিজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দেয়।

বিজ্ঞাত (ত্রি) বি-জ্ঞা-ক্ত। ১ খ্যাত, প্রসিদ্ধ। ২ বিদিত, জ্ঞাত।

"বিজ্ঞাতোঽসি ময়া চিহ্নৈর্বিনা চক্রং জনার্দ্দনঃ।" (হরিবংশ ১৬৫।১৭)

বিজ্ঞাতবীর্য্য (ত্রি) বিজ্ঞাতং বীর্য্যং যেন যস্য বা। ১ যাহার শক্তি জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। ২ যৎকর্তৃক অন্যের শক্তি জ্ঞাত হইয়াছে।

বিজ্ঞাতব্য (ত্রি) জানিবার যোগ্য। (বৃ° স° ৫৪।৩,৫৫)

বিজ্ঞাতি (স্ত্রী) ১ জ্ঞান, বিজ্ঞান। ২ গন্ধনামক দেবযোনিভেদ। ৩ পঞ্চবিংশ কল্পভেদ।

বিজ্ঞাতৃ (ত্রি) বিজ্ঞাতা, বেত্তা, যে বিশেষরূপে জানে।

বিজ্ঞান (ক্লী) বিবিধং বিরূপং বা জ্ঞানং বি-জ্ঞা-ল্যুট্। ১ জ্ঞান। ২ কর্ম্ম। (মেদিনী) ৩ কার্ম্মণ, কর্ম্মজত্ব, কর্ম্মকুশলত্ব। (হেম) মোক্ষ ভিন্ন অন্য (অর্থকামাদি) উদ্দেশ্যে শিল্প এবং শাস্ত্রাদিবিষয়ক জ্ঞান, মোক্ষভিন্ন অন্য অবান্তর ঘটপটাদিবিষয়ক এবং শিল্প ও শাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞান, বিশেষতঃ এবং সামান্যতঃ এই উভয়বিধ জ্ঞান।

"মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।"* (অমর)

বিশেষ এবং সামান্য এই উভয় পদার্থেরই যে অববোধ (উপলব্ধি,) তাহাই বিজ্ঞান ও জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়। মোক্ষ (মুক্তি), শিল্প (চিত্রাদি), শাস্ত্র (ব্যাকরণাদি), এই সকল বিশেষ (সূক্ষ্ম) পদার্থের উপলব্ধি এবং সাধারণ ঘটপটাদি যাবতীয় পদার্থের উপলব্ধিকেই জ্ঞান ও বিজ্ঞান বলা হইয়াছে। "জ্ঞানান্মুক্তিঃ" "সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি" "ব্রহ্মণো নিত্যবিজ্ঞানানন্দরূপত্বাৎ" ইত্যাদিস্থলে বিজ্ঞান এবং জ্ঞান শব্দ দ্বারা মোক্ষ প্রভৃতি বিশেষ পদার্থের অববোধ আর "জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে" "যে কেচিৎ প্রাণিনো লোকে সর্ব্বে বিজ্ঞানিনো মতা" "ঘটত্বপ্রকারকজ্ঞানম্" ইত্যাদি স্থলে উহাদের দ্বারা সাধারণ পদার্থের উপলব্ধি হইতেছে এবং চিত্রজ্ঞান, ব্যাকরণজ্ঞান, ঘটপটবিজ্ঞান ইত্যাদি শব্দও শাস্ত্রে ব্যবহৃত আছে। পক্ষান্তরে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, "গরুত্মৎ" শব্দ যেরূপ গরুড় ও পক্ষী মাত্রের বোধক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান শব্দও তদ্রূপ, অর্থাৎ মোক্ষজ্ঞান ও তদিতরজ্ঞানবোধক।

কূর্ম্মপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, বিধানানুসারে চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যার যথার্থার্থ অবগত হইয়া অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক যদি ধর্ম্ম-বিবর্দ্ধক কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল বিদ্যার ফলকে বিজ্ঞান বলে, আর ধর্ম্মকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলে ঐ ফলকে বিজ্ঞান বলা যায় না।

---

* 'বিশেষেণ সামান্যেন চাববোধঃ। মোক্ষো মুক্তিঃ শিল্পং চিত্রাদি শাস্ত্রং ব্যাকরণাদি। মোক্ষে শিল্পে শাস্ত্রে চ যা ধীঃ সা জ্ঞানং বিজ্ঞানঞ্চোচ্যতে এষা বিশেষপ্রবৃত্তিঃ। অন্যত্র ঘটপটাদৌ যা ধীঃ সাপি জ্ঞানং বিজ্ঞানঞ্চোচ্যতে। এষা সামান্যপ্রবৃত্তিঃ। মোক্ষে ধীর্জ্ঞানং বিজ্ঞানঞ্চ যথা, জ্ঞানান্মুক্তিরিতি "সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি" ইতি। অন্যত্র যথা,—জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে ইতি, 'ঘটত্বপ্রকারকজ্ঞানমিতি, যে কেচিৎ প্রাণিনো লোকে সর্ব্বে বিজ্ঞানিনো মতা ইতি, ব্রহ্মণো নিত্যবিজ্ঞানানন্দরূপত্বাৎ ইতি। এবং চিত্রজ্ঞানং, ব্যাকরণজ্ঞানং ঘটপটবিজ্ঞানমিত্যাদিকং প্রযুজ্যতে এব। তত্বিগমে গরুত্মদাদিশব্দবৎ গরুত্মচ্ছব্দো হি গরুড়ে পক্ষী মাত্রে চ বর্ত্ততে।'(ভরত)

"চতুর্দ্দশানাং বিদ্যানাং ধারণং হি যথার্থতঃ।
বিজ্ঞানমিতরৎ বিদ্যাদ্ যেন ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতে॥
অধীত্য বিধিবদ্বিদ্যামর্থঞ্চৈবোপলভ্য তু।
ধর্ম্মকার্য্যান্নিবৃত্তশ্চেন্ন তদ্বিজ্ঞানমিষ্যতে॥"
(কূর্ম্মপু° উপবি° ১৪অ°)

৫ মায়াবৃত্তি বিশেষ, অবিদ্যাবৃত্তিবিশেষ। ৬ বৌদ্ধমতে আত্মরূপজ্ঞান। ৭ বিশেষরূপে আত্মার অনুভব।

গীতা ১৮।৪২ শ্লোকে স্বামী বিজ্ঞান শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদি কর্ম্মকৌশলং ব্রহ্মকাণ্ডে ব্রহ্মাত্মৈকানুভবঃ।"

আবার ৬।৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন,—

"শাস্ত্রোক্তানাং পদার্থানাং ঔপদেশিকং জ্ঞানং, তদপ্রামাণ্য-শঙ্কানিরাকরণফলেন বিচারেণ তথৈব তেষাং স্বানুভবেনাপরোক্ষী-করণং বিজ্ঞানমিতি।"

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা পরমাত্মার অনুভবের নাম বিজ্ঞান।

☞ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বিজ্ঞান শব্দের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক আলোকে এই শব্দটার প্রয়োগ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক যুগেই লেখকগণ বহুল অর্থে এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রুতিতেও নানা প্রকার অর্থে বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ আছে,—

(১) কোথাও ব্রহ্ম পদার্থই বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়াছেন—যেমন "যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" (ছান্দোগ্য) "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয়) "বিজ্ঞানং ব্রহ্ম যদ্বেদ" "বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজনাদ্বিজ্ঞানাদ্ধি, ভূতানি জায়ন্তে, বিজ্ঞানেন জীবন্তি, বিজ্ঞানং প্রযন্তি" (তৈত্তিরীয় ৩।৫।১)

(২) কোথাও আত্ম শব্দের প্রতিনিধিরূপে বিজ্ঞান শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, যথা—"বিজ্ঞানমাত্মা" (শ্রুতি)

(৩) আবার কোথাও আকাশকে বিজ্ঞান বলা হইয়াছে, যথা—"তদ্বিজ্ঞানমাকাশম্"

(৪) কোথাও মোক্ষজ্ঞান অর্থেও বিজ্ঞান শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি" (মুণ্ডক) "বিজ্ঞানেন বা ঋগ্বেদং বিজানাতি" (ছান্দোগ্য ৭।৮।১) "আত্মতো-বিজ্ঞানম্" (ছান্দোগ্য ৭।২৬।১) "যো বিজ্ঞানেন তিষ্ঠতি জ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরম্"
(বৃহদারণ্যক ৩।৭।২২)

(৫) মুণ্ডক উপনিষদে বিশিষ্ট জ্ঞানার্থে বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ"
(মুণ্ডক ১।২।১২)

(৬) শ্রুতির কর্ম্মকাণ্ডে "যজ্ঞাদি কর্ম্মকৌশলকেও বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

(৭) ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন, বিজ্ঞানই আত্মা। এই আত্মাই আমাদের জ্ঞানের কারণস্বরূপ। মনের অভ্যন্তরে এই বিজ্ঞানরূপ আত্মা বর্ত্তমান। কিন্তু বেদান্তবাদিগণ ও সাংখ্য-শাস্ত্রবাদিগণ এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। পঞ্চদশীতে লিখিত হইয়াছে—

"বিজ্ঞানমাত্মেতেপর আহুঃ ক্ষণিকবাদিনঃ।
যতো বিজ্ঞানমূলত্বং মনসো গম্যতে স্ফুটম্॥
অহং বৃত্তিরিদং বৃত্তিরিত্যন্তঃকরণং দ্বিধা।
বিজ্ঞানং স্যাদহং বৃত্তিরিদং বৃত্তির্মনোভবেৎ॥
অহং প্রত্যয়বীজত্বমিদং বৃত্তেরিতি স্ফুটং।
অবিদিত্বা সমাত্মানং বাহ্যং বেদ নতু কচিৎ॥
ক্ষণে ক্ষণে জন্মনাশাবহং বৃত্তির্মিতৌ যতঃ।
বিজ্ঞানং ক্ষণিকং তেন স্বপ্রকাশং স্বতোমিতেঃ॥
বিজ্ঞানময়কোষোহয়ং জীবইত্যাগমা জগুঃ।
সর্ব্বসংসার এতস্য জন্মনাশসুখাদিকঃ॥
বিজ্ঞানং ক্ষণিকং নাত্মা বিদ্যুদভ্রনিমেষবৎ।
অন্যস্যানুপলব্ধত্বাৎ শূন্যং মাধ্যমিকা জগুঃ॥"

অর্থাৎ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরা বিজ্ঞানকে আত্মা বলেন। ইহাঁদের যুক্তি এই যে আত্মা সকলের অভ্যন্তরে পদার্থ-বোধের কারণ হন। সুতরাং মনের অভ্যন্তরে থাকিয়া বোধের কারণ হওয়ার নিমিত্ত বিজ্ঞানকে আত্মা বলা যায়। কিন্তু সে বিজ্ঞান ক্ষণিক।

অন্তঃকরণ দুই প্রকারে বিভক্ত, যথা—অহংবৃত্তি ও ইদংবৃত্তি। তাহার মধ্যে অহংবৃত্তিকে বিজ্ঞান বলা যায় এবং ইদংবৃত্তি মন নামে অভিহিত। অহংবৃত্ত্যাত্মক বিজ্ঞানের আন্তরিক জ্ঞান ব্যতীত ইদংবৃত্ত্যাত্মক মনের বাহ্যজ্ঞান হয় না। এই নিমিত্ত বিজ্ঞানকে মনের অভ্যন্তর এবং মনের কারণ বলা যায়, সুতরাং তাহাকেই আত্মা বলা যায়। বিষয়ানুস্থলে প্রতিক্ষণে অহংবৃত্ত্যাত্মক বিজ্ঞানের জন্মবিনাশ প্রত্যক্ষ হয়। তজ্জন্য উহাকে ক্ষণিক বলা যায় এবং তিনি স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ হয়েন। আগমে যে বিজ্ঞানকে আত্মা বলা হইয়াছে। এই জীবাত্মাই জন্মবিনাশ ও সুখ দুঃখাদিরূপ সংসারের ভোক্তা। কিন্তু ক্ষণিক বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যে হেতু বিদ্যুৎ প্রভৃতির ন্যায় সেই বিজ্ঞান অতি অল্পকালস্থায়ী। এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুর উপলব্ধি না হওয়াতে আধুনিক বৌদ্ধেরা শূন্যবাদের প্রচার করিয়াছেন।

সাংখ্যসূত্রকার বলেন—

"ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ" (১।৪২)

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মত নিরসন করা হইয়াছে। শাঙ্করভাষ্যে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মত নিরসন করার নিমিত্ত বহুলযুক্তিতর্কের অবতারণা করা হইয়াছে।

৮ বৌদ্ধগণের ব্যবহৃত এই বিজ্ঞান শব্দটী ক্ষণবিধ্বংসি প্রপঞ্চজ্ঞান মাত্র।

৯ বেদান্তদর্শনে, "নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি" অর্থে বিজ্ঞান শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ভগবদ্গীতাতে এই অর্থেও বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট আছে।

ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন—

"যথা সুপ্তস্য প্রাকৃতস্য জনস্য স্বপ্নে উচ্চাবচান্ ভাবান্ পশ্যতো নিশ্চিতমেব প্রত্যক্ষাভিমতং বিজ্ঞানং ভবতি প্রাক্‌প্রবোধাৎ নচ প্রত্যক্ষাভাসাভিপ্রায় স্তৎকালে ভবতি তদ্বৎ।"(অধ্যায় ২।পাদ১)

ইহাতে নিশ্চয়াত্মিকা ধী বা প্রত্যক্ষাভিমত জ্ঞান বুঝাইতেই বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভারতী তীর্থবিদ্যারণ্য মুনীশ্বর পঞ্চদশীর টীকায় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকেই বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

শ্রুতিতে বিজ্ঞানঘন, বিজ্ঞানপতি, বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞানবস্ত ও বিজ্ঞানাত্মন্ প্রভৃতি শব্দের বহু প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা বৃহদারণ্যকে "অনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব" (২।৪।১২) নারায়ণোপনিষদে "তদিমাং পুরং পুণ্ডরীকং বিজ্ঞানঘনম্" পরমহংসোপনিষদে—"বিজ্ঞানঘন এবাস্মি।" আত্মপ্রবোধে—"কারণরূপং বোধস্বরূপং বিজ্ঞানঘনম্"। তৈত্তিরীয় উপনিষদে—"শ্রোত্রপতি বিজ্ঞানপতি" বৃহদারণ্যকে "য এষ বিজ্ঞানময়ঃ" (২।১।১৫) "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ"।

তৈত্তিরীয়ে "অন্যোঽন্তে আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" (২।৪।১)

"কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা" (মুণ্ডকে ৩।২৭)

"যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি" (কঠ ৩৬)

"এষ হি বিজ্ঞানাত্মা পুরুষাপ" (প্রশ্নো ৪।৯)

এই সকল স্থলে কোথাও বা বিশিষ্ট জ্ঞান, কোথাও বা ব্রহ্মজ্ঞান, কোথাও বা শ্রবণমননিদিধ্যাসনাদিপূর্ব্বক উপনিষদ্ জ্ঞান-অর্থে বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকাকারগণ এই শব্দটীর বহুল অর্থ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৪২সংখ্যক শ্লোকের 'জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং' ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী 'বিজ্ঞান-মনুভবঃ" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। রামানুজ লিখিয়াছেন, "পরতত্ত্বগতাসাধারণবিশেষবিষয়ং—বিজ্ঞানম্" ; শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন "বিজ্ঞানং, কর্ম্মকাণ্ডে ক্রিয়াকৌশলং, ব্রহ্মকাণ্ডে ব্রহ্মাত্মৈক্যানুভবঃ"। মধুসূদন সরস্বতী শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যাই বজায় রাখিয়াছেন। আবার অন্যত্র অপরোক্ষানুভবই বিজ্ঞান শব্দের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ইংরাজীতে যাহাকে Science বলে, অধুনা বাঙ্গালা ভাষায় সেই অর্থে বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ হইতেছে,—যেমন পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান,উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান ইত্যাদি। Science শব্দের অনুবাদে বিজ্ঞান শব্দের ব্যবহার করায় বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে কোনও অভিনবত্ব নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৭ম অধ্যায় পাঠ করিয়া জানা যায়, পাশ্চাত্য ভাষায় যে শ্রেণীর জ্ঞান Science নামে অভিহিত হয়, শ্রীভগবদ্গীতায় সেই শ্রেণীর জ্ঞানকেই "বিজ্ঞান" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন :—

"ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥"

দ্বিতীয় শ্লোকের জ্ঞান ও বিজ্ঞান শব্দের ব্যাখ্যায় পরম পূজ্যপাদ শ্রীরামানুজ লিখিয়াছেন :—

জ্ঞানম্=মদ্‌বিষয়মিদং জ্ঞানম্।
বিজ্ঞানম্=বিবিক্তাকারবিষয়জ্ঞানম্॥

'যথাহং মদ্ব্যতিরিক্তাৎ সমস্তচিদচিদ্বস্তুজাতান্নিখিলং হেয়-প্রত্যনীকতয়া নবাধিকাতিশয়সংখ্যেয়কল্যাণগুণানাং মহা-বিভূতিতয়া বিবিক্তঃ তেন বিবিক্তবিষয়জ্ঞানেন সহ মৎস্বরূপ-জ্ঞানং বক্ষ্যামি। কিংবহুনা যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞাত্বাপি পুনরন্যজ্-জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে।'

এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে এস্থলে জ্ঞান অর্থ ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান এবং বিজ্ঞান অর্থ—বিবিক্তাকারবিষয়জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত চিৎ ও অচিৎ বস্তুর জ্ঞানই বিজ্ঞান। ইহার পরেই শ্রীভগবান্ বিজ্ঞানের বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন :—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতিস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতৎ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥"

এস্থলেই বিশ্ববিজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। এই অপরা প্রকৃতি ও পরাপ্রকৃতিই বিশ্ববিজ্ঞানের বিষয়।

সুবিখ্যাত ফরাসি-দার্শনিক পণ্ডিত কোম্‌তে (Comte) Inorganic এবং Organic Science বাক্য দ্বারা যে যাবতী

বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, উদ্ধৃত শ্রীভগবদ্বাক্যেও তৎসমস্তই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উহাতে ব্যোমবিজ্ঞান ভূবিজ্ঞান আছে, বায়বীয় বিজ্ঞান উদ্‌বিজ্ঞান জ্যোতির্বিজ্ঞান জীববিজ্ঞান এবং উহাদের অন্তর্ভুক্ত নিখিল বিজ্ঞান বিষয় ব্যঞ্জিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ব্যবহৃত বিজ্ঞান শব্দটী পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের Science শব্দের প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ভগবদ্গীতায় "রাজস জ্ঞান" পদটীও "বিজ্ঞান" শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে যথা :—

'পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥' (২১।১৮)

ভগবদ্গীতায় বিজ্ঞান শব্দটী প্রায় সর্ব্বত্রই জ্ঞান শব্দের সহিত একত্র যোগে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন "জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা" "জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতম্" "জ্ঞানং বিজ্ঞানমস্তিক্যম্" ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই উভয় শব্দের একত্র সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"জ্ঞানং পরম গুহ্যঞ্চ যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।"
(২য় স্কন্ধ ৯ অধ্যায়)

এই সকল স্থলে রামানুজাচার্য্যের ব্যাখ্যাই অধিকতর সঙ্গত, অর্থাৎ জ্ঞান শব্দের অর্থ ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান এবং বিজ্ঞান শব্দের অর্থ নিখিল ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞান—জৈবজ্ঞানও ইহার অন্তর্গত। নিখিল ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞানই আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়। কোম্‌তে (Comte) বলেন—

"We have now to proceed to the exposition of the System; that is to the determination of the universal or encyclopædic order which must regulate the different classes of natural phenomena and consequently the corresponding positive Sciences."

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই জ্ঞানবিজ্ঞান নামক অধ্যায়ে সমগ্র বিশ্বতত্ত্ব-বিজ্ঞানের সহিত বিশ্বেশ্বরের জ্ঞানের আভাস দেওয়া হইয়াছে। বিশ্ববিজ্ঞানের মূলস্বরূপিণী মহাশক্তির কথা এই অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সপ্রমাণ করা হইয়াছে যে সমগ্রবিশ্বপ্রপঞ্চ এক অজ্ঞেয় মহাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র :—

"রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥
পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনং।
বুদ্ধির্ব্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥
বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতং।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসা স্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥"

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সর্ব্বপ্রকার প্রাপঞ্চিক পদার্থেই ভগবৎশক্তি ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান। প্রাপঞ্চিক পদার্থনিচয় যে সেই অদৃশ্য শক্তির সত্ত্বাতেই বিদ্যমান, হার্ব্বার্ট স্পেনসারও এই ভাবাত্মক কথাই বলেন যথা :—

Every Phenomenon is a manifestation of force.

অর্থাৎ এই প্রপঞ্চের প্রত্যেক পদার্থই শক্তির অভিব্যক্তি বিশেষ। ফলতঃ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সর্ব্বকারণ শ্রীভগবানের অভিব্যক্তিময়ী লীলা তরঙ্গ মাত্র। গীতার যে অংশ উদ্ধৃত হইল, উহা প্রকৃতই বিজ্ঞানের সার সত্য। হার্ব্বার্ট স্পেনসার বলেন :—

The final out-come of that Speculation commenced by the primitive man is that the power manifested throughout the universe, distinguished as material, is the same Power which in ourselves swells up under the form of consciousness.

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন :—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্ব মিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব॥"

স্পেন্সার বলিয়াছেন :—

"Ever in presence of an Infinite and Eternal Energy, from which all things proceed."

চণ্ডীতে লিখিত হইয়াছে :—

"সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।"

এই শক্তিই বিজ্ঞানের সার ও মূল সত্য। স্পেনসার প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের কথার সহিত আমাদের শাস্ত্রীয় শক্তির প্রচুর পার্থক্য আছে। য়ুরোপীয় এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যে জগৎশক্তির কথা বলেন, উহা কেবল অচিৎ প্রকৃতি-(Cosmophysical) এবং চিৎ প্রকৃতি-(Cosmo-psychical) শক্তি (Energy) মাত্র। আমাদের বিজ্ঞান জ্ঞানময় পুরুষের জ্ঞানময়ী মহাশক্তির বাহ্য অভিব্যক্তির তরঙ্গলীলা দেখাইয়া ভক্তিভাব পুষ্টির পরম সহায় হয়েন। শ্রীভগবদ্গীতার উক্তিসমূহের পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে ইহাতে একদিকে যেমন Redistribution of Matter and Motion প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের মূল বীজের সূত্র রহিয়াছে, অপরদিকে ভগবদ্ভক্তির উদ্দীপক সারতত্ত্বসমূহের ইহাতে পূর্ণ স্ফূর্ত্তিও বিদ্যমান।

আমাদের সাঙ্খ্য ও বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনে যে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব রহিয়াছে, তাহার মর্ম্ম বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।

কোম্‌তে (Comte) বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিভাগ করিতে যাইয়া প্রথমতঃ Inorganic and organic phenomena এই দুই ভাগ করিয়াছেন। গীতাতেও অপরা ও পরা ভেদে দুই প্রকার প্রকৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে। অপরা প্রকৃতি ভূমি আপ অনল অনিল প্রভৃতি এবং পরা প্রকৃতি—জীবভূতা প্রকৃতি। কোম্‌তে বিজ্ঞানকে প্রধানতঃ ৫ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—

১। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান (Astronomy)
২। পদার্থবিজ্ঞান (Physics)
৩। রসায়নবিজ্ঞান (Chemistry)
৪। শরীরবিজ্ঞান (Physiology)
৫। সমাজ-বিজ্ঞান (Sociology)

কোম্‌তের মতে আধুনিক অন্যান্য বহুবিধ বিজ্ঞান ইহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কোম্‌তে গণিতবিজ্ঞানকেই বিজ্ঞানজগতের সর্ব্বপ্রথমে সম্মানার্হ বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন।

বেকন, কোম্‌তে, হারবার্ট স্পেন্সার ও বেইন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানশাস্ত্রের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। ১৮১৫ সালে প্রকাশিত Encyclopedia Metropolitana নামক কোন গ্রন্থে বিজ্ঞানের চারিটি মৌলিক বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছিল :—

প্রথম বিভাগে ব্যাকরণ-বিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান, অলঙ্কার-বিজ্ঞান, গণিতবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান (Metaphysics), ব্যবস্থা-বিজ্ঞান (Law), নীতিবিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিজ্ঞান। এইস্থলে আমাদের অমরকোষের লিখিত "বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ" কথাটা স্মৃতিপথে উদিত হয়। টীকাকার লিখিয়াছেন, 'শাস্ত্রং ব্যাকরণাদি'—অর্থাৎ ব্যাকরণাদি শাস্ত্রও বিজ্ঞানরাজ্যের অন্তর্গত।

দ্বিতীয় বিভাগে—মেকানিকস্, হাইড্রোষ্টেটিক্স, নিউমাটিক্স, অপটিক্স ও জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy)।

তৃতীয় বিভাগে—ম্যাগনেটিজম্, ইলেকট্রিসিটী, তাপ, আলোক, রসায়ন, শব্দবিজ্ঞান বা একুষ্টিকস্ (Acoustics) মিটিয়রলজী ও জিউডেসী (Geodesy), বিবিধ প্রকার শিল্প ও চিকিৎসাবিজ্ঞানও এই বিভাগের অন্তর্গত।

চতুর্থ বিভাগে—ইতিহাস, জীবনী, ভূগোল, অভিধান ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ধরিয়া শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে।

১৮২৮ সালে ডাক্তার নিল আর্ণট (Dr. Niel Arnot) তাঁহার পদার্থবিজ্ঞান গ্রন্থে চারিভাগে বিজ্ঞানের বিভাগ করেন যথা :—পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান। তিনি গণিতবিজ্ঞানকেও কোম্‌তের ন্যায় সবিশেষ সম্মানাস্পদ আসন প্রদান করিয়াছেন। ডাক্তার আর্ণট বস্তুতত্ত্বের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, খনিবিজ্ঞান (Minerology), ভূবিজ্ঞান (Geology), উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান (Botany) প্রাণিবিজ্ঞান (Zoology) ও মানবজাতির ইতিহাস (Anthropology) প্রভৃতির সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। অধুনা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্র শতমুখী গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় শত শত নামে শিক্ষার্থিগণের মানসনেত্রের সমক্ষে বিজ্ঞানরাজ্যের অনন্তত্বের মহিমা ও গৌরব উদ্ভাসিত করিতেছে, এমন কি এক চিকিৎসা বিজ্ঞানই বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগেই এইরূপ বিবিধ শাখা, উপশাখা ও প্রশাখার প্রসারে এই বিজ্ঞান মহীরুহ এক্ষণে অনর্ব্বচনীয় গৌরবময়ী বিশালতায় স্বীয় মহিমা উদ্‌ঘোষিত করিতেছে।

[বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বিজ্ঞানক (ত্রি) বিজ্ঞানং স্বার্থে কন্। বিজ্ঞান। 'বাহ্যার্থবিজ্ঞানকশূন্যবাদৈঃ' (হেম)

বিজ্ঞানকন্দ, গ্রন্থকর্ত্তাভেদ।

বিজ্ঞানকেবল (পুং) বিজ্ঞানাকলঃ। (সর্ব্বদর্শনস° ৮৬।৫)

বিজ্ঞানকৌমুদী (স্ত্রী) বৌদ্ধরমণীভেদ।

বিজ্ঞানতা (স্ত্রী) বিজ্ঞানের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিজ্ঞানতৈলগর্ভ (পুং) অঙ্কোল্লবৃক্ষ। (রাজনি°)

বিজ্ঞানদেশন (পুং) বুদ্ধভেদ।

বিজ্ঞানপতি (পুং) পরমজ্ঞানী।

বিজ্ঞানপাদ (পুং) বিজ্ঞানমেব পাদং লক্ষ্যং যস্য। বেদব্যাস।

বিজ্ঞানভট্টারক (পুং) পরমপণ্ডিত।

বিজ্ঞানভিক্ষু, একজন প্রধান দার্শনিক। তিনি বহুতর উপনিষদ্ ও দর্শনাদির ভাষ্য লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে কঠবল্লী, কৈবল্য, তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, মৈত্রেয় ও শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি উপনিষদের 'আলোক'নামে ভাষ্য; বেদান্তালোক নামে কতকগুলি প্রকৃত উপনিষদের সমালোচনা; এ ছাড়া ঈশ্বরগীতাভাষ্য, পাতঞ্জলভাষ্যবার্ত্তিক বা যোগবার্ত্তিক (বৈয়াসিকভাষ্যের টীকা), ভগবদ্‌গীতাটীকা, বিজ্ঞানামৃত বা ব্রহ্মসূত্রঋজুব্যাখ্যা, সাংখ্যসূত্র বা সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য,সাংখ্যকারিকাভাষ্য এবং উপদেশরত্নমালা, ব্রহ্মাদর্শ, যোগসারসংগ্রহ ও সাংখ্যসারবিবেক নামক কএকখানি দার্শনিক গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য গ্রন্থই বিশেষ প্রচলিত। তিনি সাংখ্যসূত্রবৃত্তিকার অনিরুদ্ধভট্টের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার মহাদেবের সাংখ্যসূত্রবৃত্তিতে বিজ্ঞানভিক্ষুর মত উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি যোগসূত্রবৃত্তিকার ভাবাগণেশদীক্ষিতের গুরু ছিলেন।

বিজ্ঞানময় (ত্রি) জ্ঞানস্বরূপ। (ভাগবত ১১।২৯।৩৮)

বিজ্ঞানময়কোষ (পুং) বিজ্ঞানময়স্তদাত্মকঃ কোষইব আচ্ছাদকত্বাৎ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি। "জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতা বুদ্ধিঃ"। (বেদান্তসার)

বিজ্ঞানমাতৃক (পুং) বিজ্ঞানং মাতেব যস্য বহুব্রীহৌ কন্। বুদ্ধ।

বিজ্ঞানযতি (পুং) বিজ্ঞানভিক্ষু।

বিজ্ঞানযোগিন্ (পুং) [বিজ্ঞানেশ্বর দেখ।]

বিজ্ঞানবৎ (ত্রি) জ্ঞানযুক্ত। জ্ঞানী। (ছান্দোগ্য° ৭।৮।১)

বিজ্ঞানবাদ (পুং) ১ ব্রহ্মাত্মৈকানুভববিষয়ক জল্পনা। ২ যোগাচার।

বিজ্ঞানবাদিন্ (ত্রি) যোগাচারী, যোগমার্গানুসারী।

বিজ্ঞানাকল (ত্রি) বিজ্ঞানকেবল।

বিজ্ঞানাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

বিজ্ঞানাত্মা, জ্ঞানাত্মার শিষ্য। ইঁহার রচিত নারায়ণোপনিষদ্‌বিবরণ ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌বিবরণ পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন (ক্লী) বৌদ্ধমঠভেদ।

বিজ্ঞানামৃত (ক্লী) জ্ঞানামৃত।

বিজ্ঞানিক (ত্রি) বিজ্ঞানমস্ত্যস্যেতি বিজ্ঞান-ঠন্। জ্ঞানবিশিষ্ট, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, বিজ্ঞান শাস্ত্রে নিপুণ। (ভরত)

বিজ্ঞানিতা (স্ত্রী) বিজ্ঞানমস্ত্যস্যেতি বিজ্ঞান-ইন্-তল্-টাপ্। বিজ্ঞানীর ভাব বা ধর্ম্ম, বিজ্ঞানবেত্তা।

বিজ্ঞানিন্ (ত্রি) বিজ্ঞানবান্, বিজ্ঞানবিশিষ্ট, যাহার বিশেষ জ্ঞান আছে।

"যদি রাজ্ঞা হতা ধেনুরিয়ং বিজ্ঞানিনা মতা" (মার্ক°পু° ১১২।১৬)

বিজ্ঞানীয় (ত্রি) বিজ্ঞানসম্বন্ধীয়। (সুশ্রুত°)

বিজ্ঞানেশ্বর, একজন অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত পণ্ডিত। মিতাক্ষরানাম্নী যাজ্ঞবল্ক্যটীকা লিখিয়া তিনি ভারতবিখ্যাত হইয়াছেন। মিতাক্ষরার শেষে পণ্ডিতবর এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন—

"নাসীদস্তি ভবিষ্যতি ক্ষিতিতলে কল্যাণকল্পং পুরং
নো দৃষ্টঃ শ্রুত এব বা ক্ষিতিপতিঃ শ্রীবিক্রমার্কোপমঃ।
বিজ্ঞানেশ্বরপণ্ডিতো ন ভজতে কিঞ্চান্যদন্যোপমা
মাকল্পং স্থিরমস্তু কল্পলতিকাকল্পং তদেতৎত্রয়ম্॥৪
আসেতোঃ কীর্ত্তিরাশে রঘুকুলতিলকস্যাচশৈলাধিরাজাদাচপ্রত্যক্‌পয়োধেশ্চটুলতিমকুলোত্তুঙ্গরিঙ্গত্তরঙ্গাৎ।
আচপ্রাচঃ সমুদ্রাদখিলনৃপশিরোরত্নভাভাসুরাঙ্ঘ্রিঃ
পায়াদাচন্দ্রতারং জগদিদমখিলং বিক্রমাদিত্যদেবঃ॥"৬ *

অর্থাৎ পৃথিবীর উপর কল্যাণ সদৃশ নগর ছিল না, নাই বা হবে না। এই পৃথিবীতে বিক্রমার্ক সদৃশ রাজা দেখা যায় নাই বা শুনা যায় নাই। অধিক কি? বিজ্ঞানেশ্বর পণ্ডিতও অপর কাহারও সহিত উপমা দেওয়া যাইতে পারে না। এই তিনটী (স্বর্গের) কল্পতরুর ন্যায় কল্প পর্য্যন্ত স্থির রহুক। দক্ষিণে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের চিরন্তন কীর্ত্তিরক্ষক সেতুবন্ধ, উত্তরে শৈলাধিরাজ হিমালয়, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে উত্তালতরঙ্গসমাকুল তিমিমকরসঙ্কুল মহাসমুদ্র, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন বিস্তৃত ভূভাগের প্রভাবশালী নৃপতিবৃন্দের বিনমিতমস্তকস্থিত রত্নরাজিপ্রভায় যাঁহার চরণযুগল নিয়ত প্রভাম্বিত, সেই বিক্রমাদিত্যদেব চন্দ্রতারাস্থিতিকাল পর্য্যন্ত এই নিখিল জগন্মণ্ডল পালন করুন।

উক্ত বিক্রমাদিত্যই প্রসিদ্ধ কল্যাণপতি প্রতীচ্য চালুক্যবংশীয় ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাদিত্য। ইনি খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। [বিক্রমাদিত্য শব্দে ১১ সংখ্যক বিবরণ দেখ।]

বিজ্ঞানেশ্বরের পিতার নাম পদ্মনাভ। তাঁহার মিতাক্ষরা সমস্ত ভারতের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ বলিয়া প্রথিত। বিশেষতঃ এখনও মহারাষ্ট্রপ্রদেশে মিতাক্ষরার মতানুসারেই সকল আচার ও ব্যবহার কার্য্য সম্পন্ন হয়। মিতাক্ষরা ব্যতীত বিজ্ঞানেশ্বর অষ্টাবক্রটীকা, ও ত্রিংশচ্ছ্লোকীভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন (ক্লী) বি-জ্ঞা-ণিচ্-ল্যুট্। বোধন, জানান, বিদিতকরণ, নিবেদন।

"তয়া বিজ্ঞাপনায়াহং প্রেষিতঃ স্বীকুরুষ তাম্।" (কথাস°৩১।৫৮)

বিজ্ঞাপনা (স্ত্রী) বি-জ্ঞা-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। বিজ্ঞাপন, জানান।

"যুযোজ পাকাভিমুখৈর্ভৃত্যান্ বিজ্ঞাপনাফলৈঃ।" (রঘু ১৭।৪০)

বিজ্ঞাপনী (স্ত্রী) বাচিক অথবা লিপিদ্বারা কোন বিষয় আবেদন করা, দরখাস্ত, জ্ঞাপনপত্রী, রিপোর্ট।

বিজ্ঞাপনীয় (ত্রি) বিজ্ঞাপ্য, বিজ্ঞাপনের যোগ্য, জানানর উপযুক্ত।

বিজ্ঞাপিত (ত্রি) নিবেদিত, যাহা জানান হইয়াছে।

বিজ্ঞাপ্তি (স্ত্রী) বি-জ্ঞা-ণিচ্-ক্তিন্। বিজ্ঞাপন, জানান।

বিজ্ঞাপ্য (ত্রি) বিজ্ঞাপনের যোগ্য, জানানর বিষয়।

"শ্রূয়তাং মমঃ বিজ্ঞাপ্যম্।" (হরিবংশ)

বিজ্ঞেয় (ত্রি) বি-জ্ঞা-যৎ (অচোযৎ। পা ৩।১।৯৭)। বিজ্ঞাতব্য, বিজ্ঞানীয়, জানিবার যোগ্য, জ্ঞাতব্য।

"শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।" (মনু ২।১০)

বিজ্য (ত্রি) বিগতা জ্যা যস্মাৎ। জ্যা রহিত, যাহার গুণ বা ছিলা নাই। "বিজ্যং কৃত্বা মহাধনুঃ।" (রামায়ণ ৩।৬।১০)

* এই শ্লোকে, "আচশৈলাধিরাজাৎ" "আচপ্রত্যক্‌পয়োধেঃ" "আচপ্রাচঃ" "আচন্দ্রতারং" প্রভৃতিস্থলে 'আ' এবং 'চ' এর একত্র সমাবেশ দ্বারা ব্যঞ্জিত হইতেছে যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের "আচ" নামক যে এক মহাবীর্য্যশালী সেনানায়ক ছিলেন, যাহার ভুজবলে অনেক দেশ বিজিত হয়, সেই সেনাপতির স্মৃতিসংরক্ষণের জন্যই ভিন্নার্থবোধক বর্ণদ্বয়ের যোজনা করিয়া তদীয় নামের আভাস দেওয়া হইয়াছে।

বিজ্বর (ত্রি) বিগতঃ জ্বরো যস্ত। ১ বিগত জ্বর, জ্বরমুক্ত, যে জ্বর হইতে মুক্ত হইয়াছে। ২ নিশ্চিন্ত, চিন্তারহিত।

"যস্তাং স্বধুরমধ্যস্ত পুমাংশ্চরতি বিজ্বরঃ।" (ভাগব° ৩।১৪।১৯)

'বিজ্বরঃ নিশ্চিন্তঃ'। (স্বামী) ৩ ক্লেশরহিত, কষ্টশূন্ত।

"বৃত্রে হতে ত্রয়ো লোকা বিনা শক্রেণ ভূরিশঃ।
সপালা হ্যভবন্ সত্যো বিজ্বরা নির্বৃতেন্দ্রিয়াঃ॥"(ভাগ°৬।১৩.১)

৪ বিগততাপ, ত্রিতাপরহিত।

"যদ্যস্তি দত্তমিষ্টং বা স্বধর্ম্মো বা স্বনুষ্ঠিতঃ।
কুলং নো বিপ্রদৈবঞ্চেৎ দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ॥
যদি নো ভগবান্ প্রীত একঃ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভাবেন দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ॥"
(ভাগবত ৯।৬।১০,১১)

৫ বিগতশোক, অনুতাপহীন। স্ত্রিয়াং টাপ্। বিজ্বরা (স্ত্রী) জ্বররহিতা। "বিজ্বরা জ্বরয়া ত্যক্তা" (হরিবংশ)

বিঝর্ঝ'র (ত্রি) কর্কশ।

বিঞ্জামর (ক্লী) চক্ষুর শুক্লক্ষেত্র, চোখের শুক্ল (সাদা) ভাগ।

বিঞ্জোলী (স্ত্রী) শ্রেণী, পংক্তি, সারি।

বিট্. শব্দ। আক্রোশে ইতি কেচিৎ। ভ্বা° পর° অক° সেট্। আক্রোশে সক°। লট্ বেটতি।

বিট (পুং) বেটতীতি বিট-ক। ১ কামুক, লম্পট, উপপতি। যিড়্গা।

"প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্ত যৎ স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধুবার্ত্তা॥"
(ভাগবত ১০।১৩।২)

২ কামুকানুচর। ৩ ধূর্ত্ত। ৪ কামতন্ত্রকলাকোবিদ। শৃঙ্গার-রস-নায়কানুচর। ইহার লক্ষণ—

"সম্ভোগহীনসম্পদ্ বিটস্তু ধূর্ত্তঃ কলৈকদেশজ্ঞঃ।
বেশোপচারকুশলো বাগ্মী মধুরোহথ বহুমতো গোষ্ঠ্যাং॥"
(সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

সম্ভোগ দ্বারা যাহার সকল সম্পদ্ বিনষ্ট হইয়াছে, ধূর্ত্ত, কলের একদেশদর্শী, বেশ রচনাদিতে কুশল, বাগ্মী এবং সভাস্থলে মাননীয়, এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিই বিট নামে খ্যাত।

রসমঞ্জরী মতে নায়কভেদ, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে।

"পীঠমর্দ্দ বিট বলি চেট বিদূষক।
এই সব ভেদ হয় বিস্তর নায়ক॥
কামশাস্ত্রে যেই জন পরম নিপুণ।
বিট বলি তার নাম ধরে নানা গুণ॥
চুম্ব আলিঙ্গন, কামের দীপন,
মন্ত্রতন্ত্র আদি যত।
যাহে নারী বশ, যাহে বাড়ে রস,
এমত জানিবা কত॥
বেশভূষা বাস, সন্দেহ সম্ভাষ,
নৃত্যগীত নানা মত।
ফিরি নানা ঠাই, আর কর্ম্ম নাই,
আমার এই সতত॥" (ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরী)

৫ পর্ব্বতবিশেষ। ৬ লবণভেদ, বিটলবণ। ৭ খদিরবিশেষ। ৮ মূষিক। (মেদিনী) ৯ নারঙ্গবৃক্ষ। (শব্দমালা) ৯ বেশ্যাপতি। ১০ বাতপুত্র।

বিটক (পুং) দেশভেদ, এই দেশ নর্ম্মদার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

"মেকলকিরাতবিটকা বহিরন্তঃশৈলজাঃ পুলিন্দাশ্চ।
দ্রাবিড়াণাং প্রাগর্দ্ধং দক্ষিণকূলঞ্চ যমুনায়াঃ॥"
(বৃহৎসংহিতা ১৬।২)

বিট স্বার্থে কন্। ২ বিট শব্দার্থ।

বিটঙ্ক (পুং ক্লী) বিশেষেণ টঙ্কতে সৌধাদিষু ইতি বি-টঙ্ক বন্ধনে ঘঞ্। কপোতপালিকা, চলিত পায়রার খোপ। সৌধাদির প্রান্তভাগে কাষ্ঠাদিরচিত যে কপোতাদির স্থান, তাহাকে বিটঙ্ক কহে। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন যে, পক্ষীর বাসামাত্রকেই বিটঙ্ক বলা যায়।

"বীন্ পক্ষিণষ্টঙ্কয়তি বধ্নাতি বিটঙ্কং টঙ্কিবন্ধে ঘণ্ বিশেষেণ টঙ্কয়ত্যত্রেতি বা, পক্ষিমাত্রপালিস্থেন বোধ্যং" (অমরটীকা ভরত)

(ত্রি) ২ সুন্দর।

"দেবাবচক্ষত গৃহীতগদৌ পরার্দ্ধ্যকেয়ূরকুণ্ডলকিরীটবিটঙ্কবেশৌ।"
(ভাগবত ৩।১৫।৩৭)

৩ অলঙ্কৃত, শোভিত।

অলকাবিটঙ্ককপোল—অলকালঙ্কৃত কপোল।

বিটঙ্কক (পুং ক্লী) বিটঙ্ক এব স্বার্থে কন্। বিটঙ্ক। (শব্দরত্না°)

বিটঙ্কপুর (ক্লী) নগরভেদ। (কথাসরিৎসা° ২৫।৩৫)

বিটঙ্কিত (ত্রি) বিটঙ্ক-অস্ত্যর্থে তারকাদিত্বাদিতচ্। অলঙ্কৃত, শোভিত।

বিটপ (পুং ক্লী) বেটতি শব্দায়তে ইতি বিট (বিটপপিষ্টপ-বিশিপোলপাঃ। উণ্ ৩।১৪৫) ইতি ক প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। শাখাপল্লবসমুদায়, শাখা, ডাল, পল্লব, ছোটডাল, ফেক্‌ড়ি। পর্য্যায়—বিস্তার, স্তম্ব। (মেদিনী)

"বাহুভির্বিটপাকারৈর্দিব্যাভরণভূষিতৈঃ।
আবির্ভূতমপাং মধ্যে পারিজাতমিবাপরম্॥" (রঘু ১০।১১)

(ক্লী) ২ মুষ্কবঙ্ক্ষণান্তর, স্নায়ুমর্ম্মভেদ।

"বিটপস্তু মহাবীজ্যমন্তরা মুষ্কবঙ্ক্ষণম্।" (হেম)

বঙ্ক্ষণ এবং মুষ্কদ্বয়ের মধ্যে এক অঙ্গুলিপরিমিত বিটপ

নামক স্নায়ুমর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম বিকৃত হইলে ষণ্ডতা বা শুক্রের অল্পতা হইয়া থাকে। "বঙ্ক্ষণবৃষণয়োরন্তরে বিটপং নাম তত্র ষাণ্ড্যমল্পশুক্রতা বা ভবতি" (সুশ্রুত ৩।৬) ' (পুং) বিটান্ পাতীতি পা-ক। ৩ বিটাধিপ, পারদারিকশ্রেষ্ঠ। (মেদিনী) ৪ আদিত্যপত্র। (রাজনি০)

বিটপশ্ (অব্য°) বিটপ-শচ্। শাখাভেদ।
"আবিৰ্হিতত্বনুযুগং স হি সত্যবত্যাং
বেদক্রমং বিটপশো বিভজিষ্যতি স্ম" (ভাগবত ২।৭।৩৬)
'বিটপশঃ শাখাভেদেন' (স্বামী)

বিটপিন্ (পুং) বিটপঃ শাখাদিরস্ত্যস্যেতি বিটপ-ইনি। ১ বৃক্ষ। (অমর) ২ বটবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ বিটপযুক্ত, শাখাবিশিষ্ট।
"অঙ্কুরং কৃতবাংস্তত্র ততঃ পর্ণদ্বয়ান্বিতম্।
পলাশিনং শাখিনঞ্চ তথা বিটপিনং পুনঃ॥"
(ভারত ১।৪৩।১০)

বিটপুত্র, একজন কামশাস্ত্রকার। কুট্টনীমত-গ্রন্থে ইহার নাম উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিটপ্রিয় (পুং) বিটানাং প্রিয়ঃ। ১ মুদ্গরবৃক্ষ। (রাজনি০) ২ বিটদিগের প্রিয়।

বিটভৃত (পুং) অসুর।

বিটমাক্ষিক (পুং) বিটপ্রিয়ো মাক্ষিকঃ। ধাতুবিশেষ, স্বর্ণমাক্ষিক। পর্য্যায়—তাপ্য, নদীজ, কামারি, তারারি। (হেম) [স্বর্ণমাক্ষিক দেখ।]

বিটলবণ (ক্লী) বিটসংজ্ঞকং লবণম্। বিড়্লবণ, বিট্নুন।

বিটবল্লভা (স্ত্রী) পাটলীবৃক্ষ। (রাজনি°)

বিটবৃত্ত, একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। সুভাষিতাবলী গ্রন্থে ইহার কবিতা উদ্ধৃত দেখা যায়।

বিটি (স্ত্রী) বটতীতি বিট-ইন্, সচ কিৎ। পীতচন্দন। (শব্দমালা)

বিটি (দেশজ) কন্যা।

বিটিকণ্ঠীধর (পুং)

বিট্ক (ক্লী) বিষ। (সুশ্রুত)

বিট্কারিকা (স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ। পর্য্যায়—কুণপী, রোরোটী, গোকিরাটিকা, বিট্সারিকা। (হারাবলী)

বিট্কুল (ক্লী) বিশাং কুলং। ১ বৈশ্যকুল, বৈশ্য। (আশ্ব° গৃহ্য ২।২।১)

বিট্খদির (পুং) বিড়্বৎ দুর্গন্ধঃ খদিরঃ। বিষ্ঠাবৎ দুর্গন্ধ খদির। চলিত গুয়েবাবলা। পর্য্যায়—অরিমেদ, হরিমেদ, অসিমেদ, কালস্কন্ধ, অরিমেদক। ইহার গুণ—কষায়, উষ্ণ, মুখ ও দন্তপীড়া, রক্তদোষ, কণ্ডূ, বিষ, শ্লেষ্মা, কৃমি, কুষ্ঠ, ব্রণ ও গ্রহনাশক। (ভাবপ্র°)

বিট্ঘাত (পুং) মূত্রাঘাত, বিড়্বিঘাত।

বিট্চর (পুং) বিষি বিষ্ঠায়াং চরতীতি চর-ট। গ্রাম্যশূকর।

বিট্ঠল (বিঠ্ঠল), ১ দাক্ষিণাত্যের পণ্ঢরপুরস্থিত বিষ্ণুমূর্ত্তিভেদ। বিঠোবা নামেও খ্যাত [পণ্ঢরপুর দেখ।]

২ ছায়ানাটকপ্রণেতা। ৩ রতিবৃত্তি লক্ষণ নামক অলঙ্কারগ্রন্থপ্রণেতা। ৪ সঙ্গীতনৃত্যরত্নাকররচয়িতা। ৫ কেশবের পুত্র। স্মৃতিরত্নাকরপ্রণেতা। ৬ বহুশর্ম্মার পুত্র, ইনি ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে কুণ্ডমণ্ডপসিদ্ধি ও পরে তুলাপুরুষদানবিধি এবং ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে মুহূর্ত্তকল্পদ্রুম ও তাহার টীকা রচনা করেন।

৭ বাঙ্গালা নামে ন্যায়গ্রন্থ রচয়িতা।

বিট্ঠল আচার্য্য, একজন জ্যোতির্বিদ্। ইনি বিট্ঠলীপদ্ধতি নামে একখানি জ্যোতিষ প্রণয়ন করেন। ২ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইহার পিতার নাম নৃসিংহাচার্য্য, পিতামহ রামকৃষ্ণাচার্য্য এবং পুত্রের নাম লক্ষ্মীধরাচার্য্য। ইনি প্রক্রিয়াকৌমুদীপ্রসাদ, অব্যয়ার্থনিরূপণ, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তদীপিকাটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভট্টোজিদীক্ষিত বহুস্থানে ইহাকে দূষিয়াছেন।

৩ ক্রিয়াযোগ নামে যোগগ্রন্থরচয়িতা।

বিট্ঠল দাস, মথুরানিবাসী একজন পরমভক্ত বৈষ্ণব। বালা রাজার পুরোহিত। ইনি কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া গৃহকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা একটী নির্জ্জনে থাকিতেন, শুনিয়া রাজা স্বীয় পুরোহিতের প্রকৃত চরিত্র অবগত হইবার জন্য একদিন একাদশীর রাত্রে অন্যান্য ভক্ত-বৈষ্ণব-বৃন্দ সমভিব্যাহারে বিট্ঠল দাসকেও পরম সমাদরে নিজ ভবনে আনয়ন করেন। দোমহলার উপরে সমস্ত বৈঠক হয়, তথায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবগণের পরস্পর নানারূপ কৃষ্ণকথা ও নামকীর্ত্তনাদি চলিতেছে এমন সময় বিঠ্ঠল দাস প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া নাচিয়া উঠিলেন; প্রেমোন্মাদে নাচিতে নাচিতে কিছুকাল পরে পদস্খলিত হইয়া তিনি ছাদের উপর হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ইহা দেখিয়া স্বয়ং রাজা প্রভৃতি সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু পরমকারুণিক ভগবানের কৃপায় তাঁহার শরীরের কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না। রাজা তাহাতে যারপর নাই শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহাকে গৃহে পাঠাইলেন এবং যাহাতে নিরুদ্বেগে তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় এরূপ বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি আর গৃহে না থাকিয়া প্রথমে ঝাটবরায় বাস করেন, পরে স্বীয় মাতার আগ্রহে ও ৺গোবিন্দদেবের অনুজ্ঞায় পুনরায় গৃহে আসিয়া নিয়ত বৈষ্ণব সেবা করিতে থাকেন। তদীয় পুত্র রঙ্গরায় ১৮ বৎসর বয়সেই পিতৃসম কৃষ্ণভক্ত হন। ইনি দৈবাধীন ভূগর্ত্তে এক পরম রমণীয়

বিগ্রহ মূর্ত্তি ও কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্ত হওয়ায় বিট্ঠল দাস মহা উল্লাসিত হন এবং পিতাপুত্রে মহানন্দে কায়মনোবাক্যে পরমযত্নে সাতিশয় ভক্তিসহকারে বিগ্রহদেবের সেবা করিতে থাকেন।

বিট্ঠলদাসের কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ততার বিষয় আরও বর্ণিত আছে যে—একদা তিনি কোন নর্ত্তকীর কোকিলকণ্ঠ বিনিন্দিত সুমধুর স্বরে রাসলীলা সংগীত শ্রবণ করিয়া এতই প্রেমোন্মত্ত হন যে, তাহাকে গৃহস্থিত যাবতীয় বস্ত্রালঙ্কারাদি আনিয়া দেন এবং তাহাতেও পরিতুষ্ট না হইয়া অবশেষে রঙ্গরায়কে তাহার হাতে হাতে সমর্পণ করেন। সঙ্গীতান্তে নর্ত্তকী রঙ্গরায়কে লইয়া চলিলে, বিঠ্ঠলের বাহ্যজ্ঞান উপস্থিত হইল, তিনি বিপুলার্থ প্রদানে সম্মত হইয়া নর্ত্তকীর নিকট পুত্রের প্রতিদান যাচ্ঞা করিলেন, কিন্তু পুত্র স্বয়ং তাহাতে অসম্মত হইয়া পিতাকে বলিল যে আপনি যখন আমাকে কৃষ্ণ উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন তখন আবার প্রতিদান কামনা আপনার নিতান্ত অনুচিত। এই কথায় বিট্ঠল লজ্জিত হইয়া নিরস্ত হইলে নর্ত্তকী পুনরায় রঙ্গরায়কে লইয়া চলিল। রঙ্গরায়ের নিকট মন্ত্র-দীক্ষিতা রাজকন্যা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া গুরুদেবের মুক্তির জন্য পথে আসিয়া নর্ত্তকীকে ধরিলেন এবং যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া নর্ত্তকীর নিকট গুরুর মুক্তিকামনা করিলেন। কিন্তু নর্ত্তকী রাজকন্যার অপরিসীম সৌজন্যতা দেখিয়া কিছুমাত্র না লইয়াই রঙ্গরায়কে ছাড়িয়া দিল। রাজকন্যাও নিজ সৌজন্য রক্ষার জন্য গাত্রস্থ অলঙ্কারাদি নির্ম্মুক্ত করিয়া নর্ত্তকীকে দিয়া গুরুদেব সমভিব্যাহারে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (ভক্তমাল)

বিট্ঠলদীক্ষিত, সুপ্রসিদ্ধ বল্লভাচার্য্যের পুত্র, একজন বৈষ্ণব-ভক্ত ও দার্শনিক। বারাণসীধামে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পরম পণ্ডিত পিতার নিকট তিনি নানা শাস্ত্রে শিক্ষিত হন। বল্লভাচার্য্যের মৃত্যু হইলে তিনিও আচার্য্যপদ লাভ করেন এবং মহোৎসাহে পিতৃমত প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার উপদেশগুণে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। তন্মধ্যে ২৫২ জনই প্রধান। এই ২৫২ জনের পরিচয় 'দো সৌ বাবন্‌বার্ত্তা' নামক হিন্দী গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বিট্ঠল গোকুলে আসিয়া বাস করেন। এখানেই ৭০ বর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার তিরোধান ঘটে। তাঁহার দুই পত্নীর গর্ভে গিরিধর, গোবিন্দ, বালকৃষ্ণ, গোকুলনাথ, রঘুনাথ, যদুনাথ ও ঘনশ্যাম এই সপ্তপুত্র জন্মে।

বিট্ঠল দীক্ষিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে অবতারতারতম্যস্তোত্র, আর্য্যা, কারেনেতিবিবরণ, কৃষ্ণপ্রেমামৃত, গীতা, গীতগোবিন্দ, প্রথমাষ্টপদীবিবৃতি, গোকুলাষ্টক, জন্মাষ্টমীনির্ণয়, জলভেদটীকা, ধ্রুবপদ, নামচন্দ্রিকা, ন্যাসাদেশবিবরণ, প্রবোধ, প্রেমামৃতভাষ্য, ভক্তিহংস, ভক্তিহেতুনির্ণয়, ভগবৎস্বতন্ত্রতা, ভগবদ্গীতাতাৎপর্য্য, ভগবদ্গীতাহেতুনির্ণয়, ভাগবততত্ত্বদীপিকা, ভাগবতদশমস্কন্ধবিবৃতি, ভুজঙ্গপ্রযাতাষ্টক, যমুনাষ্টপদী, রসসর্ব্বস্ব, রামনবমীনির্ণয়, বল্লভাষ্টক, বিদ্বন্মণ্ডন, বিবেকধৈর্য্যাশ্রয়টীকা, শিক্ষাপত্র, শৃঙ্গাররসমণ্ডল, ষট্পদী, সন্ন্যাসনির্ণয়বিবরণ, সময়প্রদীপ, সর্ব্বোত্তমস্তোত্র, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, স্বতন্ত্রলেখন, স্বামিনীস্তোত্র প্রভৃতি পাওয়া যায়।

২ আগ্রয়ণপদ্ধতিরচয়িতা।

বিট্ঠলভট্ট, জয়তীর্থকৃত প্রমাণপদ্ধতির টীকাকার

বিট্ঠলমিশ্র, ১ ব্রহ্মানন্দীয়টীকা ও করণালঙ্কৃতি নামে সমরসারটীকা-রচয়িতা।

বিট্ঠলেশ্বর, পণ্ঢরপুরের প্রসিদ্ধ বিঠোবা-দেবতা।

বিট্পণ্য (ক্লী) বিশাং পণ্যং। বৈশ্যদিগের বিক্রেয় বস্তু।

"ইদন্তু বৃত্তিবৈকল্যাৎ ত্যজতো ধর্ম্মনৈপুণম্।
বিট্পণ্যমুদ্ধৃতোদ্ধারং বিক্রেয়ং বিত্তবর্দ্ধনম্॥" (মনু ১০।৮৫)

বিট্পতি (পুং) বিষঃ কন্যায়াঃ পতিঃ। জামাতা। (জটাধর)

"মাতামহং মাতুলঞ্চ স্বস্রীয়ং শ্বশুরং গুরুম্।
দৌহিত্রং বিট্পতিং বন্ধুমৃত্বিগ্‌যাজ্যৌ চ ভোজয়েৎ॥"(মনু ৩।১৪৮)

২ বৈশ্যপতি।

"বৈশ্যঃ পঠন্ বিট্পতিঃ স্যাৎ শূদ্রঃ সত্তমতামিয়াৎ।"
(ভাগবত ৪।২৩।৩২)

'বিট্পতিঃ বিশাং পশ্বাদীনাং বৈশ্যাদীনাং বা পতিঃ' (স্বামী)

বিট্পালম, সুমিষ্ট পালমশাকভেদ। ইহার মূল লোহিতবর্ণ কন্দবিশিষ্ট। উহা সুমিষ্ট এবং তরকারী রাঁধিলে খাইতে অতি উপাদেয় বোধ হয়। পত্র বা শাক ততদূর উৎকৃষ্ট নহে। এই বিট্মূল হইতে শর্করাংশ গ্রহণ করিয়া য়ুরোপীয় বিভিন্ন দেশবাসীরা দানাদার একরূপ চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকে, উহাকে (Beet sugar) বা বিট্চিনি বলে। এক্ষণে বাঙ্গালায় ইক্ষু বা খর্জ্জুর চিনির পরিবর্ত্তে বিট্চিনির বাণিজ্য অধিক।
[শর্করা দেখ।]

বিট্প্রিয় (পুং) শিশুমার, শুশুক। (বৈদ্যকনি°) বিশাং প্রিয়ঃ। ২ বৈশ্যদিগের প্রিয়।

বিট্শূদ্র (ক্লী) বৈশ্য ও শূদ্র।

বিট্শূল (পুং) শূলবেদনা বিশেষ। সুশ্রুতে ইহার লক্ষণাদি বিবৃত আছে। [শূলরোগ দেখ।]

বিট্সঙ্গ (পুং) পুরীষাপ্রবৃত্তি, মলরোধ।

"বিট্সঙ্গ আধ্মানমথাবিপাকঃ" (ভাবপ্র°)

বিট্সারিকা (স্ত্রী) বিট্প্রিয়া সারিকা। পক্ষিবিশেষ। চলিত গুয়েশালিক। (জটাধর)

বিট্সারী (স্ত্রী) বিট্সারিকা, সারিকাভেদ।

বিঠর (পুং) বাগ্মী, বক্তা। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তিঃ)

বিঠুর (বিঠৌর), যুক্তপ্রদেশের কাণপুর জেলাস্থ একটী নগর। কাণপুর সহর হইতে ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে, গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৩৬´৫০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮০°১৯´ পূঃ। এই সহরের গঙ্গাতটে অতি সুন্দর ঘাট, দেবমন্দির ও কতকগুলি বৃহৎ অট্টালিকা শোভিত থাকায় এই স্থানটী অতি মনোরম ও সুদৃশ্য। এখানকার নদীতীরে যে সকল স্নানের ঘাট আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মঘাটই প্রধান ও একটী প্রাচীন তীর্থ বলিয়া পরিগণিত।

প্রবাদ, ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করিয়া এখানে একটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞ সমাধান্তে তাহার পাদুকা হইতে একটী কাঁটা ঐ স্থানে স্খলিত ও সোপানোপরি গ্রথিত হয়। তীর্থযাত্রীগণ এখানে আসিয়া ঐ কাঁটা পূজা করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এখানে অতি সমারোহে একটী মেলা হয়; কোন কোন বৎসরে তিথির বিপর্য্যয়হেতু ঐ মেলা অগ্রহায়ণ মাসে গিয়া পড়ে।

অযোধ্যার নবাব গাজীউদ্দীন্ হায়দারের মন্ত্রী রাজা টীকায়েৎ রায় বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ঘাটটী অতি সুন্দর করিয়া বাঁধাইয়া তদুপরি ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শেষ পেশবা বাজীরাও এখানে নির্ব্বাসিত হইয়া আসেন। নগর মধ্যে তাঁহার বৃহৎ প্রাসাদ এখনও বিদ্যমান আছে। তাঁহার দত্তকপুত্র নানা সাহেবের উত্তেজনায় কাণপুরে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। [নানা সাহেব দেখ।]

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১৯এ জুলাই ইংরাজ সেনাপতি হাবলোক এইস্থান দখল করেন, তাঁহার আক্রমণে বাজীরাও-প্রাসাদ বিধ্বস্ত হয় ও নানা সাহেব পলাইয়া যান। পূর্ব্বে এখানে বহুলোকের বাস ছিল। স্থানীয় আদালত উঠিয়া যাওয়ায় লোক সংখ্যা অনেক কমিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণের সংখ্যা আদৌ কম হয় নাই। অধিকাংশব্রাহ্মণই ব্রহ্মতীর্থের পাণ্ডাগিরি করিয়া থাকেন। তীর্থস্থান উপলক্ষে এখানে বহুতর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এই বিঠুরের পার্শ্ব দিয়া একটী গঙ্গার খাল গিয়াছে।

বিড়, আক্রোশ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বেড়তি। লোট্ বেড়তু। লিট্ বিবেড়। লুঙ্ অবেড়ীৎ। সন্ বিবিড়িষতি। যঙ্ বেবিড়্যতে। ণিচ্ বেড়য়তি। লুঙ্ অবিবেড়ৎ।

বিড় (ক্লী) বিড়-ক। লবণবিশেষ, বিট্‌নুণ। পর্য্যায়—বিড়্গন্ধ, কাললবণ, বিড়্লবণ, দ্রাবিড়ক, খণ্ড, কৃতক, ক্ষার, আসুর, সুপাক্য, খণ্ডলবণ, ধূর্ত্ত, কৃত্রিমক। গুণ—উষ্ণ, দীপন, রুচিকর, বাত, অজীর্ণ, শূল, গুল্ম ও মেহনাশক। (রাজনি°)

'পাক্যং বিড়ঞ্চ কৃতকে দ্বয়ম্' (অমর)

'যে সমুদ্রতীরাসন্নভবাং লবণমৃত্তিকাং পাচয়িত্বা নিষ্পাদিতে লবণে' (ভরত)

ভাবপ্রকাশ মতে—ঊর্দ্ধ-কফ এবং অধোবায়ুর অনুলোমকারক, দীপন, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুক্ষ, রুচিকর, ব্যবায়ী, বিবন্ধ, আনাহ, বিষ্টম্ভকারক ও শূলনাশক। (ভাবপ্র°)

২ বিড়ঙ্গ। (বৈদ্যকনি°)

বিড় (পুং) রসজারণের নিমিত্ত ব্যবহার্য্য ক্ষারবহুল দ্রব্যবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ,—বেতোশাক, এরণ্ডমূলের ছাল, পীতঘোষা, কদলীকন্দ (কলার এঁটো), পুনর্নবা, বাসকছাল, পলাশছাল, হিজলবীজ, তিল, স্বর্ণমাক্ষিক, মূলক (মূলা) শাকের ফল, ফুল, মূল, পত্র ও কাণ্ড এবং তিলনাল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ রূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া কিঞ্চিৎ পিষিয়া শিলাতলে বা খর্পর মধ্যে এরূপ ভাবে দগ্ধ করিবে, যেন ক্ষারগুলি কোনরূপে অপরিষ্কৃত না হয়। পরে বেতোশাক হইতে মূলাশাকের কাণ্ড পর্য্যন্ত পঞ্চদশ প্রকারের ক্ষার সমভাগে এবং তিলনালের ক্ষার ঐ ক্ষারসমষ্টির সমানভাগে লইয়া যাবতীয় ক্ষার, মূত্রবর্গে অর্থাৎ হস্তী, উষ্ট্র, মহিষ, গর্দ্দভ, গো, অশ্ব, ছাগ ও মেষ এই অষ্ট প্রকার জন্তুর মূত্রে উত্তমরূপে আলোড়িত করিবে। কিঞ্চিৎ পরে উহা স্থির হইলে উপরিস্থ মূত্ররূপ নির্ম্মল জল পরিষ্কৃত সূক্ষ্মবস্ত্রে ছাকিয়া লইয়া তাহা কোন লৌহপাত্রে রাখিয়া উহাতে আস্তে আস্তে জাল দিতে থাকিবে, যখন দেখিবে উহা হইতে বুদ্বুদ্ এবং বাষ্পোদ্গম হইতেছে অর্থাৎ উহা উত্তমরূপে ফুটিতেছে, তখন হিরাকস, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধক, চিনি, হিঙ্গ ও ছয় প্রকার লবণ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক সমানভাগে (মোটের উপর পূর্ব্বোক্ত যাবতীয় ক্ষারসমষ্টির চতুর্থাংশ) লইয়া ঐ ফুটিত জলে প্রক্ষেপ করিবে। পাক শেষ (ঐ জলের তিন-ভাগ শেষ) হইলে নামাইয়া তাহা কোন কঠিন পাত্রে পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া সপ্তাহকালের জন্য ভূগর্ত্তে নিহিত করিবে। সপ্তাহান্তে উঠাইলে, ঐ পক্ব ক্ষারজল জারণাদি কার্য্যে ব্যবহার করিবার উপযুক্ত হইবে। উল্লিখিত প্রক্ষেপণীয় দ্রব্যের অন্তর্গত সোহাগাকে পলাশবৃক্ষের ছালের রসে শতবার ভাবনা দিয়া শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে।

বিড়গন্ধ (ক্লী) বিট্লবণ। (রাজনি°)

বিড়ঙ্গ (পুং ক্লী) বিড় আক্রোশে (বিড়াদিভ্যঃ কিৎ। উণ ১।১২০) ইতি অঙ্গচ্ স চ কিৎ। Embelia ribes, Seeds of Embelia ribes) স্বনামখ্যাত ঔষধ, কৃমিঘ্নপণ্যদ্রব্যবিশেষ। হিন্দী—বারিবাঙ্, বায়বিড়ং, তৈলঙ্গ—বায়্বিড়ঙ্গুচেট্টু, বম্বে—বর্বটি, অম্বট, কার্কণনী, তামিল—বায়বিল। পর্য্যায়—বেল্ল,

অমোঘা, চিত্রতণ্ডুলা, তণ্ডুল, ক্রিমিঘ্ন, রসায়ন, পাবক, ভস্মক, বৈলু, মোঘা, তণ্ডুল, জন্তুঘ্ন, চিত্রতণ্ডুল, ক্রিমিশক্র, গর্দ্দভ, কৈবল, বিড়ঙ্গা, ক্রিমিঘ্না, চিত্রা, তণ্ডুলা, তণ্ডুলীয়কা, বাতারিতণ্ডুলা, জন্তুঘ্নী, মৃগগামিনী, কৈরালী, গহ্বরা, কাপালী, বরাঙ্গ, চিত্রবীজা, জন্তুহন্ত্রী। গুণ—কটু, উষ্ণ, লঘু, বাতকফপীড়া, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, ভ্রান্তি ও ক্রমিদোষনাশক। (রাজনি°) ঈষৎতিক্ত, ক্রমি ও বিষনাশক। (রাজব°) ভাবপ্রকাশ মতে—কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, শূল,আধ্মান, উদর, শ্লেষ্ম, ক্রমি ও বিবন্ধনাশক। (ভাবপ্র°) (ত্রি) ২ অভিজ্ঞ। (মেদিনী)

বিড়ঙ্গতৈল (ক্লী) তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—কটুতৈল ৪ সের, গোমূত্র, ১৬ সের, কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, গন্ধক, মনঃশিলা মিলিত একসের। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে সমুদয় উকুন আশু বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না° ক্রমিরোগাধি°)

বিড়ঙ্গাদি তৈল (ক্লী) তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তৈল ৪ সের, কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, মরিচ,আকন্দমূল, শুঁঠ, চিতামূল,দেবদারু, এলাইচ ও পঞ্চলবণ মিলিত ১ সের। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈল মর্দ্দন ও পান করিলে শ্লীপদরোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শ্লীপদরোগাধি°)

বিড়ঙ্গাদিলৌহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লৌহ ৪ পল, অভ্র ২॥০ পল, ত্রিফলা প্রত্যেকে ৭॥০ পল, জল ৩৬০ পল, শেষ ৪৫ পল। এই কাথ জলে লৌহ ও অভ্র পাক করিবে, ইহার সহিত ঘৃত ৭॥০ পল, শতমূলীর রস ৭॥০ পল, দুগ্ধ ১৫ পল, এই সকল দ্রব্য লৌহ বা তাম্রপাত্রে মৃদু অগ্নিতে লোহার হাতা দিয়া আলোড়ন করিয়া পাক করিতে হইবে। পাক শেষ হয় হয় এইরূপ সময় নিম্নোক্ত দ্রব্য উহাতে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। দ্রব্য যথা—বিড়ঙ্গ, শুঠ, ধনে, গুলঞ্চরস, জীরা, পলাশবীজ, মরিচ, পিপুল, গজপিপ্পলী, তেউড়ী, ত্রিফলা, দন্তীমূল, এলাইচ, এরণ্ডমূল, চই, পিপুলমূল, চিতামূল, মুতা ও বৃদ্ধদারকবীজ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা ৪ মাষা ও ৮ রতি। মাত্রা রোগীর বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হইবে।

এই ঔষধ সেবনে আমবাত, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও হলীমক রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° আমবাতরোগাধি°)

অন্যবিধ—প্রস্তুতপ্রণালী—বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুতা, পিপ্পলী, শুণ্ঠী,জীরা ও কৃষ্ণজীরা এই সকলের সমভাগ লৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে প্রমেহ রোগ বিনষ্ট হয়। মাত্রা, রোগীর বলাবল এবং অনুপান, দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হইবে।

(রসেন্দ্রসারস° প্রমেহরোগাধি°)

অন্যবিধ—প্রস্তুতপ্রণালী—বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং এই সকলের সমান লৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া অষ্টগুণ গোমূত্রে পাক করিবে। পাকশেষে এই ঔষধ দুই তোলা পরিমাণ গুড়িকা করিবে এই ঔষধ সেবনে পাণ্ডু ও কমলা প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

(রসেন্দ্রসারস° পাণ্ডুরোগাধিকা°)

বিড়ঙ্গারিষ্ট (পুং) ব্রণশোথাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, রাস্না, কুড়চীছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, এলবালুক, আমলকী প্রত্যেক দ্রব্য ৪০ তোলা পরিমাণে লইয়া ৫১২ সের বা ১২ মণ ৩২ সের জলদ্বারা পাক করিতে আরম্ভ করিয়া ৬৪ সের (১।৪ সের) শেষ থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে ছাকিয়া উহাতে ধাইফুল চূর্ণ ২॥০ সের, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র প্রত্যেক ১৬ তোলা, প্রিয়ঙ্গু, রক্ত-কাঞ্চনছাল, লোধ, প্রত্যেকে ৮ তোলা শুঁঠ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেক ১ সের, এই সকল চূর্ণ এবং মধু ৩৭॥০ সের মিশ্রিত করিয়া একমাস পর্য্যন্ত আবৃত ঘৃত ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে বিদ্রধি, অশ্মরী, মেহ, উরুস্তম্ভ, অষ্ঠীলা, ভগন্দর প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

বিড়ম্ব (পুং) বি-ড়ম্ব-অপ্। বিড়ম্বন, অনুকরণ।

"অথানুস্মৃত্য বিপ্রাস্তে অন্বতপ্যন্ কৃতাগসঃ।
যদ্বিশ্বেশ্বরয়োর্যাচ্ঞামহন্ম নৃবিড়ম্বয়োঃ॥"(ভাগবত ১০।২৩।৩৭)

বিড়ম্বক (ত্রি) বিড়ম্বয়তি বি-ড়ম্ব-ণিচ্-ণ্বু। বিড়ম্বনকারী, প্রতারক।

"আশ্রমাপসদা হ্যেতে খল্বাশ্রমবিড়ম্বকাঃ।" (ভাগবত ৭।১৫।৩৯)

বিড়ম্বন (ক্লী) বি-ড়ম্ব-ল্যুট্। ১ অনুকরণ। ২ প্রতারণ, বঞ্চনা, প্রতারণা।

বিড়ম্বনা (স্ত্রী) বি-ড়ম্ব, ণিচ্, যুচ্, টাপ্। ১ অনুকরণ। সদৃশী-করণ। ২ প্রতারণ, প্রতারণা। ৩ পরিহাস।

"ইয়ঞ্চ তেঽন্যা পুরতো বিড়ম্বনা
যদূঢ়য়া বারণরাজহার্য্যয়া।
বিলোক্য বৃদ্ধোক্ষমধিষ্ঠিতং ত্বয়া
মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি॥" (কুমার ৫।৭০)

বিড়ম্বিত (ত্রি) বি-ড়ম্ব-ক্ত। ১ কৃতবিড়ম্বন, পর্য্যায়—ব্যস্ত, আকুল, দুর্গত। (শব্দমালা) ২ অনুকৃত। ৩ বঞ্চিত, প্রতারিত। ৪ দুঃখিত।

বিড়ম্বিন্ (ত্রি) বি-ড়ম্ব-ইনি। বিড়ম্বকারী, বিড়ম্বনবিশিষ্ট।

"স ব্রজত্যন্ততামিস্রং সার্দ্ধমৃক্ষবিড়ম্বিনা।" (বৃহৎস° ২।১৭)

বিড়ম্ব্য (ত্রি) বি-ড়ম্ব-যৎ। উপহাসাস্পদ।

"বহতু মধুপভিত্তস্মানিনীনাম্ প্রসাদং
বহুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্ত দূতস্তমীদৃক্।" (ভাগবত ১০।৪৭।১২)
'বিড়ম্ব্যং উপহাসাস্পদং' (স্বামী) ২ বিড়ম্বনীয়, বিড়ম্বনযোগ্য।

বিড়ায়তনীয় (ত্রি) স্তোত্রপাঠের বিকুতিভেদ। (লাট্যা°৬।৩।৭)

বিড়ারক (পুং) বিড়াল এব স্বার্থে কন্, লস্ত রঃ। বিড়াল।

বিড়াল (পুং) বিড়-আক্রোশে (তমিবিশিবিড়ীতি। উণ্ ১।১১৭) ইতি কালন্। ১ নেত্রপিণ্ড। (মেদিনী) ২ নেত্রৌষধবিশেষ। (ভাবপ্র°) ৩ স্বনামখ্যাত পশু। পর্য্যায়—ওতু, মার্জ্জার, বৃষদংশক, আখুভুক্, বিরাল, (বিলাল),দীপ্তাক্ষ, নক্তঞ্চরী, জাহক, বিড়ালক, ত্রিশঙ্কু, জিহ্বাপ, মেনাদ, সূচক, মূষিকারাতি, শালাবৃক, মায়াবী, দীপ্তলোচন। (রাজনি°)

বিড়ালের বাহ্যিক আকৃতি, মুখের গঠন, পায়ের থাবা ও অস্থি প্রভৃতির সহিত ব্যাঘ্রের বিশেষ সৌসাদৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া এবং বিড়ালেরা বাঘের মত গুঁড়ি মারিয়া ও লাফ দিয়া ইন্দুর শিকার করে দেখিয়া পাশ্চাত্য প্রাণিবিদ্গণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই স্বনামপ্রসিদ্ধ চতুষ্পদ জন্তু ব্যাঘ্রজাতির (Feline tribe) অন্তর্ভুক্ত। এইজন্য তাঁহারা ইহাদের *Felis catus* সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন। আমাদের দেশবাসীরা সম্ভবতঃ ঐ সকল কারণেই বিড়ালকে "বাঘের মাসী" বলিয়া থাকেন। ব্যাঘ্র শিকার লইয়া বিড়ালের ন্যায় বৃক্ষাদিতে উঠিতে পারে না, বোধ হয় এই গুণপণায় সে বাঘের বড়— সেইজন্যই তাহার বাঘের মাসী নাম। কিন্তু চিতা,নেকড়ে প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতীয় ব্যাঘ্রদিগকে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিতে দেখা যায়। বিড়ালের বাঘের মাসীত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

এই বিড়ালজাতি সাধারণতঃ দুই প্রকার—গ্রাম্য বা পালিত ও বন্য। বন্যবিড়ালের মধ্যেও আবার দুইটী শ্রেণীভাগ করা যায়। ১ম পালিত জাতীয় বিড়ালের বন্যশ্রেণী, ২য় অপর প্রকৃত বন-বিড়াল। দেশভেদে ও আকৃতিগত পার্থক্য-নিবন্ধন পালিত বিড়ালের মধ্যেও নানা ভেদ দৃষ্ট হয়। এই কারণে উহাদের স্বতন্ত্র নামকরণ হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে যে সকল বিভিন্ন জাতীয় পশু বিড়াল নামে পরিচিত, নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া গেল। যেমন Civet Cat, Genet Cat, Marten Cat, Pole Cat ইত্যাদি। মাদাগাস্কার দ্বীপের লেমুরজাতি Madagascar Cat এবং অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের শাবকবাহী চর্ম্মকোষযুক্ত পশুগুলি Wild cat নামে প্রসিদ্ধ। ভারতবাসী 'সম্মিন্দি-বিল্লি' ভীতপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও কতকপরিমাণে লাজুক বলিয়া কথিত এবং বনবিড়ালেরা অপেক্ষাকৃত উগ্রস্বভাববিশিষ্ট। ইহারা Lynx (Felis rufa) জাতীয়। মিশর রাজ্যে যে সকল মামি-বিড়াল (Mummy cat) দেখা যায়, উহাদের সহিত বর্ত্তমান F. Chaus—Marsh cat, F. Caligulata ও F. bubastes জাতির অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। মিশরে এখনও ঐ সকল জাতীয় বন্য ও পালিত উভয় প্রকার বিড়াল আছে। পালাস্, টেম্মিনিক্ ও ব্লাইদ্ প্রভৃতি প্রাণিবিদ্গণ অনুমান করেন যে, উক্ত পালিত বিড়ালগণ তত্তদ্ বন্যজাতীয় জীবের সাময়িক সঙ্গতিবিশেষে উৎপন্ন। পরে তাহারা পুনরায় পরস্পরে রক্তসংস্রবে সঙ্গত হইয়া এইরূপ একটী নূতন বিড়াল জাতি উৎপাদন করিয়াছে।

স্কটলণ্ডে F. Sylvestris, আলজিয়ার্সে F. lybica, এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় F. caffra নামে তিন প্রকার বনবিড়াল দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে সাধারণতঃ চারিপ্রকার বন-বিড়াল আছে। তাহার মধ্যে F. Chaus জাতির পুচ্ছ lynx জাতির ন্যায়। হান্সিজেলায় F. Ornata or torquata এবং মধ্য এসিয়ায় F. manal শ্রেণীর বহু বনবিড়ালের বাস আছে। মানবদ্বীপে (Isle of man) একপ্রকার পুচ্ছহীন বিড়াল আছে; উহাদের পশ্চাদ্দিকের পা বড়। এণ্টিগোয়ার পালিত ক্রিয়োল বিড়াল (Creole cats) গুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার, কিন্তু মুখ ছুঁচাল ও লম্বা। পারাগুই রাজ্যের বিড়ালগুলি ক্ষুদ্র ও কৃশকায়। মলয়দ্বীপপুঞ্জ, শ্যাম, পেগু ও ব্রহ্ম প্রভৃতি প্রাচ্য জনপদে যে সকল পালিত বিড়াল দেখা যায়, তাহাদের পুচ্ছ গুণ্ডাকার এবং অগ্রভাগ গ্রন্থিবিশিষ্ট। চীনদেশে একজাতীয় বিড়াল জন্মে, তাহাদের কাণ নোটানোটা। পারস্তরাজ্যের প্রসিদ্ধ ও দীর্ঘাকার 'আঙ্গোরা' বিড়াল মধ্য এসিয়ার F. manal হইতে উৎপন্ন। ভারতের সাধারণ বিড়ালের সহিত ইহাদের যোড় লাগে।

পৃথিবীর অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এসিয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশেই বিভিন্ন জাতীয় বিড়ালের বাস আছে। বিভিন্ন জাতীয় ভাষায় বন্য বা পালিত বিড়াল পুস্ বা পুসি নামে খ্যাত। পালিত অর্থাৎ যাহা গৃহস্থ যত্নপূর্ব্বক পালন করে, তাহাদেরও কোন কোনটীর নাম পুসি, মেনি, পুলি দেখা যায়। কখন কখন কোন কোন ব্যক্তি পালিত মার্জ্জারকে কুকুরের ন্যায় নাম ধরিয়া ডাকেন। গ্রাম বা নগরে যে সকল অর্দ্ধবন্য ও গৃহস্থগৃহে অযত্নে পালিত কৃশকায় বিড়াল দেখা যায়, তাহাদেরও কেহ কেহ পুসি, মেনি বলিয়া অভিহিত করেন; কিন্তু মার্জ্জার জাতির সাধারণ নাম বাঙ্গলায়—বিড়াল, বিরেল, পুসি; হিন্দি—বিল্লি; ভোট ও সোক্পা—সি-মি; তামিল—পোনি; তেলগু—পিল্লি; পারস্ত—মাইদা, পুল্চাক্; আফগান—পিস্চিক্; তুরুষ্ক—পুস্চিক্; কুর্দ্দ—পসিক্; লিথুয়ানিয়—পিইজী; আরব—কিট্ট; ইংরাজী—Cat, Pussy cat, ইত্যাদি।

পূর্ব্বাপর বিভিন্ন দেশবাসীর মধ্যে বিড়াল পালনের রীতি দেখা যায়। শুদ্ধ ভারত নহে, সুদূর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও সমাদরে বিড়াল পালিত হইত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ করিলে আমরা বিড়াল ও তাহার স্বভাবের পরিচয় পাই। খৃষ্টের বহু শতাব্দ পূর্ব্বে রচিত রামায়ণে (৬।৭৩।১১) মার্জ্জারারোহণে রাক্ষসসৈন্যের অভিযানের কথা আছে। বিড়াল যে লাফাইয়া মূষিক শিকার করে, তাহাও আমরা উক্ত গ্রন্থের লঙ্কাকাণ্ড হইতে জানিতে পারি। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনিও মার্জ্জারমূষিকের নিত্যবিরোধিতা জানিয়াই সমাসসূত্রে (পা ২।৪।৯) "মার্জ্জারমূষিকম্" পদ বিন্যাস করিয়াছেন। বিড়ালগণ মূষিকাদি হিংসাকালে ধ্যাননিষ্ঠের ন্যায় বিনীতভাবে অবস্থান করে, তদ্দৃষ্টে ভগবান্ মনু (মনু ৪।১৯৭) তৎপ্রকৃতিক মনুষ্যকে 'মার্জ্জারলিঙ্গিন্' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। কেবল ভারতবাসী নহে, প্রাচীন গ্রীক, রোমক ও ইট্রাস্কানেরা বিড়ালের ইন্দুর হিংসা অবগত ছিলেন। প্রাচীনকালের ক্রীড়াপুত্তলী প্রভৃতিতে এবং দেওয়ালের চিত্রে বিড়ালের মূষিকশিকার-কৌশল চিত্রিত দেখা যায়। আরিষ্টট্‌ল যে পালিত মূষিক-হিংসক পশুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, অধ্যাপক রোলেষ্টোন্ তাহাকে বর্ত্তমান শ্বেতবক্ষ মার্টিন্ (Marten foina) নামক পশু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইন্দুরহিংসক ঐ জীবকে দীর্ঘাকার Pole-cat বা Foumart বলিয়া মনে হয়।

কুর্দ্দিস্থান, তুরুস্ক ও লিথুয়ানিয়াবাসীরা বিড়াল বড় ভালবাসে। মিশরবাসীরা বহু পূর্ব্বকাল হইতে বিড়ালের বিশেষ সমাদর করিয়া আসিতেছে। এখনও তথায় মামিবিড়াল দেখিতে পাওয়া যায়। বাইবেল গ্রন্থে অথবা প্রাচীন আসিরীয় প্রস্তর চিত্রাদিতে বিড়ালের চিহ্ন মাত্র নাই। বলিতে কি বর্ত্তমান য়ুরোপে বিড়ালের একান্ত অভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশে যেমন পারস্যের আঙ্গোরা বিড়াল লোকে সখ করিয়া পালন করে, য়ুরোপের কোন কোন লোক সেইরূপে সখে পড়িয়া বিড়াল রাখে। কলিকাতায় ঐ পারসী বিড়াল উষ্ট্রযাত্রী বণিক্‌দিগের দ্বারা ভারতে আনীত হয়। বস্তুতঃ উহা আফ্‌গানস্থান হইতে এদেশে আনীত হইয়া থাকে এবং উহা "কাবুলী বিড়াল" নামেই সাধারণে পরিচিত। লেফ্‌টেনাণ্ট আরউইন (Lieut Irwin) বলেন, পারস্যে ঐরূপ বিড়াল আদৌ জন্মে না, উহাদের পারসী ডাকের পরিবর্ত্তে কাবুলী ডাক হওয়াই উচিত। কাবুলীরা এই জাতীয় বিড়ালের গাত্রের লোম বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে উহা সাবান দিয়া ধুইয়া নিত্য আচড়াইয়া দিয়া থাকে।

আমাদের দেশের বিড়াল বিশেষ উপকারী। উহারা ইন্দুর হত্যা করিয়া প্লেগাদি নানা রোগ হইতে দেশবাসীকে মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মাছের কাঁটা প্রভৃতিও বিড়ালের অনুগ্রহে নষ্ট হইতে পায় না। তবে বিড়ালের উপদ্রবও অনেক। রান্না ঘরের হাড়ি নষ্ট করিয়া ভর্জ্জিত মৎস্যখণ্ড উদরসাৎ ও বালকবালিকার জন্য রক্ষিত দুগ্ধ বিনাপত্তিতে লেহন করা বিড়ালের স্বধর্ম্ম। এইজন্য গৃহস্থ মাত্রেই বিড়ালের উপর বিরক্ত, অনেকে বিড়াল দেখিলেই লগুড়াঘাত না করিয়া থাকিতে পারে না। যাহারা পারাবতাদি পালন করে, যদি কোন দুর্ব্বৃত্ত বিড়াল অকস্মাৎ আসিয়া ঐ প্রিয় পাখীর একটী নাশ করে, তাহা হইলে তাহারা সেই বিড়ালকে যমালয়ে না পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হয় না। আমরা কোন কোন লোককে ঐ দোষে বিড়াল দ্বিখণ্ড করিতে দেখিয়াছি। হিন্দুশাস্ত্রে বিড়াল মারিতে নাই। বিড়াল হত্যায় মহাপাতক আছে, যদি কেহ বিড়াল হত্যা করেন, তাহা হইলে তাহাকে শূদ্র হত্যাবৎ আচরণ করিতে হইবে। (মনু ১১।১৩১)

মনুতে লিখিত আছে যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিতে নাই। বিড়ালের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ব্রহ্মসুবর্চলা নামক কাথজল পান করিতে হইবে।

"বিড়ালকাকাখূচ্ছিষ্টং জগ্ধ্বা শ্ব-নকুলস্য চ।
কেশকীটাবপন্নঞ্চ পিবেৎ ব্রহ্মসুবর্চলাম্॥" (মনু ১১।১৬০)

বিড়াল বধ করিতে নাই, করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ইহার প্রায়শ্চিত্তের বিষয় প্রায়শ্চিত্তবিবেকে এইরূপ লিখিত আছে যে, তিনদিন ক্ষীরপান বা পাদকৃচ্ছ্র, ইহা অজ্ঞান বিষয়ে জানিতে হইবে, অর্থাৎ দৈবাৎ বিড়াল মারিলে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। জ্ঞানকৃত বিড়াল বধ করিলে দ্বাদশরাত্র কৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠান করিবে, ইহাতে অসমর্থ হইলে যথাশক্তি দক্ষিণার সহিত দুইটী ধেনু দান করিতে হইবে, তাহাতেও অসমর্থ হইলে ৪ কার্ষাপণ দান করিলে পাপমুক্তি হইবে। স্ত্রী, শূদ্র, বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত।

"বিড়ালবধে ত্র্যহং ক্ষীরপানং পাদিককৃচ্ছ্রং বা। এতৎসকৃদজ্ঞানবিষয়ং জ্ঞানতোঽভ্যাসে দ্বাদশরাত্রং কৃচ্ছ্রং। তদশক্তৌ যৎকিঞ্চিদধিকসপাদধেনুসত্ত্বাৎ ২ ধেনু, তদশক্তৌ ৪ কার্ষাপণাঃ দেয়াঃ" (প্রায়শ্চিত্তবি°)

বিড়ালবধে যে পাতক হয়, তাহা উপপাতক মধ্যে গণনীয়।

অনেকে বিড়ালকে ষষ্ঠীদেবীর অনুচর বলিয়া মান্য করিয়া থাকে। প্রাচীনাদিগের মুখে শুনা যায়, বিড়াল ষষ্ঠীর বাহন, তাহাকে মারিলে পুত্রাদি হয় না ও বিড়ালের লোম উদরস্থ হইলে যক্ষাকাশরোগ হইবার সম্ভাবনা। অধ্যয়নকালে গুরু ও শিষ্যের মধ্যস্থল দিয়া বিড়াল গমন করিলে সেইদিন অহোরাত্রের মধ্যে আর অধ্যয়ন করিতে নাই (মনু ৪।১২৬)। অনাবৃষ্টিকালে বিড়ালকে যদি মাটী খুঁড়িতে দেখা যায় তাহা

হইলে অচিরাৎ বৃষ্টিপাত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। (বৃহৎসংহিতা ২৮৫)

গ্রাম্য কৃশকায় বিড়ালের চর্ম্ম সংঘর্ষণে অধিকতর বৈদ্যুতিক শক্তি বিকীর্ণ হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ কাবুল দেশীয় পশমবহুল বিড়ালের চর্ম্মে ঐরূপ বৈদ্যুতিক তেজ বিশেষ কম নহে। অন্যান্য বিড়ালের চর্ম্মে অপেক্ষাকৃত কম তেজ আছে। প্রবাদ, কাল বিড়ালের অস্থি গৃহস্থের বাড়ীতে প্রোথিত থাকিলে তাহা শল্য হয় এবং তাহাতে গৃহস্থের কখনও মঙ্গল হয় না, বরং উত্তরোত্তর বিপৎপাতেরই সম্ভাবনা। মারণক্রিয়ার নিমিত্ত অনেকে ঐরূপ কালবিড়ালের হাড় শত্রুর গৃহে পুঁতিয়া দেয়, কিন্তু এই আভিচারিক ক্রিয়ায় হিংসাকারকের অমঙ্গলই হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিড়াল বিষ্ঠার ধূপ কম্পজ্বরে বিশেষ উপকারক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিড়ালের আকৃতি বাঘের মত। কিন্তু আকারে অনেক ক্ষুদ্র। সাধারণতঃ মস্তক ও দেহভাগ লইয়া ইহারা লম্বে ১৬″ হইতে ১৮″ হয়। পুচ্ছ ১০ হইতে ১২ ইঞ্চি হইয়া থাকে। পায়ের থাবায় ৫টি করিয়া নখ আছে। কোন কোন বিড়ালের নখের সংখ্যা কমও দেখা যায়। নখের সংখ্যা কম হইলে বিষের বলও কম হয়। বিড়াল নখদ্বারা আঁচড়াইলে লোহা পোড়াইয়া সেই ক্ষতস্থানে ছেঁকা দিলে বিষের প্রভাব কমিয়া যায়, নচেৎ ঐ বিষ প্রবল হইয়া ক্ষত স্থান বৃদ্ধি পায় এবং রোগী অনেক সময় অধিকতর যন্ত্রণা ভোগ করে।

বিড়াল।

ইহারা সাধারণতঃ ৩, ৪ বা ৫টী ছানা প্রসব করে। ঐ শাবকগুলির হস্তপদাদি অবয়ব থাকিলেও উহা কতকটা রক্তপিণ্ডবৎ। কেবল প্রাণই তাহাদের জীব শক্তির পরিচায়ক থাকে। তখন উহাদের গাত্রে কোনরূপ লোম থাকে না। হুলো অর্থাৎ পুং বিড়ালগুলি ঐরূপ শাবকের সন্ধান পাইলেই খাইয়া ফেলে। এইজন্য মেনি বা স্ত্রী বিড়ালগুলি অতি সাবধানে ছানাগুলিকে নানাস্থানে নাড়ানাড়ি করিয়া বেড়ায়। বিড়ালের এই শাবক স্থানান্তর করণ দৃষ্টে লোকে নিত্য বাসস্থান পরিবর্ত্তনকারীকে শ্লেষ করিয়া বলিয়া থাকেন, কেবল বিড়াল নাড়ানাড়ি করিতেছে।

২ সুগন্ধমার্জ্জার, চলিত গন্ধ নকুল। (ক্লী) ৩ হরিতাল।

বিড়ালক (ক্লী) ১ হরিতাল। (হেম)

(পুং) বিড়াল এব স্বার্থে কন্। ২ বিড়াল। ৩ নেত্ররোগের ঔষধবিশেষ।

"বিড়ালকে বহির্লেপো নেত্রে পক্ষ্মবিবর্জ্জিতে।
তস্য মাত্রা পরিজ্ঞেয়া মুখালেপবিধানবৎ ॥"
(ভাবপ্র° নেত্ররোগাধি°)

নেত্রের বহির্ভাগে পক্ষ্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রলেপ দেওয়াকে বিড়ালক কহে, ইহার মাত্রা মুখালেপের ন্যায়। মুখালেপের মাত্রা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, মুখালেপের হীনমাত্রা এক অঙ্গুলীর চতুর্থাংশের এক অংশ, মধ্যম মাত্রা এক অঙ্গুলীর তিন অংশের এক অংশ এবং উত্তম মাত্রা এক অঙ্গুলীর অর্দ্ধাংশ, এই লেপ যে পর্য্যন্ত শুষ্ক না হয়, সেই পর্য্যন্ত ধারণ করিতে হইবে, শুষ্ক হইলেই পরিত্যাগ করা বিধেয়। কারণ উহা শুকাইয়া গেলে গুণ রহিত হয় এবং চর্ম্মকে দূষিত করে।

বিড়ালকপ্রলেপ,—যষ্টিমধু, গেরিমাটী, সৈন্ধব, দারুহরিদ্রা ও রসাঞ্জন, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জল দ্বারা পেষণ করতঃ নেত্রের বহির্ভাগে প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপে সর্ব্ব প্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়, রসাঞ্জন বা হরীতকী অথবা বিল্বপত্র কিংবা বচ, হরিদ্রা ও শুণ্ঠী অথবা শুণ্ঠী ও গেরিমাটী দ্বারা প্রলেপ দিলেও সমস্ত নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।
(ভাবপ্র° নেত্ররোগাধি° বিড়ালকবিধি)

বিড়ালপদ (পুং) তোলকদ্বয় পরিমাণ, দুই তোলা।

"তোলৌ দ্বৌ পিচুরক্ষশ্চ সুবর্ণকড়ব গ্রহঃ।
বিড়ালপদকর্ষৌ চ পাণীতলমুড়ুম্বরম্ ॥" (শব্দমালা)

(ক্লী) ৩ মার্জ্জারচরণ, বিড়ালের পা।

বিড়ালপদক (ক্লী) কর্ষপরিমাণ (বৈদ্যকপরি°)

বিড়ালী (স্ত্রী) ১ বিদারী। (রাজনি°) ২ মার্জ্জারী।

বিড়ীন (ক্লী) বি-ডী-ক্ত। খগগতিবিশেষ, পক্ষীর গতিবিশেষ।

"ডীনং প্রডীনমুড্ডীনং সংডীনং পরিডীনকম্।
বিডীনমবডীনঞ্চ নিডীনং ডীনডীনকম্ ॥
গতাগতপ্রগতিতসম্পতাস্তাশ্চ পক্ষিণাম্।
গতিভেদাঃ পক্ষিগৃহং কুলায়ো নীড়মস্ত্রিয়াম্ ॥" (জটাধর)

বিড়ুল (পুং) বেতস লতা, বেতগাছ।

বিড়োজস্ (পুং) বিষ্ ব্যাপ্তৌ, বিষ-ক্বিপ্। বিট্ ব্যাপকং ওজো যস্য। ইন্দ্র। (অমর)

বিড়ৌজস্ (পুং) বিড়ং আক্রোশি শত্রুদ্বেষমসহিষ্ণু ওজো যস্য। ইন্দ্র। (দ্বিরূপকোষ)

"শরাসনজ্যামলুনাদ্বিড়ৌজসঃ ॥" (রঘু ৩৫৯)

বিড়্গন্ধ (ক্লী) বিট্ বিষ্ঠা ইব গন্ধো যস্য। বিট্ লবণ।

বিড়্গ্রহ (পুং) কোষ্ঠবদ্ধতা, মলবদ্ধতা। (মাধবনি°)

বিড়্ঘাত (পুং) মলমূত্ররোধ।

বিড়্জ (ত্রি) বিষি বিষ্ঠায়াং জাতঃ বিষ্-জন-ড। বিষ্ঠাজাত, ক্রিমি প্রভৃতি।

বিড্ডসিংহ (পুং) রাজামাত্যভেদ। (রাজতর° ৮।২৪৭)

বিড়্বন্ধ (পুং) বিড়্গ্রহ, কোষ্টবদ্ধতা।

বিড়্ভঙ্গ (পুং) বিড়্ভেদ, উদর ভঙ্গ, দাস্ত হওয়া।

বিড়্ভুক্ (ত্রি) বিষং বিষ্ঠাং ভুনক্তি। বিষ্-ভুজ্ ক্বিপ্। বিড়্ভোজী, ক্রিমি।

"যঃ স্বদত্তাং পরৈর্দত্তাং হরেত সুরবিপ্রয়োঃ।

বৃত্তিং স জায়তে বিড়্ভুক্ বর্ষানামযুতাযুতম্॥"(ভাগব° ১১।২৭।৫৪)

বিড়্ভুক্ বিষ্ঠাভোজী ক্রিমিঃ। (স্বামী)

বিড়্ভেদ (পুং) বিড়্ভঙ্গ, মলভেদ।

বিড়্ভেদিন্ (ত্রি) বিষং বিষ্ঠাং ভেত্তুং শীলং যস্য। বিরেচক দ্রব্য।

বিড়্ভোজিন্ (ত্রি) বিষং বিষ্ঠাং ভোক্তুং শীলং যস্য। বিড়-ভুক্, বিষ্ঠাভোজী।

বিড়্লবণ (ক্লী) বিড়্বৎ দুর্গন্ধি লবণম্। বিড়্, বিট্লুণ।

বিড়্বরাহ (পুং) বিট্প্রিয়ো বরাহঃ। গ্রাম্যশূকর, যে শূকরে বিষ্ঠা ভালবাসে। (জটাধর)

"ছত্রাকং বিড়্বরাহঞ্চ লশুনং গ্রামকুক্কুটং।

পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব মত্যা জগ্ধ্বা পতেদ্দ্বিজঃ॥" (মনু ৫।১৯)

বিড়্বল (পুং) ১ গোপক। ২ নিশাদল। (পর্য্যায় মু°)

বিড়্বিঘাত (পুং) মূত্রাঘাতরোগবিশেষ। উদাবর্ত্ত রোগে দুর্ব্বল ও রুক্ষ ব্যক্তির বিষ্ঠা, কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক মূত্রস্রোতঃ প্রাপ্ত হইলে, ঐ রোগী তখন অতি কষ্টে বিট্ সংসৃষ্ট ও বিড়্গন্ধযুক্ত মূত্রত্যাগ করে। রোগীর এইরূপ অবস্থাকে শাস্ত্রকারেরা বিড়্বিঘাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (মাধবনি°)

"রুক্ষদুর্ব্বলয়োর্বাতেনোদাবর্ত্তে শকৃদ্‌যদা।

মূত্রস্রোতোঽনুপদ্যেত বিট্‌সংসৃষ্টং তদা নরঃ॥

বিড়্গন্ধং মূত্রয়েৎ কৃচ্ছ্রাদ্বিড়্বিঘাতং বিনির্দ্দিশেৎ॥"(মাধবনি°)

বিড়্বিভেদ (পুং) বিড়্বিঘাত রোগ। (মাধনি°)

বিণ্ট্ বধ করা, নষ্ট হওয়া, ধ্বংস। লট্ বিণ্টয়তি।

বিণ্মার্গ (পুং) মলদ্বার, যে পথ দিয়া বিষ্ঠা নির্গত হয়।

বিণ্মূত্র (ক্লী) বিষ্ঠা ও মূত্র।

বিতংস (পুং) বি-তংস্-ঘঞ্। বীতংস, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতির বন্ধনরজ্জু, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি ধরিবার জালবিশেষ।

বিতণ্ড (পুং) ১ অর্গলভেদ। ২ তিন থাক্‌যুক্ত কুলুপ। ৩ হস্তী।

বিতণ্ডক (পুং) গ্রন্থকর্ত্তাভেদ।

বিতণ্ডা (স্ত্রী) বিতণ্ড্যতে বিহন্যতে পরপক্ষোঽনয়েতি বি-তণ্ড ণ্ডরোশ্চেত্যঃ টাপ্। স্বপক্ষ স্থাপনা ও পরপক্ষ ব্যুদাস, পরের মত নিরাকরণ করিয়া নিজ মত স্থাপনের নাম বিতণ্ডা। (অমর)

কথাভেদ, বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা এই তিনটীকে কথা কহে। গৌতম সূত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে।

"সপ্রতিপক্ষস্থাপনহীনো বিতণ্ডা" (গৌতমসূ° ১।২।৪৪)

প্রতিপক্ষ স্থাপনাহীন হইলে তাহাকে বিতণ্ডা কহে, বিতর্ক, মিথ্যাবিচার। তত্ত্বনির্ণয় বা বিজয় অর্থাৎ বাদিপরাজয় উদ্দেশে ন্যায়সঙ্গত বচন পরম্পরার নাম কথা। কথা তিন প্রকার বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। তর্কে জয় বা পরাজয় হউক তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কেবল তত্ত্ব নির্ণয় উদ্দেশ্য করিয়া যে সকল প্রমাণাদি উপন্যস্ত হয়, তাহার নাম বাদ। তত্ত্বনির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া প্রতিপক্ষের পরাজয় এবং নিজের জয় মাত্র উদ্দেশে যে কথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার নাম জল্প। জল্পে বাদী প্রতিবাদী উভয়ই স্বপক্ষ স্থাপন ও পর পক্ষ প্রতিষেধ করিয়া থাকে। নিজের কোনও পক্ষ নির্দ্দেশ না করিয়া কেবল পরপক্ষ খণ্ডনের উদ্দেশে বিজিগীষু ব্যক্তি যে কথার প্রবর্ত্তনা করেন, তাহার নাম বিতণ্ডা।

জল্প ও বিতণ্ডাতে প্রতিপক্ষের পরাজয়ের জন্য ন্যায়োক্ত ছল, জাতি ও নিগ্রহ স্থানের উদ্ভাবন করিতে পারা যায়। বাদকথা কেবল তত্ত্বনির্ণয় জন্য উপন্যস্ত হইয়া থাকে, এইজন্য উহাতে সভার অপেক্ষা নাই, কিন্তু জল্প ও বিতণ্ডাতে সভার অপেক্ষা আছে। যে জনসমূহের মধ্যে রাজা বা কোন ক্ষমতা-শালী লোক নেতা এবং কোন ব্যক্তি মধ্যস্থ থাকেন, তথাবিধ জনসমূহের নাম সভা। [বাদ ও ন্যায় দেখ]

২ কচুর শাক ও কন্দ। ৩ শিলাহ্বয়। ৪ করবী। (মেদিনী) ৫ দর্ব্বী। (হারাবলী)

বিতত (ত্রি) বি-তন-ক্ত। ১ বিস্তৃত, প্রসারিত, ব্যাপ্ত।

"উদ্‌গায়ন্তি যশাংসি যস্য বিততৈর্নাদৈঃ প্রচণ্ডানিল-প্রক্ষুভ্যৎকরিকুম্ভকূটকুহরব্যক্তৈ রণক্ষৌণয়ঃ॥"

(প্রবোধ চন্দ্রোদয় ৩।৫)

২ বীণাদি বাদ্য। (অমর)

বিততাধ্বর (ত্রি) যজ্ঞবেদী সম্বন্ধীয়। (অথর্ব্ব ৯।৬।২৭)

বিততি (স্ত্রী) বি-তন-ক্তি। বিস্তার।

"বয়ীহি সেতুমিহ তে যশসো বিততৌ

গায়ন্তি দিগ্‌বিজয়িনো যমুপেত্য ভূপাঃ॥ (ভাগবত ৯।১০)

বিতৎকরণ (ক্লী) লোকের অনিন্দিত কর্ম্ম। বিতত্থাবণ।

"কার্য্যাকার্য্যবিবেকবিকলস্যেব লোকনিন্দিতকর্ম্মকরণমবিতৎ-করণম্।" (সর্ব্বদর্শনস° ৭৮।১৩)

বিতত্য (পুং) বিহব্যের পুত্রভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)

বিতথ (ত্রি) ১ মিথ্যা। (অমর)

২ নিষ্ফল, ব্যর্থ।

"তস্যৈবং বিতথে বংশে তদর্থং যজতঃ সুতম্।
মরুৎসোমেন মরুতো ভরদ্বাজমুপাদদুঃ॥"
(ভাগবত ৯।২০।৩৫)

বিতথতা (স্ত্রী) বিতথস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। বিতথের ভাব বা ধর্ম্ম, মিথ্যাত্ব মিথ্যার ভাব।

বিতথ্য (ত্রি) বিতথ-যৎ। মিথ্যা, অসত্য।

বিতদ্রু (স্ত্রী) বিতনোতীতি বি-তন-(ভ্রস্বাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১০২) ইতি রু প্রত্যয়ঃ। নদীবিশেষ। এই নদী পঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিত।

বিতনিতৃ (ত্রি) বিতনোতি বি-তন্-তৃচ্। বিস্তারক, বিস্তারকারক।
"এষ দাতা শরণ্যশ্চ যথাহ্যৌশীনরঃ শিবিঃ।
যশোবিতনিতাস্বানাং দৌষ্মন্তিরিব যজ্বনাম্॥"
(ভাগবত ১।১২।২০)
'যশোবিতনিতা যশোবিস্তারকঃ' (স্বামী)

বিতনু (ত্রি) ১ তনুরহিত। "বিতন্বতেজোহপমদং শিতায়ুধাঃ দ্বিষাঞ্চ কুর্ব্বন্তি কুলং তরস্বিনঃ।" (কাব্যাদর্শ ৩।৬০) 'বিতনু বিগতদেহ তথা অতেজো নিষ্প্রতাপং।" (তট্টীকা) ২ অতি সূক্ষ্ম।

বিতন্বৎ (ত্রি) বিতনোতি বি-তন-শতৃ। বিস্তারকারক।

বিতন্তসায্য (ত্রি) ১ বিশেষরূপে বিস্তার্য্য, স্তোত্রদ্বারা বন্দনীয়। ২ শত্রুদিগের হিংসক।
"স বজ্রী বিতন্তসায্যো অভবৎ সমৎসু" (ঋক্ ৬।১৮।৬)
'বিতন্তসায্যঃ বিশেষেণ বিস্তার্য্যঃ স্তোত্রৈর্ব্বন্দনীয়ঃ, যদ্বা বিতন্তসায্যঃ শত্রূণাং হিংসকঃ' (সায়ণ)

বিতমস্ (ত্রি) বিগতস্তমো যস্য। তমোরহিত, তমো (তমোগুণ বা অন্ধকার) হীন।

বিতমস্ক (ত্রি) বিগতস্তমো যস্মাৎ। কপ সমাসান্তঃ। অন্ধকারহীন।
"মধ্যে তমঃপ্রবিষ্টং বিতমস্কং মণ্ডলঞ্চ যদি পরিতঃ।
তন্মধ্যদেশনাশং করোতি কুক্ষ্যামরভয়ঞ্চ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৫।৫১)
২ তমোরহিত।

বিতর (পুং) বি-তৃ-অপ্। ১ বিতরণ। ২ বিপ্রকৃষ্ট, দূর ব্যবহিত। "ভদ্রা ত্বমুষো বিতরং ব্যুচ্ছ" (ঋক্ ১।১২৩।১১)
'বিতরং বিপ্রকৃষ্টং যথা ভবতি তথা বিবাসয় আবরকমন্ধকারং' (সায়ণ) ৩ বিশিষ্টতর।
"প্রথতে বিতরং বরীয়ঃ" (ঋক্ ১।১২৪।৫)
'বিতরং বিশিষ্টতরং' (সায়ণ) ৪ অত্যন্ত, অতিশয়।
"বিতরং ব্যংহো ব্যমীবাশ্চাতয়স্বা" (ঋক্ ২।৩৩।২)
'পাপং বিতরং অত্যন্তং' (সায়ণ)

বিতরণ (ক্লী) বি-তৃ-ভাবে ল্যুট্। ১ দান, অর্পণ।
'বিত্তেন কিং বিতরণং যদি নাস্তি তস্য' (লোকপ্রসিদ্ধি)
২ বণ্টন, বাঁটিয়া দেওন।

বিতরণাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

বিতরম্ (অব্য) বিতর শব্দার্থ। [বিতর দেখ।]

বিতরাম্ (অব্য°) আরও, এতদ্ব্যতীত, অধিকন্তু।
(শতপথব্রা° ১।৪।১।২৩)

বিতর্ক (পুং) বি-তর্ক-অচ্। উহ, তর্ক, বাদানুবাদ, বিচার।
"সরস্বত্যাস্তটে রাজন্ ঋষয়ঃ সত্রমাসত।
বিতর্কঃ সমভূত্তেষাং ত্রিষধীশেষু কো মহান্॥"
(ভাগবত ১০।৮৯।১)
২ সন্দেহ, সংশয়। ৩ অনুমান। ৪ জ্ঞানসূচক। (শব্দরত্না°)
৫ অর্থালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"উহো বিতর্কঃ সন্দেহনির্ণয়ান্তরধিষ্ঠিতঃ।
দ্বিধাসৌ নির্ণয়ান্তশ্চানির্ণয়ান্তশ্চ কীর্ত্ত্যতে।
তত্ত্বানুপাত্যতত্ত্বানুপাতী যশ্চোভয়াত্মকঃ॥"
(সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)
সন্দেহ বা বিতর্ক হইলে এই অলঙ্কার হয়, ইহা নিশ্চয়ান্ত ও অনিশ্চয়ান্তভেদে দুই প্রকার। যে স্থলে সন্দেহ নিশ্চয় হয়, তথায় নিশ্চয়ান্ত বিতর্ক এবং যে স্থলে নির্ণীত হয় না, তথায় অনিশ্চয়ান্ত বিতর্ক হইয়া থাকে। উদাহরণ—
"মৈনাকঃ কিময়ং রুণদ্ধি গগনে মন্মার্গমব্যাহতা
শক্তিস্তস্য কুতঃ স বজ্রপতনাদ্ভীতো মহেন্দ্রাদপি।
তার্ক্ষ্যঃ সোঽপি সমং নিজেন বিভুনা জানাতি মাং রাবণ-
মাজ্ঞাতং স জটায়ুরেষ জরসা ক্লিষ্টো বধং বাঞ্ছতি॥"
(সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)

বিতর্কণ (ক্লী) বি-তর্ক-ল্যুট্। বিতর্ক। (শব্দরত্না°)

বিতর্কবৎ (ত্রি) বিতর্কঃ বিদ্যতেঽস্য বিতর্ক-মতুপ্ মস্য ব বিতর্কযুক্ত, বিতর্কবিশিষ্ট।

বিতর্ক্য (ত্রি) বি-তর্ক-যৎ। বিতর্কণীয়, বিতর্কণযোগ্য। ২ অত্যাশ্চর্য্যরূপে দর্শনীয়।
"গতব্যলীকৈরজশঙ্করাদিভির্বিতর্ক্যলিঙ্গো ভগবান্ প্রসীদতু।"
(ভাগবত ২।৪।১৯)
'বিতর্ক্যলিঙ্গঃ বিতর্ক্যং অত্যাশ্চর্য্যেণ বীক্ষণীয়ং লিঙ্গং যস্য স প্রসীদতু' (স্বামী)

বিতর্তুর (ক্লী) পরস্পরব্যতিহারদ্বারা তরণ, পুনঃপুনঃ গমন।
"শ্রদ্ধেকমিন্দ্রশ্চরতো বিতর্তুরং" (ঋক্ ১।১০২।২)
'বিতর্তুরং পরস্পরব্যতিহারেণ তরণং পুনঃপুনর্গমনং, বিতর্তুরং তরতে র্যঙ্লুগন্তাৎ ঔণাদিকঃ কুরচ্' (সায়ণ)

বিতর্দ্দি (স্ত্রী) বি-তর্দ্দ-হিংসায়াং (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। বেদিকা, বেদী, মঞ্চ, চৌকী।

"রতান্তরে যত্র গৃহান্তরেষু বিতর্দ্দিনির্য্যূহবিটঙ্কনীড়ঃ।" (মাঘ ৩।৫৫)

বিতর্দ্দিকা (স্ত্রী) বিতর্দ্দিরেব স্বার্থে কন্ টাপ্। বেদিকা।

বিতর্দ্দী (স্ত্রী) বিতর্দ্দি-কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। বেদী। (শব্দরত্না°)

বিত[র্দ্ধী] (স্ত্রী) বেদিকা। (অমরটীকা ভরত)।

বিতল (ক্লী) বিশেষেণ তলং। পাতালভেদ, সপ্ত পাতালের মধ্যে তৃতীয় পাতাল।

"অতলং নিতলঞ্চৈব বিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।
তলং সুতলপাতালে পাতালা হি তু সপ্ত বৈ।" (শব্দরত্না°)

দেবীভাগবতে লিখিত আছে যে, সপ্তপাতালের মধ্যে বিতল দ্বিতীয় পাতাল, এই পাতাল ভূতলের অধোদেশে অধিষ্ঠিত। সর্ব্বদেবপূজিত ভগবান্ ভবানীপতি "হাটকেশ্বর" নামগ্রহণ পূর্ব্বক স্বকীয় পার্ষদগণসহ এইস্থানে অবস্থিতি করেন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টির সবিশেষ সম্বর্দ্ধনার্থ ভবানীর সহিত মিথুনীভূত হইয়া বিরাজ করেন। এখানে তাঁহাদের বীর্য্যসমুদ্ভূত যে হাটকী নদী প্রবাহিত হইতেছে, হুতাশন সমীরণ সাহায্যে সমধিক প্রজ্বলিত হইয়া, তাহা পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই পানকালে বহ্নি যখন ফুৎকার ত্যাগ করেন, তখন তাহা হইতে হাটক নামক একরকম সুবর্ণ নির্গত হয়। ইহা দৈত্যগণের অতীব প্রিয়। দৈত্যরমণীরা সেই স্বর্ণদ্বারা অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিয়া অতিশয় যত্নের সহিত তাহা ধারণ করে। [পাতাল শব্দ দেখ।]

বিতস্ত (ত্রি) বি-তস্-ক্ত। ১ উপক্ষীণ। "বৈতস বিতস্তং ভবতি।" (নিরুক্ত ৩।২১)

২ বিতস্তিশব্দার্থ। [বিতস্তি দেখ]

বিতস্তদত্ত (পুং) বিতস্তা-দত্তঃ। সংজ্ঞায়াং-হ্রস্বঃ। (পা° ৬।৩।৬৩) বৌদ্ধ বণিক্‌ভেদ। (কথাসরিৎসা° ২৭।১৫)

বিতস্তা (স্ত্রী) পঞ্জাবের অন্তর্গত নদীবিশেষ। বর্ত্তমান সময়ে ঝিলম্ নামে খ্যাত।

"ধত্তে নাম বিতস্তেতি বহন্তী যত্র জাহ্নবী।"
(কথাসরিৎসা° ৩৯।৩৭)

এই নদী বেদবর্ণিত পঞ্চনদের একতম। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ইহার পরিচয় আছে।

"ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকিয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া॥" (১০।৭৫।৫)

প্রাচীনের নিকট এই নদী বিহৎ বা বেহাত নামে প্রচলিত। গ্রীক ভৌগোলিকগণ Hydaspes এবং টলেমী Bidaspes শব্দে এই নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। বামনপুরাণ ১৩শ অধ্যায়ে, মৎস্যপুরাণ ১১৩।২১, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৭।১৭, নৃসিংহপুরাণ ৬৫।১৩ এবং দিগ্বিজয় প্রকাশে এই পুণ্যতোয়া সরিদ্বতীর উৎপত্তি ও অববাহিকা ভূমির বর্ণনা আছে।

বর্ত্তমান ভৌগোলিকগণ কাশ্মীর উপত্যকার উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে এই নদীর উৎপত্তি স্বীকার করেন। এই নদী পরে ক্রমশঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া পীরপঞ্জাল হইতে সমুদ্ভূত অপর একটী শাখা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তদনন্তর ধীরমন্থর গতিতে পার্ব্বত্যভূমি ভেদ করিয়া এবং উপত্যকাবক্ষ-বিক্ষিপ্ত হ্রদাবলী মধ্য দিয়া এই নদী শ্রীনগর রাজধানীর নিকটে প্রবাহিত হইতেছে। হ্রদগুলির তীরভূমিতে নদীর সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব; তাহা দর্শন করিলে মনে অত্যন্ত আনন্দ জন্মে।

অতঃপর কাশ্মীর রাজধানী অতিক্রমপূর্ব্বক এই নদী নিম্ন উপত্যকার অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমি দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বলর হ্রদের নিকটে সিন্ধুনদ ইহার কলেবর পুষ্টি করিলে সেই মিলিত স্রোতদ্বয় পীরপঞ্জালের বরমূলা গিরিসঙ্কটের নিকট চঞ্চলগতিতে চলিয়া গিয়াছে। এখানে নদীর ব্যাস প্রায় ৪২০ ফিট। উৎপত্তিস্থান হইতে এখান পর্য্যন্ত নদীর বিস্তার প্রায় ১৩০ মাইল। তন্মধ্যে প্রায় ৭০ মাইল পর্য্যন্ত নৌকাযোগে যাতায়াতের উপযোগী।

মুজঃফরাবাদ নামক স্থানে আসিয়া এই নদী কৃষ্ণগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। অতঃপর কাশ্মীররাজ্য এবং ইংরাজাধিকৃত হাজারা ও রাবলপিণ্ডি জেলার মধ্য দিয়া পার্ব্বত্যপথে প্রবাহিত হওয়ায় এই স্থানে নদীর উভয় তীর অধিক বিস্তৃত হইতে পারে নাই। পর্ব্বতোপরি স্থানে স্থানে নদীর জলপ্রপাতের ভয়ানক স্রোতঃ নিবন্ধন নদীবক্ষে এখানে নৌকাবহন একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। হাজারা জেলার কোহালা নগরে এই নদীর উপর একটী সেতু নির্ম্মিত আছে।

রাবলপিণ্ডির ৪০ মাইল পূর্ব্বে দঙ্গলী নগর অতিক্রম করিয়া এই নদী অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমে আসিয়াছে এবং ঝিলম্ নগরের নিকটে উহা সমতল প্রান্তর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। নদীর মূল হইতে এখান পর্য্যন্ত বিস্তার প্রায় ২৫০ মাইল। দঙ্গলী হইতে এ পর্য্যন্ত পণ্যদ্রব্যবহনের বিশেষ অসুবিধা নাই। এই নদীতে সময় সময় ভয়ানক বন্যা আসিয়া নিম্ন ভূমিকে প্লাবিত করে এবং সেই কারণে কখন কখনও নদীগর্ভে বালুকার চর পড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ উৎপন্ন হয়। নদীর বন্যায় উভয় কূলে বহুদূর পর্য্যন্ত জল উঠিয়া স্থানের উর্ব্বরতা অনেকাংশে বর্দ্ধিত করিয়াছে।

এইরূপে তীরভূমির উর্ব্বরত্ব বৃদ্ধি করিয়া নদী ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে গুজরাত ও শাহপুর জেলার সীমান্ত দিয়া ক্রমে শাহপুরে

ও পরে ঝঙ্গ জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। এখানে নদীর ব্যাস অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতায়তন এবং উভয়কূলে "বড়র"নামক উচ্চভূমি। তিম্মুনগরের নিকটে (অক্ষা° ৩১° ১১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°১২´পূঃ) চন্দ্রভাগা উহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। এখান পর্য্যন্ত নদীর পূর্ণগতি প্রায় ৪৫০ মাইল। এই চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বদিকের ভূমি-ভাগ জেচ্‌দোয়াব্‌ এবং বিতস্তা ও সিন্ধুর মধ্যে পশ্চিমভাগের ভূমি সিন্ধুসাগরদোয়াব নামে পরিচিত।

এই নদী বক্ষে শ্রীনগর, ঝিলাম, পিণ্ডদাদন খাঁ, মিঞানী, ভেরা ও শাহপুর নগর অবস্থিত। কানিংহামের মতে, জালাল-পুরের নিকটে মাকিদনবীর আলেকজান্দার এই নদী উত্তীর্ণ হন। উহারই ঠিক অপর পারে চিলিয়ানবালার প্রসিদ্ধ রণক্ষেত্র। পিণ্ডদাদন খাঁ ঝিলম্‌ ও চন্দ্রভাগা-সঙ্গমে এই নদীর উপর সেতু আছে। [বিস্তৃত বিবরণ হাজারা, রাবলপিণ্ডি, ঝিলম্‌, গুজরাত, শাহপুর, ঝঙ্গ ও কাশ্মীর শব্দে দ্রষ্টব্য।]

রাজনিঘণ্টু মতে কাশ্মীরদেশপ্রসিদ্ধা বিতস্তা নাম্নী নদী। জলের গুণ—স্বাদু, ত্রিদোষঘ্ন, লঘু, তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ, ত্রিতাপহারক, জাড্যনাশক ও শান্তিকারক। বিতস্তা-মাহাত্ম্যে এই পুণ্যতোয়া নদীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে বিতস্তা তীর্থরূপে পরিগণিত।

বিতস্তাখ্য (ক্লী) তক্ষকনাগের বাসস্থান। "কাশ্মীরেষেব নাগস্য ভবনং তক্ষকস্য চ। বিতস্তাখ্যমিতি খ্যাতম্‌" (ভারত বনপর্ব্ব)

বিতস্তাদ্রি (পুং) পর্ব্বতভেদ। (রাজতর° ১।১০২)

বিতস্তাপুরী (স্ত্রী) ১ নগরভেদ। ২ একজন ভিক্ষু পণ্ডিত, টীকা ও পরমার্থসার-সংক্ষেপ-বিবৃতিপ্রণেতা।

বিতস্তি (পুং স্ত্রী) তস্থ উপক্ষেপে বি-তস্‌-তি (বৌ তসেঃ। উণ্‌ ৪।১৮১)। ১ বিস্তৃত সকনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠ, হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীকে সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত করিলে যে পরিমাণ হয়। ২ বার আঙ্গুল পরিমাণ, বিঘৎ, আদ্‌হাত।

"হৈমীপ্রধানা রজতেন মধ্যা তয়োরলাভে খদিরেণ কার্য্যা।
বিদ্ধং পুমান্‌ যেন শরেণ সা বা তুলাপ্রমাণেন ভবেদ্বিতস্তিঃ॥"
(বৃহৎসংহিতা ২৬।৯)

"সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।
তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি॥"
(ভাগবত ২।৬।১৬)

"দ্বে বিতস্তী তথা হস্তো ব্রাহ্মতীর্থাদিবেষ্টনম্‌।"
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৪৯।৩৯)

বিতান (পুং ক্লী) বি-তন্‌-ঘঞ্‌। ১ ক্রতু, যজ্ঞ।

"সোমপায়িনি ভবিষ্যতে ময়া বাঞ্ছিতোত্তমবিতানযাজিনা।"
(মাঘ ১৪।১০)

২ বিস্তার, বিস্তৃতি।

"যজ্ঞস্য চ বিতানানি যোগস্য চ পথঃ প্রভো।
নৈষ্কর্ম্ম্যস্য চ সাঙ্খ্যস্য তন্ত্রং বা ভগবৎস্মৃতং॥"
(ভাগবত ৩।৭।৩১)

৩ উল্লোচ, চাঁদোয়া, চাঁদা।

[ইহার পর্য্যায় চন্দ্রাতপ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

"বিতানসহিতং তত্র ভেজে পৈতৃকমাসনম্‌।
চূড়ামণিভিরুদ্‌ঘৃষ্টপাদপীঠং মহীক্ষিতাম্‌॥" (রঘু ১৭।২৮)

৪ সমূহ, সঙ্ঘ, সকল।

"নবকনকপিশঙ্গং বাসরাণাং বিধাতুঃ
ককুভি কুলিশপাণের্ভাতি ভাসাং বিতানম্‌॥" (মাঘ ১১।৪৩)

৫ মস্তকের ক্ষতস্থানের একরূপ বন্ধন (ব্যাণ্ডেজ্‌) বিশেষ। ইহা বিতানাকার (চাঁদোয়ার ন্যায়) করিতে হয়।

"জ্ঞেয়ো বিতানসংজ্ঞস্তু বিতানাকারসংযুতঃ।" (সুশ্রুত সূ° ১৮অ°)

(ক্লী) বিতন্যতে যৎ। ৬ বৃত্তিবিশেষ। (মেদিনী) ৭ অবসর, অবকাশ। (বিশ্ব) ৮ তুচ্ছ, তাচ্ছিল্য, ঘৃণা, নীচজ্ঞান।

"গগনমশ্বখুরোদ্ধতরেণুভির্নৃসবিতা চ বিতানমিবাকরোৎ॥"
(রঘু ৯।৫০)

৯ মন্দ। (অমর) ১০ শূন্য। (ধরণি)

"বৃহত্তুলৈরপ্যতুলৈর্বিতানমালাপিনদ্ধৈরপি চাবিতানৈঃ॥"
(মাঘ ৩।৫০)

বিতায়ন্তেহগ্নয়োহস্মিন্নিতি বি-তন-(আধারে) ঘঞ্‌। ১১ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম।

"অথৈতস্য সমাম্নায়স্য বিতানে যোগাপত্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ।"
(আশ্বা°গৃ°সূ° ১)

"বিততাঃ অগ্নয়ো যস্মিন্নিতি শ্রৌতকর্ম্মজাতমগ্নিহোত্রাদি বিতানশব্দেনোচ্যতে।" (নারা°)

১২ ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ৮টী করিয়া অক্ষর থাকে, এই সকল অক্ষরের মধ্যে ১ম, ৩য়, ও ৬ষ্ঠ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্নবর্ণ লঘু। ১৩ মাড়বৃক্ষ, মাড়বিন্‌ (কোঙ্কণদেশীয় ভাষা)।

বিতানক (পুং ক্লী) বিতান এব স্বার্থে কন্‌। ১ চন্দ্রাতপ। (শ°মা°) ২ সমূহ। বিতানশব্দার্থ। বিতান এব প্রতিকৃতিঃ কন্‌। ৩ মাড়বৃক্ষ। (রাজনি°) (ক্লী) ৬ ধন। (পর্য্যায়মু°)

বিতানমূলক (ক্লী) বিতানতুল্যং মূলং যস্য, বহুব্রীহৌ কন্‌। উশীর। (রাজনি°)

বিতানবৎ (ত্রি) বিতান অস্ত্যর্থে-মতুপ্‌ মস্য ব। বিতানযুক্ত, বিতানবিশিষ্ট। (কুমারস° ৭।১২)

বিতামস (ত্রি) ১আলোক। ২ তমোরহিত। (কথাস°১১।৯৯)

বিতায়িতৃ (ত্রি) বি-তায়-তৃচ্‌। বিস্তৃতি-কারক।

বিতার (ত্রি) কেতুভেদ।
"শ্যামারুণা বিতারাশ্চামররূপা বিকীর্ণদীধিতয়ঃ।
অরুণাখ্যা বায়োঃ সপ্তসপ্ততিঃ পাদপাঃ পরুষাঃ॥"
(বৃহৎসংহিতা ১১।২৪)
২ তারারহিত, তারাশূন্য।

বিতারিন্ (ত্রি) ১ বিস্তারকারী। ২ উত্তীর্ণ।

বিতিমির (ত্রি) বিগত তিমির, তিমিরশূন্য, অন্ধকারশূন্য।
"তত্র প্রবিষ্টমৃষয়ো দৃষ্ট্বার্কমিব রোচিষা।
ভ্রাজমানং বিতিমিরং কুর্ব্বন্তং তং মহৎ সদঃ॥" (ভাগ° ৪।২।৫)
স্ত্রিয়াং টাপ্। বিতিমিরা=জ্যোৎস্নাময়ী।

বিতিলক (ত্রি) বিগতং তিলকং যস্মাৎ। তিলকশূন্য, তিলকহীন, বিগততিলক।
"স্বকং নতে বিতিলকং মলিনং বিহর্ষং
সংরম্ভভীমমবিমৃষ্টমপেতরাগম্॥" (ভাগবত ৪।২৬।২৫)

বিতীর্ণ (ত্রি) ১ উত্তীর্ণ। ২ দান। ৩ দূর, ব্যবধান।

বিতীর্ণতর (ত্রি) অধিকতর দূরগত।

বিতুঙ্গভাগ (ত্রি) বিগতস্তুঙ্গভাগো যস্য। তুঙ্গভাগহীন, তুঙ্গভাগরহিত, গ্রহগণের একএকটী তুঙ্গভাগ আছে, গ্রহগণ সেই তুঙ্গভাগ হইতে চ্যুত হইলে বিতুঙ্গ হন। যথা—মেষরাশি রবির তুঙ্গস্থান, মেষরাশি ৩০ অংশে বিভক্ত, সমস্ত মেষরাশি রবির তুঙ্গ হইলেও উহার অংশবিশেষেই রবির তুঙ্গভাগ, ঐ অংশ হইতে চ্যুত হইলেই বিতুঙ্গভাগ অর্থাৎ তুঙ্গহীন হন।

বিতুদ (পুং) ভূতযোনিবিশেষ। (তৈত্তি° আর° ১০।৬৯)

বিতুন্ন (ক্লী) বি-তুদ-ক্ত। সুনিষণ্ণক, চলিত শুশুনিশাক। (অমর) ২ শৈবাল। (মেদিনী)

বিতুন্নক (ক্লী) বিতুন্নমিব ইবার্থে কন্। ১ ধান্যক, চলিত ধ'নে। (রাজনি°) ২ তুত্থক, তুতে। ৩ কৈবর্ত্তমুস্তক, কৈবর্ত্তমুতা, কেওটমুতা। (ভাবপ্র°) (পুং) ৪ আমলকীবৃক্ষ। (অমর) স্ত্রিয়াং টাপ্। বিতুন্না, ভূম্যামলকী, চলিত ভুঁইআমলা। (বৈ° নি°)

বিতুন্নভূতা (স্ত্রী) ভূম্যামলকী। (বৈদ্যকনি°)

বিতুন্নিকা (স্ত্রী) বিতুন্না স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং। ভূম্যামলকী। (রাজনি°)

বিতুল (পুং) সৌবীর রাজপুত্রভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

বিতুষ (ত্রি) বিগতস্তুষো যস্মাৎ। তুষরহিত, তুষহীন।

বিতুষ্ট (ত্রি) বিরক্তিকর। অসন্তুষ্ট।

বিতৃণ (ত্রি) বিগতং তৃণং যস্মাৎ। তৃণহীন, তৃণশূন্য, যেথানে তৃণ নাই।
"তুতোষ পশ্যন্ বিতৃণান্তরালাঃ"। (ভট্টি ২।১৩)
'বিতৃণং তৃণরহিতং উৎপাটিততৃণম্'॥ (ভট্টীকা)

বিতৃপ্তক (ত্রি) তৃপ্তিহীন।

বিতৃপ্ততা (স্ত্রী) বিতৃপ্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বিতৃপ্তের ভাব বা ধর্ম্ম, তৃপ্তিহীনতা, বিতৃপ্তের কার্য্য।

বিতৃষ্ (ত্রি) বিগতা তৃট্ যস্য। বিগততৃষ্ণ, তৃষ্ণারহিত, যাহার তৃষ্ণা বিগত হইয়াছে।
"বিতৃষোঽপি পিবন্ত্যম্ভঃ পায়য়ন্তো গজা গজীঃ।"
(ভাগবত ৪।৬।২৬)

বিতৃষ (ত্রি) বিগতা তৃষা যস্য। বিতৃষ্ণ, তৃষ্ণারহিত।
(ভাগবত ১০।৫১।৫৯)

বিতৃষ্ণ (ত্রি) বিগতা তৃষ্ণা যস্য। তৃষ্ণারহিত, অনুরাগশূন্য, নিস্পৃহ, উদাসীন।

বিতৃষ্ণতা (স্ত্রী) বিতৃষ্ণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বিতৃষ্ণের ভাব বা ধর্ম্ম, বিতৃষ্ণের কার্য্য, নিস্পৃহতা, অনুরাগশূন্যতা।

বিতৃষ্ণা (স্ত্রী) বিগতা তৃষ্ণা। বিগততৃষ্ণা, তৃষ্ণাভাব, অনিচ্ছা, অরুচি। বিগতা তৃষ্ণা যস্যাঃ ২ তৃষ্ণারহিতা।

বিতেশ্বর, জ্যোতির্ব্বিদ্‌ভেদ।

বিতোয় (ত্রি) বিগতং তোয়ং জলং যস্মাৎ। তোয়হীন, জলবিহীন।
"ভৃঙ্গোপমাঙ্গুষ্ঠিকপুষ্পিকা বা সূর্য্যাগ্নিবর্ণা চ শিলাবিতোয়া।"
(বৃহৎসংহিতা ৫৪।১০৯)

বিতোলা (স্ত্রী) কাশ্মীরস্থ নদীভেদ। (রাজতর° ৮।৯২২)

বিত্ত, ত্যাগ। অদন্তচুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বিত্তয়তি। লোট বিত্তয়তু। লিট্ বিত্তয়াঞ্চকার। লঙ্ অবিত্তয়ৎ। লুঙ্ অবিবিত্তৎ।

বিত্ত (ক্লী) বিদ্-ক্ত। বিত্তো ভোগপ্রত্যয়য়োঃ। (পা ৮।২।৫৮) ইতি সাধুঃ। ১ ধন, সম্পত্তি।
"অনৃতন্তু বদন্ দণ্ড্যঃ স্ববিত্তস্যাংশমষ্টমম্।
তস্যৈব বা নিধানস্য সংখ্যায়াল্পীয়সীং কলাম্॥"
(মনু ৮।৩৬)
(ত্রি) বিদ্-ক্ত (নুদবিদেতি। পা ৮।২।৫৬) ইতি নত্বাভাবঃ। ২ বিচারিত। ৩ বিজ্ঞাত। (অমর) ৪ লব্ধ। (অমরটীকায় রামাশ্রয়) ৫ বিখ্যাত। "তেন বিত্তশ্চুঞ্চুপ্‌চণপৌ"। (পা ৫।২।২৬) 'তেন বিত্ত' অর্থাৎ তাহা দ্বারা বিখ্যাত এই অর্থ বুঝাইলে চুঞ্চু ও চণপ্ প্রত্যয় হয়।

বিত্তক (ত্রি) বিদ-ক্ত। স্বার্থে কন্। ১ জ্ঞাত। ২ বিত্ত শব্দার্থ।

বিত্তকাম্যা (স্ত্রী) ধনাকাঙ্ক্ষিণী (রমণী)।

বিত্তকোষ (ক্লী) টাকার থলি (Money-bag)।

বিত্তগোপ্ত (ত্রি) ১ ধনরক্ষক। ২ কুবেরের ভাণ্ডারী।

বিত্তজানি (ত্রি) লব্ধভার্য্য, যিনি ভার্য্যালাভ করিয়াছেন। "কলিং যাভির্বিত্তজানিং দুবস্যথঃ" (ঋক্ ১।১১২।১৫) 'বিত্তজানিং

লব্ধভার্য্যং, বিত্তা লব্ধা জায়া যেন স তথোক্তঃ, 'জায়ায়া নিঙ্'। পা ৫।৪।১৩৪, ইতি সমাসান্তো নিঙাদেশঃ' (সায়ণ)

বিত্তদ (ত্রি) বিত্তং দদাতি দা-ক। ধনদাতা, যিনি বিত্তদান করেন। স্ত্রিয়াং টাপ্ বিত্তদা, স্কন্দ মাতৃভেদ। (ভারত)

বিত্তধ •(ত্রি) ধনকর্ত্তা, ধনকারী। "ভদ্রায় গৃহপং শ্রেয়সে বিত্তধমাধ্যক্ষায়" (শুক্লযজু° ৩০।১৫)

"বিত্তধং বিত্তং দধাতীতি বিত্তধস্তং ধনকর্ত্তারং' (মহীধর)

বিত্তনাথ (পুং) বিত্তস্য ধনস্য নাথঃ পতিঃ। ধনপতি কুবের।

বিত্তনিশ্চয় (পুং) বিত্তস্য নিশ্চয়ঃ। ধন নিশ্চয়, ধননির্ণয়। (মার্কণ্ডেয়পু° ১২০।১৭)

বিত্তপ (ত্রি) বিত্তং পাতি রক্ষতি পা-ক। বিত্তপতি. ধনরক্ষক, (পুং) ২ কুবের। স্ত্রিয়াং টাপ্। বিত্তপা বিত্তাধিষ্ঠাত্রী।

"অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো
ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপা সতী।" (ভাগবত ১০।৮।৪২)

'বিত্তপা বিত্তাধিষ্ঠাত্রী' (স্বামী)

বিত্তপতি (পুং) বিত্তস্য ধনস্য পতিঃ। কুবের। (মনু ৫।৯৬)

বিত্তপপুরী (স্ত্রী) ১ নগরভেদ। (কথাসরিৎ ৯৮।৪৯) ২ কুবেরপুরী।

বিত্তপাল (পুং) বিত্তং পালয়তি পাল-অচ্। ১ কুবের। (রামায়ণ ৭।১১।২৫) (ত্রি) ২ বিত্তপালক, বিত্তরক্ষক।

বিত্তপেটা [টী] (স্ত্রী) ১ টাকা রাখিবার পেটিকা। ২ টাকার থলী।

বিত্তময় (ত্রি) বিত্ত স্বরূপে ময়ট্। বিত্তস্বরূপ, ধনস্বরূপ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

বিত্তমাত্রা (স্ত্রী) বিত্তামাত্রা পরিমাণং। ধন পরিমাণ।

বিত্তর্দ্ধি (স্ত্রী) বিত্তমেব ঋদ্ধিঃ ধনরূপ ঋদ্ধি, ধনসম্পদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৮৪।৩২)

বিত্তবৎ (ত্রি) বিত্তং বিদ্যতেঽস্য বিত্ত-মতুপ্ মস্য ব। বিত্তযুক্ত ধনবিশিষ্ট, ধনী।

বিত্তাঢ্য (ত্রি) বিত্তেন আঢ্যঃ। বিত্তদ্বারা আঢ্যঃ। ধনাঢ্য, ধনবান্

বিত্তায়ন (ত্রি) বিত্তের নিমিত্ত লোকের নিকট গমনকারী ব্যক্তি, বিত্তার্থী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ বিত্তায়নী। "তপ্তায়নী মেঽসি বিত্তায়নী মেঽসি" (শুক্লযজু° ৫।৯)

'বিত্তায়নী, বিত্তার্থং নরো যস্যামেতীতি বিত্তায়নী যদ্বা বিত্তার্থং নির্ধনং পুরুষময়তীতি বিত্তায়নী, পৃথিব্যাং হি প্রাপ্তায়াং শস্য-নিষ্পত্তিদ্বারা মহদ্ধনং লভতে' (মহীধর)

বিত্তার, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। কাবেরীর বেন্নরে শাখা হইতে উদ্ভূত। অক্ষা ১০°৪৯´´ ২০´´ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৭´ পূঃ। তাঞ্জোর নগরের ৩ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিয়া ইহা সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। এই নদীর মোহানায় নাগর নামক সুপ্রসিদ্ধ বন্দর অবস্থিত। অক্ষা ১০°৪৯´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৫৪´ ৪৫´´ পূঃ।

বিত্তার্থ (পুং) বিত্তস্য অর্থঃ। ধনার্থ,অর্থের জন্য ধন প্রয়োজন।

বিত্তি (স্ত্রী) বিদ-ক্তিন্। ১ বিচার। ২ লাভ। (শুক্লযজু° ১৮।১৪) ৩ সম্ভাবনা। (মেদিনী) ৪ জ্ঞান। (হেম)

বিত্তেশ (পুং) বিত্তানামীশঃ। কুবের।

"ত্বং ব্রহ্মা হরিহরসংজ্ঞিতস্ত্বমিন্দ্রো
বিত্তেশঃ পিতৃপতিরম্বুপঃ সমীরঃ॥" (মার্কণ্ডেয়পু° ১০৪।৩৭)

বিত্তেশ্বর (পুং) বিত্তস্য ঈশ্বরঃ। কুবের, ধনপতি।

বিত্ত্ব (ক্লী) তত্ত্বজ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিত্যক্ত (ত্রি) বিশেষরূপে ত্যক্ত।

বিত্রপ (পুং) বিগতা ত্রপা লজ্জা যস্য (গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্যেতি গৌণত্বাদ্ধ্রস্বত্বম্। পা ১।২।৪৮) ১ নির্লজ্জ লজ্জাহীন। ২ ব্যক্তিভেদ। (রাজতর° ৫।২৬)

বিত্রগন্তা (বিত্রঘণ্টা) মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর নেল্লুর জেলার কবালী তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ড গ্রাম। এখানে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর একটী প্রাচীন মন্দির আছে। এখানে প্রতি বৎসর মহা-সমারোহে দেবোদ্দেশে একটী মেলা হইয়া থাকে। তন্তুবায় সমিতির যত্নে স্থানীয় বস্ত্রবয়ন শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে।

বিত্রস্ত (ত্রি) বি-ত্রস্-ক্ত অত্যন্ত ভীত, অতিশয় ত্রস্ত।

বিত্রাস (পুং) বি+ত্রস্-ঘঞ্। ভীতি।

"ততোঽভূৎ পরসৈন্যানাং হৃদি বিত্রাসবেপথুঃ॥" (ভাগবত ১০।৫০।১৬)

"গজাবজয়বিত্রাসবেপমানঃ।" (কথাসরিৎসা ১৯।৯০)

বিত্বক্ষণ (ত্রি) তনূকর্ত্তা, স্বাপকারী, ক্ষয়কারী, কৃশকারী।

"বিত্বক্ষণঃ সমৃতৌ চক্রমাসজঃ" (ঋক্ ৫।৩৪।৬)

'সমৃতৌ সংগ্রামে বিত্বক্ষণো বিশেষেণ তনূকর্ত্তা শত্রূণাং তদর্থং চক্রমাসজো রথচক্রস্যাসঞ্জনয়িতা' (সায়ণ)।

বিৎসন (পুং) বিদ্‌লাভে ক্বিপ্ তাং সনোতি সন্‌দানে অচ্। বৃষভ, বৃষ। (শব্দচ°)

বিথ, যাচনে। ভ্বাদি° আত্ম° দ্বিক° সেট্ চঙি ন হ্রস্বঃ। বেথতে লুঙ্ অবেথিষ্ট।

বিথভূয় পত্তন, যুক্ত প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান কালে বিঠা বা বিথা নামে খ্যাত। এখানে ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী দোরিয়া গ্রামে হিন্দু বৌদ্ধ কীর্ত্তির নিদর্শনস্বরূপ অনেক ভগ্ন মন্দিরাদি দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে গুপ্ত সম্রাট্ কুমার গুপ্তের প্রতিষ্ঠিত একটী প্রতিমূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য।

বিথর, যুক্ত প্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

উণাও হইতে রায় বেরেলী যাইবার পথে অবস্থিত অক্ষ ১০ ২৬০২৫´২০=উঃ এবং দ্রাঘি ৮০০৩৭´২৫´´ পূঃ। পূর্ব্বে রাতেগণ সমগ্র হাম্বহা পরগণার অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহারা এই বিথর নগরেই আপনাদের রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে ১০টী প্রাচীন শিবমন্দির আছে।

বিথান্দা, পশ্চিম ভারতের একটী প্রসিদ্ধ নগর। ডাঃ কানিং ইহাকে ইটা জেলার অন্তর্গত বিলসর বা বিলসন্দ বলিয়া অনুমান করেন। অপর কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে ইহাই সিন্ধুতীরবর্ত্তী ওহিন্দ নগরী। ফিরিস্তায় এই নগরীর সমৃদ্ধির কথা আছে। অন্যান্য মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইহাকে তিলসন্দ এবং চীন পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং পি-লো-যণ-প বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে বৌদ্ধ-মঠের ধ্বস্তকীর্ত্তির অনেক নিদর্শন আছে। সম্রাট্ কুমার গুপ্তের লিপিযুক্ত কতকগুলি স্তম্ভও এখানে বিদ্যমান।

বিথুর (পুং) ব্যথ-উরচ্ (ব্যথেঃ সম্প্রসারণং কিচ্চ। (উণা ১।৪০) ব্যথ ভয়চলনয়োঃ অস্মাদুরচ্ কিত্ত্ববতি সম্প্রসারণঞ্চ ধাতোঃ। ১ চৌর, ২ রাক্ষস। (স্ত্রিয়াং টাপ্) ৩ ভর্ত্তৃবিযুক্তা নারী, স্বামিবিরহিতা।

"প্রৈষাজ্‌মেষু বিথুরেব রেজতে ভূমিঃ" (ঋক্ ১।৮৭।৩)

'বিথুরেব যথা ভর্ত্ত্রা বিযুক্তা জায়া রাজোপদ্রবাদিষু সৎসু-নিরালম্বা সতী কম্পতে তদ্বৎ' (সায়ণ)

৪ বিহীন, ক্ষয়, নাশ।

"ত্বমেষাং বিথুরা শবাংসি জহি বৃষ্ণ্যানি কৃণুহী পরাচঃ॥" (ঋক্ ৬।২৫।৩)

'এষাং উভয়বিধানাং শত্রূণাং সম্বন্ধীনি শবাংসি বনানি বিথুরা বিথুরাণি হীনানি ত্বং কৃণুহী কুরু।' (সায়ণ)

৫ ব্যথিত, বাধিত বাধাপ্রাপ্ত।

"বিশ্বা সু নো বিথুরা পিব্দনা বসোঽমিত্রান্ত্সুষহান্ কৃধি।" (ঋক্ ৬।৪৬।৬)

'তং বিশ্বা সর্ব্বাণি পিব্দনা পিব্দনানি রক্ষাংসি সু সুষ্ঠু বিথুরা ব্যথিতানি বাধিতানি কৃধি কুরু।' (সায়ণ)

৬ ন্যূন, অল্প, কম।

"যদুল্বণং যদ্বিথুরং ক্রিয়তে" (ঐতরেয় ব্রা০ ২।৭)

'যদুল্বণং শাস্ত্রার্থাদতিরিক্তং ক্রিয়তে' যচ্চ 'বিথুরং' ন্যূনং ক্রিয়তে।

বিথুল্মি, পশ্চিমবঙ্গবাসি পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ।

বিথ্যা (স্ত্রী) বিথ-যৎ স্ত্রিয়াং টাপ্। গোজিহ্বা, চলিত গোজিয়া-শাক। (শব্দচন্দ্রিকা)

বিদ, ১ জ্ঞান, জানা, কথন, বলা। অদাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ বেত্তি। বিদ ধাতুর বিকল্পে লিটের ৯টী বিভক্তি স্থানে লটের ৯টী বিভক্তি হয়। যথা—বেদ, বেত্তি। বিদতুঃ, বিত্তঃ। বিদুঃ, বিদন্তি। বেত্থ, বেৎসি। বিদথুঃ, বিত্থ। বিদ, বিত্থ। বেদ, বেদ্মি। বিদ্ব, বিদ্বঃ। বিদ্মঃ। বিধিলিঙ্ বিদ্যাৎ। লোট্ বেত্তু, বিদাঙ্করোতু। লিট্ বিবেদ, বিদাঞ্চকার। লঙ্ অবেৎ, অবিত্তাং অবিদুঃ। লুঙ্ অবেদীৎ, অবেদিষ্টাং অবেদিষুঃ। লুট্ বেদিতা। ণিচ্ বেদয়তি বেদয়তে। লুঙ্ অবীবিদৎ ত। সন্ বিবদিষতি। যঙ্ বেবিদ্যতে। যঙ্‌লুক্ বেবেদ্মি।

বিদ—২ লাভ। তুদাদি০ উভয়০ সক০ অনিট্। লট্ বিন্দতি-তে। লোট্ বিন্দতু বিন্দতাং। লিট্ বিবিদ দে। লঙ্ অবিন্দৎ ত। লুঙ্ অবিদৎ অবিত্ত। ণিচ্ বেদয়তি-তে। সন্ বিবৎসতি তে। বিদ ৩ ভাব, বিদ্যমানতা, বর্ত্তমানতা। দিবাদি০ আত্মনে০ অক০ অনিট্। লট্ বিদ্যতে। লোট্ বিদ্যতা। লিট্ বিবেদ। লঙ্ অবিদ্যত। লুঙ্ অবিত্ত। সন্ বিবিৎসতে।

বিদ—৪ সুখাদ্যনুভব, ৫ আখ্যান। ৬ বাস। ৭ বাদ, স্থৈর্য্য, স্থিরতা। ৮ জ্ঞান। চুরাদি০ উভয়০ সক০ সেট্, বাসা ও স্থৈর্য্যার্থে অক০। লট্ বেদয়তি-তে। 'বেদয়তে শাস্ত্রং ধীরঃ' ধীর শাস্ত্র জানিতেছে, এই স্থলে জ্ঞান অর্থ হইল। 'বেদয়তে স্বার্থং লোকঃ' এই স্থলে 'বেদয়তে' অর্থে বলিতেছে, 'বেদয়তে তীর্থে সাধুঃ' এই স্থলে বাস অর্থাৎ বাস করিতেছে। 'বেদয়তে বৃক্ষঃ' বৃক্ষ স্থির হইয়া আছে। কেহ কেহ এই ধাতুর চেতনা অর্থাৎ জ্ঞান অর্থের স্থলে বেদনা এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। 'বেদয়তে বৃদ্ধঃ' 'ব্যথতে' অর্থাৎ বৃদ্ধ ব্যথিত হইতেছে।

বিদ—৯ মীমাংসা বিচার। রুধাদি০ সক০ অনিট্। লট্ বিন্তে। 'বিন্তে শাস্ত্রং ধীরঃ' ধীর শাস্ত্র মীমাংসা বা বিচার করিতেছে। লুঙ্ অবিত্ত। সন্ বিবিৎসতে।

"বেত্তিরূপং বিদ জ্ঞানে বিন্তে বিদ বিচারণে।
বিদ্যতে বিদি সত্তায়াং লাভে বিন্দতি বিন্দতে॥ (ধাতুগণ)

বিদ্ (পুং) বেত্তি-বিদ-ক্বিপ্। ১ পণ্ডিত। যিনি জানেন।

"ত্বমপ্যদভ্রশ্রুতবিশ্রুতং বিভোঃ
সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্।" (ভাগবত ১।৫ ৪০)

'বিদাং বিদুষাং' (স্বামী)

এই শব্দ প্রায়ই কোন শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়। যথা শাস্ত্রবিদ্, বেদবিদ্ প্রভৃতি। ২ বুধগ্রহ। (জ্যোতিষ)

বিদ (পুং) বিদ-ক। ১ পণ্ডিত। ২ তিলকবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০)

বিদংশ (পুং) বিদশ্যতেহনেন বি-দনশ করণে ঘঞ্। ১ অপদংশ, চলিত চাটনি। (রাজনি০)

বিদক্ষিণ (ত্রি) দক্ষিণাহীন, দক্ষিণারহিত।

বিদগ্ধ (ত্রি) বি-দহ-ক্ত। ১ নাগর। (ত্রিকা০) রসিক রসজ্ঞ। ২ নিপুণ, চতুর। ৩ পণ্ডিত, পটু।

"নলিপ্তং ন মুখং নাঙ্গং ন পঙ্কতী চরণাঃ পরাগেণ।
অস্পৃশতেব নলিন্যা বিদগ্ধমধুপেন মধু পীতম্ ॥" (আর্য্যাসপ্ত ৫০৬)
বিশেষেণ দগ্ধঃ। ৩ বিশেষরূপে দগ্ধ।
"শোফরোরূপনাহন্ত কুর্য্যাদামবিদগ্ধয়োঃ।
অবিদগ্ধঃ শমং যাতি বিদগ্ধঃ পাকমেতি চ ॥ (সুশ্রুত ৪।১)
৪ লঘুরোহিষ তৃণ। (বৈদ্যকনি°)

বিদগ্ধতা (স্ত্রী) বিদগ্ধস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। বিদগ্ধের ভাব বা ধর্ম্ম, পাণ্ডিত্য।

বিদগ্ধমাধব, শ্রীরূপগোস্বামীকৃত সপ্তাঙ্ক নাটক। এই নাটক ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়; ইহাতে রাধাকৃষ্ণের লীলা ও প্রেম-ভাব বর্ণিত আছে।

বিদগ্ধবৈদ্য, যোগশতক নামক বৈদ্যকগ্রন্থ রচয়িতা।

বিদগ্ধা (স্ত্রী) বিদগ্ধ-টাপ্। পরকীয় নায়িকার অন্তর্গত নায়িকা-ভেদ। যে পরকীয়া নায়িকা বাক্‌চাতুরীযুক্তা হয়, তাহাকে বিদগ্ধা কহে। এই বিদগ্ধা নায়িকা দ্বিবিধা, বাগ্‌বিদগ্ধা ও ক্রিয়াবিদগ্ধা। বাগ্‌বিদগ্ধা যথা—

"নিবিড়তমতমালমল্লিবল্লী বিচকিলরাজিবিরাজিতোপকণ্ঠে।
পথিক সমুচিতস্তবাস্ত তীব্রে সবিতরি তত্র সরিত্তটে নিবাসঃ ॥"

ক্রিয়াবিদগ্ধা যথা—
"দাসায় ভবননাথে বদরীমপনেতুমাদিশতি।" (রসমঞ্জরী)

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে।

"বিদগ্ধা লক্ষিতা গুপ্তা কুলটা মুদিতা।
পরকীয়া নানাভেদ প্রাচীন লিখিতা ॥
বিদগ্ধা দ্বিমত হয় বাক্য আর কাজে।
কথা শুনি কার্য্য দেখি বুঝিবা অব্যাজে ॥"

বাগ্‌বিদগ্ধার লক্ষণ যথা—
চির পরবাসী স্বামী, বিরহে কাতরা আমি,
বসন্তে মাতিল কাম কেমনে বা থাকিব।
প্রভুর কুসুমোদ্যান, বড় মনোহর স্থান,
মনুষ্যের গম্য নহে সেই স্থানে যাইব ॥
ডাকে পিক অলিকুল, ফুটে নানাজাতি ফুল,
গাইয়া প্রভুর গুণ রজনী পোহাইব।
করিতে আমার তত্ত্ব, হইবে যাহার সত্ত্ব,
সেই বঁধু তারে দেখা সেইখানে পাইব ॥"

ক্রিয়াবিদগ্ধার লক্ষণ যথা—
"সুখে শুয়ে পতি আছে, রামা বসে তার কাছে,
ইশারায় উপপতি পিকডাকে ডাকিল।
বামা বলে হোল দায়, পাছে পতি টের পায়,
না দেখি উপায় ভেবে শুব্ধ হয়ে রহিল ॥
কোকিল ডাকিছে হোর, কামভয়ে পাছে মোর,
শ্রান্ত হয়ে নিদ্রা যাও বল্যা চক্ষু ঢাকিল।
জাগ্রত আমার প্রিয়, কেন ডাক বনপ্রিয়,
আর কি তোমারে ভয় বল্যা দুই রাখিল ॥"
(ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরী)

বিদগ্ধাজীর্ণ (স্ত্রী) অজীর্ণরোগভেদ। পিত্ত হইতে এই রোগের উৎপত্তি হয় এবং ইহাতে ভ্রম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, পিত্তজন্য পেটের ভিতর নানা প্রকার বেদনা, চোঁয়া ঢেকুর উঠা, ঘর্ম্ম, দাহ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

"বিদগ্ধে ভ্রমতৃমূর্চ্ছা পিত্তাচ্চ বিবিধা রুজঃ।
উদ্‌গারশ্চ সধূমাম্লঃ স্বেদো দাহশ্চ জায়তে ॥"
(মাধব নি°)

পথ্য,—লঘুপাক দ্রব্য, অতিপুরাতন সূক্ষ্ম শালি-তণ্ডুলান্ন, খৈএর মণ্ড, মুগের যূষ, হরিণ, শশ ও লাব (লাউয়া পাখী) মাংসের যূষ, ক্ষুদ্র মৎস্য, শালিঞ্চ শাক, বেত্রাগ্র, বেতোশাক, ছোটমূলা, লশুন, পাকা চাল কুমড়া, কাচা কলা, সজিনা-ফল, পটোল, কচি বেগুন, জটামাংসী, বালা, কাকরোল, করোলা, বৃহতী, আমাদা, গাঁধালিয়া, মেষশৃঙ্গী, আমরুল, শুশুনি-শাক, আমলকী, নারঙ্গালেবু, দাড়িম, যব, ক্ষেতপাপড়া, অম্ল-বেতস, জামিরলেবু, গোড়ালেবু, মধু, মাখন, ঘৃত, তক্র, কাঁজি, কটুতৈল, হিঙ্গ, লবণ, আদা, যমানী, মরিচ, মেথী, ধনিয়া, জীরা, সদ্যোজাত দধি, পাণ, গরম জল, ঝাল এবং তিক্তরস।

অপথ্য,—মলমূত্রাদির বেগধারণ, আহারের কাল উত্তীর্ণ হইলে আহার করা, অত্যন্ত ক্ষুধায় অল্প পরিমাণে খাওয়া, ভুক্ত-দ্রব্য পরিপাক না হইতে হইতে পুনরায় ভোজন করা, রাত্রি-জাগরণ, শোণিত স্রাব, শমীধান্য (মাষকলায়াদি), বৃহৎ মৎস্য, মাংস, পুঁইশাক, বেশী পরিমাণে জল খাওয়া, পিষ্টক ভক্ষণ, সকল রকম আলু, সদ্যঃপ্রসূত গাভীর দুগ্ধ (আতুড়ে দুধ), নষ্ট দুধ, অত্যন্ত ঘন আটা দুধ, ছানা, খাঁড়, গুড় প্রভৃতির পানা, তাল-শাস বা তালের আঁটির শাস, স্নেহ দ্রব্যের অত্যন্ত নিষেবন, নানা রকমে দূষিত জল পান করা, সংযোগবিরুদ্ধ (ক্ষীর মৎস্যাদি), দেশ ও কালবিরুদ্ধ (উষ্ণে উষ্ণ, শীতে শীত) অন্নপানাদি, আধ্মানকারক ও গুরুপাক জিনিষ এবং বিরেচক পদার্থ। কিন্তু আবার মৃদু বিরেচক অর্থাৎ হরীতকী প্রভৃতি ইহাতে উপকারী।

[ইহার চিকিৎসা অগ্নিমান্দ্য শব্দে দ্রষ্টব্য]

বিদগ্ধাম্লদৃষ্টি (স্ত্রী) চক্ষুরোগবিশেষ, দৃষ্টিগতরোগ। অত্যন্ত অম্লসেবন হেতু দূষিত রক্ত এবং বাতাদি দৃষ্টিক্ষেত্রে সঞ্চিত হইয়া চক্ষুকে অতিশয় ক্লিন্ন ও কণ্ডুযুক্ত করিলে উহা বিদগ্ধাম্লদৃষ্টি বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। (বাগ্‌ভট)

ভৃশমম্লাশনাদ্দোষৈঃ সাস্রৈর্যা দৃষ্টিরাচিতা।
সক্লেদকণ্ডূকলুষা বিদগ্ধাম্লেন সা স্মৃতা ॥"
(বাগ্‌ভট উ° স্থা° ১২অ°) [নেত্ররোগ দেখ]

বিদণ্ড (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

বিদথ (পুং) বেত্তীতি বিদ (রুবিদিভ্যাং ঙিৎ। উণ্ ৩।১১৬) ইতি অথ, অচ্ ঙিৎ। ১ যোগী। ২ কৃতী। (মেদিনী) ৩ যজ্ঞ। (নির্ঘণ্টু ৩।১৭) (ত্রি) ৪ বেদিতব্য। (ঋক্ ৩।৩৭।৭) ৫ রাজভেদ। (ঋক্ ৫।৩৩।৯)

বিদথিন্ (পুং) ঋষিভেদ। (ঋক্ ৫।২৯।১১)

বিদথ্য (ত্রি) যজ্ঞার্হ।

"সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং" (ঋক্ ১।৯১।২০)

'বিদথ্যং বিদন্তেষু দেবানিতি বিদথা যজ্ঞাঃ, তদর্হং, দর্শপূর্ণমাসাদিযাগানুষ্ঠানপরমিত্যর্থঃ' (সায়ণ)

বিদদশ্ব (পুং) বিপ্রভেদ। [বৈদদশ্বি দেখ।]

বিদদ্বসু (ত্রি) জ্ঞাপিত ধনযুক্ত।

"মক্তিমচ্ছা বিদদ্বসুং গিরঃ" (ঋক্ ১।৬।৬)

'বিদদ্বসুং বেদয়দ্ভিঃ স্বমহিমপ্রখ্যাপকৈর্বসুভির্নৈর্যুক্তং, বিদজ্ঞানে ইত্যস্মাদন্তর্ভাবিণ্যর্থাৎ শতৃপ্রত্যয়ান্তে বিদন্তি ঔদার্য্যাতিশয়বত্তয়া জ্ঞাপয়ন্তি বহূনি ধনানি যং স বিদদ্বসুঃ' (সায়ণ)

বিদভৃৎ (পুং) ঋষিভেদ। [বৈদভৃত দেখ।]

বিদর (স্ত্রী) বিদীর্য্যতীতি বি-দৃ-অচ্। ১ বিষসারক। চলিত ফণীমনসা। (শব্দচন্দ্রিকা) (ত্রি) ২ বিদীর্ণ।

"অশ্মবৃক্ষোপলা ছিদ্রা লতিকা বিদরা স্থিরা।
নিঃশর্করা চ নিঃপঙ্কা সাপসারা চ বারিভূঃ ॥"
(কামন্দকীয়নীতিসা° ১৯।১০)

(পুং) বি-দৃ (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইতি অপ্। ৩ বিদরণ, পাটন, বিদারণ। পর্য্যায়—স্ফুটন, বিদারণ। (শব্দরত্না°) ৪ অতিভয়।

বিদর (বিদার), দাক্ষিণাত্যের নিজামাধিকৃত হায়দরাবাদ রাজ্যের একটী নগর। হায়দরাবাদ রাজধানী হইতে ৭৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে মঞ্জেরানদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°৫৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৩৪´ পূঃ। অনেকের মনে বিশ্বাস প্রাচীন বিদর্ভ জনপদের শব্দশ্রুতি আজিও বিদর শব্দে প্রতিধ্বনিত। প্রত্নতত্ত্ববিদের ধারণা, সমগ্র বেরাররাজ্য এক সময়ে বিদর্ভ রাজ্য নামে উল্লিখিত হইত। কিন্তু সেই সময়ের বিদর্ভ রাজধানী পরে লৌকিক বিদর (বিদর্ভ) প্রয়োগে 'বিদর' গ্রামপ্রাপ্ত হইয়াছিল কি না বলা যায় না।

এক সময়ে বাহ্মণীরাজগণ এই নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৬ শতাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই রাজধানীতে থাকিয়া তাহারা শাসনদণ্ড পরিচালিত করেন। এই নগরের চারিপার্শ্বে বিস্তৃত প্রাচীর আছে। এখন তাহা সম্পূর্ণ ভগ্নাবস্থায় পতিত। প্রাচীরোপরিস্থ একস্থানের বপ্রদেশে একটী ২১ ফিট্ দৈর্ঘ্য কামান বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন নগরমধ্যে ১০০ ফিট্ উচ্চ একটী স্তম্ভ (minaret) এবং দক্ষিণপশ্চিমভাগে কতকগুলি সমাধিমন্দির আজিও দৃষ্টিগোচর হয়।

ধাতবপাত্রাদি নির্ম্মাণের জন্য এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানকার কারীগরেরা তাম্র, সিসক, টিন্ ও রঙ্গ মিশ্রিত করিয়া একরূপ সুন্দর ধাতু প্রস্তুত করে এবং উহা দ্বারা তাহারা নানা প্রকার সুচিত্রিত বাসন গড়ে। কখন কখন ঐ সকল বাসনের ভিতরে তাহারা রূপার বা সোণার তাক বা কলাই করিয়া দেয়। বিদারের এই বাসনের ব্যবসা এখন উত্তরোত্তর কমিয়া আসিতেছে।

বিদরণ (ক্লী) বি-দৃ-ল্যুট্। ১ বিদার,ভেদ করা। ২ মধ্য ও অন্তশব্দ পূর্ব্বে থাকিলে সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণের মোক্ষের নামান্তরদ্বয়কে বুঝায় অর্থাৎ মধ্যবিদরণ ও অন্তবিদরণ বলিলে,সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের মোক্ষের দশটী নামের মধ্যে এই দুইটীও পড়ে। গ্রহণের মোক্ষকালে প্রথমে মধ্যস্থল প্রকাশিত হইলে তাহাকে "মধ্যবিদরণ" মোক্ষ বলে। ইহা সুচারু বৃষ্টিপ্রদ না হইলেও সুভিক্ষপ্রদ, কিন্তু প্রাণিগণের মানসিক কোপকারক। আর মুক্তিসময়ে গৃহীতমণ্ডলের শেষ সীমায় নির্ম্মলতা ও মধ্যস্থলে অন্ধকারাধিক্য থাকিলে তাহাকে "অন্তবিদারণ" মোক্ষ বলে। এরূপ ভাবে মুক্তি হইলে মধ্যদেশের বিনাশ ও শারদীয় শস্যক্ষয় হইয়া থাকে। * (বৃহৎসংহিতা ৫।৮১,৮৯,৯০।) ৩ বিদ্রধিরোগ।

বিদর্ভ (পুং স্ত্রী) বিশিষ্টা দর্ভাঃ কুশা যত্র, বিগতা দর্ভাঃ কুশা যত ইতি বা। ১ কুণ্ডিননগর, আধুনিক বড়নাগপুর। (হেম)

"স জয়ত্যরিসার্থসার্থকীকৃতনামা কিল ভীমভূপতিঃ।
যমবাপ্য বিদর্ভভূঃ প্রভুং হসতি দ্যামপি শক্রভর্ত্তৃকাম্ ॥"
(নৈষধপূ° খ° ২)

"বিগতা দর্ভা যতঃ" এই ব্যুৎপত্তিমূলক কিম্বদন্তী এই যে,

---

* "হনু-কুক্ষি-পায়ুভেদাদ্দ্বির্দ্বিঃ সংছর্দ্দনঞ্চ জরণঞ্চ।
মধ্যান্তয়োশ্চ বিদরণমিতি দশ শশিসূর্য্যয়োর্মোক্ষাঃ ॥৮১
*　　*　　*　　*　　*　　*
মধ্যে যদি প্রকাশঃ প্রথমং তন্মধ্যবিদরণং নাম।
অন্তঃকোপকরং স্যাৎ সুভিক্ষদং নাতিবৃষ্টিকরং ॥৮৯
পর্য্যন্তেষু বিমলতা বহলং মধ্যে তমোঽন্তবিদরণাখ্যঃ।
মধ্যাখ্যদেশনাশঃ শারদশস্যক্ষয়শ্চাস্মিন্ ॥৯০ (বৃহৎসংহিতা)

কুশাঘাতে স্বীয় পুত্রের মরণ হওয়াতে এক মুনি অভিশাপ দেন যেন এদেশে আর কুশা না জন্মে।

কেহ কেহ বলেন, বিদর্ভদেশের নাম বেরার। বিদর নগর বেরারের অন্তর্গত বলিয়া সমস্ত দেশই 'বিদর্ভ' নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

"একো যযৌ চৈত্ররথপ্রদেশান্
সৌরাজ্যরম্যানপরো বিদর্ভান্।" (রঘু ৫।৫০) [বেরার দেখ]

২ স্বনামখ্যাত নৃপবিশেষ। জ্যামঘরাজার পুত্র, ইঁহার মাতার নাম শৈব্যা। কথিত আছে,এই রাজার নামকরণেই বিদর্ভনগরীর প্রতিষ্ঠা হয়। কুশ, ক্রথ, লোমপাদ প্রভৃতি ইঁহার পুত্র।

"তস্যাং বিদর্ভোঽজনয়ৎ পুত্রৌ নাম্না কুশক্রথৌ।
তৃতীয়ং রোমপাদঞ্চ বিদর্ভকুলনন্দনম্॥" (ভাগবত ৯।২৪।১)

৩ মুনিবিশেষ।

"দ্বৈপায়নো বিদর্ভশ্চ জৈমিনির্মাঠরঃ কঠঃ।" (হরিবংশ ১৬৬।৮৪)

৪ দন্তমূলগত রোগবিশেষ। দন্তে বা দন্তমাংসে (মাড়িতে) কোনরূপ আঘাত লাগিয়া মাড়ি ফুলিয়া উঠিলে বা দন্তবিচলিত হইলে বিদর্ভ রোগ বলে। (বাগ্ভট) [মুখরোগ দেখ]

"ঘৃষ্টেষু দন্তমাংসেষু সংরম্ভো জায়তে মহান্।
যস্মিংশ্চলন্তি দন্তাশ্চ স বিদর্ভোঽভিঘাতজঃ॥" (বাগ্ভট উ° স্থা°)

বিদর্ভজা (স্ত্রী) বিদর্ভে জায়তে ইতি বিদর্ভ-জন-ড টাপ্। অগস্ত্যপত্নী। পর্য্যায়—কৌশীতকী, লোপামুদ্রা। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

২ দময়ন্তী।

"ধৃতলাঞ্ছনগোময়াঞ্চলং বিধুমালেপনপাণ্ডরং বিধিঃ।
ভ্রময়ত্যুচিতং বিদর্ভজাননীরাজনবর্দ্ধমানকম্॥"
(নৈষধ পূ° খ° ২)

৩ রুক্মিণী।

বিদর্ভরাজ (পুং) বিদর্ভাণাং রাজা (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি সমাসান্তষ্টচ্। ১ বিদর্ভদেশাধিপতি, ভীমরাজ।

"স্বরোপতপ্তোঽপি ভৃশং ন স প্রভুর্বিদর্ভরাজং তনয়ামযাচত।
ত্যজন্ত্যসূন্ শর্ম্ম চ মানিনো বরং ত্যজন্তি ন ত্বেকমযাচিতব্রতম্॥"
(নৈষধ পূ° খ° ১।৫০)

২ চম্পূরামায়ণপ্রণেতা।

বিদর্ভসুভ্রূ (স্ত্রী) বিদর্ভস্য সুভ্রূ রমণী। দময়ন্তী।

"বিদর্ভসুভ্রূস্তনতুঙ্গতাপ্তয়ে, ঘটানিবাপশ্যদলং তপস্যতঃ।"
(নৈষধ পূ° খ° ১ সর্গ)

বিদর্ভাধিপতি (পুং) বিদর্ভাণামধিপতিঃ। কুণ্ডিনপতি, রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মকরাজ।

"তং বৈ বিদর্ভাধিপতিঃ সমভ্যেত্যাভিবাদ্য চ।
নিবেশয়ামাস মুদা কল্পিতান্যনিবেশনে॥" (ভাগবত ১০।৫৩।১৬)

বিদর্ভি (পুং) ঋষিভেদ।

বিদর্ভীকৌণ্ডিন্য (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।
(শতপথব্রা° ১৪।৫।৫।২২)

বিদর্ব্য (ত্রি) ফণাহীন সর্প। (শাঙ্খা° গৃ° ৪।৯৮)

বিদর্শিন্ (ত্রি) সর্ব্ববাদীসম্মত।

বিদল (পুং) বিঘট্টিতানি দলানি যস্য। ১ রক্তকাঞ্চন। (শব্দর°) ২ পিষ্টক। (শব্দচ°) (ক্লী) ৩ দ্বিদল, দ্বিধাকৃত কলায়াদি, চলিত দালি। ৪ সুবর্ণাদির অবয়ববিশেষ। ৫ দাড়িম্ববীজ, ডালিমের দানা। ৬ বংশাদিকৃত পাত্রবিশেষ। (ভরত) ৭ কলায়। ৮ ক্রুট। ৯ বিকসিত। ১০ দলহীন, দলশূন্য। (স্ত্রিয়াং টাপ্) ১১ ত্রিবৃৎ, চলিত তেউড়ী। (রাজনি°) ১২ পাত্রশূন্য।

"বিশীর্ণা বিদলা হ্রস্বা বক্রা স্থূলা দ্বিধাকৃতাঃ।
কৃমিদষ্টাশ্চ দীর্ঘাশ্চ সমিধো নৈব কারয়েৎ॥" (তন্ত্র)

বিদলন (ক্লী) ১ মর্দ্দন করা, মাড়াই করা। ২ ছিন্ন ভিন্ন করা। ৩ ভেদ করা।

"নখবিদলনাদিনা তণ্ডুলনিষ্পত্তিঃ।" (সর্ব্বদর্শনস° ১২৩।৯)

বিদলান্ন (ক্লী) ১ পক্বদালি, চলিত রান্ধা দাল। ২ যব, গোম, ছোলা, মাষ, মুগ, অরহর, বনমুগ, কুলথ (কুলথি কুলাই), মসুর, ত্রিপুট (খেশারি), নিষ্পাবক (শিম্বি, শিম), মটর প্রভৃতি। (অত্রি°) [ইহার গুণ স্ব স্ব পর্য্যায়ে দ্রষ্টব্য]

"যবগোধূমচণকা মাষো মুদ্গাঢ়কো তথা।
মকুষ্টকঃ কুলখশ্চ মসূরস্ত্রিপুটস্তথা।
নিষ্পাবকঃ কলায়শ্চ বিদলান্নং প্রকীর্ত্তিতং॥" (অত্রিস° ১৫অ)

বিদলিত (ত্রি) ১ মর্দ্দিত। ২ চূর্ণীকৃত। ৩ বিদারিত। ৪ বিকাসিত। (ক্লী) ৫ মজ্জরক্তপরিপ্লুত সদ্যোব্রণ, মজ্জা ও রক্তাদি জড়িত কাটা বা থেত্লান ঘা। (বাগ্ভট উ° স্থা° ২৬ অ°)

বিদলীকৃত (ত্রি) চূর্ণিত।

বিদশ (ত্রি) বিগতা দশা যস্য (গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্য ইতি গৌণত্বাদ্ধ্রস্বত্বম্। পা ১।২।৪৮) দশাবিহীন। যে কাপড়ের দশা বা এড়োর দুই দিকের এলো সূতা নাই।

"নচ কুর্য্যাদ্বিপর্য্যাসং বাসসোর্নাপি ভূষণে।
বর্জ্জঞ্চ বিদশং বস্ত্রমত্যন্তোপহতঞ্চ যৎ।" (মার্ক° পু° ৩৪।৫৪)

বিদা (স্ত্রী) বিদ জ্ঞানে (বিদ্‌ভিদাদিভ্যোঽঙ্। পা ৩।৩।১০৪) ইত্যঙ্ টাপ্। জ্ঞান, বুদ্ধি। (মেদিনী)

বিদাদ্, ভবিষ্যপুরাণবর্ণিত শাকদ্বীপিব্রাহ্মণদিগের বেদগ্রন্থ। বর্ত্তমান সময়ে বেন্দিদাদ্ নামে প্রসিদ্ধ। কোন কোন গ্রন্থে "বিহৃদ" প্রামাদিক পাঠও পাওয়া যায়। (ভবিষ্যপু° ১৪০অ°)

বিদান (ক্লী) বিভাগ করিয়া দেওয়া। (শতপথব্রা° ১৪।৮।৭।১)

বিদায় (পুং) বিগতো দায়ঃ সাক্ষাৎ করণাদিরূপমূণং যেন। ১ বিসর্জ্জন। ২ দান। ৩ গমনানুমতি। যাইবার অনুমতি।

"ক্ষণং বা চম্পকবনং গচ্ছ বা তিষ্ঠ সুন্দরি!
ক্ষণং গৃহঞ্চ যাস্যামি বিশিষ্টং কার্য্যমস্তি মে।
বিদায়ং দেহি সংপ্রীত্যা ক্ষণং মে প্রাণবল্লভে॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°)

বিদায়িন্ (ত্রি) বিদাতুং শীলং যস্য বি-দা-ণিনি। ১ দানকর্ত্তা। ২ বিধায়ক, নিয়ামক।

"বিশ্বনাথায় বিশ্বস্থিতিবিদায়িনে"। (শক্রঞ্জয় ১।১)

বিদায্য (ত্রি) বেত্তা, যিনি জানেন। "ন মর্ত্ত্যো যস্তা নকিবিদায্যঃ" (ঋক্ ১০।২২।৫) 'বিদায্যঃ বেত্তা' (সায়ণ)

বিদার (পুং) বি-দৃ-ঘঞ্। ১ জলোচ্ছ্বাস। ২ বিদারণ। ৩ যুদ্ধ। (হেম)

বিদারক (পুং) বিদৃণাতি জলযানাদীতি বি-দৃ-ণ্বুল্। ১ জল মধ্যস্থিত তরুশিলাদি, জল মধ্যস্থিত বৃক্ষ বা পর্ব্বত। পর্য্যায় কূপক। ২ জলবন্ধক, শুষ্ক নদ্যাদিতে জলাবস্থানার্থ গর্ত্ত।

(ক্লী) ৩ বজ্রক্ষার। (রাজনি°)

(ত্রি) ৪ বিদারক, বিদারণকর্ত্তা।

বিদারণ (ক্লী) বি-দৃ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ বিড়ম্ব। ২ বেধন, ভেদন। ৩ মারণ, হনন। (শব্দরত্না°)

(পুং) বিদার্য্যতে শত্রবোঽস্মিন্নিতি বি-দৃ-ণিচ্ ল্যুট্। ৪ যুদ্ধ। বিদারয়তীতি বি-দৃ-ণিচ্ ল্যু। ৫ বিদারক, বিদারণকারী।

"তস্যাত্মজো মহাবীর্য্যো বভূবাতিবিদারণঃ।"
(মার্কণ্ডেয়পু° ২০।২)

বিদারি[কা] (স্ত্রী) গৃহের বহির্ভাগের অগ্নিকোণস্থিতা ডাকিনীবিশেষ। (বৃহৎস° ৫৩।৮৩)

বিদারিকা (ক্লী) বি-দৃ-ণিচ্-ণ্বুল্-টাপি অত ইত্বং। ১ শালপর্ণী। (শব্দরত্না°) ২ গাম্ভারীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

৩ বিদারী।

বিদারিগন্ধা (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ। শালপর্ণী। (Hedysarum gangeticum)।

বিদারিন্ (ত্রি) বি-দৃ-ণিনি। বিদারণকর্ত্তা।

বিদারিণী (স্ত্রী) বিদারিন্ ঙীষ্। ১ কাশ্মরী। ২ বিদারণকর্ত্রী।

বিদারী (স্ত্রী) বিদারয়তীতি বি-দৃ-ণিচ্ অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ শালপর্ণী। ২ ভূমিকুষ্মাণ্ড। পর্য্যায়—ক্ষীরশুক্লা, ইক্ষুগন্ধা, ক্রোষ্টী, বিদারিকা, স্বাদুগন্ধা, সিতা, শুক্লা, শৃগালিকা, বৃষ্যকন্দা, বিড়ালী, বৃষ্যবল্লিকা, ভূকুষ্মাণ্ডী, স্বাদুলতা, গজেষ্টা, বারিবল্লভা ও গন্ধফলা। গুণ—মধুর, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, অস্রপিত্তনাশক, কফকারক, পুষ্টি, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক। (রাজনি°)

৩ অষ্টাদশ প্রকার কণ্ঠরোগের অন্তর্গত রোগবিশেষ।

ইহার লক্ষণ—

"সদাহতোদং শ্বয়থুং সুতাম্রমন্তর্গলে পূতিবিশীর্ণমাংসং।
পিত্তেন বিদ্যাদ্বদনে বিদারীং পার্শ্বং বিশেষাৎ স তু যেন শেতে॥"
(ভাবপ্রকাশ গলরোগাধি°)

পিত্তের প্রকোপ হেতু গলদেশে ও মুখে তাম্রবর্ণ, দাহ ও সূচিবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত শোথ হয়। উহা হইলে দুর্গন্ধযুক্ত পচামাংস খসিয়া পড়ে, এই রোগের নাম বিদারী। রোগী যে পার্শ্বে অধিক শয়ন করে, সেই পার্শ্বে এই রোগ উৎপন্ন হয়। [গলরোগ শব্দ দেখ]

৪ ক্ষুদ্ররোগভেদ, চলিত কাঁকবিড়ালী।

ইহার লক্ষণ—যে রোগে কক্ষে ও বঙ্ক্ষণ-সন্ধিতে ভূমিকুষ্মাণ্ডের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অথচ কৃষ্ণবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিদারী বা বিদারিকা কহে। এই রোগ ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং ত্রিদোষের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ইহার চিকিৎসা,—এই রোগে প্রথমে জলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ বিধেয়। ইহা পাকিলে শস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ব্রণরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। (ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগাধি°)

প্রবাদ আছে যে, ইহা একটি হইলে উপরি উপরি ৭টী হইয়া থাকে।

৫ কর্ণরোগভেদ। (বাভট উ° ১৭ অ°)

৬ প্রমেহরোগের পীড়কাবিশেষ। (সুশ্রুত নি° ৬ অ°)

৭ সুবর্চ্চলা। ৮ বারাহীকন্দ। ৯ ক্ষীরকাকোলী।

১০ বাভটোক্ত গণবিশেষ; এরণ্ডমূল, মেষশৃঙ্গী, শ্বেতপুনর্নবা, দেবদারু, মুগানী, মাষাণী, আলকুশী, জীবক, শালপান, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, অনন্তমূল ও থানকুনী এইগুলিকে বিদার্য্যাদিগণ বলে। গুণ,—হৃদয়ের হিতজনক, পুষ্টিকারক, বাতপিত্তনাশক এবং শোষ, গুল্ম, গাত্রবেদনা, ঊর্দ্ধশ্বাস ও কাসপ্রশমক। (বাগ্‌ভট সূ° স্থা° ১৫)

বিদারীকন্দ (পুং) বিদারী, ভূমিকুষ্মাণ্ড। (রাজনি°)

বিদারীগন্ধা (স্ত্রী) বিদার্য্যা ভূমিকুষ্মাণ্ডস্যেব গন্ধো যস্যাঃ। ১ শালপর্ণী। ২ সুশ্রুতোক্তগণ বিশেষ; শালপান, ভুঁইকুমড়া, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, চাকুলে, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, জীবন্তী, ঋষভক, মুগানী, মাষাণী, বৃহতী, কণ্টকারী, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, গোয়ালিয়ালতা, বৃশ্চিকালী ও আলকুশী এইগুলি বিদারীগন্ধাদিগণ। গুণ—বায়ুপিত্তনাশক, শোষ, গুল্ম, গাত্রবেদনা, ঊর্দ্ধশ্বাস ও কাসে হিতকর।
(সুশ্রুতসূ° ৯ অ°)

বিদারীগন্ধিকা (স্ত্রী) বিদারীগন্ধা।

বিদারীদ্বয় (পুং) কুষ্মাণ্ড ও ভূমিকুষ্মাণ্ড, কুমড়া ও ভুঁই-কুমড়া। (বৈদ্যকনি°)

বিদারু (পুং) ১ ক্রকচপাদ, কৃকলাস। (হারাবলী)

বিদাসিন্ (ত্রি) দস্থ উপক্ষয়ে বি-দস-ণিনি। উপক্ষয়যুক্ত,

"অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥"
(ভাগবত ১।৩।২৬)

'অবিদাসিনঃ উপক্ষয়শূন্যাৎ' (স্বামী)

বিদাহ (পুং) বি-দহ-ঘঞ্। ১ পিত্তজন্য রোগ। ২ পিত্তজন্য জ্বালা। ৩ করপাদাদির দাহ, হাত ও পায় জ্বালা। (ভাবপ্র°)

বিশেষরূপ দাহ, অতিশয় জ্বালা।

বিদাহক (ত্রি) দাহজনক। বিদাহ-স্বার্থে কন্। বিদাহ।

বিদাহবৎ (ত্রি) বিদাহো বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। বিদাহ-যুক্ত, বিদাহবিশিষ্ট, জ্বালাযুক্ত।

বিদাহিন্ (ক্লী) বিদহতীতি বি-দহ-ণিনি। ১ দাহজনক দ্রব্য, যাহাতে দাহ জন্মায়।

(ত্রি) ২ দাহজনক মাত্র।

"কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥" (গীতা ১৭।৯)

বিদিকৃচঙ্গ (পুং) হরিদ্রাঙ্গ পক্ষী, চলিত হরিয়াল বা কৃষ্ণ-গোকুল। (শব্দচ°)

বিদিত (ত্রি) বিদ-ক্ত। ১ অবগত, জ্ঞাত। ২ অর্থিত। ৩ উপগম। বিদিতং জ্ঞানমস্যাস্তীতি অর্শ আদিত্বাদচ্।

(পুং) ৪ কবি। ৫ জ্ঞানাশ্রয়।

"স বর্ণিলিঙ্গী বিদিতঃ সমাযযৌ" (কিরাত ১।১)

বিদিথ (পুং) ১ পণ্ডিত। ২ যোগী। (শব্দরত্না°)

কোন কোন মেদিনী ও শব্দরত্নাবলীতে বিদিথ স্থলে 'বিদথ' পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিদিশ্ (স্ত্রী) দিগ্ভ্যাং বিগতা। দিকের মধ্য দিক্, অগ্নি, নৈঋত, বায়ু ও ঈশান কোণ চতুষ্টয়। পর্য্যায়—অপদিশ্, প্রদিশ্, কোণ। (জটাধর)

"সা দিশো বিদিশো দেবী রোদসী চান্তরং তয়োঃ।
ধাবন্তী তত্র তত্রৈনং দদর্শামুদ্যতায়ুধম্॥" (ভাগবত ৪।১৭।১৬)

বিদিশা (স্ত্রী) ১ পারিপাত্রপর্ব্বতপাদবিনিঃসৃতা নদীভেদ। (মার্ক° পু° ৫৭।২০) ২ প্রাচীন নগরভেদ। [ভিলসা দেখ।]

বিদীগয় (পুং) পক্ষীবিশেষ, শ্বেতবক। (তৈত্তি° স° ৫।৬।২২।১)

বিদীধয়ু (ত্রি) ১ বিলম্ব। ২ দীপ্তিশূন্য।

বিদীধিতি (ত্রি) বিগতা দীধিতয়ঃ কিরণানি যস্য। নির্ময়ূখ, কিরণহীন, রশ্মিবিহীন।

"কুষ্মাণ্ডকুন্দঘটনিভঃ খণ্ডো নৃপহা বিদীধিতির্ভয়দঃ।
তোরণরূপঃ পুরহাচ্ছত্রনিভো দেশনাশায়॥" (বৃহৎস° ৩।৩১)

বিদীপক (পুং) প্রদীপক, বর্ত্তিকালোক (লণ্ঠন)। "রথে রথে পঞ্চ বিদীপকাঃ।" (ভারত দ্রোণপর্ব্ব)

বিদীর্ণ (ত্রি) বি-দৄ-ক্ত। কৃতবিদারণ, ভিন্ন বা ভেদযুক্ত, চলিত যাহা চেরা বা ফাড়া হইয়াছে। ২ ভগ্ন। ৩ বিস্তৃত। ৪ হত।

"শ্রাদ্ধানি নোঽধিবুভুজে প্রসভং তনূজৈ-
র্দত্তানি তীর্থসময়েঽপ্যপিবত্তিলাম্বু।
তস্যোদরান্নখবিদীর্ণবপাদ্য আর্চ্ছৎ
তস্মৈ নমো নৃহরয়েঽখিলধর্ম্মগোপ্ত্রে॥" (ভাগবত ৭।৮।৪৪)

"অদ্বীপে ক্ষিপতী সমস্তজগতী সন্তোকশোকাম্বুধৌ
রাধা সম্বৃতকাকুরাকুলমসৌ চক্রে তথা ক্রন্দনং।
যেন স্যন্দননেমিনির্ম্মিতমহাসীমন্তদন্তাদিদং
হা সর্ব্বংসহয়াপি নির্ভরমভূদ্দূরাদ্বিদীর্ণং ভুবা॥"
(উজ্জ্বলনীলমণি)

বিদু (পুং) বেত্তি সংজ্ঞামনেনেতি বিদ-(বাহুলকাৎ) কু। ১ গজকুম্ভদ্বয়ের মধ্যভাগ। (অমর) ২ অশ্বকর্ণের অধোভাগ।

"বিদুর্শ্ববিদুশ্চৈব কর্ণস্যাধঃ ষড়ঙ্গুলে।" (অশ্ববৈদ্যক ২।১৪)

বিদুত্তম (পুং) বিদাং জ্ঞানিনাং উত্তমঃ। সর্ব্বজ্ঞ, বিষ্ণু।
(ভারত ১৩।১৪৯।১১২)

বিদুর (ত্রি) বেদিতুং শীলমস্য বিদ্-কুরচ্ (বিদিভিদিচ্ছিদেঃ কুরচ্। পা ৩।২।১৬২) ১ বেত্তা, জ্ঞাতা, যে জানে। (অমর) ২ নাগর। ৩ ধীর, পণ্ডিত, জ্ঞানী। ৪ স্বনামখ্যাত কৌরবমন্ত্রী, ধর্ম্মের অবতারবিশেষ। ধর্ম্ম মাণ্ডব্য ঋষির বাল্যকৃত স্বল্পাপ-রাধে তাঁহাকে গুরুতর দণ্ডবিধান করেন, তাহাতে মাণ্ডব্য ধর্ম্মকে অভিশাপ দেন যে, তুমি শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইবে। এদিকে যখন কুরুবংশীয় বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী কাশীরাজদুহিতা অম্বিকা স্বীয় শ্বশ্রূ সত্যবতী কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-সহবাসে পুত্রোৎপাদনে আদিষ্টা হন, তখন তিনি মহর্ষির সেই কৃষ্ণবর্ণ দেহ, পিঙ্গলবর্ণ জটা, বিশাল শ্মশ্রু ও তেজঃপুঞ্জ সদৃশ প্রদীপ্ত লোচনের বিষয় স্মরণ করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে অসহমানা বোধে এক অপ্সরোপমা দাসীকে নিজের বেশভূষাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া ঋষির নিকট প্রেরণ করেন। এই দাসীর গর্ভে মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের ঔরসে ধর্ম্মই মহাত্মা বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজ-নীতি, ধর্ম্মনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে পরমকুশল, ক্রোধলোভ-বিবর্জ্জিত, শমপরায়ণ, এবং যারপর নাই পরিণামদর্শী ছিলেন। এই পরিণামদর্শিতা গুণে ইনি পাণ্ডবগণকে অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। মহামতি ভীষ্ম মহীপতি দেবকের শূদ্রাণী-

গর্ভসম্ভূতা রূপযৌবনসম্পন্না এক কন্যার সহিত বিদুরের বিবাহ দেন। বিদুর সেই পারশবী কন্যাতে আত্মসদৃশগুণোপেত ও বিনয়সম্পন্ন অনেক পুত্র উৎপাদন করেন।

যখন ক্রূরমতি দুর্য্যোধনের কুমন্ত্রণায় ধৃতরাষ্ট্র যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবার মানসে যুধিষ্ঠিরাদিকে গোপনে জতুগৃহ দাহ দ্বারা বিনাশ করিবেন মনে করিয়া তাঁহাদিগকে ছলনাপূর্ব্বক বারণাবত নগরে প্রেরণ করেন; তখন পাণ্ডবেরা কেবল মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরের পরামর্শ এবং কার্য্যকৌশলেই সেই বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করেন। ঐ সময় বিদুর যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দেন যে, যেখানে বাস করিবে তাহার নিকটবর্ত্তী চতুঃপার্শ্বস্থ পথ ঘাট এরূপভাবে ঠিক করিয়া রাখিবে, যেন ঘোর-অন্ধকার রজনীতেও ব্যস্ততা বশতঃ যাতায়াতের কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে, আর জানিয়া রাখিবে যে, রাত্রিকালে সহসা দিঙ্‌নির্ণয়ে ভ্রম জন্মাইলে নক্ষত্রাদি দ্বারাও দিঙ্‌নিরূপিত হইতে পারে। এইরূপ বহুবিধ সৎপরামর্শ দিয়া পরে তিনি নিজের একজন পরম বিশ্বস্ত খনককে বারণাবত নগরে পাঠাইয়া দেন। খনক যথাকালে পাণ্ডবদিগের অবস্থিতির জন্য কল্পিত জতুগৃহের অভ্যন্তর হইতে শল্লকী-গৃহের ন্যায় উভয়দিকে নির্গমনপথযুক্ত এক বিবর খনন করে। যেদিন ঐ গৃহ দগ্ধ হয়, সেইদিন সমাতৃক পাণ্ডবগণ বিদুরের পূর্ব্ব পরামর্শানুসারে এই গুপ্ত পথাবলম্বনে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া সন্ধিসূত্রে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীতে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক তথায় রাজসূয়যজ্ঞ সমাধানে, অসীম সমৃদ্ধির সহিত যখন বহুল প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন আবার মহাভিমানী দুর্য্যোধন অসূয়াপরতন্ত্র হইয়া পাণ্ডবদিগের হিংসায় প্রবৃত্ত হন এবং তাহাদিগকে রাজ্য-ভ্রষ্ট ও বিনষ্ট করিবার মানসে শকুনির প্ররোচনায় দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত করিয়া উহাদিগকে নির্য্যাতন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনায় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তদ্রূপ প্রস্তাব করেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ প্রাজ্ঞপ্রবর মন্ত্রী বিদুরের নিকট এবিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে রাজনীতি-কুশল দূরদর্শী বিদুর একার্য্যে ভাবী মহান্ অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখাইয়া বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শনে ঐ কার্য্য হইতে নিরস্ত থাকিতে বলেন, কিন্তু হইলে কি হইবে? বিদুর মন্ত্রী হইলেও তাঁহার সৎপরামর্শ মাত্রই ধৃতরাষ্ট্র নিজের বিরুদ্ধ মনে করিতেন। ন্যায়পরায়ণতার বশবর্ত্তী হইয়া বিদুর কখন পাণ্ডবের বিপক্ষতাচরণ করেন না, ইহাই মাত্র ইহার কারণ; অতএব ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার কোন পরামর্শ না শুনিয়া তাঁহার অনিচ্ছাসত্বেই দ্যূতক্রীড়ার্থ যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনায় আনয়নের জন্য তাঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রেরণ করিলেন। এই অক্ষক্রীড়ার ফলে পাণ্ডবদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নির্ব্বাসিত হইতে হয়। এই ব্যাপারেও মহাত্মা বিদুর পাণ্ডবদিগের রক্ষার জন্য যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম স্বীকার করেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই।

ইহার পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে একদিন রাত্রিকালে ধৃতরাষ্ট্র অবশ্যম্ভাবী মহাসমরের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিদুরকে ডাকিয়া বলেন, বিদুর! আমি কেবলই চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছি, অন্য কিছুতেই আমার নিদ্রা হইতেছে না; অতএব যাহাতে এক্ষণে আমাদের শ্রেয়োলাভ হয়, সেই বিষয়ের কথোপকথন কর। ইহার উত্তরে সর্ব্বার্থতত্ত্ব-দর্শী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর যে ধর্ম্মমূলক নীতিগর্ভ উপদেশ বাক্য বলিতে আরম্ভ করেন, তাহা শেষ হইতে না হইতেই রাত্রি প্রভাত হয়। ইহাতে সমস্ত রাত্রি জাগরণ হওয়ায় এই প্রস্তাবমূলক অধ্যায় মহাভারতে "প্রজাগরপর্ব্বাধ্যায়" বলিয়া বর্ণিত আছে। বিদুর এই অধ্যায়োক্ত ভূরি ভূরি সারগর্ভ উপদেশ দ্বারা স্বার্থলুব্ধ ধৃত-রাষ্ট্রের মন কতকটা নরম করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে বলিলেন, বিদুর! আমি তোমার অশেষ সদ্‌যুক্তপূর্ণ উপদেশসমূহ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার মর্ম্মার্থ সমস্তই অবগত হইয়াছি, হইলে কি হইবে? দুর্য্যোধনকে স্মরণ করিলে আমার সকল বুদ্ধির বৈপরীত্য ঘটে; ইহাতে আমি বিশেষ বুঝিতে পারিতেছি যে, দৈব অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে, দৈবই প্রধান; পুরুষকার নিরর্থক।

অতঃপর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দূতরূপে হস্তিনায় আসিলে দুর্য্যোধন তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া নিমন্ত্রণ করেন; কিন্তু ভগবান্ তাহাতে সম্মত না হইয়া বলিলেন যে, "দূত-গণ কার্য্যসমাধান্তেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন" অথবা "লোকে বিপন্ন হইয়া বা কেহ প্রীতিপূর্ব্বক দিলে, অন্যের অন্ন ভোজন করিয়া থাকে" আমার কার্য্যসিদ্ধি হয় নাই, আমি বিপন্নও নই বা আপনি আমাকে প্রীতিপূর্ব্বক দিতেছেন না, অতএব এ ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র সমদর্শী পরমধার্ম্মিক ন্যায়পরায়ণ বিশুদ্ধাত্মা মহামতি বিদুরের ভবন ভিন্ন অন্যত্র আতিথ্য স্বীকার করা আমার শ্রেয়োবোধ হইতেছে না; এই বলিয়া তিনি বিদুরের ভবনে গমন করিলেন। মহাত্মা বিদুর যোগীজনদুর্ল্লভ ভগবান্‌কে স্বগৃহে পাইয়া হৃষ্টচিত্তে কায়মনবাক্যে সর্ব্বোপকরণ দ্বারা ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহাকে অতি পবিত্র বিবিধ সুমিষ্ট অন্ন ও পানীয় প্রদান করিলেন।*

* ভক্তমাল গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বিদুরের অনুপস্থিত সময়েই ভগবান্ তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হন এবং তদীয় পত্নী কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পূজিত হইয়া, গৃহে অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য না থাকায় তৎপ্রদত্ত কদলীফলই হৃষ্টচিত্তে পরম

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে পাণ্ডবগণ রাজ্য লাভ করিয়া ছত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত উহা উপভোগ করেন। তন্মধ্যে পঞ্চদশ বৎসর ধৃতরাষ্ট্রের মতানুসারে তাঁহাদের রাজ্য শাসিত হয়। এ সময়েও মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী থাকিয়া তদীয় আদেশানুসারে ধর্ম্ম ও ব্যবহারবিষয়ক কার্য্য সমুদয় সন্দর্শন করিতেন। মহামতি বিদুরের সুনীতি ও সদ্ব্যবহারে অতি সামান্য অর্থ ব্যয়ে সামন্ত নরপতিদিগের দ্বারা বহুতর প্রিয়কার্য্য সুসম্পন্ন হইত। তাঁহার ব্যবহারতন্ত্রের (মামলা মকর্দ্দমার) আলোচনা কালে তৎকর্ত্তৃক অনেক আবদ্ধ ব্যক্তি বন্ধনমুক্ত হইত এবং অনেক বধার্হ ব্যক্তিও প্রাণদান পাইত। শেষাবস্থায়ও তিনি এইরূপ বিপুল কীর্ত্তির সহিত পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিত্ব করিয়া অবশেষে তৎসমভিব্যাহারে বন প্রস্থান করেন।

একদা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তদীয় আশ্রমে গমন করেন। তাঁহার সহিত বিবিধ আলাপের পর, ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে তাঁহার, স্বীয় মাতা কুন্তীর ও জ্যেষ্ঠমাতা গান্ধারী, মহাত্মা প্রাজ্ঞতম পিতৃব্য বিদুর প্রভৃতি যাবতীয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির ধর্ম্ম কর্ম্ম ও তপোঽনুষ্ঠানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে কি না প্রশ্ন করিলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, বৎস! সকলেই স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মকর্ম্মে নিরত থাকিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছেন, কিন্তু অগাধবুদ্ধি বিদুর অনাহারে অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া ঘোরতর তপোঽনুষ্ঠান করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ কখন কখন তাঁহাকে এই কাননের অতি নির্জ্জন প্রদেশে দর্শন করিয়া থাকেন। উভয়ে এরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে মলদিগ্ধাঙ্গ জটাধারী দিগম্বর মহাত্মা বিদুর সেই আশ্রমের অতিদূরে দৃষ্ট হইলেন। কিন্তু ঐ মহাত্মা একবার আশ্রম দর্শন করিয়াই সহসা প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির সেই ব্যাপার দর্শনে সত্বর একাকীই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহাত্মা বিদুর ক্রমে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ধর্ম্মরাজ, "হে মহাত্মন্! আমি আপনার প্রিয় যুধিষ্ঠির, আপনার সহিত সাক্ষাৎ মানসে আসিয়াছি" বলিয়া পুনঃ পুনঃ করুণস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলে, বিদুর সেই বিজন বিপিনে এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট মহাত্মা ক্ষত্তার সমীপস্থ হইয়া পুনরায় বলিলেন, "আরাধ্যতম! আমি আপনার প্রিয়তম যুধিষ্ঠির, আপনার সহিত সাক্ষাৎকারে আসিয়াছি"। ইহাতে বিদুর কিছুমাত্র উত্তর প্রত্যুত্তর না করিয়া, কেবল একদৃষ্টে স্থিরনয়নে ধর্ম্মরাজের দিকে চাহিয়া থাকিয়া যোগবলে যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে দৃষ্টি, গাত্রে গাত্র, প্রাণে প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ে সমুদয় ইন্দ্রিয় সংযোজিত করিয়া তদীয় দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহার শরীর কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ ও বিচেতন হইয়া সেই বৃক্ষাবলম্বনেই রহিল। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী বোধ করিতে লাগিলেন এবং বেদব্যাসকথিত স্বীয় পুরাতন বৃত্তান্ত তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি বিদুরের দেহ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, দৈববাণী হইল যে, "মহারাজ! মহাত্মা বিদুর যতিধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন; অতএব আপনি তাঁহার দেহ দগ্ধ করিবেন না, তিনি সন্তানিক নামক লোক সমুদয় লাভ করিতে পারিবেন; সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত আপনার কোন শোক করাও বিধেয় নহে"। ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া বিদুরের দেহ দগ্ধ করিবার অভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্ধরাজের আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বত্নের সহিত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করেন; ইত্যবসরে বিদুর যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় ঐ বৃত্তান্ত শুনিয়া শশব্যস্তে গৃহে প্রত্যাগত হন।

অপর কিম্বদন্তী যে, ভগবান্ বিদুরের আলয়ে উপস্থিত হইলে বিদুর দরিদ্রতা বশতঃ অন্য কোন খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে না পারিয়া নিজের গৃহস্থিত পূর্ব্বসঞ্চিত তণ্ডুলকণা (ক্ষুদ) দ্বারাই ভগবানের আতিথ্য সৎকারের আয়োজন করেন। ভগবান্ও পরমভক্ত বিদুরপ্রদত্ত সেই ক্ষুদ পাইয়াই সাতিশয় পরিতৃপ্ত হন। এখন পর্য্যন্তও, কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেই আমন্ত্রিত ব্যক্তির নিমিত্ত আহৃত খাদ্য দ্রব্যের অল্পতা বা অপকৃষ্টতা জানাইয়া, বলিয়া থাকেন যে, "মহাশয়! এ আমার বিদুরের ক্ষুদ" অর্থাৎ ইহা আপনাদিগের ন্যায় মহদ্‌ব্যক্তির উপযুক্ত নহে।"

বিদুর, একজন বৈষ্ণবভক্ত; ইনি নিষ্কামভাবে নিয়ত বৈষ্ণবসেবায় নিরত থাকিয়া জৈতারণ গ্রামে অবস্থিতি করিতেন। বৈষ্ণবের প্রতি একান্ত রতি থাকায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁর উপর অত্যধিক প্রসন্ন হইয়াছিলেন। কোন সময়ে বহুদিন অনাবৃষ্টি হওয়ায় চাষ আবাদের বিশৃঙ্খলতা ঘটে এবং তৎকালে গৃহে বীজ পর্য্যন্তও না থাকায় উপযুক্ত সময়ে ভূমিকর্ষণ ও বীজবপনাদির বিষম ব্যাঘাত দেখিয়া আগামী ধান্য তণ্ডুলাদির অভাবে বৈষ্ণব সেবার ত্রুটি হইবে মনে করিয়া বিদুর যারপরনাই অধীর হইয়া পড়িলেন। ভগবান্ তাঁহার বৈষ্ণব সেবার প্রতি ঐকান্তিকতা দেখিয়া তাঁহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং রাত্রিযোগে তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন যে, "বিদুর! তুমি অব্যাকুলচিত্তে চাষ আবাদ কর, আবশ্যক মত অবশ্যই শস্য ফলিবে, তোমার বৈষ্ণব সেবার কিছু মাত্রই বিঘ্ন হইবে না"। স্বপ্নযোগে ভগবান্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিদুর তত্তদনুষ্ঠান করিলেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যে আশাধিক ফলও পাইলেন। তাঁহার গৃহে প্রচুর শস্যের আমদানি হইল।

ইহাতে তিনি ভগবান্‌কে আন্তরিকতার সহিত ধন্যবাদ দিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিতে লাগিলেন। (ভক্তমাল)

বিদুরতা (স্ত্রী) বিদুরের ভাব।

বিদুল (পুং) বিশেষেণ দোলয়তীতি বি-দুল-ক। ১ বেতস। ২ অম্লবেতস। (অমর) ৩ গন্ধরস। (রত্নমালা) (স্ত্রিয়াং টাপ্ বিদুলা—রাজপুরাঙ্গনাভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

বিদুষী (স্ত্রী) বেত্তীতি বিদেঃ শতুর্বসুঃ। উদিগশ্চেতি-ঙীষ্। পণ্ডিতা স্ত্রী।

"চিকুরপ্রকরা জয়ন্তি তে বিদুষী মূর্দ্ধনি সা বিভর্ত্তি যান্।" (নৈষধ ২স°)

বিদুষীতরা (স্ত্রী) অয়মনয়োরতিশয়েন বিদুষী, বিদুষী-তরপ্। দুই জনের মধ্যে যিনি অতিশয় পণ্ডিতা।

বিদুষ্কৃত (ত্রি) নিষ্পাপ। (কৌশি° উপ° ১।৪)

বিদুষ্টর (ত্রি) বিদ্বস্-তরপ্। বিদ্বত্তর, বিদ্বান্দ্বয়ের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট। "হবিষা বিদুষ্টরঃ পিবেন্দ্র"। (২।১৬।৪)

'বিদুষ্টরঃ বিদ্বচ্ছব্দাত্তরপি ছান্দসং সম্প্রসারণং। শাসবিসিঘসীনাং চেতি সংহিতায়াং ষত্বম্।' (সায়ণ)

বিদুষ্মৎ (ত্রি) বিদ্বানস্তি অস্যামিতি বিদ্বস্-মতুপ্। বিদ্বদযুক্ত, পণ্ডিতসমন্বিত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বিদুষ্মতী, পণ্ডিতবতী।

"দৌর্বাচস্পতিনেব পন্নগপুরী শেষাহিনেবাভবৎ।
যেনৈকেন বিদুষ্মতী বসুমতী মুখ্যেন সংখ্যাবতাম্॥" (বোপদেবপ্রশংসা)

বিদুস্ (ত্রি) বিদ্বান্। "অভিবিদুষ্করিঃ সম্" (ঋক্ ১।৭১।১০) 'বিদুস্ সর্ব্বং বিদ্বান্। বিদ জ্ঞানে বহুলমন্যত্রাপিত্যুসি প্রত্যয়ঃ অতএব বহুলবচনাদ্গুণাভাবঃ' (সায়ণ)

বিদূ (পুং) বিদু, গজকুম্ভের মধ্যস্থল। (অমরটীকা)

বিদূর (ত্রি) বিশিষ্টং দূরং যস্য। ১ অতিদূরস্থিত দেশাদি।

"মাসানষ্টৌ তব জলধরোৎকণ্ঠয়া শুষ্ককণ্ঠঃ
সারঙ্গোঽসৌ যুগশতমিব ব্যাননয়াতিকৃচ্ছ্রাৎ।
আস্তাং তাবন্নবজলকণাভাজনত্বং বিদূরে
বর্ষারম্ভপ্রথমসময়ে দারুণো বজ্রপাতঃ॥" (চাতকাষ্টক)

(পুং) ২ পর্ব্বতবিশেষ। ৩ দেশবিশেষ।

৪ মণিবিশেষ, বৈদূর্য্যমণি।

বিদূরগ (ত্রি) বিদূরে গচ্ছতীতি গম-ড। অতিদূরগন্তা।

বিদূরজ (ক্লী) বিদূরে পর্ব্বতে জায়তে জন-ড। ১ বিদূরপর্ব্বতজাতরত্ন, বৈদূর্য্যমণি। (ত্রি) ২ অতিদূরজাত।

বিদূরত্ব (ক্লী) বিদূরস্য ভাবঃ ত্ব। বিদূরের ভাব বা ধর্ম, অতিশয় দুর।

বিদূরথ (পুং) ১ রাজবিশেষ। (গরুড়পু° ৮৭ অ°) ২ কুরুক্ষেত্র। (ভারত ১।৯৫।৩৯) ৩ বৃষ্ণিবংশীয়রাজভেদ। ইহার পুত্র শূর।

"পৃথুর্বিদূরথাদ্যাশ্চ বহবো বৃষ্ণিনন্দনাঃ।
শূরো বিদূরথাদাসীৎ ভজমানস্তু তৎসুতঃ॥" (ভাগবত ৯।২৪।১৮)

বিদূরভূমি (স্ত্রী) বিদূরস্য ভূমিঃ। বিদূর দেশ, এইস্থান হইতে বৈদূর্য্যমণি উৎপন্ন হয়।

"তয়া দুহিত্রা সুতরাং সবিত্রী স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলয়া চকাশে।
বিদূরভূমির্নবমেঘশব্দাদুদ্ভিন্নয়া রত্নশলাকয়েব॥" (কুমারস°)

বিদূরবিগত (ত্রি) অন্ত্যজ।

"চিত্রং বিদূরবিগতঃ সকৃদাদদীত
যন্নামধেয়মধুনা সজহাতিবন্ধং।" (ভাগবত ৫।১।৩৫)

'বিদূরবিগতঃ অন্ত্যজঃ' (স্বামী)

বিদূরাদ্রি (পুং) বিদূরনামকোঽদ্রিঃ। বিদূরপর্ব্বত। (জটাধর)

বিদূষক (ত্রি) বিদূষয়তি আত্মানমিতি বিদূষ-ণিচ্-ণ্বুল্। কামুক, পর্য্যায়—ষিড়্গ, ব্যলীক, ষট্প্রজ্ঞ, কামকেলি, পীঠকেলি, পীঠমর্দ্দ, ভবিল, ছিদুর, বিট, চাটুবটু, বাসন্তিক, কেলিকিল, বৈহাসিক, প্রহাসী, প্রীতিদ। (হেম) ২ পরনিন্দকারী, পরনিন্দক, পর্য্যায়—খল, রঞ্জক, অভীক, ক্রূর, সূচক, কণ্ঠক, নাগ, মলিনাস্য, পরদ্বেষী। (শব্দমালা)

চারিপ্রকার নায়কের অন্তর্গত নায়কবিশেষ, পীঠমর্দ্দ, বিট, চেট ও বিদূষক এই চারিপ্রকার নায়ক, এই সকল নায়ক কামকেলির সহায়। বিদূষক অঙ্গাদি বিকৃতির দ্বারা হাস্যোৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাকে চলিত ভাঁড় বলা যাইতে পারে।

"অঙ্গাদিবৈকৃত্যৈর্হাস্যকারী বিদূষকঃ।
উদাহরণং—আনীয়নীরজমুখীং শয়নোপকণ্ঠ-
মুৎকণ্ঠিতোঽস্মি কুচকঞ্চুকমোচনায়।
অত্রান্তরে মুহুরকারি বিদূষকেন
প্রাতস্তনস্তরুণকুক্কুটকণ্ঠনাদঃ॥" (রসমঞ্জরী)

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"পীঠমর্দ্দ বিট বলি চেট বিদূষক।
এই সব ভেদ হয় বিস্তর নায়ক॥
লক্ষণ যথা—
কিবা রোষে কিবা তোষে যার পরিহাস।
বিদূষক তার নাম হাস্যের বিলাস॥
চন্দন কজ্জল রাগ, বদনে যে দেখ দাগ,
অপমান এই দেখ মুখে কালি চূণ লো।
দেখ দেখ শোভা কিবা, চাঁদে আলো যেন দিবা,
দোহাই দোহাই তোর কামে করে খুন লো॥

করি বা পরীক্ষা যদি, রসের তরঙ্গ নদী,
দুইজনে ডুবি আইস কে হয় নিপুণ লো।
আপনি দোষের ঘর, পরীক্ষা করিতে ডর,
আমার মাথায় দোষ এতো বড় গুণ লো॥"

(ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরী)

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে,—নাটকাদিতে, যে কুসুম বসন্তাদির অর্থাৎ কুসুম অথবা সাধারণ কোন পুষ্পের নামে এবং বসন্ত বা সেই ঋতুসম্বন্ধীয় কোন নামে অভিহিত হয়, আর যাহার ক্রিয়া, অঙ্গভঙ্গী, বেশভূষা ও কথাবার্ত্তায় লোকের মনে অতীব হাস্যরসের উদ্রেক হয়। যে অপর ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে কৌশল পূর্ব্বক কলহোৎপাদনে পটু এবং স্বকর্ম্মজ্ঞঃ অর্থাৎ স্বকীয় উদর পূরণের কায়দা কারণ খুব বিশেষরূপে জানে, সেই বিদূষক বলিয়া কথিত হয়। এই বিদূষক এবং বিট, চেট প্রভৃতি নায়কগণ শৃঙ্গার রসের সহায়, নর্ম্মকুশল ও কুপিত বধূর মানভঙ্গে পটু।

"কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্ম্মবপুর্বেশভাষাদ্যৈর্হাস্যকরঃ কলহরতির্বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্ম্মজ্ঞঃ।"

"শৃঙ্গারস্য সহায়া বিটচেটবিদূষকাদ্যাঃ স্যুঃ।
ভক্তা নর্ম্মসু নিপুণাঃ কুপিতবধূমানভঞ্জনাঃ শুদ্ধাঃ॥"

(সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ)

(ত্রি) ৩ দূষণকারক। (ভাগবত ৫।৬।১০)

বিদূষণ (ক্লী) বি-দূষ-ল্যুট্। বিশেষরূপে দূষণ, বিশেষরূপে দোষার্পণ-নিন্দা।

বিদৃতি (স্ত্রী) মস্তকহীন। (ঐতরেয় উপ° ৩।১২)

বিদৃশ্ (ত্রি) বিগতৌ দৃশৌ চক্ষুষী যস্য। অন্ধ।

বিদেঘ (পুং) ১ ঋষিভেদ। ২ বিদেহ। [বিদেহ দেখ।]

বিদেব (পুং) রাক্ষস। (অথর্ব্ব ১২।৩।৪৩) ২ যজ্ঞ। (কাঠক ২৬।৯)

বিদেশ (পুং) বিপ্রকৃষ্টো দেশঃ। পরদেশ, দেশান্তর, অন্যদেশ, স্বদেশভিন্নদেশ।

"কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্॥" (চাণক্য)

বিদেশ-বৎ (ভবার্থে)। বিদেশভব, বিদেশোৎপন্ন।

(অথর্ব্ব ৪।১৬।৮)

বিদেহ (পুং) বিগতো-দেহো দেহসম্বন্ধো যস্য। ১ জনকাখ্য নৃপ, জনক ভূপতি।

"দ্রষ্টুমিচ্ছামাহং ভূপং বিদেহং নৃপসত্তমম্।
কথং তিষ্ঠতি সংসারে পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥"

(দেবীভাগবত ১।১৬।৫২)

(ত্রি) ২ কায়শূন্য, শরীররহিত। (ভারত ৩।১০৭।২৬)

ষাট কৌশিক দেশশূন্য, যাহাদের মাতাপিতৃজ ষাট্‌কৌষিক দেহ নাই। দেবতাদিগকে বিদেহ বলা যায়। পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে যে,—"ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাং" (পাতঞ্জলসূ° ১।১৯) 'বিদেহানাং দেবানাং (ষাট্‌কৌষিকস্থূল-শরীররহিতানাং) ভবপ্রত্যয়ঃ, তে হি স্বসংস্কারমাত্রোপযোগেন চিত্তেন কৈবল্যপদমিবানুভবন্তঃ স্বসংস্কারবিপাকং তথা জাতীয়কং অতিবাহয়ন্তি' (ভাষ্য)

যিনি আত্মা ভিন্ন অর্থাৎ যাহা আত্মা নহে তাহাকে অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতিকে আত্মরূপে উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন, তাহাকে বিদেহ অর্থাৎ দেবগণ বলা যায়, ইহাদিগের সমাধি ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ অবিদ্যামূলক।

ইহারা যে সিদ্ধিলাভ করেন, তাহার মূলে অবিদ্যা থাকে, উহা সমূলে ছেদ হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নিরোধ সমাধি দুই প্রকার, শ্রাদ্ধাদি উপায় জন্য ও অজ্ঞানমূলক, ইহার মধ্যে উপায় জন্য সমাধি যোগিগণের হইয়া থাকে। বিদেহ অর্থাৎ মাতাপিতৃজদেহরহিত দেবগণের ভবপ্রত্যয় (অজ্ঞানমূলক) সমাধি হয়। এই বিদেহ দেবগণ কেবল সংস্কারবিশিষ্ট চিত্তযুক্ত (এই চিত্তের কোনরূপ বৃত্তি থাকে না, চিত্তের সংস্কার হইয়াছে বলিয়া উহার বৃত্তিসকল তিরোহিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ চিত্ত দগ্ধ বীজভাব হওয়ায় সংস্কৃত হইয়াছে) হইয়া যেন কৈবল্য পদ অনুভব করিতে করিতে ঐরূপেই আপন সংস্কার অর্থাৎ ধর্ম্মের পরিণাম গৌণমুক্তি অবস্থায় অতিবাহিত করেন।

চতুর্বিংশতি জড়তত্ত্বের উপাসকগণই বিদেহ ও প্রকৃতি-লয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কেবল বিকার অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ পদার্থের কোনও একটীতে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া যাহারা সিদ্ধিলাভ করেন, তাহারাই বিদেহ পদবাচ্য।

প্রকৃতি শব্দে কেবল মূল প্রকৃতি ও প্রকৃতি-বিকৃতি (মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র) বুঝিতে হইবে। উক্ত ভূত, ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতির উপাসকগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া মুক্তের ন্যায় অবস্থান করেন। ভাষ্যে "প্রকৃতিলীনে কৈবল্যপদমিবা-ভবন্তি" যে প্রকৃতিলীন বিদেহগণের যে কৈবল্য অভিহিত হইয়াছে, ঐ কৈবল্য শব্দে নির্ব্বাণমুক্তি বুঝাইবে না, গৌণমুক্তি—সাযুজ্য, সালোক্য ও সামীপ্য বুঝাইবে। এই মুক্ত বিদেহদিগের স্থূল দেহ নাই, চিত্তের বৃত্তি নাই, এইটী মুক্তির সাদৃশ্য। সংস্কার আছে, চিত্তের অধিকার আছে, এইটী মুক্তির বন্ধন, এই নিমিত্তই ভাষ্যকার 'কৈবল্যপদমিব' এই ইব শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। ইব শব্দে কোনওরূপে ভেদ ও কোনও রূপে অভেদ বুঝাইবে।

ভোগ ও অপবর্গ এই দুইটী চিত্তের অধিকার, আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলেই অপবর্গ হয়, সুতরাং যতদিন না চিত্ত আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার করিতে পারে, ততদিন যে অবস্থায় কেন থাকুক না, অবশ্যই তাহার ফিরিয়া আসিতে হইবে। বিদেহ বা প্রকৃতিলয়দিগের মুক্তিকে স্বর্গাবশেষ বলা যাইতে পারে। কেন না, ইহা হইতে প্রচ্যুতি আছে। তবে কালের ন্যূনাতিরেক মাত্র। স্বর্গকাল হইতে অধিককাল সাযুজ্যাদি মুক্তি থাকে এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া নির্ব্বাণমুক্তিলাভেরও সম্ভাবনা আছে। যতই কেন হউক না, উক্ত সমস্তই অজ্ঞান-মূলক অর্থাৎ অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া জানা উহার সকল স্থলেই আছে। এই নিমিত্ত ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই গৌণ মুক্তির প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেন নাই।

বিদেহাদির মুক্তিকালসম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে যে—

"দশমন্বন্তরাণাহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ।
ভৌতিকাস্ত শতং পূর্ণং সহস্রং ত্বাভিমানিকাঃ॥
বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ।
পূর্ণং শত সহস্রন্ত তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ।
নির্গুণং পুরুষং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যতে॥"

ইন্দ্রিয়োপাসকদিগের মুক্তিকাল দশমন্বন্তর, সূক্ষ্ম ভূতোপাসক-দিগের শত মন্বন্তর, অহঙ্কারোপাসকের সহস্র মন্বন্তর, বুদ্ধি উপাসকের দশসহস্র মন্বন্তর এবং প্রকৃতি উপাসকের লক্ষ মন্বন্তর। একসপ্ততি দিব্যযুগে এক একটী মন্বন্তর। নির্গুণ পুরুষকে পাইলে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিলে কালপরিমাণ থাকে না, তখন আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিদেহগণের চিত্ত এই দীর্ঘকাল প্রকৃতিতে সর্ব্বতোভাবে লীন থাকিয়াও পুনর্ব্বার উক্ত মুক্তির অবসানে ঠিক পূর্ব্বরূপ ধারণ করে, লয়ের পূর্ব্বে চিত্ত যেরূপ ছিল, লয়ের পরও ঠিক সেইরূপই হয়। (পাতঞ্জলদ°)

৬ প্রাচীন মিথিলার (বর্ত্তমান ত্রিহুত) অপর নাম বিদেহ। এই বিদেহ জনপদবাসীরাও বিদেহ নামে পরিচিত ছিলেন।

"কোসলবিদেহানাং মর্য্যাদাঃ।" শতপথব্রা° ১।৪।১।১৭

বিদেহকৈবল্য (ক্লী) বিদেহং কৈবল্যং কর্ম্মধা°। নির্ব্বাণমোক্ষ, জীবন্মুক্তের দেহপতনের পর যে নির্ব্বাণমোক্ষ লাভ হয়, তাহাকে বিদেহকৈবল্য কহে।

"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে।" (শ্রুতি)

তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, এই স্থলেই লীন হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাহার মোক্ষ হইয়া থাকে। ভোগদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির বর্ত্তমান শরীর-ধ্বংসের পর যে নির্ব্বাণ মোক্ষলাভ হয়, ইহাকে অসংপ্রজ্ঞাত-সমাধি বলা যায়।

বিদেহক (পুং) ১ পর্ব্বতভেদ। ২ বর্ষভেদ। (শত্রুঞ্জয়মা° ১।২৯২)

বিদেহকূট, পর্ব্বতভেদ। (জৈন হরিবংশ)

বিদেহত্ব (ক্লী) বিদেহের ভাব বা ধর্ম্ম। শরীরনাশ, দেহধ্বংশ।

বিদেহপতি, একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদবিৎ। বাগ্‌ভট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বিদেহা (স্ত্রী) মিথিলা। (হেম)

"বভৌ তমনুগচ্ছন্তী বিদেহাধিপতেঃ সুতা।
প্রতিষিদ্ধাপি কৈকেয্যা লক্ষ্মীরিব গুণোন্মুখী॥" (রঘু ১২।২৬)

বিদোষ (ত্রি) দোষরহিত। নির্দ্দোষ। (লাট্যায়নশ্রৌ° ৬।৫।৩)

বিদোহ (পুং) বিশেষরূপে দোহন। "সোমপীতস্যাবিদোহায়" (পঞ্চবিংশব্রা° ১৮।২।১২)

বিদ্ধ (ত্রি) বিধ্যতে স্মেতি ব্যধ-ক্ত। ১ ছিদ্রিত, ছিদ্রযুক্ত। ২ ক্ষিপ্ত, যাহা ক্ষেপণ করা হইয়াছে। ৩ সদৃশ, তুল্য। ৪ বাধিত, বাধাপ্রাপ্ত। (মেদিনী)

"তরুগুল্মাদিভির্ব্বারিং ন বিদ্ধং তস্য বেশ্মনঃ।
মর্ম্মভেদোঽথবা পুংসস্তৎ শ্রেয়ো ভবনং ন তে॥"
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫০।৭০)

৫ তাড়িত, আহত। (অজয়পাল)

"নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
কুশাগ্রেণৈব সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥"
(বিষ্ণুসংহিতা ২০।৪৪)

৬ প্রেরিত। ৭ বক্র। ৮ উৎকীর্ণ, ক্ষোদা। (পুং) ৯ সন্নিপাত, সমবেত, মিলিত। (ক্লী) ৯ সদ্যোব্রণবিশেষ, সূঁচ বা কাঁটার ন্যায় সূক্ষ্মমুখ শল্য (কাষ্ঠপাষাণাদি) দ্বারা লোকের আশয় (আমাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয়, হৃদয়, উণ্ডুক, (ফুসফুস) ভিন্ন অন্য কোন অঙ্গ আহত হইলে, তথা হইতে ঐ শল্য নির্গত হউক বা না হউক, তাহা বিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। (সুশ্রুত)

"সূক্ষ্মাস্যশল্যাভিহতং যদঙ্গং ত্বাশয়াদ্বিনা।
উত্তুণ্ডিতং নির্গতং বা তদ্বিদ্ধমিতি নির্দ্দিশেৎ॥"
(সুশ্রুত চি° ২ অ°)

বিদ্ধক (পুং) মৃত্তিকাভেদকারী যন্ত্রবিশেষ।

বিদ্ধকর্ণ (পুং) বিদ্ধকর্ণ ইব পত্রমস্য (স্ত্রিয়াং টাপ্) বিদ্ধকর্ণা (স্বার্থে কন্) বিদ্ধকর্ণিকা (স্ত্রিয়াং ঙীষ্) বিদ্ধকর্ণী। আকনাদি। (দ্বিরূপকোষ)

বিদ্ধত্ব (ক্লী) বিদ্ধের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিদ্ধপর্কটী (স্ত্রী) গুল্মভেদ (Pongamia globra)।

বিদ্ধা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র রোগভেদ; বায়ু এবং পিত্তকর্ত্তৃক পদের

কর্ণিকা (চাকি বা কোপল) সদৃশ অর্থাৎ পদ্মের কর্ণিকান্তর্গত বীজকোষগুলির বিন্যাসের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা বিস্তৃত হইলে তাহাকে বিদ্ধা বলে। (বাগ্‌ভট)

."যা পদ্মকর্ণিকাকারা পিটিকা পিটিকাবিতা।

সা বিদ্ধা বাতপিত্তাভ্যাং—— ॥" (বাগ্‌ভট উ° স্থা° ২১ অ°)

বিদ্ধি (স্ত্রী) ব্যধ-ক্তি (গ্রহিজ্যাবয়িব্যধিবষ্টিবিচতিবৃশ্চতি পৃচ্ছতি-ভৃজ্জতীনাং ঙিতি চ ইতি সম্প্রসারণম্। পা ৬।১।১৬) তাড়ন করা, আঘাত দেওয়া।

বিদ্মন্ (ক্লী) বিদ্যত ইতি বিদ-মনি (ভাবে)। জ্ঞান।

"অগ্নির্হি বিদ্মনা" (ঋক্ ৭।১৪।৫) 'বিদ্মনা জ্ঞানেন' (সায়ণ)

"আ মনীষামন্তরিক্ষস্য নৃভ্যঃ স্রুবেচ ঘৃতং জুহবাম বিদ্মনা।"

(ঋক্ ১।১১০।৬)

'এবমেব মনীষাং স্তুতিং বিদ্মনা বেদনেন জ্ঞানেন কুর্ম্ম ইতি শেষঃ। বিদ্মনা বিদজ্ঞানে ঔণাদিকো মনিঃ। ন সংযোগাদ্ব-মন্তাদিত্যল্লোপাভাবঃ।' (সায়ণ)

২ মোক্ষার্থজ্ঞান, পরমার্থজ্ঞান।

"পৃচ্ছামি বিদ্মনে ন বিদ্বান্" (ঋক্ ১।১৬৪।৬)

'পৃচ্ছামি,—কিমর্থম্ বিদ্মনে পরমার্থজ্ঞানায়। কিং জ্ঞানস্যেব পরাভবায়ার্থম্? ন ইত্যাহ বিদ্বান্ ন পৃচ্ছামি, অপিত্বজ্ঞানা-দেব।' (সায়ণ)

"পৃচ্ছামি বঃ কবয়ো বিদ্মনে কং" (ঋক্ ১০।৮৮।১৮)

'হে কবয়ো মেধাবিনঃ যস্মান্ বিদ্মনে বিতানায় কং সুখং স্বরূপপর্য্যালোচনক্লেশমন্তরেণ পৃচ্ছামি।' (সায়ণ)

বিদ্মনাপস্ (ত্রি) জ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্নুবান, জ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্ত বা জ্ঞাতকর্ম্মা, যিনি কর্ম্মসকল অবগত আছেন।

"তবব্রতে কবয়ো বিদ্মনাপসোঽজায়ন্ত" (ঋক্ ১।৩১।১)

'বিদ্মনাপসঃ জ্ঞানেন ব্যাপ্নুবানা জ্ঞাতকর্ম্মাণো বা' (সায়ণ)

বিদ্যমান (ত্রি) বিদ-শানচ্। বর্ত্তমান, উপস্থিত। স্থিতিশীল।

বিদ্যমানত্ব (ক্লী) বিদ্যমানস্য ভাবঃ ত্ব। বিদ্যমানতা, বিদ্য-মানের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিদ্যা (স্ত্রী) বিদন্তেঽসৌ ইতি বিদ-সংজ্ঞায়াম্ ক্যপ্, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ দুর্গা। (শব্দরত্না°) ২ গণিকারিকা। ৩ জ্ঞান অর্থাৎ মোক্ষবিষয়ে যে বুদ্ধি, "মোক্ষে ধী র্জ্ঞানম্"। (অমর)

"পরমোত্তমপুরুষার্থসাধনীভূতা বিদ্যাব্রহ্মজ্ঞানরূপা।"

(নাগোজী ভট্ট)

যাহা দ্বারা পরমপুরুষার্থের সাধন হয়, তাহার নাম বিদ্যা, এই বিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপা। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই পুরুষার্থসাধন। বিদ্যা দ্বারা এই পুরুষার্থের সাধন হয়, এই জন্য উহা ব্রহ্ম-জ্ঞানরূপা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

৪ বিদ্যাহেতু শাস্ত্র, ইহা অষ্টাদশ প্রকার।

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসান্যায়বিস্তরঃ।

ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ ॥

আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।

অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

৬টী অঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ও নিরুক্ত), চারিবেদ (সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব), মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ এই চতুর্দ্দশ এবং আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্বশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র, এই অষ্টাদশ বিদ্যা।

মনু বলেন, নীচ হইতেও উত্তমা বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারা যায়।

"শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।

অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥" (মনু ২ অ°)

পুরাণে আছে,যাহারা বাল্যকালে বিদ্যাধ্যয়ন করে না,তাহারা ইহজগতে পশুর ন্যায় বিচরণ করে। যে পিতামাতা বালকদিগকে বিদ্যাধ্যয়ন করান না, তাহারা শত্রুস্বরূপ। হংস মধ্যে বক যেরূপ শোভা পায় না, তদ্রূপ বিদ্যাহীন মানব ইহজগতে শোভা পায় না। বিদ্যা রূপ ও ধন বৃদ্ধি করে, বিদ্যাদ্বারা লোকের প্রিয় হওয়া যায়, বিদ্যা গুরুর গুরু, বিদ্যা পরমবন্ধু, বিদ্যা শ্রেষ্ঠ দেবতা, এবং যশ ও কুলের উন্নতিকারক। সমস্ত দ্রব্যই লোকে হরণ করিতে পারে, কিন্তু বিদ্যা কেহ হরণ করিতে পারে না।

"যে বালভাবায়পঠন্তি বিদ্যাং যে যৌবনস্থা অধনা অদারাঃ।

তে শোচনীয়া ইহজীবলোকে মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি ॥

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী বালো যেন ন পাঠিতঃ।

ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা ॥

"বিদ্যানাম কুরূপরূপমধিকং প্রচ্ছন্নমন্তর্ধনং

বিদ্যা সাধুজনপ্রিয়া শুচিকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।

বিদ্যা বন্ধুজনার্ত্তিনাশনকরী বিদ্যা পরং দেবতা

বিদ্যা ভোগ্যযশঃকুলোন্নতিকরী বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ ॥

গৃহে চাভ্যন্তরে দ্রব্যং লগ্নং চৈব চ দৃশ্যতে।

অশেষং হরণীয়ঞ্চ বিদ্যা ন হ্রিয়তে পরৈঃ ॥"

(গরুড়পুরাণ ১১০ অ°)

চাণক্যশতকে লিখিত আছে যে—

"বিদ্বত্ত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে ॥" (চাণক্য শ°)

বিদ্বত্ত্ব ও নৃপত্ব এই দুইটী কখন তুল্য নহে, কারণ রাজা কেবল স্বদেশে পূজিত হন, কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বদেশ ও বিদেশ সকল স্থানেই পূজিত হইয়া থাকেন।

হিতোপদেশে লিখিত আছে যে, বিদ্যা বিনয় দান করে, অর্থাৎ মানব বিদ্যালাভ করিলে বিনীত হয়। বিনয় হইতে পাত্রত্ব, পাত্রত্ব হইতে ধন এবং ধন হইতে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম হইতে সুখ হইয়া থাকে।

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্‌যাতি পাত্রতাং।
পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখম্‌ ॥" (হিতোপদেশ)

জীব যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার উদ্দেশ্য সুখ, যাহাতে সুখ নাই, কেহ কদাপি এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না, এই সুখ একমাত্র বিদ্যাদ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে। অতএব সকলেরই অতি যত্নসহকারে বিদ্যাভ্যাস করা কর্ত্তব্য। বিশুদ্ধ চিত্তে অনন্যকর্ম্মা হইয়া গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে হয়।

ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বালকের পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে তাহার বিদ্যারম্ভ করিতে হয়, বিদ্যারম্ভ করিতে হইলে জ্যোতিষোক্ত শুভ দিন দেখিয়া করা আবশ্যক।

"সংপ্রাপ্তে পঞ্চমে বর্ষে অপ্রসুপ্তে জনার্দ্দনে।
ষষ্ঠীং প্রতিপদঞ্চৈব বর্জ্জয়িত্বা তথাষ্টমীম্‌ ॥
রিক্তাং পঞ্চদশীঞ্চৈব সৌরিভৌমদিনং তথা।
এবং সুনিশ্চিতে কালে বিদ্যারম্ভন্তু কারয়েৎ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বালকের পঞ্চম বর্ষের সময় হরিশয়ন ভিন্ন কালে, ষষ্ঠী, প্রতিপদ, অষ্টমী, রিক্তা, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথি, শনি ও মঙ্গলবার পরিত্যাগ করিয়া উত্তম দিন ও কালে বিদ্যারম্ভ করিবে। জ্যোতিষে লিখিত আছে যে, পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তা, স্বাতী, পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, আর্দ্রা, মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, ভরণী, মঘা, বিশাখা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্ব-ভাদ্রপদ, চিত্রা, রেবতী ও মৃগশিরা নক্ষত্রে, হরিশয়ন ভিন্ন কালে, উত্তরায়ণে, শুক্র, বৃহস্পতি ও রবিবারে কালশুদ্ধিতে লগ্নের কেন্দ্র, পঞ্চম, ও নবম শুভগ্রহযুক্ত হইলে অনধ্যায় ভিন্ন দিনে পঞ্চমবর্ষে বিদ্যারম্ভ করিবে। বিদ্যারম্ভ বৃহস্পতিবারে শ্রেষ্ঠ এবং শুক্র ও রবিবার মধ্যম; শনি ও মঙ্গলবারে অল্পায়ু এবং বুধ ও সোমবারে বিদ্যাহীন হয়। বিদ্যারম্ভে কালাশুদ্ধির বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে হইবে—

"লঘুচরশিবমূলাধোমুখস্তষ্টৃপৌষ্ণ-
শশিষু চ হরিবোধে শুক্রজীবার্কবারে।
উদিতবতি চ জীবে কেন্দ্রকোণেষু সৌম্যে-
রপঠনদিনবর্জ্জং পাঠয়েৎ পঞ্চমেঽব্দে ॥
বিদ্যারম্ভে গুরুঃ শ্রেষ্ঠো মধ্যমৌ ভৃগুভাস্করৌ।
মরণং শনিভৌমাভ্যামবিদ্যা বুধসোময়োঃ ॥
ষষ্ঠীং প্রতিপদঞ্চৈব বর্জ্জয়িত্বা তথাষ্টমীম্‌।
রিক্তাং পঞ্চদশীঞ্চৈব শনিভৌমদিনং তথা।
শুভে সুনিশ্চিতে কালে বিদ্যারম্ভঃ প্রশস্যতে ॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এইরূপ শুভদিন দেখিয়া জ্ঞানবান্‌ গুরুর নিকট বিদ্যারম্ভ করিতে হইবে। বিদ্যার্থী বিদ্বান্‌ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বিদ্যা প্রার্থনা করিলে গুরু তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদ্যাদান করিবেন, যদি না করেন তাহা হইলে তাহার কার্য্যনাশ ও স্বর্গদ্বার রোধ হয়।

"যোঽধীত্যার্থিভ্যো বিদ্যাং ন প্রযচ্ছেৎ স কার্য্যহান্যাৎ শ্রেয়সো দ্বারমাবৃণুয়াৎ।" (শ্রুতি) এই শ্রুতি অনুসারে বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান করা অবশ্য বিধেয়।

ভগবান্‌ মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, উৎকৃষ্ট বীজ যেমন লবণভূমিতে বপন করিতে নাই, তদ্রূপ যথায় ধর্ম্ম বা অর্থলাভ নাই, অথবা তদনুরূপ সেবাশুশ্রূষাদি নাই, তথায় বিদ্যাদান করা কর্ত্তব্য নহে। জীবনোপায়ে অতিশয় কষ্ট হইলে ব্রহ্মবাদী অধ্যাপক বরং অধীত বিদ্যা কাহাকেও দান না করিয়া জীবন শেষ করিবেন, তথাপি অপাত্রে কখন বিদ্যাবীজ বপন করিবেন না। বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট আগমন করিয়া বলেন যে, 'আমি তোমার নিধি' আমাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিও, অশ্রদ্ধাদি দোষ দূষিত অপাত্রজনে আমাকে অর্পণ করিও না, তাহা হইলেই আমি অতিশয় বীর্য্যবান্‌ থাকিব। যাহাকে সর্ব্বদা শুচি, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিবে, বিদ্যারূপ নিধি তাহাকে অর্পণ করিবে।

"ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা।
তত্র বিদ্যা ন বপ্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে ॥
বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্ত্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং নত্বেনামিরিণে বপেৎ ॥
বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিস্তেঽস্মি রক্ষ মাং।
অসূয়কায় মাং মাদাস্তথা স্যাং বীর্য্যবত্তমা ॥
যমেব তু শুচিং বিদ্যান্নিয়তং ব্রহ্মচারিণম্‌।
তস্মৈ মাং ব্রূহি বিপ্রায় নিধিপায়াপ্রমাদিনে ॥"

(মনু ২। ১১২-১৫)

বিদ্যাদাতা গুরু অতিশয় মাননীয়, একটী মাত্র অক্ষর যিনি শিষ্যকে শিক্ষা দেন, পৃথিবীতে এরূপ দ্রব্য নাই যাহা দিয়া ঐ ঋণ শোধ করা যায়।

"একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্ দত্বা সোঽনৃণী ভবেৎ ॥"

(লঘুহারীত)

প্রথমে শাস্ত্রানুসারে বিদ্যারম্ভ করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবে।

হিন্দুশাস্ত্রে এইরূপ বিদ্যারম্ভের ব্যবস্থা আছে—

বালকের বিদ্যারম্ভের পূর্ব্ব দিন গুরু যথাবিধানে সংযত হইয়া থাকিবেন, পরদিন প্রাতঃকালে গুরু ও শিষ্য উভয়ে স্নান করিয়া নববস্ত্র পরিধান করিবেন, গুরু প্রাতঃকৃত্যাদি সকল কর্ম্ম সমাপনান্তে পবিত্র স্থানে পূর্ব্ব মুখে উপবেশন করিবেন। পরে আচমন করিয়া স্বস্তিবাচন করিতে হইবে, যথা—'ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভবিদ্যারম্ভকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং' বলিয়া আতপতণ্ডুল ছড়াইয়া দিবেন। পরে স্বস্তি ও ঋদ্ধি মন্ত্র পাঠ এবং ওঁ স্বস্তিনোইন্দ্রঃ 'ওঁ সূর্য্যঃ সোমো' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিতে হইবে। তৎপরে তিল, তুলসী, হরীতকী লইয়া সংকল্প করিবেন, যথা—'বিষ্ণুরোম্ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্র শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ বিদ্যালাভকামঃ বিষ্ণ্বাদিপূজনমহং করিষ্যামি' এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া কোশাস্থিত জল ঈশাণ কোণে নিঃক্ষেপ করিয়া সংকল্পসূক্ত পাঠ করিবে। তৎপরে শালগ্রাম শিলা বা ঘটস্থাপনাদি করিয়া আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি ও সামান্যার্ঘ করিতে হইবে, পরে গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালদিগকে পূজা করিয়া বিষ্ণুর ধ্যান করিবে, পরে বিশেষার্ঘ ও মানসপূজা প্রভৃতি করিয়া পুনরায় ধ্যানান্তে 'এতৎ পাদ্যং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ' এইরূপে পূজা করিয়া 'ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা' এই মন্ত্রে তিনবার বিষ্ণুর পূজা কবিতে হইবে। তৎপরে বিষ্ণুর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া লক্ষ্মীর ধ্যান ও পূজা করিবে। পরে সরস্বতী ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। এতৎপাদ্যং 'ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ' এইরূপে পূজা করিবার পর

"ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদান্তবেদাঙ্গবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥"

এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে। তাহার পর ওঁ রুদ্রায় নমঃ, এই মন্ত্রে রুদ্রপূজা, ও সূত্রকারেভ্যো নমঃ, ওঁ স্ববিদ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ নবগ্রহেভ্যো নমঃ' শক্তি অনুসারে এই সকল পূজা করিতে হয়। তৎপরে বালক আসনে উপবেশন ও চন্দনাদি অনুলেপন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা উক্ত দেবতাদিগকে পূজা করিবে।

পূজার পর বালক পশ্চিম মুখে উপবেশন করিবে, গুরু পূর্ব্ব মুখে বসিয়া 'ওঁ তৎসৎ' উচ্চারণপূর্ব্বক শিলাখণ্ড বা তালপত্র প্রভৃতিতে বালকের হস্ত ধরিয়া খড়ি দ্বারা অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত অক্ষরসকল লেখাইবেন এবং ঐ অক্ষর সকল তিনবার বালককে পাঠ করাইবেন। এইরূপে লেখা ও পড়া হইলে বালক গুরুকে প্রণাম করিবে।

তৎপরে গুরু দক্ষিণান্ত করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিবেন। যথা—'বিষ্ণুঃ বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমস্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ বিদ্যালাভকামনয়া কৃতৈতৎ বিষ্ণ্বাদি পূজনকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ডাদিকং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।'

এইরূপে দক্ষিণান্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিবেন। বিদ্যারম্ভের দিন বালক নিরামিষ ভোজন করিবে। (কৃত্যতত্ত্ব)

মন্বাদিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় উপনয়ন সংস্কারের পর গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া জীবনের চতুর্থভাগ বিদ্যা শিক্ষা করিবেন। গুরু শিষ্যের উপনয়ন দিয়া প্রথমে তাহাকে আদ্যোপান্ত শৌচ শিক্ষা দিবেন এবং আচার, অগ্নিপরিচর্য্যা এবং সন্ধ্যোপাসনাও শিখাইবেন। অধ্যয়নকালে শিষ্য শাস্ত্রানুসারে আচমন করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে ব্রহ্মাঞ্জলি করিয়া পবিত্রবেশে উপবেশন করিবেন। (অধ্যয়ন কালে কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুসমীপে অবস্থান করার নাম ব্রহ্মাঞ্জলি।) বেদাধ্যয়নের আরম্ভ এবং অবসান কালে শিষ্যের প্রতিদিন গুরুর পাদদ্বয় বন্দনা করা কর্ত্তব্য। উত্তান দক্ষিণহস্ত উপরে ও উত্তান বামহস্ত নীচে করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা গুরুর দক্ষিণপাদ ও বামহস্ত দ্বারা বামপাদ স্পর্শ করিতে হইবে। গুরু অবহিত চিত্তে শিষ্যকে পাঠ দিবেন। শিষ্য অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলে গুরু তাহাকে 'অহে অধ্যয়ন কর' এইরূপ বলিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করাইবেন, এবং এইস্থানে পাঠ রহিল বলিয়া অধ্যয়ন শেষ করাইবেন। ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নের আরম্ভে এবং সমাপনে প্রণব উচ্চারণ করিবেন, কারণ আরম্ভ কালে প্রণব উচ্চারণ না করিলে ক্রমে ক্রমে অধ্যয়ন নষ্ট হইয়া যায় এবং অধ্যয়নাবসানে প্রণবোচ্চারণ না করিলে সমুদায় বিস্মৃত হইতে হয়। পবিত্র কুশাসনে আসীন হইয়া এবং হস্তদ্বয়ে কুশ ধারণ করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করার পর প্রণবোচ্চারণের যোগ্য হয়।

যে ব্রাহ্মণ উপনয়ন দিয়া শিষ্যকে যজ্ঞবিদ্যা ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে আচার্য্য এবং যিনি জীবিকার জন্য বেদের একদেশমাত্র কিংবা বেদাঙ্গের অধ্যয়ন করান, তাহাকে উপাধ্যায় কহে। জন্মদাতা ও বেদদাতা উভয়ই পিতা, কিন্তু জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা বেদদাতা পিতাই শ্রেষ্ঠ। কারণ দ্বিজগণের দ্বিতীয় বা ব্রহ্মজন্মই ইহপর সর্ব্বত্রই শাশ্বত। বেদপারগ আচার্য্য সাবিত্রীদ্বারা যথাবিধি যে জন্ম প্রদান করেন, সেই জন্মই সত্য, সে জন্মের পর আর জরামরণ নাই, অল্পই হউক আর অধিকই হউক, যিনি বেদজ্ঞান দানে

উপকার করেন, সেই উপকার হেতু শাস্ত্রমতে তাঁহাকে গুরু বলিয়া জানিতে হইবে। ঐ গুরু সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়। শিষ্য সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণে শুশ্রূষাদি দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিবেন। উপনীত দ্বিজ গুরুকুলে বাসকালে বেদপ্রাপ্তির যোগ্য তপস্যা সঞ্চয় করিবেন। অগ্নীন্ধনাদি নানাপ্রকার তপোবিশেষ দ্বারা এবং বিধিবোধিত বিবিধপ্রকার সাবিত্র্যাদি ব্রতানুষ্ঠান করিয়া উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদাধ্যয়ন করা দ্বিজাতিদিগের কর্ত্তব্য।

শিষ্য যখন গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বেদবিদ্যা অভ্যাস করিবেন, তখন তাহার এই সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে। বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া আত্মগত অদৃষ্ট বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত নিয়ম প্রতিপালন করিবেন। তিনি প্রতিদিন স্নান করিয়া শুদ্ধভাবে দেব, ঋষি ও পিতৃতর্পণ, দেবপূজা এবং সায়ং ও প্রাতঃসমিধ দ্বারা হোম করিবেন। বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী মধুমাংসভোজন, গন্ধদ্রব্যানুলেপন, মাল্যাদি ধারণ, গুড় প্রভৃতি রসগ্রহণ এবং স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্যাগ করিবেন। যে সকল বস্তু স্বাভাবিক মধুর, কিন্তু কারণবশে অম্ল হয়, দধি প্রভৃতি এই সকল দ্রব্যভোজন নিষিদ্ধ। প্রাণীহিংসা, তৈলদ্বারা সমস্তক সর্ব্বাঙ্গ অভ্যঞ্জন, কজ্জলাদি দ্বারা চক্ষুরঞ্জন, পাদুকা বা ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ এবং নৃত্য, গীত ও বাদন, অক্ষাদিক্রীড়া, লোকের সহিত বৃথা কলহ, দেশবার্ত্তাদির অন্বেষণ, মিথ্যাকথন, কুৎসিতাভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকাদির দর্শন ও পরের অনিষ্টাচরণ বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী এই সকল হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন।

ব্রহ্মচারী সর্ব্বত্র একত্র শয়ন করিয়া থাকিবেন, এবং হস্তব্যাপারাদি দ্বারা কদাচ রেতঃপাত করিবেন না, কামবশতঃ রেতঃপাত করিলে আত্মব্রত একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, এমন কি যদি অকামতঃ ব্রহ্মচারীর স্বপ্নাদি অবস্থায় রেতঃস্খলন হয়, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া সূর্য্যদেবের অর্চ্চন করিবেন এবং 'পুনর্মামেতু ইন্দ্রিয়ং' অর্থাৎ আমার বীর্য্য পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করুক, ইত্যাদি বেদমন্ত্র বারত্রয় জপ করিবেন। জল, পুষ্প, সমিধ, কুশ প্রভৃতি যাহা কিছু গুরুর প্রয়োজন, তাহা সকল শিষ্য আহরণ করিবেন। শিষ্য গুরুর জন্য প্রতিদিন ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন।

শিষ্য এইরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস করিবেন। যদি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ গুরু না পাওয়া যায়, তাহা হইলে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতর লোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যালাভ করিতে পারা যায়। স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিতকথা এবং বিবিধ শিল্পকার্য্য সকলের নিকট হইতে সকলে লাভ বা শিক্ষা করিতে পারে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী আপদ্কালে অব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর অপর বর্ণাদির নিকটে অধ্যয়ন করিতে পারেন এবং যে পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবেন, তৎকালে পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি ভিন্ন অনুগমনাদি দ্বারা তাহার শুশ্রূষা করিবেন।

"শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥
স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মং শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ॥
অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।
অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ॥"

যে শিষ্য গুরুকে কায়মনোবাক্যে প্রসন্ন করেন, তাহার প্রতি বিদ্যা প্রসন্না হন। বিদ্যা প্রসন্ন হইলে সর্ব্বসম্পদ্ লাভ হয়।

"যো গুরুং পূজয়েন্নিত্যং তস্য বিদ্যা প্রসীদতি।
তৎপ্রসাদেন যস্মাৎ স প্রাপ্নুতে সর্ব্বসম্পদঃ॥" (লিঙ্গপুং)

অনধ্যায় দিনে বিদ্যাশিক্ষা করিতে নাই, প্রাতঃকালে মেঘ গর্জ্জন হইলে সেই দিন শাস্ত্রচিন্তা করিতে নাই, ঐ দিন শাস্ত্রচিন্তা করিলে আয়ু, বিদ্যা, যশ ও বলহানি হয়।

"সন্ধ্যায়াং গর্জ্জিতে মেঘে শাস্ত্রচিন্তাং করোতি যঃ।
চত্বারি তস্য নশ্যন্তি চায়ুর্বিদ্যাযশোবলম্॥" (দুর্ব্বাসা°)

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ এই চারি মাস মেঘ গর্জ্জন মাত্রই পাঠ বন্ধ করিতে হয়। প্রতিপদ ও অষ্টমী তিথি, ত্রয়োদশীর এবং চতুর্দ্দশীর রাত্রি এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে পাঠ নিষিদ্ধ। এই সকল তিথি অনধ্যায়।

যত প্রকার দান আছে, তন্মধ্যে বিদ্যাদান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কন্যা ও বাপী দানে এবং রাজসূয়াদি যজ্ঞে যে ফল হয়, বিদ্যাদান তাহা হইতে অধিক ফলপ্রদ। এক মাত্র বিদ্যাদান প্রভাবে শিবলোকে গতি হয়।*

* "দশবাপীসমা কন্যা ভূমিদানঞ্চ তৎসমম্।
ভূমিদানাদ্দশগুণং বিদ্যাদানং বিশিষ্যতে॥
যথা সুরাণাং সর্ব্বেষাং রামশ্চ পরমেশ্বরঃ।
তথৈব সর্ব্বদানানাং বিদ্যাদানস্তু দেহিনাম্॥
রাজসূয়সহস্রস্য সম্যগিষ্টস্য যৎফলম্।
তৎফলং লভতে বিপ্রো বিদ্যাদানেন পুণ্যবান্॥
সর্ব্বশস্যসমাপূর্ণাং সর্ব্বরত্নোপশোভিতাম্।
বিপ্রায় বেদবিদুষে মহীং দত্বা শশিগ্রহে।
যৎফলং লভতে বিপ্রো বিদ্যাদানের তৎফলম্॥
বিদ্যাদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
যেন দত্তেন চাপ্নোতি শিবং পরমকারণম্॥
বিদ্যা চ শ্রূয়তে লোকে সর্ব্বধর্ম্মপ্রদায়িকা।
তস্মাদ্বিদ্যা সদা দেয়া পণ্ডিতৈর্দ্ধর্ম্মিকৈর্দ্বিজৈঃ॥" ইত্যাদি।
(পাদ্মোত্তরখণ্ড ২২৭ অঃ)

দেবীপুরাণে বিদ্যাদান নামক মহাভাগ্য ফলাধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এখানে লিখিত হইল না। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, বিদ্যাদান পরম শ্রেয়োজনক।

হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে লিখিত আছে—

যে সকল বিদ্যা অভিহিত হইল, এই সকল বিদ্যার এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। ঋগ্বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা, যজুর্ব্বেদের বাসব, সামবেদের বিষ্ণু, অথর্ব্ববেদের মহাদেব, শিক্ষার প্রজাপতি, কল্পের ব্রহ্মা, ব্যাকরণের সরস্বতী, নিরুক্তের বরুণ, ছন্দের বিষ্ণু, জ্যোতিষের রবি, মীমাংসার চন্দ্র, ন্যায়ের বায়ু, ধর্ম্মশাস্ত্রের মনু, ইতিহাসের প্রজাধ্যক্ষ, ধনুর্ব্বেদের ইন্দ্র, আয়ুর্ব্বেদের ধন্বন্তরি, কলাবিদ্যার মহীদেবী, নৃত্যশাস্ত্রের মহাদেব, পঞ্চরাত্রের সঙ্কর্ষণ, পাশুপতের রুদ্র, পাতঞ্জলের অনন্ত, সাংখ্যের কপিল,সকল অর্থশাস্ত্রের ধনাধ্যক্ষ,ও কলাশাস্ত্রের কামদেব, এইরূপ সকল শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।*

শ্রুতিতে বিদ্যা দুই প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। "যয়া ব্রহ্মাবগমঃ স পরা, যয়াক্ষরমধিগম্যতে সা পরা" (শ্রুতি) যে বিদ্যায় ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহার নাম পরা বিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা। কারণ ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সংসারনিবৃত্তি বা অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তিসম্পন্ন হয়, সমস্ত ক্লেশের নিবৃত্তি হয়। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা পরা বিদ্যা, উপনিষদ্ নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বা শব্দরাশিপ্রতিপাদিত ব্রহ্মবিষয়ক বিজ্ঞানই পরা বিদ্যা। এই পরা বিদ্যা ঋগ্বেদাদি নামে প্রসিদ্ধ শব্দরাশির বা তৎপ্রতিপাদ্য বিষয়ের জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ।

ঋগ্বেদাদি শব্দরাশির বা তৎপ্রতিপাদ্য বিষয়ের অর্থাৎ কর্ম্মের জ্ঞানও বিদ্যা বটে; কিন্তু তাহা অপরা বিদ্যা। উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মবিষয়ক বিজ্ঞান পরাবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মবিদ্যা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কর্ম্মবিদ্যা নিজে স্বতন্ত্ররূপে অর্থাৎ তৎকালে ফল জন্মায় না। কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কালান্তরে তাহার ফল উৎপন্ন হয়। কর্ম্মফল বিনশ্বর। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা স্বতন্ত্রভাবে তৎকালেই সংসারনিবৃত্তিরও ফল উৎপাদন করে, অথচ ঐ ফল বিনাশী নহে। এইজন্য বেদবিদ্যা ও কর্ম্মবিদ্যা অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ।

"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদো সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।" (প্রশ্নোপনি°)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এই সকলের বিজ্ঞান এবং তৎপ্রতিপাদ্য কর্ম্মবিজ্ঞান অপরা বিদ্যা। ৩ দেবীমন্ত্র।

"শতলক্ষ প্রজপ্তাপি তস্য বিদ্যা ন সিধ্যতে।" (শ্যামাস্তব)

বিদ্যাকর বাজপেয়িন্, আচারপদ্ধতিরচয়িতা, রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে ইঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিদ্যাকরমিশ্র মৈথিল, রাক্ষসকাব্যের টীকাকার।

বিদ্যাগণ (পুং) বৌদ্ধগ্রন্থাবলীবিশেষ।

বিদ্যাগম (পুং) বিদ্যায়াঃ আগমঃ। বিদ্যালাভ।

বিদ্যাগুরু (পুং) বিদ্যাদাতা গুরু, শিক্ষক, যিনি বিদ্যাদান করেন।

"বিদ্যা গুরুষ্বেতদেব নিত্যা বৃত্তিঃস্বযোনিষু।
প্রতিষেধৎস্বচাধর্ম্মান্ হিতঞ্চোপদিশৎস্বপি॥" (মনু ২।২০৬)

বিদ্যাগৃহ (পুং) বিদ্যালয়, যে গৃহে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয়।

বিদ্যাচক্রবর্ত্তিন্, সম্প্রদায়প্রকাশিনী নাম্নী কাব্যপ্রকাশটীকারচয়িতা।

বিদ্যাচণ[ন], বিদ্যাচুঞ্চু (পুং) বিদ্যয়া বিত্তঃ বিদ্যা (তেন বিত্তশ্চুঞ্চুপ্চনপৌ। পা ৫।২।২৬) ইতি চনপ্ চুঞ্চুপ্ চ। বিদ্যাদ্বারা খ্যাত, বিদ্যাদ্বারা বিখ্যাত, বিদ্বান্।

বিদ্যাতীর্থ (ক্লী) ১ পুণ্যতীর্থভেদ। (মহাভারত বনপর্ব্ব) ২ তৈত্তিরীয়কসার-রচয়িতা। ৩ শঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ের ৯ম গুরু।

বিদ্যাতীর্থ শিষ্য, জীবন্মুক্তিবিবেক-রচয়িতা; ইনিই সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য।

বিদ্যাত্ব (ক্লী) বিদ্যায়াঃ ভাবঃ ত্ব। বিদ্যার ভাব বা ধর্ম্ম।

বিদ্যাদত্ত, একজন কবি। ইনি কায়স্থজাতীয় এবং বিজয়পুররাজ জয়াদিত্যের সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

---

* "ঋগ্বেদস্য স্মৃতো ব্রহ্মা যজুর্ব্বেদস্য বাসবঃ।
সামবেদস্তথা বিষ্ণুঃ শম্ভুশ্চাথর্ব্বণো ভবেৎ॥
শিক্ষা প্রজাপতির্জ্ঞেয়া কল্পো ব্রহ্মা প্রকীর্ত্তিতঃ।
সরস্বতী ব্যাকরণং নিরুক্তং বরুণঃ প্রভুঃ॥
ছন্দো বিষ্ণুস্তথৈবাগ্নির্জ্যোতিষং ভগবান্ রবিঃ।
মীমাংসা ভগবান্ সোমো ন্যায়মার্গঃ সমীরণঃ॥
ধর্ম্মশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি পুরাণঞ্চ তথা মনুঃ।
ইতিহাসঃ প্রজাধ্যক্ষো ধনুর্ব্বেদঃ শতক্রতুঃ॥
আয়ুর্ব্বেদস্য যো সাক্ষাদ্দেবো ধন্বন্তরিঃ প্রভুঃ।
কলাবেদো মহীদেবী নৃত্যশাস্ত্রং মহেশ্বরঃ॥
সঙ্কর্ষণঃ পঞ্চরাত্রং রুদ্রঃ পাশুপতং তথা।
পাতঞ্জলমনন্তঞ্চ সাংখ্যঞ্চ কপিলো মুনিঃ॥
অর্থশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি ধনাধ্যক্ষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কলাশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি কামদেবো জগদ্গুরুঃ॥
অন্যানি যানি শাস্ত্রাণি যৎ কর্ম্মাণি প্রচক্ষতে।
স এব দেবতা তস্য শাস্ত্রং কর্ম্ম চ দেববৎ॥"
(হেমাদ্রিব্রতখণ্ডধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

বিদ্যাদল (পুং) ভূর্জ্জবৃক্ষ। (শব্দমালা)

বিদ্যাদাতৃ (ত্রি) বিদ্যাং দদাতীতি দা-তৃচ্। বিদ্যাদানকর্তা, যিনি বিদ্যা দান করেন। ২ পঞ্চ পিতার অন্তর্গত পিতৃভেদ।

"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা পত্নীতাতস্তথৈব চ।
বিদ্যাদাতা জন্মদাতা পঞ্চৈতে পিতরো নৃণাম্॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ব্রহ্মখ° ১০ অ°)

অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, পত্নীর পিতা, বিদ্যাদাতা ও জন্মদাতা এই পাঁচজন পিতৃতুল্য।

বিদ্যাদান (ক্লী) বিদ্যায়া দানং। ১ অধ্যাপন, বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া, বিদ্যাদানের তুল্য পুণ্য নাই। ২ পুস্তকদান।
[বিদ্যাশব্দ দেখ]

বিদ্যাদায়াদ (পুং) বিদ্যার উত্তরাধিকারী, শিষ্যপরম্পরা।

বিদ্যাদাস, ব্রজবাসী জনৈক বৈষ্ণব কবি। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়।

বিদ্যাদেবী (স্ত্রী) বিদ্যায়া অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ১ সরস্বতী। ২ ষোড়শজিনদেবীর অন্তর্গত দেবীবিশেষ। (হেম)

বিদ্যাধন (ক্লী) বিদ্যয়া অর্জ্জিতং ধনং। বিদ্যাদ্বারা উপার্জ্জিত ধন। এই ধন অবিভাজ্য, কাহাকেও এই ধনের ভাগ দিতে হয় না। ইহাকে স্বোপার্জ্জিত ধন কহা যায়।

"বিদ্যাধনন্তু যদ্ যস্য তৎ তস্যৈব ধনং ভবেৎ।
মৈত্র্যমৌদ্বাহিকঞ্চৈব মাধুপর্কিকমেব চ॥" (মনু ৯।২০৬)

বিদ্যালব্ধ (ছাত্রবৃত্তি) ধন, মিত্রলব্ধ (বিবাহকালে শ্বশুরাদি হইতে প্রাপ্ত) ধন এবং আর্ত্বিজ্যলব্ধ (পৌরোহিত্য ক্রিয়ালভ্য) ধন দায়াদাদি কর্তৃক বিভক্ত হইবে না।

"উপন্যস্তে তু যল্লব্ধং বিদ্যয়া পণপূর্ব্বকম্।
বিদ্যাধনন্তু তদ্বিদ্যাৎ বিভাগে ন নিযোজয়েৎ॥
শিষ্যাদার্ত্বিজ্যতঃ প্রশ্নাৎ সন্দিগ্ধপ্রশ্ননির্ণয়াৎ।
স্বজ্ঞানশংসনাদ্বাদাল্লব্ধং প্রাধ্যয়নাত্তু যৎ॥
বিদ্যাধনন্তু তৎ প্রাহু বিভাগে ন প্রয়োজয়েৎ।
শিল্পেষপি হি ধর্ম্মোঽয়ং মূল্যাদ্‌যচ্চাধিকং ভবেৎ॥"
(দায়তত্ত্বধৃত কাত্যায়ন)

পণ রাখিয়া যে ধন লাভ করা যায়, অর্থাৎ কোন একটী বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলা যায়, আপনি এই বিষয় স্থির করিয়া দিন, আমি এই পণ রাখিতেছি, মীমাংসিত হইলে উহা আপনারই, এই প্রকারে যে ধন লাভ হয়, সেই ধন বিভাগযোগ্য নহে। শিষ্যের নিকট হইতে অধ্যাপনালব্ধ ধন, পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়া দক্ষিণাদি দ্বারা প্রাপ্ত ধন, সন্দিগ্ধ প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাহা লাভ হয় তাদৃশ ধন, স্বজ্ঞানশংসন অর্থাৎ শাস্ত্রাদির যথার্থ-তত্ত্ব বলিয়া যে প্রতিগ্রহলব্ধ ধন, ও শিল্পকার্য্যাদি করিয়া যে ধন লাভ হয়, তাহাকে বিদ্যাধন কহে। এই বিদ্যাধন বিভাজ্য নহে। এই ধন কাহাকেও ভাগ করিয়া দিতে হয় না। স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি প্রভাবে যে ধন উপার্জ্জিত হয়, তাহাই বিদ্যাধন। এই ধন বিদ্বান্ ব্যক্তির নিজেরই জানিবে।

বিদ্যাধর (পুং) দেবযোনিবিশেষ। পুষ্পদন্তাদি, কামরূপী, খেচর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর।

"তস্মিন্ ক্ষণে পালয়িতুঃ প্রজানামুৎপশ্যতঃ সিংহনিপাতমুগ্রং।
অবাঙ্‌মুখস্যোপরি পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত বিদ্যাধরহস্তমুক্তা॥"
(রঘু ২। ৬০)

২ ষোড়শ প্রকার রতিবন্ধের মধ্যে শেষ রতিবন্ধ। ইহার লক্ষণ—

"নার্য্যা উরুযুগং ধৃত্বা করাভ্যাং তাড়য়েৎ পুনঃ।
কাময়েন্নির্ভরং কামী বন্ধো বিদ্যাধরো মতঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বিদ্যাধরী।

বিদ্যাধর, ১ একজন প্রাচীন কবি। ১ দায়নির্ণয় ও হেমাদ্রি-প্রয়োগপ্রণেতা। ২ শ্রৌতাধানপদ্ধতিরচয়িতা। ৩ একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা। দানময়ূখে ইঁহার উল্লেখ আছে। ৪ অপর নাম চরিত্রবর্দ্ধন। ইনি সাধারণতঃ সাহিত্যবিদ্যাধর বা বিদ্যাধর নামেই পরিচিত ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম রামচন্দ্র ভিষজ্ ও মাতার নাম সীতা। চৌলুক্যরাজ বিসলদেবের রাজ্যকালে ইনি শিশুহিতৈষিণী নাম্নী কুমারসম্ভবটীকা, সাহিত্যবিদ্যাধরী নাম্নী নৈষধীয়টীকা, রাঘবপাণ্ডবীয়টীকা, শিশুপালবধটীকা এবং সাধু অরড়কমল্লের অনুরোধে রঘুবংশটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ৫ একজন কবি, লুল্লের পুত্র। ৬ একজন কবি, শুঙ্কটসুখ-বর্ম্মার পুত্র।

বিদ্যাধর, চন্দেল্লবংশীয় একজন রাজা। ইঁহার পিতার নাম গোণ্ড ও মাতার নাম ভুবনদেবী।

বিদ্যাধর, একজন বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী। শ্রাবস্তির শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইনি অজাবৃষ নগরে বৌদ্ধযতিদিগের বাসের জন্য একটী মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইঁহার পিতা জনক গাধিপুর (কনোজ) রাজ গোপালের মন্ত্রী ছিলেন। বিদ্যাধরও পরে গোপালের বংশধর মদনের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন।

বিদ্যাধর আচার্য্য, প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য্য। তন্ত্রসারে ইঁহার উল্লেখ আছে।

বিদ্যাধরকবি, কেলীরহস্যকাব্য, রতিরহস্য ও একাবলী নামক অলঙ্কারগ্রন্থ-প্রণেতা। মল্লিনাথ কিরাতার্জ্জুনীয়ে শেষোক্ত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

বিদ্যাধরত্ব (ক্লী) বিদ্যাধরস্য ভাবঃ ত্ব। বিদ্যাধরের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিদ্যাধরপিটক (ক্লী) বৌদ্ধ-পিটকভেদ।

বিদ্যাধরভঞ্জ, উড়িষ্যার ভঞ্জবংশীয় একজন রাজা। শিলীভঞ্জ-দেবের পুত্র।

বিদ্যাধরযন্ত্র (ক্লী) বিদ্যাধরাভিধং যন্ত্রং। ঔষধপাকার্থ বৈদ্যোক্ত যন্ত্রভেদ। এই যন্ত্র প্রস্তুতপ্রণালী যথা—

"অথ স্থাল্যাং রসং ক্ষিপ্ত্বা নিদধ্যাৎ তন্মুখোপরি।
স্থালীমূর্দ্ধমুখীং সম্যঙ্‌ নিরুধ্য মৃত্মৃৎস্নয়া॥
উর্দ্ধস্থাল্যাং জলং ক্ষিপ্ত্বা চুল্যামারোপ্য যত্নতঃ।
অধস্তাজ্জ্বালয়েদগ্নিং যাবৎ প্রহরপঞ্চকম্॥
স্বাঙ্গশীতং ততোযন্ত্রাদগৃহ্ণীয়াদ্রসমুত্তমম্।
বিদ্যাধরাভিধং যন্ত্রমেতৎতজ্জৈরুদাহৃতম্॥" (ভাবপ্রকাশ)

একটী স্থালীতে পারদ স্থাপন করিয়া তদুপরি আর একটী স্থালী উর্দ্ধমুখী করিয়া রাখিবে। পরে জল সংযোগে কোমল মৃত্তিকাদ্বারা উক্ত স্থালীদ্বয়ের সন্ধিস্থান সংরুদ্ধ করিবে, অনন্তর উপরিস্থিত স্থালী জলপূর্ণ করিয়া চুল্লীর উপর বসাইয়া উহার অধোদেশে অগ্নিপ্রজ্বালিত করিয়া পাঁচ প্রহরকাল একাদিক্রমে জ্বাল দিয়া নামাইতে হইবে। পরে শীতল হইলে ঐ যন্ত্র হইতে রস গ্রহণ করিবে। এই যন্ত্র বিদ্যাধরযন্ত্র নামে অভিহিত।

বিদ্যাধর রস (পুং) জ্বরাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। পারদ, গন্ধক, তাম্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তেউড়ী, দন্তীবীজ, ধুস্তুর-বীজ, আকন্দমূল ও কাঠবিষ এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ সমষ্টির পরিমাণ জয়পালচূর্ণ আবার উহার সহিত মিশাইয়া তাহাকে সিজের আটা ও দন্তীর কাথে যথাক্রমে উত্তমরূপে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে পরিষ্কাররূপে দাস্ত হইয়া সামজ্বর, মধ্যজ্বর ও গুল্মরোগ প্রভৃতির নাশ হয়।

অন্যবিধ,—গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষীক, তাম্র, মুনছাল, ও পারদ প্রত্যেক সমান ভাগে লইয়া মিশাইবে। পরে পিপুলের কাথ ও সিজের আটায় যথাক্রমে এক এক দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান মধু ও গব্যদুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ প্লীহাদি রোগ নষ্ট হয়।

বিদ্যাধরাভ্র (ক্লী) শূলরোগের ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী,—বিড়ঙ্গ, মুথা, আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, গুলঞ্চ, দন্তীমূল, তেউড়ী, চিতামূল, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, প্রত্যেকে ২ তোলা, জারিত লৌহ ৩২ তোলা, অভ্রভস্ম ৮ তোলা, থলকুড়ির রসে শোধিত হিঙ্গুলোত্থ পারদ ১।৹ তোলা, শোধিত গন্ধক ২ তোলা। অগ্রে পারদ ও গন্ধককে কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত লৌহ ও অভ্র মিশাইবে, পরে আর আর দ্রব্য মিশাইয়া ঘৃত ও মধু যোগে তাহাকে যত্নপূর্ব্বক উত্তমরূপে মাড়িয়া একটী স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। প্রথমতঃ ইহার ২ বা ৩ মাষা গব্য দুগ্ধ কিংবা শীতল জলানুপানে সেবনীয়, পরে অবস্থানুসারে ঐ মাত্রার হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহা নানাবিধ শূল ও অম্লপিত্তাদি বহুরোগ-নাশক, বিশেষতঃ পরিণাম শূলের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিদ্যাধরীভূত, অবিদ্যাধরো বিদ্যাধরোভূতঃ। যে বিদ্যাধর হইয়াছে। (কথাস° ২৫।৩৬২)

বিদ্যাধরেন্দ্র (পুং) রাজভেদ, বিদ্যাধরের রাজা। (রাজতর° ১।১১৮) ২ কপীন্দ্র, জাম্বুবান্। (মহাভারত)

বিদ্যাধরেশ্বর, শিবলিঙ্গভেদ। (কূর্ম্মপুরাণ)

বিদ্যাধাম মুনিশিষ্য, একজন কবি। ইনি বর্ণনউপদেশসাহস্রী-বৃত্তি নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

বিদ্যাধার (পুং) পণ্ডিত। (মালতীমাধব ৪১।২)

বিদ্যাধিদেবতা (স্ত্রী) বিদ্যায়াঃ অধিদেবতা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সরস্বতী।

বিদ্যাধিপ (পুং) ১ গুরু। ২ পণ্ডিত।

বিদ্যাধিপতি, ১ কবি রত্নাকরের উপাধি। ক্ষেমেন্দ্রকৃত সুবৃত্ত-তিলকে ইঁহার পরিচয় আছে। ২ অপর একজন কবি।

বিদ্যাধিরাজ, একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। ইনি শিবগুরুর পিতা এবং শঙ্করাচার্য্যের পিতামহ।

বিদ্যাধিরাজ (পুং) সুপণ্ডিত।

বিদ্যাধিরাজতীর্থ, মাধ্বমতাবলম্বী একজন সন্ন্যাসী। ইনি আনন্দতীর্থের পরবর্ত্তী ৭ম গুরু। পূর্ব্ব নাম কৃষ্ণভট্ট। ইঁহার রচিত একখানি ভগবদ্গীতাটীকা পাওয়া যায়। ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। স্মৃত্যর্থসাগরে ইঁহার উল্লেখ আছে।

বিদ্যাধীশতীর্থ, বেদব্যাসতীর্থের শিষ্য। পূর্ব্বনাম নৃসিংহাচার্য্য। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

বিদ্যাধীশবড়েরু (পুং) পণ্ডিত।

বিদ্যাধীশস্বামিন্, একজন পণ্ডিত। স্মৃত্যর্থসাগরে ইঁহার উল্লেখ আছে।

বিদ্যাধ্র (পুং) বিদ্যাধর, যোনিবিশেষ।

"পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধ্রাশ্চারণাদ্রুমাঃ।" (ভাগবত ২।৬।১৭)

বিদ্যানগর, দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রানদীর দক্ষিণতটবর্ত্তী একটী প্রাচীন প্রধান নগর। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাসে বিদ্যানগর অতীব বিখ্যাত ও সমৃদ্ধিশালী স্থান। ঐতিহাসিক ও পর্য্যাটকগণ এই স্থানকে বিবিধ নামে অভিহিত করিয়াছেন। কোনও সময়ে বিদ্যানগর বলিলে উক্ত নামে দাক্ষিণাত্যের একটী সুবিশাল সাম্রাজ্য বুঝাইত। এই বিদ্যানগরের প্রাচীন নাম বিজয়নগর। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণতীরে নৃপতি বিজয়ধ্বজ স্বীয় নামানুসারে এই নগরী স্থাপন করেন।

বিজয়নগরের ভিন্ন নামকরণ সম্বন্ধে নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কথা প্রচলিত আছে। ইহার অপর নাম "বিদ্যাজন বা বিদ্যাজন্ম"। নুনিজ (Nuniz) বলেন, রাজা দেবরায় একদিবস তুঙ্গাভদ্রা নদীর অরণ্যময় প্রদেশে মৃগয়া করিতে যান। বর্ত্তমান সময়ে যে স্থানে প্রাচীন বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সময়ে উক্ত স্থান শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য ছিল। তিনি এই স্থানে আসিয়া এক অদ্ভুত ঘটনা দেখিতে পান। দেবরায় মৃগয়ার্থ যে সকল কুকুর লইয়া গিয়াছিলেন, সেই সকল ভয়ঙ্কর কুকুরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খরগোস দ্বারা প্রহৃত, আহত ও নিহত হইতেছে দেখিয়া তিনি নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া অতীব বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তিনি যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিতে-ছিলেন, তখন তিনি তুঙ্গভদ্রানদীর তীরে একজন তাপসকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট এই অদ্ভুত ও অলৌকিক বিবরণ প্রকাশ করিলেন। এই তাপসের নাম মাধবাচার্য্য। মাধবাচার্য্য বলিলেন, এই অরণ্যে এমন স্থান কোথায় আছে, আমাকে দেখাইতে পার। রাজা দেবরায় মাধবাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য বলিলেন, রাজা এ অতিউত্তম স্থান। তুমি এইস্থানে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ নির্ম্মাণ কর। এখানে তোমার রাজধানী নির্ম্মিত হইলে বলবীর্য্যে প্রভাবে ও বৈভবে তোমার জয় অবশ্যম্ভাবী। দেবরায় মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্যের স্মৃতিসম্মানসংরক্ষণার্থ এই স্থানকে "বিদ্যাজন" বা "বিদ্যাজন্ম" বলিয়া অভিহিত করেন।

ফেরিস্তার অভিমতে এই নগরের নাম "বিজানগর"। ফেরিস্তা বলেন, ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে বরঙ্গলের নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী গাদরদেবের পুত্র কৃষ্ণনায়ক কার্ণাটিকরাজ বেলনদেবের নিকটে গোপনে গমন করিয়া বলেন যে, তিনি শুনিতে পাইয়াছেন দাক্ষিণাত্যে মুসলমানগণ ক্রমেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, দলে দলে মুসলমান দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বসবাস করিতেছে, হিন্দুসাম্রাজ্যের উচ্ছেদসাধন করাই উহাদের উদ্দেশ্য; সুতরাং এক্ষণে উহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। বেলন-দেব এই সংবাদ দিয়া দেশের প্রধান প্রধান জনগণকে আহ্বান করেন এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশে নিরাপৎস্থানে রাজধানী সংস্থাপন করিতে প্রস্তাব করেন। কৃষ্ণনায়ক বলেন, যদি এই পরামর্শ স্থির হয় যে, হিন্দুমাত্রেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন; তবে তিনি সেনানায়কের ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। প্রস্তাব দৃঢ়ীকৃত হইল। বেলনদেব তাঁহার রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে তদীয় পুত্র "বিজা"র নামানুসারে "বিজানগর" সংস্থাপন করেন। কেহ কেহ বলেন, ফেরিস্তার এই উক্তি অযৌক্তিক ও অলীক। বিজয়নগর-সংস্থাপনসম্বন্ধে ফেরিস্তার যাহা লিখিত আছে, সেই তারিখ ও বিবরণ রায়বংশাবলীর এবং বিদ্যারণ্যের শাসনে বর্ণিত বিবরণের সহিত অমিল। পর্ত্তুগীজ পর্য্যটকগণ বিজয়নগরকে বিজ্‌নগা (Bisnaga) বলিয়া অভিহিত করিতেন। ইতালীয় পর্য্যটকগণও এই নগর দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত বিজয়নগরের নাম—বিজেনগেলিয়া (Bezengalia), কানাড়ী ভাষার প্রাচীন তাম্রশাসনে এই স্থান পূর্ব্বে আনগুণ্ডী বলিয়া অভিহিত হইত। সংস্কৃত ভাষায় এই স্থানটী হস্তিনাবতী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বিচেন্নগর ও বিদ্যানগর এই বিজয় নগরেরই নামান্তর। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত মহাপ্রভাবশালী সন্ন্যাসী মাধবাচার্য্য-বিদ্যারণ্য প্রাচীন বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষের উপরে নগর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য সংক্ষেপতঃ "বিদ্যারণ্য" নামে বিদিত ছিলেন, তাঁহার নামেই প্রাচীন বিজয়নগর বিদ্যানগর নামে অভিহিত হয়।

বিদ্যানগরের আধুনিক পরিচয়

এক্ষণ সে বিজয়নগর নাই, সেই জগদ্বিখ্যাত বিদ্যানগরও নাই। কিন্তু সেই প্রাচীন মহাসমৃদ্ধিশালী নগরের চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। আমরা বিজয়নগর বা বিদ্যানগরের ইতিহাস লিখিবার পূর্ব্বে ইহার বর্ত্তমান নাম ও অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি। মান্দ্রাজের বেল্লরী জেলায় এখন হাম্পি নামে যে ধ্বংসাবশিষ্ট একটী নগর দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই বিদ্যানগরের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। হাম্পি তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে বেল্লরী হইতে ৩৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এই ধ্বংসা-বশেষ-ভূখণ্ডের পরিমাণ—৯ বর্গ মাইল। এখনও এখানে একটী বার্ষিক মেলা হইয়া থাকে। অধুনা হসপেট নগরে রেলওয়ে ষ্টেশন হইয়াছে। এই ষ্টেশন হইতে হাম্পি ৯ মাইল দূরে। কমলপুর নামক একটী সুপ্রসিদ্ধ স্থান—এই হাম্পি নগরের অন্তর্গত। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তটপ্রান্ত হইতে কমলপুর তিন মাইল দূরে। কমলপুরে লৌহ ও চিনির কারখানা আছে। এখানে প্রাচীন অনেক দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নরপতি রাজাদিগের সময়ে হাম্পি নগরী অতীব সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। নরপতি রাজারা হাম্পিতে অনেকগুলি সুন্দর দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, পর্য্যটকগণ সেই সকল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে যান, তন্মধ্যে বিরূপাক্ষ, রামস্বামী, বিঠোবা ও নরসিংহ স্বামীর মন্দির সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এতদ্ব্যতীত অনেক মন্দির ও মণ্ডপ ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে। বিরূপাক্ষ মন্দিরে পম্পাবতীশ্বর মহাদেব বিরাজিত। কেহ কেহ বলেন, এই মন্দির মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য স্বামীর সময়ে নির্ম্মিত। তাহার উপাসনাস্থান ও সমাধি অদ্যাপি বর্ত্তমান। এখানে তাঁহার শিষ্যপরম্পরা শঙ্করাচারী নামে পরিচিত। ইহারা এই

বিরূপাক্ষ মন্দিরের এক অংশে বাস করেন। গোপুর শিবালয় ও সম্মুখস্থ মণ্ডপ অতি বৃহৎ ও গ্রেনাইট্ প্রস্তরে বিনির্ম্মিত। পুরোভাগে ত্রিপ্রকুল পুষ্করিণী, উহার চারিদিক্ গ্রেনাইট্ প্রস্তরে বাঁধান। এখানে বার্ষিক রথোৎসব হইয়া থাকে।

রামস্বামীর মন্দির তুঙ্গভদ্রার তীরে অবস্থিত। ইহার অপর পারেই ঋষ্যমূখ পর্ব্বত। রামস্বামীর মন্দির হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে সুপ্রসিদ্ধ বিঠোবার মন্দির। ইহার গঠন ও কারুকার্য্য অতীব সুন্দর। তালিকোটার যুদ্ধের পর যবন-সেনারা বিজয়নগর ধ্বংস করিয়া এই দেবালয় লুণ্ঠন করিয়াছিল। উহারা ধনলোভে মূলস্থান হইতে শ্রীমূর্ত্তি দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া মন্দিরের মেজ পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। এখন আর বিট্ঠল দেবের শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমানদের অত্যাচারে শ্রীমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছেন। প্রাচীন সময়ের গৌরব-কীর্ত্তির শেষ চিহ্নস্বরূপ দুর্গটীর ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। দুর্গের অভ্যন্তরে রাজভবনের ভগ্নাবশেষ, ভগ্নদেবালয়, বিচারালয়, হস্তিশালা ও উষ্ট্রশালা ভিন্ন এখন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই বিশালসমৃদ্ধিশালিনী নগরী এখন মহাশ্মশানে পরিগণিত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ১১৫০ খৃষ্টাব্দে নৃপতি বিজয়-ধ্বজ বিজয়নগর সংস্থাপন করেন। কিন্তু ১১৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই এই প্রদেশের সমৃদ্ধশালিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যানগরের পূর্ব্ব ইতিহাস

খৃঃ ৯ম শতাব্দের প্রারম্ভে সলিমান নামক একজন মুসলমান বণিক্ সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। ইনি বসোরা নামক স্থানে অবস্থান করেন। সলিমান বল্হরা রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

সলিমান আরও বলেন যে, থাকেক্ রাজার রাজ্য তেমন বড় ছিল না। সেখানকার রমণীগণের গাত্রবর্ণসৌন্দর্য্যের যেমন চমৎকারিত্ব, ভারতের অন্য কুত্রাপি সেরূপ রূপমাধুর্য্য দৃষ্ট হয় না। এই থাকেক্ রাজ্যের অব্যবহিত পরেই রহ্মী নামে আরও একটী রাজ্য আছে, তথাকার রাজার যথেষ্ট সেনাবল ছিল। পঞ্চাশ হাজার হস্তী লইয়া তিনি যুদ্ধ করিতে যাইতেন। এই দেশে কার্পাসসূত্রের অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত। একখানি বস্ত্র অতি ক্ষুদ্র অঙ্গুরীয়কের মধ্য দিয়া অনায়াসেই প্রবিষ্ট হইত। আরবী গ্রন্থের অনুবাদক মুসো রেনো এই রহ্মী সাম্রাজ্যকে দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ বিজয়নগর বা বিজয়পুর বলিয়া মনে করেন।

এইস্থলে বিজয়নগরসংস্থাপক বিজয়ধ্বজের বংশাবলী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তরতটে বর্ত্তমান সময়ে যে আনগুণ্ডী রাজ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, এই স্থানই প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা বলিয়া খ্যাত শিলালিপি পাঠে জানা যায়, চন্দ্রবংশীয় নন্দমহারাজ ১০১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আনগুণ্ডীর রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নিজ জন্মভূমি বাহ্লিকদেশ হইতে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে আসিয়া বিধাতার নিয়তিক্রমে কিষ্কিন্ধ্যায় স্বীয় পরাক্রমে আনগুণ্ডী রাজবংশের এক অভিনব ভিত্তি সংস্থাপন করেন। ইঁহার তিরোভাবের পরে ১০৭৬ খৃষ্টাব্দে চালুক্য মহারাজ সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া ১১১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসনভার বহন করেন। চালুক্য মহারাজের তিন পুত্র হয়, বিজ্জল রায়, বিজয়ধ্বজ ও বিষ্ণুবর্দ্ধন। বিজ্জল রায় কল্যাণপুরে যাইয়া এক স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন. সর্ব্বকনিষ্ঠ বিষ্ণুবর্দ্ধনের সম্বন্ধে ইতিহাসে কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মধ্যমপুত্র বিজয়ধ্বজ প্রকৃত পক্ষে বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি স্বনামধন্য মহাপুরুষ। ইনিই পুণ্যতোয়া তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণতটে স্বীয় নামে সম্ভবতঃ ১১৫০ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর নামক জগদ্বিখ্যাত নগর সংস্থাপন করেন। ইনি ১১১৭ খৃষ্টাব্দে আনগুণ্ডীর পৈতৃক রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন। বিজয়নগর সংস্থাপন করিয়া ইনি ৫ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। ইনি পরলোকে গমন করিলে ১১৫৫ খৃষ্টাব্দে ইহার পুত্র অনুবেম বিজয়নগরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ১১৭৯ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোকে গমন করিলে পর ইহার পুত্র নরসিংহ দেবরায় উক্ত অব্দে সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া ৬৭ বৎসর কাল পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করেন। ইনি দীর্ঘকাল বিজয়নগরের সিংহাসনারূঢ় ছিলেন বলিয়া মুসলমানেরা ইহার নামের সহিত উক্ত রাজ্যের সম্বন্ধ দৃঢ়ীকরণার্থ বিজয়-নগরকে নরসিংহ বলিয়া অভিহিত করিত। ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। উক্ত অব্দেই রামদেব রায় সিংহাসনাধিরূঢ় হন। রামদেব রায় ১২৪৬ হইতে ১২৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র প্রতাপ ১২৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজয়নগরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রতাপরায়ের মৃত্যু হয়। অতঃপর উক্ত খৃষ্টাব্দে তদীয় পুত্র জম্বুকেশ্বর রায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। জম্বুকেশ্বরের পুত্রাদি ছিল না। ইহার মৃত্যুর পরে সমগ্র দেশে অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই সময়ে মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য শৃঙ্গেরী মঠ হইতে বিজয়-নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিজয়নগরে স্বকীয় নামে বিদ্যানগরের প্রতিষ্ঠা করেন। রায়বংশাবলী হইতে এই বিবরণ গৃহীত হইল। আনগুণ্ডীর বর্ত্তমান রাজার নিকট এখনও এই বংশাবলী দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, আমরা ১১৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে বিজয়নগরের ইতিহাসে স্পষ্টতর আলোকে দেখিতে পাই। কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই নানাবিধ শাসনবিশৃঙ্খলায় বিজয়নগরের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের ভগ্নাবশেষের উপর মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য বিদ্যানগর সংস্থাপন করেন। যেরূপে তাঁহা দ্বারা বিদ্যানগর সংস্থাপিত হয়, সে কাহিনী অতি অদ্ভুত।

বিদ্যানগর

বিজয়নগরের শেষ শাসনকর্ত্তা জম্বুকেশ্বর রায় ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন, ইহার কোনও বংশধর ছিল না। জম্বুকেশ্বরের মৃত্যুর পর বিজয়নগরের রাজসিংহাসন নৃপতি-শূন্য হওয়ায় অতি সত্বরে চতুর্দ্দিকে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হয়। সমগ্র দেশে অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠে।

এই সময়ে দয়াময় শ্রীভগবান্ দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজত্বের মূল সুদৃঢ় করার নিমিত্ত হিন্দুরাজ্য বিস্তারের এক অভিনব অদ্ভুত উপায় বিধান করেন। জম্বুকেশ্বরের মৃত্যুর পর এক ব'সর যাইতে না যাইতেই ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে মাধবাচার্য্য বিজয়-নগরের সিংহাসনে যাদবসন্ততি নামে নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশের আদিপুরুষ—বুক্করাও। এস্থলে মাধবা-চার্য্যের কিঞ্চিৎ বিবরণ উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়।

মাধবাচার্য্য পরম পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্য দশায় নিষ্পিষ্ট হইয়া তিনি ধনলাভার্থ হাম্পিনগরে ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দিরে দুশ্চর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু দেবী তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ না করিয়া স্বপ্নযোগে এই আদেশ করেন যে, এজন্মে তাঁহার এ প্রার্থনা ফলবতী হইবে না, পরজন্মে তিনি ধনলাভ করিবেন। দেবীর স্বপ্নাদেশ জানিতে পারিয়া মাধব তৎক্ষণাৎ হাম্পিনগর পরিত্যাগ করিয়া শৃঙ্গেরী মঠে উপনীত হইয়া তথায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি এই মঠে জগদ্গুরু বিদ্যারণ্য নামে প্রসিদ্ধ হন। মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য বেদভাষ্যকার সায়ণের ভ্রাতা—নিজে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। [সবিস্তার বিবরণ "বিদ্যারণ্যস্বামী" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

যাহা হউক মাধবাচার্য্য যখন শুনিলেন, বিজয়নগরের রাজা জম্বুকেশ্বরের মৃত্যুর পরে সমগ্র দেশে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে, মুসলমানগণ দাক্ষিণাত্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে প্রস্তুত হইতেছে, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যথেষ্ট গ্লানি উপস্থিত হইতেছে, মাধব তখন শৃঙ্গেরী মঠের নিভৃত সাধনপীঠ পরিত্যাগ করিয়া কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় তীব্র গতিতে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ বিষয়-ব্যাপারময় বিজয়নগর অভিমুখে ধাবিত হইলেন ;—যে সর্ব্বমঙ্গলা ভুবনেশ্বরী দেবীর পাদমূল হইতে চিরদিনের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিয়া মাধবাচার্য্য সুদূর শৃঙ্গেরী মঠে উপনীত হইয়াছিলেন, তিনি সর্ব্ব প্রথমে আমিন নগরে সেই ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে আসিয়া প্রণত হইয়া পড়িলেন। দেশরক্ষার জন্ত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী আজ নিজের মোক্ষসাধনা ত্যাগ করিয়া মায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। দণ্ডের পর দণ্ড চলিয়া গেল, প্রহরের পর প্রহর চলিয়া গেল, শ্রীবিদ্যারণ্য স্বামী দেবীর চরণপ্রান্ত হইতে মস্তকোত্তোলন করিলেন না, অবশেষে দয়াময়ী বিদ্যারণ্যের পুরোভাগে চিন্ময়ীভাবে দেখা দিয়া বলিলেন, "বিদ্যারণ্য তুমি ধনের নিমিত্ত আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলে, এখন তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে। তুমি যখন মাধবাচার্য্য ছিলে, তখন তোমার ধনের বর প্রদান করি নাই, কিন্তু তোমার এখন পুনর্জ্জন্ম হই-য়াছে—তুমি এখন শ্রীবিদ্যারণ্য স্বামী সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—এখন তোমার এই অভিনব জীবনে সেই প্রার্থনা পূর্ণ হইল। তোমা-দ্বারা এখন বিজয়নগর ক্রমশঃ শ্রীসম্পন্ন হইবে।" বিদ্যারণ্যস্বামী মস্তকোত্তোলন করিলেন, এইদিন হইতেই তিনি বিশাল বিজয়-নগরের ভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। নিষ্কাম সন্ন্যাসী বিষয়ে পূর্ণরূপে বিগতস্পৃহ হইয়াও সাম্রাজ্যের হিতবিধানে নিষ্কামভাবে জীবন সমর্পণ করিলেন। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর পবিত্রতম নামেই ধ্বংসাবশেষ বিজয়নগরে অতীব সমৃদ্ধিশালী বিদ্যানগর প্রতিষ্ঠিত হইল।

বিদ্যারণ্য স্বামী বিদ্যানগর স্থাপন করিয়া দশবৎসরকাল রাজ্যশাসন করেন। অতঃপর তিনি সঙ্গম-রাজবংশকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজে মন্ত্রীর কার্য্যে ব্রতী হন। যদিও বিদ্যারণ্য স্বামী দশবৎসরকাল স্বয়ং বিদ্যানগর শাসন করেন, তথাপি তিনি রাজা বা মহারাজ নামে অভিহিত হন নাই। সঙ্গমবাজ প্রথম হরিহব নবস্থাপিত বিদ্যানগরের প্রথম রাজা। হরিহরের চারিটী সহোদর ছিলেন. উহাদের নাম—কম্প, বুক্ক, মারপ্প ও মুদ্দপ্প। এই ভ্রাতৃগণও সকলেই সমরপটু ও অতি বিশ্বাসী ছিলেন। হরিহর ইঁহাদিগের উপর রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাতে একদিকে রাজকার্য্যের যেমন সুশৃঙ্খলা ও সুবন্দোবস্ত হইল, অপরদিকে তাঁহার ভ্রাতৃগণও রাজ্যের সকল অবস্থা জানিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইলেন। বিদ্যানগরের ইতিহাসে প্রথম বুক্কের নাম চির-প্রসিদ্ধ। সমরবিদ্যায় বুক্কের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি সমরবিভাগের প্রধানতম কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত হইলেন। কড়াপা ও নেল্লুর অঞ্চলে কম্প বন্দোবস্ত ও জমীজমা বৃদ্ধির কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন। মারপ্প কদম্বরাজাদের প্রদেশগুলি করায়ত্ত করিয়া মহিসুরের পশ্চিমস্থ চন্দ্রগিড়ি অঞ্চলে অবস্থান করিয়া উক্ত প্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। হরিহরের একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল, উহার নাম সোমন। কিন্তু হরিহরের

জীবদ্দশাতেই সোমনের মৃত্যু হয় ও বুক্কই যুবরাজের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু রাজগুরু মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্যের পরামর্শ ব্যতীত এই বিশাল সাম্রাজ্যের একটী তৃণও স্থানান্তরিত হইত না। তাঁহার পরামর্শ অনুসারেই পঞ্চভ্রাতা পঞ্চপাণ্ডবের ন্যায় রাজ্য শাসন করিতেন। শৃঙ্গেরীমঠের সহিত বিদ্যানগরের সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। শৃঙ্গেরীমঠের একখানি অনুশাসন পাঠে জানা যায়, পঞ্চ সহোদর সহ সপুত্রক হরিহর, শৃঙ্গেরী মঠের গুরু শ্রীপাদ সশিষ্য ভারতীতীর্থকে ৯ খানি গ্রাম প্রদান করেন। হরিহর শৃঙ্গেরীমঠের নিকটে হরিহরপুর গ্রামনামে একখানি অতিবৃহৎ পল্লী স্থাপন করিয়া কেশবভট্ট নামক এক ব্রাহ্মণকে উক্ত গ্রাম দান করেন। হরিহরের শাসন সময়ে মহিসুরের অনেক অংশ বিদ্যানগরের অন্তর্ভুক্ত হয়। হরিহরকেই অন্যান্য রাজারা সম্রাট্ বলিয়া মান্য করিতেন। ফেরিস্তা পাঠে জানা যায়, হরিহর হিন্দুরাজাদের সহিত সমবেত হইয়া দিল্লীর সুলতানকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বনঙ্গল, দেবগিরি, হোয়শল, বনানা প্রভৃতি দক্ষিণ অঞ্চলের রাজন্যবর্গের শাসিত অনেকগুলি প্রদেশের বহুল স্থান তাঁহার শাসনায়ত্ত হইয়া পড়ে।

একখানি অনুশাসন পাঠে জানা যায় যে, হরিহর নাগরখণ্ড পর্য্যন্ত স্বীয় শাসনপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মহিসুরের উত্তরপশ্চিম অংশই নাগরখণ্ড নামে প্রসিদ্ধ।

"রাজবংশ" নামক বিজয়নগরের রাজবংশাবলীর বিবরণ হইতে জানা যায়, হরিহর ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অপর কেহ বলেন, ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তই তাঁহার রাজত্বকাল। এই সময়ের মধ্যে তিনি রাজ্য-বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে সমগ্র দাক্ষিণাত্য হইতে মুসলমানদিগকে দূরীভূত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, হরিহরের অপর নাম বুক্ক।

হরিহরের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসনে কে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তাহা লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে। হরিহরের একমাত্র পুত্র বুক্করায় তাঁহার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। হরিহরের মৃত্যুর পরে তাঁহার চারি সহোদরভ্রাতা বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কম্পই জ্যেষ্ঠ। মিঃ সিউএল্ বলেন, হরিহরের মৃত্যুর পর কম্পই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অসাধারণ বীর বুক্ক তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া স্বীয় প্রভাবে সিংহাসন অধিকার করেন। এই বিষয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে। ফলতঃ হরিহরের পরে বুক্কই বিদ্যানগরের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

ঠিক কোন সময়ে বুক্করায়ালু সিংহাসনাধিরূঢ় হন, তাহা লইয়াও মতভেদ আছে। কেহ বলেন, ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে, আবার অপর কেহ বলেন, ১৩৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনাধিরূঢ় হন। বুক্কের অসাধারণ প্রতাপ ছিল—তাঁহার প্রভাবে সমগ্র দাক্ষিণাত্য বিকম্পিত হইত। একখানি তাম্রশাসনে লিখিত আছে, বুক্কের শাসনসময়ে পৃথিবী প্রচুর শস্যশালিনী হইয়াছিল, প্রজাদের কোন প্রকার কষ্ট ছিল না, জনসমাজে সুখের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল, সমগ্র দেশ ধনধান্যে সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

বুক্কের রাজত্ব সময়ে বিদ্যানগরের যে অতুল ঐশ্বর্য্য হইয়াছিল, বহুল তাম্রশাসনে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে সুবিশাল দুর্গ, সহস্র সহস্র সৈন্য, শত শত হস্তী ও বিপুল যুদ্ধসম্ভার বিদ্যানগরের বিশ্ববিজয়িনী কীর্ত্তি উদ্ঘোষিত করিত।

বুক্কের অপর তিন ভ্রাতা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট প্রদেশের অধিকারী হইয়া সেই সকল প্রদেশ শাসন সংরক্ষণ করিতেন। প্রয়োজন হইলে মন্ত্রণাদির নিমিত্ত ইহাঁরা সময়ে সময়ে বিদ্যানগরে আসিতেন। বুক্কের শাসনকালে ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতানের সহিত বিদ্যানগর ভূপতির যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই সময়ে বুক্ক নৃপতির একজন অসাধারণ বীর সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার নাম মল্লিনাথ। মল্লিনাথের নাম শুনিয়া মুসলমানদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। মল্লিনাথ দীর্ঘকাল সেনাপতি পদে কার্য্য করিয়া ছিলেন। তিনি আলাউদ্দীন্‌কে এবং মহম্মদ শাহকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু ফেরিস্তা পাঠে জানা যায়, বাহ্মণী রাজ্যের অধিপতি মহম্মদ শাহ বুক্ক নৃপতির সৈন্যদিগকে একবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বিদ্যানগরে প্রবেশ করিয়া বিদ্যানগরের যথেষ্ট দুর্দ্দশা করিয়াছিলেন। অবশেষে বহু অনুরোধের পর তাঁহার ক্রোধ শান্ত হয়। ফেরিস্তা বলেন, এই বিশাল যুদ্ধে পাঁচলক্ষ হিন্দু নিহত হইয়াছিল। মিঃ সিউএল ফেরিস্তার এই সকল বিবরণ নিতান্ত অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। ফলতঃ ফেরিস্তা এতৎসম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহাতে অনেক অলীক কথারও অবতারণা করা হইয়াছে। ফেরিস্তার গ্রন্থকার স্বজাতীয়দের মুখে অনেক অতিরঞ্জিত ঘটনা শ্রবণ করিয়াই মহম্মদ শাহের কীর্ত্তিগৌরব-বর্ণনায় অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইয়াছেন।

যাহাই হউক, এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধের অবসানে কিয়ৎকাল উভয় শাসনকর্ত্তৃদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয় নাই।

ফেরিস্তায় বুক্করায়কে কৃষ্ণরায় নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মল্লিনাথ হাজিমল নামে অভিহিত হইয়াছেন। এইরূপে অপরা-

পর নামেরও যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ফেরিস্তা পাঠে জানা যায় যে, কিষেণ রায় ওরফে বুক্ক রায়ের সহিত মহম্মদ শাহের পুত্রের আরও একবার যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে বুক্করায় পলাইয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে যাইয়া অরণ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। কিন্তু অপরাপর ঐতিহাসিকগণ ফেরিস্তার এই উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই।

নুনিজ্ (Nuniz) লিখিয়াছেন যে, "দেবরাওর (হরিহর রায়ের) মৃত্যুর পর বুক্করাও রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। বুক্করায় বিদ্রোহীদিগকে বিতাড়িত করিয়া অনেক স্থান স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন, এমন কি তিনি উড়িষ্যা পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইঁহার মৃত্যুর পরে ইঁহার পুত্র সিংহাসনাধিরূঢ় হন।" মিঃ সিউএল্ বলেন, ১৩৭৯ খৃষ্টাব্দে বুক্করায়ের মৃত্যু হয়। মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর বীর বুক্করায়ের পুত্রের প্রদত্ত এক খানি অনুশাসন পত্রে দেখা যায় যে, তিনি তদীয় পিতার শিবসাযুজ্যলাভের নিমিত্ত ১২৯৮ শকে এক খান গ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। এই গ্রামের নাম রাখা হয় বুক্করাজপুর। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বুক্করায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বুক্করায়ের দুই পত্নীর গর্ভে পাঁচটী সন্তান উৎপন্ন হয়। তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম গৌরাম্বিকা। এই গৌরাম্বিকার গর্ভে হরিহর জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হরিহর রাজত্ব করিয়াছিলেন। হরিহর পিতার প্রথম পুত্র। সুতরাং ইনি যখন সিংহাসনাধিরূঢ় হয়েন, তখন আদৌ কোন গোলযোগ ঘটে নাই। হরিহরের সহিতও গুলবর্গের বাহ্মণী রাজ্যের মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। তাহাতে হরিহরই জয়লাভ করেন।

২য় হরিহর রায়

মিঃ সিউএল্ বলেন, হরিহর (২য়) অন্ততঃপক্ষে ২০ বৎসর কাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। হরিহর মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হরিহর দেবমন্দিরে যথেষ্ট বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন এবং দাক্ষিণাত্যে স্বীয় রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। মাধবাচার্য্যের ভ্রাতা সায়ণ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার মুদ্রা ও এরুগ নামে দুইজন সেনাপতি ছিল। দ্বিতীয় হরিহর ধর্ম্মমত সম্বন্ধে উদার ছিলেন। তিনি অপরাপর সম্প্রদায়ের মন্দির ও মঠাদির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। গুণ্ডা নামে তাঁহার অপর এক সেনাপতির পরিচয় পাওয়া যায়। হরিহর রাজ্যপ্রাপ্তির প্রারম্ভেই সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি গোয়ানগরী হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ইঁহার পাটরাণীর নাম মলাম্বিকা। শাসনাদি পাঠে জানা যায়, মহিসুর, ধারবার, কাঞ্চীপুর, চেঙ্গলপট ও ত্রিচিনপল্লীতেও ইঁহার অধিকার ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ইনি বিরূপাক্ষ শিবের উপাসক ছিলেন। হরিহর (২য়) তিন পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। তাঁহার প্রথম পুত্রের নাম সদাশিব মহারায়, দ্বিতীয় পুত্রের নাম বুক্করায় (২য়) এই বুক্করায় দেবরায় নামেও অভিহিত হইতেন। তৃতীয় পুত্রের নাম বিরূপাক্ষ মহাশয়. ইঁহাদের মধ্যে বুক্করায় (২য়) বা দেবরায় ১৪০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। বুক্করায় বা দেবরায় যথেষ্ট পরাক্রমশীল ছিলেন। ইহাঁর পিতার বর্ত্তমানে ইনি অনেকবার মুসলমান-সৈন্যকে নির্য্যাতিত করিবার নিমিত্ত সমর-প্রাঙ্গণে প্রেরিত হইতেন। দেবরায়কে নিহত করার নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যের মুসলমানগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। দিল্লীর সুলতান প্রথমে যুদ্ধ করিয়া দেবরায়কে নিহত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সে পরামর্শ সুবিধাজনক না হওয়ায় অবশেষে দেবরায়কে বা উহার পুত্রকে গোপনে নিহত করার প্রস্তাব হয়। সরানজী নামক জনৈক কাজি এই উদ্দেশ্যে কতিপয় বন্ধুসহ ফকিরের বেশে দেবরায়ের শিবিরে সমুপস্থিত হয়। দেবরায়ের শিবিরে এই সময়ে নর্ত্তকীরা নৃত্য করিতেছিল। ফকিরবেশী কাজী ও রাজার বন্ধুগণ সেই স্থানে উপস্থিত হয়। দুষ্ট কাজী একটী নর্ত্তকীকে দেখিয়া প্রণয়ের ভাণ করে—এমন কি উহার পায়ে পড়িয়া অনুরোধ করিয়া বলে যে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া রাজসভায় যাইতে পারিবে না। নর্ত্তকী বলে রাজসভায় কেবল বাদক ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের যাইবার হুকুম নাই। কাজী কিন্তু ছাড়িবার লোক নহে। নর্ত্তকী তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে রাজসভায় লইয়া যায়। কাজী ও তাহার বন্ধুগণ স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া রঙ্গস্থলে উপস্থিত হয়। এই সভায় দেবরায়ের পুত্র উপস্থিত ছিল। ইহারা নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুক দেখাইতে দেখাইতে অবশেষে তরবারির কৌতুক ক্রীড়া দেখাইতে লাগিল। নানাপ্রকারে তরবারি সঞ্চালন করিতে করিতে অবশেষে এই দুর্বৃত্তগণ দেবরায়ের পুত্রকে তরবারির প্রহারে নিহত করিল—রঙ্গস্থলীর আলোক নির্ব্বাপণ করিয়া দিয়া যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহাকেই নিহত করিয়া ফেলিল. দেবরায় দূরে ছিলেন, তিনি এই সংবাদ পাইয়া শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন। পরদিন সৈন্যসামন্ত সহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যবনসেনাগণ ইত্যবসরে প্রচুর ধন ও দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। মুসলমান সৈন্যগণ বিদ্যানগরের চারিদিক্ আক্রমণ করিয়া বেড়াইতে

বুক্করায় ২য়

লাগিল। এই সময়ে শত শত ব্রাহ্মণও মুসলমানদের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। অবশেষে বহু অর্থ দ্বারা সুলতানকে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করা হইয়াছিল।

ফিরোজ শাহের এই অত্যাচারে বিদ্যানগরের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চল প্রদেশে ভীষণ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছিল। দেবরায় (১ম) হরিহর (২য়) রায়ের প্রতিবিম্ব স্বরূপ ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, দেবরায়ের রাজত্বকালে তাঁহার সেনানায়ক ধারবারের দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ে ফিরোজশাহ এত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, তাহার ভয়ে হিন্দুদিগকে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। একটা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। বাহ্মণী রাজ্যের অন্তর্গত মুদ্গলের জনৈক স্বর্ণকারের কন্যা ফিরোজ শাহ দ্বারা অপহৃত হয়। ইহাতে দেবরায় বড়ই ভীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি তাহার কন্যাকে ধারবারবাজের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করেন। ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দে ইনি ফিরোজ শাহকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি সসৈন্যে বাহ্মণী রাজ্যে প্রবেশ করিয়া গ্রাম ও নগরাদি লুণ্ঠন করেন। ১৪২২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহ অতর্কিতভাবে দেবরায়ের পটবাস আক্রমণ করিলে তিনি ইক্ষুবনে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। আহম্মদ শাহ এই সময় বিনা বাধায় দেবালয়, গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন এবং রাজ্যেরও কিয়দংশ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে দেবরায় এই অংশ পুনরুদ্ধার করেন। ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। দেবরায়ের রাজত্বকাল সম্বন্ধে এই ঐতিহাসিকের উক্তির সহিত রাজবংশাবলীর পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

দেবরায়ের বহু পুণ্যকীর্ত্তির চিহ্ন ঐতিহাসিকগণ সংগ্রহ করিয়াছেন। দেবরায়ের পাঁচ পুত্র হয়, কিন্তু তিনি চারি পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠ পুত্রকে কি প্রকারে দুষ্ট কাজী নিহত করে, সে বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীর নাম পম্পাদেবী। পম্পার গর্ভে বিজয় রায়, ভাস্কর, মল্লন, [illegible] প্রভৃতি পঞ্চ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন।

বিজয় রায় (১ম) বিজয়রায় ১৪৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেবল এক বর্ষকাল রাজ্যভোগ করেন। সুতরাং ইহার রাজত্বকালে সবিশেষ কোন ঘটনার বিষয় জানা যায় না। বিজয় রায়ের পত্নীর নাম নারায়ণাম্বিকা। নারায়ণাম্বিকার গর্ভে বিজয়রায়ের দুই পুত্র এবং একটী কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দেবরায়। ইনি ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে

দেবরায় (২য়) ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। দেবরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পার্ব্বতী রায় ১৪২৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার ভগিনী হরিমা দেবীর সহিত সলুবতিপ্প রাজার বিবাহ হয়।

যে সময়ে দ্বিতীয় দেবরায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন, সে সময়ে সমগ্র দাক্ষিণাত্য বিজয়নগরের রাজশাসনাধীন হইয়াছিল। বিজয়নগরের রাজবংশ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেছিলেন। তাঁহাদের শাসনে শিল্পসাহিত্য প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। দেবরায়ের খুল্লতাত সবিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। তিনি মহামণ্ডলেশ্বর হরিহর রায় নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। দেবরায় যখন নাবালক ছিলেন, তখন ইনি শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। অনেকগুলি তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে ইঁহার দানাদির উল্লেখ পাওয়া যায়।

ফেরিস্তায় দেবরায়ের সহিত মুসলমানপতি আলাউদ্দীনের ভ্রাতা মহম্মদ খাঁর একটী সংক্রান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ফেরিস্তা বলেন, দেবরায় আলাউদ্দীনকে বার্ষিক কর দিতেন, দেবরায় পাঁচ বৎসর কাল কর প্রদান করেন নাই। অতঃপর তিনি স্পষ্টতঃই কর দিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে আলাউদ্দীন্ ক্রুদ্ধ হইয়া দেবরায়ের রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। দেবরায় অগত্যা কুড়িটী হাতী, বহুল অর্থ এবং দুইশত নর্ত্তকী উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করেন। ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে দেবরায় তাঁহার নিজের অবস্থা সম্বন্ধে ভাবিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হন। গুলবর্গের মুসলমানদের প্রভাব ক্রমশঃই নিরতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তাঁহার মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। তিনি তাঁহার মন্ত্রী, সভাসদ ও সভাপণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া বলেন, তাহার রাজ্যের পরিমাণ বাহ্মণী রাজ্যের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী, তাঁহার সৈন্য, ধনবল ও সমরসম্ভার মুসলমানদের অপেক্ষা বেশী ভিন্ন কম নয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তথাপি মুসলমানগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছে। ইহার কারণ কি? ইহার উত্তরে কেহ বলেন, মুসলমানগণের অশ্বারোহীসৈন্যগণ ও অশ্বসমূহ অতিশ্রেষ্ঠ, আমাদের সৈন্য ও অশ্ব সেরূপ নহে। কেহ বলেন, সুলতানের তীরন্দাজগুলি অতি উত্তম, আমাদের সেরূপ তীরন্দাজ নাই।

সুচতুর দেবরায় নিজ সৈন্যবলের ত্রুটি বুঝিতে পাইয়া সৈন্যবিভাগে মুসলমানসৈন্য সংরক্ষণের সুন্দর বন্দোবস্ত করেন। উহাদিগকে জায়গীর প্রদান করেন, উহাদের উপাসনার নিমিত্ত মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং রাজ্যমধ্যে আদেশ প্রচার করেন যে, কেহ যেন মুসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন না করে।

তিনি তাঁহার সিংহাসনের পুরোভাগে অতি সুসজ্জিত একটী কাষ্ঠপেটিকায় কোরাণসরিফ রাখিতেন, উদ্দেশ্য এই যে

মুসলমানেরা যেন তাঁহাদের ধর্ম্মানুসারে তাঁহার সমক্ষে ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারে। তিনি মুসলমানদিগের নিমিত্ত সে সকল মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এখনও সেই সকল মসজিদের ভগ্নাবশেষ হাম্পা বা হস্তিনাবতী নগরীতে দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল দেবরায় বলিয়া নয়, বিদ্যানগরের রায়বংশ ধর্ম্মমত সম্বন্ধে উদার ছিলেন। তাঁহাদের বিপুল রাজ্যে হিন্দু-মুসলমান ও জৈন প্রভৃতি বহুল লোক বাস করিত। ইহাঁরা প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই যথেষ্ট মান্য করিতেন, সকল ধর্ম্মেরই মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিতেন। দেবরায় (২য়) রাজনীতিতে অধিকতর সুপণ্ডিত ছিলেন।

পারস্যদূত আবদুল রজাকের লিখিত বিবরণীতে জানা যায় যে, দেবরায়ের ভ্রাতা, দেবরায় ও তাহার দলবলকে নিহত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনলাভের নিমিত্ত গোপনে গোপনে অতি কদর্য্য অভিসন্ধি করিয়াছিল। ভোজের নিমন্ত্রণব্যপদেশে দেবরায়ের এই দুষ্ট ভ্রাতা দেবরায়ের অনেক সভাসদকে নিহত করিয়া অবশেষে দেবরায়কেও ছলনা করিয়া নিমন্ত্রণালয়ে লইয়া যাইয়া নিহত কবিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দেবরায় মনে স্বভাবতঃই ভ্রাতার দুষ্ট চেষ্টার কথা উদিত হইল। দুর্বৃত্ত এই স্থানেই তাঁহাকে তরবারি প্রহারে জর্জ্জরিত করিল, তিনি মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার দুষ্ট ভ্রাতা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় তিনি রক্ষা পাইয়া পরিশেষে দুষ্ট ভ্রাতাকে সমুচিত শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। আবদুল রজাক স্বয়ং বিদ্যানগরে গিয়াছিলেন। আবদুল রজাক আরও বলেন, ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে দেববায়ের উজীর দাননায়ক গুলবর্গ আক্রমণ করেন। এই ঘটনার সহিত ফেরিস্তা-লিখিত ঘটনার সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। আবদুল রজাক বলেন, দেবরায়ের ভ্রাতার দুষ্ট চেষ্টায় বিদ্যানগবে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, আলাউদ্দীন্ সে সংবাদ পাইয়াছিলেন। এই অবসরে দেবরায়কে নির্য্যাতিত করা সুবিধাজনক মনে করিয়া তিনি বাকী কর চাহিয়া পাঠান। দেবরায় ইহাতে উত্তেজিত হন। উভয়ের সীমান্তে এই ঘটনায় তুমুল সংগ্রাম ঘটে। আবদুল রজাক বলেন, দান নায়ক গুলবর্গে প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি বন্দী সহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ফেরিস্তা বলেন, দেবরায় অনর্থক বাহ্মণীরাজ্যের মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি তুঙ্গভদ্রা পার হইয়া মুদ্গলের দুর্গ অধিকার করেন, রায়চুড় প্রভৃতি স্থান দখল করার জন্য পুত্রদিগকে প্রেরণ করেন। তাঁহার সৈন্যগণ বিজাপুর আক্রমণ করেন। দেবরায়ের সৈন্যগণ এই সকল স্থানের অবস্থা শোচনায় করিয়া ফেলিয়াছিল। অপরপক্ষে আলাউদ্দীন্ এই সংবাদ পাইয়া তেলিঙ্গনা, দৌলতাবাদ ও বেরার হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অচিরে আহ্মদাবাদে প্রেরণ করেন। এই সময়ে তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ৫০,০০০ এবং পদাতিক ৬০,০০০ সংখ্যায় পরিণত হইয়াছিল। এই সময়ে দুই মাসের মধ্যে তিনটী তুমুল যুদ্ধ হয়—এই যুদ্ধে উভয়পক্ষের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল—হিন্দুরা প্রথমে জয়লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে খান জমানের আঘাতে দেবরায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রাণ পরিত্যাগ করেন। এই শোচনীয় ব্যাপারে হিন্দুগণ রণভঙ্গ দিয়া মুদ্গলের দুর্গে পলায়ন করেন। অবশেষে দেবরায় সন্ধি করিয়া এই বিবাদের অবসান করেন।

অধুনা অনেকগুলি শাসন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, বীরপ্রতাপ দেবরায় মহারায় ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত স্বীয় শাসনপ্রভাব পরিচালন করিয়াছিলেন। মদুরা জেলায় তিরুমলয় প্রভৃতি স্থানেও দেববায়ের দেবকীর্ত্তির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। দেবরায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য, ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত ও পূর্ব্বোপকূল পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহাঁর সময়ে বিদ্যানগরের সম্ভার অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—মুসলমানদিগকে সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ইনি সৈন্যবল বৃদ্ধি করেন। দেবরায়ের সময়ে রাজস্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। "গজবেণ্টকর" নামে ইনি একটী বিশিষ্ট উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি নিজে অসামান্য বীর ছিলেন অথচ ইঁহার হৃদয়ে যথেষ্ট দয়া ছিল। উত্তরে তেলিঙ্গনা এবং দক্ষিণে তাঞ্জোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে ইনি স্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়া দেশের অবস্থা অবগত হইতেন।

ফেরিস্তায় লিখিত হইয়াছে, আলাউদ্দীন্ দেবরায়ের নিকট বাকী কর চাহিয়াছিলেন। দেবরায়ের নিকট কর চাহিবার আলাউদ্দীনের কি অধিকার ছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা ভার। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ ফেরিস্তার এই উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। ফলতঃ কৃষ্ণানদীর সীমা হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত যাঁহাদের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইত, তাঁহারা আলাউদ্দীনের করদ রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। তবে যুদ্ধবিগ্রহে পরাজয়ে সন্ধি উপলক্ষে কিঞ্চিৎ অর্থদান করা অসম্ভব নহে। দেবরায় মল্লিকার্জ্জুন ও বিরূপাক্ষ এই দুই পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করেন।

দ্বিতীয় দেবরায়ের মৃত্যুর পর কে বিদ্যানগরের সিংহাসনে সমারূঢ় হয়েন, ইহা লইয়া প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মল্লিকার্জ্জুন। যথেষ্ট মত ভেদ আছে। কিন্তু অধুনা যে সকল তাম্রশাসন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সকল আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ২০ খানি শিলালিপিতে অবিসংবাদিত ভাবে লিখিত হইয়াছে যে দেবরায়ের মৃত্যুর পরে

১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে তদীয় পুত্র মল্লিকার্জ্জুন সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। মল্লিকার্জ্জুন বিবিধ নামে অভিহিত হইতেন — ইম্মাড়ি বৌদ্ধ দেবরায়, ইমাড়ি দেবরায়, ইমাড়ি দেবরায়, বীর প্রতাপ দেবরায়। শ্রীশৈলে যে মল্লিকার্জ্জুন দেব আছেন, তাঁহার নাম অনুসারেই ইঁহার নামকরণ হয়। মিম্মানা দণ্ডনায়ক ইঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি লোকানুরক্ত রাজা ছিলেন। ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর একটী পুত্র জন্মে। এই পুত্রের সম্বন্ধে সবিশেষ কিছুই জানা যায় না। মল্লিকার্জ্জুন স্বধর্ম্মনিরত ছিলেন, ইহার দানও যথেষ্ট ছিল। রায়-বংশাবলীতে মল্লিকার্জ্জুনের স্থলে রামচন্দ্র রায়ের নাম দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ রামচন্দ্র রায় এই মল্লিকার্জ্জুনেরই নামান্তর। দ্বিতীয় দেবরায় দুই স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী পল্লবাদেবীর গর্ভে মল্লিকার্জ্জুন জন্মগ্রহণ করেন। অপরা স্ত্রী সিংহলাদেবীর গর্ভে বিরূপাক্ষের জন্ম। মল্লিকার্জ্জুনের পরলোকের পর ১৪৬৯ হইতে ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিরূপাক্ষ বিদ্যানগরের শাসনভার গ্রহণ করেন। অধুনা এ সম্বন্ধে বাবখানি শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মল্লিকার্জ্জুন ও বিরূপাক্ষের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ঘটনা সবিশেষ জানা যায় না। — ইঁহারা কি কার্য্য করিয়াছিলেন, ইঁহাদের সময়ে প্রজাদের অবস্থাই বা কেমন ছিল, ইঁহাদের শক্তিই বা কি পরিমাণে চালিত হইত, ইঁহাদের অধীন কোন কোন রাজন্যবর্গ প্রদেশসমূহ শাসন করিতেন, কিরূপেই বা ইঁহাদের মৃত্যু ঘটিল এবং কিরূপেই বা ইঁহাদের বংশের পরিবর্ত্তে নূতন লোক সহসা রাজ্যে প্রবেশ করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিল, সেই সকল ঘটনা কালের অন্ধকারগর্ভে বিলীন হইয়াছে। এখনও সেই সকল ঘটনার উপর কোনও প্রকার ঐতিহাসিক আলোকরেখা নিপতিত হয় নাই। ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদশাহ বাহ্মণী বেলগাঁও কাড়িয়া লইলেও বিরূপাক্ষ দক্ষিণদিকে মসলিপত্তনে স্বরাজ্য-বিস্তার এবং যুসুফআদিলশাহকে বাহ্মণীরাজ্যের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন।

একখানি শিলালিপিতে স্পষ্ট লিখিত আছে, মহারাজাধিরাজ রাজা পরমেশ্বর শ্রীবীরপ্রতাপ বিরূপাক্ষ মহারায়ের শাসন সময়ে রাজ্যমধ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজিত ছিল। এই সময়ে রাজমন্ত্রী নায়ক অমরনায়ক সম্রাটের আদেশে অগ্রহার অমৃতাস্তপুরে প্রসন্নকেশব দেবমন্দিরের নিকট একটি গোপুর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে এই শিলালিপি লিখিত হয়। এইরূপ আরও কয়েকখানি শিলালিপি দ্বারা জানা যায় যে, বিরূপাক্ষ রায় ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। বিরূপাক্ষই সঙ্গমবংশীয় নৃপতিগণের শেষ রাজা। অতঃপর অপর একজন প্রভাবশালী পুরুষ বিদ্যানগরের রাজসিংহাসন স্বীয় বলে অধিকার করেন।

এতক্ষণ আমরা বিদ্যানগরের যে সঙ্গম-রাজবংশের ভূপতিদের নাম ও শাসনের কথা উল্লেখ করিলাম, ইহারা কোন্ বংশসম্ভূত, ইহা লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, ইঁহারা দেবগিরির যাদববংশ-সম্ভূত, অপর কাহারও মত এই যে, বনবাসীর কদম্ববংশ হইতেই ইঁহারা উৎপন্ন। আবার এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক বলেন, মহিসুরের হোয়শাল বল্লালবংশেই এই বংশের উৎপত্তি। আবার আর এক সম্প্রদায় এক অদ্ভুত আখ্যান দ্বারা ইঁহাদের বংশবিনির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন। ইঁহারা বলেন, বরঙ্গল রাজাদের মেষপালকের অধ্যক্ষদ্বয় আনগুণ্ডী গ্রাম হইতে দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে যাইবার সময়ে মাধবাচার্য্যের অনুগ্রহদৃষ্টি লাভ করেন। তিনি স্বীয় নামে বিদ্যানগর সংস্থাপন করিয়া হুক্ক বা হরিহরকে বিদ্যানগরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু অধুনা যে একখানি শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যাদববংশ হইতেই সঙ্গমরাজবংশ প্রাদুর্ভূত।

বিরূপাক্ষ (margin note: বিরূপাক্ষ)

সঙ্গমরাজবংশের উৎপত্তি (margin note)

নরসিংহ রাজবংশ।

বিরূপাক্ষের মৃত্যুর পর সলুব নরসিংহ বিদ্যানগরের সিংহাসনাধিরূঢ় হন। এই নরসিংহের সহিত সঙ্গমরাজবংশের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। নরসিংহ স্বীয় প্রতাপে অনধিকার স্থলে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া বিদ্যানগরের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। ঐতিহাসিকগণ নরসিংহের পূর্ব্বপুরুষদের নামোল্লেখ করিয়াছেন। নরসিংহের পিতামহের নাম তিম্ম, ইহার পত্নীর নাম দেবকী, পুত্রের নাম ঈশ্বর। নরসিংহ ঈশ্বরের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম বুক্কামা। নরসিংহের আরও দুইটী নাম আছে—এক নাম নরেশ, অপর নাম নরেশ অবনীপাল। ইঁহার দুই স্ত্রী—প্রথমা স্ত্রীর নাম তিপাজীদেবী, অপরার নাম নাগলদেবী বা নাগাম্বিকা। কেহ কেহ বলেন, নাগাম্বিকা নর্ত্তকী ছিলেন। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নরসিংহ রাজ্যভোগ করেন। অতঃপর তাঁহার প্রথম পুত্র বীর নরসিংহেন্দ্র ১৪৮৭ হইতে ১৫০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যানগরের সিংহাসনাধিরূঢ় ছিলেন। ইঁহার সেনানায়ক রামরাজ কর্ণুলে যাইয়া তত্রত্য দুর্গাধ্যক্ষ যুসুফ আদিল সেবোয়কে সমরে পরাভূত ও দুর্গ অধিকার করিয়া লস্করূপে (জায়গীরদার) কার্য্য করিতে থাকেন। এই সময়ে বীরনরসিংহেন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কৃষ্ণদেবরায় তাহার মন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদেব রায়ের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তেলুগুভাষায় কৃষ্ণদেবের প্রশংসাসূচক বহুল কবিতা আছে। ইঁহার একটী কবিতায়

জানা যায়, ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায়ালুর জন্ম হয়। বিদ্যানগরের রাজাদের ইতিহাসে এই কৃষ্ণদেব রায়ের নাম অতি সুপ্রসিদ্ধ। ইনি ১৫০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রবল পরাক্রমে ও বিশাল প্রভাবে রাজ্য শাসন করেন। ইঁহার শাসন সময়ে বিদ্যানগরের সমৃদ্ধি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণদেব উত্তরে কটক পর্য্যন্ত স্বীয় বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। ইনি উড়িষ্যার সুবিখ্যাত বৈষ্ণব রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যারাজের সহিত ইঁহার যে সন্ধি হয়, তাহাতে উড়িষ্যারাজ্যের দক্ষিণসীমা কোন্দাপল্লী বিজয়নগরের উত্তরসীমারূপে বিনির্দ্দিষ্ট হয়। ইনি প্রথমতঃ দ্রাবিড়দেশ স্বীয় শাসনায়ত্ত করিয়া লন। মহিসুরের উমাতুরের গঙ্গরাজ ইঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। এই যুদ্ধে তিনি শিবসমুদ্রের দুর্গ এবং শ্রীরঙ্গপট্টন অধিকার করেন। ইহার পরে সমগ্র মহিসুর তাঁহার শাসনায়ত্ত হইয়া পড়ে। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নেলোরের উদয়গিরি প্রদেশে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এই স্থান হইতে তিনি কৃষ্ণস্বামী বিগ্রহ আনিয়া বিদ্যানগরে স্থাপন করেন। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার সেনানায়ক তিম্ম অরসু গজপতি শাসনকর্ত্তার অধিকৃত কোণ্ডবীড়ু দুর্গ অধিকার করেন। ইহার পরে তিনি দক্ষিণ অঞ্চলের অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে সমগ্র পূর্ব্ব উপকূল তাঁহার শাসনাধীন হয়। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কৃষ্ণানদীর উত্তর অঞ্চলে নিজের শাসনপ্রভাব বিস্তার করেন। ১৫১৮ খৃঃ অব্দে ইনি যে অনুশাসন লিখিয়া দেবোত্তর সম্পত্তি বন্দোবস্ত করেন, তাহা পণুরী তালুকের পেদ্দ াকমী গ্রামে বীরভদ্রদেবের মন্দিরে বাপট্‌লা নগরে এবং বিজয়বাড়ার কনকদুর্গার মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে ইনি নরসিংহমূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া তৎসেবার সবিশেষ বন্দোবস্ত করেন।

কৃষ্ণদেব রায়

কৃষ্ণদেবরায় পশ্চিমে কৃষ্ণা, উত্তরে শ্রীশৈল, পূর্ব্বে কোণ্ডবীড়ু, দক্ষিণে তঞ্জাপুর ও মথুরা পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারই শাসন সময়ে মথুরায় নায়ক-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কৃষ্ণদেব সংস্কৃত ও তৈলঙ্গ ভাষার উন্নতিসাধনে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সভায় অষ্ট দিগ্‌গজ পণ্ডিত থাকিতেন। কৃষ্ণদেব একদিকে যেমন বীর ছিলেন, অপর দিকে তাঁহার ভগবদ্ভক্তিও যথেষ্ট ছিল। মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে বৈষ্ণব জানিয়া স্বীয় কন্যা চিন্নাকে তাঁহার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও একটী স্ত্রী ছিলেন। চিন্নাদেবীর এক কন্যা জন্মে। কৃষ্ণদেব ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। মৃত্যুর সময়ে তাঁহার পুত্রসন্তানাদি ছিল না।

কৃষ্ণদেব রায়ালুর মৃত্যুর পরে অচ্যুতেন্দ্র রায়ালু বিজয়নগরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৫৩০ হইতে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন। অচ্যুত রায় ও কৃষ্ণদেব রায়কে লইয়া অদ্ভুত মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। একখানি তাম্রশাসনে জানা গিয়াছে, অচ্যুত রায় কৃষ্ণদেব রায়ের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। কৃষ্ণদেবের পিতা নরসিংহ ওবম্বিকা নাম্নী আরও একটী স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্ত্রীর গর্ভে নরসিংহের যে সন্তান হয়, তাঁহারই নাম অচ্যুত বা অচ্যুতেন্দ্র। কৃষ্ণদেব নিঃসন্তান ছিলেন। আবার আর দুইখানি শিলালিপিতে দেখা যায়, অচ্যুতেন্দ্র কৃষ্ণদেবের পুত্র। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে অচ্যুতেন্দ্র কোণ্ডবীড়ু তালুকে গোপাল স্বামীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, শিলালিপি পাঠে তাহা জানা যায়। অচ্যুতেন্দ্র অতীব ধার্ম্মিক ছিলেন। অচ্যুত তদীয় পূর্ব্বপুরুষ কৃষ্ণদেব রায়ালুর ন্যায় দেবমন্দিরনির্ম্মাণ, দেবতাপ্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মোত্তর দান প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি তিনবেল্লী নগরে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার এবং কাণ্ডুলে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

অচ্যুত

১৫৪২ খৃষ্টাব্দে অচ্যুতের মৃত্যুর পর সদাশিব রায়ালু তাঁহার উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে বিজয়নগরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সদাশিবের শৈশবকালে অচ্যুতের মৃত্যু হয়। অচ্যুতের সহিত সদাশিবের কি সম্বন্ধ এ প্রশ্নেও যথেষ্ট গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। কাঞ্চীনগরের একখানি প্রাচীন লিপিতে জানা যায়, বরদাদেবীনামে অচ্যুতের এক পত্নী ছিলেন। এই স্ত্রীর গর্ভে বেঙ্কটাদ্রি নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। এই বেঙ্কটাদ্রি অল্পকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সদাশিব নামক উঁহাদের এক জন আত্মীয় রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। সদাশিব রঙ্গরায়ের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম তিম্মাম্বা দেবী। হাসন নামক স্থানে যে প্রাচীন লিপি পাওয়া গিয়াছে, তদ্দৃষ্টে মিঃ রাইস্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সদাশিব অচ্যুতের পুত্র।

সদাশিব রায়

যাহাহউক সদাশিব যতদিন উপযুক্ত বয়োপ্রাপ্ত না হইয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার মন্ত্রিগণ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। এই সকল মন্ত্রীদের মধ্যে রামরায় সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। রামরায়কে লোকে রামরাজা বলিয়াও অভিহিত করিত। রামরায় সদাশিবকে সর্ব্বদা নজরবন্দী রাখিয়া আপন কার্য্য উদ্ধার করিতেন। ইহাতে সদাশিবের মাতুল ও অন্যান্য সচিবগণ রামরায়ের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। রাম রাজা বিপদ্ দেখিয়া অবসর গ্রহণ করেন। এই অবসরে সদাশিবের মাতুল তিম্মরাজ স্বয়ং শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার দৌঃশাসনে প্রজারা অতি অল্পদিনের

মধ্যেই প্রপীড়িত হইয়া উঠে। ইহা দেখিয়া সামন্তরাজগণ তাঁহাকে নির্য্যাতিত করিতে উদ্যোগ করেন। রাজমাতুল এই সময়ে বিজয়পুরের ইব্রাহিম আদিল শাহের সাহায্য গ্রহণ করেন। মুসলমানদিগের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া সামন্তরাজগণ কিয়দ্দিন অবনত মস্তকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু মুসলমানগণ চলিয়া গেলেই সামন্তরাজগণ রাজমাতুলকে প্রাসাদ মধ্যে অবরুদ্ধ করেন। রাজমাতুল দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া নিস্তার পাইলেন। এই ঘটনার পরে রামরাজ আবার সদাশিবের নামে বিজয়নগরের শাসনপরিচালন কার্য্য করিতে লাগিলেন।

সদাশিব নাম মাত্র রাজা ছিলেন। ফলতঃ রামরাজই প্রকৃত রাজা। সদাশিবের পরেই নরসিংহ-রাজবংশের নাম অন্তর্হিত হয়। অতঃপর রামরাজের বংশ বিজয়নগরের রাজবংশের ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হয়। এই রামরাজ মন্ত্রী ছিলেন। তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। রামরাজের পিতামহ রামরাজ নামেও অভিহিত হইতেন। ইঁহার পুত্রের নাম শ্রীরঙ্গ। শ্রীরঙ্গের আরও একটী নাম ছিল—শ্রীরঙ্গ রাম নৃপতি, শ্রীরঙ্গও মন্ত্রী ছিলেন। ইনি তিরুমল বা তিরুমলাম্বিকা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার তিন পুত্র হয়—জ্যেষ্ঠের নাম রামরাজ—ইঁনিই প্রথমে ইঁহাদের বংশের কার্য্য মন্ত্রিত্ব পদের প্রসাদে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইঁহার অপর দুই ভ্রাতা ছিলেন—এক জনের নাম তিম্ম বা তিরুমল—অপর নাম বেঙ্কট বা বেঙ্কটাদ্রি। তিম্ম বা তিরুমলের কথা পরে বলা হইবে।

রামরাজ

রামরাজ আদিল শাহের সহিত ঘটনাক্রমে একবার সন্ধি করেন। কিন্তু সময় ও সুবিধা বুঝিয়া সহসা সে সন্ধি ভঙ্গ করিয়া আদিলশাহীদের অধিকৃত রাজ্যের কিয়দংশ স্বীয় অধিকারের সামিল করেন। কিন্তু ইহার পরিণাম বিষময় হইয়া উঠে। আলীআদিল শাহ গোলকুণ্ডা, আহ্মদনগর ও বিদর্ভ রাজাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া রামরায়ের বিরুদ্ধে তালিকোটে আসিয়া সমবেত হন। ইহারা একত্র কৃষ্ণা নদী পার হইয়া দশ মাইল দূরে রামরাজের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করেন। সমবেত শক্তির প্রবল আক্রমণেও সুচতুর রামরায় অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিলে মুসলমান সেনারা তাঁহার অনুসরণ করিল। বাহকেরা পাল্কী ফেলিয়া পলাইয়া গেল। তিনি বন্দী হইয়া আদিল শাহের সম্মুখে আনীত হইলেন। আদিল শাহ তাঁহার মুণ্ড ছেদন করিলেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে তালিকোটায় এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। এদিকে মুসলমান সেনা বিদ্যানগরে প্রবেশ করার পূর্ব্বেই সদাশিব রায়ালু পেন্নকোণ্ডায় পলায়ন করেন। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামরায়ের পতন সম্বন্ধে আরও একটী বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। কৈশর ফ্রেডারিক নামক জনৈক পর্য্যটক তালিকোটার যুদ্ধের দুই বৎসর আগে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন। তিনি লিখিয়াছেন, রামরাজের সেনার মধ্যে দুইটী মুসলমান সেনানায়কের বিশ্বাসঘাতকতাতেই রামরায় পরাস্ত হইয়াছিলেন।

বিদ্যানগরধ্বংস

যে কারণেই রামরায়ের পতন হউক, কিন্তু তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সুবিশাল বিদ্যানগর বিধ্বস্ত হওয়ার কারণ উপস্থিত হয়। রামরায়ের হত্যাসংবাদ প্রচারিত হইলে পর হিন্দুসৈন্যগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে, হিন্দু রাজন্যবর্গ নিরতিশয় ভীত হন, কেহ কেহ বা পরাক্রমশালী মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের সহিত যোগদান করেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা স্বকীয় প্রতাপে, বিদ্রোহী হিন্দুগণের সাহায্যে এবং হিন্দুরাজের বিশ্বাসঘাতক মুসলমান সৈন্যদের সহায়তায় বিদ্যানগর আক্রমণ আরম্ভ করে। এই সময়ে যদিও বিদ্যানগরের পরিধি ৬০ মাইল হইতে ক্রমান্তর হইতে হইতে ২৭ মাইলে পরিণত হইয়াছিল, তথাপি ইহার রাজপথ, উদ্যান, রাজপ্রাসাদ, দেবমন্দির, নগর, ইত্যাদি পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য রাজন্যবর্গের রাজধানী অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। যবনসেনারা ক্রমাগত অবাধে ও নির্ব্বিবাদে দশ মাস কাল আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া বিদ্যানগরের সমস্ত শোভাসম্পদ ও বিপুল বৈভব একবারে বিধ্বস্ত করিয়া সমৃদ্ধিশালী সৌন্দর্য্যময় বিদ্যানগরকে একবারে শ্মশানে পরিণত করিয়া ফেলিল, দেবালয় চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া দেব বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, রাজপ্রাসাদ ভঙ্গ করিয়া ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিল, হাটবাজার ভাঙ্গিয়া গেল, অধিবাসীরা স্ত্রী পুত্র লইয়া মান প্রাণ রক্ষণার্থ পলাইয়া গেল।

সিউএল্ বলেন, অতঃপর শ্রীরঙ্গের দ্বিতীয় পুত্র তিরুমল ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু মিঃ সিউএলের প্রদত্ত বংশবল্লীতে দেখা যায় রামরাজের দুই পুত্র ছিলেন, জ্যেষ্ঠের নাম কৃষ্ণরাজ ও কনিষ্ঠের নাম তিরুমল রায়।

অপরাপর রাজগণ

কৃষ্ণরাজ আনগুণ্ডীতে স্বীয় রাজধানী সংস্থাপন করেন। তাঁহার সন্তান ছিল না। রামরাজের পুত্র বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার কনিষ্ঠ কি প্রকারে রাজ্যলাভ করিলেন তাহার হেতুর উল্লেখ নাই। তিরুমলের চারি পত্নী ছিলেন যথা—(১) দেঙ্গলম্বা, (২) রাঘবাম্বা, (৩) পদবেম্বা ও (৪) কৃষ্ণবাম্বা। তিরুমল ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে পেন্নকোণ্ডায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহার তিন পুত্র (১) শ্রীরঙ্গ ওরফে বিশাখী, (২) তিরুমলদেব ওরফে শ্রীদেব ও (৩) বেঙ্কটপতি।

শ্রীরঙ্গের শাসনকাল ১৫৭৪ হইতে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। তিরুমলদেব কয়েকমাস রাজ্যশাসন করেন। অতঃপর ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধ হইতে ১৬১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেঙ্কটপতি রাজ্যশাসন করেন। বিদ্যানগরের রাজাদের ভাগ্যলক্ষ্মীর চাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর স্থানেরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে আরম্ভ হয়। বেঙ্কটপতি পেন্নকোণ্ডা হইতে চন্দ্রগিরিতে রাজধানী স্থাপন করেন। বেঙ্কটপতির পরে নিম্নলিখিত নৃপতিগণ বিজয়নগরের রাজা বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

নাম	খৃষ্টাব্দ
শ্রীরঙ্গ (২য়)	১৬১৯
রাম	১৬২০—১৬২২
শ্রীরঙ্গ (৩য়) ও বেঙ্কটাপ্পা	১৬২৩
রাম ও বেঙ্কটপতি	১৬২৯—১৬৩৬
শ্রীরঙ্গ (৪র্থ)	১৬৩৬—১৬৬৫

এই সকল নৃপতির নাম ও রাজত্বের সময় খুব যথার্থ বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু শ্রীরঙ্গের রাজত্বকাল ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। যেহেতু এই শ্রীরঙ্গই ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগকে মান্দ্রাজের বন্দর প্রদান করেন। অতঃপর আমরা আর একরূপ রাজবংশ পাই যথা :—

নাম	খৃষ্টাব্দ
শ্রীরঙ্গ	১৬৬৫—১৬৭৮
বেঙ্কটপতি	১৬৭৮—১৬৮০
শ্রীরঙ্গ	১৬৯২
বেঙ্কট	১৭০৬
শ্রীরঙ্গ	১৭১৬
মহাদেব	১৭২৪
শ্রীরঙ্গ	১৭২৯
বেঙ্কট	১৭৩২
রাম	১৭৩৯ (?)
বেঙ্কটপতি	১৭৪৪
* *	* *
বেঙ্কটপতি	১৭৯১—১৭৯৩

অপর গ্রন্থে অন্য প্রকার বিবরণ আছে যথা :—

শ্রীরঙ্গরায়ালু	১৫৫৭—১৫৮৫
বেঙ্কটপতি দেবরায়ালু	১৫৮৫—১৬১৪
চিক্কদেব রায়ালু (বল্লুরে রাজধানী)	১৬১৫—১৬২৩
রামদেব রায়ালু	১৬২৪—১৬৩১
বেঙ্কট রায়ালু	১৬৩২—১৬৪৩
শ্রীরঙ্গ রায়ালু	১৬৪৪—১৬৫৪

এই গ্রন্থে ইহার পরবর্ত্তী আর কোন শাসনকর্ত্তার নাম লিখিত হয় নাই। মধুরার রাজা তিরুমলের ষড়যন্ত্রে কি প্রকারে বিজয়নগরের রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, তিরুমল নায়ক বিজয় নগরের রাজা নরসিংহের বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। তখন বিদ্যানগরের রাজাদের রাজধানী বল্লুরে ছিল। জিঞ্জি, তঞ্জাবুর, মধুরা ও মহিসুরের রাজারা তখনও বিজয়নগরের রাজাকে কর প্রদান করিতেন। সময়ে সময়ে নানাবিধ উপঢৌকন দিয়া রাজার সম্মান রক্ষা করিতেন। কিন্তু বিদ্রোহী তিরুমল বিজয়নগরের বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। নরসিংহ রায় তিরুমলকে শাসন করিবার নিমিত্ত সৈন্য সংগ্রহ করেন। তিরুমল ইহা জানিতে পারিয়া জিঞ্জিরাজ সহ সন্ধি করেন।

তিরুমল অতি কুচক্রী ছিলেন। তিনি নরসিংহ রায়কে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত গোলকুণ্ডার সুলতানের সহিত মন্ত্রণা করেন। নরসিংহ যখন মধুরায় তিরুমলকে আক্রমণ করিতে যান, গোলকুণ্ডার সুলতান সুযোগ পাইয়া তৎক্ষণাৎ নরসিংহের রাজ্য আক্রমণ করেন। নরসিংহ বীরপুরুষ, তিনি তিরুমলকে শাসন করিয়া সৈন্যসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও আততায়ী সুলতানকে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিয়া স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু পরবৎসর সুলতান অধিক সংখ্যক সৈন্যসহ আসিয়া নরসিংহকে পরাস্ত করিলেন। নরসিংহ অপ্রতিভ হইয়া দক্ষিণদেশের নায়কগণের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়ায় ১ বৎসর চারিমাস কাল তঞ্জাবুরের উত্তরে জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন। এই সময়ে তাঁহার অমাত্য ও সৈন্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। নরসিংহ অতঃপর মহিসুররাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে তিরুমল্ল নানাবিধ ঘটনায় নিপতিত হইয়া মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তিরুমলের নির্বুদ্ধিতায় বিনা রক্তপাতে মধুরা গোলকুণ্ডার সুলতানের অধীন হইয়া পড়ে।

অতঃপর নরসিংহ মহিসুর রাজ্য হইতে ভাগ্যপরীক্ষার্থ স্বদেশে গমন করেন। তিনি আবার সৈন্যসংগ্রহ করিয়া কয়েকটী প্রদেশ অধিকার করেন এবং গোলকুণ্ডার সেনানায়ককে সমরে পরাস্ত করিয়া আরও কয়েকটী প্রদেশের উদ্ধার করেন। নরসিংহের পরাক্রমে দাক্ষিণাত্যে আবার হিন্দুরাজ্যের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা হইয়া উঠে। কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ তিরুমলের দুষ্টবুদ্ধিতে দেখিতে দেখিতে হিন্দুর আশাসূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তিরুমলের আমন্ত্রণে গোলকুণ্ডার সুলতান মহিসুরের সেনাপতির অনুপস্থিতিতে মহিসুররাজ্য আক্রমণ

করিলেন। তাহার ফলে বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য চিরদিনের মত বিধ্বস্ত হইয়া গেল। দৃশ্যতঃ তিরুমলই বিজয়নগর ধ্বংসের শেষ হেতু। ইহাতে স্বদেশ ও স্বজাতিদ্রোহী তিরুমলের ক্ষতি ভিন্ন কোনও লাভ হয় নাই। তিরুমল অতঃপর সুলতান দ্বারা সবিশেষরূপে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন।

মিঃ সিউএলের মতে বেঙ্কটপতির পরে অর্থাৎ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের পরে তিরুমল রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

দৌহিত্রবংশ

১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই তারিখে মিঃ মনরো গভর্মেণ্টের নিকট এক পত্র লিখিয়া আনগুণ্ডীর রাজাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আনগুণ্ডীর বর্ত্তমান রাজা (১৮০১ খৃষ্টাব্দে) বিজয়নগরের রাজবংশের দৌহিত্র। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মুসলমানদের নিকট হইতে হরপণবল্লী ও চিত্তলদুর্গ জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইঁহারা মোগলসম্রাট্‌কে ২০০০০৲ টাকা করস্বরূপ প্রদান করিতেন। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে এই স্থানদ্বয় মরাঠাদিগের অধীন হওয়ায় আনগুণ্ডীর রাজাকে দশহাজার টাকা এবং একহাজার পদাতী ও একশত অশ্বারোহী সৈন্য মহারাষ্ট্রশাসনকর্ত্তাদিগকে প্রদান করিতে হইত। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে টিপুসুলতান এই জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন। রাজা তিরুমল নিজামের রাজ্যে পলায়ন করেন এবং ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি তথায় পলাতক অবস্থায় অবস্থান করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার আনগুণ্ডী আক্রমণ করেন। ইনি ইংরাজদের বশ্যতা অস্বীকার করেন। কিন্তু অতঃপর তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আনগুণ্ডীর শাসনভার নিজামের হস্তে অর্পণ করিতে হয়। এই সময় হইতে রাজা তিরুমল নিজামের বৃত্তিভোগী হন। তিরুমল ১৮০১ খৃঃ অঃ হইতে নিজামের বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়া ১৮২৪ খৃঃ মানবলীলা সংবরণ করেন। তিরুমলের দুই পুত্র জন্মে। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই জ্যেষ্ঠপুত্র একটী কন্যা রাখিয়া কালকবলে পতিত হন। কনিষ্ঠের নাম বীর বেঙ্কটপতি। বিবাহের পূর্ব্বেই ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিরুমলের পৌত্রীর গর্ভে তিরুমলদেব নামক এক পুত্র এবং লক্ষ্মীদেবাম্মা নামে এক কন্যা জন্মে। তিরুমল ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। তিরুমলদেবের তিন পুত্র ও এক কন্যা। প্রথম পুত্র বেঙ্কটরাম রায় ২য় পুত্র কৃষ্ণদেবরায়, পরে বেঙ্কমা নাম্নী এক কন্যা, তৎপরে নরসিংহ রাজার জন্ম হয়। নরসিংহ রাজার জন্মকাল ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ, ইহার এক বৎসর পরে তদীয় সর্ব্বাগ্রজ ও তাহার এক বৎসর পরেই তাঁহার দ্বিতীয় সহোদর কৃষ্ণদেবরায়ের মৃত্যু হয়। বেঙ্কটরামরায় দুইটী কন্যাসন্তান রাখিয়া পরলোকগামী হইয়াছেন।

বিদ্যানগরের সমৃদ্ধি।

প্রসন্নসলিলা তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণতটে সেই মহাসমৃদ্ধিশালী হিন্দুরাজকীর্ত্তির চিহ্নস্বরূপ বিদ্যানগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিরাজমান রহিয়া বিদ্যানগরের প্রাচীন গৌরবমহিমা উদ্ঘোষিত করিতেছে। শ্রীমদ্বিদ্যারণ্যমুনির সময় হইতেই বিদ্যানগরের বিপুল বৈভবের সূত্রপাত হয়। সেই শুভ সময় হইতেই এই বিশালসাম্রাজ্যের পরিমাণ, অর্থগৌরব ও রাজবৈভব দিন দিন প্রবর্দ্ধিত হইতে থাকে। বিদ্যানগরের বিশাল বৈভবের কথা শুনিয়া পারস্য ও য়ুরোপ প্রভৃতি স্থানের বিদেশীয় পর্য্যটকগণ এই বিশাল নগর সন্দর্শনার্থ আগমন করেন।

গগনভেদী গিরিমালার ন্যায় সুরক্ষিত সুদৃঢ় দুর্গমালা, কবিকল্পিত ইন্দ্রপুরীবিনিন্দিত বৈভবশোভাময়ী বিপুল সুরম্য রাজপ্রাসাদসমূহ, নগরবক্ষঃপ্রবাহিণী বহুল জলপ্রবাহিকা, শঙ্খঘণ্টা কাঁসর প্রভৃতি মুখরিত শ্রীবিগ্রহগণ-অধ্যুষিত দেবমন্দিরবৃন্দ, অগণ্য শিক্ষার্থিসঙ্কুল বিদ্যালয়সমূহ, বিবিধ কারুকার্য্যখচিত প্রাতিহারীমণ্ডলাধিষ্ঠিত সুশোভিত বস্ত্রমণ্ডল, বিবিধদ্রব্য পরিপূর্ণ অগণ্য লোকমুখরিত পণ্যশালা, বিলাসিজনসুখসেব্য সুরম্য প্রমোদভবন, চিরহরিৎশোভাময় লতামণ্ডপ, বিবিধ কুসুমরাজিরাজিত মধুকরকরম্বিত মনোহর পুষ্পোদ্যান, কমলকুমুদকহ্লারপূর্ণ সরোবর, সৌধশ্রেণী মধ্যবর্ত্তী সরল ও সুদীর্ঘ রাজপথ, হস্তিশালা, অশ্বশালা, গ্রীষ্মাবাস, ফলভারে অবনত ফলোদ্যান, মন্ত্রভবন, সভামণ্ডপ, ধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতি বিবিধ নাগরীয় বৈভবে বিদ্যানগর কোনও সময়ে জগতের প্রধানতম নগরের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণদেব রায়ালুর শাসন সময়ে বিদ্যানগরের সমৃদ্ধি অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই সময়ে বসবপত্তনম্ হইতে নাগনপুর পর্য্যন্ত বিদ্যানগর সহর বিস্তৃত হইয়াছিল। দৈর্ঘ্যে ১৪ মাইল এবং প্রস্থে দশ মাইল, এই একশত চল্লিশ বর্গমাইল পরিমিত বিপুল ভূখণ্ডের উপর এই মহাবৈভবময় নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার সর্ব্বত্রই ঘনলোকসন্নিবাস পরিলক্ষিত হইত। সুদূরদেশাগত বণিক্‌মণ্ডলী, রাজপ্রতিনিধি ও রাজদূতগণ সর্ব্বদাই বিদ্যানগরে আসিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য পরিচালন করিতেন। বিদ্যানগরের শাসনকর্ত্তাদের সমরবিভাগ তৎকালে অত্যন্ত প্রকট লাভ করিয়াছিল। সেনাবিভাগে সহস্র সহস্র লোক অনবরত নিযুক্ত থাকিত, সমরসম্ভার দ্রব্য সততই রক্ষিত করিয়া রাখা হইত, কুস্তী, কসরত ও বিবিধপ্রকার ব্যায়ামচর্চ্চার অতীব সুবন্দোবস্ত ছিল। বিদ্যানগরে এই সময়ে যে সকল প্রভূত বলবান্ পালোয়ান পরিলক্ষিত হইত, ভারতবর্ষের আর কোথাও সেইরূপ পালোয়ান দৃষ্ট হইত না। আবার অপরদিকে বিবিধ বিলাসজনক কলাবিদ্যারও যথেষ্ট চর্চ্চা

হইয়াছিল। সুগায়ক, নর্ত্তক ও নর্ত্তকীগণের তৌর্য্যত্রিকে অগণ্য শারীরিক ও মানসিক কার্য্যে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিগণ চিত্তবিনোদন করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইতেন। এই সময়ে বিদ্যানগরে বিবিধ শিল্পকার্য্যের উন্নতি সাধিত হয়, সহস্র সহস্র লোক শিল্পকার্য্যের উন্নতিসাধন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। স্থাপত্য কার্য্যেও সহস্র সহস্র লোকের জীবনোপায় হইয়া উঠিয়াছিল। অগণ্য সৌধসমাকীর্ণ বিদ্যানগর কত সহস্র স্থপতির জীবিকা প্রদান করিত, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। নিত্যব্যবহার্য্য অস্ত্র ও সমরাস্ত্র নির্ম্মাণের নিমিত্ত বিদ্যানগরের কর্ম্মকারকুল সততই সমাদৃত হইত, রাজকীয় সমাদরে ইহাদের ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি এবং এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আবার বিদ্যানগর হিন্দুরাজার রাজধানী বলিয়া এই নগরে পৌরোহিত্যোপজীবী ব্রাহ্মণের সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক ছিল। তখন গৃহে গৃহে প্রায় প্রত্যহ ব্রতযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইত। মন্দিরে মন্দিরে দেবপূজা, ভোগ ও আরত্রিকের মঙ্গলবাদ্যে বিদ্যানগর নিরন্তর মুখরিত হইত। আবার অপরদিকে ইঞ্জিনিয়ারগণ সততই পথঘাট ও ভবনাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেন, নূতন নূতন ভবন নির্ম্মাণ ও রাজপথাদির উন্নতসাধনে চিত্তনিবেশ করিতেন। হস্তী ও অশ্বাদিকে বিবিধ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শত শত লোক নিযুক্ত থাকিত। ইহারা সাধারণ ব্যবহার এবং সামরিক ব্যবহারের জন্য হস্তী ও অশ্বাদির যথারীতি শিক্ষা দিত। রাজকবি, রাজপণ্ডিত, রাজসভার নর্ত্তকী এবং তদ্ব্যতীত বিবিধ শিক্ষায় শিক্ষিত সহস্র সহস্র লোক, বিদ্যানগরে নিরন্তর বসবাস করিতেন। নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত, সদ্বংশজাত লোকের বসবাসে এবং নানা দেশীয় ধনী বণিক্‌গণের সমাগমে বিদ্যানগরের সমৃদ্ধি দিন দিন অধিকতররূপে প্রবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

মিঃ আর্ সিউএল লিখিয়াছেন, পঞ্চদশ ও ষোড়শ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরে যে সকল য়ুরোপীয় পর্য্যটক আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অতি স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন, "আয়তনে ও সমৃদ্ধিতে বিদ্যানগর প্রকৃতই এক অতি প্রধান নগর। ধনগৌরবে ও বৈভবমহিমায় য়ুরোপের কোনও নগর বিদ্যানগরের সমকক্ষ নহে।"

২। নিকলো (Nicolo) নামক একজন ইটালীর পর্য্যটক ১৪২০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যানগরে উপনীত হইয়াছিলেন। ইনি ইহাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, "অশেষ সমৃদ্ধশালী বিদ্যানগর পর্ব্বতমালার অভেদ্য প্রাচীরের পার্শ্বে অবস্থিত। এই নগরের পরিধির বিস্তার ৬০ মাইল। অভ্রভেদী প্রাচীরবেষ্টন পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণীর সহিত সম্মিলিত হইয়া এই বিশাল নগরটীকে সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিয়াছে। নবতি সহস্র রণদুর্ম্মদ যোদ্ধা নিরন্তর সমরসাজে সুসজ্জিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য নৃপতি অপেক্ষা বিদ্যানগরের (Bizengelia) রাজার বৈভব প্রভাব ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক।"

৩। ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে আবদুল রজাক নামক একজন পারস্য পর্য্যটক বিদ্যানগরে আসিয়াছিলেন। তিনি অনেক রাজধানীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, "বিদ্যানগরের রাজ্যে তিনশত বন্দর আছে। ইহার প্রত্যেকটী বন্দর কোনও অংশে কলিকাট বন্দর অপেক্ষা কম নহে। বিদ্যানগর রাজ্যের উত্তরপ্রান্ত হইতে দক্ষিণপ্রান্ত তিনমাসের পথ। প্রতিদিন ২০ মাইল হিসাবে ভ্রমণ করিলে তিন মাসে অর্থাৎ ৯০ দিনে ১৮০০ মাইল পথ ভ্রমণ করা যায়।" কুমারিকা অন্তরীপ হইতে উড়িষ্যার উত্তরসীমা পর্য্যন্ত অবশ্যই ১৮০০ মাইল হইবে। কোনও সময়ে উড়িষ্যার উত্তরপ্রান্ত হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিপুল ভূভাগ বিদ্যানগরের রাজার শাসনাধীন ছিল। কৃষ্ণদেব রায়ালুর শাসনকালেও আমরা বিদ্যানগর সাম্রাজ্যের এরূপ বিশাল বিস্তৃতির কথা শুনিতে পাই; সুতরাং রজাকের উক্তি অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না।

আবদুল রজাক পারস্যের রাজদূত। বিদ্যানগরাধিপতি তাঁহাকে অতীব আদরের সহিত স্বীয় রাজ্যে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। আবদুল রজাক স্থানান্তরে লিখিয়াছেন, "বিদ্যানগরের ভূপতির ঐশ্বর্য্যপ্রভাব প্রকৃতই অতুল্য। ইহাঁর পর্ব্বতপ্রমাণ সহস্রাধিক হস্তী দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। ইহার সৈন্যসংখ্যা এগার লক্ষ। সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ বৈভবশালী নৃপতি আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বিদ্যানগরের ন্যায় সহর আমি আর কোথাও দেখি নাই। জগতে যে আর কোথাও এরূপ সহর আছে, আমি আর কখনও তাহা শুনি নাই। রাজধানীটী এরূপভাবে নির্ম্মিত, দেখিলে বোধ হয় যেন সাতটী প্রাচীরে বেষ্টিত সাতটী দুর্গ, ক্রমবিন্যস্তভাবে গঠিত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদের নিকটে চারিটী বিপুল পণ্যশালা; উহাদের উপরে তোরণমঞ্চে দুই শ্রেণীতে মনোহর পণ্যবীথিকা। পণ্যশালাগুলি দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে অতি বিশাল। মণিকারগণের নিকট বিক্রয়ার্থ যে সকল হীরা মরকত চুণী পান্না ও মতি দেখিতে পাইলাম, আমি আর কোথাও সেইরূপ বহুমূল্য মণিমুক্তা দেখিতে পাই নাই। রাজধানীতে মসৃণ পাথরে বাঁধা বহুসংখ্যক কাটা খাল দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বিদ্যানগরের লোকসংখ্যা প্রকৃতই অসংখ্য। শাসনকর্ত্তার

প্রাসাদের সম্মুখে টাঁকশালা। ১২০০ প্রহরী দিবানিশি এখানে পাহারায় নিযুক্ত রহিয়াছে। আবদুল রজাক বিদ্যানগরের এক উৎসব স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে অতি পরিস্ফুট ও সরস বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহা পাঠ করিলে বিদ্যানগরের ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধে কতক আভাস পাওয়া যায়।

৪। নুনিজ (Nuniz) নামক একজন পর্ত্তুগীজপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, যখন বিদ্যানগরাধিপতি রায়চূড়ের যুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে ৭০৩০০০ পদাতি, ৩২৬০০ অশ্বারোহীসৈন্য এবং ৫৬১ জন গজারোহীসৈন্য ছিল। বিদ্যানগরের রাজাধিরাজের বৈভবের কিঞ্চিৎ আভাস পাঠকগণ এই বৃত্তান্তটুকু হইতেই পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। তিনি আরও বলেন, পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্য ব্যতীত ৬৮০০ অশ্বারোহী এবং ৫০০০০ পদাতি নিরন্তর রাজার দেহরক্ষার কার্য্য করে। ইহারা রাজার বেতনভোগী। এতদ্ভিন্ন ২০০০০ বল্লমধারী এবং ৩০০০ ঢালধারী সৈন্য হস্তিসমূহের প্রহরীরূপে উপস্থিত থাকে। ইহার ঘোটকরক্ষকের সংখ্যা ১৬০০, অশ্বশিক্ষক ৩০০ এবং রাজকীয় শিল্পীর সংখ্যা ২০০০। ২০০০০ পাল্কী সততই রাজকার্য্যের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকে।

৫। পিজ (Paes) নামক অপর একজন পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক বলেন,"কৃষ্ণদেব রায়ালুর দশলক্ষ সুশিক্ষিত পদাতি ও ৩৫ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সেনাবিভাগে সর্ব্বদা যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত থাকে। এই সকল সৈন্য তাঁহার বেতনভোগী। ইহাদিগকে তিনি যে কোন সময়ে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিতে পারেন। আমি অনেক দিন হইল, এ অঞ্চলে আছি। একদা রাজা কৃষ্ণদেব রায়ালু সমুদ্রকূলে এক যুদ্ধের নিমিত্ত ১৫০০০০ সৈন্য এবং ৫০ জন সৈনিক কর্ম্মচারী প্রেরণ করেন। ইহাদের মধ্যে অশ্বারোহী সৈন্য অনেক ছিল। ভূপতি কৃষ্ণদেব বিপক্ষদিগকে স্বীয় সৈন্যগৌরব দেখাইতে ইচ্ছা করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি কুড়িলক্ষ সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া উপস্থাপিত করিতে পারেন। ইহাতে কেহ এমন মনে করিবেন না যে, তিনি স্বীয় রাজ্যের প্রজাশূন্য করিয়াই বুঝি সৈন্যসংখ্যা প্রদর্শন করিতেন। বিদ্যানগর সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা এতই অধিক যে, বিশ লক্ষ লোক এই রাজ্যে না থাকিলেও তাহাদের অভাব বিন্দুমাত্রও অনুভূত হইবে না। কিন্তু ইহাও বলিয়া রাখি যে, এই সকল সৈন্য পথের লোক বা মাঠের রাখাল নহে—ইহারা সকলেই প্রকৃত বীর ও দুঃসাহসী যোদ্ধা।"

৬। দুয়ার্ত্তে বারবোসা (Duarte Barbosa) নামক একজন পর্য্যটক ১৫০৯ হইতে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে বিদ্যানগরে উপস্থিত হন। ইনি লিখিয়াছেন, "বিদ্যানগর অতীব জনতাপূর্ণ। রাজপ্রাসাদগুলি অতি মনোহর ও বিপুল। এই নগরে বহু ধনী লোকের বাস। রাজপথ উদ্যান ও বায়ুসেবনস্থলীগুলি অতি বৃহৎ ও সুপ্রসর। সকল স্থলই নিরন্তর জনতায় পরিপূর্ণ। ব্যবসায় ও বাণিজ্য যেন অনন্তগৌরবে বিদ্যানগরে বিরাজ করিতেছে। হস্তিশালায় ৯০০ হস্তী এবং অশ্বশালায় ২০০০০ অশ্ব সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যাইবে। রাজার সমক্ষে বেতনভোগী ১০০০০০ (এক লক্ষ) সৈন্য সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকে।"

৭। সিজার ফ্রেডরিক নামক একজন পর্য্যটক বলেন, "আমি অনেক রাজধানী দেখিয়াছি, কিন্তু বিদ্যানগরের তুল্য রাজধানী আর কুত্রাপি দেখিতে পাই নাই।"

৮। কাস্তেন হেডা (Casten heda) নামক একজন পর্য্যটক ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যানগরে উপস্থিত হন। ইনি বলেন, "বিদ্যানগরের পদাতি সৈন্য প্রকৃতই অসংখ্য। এমন জনতাপূর্ণ স্থান আর কুত্রাপি দেখা যায় না। রাজার বেতনভোগী একলক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য এবং চারিহাজার গজসৈন্য আছে।" এই সকল বিবরণ হইতে বিদ্যানগরের অতুল সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ১০০০০০ পদাতি, ২০০০০ অশ্বারোহী, ও ৪০০০ গজারোহী সৈন্য বিবিধ সমরসম্ভারসহ কেবল বিদ্যানগরের সংরক্ষণার্থই নিযুক্ত থাকিত। রাজার দেহরক্ষার নিমিত্ত ৬০০০ সুশিক্ষিত সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়তই রাজার সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করিত। রাজার নিজ ব্যবহারের জন্য একহাজার অশ্ব ছিল। রাজমহিষীদের সেবা-পরিচর্য্যার নিমিত্ত মণিমুক্তা রত্নাভরণে খচিত ১২০০০ চেটী থাকিত। বিদেশীয় পর্য্যটকগণ ইহাদের গাত্রালঙ্কারঘটা সন্দর্শন করিয়া ইহাদিগকেই রাজমহিষী বলিয়া মনে করিতেন। রাজসরকারের নিত্য প্রয়োজনীয় কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য যে সকল লিপিকার, কর্ম্মকার, রজক ও অন্যান্য কার্য্যকারক থাকিত, তাহাদের সংখ্যা ছিল ২০০০। ভৃত্যের সংখ্যা অসংখ্য। রাজার নিজ সংসারের রন্ধনের জন্য দুইশত পাচক নিরন্তর নিযুক্ত থাকিত। কৃষ্ণদেব রায় যখন রায়চূড় যুদ্ধে গমন করেন, তখন ২০০০০ নর্ত্তকী সমরক্ষেত্রে নীত হইয়াছিল। রাজপ্রতিনিধি, শাসনকর্ত্তা, সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভৃতি উচ্চতম রাজপুরুষের সংখ্যা ছিল ২০০। ইঁহাদের সহচর অনুচর দেহরক্ষক সৈন্যসামন্ত ও ভৃত্যাদির সংখ্যাও ১০০০০০ লোকের কম ছিল না। যেখানে সৈন্যের সংখ্যা ১৫০০০০ সে স্থলে ঘোড়ার সহিস, ঘাসী ও অপরাপর কত লোকের প্রয়োজন তাহাও সহজেই অনুমেয়।

শিক্ষাবিধানের নিমিত্ত নানাপ্রকার চতুষ্পাঠী ও বিদ্যালয় ছিল। বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে বিদ্যানগরাধিপতিগণ

যথেষ্ট সুবিধান করিয়াছিলেন। বিলাসের উপকরণ দ্রব্যের সহিত শিল্পের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। বিদ্যানগরে শিল্পবাণিজ্যের ও কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। রাজ্যের সমৃদ্ধি ও লোক-সংখ্যার আধিক্যই উহার অকাট্য প্রমাণ।

এই বিশাল নগরে চারিসহস্র অতি সুন্দর ও বিপুল দেব-মন্দির নিরন্তর অর্চ্চনাবাদ্যে মুখরিত হইত। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্ম-চর্চ্চার নিমিত্ত আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা ভার। বিদ্যানগরের রাজার পাল্কীর সংখ্যা ছিল ২০০০০। পাল্কী বাহকের সংখ্যা কত ছিল ইহা হইতেই তাহা অনুমিত হইতে পারে। বিদ্যানগরের বিশাল সমৃদ্ধি কবির কল্পনা বা উপন্যাসকথকের অসার জল্পনা নহে। ইহার প্রত্যেক কথাই প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিকের সুদৃঢ় প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিদ্যানন্দ, ১ একজন সুকবি। ক্ষেমেন্দ্রকৃত কবিকণ্ঠাভরণে ইহার উল্লেখ আছে। ২ একজন বৈয়াকরণ। ভাবশর্ম্মা ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ৩ জৈনাচার্য্যভেদ। ৪ অষ্ট-সাহস্রীপ্রণেতা, ইহার অপর নাম পাত্রকেশরী।

বিদ্যানন্দ নাথ, লঘুপদ্ধতি ও সৌভাগ্যরত্নাকর নামক তন্ত্রগ্রন্থরচয়িতা।

বিদ্যানন্দনিবন্ধ, একখানি প্রাচীন তন্ত্রসংগ্রহ। তন্ত্রসারে এই গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিদ্যানাথ, ১ প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ নামক অলঙ্কার ও প্রতাপ-রুদ্রকল্যাণ নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা। ইহাকে কেহ কেহ বিদ্যানিধি বলিয়াও থাকেন। কবি ওরঙ্গলের কাকতীয়বংশীয় রাজা ২য় প্রতাপরুদ্রের আশ্রয়ে প্রতিপালিত (১৩১০ খৃঃ)। ২ রামায়ণ-টীকাপ্রণেতা। ইহাকে কেহ কেহ তামিলকবি বৈদ্যনাথ বলিয়া সন্দেহ করেন। ৩ জ্যোৎপত্তিসারপ্রণেতা। শ্রীনাথসূরির পুত্র। ইনি রাজা অনূপসিংহের প্রার্থনানুসারে এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। ৪ বেদান্তকল্পতরুমঞ্জরী-প্রণেতা।

বিদ্যানাথ কবি, দোয়াববাসী একজন কবি। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম।

বিদ্যানিধি, ১ অতন্ত্রচন্দ্রিকা নামক নাটকপ্রণেতা। ২ একজন বিখ্যাত ন্যায়বাগীশ। কাব্যচন্দ্রিকারচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত।

বিদ্যানিধিতীর্থ, মাধ্বসম্প্রদায়ের একাদশ গুরু। রামচন্দ্র তীর্থের শিষ্য। ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্রের তিরোধান হইলে ইনি গদিলাভ করেন। ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু ঘটে। স্মৃত্যর্থসাগরে ইহার ও ইহার শিষ্যদিগের পরিচয় আছে।

বিদ্যানিবাস, ১ দোলারোহণপদ্ধতি-প্রণেতা। ২ মুগ্ধবোধটীকা-রচয়িতা। ৩ নবদ্বীপবাসী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ভাষাপরিচ্ছেদপ্রণেতা বিশ্বনাথ এবং তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিব্যাখ্যা-রচয়িতা রুদ্রের পিতা। ইঁহার পিতার নাম ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ।

বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য, সচ্চরিতমীমাংসাপ্রণেতা।

বিদ্যানুলোমালিপি (স্ত্রী) লিপিবিশেষ। (ললিতবিস্তর)।

বিদ্যাপতি, মিথিলার এক জন অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণ কবি ও বহু গ্রন্থরচয়িতা। তাঁহার পদাবলী কেবল মৈথিল-সাহিত্য বলিয়া নহে, তাহা আজি বঙ্গীয় কাব্যকাননের অপূর্ব্ব মধুচক্র।

[বাঙ্গালা-সাহিত্য ৯৯ পৃষ্ঠায় পদাবলীর সমালোচনা দ্রষ্টব্য।]

বিদ্যাপতি উপযুক্ত পণ্ডিতবংশেই জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ সকলেই বিদ্বান্ ও যশস্বী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের বীজ পুরুষ হইতে পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে বংশধারা লিখিত হইতেছে—

১ বিষ্ণুশর্ম্মা, ২ হরাদিত্য, ৩ ধর্ম্মাদিত্য, ৪ দেবাদিত্য, ৫ বীরেশ্বর, ৬ জয়দত্ত, ৭ গণপতি, ৮ বিদ্যাপতিঠাকুর, ৯ হরপতি, ১০ রতিধর, ১১ রঘু, ১২ বিশ্বনাথ, ১৩ পীতাম্বর, ১৪ নারায়ণ, ১৫ দিনমণি, ১৬ তুলাপতি, ১৭ একনাথ, ১৮ ভাইয়া, ১৯ নান্নু ও ফনিলাল। নান্নুলালের পুত্র বনমালী ও ফনিলালের পুত্র বদরীনাথ এখন জীবিত।

বিদ্যাপতি ঠাকুরের পিতা গণপতি ঠাকুর মিথিলাপতি গণেশ্বরের এক জন পরম বন্ধু ও সংস্কৃত শাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত ছিলেন। গণপতি মৃতবন্ধু নৃপতির পারত্রিক মঙ্গলের জন্য তাঁহার রচিত "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" উৎসর্গ করিয়া যান। বিদ্যাপতির পিতা-মহ জয়দত্তও এক জন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'যোগীশ্বর' বলিয়া পরিচিত। জয়দত্তের পিতা বীরেশ্বর নিজ পাণ্ডিত্যগুণে মিথিলাধিপতি কামেশ্বরের নিকট যথেষ্ট বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই বীরেশ্বর রচিত প্রসিদ্ধ 'বীরেশ্বরপদ্ধতি' অনুসারে আজও মিথিলার ব্রাহ্মণেরা 'দশকর্ম্ম' করিয়া থাকেন। বিদ্যাপতির খুল্লপিতামহ চণ্ডেশ্বর মহারাজ হরিসিংহ দেবের মহামহত্তক সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। তিনি 'স্মৃতিরত্নাকর' নামে ৭ খানি স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন। এ ছাড়া বীরেশ্বরের পিতা দেবাদিত্য, পিতামহ ধর্ম্মাদিত্য ও তৎপিতা হরাদিত্য প্রভৃতি সকলেই মিথিলার রাজমন্ত্রিত্ব করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাপতির প্রথম উৎসাহদাতা প্রতিপালক মিথিলাধীশ শিবসিংহ দেব। তাঁহার একটী মৈথিল পদে তিনি এইরূপে শিবসিংহের কাল ও গুণের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—

"অনল রন্ধ্র কর লকখণ নরবই সক সমুদ্দ কর অগিনি সসী।
চৈতকারি ছঠি জেঠা মিলিও বার বেহপ্পই জাউলসী॥
দেবসিংহ জং পুহমী ছড্ডই অদ্ধাসন সুররাঅ সরু॥
দুহু সুরতান নিদৈ অব সোঅউ তপনহীন জগ ভরু॥

দেখহুও পৃথিমীকে রাজা পৌরুস মাঁঝ পুন্ন বলিও।
সতবলে গঙ্গামিলিতকলেবর দেবসিংহ সুরপুর চলিও॥
এক দিস জবন সকল দল চলিও এক দিস সোঁ জমরাঅ চরু।
দুহুএ দলটি মনোরথ পুরও গরুএ দাপ সিবসিংহ করু॥
সুরতরুকুসুম ঘালি দিস পুরেও দুন্দুহি সুন্দর সাদ ধরু।
বীরছত্র দেখনকো কারণ সুরগণ সোভেঁ গগন ভরু॥
আরম্ভী অথন্তেটি মহামথ রাজসূঅ অশ্বমেধ জহাঁ।
পঁণ্ডিত ঘর আচার বখানিঅ যাচককাঁ ঘরদান কহাঁ॥
বিজ্জাবই কইবর এহু গাবএ মানত মন আনন্দ ভও।
সিংহাসন সিবসিংহ বইট্টো উছবৈ বিসরি গও॥"

উক্ত পদের তাৎপর্য্য এই, ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে অথবা ১৩২৭ শকাব্দে চৈত্রমাসে ষষ্ঠী তিথি জ্যৈষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে দেবসিংহ গিয়াছেন। তিনি এইরূপে সুররাজের অর্দ্ধাসনভাগী হইলেও রাজ্য রাজশূন্য হয় নাই। তাঁহার পুত্র শিবসিংহ রাজা হইয়াছেন। শিবসিংহ নিজ বাহুবলে যবনদিগকে তৃণের মত তুচ্ছ ভাবিয়া শত্রুসৈন্য পরাভূত করিলেন। যবনরাজ পলায়ন করিল। স্বর্গে কতই না দুন্দুভি বাজিল। শিবসিংহের মাথার উপর কতই না পারিজাতকুসুম পড়িতে লাগিল। বিদ্যাপতি কবি বলিতেছেন, সেই শিবসিংহ এখন তোমাদের রাজা হইয়াছেন। তোমরা নির্ভয়ে বাস কর।

রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বিসপী বা বিস্‌ফী গ্রাম দান করেন। এই গ্রাম বর্ত্তমান দরভাঙ্গা জেলার সীতামারী মহকুমার অধীন জারৈল পরগণার মধ্যে কমলানদীর তীরে অবস্থিত। এখানে কবির বংশধরেরা আর বাস করেন না। তাঁহারা এখন চারিপুরুষ ধরিয়া সৌরাট নামক অপর একখানি গ্রামে বাস করিতেছেন। বিসপী গ্রাম দান উপলক্ষে রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে যে তাম্রশাসন দান করেন, তাহা সম্ভবতঃ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় পরবর্ত্তীকালে আরও কএক খানি জাল তাম্রশাসন প্রস্তুত হইয়াছে, এই তাম্রশাসনেও ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দ দৃষ্ট হয়। অনেকে ঐ সকল তাম্রশাসনকে মূল বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

শিবসিংহের পত্নী রাজ্ঞী লছিমা দেবীও বিদ্যাপতিকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন, এ কারণ বিদ্যাপতির বহু পদে লছিমা দেবীর নাম পাওয়া যায়। তাঁহার পদাবলী হইতে আরও জানা যায় যে, তিনি গয়াসদীন ও নসিরা শাহ নামে দুই জন মুসলমান নরপতিরও কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি রাণী বিশ্বাস দেবীর আদেশে 'শৈবসর্ব্বস্বহার' ও 'গঙ্গাবাক্যাবলী', তৎপরে মহারাজ কীর্ত্তিসিংহের আদেশে 'কীর্ত্তিলতা' এবং মহারাজ ভৈরবসিংহের রাজত্বকালে যুবরাজ রামভদ্র (রূপনারায়ণের) উৎসাহে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনা করেন। বিদ্যাপতির কোন কোন পদে তাঁহার 'কবিকণ্ঠহার' উপাধি পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ব্যতীত বিদ্যাপতিরচিত পুরুষপরীক্ষা, দানবাক্যাবলী, বর্ষকৃত্য, বিভাগসার প্রভৃতি কএক খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

২ এক জন বৈদ্যক গ্রন্থকার, বংশীধরের পুত্র, ইনি ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যরহস্যপদ্ধতি রচনা করেন। ইঁহার রচিত চিকিৎসাঞ্জন নামে আর এক খানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতি বিহ্লণ, কল্যাণের চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ এক মহাকবি। বিক্রমাঙ্কদেবচরিত কাব্য ও চৌরপঞ্চাশিকা রচনা করিয়া ইনি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

বিক্রমাঙ্কচরিতের ১৮শ সর্গে কবি যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারি, কাশ্মীরের প্রাচীন রাজধানী প্রবরপুরের দেড় ক্রোশ দূরে খোনমুখ নামক স্থানে কুশিক গোত্রে মধ্যদেশী ব্রাহ্মণবংশে কবি জন্ম গ্রহণ করেন। গোপাদিত্য নামে কোন নৃপতি যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহার্থ মধ্যদেশ হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষকে কাশ্মীরে আনয়ন করেন। তাঁহার প্রপিতামহ মুক্তিকলশ ও পিতামহ রাজকলশ উভয়েই আগ্নিহোত্রী ও বেদপাঠে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার পিতা জ্যেষ্ঠ কলশও এক জন বৈয়াকরণ ছিলেন, তিনি মহাভাষ্যের টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার মাতার নাম নাগদেবী। তাঁহার ইষ্টরাম নামে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, উভয় ভ্রাতাই কবি ও পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিহ্লণ কাশ্মীরেই লেখা পড়া শিখেন। তিনি প্রধানতঃ বেদচতুষ্টয়, মহাভাষ্যপর্য্যন্ত ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

লেখাপড়া শেষ করিয়া তিনি দেশভ্রমণে ও নানা হিন্দুরাজসভায় নিজ কবিত্ব ও বিদ্যার পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে বাহির হন। প্রথমে তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বরাবর যমুনাতীর দিয়া পবিত্র তীর্থ মথুরায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তৎপরে উত্তরে গঙ্গাপার হইয়া কনোজে আগমন করেন। কনোজে কএক দিন পথপর্য্যটনক্লেশ দূর করিয়া প্রয়াগ ও তৎপরে বনারসে আসিয়া পৌছিলেন। বনারস হইতে তিনি আর পূর্ব্বমুখে না গিয়া আবার পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময়ে ডাহলপতি* কর্ণের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ডাহলপতি মহাবীর কর্ণ তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করেন। কর্ণের সভায় কবি বহু দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এখানে তিনি কবি গঙ্গাধরকে পরাজয় এবং রামচরিতাখ্যায়ক

* চেদি বা বুন্দেলখণ্ডের নাম ডাহল।

এক খানি কাব্য রচনা করেন। মধ্যে তিনি সীতাপতির রাজধানী অযোধ্যায় গিয়া কিছুদিন অতিবাহিত করেন।

কল্যাণপতি সোমেশ্বর কর্ণকে পরাজয় বা বিনাশ করিয়াছিলেন। কর্ণের সভা ছাড়িয়া কবি পশ্চিম ভারতাভিমুখে চলিলেন। ধারা ও অণ্‌হিলবাড়ের রাজসভার সমৃদ্ধি এবং সোমনাথের মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই কবিকে পশ্চিমাভিমুখে আকৃষ্ট করিয়াছিল। যাহা হউক, তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে ধারা নগরী দর্শন ও ধারাপতি পণ্ডিতানুরাগী ভোজরাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ ঘটে নাই। তিনি মালবের উত্তর দিয়া গুজরাতে আগমন করেন। অণহিল্‌বাড়ের রাজসভায় সম্ভবতঃ তিনি সমাদর পান নাই, বোধ হয় এই কারণেই কবি গুজরাতীদিগের অভদ্রতার সমালোচনা করিয়াছেন। সোমনাথ দর্শন করিয়া কবি দক্ষিণ ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন ও রামেশ্বরাবধি নানা স্থান পরিদর্শন করিলেন।

রামেশ্বর দর্শনান্তে উত্তর মুখে আসিয়া অবশেষে চালুক্যরাজধানী কল্যাণ নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে "বিদ্যাপতি" বা পণ্ডিত রাজপদ দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বোধ হয়, কবি এই কল্যাণ রাজধানীতেই জীবনের শেষাবস্থা অতিবাহিত করেন।

বিদ্যাপতি বিহ্লণের জীবনী পাঠ করিলে মনে হয় যে, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের তৃতীয় চতুর্থাংশে তাঁহার সাহিত্যজীবন ও দেশ ভ্রমণ সম্পন্ন হয়। বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবন মল্ল ১০৭৬ হইতে প্রায় ১১২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কল্যাণে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই কবি বিদ্যাপতির কল্যাণপুরে বাস ধরিয়া লইতে হইবে।

বিদ্যাপতিস্বামিন্ এক জন প্রাচীন স্মার্ত্ত। স্মৃত্যর্থসাগরে ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিদ্যাপুর (ক্লী) নগরভেদ। (ভারতীয় জ্যোতিশাস্ত্র)।

বিদ্যাভট্ট, একজন পণ্ডিত। ইনি বিদ্যাভট্টপদ্ধতি নামে একখানি বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণয়ন করেন। নির্ণয়ামৃতে অল্লাড়নাথ ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বিদ্যাভরণ (ক্লী) বিদ্যা-এব আভরণং। বিদ্যারূপ আভরণ, বিদ্যাভূষণ। (পুং) বিদ্যা এব আভরণং যস্য। বিদ্যারূপ আভরণবিশিষ্ট, বিদ্যাবিভূষিত।

বিদ্যাভরণ, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যটীকাপ্রণেতা।

বিদ্যাভূষণ, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। প্রকৃত নাম বলদেব বিদ্যাভূষণ। ইনি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে উৎকলিকাবল্লরী টীকা, ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনীকাব্য, সিদ্ধান্তরত্ন নামে গোবিন্দভাষ্যটীকা, গোবিন্দবিরুদাবলীটীকা, ছন্দঃকৌস্তুভ ও তট্টীকা, পদ্যাবলী, ভাগবতসন্দর্ভটীকা, সাহিত্যকৌমুদী ও রূপগোস্বামিরচিত স্তবমালার টীকা রচনা করেন।

বিদ্যাভৃৎ (পুং) ১ বিদ্যাধর। বিদ্যাং বিভর্ত্তীতি ভৃ-ক্বিপ্। ২ বিদ্বান্। ৩ বিদ্যাধর। (শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য ২।৬০২)

বিদ্যামণি (পুং) বিদ্যা এব মণিঃ। ১ বিদ্যারূপ রত্ন, বিদ্যা। ২ বিদ্যাধন।

বিদ্যাময় (ত্রি) বিদ্যা-স্বরূপে ময়ট্। ১ বিদ্যাস্বরূপ, বিদ্যাপ্রধান।

"যোঽবিদ্যয়াযুক্ স তু নিত্যবদ্ধো
বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যযুক্তঃ।" (ভাগবত ১১।১১।৭)
'বিদ্যাময়ঃ বিদ্যাপ্রধানঃ' (স্বামী)

বিদ্যামাধব, মুহূর্ত্তদর্পণরচয়িতা।

বিদ্যামহেশ্বর (পুং) শিবলিঙ্গভেদ।

বিদ্যারণ্য (পুং) মাধবাচার্য্য। সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের পর তিনি এই নামে পরিচিত হন। [বিদ্যানগর ও বিদ্যারণ্য স্বামী দেখ।]

বিদ্যারণ্যগুরু, শঙ্কর সম্প্রদায়ের একাদশ গুরু।

বিদ্যারণ্যতীর্থ, একজন সন্ন্যাসী। ইনি সাংখ্যতরঙ্গপ্রণেতা। বিশ্বেশ্বর দত্তের গুরু।

বিদ্যারণ্যযোগিন্, নৈষধীয় টীকাকার।

বিদ্যারণ্যস্বামী (জগদ্‌গুরু), শঙ্করমতাবলম্বী সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের একাদশ গুরু। ইনি পূজ্যপাদ বিদ্যাশঙ্করতীর্থের (১২২৮-১৩৩৩খৃঃ) শিষ্য। সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের পর ইনি বিদ্যারণ্যস্বামী বা বিদ্যারণ্য মুনি নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সতীর্থ ও ১০ম গুরু ভারতী কৃষ্ণতীর্থের (১৩৩৩-১৩৮০ খৃঃ) তিরোধান ঘটিলে ইনি শৃঙ্গেরি মঠের জগদ্‌গুরু শ্রীবিদ্যারণ্য স্বামী বলিয়া সাধারণে বিদিত হন। ইনি সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের পর, বিজয়নগর বা বিদ্যানগর-রাজবংশের সহিত রাজকীয় সংশ্রবে যে ভাবে সম্পৃক্ত হইয়াছিলেন, সন্ন্যাসীর জীবনে সেই ঘটনা বিশেষরূপে আলোচনার যোগ্য।

সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের পূর্ব্বে ইনি মাধবাচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রবিৎ ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ সায়ণ ইঁহার পিতা এবং শ্রীমতীদেবী ইঁহার মাতা। বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

তুঙ্গভদ্রানদীতীরবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ হাম্পিনগরের সমীপদেশে ১১৮৯ শকে (১২৬৭খৃঃ) মাধবের জন্ম হয়। পিতার অধ্যাপনাগুণে বাল্যকালেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমারদ্বয় বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন এবং উভয়ভ্রাতাই ধীরে ধীরে পৃথক্‌ভাবে বা একযোগে বেদোপনিষদাদির ভাষ্য ও নানা গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বে মাধবাচার্য্য আচারমাধবীয় বা পরাশরমাধবীয় নামে পরাশরস্মৃতির ব্যাখ্যা,

জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর বা অধিকরণমালা নামে মীমাংসাসূত্র-ভাষ্য, মনুস্মৃতিব্যাখ্যান, কালমাধবীয় বা কালনির্ণয়, ব্যবহার-মাধবীয়, মাধবীয়দীধিতি, মাধবীয়ভাষ্য (বেদান্ত), মুহূর্ত্তমাধবীয়, শঙ্করবিজয়, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ ও বেদভাষ্যাদি কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ সকল গ্রন্থের শেষভাগে মাধবাচার্য্য স্বীয় পিতার নাম এবং গোত্রাদির উল্লেখ করিয়াছেন।*

দীক্ষার পর হইতেই মাধব ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারবশে নিত্য তুঙ্গভদ্রাতীরে প্রাতঃস্নান সমাপনান্তে হাম্পির সুপ্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বরীমন্দিরে গিয়া দেবীর অর্চ্চনা করিতেন। যৌবনের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা প্রবলবেগে মাধবের হৃদয় আলোড়িত করিতে লাগিল। দারিদ্র্যদুঃখ বহন করিয়া শুষ্ক- শাস্ত্রাধ্যয়ন তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি ক্রমশঃ অর্থলালসায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিজয়ধ্বজবংশীয় আনগুণ্ডিরাজবংশের ঐশ্বর্য্য উত্তরোত্তর তাঁহাকে প্রপীড়িত করিতে লাগিল। তিনি পরশ্রীকাতর হইলেন বটে, কিন্তু কর্ম্মবশে অন্যত্র চালিত হইলেন এবং তাহাতেই তাঁহার সুফল ফলিল।

স্বয়ং ঐশ্বর্য্যবান্ হইবার বাসনায় মাধব ইষ্টদেবীর শরণাপন্ন হইলেন এবং দেবীর তুষ্টির জন্য বিশেষ কঠোরতার সহিত দেবীর তপঃসাধনা করিতে লাগিলেন। দেবী ভুবনেশ্বরী তাঁহার তপস্যাচরণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস! ইহজন্মে তোমার ধনপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই— আমার প্রসাদে পরজন্মে তুমি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে।"

দেবীর কথায় মাধবের মনে বিরাগ জন্মিল। তিনি সংসার-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। ১৩৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মভূমি হাম্পিনগর পরিত্যাগপূর্ব্বক শৃঙ্গেরি অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপনীত হইয়া তথাকার সুপ্রসিদ্ধ শঙ্কর-মঠাধিকারী আচার্য্যপ্রবর বিদ্যাশঙ্করতীর্থের পদে প্রণত হইলেন। সেই ব্যাকুলিতান্তঃকরণ যুবক মাধবকে শান্তির প্রয়াসী দেখিয়া বিদ্যাতীর্থ তাঁহাকে স্থান দিলেন এবং তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহাকে শিষ্যপদে নিযুক্ত করিলেন। মাধবাচার্য্য উক্ত বর্ষেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে, বিদ্যাতীর্থ ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক-প্রবাসী হইলে মাধবাচার্য্যের অগ্রবর্ত্তী সতীর্থ ভারতী-কৃষ্ণ জগদ্গুরুরূপে মঠে অধিষ্ঠিত হন।

উক্ত বর্ষেই অর্থাৎ ১৩৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলকের মুসলমানসেনাবাহিনী দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজবংশের ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া আনগুণ্ডী আক্রমণ করে। নগর অবরোধকালে হিন্দু ও মুসলমানে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেই ভীষণ যুদ্ধে বিজয়ধ্বজবংশীয় শেষনরপতি রাজা জম্বুকেশ্বর নিহত হন। ঐ রাজা অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং রাজ্য-ভার কাহার হস্তে অর্পণ করিবেন, এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলক আনগুণ্ডিসিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন রাজমন্ত্রী আসিয়া নিবেদন করিল, রাজবংশের এমন কেহ জীবিত নাই যে, রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে পারে। দিল্লীশ্বর বৃদ্ধ মন্ত্রী দেবরায়ের মুখে এই বার্ত্তা অবগত হইয়া তাঁহাকেই রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া যান।

কিম্বদন্তী এই :—রাজা দেবরায় একদিন মৃগয়া উপলক্ষে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণকূলে (যেখানে এখন বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ নিপতিত রহিয়াছে), পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাই-লেন, একটা শশক সবেগে আসিয়া ব্যাঘ্র ও সিংহশীকারকারী কুকুরদিগকে ক্ষতবিক্ষত ও আহত করিতেছে। রাজা স্বীয় কুকুরদিগকে এইরূপে ব্যাহত দর্শনে অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন এবং এই অদ্ভুত ও নৈসর্গিক ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নদীতীর অতিক্রম করিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে সেই নদীকূলে উপাসনারত এক সন্ন্যাসীর (মাধবাচার্য্যের) সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি সন্ন্যাসী-সকাশে এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বর্ণন করিয়া উহার তত্ত্বজিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই সন্ন্যাসী রাজাকে ঘটনাস্থল নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বলিলেন। রাজাও সন্ন্যাসীকে সেই স্থান দেখাই-লেন। সন্ন্যাসী তখন রাজাকে বলিলেন, তুমি এই স্থানে দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ কর। তোমার প্রতিষ্ঠিত ঐ নগর ধনধান্যে ও রাজশক্তিতে অন্যান্য রাজধানীর শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। রাজা সন্ন্যাসীর আদেশ পালন করিলেন। অচিরে সেইস্থানে প্রাসাদ ও রাজকার্য্যোপযোগী অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হইল। রাজা সন্ন্যাসীর নামানুসারে ঐ নগরের নাম "বিদ্যাজন" রাখিলেন*।

* ডাঃ বুর্ণেল বংশব্রাহ্মণের উপক্রমণিকায় বিদ্যারণ্যের রচনাবিষয়ে বিশেষ গবেষণাপূর্ণ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

* পর্ত্তুগীজভ্রমণকারী Fernao Nuniz অনুমান ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর-রাজ অচ্যুতরায়ের সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে উপরি উক্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত কিম্বদন্তী হইতে বুঝা যায় যে, কোন সন্ন্যাসীর নামানুসারে ধ্বস্ত বিজয়নগর পুনঃ সংস্কৃত হইয়া "বিদ্যাজন" নামে খ্যাতিলাভ করে। বিদ্যাজন শব্দ বিদ্যারণ্য শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ বিদ্যারণ্য-নগর সংক্ষেপে বিদ্যানগর হইয়াছে। নুনিজের মতে দেবরায়ের পুত্র বুকরায়। বুকরায় বাঙ্গালার সীমান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র উড়িষ্যা অধিকার করিয়াছিলেন। বিদ্যানগরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, বুক ২য় বা দেবরায় প্রথম প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। পর্ত্তুগীজ-পর্য্যটক ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি লইয়া গণ্ডগোল করিয়াছেন; যেহেতু তাঁহার

অন্য একটী কিম্বদন্তী হইতে জানা যায় যে, মুসলমানের যুদ্ধে অপুত্রক রাজা জম্বুকেশ্বর নিহত হইলে, রাজ্যাধিকার লইয়া রাজ্যমধ্যে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং সিংহাসনলাভের আশায় উত্তরাধিকারীরা নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া রাজ্যময় শাসনবিশৃঙ্খলা বিস্তার করে। সেই অরাজকতার দুর্দ্দিনে বিজয়নগর মরুভূমে পরিণত হয়।

শৃঙ্গেরি মঠে থাকিয়া জন্মভূমির এই ভয়ানক বিপদের কথা স্মরণ করিয়া মাধবাচার্য্যের (বিদ্যারণ্য যতি) হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া অবিলম্বেই শৃঙ্গেরি হইতে প্রত্যাগত হইলেন। মাতৃভূমিতে পদার্পণ করিয়াই বিদ্যারণ্যস্বামী স্বীয় ইষ্টদেবী ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে গমন করিলেন এবং স্নানান্তে বিধিবৎ দেবীর অর্চ্চনায় নিবিষ্ট হইলেন। তখন দেবী তাঁহাকে ধ্যানে দর্শন দিয়া বলিলেন, বৎস! কাল পূর্ণ হইয়াছে। তুমি সংসার ধর্ম্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করায় নবজীবন লাভ করিয়াছ; সুতরাং গার্হস্থ্য জন্মের পক্ষে ইহাই তোমার পুনর্জন্ম হইয়াছে। এক্ষণে আমার বরে তুমি অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া এই নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার ও শান্তিরাজ্য স্থাপন করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার কর।"

দেবীর আশীর্ব্বাদ শিরে লইয়া বিদ্যারণ্য দেবীপদে নিবেদন করিলেন, "মা অর্থ বিনা কেমন করিয়া নষ্টরাজ্য সংস্কার করিব, আর কেমন করিয়াই বা ধনহীন প্রজামণ্ডলী নগরের সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিবে?" তখন দেবীর আদেশে তদ্দেশে সুবর্ণবৃষ্টি হইল †। হৃতসর্ব্বস্ব প্রজাবৃন্দ সুবর্ণপুঞ্জ পাইয়া আবার ধনশালী হইয়া উঠিল। তাহারা স্ব স্ব গৃহ পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া জাতিগত বাণিজ্যব্যবসায়ে লিপ্ত হইল এবং নগরের শোভা ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিতে লাগিল। রাজাধিকৃত বা সরকারী ভূমিতে যে পরিমাণ সুবর্ণ পতিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় সংগৃহীত হইয়া রাজকোষ পূর্ণ করিল। তখন বিজয়নগরের প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের আর চিন্তা রহিল না। অচিরে বিজয়নগর ধন ও শস্যসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন বিদ্যারণ্যস্বামী স্বনামে ঐ নগরের বিদ্যানগর নামকরণ করিলেন ‡। তিনি স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা প্রায় ১৬ বর্ষ কাল বিদ্যানগর রাজ্য শাসন করেন।

বিদ্যারণ্যের দৈবশক্তিপ্রভাবে অনতিকাল মধ্যেই বিদ্যানগর সুশাসিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠে। যোগমার্গানুসারী বিজ্ঞ বিপ্র মাধবাচার্য্য তখন আর ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া থাকিতে চাহিলেন না। বিষয়বৈভবনিস্পৃহ সন্ন্যাসীর ন্যায় সদা পরমতত্ত্বান্বেষণে রত থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেই তাঁহার বাঞ্ছা হইল। তিনি তখন স্বীয় প্রিয় শিষ্য বুক্ককে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন। ইহা হইতেই বিদ্যানগরে সঙ্গমরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল। হাম্পির শিলালিপিতে রাজা বুক্করায়কে যাদবসন্ততি বলিয়া লিখিত দেখা যায়। কোথাও কোথাও তাঁহাকে কুরুবংশীয় বলিয়া ধরা হইয়াছে।

রাজা বুক্ক ও বিদ্যারণ্য সম্বন্ধে কএকটী কিংবদন্তী দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আছে। উহা হইতে বিদ্যারণ্যের কতক পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তাহা প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত হইল :—

(১) তুঙ্গভদ্রাতীরস্থ একটী গুহায় বিদ্যারণ্য তপশ্চরণ করিতেন, বুক্ক নামে একটী রাখাল বালক প্রত্যহ তথায় তাঁহাকে দুগ্ধ দিয়া যাইত। এইরূপে সে কএক বৎসর উক্ত পুণ্যাত্মার সেবা করে। বিদ্যারণ্য শৃঙ্গেরি মঠের জগদ্‌গুরু হইলেন; তিনি অরাজক বিজয়নগরে আসিয়া কোন রাজবংশীয়ের সন্ধান না পাওয়ায়, রাখাল পুত্র বুক্ককে রাজ্যভার অর্পণ করেন।

(২) যোগী মাধবাচার্য্য বিজয়নগরে প্রচুর গুপ্তধন প্রাপ্ত হন। তিনি কুরুবংশীয় এক ব্যক্তিকে ঐ ধন দেন। ঐ ব্যক্তি পরে বিজয়নগরে একটী নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে।

(৩) হুক্ক ও বুক্ক নামে দুই ভ্রাতা ওরঙ্গলের প্রতাপরুদ্র দেবের রাজকোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহারা ওরঙ্গল হইতে শৃঙ্গেরি মঠে তাঁহাদের গুরু বিদ্যারণ্যের নিকট পলাইয়া আইসেন এবং তাঁহার প্রভাবে ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। হুক্ক প্রথমে ও বুক্ক পরে রাজা হন।

(৪) ইবন্ বতুতা ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসেন। তিনি বিজয়নগর রাজ্যস্থাপন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, সুলতান মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র বহাউদ্দীন্ ঘাস্‌তাস্প কাম্পিল্যরাজের নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে সুলতান তাঁহাকে দণ্ড দিবার জন্য সদলে অগ্রসর

গ্রন্থে লিখিত আছে, দিল্লীশ্বর তোগো মমেদ (মহম্মদ তোগলক) ১২৩০ খৃষ্টাব্দে আনগুণ্ডি আক্রমণ করেন এবং প্রায় ১২ বৎসর ধরিয়া উক্ত রাজার সহিত যুদ্ধ করেন। নুনিজের গ্রন্থে সম্ভবতঃ সংখ্যাবিন্যাসের ভ্রম হইয়া থাকিবে। উহাকে ১২৩০ পরিবর্ত্তে ১৩২০ ধরিয়া ১২ বর্ষ যুদ্ধকাল যোগ দিলে ১৩৩২ খৃঃ প্রায় জম্বুকেশ্বরের মৃত্যুকালেই আসিয়া পড়ে। নুনিজের শতাব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী উক্ত বর্ষ-সংখ্যাকে সিউএল সাহেব ভ্রমাত্মক সাব্যস্ত করিয়াছেন।

† সাধারণের বিশ্বাস, বিদ্যারণ্য স্বামী যোগবলে সুবর্ণবৃষ্টি করাইয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর অর্থের প্রয়োজন নাই, কেবল দুস্থ প্রজাবর্গের দুঃখমোচনার্থ তাঁহারা অর্থাগমবিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন। এখনও অনেক সাধুপুরুষকে ঐরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দেখা যায়।

‡ হাম্পির একটী দেবালয়ে বিদ্যারণ্যস্বামীর উৎকীর্ণ এতদ্বিষয়ক একখানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়। উহাতে ১২৫৮ শক (১৩৩৬ খৃঃ) খোদিত আছে; সুতরাং উহার পূর্ব্বে এবং জম্বুকেশ্বরের মৃত্যুর পর অনুমান ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

হন। উক্ত কাম্পিলদুর্গ তুঙ্গভদ্রাতীরে আনগুণ্ডি হইতে ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। কাম্পিলরাজ ভীত হইয়া বহাউদ্দীনকে নিকটবর্ত্তী সর্দ্দারের নিকট প্রেরণ করেন। এই সূত্রে আনগুণ্ডি-রাজের সহিত মুসলমানসেনার যুদ্ধ হয়। রাজা যুদ্ধে নিহত এবং তাঁহার ১১টী পুত্র বন্দিভাবে নীত হইলেন। সুলতানের আদেশে তাঁহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। সুলতানের সম্মতিক্রমে আনগুণ্ডিরাজমন্ত্রী দেববায় আনগুণ্ডির অধীশ্বর হন। ইহার পরবর্ত্তী বিষয়ে ইবন্ বতুতা ও নুনিজের অনেক মিল আছে।

(৫) বুক্ক ও হরিহর (হুক্ক) ওবঙ্গলরাজের অমাত্য ছিলেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে ওরঙ্গলরাজ্য মুসলমানকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইলে তাঁহারা অশ্বারোহণে আনগুণ্ডিতে পলাইয়া আসেন। এখানে মাধবাচার্য্যের নিকট পরিচিত হইয়া তাঁহারই সাহায্যে বিজয়নগর স্থাপন করেন।

(৬) ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ ওরঙ্গল অবরোধ করে। তাহার পর এখানে মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়। ঐ মুসলমান শাসকদিগের অধীনে হরিহর ও বুক্ক রায় কর্ম্ম করিতেন। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে দ্বারসমুদ্রের হোয়শল বল্লালরাজগণের বিরুদ্ধে প্রেরিত মালিক কাফুরের সাহায্যার্থ ওরঙ্গলের শাসনকর্ত্তা তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দেন। বল্লাল নৃপতিগণের নিকট পরাভূত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয় আনগুণ্ডিরাজের নিকট সদলে পলাইয়া আসেন, এখানে নদীতীরবর্ত্তী গুহায় বিদ্যারণ্যের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয়। সাধুত্তম বিদ্যানগরস্থাপনে তাহাদের সাহায্য করিয়াছিলেন।

(৭) উক্ত দুই ভ্রাতা দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীনে কর্ম্ম করিতেন। প্রভুর মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য তাঁহাদের ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ কতকগুলি কার্য্য করিতে হয়। তাহাতে মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে তাঁহারা মুসলমানরাজের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আনগুণ্ডির পার্ব্বত্যদেশে পলাইয়া আইসেন। এখানে অনেকে তাঁহাদের দলভুক্ত হয়। বিদ্যারণ্যস্বামীর পরামর্শে তাঁহারা এখানে বিজয়নগর স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(৮) হুক্ক ও বুক্ক উভয়ে হোয়শল বল্লালনৃপতিগণের অধীন সামন্ত ছিলেন। রাজাদেশে তাঁহারা আনগুণ্ডি ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যটন করিতে সুবিধা পান। এখানে তাঁহারা বিদ্যারণ্যের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহারই পরামর্শে বিজয়নগর রাজ্য ও একটী নূতন রাজবংশ স্থাপন করেন। রুষ পর্য্যটক নিকিটিন্ ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারত পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন, বুক্ক ও হরিহর বনবাসীর কাদম্ববংশসম্ভূত। বিজয়নগরে তাঁহাদের রাজপাট ছিল। তিনি তাঁহাদিগকে "হিন্দুসুলতান কদম" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরি উক্ত কিংবদন্তীগুলি স্থূলতঃ আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বিদ্যারণ্যস্বামী শৃঙ্গেরি মঠে আচার্য্যরূপে গৃহীত হইবার পর, আনগুণ্ডিরাজ্যের অরাজকতা-দর্শনে তুঙ্গভদ্রা তীরে সমাগত হন। এখানে তিনি একটী পর্ব্বতগুহায় বসিয়া যোগ সাধনা করিতেন। তাঁহারই অনুকম্পায় বুক্করায় ও হরিহর বিদ্যানগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদিও শৃঙ্গেরিমঠের বিবরণীতে এবং রায়বংশাবলীতে বিদ্যারণ্য কর্ত্তৃক বিদ্যানগর-স্থাপনের পরিচয় আছে, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার অনুগৃহীত রাজা বুক্করায় তাঁহারই পরামর্শবলে এই বিস্তীর্ণ রাজ্য বিশেষ দক্ষতার সহিত পালন করিয়াছিলেন। ইতিহাস আজিও বুক্করায় ও হরিহরের প্রভাব জ্ঞাপন করিতেছে। [বিদ্যানগর-রাজবংশ দেখ।]

বিদ্যানগরের সঙ্গমরাজবংশের তালিকায় প্রথমে বুক্ক, পরে সঙ্গমরাজ ও তৎপরে তাঁহার পুত্র হরিহর ১ম ও বুক্ক ১মের নাম লিখিত আছে। উদ্ধৃত কিংবদন্তীগুলিতে হুক্ক বা হরিহর প্রথমে এবং বুক্ক পরে রাজা হন। রাজবংশের তালিকায়ও হরিহর ১মকে ১৩৩৬ হইতে ১৩৫৪ খৃঃ এবং বুক্ক ১মকে ১৩৫৪ হইতে ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজয়নগর রাজ্যশাসন করিতে দেখা যায়। সুতরাং বিদ্যারণ্যের শিষ্য বুক্ক যে হরিহরের ভ্রাতা তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি বংশপ্রতিষ্ঠাতা বুক্ক বিদ্যারণ্যের শিষ্য হন, তাহা হইলে তাঁহাকে এবং তাঁহার পুত্র সঙ্গমরাজকে এক বৎসরের মধ্যেই কালের কবলে নিক্ষেপ না করিলে ঐতিহাসিক সত্যরক্ষার আর উপায় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্যারণ্যস্বামী ১৩৩১ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক যতিধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বিজয়নগরে আসিয়া সেই ধ্বস্ত নগর পুনঃসংস্কারপূর্ব্বক ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে তাহার বিদ্যানগর নামকরণ করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। সাধু বিদ্যারণ্য যে নামের প্রত্যাশায় স্বনামে নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। অধিকসম্ভব, হরিহর ও বুক্ক তাঁহার প্রসাদে ও পরামর্শে রাজ্য-লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া গুরুর নামে নগরের নামকরণ করেন। বুক্ক ১ম এর পর রাজা হরিহর ২য় ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

মঠের তালিকানুসারে বিদ্যারণ্যস্বামী ১৩৩১ হইতে ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সন্ন্যাস আশ্রমে থাকেন। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সতীর্থ ভারতীতীর্থের মৃত্যু ঘটে। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি

জগদ্‌গুরুরূপে বিদিত হন। তাঁহার শেষজীবনে তিনি যে তাঁহার প্রিয় রাজধানী রক্ষার জন্য হরিহর ১ম, বুক ১ম ও হরিহর ২য়কে রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ দিতেন, সে বিষয়ে দ্বিধা করিবার কোন কারণ নাই। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি নিয়তই মন্ত্রিরূপে বিদ্যানগরের রাজসভায় বিদ্যমান থাকিতেন না। তিনি শৃঙ্গেরি মঠে থাকিতেন। সময় মত বিদ্যানগরে আসিতেন। কাশীবিলাসশিষ্য মাধবমন্ত্রী প্রভৃতি অপর কএক জন তাঁহার নির্দেশ মতে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। §

শৃঙ্গেরি মঠে শিষ্য, আচার্য্য বা জগদ্‌গুরুরূপে অবস্থান কালে শ্রীবিদ্যারণ্যস্বামী স্বীয় অমিতজ্ঞানের পরিচয় স্বরূপ— বেদান্ত পঞ্চদশীবিবরণ, প্রমেয়সংগ্রহ বা প্রমেয়সারসংগ্রহ, ব্রহ্মবিদাশীর্ব্বাদপদ্ধতি, জীবন্মুক্তিবিবেক, দেব্যাপরাধস্তোত্র ও অন্যান্য কতকগুলি মুক্তিতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ সকল গ্রন্থে তাঁহার মাধবাচার্য্য নাম, পিতার নাম বা গোত্রাদির উল্লেখ নাই, কেবল মাত্র তাঁহার ধর্ম্মগুরু বিদ্যাতীর্থের ও অদ্বৈতমতপ্রবর্ত্তক শ্রীগুরু শঙ্করাচার্য্যের বন্দনাদি আছে।

বাস্তবিক বলিতে কি, বিদ্যারণ্যের ন্যায় অদ্ভুত জ্ঞান ও শক্তিশালী ব্যক্তি অদ্যাপি ইতিহাসে দেখা যায় নাই। তিনি গ্রন্থরচনায় যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ মস্তিষ্কচালনা করিয়া গিয়াছেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্বান্বেষণেও তিনি সেইরূপ জ্ঞান ও প্রভাবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যারত্ন (পুং) বিদ্যাধন। বিদ্যা।

বিদ্যারম্ভ (পুং) বিদ্যায়াঃ আরম্ভঃ। বিদ্যাশিক্ষার আরম্ভ। বালকের পাঁচ বৎসর সময় বিদ্যারম্ভ করিতে হয়। বালকের প্রথম বিদ্যাশিক্ষা। [বিদ্যাশব্দ দেখ]

বিদ্যারাজ (পুং) ১ বৌদ্ধ যতিভেদ। ২ বিষ্ণুমূর্ত্তিভেদ।

বিদ্যারাম, রসদীর্ঘিকা-প্রণেতা।

বিদ্যারাশি (পুং) শিব।

বিদ্যার্থিন্ (ত্রি) বিদ্যামর্থয়িতুং শীলমস্য অর্থ-ণিনি। ছাত্র। যাহারা বিদ্যাশিক্ষা প্রার্থনা করে।

বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য (পুং) ১ সংক্ষিপ্তসারের প্রসিদ্ধ টীকাকার। ২ সারসংগ্রহ নামে জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা। ৩ বিষমঙ্গলরচিত কর্ণামৃতের টীকাকার।

বিদ্যালয় (পুং) বিদ্যায়াঃ বিদ্যাশিক্ষায়াঃ আলয়ঃ স্থানং। বিদ্যাশিক্ষার স্থান, পাঠশালা।

প্রাচীনভারতের বিদ্যাশিক্ষার স্থান পাঠশালা বা গুরুগৃহ হইতে বর্ত্তমান য়ুরোপীয়প্রথার শিক্ষার স্থান স্কুল (Schoo) অনেক স্বতন্ত্র। এই বিদ্যালয় উচ্চশ্রেণীর শিক্ষাদানের উপযোগী হইলে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ (University বা Collge) নামে অভিহিত হয়। বিদ্যালয় বা কলেজগৃহ কিরূপ হইলে বিদ্যাশিক্ষাদানের সুবিধা হয় এবং ঐ সকল স্থানে বালক ও যুবকদিগের শিক্ষার উপযোগী কি কি দ্রব্য থাকা আবশ্যক, উচ্চশিক্ষাপ্রভব বর্ত্তমান পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ বিশেষরূপ মীমাংসার দ্বারা তত্তদ্বিষয়ের একটী তালিকা স্থিরীকরণ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের গৃহাদির সংস্থান নির্দ্দেশ করিয়া আজকাল অনেক "School-building" বিষয়ক গ্রন্থও প্রচারিত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থে বর্ত্তমানপ্রথায় পরিচালিত Boarding School, Kindergerten School প্রভৃতিরও যথেষ্ট সুব্যবস্থা দেখা যায়। [বিস্তৃত বিবরণ স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় শব্দে দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাবংশ (ক্লী) বিদ্যার তালিকা। যেমন ধনুর্ব্বিদ্যা, আয়ুর্ব্বিদ্যা, শিল্পবিদ্যা ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা ইত্যাদি।

বিদ্যাবৎ (ত্রি) বিদ্যাস্ত্যস্যেতি বিদ্যা-মতুপ্ মস্য ব। বিদ্যাবিশিষ্ট, বিদ্বান্।

"বিদ্যাবস্ত্যপি কীর্ত্তিমন্ত্যপি সদাচারাবদাতান্যপি।
প্রোচ্চৈঃ পৌরুষভূষণান্যপি কুলান্যুদ্ধর্ত্তুমীশঃ ক্ষণাৎ॥"
(প্রবোধচন্দ্রোদয় ২।৩১)

বিদ্যাবল্লভরস, রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—রস ১ ভাগ, তাম্র ২ ভাগ, মনঃশিলা ৩ ভাগ, হরিতাল ১২ ভাগ একত্র উচ্ছেপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া তাম্রপাত্রের মধ্যভাগে নিক্ষেপ করিবে। পরে বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া শীতল হইলে উদ্ধার করিয়া লইবে। যন্ত্রের উপরিস্থাপিত ধান্য সকল ফুটিয়া গেলে পাক সমাপ্তি হয়। ঔষধের মাত্রা ২ বা ৩ রতি। ইহা বিষমজ্বরনাশক। ঔষধ সেবনকালে তৈলাভ্যঙ্গ ও অন্নভোজন নিষিদ্ধ।

বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য, ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশদীধিতিবিবেকরচয়িতা।

বিদ্যাবিদ্ (ত্রি) বিদ্যাং বেত্তি বিদ-ক্বিপ্। বিদ্যাবিশিষ্ট, বিদ্বান্।

বিদ্যাবিনোদ (পুং) বিদ্যয়া বিনোদঃ। বিদ্যাদ্বারা চিত্তবিনোদন। ২ সংস্কৃত শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদিগের উপাধিবিশেষ। ৩ নির্ণয়সিন্ধুধৃত জনৈক স্মৃতিনিবন্ধকার। ৪ ভোজপ্রবন্ধ ধৃত জনৈক কবি। ৫ দেবীমাহাত্ম্য-টীকাকার। ৬ প্রাকৃতপদ্যটীকাপ্রণেতা। নারায়ণের পুত্র।

বিদ্যাবিরুদ্ধ (ত্রি) জ্ঞানের বিপরীত। বুদ্ধির অগম্য বা বাহিরে।

বিদ্যাবিশারদ (পুং) বিদ্যানিপুণ, পণ্ডিত।

§ জগদ্‌গুরু শ্রীবিদ্যারণ্যের এবং বিদ্যানগররাজদিগের প্রদত্ত অনেকগুলি শিলালিপি ও শাসন পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১৩৬৮ খৃঃ ১২৯০ শীলক শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলকে লিখিত আছে, রাজা বুক্ হস্তিনাবতীপুরে বাস করিতেন। তাঁহার মন্ত্রী মাধবাঙ্ক বিখ্যাত শৈবপুরোহিত এবং মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য শৃঙ্গেরি মঠের জগদ্‌গুরু ছিলেন।

বিদ্যাবেশ্মন্ (স্ত্রী) বিদ্যায়া বেশ্ম গৃহং। বিদ্যাগৃহ, বিদ্যা শিক্ষার স্থান, বিদ্যালয়।

বিদ্যাব্রত (পুং) গুরুগৃহে পাঠাবস্থায় কালযাপন।

বিদ্যাব্রতস্নাতক (ত্রি) মনূক্ত গৃহস্থভেদ, বিদ্যা ও ব্রত-স্নাতক গৃহস্থ। যিনি গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বেদ সমাপন ও ব্রত অসমাপন করিয়া সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে বিদ্যাস্নাতক, আর যিনি ব্রত সমাপন ও বেদ অসমাপন করিয়া অর্থাৎ সমগ্রবেদ অধ্যয়ন না করিয়া সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে ব্রতস্নাতক কহে। বেদ ও ব্রত উভয় সমাপন করিয়া যাহারা সমাবর্ত্তন করেন, তাহারা বিদ্যাব্রতস্নাতক নামে প্রসিদ্ধ।

"বেদবিদ্যাব্রতস্নাতান্ শ্রোত্রিয়ান্ গৃহমেধিনঃ।
পূজয়েদ্ধব্যকব্যেন বিপরীতাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥" (মনু ৪।৩১)

'যঃ সমাপ্য বেদান্ অসমাপ্য ব্রতানি সমাবর্ত্ততে স বিদ্যা-স্নাতকঃ যঃ সমাপ্য ব্রতানি অসমাপ্য বেদান্ সমাবর্ত্ততে স ব্রত-স্নাতকঃ উভয়ং সমাপ্য যঃ সমাবর্ত্ততে স বিদ্যাব্রতস্নাতকঃ'। (কুল্লুক)

বিদ্যাসাগর (ত্রি) সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। সাগর যেমন সর্ব্ব রত্নের আধার সেইরূপ সকল বিদ্যারত্নের যিনি আধার, তাহাকে বিদ্যা-সাগর বলা যায়। বহু পণ্ডিতের এই উপাধি দৃষ্ট হয়।

১ এক খণ্ডনখণ্ডখাদ্যটীকাকার। ৩ কলাপদীপিকা নামে ভট্টিকাব্যটীকা-রচয়িতা। ভরত মল্লিক ও অমরকোষটীকায় রামনাথ এই টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৪ মহাভারতের জনৈক টীকাকার।

বিদ্যাস্নাতক (ত্রি) গৃহস্থবিশেষ। যিনি গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন শেষ করিয়া সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে বিদ্যাস্নাতক কহে।

[বিদ্যাব্রতস্নাতক দেখ]

বিদ্যুচ্ছত্রু (পুং) রাক্ষস।

"অথাংশুঃ কশ্যপস্তার্ক্ষ্য ঋতসেনস্তথোর্ব্বশী।
বিদ্যুচ্ছত্রুর্মহাশঙ্খঃ সহোমাসং নয়ন্ত্যমী ॥" (ভাগবত ১২।১১।৪১)

'বিদ্যুচ্ছত্রুঃ রাক্ষসঃ' (স্বামী)

বিদ্যুচ্ছিখা (স্ত্রী) ১ স্থাবর বিষের অন্তর্গত মূলবিষবিশেষ। ২ রাক্ষসীভেদ। (কথাসরিৎসা° ২৫।১৯৭)

বিদ্যুজ্জিহ্ব (পুং) বিদ্যুদিব চঞ্চলা জিহ্বা যস্য। ১ রাক্ষসবিশেষ। (রমায়ণ ৭।২৩।৪) ২ যক্ষভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ বিদ্যুজ্জিহ্বা। ৪ কুমারানুচর মাতৃগণবিশেষ।

"মেঘস্বনা ভোগবতী সুভ্রূশ্চ কনকাবতী।
অলাতাক্ষী বীর্য্যবতী বিদ্যুজ্জিহ্বা চ ভারত ॥" (ভারত ৯।৪৬।৮)

বিদ্যুজ্জ্বাল (পুং) রাক্ষসভেদ।

বিদ্যুজ্জ্বালা (স্ত্রী) বিদ্যুত ইব জ্বালা যস্যাঃ। কলিকারীবৃক্ষ, বিষলাঙ্গুলিয়া। (রাজনি°)

বিদ্যুৎ (স্ত্রী) বিশেষেণ দ্যোততে ইতি বি-দ্যুত (ভ্রাজভাসেতি। পা ৩।২।১৭৭) ইতি ক্বিপ্। ১ সন্ধ্যা। (মেদিনী) বিদ্যোততে যা দ্যুত-ক্বিপ্। ২ তড়িৎ, পর্য্যায়—শম্পা, শতহ্রদা, হ্রাদিনী, ঐরাবতী, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চঞ্চলা, চপলা, (অমর) বীপা, সৌদামী, চিলমীলিকা, সর্জ্জু, অচিরপ্রভা, অস্থিরা, মেঘপ্রভা, অশনি, চটুলা, অচিররোচি, রাধা, নীলাঞ্জনা। (জটাধর)

এই বিদ্যুৎ চারি প্রকার, অরিষ্টনেমির পত্নীর গর্ভে ইহাদের জন্ম। (বিষ্ণুপু° ১।১৫ অ°)

এই চারি প্রকার বিদ্যুতের মধ্যে বিদ্যুৎ কপিলবর্ণ হইলে বায়ু, লোহিতবর্ণ বিদ্যুৎ আতপ, পীতবর্ণে বর্ষণ এবং অসিতবর্ণ বিদ্যুৎ হইলে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে।

"বাতায় কপিলা বিদ্যুদাতপায় হি লোহিতা।
পীতা বর্ষায় বিজ্ঞেয়া দুর্ভিক্ষায়াসিতা ভবেৎ ॥" (শ্লোকটীকা)

২ উল্কাভেদ, বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, ধিষ্ণ্য, অশনি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি উল্কা বহুবিধ, তন্মধ্যে তটতটস্বনা বিদ্যুৎ সহসা প্রাণিগণের ত্রাস করিতে করিতে জীব ও ইন্ধন রাশিতে নিপতিত হয়।

"বিদ্যুৎসত্ত্বত্রাসং জনয়ন্তী তটতটস্বনা সহসা।
কুটিলবিশালা নিপততি জীবেন্ধনরাশিষু জ্বলিতা ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৩৩।৫)

এই উল্কাবিশেষ অন্তরীক্ষস্থ জ্যোতিঃ পদার্থ বলিয়া গণ্য। জ্যোতিঃশাস্ত্রে ধিষ্ণ্য, উল্কা, অশনি, বিদ্যুৎ ও তারা এই পাঁচ প্রকার ভেদ লিখিত আছে ;* তন্মধ্যে উল্কার বহুবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। অশনি নামক বজ্র মনুষ্য, গজ, অশ্ব, মৃগ, পাষাণ, গৃহ, তরু ও পশ্বাদির উপর মহাশব্দে পতিত হয়। ধরাতলে পড়িলে উহা চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিয়া সেইস্থান বিদারণ করে। বিদ্যুৎ সহসা তট তট শব্দ করিয়া প্রাণিগণের ত্রাস উৎপাদন করে বটে, কিন্তু উহা সাধারণতঃ জীব ও ইন্ধনের উপর পতিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে জ্বালাইয়া ফেলে। বিদ্যুতের আকার কুটিল ও বিশাল।

বিদ্যুৎ ও অশনি প্রায়ই এক ; কিন্তু প্রকৃতি বিশেষের পার্থক্য নিরূপণ করিয়া উহাদের দ্বিপ্রকার বিভাগ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জ্যোতির্ব্বিৎশ্রেষ্ঠ উৎপল অশনি শব্দের অর্থ, "অশ্মবর্ষণমুক্তা ভেদো বা" করিয়া সন্দেহ নিরাকৃত করিয়াছেন। সুতরাং ইহাদিগকে বর্ত্তমান Meteorites বা aerolites বলিয়া মনে করিতে বিশেষ কোন আপত্তি দেখা যায় না।

* বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের নিকট তারাগুলি Shooting Stars ; ধিষ্ণ্য ও উল্কা Meteors. যে সকল উল্কা পড়িবার সময় শব্দ করে, তাহারা detonating Meteors or bolides নামে পরিচিত।

বিদ্যুৎ ও অশনির অনুরূপ অর্থ আছে, সেই অর্থেই তাহার সাধারণতঃ প্রয়োগ হইয়া থাকে। বিদ্যুতের উৎপত্তি-কারণ সম্বন্ধে শ্রীপতি বলিয়াছেন যে, সুজল সমুদ্র মধ্যে বাড়বাগ্নি নামক অগ্নির অবস্থান হেতু ধূমমালা উত্থিত হইয়া পবন দ্বারা আকাশ-পথে নীত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। পরে সূর্য্যকিরণে তাহা উত্তপ্ত হইলে, তাহার মধ্য হইতে যে সকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তাহারাই বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুৎ সময় সময় অন্তরীক্ষ হইতে স্খলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় এবং জগতের নানারূপ অনিষ্ট-পাত হইয়া থাকে। বিদ্যুৎপাতের সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থকার বলেন যে, বৈদ্যুত তেজঃ অকস্মাৎ মৃত্তিকাদি মিশ্রিত হইলে প্রতিকুল বা অনুকূল পবনের আঘাতে আকাশে বাত্যাবৎ ভ্রমণ করিতে থাকে। অকালে বৃষ্টিপাত সময়ে তাহা পতিত হয় এবং প্রাবৃট্ কালে পাংশু উত্থিত হয় না বলিয়া বিদ্যুৎপাতও হইতে পায় না।

পার্থিব, জলীয় ও তৈজস ভেদে বিদ্যুৎ তিন প্রকার। বৃহৎসংহিতায় বিদ্যুল্লতা, বিদ্যুদ্দামন্ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, ঐ শব্দগুলি বিভিন্ন প্রকার বিদ্যুতেই আরোপিত হইয়াছে, ঐ গুলিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকের Sinuous, ramified, meandering প্রভৃতি বহুবিধ বিদ্যুৎ (lightening) বলিয়া মনে করিতে পারি। বিষ্ণুপুরাণে (১।১৫) কপিলা, অতিলোহিতা, পীতা ও সিতা নামে চারি প্রকার বিদ্যুতের উল্লেখ আছে। শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন যে ঝড়ের সময় কপিলা, প্রখর গ্রীষ্মকালে অতিলোহিতা, বৃষ্টির সময় পীতা এবং দুর্ভিক্ষের দিনে সিতা নামক বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে মেঘই বিদ্যুতের এক মাত্র কারণ; কিন্তু সকল অধ্যাপকই এ বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। তবে তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সমুদ্রের ও স্থলভাগের উপরিস্থ বায়ুর তড়িৎ (electricity) এক ভাবাপন্ন নহে, কিন্তু জল বাষ্পীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে তড়িৎ প্রকাশ পায় এবং মেঘের জলকণায় তাহা বিদ্যমান থাকে। বাষ্পকণা একত্র ও ঘনীভূত হইলে জল-কণায় পরিণত হয় এবং সেই সঙ্গে আবদ্ধ তড়িৎ বিদ্যুৎ আকারে পরিদৃশ্যমান হইতে থাকে। আবার বাষ্পকণা ঘন হইবার পক্ষে ধূলিকণাও আবশ্যক।

এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিলে মেঘে বিদ্যুতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আধুনিক জ্ঞানের সহিত প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের উক্তির বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না।

বিদ্যুৎ ও অশনি এক নহে। উহাদের ধাতুগত অর্থ হইতেই পার্থক্য নিরূপণ করা যাইতে পারে। দ্যুত ধাতু দীপ্তি অর্থে বিদ্যুৎ এবং সংহতি অর্থে অশধাতু হইতে অশনি শব্দ হইয়াছে। বেদে অশনা শব্দে ক্ষেপণীয় প্রস্তর বুঝায়। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ইন্দ্রের বজ্র প্রস্তর বা লৌহময় ছিল। অশনি শব্দ দ্বারা কেবল আমরা Globular lightning এবং lightning tubes or fulgurites বুঝি। শেষোক্ত অর্থে-ই প্রচলিত ইংরাজী Thunderbolt শব্দ ব্যবহৃত।

নির্ঘাত নামে আর এক প্রকার নৈসর্গিক ব্যাপার আছে। বৃহৎসংহিতাকার বলেন যে, এক পবন অন্যপবন কর্তৃক তাড়িত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলে নির্ঘাত হয়। উহার শব্দ ভৈরব ও জর্জ্জর. ঐ অনিলসম্ভব নির্ঘাত ভূপৃষ্ঠে পড়িতে ভূমিকম্প সমুত্থিত হইয়া থাকে। যে নির্ঘাতের পতনে সমগ্র পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে, বিচার করিয়া দেখিলে, তাহাকে 'a sudden clap of thunder' বলিয়াই মনে হয়। উহা বস্তুতঃ বায়ুর সহসা আকুঞ্চন ও প্রসারণে উৎপন্ন।

জ্যোতিঃশাস্ত্রে প্রহরণার্থক বজ্রের দ্বিবিধ আকার বর্ণিত আছে। একটী আকার বিষ্ণুচক্রের ন্যায় গোল এবং অপরটীর আকার গুণক চিহ্নের (×) মত। [বজ্র দেখ।]

আমাদের দেশের সাধারণের ধারণা মেঘ জলীয় বাষ্পে উৎপন্ন। ঐ মেঘ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যখন এই মেঘ কোন শীতল বায়ুস্তরে আসিয়া উপনীত হয়, তখন তাহা ক্রমশঃ শীতল হইয়া জমাট বাঁধিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই ধরায় বৃষ্টিপাত ঘটে। [বৃষ্টি দেখ।]

যখন এই মেঘগুলি একস্থানে জমিয়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হয় এবং সহসা জলপাত করে না, তখন ঐ সকল মেঘের গতিবাধ নিবন্ধন সংঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করিয়া থাকে। উহাই বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুৎ অঙ্গস্পর্শ করিলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

অজ্ঞলোকের মধ্যে বিশ্বাস বিদ্যুদ্দেবী স্বর্গবালার মধ্যে অনুপমা সুন্দরী। মেঘে যখন জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন ঐ দেববালা মেঘের আড়ে থাকিয়া স্বীয় কনিষ্ঠাঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে থাকেন। সে অঙ্গুলাগ্র দীপ্তিই আমাদের বিদ্যুৎ।

আমেরিকাবাসী বৈজ্ঞানিকপণ্ডিত বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ বিশেষ গবেষণার সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বিদ্যুৎ (lightning) ও তড়িতালোক (electric spark) একই বস্তু।

[তাড়িত দেখ।]

(ত্রি) বিগতা দ্যুৎকান্তির্যস্য। ৩ নিষ্প্রভ, প্রভাহীন। দ্যুতিহীন। বিশিষ্টা দ্যুৎ দীপ্তির্যস্য। ৪ বিশেষ দীপ্তিশালী, অতিশয় দীপ্তিশালী।

"বিদ্যুত্স্পর্য্যতো জাতা অবস্তু নঃ"। (ঋক্ ১।২৩।১২)

'বিদ্যুতো বিশেষেণ দীপ্যমানাৎ' (সায়ণ) ৫ মুনিবিশেষ।

বিদ্যুতা (স্ত্রী) ১ বিদ্যুৎ। ২ অপ্সরোভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব্ব) বিদ্যোতা পাঠও দৃষ্ট হয়।

বিদ্যুতাক্ষ (পুং) ১ বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল চক্ষুবিশিষ্ট। ২ স্কন্দানুচরভেদ।

বিদ্যুৎকেশ (পুং) বিদ্যুত ইব দীপ্তিশালিনঃ কেশা যস্য। রাক্ষসবিশেষ। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ হেতীর পুত্র।

মহামতি হেতি কালকন্যা ভয়াকে বিবাহ করেন, এই ভয়ার গর্ভে বিদ্যুৎকেশের জন্ম হয়। বিদ্যুৎকেশ সন্ধ্যাকন্যা পৌলোমাকে বিবাহ করেন। এই পৌলোমী ও বিদ্যুৎকেশ হইতে রাক্ষস-বংশ বিস্তৃত হয়। (রামায়ণ উত্তরকা° ৭ অ°)

বিদ্যুৎকেশিন্ (পুং) রাক্ষসরাজভেদ।

বিদ্যুত্ত (ত্রি) ১ বিদ্যুতের ভাব বা ধর্ম্ম। ২ উজ্জ্বল আলোক-বিশিষ্ট। (শতপথব্রা° ১৪।৫।৩।১০)

বিদ্যুত্য (ত্রি) বিদ্যুতি ভব বিদ্যুৎ-যৎ (পা ৪।৪।১১০) বিদ্যুত্ৎপন্ন, বিদ্যুৎ হইতে জাত।

বিদ্যুত্বৎ (ত্রি) বিদ্যুতঃ সন্ত্যস্মিন্নিতি বিদ্যুৎ-মতুপ্ মস্য বত্বম্। বিদ্যুদ্বিশিষ্ট, যাহাতে বিদ্যুৎ আছে, মেঘ।

"বিদ্যুত্বান্ মেঘঃ"। (পা ১।৪।১৯)

"বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ।
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্॥" (মেঘদূত ৬৬)

(পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (হরিবংশ ২২৮।৭১)

বিদ্যুৎপতাক (পুং) প্রলয়কালীন সপ্তমেঘের মধ্যে একটীর নাম। [বলাহক দেখ।]

বিদ্যুৎপর্ণা (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ। (মহাভারত ১।১২৩।৫৯)

বিদ্যুৎপাত (পুং) উল্কাপাত। বজ্রপাত।

বিদ্যুৎপুঞ্জ (পুং) ১ বিদ্যুন্মালা। ২ বিদ্যাধরভেদ। (কথাসরিৎসা° ১০৮।১৭৭)

স্ত্রিয়াং টাপ্। বিদ্যুৎপুঞ্জের কন্যা।

বিদ্যুৎপ্রভ (ত্রি) ১ বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট। ২ ঋষি-ভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)। ৩ দৈত্যরাজভেদ। ৪ দৈত্য-রাজ বলির পৌত্রী। ৫ রত্নবর্ষ নামক রক্ষরাজকন্যা। ৬ অপ্সরোগণভেদ।

বিদ্যুৎপ্রিয় (ত্রি) বিদ্যুৎ প্রিয়া যস্য। (ক্লী) বিদ্যুতঃ প্রিয়ং। তদাকর্ষকত্বাৎ। কাংস্য ধাতু, কাঁসার পাত্র।

বিদ্যুদক্ষ (পুং) ১ বিদ্যুন্নেত্র। ২ দৈত্যভেদ। (হরিবংশ)

বিদ্যুদ্দোতা (স্ত্রী) বসন্তসেনরাজার কন্যা। (কথাস° ৩৭।৫৫)

বিদ্যুদ্গৌরী (স্ত্রী) শক্তিমূর্ত্তিভেদ।

বিদ্যুদ্ধস্ত (ত্রি) মরুদ্ভেদ। (ঋক্ ৮।৭।২৫)

বিদ্যুদ্ধ্বজ (পুং) ১ অসুরভেদ। ২ বিদ্যুৎপতাক। [বিদ্যুৎপতাক দেখ।]

বিদ্যুদ্রথ (ত্রি) ১ বিদ্যোতমানযানোপেত, দীপ্তিমান্ যানযুক্ত।

"বিদ্যুদ্রথঃ সহসস্পুত্রোঽগ্নিঃ"। (ঋক্ ৩।১৪।১)

"বিদ্যুদ্রথোবিদ্যোতমানযানোপেতঃ'। (সায়ণ)

২ দীপ্তিবিশিষ্ট রথযুক্ত।

"বিদ্যুদ্রথা মরুত ঋষ্টিমন্তঃ" (ঋক্ ২।৫৪।১৩)

'বিদ্যুদ্রথা বিদ্যোতমানরথোপেতা ঋষ্টিমন্তো দীপ্তিমন্তঃ। ঋষ্টিরায়ুধবিশেষঃ তদ্বন্তো বা।' (সায়ণ)

বিদ্যুদ্বর্চস্ (ত্রি) ১ বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিশালী। ২ দেবগণ-ভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)

বিদ্যুন্মৎ (ত্রি) বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্ত।

"আ বিদ্যুন্মদ্ভির্মরুতঃ স্বর্কৈ রথেভির্যাত।" (ঋক্ ১।৮৭।১)

'বিদ্যুন্মদ্ভিঃ বিদ্যোতনং বিদ্যুৎবিশিষ্টদীপ্তিযুক্তৈঃ রথেভি-রাত্মীয়ৈ রথৈরায়াত অস্মদীয়ং যজ্ঞমাগচ্ছত।' (সায়ণ)

বিদ্যুন্মহস্ (ত্রি) বিদ্যুৎ বিদ্যোতনং মহঃ তেজো যস্য। বিদ্যোত-মানতেজা, ব্যক্ততেজাঃ, যাহার প্রভা জাজ্জ্বল্যমান।

"বিদ্যুন্মহসো নরঃ" (ঋক্ ৫।৫৪।৩) 'বিদ্যুন্মহসো বিদ্যোত-মানতেজসো নরো বৃষ্ট্যাদের্নেতারঃ।' (সায়ণ)

বিদ্যুন্মাল (পুং) ১ বিদ্যুতের মালা। ২ বানরভেদ। (রামায়ণ ৪।৩৩।১৩)

বিদ্যুন্মালা (স্ত্রী) বিদ্যুতাং মেঘজ্যোতীনাং মালা। ১ তড়িৎ-সমূহ।

"বিদ্যুন্মালাকুলং বা যদি ভবতি নভোনষ্টচন্দ্রার্কতারং।
বিজ্ঞেয়া প্রাবৃড়েষা মুদিতজনপদা সর্ব্বশস্যৈকপেতা॥" (বৃহৎস° ২।৫৬)

২ অষ্টাক্ষরপাদ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে ৮টী করিয়া গুরুবর্ণ থাকে এবং প্রত্যেক চারিটী বর্ণের পর বিশ্রাম দিতে হয়।

"সর্ব্বে বর্ণা দীর্ঘা যস্যা বিশ্রামঃ স্যাদ্বেদৈর্বেদৈঃ।
বিদ্বদ্বৃন্দৈর্বীণাপাণি! ব্যাখ্যাতা সা বিদ্যুন্মালা॥" (শ্রুতবোধ)

৩ যক্ষরমণীভেদ। ৪ চীনরাজ সুবোহের কন্যা। (কথাসরিৎসা° ৪৪।৪৬)

বিদ্যুন্মালিন্ (পুং) ১ রাক্ষসভেদ। বিদ্যুন্মালীনামক এক রাক্ষস মহেশ্বরের পরম ভক্ত ছিল। দেবাদিদেব মহাদেব তাহাকে এক অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণ বিমান প্রদান করেন। বিদ্যুন্মালী সেই বিমানে চড়িয়া সূর্য্যের পাছে পাছে যাইতে আরম্ভ করিলে বিমানের দীপ্তিতে রাত্রিকাল অর্থাৎ অন্ধকার একেবারেই বিলুপ্ত

হইল। তাহা দেখিয়া সূর্য্যদেব স্বীয় তেজে ঐ বিমান দ্রবীভূত করিয়া অধোভাগে পাতিত করিলেন।* (ভাগবত ১।৭ স্বামী)

রামায়ণেও এক বিদ্যুন্মালীর কথা বর্ণিত আছে, তাহার সহিত ধর্ম্মের পুত্র সুষেণ নামক প্রসিদ্ধ মহাকপির যুদ্ধ হয়।†

২ অসুরভেদ। (ভারত দ্রোণপর্ব্ব) ৩ পর্জ্জন্য।

বিদ্যুন্মুখ (ত্রি) ১ বিদ্যুতের ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ২ উপগ্রহভেদ।

বিদ্যুল্লতা (স্ত্রী) মেঘজ্যোতিঃ, তড়িৎ।

বিদ্যুল্লেখা (স্ত্রী ১তড়িৎ। ২বণিকৃপত্নীভেদ।(কথাসরিৎ ৬৯।১২৫)

বিদ্যেন্দ্র সরস্বতী, বেদান্ততত্ত্বসার-রচয়িতা। কৈবল্যেন্দ্র-জ্ঞানেন্দ্রের শিষ্য।

বিদ্যেশ (পুং) ১ শিবমূর্ত্তিভেদ। ২ মুক্তাত্মসম্প্রদায়বিশেষ।

বিদ্যেশ্বর (পুং) ১ ঐন্দ্রজালিকভেদ। (দশকুমার ৪৫।১১) ২ বিদ্যেশশব্দার্থ।

বিদ্যোৎ (স্ত্রী) বি-দ্যুত্ বিচ্। বিদ্যুৎ। "বিদ্যোৎপাহি" (শুক্ল যজুঃ ২০।২) 'হে রুক্ম! বিদ্যোৎ বিদ্যুতঃ মাং পাহি। বিদ্যোততে ইতি বিদ্যোৎ বিচ্ প্রত্যয়ে গুণঃ বিদ্যুৎপাতাৎ রক্ষেত্যর্থঃ' (মহী°)

বিদ্যোত (ত্রি) ১ দ্যুত, প্রভা, দীপ্তি। ২ লম্বানাম্নী রমণী-গর্ভজাত নৃপতিবিশেষ। (ভাগ° ৬।৬।৫) ৩ অপ্সরোভেদ।

বিদ্যোতক (ত্রি) প্রভাবিশিষ্ট।

বিদ্যোতন (ত্রি) দীপ্তিশীল।

বিদ্যোতয়িতব্য (ত্রি) বিদ্যুতালোকে আলোকিত করান। (প্রশ্নোপ° ৪।৮) বিশেষ প্রকারে প্রকাশন বা ব্যক্ত করান।

বিদ্যোতিন্ (ত্রি) বিদ্যোত-ইনি। প্রভাশীল।

বিদ্র (ক্লী) ব্যধ-রক্ দান্তাদেশঃ সম্প্রসারণঞ্চ। ছিদ্র, রন্ধ্র, বিবর।

বিদ্রথ (ক্লী) সামভেদ।

বিদ্রধ (ত্রি) ১ স্থূল। ২ দৃঢ়। ৩ সুসন্নদ্ধ।

"কনীনকেব বিদ্রধে নবে দ্রুপদে অর্ভকে।
বভ্রু যামেষু শোভেতে ॥" (ঋক্ ৪।৩২।২৩)

'হে ইন্দ্র! বিদ্রধে বিদৃঢ়ে ব্যূঢ়ে বভ্রু বভ্রুবর্ণৌ ত্বদীয়াবশ্বৌ যামেষু যজ্ঞেষু শোভেতে কান্তিযুক্তৌ ভবতঃ।' (সায়ণ)

৪ বিদরণশীল ব্রণবিশেষ, বিদ্রধিরোগ।

"বিদ্রধস্য বলাসস্য লোহিতস্য বনস্পতে।
বিসল্পকস্যোষধে মোচ্ছিষঃ পিশিতং চন ॥"(অথর্ব্ব° ৬।১২৭।১)

'হে বনস্পতে! চতুরঙ্গুল পলাশবৃক্ষ! হে ওষধে বিসর্পকাদি-ব্যাধেরৌষধভূতবিদ্রধস্য বিদরণশীলস্য ব্রণবিশেষস্য পিশিতং চন নিদানভূতং দুষ্টং মাসমপি মোচ্ছিষঃ মোচ্ছেশয়।' (সায়ণ)

"বি বৃহামো বিসল্পকং বিদ্রধং হৃদয়াময়ম্।" (অথর্ব্ব° ৬।১২৭।৩)

'তথা বিদ্রধম্ বিদরণস্বভাবং ব্রণবিশেষম্।' (সায়ণ)

বিদ্রধি [ধী] (পুং স্ত্রী) ১ শূকদোষভেদ। (সুশ্রুত নি° ১৪অ°) ২ রোগভেদ, অন্তর্ব্রণ, পেটে ফোড়া, রাজগাড়। পর্য্যায় বিদরণ, হৃদ্‌গ্রন্থি, হৃদ্ব্রণ। (রাজনি°)

এই রোগ বাতজ, পিত্তজ, কফজ, শোণিতজ, ক্ষতজ ও ত্রিদোষজ ভেদে ছয় প্রকার। অস্থিসমাশ্রিত বাতপিত্তকফাদি অত্যন্ত কুপিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ত্বক্, মাংস ও মেদসমূহকে দূষিত করিয়া বেদনাযুক্ত, গভীরভাবে অন্তঃপ্রবিষ্ট, গোল বা দীর্ঘাকার ভয়ানক শোথ জন্মায়, ইহাই বিদ্রধি বলিয়া খ্যাত।

"ত্বগ্রক্তমাংসমেদাংসি সংদূষ্যাস্থিসমাশ্রিতাঃ।
দোষাঃ শোথং শনৈ র্ঘোরং জনয়ন্ত্যুচ্ছ্রিতা ভৃশং ॥
মহামূলং রুজাবন্তং বৃত্তং বাপ্যথবায়তং।
স বিদ্রধিরিতি খ্যাতো বিজ্ঞেয়ঃ ষড়্‌বিধশ্চ সঃ ॥" (মাধবনি°)

ইহার মধ্যে যে শোথ কৃষ্ণ অথবা অরুণবর্ণ, অত্যন্ত কর্কশ (খরখরে) ও বেদনাযুক্ত, যাহার উদ্গম ও পাক দীর্ঘকালে ঘটে এবং পাকান্তে যাহা হইতে তরল স্রাব হয়, তাহা বাতজ; যাহা পাকা যজ্ঞডুমুরের আকৃতিবিশিষ্ট, সবুজ বর্ণ, জ্বর ও দাহ-কারী এবং অতি শীঘ্রই যাহার অভ্যুত্থান ও পাক হয়, আর পাকিলে যাহা হইতে পীতবর্ণ স্রাব হইতে থাকে, তাহা পিত্তজ।

যে বিদ্রধি পাণ্ডুবর্ণ ও খুরী বা শরার পীঠের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া অতি দীর্ঘকালে উত্থিত হয় ও পাকে এবং পাকিলে যাহা হইতে সাদা রঙের পূয় নির্গত হয়, যাহাতে চুলকনা ও অল্প বেদনা থাকে এবং যাহা স্পর্শ করিলে শক্ত ও শীতল বলিয়া বোধ হয়, তাহা কফজ। ত্রিদোষজ বা সান্নিপাতিক বিদ্রধিতে নানা রকম বর্ণ, বেদনা ও স্রাব দেখা যায়, ইহার অভ্যুত্থান ও পাকের কোন নিয়ম নাই, শীঘ্রও পাকিতে পারে, বিলম্বেও পাকিতে পারে। এই বিদ্রধি বন্ধুর ভূমির ন্যায় অতি উচ্চ নীচ এবং বহু স্থান ব্যাপিয়া উত্থিত হয়।

কাষ্ঠ, লোষ্ট্র বা পাষাণাদি দ্বারা অভিহত অথবা খড়্গ প্রভৃতি কোনরূপ শস্ত্রাদি দ্বারা আহত হইয়া অপথ্য সেবা করিলে বায়ু অত্যন্ত কুপিত হয় এবং পিত্ত ও রক্তকে দূষিত করে। এই দুষ্ট রক্ত ও পিত্ত হইতে জ্বর, দাহ ও তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। ইহার ক্ষতজ বা আগন্তুক বিদ্রধি বলিয়া কথিত হয়। ইহার অন্যান্য লক্ষণ পিত্তবিদ্রধির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকাবৃত, সবুজবর্ণ, অত্যন্ত দাহ, বেদনা ও জ্বরযুক্ত এবং পিত্তবিদ্রধির যাবতীয় লক্ষণান্বিত হইলে তাহাকে রক্তবিদ্রধি বলে।

* 'বিদ্যুন্মালী নাম কশ্চিদ্রাক্ষসো মাহেশ্বরঃ তস্মৈ রুদ্রেণ সৌবর্ণং বিমানং দত্তং তত্তোঽর্কস্য পৃষ্ঠতো ভ্রমন্ বিমানদীপ্ত্যারাত্রিং বিলোপিতবান্ ততোঽর্কেণ নিজতেজসা দ্রাবয়িত্বা তদ্বিমানং পাতিতম্।' (ভাগ° ১।৭ স্বামী)

† "ধর্ম্মস্য পুত্রো বলবান্ সুষেণ ইতি বিশ্রুতঃ।
স বিদ্যুন্মালিনা সার্দ্ধং অযুধ্যত মহাকপিঃ।" (রামা° যুদ্ধকা° ৪৩ স°)

মলদ্বার, মূত্রনালের অধোভাগ, নাভি, উদর, কুচ্‌কিদ্বয়, বৃক্ক (মূত্রযন্ত্র) দ্বয়, প্লীহা, যকৃৎ, হৃদয় ও ক্লোমনাড়ী প্রভৃতি স্থানে উল্লিখিত লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে উহা যথাযথ ভাবে তত্তৎ বাতজ, পিত্তজাদি নামধেয় অন্তর্বিদ্রধি বা অন্তর্ব্রণ বলিয়া অভিহিত হয়। তবে অন্তর্বিদ্রধিতে স্থানভেদে একটু বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়; উহা মলদ্বারে জন্মিলে অধোবায়ু রুদ্ধ, মূত্রনালে হইলে মূত্রের অল্পতা ও কৃচ্ছ্রতা, নাভিতে হিক্কা ও গুড়্‌গুড়্ শব্দ, উদরে উদরস্ফীতি বা বায়ুর প্রকোপ, কুচ্‌কিতে হইলে পীঠে ও মাজায় অত্যন্ত বেদনা, বৃক্কদ্বয়ে পার্শ্বসঙ্কোচ, প্লীহাতে ঊর্দ্ধ শ্বাসের অবরোধ ও সর্ব্বাঙ্গে তীব্রবেদনা; হৃদয়স্থ বিদ্রধিতে দারুণ শূল, যকৃতে বিদ্রধি হইলে শ্বাস ও তৃষ্ণা, আর ক্লোম নাড়ীর বিদ্রধিতে বারম্বার অতিশয় পিপাসা হয়। এই বিদ্রধি কোন মর্ম্মস্থানে ক্ষুদ্রাকারে বা বৃহদাকারে জন্মিয়া তথায় পাকিয়া বা না পাকিয়া যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন উহা ভয়ানক কষ্টদায়ক হয়। গুরুপাক দ্রব্য, অনভ্যস্ত অর্থাৎ যাহা কোন দিন ব্যবহার করা হয় নাই এরূপ দ্রব্য এবং দেশ, কাল ও সংযোগবিরুদ্ধ অন্নপানাদি ব্যবহার অতি শুষ্ক বা অতি ক্লিন্নান্ন ভোজন, অতি ব্যবায় (স্ত্রীসেবা), অতি ব্যায়াম, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ এবং বিদাহজনক তৈলভৃষ্ট বা যে কোন রকম ভৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ প্রভৃতি হেতুতে বাতপিত্তকফাদি দোষ পৃথক্ বা মিলিত ভাবে কুপিত হইয়া গুল্মাকারে বা বল্মীকাকারে উন্নত ও প্রসারিত হইয়া এই অন্তর্বিদ্রধিরোগের উৎপাদন করে।*

অপপ্রসূতা বা সুপ্রসূতা স্ত্রীর অহিতাচার দ্বারা দাহজ্বরকারক ঘোর রক্তবিদ্রধি রোগের উৎপত্তি হয়। আর সুপ্রসূতা স্ত্রীলোকের প্রসবান্তে যদি সম্যক্ রক্তস্রাব না হয়, তবে তাহা হইতে মকল্লসংজ্ঞক রক্তবিদ্রধিরোগ জন্মে। ইহা সপ্তাহের মধ্যে উপশম প্রাপ্ত না হইলে পাকিয়া উঠে। (সুশ্রুতনি° ১৬অ°)

অন্তর্বিদ্রধিসকল পাকিয়া উঠিলে পূয নির্গমের প্রকার ভেদে তাহাদের সাধ্যাসাধ্যনির্ণয় করা যায়। নাভির উপরিস্থ অর্থাৎ বৃক্কাদিস্থানজাত বিদ্রধির পূয মুখ দ্বারা নির্গত হইলে রোগী বাঁচে না, তবে যদি হৃদয়, নাভি ও বস্তি (মূত্রাশয়) ভিন্ন প্লীহ-ক্লোমাদি স্থানে জন্মে এবং তাহা পাকিলে বাহিরের দিকে অস্ত্র করা যায়, তাহা হইলে কদাচিৎ কেহ বাঁচে। আর নাভির নিম্নে বস্তি ভিন্ন স্থানে জাত বিদ্রধি পাকিয়া তাহার পূয মলদ্বার দিয়া নির্গত হইলে প্রায়ই বাঁচে। ফল কথা, মর্ম্মস্থান (হৃদয় নাভি প্রভৃতি) ভিন্ন অন্যত্র জাত বিদ্রধিতে যদি বাহিরের দিক্ হইতে শস্ত্রপাত করা যায় এবং উহাদের পূযাদি অধোমার্গে নিঃসৃত হয়, তাহা হইলেই রোগীর বাঁচিবার সম্ভাবনা। বাহ্য ও আভ্যন্তরিক এই উভয়বিধ বিদ্রধিই ত্রিদোষজ বা সান্নিপাতিক হইলে তাহা অসাধ্য। যে বিদ্রধিতে দেহ নিয়ত অসাড় এবং পেট ফাঁপা, বমি, হিক্কা, তৃষ্ণা, অত্যন্ত বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তাহা অসাধ্য।*

চিকিৎসা,—সকল রকম বিদ্রধিতেই প্রথমতঃ জলোকা-পাতন, মৃদুবিরেচন, লঘুপথ্য ও স্বেদ প্রশস্ত; কেবল পিত্তজ বিদ্রধিতে মাত্র স্বেদ নিষিদ্ধ। বিদ্রধির অপক্কাবস্থায় ব্রণশোথের ন্যায় ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। বাতবিদ্রধিতে বাতঘ্ন (ভদ্রাদারু প্রভৃতিগণ) দ্রব্য শিলাতলে পেষণ করিয়া তাহার সহিত চর্ব্বি, তৈল বা পুরাতন ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় শোথ স্থানে একটু পুরু করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা যব, গম কিম্বা মুগ ঐরূপে পেষণ ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। পৈত্তিক বিদ্রধিরোগে ক্ষীরকাকোলী বা অশ্বগন্ধা, বীরণমূল, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন গোদুগ্ধে পেষণ করিয়া ঘৃত সংমিশ্রণে প্রলেপ দিবে। অথবা জলপিষ্ট ঘৃতমিশ্র পঞ্চবল্কলের (অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞডুম্বর, পাকুর ও বেতস) প্রলেপ দিবে। শ্লৈষ্মিক বিদ্রধিতে ইষ্টকচূর্ণ, বালুকা, মণ্ডূর, ও গোময় এইগুলি গোমূত্র দ্বারা পিষিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া স্বেদ দিলে উপকার হয়। দশমূলীর কাথে বা মাংসের যূষে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় শোথ বা ব্রণ স্থানে পরিষেক করিলে বেদনাদি বিনষ্ট হইয়া আশু উপকার করে। রক্তজ এবং আগন্তুজ বিদ্রধির চিকিৎসা পিত্তজ বিদ্রধির ন্যায়ই জানিবে।

---

* "গুর্ব্বসাত্ম্যবিরুদ্ধান্নশুষ্কসংক্লিন্নভোজনাৎ।
অতিব্যবায়ব্যায়ামবেগাঘাতবিদাহিভিঃ॥
পৃথক্ সম্ভুয় বা দোষাঃ কুপিতা গুল্মরূপিণম্।
বল্মীকবৎ সমুন্নদ্ধমন্তঃ কুর্ব্বন্তি বিদ্রধিম্॥
গুদে বস্তিমুখে নাভ্যাং কুক্ষৌ বঙ্ক্ষণয়োস্তথা।
বৃক্কয়োঃ প্লীহ্নি যকৃতি হৃদয়ে ক্লোম্নি বা তথা॥
তেষাং লিঙ্গানি জানীয়াৎ বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণৈঃ।
গুদে বাতনিরোধস্তু বস্তৌ কৃচ্ছ্রাল্পমূত্রতা॥
নাভ্যাং হিক্কা তথাটোপঃ কুক্ষৌ মারুতকোপনম্
কটীপৃষ্ঠগ্রহস্তীব্রো বঙ্ক্ষণোত্থে তু বিদ্রধৌ॥
বৃক্কয়োঃ পার্শ্বসংকোচঃ প্লীহ্ন্যুচ্ছ্বাসাবরোধনম্।
সর্ব্বাঙ্গপ্রগ্রহস্তীব্রো হৃদি শূলশ্চ দারুণঃ।
শ্বাসো যকৃতি তৃষ্ণা চ পিপাসা ক্লোমজেঽধিকা॥"

* "অধঃস্রুতেষু জীবেত্তু স্রুতেষূর্দ্ধং ন জীবতি।
হৃন্নাভিবস্তিপর্য্যায়ে তেষু ভিন্নেষু বাহ্যতঃ॥
জীবেৎ কদাচিৎ পুরুষো নেতরেষু কদাচন।
আধ্মানং বদ্ধনিস্পন্দং ছর্দ্দিহিক্কাতৃষান্বিতম্॥
রুজাশ্বাসসমাযুক্তং বিদ্রধির্নাশয়েন্নরম্।
সাধ্যা বিদ্রধয়ঃ পঞ্চ বিবর্জ্জ্যঃ সান্নিপাতিকঃ॥" (বৈদ্যক)

আর রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, যষ্টিমধু ও গেরিমাটী এই গুলি দুগ্ধের দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার হয়।

পিপুল, কৃষ্ণজীরা, রাখালশশা ও কোশাতকীফল এই সকল দ্রব্যের কাথ অথবা শ্বেতপুনর্নবা ও বরুণ মূলের কাথ পান করিলে অন্তর্বিদ্রধি নষ্ট হয়। খদিরকাষ্ঠ, আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, নিমের ছাল, কট্‌কী, ও যষ্টিমধু প্রত্যেক সমান, তেউড়ী ও পটোলমূল প্রত্যেকে উহাদের কোন এক ভাগের চতুর্থাংশ এবং তুষরহিত মসুর, সকল দ্রব্যের সমান পরিমাণে লইয়া ইহাদের কাথ করিয়া মাত্রানুযায়ী পান করিলে ব্রণ, বিদ্রধি প্রভৃতি রোগের উপশম হয়। সজিনার মূলের রসে মধু এবং উহার কাথে হিঙ্গ ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে অন্তর্বিদ্রধির নাশ হয়।

বিদ্রধিকা (স্ত্রী) প্রমেহপীড়কাভেদ, প্রমেহরোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে এই পীড়কা জন্মে। ইহা বিদ্রধিরোগের লক্ষণযুক্ত, সুতরাং সেই সকল লক্ষণানুসারেই ইহার নির্ণয় হয়।

"বিদ্রধের্লক্ষণৈর্যুক্তা জ্ঞেয়া বিদ্রধিকা বুধৈঃ।" (সুশ্রুত নি° ৬অ°)

বিদ্রধিঘ্ন [নাশন] (পুং) শোভাঞ্জন বৃক্ষ, সজিনাগাছ।

বিদ্রব (পুং) বিদ্রবণমিতি বি-দ্রু-অপ্ (ঋদোরপ্ পা ৩।৩।৫৭) ১ পলায়ন।

"তৈঃ শরৈস্তব সৈন্যস্য বিদ্রবঃ সুমহানভূৎ।" (মহা° ৭।১০৬।৩৮)

২ বুদ্ধি। ৩ নিন্দা। ৪ ক্ষরণ। ৫ বিনাশ।

"ভৌমে কুমারবলপতিসৈন্যানাং বিদ্রবোঽগ্নিশস্ত্রভয়ম্।" (বৃহৎস° ৩৪।১৩)

৬ ভয়। ৭ দ্রবীভাব। ৮ যুদ্ধ।

বিদ্রাব (পুং) বি-দ্রু-ঘঞ্। বিদ্রব।

বিদ্রাবণ (ত্রি) ১ পলায়ন। ২ গলান। ৩ বিনাশকারী। (পুং) ৪ দানবভেদ।

বিদ্রাবিত (ত্রি) বি-দ্রু-ণিচ্-ক্তঃ। ১ পলায়িত, তাড়িত।

"বিদ্রাবিতে ভূতগণে জ্বরস্তু ত্রিশিরাভ্যয়াৎ।" (ভাগবত বাণযুদ্ধ)

২ দ্রবীকৃত।

বিদ্রাবিন্ (ত্রি) বিদ্রবকারী।

বিদ্রাবিণী (স্ত্রী) কাকমাচী, কাইস্তা শাক, কাউয়া ঠোটা।

বিদ্রাব্য (ত্রি) বিতাড়িত। "অনয়া মুদ্রয়াপি ক্ষুদ্রোপদ্রবা বিদ্রাব্যাঃ" (সর্ব্বদর্শন° ২৯।১৭)

বিদ্রাবাদ, বাঙ্গালার নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা ও গ্রাম।

বিদ্রিয় (ত্রি) ১ ছিদ্রযুক্ত। ২ ভেদ্য। ৩ কোমল।

বিদ্রুত (ত্রি) বি-দ্রু-ক্তঃ। ১ দ্রবীভাবপ্রাপ্ত, দ্রবীভূত। পর্য্যায়—বিলীন, দ্রুত। ২ পলায়িত।

"বিদ্রুতক্রতুমৃগানুসারিণং যেন বাণমসৃজৎ বৃষধ্বজঃ॥" (রঘু ১১।৪৪)

৩ পীড়িত।

"অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥" (মনু ৭।৩)

৪ ভীত।

বিদ্রুতি (স্ত্রী) বি-দ্রু-ক্তিন্। বিদ্রব।

বিদ্রুধি (পুং) বিদ্রধি।

বিদ্রুম (পুং) বিশিষ্টো দ্রুমঃ বিশিষ্টো দ্রুর্ব্বক্ষোঽস্ত্যস্যেতি বা দ্রুমঃ। (দ্যুদ্রুভ্যাং মঃ। পা ৫।২।১০৮) ১ প্রবাল, পদ্মরাগমণি, পলা।

"আমূলতো বিদ্রুমরাগতাম্রাঃ সপল্লবং পুষ্পচয়ং দধানাঃ।
কুর্ব্বন্ত্যশোকা হৃদয়ং সশোকং নিরীক্ষ্যমাণা নবযৌবনানাম্॥" (ঋতুসংহার ৬।১৭)

২ রত্নবৃক্ষ, মুক্তাফলবৃক্ষ।

"তবাধরস্পর্দ্ধিষু বিদ্রুমেষু পর্য্যস্তমেতৎ সহসোর্ম্মিবেগাৎ।
ঊর্দ্ধাঙ্কুরপ্রোতমুখং কথঞ্চিৎ ক্লেশাদপক্রামতি শঙ্খযূথং॥" (রঘু ১৩।১৩)

"বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলামৃতাপ্সু,
প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্।
অভ্যর্চ্চতী স্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্ত্র-
মুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ! যচ্ছ্রীঃ॥" (ভাগবত ৩।১৫।২২)

৩ কিশলয়, নবপল্লব, নূতনপাতা।

বিদ্রুমচ্ছায় (ত্রি) ১ বৃক্ষচ্ছায়া। ২ ছায়াহীন। ৩ মরুমার্গ।

বিদ্রুমদণ্ড (পুং) প্রবালদণ্ড। প্রবালনির্ম্মিত যষ্টি।

বিদ্রুমফল [লা] (পুং স্ত্রী) মধুর কুন্দুরু, উত্তম কুন্দুরখোটী, কুন্দুরখোটী নামক উত্তম গন্ধদ্রব্য বিশেষ।

বিদ্রুমলতা (স্ত্রী) বিদ্রুম ইব লতা। ১ নলী নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (রাজনি°) ২ প্রবাল।

বিদ্রুমলতিকা (স্ত্রী) বিদ্রুমলতা স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বম্। নলিকা। (রাজনি°)

বিদ্রুমবাক্ (স্ত্রী) বিদ্রুমফলা।

বিদ্রুল (পুং) বেতসবৃক্ষ, বেতের গাছ।

বিদ্রূপ (দেশজ) ব্যঙ্গ, পরিহাস, তামাসা।

বিদ্রোহ (পুং) বি-দ্রুহ-ঘঞ্। অনিষ্টাচরণ, বিদ্বেষ, হিংসা।

বিদ্রোহিন্ (ত্রি) বিদ্রোহোঽস্ত্যস্যেতি বিদ্রোহ-ইনি। অনিষ্টকারী, বিদ্বেষকারী, হিংসাকারী।

বিদ্বচ্চকোরভট্ট, সরস্বতীবিলাস নামক কোষকার।

বিদ্বজ্জন (পুং) বিদ্বান্‌ব্যক্তি, পণ্ডিতলোক।

"যত্র বিদ্বজ্জনো নাস্তি শ্লাঘ্যস্তত্রাল্পধীয়পি।
নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে॥" (উদ্ভট)

বিদ্বৎ (পুং) শিব। (ভা ১৩।১৭।৮০)

বিদ্বৎকল্প (ত্রি) ঈষদূনো বিদ্বান্, বিদ্বস্-কল্পপ্। ১ ঈষদ-সমাপ্ত বিদ্বান্, যাহার জ্ঞান জন্মাইতে বা অধ্যয়নাদি করিতে স্বল্প বাকী আছে।

২ বিদ্বান্ সদৃশ, বিদ্বানের তুল্য।

বিদ্বত্তম (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন বিদ্বান্ বিদ্বস্-তমপ্। ১ বহু মধ্যে যে একটী অতিশয় বিদ্বান্, অনেকের মধ্যে যে বেশী বিদ্বান্। ২ অদ্বিতীয় পণ্ডিত। ৩ জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ।

বিদ্বত্তর (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন বিদ্বান্। দুইটী লোকের মধ্যে যে বেশী বিদ্বান্।

বিদ্বত্তা (স্ত্রী) বিদ্যাবত্তা, বিদ্বানের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিদ্বত্ত্ব (ক্লী) বিদ্যাবত্ব, বিদ্বত্তা।

বিদ্বদ্দেশীয় (ত্রি) ঈষদূনো বিদ্বান্ বিদ্বস্-দেশীয়র্। বিদ্বৎকল্প।

বিদ্বদ্দেশ্য (ত্রি) ঈশদূনো বিদ্বান্ বিদ্বস্-দেশ্যঃ। বিদ্বৎকল্প।

বিদ্বস্ (ত্রি) বেত্তীতি বিদ-শতৃ (বিদেঃ শতুর্বসুঃ ইতি। শতুর্বসু-রাদেশঃ। পা ৭।১।৩৬) ১ আত্মবিৎ। ২ প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত।

"ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥" (মনু ১।৯৭)

৩ সর্ব্বজ্ঞ।

"নূ ম আ বাচমুপ যাহি বিদ্বান্ বিশ্বেভিঃ সূনো সহসো যজত্রৈঃ।" (ঋক্ ৬।২১।১১)

'হে সহসঃ সূনো বলস্য পুত্রেন্দ্র বিদ্বান্ সর্ব্বজ্ঞস্ত্বম্।' (সায়ণ)

"ব্রহ্মা ণ ইন্দ্রোপ যাহি বিদ্বানর্ব্বাঞ্চস্তে হরয়ঃ সন্তু যুক্তাঃ।" (ঋক্ ৭।২৮।১) 'হে ইন্দ্র ত্বং বিদ্বান্ জানন্ নোঽস্মাকং ব্রহ্ম স্তোত্রমুপ যাহি।' (সায়ণ)

বিদ্বস্ (পুং) বৈদ্য, চিকিৎসক। (রাজনি°)

বিদ্বল (ত্রি) যে জ্ঞাত হইয়াছে বা প্রাপ্ত হইয়াছে, যে জানিয়াছে বা পাইয়াছে।

"অহং তদ্বিদ্বলা পতিমভ্যসাক্ষি বিষাসহিঃ।" (ঋক্ ১০।১৫৯।১)

'তদুস্থতং সূর্য্যস্য তেজো বিদ্বলা জ্ঞাতবতী যদ্বা পতিং ভর্ত্তারং বিদ্বলা লব্ধবত্যহম্' (সায়ণ)

"যে ত্বা কৃত্বা লেভিরে বিদ্বলা অভিচারিণঃ।" (অথর্ব্ব° ১০।১।১৯)

বিদ্বিষ্ (পুং) বিশেষেণ দ্বেষ্টি বি-দ্বিষ্-ক্বিপ্। শত্রু, বৈরী, প্রতিদ্বন্দ্বী, দ্বেষ্টা।

"অথাবমৃজ্যাশ্রুকণাবিলোকয়ন্নতৃপ্তদৃগ্‌গোচরমাহ পুরুষম্।
পদা স্পৃশন্তং ক্ষিতিমংস উন্নতে বিন্যস্তহস্তাগ্রমুরঙ্গবিদ্বিষঃ॥" (ভাগবত ৪।২০।২২)

বিদ্বিষ (পুং) বি-দ্বিষ্-ক। শত্রু, বিদ্বেষ্টা।

বিদ্বিষৎ (পুং) বি-দ্বিষ্-শতৃ। শত্রু, বৈরী।

বিদ্বিষ্ট (ত্রি) বি-দ্বিষ্-ক্তঃ। বিদ্বেষভাজন, যাহাকে দ্বেষ করা যায়।

বিদ্বিষ্টতা (স্ত্রী) বিদ্বিষ্ট-তল-টাপ্। বিদ্বেষভাজনতা, বিদ্বেষের পাত্রতা।

"ন চ বিদ্বিষ্টতাং লোকে গমিষ্যামো মহীক্ষিতাম্।" (মহাভা°)

বিদ্বিষ্টপূর্ব্ব (ত্রি) পূর্ব্বে যাহাকে বিদ্বেষ করা হইয়াছে।

বিদ্বিষ্টি (স্ত্রী) বি-দ্বিষ্-ক্তিন্। বিদ্বেষ, দ্বেষ করা, হিংসা করা।

বিদ্বেষ (পুং) বি-দ্বিষ্-ঘঞ্। বৈরিতা, শত্রুতা। পর্য্যায়—বৈর, বিরোধ, অনুশয়, দ্বেষ, সমুচ্ছ্রয়, বৈরস্থ, দ্বেষণ।

"এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ জামাতুঃ শ্বশুরস্য চ।
বিদ্বেষস্তু যতঃ প্রাণাংস্তত্যাজ দুস্ত্যজান্ সতী॥" (ভাগবত ৪।২।৩)

বিদ্বেষক (ত্রি) বি-দ্বিষ-ণ্বুল্। বিদ্বেষ্টা, বিরোধকারক, বৈরী।

"ন মিত্রধ্রুঙ্ নৈকৃতিকঃ কৃতঘ্নঃ শঠোঽনৃজুর্ধর্ম্মবিদ্বেষকশ্চ।" (মহাভারত ১৩।৭৩।১৪)

বিদ্বেষণ (ক্লী) বি-দ্বিষ-ল্যুট্। ১ বিদ্বেষ, ঈর্ষা।

"বিদ্বেষণং পরমং জীবলোকে কুর্য্যান্নঃ পার্থিব যাচ্যমানঃ।
তত্ত্বাং পৃচ্ছামি কথয়স্ব রাজন্ দদ্যাস্তবান্ দয়িতঞ্চ মেঽদ্য॥" (মহাভারত ৩।১৯৫।৩)

বি-দ্বিষ-ণিচ্-ল্যুট্। ২ অভিচার কর্ম্মবিশেষ; এই অভিচার কর্ম্মদ্বারা আপন শত্রুর সহিত তাহার মিত্রের মধ্যে পরস্পর বৈরতা ঘটান যায়। যুদ্ধকালে শত্রুর নখরোদ্ধৃত ধূলি আনিয়া মন্ত্রপূত করিয়া তাড়ন করিলে রিপু ও তাহার মিত্র এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ জন্মে। আর গোমূত্রে ঘোড়া ও মহিষের বিষ্ঠা গুলিয়া তাহার দ্বারা অথবা উহাদের উভয়ের রক্তদ্বারা কাকের ডানার পালখ দিয়া মড়ার কাপড়ে (শ্মশানবস্ত্রে) শত্রু ও তদীয় মিত্র এই দুই জনের নাম লিখিয়া লইবে; পরে ব্রাহ্মণ কিম্বা চণ্ডালের চুল দিয়া ঐ বস্ত্রখণ্ড উত্তমরূপে বাঁধিবে এবং তাহা একটী কাঁচা শরার মধ্যে পুরিয়া শত্রুর পিতৃকাননের অন্তর্গত কোন স্থানে একটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে ষট্‌কোণ চক্র অঙ্কিত করিবে ও তন্মধ্যে "ওঁ নমো মহাভৈরবায় রুদ্ররূপায় শ্মশানবাসিনে অমুকামুকয়োর্বিদ্বেষং কুরুকুরু সুরুসুরু হুঁ হুঁ ফট্" এই মহাভৈরবসংজ্ঞক মন্ত্র লিখিয়া তদুপরি ঐ শরা রাখিয়া দিবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ ঘটিবে। মন্ত্র লিখিবার কালে "অমুকামুকয়োঃ" স্থানে শত্রু ও তদীয় মিত্র এই উভয়ের নাম অগ্রপশ্চাৎ ভাবে লিখিয়া তাহার অন্তে "এতয়োঃ" এইরূপ লিখিতে হইবে। এই আভিচারিক কর্ম্ম পূর্ণিমা তিথিযুক্ত শনি কিম্বা রবিবারে, মধ্যাহ্ন

সময়ে, গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ প্রাতঃকালাবধি বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির ইত্যাদি ক্রমে প্রত্যেকে দশ দণ্ড কাল ব্যাপিয়া অহোরাত্রে যে ছয় ঋতু পরিভ্রমণ করে, তাহারই গ্রীষ্মসময়ে, কর্কট বা তুলা লগ্নে, কৃত্তিকা নক্ষত্রে ও দক্ষিণ দিকে সম্পন্ন করিতে হয়।*

তন্ত্রসারেও উক্ত বিদ্বেষণকর্ম্ম এবং তদ্ভিন্ন আর একটী প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে, তাহা এই,—ভক্তিযুক্ত হইয়া সংযতচিত্তে, "ইন্দ্রনীলসমপ্রভাম্। ব্যোমলীনাং মহাচণ্ডাং সুরাসুরবিমর্দ্দিনীম্। ত্রিলোচনাং মহারাবাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্। কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং চন্দ্রসূর্য্যোপরিস্থিতাম্। শবযানগতাং চৈব প্রেতভৈরব-বেষ্টিতাম্। বসন্তীং পিতৃকান্তারে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনীম্" এইরূপ ধ্যানে বিবিধ ফলপুষ্প ও ছাগাদি উপহার দ্বারা ষোড়শোপচারে শ্মশানকালীর পূজা করিয়া শ্মশানের আগুন খদির কাষ্ঠে প্রজ্বালিত করিবে এবং তাহাতে" ওঁ নমো ভগবতি শ্মশানকালিকে অমুকং বিদ্বেষয় বিদ্বেষয় হন হন পচ পচ মথ মথ হুঁ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে প্রথমতঃ কটুতৈল মিশ্রিত নিম্বপত্রের দ্বারা হোম করিয়া পরে দশসহস্র পরিমিত তিল, যব ও আতপতণ্ডুলের হোম করিতে হইবে। হোমাবসানে সেই ভস্ম, আবার ঐ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিয়া রাখিবে। পরে "অমুকং" স্থানে যে শত্রুর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অঙ্গে, পুনরায় ঐ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলে, তৎক্ষণাৎ নিশ্চয়ই তাহার বিদ্বেষভাব উপস্থিত হইবে।

[বিস্তৃত বিবরণ ইন্দ্রজাল ও ভৌতিকবিদ্যা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

(ত্রি) ৩ বিদ্বেষক, বিদ্বেষ্টা, হিংসাকারী, যে হিংসা করে। "নাস্তি বাদার্থশাস্ত্রং হি ধর্ম্মবিদ্বেষণং পরম্।" (হরিবংশ ২৮।৩০)

"বিদ্বেষণং সংবননোভয়ঙ্করং"। (ঋক্ ৮।১।২)

'বিদ্বেষণং বিদ্বেষ্টারং'। (সায়ণ)

৪ অসৌজন্য, অপব্যবহার, দাক্ষিণ্যের (সৌজন্য বা সরলতার) বিপরীত।

"দাক্ষিণ্যমেকং সুভগত্বহেতুর্বিদ্বেষণং তদ্বিপরীতচেষ্টা
মন্ত্রৌষধাদ্যৈঃ কুহকপ্রয়োগৈর্ভবন্তি দোষা বহবো ন শর্ম্ম ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৭৫।৫)

বিদ্বেষ[ষি]ণী (স্ত্রী) যক্ষকন্যাবিশেষ; ইহার পিতার নাম দুঃসহ, মাতার নাম নির্ম্মাষ্টি। কলির ভার্য্যা ঋতুকালে চণ্ডাল দর্শন করিয়া এই নির্ম্মাষ্টিকে গর্ভে ধারণ করেন। দুঃসহ হইতে ইহার গর্ভে ১৬টী অতি ভীষণ সন্তান জন্মে, তন্মধ্যে ৮টী পুত্র ও ৮টী কন্যা। অষ্টমী কন্যার নাম বিদ্বেষণী, দ্বেষণী বা বিদ্বেষিণী। এ অতি ভয়ানকরূপে লোকের প্রতি হিংসা করে। ইহা কর্ত্তৃক নর কিংবা নারী বিদ্বিষ্ট হইলে, তাহার শান্তির জন্য দুগ্ধ, মধু ও ঘৃতসিক্ত তিলদ্বারা হোম এবং শুভজনক অন্যান্য ইষ্টিকর্ম্ম (যাগাদি) করা বিধেয়। এই ভ্রূকুটীকুটিলাননা বিদ্বেষিণীর দুইটী পুত্র, তাহারাও লোকের পরম অপকারী। *

বিদ্বেষবীর (পুং) একজন গ্রন্থকার।

বিদ্বেষস্ (ত্রি) বিদ্বেষকারী, বিদ্বেষ্টা, যে বিশেষরূপে দ্বেষ করে।

"বিদ্বেষসমনেহসং।" (ঋক্ ৮।২২।২)

'বিদ্বেষসং শত্রূণাং বিশেষেণ দ্বেষ্টারং।' (সায়ণ)

বিদ্বেষিতা (স্ত্রী) বিদ্বেষিত্ব, বিদ্রোহীর ভাব বা ধর্ম্ম।

বিদ্বেষিন্ (ত্রি) বিশেষেণ দ্বেষ্টীতি বি-দ্বিষ্-ণিনিঃ। যদ্বা বিদ্বেষোঽস্ত্যস্যেতি বিদ্বেষ-ইনিঃ। বিদ্বেষযুক্ত, বৈরী।

---

* "অন্যোন্যযুদ্ধসংরম্ভরুষিতৌ সমরে যুতৌ।
তদীয়নখরোড্ডীন-ধূলিমাদায় সাধকঃ ॥
ধূলিনা তেন বিদ্বেষস্তাড়নাদভিজায়তে।
পরস্পরং রিপোর্বৈরং মিত্রেণ সহ নিশ্চিতম্ ॥
মহিষাশ্বপুরীষাভ্যাং গোমূত্রেণ সমালিখেৎ।
যস্য নাম তয়োঃ শীঘ্রং বিদ্বেষশ্চ পরস্পরম্ ॥
রক্তেন মহিষাশ্বেন শ্মশানবস্ত্রকে লিখেৎ।
যস্য নাম ভবেৎ তস্য কাকপক্ষেণ লেখিতম্ ॥
বেষ্টয়েৎ দ্বিজচাণ্ডালকেশৈরেকতরৈস্ততঃ।
গর্ত্তে আমশরাবস্থ পিতৃকাননমধ্যতঃ ॥
ষট্‌কোণচক্রমধ্যে তু রিপোর্নাম সমন্বিতম্।
মন্ত্ররাজং প্রবক্ষ্যামি মহাভৈরবসংজ্ঞকম্ ॥
'ওঁ নমো মহাভৈরবায় রুদ্ররূপায় শ্মশানবাসিনে
অমুকামুকয়োর্বিদ্বেষং কুরুকুরু হুরুহুরু হুঁ হুঁ ফট্।'
এতন্মন্ত্রং লিখেত্তত্র বিদ্বেষো জায়তে ধ্রুবম্।" (ষট্‌কর্ম্মদীপিকা)

* "দুঃসহস্যাভবদ্ভার্য্যা নির্ম্মাষ্টির্নামনামতঃ।
জাতা কলেস্তু ভার্য্যায়ামৃতৌ চাণ্ডালদর্শনাৎ ॥
তয়োরপত্যান্যভবন্ জগদ্ব্যাপীনি ষোড়শ।
অষ্টৌ কুমারাঃ কন্যাশ্চ তথাষ্টাবতিভীষণাঃ ॥
* * * * *
বিদ্বেষণ্যষ্টমী নাম কন্যা লোকভয়াবহা। ৬
* * * * *
অষ্টমী দ্বেষণী নাম কন্যা লোকভয়াবহা।
যা করোতি নবদ্বিষ্টং নরং নারীমথাপি বা ॥ ৪৭
মধু-ক্ষীর-ঘৃতাক্তাংস্তু শান্ত্যর্থং হোময়েৎ তিলান্।
কুর্ব্বীত মিত্রবিন্দাঞ্চ তথেষ্টিং তৎপ্রশান্তয়ে ॥ ৪৮
* * * * *
বিদ্বেষিণী তু যা কন্যা ভ্রূকুটীকুটিলাননা।
তস্যা দ্বৌ তনয়ৌ পুংসামপকারপ্রকাশকৌ ॥" ১১৭
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫১ অ০)

"অপরে স্বল্পবিজ্ঞানা ধর্ম্মবিদ্বেষিণো নরাঃ।
ব্রাহ্মণান্ বেদবিদুষো নেচ্ছন্তি পরিসর্পিতুম্ ॥"
(মহাভারত ১৩।১৪৫।৫৮)

বিদ্বেষ্টৃ (ত্রি) বি-দ্বিষ-তৃচ্। বিদ্বেষ্টা, যে বিদ্বেষ করে, ঈর্ষাকারী, অসূয়াকারী।
"জহি শত্রুবলং কৃৎস্নং জয় বিশ্বম্ভরামিমাম্।
তব নৈকোঽপি বিদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানুকম্পিনঃ ॥"
(কাব্যাদর্শ ৩।১৩২)

বিদ্বেষ্য (ক্লী) ১ কক্কোল, কাকলা। (ত্রি) ২ বিদ্বেষীর পাত্র।

বিধ, বিধান, ছিদ্রকরণ, ছেদন। তুদা° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বিধতি। লঙ্ অবিধৎ। লুঙ্ অবেধীৎ। শতৃ-বিধৎ।

বিধ[ধা] (পুং স্ত্রী) বিধ-ক, অচ্ বা। ১ বিমান। ২ গজভক্ষ্য অন্ন, হস্তীর খাদ্য। ৩ প্রকার, রকম। ৪ বেধন, ছিদ্রকরণ। ৫ ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি। ৬ বেতন। ৭ কর্ম্ম, কার্য্য। ৮ বিধান, বিধি, নিয়ম।

বিধন (ক্লী) নির্ধন। (বৃহৎসংহিতা ৬৮।৭০)
(দেশজ) বেধন শব্দের অপভ্রংশ, বেঁধা।

বিধনতা (স্ত্রী) নির্ধনত্ব, ধনরহিতত্ব।

বিধনীকৃত (ত্রি) নির্ধনী করা হইয়াছে যাহাকে। "দ্যূতেন বিধনীকৃতঃ" (কথাসরিৎসা° ২৪।৫৮)

বিধনুষ্ক (ত্রি) ধনুহীন। (ভারত দ্রোণপর্ব্ব)

বিধনুস্ (ত্রি) চ্যুতধনু। (ভারত কর্ণপর্ব্ব)

বিধন্বন্ (ত্রি) যাহার ধনু নষ্ট হইয়াছে। খণ্ডিত ধনু। (ভার° দ্রোণপ°)

বিধমচূড়া (স্ত্রী) যাহার অগ্রভাগ বা চূড়াদেশ ধূম বা অগ্নিসংযুক্ত।

বিধমন (ত্রি) কোন বস্তুতে আগুন দিয়া তাহাকে বায়ুযোগে ধোঁয়ান, তাওয়ান বা বাতাস দেওয়ান। নলদ্বারা মুখবায়ুপ্রদান। ২ শুষির যন্ত্রাদিতে ফুৎকার দান।

বিধমা (স্ত্রী) বি-ধ্মা-শ তস্মিন্ পরে ধমাদেশশ্চ। ১ বিকৃত বা বিবিধ শব্দকারিণী। ২ বিকৃতগমনশীলা।
"গোষেধাং বিধমামুত"। (অথর্ব্ব° ১।১৮।৪)
'বিধমাম্ বিকৃতং ধমতি শব্দায়তে ইতি বিধমা[তাম্]। ধ্মা শব্দাগ্নিবক্ত্ সংযোগয়োরিত্যস্মাৎ শ প্রত্যয়ঃ "পাঘ্রাধ্মেতি ধমাদেশঃ। ফুৎকারাদি বিবিধশব্দকারিণীম্ ই'ত্যর্থঃ যদ্বাধমতির্গতিকর্ম্মা ইতি যাস্কঃ [নি° ৬।২] বিকৃতগমনাম্' (ভাষ্য)।

বিধরণ (ত্রি) ১ ধারণ, গতিরোধকরণ। ২ নির্দ্দিষ্ট সেতু। (শতপথব্রা° ১৪.৭।২।২৪) ৩ বিধৃতি শব্দার্থ।

বিধর্তৃ´ (ত্রি) বি-ধৃ-তৃচ্। ১ বিবিধ কারক।
"ত্বং বিধর্তঃ সচসে পুরন্ধ্যা"। (ঋক্ ২।১।৩)
'হে বিধর্তর্বিবিধকারক বৈশ্বানররূপাগ্নে"। (সায়ণ)
২ বিধারয়িতা, বিধারণকর্ত্তা, যিনি বিশেষ প্রকারে ধারণ করেন।
"প্র সীমাদিত্যো অসৃজদ্বিধর্ত্তা"। (ঋক্ ২।২৮।৪)
'বিধর্তা সেতুরিব জলস্য বিধারয়িতা'। (সায়ণ)
'বিধর্তা বিশ্বস্য কারকঃ'। (ঋক্ ৭।৭।৫ সায়ণ)
৩ বিধানকর্ত্তা, যিনি বিধান বা বিহিত করেন।
"স্বয়ং কবির্বিধর্ত্তরি"। (ঋক্ ৯।৪৭।৪)
'বিধর্ত্তরি কামানাং বিধাতরীন্দ্রে'। (সায়ণ)

বিধর্ম্ম (পুং) ১ পাঁচপ্রকার অধর্ম্মের শাখাভেদ, ধর্ম্মবাধ অর্থাৎ ধর্ম্মবুদ্ধিতেই জাতীয়ধর্ম্ম পরিত্যাগে অন্যধর্ম্মের আচরণ।*
২ ধর্ম্মবিগর্হিত, ধর্ম্মশাস্ত্রনিন্দিত।
"তৎপুত্রস্য মহাভাগ বিধর্ম্মোঽয়ং মহাত্মনঃ।
তবাপি বৈশ্যেন সহ ন যুদ্ধং ধর্ম্মবন্নৃপ ॥" (মার্ক°পু° ১২৩।৩০)
৩ নির্গুণ, গুণহীন। (নীলকণ্ঠ)

বিধর্ম্মক (ত্রি) বিশিষ্ট ধর্ম্মশীল।

বিধর্ম্মন্ (পুং) ১ সুধর্ম্মা, উত্তমধর্ম্মযুক্ত, বিশিষ্ট ধর্ম্মশীল।
"বিধর্ম্মন্ মন্যসে"। (ঋক্ ৫।১৭।২)
'হে বিধর্ম্মন্ বিশিষ্টো ধর্ম্মো যস্যাসৌ বিধর্ম্মা স্তোতা তস্য সম্বোধনং হে স্তোতঃ' (সায়ণ)
২ বিধারক। "বিধর্ম্মণি অক্রান্" (ঋক্ ৯।৬৪।৯)
'বিধর্ম্মণি বিধারকে পবিত্রে অক্রান্ অক্রমীৎ।'
৩ বিধারণ।
"ত্বাং যজ্ঞৈরবীবৃধন্ পবমান বিধর্ম্মণি। (ঋক্ ৯।৪।৯)
'যজ্ঞৈর্বিধর্ম্মণ্যাত্মবিধারণার্থমবীবৃধন্'। (সায়ণ)

বিধর্ম্মিক (ত্রি) ১ অধার্ম্মিক। ২ ভিন্নধর্ম্মা।

বিধর্ম্মিন্ (ত্রি) স্বধর্ম্মচ্যুত। পরধর্ম্মাবলম্বী।
"তস্মাদ্যুগ্মাসু পুত্রার্থী সংবিশেত সদা নরঃ।
বিধর্ম্মিণোঽহ্নি পূর্ব্বাহ্ণে সন্ধ্যাকালে চ পুণ্ডকাঃ ॥"
(মার্কপু° ৩৪।৮১)

বিধবতা (স্ত্রী) বৈধব্য, পতিরাহিত্য।

বিধবন (ক্লী) বি-ধূ-ল্যুট্। কম্পন, কাঁপা।

---

* "বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলং।
অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবৎ ত্যজেৎ।
ধর্ম্মবাধো বিধর্ম্মঃস্যাৎ পরধর্ম্মোঽন্যচোদিতঃ।
উপধর্ম্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ॥
যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুংভিরাভাসো হ্যাশ্রমাৎ পৃথক।
স্বভাববিহিতোধর্ম্মঃ কস্য নেষ্টঃপ্রশান্তয়ে॥"
(ভাগবত ৭।১৫।১২-১৪)
'ধর্ম্মবাধঃ ধর্ম্মবুদ্ধ্যাপি যস্মিন্ ক্রিয়মাণে স্বধর্ম্মবাধঃ।' (স্বামী)

বিধবযোষিৎ (স্ত্রী) বিধবা এব যোষিৎ ভাবিতপুংস্কত্বাৎ পুংস্কম্। বিধবা স্ত্রী, বিধবা। [বিধবা দেখ]

"কটুতিক্তরসায়নবিধবযোষিতো ভুজগতস্করমহিষ্যঃ।
খর-করভ-চণক-বাতুল-নিষ্পাবাশ্চার্কপুত্রস্ত॥"(বৃহৎস°১৬।৩৪)

বিধবা (স্ত্রী) বিগতো ধবো ভর্ত্তা যস্যাঃ। মৃতভর্ত্তৃকা স্ত্রী, যে স্ত্রীর পতি মরিয়া গিয়াছে। পর্য্যায়,—বিশ্বস্তা, জালিকা, রণ্ডা, যতিনী, যতি। (শব্দরত্না°) ধর্ম্মশাস্ত্রে হিন্দু বিধবার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক—

"মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা ইতি।
ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনবর্জ্জনং তাম্বূলাদিবর্জ্জনঞ্চ।
যথা প্রচেতাঃ—
তাম্বূলাভ্যঞ্জনঞ্চৈব কাংস্যপাত্রে চ ভোজনম্।
যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ বিধবা চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
অভ্যঞ্জনং আয়ুর্ব্বেদোক্তং পারিভাষিকং—স্মৃতিঃ—
একাহারঃ সদা কার্য্যো ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন।
পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিম্॥
গন্ধদ্রব্যস্য সম্ভোগো নৈব কার্য্যস্তয়া পুনঃ।
তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ॥
এতত্তু তর্পণং পুত্রপৌত্রাদ্যভাব ইতি মদনপারিজাতঃ।
বৈশাখে কার্ত্তিকে মাঘে বিশেষনিয়মঞ্চরেৎ।
স্নানং দানং তীর্থযাত্রাং বিষ্ণোর্নামগ্রহং মুহুঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তাহার অনুগমন বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবে। স্বামীর অনুগমন বা ব্রহ্মচর্য্য এই দুইটী ইচ্ছাবিকল্প; অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে এই দুইটীর একটী করিতে পারিবে। ব্রহ্মচর্য্য শব্দে মৈথুন ও তাম্বূলাদি বর্জ্জন বুঝিতে হইবে। 'ব্রহ্মচর্য্যং উপস্থসংযমঃ' উপস্থসংযমের নামই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচারিণী বিধবা স্ত্রী স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত অষ্টাঙ্গ মৈথুন পরিত্যাগ করিবেন। তাম্বূল সেবন, অভ্যঞ্জন ও কাংস্য পাত্রে ভোজন বিধবার পক্ষে অবৈধ। বিধবা একাহারী হইবে, দ্বিতীয়বার ভোজন করা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। বিধবা স্ত্রীর পর্য্যঙ্কে শয়ন করিতে নাই, পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলে তাহার স্বামীর অধোগতি হয়। বিধবা কোনরূপ গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিবে না। প্রতিদিন কুশতিলোদক দ্বারা তিনি স্বামীর তর্পণ করিবেন। পুত্র বা পৌত্র না থাকিলে তর্পণ অবশ্যবিধেয়। পুত্র পৌত্র থাকিলে তর্পণ না করিলেও চলে। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে বিধবা বিশেষ নিয়মবতী হইয়া গঙ্গাদি স্নান, দান, তীর্থযাত্রা ও সর্ব্বদা বিষ্ণুর নাম স্মরণ করিবেন।

কাশীখণ্ডে বিধবার ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী যদি কোন প্রকারে স্বামীর সহমৃতা হইতে না পারে, তাহা হইলে তাহার বিশুদ্ধ ভাবে চরিত্র রক্ষা করা উচিত। কারণ চরিত্র নষ্ট হইলে তাহার নরক হইয়া থাকে। চরিত্রহীন বিধবার পতি এবং পিতা মাতা প্রভৃতি সকলই স্বর্গস্থিত হইলেও তথা হইতে চ্যুত হইয়া নিরয়গামী হইয়া থাকে। যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর যথাবিধি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার পতির সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকেন। বিধবার কবরীবন্ধন পতির বন্ধনের কারণ। এই জন্য বিধবা সর্ব্বদা মস্তক মুণ্ডন করিয়া রাখিবে। বিধবা অহোরাত্রের মধ্যে কেবল একবার ভোজন করিবে, দুইবার আহার করিবে না। ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র বা পক্ষব্রত অবলম্বন বা মাসোপবাসব্রত, চান্দ্রায়ণ, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ, পরাকব্রত কিংবা তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে। যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন যবান্ন, ফল বা শাক আহার বা জলমাত্র পান করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।

বিধবা নারী পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলে পতিকে অধঃপাতিত করা হয়, এইজন্য তাহাকে পতির সুখাভিলাষে ভূমিতে শয়ন করিতে হইবে। বিধবা কখন অঙ্গে উদ্বর্ত্তন লেপন এবং গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিবে না। প্রতিদিন পতি ও তাহার পিতা এবং পিতামহের উদ্দেশে তাহাদের নাম ও গোত্র উচ্চারণ করিয়া কুশ ও তিলোদকের দ্বারা তর্পণ করিবে এবং পতিবুদ্ধিতে বিষ্ণুর পূজা করিবে। সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুকে সতত পতিরূপে ধ্যান করিবে। পতি জীবিতাবস্থায় যে সকল দ্রব্য ভাল বাসিতেন, সেই সকল দ্রব্য সদ্ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা দান করিতে হইবে। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করা বিধেয়।

স্নান, দান, তীর্থযাত্রা এবং বারংবার বিষ্ণুর নামস্মরণ, বৈশাখ মাসে জলকুম্ভদান, কার্ত্তিক মাসে দেবস্থানে ঘৃতপ্রদীপ দান এবং মাঘমাসে ধান্য ও তিল উৎসর্গ। এই সকল বিধবার অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন বিধবা বৈশাখ মাসে জলসত্র, দেবতার উপর জলধারা, পাদুকা, ব্যজন, ছত্র, সূক্ষ্ম বস্ত্র, কর্পূরমিশ্রিত চন্দন, তাম্বূল, সুগন্ধিপুষ্প, অনেক প্রকার জলপাত্র, পুষ্পপাত্র, নানাবিধ পানীয় দ্রব্য এবং দ্রাক্ষা ও রম্ভা প্রভৃতি ফল পতির প্রীতিকামনায় সদ্ব্রাহ্মণসমূহকে দান করিবে।

কার্ত্তিক মাসে যবান্ন বা একবিধ অন্ন আহার করিবে, বৃন্তাক ও শুকশিম্বী (বরবটী) ভোজন করিবে না। এই মাসে তৈল মধু ও কাংস্যপাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ। এই সময় মৌনব্রত অব-

লম্বন বিধেয়। মৌনী হইয়া থাকিলে মাসের শেষে ঘণ্টা দান, পাত্রে ভোজন নিয়ম করিলে মাসের শেষে ঘৃতপূর্ণ কাংস্য পাত্র দান, ভূমিশয্যা ব্রত করিলে শেষে শয্যাদান, ফল ত্যাগ করিলে ফল দান, ধান্যত্যাগ করিলে ধান্য বা ধেনু দান করা বিধেয়। দেবাদি গৃহে ঘৃতপ্রদীপ দান অবশ্যকর্ত্তব্য এবং সকল দান হইতে এই দান শ্রেষ্ঠ।

মাঘমাসে সূর্য্য কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইলে স্নান করিবে। এইরূপে প্রতিদিন স্নান করিয়া সামর্থ্যানুরূপ নিয়ম সকল অবলম্বন করিবে। এইমাসে ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও তপস্বীদিগকে পক্কান্ন, লাড়ু, ফেণিকা ও অন্যান্য ঘৃতপক্ক মিষ্টদ্রব্য ভোজন করাইবে। শীত নিবারণের জন্য "শুষ্ক কাষ্ঠ দান, তূলাভরা জামা এবং সুন্দর গাত্র বস্ত্র, মঞ্জিষ্ঠারাগরঞ্জিত বস্ত্র, জাতীফল, লবঙ্গাদিযুক্ত তাম্বূল, বিচিত্র কম্বল, নির্ব্বাত গৃহ, কোমল পাদুকা ও সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন দান করা বিধেয়। দেবাগারে কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি উপহার দ্বারা পতিরূপী ভগবান্ প্রীত হউন বলিয়া ভাবনা করিয়া দেবপূজা করিবে। এইরূপ বিবিধ নিয়ম ও ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ এই তিন মাস অতি বাহিত করিবে।

বিধবা স্ত্রী প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও বৃষে আরোহণ করিবে না, কঞ্চুক বা রঙ্গিন বস্ত্র পরিধান করিবে না। ভর্ত্তৃতৎপরা বিধবা পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কার্য্য করিবে না। এই রূপভাবে কালযাপন করিলে বিধবাও মঙ্গলরূপিণী হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা কুত্রাপি দুঃখ না পাইয়া অন্তকালে পতিলোকে গমন করিয়া থাকেন। (কাশীখ০ ৪ অ০)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, বিধবা প্রতিদিন দিনান্তে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে ও সর্ব্বদা নিষ্কামা হইবে। উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান, গন্ধদ্রব্য, সুগন্ধি তৈল, মাল্য, চন্দন, শঙ্খ, সিন্দুর ও ভূষণ বিধবার পরিত্যাজ্য। নিত্য মলিন বস্ত্র ধারণ করিয়া নারায়ণ নাম স্মরণ করাই তাহার কর্ত্তব্য। বিধবা স্ত্রী ঐকান্তিক ভক্তিমতী হইয়া নিত্য নারায়ণ সেবা, ও নারায়ণ নামোচ্চারণ ও পুরুষ মাত্রকে ধর্ম্মতঃ পুত্রতুল্য দর্শন করিবে। বিধবার মিষ্টান্ন ভোজন বা অর্থসঞ্চয় করিতে নাই। তিনি একাদশী, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, শ্রীরামনবমী ও শিবচতুর্দ্দশীতে নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকিবেন। অঘোরা ও প্রেতা চতুর্দ্দশী তিথিতে এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ কালে ভ্রষ্ট দ্রব্য বিধবার পক্ষে নিষিদ্ধ। সুতরাং তদ্ব্যতীত অন্য বস্তু ভোজন করা বিধেয়। বিধবার পক্ষে তাম্বূল ও সুরা গোমাংসের তুল্য, সুতরাং উহা বিধবা পরিত্যাগ করিবে। রক্তশাক, মসুর, জম্বীর, পর্ণ ও বর্ত্তুলাকার অলাবুও নিষিদ্ধ।

বিধবা পর্য্যঙ্কশায়িনী হইলে পতিকে পাতিত করে এবং যানারোহণ করিলে স্বয়ং নরকগামিনী হয়। সুতরাং ইহা পরিত্যাগ করিবে। কেশসংস্কার, গাত্রসংস্কার, তৈলাভ্যঙ্গ, দর্পণে মুখদর্শন, পরপুরুষের মুখদর্শন, যাত্রা, নৃত্য, মহোৎসব, নৃত্যকারী গায়ক এবং সুবেশসম্পন্ন পুরুষকে কদাপি দর্শন. করিবে না। সর্ব্বদা ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া সময় অতিবাহিত করিবে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ শ্রীকৃষ্ণজন্মখ০ ৮৩ অ০)

"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥"

(বিষ্ণুসংহিতা ২৫।১৭)

স্বামীর মৃত্যুর পর সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবে, যদি পুত্রবতী না হয়, তাহা হইলেও এক ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। মনুতে লিখিত আছে যে, পিতা যাহাকে দান বা পিতার অনুমতি ক্রমে ভ্রাতা যাহাকে দান করিয়াছেন, সেই স্বামীর জীবিতকাল পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করা এবং স্বামীর মৃত্যুর পর ও ব্যভিচারাদি দ্বারা তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন না করা স্ত্রীমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। স্ত্রীদিগের বিবাহ কালে পুণ্যাহবাচনাদি, স্বস্ত্যয়ন ও প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে যে হোম করা হয়, সে কেবল উভয়ের মঙ্গলার্থ মাত্র, কিন্তু বিবাহকালে যে সম্প্রদান করা হয়, তাহাতেই স্ত্রীদিগের উপর স্বামীর সম্পূর্ণ স্বামিত্ব জন্মে। তদবধি স্ত্রীলোকের স্বামিপরতন্ত্রতাই একমাত্র উপযুক্ত। পতি গুণহীন হইলেও তাহাকে উপেক্ষা না করিয়া দেবতার ন্যায় সেবা করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে স্বামী বিনা পৃথক্ যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ব্রত ও উপবাস নাই। কেবল পতিসেবা দ্বারাই স্ত্রীলোক স্বর্গে গমন কবিয়া থাকে।

স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃত হউন, স্বাধ্বী স্ত্রী পতিলোককামী হইয়া কখন তাহার অপ্রিয়াচরণ করিবে না। পতি মৃত হইলে স্ত্রী স্বেচ্ছানুসারে মূল ও ফলদ্বারা জীবন ক্ষয় করিবেন, কিন্তু কখন পতিবিনা পরপুরুষের নামোচ্চারণ করিবেন না। যতদিন না আপনার মরণ হয়, ততদিন তিনি ক্লেশসহিষ্ণু ও নিয়মচারী হইয়া মধু মাংস ও মৈথুনাদি বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবেন। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাই বিধবাদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সাধ্বী বিধবা স্ত্রী অপুত্রা হইলেও একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যবলে স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন।

(মনু ৫ অধ্যায়)

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবেন। এই বিষয়ে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধ নাই। ইহাতে

কেহ কেহ বলেন যে, যদি কোন বিধবা ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনে অসমর্থা হয়, তাহা হইলে পুনরায় তাহার পত্যন্তর গ্রহণ অশাস্ত্রীয় নহে। তাঁহারা বলেন যে, 'কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ' কলিযুগে পরাশরস্মৃতিই প্রমাণরূপে পরিগণিত, সুতরাং পরাশর যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা এই যুগে আদরণীয় হইবে। পরাশরের মত এই যে,—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥"

(পরাশরসংহিতা)

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের এই পাচ প্রকার বিপত্তি কালে পত্যন্তর গ্রহণ বিধেয়।

যে নারী স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই স্ত্রী দেহান্তে ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় স্বর্গ লাভ করে। মনুষ্য শরীরে যে সার্দ্ধত্রিকোটী লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে, তাহার ততদিন স্বর্গগতি হয়।

পরাশরের এই বচনানুসারে বিধবা স্ত্রীদিগের পক্ষে তিনটী বিধি আছে। স্বামীর সহগমন, ব্রহ্মচর্য্য ও পত্যন্তর গ্রহণ অর্থাৎ বিবাহ। যে স্ত্রী স্বামীর সহগমনে বা ব্রহ্মচর্য্যপালনে অসমর্থা, তাহারাই পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিবে, সকলে নহে। ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালন অতি কষ্টসাধ্য, সকলের পক্ষে সুগম নহে, সুতরাং যাহারা ইহা পালন না করিতে পারিবেন, পরাশর তাহাদেরই বিবাহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরাশরের এই বচনানুসারে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া স্থির করা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই বিধবার পুনরুদ্বাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী আপৎকাল উপস্থিত হইলে "পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।" এই শ্লোকাংশের তাৎপর্য্য অনুসারে 'অন্যঃ পতিঃ' গ্রহণের বিধি বিহিত হইয়াছে। অন্য পতি শব্দের অর্থ—ভিন্ন ভর্ত্তা বা পালক। স্ত্রীগণ কোন কালেই স্বাতন্ত্র্যভাবে অবস্থান করিবেন না, তাহারা একজন পালক স্থির করিয়া লইবেন। পতি শব্দের এইরূপ পালক অর্থ করিয়া লইলে অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিতও একবাক্যতা থাকে। বিধবার পত্যন্তরগ্রহণের নিষেধক বহুতর প্রমাণও আছে, নিম্নে তাহার দুই চারিটী মাত্র প্রদর্শিত হইল।

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপয়মস্তথা॥
দেবরেণ সুতোপত্তির্ম্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং বরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখং।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ॥"

(রঘুনন্দনধৃত বৃহন্নারদীয়)

সমুদ্রযাত্রা, কমণ্ডলুধারণ, দ্বিজাতির ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, মধুপর্কে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংস ভোজন, বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বন, এক জনকে কন্যা দান করিয়া সেই কন্যার পুনরায় অন্য বরে দান এবং দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য এই সকল কলিযুগে বর্জ্জনীয়। এই সকল অন্য যুগে বিহিত ছিল, কিন্তু কলিযুগে নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব দত্তা নারীর পুনরায় দান এখন নিষিদ্ধ।

"সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্।
দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাৎ শ্রেয়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১৬৫)

বাক্য দ্বারাই হউক আর মন দ্বারাই হউক, যে কন্যা একবার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে হরণ করিলে অর্থাৎ অপরের সহিত বিবাহ দিলে ঐ কন্যাদাতা চোরের যে দণ্ড বিহিত আছে, সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। কিন্তু যদি প্রথম বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর মিলে তাহা হইলে বাগ্দত্তা কন্যা উৎকৃষ্ট বরে প্রদান করিবে। এই বচন দ্বারা জানা যায়, পূর্ব্বে কোনও ব্যক্তিকে বাগ্দান করিয়া পরে তদপেক্ষায় উৎকৃষ্ট বর পাইলে তাহাকেই কন্যা দান করা হইত। কিন্তু দত্তা কন্যার পুনর্ব্বার দান কোন শাস্ত্রেই সমর্থিত হয় নাই।

আরও লিখিত আছে যে,—

"অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তাং সমপিণ্ডাং যবীয়সীম্॥
অনন্যপূর্ব্বিকাং দানেনোপভোগেন পুরুষান্তর-
পরিগৃহীতাম্।" (যাজ্ঞবল্ক্যসং ১৫২)

অস্খলিতব্রহ্মচর্য্য দ্বিজাতি নপুংসকত্বাদি দোষশূন্যা, অনন্যপূর্ব্বা (পূর্ব্বে পাত্রান্তরের সহিত যাহার বিবাহ দিবার স্থিরতা পর্য্যন্ত নাই, এবং অপরের উপভুক্তা নহে তাহাকে অনন্যপূর্ব্বা কহে) কান্তিমতী অসপিণ্ডা ও বয়ঃকনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিবে। এই বচন দ্বারা জানা যায় যে, অনন্যপূর্ব্বিকার বিবাহ হইবে না, ইহা দ্বারা বাগ্দত্তা কন্যার বিবাহও নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্যাস-

সংহিতা, বশিষ্ঠসংহিতা প্রভৃতিতেও অনন্যপূর্ব্বিকার গ্রহণ নিষিদ্ধ। বিধবা স্ত্রী অন্যপূর্ব্বিকা, অনন্তপূর্ব্বিকা নহে, সুতরাং বিধবার বিবাহ এখন অশাস্ত্রীয়।*

পারস্করগৃহ্যসূত্রে লিখিত আছে যে, গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তনের পর কুমারীর পাণিগ্রহণ করিবে, কন্যাকেই কুমারী কহে। অদত্তা কন্যাই কুমারী শব্দের লক্ষ্যার্থ। যাহাকে একবার দান করা হইয়াছে, তাহার আর দান হইতে পারে না। কুমারী-দানকেই বিবাহ বলা যাইতে পারে। বিবাহিতার পুনরায় দান বিবাহপদবাচ্য নহে। "অগ্নিমুপধায় কুমার্য্যাঃ পাণিং গৃহ্ণীয়াৎ ত্রিষু ত্রিষূত্তরাদিষু।" (পারস্করগৃহ্যসূত্র)

'কন্যাশব্দার্থঃ কথ্যতে, কন্যা কুমারী' ইত্যমরঃ, 'কন্যাপদমদত্তস্ত্রীমাত্রবচনেন' ইত্যাদি দায়ভাগটীকায়াং আচার্য্যচূড়ামণিঃ। 'কন্যাপদস্যাপরিণীতামাত্রবচনাৎ' ইতি রঘুনন্দনঃ। ইত্যাদি বচনৈঃ কুমারীনামেব পরিণয়ে বিবাহশব্দবাচ্যত্বং নত্বন্যায়াং। মনুতে লিখিত আছে যে, কন্যা একবার প্রদত্ত এবং দদানি অর্থাৎ দানও একবার হইয়া থাকে, ইহা দুইবার হয় না, সম্পত্তি সজ্জনকর্ত্তৃক একবারই বিভক্ত হইয়া থাকে, এইরূপ কন্যার দানও একবারই হয়, দ্বিতীয়বার হয় না।

"সকৃদংশো নিপততি সকৃৎকন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহুদদানীতি ত্রীণ্যেতাণি সতাং সকৃৎ॥" (মনু ৯।৪৭)

সুতরাং এই বচনানুসারেও কন্যাকে একবার দান করিয়া আবার তাহাকে দান করা যায় না। অতএব দত্তাকন্যার স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার বিবাহ হইতে পারে না। আরও লিখিত আছে যে—

"যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ॥
মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞস্তাসাং প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণম্॥" (মনু ৫।১৫১-১৫২)

"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥
অপত্যলোভাৎ যাতু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥
নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্য পরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিৎ ভর্ত্তোপদিশ্যতে॥

* "সবর্ণামসমানার্ষামমাতৃপিতৃগোত্রজাম্।
অনন্তপূর্ব্বিকাং লঘ্বীং শুভলক্ষণসংযুতাম্॥" (ব্যাস ২।৩)
"গৃহস্থসদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেতানন্তপূর্ব্বিকাম্।" (গৌতম ৪।১)
"গৃহস্থো বিনীতক্রোধ হর্ষো গুরুণানুজ্ঞাতঃ স্নাত্বা
অসমানার্ষাং অস্পৃষ্টমৈথুনাং ভার্য্যাং বিন্দেত॥" (বশিষ্ঠ ৮।১)

পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে।
নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্ব্বেতি চোচ্যতে॥"
(মনু ৫।১৬০-১৬৩)

পিতা বা ভ্রাতা যাহাকে দান করিয়াছেন, সাধ্বী স্ত্রী কায়মনোবাক্যে তাহারই সুশ্রূষা করিবে। তাহার মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবে, এই ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে তিনি পুত্রহীনা হইলেও স্বর্গগমন করিবেন। যে স্ত্রী সন্তানকামনায় স্বামীকে অতিবর্ত্তন করিয়া ব্যভিচারিণী হন, তিনি ইহলোকে নিন্দাগ্রস্ত ও পরলোকে পতিলোক হইতে চ্যুত হন। স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষকর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রে স্ত্রীলোকের কোন ধর্ম্মকার্য্য হইতে পারে না। এইরূপ ব্যভিচারোৎপন্নপুত্র শাস্ত্রে পুত্রপদবাচ্যই নহে।

মনু বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন—

'ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিৎ ভর্ত্তোপদিশ্যতে' অতএব বিধবাস্ত্রীগণের দ্বিতীয় ভর্ত্তাগ্রহণ বিবাহপদবাচ্য নহে। পরপুরুষ উপভোগদ্বারা স্ত্রীলোক সংসারে নিন্দনীয় হয় এবং পরকালে শৃগালযোনিতে জন্ম লয় ও নানাপ্রকার পাপরোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় পীড়া ভোগ করে। যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সংযত থাকিয়া স্বামীকে অতিক্রম না করে, সে পতিলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং বিধবাদিগের পুনর্ব্বার পত্যন্তর-গ্রহণ অবৈধ। আদিত্যপুরাণে লিখিত আছে যে,—

"দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তকন্যা প্রদীয়তে॥
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়িদ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্ম্যযুদ্ধেন হিংসনম্॥" ইত্যাদি।

দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলুধারণ, দেবরদ্বারা পুত্রোৎপাদন, দত্তাকন্যার দান, দ্বিজাতির অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ, এই সকল কলিযুগে নিষিদ্ধ। অর্থাৎ পূর্ব্বকালে এই সকল প্রচলিত ছিল। 'দত্তা কন্যার দান' ইহাদ্বারা বিধবার পুনরায় অন্যবরে দান নিষিদ্ধ হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে আরও লিখিত আছে যে, এই কলিযুগে দত্তক এবং ঔরস এই দ্বিবিধ পুত্রেরই ব্যবস্থা আছে, ইহা ভিন্ন অন্য যে সকল পুত্র তাহারা ধর্ম্মকার্য্যে অধিকারী নহে। বিবাহ করা পুত্রের নিমিত্ত, যদি বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত পৌনর্ভবের পুত্রত্ব নিষিদ্ধ হইল, তখন সুতরাং বিধবার বিবাহও নিষিদ্ধ। বিধবার গর্ভজাত পুত্রদ্বারা যদি পিতামাতার ধর্ম্মকর্ম্মই সিদ্ধ না হইল, তাহা হইলে বিবাহের প্রয়োজনের অসিদ্ধিতে তাহার বিবাহ নিষিদ্ধ বুঝিতে হইবে। কাশ্যপ দত্তা ও বাগ্দত্তা উভয়বিধ স্ত্রীর বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন।

"সপ্তপৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা॥
উদকস্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূপ্রভবা চ যা।
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ॥" (কাশ্যপ)

বাগ্‌দত্তা অর্থাৎ যাহাকে বাক্যদ্বারা দান করা হইয়াছে, মনোদত্তা, যাহাকে মনে মনে দান করা হইয়াছে, কৃতকৌতুক-মঙ্গলা, যাহার হস্তে বিবাহসূত্র বন্ধন করা হইয়াছে, উদকস্পর্শিতা, অর্থাৎ যাহাকে দান করা হইয়াছে, পাণিগৃহীতিকা, যাহার পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে, অথচ কুশণ্ডিকা হয় নাই, অগ্নি-পরিগতা, যাহার কুশণ্ডিকা হইয়াছে, পুনর্ভূপ্রভবা, পুনর্ভূর গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, এই সকল বর্জ্জন করিবে অর্থাৎ ইহাদের আর বিবাহ দিবে না। এই সকল বিবাহিতা হইলে অগ্নির ন্যায় পতিকুল দগ্ধ করে।

কাশ্যপ বাগ্‌দত্তা ও দত্তা উভয়কেই তুল্যরূপে নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং ইহার বচনানুসারেও বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। আদিপুরাণাদিতে বিধবার বিবাহ স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"ঊঢ়ায়া পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্॥" (আদিপুরাণ)

বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃভার্য্যায় পুত্রোৎপাদন, কমণ্ডলুধারণ, কলিযুগে এই পাঁচ কর্ম্ম করিবে না।

"দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তির্দত্তাকন্যা ন দীয়তে।
ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ ন চ কমণ্ডলুঃ॥" (ক্রতু)

দেবরদ্বারা পুত্রোৎপাদন, দত্তাকন্যার দান, যজ্ঞে গোবধ এবং কমণ্ডলুধারণ কলিযুগে করিবে না।

"দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ।" (বৃহন্নারদীয়)

কলিযুগে দত্তা কন্যাকে পুনরায় অন্যপাত্রে দান করিবে না।

এই সকল বচনসমূহ দ্বারা বর্ত্তমান যুগে উচ্চ হিন্দু সমাজে বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বিধবাবেদন (ক্লী) বিধবা-বিবাহ।

বিধস্ (পুং) ব্রহ্মা। (উণাদিকোষ)

বিধস (ক্লী) মধূচ্ছিষ্ট, মোম। (বৈ° নিঘ°)

বিধা (স্ত্রী) বি-ধা-ক্বিপ্। ১ জল, আপ।

"সজূর্ঋতুভিঃ সজূর্বিধাভিঃ সজূর্বসুভিঃ।" (শুক্লযজুঃ ১৪।৭)

'বিধাভির্যাভিঃ সজূরসি বিদধতি সৃজন্তি জগদিতি বিধা আপঃ তাভিঃ। আপো বৈ বিধা অদ্ভির্হীদং সর্ব্বং বিহিতমিতি শ্রুতেঃ। আপ এব সসর্জ্জাদৌ ইতি স্মৃতেশ্চ।" (মহীধর)

২ বিধশব্দার্থ। [বিধশব্দ দেখ]

বিধাতব্য (ত্রি) বিধেয়, ব্যবস্থেয়, বিধানযোগ্য।

"আসনানি চ দিব্যানি যানানি শয়নানি চ।
বিধাতব্যানি পাণ্ডূনাম্ * *॥" (মহাভারত)

বিধাতা, ভৃগুমুনির পুত্র বিশেষ; মেরুকন্যা নিয়তি ইহার ভার্য্যা, এই বিধাতা হইতে নিয়তির একপুত্র জন্মে, তাহার নাম প্রাণ। বেদশিরাঃ ও কবি নামে প্রাণের দুই পুত্র। (ভাগবত)

বিধাতৃ (পুং) বি-ধা-তৃচ্। ১ ব্রহ্মা। (অমর) ২ বিষ্ণু।

"অবিজ্ঞাতা সহস্রাংশুর্বিধাতা কৃতলক্ষণঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।৬৪)

'বিশেষেণ শেষদিগ্‌গজভূ-ভূধরাৎ সমস্তভূতানি চ দধাতীতি বিধাতা।' (শাঙ্করভাষ্য) ৩ মহেশ্বর।

"উষঙ্গুশ্চ বিধাতা চ মান্ধাতা ভূতভাবনঃ॥"

৪ কামদেব। (মেদিনী) ৫ মদিরা। (রাজনি°) ৬ বিধান-কর্ত্তা। ৭ দাতা।

"স্বয়ং বিধাতা তপসঃ ফলানাং
কেনাপি কামেন তপশ্চচার।" (কুমারস° ১।৫৭)

৮ সর্ব্বসমর্থ।

"তস্মা হীনং বিধাতর্মাং কথং পশ্যন্ন দূয়সে।
সিক্তং স্বয়মিব স্নেহাদ্বন্ধ্যমাশ্রমপাদপম্॥" (রঘু ১।৭০)

৯ বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠাতা, যিনি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।

"বিধাতা শাসিতা বক্তা মৈত্রী ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
তস্মৈ নাকুশলং ব্রূয়াৎ ন শুষ্কাং গিরমীরয়েৎ॥" (মনু ১১।৩৫)

'বিধাতেতি বিহিতকর্ম্মণামনুষ্ঠাতা'। (কুল্লূক) ১০ নির্ম্মিতা, নির্ম্মাণকর্ত্তা, প্রস্তুতকারী। ১১ স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্ত্তা। এই অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বরের অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াজালে বিমোহিত জীব, তদীয় অতীব বিচিত্র কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে যথার্থ তত্ত্বনিরূপণে পরাঙ্মুখ হইয়া অপ্রতিভের ন্যায় নিয়ত অবস্থান করিতেছে, কেন না তাহারা দেখিতেছে যে, এই জগৎপ্রপঞ্চে প্রকারান্তরে কোথায়ও তৃণের দ্বারা পর্ব্বত (দাবাগ্নি সহযোগে), কীটের দ্বারা সিংহশার্দ্দূল, মশকে গজ, শিশুকর্ত্তৃক মহাবীর পুরুষ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতেছে, কোথায়ও মূষিক মণ্ডূক প্রভৃতি খাদ্য, মার্জ্জার ভুজঙ্গাদি খাদকগণের বিনাশ সাধন করিতেছে। কোন-স্থানে বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী অগ্নি ও জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া তাহার নির্ম্মূলতা সম্পাদন করিতেছে এবং স্বকীয় নাশ্য শুষ্ক তৃণাদি দ্বারা স্বয়ং বিনষ্ট হইতেছে। ভাবিয়া দেখিলে, ইহার অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? যে, এক জহ্নুমুনিই এই ভূমণ্ডলব্যাপী সপ্তসমুদ্রের জল উদরস্থ করিয়াছিলেন।*

* "তৃণেন পর্ব্বতং হন্তুং শক্তো ধাতা চ যাবতঃ।
কীটেন সিংহশার্দ্দূলং মশকেন গজং তথা।
শিশুনা চ মহাবীরং মহান্তং ক্ষুদ্রজন্তুভিঃ।

১২ অধর্ম্ম।

"যৌ ধাতা চ বিধাতা চ পৌরাণৌ জগতাংপতী।
যৌ শাস্তারৌ ত্রিলোকেঽস্মিন্ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রকীর্ত্তিতৌ ॥"(অগ্নিপু°)

(ত্রি) ১৩ মেধাবী। (নিঘণ্টু)

বিধাতৃকা (স্ত্রী) বিধায়িকা।

বিধাতৃভূ (পুং) বিধাতুর্ব্রহ্মণো ভূরুৎপত্তির্যস্য। নারদমুনি। (ত্রিকা°) ২ মরিচ্যাদি।

বিধাত্রায়ুস্ (পুং) বিধাতুরায়ুর্জীবিতকালপরিমাণং যস্মাৎ। সূর্য্যক্রিয়াং বিনা বৎসরাদিজ্ঞানাসম্ভবাদেবাস্য তথাত্বম্। ১ সূর্য্য, যাহা হইতে বিধাতার সৃষ্টপদার্থের জীবিত কাল পরিমিত হয়। ইহাঁর উদয়াস্ত ক্রিয়া দ্বারা লোকের বৎসরাদিজ্ঞান জন্মে এবং তাহা হইতে জীবের আয়ুষ্কাল নির্ণীত হয়, একারণ ইহঁাকে বিধাত্রায়ুঃ বলে।

'বেশদানো বিধাত্রায়ুর্দিব্যবস্ত্রো দিবাকরঃ ॥' (শব্দচ°)

২ ব্রহ্মার বয়স। চতুর্দ্দশ মন্বন্তর* অথবা মনুষ্যমানের এক-কল্পে ব্রহ্মার একদিন, মানবীয় ত্রিংশৎকল্পে, ৪২০ মন্বন্তরে বা ব্রহ্মার ৩০ দিনে একমাস, এইরূপ ৩৬০ কল্পে, ৫০৪০ মন্বন্তরে বা ১২ মাসে ব্রহ্মার এক সংবৎসর হয়। এইরূপ বৎসরের শত বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মার পরমায়ু; তাঁহার ৫০ বৎসর অর্থাৎ অর্দ্ধেক পরিমাণ অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমান একপঞ্চাশৎবর্ষ ও শ্বেত-বারাহকল্প আরম্ভ হইয়া তাহার ৬টী মন্বন্তর গত হইয়াছে। এখন বৈবস্বত মন্বন্তর চলিতেছে।*

বিধাত্রী (স্ত্রী) বি-ধা-তৃচ্-ঙীষ্। ১ পিপ্পলী, পেপুল। (শব্দচ°) ২ বিধানকর্ত্রী প্রভৃতি বিধাতৃ-শব্দার্থ। [বিধাতৃ শব্দ দেখ।]

"গতাসূনাং বাহুপ্রকরকৃতকাঞ্চীপরিলস-
ন্নিতম্বাং দিগ্বস্ত্রাং ত্রিভুবনবিধাত্রীং ত্রিনয়নাম্।"
(তন্ত্রসারকৃত কর্পূরাদিস্তব)

বিধান (ক্লী) বি ধা-ল্যুট্। ১ বিধি, নিয়ম, ব্যবস্থা।

"যদা তু যানমাতিষ্ঠেৎ পররাষ্ট্রং প্রতি প্রভুঃ।
তদা তেন বিধানেন যায়াদরিপুরং শনৈঃ ॥" (মনু ৭।১৮১)

২ করণ, কৃতি, নির্ম্মাণ করা।

"পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং ন চেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ ॥"
(রঘু ৭।১৪)

৩ করিকবল, গজগ্রাস। ৪ বেদাদিশাস্ত্র।

"ত্বমেকো হ্যস্য সর্ব্বস্য বিধানস্য স্বয়ম্ভুবঃ।
অচিন্ত্যস্যাপ্রমেয়স্য কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎপ্রভো ॥" (মনু ১।৩)

৫ নাটকাঙ্গবিশেষ, প্রস্তুত বিষয় সুখদুঃখকর হইলে তাহা বিধান বলিয়া কথিত হয়।

"সুখদুঃখকৃতো যোঽর্থস্তদ্বিধানমিতি স্মৃতম্।"
(সাহিত্যদর্পণ ৬।৩৪৬)

উদাহরণ:—"হে বৎস! বাল্যকালেই তোমার এতাদৃশ উৎসাহাতিশয় দেখিয়া আমার মন যুগপৎ হর্ষ এবং বিষাদে আক্রান্ত হইল।"

"উৎসাহাতিশয়ং বৎস! তব বাল্যঞ্চ পশ্যতঃ।
মম হর্ষবিষাদাভ্যামাক্রান্তং যুগপন্মনঃ ॥" (বালচরিত)

৬ জনন, জন্মান, উৎপত্তি করা। ৭ প্রেরণ, পাঠান। ৮ আজ্ঞাকরণ, অনুমতি করা। ৯ ধন, সম্পত্তি। ১০ পূজা, অর্চ্চনা। ১১ শত্রুতাচরণ। ১২ গ্রহণ। ১৩ উপার্জ্জন। ১৪। বিষম। ১৫ অনুভব। ১৬ উপায়। ১৭ বিন্যাস।

বিধানক (ক্লী) ১ ব্যথা, ক্লেশ, যাতনা। (শব্দরত্না°) ২ বিধি।

"ততস্তপ্তৌ ভদন্তোঽসৌ তস্মায়াদিত্যশর্ম্মণে।
দদৌ সুলোচনামন্ত্রমথিতং সবিধানকম্ ॥" (কথাস° ৪৯।১৮০)

(ত্রি) ৩ বিধানবেত্তা, ব্যবস্থাজ্ঞ, যিনি বিধিবিহিত ব্যবস্থা জানেন।

বিধানগ (পুং) বিধানং গায়তীতি গৈ-ঠক্। পণ্ডিত। (শব্দরত্না°)

বিধানজ্ঞ (পুং) বিধানং জানাতীতি বিধান-জ্ঞা-ক। ১ পণ্ডিত। ২ বিধানবেত্তা, বিধিজ্ঞ।

বিধানশাস্ত্র (ক্লী) ব্যবস্থাশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, আইন (Law)।

বিধানসংহিতা (স্ত্রী) বিধানশাস্ত্র।

বিধানসপ্তমীব্রত (ক্লী) সপ্তমীতিথিতে কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ, এই ব্রত মাঘমাসের শুক্লাসপ্তমী তিথিতে আরম্ভ করিয়া পৌষ-মাসের শুক্লাসপ্তমী পর্য্যন্ত প্রতিমাসের সপ্তমী তিথিতে করিতে হয়। এই ব্রতে সূর্য্যপূজা ও সূর্য্যস্তব পাঠ কর্ত্তব্য। এই ব্রত করিলে ব্যাধি হইতে বিমুক্তি এবং সম্পত্তিলাভ হইয়া থাকে। এই ব্রত মুখ্যচান্দ্রমাসের শুক্লাসপ্তমী তিথিতে বিধেয়।

এই ব্রতের বিধান এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। ব্রতের পূর্ব্বদিন সংযত হইয়া থাকিতে হয়। ব্রতের দিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করিবে।

এবং জন্মেন জনকং তক্ষোণৈব চ তক্ষকম্।
বহ্নিনা চ জলং নষ্টং বহ্নিং শুকতৃণেন চ।
পীতাঃ সপ্তসমুদ্রাশ্চ দ্বিজেনৈকেন জহ্নুনা।
ধাতুর্গতির্বিচিত্রা চ দুর্জ্ঞেয়া ভুবনত্রয়ে।"
(ব্রহ্মবৈ° পু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৭ অ°)

* "চতুর্দ্দশ মন্বন্তরৈর্ব্রহ্মণঃ একং দিনং ভবতি। তন্মনুষ্যমানেনৈকঃ কল্প ত্রিংশৎকল্পে ব্রহ্মণ একো মাসো ভবতি। এতাদৃশৈর্দ্বাদশমাসৈর্ব্রহ্মণঃ সংবৎসরো ভবতি। এবং বর্ষশতং ব্রহ্মণ আয়ুঃ তত্র পঞ্চাশৎ বর্ষা ব্যতীতাঃ। একপঞ্চাশদারম্ভেঽধুনা শ্বেতবারাহকল্পঃ অত্র মন্বন্তরাণি ষড়তীতানি ষট্ অধুনা বৈবস্বত-মন্বন্তরং বর্ত্ততে।" (ভাগবত)

"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্‌বিধানসপ্তমীব্রতকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রবন্তু ওঁ পুণ্যাহং" ইত্যাদি ৩ বার পাঠ করিবে। পরে স্বস্তি ও ঋদ্ধি এবং 'সূর্য্য সোমঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যান্তিথাবারভ্য পৌষস্য শুক্লাং সপ্তমীং যাবৎ প্রতিমাসীয় শুক্লসপ্তম্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আরোগ্যসম্পৎকামঃ অভীষ্টতত্তৎফলপ্রাপ্তিকামো বা বিধানসপ্তমীব্রতমহং করিষ্যে।"

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া বেদানুসারে সূক্ত পাঠ করিবে। তৎপরে শালগ্রামশিলা বা ঘটস্থাপনাদি করিয়া সামান্যার্ঘ ও আসনশুদ্ধি প্রভৃতি সমাপনান্তে গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালের পূজা করিতে হয়। তৎপরে ষোড়শোপচারে ভগবান্ সূর্য্যদেবের পূজা করিয়া তাঁহার স্তবপাঠ করিবে। প্রতিমাসের শুক্লাসপ্তমীতিথিতে এই নিয়মে পূজা করিতে হয়, কিন্তু প্রত্যেকমাসে সঙ্কল্প করিতে হয় না। প্রথম মাসের সঙ্কল্পেই সকল মাসের হইয়া থাকে।

এই ব্রত করিয়া দ্বাদশমাসে দ্বাদশটী নিয়ম পালন করিতে হয়। যথা-(১) মাঘমাসে আকন্দপাতার অঙ্কুরমাত্র ভোজন করিতে হয়। (২) ফাল্গুনমাসে ভূপতিত হইবার পূর্ব্বেই কপিলা গাভীর গোময় সংগ্রহ করিয়া যবপরিমিত গোময় ভোজন বিধেয়। (৩) চৈত্রমাসে একটী মরিচভক্ষণ, (৪) বৈশাখ মাসে কিঞ্চিজ্জল, (৫) জ্যৈষ্ঠমাসে পক্ব কদলীফলের মধ্যবর্ত্তী কণামাত্র, (৬) আষাঢ়মাসে যবপরিমিত কুশমূল, (৭) শ্রাবণ মাসে অপরাহ্ণ সময়ে অল্প হবিষ্যান্ন, (৮) ভাদ্রমাসে শুদ্ধ উপবাস, (৯) আশ্বিনমাসে ২৷৷০ প্রহরের সময় একবারমাত্র ময়ূরের অণ্ডপরিমিত হবিষ্যান্ন, (১০) কার্ত্তিকমাসে অর্দ্ধপ্রসৃতি মাত্র কপিলা দুগ্ধ, (১১) অগ্রহায়ণমাসে পূর্ব্বাস্য হইয়া বায়ুভক্ষণ, (১২) পৌষমাসে অতিঅল্প পরিমাণ গব্যঘৃত ভোজন। দ্বাদশমাসের সপ্তমীতিথিতে এইরূপ ভোজন বিধেয়।

ব্রত সমাপন হইলে দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণ ভোজন ও যথাবিধানে ব্রতপ্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। পরে দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। এই ব্রত করিলে সকল রোগ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় এবং ইহাতে পরলোকে সুখসম্পদ্‌লাভ হইয়া থাকে। (কৃত্যতত্ত্ব)

বিধানিকা (স্ত্রী) বৃহতী, বিরুতী।

বিধায়ক (ত্রি) বি-ধা-ণ্বুল্। ১ বিধানকর্ত্তা, ব্যবস্থাপক। ২ নির্ম্মাতা, নির্ম্মাণকারী।

"স বিহারস্য নির্ম্মাতা জুষ্কো জুষ্কপুরস্য যঃ।
স্বয়ম্বামিপুরস্যাপি শুদ্ধধীঃ স বিধায়কঃ॥"
(রাজতর° ১।১৬৯)

৩ বিধিবিজ্ঞাপক, যিনি বিধি জানান বা যাহা হইতে ব্যবস্থা জানা যায়।

"নচ বিবাহবিধায়কশাস্ত্রেঽন্যেন পুরুষেণ সহ পুনর্বিবাহ উক্তঃ।
(মনু ৯।৬৫ কুল্লূক)

৪ জনক। ৫ কারক।

বিধায়িন্ (ত্রি) বি-ধা-ণিনি। বিধায়ক, বিধানকারক, বিধানকর্ত্তা।

"ভার্য্যাঞ্চ কাব্যালঙ্কারাং তাদৃক্‌কার্য্যবিধায়িনীম্।
ভূগৃহে স নিচিক্ষেপ পাপাং তাং পুত্রঘাতিনীম্॥"
(কথাসরি° ৪২।১১৩)

বিধার (পুং) বিধারক, যে ধারণ করে।

"অজীজনো হি পবমান সূর্য্যং বিধারে শক্মনা পয়ঃ।"
(ঋক্ ৯।১১০।৩)

'পয়ঃ পয়স উদকস্য বিধারে বিধারকেঽন্তরিক্ষে।' (সায়ণ)

বিধারণ (ক্লী) বি-ধৃ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ বিশেষরূপে ধারণ করা।

"সুবর্চ্চসোযদিস্নানাৎ তথা সচ্ছাস্ত্রকীর্ত্তনাৎ।
উষ্ট্রকণ্টকখড়্গাস্থি-ক্ষৌমবস্ত্রবিধারণাৎ॥" (মার্কপু° ৫১।১০)

২ ধারক, ধারণকারী।

"ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব যদ্‌যূয়ং পরিনিন্দথ।
সেতুং বিধারণং পুংসামতঃ পাষণ্ডমাশ্রিতাঃ॥"
(ভাগবত ৪।২।৩০)

'পুংসাং বর্ণাশ্রমাচারবতাং বিধারণং ধারকং' (স্বামী)

বিধারয় (ত্রি) বিবিধধারণকারী। (শুক্লযজু° ১৭।৮২ ভাষ্য)

বিধারয়িতব্য (ত্রি) বিশেষরূপে ধারণ করিবার যোগ্য।
(প্রশ্নোপনি° ৪।৫)

বিধারয়িতৃ (ত্রি) বিধার্ত্তা। (নিরুক্ত ১২।১৪)

বিধারিন্ (ত্রি) বিধারণশীল, বিধারণকারী, যিনি ধারণ করেন।

বিধাবন (ক্লী) বি-ধাব-ল্যুট্। ১ পশ্চাদ্ধাবন। ২ নিম্নাভিমুখে গমন। (নিরুক্ত ৩।১৫)

বিধি (পুং) বিধতি বিদধাতি বিশ্বমিতি বিধ বিধানে বিধ-ইন্ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯) ১ ব্রহ্মা।

"বিধির্বিধত্তে বিধুনা বধূনাং কিমাননং কাঞ্চনসঙ্ককেন।"
(নৈষধ° ২২।৪৭)

বিধীয়েতে সুখদুঃখে অনেনেতি বি-ধা-কি (উপসর্গে ধোঃ কিঃ। পা ৩।৩।৯২) ২ যাহা দ্বারা সুখদুঃখের বিধান হয়, ভাগ্য, অদৃষ্ট।

"রাজ্যনাশং সুহৃত্ত্যাগো ভার্য্যাতনয়বিক্রয়ঃ।
হরিশ্চন্দ্রস্য রাজর্ষেঃ কিং বিধে! ন কৃতং ত্বয়া॥"
(মার্কণ্ডপুরাণ ৮।১৮২)

৩ ক্রম। ৪ বিধান। ৫ কাল। ৬ শাস্ত্রবিহিত কথা, বিধিবাক্য।

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥" (গীতা ১৬।২৩)

৭ প্রকার। ৮ নিয়োগ। ৯ বিষ্ণু। ১০ কর্ম্ম।

"তস্মাৎ সূর্য্যঃ শশাঙ্কস্য ক্ষয়বৃদ্ধিবিধের্বিভুঃ।" (দেবীপুরাণ)

১১ গজগ্রাস, গজান্ন। ১২ বৈদ্য। ১৩ অপ্রাপ্তবিষয়ের প্রাপক, ষড়্‌বিধ সূত্রলক্ষণান্তর্গত লক্ষণবিশেষ; ব্যাকরণ এবং স্মৃতি, শ্রুতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে কতকগুলি বিধি নিবদ্ধ আছে, সেই সকল বিধির অনুবর্ত্তী হইয়া তত্তৎশাস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, তন্মধ্যে ব্যাকরণের স্থূল স্থূল কএকটী বিধি প্রদর্শিত হইতেছে,—যে সকল সূত্র অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপক হয় অর্থাৎ যে যে সূত্রে কোন বর্ণের উৎপত্তি বা নাশ হয় এবং যাহাতে সন্ধি, সমাস বা কোন বর্ণোৎপত্তির নিষেধ থাকে, সেইগুলি ষড়্‌বিধসূত্রলক্ষণান্তর্গত বিধিলক্ষণযুক্ত সূত্র। যেমন,—"দধি অত্র" এইরূপ সন্নিবেশ হইলেই ইকার স্থানে 'য' হইতে পারে না, তবে যদি বলা হয় যে, "স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ইকার স্থানে 'য' হইবে" তাহা হইলেই হইতে পারে, অতএব এই অনুশাসনই অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপক হইল। একস্থলে দুইটী সূত্রের প্রাপ্তি থাকিলে, যেটীর কার্য্য বলবান্ হইবে, সেইটী নিয়মবিধিযুক্ত সূত্র অর্থাৎ প্রাপ্তিসত্তায় যে বিধি, তাহারই নাম নিয়ম। সু (সুপ্) বিভক্তি পরে থাকিলে, সাধারণ একটী সূত্রের বলেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় রেফস্থানে বিসর্গ হইতে পারে। এরূপ স্থলে যদি অন্য বিধান থাকে যে, "সুপ্ পরে থাকিলে 'স', 'ষ' ও 'ন' স্থানে জাত রেফ স্থানে বিসর্গ হইবে," তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বিভক্তির 'সু' পরে থাকিলে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী 'স', 'ষ' ও 'ন' স্থানে জাত রেফ-ভিন্ন অন্য কোন রেফস্থানে (সাধারণ সূত্রের বলে) বিসর্গ হইবে না। যেমন,—হবিস্-সু=হবিঃসু, ধনুস্-সু=ধনুঃসু, সজুষ্-সু=সজুঃসু, অহন্-সু=অহঃসু, কিন্তু 'স' 'ষ' ও 'ন' স্থানে জাত রেফ না হওয়ায় চতুর্-সু=চতুর্ষু ইত্যাদি স্থলে প্রাপ্তি থাকিয়াও (এই নিয়ম সূত্রের প্রাধান্যবশতঃ) বিসর্গ হইবে না। একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপ করার নাম অতিদেশবিধি; অর্থাৎ চলিত "বরাত দেওয়া"কে একরকম অতিদেশবিধি বলা যায়। যেমন,—তিঙ্ (তিপ্, তস, ঝি প্রভৃতি) প্রত্যয় পরেতে 'ইণ' ধাতু সম্বন্ধে সূত্রগুলি বলিয়া শেষে বলা হইল যে, "ইণ্ ধাতুর ন্যায় "ইক্" ধাতু জানিবে অর্থাৎ বরাত দেওয়া হইল যে, "ইণ" ধাতুর তিঙন্তপদসমূহ যে যে সূত্রে সিদ্ধ এবং যেরূপ আকারবিশিষ্ট হইবে, 'ইক' ধাতুর তিঙন্তপদসমূহও সেই সেই সূত্রে সিদ্ধ এবং তদ্রূপ আকৃতিবিশিষ্ট হইবে। উদাহরণ,—ইণ্=ই-দিপ্ (লুঙ্)=অগাৎ; ইক্=ই-দিপ্ (লুঙ্)—অগাৎ। শব্দাধ্যায়ে বলা হইল "স্বরাদিবিভক্তি পরে থাকিলে শ্রী ও ভ্রূ শব্দের ধাতুর ন্যায় কার্য্য হইবে" অর্থাৎ বরাত দেওয়া হইল যে, স্বরাদি বিভক্তি পরে থাকিলে 'শ্রী' 'ভূ' প্রভৃতি ধাতুপ্রকৃতিক দীর্ঘ ঈকার ও দীর্ঘ ঊকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ন্যায় যথাক্রমে স্ত্রী ও ভ্রূ শব্দের পদ সিদ্ধ করিবে। উদাহরণ।—শ্রী-ঔ=শ্রিয়ৌ, স্ত্রী-ঔ=স্ত্রিয়ৌ, উভয়ত্র দীর্ঘ ঈকার স্থানে 'ইয়্' হইল। ভূ-ঔ=ভুবৌ, ভ্রূ ঔ=ভ্রুবৌ; উভয় স্থলেই দীর্ঘ ঊকার স্থানে 'উব্' অর্থাৎ একই রূপ কার্য্য হইল। বিশেষ বিবরণ অতিদেশ শব্দে দ্রষ্টব্য।

বৈয়াকরণ মতে পরবর্ত্তী সূত্রে পূর্ব্বসূত্রস্থ পদসমূহ বা কোন কোন পদের উল্লেখ না থাকিলেও অর্থবিবৃতিকালে তাহার উল্লেখ করা হয়, ইহাকে অধিকারবিধি বলে। ইহা সিংহাবলোকিত, মণ্ডূকপ্লুত ও গঙ্গাস্রোতঃ এই নামত্রয় ভেদে তিন প্রকার। সিংহাবলোকিত (সিংহের দৃষ্টির ন্যায়) অর্থাৎ ১ম সূত্রে,—"অকারের পর আকার থাকিলে তাহার দীর্ঘ হইবে" এই বলিয়া ২য় সূত্রে মাত্র "ইকারের গুণ", ৩য়ে "একারের বৃদ্ধি", ৪র্থে "টা স্থানে ইন" ইত্যাদিরূপে সূত্র বিন্যস্ত থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, প্রথম হইতে চতুর্থ সূত্র পর্য্যন্ত দীর্ঘ, গুণ, বৃদ্ধি ইনাদেশ যতগুলি কার্য্য হইবে, তাহা সমস্তই অকারের উত্তর হইবে। এই সঙ্কেতের সাধারণ নাম অধিকারবিধি; ইহার পর ৫ম সূত্রে যদি বলা যায় যে, "ইকারের পর অকার থাকিলে ঐ ইকার স্থানে 'য' হইবে" তাহা হইলে ঐ অধিকার সিংহদৃষ্টির ন্যায় একলক্ষ্যে কতক দূর গিয়া নিরস্ত হয় বলিয়া বৈয়াকরণগণ উহাকে "সিংহাবলোকিত" নাম দেন। যেখানে ১ম সূত্রে,—"অকারের উত্তর টা থাকিলে তাহার স্থানে ইন হইবে", ২য়ে "ঋ, র ও ষকারের পর 'ন' 'ণ' হইবে, ৩য়ে "ভ" পরে থাকিলে আকার হইবে" (অর্থাৎ যাহার উত্তর 'ভ' থাকিবে তাহার স্থানে আকার হইবে) এরূপ দৃষ্ট হইলে সেই অধিকারবিধি "মণ্ডূকপ্লুতি" বলিয়া অভিহিত হয়; কেননা উহা ভেকের লম্ফের ন্যায় বেশী দূরে যাইতে পারিল না। আর শব্দাধ্যায়ের ১ম সূত্রে "শব্দের উত্তর প্রত্যয় হইবে" উল্লেখ করিয়া ২য় সূত্র হইতে ঐ শব্দাধ্যায় সমাপনান্তে তৎপরবর্ত্তী তদ্ধিতাধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত যথাসম্ভব শত কি শতাধিক সূত্রে যতগুলি প্রত্যয় হইবে, তাহা প্রত্যেক সূত্রে "শব্দের উত্তর" এই কথার উল্লেখ না থাকিলেও, শব্দের উত্তরই হইবে, ধাতুপ্রভৃতির উত্তর হইবে না। এই অধিকারবিধি গঙ্গাস্রোতের ন্যায় উৎপত্তিস্থান হইতে অবাধে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত অর্থাৎ এখানে প্রকরণের শেষ পর্য্যন্ত অপ্রতিহতভাবে প্রবল থাকায় বৈয়াকরণদিগের নিকট ইহা গঙ্গাস্রোত বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। বৈয়াকরণগণ এতদ্ভিন্ন সংজ্ঞা

ও পরিভাষা নামক আরও দুইটী সঙ্কেত নির্দ্দেশপূর্ব্বক সূত্রসংস্থাপন করিয়াছেন। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম, যথা,—অচ্, হল ইত্যাদি; ইহা ব্যাকরণ ভিন্ন অন্য শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় না, ব্যাকরণে ব্যবহার করার তাৎপর্য্য, মাত্র গ্রন্থসংক্ষেপের জন্য, কেননা, [অচ্ শব্দের প্রতিপাদ্য] "অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ" পরে থাকিলে 'এ' স্থানে 'অয়্' হয় না বলিয়া অচ্ পরে থাকিলে 'এ' স্থানে 'অয়্' হয় বলিলেই সংক্ষেপ হইল। ব্যাকরণের সূত্রের পরস্পর বিরোধভঞ্জন ও গ্রন্থের সঙ্ক্ষেপ জন্য শাব্দিকগণ কতকগুলি পরিভাষাবিধির নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন ১ম সূত্রে "অচ্ পরে থাকিলে 'এ' স্থানে 'অয়্' হইবে" বলিয়া ৪র্থ সূত্রে "একারের পর অকার থাকিলে সেই অকারের লোপ হইবে" বলিলে, বস্তুতঃ কার্য্যস্থলে সূত্রদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়; কেননা "হরে+অব" এই স্থলে অচ্ বা স্বরবর্ণ পরে ও তাহার পূর্ব্বে একার থাকাতে ১ম সূত্রের প্রাপ্তি এবং অকারের পর অকার থাকাতে ৪র্থ সূত্রের প্রাপ্তি হইয়াছে; বাস্তবঃ এখানে দৃঢ়রূপেই উভয় সূত্রের প্রাপ্তি দেখা যাইতেছে; কিন্তু আচার্য্য ঐ সূত্রদ্বয়ে এমন কোন নির্দ্দেশ করেন নাই যে, তদ্দ্বারা উভয়ের মধ্যে কোন একটী বলবান্ হইতে পারে। এইরূপ বিরোধস্থলেই পরিভাষাবিধির প্রয়োজন। ইহার মীমাংসার জন্য "তুল্যবলবিরোধে পরং কার্য্যং" অর্থাৎ ব্যাকরণ সম্বন্ধে "দুইটী সূত্রের বলই সমান দেখা গেলে পরবর্ত্তী সূত্রই কার্য্যকারী হইবে" এবং "সামান্যবিশেষয়োর্বিশেষবিধির্বলবান্" অর্থাৎ "বহুতর বিষয় অপেক্ষা অল্পতর বিষয়ের বিধিই বলবান্ হইবে" এই দুইটী পরিভাষাবিধি ব্যবহৃত হইয়া, পরবর্ত্তী সূত্রের অর্থাৎ বিশেষ বিধির কার্য্যই বলবান্ হইবে। পরবর্ত্তী সূত্রের বিশেষত্ব এই যে, উহাতে অল্পতর বিষয়ের নির্দ্দেশ আছে; কেননা পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রে সমস্ত স্বরবর্ণগুলি পরে থাকিবার বিষয় আর পরবর্ত্তীসূত্রে মাত্র একটী স্বরবর্ণ পরে থাকিবার বিষয়। আবার এসম্বন্ধে ন্যায় আছে যে, "অল্পতরবিষয়ত্বং বিশেষত্বং বহুতরবিষয়ত্বং সামান্যত্বং" অর্থাৎ যেখানে অল্পতর বিষয়ের নির্দ্দেশ, তথায় বিশেষ এবং যেখানে বহুতর বিষয়ের নির্দ্দেশ তথায় সামান্যবিধি বলিয়া জানিবে।* ব্যাকরণে এইরূপ বহুতর পরিভাষাবিধির ব্যবহার আছে, তন্মধ্যে অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ, সাবকাশ, নিরবকাশ, আগম, আদেশ, লোপ ও স্বরাদেশবিধি নিয়ত প্রয়োজনীয়।

প্রকৃতি অর্থাৎ শব্দ বা ধাতুকে আশ্রয় করিয়া গুণ, বৃদ্ধি, লোপ, আগম প্রভৃতি যে সকল কার্য্য হয়, তাহাকে অন্তরঙ্গ এবং প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া যে সকল কার্য্য হয়, তাহাকে বহিরঙ্গ বিধি বলে। এই উভয়ের বিরোধ হইলে অন্তরঙ্গ বিধি বলবান্ হইবে। এক প্রকৃতিকেই আশ্রয় করিয়া যদি ঐরূপ পূর্ব্বাপর দুইটী কার্য্যের সম্ভব হয়, তাহা হইলে যেটী পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাকে অন্তরঙ্গতর বিধি বলে এবং সেইটী বলবান্ হয়। যেমন ঋ-অ (লিট্ ১ম পুং ১ব°)=ঋ ঋ-অ=অ ঋ-অ এক্ষণে 'অ' ও 'ঋ' এই দুইটী প্রকৃতির মধ্যে পূর্ব্বটীর স্থানে 'আর্' এবং পরবর্ত্তীটীর স্থানে রকার হওয়ার সম্ভব থাকায় এই অন্তরঙ্গতর বিধিবলে পূর্ব্ববর্ত্তী অকার স্থানে 'আর্'ই হইবে। যে বিধির বিষয় প্রথমে এবং পরে এই উভয় স্থলেই আছে, তাহাকে সাবকাশ, আর যাহার বিষয় কেবল প্রথমে আছে অর্থাৎ পরে নাই, তাহাকে নিরবকাশ বিধি বলে। যে বিধি অনুসারে কোন বর্ণ প্রকৃতি বা প্রত্যয়কে নষ্ট না করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে আগম এবং যে বর্ণ ঐ দুইএর উপঘাতী হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে আদেশ বলে। এই উভয়ের মধ্যে আগমবিধি বলবান্। সকল প্রকার বিধির মধ্যে লোপ-বিধিই বলবান্; কিন্তু আবার লোপ এবং স্বরাদেশ (স্বর বর্ণের আদেশ) এই দুই বিধির প্রাপ্তিসম্বন্ধে বিরোধ ঘটিলে তথায় স্বরাদেশ বিধিই বলবান্ হয়। *

এতদ্ভিন্ন নিয়ত প্রচলিত উৎসর্গ ও অপবাদ নামক দুইটী বিধি আছে, তাহা এক রকম সামান্য ও বিশেষ বিধির নামান্তর মাত্র। অর্থাৎ "সামান্যবিধিরুৎসর্গঃ" "বিশেষবিধিরপবাদঃ" সামান্য বিধি উৎসর্গ এবং বিশেষবিধি অপবাদ, এইরূপ অভি-হিত হয়।

পূর্ব্বমীমাংসানামক জৈমিনিসূত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা গুরু, ভট্ট ও প্রভাকর বিধি সম্বন্ধে ব্যাকরণঘটিত প্রত্যয়াদির বিষয় এইরূপ

---

* "বহবো বিষয়া যস্য স সামান্যবিধির্ভবেৎ।
স্বল্পঃ স্যাদ্বিষয়ো যস্য স বিশেষবিধির্মতঃ॥"

* "বহিরঙ্গবিধিভ্যঃ স্যাদন্তরঙ্গবিধির্বলী।
প্রত্যয়াশ্রিতকার্য্যন্তু বহিরঙ্গমুদাহৃতং॥
প্রকৃত্যাশ্রিতকার্য্যং স্যাদন্তরঙ্গমিতি ধ্রুবম্।
প্রকৃতে পূর্ব্ব পূর্ব্বং স্যাদন্তরঙ্গতরং তথা॥
সাবকাশবিধিভ্যঃ স্যাদ্বলী নিরবকাশকঃ।
কস্যচিত্তিন্নকার্য্যস্য প্রথমে পরতস্তথা॥
সম্ভবেদ্বিষয়ো যস্য স ভবেৎ সাবকাশকঃ।
আদৌ হি বিষয়ো যস্য পরতো নহি সম্ভবেৎ॥
স পণ্ডিতগণৈরুক্তো বিধির্নিরবকাশকঃ।
আগমাদেশয়োর্মধ্যে বলীয়ানাগমো বিধিঃ।
প্রকৃতিং প্রত্যয়ঞ্চাপি যো ন হন্তি স আগমঃ।
আদেশ উপঘাতী যঃ প্রকৃতেঃ প্রত্যয়স্য বা।
সকলেভ্যো বিধিভ্যঃ স্যাদ্বলী লোপবিধিস্তথা।
লোপস্বরাদেশয়োস্তু স্বরাদেশো বধির্বলী।"

(মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস)

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভট্ট বলেন, বিধিলিঙ্, লোট্ ও তব্যাদি প্রত্যয়ের অর্থ এবং তাহার অন্য নাম ভাবনা। সুতরাং শাব্দী ভাবনা ও বিধি সমান কথা। প্রভাকর ও গুরু বলেন, বিধি-ঘটিত প্রত্যয়মাত্রেই নিয়োগবাচী, সুতরাং নিয়োগেরই অন্য নাম বিধি।*

"স্বর্গকামো যজেত" এই একটী বিধি। এই বিধি অর্থী বিদ্বান্ ও সমর্থ শ্রোতৃপুরুষের যাগকরণক ও স্বর্গফলক ভাবনায় (উৎপাদন বিশেষে) প্রবৃত্তি জন্মায় অর্থাৎ তাহাকে স্বর্গজনক যাগানুষ্ঠানে নিযুক্ত করে। যিনি যিনি স্বর্গার্থী অথচ অধিকারী, তিনি তিনি যাগ করিবেন এবং আপনাতে স্বর্গজনক অপূর্ব্ব (পুণ্যবিশেষ) জন্মাইবেন। লক্ষণের নিষ্কর্ষ এই যে, যে বাক্য কামী পুরুষকে কাম্যফল লাভের উপায় বলিয়া দিয়া তাহাতে তাহার আনুষ্ঠানিক প্রবৃত্তি জন্মায়, সেই বাক্যই বিধি।

বাক্য বা পদ মাত্রই ধাতু ও প্রত্যয় এই উভয় যোগে নিষ্পন্ন। বাক্যের বা পদের একদেশে যে লিঙাদি প্রত্যয় যোজিত থাকে, সেই লিঙাদি প্রত্যয়ের মুখ্য অর্থভাবনা অথবা নিয়োগ। ভাবনা শব্দের অর্থ উৎপাদনা অর্থাৎ কিছু উৎপাদন করিতে প্রবৃত্তি জন্মান। ভাবনা শাব্দী ও আর্থী ভেদে দ্বিবিধ। "যজেত" এই বাক্যের একদেশে যে লিঙ্ প্রত্যয় আছে, [যজ্-মতে (লিঙ্)] তাহার অর্থ ভাবনা। অতএব "যজেত = ভাবয়েৎ" অর্থাৎ জন্মাইবেক। এই ভাবনা আর্থী অর্থাৎ প্রত্যয়ার্থ লভ্য। ইহার পর, 'কিং' 'কেন' 'কথং' অর্থাৎ কি ? কি দিয়া ? কি প্রকারে ? ইত্যাকার আকাঙ্ক্ষা বা প্রশ্ন সমুত্থিত হইলে তৎপুরণার্থ "স্বর্গঃ, যাগেন, অগ্ন্যাধানাদিভিঃ" স্বর্গকে, যাগের দ্বারা, অগ্ন্যাধানাদি দ্বারা এই সকল পদের সহিত অন্বিত হইয়া সমস্ত বাক্যটী একটী বিধি বলিয়া গণ্য হয়।*

লিঙ্‌যুক্ত লৌকিক বাক্য শ্রবণ করিলেও প্রতীতি হয় যে, এই ব্যক্তি আমাকে এতদ্বাক্যে অমুক বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে বলিতেছে এবং আমি অমুক কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, ইহাই ইঁহার অভিপ্রেত। বক্তার অভিপ্রায় তদুক্ত বিধিবাক্যস্থ লিঙাদি প্রত্যয়ের বোধ্য। সুতরাং তাহা বক্তৃগামী। আর অপৌরুষেয় বেদ বাক্যে তাহা শব্দগামী ; অর্থাৎ লিঙাদি শব্দই তাহা শ্রোতাকে বুঝাইয়া দেয়। এই শব্দ গমিতা হেতু উহা শাব্দী ভাবনা নামে অভিহিত। "স্বাস্থ্যকারী প্রাতর্ভ্রমণ করিবে" এই একটী লৌকিক বিধিবাক্য। এই বাক্য শুনিলে, পাশাপাশি দুই প্রকার বোধ জন্মে। এক প্রাতর্ভ্রমণ স্বাস্থ্য লাভের উপায় তাহা আমার কর্ত্তব্য। অপর এখানে বক্তার অভিপ্রায়,— আমি প্রাতর্ভ্রমণ করিয়া সুস্থ হই। এইরূপ স্থলে বাক্যটী বৈদিক হইলে বলা যায়, প্রথম বোধ অর্থী এবং দ্বিতীয় বোধ শাব্দী।

ফল কথা বিধির লক্ষণ যিনি যে প্রকারেই করুন না কেন, সর্ব্বত্রই অপ্রাপ্তার্থ বিষয়ে প্রবর্ত্তনের ভাব পরিদৃষ্ট হইবে, কেননা সকল স্থানেই বিধির আকার,—'কুর্য্যাৎ' 'ক্রিয়েত' 'কর্ত্তব্য' ইত্যাদিরূপ।

মীমাংসাদর্শনকার জৈমিনির মতে, বেদ,—বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধেয়, এই চারি ভাগে বিভক্ত। উক্ত দর্শনকারের পূর্ব্ব-মীমাংসা নামক সূত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা গুরু, ভট্ট ও প্রভাকর এই তিন আচার্য্য তদীয় "চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ" এই সূত্রোক্ত

---

* মহামহোপাধ্যায় কৈয়টও পাণিনির "বিধিনিমন্ত্রণামন্ত্রণাধীষ্টসংপ্রশ্ন-প্রার্থনেষু লিঙ্"। (পা ৩।৩।১৬১) এই সূত্রের মহাভাষ্যের ব্যাখ্যায় বিধিশব্দের নিয়োজন অর্থাৎ নিয়োগ এইরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্য-কার পাঠ ধরিয়াছেন যে "বিধ্যধীষ্টয়োঃ কো বিশেষঃ ?" বিধির্নাম প্রেষণম্" "অধীষ্টং নাম সৎকারপূর্ব্বিকা ব্যাপারণা"। কৈয়ট, ভাষ্যকারধৃত উক্ত পাঠের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"বিধ্যধীষ্টয়োরিতি। উভয়োরপি নিয়োগ-রূপত্বাদিতি প্রশ্নঃ। প্রেষণমিতি ভৃত্যাদেঃ কস্যাঞ্চিৎ ক্রিয়ায়াং নিয়োজনমিত্যর্থঃ। অধীষ্টং নামেতি গুর্ব্বাদেস্তু পূজ্যস্য ব্যাপারণমধীষ্টমিত্যর্থঃ। প্রপঞ্চার্থং স্যায় ব্যুৎপাদনার্থং বা অর্থভেদমাশ্রিত্য ভেদেনোপাদানং বিধিনিমন্ত্রণাদীনাং কৃতম্। বিধিরূপতা হি সর্ব্বত্রান্বয়িনী বিদ্যতে।" উভয়স্থলে একই নিয়োগরূপ ব্যাপার হইলেও বিধি এবং অধীষ্টের মধ্যে ভেদ এই যে, বিধি প্রেষণ অর্থাৎ ভৃত্যাদিকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করা। যেমন "ভবান্ গ্রামং গচ্ছেৎ" তুমি বা তুই গ্রামে যাইবে বা যাইবি। পূজনীয় ব্যক্তিদিগের সৎকার ব্যাপারের নাম অধীষ্ট। যেমন "ভবান্ পুত্রমধ্যাপয়েৎ" আপনি [আমার] পুত্রকে অধ্যয়ন করাইবেন। এতদুভয় স্থলেই নিয়োগ বুঝাইতেছে, কিন্তু প্রথমে অসৎকার এবং দ্বিতীয়ে সৎকার পূর্ব্বক, এইমাত্র ভেদ। অর্থপ্রপঞ্চ (বিস্তৃতি) অথবা নানারূপ ন্যায় ব্যুৎপত্তির নিমিত্তই আচার্য্য মূলসূত্রে বিধি, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ প্রভৃতির ভেদো-পন্যাস করিয়াছেন, ফলতঃ এক নিয়োগরূপ বিধিই সর্ব্বত্র অন্বিত থাকিবে অর্থাৎ বিধি, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, অধীষ্ট প্রভৃতি সকল স্থানেই সাধারণতঃ এক নিয়োগার্থই বুঝাইবে। কেননা "ইহ ভবান্ ভুঞ্জীত।" আপনি এখানে ভোজন করিবেন, "ভবানিহাসীত" আপনি এখানে উপবেশন করুন ; ইত্যাদি যথাক্রমে নিমন্ত্রণ ও আমন্ত্রণ স্থলেও সাধারণতঃ এক নিয়োগ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতেছে না।

* কোন কোন মীমাংসক বলেন, আর্থীভাবনা 'কিং' 'কেন' 'কথং' এই তিন অংশে পূর্ণ হয়। যাহা আকাঙ্ক্ষার পূরণ করে, তাহা আকাঙ্ক্ষোত্থাপ্য বিধি, মুখ্য বিধি নহে। উক্ত আর্থী ভাবনার ভাব্য স্বর্গ, করণ যাগ এবং প্রকরণ পঠিত সমুদয় বাক্য সন্দর্ভ যাগের ইতি কর্ত্তব্যতাবোধক। 'কিং' 'কেন' "কথং' এই ত্রিবিধ আকাঙ্ক্ষার সামর্থ্যে বাক্যান্তর সংযোজিত হইলে যে একটী সমন্বিত বিধিবাক্য বা মহাবিধি সংগঠিত হয়, তাহার আকার এইরূপ,—"ভাবয়েৎ কিম্ ? স্বর্গম্। কেন ? যাগেন। কথম্ ? অগ্ন্যাধানাদিভিঃ।" 'অগ্ন্যাধানাদিভি-রূপকারং কৃত্বা যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ। ভাবয়েৎ = উৎপাদয়েৎ।" অগ্ন্যাধানাদি ক্রিয়াকলাপের দ্বারা যাগ, এবং যাগের দ্বারা স্বর্গ (স্বর্গসাধক পুণ্য) উৎ-পাদন করিবে।

শব্দের পরিবর্ত্তে বিধি শব্দের ব্যবহার এবং নিম্নলিখিত প্রকারে তাহার অর্থ ও স্থলনির্দ্দেশ করিয়াছেন। চোদনা—প্রবর্ত্তক বাক্য; ইহার অন্য নাম বিধি ও নিয়োগ। বিধিসমূহের লক্ষণ ও প্রকার ভেদ এই,—

প্রধান বিধি—"স্বতঃ ফলহেতুক্রিয়াবোধকঃ প্রধানবিধিঃ" যে বিধি আপনা হইতেই ক্রিয়া এবং তাহার ফলের বোধ জন্মায় অর্থাৎ যাহা স্বয়ং ফলজনক তাহাই প্রধান বিধি। যেমন "যজেত স্বর্গকামঃ" স্বর্গকামী হইয়া যাগ করিবে। অপূর্ব্ব, নিয়ম ও পরিসংখ্যাভেদে প্রধান বিধি তিন প্রকার। "অত্যন্তা-প্রাপ্তৌ অপূর্ব্ববিধিঃ" যেখানে বিধি বিহিত কর্ম্ম কোন রূপেই নিষিদ্ধ হয় না, তথায় অপূর্ব্ববিধি জানিবে। যেমন "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" দৈনন্দিন সন্ধ্যার উপাসনা করিবে; এই উক্তি শাস্ত্র, ইচ্ছা ও ন্যায় সঙ্গত এবং কোন স্থানেই এই বিধির ব্যত্যয় দেখা যায় না অর্থাৎ ইহা নিয়ত কর্ত্তব্য। "পক্ষতোঽপ্রাপ্তৌ নিয়মবিধিঃ" কারণ বশতঃ শাস্ত্র বা ইচ্ছা প্রভৃতির অপ্রাপ্তি ঘটিলে তাহাকে নিয়মবিধি বলে। যেমন "ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমন করিবে; এখানে শাস্ত্রতঃ নিয়ত বিধান থাকিলেও কদাচিৎ ইচ্ছাভাববশতঃ বিহিত কার্য্যের অপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে; কিন্তু সেটী দোষাবহ নহে, কেন না উক্ত রূপে এক পক্ষে বিধির বিপর্য্যয় হয় বলিয়াই উহা নিয়মবিধির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। "বিধেয়তৎপ্রতিপক্ষয়োঃ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যাবিধিঃ" যাহা শাস্ত্রতঃ এবং অনুরাগবশতঃ পাওয়া যায়, তাহা পরিসংখ্যা-বিধি। যেমন 'প্রোক্ষিতং মাসং ভুঞ্জীত' প্রোক্ষিত (যজ্ঞীয় মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত) মাংস ভোজন করিবে; এ স্থলে প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণ-প্রবৃত্তি শাস্ত্রতঃ এবং স্বভাবতঃ মাংসে অনুরক্ত থাকাতেই সংঘটিত হইতেছে।

অঙ্গবিধি,—"অঙ্গবিধিস্তু স্বতঃ ফলহেতুক্রিয়ায়াং কথমিত্যা-কাঙ্ক্ষায়াং বিধায়কঃ"। যে বিধিতে, কি নিমিত্ত ক্রিয়া করা হইতেছে ইহা জানিবার জন্য আপনা হইতে আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহাকে অঙ্গবিধি বলে। এই অঙ্গবিধি কাল, দেশ এবং কর্ত্তার বোধক মাত্র, এজন্য ইহা অনিয়ত; "অঙ্গবিধিস্তু কালদেশ-কর্ত্রাদিবোধকতয়া অনিয়ত এব"। ফল কথা, অঙ্গবিধিমাত্রেই প্রধান বিধির উপকারক অর্থাৎ মূলকর্ম্মের সহায়। যেমন অগ্নিহোত্র যাগে "ব্রীহিভির্যজেত" ব্রীহি দ্বারা যাগ করিবে, "দধ্না জুহোতি" দধি দ্বারা হোম করিবে ইত্যাদি। অবান্তর ক্রিয়াগুলি অঙ্গযাগ বা অঙ্গবিধি। অঙ্গবিধিও প্রধান বিধির ন্যায় অপূর্ব্ব, নিয়ম ও পরিসংখ্যাভেদে তিন প্রকার। ক্রমশঃ উদাহরণ,—"শারদীয় পূজায়ামষ্টম্যামুপবসেৎ" মহাষ্টমীতে উপবাস করিবে, এটী দুর্গাপূজার অঙ্গ বলিয়া অঙ্গবিধি এবং ইহা এতদঙ্গশাস্ত্র, নিজের ইচ্ছা অথবা ন্যায়ানুসারে কোন মতেই নিষিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া অপূর্ব্ববিধি। "শ্রাদ্ধে ভুঞ্জীত পিতৃসেবিতম্" শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিবে, এখানে শ্রাদ্ধ-শেষ ভোজন সম্বন্ধে ইচ্ছানুসারে কখন ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, অতএব কারণ বশতঃ একপক্ষে অপ্রাপ্তি ঘটায় নিয়মবিধি হইল। "বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে প্রাতরামন্ত্রিতান্ বিপ্রান্" বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে প্রাতঃকালে বিপ্রদিগকে আমন্ত্রণ করিবে, এটী পরিসংখ্যাবিধি, কেননা এখানে বিহিত প্রাতঃকালের নিমন্ত্রণ অথবা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের ন্যায় তৎ পূর্ব্বদিবসীয় সায়ংকালের নিমন্ত্রণ এ উভয়েরই ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্তি হইতে পারে। একারণ প্রধান ও অঙ্গবিধির অন্তর্গত অপূর্ব্ব, নিয়ম ও পরিসংখ্যাবিধির লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যা বিধীয়তে॥" (বিধিরসায়ন)

কোন কোন মতে সিদ্ধরূপ ও ক্রিয়ারূপভেদে অঙ্গবিধি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। দ্রব্য ও সংখ্যা প্রভৃতি সিদ্ধরূপ; অবশিষ্ট ক্রিয়ারূপ। ক্রিয়ারূপ অঙ্গ দ্বিবিধ। সন্নিপত্যোপকারক ও আরাদুপকারক। সিদ্ধরূপ অঙ্গের (দ্রব্যাদির) উদ্দেশে যে ক্রিয়ার বিধান, তাহা সন্নিপত্যোপকারক। "ব্রীহীন্ অবহন্তি" "সোমমভিষুণোতি" ইত্যাদি বাক্যে ব্রীহি ও সোমদ্রব্যে অবঘাত ও অভিষব ক্রিয়ার বিধান। যে স্থলে অঙ্গবিধির দ্রব্যাদির উদ্দেশ দৃষ্ট হয় না অথচ ক্রিয়ার বিধান আছে, তথায় সেই অঙ্গ আরাদুপকারক। পূর্ব্বোক্ত সন্নিপত্যোপকারক কর্ম্মগুলি প্রধান কর্ম্মের উপকারক এবং প্রধান কর্ম্ম তাহার উপকার্য্য। এই উপকারক উপকার্য্য ভাব বাক্যগম্য, প্রমাণান্তরগম্য নহে। শেষোক্ত আরাদুপকারক কর্ম্মের সহিত প্রধান কর্ম্মের উপকার্য্য উপকারক ভাব যাহা আছে, তাহা প্রকরণানুসারে উন্নেয়।

[মীমাংসা দেখ]

উল্লিখিত প্রধান ও অঙ্গবিধির অন্য প্রকারে প্রবিভাগ পরি-দৃষ্ট হয়। উৎপত্তি, বিনিয়োগ, প্রয়োগ ও অধিকার। ইহার মধ্যে উৎপত্তি ও অধিকার প্রধান বিধির এবং বিনিয়োগ অঙ্গ-বিধির অন্তর্ভূত। "কর্ম্মস্বরূপমাত্রবোধকবিধিরুৎপত্তিবিধিঃ" যাহা কেবলমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মের বোধক, তাহাই উৎপত্তিবিধি। যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" 'অগ্নিহোত্রহোমেনেষ্টং ভাবয়ে-দিত্যত্র বিধৌ কর্ম্মণঃ করণত্বেনান্বয়ঃ' অগ্নিহোত্রহোম দ্বারা অভী-প্সিত ফলোৎপাদন করিবে, এই উক্তি দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করিতে হইবে এইমাত্র বোধ হইল; কিন্তু তাহাতে কি ফলের উৎপত্তি হইবে তদ্বিষয়ক কোন উপলব্ধি হইল না, একারণ উহা উৎপত্তি বিধি। "কর্ম্মজন্যফলসাম্যবোধকো বিধিরধিকারবিধিঃ" কর্ম্মজন্য ফলভোগিতার অববোধক বিধির নাম অধিকার বিধি।

যেমন "স্বর্গকামো যজেত" স্বর্গকামী হইয়া যাগ করিবে, এস্থলে স্বর্গ উদ্দেশে যাগকারীর ক্রিয়াজন্ত ফলভোক্তৃত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, অতএব ইহা অধিকারবিধি। "অঙ্গপ্রধানসম্বন্ধবোধকো বিধি-র্বিনিয়োগবিধিঃ" যাহা অঙ্গ কর্ম্মের বিধায়ক তাহা বিনিয়োগ বিধি। যেমন "ব্রীহিভির্যজেত" ব্রীহি দ্বারা যাগ করিবে, "দধ্না জুহোতি" দধি দ্বারা হোম করিবে, এই সকল ক্রিয়াপ্রধান অগ্নিহোত্র যাগের অঙ্গ বলিয়া বিহিত হওয়ায় উহারা বিনিয়োগ বিধি মধ্যে নির্দ্দিষ্ট। "অঙ্গানাং ক্রমবোধকো বিধিঃ প্রয়োগবিধিঃ" যে ক্রমে বা যে পদ্ধতিতে সাঙ্গপ্রধান যাগাদির কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রয়োগবিধি, অর্থাৎ অঙ্গসমূহের মধ্যে কিরূপ ভাবে কোন্ কার্য্যের পর কোন্ কার্য্য করিতে হইবে, তাহা প্রয়োগবিধি দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়।

ন্যায়মতে বিধির লক্ষণ এই,—

"প্রবৃত্তিঃ কৃতিরেবাত্র সা চেচ্ছাতো যতশ্চ সা।
তজ্জ্ঞানং বিষয়স্তস্য বিধিস্তজ্জ্ঞাপকোঽথবা॥" (কুসুমাঞ্জলি)

'বিধিজন্যজ্ঞানাৎ প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে সা ইচ্ছাতঃ চিকীর্ষাতঃ, চিকীর্ষা চ কৃতিসাধ্যত্বেষ্টসাধনত্বজ্ঞানাৎ তজ্জ্ঞানস্য বিষয়ঃ কার্য্যত্বং ইষ্টসাধনত্বঞ্চ বিধিরিতি প্রাচীনমতম্। স্বমতমাহ তজ্জ্ঞাপকো-ঽথবেতি ইষ্টসাধনত্বানুমাপকাপ্তাভিপ্রায়ো বিধিপ্রত্যয়ার্থঃ।' (হরিদাস)

বিধিবাক্য শুনিয়া প্রথমতঃ মনে হয় যে, ইহা কৃতিসাধ্য অর্থাৎ যত্ন করিলে করা যাইতে পারে এবং তাহা দ্বারা অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তিরও বিশেষ সম্ভাবনা; এই জ্ঞান হওয়ায় সেই সেই বিধি বিহিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। এই জ্ঞানের বিষয় * যেটী অর্থাৎ কার্য্যত্ব ও ইষ্টসাধনত্ব, সেইটীই বিধি। এটী প্রাচীন মত। স্বীয় মতে ঐ ইষ্ট সাধনতার জ্ঞাপক আপ্ত বাক্যকে বিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

গদাধর ভট্টাচার্য্য নিজে এবং মীমাংসক মতে বিধির স্বরূপ যাহা নির্ণয় করিয়াছেন তাহা এই,—

"আশ্রয়ত্বসম্বন্ধেন প্রত্যয়োপস্থাপিতেষ্টসাধনত্বান্বিতস্বার্থপর-পদঘটিতবাক্যত্বং বিধিত্বম্।" মীমাংসকমতে,—"ইষ্টসাধনত্বং কৃতিসাধ্যত্বঞ্চ পৃথক্‌বিধ্যর্থঃ।" (গদাধর)

যে বাক্যে লিঙাদি প্রত্যয় দ্বারা আশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে উপস্থাপিত এবং ইষ্টসাধনযুক্ত ও স্বার্থপর (স্বীয় অর্থব্যঞ্জক) পদ বিদ্যমান থাকে, তাহাই বিধি। যেমন "স্বর্গকামো যজেত" এখানে যজ্ = যাগ করা; লিঙ্ বা 'ঈত' প্রত্যয় = করণাশ্রয়, কৃত্যাশ্রয়, চেষ্টা বা যত্নশীল, উভয়ের যোগে অর্থাৎ 'যজেত' = যাগকরণাশ্রয়, যাগ করা রূপ কার্য্যের প্রতি যত্নশীল। এখানে স্বর্গকাম ব্যক্তিই যাগকরণাশ্রয়, অতএব প্রত্যয় দ্বারা ঐ পদ আশ্রয়ত্ব সম্বন্ধেই উপস্থাপিত হইল। এবং উহা "স্বর্গং কাময়তে" স্বর্গ কামনা করিতেছে, এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা স্বীয় স্বীয় অর্থপ্রকাশক ও স্বর্গ-প্রাপ্তিরূপ ইষ্টসাধনতা যুক্ত হইতেছে। সুতরাং "স্বর্গকামো যজেত" এটী একটী বিধিবাক্য। মীমাংসকাদির মতে ইষ্ট-সাধনতা ও কৃতি (যত্ন) সাধ্যত্ব, পৃথক্ পৃথক্ বিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যেমন "স্বর্গকামো যজেত" অর্থাৎ স্বর্গকামী হইবে ও যাগ করিবে, এই দ্বিবিধ বিধি।

* "চিকীর্ষা কৃতিসাধ্যত্বহেতুধী বিষয়ো বিধিঃ।" (শব্দশ°)

১৪ যাগোপদেশক গ্রন্থ, যে গ্রন্থে যাগযজ্ঞাদির বিষয় বিশেষ-রূপে লিখিত আছে। ১৫ অনুষ্ঠান। ১৬ নিয়ম। ১৭ ব্যাপার। ১৮ আচার। ১৯ যজ্ঞ। ২০ কল্পনা। ২১ বাক্য। ২২ অর্থালঙ্কারভেদ। "সিদ্ধস্যৈব বিধানং যৎ তামাহুর্বিধ্য-লঙ্কৃতিম্।" (চ°) কোন স্থানে সিদ্ধ বিষয়ের পুনর্ব্বার বিধান করা হইলে তথায় বিধি অলঙ্কার হয়। উদাহরণ,—

"পঞ্চমোদঞ্চনে কালে কোকিলঃ কোকিলোঽভবৎ।"

বিধিকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-অচ্, বিধেঃ করঃ। বিধিকারক, বিধিকৃৎ, বিধানকর্ত্তা। যিনি বিধি প্রণয়ন করেন।

"সর্ব্বে হমী বিধিকরাস্তব সত্ত্বধাম্নো
ব্রহ্মাদয়ো বয়মিবেশ নচোদ্বিজন্তঃ।" (ভাগবত ৭।৯।১৩)

'বিধিকরাস্তন্নিয়োগকর্ত্তারঃ' (স্বামী)

বিধিকৃৎ (ত্রি) বিধিং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুগাগমঃ। বিধি-কারক, বিধানকারক।

বিধিজ্ঞ (ত্রি) বিধিং জানাতীতি জ্ঞা-ক। বিধিদর্শী, শাস্ত্রজ্ঞ, যিনি বিধান অবগত আছেন।

বিধিত্ব (ক্লী) বিধের্ভাবঃ ত্ব। বিধির ভাব বা ধর্ম্ম, বিধান।

বিধিৎসা (স্ত্রী) বিধাতুমিচ্ছা বি-ধা-সন্-বিধিৎস-অচ্-টাপ্। বিধান করিবার ইচ্ছা, বিধান-প্রণয়ন করিবার অভিলাষ।

বিধিৎসু (ত্রি) বিধাতুমিচ্ছুঃ বি-ধা-সন্ বিধিৎস সনন্তাৎ উ। বিধান করিতে ইচ্ছুক।

"ততো হনভিষ্টমিব সত্ত্বনিধের্বিধিৎসোঃ
ক্ষেমং জনায় নিজশক্তিভিরুদ্ধৃতারেঃ।" (ভাগবত ৩।১৬।২৪)

বিধিদর্শিন্ (ত্রি) বিধিং দ্রষ্টুং শীলমস্য দৃশ-ণিনি। সদস্য। যজ্ঞাদি কার্য্যে একজন সদস্য নিযুক্ত করিতে হয়, হোতা আচার্য্য প্রভৃতি যাগক্রিয়া যথাবিধি করিতেছেন কি না, সদস্য তাহা নিরূপণ করিবেন। সদস্য যাহার ভ্রম দেখিবেন, তিনি তাহা সংশোধন করিয়া যথাবিধি কার্য্যের উপদেশ দিবেন। শাস্ত্রজ্ঞ, বিধানবেত্তা।

বিধিদৃষ্ট (ত্রি) বিধিনা দৃষ্টঃ। শাস্ত্রবিহিত, শাস্ত্রে মন্ত্র ও দ্রব্যা-দির যে বিধান আছে, তদ্যুক্ত।

"অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় সসাত্ত্বিকঃ ॥" (গীতা ১৭।১১)
শাস্ত্রদৃষ্ট, শাস্ত্রানুসারে কৃতযজ্ঞাদি।

বিধিদেশক (পুং) বিধিং দিশতীতি দিশ-ণ্বুল্। বিধিদর্শী, সদস্য। শাস্ত্রজ্ঞ। (শব্দরত্না°)

বিধিপুত্র (পুং) বিধেঃ পুত্রঃ। বিধির পুত্র, ব্রহ্মার পুত্র, নারদ।

বিধিপূর্ব্বক (ত্রি) বিধিঃ পূর্ব্বে যস্য কন্। বিধি অনুসারে যাহা কৃত, নিয়মপূর্ব্বক, বিধানানুসারে।
"কৃতোপনয়নস্যাস্য ব্রতাদেশনমিষ্যতে।
ব্রহ্মণো গ্রহণঞ্চৈব ক্রমেণ বিধিপূর্ব্বকম্ ॥" (মনু ২।১৭৩)

বিধিযজ্ঞ (পুং) বিধিবোধিত যজ্ঞ, দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞ।
"বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ।" (মনু ২।৮৫)
'বিধিযজ্ঞঃ বিধিবিষয়ো যজ্ঞঃ দর্শপৌর্ণমাসাদিঃ' (কুল্লূক)

বিধিযোগ (পুং) বিধের্যোগঃ। বিধানানুরূপ, বিধি অনুসারে।
"সম্ভূয় স্বানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বদ্ভিরিহ মানবৈঃ।
অনেন বিধিযোগেন কর্ত্তব্যাংশপ্রকল্পনা ॥" (মনু ৮।২১১)
'বিধির্বৈদিকোঽর্থস্তৎ প্রসিদ্ধা ব্যবস্থা বিধিযোগঃ বৈদিক্যা যজ্ঞগতায়া ব্যবস্থয়া।' (মেধাতিথি)

বিধিবৎ (অব্য) বিধি ইবার্থে-বতি। যথাবিধি, যথাশাস্ত্র, বিধি-অনুসারে। বিধিবিধানানুসারে।
"সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবৎ বিল্বপত্রাণ্যুপার্জ্জয়েৎ।"
(শিবরাত্রিব্রতকথা)

বিধিবধূ (স্ত্রী) বিধের্বধূঃ। বিধির স্ত্রী, ব্রহ্মার ভার্য্যা, সরস্বতী।

বিধিবদ্ধ (ত্রি) বিধিনা বদ্ধঃ। বিধিদ্বারা বদ্ধ, নিয়মবদ্ধ, বিধিরূপে প্রচলিত।

বিধিবিৎ (ত্রি) বিধিং বেত্তি বিধি-বিদ-ক্বিপ্। বিধিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, বিধিদর্শী, যিনি বিধিসমূহ জানেন।

বিধিবোধিত (ত্রি) বিধিনা বোধিতঃ। বিধানোক্ত, শাস্ত্রসম্মত।

বিধিশাস্ত্র (ক্লী) বিধিরূপং শাস্ত্রং। ১ ব্যবহারশাস্ত্র, আইন। ২ স্মৃতিশাস্ত্র।

বিধিসেধ (পুং) সিধ-ঘঞ্, সেধ, বিধিশ্চ সেধশ্চ। বিধি ও নিষেধ।
"প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিসেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরে ॥" (ভাগবত ২।১।৭)
'বিধিসেধতঃ বিধিনিষেধাভ্যাং' (স্বামী)

বিধিসার (পুং) রাজভেদ, বিম্বিসার। (ভাগবত ১২।১।৫)

বিধু (পুং) বিধ্যতি অসুরানিতি ব্যধ-কু। ১ বিষ্ণু। ২ কর্পূর। (মেদিনী) ৩ ব্রহ্মা। (শব্দরত্না°) ৪ রাক্ষস। ৫ আয়ুধ। ৬ বায়ু। (সংক্ষিপ্তসারউণা°) বিধ্যতি বিরহিণং বিধ্যতে বাহু-নেতি বা ব্যধ-তাড়ে (পৃ-ভিদি ব্যধীতি। উণ্ ১।২৪) ইতি কু। ৭ চন্দ্র।
"পিকবিধুস্তব হন্তি সমং তমস্তমপি চন্দ্রবিরোধিকুহূরবঃ।
তদুভয়োরনিশং হি বিরোধিতা কথমহং সমতামমতাপনে ॥"
(ত্রি) ৮ কর্ত্তা। "বিধুং দদ্রাণং সমনে বহূনাং" (ঋক্ ১০।৫৫।৫) 'বিধুং বিধাতারং সর্ব্বস্য যুদ্ধাদেঃ কর্ত্তারং বিপূর্ব্বো-দধাতিঃ করোত্যর্থঃ' (সায়ণ) ৯ পাপক্ষালন। ১০ জলস্নান।

বিধুক্রান্ত (পুং) সঙ্গীতের তালবিশেষ। ইহাতে লয়ের ব্যাপ্তি-কালের তারতম্য আছে। (সঙ্গীতরত্নাকর) [রথক্রান্ত দেখ।]

বিধুগ্রাম, চট্টলের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।
(ভবিষ্যব্রহ্মখ° ১৫ ৪৯)

বিধুত (ত্রি) বি-ধু-ক্ত। ১ ত্যক্ত। ২ কম্পিত।

বিধুতি (স্ত্রী) বি-ধু-ক্তি। ১ কম্পন। ২ নিরাকৃতি, নিরাকরণ।
"যস্মিন্নিদং সদসদাত্মতয়া বিভাতি
মায়াবিবেকবিধুতিস্রজিবাহিবুদ্ধিঃ।" (ভাগবত ৪।২২।৩৭)

বিধুদিন (ক্লী) বিধোর্দ্দিনং। চন্দ্রের দিন, সোমবার।

বিধুনন (ক্লী) বি-ধূ-ণিচ্ ল্যুট্-নুক্ চ পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। কম্পন। (জটাধর)

বিধুনা, যুক্তপ্রদেশের এতাবা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম-বিধুনা তহশীলের সদর। রিন্দ নদীতীরে অবস্থিত। গ্রামের ১ মাইল দূরে নদীর উপর একটী সেতু আছে। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলপথের আচালদা ষ্টেসন হইতে গ্রাম পর্য্যন্ত একটী পুলবাধা পাকারাস্তা দিয়া এখানকার বাণিজ্য পরিচালিত হয়। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

বিধুন্তুদ (পুং) বিধুং তুদতি পীড়য়তীতি বিধু-তুদ (বিধ্যরুসোস্তুদঃ। পা ৩।২।৩৫) ইতি খস্-মুম্। রাহু।
"নীতিরাপদি যদ্গম্যঃ পরস্তন্মানিনো হ্রিয়ে।
বিধুর্বিধুন্তুদস্যেব পূর্ণস্তস্যোৎসবায় সঃ ॥" (মাঘ ২।৬১)

বিধুপঞ্জর (পুং) বিধোঃ পঞ্জর ইব তৎসাদৃশ্যাৎ। খড়্গা, খাঁড়া।

বিধুপ্রিয়া (স্ত্রী) বিধোশ্চন্দ্রস্য প্রিয়া। চন্দ্রপত্নী। চন্দ্রের স্ত্রী।

বিধুর (ক্লী) বিগতাধূর্ভারো যস্মাৎ, সমাসে অ। ১ প্রবিশ্লেষ। ২ কৈবল্য। ৩ প্রত্যবায়। ৪ কষ্ট।
"বিধুরং প্রত্যবায়ে স্যাৎ কষ্টবিশ্লেষয়োরপি।"
(কিরাতটীকা ২।৭, মল্লিনাথধৃত বৈজয়ন্তী)
(ত্রি) বিগতা ধূঃ কার্য্যভারো যস্মাৎ। ৫ বিকল, অসমর্থ। (মেদিনী) ৬ বিযুক্ত। ৭ বিমূঢ়। (পুং) ৮ শত্রু।

বিধুরতা, বিধুরত্ব (স্ত্রী) বিধুর-তল্-টাপ্। বিধুরের ভাব ক্লেশ।

বিধুরা (স্ত্রী) বিধুর-টাপ্। ১ রসালা। ২ কর্ণপৃষ্ঠের অধঃস্থিত ঊর্দ্ধজত্রুমর্ম্মদ্বয়। "জত্রুর্দ্ধমর্ম্মাণি চতস্রো ধমন্যোঽষ্টৌ মাতৃকা দ্বে কৃকাটিকে দ্বে বিধুরে" (সুশ্রুত ৩।৬)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, কর্ণদ্বয়ের পশ্চাৎদিকের নিম্নে অর্দ্ধাঙ্গুলপরিমিত বিধুর নামক দুইটী স্নায়ুমর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম বৈকল্যকর, ইহা আহত হইলে বাধির্য্য অর্থাৎ শ্রবণশক্তির হ্রাস হয়।

"বিধুরে কর্ণপৃষ্ঠতোঽধঃ সংশ্রিতে কিঞ্চিন্নিম্নাকারে দ্বে স্নায়ুমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে। তত্র বাধির্য্যং।" (ভাবপ্র°) ৩ কাতরা, ক্লিষ্টা।

বিধুরিতা (ত্রি) বিধুর তারকাদিত্যাদিতচ্। বিরহবিহ্বলা। বিরহকাতর।

বিধুরীকৃত (ত্রি) নিষ্পিষ্ট।

বিধুলি, বিন্ধ্যপাদমূলস্থ একটী গ্রাম। (ভবিষ্যব্রহ্মখ° ৮।৬৪)

বিধুবন (ক্লী) বি-ধু-ল্যুট্ কুটাদিত্বাৎ সাধু। কম্পন। (অমর)

বিধুত (ত্রি) বি-ধু-ক্ত। ১ কম্পিত। ২ ত্যক্ত। (হেম)

"যোগং যোগবিদাং বিধূতবিবিধব্যাসঙ্গশুদ্ধাশয়-
প্রাদুর্ভূতসুধারসপ্রসৃমরধ্যানাস্পদাধ্যাসিতাম্॥"
(মহাগণপতিস্তোত্র ১)

৩ দূরীকৃত, অপসারিত। ৪ নিঃসারিত।

বিধৃতি (স্ত্রী) বি-ধূ-ক্তিন্। কম্পন।

বিধূনন (ক্লী) বি-ধূ-ণিচ্-ল্যুট্। কম্পন, পর্য্যায়—বিধুবন, বিধুনন। (শব্দরত্না°)

"কেশস্তনধরাদীনাং গ্রহে হর্ষেঽপি সম্ভ্রমাৎ।
প্রাহুঃ কুট্টমিতং নাম শিরঃকরবিধূননম্॥" (সাহিত্যদ° ৩।১৪২)

বিধূপ (ত্রি) ধূপরহিত। (মার্কপু° ৫১।১০৫)

বিধূম (ত্রি) বিগতো ধূমো যস্মাৎ। ধূমরহিত, ধূমশূন্য।

বিধূম্র (ত্রি) ধূসর বর্ণ।

"যুধি তুরগরজোবিধূম্রবিষ্বক্ কচলুলিতশ্রমবার্য্যলঙ্কৃতাস্যে।"
(ভাগবত ১।৯।৩৪) 'বিধূম্রাঃ ধূসরাঃ' (স্বামী)

বিধূরতা (স্ত্রী) বিধূরস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বিধুরত্ব, বিধুরের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিধৃত (ক্লী) বি-ধৃ-ক্ত। বিশেষরূপে ধৃত, অবলম্বিত, আক্রান্ত।

"অথাবকৃষ্য বিমূত্রং লোষ্টকাষ্ঠতৃণাদিনা।
উদস্তবাসা উত্তিষ্ঠেদ্দৃঢ়ং বিধৃতমেহনঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

বিধৃতি (স্ত্রী) বি-ধৃ ক্তিন্। ১ বিধারণ। "বাচোবিধৃতিমগ্নিং প্রযুজং স্বাহা" (শুক্লযজু° ১১।৬৬) 'বিধৃতিং বিধারণং' (মহীধর) ২ দেবতা। "বিধৃতিং নাভ্যাসৃতং" (শুক্লযজু° ২৫।৯) 'বিধৃতিং দেবতাং' (মহীধর)

ভাগবতে লিখিত আছে যে, দেবতা সকল বিধৃতির তনয়; এইজন্য তাহাদের নাম বৈধৃতয়। কালে বেদ নষ্ট হইলে তাঁহারা নিজ তেজোবল ধারণ করিয়াছিলেন।

"দেবা বৈধৃতয়ো নাম বিধৃতেস্তনয়া নৃপ।
নষ্টাঃ কালেন যৈর্বেদা বিধৃতাঃ স্বেন তেজসা॥"
(ভাগবত ৮।১।২৯)

৩ সূর্য্যবংশীয় রাজভেদ, বিধৃতির পুত্র হিরণ্যনাভ।
(ভাগবত ৯।১২।৩)

বিধৃষ্টি (স্ত্রী) প্রণালী। ব্যবস্থিত নিয়মাদি।
(শাঙ্খা° শ্রৌ° ৮।২৪।১৩)

বিধেয় (ত্রি) বি-ধা (অচো যৎ। পা ৩।১।৯৭) ইতি যৎ (ঈৎযতি। পা ৬।৪।৬৫) ইতি অতি ঈৎ। ১ বিধানযোগ্য, বিধান করিতে সমর্থ। ২ বাক্যস্থ, বচনস্থ, পর্য্যায় বিনয়গ্রাহী, বচনে স্থিত, আশ্রব। (অমর)

"কর্ণোঽমাত্যাঃ কুশলী তাত কশ্চিৎ সুযোধনো যস্য মন্দো বিধেয়ঃ"
(ভারত ৫।২৩।১৩)

৩ বিবি জন্য বোধবিষয়, বিধি দ্বারা বোধ্য, যাহা বিধি দ্বারা জানা যায়।

"অনুবাদ্যমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥" (একাদশীতত্ত্ব)

৪ কর্ত্তব্য, উচিত। ৫ অধীন, বশ্য, বাধ্য।

"সন্নিবেশ্য সচিবেষ্বতঃপরং স্ত্রীবিধেয়নবযৌবনোঽভবৎ।"(রঘু ১৯।৪)

৬ উদ্দেশ্য প্রকারতারূপে জ্ঞেয়মান বিলক্ষণ বিষয়তাযুক্ত পদার্থ। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এইস্থলে বহ্নি বিধেয়।

বিধেয়তা (স্ত্রী) বিধেয়স্য ভাবঃ বিধেয়-তল্-টাপ্। বিধেয়ত্ব, বিধিজন্য বোধবিষয়ত্ব, বিধিজন্য যে জ্ঞাত তাহার বিষয়তা।

ব্রহ্মবধাদিষু পাপস্য নিষিদ্ধতয়োপযুক্তব্রাহ্মণাদিজ্ঞানে দ্বৈগুণ্যং তথা গঙ্গাস্নানাদিষু পুণ্যস্য বিধেয়তাবচ্ছেদকগঙ্গাদিস্নানে দ্বৈগুণ্যং।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

২ বিধেয়ের ভাব বা ধর্ম্ম, অধীনতা।

"পরবানর্থসংসিদ্ধৌ নীচবৃত্তিরপত্রপঃ।
অবিধেয়েন্দ্রিয়ঃ পুংসাং গৌরিবৈতি বিধেয়তাম্॥"
(কিরাত ১১।৩৩)

বিধেয়ত্ব (ক্লী) বিধেয়-ভাবে ত্ব। বিধেয়তা, বিধেয়ের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিধেয়াত্মা (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৭৯)

বিধেয়াবিমর্ষ (পুং) বিধেয়স্য অবিমর্ষো যত্র। কাব্যের দোষ ভেদ। যে স্থলে বিধেয়াংশ প্রধানরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় না, তথায় এই দোষ হয়। এই দোষ বাক্যগত দোষ।

"অবিমৃষ্টঃ প্রধান্যেন অনির্দিষ্টো বিধেয়াংশো যত্র তৎ" (কাব্যপ্র°)

বিধেয়িতা (স্ত্রী) বিধেয়তা, বিধেয়ত্ব। (কাম° নীতি ১৯।৭)

বিধ্মাপন (ত্রি) ১ অগ্নিসংযোজক। ২ বিকীরণ। (বাগ্ভট ১০।১২)

বিধ্য (ত্রি) বেধনযোগ্য। ছিদ্র।

বিধ্যপরাধ (পুং) বিধিভ্রষ্ট। (আশ্বলায়ন শ্রৌত° ৩।১০।১)

বিধ্যপাশ্রয় (পুং) পরিষ্কাররূপে যে লিখিত বিধির অনুসরণ করিয়াছে। (ভরত নাট্যশাস্ত্র ১৯।৪)

২ বিধির আশ্রয়কারী।

বিধ্যাভাস (পুং) অর্থালঙ্কারভেদ। লক্ষণ—

"অনিষ্টস্য তথার্থস্য বিধ্যাভাসঃ পরো মতঃ।

তথেতি বিশেষপ্রতিপত্তয়ে।" (সাহিত্যদ° ১০।৭১৫)

যেস্থলে বিশেষ অনিষ্ট সম্ভাবনায় অনিচ্ছাসত্ত্বে বিধির কল্পনা করা হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

"গচ্ছ গচ্ছসি চেৎ কান্ত! পন্থানঃ সন্তু তে শিবাঃ।

মমাপি জন্ম তত্রৈব ভূয়াত্তত্র গতো ভবান্॥"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

বিধ্বংস (পুং) বি-ধ্বংস-ঘঞ্। ১ বিনাশ।

"হরিতে রোগোঽম্বুতাপঃ শস্যানামীতিভিশ্চ বিধ্বংস।"

(তিথ্যাদিতত্ত্ব)

২ উপকার।

"বিধায় বিধ্বংসমনাত্মনীনং শমৈকবৃত্তের্ভবতশ্ছলেন।"

(কিরাত ৩।১৬)

বিধ্বংসক (ত্রি) ১ অপকারক। ২ অপমানকারী। ৩ ধ্বংসকারী।

বিধ্বংসন (ত্রি) ১ ধ্বংসকারী, নাশকারী।

"ভাগবতঃ কর্ম্মবন্ধবিধ্বংসনশ্রবণস্মরণগুণবিবরণচরণারবিন্দযুগলং মনসা বিদধৎ।" (ভাগবত ৫।৯।৩)

'কর্ম্মবন্ধবিধ্বংসনং শ্রবণং স্মরণং গুণানাং বিবরণং কথনঞ্চ যস্য তৎ ভগবতশ্চরণারবিন্দযুগলং।' (স্বামী)

২ ধ্বংস, নাশ। (দিব্যা° ১৮০।২৪)

বিধ্বংসিত (ত্রি) বি-ধ্বন্স্-ণিচ্-ক্ত। ১ বিনাশিত। ২ অপকারিত।

বিধ্বংসিন্ (ত্রি) বিধ্বংসয়িতুং শীলমস্য বি-ধ্বন্স্-ণিনি। ধ্বংসকারী, নাশকারী।

"ঐন্দ্রং শ্রুতিকুলজাতিখ্যাতাবনিপালগণপরিধ্বংসি।"

(বৃহৎস° ৩২।১৮)

২ অপকারক, শত্রু। বিধ্বংসিতুং শীলং যস্য। ৪ ধ্বংসশীল।

বিধ্বস্ত (ত্রি) বি-ধ্বন্স্-ক্ত। যাহাকে বিশেষরূপে ধ্বংস করা হইয়াছে, বিনষ্ট। ২ অপকৃত, যাহার অপকার করা হইয়াছে।

বিন্, কান্তি।

বিনংশিন্ (ত্রি) বিনষ্টুং শীলং যস্য। বিনাশশীল, যাহার নাশ আছে, বিনশ্বর।

"বিনংশিনে অন্ত্যায়নায় স্বাহা।" (শুক্লযজুঃ ৯।২৭)

'বিনংশিনে বিনাশশীলায় স্বাহা।' (মহীধর)

বিনঙ্গৃস (পুং) স্তোতা, স্তবকারী, যে স্তুতি করে।

"অস্বৈস্মৈ জোষমভরদ্বিনংগৃসঃ।" (ঋক্ ৯।৭২।৩)

'বিনং কমনীয়ং স্তোত্রং গৃহ্ণাতীতি বিনংগৃসঃ স্তোতা।' (সায়ণ)

বিনজ্যোতিস্ (ত্রি) উজ্জ্বলকান্তি। ২ বিনয় জ্যোতিষের প্রামাদিক পাঠ।

বিনত (ত্রি) বি-নম্-ক্ত। ১ প্রণত, প্রকৃষ্টরূপে নত, অবনত।

"সখি! দুরবগাহগহনো বিদধানো বিপ্রিয়ং প্রিয়জনেঽপি।

খল ইব দুর্লক্ষ্য স্তব বিনতমুখস্যোপরি স্থিতঃ কোপঃ॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী)

২ ভুগ্ন, নমিত, বক্র।

"দশসপ্তচতুর্দ্দস্যাঃ প্রলম্বমুণ্ডাননা বিনতপৃষ্ঠাঃ

হ্রস্বস্থূলগ্রীবা যবমধ্যা দারিতখুরাশ্চ।" (বৃহৎস° ৬১।৩)

৩ শিক্ষিত। ৪ সঙ্কুচিত।

"বিনতং ক্বচিদুন্নতং ক্বচিদ্যাতি শনৈঃ শনৈঃ।

সলিলেনৈব সলিলং ক্বচিদভ্যাহতং পুনঃ॥" (রামা° ১।৪৩।২৪)

(পুং) ৫ স্বনামখ্যাত বানর বিশেষ।

"প্রাচীং তাবন্তিরব্যগ্রঃ কপিভির্বিনতো যযৌ।

অপ্রগ্রাহৈরিবাদিত্যো বাজিভির্দূরপাতিভিঃ॥" (ভট্টি ৭।৫২)

৬ বিনীত, নম্র। (পুং) ৭ মহাদেব।

বিনতক (পুং) পর্ব্বতভেদ।

বিনতা (স্ত্রী) ১ দক্ষ প্রজাপতির কন্যা, কশ্যপের পত্নী, গরুড়ের মাতা।

"ক্রোধা প্রাধা চ বিশ্বা চ বিনতা কপিলা মুনিঃ।

কদ্রুশ্চ মনুজব্যাঘ্র দক্ষকন্যৈব ভারত॥" (ভারত ১।৬৫।১২)

২ প্রমেহপীড়কাভেদ। প্রমেহরোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া শরীরে নীলবর্ণের সুবৃহৎ স্ফোটক জন্মে, ঐ জাতীয় স্ফোটককে বিনতা-পীড়কা বলে।

"মহতী পীড়কা নীলা পীড়কা বিনতা স্মৃতা।" (সুশ্রুত নি° ৬ অ°)

ইহার চিকিৎসাদি প্রমেহরোগ শব্দে দ্রষ্টব্য।

বিনতাত্মজ, বিনতানন্দন (পুং) ১ অরুণ। ২ গরুড়।

বিনতাশ্ব (পুং) সুদ্যুম্নের পুত্র। (হরিবংশ)

বিনতাসূনু (পুং) বিনতায়াঃ সূনুঃ পুত্রঃ। ১ অরুণ। ২ গরুড়। (জটাধর)

বিনতি (স্ত্রী) ১ বিনয়, নম্রতা, শিষ্টতা, ভদ্রতা। ২ সুশীলতা।

৩ নিবারণ। ৪ দমন, শাসন, দণ্ড। ৫ শিক্ষা। ৬ পরিশোধ। ৭ অনুনয়। ৮ বিনিয়োগ।

বিনুতেহ, সিংহল দ্বীপের রাজধানী কান্দি নগরের উপকণ্ঠস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানকার সুপ্রসিদ্ধ দাঘোবে শাক্যবুদ্ধের বক্ষোস্থি প্রোথিত আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে বৌদ্ধকীর্ত্তির আরও অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।

বিনদ (পুং) বিশেষণ নদতি শব্দায়তে পত্রফলাদিনেতি নদ-অচ্। বিন্যাকবৃক্ষ। (শব্দচ°) চলিত ছাতিয়ান গাছ।

বিনদিন্ (ত্রি) ১ শব্দকারী। ২ বজ্রের শব্দের ন্যায় শব্দ। (ভারত বনপর্ব্ব)

বিনমন (ক্লী) নম্রীকরণ, নোয়ান। (সুশ্রুত সূ° ৭ অ°)

বিনম্র [ক] (ক্লী) তগরপুষ্প। (রাজনি°)

বিনয় (পুং) বি-নী-অচ্। ১ শিক্ষা।

"প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষণাদ্ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥" (রঘু ১।২৪)

২ গুণবিশেষ। প্রণতি, বিনম্রতা।

"জিতেন্দ্রিয়ত্বং বিনয়স্য কারণং গুণপ্রকর্ষো বিনয়াদবাপ্যতে।
গুণপ্রকর্ষেণ জনোঽনুরজ্যতে জনানুরাগপ্রভবা হি সম্পদঃ॥" (উদ্ভট)

বিনয়গুণ বিদ্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া সৎপাত্রে গমন করে অর্থাৎ বিদ্বান্ লোক বিনয়ী হইলেই তাহাকে সৎপাত্র বলে। সৎস্বভাবাপন্ন হইলেই ধনপ্রাপ্তির সম্ভাবনা এবং সেই ধন হইতে ধর্ম্ম ও সুখ হয়। লোকের বিদ্যা থাকিলেই যে কেবল বিনয় স্বয়ং আসিয়া তথায় উপস্থিত হন তাহা নহে, ইহা পূজ্যতম বৃদ্ধগণ এবং শুদ্ধাচারী বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদিগের সৎকারে নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া শিক্ষা করিতে হয়। এইরূপে ক্রমশঃ বিনীত হইলে সমগ্র পৃথিবীকেও বশতাপন্ন করা যায়; এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; এমন কি রাজ্যভ্রষ্ট নির্ব্বাসিত ব্যক্তিও বিনয় দ্বারা জগদ্বশীভূত করিয়া স্বীয় রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারে। আর ইহার বিপরীতে অর্থাৎ বিনয়-হীনতা প্রযুক্ত স্বাঙ্গোপাঙ্গবলকোষ পরিপূর্ণ বিপুল রাজপরিচ্ছদসমন্বিত রাজন্যবর্গকেও রাজ্যভ্রষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে।*

(ত্রি) ৩ বণিক্। ৪ ক্ষিপ্ত। ৫ নিভৃত। ৬ বিজিতেন্দ্রিয়। (অজয়পাল) বিশেষেণ নয়তি প্রাপয়তীতি বিনয়ঃ। ৭ বিশেষ প্রকারে প্রাপক। ৮ পৃথক্ কর্ত্তা।

"স সংনয়ঃ সবিনয়ঃ পুরোহিতঃ সমুষ্টুতঃ সযুধি ব্রহ্মণস্পতিঃ" (ঋক্ ২।২৪।৯)

'বিনয়ঃ সঙ্গতানাং বিবিধং নেতা পৃথক্ কর্ত্তা স এব।' (সায়ণ)

(পুং) বিশিষ্টোনয়ঃ নীতিঃ বিনয়ং। ৯ দণ্ড, শাস্তি; বিশিষ্ট নীতি অবলম্বনে ইহার বিধান হইয়া থাকে। ইহা পরস্পর বিবাদকারীর মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ যে অগ্রে বিবাদের সূচনা করিয়াছে, তাহা হইতে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী অধিকতর বাক্‌পারুষ্যোৎপাদক হইলেও অর্থাৎ অত্যন্ত অশ্লীল বাক্যাদি বলিলেও তদপেক্ষা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিবাদসূচনাকারকের পক্ষে গুরুতর ভাবে বিহিত হইবে; অর্থাৎ ন্যূনাধিকরূপে উভয়েরই দণ্ড হইবে, কেন না এরূপ স্থলে দুই ব্যক্তিই অসৎকারী। আর যদি উভয়েই এক সময়ে বিবাদ আরম্ভ করে, তাহা হইলে দুইজনেই সমান দণ্ডনীয় হইবে।†

১০ বিনয়ী, বিনয়-(শাস্ত্রজ্ঞান জন্য সংস্কারভেদ) যুক্ত। ১১ ইন্দ্রিয়-সংযমী, জিতেন্দ্রিয়। ১২ বিনতি শব্দার্থ। [বিনতি শব্দ দেখ]

(স্ত্রিয়াং টাপ্) বিনয়া। ১২ বাট্যালক, বেড়েলা। (মেদিনী)

বিনয়ক (পুং) বিনায়ক। (মহাভাগ°)

বিনয়কর্ম্মন্ (ক্লী) ১ বিনয়বিদ্যা। ২ শিক্ষা, জ্ঞান।

বিনয়গ্রাহিন্ (ত্রি) বিনয়ং গৃহ্লাতীতি বিনয়-গ্রহ-ণিনি। বিধেয়। বশ্য। 'বিধেয়ে বিনয়গ্রাহী বচনেস্থিত আশ্রবঃ।' (অমর)

বিনয়জ্যোতিস্ (পুং) মুনিভেদ। (কথাসরি° ৭২।২০১)

বিনয়তা (স্ত্রী) বিনয়স্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বিনয়ের ভাব বা ধর্ম্ম, বিনয়।

বিনয়দেব (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

বিনয়ধর (পুং) পুরোহিত। (দিব্যা° ২১।১৭)

বিনয়ন (ত্রি) ১ বিশেষরূপে নয়ন। ২ বিনিময়। ফিরাইয়া আনা।

বিনয়পত্র (ক্লী) বিনয়সূত্র।

বিনয়পাল, লোকপ্রকাশ নামক গ্রন্থরচয়িতা।

---

* "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মস্ততঃ সুখম্॥" (নীতিশাস্ত্র)
"বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং সেবেত বিপ্রান্ বেদবিদঃ শুচীন্।
তেভ্যো হি শিক্ষেদ্বিনয়ং বিনীতাত্মা হি নিত্যশঃ॥
সমগ্রাং বশগাং কুর্য্যাৎ পৃথিবীমাত্র সংশয়ঃ।
বহবোঽবিনয়াদ্ভ্রষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ।
বনস্থাশ্চৈব রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে॥" (মৎস্যপু° ১৮৯ অ°)

† "পূর্ব্বমাক্ষারয়েদ্যস্তু নিয়তং স্যাৎ স দোষভাক্।
পশ্চাদ্যঃ সোঽপ্যসৎকারী পূর্ব্বে তু বিনয়ো গুরুঃ।
পারুষ্যে সাহসে চৈব যুগপৎ সংপ্রবর্ত্তয়োঃ।
বিশেষশ্চেন্ন লভ্যেত বিনয়ঃ স্যাৎ সমস্তয়োঃ॥"
'বিনয়ো দণ্ডঃ'। তৎপূর্ব্বাপেক্ষয়া পরস্যাধিকবাক্‌পারুষ্যোৎপাদকস্যাপি স্বল্পদণ্ডবিধায়কত্বম্। যুগপৎ সংপ্রবর্ত্তনে তু অধিকদণ্ডাভাবমিতি।'
(ব্যবহারতত্ত্বোদ্ধৃত নারদ-বচন)

বিনয়পিটক, আদিবৌদ্ধশাস্ত্রভেদ। আদিবৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ তিন-ভাগে বিভক্ত—তাহা বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম্ম নামে পরিচিত। এই ত্রিবিধ শাস্ত্র ত্রিপিটক বা তিনটী পেটারা নামে খ্যাত। অর্থাৎ এই তিনটী পেটারার মধ্যে বুদ্ধ ও বুদ্ধের উপদেশমূলক তত্ত্বাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার আছে, তৎসমুদায়ই সংরক্ষিত।

বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহাদের কর্ত্তব্য অর্থাৎ শ্রমণ বা ভিক্ষুধর্ম্মসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই বিনয়পিটকে বর্ণিত হইয়াছে। কিরূপে বিনয়পিটক সঙ্কলিত হইল, এ সম্বন্ধে নানা বৌদ্ধগ্রন্থে এইরূপ কথা পাওয়া যায়—বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের কিছুকাল পরে তাঁহার প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপ শুনিলেন যে, শারিপুত্রের মৃত্যুর সহিত ৮০০০০ ভিক্ষু, মৌদ্গল্যায়নের মৃত্যুর পর ৭০০০০ ভিক্ষু এবং তথাগতের পরিনির্ব্বাণকালে ১৮০০০ ভিক্ষু দেহত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপে প্রধান প্রধান সকল ভিক্ষুই দেহত্যাগ করায় তথাগতের উপদিষ্ট বিনয়, সূত্র ও মাতৃকা বা অভিধর্ম্ম আর কেহ শিক্ষা করেন না। এই কারণ নানালোকেই নানা-রূপে দোষারোপ করিতেছে। এই সকল গোলযোগ নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে মহাকাশ্যপ নির্ব্বাণস্থান কুশিনগরে সকলে সমবেত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। কিন্তু এ সময়ে স্থবির গবাংপতি নির্ব্বাণলাভ করায় কাশ্যপ স্থির করিলেন যে, মগধপতি অজাতশত্রু তথাগতের একজন অনুরক্ত ভক্ত। রাজগৃহে আমরা সমবেত হইলে তিনি সঙ্ঘের উপযোগী সমস্ত আহার্য্য যোগাইতে পারেন। তদনুসারে পঞ্চশত স্থবির রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী বৈভারশৈলস্থ সপ্তপর্ণী (সপ্তপর্ণী) গুহায় মিলিত হইলেন। এই মহাসভায় মহাকাশ্যপ সভাপতি হইলেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে উপালি বুদ্ধোপদিষ্ট বিনয় প্রকাশ করি-লেন। উপালি বুঝাইলেন যে, ভিক্ষুদিগের জন্যই ভগবান্ বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিনয়ই ভগবানের উপদেশ, ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই নিয়ম। পরাজিক, সঙ্ঘাতিদেশ, দ্ব্যনিয়ত, ত্রিংশন্নিসগীয় প্রায়শ্চিত্ত, বহুশাখীয় ধর্ম্ম, সপ্তাধিকরণ এই গুলি বিশেষ লক্ষ্য। উপসম্পদালাভ বা সঙ্ঘে প্রবেশের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা, পাপস্বীকার, নির্জ্জনবাস, ভিক্ষুর পালনীয় ধর্ম্ম ও পূজাবিধি বিনয়ে বিধিবদ্ধ।

উপালি ও আনন্দ, বিনয় ও সূত্রের প্রবক্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও অপরাপর স্থবিরেরাও যে বিনয় ও সূত্রসংগ্রহে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার পর কালাশোকের রাজ্যকালে বৈশালীর বলিকারাম নামক স্থানে ৭০০ ভিক্ষু মিলিত হইয়া ২য় বার আর একটী সভার আয়োজন করেন। এই সভায় পশ্চিমভারতীয় ও পূর্ব্ব-ভারতীয় ভিক্ষুদিগের মতে যথেষ্ট মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। বৃজ্জিপুত্র ভিক্ষুগণ সকলে বিরক্ত হইয়া দলাদলি আরম্ভ করেন। যাহা হউক এই সভাতেও বিনয় সংগৃহীত হইয়াছিল।

বিরুদ্ধপক্ষ আর একটী মহাসঙ্ঘ আহ্বান করেন। উক্ত সভায় যে সকল বিষয় গৃহীত হইয়াছিল, এই সভায় তাহার অনেক বিষয় খণ্ডন করা হয়। এই কারণ মহীশাসক ও মহা-সর্ব্বাস্তিবাদিগণের সঙ্কলিত বিনয়ের সহিত মহাসাঙ্ঘিকদিগের বিনয়ের কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়।

যাহা হউক, সম্রাট্ অশোকের সময় বিনয়পিটক যথারীতি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমরা প্রিয়দর্শীর ভাব্রা-অনুশাসন লিপি হইতে জানিতে পারি। ভোটদেশীয় দুল্বগ্রন্থে চারি-প্রকার বিনয়ের উল্লেখ আছে। যথা—বিনয়বস্তু, বিনয়বিভঙ্গ, বিনয়ক্ষুদ্রক ও বিনয়োত্তরগ্রন্থ। ঐ সমস্ত পালিভাষায় লিখিত। ভোটদেশ ও নেপাল হইতে 'মহাবস্তু' নামে এক সংস্কৃত বৌদ্ধ-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐ গ্রন্থের মুখবন্ধের পর "আর্য্যমহা-সাঙ্ঘিকানাং লোকোত্তরবাদিনাং মধ্যদেশিকানাং পাঠেন বিনয়-পিটকস্য মহাবস্তু আদি"—অর্থাৎ মধ্যদেশবাসী লোকোত্তরবাদী আর্য্যমহাসাঙ্ঘিকদিগের পাঠার্থ বিনয়পিটকের মহাবস্তু আদি। এইরূপ লিখিত থাকায় মহাবস্তুকেও কেহ কেহ বিনয়পিটকের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ঐ গ্রন্থে বিনয়পিটকের প্রতিপাদ্য বিষয় বিবৃত না হওয়ায় অনেকে ঐ গ্রন্থখানি বিনয়-পিটকের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন না।

বিনয়মহাদেবী, ত্রিকলিঙ্গের গঙ্গবংশীয় নরপতি কামার্ণবের মহিষী। ইনি বৈদুম্ববংশীয় রাজকন্যা ছিলেন।

বিনয়বৎ (ত্রি) বিনয় অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। বিনয়বিশিষ্ট, বিনীত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বিনয়বতী।

বিনয়বিজয়, হৈমলঘুপ্রক্রিয়াবৃত্তি-প্রণেতা। তেজপালের পুত্র। ইনি জৈনমতাবলম্বী ছিলেন।

বিনয়সাগর, একজন পণ্ডিত। ইঁহার পিতার নাম ভীম ও গুরুর নাম কল্যাণসাগর। ইনি কচ্ছের ভোজরাজের জন্য ভোজ ব্যাকরণ রচনা করেন।

বিনয়সিংহ, চম্পার অন্তর্গত নয়নী নগরের রাজা।

(ভবিষ্য ব্রহ্মখ° ৫২।৮৫)

বিনয়সুন্দর, কিরাতার্জ্জুনীয়প্রদীপিকা-রচয়িতা। ইনি বিনয়রাম নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন।

বিনয়সূত্র (ক্লী) বৌদ্ধদিগের বিনয় ও সূত্রবিধি।

বিনয়হংসমতি, দশবৈকালিক-সূত্রবৃত্তিরচয়িতা।

বিনয়স্থ (ত্রি) বিনয়ে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। আজ্ঞাকারী, পর্য্যায়—বিধেয়, আশ্রব, বচনস্থিত, বশ্য, প্রণেয়। (হেম)

বিনয়স্বামিনী (স্ত্রী) রাজকুমারীভেদ। (কথাসরিৎ ২৪।১৫৪)

বিনয়াদিত্য (পুং) কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের নামান্তরভেদ।
(রাজতরঙ্গিণী ৪।৫১৭)

বিনয়াদিত্য, পশ্চিমচালুক্যবংশীয় একজন নরপতি। পূর্ণনাম—বিনয়াদিত্য সত্যাশ্রয় শ্রীপৃথিবীবল্লভ। ইনি ৬৯৬ খৃষ্টাব্দে পিতা ১ম বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্বীয় রাজ্যকালের একাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষের মধ্যেই ইনি ২য় নরসিংহবর্ম্ম-পরিচালিত পল্লবদিগকে ও কলভ্র, কেরল, হৈহয়, বিল, মালব, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি জাতিকে পদানত করেন এবং কাবের, সিংহল ও পারসিকরাজ তাহার বশতাপন্ন হয়। তিনি উত্তরদেশ জয় করিয়া সার্ব্বভৌম নরপতিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। ৭৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিজয়াদিত্য রাজা হন।

বিনয়াদিত্য, হোয়শলবংশীয় একজন নরপতি। ইনি পশ্চিম-চালুক্যরাজ ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের অধীনস্থ সামন্তরূপে কোঙ্কণপ্রদেশ এবং ভড়দবয়ল, তলকাড় ও সাবিমল জেলার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ শাসন করেন। ইনি গঙ্গবংশীয় কোঙ্গনিবর্ম্মার সমসাময়িক ছিলেন। ঐ সময়ে মহিসুরের গঙ্গবাড়ী জেলা ইঁহার অধিকারে ছিল। ইনি ১১০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইঁহার পত্নীর নাম কেলেয়লদেবী।

বিনয়িতৃ (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৬৮)

বিনয়া (স্ত্রী) বাট্যালক, বেড়েলা। (মেদিনী)

বিনয়িন্ (ত্রি) বি-নী-ইন্। বিনয়যুক্ত, বিনীত, শিষ্ট, নম্র, শান্ত।

বিনর্দ্দিন্ (ত্রি) ১ সামগানসম্বন্ধীয়। ২ উচ্চ শব্দকারী।

বিনশন (ক্লী) বিনশ্যতি অন্তর্দ্ধধাতি সরস্বত্যত্রেতি, বি-নশ-অধিকরণে ল্যুট্। কুরুক্ষেত্র।

"ততো বিনশনং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
গচ্ছত্যন্তর্হিতা যত্র মেরুপৃষ্ঠে সরস্বতী॥"
(ভারত ৩।৮২।১০৫)

বি-নশ ভাবে ল্যুট্। ২ বিনাশ।

বিনশ্বর (ত্রি) বি-নশ-বরচ্। অনিত্য, ধ্বংসশীল, অচিরস্থায়ী।

বিনশ্বরতা (স্ত্রী) বিনশ্বরস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বিনশ্বরত্ব, বিনশ্বরের ভাব বা ধর্ম্ম, বিনশ্বর, অচিরস্থায়িত্ব, বিনাশশীলতা।

বিনষ্ট (ত্রি) বি-নশ-ক্ত, ততো যত্বং তস্য ট। ১ নাশাশ্রয়, ধ্বংসবিশিষ্ট, নাশপ্রাপ্ত।

'শিখী বিনষ্টঃ পুরুষো ন নষ্টঃ' (বিশেষব্যাপ্তিটীকামথুরানাথ)
২ পতিত। "বিনষ্টে বাপ্যশরণে পিতর্য্যুপরতে স্পৃহে।"
'বিনষ্টে পতিতে'। (দায়ভাগ)
৩ মৃত। ৪ গত। ৫ ক্ষয়িত। ৬ অতীত।

বিনষ্টতেজস্ (ত্রি) বিনষ্টং তেজোযস্য। তেজোহীন, যাহার তেজ বিনষ্ট হইয়াছে।

বিনষ্টি (স্ত্রী) বি-নশ-ক্তিচ্। বিনাশ।

"তত্রাথ শুশ্রাব সুহৃদ্বিনাষ্টিং
বনং যথা বেণুজবহ্নিসংশ্রয়ন্॥" (ভাগবত ৩।১।২১)
'বিনষ্টিং বিনাশং' (স্বামী)

বিনস (ত্রি) বিগতা নাসিকা যস্য। নাসিকা শব্দস্য নসাদেশঃ। গতনাসিক, নাসিকাহীন, খাঁদা। পর্য্যায়—বিগ্র, বিখ্, বিনাশক।

বিনা (অব্যয়) বি (বিনঞ্ভ্যাং নানাঞৌন সহ। পা ৫।২।২৭) ইতি না। বর্জ্জন, পর্য্যায়—পৃথক্, অন্তরেণ, ঋতে, হিরুক্, নানা। (অমর) ২ ব্যতিরেক। ৩ অভাব। ব্যাকরণ মতে বিনা শব্দের যোগে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

(পৃথগ্ বিনানানাভিস্তৃতীয়ান্যতরস্যাং। পা ২।৩।৩২) পৃথক্, বিনা ও নানা শব্দের যোগে দ্বিতীয়া তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। উদাহরণ দ্বিতীয়া—

"বিনাবাতং বিনাবর্ষং বিদ্যুৎপ্রপতনং বিনা।
বিনা হস্তী কৃতান্দোষান্ কৈর্নেমৌ পাতিতৌ দ্রুমৌ॥"(কাশিকা)
তৃতীয়া—"শশাম বৃষ্ট্যাপি বিনা দাবাগ্নিঃ" (রঘু ২।১৪)
পঞ্চমী—"চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথা চ্ছায়া।"
(সাংখ্যকারিকা ৪১)

বিনাকৃত (ত্রি) বিনা অন্তরেণ কৃতম্। ত্যক্ত।

বিনাকৃতি (স্ত্রী) ত্যাগ। ব্যতিরেক।

বিনাগড়, প্রাচীন নগরভেদ।

বিনাট (পুং) ১ চর্ম্মনালী। (শতপথব্রা° ৫।৩।২।৬) ২ মণ্ডপ।

বিনাড়িকা (স্ত্রী) বিগতা নাড়িকা যয়া। দণ্ডষষ্টি ভাগাত্মক কালভেদ, ১ পল, দণ্ডের ৬০ ভাগের ১ ভাগ।

"দশ গুর্ব্বক্ষরঃ প্রাণঃ ষড়্ভিঃ প্রাণৈর্বিনাড়িকা।" (সুশ্রুত)
দশটী গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে প্রাণ এবং দশ প্রাণে এক বিনাড়িকা কাল হয়।

বিনাড়ী (স্ত্রী) বিনাড়িকা নামক কালভেদ। (বৃহৎস° ২ অঃ)

বিনাথ (ত্রি) বিগতঃ নাথোযস্য। বিগতনাথ, প্রভুরহিত, স্বামীরহিত। (রামায়ণ ৫।৩৫।৪৫)

বিনাদিন্ (ত্রি) শব্দকারী। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

বিনাদিত (ত্রি) ১ শব্দিত। ২ পুনরুদ্রিক্ত। (দিব্যা° ৫৬০।১৯)

বিনাভব (পুং) বিনা ভূ-অপ্। ১ বিনাশ। ২ বিরহ।

"অপ্রিয়ৈঃ সহ সংবাসঃ প্রিয়ৈশ্চাপি বিনাভবঃ।"
(রামায়ণ ২।৯৪।৩)

বিনাভাব (পুং) পৃথক্ত্বহীন। বিয়োগবিহীন।

বিনাভাবিন্ (ত্রি) ব্যতিরেক ভাবনাকারী। অবিমুক্ত।

বিনাভাব্য (ত্রি) বিনাভাবযুক্ত। পৃথক্‌ত্ববিশিষ্ট।

বিনাম (পুং) বি-নম-ঘঞ্। ১ নতি, বিশেষরূপে নমন। ২ ব্যথা দ্বারা শরীর নমন। (ভাবপ্রকাশ)

বিনামা (দেশজ) উপানহ, চর্ম্মপাদুকা, জুতা।

বিনায়ক (পুং) বিশিষ্টো নায়কঃ। ১ বুদ্ধ। ২ গরুড়। ৩ বিঘ্ন।

"রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ ভূতানি চ বিনায়কাঃ।"

(হরিবংশ ১৮১।৬৫)

৪ গুরু। (মেদিনী) ৫ গণেশ। স্কন্দপুরাণে বিনায়কের অবতার বর্ণনা আছে। গাঙ্গেয় ও বৈষ্ণব এই দ্বিবিধ বিনায়কগণ।

"গাঙ্গেয়ো বৈষ্ণবশ্চৈব দ্বৌ বিজ্ঞেয়ৌ বিনায়কৌ।"

(অগ্নিপু০ গণভেদনামাধ্যায়)

দেবতা পূজা করিতে হইলে প্রথমে বিনায়কের পূজা করিতে হয়, বিনায়কের পূজা না করিয়া কোন পূজাই করিতে নাই, এবং করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না, এবং পূজাবসানে কুলদেবতার পূজা করিতে হয়।

"আদৌ বিনায়কঃ পূজ্য অন্তে চ কুলদেবতা।"(আহ্নিকতত্ত্ব)

৫ পীঠস্থানবিশেষ। এই স্থানের শক্তির নাম উমাদেবী।

"করবীরে মহালক্ষ্মীরুমাদেবী বিনায়কে।
আরোগ্যা বৈদ্যনাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী॥"

(দেবীভাগবত ৭।৩০।৭১)

বিনায়ক, কএকজন প্রাচীন গ্রন্থকারের নাম। ১ তিথিপ্রকরণপ্রণেতা। ২ মন্ত্রকোষরচয়িতা। ৩ বিরহিণী-মনোবিনোদ-প্রণয়নকর্ত্তা। ৪ বৈদিকচ্ছন্দঃপ্রকাশপ্রণেতা। ৫ নন্দপণ্ডিতের নামান্তর। ৬ একজন কবি। ভোজপ্রবন্ধে ইহার উল্লেখ আছে। ৭ ষড়্‌গুরুর একতম। ৮ শাঙ্খায়নমহাব্রাহ্মণভাষ্যকার গোবিন্দের গুরু।

বিনায়কচতুর্থী (স্ত্রী) মাঘমাসের শুক্লাচতুর্থী, এই দিন গণেশপূজা করিতে হয়। সরস্বতীপঞ্চমীর পূর্ব্বদিন বিনায়কচতুর্থী। ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্থীও গণেশচতুর্থী নামে অভিহিত। এই ব্রতাচরণে বিশেষ পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। ভবিষ্যোত্তরপুরাণে ও স্কন্দপুরাণে বিনায়ক ব্রতের উল্লেখ আছে। [গণেশচতুর্থী দেখ।]

বিনায়কপুর (ক্লী) প্রাচীন নগরভেদ। (দিগ্বি° ৫৩০।১৩)

বিনায়কপাল, শ্রাবস্তি ও বারাণসীর একজন নরপতি। মহারাজ মহেন্দ্রপালের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ ও বৈমাত্রেয় ১ম ভোজদেবের পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইহার মাতার নাম মহীদেবী। রাজ্যকাল ৭৬১-৭৯৪ খৃঃ অঃ। মহোদয় বা কনোজ রাজধানী হইতে তৎপ্রদত্ত প্রশস্তি দেখিয়া মনে হয়, কনোজ রাজ্যও তাঁহার অধিকারে ছিল।

বিনায়কভট্ট, কএকজন পণ্ডিতের নাম। ১ ন্যায়কৌমুদী তার্কিকরক্ষাটীকাকর্ত্তা। ২ ভাবসিংহপ্রক্রিয়া নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। ইনি ভট্টগোবিন্দ সূরির পুত্র। ভাবসিংহের জন্য উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ৩ অঙ্গরেজচন্দ্রিকাপ্রণেতা। ঢুণ্ডিরাজের পুত্র। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। ৪ বৃদ্ধনগরনিবাসী মাধব ভট্টের পুত্র। ইনি কৌষিতকী-ব্রাহ্মণভাষ্যরচয়িতা। ইনি কালনির্ণয় ও কালাদর্শের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিনায়কস্নানচতুর্থী (স্ত্রী) চতুর্থীব্রতভেদ।

বিনায়িকা (স্ত্রী) বিনায়কস্য স্ত্রী, ভার্য্যার্থে ঙীপ্। গরুড়পত্নী।

বিনায়িন্ (ত্রি) বি-নী-(সুপ্যজাতৌ ণিনিস্তাচ্ছীল্যে। পা ৩।২।৭৮) ইতি ণিনি। বিনয়শীল, বিনয়ী।

বিনার, বিশালের অন্তর্গত গ্রামভেদ। (ভবিষ্য ব্রহ্মখ° ৩৯।১৬১)

বিনারুহা (স্ত্রী) বিনা আশ্রয়ং রোহতীতি রুহ-ক, স্ত্রিয়াং টাপ্। ত্রিপর্ণিকাকন্দ। (রাজনি°)

বিনাল (পুং) নালবিযুক্ত। (ভারত দ্রোণপর্ব্ব)

বিনাশ (পুং) বিনশনমিতি বি-নশ-ঘঞ্। নাশ, ধ্বংস, উচ্ছেদ।

"অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥" (গীতা ২।১৭)

পর্য্যায়—অদর্শন, ছচ্ছট্।

"এষা ঘোষতমা সন্ধ্যালোকছচ্ছট্‌করী বিভো" (ভাগবত)

'ছচ্ছড়িত্যয়ং বিনাশে বর্ত্ততে' (শ্রীধরস্বামী)

বিনাশক (ত্রি) বি-নশ-ণ্বুল্। বিনাশকর্ত্তা, সংহারক, ধ্বংসকারক। ঘাতক, অপকারক।

"রাজৈব কর্ত্তা ভূতানাং রাজৈব চ বিনাশকঃ।
ধর্ম্মাত্মা যঃ স কর্ত্তা স্যাদধর্ম্মাত্মা বিনাশকঃ॥"

(ভারত ১২।৯১।৯)

বিনাশান্ত (পুং) ১ মৃত্যু। ২ শেষ।

বিনাশিত (ত্রি) নষ্ট। যাহা অপরকর্ত্তৃক লয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিনাশিত্ব (ক্লী) বিনাশিনো ভাবঃ ত্ব। বিনাশিতা, বিনাশীর ভাব বা ধর্ম্ম, বিনাশ।

বিনাশিন্ (ত্রি) বি-নশ-ণিনি। বিনাশকরণশীল, বিনাশক, যিনি বিনাশ করেন।

"লোভমেকো হি বৃণুতে ততোঽমর্ষমনন্তরম্।
তৌ ক্ষয়ব্যয়সংযুক্তাবন্যোন্যঞ্চ বিনাশিনৌ॥"

(ভারত ১২।১০৭।১১)

বিনাশোন্মুখ (ত্রি) বিনাশায় পতনায় উন্মুখং। ১ পক্ব। (অমর) ২ নাশোদ্যত।

বিনাশ্য (ত্রি) বি-নশ-ণ্যৎ। বিনাশযোগ্য, বিনাশার্হ।

বিনাশ্যত্ব (ক্লী) বিনাশ্যস্য ভাবঃ ত্ব। বিনাশ্যের ভাব বা ধর্ম্ম, বিনাশ।

বিনাসক (ত্রি) বিগতা নাসা যস্য, বহুব্রীহৌ কন্ হ্রস্বশ্চ। গতনাসিক, নাসিকাহীন, খাঁদা। (জটাধর)

বিনাসিকা (স্ত্রী) নাসিকার অভাব।

বিনাসিত (ত্রি) নাসারহিত। (দিব্যা° ৪৯৯।১২)

বি[বী]নাহ (পুং) বিশেষেণ নহ্যতে অনেন বি-নহ (হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১) ইতি ঘঞ্। কূপের মুখের আচ্ছাদন অর্থাৎ ঢাকনি। (শব্দর°)

বিনিঃসৃত (ত্রি) বি-নির্-সৃ-ক্ত। বিনির্গত, বহির্গত।

বিনিকর্ত্তব্য (ত্রি) কাটিয়া নষ্টকরণযোগ্য।

"নিকৃত্যা বঞ্চয়িতব্য।" (নীলকণ্ঠ)

বিনিকার (পুং) ১ দোষ, ক্ষতি, অপরাধ, অত্যাচার। ২ বিরক্তি, বেদনা।

বিনিকৃন্তন (ত্রি) বিশেষরূপে ছেদন। কাটিয়া নষ্টকরণ। (ভারত বনপর্ব্ব)

বিনিক্ষণ (ক্লী) বিশেষরূপে চুম্বন। বেধন বা ভেদন।(নিরুক্ত ৪।১৮)

বিনিক্ষিপ্ত (ত্রি) বি-নি ক্ষিপ্-ক্ত। ১ বিনিক্ষেপাশ্রয়, যাহাকে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। ২ পরিত্যক্ত।

"পিতুঃকণ্ঠেঽস্ত মে যেন বিনিক্ষিপ্তো মৃতোরগঃ।" (দেবীভাগবত ২।৮।২৭)

বিনিক্ষেপ্য (ত্রি) বি-নি-ক্ষিপ্-যৎ। বিশেষপ্রকারে নিক্ষেপ করার যোগ্য।

বিনিগড় (ত্রি) শৃঙ্খল বিরহিত।

বিনিগড়ীকৃত (ত্রি) নিগড়বিয়োজিত।

বিনিগমক (ত্রি) একপক্ষপাতিনী বুদ্ধি। [বিনিগমনা দেখ।]

বিনিগমনা (স্ত্রী) একতর পক্ষপাতিনী যুক্তি, একতরাবধারণা; সন্দিগ্ধস্থলে বিবিধ যুক্তি বা প্রমাণ-প্রদর্শনপূর্ব্বক বিচার করিয়া যে একপক্ষের নিশ্চয়তা করা যায়, তাহাই বিনিগমনা; অর্থাৎ পক্ষদ্বয়ের সন্দেহস্থলে যে সকল যুক্তি বা প্রমাণদ্বারা পক্ষের নির্ণয় করা হয়, বৈশেষিকদর্শনকারগণ তাহাকে বিনিগমনা বলেন।

"পক্ষদ্বয়সন্দেহে একতরপক্ষপাতিনী যুক্তির্বিনিগমনা।" (বৈশেষিকদর্শন)

উক্ত বিনিগমনা বা একতরপক্ষপাতিপ্রমাণের অভাব হইলে বিরোধস্থলে উপায়ান্তরাবলম্বনে কার্য্য করিতে হয়। যেমন কোন অনির্দ্দিষ্ট সীমাবচ্ছিন্নপ্রদেশে সুবর্ণাদির খনি উৎপন্ন হইলে সেই খনি কাহার (উভয়স্থানের উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি কোন্ পার্শ্ববর্ত্তী লোকের) সীমান্তর্ভুক্ত এবং তাহাতে কোন্ ব্যক্তিরই বা স্বত্ব জন্মিবে, ইহা বিনিগমনাভাবে অর্থাৎ কোন একপক্ষের বিশেষ প্রমাণাভাবে বৈশেষিকব্যবহারে (বৈশেষিকমতে সম্পত্তির বিচারানুসারে) বিভাগের অযোগ্য হওয়ায় গুটিকাপাতাদি অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার বিভাগ করিতে হয়।*

২ নিশ্চয়োপায়। ৩ সিদ্ধান্ত, মীমাংসা।

বিনিগূহিতৃ (ত্রি) গোপক, গোপনকর্ত্তা।

বিনিগ্রহ (পুং) ১ নিয়মন, সংযমন, যে কোন প্রকারে দমন।

"নহি দণ্ডাদৃতে শক্যঃ কর্ত্তুং পাপবিনিগ্রহঃ।
স্তেনানাং পাপবুদ্ধীনাং নিভৃতং চরতাং ক্ষিতৌ॥" (মনু ৯।২৬৩)

'দণ্ডব্যতীরেকেণ পাপক্রিয়ায়াঃ নিয়মনং কর্ত্তুং অশক্যং অতএষাং দণ্ডং কুর্য্যাৎ।' (কুল্লূক)

২ অবরোধ, বন্ধ। যেমন 'মূত্রবিনিগ্রহ'। (সুশ্রুত°)

৩ ব্যাঘাত, বাধা।

"যুগমেব বাম্যকোট্যাং কিঞ্চিৎ তুল্যং স পার্শ্বশায়ীতি।
বিনিহন্তি সার্থবাহান্ বৃষ্টেশ্চ বিনিগ্রহং কুর্য্যাৎ॥" (বরাহসং ৪।১৩)

বিনিগ্রাহ্য (ত্রি) অবলীলাক্রমে নিগ্রহ করিবার উপযুক্ত। নিপীড়নের যোগ্য।

বিনিঘ্ন (ত্রি) নিহন। নষ্ট। নিম্ন, নাশ।

বিনিদ্র (ত্রি) বিগতা নিদ্রা মুদ্রণা যস্য। ১ উন্মীলিত। (শব্দমালা)

"বিনিদ্ররোমাজনি শৃণ্বতী নলম্।" (নৈষধ° ১।৩৪)

২ নিদ্রারহিত।

"সম্যমাসীনমব্যগ্রং বিনিদ্রং রাক্ষসাধিপঃ।" (ভারত ৩।২৮২।২১)

বিনিদ্রক (ত্রি) নিদ্রারহিত, জাগরিত।

বিনিদ্রত্ব (ক্লী) বিনিদ্রস্য ভাবঃ ত্ব। ১ বিনিদ্রের ভাব বা ধর্ম্ম, প্রবোধ, জাগরণ। ২ নিদ্রারহিতত্ব।

বিনিধ্বস্ত (ত্রি) ধ্বংসপ্রাপ্ত। ভগ্ন ও পতিত।

বিনিনীষু (ত্রি) বিনেতুমিচ্ছুঃ বি-নী-সন্ 'সনাশংসেতি' উ। বিনয় করিতে ইচ্ছুক, বিনয় করিতে অভিলাষী।

বিনিন্দ (ত্রি) বি-নিন্দ-অচ্। বিশেষরূপ নিন্দা। নিন্দাকারক, স্ত্রিয়াং টাপ্। অতিশয় নিন্দা। (ভাগব° ৪।৪।১৩)

বিনিন্দক (ত্রি) বিনিন্দয়তি নিন্দি ণ্বুল্। বিশেষরূপে নিন্দাকারক।

"তে মোহ মৃতাবঃ সর্ব্বে তথা বেদবিনিন্দকাঃ।" (মার্কণ্ডেয় পু° ১০।৫৯)

---

* "একদেশোপাত্তস্যৈব ভূহিরণ্যাদাবুৎপন্নস্য স্বত্বস্য বিনিগমনাপ্রমাণাভাবেন বৈশেষিকব্যবহারানর্হতয়া অব্যবস্থিতস্য গুটিকাপাতাদিনা ব্যঞ্জনং বিভাগঃ।" (দায়ভাগ)

'ভূহিরণ্যাদাবুৎপন্নস্য একদেশোপাত্তস্য তত্তদংশাবচ্ছিন্নস্য বিনিগমনা ইদমমুকস্য নান্যস্যেত্যবধারণরূপা তৎপ্রমাণাভাবেন বৈশেষিকব্যবহারঃ পরস্পরনৈরপেক্ষেণ দানবিক্রয়াদিলক্ষণস্তদনর্হতয়া অব্যবস্থিতস্য সতোঽপ্যসংকল্পস্য গুটিকাপাতাদিনা ব্যঞ্জনং ইদং অমুকস্যেত্যবধারণং বিভাগ ইত্যর্থঃ।' (তট্টীকায় কৃষ্ণতর্কালঙ্কার)

বিনিন্দিত (ত্রি) লাঞ্ছিত। নিন্দাযুক্ত।

বিনিন্দিন্ (স্ত্রী) বি-নিন্দ্-ণিনি। নিন্দাকারক।

বিনিপতিত (ত্রি) অধঃক্ষিপ্ত।

বিনিপাত (পুং) বিশেষেণ নিপতনং বিন-পত-ঘঞ্। নিপাত, বিনাশ। ২ দেবাদিব্যসন। (মেদিনী) ৩ অবমান।

"মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যঞ্চ প্রযতাত্মনাম্।

জপতাং জুহ্বতাঞ্চৈব বিনিপাতো ন বিদ্যতে॥" (মনু ৪।১৪৬)

বিনিপাতক (ত্রি) বি-নি-পত-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ বিনিপাতকারী, বিনাশকারী। ২ অপমানকারী।

বিনিপাতিন্ (ত্রি) বি-নি-পত-ণিনি। বিনিপাতশীল, বিনাশকারী।

বিনিপাতিত (ত্রি) ১ নিক্ষিপ্ত। ২ বিশেষরূপে বিনষ্ট। (দিব্যা° ৫৫।১৯)

বিনিবর্ত্তি (স্ত্রী) বিরাম। (দিব্যা° ৪:৬১৮)

বিনিবারণ (ত্রি) বিশেষরূপে নিবারণ।

'কলিযুগবারণ,মদবিনিবারণ হরিধ্বনি জগত বিথার।'(গোবিন্দদাস

বিনিবর্হণ (ত্রি) ধ্বংসকর। নাশক।

বিনিবর্হিন্ (ত্রি) ধ্বংসকারী।

বিনিময় (পুং) বি-নি-মী-অপ্। পরিদান, প্রতিদান, পরিবর্ত্ত, বদল। (শব্দরত্না°) ২ বন্ধক, গচ্ছিত। (শব্দমালা)

"বিক্রয়ৈর্গাং বিনিময়ৈর্দত্তা গোমাংসখাদকে।

ব্রতং চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাদ্বধে সাক্ষাদ্বধী ভবেৎ॥"

(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত গোভিল বচন)

বিনিমেষ (পুং) নিমেষরাহিত্য।

বিনিয়ত (ত্রি) বি-নি-যম-ক্ত। ১ নিবারিত, নিরুদ্ধ। ২ সংযত, আটককরা। ৩ বদ্ধ। ৪ শাসিত।

বিনিযম (পুং) বি-নি-যম-ঘঞ্। বিশেষরূপ নিয়ম। নিবারণ, নিরোধ, নিষেধ।

বিনিযোক্তৃ (ত্রি) বি-নি-যুজ-তৃচ্। নিয়োগকারী।

"তেষু তেষু হি কৃত্যেষু বিনিযোক্তা মহেশ্বরঃ।"(ভারত ৩।১২।২৫)

বিনিযুক্ত (ত্রি) বি-নি-যুজ-ক্ত। ১ অর্পিত, নিযুক্ত, প্রেরিত।

বিনিযোগ (পুং) বি নি-যুজ-ঘঞ্। ফল বিষয়ে অর্পণ, প্রয়োগ, বিনিযোজন, কোন বিষয়ে নিয়োজিত করণ।

"অনেনেদন্ত কর্ত্তব্যং বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

২ নিয়োগ। ৩ প্রেষণ। ৪ প্রবেশন।

বিনিযোজিত (ত্রি) বি-নি-যুজ-ণিচ্-ক্ত। বিনিযুক্ত। ২ অর্পিত। ৩ স্থাপিত। ৪ নিযুক্ত। ৫ প্রেরিত। ৬ প্রবর্ত্তিত।

বিনিযোজ্য (ত্রি) বি-নি-যুজ-ণিচ্-যৎ। বিনিযোগার্হ, নিয়োগের উপযুক্ত।

"প্রাপ্তশ্চার্থস্ততঃ পাত্রে বিনিযোজ্যো বিধানতঃ॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° ১৬।৫৭)

বিনির্গত (ত্রি) বি-নির্-গম-ক্ত। নিঃসৃত, বহির্গত, অপসৃত, নিষ্ক্রান্ত, প্রস্থিত, অতীত।

বিনির্গম (পুং) বি-নির্-গম-অপ্। বিনির্গম, নির্গমন, বহির্গমন, বাহিরে যাওয়া।

"অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।

কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥" (ভাগবত ১০।২৯।৯)

বিনির্ঘোষ (পুং) বি-নির্-ঘুষ-ঘঞ্। বিশেষরূপে নির্ঘোষ, বিশেষরূপ শব্দ।

"যথাশনের্বিনির্ঘোষঃ বজ্রস্যেব তু পর্ব্বতে।" (ভারত ৩।১৫।৬৫)

বিনির্জয় (পুং) বি-নির্-জি-ঘঞ্। বিশেষরূপে জয়।

বিনির্জিত (ত্রি) বি-নির্-জি-ক্ত। বিশেষরূপে নির্জ্জিত, পরাজিত, পরাভূত।

বিনির্দ্দহনী (স্ত্রী) বি-নির্-দহ্-ল্যুট্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ আরোগ্যের উপায়, ঔষধ। ২ দহনকারিণী। ৩ দহনকর্ম্মদ্বারা চিকিৎসা। (সুশ্রুত)

বিনির্দ্দেশ্য (ত্রি) বি-নির্-দিশ্-যৎ। বিনির্দ্দিষ্ট, বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট, বিশেষরূপে নির্ণীত।

"কপোতারুণকপিলশ্যাবাভে ক্ষুদ্ভয়ং বিনির্দ্দেশ্যং।"

(বৃহৎসংহিতা ৫।৫৯)

বিনির্ধূত (ত্রি) বি-নির্ ধূ-ক্ত। দুরবস্থাদ্বারা চলিত। দুর্দ্দশাগ্রস্ত।

"ততো দেবা বিনির্ধূতা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ।

হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্ব্বে নিরাকৃতাঃ॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° দেবীমা°)

বিনির্বন্ধ (পুং) বি-নির্-বন্ধ-ঘঞ্। বিশেষরূপ নির্বন্ধ, অতিশয় নির্বন্ধ।

"বনবাসবিনির্বন্ধং নোপসংহরতে যদা।"(মার্কণ্ডেয়পু° ১০৯।৪৬)

বিনির্বাহু (পুং) যুদ্ধে তরবারির আঘাতে নির্ভুজ। (হরিবংশ)

বিনির্ভয় (ত্রি) বিশেষেণ নির্‌নাস্তি ভয়ং যস্য। ১ ভয়রহিত, ভয়শূন্য। (পুং) ২ সাধ্যগণ বিশেষ, দেবযোনিভেদ।

"মনো মন্তা তথা শানো নরো যানশ্চ বীর্য্যবান্।

বিনির্ভয়ো নয়শ্চৈব হংসো নারায়ণো বৃষঃ।

প্রভুশ্চেতি সমাখ্যাতাঃ সাধ্যাঃ দ্বাদশ পৌর্ব্বিকাঃ॥"

(অগ্নিপুরাণ কাশ্যপীয় বংশ)

বিনির্ভোগ (পুং) কল্পভেদ।

বিনির্ম্মল (ত্রি) বিশেষেণ নির্ম্মলঃ। বিশেষরূপ নির্ম্মল, মলরহিত।

বিনির্ম্মাণ (ক্লী) বি-নির্ মা-ল্যুট্। বিশেষরূপে নির্ম্মাণ, উত্তমরূপে প্রস্তুত।

"মিষয্যতাং বিনির্ম্মাণং যদ্বান্তত্র বিধীয়তাম্।"(রাজতরঙ্গিণী ৪।৩৯)

বিনির্ম্মিতি (স্ত্রী) নির্-মা-ক্তি, নির্ম্মিতি, বিশেষেণ নির্ম্মিতিঃ। বিশেষরূপে নির্ম্মাণ।

বিনির্ম্মুক্ত (ত্রি) বি-নির্-মুচ্-ক্ত। বিশেষরূপে মুক্ত। বহির্গত, পৃথগ্ভূত। উদ্ধারপ্রাপ্ত, উদ্ধৃত। উদ্ঘাটিত, অনাচ্ছন্ন।

বিনির্ম্মুক্তি (স্ত্রী) ১ উদ্ধার। ২ মোক্ষ।

বিনির্মোক (পুং) ১ ব্যতিরেক। (ত্রি) বিগতঃ নির্ম্মোকো যস্ত। ২ মুক্তকঞ্চুক, কঞ্চুকরহিত, জামা রহিত।

বিনির্ম্মোক্ষ (পুং) ১ নির্ব্বাণমুক্তি। ২ উদ্ধার।

বিনির্যান (ক্লী) বি-নির্ যা-ল্যুট্। গমন। (গো° রামা° ১।৪।১১৬)

বিনির্বহণ (ক্লী) ধ্বংসকর।

বিনির্বৃত্ত (ত্রি) বি নির্-বৃত-ক্ত। ১ সম্পন্ন, নিষ্পন্ন, সমাপ্ত, যাহা শেষ হইয়াছে।

বিনিবর্ত্তন (ক্লী) বি-নির্-বৃত-ল্যুট্। প্রত্যাবর্ত্তন, ফিরিয়া আসা।

"তা নিরাশা নিববৃতুর্গোবিন্দবিনিবর্ত্তনে।"

(ভাগবত ১০।৩৯।৩৭)

বিনিবর্ত্তিন্ (ত্রি) বিনিবর্ত্তয়তি বি-নি-বৃত-ণিনি। বিনিবর্ত্তন-কারক, প্রত্যাবর্ত্তনকারক, যিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিনিবর্ত্তিত (ত্রি) বি-নি-বৃত-ক্ত। প্রত্যাবর্ত্তিত, ফেরান, যিনি বিনিবর্ত্তন করেন।

বিনিবারণ (ক্লী) বি-নি-বৃ-ণিচ্ ল্যুট্। বিশেষরূপে নিবারণ, বিশেষ করিয়া বারণ, বিশেষ নিষেধ। (রামায়ণ ৩।৬৮।২২)

বিনিবার্য্য (স্ত্রী) বি-নি-বৃ-ণ্যৎ বা। নিবারণার্হ, নিবারণযোগ্য, নিষেধার্হ।

"সম্পূর্ণমন্তো লক্ষং যঃ প্রদত্তাদত্র বাজিনাম্।

তম্মুদ্রয়েয়ং মন্মুদ্রা বিনিবার্য্যেত্যুদীর্য্য চ॥"(রাজতরঙ্গিণী ৪।৪১৬)

বিনিবৃত্ত (ত্রি) বি-নি-বৃত-ক্ত। নিবৃত্তিবিশিষ্ট, ক্ষান্ত।

"নির্ম্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা

অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।" (গীতা ১৫।৫)

২ নিরস্ত। ৩ প্রত্যাগত।

বিনিবৃত্তি (স্ত্রী) বি-নি-বৃ-ক্তিন্। বিশেষরূপে নিবৃত্তি, নিবারণ।

"দ্বিশতস্তু দমং দাপ্যঃ প্রসঙ্গবিনিবৃত্তয়ে।" (মনু ৮।৩৬৮)

'প্রসঙ্গবিনিবৃত্তয়ে অতি প্রসক্তিনিবারণায়' (কুল্লূক)

বিনিবেদন (ক্লী) বি নি-বিদ-ণিচ্-ল্যুট্। বিশেষরূপে নিবেদন, কথন। (কথাসরিৎ ৩৮।১৪৫)

বিনিবেশ (পুং) বি-নি-বিশ্-ঘঞ্। প্রবেশ।

"কিসলয়শয়নতলে কুরু কামিনীচরণনলিনবিনিবেশম্।"

(গীতগোবিন্দ ১২।২)

বিনিবেশন (ক্লী) প্রতিষ্ঠা, স্থাপন। অধিষ্ঠান।

বিনিবেশিত (ত্রি) বি-নি-বিশ্-ণিচ্-ক্ত। প্রবেশিত। অধিষ্ঠিত। সংক্রমিত। প্রতিষ্ঠাপিত।

বিনিবেশিন্ (ত্রি) ১ বাসকারী। ২ প্রবেশকারী।

বিনিবেশিত (ত্রি) ১ প্রবেশিত। ২ অধিষ্ঠিত। ৩ সংক্রামিত। ৪ প্রতিষ্ঠাপিত।

বিনিশ্চয় (পুং) বিনির্ণয়, কৃতনিশ্চয়, বিশেষ প্রকারে নির্ণয় করা।

বিনিশ্চল (ত্রি) বিশেষ প্রকারে নিশ্চল। স্থির।

বিনিশ্চায়িন্ (ত্রি) ১ নিশ্চায়ক। ২ যাহা মীমাংসিত হইয়াছে।

(সর্ব্বদর্শনস° ৪২।২০)

বিনিশ্বসৎ (ত্রি) দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগকারী।

বিনিষ্কম্প (ত্রি) কম্পরহিত।

বিনিষ্পাত (পুং) বি নির্-পত্-ঘঞ্। ১ বিশেষ প্রকারে পতন, অতি দৃঢ়ভাবে পতন। ২ আঘাত।

"কৃষ্ণমুষ্টিবিনিষ্পাত-নিষ্পিষ্টাঙ্গোরুবন্ধনঃ।

ক্ষীণসত্ত্বঃ স্বিন্নগাত্রস্তমাহাতীব বিস্মিতঃ॥"(ভাগবত ১০।৫৬।২৫)

বিনিষ্পাদ্য (ত্রি) বি-নির্-পদ্-ণিচ-যৎ। নিষ্পাদনের যোগ্য, যাহা সম্পাদন করিতে হইবে।

"যাদৃক্ কর্ম্মবিনিষ্পাদ্যং তাদৃগ্দ্ব্যমুপাহরেৎ।

দুর্গন্ধৈর্ন সুগন্ধানাং গন্ধজ্ঞানবিনির্ণয়ঃ॥" (মার্কপু° ১২১।১৪)

বিনিষ্পেষ (পুং) বি-নির্-পিষ্-ঘঞ্। ১ পেষণ, চূর্ণন। ২ বিনাশ। ৩ নিপীড়ন, নিষ্পেষণ, দৃঢ়রূপে মর্দ্দন।

"তয়োর্ভুজবিনিষ্পেষাদুভয়োর্বলিনোস্তদা।" (মহাভারত)

৪ অতিশয় ঘর্ষণ। "ঘোরবজ্রবিনিষ্পেষস্তনয়িত্নু"

বিনিবেসিন্ (ত্রি) বসবাসকারী।

বিনিহিত (ত্রি) বি-নি-হন্-ক্ত। ১ বিনষ্ট, বিধ্বস্ত। ২ আহত। ৩ মৃত। ৪ লুপ্ত, তিরোহিত।

বিনীত (ত্রি) বি-নী-ক্ত। ১ বিনয় (শাস্ত্রবিহিতসংস্কার বিশেষ বা ইন্দ্রিয় সংযম)-যুক্ত, বিনয়ান্বিত, বিনয়শব্দার্থযুক্ত। ২ নিভৃত। ৩ প্রশ্রিত।

"তপস্বিসংসর্গবিনীতসত্ত্বে তপোবনে বীতভয়াবসাস্মিন্।"

(রঘু ১৪।৭৫)

৪ জিতেন্দ্রিয়।

"শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।" (তন্ত্রসার)

৫ অপনীত, স্খলিত, বিচ্যুত।

"বিনীতশল্যাংস্তুরগাংশ্চতুরো হেমমালিনঃ॥"(মহাভা° ৭।১১০।৫৫)

৬ হৃত। ৭ ক্ষিপ্ত। ৮ কৃতদণ্ড, দণ্ডিত, যাহাকে দণ্ড করা হইয়াছে, শাসিত। ৯ অনুদ্ধত, নম্র, শান্ত।

"তৎ প্রাজ্ঞেন বিনীতেন জ্ঞানবিজ্ঞানবেদিনা।" (মনু ৯।৪১)

১০ সুবহা অশ্ব, শিক্ষিত অশ্ব, উত্তম বহনশীল অশ্ব। তৎপর্য্যায়—সাধুবাহী, সুষ্ঠুবাহনশীলক।

"তাংস্তদা রূপ্যবর্ণাভান্ বিনীতান্ শীঘ্রগামিনঃ॥"
(মহাভা° ৭।১১০।৫৬)

১১ বণিক্। ১২ দমনকবৃক্ষ। তৎপর্য্যায়—দান্ত, মুনিপুত্র, তপোধন, গন্ধোৎকট, ব্রহ্মজট, ফলপত্রক। ১৩ শিক্ষিত বৃষভাদি। (রাজনি°) ১৪ ধার্ম্মিক। ১৫ শিক্ষিত। ১৬ উপভুক্ত। ১৭ গৃহীত। ১৮ সুন্দর, উত্তম।

বিনীতক (পুং ক্লী) বিনীতসম্বন্ধীয়। বৈনীতক।

বিনীততা (স্ত্রী) বিনীতস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বিনীতের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিনীতত্ব (ক্লী) বিনীতের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিনীতদেব (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ। ইনি একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন।

বিনীতদেব ভাগবত, একজন প্রাচীন কবি।

বিনীতপুর, ত্রিকলিঙ্গরাজ্যে কটকবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর।

বিনীতমতি (পুং) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

বিনীতরুচি, উত্তর ভারতের উদ্যান জনপদবাসী একজন বৌদ্ধ শ্রমণ, ইনি ৫৮২ খৃষ্টাব্দে দুইখানি বৌদ্ধগ্রন্থ চীনভাষায় অনূদিত করেন।

বিনীতসেন (পুং) বৌদ্ধভেদ। (তারনাথ)

বিনীতপ্রভ (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ।

বিনীতি (স্ত্রী) ১ বিনয়। ২ সম্মান। ৩ সদ্ব্যবহার।

বিনীতেশ্বর (পুং) দেবভেদ। "প্রশান্তশ্চ বিনীতেশ্বরশ্চ"
(ললিতবিস্তর)

বিনীয় (পুং) কল্ক। [বিনেয় দেখ।]

বিনীল (ত্রি) অতিশয় নীল। (হেম)

বিনীবি (ত্রি) নীবিরহিত।

"দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা
ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ॥" (ভাগবত ১০।২১।১২)

বিনুকোণ্ডা, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী তালুক বা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৬৬৬ বর্গমাইল। এই তালুকের অন্তর্গত অগ্নিগুণ্ডুল, বোগ্গরম্, বোল্লাপল্লী, চিন্তলচেরুবু, দোণ্ডপাড়ু, গণ্ডিগনমল, গরিকেপাড়ু, গোকণকোণ্ড, গুম্মণমপাড়ু, ইনিমেল্ল, ঈপারু, কণুমর্লাপুড়ি, কারুমঞ্চি, কোচর্লা, মদমঞ্চিপাড়ু, মুক্কেলপাড়ু, মুলকলুরুমুন্নঙ্গওলা, পেন্দকাঙ্কর্লা, পছিকেলপালেম্, পোটলুরু, রব্ববরম্, রেমিডিচর্লা, শানম্পুড়ি, শারীকোণ্ডপালেম্, শিবপুরম্, তলার্লাপল্লী, তিম্মাপুরম্, তিম্মরপালেম্, তিরুপুরাপুরম্, উম্মড়িবরম্, বন্দেমকুণ্ট, বণিকুণ্ট, বেলতুরু, বেলপুরু, ও বেল্লগপালেম প্রভৃতি গ্রামে প্রত্নতত্ত্বের অনেক উপকরণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক গ্রামেই প্রায় শিলায় উৎকীর্ণ লিপিমালা এবং প্রস্তরপ্রাচীরমণ্ডিত স্থান ও স্মৃতিস্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কোন কোন গ্রামে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বা প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান আছে। এখানে তাম্র ও লৌহ পাওয়া যায়।

২ বিনুকোণ্ডা তালুকের সদর। নগরটী বিনুকোণ্ডা শৈলগাত্রে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬°৩′৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৪৮′৪০″ পূঃ। পর্ব্বতের উপরে একটী গিরিদুর্গ স্থাপিত। উহার সম্বন্ধে অনেক অত্যাশ্চর্য্য কিংবদন্তী শুনা যায়, প্রবাদ, দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র এইস্থানে প্রথমে সীতার অপহরণবার্ত্তা অবগত হইয়াছিলেন।

পর্ব্বতটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬০০ ফিট্ উচ্চ। উপরের দুর্গ রক্ষার জন্য উহার শিখরে তিনশারি প্রাকার নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার ভিতরেই পূর্ব্বে শস্ত্রভাণ্ডার, জলের চৌবাচ্ছা প্রভৃতি সংরক্ষিত হইয়াছিল।

রাজা বীরপ্রতাপ পুরুষোত্তম গজপতির (১৪৬২-১৪৯৬ খৃঃ অঃ) অধীনস্থ এতৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা সাগি গন্নম নায়ড়ু এই গিরিদুর্গ ও তৎসংলগ্ন একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঐ মন্দিরের মণ্ডপের ভাস্করকার্য্য অতি সুন্দর। স্থানীয় রঘুনাথস্বামীর মন্দিরে একখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। উহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক বেশী। বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেব রায় পূর্ব্বোপকূল বিজয়কালে এই দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। গোলকোণ্ডার অধীশ্বর আবদুল্লা কুতবসাহের রাজত্বকালে আউলিয়া রস্তান খাঁ নামক একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে এখানকার সুবৃহৎ মসজিদটী নির্ম্মাণ করান। নগরের আশে পাশে অনেকগুলি প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ দেখা যায়।

পর্ব্বতের পশ্চিমঢালুদেশে বিনুকোণ্ডার সর্ব্বপ্রাচীন দুর্গ। প্রবাদ, ঐ দুর্গ সর্ব্বপ্রথমে গজপতি বংশীয় বিশ্বম্ভরদেব কর্ত্তৃক ১১৪৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। তদনন্তর কোণ্ডবীড়ুর পোলিয় বেমরেড্ডী উহার জীর্ণ সংস্কার করাইয়াছিলেন। ঐ স্থানেই পর্ব্বতগাত্রে প্রাচীন অক্ষরে লিখিত দুইখানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়। উহার কিঞ্চিৎ নিম্নে পকিনীড়ু গন্নম নীড়ুর প্রসিদ্ধ কেল্লা। দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা রেড্ডি সর্দ্দার ছিলেন বলিয়া সাধারণের ধারণা। এখনও এখানে রাজপ্রাসাদের যে ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহা দেখিলেই নির্ম্মাতার শিল্পকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় ৪ শত বৎসর হইল দুর্গের পাদমূলে আর একটী কেল্লা নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহাই পূর্ব্বকথিত গন্নম-নায়ড়ুর দুর্গ। প্রায় ২৫০ বৎসর আর একটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়। উহার প্রাচীর ও পরিখাদি

নগরের চারিপার্শ্বে বিস্তৃত রহিয়াছে। নরসিংহ-মন্দিরের শিলাফলকগুলি হইতে জানা যায় যে ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে সাগিগন্নম উহার মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই মণ্ডপের দক্ষিণপূর্ব্ব ডাকবাঙ্গালার নিকটে একখানি শিলালিপি আছে উহা বিজয়নগররাজ সদাশিবের (১৫৬১ খৃঃ অঃ) রাজ্যকালে কুমার কোণ্ডরাজদেবের দানপত্র।

পর্ব্বতের উপরের কোদণ্ডরামস্বামী ও রামলিঙ্গ স্বামীর মন্দির বহু প্রাচীন ও শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ, উহাতে প্রাচীনত্বের নিদর্শন অনেক কীর্ত্তি সংযোজিত রহিয়াছে। মন্দিরগাত্রে শিলালিপি আছে। নগরের উত্তর-পশ্চিমে একটী হনুমান মূর্ত্তি। প্রবাদ গোলকোণ্ডার কোন মুসলমান রাজা ঐ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। নগরে আরও অনেকগুলি মন্দির আছে। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে আরও কতকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, উহাদের প্রাচীনত্বে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

বিনুক্তি (স্ত্রী) ১ প্রশংসা। ২ অভিভূতি ও বিমুক্তি নামে দুইটী একাহভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ°)

বিনুদ্ (স্ত্রী) বিক্ষেপরূপ কর্ম্মবৈগুণ্য।

"বিশ্বা একস্য বিনুদস্তিতিক্ষতে" (ঋক্ ২।১৩।৩)

'বিনুদঃ সর্ব্বাণি তৎকর্তৃকাণি বিক্ষেপণরূপাণি কর্ম্মবৈগুণ্যানি' (সায়ণ)

বিনেতৃ (পুং) বি-নী-তৃচ্। ১ পরিচালক, উপদেষ্টা, শিক্ষক। ২ রাজা, শাসনকর্ত্তা।

বিনেত্র (পুং) উপদেশক, শিক্ষক।

"সদ্বিনেত্রায় কৃষ্ণায়" (হরিবংশ)

বিনেমিদশন (ত্রি) বিগত হইয়াছে নেমিরূপ দশন যার। অর-রহিত। বিজজ্ঞাকুবরাংস্তত্র বিনেমিদশনানপি" (ভারত দ্রোণপ° ৩৬।৩২)

বিনেয় (ত্রি) বি-নী-যৎ। ১ নেতব্য। ২ দণ্ডনীয়।

"জ্যোতির্জ্ঞানং তথোৎপাতমবদিত্বা তু যে নৃণাম্।
শ্রাবয়ন্ত্যর্থলোভেন বিনেয়াস্তেঽপি যত্নতঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৩ শিষ্য, অন্তেবাসী।

বিনেয়কার্য্য (ক্লী) দণ্ডকার্য্য। (দিব্যা° ২৬৯।১৬)

বিনোক্তি (স্ত্রী) অলঙ্কার বিশেষ; যেখানে কোন একটী পদার্থ ব্যতিরেকে অন্য আর একটী বস্তুর সৌষ্ঠব বা অসৌষ্ঠব হয় না অর্থাৎ যেখানে কোন একটী বস্তুর অভাবে প্রস্তুত বস্তুর বা বর্ণনীয় বিষয়ে হীনতা বা শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ পায়, তথায় বিনোক্তি অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কারে প্রায়ই বিনা শব্দের যোগে এবং কদাচিৎ বিনা শব্দার্থ যোগে অভাব সূচিত হইয়া থাকে। যেমন, "বিদ্যা সকলের অভীষ্ট হইলেও যদি তাহাতে বিনয়ের সংস্রব না থাকে, তবে তাহা হীন অর্থাৎ নিন্দনীয় বলিয়া কথিত হয়।" আর "হে রাজেন্দ্র! আপনার এই সভা খলবিবর্জ্জিত হওয়ায় অতীব শোভাসম্পন্ন হইয়াছে।" এই উভয়স্থলে যথাক্রমে বিনয় বিনা বিদ্যার নীচতা এবং খল বিনা সভার উচ্চতা বা শ্রেষ্ঠতা সূচিত হইতেছে। "পদ্মিনী কখনও চন্দ্রকিরণ দেখে নাই, চন্দ্রও জন্মাবধি কখন প্রফুল্ল কমলের মুখ দেখে নাই, অতএব উভয়েরই জন্ম নিরর্থক।" এখানে বিনা শব্দের অর্থযোগে বিনোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে; কেননা এস্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, চন্দ্রকিরণ দর্শন বিনা পদ্মিনীর এবং প্রফুল্লকমলের মুখদর্শন বিনা চন্দ্রের [জন্মদ্বারা উভয়ের] উৎপত্তির হেয়তা দেখান হইতেছে।

"বিনোক্তিঃ স্যাদ্বিনা কিঞ্চিৎ প্রস্তুতং হীনমুচ্যতে।
তচ্চেৎ কিঞ্চিদ্বিনা রম্যং বিনোক্তিঃ সাপি কথ্যতে॥" (চ°)

হীনত্বে—

"বিদ্যা হৃদ্যাপি সাবদ্যা বিনা বিনয়সম্পদম্।"

রম্যত্বে—

"বিনা খলৈর্বিভাত্যেষা রাজেন্দ্র! ভবতঃ সভা।"

বিনার্থগম্যতায়—

"নিরর্থকং জন্মগতং নলিন্যা যয়া ন দৃষ্টং তুহিনাংশুবিম্বম্।
উৎপত্তিরিন্দোরপি নিষ্ফলৈব দৃষ্টা বিনিদ্রা নলিনী ন যেন॥"

বিনোদ (পুং) বি-নুদ-ঘঞ্। ১ কৌতূহল।

"তত্তত্র রক্ষাহেতোশ্চ বিনোদায়তনস্য তাম্।" (কথাসরিৎ ১৫।১২৫)

২ ক্রীড়া।

"তেজঃক্ষতং তব ন তস্য স তে বিনোদঃ" (ভাগ° ৩।১৬।২৪)

৩ অপনয়ন। ৪ প্রমোদ। ৫ আলিঙ্গনবিশেষ। (কামশাস্ত্র) ৬ রাজগৃহবিশেষ। দৈর্ঘ্যে তিন ও প্রস্থে দুইহস্ত ৩০টী দ্বার ও দুই কোষ্ঠযুক্ত গৃহকে বিনোদ কহে।

"দীর্ঘে ত্রয়ো রাজহস্তাঃ প্রসরে দ্বৌ প্রতিষ্ঠিতৌ।
বিনোদএব দ্বারাণি ত্রিংশৎ কোষ্ঠদ্বয়ং ভবেৎ॥" (যুক্তিকল্পত°)

বিনোদগঞ্জ, গয়াজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভবিষ্যব্রহ্মখ° ৩৬।১০২)

বিনোদন (ক্লী) বি-নুদ-ল্যুট্। বিনোদ। ক্রীড়া। আমোদপ্রমোদ।

বিনোদিন্ (ত্রি) ক্রীড়াশীল। কুতূহলী।

বিন্দ (পুং) ১ জয়সেনের পুত্রভেদ। ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ত্রি) ৩ প্রাপক। ৪ দর্শক। ৫ পশ্চিমবঙ্গবাসী জাতিবিশেষ।

বিন্দকি, যুক্তপ্রদেশের ফতেপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বিন্দমান (ত্রি) ১ প্রাপণীয়। ২ গ্রাহ্য।

বিন্দাদত্ত, একজন কবি।

বিন্দু (পুং) বিদি অবয়বে বাহুলকাদুঃ। ১ জলকণা। পর্য্যায়—পৃষৎ, পৃষত, বিপ্রুট্, পৃষন্তি, বিপ্রুট্।

২ দন্তক্ষতবিশেষ। ৩ ভ্রূদ্বয়ের মধ্য। ৪ রূপকার্থপ্রকৃতি। ৫ অনুস্বার।

"শিবো বহ্নিসমাযুক্তো বামাক্ষিবিন্দুভূষিতঃ।" (সূর্য্যকবচ)

সারদাতিলকের মতে,—সচ্চিদানন্দবিভব পরমেশ্বর হইতে শক্তি, তদনন্তর নাদ এবং নাদ হইতে বিন্দুসমুদ্ভূত।

"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥"

কুব্জিকাতন্ত্র-মতে,—

"আসীদ্বিন্দুস্ততো নাদো নাদাচ্ছক্তিঃ সমুদ্ভবা।
নাদরূপা মহেশানী চিদ্রূপা পরমা কলা॥
নাদাচ্চৈব সমুৎপন্নঃ অর্দ্ধবিন্দুর্মহেশ্বরি।
সার্দ্ধত্রিতয়বিন্দুভ্যো ভুজঙ্গী কুলকুণ্ডলী॥"

বিন্দুই প্রথমে একমাত্র ছিল, তৎপরে নাদ এবং নাদ হইতে শক্তির উৎপত্তি। চিদ্রূপা পরমা কলা যে মহেশ্বরী তিনিই নাদরূপা। নাদ হইতে অর্দ্ধবিন্দুর উৎপত্তি। সাড়ে তিন বিন্দু হইতেই কুলকুণ্ডলিনী ভুজঙ্গী হইয়াছেন।

আবার ক্রিয়াসারে লিখিত আছে—

"বিন্দুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্মৃতম্।
তয়োর্যোগে ভবেন্নাদস্তাভ্যো জাতাস্ত্রিশক্তয়ঃ॥"

বিন্দুই শিবাত্মক আর বীজই শক্ত্যাত্মক, উভয়ের যোগে নাদ এবং তাহাদিগের হইতে ত্রিশক্তি উৎপন্ন।

৬ পরিমাণভেদ।

(ত্রি) বিদ জ্ঞানে উঃ নুমাগমশ্চ (বিন্দুরিচ্ছুঃ। পা ৩।২।১৬৯) ৭ জ্ঞাতা। ৮ দাতা। ৯ বেদিতব্য।

১০ ইউক্লিডের জ্যামিতি মতে ব্যাপ্তিহীন স্থিতির নাম বিন্দু। (a point is that which has no parts no magnitude —geometry)।

বিন্দুঘৃত (ক্লী) উদররোগের ঔষধ। প্রস্তুতপ্রণালী,—ঘৃত /৪ চারিসের। আকন্দের আটা ১৬ তোলা, সীজের আটা ৪৮ তোলা, হরীতকী, কমলাগুড়ি, শ্যামালতা, সোঁদাল ফলের মজ্জা, শ্বেত অপরাজিতার মূল, নীলবৃক্ষ, তেউড়ী, দন্তীমূল, চোরহুলি (ভাঁটুই) ও চিতামূল প্রত্যেক ৮ তোলা লইয়া ঈষৎ চূর্ণ করিয়া উক্ত ঘৃত এবং তাহাতে ১৬ সের জল দিয়া সমস্ত একত্র পাক করিবে। জল নিঃশেষ হইলে নামাইয়া ছাকিয়া একটী ভাণ্ডে রাখিবে। এই ঘৃতের যত বিন্দু সেবন করাইবে, ততবার বিরেচন হইবে। ইহাতে সকল প্রকার উদরী ও অন্যান্য রোগ নষ্ট হয়।

মহাবিন্দু ঘৃত,—প্রস্তুতপ্রণালী,—ঘৃত /২ দুই সের। সীজের আটা ১৬ তোলা, কমলাগুড়ি ৮ তোলা, সৈন্ধব ৪ তোলা, তেউড়ী ৮ তোলা, আমলকীর রস ৩২ তোলা, জল /৪ চারিসের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় নামাইয়া রাখিবে। প্লীহা ও গুল্মরোগে ইহার ২ তোলা ব্যবহার্য্য। ইহাতে অন্যান্য রোগেরও উপকার হয়।

বিন্দুচিত্রক (পুং) বিন্দুভিশ্চিহ্নবিশেষৈশ্চিত্রক ইব। মৃগভেদ।

বিন্দুজাল (ক্লী) বিন্দুনাং জালম্। হস্তিশুণ্ডোপরি বিচিত্র বিন্দুসমূহ।

বিন্দুজালক (ক্লী) বিন্দুনাং জালকম্। গজের মুখমধ্যস্থ বিন্দুসমূহ। পর্য্যায়—পদ্মক, পদ্ম।

বিন্দুতন্ত্র (পুং) বিন্দুশ্চিহ্নং তন্ত্রং যস্য। অক্ষ। তুরঙ্গক।

'বিন্দুতন্ত্রঃ পুমান্ শারিফলকে চ তুরঙ্গকে।' মে।

বিন্দুতীর্থ, পুণ্যতীর্থবিশেষ। (শিবপুরাণ)

[বিন্দুমাধব ও বিন্দুসর দেখ।]

বিন্দুধারী, উৎকলবাসী বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা বিগ্রহ-সেবা, মচ্ছবদান এবং বাঙ্গালাবাসী অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অনুষ্ঠেয় সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানই করিয়া থাকে। তিলকসেবার বিভিন্নতা নিবন্ধনই ইহাদের বিন্দুধারী নাম হইয়াছে। ইহারা ললাট-দেশে ভ্রূ যুগলের মধ্যস্থলের কিছু উপরে গোপীচন্দনের একটী ক্ষুদ্র বিন্দু ধারণ করে।

বিন্দুধারীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, খণ্ডৈত, কর্ম্মকার প্রভৃতি অনেক জাতিই স্থান পাইয়াছে। এই সম্প্রদায়ে শূদ্রজাতীয়েরা ভেক লইয়া ডোরকৌপীন ধারণ করিতে পারে, তদনন্তর তাহারা তীর্থ-যাত্রায় বহির্গত হইয়া নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থপর্য্যটন করিয়া আসে। যাহারা সাম্প্রদায়িক মত গ্রহণের পর এইরূপ তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই প্রকৃতরূপ বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইয়া দেবতাপূজা ও মন্ত্রোপদেশদানে অধিকারী হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ-বিন্দুধারী দিগের ব্যবস্থা কিছু ভিন্ন। তাঁহারা উক্ত-রূপে তীর্থভ্রমণাদি তাদৃশ আবশ্যক মনে করেন না। তবে খণ্ডৈত প্রভৃতি শূদ্র-বিন্দুধারীরা সাধারণতঃ ঐরূপ তীর্থযাত্রা করে এবং তাহারাই ব্রাহ্মণশূদ্রাদি জাতিকে মন্ত্র-দীক্ষা দেয়।

সাম্প্রদায়িক কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে, ইহারা শবদেহ দাহ করে এবং সেই দাহস্থানে মৃত্তিকার একটী বেদী করিয়া তদুপরি তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকে। মৃত্যুদিবসে শবের নিকটে ইহারা অন্ন রন্ধন করিয়া রাখে এবং বেদী প্রস্তুত হইলে তাহার সমীপে একখানি পাখা ও একটী ছত্র রাখিয়া দেয়। নয় দিবস অশৌচ পালন করিয়া দশদিনে ইহারা আদ্যশ্রাদ্ধ করে এবং তদুপলক্ষে স্বসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মচ্ছব দেয়। কোন প্রাচীন ও প্রবীণ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, ইহারা দাহান্তে মৃতের অস্থি লইয়া আপন বাস্তু বা উদ্বাস্তু ভূমিতে সমাধি দেয়

এবং প্রতিদিন দিবাভাগে পুষ্পচন্দন দ্বারা তাহার অর্চ্চনা করে ও সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইলে তথায় সন্ধ্যা প্রদীপ দিয়া থাকে।

বিন্দুনাগ, রাজপুতনার কোটারাজ্যের অন্তর্গত শেরগড়রাজ্যের সামন্তভেদ।

বিন্দুপত্র (পুং) বিন্দুঃ পত্রে যস্য। ভূর্জ্জবৃক্ষ।

বিন্দুপ্রতিষ্ঠানময় (ত্রি) অনুস্বারবিশিষ্ট। (তন্ত্র)

বিন্দুমতি (স্ত্রী) শশবিন্দু রাজার কন্যা।

বিন্দুমাধব, কাশীস্থ বিষ্ণুমূর্ত্তিভেদ। একসময়ে ভগবান্ উপেন্দ্র চন্দ্রশেখরের অনুমতি লইয়া বারাণসীপুরীতে আগমন করেন এবং রাজা দিবোদাসকে কাশী হইতে বিদূরিত করিয়া পাদোদক তীর্থে কেশবস্বরূপ অবস্থান পূর্ব্বক পঞ্চনদতীর্থের মহিমা বিচার করিতেছিলেন। এমন সময়ে অগ্নিবিন্দুনামা এক ঋষি তাঁহাকে স্তবদ্বারা সন্তুষ্ট করিলে ভগবান্ বরদানে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ঋষি বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বব্যাপী হইলেও সর্ব্ব-জীবগণের, বিশেষতঃ মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিদিগের হিতের নিমিত্ত এই পঞ্চনদতীর্থে অবস্থান করুন এবং আমার নামে এখানে অবস্থিত থাকিয়া ভক্ত ও অভক্তজনের মুক্তিদাতা হউন। ঋষির বাক্যে প্রীত হইয়া শ্রীবিষ্ণু বলিলেন, তোমার নামের অর্দ্ধাংশ আমাতে সংযুক্ত করিয়া আমার বিন্দুমাধব নাম কাশীতে বিখ্যাত হইবে। সর্ব্বপাতকনাশন এই পঞ্চনদতীর্থ আজ হইতে তোমার নামকরণে "বিন্দুতীর্থ" নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই পঞ্চনদ-তীর্থে স্নান ও পিতৃতর্পণ করিয়া বিন্দুমাধব দর্শন করিলে মনুষ্য আর কখনও গর্ভবাস-যন্ত্রণা ভোগ করে না। কার্ত্তিকমাসে সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া যদি কোন ব্যক্তি বিন্দুতীর্থে স্নান করে, তাহার আর যমভয় থাকে না। এখানে চাতুর্ম্মাস্যব্রত, অভাবে কার্ত্তিকীব্রত অথবা কেবল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্তে কার্ত্তিকমাস অতিবাহন করিলে, দীপদান করিলে বা বিষ্ণুযাত্রা করিলে মুক্তি দূরে থাকে না। উত্থানৈকাদশীতে বিন্দুতীর্থে স্নান, বিন্দুমাধবের অর্চ্চনা ও রাত্রি-জাগরণপূর্ব্বক পুরাণ-শ্রবণাদি করিলে জন্মভয় থাকে না।

(কাশীখণ্ড ৬০ অঃ)

বিন্দুরাজি (পুং) রাজিমান্‌সর্পবিশেষ।

বিন্দুরেখক (পুং) বিন্দুবিশিষ্টা রেখা যত্র কন্। পক্ষিভেদ।

বিন্দুল (পুং) অগ্নিপ্রকৃতি কীটবিশেষ।

বিন্দুবাসর (পুং) বিন্দুপাতস্য বাসরঃ। সন্তানোৎপত্তিকারক শুক্রপাত দিন।

বিন্দুসরস্ (ক্লী) বিন্দুনামকং সরঃ। পুরাণোক্ত সরোবরভেদ। মৎস্যপুরাণ মতে—এই বিন্দুসরের উত্তরে কৈলাস, শিব ও সর্ব্বৌষধিগিরি, হরিতালময় গৌরগিরি এবং হিরণ্যশৃঙ্গবিশিষ্ট সুমহান্ দিব্যৌষধিময় গিরি। তাহারই পাদদেশে কাঞ্চনসন্নিভ একটী মহান্ দিব্য সর আছে, ইহারই নাম বিন্দুসর। এখানেই রাজা ভগীরথ গঙ্গাকে আনয়ন করিবার জন্য বহুবর্ষ বাস করিয়াছিলেন। এইস্থান হইতেই পূর্ব্বমুখে ত্রিপথগা গঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছেন। সোমপাদ হইতে নিঃসৃত হইয়া এই নদী সপ্তধা বিভক্ত হইয়াছেন। ইহারই তীরে ইন্দ্রাদি সুরগণ বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। দেবী গঙ্গা অন্তরীক্ষ, দিব ও ভূলোকে আসিয়া শিবের অঙ্কে পতিত হইয়া যোগমায়ায় সংরুদ্ধ হইয়াছেন। ক্ষোভণপ্রযুক্ত তাঁহারই যে সকল বিন্দু ভূতলে পতিত হইয়াছিল, সেই সকল বিন্দু হইতে সরোবরের উৎপত্তি হয়, এ কারণ এই সরোবরের নাম বিন্দুসরঃ।

"তস্যা যে বিন্দবঃ কেচিদ্ ক্ষুব্ধায়াঃ পতিতা ভুবিঃ।
কৃতস্তু তৈর্বিন্দুসরস্ততো বিন্দুসরঃ স্মৃতম্॥" (মৎস্য ১২০ অঃ)

এই বিন্দুসরই ঋগ্বেদে সরপস্ এবং এক্ষণে সরীকুলহ্রদ নামে প্রথিত। হিমপ্রলয়ের পর এখানেই প্রথম আর্য্য উপনিবেশ হইয়াছিল। [আর্য্যশব্দ দ্রষ্টব্য।]

বিন্দুসর বা বিন্দুহ্রদ, উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রমধ্যস্থ একটী প্রাচীন বিশাল সরোবর। উৎকলখণ্ড, কপিলসংহিতা, স্বর্ণাদ্রিমহোদয়, একাম্রপুরাণ ও একাম্রচন্দ্রিকায় এই বিন্দুতীর্থের মাহাত্ম্য সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

একাম্রপুরাণে লিখিত আছে, পূর্ব্বকালে সাগরতীরে অগ্নি-মালী প্রার্থনা করিয়াছিলেন, দেবদেব আমার তটে বাস করুন। তদনুসারে স্বর্ণকূট নামক গিরিপৃষ্ঠে ক্রোশ মাত্র বিস্তৃত একাম্র নামক তরুমূলে শিব আসিয়া বাস করিলেন। সেই লিঙ্গের উত্তরে ৩০ ধেনু দূরে শঙ্কর স্বয়ং বীর্য্যপ্রভাবে শৈল হইতে পাষাণ খুঁড়িয়া ফেলেন। তাঁহার আজ্ঞায় সেই স্থানে অতি গভীর বিপুলসলিল এক হ্রদ উৎপন্ন হইল। মহাদেব পাতাল হইতে সেই জল উত্থিত হইতে দেখিয়া সপ্ত সাগর, গঙ্গাদি নদী, মানস ও অচ্ছোদপ্রমুখ সরোবর অর্থাৎ পৃথিবীতে যত কিছু নদ নদী তীর্থ আছে, তাহার জল লইয়া তিনি সেই জলে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে সকল তীর্থের বিন্দু এখানে ক্ষরিত হইতে লাগিল। ত্রিপথগা গঙ্গাও মহাদেবের কমণ্ডলু হইতে নিয়ত শত মুখে ক্ষরিত হইতেছেন। স্বয়ং ভগবান্ এই বাপী নির্ম্মাণ করায় ইহা শঙ্করবাপী নামে এবং বিশ্বের যাবতীয় তীর্থের বিন্দু আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে বলিয়া বিন্দুসর নামে খ্যাত হইয়াছে। যথা—"লোকে শঙ্করবাপীতি ততঃ খ্যাতিং গমিষ্যতি।
বিন্দুঃ স্রবতি বিশ্বস্য নাম্না বিন্দুসরঃ স্মৃতম্॥"

একাম্র ক্ষেত্রে বা ভুবনেশ্বরে গিয়া তীর্থযাত্রীকে অগ্রে এই বিন্দুহ্রদে স্নান করিতে হয়। স্নানমন্ত্র—

"আদৌ বিন্দুহ্রদে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্।
চন্দ্রচূড়ং সমালোক্য চন্দ্রচূড়ো ভবেন্নরঃ ॥"(একাম্রপু° ২৩ অঃ)

[একাম্রকানন ও ভুবনেশ্বর শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য]

বিন্দুসার, বৌদ্ধ নরপতিভেদ। [বিম্বিসার দেখ।]

বিন্দ্রাবন (হিন্দী) বৃন্দাবন। [বৃন্দাবন দেখ।]

বিন্ধ, জ্ঞানে। ঋক্ ১।৭।৭ মন্ত্রে বিন্ধ্ ধাতুর প্রয়োগ আছে। কোন কোন বৈয়াকরণ উঁহাকে বিন্দ, বিধ্ বা ব্যধ্ ধাতুর অনুরূপ অর্থজ্ঞাপক বলিয়া স্বীকার করেন। (নিরুক্ত ৬।১৮)

বিন্ধ (পুং) বিন্ধ্যশব্দের প্রামাদিক পাঠ। (মার্ক°পু° ৫৭।৫২)

বিন্ধচুলক (পুং) জাতিবিশেষ। বিন্ধ্যচুলিক পাঠান্তর।

বিন্ধপত্র [ত্রী] (স্ত্রী) বিষশলাটু, চলিত বেলশুঁট।

বিন্ধস (পুং) চন্দ্র। (ত্রিকা°)

বিন্ধ্য (পুং) বিধ-ষৎ, পৃষোদরাদিত্বাৎ মুম্। ১ পর্ব্বতবিশেষ, বিন্ধ্যপর্ব্বত।

এই পর্ব্বত দক্ষিণদিকে অবস্থিত, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত এই দুইয়ের মধ্যস্থলে,বিনশনের অর্থাৎ সরস্বতী নদী-বর্জ্জিত কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে যে দেশ, তাহার নাম মধ্যদেশ।

"উত্তরস্যাং দিশি হিমবান্ পর্ব্বতো দক্ষিণস্যাং বিন্ধ্যঃ।"
(মনু ২।২১ টীকায় মেধাতিথি)

প্রাচীন শ্রুতি এইরূপ যে, বিন্ধ্য পর্ব্বতের পশ্চিম দিগ্‌বাসীরা মৎস্যভোজন করিলে পতিত হইয়া থাকে।

"বিন্ধ্যস্য পশ্চিমে ভাগে মৎস্যভুক্ পতিতো ভবেৎ।"
(ইতি প্রাচীনাঃ)

২ ব্যাধ, কিরাত।

বিন্ধ্যকন্দর (ক্লী) বিন্ধ্যস্য কন্দরং। ১ বিন্ধ্যপর্ব্বতের কন্দর, গুহা।

বিন্ধ্যকবাস (পুং) বৌদ্ধভেদ।

বিন্ধ্যকূট (পুং) বিন্ধ্যে কূটং মায়া কৈতবং বা যস্য। ব্যাজেন তস্যাবনতীকরণাদস্য তথাত্বং। ১ অগস্ত্য মুনি। (ত্রিকা°)

অগস্ত্য ছলনা করিয়া বিন্ধ্যের দর্প খর্ব্ব করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার নাম বিন্ধ্যকূট হইয়াছিল। ২ বিন্ধ্যপর্ব্বত।

বিন্ধ্যকেতু (পুং) পুলিন্দ রাজভেদ। (কথাসরিৎসা° ১২১।২৮৪)

বিন্ধ্যগিরি মধ্যভারতে পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত একটী পর্ব্বতশ্রেণী। ইহা গঙ্গার অববাহিকাভূমি বা সংক্ষেপে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দাক্ষিণাত্যকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।

পুরাণে বিন্ধ্যপর্ব্বতসম্বন্ধে নানা কথা লিখিত আছে। দেবগণ পুরাকালে এই শৈলশিখরে বিহার করিতেন। তাঁহাদের সেই বিচরণভূমি বিশেষ অনুধাবন সহকারে পাঠ করিলে বোধ হয় যে, তৎকালে তাপ্তী ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী সাতপুরার সুরম্য ও সুদৃশ্য শৈলভূমিই বিন্ধ্যপর্ব্বত নামে বিদিত ছিল; কিন্তু এক্ষণে কেবল নর্ম্মদার উত্তরস্থিত নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত পর্ব্বত-মালাই বিন্ধ্যশৈল নামে পরিচিত হইয়াছে।

দেবীভাগবত পাঠে জানা যায় যে,এই বিন্ধ্যাচল সমস্ত পর্ব্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়। ইহার পৃষ্ঠদেশে বৃহৎ বৃহৎ পাদপরাজি বিরাজিত থাকায় ইহা ঘোর বনসমূহে পরিণত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে লতাগুল্মনিচয় পুষ্পভারে পূর্ণ-পুলকাঙ্গ দৃশ্যমান হওয়ায় উহার সেই সেই স্থান উপবনসদৃশ মনোরম দেখা যায়। ঐ বন-ভাগে মৃগ, বরাহ, মহিষ, বানর, শশক, শৃগাল, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি বনচারী জন্তুগণ হৃষ্টমনে বিচরণ করিয়া থাকে এবং দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, ও কিন্নরগণ ইহার নদ ও নদীতে অবগাহনপূর্ব্বক জলক্রীড়া করিতেন।

একদিন দেবর্ষি নারদ বিন্ধ্যসকাশে আসিয়া বলিলেন, হে অতুলপ্রভাব বিন্ধ্য! সুমেরু গিরির সমৃদ্ধিসন্দর্শনে আমি বিমুগ্ধ হইয়াছি। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ এখানে নানা ভোগসুখে দিনযাপন করেন। অধিক কি বলিব স্বয়ং ভগবান্ বিশ্বাত্মা গগনবিহারী মরীচিমালী সমস্তগ্রহ ও নক্ষত্রগণ-সহ এই পর্ব্বতকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। এই কারণে সে বড় গর্ব্বিত হইয়াই আপনাকে শ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ বলিয়া স্পর্দ্ধা করে।

দেবর্ষির মুখে স্বজাতি সুমেরুর এরূপ উন্নতি শ্রবণ করিয়া বিন্ধ্য ঈর্ষাপরবশ হইলেন এবং স্বীয় কুটিল বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া সূর্য্যের গতিরোধপূর্ব্বক সুমেরুর গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে চেষ্টা পাইলেন। তিনি স্বীয় ভুজরূপ সুদীর্ঘ শৃঙ্গসমূহ সমুন্নত করিয়া আকাশমার্গ অবরোধপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব আর তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

এইরূপে বিন্ধ্যকর্ত্তৃক সূর্য্যমার্গ রুদ্ধ হইলে দিব্যপুরে নানা গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। চিত্রগুপ্ত আর কালনির্ণয় করিতে পারিলেন না। দৈব ও পিতৃকার্য্য একবারে বিলুপ্ত হইল—এককথায় পৃথিবী হোমাদি এবং শ্রাদ্ধতর্পণাদি-বর্জ্জিত হইয়া পড়িল। পশ্চিম ও দক্ষিণদিকের অধিবাসীরা সর্ব্বদা নিশাকাল অনুভব করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া রহিল; পক্ষান্তরে পূর্ব্ব ও উত্তরদিক্‌স্থিত লোকেরা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত হইয়া অশেষবিধ ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিল। কেহ দগ্ধ, কেহ মৃত, কেহ বা অর্দ্ধমৃত হইয়া রহিল। ত্রিভুবনের হাহাকার দর্শনে কাতর হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ উদ্বেগপূর্ণ মানসে এই উপদ্রব শান্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া কৈলাসে দেবদেবের

শরণাপন্ন হইলেন এবং বিন্ধ্যের উন্নতি স্তম্ভন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন, বিন্ধ্যের উন্নতি খর্ব্ব করিতে আমাদের কাহারও সাধ্য নাই, চল সকলে মিলিয়া আমরা বৈকুণ্ঠনাথের শরণ লই।

দেবগণ বৈকুণ্ঠে আসিয়া বিষ্ণুর স্তব করিলে পর, তিনি তুষ্ট হইয়া জানাইলেন, বিশ্বসংসারনির্ম্মাতা দেবী ভগবতীর সেবক অতুল প্রভাব অগস্ত্য মুনি এক্ষণে বারাণসীতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি ব্যতীত কেহই বিন্ধ্যের উন্নতির প্রতিরোধক হইতে পারিবে না। তখন দেবগণ বারাণসীতে আসিয়া অগস্ত্য আশ্রমে উপনীত হইলেম এবং তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলেন। তখন লোপামুদ্রাপতি অযোনিসম্ভবা সেই মহামুনি কালভৈরবকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। নিমেষমধ্যে তিনি বিন্ধ্য সমীপে উপস্থিত হইলেন। বিন্ধ্য মুনিবর অগস্ত্যকে সম্মুখে দেখিয়া যেন পৃথিবীর কাণে কাণে কিছু বলিবার উদ্দেশেই দণ্ডবৎ হইয়া অগস্ত্যকে প্রণাম করিলেন। মহাগিরি বিন্ধ্যকে এইরূপে প্রণত দেখিয়া অগস্ত্য আনন্দ সহকারে বলিলেন, "বৎস! তোমার এই দুরারোহ প্রস্তর আরোহণ করিতে আমি নিতান্তই অক্ষম হইয়াছি, আমি যতদিন না ফিরিয়া আসি, ততদিন তুমি এই ভাবেই অবস্থান কর।" মুনিবর এই বলিয়া দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিলেন। তিনি শ্রীশৈল দর্শন করিয়া মলয়াচলে গমনপূর্ব্বক তথায় আশ্রম স্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তদবধি বিন্ধ্য আর মস্তক উত্তোলন করে নাই।

এদিকে মনুপূজিত দেবী ভগবতীও বিন্ধ্যাচলে আসিয়া অবস্থিত হইলেন। তদবধি তিনি বিন্ধ্যবাসিনী নামে ত্রিলোকে পূজিতা হইতেছেন। (দেবীভাগবত ১০।৩-৭অঃ)।

বামনপুরাণে লিখিত আছে যে, কালে এই পর্ব্বত উচ্চ হইয়া ক্রমে সূর্য্যমণ্ডলের গতিরোধ করে। তাহাতে সূর্য্যদেব ব্যাকুল হইয়া অগস্ত্য ঋষির হোমাবসান কালে তথায় উপস্থিত হন এবং ঋষিকে বলেন, হে কুম্ভভব! বিন্ধ্যগিরির প্রভাবে আমার স্বর্গ যাতায়াতের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়াছে, অতএব যাহাতে আমি নিরাপদে স্বর্গাদিতে ভ্রমণ করিতে পারি, এরূপ উপায় করুন। দিবাকরের এই বিনীত বাক্যে মহর্ষি বলিলেন, আমি অদ্যই বিন্ধ্যগিরিকে নিম্নশৃঙ্গ করিব।

এই বলিয়া মহর্ষি দণ্ডকারণ্য হইতে বিন্ধ্যাচলে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, দেখ বিন্ধ্য! আমি তীর্থযাত্রা করিয়াছি, তোমার অত্যুচ্চতা প্রযুক্ত দক্ষিণদিকে যাইতে পারিতেছিনা, অতএব তুমি অদ্যই নীচতর হও। ঋষির এই অনুজ্ঞায় বিন্ধ্যগিরি নিম্নশৃঙ্গ হইলে অগস্ত্য পর্ব্বত পার হইয়া দক্ষিণদিকে গিয়া পুনর্ব্বার ধরাধরকে বলিলেন, শুন বিন্ধ্য! যাবৎ আমি তীর্থপর্য্যটন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত না হই, তাবৎ তুমি এইরূপ নিম্নভাবে অবস্থান করিবে। যদি ইহার ব্যত্যয় কর, তবে আমার নিকট অভিশপ্ত হইবে। এই কথা বলিয়া ঋষি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দক্ষিণ দেশের অন্তরীক্ষ প্রদেশে আশ্রমনির্ম্মাণান্তে তথায় স্বীয় সহধর্ম্মিণী লোপামুদ্রাসহ বাস করিতে লাগিলেন। তখন বিন্ধ্য মুনির প্রত্যাগমন আশা পরিত্যাগ করিল এবং তদীয় শাপভয়ে ভীত হইয়া তদ্রূপ অবনতভাবেই রহিল।

দানবদলনার্থ এই বিন্ধ্যগিরির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে দুর্গাদেবীও অবস্থিতা হইলেন। অপ্সরোগণের সহিত দেব, সিদ্ধ, ভূত, নাগ ও বিদ্যাধর প্রভৃতি সকলে একত্র স্তবাদিদ্বারা তাঁহাকে অহর্নিশি সন্তুষ্ট করিলেন এবং তাঁহারা নিজেরাও দুঃখশোকবিবর্জ্জিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। (বামনপু° ১৮ অ°)

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে,—মহর্ষি নারদ নর্ম্মদাসলিলে অবগাহনান্তে ওঁকারেশ্বর মহাদেবের পূজা করিয়া বিন্ধ্যসকাশে উপনীত হইলেন। বিন্ধ্য অষ্টোপকরণনির্ম্মিত অর্ঘ্য দ্বারা যথাবিধি পূজাপূর্ব্বক স্বাগতাদি জিজ্ঞাসা করিলে মুনিবর দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বিন্ধ্যকে বলিলেন, বিন্ধ্য! এই পর্ব্বতগণের মধ্যে এক শৈলশ্রেষ্ঠ সুমেরুই তোমাকে অবমাননা করে। ইহাই আক্ষেপের বিষয়। অন্যান্য কথার পর এই কথা বলিয়া নারদ প্রস্থান করিলে বিন্ধ্য সুমেরুর প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া যাহাতে দিবাকর গ্রহনক্ষত্রগণসহ সুমেরু পর্য্যন্ত প্রদক্ষিণ করিতে না পারেন, তাহার প্রতিবিধান জন্য স্বীয় দেহ বর্দ্ধিত করিয়া সূর্য্যের গমনাগমন পথ অবরোধ করিলেন। ইহাতে স্বর্গমর্ত্ত্যের যাবতীয় লোক যারপর নাই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দেবগণ জগতের শান্তির জন্য ব্রহ্মার নিকট এবিষয়ের প্রস্তাব করিলে তিনি বলিলেন যে, অগস্ত্য ঋষি ব্যতিরেকে অন্য কাহারও দ্বারা ইহার প্রতিকারের প্রত্যাশা নাই; অতএব তোমরা অবিলম্বে বিশ্বেশ্বরের অবিমুক্তক্ষেত্রে গিয়া সেই মিত্রাবরুণতনয় মহাতপস্বী অগস্ত্যের নিকট এতদ্বিষয় বিজ্ঞাপন কর।

ব্রহ্মার পরামর্শে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ বারাণসীধামে আসিয়া অগস্ত্যসন্নিধানে বিন্ধ্যগিরিকৃত আকস্মিক উৎপাতের বৃত্তান্ত জানিয়াই তন্নিবারণ জন্য সানুনয়ে অনুরোধ করিলেন। অগস্ত্যও অবিলম্বে তাহার প্রতিবিধান জন্য বিন্ধ্যাচলাভিমুখে গমন করিলেন। বিন্ধ্যগিরি অনলসদৃশ মুনিকে দেখিয়া অতি সন্ত্রস্তভাবে স্বীয় শরীর অবনত করিয়া বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, প্রভো! আপনি প্রসন্ন হইয়া যাহা আজ্ঞা করিবেন, কিঙ্কর তৎসম্পাদনে প্রস্তুত। ইহা শুনিয়া অগস্ত্য বলিলেন, বিন্ধ্যগিরে! বাস্তবিক তুমিই সাধু। তুমি আমার পুনরাগমন কাল পর্য্যন্ত

এইরূপ খর্ব্বভাবে অবস্থান কর। এই বলিয়া মুনি স্বীয় পত্নী লোপামুদ্রার সহিত দক্ষিণদিকে আসিয়া পবিত্র গোদাবরীতটে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সকল পৌরাণিক বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, এই বিন্ধ্যগিরি একসময়ে অতি উচ্চচূড় ছিল। সেই তুঙ্গশিখরে সাধারণে গমন করিতে পারিত না। তাই তাহা দেব, যক্ষ ও কিন্নরাদির বাসভূমি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিল। অকস্মাৎ ঈর্ষায় বিন্ধ্যের হৃদয় আলোড়িত হইল। তিনি স্বীয় কলেবর বর্দ্ধিত করিয়া সূর্য্যদেবের গতিরোধ করিলেন অর্থাৎ সুমেরু-শিখর পর্য্যন্ত অবসর দিলেন না। সহসা অন্ধকারে জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। বিন্ধ্যশৈলের পুরাণবর্ণিত এই আকস্মিক বৃদ্ধি এবং সূর্য্যগতি রোধপূর্ব্বক অন্ধকার বিস্তার অনুশীলন করিলে মনে হয় যে, একসময়ে বিন্ধ্যপর্ব্বতের হৃদয় ভেদ করিয়া অগ্নিগলিত দ্রবপদার্থসমূহ এবং ধূমরাশি উদ্গীরিত হইয়া জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। পুরাণের উক্ত বর্ণনা যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পরিচায়ক এবং রূপকভাবে তাহাই যে পুরাণে বর্ণিত, তাহা সহজেই অনুমেয়। বিভিন্নপুরাণে অগস্ত্যের বিভিন্নদিকে গমন সূচিত হইয়াছে। অগস্ত্যের দাক্ষিণাত্য গমন এবং অন্তরীক্ষে গোদাবরীতটে বা মলয়াচলে আশ্রম স্থাপন হইতে তৎকালের বিন্ধ্যপাদবাসী আর্য্যগণের দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত বলিয়া সূচিত করা যায়। আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্‌গণও একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, বিন্ধ্যশৈলের প্রস্তরস্তর এবং শাখাপ্রশাখাগুলি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহাদিগকে আগ্নেয়গিরির স্রাবজাত বলিয়াই জ্ঞান হয়।

প্রাচীনকালে এই শৈলদেশ নানা নদনদীপরিশোভিত ছিল এবং অনেক আর্য্য ও অনার্য্য জাতি এখানে বাস করিত।

পুরাণে বিন্ধ্যপাদ হইতে শিপ্রা, পয়োষ্ণী, নির্বিন্ধ্যা, তাপী প্রভৃতি কএকটী নদীর উৎপত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়:—

"শিপ্রা পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা তাপী সনিষধাবতী।
বেণ্বা বৈতরণী চৈব সিনীবালী কুমুদ্বতী॥
করতোয়া মহাগৌরী দুর্গা চান্তঃশিরা তথা।
বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাস্তা নদ্যঃ পুণ্যজলাঃ শুভাঃ॥

(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।২৪-২৫)

এই নদীগুলি পুণ্যসলিলা এবং পবিত্র তীর্থরূপে হিন্দুর নিকট পূজনীয়। তথায় আর্য্য নিবাস না থাকিলে কখনই ঐ সকল নদীর পবিত্রতা কীর্ত্তিত হইত না।

এই পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে এবং নর্ম্মদাতট পর্য্যন্ত দক্ষিণপাদমূলে কতকগুলি প্রাচীন অসভ্য জাতির বাস ছিল। এখনও তথায় ভীল প্রভৃতি অনেক আদিম জাতির বাস আছে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে লিখিত আছে:—

"নাসিক্যাবাশ্চ যে চান্যে যে চৈবোত্তরনর্ম্মদাঃ।
ভীলকচ্ছাঃ সমাহেয়াঃ সহ সারস্বতৈরপি॥
কাশ্মীরাশ্চ সুরাষ্ট্রাশ্চ আবন্ত্যাশ্চার্ব্বুদৈঃ সহ।
ইত্যেতে হ্যপরান্তাংশ্চ শৃণু বিন্ধ্যনিবাসিনঃ॥
সরজাশ্চ করূষাশ্চ কেরলাশ্চোৎকলৈঃ সহ।
উত্তমর্ণা দশার্ণাশ্চ ভোজ্যাঃ কিষ্কিন্ধকৈঃ সহ॥
তোশলাঃ কোশলাশ্চৈব ত্রৈপুরা বৈদিশস্তথা।
তুম্বুরাস্তম্বুলাশ্চৈব পটবো নৈষধৈঃ সহ॥
অন্নজাতুষ্টিকারাশ্চ বীতিহোত্রা হ্যবন্তয়ঃ।
এতে জনপদাঃ সর্ব্বে বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসিনঃ॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।৫১-৫৫)

বামনপুরাণেও এই স্থানগুলি বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিম্নভাগে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত আছে। তবে উক্ত গ্রন্থে দু একটী স্থান-নামের বৈপরীত্য দেখা যায়। (বামনপু° ১৩ অ°)

পুরাণে ও স্মৃত্যাদিতে এই পর্ব্বত মধ্যদেশের ও দক্ষিণাত্যের সীমানির্দ্দেশক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং ইহা দ্বারা উত্তর ভারতের আর্য্য-ঔপনিবেশিকগণের সহিত দাক্ষিণাত্যের অনার্য্য-জাতির পার্থক্য রেখা বিনিবেশিত হইয়াছে।

"হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্ম্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥"

(মনুসংহিতা ২।২১-২২)

মিঃ ওল্ডহাম ও মিঃ মেড্‌লিকট বিন্ধ্যপর্ব্বতে ভূতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই পর্ব্বতমালা দাক্ষিণাত্যের উত্তরসীমা ব্যাপিয়া রহিয়াছে। উহা যেন একটী ত্রিকোণের মূলদেশ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা উহার পার্শ্বদ্বয়—ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূল বহিয়া কুমারিকা অন্তরীপের নিকট পরস্পরে মিলিত হইয়াছে,—নীলগিরি শৈলশিখরই যেন সেই ত্রিভুজের চূড়া। গুজরাত ও মালবের মধ্যদিয়া এই পর্ব্বত ধীরপদে মধ্যভারত আতক্রম করিয়া রাজমহলের গাঙ্গেয় উপত্যকাদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা অক্ষা° ২২°২৫´ হইতে ২৪°৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৩৪´ হইতে ৮০°৪৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। সাধারণ উচ্চতা ১৫০০ হইতে ৪৫০০ ফিটের মধ্যে, তবে কোথাও কোথাও ৫০০০ ফিটের অধিক উচ্চ চূড়া আছে।

পশ্চিমে গুজরাত হইতে পূর্ব্বে গঙ্গার অববাহিকাদেশ পর্য্যন্ত

২২° হইতে ২৫° সম-অক্ষান্তরের মধ্যে বিন্ধ্যপর্ব্বত বিরাজিত আছে। ইহা এক্ষণে নর্ম্মদার উত্তর উপত্যকার সীমারূপে বিদ্যমান। এই পর্ব্বতের অধিত্যকা দেশ সাধারণতঃ ১৫০০ হইতে ২০০০ ফিট উচ্চ। তবে স্থানে স্থানে এক একটী শৃঙ্গ উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একতাভঙ্গ করিয়াছে। অক্ষা° ২২°৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৪১´ পূঃ মধ্যে চম্পানের নামক শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৫০০ ফিট উচ্চ; জামঘাট ২৩০০ ফিট; ভোপালের শৈলশিখর ২৫০০ ফিট, ছিন্দবাড়া ২১০০, পাচমারী ৫০০০ (?) দোকগুড় ৪৮০০, পট্টশঙ্কা ও চূড়াদেও বা চৌড়া-দু ৫০০০, অমরকণ্টক অধিত্যকা ৩৪৬৩, লাঞ্জিশৈলের লীলানামক শিখর ২৬০০ ফিট (অক্ষা° ২১°৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°২৫´ পূঃ)। উক্ত পর্ব্বতের অক্ষা° ২১°৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩৫´ অংশে ২৪০০ ফিট উচ্চ আরও একটী শৃঙ্গ আছে।

পশ্চিমভারতের অধিত্যকা প্রদেশস্থিত মালব, ভোপাল প্রভৃতি রাজ্যের দক্ষিণ সীমায় প্রাচীরস্বরূপে এই পর্ব্বতমালা দণ্ডায়মান এবং উহাই উহার পশ্চাদ্ভাগ বলিয়া গণ্য। সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশস্থ উহার উচ্চ চূড়াগুলি পর্ব্বতের মুখভাগ বলিয়া কথিত। উহার উত্তরভাগ অপেক্ষা পশ্চিমভাগ কএক শত ফিট উচ্চ। বিন্ধ্যপর্ব্বতের পশ্চিমসীমা হইতে উত্তরদিকে একটী পর্ব্বতশ্রেণী বক্রভাবে রাজপুতনার মধ্য দিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত গিয়াছে। উহার নাম অরবল্লীপর্ব্বত, উহা পশ্চিম-ভারতের মরুদেশ হইতে মধ্যভারতকে পৃথক্ রাখিয়াছে।

অধুনা আমরা বিন্ধ্যপর্ব্বতকে নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত দেখিতে পাই। ঐ শাখাগুলি স্থানীয় এক একটী বিশেষ নামে খ্যাত আছে। পৌরাণিকযুগে বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণস্থ সাতপুরা শৈলমালাও বিন্ধ্য নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে কেবলমাত্র নর্ম্মদার উত্তরবর্ত্তী বিস্তৃত শৈলশ্রেণীই বিন্ধ্য নামে পরিজ্ঞাত।

বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বাংশ একটী বিস্তীর্ণ অধিত্যকা প্রদেশ। উহার উত্তরে ও দক্ষিণে অসংখ্য শাখা প্রশাখা। দক্ষিণের ঐ শাখাসমূহের মধ্যে উড়িষ্যার বিভিন্ন উপত্যকা বিরাজিত। উত্তরে ছোটনাগপুরের অধিত্যকা ভূমি, উহা ৩০০০ ফিট উচ্চ। পশ্চিমে সরগুজার নিকটে উহা আরও উচ্চতর হইয়াছে। হাজারিবাগের উচ্চতা ১৮০০ ফিট, কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলে পরেশনাথ পর্ব্বতের উচ্চতা ৪৫০০ ফিট। এই পর্ব্বতশ্রেণীর সর্ব্ব পূর্ব্বসীমা মুঙ্গের, ভাগলপুর ও রাজমহলের নিকট গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। বিন্ধ্যপর্ব্বতের যে অংশ মীর্জাপুর জেলায় পড়িয়াছে, তাহা বিন্ধ্যাচল নামে প্রসিদ্ধ। উহা হিন্দুর নিকট একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। [বিন্ধ্যবাসিনী ও বিন্ধ্যাচল দেখ।]

এই পর্ব্বতের শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত বিভিন্ন উপত্যকাগুলি বিভিন্ন দেশবাসীর আশ্রয়ভূমি হওয়ায় এগুলি রাজকীয় ও জাতিগত বিভাগের সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই কারণে সমগ্র বিন্ধ্যপর্ব্বতের বিবরণ একত্র সঙ্কলনের সুবিধা হয় নাই। উহার যে অংশ যে জেলার অন্তর্ভুক্ত অথবা যে জাতির বাসভূমি পর্ব্বতের প্রাকৃতিক বিবরণও সেই সেই জাতি বা জেলার সহিত পৃথগ্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যাদিতে আমরা সেই কারণে বিন্ধ্যপর্ব্বতের অংশবিশেষের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত দেখিতে পাই। মোগলসাম্রাজ্যের অধিকারকালে শাসনসংক্রান্ত রাজকীয় কার্য্যাদির সুবিধাব্যপদেশে এবং দাক্ষিণাত্য আক্রমণ বিষয়ে সুবিধা হওয়ায় এই পর্ব্বতের স্থানবিশেষের পরিচয় ইতিহাসে বা রাজকীয় বিবরণীতে স্থানলাভ করিয়াছে।

ভূতত্ত্ব বিষয়ে, নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদভূমি প্রত্নতত্ত্ববিদের যেরূপ আদরের সামগ্রী ও চিত্তাকর্ষণকারী, ভারতের অপর কোথাও আর সেরূপ স্থান নাই। এস্থানে বিন্ধ্যপর্ব্বতে বালুপ্রস্তরের যে সুগভীর স্তর এবং মিশ্র-ভূস্তর (associated beds) অতি আশ্চর্য্য ও বিখ্যাত। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এবং জলবায়ুর প্রভাবে ইহার দক্ষিণভাগের প্রস্তরস্তরগুলি অপূর্ব্ব বৈগুণ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। নর্ম্মদা উপত্যকার মূলদেশ বহিয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান শোণনদের উপত্যকা এবং বেহার ও গোরখপুর পর্ব্বতমালায় ঐরূপ প্রস্তর দেখা যায়।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বিন্ধ্যপর্ব্বতের প্রস্তর-স্তরাদির পর্য্যায়িক গঠন পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, পূর্ব্বপশ্চিমে সাসেরাম হইতে নিমাচ পর্য্যন্ত প্রায় ৬০০ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে আগ্রা হইতে হোসঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০ মাইল পরিব্যাপ্ত স্থানে প্রস্তরস্তরনিচয়ের যে একটী পার্ব্বত্যগর্ভ (rock-basin) পরিলক্ষিত হয়, ভূস্তরের সেই স্তরসমষ্টিকে সাধারণতঃ Vindhyan Formation বলা হইয়া থাকে। এই বিস্তীর্ণ পার্ব্বত্য ভূপঞ্জরের চতুষ্পার্শ্বে সাধারণতঃ যে বেলেপাথরের (Sandstone) স্তর পাওয়া যায়, তাহার সহিত নিসিক বা ট্রান্সিসন প্রস্তরের (Transition or gneissic rocks) কোনও সৌসাদৃশ্য নাই; কিন্তু ইহার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত বুন্দেলখণ্ড ও শোণনদের উপত্যকাদেশে উহার সমানস্তরে যে সকল প্রস্তরস্তর আছে, তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণে গঠিত হইয়াছে। ঐ প্রস্তরস্তরের আরও নিম্নে যে সকল স্তর ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে, তাহাদের গঠনপ্রণালীও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই সকল দেখিয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনার সুবিধা হইবে ভাবিয়া, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বিন্ধ্যপর্ব্বতের সমগ্র স্তরগুলিকে 'উচ্চ ও নিম্ন' সংজ্ঞায় (Lower and Upper Vindhyan) অভিহিত করিয়াছেন। কার্ণ্‌ল

পালনাড়, ভীমার অববাহিকাপ্রদেশ, মহানদী ও গোদাবরী-বিভাগ, শোণপ্রবাহিত পার্ব্বত্যভূমি এবং বুন্দেলখণ্ডবিভাগে নিম্নতর বিন্ধ্য শ্রেণীর পর্ব্বতস্তরই অধিক। আবার শোণ-নর্ম্মদা-সীমায়, বুন্দেলখণ্ডের সীমান্তে, গঙ্গাতীরবর্ত্তী পার্ব্বত্যভূমে ও আরাবল্লী-সীমায় উর্দ্ধতন-বিন্ধ্য প্রস্তরস্তর যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান দেখা যায়।

এই উপর-বিন্ধ্য-পর্ব্বতস্তরে হীরক পাওয়া যায়। হীরক-লাভের চেষ্টায় অনেক স্থলেই খনি কাটা হইয়াছে এবং তদভ্যন্তরে পলিময় চটা ভিন্ন বড় একটা হীরকস্তর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কিন্তু রেবারাজ্যের অন্তর্গত ঐরূপ চটার (Rewa-shales) নিম্নে কতক পরিমাণে হীরক পাওয়া যায়। ঐ হীরক আহরণের জন্য খনির অধিকারীরা বিশেষ পরিশ্রম ও অর্থ নষ্ট করিয়া থাকে। পান্নারাজ্যের দক্ষিণে আপার-রেবা বেলেপাথরের (Upper Rewa Sandstone) পাহাড়ের ঢালুদেশে, অথবা পর্ব্বতকন্দরের মধ্যে মধ্যে এবং উক্ত বেলে-চটার নিম্নস্তরে বা নিম্নতর বিন্ধ্য পর্ব্বতস্তরের অপেক্ষাকৃত উচ্চ পার্ব্বত্যদেশে এইরূপ অনেকগুলি হীরক খনি কাটা হইয়াছে। গ্রীষ্ম ঋতু ভিন্ন, অপর কোন ঋতুতে সেখানে কাজ করিবার বিশেষ সুবিধা নাই।

নর্ম্মদানদীর তীরে বিন্ধ্যপর্ব্বতাংশের সুপ্রসিদ্ধ মর্ম্মর পর্ব্বত (Marble rocks)। ঐরূপ ধবল মর্ম্মর পর্ব্বত ভারতের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। [মর্ম্মরপ্রস্তর দেখ।]

বিন্ধ্যচুলিক (পুং) জাতিভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব) বিন্ধ্যচুলক পাঠান্তর।

বিন্ধ্যনিলয়া (স্ত্রী) বিন্ধ্যে বিন্ধ্যপর্ব্বতে নিলয়ো অবস্থানং যস্যাঃ। বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা।

বিন্ধ্যপর (পুং) বিদ্যাধরবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৩৭।২২)

বিন্ধ্যপর্ব্বত (পুং) বিন্ধ্য নামক শৈল। আধুনিক ভূগোলে (Vindhya Hills) নামে বর্ণিত। ইহা আর্য্যাবর্ত্ত বা হিন্দুস্থানকে দাক্ষিণাত্য হইতে পৃথক্ রাখিয়াছে। [বিন্ধ্যগিরি দেখ।]

বিন্ধ্যপালিক (পুং) জাতিবিশেষ। (বিষ্ণুপুরাণ)

বিন্ধ্যপার্শ্ব, বিন্ধ্যগাত্রস্থ দেশভাগ। এখানে বিন্ধ্যবাসিনী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। (ভবিষ্য ব্রহ্মখ° ৮।১-২৪,৭৫)

বিন্ধ্যপূষিক (পুং) জাতিবিশেষ। (মৎস্য ১১৩।৪৮)

বিন্ধ্যমূলিক (পুং) জাতিবিশেষ। (বিষ্ণুপুরাণ) বিন্ধ্যমূষিক পাঠান্তর।

বিন্ধ্যমৌলেয় (পুং) জাতিবিশেষ। (মার্ক°পু° ৫৭।৪৭)

বিন্ধ্যবৎ (পুং) দৈত্যভেদ। ইহার কন্যা কুন্তলার স্বামীর নাম পুষ্করমালী। শুম্ভ ইহাকে বধ করেন। (মার্কণ্ডেয়পু° ২১।৩৪)

বিন্ধ্যবর্ম্মন্ (পুং) মালবের পরমারবংশীয় রাজভেদ। ইনি পিতা অজয়বর্ম্মার মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করেন।

বিন্ধ্যবাসিন্ (পুং) বিন্ধ্যে বসতীতি বস-ণিনি। ১ ব্যাড়িমুনি। (ত্রি) ২ বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসিমাত্র। ৩ একজন বৈয়াকরণ। রায়-মুকুট ও চরিত্রসিংহ ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ৪ একজন বৈদ্যক গ্রন্থরচয়িতা। লোহপ্রদীপে ইঁহার নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

বিন্ধ্যবাসিনী, বিন্ধ্যাচলস্থ দেবীমূর্ত্তিভেদ। ভগবতী দাক্ষায়ণী দক্ষালয়ে দেহত্যাগ করিলে মহাদেব সতীবিরহে উন্মত্ত হইয়া সেই সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া সমস্ত পৃথিবীতে ঘুরিতে থাকেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে শান্ত ও সংসার-রক্ষা করিবার জন্য নিজ চক্রদ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন। দেবীর সেই খণ্ড খণ্ড দেহ যেখানে যেখানে পতিত হয়, সেইখানেই এক একটী শক্তিপীঠের উৎপত্তি হইল। এইরূপে বিন্ধ্যাচলে দেবীর যে অংশ পতিত হয়, তাহা হইতেই বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর উৎপত্তি।

"চিত্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যাধিবাসিনী।"

(দেবীভাগবত ৭ম স্কন্ধ)

বামনপুরাণ পাঠে জানা যায় যে, সহস্রাক্ষ ভগবতী দুর্গা দেবীকে বিন্ধ্যপর্ব্বতে লইয়া গিয়া তথায় স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং তথায় দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া বিন্ধ্যবাসিনী নামে খ্যাতা হইয়াছিলেন।

"সহস্রাক্ষোঽপি তাং গৃহ্য বিন্ধ্যং বেগাজ্জগামহ।
তত্র গত্বা তয়োবাচ তিষ্ঠস্বাত্র মহাবনে ॥
পূজ্যমানা সুরৈর্নাম্না খ্যাতা ত্বং বিন্ধ্যবাসিনী।
তত্র স্থাপ্য হরির্দ্দেবীং দত্ত্বা সিংহঞ্চ বাহনম্।
ভবামরারিহন্ত্রীতি যুক্তা স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥" (বামনপু° ৫১ অ°)

আবার দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে, ভগবতী দুর্গা বিন্ধ্য-পর্ব্বতে দেবতাদিগের জন্য অবতীর্ণ হইয়া মহাযোদ্ধা অসুর-দিগকে হনন করিয়াছিলেন এবং তদবধি তথায় অবস্থান করিতেছেন।

"বিন্ধ্যেঽবতীর্য্য দেবার্থং হতো ঘোরো মহাভটঃ।
অদ্যাপি তত্র সাবাসা তেন সা বিন্ধ্যবাসিনী॥" (দেবীপু° ৪৫অ°)

হরিবংশ ১৭৭ অধ্যায়ে বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী দেবী ভগবতীর কথা আছে।

বহু পূর্ব্বকাল হইতেই এই শক্তিমূর্ত্তি পূজিত হইয়া আসিতে-ছেন। কেহ কেহ ইহাকে স্থানীয় শবর, কোল প্রভৃতি অসভ্য-জাতির উপাস্য দেবী বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দের মধ্যভাগে সুপ্রসিদ্ধ কবি বাক্‌পতি তাঁহার গৌড়বধকাব্যে সেই ভীষণা বিন্ধ্যবাসিনী মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়া

গিয়াছেন। বাক্‌পতির প্রতিপালক মহারাজ যশোবর্ম্মদেব দেবীকে দর্শন করিয়া ৫২টী শ্লোকে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন।* তাহা হইতে বুঝা যায় দেবীর খিলান করা সিংহদ্বারে শত শত ঘণ্টা ঝুলিত। (বন্দীকৃত মহিষাসুর-বংশের গলদেশ হইতেই যেন সেই ঘণ্টাগুলি খুলিয়া রাখা হইয়াছে।) দেবীর পাদতলের কিরণে মহিষাসুরের মস্তকটী সুধাধবলিত, (যেন হিমালয়-কন্যার সন্তোষের জন্য একখণ্ড তুষার রাশি পাঠাইয়া দিয়াছেন।) মন্দিরের সুগন্ধিত চত্বর মধ্যে দলে দলে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে, (তাহারাই যেন দেবীস্তবে জন্মজরামরণ হইতে বিমুক্ত মানবগণ।)† বিন্ধ্যাদ্রি ধন্য, কারণ দেবী তাঁহারই একটী গহ্বরে অবস্থিত। মন্দির মধ্যে গেলে দেবীর চরণকিঙ্কিণী রোলে মন আকৃষ্ট হয়, সেই চরণ যেন নরকপালভূষিত শ্মশানে ভ্রমণ করিতে প্রিয়।‡ তাঁহার দ্বারের প্রাঙ্গণভূমি উৎসৃষ্ট শোণিতে সুরঞ্জিত। তাঁহার মন্দিরের চারিদিকে যে উদ্যান আছে, তাহাতে যে দিকে চাও, সেইদিকেই দেখিবে কুমারের প্রিয় শত শত ময়ূর বেড়াইতেছে।§ মন্দিরের অভ্যন্তর কালিমার অন্ধকারে আবৃত, অথচ তাহাতে বীরগণপ্রদত্ত উন্মুক্ত ছুরিকা, বহুবিধ ধনু ও তরবারি শোভা পাইতেছে। মন্দিরের অতিস্বচ্ছ প্রস্তরফলকসমূহে রক্তবর্ণ পতাকাসমূহের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হওয়ায় রক্তস্রোত মনে করিয়া কত শত শৃগাল সেই ফলকগুলি চাটিতেছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে মিট্‌ মিট্‌ আলো জ্বলিতেছে—যেন উৎসৃষ্ট শত শত নরমুণ্ডের ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি হইতেই আলোকমালা নিষ্প্রভ করিয়াছে। কোলি-রমণীগণ নরবলির ভীষণ দৃশ্য দেখিতে যেন অক্ষম হইয়াই মন্দির মধ্যে গমন করে না। তাই তাহারা দেবীর পাদদেশে না দিয়া দূর হইতেই গন্ধপুষ্পাদি অর্পণ করিয়া চলিয়া আসে। এখানকার বৃক্ষসমূহেও মনুষ্য মাংসের রক্তে অতিরঞ্জিত। এই নিশীথ মন্দিরে বীরমাংসবিক্রয়রূপ মহাকার্য্যের সূচনা করিতেছে। দেবীর সহচরী রেবতীও যেন দেবীর পাদদেশে নিপতিত ভীষণ নরকঙ্কালসমূহ দর্শন করিয়া যেন স্বভাবতঃই ভীত হইয়া রহিয়াছেন।* হরিদ্রা-পত্র-পরিধান একজন শবর মহারাজ যশোবর্ম্মাকে সঙ্গে লইয়া যথানিয়মে দেবী দর্শন করাইয়াছিল।†

বাক্‌পতি গৌড়বধকাব্যে দেবীর যে চিত্র ও মন্দিরের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হইবে যে, সেই মহাদেবী কিরূপ নরমাংসাতিলোলুপা ছিলেন। সেই দেবী অসভ্য কোলি ও শবরজাতির পূজিত—শবরেরাই তাঁহার পূজায় পাণ্ডার কাজ করিত। কিন্তু বহু পূর্ব্বকাল হইতে সেই দেবী অনার্য্যজাতির উপাস্য হইলেও খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই যে তিনি আর্য্যসমাজেও পূজা পাইয়া আসিতেছেন, তাহা গৌড়বধকাব্যে মহারাজ যশোবর্ম্মদেবের স্তোত্রগুলি পাঠ করিলেই সহজে জানিতে পারা যায়।

রাজতরঙ্গিণীতে বিন্ধ্যশৈলস্থ এই দেবী ভ্রমরবাসিনী নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। (রাজতর° ৩।৩৯৪)

অদ্যাপি সহস্র সহস্র যাত্রী দেবীদর্শন করিবার জন্য বিন্ধ্যাচলে গিয়া থাকেন। [বিন্ধ্যাচল দেখ।]

বিন্ধ্যবাসিযোগ (পুং) যক্ষ্মারোগের ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শতমূলী, আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, বেড়েলা, শ্বেতবেড়েলা। ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা লইয়া তাহার সহিত ৯ তোলা জারিত লৌহ মিশাইয়া জল দ্বারা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে উরঃক্ষত, কণ্ঠরোগ, রাজযক্ষ্মা, বাহুস্তম্ভ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

বিন্ধ্যশক্তি (স্ত্রী) ১ যবনরাজভেদ। ২ বাকাটকবংশীয় রাজভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

বিন্ধ্যসেন (পুং) রাজভেদ। বিম্বিসারের নামান্তর।

বিন্ধ্যস্থ (পুং) বিন্ধ্যে বিন্ধ্যপর্ব্বতে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। ১ ব্যাড়িমুনি। (ত্রি) ২ বিন্ধ্যপর্ব্বত স্থিতমাত্র।

বিন্ধ্যা (স্ত্রী) নদীভেদ। (বামনপুরাণ)

বিন্ধ্যাচল, যুক্তপ্রদেশের বারাণসীবিভাগের মীর্জাপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম ও প্রাচীন তীর্থ। মীর্জাপুর সদর হইতে ৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে গঙ্গানদীকূলে অবস্থিত এবং মীর্জাপুর তহসীলের কণ্টিত পরগণার অন্তর্ভুক্ত। সুপ্রসিদ্ধ বিন্ধ্যগিরির যে অংশ মীর্জাপুর জেলায় আসিয়া পড়িয়াছে, সেই অংশের নাম বিন্ধ্যাচল। গ্রামখানি পর্ব্বতগাত্রে স্থাপিত। এই জন্য বিন্ধ্যাচল নামে গ্রামখানিও পরিচিত।

ভারতবর্ষের সর্ব্বজনপূজিত বিন্ধ্যেশ্বরী বা বিন্ধ্যবাসিনীদেবীর গুহামন্দির এই পর্ব্বতোপরি অবস্থিত থাকায় ইহা সাধারণের নিকট বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। পুরাণাদিতে বিন্ধ্যাচল নগরীর বর্ণনা আছে। তাহা হইতে এই তীর্থ ও দেবীপ্রতিমার প্রাচীনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এক সময়ে এই নগর প্রাচীন পম্পাপুর রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। [বিন্ধ্যবাসিনী দেখ।]

পূর্ব্বে তীর্থযাত্রীদিগকে মীর্জাপুরে নামিয়া দেবীদর্শনে যাইতে হইত। যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য ইষ্টইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী এখন মীর্জাপুরের পরেই বিন্ধ্যাচল নামে একটী ছোট ষ্টেসন

* গউড়বহো ২৮৫-৩৩৮ শ্লোক।
† ঐ ২৮৫-২৮৭ শ্লোক।
‡ ঐ ২৯০-৯১ শ্লোক। § ২৯২ শ্লোক।
* ৩০৬-৩২৯ শ্লোক। † ৩৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

খুলিয়াছেন। ষ্টেসনে দাঁড়াইয়া বিন্ধ্যবাসিনীদেবীর চক্রপতাকা-পরিশোভিত মন্দিরচূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরে বিশেষ কোন শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় নাই। উহা একটী চতুষ্কোণ গৃহ বলিলেও চলে।

দেবীর এখন দুই স্থানে দুইটী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পর্ব্বতের নিম্নস্তরে একটী মন্দিরে দেবীর ভোগমায়া প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত এবং পর্ব্বতের অত্যুচ্চশিখরে স্থাপিত দেবীমন্দিরের মূর্ত্তিটী যোগমায়া নামে প্রসিদ্ধ।

ষ্টেসন হইতে নামিয়া, ষ্টেসনের পথ ধরিয়া যাইতে যাইতে দক্ষিণদিকে শস্যক্ষেত্র মধ্যে একটী সুশ্রীময় শিবমন্দির দেখা যায়, উহা চণার পাথরে নির্ম্মিত। কাশীশ্বর মহারাজ উহার প্রতিষ্ঠাতা। এই মন্দির ছাড়াইয়া একটু অগ্রসর হইলেই মীর্জ্জাপুরের সদর রাস্তায় পড়িতে হয়। এই সদর রাস্তা পার হইয়া একটী পার্ব্বত্য গলিপথে ঢুকিতে হয়। এই গলির মধ্যে মধ্যে দেবী ভোগমায়ার মন্দির ও মন্দিরসংলগ্ন বাজার এবং ঘাট। দেবীর মন্দিরটি পর্ব্বতের গাত্রে একটু সমতল স্থানে নির্ম্মিত। ইহা দেখিতে কাশী, মীর্জ্জাপুর প্রভৃতি স্থানের সামান্য মন্দিরাদির ন্যায়। ইহাতে শিল্পচাতুর্য্য বিশেষ নাই। মন্দিরের গর্ভগৃহে দেবী সর্ব্বদা থাকেন না। মন্দিরপ্রবেশপথে মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ এক পর্ব্বতচূড়ার গাত্রে একটী কুলুঙ্গীতে দেবীর দর্শন পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য যাত্রী দেবীর নিকটস্থ হইতে পারে না। অপর সকলকে মন্দিরপ্রাচীরস্থ একটী দুই ফুট জানালার ভিতর দিয়া দর্শন করিতে হয়; সুতরাং পথের এবং দর্শনদ্বারের অপ্রাশস্ত্যহেতু দেবীদর্শনে বিষম ঠেলাঠেলি হইয়া থাকে। দেবীপ্রতিমা দেড়ফুট পাথরের টালিতে খোদা এবং কাশীর অন্নপূর্ণা ও দুর্গাদেবীর ন্যায় স্বর্ণের মুখাদিদ্বারা সজ্জিত। দুর্গা-মন্ত্রে দেবীকে পূজা ও অঞ্জলি দিতে হয়। এই ভোগ-মায়ার মন্দিরেই পূজাপাঠ ও তীর্থকৃত্যের মহা আড়ম্বর দেখা যায়। মন্দিরের সম্মুখে লৌহশলাকাবেষ্টিত একটী চত্বর। এই চত্বরে যূপকাষ্ঠ ও হোমস্থান। ব্রাহ্মণেরা এখানে চতুর্দ্দিকে বসিয়া হোম ও চণ্ডীপাঠ করেন। সকলেই নিজ নিজ সম্মুখে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হোমকুণ্ড স্থাপন করিয়া হোম করেন। এখানে যবহোমেরই প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ধান্যহোমও চলিত আছে। চত্বরের মধ্যস্থলে একটি সাধারণ হোমকুণ্ড স্থাপিত হয়। পাণ্ডারাই ইহা প্রজ্বলিত করেন এবং নিত্যস্নায়ী ও দেবী-দর্শনার্থী যাত্রী ব্রাহ্মণেরা যাঁহারা চত্বরে বসিয়া হোম না করেন, তাঁহারা দেবীদর্শনের পর তিনটি বা পাঁচটি আহুতি দিয়া চলিয়া আসেন। এই মন্দিরে বলিদানের ব্যবস্থাটি বড় লোমহর্ষক। পারণতবয়স্ক পশুই বলি দিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু এখানে ৫ দিনের ছাগও বলি হইয়া থাকে। এইরূপ শিশু-পশুর সংখ্যাই এখানে শতকরা ৭৫টী। দুর্গোৎসবকালে এখানে নবরাত্রি উৎসব হয়। সেই সময়ে নয়দিন পর্য্যন্ত ভোগমায়া-দেবীর প্রতিমা একখানি হরিদ্রাক্ত গামছা দিয়া চাপা দেওয়া থাকে। এই ভোগমায়ার মন্দিরের অতি নিকটে একটি নানক-শাহী আস্তানা আছে। সন্ধ্যাকালে এই আস্তানায় গ্রন্থসাহেবের আরতি ও স্তোত্রপাঠ দেখিতে শুনিতে অতি মনোরম হইয়া থাকে। ভোগমায়ার ঘাটে দাঁড়াইয়া পার্শ্বে অত্যুচ্চ বিন্ধ্যপাদধৌত গঙ্গার তরঙ্গলীলা এবং অপরপারে সমতল শস্যক্ষেত্রের উপর গঙ্গাপ্রবাহের খেলা দেখিতে বড় মনোরম।

মীর্জ্জাপুর রাস্তা ধরিয়া একা গাড়ীতে ৩ ঘণ্টা গেলে, বিন্ধ্যা-চলের মূলশিখরমালার পাদদেশে উপস্থিত হওয়া যায়। এই স্থানে একটি সুন্দর ধর্ম্মশালা আছে। যাত্রীরা এখানে একদিন একরাত্র থাকিতে পারে। এই ধর্ম্মশালার পার্শ্ব হইতে যোগ-মায়ার মন্দিরের চূড়ায় উঠিতে হয়। এই চূড়াটি এতদঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান। পথ দুরারোহ নহে, তবে কোথাও পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া উঠিতে হয়, কোথাও বা সিঁড়ি আছে। ভোগমায়ার মন্দির যেমন গাঁথিয়া তোলা, যোগমায়ার মন্দির সেরূপ গাঁথা নহে। একটি পর্ব্বতচূড়াকে চতুর্দ্দিকে চাঁচিয়া মন্দিরাকৃতি করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি গুহায় যোগ-মায়া অবস্থিত। গুহাদ্বার অতি ক্ষুদ্র, কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া প্রবেশ করিতে পারে না, গুঁড়ী মারিয়া যাইতে হয়। স্থূলদেহী-দিগের প্রবেশের উপায় নাই। তাঁহারা মন্দিরগাত্রের একটি ছিদ্র দিয়া দেবী দর্শন করেন। মন্দিরগুহায় সোজা হইয়া ৭।৮ জন লোক বসিতে পারে। এখানেও একটি দুই ফুট উচ্চ ৪।৫ ফুট লম্বা কুলুঙ্গীতে দেবীপ্রতিমা রক্ষিত। ইহাও একখানি পাথরে উৎকীর্ণ।

ভোগমায়ার মন্দিরে ফুল ও জলাঞ্জলি দিয়া পূজার ব্যবস্থা আছে। এখানে তাহা নাই, কেবল পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়। এখানে সকল বর্ণের লোকেরই প্রবেশাধিকার আছে। এখানে বলিদানের যূপাদি আছে, কিন্তু বলির বাহুল্য নাই। এই গুহার পার্শ্বে ঐ মন্দিরমধ্যেই একটি শম্বুকাবর্ত্ত পথ আছে। উহার মধ্যদিয়া গর্ভস্থানে পৌছিলে এক কালী-প্রতিমা দেখা যায়। এই মূর্ত্তিটীও পাথরে কাটা। পাণ্ডারা বলে, এই কালীই কংসরাজের ইষ্টদেবী। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় গেলে দস্যুরা মথুরা লুটিয়া এই প্রতিমা লইয়া এখানে আসে।

যোগমায়ার মন্দিরের চত্বরে দাঁড়াইয়া নিম্নে সূত্রাকারে গঙ্গাপ্রবাহ দেখিতে বড় সুন্দর দেখায়। যোগমায়ার মন্দির-

হইতে নিম্নভূমিতে যখন রেলওয়ে ট্রেণ চলিতে দেখা যায়, তখন মনে হয়, যেন কতকগুলি দেশালাইএর বাক্সের ট্রেণ যাইতেছে।

যোগমায়ার পর্ব্বতের পার্শ্বে সীতাকুণ্ড, অগস্ত্যকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড নামক কয়েকটী তীর্থ আছে। ব্রহ্মকুণ্ডের স্থানটি দেখিলে বোধ হয় এক সময়ে সেখানে একটি জলপ্রপাত ছিল। এখানে সমতল ভূমিতে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলে ভয়ে বিস্ময়ে একটা অননুভূত তৃপ্তি উৎপাদন করে। জলপ্রপাতজাত পার্ব্বতীয় স্তরনিচয়ে পর্ব্বতশিখরটি অতি উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে। নিম্নে সমতলভূমির উপর দিয়া এখন বর্ষার জলবাহিত নালা গঙ্গায় গিয়া মিলিয়াছে। দুইপার্শ্বে বৃক্ষরাজির গভীর ছায়ায় স্থানটী কতকটা অন্ধকার। প্রপাতের শীর্ষস্থানে একটি দীর্ঘ শাল্মলী বৃক্ষ যেন চূড়ারূপে অবস্থিত। অর্দ্ধপথে একটি প্রস্রবণ ও কুণ্ড আছে। কুণ্ডটি অতি সামান্য। পর্ব্বতের ফাটল দিয়া অনবরত বিন্দু বিন্দু রূপে জল কুণ্ডে পড়িতেছে। এখানে স্নান ভিন্ন অন্য তীর্থকৃত্য নাই। ইহার কিছু দূরে সীতাকুণ্ড। সীতাকুণ্ডের নিকটে সীতার রন্ধনশালা নামক একটি স্থান দেখান হয়। সেখানে একটি গৃহের ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে। সীতাকুণ্ডের জল অতি উপকারী। গ্রামে অনেকে অর্থব্যয় করিয়া এই জল লইয়া গিয়া পান করে। সীতাকুণ্ডটি একহাত চতুরস্র ও ছয় ইঞ্চি গভীর। পর্ব্বতের গাত্রে একখানি পাথরের কোণ হইতে অবিরত টুপ্ টুপ্ করিয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে। আশ্চর্য্য এই যে, দিবারাত্র জলসঞ্চার হইলেও কুণ্ড ছাপাইয়া জল বাহিরে পড়ে না। আবার ঘটীতে বা কলসীতে জল লইয়া স্নান করিলেও কুণ্ডের পূর্ণতা কমে না।

সীতাকুণ্ডের পার্শ্বে শতাধিক সিঁড়ি বাহিয়া পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে উঠিতে পারা যায়। এই উচ্চস্থানে পর্ব্বতপৃষ্ঠের পরিচয় পাওয়া যায়। এই স্থান উষ্ট্রপৃষ্ঠের ন্যায়। এখানে একটি গাছের পাতায় নানারূপ রেখা হয়। স্থানীয় লোকেরা বলে, উহাতে রামনাম লেখা আছে। পর্ব্বতের এই অংশে চিতাবাঘের উৎপাত আছে। প্রবাদ, রামনামসম্বলিত ঐ গাছের পাতা কর্ণে রাখিলে ব্যাঘ্রভীতি দূর হয়।

বিন্ধ্যাচলতীর্থ মহামায়ার প্রসাদী সাগুর ন্যায় চিনির দানা, ডোর ও বস্ত্র যাত্রীরা মহা আগ্রহে সংগ্রহ করিয়া আনেন।

যোগমায়ার মন্দিরের চত্বর হইতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়া উঠিলে মহাকাল নামক শিবমন্দির। মন্দির কিছুই নহে, কতকগুলি ইষ্টকাকৃতি প্রস্তরখণ্ড গাঁথা তিনদিকে প্রাচীর দেওয়া। মহাকালের লিঙ্গ শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত। গৌরীপট্ট আছে, তাহার নিম্নভাগ ভূপ্রোথিত আছে বা নাই, তাহা বুঝা যায় না। পার্শ্বে বাঙ্গালাদেশের শিবলিঙ্গের ন্যায় প্রস্তরনির্ম্মিত কয়েকটি ক্ষুদ্রবৃহৎ শিবলিঙ্গও আছে।

এখানে পূর্ব্বাপর দস্যুর উপদ্রব চলিয়া আসিতেছে। শুনা যায়, দস্যুরা পূর্ব্বে এখানে দেবীসমক্ষে নরবলি দিত। এখন রাজশাসনে ঐ কুপ্রথার অবসান ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তীর্থযাত্রীর যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের প্রয়াস কমে নাই। এই কারণে এখনও প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সমস্ত যাত্রী ও লোকজনদিগকে পর্ব্বতের উপর হইতে নিম্ন গ্রামে নামাইয়া দেওয়া হয়। অনেকে স্বাস্থ্যের জন্য এখানে আসিয়া বাসবাটী নির্ম্মাণ করিতেছে।

বিন্ধ্যাচলের পূর্ব্বে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। ঐ ভগ্নদুর্গোপরি দাঁড়াইয়া পশ্চিমমুখে নিরীক্ষণ করিলে, সেই উচ্চ অধিত্যকাদেশে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে অসংখ্য ধ্বস্তকীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। ঐ সকল ভগ্ন ইষ্টক ও প্রস্তরাদি এবং ভগ্ন অট্টালিকাদি চিহ্ন দেখিলে স্পষ্টই মনে হয় যে, এককালে ঐ দুরারোহ পর্ব্বতশিখরে একটী বহুজনপূর্ণ নগরী বিদ্যমান ছিল। স্থানীয় প্রবাদ, এক সময়ে ঐ ধ্বস্তনগরে ১৫০ দেবমন্দির ছিল। মোগলবাদশাহ অরঙ্গজেব ঈর্ষাপরবশ হইয়া ঐ সকল ধ্বংস করিয়া দেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফুরার বলেন, স্থানীয় কিংবদন্তীবর্ণিত আখ্যান অতিরঞ্জিত হইলেও, নিঃসংশয়িতরূপে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে ঐ স্থানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির ছিল।

বিন্ধ্যাচলের ১।০ পোয়া পথ দক্ষিণপূর্ব্বে কণ্টিতগ্রাম। এখানে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। বর্ত্তমানকালে সংস্কারনিবন্ধন উহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ভিন্ন ঐ স্থানে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহাকে প্রাচীন পম্পাপুর রাজধানীর দুর্গ বলিয়াই অনুমান করা হইয়া থাকে। এখন ঐ দুর্গবাটিকার আর বিশেষ কিছুই নাই। কেবল মৃত্তিকানির্ম্মিত বপ্রভূমি, পরিখা ও স্থানে স্থানে পাকা দেওয়ালের ভগ্নাবশেষ মাত্র রহিয়াছে।

উক্ত কণ্টিত গ্রামের ১৷৹ মাইল পশ্চিমে শিবপুর নামক একখানি প্রাচীন গ্রাম। এখানে পূর্ব্বে একটী সুবৃহৎ মন্দির ছিল। উহার ধ্বংসাবশেষগুলি আজিও বর্ত্তমান রামেশ্বরনাথের মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। প্রাচীন মন্দিরের কতকগুলি সুবৃহৎ স্তম্ভ ও তাহার শিরোভাগ বর্ত্তমান রামেশ্বরমন্দিরে সংলগ্ন রহিয়াছে। এখানকার প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তিগুলির মধ্যে সিংহাসনাধিষ্ঠিতা ও অঙ্কবিন্যস্তপুত্রা একটী রমণীমূর্ত্তিই বিশেষ আগ্রহের সামগ্রী। ঐ মূর্ত্তিটীর লম্ব ৫ ফিট ২ ইঞ্চ এবং প্রস্থ ৩ ফুট ৮ ইঞ্চ এবং বেধ ১ ফুট ৮ ইঞ্চ। স্ত্রীমূর্ত্তিটীর মুখাকৃতি নষ্ট হইলেও উহার মস্তকোপরিস্থ ক্ষুদ্র বৃক্ষ বা

তীর্থঙ্করমূর্ত্তি নষ্ট হয় নাই। দক্ষিণ হস্ত কণুই পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং বামহস্তে সন্তানটীকে ধরিয়া আছে। বামপদ সিংহাসনের নিম্ন পর্য্যন্ত ঝুলান। উহার তলে সিংহমূর্ত্তি, মূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে পত্রপুষ্পসম্বলিত একটী সুবৃহৎ বৃক্ষ। মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে ৭টী করিয়া অনুচর আছে, তন্মধ্যে ৫টী দণ্ডায়মান ও ২টী যেন দৌড়াইতে ব্যস্ত। এক্ষণে ঐ দেবীমূর্ত্তি শক্তাদেবী নামে পূজিতা হইতেছেন। ডাঃ কানিংহাম উহাকে ষষ্ঠীদেবীর প্রতিকৃতি বলেন; কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফুরার উহাকে মহাবীর-স্বামীর মাতা ত্রিশলাদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

বিন্ধ্যাদ্রি (পুং) বিন্ধ্যপর্ব্বত। (দেবীভাগবত)

বিন্ধ্যাধিবাসিনী (স্ত্রী) বিন্ধ্যপর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দুর্গা, বিন্ধ্যবাসিনী। [বিন্ধ্যবাসিনী ও বিন্ধ্যাচল দেখ]

বিন্ধ্যাবলী (স্ত্রী) দৈত্যরাজ বলির স্ত্রী ও বাণরাজার মাতা। বলি বামনরূপী ভগবান্‌কে ত্রিপাদভূমি দান করিয়া [সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায়] দক্ষিণান্ত করিতে অসমর্থ হইলে ভগবান্ তাঁহাকে বন্ধন করেন। ঐ সময় বিন্ধ্যাবলী কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নতমুখী হইয়া ভগবানের নিকট নিবেদন করেন যে, ভগবন্ আপনি উপযুক্ত বিচারই করিয়াছেন, কেননা গর্ব্বিত ব্যক্তির গর্ব্বনাশ করাই ভগবানের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যিনি জগৎপতি, ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ক্রীড়াস্থান, তাঁহাকে, 'আমার বস্তু' এই বলিয়া কোন জিনিষ দান করা কেবল নিজের মনের অহঙ্কার ব্যতিরেকে আর কি হইতে পারে? অতএব ভগবান্ কর্ত্তব্য কার্য্যই করিয়াছেন; কিন্তু প্রভু! [মহারাজের জন্য নহে], পাছে কেবল আপনার কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শে এই কারণ স্ত্রীবুদ্ধিতে ভীত হইয়া প্রার্থনা করি যে মহারাজকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলে ভাল হয়। মহারাজও আপনার ভক্ত বটে, তিনি কেবলমাত্র আপনার পাদযুগল নিরীক্ষণ করিয়া দুস্ত্যজ্য ত্রৈলোক্যরাজ্য এবং স্বপক্ষদল অনায়াসে ত্যাগ করিয়াছেন, এমন কি আপনার নিমিত্ত গুরু আজ্ঞা প্রতি-পালনে অসমর্থ হইয়া তৎকর্তৃক কঠিনরূপে অভিশপ্ত হইয়াছেন। অতএব ভগবন্ এক্ষেত্রে তাঁহাকে মুক্তিদান করিলে আমরা কৃতার্থ হইতে পারি। বিন্ধ্যাবলীর এই বাঙ্‌নৈপুণ্যে ভগবান্ সাতিশয় প্রীত হইয়া তদীয় পতি বলিরাজের বন্ধন মুক্তি করেন। [বলি দেখ]

বিন্ধ্যাবলীপুত্র (পুং) বিন্ধ্যাবল্যাঃ পুত্রঃ। বাণরাজ। (ত্রিকা°)

বিন্ধ্যাবলীসুত (পুং) বিন্ধ্যাবল্যাঃ সুতঃ। বাণরাজ। (জটাধর)

বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ, কথস্তুতিকা নামে কুমারসম্ভবটীকা, ঘটকর্পর-টীকা, তরঙ্গিণী নাম্নী তর্কসংগ্রহটীকা, ন্যায়সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী-টীকা ও শ্রীশতক নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা।

বিন্ন (ত্রি) বিদ-ক্তঃ (নুদ বিদেতি। পা ৮।২।৫৬) ইতি নত্বং। ১ বিচারিত। ২ প্রাপ্ত। ৩ জ্ঞাত। ৪ স্থিত। (বিশ্ব)

বিন্নপ (পুং) কাশ্মীরস্থ রাজভেদ। (রাজত° ৫।১২৯)

বিন্নিভট্ট, তর্কপরিভাষাটীকাপ্রণেতা।

বিন্যয় (পুং) বি-নি-ই-অপ্। বিনিগম, বিনির্গম।

বিন্যস্ত (ত্রি) বি-নি-অস-ক্ত। কৃতবিন্যাস, স্থাপিত, যথাক্রমে অর্পিত, সাজান, রচিত। বিক্ষিপ্ত।

"বিন্যস্তা মনসো মুদং বিতনুতাং সদ্যুক্তিরেষাচিরন্"
(সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

বিন্যস্য (ত্রি) বি-নস-যৎ। বিন্যাসের যোগ্য, বিন্যাসের উপযুক্ত।

"ক্ষীরতরুনির্ম্মিতং বা বিন্যস্যং চর্ম্মণামুপরি।"
(বৃহৎসংহিতা ৪৮।৪৬)

বিন্যাক (পুং) বি-নি-অক-ঘঞ্। বিন্ধড়ক বৃক্ষ, চলিত ছাতিন গাছ। (শব্দশ°)

বিন্যাস (পুং) বি-নি-অস-ঘঞ্। ১ স্থাপন। ২ রচন।

"একৈকবর্ণমুচ্চার্য্য মূলাধারাচ্ছিরোহন্তকম্।
নমোহন্তমিতি বিন্যাস আন্তরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" (জ্ঞানার্ণব)
"তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়া চ কিম্।
পদবিন্যাসমাত্রেণ যথা নাপহৃতং মনঃ॥" (উদ্ভট)

বিপ, ক্ষেপ। চুরাদি° পর° সক° সেট্। লট্ বেপয়তি। লোট্ বেপয়তু। লিট্ বেপয়াঞ্চকার। লঙ্ অপেয়ৎ। লুঙ্ অবীপিবৎ।

বিপক্তিম (ত্রি) বিপাকেন নিবৃত্তঃ বি-পচ-ত্রিমক্। বিপাক-দ্বারা নির্বৃত্ত, অতিশয় পরিপক।

"বিপক্তিমজ্ঞানগতির্মনস্বী মান্যো মুনিঃ স্বাং পুরমৃষ্যশৃঙ্গঃ।"
(ভট্টি ১।১০)

বিপক্ব (ত্রি) বি-পচ-ক্তঃ। বিশেষরূপে পরিপাকপ্রাপ্ত, অতি-শয় পক।

"যচ্চ তপ্তং তপস্তস্য বিপক্বং ফলমস্য নঃ" (কুমারস° ৬।২৬)
২ পাকযুক্ত। ৩ পাকহীন, পাকরহিত।

বিপক্ষ (পুং) বিরুদ্ধঃ পক্ষো যস্য। ১ শত্রু। ২ ভিন্নপক্ষাশ্রিত, বিরুদ্ধপক্ষ। ৩ ন্যায়মতে সাধ্যের অভাববিশিষ্ট পক্ষ। ন্যায়মতে কোন বিষয় মীমাংসা করিতে হইলে হেতু, সাধ্য ও পক্ষ স্থির করিয়া করিতে হয়, সাধ্যের অভাববিশিষ্ট পক্ষই বিপক্ষ নামে অভিহিত হয়।

"যঃ সপক্ষে বিপক্ষে চ ভবেৎ সাধারণস্তু সঃ॥" (ভাষাপরি°)
'সপক্ষবিপক্ষবৃত্তিঃ সাধারণঃ সপক্ষঃ সাধ্যবান্, বিপক্ষঃ সাধ্যা-ভাববান্।' (মুক্তাবলী) (ত্রি) বিগতঃ পক্ষো যস্য। পক্ষহীন, পাখারহিত।

বিপক্ষতা (স্ত্রী) বিপক্ষস্য ভাবঃ তল-টাপ্। বিপক্ষের ভাব বা ধর্ম্ম, শত্রুতা, শত্রুর কার্য্য।

বিপক্ষভাব (পুং) ১ বিপক্ষতা, শত্রুতা। ২ ঘৃণা।

বিপক্ষশূল (পুং) সাম্প্রদায়িক নেতা। দলের কর্ত্তা।

বিপক্ষস্ (ত্রি) রথের দুই পার্শ্বে যোজিত। "কাম্যাহর্য্যি বিপক্ষসা রথে" (ঋক্ ১।৬।২) 'বিপক্ষসা বিবিধে পক্ষসী রথস্য পার্শ্বৌ যয়ো রথয়োস্তৌ বিপক্ষসৌ, রথস্য দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োঃ যোজিতে।' (সায়ণ)

বিপক্ষীয় (ত্রি) বিপক্ষ-ছ। বিপক্ষসম্বন্ধীয়, শত্রুসম্বন্ধীয়, শত্রুপক্ষীয়।

"শ্রুত্বৈতদ্ ভগবান্ রামো বিপক্ষীয়নৃপোত্তমম্।"

(ভাগবত ১০।৫৩।২০)

বিপঞ্চিক (পুং) দৈবজ্ঞ। যাহারা মানবজীবনের ঘটনাবলী বলিয়া দেয়। (দিব্যা° ৪৭৫।৫)

বিপঞ্চিকা (স্ত্রী) বি-পচি-বিস্তারে ণ্বুল্-স্ত্রিয়াং টাপ্ অত ইত্বং। বীণা। (শব্দরত্না°)

বিপঞ্চী (স্ত্রী) বি-পঞ্চ-অচ্ স্ত্রিয়াং গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ বীণা। ২ কেলি। (মেদিনী)

বিপণ (পুং) বি-পণ ব্যবহারে ঘঞ্, সংজ্ঞাপূর্ব্বকত্বাৎ ন বৃদ্ধিঃ। ১ বিক্রয়। (অমর)

"বিপণেন জীবস্তো বর্জ্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ।" (মনু ৩।১৫২)

যে সকল ব্রাহ্মণ বিপণ অর্থাৎ বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, হব্যকব্যে সেই সকল ব্রাহ্মণ বর্জ্জন করিতে হয়। বিশেষেণ পণ্যতেঽস্মিন্ ইতি। ২ বিপণি।

"বিশালাং রাজমার্গাংশ্চ কারয়েত নরাধিপঃ।

প্রপাশ্চ বিপণাংশ্চৈব যথোদ্দেশং সমাদিশেৎ ॥"

(ভারত ১২।৬৯।৫৩)

বিপণি (পুং স্ত্রী) বিপণ্যতে ঽস্মিন্নিতি বি-পণ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। পণ্যবিক্রয়শালা, বিক্রয়গৃহ, চলিত দোকানঘর। যে ঘরে দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়। (হলায়ুধ) ২ হট্ট, হাট। কেহ কেহ বলেন, বিক্রয়ার্থ প্রসারিত নানা দ্রব্যযুক্ত বণিক্‌বীথী, হট্টমণ্ডপ, হট্টমধ্যস্থ পণ্যবিক্রয়বীথী। হট্ট ইত্যন্যে, বিক্রয়ার্থপ্রসারিতনানাদ্রব্যায়াং বণিক্‌বীথ্যাং ইতি কেচিৎ, হট্টমণ্ডপঃ ইতি কেচিৎ হট্টমধ্যস্থ পণ্যবিক্রয়বীথি ইতি কেচিৎ" (ভরত) পর্য্যায় পণ্যবীথিকা, আপণ, পণ্যবীথী, পণ্য, রভস, নিষদ্যা, বণিক্‌পথ, বিপণ, বীথী। (অমর)

'নিষদ্যা বিপণিঃ পণ্যবীথীকাত্বাপণিস্তথা।

পণ্যবিক্রয়শালায়াং ভবেদেতচ্চতুষ্টয়ম্॥' (শব্দরত্না°)

২ বাণিজ্য।

"বিদ্যাশিল্পং ভৃতিসেবা গোরক্ষং বিপণিঃ কৃষিঃ।

ধৃতির্ভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ দশজীবনহেতবঃ ॥" (মনু ১০।১১৬)

বিপণিন্ (পুং) বিপণঃ বিক্রয়োঽস্ত্যস্যেতি বিপণ-ইনি। বণিক্।

"পূর্ব্বাপণা বিপণিনো বিপণীর্বিভেজুঃ।" (শিশুপালবধ ৫।২৪)

বিপণী (স্ত্রী) বিপণি বা ঙীষ্। হট্ট, হাট, ক্রয়বিক্রয়স্থান।

"যযৌ ভোজনমূল্যার্থী বিপণীমাত্তমূলকঃ।"

(কথাসরিৎসা° ২০।৬৫)

বিপতাক (ত্রি) বিগতা পতাকা যস্মাৎ। পতাকাশূন্য, পতাকারহিত।

বিপত্তি (স্ত্রী) বি-পদ-ক্তিন্। ১ বিপদ্, আপদ্। (অমর) ২ যাতনা। (মেদিনী) ৩ বিনাশ।

"যস্মিন্ রাশিগতে ভানৌ বিপত্তিং যান্তি মানবাঃ।

তেষাং তত্রৈব কর্ত্তব্যা পিণ্ডদানোদকক্রিয়াঃ ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

বিপত্মন্ (ত্রি) বিবিধগমনযুক্ত, বা বিচিত্রগমনযুক্ত।

"যদ্‌বিপত্মনো নর্যস্য প্রযজ্যোঃ।" (ঋক্ ১।১৮০।২)

'বিপত্মনো বিবিধগমনস্য বিচিত্রগমনস্য বা' (সায়ণ)

বিপথ (পুং) বিরুদ্ধঃ পন্থাঃ (ঋক্‌পূরব্ধূঃপথামানক্ষে। পা ৫।৪।৭৪) ইতি সমাসান্ত অপ্রত্যয়ঃ। নিন্দিত পথ, ব্যধ্ব, দুরধ্ব, অসৎপথ, কুৎসিত বর্ম্ম। (শব্দরত্না°)

"সৎপথং কথমুৎসৃজ্য যাস্যামি বিপথং বদ।"(ভারত ১২।১৫২।১১)

বিপদ্ (স্ত্রী) বি-পদ-সম্পাদাদিত্বাৎ-ক্বিপ্। বিপত্তি, বিপৎ।

"কৈবর্ত্তকর্কশকরাৎ সকরশ্চ্যুতোঽপি

জালে পুনর্নিপতিতঃ সফরো বিপাকঃ।

দৈবাত্ততো বিগলিতো গিলিতো বকেন

বামে বিধৌ বদ কথং বিপদাং নিবৃত্তিঃ ॥" (উদ্ভট)

বিপদা (স্ত্রী) বিপদ্-ভাগুরিমতে-হলন্তানাং টাপ্। বিপদ্, বিপত্তি।

বিপন্ন (ত্রি) বি-পদ-ক্ত। বিপদাক্রান্ত, বিপত্তিযুক্ত, বিপদ্‌বিশিষ্ট।

বিপন্নতা (স্ত্রী) বিপন্নস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বিপন্নের ভাব বা ধর্ম্ম, বিপদ্, বিপত্তি।

বিপন্যা (স্ত্রী) বিস্পষ্টা, অতিশয় স্পষ্টা। "বয়ং জানাপ্রবোচাম বিপন্যয়া" (ঋক্ ১০।৭২।১) 'বিপন্যয়া বিস্পষ্টয়া বাচা' (সায়ণ)

বিপন্যু (ত্রি) স্তুতিকারক। "তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবোজাগৃবাংসঃ" (ঋক্ ১০।২২।২১) 'বিপন্যবঃ বিশেষেণ স্তোতারঃ' (সায়ণ) ২ স্তুতিকাম, যাহারা স্তুতি প্রার্থনা করেন। "যূয়ং মর্ত্তং বিপন্যবঃ" (ঋক্ ৫।৬১।১৫) 'বিপন্যবঃ স্তুতিকামা মরুতঃ' (সায়ণ)

বিপরাক্রম (ত্রি) বিগতঃ পরাক্রমো যস্য। বিগত পরাক্রম, পরাক্রমরহিত।

বিপরিণাম (পুং) বি-পরি-ণম-ঘঞ্। বিশেষরূপ পরিণাম, বিশিষ্ট পরিণাম। বিপর্য্যা, সংপরিবর্ত্তন।

বিপরিণামিন্ (ত্রি) বি-পরি-ণম-ণিনি। পরিণামবিশিষ্ট, পরিণামযুক্ত। এই জাগতিকভাব বিপরিণামী, জগতে যাহা কিছু পরি-

দৃশ্যমান হয়, তাহা ক্ষণকালও অপরিণত না হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। পরিবর্ত্তনশীল। ২ বৈপরীত্য-বিশিষ্ট।

বিপরিধান (ক্লী) ১ বিশেষরূপে পরিধান, পরা। ২ পরিধানের অভাব।

বিপরিভ্রংশ (পুং) বিপরিণাম। বিনাশ।

বিপরিলোপ (পুং) বিলোপ। ধ্বংস।

বিপরিবৎসর (পুং) পরিবৎসর।

বিপরিবর্ত্তন (ক্লী) বি-পরি-বৃত-ল্যুট্। বিশেষরূপ পরিবর্ত্তন, ফিরাণ ঘুরাণ।

বিপরীত (ত্রি) বি-পরি-ই-ক্ত। বিপর্য্যয়, চলিত উল্টা। পর্য্যায়—প্রতিসব্য, প্রতিকূল, অবসব্য, অপষ্টু, বিলোমক, প্রসব্য, পরাচীন, প্রতীপ। (শব্দরত্না°) ২ ষোড়শ প্রকার রতিবন্ধের মধ্যে দশম রতিবন্ধ। ইহার লক্ষণ—

"পাদমেকমুরৌ কৃত্বা দ্বিতীয়ং কটিসংস্থিতম্।
নারীষু রমতে কামী বিপরীতস্তু বন্ধকঃ॥" (রতিমঞ্জরী)
"পাদমেকমুরৌ কৃত্বা দ্বিতীয়স্কন্ধসংস্থিতম্।
কামিন্যাঃ কাময়েৎ কামী বন্ধঃ স্যাদ্বিপরীতকঃ॥"(স্মরদীপিকা)

বিপরীততা (স্ত্রী) বিপরীতস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বিপরীতের ভাব বা ধর্ম্ম, বৈপরীত্য, উল্টা, প্রতিকূল।

বিপরীতপথ্যা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

বিপরীতবৎ (অব্য°) বিপরীত-ইবার্থে-বতি। বিপরীতের ন্যায়, বিপরীততুল্য। (ত্রি) বিপরীত অস্ত্যর্থে-মতুপ্-মস্য ব। ২ বিপরীতবিশিষ্ট।

বিপরীতমল্ল তৈল (ক্লী) ব্রণরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ, প্রস্তুত প্রণালী—কটুতৈল ৪ সের, কল্কার্থ সিন্দূর, কুড়, বিষ, হিঙ্গু, রসুন, চিতামূল, ঈশলাঙ্গলা প্রত্যেকে একতোলা। পাকের জল ১৬ সের। তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল দিলে নানাপ্রকার ক্ষত শুষ্ক হয়।
(ভৈষজ্যরত্না° ব্রণশোথরোগাধি°)

বিপরীতা (স্ত্রী) বিপরীত-টাপ্। কামুকী স্ত্রী। (ধনঞ্জয়)

বিপরীতাখ্যানকী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

বিপরীতাদি (ত্রি) বক্তৃ ছন্দঃ সম্বন্ধীয়।

বিপরীতান্ত (ত্রি) প্রগাথ সম্বন্ধীয় ছন্দঃ। (ঋক্প্রাতি° ১৮।৯)

বিপরীতোত্তর (ত্রি) বিপরীতঃ উত্তরো যত্র। বিপরীত উত্তর বিশিষ্ট, প্রতিকূল উত্তর। প্রগাথ সম্বন্ধীয় ছন্দঃ।

বিপর্ণক (পুং) বিশিষ্টানি পর্ণানি যস্য। ১ পলাশবৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা) (ত্রি) ২ পর্ণরহিত, পত্রহীন।

বিপর্য্যচ্ (ত্রি) বি-পরি-অঞ্চতি অঞ্চ-ক্বিপ্। বিপরীত, প্রতিকূল. উল্টা।

"কাশ্চিদ্বিপর্য্যগ্‌ধৃতবস্ত্রভূষণা
বিস্মৃত্য চৈকং যুগলেষ্বথাপরাঃ।" (ভাগবত ১০।৪১।২৫)
'বিপর্য্যক্ বিপরীতং' (স্বামী)

বিপর্য্যয় (পুং) বি-পরি-ই 'এরচ' ইত্যচ্। ১ ব্যতিক্রম, বৈপরীত্য, পর্য্যায়—ব্যত্যাস, বিপর্য্যাস, ব্যত্যয়, বিপর্য্যায়। (ভরত) ২ পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত চিত্তবৃত্তিভেদ, "প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রা স্মৃতয়ঃ" (পাতঞ্জলদ° ১।৬) প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচটী চিত্তের বৃত্তি। ইহার লক্ষণ—

"বিপর্য্যয়ো মিথ্যা জ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং।" (পাতঞ্জলদ° ১।৮)

'অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং তদ্রূপে জ্ঞানপ্রতিভাসিরূপে ন প্রতিষ্ঠতে, নাবাধিতং বর্ত্ততে ইতি, মিথ্যাজ্ঞানং অতস্বতি তদ্‌প্রকারকং ভ্রমজ্ঞানং বিপর্য্যয়ঃ'।

বিপর্য্যয় মিথ্যাজ্ঞান, যে জ্ঞান বিজ্ঞাত বিষয়ে স্থির থাকে না, পরিণামে বাধিত হয়, সেই মিথ্যাজ্ঞানকে বিপর্য্যয় অর্থাৎ ভ্রম বলা যায়। এক বস্তুকে অন্যরূপে জানার নাম বিপর্য্যয় বা ভ্রমজ্ঞান। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, শুক্তিতে রজতজ্ঞান। প্রথমে শুক্তি রজত প্রভৃতি ভ্রমজ্ঞান জন্মে, পরিশেষে এটী রজত নয় কিন্তু শুক্তি (ঝিনুক) এইরূপ যথার্থ জ্ঞান জন্মিলে পূর্ব্বজ্ঞান বাধিত হয়। প্রথমে হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্ব ভ্রমজ্ঞান প্রবল এবং পরে হইয়াছে বলিয়া উত্তর যথার্থ জ্ঞান দুর্ব্বল, অতএব উত্তর জ্ঞান দ্বারা পূর্ব্বজ্ঞান বাধিত হইবে না, এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে। পূর্ব্বাপর বলিয়া জ্ঞানের সবল-দুর্ব্বল-ভাব হয় না। যে জ্ঞানের বিষয় বাধিত, তাহাকেই দুর্ব্বল, এবং যাহার বিষয় বাধিত নহে, তাহাকে প্রবল বলা যায়। সুতরাং অবাধিতবিষয় উত্তরজ্ঞান বাধিতবিষয় পূর্ব্বজ্ঞান হইতে প্রবল। যে স্থলে পূর্ব্বজ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া উত্তরজ্ঞান জন্মে, সেখানে পূর্ব্বজ্ঞানের বাধা জন্মাইতে উত্তরজ্ঞানের সঙ্কোচ হইতে পারে। এস্থলে কেহ কাহারও অপেক্ষা রাখে না। স্বতন্ত্রভাবে আপন আপন কারণ হইতে জ্ঞানদ্বয় জন্মিয়া থাকে, অতএব সত্যজ্ঞান ভ্রমজ্ঞানের বাধা করিতে পারে।

এটী ইহা কি না? ইত্যাদি সংশয়জ্ঞানও বিপর্য্যয়ের অন্তর্গত। বিপর্য্যয় ও সংশয়ের প্রভেদ এই যে, বিপর্য্যয় স্থলে বিচার করিয়া পদার্থের অন্যথাভাব প্রতীতি হয়, জ্ঞান কালে হয় না। সংশয়স্থলে জ্ঞানকালেই পদার্থের অস্থিরতা প্রতীতি হয়, অর্থাৎ সংশয়স্থলে পদার্থসকল 'এই এইরূপই' এরূপ নিশ্চয় হয় না। ভ্রমস্থলে বিপরীতরূপে একটা নিশ্চয় হইয়া যায়। উত্তরকালে 'উহা ঐরূপ নহে' এইরূপে বাধিত হয়।

ভাষ্যে লিখিত আছে যে,"স কস্মাৎ ন প্রমাণং যতঃ প্রমাণেন বাধ্যতে ভূতার্থবিষয়ত্বাৎ প্রমাণস্য, তত্র প্রমাণেন বাধনমপ্রামাণ্যং

দৃষ্টং তদ্‌যথা—দ্বিচন্দ্রদর্শনং সদ্বিষয়েণৈকচন্দ্রদর্শনেন বাধ্যতে ইতি। সেয়ং পঞ্চপর্ব্বা ভবতি অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশা ইতি।" (পাতঞ্জল ১।৮) সেই বিপর্য্যয় জ্ঞান প্রমাণ হয় না কেন? এই বিপর্য্যয় জ্ঞান প্রমাণ দ্বারা বাধিত হয় বলিয়াই ইহা প্রমাণ হয় না। প্রমাণজ্ঞান ভূতার্থ বিষয় অর্থাৎ উহার বিষয় কখনই বাধিত হয় না। প্রমাণ ও অপ্রমাণ জ্ঞানের মধ্যে অপ্রমাণজ্ঞান প্রমাণজ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়, এরূপ দেখা যায়। যেমন চন্দ্র একটী এই যথার্থ জ্ঞান দ্বারা চন্দ্র দুটী এই ভ্রমজ্ঞানবাধিত হয়, মিথ্যা বলিয়া বুঝায়। ভ্রমরূপ এই অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্ব, পঞ্চ অবয়বে বিভক্ত, যথা—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, ও অভিনিবেশ। ইহারা আবার যথাক্রমে তমঃ,মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র নামে অভিহিত হয়। (পাতঞ্জলদ°)

সাংখ্যদর্শনে লিখিত আছে,—

"পঞ্চ বিপর্য্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাৎ।
অষ্টাবিংশতিভেদা তুষ্টির্নবধাষ্টধা সিদ্ধিঃ॥"
(সাংখ্যকারিকা° ৪৭)

বিপর্য্যয় পাঁচ প্রকার যথা—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। ইহা আবার তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র নামে অভিহিত।

"ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ।
তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ॥"
(সাংখ্যকারিকা° ৪৮)

তম ৮ প্রকার, মোহ ৮ প্রকার, মহামোহ দশ প্রকার, তামিস্র এবং অন্ধতামিস্র দশ প্রকার, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্রকে আত্মা বলিয়া যে জ্ঞান তাহা অবিদ্যা, এই অবিদ্যার প্রকৃতি প্রভৃতি ৮ প্রকার। বিষয় বলিয়া অবিদ্যাকে ৮ প্রকার বলা হইয়াছে। অস্মিতা, অণিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট; 'আমি অমর' এইরূপ যে ভ্রম তাহাই অস্মিতা, ইহাকে ভ্রম বলা যায় কেন? তাহার কারণ আমি অমর। অণিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য আমার (পুরুষের) ধর্ম্ম নহে, বুদ্ধির ধর্ম্ম, তথাপি আমি (পুরুষ) ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট এই যে জ্ঞান, উহা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাগ ইচ্ছা, অনুরাগ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহাই অনুরাগের বিষয়। স্পর্শাদি স্বর্গীয় ও অস্বর্গীয় ভেদে দুই প্রকার। সুতরাং শব্দাদি বিষয় দশবিধ। এই দশবিধ বিষয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুখসাধন; এইজন্য ইহা রাগের অর্থাৎ অনুরাগের বিষয়। রাগের দশপ্রকার বিষয় সাক্ষাৎ সুখ সাধন বলিয়া রাগকেও দশবিধ বলা হইয়াছে। শব্দ অর্থে শব্দের সাক্ষাৎজন্য সুখ, স্পর্শ অর্থে স্পর্শের সাক্ষাৎজন্য সুখ, ইত্যাদি। যখন যে বস্তু বিরক্তিকর, অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের ফলে ক্ষণকালের জন্যও তাহা উপস্থিত হইলে সেই সময় ঐশ্বর্য্যের প্রতিও দ্বেষ হয়, আর বিরক্তিকর শব্দাদিও দ্বেষ্য হয়, অষ্ট ঐশ্বর্য্য এবং শব্দাদি দশ এই অষ্টাদশ প্রকার দ্বেষ্য বলিয়া দ্বেষকে অষ্টাদশ প্রকার বলা হইয়াছে। মরণ আমাদিগকে অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য ও শব্দাদি দশবিধ ভোগ্য বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারে, এইজন্য উহাও অষ্টাদশ প্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই মরণভয় ইষ্টবিয়োগ সম্ভাবনা মাত্র। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ বোধ হয় যে, ভয় মাত্রই বিপর্য্যয়ের অন্তর্গত। সকল ভয়ই অনিষ্ট সম্ভাবনা মাত্র। তবে পাতঞ্জল দর্শনে কেবল মরণভয়কেই বিপর্য্যয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কারণ মরণভয়ই সকল ভয়ের শেষ; এইজন্য মরণ ভয় বলিলে আর সকল বুঝা যাইবে। মনুষ্যের ও দেবগণেরও বিপর্য্যয় আছে। (সাংখ্যকারিকা)

[বিশেষ বিবরণ অবিদ্যাদি তত্তৎ শব্দ দেখ]

বিপর্য্যস্ত (ত্রি) বি-পরি-অস্-ক্ত। ১ বিপর্য্যয়প্রাপ্ত, উল্টে-পাল্টে যাওয়া। ২ ছড়ভঙ্গ। ৩ পরাবৃত্ত।

বিপর্য্যাণ (ত্রি) বিপর্য্যয়। ব্যতিক্রম।

বিপর্য্যায় (পুং) বিগতঃ পর্য্যায়ো যস্য। বি-পরি-ই-ঘঞ্। পর্য্যায়ের ব্যতিক্রম, ক্রমপরিবর্ত্তন, ক্রমত্যাগ, নিয়মভঙ্গ।

"বিপর্য্যায়ে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ।"
(কুলাচার্য্যকারিকা)

বিপর্য্যাস (পুং) বি-পরি-অস-ঘঞ্। ১ বিপর্য্যয়, বৈপরীত্য, ব্যতিক্রম। (অমর)

"পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং
বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাম্।
বহোর্দৃষ্টং কালাদপরমিব মন্যে বনমিদং
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বুদ্ধিং দ্রঢ়য়তি॥" (উত্তরচ°)

২ অপ্রমাত্মক বুদ্ধিভেদ, এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া জ্ঞান, ভ্রমাত্মক জ্ঞান। যে যাহা নহে তাহাকে তাহা বলিয়া যে অযথার্থ জ্ঞান হয়। যেমন রজ্জু সর্প নহে অথচ অপ্রমাত্মক জ্ঞানহেতু তাহাকে সর্প বলিয়া বোধ হয়।

ভাষাপরিচ্ছেদে লিখিত আছে,—

"তচ্ছূন্যে তন্মতির্যা স্যাদপ্রমা সা নিরূপিতা।
তৎপ্রপঞ্চো বিপর্য্যাসঃ সংশয়োঽপি প্রকীর্ত্তিতঃ॥
আদ্যো দেহে হ্যাত্মবুদ্ধিঃ শঙ্খাদৌ পীততামতিঃ।"(ভাষাপরিচ্ছেদ)"

'তচ্ছূন্যে ইতি তদভাববতি তৎপ্রকারকং জ্ঞানং ভ্রম ইত্যর্থঃ তৎপ্রপঞ্চ অপ্রমাপ্রপঞ্চঃ বিপর্য্যাসঃ।' (মুক্তাবলী)

যে বস্তুতে যাহা নাই (যেমন শঙ্খে কখন পীতবর্ণ নাই) সেই বস্তুতে (সেই শঙ্খে) তৎপ্রকারক (সেই পীতবর্ণরূপ) যে বুদ্ধি তাহা অপ্রমা বুদ্ধি বলিয়া নিরূপিত হয়। এই অপ্রমা

বুদ্ধি অর্থাৎ ভ্রমবহুল পদার্থে বিস্তৃত হইলে তাহার নাম বিপর্য্যাস। যেমন দেহে আত্মবুদ্ধি প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে দেহে আত্মার গুণক্রিয়াদি কিছুই নাই, অথচ অপ্রমাত্মকজ্ঞান হেতু দেহকেই অনেকে আত্মা বলিয়া জানে।

বিপর্ব্ব (ত্রি) বিগতং পর্ব্ব সন্ধিস্থানং যস্য। বিচ্ছিন্নসন্ধিক, যাহার শরীরের সন্ধিস্থল বিশ্লিষ্ট হইয়াছে।

"বৃত্রং বিপর্ব্বমর্দ্দয়ৎ।" (ঋক্ ১।১৮৭।১)

'বৃত্রং বিপর্ব্বং বিচ্ছিন্নসন্ধিকং যথা তথার্দ্দয়ৎ হিংসিতবান্' (সায়ণ)

বিপল (ক্লী) বিভক্তং পলং যেন। ফলের সূক্ষ্ম অংশবিশেষ, একপলের ষষ্টিভাগের একভাগ অর্থাৎ ৬০ বিপলে এক পল, ৬০ পলে এক দণ্ড, ৬০ দণ্ডে এক অহোরাত্র।

বিপলায়িন্ (ত্রি) পলায়নকারী।

বিপলাশ (ত্রি) পত্রহীন।

বিপবন (ত্রি) বি-পূ-ল্যুট্। ১ বিশেষ প্রকারে পবিত্রকারী। ২ বিশুদ্ধ পবন, নির্ম্মল বায়ু। বিশুদ্ধঃ পবনো যস্যাং (স্ত্রিয়াং টাপ্) বিপবনা। যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু আছে।

"মন্দপবনাবঘট্টিতচলিতপলাশদ্রুমা বিপবনা বা।
মধুরস্বরশান্তবিহঙ্গমৃগরুতা পূজিতা সন্ধ্যা॥" (বৃহৎস° ৩৬।৭)

বিপব্য (ত্রি) বি-পূ-যৎ (অচো যৎ। পা ৩।১।৯৭)। শোধনীয়, শোধন করিবার যোগ্য।

বিপশিন্ (পুং) বুদ্ধভেদ। (হেম°)

বিপশু (ত্রি) পশুরহিত, পশুশূন্য।

"হাহেতি দস্যুগণপাতহতা রটন্তি নিঃস্বীকৃতা বিপশবো ভুবি মর্ত্ত্যসত্ত্বাঃ।" (বৃহৎস° ১৯।৭)

বিপশ্চি (ত্রি) বিপশ্চিৎ, পণ্ডিত।

বিপশ্চিক (পুং) পণ্ডিত। (দিব্যা° ৫৪৮।২২)

বিপশ্চিৎ (ত্রি) বি-প্র-চিত্-ক্বিপ্ বিশেষং পশ্যতি বিপ্রকৃষ্টং চেততি চিনোতি চিন্তয়তি বা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। যিনি বিশেষরূপে দেখেন, সূক্ষ্মদর্শী, দূরদর্শী।

অর্থাৎ শাস্ত্রের যথার্থার্থ যাঁহার চক্ষে পড়ে, যিনি উত্তম জ্ঞানী অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে তত্ত্বজ্ঞ, যিনি উত্তমরূপে চয়ন (শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ সংগ্রহ) করিতে পারেন, যিনি উত্তম চিন্তাশীল অর্থাৎ চিন্তাদ্বারা প্রকৃতপদার্থনির্ণয়ে সমর্থ, তিনি পণ্ডিত, বিদ্বান্, সর্ব্বার্থতত্ত্বদর্শী।

"সর্ব্বেষান্তু বিশিষ্টেন ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা।
মন্ত্রয়েৎ পরমং মন্ত্রং রাজা ষাড়্‌গুণ্যসংযুতম্॥" (মনু ৭।৫৮)

'বিশিষ্টেন বিপশ্চিতা বিদুষা ব্রাহ্মণেন সহ সন্ধিবিগ্রহাদি বক্ষ্যমাণগুণষট্‌কোপেতং প্রকৃষ্টং মন্ত্রং নিরূপয়েৎ।' (কুল্লূক)

বিপশ্চিত (ত্রি) পণ্ডিত, বিপশ্চিদর্থ। [বিপশ্চিৎ দেখ।]

বিপশ্যন (ক্লী) বৌদ্ধমতে, প্রকৃত জ্ঞান।

বিপশ্যনা (স্ত্রী) সূক্ষ্মদর্শিনী। দিব্য বুদ্ধি। অন্তর্যামিত্ব শক্তি।

বিপশ্যিন্ (পুং) বুদ্ধভেদ।

বিপস্ (ক্লী) মেধা। জ্ঞান।

বিপাংসুল (ত্রি) পাংশুলরহিত। (ভারত বনপর্ব্ব)

বিপাক (পুং) বি-পচ-ভাবে কর্ম্মণি বা ঘঞ্। ১ পচন, পাক। (ভাগবত ৫।১৬।২০) ২ স্বেদ। ৩ কর্ম্মের ফল। (মেদিনী) ৪ ফলমাত্র। ৫ চরমোৎকর্ষ।

"সর্ব্বে ধিয়া যোগবিপাকতীব্রয়া
হৃদ্‌পদ্মকোষে স্ফুরিতং তড়িৎপ্রভম্।" (ভাগবত ৪.৯।১২)

৫ কর্ম্মফলপরিণাম, কর্ম্মফলের পরিণামের নাম বিপাক, একটী কর্ম্ম করিলে তাহার যে ফলভোগ হয়, তাহাকেই বিপাক কহে। ইহা তিনপ্রকার, জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ। পাতঞ্জল-দর্শনে ইহার বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপ তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

"সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ" (পাতঞ্জলদ°২।১৩)

'সতিমূলে ক্লেশমূলে সতি তদ্বিপাকঃ তেষাং কর্ম্মণাং বিপাকঃ, জাত্যায়ুর্ভোগাঃ জন্মায়ুঃসুখদুঃখভোগাশ্চ ভবন্তি, সৎসু ক্লেশেষু কর্ম্মাশয়ো বিপাকারম্ভী ভবতি,নোচ্ছিন্নক্লেশমূলঃ। যথা তুষাবনদ্ধাঃ শালিতণ্ডুলা অদগ্ধবীজভাবা বা তথা ক্লেশাবনদ্ধকর্ম্মাশয়ো বিপাকপ্ররোহী ভবতি নাপনীতক্লেশো ন প্রসংখ্যানদগ্ধক্লেশ-বীজভাবো বেতি। স চ বিপাকস্ত্রিবিধঃ জাতিরায়ুর্ভোগ ইতি।' (ভাষ্য)

অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্লেশ থাকিলেই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাশয়ের বিপাক জাতি, আয়ু ও ভোগ হইয়া থাকে। কারণ থাকিলেই কার্য্য থাকিবে। জন্ম, আয়ু ও ভোগ এই বিপাকের কারণ কর্ম্মাশয় থাকিলেই তাহার কার্য্য জন্ম আয়ুঃ ও ভোগ হইবে। ইহার অন্যথা হইবার নহে।

চিত্তভূমিতে ক্লেশ থাকিলেই কর্ম্মাশয়ের বিপাক হয়। ক্লেশরূপ মূলের উচ্ছেদ হইলে আর হয় না। যেমন শালিতণ্ডুল তুষের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকিয়া এবং দগ্ধবীজশক্তি না হইয়া অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হয়। তুষের বিমোক অথবা বীজশক্তি দাহ করিলে আর হয় না, তদ্রূপ ক্লেশ মিশ্রিত থাকিয়াই কর্ম্মাশয় অদৃষ্ট ফলজননে সমর্থ হয়, ক্লেশ অপনীত হইলে অথবা প্রসংখ্যান দ্বারা ক্লেশরূপ বীজভাবের দাহ করিলে আর হয় না। উক্ত কর্ম্মবিপাক তিনপ্রকার, জাতি, মনুষ্য প্রভৃতি জন্ম, আয়ুঃ জীবনকাল, ভোগ ও সুখদুঃখের সাক্ষাৎকার। কর্ম্মের বিপাক জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ কিরূপে হইয়া থাকে এবং কিরূপ কর্ম্মের ফলে এই সকল ভোগ হয়, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,

একটী কর্ম্ম কি একটী জন্মের কারণ? অথবা একটী কর্ম্ম অনেক জন্ম সম্পাদন করে? বা অনেক কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ? অথবা অনেক কর্ম্ম একটী জন্মের কারণ? ইহার বিচারে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, একটী কর্ম্ম একটী জন্মের কারণ এরূপ বলা যায় না। কারণ অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত জন্মান্তরীয় অসংখ্য অবশিষ্ট কর্ম্মের এবং বর্ত্তমান শরীরে যাহা কিছু করা হইয়াছে, এই সমস্তের ফলক্রমের অর্থাৎ ফলোৎপত্তির পৌর্ব্বাপৌর্য্যের নিয়ম না থাকায় লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানে অবিশ্বাস হইয়া পড়ে, সেরূপ হওয়া সঙ্গত নহে। একটী কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ ইহাও বলা যায় না; কারণ অসংখ্য কর্ম্মের মধ্যে যদি একটীই অনেক জন্মের কারণ হইয়া পড়ে, তবে অবশিষ্ট কর্ম্মরাশির বিপাককালের অবসরই ঘটিয়া উঠে না। অনেকগুলি কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ, ইহাও বলা যায় না; কারণ সেই অনেক জন্ম একদা হইতে পারে না। সুতরাং ক্রমশঃ হয় বলিতে হইবে। তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত দোষ অর্থাৎ কর্ম্মান্তরের বিপাকের সময়াভাব হইয়া উঠে। অতএব জন্ম ও মরণের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অনুষ্ঠিত বিচিত্র কর্ম্ম সমুদয় প্রধান ও অপ্রধান ভাবে অবস্থিত হইয়া মরণদ্বারা অভিব্যক্ত অর্থাৎ ফলজননে অভিমুখীকৃত হইয়া জন্ম প্রভৃতি কার্য্য একত্র মিলিত হইয়া একটীই জন্ম সম্পাদন করে। সঞ্চিত কর্ম্মরাশি প্রারব্ধ কর্ম্মদ্বারা অভিভূত থাকিয়া মরণ সময়ে সজাতীয় অনেক কর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া একটী জন্ম উৎপাদন করে। এইরূপ হইলে আর পূর্ব্বোক্ত দোষ থাকে না। কারণ যেমন একএক জন্মে অনেক কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, এদিকে একটী জন্মদ্বারাও অনেক কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া আয়ব্যয় একরূপ তুল্য হইয়া পড়ে। উক্ত জন্ম উক্ত কর্ম্ম অর্থাৎ উক্ত জন্মের প্রয়োজন কর্ম্মদ্বারাই আয়ুলাভ করে, অর্থাৎ যে কর্ম্মসমষ্টিদ্বারা মনুষ্যাদির জন্ম হয়, তাহারই দ্বারা জীবনকাল ও সুখদুঃখের ভোগ হইয়া থাকে।

উক্তবিধ কর্ম্মাশয় জন্ম, আয়ু ও ভোগের কারণ বলিয়া ত্রিবিপাক অর্থাৎ উক্ত জন্মাদি তিনপ্রকার বিপাকের জনক বলিয়া কথিত হয়, ইহাকেই একভবিক অর্থাৎ একটী জন্মের কারণ কর্ম্মাশয় বলা যায়।

দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় কেবল ভোগের হেতু হইলে তাহাকে এক বিপাকারম্ভক বলা যায়। যেমন নহুষ রাজার। আয়ুঃ ও ভোগ এই উভয়ের জনক হইলে দ্বিবিপাকারম্ভক হয়, যেমন নন্দীশ্বরের। (নন্দীশ্বরের অষ্টবর্ষ মাত্র আয়ু ছিল, শিবের বর প্রদানে অমরত্ব ও তদুপযুক্ত ভোগ হয়)।

গ্রন্থিদ্বারা (গাঁইট দিয়া) সর্ব্বাবয়বে ব্যাপ্ত মৎস্যজালের ন্যায় চিত্ত অনাদি কাল হইতে ক্লেশ, কর্ম্ম ও বিপাকের সংস্কার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া বিচিত্র হইয়াছে। উক্ত বাসনা সমুদায় অসংখ্য জন্ম হইতে চিত্তভূমিতে সঞ্চিত রহিয়াছে। জন্মহেতু একভবিক ঐ কর্ম্মাশয় নিয়ত বিপাক ও অনিয়ত বিপাক হইয়া থাকে। অর্থাৎ কতকগুলির পরিণাম সময় অবধারিত থাকে, কতকগুলির পরিণাম কি ভাবে হইবে, তাহা স্থির বলা যায় না।

দৃষ্টজন্মবেদনীয় নিয়ত বিপাক কর্ম্মাশয়েরই এরূপ নিয়ম করা যাইতে পারে যে, উহা একভবিক হইবে। অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্ম্মাশয়ের সেরূপ নিয়ম হইতে পারে না, কারণ অদৃষ্ট জন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্ম্মাশয়ের ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ বিপাক না জন্মিয়াই কৃতকর্ম্মাশয়ের নাশ হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ প্রধান কর্ম্মবিপাক সময়ে আবাপ-গমন অর্থাৎ যাগাদি প্রধান কর্ম্মের স্বর্গাদিরূপ বিপাক হইবার সময় হিংসাদিকৃত অধর্ম্মও কিঞ্চিৎ দুঃখ জন্মাইতে পারে। তৃতীয়তঃ নিয়ত বিপাকপ্রধান কর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হইয়া চিরকাল অবস্থিতি করিতেও পারে। বিপাক উৎপাদন না করিয়া সঞ্চিত কর্ম্মাশয়ের নাশ যেমন শুক্লকর্ম্ম অর্থাৎ তপস্যাজনিত ধর্ম্মের উদয় হইলে এই জন্মেই কৃষ্ণ অর্থাৎ কেবল পাপ অথবা পাপপুণ্য মিশ্রিত কর্ম্মরাশির নাশ হয়। এ বিষয়ে উক্ত আছে,—পাপাচারী অনাত্মজ্ঞ পুরুষের অসংখ্য কর্ম্মরাশি দুই প্রকার, একটী কৃষ্ণ অর্থাৎ কেবল অধর্ম্ম, অপরটী শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ পুণ্যপাপমিশ্রিত, এই উভয়বিধ কর্ম্মকেই পুণ্য দ্বারা গঠিত একটী কর্ম্মরাশি নষ্ট করিতে পারে। অতএব সকলেরই সুকৃত শুক্লকর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হওয়া বিধেয়।

প্রধান কর্ম্ম আবাপগমন বিষয়ে উক্ত আছে যে, স্বল্পসঙ্কর অর্থাৎ যজ্ঞাদি সাধ্যকর্ম্মের স্বল্পের (যোগানুকূল হিংসাজনিত পাপের) সঙ্কর হয়, সংমিশ্রণ হয়। সপরিহার অর্থাৎ হিংসাজনিত ঐ অল্পমাত্র অধর্ম্ম প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা উচ্ছেদ করা যায়। সপ্রত্যবমর্ষ অর্থাৎ যদি প্রমাদবশতঃ প্রায়শ্চিত্ত না করা হয়, তবে প্রধান কর্ম্মফলের উদয় সময় ঐ অল্পমাত্র অধর্ম্মও স্বকীয় বিপাক অর্থাৎ অনর্থ জন্মায়। তথাপি ঐ সুখভোগের সময় সামান্য দুঃখবহ্নিকণিকা সহ্য করা যায়। কুশল অর্থাৎ পুণ্যরাশির অপকর্ষ করিতে ঐ অল্পমাত্র অধর্ম্ম সমর্থ হয় না, কারণ উক্ত সামান্য অধর্ম্ম অপেক্ষা যাগাদিকৃত ধর্ম্মের পরিমাণ অধিক, যাহাতে এই ক্ষুদ্র অধর্ম্ম অপ্রধানভাবে থাকিয়া স্বর্গভোগের সময় অল্পপরিমাণে দুঃখ জন্মাইয়া থাকে। তৃতীয় গতি যথা-নিয়ত বিপাকে এতাদৃশ প্রধান কর্ম্মদ্বারা অভিভূত হইয়া চিরকাল অবস্থান করা, কারণ অদৃষ্টজন্মবেদনীয় নিয়ত বিপাক

কর্ম্মরাশিই মরণদ্বারা অভিব্যক্ত হয়; অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্ম্মরাশি সেরূপে মরণসময়ে অভিব্যক্ত হয় না।

অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্ম্মরাশি নষ্ট হইতেও পারে, প্রধান কর্ম্মবিপাক সময়ে আবাপগমন (সহায়কভাবে অবস্থান) করিতেও পারে, অথবা প্রধান কর্ম্মদ্বারা অভিভূত হইয়া চিরকাল অবস্থিতি করিতে পারে, যতকাল পর্য্যন্ত সজাতীয় কর্ম্মান্তর অভিব্যক্ত হইয়া উহাকে ফলাভিমুখ না করে।

অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্ম্মরাশিরই দেশ, কাল ও নিমিত্তের স্থিরতা হয় না, বলিয়াই কর্ম্মগতি শাস্ত্রে বিচিত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আরও অভিহিত হইয়াছে যে, জন্ম, আয়ু ও ভোগ ইহারা পুণ্য দ্বারা সম্পাদিত হইলে সুখের কারণ এবং পাপদ্বারা সম্পাদিত হইলে দুঃখের কারণ হয়।

"তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ" (পাতঞ্জলদ° ২।১৪)

'জন্মায়ুর্ভোগাঃ পুণ্যহেতুকাঃ সুখফলাঃ, অপুণ্যহেতুকাঃ দুঃখ-ফলা ইতি।' (ভাষ্য)

পূর্ব্বোক্ত জাতি, আয়ু ও ভোগ পুণ্য দ্বারা সাধিত হইলে সুখের জনক এবং পাপ দ্বারা সাধিত হইলে দুঃখের জনক হয়। সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ দুঃখ যেমন প্রতিকূলস্বভাব, এইরূপ বৈষয়িক সুখকালেও যোগীদিগের দুঃখ অনুভব হয় বলিয়া তাহারা বিষয়-সুখকে দুঃখ বলিয়া বোধ করেন।

জন্ম ও আয়ুঃ সুখ দুঃখের কারণ হইতে পারে, ভোগ কিরূপে কারণ হয়? বরং সুখদুঃখই বিষয়ভাবে ভোগের (অনুভবের) কারণ এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে। সমাধান যেমন ওদনাদিকেও কারক বলে, ফলতঃ উহা ক্রিয়ার পরবর্ত্তী, সুতরাং ক্রিয়াজনক নহে। ক্রিয়ার জনককেই কারক বলে। তথাপি যাহার উদ্দেশ করিয়া যে ক্রিয়া হয়, ঐ উদ্দেশ্যকেও কারণ বলা হইয়া থাকে। ভোগই পুরুষার্থ, সুখ দুঃখ নহে। ভোগের নিমিত্তই সুখদুঃখের আবির্ভাব; অতএব ভোগকেও সুখ দুঃখের কারণ বলা যাইতে পারে।

বিবেকশালী যোগীর পক্ষে বিষয়মাত্রই দুঃখকর, কারণ ভোগের পরিণাম ভাল নহে, ক্রমশঃ তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। ভোগকালে বিরোধীর প্রতি বিদ্বেষ হয় এবং ক্রমশঃই ভোগসংস্কার বৃদ্ধি হইতে থাকে। চিত্তের সুখ দুঃখ ও মোহস্বরূপ বৃত্তিসকলও পরস্পর বিরোধী, কিছুতেই শান্তি হয় না।

যোগীর পক্ষে সমস্তই দুঃখ ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন করা যায়? এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য বলা হইয়াছে যে, সকলেরই রাগ (আসক্তিকামনা) সহকারে চেতন ও অচেতন উভয়বিধ উপায় জন্য সুখের অনুভব হইয়া থাকে। অতএব রাগজন্য কর্ম্মাশয় বিদ্যমান আছে, ইহা বলিতে হইবে। অতএব দুঃখের কারণ দ্বেষ ও মোহ এবং এই দ্বেষ ও মোহ বশতঃ কর্ম্মাশয় হইয়া থাকে। যদিও যুগপৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই তিনের আবির্ভাব হয় না, তথাপি একের আবির্ভাব কালে অপরগুলি বিচ্ছিন্ন হয়, প্রাণিপীড়ন না করিয়া উপভোগ সম্ভোগ সম্ভব হয় না, অতএব হিংসাকৃত ও শারীর (শরীর সম্পাদ্য) কর্ম্মাশয় হয়। বিষয়সুখ অবিদ্যাজন্য হইয়া থাকে। তৃপ্তি বশতঃ ভোগবিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তির অভাবকে সুখ বলে।

চঞ্চলতা বশতঃ ইন্দ্রিয়গণের অশান্তিকে দুঃখ বলে। ভোগের অভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বৈতৃষ্ণ্য অর্থাৎ বিষয়বৈরাগ্য হয় না। কারণ ভোগাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই অনুরাগ ও ইন্দ্রিয়ের কৌশল বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতএব ভোগাভ্যাস সুখের কারণ নহে। বৃশ্চিকের বিষ হইতে ভয় পাইয়া যেমন সর্পের মুখে পতিত ও দষ্ট হইয়া অধিকতর দুঃখ অনুভব করে, তদ্রূপ সুখকামনা করিয়া বিষয়সেবা করিয়া পরিশেষে মহাদুঃখপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হয়। প্রতিকূলস্বভাব এই পরিণাম দুঃখ সুখভোগ সময়েও যোগিগণকে ক্লেশ প্রদান করে।

সকলেরই দ্বেষসহকারে চেতন ও অচেতন এই দ্বিবিধ উপায় দ্বারা দুঃখ অনুভূত হয়, এস্থলে দ্বেষজন্য কর্ম্মাশয় হইয়া থাকে। সুখের উপায় প্রার্থনা করিয়া শরীর বাক্ ও চিত্ত দ্বারা ক্রিয়া করিয়া থাকে, ইহাতে অপরের প্রতি অনুগ্রহ ও নিগ্রহ উভয়ই সম্ভব। এই পরানুগ্রহ ও পরপীড়া দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সঞ্চার হয়। এই কর্ম্মাশয় লোভ বা মোহবশতঃ হইয়া থাকে। ইহারই নাম তাপদুঃখ।

সংস্কারদুঃখ কি? সুখানুভব হইতে একটী সুখ বা সুখের কারণ এইরূপ সংস্কার হয়, ঐরূপ দুঃখানুভব হইতেও সংস্কার জন্মে, এইরূপে কর্ম্মফল সুখ বা দুঃখের অনুভব হইয়া সুখ-সংস্কার জন্মে। সংস্কার হইতে স্মৃতি, স্মৃতি হইতে রাগ এবং রাগ হইতে কায়িক বাচিক ও মানসিক ব্যাপার জন্মে। তাহা হইতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ কর্ম্মাশয় হয়, ঐ কর্ম্মাশয় হইতে জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ বিপাক হয়। পুনর্ব্বার সংস্কার জন্মে। এইরূপে অনাদি প্রবহমাণ দুঃখ দ্বারা প্রতিকূলভাবে পরিলক্ষিত হইয়া যোগিগণের উদ্বেগ জন্মে।

এইজন্য পূর্ব্বে বলিয়াছি, মূল অর্থাৎ কর্ম্মাশয় থাকিলেই জাতি, আয়ু ও ভোগ এই ত্রিবিধ বিপাক হইবে। সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মাশয় বিনষ্ট হইলে আর বিপাক হইবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম্মাশয় বিনষ্ট না হইবে, ততক্ষণ জন্ম, মৃত্যু, ভোগরূপ বিপাকের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই।

জীব অবিদ্যাভিভূত হইয়া বারংবার জন্মগ্রহণ করে, আবার মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত সুখ দুঃখ ভোগ

করিয়া থাকে। কর্ম্মাশয় বিনষ্ট হইলে এরূপ বিপাক আর হয় না। এইজন্য যোগিগণ আপনাকে এবং অন্য সাধারণকে অনাদি দুঃখস্রোতে ভাসমান দেখিয়া সমস্ত দুঃখের ক্ষয়কারণ সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ আত্মজ্ঞানকেই রক্ষক বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। (পাতঞ্জলদ°)

৬ ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকান্তে মাধুর্য্যাদি রসের পরিণতি। বিপাক সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, রস অর্থাৎ দ্রব্যের আস্বাদ, কটু (ঝাল), তিক্ত, কষায়, মধুর, অম্ল এবং লবণ এই ছয়ভাগে বিভক্ত হইলেও তাহাদের বিপাক প্রায়ই স্বাদু, অম্ল ও কটু এই তিনপ্রকার অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্যস্থ ঐ ছয়টী রস জঠরাগ্নিযোগে পক্ব হইলে উহারা প্রকৃতির নিয়মানুসারে যে স্বাদু, অম্ল ও কটু এই তিনটী মাত্র রসে পরিণত হয়, তাহাকেই আয়ুর্ব্বেদে বিপাক বা রসবিপাক বলে। বিপাকের নিয়ম এই যে,লবণ ও মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করিলে, জঠরাগ্নি দ্বারা পক্ব হইয়া তাহা হইতে মধুররসের, ভুক্ত অম্লদ্রব্য ঐ রূপে পচ্যমান হইলে তাহা হইতে অম্লরসের এবং কটু, তিক্ত ও কষায়রস হইতে উক্তরূপে কটুরসের উৎপত্তি হয়।

"জাঠরেণাগ্নিনা যোগাৎ যদুদেতি রসান্তরম্।
রসানাং পরিণামান্তে স বিপাক ইতি স্মৃতঃ॥" (সুশ্রুত)
"ত্রিধা রসানাং পাকঃ স্যাৎ স্বাদ্বম্লকটুকাত্মকঃ।
মিষ্টঃ পটুশ্চ মধুরমম্লোঽম্লং পচ্যতে রসঃ।
কটুতিক্তকষায়াণাং পাকঃ স্যাৎ প্রায়শঃ কটুঃ॥" (বাগ্‌ভট)
'প্রায়ঃপদেন ব্রীহিঃ স্বাদুরম্লবিপাকঃ শিবা কষায়া মধুপাকা শুণ্ঠী কটুকা মধুপাকেত্যাদিঃ।' (টীকা)

কোন কোন স্থলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়; যেমন আশুধান্য স্বাদুরসবিশিষ্ট হইলেও উহার বিপাক মধুর না হইয়া অম্ল হয়; হরীতকী কষায় এবং শুণ্ঠী কটু (ঝাল)-রস-যুক্ত হইলেও উহাদের বিপাক যথাযথ নিয়মানুসারে কটু না হইয়া মধুর হয়। এই কারণেই সংগ্রহকর্ত্তা মূলে 'প্রায়শঃ কটুঃ' এই প্রায় শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

মধুরবিপাক দ্রব্যসমূহ বায়ু এবং পিত্তের দোষ নষ্ট করে, কিন্তু আবার উহারা শ্লেষ্মবর্দ্ধক; অম্লবিপাকদ্রব্য পিত্তবর্দ্ধক এবং বাতশ্লেষ্মরোগাপহারক; যে সকল দ্রব্য বিপাকে কটু, তাহা পিত্তবর্দ্ধক, পাচনশীল অর্থাৎ ব্রণাদির কিংবা যে কোন রকমের পচন (পাক) কার্য্যোপযোগী ও শ্লেষ্মনাশক।

"শ্লেষ্মকৃন্মধুরঃ পাকো বাতপিত্তহরো মতঃ।
অম্লস্তু কুরুতে পিত্তং বাতশ্লেষ্মগদাপহঃ॥
কটুঃ করোতি পচনং কফং পিত্তঞ্চ নাশয়েৎ।" (ভাবপ্রকাশ)

কেহ কেহ অম্লবিপাক স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন, জঠরাগ্নির মন্দত্বহেতু পিত্ত বিদগ্ধপক্ব হইয়া অম্লতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহা সমীচীন নহে, তাহা হইলে লবণরসও একটী ভিন্ন বিপাক বলিয়া উক্ত হইতে পারে, কেননা পিত্তের ন্যায় শ্লেষ্মাও বিদগ্ধপক্ব হইলে লবণতাপ্রাপ্ত হয় এবং এইরূপে প্রত্যেক রসেরই এক একটি পৃথক্ বিপাক স্বীকার করিতে হয়। তাহার দৃষ্টান্ত এই,—যেমন, শালি, যব, মুদ্গ ও ক্ষীর প্রভৃতি মধুররসসংযুক্তদ্রব্য স্থালীপক্ব হইলে উত্তরকালে রসের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না।

চিকিৎসককে দ্রব্যের রস, বিপাক ও বীর্য্য এই তিনটী গুণের উপর নিয়ত লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। ইহার মধ্যে কেহ দ্রব্যের রসের, কেহ বিপাকের, কেহ বা বীর্য্যের প্রাধান্য স্বীকার করেন। যাঁহার মতে বিপাক প্রধান, তিনি দেখান যে, শুণ্ঠী কটুরসাত্মক, কিন্তু বিপাকে মধুর হওয়ায় কটুরসের প্রভাবে বাতবর্দ্ধক না হইয়া বিপাকের প্রাধান্যবশতঃ বাতঘ্ন হইবে। কেহ বীর্য্যকে প্রধান বলিয়া দৃষ্টান্ত দেন যে, মধুতে মিষ্টরস থাকিলেও সে শ্লেষ্মবর্দ্ধক না হইয়া উষ্ণবীর্য্যত্ব-প্রযুক্ত শ্লেষ্মঘ্নই হইবে। যাহা হউক, অর্থাৎ যিনি যাহাই বলুন না কেন প্রকৃতপ্রস্তাবে রস, বিপাক ও বীর্য্য এই তিনটী গুণের উপরই লক্ষ্য রাখিয়া অবস্থানুসারে দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে।

৭ বিশেষরূপ আবর্ত্তযুক্ত। ৮ দুর্গতি। ৯ স্বাদ। স্বাদু।

বিপাকসূত্র (ক্লী) মহাবীরপ্রোক্ত জৈনশাস্ত্রভেদ। ইহা ১১শ অঙ্গনামে কথিত। (বৃ°হরি ২।৯৪)

বিপাকিন্ (ত্রি) ১ কর্ম্মফলবাহী। ২ আবর্ত্তনশীল। (ফল)।

বিপাট (পুং) বি-পট-ঘঞ্। শর, বাণ।

বিপাটক (ত্রি) প্রকাশক, অভিব্যক্তিকারক।

"কৃত্তিকারোহিণী সৌম্যা এতেষাং মধ্যবাসিনাম্।
নক্ষত্রত্রিতয়ং বিপ্র! শুভাশুভবিপাটকম্॥" (মার্কণ্ডেয়পু°)

বিপাটন (ক্লী) বিদারণ, উৎপাটন, চলিত চেরা, ফাড়া।

বিপাটল (ত্রি) বিশেষরূপ পাট্‌কিলে বর্ণবিশিষ্ট। (সাহিত্যদ° ১৩৬।১০)

বিপাটিত (ত্রি) বিদারিত।

বিপাঠ (পুং) ১ ইষু, বাণ, শর।

"একৈকেন বিপাঠেন জঘ্নে মাদ্রবতীসুতঃ।"
(মহাভারত ৩।২৭০।১৭)

স্ত্রিয়াং টাপ্। বিপাঠা। ২ দুর্গমরাজভার্য্যা।
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৭৫।৪৬)

বিপাণ্ডব (ত্রি) পাণ্ডববিরহিত।

বিপাণ্ডু (ত্রি) ১ বনজ কর্কটী, বনকাঁকুড়ী। ২ বিশেষ পাণ্ডুবর্ণ।

বিপাণ্ডুতা (স্ত্রী) পাণ্ডুবর্ণত্ব, পাণ্ডুবর্ণপ্রাপ্তি।

বিপাণ্ডুর (ত্রি) ১ অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ, ফেকাশে। (স্ত্রিয়াং টাপ্) বিপাণ্ডুরা। ২ মহামেদা।

বিপাত (ত্রি) পাতন।

বিপাতক (ত্রি) নাশক।

বিপাতন (ক্লী) বিষ্যন্দন, দ্রবভাব, গলিয়া পড়া।
"স্নেহবিপাতনে।" (পা ৭।৩।৩৯)

বিপাদন (ক্লী) ব্যাপাদন, হত্যা, বধ।

বিপাদিকা (স্ত্রী) ১ কুষ্ঠরোগভেদ, পাদস্ফোট, চলিত পা ফাটা। (অমর) এই রোগ পায়ের তলায় জন্মে; ইহাতে পায়ের সেইস্থান অত্যন্ত দাহ ও বেদনাযুক্ত হয় এবং চুলকায়।
"কণ্ডূমতী দাহরুজোপপন্না বিপাদিকা পাদগতেয়মেব।"
(সুশ্রুত নি০ ৫ অ০) [পাদস্ফোট দেখ।]
২ প্রহেলিকা। (শব্দমালা)

বিপাদিত (ত্রি) ব্যাপাদিত, বিনাশিত।

বিপান (ক্লী) বিবেচনাপূর্ব্বক পান। (শুক্লযজুঃ ১৯।৭২)

বিপাপ (ত্রি) পাপরহিত। বিধৌত পাপ। স্ত্রিয়াং টাপ্। বিপাপা = নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

বিপাপ্মন্ (ত্রি) বিপাপ, পাপশূন্য। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ২।৩।৩।১)

বিপার্শ্ব (ত্রি) পার্শ্বদেশ।

বিপাল (ত্রি) পালরহিত, যাহাকে কেহ পালন করে না।
"অনির্দ্দশাহাং গাং সূতাং বৃষান্ দেবপশূংস্তথা।
স পালান্ বা বিপালান্ বা ন দণ্ড্যান্ মনুরব্রবীৎ॥"
(মনু ৮।২৪২)

'প্রসূতাং গামনির্গতদশাহাং তথা চক্রশূলাঙ্কিতোৎসৃষ্টবৃষান্ দেবসম্বন্ধিপশূন্ পালসহিতান্ পালরহিতান্ বা শস্যভক্ষণপ্রবৃত্তান্ মনুরদণ্ড্যান্ আহ।' (কুল্লূক)

বিপাশ্ (স্ত্রী) বিপাশা নদী। (অমর)
"গাবেব শুভ্রে মাতরা রিহাণে বিপাট্ছুতুদ্রী পয়সা জবেতে॥"
(ঋক্ ৩।৩৩।১)

'বিপাট্ কূলবিপাটনাৎ বিপাশনাৎ শতপুত্রমরণোদ্ভূততমো-বৃতের্ম্মুর্ষোর্ব শিষ্ঠস্য পাশা অস্যাং ব্যপাস্যন্ত বিমোচনাদ্বা বিপাট্ শুতুদ্রী এতন্নামকে নদ্যৌ' (সায়ণ) [বিপাশা দেখ]

বিপাশ (ত্রি) ১ পাশরহিত। ২ পাশাবিশিষ্ট। ৩ বরুণ। (হরিবংশ)

বিপাশন (ক্লী) পাশরহিত। (নিরুক্ত ৪।৩)

বিপাশা, মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার দক্ষিণপশ্চিম সীমান্ত দিয়া প্রবাহিত একটী নদী। ভোপাল রাজ্যের শিরমৌ বিভাগের পর্ব্বতমালা হইতে সমুদ্ভূত। ইহাও বর্ত্তমান সময়ে বিয়াস্ নদী নামে প্রসিদ্ধ। পুরাণে এই নদী বিন্ধ্যপাদপ্রসূতা বলিয়া উক্ত আছে;—

"তথান্যা পিপ্পলিশ্রোণির্বিপাশা বঞ্জুলানদী।"
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৭।২২)

আবার বামনপুরাণে এই নদী অন্ধপাদ বা দক্ষপর্ব্বত হইতে বহির্গতা লিখিত হইয়াছে। (বামনপু° ১৩।২৭)

সাগর নগর হইতে উত্তরপূর্ব্বদিকে প্রায় ১০ মাইল পথের উপর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল প্রেস্‌গ্রেভ একটী সুন্দর লৌহ গঠিত ঝালা সেতু নির্ম্মাণ করান। দানো জেলার নরসিংহগড়ের নিকট এই নদী সোণার নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে।

বিপাশা [সা] (স্ত্রী) পাশং বিমোচয়তীতি (সত্যাপপাশেতি। পা ৩।১।২৫) ইতি বিমোচনে ণিচ্ ততঃ পচাদ্যচ্। ১ নদীবিশেষ। পঞ্জাব প্রদেশে প্রবাহিত পঞ্চনদের একতম। গ্রীক ভৌগো-লিকগণ ইহাকে Hyphasis নামে অভিহিত করিয়াছেন। কুলুর তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গ (সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩৩২৬ ফিট উচ্চ) হইতে উদ্ভূত হইয়া মন্দিরাজ্য পরিভ্রমণান্তর কাঙড়া জেলার পূর্ব্বসীমান্তস্থিত সজ্যোল নগর পার্শ্ব দিয়া উক্ত জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। এই নদী উৎপত্তিস্থান হইতে পর্ব্বতবক্ষে প্রতি মাইলে প্রায় ১২৬ ফিট্ অবতরণ করিয়াছে। কাঙড়া জেলায় ইহার স্বাভাবিক প্রপতন প্রতি মাইলে ৭ ফিট্ মাত্র। সজ্যোলে নদী বক্ষের উচ্চতা ১৮২০ ফিট; অতঃপর মীরথল ঘাটের নিকট যেথানে ইহা সমতলক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, সেথানকার উচ্চতা প্রায় হাজার ফিট। কাঙড়া জেলার রেহ্ গ্রামের নিকট এই নদী ত্রিধা বিভক্ত হইয়া মীরথল অতিক্রম করিয়া কিছু দূরে পুনরায় পরস্পরে মিলিত হইয়াছে।

বিপাসার নিম্ন পার্ব্বত্যগতির অনেক স্থলেই পারাপারের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। কোন কোন স্থলে বায়ুপূর্ণ চর্ম্মনির্ম্মিত "দরাই" প্রচলিত দেখা যায়। হুসিয়ারপুর জেলার শিবালিক শৈলের নিকট আসিয়া এই নদী উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া হুসিয়ারপুর ও কাঙড়া জেলাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। তৎপরে পুনরায় বক্রগতিতে উক্ত শিবালিক শৈলের পাদ-মূল পর্য্যটন করিয়া দক্ষিণাভিমুখী গতিতে হুসিয়ারপুর ও গুরুদাস-পুরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই পর্য্যন্ত নদীর তীরভূমি বালুকাময় পলিতে পূর্ণ এবং সময় সময় উহা বন্যাদ্বারা প্লাবিত হয়। মূল নদীর গতির স্থিরতা না থাকায় উহার মধ্যে মধ্যে সুগভীর খাত ও দ্বীপমালার উৎপত্তি হইয়াছে। গ্রীষ্মে নদীর জলের গভীরতা ৫ ফুট মাত্র এবং বর্ষা ঋতুতে জল প্রায় ১৫ ফুট উচ্চে উঠে। জলের স্বল্পতানিবন্ধন এথানকার নৌকাগুলির তলা সাধারণতঃ চেপ্টা।

জালন্ধর জেলায় প্রবেশ করিয়া বিপাসা নদী অমৃতসর ও কাপুরথলা রাজ্যের সীমারূপে প্রবাহিত হইয়াছে। উজীর

ভোলার ঘাটে নদীবক্ষে সিন্ধু-পঞ্জাব ও দিল্লী রেলপথের একটী সেতু আছে। তৎপরে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের সম্মুখে নৌকানির্ম্মিত আর একটী সেতু আছে। বন্যায় বালুকার চর পড়ায় বৎসর বৎসর নদীর গতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। প্রায় ২৯০ মাইল ভূমি পরিভ্রমণের পর কাপুরথলা রাজ্যের দক্ষিণ সীমায় এই নদী শতদ্রুতে আসিয়া মিশিয়াছে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই নদী হিমবৎ পাদবিনিঃসৃত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

"বিপাসা দেবিকা বংক্ষুর্নিশ্চীরা গণ্ডকী তথা।
কৌশিকী চাপগা বিপ্র হিমবৎপাদনিঃসৃতাঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।১৮)

ঋগ্বেদে বিপাশা আর্জীকীয়া নামে প্রসিদ্ধ। তৎকালে উহার অববাহিকা প্রদেশও আর্জ্জীক নামে প্রচারিত ছিল।
(ঋক্ ৯।১১৩।২)

মহাভারতে এই নদীর নামনিরুক্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। যখন বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল, তখন বিশ্বামিত্র রাক্ষসমূর্ত্তিতে বশিষ্ঠের শতপুত্র বিনাশ করিলে বশিষ্ঠ পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি পর্ব্বতাদি হইতেও লম্ফ প্রদান করেন, তাহাতেও যখন তাহার মৃত্যু হইল না, তখন তিনি বর্ষাকালে নূতন জলে পরিপূর্ণা এক স্রোতস্বতী নদীকে দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এই নদীজলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করি। পরে তিনি পাশদ্বারা আপনাকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া সেই মহানদীর জলে নিমগ্ন হইলেন। তখন সেই নদী তাঁহার রজ্জুচ্ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে পাশমুক্ত করিয়া স্থলে পরিত্যাগ করিল। তখন তিনি পাশ হইতে মুক্ত হইয়া ঐ নদীর নাম বিপাশা রাখিলেন। (ভারত ১।১৭৮ অ°)

এই নদীর জলগুণ—সুশীতল, লঘু, স্বাদু, সর্ব্বব্যাধিনাশক, নির্ম্মল, দীপন ও পাচক, বুদ্ধি, মেধা ও আয়ুর্বর্দ্ধক।

"শতদ্রোর্বিপাশাযুজঃ সিন্ধুনদ্যাঃ
সুশীতং লঘু স্বাদু সর্ব্বাময়ঘ্নম্।
জলং নির্ম্মলং দীপনং পাচনঞ্চ
প্রদত্তে বলং বুদ্ধিমেধায়ুষশ্চ॥" (রাজনির্ঘণ্ট)

দেবীভাগবতে লিখিত আছে যে, বিপাশা নদীর তীর একটী পীঠস্থান, এইস্থানে অমোঘাক্ষী দেবী বিরাজিতা আছেন।

"বিপাশায়ামমোঘাক্ষী পাটলা পুণ্ড্রবর্দ্ধনে।"(দেবীভাগ° ৭।৩০।৬৫)

নরসিংহপুরাণের মতে বিপাশাতীরে যশস্কর নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

"যশস্করং বিপাশায়াং মাহিষ্মত্যাং হুতাশনম্।"(নরসিংহপু° ৬২অ°)

(ত্রি) বিগতঃ পাশো যস্য। ৩ পাশবর্জ্জিত, পাশাস্ত্রহীন।

"নির্ব্যাপারঃ কৃতস্তেন বিপাশো বরুণো মৃধে।" (হরিবংশ ৪৭।৪৮)

বিপাশিন্ (ত্রি) পাশবিযুক্ত। পাশবিমুক্ত।

বিপিন (ক্লী) বেপন্তে জনা যত্রেতি (বেপিতুহ্যোর্হ্রস্বশ্চ। ২।৫২) ইতি ইনন্ হ্রস্বশ্চ। ১ বন, কানন।

"যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি।
প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপচক্রবর্ত্তী
সোহহং ব্রজামি বিপিনে জটিলস্তপস্বী॥" (মহানাটক)

(ত্রি) ২ ভীতিপ্রদ।

বিপিনতিলক (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৫টী করিয়া অক্ষর থাকে, তাহার মধ্যে ৬, ১০, ১২, ১৩, ১৫ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন অক্ষর লঘু। লক্ষণ—

"বিপিনতিলকং নসন রেফযুগ্মৈর্ভবেৎ"
"বিপিনতিলকং বিকসিতং বসন্তাগমে
মধুকৃতমদৈর্ম্মধুকরৈ রণদ্ভির্বৃতম্।
মলয়মরুতা রচিতলাস্যমালোকয়ন্
ব্রজযুবতিভির্বিহরতিস্ম মুগ্ধোহরিঃ॥" (ছন্দোম°)

বিপীড়ম্ (অব্য) বিশেষরূপে পীড়া দিয়া।

বিপুংসক (ত্রি) পুংস্তরহিত। অমানুষিক।

বিপুংসী (স্ত্রী) পুরুষের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট রমণী।
(পারস্করগৃহ্য° ২।৭)

বিপুত্র (ত্রি) বিগতঃ পুত্রো যস্য। পুত্ররহিত, পুত্রহীন। স্ত্রিয়াং টাপ্। বিপুত্রা, পুত্রহীনা।

বিপুরীস (ত্রি) মলমূত্রবিবর্জ্জিত।

বিপুরুষ (ত্রি) বিগতঃ পুরুষো যস্য। পুরুষ রহিত। পুরুষশূন্য।

বিপুল (ত্রি) বিশেষেণ পোলতীতি বি-পুল-মহত্ত্বে ক। ১ বৃহৎ, বড়। ২ অগাধ। (মেদিনী) (পুং) বি-পুল-ক। ৩ মেরুর পশ্চিমস্থ ভূধর। এই পর্ব্বত সুমেরুর বিষ্কম্ভ পর্ব্বতের অন্যতম।

"বিপুলঃ পশ্চিমে পার্শ্বে সুপার্শ্বশ্চোত্তরে স্মৃতঃ।"(বিষ্ণুপু° ২।৩।১৭)

ইহা একটী পীঠস্থান, এই স্থানে বিপুলা দেবী বিরাজিতা আছেন।

"বিপুলে বিপুলা দেবী কল্যাণী মলয়াচলে।"(দেবীভাগ° ৭।৩০।৬৬)

৪ সুমেরু। ৫ হিমাচল। ৬ বসুদেবপুত্র। (ভাগবত ৯।২৪।৪৬)
৭ রাজগৃহের অন্তর্গত পঞ্চশৈলের একটী। [রাজগৃহ দেখ।]

বিপুলক (ত্রি) পুলকহীন।

বিপুলতা (স্ত্রী) বিপুলস্য ভাবঃ তল-টাপ্। বিপুলের ভাব বা ধর্ম্ম, বৃহত্ত্ব, বিপুলত্ব।

"যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং।" (শকুন্তলা ১অ°)

বিপুলপার্শ্ব (পুং) পর্ব্বতভেদ।

বিপুলমতি (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ। (ত্রি) বিপুলা মতিঃ বুদ্ধির্যস্য। ২ বিপুলবুদ্ধি, প্রগাঢ় বুদ্ধি।

বিপুলরস (পুং) বিপুলো রসো যত্র। ১ ইক্ষু। (ত্রি) ২ বিপুল রসবিশিষ্ট।

বিপুলস্কন্ধ (ত্রি) বিস্তৃতায়তন স্কন্ধবিশিষ্ট। অর্জ্জুনের নামান্তর।

বিপুলা (স্ত্রী) বি-পুল-ক-ততস্ত্রিয়াং টাপ্। ১ পৃথিবী। ২ আর্য্যা ছন্দোভেদ। এই ছন্দঃ মাত্রাবৃত্ত, এই আর্য্যার প্রথম পাদে ১৮ মাত্রা, দ্বিতীয় পাদে ১২ মাত্রা, তৃতীয় পাদে ১৪ মাত্রা এবং চতুর্থ পাদে ১৩ মাত্রা হইবে।

"পথ্যা বিপুলা চপলা মুখচপলা জঘনচপলা চ।
গীত্যুপগীত্যুদ্‌গীতয় আর্য্যা গীতিশ্চ নবধার্য্যা॥
সংলঙ্ঘ্য গণত্রয়মাদিমং সকলয়োর্দ্বয়োর্ভবতি পাদঃ।
যস্যাস্তাং পিঙ্গলনাগো বিপুলামিতি সমাখ্যাতি॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

৩ বিপুল পর্ব্বতস্থ দেবী। (দেবীভাগবত ৭।৩০।৬৬)
৪ বেহুলা, বঙ্গীয় সতীচরিত্রের আদর্শ। [বেহুলা দেখ]
৫ নদীভেদ।

বিপুলাস্রবা (স্ত্রী) বিপুলং রসং আস্রবতীতি আ-স্রু-অচ্-টাপ্। গৃহকন্যা, ঘৃতকুমারী। (রাজনি°)

বিপুলিনাম্বুরুহ (ত্রি) বালুকাময় তট ও পদ্মশোভিত সরিৎ। (কিরাতা° ৫।১০)

বিপুষ্ট (ত্রি) বিশেষরূপে পুষ্ট বা বর্দ্ধিত।

বিপুষ্প (ত্রি) বিগতং পুষ্পং যস্মাৎ। পুষ্পহীন, পুষ্পরহিত বৃক্ষ।

বিপুষ্পিত (ত্রি) প্রফুল্লিত, হর্ষিত, স্মিত। (দিব্যা° ৫৮৫।১০)

বিপূয় (পুং) বিপূ (বিপূয় বিনীয়েতি। পা ৩,১।১১৭) ইতি কর্ম্মণি ক্যপ্। মুঞ্জতৃণ।

"বাসানাং বল্কলে শুদ্ধে বিপূয়ৈঃ কৃতমেখলাম্।" (ভট্টি ৩।১।১১৭)
২ বহু পূয়তা।

বিপূয়ক (ত্রি) পূয়হীন।

বিপৃক্‌ৎ (ত্রি) সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, সকলদিকে চালিত।

"দদানো অস্মা অমৃতং বিপৃক্‌ৎ।" (ঋক্ ৫।২।৩)
'বিপৃক্‌ৎ সর্ব্বতো ব্যাপ্তঃ।' (সায়ণ)

বিপৃচ্ (ত্রি) বিযুক্ত। (যজুঃ ৯।৪)

বিপৃথ, বিপৃথু (পুং) ১ বৃষ্ণিরাজের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)
২ পৃথুরাজের ভ্রাতা। ৩ চিত্রকের পুত্রভেদ।

বিপোধা (ত্রি) মেধাবীর ধারক, মেধাবীর ধারণকর্ত্তা, যিনি মেধাবীকে ধারণ করেন।

"প্রভুরস্তু মহাং বিপোধাং।" (ঋক্ ১০।৪৬।৫)

'মহাং মহান্তং বিপোধাং মেধাবিনো ধর্ত্তারমগ্নিং প্রভুঃ প্রভবঃ সমর্থোভব স্তোতুমিতি শেষঃ।' (সায়ণ)

বিপ্র (পুং) বপ্-র (ঋজেন্দ্রাগবজ্রবিপ্রেতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। উণ্ ২।২৮)। ব্রাহ্মণ। (অমর)

'বিশেষেণ প্রাতি পূরয়তি ষট্‌কর্ম্মাণি বি-প্রা-ডঃ। কিম্বা উপ্যতে ধর্ম্ম বীজমত্র ইতি বপের্নামীতি রে নিপাতনাদত ইত্বম্।' (ভরত)

যাঁহারা নিয়ত বিশেষপ্রকারে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্ম আচরণ করেন অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বদা নিজে ও যজমানের যাগাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং নিজে বেদাদি অধ্যয়ন করেন ও অপরকে (ছাত্রাদিকে) অধ্যয়ন করান, আর নিজে সৎপাত্রে দান ও সৎপাত্র হইতে গ্রহণ করেন। অথবা যাঁহাতে ধর্ম্মবীজ বপন করা যায় অর্থাৎ যাঁহারা ধর্ম্মের ক্ষেত্রস্বরূপ বা ধর্ম্ম যাঁহাতে অঙ্কুরিত হয়, তাঁহাদিগকে বিপ্র বলা যায়।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণের উৎপত্তি মাত্রেই তাহা ধর্ম্মের অবিনাশী শরীর বলিয়া জানিবে; কেননা ঐ ব্রাহ্মণ-দেহ ধর্ম্মার্থোৎপন্ন (অর্থাৎ উহা উপনয়নদ্বারা সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত) হইলে, সেই দেহ ধর্ম্মানুগৃহীত আত্মজ্ঞানের বলে ব্রহ্মত্বলাভের উপযুক্ত হয়।

"উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
স হি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" (মনু ১।৯৮)

প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত হইয়াছে,—ব্রাহ্মণ অধ্যাত্মবিদ্যায় পারদর্শিতালাভ করিলে বিপ্রত্ব এবং উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন। আর ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া দ্বিজত্ব ও বিপ্রত্ব লাভ করিলে তিনি শ্রোত্রিয় বলিয়া খ্যাত হন।

"জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়লক্ষণম্॥"
(প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিপ্রপাদোদকাদির ফল এইরূপ বর্ণিত আছে,—পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, তৎসমস্তই সাগরসঙ্গমে বর্ত্তমান; সাগরসঙ্গমের সমস্ত তীর্থই এক বিপ্রপাদপদ্মে বিরাজিত; অতএব একমাত্র বিপ্রপাদোদক পান করিলে, পৃথিবীস্থ যাবতীয় তীর্থবারি ও যজ্ঞীয় শান্ত্যুদক পানের এবং সেই সেই জলে স্নানের ফললাভ হয়। পৃথিবী যাবৎকাল পর্য্যন্ত বিপ্রপাদোদকে পরিপ্লুতা থাকেন, ততকাল পিতৃলোক পুষ্করতীর্থতীরে জল পান করেন। একমাস পর্য্যন্ত ভক্তিযুক্ত হইয়া বিপ্রপাদোদক পান করিলে লোক মহারোগ হইতেও বিমুক্ত হয়। দ্বিজ বিদ্বান্ হউন, বা না হউন, যদি সদা সন্ধ্যাপূজাদি দ্বারা পবিত্র থাকেন এবং একান্তমনে হরির প্রতি ভক্তি রাখেন,

তবে তাঁহাকে বিষ্ণুসদৃশ জ্ঞান করিবে; কেননা নিয়ত সন্ধ্যা-পূজাদির অনুষ্ঠান এবং হরিতে একান্ত ভক্তি থাকা প্রযুক্ত তাঁহার দেহ ও মনঃ এতই উচ্চ হয় যে, তিনি কাহার কর্ত্তৃক হিংসিত বা অভিশপ্ত হইলে কখনও তাহার প্রতিহিংসায় বা অভিশাপে উদ্যত হন না। হরিভক্ত ব্রাহ্মণ শত গো অপেক্ষাও পূজ্যতম; ইহাঁর পাদোদক নৈবেদ্যস্বরূপ, নিত্য এই নৈবেদ্য-ভোজী হইলে লোকে রাজসূয়-যজ্ঞের ফল লাভ করে। যে বিপ্র একাদশীতে নিরম্বু উপবাস এবং সর্ব্বদা বিষ্ণুর অভ্যর্চ্চনা করেন, তাঁহার পাদোদক যেস্থানে পতিত হয়, সেই স্থানকে নিশ্চয়ই একটী তীর্থ বলিয়া জানিবে। (ব্রহ্মবৈ° পু° ১।১১।২৬—৩৩) [ব্রাহ্মণ দেখ।]

(ত্রি) ২ মেধাবী। ৩ স্তোতা, শুভকর্ত্তা।

"বিপ্রস্য বা যজমানস্য বা গৃহম্॥" (ঋক্ ১০।৪০।১৪)

'বিপ্রস্য মেধাবিনঃ স্তোতুর্বা।' (সায়ণ)

৪ অশ্বথ। ৫ শিরীষবৃক্ষ। ৬ রেণুক। (ত্রিকা) ৭ যিনি বিশেষপ্রকারে পূরণ করেন।

বিপ্রকর্ষ (পুং) ১ বিশেষরূপে আকর্ষণ। ২ দূরে নয়ন। বিকর্ষণ।

বিপ্রকর্ষণ (ক্লী) ১ বিকর্ষণ। ২ কর্ম্মকরণান্ত।

"বিপ্রকর্ষেণ বুধ্যতে কর্ম্মকর্ত্তা যথাফলম্।" (ভারত বনপর্ব্ব)

'বিপ্রকর্ষেণ কর্ম্মকরণান্তে' (নীলকণ্ঠ)

বিপ্রকর্ষণশক্তি (স্ত্রী) যে শক্তিদ্বারা পরমাণুসকল পরস্পর দূর-বর্ত্তী হয়।

বিপ্রকার (পুং) বি-প্র-কৃ-ঘঞ্ (ভাবে)। ১ অপকারক। পর্য্যায়—নিকার। (অমর)

"তেষান্তু বিপ্রকারেষু যেষু যেষু মহামতিঃ।
মোক্ষণে প্রতিকারে চ বিদুরোঽবহিতোঽভবৎ॥"
(মহাভা° ১।৬২।১৪)

২ খলীকার। ৩ তিরস্কার। ৪ বিবিধপ্রকার।

"স বাধতে প্রজাঃ সর্ব্বা বিপ্রকারৈর্ম্মহাবলঃ।
ততো নস্ত্রাতুং ভগবান্ নান্যস্ত্রাতা হি বিদ্যতে॥"
(মহাভা° ৩।২৭৫।৩)

'বিপ্রকারৈঃ বিবিধৈঃ' (নীলকণ্ঠ)

বিপ্রকাশ (পুং) বি-প্র-কাশ-অচ্। প্রকাশ, অভিব্যক্তি।

বিপ্রকাষ্ঠ (ক্লী) বিপ্রং পুরকং কাষ্ঠং যস্য। তূলবৃক্ষ। (রাজনি°)

বিপ্রকীর্ণ (ত্রি) বি-প্র-কৃ-ক্ত। ১ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, চারি-দিকে ছড়াইয়া পড়া। ২ বিপর্য্যস্ত। ছত্রভঙ্গ।

বিপ্রকীর্ণত্ব (ক্লী) বিপ্রকীর্ণের ভাব, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ার মত।

বিপ্রকৃৎ (ত্রি) অনিষ্টকারী, যে বিরুদ্ধ কার্য্য করে।

"স্বয়ং কিমধুনা লোকে শাস্তা দণ্ডধরঃ প্রভুঃ।
অস্মদ্বিধানাং দুষ্টানাং নির্লজ্জানাঞ্চ বিপ্রকৃৎ॥"
(ভাগবত ৬।১৭।১১)

'বিরুদ্ধং প্রকর্ষেণ করোতীতি বিপ্রকৃৎ।' (স্বামী)

বিপ্রকৃত (ত্রি) বি-প্র-কৃ-ক্ত। অপকৃত, তিরস্কৃত, নিগৃহীত, নিপীড়িত, উপদ্রুত। পর্য্যায়, নিকৃত। (হেম)

"তস্মিন্ বিপ্রকৃতাঃ কালে তারকেণ দিবৌকসঃ।
তুরাসাহং পুরোধায় ধাম স্বায়ম্ভুবং যযুঃ॥" (কুমারস° ২।১)

বিপ্রকৃতি (স্ত্রী) বি-প্র-কৃ-ক্তিন্। বিপ্রকারার্থ। [বিপ্রকার দেখ]

বিপ্রকৃষ্ট (ত্রি) বি-প্র-কৃষ-ক্ত। দূরবর্ত্তী, দূরস্থ। (হলায়ুধ)

"সন্নিকৃষ্টবিপ্রকৃষ্টব্যভিচারি প্রাধানিকভেদাশ্চতুর্দ্ধা নিদান-মিতি। বিপ্রকৃষ্টো যথা হেমন্তে নিচিতঃ শ্লেষ্মা বসন্তে কফরোগকৃৎ"। (বিজয়রক্ষিত)

বিপ্রকৃষ্টক (ত্রি) বিপ্রকৃষ্ট এব স্বার্থে কন্। দূরবর্ত্তী। (অমর)

বিপ্রকৃষ্টত্ব (ক্লী) দূরত্ব।

বিপ্রকৢপ্তি (স্ত্রী) বিশেষ সংকল্প। ২ অদ্ভুত প্রকৃতি।

বিপ্রচিৎ (পুং) দানববিশেষ; ইহার পত্নীর নাম সিংহিকা, ইহা হইতে এই সিংহিকার গর্ভে রাহুর উৎপত্তি হয়।

"তৎস্বসা সিংহিকা নাম রাহুং বিপ্রচিতোঽগ্রহীৎ।"
(ভাগবত ৬।১৮।১৩)

'বিপ্রচিত্তো দানবাদ্‌ভর্ত্তুঃ সকাশাৎ রাহুং পুত্রমগ্রহীৎ'।

বিপ্রচিত (ত্রি) ১ বিপ্রবৎ। ২ দানববিশেষ। [বৈপ্রচিতি দেখ]

বিপ্রচিত্ত (পুং) [বিপ্রচিত্তি দেখ]

বিপ্রচিত্তি (পুং) দনুর পুত্রভেদ, সিংহিকা ইহার পত্নী; এই সিংহিকাতে বিপ্রচিত্তির রাহু কেতু প্রভৃতি একশত একটী পুত্র জন্মে এবং তাহারা গ্রহত্ব প্রাপ্ত হয়।

"বিপ্রচিত্তিঃ সিংহিকায়াং শতঞ্চৈকমজীজনৎ।
রাহুজ্যেষ্ঠং কেতুশতং গ্রহত্বং যে উপাগতাঃ॥"
(ভাগবত ৬।৬।৩৭)

বিপ্রজন (পুং) ১ উৎপত্তি। ২ ব্রাহ্মণজন। ৩ পুরোহিত। ৪ সৌরচি বংশসম্ভূত ঋষিবিশেষ। (কাঠক ২৭৫)

বিপ্রজিতি (পুং) আচার্য্যভেদ। (শতপথব্রা° ১৪।৫।৫।২২)

বিপ্রজূত (পুং) বিপ্রৈর্জূতঃ প্রাপ্তঃ। বিপ্রকর্ত্তৃক প্রাপ্ত বা প্রেরিত।

"ইন্দ্রা যাহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ"। (ঋক্ ১।৩।৫)

'বিপ্রজূতঃ যথা যজমানভক্ত্যা প্রেরিতস্তথা অন্যৈরপি বিপ্রৈর্ম্মেধাবিভির্ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রেরিতঃ। বিপ্রজূতঃ ডুবপ্‌বীজতন্ত-সন্তানে ইতি ধাতোঃ রন্‌প্রত্যয়ান্তো বিপ্রশব্দো নিপাতিতঃ (উণ্ ২।২৮) তৈর্জূতঃ প্রাপ্তঃ। জূ ইতি সৌত্রো ধাতুর্গত্যর্থঃ।' (সায়ণ)

বিপ্রজূতি (পুং) বাতরশনগোত্রসম্ভূত ঋষিভেদ। ইনি একজন বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া বিখ্যাত।

বিপ্রণাশ (পুং) ১ ব্রাহ্মণনাশ। ২ বিশেষরূপ ধ্বংস।

বিপ্রতা (ত্রি) ব্রাহ্মণত্ব।

বিপ্রতারক (পুং) অতিশয় প্রতারক, অত্যন্ত বঞ্চক।

বিপ্রতারিত (ত্রি) বঞ্চিত।

বিপ্রতিকূল (ত্রি) বিরুদ্ধাচারী।

"পুত্রান্ বিপ্রতিকূলান্ স্বান্ পিতরঃ পুত্রবৎসলাঃ।
উপালভন্তে শিক্ষার্থং নৈবাঘমপরো যথা॥"(ভাগবত ৭।৪।৪৫)

বিপ্রতিপত্তি (স্ত্রী) বি-প্রতি-পদ্-ক্তিন্। ১ বিরোধ।

"পরস্পরং মনুষ্যাণাং স্বার্থবিপ্রতিপত্তিষু।
বাক্যান্ন্যায়াদ্ব্যবস্থানং ব্যবহার উদাহৃতঃ॥" (মিতাক্ষরা)

২ সংশয়জনক বাক্য। "ব্যাহতমেকার্থদর্শনং বিপ্রতিপত্তিঃ" 'ব্যাঘাতোবিরোধোঽসহভাব ইতি। অস্ত্যাত্মেত্যেকং দর্শনং নাস্ত্যাত্মেত্যপরম্ ন চ সদ্ভাবাসদ্ভাবৌ সহ একত্র সম্ভবতঃ, ন চ অন্যতরসাধকো হেতুরুপলভ্যতে তত্র তত্ত্বানবধারণং সংশয় ইতি।' (গৌ° সূ° ১।১।২৩ বাৎস্যায়নভাষ্য)

যে বাক্যে পদার্থদ্বয়ের বিরোধ (অসহভাব অর্থাৎ একত্র অবস্থানের অভাব) দৃষ্ট হয়, তাহাই সংশয়জনক বাক্য বা বিপ্রতিপত্তি। যেমন কেহ বলেন, আত্মা (পরমাত্মা বা ঈশ্বর) আছেন, কেহ বলেন নাই, এরূপ স্থলে দেখা যায় যে—থাকা আর না থাকা, এই দুইটী পদার্থের একত্রাবস্থান কিছুতেই সম্ভবে না; কেননা যুক্তি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, সম আয়তনক্ষেত্রে একদা উভয় পদার্থের অবস্থিতি হইতে পারে না অর্থাৎ বর্ত্তমানে যে ক্ষেত্রটুকু ব্যাপিয়া একটী ঘট আছে, তথায় তৎকালেই অন্য আর একটী ঘট কিম্বা ঘটাভাব (ঘট না থাকা) হইতে পারে না। অতএব 'আত্মা আছেন ও নাই' এরূপ বাক্য শুনিলে, আত্মার থাকা ও না থাকা এই দুয়ের একত্র অবস্থানের অভাব প্রযুক্ত এবং উহাদের একত্রাবস্থান হইতে পারে কি না অথবা আত্মা আছেন কি না, এই সকল বিষয়ের অন্যতর যুক্তি নির্ণয় করিতে না পারায় উহা শ্রোতার মনে বিপ্রতিপত্তি বা সংশয়-জনক বাক্য বলিয়া প্রতীতি হইবে।

৩ বিপরীত প্রতিপত্তি, অখ্যাতি। ৪ নিন্দিত প্রতিপত্তি, মন্দখ্যাতি, কুযশঃ।

"বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানম্।" (গৌ° সূ° ১।২।৬০)

'বিপরীতা কুৎসিতা বা প্রতিপত্তির্বিপ্রতিপত্তিঃ।' (তদ্ভাষ্য)

৫ অন্যথাভাব। যেমন ছায়াবিপ্রতিপত্তি, স্বভাববিপ্রতিপত্তি।

"অথাতিঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থবিপ্রতিপত্তিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।" (সুশ্রুত সূ° ৩০ অ°)

৬ বিকৃতি। "শব্দেঽবিপ্রতিপত্তিঃ"। (কাত্যা° শ্রৌ°)

'প্রতিনিহিতদ্রব্যে শ্রুশব্দঃ প্রযোজ্যঃ। শ্রুতদ্রব্যবুদ্ধ্যা প্রতি-নিধ্যুপাদানাৎ শব্দান্তরপ্রয়োগে দ্রব্যান্তরপ্রসঙ্গাৎ।'(একাদশীতত্ত্ব)

প্রতিনিধি প্রভৃতি স্থলে 'শব্দের' অবিপ্রতিপত্তি (অবিকৃতি) হইবে। অর্থাৎ যে দ্রব্য প্রতিনিধি হইবে, প্রয়োগকালে তাহার নাম উচ্চারিত হইবে না। যাহার অভাবে সেই দ্রব্য প্রযুক্ত হইবে, তাহারই নামকরণে ঐ প্রতিনিধি দ্রব্যের প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন, পূজাব্রতাদিতে দেখা যায় যে, প্রায়শঃ স্থলেই কোন দ্রব্যের অভাব ঘটিলে তাহার প্রতিনিধিতে আতপতণ্ডুল দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু প্রয়োগকালে বলা হয় যে "এষ ধূপঃ" এই ধূপ, "এষ দীপঃ" এই দীপ, "এষোঽর্ঘ্যঃ" এই অর্ঘ্য, "দেবতায়ৈ নমঃ" দেবতা উদ্দেশে প্রণাম করিতেছি; ফলে সকল স্থলেই ধূপ, দীপ, অর্ঘ্য প্রভৃতির প্রতিনিধি স্বরূপ, মাত্র আতপতণ্ডুল ভিন্ন আর কিছুই দেওয়া হয় না। তবে ঐ প্রতিনিধি দ্রব্য (আতপতণ্ডুল প্রভৃতি) প্রয়োগ করিলে শ্রুতদ্রব্যই (ধূপ, দীপ, অর্ঘ্যাদিই) প্রদান করিতেছি এই বুদ্ধিতে দিতে হইবে। এইরূপে ব্যবহার না করিয়া যদি প্রয়োগকালে ঐ আতপতণ্ডুলাদিরই নামকরণে দেওয়া হয়, তবে শব্দান্তরের প্রয়োগহেতু দ্রব্যান্তরেরই প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। যদি কোন স্থলে ঘৃতের পরিবর্ত্তে তৈল দিতে হয়, তাহাও এইরূপ জানিবে অর্থাৎ মন্ত্রে ঘৃতের উল্লেখ করিতে হইবে।

"তৈলং প্রতিনিধিং কুর্য্যাৎ যজ্ঞার্থে যাজ্ঞিকো যদি।
প্রকৃত্যৈব তদা হোতা ব্রূয়াদ্ঘৃতবতীমিতি॥"

বিপ্রতিপদ্যমান (ত্রি) পাপকারী। পাপাত্মা। (দিব্যা° ২৯৩।২০)

বিপ্রতিপন্ন (ত্রি) বি-প্রতি পদ-ক্ত। বিপ্রতিপত্তিযুক্ত, সন্দেহ-যুক্ত। ২ অস্বীকৃত।

বিপ্রতিষিদ্ধ (ত্রি) বি-প্রতি-ষিধ-ক্ত। নিষিদ্ধ। (স্মৃতি) ২ বিরুদ্ধ। ৩ নিবারিত।

বিপ্রতিষেধ (পুং) বি-প্রতি-ষিধ-ঘঞ্। বিরোধ। অন্যার্থ দুইটী প্রসঙ্গের অর্থাৎ দুইটী বিধির একদা প্রাপ্তি হইলে তাহাকে বিপ্রতিষেধ বলে। "বিরোধো বিপ্রতিষেধঃ। যত্র দ্বৌপ্রসঙ্গা-বন্যার্থাবেকস্মিন্প্রাপ্নুতঃ স বিপ্রতিষেধঃ।" (কাশিকা)

এক সময়ে ঐরূপ সমবল দুইটী বিধির প্রাপ্তি হইলে পরবর্ত্তী বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে হয়। [বিধি দেখ]

"বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্"। (পা ১।৪।২)

'সমবলয়োর্বিরোধে পরং কার্য্যং স্যাৎ'। (বৃত্তি)

বিপ্রতি[তী]সার (পুং) বি-প্রতি-সৃ-ঘঞ্ বা দীর্ঘঃ। ১ অনু-তাপ, অনুশয়।

"প্রাপি চেতসি স বিপ্রতিসারে সুভ্রুবামবসরঃ সরকেণ।" (শিশুপালবধ ১০।২০)

'বিপ্রতিসারে পশ্চাত্তাপযুক্তে। পশ্চাত্তাপোঽনুতাপশ্চ বিপ্রতীসার ইত্যাদি। ইত্যমরঃ।" (মল্লিনাথ)

২ রোষ, রাগ, ক্রোধ।

বিপ্রতীপ (ত্রি) প্রতিকূল, বিপরীত।

বিপ্রত্যয় (পুং) কার্য্যাকার্য্য শুভাশুভ ও হিতাহিতবিষয়ে বিপরীত অভিনিবেশ। (চরক শা° ৫ অ°)

বিপ্রত্ব (ক্লী) বিপ্রের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিপ্রথিত (ত্রি) বিখ্যাত।

বিপ্রদহ (পুং) বিশেষেণ প্রকৃষ্টঞ্চ দহ্যতে ইতি দহ-ঘ। ফলমূলাদি শুষ্কদ্রব্য। (শব্দচ°)

বিপ্রদুষ্ট (ত্রি) ১ পাপরত। ২ কামুক। ৩ নষ্ট, মন্দ।

বিপ্রদেব (পুং) ভূদেব, ব্রাহ্মণ।

বিপ্রধাবন (ত্রি) ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে দ্রুত গমন।

বিপ্রধুক্ (ত্রি) লাভকারী।

বিপ্রনষ্ট (ত্রি) বিশেষরূপে নষ্ট।

বিপ্রপাত (পুং) ১ বিশেষরূপ পতন। ২ ব্রহ্মপাত।

বিপ্রপ্রিয় (পুং) বিপ্রাণাং প্রিয়ঃ (যজ্ঞীয়দ্রুমত্বাৎ)। ১ পলাশবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ ব্রাহ্মণের ভালবাসার পাত্র।

"রামং লক্ষ্মণং পূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং॥"
(রামায়ণ)

বিপ্রবন্ধু (পুং) গোপায়ন গোত্রীয় মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিভেদ।

'হে অগ্নে ত্বং গোপায়না লোপায়না বা বন্ধুঃ সুবন্ধুঃ শ্রুতবন্ধুর্বিপ্রবন্ধুশ্চৈকচর্চ্চা দ্বৈপদমিতি।' (ঋক্ ৫।২৪।৪ সায়ণ)

বিপ্রবুদ্ধ (ত্রি) জাগরিত, উন্নিদ্র।

বিপ্রবোধিত (ত্রি) ১ জাগরিত। ২ বিশেষরূপে বিখ্যাত। যাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝান হইয়াছে।

বিপ্রমঠ (পুং) ব্রাহ্মণদিগের মঠ। (কথাসরিৎসা° ১৮।১০৫)

বিপ্রমত্ত (ত্রি) অতিশয় প্রমত্ত। (কথাসরিৎসা° ৩৪।২৫৫)

বিপ্রমনস্ (ত্রি) অন্যমনস্ক। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

বিপ্রমন্মন (ত্রি) মেধাবিস্তোতা, মেধাবীগণ যাঁহার স্তব করেন।

"মন্দ্রস্য কবের্দিব্যস্য বহ্নের্বিপ্রমন্মনঃ"। (ঋক্ ৬।৩৯।১)

'বিপ্রমন্মনঃ বিপ্রা মেধাবিনো মন্মনঃ স্তোতারো যস্য স তথোক্তঃ তস্য।" (সায়ণ)

বিপ্রমাথিন্ (ত্রি) চূর্ণকারী। মথনকারী।

বিপ্রমাদিন্ (ত্রি) ১ বিপ্রমত্ত। ২ বিশেষ নেশাখোর। ৩ অমনোযোগী।

বিপ্রমোক্ষ (পুং) বিমুক্তি, বিমোচন।

"সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" (ছান্দোগ্যউ° ৭।২৬।২)

বিপ্রমোক্ষণ (ক্লী) বিমোচন, বিমুক্তি।

বিপ্রমোচন (ত্রি) বিমোচনের যোগ্য।

"পৌরা হ্যাত্মকৃতাদ্দুঃখাদ্বিপ্রমোচ্যা নৃপাত্মজৈঃ।"(রামা° ২।১৬।২৩)

বিপ্রমোহ (পুং) ১ বিশেষরূপ মুগ্ধ হওন। ২ চমৎকার।

বিপ্রমোহিত (ত্রি) ১ বিশেষরূপে মুগ্ধ। ২ চমৎকৃত।

বিপ্রয়াণ (ক্লী) পলায়ন। (শব্দার্থচন্দ্রিকা)

বিপ্রযুক্ত (ত্রি) বি-প্র-যুজ-ক্ত। বিশ্লিষ্ট। বিভিন্ন।

বিপ্রয়োগ (পুং) বিগতঃ প্রকৃষ্টো যোগো যত্র। ১ বিপ্রলম্ভ। বিরহ। ২ বিসংবাদ। ৩ বিচ্ছেদ। (মনু ৯।১) ৪ সংযোগাভাব।

"সংযোগো বিপ্রয়োগশ্চ সাহচর্য্যং বিরোধিতা॥" (সাহিত্যদ°)

বিপ্ররাজ্য (ক্লী) ১ ব্রাহ্মণরাজ্য। ২ বিশেষরূপে রাজত্ব।

বিপ্রর্ষি (পুং) ব্রহ্মর্ষি। (ভারত ৫ প°)

বিপ্রলপিত (ত্রি) বিপ্রলাপযুক্ত। ২ আলোচিত।

বিপ্রলপ্ত (ক্লী) ১ কথোপকথন। ২ পরস্পর বিতণ্ডা।

বিপ্রলব্ধ (ত্রি) বি-প্র-লভ-ক্ত। ১ বঞ্চিত। ২ বিরহিত। ৩ বিচ্ছিন্ন। ৪ প্রতারিত।

বিপ্রয়োগিন্ (ত্রি) ১ বিরহী। ২ বিসংবাদী।

বিপ্রলব্ধা (স্ত্রী) ১ নায়িকাভেদ। যে নায়িকা সঙ্কেতস্থানে নায়ককে না দেখিয়া হতাশ হয়। ইহার চেষ্টা—নির্বেদ, নিশ্বাস, সখীজনত্যাগ, ভয়, মূর্চ্ছা, চিন্তা ও অশ্রুপাতাদি। বিপ্রলব্ধা আবার ৪ প্রকার—মধ্যা, প্রগল্‌ভা, পরকীয়া ও সামান্যবিপ্রলব্ধা।

১৫৬৫ শকে রচিত পীতাম্বরদাসের রচিত রসমঞ্জরীতে বিপ্রলব্ধাসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"এই বিপ্রলব্ধা হয় অষ্ট মতা।
নির্ব্বন্ধা প্রেমমত্তা ক্লেশা বিনীতা॥
নিন্দয়া প্রখরা আর দূত্যাদরী।
চর্চ্চিতা অষ্টবিধা করি জারে বলি॥…

অথ নির্ব্বন্ধা—কেলি সজ্জাতলে রহুঁ রজনী বঞ্চিয়া।
সঙ্কেতে বসিয়া থাকে নির্বন্ধ করিঞা॥
দৈব নির্ব্বন্ধে কান্ত আসিতে না পাএ।
সকল রজনী ধনি কান্দিয়া পোহাএ॥…

অথ প্রেমমত্তা—আন অভরণ পরি রহএ সঙ্কেতে।
জাগিঞা পুহাএ নিসি কান্দিতে কান্দিতে॥
আপন জৌবন দেখি কান্দিএ বিকল।
নিশি পরভাত হৈল নহিল সফল॥…

অথ ক্লেশা—নায়ক না আইল ঘরে জানিঞা নিশ্চয়।
সহচরী সঙ্গে সব দুঃখ কথা কয়॥…

অথ বিনীতা—বিরহে বিনয়বাক্য কহএ সখীরে।
ঝাঁপ দিব আজি আমি জমুনার নীরে॥…
অথ নিন্দয়া—সখীমুখে শুনি নায়ক আজি না আইল।
মিথ্যা সঙ্কেত মানী রজনী পোহাইল॥
হারমালা অভরণ ছিণ্ডিয়া ফেলায়।
পুষ্পমালা আদি সব জলেতে ভাসায়॥…
অথ প্রখরা—জাগিএ নয়ানের জল নিরবধি ঝরে।
বিরহে বিলাপ করে কান্দে উচ্চস্বরে॥…
অথ দূত্যাদরী—নায়ক আসিব ঘরে সঙ্কেত জানিল।
কোকিলের বাণী হেন শবদ শুনিল॥
গুরুজন জাগি ঘরে উঠিল সত্বর।
নায়ক বিমুখ হঞা গেল নিজ ঘর॥…
অথ চর্চ্চিতা—মন্দিব তেজি কানন হাঁমে বৈঠলুঁ
কানু বচন প্রতি আশে।
অভবণ বসন অঙ্গে সাজাঅল
তাম্বূল কর্পূর সুবাসে॥
সজনি সো বুঝে বিপরীত ভেল।
কানু রহল দূরে অনরথ আন ফুরে
মনমথ দরশন দেল॥" ইত্যাদি…
বিপ্রলব্ধা কহিল এই অষ্ট প্রকার।
ঈষদ্ভেদে রসভেদ সূক্ষ্ম প্রচার॥" *

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে বিপ্রলব্ধার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"সঙ্কেত স্থানেতে গিয়া নাহি পায় পতি।
বিপ্রলব্ধা তারে বলে পণ্ডিত সুমতি॥
তিল পরিমাণ মান সদা করি অনুমান
গুরুভয় লঘুভয় গেলা।
গৃহ ছাড়ি ঘন বন করিলাম আরোহণ
সিন্ধু তরিনু ধরি ভেলা॥
হরি হরি মরি মরি উহু উহু হরি হরি
তবু নহে হরিসনে মেলা।
পরদুঃখ পরশ্রম পরজনে জানে কম
অপরূপ খলজন খেলা॥"

বিপ্রলব্ধ (ত্রি) প্রবঞ্চক, শঠ, প্রতারক।
বিপ্রলম্বক [বিপ্রলম্ভক দেখ।]
বিপ্রলম্বী (পুং) দেববর্ব্বুরক, কিঙ্কিরাতবৃক্ষ, ঝাঁটী।
বিপ্রলম্ভ (পুং) বি-প্র-লভ-ঘঞ্-মুম্। ১ বিসংবাদ।

"বিপ্রলম্ভোঽয়মত্যন্তং যদি স্যুরফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"
(ভারত ৩৩১।২৭)

২ বঞ্চনা।
"বিপ্রলম্ভং যথাবৃত্তং স চ চুক্রোধ পার্থিবঃ।" (ভারত ৫।১৯১।১৬)
৩ বিপ্রয়োগ। ৪ বিচ্ছেদ, প্রিয়জনের বিরহ। ৫ বিরুদ্ধ-কর্ম্ম। ৬ কলহ। ৭ অমিলন। ৮ শৃঙ্গাররসভেদ।

"নামান্যেতানি শৃঙ্গারে কৈশিকঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ।
সম্ভোগো বিপ্রলম্ভশ্চ তস্য ভেদদ্বয়ং ভবেৎ॥" (শব্দরত্না°)

৯ শৃঙ্গারবিশেষ। যুবকযুবতীর বিচ্ছেদ বা মিলন, ইহার যে কোন অবস্থাতে অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অভাব ঘটিলেও যদি উভয়ে হর্ষলাভ করে, তবে তাহাকে বিপ্রলম্ভ বলা যায়। ইহা সম্ভোগের উন্নতিকারক।

"যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রহৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ॥" (উজ্জ্বলনী°)

বিপ্রলম্ভক (ত্রি) ১ প্রতারক, বঞ্চক। ২ বিসংবাদী।
বিপ্রলম্ভন (ক্লী) ১ অকৃত্য আচরণ। বিরুদ্ধকর্ম্ম। ২ প্রতারণা।
বিপ্রলম্ভিন্ (ত্রি) ১ শঠতাকারী। ২ বঞ্চনাকারী।
বিপ্রলয় (পুং) সর্ব্বধ্বংস, বিশেষরূপ প্রলয়।

"ব্রহ্মণীব বিবর্ত্তানাং কাপি বিপ্রলয়ঃ কৃতঃ।" (উত্তরচরিত)

বিপ্রলাপ (পুং) বি-প্র-লপ্-ঘঞ্। ১ প্রলাপবাক্য, মিছা বকা। ২ কলহ, বিবাদ। ৩ বঞ্চনা। ৪ পরস্পরের বিরোধোক্তি। যেমন একজন মিষ্ট কথায় বলিল, কল্যাণী এসেছে। অপরে রুক্ষভাবে উত্তর করিল—না। এইরূপ বিরোধ-জনক আলাপকে বিপ্রলাপ বলা যায়।

"একঃ প্রবন্মধুসরোজমবৈতি বক্ত্র-
মন্যঃ সুধাকিরণবিম্বমদো মৃগাক্ষ্যাঃ।
যূনোর্ম্মুহুর্বিবদতোর্বদনে বভূবুঃ
সিদ্ধান্তবন্মধুশরাজিগতাগতানি॥" (সর্ব্বানন্দ)

৫ বিরুদ্ধ প্রলাপ।

"স ধর্ম্মরাজস্য বচো নিশম্য রুক্ষাক্ষরং বিপ্রলাপাপবিদ্ধম্।"
(ভারত ৬।৮২।২৫)

বিপ্রলীন (ত্রি) ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়া।
বিপ্রলু (ত্রি) ১ লুণ্ঠিত। ২ অপহৃত। ৩ কাড়িয়া লওয়া। ৪ বাধা দেওয়া।
বিপ্রলুম্পক (ত্রি) ১ অতিলোভী। ২ উৎপীড়ক।
বিপ্রলোভিন্ (ত্রি) ১ অতিলোভী। ২ বঞ্চক, প্রতারক। (পুং) ৩ কিঙ্কিরাতবৃক্ষ, ঝাঁটী।
বিপ্রবাদ (পুং) ১ বিবাদ, কলহ। ২ বিরোধোক্তি।

* পীতাম্বর প্রাচীন পদাবলী হইতে প্রত্যেকটীর উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে লিপিবদ্ধ হইল না।

বিপ্রবসিত (ত্রি) বিদেশগত, প্রবাসগত।
বিপ্রবাস (পুং) বিদেশে বাস, প্রবাস।
বিপ্রবাসন (ক্লী) বিদেশে গিয়া বাস করণ।
বিপ্রবাহন (ত্রি) ১ বিশেষ বাহন। ২ খরস্রোতঃ।
বিপ্রবাহস্ (ত্রি) মেধাবীকর্তৃক বহনীয়।
'হে বিপ্রবাহসা বিপ্রৈর্মেধাবিভির্বহনীয়ৌ কো বিপ্রো মেধাবী ববে্।" (ঋক্ ৫।৭৫।৭ সায়ণ)
বিপ্রবিদ্ধ (ত্রি) অভিহত।
বিপ্রবীর (ত্রি) বিশেষরূপ বীর্য্যশালী।
বিপ্রব্রাজিন্ (ত্রি) বিশেষরূপে গমনশীল। পশ্চাদ্ পর্য্যটনকারী।
বিপ্রশস্তক (পুং) জনপদভেদ ও তদ্দেশবাসী। (মার্কপু° ৫৮।৩৪)
বিপ্রশ্ন (পুং) জ্যোতিষোক্ত প্রশ্নাধিকার।
বিপ্রশ্নিক (পুং) বি প্রশ্ন-ঠন্। (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী।
স্ত্রিয়াং টাপ্। দৈবজ্ঞা। (অমর ২।৬।১)
বিপ্রসাৎ (অব্য) ব্রাহ্মণের আয়ত্ত। (রঘু ১১।৮৫)
বিপ্রসারণ (ক্লী) বিস্তারকরণ। (সুশ্রুত)
বিপ্রহাণ (ক্লী) ১ ত্যাগ। ২ মুক্তি।
বিপ্রানুমদিত (ত্রি) সঙ্গীতদ্বারা উল্লাসযুক্ত।
(শতপথব্রা° ১।৪।২।৭)
বিপ্রাপণ (ক্লী) ১ প্রাপ্তি। আত্মসাৎকরণ।
বিপ্রাষিক (পুং) ভক্ষক।
"বিপ্রাষিকা মস্বরাশ্চ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি গর্হিতা।" (মার্কপু° ৩২।১১)
বিপ্রিয় (ত্রি) বিরুদ্ধং প্রীণাতীতি বি প্রী-ক। ১ অপরাধ। পর্য্যায়—মন্তু, ব্যলীক, আগ। (হেম)
"কৃতবানসি দুর্ম্মর্ষং বিপ্রিয়ং তব মর্ষিতম্।" (ভাগ° ৬।৫।৪২)
২ অপ্রিয়। (মহাভারত ১।১৬০।৮) ৩ অতিশয় প্রিয়।
বিপ্রুষ্ [ট্] (স্ত্রী) বিশেষেণ প্রোষতি দহতি পাপানি, বি-প্রুষ্-ক্বিপ্। ১ বিন্দু। "বিপ্রুষশ্চৈব যাবন্ত্যো নিপতন্তি নভস্তলাৎ।" (ভারত) ২ মুখনির্গত জলবিন্দু। বেদপাঠ কালে মুখ হইতে যে জল বাহির হয়, তাহাকে বিপ্রুট্ বলে। মুখনির্গত হইলেও এই জল শুদ্ধ।
"নোচ্ছিষ্টং কুর্ব্বতে মুখ্যা বিপ্রুষোঽঙ্গে পতন্তি যাঃ।
ন শ্মশ্রূণি গতান্যাস্যং ন দন্তান্তরধিষ্ঠিতম্॥" (মনু ৫।১৪১)
কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে, আচমন কালেও মুখ হইতে যে জলবিন্দু বাহির হয়, তাহাতে উচ্ছিষ্ট হয় না।
"নোচ্ছিষ্টং কুর্ব্বতে মুখ্যা বিপ্রুষোঽঙ্গং নয়ন্তি যাঃ।
দন্তবদ্দন্তলগ্নেষু জিহ্বাস্পর্শেঽশুচির্ভবেৎ॥" (কূর্ম্মপু° ১৩অ°)
বিপ্রুষ (ক্লী) বিন্দু। [বিপ্রুট্ দেখ।]
বিপ্রুষ্মৎ (ত্রি) বিন্দুবিশিষ্ট। "বিষাদোর্ম্মিমারুত বিপ্রুষ্মৎ" (ভাগবত ১০।১৬।৫)
বিপ্রেক্ষণ (ক্লী) বি-প্র ঈক্ষ-ল্যুট্। বিশেষরূপে দর্শন।
বিপ্রেক্ষিত (ত্রি) দৃষ্ট, যাহা দেখা গিয়াছে।
বিপ্রেত (ত্রি) বিগত।
বিপ্রেমন্ (ত্রি) অতি প্রেমাসক্ত।
বিপ্রেষিত (ত্রি) বিপ্র-বস-ক্ত। প্রবাসিত।
বিপ্লব (পুং) বি-প্লু-অপ্। ১ পরচক্রাদির ভয়। রাষ্ট্রাদির উপদ্রব। পর্য্যায়—ডিম্ব, ডমর।
"সর্ব্বাং মড়বরাজ্যোর্ব্বীং বীরঃ শমিতবিপ্লবান্।"
(রাজত° ৮।১০৪১)
২ বিনাশ। (ত্রি) বিপ্লবতে ইতি অচ্ জলোপরি অবস্থিত।
"অপারে ভব নঃ পারমপ্লবে ভব নঃ প্লবঃ।" (মহাভা° উদ্যো°)
স্ত্রিয়াং টাপ্।
বিপ্লবিন্ (ত্রি) বি-প্লু-ণিনি। ১ বিপ্লবযুক্ত। ২ জলপ্লাবী।
বিপ্লাব (পুং) বি-প্লু-ঘঞ্। ১ জলপ্লাবন। ২ অশ্বের প্লুতগতি।
বিপ্লাবক (ত্রি) ১ জলপ্লাবনকারী। ২ রাষ্ট্রোপদ্রবকারী।
বিপ্লাবিন্ (ত্রি) ২ বিপর্য্যয়কারী। ২ জলপ্লাবনজনক।
বিপ্লুত (ত্রি) ব্যসনার্ত্ত। পর্য্যায়—পঙ্কভদ্র, ব্যসনী। (হেম)
বিপ্লুতা (স্ত্রী) যোনিরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"* * যোনিঃ বিপ্লুতাখ্যা ত্বধাবনাৎ।
সঞ্জাতকণ্ডুঃ কস্তুলা কণ্ড্বা চাতিরতিপ্রিয়া॥"
(বাগ্‌ভট্ উত্তর স্থান ৩৩ অ°)
প্রক্ষালন না করায় যোনিতে কণ্ডু জন্মে এবং সেই চুলকানি হইতে তাহার রতিতে অত্যধিক আসক্তি জন্মিয়া থাকে। ইহারই নাম বিপ্লুতাযোনি। [যোনিরোগ দেখ]
বিপ্লুতি (স্ত্রী) ১ বিপ্লব।
বিপ্লুষ্ [বিপ্রুষ্ দেখ]
বিপ্সা [বীপ্সা দেখ]
বিফ (ত্রি) ফ-বর্ণরহিত। (পঞ্চবিংশব্রা° ৮।৫।৭)
বিফল (ত্রি) বিগতং ফলং যস্য। ১ নিরর্থক, ব্যর্থ, মোঘ। (কুমার ৭।৬৬)
২ নিষ্ফল। ৩ নিরাশ। ৪ (পুং) বন্ধ্যাকর্কোটকীবৃক্ষ।
বিফলতা (স্ত্রী) ১ নিষ্ফলতা। ২ নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা।
বিফলা (স্ত্রী) ১ নিষ্ফলা। ২ কেতকী। (রাজনি°)
বিফলীভূ (ত্রি) নিষ্ফলীভূত।
বিফাণ্ট (ত্রি) ফাণ্ট। [ফাণ্ট দেখ]
"সর্ব্বৌষধিবিফাণ্টাভিরদ্ভিঃ।" (গোভিল ৩।৪।৭)
বিবদ্ধ (ত্রি) আবদ্ধ। নিবদ্ধ।

বিবন্ধ (পুং) ১ আকলন, ক্রোড়ীকরণ। "পাদোদরবিবন্ধৈঃ" (মহাভারত ৭ দ্রোণ°) ২ বিশেষরূপে বন্ধন।

৩ বৈদ্যকোক্ত আনাহরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—আহার-জনিত অপকরস বা পুরীষ ক্রমশঃ সঞ্চিত ও বিগুণ বায়ুকর্তৃক বিবদ্ধ হইয়া যথাযথরূপে নিঃসৃত না হইলে তাহা আনাহ রোগ বলিয়া উক্ত হয়। অপকরসজনিত আনাহে তৃষ্ণা, প্রতিশ্যায়, মস্তকে জ্বালা, আমাশয়ে শূল ও গুরুতা, হৃদয়ে স্তব্ধতা এবং উদ্গাররোধ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। মলসঞ্চয়জনিত আনাহ-রোগে কটি ও পৃষ্ঠদেশের স্তব্ধতা, মলমূত্রের নিরোধ, শূল, মূর্চ্ছা, বিষ্ঠাবমন, শোথ, আধ্মান (পেট ফাঁপা), অধোবায়ুর নিরোধ এবং অলসক রোগোক্ত অন্যান্য লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

চিকিৎসা—আনাহরোগেও উদাবর্ত্ত রোগের ন্যায় বায়ুর অনুলোমতাসাধন এবং বস্তিকর্ম্ম ও বর্ত্তিপ্রয়োগ প্রভৃতি কার্য্য হিতকর। উদাবর্ত্তরোগের ন্যায়ই ইহার চিকিৎসা করিতে হইবে, কেন না উভয়েরই কারণ ও কার্য্য অর্থাৎ নিদান লক্ষণাদি প্রায় একই রকম। [উদাবর্ত্ত দেখ]

"তুল্যকারণকার্য্যত্বাৎ উদাবর্ত্তহরীং ক্রিয়াং।
আনাহেঽপি চ কুর্ব্বীত বিশেষঞ্চাভিধীয়তে॥"

আনাহরোগের বিশেষ ঔষধ এই,—তেউড়ী চূর্ণ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, হরীতকী ৫ ভাগ এবং গুড় সর্ব্বসমান একত্র মর্দ্দন করিয়া চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করাইলে আনাহরোগের শান্তি হয়। বচ, হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার, পিপুল, আতইচ ও কুড় এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, তাহার চারি কিংবা দুই আনা মাত্রায় লইয়া সেবন করাইলে আনাহরোগে বিশেষ উপকার করে। বৈদ্যনাথ-বটী, নারাচচূর্ণ, ইচ্ছাভেদীরস, গুড়াষ্টক, শুষ্কমূলাদ্য ঘৃত ও স্থিরাদ্য ঘৃত প্রভৃতি ঔষধগুলি আনাহ ও উদাবর্ত্ত রোগে ব্যবহার্য্য।

পথ্যাপথ্য,—আনাহ ও উদাবর্ত্ত রোগে বায়ুশান্তিকারক অন্নপানাদি আহার করিবে। পুরাতন সূক্ষ্ম শালিতণ্ডুলের অন্ন ঈষদুষ্ণাবস্থায় ঘৃতমিশ্রিত করিয়া ভোজন করাইবে। কই, মাগুর, শৃঙ্গী ও মৌরলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, ছাগাদি কোমল মাংসের রস এবং শূলরোগোক্ত তরকারী সমূহ খাইতে দিবে। ইহাতে দুগ্ধও দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যেন মাংস ও দুগ্ধ এক সময়ে দেওয়া না হয়। মিশ্রীর সরবৎ, ডাবের জল, পাকা পেঁপে, আতা, ইক্ষু ও বেদানা প্রভৃতিও উপকারক। রাত্রিকালে উপযুক্ত ক্ষুধা না থাকিলে, যবের মণ্ড বা দুধ-খৈ দিবে, আর সম্যক্ ক্ষুধা হইলে উক্তরূপ অন্নাদিও দেওয়া যাইতে পারে। উত্তমরূপ তৈল মর্দ্দন করিয়া গরম জলের ঈষদুষ্ণাবস্থা হইলে তাহাতে স্নান করিবে, কিন্তু মাথায় ঐ জল ঠাণ্ডা করিয়া দিবে, কেননা মাথায় উষ্ণ জল দেওয়া স্বতঃই নিষিদ্ধ।

"উষ্ণাম্বুনাধঃ কায়স্ত পরিষেকো বলাবহঃ।
তদেব চোত্তমাঙ্গস্য বলহৃৎ কেশচক্ষুষাম্॥" (বাগ্‌ভট সূ°)

উষ্ণাম্বু অধঃকায়ে পরিষিক্ত হইলে তত্তৎস্থানের বলবৃদ্ধি এবং উত্তমাঙ্গে (মস্তকে) উহার পরিষেক করিলে চক্ষুরাদির বল হ্রাস হয়।

গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য ও রুক্ষদ্রব্য ভোজন, রাত্রি জাগরণ, পরিশ্রম, ব্যায়াম, পথপর্য্যটন এবং ক্রোধ, শোক প্রভৃতি মনো-বিঘাতকর কার্য্য এই রোগের অনিষ্টকারক, অতএব এইগুলি নিয়ত পরিবর্জ্জনীয়। ৪ মলমূত্রাদির অবরোধ, কোষ্ঠবদ্ধতা।

বিবন্ধক ১ আনাহ রোগভেদ। ২ বিবন্ধ।

বিবন্ধন (ক্লী) বিশেষরূপে বন্ধন। আটকান।

বিবন্ধবন (পুং) পৃষ্ঠ, বক্ষঃ উদরের ব্রণসমূহের বিবিধ বন্ধন (ব্যাণ্ডেজ) বিশেষ। "বিবন্ধো বিবিধো বন্ধঃ"। (সুশ্রুত°)

বিবন্ধবর্ত্তি (স্ত্রী) অশ্বের শূলরোগভেদ। ঘোড়ার যে রোগ হইলে তাহারা পুরীষত্যাগে অক্ষম হয় এবং পেটে অত্যন্ত বেদনা ও নাড়ীগুলিতে বন্ধনবৎ (বাঁধিয়া রাখার ন্যায়) পীড়া অনুভব করে, তাহার নাম বিবন্ধবর্ত্তিরোগ।

"নোৎসৃজেদ্‌যঃ পুরীষন্তু সানাহঃ শূলপীড়িত।" (জয়দত্ত ৪৩ অ°)

বিবন্ধু (ত্রি) ১ বন্ধুহীন। ২ পিতৃহীন।

"যদা তু রাজা স্বসুতান সাধূন্ পুষ্যন্নধর্ম্মেণ বিনষ্টদৃষ্টিঃ।
ভ্রাতুর্যবিষ্ঠস্য সুতান্ বিবন্ধূন্ প্রবেশ্য লাক্ষাভবনে দদাহ॥"
(ভাগবত ৩।১।৬)

বিবর্হ (পুং) ১ বর্হ। (ত্রি) ২ বর্হবিরহিত।

বিবল (ত্রি) ১ দুর্ব্বল। ২ বিশেষরূপ বলবান্।

বিবলাক (ত্রি) অশনিপাত রহিত, যাহা হইতে বিদ্যুৎ নির্গত হয় নাই। "বিবলাকা জলধারাঃ।" (হরিবংশ)

'বলাকা আকস্মিকপাতাশনিঃ তদ্রহিতা বিবলাকাঃ'। (নীলকণ্ঠ)

বিবাণ (ত্রি) বাণরহিত, বাণশূন্য।

বিবাণজ্য (ত্রি) বাণ এবং জ্যা (গুণ বা ছিলা) রহিত, যাহাতে গুণ ও বাণ নাই।

বিবাণধি (ত্রি) বালধি, বালামৃচি।

বিবাধ (ত্রি) ১ বাধা বা বাধরহিত, নির্ব্বাধ, বাধশূন্য বা বাধাশূন্য। (স্ত্রিয়াং টাপ্) বিবাধা। ২ বিহেঠন। (ত্রিকা°)

বিবাধবৎ (ত্রি) বাধাবিশিষ্ট।

বিবালী (ত্রি) ১ বালিরহিত। ২ বিশেষরূপ বালিযুক্ত।

বিবাহু (ত্রি) ১ বাহুযুক্ত। ২ বাহুহীন।

বিবিল (ত্রি) ১ বিলবিশিষ্ট। ২ আবিল।

বিবুধ (পুং) বিশেষেণ বুধ্যতে ইতি বি-বুধ্-ক। ১ দেব, দেবতা।
"গন্ধর্ব্বা গুহ্যকা যক্ষা বিবুধানুচরাশ্চ যে।" (মনু ১২।৪৮)
২ পণ্ডিত।
"ব্রবীমি বিবুধঃ খেদং জনানাং নিহ্নুতে কথং।"(কথাস° ৬৩।১০৫)
৩ চন্দ্র। ৪ বিগতপণ্ডিত, পণ্ডিতহীন।
"অচ্যুতোঽপ্যবৃষচ্ছেদী রাজাপ্যবিদিতক্ষয়ঃ।
দেবোঽপ্যবিবুধো জজ্ঞে শঙ্করোঽপ্যভুজঙ্গবান্॥"(কাব্যাদর্শ ২।৩২২)
'বিবুধো বিগতপণ্ডিতঃ দেবশ্চ'। (তট্টীকা)
৫ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৪৭)
৬ জন্মপ্রদীপ নামক গ্রন্থরচয়িতা।

বিবুধগুরু (পুং) সুরগুরু, বৃহস্পতি।
"জনয়তি চ তনয়ভবনমুপগতঃ পরিজনশুভসুতকবিতুরগবৃষান্।
সকনকপুরগৃহযুবতিবসনকুসুমণিগুণনিকরকৃদপি বিবুধগুরুঃ।"
(বৃহৎস° ১০৪।২৭)

বিবুধতটিনী (স্ত্রী) স্বর্গঙ্গা, সুরধুনী।

বিবুধত্ব (ক্লী) দেবত্ব।
'যন্নত্বা বহবো লোকা বিবুধত্বমবাপ্নুয়ুঃ।' (হেম)

বিবুধপ্রিয়া (স্ত্রী) ভগবতী।

বিবুধবনিতা (স্ত্রী) অপ্সরা।

বিবুধরাজ (পুং) দেবরাজ।

বিবুধাধিপ (পুং) দেবাধিপতি, ইন্দ্র।

বিবুধাধিপতি (পুং) দেবাধিপতি, স্বর্গরাজ, ইন্দ্র।
"বিবুধাধিপতিস্তস্মান্মিত্রোঽন্যো রাজযক্ষনামা চ।"
(বৃহৎস° ৫৩।৪৭)

বিবুধান (পুং) বি-বুধ-শানচ্। ১ আচার্য্য। ২ পণ্ডিত।
৩ দেব, দেবতা।

বিবুধাবাস (পুং) দেবমন্দির।
"দ্বৌ শূরাবরজৌ ধীরবিত্রপাখ্যৌ নিজাখ্যয়া।
ব্যাধত্তাং বিবুধাবাসৌ দ্বাবন্যৌ গণনাপতী॥" (রাজতর° ৫।২৬)

বিবুধেতর (পুং) অসুর, দৈত্য।
"যস্মিন্ বৈরানুবন্ধেন ব্যূঢ়েন বিবুধেতরাঃ।
বহবো লেভিরে সিদ্ধিং যামু হৈকান্তযোগিনঃ॥"
(ভাগবত ৮।২২।৬)

বিবুধেন্দ্র আচার্য্য, পুরশ্চরণচন্দ্রিকা নামক তন্ত্র-গ্রন্থপ্রণেতা দেবেন্দ্রাশ্রমের গুরু। ইনি বিবুধেন্দ্র আশ্রম নামেও পরিচিত ছিলেন।

বিবুভূষা (স্ত্রী) নানাপ্রকারে বিভূতির ইচ্ছা, বহু প্রকারে উৎপত্তির ইচ্ছা অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাদি বহু পদার্থে বিভূতি বা ঐরূপ বহু পদার্থরূপে উৎপত্তিলাভের ইচ্ছা।
"তাস্বপত্যান্যজনয়দাত্মতুল্যানি সর্ব্বতঃ।
একৈকস্যাং দশ দশ প্রকৃতের্বিবুভূষয়া॥" (ভাগবত ৩।৩।৯)
'প্রকৃতের্মায়ায়া বিবিধং ভবনং বিস্তারস্তদিচ্ছয়া যদ্বা প্রকৃতেহেতোর্বিবিধং ভবিতুমিচ্ছয়া।' (স্বামী)

বিবুভূষু (পুং) নানাপ্রকারে উৎপত্তিলাভেচ্ছু, যিনি নানাপ্রকারে উৎপত্তি লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।
"কালং কর্ম্মস্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে॥" (ভাগব° ২।৫।২১)
'বিবুভূষুঃ বিবিধং ভবিতুমিচ্ছুঃ'। (স্বামী)

বিবোধ (পুং) বিগতো বোধঃ। ১ অনবধানতা। ২ বিশিষ্টো বোধঃ। প্রবোধ। ৩ ব্যভিচারী ভাবভেদ। ৪ দ্রোণপক্ষিপুত্র। ৫ জ্ঞান। ৬ বিকাস। ৭ জাগরণ।

বিবোধন (ক্লী) বি-বুধ-ল্যুট্। ১ প্রবোধন, উদ্বোধন।
"বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াম্।" (দেবীমা°)
২ জাগরণ।
"বীতশোকভয়াবাধাঃ সুখস্বপ্নবিবোধনাঃ।" (ভারত ১।১০০।৮)
৩ বুঝান।
(ত্রি) বি বুধ-ল্যু। ৪ প্রাপ্তিবোধক।
"অদ্রাদ্রায়ো বিবোধনম্।"(ঋক্ ৮।৩।২২)
'বিবোধনং বিশেষেণ বোধকং বহুধনপ্রাপ্তিহেতুমিত্যর্থঃ'

বিবোধিত (ত্রি) ১ জাগরিত। ২ জ্ঞাপিত। ৩ বিকাশিত।

বিব্রুবৎ (ত্রি) ১ বিরুদ্ধবক্তা। ২ মৌনী।

বিভক্ত (ত্রি) বি-ভজ-ক্ত। ১ বিভিন্ন। পৃথক্‌কৃত।
[বিভাগ দেখ।]
২ সুশ্লিষ্ট। ৩ সংক্রমিত। (ক্লী) ৪ বিভাগ। (পুং) কার্ত্তিকেয়।

বিভক্তকোষ্ঠী (স্ত্রী) জীবভেদ, যাহাদের দেহের মধ্যভাগে ব্যবধান আছে। (Nautilidæ)

বিভক্তজ (পুং) পৈতৃক ধনবিভাগের পর উৎপন্ন সন্তান।

বিভক্ততা (স্ত্রী) পার্থক্য।

বিভক্তি (স্ত্রী) বিভজনমিতি সংখ্যাকর্ম্মাদয়ো হ্যর্থা-বিভজ্যন্তে আভিরিতি বা বি-ভজ-ক্তিন্। ১ বিভাগ, বণ্টন। ২ যৎকর্ত্তৃক সংখ্যা (একত্বাদি) ও কর্ম্ম প্রভৃতি (কর্ম্ম, কারণ, সম্প্রদানাদি) বিভক্ত হয় অর্থাৎ উহাদের বিভাগ ও অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।
"সংখ্যাত্বব্যাপ্যসামান্যৈঃ শক্তিমান্ প্রত্যয়স্তু যঃ।
সা বিভক্তির্দ্বিধা প্রোক্তা সুপ্ তিঙ্ চেতি প্রভেদতঃ"॥
'সংখ্যাত্বাবান্তরজাত্যবচ্ছিন্নশক্তিমান্ যঃ প্রত্যয়ঃ সা বিভক্তিঃ সুপ্ তিঙ্ ইতি ভেদাৎ দ্বিবিধা।' (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা)
সংখ্যা ও কর্ম্মাদির পরিচায়ক শক্তিবিশিষ্ট প্রত্যয়কে বিভক্তি বলা যায়। অর্থাৎ যে সকল প্রত্যয় দ্বারা সংখ্যার (বচনের)

কারকের এবং অবান্তর (অন্যান্য নানা প্রকার) অর্থের বোধ হয়, তাহাই বিভক্তি। সুপ্ ও তিঙ্ ভেদে উহা দুই প্রকার।

সুপ্ = সু, ঔ, জস্ ইত্যাদি একুশটী।

ঐ ২১টী প্রত্যয় প্রত্যেক ভাগে ৩টী করিয়া ৭ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উক্ত ৭টী ভাগ যথাক্রমে প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি নামে অর্থাৎ প্রথমা বিভক্তি, দ্বিতীয়া বিভক্তি ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। অতএব ১মা বিভক্তির ভাগে সু, ঔ, জস্ এই তিনটী প্রত্যয় পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে সু একত্ব, ঔ দ্বিত্ব এবং 'জস্' বহুত্ব সংখ্যার পরিচায়ক। আর ইহারা ৩টীই কোন স্থানে কর্ত্তৃ বা কোন স্থানে কর্ম্ম কারকের এবং কোন স্থানে অবান্তর সম্বোধনাদির অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, 'রামো গচ্ছতি' রাম যাইতেছেন, 'রামলক্ষ্মণৌ গচ্ছতঃ' রামলক্ষ্মণ দুই জনে যাইতেছেন, 'রামলক্ষ্মণসীতাঃ গচ্ছন্তি' রাম লক্ষ্মণ সীতা এই তিন জনে যাইতেছেন, এখানে প্রথম বাক্যে 'সু' বিভক্তি দ্বারা একত্ব, ২য় বাক্যে 'ঔ' বিভক্তি দ্বারা দ্বিত্ব অর্থাৎ দুইটী সংখ্যার এবং ৩য় বাক্যে 'জস্' বিভক্তি দ্বারা বহুসংখ্যার এবং তিনটী স্থলেই উহারা (সু, ঔ, জস্) কর্ত্তৃ কারকের পরিচায়ক হইয়াছে। আবার যেখানে 'হে রাম! আগচ্ছ' হে রাম! আসুন, 'হে রামলক্ষ্মণৌ আগচ্ছতং' হে রাম! হে লক্ষ্মণ আপনারা দুই জনে আসুন, 'হে রামলক্ষ্মণসীতাঃ আগচ্ছতি' হে রাম! হে লক্ষ্মণ! হে সীতে! আপনারা ৩ জনে আসুন, এখানে পুর্ব্বোক্তরূপ (সংখ্যাদি এবং অবান্তর সম্বোধনার্থ)— প্রকাশ করিতেছি।*

সংখ্যার বিষয় অপর সর্ব্বত্রও ঐরূপ জানিবে অর্থাৎ দ্বিতীয়াদি বিভক্তির প্রত্যেকের ভাগে যে তিনটী করিয়া প্রত্যয় পড়িয়াছে, তাহাদেরও ১মটী একত্বের, ২য়টী-দ্বিত্বের ও ৩য়টী বহুত্বের পরিচায়ক বলিয়া জানিতে হইবে।

এক্ষণে ঐ প্রথমাদি সাতটী বিভক্ত কে কোন্ কারণ বা অর্থে প্রযুক্ত হয় তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে,—

প্রথমা,—যেখানে কৃৎ প্রত্যয়াদি দ্বারা উৎপন্ন শব্দের অর্থ মাত্র প্রকাশ ও তাহাদের সংখ্যাদি বোধ হইবে, আর যে সকল শব্দ কোন বাচ্য (কর্ত্তৃ কর্ম্ম প্রভৃতি) দ্বারা উক্ত হইবে এবং যেখানে সম্বোধন বুঝাইবে।

"যস্মিন্ বাচ্যে বিধীয়ন্তে ত্যাদি তব্যাদিতদ্ধিতাঃ।
সমাসো বা ভবেদ্‌যত্র স উক্তং প্রথমা ভবেৎ॥"

উদাহরণ,—কৃষ্ণ, হে বিষ্ণো, 'অর্চ্চ্যো বিষ্ণুঃ' বিষ্ণু অর্চ্চ্য (পূজ্য), এখানে যাঁহাকে অর্চ্চনা করা যায় তিনি অর্চ্চ্য এই অর্থে [কর্ম্মবাচ্যে] বিষ্ণুকে বোধ করাতে বিষ্ণুর উত্তর উক্তার্থে প্রথমা হইল। অন্যান্য বাচ্য এবং সমাসাদিতেও এইরূপে উক্ত হইলে তাহার উত্তর ১মা হইবে।

দ্বিতীয়া—যেখানে কর্ম্মকারক, ক্রিয়ার বিশেষণ, এবং ধিক্, সময়া, নিকষা, হা, অন্তরা, অন্তরেণ, অতি, যেন, তেন, অভিতঃ, উভয়তঃ, পরিতঃ, সর্ব্বতঃ, বিনা, ঋত, অভি, পরি, প্রতি, অনু, উপ, উপর্য্যুপরি, অধোহধঃ প্রভৃতি অব্যয় শব্দের যোগ বুঝাইবে। আর শব্দার্থ, ভক্ষণার্থ, গত্যর্থ, জ্ঞানার্থ, ও অকর্ম্মক ধাতু এবং গ্রহ, দৃশ ও শ্রু ধাতু সম্বন্ধীয় অণিজন্ত কালের কর্ত্তার কর্ম্ম সংজ্ঞা হইলে অর্থাৎ ঐ সকল ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করিবার পূর্ব্বে তাহাদের যে কর্ত্তা থাকে, ণিচ্ প্রত্যয় করিবার পর তাহাদের কর্ম্ম সংজ্ঞা হয়, সুতরাং অনুক্ত অবস্থায় উহাদের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

উদাহরণ,—"রামো রাবণং জঘান" রাম রাবণকে বধ করিয়াছিলেন। "শীঘ্রং গচ্ছতি" শীঘ্র যাইতেছে। 'তং ধিক্' তাহাকে ধিক্। (সময়া নিকষা প্রভৃতির যোগেও এইরূপ জানিতে হইবে) "শিষ্যো বেদমধীতে গুরুঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়তি" যে শিষ্য বেদ অধ্যয়ন করিতেছে, গুরু সে শিষ্যকে বেদ অধ্যয়ন করাইতেছেন; এস্থলে অধি-ইঙ্ ধাতুর উত্তর ণিচ্ করিবার পূর্ব্বে কর্ত্তৃপদ ছিল যে শিষ্য সে পরে ঐ ণিজন্ত (অধি-ই-ণিচ্ অধ্যাপি) ধাতুর কর্ম্ম হওয়ায় তাহার উত্তর দ্বিতীয়া হইল। অশনাদি অর্থেও এইরূপ জানিতে হইবে।

তৃতীয়া,—করণ অর্থাৎ যাহাদ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহার উত্তর এবং যেখানে কর্ত্তৃপদ অনুক্ত হইবে ও হেতু, বিশেষণ, ভেদক, সহার্থ, বারণার্থ, সমার্থ, ন্যূনার্থ, প্রয়োজনার্থ আর বিনা পৃথক্ ও নানা প্রভৃতি অব্যয় শব্দের যোগ বুঝাইবে।

উদাহরণ,—"দাত্রেণ ধান্যং লুনাতি" দাত্র (দা) দ্বারা ধান্য ছেদন করিতেছে। "ধনেন কুলং" ধনের দ্বারা কুল অর্থাৎ কুল রক্ষার হেতুই ধন। "জটাভিস্তাপসমদ্রাক্ষীৎ" জটা দ্বারা তাপসকে দেখিয়াছিল। এস্থলে তাপসকে জটা দ্বারা অন্য লোক হইতে বিশেষ করা হইতেছে। "নাম্না শিবোজ্ঞাতঃ" নামের দ্বারাই শিবকে জানা যাইতেছে। এস্থলে নামের দ্বারা অন্য লোক হইতে ভেদ করা হইতেছে। সহার্থ,—"পুত্রেণ সহ আগতঃ পিতা" পিতা পুত্রের সহিত আসিয়াছেন। বারণার্থ,—"বিলম্বেনালং" বিলম্বে প্রয়োজন নাই বা বিলম্ব করিও না। সমার্থ,—

---

* 'রাজ্ঞ পুত্রঃ' রাজার পুত্র, 'পুত্রেণ সহ' পুত্রের সহিত, 'সন্তো নমঃ' সাধুদিগকে নমস্কার, ইত্যাদি স্থলেও যথাক্রমে ষষ্ঠী, তৃতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি দ্বারা অবান্তর অর্থ প্রকাশিত হইতেছে অর্থাৎ এ সকল স্থলে কারকের কোন অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। তবে ১ম বাক্যে একত্ব ও ৩য় বাক্যে বহুত্ব সংখ্যার উপলব্ধি হইতেছে।

"শিবেন তুল্যো হরিঃ" শিবের সমান হরি। ন্যূনার্থ,—"একেন উনঃ (ন্যূনঃ) বিংশতিঃ" এক কম বিংশতি অর্থাৎ উনিশ। প্রয়োজনার্থ,—"ধান্যেন অর্থঃ" ধান্যের নিমিত্ত। বিনাযোগে,—'রামেণ বিনা' রাম ব্যতিরেকে। পৃথক্ ও নানা শব্দের যোগেও এইরূপ। অনুক্তকর্ত্তা,—'রামেণ হতো রাবণঃ' রাম-কর্ত্তৃক রাবণ নষ্ট হইয়াছেন। এখানে কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ হওয়ায় কর্ম্ম উক্ত এবং কর্ত্তা অনুক্ত হইল।

চতুর্থী,—যে যেখানে সম্প্রদান (যাহাকে দান করা যাইতে পারে এমন উপযুক্ত পাত্র) এবং শব্দার্থ (সমর্থার্থ) শব্দ, হিত, সুখ ও স্বাহা, স্বধা, স্বস্তি, নমস্ প্রভৃতি অব্যয় শব্দের যোগ বুঝাইবে, আর যাহার সম্বন্ধে অসূয়া, ক্রোধ, ঈর্ষা, রুচি (অনুরাগ) দ্রোহ (শত্রুতা) এবং মঙ্গল কামনা বুঝায় অপর যেখানে গত্যর্থ ধাতুর চেষ্টা (কায়কৃত ব্যাপার) ও মন ধাতুর অবজ্ঞার (ঘৃণার) পাত্র বুঝাইবে।

উদাহরণ,—সম্প্রদান,—"ব্রাহ্মণায় গাং দদাতি" ব্রাহ্মণকে গরু দান করিতেছে। শব্দার্থ,—"মল্লো মল্লায় শক্তঃ" এক মল্ল অন্য মল্লের সহিত শক্ত (সমর্থ)। হিত ও সুখযোগ,—"নৃপায় হিতং সুখং বা" নৃপের জন্য মঙ্গল বা সুখ। 'অগ্নয়ে স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্রপ্রয়োগকালে ব্যবহৃত হয়। অসূয়াদি স্থলে,—'দায়াদায় অসূয়তি' জ্ঞাতির প্রতি অসূয়া করিতেছে। 'মল্লায় ক্রোধ্যতি' মল্লের উপর ক্রোধ করিতেছে। 'প্রতিবেশিনে ঈর্ষ্যতি' প্রতি-বেশীকে ঈর্ষ্যা করিতেছে। 'ইদং মহ্যং ন রোচতে' এটা আমার রুচিকর নহে। 'অরয়ে দ্রুহ্যতি' শত্রুর প্রতিহিংসা করিতেছে। মঙ্গলকামনা,—"সদ্ভ্যঃ শং ভূয়াৎ" সৎলোকের মঙ্গল হউক। গত্যর্থধাতুর চেষ্টা,—"ব্রজায় ব্রজতি কৃষ্ণঃ" কৃষ্ণ ব্রজে গমন করিতেছেন। এখানে গমনক্রিয়ার কর্ম্ম ব্রজশব্দের উত্তর চতুর্থী হইল। মনধাতুর অবজ্ঞার পাত্র,—'ন ত্বা তৃণায় মন্যেহহং' আমি তোকে তৃণ বলিয়াও মানিনা।

"মনসা দ্বারকামেতি" মনে দ্বারা দ্বারকায় যাইতেছে, এখানে কায়কৃত ব্যাপার না হওয়ায় এবং "অহং ত্বাং জনার্দ্দনং মন্যে" আমি আপনাকে জনার্দ্দন বলিয়া মানি, এখানে অবজ্ঞার পাত্র হইল না বলিয়া চতুর্থীর নিষেধ হইল। আর 'ন ত্বা কাকং ন মন্যতে" সে তোকে কাক বলিয়াও মানেনা। এইরূপ কাকশৃক প্রভৃতি কয়েকটী শব্দের যোগেও চতুর্থীর নিষেধ থাকিবে।

পঞ্চমী,—যাহা হইতে কোন বস্তু বা ব্যক্তি চলিত, ভীত, গৃহীত, উৎপন্ন, ভিন্ন, পরাজিত, অন্তর্হিত, নিন্দিত কর্ম্ম বলিয়া নিবৃত্ত, পরিত্রাণপ্রাপ্ত, ও বিরত হয়, সেই সকল শব্দ ও হেত্বর্থ শব্দের উত্তর এবং অন্যার্থ (ভিন্নার্থ) ও আরব্ধার্থ শব্দ আর আরাৎ, বহিস, বিনা, ঋতে, প্রতি, পরি, আ প্রভৃতি অব্যয় শব্দ ও দিগ্‌বাচক শব্দের যোগ বুঝাইলে পঞ্চমী হইবে।

উদাহরণ,—"বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি" বৃক্ষ হইতে পত্র পড়ি-তেছে। "রাক্ষসাদ্বিভেতি" রাক্ষস হইতে ভয় পাইতেছে। গৃহীত,—"উপাধ্যায়াদধীতে" গুরুর নিকট হইতে অধ্যয়ন করিতেছে। উৎপন্ন—"হিমবতো গঙ্গা প্রভবতি" হিমালয় হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। ভিন্ন,—"ঘটাদন্যঃ পটঃ" ঘট হইতে পট (কাপড়) ভিন্ন। পরাজিত,—"সিংহাৎ পরাজয়তে হস্তী" হস্তী সিংহ হইতে পরাজিত হইতেছে। অন্তর্হিত,—"দুষ্টাদন্তর্হিতঃ" দুষ্ট হইতে অন্তর্হিত হইতেছে অর্থাৎ দুষ্টলোকের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতেছে। নিবৃত্ত,—"বিভৎসতে পরস্ত্রীভ্যঃ" [নিন্দিত কর্ম্ম বলিয়া] পরস্ত্রী হইতে নিবৃত্ত হই-তেছে। পরিত্রাণ,—"ব্যাঘ্রাৎ গাং রক্ষতি গোপঃ" গোপ ব্যাঘ্র হইতে গোরুকে রক্ষা করিতেছে। বিরত,—"জপাদ্বিরমতি বিপ্রঃ" বিপ্র জপ হইতে বিরত হইতেছেন। আরব্ধার্থ,—'জন্মনঃ স বিষ্ণুরর্চ্চ্যঃ" জন্মাবধিই সেই বিষ্ণু পূজনীয় অর্থাৎ চিরকালই পূজনীয়। হেত্বর্থে,—"শোণিতক্ষয়াৎ মূর্চ্ছিতঃ" শোণিত ক্ষয়-হেতু মূর্চ্ছিত। বিনাঋতে প্রভৃতির যোগে,—'আরাৎ শকটাৎ' গাড়ীর দূরে। "গৃহাদ্বহিঃ" ঘরের বাহিরে। "শ্রমাদ্বিনা" শ্রম ব্যতিরেকে। "মিত্রাদৃতে" মিত্র ব্যতীত ইত্যাদি।

ষষ্ঠী,—যেখানে কোন কোন বস্তু বা ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ এবং ভক্তিতেন এন, আ, নি, অস, তস, তাৎ এই সকল প্রত্যয়ান্ত শব্দ ও হিত, সুখ শব্দের যোগ বুঝাইবে। আর তুম্, ক্ত্বা, ণম্, কি, উক, ক্তবতু, খল, অন, ক্ত, আলু, ইষ্ণু, ইত্নু, আরু, স্নু, ক্নু প্রভৃতি উকারান্ত প্রত্যয়, শতৃ, শানচ্, কসু, শীলার্থ তৃণ, ভবিষ্যদর্থক ও ঋণার্থক ণিনি এই সকল প্রত্যয়ান্ত ভিন্ন অন্যান্য কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ বা ক্রিয়ার অনুক্ত কর্ত্তা ও কর্ম্ম স্থানে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। সমার্থের যোগ ও নির্দ্ধারে এবং কোন কোন ক্রিয়ায় কর্ম্ম-স্থলে ষষ্ঠী হয়।

উদাহরণ,—সম্বন্ধে—"রাজ্ঞঃ পুত্র" রাজার পুত্র, এনাদি প্রত্যয়ান্ত,—'দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকায়াঃ সরঃ' বৃক্ষবাটিকার (উপ-বনের) অদূর দক্ষিণে সরোবর। "গ্রামস্য উত্তরা নদী" গ্রামের অদূরে নদী। "মঞ্চস্যোপরি" মঞ্চের উপর। "পুরো নগরস্য" নগরের সমীপে। "পূর্ব্বতোগ্রামস্য" গ্রামের পূর্ব্বদিকে। "পশ্চাৎ গৃহস্য" গৃহের পাছে। হিত ও সুখযোগ—"ব্যাধিতস্য ঔষধং পথ্য আয়ুষঃ সুখকরঞ্চ" পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে ঔষধ হিতকর এবং আয়ুর সুখজনক। সমার্থে,—"যো হরিঃ সর্ব্বস্য সমঃ" যে হরি মহাদেবের সমান। নির্দ্ধারে,—"নরাণাং নাপিতো ধূর্ত্তঃ" মনুষ্যের মধ্যে নাপিত চতুর। কর্ম্মস্থানে,—"গুরু-বিপ্র-তপস্বি-

দুর্গতানাং উপকুর্ব্বীত ভিষক্স্বভেষজৈঃ" চিকিৎসক নিজের ঔষধ দ্বারা গুরু, বিপ্র, তপস্বী এবং দরিদ্রদিগকে [বিনা অর্থ গ্রহণে] চিকিৎসা করিবেন। এখানে চিকিৎসা করিবেন এই ক্রিয়ার কর্ম্ম গুরু বিপ্র প্রভৃতির স্থানে ষষ্ঠী বিভক্তি হইল। অনুক্তকর্ত্তার,—'শিশোঃ শয়নম্' শিশুর শয়ন। অনুক্তকর্ম্মে,—'সুখস্য হন্তা' সুখের হন্তা (নাশক)।

"গৃহং-গত্বা" গৃহে গিয়া। "চন্দ্রং দ্রষ্টুং" চন্দ্র দেখিবার জন্য। "শিশুনা জলং পীতং" শিশু জল পান করিয়াছে। "শিষ্যঃ বেদমধীতবান্" শিষ্য বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। খনর্থপ্রত্যয়,—'রামেণৈতৎ সুকরং' রামকর্তৃক। "ময়া দুঃশাসনো দুর্য্যোধনঃ" আমাকর্তৃক দুর্য্যোধন দুঃশাসনীয়। উপ্রত্যয়,—"পয়ঃ পিপাসুঃ" দুগ্ধ বা জলপানেচ্ছু। শতৃ,—"বনং গচ্ছন্' বনে যাইতে যাইতে। শীলার্থ তৃণ,—"ধনং দাতা" ধনদানশীল। ভবিষ্যৎ ও ঋণার্থ ণিনি,—'ঋণং দায়ী' ঋণদানের যোগ্য। "শিবঃ কদা হৃদাগামী" শিব কবে হৃৎপদ্মে আগমন করিবেন। নিষেধ থাকায় ইত্যাদি স্থলে অনুক্তকর্তৃ ও কর্ম্মপদে ষষ্ঠী বিভক্তি হইল না।

সপ্তমী—যেখানে অর্থাৎ যাহার সমীপে, একদেশে, ও বিষয়ে অথবা যাহাকে ব্যাপিয়া ক্রিয়াটী থাকে এবং যে কালে ও কাহারও কোন একটী ক্রিয়া কালে * সপ্তমী বিভক্তি হয়।

উদাহরণ,—সমীপে,—"গঙ্গায়াং প্রতিবসতি" গঙ্গার নিকটে বাস করে। একদেশ,—"বনে ব্যাঘ্রোঽস্তি" বনে ব্যাঘ্র আছে অর্থাৎ একদেশ আছে। বিষয়ে,—'দুগ্ধেঽভিলাষ' দুগ্ধ বিষয়ে ইচ্ছা। ব্যাপ্তি,—'দুগ্ধে মাধুর্য্যমস্তি' দুগ্ধে মাধুর্য্য আছে অর্থাৎ দুগ্ধের সমস্ত অবয়ব ব্যাপিয়াই মাধুর্য্য আছে। কাল,—"শরদি পুষ্পন্তি সপ্তচ্ছদাঃ" ছাতিয়ান বৃক্ষ সকল শরৎকালে পুষ্পিত হয়।

অধিকার্থক উপশব্দ এবং স্বাম্যর্থক অধিশব্দের প্রয়োগে সপ্তমী বিভক্তি হয়। ক্রিয়ার নিমিত্ত অর্থাৎ যে জন্য কার্য্য করা হইতেছে, তাহার হেতু যদি ঐ ক্রিয়ার কর্ম্মপদের (কর্ম্ম পদোপস্থাপ্য শব্দার্থের) সহিত সংযুক্ত থাকে, তবে সেই নিমিত্ত বোধক শব্দের উত্তর সপ্তমী হয়। যেমন 'দন্তয়োর্হন্তি কুঞ্জরং" দুইটী দাঁতের নিমিত্ত হস্তীকে হনন করিতেছে, এস্থলে হননক্রিয়ার হেতু দুইটী দন্ত কেননা ঐ দুই দাঁতের জন্যই হস্তীকে মারা হইতেছে এবং সেই দাঁত দুইটী হাতীতেই (হননক্রিয়ার কর্ম্মকার পদেই) সংলগ্ন আছে, অতএব [হনন ক্রিয়ার কারণ] দন্ত শব্দের উত্তর দুইটী দন্ত নিমিত্ত হওয়ায় [দুই সংখ্যাবোধক] সপ্তমীর 'ওস্' বিভক্তি বা প্রত্যয় হইল।

স্বামী, ঈশ্বর, অধিপতি, দায়াদ, সাক্ষী, প্রতিভূ, প্রসূত, কুশল, আযুক্ত, নিপুণ ও সাধু শব্দ এবং সুজর্থ অর্থাৎ বারার্থ (যেমন দুইবার, তিনবার বহুবার এইরূপ অর্থ) প্রত্যয়ান্ত পদের যোগে ও অনাদরার্থের প্রয়োগে (অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারা অবজ্ঞা বুঝাইলে) অবজ্ঞার পাত্রের উত্তর ষষ্ঠী ও সপ্তমী এই উভয় ব্যক্তির প্রাপ্তি হয়। সুজর্থপ্রত্যয়ান্তপদের যোগে অনাদরার্থের প্রয়োগের যথাক্রমে উদাহরণ,—"দিবসস্য দিবসে বা দ্বির্ভুঙ্‌ক্তে" দিনে বা দিনের মধ্যে দুইবার ভোজন করিতেছে ; এস্থলে "দ্বিঃ" দুইবার এই বারার্থ প্রত্যয়ান্তশব্দের যোগ হওয়াতে কালবাচক দিবস শব্দের উত্তর ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে। "রুদতাং পৌরাণাং মাতরিচ রুদত্যাং রামো জগাম" রামচন্দ্র মাতা এবং পৌরগণের রোদনে কর্ণপাত না করিয়া গমন করিয়াছিলেন। এখানে রোদনশীলা মাতা ও রোদনকারী পৌরগণের বাক্যের অনাদর বোধ হওয়ায় উহাদের উত্তর ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হইল।

তিঙ্ = তিপ,তস,অন্তি, প্রভৃতি ১৮০টী প্রত্যয় বা বিভক্তি। ইহারা দশভাগে বিভক্ত হইয়া লট্, লোট্, লঙ্, লিঙ, লুঙ, লৃঙ্, লুট্, লিট, লৃট্ ও লোঙ্ ; এই দশ 'ল' কার নামে কথিত হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক 'ল' কারের ভাগে ১৮টী করিয়া প্রত্যয় পড়িয়াছে। এই ১৮টী প্রত্যয়ের প্রথম নয়টী পরস্মৈপদী ধাতুর এবং শেষ নয়টী আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত হয়। এই নিমিত্ত উহারাও পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী প্রত্যয় বলিয়া উক্ত হয়। এই নয় নয়টীর মধ্যেও আবার তিন তিনটী করিয়া শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহাদের নাম যথাক্রমে ১ম পুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও উত্তমপুরুষ। যেমন লট্ এই 'ল'কারের পরস্মৈপদে,—তিপ্, তস্, অন্তি,=১ম পুরুষ ; সিপ্, থস্, থ,=মধ্যমপুরুষ ; মিপ্, বস, মস,=উত্তমপুরুষ। আত্মনেপদে,—তে, আতে, অন্তে=১ম পুরুষ ; সে, আথে, ধ্বে,=মধ্যমপুরুষ , এ, বহে, মহে,=উ° পু°। (অন্যান্য 'ল'কারেরও এইরূপ বুঝিতে হইবে)

উক্ত প্রথম, মধ্যম ও উত্তমপুরুষের তিন তিনটী প্রত্যয় বা বিভক্তি আবার যথাক্রমে একত্ব, দ্বিত্ব ও বহুত্ব বা এক, দুই ও বহু সংখ্যার বোধক। অর্থাৎ পরস্মৈপদের ১ম পুরুষের 'তিপ্'=একত্ব বা এক সংখ্যার ; 'তস্'=দ্বিত্ব বা দুই সংখ্যার ; অন্তি=বহুত্ব বা বহুসংখ্যার বোধক। মধ্যমপুরুষের,—সিপ্= একত্ব ; থস=দ্বিত্ব ; থ=বহুত্ব সংখ্যার। উত্তমপুরুষের,—মিপ্=একত্ব ; বস=দ্বিত্ব ; মস্=বহুত্ব সংখ্যার বোধক। আত্মনেপদ বিষয়েও এইরূপ জানিবে,—অর্থাৎ ১ম পুরুষের

* অর্থাৎ কাহার ক্রিয়ার কালদ্বারা অন্যের ক্রিয়ার কাল নিরূপিত হইলে, যেমন "বিধৌ উদিতে কৃষ্ণঃ গোপীভিঃ সহ রেমে" চন্দ্র উঠিলে কৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। এ স্থলে চন্দ্রের উদয় ক্রিয়ার কালদ্বারা কৃষ্ণের রমণক্রিয়ার কাল নিরূপিত হওয়ায় 'বিধৌ উদিতে' এখানে সপ্তমী বিভক্তি হইল। এরূপ স্থলে সপ্তমী বিভক্তি হইলে তাহাকে 'ভাবে সপ্তমী' বলে।

তে=একত্ব ; আতে=দ্বিত্ব ; অন্তে=বহুত্ব সংখ্যার বোধক। মধ্যমপুরুষের,—সে=একত্ব ; আথে—দ্বিত্ব ; ধ্বে=বহুত্ব ; উত্তমপুরুষের,—এ=একত্ব ; বহে=দ্বিত্ব ; মহে=বহুত্ব সংখ্যার বোধক। অন্যান্য 'ল'কারেরও সংখ্যা বা বচন এইরূপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

সাধারণতঃ বর্ত্তমানকালে * লট্ ; অতীতকালে † লুঙ্, লঙ্ ও লিট্ ; ভবিষ্যৎকালে ‡ লুট্ ও লৃট্ বিভক্তি হয়। লিঙ্ ও লোট্ বিধি এবং কাহাকে কোন কার্য্যে নিয়োগ বা অনুজ্ঞাদিস্থলে বর্ত্তমানকালেই ব্যবহৃত হয়। আশীর্ব্বাদস্থলে যে লিঙ্ উহা ভবিষ্যৎকালেরই বিজ্ঞাপক। ক্রিয়ার অনিষ্পত্তি স্থলে লৃঙ্ বিভক্তি হয়। বিধি ও আশীর্ব্বাদ স্থলে লিঙ্ ব্যবহার হয় বলিয়া উহারা বিধিলিঙ্ ও আশীর্লিঙ্ বলিয়াই খ্যাত। এক্ষণে উহাদের আনুপূর্ব্বিক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে,—

লট্,—'রামো গচ্ছতি' রাম যাইতেছেন। লুঙ্,—'রামোঽগমৎ' রাম [অদ্য] গমন করিয়াছিলেন। লঙ্,—'রামোঽগচ্ছৎ' রাম [গতকল্য] গমন করিয়াছিলেন। লিট্,—'রামো জগাম' রাম [বহুকাল পূর্ব্বে] গমন করিয়াছিলেন। লুট্,—"শ্বো ভবিতা" আগামী কল্য হইবে। লৃট্,—'কল্কী ভবিষ্যতি' [বহুকাল পরে] কল্কী অবতার হইবে। লিঙ্,—'যাগং কুর্য্যাৎ' যাগ করিবে ; এস্থলে বর্ত্তমান সময়েই যাগ করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইল। লোট্,—'শ্রীপতিং সেবতাং ভবান্' আপনি নারায়ণের সেবা করুন্ বা 'ত্বং গচ্ছ' তুমি যাও। আশীর্লিঙ্,—'শং তে ভূয়াৎ' তোমার মঙ্গল হউক (হইবে)। লৃঙ্,—'ভবান্ চেদগমিষ্যদহমপ্যগমিষ্যম্' আপনি যদি যান, তবে আমিও যাইব ; অর্থাৎ আপনার যাওয়া না হইলে আমার যাওয়ার অসম্ভব, এইটীই ক্রিয়ার অনিষ্পত্তি।

ঐ সকল লট্, লোট্ প্রভৃতি 'ল'কার বা বিভক্তি, কারণান্তরে যে যেকালে ব্যবহৃত হইবে তাহা বলা যাইতেছে,—

লট্,—'স্ম' এই অব্যয় শব্দের যোগ থাকিলে অতীতকালে। উদাহরণ—'হন্তি স্ম রাবণং রামঃ' রাম রাবণকে বধ করিয়াছিলেন। যাবৎ ও পুরা এই দুই অব্যয় শব্দের যোগে ভবিষ্যৎ কালে। উদা°—'ত্বং যাবদ্ভক্ষয়সি অহং তাবদ্ভক্ষয়িষ্যামি' তুমি যখন খাইবে আমি তখন খাইব। কদা ও কর্হি এই দুই অব্যয়ের যোগে বিকল্পে ভবিষ্যৎকালে। "কদা পশ্যামি গোবিন্দং কর্হি দ্রক্ষ্যামি শঙ্করং" কবে গোবিন্দকে দেখিতে পাইব, কবে বা শিবের দেখা পাইব। যাহা দ্বারা অভীষ্ট পদার্থের লাভ হইতে পারে তাহা দ্বারা যদি সেই পদার্থ পাওয়া যায় তবে সেইরূপ স্থলে বিকল্পে ভবিষ্যৎকালে। 'যো ভিক্ষাং দদাতি স স্বর্গং যাস্যতি' যে ভিক্ষা দান করিবে সে স্বর্গে যাইবে। (এস্থলে ভিক্ষাদানে অভীষ্ট স্বর্গের লাভ হইতেছে। কাহাকে কোন কার্য্যে প্রেরণ নিযুক্ত) বা অনুমতি করা বুঝাইলে ভবিষ্যৎকালে। 'গুরুশ্চেদাযাস্যতি অথ ত্বং বেদমধীস্ব বয়ং তর্কমধীমহে' যদি গুরু আইসেন তবে তুমি বেদ অধ্যয়ন করিও, আমরা তর্ক অধ্যয়ন করিব। নিন্দা বুঝাইলে জাতু, অপি ও কথং এই তিন অব্যয়ের যোগে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনকালে। 'অপি নিন্দসি শঙ্করং' [তুমি] নিশ্চয়ই শঙ্করকে নিন্দা কর। লিপ্সা বুঝাইলে কিম্ শব্দের যোগে ভবিষ্যৎকালে বিকল্পে লট্ হয়। 'কো ভিক্ষাং দদাতি' কে ভিক্ষা দিবে।

উক্ত স্থলসমূহের মধ্যে 'হন্তি' এখানে লিট্ স্থানে লট্ বিভক্তি হইয়াছে অর্থাৎ এখানে কালের ঘটনা অনুসারে লিট্ বিভক্তি হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু 'স্ম' এর যোগ থাকায় বিশেষ সূত্রে বাধিত হইয়াই লট্ হইয়াছে মাত্র, তবে অর্থ বোধকালে উহা অতীতেরই অর্থ প্রকাশ করিবে, বর্ত্তমানের অর্থ প্রকাশ করিবে না। পরবর্ত্তী দৃষ্টান্ত সমূহের সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে ; অর্থাৎ 'যাবদ্ ভক্ষয়সি', 'কদা পশ্যামি', 'ভিক্ষাং দদাতি', 'বেদমধীস্ব', 'তর্কমধীমহে', প্রভৃতি স্থলেও লটের (বর্ত্তমানের) অর্থ প্রকাশ না করিয়া লৃটের (ভবিষ্যৎকালের) অর্থই প্রকাশ করিবে। আর 'নিন্দসি' এইস্থলে লট্ বিভক্তি থাকিলেও উহা-দ্বারা, নিন্দা করিয়াছ, নিন্দা করিতেছ ও নিন্দা করিবে' এইরূপ

* বর্ত্তমান কাল আবার প্রবৃত্তোপরত, (অভ্যস্ত কর্ম্মের ত্যাগ), বৃত্তাবিরত (নিয়ত প্রবৃত্ত বা সর্ব্বদা রত), নিত্য প্রবৃত্ত (ত্রিকালাবস্থিত) ও সামীপ্য ভেদে চারিপ্রকার। যথাক্রমে উদাহরণ,-'মাংসং ন খাদতি' মাংস খায় না বা খাইতেছে না অর্থাৎ পূর্ব্বে খাইত এখন তাহা ত্যাগ করিয়াছে। 'ইহ কুমারাঃ ক্রীড়ন্তি' এখানে বালকেরা খেলা করে অর্থাৎ নিয়তই করে। 'পর্ব্বতাস্তিষ্ঠন্তি' পর্ব্বত সমূহ রহিয়াছে অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেই আছে। ভূত ও ভবিষ্যৎ সামীপ্য ভেদে সামীপ্য দুই প্রকার। ভূত সামীপ্য,—'এষোঽহমাগচ্ছামি' এই আমি আসিতেছি, এস্থলে অব্যবহিত পূর্ব্বেই আসা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ভবিষ্যৎ সামীপ্য,—'এষোঽহং গচ্ছামি' এই আমি যাচ্ছি ; এস্থলে বুঝিতে হইবে যে যাইবার এখনও কিছু বিলম্ব আছে।

† বর্ত্তমান দিবসে অর্থাৎ প্রাতে কার্য্য ঘটনা হইলে বৈকালে তাহার প্রয়োগ করিলে (ফলকথা গত দিবসীয় রাত্রির শেষ ১ প্রহর, বর্ত্তমান দিবসীয় দিনের ৪ প্রহর ও রাত্রির প্রথম ১ প্রহর এই ছয় প্রহরের মধ্যে ঐরূপ ভাবে পরবর্ত্তী কালে প্রয়োগ হইলে) তথায় লুঙ্ ; গতকল্য সম্পাদিত কার্য্যের প্রয়োগ অদ্য করিলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রহরের উর্দ্ধে কোন কার্য্য ঘটনা হইলে তথায় লঙ্, আর বহুকাল পূর্ব্বের ঘটনা অদ্য বর্ণিত হইলে তথায় লিট্ বিভক্তি হইবে। উদাহরণ সমূহ মূলে দ্রষ্টব্য।

‡ আগামী কল্য যে কার্য্য করা হইবে তথায় লুট্ এবং বহুদিন পরে যে কার্য্য সংঘটিত হইবে,তথায় লৃট বিভক্তি ব্যবহৃত হইবে।

তিন কালের অর্থই প্রকাশ পাইবে। লিঙ্ প্রভৃতি স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ যে যে স্থলে 'ল'কারের এই ব্যতিক্রম দ্বারা কালের (ভূতভবিষ্যদাদির) ব্যতিক্রম দেখা যাইবে সেই সেই স্থলেই এইরূপ নিয়ম বুঝিতে হইবে।

লিঙ্,—'কথং' ও বিভক্ত্যন্ত কিম্ শব্দের যোগে ত্রিকালে 'কথং শম্ভুং নিন্দেঃ' কেন শম্ভুকে নিন্দা কর। 'কো ঈশ্বরং নিন্দেৎ' কে ঈশ্বরকে নিন্দা করে। যেস্থলে ক্ষমা ও শ্রদ্ধার অভাব বুঝাইবে তথায়ও ত্রিকালে। 'ন শ্রদ্দধে মর্ষয়েঽহং গর্হেতাঙ্গং যত্তশ্চ সঃ' সে হরিকে নিন্দা করে বলিয়া আমি তাহাকে শ্রদ্ধা এবং ক্ষমা করি না। ঐ দুইএর অভাবার্থে জাতু, যদ্, যদা, যদি প্রভৃতির এবং নিন্দা ও আশ্চর্য্যার্থ গম্যমানে যচ্চ ও যত্র এই সকল অব্যয় শব্দের যোগে সর্ব্বকালে লিঙ্ হয়। 'ন মর্ষয়ে শ্রদ্দধে নো জাতু নিন্দেৎ জনার্দ্দনং যচ্চ নিন্দেৎ বিভুং গর্হে চিত্রংশ্রদ্ধাং ন মর্ষয়ে।" সর্ব্বব্যাপী জনার্দ্দনকে যদি কেহ কদাচিৎ নিন্দা করে, তাহা আমি আশ্চর্য্য অর্থাৎ উপহাসাস্পদ বিবেচনা করি এবং নিন্দাকারককে ক্ষমা না করিয়া যথোচিত তিরস্কার করি। অতিশয়ার্থক অপি ও উত এই দুই অব্যয়ের যোগে সদাকালে। "শম্ভুরুত দুঃখং জয়েৎ" শম্ভু দুঃখনাশে অতিশয় যোগ্য। বলপূর্ব্বক দোষনাশের যোগ্যতার্থে তিনকালেই লিঙ্ হয়। "জগন্নাথো মহাপাতকপঞ্চমপি হিংস্যাৎ" জগন্নাথ বলপূর্ব্বক পঞ্চমহাপাতক নাশে সমর্থ। ঐ রূপ দোষনাশের যোগ্যতায় শ্রদ্ধার্থের যোগ থাকিলে বিকল্পে হয়, কিন্তু যৎশব্দের প্রয়োগে হয় না। 'শ্রদ্দধেঽহং ভজেঃ প্রাণৈঃ" তুমি প্রাণের সহিত কৃষ্ণভজনা কর বলিয়া তোমাকে যার পর নাই শ্রদ্ধা করি। ক্রিয়াদ্বয়ের কার্য্যকারণভাব লক্ষিত হইলে উভয়ক্রিয়ায় ভবিষ্যৎকালে বিকল্পে লিঙ্ হয়। "শং যায়াচ্ছেন্নমেদীশং" যদি ঈশ্বরকে নমস্কার কর তবে নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে। এখানে ঈশ্বরকে নমস্কার, কারণ এবং মঙ্গল হওয়া, কার্য্য; ইহাই ক্রিয়াদ্বয়ের কার্য্যকারণ ভাব।

ইচ্ছার প্রকাশ বুঝাইলে সর্ব্বকালে লিঙ্ হয়, কিন্তু কচ্চিৎ শব্দের যোগে হয় না। "কামং ভজেৎ ভবান্ ভর্গং" আপনি ইচ্ছানুসারে মহাদেবকে ভজনা করিবেন অর্থাৎ আপনার যে ভাবে ইচ্ছা হয় সেইরূপে ভজনা করিবেন। ইচ্ছার্থধাতুর প্রয়োগেও হয় জানিতে হইবে। "ইচ্ছামি সর্ব্বং সেবেত" আমি ইচ্ছা করি মহাদেবকে ভজনা করুন্।

'নিন্দেঃ' 'নিন্দেৎ' 'গর্হেত' 'জয়েৎ' 'হিংস্যাৎ' 'ভজেঃ' 'যায়াৎ' 'নমেৎ' এই সকল স্থলে লিঙ্ হইয়াছে।

লোট্,—ইচ্ছার্থধাতুর প্রয়োগে। 'ইচ্ছামি শ্রীপতিং ভবান্ সেবতাং যর্ত্তিঃ শুচিঃ' আপনি শুদ্ধশান্ত হইয়া নারায়ণের সেবা করুন ইহাই আমার ইচ্ছা। সমর্থ এবং আশীর্ব্বাদ বুঝাইলে তথায় লোট্ বিভক্তি হয়। "সিন্ধুমপি শোষয়াণি" আমি সমুদ্র পর্য্যন্ত শোষণেও সমর্থ। 'জীবতু ভবান্' আপনি বাঁচিয়া থাকুন। পৌনঃপুন্য এবং অতিশয়ার্থ বুঝাইলে সর্ব্বধাতুর উত্তর সর্ব্বকালে সর্ব্বপুরুষে ও সর্ব্ববিভক্তির স্থানে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ১৮০টী ত্যাদিবিভক্তির স্থানে লোটের 'হি' 'ত' (পরস্মৈপদের মধ্যমপু° ১ব° ও বহুব°) এবং 'স্ব' 'ধ্বং' (আত্মনে° মধ্যপু° ১ব° ও বহুব°) এই চারিটী বিভক্তি হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে পরস্মৈপদীধাতুর উত্তর 'হি' 'ত' এবং আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর 'স্ব' 'ধ্বং' প্রযুক্ত হইবে। যেমন 'মুহুর্ভূশং বা লুনীহি' এইরূপ প্রয়োগ করিলে বুঝিতে হইবে যে, সে বা তাহারা, তুমি বা তোমরা, আমি বা আমরা, অত্যন্ত ছেদন করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে; করিয়াছ, করিতেছ ও করিবা; করিয়াছি, করিতেছি ও করিব। "লুনীত, লুনীষ্ব ও লুনীধ্বং" বলিলেও অবিকল ঐ রূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। 'লূ' ধাতু উভয়পদী বলিয়াই এখানে উহার উত্তর ৪টী প্রত্যয়েরই সম্ভব হইল।

'সেবতাং' 'শোষয়াণি' 'জীবতু' 'লুনীহি' 'লুনীত' 'লুনীষ্ব' লুনীধ্বং' এই ক্রিয়াপদগুলিতে লোট্ বিভক্তি হইয়াছে।

লুঙ্,—সর্ব্বকালে, 'মাস্ম' শব্দের যোগে নিত্য এবং 'মা' যোগে বিকল্পে। 'মাস্ম ভূৎ শোকঃ' শোক হয় নাই, হবে না ও হইতেছে না। 'মা বিরংসীৎ সুখং' সুখের বিরাম হয় নাই, হইবে না ও হইতেছে না। বিকল্পপক্ষে 'মা বিরমতু' 'মা বিরংস্যতি'।

'ভূৎ' (প্রকৃতপদ অভূৎ মাস্মযোগে অকারলোপ), 'বিরংসীৎ' এই দুইটীমাত্র লুঙের স্থল।

লঙ্,—'মাস্ম' যোগে সদাকালে। 'মাস্ম ভবদ্দুঃখং' দুঃখ হয় নাই, হবে না ও হইতেছে না। এখানে পূর্ব্বোক্তরূপ আকার লোপ হইয়া 'ভবৎ' এইরূপ লঙ্বিভক্ত্যন্ত পদ রহিয়াছে।

লৃট্,—আশ্চর্য্য বুঝাইলে ভিন্ন শব্দের যোগে সকল কালে। 'অন্ধঃ কৃষ্ণং দ্রক্ষ্যতি? চিত্রং নাম' অন্ধ কৃষ্ণকে দেখিবে? সম্ভবতঃ এটী নিতান্ত আশ্চর্য্য। বিভক্ত্যন্ত কিম্ শব্দের এবং কিং শব্দের পর কিল (কিং কিল) ও অস্তি, ভবতি প্রভৃতি শব্দের যোগে শ্রদ্ধা ও ক্ষমার অভাব বুঝাইলে সর্ব্বকালে। "ত্বং কিংকিল হৃষীকেশং নিন্দিষ্যসি ন মংস্যসে। মহাদেবং চান্তি নাম শ্রদ্দধে নো ন মর্ষয়ে' তুমি হৃষীকেশকে নিশ্চয়ই নিন্দা কর এবং সম্ভবতঃ মহাদেবকে মান না, এজন্য তোমাকে আমি শ্রদ্ধা ও ক্ষমা করি না। স্মরণার্থ ধাতুর প্রয়োগে যদি যৎশব্দের যোগ না থাকে তবে অতীতকালে লৃট্ বিভক্তি হয়। কিন্তু যেখানে যৎশব্দের যোগ থাকিবে তথায় লৃটের অপ্রাপ্তিপক্ষে লঙ্ই হইবে

লিট্ বা লুঙ্ হইবে না এই নিয়ম। "ত্বং ঈশং স্মরসি এনং নংস্যসি চ' তুমি ঈশ্বরকে স্মরণ ও নমস্কার করিতেছ। স্মরণীয় বিষয় যদি বহু হয় তাহা হইলে বিকল্পে হইবে। যেমন 'ত্বং ঈশানং যৎ দ্রক্ষ্যতি স্তোষ্যতে চ তদ্দ্বয়ং স্মরসি" তুমি মহাদেবকে যে দেখিয়াছ এবং স্তব করিয়াছ সেই দুইটী স্মরণ করিতেছ।

'দ্রক্ষ্যতি' 'নিন্দিষ্যসি' 'মংস্যসে' 'নংস্যসি' 'স্তোষ্যতে' এই এই কয়েকটী লৃট্ বিভক্ত্যন্তপদ।

তিঙ্প্রত্যয়ান্ত পদগুলির নাম ক্রিয়াপদ; এই তিঙন্ত বা ক্রিয়াপদসমূহ দ্বারা কারকের নির্ণয় হয়। তিঙন্তপদ বা ক্রিয়া= ধাত্বর্থ অর্থাৎ মূলধাতু তিঙের সহিত যুক্ত হইয়া যে প্রকৃষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তাহার নাম ক্রিয়া বা ধাত্বর্থ। তিঙ্ ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া যেরূপে প্রকৃষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তাহা কথিত হইতেছে,—যেমন গম্ ধাতু=যাওয়া; দা=দান করা; হন= বধকরা; ইহাদের উত্তর যথাক্রমে লুঙ্ লঙ্ ও লিট্ বিভক্তির ১ম পুরুষের ১ বচনের প্রত্যয় অর্থাৎ গম-দিপ্ (লুঙ্); দা-দিপ্ (লঙ্); এবং হন্-ণল্ (লিট্) এইরূপে প্রত্যয় করিলে, যথাক্রমে 'অগমৎ' 'অদদৎ' ও 'জঘান' এই তিনটী পদ হইবে, তন্মধ্যে অগমৎ=গমনাশ্রয়ী একটী লোক অর্থাৎ কোন একটী লোকে গমন করিয়াছিল। অতএব এখানে ধাতু দ্বারা গমন ক্রিয়া এবং প্রত্যয় বা বিভক্তি দ্বারা সংখ্যা (একবচন), অতীতকাল ও ক্রিয়াকারীর (গমনকারীর) বোধ হইতেছে। 'অদদৎ' 'জঘান' এবং তদন্য ক্রিয়াপদ স্থলেও এইরূপে অর্থের উপলব্ধি করিতে হইবে।

৩ রচনা। ৪ ভঙ্গী। ৫ উভয়ের অর্দ্ধোদাহরণ।

"ক্রিয়তে চেৎ সাধু বিভক্তিচিন্তা
ব্যক্তিস্তদা সা প্রথমাভিধেয়া।" (নৈষধ ৩।২৩)

বিভক্তৃ (ত্রি) বি-ভজ-তৃচ্। বিভাগকারী।
"শাক্ষে শাক্ষে বি বভাজা বিভক্তা" (ঋক্ ৭।১৮।২৪)

বিভগ্ন (ত্রি) ১ বিভিন্ন। ২ খণ্ড খণ্ড হওয়া।

বিভঙ্গ (পুং) ১ বিন্যাস। ২ ভাঙ্গিয়া যাওয়া। ৩ বিভাগ। ৪ থামা, বাধা। ৫ ভ্রূভঙ্গী। ৬ মুখভাব।

বিভঙ্গিন্ (ত্রি) তরঙ্গায়িত, ঢেউ খেলান।

বিভজ (ক্লী) কালপরিমাণভেদ।

বিভজনীয় (ত্রি) ১ বিভাজ্য। বিভাগযোগ্য। ২ ভজনার্হ।

বিভজ্য (ত্রি) ১ বিভাগযোগ্য। ২ ভজনার্হ।

বিভজ্যবাদিন্ (ত্রি) বৌদ্ধসম্প্রদায়ভেদ।

বিভঞ্জনু (ত্রি) ১ ভঙ্গপ্রাণ। ২ ভঞ্জনশীল।

বিভণ্ডক, ঋষিভেদ। [বিভাণ্ডক দেখ।]

বিভয় (ক্লী) ১ নির্ভয়। ২ বিশেষরূপ ভয়।

বিভরট্ট, রাজভেদ। (তারনাথ) বিভরত পাঠান্তর।

বিভব (পুং) ১ ধন। (মনু ৪।৩৪) ২ মোক্ষ। ৩ ঐশ্বর্য্য। (ভাগবত ৭।৮।৩৫)

৪ প্রভবাদি ষষ্টিসংবৎসরান্তর্গত ৩৬শ বর্ষ। এই বর্ষে সুভিক্ষ, ক্ষেম, আরোগ্য, সকলে ব্যাধিমুক্ত, মানবগণ প্রশান্ত, বসুন্ধরা বহুশস্যশালী, এবং সকলে হৃষ্ট ও তুষ্ট হয়।

"সুভিক্ষং ক্ষেমমারোগ্যং সর্ব্বে ব্যাধিবিবর্জ্জিতাঃ।
প্রশান্তা মানবাস্তত্র বহুশস্যা বসুন্ধরা।
হৃষ্টা তুষ্টা জনাঃ সর্ব্বে বিভবে চ বরাননে॥"
(জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত ভবিষ্যপু°)

৫ দ্রব্য, বিষয়। ৬ ঔদার্য্য। ৭ সংসার হইতে বিমুক্তি।

৮ সহ্যাদ্রিবর্ণিত বাক্‌পতিরাজের পুত্র, পরে ইনিও রাজা হন।

বিভবমদ (পুং) ধনমদ, ধনের অহঙ্কার।

বিভববৎ (ত্রি) ঐশ্বর্য্যশালী।

বিভস্মন্ (ত্রি) ভস্মহীন। "পুরোডাশ বিভস্মন্"।
(কাত্যায়নশ্রৌ° ভাষ্য)

বিভা (ত্রি) ১ কিরণ। ২ প্রকাশক।
"যদুষ ঔচ্ছঃ প্রথমা বিভানাম্" (ঋক্ ১০।৫৫।৪)
'বিভানাং বিভাসকানাং গ্রহনক্ষত্রাদীনাম্' (সায়ণ)
(স্ত্রী) বি-ভা-ক্বিপ্। ৩ আলোক। ৪ প্রকাশ। ৫ শোভা।
"কমলেব মতির্মতিরিব কমলা তনুরিব বিভা বিভেব তনুঃ।"
(সাহিত্যদ° ১০।৬৬৭)

বিভাকর (পুং) বি-ভা-কৃ-ট (দিবা বিভা নিশেতি। পা ৩।২।২১) ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ। ৩ চিত্রকবৃক্ষ। ৪ অগ্নি। ৫ রাজা। (ত্রি) ৬ প্রকাশশীল।

বিভাকর আচার্য্য, প্রশ্নকৌমুদী নাম্নী জ্যোতির্গ্রন্থ-রচয়িতা।

বিভাকর বর্ম্মণ, একজন প্রাচীন কবি।

বিভাকর শর্ম্মন্, একজন প্রাচীন কবি।

বিভাগ (পুং) বি-ভজ-ঘঞ্। ১ ভাগ, অংশ। ২ দায় বা পৈতৃক সম্পত্তির অংশ, বিশেষরূপে ভাগ বা স্বত্বজ্ঞাপনকে বিভাগ বলে।

"একদেশোপাত্তস্যৈব ভূহিরণ্যাদাবুৎপন্নস্য স্বত্বস্য বিনিগমা-প্রমাণাভাবেন বৈশেষিকব্যবহারানর্হতয়া অব্যবস্থিতস্য গুটিকা-পাতাদিনা ব্যঞ্জনং বিভাগঃ। বিশেষেণ ভজনং স্বত্বজ্ঞাপনং বা বিভাগঃ।" (দায়ভাগ)

ভূহিরণ্যাদিতে অর্থাৎ ভূমি ও হিরণ্য (সুবর্ণ) প্রভৃতি স্থাবরা-স্থাবর সম্পত্তিতে উৎপন্ন স্বত্বের কোন এক পক্ষের পাওনা বিষয়ে বিনিগমনা প্রমাণাভাবে অর্থাৎ একতরপক্ষপাতি-প্রমাণের অভাবে বৈশেষিক নিয়মে ঐ সম্পত্তি বিভাগের অনুপযুক্ত

হওয়ায় এবং এতৎসম্বন্ধে এতদ্ব্যতীত (বৈশেষিকমত ভিন্ন) অন্য কোনরূপ স্বব্যবস্থাদি না থাকায়, গুটিকাপাতাদি দ্বারা যে ঐ স্বত্ব নিরূপণ করা হয়, তাহারই নাম বিভাগ। অভিজ্ঞতার সহিত বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক স্বত্বাদির অংশ নিরূপণকে অথবা যাহাতে বিশেষরূপে স্বত্বাদি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে বিভাগ বলে।

নারদ বলেন,—কোন সম্পত্তি হইতে পূর্ব্বস্বামীর স্বত্ব উপরত হইলে অর্থাৎ কাহার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে তদীয় অতিদূরবর্ত্তী উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে শাস্ত্র বা প্রমাণানুসারে নৈকট্য সম্বন্ধ নির্ণয়ে অসমর্থ হইলে, দেশপ্রথানুযায়ী নিয়মে গুটিকাপাতাদি দ্বারা যে, ঐ সকল সম্পত্তির স্বত্ব নির্ণয় করা হয়, তাহার নাম বিভাগ।

"পূর্ব্বস্বামিস্বত্বোপরমে সম্বন্ধাবিশেষাৎ সম্বন্ধিনাং সর্ব্বধন-প্রসৃতস্য স্বত্বস্য গুটিকাপাতাদিনা প্রাদেশিকস্বত্বব্যবস্থাপনং বিভাগঃ।" (নারদবচন)

ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ সমূহে সম্পত্তিবিভাগ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়—

পিতার নিজ অর্জ্জিত ধনে যখন তাঁহার ইচ্ছা হয়, তখনই বিভাগ চলিতে পারে। কিন্তু পিতামহধনে মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে পিতার যখন ইচ্ছা হয়, তখনই বিভাগকাল।

মাতাপদে এখানে বিমাতাকেও বুঝাইবে; কেন না বিমাতার গর্ভেও পিতার অন্য পুত্র জন্মিতে পারে। বস্তুতঃ মাতা ও বিমাতার রজোনিবৃত্তির পর কিংবা তাঁহাদের রজোনিবৃত্তির পূর্ব্বে পিতার রতিশক্তি নিবৃত্তি হইলে যদি পিতার ইচ্ছা হয়, তবে তদিচ্ছাকালই বিভাগকাল। পিতৃকর্ত্তৃক বিভক্ত ব্যক্তিরা বিভাগের পর উৎপন্ন ভ্রাতাকে ভাগ দিবে।

পিতার স্বোপার্জ্জিত ধনের বিভাগ তাহার ইচ্ছানুসারে হইবে। স্বোপার্জ্জিত ধন পিতা যত ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারেন,—অর্দ্ধেক, দুই ভাগ, কিংবা তিন ভাগ, সে সকলই শাস্ত্রসম্মত; কিন্তু পৈতামহ ধনসম্বন্ধে এমত নয়। সোপার্জ্জিত ধন হইতে পিতা কোন পুত্রকে গুণী বলিয়া সম্মানার্থ অথবা অযোগ্য বলিয়া কৃপাতে কিংবা ভক্ত বলিয়া ভক্তবৎসলতাহেতু অধিক দানেচ্ছু হইয়া ন্যূনাধিক বিভাগ করিলে তাহা ধর্ম্মসঙ্গত হইবে। কিন্তু ঐরূপ ভক্তত্বাদির কোন কারণ না থাকিলে পিতা স্বোপার্জ্জিত ধনের ন্যূনাধিক বিভাগ করিলে তাহা ধর্ম্মসঙ্গত হইবে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে ন্যূনাধিক বিভাগ করা শাস্ত্রসম্মত। অত্যন্ত ব্যাধি ও ক্রোধাদি জন্য আকুলচিত্ততায় কিংবা কামাদি বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তচিত্তহেতু পিতা যদি এক পুত্রকে অধিক কিংবা অল্প ভাগ দেন, অথবা কিছু না দেন, তবে সে বিভাগ সিদ্ধ হয় না।

পিতা যদি পুত্রের ভক্তিহেতু ন্যূনাধিক ভাগ দেন, তবে সে বিভাগ ধর্ম্মসঙ্গত এবং শাস্ত্রসিদ্ধ। পিতা যদি রোগাদিতে আকুল-চিত্ত হইয়া ন্যূনাধিক বিভাগ করেন অথবা কোন পুত্রকে একেবারেই ভাগ না দেন, তবে সে বিভাগ অসিদ্ধ। কিন্তু যদি ভক্তত্বাদি কারণ বিনা ও ব্যাধ্যাদিজন্য অস্থিরচিত্ততা বিনা কেবল নিজ ইচ্ছায় ন্যূনাধিক বিভাগ দেন, তবে তাহা ধর্ম্মসম্মত নয়, কিন্তু সিদ্ধ। যদি পুত্রেরা একসময়ে বিভাগ প্রার্থনা করে, তবে ভক্তত্বাদি কারণে পিতা অসমান ভাগ করিবেন না।

পুত্র সকলকে সমান অংশ দিলে পুত্রহীনা পত্নীদিগকেও সমান ভাগ দিতে হইবে। ভর্ত্তা প্রভৃতি স্ত্রীধন না দিয়া থাকিলে (স্ত্রীদিগকে) সমান অংশ দেওয়া উচিত। যাহাদিগকে স্ত্রীধন দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের সমান ধন অপুত্রা পত্নীদিগকে পিতা দিবেন। তাদৃশ স্ত্রীধন না থাকিলে তাহাদিগকে পুত্রসমভাগ দেওয়া কর্ত্তব্য। পরন্তু পুত্রদিগকে ন্যূন দিয়া স্বয়ং অধিক লইলে (পুত্রহীনা) পত্নীকে নিজ অংশ হইতে সমভাগ দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি স্ত্রীধন দেওয়া হইয়া থাকে, তবে তাহার অর্দ্ধেক দিলেই চলিবে।

ভার্য্যা মাতার লব্ধ অংশ যদি ভোগদ্বারা ক্ষয় পায়, তবে স্ত্রীপত্যাদি হইতে পুনর্ব্বার জীবিকা পাইতে পারেন, যেহেতু তাঁহারা অবশ্য পোষ্য।

তবে যদি উহাদিগের ভোগাবশিষ্ট থাকে, পরন্ত পতির ধন ভোগে ক্ষয় পায়, তবে যেমত পুত্রাদির নিকট হইতে লইতে পারেন, সেইরূপ পতি ভার্য্যাদির নিকট হইতেও পুনর্গ্রহণ করিতে পারেন, যেহেতু উভয়েই এক কারণ বিদ্যমান।

পত্নী বিভাগপ্রাপ্ত ধন ন্যায্য কারণ বিনা দান বা বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারেন না। ঐ ধন যাবজ্জীবন ক্ষান্তা হইয়া ভোগ করিবেন, তাহার পর পূর্ব্বস্বামীর উত্তরাধিকারীরা ভোগাবশিষ্ট ধন পাইবে।

যে ধন আদৌ পিতৃকর্ত্তৃক উপার্জ্জিত হয়, তাহাই তাঁহার প্রকৃত স্বোপার্জ্জিত। পিতামহের যে ধন হৃত হইলে পর পিতা শ্রমাদি করিয়া পুনরুদ্ধার করেন, তাহা তিনি স্বোপার্জ্জিতবৎ ব্যবহার করিতে পারেন। পূর্ব্বহৃত ভূমি একজন শ্রমে উদ্ধার করিলে, তাহাকে চারি অংশের একাংশ দিয়া অন্যে স্ব স্ব ভাগ লইবে। পৈতামহস্থাবর সম্পত্তি থাকিলে অস্থাবর পৈতামহ ধনে স্বোপার্জ্জিতের ন্যায় পিতাই প্রভু, তিনিই ন্যূনাধিক বিভাগ করিতে পারেন।

পিতা নিজ পিতা হইতে সম্বন্ধজন্য যে ভূমি, নিবন্ধ ও দ্রব্য প্রাপ্ত হন, তাহা ব্যবহারে পৈতামহ ধন মধ্যে গণ্য। যেহেতু

তাহাতে স্বোপার্জ্জিতের মত পিতার প্রভুত্ব নাই। যে ধন ক্রমাগত পৈতামহ ধনের ন্যায় ব্যবহার্য্য।

মাতামহাদির মরণে যে ধন অর্শে, তাহা স্বোপার্জ্জিতের ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পিতামহের ধন পিতা বিভাগ করিলে, নিজে দুই অংশ লইয়া পুত্রদিগকে এক এক অংশ দিবেন। ক্রমাগত ধন হইতে পিতা দুই ভাগ গ্রহণ করিবেন। তদধিক ইচ্ছা করিলেও লইতে পারিবেন না। পূর্ব্বোক্ত গুণবত্ত্বাদি কারণে ও ভূমিনিবন্ধ বা দ্বিপদ রূপ পৈতামহ ধনের ন্যূনাধিক বিভাগ দিতে পিতার ক্ষমতা নাই।

পিতা পুত্রকে যেমন তদ্‌যোগ্যাংশ দিবেন, তেমনি পিতৃহীন পৌত্রকে এবং পিতৃপিতামহহীন প্রপৌত্রকে তত্তৎ পিতৃপিতামহ যোগ্যাংশ দিবেন।

পুত্রার্জ্জিত ধনেও পিতার দুই ভাগ। পিতৃদ্রব্যের উপঘাতে পুত্রের উপার্জ্জিত ধনে পিতার অর্দ্ধেক, তদর্জ্জক পুত্রের দুই অংশ এবং আর আর পুত্রের এক এক অংশ। পিতৃদ্রব্যের উপঘাত বিনা অর্জ্জিত ধনে পিতার দুই অংশ, অর্জ্জকপুত্রেরও তৎসমান, আর আর পুত্রের অংশ নাই। অথবা বিদ্যাদিগুণযুক্ত পিতা অর্দ্ধেক লইবেন। বিদ্যাবিহীন পিতা কেবল জনকতা হেতুই দুই অংশ পাইবেন।

যদি কোন পুত্র নিজ শ্রমে ভ্রাতার ধনের উপঘাতে উপার্জ্জন করে, তবে তাহাতে পিতার দুই অংশ প্রাপ্য, এবং ঐ পুত্রদ্বয়ের এক এক অংশ। যদি কেহ ভ্রাতার ধনে এবং নিজ শ্রমে ও ধনে উপার্জ্জন করে, তবে তদর্জ্জকের দুই অংশ প্রাপ্য, পিতার দুই অংশ এবং ধনদাতার একাংশ। উভয়াবস্থাতেই আর আর ভ্রাতার অংশ নাই।

যে পৌত্রের পিতা জীবিত তদর্জ্জিত ধন পিতামহ লইবেন না, কিন্তু পিতাই লইবেন।

পিতামহধনের উপঘাতে অর্জ্জিত হইলে (উপঘাতিত) শাস্ত্রানুসারে পিতামহ একাংশ লইবেন। মাতামহের ধনোপঘাতে দৌহিত্র উপার্জ্জন করিলে উপঘাতিত ধনানুসারে মাতামহ অংশ লইবেন, মাতুলাদি অংশ পাইবেন না। যদি মাতামহ ধনের উপঘাত বিনা দৌহিত্র উপার্জ্জন করে,তবে মাতামহ তাহার অংশ পাইবেন না।

মরণপাতিত্ব বা উপরতস্পৃহাদ্বারা কিম্বা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগে পিতার স্বত্ব ধ্বংস হইলে অথবা স্বত্ব থাকিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইলে (পিতৃধন) বিভাগে পুত্রদের অধিকার জন্মে, অতএব তদবধি ভ্রাতৃবিভাগকাল। তথাপি মাতা বিদ্যমানে বিভাগ ধর্ম্ম্য নয় অর্থাৎ ধর্ম্মতঃ সিদ্ধ নয়, কিন্তু ব্যবহারে সিদ্ধ। পিতামাতা বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রদের একত্র থাকাই উচিত। পিতামাতার অবিদ্যমানে পৃথক্ হইলে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। (ব্যাস) পিতামাতার ঊর্দ্ধ গমন হইলে, পুত্রেরা জুটিয়া পৈতৃক ধন ভাগ করিয়া লইবে, যেহেতু তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রেরা প্রভু নয়। (মনু) তথাপি—মাতার অনুমতিতে বিভাগ করিলে ধর্ম্ম্য। ভগিনীদের বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হইবে।

'পিতা কর্ম্মাক্ষম হইলে পুত্রেরা বিভাগ করিতে স্বাধীন হয়, কেননা হারীত কহেন —'পিতা জীবিত থাকিতে ধনগ্রহণ ও ব্যয় এবং বন্ধকবিষয়ে পুত্রেরা স্বাধীন নয়, কিন্তু পিতা জরাগ্রস্ত বা প্রবাসস্থ অথবা পীড়িত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষয় চিন্তা করিবেন।' শঙ্খলিখিত সুব্যক্ত রূপে কহিয়াছেন—'পিতা অশক্ত হইলে জ্যেষ্ঠ (পুত্র) বিষয়কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, অথবা কার্য্যজ্ঞ অনন্তর ভ্রাতা তদনুমতিতে তৎকার্য্য করিবেন, কিন্তু পিতা বৃদ্ধ, বিপরীতচিত্ত, অথবা দীর্ঘ রোগী হইলেও তাঁহার ইচ্ছা না হইলে বিভাগ হয় না। জ্যেষ্ঠই পিতার ন্যায় আর আর ভ্রাতার বিষয় রক্ষা করুন, (কেননা) পরিবারের পালন ধনমূলক, পিতা থাকিতে তাহারা স্বাধীন নয়, মাতা থাকিতেও নয়।' এই বচনে পিতা কর্ম্মাক্ষম অথবা দীর্ঘরোগী হইলেও বিভাগ নিষিদ্ধ। জ্যেষ্ঠ পুত্রই বিষয় দেখিবেন, অথবা তৎকনিষ্ঠ কার্য্যজ্ঞ হইলে তিনিই তাহা করিবেন। অতএব 'পিতার ইচ্ছা না হইলে বিভাগ হইবে না' ইহা কথিত হওয়াতে পিতা কর্ম্মাক্ষম হইলে যে ধন বিভাগ হইবে, ইহা ভ্রান্তিবশতঃ লিখিত হইয়াছে।

সবর্ণ ভ্রাতাদের বিভাগ উদ্ধারপূর্ব্বক বা সমান এই দুই প্রকার কথিত হইয়াছে।

মনুর মতে, "বিংশোদ্ধার এবং সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা জ্যেষ্ঠের, তাহার অর্দ্ধেক মধ্যমের, এবং তৃতীয়াংশ অর্থাৎ অশীতি ভাগের এক ভাগ কনিষ্ঠের। জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ যথাকথিতরূপে লইবে। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভিন্ন অপর ভ্রাতারা, মধ্যমরূপ উদ্ধার পাইবেন। সকল রূপ ধনের শ্রেষ্ঠ যাহা এবং উৎকৃষ্ট যে সকল দ্রব্য তাহা ও গবাদি পশুর দশের মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ তাহা জ্যেষ্ঠ লইবেন। যে ভ্রাতারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে পারগ তাহাদের মধ্যে দশ বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠোদ্ধার নাই, কেবল মানবর্দ্ধনার্থ জ্যেষ্ঠকে কিঞ্চিৎ দিতে হইবে। যদি উদ্ধার উদ্ধৃত না হয়,তবে এইরূপে তাহাদের অংশ কল্পনা হইবে। জ্যেষ্ঠ পুত্র দুই ভাগ ও তৎপরজ দেড় ভাগ লইবে, কনিষ্ঠেরা প্রত্যেকে এক ভাগ লইবে, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। জ্যেষ্ঠা-স্ত্রীর গর্ভে কনিষ্ঠ পুত্র জন্মিলে এবং কনিষ্ঠার গর্ভে জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলে সে স্থলে কি প্রকার বিভাগ হইবে এমত সংশয় যদি হয়,—ঐ জ্যেষ্ঠ এক বৃষভ উদ্ধার করিয়া লইবে, স্ব স্ব মাতৃক্রমে

তাহা হইতে ন্যূন ভ্রাতারা অপর অশ্রেষ্ঠ যে বৃষ তাহা লইবে। জ্যেষ্ঠস্ত্রীর গর্ভজ জ্যেষ্ঠপুত্র এক বৃষভ ও পঞ্চদশ গবী লইবে, অনন্তর অবশিষ্ট পুত্রেরা স্ব স্ব মাতৃক্রমে লইবে।

মনু ও বৃহস্পতি বলেন—দ্বিজাতিদের যে সকল পুত্র সবর্ণার গর্ভজাত তন্মধ্যে আর আর ভ্রাতারা জ্যেষ্ঠকে উদ্ধার দিয়া সমান ভাগ লইবে।

বৃহস্পতির মতে,—'দায়াদদিগের মধ্যে দুই প্রকার বিভাগ কথিত হইয়াছে। এক বয়োজ্যেষ্ঠক্রমে অন্য সমঅংশ কল্পনা। জন্ম, বিদ্যা ও গুণে যে জ্যেষ্ঠ সে দায়রূপ ধনের দুই অংশ পাইবে। আর আর ভ্রাতারা সমান ভাগী। জ্যেষ্ঠ তাহাদের পিতৃতুল্য।'

বশিষ্ঠ বলেন যে, 'ভ্রাতৃগণের মধ্যে দায়ের দুই অংশ এবং গোরু ও অশ্বের দশকের মধ্যে এক জ্যেষ্ঠ লইবেন। ছাগল ভেড়া ও এক গৃহ কনিষ্ঠের এবং কৃষ্ণলোহ ও গৃহের উপকরণ বা দ্রব্যাদি মধ্যমের।' বিষ্ণুর মতে,—'সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজ পুত্রেরা সমান ভাগ লইবে, কিন্তু জ্যেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ দ্রব্য উদ্ধার করিয়া দিবে।'

হারীতের মতে, 'গোসমূহ ভাগ করিতে হইলে জ্যেষ্ঠকে এক বৃষভ দিবে, অথবা শ্রেষ্ঠ ধন দিবে এবং তাহাকে বিগ্রহ ও পিতৃগৃহ দিয়া অন্য ভ্রাতারা বাহির হইয়া গৃহনির্ম্মাণ করিবে। এক গৃহ থাকিলে তাহার উত্তমাংশ জ্যেষ্ঠকে দিবে, আর আর ভ্রাতারা পর পর (উত্তম অংশ) লইবে।'

আপস্তম্ব বলিয়াছেন, 'দেশবিশেষে সুবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ গরু, ও ভূমির কৃষ্ণ শস্য এবং পিতার পাত্র সকলও জ্যেষ্ঠের।'

শঙ্খলিখিত মতে, 'জ্যেষ্ঠকে এক বৃষভ, এবং কনিষ্ঠকে পিতার অবস্থান ভিন্ন অন্য গৃহ দেওয়া যাইতে পারে।'

গোতম ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, '(দায়ের) বিংশতি ভাগ, এক জোড়া (গোরু) উভয় চোয়ালে দন্ত আছে এমত পশুযুক্ত রথ ও গুর্বিণী করিবার নিমিত্ত বৃষ জ্যেষ্ঠের; এবং কাণা, বুড়া, শিঙ্গভাঙ্গা ও বৈঁড়িয়া পশু মধ্যমের। যদি এরূপ পশু অনেক থাকে, ভেড়ি, ধান্য, লৌহ, গৃহ, গাড়ি, জোঁয়ালি ও প্রত্যেক চতুষ্পদের এক এক কনিষ্ঠের; অবশিষ্ট সমস্ত ধন সমভাগ হইবে। (সবর্ণাকনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভজ) জ্যেষ্ঠপুত্র একটি বৃষভ অধিক পাইবে, (সবর্ণা) জ্যেষ্ঠাস্ত্রীর গর্ভজ পুত্র এক বৃষ ও পঞ্চদশ গবী পাইবে এবং কনিষ্ঠার গর্ভজ পুত্র যে উদ্ধার পাইবে জ্যেষ্ঠার গর্ভজ কনিষ্ঠ পুত্রও তাহাই পাইবে। জ্যেষ্ঠ ইচ্ছানুসারে প্রথমে এক দ্রব্য লইবে এবং পশুর মধ্যে দশটি লইবে।'

"সকলকে অবিশেষে সমান ভাগ দত্ত হউক, অথবা জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দ্রব্য উদ্ধার করিয়া লউক, জ্যেষ্ঠ দশ ভাগের ভাগ উদ্ধার করিয়া লউক, অন্যে সমান ভাগ পাউক" এই শ্রুতি বৌধায়ন বচনে জ্যেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ দ্রব্য ও গবাদি এক জাতীয় পশুর মধ্যে দশ দশ হইতে এক দেওয়া কথিত হইয়াছে।

বৌধায়ন মতে,—'পিতা অবর্ত্তমানে, চারি বর্ণের ক্রমানুসারে গো, অশ্ব, ছাগ ও ভেড়া জ্যেষ্ঠাংশ হইবে।'

নারদ বলেন, 'জ্যেষ্ঠকে অধিক ভাগ দাতব্য, কনিষ্ঠের ন্যূনাংশ কথিত হইয়াছে। আর আর ভ্রাতারা সমাংশভাগী, অবিবাহিতা ভগিনীও ঐরূপ।'

দেবল বলেন, 'সমান গুণযুক্ত ভ্রাতাদের মধ্যম ভাগ প্রাপ্য আদিষ্ট হইয়াছে, এবং জ্যেষ্ঠ ন্যায়কারী হইলে তাহাকে দশম ভাগ দেওয়াইবেন।'

এরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তারা যে বিভিন্নরূপ উদ্ধার বিধান করিয়াছেন, তৎসমন্বয় দুষ্কর। যাহা হউক অবস্থাবিশেষে ঐ সকলের একরূপ উদ্ধার দানই তাৎপর্য্য বোধ হইতেছে। পরন্তু ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে ভ্রাতারা গুণান্বিত তাহারাই উদ্ধারার্হ। বৃহস্পতি তাহা সুব্যক্তরূপে কহিয়াছেন যথা—"কথিত বিধানমতে সকল পুত্রই পিতৃধনহারী। পরন্তু তাহাদের মধ্যে যে বিদ্যাবান্ ও ধর্ম্মকর্ম্মশালী সে অধিক পাইতে অধিকারী। বিদ্যা, বিজ্ঞান, শৌর্য্য, জ্ঞান, দান, ও সৎক্রিয়া এই সকল বিষয়ে যাহার কীর্ত্তি ইহলোকে প্রতিষ্ঠিত, সেই পুত্রেতেই পিতৃলোক পুত্রবন্ত হয়েন।" এবং নির্গুণ দুষ্কর্ম্মশালী ভ্রাতারা কেবল বিংশোদ্ধার পাইতে অযোগ্য এমত নহে, কিন্তু দায়াধিকারীও নয়, যথা নিম্নলিখিত বিবাদভঙ্গার্ণবের পংক্তি কতিপয়ে প্রকাশ 'যে জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠের আচরণ করেন, পিতাও তিনি মাতাও তিনি। জ্যেষ্ঠের আচরণ করেন না যে জ্যেষ্ঠ, তিনি বন্ধুর ন্যায় মান্য। আবার নির্গুণ জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন বিংশোদ্ধারাদিরূপ অধিক ভাগপ্রাপ্তি নিষিদ্ধ উক্ত হইয়াছে, তদনন্তর কুকর্ম্মকারী ভ্রাতামাত্রেই বিষয় পাইতে যোগ্য নয়—এই বচনে গর্হিত কর্ম্মকারী জ্যেষ্ঠাদি সকল ভ্রাতাই বিষয়ে অনধিকারী এবং উদ্ধারপ্রাপ্তির নিমিত্ত জ্যেষ্ঠত্ব ও গুণবত্ব দুই আবশ্যক উক্ত হইয়াছে।'

অধুনা প্রকৃত প্রস্তাবে উদ্ধার দান রহিতই হইয়াছে। পরন্তু উদ্ধারার্হ ভ্রাতা থাকিলেও ভ্রাতারা উদ্ধার না দিলে তিনি অভিযোগাদিদ্বারা তাহা লইতে পারেন না।

বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তা বলিয়াছেন—ইদানীং অস্মদ্দেশে বিংশোদ্ধারাদি ব্যবহার প্রায় নাই, কেবল কিঞ্চিৎ দ্রব্য জ্যেষ্ঠের মান রক্ষার্থ দেওয়া যায়।' যদ্যপি জ্যেষ্ঠ পুত্ররক্ষণাবস্থারাদি পিতার মহোপকার করণহেতু আর আর ভ্রাতা হইতে কিছু অধিক পাইতে অধিকারী, তথাপি তদ্দান কনিষ্ঠের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কেননা কোন ঋষি এমত কহেন নাই যে কনিষ্ঠেরা তাহা না দিলে জ্যেষ্ঠ অভিযোগাদিদ্বারা তাহা লইতে পারিবেন।

'বহির্ব্বর্ণের চরিত্রানুসারে এবং যমকের অগ্রজন্মানুসারে জ্যেষ্ঠতা নিশ্চয় নহে।'—গৌতম। বহির্ব্বর্ণের অর্থাৎ শূদ্রের। বহুবচন হেতু শূদ্রধর্ম্মগ্রাহি সঙ্করেরও সচ্চরিত্রে অর্থাৎ সুশীলতায় জ্যেষ্ঠতা হয়। অতএব তাহারা জন্মদ্বারা জ্যেষ্ঠ বলিয়া উদ্ধারার্হ হয় না। তথাপি বাচস্পতি কহিয়াছেন—'শূদ্রেরা জন্ম জন্য জ্যেষ্ঠাংশভাগী হয় না।' মনু কহেন, 'শূদ্রের সজাতীয়া ভার্য্যাই বৈধ, তাহার গর্ভে একশত পুত্র জন্মিলেও তাহারা সমান ভাগ পাইবে।' এস্থলে সমান অংশ বলাতে জ্যেষ্ঠত্ব প্রযুক্ত উদ্ধার প্রাপ্য নয় ইহা দেখান হইয়াছে। যদি বলা যায়, তাহাদের মধ্যে বিদ্বান্‌ ও কর্ম্মশালী যে সে অধিক পাইতে পারে, এই বৃহস্পত্যুক্ত উদ্ধার সাধারণ বিষয়ক হওয়াতে শূদ্রও গুণশালী হইলে কেন উদ্ধারার্হ হয়, তেমন গুণ শূদ্রের হওয়া সম্ভব নয়। অতএব—শূদ্রের কখনই উদ্ধার প্রাপ্য নয়।"

কলি ভিন্ন অন্য যুগে মাতৃগত বর্ণজ্যেষ্ঠানুসারে (বিভিন্ন বর্ণ-মাতৃজ) ভ্রাতাদের মধ্যে অসমান বিভাগ হইত। কিন্তু কলিতে অসবর্ণা স্ত্রীকে বিবাহ নিষেধে তৎপ্রসূতের দায়াধিকার লোপ হওয়াতে অধুনা সে বিষম বিভাগ হয় না।

"যদি এক ব্যক্তির সজাতীয় (প্রত্যেক পত্নীর গর্ভে) সমান সংখ্যক বহু পুত্র হয়, তবে ঐ বৈমাত্র ভ্রাতাদের বিভাগ ধর্ম্মতঃ মাতৃসংখ্যানুসারে কর্ত্তব্য"ইহাই বৃহস্পতির মত। এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন পত্নীর গর্ভে জাতি ও সংখ্যায় সমান যে সকল তনয় জন্মে তাহাদের মাতৃসংখ্যানুসারেই ভাগ করা প্রশস্ত" এইরূপে ব্যাসের অভিপ্রায়। এই বচনদ্বয়ানুসারে বিভাগ করিলেও বিষম বিভাগ ঘটে না, যেহেতু প্রত্যেক সবর্ণা মাতার গর্ভজ পুত্রের সংখ্যা সমান হইলে তবে তদ্বিভাগ কর্ত্তব্য উক্ত হইয়াছে, পরে এক মাতৃজ পুত্রেরা পরস্পর বিভাগ করিলে চরমে সমবিভাগই হয়। পুত্রদের বিষম সংখ্যা হইলেও যদি তাদৃশ বিভাগ করণা-দেশ থাকিত, তবে বিষম বিভাগের আশঙ্কা ছিল বটে, কিন্তু সে আশঙ্কা স্বয়ং বৃহস্পতিই দূর করিয়াছেন, যথা—"সবর্ণাস্ত্রীগণের গর্ভজ পুত্রেরা (পরস্পর) অসমান সংখ্যক থাকিলে পুরুষগত অর্থাৎ পুত্র সংখ্যানুসারে ভাগ হইবে।"

"মাতাদিগের সমসংখ্যক পুত্র থাকাস্থলে বহুতর ভাগ-করণে প্রয়াস বাহুল্য হয়, অতএব প্রয়াস লাঘব নিমিত্ত মাতৃ-দ্বারা পুত্রদের ভাগ করণোপদেশ আছে। এরূপস্থলে পুনর্ব্বিভাগ করণে সকলেরই সমান অংশ হয়। বিভাগ করণ প্রয়াস লাঘব নিমিত্তই বৃহস্পতি এইরূপ কহিয়াছেন, ফলতঃ বিশেষ নাই।" বিবাদভঙ্গার্ণবকর্ত্তার এই উক্তি যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। অতএব অধুনা ভ্রাতাদের ভাগ সমান।

পিতার উল্লেকপূর্ব্বক হারীত কহিতেছেন,—"(পিতার) মরণে ঋক্থ বিভাগ সমানরূপে হইবে।" উশনা কহেন—"সবর্ণা-স্ত্রীদের পুত্রগণের মধ্যে সমান বিভাগ হয়।"

ঔরস ও দত্তক পুত্রদের মধ্যে বিভাগস্থলে ঔরসের দুই অংশ (সবর্ণ) দত্তকদের একাংশ। পিতৃহীন পৌত্র ও পিতৃপিতামহ-হীন প্রপৌত্র ক্রমে স্ব স্ব পিতার ও পিতামহের যোগ্য অংশ-ভাগী। স্ব স্ব সংখ্যানুসারে নয়।

বিভাগের পূর্ব্বে পুত্র মরিলে তাহার পুত্র যদি পিতামহ হইতে জীবনোপযুক্ত বিষয় না পাইয়া থাকে, তবে সে ধনভাগী হইবে। পিতৃব্য অথবা তৎপুত্র হইতে নিজ পিতার অংশ লইবে। ঐ (পরিমিত) অংশ ন্যায়তঃ সকল ভ্রাতারই হইবে। তাহার পুত্রও অংশ পাইবে। তৎপরে (অর্থাৎ ধনির প্রপৌত্রের পরে অধিকার নিবৃত্তি হইবে। (কাত্যায়ন) যদি মৃতব্যক্তির অনেক পুত্র থাকে, তবে এক পিতৃযোগ্যাংশ তাহাদিগকে বিভাগ করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ ধনির পৌত্রের স্বত্ব ধ্বংস হইলে তদংশমাত্রে প্রপৌত্রদের অধিকার। তথাচ—যদি পিতামহ হইতে প্রাপ্ত বিভাগ পৌত্রের থাকে, ও তৎপিতৃব্যেরা পিতার সহিত সংসৃষ্ট থাকে, তবে ইহারা পুনর্ব্বিভাগ করিলে পৌত্রেরা অংশ পাইবে না। পরন্তু পিতামহসম্পর্কীয় যে ধন তাহার বিভাগ পৌত্রেরা পাইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন পুত্রের পুত্রদের ভাগকল্পনা পিত্রানুসারে হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্য)

যে ব্যক্তি নিজ যোগ্যতার ভরসায় পিতৃপিতামহাদিধনের অংশে স্পৃহা রাখে না, তাহাকে কিঞ্চিৎ তণ্ডুল মুষ্টিও দিয়া পৃথক্‌ করিয়া দিতে হইবে।

অধিকারী ভ্রাতাদের মধ্যে কেহ প্রপৌত্র পর্য্যন্ত না রাখিয়া মরিলে তাহার অন্য যে কেহ উত্তরাধিকারী থাকে, সেও বিভাগে তদ্যোগ্যাংশভাগী।

সাধারণের উপঘাতে অর্জ্জিত ধনে অর্জ্জকের দুই ভাগ, অন্যের একভাগ।

সাধারণ ধনের উপঘাত হইলে যাহার যদংশ বা যৎপরিমিত ধনের (তাহা অল্প বা অধিক হউক) উপঘাত হয়, তদনুসারে তাহার ভাগকল্পনা কর্ত্তব্য।

অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে কাহারো শ্রমে সাধারণ ধন বৃদ্ধি হইলে, তাহাতে তাহার দুই অংশ প্রাপ্য নয়। দায়াদগণের মিশ্রিত ধনে ও শ্রমে কোন বিষয় উপার্জ্জিত হইলে, যদি তত্তদ্দত্ত ধনের ও শ্রমের পরিমাণ জানা যায় তবে তাহারা তদনুসারে ভাগ পাইবে, নতুবা সমভাগী হইবে।

এক ভ্রাতার ধনোপঘাতে অন্য ভ্রাতার পরিশ্রমে ধন উপা-র্জ্জিত হইলে তদুভয়ে সমভাগী হয়; কিন্তু একের ধনে অপরের ধনে ও শ্রমে উপার্জ্জিত হইলে ধনমাত্র দাতার এক অংশ,

অপরের দুই অংশ—উভয় অবস্থাতেই অন্য ভ্রাতাদের অংশ নাই।

সমুদয় দায়াদের ইচ্ছা হইলেই যে বিভাগ হইবে এমত নহে, কিন্তু একজনের ইচ্ছাতেও বিভাগ হইতে পারে। কিন্তু জননী কি পিতামহীর ইচ্ছাতে বিভাগ হইবে না।

যদি মাতা বিদ্যমানে পুত্রেরা বিভাগ করে, তবে মাতা স্ব-পুত্রের তুল্যাংশ লইবেন। এই সমাংশ স্বামী প্রভৃতির স্ত্রীধন না দিলে পাইতে পারে, দিলে কিন্তু অর্দ্ধেক ব্যতীত পাইবে না।

যদি পুত্রেরা জননীর অংশ দিতে ইচ্ছা না করে, তবে জননী বলেও লইতে পারেন। যেস্থলে একপুত্রক ব্যক্তির ভার্য্যা থাকে সেস্থলে মাতা অংশ ভাগী নয়, গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র পাইতে পারেন।

সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মধ্যে বিভাগ হইলে মাতারা অংশভাগিনী নয়। কিন্তু তখন বা তদনন্তর যদি সহোদর ভ্রাতারা পরস্পরে বিভাগ করে, তবে তজ্জননীও অংশহারিণী, নতুবা গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র পাইতে অধিকারিণী।

বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের সহিত বিভাগকালে যদি সহোদরেরা অথবা তাহাদের মধ্যে একজনও যদি আপন অংশ পৃথক্ করিয়া লয়, তবে তজ্জননীও অংশাধিকারিণী।

যদি পুত্রদের মধ্যে একজন অথবা কোন (মৃত) পুত্রের উত্তরাধিকারী আর আর সকল হইতে পৃথক্ হয়, তখনও মাতা পুত্রের তুল্যাংশ পাইতে অধিকারিণী।

পৈতৃক ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত বিষয়ের অংশ পাইতে যেমত ভ্রাতা অধিকারী মাতাও সেইরূপ অধিকারিণী। মাতা যদি কোন মৃত পুত্রের উত্তরাধিকারিণী হয়েন, তবে তদযোগ্যাংশাধি-কারিণী হইবেন, অথচ বিভাগকালে মাতা বলিয়া (এক পুত্রের অংশ পরিমিত) অপরাংশ পাইবেন।

জননী যে এক পুত্রের অংশ পরিমিত অংশভাগিনী সে কেবল স্বয়ং পুত্রগণের মধ্যে বিভাগেই নয়, কিন্তু পুত্রের ও পুত্রের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বিভাগেও বটে।

যদি এক ভ্রাতা কিম্বা কোন ভ্রাতার উত্তরাধিকারী স্থাবর বা অস্থাবর বিষয়ের নিজ অংশ লয়, তবে তাহাতে মাতাও ঐরূপ ধনে অংশ পাইতে অধিকারিণী।

বিভাগে মাতা যে অংশ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা যাবজ্জীবন উপ-ভোগের নিমিত্ত মাত্র—ঐ ধনের উপর মাতার যে ক্ষমতা সে পতিসংক্রান্ত ধনাধিকারিণী পত্নীর ন্যায়।

পিতামহের ধন পৌত্রেরা বিভাগ করিলে পিতামহী ও পৌত্র-তুল্যাংশভাগিনী। পিতামহী যদি কোন মৃত পৌত্রের উত্তরাধি-কারিণী হয়েন তবে তৎসরূপে তদযোগ্যাংশ পাইবেন অথচ বিভাগে পিতামহী বলিয়া নিজ যোগ্যাংশ পাইবেন।

পৌত্রদের স্বয়ং বিভাগেই যে পিতামহী ভাগহারিণী এমত নহে; কিন্তু পৌত্র ও মৃত পৌত্রের উত্তরাধিকারীর মধ্যে বিভাগেও তিনি পৌত্র তুল্যাংশে অধিকারিণী।

যদি পৌত্রদের মধ্যে কেহ অথবা কোন মৃত পৌত্রের দায়াদ (নিজ) অংশ লয়, তবে তখন পিতামহীও অংশের অধিকারিণী।

স্থাবর ও অস্থাবর মধ্যে একরূপ ধন বিভক্ত হইলেও পিতা-মহী তাদৃশ ধনে নিজ অংশ পাইবেন। মাতার ন্যায় পিতামহীও শাস্ত্রীয় কারণ বিনা বিভাগে প্রাপ্ত ধনদানাদি করিতে পারেন না। পিতামহের অর্জ্জিত ধন বিভাগে পিতামহীকে তথা পিতার অর্জ্জিত ধন বিভাগে জননীকে অংশ দিতে হয়।

যদি কোন ভ্রাতা অপর ভ্রাতার উপর পরিবার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে যায়, তাহা হইলে রক্ষকস্বরূপ অপর ভ্রাতাও উপার্জ্জনের অংশ পাইতে পারে। যেস্থলে ভাগের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, সেস্থলে সমান ভাগই কর্ত্তব্য।

পৈতামহ ও পিতার অর্জ্জিত ও সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জ্জিত এই প্রকার ধন সকল দায়াদের বিভাজ্য।

অন্য ব্যাপারে অর্জ্জিত ধন ঐ ব্যাপারকারীর সহিতই কেবল বিভাজ্য। পূর্ব্বহৃত ভূমি একজনের শ্রমে উদ্ধার করিলে তাহাকে চারিভাগের এক ভাগ দিয়া অন্য দায়াদেরা যোগ্যাংশ লইবে।

৩ খণ্ড। ৪ অঙ্কশাস্ত্রে ভগ্নাংশের ভাজ্য। ৫ যাগ।

"যো ভূয়িষ্ঠং নাসত্যাভ্যাং বিবেষ চ নিষ্ঠং পিত্তররতে বিভাগে।"

(ঋক্ ৫।৭৭.৪)

'বিভাগে হবির্বিভাগবতি যাগে' (সায়ণ)

৬ ন্যায়মতে চতুর্বিংশতি গুণান্তর্গত গুণবিশেষ, ইহা এককর্ম্মজ, দ্বয়কর্ম্মজ ও বিভাগজভেদে তিন প্রকার। বিভাগজ বিভাগ আবার হেতুমাত্র বিভাগ ও হেত্বহেতু বিভাগভেদে দুই প্রকার *। ক্রমশঃ লক্ষণ ও উদাহরণ,—

* শব্দহেতুর্দ্বিতীয়ঃ স্যাদ্বিভাগোঽপি ত্রিধা ভবেৎ।
এককর্ম্মোদ্ভবস্ত্বাদ্যো দ্বয়কর্ম্মোদ্ভবোঽপরঃ॥
বিভাগজস্তৃতীয়ঃ স্যাৎ তৃতীয়োঽপি দ্বিধাভবেৎ।
হেতুমাত্রবিভাগোত্থো হেত্বহেতুবিভাগজঃ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

'বিভক্তপ্রত্যয়করণং বিভাগং নিরূপয়তি বিভাগ ইতি। এককর্ম্মেতি। উদাহরণন্তু শ্যেনশৈলবিভাগাদিকং পূর্ব্ববদ্বোধ্যং। তৃতীয়ো বিভাগজঃ কারণ-মাত্রবিভাগজন্যঃ কারণাকারণবিভাগজন্যশ্চেতি। আদ্যস্তাবৎ, যত্র কপালে কর্ম্ম, ততঃ কপালদ্বয়বিভাগঃ ততো ঘটারম্ভকসংযোগনাশঃ ততো ঘটনাশঃ। যত্র চ হস্তক্রিয়য়া হস্ততরুবিভাগঃ ততঃ শরীরেঽপি বিভক্তপ্রত্যয়ো ভবতি। তত্র চ শরীরতরুবিভাগে হস্তক্রিয়া ন কারণং ব্যধিকরণত্বাচ্ছরীরে তু ক্রিয়া নাস্তি। অবয়বিকর্ম্মণো যাবদবয়বকর্ম্মনিয়তত্বাৎ অতস্তত্র কারণাকারণবিভাগেন কার্য্যা-কার্য্যবিভাগো জন্যত ইতি। অতএব বিভাগোগুণান্তরং, অন্যথা শরীরে বিভক্ত-প্রত্যয়োন স্যাৎ। অতঃ সংযোগনাশেন বিভাগো নান্যথাসিদ্ধো ভবতি।'

(মুক্তাবলী)

একককর্ম্মজ,—মাত্র একটী পদার্থের ক্রিয়াজন্য যে বিভাগ বা সংযোগচ্যুতি হয়, তাহাকে একককর্ম্মজ বিভাগ বলে। যেমন, শ্যেনশৈলসংযোগের বিভাগ, এই বিভাগে পর্ব্বতের কোন ক্রিয়া দেখা যায় না, কেবলমাত্র শ্যেনপক্ষীর ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয়। অতএব ইহা একককর্ম্মজ বিভাগ।

দ্বয়কর্ম্মজ,—দুইটী পদার্থের ক্রিয়াদ্বারা উৎপন্ন বিভাগের নাম দ্বয়কর্ম্মজ বিভাগ। যেমন, মেষদ্বয়ের যুদ্ধ (অর্থাৎ ঢুঁ লাগিবার) কালে তাহাদের উভয়ের ক্রিয়াদ্বারা পরস্পরের শৃঙ্গের সংযোগ হয়, তদ্রূপ যুদ্ধ (ঢুঁ লাগা) শেষ হইলে আবার উভয়ের ক্রিয়াদ্বারাই সেই সংযোগের বিয়োগ অর্থাৎ বিভাগ হয়। † সুতরাং এই বিভাগ দ্বয়কর্ম্মজ।

হেতুমাত্রবিভাগজ,—হেতু=কারণ, ইহা তিন প্রকার,—সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত। ঘটের কপাল ও কপালিকা অর্থাৎ তলা ও গলা সমবায়ী কারণের, আর উহাদিগের (ঐ তলা ও গলার) পরস্পর সংযোগ অসমবায়ী কারণের এবং মৃত্তিকা, সলিল, সূত্র, দণ্ড, চক্র ও কুলাল (কুম্ভকার) প্রভৃতি নিমিত্ত কারণের উদাহরণ। এই কারণত্রয়ের বিয়োগ বা বিভাগই হেতুমাত্রবিভাগজ বিভাগ।

হেত্বহেতুবিভাগজ,—হেতু=কারণ=কোন কার্য্যের প্রতি যে বস্তু অব্যবহিত-নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ কোন কার্য্যারম্ভের প্রাক্কালে সেই কার্য্যের প্রতি যে বস্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা যাহা না হইলে সেই কার্য্য কিছুতেই হইতে পারে না, তাহার নাম কারণ। যেমন ঘটকার্য্য আরম্ভের প্রাক্কালে মৃত্তিকা, সলিল, সূত্র, দণ্ড, চক্র, কুলাল এবং কপাল, কপালিকা ও তাহাদের (কপাল ও কপালিকার) সংযোগ, এই কয়েকটীর কোন একটী না হইলে ঘট হইতে পারে না, অতএব ঘটকার্য্যের প্রতি সামান্যভাবে উহারা সকলেই হেতু বা কারণ, তবে উহাদের মধ্যে তিন প্রকার ভেদ আছে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ঐ তিন প্রকারের মধ্যে কপাল ও কপালিকাকে যে সমবায়ী কারণ বলা হইয়াছে, তাহাতে সাধারণতঃ, দ্রব্যের অবয়বগুলিকেই অবয়বীর কারণ বলা হইল বুঝিতে হইবে। এক্ষণে যেস্থলে ঐ হেতু ও অহেতু এই উভয়ের বিয়োগ বা বিভাগ দৃষ্ট হইবে, তথায় হেত্বহেতুবিভাগজ বিভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। যেমন দেহের (অবয়বীর) কারণ হস্ত (অবয়ব); ঐ হস্তের সহিত পূর্ব্বকৃত সংযোজিত তরুর বিয়োগ বা বিভাগ কালে তরু হইতে হস্তের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য দেহেরও বিভাগ হয়। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তরু হইতে যে দেহের বিভাগ কল্পনা করা হইল, তাহা দেহের কারণ (হস্ত) ও অকারণ (তরু) এই উভয়ের বিয়োগদ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে; অতএব এখানে হেতু ও অহেতু এই উভয়ের বিভাগজন্য বিভাগ কল্পনা করায় হেত্বহেতুবিভাগজ বিভাগ বলা যায়।

"দ্রব্যাণি নব" ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এই নয় প্রকার দ্রব্য; এই সকলে যে দ্রব্যত্বরূপ ধর্ম্ম আছে, তাহা সামান্য বা ব্যাপক ধর্ম্ম, আর উহাদের প্রত্যেকে যে ক্ষিতিত্ব জলত্বাদি ধর্ম্ম আছে, তাহা বিশেষ বা ব্যাপ্য ধর্ম্ম। ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, কেন না ক্ষিতিত্ব জলে নাই, জলত্ব ক্ষিতি বা তেজাদিতে নাই। কিন্তু সামান্য ধর্ম্ম (দ্রব্যত্ব) ঐ নয়টাতেই আছে। পরস্পরবিরুদ্ধ ব্যাপ্যধর্ম্ম প্রকারেই দ্রব্যকে নয় ভাগে বিভাগ করা হইতেছে। ইহা দ্বারা এখানে ফলতঃ এই উপলব্ধি হইবে যে, দ্রব্যত্ব বা সামান্য ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ক্ষিত্যাদির পরস্পর বিরুদ্ধ ক্ষিতিত্ব জলত্বাদি ব্যাপ্য ধর্ম্মদ্বারাই প্রতিপাদন করা হইতেছে যে, দ্রব্যের বিভাগ নয় প্রকার। অতএব সামান্য ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুসমূহের পরস্পরবিরুদ্ধ তত্তদ্ব্যাপ্যধর্ম্মদ্বারা তাহাদের (উক্ত বস্তুসমূহের) যে প্রতিপাদন তাহারই নাম বিভাগ।

"সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্নানামেব বস্তূনাং পরস্পরবিরুদ্ধতদ্ব্যাপ্যধর্ম্মপ্রকারেণ প্রতিপাদনম্ বিভাগঃ।"

'যথা দ্রব্যত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্নানাং ক্ষিত্যাদীনাং পরস্পরবিরুদ্ধেন ক্ষিতিত্বজলত্বাদিনা অথ দ্রব্যত্বব্যাপ্যেন বিশেষেণ তথা প্রতিপাদনং নবধা দ্রব্যবিভাগঃ।'

বিভাগক (ত্রি) বিভাগকারী।

বিভাগভিন্ন (ক্লী) তক্র, ঘোল।

বিভাগবৎ (ত্রি) ১ ভাগবিশিষ্ট। ২ বিভাগের ন্যায়, বিভাগতুল্য।

"শব্দাঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগবত্তয়া বোধ্যন্তে" (সর্ব্বদর্শনস°)

বিভাগশস্ (অব্য) ভাগে ভাগে, অংশে অংশে।

"হয়স্য তস্য চাঙ্গানি কল্পিতানি বিভাগশঃ।" (রামা° ১।১৩ ৩৭)

বিভাগিক (ত্রি) আংশিক।

বিভাগিন্ (ত্রি) বিভাগকারী, অংশী।

বিভাগ্য (ত্রি) বিভাজ্য, বিভাগযোগ্য।

বিভাজ (ত্রি) ১ বিভক্ত। ২ পাত্র।

বিভাজক (ত্রি) বিভাগকর্ত্তা।

† মেষযুদ্ধের প্রক্রম এই যে, ২০ কিম্বা ৩০ হাত ব্যবধানে অবস্থিত দুইটী মেষ ঢুঁ দেওয়ার অভিপ্রায়ে পরস্পরকে পরস্পর অত্যন্ত বেগে আক্রমণ করে, কিন্তু কার্য্যকালে উভয়ের শৃঙ্গ এত অল্পবলে প্রযুক্ত হয় যে, তাহাদের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঈষৎমাত্র সংযোগ হইতে না হইতেই তাহারা আবার পশ্চাৎপদ হইয়া যে যাহার যথাস্থানে গমন করিয়া পুনরায় ঐরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এই জন্যই প্রসিদ্ধি আছে যে, "অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘড়ম্বরে। দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥" ছাগাদির যুদ্ধে ঋষিগণের শ্রাদ্ধে, প্রভাত সময়ের মেঘ এবং স্ত্রীপুরুষের কলহ এই কয়েকটী বিষয়ের উদাম সময়ে যেরূপ আড়ম্বর দেখা যায়, কার্য্যে তাহা পরিণত হয় না।

বিভাজন (ক্লী) ১ বিভাগকরণ। ২ পাত্র।

বিভাজ্য (ত্রি) ১ বিভজনীয়। ২ বিভাগার্হ। যে ধন পুত্রগণের মধ্যে ভাগ হইতে পারে।

বিভাণ্ড (পুং) ঋষিভেদ। (মহাভারত) [বিভাণ্ডক দেখ]

বিভাণ্ডক (পুং) কাশ্যপের অপত্য মুনিভেদ। ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা। [ঋষ্যশৃঙ্গ দেখ।]

২ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। ইনি ভরদ্বাজ কুলোদ্ভূত ও ললিতার ভক্ত। (সহ্যা° ৩৩।৩)

৩ সহ্যাদ্রি বর্ণিত কুলপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (সহ্যা° ৩৪।২৭)

ইনি ও ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা এক কি ?

বিভাণ্ডিকা (স্ত্রী) আহুল্যক্ষুপ, অন্ধাহুলীগাছ।

বিভাণ্ডী (স্ত্রী) ১ আবর্ত্তকীলতা। ২ নীলাপরাজিতা।

বিভাৎ (ত্রি) ১ প্রভাময়। (পুং) ২ প্রজাপতিভেদ।

বিভাত (ক্লী) বি-ভা-ক্ত। প্রত্যূষ।

বিভানু (ত্রি) বিকাসক, প্রকাশক। (ঋক্ ৮।৯।১২)

বিভাব (ত্রি) বি-ভাবি-অচ্। ১ বিবিধ প্রকারে প্রকাশবান্।

"স্বর্ণ চিত্রং বপুষে বিভাবম্" (ঋক্ ১।১৪৮।১)

'বিভাবং বিবিধপ্রকাশবন্তম্' (সায়ণ)

(পুং) ২ পরিচয়। ৩ রসের উদ্দীপনাদি।

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে—

"রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ।
আলম্বনোদ্দীপনাখ্যৌ তস্য ভেদাবুভৌ স্মৃতৌ।"
(সাহিত্যদ° ৩।৬১-৬২)

'বিভাব্যন্তে আস্বাদাঙ্কুরপ্রাদুর্ভাবযোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে সামাজিকরত্যাদিভাবা এভিঃ ইতি বিভাবাঃ'

কাব্য নাটকাদিতে যাহারা সামাজিক রত্যাদি ভাবের উদ্বোধকরূপে সন্নিবেশিত হয়, তাহাদিগকে বিভাব বলে। যেমন রামাদিগত রতিহাসাদির উদ্বোধক সীতাদি। এই বিভাব আলম্বন ও উদ্দীপন ভেদে দুই প্রকার।

আলম্বন,—নায়ক, নায়িকা, প্রতিনায়ক, প্রতিনায়িকা প্রভৃতিকেই আলম্বন বিভাব বলা যায়, কেন না উহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই শৃঙ্গার, বীর, করুণাদি রসের উদ্গম হয়। যেমন বর্ণনায় ভীম কংসাদিকে সাক্ষাৎ বীররসের আশ্রয় বলিয়া উদ্বোধ হয়।

"আলম্বনং নায়কাদিস্তমালম্ব্য রসোদ্গমাৎ।" (সাহিত্যদ° ৩।৬২)

উদ্দীপনবিভাব,—নায়কনায়িকাদিগের চেষ্টা অর্থাৎ হাব ভাব এবং রূপ ভূষণাদি দ্বারা অথবা দেশ, কাল, স্রক্, চন্দন, চন্দ্র, কোকিলালাপ, ভ্রমর ঝঙ্কার প্রভৃতি হইতে যে শৃঙ্গারাদি রসের উদ্দীপন হয়, তাহার নাম উদ্দীপন বিভাব।

"উদ্দীপনবিভাবাস্তে রসমুদ্দীপয়ন্তি যে।
আলম্বনস্য চেষ্টাদ্যা দেশকালাদয়স্তথা॥" (সাহিত্যদ° ৩।১৬০-১৬১)

এক্ষণে যে যে রসের যে যে বিভাব, নিম্নে ক্রমানুসারে যথাযথ ভাবে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

শৃঙ্গাররসে,—দক্ষিণ, অনুকূল, ধৃষ্ট ও শঠ নায়ক এবং পরকীয়া, অনমুরাগিণী ও বেশ্যা ভিন্ন নায়িকা 'আলম্বন'। আর চন্দ্র, চন্দন, ভ্রমরঝঙ্কার, কোকিলকূজন প্রভৃতি 'উদ্দীপন' বিভাব।

রৌদ্ররসে,—শত্রু 'আলম্বন' এবং তাহার মুষ্টিপ্রহার, লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক পতন, বিকৃতচ্ছেদন, বিদারণ, যুদ্ধে ব্যগ্রতা প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব।

বীররসে,—বিজেতব্যাদি আলম্বন এবং তাহাদের চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব।*

ভয়ানকরসের,—যাহা হইতে ভয় জন্মায় তাহাকে 'আলম্বন' এবং সেই ভীতিপ্রদ পদার্থের বিভীষিকাদি অর্থাৎ তদীয় অতি ভীষণা চেষ্টাই 'উদ্দীপন' বিভাব।

বীভৎসরসের,—পচাগন্ধযুক্ত মাংস, রুধির, বিষ্ঠা, মড়া প্রভৃতি 'আলম্বন' এবং ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে ক্রিমি আদি জন্মাইলে সেই গুলি 'উদ্দীপন' বিভাব।

অদ্ভুতরসের,—অলৌকিক 'বস্তু' আলম্বন এবং সেই বস্তুর গুণমহিমাদি 'উদ্দীপন' বিভাব, অর্থাৎ যেখানে সাধারণ লোকের অকৃতসাধ্য বিস্ময়কর ব্যাপার পরিলক্ষিত হইবে, তথায় সেই ব্যাপার আলম্বন এবং তাহার গুণাবলী উদ্দীপন বিভাব হইবে।

হাস্যরসের,—যে সকল বস্তু বা ব্যক্তির অতি কদর্য্যরূপ, বাক্য ও অঙ্গ ভঙ্গী প্রভৃতি দেখিয়া লোকের হাস্য উপস্থিত হয়, ঐ সকল বস্তু বা ব্যক্তি 'আলম্বন' এবং ঐ সকল রূপ ও অঙ্গবিকৃত্যাদি 'উদ্দীপন' বিভাব।

করুণরসের,—শোকের বিষয়ীভূত বস্তু অর্থাৎ যাহার জন্য শোক করা যায় সেই 'আলম্বন' এবং সেই শোচ্য বিষয়ের দাহাদিকা (যেমন মৃত আত্মীয়ের মুমূর্ষুকালীন যন্ত্রণাদি) অবস্থা 'উদ্দীপন' বিভাব।

---

* দানবীর, ধর্ম্মবীর, দয়াবীর ও যুদ্ধবীর ভেদে বীর চারি প্রকার। ইহাদের মধ্যে দানবীরের বিজেতব্য বা আলম্বন বিভাব সম্প্রদানীয় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যাঁহাকে দান করা যাইবে এবং তাঁহার সাধুতা ও অধ্যবসায়াদি উদ্দীপন বিভাব। ধর্ম্মবীরের,—ধর্ম্মই 'আলম্বন' এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদি তাহার 'উদ্দীপন' বিভাব। দয়াবীরের,—অনুকম্পনীয় অর্থাৎ দয়ার পাত্র, 'আলম্বন' এবং দীনক অর্থাৎ দরিদ্রাদির কাতরোক্তি প্রভৃতি 'উদ্দীপন' বিভাব। যুদ্ধবীরের,—বিজেতব্য অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি 'আলম্বন' এবং তাহার স্পর্দ্ধাদি 'উদ্দীপন' বিভাব।

শান্তরসের,—নশ্বরত্ব-প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুসমূহের নিঃসারতা (সাররাহিত্য বা পরমাত্মস্বরূপত্ব) 'আলম্বন' এবং পুণ্যাশ্রম, হরিক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি রমণীয় বন, ও মহাপুরুষের সঙ্গতি এই সকল 'উদ্দীপন' বিভাব।

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে আলম্বনাদির লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"আলম্বন বিভাবন আর উদ্দীপন।
এই তিন ভাবের শুনহ বিবরণ॥
আলম্বন সেই যাহে রসের আশ্রয়।
নায়ক নায়িকার দুই তার বিনিময়॥
নানাবিধ অনুভাবে বলি বিভাবন।
যাহে রস বাড়ে তাহে বলি উদ্দীপন॥
গুণ স্মরা নাম লওয়া নিত্য রূপ দেখা।
গীত বাদ্য শুনা আর কর্ম্ম রেখা লেখা॥
সুগন্ধি ভূষণ মেঘ পিক ভৃঙ্গ রব।
চন্দ্র আদি নানামত উদ্দীপন সব॥"

বিভাবক (ত্রি) বি-ভূ-ণ্বুল্ (তুমুন্ণ্বুলৌ ক্রিয়ায়াং। পা ৩।৩।১০) ক্রিয়ার্থমিতি ণ্বুল্। চিন্তক।

"ত্বরমাণোঽভিনির্যাতু বিপ্রেভ্যোঽর্থবিভাবকঃ।" (ভারত)

বিভাবত্ব (ক্লী) বিভাবের ভাব।

বিভাবন্ (ত্রি) প্রকাশক, বিকাশশীল।

"যো ভানুভির্বিভাবা বিভাত্যগ্নিঃ।" (ঋক্ ১০।৬।২)

বিভাবন (ক্লী) বি ভাবি-ল্যুট্। ১ বিচিন্তন। ২ বিভাবয়তি কারণং বিনা কার্য্যোৎপত্তিং চিন্তয়তি পণ্ডিতমিতি। বি-ভাবি-ল্যু-যুচ্ বা। ৩ অলঙ্কারবিশেষ।

"বিভাবনা বিনা হেতুং কার্য্যোৎপত্তির্যদুচ্যতে।
উক্তানুক্তনিমিত্তত্বাৎ দ্বিধা সা পরিকীর্ত্তিতা॥"

বিনা কারণে যে স্থলে কার্য্যোৎপত্তি হয়, তাহাকে বিভাবনা অলঙ্কার বলা যায়। উহা উক্ত ও অনুক্ত ভেদে দ্বিবিধ।

উক্তের লক্ষণ—

"অনায়াসকৃশং মধ্যমশঙ্কতরণে দৃশৌ।
অভূষণমনোহারি বপুর্ব্বয়সি সুভ্রুবঃ॥"

অনুক্তের লক্ষণ—

"স এব ত্রীণি জয়তি জগন্তি কুসুমাযুধঃ।
হরতাপি তনুং তস্য শম্ভুনা ন হৃতং বলম্॥" (সাহিত্যদর্পণ)

৩ পালন। (ভাগবত ৪।৮।২০)

ভারতচন্দ্র হাবভাব প্রভৃতি নানাবিধ অনুভাবকে বিভাবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

"নানাবিধ অনুভাবে বলি বিভাবন। * * *
ভাবহাব হেলা হাস শোভা দীপ্তি কান্তি।
মধুরতা উদারতা প্রগল্ভতা ক্লান্তি॥
ধৈর্য্য লীলা বিলাস বিচ্ছিত্তি মৌগ্ধ ভ্রম।
কিলকিঞ্চিৎ মোট্টায়িত কুট্টমিত শ্রম॥
বিব্বোক লালিত্য মদ চকিত বিকার।
নানামত অনুভব কত কব আর॥
চিত্তের প্রথম সেই বিকার যে ভাব।
গলা চক্ষু ভুরু আদি বিকাশেতে হাব॥
বক্ষ কাঁপে বস্ত্র খসে তারে বলি হেলা।
প্রিয় কৃত কর্ম্ম চেষ্টা তারে বলি লীলা॥
হাসে সেই হাস্য বলি বৃথা হয় যেই।
পরিচ্ছেদ বিনা শোভা মধুরতা সেই॥
শোভা কান্তি দীপ্তি শ্রম ব্যক্ত আছে এই।
শ্রমে অঙ্গ শ্লথ যেই ক্লান্তি হয় সেই॥
রতি বিপরীত আদি সেই প্রগল্ভতা।
ক্রোধেও বিনয় বাক্য সেই উদারতা॥
ধৈর্য্য সেই দুঃখেতে প্রেমের নহে হ্রাস।
সাক্ষাতে প্রফুল্ল অঙ্গ সেই সে বিলাস॥
অল্প অভরণে শোভা বিচ্ছিত্তি সে হয়।
বিভ্রম হইলে ব্যক্ত বেশ বিপর্য্যয়॥
ক্রন্দনেতে হাস্য আর অভয়েতে ভয়।
অক্রোধেতে ক্রোধ কিলকিঞ্চিৎ সে হয়॥
প্রসঙ্গেতে অঙ্গ ভঙ্গ সেই মোট্টায়িত।
অঙ্গ ছুঁলে সুখে ক্রোধ সেই কুট্টমিত॥
বিব্বোক বাঞ্ছিত বস্তু পায়্যা অনাদর।
অঙ্গভঙ্গ ঝনৎকার লালিত্য সুন্দর॥
লজ্জায় না কহি কার্য্য চেষ্টায় জানায়।
বিকার তাহারে বলে বুঝ অভিপ্রায়॥
জ্ঞাততে অজ্ঞান সম মৌগ্ধ্য সেই ভয়।
চকিত ভ্রমর আদি দর্শনেতে ভয়॥
যৌবনাদি অভিমান জন্য মদ হয়।
কোল তাপ আদি যত কবিগণ হয়॥
কেশ বাস খসে অঙ্গমোড়া হাই উঠে।
লোমাঞ্চ প্রফুল্ল গন্ধাদি ঘর্ম্ম ছুটে॥"

বিভাবনা (স্ত্রী) বি-ভাবি-যুচ্-টাপ্। অলঙ্কারবিশেষ।

বিভাবনীয় (ত্রি) বিভাব্য, চিন্তনীয়।

বিভাবরী (স্ত্রী) ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা। ৩ কুট্টনী। ৪ বক্রস্ত্রী। ৫ বিবাদবস্ত্রমুখী। ৬ মুখরাস্ত্রী। ৭ মেদাবৃক্ষ। ৮ মন্দার নামক বিদ্যাধরের এক কন্যা। (মার্কণ্ডপুরাণ ৬৩।১৪)

বিভাবরীযুগ (ক্লী) হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা।

বিভাবরীশ (পুং) চন্দ্র।

বিভাবসু (ত্রি) ১ বিভা বা জ্যোতিঃবিশিষ্ট। (ঋক্ ৩।২।২) (পুং) বিভাপ্রভা এব বসুর্স মৃদ্ধির্যস্য। ২ সূর্য্য। (ভারত ১।৭।৮৬) ৩ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। ৪ অগ্নি। ৫ চিত্রকবৃক্ষ। ৬ চন্দ্র। ৭ হারভেদ। ৮ বসুপুত্রভেদ। (ভাগবত ৬।৬।১০)

৯ সুরাসুরপুত্র। (ভাগবত ১০।৫৯।১২)

১০ দনুর পুত্র অসুরভেদ। (ভাগবত ৬।৬।৩০)

১১ নরকপুত্রভেদ। ১২ ঋষিভেদ। (মহাভারত)

১৩ গজপুরের একজন রাজা। (কথাসরিৎ)

বিভাবিত (ত্রি) ১ দৃষ্ট। ২ অনুভূত। ৩ বিবেচিত, বিমৃষ্ট। ৪ বিচিন্তিত। ৫ প্রসিদ্ধ। ৬ প্রতিষ্ঠিত।

বিভাবিন্ (ত্রি) ১ চিন্তাযুক্ত। ২ অনুভবকারী। বিবেচক।

বিভাব্য (ত্রি) ১ বিচিন্ত্য। ২ বিবেচ্য। ৩ গম্ভীর। ৪ বিচারণীয়।

বিভাষা (স্ত্রী) বিকল্পত্বেন ভাষ্যতে ইতি। বি-ভাষ-অ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ততষ্টাপ্। ১ বিকল্প।

পাণিনির মতে বিভাষার লক্ষণ এই,—

"ন বেতি বিভাষা" 'নেতিপ্রতিষেধো বেতি বিকল্পঃ এতদুভয়ং বিভাষাসংজ্ঞং স্যাৎ।' (পা ১।১।৪৪)

"ন বা শব্দস্য যোঽর্থস্তস্য সংজ্ঞা ভবতীতি বক্তব্যম্" (মহাভাষ্য)

'তত্র লোকে ক্রিয়াপদসন্নিধানে নবাশব্দয়োর্যোঽর্থোঽস্তোত্যো বিকল্পপ্রতিষেধলক্ষণঃ স সংজ্ঞীত্যর্থঃ।' (কৈয্যট)

যেখানে ন (নিষেধ অর্থাৎ হবে না) ও বা (বিকল্পে অর্থাৎ একবার হবে) এই উভয় শব্দের অর্থ একদা বোধ হইবে সেই খানেই বিভাষা সংজ্ঞা হইবে। এই কথায় প্রশ্ন হইতে পারে যে,—যেখানে নিষেধ করা হইল যে, 'হইবে না'; সেখানে আবার কি করিয়া বলা যাইতে পারে যে একবার হইবে। মহর্ষি পতঞ্জলিও মহাভাষ্যে ঐ সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে এ সম্বন্ধে স্বয়ংই প্রশ্ন করিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছেন—

"কিং কারণং প্রতিষেধসংজ্ঞাকরণাৎ। প্রতিষেধস্য ইয়ং সংজ্ঞা ক্রিয়তে। তেন বিভাষাপ্রদেশেষু প্রতিষেধস্যৈব সংপ্রত্যয়ঃ স্যাৎ। সিদ্ধং তু প্রসজ্যপ্রতিষেধাৎ। সিদ্ধমেতৎ। কথং, প্রসজ্যপ্রতিষেধাৎ।"

এস্থলে নিষেধের সংজ্ঞা করিবার প্রয়োজন কি? যদি নিষেধের সংজ্ঞা করা যায়, তবে বিভাষাপ্রদেশে অর্থাৎ ন ও বা এই উভয়ের অর্থসমাবেশস্থলে একমাত্র প্রতিষেধেরই সম্প্রাপ্তি হয়।

ভগবান্ পতঞ্জলি এইরূপে প্রশ্নের দৃঢ়তা সম্পন্ন করিয়া "সিদ্ধং তু" 'সিদ্ধ হইতেছে' বলিয়া স্বয়ংই মীমাংসা করিলেন যে "প্রসজ্যপ্রতিষেধাৎ"* অর্থাৎ এই 'ন'এর নিষেধশক্তির প্রাধান্য নাই; সুতরাং এই 'ন' এর দ্বারা একেবারে হইবে না এরূপ অর্থ প্রকাশ পাইবে না অর্থাৎ কোন কোন স্থানে হইলেও ক্ষতি হইবে না, অতএব এই 'ন'এর অর্থ দ্বারাও কোন কোন স্থলে হওয়ার বিধি থাকিল। সুতরাং ফলিতার্থ হইল যে, যেখানে একবার বিধি ও একবার নিষেধ বুঝাইবে, তথায়ই বিভাষা সংজ্ঞা হইবে।

ব্যাকরণে যে সকল সূত্রে 'বা' নির্দ্দেশ আছে, সেইগুলি বিভাষাসংজ্ঞক সূত্র অর্থাৎ তাহাদের কার্য্য একবার হইবে ও একবার হইবে না। এই বিভাষা সম্বন্ধে ব্যাকরণে কয়েকটী নিয়ম আছে, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে,—"দ্বয়োর্বিভাষয়োর্মধ্যে বিধির্নিত্যঃ" দুইটী বিভাষার মধ্যে যে সকল বিধি তাহারা নিত্য হইবে। অর্থাৎ ১ম ও ৫ম এই দুই সূত্রে যদি 'বা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সূত্রের কার্য্য বিকল্পে না হইয়া নিত্যই হইবে। (ব্যাকরণের অনু-শাসনানুসারে এই কয়েক সূত্রের কার্য্যও বিকল্পে হওয়ার কারণ ছিল বাহুল্য ভয়ে তাহা বিবৃত হইল না)। 'বা দ্বয়ে পদত্রয়ং' সন্ধি প্রভৃতি স্থলে দুইটী বিকল্পসূত্রের প্রাপ্তি হইলে ৩টী করিয়া পদ হইবে। যেমন একটী সূত্রে আছে,—স্বরবর্ণ পরে থাকিলে গো শব্দের 'ও'কার স্থানে বিকল্পে 'অব' হইবে, আর একটী সূত্রে,—'অ'কার পরে থাকিলে গোশব্দের সন্ধি হয় বিকল্পে। অতএব গো+অগ্রং এখানে পূর্ব্ব সূত্রানুসারে গো+অগ্রং = গ্+অব+অগ্রং = গবাগ্রং; শেষ সূত্রানুসারে 'সন্ধি হবে বিকল্পে' বলায় বিভাষার লক্ষণানুসারে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, একস্থানে সন্ধির নিষেধ থাকিবে; সুতরাং তথায় 'গো অগ্রং' এইরূপই থাকিল। এক্ষণে বিবেচ্য এই যে শেষ সূত্রের বিকল্প পক্ষের সন্ধি পূর্ব্ব সূত্রানুসারে 'অব' আদেশ করিয়া করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ পূর্ব্ব সূত্রেও আবার 'বা' নির্দ্দেশ করায় তাহার

* 'ন' (নঞ্) দুই প্রকার, প্রসজ্যপ্রতিষেধ ও পর্য্যুদাস। যেস্থলে বিধির প্রাধান্য না থাকে তথায় প্রসজ্য-প্রতিষেধ নঞ্ হয়। যেমন 'অষ্টম্যাং মাংসং নাশ্নীয়াৎ' অষ্টমীতে মাংস খাইবে না। 'রাত্রৌ দধি ন ভুঞ্জীত' রাত্রিতে দধি খাইবে না ইত্যাদি স্থলে 'খাইবে না' এই যে বিধি ইহার প্রাধান্য নাই, কেননা কচিৎ খাইলেও তাহাতে কোন বিশেষ প্রত্যবায় হয় না। কেননা শাস্ত্রকারেরাই উহাকে প্রসজ্যপ্রতিষেধ নঞ্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদ্রূপ এখানেও 'হইবে না' এই বিধির প্রাধান্য না থাকায় কোন স্থলে হইলে তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না।

"অপ্রাধান্যং বিধের্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা।
প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽসৌ ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ্॥" (ইতি প্রাঞ্চঃ)

প্রতিপক্ষে আর একটা কোন ব্যবস্থা না করিলে ঐ সূত্রের 'বা' নির্দেশ একেবারেই ব্যর্থ হয়। সুতরাং 'এ'কার কিম্বা 'ও'কারের পর অকার থাকিলে তাহার লোপ হইবে, এই সাধারণ সূত্রের দ্বারা 'ও'কারের পরস্থিত 'অ'কারের লোপ করিয়া 'গোঽগং' এইরূপ আর একটী পদ হইবে। অতএব সূত্রে দুইটী বা নির্দেশ করায় ৩টী পদ হইল। অন্যত্রও এইরূপ জানিতে হইবে। বিভাষাপদ দ্বারা সন্ধিসম্বন্ধে আর একটী নিয়ম প্রচলিত আছে যে, ধাতুর সহিত উপসর্গের যোগ এবং সমাস ও একপদস্থলে নিত্য; এতদ্ভিন্ন অন্যত্র বিকল্পে সন্ধি হইবে।

ক্রমশঃ উদাহরণ,—

'প্র-অন্-অচ্ =প্রাণঃ; নি-ই [বা অয়]-ঘঞ্ =নি-আয়-ঘঞ্ =ন্যায়ঃ। 'ব্রহ্মা চ অচ্যুতশ্চ=ব্রহ্মাচ্যুতৌ' ব্রহ্মা এবং অচ্যুত =ব্রহ্মা+অচ্যুতঃ=ব্রহ্মাচ্যুতঃ। অনক্-ক্তঃ=অনক্-(ইট্) ক্তঃ =অংক্-ক্তিঃ=অঙক্-ক্তিঃ=অঙ্কিতঃ, দন্ভ-অচ্ =দংভ-অ= দম্ভঃ। প্র-অন্, নি+আয়্ (ধাতু ও উপসর্গের যোগ); ব্রহ্মা+অচ্যুত (সমাস); দন্+ভ্, অন্+ক্ (একপদ অর্থাৎ এক 'দন্ভ্' ও 'অনক্'ই ধাতু); এই সকল স্থলে নিত্যই সন্ধি হইবে অর্থাৎ সন্ধি না হইয়া অবিকল ঐরূপ ভাবে কিছুতেই থাকিতে পারিবে না, তবে সমাসস্থলে বক্তা ইচ্ছা করিয়া যদি সমাস না করেন তাহা হইলে 'ব্রহ্মা অচ্যুতের সহিত যাইতেছেন' এতাদৃশ ভাবে সন্নিকর্ষ হইলেই যে সন্ধি হইবে তাহা নহে। ধাতূপসর্গ ও প্রকৃতি প্রত্যয় সম্বন্ধেও প্রায় ঐরূপ জানিতে হইবে অর্থাৎ কর্ত্তা যদি পদ প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে উহাদের যোগ করেন। তাহা হইলে নিত্য সন্ধি হইবে। 'অন্+ক্=অঙ্ক', 'ব্রস্+চ=ব্রশ্চ' ইত্যাদি স্থলে প্রত্যয়ের সহিত যোগ হইবার পূর্ব্বেই একপদে নিত্য সন্ধি হইয়া থাকে।

"সংহিতৈকপদে নিত্যা নিত্যা ধাতূপসর্গয়োঃ।
সমাসেঽপি তথা নিত্যা সৈবান্যত্র বিভাষয়া॥" (প্রাঞ্চ)

২ সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষাও বিভাষা নামে কথিত। শাকরী, চাণ্ডালী, শাবরী, আভীরী, শাক্কী প্রভৃতি বিভাষা। ৩ বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থভেদ।

বিভাস (পুং) ১ সপ্তর্ষির মধ্যে একটী (তৈত্তিরীয় আর ১।৭।১) ২ দেবযোনিভেদ। (মার্কপু° ৮০।৭) ৩ রাগভেদ। (গীতগো°৫।)

বিভাস্কর (ত্রি) দীপ্তিহীন। সূর্য্যালোকবিরহিত। (বরাহ লঘুজা° ২।৯)

বিভাস্বন্ (ত্রি) অত্যুজ্জ্বল।

বিভিত্তি (স্ত্রী) বি-ভিদ্-ক্তিন্। বিভেদ। বিবাদ। (কাঠক ১১।২)

বিভিন্দু (ত্রি) ১ বিশেষরূপ ভেদক। সর্ব্বভেদকারী। 'বিভিন্দুনা বিশেষেণ সর্ব্বস্য ভেদকেনাত্মীয়েন।' (ঋক্ ১।১১৩।২০ সায়ণ) ২ ঋগ্বেদোক্ত রাজভেদ। ইনি বিখ্যাত রাজা ছিলেন। (ঋক্ ৮।২।৪১)

বিভিন্দুক (পুং) ১ অসুরভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৫।১০।১১)

বিভিন্নদর্শিন্ (ত্রি) ভিন্নদর্শী। (মার্ক°পু° ২৩।৩৮)

বিভী (ত্রি) বিগতভয়, ভীতিশূন্য, নির্ভীক। (ভারত° বন°)

বিভীত (পুং) বিভীতক।

বিভীতক (পুং) বিশেষেণ ভীত ইধ-স্বার্থে-কন্। পর্য্যায়— অক্ষ, তুষ, কর্ষফল, ভূতবাস, কলিদ্রুম, কল্পবৃক্ষ, সংবর্ত্ত, তৈলফল, ভূতাবাস, সংবর্ত্তক, বাসন্ত, কলিবৃক্ষ, বহেড় ক, হার্য্য, বিষঘ্ন, অনিলঘ্ন, কাসঘ্ন।

ইহার ফল সাধারণে বয়ড়া নামে প্রচলিত। বৈজ্ঞানিক নাম—Terminalia belerica ও ইংরাজী নাম—Belleric Myrobalan। এই বৃক্ষ ভারতের সর্ব্বত্র সমতল প্রান্তরে এবং শৈলাদির পাদদেশেও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পশ্চিম ভারতের উষর ভূমিতে এই বৃক্ষ বড়একটা জন্মে না। সিংহল ও মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জেও এই জাতীয় বৃক্ষ পর্য্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মার্গুই, সিংহল, যবদ্বীপ ও মলয় প্রায়োদ্বীপে ইহার অন্য একশ্রেণীর বৃক্ষ আছে। উহার ফলগুলির সহিত ভারতজাত বহেড়ার সামান্যমাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

ভারতের নানাস্থলে বিভীতক ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দি নাম—ভৈরা, বহেড়া, বহেবা, ভেরা, ভৈরাহ্, সগোনা, ভর্লা, বুল্লা, বুহুরা; বাঙ্গালা—বহেড়া, বহেবা, বহেরি, বহিরা, ভৈরা, বুহুক, বেহেরা, বহুরা, বোহোড়া, বয়ড়া; কোল—লিহুঙ্গ, লুপুঙ্গ; সাঁওতাল—লোপঙ্গ; উড়িয়া—ভারা, বহোড়া, বহধা, আসাম—হলুচ, বৌরী; গারো—চিরোরী; লেপ্চা— কানোম্; মগ—সচেঙ্গ্; ভীল—বেহেড়া; মধ্যপ্রদেশ,—বেহরা, বিহরা, ভৈরা, বহেড়া, বেহবা, টোয়াণ্ডী; গোণ্ড—তহক, তকবঞ্জিব; যুক্তপ্রদেশ—বহেড়া, বুহেড়া, বেহাড়িয়া; পঞ্জাব— বহিড়া, বহেড়া, বীরহা, বলেলা, বয়ড়া, ঝেহেড়া; মারবাড়,—বহেড়া; হায়দরাবাদ—অহেড়া ঝেরা; সিন্ধু—বয়ড়া; দাক্ষিণাত্য—বব্ড়া, বল্দা, বলরা, বতরা, বৈবুদ্দ, বুল্লা, ভেরদা, বেহলা; বোম্বাই অঞ্চল,—বহেড়া, বগুড়া, বেহেড়া, বেহ্ড়া, ভেবনা, বেহেদো, বলরা, ভৈরা, ভেরদা, বহল, বেল্ল, হেল, গোতিঙ্গ্, বেল; মহারাষ্ট্র—ভেরদা, বেহেড়া, বহেরা, বেলা, গোতিঙ্গ্ বেহার্দা, বেহণা, সথান্, বেড়া, হেলা, বেরদা, যেহেল, বেহড়া; গুর্জ্জর,—সান, বেহসা, বেহেড়া, বেহেড়ান্; তামিল,— তনি, থনি, কটুএলুপ্প, তানুক্কায়, তণ্ডিতোণ্ডা, চেটুএড়ুপ, তমকৈ, তানিকৈ, তানিকাইয়া, কটুএড়ুপ, বল্লই-মর্দ্দ্, তনিকোই, কটুএড়ুপী; তেলগু—তনি, তণ্ডি, তোয়াণ্ডি,

আনদ্রা, আনা, আনি, তড়ি, তোণ্ডি, কট্‌ঠু, ওলুপী, তান্দ্রাকায়, আনড্ডী, আণ্ড, বহড্রহা, বহবা বা বহড়া; কণাড়ী,—শান্তি, তারে, তনিকারী, তারিকারী, ভের্দা, বেহেলা তরী; মলয়ালম্—অনি, তানি; ব্রহ্মদেশ—থিৎসিন্, টিস্‌সিন্, বনথা, ফানথাসি, ফাঙ্গাসি, ফাঙ্গাহ, পন্‌গন্, রুহির; সিংহল—বলু বুলুগাহ; আরব,—বতিল্‌জ, বেলেয়ল্‌জ, বলিলাজ্, পারস্য—বলেনা, বেলায়লেহ্, বলিলাহ্।

এই বৃক্ষ বঙ্গভূমিতে আপনাপনিই উৎপন্ন হয়। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য অনেক কৃষক ইহার চাষ করে। গাছগুলির সাধারণ আকৃতি বেশ সুন্দর। গোড়া হইতে বৃক্ষদণ্ডটী সরলভাবে উঠিয়া উপরে শাখাপ্রশাখায় ঝাঁকড়া হইয়া পড়িয়াছে, দেখিলেই বোধ হয় যেন একটী সুবৃহৎ ছত্র ঐ স্থানে ছায়া বিস্তার করিবার জন্যই রক্ষিত আছে। শিবালিক শৈল, পেশাবর, সিন্ধুনদের তীরভূমি, কোয়ম্বাতোর ও বালিয়ার জঙ্গলে, সিংহলদ্বীপের দুই হাজার ফিট উচ্চ শৈলস্তবকে এবং গোয়ালপাড়া, সুখনগর, গোরখপুর, ধামতোলা ও মোরঙ্গশৈলমালায় প্রচুর পরিমাণে বহেড়াবৃক্ষ দেখা যায়। ইহার পত্র, ফল, কাষ্ঠ ও নির্য্যাস মানবের বিশেষ উপকারী।

বৃক্ষত্বক্ ছেদন করিলে যে নির্য্যাস পাওয়া যায়, তাহা কতকটা গঁদের (Gum Arabic) ন্যায় গুণবিশিষ্ট। উহা সহজেই জলে গুলিয়া যায় এবং বাতির আলোয় ধরিলে জলিয়া উঠে; কিন্তু বিশেষ কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। উহার ছাই কাল হয়। ফার্ম্মাকোগ্রাফিকা ইণ্ডিকারচয়িতা বলেন যে, ইহা বসোরার গঁদের মত। অনেক সময় উহা দেশী গঁদরূপে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোল চুয়াড়েরা ইহা খায়। ইহা সম্পূর্ণরূপে জলে গলে না এবং ইহাতে ডাম্বেলাকৃতি Calcium Oxalate-এর দানা, Sphærocrystals ও বিভিন্ন দানাদার চূর্ণ পাওয়া যায়।

হরীতকীর ন্যায় ইহারও কষ আছে। এই কারণে ইহা প্রভূত পরিমাণে য়ুরোপে রপ্তানী হইয়া থাকে। ভারতেও চামড়া পরিষ্কার করিতে এবং রঙের কষ বৃদ্ধি করিতে বহেড়ার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। ঐ বহেড়া সাধারণতঃ দুই প্রকার:—১ গোলাকৃতি, ব্যাস ॥০ বা ৸০ ইঞ্চি; ২ অপেক্ষাকৃত বড়, ডিম্বাকার ও বোঁটার কাছে চেপ্টা। ফলগুলি সাধারণ বেশ নিটোল থাকে, কিন্তু শুকাইয়া আসিলে উহার পৃষ্ঠে পাঁচ কোণের একটী খাঁজ পড়ে। বীজ বা আটি পাঁচকোণা, ভিতরের শাস তৈলাক্ত ও সুমিষ্ট। চর্ম্মের জন্য কষ ব্যতীত বস্ত্ররঙ করিবার নিমিত্ত ইহার বহুল ব্যবহার আছে। হাজারিবাগের লোকে বহেড়া দিয়া যে প্রণালীতে কাপড় রঙ করে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল:—

প্রত্যেক বর্গগজ বস্ত্রের জন্য ১ পোয়া বহেড়া লইয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। বীজ ও কাটকুটী বাদ দিয়া সেই ঘোলাচূর্ণ ১ সের জলে ভিজাইবে এবং তাহাতে ১ তোলা পরিমাণ দাড়িম্বের ছাল দিবে। এক রাত্রি ঐ ক্বাথ ভিজিলে পর দিন তাহাকে উপর্য্যুপরি তিনবার আগুনে জাল দিবে। তার পর ঠাণ্ডা হইলে মোটা কাপড়ে উহা ছাকিয়া লইবে। তারপর যে কাপড়খানি রঙ করিবে, তাহা উত্তমরূপে জলে কাচিয়া শুকাইতে দিবে। বস্ত্রখানি অর্দ্ধশুষ্ক হইয়া আসিলে, তাহা উঠাইয়া অপর একটী পাত্রস্থ ১ তোলা ফট্‌কিরীমিশ্রিত জলে পুনরায় ডুবাইবে। পরে কাপড়খানি নিঙ্‌ড়াইয়া উত্তমরূপে ঐ রঙের জলে কাচিবে যে, বস্ত্রের সর্ব্বত্রই সমান রঙ লাগে। যদি রঙ গাঢ় হয়, তাহা হইলে বস্ত্রখানি সূর্য্যোত্তাপে শুকাইতে দিবে। কাপড়খানি শুকাইলে তাহাকে উপর্য্যুপরি দুই বা তিন বার পরিষ্কার জলে কাচিয়া লইবে, যেন উহাতে রঙের দুর্গন্ধ না থাকে। কাপড়ের বর্ণ তখন মেটেহলদে (Snuffy Yellow) দাঁড়াইবে।

প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থে ইহার ভেষজগুণ বর্ণিত আছে। হরীতকী (T. Chebula) আমলকী (Phyllanthus Emblica) ও বহেড়া (T. belerica) যোগে ত্রিফলা প্রস্তুত হয়। এই ত্রিফলা ত্রিদোষঘ্ন অর্থাৎ বায়ুপিত্ত ও কফদোষনাশক। বহেড়ার ফলত্বক্ সঙ্কোচক ও ভেদক, সর্দ্দি, কাশী, স্বরভঙ্গ ও চক্ষুরোগে ইহা বিশেষ হিতকর।

বীজের শাস মাদক ও রোধক। দগ্ধ স্থানে শাস বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। হাকিমী মতে ইহা বলবর্দ্ধক, সঙ্কোচক, পাচক, কোমল ও মূত্রবিরেচক, চক্ষুপ্রদাহে, বিশেষতঃ, চক্ষু রোগে মধুসহ ইহার প্রয়োগ বিশেষ হিতসাধক। আরবেরা ভারতবাসীর নিকট ইহার ভেষজগুণশিক্ষা করিয়া পশ্চিম য়ুরোপে তাহা প্রয়োগ করে, তাই প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে আমরা বিভীতকের ব্যবহার দেখিতে পাই। তদ্দেশীয় পরবর্ত্তিকালের চিকিৎসকগণও ইহার ব্যবহার হইতে বিরত হন নাই।

বর্ত্তমানকালে দেশীয় লোকে ইহার বৈদ্যক ও হেকিমী প্রয়োগ প্রায়ই অবগত আছেন এবং তাহারা আবশ্যক মত রোগবিশেষে ত্রিফলাদির প্রয়োগও করিয়া থাকেন। জলোদরী, অর্শ, কুষ্ঠ ও অজীর্ণরোগে এবং জ্বরে ইহা ফলদায়ক। কাঁচা ফল ভেদক, কিন্তু পাকা ফল বা শুষ্কফল রোধক। ইহার বীজতৈল কেশের হিতকর। গঁদ ভেদক ও স্নিগ্ধকারক। কোঙ্কণবাসী পাণ ও সুপারীযোগে ইহার বীজের শাস ও ভল্লাতক কতক পরিমাণে খাইয়া থাকে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য নাশ করে। কাঁচা ফল ছাগল, ভেড়া, গবাদি, হরিণ ও বাঁদরে খায়।

বীজের মধ্যে যে বাদাম থাকে, দেশীয় লোকে তাহা ভাঙ্গিয়া খায়। বড় ফলের শাস অধিক পরিমাণে খাইলে মাদকতা জন্মে। মালব-ভীল-সেনাদলের সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মিঃ রাডক্ লিখিয়াছেন, এক দিন তিনটী বালক বহেড়া বীজের শাস খায়। দুইটী সেই দিনই নেশার ঘোরে ঝিমাইয়া পড়ে এবং শিরঃপীড়ার কথা প্রকাশ করে। পরে বমন হইলে তাহাদের যন্ত্রণা ও পীড়ার লাঘব হয়,অপর বালকটীর প্রথম দিন কিছু পীড়ার লক্ষণ দেখা যায় নাই, পর দিন সে হতচেতন ও হিমাঙ্গ হইয়া পড়ে। ঐ সময়ে তাহাকে বমনকারক ঔষধ ও উত্তপ্ত চা পান করিতে দেওয়ায় ক্রমশঃ আরোগ্যের লক্ষণ সকল দেখা দিতে থাকে। ক্রমে তাহার চৈতন্য হইতে থাকে, কিন্তু সে দিনও নিঝুমভাবে শুইয়া থাকে এবং মাথা-ঘোরা ও দপ্‌দপানীর কথা বলে। তৎপর দিনেও তাহার নাড়ীর গতি সরল হয় নাই। পরে সে আরোগ্য লাভ করে। ডাঃ রাডক বলেন,Stomach-pump ব্যবহার না করিলে বোধ হয়, বিষের প্রভাবে বালকের মৃত্যু ঘটিত। ডাঃ বার্টন ব্রাউন বলেন, বাজারে মদ্য প্রস্তুতকারীরা হরীতকী, আমলকী বা বহেড়া মদ্যে মিশাইয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে তাহারই ফলে অনেক কুফল ঘটিয়া লোককে বিপদ্‌গ্রস্ত করে। ডাইমক্, হুপার ও ওয়ার্ডেন বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বীজের শাসে কোন মাদক পদার্থ নাই। কাংড়া জেলাবাসী গবাদিকে ইহার পত্র খাওয়াইয়া থাকে।

কাষ্ঠের বর্ণ হরিদ্রাভ ধূসর, দৃঢ় অথচ অন্তঃসারশূন্য। আকৃতিতে কতকটা Ougeinia dalbergioides বৃক্ষের অনুরূপ এবং প্রতি ঘন ফিটের ওজন ৩৯ হইতে ৪৩ পাউণ্ড। এই কাষ্ঠ বহু দিন স্থায়ী হয় না, সহজেই পোকা লাগে। এই কারণে কেহই ইহাকে আদর করে না। পাটাতন করিতে, প্যাকিং বাক্স ও নৌকা নির্ম্মাণে ইহার বহুল ব্যবহার হয়। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহার তক্তা জলে পচাইয়া কিছুদিন পরে গৃহের দরজা জানালাদি লাগান হইয়া থাকে। মধ্য-প্রদেশে যখন বীজশালকাষ্ঠের একান্ত অভাব হয়, তখন তথাকার লোকে এই কাষ্ঠে লাঙ্গল ও গোশকট প্রস্তুত করে। দক্ষিণ ভারতে ইহার কাষ্ঠে প্যাকিং বাক্স, কফির বাক্স, ভেলা (Catamaran) ও শস্য পরিমাপক পাত্রবিশেষ নির্ম্মিত হয়।

বহু কাল হইতে আর্য্যসমাজে বিভীতকের প্রচলন আছে। বৈদিক ঋষিগণ বিভীতককাষ্ঠনির্ম্মিত পাশা ব্যবহার করিতেন। বোধ হয় খেলার সময় বিভীতক কাষ্ঠের পাশা হাড়ের পাশা অপেক্ষা বেশ সুচাল পাড়িত। ঋগ্বেদসংহিতার ১০ মণ্ডলের ৩৪ সূক্তে দ্যূতকার ও অক্ষের বর্ণনা আছে—

"প্রাবে পা মা বৃহতো মাদয়ন্তি প্রবাতেজা ইরিণে বর্বৃতানাঃ।
সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্ ॥"
(ঋক্ ১০।৩৪।১)

'বৃহতো মহতো বিভীতকস্য ফলত্বেন সম্বন্ধিনঃ প্রবাতেজা প্রবণে দেশে জাতা ইরিণ আস্ফারে বর্বৃতানাঃ প্রবর্ত্তমানাঃ প্রাবেপাঃ প্রবেপিণঃ কম্পনশীলা অক্ষা মা মাং মাদয়ন্তি হর্ষয়ন্তি কিঞ্চ জাগৃবির্জয়পরাজয়য়োর্হর্ষশোকাভ্যাং কিতবানাং জাগরণস্য কর্ত্তা বিভীদকো বিভীতকবিকারোঽক্ষো মহ্যং মামচ্ছান্ অচচ্ছদৎ।' (সায়ণ)

ইহার ফলের কষে হীরাকস দিলে লিখিবার উত্তম কালী প্রস্তুত হইয়া থাকে। বীজের তৈল কেশমূল-দৃঢ়কর ও কেশ-বর্দ্ধক। চিনি পরিষ্কার কার্য্যে ইহার কাষ্ঠের ছাই সাবন্তবাড়ী জেলাবাসী প্রধানতঃ ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার পাতার কাথে মলাই (Boswellia serrata) বৃক্ষের তক্তা ৫।৬ মাস ভিজাইয়া রাখিলে উহা এত দৃঢ় হয় যে, তাহা জলকাদায় শীঘ্র নষ্ট হয় না। এই কারণে উহা রেল পাতিবার উৎকৃষ্ট স্লিপার প্রস্তুত হইতে পারে। গাছগুলি গুম্বজাকারে ও ছায়াপ্রদ হয় বলিয়া অনেক স্থানে ইহা রাস্তার দুই পার্শ্বে বসান হয়। উত্তর ভারতের হিন্দু সাধারণের বিশ্বাস, এই গাছে ভূতে বাসা করে, এই কারণে দিবাভাগেও তাহারা উহার ছায়াতলে বসিতে সাহস করে না। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের লোকের বিশ্বাস ইহা দুর্ভাগ্য আনিয়া দেয় এবং যে ব্যক্তি ইহার কাষ্ঠ গৃহের দরজা বা জানালায় লাগায়, তাহার বংশে বাতি দিবার কেহ থাকে না।

কার্ত্তিক হইতে পৌষ মাসের মধ্যে ইহার ফল সুপক্ক হইয়া উঠে এবং বাজারে উহা বিক্রীত হয়। মানভূম, হাজারিবাগ, প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে উহার মূল্য ১ টাকা এবং চট্টগ্রামে প্রায় ৫ টাকা মণ হয়। হরীতকীর মূল্য ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা এই ফল ও বীজের পারমাণবিক পদার্থ সমষ্টির যে তালিকা গৃহীত হইয়াছে, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পদার্থ	ফলত্বক্	বীজকোষ
জলীয়াংশ	৮·০০	১১·৩৮
ভস্ম	৪·২৮	৪·৩৮
পেট্রোলিয়ম ইথর এক্‌ষ্ট্রাক্ট্	·১২	২৯·৮২
ইথর এক্‌ষ্ট্রাক্ট্	·৪১	·৬১
ইল্‌কোহলীয় "	৬·৪২	·৬১
জলীয় "	৩৮·৫৬	২৫·২৬

উক্ত ফলত্বকে বর্ণ (Colouring matter) গঁদ (Resin) গ্যালিক এসিড ও তৈল পাওয়া যায়। উহাদের এক্‌ষ্ট্রাক্ট হইতে

যে পিট্রোলিয়ম ইথর উৎপন্ন হয়, তাহা সবুজবর্ণ মিশ্রিত হরিদ্রাবর্ণের তৈলে স্পষ্টই অনুভূত হয়। এল্‌কোহলীয় এক্‌ষ্ট্রাক্ট হরিদ্রাবর্ণ, ভঙ্গুর, ধারক ও উষ্ণ জলে দ্রব হয়। জলীয় বা Aqueous Extract ও চর্ম্ম পরিষ্কার-করণের শক্তি (tannin) পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বীজ শাসে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহাতে প্রায় ৩০.৪৪ অংশ রসবৎ পদার্থ বিদ্যমান আছে। উহা থিতাইলে উপরে ঈষৎ সবুজবর্ণের তৈল এবং তলায় ঘৃতের ন্যায় গাঢ় সাদা জমাট পাওয়া যায়। উহা সাধারণতঃ ঔষধার্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজ তৈল বাদাম তৈলের ন্যায় পাতলা, তাহাতে ফিকে হরিদ্রাবর্ণ যে পিট্রোলিয়ম ইথার এক্‌ষ্ট্রাক্ট পাওয়া যায়, তাহা সহজে শুকায় না বা এল্‌কোহলে দ্রব হয় না; কিন্তু এল্‌কোহালিক এক্‌ষ্ট্রাক্ট উষ্ণ জলে দ্রব হয়। উহাতে অম্লের প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। সাবান, চিনি বা ক্ষারের বিন্দুমাত্র নিদর্শন বা আস্বাদ নাই।

গুণ—কটু, তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, কফনাশক, চক্ষুর দীপ্তিকারক, পলিতঘ্ন, বিপাকে মধুর। ইহার মজ্জগুণ—তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, কফ ও বাতনাশক, মধুর, মদকারক। ইহার তৈলগুণ—স্বাদু, শীতল, কেশবর্দ্ধক, গুরু, পিত্ত ও বায়ুনাশক। (রাজনি°)

বিভীদক (পুং) বিভীতক।

বিভীষণ (পুং) বিভীষয়তীতি বি-ভীষি (নন্দিগ্রহিপচাতি। পা ৩।১।৩৪) ইতি ল্যু। ১ নলতৃণ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ ভয়ানক, ভয়জনক। "ইন্দ্রোবিশ্বস্য দমিতা বিভীষণঃ" (ঋক্ ৫।৩৪।৬) 'বিভীষণঃ ভয়জনকঃ' (সায়ণ)

(পুং) ৩ লঙ্কাপতি রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর ও রামচন্দ্রের পরম বন্ধু। সুমালী রাক্ষসের দৌহিত্র। বিশ্রবামুনির ঔরসে ও কৈকসী রাক্ষসীর গর্ভে জন্ম।

একদিন সুমালী পুষ্পকরথে কুবেরকে দেখিয়া তৎসদৃশ দৌহিত্র লাভের আশায় গুণবতী কন্যা কৈকসীকে বিশ্রবার কাছে পাঠাইয়া দেন। ধ্যানস্থ বিশ্রবা কৈকসীকে নিকটে আসিতে দেখিয়া তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলেন, 'এ দারুণ সময়ে তুমি আসিয়াছ, এ সময়ে তোমার গর্ভে দারুণাকার রাক্ষসগণই জন্মগ্রহণ করিবে।'—তখন কৈকসী সানুনয়ে প্রার্থনা জানাইল, 'প্রভু! আমি এরূপ পুত্র চাহি না। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।' তখন ঋষি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমার কথা অন্যথা হইবার নহে। যাহা হউক, তোমার শেষ গর্ভে যে পুত্র হইবে, সে আমার আশীর্ব্বাদে আমার বংশানুরূপ ও পরমধাম্মিক হইবে। বিভীষণই কৈকসীর শেষ সন্তান, ঋষির আশীর্ব্বাদের ফল।

বিভীষণও প্রথমে জ্যেষ্ঠ রাবণ ও কুম্ভকর্ণের সহিত সহস্রবর্ষ তপস্যা করেন। ব্রহ্মা বর দিতে আসিলে বিভীষণ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'বিপদেও যেন আমার ধর্ম্মে মতি থাকে। নিয়তই যেন ব্রহ্মচিন্তা স্ফুরিত হয়।' ব্রহ্মা বর দিলেন, 'রাক্ষস যোনিতে জন্মিয়াও যখন তোমার অধর্ম্মে মতি নাই, তখন আমার বরে তুমি অমরত্ব লাভ করিবে।' এইরূপে ব্রহ্মার বরে বিভীষণ অমর হইলেন।

বরলাভের পর রাবণের সহিত বিভীষণও লঙ্কাপুরে আসিয়া বাস করিলেন। গন্ধর্ব্বাধিপতি শৈলুষের কন্যা সরমার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।

সীতাহরণ করিয়া রাবণ লঙ্কায় ফিরিলেন। রাবণের আচরণে ধার্ম্মিক বিভীষণের প্রাণ ব্যথিত হইল। সতীসাধ্বী সীতার পরিচর্য্যার জন্য প্রিয়পত্নী সরমার উপর ভার দিলেন। তারপর সীতান্বেষণে হনুমান্ আসিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইল। হনুমানের মুখে রাবণ নিজ নিন্দাবাদ ও রামচন্দ্রের শৌর্য্যবীর্য্যের প্রশংসা শুনিয়া অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়েন, এমন কি হনুমানের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে আদেশ করেন। এ সময় বিভীষণ দূতবধ যে অতি গর্হিত কার্য্য, তাহা বুঝাইয়া দিয়া রাবণকে শান্ত করেন। তৎপরে যখন বিভীষণ শুনিলেন যে, রামচন্দ্র সসৈন্যে আসিতেছেন, তখন তিনি রামের সীতা রামকে ফিরাইয়া দিবার জন্য কত শতবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় রাবণ আদৌ কর্ণপাত করেন নাই। বরং বিভীষণের পুনঃ পুনঃ হিতকথায় বিরক্ত হইয়া রাবণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'বিভীষণ! আমার যশঃ ও ঐশ্বর্য্য তোর চক্ষে সহ্য হয় না। রে কুলকলঙ্ক! তোরে শতধিক্।' এইরূপে রাবণ বিভীষণকে অবমানিত করিয়া তাড়াইয়া দেন।

বিভীষণ একজন মহাবীর অথচ পরম ধাম্মিক। তিনি বুঝিয়াছিলেন, রাবণ যে দারুণ পাপে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আর তাঁহার রক্ষা নাই। তিনি অপমানিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া চারিজন রাক্ষসসহ রাজপুরী পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মরক্ষার জন্য তিনি আত্মীয় স্বজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। এ সময় রামচন্দ্র সমুদ্রের অপর পারে বানরসৈন্যসহ উপস্থিত। বিভীষণ চারিজন অনুচরসহ সমুদ্রের উত্তরপার্শ্বে আসিলেন। প্রথমে সুগ্রীব তাঁহাকে শত্রুচর মনে করিয়া সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য এই বুঝাইয়া রামচন্দ্র কপিবরগণকে শান্ত করিলেন। তথাপি সুগ্রীব বলিয়াছিলেন,'বিপদ্‌কালে ভ্রাতাকে ছাড়িয়া যে বিপক্ষপক্ষ আশ্রয় করে, তাহাকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে।' রাম কিন্তু বিভীষণকে মিত্ররূপে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারই

নিকট রামচন্দ্র রাবণের বলাবল জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই ভবিষ্যতে তাঁহার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল।

তৎপরে রামচন্দ্র লঙ্কায় আসিয়া শিবিরস্থাপন করিলেন। বিভীষণও বরাবর তাঁহার পার্শ্বচর হইয়া রহিলেন। লঙ্কায় মহাসমর উপস্থিত হইলে বিভীষণ একজন মন্ত্রী, সেনাপতি ও সান্ধিবিগ্রহিকের কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। যখন শ্রীরামলক্ষ্মণ শক্তিশেলে আবদ্ধ হন, তখন বিভীষণই বিশেষ উদ্যোগী হইয়া রণস্থলে পতিত জাম্ববান্‌কে খুঁজিয়া বাহির করিয়া রামলক্ষ্মণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তৎপরে মায়াসীতা দেখাইয়া ইন্দ্রজিৎ যখন কপিসৈন্যকে মোহিত করেন এবং রামচন্দ্র সীতার নিধনবার্ত্তা শুনিয়া অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন, সে সময়েও বিভীষণ রামের নিকট আসিয়া তাঁহার ভ্রম অপনোদন করেন। পরে তাঁহারই কৌশলে নিকুম্ভিলাযজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি বিভীষণ সহায় না হইলে রামচন্দ্র রাবণবধ করিতে সমর্থ হইতেন না। কিন্তু মহাবীর দশানন রামচন্দ্রের শরাঘাতে যখন ভূপতিত হইলেন, তখন বিভীষণের ভ্রাতৃশোক উথলিয়া উঠিল, ধার্ম্মিকের প্রাণ জ্যেষ্ঠভ্রাতার অধঃপতন সহ্য করিতে পারিল না। কবিগুরু বাল্মীকি বিভীষণের যে বিলাপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। অবশেষে জ্যেষ্ঠভ্রাতার উপযুক্ত প্রেতকৃত্য সমাপন করিয়া রামচন্দ্রের আদেশে বিভীষণই লঙ্কার অধিপতি হইলেন।

পদ্মপুরাণমতে—বিভীষণের মাতার নাম নিকষা।* আধুনিক কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিভীষণের তরণীসেন নামে এক পুত্রের নাম পাওয়া যায়।

জৈনদিগের পদ্মপুরাণে এই বিভীষণের চরিত্র ভিন্নভাবে চিত্রিত। তথায় বিভীষণ একজন প্রকৃত জিনভক্ত, পরমধার্ম্মিক এবং সংসারবিরক্ত পুরুষ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিভীষণ অমর। মহাভারত হইতে জানা যায় যে, তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। উৎকলের পুরুষোত্তমে সাধারণের বিশ্বাস যে, এখনও বিভীষণ গভীর নিশায় জগন্নাথ মহাপ্রভুকে পূজা করিতে আসিয়া থাকেন।

৪ আঞ্জনেয়-স্তোত্ররচয়িতা।

বিভীষা (স্ত্রী) বিভেতুমিচ্ছা, ভী সন্, বিভীষ-অ টাপ্। ভয় পাইবার ইচ্ছা, ভীত হইবার ইচ্ছা।

* বাল্মীকিরামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডেও বিভীষণ 'নিকষানন্দন' রূপেই অভিহিত হইয়াছেন। (যুদ্ধকাণ্ড ৯২ সর্গ)

বিভীষিকা (স্ত্রী বিভীষা স্বার্থে-কন্-স্ত্রিয়াং-টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। ভয় প্রদর্শন।

"কৃত্বা শস্ত্রবিভীষিকাং কতিপয়গ্রামেষু দীনাঃ প্রজাঃ।" (শান্তিশ°)

বিভু (পুং) বি ভূ (বিসংপ্রসংভ্যো ডু সংজ্ঞায়াং। পা ৩।২।১৮০) ইতি ডু। ১ প্রভু।

"বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ।" (মাঘ ১ স°)

২ সর্ব্বগত। ৩ শঙ্কর। (ভারত ১৩।১৭।১৬) ৪ ব্রহ্ম। (মেদিনী) ৫ ভৃত্য। (ত্রিকা°) ৬ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫৭) ৭ জীবাত্মা।

"নশক্যশ্চক্ষুষা দ্রষ্টুং দেহে সূক্ষ্মগতো বিভুঃ।
দৃশ্যতে জ্ঞানচক্ষুর্ভিস্তপশ্চক্ষুভিরেব চ॥" (সুশ্রুতশারীরস্থা°)

৮ নিত্য। ৯ অর্হ। (হেম) (ত্রি) ১০ সর্ব্বমূর্ত-সংযোগী, পরম মহত্ত্ববিশিষ্ট, আত্মা প্রভৃতি, কাল, খ (আকাশ) আত্মা ও দিক্ বিভু।

"আত্মেন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতা করণং হি সকর্ত্তৃকম্।
বিভুর্বুদ্ধ্যাদিগুণবান্ বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা॥" (ভাষাপরি°)
'বিভুরিতি বিভুত্বং পরমমহত্ত্বরং' (সিদ্ধান্তমুক্তা°)
"কালখাত্মদিশাং সর্ব্ব-গতত্বং পরমং মহৎ।" (ভাষাপরি°)

১১ দৃঢ়। ১২ ব্যাপক। "প্রাতর্যাবাণং বিভ্বং বিশে বিশে" (ঋক্ ১০।৪০।১) 'বিভ্বং বিভুং ব্যাপিনং' (সায়ণ) ১৩ ব্যাপ্ত। "বিভ্বর্ব্যায়াম উতরাতিরশ্বিনা" (ঋক্ ১।৩৪।১) 'বিভ্বর্ব্যাপ্তঃ' (সায়ণ) ১৪ সর্ব্বত্র গমনশীল, যিনি সকল স্থলে গমন করিতে সমর্থ। (ঋক্ ১।১৬৫।১০) ১৫ ঈশ্বর। "বনেষু চিত্রং বিভ্বং বিশে বিশে" (ঋক্ ৪।৭।১) 'বিভ্বং বিভুং ঈশ্বরং' (সায়ণ) ১৬ মহান্। "ইন্দ্র রাধসী বিভ্বীরাতি শুক্রতো" (ঋক্ ৫।৩৮।১) 'বিভ্বী মহতী' (সায়ণ)

বিভুক্রতু (ত্রি) বলশালী, শত্রুপরাভবকর। (ঋক্ ৮।৫৮।১৫)

বিভুগ্ন (ত্রি) বি-ভুজ-ক্ত। ঈষৎ ভগ্ন।

বিভুজ (ত্রি) ১ বিবাহু। ২ বক্র। [মূলবিভুজ দেখ।]

বিভুত্ব (ক্লী) বিভোর্ভাবঃ ত্ব। বিভুর ভাব বা ধর্ম্ম। বিভুর কার্য্য, সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগ, পরম মহত্ত্ব। (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ ১০৬।১২)

বিভুদত্ত, গুপ্তবংশীয় মহারাজ হস্তিনের সান্ধিবিগ্রহিক। ইঁহার পিতার নাম সূর্য্যদত্ত।

বিভুপ্রমিত (ত্রি) বিভুর সমান। বিভুতুল্য। (কৌষীতকীউ° ১।৩)

বিভুমৎ (ত্রি) বিভু-অস্ত্যর্থে-মতুপ্। বিভুত্বযুক্ত। মহত্ত্বযুক্ত। (ঋক্ ৯।৮৫।১৩) "বিভুমতে রাজমতে স্বাহা" (শুক্লযজু° ৩৮।৮) 'বিভুমতে বিভুরস্যাস্তীতি বিভুমান্' (মহীধর) এইস্থলে বিভুমান্ ইন্দ্রের বিশেষণ, 'মহত্ত্বযুক্ত ইন্দ্রকে হোম করি'।

বিভুবরী (স্ত্রী) বিভ্বন্। (কাঠক ৩১।৩) [বিভ্বন্ দেখ।]

বিভুবর্ম্মন্, রাজা অংশুবর্ম্মার পুত্র। ইনি ৬৪৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

বিভুতঙ্গমা (স্ত্রী) বহুসংখ্যক। প্রভূত। (ললিত-বিস্তর)

বিভূতদ্যুম্ন (ত্রি) প্রভূতযশস্বী বা প্রভূত অন্নবিশিষ্ট।
"ঘৃতাহুতি-বিভূতদ্যুম্ন এবয়া উ সপ্রথাঃ" (ঋক্ ১।১৫৬।১)
'বিভূতদ্যুম্নঃ প্রভূতযশাঃ প্রভূতান্নো বা' (সায়ণ)

বিভূতমনস্ (ত্রি) বিমনস্। (নিরুক্ত ১০।২৬)

বিভূতরাতি (ত্রি) রা-দানে-রা-ক্তিন্ রাতিঃ দানং, বিভূতাং রাতিং দানং যস্য। বিভূতদান। "বিভূতরাতিং বিপ্র চিত্রশঃ" (ঋক্ ৮।১৯।২) 'বিভূতরাতিং বিভূতদানং' (সায়ণ)

বিভূতি (স্ত্রী) বি-ভূ-ক্তিন্। অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য, পর্য্যায় ভূতি, ঐশ্বর্য্য।
"এবাহিতে বিভূতয় ইন্দ্রমাবতে" (ঋক্ ১।৮।৯)
'বিভূতয়ঃ ঐশ্বর্য্যবিশেষাঃ' (সায়ণ)
অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবশায়িতা এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যকে বিভূতি কহে। পাতঞ্জলদর্শনে বিভূতিপাদে যোগের দ্বারা কিরূপে কি কি ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।
২ শিবধৃত ভস্ম। দেবীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ১৪শ অধ্যায়ে বিভূতিধারণমাহাত্ম্য এবং ১৫শ অধ্যায়ে ত্রিপুণ্ড্র ও উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণবিধি বর্ণনপ্রসঙ্গে এতদ্বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত আছে।
৩ ভগবান্ বিষ্ণুর নিত্য যে ঐশ্বর্য্য,তাহাকে বিভূতি কহে।
"পরাৎপরতরং তত্ত্বং পরং ব্রহ্মৈকমব্যয়ম্।
নিত্যানন্দং স্বয়ং জ্যোতিরক্ষয়ং তমসঃ পরম্।
ঐশ্বর্য্যং তস্য যন্নিত্যং বিভূতিরিতি গীয়তে॥" (কূর্ম্মপুরাণ ১অ°)
৩ লক্ষ্মী। "বিভূতিরস্তু সূনৃতা" (ঋক্ ১।৩০।৫) 'বিভূতির্লক্ষ্মীঃ' (সায়ণ) ৪ বিভবহেতু। "রয়িবিভূতিরীয়তে বচস্যা" (ঋক্ ৬।৬১।১) 'বিভূতির্জ্জগতো বিভবহেতুঃ' (সায়ণ) ৫ বিবিধ সৃষ্টি। (ভাগবত ৪।২৪।৪৩) ৬ সম্পৎ।
"অভিভূয় বিভূতিমার্ত্তবীং মধুগন্ধাতিশয়েন বীরুধাম্।"(রঘু° ৮।৩৬)

বিভূতিচন্দ্র (পুং) বৌদ্ধগ্রন্থকারভেদ। (তারনাথ)

বিভূতিদ্বাদশী (স্ত্রী) বিভূতিবর্দ্ধিকা দ্বাদশী। ব্রতবিশেষ, এই ব্রত করিলে বিভূতি বর্দ্ধিত হয়, এজন্য ইহাকে বিভূতিদ্বাদশীব্রত কহে। মৎস্যপুরাণে এই ব্রতের বিধান লিখিত হইয়াছে—এই ব্রত বিষ্ণুব্রত, ইহা সর্ব্বপাপনাশক। ব্রতের বিধান এইরূপ,—কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, বৈশাখ বা আষাঢ় মাসের শুক্লাদশমীর দিন সংযত হইয়া একাদশীর দিন উপবাস করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে পূজা করিতে হইবে। এইরূপে পূজা করিয়া তৎপর দিন অর্থাৎ দ্বাদশীর দিন প্রাতঃকালে স্নান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া শুক্লমাল্য ও অনুলেপনাদি দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিয়া নিম্নোক্তরূপ পূজা করিবে। যথা—
"বিভূতিদায় নমঃ পাদাবশোকায় চ জানুনী।
নমঃ শিবায়েত্যূরূ চ বিশ্বমূর্ত্তয়ে নমঃ কটিম্॥
কন্দর্পায় নমো মেঢ্রমাদিত্যায় নমঃ করৌ।
দামোদরায়েত্যুদরং বাসুদেবায় চ স্তনৌ॥
মাধবায়েতি হৃদয়ং কণ্ঠমুৎকণ্ঠিতে নমঃ।
শ্রীধরায় মুখং কেশান্ কেশবায়েতি নারদ॥
পৃষ্ঠং শার্ঙ্গধরায়েতি শ্রবণৌ চ স্বয়ম্ভুবে।
স্বনাম্না শঙ্খচক্রাসি গদাপরশুপাণয়ঃ।
সর্ব্বাত্মনে শিরোব্রহ্মন্ নম ইত্যভিপূজয়েৎ॥" (মৎস্যপু°৮৩অ°)
'পাদৌ বিভূতিদায় নমঃ' 'জানুনী অশোকায় নমঃ' ইত্যাদি রূপে পূজা করিতে হয়। একাদশীর দিন রাত্রে একটী কুম্ভ মধ্যে উৎপলের সহিত যথাসাধ্য ভগবান্ বিষ্ণুর মৎস্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপন করিতে হয় এবং আর একটী সিতবস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত তিলযুক্ত গুড়পাত্র রাখিতে হইবে। এই রাত্রিতে ভগবান্ বিষ্ণুর নাম ও ইতিহাসাদি শ্রবণ করিয়া জাগরণ করা বিধেয়। প্রাতঃকালে ঐ উদকুম্ভের সহিত দেবমূর্ত্তি, ব্রাহ্মণকে নিম্নোক্ত প্রার্থনা পাঠ করিয়া দান করিবে।
"যথা ন মুচ্যতে বিষ্ণোঃ সদা সর্ব্ববিভূতিভিঃ।
তথা মামুদ্ধরাশেষদুঃখসংসারসাগরাৎ॥"
এইরূপে দান করিয়া ব্রাহ্মণ, আত্মীয় কুটুম্বকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিবে। এই ব্রত প্রতিমাসে করিতে হয়। পূর্ব্বে যে মাস উল্লিখিত হইয়াছে, উহার যে কোন মাস হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসরকাল দ্বাদশ মাসে দ্বাদশীর দিন এইরূপ নিয়মে ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। সংবৎসর পরে যথাশক্তি লবণপর্ব্বতের সহিত একটী শয্যা গুরুকে দান করিতে হয়। যাহার যেরূপ শক্তি তিনি তদ্রূপ ধনবস্ত্রাদি দান করিবেন। অতি দরিদ্র ব্যক্তি এই সকল করিতে অসমর্থ হইলে যদি দুই বৎসরকাল একাদশীর দিন উপবাস, পূজা ও দ্বাদশীর দিন পূজা পারণ করেন, তবে সকল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া বিভূতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন এবং তাহার পিতৃগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হন। শত সহস্র জন্ম তাহার শোক, ব্যাধি, দারিদ্র্য বন্ধন হয় না এবং বহুদিন তাহার স্বর্গভোগ হইয়া থাকে।*
(মৎস্যপুরাণ ৮২ অ°)

* "দ্বন্দ্বাতীতিনিঃস্বঃ পুরুষো ভক্তিমান্ মাধবং প্রতি।
পুষ্পার্চ্চনবিধানেন স কুর্য্যাৎ বৎসরদ্বয়ম্॥

বিভূতিমৎ (ত্রি) ১ ঐশ্বর্য্যবান্। (ভাগবত ৩।১৯।১৫)

বিভূতিমাধব, একজন প্রাচীন কবি।

বিভূভিতল, একজন কবি।

বিভূদাবন্ (ত্রি) ঐশ্বর্য্যদাতা (প্রজাপতি)?

বিভূমন্ (ত্রি) ১ শক্তিশালী, ঐশ্বর্য্যশালী। ২ বিশিষ্টো ভূমা কর্ম্মধা°। (পুং) শ্রীকৃষ্ণ।

বিভূরসি (পুং) অগ্নিমূর্ত্তিভেদ। (মহাভারত বনপ°)

বিভূবসু (ত্রি) বহু ঐশ্বর্য্য বা ধনবিশিষ্ট। (ঋক্ ৯।৮৬।১০)

বিভূষণ (ক্লী) বিশেষেণ ভূষয়ত্যনেনেতি বি-ভূষ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ আভরণ, অলঙ্কার।

(পুং) ২ মঞ্জুশ্রীর নামান্তর। (ত্রিকা° ১।১।২২)

(ত্রি) ৩ অলঙ্করণ।

"চরণৌ পরস্পরবিভূষণৌ" (রামায়ণ ৩।৩২।৩৩)

বিভূষণবৎ (ত্রি) ভূষার ন্যায়। (মৃচ্ছকটিক ৬।১২)

বিভূষণা (স্ত্রী) ১ ভূষা, অলঙ্কার। ২ শোভা।

বিভূষা (স্ত্রী) বি-ভূষ ই-অ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ততষ্টাপ্। ১ শোভা। ২ আভরণ।

বিভূষিত (ত্রি) বি ভূষ ক্ত। যদ্বা বিভূষা সংজ্ঞাতাস্য ইতি বিভূষা ইতচ্। ১ অলঙ্কৃত। ২ শোভিত।

বিভূষিন্ (ত্রি) বি ভূষ্-ণিনি। ১ বিভূষণকারী। ২ শোভিত, অলঙ্কৃত।

বিভূষ্ণু (ত্রি) ১ বিভূতিযুক্ত। (পুং) ২ শিব।

বিভূষ্য (ত্রি) বিভূষণের যোগ্য।

বিভৃত (ত্রি) বি-ভৃ-ক্ত। ১ধৃত। ২ পুষ্ট।

বিভৃত্র (ত্রি) ১ নানাস্থানে বিহৃত।

"দশেমং ত্বষ্টুর্জনয়ন্ত গর্ভং বিভৃত্রম্" (ঋক্ ১।৯৫।২)

২ অগ্নিহোত্রকর্ম্মে বিহরণকারী।

'অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণি বিহরন্ত্যঃ' (ঋক্ ১।৭১।৩ ভাষ্যে সায়ণ)

বিভৃত্বন্ (পুং) যে ধারণ বা ভরণপোষণ করে।(ঋক্ ৯।৯৬।১৯)

বিভেতব্য (ত্রি) ভীতির যোগ্য।

বিভেত্তৃ (পুং) ১ বিভেদকর্ত্তা। ২ ধ্বংসকর্ত্তা।

বিভেদ (পুং) ১ বিভিন্নতা, প্রভেদ, বৈলক্ষণ্য। ২ অপগম। ৩ বিভাগ। ৪ মিশ্রণ। ৫ বিকাশ। ৬ বিদলন। ৭ বিদারণ।

বিভেদক (ত্রি) ১ ভেদকারী, ভেদজনক। ২ বিশেষ। ৩ বিভাগকারী। (পুং) ৪ বিভীদক, বিভীতক।

বিভেদন (ক্লী) ১ নিপাতন, ভিন্নকরণ। ২ ফাটান। ৩ মিশ্রণ। ৪ বিদলন। ৫ পৃথক্করণ।

বিভেদিন্ (ত্রি) ১ বিভেদকারী। ২ বিচ্ছেদকারী। ৩ পৃথক্কারী।

বিভেদ্য (ত্রি) ভেদযোগ্য।

বিভ্রংশ (পুং) ১ বিনাশ, ধ্বংস। ২ পতন। ৩ পর্ব্বতের তুঙ্গ।

বিভ্রংশিত (ত্রি) ১ বিভ্রষ্ট, পতিত। ২ বিচ্ছিন্ন। ৩ বিপথে নীত। ৪ বিলুপ্ত।

বিভ্রংশিতজ্ঞান (ত্রি) ১ জ্ঞানশূন্য। ২ যাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে।

বিভ্রংশিন্ (ত্রি) ১ পতনশীল। ২ যাহার অধঃপতন ঘটিয়াছে। ৩ নিঃক্ষেপ। ৪ নিশ্চিহ্ন।

বিভ্রট, পর্ব্বতভেদ। (কালিকাপু° ৭৮।৬)

বিভ্রৎ (ত্রি) বি-ভৃ-শতৃ বিভর্ত্তি যঃ। ধারণপোষণকর্ত্তা।

বিভ্রম (পুং) বি-ভ্রম-ঘঞ্। হাবভেদ। প্রিয়সমাগমে স্ত্রীলোকের প্রথম যে প্রণয়বাক্যাদি স্ফুরিত বা নানারকম শৃঙ্গার ভাবজ ক্রিয়াদি প্রকটিত হয়, তাহার নাম হাবভাব বা বিভ্রম।

"স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু।" (মেঘদূত ২৯৬)

২ অত্যন্ত আসক্তি জন্য যুগপৎ ক্রোধ, হর্ষ ও মত্ততাজনিত স্ত্রীদিগের প্রকৃতির বৈপরীত্য। প্রকৃতির এইরূপ বিপরীতভাব হইলে স্ত্রীলোকে উন্মত্তের ন্যায় কখন হর্ষ, কখন ক্রোধ, কখন [বেশবিন্যাসের নিমিত্ত সখার নিকট] কুসুম আবরণাদির যাচ্ঞা ও তত্তদ্দ্রব্য প্রাপ্তি মাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার [এবং ইচ্ছা হইলে পূর্ব্বপরিহিত ভূষণাদি] বর্জ্জন, সখীগণের সহিত প্রিয়জনের আক্ষেপসূচক আলাপ, অকারণ আসন হইতে উত্থান ও গমন প্রভৃতি কার্য্য করিতে আরম্ভ করে।

"ক্রোধঃ স্মিতঞ্চ কুসুমাভরণাদি যাচ্ঞা
তদ্বর্জ্জনঞ্চ সহসৈব বিমণ্ডনঞ্চ।
আক্ষিপ্য কান্তবচনং লপনং সখীভি
র্নিষ্কারণোত্থিতগতং বদ বিভ্রমং তৎ॥"

৩ প্রিয় জনের আগমনসংবাদে অতিশয় হর্ষ ও অনুরাগবশতঃ অত্যন্ত ব্যস্ততাক্রমে স্ত্রীদিগের অযথাস্থানে ভূষণাদির বিন্যাস। যেমন তিলক পরিবার স্থানে অর্থাৎ ললাটে অঞ্জন, অঞ্জন পরিবার স্থানে অলক্তক এবং অলক্তক পরিবার স্থানে (গণ্ডে) তিলক ইত্যাদি।*

অনেন বিধিনা যস্তু বিভূতিদ্বাদশীব্রতম্।
কুর্য্যাৎ স পাপনির্ম্মুক্তঃ পিতৃণাং তারয়েচ্ছতম্॥
জন্মনাং শতসাহস্রং ন শোকফলভাগ্ভবেৎ।
ন চ ব্যাধির্ভবেত্তস্য ন দারিদ্র্যং ন বন্ধনম্॥
বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা ভবেজ্জন্মনি জন্মনি।
যাবদ্যুগসহস্রাণাং শতমষ্টোত্তরং ভবেৎ।
তাবৎ স্বর্গে বসেদ্ব্রহ্মন্ ভূপতিশ্চ পুনর্ভবেৎ॥" (মৎস্যপু° ২ অ°)

* "শ্রুত্বায়াস্তং বহিঃ কান্তমসমাপ্তবিভূষয়া।
ভালেঽঞ্জনং দৃশোর্লাক্ষা কপোলে তিলকঃ কৃতঃ॥" (সাহিঃ ৩।১৩৩)

"ত্বরয়া হর্ষরাগাদের্দয়িতা গমনাদিষু।
অস্থানে ভূষণাদীনাং বিন্যাসো বিভ্রমো মতঃ॥"(সাহিত্যদ° ৩।১৪৩)*

৪ শৃঙ্গাররসোদ্গমে চিত্তবৃত্তির অনবস্থান।

"চিত্তবৃত্ত্যনবস্থানং শৃঙ্গারাদ্বিভ্রমো ভবেৎ।"

৫ স্ত্রীদিগের যৌবনজ বিকারবিশেষ।

৬ ভ্রান্তি। (ভরত)

"তমত্রিভির্তগবানৈক্ষৎ ত্বরমাণং বিহায়সা।
আমুক্তমিব পাবণ্ড যোঽধর্ম্মে ধর্ম্মবিভ্রমঃ॥" (ভাগবত ৪।২১।১২)

৭ শোভা।

"ললাটে খুলমুক্তাঙ্কে জয়াগুরুঃ শিরোরুহাঃ।
ভুজ শঙ্কুভ্রমাসক্তি গঙ্গাম্ভোবিভ্রমং দধুঃ॥" (রসতরঙ্গিণী।৩৬৭)

৮ সংশয়। (হেম)

"পূরয়ন্ বহুনাদাভির্বাহিনীভির্ভুবস্তলম্।
কুর্ব্বন্নকাগুনির্মেঘবর্ষাসময়বিভ্রমম্॥"(কথাসরিৎসা° ১৯।৬৫)

৯ ভ্রমণ। (শব্দরত্নাবলী) ১০ ব্যাপত্তি, ক্রিয়াবিভ্রাট্।

"জীর্ণেঽপি নাজীর্ণী পিবেচ্ছমনমৌষধম্।
আমসন্নোঽনলো নালং পক্তুং দোষৌষধাশনম্॥
নিহন্যাদপি চৈতেষাং বিভ্রমঃ সহসাতুরম্।
জীর্ণাশনে তু ভৈষজ্যং যুঞ্জ্যাৎ স্তব্ধগুরূদরে॥" (বাগ্ভটস্থ° ৮অ°)

'এতেষাং দোষৌষধাশনানাং সম্বন্ধী যো বিভ্রমো ব্যাপত্তিঃ স সহসা আতুরং রোগিণং হন্যাৎ॥' (তট্টীকা)

বিভ্রমা (স্ত্রী) বার্দ্ধক্য।

বিভ্রমিন্ (ত্রি) বিভ্রমযুক্ত।

বিভ্রাজ্, বিভ্রাট্ (ত্রি) বিশেষেণ ভ্রাজতে ইতি বি-ভ্রাজ-ক্বিপ্, (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১৭৭) ১ অলঙ্কারাদি দ্বারা দীপ্তিশীল। পর্য্যায়—ভ্রাজিষ্ণু, রোচিষ্ণু।

"বিভ্রাড় বৃহৎ পিবতু সোম্যং মধ্বায়ুর্দ্দধদ্ যজ্ঞপতাববিহ্রুতম্।" (ঋক্ ১০।১৭০।১)

'বিভ্রাড় বিভ্রাজমানঃ বিশেষেণ দীপ্যমানঃ' (সায়ণ)

২ শোভমান। ৩ দীপ্তিমান্। ৪ আপদ্, বিপদ্, সঙ্কট।

বিভ্রাজ (পুং) রাজভেদ। (হরিবংশ) [বৈভ্রাজ দেখ।]

বিভ্রাতৃব্য (ক্লী) ভ্রাতার কনিষ্ঠ। বৈমাত্রেয়।

বিভ্রান্ত (ত্রি) বি-ভ্রম-ক্ত। বিভ্রমযুক্ত।

বিভ্রান্তি (স্ত্রী) বি-ভ্রম-ক্তিন্। ১ বিভ্রম।

বিভ্রাষ্টি (স্ত্রী) ১ দীপ্তি, প্রভা। ২ শোভা।

* উজ্জ্বল নীলমণিতেও এইরূপ ভাবের উল্লেখ আছে, যথা,—
"বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসংভ্রমাৎ।
বিভ্রমো হারমাল্যাদি ভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

বিভ্রু (পুং) বভ্রু শব্দের প্রামাদিক পাঠ। (ভারত বনপর্ব্ব)

বিভ্রেষ (পুং) বিপ্রমোহ। (আশ্ব° শ্রৌ° ২।২।১২ ভাষ্য)

বিভ্বতষ্ট (ত্রি) বিভু ব্রহ্মা কর্তৃক জগতের আধিপত্যে স্থাপিত।

"যং সুক্রতুং ধিষণে বিভ্বতষ্টং ঘনং" (ঋক্ ৩।৪৯।১)

'বিভ্বতষ্টং বিভুনা ব্রহ্মণা জগদাধিপত্যে স্থাপিতম্'। (সায়ণ)

বিভ্বন্ (ত্রি) বিভু, ব্যাপ্ত। "প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা" (ঋক্ ১।১১৩।১) 'বিভ্বা বিভুর্ব্যাপ্তঃ, বিপ্রসম্ভো ভুসংজ্ঞায়ামিতি ভবতের্ডু প্রত্যয়ঃ। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা সোরাকারাদেশঃ, ওঃ সুপীতি যণাদেশস্ত ন ভূ সুধিয়োরিতি প্রতিষেধে প্রাপ্তে ছন্দস্যুভয়থেতি যণাদেশঃ' (সায়ণ) (পুং) ২ সুধন্বার পুত্র।

"বিভ্বন্না চিদাশপঃ" (ঋক্ ১০।৭৬।৫)

'বিভ্বা সুধন্বনয় পুত্রঃ তেন' (সায়ণ)

বিভ্বাসহ্ (ত্রি) মহদ্ব্যক্তিদিগেরও অভিভবকারক।

"হোতর্বিভ্বাসহং রয়িং স্তোতৃভ্যঃ" (ঋক্ ৪।১০।৭)

'বিভ্বাসহং মহতামপ্যভিভবিতারং' (সায়ণ)

বিম, সুমাত্রার অদূরবর্তী সুমবাবা দ্বীপের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ঐ দ্বীপের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। সপি প্রণালীমধ্যস্থ কয়েকটী দ্বীপও এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। রাজ্যের অন্তর্গত গুনুঙ্গ অপি দ্বীপে একটী আগ্নেয়গিরি আছে, এখনও তথায় সময় সময় অগ্ন্যুদ্গীরণ হইয়া থাকে। বিম উপসাগরে প্রবেশপথের কিছু ঊর্দ্ধে বিম নামক ক্ষুদ্র নগর প্রতিষ্ঠিত। এখানে ওলন্দাজদিগের একটী কেল্লা আছে। অক্ষা° ৮°২৬´ দক্ষিণ এবং দ্রাঘি ১১৮°-৩৮´ পূর্ব্বে উপসাগরের প্রবেশদ্বার। এখানকার অধিবাসীদিগের ভাষা সম্পূর্ণরূপে অভিনব। কিন্তু তাহারা সিলেবিস্ দ্বীপবাসীর লিখিত বর্ণমালায় লেখাপড়া পরিচালনা করে। তাহাদের স্বজাতি মধ্যে যে বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, তাহা এখন একরূপ লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বভাব ও রীতিনীতিতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে সুসভ্য সিলেবিস্ দ্বীপবাসীর ন্যায়। কিন্তু তাহাদের মত বিমবাসীরা উদ্যমশীল ও কর্ম্মঠ নহে।

এই রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৯০ হাজার। এখানে চন্দন কাঠ, মোম ও অশ্ব পাওয়া যায়। এখানকার অশ্বজাতি ক্ষুদ্রাকার হইলেও বেশ সুগঠিত ও সুন্দর। গুনুঙ্গঅপি দ্বীপের অশ্বগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এখানকার অধিবাসীরা ঐ সকল অশ্ব বিক্রয়ার্থ যবদ্বীপে প্রেরণ করিয়া থাকে।

বিমজ্জান্ত্র (ত্রি) শরীর। (ভারত বনপর্ব্ব)

বিমণ্ডল (ত্রি) বিগতং মণ্ডলং যস্মাৎ। মণ্ডলরহিত, পরিবেশশূন্য।

বিমত (ত্রি) বি-মন-ক্ত। ১ বিরুদ্ধমতিবিশিষ্ট। ২ গোমতী তীরস্থিত নগরভেদ। (রামায়ণ ২।৭১।১৩)

বিমতি (স্ত্রী) বি-মন-ক্তি। ১ বিরুদ্ধমতি, বিরুদ্ধবুদ্ধি। ২ অনিচ্ছা, অসম্মতি। ৩ সংশয়। (দিব্যা° ৩২৮।১)

বিমতিতা (স্ত্রী) বিমতের্ভাবঃ বিমতি-তল-টাপ্। বিমতির ভাব বা কার্য্য, বিমতির কার্য্য।

বিমতিমন্ (পুং) বিমতের্ভাবঃ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্চ্। পা ৫।১।১২৩) ইতি ইমনিচ্। বিমতির ভাব, বৈমত্য, বিমতিতা, বিপরীত বুদ্ধির কার্য্য।

বিমতিবিকীরণ (পুং) ১ অসম্মতিপ্রকাশ। ২ গর্ত্ত, সমাধি জন্য খাত খনন। ৩ বৌদ্ধমতে সমাধিভেদ।

বিমতিসমুদ্ঘাতিন্ (পুং) বৌদ্ধ রাজকুমারভেদ।

বিমৎসর (ত্রি) বিগতো মৎসরো যস্য। মৎসররহিত, অহঙ্কারশূন্য, মাৎসর্য্যহীন।

"যস্মাৎ স সত্যবাক্ শান্তঃ শত্রাবপি বিমৎসরঃ।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৯১৭)

বিমথিতৃ (ত্রি) বি-মথ-তৃচ্। বিশেষরূপে মথনকারক।

বিমথিত (ত্রি) বি-মন্থ-ক্ত। বিশেষরূপে মথিত, বিনাশিত।

বিমদ (ত্রি) বিগতঃ মদো যস্য। মদরহিত, বিমৎসর, মাৎসর্য্যহীন।

বিমধ্য (ক্লী) বিকলমধ্য, ঈষদূন মধ্যভাগ, যাহার মধ্যভাগ পূর্ণাবয়ব নহে।

"জগাম সূরো অধ্বনো বিমধ্যং" (ঋক্ ১০।১৭৯।২)

'বিমধ্যং বিকলমধ্যং ঈষদূনং মধ্যভাগং' (সায়ণ)

বিমনস্ (ত্রি) বিরুদ্ধং মনো যস্য। চিন্তাদি ব্যাকুলচিত্ত, পর্য্যায়—দুর্ম্মনাঃ, অন্তর্ম্মনাঃ, দুঃখিতমানস। (শব্দরত্না°)

বিমনস্ক (ত্রি) বিনিগৃহীতং মনো যস্য, বহুব্রীহৌ কপ্ সমাসান্তঃ। বিমনাঃ।

"বিলোক্য ভগ্নসংকল্পং বিমনস্কং বৃষধ্বজম্।" (ভাগবত ৭।১০।৬১)

বিমনায়মান (ত্রি) বিমনস্-ক্যচ্, বিমনায়-শানচ্। দুঃখিত, বিষণ্ণ।

বিমনিমন্ (পুং) বিমনসো ভাবঃ বিমনস্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি ইমনিচ্, মনস্ শব্দস্য টের্লোপঃ। বিমনার ভাব।

বিমন্যু (ত্রি) বিগতঃ মন্যুঃ ক্রোধো যস্য। ক্রোধরহিত, রাগশূন্য।

"পরা হি মে বিমন্যবঃ পতন্তি" (ঋক্ ১।২৫।৪)

'বিমন্যবঃ ক্রোধরহিতাঃ' (সায়ণ)

বিমন্যুক (ত্রি) বিমন্যু-স্বার্থে কন্। বিমন্যু, ক্রোধরহিত।

বিময় (পুং) বি-মী 'এরচ্' ইত্যচ্। বিনিময়। (হেম)

বিমর্দ্দ (পুং) বিমৃদ্যতে হসৌ ইতি বি-মৃদ-ঘঞ্। ১ কালস্কন্ধ-বৃক্ষ, চলিত কালকাসুন্দিয়া। ২ বিমর্দ্দন, ঘর্ষণ। ৩ পেষণ, চূর্ণন। ৪ মন্থন। ৫ সম্পর্ক।

"অসৌ মহেন্দ্রদ্বিপদানগন্ধি-
ত্রিমার্গগাবীচিবিমর্দ্দশীতঃ।" (রঘু ১৩।২০)

'ত্রিমার্গগা গঙ্গা তস্যা বীচীনাং বিমর্দ্দেন সম্পর্কেণ শীতঃ' (মল্লিনাথ)

৬ যুদ্ধ। (রামায়ণ ৩।৩২।৭) ৭ কলহ।

"কার্য্যার্থিনাং বিমর্দ্দো হি রাজ্ঞাং দোষায় কল্পতে।" (রামায়ণ ৭।৬২।২৪)

৮ পরিমল। ৯ বিনাশ। ১০ সম্বাধ।

বিমর্দ্দক (পুং) বিমর্দ্দ এব স্বার্থে কন্। ১ চক্রমর্দ্দ। (ত্রি) ২ বিমর্দ্দনকারী।

বিমর্দ্দন (ক্লী) বি-মৃদ-ল্যুট্। কুঙ্কুমাদি মর্দ্দন, পর্য্যায়—পরিমল, বিমর্দ্দ। (শব্দরত্না°) ২ বিশেষরূপে মর্দ্দন। (ত্রি) বিশেষেণ মৃদ্নাতীতি বি-মৃদ-ল্যু। ৩ মর্দ্দনকারী, পীড়াদায়ক।

"অয়ং স বসনোৎকর্ষী পীনস্তনবিমর্দ্দনঃ।
নাভ্যূরুজঘনস্পর্শী নীবীবিস্রংসনঃ করঃ॥" (সাহিত্যদর্পণ ৪।২৬৬)

বিমর্দ্দিত (ত্রি) বি-মৃদ-ক্ত। ১ স্পৃষ্ট। ২ পিষ্ট। ৩ দলিত। ৪ মথিত, বিলোড়িত। ৫ চূর্ণিত। ৬ সংঘটিত।

বিমর্দ্দিন্ (ত্রি) বি-মৃদ-ইনি। বিমর্দ্দনকারক। মথনকারক।

"নগতরুশিখরবিমর্দ্দী সশকর্করো মারুতশ্চণ্ডঃ।" (বৃহৎস° ৩।৯)

বিমর্দ্দোত্থ (পুং) বিমর্দ্দাদুত্তিষ্ঠতীতি উদ্-স্থা-ক। মর্দ্দন হইতে জাত সুগন্ধাদি।

"অথ গন্ধে পরিমলো বিমর্দ্দোত্থে মনোহরে।
দূরগামী মনোহারী গন্ধ আমোদ ঈরিতঃ॥" (শব্দরত্না°)

বিমর্শ (পুং) বি-মৃশ-ঘঞ্। ১ বিতর্ক, বিচারণা। ২ তথ্যানুসন্ধান। ৩ বিবেচনা। ৪ যুক্তিদ্বারা পরীক্ষা করা। ৫ অসন্তোষ। ৬ অধৈর্য্য।

বিমর্শন (ক্লী) বি-মৃশ-ল্যুট্। ১ পরামর্শ, বিতর্ক।

'বিতর্কঃ স্যাদূহনং পরামর্শো বিমর্শনম্।
অধ্যাহারস্তর্কউহোঽপ্যহোঽগুণদূষণম্॥' (হেম)

বিমৃশ্যতেঽনেনেতি বি-মৃশ-করণে-ল্যুট্। ২ জ্ঞান।

"কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্॥" (ভাগবত ৬।১।১১)

বিমর্শিন্ (ত্রি) বি-মৃশ-ইন্। বিমর্শকারক।

বিমর্ষ (পুং) বি-মৃষ-ঘঞ্। বিচারণা, বিচার, বিমর্শ।

"প্রণয়ঃ স্ত্রীষু মুষ্ণাতি বিমর্ষং বিদুষামপি॥" (কথাসরিৎসা° ২০।১২৪)

২ অসহন। ৩ অসন্তোষ। ৪ নাট্যাঙ্গভেদ।

"অথ বিমর্ষাঙ্গানি—

অপবাদোঽথ সম্ফেটো ব্যবসায়ো দ্রবো দ্যুতিঃ।

শক্তিঃ প্রসঙ্গঃ খেদশ্চ প্রতিষেধো বিরোধনং ॥

প্ররোচনা বিমর্ষে স্যাদানঃ ছাদনং তথা।

দোষপ্রখ্যাপবাদঃ স্যাৎ সম্ফেটো রোষভাষণম্ ॥"

(সাহিত্যদর্পণ ৬।৩৭৮)

অপবাদ, সম্ফেট, ব্যবসায়, দ্রব, দ্যুতি, শক্তি, প্রসঙ্গ, খেদ, প্রতিষেধ, বিরোধন, প্ররোচনা, আদান ও ছাদন এই সকল বিমর্ষের অঙ্গ।

ইহাদের লক্ষণ যথা—

দোষকথনের নাম অপবাদ, ক্রোধপূর্ব্বক কথনের নাম সম্ফেট, কার্য্যনির্দ্দেশের হেতুর উদ্ভবের নাম ব্যবসায়, শোক-বেগাদির দ্বারা অভিভূত হইয়া গুরুজনকে অতিক্রমণের নাম দ্রব, ভয়প্রদর্শন দ্বারা উদ্বেগজননের নাম দ্যুতি, বিরোধ প্রশমনকে শক্তি, অত্যন্ত কীর্ত্তন বা দোষাদিকীর্ত্তনের নাম প্রসঙ্গ, মন বা শ্রমদ্বারা জাতখেদকে শ্রম, অভিলষিত বিষয়ের প্রতীঘাতের নাম প্রতিষেধ, কার্য্য ধ্বংস হইলে তাহাকে বিরোধন, সংহার বিষয় প্রদর্শিত হইলে আদান, কার্য্যোদ্ধারের জন্য অপমানাদি সহনের নাম ছাদন। এই সকল বিমর্ষের অঙ্গ।

"ব্যবসায়শ্চ বিজ্ঞেয়ঃ প্রতিজ্ঞাহেতুসম্ভবঃ।

দ্রবো গুরুব্যতিক্রান্তিঃ শোকাবেগাদিসম্ভবা ॥

তর্জ্জনোদ্বেজনে প্রোক্তা দ্যুতিঃ শক্তিঃ পুনর্ভবেৎ।

বিরোধস্য প্রশমনং প্রসঙ্গো গুরুকীর্ত্তনম্ ॥

মনশ্চেষ্টা সমুৎপন্নঃ শ্রমঃ খেদ ইতি স্মৃতঃ।

ঈপ্সিতার্থপ্রতীঘাতঃ প্রতিষেধ ইতীষ্যতে ॥

কার্য্যাত্যয়োপগমনং বিরোধনমিতি স্মৃতম্।

প্ররোচনা তু বিজ্ঞেয়া সংহারার্থপ্রদর্শিনী ॥

কার্য্যসংগ্রহ আদানং তদাহুশ্ছাদনং পুনঃ।

কার্য্যার্থমপমানাদেঃ সহনং খলু যদ্ভবেৎ ॥"

(সাহিত্যদ° ৬।৩৭৮-৩৯০)

সাহিত্যদর্পণে ইহার সকল উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে, তাহা প্রদর্শিত হইল না।

নাটকে বিমর্ষ বর্ণন করিতে হইলে এই সকল অঙ্গের বর্ণনা করিতে হয়।

বিমল (ত্রি) বিগতো মলো যস্মাৎ। ১ নির্ম্মল, স্বচ্ছ। পর্য্যায়—বীধ্র, প্রযত। (শব্দরত্না°)

২ চারু, সুন্দর, মনোহর। ৩ শুভ্র। ৪ নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ। (পুং) ৫ তীর্থঙ্করভেদ। [জৈন দেখ।] (হেম) ৬ সুদ্যুম্নের পুত্র। (ভাগবত ৯।১।৪১) (ক্লী) ৭ পদ্ম-কাষ্ঠ। ৮ রৌপ্য। ৯ সৈন্ধব লবণ। (বৈদ্যকনি°) ১০ উপধাতু-বিশেষ। পর্য্যায়—নির্ম্মল, স্বচ্ছ, অমল, স্বচ্ছধাতুক। গুণ—কটু, তিক্ত, ত্বগ্‌দোষ ও ব্রণনাশক। (রাজনি°)

রসেন্দ্রসার-সংগ্রহে এই ধাতুশোধনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, ওলের মধ্যে মাক্ষিক কিংবা বিমল রাখিয়া মূত্র, কাঁজি, তৈল, গোদুগ্ধ, কদলীরস, কুলত্থকলায়ের ক্বাথ ও কোদ ধান্যের ক্বাথ, ইহাদের স্বেদ দিয়া ক্ষার, অম্লবর্গ ও লবণ-পঞ্চক, তৈল ও ঘৃতসহ তিনবার পুট দিলে বিমল বিশুদ্ধ হয়।

জম্বীর লেবুর রসে স্বেদ দিয়া মেষশৃঙ্গী ও কদলী রসে এক দিন পাক করিলে বিমল বিশুদ্ধ হয়। (রসেন্দ্রসারস° বিমলশুদ্ধি)

এই উপরস বিমল শোধন না করিয়া ব্যবহার করিতে নাই, অশোধিত বিমল ব্যবহার করিলে নানাপ্রকার পীড়া হয়।

বিমল, ১ এক জন তান্ত্রিক আচার্য্য। শক্তিরত্নাকরে ইঁহার উল্লেখ আছে।

২ শঙ্করশিষ্য পদ্মপাদের পিতা। ৩ রাগচন্দ্রোদয় নামক সঙ্গীত-গ্রন্থরচয়িতা। ৪ তীর্থঙ্করভেদ।

৫ সহ্যাদ্রি বর্ণিত দুই জন রাজা। (সহ্যা° ৩৪।২৯, ৩১)।

৬ এক জন দণ্ডনায়ক। ইনি অর্ব্বুদ পর্ব্বতোপরি একটী মন্দির ও বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। খরতরগচ্ছের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ জৈনসূরি বর্দ্ধমান উহা দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার দ্বারা পবিত্র করেন।

বিমলক (পুং) ১ মূল্যবান্ প্রস্তরভেদ।

"বৈদূর্য্যপুলকবিমলকরাজমণিস্ফটিকশশিকান্তাঃ।" (বৃহৎস° ৮০।৪)

২ ভোজের অন্তর্গত তীর্থভেদ। (ভবিষ্যব্রহ্মখ° ২৯।১৫)

বিমলকীর্ত্তি (পুং) একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য। ইনি কএকখানি মহাযানসূত্র রচনা করেন। ঐ গ্রন্থগুলি বিমলকীর্ত্তি-সূত্র নামে প্রচলিত।

বিমলগর্ভ (পুং) ১ রাজপুত্রভেদ। (সদ্ধর্ম্মপুণ্ড°) ২ বোধি-সত্ত্বভেদ।

বিমলচন্দ্র (পুং) রাজভেদ। (তারনাথ)

বিমলতা (স্ত্রী) বিমলস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। পবিত্রতা।

"ততঃ প্রভাতে বিমলে সূর্য্যে বিমলতাং গতে।" (ভারত ৫প°)

বিমলত্ব (ক্লী) পবিত্রতা, নির্ম্মলতা।

"সর্ব্বজ্ঞত্বেব বিমলত্বমপীহ হেতুঃ।"

বিমলদত্তা (স্ত্রী) রাজমহিষী ভেদ। (স্বদর্ম্মপুণ্ড°)

বিমলদান (ক্লী) বিমলং বিশুদ্ধং দানং। ১ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ব্যতীত ঈশ্বরপ্রীত্যর্থদান।

গরুড় পুরাণে লিখিত আছে,—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও

বিমল চতুর্ব্বিধ দান। অনুপকারী ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন কোন ফল-কামনা না করিয়া যে দান করা যায় এবং পাপশান্তির জন্য বিদ্বানের হস্তে যাহা কিছু দান করা যায়, এই মহদনুষ্ঠানকে নৈমিত্তিক দান বলা হয়। পুত্র, জয়, ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গকামনায় যে দান করা যায়, তাহাকে কাম্য এবং মনে মনে সাত্ত্বিকভাবে যে দান করা যায়, তাহাকে বিমল দান কহে।*

বিমলনাথপুরাণ, জৈন পুরাণভেদ। ইহাতে জৈন তীর্থঙ্কর বিমলনাথের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

[পুরাণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বিমলনির্ভাস (স্ত্রী) বৌদ্ধশাস্ত্র কথিত সমাধিভেদ।

বিমলনেত্র (পুং) বুদ্ধভেদ।

বিমলপিণ্ডক (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

বিমলপুর (স্ত্রী) নগরভেদ। (কথাসরিৎসা° ৫৬।৮৬)

বিমলপ্রদীপ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত সমাধিভেদ।

বিমলপ্রভ (পুং) ১ বুদ্ধভেদ। ২ দেবপুত্র শুদ্ধাবাসকায়িক। ৩ সমাধিভেদ।

বিমলপ্রভা (স্ত্রী) রাজমহিষীভেদ। (রাজতর° ৩।৩৮৪)

বিমলপ্রভাসশ্রীতেজোরাজগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বিমলবুদ্ধি (পুং) বৌদ্ধভেদ।

বিমলবোধ, দুর্ব্বোধপদভঞ্জিনী নাম্নী মহাভারতের একজন টীকাকার। ইনি রামায়ণের একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন মিশ্র ইহাঁর উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত মহাভারত টীকায় টীকাকার বৈশম্পায়নটীকা ও দেবস্বামীর মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিমলব্রহ্মাচর্য্য, স্বাত্মানন্দস্তোত্রপ্রণেতা।

বিমলভদ্র (পুং) বৌদ্ধভেদ। (তারনাথ)

বিমলভাস (পুং) সমাধিভেদ।

বিমলভূধর, সাধনপ টীকারচয়িতা।

বিমলমণি (পুং) বিমলঃ স্বচ্ছো মণিঃ। স্ফটিক।

বিমলমণিকর (পুং) বৌদ্ধ দেবতাভেদ। (কালচক্র ৩।১৪০)

বিমলমিত্র (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ। (তারনাথ)

বিমলবাহন (পুং) রাজভেদ। (শক্রুঞ্জয়মা° ৩।৫)

বিমলবেগশ্রী (পুং) রাজপুত্রভেদ।

বিমলব্যূহ (স্ত্রী) উদ্যানভেদ। "তত্র রাত্রৌ বিনির্গতায়ামাদিত্যউদিতে বিমলব্যূহনামোদ্যানং তত্র বোধিসত্ত্বো বিনির্গতোঽভূৎ।" (ললিতবি° ১৩৯ পৃ°)

বিমলশ্রীগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বিমলসম্ভব (পুং) পর্ব্বতভেদ। বিমলাদ্রি।

বিমলসরস্বতী (পুং) একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ইনি রূপমালা নামে একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

বিমল সা, একজন ধনবান্ বণিক্ পুত্র। ইনি ১০৩২ খৃঃ অব্দে আবু পর্ব্বতে স্বনামে একটী মন্দির স্থাপন করেন। উহা আজিও বিমল সার মন্দির নামে প্রথিত। এই মন্দিরটী বিশেষ শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ। ইহার গঠনকার্য্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। মন্দিরটী দেখিলেই জৈনস্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের দালানের স্তম্ভশ্রেণী ও চাঁদোয়ার চিত্রাবলী বড়ই সুন্দর। এখানে পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য বর্দ্ধমান সূরি কি সমাধা করিয়াছিলেন? [বিমল দেখ]

বিমল সূরি, জৈনসূরিভেদ। ইনি প্রশ্নোত্তররত্নমালা নামে এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি আর্য্যাচ্ছন্দে লিখিত। পদ্মচরিত্র নামে আর এক খানি গ্রন্থও ইহাঁর রচিত বলিয়া প্রকাশ।

বিমলস্বভাব (পুং) বিমলঃ স্বভাবঃ। নির্ম্মলস্বভাব। (ত্রি) ২ নির্ম্মলস্বভাববিশিষ্ট। ৩ পর্ব্বতভেদ। (তারনাথ)

বিমলসেন, কান্যকুব্জপতি ধর্ম্মের বংশধর। ইনি নায়ক ও দলপাঙ্গলা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

বিমলা (স্ত্রী) বিমল-টাপ্। ১ সপ্তলা, চলিত চামরকষা। (অমর) ২ ভূমিভেদ। (মেদিনী) ৩ দেবীভেদ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, বিমলাদেবী বাসুদেবের নায়িকা।

"পূজয়েৎ কর্ণিকামধ্যে বাসুদেবস্য নায়কম্।
বিমলা নায়িকা তস্য বাসুদেবস্য কীর্ত্তিতা॥"

(কালিকাপু° ৮২ অ°)

তন্ত্রচূড়ামণিতে লিখিত আছে, উৎকল দেশে ভগবতীর নাভিদেশ পতিত হয় এবং ঐ স্থান বিরজাক্ষেত্র নামে খ্যাত, এই স্থলে দেবীর নাম বিমলা এবং ভৈরবের নাম জগন্নাথ।

"উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজাক্ষেত্র উচ্যতে।
বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ॥"

(তন্ত্রচূড়ামণি ৫১ পীঠনির্ণয়)

দেবী-ভাগবতমতেও পুরুষোত্তমে দেবীর নাম বিমলা।

---

* "নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বিমলং দানমীরিতম্।
অহন্যহনি যৎকিঞ্চিদ্দীয়তেঽনুপকারিণে।
অনুদ্দিশ্য ফলং তৎ স্যাৎ ব্রাহ্মণায় তু নিত্যকম্।
যত্তু পাপাপশান্ত্যৈ চ দীয়তে বিদুষাং করে।
নৈমিত্তিকং তদুদ্দিষ্টং দানং সদ্ভিরনুষ্ঠিতম্।
অপত্যবিজয়ৈশ্বর্য্যস্বর্গার্থং যৎ প্রদীয়তে।
দানং তৎকাম্যমাখ্যাতমৃষিভির্ধর্ম্মচিন্তকৈঃ।
... তসা সত্ত্বযুক্তেন দানং তদ্বিমলং স্মৃতম্।" (গরুড় ৫১ অ°।)

"গয়ায়াং মঙ্গলা প্রোক্তা বিমলা পুরুষোত্তমে।"

(দেবীভাগ° ৭।৩০।৬৪)

দেবীপুরাণে বিমলা দেবীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"যুথাথ্য বিমলা কার্য্যা শুদ্ধহারেন্দুবর্চ্চসা।

মুণ্ডাক্ষসূত্রধারী চ কমণ্ডলুকরা বরা ॥

নাবাসনসমারূঢ়া শ্বেতমাল্যাম্বরপ্রিয়া।

দধিক্ষীরোদনাহারা কর্পূরমদচর্চ্চিতা।

সিতপঙ্কজহোমেনরাষ্ট্রায়ুর্পবর্দ্ধিনী॥" (দেবীপু°)

বিমলাকর (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎ ৭১।৬৭)

বিমলাগ্রনেত্র (পুং) বুদ্ধভেদ।

বিমলাত্মক (ত্রি) বিমলঃ নির্ম্মল আত্মা যস্য। ১ নির্ম্মল, বিমলস্বভাব। (অমরটীকায় রায়মুকুট)

বিমলাত্মন্ (ত্রি) বিমলঃ আত্মা স্বভাবো যস্য। নির্ম্মল, বিমলস্বভাব। ২ চন্দ্র। (রামা° ৩।৩৫.৫২)

বিমলাদিত্য (পুং) সূর্য্য।

বিমলাদিত্য, চালুক্যবংশীয় এক জন রাজা। দানার্ণবের পুত্র। ইনি সূর্য্যবংশীয় রাজরাজের কন্যা ও রাজেন্দ্রচোড়ের কনিষ্ঠা ভগিনী কুণ্ডবা দেবীকে বিবাহ করেন। ইনি ৯৩৭ হইতে ৯৪৪ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বিমলাদ্রি (পুং) বিমলঃ অদ্রিঃ। শত্রুঞ্জয় পর্ব্বত। (হেম) বোধ হয়, তারনাথ ইহাকে বিমলসম্ভব ও বিমলস্বভাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বিমলার্থক (ত্রি) নির্ম্মল। (অমরটীকায় রায়মু°)

বিমলানন্দনাথ, সপ্তশতিকাবিধি-রচয়িতা।

বিমলানন্দযোগীন্দ্র, স্বচ্ছন্দপদ্ধতিপ্রণেতা। সচ্চিদানন্দ-যোগীন্দ্রের গুরু।

বিমলাশোক (ক্লী) তীর্থযাত্রী বা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভেদ।

বিমলাখ্যা (স্ত্রী) গ্রামভেদ।

"বিমলাখ্যগ্রামভুজো নরাত্মা ব্যবহারিণঃ।"(রাজতর° ৪।৫২১)

বিমলেশগিরি, মহোদয়ের দক্ষিণ হইতে সহ্যাদ্রি প্রান্ত পর্য্যন্ত অবস্থিত একটী পর্ব্বত। এখানকার আমলকী গ্রাম একটী তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। (দেশাবলী)

বিমলেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

বিমলেশ্বরপুষ্করিণীসংগমনতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

বিমলোগ্য (ক্লী) তন্ত্রগ্রন্থভেদ।

বিমলোদকা (স্ত্রী) নদীভেদ। বিমলোদা নামেও প্রচলিত।

বিমস্তকিত (ত্রি) দ্বিখণ্ডিতমস্তক। মস্তকহীন।

বিমহৎ (ত্রি) সুমহৎ, অতি মহৎ।

বিমহস্ (ত্রি) অতি তেজস্বী।

"পাথাদিবো বিমহসঃ" (ঋক্ ১।৮৬।১)

'বিমহসঃ বিশিষ্টং মহস্তেজো যেষাং তে তথোক্তাঃ' (সায়ণ)

বিমহী (স্ত্রী) বিশেষরূপে মহৎ, অতি মহৎ।

"বিমহীনাং মেধে বৃণীত মর্ত্যঃ" (ঋক্ ৮।৬।৪৪)

'বিমহীনাং বিশেষেণ মহতাং দেবানাং' (সায়ণ)

বিমা (দেশজ) বন্ধক। Life insure করাকে জীবনবিমা বলে।

বিমাংস (ক্লী) বিরুদ্ধং মাংসং। অশুদ্ধ মাংস। কুক্কুরাদির মাংস।

বিমাতৃ (স্ত্রী) বিরুদ্ধা মাতা। মাতৃসপত্নী, চলিত সৎমা। বিমাতা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও পূজনীয়া।

"মাতুঃ পিতুঃ কনীয়াংসং ন নমেৎ বয়সাধিকঃ।

নমস্কুর্য্যাৎ গুরোঃ পত্নীং ভ্রাতৃজায়াং বিমাতরম্॥" (স্মৃতি)

বিমাতৃজ (পুং) বিমাতুর্জায়তে ইতি বিমাতৃ-জন-ড। মাতৃ-সপত্নী-পুত্র, পর্য্যায় বৈমাত্রেয়, বৈমাত্র। (জটাধর)

বিমাথ (পুং) বিশেষ প্রকারে মন্থন। মথিত, নির্জ্জিত বা দমন কারণ।

"বিমাথং কুর্ব্বতে বাজসূতেঃ।" (তৈত্তি° ব্রা° ১।৩।৮।৪)

বিমাথিন্ (ত্রি) ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বা মর্দ্দিত।

"অথ ক্ষণং দন্তমুখাং ক্ষণান্তরবিমাথিনীম্।

দৈবস্যেব গতিং তত্র তস্থৌ শোচন্ স তাং প্রিয়াম্॥"

(কথাসরিৎসা° ১০।১৩৯)

বিমান (পুং ক্লী) বিগতং মানমুপমা যস্য। ১ দেবরথ, পর্য্যায় ব্যোমযান। (অমর)

"ভুবনালোকনপ্রীতিঃ স্বর্গিভির্নাহনুভূয়তে।

খিলীভূতে বিমানানাং তদাপাতভয়াৎ পথি॥" (কুমারস° ২।৪৫)

২ ইন্দ্রের রথভেদ।

৩ সার্ব্বভৌমগৃহ, সপ্তভূমি গৃহ, সাততলা বাটী।

"সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণাং বিমানগৃহশোভিতাম্॥"(রামায়ণ ১।৫।১৬)

'বিমানোহস্ত্রী দেবযানে সপ্তভূমে চ সদ্মনি।'

(রামায়ণ ১।২৫।১৬ টীকাধৃত নিঘণ্টু)

৪ ঘোটক। ৫ যান মাত্র। (মেদিনী) ৬ পরিচ্ছেদক। 'সোমাপূষা রজসা বিমানং" (ঋক্ ২।৪০।৩) 'বিমানং পরি-চ্ছেদকং সর্ব্বমানমিত্যর্থঃ' (সায়ণ) ৭ সাধন, যজ্ঞাদি কর্ম্মসাধন।

"বিমানমগ্নির্বয়ুনশ্চ বধিতাম্।" (ঋক্ ৩।৩।৪) 'বিমানং বিমীয়তেহনেন ফলমিতি বিমানং যজ্ঞাদিকর্ম্মসাধনং' (সায়ণ) বিগতঃ মানো যস্য। ৮ অবজ্ঞাত। (ভাগবত ৫।১৩।৮০)

৯ অসম্মান। ১০ পরিমাণ।

১১ বাস্তুশাস্ত্রবর্ণিত দেবায়তনভেদ। যে সকল দেবমন্দিরের মাথায় পিরামিডের মত চূড়া থাকে, প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্রে তাহাই বিমাননামে প্রথিত। মানসার নামক প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্রের

১৮শ হইতে ২৮শ অধ্যায়ে ও কাশ্যপীয় বাস্তুশাস্ত্রে বিমান-নির্ম্মাণ-প্রণালী সবিস্তার বর্ণিত আছে। মানসার মতে বিমান এক হইতে দ্বাদশতল এবং কাশ্যপ মতে এক হইতে ১৬শ তল পর্য্যন্ত এবং গোলাকার, চতুষ্কোণ বা অষ্টকোণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এতন্মধ্যে গোলাকার বিমানকে বেসর, চতুষ্কোণ বিমানকে নাগর এবং অষ্টকোণীকে দ্রাবিড় বলে। ঐ সকল বিমান আবার শুদ্ধ, মিশ্র ও সঙ্কীর্ণ এই তিনভাগে বিভক্ত। যাহা কেবল এক প্রকার মসলায় অর্থাৎ প্রস্তর, বা ইষ্টকের কোন একটীতে নির্ম্মিত, তাহাকে শুদ্ধ এবং ইহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। যে বিমান দুই প্রকার মসলায় অর্থাৎ ইষ্টক ও প্রস্তর অথবা প্রস্তর বা ধাতুতে নির্ম্মিত, তাহাকে মিশ্র এবং তিন বা ততোধিক উপাদানে অর্থাৎ কাষ্ঠ, ইষ্টক ধাতু প্রভৃতিতে বিনির্ম্মিত হয়, তাহাকে সঙ্কীর্ণ বলে। এ ছাড়া স্থানক, আসন ও শয়ন এই তিন প্রকার বিশেষত্ব আছে। বিমানের উচ্চতা অনুসারে স্থানক, বিস্তার অনুসারে আসন এবং লম্ব অনুসারে শয়ন বলা হয়। ত্রিবিধ বিমানের মধ্যে স্থানক-বিমানে দণ্ডায়মান দেবমূর্ত্তি, আসন-বিমানে উপবিষ্ট দেবমূর্ত্তি এবং শয়ন-বিমানে শায়িত দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

বিমানের আয়তন অনুসারে আবার শান্তিক, পৌষ্টিক, জয়দ, অদ্ভুত ও সর্ব্বকাম এই পাঁচ প্রকার ভেদ লক্ষিত হয়।

সাধারণতঃ বিমানে গর্ভগৃহ, অন্তরাল ও অর্দ্ধমণ্ডপ এই তিন অংশ হইতে সমুদায় আয়তন প্রাচীর সমেত সাড়ে চারি বা ছয় অংশে বিভাগ করিতে হয়। এতন্মধ্যে গর্ভগৃহ দুই, আড়াই বা তিন ভাগ, অন্তরাল দেড় বা দুই ভাগ এবং অর্দ্ধমণ্ডপ এক বা দেড় ভাগ হইবে। বৃত্তাকার বিমানের সম্মুখে ৩ বা ৪ টী পর পর মণ্ডপ হইয়া থাকে, তাহা অর্দ্ধমণ্ডপ, মহামণ্ডপ, স্থাপন-মণ্ডপ, উত্তরীমণ্ডপ প্রভৃতি নামে পরিচিত।

বিমানের স্তম্ভগুলির উচ্চতা ৮ বা ১০ সমভাগে ভাগ করিতে হইবে। তন্মধ্যে ৯, ৮, বা ৭টী দ্বারদেশে দিতে হয়; উহার বিস্তার উচ্চতার অর্দ্ধ হইবে।

বহুতলবিশিষ্ট বিমানের রচনাকৌশলও সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না।

বিমানক (পুং) বিমান-স্বার্থে কন্। বিমান শব্দার্থ।

বিমানতা, বিমানত্ব (স্ত্রী) বিমানস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বিমানের ভাব বা ধর্ম্ম, বিমানত্ব, অপমান।

বিমানন (ক্লী) বি-মান-ল্যুট্। অপমান, অসম্মান।

বিমাননা (স্ত্রী) বিমানন-টাপ্। অবমাননা, তিরস্কার।

বিমানপাল (পুং) অন্তরীক্ষের পালয়িতা দেববৃন্দ।

বিমানপুর, প্রাচীন নগরভেদ।

বিমানয়িতব্য (ত্রি) বি-মানি-তব্য। বিমাননার যোগ্য, বিমাননার উপযুক্ত, বিমান্য।

বিমানুষ (ত্রি) বিকৃত মানুষ।

"হেমন্তে নিষ্ফলাঃ জ্ঞেয়াঃ বালাঃ সর্ব্বে বিমানুষাঃ।"
(বরাহ বৃহৎস° ৮৬।২৮)

বিমান্য (ত্রি) বি-মানি-যৎ। বিমাননার যোগ্য।

বিমায় (ত্রি) বিগতা মায়া যস্য। মায়াহীন, মায়াশূন্য।

"দাসং কৃণ্বান ঋষয়ে বিমায়ং" (ঋক্ ১০।৭৩।৭)

'বিমায়ং বিগতমায়ং' (সায়ণ)

বিমার্গ (পুং) মৃজ-ঘঞ্-মার্গঃ বিরুদ্ধো মার্গঃ। ১ কুপথ, কদাচার।

"নিগময়সি বিমার্গপ্রস্থিতানাত্তদণ্ডঃ
প্রশময়সি বিবাদং কল্পসে রক্ষণায়।" (শকুন্তলা ৫ অ°)

২ সম্মার্জ্জনী, চলিত ঝাঁটা বা খেংরা।

বিমিত (ত্রি) পরিমিত।

বিমিথুন (ত্রি) বিশিষ্ট মিথুন, যুগল। (লঘুজাতক ১।২০)

বিমিশ্র (ত্রি) মিশ্রিত, মিশান, নানাপ্রকার একত্র হইলে তাহাকে বিমিশ্র বলে।

"গজৈর্গজা হয়ৈরশ্বাঃ পদাতাশ্চ পদাতিভিঃ।
রথৈ রথা বিমিশ্রাশ্চ যোধা যুযুধিরে গতাঃ॥"
(হরিবংশ ৫০৯৩ শ্লোক)

বিমিশ্রক (ত্রি) মিশ্রণকারী।

বিমিশ্রগণিত, (Mixed mathametics) যাহাতে পদার্থ সম্বন্ধে রাশি নিরূপণ করা হয়।

বিমিশ্রিত (ত্রি) যুক্ত, একত্র।

বিমিশ্রিত লিপি (স্ত্রী) লিপিবিশেষ। (ললিতবিস্তর)

বিমুক্ত (ত্রি) বি-মুচ-ক্ত। ১ বিশেষরূপে মুক্ত। ২ মোক্ষপ্রাপ্ত, যাহার সকল বন্ধন মুক্ত হইয়াছে। ৩ ত্যক্ত, বন্ধন হইতে মুক্ত।

"বিমুক্তং পরমাস্ত্রেণ জহি পার্থ মহাসুরম্।
বৈরিণং যুধি দুর্দ্ধর্ষং ভগদত্তং সুরদ্বিষম্॥" (ভারত ৭।২৮।১৫)

(পুং) ৪ মাধবী।

"মাধবী স্যাত্তু বাসন্তী পুণ্ড্রকো মণ্ডকোঽপি চ।
অতিমুক্তো বিমুক্তশ্চ কামুকো ভ্রমরোৎসবঃ॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

স্ত্রিয়াং টাপ্। বিমুক্তা = মুক্তা। (ষড়্বিংশব্রা° ৫।৬)

বিমুক্ত আচার্য্য, ইষ্টসিদ্ধিপ্রণেতা।

বিমুক্ততা (স্ত্রী) বিমুক্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বিমুক্তের ভাব বা ধর্ম্ম, বিমোচন।

বিমুক্তসেন (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ। (তারনাথ)

বিমুক্তি (স্ত্রী) বি-মুচ-ক্তিন্। ১ বিমোচন, বন্ধন হইতে মোচন। ২ মোক্ষ।

বিমুক্তিচন্দ্র (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বিমুখ (ত্রি) বিরুদ্ধং অননুকূলং মুখমস্য। ১ বহির্মুখ, পরাঙ্মুখ। ২ বিরত, নিবৃত্ত।

"অত্যন্ত বিমুখে দৈবে ব্যর্থযত্নে চ পৌরুষে।
মনস্বিনো দরিদ্রস্য বনাদন্যৎ কুতঃসুখম্॥" (হিতোপদেশ)

৩ অপ্রসন্ন। ৪ নিস্পৃহ।

বিমুখতা (স্ত্রী) বিমুখস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১বিরতি। ২পরাঙ্মুখতা।

বিমুখীকৃত (ত্রি) অবিমুখং বিমুখং কৃতং অভূততদ্ভাবে চ্বি। ১ যাহা বিমুখ করা হইয়াছে।

বিমুখীভাব, বিমুখীভূ (পুং) বিরতি। অনমুরক্তি।

বিমুগ্ধ (ত্রি) ১ চমৎকৃত। ২ বিশেষরূপে মুগ্ধ।

বিমুচ্ (স্ত্রী) বি-মুচ্-ক্বিপ্। ১ বিমোচনকারী, বিমোক্তা।

"বি তে মুচ্যন্তাং বিমুচো হি সন্তি
ভ্রূণঘ্নি পূষন্ দুরিতানি মৃক্ষ।" (অথর্ব্বসং ৬।১১২।৩)

'বিমুচঃ বিমোক্তারঃ' (সায়ণ)

বিমুচ (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত অশ্ব°)

বিমুঞ্জ (ত্রি) বিগতো মুঞ্জ যস্মাৎ। মুঞ্জবর্জ্জিত।
(শতপথব্রা° ৪।৩।৩।১৬)

বিমুদ (স্ত্রী) সংখ্যাভেদ।

বিমুদ্র (ত্রি) বিগতা মুদ্রা মুদ্রণভাবো যস্য। ১ প্রফুল্ল। (হেম) ২ মুদ্রারহিত।

বিমূঢ় (ত্রি) বি-মুহ-ক্ত। ১ বিমুগ্ধ। ২ বিশেষরূপে মূঢ়, মূর্খ। (স্ত্রী) ৩ সঙ্গীতকলাভেদ। (ভরত নাট্য°)

বিমূর্চ্ছন (স্ত্রী) বি মূর্চ্ছ-ল্যুট্। ১ মূর্চ্ছন, মূর্চ্ছা। ২ সপ্তস্বরের মূর্চ্ছনা।

বিমূর্চ্ছিত (ত্রি) মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত। (দিব্যা° ৪৫৪।৩০)

বিমূর্ত্ত (ত্রি) বি-মূর্চ্ছ-ক্ত। ১ বিকৃত মূর্ত্তিবিশিষ্ট। ২ মূর্ত্তিবিরহিত।

বিমূর্দ্ধজ (ত্রি) মূর্দ্ধ্নি জায়তে জন-ড। বিগতা মূর্দ্ধজা যস্য। কেশহীন। (মহাভারত)

বিমূল (ত্রি) মূলরহিত। (হরিবংশ)

বিমূলন (স্ত্রী) উন্মূলন।

বিমৃগ (ত্রি) অরণ্য মৃগবিশিষ্ট। (রামায়ণ ১।৭৭।১)

বিমৃগ্য (ত্রি) অনুসরণীয়। অন্বেষণীয়।

"ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥" (ভাগ° ১০।৪৭।৬১)

বিমৃগ্বন্ (ত্রি) বি-মৃজ-ক্বনিপ্। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। স্ত্রীলিঙ্গে বিমৃগ্বরী পদ হয়। (অথর্ব্ব° ১২।১।২৯)

বিমৃত্যু ত্রি বিগতো মৃত্যুঃ যস্য। ১ মৃত্যুরহিত। ২ অমর।

বিমৃধ্ (ত্রি) ৺ঃ সংগ্রামকারী, যোদ্ধা।

"স্বস্তিদা বিশস্পতির্বৃত্রহা বিমৃধো বশী।" (ঋক্ ১০।১৫২।২)

'বিমৃধঃ সংগ্রামকারী' (সায়ণ) ২ শক্র।

বিমৃধ (ত্রি) বিশেষরূপে নাশকারী।

বিমৃধতনু (ত্রি) ইন্দ্র।

বিমৃশ (পুং) বি-মৃশ-অচ্। বিমর্শ।

"ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশ-
স্তত্রাস্মদীয়বিমৃশেন কিয়ানিহার্থঃ।" (ভাগবত ৩।১৬।৩৬)

'বিমৃশেন বিমর্শনেন' (স্বামী)

বিমৃশ্য (ত্রি) বিমর্শনযোগ্য। (ভাগবত ১০।৮৫।২৩)

বিমৃষ্ট (ত্রি) বি-মৃজ্-ক্ত। পরিচ্ছন্ন। (শতপথব্রা° ১২।৫।১।৬)

বিমৃষ্টরাগ (ত্রি) যাহার রঙ্ পরিষ্কার করা হইয়াছে।

বিমোক (পুং) বিমোচন। বিমুক্তি। (ঋক্ ৫।৪৫।১)

বিমোকম্ (অব্য) বিমুক্তি, মুক্তি। "মহান্তমধ্বানং বিমোকং সমশ্নুবন্তি।" (শতপথব্রা° ৬।৭।৪।১২)

বিমোক্তব্য (ত্রি) বি-মুচ্-তব্য। ছাড়িয়া দিবার যোগ্য,মোচনার্হ।

"নাহং যুধি বিমোক্তব্যঃ" (মহাভারত ভীষ্ম°)

বিমোক্তৃ (পুং) বি মুচ-তৃচ্। ১ বিমোচনকর, বিমোচক।

"বিমোক্তারমুৎকূলনিকূলেভ্যস্ত্রিষ্ঠিনং বপুষে"
(বাজসনেয়স° ৩০।১৪)

'বিমোক্তারং বিমোচনকরম্' (মহীধর)

বিমোক্ষ (পুং) বি-মোক্ষ্-অচ্। ১ বিমোচন। ২ বিমুক্তি। ৩ নির্ব্বাণ। ৪ পরিত্যাগ।

বিমোক্ষক (ত্রি) বি-মোক্ষ্-ণ্বুল্। বিমোচক, বিমুক্তিদাতা।

বিমোক্ষণ (স্ত্রী) বি-মোক্ষ্-ল্যুট্। ১ বিমোচন, মুক্তি।

"যে ত্বাং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ" (ভাগবত ৩.৯।৯)

২ পরিত্যাগ। ৩ খুলিয়া দেওয়া।

"বস্ত্রাভিসংযমনকেশবিমোক্ষণানি" (বৃহৎস° ৭৮।৩)

বিমোক্ষিন্ (ত্রি) বি-মোক্ষ্-ণিনি। মুক্তিদাতা, মোচনকারী।

বিমোঘ (ত্রি) বি-মুহ্-ক। অমোঘ, অব্যর্থ।

"সর্ব্বে প্রয়াসা অভবন্ বিমোঘাঃ
কৃতাঃ কৃতা দেবগণেষু দৈত্যৈঃ।" (ভাগবত ৬।১০।২৮)

বিমোচক (ত্রি) বি-মুচ্-ণ্বুল্। মোচনকারী, মুক্তিদাতা।

বিমোচন (স্ত্রী) বি-মুচ্ ল্যুট্। ১ বিমুক্তি। ২ দূরীকরণ। ৩ ত্যাগ। ৪ তীর্থবিশেষ। (ভারত ৩।৮৩।১৫০)

(পুং) ৫ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৫৯)

বিমোচনীয়, বিমোচ্য (ত্রি) বি-মুচ্-অনীয়র্। বিমোচনার্হ।

বিমোহ (পুং) বি-মুহ-ঘঞ্। জড়তা, মোহ, অত্যন্তমোহ।

"ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্।"
(ভাগবত ২।৯।৯)

বিমোহন (স্ত্রী) বি-মুহ-ল্যুট্। ১ বৈচিত্তীকরণ, মুগ্ধকরণ,

মোহজন্মান, ভুলান। (ত্রি) বিমোহয়তীতি বি-মুহ-ণিচ্-ল্যু। ২ বিমোহক, বিমোহনকারী, মোহজনক।

বিমোহিত (ত্রি) বি-মুহ-ণিচ্-ক্ত। মোহযুক্ত, মোহিত।
"তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ।" (চণ্ডী)

বিমোহিন্ (ত্রি) বি-মুহ-ণিনি। বিমোহক, বিমোহনকারী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বিমোহিনী।
"মন্যে গিরং তে জগতাং বিমোহিনীং
বরং বৃণীষ্বেতি ভজন্তমাত্থ যৎ।" (ভাগবত ৪।২০।৩০)

বিমৌন (ত্রি) মুনের্ভাব মৌনঃ। বিগতঃ মৌনঃ। মৌনরহিত।

বিমৌলী (ত্রি) শিরোভূষা-বিরহিত।

বিম্লাপন (ত্রি) সম্বাহন। গা টিপিয়া দেওয়া। শিথিলকরণ।

বিম্ব (পুং ক্লী) বী (উল্বাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৯৫) ইতি বন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ সূর্য্যচন্দ্রমণ্ডল। (অমর) ২ মণ্ডলমাত্র। মণ্ডলের ন্যায় গোলাকার। ৩ মূর্ত্তি, প্রতিবিম্ব, ছায়া। (পুং) ৪ কৃকলাস। (মেদিনী) ৫ বিম্বিকাফল, চলিত তেলাকুচা ফল।

বিম্বক (ক্লী) বিম্ব-স্বার্থে-কন্। ১ চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডল। ২ বিম্বিকাফল, তেলাকুচাফল। ৩ সঞ্চক, চলিত সাঁচ, ছাঁচ।
"বিধির্বিধত্তে বিধিনা বধূনাং
কিমাননং কাঞ্চনসঞ্চকেন॥" (নৈষধ ২২।৪৭)
'কাঞ্চনস্য সঞ্চকেন বিম্বকেন' (নারায়ণী টীকা)
৪ মুখাকৃতিবিশেষ। (দিব্যা° ১৭২।১০)

বিম্বজা (স্ত্রী) বিম্বং ফলং জায়তেঽস্যামিতি জন-ড। বিম্বিকা।

বিম্বট (পুং) সর্ষপ। (শব্দচ°)

বিম্বরাজ, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজদ্বয়। (সহ্য° ৩১।২৮,৩৩।৫৮)

বিম্বা (স্ত্রী) বিম্বং বিম্বফলমস্ত্যস্যামিতি বিম্ব-অচ্ টাপ্। বিম্বিকা। (শব্দরত্না°)

বিম্বাগত (ত্রি) বিম্বেন আগতঃ। বিম্বপ্রাপ্ত, বিম্বিত।

বিম্বাদিতৈল, অর্ব্বুদ রোগের উপকারক তৈল ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী :—তেলাকুচার মূল, করবীমূল ও নিসিন্দা দ্বারা পাচিত তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

বিম্বিকা (স্ত্রী) বিম্ব। (অমর)
"তুম্বী রক্তফলা বিম্বী তুণ্ডীকেরী চ বিম্বিকা।" (বৈদ্যকরত্ন°)
২ চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডল। (শব্দরত্না°)

বিম্বিত (ত্রি) বিম্ব-ইতচ্। প্রতিবিম্বিত, প্রতিফলিত, আভাসিত।

বিম্বিসার, এক জন শাক্য নরপতি। শাক্যবুদ্ধের কৃপায় ইনি জ্ঞান লাভ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইনি মহারাজ অশোকের প্রপিতামহ ও অজাতশত্রুর পিতা।

বিম্বী (স্ত্রী) বিম্ব-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বিম্বিকা।

বিম্বু (পুং) গুবাক, সুপারি।

বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ (পুং) বিম্বে ইব ওষ্ঠৌ যস্য। 'ওত্বোষ্ঠয়োঃ সমাসে বা' ইতি পাক্ষিকোঽকারলোপঃ। যাহার ওষ্ঠদ্বয় বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ। বিম্ব+ওষ্ঠ সন্ধির সূত্রানুসারে অকার ও ওকারে সন্ধি হইয়া বৃদ্ধি হয় এবং বিম্বৌষ্ঠ পদ হইয়া থাকে; কিন্তু 'ওত্বোষ্ঠয়োঃ সমাসে বা' এই বিশেষ সূত্রানুসারে একস্থলে অকারের লোপ এবং একস্থলে বৃদ্ধি হইয়া বিম্বোষ্ঠ ও বিম্বৌষ্ঠ এইরূপ পদ হইবে।

বিয়চ্চারিন্ (পুং) বিয়তি আকাশে চরতীতি চর-ণিনি। আকাশচারী।

বিয়, জাতিবিশেষ।

বিয়ৎ (ক্লী) বি যচ্ছতি ন বিরমতীতি বি-যম (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে।" পা ৩।২।১৭৮) ইতি ক্বিপ্ কৌ চ মাদীনামিতি বি-যা-শতৃ বিয়ৎ মলোপে তুক্। ১ আকাশ। (অমর) (ত্রি) ২ গমনশীল।
"বিয়দ্বিত্তস্য দদতো লব্ধং লব্ধং বুভুক্ষতঃ।
নিষ্কিঞ্চনস্য ধীরস্য সকুটুম্বস্য সীদতঃ॥" (ভাগবত ৯।২১।৩)
'বিয়দ্বিত্তস্য বিয়তো গগনাদিব উদ্যমং বিনৈব দৈবাদুপস্থিতং বিত্তং ভোগ্যং যস্য যদ্বা বিয়ৎ ব্যয়ং প্রাপ্নুবদ্বিত্তং ভোগ্য যস্য'(স্বামী)

বিয়ৎপুর, চম্পাবণ্যের অন্তর্গত তিলপর্ণা নদীতীরস্থ নগরভেদ। (ভবিষ্য ব্রহ্মখ° ৪২।১৪৯)

বিয়তি (পুং) নহুষের পুত্রভেদ।
"যতির্যযাতিঃ সংযাতিরায়তির্বিয়তিঃ কৃতিঃ।
ষড়িমে নহুষস্যাসন্নিন্দ্রিয়াণীব দেহিনঃ॥"
(ভাগবত ৯।১৮।১)

বিয়দ্গ (ত্রি) বিয়তি আকাশে গচ্ছতীতি গম-ড। আকাশগামী।
"কুণ্ডলভূষিতবদনঃ প্রলম্বহারো বিয়দ্গাবৃতঃ।"
(বৃহৎসংহিতা ৫৮।৪৭)

বিয়দ্গঙ্গা (স্ত্রী) বিয়তো গঙ্গা। স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী। (অমর)

বিয়দ্ভূতি (স্ত্রী) বিয়তো ভূতির্ভস্মেব। অন্ধকার। (ত্রিকা°)

বিয়ন্মণি (পুং) বিয়তো মণিঃ। সূর্য্য। (হারাবলী)

বিযম (পুং) বি-যম-(যমঃ সমুপনিবিষু চ। পা ৩।৩।৬২) ইত্যপ্। ১ সংযম, ইন্দ্রিয়দমন। (অমর) ২ দুঃখ, যাতনা, ক্লেশ। (স্বামী)

বিযব (পুং) কৃমিবিশেষ। (সুশ্রুত)

বিযবন (ক্লী) পৃথকীকরণ। (নিরুক্ত ৪।৫)

বিযাত (ত্রি) বিরুদ্ধং নিন্দাং যাতঃ প্রাপ্তঃ। নির্লজ্জ, নিন্দাপ্রাপ্ত, নিন্দিত। ২ পথভ্রষ্ট।

বিযাতস্ (ক্লী) রথচক্রের ধ্বংস। বধকর্ম্ম।

বিযাতিমন্ (পুং) বিযাতস্য ভাবঃ বিযাত-(বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ

ষ্যঞ্চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি ইমনিচ্। বিযাতের ভাব, নির্লজ্জতা, নিন্দা।

বিযাম (পুং) বিযম-ঘঞ্। সংযম। (অমর)

বিযাস (পুং) দেবতাভেদ। "বিযাসায় স্বাহা" (শুক্লযজুঃ° ৩৯।১১)
'আয়াসায় বিয়াসায় আয়াসাদয়ো দেববিশেষাঃ' (মহীধর)

বিযুক্ত (ত্রি)-বি-যুজ-ক্ত। বিয়োগবিশিষ্ট, বিরহিত, ত্যক্ত, বিচ্ছিন্ন।
"কিং করোমি ক গচ্ছামি মৃতা মে প্রাণবল্লভা।
ন বৈ জীবিতুমিচ্ছামি বিযুক্তঃ প্রিয়য়ানয়া॥"
(দেবীভাগবত ৯।১৩।৯)

বিযুত (ত্রি) বিযুক্ত, ত্যক্ত।

বিযুতার্থক (ত্রি) সংজ্ঞাহীন, জ্ঞানশূন্য।

বিযূথ (ত্রি) যূথভ্রষ্ট, দলভ্রষ্ট।

বিযোগ (পুং) বি-যুজ-ঘঞ্। ১ বিচ্ছেদ। পর্য্যায়—বিপ্রলম্ভ, বিপ্রয়োগ, বিরহ, অভাব। (হেম)
২ গণিতমতে—রাশির ব্যবকলন, সঙ্কলনের নাম যোগ এবং ব্যবকলনের নাম বিয়োগ।

বিযোগতা (স্ত্রী) বিয়োগস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বিয়োগের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিযোগপুর (ক্লী) পুরভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪২।২৭৮)

বিযোগবৎ (ত্রি) বিয়োগঃ অস্ত্যস্তীতি মতুপ্ মস্য ব। বিয়োগ-বিশিষ্ট, বিযুক্ত।

বিযোগভাজ্ (ত্রি) বিয়োগং ভজতে ইতি বিয়োগ ভজ-বিণ্। বিচ্ছেদযুক্ত, বিরহী, বিযুক্ত।

বিযোগিতা (স্ত্রী) বিয়োগিনঃ ভাবঃ তল-টাপ্। বিয়োগীর ভাব বা ধর্ম্ম, বিচ্ছেদ।

বিযোগিন্ (ত্রি) বিয়োগঃ অস্ত্যস্তীতি বিয়োগ-ইনি। ১ বিয়োগ-যুক্ত, বিযুক্ত। (পুং) ২ চক্রবাক। (শব্দচন্দ্রিকা) স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বিয়োগিনী।

বিযোজন (ক্লী) বি-যুজ-ণিচ্-ল্যুট্। বিয়োগ।

বিযোজনীয় (ত্রি) বি-যুজ-ণিচ্-অনীয়র্। বিযোজনযোগ্য, বিয়োগার্হ।

বিযোজিত (ত্রি) বি-যুজ-ণিচ্-ক্ত। ১ বিরহিত। ২ পৃথক্-কৃত। ৩ বিচ্ছেদপ্রাপিত। ৪ বিশ্লিষ্ট।

বিযোজ্য (ত্রি) ১ বিয়োগযোগ্য। ২ পৃথক্করণযোগ্য।

বিযোতৃ (ত্রি) দুঃখের অমিশ্রয়িতা।
"বিযোতারো অসুরাঃ" (ঋক্ ৪।৫৫।২)
'বিযোতারঃ দুঃখানামমিশ্রয়িতারঃ' (সায়ণ)

বিযোধ (ত্রি) বিগতঃ যোধো যত্র। যোধরহিত, যোধহীন।

বিযোনি (স্ত্রী) অপযোনি, নিন্দিতযোনি।
"সম্ভবাংশ্চ বিযোনিষু দুঃপ্রায়াসু নিত্যশঃ।" (মনু ১২।৭৬)
২ অজ্ঞাতকুলা, হীনকুলা।

বিরকত, উৎকল দেশীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। সম্ভবতঃ সংসারবিরক্ত বলিয়া ইহারা আপনাদিগকে বিরক্ত শব্দের অপভ্রংশ বিরকত নামে অভিহিত করিয়া থাকে। উদাসীন বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাহারা বৈষ্ণব মঠে অবস্থিতি করিয়া বিগ্রহ-সেবাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহারাই বিরক্ত নামে কথিত হয়। ইহারা উদাসীন কিন্তু মঠ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস করে ও পূজারির দ্বারা বিগ্রহ সেবা করায়। দিবাভাগে ইহারা মঠের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ব্যক্তি বিশেষের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিতে যায়, কিন্তু কখনও তণ্ডুলাদি মুষ্টি ভিক্ষা গ্রহণ করে না। রাত্রিতে ইহারা মঠে আসিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করিয়া থাকে। অভ্যাহত ও নিহঙ্গ নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ীরা বিরক্ত অর্থাৎ উদাসীন শ্রেণীভুক্ত। [নিহঙ্গ দেখ।]

বিরক্ত (ত্রি) বি-রন্জ-ক্ত। ১ বিরাগযুক্ত, বৈরাগ্যযুক্ত, উদাসীন, নিস্পৃহ, অনমুরক্ত, বিরত।
"ত্বয়ি প্রসন্নে মম কিংগুণেন ত্বয্য প্রসন্নে মম কিং গুণেন॥"
রক্তে বিরক্তে চ বরে বধূনাং নিরর্থকঃ কুঙ্কুমরাগ এষঃ॥" (উদ্ভট)
২ বিমুখ, চটা।

বিরক্তা (স্ত্রী) বিরক্ত-টাপ্। ১ দুর্ভগা। ২ অনমুকুলা।

বিরক্তি (স্ত্রী) বি-রন্জ-ক্তিন্। বিরাগ।

বিরক্তিমৎ (ত্রি) বিরক্তি-অস্ত্যর্থে-মতুপ্। ১ বিরক্তিবিশিষ্ট, বিরাগযুক্ত। (ভাগবত ৪।২৩।১১)

বিরক্ষস্ (ত্রি) রাক্ষসহীন। (শতপথব্রা° ৩।৪।৩।৮)

বিরঙ্গ (পুং) বি-রঞ্জ-ঘঞ্। ১ বিরাগ। ২ কঙ্কুষ্ঠ। (রাজনি°)

বিরচন (ক্লী) বি-বচ-ল্যুট্। ১ প্রণয়ন। ২ নির্ম্মাণ। ৩ গ্রন্থন।

বিরচনা (স্ত্রী) বি-রচ্-যুচ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। বিন্যাস।
"মুক্তাবলী বিরচনা পুনরুক্তমস্ত্রৈঃ।" (বিক্রম°)

বিরচিত (ত্রি) বি-রচ্-ক্ত। বিশেষপ্রকারে রচিত, নির্ম্মিত, প্রণীত।
"এষ শ্রীলহনূমতা বিরচিতে শ্রীমন্মহানাটকে
বীরশ্রীযুত রামচন্দ্রচরিতে প্রত্যুদ্ধৃতে বিক্রমৈঃ।" (মহানাটক)
২ গ্রথিত। ৩ ভূষিত।

বিরজ (ত্রি) ১ রজরহিত। (পুং) ২ মরুত্বান্‌ভেদ। (হরিবংশ)
৩ ত্বষ্টার পুত্রভেদ। (ভাগবত ৫।১৫।১৩)
৪ কর্দ্দমকন্যা পূর্ণিমার পুত্রভেদ। (ভাগবত ৪।১।১৪)
৫ জাতুকর্ণের শিষ্য-ভেদ। (ভাগবত ১২।৬।৫৮)
৬ সাবর্ণিমন্বন্তরে দেবগণভেদ। (ভাগবত ৮।১৩।১২)
৭ পদ্মপ্রভ বুদ্ধের ঐশ্বর্য্যভেদ। (সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক)

৮ মহাভদ্র সরোবরের উত্তরস্থ পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৯৫)

বিরজপ্রভ (পুং) বুদ্ধভেদ।

বিরজমণ্ডল (ক্লী) বিরজা ক্ষেত্র বা যাজপুর। এখানে মহাজপা মূর্ত্তি বিরাজিত ছিল। (প্রভাসখ° ৭৯ অঃ) [যাজপুর দেখ।]

বিরজস্ (ত্রি) ১ রজোরহিত, বিগতার্ত্তব। ২ রজোগুণহীন। ৩ ধূলিশূন্য। (স্ত্রী) ৪ বিগতার্ত্তবা, যে স্ত্রীলোকের রজঃ নিবৃত্তি হইয়াছে। (পুং) ৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫৬)

৬ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৪৬)

৭ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রভেদ। (১।১১৭।১৩)

৮ চাক্ষুষ মন্বন্তরে ঋষিভেদ। (মার্কণ্ডপুরাণ ৭৬।৫৪)

৯ সাবর্ণ মনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডপুরাণ ৮০।১১)

১০ কবির পুত্রভেদ। ১১ বশিষ্ঠপুত্রভেদ। (ভাগ° ৪।১।৪১)

১২ পৌর্ণমাসের পুত্রভেদ। ১৩ নাগভেদ। (ভারত ১৩।১৭)

(ত্রি) ১৪ নির্ম্মল।

"বিরজোহম্বরশ্চিত্রমাল্যো স্ত্রীকীর্ত্তির্দ্যুতিভিঃ সহ"(ভারত ২।৭৫)

বিরজস্ক (ত্রি) ১ রজোরহিত, বিগতার্ত্তব।

(পুং) ২ সাবর্ণিমনুর পুত্রভেদ। (ভাগবত ৮।১৩।১১)

বিরজস্তমস্ (পুং) ১ রজঃ ও তমোগুণরহিত, সত্ত্বগুণবিশিষ্ট। যাহার রজঃ ও তমোগুণ গিয়াছে, একমাত্র স্বরূপনিষ্ঠ জীবন্মুক্ত পুরুষ, যেমন ব্যাসাদি; ইঁহাদিগকে দ্বয়াতিগ বলা যায়। (ভরত)

বিরজা (স্ত্রী) ১ কপিত্থানীবৃক্ষ। ২ যযাতির মাতা। ৩ শ্রীকৃষ্ণের সখী। রাধিকার ভয়ে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিয়া সরিৎরূপ ধারণ করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে লিখিত আছে—

একদিন গোলোকে রাসমণ্ডলে শ্রীহরি রাধিকার সহিত বিহার করিতেছিলেন, সেই সময়ে অকস্মাৎ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরজা নামে এক গোপিকার নিকট গমন করেন। বিরজাকে পাইয়াই ভগবান্ তাহাতে আসক্ত হইলেন। তাহা দেখিয়া অপর গোপী গিয়া রাধাকে জানাইল। তখন রাধিকা সহসা সেই রত্নমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি দ্বারদেশে দ্বারপালকে দেখিয়া কহিলেন, 'দূর হ, লম্পটের কিঙ্কর দূর হ। তোর প্রভু কিরূপে আমার অধীনা রমণীতে আসক্ত হইল?' এ দিকে শ্রীহরি গোপীগণের গোলমাল শুনিয়া তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। বিরজা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান ও সম্মুখে রাধাকে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন বিরজার সেই পবিত্রদেহ সরিৎরূপ ধারণ করিল। রাধা বিরজার সেই সরিৎরূপ দেখিয়া গৃহে চলিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া বিরজাকে সরিদ্রূপ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তোমার বিরহে আমি কিরূপে বাঁচিব, তুমি তোমার এই জলময়ী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া একবার নূতন শরীরে আমার নিকট আগমন কর। শ্রীহরি এইরূপে বিলাপ করিলে সাক্ষাৎ রাধার ন্যায় সুন্দরী মূর্ত্তিতে বিরজা জল হইতে উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখা দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পাইয়া নানাপ্রকারে সম্ভোগ করিলেন। অবশেষে বিরজা শ্রীকৃষ্ণ হইতে গর্ভধারণ করিল। তখন সেই গর্ভে সাতটী পুত্র জন্মিল। অনন্তর কিছু দিন গত হইল। একদিন সাধ্বী বিরজা সুনির্জ্জন বৃন্দাবনে সম্ভোগালয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রহিয়াছেন, এমন সময় ভ্রাতৃগণকর্তৃক পীড়িত হইয়া তাহার কনিষ্ঠ পুত্র মাতার কোলে আসিয়া বসিল, কিন্তু তাহাকে অতিশয় ভীত দেখিয়া বিরজা তাহাকে পরিত্যাগ করিল। দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ সেই পুত্রকে লইয়া রাধাগৃহে গমন করিলেন। এদিকে সম্ভোগকাতরা বিরজা নিকটে পতিকে না পাইয়া বিলাপ করিতে লাগিল এবং এই নাবালক পুত্রকে অভিশাপ দিল যে, তুই লবণসমুদ্র হইবি। অপরাপর বালকেরাও মাতৃকোপ শুনিয়া সকলে পৃথিবীতে নামিল এবং তাহারাই সপ্তদ্বীপের সপ্তসমুদ্র হইল। এই সপ্তজলধির জলেই পৃথিবী শস্যশালিনী। (শ্রীকৃষ্ণ জন্মখ°)

২ উৎকলের মধ্যস্থ একটী প্রধান তীর্থ। এক্ষণে যাজপুর ও নাভিগয়া নামে পরিচিত। [যাজপুর দেখ।]

একান্ন পীঠের মধ্যে বিরজাও একটী প্রধান পীঠ।

"উৎকলে নাভিদেশঞ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচ্যতে।" (তন্ত্রচূড়ামণি)

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত স্কন্দপুরাণমতে, সকল তীর্থেই মুণ্ডন ও উপবাস করিতে হয়, এখানে আসিয়া সেরূপ করিতে হইবে না।

"মুণ্ডনঞ্চোপবাসঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ।
বর্জ্জয়িত্বা গয়াং গঙ্গাং বিশালাং বিরজাং তথা॥"

৩ ব্রহ্মার মানস পুত্র রক্তভূষণের পুত্রভেদ। (লিঙ্গপু° ১।২৯)

৪ লোকাক্ষির শিষ্য। (লিঙ্গপু° ২৪।৩৩)

বিরজাক্ষ (পুং) পর্ব্বতভেদ। মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতে এই পর্ব্বত মেরুর উত্তরদিকে অবস্থিত।

"বিরজাক্ষো বরাহাদ্রির্ময়ূরো জারুধিস্তথা।
ইত্যেতে কথিতা ব্রহ্মন্ মেরোরুত্তরতো নগাঃ॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৫।১৩)

বিরজাক্ষেত্র, একটী প্রাচীন তীর্থ। বর্ত্তমান নাম যাজপুর।

বিরজানদী, দাক্ষিণাত্যের মহিসুর রাজ্যের মহিসুর জেলার একটী কৃত্রিম নদী। কাবেরী নদীর দক্ষিণ কূলে বালমুরি বাঁধ দ্বারা ইহা প্রায় ৪০ মাইল পরিচালিত হইয়াছে। পলোহল্লী নগরে যে সকল চিনি ও লোহার কারখানা আছে, তাহা এই খালের স্রোতশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে।

বিরঞ্চ (পুং) ব্রহ্মা। (জটাধর)

বিরঞ্চন (পুং) ব্রহ্মন্।

বিরিঞ্চি (পুং) ব্রহ্মা। (হেম)

বিরিঞ্চ্য (পুং) বিরিঞ্চির ভোগ, ব্রহ্মার ভোগ।

'আয়ুশ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চ্যাৎ॥" (ভাগবত ৭।৯।২৪)

বিরণ (ক্লী) বীরণ তৃণ। (শব্দরত্না°)

বিরত (ত্রি) বি-রম-ক্ত। ১ নিবৃত্ত, ক্ষান্ত, উপরত। ২ বিভ্রান্ত। বিমুখ।

বিরতি (স্ত্রী) বি-রম-ক্তিন্। নিবৃত্তি, পর্য্যায় আরতি, অবরতি, উপরাম, বিরাম। (ভরত) শান্তি, বিরাগ।

বিরথ (ত্রি) বিগতো রথো যস্য। রথশূন্য, রথহীন।

বিরথীকরণ (ক্লী) পূর্ব্বে যাহার রথ ছিল, তাহার রথশূন্যকরণ।

বিরথীভূত (ত্রি) যিনি রথশূন্য হইয়াছেন। বিরথীকৃত।

বিরথ্য (ত্রি) রথ্যা বা পথহীন।

বিরথ্যা (স্ত্রী) ১ বিশিষ্ট রথ্যা। ২ কুপথ।

বিরপ্স (ত্রি) বহুবিধ উপচারবাদী। "এবাহ্যস্য সুনৃতা বিরপ্শী গোমতী মহী" (ঋক্ ১।৮।৮) 'বিরপ্শী বহুবিধোপচারবাদিনী' (সায়ণ) ২ স্তুতিকারক। (ঋক্ ১।৬৪।১০)

বিরপ্শিন্ (ত্রি) বিবিধশব্দকারী। "বিষীভিবিরপ্শিনঃ" (ঋক্ ১।৬৪।১০) 'বিরপ্শিনঃ বিবিধং শব্দং রপন্তীতি বিরপ্শাঃ স্তোতারঃ ত এষাং সন্তীতি বিরপ্শিনঃ যদ্বা বিবিধং রপণং বিরপ্শং তদেষামস্তীতি মরুতো হি বিবিধং শব্দং কুর্ব্বতে' (সায়ণ)

বিরম (পুং) বি-রম-অপ্। নাশ, অপগম।

"সোঽহং নৃণাং ক্ষুল্লসুখায় দুঃখং
মহদ্‌গতানাং বিরমায় তস্য॥" (ভাগবত ৩।৮।২)

বিরমণ (ক্লী) ১ বিরাম। ২ সম্ভোগ। ৩ অবসর গ্রহণ।

বিরল (ত্রি) ১ অবকাশ। চলিত ফাক্, পর্য্যায় পেলব, তনু। (অমর) অনিবিড়, ফাঁক্ ফাঁক, ছাড়াছাড়া, শিথিল, আল্‌গা, ব্যবহিত। ২ অল্প। ৩ নির্জ্জন। (ক্লী) ৩ দধি, পাতলা-দই। (রাজনি°)

বিরলজানুক (ত্রি) বিরলো জানুর্যস্য, সমাসে কপ্। বক্রজানুবিশিষ্ট।

বিরলদেশ, স্থানভেদ। (দিগ্বিজয়প্রকাশ ৫৪৯।৯)

বিরলদ্রবা (স্ত্রী) বিরলো নির্ম্মলো দ্রবো যস্যাঃ। শ্লক্ষ্ণ যবাগূ, বিরলদ্রব যবাগূ।

'যবাগূরুষ্ণিকা শ্রাণা সৈব তু ক্রতসিক্‌থিকা।
বিলেপী তরলা চ স্যাৎ সা শ্লক্ষ্ণা বিরলদ্রবা॥' (জটাধর)

বিরলিকা (স্ত্রী) বস্ত্রবিশেষ।

বিরলিত (ত্রি) বিরলোঽস্য জাতঃ বিরল তারকাদিত্বাদিচ্। বিরলযুক্ত, অবকাশবিশিষ্ট।

"অবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ" (উত্তররামচরিত ১অ°)

বিরলীকৃত (ত্রি) অবিরলঃ বিরলঃ কৃতঃ, অভূততদ্ভাবে চ্বি। যে স্থল বিরল ছিল না, সেই স্থলকে বিরল করা, যেখানে অবকাশ ছিল না, সেই স্থলকে যিনি সাবকাশ করিয়াছেন।

বিরলেতর (ত্রি) বিরলাদিতরঃ। অবিরল, বিরল হইতে ভিন্ন।

বিরব (পুং) ১ বিবিধশব্দ। "বৃহস্পতির্বিরবেণাবিকৃত্যা" (ঋক্ ১০।৬৮।৮) 'বিরবেণ বিবিধেন শব্দেন' (সায়ণ) বিগতঃ রবো যস্য। (ত্রি) বিগত শব্দ, শব্দশূন্য।

বিরবা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত হল্লারপ্রান্ত বা কাঠিবাড় বিভাগাধীন একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ৭৬ বর্গ মাইল। বিরবা গ্রামে এখানকার সত্ত্বাধিকারীর বাস। এক জন সর্দ্দারের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার আছে। রাজস্বের আয় ১০০০৲ টাকা। তন্মধ্যে ইংরেজরাজকে বার্ষিক ১৫০৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাব বাহাদুরকে ৪৪৲ টাকা কর দিতে হয়।

বিরশ্মি (ত্রি) বিগতো রশ্মির্যস্য। রশ্মিরহিত।

"উল্কাশনিধূমাদ্যৈর্হতা বিবর্ণা রবিবিরশ্ময়ো হ্রস্বাঃ।"
(বৃহৎসংহিতা ১৩।৮)

বিরস (ত্রি) বিগতঃ রসো যস্য। ১ রসহীন, বিস্বাদ। ২ বিরক্তিজনক। ৩ অতৃপ্তিকর। (ক্লী) ৪ অশ্রদ্ধা।

বিরসতা, বিরসত্ব (ক্লী) বিরসস্য ভাবঃ তল-টাপ্ বা ত্ব। বিরসের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিরসাননত্ব (ক্লী) মুখের বৈরস্য। জ্বরাদি রোগের সময় মুখে বিকৃত রসের অনুভাব।

বিরসাস্যত্ব (ক্লী) মুখের বৈরস্য। (শার্ঙ্গধর স° ১।৭।৭০)

বিরহ (পুং) বি-রহ ত্যাগে অচ্। ১ বিচ্ছেদ; পর্য্যায়—বিপ্রলম্ভ, বিপ্রয়োগ, বিয়োগ। (হেম) ২ অভাব। ৩ শৃঙ্গার রসের বিপ্রলম্ভাখ্য অবস্থাভেদ।

"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

মনুতে লিখিত আছে, স্ত্রীদিগের পক্ষে পতিবিরহ বা পতিছাড়া থাকা একটী দোষ।

"পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহেবাসশ্চ নারীণাং দূষণানি ষট্॥" (মনু ৯।১৩)

প্রিয় ও প্রিয়ার মধ্যে পরস্পরের অদর্শনে পরস্পরের মনে যে চিন্তা ও তাপাদি উপস্থিত হয়, তাহাই সাধারণতঃ বিরহ বলিয়া খ্যাত। প্রাচীন কাব্য নাটকাদিতে বিরহের বহুতর নিদর্শন

আছে। উত্তরচরিতে সীতার বিরহে রামচন্দ্র কাতর হইয়াছেন, আবার অভিজ্ঞান-শকুন্তলায় দুষ্মন্তের বিরহে শকুন্তলাও ক্লিন্নমনা হইয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। নায়কনায়িকার এইরূপ বিরহের বিশেষ মাধুর্য্য নাই। এই বিরহ যখন পবিত্র প্রেমের অবস্থাভেদে পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তখনই ইহার প্রকৃত মাধুর্য্য উপলব্ধি করা যায়। মহাকবি কালিদাস মেঘদূত কাব্যে যক্ষের পত্নীবিরহবর্ণন স্থলে লিখিয়াছেন,—

"কশ্চিৎ কান্তাবিরহবিধুরঃ স্বাধিকারপ্রমত্তঃ।"

ইহা হইতে জানা যায় যে, বিরহি-জন প্রিয়ার অদর্শনে একবারে উন্মত্ত হইয়া পড়েন। এই উন্মত্ততা যদি দেবভাবে প্রণোদিত হয় অর্থাৎ ভগবানে আসক্তি হেতু তাঁহারই প্রেমপ্রাপ্তির আশায় তাঁহারই পদপ্রান্তে প্রধাবিত হয়, তাহা হইলে সেই বিরহ ভাব যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা নিঃসন্দেহ।

বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্রপূর্ণ লীলাকাহিনীতে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে শ্রীরাধার যে বিরহাবস্থা ও উৎকণ্ঠাভাব তাহাই বিরহের প্রকৃতি এবং সেই হেতু তাহা প্রেমের একটী ভাব বা অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ সেই বিরহকে প্রেমতত্ত্বের শীর্ষস্থান দান করিয়াছেন, কেন না, বিরহ না হইলে ভগবানের নাম নিরন্তর হৃদয়ে জাগরুক হয় না বা থাকে না। এইজন্যই বিরহভাব প্রেম (শৃঙ্গার) রসের উৎকৃষ্ট আলম্বন বলিতে হইবে।

প্রবাসে বা অন্তরালে অবস্থানই অদর্শনের প্রধান আশ্রয়, এইজন্য উহা বিরহোদ্রেকের একমাত্র কারণ। বৈষ্ণবকবিগণ বিরহকে ভাবী, ভবন্ ও ভূতভেদে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ প্রবাসকেই বিরহের মূল উপাদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অক্রূর সঙ্গে মথুরায় প্রস্থান করিলে বৃন্দারণ্যে শ্রীরাধা ও সখীবৃন্দের যে বিরহ সমুপস্থিত হয়, তাহা বৈষ্ণব গ্রন্থে মাথুর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। এ সময় হইতে প্রভাসযজ্ঞ পর্য্যন্ত রাধার হৃদয়ে দারুণ বিরহানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। রাধার এই "বিরহ" পারিভাষিক, যেহেতু ইহা প্রেমাত্মক। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন বিচ্ছেদে নন্দ যশোদার মনে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনজ যে দুঃখ ঘটিয়াছিল, তাহা বৈষ্ণবকবিগণ বিরহ বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। কেন না নন্দ যশোদার কৃষ্ণানুরক্তি বাৎসল্যভাবপূর্ণ এবং রাধার কৃষ্ণপ্রীতি প্রকৃত প্রেমপ্রস্রবণপ্রসূত।

মাথুর বা প্রবাস ভূতবিরহের অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যেও আবার ভেদ আছে। এই সকল বিরহের প্রকৃতি জানাইবার জন্য আমরা নিম্নে কএকটী গান উদ্ধৃত করিয়া সাধারণের নিকট বিরহের চিত্রগুলি পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইলাম :—

অক্রূর বৃন্দাবনে আসিলে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ আশঙ্কা রাধা ও তৎসহচরীগণের মধ্যে জাগিয়া উঠে। সেই আতঙ্কে তাহারা বলিতে লাগিল :—

"নামই অক্রূর ক্রূর নীচাশয় (মথুরাসে) সোই আওল ব্রজমাঝ।
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল, কালিনী কালিম সাজ।
সজনি রজনী পোহাইলে কালি।
রচহ উপায় জেহে নাহ প্রাতর মন্দিরে রহুঁ বনমালি॥"

শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের রথে আরোহণ করিয়া মথুরা যাত্রা করিতেছেন, এমন সময়ে রাধা ও সহচরীগণের বিরহ জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই বর্ত্তমান বিরহ ভবন-বিরহ নামে প্রখ্যাত।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলেন, বিরহবাত্যা ব্রজপুর আলোড়িত করিল, সেই সঙ্গে শ্রীরাধার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন ভিন্ন হইল; তখন শ্রীমতী পূর্ব্ব-প্রীতিস্মরণ করিয়া ও শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ব্রজের দুর্দ্দশা বর্ণন করিয়া আর্ত্তহৃদয়ে যে বিরহ বেদনা জানাইয়া ছিলেন, তাহাই ভূতবিরহ।

(বরাড়ী)

এইত মাধবী তলে, আমার লাগিয়া পিয়া,
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেন, ফাটিয়া না পড়ে গো,
নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥
সখি হে বড় দুখ রহিল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া, মথুরা রহল গিয়া,
এই বিধি লিখিল করমে॥
আমারে লইয়া সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে,
ফুল তুলি বিহরই বনে।
নব কিশলয় তুলি, শেজ বিছায়ই বধু,
রস পরিপাটী কারণে॥
আমারে লইয়া কোলে, শয়নে স্বপনে দেখে,
যামিনী জাগিয়া পোহায়॥
সে হেন গুণের পিয়া, কোন খানে কার সনে,
কৈছনে দিবস গোঙায়॥
এতেক দিবস হৈল, প্রাণনাথ না আইল,
কার মুখে না পাই সম্বাদ।
গোবিন্দদাস চলু, শ্যাম সমুঝাইতে,
বাঢ়ল বিরহ বিষাদ॥

এখন শ্যামচাঁদ মধুপুরে তাঁহার আর বৃন্দাবনে ফিরিবার আশা নাই। তখন সমগ্র ব্রজপুরে শ্রীকৃষ্ণবিরহস্রোতঃ কিরূপে প্রবাহিত, তাহা জানাইতে মাথুরের উদ্ভব।

(কামদ)

তোহে রহল মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল, দুকূল কলরব, কানু কানু করি ঝুর॥
যশোমতী নন্দ, অন্ধ সম বৈঠই, সাহসে চলই না পার।
সখাগণ বেণু, ধেনু সব বিসরল, রোই ফিরে নগর বাজার॥
কুসুম তেজি অলি, ভূমিতলে লুঠত, তরুগণ মলিন সমান।
শারী শুক পিক, ময়ুরী না নাচত, কোকিল না করহি গান॥
বিরহিনী বিবহ, কি কহব মাধব, দশ দিক বিরহ হুতাশ।
সোই যমুনাজলে, অবহুঁ অধিক ভেল, কহতহি গোবিন্দদাস॥"

মাথুর ও প্রবাসে বিশেষ ভেদ নাই। প্রবাসে প্রথম শোক—রাধা ও সহচরীগণ বলিতেছে হয় কুলমান ত্যাগ করিয়া প্রিয়তমের সম্মুখে জন্মের মত বিবহ মিটাইব, না হয় গরল ভক্ষণ করিয়া পরাণ বা পিবীতের শেষ করিব। তার পর যখন শ্রীকৃষ্ণ সুদুর মথুরা আর প্রত্যাবর্তন করিলেন না। ভগ্নহৃদয়া রাধাদি তাঁহার শুভাগমন আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ও তদীয় স্মৃতি ও প্রেম বিস্মৃত হইতে পারিল না, তখনই প্রকৃত মাথুরের আরম্ভ। মাথুর বিরহের দ্বিতীয় স্তর। ভক্তমাল গ্রন্থে প্রবাসের ভেদ ও বিরহের দশাদি এইরূপ বর্ণিত আছে :—

"নিকটে প্রবাস গোচারণের কারণ।
দূর দেশান্তর হয় মথুরা গমন॥
নিকট প্রবাসে হয় নিকট মিলন।
সব দুঃখ দূরে যায় করি দরশন॥
সুদূর গমনে হয় দুরন্ত বেদনা।
তিনি যে প্রকার সেহ অশোচ্য সূচনা॥
ভাবী ভবন ভূত এই তিন হয়।
সংক্ষেপে কহিল বিপ্রলম্ভ অভিপ্রায়॥
ইহাতে যে দশ দশা বিরহ-উন্মাদ।
শুনিতেই জন্মে ভক্তের অন্তরে বিষাদ॥
চিন্তা জাগরোদ্বেগ ক্ষীণ মলিন।
প্রলাপ ব্যাধি উন্মাদ মূর্চ্ছা মরণ॥
এই দশ দশা হয় ক্রমেতে উদয়।
শুনিতে বিদরে কৃষ্ণদাসের হৃদয়॥"

নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমতার এই বিরহভাব লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতই রাধাভাবে ভগবচ্চরণে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই কারণে প্রধান প্রধান বৈষ্ণবকবিগণ স্ব স্ব গ্রন্থে বিরহভাবেরই উৎকর্ষতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবভক্ত কবি রূপ ও সনাতন গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি, হরিভক্তি-বিলাস, রাধালীলারসকদম্ব প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে বিরহের পূর্ণভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই ভাব ভক্তের প্রধান কামনার বস্তু এবং ইহাই মুক্তির একমাত্র সাধক। শ্রীজীব গোস্বামী, নরোত্তমদাসঠাকুর প্রভৃতি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেমের এই বিরহভাব লইয়া জীবনযাপন করিয়াছিলেন।

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে, বিরহবর্ণন স্থলে তাপ, নিশ্বাস, চিন্তামৌন, কৃশাঙ্গতা, রাত্রি বৎসরতুল্য দৈর্ঘ্য, জাগরণ ও শীতলে উষ্ণতা জ্ঞান এই সকল বর্ণন করিতে হয়।

বিরহা, নদীভেদ। তাপীবক্ষে বিরহার সঙ্গম একটী পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য। (তাপীখ° ৩৫।১)

বিরহিন্ (ত্রি) বিরহোঽস্ত্যস্তীতি বিরহ-ইনি। বিরহযুক্ত, বিরহবিশিষ্ট। বিয়োগী।

"বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবতি জনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥" (জয়দেব)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বিরহিণী, বিচ্ছেদবিশিষ্টা নারী।

বিরহিত (ত্রি) বি-রহ-ক্ত। ত্যক্ত, বিহীন।

'অভিভূতক্ষাবমতং ত্যক্তস্তু স্যাৎ সমুজ্ঝিতম্।
হীনং বিরহিতং ধূতমুৎসৃষ্টবিধুতে অপি॥' (জটাধর)

বিরহোৎকণ্ঠিতা (স্ত্রী) বিরহে পতিবিরহে যা উৎকণ্ঠিতা। নায়িকাভেদ। স্থির হইল স্বামী আসিবে, অথচ দৈবাৎ স্বামার আসা হইল না। এ অবস্থায় যে নারী স্বামিবিরহদুঃখে উৎকণ্ঠার সহিত কাল কাটায়, তাহাকে বিরহোৎকণ্ঠিতা কহে।

"আগন্তুং কৃতচিত্তোঽপি দৈবান্নায়াতি যৎপ্রিয়ঃ।
তদাগমনদুঃখার্ত্তা বিরহোৎকণ্ঠিতা তু সা॥" (সাহিত্যদ° ৩।১২১)

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীবর্ণিত বিরহোৎকণ্ঠিতা এইরূপ,—

"স্বামীর বিলম্ব যেই ভাবে অনুক্ষণ।
উৎকণ্ঠিতা তাহারে বলয়ে কবিগণ॥
হইল বহু নিশি, প্রকাশ হয় দিশি,
আইল কেন নাহি কালিয়া।
পিকের কলরব, ডাকিলে অলি সব,
অনলে দেও দেহ জালিয়া॥
তিমির ঘন তরে, সভয় বনচরে,
ফিরয়ে কিবা পথ ভুলিয়া।
অপর সখী রসে, রহিল পরবশে,
মদনে মোরে দিল জ্বালিয়া॥" (রসমঞ্জরী)

বিরাগ (পুং) বি-রন্জ-ঘঞ্। ১ অননুরাগ, রাগশূন্য।

"বিষয়েষ্বতি সংরাগো মানসো মল উচ্যতে।
তেষ্বেব হি বিরাগো হি নৈর্ম্মল্যং সমুদাহৃতম্॥"(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

বিষয়ের প্রতি অতিশয় রাগ তাহাকে মানসিক মল কহে, এবং বিষয়ের প্রতি যে বিরাগ বা অনুরাগশূন্যতা, তাহাই নৈর্ম্মল্য

বলিয়া কথিত। বিষয়ের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইলেই মানব প্রব্রজ্যা অবলম্বনে ভগবানে মনোনিবেশ করিবে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজ্যেত্" (শ্রুতি) বিরাগ উপস্থিত হইলেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন কর্ত্তব্য।

(ত্রি) ২ বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট। বিগতো রাগো বিষয়বাসনা যস্য। ৩ বীতরাগ।

"ঘস্তেহস্তুতাপবিদিতৈর্দৃঢ়-ভক্তিযোগৈঃ
হৃদ্‌গ্রন্থয়ো হৃদি বিচুর্ম্মুনয়ো বিরাগাঃ॥"

বিরাগতা (স্ত্রী) বিরাগস্য ভাবঃ তল্‌ টাপ্। বিরাগের ভাব বা ধর্ম্ম, বৈরাগ্য।

বিরাগবৎ (ত্রি) বিরাগঃ বিদ্যতেঽস্য বিরাগ-মতুপ্-মস্য ব। বিরাগবিশিষ্ট, বৈরাগ্যযুক্ত।

বিরাগার্হ (পুং) বিরাগ-মর্হতীতি অর্হ-অচ্। বিরাগযোগ্য, পর্য্যায়—বৈরঙ্গিক। (হেম)

বিরাগিত (ত্রি) বিরাগোঽস্য জাতঃ বিরাগ-তারকাদিত্বাদিতচ্। বিরাগযুক্ত, বিরাগবিশিষ্ট।

বিরাগিতা (স্ত্রী) বিরাগিণো ভাবঃ বিরাগিন্ তল্-টাপ্। বিরাগীর ভাব বা ধর্ম্ম, বিরাগ।

বিরাগিন্ (ত্রি) বিরাগ-অস্ত্যর্থে ইনি। বিরাগবিশিষ্ট, বৈরাগ্যযুক্ত।

বিরাজ্[ট্] (পুং) বি-রাজ দীপ্তৌ ক্বিপ্। ১ ক্ষত্রিয়। ২ স্থূল-শরীর সমষ্ট্যুপহিতচৈতন্য, সর্ব্বব্যাপী পুরুষ, পরমেশ্বর। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে প্রকৃতখণ্ডে বিরাট্‌পুরুষের উৎপত্তিকথা এইরূপ পাওয়া যায়—

একার্ণবসলিলে ব্রহ্মার বয়ঃকাল যাবৎ একটী ডিম্ব ভাসিতে থাকে, তৎপরে সেই ডিম্ব ফাটিয়া তন্মধ্য হইতে শতকোটি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল একশিশু বাহির হইল। শিশু স্তন্যপানের জন্য কাতর হইয়া ক্ষণকাল কাঁদিয়া উঠিল, তাহার পিতামাতা নাই, জল মধ্যে নিরাশ্রয়; যিনি ব্রহ্মাণ্ডের নাথ, তাহাকে অনাথবৎ বোধ হইতে লাগিল। তিনি স্থূল হইতে স্থূলতম, মহাবিরাট্ নামে খ্যাত। তিনিই অসংখ্য বিশ্বের আধার প্রকৃত মহাবিষ্ণু। তাঁহার প্রতি লোমকূপে নিখিল বিশ্ব অধিষ্ঠিত, স্বয়ং কৃষ্ণও তাঁহার সংখ্যা করিতে পারেন না, প্রতিলোমকূপরূপ বিশ্বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি রহিয়াছেন। পাতাল হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই লোমকূপে বিরাজিত। ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে ঊর্দ্ধে বৈকুণ্ঠ, এখানে সত্যস্বরূপ নারায়ণ বিদ্যমান। তাহার ঊর্দ্ধে পঞ্চাশৎকোটিযোজন দূরে গোলোক, এখানে নিত্য সত্যস্বরূপ কৃষ্ণ বিরাজমান। এইরূপ সেই বিরাট্‌পুরুষের প্রতিলোমকূপেই সপ্তসাগরসংবৃতা সপ্তদ্বীপা বসুমতী, তদূর্দ্ধে স্বর্গাদি ব্রহ্মলোক, নিম্নে পাতালাদি এবং নারায়ণসহ বৈকুণ্ঠ ও গোলোক বিদ্যমান। এক সময়ে সেই বিরাট্ ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন যে, সেই ডিম্ব মধ্যে কেবল শূন্য, আর কিছুই নাই, ক্ষুধায় চিন্তায় তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। পরে জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি পরম-পুরুষ ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার নবীন জলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তিনি দ্বিভুজ, পীতাম্বর, হাস্যযুক্ত, মুরলীহস্ত ও ভক্তানুগ্রহকারক। এইরূপে ভগবান্ কৃষ্ণ সেই বালককে দেখা দিয়া হাসিয়া কহিলেন, আমি তুষ্ট হইয়া তোমায় এই বর দিতেছি যে তুমিও প্রলয়াবধি আমার মত জ্ঞানযুক্ত, ক্ষুৎপিপাশাদিবর্জ্জিত, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় হও। এইরূপে ভগবান্ বর ও বালকের কর্ণে ষড়ক্ষর মহামন্ত্র দান করিলেন। সেই বিরাট্‌রূপী বালক তখন সেই ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে কহিলেন, আমিও যেরূপ তুমিও সেইরূপ, অসংখ্য ব্রহ্মার পাতেও তোমার পাত হইবে না। আমারই অংশে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে তুমি ক্ষুদ্র বিরাট্ হও। তোমারই নাভি-পদ্ম হইতে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবেন, ব্রহ্মার ললাট হইতে শিবের অংশে সৃষ্টিসংহারণার্থ একাদশ রুদ্র হইবে, তন্মধ্যে কালাগ্নিরুদ্র এক বিশ্বসংহারকারী। বিশ্বের পাতা বিষ্ণুও এই ক্ষুদ্র বিরাটের অংশে আবির্ভূত হইবেন। তুমি ধ্যানে নিয়তই আমার কমনীয় মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। এইরূপ কহিয়া কৃষ্ণ নিজ লোকে আসিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, মহাবিরাটের লোমকূপে ক্ষুদ্র বিরাট্ রহিয়াছেন, সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁহার নাভিপদ্মে গিয়া উৎপন্ন হও। হে মহাদেব! তুমিও অংশক্রমে ব্রহ্মললাট হইতে জন্ম লও। জগন্নাথের এইরূপ আদেশ শুনিয়া নমস্কার করিয়া ব্রহ্মা ও শিব প্রস্থান করিলেন। মহাবিরাটের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডে, গোলোকে ও একার্ণব জলে বিরাটের অংশে ক্ষুদ্র বিরাট আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি যুবা, শ্যামবর্ণ, পীতাম্বর-ধারী, জলশায়ী, ঈষৎহাস্যযুক্ত, প্রসন্নবদন, বিশ্বব্যাপী জনার্দ্দন। তাঁহার নাভিপদ্মে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন।

(প্রকৃতিখণ্ড ৩ অ°)

পৌরাণিক ও দার্শনিকগণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বিরাট্ উৎপত্তির অনুসরণ করেন না, এ সম্বন্ধে বেদের প্রমাণই তাঁহারা গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। বিরাট্ উৎপত্তিসম্বন্ধে ঋক্‌সংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।

স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ॥"(ঋক্ ১০।৯০।১-৫)

পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া দশাঙ্গুলি অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত। পুরুষই সব, যাহা হইয়াছে বা যাহা হইবে। তাঁহার এতাদৃশ মহিমা বটে, কিন্তু তিনি ইহাপেক্ষা আরও বড়। বিশ্ব ও ভূত সমস্ত তাঁহার এক পাদ, আকাশে অমর অংশ তাঁহার ত্রিপাদ। তাঁহা হইতে বিরাট্ জন্মিলেন, এবং বিরাট্ হইতে অধিপুরুষ হইলেন। তিনি আবির্ভূত হইলে পশ্চাৎ ও পুরোভাগে পৃথিবী অতিক্রম করিলেন। ৩ স্বায়ম্ভুব মনু। (মৎস্য ৩ অঃ)

বিরাজন্ (স্ত্রী) দীপ্তিশালী।

বিরাজন (ক্লী) বি-রাজ-ল্যুট্। শোভন, প্রকাশন।

বিরাজিত (ত্রি) বি-রাজ-ক্ত। শোভিত, প্রকাশিত।

বিরাজমান (ত্রি) বি-রাজ-শানচ্। ১ শোভমান, প্রকাশমান। ২ দীপ্তিবিশিষ্ট, জাঁকজমকযুক্ত।

বিরাজিন্ (ত্রি) বিরাজিতুং শীলমস্য বি-রাজ-ণিনি। দীপ্তিবিশিষ্ট, প্রকাশশীল, বিরাজমান।

বিরাজ্য (ক্লী) ১ দীপ্তি, সমৃদ্ধি। ২ সাম্রাজ্য।

বিরাট, মৎস্যদেশ। এইস্থানে যে ভারতীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাই মহাভারতে বিরাটপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রাচীন জনপদের বর্ত্তমান অবস্থান লইয়া নানা লোকে নানা কথা বলিয়া থাকেন। কাহারও মতে এইস্থান রাজপুতনায়, কাহারও মতে বোম্বাইপ্রদেশে, কাহারও মতে উত্তরবঙ্গে, কাহারও মতে মেদিনীপুর জেলায় এবং কাহারও মতে ময়ূরভঞ্জের পার্ব্বত্যপ্রদেশে।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥" (মনু ২ অঃ)

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যে দেবনির্ম্মিত যে দেশ, তাহাই ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে খ্যাত। কুরুক্ষেত্র এবং মৎস্য, পঞ্চাল ও শূরসেনদিগের দেশই ব্রহ্মর্ষি দেশ, ইহা ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে ভিন্ন। মনুর বচনানুসারে মনে হয় যে মৎস্যদেশ উত্তরপশ্চিম ভারতে, কুরুক্ষেত্র বা থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ, পঞ্চাল বা কান্যকুব্জ অঞ্চল, শূরসেন বা মথুরা প্রদেশ এই কয়টী জনপদের পার্শ্বেই মৎস্যদেশ এবং তাহা ব্রহ্মর্ষি দেশের মধ্যে ছিল।

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্ব হইতে আমরা তিনটী মৎস্যদেশের উল্লেখ পাই,—

১ম—"মৎস্যাঃ কুশল্যাঃ সৌশল্যাঃ কুন্তয়ঃ কান্তিকোসলাঃ।
২য়—চেদিমৎস্যকরূষাশ্চ ভোজাঃ সিন্ধুপুলিন্দকাঃ॥৪০
৩য়—দুর্গালাঃ প্রতিমৎস্যাশ্চ কুন্তলাঃ কোশলাস্তথা।" ৫২
(ভীষ্মপর্ব্ব ১০ অঃ)

উক্ত বচন অনুসারে একটী মৎস্য পশ্চিমে কুশল্য, সুশল্য ও কুন্তিদেশের নিকট, একটী পূর্ব্বে চেদি (বুন্দেলখণ্ড) ও করূষের (সাহাবাদ জেলার) পর এবং তৃতীয় বা প্রতিমৎস্য দক্ষিণে দক্ষিণ কোশলের নিকট।

উপরোক্ত তিনটী মৎস্যের মধ্যে প্রথমটীই মনুকথিত আদি মৎস্য, ২য়টী সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গ বা দিনাজপুর অঞ্চল এবং ৩য়টী মেদিনীপুর ও ময়ূরভঞ্জের মধ্যে হওয়াই সম্ভব।

উক্ত তিনটীর মধ্যে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসস্থল বিরাটরাজধানীভূষিত মৎস্যদেশটী কোথায়?

আদি মৎস্য বা বিরাট।

পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাসকালে যে পথ দিয়া বিরাট রাজসভায় গিয়াছিলেন, এবং মৎস্যদেশবাসী যোদ্ধৃবর্গের যেরূপ বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় সর্ব্বত্র বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে মনূক্ত শূরসেন বা মথুরাপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানই প্রতীত হয়।

বাস্তবিক মথুরা জেলার পশ্চিমাংশে এবং যে বিস্তৃত ভূভাগ এক সময়ে কুরুক্ষেত্র বলিয়া গণ্য ছিল, তাহার দক্ষিণে রাজপুতনার অন্তর্গত বর্ত্তমান জয়পুর রাজ্যমধ্যে বৈরাট ও মাচাড়ি নামে দুইটী প্রাচীন স্থান এখনও বিদ্যমান। ঐ দুইস্থান প্রাচীন বিরাটরাজ্য ও মৎস্যদেশের নাম রক্ষা করিতেছে। বৈরাটসহর দিল্লী হইতে ১০৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং জয়পুর রাজধানী হইতে ৪১ মাইল উত্তরে, নাত্যুচ্চ রক্তবর্ণ শৈলপরিবেষ্টিত গোলাকার উপত্যকা মধ্যে অবস্থিত। এই বৈরাট উপত্যকা পূর্ব্বপশ্চিমে দৈর্ঘ্যে ৪ হইতে ৫ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে বিস্তার ৩ হইতে ৪ মাইল। ইহার পূর্ব্বাংশের শেষে নাত্যুচ্চ অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ মধ্যে বৈরাটসহর। সহরের পশ্চাদ্ভাগে বীজক পাহাড়। একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর কূল দিয়া উত্তরপশ্চিমে গিয়া উপত্যকার প্রধান প্রবেশপথ। স্রোতস্বতীটী বাণগঙ্গার একটী শাখা।

উক্ত সহর দৈর্ঘ্যে ১ মাইল ও প্রস্থে ½ মাইল এবং বেড় প্রায় ২½ মাইল। বর্ত্তমান বৈরাটসহর উক্ত ভূভাগের এক চতুর্থাংশ মাত্র স্থান ব্যাপিয়া আছে। তাহার চারিপার্শ্বে কৃষিক্ষেত্র, তন্মধ্যে নানাস্থানে প্রাচীন মৃন্ময়পাত্র ও তামার আকর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। পূর্ব্বে এখানে যে প্রভূত তামা তোলা হইত, তাহার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। প্রাচীন বৈরাটনগর বহুশত বর্ষ পরিত্যক্ত ছিল। তিনশত বর্ষ হইল, এখানে পুন-

রায় লোকের বাস হইয়াছে। এক সময়ে এখানকার তামার খনি ভারতপ্রসিদ্ধ ছিল। তাই আইন-ই-অকবরীতে বিরাটের নাম পাওয়া যায়।

প্রাচীন বৈরাটের পূর্ব্বাংশ 'ভীম-জীকা গাম্' বা ভীমের গ্রাম নামে অভিহিত। ইহারই অদূরে ভীমজীকা ডোঙ্গর বা ভীম্‌জীকা গোফা নামে একটী শৈল দৃষ্ট হয়। ইহার চূড়ায় অধিবাসীরা ভীমপদ দেখাইয়া থাকে।

বৈরাট হইতে ৩২ মাইল পূর্ব্বে এবং মথুরা হইতে প্রায় ৬৩ মাইল পশ্চিমে মাচারি বা মাচাড়ি নামে একটী প্রাচীন গ্রাম দৃষ্ট হয়। অনেকে অনুমান করেন যে, মৎস্যদেশই অপভ্রংশে 'মাচারি' নামে পরিচিত হইয়াছে। এখানেও বহুতর প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন বিদ্যমান। মাচারি হইতে বৈরাটে যাইবার পথিমধ্যে কুশলগড় অবস্থিত। মহাভারতে মৎস্যের পার্শ্বেই কুশল্য নামক জনপদের উল্লেখ আছে। কুশল্য ও কুশলগড়ের নামের সহিত পরস্পর কি সম্বন্ধ আছে?

চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি যে পো-লি-য়ে-তো-লো বা পারিযাত্র নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকেই বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রাচীন বিরাট বা মৎস্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। চীনপরিব্রাজকের সময় বৈরাট বৈশজাতীয় রাজার অধিকারে ছিল। এখানকার লোকের বীরত্ব ও রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় চীনপরিব্রাজকও ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। মনুতেও আছে—

"কুরুক্ষেত্রাংশ্চ মৎস্যাংশ্চ পঞ্চালান্ শূরসেনজান্।
দীর্ঘান্ লঘূংশ্চৈব নরানগ্রানীকেষু যোধয়েৎ॥" (মনু ৭।১৯০)

অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র মৎস্যাদি দেশের লোকেরাই রণক্ষেত্রে অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধ করিত।

চীনপরিব্রাজকের আগমনকালে এখানে হাজার ঘর ব্রাহ্মণের বাস ও ১২টী দেবমন্দির ছিল। এ ছাড়া ৮টী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও প্রায় ৬ হাজার বৌদ্ধ গৃহস্থের বাস ছিল। কানিংহাম্ অনুমান করেন যে, চীনপরিব্রাজকের সময় এখানে ন্যূনাধিক ত্রিশ হাজার লোকের বাস থাকিতে পারে।

মুসলমান ইতিহাস হইতেও আমরা জানিতে পারি যে ৪০০ হিজিরায় অর্থাৎ ১০০৯ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মাহ্মুদ বৈরাট আক্রমণ করেন। এখানকার অধিপতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তথাপি ৪০৪ হিজ্‌রায় অর্থাৎ ১০১৪ খৃষ্টাব্দে আবার মাহ্মুদ এখানে দেখা দেন। হিন্দুদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। আবুরিহান্ লিখিয়াছেন যে, নগর বিধ্বস্ত হইল এবং অধিবাসিগণ দূর মফঃস্বলে পলাইল। ফেরিস্তার মতে ৪১৩ হিজিরায় বা ১০২২ খৃষ্টাব্দে, কৈরাট? (বৈরাট) ও নারদিন্ (নারায়ণ) নামক পার্ব্বত্য প্রদেশবাসী জনসাধারণ মূর্ত্তিপূজায় নিরত শুনিয়া তাহাদিগকে শাসন ও ইস্‌লাম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য মুসলমান-সেনানী আমীর-আলী আগমন করেন। তিনি সহর অধিকার ও লুট করিয়া লইলেন। তিনি নারায়ণে একখানি খোদিতলিপি দেখিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল যে নারায়ণের মন্দির চল্লিশহাজার বর্ষ (?) পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সময়ের ঐতিহাসিক ওট্‌বিও উক্ত খোদিতলিপির উল্লেখ করিয়াছেন। সেই প্রাচীন খোদিতলিপি সম্রাট্ প্রিয়দর্শীর অনুশাসন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এখন সেই প্রাচীন অনুশাসনফলক কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত আছে। উক্ত লিপি হইতেই জানা যায় যে সম্রাট্ প্রিয়দর্শীর সময়েও বৈরাট নগর সমৃদ্ধিশালী ছিল। যাহাহউক রাজপুতনার বৈরাটকেই আমরা আদি-মৎস্য বা বিরাটদেশ বলিয়া অনায়াসে স্বীকার করিতে পারি।

পূর্ব্ব বিরাট।

মহাভারতে কারূষের পর এক মৎস্যদেশের উল্লেখ আছে। বাঙ্গালাপ্রদেশের অন্তর্গত সাহাবাদ জেলাই পূর্ব্বে কাপরূষদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং ২য় মৎস্যদেশও বাঙ্গালাপ্রেসিডেন্সীর মধ্যে হইতেছে।

১২৬৮ সালে প্রকাশিত কালীকমল শর্ম্মা বিরচিত "বগুড়ার সেতিহাস বৃত্তান্ত" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকের ৪র্থ অধ্যায়ে ২য় মৎস্য দেশের বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"মৎস্যদেশের নামের পরিবর্তন হইয়া এইক্ষণ এই স্থানে জেলা সংস্থাপিত হইয়াছে। উত্তর সীমা রঙ্গপুর জেলা, দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমা বগুড়া জেলা, দক্ষিণপশ্চিম সীমা দিনাজপুর জেলা। বগুড়া হইতে ১৮ ক্রোশ অন্তর ঘোড়াঘাট থানার দক্ষিণ ৩ ক্রোশ দূরে ৫।৬ ক্রোশ বিস্তীর্ণ অতি প্রাচীন অরণ্যানী মধ্যে × × বিরাট রাজার রাজধানী ছিল। তৎপর বিরাটের পুত্র ও পৌত্রগণ ঐস্থানে রাজ্য করিলে পর কলির ১১৫৩ অব্দ গতে যে মহাজলপ্লাবন হয়, তাহাতে বিরাটের বংশ ও কীর্ত্তি একেবারেই ধ্বংস হইয়া যাওয়ার পর ক্রমে ক্রমে ঐস্থান মহারণ্য হইয়া উঠিল। × × কেবল অতি উচ্চ মৃন্ময় দুর্গের জীর্ণ কলেবর অদ্যাপি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া আছে। * * * অনেক লোক মৃত্তিকা খননকালে গৃহসামগ্রী ও স্বর্ণরজতাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। যখন এদেশের আদ্যোপান্তে তাবৎ লোকেই ঐ স্থানকে বিরাটের রাজধানী বলিয়া আসিতেছে, আর কীচক ও ভীমের কীর্ত্তি যখন ঐস্থানের অনতিদূরেই আছে, আর মৎস্যদেশ যখন বিরাট রাজার রাজ্য ছিল, আর ভারতবর্ষের মধ্যে যখন এই স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানকে মৎস্যদেশ বলে না,

তখন ঐস্থানে যে বিরাটরাজার রাজধানী ছিল তাহার অন্য প্রমাণ করে না।"

উক্ত সেতিহাসলেখক পাণ্ডবগণের ছদ্মবেশে বিরাটনগরে আগমন, কীচকবধ ও ভীমকর্ত্তৃক ভীমের জাঙ্গাল প্রভৃতি কীর্ত্তি-কলাপ স্থাপনের বর্ণনাপূর্ব্বক বলিতেছেন, "এই স্থানে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে মেলা হয়। যে স্থানে মেলা হয়, সেই স্থান কেবল অরণ্যময়। মেলা যে স্থানে হয়, সে স্থানের নাম বিরাটের সিংহদ্বার। প্রতি বৎসর মেলায় ৩।৪ সহস্র যাত্রী একত্র হয়। প্রাতঃকাল হইতে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত মেলা থাকে। এই মেলায় খাদ্যসামগ্রী তাবত মেলে, কেবল মৎস্য, ঘৃত, হরিদ্রা ও কাষ্ঠ ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। অনেক লোকের মিলন হয়। তজ্জন্য বন্য জন্তুর ভয় থাকে না। * * এই মেলায় একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হয়। যত যাত্রী আগমনপূর্ব্বক আহারান্তে উচ্ছিষ্ট পত্র বা পাত্র ফেলিয়া যায়, পর দিবস তাহার কোন চিহ্ন থাকে না, কে যে পরিষ্কার করে, তাহারও নির্ণয় হয় না।

"লোকে বলে দেবতা সকল আসিয়া ঐ স্থান পরিষ্কার করে। এই মহারণ্য মধ্যে রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার সাহেব লোক শীকার করিতে আইসেন। এই স্থানে যত প্রকার ব্যাঘ্র আছে, তদ্রূপ ব্যাঘ্র বঙ্গদেশে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। * * * জ্বালানী কাষ্ঠ প্রতি বৎসর রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলায় বিক্রয় হইতে যায়। এইক্ষণ এই স্থানের অনেক ভূমিতে প্রচুর ধান্য হয়।"

উক্ত সেতিহাসলেখক জনশ্রুতির প্রতি আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক যে সকল অভিমত পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহিত ঐতিহাসিকগণ ঐক্য হইতে পারিবেন না। বরেন্দ্রখণ্ডের অন্তর্বর্ত্তী সমস্ত প্রাচীন জনপদ আমরা দেখিয়াছি। ঐ বিরাট নামক স্থানে মহাভারতের বিরাটরাজের রাজধানী না হইলেও তাহা যে অতি প্রাচীন জনপদের ভগ্নাবশেষ চিহ্নযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

বরেন্দ্রখণ্ড মধ্যস্থ উক্ত বিরাট নামক প্রাচীন জনপদ বর্ত্তমান রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত গোবিন্দগঞ্জ নামক পুলিশ ষ্টেসনের ও তন্নিম্নস্থ করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে প্রায় ৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

বিরাটের পশ্চিম-দক্ষিণ হইতেই বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল বা ক্ষেত্রনালার সীমা আরম্ভ। উক্ত বিরাট সরকার ঘোড়াঘাট ও পরগণে আলাগ্রামের অন্তর্গত। বিরাট হইতে কিয়দ্দূরে সরকার ঘোড়াঘাটের প্রাচীন জনপদের ভগ্নাবশেষ চিহ্ন আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিম দক্ষিণে অতি বিস্তীর্ণ স্থানে বর্ত্তমান আছে।

মোগলরাজত্বের সময় ঘোড়াঘাটে ফৌজদারের কাছারী ছিল। করতোয়া নদী তৎকালে বিস্তীর্ণ প্রবাহশালী ছিল, এজন্য তত্তীরে অনেক জনপদও ছিল। মোগলদিগের সময় বর্দ্ধনকুঠীর জমিদারবংশ ঐ অঞ্চলের জনৈক প্রধান জমিদার ছিলেন। মুর্শিদকুলীর শাসনকালেও বর্দ্ধনকুঠীর জমিদারগণের প্রভাব ছিল। কাজেই মোগল-রাজত্বকালে করতোয়া-নিকটবর্ত্তী জনপদ সকল সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহাই প্রতীত হইতেছে। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে ঢাকা নগরীতে সুবার রাজধানী স্থাপিত হইলে পর ঘোড়াঘাটের অবনতির সূত্রপাত হয় এবং তৎপর হইতেই করতোয়া নদী সংকীর্ণ স্রোতশালিনী হওয়ায় ঐ সকল সমৃদ্ধ জনপদ ক্রমে নিবিড় অরণ্যে পরিণত হয়। এই সময় বিরাট নামক স্থানে জনৈক ক্ষমতাশালী রাজা বা জমিদারের বাটী ছিল, এখানে যে সকল ইষ্টকস্তূপ বর্ত্তমান আছে, তদ্দৃষ্টে অনুমান হইতে পারে। রাজধানীটী চতুর্দ্দিকে একবার ক্ষুদ্র পরিখাবেষ্টিত হইবার পর আর একটী বৃহৎ পরিখা বেষ্টিত ছিল। নগরের মধ্যে অনেকগুলি ছোট বড় জলাশয় আছে। বগুড়ার ইতিহাস লেখক ঐ স্থানকে নিবিড় অরণ্যানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বর্ত্তমান ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ঐ বিস্তীর্ণ ভূভাগে অরণ্যের লেশ মাত্র নাই। ইন্ধনকাষ্ঠের অভাব হইয়াছে বলিলে অত্যুক্ত হয় না। ১২৮১ সালের প্রসিদ্ধ দুর্ভিক্ষের পর হইতে ক্রমশঃ এ প্রদেশে বুনা, সাঁওতাল ও গারো প্রভৃতি অসভ্য জাতি বাস করিয়া জঙ্গল নির্ম্মূল করিয়াছে। ৩০ বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল স্থানে ব্যাঘ্র শীকার হইয়াছে, এখন তাহা লোকালয়পূর্ণ।

এই স্থানে জঙ্গলাদি নির্ম্মূল হওয়ায় কয়েক বৎসর হইল একটী মেলা হইতেছে। পূর্ব্বে যখন নিবিড় অরণ্যে পরিণত ছিল, তৎকালে প্রতি রবিবারে অধিক পরিমাণে যাত্রীর সমাগম হইত। এখনও রবিবারেই অধিক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। বৈশাখের রবিবারে বিরাটের পুণ্য ভূমিতে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়, এইরূপ সাধারণের সংস্কার আছে।

জেলা বগুড়ার শিবগঞ্জ পুলিশ ষ্টেসনের অন্তর্গত ও বিরাটের দক্ষিণ কীচক বলিয়া যে স্থান বর্ত্তমান আছে, তাহাতে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কোন কিছু নাই। একটী খাল কীচকের নামে প্রসিদ্ধ। জেলা দিনাজপুরের অন্তর্গত রাণীশঙ্কল পুলিশ ষ্টেসন উত্তর গোগৃহ ও জেলা পাবনার পুলিশ ষ্টেসন রায়গঞ্জের অন্তর্গত নিমগাছী নামক জনপদ দক্ষিণ গোগৃহ নামে সাধারণে কথিত হইতেছে। দিনাজপুর জেলায় অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তি আছে। যাহা উত্তর-গোগৃহ বলিয়া কথিত হয়, তাহা পরবর্ত্তী বৌদ্ধরাজগণের কীর্ত্তিরাশির অন্যতম হওয়া অসম্ভব নহে। উক্ত নিমগাছী নামক স্থানে একটী বৃহৎ জলাশয় আছে। উহার নাম জয়সাগর। ঐ স্থানের মৃত্তিকার নিম্নে অট্টালিকাদি

প্রোথিত থাকা দৃষ্ট হয়। একটী ভগ্ন মন্দিরের দ্বারদেশে কয়েক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর আছে। এই স্থান প্রাচীন করতোয়া নদীর তীরবর্ত্তী ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম সময়ে নিমগাছীর জাঙ্গাল অতি প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানের নিকট দিয়াই রাজসাহী জেলার বিখ্যাত চলন বিল আরম্ভ হইয়াছে। এ স্থানের গোচারণের সুবিধা থাকিলেও মহাভারত-বর্ণিত বিরাটের সমসাময়িক স্থান মনে করা যায় না। তবে আদি মৎস্ত বা বিরাটের কোন রাজবংশীয় বহু কাল পূর্ব্বে এখানে আসিয়া আধিপত্য স্থাপন ও সেই সঙ্গে মহাভারতীয় আখ্যায়িকা সন্নিবদ্ধ করিয়া স্থানের মাহাত্ম্য বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। মৃত্তিকা খনন দ্বারা এক ব্যক্তি একটী পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি ও এক ব্যক্তি পিত্তলময়ী দশভুজা মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী মাধাইনগর নামক স্থানে লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।

বরেন্দ্রখণ্ডে বৌদ্ধপ্রভাব-কালের কীর্ত্তিরাজি বিগুমান আছে। তৎপর হিন্দুরাজত্বকালেও অনেক কীর্ত্তি সংস্থাপিত হয়। ঐ সকল কীর্ত্তিরাজি ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির নিকট মহাভারতীয় আখ্যানে জড়িত হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ অধুনা বৌদ্ধ ও হিন্দুরাজগণের ইতিহাস-সঙ্কলনের যেরূপ স্পৃহা দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না, মুসলমান শাসনে সকলেই স্ব স্ব চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। বৌদ্ধ ও হিন্দুরাজার কোন কীর্ত্তিকলাপ এ দেশের শাস্ত্র মধ্যে ধৃত ছিল না। সুতরাং মহাভারতাদি পাঠ শুনিয়া পরবর্ত্তী সময়ে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যমূলক, তাহাই যে পৌরাণিক আখ্যায় জড়িত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। যে প্রশস্ত উচ্চ রাজপথ ভীমের জাঙ্গাল বলিয়া কথিত,তাহাও ভীমকর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয় না। ঐ প্রদেশের মধ্যে রাণী সত্যবতী ও রাণী ভবানীর দুইটী জাঙ্গাল আছে। উহাও হয়ত কালে ভীমের হইয়া যাইবে। কোন কোন নিম্নভূমি ভরাট হইয়া তিনটী উচ্চ টিপিরূপে পরিণত হইয়াছে। সাধারণ লোকের ধারণা উহা ভীমের উনুন। যে মহাপুরুষ জাঙ্গাল নির্ম্মাণ করিতে পারে, তাহার উনুন বৃহৎ না হইলে চলিবে কেন?

বাণদীঘি নামক স্থান বগুড়া সহরের উত্তরে ৩ ক্রোশ দূরে। ঐ স্থানে বাণরাজার বাটী ছিল ও শ্রীকৃষ্ণ উষাহরণ করেন এই রূপ প্রবাদ আছে। কিন্তু ঐ স্থান প্রকৃত বাণরাজার রাজধানী নহে। গ্রামে বাহান্নটী দীঘি ছিল বলিয়া স্থানীয় ভাষায় বাহান্নকে বাণ উচ্চারণ করা হেতু বাণদীঘি নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

বরেন্দ্রখণ্ডে বিরাটের রাজধানী ছিল ও পঞ্চপাণ্ডব এই দেশে আগমনপূর্ব্বক দেশ পবিত্র করিয়াছেন বলিয়া বরেন্দ্রবাসিগণ আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন। লঘুভারতকার সংস্কৃত ভাষায় স্থানীয় কিংবদন্তী অবলম্বনপূর্ব্বক এই স্থানকে বিরাটের রাজধানীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ স্থান আদি বিরাট বা পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাসস্থান নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বগুড়া হইতে ১২ ক্রোশ উত্তরপশ্চিম ও বিরাট নগরের ৪ ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণ পাণীতলাব হাটের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে একটী প্রাচীন কূপাকার গর্ত্ত আছে, সাধারণে তাহাকে ভোগবতী গঙ্গা বলিয়া থাকে। কথিত হয় যে, যে সময় পাণ্ডবগণ অজ্ঞাত বাসে বিরাটভবনে ছিলেন সেই সময় মহাবীর অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ঐ কূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজপুতানার বিরাটের নিকটও বাণগঙ্গা প্রবাহিত, সম্ভবতঃ তাহারই স্মৃতি বজায় রাখিবার জন্ম ভোগবতী গঙ্গার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। ফলতঃ জীব ও অমৃত নামক কূপ বরেন্দ্রখণ্ডের অনেক প্রাচীন স্থানেই বর্ত্তমান ছিল। দক্ষিণ গোগ্রহ প্রভৃতি স্থানে অর্জ্জুনের অস্ত্র শস্ত্র রাখিবার স্থান শমীবৃক্ষও প্রদর্শিত হয়। রাজশাহী বিভাগের যে সকল স্থান বরেন্দ্র নামে কথিত হয় ও যে সকল স্থানে হৈমন্তিক ধান্য ব্যতীত কোনরূপ রবিশস্ত হয় না, ঐ সকল স্থানের অধিবাসিগণ মকর সংক্রান্তির পর হইতে গোজাতির গলবন্ধন মোচন করিয়া দেয়। বিরাট রাজ্যের গোসকল ঐ সময় বন্ধনশূন্য থাকিবার প্রবাদ আছে।

মেদিনীপুর জেলায় গড়বেতা নামক স্থানেও অধিবাসিগণ বিরাট কীর্ত্তি দেখাইয়া থাকে। এখানে কিংবদন্তী আছে যে গড়বেতার নিকটই দক্ষিণ গোগ্রহ ছিল। যেখানে কীচক নিহত হয়, সেই স্থানও লোকে দেখাইয়া থাকে।

দক্ষিণ বিরাট।

এতদ্ভিন্ন উড়িষ্যার অন্তর্গত ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের নানাস্থানে বিরাটরাজগণের বিরাট কীর্ত্তির নিদর্শন পড়িয়া আছে। পূর্ব্বে কোঁইসারী গড়, পশ্চিমে পুড়াডিহা, উত্তরে তালডিহা এবং দক্ষিণে কপোতীপাদা ইহার মধ্যে প্রায় ১২০ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া বৈরাটরাজগণের কীর্ত্তি দৃষ্ট হয় ও নানা কিংবদন্তী শুনা যায়। অতি সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতেছি :—

ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদা হইতে প্রায় ২৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে কোঁইসারী গ্রাম। এই গ্রাম এক সময়ে বৈরাটপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে বৈরাটরাজাদিগের এক সময়ে রাজধানী ছিল। উক্ত রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখন কোঁইসারী গড় নামে প্রসিদ্ধ। এই গড়ের উত্তরে ও পূর্ব্বে দেবনদী, দক্ষিণপূর্ব্বে শোণ নদী, এই গড়ের মুখে উভয় নদীর সঙ্গম, পশ্চিমে গড়খাই। এই স্থান দেখিলেই রাজধানীর উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনে হইবে। বৃহৎ গড়ের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে কাছারি, রাজবাটী, বাবুয়ানদিগের বাটী এবং শিব ও কনকদুর্গার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখন লোকে দেখাইয়া থাকে। রাজা

যদুনাথ ভঞ্জের সময়ে কোঁইসারী গড়ের অধিপতি সর্ব্বেশ্বর মান্ধাতা ভঞ্জাধিপের নিকট পরাজিত হন এবং ভঞ্জাধিপের আক্রমণে কোঁইসারী গড় বিধ্বস্ত হয়, সেই সময় হইতে এখানকার প্রাচীন রাজবংশের কীর্ত্তি গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে! রাজবংশীয়ের মধ্যে কেহ কোপ্তীপাদায়, কেহ বা নীলগিরিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখন বৈরাটরাজবংশীয় দুই ঘর মাত্র বাবু কোঁইসারী গড়ে বাস করিতেছেন, ইঁহাদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, ইঁহারা আপনাদিগকে ভুজঙ্গ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

কোঁইসারী গ্রামে উক্ত রাজবংশীয় নবতি বয়য় এক অতি বৃদ্ধ জীবিত আছেন, তাঁহার মুখে শুনা গেল, জ্যেষ্ঠ নমু শাহের বংশ কোঁইসারীতে, মধ্যমের বংশ নীলগিরিতে এবং কনিষ্ঠ কুন শাহার বংশ কোপ্তীপাদায় রাজত্ব করেন। বসন্ত বৈরাটের সময় এরূপ রাজ্য বিভাগ ঘটে। তৎপূর্ব্বে কোঁইসারী বা বৈরাটপুর হইতে নীলগড়, বর্ত্তমান নীলগিরি পর্য্যন্ত এক বৈরাট নৃপতির শাসনাধীন ছিল। বসন্ত বৈরাট প্রতিষ্ঠিত বুধার চণ্ডীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি নীলগিরি রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী সুজনাগড়ে আজও বিরাজ করিতেছেন। কোঁইসারীর কনকদুর্গা রাজা যদুনাথ ভঞ্জের সময় বারিপদায় আনীত হয়। এখন কোঁইসারী গড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ভগ্ন মায়ূরী মূর্ত্তি, মায়ূরী দেবীর কেবল দুই পা এবং তাঁহার বাহন ময়ূরের মুখাগ্র ব্যতীত আর সর্ব্বাংশ বিদ্যমান। গড়ের বাহিরে প্রেমালিঙ্গনরতা চতুর্ভুজ মহাদেব ও চতুর্ভুজা গৌরীর সুবৃহৎ প্রস্তরমূর্ত্তি এবং তাহারই পার্শ্বে বৃক্ষতলে এক চতুর্ভুজা অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি রহিয়াছে। * দেবীর নিম্নাংশ সর্পাকৃতি এবং উপরাংশ নাগকন্যার মত বহুরত্নালঙ্কৃতা। প্রথমে দেখিলেই নাগকন্যা বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু নাগকন্যা দ্বিভুজা, ইনি চতুর্ভুজা। স্থানীয় লোকে ইহাকে একপাদ ভৈরব বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। কোন ধূর্ত্ত এই মূর্ত্তিকে মহাদেবের ভৈরব বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য ঐ দেবী মূর্ত্তির স্তনদ্বয় কতকটা চাঁচিয়া সরল করিয়া ফেলিয়াছে, তথাপি তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ ঐতিহাসিক দিওদোরাস্ খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে মধ্য এসিয়ার স্কীদিয়গণ 'এল্লা' (ইলা) নামে এক দেবী মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকেন। সেই দেবীর নিম্নাংশ সর্পাকৃতি ও উপরাংশ সাধারণ নারীর আকৃতি। শকদিগের উপাস্য সেই প্রাচীন ইলা দেবীই কি 'এখানে একপাদ-ভৈরব' নামে অভিহিত হইতেছেন? উক্ত ভুজঙ্গ বংশীয় অতি বৃদ্ধের মুখে আরও শোনা গেল যে উক্ত দুই দেবী মূর্ত্তি কোঁইসারী গড়-প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। নমুশাহের বংশধর আসিয়া এখানে দুর্গ পত্তন করিবার জন্য যে সময় মৃত্তিকা খনন করেন, সেই সময় মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে উক্ত দুই মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সুতরাং ঐ দুই মূর্ত্তি সহস্রাধিক বর্ষের প্রাচীন বলিয়া সহজেই মনে হইবে। মথুরা হইতে খৃঃ পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শকদিগের সময়কার আদিরসঘটিত যেরূপ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখানকার হরগৌরী মূর্ত্তিও আকার-সৌসাদৃশ্যে তদনুরূপ ও সেই সময়ের মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। উক্ত মূর্ত্তিদ্বয় এখানে শকপ্রভাব বিস্তারকালে কোন শকনরপতির যত্নে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। কোঁইসারী গ্রামের বাহিরে একটী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে একটী প্রাচীন কামানের পার্শ্বে শিরে সর্পছত্রশোভিতা দ্বিভুজা দেবী মূর্ত্তি আছে। সাধারণের নিকট তিনি 'কোটাসনী' বলিয়া পরিচিত। ইনি ভুজঙ্গ-রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। যেখানে দেবী রহিয়াছেন পূর্ব্বে তথায় এক ইষ্টকের মন্দির ছিল। এখন তাহার ধ্বংসাবশেষের ইষ্টকরাশি দেবীর চারি পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। যে স্থান এক সময়ে বৈরাট বংশের রাজধানী ছিল, যে স্থানে এক সময়ে সহস্র সহস্র লোকের বাস ছিল, এখন সেই স্থান জনমানবহীন বলিলেই চলে।

পূর্ব্বোক্ত কোঁইসারী হইতে প্রায় ১২ মাইল পশ্চিমদক্ষিণে এবং বারিপাদা হইতে প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে পাটমুণ্ডা নামক শৈলের পাদদেশে পুড়াডিহা গ্রাম অবস্থিত। এই স্থানের চারিদিকেই বৈরাটরাজগণের প্রাচীন কীর্ত্তিস্মৃতি জাগরূক রহিয়াছে। এখানকার সর্দ্দারপ্রমুখ ভদ্রলোকেরা বলিয়া থাকেন, কোঁইসারীগড়ের নিকট বৈরাটপুর, কুটীঙ্গের পশ্চিমে তালডিহার মধ্যে পৃথ্বী মানিকানী (শমীবৃক্ষের অগ্রভাগ বলিয়া পরিগণিত), দেবকুণ্ড, গোধনখোঁয়াড়, দেবকুণ্ডের নিকট আটুয়াদহের উত্তরে পাহাড়ের গায়ে বৈরাটপাটঠাকুরাণীর স্থান এবং ভীমখণ্ডা (ভীমের রন্ধনশালা), জুনাপাড়ের পার্শ্বে বৈরাটের পেড়ী ও তাহার উপর বৈরাটের লাল ঘোড়া, দেবকুণ্ডের দক্ষিণে ভীমজগাত (ভীমের বসিবার স্থান)। দেবকুণ্ডের উত্তরে লোহার কামান (৫×৩ হাত)। দেবনদী আটুয়াদহের পূর্ব্বে পটাদর (প্রস্তরের উপর জলস্রোত), উপর-তালডিহা অর্থাৎ তালডিহার সহরতলিতে প্রায় ১ বর্গমাইল বিস্তৃত গোধন-খোয়াড়, চারিদিকে মাটীর উচ্চ ঢিপি, চারিদিকে জঙ্গল। পাটমুণ্ডা পাহাড়ে বৈরাটরাজের পাটদেবী ছিলেন, ডুবিগড়ে বৈরাটরাজগণের গড় ছিল। পাটদেবীর মূর্ত্তি এখন কপোতীপাদার সরবরাহকারের ঘরে আছেন, সেই মূর্ত্তির বাহুদ্বয় ডমরু আকার, স্ফটিকে নির্ম্মিত, মধ্যে নাগমূর্ত্তি।

* এই চতুর্ভুজার দক্ষিণ ঊর্দ্ধ হস্তে ডমরু, তৎপরে পাত্র, বামোর্দ্ধ হস্তে মালা, দুই পার্শ্বে দুই সখী, পদের নীচে এক দিকে শকুনি ও অপরদিকে শৃগাল এবং শৃগালের পশ্চাতে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান এক ক্ষুদ্র বানরমূর্ত্তি।

পোড়াডিহার ১॥০ মাইল উত্তরপশ্চিমে পাটমুণ্ডী-শৈল। প্রবাদ এইরূপ বৈরাটরাজ নিজ মুণ্ডে বা মাথায় করিয়া পাট-দেবীকে এখানে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া এইস্থান এখনও পাটমুণ্ডী নামে খ্যাত। এখন সেই সুপ্রাচীন দেবমূর্ত্তি কপোতীপাদায় স্থানান্তরিত হইলেও এই শৈলোপরি একটী সর্পের ফণাকার প্রস্তর রহিয়াছে, তাহা চিঙ্কক বা তক্ষক নাগ নামে পরিচিত। ভূমি হইতে এই শৈলচূড়া প্রায় ৫০০ শত ফিট উচ্চ হইবে। এই চূড়ার দক্ষিণপশ্চিমাংশ দেখিলেই মনে হইবে কে যেন পাথর কাটিয়া প্রাচীর তুলিয়াছে। ইহার অপরদিকেও প্রস্তরগৃহের চিহ্ন দৃষ্ট হইবে, এখানে একসময় সাধুসন্ন্যাসিগণের বাসোপযোগী গুহা ছিল। এখন সে সমস্তই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

পোড়াডিহার এক্ক্রোশ দক্ষিণে একটী 'ন' হরত আকৃতি শৈলচূড়া দেখা যায়। দূর হইতে দেখিলেই মনে হয় কে যেন এই সুন্দর চূড়াটী তুলিয়া আনিয়া বসাইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত হিন্দুরা এই প্রস্তরপিণ্ডকে শমীবৃক্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বুড়া সাঁওতালের মুখে এই স্থান 'শামরথ' এবং বৃটিশ গভর্মেন্টের সার্ভে ম্যাপে শ্যামরক নামে চিহ্নিত হইয়াছে। এই শৈলখণ্ড প্রায় ৫০০ ফিট উচ্চ হইবে। এই পাহাড়ের পশ্চিমে গুম্ফা আছে, দূর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠারী বলিয়া মনে হয়। প্রবাদ এইরূপ, এখানকার পঞ্চ গুহায় পঞ্চ পাণ্ডব তাঁহাদের তীর ধনু লুকাইয়া রাখিয়া ছদ্মবেশে বিরাট-রাজভবনে গমন করিয়াছিলেন। এই শৈলের পূর্ব্বাংশ দিয়া চৈত্রমাসের ত্রয়োদশীতিথিতে অর্থাৎ বারুণীর দিন জল নিঃসৃত হইতে থাকে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, সাতদিন পর্য্যন্ত এই জল পড়িতে থাকে এবং শিবজটা-নিঃসৃত গঙ্গাজল বলিয়া সাধারণে স্পর্শ করিবার জন্য বহু দূরদেশ হইতে আসিয়া মেলা করে, অথচ পর্ব্বতের মাথায় কোন নদী নালা নাই। মকর-সংক্রান্তিতেও এখানে মেলা হয়, সে সময়ও এখানে দুইতিন হাজার যাত্রী আসিয়া থাকে, এই সময় পর্ব্বতের উত্তরাংশে শৈলখণ্ডের উপর সাধারণে নৃত্যগীত করিয়া থাকে। যেখানে নৃত্যগীত হইয়া থাকে, সেই পর্ব্বতাংশ নাটমন্দির নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। পূর্ব্বকালে এখানে কোনও নাটমন্দির থাকিলেও থাকিতে পারে। ভুবনেশ্বরে যাঁহারা ভাস্করেশ্বরের বৃহৎ লিঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, দূর হইতে এই শমীবৃক্ষ দর্শন করিলে সেই আকারের একটী বিরাট লিঙ্গমূর্ত্তি বলিয়া মনে হইবে। আমাদের বিশ্বাস শমী বৃক্ষের প্রাচীনতম নাম শ্যামার্ক। যেমন কোণার্ক, লোলার্ক, বরুণার্ক প্রভৃতি প্রাচীন স্থান সৌর শাকদিগের পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য ছিল, সেইরূপ এইস্থান সৌরদিগের নিকট শ্যামার্ক নামে পরিচিত ছিল। ভাস্করেশ্বরের মূর্ত্তি যেমন সৌরদিগের কীর্ত্তি, এই শ্যামার্কে পূর্ব্বকালে সম্ভবতঃ সৌরদিগের কোন রকম কীর্ত্তি ছিল। বারুণী এবং মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে এখানে যে পূর্ব্বে উৎসব হইত, এখন তাহা সামান্য যাত্রায় পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে উক্ত গুফায় বহু সাধু সন্ন্যাসীর বাস থাকা অসম্ভব নয়। পরবর্ত্তীকালে এখানে বৈরাটরাজগণের প্রভাব বিস্তৃত হইলে শ্যামার্ক শমীবৃক্ষ নামে হিন্দুগণের নিকট পরিচিত হইল এবং সেইসঙ্গে উক্ত গুফায় পঞ্চপাণ্ডবের তীরধনুক রাখিবার কথা কল্পিত হইয়া থাকিবে। বাস্তবিক আমরা মহাভারত হইতে জানিতে পারি যে, পঞ্চপাণ্ডব বৃক্ষকোটরে তীরধনু রাখিয়াছিলেন, পর্ব্বতগহ্বরে রাখেন নাই। এরূপ স্থলে এই শৈলখণ্ডকে আমরা মহাভারতোক্ত শমীবৃক্ষ বলিয়া কল্পনা করিতে পারি না। (মহাভারতীয় শমীবৃক্ষ বিরাটরাজ্যে ছিল, সেই বিরাটদেশ বর্ত্তমান রাজপুতনায়, এ সম্বন্ধে অন্যত্র সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে।) উক্ত শমীবৃক্ষের পার্শ্বে কুলীলুম গ্রাম, তাহার পার্শ্ব দিয়া কুশভদ্রা নদী প্রবাহিত, নদীতে বারমাস জল থাকে, উহা শোণনদের সহিত মিলিত হইয়াছে।*

পোড়াডিহার ১॥০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে এক্ক্রোশ উর্দ্ধে ডুবিগড় শৈল। এই শৈলোপরি এখন কোন দুর্গ না থাকিলেও পূর্ব্বকালে যে এখানে একটী দুরারোহ ও দুর্গম গিরিদুর্গ ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দুরারোহ দুর্গে প্রবেশ করিবার একটী পথ এবং প্রবেশপথে একজনের অধিক লোক যাইতে পারে না। একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই পদস্খলিত হইয়া সহস্র ফুট নিম্নে পতিত হইবে। এই ডুবিগড় শৈলোপরি একটী নির্ম্মলসলিলা সরোবর এখনও দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ যে এখানকার বৈরাটনৃপতি বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে রাজ্য হারাইয়া এবং মানসম্ভ্রম রক্ষার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া এই গড়মধ্যস্থ সরোবরে ডুবিয়া সপরিবারে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতেই এই স্থানের ডুবিগড় নাম হইয়াছে। বন্যহস্তী ও ব্যাঘ্রের উৎপাতে এই ডুবিগড় অতি ভয়াবহ স্থান হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এখানে বন্যহস্তী ও ব্যাঘ্র আসিয়া জলপান করিয়া যায়। উক্ত সরোবরের নিকট কয়েকটী প্রস্তরগৃহের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এইস্থান পর্ব্বতের উপর হইলেও এখানে আসিলে যেন বিস্তৃত একটী সমতলক্ষেত্র বলিয়া মনে হইবে।

পোড়াডিহা হইতে ২ ক্রোশ দূরে ভীষণ বড়কামান জঙ্গল আরম্ভ, এই জঙ্গল মধ্যে বড়কামান গ্রাম। বড়কামান গ্রামের

* এই শৈলের পাদদেশের উত্তরাংশে এক বাবাজীর মঠ আছে, এখানে ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচিত ও অর্চ্চিত হয়।

১।।॰ মাইল পশ্চিমে ও বড়কামান জঙ্গলের মধ্যে সুবৃহৎ ইটাগড় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, এই গড়ের পূর্ব্ব প্রাকার এখনও অনেকটা বিদ্যমান। এই প্রাচীন দুর্গটী সমস্তই বড় বড় ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া হয়ত ইটাগড় নাম হইয়া থাকিবে। উক্ত ইষ্টকপ্রাকারের ভিত্তির চওড়া প্রায় ৫ হাত হইবে। ইষ্টকের পরিমাণ পাথুরিয়াগড়ের ইষ্টকের ন্যায়। ইহার একপার্শ্বে বেগু-নিয়াপাটা ও অপরপার্শ্বে গড়িয়াঘৰা নালা এবং অপর দুইপার্শ্বে সমুচ্চ শৈলমালা, দুর্ভেদ্য জঙ্গলে এই বিধ্বস্ত গড় আবৃত। কবি যে বলিয়াছেন—

"না পশে রবির কর সে ঘোর বিপিনে।"

বাস্তবিক এই গড়ের মধ্যে স্থানে স্থানে এরূপ নিবিড় জঙ্গল যে মধ্যাহ্ন কালেও সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে অসমর্থ। এই ইটাগড়ের ১ ক্রোশ উত্তরে সমুচ্চ শৈলোপরি বৈরাটরাজগণের প্রাচীন রাজধানী ডুবিগড়। সম্ভবতঃ এই ইটাগড়েই পূর্ব্বতন রাজগণের রাজধানী ছিল, বিপদ আপদের সময় তাঁহারা ডুবিগড়ে গিয়া আশ্রয় লইতেন। শুনা যায়, এই ইটাগড়ে গুলি-গোলা প্রস্তুত হইত। এখনও তাহার চিহ্নস্বরূপ লৌহমল গড়ের উত্তরাংশে ডুবিগড়ের দিকে বহু পরিমাণে পড়িয়া রহিয়াছে। এই ইটাগড় ছাড়াইয়া পর্ব্বতের পাদদেশে একটী অতি সুচিক্কণ ভগ্ন শিবলিঙ্গ এবং তাহার অদূরে অতি সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট একটী প্রস্তরের ভগ্ন বৃষভ-মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এই নিবিড় পার্ব্বত্যজঙ্গল মধ্যে উক্ত শিবের যে মন্দির ছিল, তাহারও ইষ্টকরাশি স্থানে স্থানে পতিত দেখা যায়। এই বৃষভ-মূর্ত্তি ছাড়াইয়া উত্তরদিকে জঙ্গল মধ্যে বহু লৌহমল পতিত দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটী বড় গর্ত্তে আমরা একটী লৌহমুচি পাইয়াছি, সম্ভবতঃ এই মুচিতে লৌহ গলাইয়া অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত হইত। যেখানে এই লৌহমুচি পাওয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ এইখানে পূর্ব্বে অস্ত্রের কারখানা ছিল, এইস্থান এক্ষণে রহিকালিয়া নামে পরিচিত। এই নিভৃত জঙ্গল মধ্যে প্রাচীনকালের ব্যবহৃত মাটীর হাড়ির কানাভাঙ্গা পাওয়া গিয়াছে, তাহার কাজ মন্দ নয়।

পাথুরিয়াগড় ও ইটাগড়ে এখনও দলে দলে বন্যহস্তী আসিয়া থাকে, তাহাদের পদচিহ্ন নানাস্থানে পরিলক্ষিত হয়। এখানে বাঘ ভালুকেরও অভাব নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অন্তর্গত কৌইসারী ও কোপ্তীপাদা বা কপোতীপাদায় এবং নীলগিরি রাজ্যে এখনও বৈরাট রাজবংশধরগণ বিদ্যমান এবং তাঁহারা ভুজঙ্গ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। নীলগিরির অধিপতিগণ এবং কপোতীপাদার প্রাচীন রাজবংশীয় দরবরাহকারগণ আজও বংশপরম্পরায় এই চারিটী উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন যথা—১ম বিরাট ভুজঙ্গ মান্ধাতা, ২য় অভিনব ভুজঙ্গ মান্ধাতা, ৩য় পরীক্ষিৎ ভুজঙ্গ মান্ধাতা, এবং ৪র্থ জয় ভুজঙ্গ মান্ধাতা।

উক্ত রাজবংশের প্রাচীন বংশ-তালিকায় জয় ভুজঙ্গের স্থানে 'জনমেজয় ভুজঙ্গ' নাম পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত উপাধির সহিত যেন কোন প্রাচীন বংশমহিমা ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব ইতিহাস নিবদ্ধ রহিয়াছে, মনে হয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম ও তাঁহার সহকারী কারলাইল রাজপুতনার বৈরাটকীর্ত্তি দর্শন করিয়া বিরাটের পূর্ব্বপুরুষ বেণরাজকে শাকদ্বীপীয় বা আদি শকবংশসম্ভূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।* কিন্তু আমরা বেণনৃপতিকে শকবংশ-সম্ভূত বলিয়া স্বীকার না করিলেও ময়ূরভঞ্জের বৈরাটকীর্ত্তি এবং বৈরাট ভুজঙ্গবংশের আচার ব্যবহার দৃষ্টে তাঁহাদিগকে শাকদ্বীপীয় বা শকবংশসম্ভূত বলিয়াই মনে করি। আমাদের মনে হয় যে বৈরাটরাজবংশ মধ্যে যে চারি প্রকার বংশোপাধি প্রচলিত রহি-য়াছে, তাহা হইতে আমরা চারি শাখার ভুজঙ্গ বা নাগ বংশীয় ক্ষত্রিয়ের আভাস পাই। এই চারি শাখার মধ্যে বৈরাট ভুজঙ্গই আদিশাখা, তৎপরে অভিনব বা নবাগত ভুজঙ্গ বংশ আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তৎপরে রাজা পরীক্ষিতের সময় আর একদল আসিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। টড্ প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক স্থির করিয়াছেন, যে তক্ষকের হস্তে পরীক্ষিতের নিধন বটে, তাহা শাক্য। ঐ তক্ষক নামক শাকবংশ ভারতে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমে-জয়ের সর্পযজ্ঞ হইতে মনে হয় তিনি তক্ষকবংশকে পরাভব করেন এবং তৎকালে যে সকল ভুজঙ্গ বা নাগবংশগণ জনমেজয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারাই সম্ভবতঃ 'জনমেজয়' বা 'জয়' ভুজঙ্গ নামে পরিচিত হইয়াছিল। জনমেজয় বা তৎপরবর্ত্তী কোন নৃপতির পরাক্রমে ভুজঙ্গবংশ তাঁহাদের আদিস্থান বিরাটরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত মান্ধাতা নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। [ওঙ্কার মান্ধাতা দেখ] মান্ধাতায় নাগবংশীয় শাকগণের বহুতর প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথমে বিরাটদেশে উদ্ভব এবং মান্ধাতায় শেষ

* "With regard to Rajá Vena, I may, perhaps, be permitted here to mention that, for certain reasons which have recently developed themselves, there is some cause to suspect that the "Raja Vena", whose name is Preserved in so many of the traditions of North Western India, was an Indo-Scythian ; and in that case, either he could not have been descended from Anu, or else the race of Anu himself must also have been Indo-Scythic" !
Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. VI. p. 85, See also p. 92.

বাস বলিয়া তাঁহারা 'বৈরাট ভুজঙ্গ মান্ধাতা' এই উপাধি স্মৃতিস্বরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন বংশ মান্ধাতা হইতে বিতাড়িত হইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতে ছড়াইয়া পড়েন, তাঁহাদের একশাখা উত্তর বঙ্গ, একশাখা মেদিনীপুর এবং একশাখা ময়ূরভঞ্জ নীলগিরি অঞ্চলে এবং এক শাখা কর্ণাটক অঞ্চলে আসিয়া পড়েন। এই শাকবংশ ভুজঙ্গ বা নাগপূজক বলিয়াই ভুজঙ্গ-ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ময়ূরভঞ্জের পুড়াডিহার উপরে পাটমুণ্ডী শৈলে যেরূপ নাগমূর্ত্তি ও নাগপূজার নিদর্শন দেখিয়াছি, রাজপুতানার বৈরাটের ভীমগোফার নিকট ঠিক তদনুরূপ শৈলোপরি নাগপূজার নিদর্শন রহিয়াছে। *

ময়ূরভঞ্জের উত্তরপূর্ব্বসীমায় রাইবণিয়া বা প্রাচীন বিরাটগড় বর্ত্তমান।

উক্ত বৈরাটভুজঙ্গবংশের যত্নেই সমস্ত পূর্ব্বভারতে নাগপূজা উপলক্ষে মনসাদেবীর পূজা প্রচলিত হয়। আজও এই বংশ নাগপূজক এবং কোঁইসারীগড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে ইঁহাদের উপাস্য-সর্পালঙ্কৃতশিরা দেবীমূর্ত্তি বাহির হইয়াছে। খৃঃ পূর্ব্ব ৫ম শতাব্দে দিওদোরাস্ লিখিয়াছেন—"শাকদিগের (Sacæ or Scythians) আদিবাসস্থান অরক্ষসের উপর। এলা (Ella=ইলা) নামে পৃথিবীজাতা এক কুমারী হইতে এই জাতির উদ্ভব। এই কুমারী কটি হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত নারীরূপা এবং অধোভাগে সর্পাকৃতি। দ্যৌম্পিতার (Jupiter) ঔরসে ইলার গর্ভে শাক (Scythes) নামে এক পুত্র জন্মে।" †

দিওদোরস্ যেরূপ ইলাদেবীর উল্লেখ করিয়াছেন, কোঁইসারীগড়ে ঐ রূপ এক দেবীমূর্ত্তি দেখা গিয়াছে। সম্ভবতঃ তিনিই শাকবংশীয় ভুজঙ্গশাখার উপাস্য আদিমাতা।

পশ্চিম বিরাট।

দাক্ষিণাত্যের সাতারা জেলায় বাই নগর স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে বিরাটনগরী নামে খ্যাত। এখানে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এখনও এখানকার গুহাদিতে অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। এই স্থানে একটী প্রাচীন দুর্গ আছে, লোকে উহাকে বিরাটগড় বলিয়া অভিহিত করে।

ধাড়বার নগরের ৫০ মাইল দূরে হাঙ্গল নামক একটী নগর। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের শিলালিপিতে ঐ স্থান বিরাটকোট ও বিরাটনগরী নামে অভিহিত হইয়াছে।

বিরাটক (পুং) রাজপট্ট। (হেম) (ক্লী) চুম্বক।

বিরাটজ (পুং) বিরাটে জায়তে জন-ড। বিরাটদেশীয় হীরক, বিরাটদেশে এই হীরা জন্মে বলিয়া ইহার নাম বিরাটক হইয়াছে। পর্য্যায়—রাজপট্ট, রাজাবর্ত্ত। (হেম ২ বিরাট-রাজজাত, বিরাটরাজার পুত্রকন্যাদি।

বিরাট্কামা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। (ঋক্প্রাতি° ১৭।১২)

বিরাট্ক্ষেত্র (ক্লী) পবিত্র তীর্থভেদ।

বিরাটপর্ব্ব, মহাভারতের ৪র্থ পর্ব্ব। পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসকালে বিরাট রাজভবনে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই উপাখ্যান উহাতে বর্ণিত আছে।

বিরাট্পূর্ব্বা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। (ঋক্ প্রাতি° ১৬।৬৪)

বিরাটরূপ (ক্লী) ভগবানের বিরাটমূর্ত্তি। ভয়ানক রূপ।

বিরাট্সুবামদেব্য (ক্লী) সামভেদ।

বিরাট্স্থানা (স্ত্রী) ত্রিষ্টুভ্ আকারের ছন্দোভেদ। (ঋক্ প্রাতি° ১৬।৪৩)

বিরাট্স্বরাজ (পুং) একাহভেদ। (শাঙ্খায়ন শ্রৌত° ১৪।২০।২)

বিরাড্রূপা (স্ত্রী) ত্রিষ্টুভ্ আকারের ছন্দোভেদ। (ঋক্ প্রাতি° ১৬।৪৫)

বিরাড্ভবন (ক্লী) বিরাটরাজের আলয় বা প্রাসাদ।

বিরাড্বর্ণ (ত্রি) বিরাট্। স্ত্রিয়াং টাপ্।

বিরাণিন্ (পুং) হস্তী। (শব্দমালা)

বিরাতক (পুং) অর্জ্জুনবৃক্ষ, ইহার পাঠান্তর 'বিরাস্তক' এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (বৈদ্যকনি°)

বিরাত্র (পুং) রাত্রিশেষ। "বিরাত্রে প্রত্যবুধ্যত" (মহাভা° ১৩ প°)

বিরাধ (পুং) বিরাধয়তি লোকান্ পীড়য়তীতি বি-রাধ-অচ্। ১ রাক্ষসভেদ। অগ্নিপুরাণে এই রাক্ষসের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, ইহার পিতার নাম সুপর্য্যস্ত, মাতার নাম শতক্রতা। লক্ষ্মণ ইহাকে বধ করেন। এই রাক্ষস পূর্ব্বে তুম্বুরু নামে গন্ধর্ব্ব ছিল, বৈশ্রবণের শাপে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হয়। বৈশ্রবণ ইহাকে শাপ দিবার পর তুম্বুরু তাহাকে প্রসন্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমার শাপ অন্যথা হইবার নহে। ভগবান্ বিষ্ণু দশরথের গৃহে রামরূপে অবতীর্ণ হইলে তোমার এই শাপমোচন হইবে। বিরাধ লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হইলে তাহার শাপ বিমোচন হয়। (অগ্নিপুরাণ)

রামায়ণে লিখিত আছে, যখন রামলক্ষ্মণ সীতাসহ দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদা বিরাধ নামে এক বিকটাকার রাক্ষস তাহাদের নয়নপথের পথিক হয়। এই রাক্ষস ইহাদিগকে দেখিতে পাইয়াই অতিভীষণ শব্দ করিতে করিতে সীতাদেবীকে ক্রোড়ে করিয়া কিছু দূরে লইয়া গিয়া কহিল, তোমরা কে? দেখিতেছি জটা ও চীরধারী, অথচ হস্তে ধনু ও তরবারি। যখন তোমরা দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছ, তখন আর তোমাদের

* Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. VI. p. 102. † Diodorus Siculus, Bk II.

জীবনের আশা নাই। দুইজন তাপসের এক রমণীর সহিত একত্র বাস কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তোমরা নিতান্ত পাপী ও অধর্ম্মাচারী, তোমাদের জন্য মুনিচরিত্র দূষিত হইতেছে। আমি বিরাধনামা রাক্ষস, এই অরণ্যে মুনিদিগের মাংসভক্ষণ করিয়া সুখে ভ্রমণ করিয়া থাকি। এই পরমাসুন্দরী নারী আমার ভার্য্যা হইবে এবং তোমাদিগকে বধ করিয়া রক্ত পান করিব। বিরাধ আরও বলিল যে, আমি জবনামক রাক্ষসের পুত্র, আমার মাতার নাম শতহ্রদা। আমি তপোদ্বারা ব্রহ্মার নিকট অচ্ছেদ্য, অভেদ্য ও অব্যয় হইব এইরূপ বর পাইয়াছি। অতএব বৃথা যুদ্ধচেষ্টা না করিয়া এই কামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বর প্রস্থান কর।

রামচন্দ্র বিরাধের এই বাক্য শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাহার প্রতি ভীষণ শরজাল নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ভীষণাকার রাক্ষস দণ্ডায়মান হইয়া হাস্যকরত জৃম্ভণ করিতে লাগিল, তাহাতে তাহার শরীর হইতে সেই সকল দ্রুতগামী বাণ বাহির হইয়া ভূতলে পড়িল। এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু বিরাধ ব্রহ্মার বরে কিছুতেই ক্লিষ্ট হইল না। তখন বিরাধ রাক্ষস বলপূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণকে বালকদ্বয়ের ন্যায় উত্তোলন করিয়া স্কন্ধদেশে স্থাপন করিয়া চীৎকার শব্দ করিতে করিতে বনের দিকে গমন করিতে লাগিল।

বিরাধ রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া সীতাদেবী উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, হে রাক্ষস! আমি তোমাকে নমস্কার করি, তুমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া আমাকে হরণ কর। সীতার এই প্রকার বিলাপ শুনিয়া রাম ও লক্ষ্মণ সেই দুরাত্মা রাক্ষসকে বধ করিতে সযত্ন হইলেন। তখন রাম সবলে সেই রাক্ষসের দক্ষিণ বাহু এবং লক্ষ্মণ বামবাহু ভাঙ্গিয়া দিলেন। সেই রাক্ষস তখন ভগ্নবাহু হইয়া অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। রামলক্ষ্মণ তখন তাহাকে নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার মৃত্যু হইল না।

তখন রাম এই রাক্ষসকে সর্ব্বতোভাবে অবধ্য দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, এই রাক্ষস এইরূপ তপস্যা করিয়াছে যে, যুদ্ধে ইহাকে অস্ত্রদ্বারা পরাভব করা যাইবে না, অতএব আমরা ইহাকে প্রোথিত করি। তুমি বৃহৎ হস্তীর জন্য যেরূপ গর্ত্ত আবশ্যক হয়, এই ভয়ানক রাক্ষসের জন্য সেইরূপ একটী গর্ত্ত খনন কর। রাম ইহা বলিয়া পাদদ্বারা বিরাধের কণ্ঠদেশ পিষ্ট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। লক্ষ্মণ গর্ত্ত খনন করিতে লাগিল।

বিরাধ রাক্ষস তখন রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিল, পূর্ব্বে আমি অজ্ঞানবশে আপনাকে বুঝিতে পারি নাই। এক্ষণে আমি জানিলাম যে, আপনি দশরথপুত্র রামচন্দ্র, এই সৌভাগ্যবতী কামিনী সীতা এবং ইনি লক্ষ্মণ। অভিশাপ বশতঃ আমি এই ভীতিপ্রদ রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি গন্ধর্ব্ব ছিলাম, আমার নাম তুম্বুরু। কুবের আমাকে এইরূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন, সেই সময় আমি তাহাকে সন্তুষ্ট করিলে, তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, দশরথতনয় রামচন্দ্র তোমাকে যুদ্ধস্থলে বধ করিলে তুমি গন্ধর্ব্বশরীর পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে আসিবে। রম্ভার প্রতি আসক্ত হইয়া আমি নিয়মিত সময়ে ধনপতি কুবেরের নিকটে উপস্থিত হই নাই, তাহাতে তিনি আমার প্রতি রুষ্ট হইয়া ঐ রূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন। এইক্ষণ আমি আপনার করুণায় অভিশাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিজস্থানে গমন করিব, আপনি আমাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া নিহত করুন, শস্ত্রদ্বারা আমার মৃত্যু হইবে না। আপনার মঙ্গল হউক।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে হর্ষান্বিত হইয়া সবলে বিরাধ রাক্ষসকে উঠাইয়া গর্ত্তে নিঃক্ষেপ করিলেন। বিরাধ সেই মহাগর্ত্তে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া অতিভীষণ চীৎকার করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মৃত্যুর পর গর্ত্তে নিঃক্ষিপ্ত হওয়া রাক্ষসদিগের চিরন্তন ধর্ম্ম, মৃত্যুর পর যে সকল রাক্ষসেরা গর্ত্তে নিঃক্ষিপ্ত হয়, তাহারা সনাতন লোক লাভ করিয়া থাকে।
(রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড ২-৫ স°)

২ অপকার, পীড়া, ব্যথা, পীড়ন।

বিরাধন (ক্লী) বি-রাধ-ল্যুট্। অপকার, পীড়া, ব্যথা, পীড়ন।

বিরাধান (ক্লী) পীড়া। ইহার পাঠান্তর 'বিরাধান'। (শব্দরত্না°)

বিরানব্বই (দেশজ) সংখ্যাবিশেষ, ৯২ সংখ্যা।

বিরাম (পুং) বি-রম-ঘঞ্। ১ শেষ, নিবৃত্তি, বিরতি। পর্য্যায়— অবসান, সাতি, মধ্য। (ত্রিকা°) বিশ্রাম, উপরম।

"অধ্যেষ্যমাণস্তু গুরুর্নিত্যকালমতন্দ্রিতঃ।
অধীষ্ব ভো ইতি ব্রূয়াৎ বিরামোঽস্ত্বিতি চারমেৎ।।"(মনু ২।৭৩)

২ ব্যাকরণমতে পরবর্ণের অভাব।

'বিরামোঽবসানং।' (পা ১।৪।১১০)

পাণিনিমতে বিরাম বলিলে পরবর্ণের অভাব (অর্থাৎ পরে কোন বর্ণ নাই এইরূপ) বুঝাইবে।

বিরামতা (স্ত্রী) বিরামস্য ভাব, তল-টাপ্। বিরামের ভাব বা ধর্ম্ম, বিরতি।

বিরাল (পুং) বিড়াল। (অমরটীকা)

বিরাব (পুং) বি-রু-ঘঞ্। ১ শব্দ, ধ্বনি, গোলমাল।

"বিরাবশ্চ সুরাবশ্চ তস্মিন্ যুক্তৌ রথে হয়ৌ।"(ভারত ৩।১৬৩।৬৪)

(ত্রি) বিগতঃ রাবো যস্য। ২ রবহীন।

বিরাবিন্ (ত্রি) বিরাবো বিদ্যতেঽস্যেতি ইন্। ১ শব্দকারী। ২ শব্দবিশিষ্ট।

"গম্ভীরবিরাবিণঃ পয়োবাহাঃ" (বৃহৎসং ৩২।১৭)

(পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত আদিপ°)

বিরাষহ্, বিরাষাহ্ (ত্রি) যমলোক। (ঋক্ ১।৩৫।৬)

বিরিক্ত (ত্রি) বি-রিচ্-ক্ত। বিরেচনবিশিষ্ট, যাহার পেট ভাঙ্গিয়াছে।

"দুর্বিরিক্তস্য নাভেস্তু স্তব্ধতা কুক্ষিশূলধৃক্।" (ভাবপ্র°)

বিরিঞ্চ (পুং) ১ ব্রহ্মা। (ভাগবত ৮।৫।৩৯) ২ বিষ্ণু। ৩ শিব।

বিরিঞ্চতা (স্ত্রী) ব্রহ্মার কার্য্য, ব্রহ্মত্ব।

"স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।" (ভাগবত ৪।২৪।২৯)

বিরিঞ্চন (পুং) ব্রহ্মা। (হেম)

বিরিঞ্চি (পুং) ১ ব্রহ্মা (অমর) ২ বিষ্ণু। (হরিবংশ) ৩ শিব। (শব্দর°) ৪ একজন প্রাচীন কবি।

বিরিঞ্চিচক্র (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত চক্রভেদ। ফলিত জ্যোতিষে ইহার এইরূপ নির্দ্দেশ আছে,—

বিরিঞ্চিচক্র

জন্ম	সম্পৎ	বিপৎ	ক্ষেম	প্রত্যরি	সাধক	বধ	মিত্র	অতিমিত্র
কৃত্তিকা	রোহিণী	মৃগশিরা	আর্দ্রা	পুনর্ব্বসু	পুষ্যা	অশ্লেষা	মঘা	পূর্ব্বফল্গুনী
উত্তরফল্গুনী	হস্তা	চিত্রা	স্বাতি	বিশাখা	অনুরাধা	জ্যেষ্ঠা	মূলা	পূর্ব্বাষাঢ়া
উত্তরাষাঢ়া	শ্রবণা	ধনিষ্ঠা	শতভিষা	পূর্ব্বভাদ্র	উত্তরভাদ্র	রেবতী	অশ্বিনী	ভরণী

উক্ত চক্রে নির্দ্দেশ করা হইতেছে যে কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী ও উত্তরাষাঢ়ার জন্ম সংজ্ঞা, রোহিণী, হস্তা ও শ্রবণার সম্পদ্, মৃগশিরা, চিত্রা ও ধনিষ্ঠার বিপদ্, আর্দ্রা, স্বাতি ও শতভিষার ক্ষেম, পুনর্ব্বসু, বিশাখা ও পূর্ব্বভাদ্রপদের প্রত্যরি, পুষ্যা, অনুরাধা ও উত্তরভাদ্রপদের সাধক, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা ও রেবতীর বধ, মঘা মূলা ও অশ্বিনীর মিত্র, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া ও ভরণীর অতিমিত্র সংজ্ঞা হইবে। ঐ জন্ম সংজ্ঞক নক্ষত্রত্রয়ে শনি, ক্ষেম সংজ্ঞক নক্ষত্রত্রয়ে মঙ্গল ও রাহু এবং মিত্রাতিমিত্রষট্‌কে রবি অবস্থিত থাকিলে জীবের বধ ও বন্ধন হইতে পারে। যদি জন্ম সংজ্ঞক তিনটী নক্ষত্রে বৃহস্পতি, আর ক্ষেম সংজ্ঞক তিনটীতে শুক্র ও বুধ এবং মিত্র ও অতিমিত্র এই তিনটী ও তিনটী ছয়টীতে চন্দ্র অবস্থান করিলে জীবের সর্ব্বত্র লাভ এবং জয় ও সুখভোগ হয়। যদি বিপৎ প্রত্যরি ও বধ এই তিনটী সংজ্ঞাবিশিষ্ট নয়টী নক্ষত্রে রোগ জন্মায় এবং ঐ নক্ষত্রগুলিশনি, রবি, মঙ্গল প্রভৃতি ক্রূর-গ্রহ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হয়, তবে জীব চিররোগী বা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আর সাধারণতঃ জন্ম সংজ্ঞক নক্ষত্রত্রয়ে ঐ সকল ক্রূর গ্রহের অবস্থিতি হইলে মৃত্যু, শুভগ্রহের অবস্থিতিতে জয়লাভ এবং শুভ ক্রূর এই উভয় বিধ গ্রহের অবস্থানে মিশ্র (অর্থাৎ শুভ ও অশুভ এই দুই প্রকার) ফল হয়।

(নরপতিজয়চর্য্যা)

বিরিঞ্চিনাথ, কএকখানি কাব্যরচয়িতা।

বিরিঞ্চিপাদশুদ্ধ (পুং) শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য।

বিরিঞ্চিপুরম্, দক্ষিণভারতের অন্তর্গত একটী নগর।

বিরিঞ্চেশ্বর, শিবলিঙ্গভেদ।

বিরিঞ্চ্য (ত্রি) বিরিঞ্চ যৎ। ১ ব্রহ্মসম্বন্ধীয়। (পুং) ২ ব্রহ্মার ভোগ। ৩ ব্রহ্মলোক।

বিরিব্ধ (পুং) স্বর।

বিরুক্মৎ (ত্রি) ১ উজ্জ্বল, দীপ্তিবিশিষ্ট। ২ বিরোচনবৎ।

(ঋক্ ১০।২২।৪ সায়ণ)

বিরুজ্ (স্ত্রী) বিশিষ্ট রোগ।

"বিন্দেদ্বিরূপা বিরুজা বিমুচ্যতে।" (ভাগবত ৬।১৯।২৬)

বিরুজ (ত্রি) ১ রোগশূন্য। ২ রোগী।

বিরুত (ত্রি) ১ কূজিত, অব্যক্তশব্দযুক্ত। (ক্লী) ২ রব।

বিরুদ (ক্লী) প্রশস্তি, গুণোৎকর্ষবর্ণন, গদ্যপদ্যময়ী রাজস্তুতি। গোবিন্দবিরুদাবলীভাষ্যে বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—

"বাশিকঃ কল্পিতশ্চেতি বিরুদো দ্বিবিধো মতঃ।
সংযুক্তনিয়মো হ্যত্র বর্ণিতং পূর্ব্ববদ্‌বুধৈঃ॥
দ্বিচতুঃষড়্‌দশশ্চাত্র কলাস্তু বিরুদে মতাঃ।
দশভ্যো নাধিকাঃ কার্য্যাঃ কলাস্তু বিরুদে বুধৈঃ॥
কলিকাভ্যস্তু বিরুদে ভিদাসাবেব কীর্ত্তিতা।

বিরুদং কবয়ঃ প্রাহুর্গুণোৎকর্ষাদিবর্ণনম্।
বিরুদঃ কলিকা চান্তে ধীরবীরাদিশব্দভাক্ ॥"

বিরুদ দুইপ্রকার বাণিক ও কল্পিত। পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন যে, এস্থলেও সংযুক্ত নিয়ম থাকিবে। বিরুদে আট বা ষোল কলিকা থাকে। কিন্তু বিরুদবর্ণনা কালে সাধারণতঃ দশটার অধিক কলিকা দিতে নাই। এইরূপ কলিকার মধ্যেও আবার ভেদ আছে। কবিগণ গুণোৎকর্ষাদিবর্ণনকে বিরুদ বলিয়াছেন। বিরুদের শেষে ধীর ও বীরাদি শব্দ থাকিবে।

২ রঘুদেবকৃত গ্রন্থভেদ।

বিরুদপতি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লী জেলায় সাতুর তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। এখানে দাক্ষিণ-ভারতীয় রেল পথের একটা ষ্টেসন আছে। অক্ষা° ৯°৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°১´ পূঃ। এখানে নানা দ্রব্যের প্রভূত বাণিজ্য আছে।

বিরুদাবলী (স্ত্রী) বিরুদানামাবলী। বিরুদশ্রেণি, স্তবমালা।
"কলিকা লোকবিরুধৈর্যুতা বিবিধলক্ষণৈঃ।
কীর্ত্তিপ্রতাপশৌর্য্যসৌন্দর্য্যোন্মেষশালিনী ॥
কালিকান্তসংসর্গিপত্যা দোষবিবর্জ্জিতা।
শব্দাড়ম্বরসংবদ্ধা কর্ত্তব্যা বিরুদাবলী।" (বলদেব বিদ্যাভূষণ)

বিরুদ্ধ (ত্রি) বি-রুধ-ক্ত। বিরোধবিশিষ্ট।
"বিরুদ্ধ ধর্ম্মসমবায়ে ভূয়সাং স্যাৎ সধর্ম্মকত্বং ॥" (জৈমিনিসূত্র°)
বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমবায় হইলে বহুলের সধর্ম্মকত্ব হইয়া থাকে, অর্থাৎ তিলরাশির মধ্যে কতকগুলি সর্ষপ আছে, এই স্থলে তিল ও সর্ষপ বিরুদ্ধ এবং ইহাদের সমবায়ও হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও বহু তিলের সধর্ম্মকত্ব তিলরাশি নামেই অভিহিত হইল। সর্ষপ থাকিলেও তাহার কোন উল্লেখ নাই। এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমবায়ে বহুলেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে, অল্পের প্রাধান্য হয় না।

"বিরুদ্ধং গুরুবাক্যস্য যদত্র ভাবিতং ময়া।
তৎক্ষন্তব্যং বুধৈরেব স্মৃতিতত্ত্ববুভুৎসয়া ॥
স্মৃতিতত্ত্বে প্রমাদাদ্ যৎ বিরুদ্ধং বহুভাষিতম্।
গুণলেশানুরাগেণ তচ্ছোধ্যং ধর্ম্মবেদিভিঃ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

২ দশম মনু ব্রহ্মসাবর্ণির সময়ের দেবতাভেদ।
"হবিষ্মান্ সুকৃতঃ সত্যো জয়ো মূর্ত্তিস্তদা দ্বিজাঃ।
সুবাসনা বিরুদ্ধাস্তা দেবাঃ শম্ভুঃ সুরেশ্বরঃ ॥"
(ভাগবত ৮।১৩।১২)

(ক্লী) ৩ চরক মতে বিচারাঙ্গদোষবিশেষ। যাহা দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, তাহার নাম বিরুদ্ধ।
"বিরুদ্ধং নাম যদ্ দৃষ্টান্তসিদ্ধান্তসময়ৈ বিরুদ্ধং"
(চরক বিমানস্থা° ৮অ°)

৪ বিরোধযুক্ত হেত্বাভাসভেদ। অনৈকান্ত, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, প্রতিপক্ষিত ও কালাত্যয়োপদিষ্ট এই পাঁচ প্রকার হেত্বাভাস।
"অনৈকান্তো বিরুদ্ধশ্চাপ্যসিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ।
কালাত্যয়োপদিষ্টশ্চ হেত্বাভাসাস্তু পঞ্চধা ॥"
যঃ সাধ্যবতি নৈবাস্তি স বিরুদ্ধ উদাহৃতঃ ॥" (ভাষাপরি°)
যে হেত্বাভাস সাধ্যবিশিষ্টে অবস্থিত নহে, তাহাকে বিরুদ্ধ কহে।

৫ দেশ, কাল, প্রকৃতি ও সংযোগ বিপরীত। যে দ্রব্য, যে দেশের, যে কালের ও যে প্রকৃতির বিপরীত ক্রিয়া করে অথবা যে দুইটী বস্তু পরস্পর সংযুক্ত হইয়া কোন একটা বিপরীত ক্রিয়া করে, আয়ুর্ব্বেদবিৎ কর্ত্তৃক তাহা বিরুদ্ধ নামে অভিহিত হয়। ক্রমশঃ উদাহরণ দ্বারা বিবৃত করা যাইতেছে,—

দেশ বিরুদ্ধ,—জাঙ্গল, অনূপ ও সাধারণ ভেদে দেশ তিন প্রকার। জাঙ্গল (অল্প জলবিশিষ্ট বনপর্ব্বতাদিপূর্ণ) প্রদেশ বাতপ্রধান; অনূপ (প্রচুর বৃক্ষাদিপূর্ণ, বহূদক ও বাতাতপ দুর্ল্লভ) প্রদেশ কফপ্রধান, আর সাধারণ অর্থাৎ ঐ উভয় মিশ্রিত প্রদেশ বাতাদির সমতাকারক।

"জাঙ্গলং বাতভূয়িষ্ঠং অনূপন্তু কফোল্বণম্।
সাধারণং সমমলং ত্রিধা ভূদেশমাদিশেৎ ॥"

'জাঙ্গলং জাঙ্গলো দেশঃ অল্পোদকতরুপর্ব্বতঃ প্রদেশঃ বাতভূয়িষ্ঠং ভবতি। অনূপং প্রচুরোদকবৃক্ষো নির্ব্বাতো দুর্লভাতপঃ প্রদেশঃ কফপ্রধানং ভবতি। সাধারণং মিশ্ররূপস্তু প্রদেশঃ সমফলং সমবাতাদি ভবতি।' (বাগ্‌ভটস্থ° স্থা° ১ অ°)

যদি ঐ জাঙ্গলদেশে বায়ুনাশক স্নিগ্ধ (ঘৃততৈলাদি স্নেহাক্ত বা রসাল) দ্রব্যের এবং দিবা নিদ্রাদি ক্রিয়ার ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে উহা তদ্দেশবিরুদ্ধ হইবে। ঐরূপ অনূপপ্রদেশে যদি কটু (ঝাল), রুক্ষ (স্নেহহীন) ও লঘুদ্রব্য এবং ব্যায়াম, লঙ্ঘন প্রভৃতি ক্রিয়া ঐ দেশ বিরুদ্ধ। আর সাধারণ দেশে উহাদের সংমিশ্রণক্রিয়া ব্যবহৃত হইলে তাহাকেও যথাযথভাবে তদ্দেশবিরুদ্ধ বলা যায়। ইহা দ্বারা সাধারণতঃ বেশ বুঝা যাইতে পারে যে, উষ্ণপ্রধানদেশে শৈত্যক্রিয়া ও শীতল দ্রব্যাদি এবং শীতপ্রধানদেশে উষ্ণদ্রব্য ও তৎক্রিয়াদি তত্তদ্দেশবিরুদ্ধ। অতএব ইহাতে সাধারণতঃ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে সকল দ্রব্য বা ক্রিয়া যে সকল দ্রব্য বা ক্রিয়ার বিপরীত অর্থাৎ হন্তা বা দোষনাশক (যেমন অগ্নি, জলের; শীত, উষ্ণের; নিদ্রা, জাগরণের বিপরীত) তাহারাই তাহাদের বিরুদ্ধ। এই বিরুদ্ধ দ্রব্য ও ক্রিয়া দ্বারাই চিকিৎসা কার্য্যের অনেক সহায়তা হয়। কেননা যেখানে বাতপিত্তাদিদোষ ও দুষ্যের বহুলতা প্রযুক্ত রোগের উৎপত্তি হয়, তত্তৎস্থলে তাহাদের বিরুদ্ধ দ্রব্য ও ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়।

"যদেকস্ত তদন্তস্ত বর্দ্ধনক্ষপণৌষধম্।"(বাগ্‌ভটসূ°স্থা° ১১অ°)

কাল বিরুদ্ধ,—কাল শব্দে এখানে সম্বৎসররূপ এবং ব্যাধির ক্রিয়া (চিকিৎসা) কালাদি বুঝিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদ বিশারদগণ সম্বৎসরকে আদান (উত্তরায়ণ) ও বিসর্গ (দক্ষিণায়ন) এই দুই কালে বিভাগ করিয়াছেন। তাঁহারা মাঘাদি মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক দুই মাসে ঋতু ধরিয়া যথাক্রমে শিশির (শীত), বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই তিন ঋতুতে অর্থাৎ মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ বা আদানকাল এবং ঐরূপ শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই তিন ঋতুতে দক্ষিণায়ন বা বিসর্গ কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। নৈসর্গিক নিয়মানুসারে আদান কালে শরীরস্থ রসক্ষয় হওয়ায় জীবগণ কিঞ্চিৎ নিস্তেজ এবং বিসর্গকালে ঐ রসের পরিপূরণ হওয়ায় তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সতেজ এবং অবস্থাবিশেষে রসের অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে উহারা জ্বর ও আমবাতাদি রোগে আক্রান্ত হয়। এ কারণ ঐ দুই কালে যথাক্রমে উহাদের বিরুদ্ধ অর্থাৎ আদান কালের বিরুদ্ধ মধুরাম্লরসাত্মক তর্পণ পানকাদি দ্রব্য ও দিবানিদ্রাদি ক্রিয়া এবং বিসর্গ কালের বিরুদ্ধ কটু, তিক্ত ও কষায় রসাত্মক দ্রব্য এবং ব্যায়াম, লঙ্ঘনাদি ক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলকথা, শীতকালে তাৎকালিক উষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য এবং উষ্ণক্রিয়া (অগ্নিতাপাদি) এবং গ্রীষ্মকালে যে শীতলদ্রব্য ব্যবহার ও শৈত্যক্রিয়াদি করা হয়, তাহাই কালবিরুদ্ধ।

প্রকৃতিবিরুদ্ধ,—বাত, পিত্ত ও কফ ভেদে লোকের প্রকৃতি তিন প্রকার অর্থাৎ বাতপ্রধান=বাতপ্রকৃতি, পিত্তপ্রধান=পিত্তপ্রকৃতি, শ্লেষ্মপ্রধান=শ্লেষ্মপ্রকৃতি। বাত, পিত্ত ও কফ ইহারা পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থ; কেননা উহাদের মধ্যে দেখা যায় যে সকল দ্রব্য বা ক্রিয়া—[তুল্যগুণ হেতুক] একের (বায়ু বা পিত্তের) বর্দ্ধক, তাহারা [বিপরীত গুণহেতুক] অন্যের (শ্লেষ্মার) হ্রাসক হয়।* যেমন বাতবর্দ্ধক, কটু, তিক্ত ও কষায়রসাত্মকদ্রব্য ও লঙ্ঘনাদিক্রিয়া কফের বিরুদ্ধ। কফবর্দ্ধক মধুরাম্ললবণরসাত্মকদ্রব্য ও দিবানিদ্রাদি ক্রিয়া বায়ুর বিরুদ্ধ। এবং পিত্তবর্দ্ধক অম্ল, লবণরসাত্মকদ্রব্য বায়ুর এবং কটুরসাত্মকদ্রব্য ও লঙ্ঘনাদি ক্রিয়া কফের বিরুদ্ধ। শ্লেষ্মবর্দ্ধক মধুর এবং বাতবর্দ্ধক তিক্তরসাত্মকদ্রব্য পিত্তের বিরুদ্ধ। অতএব তত্তৎপ্রকৃতিক লোকের সম্বন্ধেও যে ঐ ঐ দ্রব্য ও ক্রিয়াদি পরস্পরবিরুদ্ধ তাহা পুনর্ব্বার প্রমাণ করা অনাবশ্যক। কেননা বাতপ্রকৃতিক বা বাতপ্রধান লোককে বায়ুর বিরুদ্ধ মধুরাম্ললবণরসাত্মক দ্রব্য ও দিবানিদ্রাদি ক্রিয়ায় ব্যবস্থা করিলেই তাহার প্রকৃতির হ্রাসতা বা সমতা হয়। সুতরাং পিত্ত ও শ্লেষ্মপ্রকৃতির পক্ষেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

সংযোগবিরুদ্ধ,—মাষকলায়, মধু, দুগ্ধ কিম্বা ধান্যাদির অঙ্কুরের সহিত অনূপমাংস ভোজন করিলে সংযোগবিরুদ্ধ ভোজন করা হয়। মৃণাল, মূলক ও গুড়ের সহিত ঐ মাংস সংযোগবিরুদ্ধ। দুগ্ধের সহিত মৎস্য, বিশেষতঃ চিলীচিম (মৎস্যভেদ) দুগ্ধের সহিত আরও বিরুদ্ধ। সর্ব্বপ্রকার অম্ল ও অম্লফল দুগ্ধের সহিত সংযোগ হইলে উহা বিরুদ্ধসংযোগ হয়। কুলথ, বল্ল (শিম্বীধান্য বিশেষ), মকুষ্টক (বনমুদ্গ), বরক (চিনা) কাউন, এগুলিও দুগ্ধের সহিত বিরুদ্ধ। মূলকাদি শাক ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধ পান করা সংযোগবিরুদ্ধ। সজারু ও বরাহমাংস একসঙ্গে ব্যবহার সংযোগ-বিরুদ্ধ। পৃষতনামক হরিণ ও কুক্কুটের মাংস দধির সহিত সংযোগ বিরুদ্ধ। পিত্তের সহিত কাচামাংস অর্থাৎ পিত্ত গলিয়া কাচামাংসের ভিতর প্রবেশ করিলে ঐ মাংস সংযোগ বিরুদ্ধ পদার্থ বলিয়া অব্যবহার্য্য। মাষকলায় ও মূলক একত্র সংযোগ করিয়া ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। মেষমাংস কুসুম্ভশাকের সহিত, অঙ্কুরিত ধান্য মৃণালের সহিত এবং লকুচফল (ডহু), মাষকলায়ের যূষ, গুড়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত এই সকল একত্র সংযোগ করিয়া ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। ঘোল, দই বা তালক্ষীরের সহিত কদলীফল ভক্ষণ করিলে সংযোগবিরুদ্ধ হয়। পিপুল, মরিচ, মধু ও গুড়ের সহিত কাকমাচীশাক সংযোগবিরুদ্ধ। মৎস্যপাত্রে পাক বা শুণ্ঠীর পাত্রে সিদ্ধ কিম্বা অন্য কোন পাকপাত্রে সিদ্ধ কাকমাচী সংযোগবিরুদ্ধ। যে পাত্রে মাছ সাঁতলান হইয়াছে, তাহাতে পিপ্পলী বা শুঁঠ সিদ্ধ করিলে সংযোগ বিরুদ্ধ হয়। ইহাতে আরও ব্যক্ত হইল যে, মাছের তরকারিতে শুঁঠ বা পিপুলের বাটনা বা কাথাদি অব্যবহার্য্য। কাংস্যপাত্রে দশ রাত্রি পর্য্যন্ত ঘৃত রাখিলে তাহাও অব্যবহার্য্য। ভাসপক্ষীর মাংস লৌহশলাকায় বিদ্ধ করিয়া পাক করিলে তাহা বিরুদ্ধ হয়। কমলাগুড়ী তক্রে সাধিত হইলে বিরুদ্ধ হয়। পায়স, সুরা ও কৃশর একত্র হইলে বিরুদ্ধ হয়। ঘৃত, মধু, বসা, তৈল ও জল এই সকলের মধ্যে কোন দুইটী বা তিনটী সমান পরিমাণে একত্র করিলে বিরুদ্ধ হয়। মধু ও ঘৃত অসমান অংশে একত্র করিলেও সে স্থলে আকাশজল অনুপানবিরুদ্ধ। মধু ও পুষ্করবীজ পরস্পর বিরুদ্ধ। মধু, খর্জ্জুরাসব ও শর্করাজাত মদ্য পরস্পরবিরুদ্ধ। পায়স খাইয়া মদ্যাদি ভক্ষণ সংযোগবিরুদ্ধ। হারিদ্র শাক সর্ষপতৈলে ভাজিলে সংযোগবিরুদ্ধ হয়। তিলের বাটনা দিয়া পুঁই শাক খাইলে বিরুদ্ধসংযোগ হেতু তাহাতে অতিসার রোগ জন্মে। বারুণী মদ্য কিম্বা কুল্মাষের (অর্দ্ধসিদ্ধ মুদ্গ প্রভৃতির)

* "বৃদ্ধিঃ সমানৈঃ সর্ব্বেষাং বিপরীতৈ বিপর্য্যয়ঃ।"
'সর্ব্বেষাং দোষধাতুমলানাং সমানৈস্তুল্যগুণদ্রব্যাদিভির্বৃদ্ধিঃ বিপরীতৈর্ব্যাদিভি র্বিপর্য্যয়া বৃদ্ধিবৈপরীত্যং ভবতি।' (বাগ্‌ভটসূ° স্থা° ১১ অ°)

সহিত বলাকামাংস সংযোগবিরুদ্ধ। শূকরের চর্বিতে বলাকার (বকের) মাংস ভাজিয়া খাইলে সদ্যই মৃত্যু হয়। এইরূপ তিত্তিরি, ময়ূর, গোসাপ, লাব ও কপিঞ্জলের মাংস ভেরেণ্ডা কাঠের আগুনে কিম্বা ভেরেণ্ডার তৈলে ভাজিয়া খাইলেও সদ্য মৃত্যু হয়। কদম কাঠের শলায় গাঁথিয়া কদম কাঠের অগ্নিতে হরিয়ালের মাংস সিদ্ধ করিয়া খাইলে সদ্যঃই মৃত্যু হয়। ভস্ম-পাংশু মিশ্রিত মধুযুক্ত হরিয়ালের মাংস সদ্যঃপ্রাণনাশক। সংক্ষেপে বলিতে গেলে যে সকল খাদ্য শরীরস্থ বাতাদি দোষকে ক্লেদযুক্ত করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করে এবং তাহাদিগকে নিঃসৃত হইতে দেয় না, তাহারা সংযোগবিরুদ্ধ।

বিরুদ্ধ ভোজনজনিত দোষে বস্ত্যাদি (পিচকারী) অথবা উহাদের বিরুদ্ধ ঔষধ বা প্রক্রিয়াদি দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত। কোন স্থলে সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজনের সম্ভব থাকিলে তথায় পূর্ব্ব হইতেই বিরুদ্ধ খাদ্যের বিপরীতগুণবিশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা শরীরের এরূপ সংস্কার করিয়া রাখিবে, যেন বিরুদ্ধ খাদ্য সেবন করিলেও সহসা অনিষ্ট না হইতে পারে। (যেমন হরীতকী পিত্তশ্লেষ্মনাশক) আগামী পিত্তশ্লেষ্মকর মৎস্যাদি ভক্ষণের সম্ভব হইলে তৎপূর্ব্বে ঐ হরীতকীর অভ্যাস করিলে উক্ত মৎস্যাদি ভক্ষণজনিত অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না। ব্যায়ামশীল, স্নিগ্ধ (তৈলঘৃতাদির যথাযথ মর্দ্দন ও ভক্ষণকারী) দীপ্তাগ্নি, তরুণবয়স্ক, বলবান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধান্নাদিও সহসা অপকার করিতে পারে না। আর বিরোধি-ভোজনে নিত্য অভ্যাস অথবা উহা অল্পপরিমাণে ভোজন করিলে বিশেষ অপকার না করিতে পারে। (বাগ্‌ভট সূ° স্থা° ৮ অ°)

বিরুদ্ধতা (স্ত্রী) বিরুদ্ধস্য ভাব, তল্‌-টাপ্। বিরুদ্ধের ভাব বা ধর্ম্ম, বিরোধ, বিরুদ্ধত্ব।

বিরুদ্ধমতিকৃৎ (ত্রি) কাব্যগত দোষভেদ, বিরুদ্ধ মতি-কারিতাদোষ। (কাব্যপ্র°)

বিরুদ্ধমতিকারিতা (স্ত্রী) কাব্যগত দোষভেদ।

"অবাচকত্বং ক্লিষ্টত্বং বিরুদ্ধমতিকারিতা।
অবিমৃষ্টবিধেয়াংশভবাশ্চ পদবাক্যয়োঃ॥" (সাহিত্যদ° ৭।৫৭৪)

যে স্থলে বিরুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়, তথায় এই দোষ হয়। "ভূতয়েঽস্তু ভবানীশঃ। অত্র ভবানীশশব্দো ভবান্যাঃ পত্যন্তর-প্রতীতিকারিত্বাদ্বিরুদ্ধমবগময়তি", (সাহিত্যদ° ৭ পরি.) 'ভবানীশ' এই শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় এই দোষ হইয়াছে, ভবানী শব্দের অর্থ 'ভবস্য পত্নী ভবানী' ভবের পত্নীর নাম ভবানী, 'ভবান্যাঃ ভবান্যাঃ ঈশঃ' ভবানীর পতি, এ ক্ষেত্রে ভবানী শব্দে ভবানীর পত্যন্তর আশঙ্কা হয় বলিয়া বিরুদ্ধমতিকারিতা দোষ হইল। কাব্যে এইরূপ বর্ণিত হইলে, তথায় এই দোষ হইবে।

বিরুদ্ধার্থদীপক (ক্লী) অলঙ্কারভেদ। দুইটী বিরুদ্ধ ক্রিয়ার একত্র সমাবেশ হইলে তথায় বিরুদ্ধার্থ-দীপকালঙ্কার হয়। যেমন,—"মেঘনির্ম্মুক্তাম্বুকণা বায়ু কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ প্রচুরবর্ষণোদ্যত মেঘ হইতে স্বল্প বারিপতনকালে তদম্বুকণা-বিমিশ্রিত শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে মদন-প্রভাবের বৃদ্ধি এবং গ্রীষ্মপ্রভাব হ্রাস হয়। অর্থাৎ উক্ত মারুতোৎক্ষিপ্তাম্বুকণবিনির্গত মেঘ, অনঙ্গ প্রভাবের বৃদ্ধি ও গ্রীষ্ম প্রভাবের হ্রাস করে।" এইরূপ প্রয়োগ করিলে, ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, "বৃদ্ধি ও হ্রাস করা" এই দুই বিরুদ্ধ ক্রিয়ার সমাবেশ একই আধারে [মেঘে (কর্ত্তায়) অথবা প্রভাবে (প্রভাবকে এই কর্ম্মে)] হইতেছে। অতএব এখানে হ্রাস ও বৃদ্ধি এই পরস্পর বিরুদ্ধ ক্রিয়াদ্বয় একই কর্ত্তা বা কর্ম্মে নিহিত থাকায় এবং তাহাতে বিশেষ বিচিত্রতার উপলব্ধি হওয়ায় 'বিরুদ্ধার্থদীপকালঙ্কার' হইল।

"ক্রিয়ে বিরুদ্ধে সংযুক্তে তদ্বিরুদ্ধার্থদীপকম্।" (কাব্যাদর্শ ২।১১০)

বিরুদ্ধাশন (ক্লী) বিরুদ্ধং অশনং। বিরুদ্ধ ভোজন, মৎস্য-ক্ষীরাদি ভোজন, মৎস্য সহ দুগ্ধ ভোজন করিলে বিরুদ্ধ ভোজন হয়। এইরূপ ভোজন বিশেষ অপকারক।

[বিস্তৃত বিবরণ বিরুদ্ধশব্দে দ্রষ্টব্য।]

বিরুধির (ত্রি) ১ রক্তবিশিষ্ট। রক্তহীন।

বিরুক্ষ (ত্রি) ১ অতি রুক্ষ। ২ রুক্ষতাহীন।

বিরূক্ষণ (ত্রি) ১ স্নেহবর্জ্জিতকরণ। রুক্ষতাপ্রাপণ। ২ রস ক্ষরণ।

বিরূঢ় (ত্রি) বিশেষেণ রোহতি বি-রুহ-ক্ত। ১ জাত। উৎপন্ন। ২ অঙ্কুরিত। "বিরূঢ়জান্নং অঙ্কুরিতধান্যকৃতমন্নং" (মাধবনি°) ৩ বদ্ধমূল, গভীররূপে নিমগ্ন। ৪ আরোহণবিশিষ্ট।

"সন্তুষ্টে তিসৃণাং পুরামপি রিপৌ কণ্ডূলদোর্ম্মণ্ডলী।
লীলালূনপুনর্বিরূঢ়শিরসো বীরস্য লিপ্সুর্ব্বরম্॥" (মুরারি)

বিরূঢ়ক (ক্লী) অঙ্কুরিত ধান্য। বিরূঢ় শব্দার্থ।

বিরূঢ়ক (পুং) ১ কুম্ভাণ্ডরাজের পুত্রভেদ। (ললিতবিস্তর)
২ লোকপালভেদ। ৩ শাক্যকুলোদ্ভূত একজন রাজা।
৪ প্রসেনজিৎ রাজার পুত্র। ৫ ইক্ষ্বাকুর পুত্রভেদ।

বিরূপ (ত্রি) বিকৃতং রূপং যস্য। ১ কুৎসিত, কুরূপ।

"বিরূপোন্মত্তনিঃস্বানামকুৎসাপূর্ব্বকং হি যৎ।
পূরণং দানমানাভ্যামনুগ্রহ উদাহৃতঃ॥" (রামতর্কবাগীশ)

২ পরিত্যক্ত রূপ, যিনি নিজরূপ পরিত্যাগ করিয়াছেন।
(ঋক্ ১০।৯০।১৬)

৩ নানাপ্রকার রূপ। "ইমে ভোজা অঙ্গিরসো বিরূপাঃ" (ঋক্ ৩।৫৩।৭) 'বিরূপাঃ বিবিধরূপাঃ মেধাতিথি প্রভৃতয়ঃ' (সায়ণ) ৪ বিরুদ্ধ।

"বিরূপয়োঃ সংঘটনা যা চ তদ্বিষমং মতম্।"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

• বিরূপ অর্থাৎ বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয়ের যে স্থলে সংঘটনা হয়, তথায় বিষমালঙ্কার হইয়া থাকে।

(ক্লী) ৪ পিপ্পলীমূল। (পুং) ৫ সুমনোরাজপুত্র।
(কালিকাপু° ৯০ অ°)

বিরূপক (ত্রি) বিরূপ-স্বার্থে কন্। বিরূপ শব্দার্থ।

বিরূপকরণ (ক্লী) বিরূপস্য করণং। বিরূপের করণ, কুৎসিত-রূপকরণ।

বিরূপণ (ক্লী) বিকৃতিকরণ। বিরূপতা-প্রাপণ।

বিরূপতা (স্ত্রী) বিরূপস্য ভাবঃ তল টাপ্। বিরূপের ভাব বা ধর্ম্ম, কুৎসিতরূপ।

বিরূপশক্তি (পুং) বিদ্যাধরভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪৬।৬৮)
২ প্রতিদ্বন্দ্বীশক্তি (Counteracting forces)। যেমন তাড়িতের Negative শক্তি ও Positive শক্তি। উহারা পরস্পরের বিরোধী।

বিরূপশর্ম্মন্ (পুং) ব্রাহ্মণভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪০।২৬)

বিরূপা (স্ত্রী) বিরূপ-টাপ্। ১ দুরালভা। ২ অতিবিষা। (রাজনি°) ৩ কুরূপা।

বিরূপাক্ষ (পুং) বিরূপে অক্ষিণী যস্য সক্থ্যক্ষোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ্ ইতি ষচ্ সমাসান্তঃ। ১ শিব। ২ রুদ্রভেদ। (জটাধর) ইহার পুরী সুমেরুপর্ব্বতের নৈঋত কোণে অবস্থিত।

"তথা চতুর্থে দিগ্‌ভাগে নৈঋর্তাধিপতেঃ শ্রুতা।
নাম্না কৃষ্ণাবতী নাম বিরূপাক্ষস্য ধীমতঃ॥" (বরাহপু° রুদ্রগীতা)

(ত্রি) ৩ বিরূপ।

"বপুর্বিরূপাক্ষমলক্ষ্যজন্মতা
দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু।" (কুমারস° ৫।৭২)

বিরূপাক্ষ, ১ জনৈক যোগাচার্য্য। ইনি উর্দ্ধাম্নায় হইতে মহাষোঢ়ান্যাস নামক গ্রন্থ রচনা করেন। হঠদীপিকায় ইঁহার নামোল্লেখ আছে। ২ বিজয়নগরের একজন রাজা।

বিরূপাক্ষদেব, দাক্ষিণাত্যের একজন হিন্দু নরপতি।

বিরূপাক্ষ শর্ম্মন্, তত্ত্বদীপিকানাম্নী চণ্ডীশ্লোকার্থপ্রকাশ নামক গ্রন্থরচয়িতা। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকার গ্রন্থরচনা শেষ করেন। ইনি কবিকণ্ঠাভরণ আচার্য্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

বিরূপাশ্ব (পুং) রাজভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)

বিরূপিকা (স্ত্রী) বিকৃতং রূপং যস্যাঃ কন্ টাপ্ অত ইত্বং। কুরূপা, কুৎসিতরূপা স্ত্রী।

"নাশ্নয়ঃ পরিবিন্দন্তি ন যজ্ঞা ন তপাংসি চ।
ন চ শ্রাদ্ধং কনিষ্ঠস্য যা চ কন্যা বিরূপিকা॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিরূপিন্ (ত্রি) বিরুদ্ধং রূপমস্যাস্তীতি বিরূপ-ইনি। কুরূপবিশিষ্ট, কুৎসিতরূপযুক্ত। (পুং) ২ জাহকজন্তু, কাল গিরগিটা।

বিরেক (পুং) বি-রিচ-ঘঞ্। ১ মলভেদ, বিরেচন, জোলাপ। পর্য্যায় রেচন, রেক, রেচনা, বিরেচন, প্রস্কন্দন। (রত্নমালা) ২ কর্পূর। (বৈদ্যকনি°)

বিরেচক (ত্রি) বি-রিচ্-বুন্। রেচক, বিরেককারক, মলভেদক।

"পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং নাড়ী তস্য কফাপহা।
ফলং তস্য ত্রিদোষঘ্নং মূলং তস্য বিরেচকম্॥" (বৈদ্যক)

বিরেচন (ক্লী) বি-রিচ-ল্যুট্। বিরেক, জোলাপ। বৈদ্যকে বিরেচনের বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহার বিষয় লিখিত হইল। কুপিত মল সকল রোগের নিদান। মল কুপিত হইয়া নানাপ্রকার ব্যাধি জন্মায়। অতএব মল যাহাতে বদ্ধ না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক এবং মল বদ্ধ হইলে বিরেচন ঔষধ দ্বারা তাহা নিঃসারণ করা বিধেয়।

ভাবপ্রকাশে বিরেচনবিধি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"স্নিগ্ধস্বিন্নায় বান্তায় দদ্যাৎ সম্যগ্ বিরেচনম্।
অবান্তস্য ত্বধঃস্রস্তো গ্রহণীং ছাদয়েৎ কফঃ॥"
"মন্দাগ্নিং গৌরবং কুর্য্যাজ্জনয়েদ্বা প্রবাহিকাম্।
অথবা পাচনৈরামং বলাসং পরিপাচয়েৎ॥" (ভাবপ্রকাশ)

স্নেহন ও স্বেদক্রিয়ার পর বমনবিধিদ্বারা বমন করাইয়া পরে বিরেচন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যদি প্রথমে বমন না করাইয়া বিরেচন দেওয়া যায়, তাহা হইলে কফ অধঃপতিত হইয়া গ্রহণী নাড়ীকে আচ্ছাদন করিয়া শরীরের গুরুতা, বা প্রবাহিকা রোগ উৎপাদন করে, এজন্য অগ্রে বমন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অথবা পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া আমকফের পরিপাক করিয়াও বিরেচন দেওয়া যাইতে পারে।

শরৎ ও বসন্তকালে দেহশোধনের জন্য বিরেচন প্রয়োগ বিধেয়। প্রাণনাশের আশঙ্কা বোধ করিলে অন্য সময়েও বিরেচন প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত। পিত্ত প্রকুপিত হইলে এবং আমজনিত রোগে, উদর এবং আধ্মান রোগে কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য বিরেচন প্রয়োগ বিশেষ হিতকর। লঙ্ঘন এবং পাচন দ্বারা দোষ প্রশমিত হইলে তাহা পুনরায় প্রকুপিত হইতে পারে, কিন্তু শোধন দ্বারা দোষ একেবারে নিঃসারিত হয়, এজন্য পুনর্ব্বার আর উদ্ভবের সম্ভাবনা থাকে না।

বালক, বৃদ্ধ, অতিশয় স্নিগ্ধ, ক্ষত বা ক্ষীণরোগগ্রস্ত, ভয়ার্ত্ত, শ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত, স্থূলকায়, গর্ভবতীনারী, নবপ্রসূতানারী, মন্দাগ্নিযুক্ত, মদাত্যয়াক্রান্ত, শল্যপীড়িত ও রুক্ষ এই সকল ব্যক্তিকে

বিরেচন দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই সকল ব্যক্তিকে বিরেচন দিলে অন্য নানাবিধ উপদ্রব হইয়া থাকে।

জীর্ণজ্বর, গরদোষ, বাতরোগ, ভগন্দর, অর্শ, পাণ্ডু, উদর, গ্রন্থি, হৃদ্রোগ, অরুচি, যোনিব্যাপদ্, প্রমেহ, গুল্ম, প্লীহা, বিদ্রধি, বমি, বিস্ফোট, বিসূচিকা, কুষ্ঠ, কর্ণরোগ, নাসারোগ, শিরোরোগ, মুখরোগ, গুহ্যরোগ, মেঢ্রোগ, প্লীহাজন্যশোথ, নেত্ররোগ, কৃমিরোগ, অগ্নি ও ক্ষারজন্যপীড়া, শূল এবং মূত্রাঘাত এই সকল রোগীর পক্ষে বিরেচন প্রশস্ত। ইহাদিগকে বিরেচন দিলে বিশেষ উপকার হয়।

পিত্তাধিক্য ব্যক্তি মৃদুকোষ্ঠ, বহুকফযুক্ত ব্যক্তি মধ্যকোষ্ঠ, এবং বাতাধিক্য ব্যক্তি ক্রূরকোষ্ঠ নামে অভিহিত। ক্রূরকোষ্ঠসম্পন্ন ব্যক্তি দুর্ব্বিরেচ্য, অর্থাৎ অল্প যত্নে তাহাদের বিরেচন হয় না। মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে মৃদু বিরেচক দ্রব্য অল্প মাত্রায়, মধ্যকোষ্ঠ ব্যক্তিকে মধ্যবিরেচক ঔষধ মধ্যমাত্রায়, এবং ক্রূরকোষ্ঠে তীক্ষ্ণ বিরেচক দ্রব্য অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয়।

বিরেচক ঔষধ যথা—দ্রাক্ষার কাথ ও এরণ্ড তৈলদ্বারা মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তির বিরেচন হয়। তেউড়ী, কটুকী ও সোঁদালদ্বারা মধ্যকোষ্ঠ ব্যক্তির এবং মনসার আটা, স্বর্ণক্ষীরী ও জয়পাল দ্বারা ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তির বিরেচন হইয়া থাকে।

যে মাত্রায় বিরেচন সেবন করিলে ৩০ বার মলনিঃসারণ (দাস্ত) হয়, তাহাকে পূর্ণমাত্রা এবং ইহাতে শেষে বেগের সহিত কফ নিঃসারিত হয়। মধ্যমমাত্রায় ২০ বার এবং হীনমাত্রায় দশবার মলভেদ হইয়া থাকে।

বিরেচক ঔষধের কাথ পূর্ণমাত্রায় দুইপল, মধ্যমমাত্রায় একপল এবং হীনমাত্রায় অর্দ্ধপল প্রযোজ্য। বিরেচককল্ক, মোদক, ও চূর্ণ মধু ও ঘৃত সহযোগে লেহন করিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য। এই ত্রিবিধ ঔষধের পূর্ণমাত্রা একপল, মধ্যমাত্রা অর্দ্ধপল, এবং হীনমাত্রা ২ তোলা, এই যে মাত্রা বলা হইল, ইহা রোগীর বলাবল, স্বাস্থ্য, বয়স প্রভৃতি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দিতে হয়। উক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে যদি অনিষ্ট হইবে বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে মাত্রা স্থির করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। পিত্তপ্রকোপে দ্রাক্ষার কাথাদির সহিত তেউড়ী চূর্ণ, কফপ্রকোপে ত্রিফলার কাথ ও গোমূত্রের সহিত ত্রিকটুচূর্ণ এবং বায়ুপ্রকোপে অম্লরস কিংবা জাঙ্গলমাংসের যূষের সহিত তেউড়ী, সৈন্ধব ও শুণ্ঠীচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। এরণ্ড তৈলের দ্বিগুণ পরিমাণ ত্রিফলার কাথ বা দুগ্ধের সহিত পান করিলে সত্বর বিরেচন হয়।

বর্ষাকালে বিরেচনের জন্য তেউড়ী, ইন্দ্রযব, পিপুল, ও শুণ্ঠী, দ্রাক্ষার কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। শরৎকালে তেউড়ী, দুরালভা, মুস্তক, চিনি, বালা, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য দ্রাক্ষার কাথে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উত্তম বিরেচন হয়। হেমন্তকালে তেউড়ী, চিতামূল, আকনাদি, জীরা, সরলকাষ্ঠ, বচ ও স্বর্ণক্ষীরী, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হয়। শিশির ও বসন্তকালে পিপুল, শুঁঠ, সৈন্ধব, ও শ্যামালতা এই সকল চূর্ণ করিয়া, তেউড়ী চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া মধুদ্বারা লেহন করিলে বিরেচন হয়। গ্রীষ্ম ঋতুতে তেউড়ী ও চিনি সমান পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উত্তম বিরেচন হয়।

হরীতকী, মরিচ, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আমলকী, পিপুল, পিপুলমূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও মুস্তক এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তাহার সহিত তিনভাগ দন্তীমূল, আটভাগ তেউড়ী চূর্ণ এবং ছয়ভাগ চিনি, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মধুদ্বারা মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ২ তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে সেবন করিয়া শীতল জল অনুপান করিবে। এই মোদকসেবনে যদি অধিক মলভেদ হয়, তাহা হইলে উষ্ণ ক্রিয়া করিলে উহা তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হইবে। এই মোদক সেবনে পান, আহার ও বিহার জন্য কোন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না এবং বিষম জ্বর প্রভৃতিতে বিশেষ উপকার হয়। ইহার নাম অভয়াদি মোদক। ইহা সেবন করিয়া সেই দিন স্নেহমর্দ্দন ও ক্রোধ পরিত্যাগ করা বিধেয়।

বিরেচক ঔষধ পান করিয়া চক্ষুর্দ্বয়ে শীতল জল দিতে হয়। তৎপরে কোন সুগন্ধিদ্রব্য আঘ্রাণ এবং বায়ুরহিত স্থানে অবস্থান করিয়া তাম্বুল ভোজন বিধেয়। ইহাতে বেগধারণ, শয়ন ও শীতল জল স্পর্শ করিবে না এবং পুনঃ পুনঃ উষ্ণ জল পান করিবে।

বায়ু যেরূপ বমনের পর পিত্ত, কফ ও ঔষধের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ বিরেচনের পরও মল, পিত্ত ও ঔষধের সহিত কফ মিলিত হইয়া থাকে। যাহাদের সম্যক্ বিরেচন না হয়, তাহাদিগের নাভির স্তব্ধতা, কোষ্ঠদেশে বেদনা, মল ও বায়ুর অপ্রবর্ত্তন, শরীরে কণ্ডূ ও মণ্ডলাকৃতি চিহ্নোৎপত্তি, দেহের গুরুতা, বিদাহ, অরুচি, আধ্মান, ভ্রম এবং বমি হয়। এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার স্নিগ্ধ অথচ পাচক ঔষধ সেবন দ্বারা দোষের পরিপাক করিয়া পুনর্ব্বার বিরেচন করাইবে। তাহা হইলে উক্ত উপদ্রব সকল নিবারণ, অগ্নির দীপ্তি ও শরীর লঘু হয়।

অতিরিক্ত বিরেচন হইলে মূর্চ্ছা, গুদভ্রংশ ও অত্যন্ত কফস্রাব হয় এবং মাংসধৌত জল অথবা রক্তের ন্যায় ভেদ হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় রোগীর শরীরে শীতল জলসেক করিয়া শীতল তণ্ডুলের জলে মধু মিশ্রিত করিয়া অল্প পরিমাণে বমন করাইবে, কিম্বা দধি বা সৌবীরের সহিত আমের ছাল পেষণ করিয়া নাভি-

দেশে প্রলেপ দিবে, ইহাতে প্রদীপ্ত অতীসারও প্রশমিত হয়। আহারার্থ ছাগদুগ্ধ ও বিষ্কির পক্ষীর কিংবা হরিণমাংসের যূষ সমপরিমাণে শালি, ষষ্টিক বা মসূরের সহিত যথানিয়মে পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। এইরূপে শীতল অথচ সংগ্রাহী দ্রব্য দ্বারা ভেদ নিবারণ করিবে।

শরীরের লঘুতা, মনস্তুষ্টি এবং বায়ু অনুলোম হইলে সম্যক্ বিরেচন হইয়াছে বুঝিয়া রাত্রিকালে পাচক ঔষধ সেবন করিবে। বিরেচক ঔষধ সেবনদ্বারা বল ও বুদ্ধির প্রসন্নতা, অগ্নিদীপ্তি, ধাতু মধ্যেও বয়ঃক্রমের স্থিরতা-সম্পাদন হয়। বিরেচন সেবন করিয়া অত্যন্ত বায়ুসেবন, শীতল জল, স্নেহাভ্যঙ্গ, অজীর্ণকারক দ্রব্য, ব্যায়াম ও স্ত্রীপ্রসঙ্গ পরিত্যাগ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। বিরেচনের পর শালি, ষষ্টিক ও মুদ্গদ্বারা যবাগূ প্রস্তুত করিয়া অথবা হরিণাদি পশু বা বিষ্কিরপক্ষীর মাংস রসের সহিত শালি তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করাইবে। (ভাবপ্র° বিরেচনবিধি)

সুশ্রুতে বিরেচনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, মূল, ছাল, ফল, তৈল, স্বরস ও ক্ষীর (আটা) এই ছয় প্রকার বিরেচন ব্যবহার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মূল বিরেচনের মধ্যে অরুণবর্ণ তেউড়ী মূল, ত্বক্ বিরেচনের মধ্যে লোধ্ ছাল, ফলবিরেচন মধ্যে হরীতকী ফল, তৈলবিরেচনের মধ্যে এরণ্ডতৈল, স্বরস-বিরেচনের মধ্যে কম্ববেল্লিকার (করোলাউচ্ছে) রস এবং ক্ষীরবিরেচনের মধ্যে মনসাবীজের ক্ষীর শ্রেষ্ঠতম।

বিশুদ্ধ তেউড়ীমূলচূর্ণ বিরেচন দ্রব্যের রসে ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে এবং সৈন্ধব লবণ ও শুণ্ঠীচূর্ণ মিশাইয়া প্রচুর অম্লরসের সহিত আলোড়নপূর্ব্বক বাতরোগীকে বিরেচনের জন্য পান করিতে দিলে উত্তম বিরেচন হয়।

পূর্ব্বোক্তরূপে চূর্ণীকৃত তেউড়ীমূল, ইক্ষুচিনি, ও কাকোল্যাদি মধুর-গণীয় দ্রব্যের কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিত্তাধিক্যরোগীকে পান করাইবে, বা তেউড়ীমূল চূর্ণ দুগ্ধসহ পান করাইলে উত্তম বিরেচন হয়।

শুলঞ্চ, নিমছাল ও ত্রিফলার কাথে বা ত্রিকটু চূর্ণ প্রক্ষেপিত গোমূত্রে তেউড়ীচূর্ণ মিশাইয়া কফজ রোগে পান করাইলে বিরেচন হয়। তেউড়ীমূল চূর্ণ, এলাইচ চূর্ণ, তেজপত্র চূর্ণ, দারুচিনিচূর্ণ, শুঁঠচূর্ণ, পিপুলচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ এই সকল দ্রব্য পুরাতন গুড়ের সহিত বাতশ্লেষ্মরোগে লেহন করিলে উত্তম বিরেচন হয়। তেউড়ীমূলের রস ২ সের, তেউড়ী অর্দ্ধসের এবং সৈন্ধবলবণ ও শুণ্ঠীচূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া যখন ইহা কল্কবৎ ঘন হইবে, তখন ইহা উপযুক্ত মাত্রায় বাতশ্লেষ্মরোগীকে বিরেচনার্থ পান করিতে দিবে। অথবা তেউড়ীমূল এবং সমানাংশ শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত বাতশ্লেষ্মরোগীকে পান করিতে দিলে উত্তম বিরেচন হয়।

তেউড়ীমূল, শুঁঠ ও হরীতকী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ভাগ, পক্ব সুপারিফল, বিড়ঙ্গসার, মরিচ, দেবদারু ও সৈন্ধব ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হয়।

গুড়িকা—তেউড়ী প্রভৃতি বিরেচন দ্রব্য, চূর্ণ করিয়া বিরেচক দ্রব্যের রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক বিরেচন দ্রব্যের মূলসহ পাক করিবে এবং ঘৃতসহ মর্দ্দন করিয়া গুটিকা পাকাইয়া সেবন করিতে দিবে, অথবা গুড়ের সহিত তেউড়ীচূর্ণ পাক করিয়া সুগন্ধের জন্য এলাইচ, তেজপত্র ও দারুচিনিচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে এবং উপযুক্ত মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া সেবনে বিরেচন হয়।

মোদক—একভাগ তেউড়ী প্রভৃতি বিরেচন দ্রব্যের চূর্ণ লইয়া চতুর্গুণ বিরেচন দ্রব্যের কাথের সহিত সিদ্ধ করিবে, তাহার পর তাহা ঘন হইয়া আসিলে ঘৃতসহ মর্দ্দিত গোধুমচূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে; পরে শীতল হইলে মোদক প্রস্তুত করিয়া বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে।

যূষ—তেউড়ী প্রভৃতি বিরেচক দ্রব্যের রসে মুগ, মসূর প্রভৃতি দাইল ভাবনা দিয়া সৈন্ধবলবণ ও ঘৃতসহ একত্র যূষ পাক করিয়া পান করিলে বিরেচন হয়।

পুটপাক—একগাছি আক দুইখণ্ড করিয়া তেউড়ী পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা ইক্ষুখণ্ডে প্রলেপ দিবে, এবং গাম্ভারীর পাতা জড়াইয়া কুশাদির রজ্জুদ্বারা তাহা দৃঢ়রূপে বাঁধিবে। অনন্তর পুটপাক বিধানানুসারে তাহা পাক করিয়া পিত্তরোগীকে সেবন করিতে দিলে বিরেচন হয়।

লেহ—ইক্ষুচিনি, বনযমানী, বংশলোচন, ভুঁইকুমড়া ও তেউড়ী এই পাঁচটী দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ঘৃত ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে বিরেচন এবং তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর নাশ হয়।

ইক্ষুচিনি, মধু ও তেউড়ীচূর্ণ প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগ এবং তেউড়ী চূর্ণের চতুর্থাংশ দারুচিনি, তেজপত্র ও মরিচচূর্ণ মিলাইয়া কোমলপ্রকৃতি ব্যক্তিদিগকে বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে।

ইক্ষুচিনি ৮ তোলা, মধু ৪ তোলা ও তেউড়ীচূর্ণ ১৬ তোলা, অগ্নিতে একত্র পাক করিয়া লেহবৎ হইলে নামাইয়া সেবন করাইবে, ইহাতে বিরেচন হইয়া পিত্ত নিঃসারিত হয়।

তেউড়ী, বিস্তারক, যবক্ষার, শুঁঠ ও পিপুল এই সকল চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত লেহ প্রস্তুত করিবে। এই লেহ পান করিলে বিরেচক হয়।

হরীতকী, গাম্ভারী, আমলকী, দাড়িম ও কুল এই সকল

দ্রব্যের কাথ এরণ্ডতৈলে সাঁতলাইয়া তাহাতে ছোলঙ্গ লেবু প্রভৃতির রস প্রক্ষেপ দিবে। তৎপরে তাহা পাক করিতে করিতে ঘন হইয়া আসিলে সুগন্ধের জন্য তেজপত্র, দারুচিনি ও ছোটএলাচি, তেউড়ীচূর্ণ মধু মিশাইয়া সেবন করিতে দিবে। শ্লেষ্মপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট সুকুমারপ্রকৃতি ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা একটী উৎকৃষ্ট বিরেচন।

তেউড়ীচূর্ণ তিনভাগ এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যবক্ষার, পিপুল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকের সমান অংশ চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় লইয়া মধু ও ঘৃতসহ লেহবৎ করিবে কিংবা গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা লেহ অথবা সেবন করিলে কফবাতজগুল্ম, প্লীহা প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ প্রশমিত হয়। এই বিরেচনে কোন প্রকার অনিষ্ট হয় না।

বিস্তাড়ক, তেউড়ী, নীলীফল, কটুকী, মুথা, দুরালভা, চই, ইন্দ্রযব, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঘৃত মাংসের যূষ বা জলের সহিত সেবন করিলে রুক্ষ ব্যক্তিদিগের বিরেচন হয়।

ত্বক্‌বিরেচন—লোধ্রগাছের ছালের মধ্যবল্কল পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যত্বক্ চূর্ণ করিবে এবং উহা তিনভাগে বিভক্ত করিয়া দুইভাগ লোধছালের কাথদ্বারা গালিয়া লইবে, অবশিষ্ট অংশ উক্ত কাথদ্বারা ভাবনা দিয়া শুকাইয়া দিবে। শুকাইলে দশমূলের কাথ দ্বারা ভাবনা দিয়া তেউড়ীর ন্যায় প্রয়োগ করিবে। এই ত্বক্ বিরেচন সেবন করিলে উত্তম বিরেচন হয়।

ফল-বিরেচন—হরীতকী আঠিবিহীন নির্দ্দোষ হরীতকী ফল ও তেউড়ী প্রয়োগের বিধানানুসারে প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার রোগ বিদূরিত হয়। হরীতকী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, শুঁঠ, তেউড়ী ও মরিচ গোমূত্র সহ সেবন করিলে বিরেচন হয়। হরীতকী, দেবদারু, কুড়, সুপারি, সৈন্ধব লবণ ও শুঁঠ গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে বিশেষরূপ বিরেচন হয়।

নীলীফল, শুঁঠ, ও হরীতকী এই তিনটী দ্রব্য চূর্ণ করিয়া গুড়ের সহিত মিশাইয়া সেবন করিবে, এবং পরে উষ্ণ জলপান অথবা পিপ্পল্যাদির কাথের সহিত হরীতকী বাটিয়া সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ বিরেচন হইয়া থাকে। ইক্ষুগুড়, শুঁঠ বা সৈন্ধব লবণ সহযোগে হরীতকী সেবন করিলে বিরেচন হইয়া অগ্নিবর্দ্ধিত হয়। ইহা বিশেষ উপকারক।

পক্ক সোঁদাল ফল বালুকারাশির মধ্যে সপ্তাহকাল রাখিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। তাহার পর তাহার মজ্জা জলে সিদ্ধ করিয়া কিংবা তিলের ন্যায় পেষণ করিয়া তৈল বাহির করিবে। এই তৈল দ্বাদশ বর্ষীয় বালকদিগকে বিরেচনার্থ দেওয়া যাইতে পারে।

এরণ্ড তৈল—কুড়, শুঁঠ, পিপুল, ও মরিচ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া এরণ্ড তৈল সহিত সেবন করিবে এবং তৎপরে উষ্ণজল পান করিবে। ইহাতে সম্যক্‌রূপ বিরেচন হইয়া বায়ু ও কফ প্রশমিত হয়। দ্বিগুণ ত্রিফলার কাথের সহিত কিংবা দুগ্ধ বা মাংস রসের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিলে সুচারু বিরেচন হইয়া থাকে। এই বিরেচন বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ ও সুকুমার প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

ক্ষীরবিরেচন—তীক্ষ্ণ বিরেচন দ্রব্যসমূহের মধ্যে মনসা-সিজের ক্ষীর অর্থাৎ আটাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু অজ্ঞ চিকিৎসক কর্ত্তৃক এই ক্ষীর প্রযুক্ত হইলে বিষের ন্যায় প্রাণনাশক হয়। কিন্তু বিচক্ষণ চিকিৎসক কর্ত্তৃক ইহা উপযুক্ত সময়ে প্রযুক্ত হইলে নানাপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে।

মহৎ পঞ্চমূল, বৃহতী ও কণ্টকারী, এই সকল দ্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ কাথ করিয়া প্রতপ্ত অঙ্গারের উপর এক একটীর কাথে সিজের ক্ষীর শোধন করিবে এবং তাহার পর কাঁজি, মস্ত ও সুরাদির সহিত সেবন করিতে দিবে। মনসার আটার সঙ্গে তণ্ডুল দ্বারা যবাগূ প্রস্তুত করিয়া অথবা মনসা ক্ষীরে গোধূম ভাবনা দিয়া লেহবৎ করিয়া সেবন করিতে দিবে, কিম্বা মনসা, ক্ষীর, ঘৃত ও ইক্ষুচিনি একত্র মিশাইয়া লেহবৎ সেবন করিবে; অথবা পিপুলচূর্ণ, সৈন্ধব লবণ, মনসার আটায় ভাবনা দিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সম্যক্ বিরেচন হয়। সাতলা, শঙ্খিনী, দন্তী, তেউড়ী ও সোঁদাল সপ্তাহ কাল মনসা-সিজের আটায় ভিজাইয়া রাখিবে। তাহার পর উহা চূর্ণ করিয়া মাল্য বা বস্ত্রে ছড়াইয়া দিয়া তাহার ঘ্রাণ লইবে বা সেই চূর্ণ ভাবিত বস্ত্র পরিধান করিলে মৃদুপ্রকৃতি ব্যক্তিদিগের সম্যক্ বিরেচন হইয়া থাকে। তেউড়ী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, পিপুল, ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় লইয়া উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহ লেহন করিলে কিংবা গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। ইহা শ্রেষ্ঠ বিরেচক। এই বিরেচকসেবনে নানাপ্রকার রোগ প্রশমিত হয়।

বিচক্ষণ চিকিৎসক এই সকল বিরেচক ঔষধ ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ, মস্ত, গোমূত্র ও রসাদির বা অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত মিশাইয়া অথবা তৎসমুদায়ে অবলেহ প্রস্তুত করিয়া রোগীকে বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। ক্ষীর, রস, কল্ক, কাথ ও চূর্ণ ক্রমান্বয়ে এই সকল উত্তরোত্তর লঘু। (সুশ্রুত সূত্রস্থা০)

চরক, বাভট প্রভৃতি সকল বৈদ্যক গ্রন্থেই বিরেচন প্রণালী বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে, তাহা লিখিত হইল না।

বিরেচ্য (ত্রি) বি-রিচ্-যৎ। বিরেচনের যোগ্য, যাহাকে বিরেচন (জোলাপ বা দাস্ত) দেওয়া যাইতে পারে। নিম্নলিখিত রোগী সমূহ বিরেচনের যোগ্য,—অর্থাৎ যাহাদের গুল্ম, অর্শ, বিস্ফোট, ব্যঙ্গ, কামলা, জীর্ণজ্বর, উদর, গর (শরীরপ্রবিষ্ট দূষিত বিষ প্রভৃতি এড়াবিষ), ছর্দ্দি (বমি),প্লীহা, হলীমক, বিদ্রধি, তিমির ও কাচ (চক্ষুরোগদ্বয়) অভিষ্যন্দ (চোক উঠা), পাকাশয়ে বেদনা, যোনি ও শুক্রগত রোগ, কোষ্ঠগত ক্রিমি, ক্ষতরোগ, বাত রক্ত, ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত, মূত্রাঘাত, কোষ্ঠবদ্ধ, কুষ্ঠ, মেহ, অপচী, গ্রন্থি (গাঁটেলা), শ্লীপদ (গোদ), উন্মাদ, কাশ, শ্বাস, হৃল্লাস (উপস্থিত বমনবোধ বা বিবমিষা), বিসর্প, স্তন্যদোষ এবং ঊর্দ্ধজত্রুরোগ (যাহার কণ্ঠাবধি মস্তক পর্য্যন্ত স্থানের রোগ আছে), তাহারা বিরেচ্য। সাধারণতঃ পিত্ত কিম্বা পিত্তোল্বণ দোষে দূষিত ব্যক্তি বিরেচনীয়। ইহাদিগকে বিরেচন-প্রয়োগের প্রাণালী,—ক্রুরকোষ্ঠ রোগীদিগকে পূর্ব্বে যথাযোগ্যরূপে স্নেহ (বাহ্য ও আভ্যন্তরিক) ও স্বেদ এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি (পূর্ব্বোক্ত কুষ্ঠ অবধি ঊর্দ্ধজত্রু পর্য্যন্ত) রোগবিশিষ্টকে বমন প্রয়োগ করিয়া তাহাদের কোষ্ঠ মৃদু অবস্থায় আনিয়া ও আমাশয় শোধন করিয়া পরে উহাদিগকে বিরেচন প্রয়োগ করিতে হইবে। কোষ্ঠ বহুপিত্ত ও মৃদু হইলে দুগ্ধের দ্বারা বিরেচিত করা যায়। বায়ুপ্রধান ক্রুরকোষ্ঠে শ্যামা ত্রিবৃৎ (তেউড়ী) ব্যবহার্য্য। কোষ্ঠে পিত্তাধিক্য বুঝিলে দুগ্ধ, ডাবের জল, মিশ্রীর জল প্রভৃতি মধুর দ্রব্য যোগে, কফাধিক্যে,—আদা প্রভৃতি কটু (ঝাল) দ্রব্য সহযোগে এবং বাতাধিক্যে,—এরণ্ড তৈল, গরমজল ও সৈন্ধব বা বিট্‌লবণ যোগে অথবা বিরেচক দ্রব্যের উষ্ণ কাথের সহিত এরণ্ডতৈল প্রভৃতি স্নেহ ও উক্ত লবণ যোগে বিরেচন দিতে হয়। বিরেক অপ্রবৃত্ত হইলে অর্থাৎ জোলাপ না খুলিলে উষ্ণাম্বু পান করাইবে এবং ঐ রোগীর উদরে পুরাতন ঘৃত বা এরণ্ডতৈলাদি মর্দ্দনপূর্ব্বক কোন সহিষ্ণু ব্যক্তির হস্ত মৃদু সন্তপ্ত করিয়া তাহাতে স্বেদ দিবে। বিরেক অল্প প্রবৃত্ত হইলে সেই দিন অনাহার করিয়া পরদিন আবার বিরেচন পান করিবে। যে ব্যক্তির কোষ্ঠ অসম্যক্ স্নিগ্ধ, তিনি দশাহের পর পুনর্ব্বার স্নেহস্বেদে সংস্কৃত-শরীর হইয়া সম্যক্‌রূপ বিচারপূর্ব্বক যথোপযুক্ত বিরেচন সেবন করিবেন। বিরেচনের অসম্যক্ যোগ হইলে হৃদয় ও কুক্ষির অশুদ্ধি, শ্লেষ্ম পিত্তের উৎক্লেশ, কণ্ডু, বিদাহ, পীড়া, পীনস ও বায়ুরোধ এবং বিষ্ঠা রোধ হয়। ইহাদের বৈপরীত্য হইলে অর্থাৎ হৃদয়, কুক্ষি প্রভৃতির শুদ্ধিতা জন্মিলে তাহাকে সম্যক্‌যোগ বলে। অতিরিক্ত হইলে বিষ্ঠা, পিত্ত, কফ ও বায়ু যথাক্রমে নিঃসৃত হওয়াতে শেষে জলস্রাব হয়। সে জলে শ্লেষ্মা কিংবা পিত্ত থাকে না, তাহা শ্বেত, কৃষ্ণ বা পীতরক্ত বর্ণ কিংবা মাংস ধোয়া জল কিংবা মেদের (বসা বা চর্ব্বির) ন্যায় বর্ণযুক্ত হয়, মলদ্বার (চলিত কথা হালিশ) বাহিরে আসিয়া পড়ে এবং তৃষ্ণা, ভ্রম, নেত্রপ্রবেশন (চোখ বসে যাওয়া), দেহের ক্ষীণতা বা দুর্ব্বল বোধ, দাহ, কণ্ঠশোষ ও অন্ধকারে প্রবিষ্টের ন্যায় বোধ হয়। আর ঘোরতর বায়ুরোগসকল উৎপন্ন হয়। বিরেচক ঔষধ এইরূপ পরিমাণে সেবন করিতে হইবে যে, রোগীর অবস্থানুসারে দশ, কুড়ি বা ত্রিশ বারের বেশী দাস্ত না হয়, অথচ শেষবারে কফ নিঃসৃত হয়। যাহাদিগকে বমন-ক্রিয়ার পর বিরেচক প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাদিগকে পুনরায় স্নেহ ও স্বেদযুক্ত করিয়া শ্লেষ্মার সময় (পূর্ব্বাহ্ণ বা পূর্ব্বরাত্রি) অতীত হইলে কোষ্ঠের অবস্থা বুঝিয়া উপযুক্ত প্রকারে সম্যক্ বিবেচিত করিবে। যে দুর্ব্বল ও বহুদোষ ব্যক্তি দোষপাক হইলে স্বয়ংই বিবেচিত হয়, তাহাকে পলতা শাক বা করলা পাতার ঝোল প্রভৃতি মলনিঃসারক ভোজ্য সহকারে বিরেচন দিবে। দুর্ব্বল, বমনাদি দ্বারা শোধিত, অল্পদোষ, কৃশ ও অজ্ঞাতকোষ্ঠব্যক্তি মৃদু ও অল্প ঔষধ পান করিবে। বরং সেই ঔষধ বার বার পান করা ভাল, কেননা বহুপরিমাণে তীক্ষ্ণ ঔষধ পান করিলে তাহা উহাদের পক্ষে সংশয়াবহ হইতে পারে। অল্প ঔষধ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা হইলে তাহা স্থানান্তরগামী বহু দোষকে অল্পে অল্পে বাহির করে। দুর্ব্বলের সেই সকল দোষকে মৃদুদ্রব্যসমূহ দ্বারা অল্পে অল্পে সংশমন করিবে। ঐ সকল দোষ নিঃসৃত না হইলে উহাকে চিরদিন ক্লেশ দেয়, অথবা বধ করে। মন্দাগ্নিক্রুরকোষ্ঠব্যক্তিকে যথাক্রমে ক্ষার ও লবণযুক্ত ঘৃতযোগে দীপ্তাগ্নি ও কফবাতহীন করিয়া শোধন করিবে। রুক্ষ, অতিশয় বায়ুযুক্ত, ক্রুরকোষ্ঠ, ব্যায়ামশীল ও দীপ্তাগ্নিদিগকে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহারা তাহা পরিপাক করিয়া ফেলে, এজন্য তাহাদিগকে পূর্ব্বে বস্তিপ্রয়োগ * করিয়া পরে স্নিগ্ধ বিরেচন (এরণ্ডতৈলাদি) দিবে। অথবা তীক্ষ্ণ ফলবর্ত্তি † যোগে প্রথমে কিঞ্চিৎ মল বাহির করিয়া পরে স্নিগ্ধ বিরেচন দিবে। কেননা উহা (এরণ্ডতৈলাদি) প্রবৃত্ত মলকে অনায়াসে বাহির করে। বিষাক্ত অভিঘাত (আঘাত প্রাপ্ত) এবং পীড়কা কুষ্ঠ, শোথ, বিসর্প, পাণ্ডু, কামলা ও প্রমেহপীড়িত ব্যক্তিদিগকে ঈষৎ স্নিগ্ধ করিয়া বিরেচন দিবে অর্থাৎ ঐ সকল বিষাদি পীড়িতদিগকে রুক্ষ অবস্থায় স্নেহবিরেক

* পিচ্‌কারি দ্বারা মলদ্বার দিয়া তরল বিরেচকাদি ঔষধ প্রয়োগ করাকে বস্তিপ্রয়োগ বলে। এখানে অগ্রে বস্তিপ্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, উহা পাকস্থলীর পাচকাগ্নির সহিত সংযুক্ত না হইতে পারায় পরিপাক হইতে পারিবে না।

† বকুল বা জয়পালের বীজ প্রভৃতি বিরেচক ফল উত্তমরূপে পেষিত করিয়া বর্ত্তির (পলিতার) ন্যায় প্রস্তুত করিতে হয়, ঐ বর্ত্তি মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে বৃংহদন্ত্রস্থ মলের অনেকটা নির্গম হয়।

যোগে শোধন করিবে। আর অতি স্নিগ্ধদিগকে অর্থাৎ যাহাদিগকে অতিশয় স্নেহ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে রুক্ষবিরেক (তৈলাক্ত পদার্থহীন বিরেচক দ্রব্য) দ্বারা শোধন করিবে। ক্ষারাদি দ্বারা বস্ত্রের মল ক্ষালিত হইলে সে যেমন পরিশুদ্ধ হয়, ঐরূপ স্নেহস্বেদযোগে বিরেচনবমনাদি পঞ্চকর্ম্মদ্বারা দেহের মল (-বাতপিত্তাদিদোষ) উৎক্লিষ্ট হইয়া দেহকে শোধিত করে বলিয়া উহাদিগকে (বিরেচনাদিকে) শোধন বা সংশোধন বলে। স্নেহ ও স্বেদ বিরেচনাদি কার্য্যের সহায়, উহা অভ্যাস না করিয়া সংশোধন দ্রব্য সেবন করিলে, বিনা স্নেহসংযোগে শুষ্ক কাষ্ঠাদি আনত করিতে গেলে সে যেরূপ বিদীর্ণ হয়, ঐ সংশোধন-সেবীকেও তদ্রূপে বিদীর্ণ হইতে হয়।

উক্ত নিয়মানুসারে সম্যক্ বিরিক্ত হইলে রোগী রক্তশাল্যাদি-কৃত পেয়াদি নিম্নোক্ত ক্রম অনুসারে ভোজন করিবে। ক্রম এই,—প্রধান মাত্রার শোধনে অর্থাৎ যে বিরেচকে ৩০ বার দাস্ত হইবে তাহাতে, প্রথমদিন অন্নকালে অর্থাৎ মধ্যাহ্ন ও রাত্রি এই দুই সময়ে দুইবার ও দ্বিতীয়দিন মধ্যাহ্নে একবার এই তিনবার পেয়া, দ্বিতীয় দিন রাত্রে ও তৃতীয় দিন দুইবেলা এই তিনবার বিলেপী, এইরূপ ক্রম অনুসারে অকৃতযূষ (স্নেহ ও লবণঝালবর্জ্জিত মুদ্গাদির যূষ) তিনবেলা ও কৃতযূষ তিনবেলা এবং মাংসযূষ তিনবেলা সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ বেলা সেবন করিয়া ষোড়শান্নকালে অর্থাৎ অষ্টমদিনরাত্রে স্বাভাবিক ভোজন করিবে। এইরূপ পেয়াদিক্রমের তাৎপর্য্য এই যে, অত্যতি-লঘুতম হইতে আরম্ভ করিয়া যথানিয়মে পর পর গুরুদ্রব্য ব্যবহার করিলে, অণুমাত্র (একটী স্ফুলিঙ্গ বা ফুলিমাত্র) অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণসংযোগে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কালে বন-পর্ব্বতাদি পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সংশোধিত ব্যক্তির অন্তরগ্নিও প্রথমে পেয়াদি লঘুপথ্য সংযোগে ক্রমে ক্রমে সন্ধুক্ষিত হইয়া কালে তদ্রূপ পিষ্টকাদি গুরুপাক দ্রব্য পর্য্যন্ত পরিপাক করিতে পারে। মধ্যম (২০ বার) ও হীন (১০ বার) মাত্রায় যাহাদের দাস্ত হইয়াছে, তাহারা পেয়া, বিলেপী, অকৃতযূষ, কৃতযূষ ও মাংসরস যথাক্রমে দুই বেলা ও এক বেলা এইরূপ ক্রমানুসারে সেবন করিয়া মধ্যমমাত্রাসেবী ষষ্ঠদিন মধ্যাহ্নে, আর হীনমাত্রাসেবী তৃতীয় দিন রাত্রে স্বাভাবিক ভোজন করিবে। মাত্রাভেদে পৃথক্ ব্যবস্থার তাৎপর্য্য এই যে, বিরেচকদ্রব্যের পর পর মাত্রাধিক্য বশতঃ যাহার অগ্নি যে পরিমাণে ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাকে সেই পরিমিত কাল পর্য্যন্ত পেয়াদি লঘুপথ্য দিতে হয়। কারণ সংশোধন, রক্তমোক্ষণ, স্নেহযোগ ও লঙ্ঘনবশতঃ অগ্নির মন্দতা হইলে পেয়াদিক্রম আচরণীয়।

"সংশোধনাস্রবিস্রাব-স্নেহযোজনলঙ্ঘনৈঃ।
যাত্যগ্নির্ম্মন্দতাং তস্মাৎ ক্রমং পেয়াদিমাচরেৎ ॥"

বিরেচক ঔষধ ব্যবহারের পর যদি দাস্ত না হয় বা ঔষধ পরিপাক হইতে বিলম্ব হয়, তবে অক্ষীণ ব্যক্তিকে নিরবচ্ছিন্ন লঙ্ঘন দিতে হইবে; কেন না তাহা হইলে পীতৌষধ ব্যক্তির, উৎক্লেশ (উপস্থিত বমনরোধ) জন্য এবং ঘর্ম্ম ও বিরেচন ঔষধের রুদ্ধতাবশতঃ কোন রকম পীড়িত হইতে হয় না। মদ্যপায়ী এবং বাতপিত্তাধিক্য ব্যক্তির পেয়াদিপান হিতকর নহে, তাহাদিগকে তর্পণাদিক্রম * ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। (বাগ্‌ভটসূ° স্থা° ১৮অ°) [বিস্তৃত বিবরণ বিরেচন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বিরেপস্ (ত্রি) সমূহক্ষতিজনক। (উজ্জ্বল ৪।১৮৯)

বিরেফ (ত্রি) ১ রেফশূন্য। (পুং) ২ নদমাত্র।

বিরেভিত (ত্রি) বি-রেভ-ক্ত। শব্দিত।

বিরোক (ক্লী) বি-রুচ্-ঘঞ্, কুত্বম্। ১ ছিদ্র।

"নাসাবিরোকপবনোল্লসিতং তনীয়ো
রোমাঞ্চতামিব জগাম রজঃ পৃথিব্যাঃ।" (মাঘ ৫।৫৪)

(পুং) ২ সূর্য্যকিরণ। ৩ দীপ্তি।

"সং দূতো অদ্যৌদুষসো বিরোকে।" (ঋক্ ৩।৫।২)

'উষসো বিরোকে বিরোচনে প্রাতঃকালে' (সায়ণ)

৪ চন্দ্র। (হেম) ৫ বিষ্ণু। (ভারত)

বিরোকিন্ (ত্রি) কিরণবিশিষ্ট।

"বিরোকিণঃ সূর্য্যস্যেব রশ্ময়ঃ" (ঋক্ ৫।৫৫।৩)

বিরোচন (পুং) বিশেষেণ রোচতে ইতি বি-রুচ্-যুচ্ (অনুদাত্তে-তশ্চ হলাদেঃ। পা ৩।২।১৪৯) ১ সূর্য্য।

"দিবাকরঃ সপ্তসপ্তির্ধামকেশী বিরোচনঃ।" (ভারত ৩।৩।৬৩)

২ সূর্য্যকিরণ। ৩ অর্কবৃক্ষ। ৪ অগ্নি। ৫ চন্দ্র। ৬ বিষ্ণু। ৭ রোহিতকবৃক্ষ। ৮ শ্যোনাকভেদ। ৯ পূতকরঞ্জ। ১০ প্রহ্লাদের পুত্র, বলির পিতা। (মহাভারত ১।৬৫।১৯) (ত্রি) ১১ দীপ্তিশালী।

"তেজসাভ্যধিকো সূর্য্যাৎ সর্ব্বলোকবিরোচনাৎ।"
(মহাভারত ১২।৩৪৩।৩৪)

বিরোচনসুত (পুং) বলিরাজ।

---

* তর্পণ, মন্থ প্রভৃতি। ইহাদের প্রস্তুতপ্রণালী,—তর্পণ,—সূক্ষ্মবস্ত্রছানিত খৈচূর্ণ ৪ তোলা, পক্কদাড়িমের রস ৩২ তোলা, দ্রাক্ষারস ৪ তোলা, জল /২ সের (১২৮ তোলা) ইহা শর্করা ও মধুযোগে মধুরীকৃত হইলে তর্পণ প্রস্তুত হয়। উক্তরূপ খৈচূর্ণ ঘৃতাক্ত করিয়া শীতল জলদ্বারা এরূপভাবে দ্রব করিবে যে, যেন অত্যন্ত পাতলাও না হয় অত্যন্ত ঘনও না হয়। তাহা হইলেই মন্থ প্রস্তুত করা হইবে। ইহাতে খর্জ্জুর ও দ্রাক্ষারস দিয়া মধুর করিতে হয়। তর্পণ হইতে মন্থ গুরু।

বিরোচনা (স্ত্রী) বিরোচন-টাপ্। ১ স্কন্দমাতৃভেদ। (ভারত শল্য°) ২ বিরজের মাতা।

বিরোচিষ্ণু (ত্রি) পরপ্রকাশক।

"বায়োরপি বিকুর্বাণাদ্বিরোচিষ্ণু তমোনুদং।" (মনু ১।৭৭)

বিরোদ্ধব্য (ত্রি) বিরোধযোগ্য।

"বিরোদ্ধব্যং ন চাস্মৎপক্ষ্যেণ শ্রুতশর্ম্মণা" (কথাসরিৎ ৪৫।১৩৪)

বিরোদ্ধৃ (ত্রি) ১ বিরুদ্ধকার্য্যকারী। (পুং) ২ কর্পূর।

বিরোধ (পুং) বি-রুধ-ঘঞ্। ১ শক্রতা। পর্য্যায়—বৈর, বিদ্বেষ, দ্বেষ, দ্বেষণ, অনুশয়, সমুচ্ছ্রয়, পর্য্যবস্থা, বিরোধন। বিরোধ নাশবীজ সকল প্রকার উপদ্রবের কারণ।

"অবিরোধো ভবাব্ধৌ চ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্।
বিরোধো নাশবীজঞ্চ সর্ব্বোপদ্রবকারণম্॥" (গণেশখ° ২৯অ°)

২ বিপ্রতিপত্তি, ব্যাঘাত, অসদ্ভাব। (ন্যায়সূত্রভাষ্যে বাৎস্যায়ন) ৩ যুদ্ধবিগ্রহ। ৪ ব্যসনপ্রাপ্তি। ৫ অনৈক্য। ৬ বিপরীতার্থ।

"শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।" (প্রয়োগপা°)

৭ নাশ।

"বস্তুং প্রাণবিরোধেন কীর্ত্তিমিচ্ছতি শাশ্বতীম্।"
(মহাভারত ৩।৩০০।৩)

৮ নাটকোক্ত প্রতিমুখাঙ্গের অন্যতম, বর্ণনাকালে বিপদ-প্রাপ্তির আভাস প্রতীয়মান হইলে তাহাকে বিরোধ বলে। যেমন "আমি অবিমৃশ্যকারিতাপ্রযুক্ত অন্ধের ন্যায় নিশ্চয়ই জলন্ত অনলে পদক্ষেপ করিয়াছি।' (চণ্ডকৌশিক)

"বিরোধশ্চ প্রতিমুখে তথা স্যাৎ পর্য্যুপাসনম্।"
(সাহিত্যদর্পণ ৬।৩৫১, ৩৫৯)

৯ অলঙ্কারবিশেষ।

"জাতিশ্চতুর্ভিজাত্যাদ্যৈর্গুণো গুণাদিভিস্ত্রিভিঃ।
ক্রিয়াক্রিয়াদ্রব্যাভ্যাং যদ্দ্রব্যং দ্রব্যেণ বা মিথঃ।
বিরুদ্ধমিব ভাসেত বিরোধোহসৌ দশাকৃতিঃ॥"
(সাহিত্যদর্পণ ১০।৭১৮)

জাতি = গোত্ব, ব্রাহ্মণত্বাদি; গুণ = কৃষ্ণ, শুক্লাদি; ক্রিয়া = পাকাদি; দ্রব্য = বস্তু, জাতি, জাত্যাদি (জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্য) চারিটীর সহিত, গুণ, গুণাদি (গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্য) এই তিনটীর সহিত, ক্রিয়া, ক্রিয়াদি (ক্রিয়া ও দ্রব্য) দুইটীর এবং দ্রব্যদ্রব্যের সহিত পরস্পর এই দশপ্রকারে আপাততঃ বিরুদ্ধভাব পরিলক্ষিত হইলে তাহাকে বিরোধালঙ্কার বলে। যথাক্রমে উদাহরণ,—"তোমার বিরহে ইহার (সখীর) নিকট মলয়ানিল" দাবানল, চন্দ্রকিরণ অত্যুষ্ণ ভ্রমরঝঙ্কার দারুণ হৃদয়বিদারক এবং নলিনীদল নিদাঘ সূর্য্যের ন্যায় বোধ হইতেছে।" এখানে 'নিত্যানেকসমবেতত্বং জাতিত্বং' অনেকের সমবায়ই জাতি, কেননা মলয়পবন প্রভৃতি অনেকের সমবায় (মিলন) হইয়াছে। উহাদের আবার দাবানল (জাতি), উষ্ণ (গুণ), হৃদয়ভেদন (ক্রিয়া) এবং সূর্য্য (দ্রব্য), এই চারিপ্রকারের সহিত আপাততঃ বিরোধভাব দেখাইতেছে অর্থাৎ লোকে শুনিলে আপাততঃ বোধ করিবে যে ইহা কথনই হইতে পারে না, কেননা ইহারা বিরুদ্ধ পদার্থ। ইহা সত্যও বটে; তবে বিরহিণীর নিকট ঐ সকল জাতির গুণক্রিয়াদি ঐ আকারে বোধ হয় বলিয়াই ইহার সমাধান। গুণের সহিত গুণাদির,—"হে মহারাজ! আপনি রাজা বিদ্যমানে, নিয়তমুষল ব্যবহারে দ্বিজপত্নীদিগের কঠিন কড়াপড়া হস্তসমূহ যারপর নাই কোমলতাপ্রাপ্ত হইয়াছে।" এখানে রাজার দানশক্তির প্রতি শ্লেষ করিয়া বলা হইল যে, আপনার দানশক্তিপ্রভাবেই ব্রাহ্মণদিগের এই কষ্টকরবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আর এখানে কাঠিন্যগুণের সহিত কোমলতার আপাততঃ বিরোধ বোধ হইতেছে। কিন্তু পালনীয়ের প্রতি ঐরূপ দানশক্তি দেখাইলে উহা সমাহিত হইতে পারে। গুণের সহিত ক্রিয়ার,—"হে ভগবন্! আপনি অজ (জন্মরহিত) হইয়া আপনার জন্মগ্রহণ এবং নিদ্রিত (নির্লেপ) হইয়া জাগরূক, আপনার এই যাথার্থ্য কে জানিবে?" এই বর্ণনায় জন্মরহিতের জন্মগ্রহণ ও নিদ্রিতের জাগ্রত্ত্বই আপাততঃ পরস্পর অজত্বাদিগুণের সহিত জন্মগ্রহণাদিক্রিয়ার বিরোধ। তবে ভগবানের প্রভাবাতিশয্যত্ব দ্বারাই ইহার সমাধান। গুণের সহিত দ্রব্যের—কান্তাঙ্কগত হইতে না পারায় সেই হরিণাক্ষীর নিকট পূর্ণনিশাকরকে দারুণ বিষজ্বালার উৎপাদক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এখানে সোম (শীতল) গুণবিশিষ্ট দ্রব্যবাচী চন্দ্রের বিষজ্বালার উৎপাদকত্ব আপাতবিরুদ্ধ বটে, কিন্তু বিরহিণীর নিকট ঐ রূপ বোধ হয় বলিয়া উহার সমাধান। ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়ার,—"সেই মদবিহ্বলনয়না কামিনীর অতিতৃপ্তিকর, মনঃসঙ্কল্পাতীত রূপমাধুরী সন্দর্শনে আমার হৃদয় যার পর নাই উল্লাসিত ও সন্তাপিত হইতেছে।" এখানে উল্লাস ও সন্তাপ এই উভয়ক্রিয়ার একত্র সমাবেশ আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কামিনীর নয়নানন্দকর মদনোদ্দীপক রূপবিলোকনে সাতিশয় প্রীতি এবং তাহার (ঐ নারীর) অপ্রাপ্তিহেতু মদনতাপ, এই উভয় ক্রিয়াই একদা পরিলক্ষিত হইতেছে।

বিরোধক (ত্রি) বিরোধকারী, শত্রু।

"গৃহস্থাশ্রমিণস্তচ্চ যজ্ঞকর্ম্মবিরোধকম্" (ভারত)

বিরোধকৃৎ (ত্রি) ১ বিরোধকারী। (পুং) ষষ্টিসংবৎসরের অন্তর্গত ৪৫ শ বর্ষ।

বিরোধক্রিয়া (স্ত্রী) ১ শক্রতা।

বিরোধন (ক্লী) বি-রুধ-ল্যুট্। ১ বিরোধ।

"ঈদৃক্পাপফলং পুত্র মাতাপিত্রোর্বিরোধনম্।"
(কথাসরিৎসা° ৫৬।১৫৯)

২ নাশ, বিনাশ।

"নির্দ্দহেদপি শক্রস্য দ্যুতিং ধর্ম্মবিরোধনাৎ" (রামায়ণ ২।৩৬।২৯)

৩ নাটকোক্ত বিমর্ষাঙ্গভেদ।

"শক্তিঃ প্রসঙ্গঃ খেদশ্চ প্রতিষেধো বিরোধনম্।"
(সাহিত্যদর্পণ ৬।৩৭৮)

"কার্য্যাত্যয়োপগমনং বিরোধনমিতি স্মৃতম্"

কোন কারণ বশতঃ কার্য্যধ্বংসের উপক্রম হইলে তাহাকে বিরোধন বলে। যেমন কুরুযুদ্ধজয়ের অল্পাবশেষে অর্থাৎ দুর্য্যোধনবধ মাত্র অবশেষে, "অদ্যই যদি দুর্য্যোধনবধে সমর্থ না হই, তবে অগ্নিপ্রবিষ্ট হইব।" ভীমের এই উক্তিদ্বারা কার্য্যধ্বংসের উপক্রম পরিদৃষ্ট হইতেছে; কেননা ঐ উক্তিতে যুধিষ্ঠিরাদির মনে হইল, এই কার্য্যে ভীমের মরণ হইলে আমাদিগকেও তদবস্থায় মরিতে হইবে, অতএব যুদ্ধজয় হইল না। এখানে এইটীই কার্য্যধ্বংসের উপক্রম বা বিরোধন।

বিরোধভাক্ (ত্রি) বিরোধী।

বিরোধবৎ (ত্রি) বিরোধশীল, বিরুদ্ধ।

বিরোধাচরণ (ক্লী) শত্রুতাচরণ। প্রতিকূলাচরণ।

বিরোধাভাস (পুং) অলঙ্কারভেদ। [বিরোধ দেখ]

বিরোধিতা (স্ত্রী) ১ শত্রুতা, বিরোধের ভাব। ২ নক্ষত্রের প্রতিকূলদৃষ্টি।

বিরোধিত্ব (ক্লী) বিরোধিতা, শত্রুতা।

বিরোধিন্ (ত্রি) বি রুধ-ণিনি। ১ বিরোধকারী, শত্রু। ২ প্রতিকূল। (পুং) ৩ বার্হস্পত্যসংবৎসরের ২৫শ বর্ষ।

বিরোধিনী (স্ত্রী) বি-রুধ-ণিনি ঙীপ্। বিরোধকারিকা। ২ দুঃসহের কন্যা। (মার্ক° পু° ৫১।৫)

বিরোধোক্তি (স্ত্রী) পরস্পর বচনবিরোধী বচন। পর্য্যায়—বিপ্রলাপ, বিরোধবাক্, ক্রোধোক্তি, প্রলাপ।

বিরোধোপমা (স্ত্রী) উপমালঙ্কারভেদ। পরস্পর বিরোধি পদার্থের সহিত কাহার উপমা করিলে তথায় বিরোধোপমালঙ্কার হয়। যেমন,—"তোমার মুখ শারদীয় পূর্ণচন্দ্র ও পদ্মসদৃশ" এইরূপ বলিলে, একদা বিরোধী পদার্থদ্বয়ের সহিত মুখের উপমা করা হয়; কেননা [হিমকরকরসংস্পর্শে পদ্মিনী নিমীলিতা হন বলিয়া] কবিগণ ঐ উভয়কে পরস্পর পরস্পরের বিরোধী বলেন।

"শতপত্রং শরচ্চন্দ্রস্ত্বদাননমিতি ত্রয়ম্।
পরস্পরবিরোধীতি সা বিরোধোপমা মতা॥" (কাব্যাদর্শ ২।৩৩)

বিরোধ্য (ত্রি) বিরোধ-যৎ। বিরোধের যোগ্য।

বিরোপণ (ত্রি) আরোপণ। লেপন।

"ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং" (শকুন্তলা)

বিরোষ (ত্রি) ১ রোষবিশিষ্ট। বিগতো রোষো যস্য বহুব্রী°। ২ রোষশূন্য। ৩ কণ্টকরহিত। (মহাভারত)

বিরোহ (পুং) ১ লতাদির প্ররোহ। ২ একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া গিয়া রোপণ।

বিরোহণ (ক্লী) ১ বিরোপণ, একস্থান হইতে অন্যস্থানে রোপণ।

বিরোহিত (ত্রি) ১ রোহিতবিশিষ্ট। ২ ঋষিভেদ।

বিরোহিন্ (ত্রি) ১ রোপণকারী। ২ রোপণশীল।

বিল, স্তুতি। তুদা, পর° সক° সেট্। আচ্ছাদন। লট্ বিলতি।

বিল (ক্লী) বিল-ক। ১ ছিদ্র। ২ গুহা।

"জিতসিংহভয়া নাগা যত্রাশ্বা বিলযোনয়ঃ।
যক্ষাঃ কিংপুরুষাঃ পৌরা যোষিতো বনদেবতাঃ॥"
(কুমার ৬।৩৯)

(পুং) ৩ উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব। ৪ বেতসলতা।

(দেশজ) ৫ জলাভূমি।

বিলকারিন্ (পুং) বিলং করোতীতি কৃ-ণিনি। ১ মূষিক। (ত্রি) ২ গর্ত্তকারী।

বিলক্ষ (ত্রি) বিশেষেণ লক্ষয়তীতি বি-লক্ষ-পচাদ্যচ্। বিস্ময়ান্বিত।

"ইত্যুক্ত্বা সবিলক্ষং তং বৈশ্যং শূদ্রান্নৃপোঽব্রবীৎ।"
(কথাসরিৎসা° ৩৯।১৫)

বিলক্ষণ (ক্লী) বিগতং লক্ষণং আলোচনং যস্য। ১ হেতুশূন্য আস্থা। ২ নিষ্প্রয়োজন স্থিতি।

'বিলক্ষণং মতং স্থানং যত্তবেন্নিষ্প্রয়োজনম্' (ভাগুরি)

(ত্রি) বিভিন্নং লক্ষণং যস্য। ৩ ভিন্ন।

"অস্মাৎ পৃথগিদং নেতি প্রতীতির্হি বিলক্ষণা।" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

৪ বিশিষ্টং লক্ষণং যস্যাঃ। বিশেষ লক্ষণযুক্ত।

"অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি শয্যাং দদ্যাদ্বিলক্ষণাম্।" (মৎস্যপু°)

বিলক্ষণতা (স্ত্রী) বিশেষত্ব।

বিলক্ষণত্ব (ক্লী) বিশেষত্ব।

বিলক্ষণা (স্ত্রী) শ্রাদ্ধকর্ম্মে দানভেদ।

বিলক্ষ্য (ত্রি) বিলক্ষ। [বিলক্ষ দেখ।]

বিলগ্ন (ত্রি) বি-লস্জ্-অচ্। ১ সংলগ্ন। (ক্লী) মধ্য।

'মধ্যোঽবলগ্নং বিলগ্নং মধ্যমোঽথ কটঃ কটিঃ।' (হেম)

৩ জন্মলগ্ন।

"গোচরে বা বিলগ্নে বা যে গ্রহা রিষ্টসূচকাঃ।
পূজয়েত্তান্ প্রযত্নেন পূজিতাঃ স্যুঃ শুভাবহাঃ॥" (সংস্কারতত্ত্বধৃত)

৪ মেষাদিলগ্নমাত্র।

'বিলগ্নং ন স্ত্রিয়াং মধ্যে ত্রিষু স্যাল্লগ্নমাত্রকে।' (মেদিনী)

বিলগ্রাম, প্রাচীন নগরভেদ।

বিলঙ্ঘন (ক্লী) বি-লঙ্ঘ-ল্যুট্। ১ লঙ্ঘন, পার হওন।

"সাগরস্য বিলঙ্ঘনং" (মহাভারত বনপ°)

২ লঙ্ঘন করা, কথা না শুনা। ৩ উপবাস।

"সা মে বিলঙ্ঘনং দদ্যাৎ" (সুশ্রুত)

বিলঙ্ঘনা (স্ত্রী) ১ খণ্ডন, বাধা দূরীকরণ। ২ লঙ্ঘন।

বিলঙ্ঘিন্ (ত্রি) উল্লঙ্ঘনকারী, নিয়মলঙ্ঘনকারী।

বিলঙ্ঘ্য (ত্রি) বি-লঙ্ঘ-যৎ। ১ অলঙ্ঘ্য, যাহা লঙ্ঘন করা যায় না। ২ লঙ্ঘনযোগ্য।

বিলঙ্ঘ্যতা (স্ত্রী) বিলঙ্ঘ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। লঙ্ঘনের অযোগ্যতা।

বিলজ্জ (ত্রি) বি-লজ্জ-অচ্। নির্লজ্জ, লজ্জারহিত।

"নদতি কচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি কচিৎ।" (ভাগ° ৭।৪।৪০)

বিলতুরি, আসামদেশপ্রসিদ্ধ মৎস্যবিশেষ।

বিলপন (ক্লী) বি-লপ-ল্যুট্। ১ বিলাপ। ২ আলাপন। কথা বলা।

বিলব্ধি (স্ত্রী) বি-লভ-ক্তি। জ্ঞানিভেদ।

বিলম্ব (পুং) বি-লম্ব-ঘঞ্। ১ গৌণ, দেরী।

"বিলম্বো নৈব কর্ত্তব্যো ন চ বিঘ্নং সমাচরেৎ।" (দেবীপু°)

২ লম্বন। ৩ প্রভবাদি ষষ্টিসংবৎসরান্তর্গত ৩২শ বর্ষ।

"অর্ঘো ভবতিসামান্যো বিলম্বে তু ভয়ং মহৎ।"

(জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত ভবিষ্য)

বিলম্বক (পুং) ১ রাজভেদ। (কথাসরিৎসা°) ২ অজীর্ণরোগভেদ। (ত্রি) বিলম্ব-স্বার্থে-কন্। বিলম্ব, গৌণ।

বিলম্বন (ক্লী) বি-লম্ব-ল্যুট্। গৌণ, অশীঘ্র।

"আগচ্ছ ত্বরিতং কৃষ্ণ ন তে কার্য্যং বিলম্বনম্।" (হরিবংশ ৪১।২২)

বিলম্বসৌপর্ণ (ক্লী) সামভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা°)

বিলম্বিকা (স্ত্রী) বিসূচিকারোগভেদ। এই রোগে কফ এবং বায়ুকর্ত্তৃক আহারীয় সামগ্রী অত্যন্ত দূষিত হইয়াও তাহা পরিপাক হয় না এবং ঊর্দ্ধ বা অধোদিকে গমন করে না অর্থাৎ বমি বা দাস্ত হইয়া নির্গতও হয় না, সুতরাং ক্রমে উদর অত্যধিক স্ফীত হয়, অবশেষে রোগীর প্রাণবিয়োগ ঘটে। এই জন্য আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ ইহাকে চিকিৎসার অসাধ্য বা চিকিৎসাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"দুষ্টন্তু ভুক্তং কফমারুতাভ্যাং প্রবর্ত্ততে নোর্দ্ধমধশ্চ যত্র।
বিলম্বিকাং তাং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যামাচক্ষতে শাস্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ॥"

'ভৃশদুশ্চিকিৎস্যাং প্রত্যাখ্যেয়ামমুপচারণীয়াং। ইদমসাধ্য-ঞ্চেতি জেজ্জড়ঃ।' (ভাবপ্রকাশ)

বিলম্বিত (ত্রি) বি-লম্ব-ক্ত। ১ অশীঘ্র, গৌণ।

"বিলম্বিতফলৈঃ কালং স নিনায় মনোরথৈঃ।" (রঘু ১।৩৩)

(ক্লী) ২ মন্দত্ব। 'বিলম্বিতং দ্রুতং মধ্যং' (অমর)

৩ মধ্যমনৃত্য। করচরণাদির প্রত্যেকের গতিবিশেষ প্রদর্শন।

"দ্রুতামধ্যায়নে বৃত্তিং প্রয়োগার্থং বিলক্ষণাৎ।"

৪ বিলম্বগমনশীল পশু। যথা—হস্তী, খড়্গী, উষ্ট্র, মহিষ, গো, গবয়, চমর ও বরাহ। (রাজনি°)

সঙ্গীতেও বিলম্বিত লয়ের প্রয়োগ আছে।

বিলম্বিতগতি (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার প্রতিচরণে ১৭টী করিয়া অক্ষর। তন্মধ্যে ১,৩,৪,৫,৭,৯,১০,১১,১৩ ও ১৬ গুরু তদ্ভিন্নবর্ণ লঘু।

বিলম্বিতা (স্ত্রী) বি-লম্ব-ক্ত স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ সুদীর্ঘ।

২ বিলম্ববিশিষ্ট। "নাতিবিলম্বিতা বাচঃ" (হেম)

বিলম্বিন্ (ত্রি) ১ বিলম্ববিশিষ্ট, বিলম্বকারী।

"ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা" (জয়দেব)

২ বিশেষেণ লম্বতে ইতি বি-লম্ব-ণিনি। লম্বমান।

"পৃথুনিতম্ববিলম্বিভিরম্বুদৈঃ" (কিরাত ৫।৬)

৩ প্রভবাদি ষষ্টি সংবৎসরের মধ্যে ৩২শ বর্ষ। (বৃহৎস°৮।৩৯)

বিলম্ভ (পুং) বি-লভ-ঘঞ্ নুম্। অতিসর্জ্জন, অতিদান।

বিলয় (পুং) বিশেষেণ লীয়ন্তে পদার্থা অস্মিন্নিতি। বি-লী-অচ্ (এরচ্। পা ৩।৩।৫৬) ১ প্রলয়।

"নস্তেদমাত্মনি জগদ্বিলয়াম্বুমধ্যে" (ভাগবত ৭।৯।৩২)

২ বিনাশ। ৩ বিলাপন, ফোড়াদি বসান।

বিলয়ন (ত্রি) ১ লয়বিশিষ্ট। (ক্লী) ২ দূরীকরণ, বিলোপসাধন। ৩ বিনাশন।

বিললা (স্ত্রী) শ্বেতবলা।

বিলবর, আদিম জাতিবিশেষ।

বিলবাস (পুং) বিলে বাসো যস্য। জাহক জন্তু, যাহারা বিলে বা গর্ত্তে বাস করে।

বিলবাসিন্ (পুং) বিলে বসতীতি বস-ণিনি। ১ সর্প। (ত্রি) ২ গর্ত্তবাসী।

"অবিঃ পশূনাং সর্ব্বেষামহিশ্চ বিলবাসিনাম্" (ভারত ১৪।৪৩।২)

বিলশয় (পুং) বিলে শেতে বিল-শী-অচ্। ১ সর্প। (ত্রি) ২ বিলবাসী।

"মানুষং বচনং প্রাহ ধৃষ্টো বিলশয়ো মহান্।" (ভারত ১৪।৯০।৬)

বিলসৎ (ত্রি) বি-লস্-শতৃ। বিলাসযুক্ত।

বিলসন (ক্লী) বি-লস্-ল্যুট্। বিলাস, বাবুগিরি।

বিলসর, যুক্তপ্রদেশের ইটা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। মুসল-

মান ইতিহাসে বিলসন্দ বা তিলসন্দ নামে পরিচিত। এখানে অনেক বৌদ্ধমঠ ও কুমারগুপ্তের স্তম্ভ ও মন্দিরাদির স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান আছে।

বিলহর, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। প্রাচীন নাম পুষ্পাবতী। এখানে অনেক প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

বিলহরিয়া, যুক্তপ্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড-গ্রাম। এখানে অনেক প্রাচীন মন্দির আছে।

বিলাত (দেশজ) ১ য়ুরোপ বিশেষ, ইংলণ্ড এদেশবাসীর নিকট বিলাত নামে পরিচিত। ২ মফঃস্বল, ইহা মহাজনী বাজার হিসাব ও তেজারতীতে ব্যবহৃত হয়; যেমন বিলাত পাওনা আছে বা বিলাত বাকী পড়িয়াছে।

বিলাপ (পুং) বি-লপ-ঘঞ্। অনুশোচন, পরিদেবন।

'ক্রন্দনাদৌ বিলাপঃ স্যাৎ পরিদেবনমিত্যপি।' (শব্দচ°)

দুঃখজনক কথা। (উজ্জ্বলনীলমণি)

"উন্মদমদন-মনোরথপথিক-বধূজনজনিতবিলাপে।" (জয়দেব)

বিলাপন (ক্লী) বি-লপ-ল্যুট্। ১ বিলাপ, দুঃখ শোক পরি-পূরিত বাক্য, আর্ত্তনাদ।

"স বা আঙ্গিরসো ব্রহ্মন্ শ্রুত্বা সুতবিলাপনম্।
উন্মীল্য শনকৈর্নেত্রে দৃষ্ট্বা চাংসে মৃতোরগম্॥"
(ভাগবত ১।১৮।৩৯)

বি-লী-ণিচ্-ল্যুট্। বিলাপনা। ২ দ্রবীভাব, গলিয়া যাওয়া, নিষ্যন্দন।

"কফমেদোবিলাপনম্"। (সুশ্রুত শারীরস্থা°)

বিলাপিন্ (ত্রি) বি-লপ্-ণিনি। বিলাপকারী, যে বিলাপ বা আর্ত্তনাদ করে।

বিলায়ক (ত্রি) বি-লী-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ দ্রবকারক, আর্দ্রকারক। ২ লয়কারক, লীনতাকারক, এক পদার্থকে পদার্থান্তরের সহিত সংযোগকারক।

"মনসোঽসি বিলায়কঃ।" (শুক্লযজুঃ ২০।৩৪)

'মনসো বিলায়কশ্চাসি বিলায়য়তি বিষয়েভ্যো নিবর্ত্ত্যাত্মনি স্থাপয়তি বিলায়কঃ আত্মজ্ঞানপ্রদোঽসীত্যর্থঃ যদ্বা লী শ্লেষণে বিলায়য়তি চক্ষুরাদিভিঃ সহ শ্লেষয়তি বিলায়কঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈঃ সহ শ্লেষয়তি বিলায়কঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈঃ সহ মনঃ সংযোজয়তীত্যর্থঃ।'(মহীধর)

বিলায়ন (ক্লী) গর্ত্ত।

বিলারী, যুক্তপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৩৩৩ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও বিলারী তহসীলের বিচার সদর। মোরাদাবাদ নগর হইতে ৮ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে অযোধ্যা রোহিলখণ্ড রেলপথের একটী ষ্টেশন থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এখানে একটী দেওয়ানী ও দুইটী ফৌজদারী আদালত আছে।

বিলাস (পুং) বি-লল-ঘঞ্। ১ যম। (শব্দচ°) ২ বিড়াল।

বিলাষিন্ (ত্রি) বি-লষ-ঘিনুণ্ (পা ৩।২।১৪৪)। বিলাসী, সুখভোগী।

বিলাস (পুং) বি-লস-ঘঞ্। ১ হাবভেদ।

"লতাসু তন্বীষু বিলাসচেষ্টিতং
বিলোলদৃষ্টিং হরিণাঙ্গনাসু চ॥" (কুমার ৫।১৫)

২ লীলা। (মেদিনী)

"তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদারবিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ।"
(ভাগবত ৩।২৫।৩৫)

৩ সত্ত্বগুণজাত পৌরুষ (পুরুষত্ব) ভেদ। বিলাসযুক্ত পুরুষে, দৃষ্টির গাম্ভীর্য্য, গতির বৈচিত্র্য (মনোহারিত্ব) এবং বচনের (কথা বলিবার সময়) হাসি হাসি ভাব, এই সকল পরিলক্ষিত হয়। যেমন "অত্যুদ্ধতবেশে সমরাগত ইহার (কুশের) দৃষ্টিতেই বোধ হইতেছে যেন উহাতে জগত্ত্রয়ের যাবতীয় প্রাণীর বল সম্মিলিত হইয়া তাহা ত্রিজগৎকে তুচ্ছ করিতেছে। ইহার গতির ধীরতা ও উদ্ধতভাব দেখিলে বোধ হইতেছে যেন উহা ধরিত্রীকে বিনমিত করিতেছে। আর এটী (এই কুশ) নিয়ত চলস্বভাব সুকুমার হইলেও ইহাকে গিরিবর সদৃশ অচল ও অটল বলিয়া মনে হইতেছে। অতএব এটী স্বয়ং দর্প না বীররস ?" এখানে গতির ঔদ্ধত্য ও বীরত্বের যুগপৎ প্রতীয়মানতাই উহার বৈচিত্র্য এবং দৃষ্টির তুচ্ছভাব প্রদর্শনই তাহার গাম্ভীর্য্য।

"শোভা বিলাসো মাধুর্য্যং গাম্ভীর্যং ধৈর্য্যতেজসী।
ললিতোদার্য্যমিত্যষ্টৌ সত্ত্বজাঃ পৌরুষা গুণাঃ॥" ৮৯
"ধীরা দৃষ্টির্গতিশ্চিত্রা বিলাসে সস্মিতং বচঃ।" ৯১
(সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

৪ স্ত্রীদিগের যৌবনসুলভ হাবভাবাদি অষ্টাবিংশতি স্বাভাবিক ধর্ম্মান্তর্গত ধর্ম্মবিশেষ। প্রিয়সন্দর্শনে স্ত্রীদিগের গমনাবস্থানোপ-বেশনাদি এবং মুখ নেত্রাদির যে অনির্ব্বচনীয় ভাব হয়, তাহার নাম বিলাস। যেমন মাধব সখীকে বলিলেন,—"তখন মালতীর কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল; তাহার সেই বাগ্বৈ-চিত্র্য, গাত্রস্তম্ভ ও স্বেদনির্গমাদি বিকার এবং একান্ত ধৈর্য্যচ্যুতি প্রভৃতি ভাব দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি মন্মথ-প্রণোদিত হইয়া তদীয় কার্য্যসম্পাদনে সাতিশয় ব্যগ্র হইতেছেন।"

"যৌবনে সত্ত্বজাস্তাসামষ্টাবিংশতিসংখ্যকাঃ।
অলঙ্কারাস্তত্র ভাবহাবহেলাস্ত্রয়োঽঙ্গজাঃ॥

শোভা কান্তিশ্চ দীপ্তিশ্চ মাধুর্য্যঞ্চ প্রগল্ভতা।
ঔদার্য্যং ধৈর্য্যমিত্যেতে সপ্তৈব স্যুরযত্নজাঃ॥
লীলাবিলাসৌ বিচ্ছিত্তির্বিব্বোকঃ কিলকিঞ্চিতম্।
মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিভ্রমো ললিতং মদঃ॥
বিকৃতং তপনং মৌগ্ধ্যং বিক্ষেপশ্চ কুতূহলম্।
হসিতং চকিতং কেলিরিত্যষ্টাদশ সংখ্যকাঃ॥"
"যানস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্।
বিশেষস্তু বিলাসঃ স্যাদিষ্টসন্দর্শনাদিনা॥"
(সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

৫ ক্রীড়া, আমোদ। ৬ শোভা। ৭ সুখভোগ। ৮ স্ফুরণ। ৯ প্রাদুর্ভাব। ১০ তদেকাত্মরূপের অন্যতর, বিলাস ও স্বাংশ-ভেদে তদেকাত্মরূপ দুই প্রকার। আকৃতিগত বিভিন্নতা সত্বেও শক্তিসামর্থ্যে অভেদ কল্পনা করিলে তথায় তদেকাত্মরূপ বলা হয়। কিন্তু ঐ উভয়ের শক্তির ন্যূনাধিক্য বশতঃই উহা পূর্ব্বোক্ত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যেখানে উভয়ের শক্তির সমতা বোধ হইবে, তথায় বিলাস, যেমন হরি এবং হর। ইহাঁরা উভয়েই শক্তিসামর্থ্যে তুল্য। আর কোন দুই জন এই- দুয়ের (হরি ও হরের) অংশরূপে কল্পিত এবং ইহাঁদের অপেক্ষা ন্যূন ও তাঁহারা পরস্পর শক্তিতে সমান বলিয়া ব্যক্ত হইলে তথায় স্বাংশ বলিতে হইবে। যেমন, সঙ্কর্ষণাদি ও মীনকূর্ম্মাদি।

"যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে।
আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ॥
স বিলাসঃ স্বাংশ ইতি ধত্তে ভেদদ্বয়ং পুনঃ।"
তত্র বিলাস—
'স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥
পরমব্যোমনাথস্তু গোবিন্দস্য যথাস্মৃতং।
পরমব্যোমনাথস্য বাসুদেবশ্চ যাদৃশঃ॥
স্বাংশ—
তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ।
সঙ্কর্ষণাদির্মৎস্যাদির্যথা তত্তৎ স্বধামসু॥" (ভাগবতামৃত)

১১ নাটকোক্ত প্রতিমুখের অঙ্গভেদ। সুরতসম্ভোগবিষয়িণী অত্যধিকা চেষ্টা বা স্পৃহার নাম বিলাস। যেমন,—"দেখা যাই-তেছে, প্রিয়া শকুন্তলা সহজলভ্যা নহে; তবে মনের ভাবদর্শনে অর্থাৎ আমার প্রতি উহার অনুরাগব্যঞ্জক বিশেষ চেষ্টা দেখিলে কতকটা আশা করা যায়, কেননা মনোভব অকৃতার্থ হইলেও স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর যে কামনা, তাহা হইতে ক্রমে উভয়ের অনুরাগ জন্মায়"। (শকুন্তলা ৩ অ°) এখানে নায়িকাসম্ভোগ-বিষয়িণী স্পৃহা প্রদর্শিত হওয়ায়, বুঝা যাইতেছে, যেখানে নায়ক বা নায়িকার মধ্যে কোন একটীর সম্ভোগে চেষ্টা বা স্পৃহা দৃষ্ট হইবে, তথায়ই বিলাস বলা যাইবে।

ভক্তমালগ্রন্থে বিলাসের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—
"প্রিয় প্রেয়সীর মুখচন্দ্রিকা হেরিয়া।
অঙ্গে অঙ্গে পুলকিত আনন্দিত হিয়া॥
অনিমিখে চাহিয়া করিয়া রহে ভঙ্গী।
ঈষৎ লজ্জিত তাহে প্যারী রসরঙ্গী॥
হাসে সহচরীগণ বদন ঝাঁপিয়া।
বসন্ত কহয়ে ইহা বিলাস করিয়া॥" (ভক্তমাল)

বিলাস আচার্য্য, নিম্বার্কসম্প্রদায়ের একজন গুরু। ইনি পুরুষোত্তমাচার্য্যের শিষ্য ও স্বরূপাচার্য্যের গুরু ছিলেন।

বিলাসক (ত্রি) বিলাস শব্দার্থ।

বিলাসকানন (ক্লী) বিলাসোদ্যান, কেলিকানন, ক্রীড়োপবন।

বিলাসদোলা (স্ত্রী) ক্রীড়ার্থ দোলাবিশেষ।

বিলাসন (ক্লী) বিলাস।

বিলাসপরায়ণ (ক্লী) সৌখীন, সর্ব্বদা আমোদপ্রমোদে রত।

বিলাসপুর, মধ্যপ্রদেশের চিফ্ কমিসনরের শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২১°২´ হইতে ২৩°৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৪৮´ হইতে ৮৩°১০´ পূঃ মধ্য। ইহার উত্তর সীমায় রেবা নামক রাজ্য পূর্ব্বে ছোটনাগপুরের গড়জাত রাজ্যসমূহ ও সম্বল-পুরের সামন্তরাজ্য। দক্ষিণে রায়পুর জেলা এবং পশ্চিমে মণ্ডলা ও বালাঘাট। বিলাসপুর নগর এই জেলার বিচারসদর।

জেলার চতুষ্পার্শ্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ; চারিদিকেই উচ্চ গণ্ডশৈলশিখর সমুন্নত ভাবে দণ্ডায়মান। দক্ষিণেও পর্ব্বতাবলীর অভাব নাই, তবে রায়পুরের অভিমুখে কতকটা খোলা। এই কারণে সেই স্থান হইতে রায়পুরের সমতল প্রান্তর সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। বস্তুতঃ বিলাসপুর জেলা একটী রঙ্গ-মঞ্চ। রায়পুরের দিকের খোলা ময়দান যেন উহার প্রবেশ-পথ। এখানকার পর্ব্বতমালার প্রস্তরস্তরগুলি ভূতত্ত্বের আলো-চনার সামগ্রী। জেলার সমগ্র সমতল ক্ষেত্রেই উহার শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত। মধ্যে মধ্যে এক একটী চূড়া সেই গাম্ভীর্য্যের ভাব ভঙ্গ করিয়া দিতেছে; কিন্তু কোথাও শ্যামল শস্যপ্রান্তর, কোথাও সুগভীর পার্ব্বত্য খাদ; কোথাও বা নিবিড় বনমালা, সেই পার্ব্বত্যবক্ষের স্থান বিশেষকে বিশেষ মনোরম করিয়াছে। এখানকার ডালানামক পর্ব্বতশিখরটী ২৭০০ ফুট উচ্চ। বিলাসপুরের ১৫ মাইল পূর্ব্বে একটী সমতল ক্ষেত্রের উপর এই পর্ব্বত বিরাজিত থাকায় উহার শিখরে দাঁড়াইয়া জেলার বহুদূর দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ পর্ব্বত শিখরের উত্তরাংশ প্রায়ই জঙ্গলময় এবং দক্ষিণে অধিকাংশই সমতলভূমি। সূর্য্যোত্তাপে

আলোকিত পুষ্করিণী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি এবং আম্র, পিপ্পলী, তেঁতুল প্রভৃতি দীর্ঘকায় বৃক্ষরাজি ডালার শিখরে দাঁড়াইয়া সমতল ক্ষেত্রের একতা ভঙ্গ করিয়াছে। যদি বিলাসপুরের প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিতে হয়, তবে সমতলক্ষেত্র ছাড়িয়া পার্ব্বত্যভূমিতে আরোহণ কর। সেখানে নানাজাতীয় বৃক্ষরাজি প্রকৃতির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে। আবার শক্তি, কবার্দা, মাটিন ও উপরোড়া প্রভৃতি ১৫টী পার্ব্বতীয় সামন্ত রাজ্য এবং গবর্মেণ্টের অধিকৃত পতিত জমি প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক কর্ষিত হওয়ায় স্থানীয় শোভার আধার হইয়াছে। এই সকল পার্ব্বতীয় জঙ্গলে হস্তী আছে। কখন কখন বন্য হস্তিযূথ দলে দলে নামিয়া এখানকার ধান্য ক্ষেত্রাদি নষ্ট করে। হাস্দূ নদীর তীরস্থ জঙ্গলে, পার্ব্বতীয় ঝরণার নিকটে প্রায়ই হস্তিসমাগম হইয়া থাকে।

মহানদীই জেলার অন্তর্গত প্রধান নদী। বর্ষাকালে স্থানে স্থানে উহা প্রায় ২ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; কিন্তু গ্রীষ্মঋতুতে উহার কলেবর শুষ্ক হইয়া আইসে এবং নদীগর্ভে কেবল বিস্তীর্ণ বালুকাময় চর পড়িয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ণিত পর্ব্বতমালার অধিত্যকাভূমির অববাহিকা দিয়া নর্ম্মদা ও শোণনদ উদ্ভূত হইয়াছে। মহারাষ্ট্র অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে, রত্নপুরের হৈহয়বংশীয় রাজগণকর্ত্তৃক এই স্থান শাসিত হইত। এই প্রাচীন রাজবংশের পরিচয় কাহাকেও জানাইয়া দিতে হইবে না, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণবেশে এই বংশের রাজা ময়ূরধ্বজকে ছলনা করিতে আসিয়াছিলেন। [হৈহয়রাজবংশ দেখ।]

সাধারণতঃ রত্নপুরের রাজগণ ৩৬টী গড়ের উপর আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। এই কারণে ঐ রাজ্যের ছত্রিশগড় নাম হয়। অনুমান ৭৫০ খৃষ্টাব্দে উক্ত রাজবংশের দ্বাদশ রাজা সুরদেবের সিংহাসনাধিকারের পর ছত্রিশগড় রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। সুরদেব রত্নপুরে থাকিয়া সমগ্র উত্তর ভাগ শাসন করেন এবং তাঁহার ভ্রাতা ব্রহ্মদেব রায়পুরে রাজ্য স্থাপন করিয়া সমগ্র দক্ষিণ ভাগ শাসন করিতে থাকেন। নবম পুরুষ রাজত্বের পর ব্রহ্মদেবের বংশ লোপ হয় এবং রত্নপুর রাজবংশের এক কুমার আসিয়া রায়পুরের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইহারই পুত্রের অধিকারে মহারাষ্ট্রসৈন্য ছত্রিশগড় রাজ্য আক্রমণ করে। উক্ত ছত্রিশটী গড় বস্তুতঃ এক একটী জমিদারীর বা তালুকের সদর। রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলে পরিচালনার জন্য তত্তদ্ স্থানে এক একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক এক জন সর্দ্দারের অধীনে ঐ সকল স্থান "থাম" বা সামন্তরাজের সর্ত্তে শাসিত হইত। সাধারণতঃ রাজার আত্মীয়েরাই সর্দ্দারপদে নিযুক্ত হইতেন।

রাজা সুরদেবের অংশে যে ১৮টী গড় পড়ে, তাহার মধ্যে বর্ত্তমান বিলাসপুর জেলায় ১১টী খাল্‌শা অধিকারে এবং ৭টী জমিদারী সর্ত্তে রাজাধিকারে ছিল। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে সুরদেবের বংশধর রাজা দাহুরাও রেবারাজ-করে স্বীয় কন্যা সমর্পণ কালে আপন সম্পত্তির ১৮শ কর্কতী (করকারী) যৌতুক দান করেন। বিলাসপুরের পশ্চিমে পাণ্ডারিয়া ও কবার্দা নামক যে সামন্তরাজ্য আছে, তাহা মণ্ডলার গোঁড় রাজবংশের অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হয়। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে সরগুজারাজের অধিকৃত কোরবা প্রদেশ এবং ১৫০০ খৃষ্টাব্দে মহানদীর দক্ষিণস্থ ঝিলাইগড়ের সামন্তরাজ্য ও পূর্ব্বে সম্বলপুরের অধিকৃত কিকার্দ্দা নামক খাল্‌শা ভূভাগ বিলাসপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সুরদেবের পর, তৎপুত্র পৃথ্বীদেব রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মলহর ও অমরকণ্টকের শিলাফলক আজিও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তিনি শত্রুর ভয়োৎপাদক এবং প্রজার বন্ধু ছিলেন। পৃথ্বীদেবের পর, এই বংশের অনেকগুলি রাজা রত্নপুরসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। স্থানীয় মন্দিরাদিতে উৎকীর্ণ শিলাফলকে ঐ সকল রাজন্যবর্গের কীর্ত্তিকলাপ বিঘোষিত রহিয়াছে। ১৫৩৬ হইতে ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা কল্যাণশাহীর রাজ্যকাল। উক্ত রাজা দিল্লীর মোগলবাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করায় সম্রাট্ তাঁহাকে বিশেষ সম্মানজ্ঞাপক উপাধি দান করেন। রত্নপুরে তাঁহার পর যে সকল রাজগণ স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাজা কল্যাণশাহীর নবম পুরুষ অধস্তন রাজা রাজসিংহ অপুত্রক হন। তিনি নিজ নিকটাত্মীয় ও পিতামহভ্রাতা সর্দ্দারসিংহকে রাজসিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী জানিয়াও রাজতক্ত দানে অসম্মত হইলে, ব্রাহ্মণমন্ত্রীর পরামর্শ মতে এবং শাস্ত্রপ্রমাণে রাজমহিষীতে ব্রাহ্মণদ্বারা পুত্রোৎপাদনের ব্যবস্থা হয়। যথাসময়ে রাণী পুত্রবতী হন। ঐ পুত্রের নাম বিশ্বনাথসিংহ।

রাজা বিশ্বনাথসিংহ রেবারাজের এককন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর, রাজকুমার ও রাজকুমারী অদৃষ্টক্রীড়া করিতেছিলেন। রাজকুমার পত্নীর প্রকৃতি জানিবার জন্য কৌশলে জয়লাভ করিতেছেন দেখিয়া রাজকুমারী উপহাসচ্ছলে বলিলেন, "আমিত হারিবই, যেহেতু তুমি ব্রাহ্মণ বা রাজপুত নহ।" এই বাক্যে রাজকুমারের হৃদয়ে শেলাঘাত করিল। তিনি পূর্ব্ব হইতেই কাণাঘুসায় স্বীয় জন্মবার্ত্তা অবগত হইয়াছিলেন। রাজকুমারীর এই শ্লেষোক্তিতে তাঁহার হৃদয় বিলোড়িত হইল। তিনি তদ্দণ্ডেই গৃহের বাহিরে আসিয়া ছুরিকাঘাতে স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

রাজা রাজসিংহ পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া মনে মনে বিমর্ষ হইলেন, কিন্তু দেওয়ানের কুপরামর্শই যে এই দুর্ঘটনার কারণ, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। দেওয়ানের পরামর্শে রাজকুলে কলঙ্ককালিমা স্পর্শ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া তিনি দেওয়ানবংশ লোপ করিবার মানসে সমগ্র দেওয়ানপাড়া তোপের আঘাতে ধ্বংস করিয়া দিলেন। দেওয়ানের সঙ্গে তাহার আত্মীয়পরিজন ও পাড়ার সর্ব্বসমেত ৪০০ নরনারী নিহত হইল এবং দেওয়ানবংশের সহিত রাজবংশের প্রকৃত ঐতিহাসিক আখ্যায়িকামূলক গ্রন্থাদিও নষ্ট হইল।

ইহার পর রায়পুর রাজবংশের মোহনসিংহ নামক একজন বলবীর্য্যশালী রাজকুমারকে রাজা রাজসিংহ স্বীয় উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করেন; কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডন করিবে? মোহনসিংহ একদিন মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছেন, ঐ দিন রাজা রাজসিংহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হওয়ায় তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত হয়। মৃত্যুকালে মোহনকে সম্মুখে না দেখিয়া রাজা পূর্ব্বোক্ত সর্দ্দারসিংহের মাথায় স্বীয় পাগড়ী দিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন (১৭১০ খৃষ্টাব্দে)। রাজার মৃত্যুর কএকদিন পরে, মোহনসিংহ ফিরিয়া আসিলেন, তিনি সর্দ্দারসিংহকে সিংহাসনে অধিরূঢ় দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন এবং উপায় না দেখিয়া রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

সর্দ্দারসিংহের মৃত্যুর পর, ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতা ষষ্টিবর্ষীয় বৃদ্ধ রঘুনাথ সিংহ রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু তিনি নির্ব্বিরোধে রাজ্য করিতে পারিলেন না। আট বর্ষ পরে, মহারাষ্ট্রসেনাপতি ভাস্করপণ্ডিত ৪০ সহস্র সেনা লইয়া বিলাসপুর আক্রমণ করিলেন। ঐ সময়ে পুত্রের মৃত্যু নিবন্ধন রঘুনাথ সিংহ বিশেষ শোকার্ত্ত ছিলেন; সুতরাং তিনি বীরদর্পে ভাস্করের গতিরোধ করিতে পারেন নাই। মহারাষ্ট্র সেনা রাজপ্রাসাদের অংশবিশেষ ধ্বংস করিয়া ফেলিল, ছাদ হইতে এক রাণী সন্ধির প্রস্তাবজ্ঞাপক নিশান উত্তোলন করেন; সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার বংশখ্যাতি বিলুপ্ত হইল। মহারাষ্ট্রগণ রাজার নিকট হইতে প্রচুর অর্থ গ্রহণ ও রাজ্যলুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং রাজাকে ভোঁসলে রাজার অধীনে রাজকার্য্য পরিচালনার ভার দিলেন।

এই সময়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ পূর্ব্বোক্ত মোহনসিংহ মহারাষ্ট্র দলে ছিলেন। মহারাষ্ট্রসর্দ্দার রঘুজী ভোঁসলে তাঁহার কার্য্যে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। এই কারণে রঘুনাথ সিংহের মৃত্যুর পর তিনি মোহনসিংহকে রাজোপাধি সহ বিলাসপুরের রাজাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে বিম্বাজি ভোঁসলে মহারাষ্ট্র-নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রত্নপুরসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। প্রায় ৩০ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া তিনি গতাসু হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী আনন্দীবাই ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন।

এই সময় হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে আপাসাহেবের রাজ্যচ্যুতি পর্য্যন্ত কএকজন সুবাদার অতি বিশৃঙ্খলার সহিত বিলাসপুর শাসন করেন। এই জেলায় তৎকালে একদল মহারাষ্ট্রসেনা থাকায়, পেন্ধারি দস্যুদল উপদ্রব করায় এবং সুবাদারদিগের অযথা করপীড়নে বিলাসপুররাজ্য নষ্টপ্রায় দেখিয়া ইংরাজ-কোম্পানী কর্ণেল এগ্‌নিউকে এখানকার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বালক রঘুজী বয়ঃপ্রাপ্ত হন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে নাগপুর ইংরাজরাজের করতলগত হইলে, ছত্রিশগড় রাজ্য পৃথক্‌ভাবে একজন ডেপুটী কমিশনর দ্বারা শাসন করিবার বন্দোবস্ত হয়। তখন রায়পুরই উহার সদর মনোনীত হইয়াছিল। কিন্তু একজন রাজকর্ম্মচারী উক্ত কার্য্য পরিচালনে অসমর্থ হওয়ায় ১৮৬১খৃঃ বিলাসপুর একটী স্বতন্ত্র জেলারূপে পরিগণিত হইল। ঐ সঙ্গে উক্ত ছত্রিশগড়ের কতকাংশ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

বিখ্যাত সিপাহীবিদ্রোহের সময়, সোণাখানের সর্দ্দার ব্যতীত এখানকার আর কোন রাজাই বিদ্রোহী হন নাই। সোণাখান জেলা দক্ষিণপূর্ব্বদিকস্থ একটী সামন্তরাজ্য। উহার রাজা দস্যুতা করিয়া কএকটী খুন করায় কারারুদ্ধ হন। সিপাহী-বিদ্রোহের গোলমালে সোণাখানপতি কারাগৃহ হইতে পলাইয়া স্বরাজ্যের দুর্ভেদ্য দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কর্ণেল লুসী স্মিথ স্বদলে অগ্রসর হইয়া তাহাকে বন্দী করেন এবং তাঁহার রাজ্য ইংরাজকরতলগত হয়।

বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ এই জেলার মধ্য দিয়া যাওয়ায় এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য, তুলা, চিনি, গম ও তৈলকর বীজ প্রধান। লোর্ম্মি ও লাম্নিশৈলে এবং সোণাখানের বন্যপ্রদেশে প্রভূত পরিমাণে শালবৃক্ষ জন্মে। বনভাগে লাক্ষা ও তসরও যথেষ্ট হয়। এখানে কার্পাস ও রেশমী বস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রায় ৬ হাজার তাঁত ছিল। প্রকৃত তন্তুবায় ব্যতীত এখানকার পন্‌থাজাতিও বয়ন কার্য্য করে। চাসবাসেও তাহাদের যেরূপ দখল, বয়নকার্য্যেও তাহারা সেইরূপ পটু। জেলার প্রায় অর্দ্ধেক কাপড় ইহাদের হস্তে প্রস্তুত হয়। প্রায় ১৮৬১-৬২ খৃষ্টাব্দে এই পন্‌থাজাতির মঙ্গল নামক এক ব্যক্তি প্রকাশ করে যে, তাহার শরীরে দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে। এই সংবাদ রাষ্ট্র হইবামাত্র চারিদিক্ হইতে লোকে তাহাকে দেখিতে আসিল; তখন সে সম্মুখে একটী প্রদীপ রাখিয়া সকলের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিতে থাকে। ঐ সময়ে

চাসের সময়; মঙ্গল সকলকে বলিল, যে ব্যক্তি সাধু তাহার ক্ষেত্রে আপনিই শস্য উৎপন্ন হইবে, তাহাকে বপন ও রোপণের কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। তাহার কথায় দেবতার অভিব্যক্তি জানিয়া সকলে চলিয়া গেল, কেহই চাসবাস করিল না, কাজেই ক্ষেত্রে ফসল হইল না। তখন সকলেরই খাজনা বাকী পড়িল। রাজসরকারে ইহার কারণ অবগত হইয়া মঙ্গলকে ধৃত করিয়া রায়পুর জেলে বন্দী করিল। এখানকার অধিবাসীদিগের ভাষা হিন্দী ও পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির ভাষা মিশ্রিত।

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২১°৩৮´ হইতে ২২°২৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১°৪৬´ হইতে ৮২°৩১´ পূঃ মধ্য, ভূপরিমাণ ১৭৭০ বর্গমাইল। এখানে ৩টী থানা ও ৭টী চৌকী আছে।

৩ বিলাসপুর জেলার প্রধাননগর ও বিচারসদর। আর্পা (অরপা বা অপরা) নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°১২´ পূঃ। বিলাস-নাম্নী একজন ধীবররমণী ৩০০ বর্ষ পূর্ব্বে এই নগর স্থাপন করে বলিয়া কিংবদন্তী আছে এবং সেই নামেই উহার নামকরণ হয়। পূর্ব্বে ইহা একটী ধীবরপল্লী ছিল। শতাব্দ পূর্ব্বে কেশবপন্ত সুবা নামক একজন মহারাষ্ট্রকর্ম্মচারী রাজকার্য্যপরিচালনার্থ এখানে আপনার বাস মনোনীত করেন। তিনি স্বীয় প্রাসাদের সঙ্গে, নদীতীরে একটী দুর্গও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তদবধি এই নগর ক্রমে সমৃদ্ধিপূর্ণ হয়, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে মহারাষ্ট্রগণ রত্নপুরে রাজপাট পরিবর্ত্তন করায় স্থানীয় সমৃদ্ধির অনেক লাঘব হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজকর্তৃক জেলার সদররূপে মনোনীত হইলে, ইহা পুনরায় একটী সমৃদ্ধশালী নগর হইয়া উঠে। এখানে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে।

বিলাসপুর, যুক্ত প্রদেশের বুলন্দসহর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। বুলন্দসহর হইতে ৮ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং সেকন্দ্রাবাদ রেল ষ্টেসন হইতে ১ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে কর্ণেল জেমস্ স্কিনারের (Col. James Skinner C. B.) বাসবাটী ও উদ্যান এবং তৎসংলগ্ন মৃত্তিকানির্ম্মিত দুর্গ থাকায় স্থানটীর ঐতিহাসিকতা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐ গ্রাম এখনও স্কিনার পরিবারের ভূসম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় মিঃ টী, স্কিনার ঐ দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পিতৃসম্পত্তি সুশৃঙ্খলে পরিচালন করিতে অসমর্থ হওয়ায় এখন উহা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে আছে।

বিলাসপুর, পঞ্জাবের পার্ব্বতীয় সামন্ত রাজ্যসমূহের মধ্যে একটী। বর্ত্তমান কালে কহলুর নামে পরিচিত। [কহলুর দেখ।]

বিলাসপুর নগর উক্ত রাজ্যের রাজধানী, রাজধানীর নামে কেহ কেহ এই সামন্ত রাজ্যকে বিলাসপুর নামে অভিহিত করে। এই নগরে রাজার প্রাসাদ অবস্থিত। নগরটী শতদ্রুর বামকূলে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪৫৫ ফিট উচ্চে স্থাপিত। নগরের দুই মাইল উত্তরে শতদ্রু পারাপারের উপযুক্ত স্থান। ঐ স্থান দিয়া পঞ্জাবের সহিত এখানকার বাণিজ্য চলিতেছে। রাজপ্রাসাদের বিশেষ কোন জাকজমক নাই। নগর ও বাজারের রাস্তা ও অট্টালিকাদি প্রস্তরনির্ম্মিত। গোর্খা দস্যুদিগের উপদ্রবে নগর অনেকটা শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে।

বিলাসভবন (ক্লী) ক্রীড়াগৃহ, রঙ্গালয়, নাচঘর, বৈঠকখানা।

বিলাসমণিদর্পণ (ত্রি) সৌখীনতার শীর্ষস্থানীয় মণিনির্ম্মিত দর্পণের ন্যায়।

"চত্বারোঽস্থধয়োঽভুবন্ বিলাসমণিদর্পণাঃ।" (রাজতর° ৪।৫৯৩)

বিলাসমন্দির (ক্লী) বিলাসস্য মন্দিরং। ক্রীড়াগৃহ।

বিলাসমেখলা (স্ত্রী) অলঙ্কারভেদ।

বিলাসবৎ (ত্রি) বিলাসবিশিষ্ট, বিলাসী।

বিলাসবতী (স্ত্রী) রাজকুললললনাভেদ। (বাসবদত্তা)

বিলাসবসতি (স্ত্রী) ক্রীড়াগৃহ। প্রমোদভবন।

বিলাসবিপিন (ক্লী) বিলাসস্য বিপিনং। ক্রীড়াবন।

"যদীয়হলতো বিলোক্য বিপদং কলিন্দতনয়া জলোদ্ধতগতিঃ।
বিলাসবিপিনং বিবেশ সহসা করোতু কুশলং হলী স জগতাম্॥"
(ছন্দোমঞ্জরী)

বিলাসবিভবানস (ত্রি) লুব্ধ। (জটাধর)

বিলাসবেশ্মন্ (ক্লী) বিলাসভবন, ক্রীড়াগৃহ।

বিলাসশয্যা (স্ত্রী) সুখশয্যা।

বিলাসশীল (ত্রি) ১ বিলাসী। (পুং) ২ রাজপুত্রভেদ।

বিলাসস্বামিন্ (পুং) শিলালিপি বর্ণিত একজন ব্রহ্মচারী ও পণ্ডিত।

বিলাসিকা (স্ত্রী) উপরূপক নাটিকাভেদ। এই নাটিকাতে একটী অঙ্কে শৃঙ্গার রসের অত্যাধিক্য থাকিবে, আর ইহা দশটী নৃত্যাঙ্ক দ্বারা পরিপূরিত হইবে। শৃঙ্গারসহায় বিদূষক ও বিট এবং প্রায় নায়কতুল্য পীঠমর্দ্দ প্রভৃতিও রাখিতে হইবে, ইহাতে গর্ভ ও বিমর্ষ এই দুইটী সন্ধি এবং প্রধান কোন নায়ক থাকিবে না। এই নাটিকায় বৃত্তের ছন্দোবন্ধের অল্পতা এবং অলঙ্কার বা বেশভূষাদি বাহুল্য থাকে।

"শৃঙ্গারবহুলৈকাঙ্কা দশলাস্যাঙ্গসংযুতা।
বিদূষকবিটাভ্যাঞ্চ পীঠমর্দ্দেন ভূষিতা॥
হীনা গর্ভবিমর্ষাভ্যাং সন্ধিভ্যাং হীননায়কা।
স্বল্পবৃত্তা সুনেপথ্যা বিখ্যাতা সা বিলাসিকা॥"
(সাহিত্যদ° ৬।৫৫২)

বিলাসিতা (স্ত্রী) বিলাসীর ভাব বা ধর্ম্ম।
বিলাসিত্ব (ক্লী) বিলাসিতা।
বিলাসিন্ (পুং) বিলাসোঽস্ত্যস্তীতি বিলাস-ইনি। ১ ভোগী, সুখভোগেচ্ছু। ২ সর্প।
"তস্যাং খগপতিতনুরিব বিলাসিনাং হৃদয়শোকসংজননী।" (কুট্টনীমত)—'বিলে আসত ইতি বিলাসিনঃ সর্পাঃ পক্ষে বিলসনশীলা ভোগিনঃ' (তট্টীকা)
৩ কৃষ্ণ। ৪ অগ্নি। ৫ চন্দ্র। (মেদিনী) ৬ স্মর, কামদেব। ৭ হর। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ বিলাসিনী। ৬ নারী। ৭ বেশ্যা।
"সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈঃ সা প্রযাতা বিলাসিনী।
বহ্বাশ্চর্য্যেঽপি বৈ স্বর্গে দর্শনীয়তমাকৃতিঃ ॥" (মহাভারত)
৮ বিলাসশালিনী। "বিলাসিনি! বিলসতি কেলিপরে" (গীতগো° ১।৪০)
৯ হরিদ্রা। (রাজনি°) ১০ শঙ্খপুষ্পী। (বৈদ্যকনি°)
বিলাসিনিকা (স্ত্রী) বিলাসিনী।
বিলিখন (ক্লী) বি-লিখ-ল্যুট্। ১ লেখা। ২ খনন করা। ৩ আঁচড়ান।
বিলিখা (স্ত্রী) ১ মৎস্যভেদ। ২ ইলিশ মাছ। (বৈদ্য° নিঘ°)
বিলিখিত (ত্রি) বিশেষ প্রকারে লিখিত।
বিলিগী (স্ত্রী) নাগভেদ। (অথর্ব্ব° ৫।১৩।৭)
বিলিঙ্গ (ক্লী) অন্য লিঙ্গ। (ভারত সভাপর্ব্ব)
অন্যল্লিঙ্গমন্যৎ কর্ম্মেত্যর্থঃ। (নীলকণ্ঠ)
বিলিনাথ কবি, মদনমঞ্জরী নামক নাটকপ্রণেতা।
বিলিপ্ত (ত্রি) বিশেষরূপে লিপ্ত, বিজড়িত।
বিলিপ্তা (স্ত্রী) এক সেকেণ্ডের $\frac{1}{৩৬০০}$ পরিমাণ কাল। (গণিত)
বিলিপ্তিকা (স্ত্রী) কালভেদ। [বিলিপ্তা দেখ।]
বিলিপ্তা (স্ত্রী) জ্ঞানলোপের অবস্থা। (অথর্ব্ব° ১২।৮।৪১)
বিলিস্তেঙ্গা (স্ত্রী) দানবীভেদ। (কাঠক ১৩।৫)
বিলীঢ় (স্ত্রী) বি-লিহ্-ক্ত। দৃঢ়ন্যস্ত। (অথর্ব্ব° ১।১৮।৪)
'তথাবিধং বিলীঢ্যং বিশেষেণ লীঢ়ং বিলীঢ়ং। লিহ আস্বাদনে ভাবে নিষ্ঠা 'হোঢ়ঃ' ইতি ঢত্বম্। "ঋসস্তথোর্ধোঽধঃ" ইতি ধত্বম্। ততঃ ষ্টুত্বে কৃতে "ঢো ঢে লোপঃ" ইতি ঢলোপে 'ঢ্লোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোঽণঃ" ইতি দীর্ঘঃ। বিলীঢ়ে ভবং বিলীঢ্যম্ 'ভবে ছন্দসি' ইতি যৎ। পূর্ব্ববৎ স্বরিতত্বম্। বিলীঢ়মিব স্থিতং কেশানাং প্রতিলোম্যরূপং ললাটপ্রান্তে বর্ত্তমানং যৎ তুলক্ষণ তদপি নাশয়াম ইত্যর্থঃ।' (অথর্ব্ব° ১।১৮।৪ সায়ণ)
বিলীন (ত্রি) বি-লী-ক্ত। ১ দ্রবীভাব প্রাপ্ত ঘৃতাদি। পর্য্যায়,— বিদ্রুত, দ্রুত। ২ বিশ্লিষ্ট। ৩ বিশেষ প্রকারে লীন, লয়প্রাপ্ত।
"করাদস্ত ভ্রষ্টে নমু শিখরিণী দৃশ্যতি শিশো-
র্বিলীনাঃ স্মঃ সত্যং নিয়তমবধেয়ং তদখিলৈঃ।
ইতি ভ্রস্যদ্গোপাম্বুচিতনিভৃতালাপজনিত-
স্মিতং বিভ্রদ্দেবো জগদবতু গোবর্দ্ধনধরঃ॥" (ছন্দোমঞ্জরী)
বিলীয়ন (ক্লী) গলন। দ্রবীকরণ।
(আশ্ব° শ্রৌত° ২।৬।২০ ভাষ্য)
বিলুণ্ঠন (ক্লী) বি-লুণ্ঠ্-ল্যুট্। বিশেষরূপে লুণ্ঠন।
বিলুণ্ঠিত (স্ত্রী) অবলুণ্ঠিত।
বিলুপ্ত (ত্রি) বি-লুপ্-ক্ত। ১ তিরোহিত, লোপপ্রাপ্ত, নষ্ট। ২ লুণ্ঠিত। ৩ ছিন্ন। ৪ আক্রান্ত। ৫ গৃহীত।
বিলুপ্য, বিলোপ্য (ত্রি) বিলোপের যোগ্য।
বিলুভিত (ত্রি) চঞ্চল।
বিলুম্পক (পুং) চৌর, চোর।
"তদস্তু নঃ পাপমুপৈত্বানন্বয়ং
যন্নষ্টনাথস্য বসোর্বিলুম্পকাৎ ॥" (ভাগবত ১।১৮।৪৪)
'বিলুম্পকাদপহর্ত্তুশ্চোরাদেঃ' (স্বামী)
বিলুলিত (ত্রি) বি-লুল্-ক্ত। ১ চঞ্চল, কম্পিত, দোদুল্যমান, চালিত। ২ বিদূরিত।
বিলেখ (পুং) বি লিখ্-ঘঞ্। ১ অঙ্কণ। ২ উৎখাতা।
'বিলেখাবুৎখাতারৌ' (নীলকণ্ঠ)
বিলেখন (ক্লী) বি-লিখ-ল্যুট্। ১ খনন, খোঁড়া। ২ আঁচড়ান। ৩ বিদারণ। ৪ মূলোৎপাটন। ৫ কর্ষণ। ৬ বিভাগ করণ।
বিলেখিন্ (ত্রি) বিলেখনকারী, ভেদকারী।
"নভস্তলবিলেখিভিঃ" (মহাভারত)
বিলেতৃ (ত্রি) বি-লী-তৃচ্। (পা ৬।১।৫১) ১ বিলয়কারী, লয়কারী, বিনাশকারী। ২ দ্রবকারী।
বিলেপ (পুং) বি-লিপ ঘঞ্। ১ লেপন, মাখান। ২ চন্দনাদি লেপনযোগ্য গন্ধদ্রব্য।
"অথ ব্রজন্ রাজপথেন মাধবঃ স্ত্রিয়ং গৃহীতাঙ্গবিলেপভাজনাম্।
বিলোক্য কুব্জাং যুবতীং বরাননাং পপ্রচ্ছ যান্তীং প্রহসন্রসপ্রদঃ"।
(ভাগবত ১০।৪২।১)
বিলেপন (ক্লী) বিলিপ্যন্তেঽঙ্গান্যনেনেতি বি-লিপ-ল্যুট্। ১ গাত্রানুলেপনী, বর্ত্তি, বর্ণক। (অমর)
২ কুঙ্কুমাদি লেপন। পর্য্যায়, সমালম্ভ। (অমর)
বিলেপনিন্ (ত্রি) বিলেপনমস্ত্যস্য। বিলেপনবিশিষ্ট।
বিলেপনী (স্ত্রী) বি-লিপ-ল্যুট্ কর্ম্মণি, করণে বা। যবাগূ, যাউ। ১ সুবেশা স্ত্রী। (মেদিনী)
বিলেপিকা (স্ত্রী) বিলেপী।
বিলেপিন্ (ত্রি) বিলেপয়তি যঃ বি-লিপ-ণিনি। লেপনকর্ত্তা।

"ততঃ প্রাগনুরাগেণ রঞ্জিতঃ স্বান্তরান্ মম।
পশ্চাৎ পৃষ্ঠবিলেপিন্যা অঙ্গরাগেণ তে করঃ॥"
(কথাসরিৎসা° ৩৭।২৫)

বিলেপী (স্ত্রী) বিলিপ্যতেঽসৌ ইতি বি-লিপ-ঘঞ্ (কর্ম্মণি) স্ত্রিয়াং ঙীষ্। যবাগূ, যাউ বিশেষ। (অমর) গিলহথী। (মহারাষ্ট্র)

রোগীর পূর্ব্বাভ্যস্ত আহার্য্য অন্নের অর্থাৎ রোগ হইবার পূর্ব্বে দৈনিক গড়ে যে যত পরিমাণ তণ্ডুলের অন্ন আহার করে, তাহার (ঐ তণ্ডুলের) চতুর্থাংশ পরিমিত তণ্ডুল লইয়া শিলাদিতে উত্তমরূপে বাটিয়া, চতুর্গুণ জল দ্বারা তাহা পাক করিবে এবং পাকশেষে দ্রব ভাগ কমিয়া গেলে নামাইতে হয়, এই নিয়মে প্রস্তুত অন্নকে বিলেপী বলে।

"বিলেপীমুচিতাদ্‌ভক্তাচ্চতুর্থাংশকৃতাং বদেৎ।
বিলেপী চ ঘনা সিকথৈ সিদ্ধা নীরে চতুর্গুণে॥"
(সুশ্রুত চি° ৩৯ অঃ)

বিলেপী লঘু, ইহার ভক্ষণে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। ইহা হৃদ্রোগ, ব্রণ (ক্ষত) ও অক্ষিরোগের উপকারক; আমশূল, জ্বর ও তৃষ্ণানাশক। ইহাতে মুখে রুচি, শরীরের পুষ্টিতা ও শুক্র বৃদ্ধি হয়।

বৈদ্যকনিঘণ্টুতে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী ও গুণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"কৃত্বা চ ষড়্‌গুণে তোয়ে বিলেপী ভ্রাষ্ট্রতণ্ডুলৈঃ।
সা চাগ্নিদীপনী লঘ্বী হিতা মূর্চ্ছাজ্বরাপহা॥" (বৈ° নিঘ°)

ঈষদ্ভৃষ্ট তণ্ডুল ছয়গুণ জলদ্বারা পাক করিলে বিলেপী প্রস্তুত হয়; এই বিলেপী লঘু এবং ইহা অগ্নির বৃদ্ধি এবং মূর্চ্ছা ও জ্বরনাশক।

বিলেপ্য (ত্রি) বি-লিপ-যৎ। ১ লেপনযোগ্য, যাহাকে লেপ দেওয়া যায়।

"স্বপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমাঞ্জনম্।" (ভাগবত ১১ ১৭।১৪)

(পুং) ২ যবাগূ, যাউ।

বিলেবাসিন্ (পুং) বিলে গর্ত্তে বসতীতি বিলে-বস-ণিনি শয়বাসেতি সপ্তম্যা অলুক্ (পা ৬।৩।১৮) সর্প। (শব্দরত্না°)

বিলেশয় (পুং) বিলে শেতে বিলে-শী-অচ্ অধিকরণে শেতেঃ (পা ৩।২।১৫) শয়বাসেত্যলুক্। ১ সর্প। (অমর) ২ মূষিক। (জটাধর) ৩ যাহারা গর্ত্তে বাস করে। গোধা (গোসাপ), শশক, শল্লকী (সজারু) প্রভৃতি জন্তু গর্ত্তে বাস করে বলিয়া উহাদিগকে বিলেশয় বলে। ইহাদের মাংস বায়ুনাশক, রস ও পাকে মধুর, মলমূত্ররোধক, উষ্ণবীর্য্য ও বৃংহণ।

"গোধাশশভুজঙ্গাখুশল্লক্যাদ্যা বিলেশয়াঃ।
বিলেশয়া বাতহরা মধুরা রসপাকয়োঃ।
বৃংহণা বদ্ধবিণ্মূত্রা বীর্য্যোষ্ণা অপি কীর্ত্তিতা॥" (ভাবপ্রকাশ)

রাজনিঘণ্টুতে ইহাদের গুণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"তন্মাংসং শ্বাসবাতকাসহরং পিত্তদাহকরঞ্চ।" (রাজনি° ব° ১৭)

বিলেশয় জন্তুদিগের মাংস শ্বাস বাত ও কাসনাশক এবং পিত্ত ও দাহকারক।

কোকড় নামক একরকম মৃগ আছে, তাহাদিগকেও বিলেশয় বলা যায়। ইহাদের মাংস অতীব গর্হিত; কেননা উহা অত্যন্ত দুর্জ্জর, গুরুপাক ও অগ্নিমান্দ্যকর।

"অন্যে বিলেশয়া যে তু কোকড়োন্দুবিকাদয়ঃ।
তেষাঞ্চ গর্হিতং মাংসং মান্দ্যাগৌরবদুর্জ্জরম্॥" (পর্য্যায়মু°)

(ত্রি) ৪ গর্ত্তে শায়িত, যে গর্ত্তে শুইয়া আছে।

"স দদর্শ পিতৄন্ গর্ত্তে লম্বমানানধোমুখান্।
একতন্তবশিষ্টং বৈ বীরণস্তম্বমাশ্রিতান্।
তং তন্তুঞ্চ শনৈরাখুমাদদানং বিলেশয়ং॥" (মহাভারত)

বিলোক (পুং) ১ দৃষ্টি। ২ বিশেষ লোক।

বিলোকন (ক্লী) বি-লোক্-ল্যুট্। ১ অবলোকন, আলোকন, দেখা।

"বিলোকনেনৈব তবামুনা মুনে
কৃতঃ কৃতার্থোঽস্মি নিবর্হিতাংহসা॥" (মাঘ° ১ স°)

(করণে ল্যুট্) ২ নেত্র, চক্ষু, যাহাদ্বারা অবলোকন করা যায়।

বিলোকনীয় (ত্রি) দর্শনীয়, দেখিবার যোগ্য, সুদৃশ্য।

বিলোকিত (ত্রি) বি-লোক-ক্ত। ১ আলোকিত, দৃষ্ট, যাহা দেখা হইয়াছে। (ভাবে ক্ত) ২ দর্শন, দেখা।

বিলোকিন্ (ত্রি) অবলোকনকারী, দ্রষ্টা।

বিলোক্য (ত্রি) বি-লোক-যৎ। অবলোকনযোগ্য, দর্শনীয়।

"বিলোক্যা বিশদা চৈবাং ফলপত্তিঃ সুভীষণা।"
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৪৩।৩২)

বিলোচন (ক্লী) বিলোচ্যতে দৃশ্যতেঽনেনেতি বি-লোচি-ল্যুট্। চক্ষু।

"উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি।"
(কুমার ৩।৬৭)

২ দর্শন, দেখা। বিরুদ্ধে লোচনে যস্য। (ত্রি) ৩ বিকৃত-নয়নবিশিষ্ট।

"যদি তে সঙ্গরেচ্ছাস্তি কুরূপা ভবভাবিনি!
লম্বোষ্ঠী কুনখা ক্রূরা ধ্বাঙ্ক্ষবর্ণা বিলোচনা॥"
(দেবীভাগবত ৫.৩১।৪৩)

বিলোচনপথ (পুং) নেত্রপথ, চক্ষুর্গোচর।

"বিলোচনপথং চাস্ত ন গচ্ছত্যনলঙ্কৃতা।" (সাহিত্যদ°)

বিলোটক (পুং) বি-লুট্ ণ্বুল্। নলমীন, নলা মাছ।

বিলোটন (ক্লী) বি-লুট্-ল্যুট্। বিলুণ্ঠন।

বিলোড় (পুং) আলোড়ন।

বিলোড়ন (ক্লী) বি-লুড়-ল্যুট্। ১ মন্থন। ২ আলোড়ন।

"রাধিকা দধিবিলোড়নস্থিতা
কৃষ্ণবেণুনিনদৈরথোদ্ধতা।" (ছন্দোমঞ্জরী)

বিলোড়য়িতৃ (ত্রি) আলোড়নকারী। মন্থনকারী।

বিলোড়িত (ত্রি) বি-লুড়-ক্ত। ১ আলোড়িত, মথিত। (ক্লী) ২ তক্র, ঘোল।

বিলোপ (পুং) বি-লুপ-ঘঞ্। ১ লোপ, বিনাশ। ২ তিরোভাব। ৩ মৃত্যু। ৪ ধ্বংস।

বিলোপক (ত্রি) ১ লোপকারী। ২ অপহরণকারী।

বিলোপন (ক্লী) বি-লুপ-ল্যুট্। বিলোপসাধন। [বিলোপ দেখ।]

বিলোপিন্ (ত্রি) বি-লুপ্ ণিনি। বিলোপকারী।

বিলোপ্তৃ (ত্রি) বি-লুপ্-তৃচ্। ১ বিলোপকর্ত্তা। ২ ধ্বংসকর্ত্তা।

বিলোপ্য (ত্রি) লোপযোগ্য।

"নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ।" (তাম্রশাসনলিপি)

বিলোভ (পুং) বি-লুভ-ঘঞ্। বিলোভন, বিশেষ লোভ।

বিলোভন (ক্লী) বি-লুভ-ল্যুট্। ১ প্রলোভন। ণিচ্ ল্যুট্। ২ লোভকরান।

বিলোম (ত্রি) ১ বিপরীত, ব্যুৎক্রম, উল্টা। পর্য্যায়—প্রতিকূল, অপসব্য, অপষ্ঠু, বাম, প্রসব্য, প্রতীপ, প্রতিলোম, অপষ্ঠু, সব্য, বিলোমক।

"দ্রুতমুকুলিতদৃষ্টিঃ স্বপ্নশীলো বিলোমো
ভয়কৃতহিতভক্ষী নৈকশোহস্যকৃচ্ছ্রকৃচ্ছ্র॥" (বৃহৎস°)

২ লোমরহিত।

(পুং) ৩ সর্প। ৪ বরুণ। ৫ কুক্কুর (ক্লী) ৬ অরঘট্টক।

বিলোমক (ত্রি) বিলোম-স্বার্থে কন্। বিপরীত।

বিলোমজ (ত্রি) বিলোম-জন-ড। বিলোমজাত প্রতিলোমজ অনন্তর বর্ণে না জন্মিয়া বিপরীতভাবে উৎপন্ন। যেমন শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তান।

বিলোমজাত (ত্রি) বিপরীত ভাবে জাত. বিলোমজ।

"অহো বয়ং জন্মভৃতোঽদ্য হাস্ম
বৃদ্ধানুবৃত্ত্যাপি বিলোমজাতঃ।" (ভাগ° ১।১৮।১৮)

বিলোমজিহ্ব (পুং) হস্তী। (ত্রিকা°)

বিলোমত্রৈরাশিক—বিপরীত ভাবে যে ত্রৈরাশিক কষা হয়। (লীলাবতী)

বিলোমন্ (ত্রি) ১ বিলোম, বিপরীত।

"রাত্রিদ্যুসংজ্ঞেষু বিলোম জন্ম" (বৃহৎসং ২৬।৪)

২ লোমরহিত, কেশহীন।

(পুং) ৩ যদুবংশীয় রাজভেদ। কুকুরের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৪।১৯)

বিলোমপাঠ (পুং) বিপরীত ভাবে বেদ পড়া, ব্যুৎক্রম পাঠ।

বিলোমবর্ণ (ত্রি) বিলোমজাত। (পুং) বর্ণসঙ্কর।

বিলোমাক্ষরকাব্য, রামকৃষ্ণকাব্য, ইহার অক্ষরযোজন বিপরীতভাবে আছে বলিয়া ইহার বিলোমাক্ষর কাব্য নাম হইয়াছে।

বিলোমিত (ত্রি) ১ বিপরীত। ২ বিশেষ ভাবে লোমযুক্ত।

বিলোমী (স্ত্রী) আমলকী।

বিলোল (ত্রি) বিশেষেণ লোলঃ। ১ চঞ্চল, চপল, কম্পমান। ২ অতিলোভী।

বিলোলন (ক্লী) কম্পন।

বিলোহিত (ত্রি) ১ অতিশয় লোহিত, গাঢ় লাল।

(পুং) ২ সর্পভেদ।

বিল্ল (ক্লী) ১ হিঙ্গু। [বর্গীয় বিল্ল দেখ।]

২ আলবাল।

'অরঘট্টাবটৌ তুল্যৌ তল্লং বিল্লং তলঞ্চ তৎ।' (ত্রিকা°)

বিল্লমূলা (স্ত্রী) বারাহীকন্দ।

বিল্লসূ (স্ত্রী) দশ পুত্রের মাতা, যে স্ত্রীর দশ পুত্র জন্মিয়াছে।

'সপ্তপুত্রপ্রসূতায়াং সপ্তসূঃ সুতবন্ধরা।
বিল্লসূর্দশপুত্রা স্যাদেকাধিকা তু কদ্রসূঃ।' (শব্দর°)

বিল্ব (পুং) বিল ভেদনে উঃ উণাদয়শ্চেতি সাধুঃ। ফলবৃক্ষ ভেদ, বেলগাছ।

(ক্লী) ২ বিল্বফল, বেলগাছের ফল। [বর্গীয় বিল্ব শব্দ দেখ]

বিল্বজা (স্ত্রী) শালিধান্যবিশেষ। ইহার রূপগুণাদি যথা,—এই ধান্য, মাগধীনামক শালিধান্যের ন্যায় পীতবর্ণ ও তদ্গুণযুক্ত অর্থাৎ কফবাতঘ্ন, এবং রুচি ও বলকারক, মূত্রদোষঘ্ন ও শ্রমাপহারক।

"বিল্বজা মাগধী পীতা সা মান্যাপ্তা গুণাগুণৈঃ।
রুচিকৃদ্বলকৃন্মূত্রদোষঘ্নী চ শ্রমাপহা॥" (অত্রিস° ১৫ অ°)

বিল্বতৈল (ক্লী) কর্ণরোগাধিকারোক্ত তৈলবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,—তিলতৈল ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, গোমূত্রপিষ্ট বেলশুঁঠ ১ সের এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া পাকাবসানে নামাইয়া বধিরতা ও কর্ণনাদরোগে ব্যবহার করিতে হয়। ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে পুরাতন গুড় ও শুঁঠের জলের নস্য গ্রহণ করিয়া তৎপরে এই তৈল কর্ণে পূরণ করিতে হয়।

অন্যপ্রকার,—তিল তৈল ১ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের; গোমূত্র

৪ সের কাঁচাবেল বা বেলশুঁট ১৬ তোলা এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া যখন তৈলমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে অর্থাৎ দুগ্ধ ও গোমূত্র ক্ষয় হইয়া যাইবে, তখন নামাইয়া তৈল ছাকিয়া লইবে। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে বাতশ্লৈষ্মিক বধিরতায় উপকার করে।

বিল্বপত্র (ক্লী) বেলের পাতা, বিল্ববৃক্ষের পত্র।

বিল্বপর্ণী (স্ত্রী) বাতঘ্ন পত্রশাকবিশেষ। (চরকসূ° স্থা° ২৭অ°)

বিল্বপেশি[ষি]কা (স্ত্রী) শুষ্কবিল্বখণ্ড, চলিত বেলশুঁঠ। ইহা কফ, বায়ু, আমশূল ও গ্রহণীর শান্তিকর।

"কফবাতামশূলঘ্নী গ্রহিণী বিল্বপেষিকা।" (রাজনি°)

বিল্বমধ্য (ক্লী) ১ বিল্বশস্য, বেলের মধ্যের শাঁস। ২ বেলশুঁঠ।

বিল্বা (স্ত্রী) হিঙ্গুপত্রী।

বিল্বাদিকষায় (পুং) বাতজ্বরনাশক কষায় (পাচন) বিশেষ। বিল্বমূল, শোনাছাল, গাম্ভারী, পারলী, গণিয়ারী, গুড়ূচী, আমলকী ও ধনিয়া এই কয়েক দ্রব্য প্রত্যেকে চারি আনা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধসের জলে পাক করিয়া অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ থাকিতে নামাইয়া সূক্ষ্মবস্ত্রে ছাকিয়া পান করিলে বাতজ্বর নষ্ট হয়।

বিল্বান্তর (পুং) ১ কণ্টকিবৃক্ষ বিশেষ। ২ উশীর নামক বীরতরু। তেলেগু ভাষায় ইহার নাম—বেণুতুরুচেট্টু। এই বৃক্ষের ফুলের আকার জাতিফলের ন্যায় এবং বর্ণ সাদা, কাল, লাল, বেগুণে ও হরিদ্রা প্রভৃতি নানা রকম হয়। আর উহার পাতাগুলি শমিবৃক্ষের পাতার ন্যায়। (ডবণ) ইহার গুণ,—কটু, উষ্ণ, আগ্নেয়, পথ্য, বাতরোগ ও সন্ধিশূলনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশে ইহার গুণ এইরূপ লিখিত আছে,—

বিল্বান্তর রসে ও পাকে তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কফ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীনাশক, সংগ্রাহী (ধারক) এবং যোনি, মূত্র ও বায়ুরোগনাশক।

"বিল্বান্তরো রসে পাকে তিক্তস্তূষ্ণঃ কফাপহঃ।
মূত্রাঘাতাশ্মজিদ্‌গ্রাহী যোনিমূত্রানিলপ্রণুৎ॥" (ভাবপ্র°)

৩ জাঙ্গল দেশ। ৪ নর্ম্মদাতট। ৫ চর্ম্মণ্বতী নদীর সমীপ।

বিবংশ (পুং) ১ বিশিষ্ট বংশ। ২ বংশরহিত।

বিবক্তৃ (ত্রি) বিশিষ্ট বক্তা।

বিবক্তৃত্ব (ক্লী) বিশিষ্ট বক্তার ভাব বা ধর্ম্ম।

"সচেতাঃ সংস্তববাক্তবিবিক্তৃত্বো বভূব সঃ।" (রাজতর° ৪।৪৯৮)

বিবক্স্ (ত্রি) বিশিষ্ট বক্তা, স্তুতিবাক্য বলিতে বিশেষ নিপুণ।

"সিষক্তি নাসত্যা বিবক্বান্" (ঋক্ ৭।৬৭।৩)

'বিবক্বান্ স্তুতীনাং বক্তা' (সায়ণ)

বিবক্ষণ (ত্রি) বি-বচ্ [বা বহ]-সন্-ল্যুট্। জ্ঞাপনীয়, কথনীয়, স্তুত্য, যাঁহাকে কোন অভিপ্রেত বিষয় জানান বা বলা যাইতে পারে অথবা যাঁহাকে বিশেষরূপে স্তুতিবাক্য বলা যায়। ২ প্রাপ্তব্য, পাওয়ার উপযুক্ত, যে পাওয়াইতে পারে। যৎ কর্তৃক পাওয়া যায়।

"অন্ধসো বিবক্ষণস্য পীতয়ে" (ঋক্ ৮।১।২৫)

'বিবক্ষণস্য বক্তুমিষ্টস্য স্তুত্যস্য যদ্বা বোঢ়ব্যস্য প্রাপ্তব্যস্যান্ধসোহন্নস্য সোমরূপস্য পীতয়ে পানার্থং।' (সায়ণ)

৩ হবনশীল আহুতিপ্রদাতা।

"বিবক্ষণস্য পীতয়ে" (ঋক্ ৮।৩৫।২৩)

'বিবক্ষণস্য হবনশীলস্য' (সায়ণ)

বিবক্ষা (স্ত্রী) বক্তুমিচ্ছা বি-বচ্-সন্-অচ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। বলিবার ইচ্ছা। ব্যাকরণে উক্ত হইয়াছে যে, "বিবক্ষাবশাৎ কারকাণি ভবন্তি" বিবক্ষানুসারেই কারকসমূহ হয় অর্থাৎ বক্তা যে ভাব বলিতে ইচ্ছা করেন, সেই ভাবেই বলিতে পারেন। পরে তাঁহার সেই প্রয়োগানুসারেই কারকাদির নির্ণয় করিতে হয়। যেমন "ধনং যাচতে রাজভ্যঃ" রাজগণের নিকট ধন যাচ্ঞা করিতেছে। "পরশুশ্ছিনত্তি" পরশু (কুঠার) [বৃক্ষকে] ছেদন করিতেছে। প্রথমস্থলে রাজাদিগকে অর্থাৎ 'রাজগণের নিকট' এই অর্থে 'রাজভ্যঃ' (চতুর্থী) বা 'রাজ্ঞঃ' (দ্বিতীয়া) এই দুইটী প্রয়োগের মধ্যে বক্তা "বিবক্ষাবশাৎ কারকাণি ভবন্তি" এই প্রাচীন অনুশাসনানুসারে উহার (ঐ পদদ্বয়ের) যেটী ইচ্ছা হয়, তিনি সেইটীই প্রয়োগ করিতে পারেন। দ্বিতীয় স্থলেও প্রদর্শিতরূপে অর্থাৎ পরশু (নিজে) ছেদ করিতেছে। অথবা 'পরশুনা ছিনত্তি' [কেহ] পরশু দ্বারা ছেদ করিতেছে। এই দুয়ের যে ভাব ইচ্ছা হয়, বক্তা তদ্রূপ প্রয়োগ করিতে পারেন। এক্ষণে ইহাদের মধ্যে কোন্ স্থলে কিরূপে বিবক্ষা করা হইল, তাহা বলা যাইতেছে,—প্রথম স্থলে রাজশব্দ 'যাচতে' এই যাচ্ঞার্থ দ্বিকর্ম্মক 'যাচ' ধাতুর গৌণকর্ম্ম হওয়ায় উহার উত্তর প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয়া বিভক্তিই হওয়া উচিত; কিন্তু সেই স্থলে বক্তা ইচ্ছা করিয়া চতুর্থী বিভক্তি করিলে ফলিতার্থে বুঝিতে হইবে যে, বক্তা কর্ম্ম বা দ্বিতীয়া স্থানে চতুর্থী করিয়াছেন। দ্বিতীয় স্থলেও ঐরূপ জানিতে হইবে যে করণ কারকের কর্তৃত্ব বিবক্ষা হইয়াছে, কেননা অন্য কোন একটী কর্ত্তা না থাকিলে অচেতন পদার্থ বিধায় পরশুর নিজের ছেদন করিবার কোন ক্ষমতা নাই। আর আর স্থলেও ঘটনা অনুসারে বিবেচনা করিয়া এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। ২ শক্তি।

"প্রকৃত্যর্থোঽপি খন্বেতদ্দ্বিগুস্য বিশেষণম্।
সন্ধ্যায়া তুল্যনীতিত্বাদবিবক্ষাং প্রপদ্যতে।" (একাদশীতত্ত্ব)

বিবক্ষিত (ত্রি) বি বচ-সন্-ক্ত। ১ বলিবার ইচ্ছাযুক্ত। যাহা বলিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে। ৩ শব্দার্থ। "উপাদেয়গতায়াঃ সংখ্যায়া বিবক্ষিতত্বং যুক্তম্। অনুপাদেয়গতা সংখ্যা ন বিবক্ষিত।" (মাধবাচার্য্য)

বিবক্ষু (ত্রি) 'ব্রুবঃ সনি বচ্যাদেশে (সনাশং সভিক্ষ উঃ) ইতি উ প্রত্যয়ঃ। ১ বলিবার ইচ্ছুক।

"যৎ সুপর্ণা বিবক্ষবো অনমীবা বিবক্ষবঃ।
তত্র মে গচ্ছতাদ্ধবং শল্য ইব কুল্মলং যথা॥"
(অথর্ব্ববেদ ২।৩০।৩)

'বিবক্ষবঃ বক্তু মিচ্ছবঃ' (সায়ণ)

বিবচন (ক্লী) বি-বচ-ল্যুট্। প্রবচন। কথন।

বিবৎস, (পুং) ১ গোবৎস। ২ শিশু। (ত্রি) ৩ বৎসহীন।

"পৃচ্ছতি সাশ্রুবদনাঃ বিবৎসামিব মাতরম্।"
(ভাগবত ১।১৬।১৯)

'বিবৎসাং নষ্টাপত্যাং' (স্বামী)

বিবদন (ক্লী) বি-বদ-ল্যুট্। ১ বিবাদ, কলহ। ২ বুদ্ধের উপদেশ। (সদ্ধর্ম্মপু°)

বিবদমান (ত্রি) বি-বদ-শানচ্। বিবাদকর্ত্তা।

বিবদিতব্য (ত্রি) বিবাদের যোগ্য।

বিবদিষু (ত্রি) বিবাদ করিতে ইচ্ছুক।

বিবধ (পুং) বিবিধো বধো হননং গমনং বা যত্র। ১ বীবধ, ধান্যতণ্ডুলাদি লওয়া। ২ পর্য্যাহার। ৩ মার্গ, পন্থা। ৪ ব্রীহিতৃণাদির হরণ। ৫ উপরে শিকা বাধা বহিবার কাঠ, বাঁক। ৬ ভার।

বিবধিক (পুং) বিবধেন হরতীতি বিবধ-ঠন্। (বিভাষা বিবধবীবধাৎ। পা ৪।৪।১৭) বৈবধিক।

বিবন্দিষু (ত্রি) বন্দনা করিতে ইচ্ছু, অভিবাদনেচ্ছু।

বিবন্ধিক (ত্রি) ১ বিবন্ধযুক্ত। বিবধিক।

বিবয়ন (ক্লী) বয়ন, ঝুড়ি প্রভৃতি বোনা।

বিবর (ক্লী) বি-বৃ-পচাদ্যচ্। ১ ছিদ্র।

"যশ্চকারবিবরং শিলাঘনে" (রঘু ১১।১৮) ২ দোষ।

"একাগ্রঃ স্যাদবিবৃতো নিত্যং বিবরদর্শকঃ।"
(ভারত ১।১৪১।৭)

৩ অবকাশ। (ভাগবত ৫।১০।১২)

৪ বিচ্ছেদ। ৫ পৃথক্। ৬ কালসংখ্যাভেদ। (ললিতবিস্তর)

বিবরণ (ক্লী) বি-বৃ-ল্যুট্। ১ ব্যাখ্যা। ২ বর্ণন। ৩ টীকা। ৪ অর্থপ্রকাশ। ৫ প্রকাশ।

বিবরনালিকা (স্ত্রী) বিবরযুক্তং নালং যস্যাঃ। বেণু। চলিত বাঁশ। ২ বংশী, বাঁশী।

বিবরিষু (ত্রি) প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক।

বিবরুণ (ত্রি) বরুণকার্য্যবিশেষ।

বিবর্চস্ (ত্রি) দীপ্তিহীন।

বিবর্জক (ত্রি) পরিত্যাগকারী।

বিবর্জন (ক্লী) ত্যাগ, বর্জ্জন, দূরীকরণ।

বিবর্জনীয় (ত্রি) বি-বর্জ্জ-অনীয়র্। ত্যাজ্য, ত্যাগ করার যোগ্য, বর্জ্য।

বিবর্ণ (পুং) বিরুদ্ধো বর্ণঃ। ১ নীচজাতি, হীনবর্ণ।

"ভৈক্ষচর্য্যা বিবর্ণেষু জঘন্যা বৃত্তিরিষ্যতে।"
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৪১।১০)

বিবর্ণতা (স্ত্রী) বিবর্ণের ভাব বা ধর্ম্ম। মালিন্য, দীপ্তিহীনতা, কান্তিশূন্যতা, নিষ্প্রভতা।

বিবর্ণত্ব (ক্লী) ম্লানগাত্রতা।

বিবর্ণমনীকৃত (ত্রি) অবিবর্ণমনঃ বিবর্ণমনঃ কৃতং অভূততদ্ভাবে চ্বি। মলিনীকৃত।

বিবর্ত্ত (পুং) বি-বৃৎ-ঘঞ্। ১ সমুদয়। ২ অপবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন। ৩ নৃত্য। ৪ প্রতিপক্ষ।

"ঈশানিমৈশ্বর্য্যবিবর্ত্তমধ্যে লোকেশলোকেশয়লোকমধ্যে।"
(নৈষধ ৩।৬৪)

৫ পরিণাম, সমবায়িকারণ হইতে তদীয় বিসদৃশ (বিভিন্নরূপ) কার্য্যের উৎপত্তি। সমবায়িকারণ = অবয়ব ; কার্য্য = অবয়বী। ঐ সকল কারণ হইতে যে সমস্ত কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহারা প্রায়ই সেই সেই কারণের বিসদৃশ অর্থাৎ আকৃতিপ্রকৃতিগত বিভিন্নতা প্রাপ্ত। যেমন, হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতির সমবায়ে উৎপন্ন দেহসমষ্টি, পৃথক্‌ভাবে উহাদের প্রত্যেকের সহিত আকৃতিগত বিভিন্ন অর্থাৎ সম্পূর্ণ দেহটী যে, একটী অঙ্গুলি বা একখানি হাতের সমান নয়, ইহা দৃষ্টতঃ স্পষ্ট দেখা যায়। তরলশুক্র ও শোণিত সমবায়ে যে কঠিন দেহের সৃষ্টি, ইহাও সমবায়িকারণ হইতে তদীয় বিসদৃশ (ভিন্নাকার) কার্য্যের উৎপত্তি। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে এই সম্বন্ধে একটু আভাস পাওয়া যায়। তথায় লিখিত আছে,—'একস্য সতো বিবর্ত্তঃ কার্য্যজাতং নতু বস্তুসৎ' কার্য্যজাত (কার্য্যসমূহ) অর্থাৎ জগৎ একটী নিত্যপদার্থের বিবর্ত্তমাত্র ; বস্তু (জনপদার্থ) অর্থাৎ ঐ জগৎ সৎ (নিত্য) নহে।

৬ ভ্রান্তি, ভ্রম। ৭ আবর্ত্ত, ভ্রম, ঘূর্ণন। ৯ বিশেষরূপে স্থিতি।

বিবর্ত্তন (ক্লী) বি-বৃৎ-ল্যুট্। ১ পরিভ্রমণ, প্রদক্ষিণীকরণ।

"কথয়তি শিবয়োঃ শরীরযোগং বিষমপদা পদবী বিবর্ত্তনেষু।"
(কিরাতার্জ্জুনীয় ৫।৪০)

২ পার্শ্বপরিবর্ত্তন, পাশফেরা। ৩ পরিবর্ত্তন। ৪ নৃত্য।

৫ প্রত্যাবর্ত্তন। ৬ ঘূর্ণন। ৭ কর্ণাদি হইতে মল বা বায়ু নিষ্কাশনের নিমিত্ত কর্ণাভ্যন্তরে যন্ত্রবিশেষের ঘূর্ণন। (সুশ্রুত সূ° ৭অ°)

বিবর্ত্তবাদ (পুং) বেদান্তশাস্ত্র বা দর্শন।

"সাঙ্খ্যেরাখ্যাতে পরিণামবাদে পরিপন্থিনি জাগরূকে।
কথঙ্কারং বিবর্ত্তবাদ আদরণীয়ো ভবেৎ॥" (সর্ব্বদর্শনস°)

বিবর্ত্তিত (ত্রি) ১ পরিবর্ত্তিত। ২ প্রত্যাবর্ত্তিত। ৩ ঘূর্ণিত। ৪ ভ্রমিত। ৫ অপনীত।

বিবর্ত্তিতসন্ধি (পুং) সন্ধিযুক্ত ভগ্নরোগভেদ। আঘাত বা পতনাদি জন্য দৃঢ়রূপে আহত হইলে যদি শরীরের কোন সন্ধিস্থল বা পার্শ্বাদির অপগম হইয়া বিষমাঙ্গতা ও সেই স্থানে অত্যন্ত বেদনা হয়, তবে তাহাকে বিবর্ত্তিতসন্ধি বলে। অর্থাৎ কোন কারণে বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইলে শরীরের কোন সন্ধিস্থান বা পার্শ্বাদি যদি বিবর্ত্তিত হয় (উল্টে পাল্টে যায়), তাহা হইলেই তাহাকে বিবর্ত্তিত-সন্ধি বলা হয়।

চিকিৎসা।—প্রথমতঃ ঘৃতম্রক্ষিত পট্টবস্ত্র দ্বারা ভগ্ন সন্ধিস্থান যথাবিধি বেষ্টনপূর্ব্বক সেই পট্টোপরি কুশ অর্থাৎ বটবৃক্ষাদির ছাল বা বাঁশের চটা স্থাপনপূর্ব্বক যথানিয়মে বন্ধন করা আবশ্যক। বন্ধনের নিয়ম এই, ভগ্নস্থানে শিথিলভাবে বন্ধন করিলে সন্ধিস্থল স্থির থাকে না এবং দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলে ত্বগাদি শোথ ও বেদনা যুক্ত হয় এবং পাকিয়া উঠে, অতএব সাধারণ ভাবেই অর্থাৎ শিথিলও নয়, দৃঢ়ও নয়, এরূপভাবে বন্ধন করা উচিত। সৌম্য ঋতুতে অর্থাৎ হেমন্ত ও শিশিরকালে সপ্ত দিবসান্তর, সাধারণ অর্থাৎ বর্ষা, শরৎ ও বসন্তকালে পাঁচ দিবসান্তর, এবং আগ্নেয় ঋতুতে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে তিন দিবসান্তর ভগ্নস্থান বন্ধন করা বিধেয়; তবে বন্ধনস্থানে যদি কোন দোষ ঘটে, তাহা হইলে আবশ্যক মত খুলিয়া পুনরায় বন্ধন করা যায়।

প্রলেপ।—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন ও শালিতণ্ডুল, এই সকল পেষণপূর্ব্বক শতধৌত ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিতে হয়।

পরিষেক।—বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, যষ্টিমধু, আমড়া, অর্জ্জুনবৃক্ষ, আম্র, কোষাম্র (কেওড়া), চোরক (গন্ধদ্রব্য বিশেষ), তেজপত্র, জম্বুফল, বনজম্বু, পিয়াল, মৌকাঠ, কটফল, বেতস, কদম্ব, বদরী, গাব, শালবৃক্ষ, লোধ, সাবর লোধ, ভেলা, পলাশ ও নন্দীবৃক্ষ, এই সকল দ্রব্যের শীতল কাথ দ্বারা ভগ্নস্থান পরিষেচন করিতে হয়। ঐ স্থানে বেদনা থাকিলে শালপান, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই কয়েক দ্রব্য দুগ্ধের দ্বারা পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় তথায় পরিষেচন করিবে। কাল ও দোষ বিবেচনাপূর্ব্বক দোষনাশক ঔষধ সহ শীতল পরিষেক ও প্রলেপ ভগ্নস্থলে প্রয়োগ করিবে। প্রথমপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ ৩২ তোলা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষাণী, মেদ (অভাবে অশ্বগন্ধা), মহামেদ (অনন্তমূল), গুলঞ্চ, কাকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, ঋদ্ধি (বেড়েলা), বৃদ্ধি (গোরখ্ চাকুলে), দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের সমষ্টিতে ২ তোলা এবং জল অর্দ্ধপোয়া লইয়া পাক করিবে। পাকশেষে অর্থাৎ ঐ ৩২ তোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া ভগ্নরোগীকে প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে।

শরীরের কোন স্থানে ভগ্ন হইয়া অস্থি অবনমিত হইলে সেই অস্থি উন্নমিত এবং উন্নমিত হইলে অবনমিত করিয়া যথাস্থানে সংস্থাপনপূর্ব্বক বন্ধন করিতে হয়। ভগ্নস্থানের অস্থি উৎক্ষিপ্ত অর্থাৎ সন্ধিস্থল অতিক্রমপূর্ব্বক নির্গত হইয়া পড়িলে, সেই স্থান লম্বিতভাবে টানিয়া, সন্ধিস্থানে ভগ্ন অস্থিদ্বয় সংযোজিত করিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া দিবে। কোন অস্থি অধোগত হইলে তাহা ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া যথাস্থানে সংযোজনান্তে বন্ধন করিবে। আঞ্ছন (দীর্ঘ ভাবে টানা), পীড়ন (টেপা), সংক্ষেপে (সম্যক্ প্রকারে) যথাস্থানে সন্নিবেশ ও বন্ধন, এই সকল উপায় দ্বারা বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক শরীরের সচল ও অচল সন্ধিসকল যথাস্থানে সংস্থাপিত করিয়া থাকেন।

শরীরের প্রত্যঙ্গ ভগ্নের চিকিৎসা, প্রক্রম ও বন্ধনাদি এইরূপ—

নখসন্ধি,—নখসন্ধিসমুৎপিষ্ট অর্থাৎ চূর্ণিত এবং রক্তসঞ্চিত হইলে, আরো নামক অস্ত্র দ্বারা সেইস্থান মথিত করিয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলিবে।

পদতল ভগ্ন,—পদতল ভগ্ন হইলে তাহাতে ঘৃত মাখাইয়া পূর্ব্বোক্ত বন্ধন ক্রিয়ানুসারে বন্ধন করিবে। এইরূপ ভগ্নাবস্থায় কদাচ ব্যায়াম করিতে নাই।

অঙ্গুলিভগ্ন,—অঙ্গুলি ভগ্ন কিংবা উহার সন্ধিবিশ্লিষ্ট হইলে ঐস্থান সমানভাবে স্থাপিত করিয়া সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক তদুপরি ঘৃত সেচন করিবে।

জঙ্ঘোরুভগ্ন,—জঙ্ঘা বা উরু ভগ্ন হইলে অতীব সাবধানে সেই জঙ্ঘা বা উরু দীর্ঘভাবে টানিয়া উভয় সন্ধিস্থল সংযোজিত করিয়া বটাদি বৃক্ষের ছাল বেষ্টনপূর্ব্বক পট্টবস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিবে। উরুদেশের অস্থি নির্গত, স্ফুটিত বা পিচ্চিত হইলে বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সেই অস্থি চক্রতৈল দ্বারা ম্রক্ষিত করিয়া দীর্ঘভাবে টানিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বন্ধন করিবে। উক্ত উভয় (জঙ্ঘা ও উরুদেশের) কোন স্থান ভগ্ন হইলে রোগীকে কপাটশয়নে রাখিয়া রোগীর পঞ্চস্থানে কীলকাকারে এমন ভাবে বন্ধন করিবে, যেন ভগ্নস্থান চালিত হইতে না পারে অর্থাৎ এই বন্ধনের নিয়ম এই যে, সন্ধিস্থলের দুই দিকে দুইটী

করিয়া এবং তলদেশে একটী, শ্রোণিদেশে বা পৃষ্ঠদণ্ডে অথবা বক্ষঃস্থলে একটী এবং অক্ষদ্বয়ে দুইটী বন্ধন প্রয়োগ করিবে। সর্ব্বপ্রকার ভগ্ন ও সন্ধিবিশ্লেষরোগে পূর্ব্ববৎ কপাটশয়নাদি বিশেষ হিতকর।

কটিভগ্ন,—কটিদেশের অস্থিভগ্ন হইলে কটির উর্দ্ধ বা অধো-দিক্ টানিয়া সন্ধির স্বস্থান উত্তমরূপে সংযোজিত করিয়া বস্তি-ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

পার্শ্বাস্থি ভগ্ন,—পর্শুকা অর্থাৎ পাঁজরার হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে রোগীকে দাঁড় করাইয়া ঘি মাখাইবে এবং দক্ষিণ বা বামদিকের অর্থাৎ যে পার্শ্বের অস্থি ভগ্ন হইবে, সেই অস্থির বন্ধনস্থান মার্জ্জিত করিয়া তদুপরি কবলিকা (পূর্ব্বোক্ত অশ্বত্থ বল্কলাদি) প্রয়োগ পূর্ব্বক বেল্লিতক নামক বন্ধন দ্বারা সতর্কভাবে বেষ্টন করিবে।

স্কন্ধভগ্ন,—স্কন্ধসন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে রোগীকে তৈলপূর্ণ কটাহে (কড়ায়) বা দ্রোণীতে (ডোঙ্গায় বা চৌবাচ্ছায়) শায়িত করিয়া মুষল দ্বারা তাহার কক্ষদেশ ধরিয়া তুলিবে এবং তাহাতে স্কন্ধ-সন্ধি সংযোজিত হইলে সেইস্থান স্বস্তিক (বন্ধনবিশেষ) দ্বারা বন্ধন করিবে।

কূর্পর সন্ধিভগ্ন,—কূর্পর-সন্ধি অর্থাৎ কনুই বিশ্লিষ্ট হইলে, সেইস্থান অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া তৎপরে সেইস্থান পীড়ন করিবে এবং তাহা প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করিয়া যথাস্থানে বসাইয়া দিয়া তদুপরি ঘৃত সেচন করিবে। জানু, গুল্ফ (গোড়ালী) ও মণিবন্ধ (হাতের কব্জা) ভগ্ন হইলেও এই প্রকারে চিকিৎসা করিতে হয়।

গ্রীবাভগ্ন,—গ্রীবাদেশ বক্র হইয়া উঠিয়া পড়িলে বা অধো-দিক্ বসিয়া গেলে অবটু অর্থাৎ গ্রীবার পশ্চাৎ ভাগের মধ্যস্থল ও হনুদ্বয় (মুখসন্ধি) ধারণপূর্ব্বক উন্নত করিবে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে কুশ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বটাদির ছাল বা বাঁশের চটা স্থাপনপূর্ব্বক পট্টবস্ত্র দ্বারা বেড়িয়া বাঁধিয়া রোগীকে সাত রাত্রি পর্য্যন্ত উত্তমভাবে শয়ান রাখিবে।

হনুসন্ধিভগ্ন,—হনুসন্ধি ভগ্ন ও বিশ্লিষ্ট হইলে তাহার অস্থিদ্বয় সমানভাবে সংস্থাপনপূর্ব্বক যথাস্থানে সংযোজিত করিয়া তথায় স্বেদ প্রদান এবং পঞ্চাঙ্গী বন্ধন দ্বারা তাহা বন্ধন করিতে হইবে; আর বাতঘ্ন ভদ্রদার্ব্বাদি বা পূর্ব্বোক্ত কাকোল্যাদি মধুর-গণীয় দ্রব্যের কাথ ও কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া রোগীকে নস্য-রূপে গ্রহণ করিতে দিবে।

কপালভগ্ন,—কপাল ভগ্ন হইলে যদ্যপি মস্তলুঙ্গ অর্থাৎ মাথার ঘি বাহির না হয়, তবে ঘৃত ও মধু প্রদানপূর্ব্বক বন্ধন করিবে এবং সপ্তাহ পর্য্যন্ত রোগীকে ঘৃত পান করিতে দিবে।

হস্ততল ভগ্ন,—দক্ষিণ হস্ততল ভগ্ন হইলে তৎসহ বামহস্ততল অথবা বাম হস্ততল ভগ্ন হইলে তৎসহ দক্ষিণ হস্ততল কিংবা উভয় হস্ততল ভগ্ন হইলে কাষ্ঠময় হস্ততল প্রস্তুত করিয়া তৎসহ একত্র দৃঢ়রূপে বন্ধনপূর্ব্বক তাহাতে আমতৈল (কাঁচাতৈল) সেচন করিবে। হস্ততল ভগ্ন হইয়া আরোগ্য হইলে প্রথমতঃ গোময় পিণ্ড, পরে মৃত্তিকাপিণ্ড এবং হস্তে বল হইলে পাষাণখণ্ড সেই হস্তদ্বারা ধারণ করিবে।

অক্ষকভগ্ন,—গ্রীবাদেশস্থ অক্ষক নামক সন্ধি অধঃপ্রবিষ্ট হইলে, মুষল দ্বারা উন্নত করিয়া অথবা উন্নত হইলে মুষল দ্বারা অবনত করিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে। বহু সন্ধি ভগ্ন হইলে পূর্ব্ববৎ উরু ভগ্নের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়।

যদ্যপি পতন বা অভিঘাত দ্বারা শরীরের কোন অঙ্গ ক্ষত না হইয়া কেবল ফুলিয়া উঠে, তাহা হইলে তদবস্থায় শীতল প্রলেপ ও পরিষেক দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়। বহুকাল সন্ধি বিশ্লেষ হইলে, স্নেহ প্রয়োগপূর্ব্বক স্বেদ প্রদান ও মৃদুক্রিয়া এবং যুক্তিপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াসকল সম্যক্ প্রকারে প্রয়োগ করিবে। কাণ্ড অর্থাৎ বৃহৎ অস্থি ভগ্ন হইয়া বিপরীত ভাবে সংলগ্ন হইয়া পুরিয়া উঠিলে তাহা পুনর্ব্বার সমানভাবে সংলগ্ন করিয়া ভগ্নের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। শরীরের উর্দ্ধদেশ অর্থাৎ মস্তকাদি ভগ্ন হইলে, স্নেহাক্ত পিচু প্রোতাদি (অতি পরিষ্কৃত কার্পাস তুলা দ্বারা প্রস্তুত বর্ত্তিবিশেষ) দ্বারা শিরোবস্তি বা কর্ণপূরণাদি প্রয়োগ কর্ত্তব্য এবং বাহু, জঙ্ঘা, জানু প্রভৃতি শরীরের শাখাপ্রশাখা ভগ্ন হইলে নস্য, ঘৃত পান ও বস্তিপ্রয়োগ করিতে হয়।

সন্ধিস্থান যদি অনাবিদ্ধ বোধ হয় অর্থাৎ নাড়া চাড়া লাগিলে কণ্টকাদি কিংবা অন্য কোন জিনিষ বিদ্ধের ন্যায় বোধ না হয় এবং সেই স্থান অনুন্নত অর্থাৎ পার্শ্বস্থ স্থানের সহিত সমতা প্রাপ্ত ও অহীনাঙ্গ অর্থাৎ সেই স্থানে যে কয়েকটী পদার্থ ছিল, তাহার সকল কয়েকটীরই সদ্‌ভাব হয় এবং ঐ সকল স্থান যদি সম্যক্ প্রকারে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে পারে, জানা যাইবে যে, সন্ধি সম্পূর্ণরূপে রূঢ় অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট হইয়াছে।

(সুশ্রুত চি° স্থা°) [বিস্তৃত বিবরণ ভগ্ন শব্দে দ্রষ্টব্য]

বিবর্ত্তিন্ (ত্রি) ১ বিবর্ত্তনশীল, ভ্রমণশীল, ঘূর্ণায়মান।

"এবমেতে মহাপাপং যাতনাভিরহর্নিশম্।
ক্ষপয়ন্তি নরা ঘোরং নরকান্তর্বিবর্ত্তিনঃ॥" (মার্ক°পু° ১৪।৩৬)

২ পরিবর্ত্তনশীল।

বিবর্ত্মন্ (ক্লী) ১ বিপথ। ২ বিশেষ পথ।

বিবর্দ্ধন (ক্লী) বি-বৃধ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ বিবৃদ্ধি, বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাওয়া। (ত্রি) ২ বৃদ্ধিকারক, যে বৃদ্ধি করে।

"ত এতে শ্রেয়সঃ কালা নৃণাং শ্রেয়োবিবর্দ্ধনাঃ।
কুর্য্যাৎ সর্ব্বাত্মনৈতেষু শ্রেয়োঽমোঘং তদায়ুষঃ॥"
(ভাগবত ৭।১৪।২৪)

৩ ছেদন। ৪ খণ্ডন। ৫ ঘৃত।

বিবর্দ্ধনীয় (ত্রি) বি-বৃধ্-অনীয়র্। বর্দ্ধনযোগ্য, বৃদ্ধি পাওয়ার উপযুক্ত।

বিবর্দ্ধয়িষু (ত্রি) বিবর্দ্ধয়িতুমিচ্ছুঃ বি-বৃধ্-ণিচ্-সন্-উ। যে বিশেষ প্রকারে বাড়াইতে ইচ্ছা করিয়াছে, বিবর্দ্ধনেচ্ছু।

"মা ক্রমেভ্যো মহাভাগা দীনেভ্যো দ্রোগ্ধুমর্হথ।
বিবর্দ্ধয়িষবো যূয়ং প্রজানাং পতয়ঃ স্মৃতাঃ।" (ভাগবত ৬।৪।৭)
'হে মহাভাগাঃ বিবর্দ্ধয়িষবো বিশেষেণ বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছবঃ' (স্বামী)

বিবর্দ্ধিন্ (ত্রি) বিবর্দ্ধিতুং শীলং যস্য। ১ বর্দ্ধনশীল, বৃদ্ধিশীল। বিবর্দ্ধয়িতুং শীলং যস্য। ২ যে বাড়াইতে পারে, যে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ, বর্দ্ধক।

বিমর্ম্মন্ (ত্রি) বিগতং মর্ম্ম যস্য। ১ মর্ম্মরহিত, তাৎপর্য্যহীন। বিকৃতং মর্ম্ম মর্ম্মস্থানং যস্য। ২ যাহার মর্ম্মস্থান হৃদয়মস্তিষ্কাদি বিকৃত হইয়াছে।

বিবর্ষণ (ক্লী) ১ বিশেষরূপ বর্ষণ। ২ বৃষ্টি না হওয়া।

বিবর্ষিষু (ত্রি) বিবর্ষিতুমিচ্ছুঃ বি-বর্ষ-সন্-উ। বর্ষণ করিতে ইচ্ছু।

বিবল (ত্রি) ১ দুর্ব্বল, বলহীন। ২ বিশেষ বলযুক্ত।

বিবত্রি (ত্রি) বিগতজ্বর, বিগততাপ, সন্তাপরহিত।

"বভ্রস্য মন্থে মিথুনা বিবত্রী" (ঋক্ ১০।৯৯।৫)
'মিথুনা মিথুনৌ মাতাপিতরৌ বিবত্রী বিগতজ্বরৌ মন্থে' (সায়ণ)

বিবশ (ত্রি) বিরুদ্ধং বষ্টীতি বি-বশ-অচ্। ১ অবশীভূতাত্মা, যাহার আত্মা বশে নয়। ২ মৃত্যুলক্ষণে ভ্রষ্টবুদ্ধি, মৃত্যু লক্ষণ উপস্থিত হওয়ায় যাহার বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে।

'আসন্নমরণাখ্যাপকংলিঙ্গমরিষ্টং তেন দুষ্টা ধীর্যস্য স তথা' (ভরত)

৩ অবাধ্য। ৪ অচেতন, নিশ্চেষ্ট। ৫ বিহ্বল। ৬ স্বাধীন। ৭ মৃত্যুভীত। ৮ মৃত্যুপ্রার্থী। ৯ মৃত্যুকালে নির্ভীক, প্রশস্তচেতাঃ।

বিবশতা (স্ত্রী) বিবশের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিবশীকৃত (ত্রি) অবিবশঃ বিবশঃ কৃতঃ অভূততদ্ভাবে চ্বিঃ। যাহাকে বিবশ করা হইয়াছে, অবশীভূত।

বিবস্ (ক্লী) বি-বস্-ক্বিপ্। তেজঃ। ধন। (ঋক্ ১।১৮৭।৭)

বিবসন (ত্রি) বসনরহিত, বিবস্ত্র।

বিবস্ত্র (পুং) বস্ত্রহীন, কাপড়শূন্য, উলঙ্গ।

বিবস্ত্রতা (স্ত্রী) বস্ত্রশূন্যের ভাব বা ধর্ম্ম, উলঙ্গের ভাব।

বিবস্বৎ (পুং) বিশেষেণ বস্তে আচ্ছাদয়তীতি বি-বস-ক্বিপ্। বিবস্। বিবস্তেজোঽস্যাস্তীতি বিবস্-মতুপ্, মস্য বত্বম্। সূর্য্য।

"ভবতি দীপ্তিরদীপিতকন্দরা তিমিরসংবলিতেব বিবস্বতঃ।"
(কিরাতার্জ্জুনীয় ৫।৪৮)

২ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ গাছ। ৩ দেবতা। ৪ অরুণ। ৫ বৈবস্বত মনু। (অজয়) ৬ মনুষ্য। (নিঘণ্টু)

'বস নিবাসে ইত্যস্মাৎ 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইতি বিচ্ দৃশি গ্রহণাৎ ভাবে ভবতি। বিবিধং বসনং বিবং তদ্বন্তো বিবস্বন্তঃ। সর্ব্বত্রাপি মনুষ্যস্য যৎকিঞ্চিৎ বিবসনমস্তি' (নিঘণ্টুটীকা)

(ত্রি) ৭ পরিচরণশীল।

"দেবেভ্যো দাশদ্ধবিষা বিবস্বতে।" (ঋক্ ১০।৬৫।৬)
'হবিষা অন্নেন দেবান্ বিবস্বতে পরিচরতে' (সায়ণ)

বিবস্বতী (স্ত্রী) সূর্য্যনগরী। (মেদিনী)

বিবস্বন্ (ত্রি) বিবো বিবিধবসনং ধনমুদকলক্ষণং বা তদ্বান্ সুপো লুক্ অন্ত্যালোপশ্ছান্দসঃ। ১ বিবাসনবান্। ২ বিদ্যুদ্রূপ-প্রকাশবান্। ৩ ধনবান্।

"যদদো বিবাসনবতাং বিদ্যুদ্রূপপ্রকাশনবতাং ধনবতাং বা'

বিবহ (পুং) ১ সপ্ত বায়ুর মধ্যে একটী। (মহাভারত)
৩ অগ্নির সপ্ত অর্চ্চির মধ্যে একটী।

বিবাক (ত্রি) বিবেচনাকর্ত্তা, বিচারক। যে সভ্যসহ অর্থী ও প্রত্যর্থীর বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ কথার বিচার করেন।

বিবাক্য (ত্রি) ১ বিচার্য্য। ২ বাক্যহীন। (ক্লী) ৩ বাক্য।

বিবাচ্ (ক্লী) ১ কলহ, বিবাদ। ২ বিতর্ক। (নিঘণ্টু)
(ত্রি) ৩ বিবিধ পরস্পর আহ্বানধ্বনিযুক্ত।

"সমর্থ ইব শুবতে বিবাচি" (ঋক্ ১।১৭৮।৪)
'বিবাচি বিবিধপরস্পরাহ্বানধ্বনিযুক্তে' (সায়ণ)

৪ বিবিধ বাক্।

"যো বাচা বিবাচা মৃধ্রবাচঃ পুরূ সহস্রাশিবা জঘান"
(ঋক্ ১০।২৩।৫)
'বিবাচো বিবিধবাচঃ' (সায়ণ)

বিবাচন (ক্লী) ১ বিবিধ আলাপ। ২ বিবাদ।

বিবাচস (ত্রি) বিবিধ কথা বা পাঠযুক্ত। (বৈ)

বিবাচ্য (ত্রি) ১ বিবাদযোগ্য। ২ বিচারযোগ্য। ৩ কথ্য।

বিবাত (ত্রি) বাতরহিত।

বিবাদ (পুং) বি-বদ-ঘঞ্। বিরুদ্ধো বাদঃ। ১ কলহ। ২ বিতর্ক। ৩ ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধনবিভাগাদি বিষয়ক ন্যায়াদি, ঋণাদি ন্যায়। ব্যবহার। মনুসংহিতায় ১৮ প্রকার বিবাদস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

১ ঋণগ্রহণ, ২ নিক্ষেপ, ৩ অস্বামিকৃত বিক্রয়, ৪ সম্ভূয় সমুত্থান, ৫ দত্তের অনপকর্ম্ম বা ক্রোধাদি দ্বারা পুনরায় গ্রহণ, ৬ বেতন না দেওয়া, ৬ সংবিদ্, ৭ ব্যতিক্রম, ৮ ক্রয়বিক্রয়ানুশয়ী,

৮ স্বামিপাল ও ৯ সীমাবিবাদ, ১০ বাক্‌পারুষ্য, ১১ দণ্ডপারুষ্য, ১২ স্তেয়, ১৩ সাহস, ১৪ স্ত্রীসংগ্রহ, ১৫ পুরুষের ধর্ম্ম, ১৬ পৈতৃক ধনবিভাগ, ১৭ দ্যূত ও ১৮ পণ রাখিয়া মেষাদি পশুর যুদ্ধ করান। [ব্যবহার দেখ।]

বিবাদানুগত (ত্রি) বিবাদকর্ত্তা।

"বিবাদানুগতং পৃষ্ট্বা সসভ্যস্তৎ প্রযত্নতঃ।
বিচারয়তি যেনাসৌ প্রাড়্‌বিবাকস্ততঃ স্মৃতঃ॥" (মিতাক্ষরা)

বিবাদিন্‌ (ত্রি) বিবাদ-ণিনি। বিবাদকর্ত্তা।

বিবান (পুং) ১ চিহ্ন। ২ ছেদনকার্য্য। ৩ সূচীকার্য্য।

বিবার (পুং) ১ স্বরভেদ। ২ নিবারণ।

বিবারয়িষু (ত্রি) নিবারণেচ্ছু, বাধা দানেচ্ছু।

বিবাস (পুং) ১ নির্ব্বাসন। ২ প্রবাস। ৩ বাস। ৪ উলঙ্গ।

বিবাসন (ক্লী) ১ নির্ব্বাসন। ২ বাসকরণ।

বিবাসনবৎ (ত্রি) নির্ব্বাসনবিশিষ্ট, যাহাকে নির্ব্বাসন করা হইয়াছে।

বিবাসয়িতৃ (ত্রি) নির্ব্বাসনকারয়িতা, যিনি নির্ব্বাসন করাইতেছেন।

বিবাসস্‌ (ত্রি) বিবসন, বিবস্ত্র, বস্ত্রহীন, উলঙ্গ।

"যাতুধান্যশ্চ শতশঃ শূলহস্তা বিবাসসঃ।
ছিন্ধি ভিন্ধীতিবাদিন্যস্তথা রক্ষোগণা প্রভো।"(ভাগ° ৮।১০।৪৮)

বিবাসিত (ত্রি) ১ নির্ব্বাসিত। ২ যাহাকে উলঙ্গ করা হইয়াছে।

বিবাস্য (ত্রি) বিবাসনযোগ্য, যাহাকে নির্ব্বাসিত করা যাইতে পারে।

বিবাহ (পুং) বিশিষ্টং বহনম্‌ বি-বহ-ঘঞ্‌। উদ্বাহ, দারপরিগ্রহ। পর্য্যায়—উপযম, পরিণয়, উপযাম, পাণিপীড়ন, দারকর্ম্ম, করগ্রহ, পাণিগ্রহণ, নিবেশ, পাণিকরণ। উদ্বাহে ও পাণিগ্রহণে পার্থক্য আছে। সবিশেষ বিচার পরে দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টি-প্রবাহ-সংরক্ষণ প্রকৃতির অতি প্রধানতম নিয়ম। জড় ও অজড় এই উভয়বিধ পদার্থেই বংশবিস্তারের বিশাল প্রয়াস অনন্তকাল হইতে পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। রুদ্রশক্তি দ্বারা সৃষ্ট পদার্থ সংহৃত হইতেছে, আবার ব্রাহ্মীশক্তি সহস্রগুণে সৃষ্টি বিস্তার করিতেছেন। বিষ্ণুশক্তির পালনী-ক্রিয়ায় সৃষ্ট পদার্থ পুষ্ট ও বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। উৎপত্তি ও বিস্তৃতি ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী শক্তিরই সনাতনী ক্রিয়া। এস্থলে আমরা সৃষ্টপদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি বা সংহৃতি সম্বন্ধে কোনও কথা বলিব না, কেবল উহার বিস্তৃতি সম্বন্ধে একটী প্রধান বিধান বা উপায়ের কথাই আলোচনা করিব।

বীজ ও শাখাদি মৃত্তিকায় প্রোথিত হইলে উদ্ভিদের বংশ বিস্তার হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পুরুভুজাদি এক শ্রেণীর উদ্ভিদ্‌ আত্মদেহ বিভক্ত করিয়াও বংশ বিস্তার করিয়া থাকে। জীবাণুদের মধ্যেও এইরূপ বংশবিস্তারপ্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। প্রোটোজোয়া (Protozoa) নামক অতি ক্ষুদ্র জীবাণু আমাদের প্রত্যক্ষের অতীত। কিন্তু অণুবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে এই ক্ষুদ্রতম জীবাণু প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আত্মদেহ বিভক্ত করিয়াই এই জাতীয় জীবাণুসমূহ স্বীয় বংশ বিস্তার করে। এই সকল জীবাণু বংশ-বিস্তারের নিমিত্ত আত্মবিসর্জ্জন করে, তদ্ভিন্ন উহাদের জাতীয় জনতাবৃদ্ধির দ্বিতীয় উপায় নাই। ইহাদের অপেক্ষা উচ্চতর জীবাণুতে বা জীবেও এইরূপ বহুল নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। ইহাদিগের বংশবিস্তারের নিমিত্ত প্রকৃতি স্ত্রীসংযোগের বিধান করেন নাই। জীব,—সৃষ্টির উচ্চতম সোপানে অধিরূঢ় হইলে উহাদের স্ত্রী ও পুং ভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষসংযোগে বংশ-বিস্তারপ্রক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে।

জীবের হৃদয়ে, ব্রাহ্মীশক্তি ও বৈষ্ণবীশক্তি, এই নিমিত্ত অতি বলবতী প্রবৃত্তি দান করিয়া রাখিয়াছেন। উচ্চশ্রেণীর প্রাণিমাত্রেই স্ত্রীপুরুষসংযোগবাসনা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এমন কি পশুপক্ষীদিগের মধ্যেও স্ত্রীপুরুষসংযোগের বলবতী স্পৃহা এবং উভয়ের আসক্তি ও প্রীতি যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। জীব যতই সৃষ্টির উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় হয়, ততই পুরুষদের স্ত্রীগ্রহণবাসনা বলবতী হইয়া উঠে। পশুপক্ষীদের মধ্যেও স্ত্রীগ্রহণের নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। পশুগুলি সময়ে সময়ে স্ত্রীলাভের নিমিত্ত ভীষণ যুদ্ধ করে। একটা সিংহীর নিমিত্ত দুইটী সিংহ প্রাণান্তক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, অবশেষে সমরে যে সিংহ বিজয়লাভ করে, সিংহী অতি উৎসাহের সহিত তাহারই অনুগমন করিয়া থাকে।

অসভ্য সমাজের—প্রাথমিক বিবাহপদ্ধতি।

মানব সমাজের আদিম অবস্থাতেও এইরূপ বীরবিক্রমে স্ত্রীগ্রহণপ্রথা পরিলক্ষিত হয়। চিপেবায়ান (Chippewayan) জাতীয় লোকেরা স্ত্রীলাভের নিমিত্ত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। যুদ্ধে যে জয়লাভ করে, রমণী সেই বীরবরেরই অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া থাকে। টাস্কী (Taski) জাতীয় লোকেরাও যুদ্ধ করিয়াই স্ত্রীগ্রহণ করে। বুসমেন (Bushmen) জাতিরা বলপূর্ব্বক অপর স্ত্রী আনিয়া উহাকে নিজের গৃহিণী করিয়া লয়। অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত কুইন্‌স্‌লণ্ডবাসীরা বল্লমাদি সহ যুদ্ধ করিয়া স্ত্রীলাভ করিয়া থাকে।

কুইন্‌স্‌লণ্ডের অষ্ট্রেলিয়ান্‌দের মধ্যে এরূপও দেখা যায় যে একটী স্ত্রীর নিমিত্ত চারি পাঁচটী লোক ভয়ঙ্কর কলহ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কলহের হেতুস্বরূপিণী রমণী অদূরে দাঁড়াইয়া

সমর-কৌতুক প্রত্যক্ষ করে। এই যুদ্ধে মস্তক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিদীর্ণ হয়, শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হয়। সমরাবসানে বিজয়ী বীরের গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিয়া বীররমণী তাহারই অনুগমন করে। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত কবি ড্রাইডেন যে কবিতা রচনা করেন, তাহারই অনুবাদে বঙ্গের সুবিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"বীর বিনা ভবে রমণী রতন কারেই শোভা পায় রে।"

অসভ্যসমাজের আদিম অবস্থায় সর্ব্বত্রই এইরূপে স্ত্রী পুরুষ সংযোগ-ব্যাপার সাধিত হইত, সন্দেহ নাই। এখনও সেই প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু এই অবস্থায় নরনারীগণের সমাজ-বন্ধন অসম্ভব। তাহারা যূথবদ্ধ পশুপক্ষীর ন্যায় সমাজে যূথে যূথে অবস্থান করিলেও এই সকল যূথে আদৌ সামাজিক নিয়ম ও শৃঙ্খলাদি পরিলক্ষিত হয় না। মানুষে মানুষে কোনও সম্বন্ধ বন্ধন হয় না, নরনারীদের মধ্যেও কোন প্রকার সম্বন্ধ বন্ধন ঘটে না। সাময়িক উত্তেজনা বা সাময়িক ভীতি দ্বারাই এই শ্রেণীর অসভ্য মানবযূথের স্ত্রীপুরুষের সংসর্গে সন্তানোৎপাদনাদি ঘটিয়া থাকে। ফলতঃ এইরূপ প্রথা আমাদের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কোন প্রকার বিবাহেরই অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

বুসমেনগণ যখন কোন স্ত্রী গ্রহণ করে, তখন তাহারা কেবল রমণীর অনুমতি গ্রহণ করে মাত্র। এতদ্ভিন্ন উহাদের বিবাহের কোন প্রকার প্রথা নাই। চিপিবায়নদের মধ্যে আদৌ বিবাহ-ব্যাপার নাই। এস্কুইমো (Esquimaux) জাতীয় লোকদের সমাজ বন্ধন নাই, বিবাহ প্রথাও নাই।

আলেউট (Aleut) জাতীয় লোকেরা পশু পক্ষীর ন্যায় স্ত্রীজাতিতে উপগত হইয়া বংশ বিস্তার করে, উহাদের মধ্যে বিবাহবন্ধন নাই। ব্রেটের ভ্রমণবিবরণ গ্রন্থে লিখিত আছে, আরাবাক (Arawak) জাতির মধ্যে স্ত্রীপুরুষের মিলন সাময়িক মাত্র, উহাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদ্দা ও নিম্ন কালিফর্ণিয়াবাসীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন দূরে থাকুক, উহাদের ভাষায় বিবাহার্থবাচক কোনও শব্দ নাই। অরণ্যের পশু পক্ষীদের ন্যায় উহারা স্ত্রীলোকের সংসর্গে সন্তানোৎপাদন করিয়া থাকে।

যদিও কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে স্ত্রী গ্রহণের প্রথা পরিলক্ষিত হয়, তাহাও বিবাহের উদ্দেশ্যসাধিকা নহে—কেবল সাময়িক ক্ষণস্থায়ী নিয়ম মাত্র। কোন কোন স্থানের অসভ্যগণ অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া উহার পার্শ্বে উপবেশন করে এবং অগ্নির সাক্ষাতে স্ত্রী বিবাহ-সম্মতি প্রকাশ করে। এই প্রথাটী আমাদের বৈবাহিক যজ্ঞের অতি অস্পষ্ট ক্ষীণ স্মৃতি বলিয়া মনে হয়। টোডারা (Toda) যখন স্ত্রী গ্রহণ করে তখন কন্যাটী গৃহে আসিয়াই কিঞ্চিৎ গার্হস্থ্য কর্ম্ম সম্পাদন করে। ইহাই উহাদের বিবাহের একমাত্র ক্রিয়া।

নিউগিনিবাসীর স্ত্রীগ্রহণপদ্ধতি অতীব সহজ। কন্যা বরকে নিজহস্তে পান তামাকু প্রদান করে, এবং বর উহার হস্ত হইতে এই উপহার দ্রব্যগুলি গ্রহণ করে। এতদ্ব্যতীত উহাদের বিবাহে আর কোন ব্যাপার নাই। নাবাগো (Navago) জাতীয় লোকের বিবাহপদ্ধতি অতি সোজা। ইহাদের রীতি এই যে, ফলাদিপূর্ণ একটী ধামা মধ্যে রাখিয়া বর ও কন্যা মুখোমুখি ভাবে উপবিষ্ট হয়, উভয়ে সেই পাত্র হইতে একত্র ফলাহার করে। এই ব্যাপার দ্বারা উহারা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়। প্রাচীন রোমেও বরকন্যা একত্র পিষ্টকভক্ষণ করিয়া পরিণীত হইত।

এই সকল পদ্ধতিই বিবাহপদ্ধতির আদিম প্রথা। স্ত্রীপুরুষ একত্র অবস্থান করিয়া ঘরকরণা করিতে হইলে উভয়েরই একত্র ভোজনাদি ও ঘরকন্নার কার্য্য করিতে হয়, এই সকল পদ্ধতির মূলে অতর্কিত ও প্রচ্ছন্ন ভাবে এই মঙ্গলময় সমাজহিতকর উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল এবং অবিচলিত ভাবে অসভ্য সমাজে এখনও এই সকল প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

এই শ্রেণীর অসভ্য সমাজে বিবাহবন্ধনও যেমন শিথিল, স্ত্রীপরিত্যাগও তেমনি আকস্মিক। চিপিবায়নগণ সহসা এক কথাতেই স্ত্রীকে প্রহার করিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দেয়। নিম্ন কালিফর্ণিয়ানিবাসী পারকুইগণ (Percui) বহু স্ত্রী গ্রহণ করে, উহাদিগের দ্বারা ক্রীতদাসীর ন্যায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লয় এবং যখন উহাদের কাহার প্রতি বিরক্ত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাড়াইয়া দেয়।

তুপিস (Tupis) জাতীয় ব্যক্তিদেরও স্ত্রীত্যাগ সম্বন্ধে এইরূপ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। তুপিসেরা বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করে, আবার অতি সামান্য কারণেই উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অপর স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে। তাসমেনিয়াবাসীদিগের মধ্যেও ঐরূপ রীতি প্রচলিত আছে। কাসিয়াদের (kasia) মধ্যে আদৌ বিবাহ বন্ধন দেখিতে পাওয়া যায় না। মলয়-পলিনেসিয়া (Malayo Polynesian) দ্বীপবাসিগণ অসভ্য হইলেও অনেকটা সমুন্নত, কিন্তু তথাপি ইহাদের মধ্যে বিবাহবন্ধনের সুপ্রথা দৃষ্ট হয় না।

তাহেতী (Taheti) প্রভৃতিদের মধ্যেও এই অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক ব্যাপারের কোন সুপ্রথা নাই।

কোন কোন অসভ্য জাতীয় লোকের স্ত্রীগ্রহণ ব্যাপার পশু অপেক্ষাও ঘৃণিত। ইহাদের মধ্যে পাত্রপাত্রী-বিচার নাই। নিজের ভগিনী বা কন্যাকেও ইহারা সমাজের প্রথা অনুসারে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের পদার্থে পরিণত করিয়া লয়। এই বিষয়ে

চিপিবায়ানগণও উদাহরণ স্থানীয়। কাদিয়াক (Kadiak) জাতীয় লোকের মধ্যেও এইরূপ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। করেণ (Karen) জাতীয় লোকদের পিতায় ও কন্যায়, ভ্রাতায় ও ভগিনীতে স্ত্রীপুরুষ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে দেখা যায়। বাষ্টিয়ান (Bastian) লিখিয়াছেন, আফ্রিকার গণজাল্‌ভস (Gonzalves) ও গাবুন (Gaboon) অন্তরীপের রাজগণ আত্মবংশের বিশুদ্ধি-সংরক্ষণার্থ স্বীয় কন্যাকে রাণী করিয়া লয়। আবার রাণীগণ পতির মৃত্যুর পরে নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই পতির পদে বরণ করে।

অসভ্য সমাজে বিবাহের পাত্রাপাত্র বিচার করার পদ্ধতি দেখা যায় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চিপিবায়নদের মধ্যে স্বীয় কন্যা বিবাহ করাব প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্লাবিজেবো (Clavigero) বলেন, পান্নুচিজ্ জাতীয় (Panucheso) লোকেদের মধ্যে

ভ্রাতায় ভগিনীতে বিবাহ

ভ্রাতায় ভগিনীতে বিবাহ বন্ধনপ্রথা প্রচলিত আছে। কালী (Cali) জাতি ভ্রাতুষ্পুত্রী ও ভাগিনেয়ীদিগকে বিবাহ করিতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও সম্ভ্রান্ত, তাহারা অবাধে স্বীয় ভগিনীর পাণিগ্রহণ করে। টরকুইমিডা নিউ স্পেনে ভ্রাতায় ও ভগিনীতে এইরূপ ৩। ৪ টী বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পেরু প্রদেশে ইঙ্ক জাতীয় লোকদের প্রধানগণ সামাজিক নিয়মানুসারে বয়োজ্যেষ্ঠা সহোদরা ভগিনীর পাণিগ্রহণ করে। পলিনেসিয়াতেও এই নিয়ম। স্যাণ্ডুইচদ্বীপনিবাসী ব্যক্তদের মধ্যে রাজবংশীয় লোকেরাও সহোদরা ভগিনীকে বিবাহ করিয়া থাকে। ড্রুরি লিখিয়াছেন, মালাগাসি (Malagasy) জাতীয় লোকেরা সহোদরা ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারে না, কিন্তু বৈমাত্র ভগিনীর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে ইহাদের কোনও বাধা নাই।

প্রতীচ্য জগতেও ভ্রাতায় ভগিনীতে বিবাহপ্রথার একবারে অসদ্ভাব নাই। ইজিপ্তের টলেমি (Ptolemy) গণের ভ্রাতায় ভগিনীতে বিবাহের অনেক প্রমাণ আছে। স্কন্দনাভেও এইরূপ বিবাহ হইত। হিমস্কংলা সাগায় (Heim skringla saga) লিখিত আছে, রাজা নিরদ (Niiod) তাহার ভগিনীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ রাজবিধি দ্বারা সমর্থিত।

বৈপিতৃভগিনীর সহিত বিবাহবন্ধনেরও বহুল উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এব্রাহাম সারাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কানানাইট (Cananites), আরবীয়, ইজিপ্তীয়, আসিরীয় ও পারসিক প্রভৃতির মধ্যে এইরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল। স্থানবিশেষে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। বেদ্দাদের সামাজিক রীত্যনুসারে তাহারা জ্যেষ্ঠা ভগিনী বা পিসী মাসী প্রভৃতিকে বিবাহ করিতে পারে না, কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনীর পাণিগ্রহণ তাহাদের বিধি সঙ্গত। এতদ্ব্যতীত উহাদের মধ্যে বিবাহ খণ্ডনের বিধান নাই। বেদ্দারা বলে, কেবল এক মাত্র মৃত্যুই স্ত্রীপুরুষের বিবাহবন্ধন ছেদনে সমর্থ। কিন্তু উহাদের প্রতিবাসী কাণ্ডীয়গণ বিবিধ প্রকারে উহাদের অপেক্ষা উন্নত হইলেও বিবাহবন্ধন সম্বন্ধে এরূপ দৃঢ় ধারণাশীল নহে।

ফিউজিয়ান প্রভৃতি কতকগুলি অসভ্যজাতীয় লোকের মধ্যে বহু পুরুষে এক যোগে একটীমাত্র স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া

বহু ভর্ত্তৃকতা ও বহু পত্নীকতা

থাকে। কিন্তু এই প্রথা যে কেবল ইতর শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই আবদ্ধ, তাহা নহে। সিংহল, মলবার ও তিব্বতে উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও এই প্রথা পরিলক্ষিত হয়। অপর পক্ষে বহুপত্নীকতা সকল সময়ে সকল সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতি উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও এই প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে। সুবিখ্যাত গ্রন্থকার মনিপ্রের বিশ্বাস, যৌন নীতি দ্বারা সমাজে নিত্যই অশান্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু এ কথা ইতিহাসসিদ্ধান্ত-সম্মত নহে। এলিউটিন্ (Aleutin) দ্বীপের অধিবাসী স্ত্রী-পুরুষগণের মধ্যে নৈতিক ভাব অতি কদর্য্য। কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-ঘটিত কলহ অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়। মিঃ কুক্ লিখিয়াছেন—"আমি এ পর্য্যন্ত যে সকল দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, উহাদের মত শান্তি-প্রিয় ও নির্ব্বিবাদ লোক অতি অল্পই দেখিয়াছি। যদি চারিত্রিক সাধুতার বিষয়ে উল্লেখ করিতে হয়, তবে আমি স্পর্দ্ধা সহকারে বলিতে পারি, উহারা এ সম্বন্ধে সভ্যজগতেরও আদর্শ স্বরূপ।"

হার্ব্বার্টস্পেনসার বলেন,—পতি ও পত্নীর মধ্যে প্রণয় বন্ধন থাকিলেই যে সমাজে অন্য কোন প্রকার অশান্তির উদ্ভব

পত্নীত্ব ও সামাজিক শান্তি

হয় না, এ কথা স্বীকার করা যায় না। থেলিঙ্কেট (Thelinket) জাতীয় লোকেরা পত্নী ও পুত্রগণকে অতীব স্নেহ-মমতার চক্ষে দেখিয়া থাকে, স্ত্রীলোকদের মধ্যেও যথেষ্ট লজ্জা, নম্রতা ও সতীত্ব দেখা যায়। কিন্তু উহাদের সমাজ অতীব জঘন্য। উহারা মিথ্যাবাদী, চোর, অত্যন্ত নিষ্ঠুর। উহারা দাস দাসী ও বন্দীদিগকে অবলীলাক্রমে নিহত করে। বেচুয়ানা (Bechuana) জাতীয় লোকদের স্বভাবও এইরূপ। ইহারা মিথ্যাবাদী, ডাকাইত ও নরঘাতক। কিন্তু ইহাদের স্ত্রীগণ লজ্জাশীলা ও সতী। আবার অপর পক্ষে তাহিতির লোকেরা (Tahitians) শিল্পাদি কার্য্যে এবং সামাজিক শৃঙ্খলায় যথেষ্ট উন্নত, কিন্তু উহাদের মধ্যে পরদারাভিমর্ষণ অবাধে চলিত আছে। স্ত্রীলোকদের পরপুরুষগ্রহণে কোনও বাধা নাই। ফিজীয়ানেরা ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক, নিষ্ঠুর—এমন কি উহারা নররাক্ষস। কিন্তু উহাদের স্ত্রীগণ সতীত্বসংরক্ষণে সবিশেষ

পটু। বলিতে কি, অধিকাংশ অসভ্য সমাজেই স্ত্রীধর্ম্ম উত্তমরূপে সংরক্ষিত হইয়া থাকে।

কনিয়াগাগণের (Koniagas) মধ্যে যে পর্য্যন্ত মেয়েদের বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত উহারা যথেচ্ছভাবে ও অবাধে পর পুরুষের সঙ্গ করিতে পারে। কিন্তু বিবাহ হওয়ামাত্রই উহাকে সতী হইতে হইবে। পর্য্যটক হেরেরা (Herrera) লিখিয়াছেন,কুমানা (Cumana) জাতীয় কুমারীরা বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহুপুরুষের উপভোগ্যা হইলেও তাহা দোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না, কিন্তু বিবাহান্তেই তাহার পক্ষে পরপুরুষসংসর্গ দোষজনক বলিয়া গণ্য হয়। পেরুবীয়দের সম্বন্ধে পি পিজ্জারো (P Pizarro) লিখিয়াছেন—উহাদের স্ত্রীগণ সর্ব্বতোভাবে পতির অনুবর্ত্তিনী, পতি ভিন্ন অপর কাহারও সংসর্গে উহাদের চরিত্র দুষ্ট হয় না। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা যাহার-তাহার সংসর্গ করিয়া থাকে, তাহাতে কোন বাধা দেওয়া হয় না এবং উহা দোষজনক বলিয়াও বিবেচিত হয় না। চিবচা (Chibchah) জাতীয় লোকদের মধ্যেও ঠিক এই প্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহের পূর্ব্বে চিবচা জাতীয় স্ত্রীলোকে শত পুরুষে উপগতা হইলেও স্বামীরা তাহাদের পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু বিবাহের পরে পরপুরুষের প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকাইলেও উহারা স্ত্রীকে ক্ষমার্হ বলিয়া মনে করে না।

কৌমার ব্যভিচার

এই সকল প্রমাণ দ্বারা মনে হয়, সামাজিক শৃঙ্খলার ক্রমোন্নতির সহিত পতিপত্নীসম্বন্ধের ক্রমোন্নতির সবিশেষ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এই কয়েকটী প্রমাণ দ্বারা কোন প্রকার সিদ্ধান্তই সংস্থাপিত হইতে পারে না। আমরা সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃই দেখিতে পাই, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ সুদৃঢ় না হইলে সামাজিক বন্ধন কোনক্রমে সুদৃঢ় হয় না। স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধ যতই দৃঢ় হয়, সমাজ ততই উন্নত হয়। দুই চারিটী অসভ্য সমাজের উদাহরণ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। জগতের সমগ্র মানব-সমাজের ক্রমোন্নতির ইতিহাসের সহিত বিবাহবন্ধন-সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। প্রত্যেক সভ্যসমাজই পারিবারিক দৃঢ় বন্ধনের সহিত সামাজিক শৃঙ্খলার ক্রমোন্নতি সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য সমাজ তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অসগোত্র (Exogamy) এবং সগোত্র (Endogamy) বিবাহ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। আমরা এখানে Exogamy এবং Endogamy সম্বন্ধেই দুই চারিটী কথা বলিব। এই দুইটী বৈদেশিক শব্দকে মনুসংহিতোক্ত "অসগোত্র" ও "সগোত্র" শব্দের যথাযথ প্রতিনিধি বলিয়া আমরা অবশ্যই মনে করি না। তবে অপর প্রকার সুনির্ব্বাচিত শব্দের অভাবে আমরা Exogamy শব্দকে অসগোত্র বিবাহ এবং Endogamy শব্দটীকে সগোত্র বিবাহ বলিয়া ধরিয়া লইতেছি।

অসগোত্র ও সগোত্র বিবাহ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মিঃ যোহন এফ্ ম্যাক্লেনেন (Mr. John F. Mc Lenann, M. A.) আদিম সমাজের বিবাহ প্রথা (Primitive Marriage) নামে এক খানি উপাদের গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি উক্ত দুই প্রকার বিবাহের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আদিম সমাজে দুই প্রকার স্ত্রীগ্রহণপ্রথা পরিলক্ষিত হয়, যথা :—এক শ্রেণীর লোক স্ব স্ব জাতি (Tribe) হইতে বিবাহার্থ কন্যা গ্রহণ করে না। ইহারই নাম Exogamy বা অসগোত্র বিবাহ। অপর এক শ্রেণীর লোক নিজ জাতীয় লোকের মধ্য হইতেই বিবাহার্থ কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহারই নাম Endogamy। অপহরণপূর্ব্বক স্ত্রীগ্রহণপ্রথাও (The form of capture in marriage-ceremony) এই গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ম্যাক্লেনেনের আদিম সমাজের বিবাহ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন।

ম্যাক্লেনেনের একটী সিদ্ধান্ত এই যে, আদিম সমাজে সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ ও কলহাদি হইত। এই অবস্থায় সমাজে বীর ও যোদ্ধাদিগেরই অধিকার প্রয়োজন হইত। তজ্জন্য তাহারা কন্যাসন্তানদিগকে নিহত করিয়া পুত্রসন্তানদিগকেই উত্তমরূপে ভরণপোষণ করিত। এই অবস্থায় সমাজে কন্যাসন্তানগণের শোচনীয় অভাব ঘটে, এই অভাব হইতে অপহৃতা কন্যাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। নিজ জাতির মধ্যে এইরূপে কন্যার অভাবসংঘটন নিবন্ধনই Exogamy বা অসগোত্র বিবাহের প্রথা প্রথমে প্রচলিত হইয়াছিল এবং এই প্রথা দীর্ঘকাল প্রচলনের পরে নিজবংশের কন্যাবিবাহ সামাজিক নিয়মে অবশেষে একবারেই দোষাবহ হইয়া উঠে। স্বজাতীয়দের মধ্যে কন্যার অভাবহেতু যে প্রথার প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল, কালে তাহাই সামাজিক বিধিতে পরিণত হইয়া সগোত্রের কন্যাবিবাহ ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহাই মিঃ ম্যাক্লেনেনের একটী সিদ্ধান্ত। তিনি আরও বলেন, কন্যার অভাবনিবন্ধনই বহুভর্তৃকতা-প্রথার উৎপত্তি হয়।

কন্যা অপহরণ দ্বারা বিবাহ এখনও অনেক অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। কন্যাহরণ-প্রথা যে সকল সমাজ হইতে দূরীভূত হইয়াছে, সে সকল সমাজেও এই প্রথার আভাস ও পদ্ধতি বিবাহব্যাপারের বহু আনুসঙ্গিক কার্য্যে দৃষ্ট হয়। মিঃ ম্যাক্লেনেনের বহু সিদ্ধান্তে পণ্ডিতপ্রবর হার্ব্বার্ট স্পেন্সার যথেষ্ট অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। লেনান বলেন, সভ্য

সমাজে অসগোত্র বিবাহের প্রথা লোপ পাইয়াছে। স্পেন্সার লেনানের যুক্তি ও উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। অতি সুসভ্য ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ অসগোত্র বিবাহেরই পক্ষপাতী।

লেনান বলেন, অসভ্যসমাজে কন্যানিধন করার প্রথা প্রচলিত ছিল, এই নিমিত্ত কন্যার সংখ্যা অল্প হওয়ায় বিবাহার্থ কন্যাহরণ করা হইত। হার্বার্ট স্পেন্সার এই উভয় সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন, অসভ্য সমাজে যেমন কন্যা নিধন করা হইত, তেমনি যুদ্ধবিগ্রহে অনেক পুরুষও নিহত হইত, সুতরাং কেবল কন্যার সংখ্যাই যে কম হইত, ইহা বলা যাইতে পারে না। যে সমাজে কন্যার সংখ্যা হ্রাস হয়, সে সমাজে বহুবিবাহ প্রথা অসম্ভব হইয়া পড়ে। লেনান নিজেই লিখিয়াছেন, ফিউমিয়ানগণ কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করিয়া থাকে এবং উহাদের মধ্যে বহুবিবাহ যথেষ্ট প্রচলিত। বহুবিবাহ কন্যাসংখ্যাল্পতার পরিচায়ক নহে। তাসমেনিয়ানগণের মধ্যে বহুবিবাহ অত্যন্ত প্রচলিত। লায়ড (Loyd) লিখিয়াছেন, উহাদের মধ্যে অপহৃতা কন্যার বিবাহ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ লোকেরই দুইটী স্ত্রী। কুইন্সলাণ্ডের মাকাডামা জাতীয় লোকদের মধ্যে স্ত্রীলোকদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু প্রত্যেক লোকেরই দুইটী হইতে পাঁচটী স্ত্রী থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার ডাকোটা জাতীয় লোকদের মধ্যে বহুবিবাহ ও স্ত্রীহরণপ্রথা যুগপৎ দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলিয়ানগণের মধ্যেও এই উভয় প্রথা যুগপৎ প্রচলিত রহিয়াছে। কারিবগণের মধ্যেও এই উভয় প্রথাই পরিলক্ষিত হয়। হাম্বোল্ট (Humboldt) এই সম্বন্ধে বহু উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং কন্যার অভাবনিবন্ধনই যে স্ত্রীহরণপূর্ব্বক পাণিগ্রহণ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না।

ম্যাক্‌লেনানের অপর একটী সিদ্ধান্ত এই যে, বালিকা হত্যাতে কন্যার হ্রাস হয়,—ইহার ফলে আদিম সমাজে স্ত্রীহরণ ও বহুভর্তৃকতা (Polyandry) প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তও যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন না, তাস্‌মেনিয়ান, অষ্ট্রেলিয়ান, ডাকোটা ও ব্রাজিলিয়ানগণের মধ্যে আদৌ বহুভর্তৃকতা দৃষ্ট হয় না। এস্‌কুইমোদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহারা স্ত্রীহরণ করা কাহাকে বলে আদৌ তাহা জানে না। টোডাদের মধ্যে বহুভর্তৃকতা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অপহরণপূর্ব্বক পাণিগ্রহণ প্রথা একবারেই প্রচলিত নাই।

কোমাকা, নিউজিলাণ্ডার, লেপচা, ও কালিফর্নিয়া-নিবাসীদের মধ্যে সগোত্র ও অসগোত্র উভয় প্রকার বিবাহপ্রথা বর্ত্তমান। ফিউজিয়ান, কারিব, এস্‌কুইমো, বারণ, হটেনটট্ ও প্রাচীন বৃটনগণের মধ্যে বহুবিবাহ ও বহুভর্তৃকতা পরিলক্ষিত হয়। ইরোকোইস্ এবং কিপোয়া জাতীয় লোকদের মধ্যে আদৌ অপহরণপূর্ব্বক বিবাহপ্রথা নাই।

স্পেন্সার বলেন, কন্যা অপহরণপূর্ব্বক স্ত্রীগ্রহণপ্রথা কন্যাবধনিবন্ধন কন্যার অভাবজনিত নহে। আদিম সমাজে স্ত্রীরত্নও অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত ছিল। এইরূপ সমাজে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বিজয়ীপক্ষ বিজিতগণের সকল প্রকার সম্পত্তিই লুণ্ঠন করিয়া লইত, তন্মধ্যে রমণী অপহরণও অন্যতম। রমণীগণ দাসীরূপে, উপপত্নীরূপে ও স্ত্রীরূপে ব্যবহৃত হইত। অসভ্য সমাজে এই প্রকারে নারীহরণ প্রথার অভাব ছিল না। টাবনার লিখিয়াছেন, সামোয়াতে বিজয়ীরা যখন লুণ্ঠিত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইত, তখন অপহৃত স্ত্রীলোকও বিজয়িগণ বিভাগানুসারে প্রাপ্ত হইত। ইলিয়াড পাঠেও জানা যায়, প্রাচীন গ্রীকগণ পবিত্র ইটিয়ান নগর লুণ্ঠন করিয়া যে সকল স্ত্রী প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে তাহারা আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়াছিল। আধুনিক ইতিহাসেও এরূপ ঘটনার অভাব নাই। এতদ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, সমরবিজয়ের সহিত স্ত্রীহরণব্যাপার পুরাকালের নিত্য ঘটনা।

কালে এইরূপে স্ত্রীহরণ বীরত্বগৌরবের পরিচায়ক হইয়া উঠিল। সমাজে স্ত্রী-অপহারীরা সবিশেষ সম্মানিত হইত। এইরূপে অসগোত্রে বিবাহপ্রথা গৌরবজনক বলিয়া মানব সমাজে আদৃত হইতে আরব্ধ হয়। অবশেষে সাধারণ বিবাহেও অধুনা এই সমর সাজসজ্জা ও ধুমধাম গৌরবজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। তাই এখনও আমরা এদেশেও অধিকাংশ স্থানেই বিবাহে এক প্রকার সমরাড়ম্বর দেখিতে পাই। মহাভারতে কন্যাপহরণ পূর্ব্বক বিবাহের উদাহরণ রহিয়াছে। মনুসংহিতায় যে আট প্রকার বিবাহ আছে, তন্মধ্যে রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ আদিম অবস্থার বিবাহেরই ঐতিহাসিক স্মৃতি। রাক্ষস বিবাহ সম্বন্ধে মনু লিখিয়াছেন—

"হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যা-হরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥" (মনু ৩।৩৩)

মেধাতিথি বলেন, কন্যাপক্ষ হইতে বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া আনিয়া কন্যাবিবাহ করাই রাক্ষস বিবাহ। এই অবস্থায় কন্যা প্রদানে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা ঘটে, তবে দণ্ডকাষ্ঠাদি দ্বারা প্রতি পক্ষকে তাড়াইয়া বা খড়্গাদি দ্বারা নিহত করিয়া এবং প্রাকারপুরদুর্গাদি ভেদ করিয়া কন্যা অপহরণ করা হয়।

অনাথা কন্যা তোমরা আমায় রক্ষা কর, আমায় হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। এইরূপ রোদন করে এবং আক্রোশ প্রকাশ করে। ইহাই রাক্ষস বিবাহ।

অপর এক প্রকার বিবাহের নাম—পৈশাচ বিবাহ। মনু বলেন—

"সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥" (মনু ৩।৩৪)

সুপ্তা, মত্তা বা প্রমত্তা কন্যাকে গোপনে অভিমর্ষণ করাই পৈশাচ বিবাহ। নিদ্রিতা, মদ্যপরবশা এবং কোন প্রকার দ্রব্যাদি দ্বারা বিগতচেতনা কন্যার অভিমর্ষণ করিয়া উহাকে স্ত্রীত্বে পরিণত করা অতি জঘন্য কার্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। মনুর মতে, ক্ষত্রিয়গণ রাক্ষস বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণদের পক্ষে রাক্ষস ও পৈশাচ উভয়ই নিন্দনীয়। রাক্ষস ও পৈশাচ এই উভয় বিবাহই কন্যা বা কন্যাকর্ত্তার অনিচ্ছায় ঘটিয়া থাকে। রাক্ষস-বিবাহ হননপ্রাধান্যময়, পৈশাচ বিবাহ বঞ্চনাময়। এই সকল বিবাহ পাণিগ্রহণ সংস্কারনিরপেক্ষ। এই সকল বিবাহে পাণিগ্রহণের পূর্ব্বেই কন্যাত্ব অপগত হইয়া যায়। মেধাতিথি এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন।

যাহা হউক, অসভ্য সমাজে পৈশাচ বিবাহের প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাদের মধ্যে রাক্ষস বিবাহের প্রথাই প্রচলিত এবং এইরূপ বিবাহ যে গৌরবজনক বলিয়া আদৃত, পরবর্ত্তী সময়েও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

সমাজের আদিম অবস্থায় অনেক স্থলেই রমণী বীরভোগ্যা বলিয়া পরিগণিত হইত। বীরত্বই কোন সময়ে বরত্বের গুণ বলিয়া গণ্য হইত। আমাদের দেশে সীতার বরপরীক্ষায় এই প্রকার বীরত্ব পরীক্ষিত হইয়াছিল; দ্রৌপদীর পাণিগ্রাহক-নির্ব্বাচন কালে সমরকৌশলের একটী সূক্ষ্মতম ব্যাপার লক্ষ্য-বেধপরীক্ষায় বর নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত রামায়ণ মহাভারত অনুসন্ধান করিলে আরও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। অসভ্য সমাজেও বীরত্বই বরত্বের গুণপরিচায়ক ছিল। হারনডন (Herndon) বলেন, মাহুই (Mahui) জাতীয় লোকের মধ্যে যে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্লেশসহিষ্ণু না হয়, তাহাকে জামাতা বলিয়া কেহ গ্রহণ করে না। আমেরিকার উত্তর-আমাজন জনপদে পুরাকালে যাহারা সংগ্রামে পরাক্রম দেখাইতে না পারিত, তাহাদিগকে কেহ কন্যা দান করিত না। ডাইক জাতীয় লোকেরা সামাজিক লোকদের সমক্ষে নিহত শত্রুশির দেখাইতে না পারিলে বিবাহ করিতে পারিত না।

বিবাহ ও বীরত্ব

আপাচা (Apacha) নামক অসভ্য জাতীয় নারীদের বীরত্ব-প্রিয়তা অতি অদ্ভুত। ইহাদের মধ্যে স্বামী রণক্ষেত্র হইতে অকৃতকার্য্য হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে স্ত্রীলোকেরা ঘৃণার সহিত তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। উহারা ভীরু বলিয়া নিন্দিত হয়। স্ত্রীরা স্পষ্ট ভাবেই বলে, "যাহারা সমরে পরাঙ্মুখ বা পশ্চাৎপদ তাদৃশ জঘন্য ভীরুদের আবার রমণীতে প্রয়োজন কি ?"

কিন্তু সমাজে সকল সময়ে বীরবিক্রম-প্রদর্শনের সুবিধা সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। এই নিমিত্ত কন্যাহরণপূর্ব্বক রাক্ষসবিবাহ অসভ্য সমাজে সবিশেষ গৌরবজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। মনু বলেন—

"পৃথক্ পৃথগ্ বা মিশ্রৌ বা বিবাহৌ পূর্ব্বচোদিতৌ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব ধর্ম্ম্যৌ ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ॥" (মনু ৩।২৬)

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ক্ষত্রিয়গণ গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ করিতে পারেন, ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস মিশ্রিত একপ্রকার বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। উক্ত শ্লোকাংশের ভাষ্যে মেধাতিথি লিখিয়াছেন : —

"যদা পিতৃগৃহে কন্যা তত্রস্থেন কুমারেণ কথঞ্চিৎ দৃষ্টিগোচরাপন্নেন দূতীসংস্তুতেন ইতরাপি তথৈব পরবতী ন চ সংযোগং লভতে তদা বরেণ সংবদং কৃত্বা নয় মামিতো যেন কেন চিদুপায়েনেত্যাত্মন নায়য়তে স চ শক্ত্যাতিশয়াৎ হত্বা ছিত্ত্বা চেত্যেবং হরতি। তদা ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগ ইত্যেতদপ্যস্তি গান্ধর্ব্ব রূপং ; হত্বা ছিত্ত্বেতি চ রাক্ষসরূপম্।"

অর্থাৎ বয়স্থা কন্যা কোন কুমারকে দেখিতে পাইয়া তাহার সহিত পরিণীতা হইতে যদি ইচ্ছা করে এবং কোনরূপ দৌত্য-সাহায্যে অভিপ্রেত বরের নিকট সেই বাঞ্ছা জানাইলে কুমার যদি প্রতিকূলাচারী কন্যার বন্ধুগণকে হত্যাদি করিয়া সেই কন্যার বিবাহ করে, তবে উহা রাক্ষস-গান্ধর্ব্বমিশ্র বিবাহ নামে খ্যাত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ এই রূপ। অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহও এই শ্রেণীর বিবাহের দৃষ্টান্ত।

অসভ্য সমাজে বিবাহব্যাপারে কন্যা ও কন্যাপক্ষের এক প্রকার কপট প্রাতিকূল্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ক্রাণ্টজ্ (Crantz) বলেন, এস্কুইমোদের কন্যাগণ লজ্জাশীলতার অতীব পক্ষপাতী। বিবাহের কথা বলিলেই উহারা লজ্জা প্রকাশ করে। বিবাহের সময়ে এই কপট লজ্জা প্রকাশ কপটক্রোধাভিনয়ে পরিণত হইয়া থাকে। কন্যার বিবাহ সময়ে বর আসিলে বরকে দেখা মাত্রই কন্যা ব্যাঘ্রভীতা হরিণীর ন্যায় চমকিয়া দৌড়িয়া পালায়, ক্রোধে চুলের গোছা ছিঁড়িয়া ফেলে। বুস্‌মেন জাতীয় কন্যাদেরও এইরূপ স্বভাব। বুস্‌মেনদের কন্যাদের বেশী বয়সে বিবাহ

কন্যা বা কন্যা-পক্ষের প্রাতিকূল্য

হইলেও তাহারা এই কপট লজ্জা ও ক্রোধের ভাব প্রদর্শন করে। এমন কি, উহার কৌমারহর যুবক যদি স্বয়ংও বর হয়, তাহা হইলেও উহারা আত্মীয় স্বজনের সমক্ষে বিবাহের সময়ে নানা প্রকার অনিচ্ছা ও কপট ক্রোধের অভিনয় করিয়া থাকে।

সিনাইবাসী আরবদের মধ্যে আরও বাড়াবাড়ি। ইহাদের কন্যাগণ বেশী বয়সে বিবাহিতা হইয়া থাকে। এমন কি, বিবাহের পূর্ব্বেও কাহারও কাহারও "কৌমারহর" জুটিয়া যায়। অবশেষে সেই কৌমারহরই বর হইয়া থাকে। কিন্তু বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলেই প্রণয়ীর প্রতি কপট ক্রোধ প্রদর্শিত হইতে আরব্ধ হয়। মনে প্রাণে উহারা স্বীয় প্রণয়ী প্রস্তাবিত বরকে ভাল বাসে, কিন্তু আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে উহাকে প্রহার করে, উহাকে লক্ষ্য করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে, তাহাতে উহার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়ে। এমন কি, উহাকে কামড়ায়, পদাঘাত করে, প্রহার করে এবং নিজে ক্রুদ্ধার ন্যায় ও ভীতার ন্যায় চীৎকার করিতে থাকে। যে যুবতী এই সকল কপট ভাব অধিক মাত্রায় প্রদর্শন করে, সমাজে সেই অধিকতর লজ্জাবতী মেয়ে বলিয়া সমাদৃত হয়। পতির বাটীতে যাওয়ার সময়ে উহারা কুররীর ন্যায় মুক্তকণ্ঠে গগন বিদীর্ণ করিয়া রোদন করিতে থাকে।

মুজো (Muzo) নামে এক জাতীয় লোক আছে। ইহাদের কন্যার বিবাহ প্রস্তাব হইয়া গেলে বর কন্যা দেখিতে সমাগত হয়। তিন দিন পর্য্যন্ত উহাকে কন্যা তোষণ করিতে হয়। এই সময়ে কন্যা উহাকে মুষ্ট্যাঘাতে ও চপেটাঘাতে উত্তম রূপে প্রহার করিতে থাকে। তিন দিবস গত হইলে রুষ্টা চণ্ডী পরিতুষ্টা হইয়া রন্ধন করিয়া বরের সেবা করিতে থাকে। এই প্রতিকূলাচার কোথাও কোন কপটতার অভিনয়সূচক, কোথাও বা যথার্থই স্ত্রীজন স্বভাবসুলভ লজ্জাশীলতামূলক।

স্থান-বিশেষে কন্যাপক্ষের স্ত্রীলোকেরাও বরের প্রতি নানা-প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ প্রাতিকূল্য কপট প্রাতিকূল্য মাত্র। সুমাত্রার মেয়েরা বিবাহের সময়ে বরকে নানাপ্রকারে কপট বাধা প্রদান করে। কন্যাও উহাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

আর্কেনিয়ানগণের বিবাহ-সভা রমণীগণের রণস্থলী বলিয়া প্রতিভাত হয়। যূথে যূথে রমণী অস্ত্রাদি সহ বীর সাজে সাজিয়া কন্যাসংরক্ষণার্থ নিযুক্ত হয়, উহারা হাতে গদা ও লোষ্ট্র লইয়া বিবাহ স্থলে উপস্থিত থাকে। বরকে কপট বাধা দেওয়াই এই জাতীয় লোকদের বিবাহপ্রথার একটা প্রধানতম অঙ্গ।

কামস্কাট্‌কাতে বিবাহপ্রণালী দেখিলে বিদেশীয় দর্শকের মনে প্রথমে আতঙ্কের উদয় হয়। কন্যার গ্রামস্থ নারীগণ একত্র হইয়া কন্যার সংরক্ষণার্থ একত্র হয়। উহারা নানা-প্রকার অস্ত্রধারণ করিয়া বীরাঙ্গনাবেশে বিবাহ সভাকে চণ্ডীযুদ্ধের লীলাস্থলীতে পরিণত করে। বাস্তবিক এই সময়ে কোন প্রকার রক্তারক্তি খুনাখুনি না হইলেও স্ত্রীলোকেরা এমন ভাবে কন্যাকে সংরক্ষণ করিয়া থাকে যে কন্যাকে একাকিনী প্রাপ্ত হওয়া বা অল্প সংখ্যক সঙ্গিনী সহ প্রাপ্ত হওয়া বরের পক্ষে একান্ত কঠিন হইয়া উঠে।

মনুসংহিতায় যে প্রকার রাক্ষস বিবাহের বিবরণ আছে, অসভ্য জাতীয় অনেক লোকের মধ্যে সেই প্রকার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। ইতঃপূর্ব্বে সে সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আর্কেনিয়ান, গোণ্ড, গণ্ডোর (Gandor) ও মাপুছা (Mapucha) প্রভৃতি জাতীয় লোকের মধ্যে এই প্রথা বহু প্রচলিত আছে। এদেশের বাগদী, লেপচা প্রভৃতি জাতির মধ্যে এখনও এই সকল লুপ্তপ্রায় প্রথা পরিলক্ষিত হয়।

বহুভর্তৃকতা (Polyandry)

সমাজের আদিম সময়ে বহুভর্তৃকতা প্রচলিত ছিল। এখনও কোন কোন স্থানে এই প্রথা প্রচলিত আছে। মহাভারত পাঠে জানা যায়, বহুভর্তৃকতা প্রথা বেদবিরুদ্ধ। বেদ বহুভর্তৃকতা-বিবাহ প্রথার সমর্থক নহে। পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ দান সম্বন্ধে দ্রুপদ রাজা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও লোকাচারের দোহাই দিয়া প্রভূত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন লক্ষ্যবেধ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন। তখন দ্রৌপদীর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "বনবাসে আগমন কালে মা বলিয়া দিয়াছেন যাহা লাভ করিবে, তাহা তোমরা পঞ্চ ভ্রাতাই ভোগ করিবে। আমরাও মাতার নিকট সেই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি। এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে দ্রৌপদী আমাদের পঞ্চ ভ্রাতারই মহিষী হইবেন। ইনি আনুপৌর্ব্বিক নিয়মানুসারে আমাদের পঞ্চ ভ্রাতারই পাণিগ্রহণ করিবেন। যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শুনিয়া দ্রুপদ বিস্মিত হইয়া বলিলেন :—

"একস্য বহ্ব্যো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন।
নৈকস্যাবহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয় ক্বচিৎ॥
লোকবেদবিরুদ্ধং ত্বং না ধর্ম্মং ধর্ম্মবিচ্ছুচিঃ।
কর্ত্তু মর্হসি কৌন্তেয় কস্মাৎ তে বুদ্ধিরীদৃশী॥"

(ভারত ১।১৯৫।২৭ ২৮)

অর্থাৎ হে কুরুনন্দন! শাস্ত্রে এক পুরুষের অনেক মহিষীর বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এক স্ত্রীর বহু পতির কথা কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। যুধিষ্ঠির তুমি শুচি ও ধর্ম্মবিৎ,

এই লোকবেদবিরুদ্ধ কার্য্য করা তোমার পক্ষে উচিত নহে। তোমার এরূপ বুদ্ধি হইল কেন? যুধিষ্ঠির ইহার উত্তরে বলিলেন "কি করিব, মাতৃ আজ্ঞা সর্ব্বথাই পালনীয়া। বিশেষতঃ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক সময়ে এক স্ত্রীর পঞ্চ স্বামীর সেবা করা শাস্ত্রগর্হিত হইতে পারে, কিন্তু আনুপৌর্ব্বিক নিয়মে সময়ভেদে দ্রৌপদী আমাদের প্রত্যেক ভ্রাতার মহিষী হইবেন, এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন নিষেধ দেখা যায় না। ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। আমরা উহা ভালরূপে বুঝিতে পারি না। কিন্তু মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিব না। দ্রৌপদী আমাদের পঞ্চ ভ্রাতারই সম্ভোগ্যা হইবেন।"

দ্রুপদ রাজা যুধিষ্ঠিরের তর্ক যুক্তিতে নিরস্ত হইলেন বটে। কিন্তু তাহার চিত্ত প্রবোধ মানিল না। তিনি ব্যাসদেবের নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলিলেন, এক পত্নীর বহু পতি থাকা লোকাচারবিরুদ্ধ ও বেদবিরুদ্ধ, এইরূপ কার্য্য পূর্ব্বে কখনও কোন মহাত্মা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই, কোন বিজ্ঞলোকের দ্বারাই ইহা কখনও অনুষ্ঠেয় নহে। এইরূপ কার্য্য* ধর্ম্মসঙ্গত কি না, তদ্বিষয়ে নিতান্তই সন্দেহ হইয়াছে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদের অভিপ্রায় সমর্থন করিলেন। যুধিষ্ঠির প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছি তাহা মিথ্যা নহে। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা অধর্ম্মজনকও নহে, বিশেষতঃ অধর্ম্ম কার্য্যে আমার একবারেই প্রবৃত্তি নাই। পুরাণে জানা যায় গৌতমবংশীয়া জটিলা নাম্নী কন্যা সাতজন ঋষির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভ্রষ্টা ছিলেন না। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। বাক্ষী নাম্নী মুনিকন্যা প্রচেতার দশ ভ্রাতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এইরূপ বিবাহ লোকবেদবিরুদ্ধ নহে। যুগপৎ বহুপতিত্বের নিষেধ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, সময়ভেদে নিষিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ মাতৃ-আজ্ঞা অত্যন্ত বলবতী এবং তাহা আমাদের একান্ত পালনীয়।" অতঃপর ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের বাক্য সমর্থন করিয়া দ্রৌপদীর পূর্ব্ব জন্মের কথা উত্থাপন করিলেন। দ্রৌপদী পূর্ব্বজন্মে মহাদেবের নিকট পাঁচবার গুণোপেত পতির প্রার্থনা করেন। দয়াময় শঙ্কর উহার প্রত্যেক বারের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া উহাঁকে পঞ্চপতি প্রাপ্তির বর প্রদান করেন। দ্রৌপদী পঞ্চপতিপ্রাপ্তি বরের কথা শুনিয়া অপ্রীত ভাবে বলিলেন, 'প্রভো আমি একটী মাত্র গুণোপেত পতিরই প্রার্থনা করিয়াছি, পঞ্চপতির বর কামনা করি নাই। মহাদেব কহিলেন, তুমি পাঁচবার বর প্রার্থনা করিয়াছ, সুতরাং তোমার একেবারের কামনাও আমি নিষ্ফল করিতে পারিব না। তুমি গুণোপেত পঞ্চ পতি লাভ করিবে।

* এস্থলে নীলকণ্ঠের টীকায় বহুভর্তৃতা যে বেদবিরুদ্ধ তাহার একটী বৈদিক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে যথা—"তস্মাদেকো দ্বৌ তী বিন্দেত।"

কিন্তু পিতামাতার আজ্ঞা যে শাস্ত্র-শাসন হইতেও বলবতী, নীলকণ্ঠ পরশুরামের মাতৃবধঘটনা উল্লেখ করিয়া উহার সমর্থন করিয়াছেন।

সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসদেব এই সকল বলিয়া এই সন্দেহজনক প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন। ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইতেছে, কোনও সময়ে ভারতবর্ষে আর্য্যগণের মধ্যেও এই বহুভর্তৃকতা প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মহাভারতের সময়ে বা তাহারও অনেক পূর্ব্বে যে এই প্রথা সমাজ হইতে একবারে বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, দ্রুপদ রাজার কথায় স্পষ্টতঃই উহার পরিস্ফুট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের কোন কোন স্থানে এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে।

ত্রিবাঙ্কোড়ের দক্ষিণ অঞ্চলের বৈদ্য ও নাপিতেরা অম্বষ্ঠন্ বা অমপট্টন্ নামে প্রসিদ্ধ। এই অম্বষ্ঠ জাতীয় লোকদের মধ্যে এখনও বহুভর্তৃতা প্রচলিত রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে এক ভ্রাতার স্ত্রী অপরাপর ভ্রাতার স্ত্রী বলিয়া গণ্য হয়। এই প্রদেশের সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পীদের মধ্যেও এক ভ্রাতার পত্নী অপর ভ্রাতাদের পত্নীরূপে ব্যবহৃত হয়। জ্যেষ্ঠাদি ক্রমে সন্তানের স্বত্ব সংস্থাপিত হয়, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ সন্তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার, তৎপরবর্ত্তী সন্তান দ্বিতীয় ভ্রাতার সন্তান ইত্যাদি রূপে সন্তানস্বত্ব সাব্যস্ত হইয়া থাকে। দরিদ্রদের মধ্যেই এইরূপ বিবাহ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এক বাড়ীতে সাত সহোদর বর্ত্তমান। সাতজনের সাত স্ত্রী পোষণ করা দুর্ঘট, এমন স্থলে এক স্ত্রী সাত ভ্রাতার পত্নীরূপে গণ্য হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা ত্রিবাঙ্কোড় "কমানার" অর্থাৎ কারুকর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মলবার উপকূলে কোনও সময়ে বহুভর্তৃকতা প্রথা প্রভূত পরিমাণে পরিলক্ষিত হইত, কিন্তু এখন আর সেরূপ প্রচলন নাই। তথাপি অনেক স্থানে এখনও এই প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা আদিম অসভ্য সমাজে পরিলক্ষিত বহুভর্তৃকতা-প্রথার ন্যায় ইন্দ্রিয়দোষোদ্ভূত নহে। ইহাদের মধ্যে এ নিমিত্ত বাদবিসংবাদও পরিলক্ষিত হয় না।

মলবারের "নায়র" জাতীয় লোকদের মধ্যেও কোন সময়ে এই প্রথার যথেষ্ট প্রচলন ছিল, কিন্তু এখন ক্রমশঃই তাহা লোপ পাইতেছে। ফলতঃ রণদুর্ম্মদ নায়র জাতীয় লোকদের মধ্যে প্রত্যেকের পাণিগ্রহণ করা সম্ভবপর হইত না, আর প্রত্যেকেই পাণিগ্রহণ করিলে সংসার লইয়া সকলকেই ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। সমরপ্রিয় ব্যক্তিগণের পক্ষে এইরূপ বিবাহ সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। নায়রগণ সৈনিক পুরুষ। য়ুরোপেও সৈন্যগণের পক্ষে বিবাহ করা বড় সুসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। মলবারের নায়র-

গণ সামরিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় উহাদের মধ্যেও প্রত্যেকের বিবাহ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। এক ভ্রাতা বিবাহ করিলে সেই পত্নীও অপর ভ্রাতাদের পত্নী বলিয়া গৃহীত হইত। ইহাতে কাহারও সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকিত না। এই প্রকারে মলবারের নায়রদের মধ্যে বহুভর্তৃকতা প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। ত্রিবাঙ্কোড়ের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অনেক জাতিতে এখনও এই প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় কুত্রাপি উহার বহু প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও কচিৎ কচিৎ বহুভর্তৃতার উদাহরণ এখন দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতে এই প্রথা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল এবং এখনও রহিয়াছে।

টোডাজাতীয় লোকদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদের চার পাঁচ বা ততোধিক সহোদর থাকিলে জ্যেষ্ঠভ্রাতারা বিবাহ করে। অন্যান্য ভ্রাতারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূকেই পত্নী-রূপে গ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নীর ভগিনীরাও তাহার দেবর-গণের সহিত পরিণীতা হইতে পারে। অবস্থাবিশেষে টোডাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে একস্ত্রী বা বহুস্ত্রী গ্রহণপ্রথা অবলম্বিত হয়। ইহাদের মধ্যে বহুভর্তৃতা ও বহুবিবাহ উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ফিউজিয়ান রমণীরাও সামাজিক প্রথা অনুসারে বহু-পুরুষের সম্ভোগ্যা হইয়া থাকে। তাহিতীয় লোকেরা বহুবিবাহ করে, আবার উহাদের স্ত্রীগণও বহুভর্ত্তা গ্রহণ করিতে পারে।

বহুভর্তৃকা রমণীরা অধিকাংশস্থলেই সহোদর ভ্রাতৃগণের পত্নী হইয়া থাকে। কিন্তু নিঃসম্পর্ক স্থলেও এইরূপ পত্নীত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কেরিব, এস্কুইমো এবং ওয়ান্সগণের রমণীরা বহুপতি গ্রহণ করিয়া থাকে। এলিউটিয়ানদ্বীপ-বাসীদের মধ্যে ও কানারীদ্বীপবাসীদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। লানসিরোটার (Lancerota) অধিবাসিনী রমণীরা বহুভর্ত্তা গ্রহণ করে, কিন্তু উহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত এক এক স্বামীর সহিত সহবাস করিতে হয়। এক এক পক্ষকাল উহাদের এক এক পতির সহবাস করার নিয়মিত কাল। কাশিয়া (Kasia) এবং স্পোরিজিয়ান কসাকদের মধ্যেও বহুভর্তৃতা প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে। সিংহলের ধনী ও উচ্চশ্রেণীর সম্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে একাধিক ভ্রাতৃগণের মধ্যে একটী সাধারণ পত্নী দেখিতে পাওয়া যায়। ভ্রাতাদের মধ্যেই সাধারণতঃ এই নিয়ম।

আমেরিকায় আভারু ও সেপেটর জাতীয় রমণীগণ বহুভর্ত্তার পত্নী হইয়া থাকে। কাশ্মীরে, লাদকে, কুনাবার, কৃষ্ণবার, মলবার এবং সিরমুরে এই প্রথা প্রচলিত আছে। আরবে ও প্রাচীন বৃটনদিগের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

তিব্বতে এখনও এই প্রথা অধিকতররূপে প্রচলিত আছে। ফলতঃ তিব্বতের ন্যায় উষর ভূমিতে যদি বিবাহদ্বারা লোকসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে অন্নাভাবে দেশের ভীষণ অশান্তি অনিবার্য্য হইয়া উঠিতে পারে। বহুভর্তৃতা প্রথা বিদ্যমান থাকায় তিব্বতের পক্ষে মঙ্গলজনকই বলিতে হইবে। বাণিজ্য ও সমরাদি কার্য্যে যে সকল স্থলে পুরুষদিগকে দীর্ঘকাল স্ত্রীপুত্রাদি ছাড়িয়া বিদেশে পর্য্যটন করিতে হয়, সেই সকল স্থলে এইরূপ প্রথা সমাজের পক্ষে হিতকরী বলিয়াই বিবেচিত হয়।

হিন্দু-বিবাহ।

কোন্ সময়ে হিন্দুসমাজে সর্ব্বপ্রথমে বিবাহ-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার বিনির্ণয় করা সহজ নহে। বংশ-প্রবাহ-সংরক্ষণের নিমিত্ত স্ত্রীপুরুষ-সংযোগ স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু বেদাদিগ্রন্থে প্রজাসৃষ্টির অপরাপর অলৌকিক প্রক্রিয়ার কথাও দেখিতে পাওয়া যায়। মানসসৃষ্টি প্রভৃতি অযোনিসম্ভব সৃষ্টির উদাহরণ। মন্ত্রব্রাহ্মণে নারীর উপস্থদেশকে প্রজাপতির দ্বিতীয় মুখ বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে *।

ঋগ্বেদ জগতের আদি গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। এই ঋগ্বেদের সময়ে হিন্দুসমাজে বিবাহের যে সকল প্রথা দৃষ্ট হয়, তাহা সুসংস্কৃত সভ্যসমাজের বিবাহপ্রথা বলিয়া সমাদৃত হইবার যোগ্য। বৈদিককালের পূর্ব্বে হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন কি প্রকার দৃঢ় ছিল, তাহা বলা যায় না।

মহাভারত পাঠে জানা যায়, অতি প্রাচীন কালে ব্যভিচার-দোষ মানবসমাজে দোষ বলিয়া গণ্য হইত না। আমরা আদিমজাতীয় লোকের বিবাহবিবরণে এই সকল কথার উল্লেখ করিয়াছি। মহাভারতে লিখিত আছে—

"ঋতাবৃতৌ রাজপুত্রি স্ত্রিয়া ভর্ত্তা পতিব্রতে।
নাতিবর্ত্তব্যমিত্যেবং ধর্ম্মং ধর্ম্মবিদো বিদুঃ॥
শেষেম্বন্যেষু কালেষু স্বাতন্ত্র্যং স্ত্রী কিলার্হতি।
ধর্ম্মমেবং জনাঃ সন্তঃ পুরাণং পরিচক্ষতে॥" ১।১২২।২৫-২৬।

অর্থাৎ পাণ্ডু কুন্তীকে বলিতেছেন, হে পতিব্রতে রাজপুত্রি! ধর্ম্মজ্ঞেরা ইহাই ধর্ম্ম বলিয়া জানেন যে প্রত্যেক ঋতুকালে স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করিবে না, অবশিষ্ট অন্যান্য সময়ে স্ত্রী স্বচ্ছন্দচারিণী হইতে পারে, সাধুজনেরা এই প্রাচীন ধর্ম্মের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে স্ত্রীলোকেরা প্রাচীন সময়ে কেবল ঋতুকালেই স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষে উপগতা হইত না। ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে উহারা স্বচ্ছন্দে অন্য পুরুষে উপগতা

* "প্রজাপতে মুর্খমেতদ্ দ্বিতীয়ম্"—মন্ত্রব্রাহ্মণ।

হইত। মহাভারতের প্রাগুক্ত অধ্যায়ের প্রারম্ভে পাণ্ডু কুন্তীকে বলিতেছেন—"অথ ত্বিদং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মতত্ত্বং নিবোধ মে।
পুরাণমৃষিভির্দ্দৃষ্টং ধর্ম্মবিদ্ভির্মহাত্মভিঃ॥
অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে।
কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি॥
তাসাং ব্যুচ্চরমাণানাং কৌমারাৎ সুভগে পতীন্।
নাধর্ম্মোঽভূদ্ বরারোহে স হি ধর্ম্মঃ পুরাভবৎ॥
তঞ্চৈব ধর্ম্মং পৌরাণং তির্য্যগ্‌যোনিগতাঃ প্রজাঃ।
অদ্যাপ্যনুবিধীয়ন্তে কামক্রোধবিবর্জ্জিতাঃ॥
প্রমাণদৃষ্টো ধর্ম্মোঽয়ং পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ।
উত্তরেষু চ রম্ভোরু কুরুষ্বদ্যাপি পূজ্যতে।"
আদিপর্ব্ব ১২৩ অধ্যায়—৩-৭।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বে গৃহে রুদ্ধা থাকিত না, উহারা সকলের সহিত আলাপ করিত, সকলেই উহাদিগকে দেখিতে পাইত। "অনাবৃতাঃ" শব্দের অর্থ "বস্ত্রবিরহিতা" বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, "সর্ব্বৈর্দ্রষ্টুং যোগ্যাঃ"। এই ব্যাখ্যায় আদিম-সমাজের অসভ্য উলঙ্গাবস্থার কল্পনা বারিত হইয়াছে। স্ত্রীগণ স্বতন্ত্রা ছিল। উহারা রতিসুখার্থ স্বচ্ছন্দে যে-সে পুরুষে উপগতা হইতে পারিত—যে সে পুরুষের নিকট যাইতে পারিত। উহারা কৌমারকাল হইতেই ব্যভিচারিণী হইত, তাহাতে উহাদের পতিরা কোনও বাধা প্রদান করিত না। উহা অধর্ম্ম বলিয়াও পরিগণিত হইত না প্রত্যুত পুরাকালে উহা ধর্ম্ম বলিয়াই ... হইত। মহাভারতের সময়ে উত্তরকুরু প্রদেশে যে এই প্রথা ...ন ছিল, পাণ্ডু নিজেও তাহা স্পষ্টতর ভাবেই বলিয়াছেন। ...প্রকারে এই প্রাচীন প্রথার সঙ্কোচ হয়, পাণ্ডু কুন্তীর ...ট সে আখ্যায়িকাও প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—
"বভূবোদ্দালকো নাম মহর্ষিরিতি নঃ শ্রুতম্।
শ্বেতুকেতুরিতি খ্যাতঃ পুত্রস্তস্যাভবন্মুনিঃ॥
মর্য্যাদেয়ং কৃতা তেন ধর্ম্ম্যা বৈ শ্বেতকেতুনা।
কোপাৎ কমলপত্রাক্ষি যদর্থং তং নিবোধমে॥
শ্বেতকেতোঃ কিল পুরা সমক্ষং মাতরং পিতুঃ।
জগ্রাহ ব্রাহ্মণঃ পাণৌ গচ্ছাব ইতি চাব্রবীৎ॥
ঋষিপুত্রস্ততঃ কোপং চকারামর্ষচোদিতঃ।
মাতরং তাং তথা দৃষ্ট্বা শ্বেতকেতুমুবাচ হ॥
মা তাত কোপং কার্ষীস্ত্বমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অনাবৃতা হি সর্ব্বেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভুবি॥
যথা গাবঃ স্থিতাস্তাত স্বে স্বে বর্ণে তথা প্রজাঃ।
ঋষিপুত্রোঽথ তং ধর্ম্মং শ্বেতকেতুর্ন চক্ষমে॥
চকার চৈব মর্য্যাদামিমাং স্ত্রীপুংসয়োর্ভুবি।
মানুষেষু মহাভাগে নত্বেবান্যেষু জন্তুষু॥
তদা প্রভৃতি মর্য্যাদা স্থিতেয়মিতি নঃ শ্রুতম্।
ব্যুচ্চরন্ত্যাঃ পতিং নার্য্যামদ্য প্রভৃতি পাতকম্॥
ভ্রূণহত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যত্যসুখাবহম্।
ভার্য্যাং তথা ব্যুচ্চরতঃ কৌমার-ব্রহ্মচারিণীম্॥
পতিব্রতামেতদেব ভবিতা পাতকং ভুবি।
পত্যা নিযুক্তা যা চৈব পত্নী পুত্রার্থমেব চ॥
ন করিষ্যতি তস্যাশ্চ ভবিষ্যতি তদেব হি।
ইতি তেন পুরা ভীরু মর্য্যাদা স্থাপিতা বলাৎ॥"
আদিপর্ব্ব ১২২ অধ্যায় ৯-২০।

অর্থাৎ পাণ্ডু বলিয়াছেন, শুনিয়াছি উদ্দালক নামে মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শ্বেতুকেতু। শ্বেতকেতু দ্বারাই প্রথমে স্ত্রীগণের স্বচ্ছন্দবিহারপ্রথায় বাধাকরী মর্য্যাদা স্থাপিত হয়। এই শ্বেতকেতু যে কারণে কোপাবিষ্ট হইয়া এই মর্য্যাদা স্থাপন করেন, তাহার কারণ শ্রবণ কর। একদা উদ্দালক, শ্বেতকেতু ও তাঁহার মাতা উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্বেতকেতুর মাতার হস্ত ধারণ করিলেন এবং তাহাকে "এস যাই" বলিয়া একান্তে লইয়া গেলেন। ঋষিপুত্র ইহাতে বড় অসন্তুষ্ট হইলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "বৎস কুপিত হইও না, উহা সনাতন ধর্ম্ম। এ জগতে সকল বর্ণের স্ত্রীই অরক্ষিতা। গোগণের ন্যায় মানুষেরাও স্ব স্ব বর্ণে স্বচ্ছন্দে বিহার করে। কিন্তু শ্বেতকেতু ইহাতে প্রবোধ পাইলেন না। তিনি স্ত্রী পুরুষের এই ব্যভিচার-প্রথা তিরোহিত করিবার নিমিত্ত নিয়ম স্থাপন করিলেন। সেই অবধি মানব জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য জন্তুদিগের প্রাচীন ধর্ম্মই বলবান্ রহিয়াছে। শ্বেতকেতুর নিয়ম এই যে, অতঃপর যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবে, তাহার পক্ষে ভ্রূণহত্যার তুল্য ভীষণ অমঙ্গলজনক পাপ হইবে। আর যে পুরুষ বাল্যাবধি সাধুশীলা পতিব্রতা পত্নীকে আক্রমণ করিবে, তাহারও এই পাপ হইবে এবং যে স্ত্রী পতিদ্বারা পুত্রার্থে নিযুক্তা হইয়া তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিবে, তাহারও এই পাপ হইবে। হে ভয়শীলে! শ্বেতকেতু বলপূর্ব্বক পূর্ব্বকালে এই ধর্ম্মযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন।"

মহাভারত পাঠে আরও জানা যায়, উতথ্য ঋষির পুত্র দীর্ঘতমাও * স্ত্রীগণের স্বচ্ছন্দ বিহার-প্রথার প্রতিষেধ করেন।

* এই দীর্ঘতমা ঋষি ও ইঁহার পুত্র কাক্ষীবানের কথা ঋগ্‌বেদে বহুস্থলে উক্ত হইয়াছে।

মহাভারতে সেই বিবরণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—দীর্ঘতমার পত্নী পুত্রলাভ করার পর আর পতির সন্তোষ জন্মাইতেন না। দীর্ঘতমা কহিলেন, তুমি আমায় দ্বেষ কর কেন? তদুত্তরে তাঁহার পত্নী প্রদ্বেষী বলেন, স্বামী স্ত্রীর ভরণ পোষণ করেন, এই নিমিত্ত তিনি উক্ত নামে অভিহিত এবং তিনি পালন করেন এই নিমিত্তই তিনি পতি নামে আখ্যাত। কিন্তু তুমি জন্মান্ধ, আমি তোমার ও তোমার পুত্রগণের ভরণ পোষণ করিয়া সতত সৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছি, আর আমি শ্রম করিয়া তোমাদের ভরণ পোষণ করিতে পারিব না। গৃহিণীর এই বাক্য শুনিয়া ঋষি কোপাবিষ্ট হইয়া নিজ পত্নীকে বলিলেন, আমাকে রাজকুলে লইয়া চল, তথা হইতেই ধনলাভ হইবে। পত্নী প্রদ্বেষী বলিলেন, আমি তোমার উপার্জ্জিত ধন চাহি না, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। আমি পূর্ব্বের মত তোমার ভরণ পোষণ করিব না। ইহাতে দীর্ঘতমা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আজ হইতে আমি এই নিয়ম স্থাপন করিলাম কেবল একমাত্র পতিই স্ত্রীলোকদের চিরজীবনের আশ্রয় হইবে। স্বামী মরিলে অথবা স্বামী জীবিত থাকিতে স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগত হইতে পারিবে না, অন্য পুরুষ উপগতা হইলে তাহাকে পতিতা হইতে হইবে। আজ অবধি যে সকল স্ত্রী পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষে উপগতা হইবে, তাহাদের পাতক হইবে। সকল প্রকার ধন থাকিতেও তাহারা এ সকল ধন ভোগ করিতে পাইবে না এবং নিয়ত তাহাদের অপযশ ও অপবাদ হইবে, যথা মহাভারতে—

> অদ্যপ্রভৃতি মর্য্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
> এক এব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম্॥
> মৃতে জীবতি বা তস্মিন্নাপরং প্রাপ্নুয়ান্নরম্।
> অভিগম্য পরং নারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
> অপতীনান্তু নারীনামদ্যপ্রভৃতি পাতকম্।
> যদ্যস্তি চেদ্ধনং সর্ব্বং বৃথা ভোগা ভবন্তু তাঃ॥
> অকীর্ত্তিঃ পরিবাদশ্চ নিত্যং তাসাং ভবন্তু বৈ॥"
>
> (মহাভা° ১।১০৪।৩৪-৩৭)

মহাভারতের এই সকল প্রমাণ অনুসারে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রাচীন কালে হিন্দুসমাজেও বিবাহবন্ধন বর্ত্তমান কালের ন্যায় সুদৃঢ় ছিল না। স্ত্রীলোকেরা কৌমারকাল হইতেই যথেচ্ছভাবে পরপুরুষ সহবাস করিতে পারিত, ইহাতে তাহাদের কোনও বাধা ঘটিত না। সাধু সমাজেও উহা ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত।*

ঋগ্বেদ সংহিতা পাঠে জানা যায়, রাজকন্যারা ঋষিপুত্রদের সহিত বিবাহিতা হইতেন। ঋগ্বেদে ৫ম মণ্ডলের ৬১ সূক্তে যে শ্যাবাশ্ব ঋষির উল্লেখ আছে। ইনি রথবীতি রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। এই সম্বন্ধে সায়ণ এক অদ্ভুত প্রস্তাব বর্ণনা করিয়াছেন। দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি অত্রি বংশীয় অর্চ্চনানাকে হোতৃকার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন। অর্চ্চনানা পিতৃ সমীপে রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া স্বপুত্র শ্যাবাশ্বের সহিত তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজা মহিষীর নিকট এই প্রস্তাব করায় রাজমহিষী আপত্তি করিয়া বলিলেন, তাহাদের বংশে সকল কন্যারই ঋষিদের সহিত বিবাহ হইয়াছে। শ্যাবাশ্ব ঋষি নহেন, সুতরাং তাহার সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইতে পারে না। এই আপত্তিতে বিবাহ ঘটিল না। শ্যাবাশ্ব ইহা শুনিয়া ঋষিত্ব লাভের নিমিত্ত কঠোর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। পর্য্যটন কালে শ্যাবাশ্বের সহিত মরুদ্গণের সাক্ষাৎ হয়। মরুদ্গণ তাঁহাকে ঋষিত্ব পদ প্রদান করেন। অতঃপর রাজকন্যার সহিত শ্যাবাশ্ব ঋষির বিবাহ হয়। শর্য্যাতি রাজার কন্যার সহিত চ্যবন ঋষির বিবাহ হইয়াছিল (১ম মণ্ডল ১৮ সূক্ত ঋক্‌বেদ সংহিতা দেখ)। এরূপ অসবর্ণা বিবাহের উদাহরণ যথেষ্টই আছে। আবার শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মর্ষি শুক্রের কন্যা দেবযানীর সহিত ক্ষত্রবন্ধু নহুষপুত্র যযাতির বিবাহ হইয়াছিল। ফলতঃ অতি প্রাচীন কালে সবর্ণা-অসবর্ণা সগোত্রা-অসগোত্রা প্রভৃতি বিচারপূর্ব্বক (Endogamy ও Exogamy) বিবাহপদ্ধতি ভারতে প্রচলিত ছিল কি না তাহার উত্তম নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তীকালের সবর্ণা, অসগোত্রা ও অসপিণ্ডা কন্যার পাণিগ্রহণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। মনু বলেন—

ঋষিদের সহিত রাজপুত্রীদের বিবাহ, প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহ

> "উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং॥
> অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
> সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥"
>
> মনু তৃতীয় অধ্যায়, ৪।৫।

অনুলোম ভাবে অসবর্ণা বিবাহের বিধান মন্বাদির ধর্ম্মশাস্ত্রে যথেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু কলিযুগে উহা বারিত হইয়াছে। সবর্ণা ভার্য্যা ব্যতীত অপরাপর ভার্য্যা কামপত্নী। ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম, যম, বিষ্ণু, হারীত, আপস্তম্ব, পৈঠীনসি, শঙ্খ ও শাতাতপ প্রভৃতি সংহিতাকর্ত্তারা সকলেই এই ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছেন। সগোত্রা কন্যার বিবাহ এদেশে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে চলিত নহে। সংহিতাকারগণ অসগোত্র বিবাহের (Exogamy) অবিসংবাদিত পক্ষপাতী। মাতৃসপিণ্ডের সম্বন্ধে মোটের উপরে

* ভারতবর্ষ ব্যতীত জগতের অন্যান্য অংশেও যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল, আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্ হারবার্ট স্পেনসারের লিখিত সমাজ-তত্ত্ব গ্রন্থ পাঠেও তৎসম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যাইতে পারে।

মতভেদ নাই, কিন্তু সংখ্যাগণনার যথেষ্ট মতভেদ আছে। অতঃপর উহার আলোচনা করা হইবে। সগোত্রা কন্যার বিবাহ (Consanguinous বা Exogamous marriage) দৈহিক ও মানসিক উন্নতির পক্ষে শুভজনক নহে, আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারাও এই সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইয়াছে।

বৈদিক সূক্ত ও মন্ত্রাদি পাঠে মনে হয়, বৈদিক সময়ে আদৌ বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল না। সূক্ত ও মন্ত্রাদিতে বধূর উক্তিতে যে সকল বাক্য বলা হইয়াছে, যুবতী ভিন্ন তাদৃশ উক্তি বালিকার পক্ষে সম্ভবপর নহে। অপরন্তু "বিবাহলক্ষণযুক্তা" না হইলে যে কন্যাকে বিবাহ দেওয়া হইত না, ঋগ্বেদ সংহিতায় এরূপ ঋক্ও দেখিতে পাওয়া যায়, কন্যা "নিতম্ববতী" হইলেই বিবাহলক্ষণযুক্তা হইত, যথা—

যুবতী কন্যার বিবাহ

"উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী হ্যেষা বিশ্বাবসুং নমসা গোর্ভিরীড়ে।
কন্যামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং সতে ভাগ জনুষা তস্য বিদ্ধি"।

ঋক্ ১০।৮৫।২১।

অর্থাৎ হে বিশ্বাবসু, এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর, যেহেতু এই কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। (বিশ্বাবসু বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বিবাহ হইয়া গেলে উহার অধিষ্ঠাতৃত্ব থাকে না) নমস্কার ও স্তবদ্বারা বিশ্বাবসুর স্তব করে। আর অপর যে কোন কন্যা পিতৃগৃহে বিবাহলক্ষণযুক্তা হইয়াছে, তাহার নিকট গমন কর ইত্যাদি।

ইহার পরের ঋকেও এই বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় যথা—

"উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো নমস্তেড়া মহে ত্বা।
অন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্যং সং জায়াং পত্যা সৃজ।" ঋক্ ১০।৮৫ ২২

অর্থাৎ হে বিশ্বাবসু এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর। নমস্কার দ্বারা তোমার পূজা করি। নিতম্ববতী অপরা নারীর নিকট যাও। তাহাকে পত্নী করিয়া স্বামী সংসর্গিনী করিয়া দাও।

আরও একটী উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে। একটী কন্যা দীর্ঘকাল কুষ্ঠরোগে প্রপীড়িত ছিল। অশ্বিকুমারদ্বয় উহাকে যখন চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করেন, তখন সে যৌবনকাল অতিক্রম করিয়াছিল। অতঃপর তাহার বিবাহ হয়। ইহাও ঋগ্বেদের কাহিনী। এতদ্বারা যুবতী-কন্যা-বিবাহ-প্রথা যে বৈদিক সময়ে প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা সুন্দর রূপেই প্রতিপন্ন হইল। মনু যদিও দ্বাদশ বর্ষ বয়সে কন্যা বিবাহের সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, কিন্তু গুণযুক্ত পতি না পাওয়া পর্য্যন্ত কন্যা ঋতুমতী ও বৃদ্ধা হইয়া মরিয়া গেলেও বয়স বাড়িয়া গেল বলিয়া যে-সে বরে কন্যা দিতে হইবে এই প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। সমগ্র মহাভারত যুবতী-কন্যা-বিবাহেরই প্রমাণ-গ্রন্থ। অঙ্গিরার বচন আধুনিক সমাজেই প্রচলিত। কিন্তু এখন "দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতঃ উর্দ্ধং রজস্বলা" অঙ্গিরার এই কথার আধুনিক হিন্দুসমাজ আর আস্থা রাখিতে পারিতেছেন না। এখন একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষের পূর্ব্বে হিন্দুদের কন্যা প্রায়ই বিবাহিত হয় না। ভারতবর্ষের আদিম জাতীয় লোকদের মধ্যে এখনও কন্যাদের যৌবনেই বিবাহিত হইতে দেখা যায়।

প্রাচীন কালে এদেশে অনেক কন্যা যে চিরকুমারী ভাবে পিত্রালয়ে অবস্থান করিত এবং পিতার ধনের অধিকারিণী হইত, ঋগ্বেদে এরূপ প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

চিরকুমারী

"অমাজুরিব পিত্রোঃ সচা সতী সমানাদাসদসম্ভামিয়ে ভগং।
কৃধি প্রকেতমুপ মাস্যা ভর দদ্ধি ভাগং তন্বো ২ যেন মামহঃ॥

২ মণ্ডল—১৭ সূক্ত—৭ ঋক্

সায়ণভাষ্যের অনুযায়ী ইহার অনুবাদ এইরূপ—

হে ইন্দ্র পতিঅভিমানী হইয়া যাবজ্জীবন পিতামাতার সহিত অবহিতা, পিতামাতার শুশ্রূষাপরায়ণা দুহিতা যেমন পিতৃগৃহের ধনভাগ প্রার্থনা করে, সেইরূপ আমি তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করি। সেই ধন তুমি সকলের নিকট প্রকাশিত কর, সেই ধনের পরিমাণ কর ও তাহা সম্পাদন কর! আমার শরীরের ভোগযোগ্য ধন প্রদান কর। এই ধনে তুমি স্তোতাদিগকে সম্মানিত কর।

ঋগ্বেদের সময়ে স্ত্রীলোদের স্বচ্ছন্দ বিহারে বাধা পড়িয়াছিল। কুমারী অবস্থায় বা বিধবা অবস্থায় গুপ্তভাবে গর্ভ সঞ্চার হইলে ব্যভিচারিণীরা যে গুপ্তভাবে ভ্রূণ নিক্ষেপ করিত, ঋগ্বেদে তাহারও নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

ব্যভিচারিণী

"ধৃতব্রতা আদিত্যা ইষিরা আরে মৎকর্ত্ত রহসূরিবাগঃ
শৃণ্বতো বো বরুণ মিত্র দেবা ভদ্রস্য বিদ্বান্ অবসে হুবে বঃ॥"

(২ ম° ২৯ সূ° ১ ঋক্)

অর্থাৎ হে ব্রতকারী শীঘ্র গমনশীল সকলের প্রার্থনীয় আদিত্যগণ রহসূ অর্থাৎ গুপ্তপ্রসবিনীর গর্ভের ন্যায় আমায় অপরার দূরদেশে নিক্ষেপ কর। হে মিত্র ও বরুণ, তোমাদের মঙ্গল কার্য্য আমি জানিয়া, রক্ষার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। তোমরা আমাদের স্তুতি শ্রবণ কর।

"রহসূরিব" পদ মূলে আছে। সায়ণ ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন "রহসি জনৈরজ্ঞাতপ্রদেশে সূয়তে ইতি রহসূঃ ব্যভিচারিণী, সা যথা গর্ভং পাতয়িত্বা দূরদেশে পরিত্যজতি তদ্বৎ।"

এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই ঋক্ সৃষ্টির সময় এদেশে সম্ভবতঃ কুমারী অবস্থাতেও কন্যাদের গর্ভ সঞ্চার হইত। অথবা তখন সমাজে বিধবাবিবাহ সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল না। ব্যভিচারিণী-

দের স্বগৃহ গর্ভ সেই প্রাচীন সময়ে নিন্দিত হইত। আদিম এক শ্রেণীর অসভ্য জাতীয় লোকের মধ্যে এইরূপ কার্য্য দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু সুসভ্য হিন্দু সমাজে ঋগ্বেদের প্রাচীন কাল হইতেই এতাদৃশ ব্যভিচারকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। এখনও এই জঘন্য কার্য্য ঠিক্ প্রাচীন কালের ন্যায় অতি গুপ্তভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং জনসমাজে উহা নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ঋগ্বেদসংহিতায় বহুল প্রকার বিবাহের প্রথা দৃষ্ট হয়। বিবাহের প্রকারভেদ। পরবর্ত্তী মন্বাদি স্মার্ত্তগণ. এই সকল বিবাহ-প্রথার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন যথা মনু—

"ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্ম দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই অষ্টপ্রকার বিবাহ। মুদ্রিত ঋগ্বেদ-সংহিতায় রাক্ষস ও পৈশাচবিবাহের উদাহরণ পরিলক্ষিত হয় না। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের আভাস অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্ম বিবাহে বরকে গৃহে আহ্বান করিয়া বর-কন্যাকে ভূষিত করিয়া অর্চ্চনা সহকারে বিবাহ দেওয়া হয়। ঋগ্বেদের সময়েও বরকে আহ্বান করিয়া কন্যাকর্ত্তার গৃহে আনয়ন করা হইত এবং বরকন্যাকে অলঙ্কৃতা করিয়া বিবাহ দেওয়া হইত। বিবাহ সময়ে বর ও কন্যাকে অলঙ্কৃত করার অনেক প্রমাণ ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে একটী প্রমাণের উল্লেখ করা যাইতেছে, যথাঃ—

"এতং বাং স্তোমমশ্বিনাবকর্ম্মাতক্ষাম ভৃগবো ন রথং।
ন্যমৃক্ষাম যোষণাং ন মর্য্যে নিত্যং ন সূনুং তনয়ং দধানাঃ॥"
(ঋক্ ১০।৩৯।১৪)

অর্থাৎ যেরূপ ভৃগুসন্তানগণ রথ প্রস্তুত করে, তদ্রূপ হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের জন্য এই স্তব প্রস্তুত করিলাম। যেরূপ জামাতাকে কন্যাদানের সময়ে বসন ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া কন্যা সম্প্রদান করা হয়, তদ্রূপ এই স্তবকে আমি অলঙ্কৃত করিয়াছি। যেন নিত্যকাল আমাদের পুত্র পৌত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে।

কন্যা ও বরকে বসনভূষণে ভূষিত করিয়া কন্যার পিত্রালয়ে বিবাহ দেওয়ার প্রথা বহু প্রাচীন সময় হইতেই বিবাহের একটী শ্রেষ্ঠ লৌকিক আচার বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে।

এই সদাচার দেখিয়া মনুস্মৃতিতে লিখিত হইয়াছে—

"আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (মনু ৩।২৭)

মেধাতিথি বলেন, আচ্ছাদনাদি দ্বারা বরকে অলঙ্কৃত করিতে হইবে কিংবা কন্যাকে অলঙ্কৃত করিতে হইবে, এই বিষয়ে অন্যতরের সম্বন্ধে প্রমাণাভাবনিবন্ধন উহা উভয়ের পক্ষেই প্রযুজ্য যথা ঃ—

"এতেনাচ্ছাদনার্হণেন কন্যায়া বরস্য চান্যতরসম্বন্ধে প্রমাণাভাবাৎ উভয়োপযোগঃ কার্য্যঃ।"

পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋক্ প্রমাণেও ইহার নিশ্চয়াত্মক প্রমাণাভাব। বর ও কন্যাকে বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া বিবাহ দেওয়ার রীতি যে অতি প্রাচীন সময় হইতেই প্রচলিত ছিল ইহা হইতেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। দৈববিবাহেও অলঙ্কারদানের প্রথা প্রচলিত ছিল যথা ঃ—

"যজ্ঞে তু বিততে সম্যগ্ ঋত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥" (মনু ৩ অ° ২৮শ্লো°)

অধুনা আসুর বিবাহেও কন্যার পিতা বর কন্যাকে অলঙ্কৃত করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন।

স্বয়ম্বর ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ। ঋগ্বেদে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বা স্বয়ম্বরা প্রথার কথাও দেখিতে পাওয়া যায় যথা ঃ—

"কিয়তী যোষা মর্য্যতো বধূয়োঃ পরিপ্রীতা পন্যসা বার্য্যেণ।
ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎসুপেশাঃ স্বয়ং সামিত্রং বনুতে জনে চিৎ।"
(১০ ম° ২৭ সূত্র ১২ ঋক্)

অর্থাৎ এমন কত স্ত্রীলোক আছে, যাহারা অর্থেই প্রীত হইয়া কামুক মনুষ্যের প্রতি অনুরক্তা হইয়া থাকে, যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যাহার শরীর সুগঠন, সে অনেক লোকের মধ্য হইতে আপনার মনোগত প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে।

সুবিখ্যাত সায়ণাচার্য্য এই ঋকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন ঃ—

"অপি চ যদ্যা বধূর্ভদ্রা (কল্যাণী) সুপেশাঃ (শোভনরূপা) চ ভবতি, সা দ্রৌপদীদময়ন্ত্যাদিকা বধূঃ স্বয়মাত্মনৈব জনে চিজ্জন-মধ্যেঽবস্থিতমিতি মিত্রং প্রিয়মর্জ্জুননলাদিকং পতিং বনুতে (যাচতে স্বয়ম্বরধর্ম্মেণ প্রার্থয়তে)।"

মনুও বলিয়াছেন ঃ—

"ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ সতু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥"

কন্যা ও বরের পরস্পরের ইচ্ছা দ্বারা যে সংযোগ, উহাই গান্ধর্ব্ব বিবাহ নামে খ্যাত।

ঋগ্বেদে আরও লিখিত আছে যে, স্ত্রী স্বীয় আকাঙ্ক্ষা অনুসারেও পতি লাভ করে। যথাঃ—

"সনাযুবো নমসা নব্যো অর্কৈর্বসূযবো মতয়ো দস্ম দদ্রুঃ।
পতিং ন পত্নী রুশতী রুশন্তং স্পৃশন্তি ত্বা শবসাবন্মনীষাঃ"
(১ ম° ৬২ সূত্র ১১ ঋক্)

অর্থাৎ হে দর্শনীয় ইন্দ্র, তুমি মন্ত্র ও নমস্কার দ্বারা স্তুত হও

যে মেধাবিগণ সনাতন কর্ম্ম বা ধন কামনা করে, তাহারা বহু প্রয়াসে তোমাকে প্রাপ্ত হয়। হে বলবান্ ইন্দ্র, যেরূপ কাময়মানা পত্নী কাময়মান পতিকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মেধাবিগণের স্তুতিসমূহ তোমাকে স্পর্শ করে।

এই প্রমাণটীও প্রাগুক্ত মনুবচন-নির্দ্দিষ্ট গান্ধর্ব্ব বিবাহের বৈদিক প্রমাণ।

স্বামীর মৃত্যুর পরে দেবরের সহিত বিধবার বিবাহপ্রথা ঋক্‌বেদের সময়েও প্রচলিত ছিল যথাঃ—

দেবরের সহিত বিধবার বিবাহ

"কুহ স্বিদ্দোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ। কো বাং শযুত্রা বিধবেব দেবরং মর্য্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ॥"

(১০ম মণ্ডল ৪০ সূক্ত, ২ ঋক্)

ইহার অর্থ এই যে "হে অশ্বিদ্বয় তোমরা দিবাভাগে কি রাত্রিকালে কোথায় গমন কর, কোথায় বা কালযাপন কর? বিধবা যেরূপ শয়ন কালে দেবরকে সমাদর করে, অথবা কামিনী নিজ কান্তকে সমাদর করে, যজ্ঞ আহ্বান স্থলে কে তোমাদিগকে তদ্রূপ সমাদরের সহিত আহ্বান করে?

মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকের টীকায় মেধাতিথি এই ঋক্‌টী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভগবান্ মনু সম্ভবতঃ এই ঋকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে কচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥৬৫॥
অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি ॥৬৬॥
স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুনঃ।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ ॥৬৭॥
ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ম্।
নিযোজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ ॥৬৮॥ (মনু ৯ অ°)

বিধবাদের সম্বন্ধে আরও একটী ঋক্ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

"উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং, গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং, পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ॥"

(১০ মণ্ডল ১৮ সূ° ৮ ঋক্।

অর্থাৎ হে মৃতের পত্নি! জীবলোকে ফিরিয়া চল। এ স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর। তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ সে গতাসু হইয়াছে। সুতরাং চলিয়া এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া গর্ভাধান করিয়াছিলেন সেই পতির সম্বন্ধে জায়-ত্ব ধৃত হইয়াছে। সুতরাং অনুমরণে যাওয়ার আর প্রয়োজন নাই।

এই ঋক্‌টী পাঠে বুঝা যায় ঋক্‌বেদের সময়েও সতীদাহপ্রথা স্থানে স্থানে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সূক্তকার পুত্রপৌত্রবিশিষ্টা বিধবা নারীদিগের অনুমরণ প্রতিষেধার্থ এই সূক্ত রচনা করেন। সায়ণ "জীবলোকং" পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন 'জীবানাং পুত্র-পৌত্রাদিনাং লোকং স্থানং গৃহম্"। "জনিত্ব বা জায়াত্বের কার্য্য শেষ হইয়াছে"। মূলও এই ভাবাত্মক কথাই আছে। এই ঋক্‌টী বিধবা-বিবাহ বা বিধবার স্বামিগ্রহণের অনুকূল নহে। ইহা অনুমরণোদ্যত বিধবা রমণীর প্রতি প্রবোধ বাক্য মাত্র। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রেও দেবরাদি দ্বারা শ্মশানগামিনী বিধবার প্রতি এইরূপ উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

"তামুত্থাপয়েদ্দেবরঃ পতিস্থানীয়োঽন্তেবাসী জরদ্দাসো বোদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকম্।" আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ৪।২। ৮।

মনু লিখিয়াছেন—

"অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যোষিতাং ধর্ম্মমাপদি॥
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা॥
যবীয়সস্তু যা ভার্য্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা॥
জ্যেষ্ঠো যবীয়সো ভার্য্যাং যবীয়ান্ বাগ্রজস্ত্রিয়ম্।
পতিতৌ ভবতো গত্বা নিযুক্তা বপ্যনাপদি।" (৯ম অধ্যায়)

এইরূপে সাবধান করিয়া ভগবান্ মনু অতঃপরে প্রাগুক্ত ঋক্‌মন্ত্রের অনুসারে ব্যবস্থা দিতেছেন :—

"দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরীক্ষয়ে॥
বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তেন বাগ্‌যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন॥"

৯ম অধ্যায়, ৫৯ ৬০ শ্লোক।

ঘৃতাক্তাদি-নিয়ম-বিধান উভয় পক্ষেই প্রযুজ্য বলিয়া মনে হয়। মনুস্মৃতি যে বেদমূলক, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বৃহস্পতি বলেন—

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনু স্মৃতম্।"

অর্থাৎ মনু স্বীয় সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন অতএব মনু-স্মৃতিই প্রধান। ফলতঃ উদ্ধৃত ঋক্‌দ্বয়ের সহিত মনুস্মৃতি পাঠ করিলে মনে হয়, পুত্রার্থে বৈদিক কাল হইতে মনুর সময়ের অনেক পরবর্ত্তীকালেও নিয়োগপ্রথা প্রচলিত ছিল। এই নিয়োগের কার্য্য দেবরদ্বারাই সম্পন্ন হইত, দেবরই ভ্রাতৃজায়ার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিত। কাল সহকারে ভ্রাতৃজায়াই দেবরের অঙ্কলক্ষ্মীরূপে পরিণতা হইতে লাগিল। এখন যদিও

"দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তি র্দত্তা কন্যা ন দীয়তে।
ন যজ্ঞে গোবধকার্য্যঃ কলৌ ন চ কমণ্ডলুঃ।"

এই প্রমাণ হইতে দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও অনেক স্থলেই নিয়োগবিধি-নিয়ম-প্রত্যাখ্যান সত্বেও ভ্রাতার মৃত্যুর পরে ভ্রাতৃজায়া শয়নকালে দেবরকে অতীব সমাদরে আপন শয্যায় স্থান প্রদান করিয়া উহাকেই পতি-স্থানে অভিষিক্ত করিয়া থাকে। এ নিয়ম অনেক দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। আদিম সমাজের বিবাহপ্রথার আলোচনায় এতৎ-সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে চিরদিনই বহুপত্নীকতা প্রচলিত রহিয়াছে। ঋগ্‌বেদেও বহুপত্নীকতার যথেষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বহুপত্নীকতা
Polygeny

ঋগ্‌বেদের সূক্তকার দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র কক্ষীবান্ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে গমনকালে পথি পার্শ্বে নিদ্রিত হইয়া পড়েন, তখন রাজা অনুচরবর্গের সহিত তথায় আসিয়া কক্ষীবানের রূপ দেখিয়া তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া যান এবং আপন দশ কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া ১০০ নিষ্ক সুবর্ণ, ১০০ অশ্ব, ১০০ বৃষ ও ১০৬০ গাড়ী ও ১১ রথ প্রদান করেন। এই কক্ষীবান যখন বৃদ্ধ হন, তখন ইহাকে ইন্দ্র বৃচা নামে যুবতী পত্নী দান করেন। এইরূপ বহু-পত্নীকতার আরও উদাহরণ প্রদর্শিত হইতে পারে।

বেদে লিখিত আছে :—"যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো জায়ে বিন্দেত"।

অর্থাৎ যেমন যজ্ঞকালে এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা হয়, সেইরূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে।

এ সম্বন্ধে আর একটী শ্রুতি আছে যথা :—

"তস্মাদেকস্য বহ্বো জায়া ভবন্তি।"

মহাভারতে দ্রুপদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,

"একস্য বহ্ব্যো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন"

(আদিপর্ব্ব ১৬৫ অধ্যায়, ২৭ শ্লোক)

ঋগ্‌বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ১৪৫ সূক্ত পাঠে জানা যায়, পুরাকালে সপত্নীগণ আপন আপন প্রতিযোগিনী সতিনীগণের উপর প্রভুত্ব লাভের নিমিত্ত বিবিধ প্রকার মন্ত্রৌষধি প্রয়োগ করিতেন যথা—

১। "ইমাং খনাম্যোষধিং বীরুধং বলবত্তমাং।
যয়া সপত্নীং বাধতে যয়া সংবিদতে পতিম্॥"

অর্থাৎ এই যে তীব্রশক্তিযুক্তা লতা ইহা ওষধি, ইহা আমি খননপূর্ব্বক উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা দ্বারা সপত্নীকে ক্লেশ দেওয়া যায়, ইহা দ্বারা স্বামীর প্রণয় লাভ করা যায়।

২। "উত্তান পর্ণে সুভগে দেবজুতে সহস্বতি।
সপত্নীং মে পরাধম পতিং মে কেবলং কুরু॥"

অর্থাৎ হে ওষধি! তুমি স্বামীর প্রিয় হইবার উপায়, তুমি উন্নতমুখ। দেবতারা তোমার সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমার তেজ অতি তীব্র। তুমি আমার সপত্নীকে দূর করিয়া দাও। যাহাতে আমার স্বামী কেবল আমার বশীভূত থাকেন, তাহাই করিয়া দাও।

৩। "উত্তরাহমুত্তর উত্তরেদুত্তরাভ্যঃ।
অথা সপত্নী যা মমাধরা সাধরাভ্যঃ॥"

হে ওষধি! তুমি প্রধান; আমিও যেন প্রধানা হই, প্রধানার উপর প্রধানা হই, আমার সপত্নী যেন নীচারও নীচা হইয়া থাকে।

৪। "ন হ্যস্যা নাম গৃভ্‌নামি নো অস্মিন্ রমতে জনে।
পরামেব পরাবতং সপত্নীং গময়ামসি॥"

সেই সপত্নীর নাম পর্য্যন্ত আমি মুখে আনি না। সপত্নী সকলের অপ্রিয়। দূর অপেক্ষা আরও দূরে আমি সপত্নীকে পাঠাইয়া দিই।

৫। "অহমস্মি সহমানাথ ত্বমসি সাসহিঃ।
উভে সহস্বতী ভূত্বী সপত্নীং মে সহাবহৈ॥"

হে ওষধি! তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। এস আমরা উভয়ে ক্ষমতাবতী হইয়া সপত্নীকে হীনবলা করি।

৬। "উপতেহধাং সহমানামভি ত্বাধাং সহীয়সা।
মামনু প্র তে মনো বৎসং গৌরিব ধাবতু পথা বারিব ধাবতু।"

হে পতে, এই ক্ষমতাযুক্ত ওষধি তোমার শিরোভাগে রাখিলাম। সেই শক্তিযুক্ত উপাধান তোমাকে মস্তকে দিতে দিলাম। যেমন গাভী বৎসের প্রতি ধাবিত হয়, যেমন জল নিম্ন পথে ধাবিত হয়, তেমনি যেন তোমার মন আমার প্রতি-ধাবিত হয়।

মন্বাদি সংহিতাকারগণের সহিত শাস্ত্রেও বহুপত্নীকতার আলোচনা যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। মনু বলেন—

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো হবরাঃ।" (৩।১২)

অর্থাৎ দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে সবর্ণা বিবাহই বিহিত। কিন্তু যাহারা রতিকামনায় বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা অনুলোম ক্রমে বিবাহ করিতে পারে।

শঙ্খ ও দেবল প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের গ্রন্থে বহু বিবাহের প্রয়োজন মত বহু বিধান পরিলক্ষিত হয়। পুরাণে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণের বহু মহিষী ছিলেন। বসু-দেবের বহু মহিষীর কথাও শ্রীভাগবতে উল্লিখিত আছে, যথা—

"রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে।
অন্যাশ্চকংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি॥"

সত্যযুগে ধনমিত্র নামে এক ঐশ্বর্য্যশালী বণিক বহু বিবাহ করিয়াছেন, যথা অভিজ্ঞান শকুন্তলে

"বেত্রবতি, বহুধনত্বাৎ বহুপত্নীকেন তত্র ভবতা ভবিতব্যং।
বিচার্য্যতাম্ যদি কাচিদাপন্নাসত্ত্বা স্যাৎ তস্য ভার্য্যাসু।"

পৌরাণিক ও আধুনিক রাজাদের বহু বিবাহের কথা সকলেরই সুবিদিত। রাঢ়ীয় কুলীনগণের মধ্যে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে অনেকেই শতাধিক বিবাহ করিতেন। ভারতবর্ষের ন্যায় বহুপত্নীকতার প্রভাব বোধ হয় জগতের অন্য কোন স্থানেই ছিল না। তবে বৈদেশিক মুসলমানসমাজে এখনও বহু বিবাহের অভাব নাই।

বহুপত্নীকতার অসংখ্য উদাহরণ আছে। আবার অপর পক্ষে বহুভর্তৃকতার উদাহরণ অতি বিরল। বেদে এই প্রথার উদাহরণ বা উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বহুভর্তৃকতা
Polyandry

ঋগ্‌বেদে একটী সূক্ত আছে, সেই সূক্তটী দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, প্রাচীন যে সময়ে বহুভর্তৃকতা প্রথা প্রচলিত ছিল, সে সূক্তটী এই:—

"সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তরঃ
তৃতীয়ো অগ্নিঃষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ।" (১০ম, ৮৫সূ°)

অর্থাৎ সোম তোমায় প্রথম বিবাহ করেন, পরে গন্ধর্ব্ব বিবাহ করেন, অগ্নি তোমার তৃতীয় পতি, এবং মনুষ্য তোমার চতুর্থ পতি।

ইহার পরের ঋক্‌টী এই বাক্যের পোষক যথা—

"সোমো দদদ্গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বো দদদগ্নয়ে।
রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নি র্মহ্যমথো ইমাম্।"

অর্থাৎ সোম এই নারীকে গন্ধর্ব্বকে দিলেন, গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দিলেন, অগ্নি ধন পুত্রসহ এই রমণী আমাকে প্রদান করিলেন।

এতদ্দ্বারা নারীর বহুপত্নীকতাসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইতে পারে না। দেবগণ মানবসমাজের সামাজিক জীব নহেন; সুতরাং তাঁহাদের সহিত কন্যার মানবীয় সম্পর্ক ও সম্বন্ধ অসম্ভব। ঋগ্‌বেদে এক নারীর বহুপতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে শ্রুতিতে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে:—

১। "নৈকস্যাঃ বহবঃ সহ পতয়ঃ"
অর্থাৎ এক নারীর বহু সহ পতি নিষিদ্ধ।

২। "যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি
তস্মান্নৈকো দ্বৌ পতী বিন্দেত।"

অর্থাৎ যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না।

প্রথম শ্রুতিটী এ সম্বন্ধে তত দৃঢ়তর নিষেধবাচক নহে। কেননা "সহ পতয়ঃ" শব্দের অর্থ এই যে এক স্ত্রীর যুগপৎ অর্থাৎ এক সময়ে অনেক পতি থাকিতে পারে না, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পতি থাকিতে পারে। দ্রৌপদীর বহুপতিত্বের আশঙ্কায় দ্রুপদ রাজা যখন আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন,—স্ত্রীদিগের বহু পতিগ্রহণ বেদবিরুদ্ধ, তখন রাজা যুধিষ্ঠির উক্ত শ্রুতিটীর ঐ রূপ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির এ সম্বন্ধে গৌতমবংশীয়া জটিলার বহুভর্তৃকতার প্রাচীন উদাহরণ উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, বার্ক্ষী নাম্নী ঋষিকন্যার সাতটী ঋষির সহিত বিবাহ হইয়াছিল, মারিষা নাম্নী কন্যাকে প্রচেতারা দশ ভ্রাতায় বিবাহ করিয়াছিলেন।

ফলতঃ ঋগ্বেদে আমরা এরূপ একটী উদাহরণও দেখিতে পাইলাম না। হিন্দুসমাজের সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বহুপত্নীকতার বিধান একেবারেই তিরোহিত হইয়া যায়। মহাভারত হইতে দীর্ঘতমাপ্রবর্ত্তিত যে মর্য্যাদা স্থাপনের উল্লেখ হইয়াছে, উহাই স্ত্রীগণের পক্ষে এক পতিগ্রহণের সনাতন নিয়ম। এই নিয়মই সকল সমাজে সমাদৃত। মহাভারতের দীর্ঘতমা স্থাপিত মর্য্যাদা-সংস্থাপন প্রসঙ্গে টীকাকার নীলকণ্ঠ এ সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

"নন্নু যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দাতে। যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়ো যূপয়োঃ পরিব্যয়তি, তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত" ইত্যর্থবাদিকনিষেধবিধেরেকস্যাঃ পতিদ্বয়স্যাপ্রাপ্তত্বাৎ কথমিয়ং দীর্ঘতমসা মর্য্যাদা ক্রিয়ত ইতি চেত্তত্রাহ মৃতে ইতি। তস্মাদেকস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ ইতি শ্রুত্যন্তরে সহ শব্দাৎ পর্য্যায়েণ অনেকপতিত্বপ্রসঙ্গনাৎ রাগতঃ প্রাপ্তস্যাস্তন্নিবোধোপপত্তিঃ "সহ" শব্দোঽপি রাগতঃ প্রাপ্তানুবাদ এব ন বিধায়ক, অন্যথা বিহিতপতিসিদ্ধত্বাৎ অনেকপতিত্বে বিকল্পঃ স্যাৎ। কথং তর্হি দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চপাণ্ডবা মারিষাশ্চ দশ প্রচেতসঃ? ইদানীন্তনানাং নীচানাঞ্চ স্ত্রিয়াদয়ঃ পতয়ো দৃশ্যন্তে ইতি চেন্ন। "ন দেবচরিতং চরেৎ" ইতি ন্যায়েন দেবতাকল্পেষু পর্য্যনুযোগাযোগাৎ; নীচানাং পশুপ্রায়াণাঞ্চ চারস্যাপ্রমাণাচ্চ; অধিকারিবিষয়ত্বাচ্চ নিয়োগস্যেতি দিক্॥" (আদিপর্ব্ব ১০৪।৩৫-৩৬)

নীলকণ্ঠের সিদ্ধান্তের মর্ম্ম এই যে দ্রৌপদীর এবং মারিষার বহুপতি ছিলেন এবং ইদানীন্তন কালের অনেক নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকেরও বহুপতি দৃষ্ট হয়। এই সকল উদাহরণ দ্বারা বহুভর্তৃকতা সাধুসমাজের বিহিত নিয়ম হইতে পারে না। শাস্ত্রকার বলেন "ন দেবচরিতং চরেৎ" অর্থাৎ দেবতার চরিতানুসারে আচরণ করিবে না। দ্রৌপদী প্রভৃতি দেবতাকল্পা। জনসমাজের পক্ষে তাঁহাদের আচার ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না। আবার অপর পক্ষে পশুপ্রায় নীচজাতীয় লোকের

ব্যবহারও শিষ্ট সমাজের পক্ষে প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না এবং অধিকারিভেদেই নিয়োগ ব্যবস্থেয় ; সুতরাং এই সূত্রেও এই প্রথা সমাজে অবাধে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। ফলতঃ বহুভর্তৃতা বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রসম্মত নহে। ভারতবর্ষে কেবল দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থান ভিন্ন এই প্রথা একেবারে অপ্রচলিত।

হিন্দুসমাজে বিধবা পত্নীরূপে গৃহীত হইত, এরূপ উদাহরণ ও এতদ্বিষয়ক শাস্ত্রীয় প্রমাণ একেবারে বিরল নহে। কিন্তু বিবাহ বলিলে আমরা যে পবিত্র উৎসবময় সামাজিক প্রধানতম শাস্ত্রীয় ব্যাপার বিশেষকে বুঝিয়া থাকি, বিধবাপত্নীগ্রহণ সে রূপ উৎসবময় ও সর্ব্বসম্মত শাস্ত্রীয় ব্যাপার বলিয়া হিন্দুসমাজে কখনও বিবেচিত হইয়াছে কি না তাহাই বিচার্য্য। হিন্দুসমাজের—এমন কি সমগ্র জগতের প্রাচীন গ্রন্থ—ঋগ্‌বেদ। এই ঋগ্‌বেদ পাঠে জানা যায় যে—

বিধবা পত্নী

(১) পতির মৃত্যুর পর কোন কোন নারী শয়ন কালে দেবরের সম্মান করিতেন। যথা :—

"কুহ স্বিদ্দোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা
কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ।
কো বাং শযুত্রা বিধবেব দেবরং
মর্য্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ॥" ১০ম° ৪০ সূ° ২।

অর্থাৎ হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা দিবাভাগে কি রাত্রিকালে, কোথায় গতি বিধি কর, কোথায় বা কালযাপন কর। যে রূপ বিধবা রমণী শয়নকালে দেবরকে সমাদর করে অথবা কামিনী নিজ কান্তকে সমাদর করে, যজ্ঞস্থলে তদ্রূপ সমাদরের সহিত কে তোমাদিগকে আবাহন করে।

ইহাতে সহজেই মনে হয়, প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে অনেক বিধবা নারী কামতঃ ও রাগতঃ দেবরের সহিত রতি সম্ভোগে আসক্ত হইত। এইরূপ প্রথা সমাজের উচ্চস্তরেও প্রচলিত ছিল কি না, এই ঋক্‌পাঠে তাহার কিছু জানা যায় না—অথবা ইহা সমাজে অবাধে চলিতে ছিল কি না তাহাও বলা যায় না। এমনও হইতে পারে নিঃসন্তান বিধবারা পুত্রোৎপাদনার্থ বৈদিক বিধি অনুসারে ঋতুকালে দেবর সংসর্গ করার নিমিত্ত নিযুক্ত হইত, তৎপরে কামতঃ ও রাগতঃ দেবরকেই চিরজীবনের নিমিত্ত পতির স্থানীয় করিয়া লইত। আবার ইহাও হইতে পারে, সূক্তকারের বাসস্থানের চারিদিকে এই প্রথা ইতরশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল, উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত থাকাও অসম্ভাবিত নহে। জগতের অনেক স্থলেই এখনও এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। মনু এইরূপ প্রথার অত্যন্ত বিরোধী। মনু বলেন—

"জ্যেষ্ঠো যবীয়সো ভার্য্যাং যবীয়ান্ বাগ্রজস্ত্রিয়ম্।
পতিতৌ ভবতো গত্বাপ্যনিযুক্তাবপ্যনাপদি ॥৫৮॥ (মনু ৯ অঃ)

(২) বিধবা রমণীর দেবর সংসর্গ সম্ভবতঃ দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইত না।

কিন্তু দেবরের সহিত বিধবার বিবাহ হইত কি না, বিবাহের যে সকল মন্ত্র আছে তাহা ঠিক হইত কি না, এতদ্দ্বারা তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

১০ম মণ্ডলের ১৮শ সূক্তে আর একটি ঋকের রমেশ বাবু যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তাহা এই—

"এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া মনোমত পতি লাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রুপাত না করিয়া রোগে কাতর না হইয়া উত্তম বস্ত্র ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন।"

এই বঙ্গানুবাদ দেখিয়া মনে হইতে পারে যে ঋগ্‌বেদের সময়ে যে বিধবা বিবাহ অবাধে প্রচলিত ছিল, ইহাই তাহার যথেষ্ট নিদর্শন। ফলতঃ মূল ঋক্‌টী যদি ঠিক্ এইরূপই হইত, তাহা হইলে আমরা ঋক্‌বেদসংহিতা হইতেও বিধবা বিবাহ প্রথার একটী উৎকৃষ্ট অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিতাম, কিন্তু মূল ঋক্‌টীর অর্থ ঐরূপ কি না তাহা পাঠকগণের নিরপেক্ষ বিচারের নিমিত্ত আমরা সায়ণভাষ্য সহ উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নী রঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনশ্রবোঽনমীবা সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে।"(১০।১৮।৭)

সায়ণ ইহার নিম্নলিখিত রূপ ভাষ্য করিয়াছেন—

'অবিধবাঃ। ধবঃ পতিঃ। অবিগতপতিকাঃ। জীবৎ-ভর্ত্তৃকা ইত্যর্থঃ। সুপত্নী শোভনপতিকা ইমা নারী নার্য্য অঞ্জনেন সর্ব্বতোঽঞ্জনসাধনেন সর্পিষা ঘৃতাক্তনেত্রাঃ সত্যঃ সংবিশন্তু। তথানশ্রবোঽশ্রুবর্জ্জিতা অরুদত্যোঽনমীবাঃ। অমীব রোগঃ। তদ্বর্জ্জিতাঃ। মানসদুঃখবর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। সুরত্নাঃ শোভনধনসহিতা জনয়ঃ জনয়ন্ত্যপত্যমিতি জনয়ো ভার্য্যাঃ। তা অগ্রে সর্ব্বেষাং প্রথমতঃ এব যোনিং গৃহমারোহন্তু। আগচ্ছন্তু।'

আমরা ইহার অর্থ এইরূপ বুঝি যে, পূর্ব্বকালে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে অবিধবা (জীবৎভর্ত্তৃকা) শোভনপতিকা শোভনধনরত্নযুক্তা স্ত্রীগণও শ্মশানে গমন করিতেন, তাঁহারা

বিধবার সমদুঃখে দুঃখিনী হইয়া রোদন করিতেন, মানসিক দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদের প্রতি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইতেছে যে তাঁহারা নয়নে সম্যক্‌রূপে অঞ্জন দিয়া ও ঘৃতাক্তনেত্রা হইয়া, শোকাশ্রু ও চিত্তক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহে গমন করুন।

ইহার পরের ঋকেই মৃতব্যক্তির পত্নীকে পতির শ্মশানশয্যার সন্নিধান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তিত করার নিমিত্ত দেবরাদিরা উপদেশ করিতেছেন। যথা সায়ণ—

'দেবরাদিকঃ প্রেতপত্নীমুদীর্ষ নারীত্যনয়া ভর্ত্তৃসকাশাদুত্থাপয়েৎ। সূত্রিতং চ—তামুত্থাপয়েদ্দেবরঃ পতিস্থানীয়োঽন্তেবাসী জরদ্দাসো বোদীর্ষ নার্য্যভি জীবলোকম্" (আশ্ব° গৃহ্যসূ° ৪।২।১৮)

দেবরাদিরা কি বলিয়া ভর্ত্তৃসকাশে প্রেতপত্নীকে উত্থাপিত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তিত করিতেন, সূক্তকার তাহাই বলিতেছেন যথা—"উদীর্ষ নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্ত গ্রাভস্য দিধিষাস্ত বেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ॥"
(১০ মণ্ডল ১৮ সূ° ৮ ঋক্)

হে মৃতের পত্নি, তুমি এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পুত্রপৌত্রাদির বাসস্থান সংসারের অভিমুখে চল। তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, তোমার সেই পতি প্রাণহীন। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি তোমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা তোমার যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, তাহার শেষ হইয়াছে। আর তোমার অনুমরণের প্রয়োজন নাই। এখন এস।

এই দুই ঋকের কোনও ঋকে বিধবা-বিবাহ অথবা বিধবার পতি গ্রহণ সম্বন্ধে কোনও আভাস নাই। তবে ৭ম ঋকে এই জানা যাইতেছে যে, মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নীর সঙ্গে সধবাজনোচিত ভূষণালঙ্কৃতা অনেকগুলি সধবা স্ত্রীলোক শ্মশানে যাইতেন, তাহারা শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে শোকাশ্রুপাত না করিতে এবং অঞ্জন ও ঘৃতাক্তনেত্রা হইয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উপদেশ করিতেন। নয়ন অঞ্জনে ভূষিত ও ঘৃতাক্ত করার উদ্দেশ্য কি তাহা বলা যায় না; সম্ভবতঃ সধবাদের সৌভাগ্যচিহ্ন পরিস্ফুট করিয়া শ্মশান হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত করার নিমিত্তই অঞ্জনাক্ত, ঘৃতাক্ত ও সুরত্না হইয়া প্রত্যাগমন করার নিমিত্ত সধবাদের প্রতি উপদেশ দেওয়া হইত।

অষ্টম ঋক্‌টী পাঠে জানা যায়, পুত্রবতী নারীগণের পক্ষে অনুমরণের প্রথা ছিল না। জীবলোকে অর্থাৎ সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সন্তানাদি পালন ও সংসারের কার্য্য করাই তাঁহাদের পক্ষে প্রশস্ততর ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত।

ফলতঃ ঋগ্‌বেদসংহিতায় বিধবা বিবাহের কোনও নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় না। অপর পক্ষে শ্রুতিতে নারীদের পক্ষে বহুভর্ত্তৃকতার প্রতিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহের বৈদিক মন্ত্রাদিতেও বিধবাবিবাহের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই মনু লিখিয়াছেন—

"নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥" (৯।৬৫)

ইহার টীকায় কুল্লূক বলিয়াছেন "ন বিবাহবিধায়কশাস্ত্রে অন্যেন পুরুষেণ সহ পুনর্বিবাহ উক্তঃ।" অর্থাৎ বিবাহবিধায়ক শাস্ত্রে বিধবার অন্য পুরুষসহ পুনর্ব্বার বিবাহের কথা উক্ত হয় নাই। এতদ্দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, পাছে ভ্রাতৃনিয়োগকে কেহ বিধবাবিবাহ বলিয়া মনে করে, এই আশঙ্কা নিবারণার্থ মনু বলিয়াছেন, বিবাহবিষয়ক শাস্ত্রে বিধবাবিবাহের কোনও উল্লেখ নাই।

মনুসংহিতায় বিধবা বিবাহের উল্লেখ না থাকিলেও অবস্থা বিশেষে বিধবাদের জারে (উপপতিকে) আপনার পতি করিয়া লইবার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাদ্গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥"(মনু৯।১৭৫-১৭৬)

অর্থাৎ স্ত্রীলোক পতি দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া অথবা বিধবা হইয়া পরপুরুষ সহযোগে পুত্রোৎপাদন করিলে ঐ পুত্রকে পৌনর্ভব পুত্র বলা হয়। এই বিধবা যদি অক্ষতযোনি হয় কিংবা নিজের কৌমার পতিকে ত্যাগ করিয়া অপর পুরুষের আশ্রিতা হইয়া আবার পূর্ব্বপতির নিকট ফিরিয়া আইসে, তবে তাহাকে পুনর্ব্বার সংস্কার করিয়া লওয়া উচিত।

এখন কথা এই যে, পুনঃ সংস্কারটী কি? কুল্লূক বলেন, "পুনর্ব্বিবাহাখ্যং সংস্কারমর্হতি।" তাহা হইলে ইহার অর্থ এই যে "বিবাহ আখ্যা যাহার এমন যে সংস্কার" তাহাই বিবাহাখ্য সংস্কার।

মনু বলিতেছেন, পুনঃ সংস্কার করা কর্ত্তব্য। মনু পুনর্ব্বিবাহের কথা বলেন নাই। বিবাহ বিধিতে কন্যার বিবাহে যে সকল অনুষ্ঠান বিহিত আছে, যদি সেই সকল অনুষ্ঠান অক্ষতযোনি বিধবার অথবা গতপ্রত্যাগতার পতিগ্রহণে অনুষ্ঠিত হইত, তবে মনু অবশ্যই বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়াই প্রকাশ করিতেন। কিন্তু মনু সেরূপ শাস্ত্র বা আচরণ না দেখিয়াই বলিয়াছেন, বিবাহবিধায়ক শাস্ত্রে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ উক্ত হয় নাই। কুল্লূক মনুর উক্ত শ্লোকের টীকাতেও স্পষ্টতঃ

তাহাই বলিয়াছেন। এ স্থলে কুল্লূক যে "বিবাহাখ্য সংস্কার" বলিয়াছেন, তাহা যদি বিবাহ বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে কুল্লূকের নিজের এক উক্তিতেই অপর উক্তি প্রতিহত হইয়া উভয় উক্তিই অনবস্থাদোষদুষ্ট হইয়া পড়ে। সুতরাং "বিবাহাখ্য সংস্কার" বলিলে উহা বিবাহ বুঝায় না, ইহাই কুল্লূকের প্রকৃত অভিপ্রায়। অতএব কুল্লূকের ব্যাখ্যাতেও আমরা বিধবা-বিবাহের সমর্থক প্রমাণ পাইতেছি না।

এই সংস্কার কি প্রকার, কোন্ মন্ত্র দ্বারা কি প্রকারে বিধবা বা পরপ্রতিগতা আবার পত্নীবৎ অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া পৌনর্ভব ভর্ত্তার গৃহিণী হইত, কুত্রাপি, তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সংস্কার যে রূপই হউক, বিধবারা যে আবার সধবার বেশ ভূষা পরিধান করিত, সধবার ন্যায় আহার ব্যবহার করিত, মনুর এই বচন অবশ্যই তাহার অকাট্য প্রমাণস্বরূপ। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, বিবাহিতা পত্নীর ন্যায় কুত্রাপি উহাদের আদর সম্মান পরিলক্ষিত হইত না। বিশেষতঃ উহারা এবং উহাদের পতিরা অপাঙ্‌ক্তেয় বলিয়া সমাজে দশের সহিত চলিতে পারিত না; যথা মনু—

"ঔরভ্রিকো মাহিষিকঃ পরপূর্ব্বাপতিস্তথা।
প্রেতনির্হারকশ্চৈব বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥
এতান্ বিগর্হিতাচারানপাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্।
দ্বিজাতিপ্রবরো বিদ্বানুভয়ত্র বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৩।১৬৬-৬৭)

অর্থাৎ মেষ ও মহিষব্যবসায়ী, পরপূর্ব্বাপতি, শববাহক ব্রাহ্মণগণ বিগর্হিতাচারী, অপাঙ্‌ক্তেয় ও দ্বিজাধম, ইহাদের সহিত সদ্‌ব্রাহ্মণদের পঙ্‌ক্তিভোজন নিষিদ্ধ। দেবকার্য্যে, যজ্ঞে বা বা পিতৃকার্য্যে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে হইলে ইহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা অসঙ্গত।

'পরপূর্ব্বাপতির অর্থ—পৌনর্ভব ভর্ত্তা যথা মেধাতিথি,—পরঃ পূর্ব্বো যস্যাঃ তস্যাঃ পতির্ভর্ত্তা যা অন্যস্মৈ দত্তা, অন্যেন বা উঢ়া, তাং পুনর্যঃ সংস্করোতি পুনর্ভবতি ভর্ত্তা পৌনর্ভবো নরো ভর্ত্তাসাবিতি শাস্ত্রেণ।'

কুল্লূকও বলিয়াছেন, "পরপূর্ব্বা পুনর্ভূ স্তস্যাঃ পতিঃ"।

বিধবাকে সংস্কার করিয়া লইয়া গৃহিণী করিলেও ভর্ত্তাকে অপাঙ্‌ক্তেয় বা ঘৃণিত হইয়াই সমাজে অবস্থান করিতে হয় ইহাই মনুর অভিপ্রায়। অপাঙ্‌ক্তেয় কাহাকে বলে ইহার উত্তরে মেধাতিথি বলিতেছেন—

"অপাঙ্‌ক্তেয়াঃ পঙ্‌ক্তিং নার্হন্তি। ভবার্থে ঢক্ কর্ত্তব্যঃ। অনর্হত্বমেব পঙ্‌ক্তীভবনং প্রতীয়তে। অন্যৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভোজনং নার্হন্তি। অতএব পঙ্‌ক্তিদূষকা উচ্যন্তে। তৈঃ সহোপবিষ্টা অন্যেঽপি দূষিতা ভবন্তি।"

অর্থাৎ অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণেরা অন্য ব্রাহ্মণগণের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতে পারে না। উহারা পঙ্‌ক্তিদূষক। উহাদের সহিত একত্র ভোজন করিলে অন্যেও দূষিত হয়।

ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহারা বিধবা স্ত্রী লইয়া ঘরকান্না করিত, সমাজে তাহারা অনাদৃত ও ঘৃণিত হইত, তাহাদিগকে লইয়া কেহ একত্র ভোজন করিত না—স্থূল কথা এই যে তাহাদের জাতিপাত হইত। ফলতঃ মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে।" (মনু ৫।১৬২)

কিন্তু বিধবাকে কামপত্নীর ন্যায় রাখা এবং তদ্‌গর্ভে সন্তানোৎপাদন করার বিষয় এখন যেমন পরিলক্ষিত হয়, পূর্ব্বেও সেইরূপ পরিলক্ষিত হইত। নাগরাজ ঐরাবতের পুত্র সুপর্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে পুত্রবধূ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়েন, নাগরাজ ঐরাবত উক্ত বিধবা অনপত্যা কামার্ত্তা স্নুষাকে অর্জ্জুনের হস্তে সমর্পণ করেন। অর্জ্জুন উহাকে ভার্য্যার্থ গ্রহণ করেন এবং উহার গর্ভে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ইরাবান্ নামক এক পুত্র হয়। যথা—

"অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমানিরাবান্নাম বীর্য্যবান্।
স্নুষায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা॥
ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা।
পত্যৌ হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতসা॥
ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্।
এবমেষ সমুৎপন্নঃ পরক্ষেত্রে হর্জ্জুনাত্মজঃ॥"

(ভীষ্মপর্ব্ব ৯১ অধ্যায় ৭।৮।৯)

এরূপ ব্যবহার সকল সময়ে সকল দেশেই প্রচলিত আছে। উহা ব্যভিচার মাত্র। ইহা দ্বারা বিধবার বিবাহ সমর্থিত হয় না, এবং মহাভারতের সময়ে যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, ইহাও ইহাতে বুঝা যায় না।

মনু যদিও বিধবাকে সংস্কৃত করিয়া লইয়া উহার সহিত ঘরকন্না করার একটী বিধান করিয়া রাখিয়া ছিলেন, যদিও উহারা সমাজে সমাদৃত হইত না বা ব্রাহ্মণদের সমাজে চলিতে পারিত না, তথাপি এইরূপ পুনর্ভূকে শাস্ত্রশাসনে সংস্কৃত করিয়া আধুনিক রেজিষ্টারি করা "নিকা"কৃত স্ত্রীর ন্যায় উহাতে স্ত্রীস্বত্ব সংস্থাপিত করা যাইত এবং তদ্‌গর্ভে যে পুত্রসন্তান হইত, তাহারা পিতৃপিণ্ডদানের ও পিতৃসম্পত্তিপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ অধিকারী হইত। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী ব্যবস্থাপকগণ একবারেই উহার মূলোচ্ছেদ করেন যথা—

১। "সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
বাগ্‌দত্তা মনোদত্তা চ কৃতকৌতুকমঙ্গলা॥
উদকস্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা।
* * * * *

অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূ'প্রভবা চ যা।
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ ॥"(উদ্বাহতত্ত্বধৃতবচন)

২। "উঢ়ায়াং পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্ ॥"
(পরাশর ভাষ্যধৃত আদিপুরাণ)

৩। "দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তির্দ্দত্তা কন্যা ন দীয়তে।
ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ ন চ কমণ্ডলুঃ ॥' (ক্রতু)

৪। দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়া পুনর্দ্দানং পরস্য চ। (বৃহন্নারদীয়ে)

এইরূপ আরও বচনপ্রমাণে কলিকালে পুনর্ভূসংস্কারও নিষিদ্ধ হইয়াছে। পুনর্ভূর গর্ভোৎপন্ন সন্তানের এখন শ্রাদ্ধাদির অধিকার নাই, সুতরাং সম্পত্তিতেও অধিকার নাই।

আর একটী কথা এই যে কুমারীকন্যার বিবাহই প্রকৃতপক্ষে বিবাহ। শাস্ত্রকারগণ একবাক্যে সেই বিধানেরই ঘোষণা করিয়াছেন যথা—

১। অগ্নিমুপধায় কুমার্য্যাঃ পাণিং গৃহ্নীয়াৎ। (পারস্করগৃহ্যসূত্র)

২। অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যা লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্ ॥
অনন্যপূর্ব্বিকাম্ দানেনোপভোগেন পুরুষান্তরপরিগৃহীতাম্।
(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১৫২)

৩। সবর্ণামসমানার্ষামমাতৃপিতৃগোত্রজাম্।
অনন্যপূর্ব্বিকাং লঘ্বীং শুভলক্ষণসংযুতাম্। (ব্যাস ২।৩)

৪। গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেতানন্যপূর্ব্বিকাম্। (গৌতম ৪।১)

৫। গৃহস্থো বিনীতক্রোধহর্ষো গুরুনানুজ্ঞাতঃ স্নাত্বা
অসমানার্ষাং অস্পৃষ্টমৈথুনাং ভার্য্যাং বিন্দেত। (বশিষ্ঠ ৮।১)

এই সকল প্রমাণদ্বারা দেখা যাইতেছে যে, বিধবাবিবাহের নিমিত্ত শাস্ত্রকারগণ কোনও বিধান করিয়া রাখেন নাই। মনু যে পুনর্ভূর সংস্কার করিয়া তদ্গর্ভজ সন্তানের যৎকিঞ্চিৎ অধিকার প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ তাহার মূলেও কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ পরাশরের একটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়া ঐ শ্লোকটীকে বিধবা-বিবাহের সমর্থক বিধান বলিয়া প্রকাশ করেন। পরাশরের বচনগুলি এই :—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটি চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি ॥"

পরাশরের বিধানই কলিকালের নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে। পরাশরের এই ব্যবস্থায় বিধবা বিবাহের সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায় কি না তাহাই বিচার্য্য। আমরা পরাশরের রচিত এই তিনটী শ্লোকেই মনুর বিধানের পুনরুক্তি ভিন্ন আর নূতন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। উক্ত তিনটী শ্লোকের অর্থ এই যে :—

"স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব হইলে, সংসার ত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে—এই পঞ্চপ্রকার আপদে স্ত্রীলোকের অন্য পতি বিহিত। স্বামীর মৃত্যুর পরে যে নারী ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করে, সে দেহান্তে ব্রহ্মচারিগণের ন্যায় স্বর্গলাভ করে। যে নারী সহমৃতা হন, তিনি মানব শরীরে যে সার্দ্ধ-ত্রিকোটী লোম আছে, তৎসমবৎসরকাল স্বর্গসুখ ভোগ করেন।'

পরাশরের এই বচনত্রয় পাঠ করিয়া সহজেই মনে হয়, তিনি নারীর আপৎকালের ধর্ম্মের কথাই বলিয়াছেন। তিনি অতি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন "পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।"

শাস্ত্রবিহিত পতির অভাবই হিন্দুনারীর পক্ষে আপৎস্বরূপ। সুতরাং পাণিগ্রাহী পতির অভাব হইলেই স্ত্রীলোকের কোন না কোন পালকের অধীন হওয়া প্রয়োজনীয়। এই পতিশব্দের অর্থ পাণিগ্রাহী পতি নহে-ইহার অর্থ অন্য পতি অর্থাৎ পালক। মহাভারতে লিখিত আছে :—

"পালনাচ্চ পতিঃ স্মৃতঃ।"

সুতরাং রক্ষক ও পালকই এই অন্যপতি পদের বাচ্য।

মহামহোপাধ্যায় মেধাতিথি মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ৭৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় পরাশরের উক্ত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যাচ্ছলে লিখিয়াছেন :—

"পতিশব্দো হি পালনক্রিয়ানিমিত্তকো গ্রামপতিঃ সেনায়াঃ পতিরিতি। অতশ্চাস্মাদবোধনৈষা ভর্ত্তৃপরতন্ত্রা স্যাৎ। অপি তু আত্মনো জীবনার্থং সৈরন্ধ্রীকরণাদিকর্ম্মবদন্যমাশ্রয়েত "

কেহ কেহ বাগ্‌দত্তা কন্যার সম্বন্ধেই পরাশরের কথিত ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

ব্যভিচার-নিবারণার্থ শাস্ত্রকারগণ যথেষ্ট উপদেশ বাক্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি সমাজে বিবিধভাবে ব্যভিচার অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ভারত-বর্ষীয় হিন্দুসমাজ যখন অতীব বিশাল আকার ধারণ করিয়াছিল, তখন সেই হিন্দুসমাজে যে বিবিধ প্রকার আচরণ অনুষ্ঠিত হইত, সংহিতাদি পাঠে আমরা তাহার যৎ-কিঞ্চিৎ আভাস পাই। আমরা ইতঃপূর্ব্বে অসভ্য সমাজের বিবাহ সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্তের আলোচনায় দেখাইয়াছি যে, বিবাহের পূর্ব্বেও অনেক দেশে কন্যারা যথেচ্ছ ব্যভিচার করিয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যভিচার তাহাদের সমাজের পক্ষে নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। হিন্দু সমাজেও কোন এক সময়ে অবস্থাবিশেষে ব্যভি-

কন্যার ব্যভিচার

চার পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং সেই ব্যাপার কিয়ৎপরিমাণে ক্ষমার চক্ষে পরিগৃহীত হয়। কানীন পুত্রত্ব স্বীকারই উহার অকাট্য প্রমাণ। মনু বলেন—

"পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ।
তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢ়ুঃ কন্যাসমুদ্ভবম্॥" (মনু ৯।১৭২)

অর্থাৎ পিতার ঘরে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা গোপনে যে সন্তান উৎপাদন করে, উক্ত কন্যার বিবাহ হইলে এই পুত্র সেই পতির "কানীন" পুত্র বলিয়া অভিহিত হয়।

একটি ঘটনা দেখিয়া অবশ্যই একটি বিধানের সৃষ্টি হয় নাই। কোনও সময়ে সমাজে কানীন-পুত্র হয় তো মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইত। মহাভারতে সকল বিষয়েরই উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কর্ণ মহাশয়ও এই বিধানানুসারে পাণ্ডুরাজের কানীন পুত্র। এখন কানীন-পুত্রত্ব একেবারেই হিন্দুসমাজে অদৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ব্যভিচার এদেশে হিন্দুসমাজে এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

আবার এমন ঘটনাও দেখা গিয়াছে যে, অপরের দ্বারা পিতৃগৃহে কন্যা গর্ভিণী হইত। গর্ভাবস্থায় কন্যার বিবাহ হইত। বিবাহের পর সন্তান জন্মিত। এই সন্তানের প্রতি অধিকার কাহার? ইহার পালনের ভার কাহার উপর অর্পিত হইবে? শাস্ত্রকারগণ তাহারই মীমাংসা করিতেন। মনু তাহার মীমাংসা করিয়া বলিয়াছেন—

"যা গর্ভিণী সংক্রিয়তে জ্ঞাতাজ্ঞাতাপি বা সতী।
বোঢ়ুঃ স গর্ভো ভবতি সহোঢ় ইতি চোচ্যতে॥ (মনু ৯।১৭৩)

কন্যার গর্ভ জানিয়াই হউক অথবা না জানিয়াই হউক, গর্ভিণী কন্যাকে যে বিবাহ করিবে, গর্ভস্থ সন্তানে তাহারই অধিকার এবং এই সন্তান "সহোঢ়" নামে খ্যাত হইবে।

কানীন ও সহোঢ় পুত্র বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাদিগের ব্যভিচার ব্যাপারের চির-সাক্ষিরূপে সমাজে বিদ্যমান থাকিত। এই অবস্থাতেও ব্যভিচারিণীদের বিবাহ হইত।

বালিকাবিবাহ

এতদ্দ্বারা আরও একটি বিষয় জানা যাইতেছে যে, কন্যাগণ দীর্ঘকাল অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃগৃহে বাস করিত, এবং কিয়ৎ পরিমাণে তাহারা স্বাধীনতাও ভোগ করিত। কানীন ও সহোঢ় পুত্রগণের আবির্ভাবে সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ বাল্যবিবাহের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। এই জন্যই সম্ভবতঃ অঙ্গিরাদি শাস্ত্রকারগণ হিন্দুসমাজে বালিকা-বিবাহের নিমিত্ত নিম্নলিখিত বিধিগুলি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, যথা—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥" (অঙ্গিরা)

"কন্যা দ্বাদশ বর্ষাণি যাপ্রদত্তা গৃহে বসেৎ।
ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বরয়েৎ স্বয়ম্।" (যম)

অর্থাৎ যে কন্যা বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অপ্রদত্তা হইয়া পিতৃগৃহে বাস করে, তাহার পিতা ব্রহ্মহত্যা পাপের ভাগী হয়। এরূপ স্থলে কন্যার স্বয়ং বর খুঁজিয়া পরিণীতা হওয়া উচিত।

অঙ্গিরা আরও বলিতেছেন—

"প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যদা কন্যা ন দীয়তে।
তদা তস্যাস্তু কন্যায়াঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥"

রাজমার্ত্তণ্ডেও এইরূপ বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এমন কি রজস্বলা কন্যাকে বিবাহ করিলেও উহার পতিকে অপাঙ্‌ক্তেয় বলিয়া সমাজে অনাদৃত হইতে হইবে, এরূপ বিধান অত্রি ও কশ্যপাদি কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

কন্যার বিবাহকাল নির্ণয়সম্বন্ধে অঙ্গিরা যে সময়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, মহাভারতে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মহাভারতে লিখিত আছে—

"ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শাব্দাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাম্।
অতঃ প্রবৃত্তে রজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ॥"

অর্থাৎ ত্রিংশদ্বর্ষবয়স্ক যুবক ষোড়শবর্ষীয়া অরজস্বলা কন্যাকে বিবাহ করিবে। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, মহাভারতকারের জন্মস্থানে কিম্বা মহাভারতের সময়ে কন্যারা ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে সাধারণতঃ ঋতুমতী হইত না। কিন্তু অঙ্গিরা ও যমের বচন দেখিয়া মনে হয়, উহারা বঙ্গদেশের বালিকাদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াই যেন বিবাহবিধানের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এদেশে একাদশ বর্ষেও কন্যাদিগকে ঋতুমতী হইতে দেখা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়ে যোষিদ্ধর্ম্মে মনু বলিয়াছেন—

"পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্॥
কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥"
(মনু ৫।১৫৬-১৫৭)

এই দুইটী শ্লোকদ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে, বিধবা-বিবাহ মন্বাদির কোন ক্রমেই অনুমোদিত ছিল না। পরাশরও যে বিধবাবিবাহের নিমিত্ত "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" বচনের সৃষ্টি করেন নাই, তাহা উক্ত শ্লোকটী পাঠ করিয়া শাস্ত্রান্তরের সহিত একবাক্যরূপে উহার অর্থবোধ করিতে চেষ্টা করিলেই সহজে তাহা বুঝা যায়।

উদ্ধৃত ১৫৭ শ্লোকের টীকাতেও মেধাতিথি লিখিয়াছেন—"যৎ তু নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে। ইতি—তত্র পালনাৎ পতিমন্ত্র-

মাশ্রয়েত। সৈরন্ধ্রকর্ম্মাদিনাত্মবৃত্ত্যর্থং নবমে চ নিপুণং নির্ব্বেষ্যতে প্রোষিতভর্ত্তৃকায়াশ্চ স বিধিঃ।"

ইহার ভাবার্থ এই যে, "নষ্টে মৃতে" শ্লোকে যে পতি শব্দের প্রয়োগ আছে, তদ্দ্বারা ভর্ত্তার মৃত্যুর পর পালনার্থ অন্য পতিই বুঝিতে হইবে।

যে স্থলে পাণিগ্রাহী পতির মৃত্যুর পর নারীদের জীবননির্ব্বাহের উপায় না থাকে, সেই স্থলেই উহাদের আপৎকাল উপস্থিত হয়। আপৎকাল উপস্থিত হইলেই তৎসময়ে আপদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। এই অবস্থায় দুঃস্থা স্ত্রীলোকদিগের অন্য পালকের শরণগ্রহণ করিতে হয়। কেবল জীবিকার্থই যে বিধবা স্ত্রীলোকেরা অপর অভিভাবকের শরণাপন্ন হইবে, তাহা নহে, বিধবাগণ অরক্ষিতা হইলে তাহাদের ধর্ম্মরক্ষা করাও কঠিন। এই নিমিত্ত মনু বলিয়াছেন :—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥"

* * * *

সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়োরক্ষ্যা বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতা ॥"

সুতরাং জীবিকার্থ ও ধর্ম্মরক্ষার্থ স্ত্রীদিগের প্রতিপালকাধীন থাকা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। অতঃপর মনু পরাশরের ন্যায় স্ত্রীলোকদের আপদ্ধর্ম্ম বলিয়াছেন যথা—

"অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যোষিতাং ধর্ম্মমাপদি।" (মনু ৯।৫৬)

রমণীদিগের এই আপদ্ধর্ম্মকথনে মনুসংহিতায় পরাশরোক্ত পঞ্চ আপদের কথাই বলিবার পর কোন্ প্রকার আপদে কি প্রকার উপায় অবলম্বনীয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী সহমৃতা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই সকল আপদের শান্তি হইত; তাহা না হইলে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনই বিধবাদের প্রধানতম ধর্ম্ম। কিন্তু এ অবস্থাতেও পালক বা রক্ষকের অধীন থাকাই প্রয়োজনীয় হইত। পতি নিরুদ্দেশ হইলে বা সংসার ত্যাগ করিলে অথবা ক্লীবাদি হইলেও প্রয়োজন মত নারীদিগের অপর পালকের অধীন হওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, হিন্দুশাস্ত্রে পুনর্ভূর সংস্কারের বিধানমাত্র আছে, কোথাও বিধবা-বিবাহের বিধান নাই।

মহাভারতের সময় "পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা" এই নীতির যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া বোধ হয়। বিবাহ করার কতকগুলি উদ্দেশ্য আছে, তন্মধ্যে পুত্রলাভ একটী প্রধানতম উদ্দেশ্য বলিয়া জনসাধারণের ধারণা ছিল। পতির কোন প্রকার অসামর্থ্যনিবন্ধন যদি স্ত্রীর সন্তানোৎপাদনের ব্যাঘাত হইত অথবা সন্তানোৎপাদন না করিয়া স্বামীর যদি মৃত্যু হইত, তবে নিয়োগবিধানে দেবর বা সপিণ্ড ব্যক্তিদ্বারা সন্তানোৎপাদনের বিধান ছিল। এইরূপ পুত্রকে "ক্ষেত্রজ" পুত্র নামে অভিহিত করা হইত; যথা মনু—

ক্ষেত্রজ

"যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।
স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ ॥" (মনু ৯।১৬৭)

মহাভারত ক্ষেত্রজপুত্রত্ব স্বীকারের বিপুল ইতিহাস। মহাভারতের প্রধান প্রধান কতিপয় নায়ক ক্ষেত্রজ পুত্র হইয়াও জগতে অতীব সমাদৃত। কালসহকারে এই প্রথা হিন্দুসমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী স্মৃতিকারগণ ক্ষেত্রজপুত্রের অঙ্গপ্রভাব খর্ব্ব করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলতঃ এখন আর ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না।

পৌনর্ভব পুত্রের বিষয় বিধবা বিবাহে আলোচিত হইলেও পুনর্ভূ সম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা পুনর্ভূকে ব্যভিচারিণী বলিয়াই মনে করিব এবং ব্যভিচারিণীর শ্রেণীতেই গণ্য করিব। কেননা মনু বলেন—

পুনর্ভূ

"যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥"

বর্ত্তমান সময়ে সামাজিক রীত্যনুসারে পুনর্ভূ স্ত্রীগ্রহণপ্রথা তিরোহিত হইয়াছে। যদি কেহ স্বামিত্যক্তা বা বিধবার সহবাস করে, লোকে তাহাকে ব্যভিচারী বলিয়া অভিহিত করে।

প্রাচীন হিন্দুসমাজে এইরূপে কতকগুলি কার্য্য ব্যভিচার বলিয়া জানা থাকিলেও সমাজ হইতে এই সকল প্রথা তিরোহিত করার কোন বিশিষ্ট উপায় প্রকল্পিত হয় নাই, যে সকল দোষ মানবচরিত্রের স্বভাবসিদ্ধ, সমাজ হইতে তাহার একবারে উন্মূলন করা অসম্ভব দেখিয়া প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ ঐ সকল ব্যভিচারসমূহকে বিশৃঙ্খলায় ও উচ্ছৃঙ্খলায় পরিণত হইতে না দিয়া উহাদিগকেও কিয়ৎপরিমাণে নিয়মের আয়ত্তে আনিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; এই নিমিত্ত মনু অক্ষতযোনি বিধবা, পরিত্যক্তা, বা পতিত্যাগিনী ব্যভিচারিণীদের পুরুষান্তর গ্রহণসময়ে সংস্কারের ব্যবস্থা করেন। উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপ সংস্কারের ফলে ভ্রূণহত্যাদি নিবারিত হইবে, ব্যভিচারের অবাধ প্রসারে বাধা পড়িবে। মনু কেবল অক্ষতযোনি কন্যাদের সম্বন্ধেই এইরূপ বিধি বলিয়াছিলেন। যথা—

"সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাদ্গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃসংস্কারমর্হতি ॥" (৯ম ১৭৬)

কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি আরও অধিকতর অগ্রসর হইয়া ব্যবস্থা করিলেন,—

"অক্ষতা বা ক্ষতা বাপি পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।"

এতদ্দ্বারা পুনর্ভূ নারীর প্রসার আরও বিস্তৃত হইল। অক্ষতাই হউক আর ক্ষতাই হউক, পুনর্ব্বার সংস্কৃতা হইলেই তাহাকে পুনর্ভূ বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে। এই সংস্কারের ফলে কামিনীদের ব্যভিচারে বিস্তর বাধা পড়িয়াছিল, ভ্রূণহত্যা কমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু পৌনর্ভব ভর্ত্তারা ও পুনর্ভূ নারীরা সমাজে অনাদৃত হওয়ায় এই পথ অকণ্টক বা প্রসরতর পথ বলিয়া লোকের নিকট কোনও সময়ে বিবেচিত হয় নাই। অতঃপর শাস্ত্রকারগণ সমাজে পুনর্ভূ বা পৌনর্ভব পতিদের সংখ্যা ক্রমশঃ অল্পতর দেখিতে পাইয়া একবারেই এই বিধির উচ্ছেদ সাধন করিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের মতে এ ধারণা হওয়া অসম্ভব নহে যে, এই বিধানদ্বারা বিধবা রমণীদের ব্রহ্মচর্য্যের পুণ্যতম পথের পার্শ্বে ব্যভিচারের প্রলোভন বিদ্যমান রাখা হইয়াছে, সুতরাং উহার মূলোচ্ছেদ করাই উঁহারা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন। যে কারণেই হউক বর্ত্তমান সমাজে পুনর্ভূ প্রথার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না।

ব্রাহ্মণ যে কামতঃ শূদ্রার গর্ভেও সন্তান উৎপাদন করিতেন, এবং সে সন্তান যে সংরক্ষিত হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রকার সন্তান পারশব বলিয়া অভিহিত হইত। ব্রাহ্মণদের এই কুক্রিয়া গুপ্তভাবে সমাজে চলিত থাকিলেও তাঁহাদের পারশব সন্তানগণ এখন আর সে পাপের সাক্ষ্য বহন করিয়া সমাজের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় না।

অসবর্ণে বিবাহ নিষেধ

মন্বাদির সময়ে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা বা শূদ্রার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু একালে সে ব্যবস্থাও প্রতিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আদিত্যপুরাণ ও বৃহন্নারদীয় পুরাণের দোহাই দিয়া আধুনিক স্মার্ত্তগণ অপরাপর যুগে যে সকল প্রথা প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে কতিপয় প্রথার প্রতিষেধ করিয়াছেন। এই প্রতিষিদ্ধ প্রথাগুলির মধ্যে অসবর্ণা কন্যা বিবাহও একটী। ফলতঃ পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ যে ক্রমশঃ একপত্নীকতার (Monogamy) পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং কৌল ব্যভিচার প্রতিষেধ করার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাহা ইঁহাদের ব্যবস্থিত বিবাহ-বিধানের আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়। মানুষের হৃদয় হইতে কামভাব তিরোহিত করিয়া দিয়া ধর্ম্মার্থ নরনারীর পবিত্র বিবাহ-বন্ধন দৃঢ় করার নিমিত্ত পরমকারুণিক সমাজহিতৈষী ঋষিগণ যে সকল নিয়ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, নিবিষ্টভাবে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে প্রকৃতই বিস্মিত হইতে হয়। বিবাহ যে অতি পবিত্রতম সামাজিক বন্ধন এবং এই প্রথা যে গার্হস্থ্যধর্ম্মের ও পারমার্থিক ধর্ম্মের পরম সহায়, বিবাহের মন্ত্রগুলি পাঠে সহজেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। অতঃপর যথাস্থানে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে।

ব্যভিচারের অপর এক কর্ত্তা—দিধিষূপতি। নিয়োগ বিধিতে বাধ্য হইয়া পুত্রোৎপাদনার্থে দেবরের নিয়োগ শাস্ত্র

দিধিষূপতি

সম্মত বিধি। এই নিয়োগের উদ্দেশ্য একটি মাত্র পুত্রোৎপাদন, কিন্তু নিয়োগ কামরাগ-বিবর্জ্জিত, সুতরাং উহা ব্যভিচারী বলিয়া পরিগণিত নহে। দিধিষূপতি ব্যভিচারী। মনু বলেন—

"ভ্রাতুর্মৃতস্য ভার্য্যায়াং যোঽনুরজ্যেত কামতঃ।
ধর্ম্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জ্ঞেয়ো দিধিষূপতিঃ।"

অর্থাৎ মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিয়োগধর্ম্মিণী ভার্য্যায় যে ব্যক্তি কামবশীভূত হইয়া রমণ করে, সে দিধিষূপতি নামে অভিহিত হয়। এই শ্রেণীর ব্যভিচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ মনুর মতে হব্য-কব্যাদিতে নিমন্ত্রণের অযোগ্য। পরপূর্ব্বাপতিকেও কোন কোন স্মৃতিকার দিধিষূপতি নামে অভিহিত করিয়াছেন; যথা—

"পরপূর্ব্বাপতিং ধীরা বদন্তি দিধিষূপতিম্।
যস্তগে দিধিষূর্বিপ্রঃ সৈব যস্য কুটুম্বিনী॥"

এই প্রথা হইতে দেবরপতিত্বপ্রথা ক্রমশঃই সমাজবিশেষে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে।

কুণ্ড ও গোলক কুণ্ডপুত্র ও গোলকপুত্র ব্যভিচারের ফল। মনু বলেন,—

"পরদারেষু জায়েতে দ্বৌ পুত্রৌ কুণ্ডগোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্যান্মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ॥"

অর্থাৎ পরস্ত্রীতে দুই প্রকার সন্তানোৎপন্ন হইয়া থাকে। সধবা স্ত্রীতে জার দ্বারা যে সন্তান জন্মে, সে সন্তান কুণ্ড সংজ্ঞায় এবং বিধবার গর্ভে উৎপন্ন সন্তান গোলক নামে অভিহিত হয়। এই দুই প্রকার সন্তানও অপাঙ্‌ক্তেয়। ইহাদের শ্রাদ্ধাদিতে অধিকার নাই, সম্পত্তিতেও সুতরাং অধিকার নাই। বিধবা যদি পুনঃসংস্কৃতা হইয়া সন্তানোৎপাদন করে, তবে সেই সন্তান পৌনর্ভব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পৌনর্ভব অপাঙ্‌ক্তেয় হইলেও পুত্রের অধিকারে বঞ্চিত হয় না।

মনুসংহিতার সময়ে ব্রাহ্মণ অপর তিন বর্ণের কন্যার বিবাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু শাস্ত্রের অনুশাসন এই ছিল যে, ব্রাহ্মণ অগ্রে সবর্ণার পাণিগ্রহণ করিবেন। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের নিমিত্ত

বৃষলী পতি

সবর্ণার পাণিগ্রহণ প্রথমতঃ কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু কামচারী ব্যক্তিরা সকল সময়ে সকল সমাজেই শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে রাজী নহে। তাহারা স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। মনুসংহিতার সময়ে যাহারা বিবাহের এই সনাতন নিয়মে উপেক্ষা

প্রদর্শন করিয়া অগ্রেই এক শূদ্রাকে বিবাহ করিয়া বসিত,তাহারা বৃষলীপতিনামে অভিহিত হইত। ব্রাহ্মণসমাজে তাহাদিগকে লইয়া কেহই এক পংক্তিতে আহার করিত না। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪ শ্লোক হইতে ১৯ শ্লোক পর্য্যন্ত এসম্বন্ধে নিষেধবচনগুলি সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

পরিবেত্তা

হিন্দুসমাজে অবিবাহিত ও বিবাহের উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বর্ত্তমানতায় কনিষ্ঠের বিবাহ নিষিদ্ধ। যাহারা এই নিষেধে উপেক্ষা করিয়া জ্যেষ্ঠের বিবাহের অগ্রে বিবাহ করিত, উহারা পরিবেত্তা নামে অভিহিত হইত। পরিবেত্তারা সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় বলিয়া অনাদৃত হইত।

কন্যাপণ

হিন্দুসমাজের আর একটা প্রধানতম দোষদূরীকরণের নিমিত্ত শাস্ত্রকারগণ সবিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। এই দোষের নাম—কন্যাপণ। আমরা বিবিধ প্রকারে এই প্রথার অস্তিত্ব ও উহার উন্মূলন চেষ্টা দেখিতে পাই। মনুসংহিতায় যে অষ্টপ্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহাতে আসুরিক বিবাহে কন্যাশুল্কের কথা সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্ট হয়। যথা—

"জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥" (মনু ৩।৩১)

অর্থাৎ কন্যার পিতা প্রভৃতিকে অথবা কন্যাকে শাস্ত্রনিয়মাতিরিক্ত ধন দিয়া বিবাহার্থ গ্রহণ করিয়া উদ্বাহ করাই আসুরবিবাহ।

এইরূপ ধনদান করার প্রবৃত্তি বরপক্ষনিষ্ঠ। বর বা বরপক্ষ কন্যাকে বা কন্যার পিতা প্রভৃতিকে ধন দান করিয়া সুন্দরী বা নিজেদের মনোমত কন্যা গ্রহণ করিত, আসুর বিবাহ তাহারই প্রমাণ। এইরূপ বিবাহ শাস্ত্রকারগণের বিধানে প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইত না। উঁহারা এই নিমিত্তই উহাকে আসুর বিবাহ নামে অভিহিত করিয়াছেন। আরও এক প্রকার কন্যাপণ প্রথা দৃষ্ট হয়। এইরূপ স্থলে পিতাই ইচ্ছাপূর্ব্বক কন্যা বিক্রয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং কন্যাবিক্রয় করিয়া উহার শুল্ক গ্রহণ করে। শাস্ত্রকারগণ এই প্রথার যথেষ্ট বিরোধী ছিলেন এবং উহা প্রতিষেধ করার জন্য এইরূপ প্রথার বহুল নিন্দা ও অপবাদ করিয়াছেন।

"ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্ণীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।
গৃহ্ণন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী॥"

(মনু ৩।৫১)

বিক্রয়দোষজ্ঞ কন্যার পিতা কখনও বিক্রয় করিয়া শুল্ক গ্রহণ করিলে তিনি অপত্যবিক্রয়ের পাতকী হইবেন। মনু সংহিতার নবম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"নানুশুশ্রুম জাত্বেতৎ পূর্ব্বেষ্বপি হি জন্মসু।
শুল্কসংজ্ঞেন মূল্যেন ছন্নং দুহিতৃবিক্রয়ম্॥" (মনু ৯।১০০)

প্রাচীন হিন্দুসমাজে কন্যার শুল্কগ্রহণ যে অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল, এই সকল বচন প্রমাণে তাহা সপ্রমাণ হয়। অসভ্য সমাজে কন্যাবিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দুসমাজের আদিম অবস্থাতেও এই প্রথা বিদ্যমান ছিল। সভ্যতাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কন্যাবিক্রয়প্রথা নিন্দনীয় হইয়া উঠে। কিন্তু লোভী পিতা তখনও লোভসংবরণে সমর্থ হন নাই। তাহারা প্রকাশ্য ভাবে কন্যা বিক্রয় না করিয়া অবশেষে কন্যার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ শুল্ক গ্রহণ করার প্রস্তাবে প্রচ্ছন্নভাবে কন্যা বিক্রয় করিতে লাগিল। সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এই নূতন কন্যাবিক্রয়প্রথার প্রতিও আকৃষ্ট হইল। তাহারা নিয়ম করিলেন—

"আদদীত ন শূদ্রোঽপি শুল্কং দুহিতরং দদৎ।
শুল্কং হি গৃহ্ণন্ কুরুতে ছন্নং দুহিতৃবিক্রয়ম্॥" (মনু ৯।৯৭)

কন্যাকে দেওয়ার নিমিত্ত শাস্ত্রানুসারে কিঞ্চিৎ শুল্কপ্রদানের ব্যবস্থা আছে। স্থল বিশেষে কন্যাকর্ত্তারা কন্যার নামে শুল্ক লইয়া নিজেরাই উহা আত্মসাৎ করিত। শাস্ত্রকারেরা উহাকেই ছন্ন কন্যাবিক্রয় নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ কন্যাবিক্রয় যে নিতান্ত দোষজনক, অন্যান্য সংহিতাকারগণ অতি স্পষ্টভাবেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"ক্রয়ক্রীতা যা যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে।
তস্যাং জাতাঃ সুতাস্তেষাং পিতৃপিণ্ডং ন বিদ্যতে॥"

(অত্রিসংহিতা)

অর্থাৎ ক্রয়ক্রীতা কন্যা বিবাহ করিলে সে কন্যা পত্নীনামে অভিহিত হইতে পারে না। এমন কি তাহার গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মে, তাহারা পিতার পিণ্ডদানে অধিকারী নহে। দত্তক-মীমাংসায় লিখিত আছে—

"ক্রয়ক্রীতা তু যা নারী ন সা পত্ন্যভিধীয়তে।
ন সা দৈবে ন সা পৈত্র্যে দাসীং তাং কবয়ো বিদুঃ॥"

ক্রয়ক্রীতা বিবাহিতা নারী পত্নীনামে অভিহিতা হয় না। সে দেবকার্য্যে পিতৃকার্য্যে পতির সহধর্ম্মিণী নহে। পণ্ডিতেরা উহাকে দাসী বলিয়া অভিহিত করেন।

উদ্বাহতত্ত্বোদ্ধৃত কশ্যপবচনেও ক্রয়ক্রীতার অপবাদ দৃষ্ট হয়।

"শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্বসুতাং লোভমোহিতাঃ।
আত্মবিক্রয়িণঃ পাপা মহাকিল্বিষকারিণঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চাসপ্তমং কুলম্।"

যাহারা লোভবশতঃ পণ লইয়া কন্যাদান করে, সেই আত্ম-বিক্রয়ী পাপাত্মা মহাপাপকারীরা ঘোর নরকে পতিত হয় এবং ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষকে নরকে নিক্ষিপ্ত করে

"ক্রিয়াযোগসারের ঊনবিংশ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে—

"যঃ কন্যাবিক্রয়ং মূঢ়ো লোভাচ্চ কুরুতে দ্বিজ।
স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুরীষহ্রদসংজ্ঞকম্॥
বিক্রীতায়াশ্চ কন্যায়া যঃ পুত্রো জায়তে দ্বিজ।
স চাণ্ডাল ইতি জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥"

অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসী হরিশর্ম্মার প্রতি ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন,—হে দ্বিজ! যে মূঢ় লোভবশতঃ কন্যা বিক্রয় করে, সে পুরীষহ্রদ নামক ঘোর নরকে যায়। বিক্রীতা কন্যার যে পুত্র হয়, সে চণ্ডাল, তাহার কোনও ধর্ম্মে অধিকার নাই।

এই সকল বচনে এখানে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, শাস্ত্রকারেরা বিবাহার্থে কন্যাবিক্রয়কে অতীব দূষ্য বলিয়া মনে করিতেন। তাদৃশ স্ত্রী পত্নী বলিয়া এবং তাদৃশী স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করা হইত না। এইরূপ স্ত্রী দাসী বলিয়া গণ্য হইত এবং এইরূপ পুত্রও চণ্ডাল বলিয়া ধর্ম্মকার্য্য হইতে বহিষ্কৃত থাকিত। ক্রয়ক্রীতা নারীর গর্ভজাত সন্তান পিতার পিণ্ড পর্য্যন্ত প্রদান করিতে শাস্ত্রানুসারে অধিকারী নহে। যে ব্যক্তি অর্থলোভে কন্যা বিক্রয় করে, সে চিরকাল নরক ভোগ করে এবং এই কার্য্যদ্বারা সে তাহার পিতা মাতা প্রভৃতি উর্দ্ধতন সাত পুরুষকে ঘোরতর নরকে নিক্ষিপ্ত করে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, হিন্দু সমাজের প্রাথমিক সুসংস্কৃত সমাজে যে কুপ্রথার বিরুদ্ধে শাস্ত্রকারগণ খড়্গোত্তোলন করিয়াছিলেন, যে কুপ্রথাকে সমাজ হইতে তিরোহিত করার জন্য উহাতে নারকীয় বিভীষিকার ভীষণ বর্ণ প্রতিফলিত করিয়াছিলেন, যাহার বীজ উন্মূলন করার নিমিত্ত শাস্ত্রকারগণ একবাক্যে অকাট্য নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, এখনও সেই পাপপ্রথা সমাজে পূর্ণপ্রভাবে প্রচলিত রহিয়াছে। এই দোষ যদি সমাজের নিম্নস্তরে প্রভাবিত থাকিয়া আদিম অসভ্য সমাজের প্রাচীন স্মৃতির সাক্ষ্য প্রদান করিত, আমরা তাহাতে তত বিস্মিত হইতাম না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশ শ্রোত্রিয় ও বংশজগণ এখনও অবাধে কন্যা ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকেন। এই ক্রয়বিক্রয় যে শাস্ত্রে একান্ত নিষিদ্ধ, ভ্রমেও ইহা কেহ মনে করেন না। যাঁহারা সমাজের নেতা তাদৃশ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শাস্ত্রানুসারে এতাদৃশ কদর্য্যানুষ্ঠানকারীদের কোন প্রকার শাসনের ব্যবস্থা করেন না। তবে সুখের বিষয় এই যে, ব্রাহ্মণদের কন্যাবিক্রয় এখন ক্রমশঃই কম হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু আবার অপর দিকে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসমাজে বিবাহার্থে পুত্রবিক্রয়প্রথা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ সমাজে যে মূল্যে কন্যা বিক্রয় হইত, এখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হারে পুত্র বিক্রয় হইতেছে। ব্রাহ্মণদের পুত্র অপেক্ষা কায়স্থদের পুত্রের মূল্য উত্তরোত্তর আরও অধিক হইয়া উঠিতেছে। এ অবস্থা দীর্ঘকাল প্রবল থাকিলে মধ্যবিত্ত কায়স্থগণের কন্যার বিবাহ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

পুত্র বিক্রয়

কিরূপ লক্ষণাক্রান্তা কন্যাকে বিবাহ করিতে হয়, এবং কোনরূপ কন্যা বিবাহ্যা নহে, মন্বাদি শাস্ত্রে তাহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। গুরুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া ব্রতস্নানসমাপনের পর দ্বিজ লক্ষণান্বিতা সবর্ণা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেন। যে কুমারী মাতার অসপিণ্ডা, অর্থাৎ যে স্ত্রী সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহাদি বংশজাত নহেন ও মাতামহের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সগোত্রা নহেন এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা না হন, অর্থাৎ পিতৃস্বস্রাদি সন্ততি সম্ভূতা না হয়, এইরূপ স্ত্রীই বিবাহযোগ্য এবং সুরতক্রিয়ায় প্রশস্ত। (সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্য থাকে)

বিবাহ্যা ও অবিবাহ্যা কন্যা

গো, ছাগ, মেষ ও ধন ধান্যাদি দ্বারা অতি সমৃদ্ধ মহাবংশ হইলেও স্ত্রীগ্রহণ সম্বন্ধে দশটী কুল বিশেষরূপে নিন্দিত হইয়াছে, এই কুল যথা—হীনক্রিয় অর্থাৎ জাতকর্ম্মাদি সংস্কাররহিত, যে বংশে গর্ভাধানাদি করিয়া দশবিধ সংস্কার করা হয় না, সেই বংশের কন্যা কখনই বিবাহ্যা নহে। যে কুল নিষ্পুরুষ অর্থাৎ যে বংশে পুরুষ জন্মায় না, কেবলমাত্র কন্যাই জন্মিয়া থাকে, নিশ্ছন্দ অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন রহিত, যে বংশের লোক পণ্ডিত নহে, বা যাহারা অধ্যয়নাদি করে না; রোমশ, যে বংশের সকলেই বহু রোমযুক্ত, এবং অর্শঃ, রাজযক্ষ্মা, অপস্মার, শ্বিত্র এবং কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত এই দশবিধকুলের কন্যা কখনই গ্রহণ করিবে না। ইহা বিশেষ নিষিদ্ধ।

যে কন্যার মস্তকের কেশ পিঙ্গল বা রক্তবর্ণ, যাহার [একহস্তে ছয়অঙ্গুলি প্রভৃতি] অধিক অঙ্গ আছে, যিনি চিররোগিণী, যাহার গাত্রে লোম নাই, অথবা অতিশয় লোম আছে, যিনি অপরিমিত বাচাল, অথবা যাহার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, এই সকল কন্যা বিবাহ্যা নহে। নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, ম্লেচ্ছ, পর্ব্বত, পক্ষী, সর্প ও সেবক বা দাসাদির নামে যে কন্যার নাম এবং অতি ভয়ানক নামযুক্ত যে কন্যা, ইহারাও বিবাহ্যা নহে, অর্থাৎ এই সকল কন্যা বিবাহ করিবে না। নাম যথা—আমলকী, নর্ম্মদা, বর্ব্বরী, বিন্ধ্যা, সারিকা, ভুজঙ্গী, চেটী, ডাকিনী, ইত্যাদি নামবিশিষ্টা কন্যা বিবাহ্যা নহে। যে কন্যার ভ্রাতা নাই, অথবা যাহার পিতৃবৃত্তান্ত বিশেষ রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না, প্রাজ্ঞ-

ব্যক্তি সেইরূপ কন্যাকে জারজ আশঙ্কায় বিবাহ করিবেন না।

বিবাহ্যা কন্যা

যে কন্যার কোন অঙ্গ বিকৃতি হয় নাই, যাহার নাম সুখে উচ্চারণ করা যায়, হংস বা গজের ন্যায় যাহার গমন মনোহর, যাহার লোম, কেশ, ও দন্ত অনতিস্থূল, এইরূপ কোমলাঙ্গী কন্যা বিবাহ পক্ষে প্রশস্তা। দ্বিজ এতাদৃশী কন্যাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করিবেন।

"গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥
অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥
মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোঽজাবিধনধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জ্জয়েৎ॥
হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারিশ্বিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ॥
নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটং ন পিঙ্গলাম্॥
নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাম্।
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাম্॥
অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীম্।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্॥
যস্যাস্তু ন ভবেদ্ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।
নোপযচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকাধর্ম্মশঙ্কয়া॥"

(মনু ৩ অ° ৪-১১ শ্লোক)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এই বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, দ্বিজ নপুংসকত্বাদি দোষশূন্যা, অনন্যপূর্ব্বা, (পূর্ব্বে পাত্রান্তরের সহিত যাহার বিবাহ দিবার স্থিরতা পর্য্যন্ত হয় নাই এবং অপরের উপভুক্তা নহে, তাহার নাম অনন্যপূর্ব্বা), কান্তিমতী, অসপিণ্ডা (পিতৃবন্ধু হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত এবং মাতৃবন্ধু হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড, তদ্ভিন্ন), বয়ঃকনিষ্ঠা, অরোগিণী অর্থাৎ যাহার দুশ্চিকিৎস্য কোন রোগ নাই, ভ্রাতৃযুক্তা অসমান প্রবরা, অসগোত্রা এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চম পুরুষের এবং পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তম পুরুষের পরবর্ত্তিনী সুলক্ষণা কন্যাই বিবাহ বিষয়ে প্রশস্তা। যে বংশে কুষ্ঠ প্রভৃতি মহাপাতকজ সঞ্চারী রোগ আছে এবং হীনক্রিয়ত্বাদি দোষ অর্থাৎ সংস্কারাদি কার্য্য রহিত, তাদৃশ কুলের কন্যা গ্রহণ করিতে নাই।

সকল গুণযুক্ত, দোষবর্জ্জিত, সবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের ইত্যাদি, বিদ্বান্, অস্থবির, পুংস্ত্ব বিষয়ে পরীক্ষিত এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিই বরপাত্র হইবার উপযুক্ত। এই প্রকার বর স্থির করিয়া তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া বিধেয়। (যাজ্ঞবল্ক্যসং ১৪ অ°)

বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার লক্ষণাদি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বিবাহ স্থির করা বিধেয়। জ্যোতিস্তত্ত্ব ও বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে এই লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"শ্যামা সুকেশী তনুলোমরাজী সুভ্রূঃ সুশীলা সুগতিঃ সুদন্তা।
বেদীবিমধ্যা যদি পঙ্কজাক্ষী কুলেনহীনাপি বিবাহনীয়া॥
ধৃষ্টা কুদন্তা যদি পিঙ্গলাক্ষী লোম্না সমাকীর্ণ সমাঙ্গযষ্টিঃ।
মধ্যে পুষ্টা যদি রাজকন্যা কুলেনযোগ্যা ন বিবাহনীয়া॥"

যে কন্যা শ্যামা, সুকেশী, যাহার গাত্রে লোম অল্প, সুভ্রূ, সুশীলা, উত্তমগমনযুক্তা, সুদন্তা, যাহার মধ্যদেশ বেদীর ন্যায়, অর্থাৎ ক্ষীণ এবং পদ্মনেত্রা এইরূপ কন্যা কুলহীনা হইলেও তাহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে, শাস্ত্রে সৎকুল হইতে কন্যাগ্রহণের উপদেশ আছে, কিন্তু এইরূপ লক্ষণাক্রান্তা কন্যা হীনকুল হইতেও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যে নারী ধৃষ্টা, কুদন্তা, পিঙ্গলাক্ষী (কটাচোখ), যাহার সমস্ত শরীরে লোমপরিপূর্ণ এবং মধ্যদেশ পুষ্ট, সেই নারী যদি রাজকন্যা বা উত্তমকুলসম্ভূতা হয়, তাহা হইলেও তাহাকে বিবাহ করিবে না।

"নেত্রে যস্যাঃ কেকরে পিঙ্গলে বা
স্যাদ্দুঃশীলা শ্যাবলোলেক্ষণা চ।
কূপৌ যস্যা গণ্ডয়োঃ সস্মিতযোনিঃ
সন্দিগ্ধাং বন্ধকীং তাং বদন্তি॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত কৃত্যচিন্তামণি)

যাহার নেত্রদ্বয় কেকর (টেরা) বা পিঙ্গলবর্ণ অথবা ফেকাশে অর্থাৎ ঘোলা ও চঞ্চল; যে দুঃশীলা, সস্মিতযোনি ও সন্দিগ্ধচিত্তা এবং যাহার গণ্ডস্থল কূপসদৃশ নিম্ন, তাহাকে বন্ধকী নারী কহে, এই বন্ধকী বিবাহযোগ্যা নহে।

পূর্ব্বে মনুবচনে বলা হইয়াছে যে,—

'নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাম্।
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাম্॥' (মনু)

নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি নামযুক্তা কন্যা বিবাহ করিতে নাই, কিন্তু মৎস্যসূক্তে ইহার প্রতিপ্রসব বচন দেখিতে পাওয়া যায়। নক্ষত্রাদি নামযুক্তা কন্যা হইলেই যে বিবাহ করিতে নাই, তাহা নহে, তাহার মধ্যে বিশেষ আছে যে,—

"গঙ্গা চ যমুনা চৈব গোমতী চ সরস্বতী।
নদীম্বাসাং নাম বৃক্ষে মালতী তুলসী অপি।
রেবতী চাশ্বিনী ভেষু রোহিণী শুভদা ভবেৎ॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত মৎস্যসূক্ত)

কন্যার নদীবাচক নাম রাখিতে নাই, কিন্তু নদীর মধ্যে গঙ্গা, যমুনা, গোমতী ও সরস্বতী, বৃক্ষের মধ্যে মালতী ও তুলসী এবং নক্ষত্রের মধ্যে রেবতী, অশ্বিনী ও রোহিণী নাম শুভ, এই সকল নামযুক্তা কন্যা বিবাহ করায় দোষ নাই, বরং শুভফল হইয়া থাকে।

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে,—

"স্নিগ্ধোন্নতাগ্রতনুতাম্রনখো কুমার্য্যাঃ
পাদৌ সমোপচিতচারুনিগূঢ়গুল্ফৌ।
শ্লিষ্টাঙ্গুলী কমলকান্তিতলৌ চ যস্যা
স্তামুদ্বহেদ্ যদি ভুবোঽধিপতিত্বমিচ্ছেৎ॥" (বৃহৎসং° ৭০।১)

মানব যদি তুমি পৃথিবীর অধিপতিত্ব ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এইরূপ কামিনীকে বিবাহ করিবে যে, যে কুমারীর চরণদ্বয়ের নখরগুলি স্নিগ্ধ, উন্নতাগ্র, সূক্ষ্ম অথচ রক্তবর্ণ, চরণতল পদ্মপুষ্পের কান্তিবিশিষ্ট এবং পদদ্বয় সমানরূপে উপচিত, সুন্দর অথচ নিগূঢ়গুল্‌ফবিশিষ্ট, মৎস্য, অঙ্কুশ, শঙ্খ, যব, বজ্র, লাঙ্গল ও অসিচিহ্নবিশিষ্ট এবং মৃদুতল, যাহার জঙ্ঘাদ্বয় সুবর্ত্তুল, শিরাহীন ও রোমরহিত, জানুদ্বয় সমান, অথচ সন্ধিস্থল সুন্দর, উরুদ্বয় নিবিড়, হস্তিশুণ্ডাকার এবং রোমশূন্য, গুহ্যদেশ বিপুল, অথচ অশ্বত্থপত্রের তুল্য, শ্রোণি ও ললাটদেশ প্রশস্ত, অথচ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত, মণি অত্যন্ত নিগূঢ় এবং যে স্ত্রী অত্যন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী, এই প্রকার কন্যা বিবাহপক্ষে প্রশস্তা, এইরূপ নারী বিবাহ করিলে নানাবিধ সুখসৌভাগ্য হইয়া থাকে।

যে স্ত্রীর নিতম্বদেশ বিস্তীর্ণ, মাংসোপচিত ও গুরু, নাভি গভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত, মধ্যদেশ বলিত ও রোমশূন্য, পয়োধর সুবর্ত্তুল, ঘন, নতোন্নত অথচ কঠিন, বক্ষঃস্থল রোমবর্জ্জিত, অথচ কোমল এবং গ্রীবাদেশ কম্বুর ন্যায় রেখাত্রয়ান্বিত, এইরূপ লক্ষণাক্রান্তা নারীই প্রশস্তা। যাহার অধর বন্ধুজীব কুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ, মাংসল ও বিম্বফলতুল্য, দন্তাবলী কুন্দকুসুমকলির ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও সমান, যাহার বাক্য সরলতা পরিপূর্ণ, যে স্ত্রী সমভাবা, হংস বা কোকিলের ন্যায় ভাষিণী ও কাতরতাহীন, যাহার নাসিকা সমান, সমচ্ছিদ্রযুক্ত ও মনোহর এবং নীলপদ্মের ন্যায় শোভাযুক্ত, ভ্রূযুগল পরস্পর সংলগ্ন, নাতিস্থূল, নাতিদীর্ঘ অথচ শিশুশশাঙ্কের ন্যায় বঙ্কিম, এইরূপ লক্ষণা রমণীই প্রশস্তা। যে কামিনীর ললাটদেশ অর্দ্ধচন্দ্রের তুল্য, নাতিনত ও নাতি উন্নত হয় এবং তাহাতে যদি রোমসংস্থান না থাকে, যাহার কর্ণযুগল মাংসল, পরস্পর সমান, কোমল এবং সমভাবে অবস্থিত, যাহার কেশরাশি স্নিগ্ধ, ঘোরকৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত পেলব, আকুঞ্চিত ও প্রত্যেক কূপমধ্যে এক একটী করিয়া সঞ্জাত এবং যাহার মস্তক সমভাবে অবস্থিত এই সকল লক্ষণযুক্তা রমণী প্রশস্তা, সুতরাং এতাদৃশী কন্যা বিবাহে সুখসমৃদ্ধি লাভ হয়।

ভৃঙ্গার, আসন, হস্তী, রথ, শ্রীবৃক্ষ (বেলগাছ), যূপ, বাণ, মালা, কুণ্ডল, চামর, অঙ্কুশ, যব, শৈল, ধ্বজ, তোরণ, মৎস্য, স্বস্তিক, বেদিকা, তালবৃন্ত, শঙ্খ, ছত্র এবং পদ্ম এই সকল চিহ্ন যে নারীর কর বা পদতলে থাকে, তাহারা সৌভাগ্যবতী হয়, সুতরাং এতাদৃশী কুমারী বিবাহপক্ষে প্রশস্তা।

যে কুমারীর হস্তের মণিবন্ধ ঈষৎ নিগূঢ়, যাহার পাণিতল তরুণ পদ্মগর্ভচ্ছবি, এবং যাহার করাঙ্গুলি ও তৎ পর্ব্বসকল সূক্ষ্ম অথচ বিকৃষ্ট, যাহার করতল নাতিনিম্ন ও নাতি উন্নত, অথচ উৎকৃষ্ট রেখাদ্বারা অঙ্কিত, তাদৃশ রমণীই উৎকৃষ্টা, অতএব বিবাহ্যা।

যে স্ত্রীর পাণিতলে মণিবন্ধোত্থিত রেখা ক্রমশঃ মধ্যমাঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রসৃত হয়, কিম্বা চরণতলে ঊর্দ্ধরেখা বিদ্যমান থাকে, তাদৃশ রমণীই শ্রেষ্ঠা। অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে যতগুলি রেখা থাকে, ততগুলি সন্তান হয়। তন্মধ্যে যতগুলি রেখা স্থূল ততগুলি পুত্র এবং যতগুলি সূক্ষ্ম ততগুলি কন্যা হয় এবং ঐ রেখার মধ্যে যতগুলি রেখা অচ্ছিন্ন ও দীর্ঘ ততগুলি সন্তান দীর্ঘায়ুষ্ক এবং যত সংখ্যক রেখা ছিন্ন ও ক্ষুদ্র ততগুলি অল্পায়ুষ্ক সন্তান হয়। কন্যার এই সকল শুভলক্ষণাদি দেখিয়া বিবাহ স্থির করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এইক্ষণ কন্যার অশুভ লক্ষণাদির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

অবিবাহ্যা নারী

যে রমণীর গমনকালে চরণের কনিষ্ঠিকা বা অনামিকা অঙ্গুলি মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, অথবা প্রদেশিনী অঙ্গুলি পদাঙ্গুষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া লম্বমান হয়, এতাদৃশী নারী অতি দুর্লক্ষণা, সুতরাং অবিবাহ্যা, এই প্রকার নারী বিবাহ করিলে দুঃখের অবধি থাকে না।

যাহার পিণ্ডিকা অর্থাৎ জানুর নিম্নভাগ উদ্বদ্ধ, জঙ্ঘাদ্বয় শিরাল, লোমশ ও অত্যন্ত মাংসবিশিষ্ট, গুহ্যস্থান বামাবর্ত্ত, নিম্ন ও অল্প এবং যাহার উদর কুম্ভের ন্যায়, এইরূপ কুমারী দুর্লক্ষণা, সুতরাং অবিবাহ্যা। স্ত্রীলোকের গ্রীবাদেশ হ্রস্ব হইলে দারিদ্র, দীর্ঘ হইলে কুলক্ষয় এবং অত্যন্ত স্থূল হইলে প্রচণ্ডা হয়। নেত্রদ্বয় কেকর, পিঙ্গলবর্ণ, অথচ চঞ্চল এবং সামান্য হাস্যকালেও গণ্ডদ্বয়ে কূপ হয়, তবে উহা নারীদিগের পক্ষে দুর্লক্ষণ।

নারীদিগের ললাটদেশ প্রকৃষ্টরূপ লম্বমান হইলে দেবর নাশ, উদর লম্বমানে শ্বশুরনাশ, এবং স্ফিক (পাছা) লম্বমান হইলে স্বামী বিনাশ হয়। সুতরাং এই সকলও দুর্লক্ষণ। যে রমণী অত্যন্ত লম্বা এবং তাহার অধোদেশে লোমচয় দ্বারা অন্বিত হয়, এবং যাহার স্তনদ্বয় রোমযুক্ত, মলিন ও তীক্ষ্ণ এবং কর্ণদ্বয় বিষম,

যাহার দন্তাবলী স্থূল, ভয়ঙ্কর ও কৃষ্ণবর্ণ মাংসবিশিষ্ট, এই সকল লক্ষণযুক্তা নারী দুর্ভাগ্যবতী হয়, সুতরাং এরূপ লক্ষণাক্রান্তা নারী বিবাহ করা বিধেয় নহে। রমণীর করযুগল যদি রাক্ষসের ন্যায়, অথবা শুষ্ক, শিরাল ও বিষম, কিংবা বৃক, কাক, কঙ্ক, সর্প ও উলূকের চিহ্নযুক্ত হয়, যাহার অধরদেশ সমুন্নত এবং কেশাগ্র রুক্ষ, এই সকলই নারীদিগের দুর্লক্ষণ।

নারীদিগের শুভাশুভ লক্ষণ স্থির করিতে হইলে নিম্নলিখিত স্থানগুলি বিশেষরূপ বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। প্রথম চরণযুগল ও গুল্ফদ্বয়, দ্বিতীয় জঙ্ঘা ও জানু, তৃতীয় গুহ্যস্থান চতুর্থ নাভি ও কটিদেশ, পঞ্চম উদর, ষষ্ঠ হৃদয় ও স্তন, সপ্তম স্কন্ধ ও জত্রু, অষ্টম ওষ্ঠ ও গ্রীবা, নবম নয়নযুগল ও ভ্রূদ্বয়, এবং দশম শিরোদেশ। এই সকল স্থানের শুভাশুভ লক্ষণ বিশেষরূপে স্থির করিয়া কন্যা গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

(বৃহৎসংহিতা ৭ অধ্যায়)

চলিত যে প্রবাদ আছে খড়মপেয়ে, চিরুণদাতী, বেড়াল-চোকো প্রভৃতি কন্যা কখন বিবাহ করিবে না। এই সকল লক্ষণের প্রত্যেকের শাস্ত্রমূলকতা বিদ্যমান আছে।

সামুদ্রিকেও ইহার শুভাশুভ লক্ষণ লিখিত আছে, সংক্ষেপে তাহা এইস্থলে লিখিত হইল—

"যস্যাঃ পাদতলে রেখা সা ভবেৎ ক্ষিতিপাঙ্গনা।
ভবেদথশুভোগা চ যা মধ্যমাঙ্গুলিসঙ্গতা॥
উন্নতো মাংসলোঽঙ্গুষ্ঠো বর্ত্তুলোঽতুলভোগদঃ।
বক্রো হ্রস্বশ্চ চিপিটঃ সুখসৌভাগ্যভঞ্জকঃ॥" (সামুদ্রিক)

যে রমণীর পাদতলে রেখা থাকে, সে রমণী রাজমহিষী এবং যাহার মধ্যমাঙ্গুলি অন্য অঙ্গুলির সহিত মিলিত থাকে, তাহার চিরদিন সুখে যায়। যাহার অঙ্গুষ্ঠ বর্ত্তুলাকার ও মাংসল, এবং অগ্রভাগ উন্নত, তাহার নানাবিধ সুখসৌভাগ্য লাভ হয়। যে নারীর অঙ্গুষ্ঠ বক্র, হ্রস্ব ও চিপিট অর্থাৎ চ্যাপ্‌টা হয়, তাহার বহুবিধ দুঃখ হয়। যাহার অঙ্গুলী দীর্ঘ, সেই রমণী কুলটা, অঙ্গুলি কৃশ হইলে নির্ধন, অঙ্গুলী খর্ব্ব হইলে পরমায়ু অল্প, অঙ্গুলি ভগ্নবৎ হইলে ভগ্নাবস্থায় অবস্থিতি করে। যে স্ত্রীর অঙ্গুলি সকল গায় গায় সংলগ্ন হইয়া উঠিয়াছে, সে কামিনী বহু পতি বিনাশ করিয়া পরের কিঙ্করী হইয়া থাকে।

যে নারীর চরণের নখ সমুদয় স্নিগ্ধ, সমুন্নত, তাম্রবর্ণ, গোলাকার ও সুদৃশ্য এবং যাহার পদতলের পৃষ্ঠদেশ উন্নত, তাহার নানাপ্রকার সুখলাভ হয়। যে নারীর পার্ষ্ণিদেশ সমান, সেই নারী সুলক্ষণা, যাহার পার্ষ্ণিদেশ পৃথু, সে নারী দুর্ভাগা, যাহার পার্ষ্ণিদেশ উন্নত সে কুলটা, ও যাহার পার্ষ্ণিদেশ দীর্ঘ সেই নারী দুঃখভাগিনী হয়। যাহার জঙ্ঘাদ্বয় রোমহীন, সমান, স্নিগ্ধ, বর্ত্তুল, ক্রমসূক্ষ্ম, সুমনোহর ও শিরারহিত সেই নারী রাজমহিষী হয়, যাহার জানুদ্বয় মাংসল ও গোল সেই রমণী সৌভাগ্যবতী এবং জানুদেশে মাংস নাই, ও যাহার জানুদেশ শ্লথ সেই রমণী দরিদ্রা ও দুশ্চারিণী হয়। যে নারীর ঊরুযুগল শিরারহিত, করিকর-সদৃশ সুগঠন, ঘন, মসৃণ, সুগোল ও রোমরহিত, সেই নারী সৌভাগ্যবতী হয়। নারীদিগের কটিদেশের পরিধি যদি এক হস্ত এবং নিতম্ব সমুন্নত ও মসৃণ হয়, নিতম্ব যদি উন্নত, মাংসল ও স্থূল হয়, তাহা হইলে নানাবিধ সুখসৌভাগ্য হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত হইলে দুঃখ দারিদ্র্য হয়। নাভি গম্ভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে শুভ এবং বামাবর্ত্ত ও উত্তান অর্থাৎ অগভীর ও ব্যক্ত-গ্রন্থি (নাভি উঁচু হইয়া থাকা) হইলে অশুভ, উদরের চর্ম্ম মৃদু, কৃশ ও শিরারহিত হইলে শুভ, জঠর কুম্ভাকার ও মৃদঙ্গ সদৃশ হইলে অশুভ হইয়া থাকে। যাহার হৃদয়ে লোম নাই, বক্ষঃস্থল নিম্ন নহে, ও সমতল, সেই রমণী ঐশ্বর্য্যশালিনী ও পতির প্রেমাস্পদ হয়। যে নারীর অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ পদ্মমুকুল সদৃশ ক্ষীণাগ্র, পাণিতল মৃদু, রক্তবর্ণ, ছিদ্ররহিত, অল্পরেখাযুক্ত, প্রশস্ত রেখান্বিত ও মধ্যভাগে উন্নত, সেই রমণী সৌভাগ্যবতী হয়।

নারীদিগের করতলে বহু রেখা থাকিলে বিধবা, যদি নির্দ্দিষ্ট রেখা না থাকে, তাহা হইলে দরিদ্রা এবং শিরাযুক্তা হইলে ভিক্ষুকী হইয়া থাকে। যে নারীর করতলে দক্ষিণাবর্ত্ত মণ্ডল, এবং যাহার করতলে মৎস্য, স্বস্তিক, পদ্ম, শঙ্খ, ছত্র, কমঠ, চামর, অঙ্কুশ, চাপ বা শকট চিহ্ন থাকে, সেই নারী সুখ-সৌভাগ্যবতী হয়। যে রমণীর গমনকালে ভূমি কাঁপিতে থাকে এবং যে অতিশয় লোমযুক্তা তাদৃশী কন্যা বিবাহ করিতে নাই। যে নারীর হস্ত বা পদে অশ্ব, গজ, বিল্বতরু, যূপ, বাণ, যব, তোমর, ধ্বজ, চামর, মালা, ক্ষুদ্র পর্ব্বত, কর্ণভূষণ, বেদিকা, শঙ্খ, ছত্র, কমল, মীন, স্বস্তিক, চতুষ্পথ, সর্পফণা, বাচী, রথ ও অঙ্কুশ প্রভৃতি যে কোন চিহ্ন থাকে, সেই নারী সুলক্ষণা হয়।

গমনকালে যে স্ত্রীর চরণের কনিষ্ঠা কিংবা অনামিকা অঙ্গুলি মৃত্তিকা স্পৃষ্ট হয় না, তাদৃশী কন্যা অতি দুর্লক্ষণা, এই কন্যা বিবাহ করিলে নানাবিধ দুঃখ হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন সামুদ্রিকে আরও নানাপ্রকার লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্ত যে সকল সুলক্ষণ ও দুর্লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া কন্যা স্থির করিতে হইবে। উক্তরূপে কন্যানিরূপণ করিয়া বিবাহ করিলে নানাবিধ সুখসমৃদ্ধি হইয়া থাকে। দুর্লক্ষণা কন্যা বিবাহ করিলে পদে পদে অনিষ্ট হয়, এই জন্য বিশেষ যত্ন সহকারে অনেকে কন্যার লক্ষণালক্ষণ দেখিয়া থাকেন।

বিবাহের নিষেধ দুই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—'নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং' কপিলা কন্যা বিবাহ করিবে না, আর 'ন সগোত্রাং ন সপ্রবরাং' সগোত্রা, সমানপ্রবরা প্রভৃতি কন্যাকেও বিবাহ করিবে না। পূর্ব্বে যে শুভাশুভ লক্ষণ সগোত্রা প্রভৃতির বিবাহেও নিষেধ বলিয়াছি, তাহার বিষয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা একটু সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা যাউক।

কপিলাদি কন্যার বিবাহ যে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা দৃষ্টার্থক, অর্থাৎ ঐ নিষিদ্ধা কন্যা বিবাহে ভার্য্যাত্বসম্পাদক জ্ঞানের কোন বাধা হইবে না। কিন্তু তাহার অশুভ চিহ্নাদির জন্য ইহজীবনে নানাপ্রকার অশুভ হইবে, ঐ জন্যই ঐ বিবাহ নিষিদ্ধ। ঐ স্ত্রীগ্রহণ জন্য কোনরূপ পাতিত্যাদি হইবে না। এখন ঐ স্ত্রী ধর্ম্মপত্নী হইবে, সুতরাং তাহার সহিত ধর্ম্মাচরণে কোন বাধা হইবে না।

"গৃহস্থো বিনীতবেশোঽক্রোধহর্ষো গুরুণানুজ্ঞাতঃ স্নাত্বা অসমানার্ষেয়ীমস্পৃষ্টমৈথুনামবরবয়স্কাং সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত ইতি, ন সমানপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেতেতি::বিষ্ণুসূত্রাদৌ নঞঃ পর্য্যুদাসপরতা বৈধবিষয়কত্বাৎ পর্ব্বণি ঋতুভিগমনবৎ" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিনীত বেশধারী, অক্রোধী এবং হর্ষশূন্য গৃহস্থ গুরুর অনুমতি লইয়া সমাবর্ত্তনস্নান করিয়া অসমানপ্রবরা, অস্পৃষ্টমৈথুনা, আপন অপেক্ষা ন্যূনবয়স্কা ও সর্ব্বতোভাবে অনুরূপ ভার্য্যা গ্রহণ করিবে। অসমানার্ষেয়ী ইত্যাদি বাক্য বিচার করিয়া স্মার্ত্ত দেখাইয়াছেন যে, অসমানপ্রবরাকে বিবাহ করিবে ও সমানপ্রবরাকে বিবাহ করিবে না। ইহাতে কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে, এইস্থলে নিষেধ অর্থাৎ নঞের ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হওয়ায় ঐ নঞ্ বা নিষেধ প্রসজ্যপ্রতিষেধ হইয়াছে স্থির করিতে হইবে। সুতরাং উহাদ্বারা সমানগোত্রপ্রবরা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে না, এই নিষেধমাত্রই বুঝা উচিত। সেই সঙ্গে আবার সমানগোত্রপ্রবরভিন্না অর্থাৎ অসমানগোত্রপ্রবরাকে বিবাহ করিবে, ইত্যাদি বাক্য বোধ হওয়া বিধেয় নহে।

'অসমানগোত্রপ্রবরাকে বিবাহ করিবে' এবং 'সমানগোত্রপ্রবরাকে বিবাহ করিবে না' বিবাহবিষয়ে এই যে দুইটী বিধি আছে, এই দুইটী বিধিবাক্যের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা কিরূপে হয়? স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ইহার উত্তরে এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন যে, বিবাহাদি কতকগুলি কার্য্য সাধারণতঃ দ্বিবিধ হইয়া থাকে, যথা বৈধ ও রাগপ্রাপ্ত। বৈধ—শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সকলেরই কর্ত্তব্য। রাগপ্রাপ্ত—নিজের ইচ্ছাধীন অর্থাৎ আপনার ইচ্ছা হইলে যে কার্য্যটী করা হয়, আর ইচ্ছা না হইলে যাহা করা হয় না, তাহাই রাগপ্রাপ্ত।

আবার নিষেধও দুইপ্রকার পর্য্যুদাস ও প্রসজ্যপ্রতিষেধ। পর্য্যুদাস—যে নিষেধদ্বারা কোন এক বস্তুর কেবল নিষেধই বুঝায় এমন নহে, ঐ নিষেধের সঙ্গে তদ্‌বিপরীত বিধিরও বোধ হইয়া থাকে। যেমন সমানগোত্রাকে বিবাহ করিবে না, এইরূপ নিষেধের সহিত যদি সগোত্রভিন্নাকেই বিবাহ করিবে, এইরূপ অর্থ বুঝায়, তাহা হইলে ঐ নিষেধের নাম পর্য্যুদাস হইবে।

প্রসজ্যপ্রতিষেধ—যে স্থলে নঞ্ বা নিষেধ দ্বারা কোন এক বস্তুর নিষেধ ভিন্ন আর অপর কোন অর্থের বোধ হয় না, তথাবিধ নিষেধ প্রসজ্যপ্রতিষেধ; যেমন অষ্টমীতে নারিকেল ভোজন করিবে না, এই স্থলে কেবলমাত্র নারিকেল ভোজন মাত্রই নিষিদ্ধ, অন্য আর কোন অর্থের প্রতীতি না হইয়া কেবল নিষেধই বুঝাইবে।

অসমানার্ষেয়ী ভার্য্যালাভ করিবে অর্থাৎ ভিন্নগোত্রা ও ভিন্নপ্রবরা কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবে। এইস্থলে নঞ্ পর্য্যুদাস হওয়ায় উহাদ্বারা কেবল যে ভিন্ন গোত্রাদি কন্যাকে ভার্য্যারূপে লাভ করিবে, এই অর্থের বোধ হইতেছে তাহা নহে, সেই সঙ্গে সগোত্রা ও সমানপ্রবরা কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবে না, এই অর্থও প্রতীত হইতেছে; সুতরাং এই নিষেধ পর্য্যুদাস হইয়াছে।

শাস্ত্রে বৈধ ও রাগপ্রাপ্ত এই উভয়বিধ বিবাহই কীর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ণাশ্রমীদিগের কতকগুলি কার্য্য বৈধ অর্থাৎ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে বলিয়াই সেইগুলির অনুষ্ঠান করিতে হয়, যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদি। আর কতকগুলি কার্য্য আছে রাগপ্রাপ্ত, অর্থাৎ ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা হইলেই করা হয়, না হইলে হয় না, যেমন ভোজনাদি। আর কতকগুলি কার্য্য আছে বৈধ ও রাগপ্রাপ্ত এই উভয়ই; যথা—বিবাহ। কেননা সম্ভোগেচ্ছার প্রাবল্যনিবন্ধন পুরুষমাত্রেরই কোন একটা স্ত্রীকে চিরদিনের জন্য নিজের করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক, কাজেই ইহাকে রাগপ্রাপ্ত বলা যায়, কিন্তু রাগপ্রাপ্ত হইলেই আমরা দেখিতে পাই, আমাদের ইচ্ছা মত যখন তখন যে সে স্ত্রীকে আনিয়া চিরদিনের জন্য নিজস্ব করিয়া রাখিলেই শাস্ত্রসিদ্ধ বিবাহ হইবে না, সুতরাং বিবাহ বৈধ ও রাগপ্রাপ্ত এই উভয়ই।

বিবাহের যখন বৈধভাব গ্রহণ করা যাইবে, তখন ঐ নিষেধকে পর্য্যুদাস না বলিলে চলিবে না, কারণ শাস্ত্রে সমান-গোত্রপ্রবরার সহিত বিবাহের নিষেধ করিয়া অসমানগোত্রার সহিত বিবাহের বিধান করায় নিষেধের পর্য্যুদাসতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিবাহের রাগপ্রাপ্তভাব গ্রহণ করিলে ঐ নিষেধকে প্রসজ্যপ্রতিষেধ বলিতেই হইবে, কারণ যখন বিবাহ রাগপ্রাপ্ত, তখন যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই বিবাহ করার

প্রসক্তি হইতেছে, সমানগোত্রা ও সমানপ্রবরা ত দূরের কথা। তন্মধ্যে সমানগোত্রা সমানপ্রবরাদির সহিত বিবাহের নিন্দা ও প্রায়শ্চিত্তযোগ্যতা প্রতিপাদন করায় তথাবিধ বিবাহ একেবারেই করিবে না, এইরূপ নিষেধমাত্রেরই বোধ হইতেছে; সুতরাং এই হিসাবে প্রসজ্যপ্রতিষেধও বলা যাইতে পারে। এই নিষেধ এইরূপে পর্য্যুদাস ও প্রসজ্যপ্রতিষেধ এই উভয়রূপ বলিলেও কোন অসামঞ্জস্য হয় না।

ভার্য্যাত্বসম্পাদক জ্ঞানের নাম বিবাহ, পূর্ব্বে ইহা বিবাহ-লক্ষণে অভিহিত হইয়াছে। বিষ্ণুসূত্রাদিস্থিত নিষেধের পর্য্যুদাস এবং প্রসজ্যপ্রতিষেধ এই উভয়বিধ ধর্ম্মপরত্ব হেতুই ভার্য্যা শব্দটী স্ত্রীমাত্রের বাচক নহে, কিন্তু যথাবিধি সংস্কৃতা স্ত্রী, অর্থাৎ যেরূপ যূপ শব্দের অর্থ কেবল প্রস্তুত কাষ্ঠবিশেষ নহে, কিন্তু বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত কাষ্ঠবিশেষ, সেইরূপ শাস্ত্রোক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত বিহিত সংস্কারসম্পন্ন স্ত্রীবিশেষ, স্ত্রীমাত্র নহে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'সমানপ্রবরাকে ভার্য্যারূপে লাভ করিবে না' এই বাক্যের পর্য্যুদাস ধর্ম্মপরত্ব হেতু সগোত্রভিন্নাতেই যে শাস্ত্রোক্ত ভার্য্যাত্ব-ধর্ম্মের প্রবৃত্তি হয়, ইহাই জানা যাইতেছে এবং প্রসজ্য-ধর্ম্মপরত্ব নিবন্ধন যথাবিধি বিবাহের পরও শাস্ত্রে যাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বিবাহকর্ত্তার প্রায়শ্চিত্তের বিধান করায় যাহা-দিগের সহিত বিবাহ দুরদৃষ্টের উৎপাদক, সুতরাং নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, সেই সপিণ্ডকন্যা এবং সমানপ্রবরাদি কন্যাতে যথানিয়মে বিবাহের পরও ভার্য্যাত্বধর্ম্মের নিষেধ করা হইয়াছে। সমানপ্রবরাদি ভিন্নাতেই বৈধবিবাহের পর বৈধভার্য্যাত্ব হয় এবং সমানপ্রবরাদি কন্যাতে সম্পূর্ণ বৈধবিবাহের পরও একেবারেই ভার্য্যাত্ব হয় না, ইহাই জানা যাইতেছে। সমান-প্রবরাদি কন্যাতে ভার্য্যাত্ব হয় না বলিয়াই তাদৃশ কন্যাকে বিবাহ করিলে পরিবেদন দোষও হয় না এবং ঐ ভার্য্যাকে লইয়া সহধর্ম্মাচরণের ফলও হয় না।

এইক্ষণ অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা কন্যাদির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"অসগোত্রা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

যে কন্যা মাতার অসপিণ্ডা অর্থাৎ সপিণ্ড নহে এবং পিতার অসগোত্রা, তাদৃশী কন্যাই দ্বিজাতিদিগের পক্ষে বিবাহ বিষয়ে প্রশস্ত। মাতার অসপিণ্ডা এবং পিতার অসগোত্রা এই দুইটী বুঝিতে হইলে সপিণ্ড ও সগোত্র এই দুইটী কথা আগে বুঝিতে হইবে।

সাপিণ্ড্য যথা—

"লেপভুজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ।
পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্॥"

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরিতি চকারাৎ মাতুরসগোত্রা চ সগোত্রাং মাতুরপ্যেকে নেচ্ছন্ত্যুদ্বাহকর্ম্মণি। ইতি ব্যাসোক্তেঃ, অসগোত্রা-চেতি চকারাৎ পিতুরসপিণ্ডা চ। বিষ্ণুপুরাণে পিতৃপক্ষে সপ্তমী-নিষেধাৎ যথা—

"সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীম্।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ॥"

পিতৃপক্ষাৎ পিতৃতঃ পিতৃবন্ধুতশ্চ, মাতৃপক্ষাৎ মাতৃতো মাতৃ-বন্ধুতশ্চ সপ্তমীং পঞ্চমীং পরিহৃত্যেতি শেষঃ' (উদ্বাহতত্ত্ব)

অসপিণ্ডা কন্যার উল্লেখ আছে, অসপিণ্ডার অর্থ—সাপিণ্ড্য-সম্বন্ধরহিত, চতুর্থ—অর্থাৎ বৃদ্ধপ্রপিতামহ হইতে ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষকে লেপভাজ্ বলে, লেপভাজ্ তিন জন যথা—বৃদ্ধ-প্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ, অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ এই তিন জন এবং পিতা আদি পিণ্ডভাগী তিন জন, পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই ছয় জন এবং ইহাদের পিণ্ডদাতা (শ্রাদ্ধকর্ত্তা বা পুত্র) এই সাতটী পুরুষকে লইয়া সাপিণ্ড্য হয়।

সপিণ্ড। শব্দের অর্থ—যাহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে পিণ্ডঘটিত সম্বন্ধ বর্ত্তমান, পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ এই তিন জন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিণ্ড প্রাপ্ত হন, তদূর্দ্ধে বৃদ্ধ-প্রপিতামহ হইতে ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ পিণ্ড প্রাপ্ত হন না। পিণ্ড মাখিবার সময় হাতে যে লেপ থাকে, তাঁহারা কেবল তাহাই পান, সুতরাং ইহাঁদের সাক্ষাৎসম্বন্ধে পিণ্ডপ্রাপ্তি হয় না, পরম্পরায় হয়। শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিণ্ডের সহিত দাতৃত্ব সম্বন্ধ, অতএব শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও তাহার ঊর্দ্ধতন ৬ পুরুষ পরস্পর সপিণ্ড। এই ৭ জন এবং ইহাদের সন্তান সন্ততির মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে সম্বন্ধ, তাহাই সাপিণ্ড্য সম্বন্ধ। বরের মাতার সহিত যে কন্যার তাদৃশ সম্বন্ধ নাই সেই কন্যা মাতার অসপিণ্ডা, এবং পিতার সহিত তাদৃশ সম্বন্ধশূন্য কন্যা পিতার অসপিণ্ডা। "অসপিণ্ডা চ" এই 'চ' শব্দে কেহ কেহ বলেন যে, উহার দ্বারা মাতার অস-গোত্রা বুঝিতে হইবে, মাতার এক গোত্রোৎপন্না কন্যা বিবাহ বিষয়ে নিষিদ্ধা। এই মত সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।

সগোত্র—সগোত্র বলিলে এক গোত্রোৎপন্না বুঝায়। পিতার অসগোত্রা পিতার সহিত এক গোত্রে উৎপন্না নয়, এইরূপ কন্যাই বিবাহ্যা, 'অসগোত্রা চ' এই চকার শব্দের দ্বারা পিতার অসপিণ্ডা কন্যাও যে বর্জ্জনীয় তাহাও বুঝিতে হইবে, যে হেতু পিতৃপক্ষে সপ্তমী কন্যার সহিত বিবাহের নিষেধ করা হইয়াছে, পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তমী কন্যা এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চমী কন্যা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিবাহ করিতে হইবে। পিতৃপক্ষ ও

মাতৃপক্ষ হইতে বলায় পিতা বা পিতৃবন্ধু এবং মাতা বা মাতৃবন্ধু এই উভয়কুল হইতে সপ্তমী ও পঞ্চমী কন্যা পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতে হইবে।

পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধু হইতে এবং পিতা ও মাতা হইতে যথাক্রমে সপ্তম ও পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত বিবাহ করিবে না, সগোত্রা এবং সমানপ্রবরাও অবিবাহ্যা। এইরূপ বিবাহ হইলে তাহারা সন্তানসন্ততির সহিত পতিত এবং শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

বন্ধু—পিতার পিস্‌তুত ভাই, পিতার মাসতুত ভাই, এবং পিতার মামাত ভাই, ইহারা সকলে পিতৃবন্ধু, মাতার মাসতুত ভাই, পিসতুত ভাই ও মামাত ভাই মাতৃবন্ধু, পিতামহের ভগিনীর পুত্র, পিতামহীর ভগিনীর পুত্র ও পিতামহীর ভ্রাতুষ্পুত্র ইহারা পিতৃবন্ধু এবং মাতামহীর ভগিনীর পুত্র, মাতামহের ভগিনীর পুত্র, এবং মাতামহীর ভ্রাতুষ্পুত্র, ইহারা মাতৃবন্ধু। এইরূপ পিতৃ মাতৃবন্ধু বাদ দিয়া কন্যা নিরূপণ করিয়া বিবাহ করিতে হইবে।

"পিতুঃ পিতুঃ স্বসুঃ পুত্রাঃ পিতুর্মাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
পিতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ॥
মাতুর্মাতুঃ স্বসুঃ পুত্রাঃ মাতুঃ পিতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
মাতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ॥

তেন পিতামহভগিনীপুত্রঃ পিতামহীভগিনীপুত্রঃ পিতামহীভ্রাতৃপুত্রশ্চেতি এয়ঃ পিতৃবান্ধবাঃ। তথা মাতামহীভগিনীপুত্রো মাতামহভগিনীপুত্রো মাতামহীভ্রাতৃপুত্রশ্চেতি ত্রয়ো মাতৃবান্ধবা ভবন্তি।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তমী কন্যা এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চমী কন্যা অবিবাহ্যা, কিন্তু কাহারও কাহারও মতে পিতৃপক্ষ হইতে পঞ্চমী এবং মাতৃপক্ষ হইতে তৃতীয়া কন্যা বাদ দিয়া বিবাহ হইতে পারে, এই মত সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।

সগোত্রাদি কন্যাবিবাহে প্রায়শ্চিত্ত—সগোত্রাদি যে অবিবাহ্যা কন্যার কথা বলা হইয়াছে, ঐ অবিবাহ্যা কন্যা বিবাহ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। শাস্ত্রে বৌধায়ন বচনে লিখিত আছে যে, যদি অজ্ঞান বা মোহ বশতঃ সগোত্রা কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে মাতার মত পোষণ করিবে, পিস্‌তুত ভগিনী, মাসতুত ভগিনী, মামাত ভগিনী, মাতামহ সগোত্রা এবং সমানপ্রবরা কন্যাকে বিবাহ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিবে এবং পরিণীতা কন্যাকে স্বতন্ত্রভাবে রাখিয়া তাহাকে ভরণ পোষণ করিবে। যদি কেহ সমানগোত্রা এবং সমানপ্রবরা কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে গমন এবং সন্তানোৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই সন্তান চণ্ডালসদৃশ এবং বিবাহকর্ত্তা ব্রাহ্মণ্যহীন হইয়া থাকে।

প্রায়শ্চিত্তবিবেককার ইত্যাদি দোষপ্রভৃতিতে মীমাংসা করিয়াছেন; যথা—শাস্ত্রে পূর্ব্বে যে অবিবাহ্যা কন্যার কথা বলা হইয়াছে, ঐ অবিবাহ্যা কন্যা বিবাহ করিলে চান্দ্রায়ণব্রত করিতে হইবে। চান্দ্রায়ণ দ্বারাই ঐ পাপের নাশ হইবে। চান্দ্রায়ণ করিয়া পরিণীতা ভার্য্যাকে স্বতন্ত্রভাবে রাখিয়া তাহাকে ভরণ পোষণ করিতে হইবে।*

মাতৃনাম্নী কন্যা বিবাহ করিতে নাই, যদি কোন কন্যা মাতার গুপ্ত অর্থাৎ বাক্যাশ্রিত নাম এবং প্রকাশিত নামের সহিত এক নাম হয়, তাহা হইলে তাহাকে মাতৃনাম্নী কন্যা কহে। প্রমাদ বশতঃ এইরূপ কন্যা বিবাহ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঐ কন্যাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহার সহিত দম্পতীর যোগ্য ব্যবহার করিবে না।

বিবাহে পরিবেদন দোষ—জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিবাহ হইবার পূর্ব্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতার যদি বিবাহ হয়, তাহা হইলে পরিবেদন দোষ হয়, ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরিবেত্তা নামে এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা পরিবিন্ন এবং পরিণীতা কন্যা পরিবেদনীয়া নামে অভিহিতা হয়। তদ্ভিন্ন কন্যা দাতা পরিদায়ী ও পুরোহিত পরিকর্ত্তা নামে আখ্যাত হয়। ইহারা সকলেই শাস্ত্রানুসারে পতিত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে পরিবেদনদোষের প্রতিপ্রসবও দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যেষ্ঠ যদি দেশান্তরস্থিত, ক্লীব, একবৃষণ, বিমাতাগর্ভসম্ভূত, বেশ্যাসক্ত, পতিত, শূদ্রতুল্য, অতিরোগী, জড়, মূক, অন্ধ, বধির, কুব্জ, বামন, কুণ্ঠক (অতিশয় অলস), অতিশয় বৃদ্ধ, অভার্য্য (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতি), কৃষিকার্য্যপরায়ণ, রাজসেবক, কুসীদাদি দ্বারা ধনবর্দ্ধনে তৎপর, যথেচ্ছাচারী, দত্তকরূপে অপরকে প্রদত্ত, উন্মত্ত এবং চোর হয়, তাহা হইলে জ্যেষ্ঠের পূর্ব্বে কনিষ্ঠের বিবাহ করিলেও পরিবেদনদোষ হয় না। ইহাদের মধ্যে কুসীদাদি ব্যাপার দ্বারা ধনবর্দ্ধনে তৎপর, রাজসেবক, কর্ষক এবং প্রবাসী এই চতুর্বিধ জ্যেষ্ঠের জন্য কনিষ্ঠ বিবাহার্থ ত্বরান্বিত হইয়াও তিনবৎসরকাল প্রতীক্ষা করিবেন। যদি প্রবাসস্থিত জ্যেষ্ঠের এক বৎসরের মধ্যে কোন সংবাদ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কনিষ্ঠ ঐ সময়ের পরে বিবাহ

* "সগোত্রাঞ্চেদ্ মত্যা উপযচ্ছেন্মাতৃবদেনাং বিভৃয়াদিতি। সুমন্তুঃ পিতৃস্বসৃসুতাং মাতৃস্বসৃসুতাং মাতুলসুতাং মাতৃসগোত্রাং সমানার্ষেয়াং বিবাহ্য চান্দ্রায়ণং চরেদিতি।
সমানগোত্রপ্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্য চ।
তস্যামুৎপাদ্য চাণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যাদবহীয়তে।
সগোত্রাসমানপ্রবরাগ্রহণমবিবাহ্যস্ত্রীমাত্রোপলক্ষণমিতি প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ। অতোঽসবর্ণবিবাহেঽপি চান্দ্রায়ণং।
"চান্দ্রায়ণেন চৈকেন সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ।
ইত্যাপস্তম্ববচনাৎ।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

করিতে পারে, কিন্তু বিবাহের পর জ্যেষ্ঠ যদি প্রত্যাগমন করে, তবে কনিষ্ঠ স্বকৃতদোষের শুদ্ধির নিমিত্ত পরিবেদন দোষের নির্দ্ধারিত প্রায়শ্চিত্তের পাদমাত্র আচরণ করিবে।

ধর্ম্ম বা অর্থ উপার্জ্জনের জন্য প্রবাসগত জ্যেষ্ঠের যদি বরাবর নিয়মিতরূপে সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহার জন্য ১২ বৎসরকাল প্রতীক্ষা করা উচিত। কিন্তু উন্মত্ত, পতিত ও রাজযক্ষ্মাদি রোগযুক্ত হইলে প্রতীক্ষা করিতে হইবে না। কাহারও কাহারও মত যে, ৬ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া কনিষ্ঠের বিবাহ করা বিধেয়।

প্রায়শ্চিত্তবিবেককার মীমাংসা করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জনের জন্য বিদেশগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উদ্দেশে ১২, ১০, ৮ ও ৬ বৎসর যথাক্রমে প্রতীক্ষা করিয়া বিবাহ করিবে। প্রতীক্ষাকাল,—ব্রাহ্মণের ১২ বৎসর ও ক্ষত্রিয় ১০ বৎসর, ইত্যাদিক্রমে বুঝিতে হইবে।

কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতা জীবিত থাকিয়া যদি স্বেচ্ছাক্রমে অগ্ন্যাধানাদি না করে, তাহা হইলে তাহার অনুমতিক্রমে কনিষ্ঠ ঐ সকল কার্য্য করিতে পারিবে। ফলে, জ্যেষ্ঠাদি বিবাহ না করে, এবং কনিষ্ঠকে স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ করিতে অনুমতি দেয়, তাহা হইলে এই বিবাহ দোষাবহ হইবে না। কিন্তু ঐ জ্যেষ্ঠ যদি কনিষ্ঠের বিবাহের পর নিজে বিবাহ করে, তাহা হইলে দোষাবহ হইবে।

"জ্যেষ্ঠেহনির্বিষ্টে কনীয়ান্ নির্ব্বিশন্ পরিবেত্তা ভবতি পরিবিন্নো জ্যেষ্ঠঃ পরিবেদনীয়া কন্যা, পরিদায়ী দাতা, পরিকর্ত্তা যাজকাস্তে সর্ব্বে পতিতা ভবন্তি।

দেশান্তরস্থক্লীবৈকবৃষণানসহোদরান্।
বেশ্যাভিষক্তপতিতশূদ্রতুল্যাতিরোগিণঃ ॥
জড়মূকান্ধবধিরকুব্জবামনকুণ্ঠকান্।
অতিবৃদ্ধানভার্য্যাংশ্চ কৃষিসক্তান্ নৃপস্য চ ॥
ধনবৃদ্ধিপ্রসক্তাংশ্চ কামতঃ কারিণস্তথা।
কুলটোন্মত্তচৌরাংশ্চ পরিবিন্দন্ ন দুষ্যতি ॥
ধনবার্দ্ধুষিকং রাজসেবকং কর্ষকং তথা।
প্রোষিতঞ্চ প্রতীক্ষেত বর্ষত্রয়মপি ত্বরন্ ॥
প্রোষিতং যদ্যশৃণ্বানমব্দাদূর্দ্ধং সমাচরেৎ ॥
দ্বাদশৈব তু বর্ষাণি জ্যায়ান্ ধর্ম্মার্থয়োর্গতঃ।
ন্যায্যঃ প্রতীক্ষিতুং ভ্রাতা শ্রূয়মাণঃ পুনঃ পুনঃ ॥
উন্মত্তঃ কিল্বিষী কুষ্ঠী পতিতঃ ক্লীব এব বা।
রাজযক্ষ্মা মায়াবী চ ন্যায্যঃ স্যাৎ প্রতিবিক্ষিতুম্ ॥

এতেনৈতদবসীয়তে বিদ্যাধর্ম্মার্থগতানাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং ক্রমশো দ্বাদশদশাষ্টৌ ষড়্বর্ষাণি ক্ষপণমিতি প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা যদা তিষ্ঠেদাধানং নৈব কারয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা ॥
বশিষ্ঠঃ—অগ্রজোহস্য যদানগ্নিরধিকার্য্যানুজঃ কথং
অগ্রজানুমতঃ কুর্য্যাদগ্নিহোত্রং যথাবিধি ॥
এতেন বিবাহস্বনুমত্যাপি দোষায়েতি প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ।"
(উদ্বাহতত্ত্ব)

প্রায়শ্চিত্তবিবেককারের মতে—জ্যেষ্ঠের অনুমতি লইয়া কনিষ্ঠ যদি বিবাহ করে, তবে তাহা দোষের হইবে। তিনি বলেন, যখন অগ্রজের অনুমতিক্রমে কনিষ্ঠের পক্ষে কেবল অগ্নিহোত্র গ্রহণেরই বিধান আছে, তখন কনিষ্ঠ অগ্নিহোত্র মাত্রই করিতে পারিবে, কিন্তু বিবাহ করিতে পারিবে না, করিলে দোষাবহ হইবে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ না হইলে যেমন কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ নিষিদ্ধ, তদ্রূপ জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠা কন্যারও বিবাহ হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন যে, বিরূপা জ্যেষ্ঠা কন্যা অবিবাহিতা থাকিলে কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ দোষাবহ হইবে না। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে, বিবাহের এই নিষেধকে প্রসজ্যপ্রতিষেধ বলা যাইতে পারে না, কারণ ইহা অপ্রাসঙ্গিকেরই নিষেধ হওয়াতে সম্পূর্ণরূপেই অযৌক্তিক হইয়াছে। সুতরাং এই নিষেধ পর্য্যুদাস হইবে। ইহাতে এইরূপ তাৎপর্য্য প্রতীত হইতেছে যে, জ্যেষ্ঠা যদি বিরূপা না হয়, তাহা হইলে তাহার বিবাহের পূর্ব্বে কনিষ্ঠার বিবাহ হইলে ঐ বিবাহ দোষাবহ হইবে।

কিন্তু শাস্ত্রকারের অভিপ্রায়ানুসারে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ইহা সম্পূর্ণ দোষের হইবে। কারণ জ্যেষ্ঠা কন্যা অবিবাহিতাবস্থায় বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠা কন্যার যদি বিবাহ হয়, তাহা হইলে ঐ কনিষ্ঠাকে অগ্রেদিধিষু এবং তথাবিধ জ্যেষ্ঠা দিধিষু নামে অভিহিতা হয়। অগ্রেদিধিষুকে যে বিবাহ করিবে, সে দ্বাদশরাত্র কৃচ্ছ্র পরাকব্রত আচারণ করিয়া অপর একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে এবং ঐ অগ্রেদধিষুকে জ্যেষ্ঠার বরের হস্তে অর্পণ করিবে। আর দিধিষুর পাণিগ্রহণকারীও কৃচ্ছ্র ও অতিকৃচ্ছ্র এই দুইটী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সেই জ্যেষ্ঠাকে কনিষ্ঠার বরের হস্তে অর্পণান্তে পুনরায় বিবাহ করিবে।

কনিষ্ঠা কন্যাকে যে জ্যেষ্ঠার বরের হস্তে এবং জ্যেষ্ঠা কন্যাকে যে কনিষ্ঠার বরের হস্তে অর্পণ করিবার কথা বলা হইল, ইহা কেবল শাস্ত্রের মর্য্যাদারক্ষার জন্য, উপভোগার্থ নহে। ঐ কন্যা কেহই উপভোগ করিতে পারিবে না এবং স্বতন্ত্র ভাবে রাখিয়া অন্ন বস্ত্রাদি দ্বারা ভরণ পোষণ করিবে। ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

সুতরাং জ্যেষ্ঠা বিরূপাই হউক এবং সুরূপাই হউক তাহার বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠার বিবাহ কিছুতেই হইবে না।

"জ্যেষ্ঠায়াং বিদ্যমানায়াং কন্যায়ামুহ্যতেঽনুজা।
সা চাগ্রেদিধিষুর্জ্ঞেয়া পূর্ব্বা চ দিধিষুঃ স্মৃতা॥

প্রায়শ্চিত্তমাহ বশিষ্ঠঃ—অথাগ্রেদিধিষুপতিঃ কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রং চরিত্বা নির্ব্বিশেৎ তাঞ্চৈবোপযচ্ছেৎ দিধিষুপতিঃ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রৌ চরিত্বা তস্মৈ দত্ত্বা পুনর্নির্বিশেদিতি অন্যামুদ্বহেৎ তাং কনিষ্ঠাং জ্যেষ্ঠায়া বরায় উপযচ্ছেৎ এবং জ্যেষ্ঠামপি কনিষ্ঠায়া বরায়। এতচ্চাপত্যার্থং শাস্ত্রেণোক্তং নতু তয়োরপ্যভিগমঃ।

পরিত্যক্তা চ সা পোষ্যা ভোজনাচ্ছাদনেন চ।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠের বিবাহ হইতে পারে না। যমজ স্থলে জ্যেষ্ঠ নিরূপণ এইরূপ; যমজের মধ্যে যেটী অগ্রে প্রসূত হয়, সেই জ্যেষ্ঠ। কিন্তু উহাদের মধ্যে কাহার জন্ম আগে হইয়াছে, এবং কাহার জন্ম পরে হইয়াছে ইহা স্থির না হইলে প্রথমে মাতা যাহার মুখদর্শন করে, তাহাকেই জ্যেষ্ঠ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

"বহির্বর্ণেষু চারিত্র্যাদ্ যময়োঃ পূর্ব্বজন্মতঃ।
যস্য জাতস্য যময়োঃ পশ্যন্তি প্রথমং মুখম্।
সন্তানঃ পিতরশ্চৈব তস্মিন্ জ্যেষ্ঠং প্রতিষ্ঠিতম্॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

একদিনে দুই সহোদর বা দুই সহোদরার বিবাহ কর্ত্তব্য নহে, শাস্ত্রমতে উহা নিন্দনীয় ও পাপজনক।

"একোদরপ্রসূতানামেকস্মিন্নপি বাসরে।
বিবাহো নৈব কর্ত্তব্যো গর্গস্য বচনং যথা॥
মৎস্যসূক্তমহাতন্ত্রেঽপি—
একস্মিন্ দিবসে চৈব সোদরণাং তথৈব চ।
যুগ্মমৌদ্বাহিকং বর্জ্জ্যং কন্যাদানদ্বয়ং তথা॥

পূর্ব্ববচনে বাসর ইত্যত্র বৎসর ইতি ঔড্রদেশীয়াঃ পঠন্তি ব্যবহরন্তি চ।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

একদিনে সহোদরদিগের মধ্যে যুগ্ম বিবাহ অর্থাৎ দুই জনের বিবাহ এবং দুইটী সহোদরা কন্যার দানও বর্জ্জনীয়। উড্রদেশীয় পণ্ডিতগণ পূর্ব্ববচনোক্ত বাসরপদের স্থানে বৎসর পাঠ নির্দ্দেশ করেন। তদনুসারে এক বৎসরে দুই সহোদরের বিবাহ দেওয়া তাঁহাদের মতে নিষিদ্ধ এবং তদনুরূপ ব্যবহারও তাঁহারা চালাইয়া থাকেন। [অন্যান্য বিষয় বিবাহবিধি শব্দে দ্রষ্টব্য]

প্রাচীনকালে হিন্দুগণ কেবল পাত্র অন্বেষণ করিতেন না, তাঁহাদিগকেও বিবাহের উপযুক্তা সুলক্ষণা পাত্রীর অন্বেষণ করিয়া দেখিতে হইত। পথে কোন বিঘ্ন না হয়, যেন সুপাত্রী লাভ হয়, এই নিমিত্ত দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করা হইত, যথা—

পাত্রী অন্বেষণ

"অনৃক্ষরা ঋজবঃ সন্তু পন্থা যেভিঃ সখায়ো
যন্তি নো বরেয়ং, সমর্য্যমা সংভগো নো
নিনীয়াৎসং জাস্পত্যং সুযমমস্তু দেবাঃ॥"

ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ৮৫ সূক্ত ২৩ ঋক্।

অর্থাৎ যে সকল পথ দিয়া আমাদের সখারা বিবাহের নিমিত্ত কন্যা প্রার্থনা করিতে যান, সেই সকল পথ যেন সরল ও কণ্টকরহিত হয়। অর্য্যমা ও ভগদেব! আমাদিগকে সুপরিচালিত করুন। হে দেবগণ! পতিপত্নী যেন পরস্পর উৎকৃষ্টরূপে গ্রথিত হয়।

সায়ণ "অনৃক্ষরা" শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "ঋক্ষর কণ্টক উচ্যতে" ঋক্ষর শব্দের অর্থ কণ্টক। সম্ভবতঃ ইঁহারা কন্যান্বেষণের নিমিত্ত সুদূরদেশে প্রস্থান করিবেন, এই নিমিত্ত পথিবিঘ্ন প্রশমনের নিমিত্ত দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। যথা তথা যে সে কন্যার পাণিগ্রহণ প্রথাও ঋগ্বেদের সময়ে প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কেননা, কন্যান্বেষণ করার সময়েই বরের বন্ধুগণ উপযুক্তা পাত্রীর অনুসন্ধানে বাহির হইতেন, এমন কি দেবতাদের নিকট এই বিষয় প্রার্থনা করিয়া বলিতেন :—"জাস্পত্যং সুযমমস্তু দেবাঃ।"

হে দেবগণ জায়াপতি যেন সুমিথুন হয়। কন্যানির্ব্বাচনকার্য্য যে ঋগ্বেদের সময়েও সহজ ছিল না, এই ঋকে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বরের অনুরূপ কন্যা নির্ব্বাচন করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি এই সময়ে দৃষ্টি রাখিতে হইত, আমরা ঋগ্বেদে তাহার কোন আভাস খুঁজিয়া পাইলাম না, সামবেদের মন্ত্রব্রাহ্মণেও তাহা দৃষ্ট হইল না। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে সুপাত্রীলক্ষণব্যঞ্জক অনেক প্রকার উপদেশ ও চিহ্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে, জ্যোতিষে ও সামুদ্রিক প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর যথাস্থানে সেই সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইল।

বরের গৃহে কন্যার বিবাহ কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঋগ্বেদসংহিতায় এ সম্বন্ধে আমরা কোনও নিদর্শন দেখিতে পাইলাম না। মনুক্ত রাক্ষস ও পৈশাচবিবাহ বরের বাড়ীতেই সম্পন্ন হইত। কিন্তু ব্রাহ্ম দৈব প্রভৃতি বিবাহ কন্যার বাড়ীতেই প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদসংহিতাতেও এই প্রকার কন্যার বাড়ীতেই বিবাহকার্য্য সম্পাদনের প্রথা পরিলক্ষিত হয়।

বরের গৃহে কন্যার বিবাহ

বরকন্যার পরিত্যক্ত বস্ত্র বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে নাপিতদিগেরই প্রাপ্য। এখন বিবাহের সময়ে নাপিতের উপস্থিতি অতি প্রয়োজনীয়। ঋগ্বেদের সময়ে নাপিত ছিল। কিন্তু বিবাহসভায় নাপিতের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। কন্যার পরিত্যক্ত

কন্যার পরিত্যক্ত পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র

বস্ত্র নাপিতের প্রাপ্যবস্তু মধ্যে পরিগণিত হইত না। ব্রহ্মা নামক বিদ্বান্ ঋত্বিক্ই এই বস্ত্র প্রাপ্ত হইতেন। পাঠক এরূপ মনে করিবেন না যে, এই বস্ত্রপ্রাপ্তি ব্রহ্মার পক্ষে লাভজনক হইত। বধূ যে বস্ত্র পরিত্যাগ করিতেন, সেই বস্ত্র দূষিত মলিন বিষযুক্ত ও অগ্রাহ্য। সম্ভবতঃ বিবাহের পূর্ব্বক্ষণে এইরূপ বস্ত্র পরিধান স্ত্রী-আচারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অব্যবহার্য্য বস্ত্র পরিধানের প্রথা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নাপিত-দিগের সন্তোষার্থ এখন অল্প মূল্যের নূতন বস্ত্র দেওয়া হয়। বৈদিক সময়ে মলিন, ছিন্ন ও বিষযুক্ত বস্ত্র দেওয়া হইত। ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ উহা গ্রহণ করিতেন, যথা :—

"তৃষ্টমেতৎ কটুকমেতদপাষ্টবদ্বিষবন্নৈতদত্তবে।

সূর্য্যাং যো ব্রহ্মা বিদ্যাৎ স ইদ্বাধূয় মর্হতি॥" (ঋক্ ১০।৮৫।৩৪)

অর্থাৎ এই বস্ত্র দূষিত, অগ্রাহ্য, মালিন্যযুক্ত ও বিষযুক্ত। ইহা ব্যবহারের অনুপযুক্ত। যে ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ বিদ্বান্, তিনিই বধূর বস্ত্রলাভের উপযুক্ত পাত্র। ইহার পরের ঋকে জানা যায় যে,এই পরিত্যক্ত বস্ত্রখানি তিন খণ্ড করিয়া বিবাহার্থ প্রস্তুতা কন্যাকে পরিধান করিতে দেওয়া হইত। উহার এক খণ্ড কুড় দ্বারা রঞ্জিত করিয়া দেওয়া হইত। এক খণ্ড মাথায় দেওয়া হইত আর এক খণ্ড পরিধানের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সমাজের অতি প্রাচীন দরিদ্রাবস্থায় যখন দরিদ্রা কন্যা হরণ করিয়া বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল, সেই সময়ে বিবাহের কালে কন্যার পূর্ব্বব্যবহৃত মলিন ও অমঙ্গলচিহ্নস্বরূপ কদর্য্য বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া নব বস্ত্র পরিহিত করাইয়া দেওয়া হইত। পরবর্ত্তী কালে দরিদ্রা কন্যা হরণ প্রথা তিরোহিত হইলেও বিবাহার্থ প্রস্তুতা কন্যাকে বিবাহের পূর্ব্বে উক্ত প্রকার মলিন বস্ত্র পরাইয়া পরে উহা ত্যাগ করিয়া ফেলিবার নিমিত্ত একটী আচার বা পদ্ধতি সমাজে চলিয়া আসিতেছিল। প্রাচীন বৈদিক সমাজ সুসংস্কৃত হইলেও বিবাহের এই কুপ্রাচীন পদ্ধতি ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন না। এমন কি সহস্র সহস্র বর্ষের পরেও এই প্রথা বিবিধ প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া এদেশে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে।

বৈদিক সময়ে বিবাহের পূর্ব্বে আরও একটা অদ্ভুত প্রথা ছিল। সামবেদীয় মন্ত্রব্রাহ্মণে এই প্রথার মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী কালে উহা জ্ঞাতিকর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। সামবেদের বর্ত্তমান বিবাহপদ্ধতিতে উহার বিধান নিম্নলিখিতরূপে লিখিত হইয়াছে।

জ্ঞাতি কর্ম্ম

বিবাহদিবসে কন্যার পিতার জ্ঞাতি বা সুহৃদ্ রমণীরা মুগ, যব মাষ ও মসূরের শ্লক্ষ্ণ চূর্ণ একত্র করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া কন্যার শরীরে মাখাইয়া দিতেন। মন্ত্র যথা—

"প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রস্তাবপঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ কামো দেবতা জ্ঞাতি-কর্ম্মণি কন্যায়াঃ শরীরপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ কামদেবতে নামমদনামাসি সমানয়ামুং সুরা তেহভবৎ পরমত্রজন্মাগ্নে তপসো নির্ম্মিতোহসি স্বাহা।"

মন্ত্রটীর অর্থ এইরূপ—কামদেব, তোমার নাম সকলেই জানে, তোমার নাম মদ। তোমা হইতেই মানসিক মত্ততা জন্মে, এই জন্য তোমার নাম মদ। তুমি এখন এই কন্যার পরিণেতাকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় কর—তাহাকে তোমার আয়ত্তে আনয়ন কর। হে অগ্নে! এই কন্যাতে তোমার শ্রেষ্ঠ জন্ম হইয়াছে। তুমি তপের নিমিত্তই বিধাতৃকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছ। ইত্যাদি।

অতঃপর কন্যার উপস্থপ্লাবনের বিধান ছিল। তাহার মন্ত্র এইরূপ—

"ইমন্ত উপস্থং মধুনা সংসৃজামি প্রজাপতেমুর্খমেতদ্দ্বিতীয়ম্।

তেন পুংসোহভি ভবামি সর্ব্বানবশান্যসি রাজ্ঞী স্বাহা।"

অর্থাৎ হে কন্যে ত্বদীয় এই আনন্দেন্দ্রিয় মধু লিপ্ত করিতেছি। ইহা প্রজাপতির দ্বিতীয় মুখ অর্থাৎ প্রজা উৎপত্তির দ্বারা এই ইন্দ্রিয়প্রভাবে অ-বশ পুরুষ সকলকেও বশীভূত করিয়া থাক। অতএব পতিবশকারিণী তুমি পতিগৃহের স্বামিনী হইতেছ।

ভাষ্যকার ভগবদ্‌গুণবিষ্ণু এই শ্রুতির ভাষ্যে লিখিয়াছেন—'দ্বিমুখো হি ব্রহ্মা। একং মুখং ব্রহ্মগ্রহণার্থং অপরং মুখং ইমং প্রজোৎপাদনার্থম্। মুখতোপ্রজাঅসৃজদিতি শ্রুতিঃ।' অর্থাৎ ব্রহ্মার দুই মুখ। তাঁহার একমুখ ব্রহ্মগ্রহণার্থ এবং অপর মুখ প্রজা-উৎপাদনার্থ। শ্রুতি বলেন, "ব্রহ্মা মুখ হইতে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

এইরূপ মন্ত্রদ্বারা কন্যার উপস্থদেশ প্লাবিত করা হইত। * উপস্থপ্লাবনের আর একটা মন্ত্র এই :—

"ওঁ অগ্নিং ক্রব্যাদমকৃণ্বন্ গুহাণাঃ স্ত্রীণামুপস্থমৃষয়ঃ

পুরাণাস্তেনাজ্যমকৃণ্বন্ ত্রৈশৃঙ্গং ত্বষ্টং ত্বয়ি তদ্দধাতু স্বাহা।"

অর্থাৎ "গিরিগুহাবাসী পুরাতন ঋষিগণ স্ত্রীজাতির আনন্দেন্দ্রিয়কে আমমাংস ভক্ষক অগ্নি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং বিশ্বকর্ম্মা দেবতার ইচ্ছায় তৎসংযোগে

* বর্ত্তমান সময়ে অস্মদ্দেশে এই জ্ঞাতিকর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তিনী সভ্যতার বিকাশে এই ব্যাপার অশ্লীলতাব্যঞ্জক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু বৈদিক মন্ত্রপাঠে বুঝা যায়, তাঁহারা অতি পবিত্র ভাবে প্রণোদিত হইয়া অতীব পবিত্র উদ্দেশ্যে বিবাহের পূর্ব্বে উপস্থ প্লাবন করিয়া কন্যার সংস্কার করিয়া লইতেন। উপস্থকে প্রজাপতির দ্বিতীয় মুখ বলায় সেই পবিত্রভাবের প্রগাঢ় ভাব স্পষ্টতই অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে।

পুরুষেন্দ্রিয় হইতে প্রাদুর্ভূত শুক্রকে হোমীয় ঘৃত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। হে কন্যে! সেই ঘৃত ত্বদীয় উপস্থাগ্নিতে পতিদ্বারা স্থাপিত হউক।"

এই ব্যাপারের উদ্দেশ্য যে অতি মহান্ ও পবিত্রতম ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। যদিও বিবাহপদ্ধতিতে এই প্রথা রহিয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশে ইহার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ইহার কোনরূপ ব্যবহার থাকিতে পারে। বিবাহদিবসে অপরাহ্নে কন্যাকে তৈলহরিদ্রা প্রভৃতি দ্বারা স্নান করাইবার প্রথা এখনও বর্ত্তমান আছে। জ্ঞাতিকর্ম্মের ও স্নানের পূর্ণ ব্যবস্থাই রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞাতিকর্ম্মের এই মন্ত্রময়ী প্রক্রিয়া এখন এদেশে আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। উপস্থপ্লাবনান্তে স্নানের পরে নববস্ত্র পরিধানের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। সামবেদের মন্ত্রব্রাহ্মণে বিবাহার্থে প্রস্তুতা কন্যার নববস্ত্র পরিধানের নিয়ম ও মন্ত্র লিখিত আছে; যথা—"যা অকৃন্তন্ নবয়ন্, যা অতন্বত যাশ্চদেব্যো অন্তানভিতো ততন্থ, তাস্ত্বা দেব্যো জরসা সংব্যয়ন্ত্যায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ"

নববস্ত্র-পরিধান।

অর্থাৎ যে দেবীরা এই বসনের সূত্র সকল প্রস্তুত করিয়াছেন, যে দেবীরা ইহা বয়ন করিয়াছেন, যে দেবীরা ইহাকে এই আকারে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং যে দেবীরা ইহার উভয় পার্শ্বের ছিলা সকল গ্রহণ করিয়াছেন, হে কন্যে! সেই দেবীরা তোমাকে জরাবস্থা পর্য্যন্ত সোৎসাহে বস্ত্র পরিধান করাইতে থাকুন! হে আয়ুষ্মতি, এই বস্ত্র পরিধান কর*।
অপিচ—

"পরিধত্ত ধত্ত বাসসৈনাং শতায়ুষীং কৃণুত দীর্ঘমায়ুঃ। শতং চ জীব শরদঃ সুবর্চ্চা বসুনি চার্য্যে বিভজাসি জীবন্।"

অর্থাৎ হে বস্ত্রবয়নকারিণী স্ত্রীগণ তোমরা শতবর্ষজীবিনী এই কন্যাকে চিরদিনই বসন যোগাও এবং আশীর্ব্বাদ দ্বারা ইহার পরমায়ু বৃদ্ধি কর। হে আর্য্যজাতীয়া কন্যে! তুমি তেজস্বিনী হইয়া জীবিত থাক এবং ঐশ্বর্য্য সকল ভোগ কর।"

বিবাহ-পদ্ধতিতে এই সময়ে এই মন্ত্রের উল্লেখ নাই।

প্রাচীন সময়ে হিন্দুবিবাহে গবোপস্থাপন নামে আর একটী প্রথা দৃষ্ট হইত, অর্থাৎ বিবাহের সময়ে একটী গোবন্ধন করা হইত। এই প্রথা এখন কার্য্যতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু বিবাহ-পদ্ধতিতে ইহার মন্ত্র আছে। সে মন্ত্র এখনও পাঠ করিতে হয়। কোন্ সময়ে এই প্রথার সূত্রপাত হয় এবং কখনই বা গোবন্ধনপ্রথা এদেশ হইতে তিরোহিত হয়, তাহা নির্ণয় করা এখন একরূপ অসম্ভব। আবার গো-বন্ধন প্রথা তিরোহিত হওয়া স্বত্বেও উহার মন্ত্রগুলিই বা এখন অনর্থক কেন পঠিত হয়, তাহাও ভালরূপে বুঝা যায় না।

গবোপস্থাপন।

সামবেদীয় বিবাহ-পদ্ধতির প্রথমেই লিখিত আছে—"কৃতস্নানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ সম্প্রদাতা শুভলগ্নসময়ে সম্প্রদান-শালায়াং উত্তরতঃ স্ত্রীগবীং বদ্ধ্বা বিষ্টরাদিকং সজ্জীকৃত্য পশ্চিমাভিমুখে উপবিষ্টস্তিষ্ঠেৎ।"

অর্থাৎ কন্যাদাতা দিবাভাগে নান্দীমুখশ্রাদ্ধাদি করিয়া শুভলগ্ন সময়ে সম্প্রদান-শালার উত্তরদিকে একটী গাভী বান্ধিয়া রাখিবেন এবং বিষ্টরাদি সাজাইয়া পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করিবেন। অতঃপর জামাতৃবরণ জামাতৃ-অর্চ্চনাদি করা হইলে তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া স্ত্রীগণ মঙ্গলাচরণ করেন, পরস্পরের মুখচন্দ্রিকাবলোকন কার্য্য সম্পন্ন হয়। তদন্তে বর সম্প্রদান শালায় প্রত্যাগত হইলে কন্যাদাতাকে কৃতাঞ্জলিভাবে বরকে লক্ষ্য করিয়া গবোপস্থাপনের নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যথা—

"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽর্হণীয়া গৌর্দেবতা গবোপস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অর্হণা পুত্রবাসসা ধেনুরভবদ্ যমে সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম্।"

অর্থাৎ হে পুত্রের ন্যায় আদরণীয় অচিরপ্রসূতা সবৎসা উত্তরোত্তর বর্ষেও দুগ্ধদানসমর্থা (বৎসহীনা বৃদ্ধা বা রোহিণী নহে) এই গাভীটী তোমার পূজার নিমিত্ত বস্ত্রের সহিত উপস্থাপিত হইয়াছে। যমদেবতার কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার জন্য অর্থাৎ জন্মান্তর পরিগ্রহণার্থ প্রস্তুত হইয়াছে।

গুণবিষ্ণুর ভাষ্যে যদিও কোন কোন শব্দের অন্যরূপ অর্থ দৃষ্ট হয়, কিন্তু মূল বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ গাভীটী যে জামাতার প্রীতিভোজনের উদ্দেশ্যে বধের জন্য উপস্থাপিত করা হইত, তন্মধ্যে কোনও সন্দেহ নাই। গোভিল গৃহ্যসূত্রে (৪।১০।৩) দেখা যায় আচার্য্য, ঋত্বিক্, স্নাতক, রাজা, বিবাহ্য বর ও প্রিয় অতিথি নিজভবনে সমাগত হইলে তাঁহার ভোজনের উদ্দেশ্যে তাঁহার সম্মুখে বাড়ীর সুলক্ষণা দুগ্ধবতী সবৎসা গাভীটীকে বধ করা হইত। কন্যাদান করার পূর্ব্বেও কন্যাকর্ত্তা বিবাহ্য বরের দৃষ্টিগোচরে এইরূপ সুলক্ষণা গাভী উপস্থাপিত করিয়া তাঁহার রসনেন্দ্রিয়ের লোভোদ্রেক করিয়া স্বীয় নিষ্ঠাচার প্রদর্শন করিতেন। যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতিতে দেখা যায়, কন্যাদাতা কেবল মৌখিক ভদ্রতা করিয়া ক্ষান্ত নহেন, গোবধ করার নিমিত্ত একবারেই খড়্গহস্তে

* এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভবা মহিলাগণ আপন হাতে সূত্র প্রস্তুত করিয়া যে বস্ত্রবয়ন করিতেন, এই মন্ত্রটী তাহার অকাট্য প্রমাণ। বস্ত্রবয়ন করা তখন কেবল তাঁতি জোলার কার্য্য ছিল না।

দণ্ডায়মান। সামবেদে বিবাহসভায় সেরূপ ভীষণ দৃশ্যের বিধান দৃষ্ট হয় না। কন্যাসম্প্রদান সম্পন্ন হইলে নাপিত "গৌর্গৌঃ" ধ্বনি করিয়া জামাতাকে গাভীর কথা স্মরণ করাইয়া দিত। কিন্তু সুশীল ও সুবোধ বালক জামাতাবাবু গম্ভীরভাবে বলিতেন :—

"মুঞ্চ গাং বরুণপাশাৎ দ্বিষন্তং মেহভিধেহি। তং জয়েহমুষ্য, চোভয়োরুৎসৃজ, গামত্তু তৃণানি, পিবতূদকম্।"

অর্থাৎ হে নাপিত, বরুণদেবতার পাশ হইতে গাভীকে বিমুক্ত কর, সেই পাশে আমার প্রতি বিদ্বেষ্টা ব্যক্তিকে ধারণ করিতেছে, এইরূপ মনে মনে কল্পনা কর। পাশধৃত আমার সেই শত্রুকে ও যজমানের শত্রুকেই বধ করিতেছ এইরূপ কল্পনা কর। গাভীটাকে ছাড়িয়া দাও, সে তৃণ ভক্ষণ ও পানীয় পান করুক। এই আদেশে নাপিত গাভীটাকে ছাড়িয়া দিত, তখন সুপণ্ডিত ব্যক্তির ন্যায় জামাতা বলিতেন—

"মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসুনাম্
স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ।
প্রণু বোচং চিকিতুষে জনায়
মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ঠ॥"

অর্থাৎ যে গোজাতি রুদ্রগণের জননী, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যগণের ভগিনী ও অমৃতরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুগ্ধের খনি, তোমরা তাদৃশ নিরপরাধা অবধ্যা গাভীকে বধ করিও না।

জামাতার পণ্ডিতজনোচিত এই প্রসন্নগম্ভীর বাক্যে বিবাহ-সভায় গোবধরূপ ভীষণ দৃশ্য সংঘটিত হইত না। নিরপরাধা গাভী প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিত।"

যখন আচার্য্য ঋত্বিক্, প্রিয় অতিথি ও বিবাহ্য বরের অভ্যর্থনায় গোশালার শ্রেষ্ঠ গাভীটাকে নিহত করার অসভ্য-রীতি প্রচলিত ছিল, তখন বিবাহপদ্ধতিতে এরূপ বচনপাঠের বিধান থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষণে যখন অভ্যর্থনায় সে দূষিত রীতি একবারেই ভীষণ পাপ বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, এখন অনর্থক এই প্রাচীন জঘন্যস্মৃতি সংরক্ষণের কি প্রয়োজন? এখনও যে এ দেশীয় পণ্ডিতগণ বিবাহপদ্ধতির এই মন্ত্রগুলি কেন পঠনপাঠন করাইয়া থাকেন, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন না। সে গাভী আনয়নপ্রথা নাই, সে গাভীবন্ধন নাই, অথচ "নাপিতেন গৌর্গৌঃ" চিরদিনই সমান রহিয়াছে। এইরূপ নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক প্রাচীন প্রথার প্রবাহ সংরক্ষণপ্রয়াস ঋগ্বেদেও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বিবাহার্থ প্রস্তুতা কন্যার পরিধানের নিমিত্ত মলিন বিষাদিযুক্ত ত্রিখণ্ড ছিন্নবস্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহা এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু সুবৈদিক-সমাজ এই বহুপ্রাচীন প্রথা পরিত্যাগ করিতে সাহস করেন নাই। কোনপ্রকার প্রথা সমাজে একবার বদ্ধমূল হইলে তাহার উন্মূলন সহজে সম্ভবপর নহে, বিবাহের অনেক প্রাচীন-প্রথাগুলির আলোচনায় তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

হিন্দুবিবাহপদ্ধতির একটি প্রধানতম কার্য্য--কন্যা সম্প্রদান।

কন্যা-সম্প্রদান। শাস্ত্রে কন্যাদানের মহীয়সী প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে; যথা—

(১) "কূপারামপ্রপাকারী তথা বৃক্ষাদিরোপকঃ।
কন্যাপ্রদঃ সেতুকারী স্বর্গমাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ (যম)

(২) শাস্ত্রেষু ক্রমসদ্দিষ্টং বহুদ্বারং মহাফলং।
দশপুত্রসমা কন্যা যদি স্যাদ্দীনবর্দ্ধিতা॥ (মৎস্যপুরাণ)

(৩) কন্যাশ্চৈবানপত্যানাং দদতাং গতিমুত্তমাম্। (ভবিষ্যোত্তর)

(৪) দেয়ানি বিপ্রমুখেভ্যো মধুসূদনতুষ্টয়ে। (বামনপুরাণ)

(৫) বিশিষ্টফলদা কন্যা নিষ্কামাণাঞ্চ মুক্তিদা। (বিষ্ণুপুরাণ)

(৬) যেন যেন হি ভাবেন যদ্যদ্দানং প্রযচ্ছতি।
তেন তেন হি ভাবেন প্রাপ্নোতি প্রতি পূজিতঃ॥ (মনু)

(৭) অন্তেবাসী বার্থাংস্তদর্থেষু ধর্ম্মকৃত্যেষু প্রচোদয়েদ্দহি তাবোতি।

ইত্যাদি বহুল শাস্ত্রীয় বচনসমূহে কন্যাদানের ফলশ্রুতি উদ্গীত হইয়াছে। এই সকল বচনে ব্রাহ্মবিবাহের অগ্রগণ্যতা উক্ত হইয়াছে। বরকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক কন্যাদান করাই ব্রাহ্মবিবাহের লক্ষণ। বিবাহ পদ্ধতিতে এই লক্ষণ অনুসারেই কন্যাদানের বিধান বিহিত হইয়াছে। সম্প্রদানের প্রথম অঙ্গ—বরার্চ্চন। কন্যাদাতা পাদ্যবস্ত্রাদি দ্বারা বরের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই সময়ে পতিপুত্রবতী নারী বরের দক্ষিণ হস্তের উপরে কন্যার দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া মঙ্গলাচারসহ উভয়ের হস্ত কুশ দিয়া বাঁধিয়া দিতেন। এখনও এইরূপ বন্ধনের নিয়ম আছে বটে, কিন্তু এদেশে পতি-পুত্রবতী নারীদ্বারা আর এই কার্য্য সম্পাদিত হয় না। পুরোহিত মহাশয় দ্বারাই উভয়ের হস্ত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ হস্ত-বন্ধন একটী অতি সুন্দর মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া থাকে। সে মন্ত্রটী এই :—

"ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রার্কাবশ্বিনাবুভৌ।
তে ভবা গ্রন্থিনিলয়ং দধতাং শাশ্বতীঃ সমাঃ।"

সামবেদান্তর্গত কুথুমিশাখার অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণদের বিবাহেই এই বচন পঠনীয়।

অতঃপর সম্প্রদানকারকের চিহ্ন চতুর্থী বিভক্তিতে গোত্র-প্রবর উল্লেখ করিয়া বরের প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা ও নিজের নাম এবং দ্বিতীয় বিভক্তিতে কন্যার পিতার গোত্র-প্রবর উল্লেখ করিয়া উহার প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা ও নিজের নাম

উল্লেখপূর্ব্বক কন্যাসম্প্রদান করা হয়। তিনবার নামাদির উল্লেখ করা হইয়া থাকে। বর 'স্বস্তি' বলিয়া কন্যাকে গ্রহণ করে। ইহাই সম্প্রদান ব্যাপার।

সম্প্রদানের ব্যাপার মূলতঃ তিন বেদীয় বিধিতে একপ্রকার হইলেও কার্য্যপদ্ধতিতে যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে। ঋগ্বেদেও কন্যাদানের পূর্ব্বে বরার্চ্চনের বিধান আছে। মধুপর্কের পরেই ঋগ্বেদ-বিবাহপদ্ধতিতে কন্যাসম্প্রদান করার নিয়ম দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঋগ্বেদবিবাহপদ্ধতির একটা বিশেষ নিয়ম এই যে, কন্যা-সম্প্রদানের পূর্ব্বক্ষণে হোমের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। হোমের সঙ্কল্প এই যে—

"ধর্ম্মপ্রজাসম্পত্ত্যর্থং পাণিগ্রহণং করিষ্যে।"

এই বলিয়া বর সঙ্কল্প করিয়া হোমের অগ্নিস্থাপনাদি করেন। পরে বরকন্যার হস্তবন্ধন করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কন্যা-সম্প্রদান করা হয়।

যজুর্ব্বেদের বিবাহ-পদ্ধতিতে কুশদ্বারা বরকন্যার হস্তবন্ধনের নিয়ম নাই। কিন্তু সম্প্রদানের পূর্ব্বক্ষণে হোমাগ্নি-সংস্থাপনের বিধান আছে। বৈদিক মন্ত্রে কন্যাকে বস্ত্রধাপনের নিয়ম আছে। অতঃপব বর ও কন্যার অন্যান্য মুখাবলোকন কার্য্য অনু-ষ্ঠানের সময়ে বরকে একটী সাবগর্ভ মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। যথা—

"ওঁ সমজন্তু বিশ্বে দেবা সমাপো হৃদয়ানি নৌ।

সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদ্রেষ্টি দধাতু নৌ॥" ১০ম° ৮৫ সূ° ৪৭

ইহার অর্থ এই যে,সকল দেবতারা আমাদের উভয়ের হৃদয়কে মিলিত করিয়া দিন, বায়ু ধাতা বাগ্‌দেবী আমাদের উভয়কে সংযুক্ত করুন। এই অনুষ্ঠানের পর বর ও কন্যার বস্ত্রে গ্রন্থি-বন্ধন করা হয়। অতঃপব কন্যাদানের কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার বর ও কন্যাপক্ষের নামোল্লেখে হইয়া থাকে। কামস্তুতি পাঠান্তে একজন ব্রাহ্মণ বরের হস্তের উপরে কন্যার হস্ত রাখিয়া গায়ত্রী পাঠ করিয়া উভয়ের হস্ত কুশবেণীতে বন্ধন করিয়া দেন। ইহার পর দক্ষিণাবাক্য হয়। আবার উভয়ের বস্ত্রগ্রন্থি দিয়া কুশবেণীবদ্ধ হস্তযুগল মোচন করা হয়। এই কন্যাদানের সময়ে বরের হাতে কন্যার হাত নিবদ্ধ করিয়া যে বরকে কন্যা সমর্পণ করা হয়, ইহা অতি সুন্দর পদ্ধতি। ইহারই নাম "হাতে হাতে সমর্পণ করা"। ইহাই পাণিগ্রহণের প্রাথমিক ব্যাপার। অতঃপর পাণিগ্রহণসম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা যাইবে।

সামবেদী ও ঋগ্বেদী বিবাহপদ্ধতিতে হস্তবন্ধনের পূর্ব্বেই কাম-স্তুতি পঠিত হইয়া থাকে। কামস্তুতির মন্ত্র এই—

"ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রাহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ। কামেন ত্বং প্রতিগৃহ্লামি কামৈতত্তে।"

এই কামস্তুতি ত্রিবেদীয় বিবাহপদ্ধতিতেই দৃষ্ট হয়।

সম্প্রদানের অঙ্গীয় অপর একটি কার্য্য গ্রন্থিবন্ধন। সামবেদীয় বিবাহেও বর ও কন্যার বস্ত্রাঞ্চল বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে গ্রন্থিবন্ধন বলে। যজুর্ব্বেদীয় গ্রন্থিবন্ধনের মন্ত্র ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে সামবেদীয় গ্রন্থিবন্ধনের মন্ত্র লিখিত হইতেছে, তদ্‌যথা—

গ্রন্থিবন্ধন

"ওঁ যথেন্দ্রাণী মহেন্দ্রস্য স্বাহা দেব বিভাবসোঃ

রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে।

যথা বৈবস্বতি ভদ্রা বাশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী।

যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথা ত্বং ভব ভর্ত্তরি॥"

পতির প্রতি নবোঢ়ার অনুরাগ দৃঢ়ীকরণের নিমিত্ত এই সকল মন্ত্র পঠিত হইত। এই মন্ত্রটী কন্যার প্রতি উপদেশ— এই উপদেশে যে সকল ঐতিহাসিক পতিব্রতা সুপত্নীগণের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল পতিব্রতা দেবীগণের পবিত্র নাম স্মরণ ও উচ্চারণ মঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। এই প্রকারে সম্প্রদান-ক্রিয়া সমাপন করিয়া পাণিগ্রহণ সংস্কার করা হয়।

পাণিগ্রহণসংস্কাব হোমমূলক। বৈদিক মন্ত্রে হোম কবিয়া পাণিগ্রহণ সংস্কার নিষ্পন্ন হয়। পাণিগ্রহণ মন্ত্র পঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ সিদ্ধ হয় না। আমরা এক্ষণে বিবাহ, উদ্বাহ ও পাণিগ্রহণ শব্দ-গুলিকে এক পর্য্যায়ের অন্তর্গত বলিয়া ব্যবহার করি। বস্তুতঃ বিবাহ বা উদ্বাহ এবং পাণিগ্রহণ একার্থবোধক নহে। রঘু-নন্দন উদ্বাহতত্ত্বে লিখিয়াছেন—

বিবাহ ও পাণিগ্রহণ

'ভার্য্যাত্বসম্পাদকগ্রহণম্—বিবাহঃ।'

অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রভৃতির বচনানুসারে ভার্য্যাত্বসম্পাদক গ্রহণকে বিবাহ বলে। বিবাহকর্ত্তার যে জ্ঞান হইলে কন্যার পত্নীত্ব নিষ্পন্ন হয়, সেই জ্ঞানই বিবাহ। এ সম্বন্ধে স্মার্ত্ত রঘু-নন্দন আরও সূক্ষ্ম বিচার করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন—জ্ঞান-বিশেষই বিবাহ। তবে ভার্য্যাত্বসম্পাদক পদগুলি কেবল ঐ জ্ঞানের বিশিষ্ট পরিচালক মাত্র। কেহ কেহ বলেন, কন্যাদানই বিবাহ।

মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রাহ্ম-বিবাহের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে দানই বিবাহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই দান-পদেই গ্রহণও বুঝিতে হইবে। সুতরাং ভার্য্যাত্বসম্পাদক গ্রহণই—বিবাহ। কন্যাদাতা যখন কন্যা সম্প্রদান করেন এবং বর যখন উহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন, তখনই বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু তখনও জায়াত্ব সিদ্ধ হয় না, তখনও পাণিগ্রহণ হয় না। হরিবংশে ত্রিশঙ্কু উপাখ্যানে লিখিত আছে—

"পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং বিঘ্নং চক্রে স দুর্ম্মতিঃ।
যেন ভার্য্যা হৃতা পূর্ব্বং কৃতোদ্বাহা পরস্য বৈ॥"

অর্থাৎ সেই দুর্ম্মতি অপরের পূর্ব্ববিবাহিতা ভার্য্যা অপহরণ করিয়া পাণিগ্রাহণিক মন্ত্র পাঠের বিঘ্ন করিয়াছেন। এই বচনে পাণিগ্রাহণিক মন্ত্র পাঠের পূর্ব্বে অপহৃতা কন্যাকে "কৃতোদ্বাহা" অর্থাৎ বিবাহিতা বলা হইয়াছে। মনু বলেন—

"পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাস্বুপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি॥"

অর্থাৎ এই পাণিগ্রহণসংস্কার কেবল সবর্ণা কন্যার স্থলেই উপদিষ্ট হইয়াছে। অসবর্ণার সহিত বিবাহ হইতে পারে, কিন্তু উহার সহিত পাণিগ্রহণব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহা হইতে স্মার্ত্তরঘুনন্দন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

"ইতি মনুবচনয়োরপি উদ্বাহপাণিগ্রহণয়োঃ পৃথক্ত্বং প্রতীয়তে॥"

অর্থাৎ মনুবচনদ্বয়ের মর্ম্মানুসারেও "উদ্বাহ" ও "পাণিগ্রহণে" পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

রত্নাকর বলেন, পাণিগ্রহণ বিবাহের অঙ্গীভূত সংস্কারবিশেষ এবং পাণিগ্রহণিক মন্ত্রগুলি বিবাহ-কর্ম্মাঙ্গভূত। পাণিগ্রহণ অতি প্রাচীন প্রথা, ঋগ্‌বেদের সময়েও পাণিগ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল। পাণিগ্রহণের যে সকল মন্ত্র সামবেদের মন্ত্রব্রাহ্মণে এবং সামবেদীয় বিবাহ-পদ্ধতিতে লিখিত আছে, ঐ সকল মন্ত্র ঋগ্‌বেদ হইতে পরিগৃহীত। জামাতা নিজের বাম হস্তে নিহিত বধূর অঙ্গুলি দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত পাণিগ্রহণমন্ত্র পাঠ করেন। যথা—

পাণিগ্রহণ মন্ত্র

(১) "ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।
ভগো অর্য্যমা সবিতা পুরন্ধীর্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ॥"
(১০ম° ৮৫ সূ° ৩৬)

অর্থাৎ হে কন্যে অর্য্যমা ভগ সবিতা ও পুরন্ধ্রী তোমাকে গার্হস্থ্য কার্য্যসম্পাদনার্থ আমায় সমর্পণ করিয়াছেন। তুমি আমার সহিত আমরণ জীবিত থাকিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম আচরণ করিবে। আমি এই সৌভাগ্যের নিমিত্ত তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি।

(২) "ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ।
বীরসূ * দেবকামা স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥"
(১০ম° ৮৫ সূ° ৪৪)

অর্থাৎ হে বধূ! অক্রোধনেত্রা ও অপতিঘ্নী হও, পশুগণের প্রতি হিতকারিণী হও, সহৃদয়া বুদ্ধিমতী হও, তুমি বীরপ্রসবিনী (ও জীবৎপুত্রপ্রসবিনী) হও, দেবকামা হও, আমাদের এবং আমাদের আত্মীয়গণ ও পশুদের কল্যাণকারিণী হও।*

(৩) "ওঁ আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্য্যমা।
অদুর্ম্মঙ্গলীঃ পতিলোকমা বিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে।"
(ঋক্ ১০।৮৫।৪৩)

হে কন্যে! প্রজাপতি আমাদের পুত্রপৌত্রাদি প্রদান করুন, অর্য্যমা আমরণ আমাদিগকে মিলিত করিয়া রাখুন। হে বধূ! তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্না হইয়া আমার গৃহে প্রবেশ কর, আমাদের আত্মীয়স্বজনের প্রতি এবং আমাদের পশুগণের প্রতি মঙ্গলকারিণী হও।

(৪) "ওঁ ইমাং ত্বমিন্দ্র মীঢ়ঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু।
দশাস্যাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি॥" (১০।৮৫।৪৫)

হে ইন্দ্র! তুমি এই বধূকে সুপুত্রা ও সৌভাগ্যবতী কর, ইহার গর্ভে দশটী পুত্র দান কর। দশপুত্র ও আমি এই একাদশ ইহার রক্ষক করিয়া দাও।

(৫) "ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু॥" (১০।৮৫।৪৬)

অর্থাৎ হে বধূ! তুমি শ্বশুরের নিকটবাসিনী হও, শাশুড়ীর নিকটবাসিনী হও, ননদের নিকটবাসিনী হও, এবং দেবরাদির নিকটবাসিনী হও।

(৬) "ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু, মম চিত্তমনুচিত্তন্তেহস্ত,
মম বাচা মেকমনা জুষস্ব, বৃহস্পতিস্ত্বা নিয়নক্তু মহ্যম্।"
(মন্ত্রব্রাহ্মণ)

অর্থাৎ হে কন্যে! তোমার হৃদয় আমার কর্ম্মে অর্পণ কর, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ হউক, অর্থাৎ আমাদের হৃদয় এক হউক, তুমি অনন্যমনা হইয়া আমার বাক্য পালন কর। সুরগুরু বৃহস্পতি তোমার চিত্ত আমার প্রতি বিশেষরূপে নিযুক্ত করুন।

ঋগ্‌বেদের দশমমণ্ডলের ৮৫ সূক্তের শেষ ঋক্‌টী (সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবা ইত্যাদি ৪৭ সংখ্যক ঋক্ দেখ) ঠিক এই অর্থপ্রকাশক।

* সামবেদীয় মন্ত্রব্রাহ্মণে এবং বিবাহপদ্ধতিতে এস্থলে "জীবসূঃ" বলিয়া আরও একটি অতিরিক্ত পদ দেখিতে পাওয়া যায়। যজুর্বেদীয় বিবাহ-মন্ত্রে "জীবসূ" শব্দ নাই।

* পরবর্ত্তী সময়ে পুরাণগ্রন্থে এই মন্ত্রের অনুসরণে লিখিত হইয়াছে—
"ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরোধর্ম্মোহমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণং প্রজানাঞ্চানুপোষণম্"—ভাগবত ১০স্ক° ২৯অঃ।

† এস্থলে সায়ণ সম্রাজ্ঞী শব্দের অর্থ আদৌ উল্লেখ করেন নাই। মন্ত্র-ভাষ্যকার ভগবদ্‌গুণবিষ্ণু লিখিয়াছেন, "সম্রাজ্ঞী প্রধানবাসিনী নিকট-বাসিনীতি"। আমরা এই "নিকটবাসিনী" অর্থই গ্রহণ করিলাম। আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ এই সম্রাজ্ঞীশব্দের ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন, "তুমি শ্বশুর শাশুড়ী...পরিজনাদির উপরেই আধিপত্য করিতে সমর্থ হও" এই রূপ ব্যাখ্যা সমীচীন ও সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

উক্ত ঋক্‌টী যজুর্ব্বেদীয় বিবাহের গ্রন্থিবন্ধনক্রিয়ায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

ঋগ্বেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় বিবাহপদ্ধতিতেও পাণিগ্রহণকার্য্য ও তদুপলক্ষিত মন্ত্র আছে। কিন্তু সামবেদীয় বিবাহপদ্ধতিতে যতগুলি মন্ত্র আছে, এতগুলি মন্ত্রের উল্লেখ নাই। পাণিগ্রহণের প্রথমসংখ্যক মন্ত্রটী অর্থাৎ "গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তম্" এই মন্ত্রটী প্রত্যেক বেদীয় বিবাহপদ্ধতিতেই দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের ও যজুর্ব্বেদের পাণিগ্রহণ মন্ত্রে কেবল এই মন্ত্রটী ব্যতীত সামবেদীয় পাণিগ্রহণিক-মন্ত্রের আর একটী মন্ত্রও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পাণিগ্রহণিক মন্ত্রপাঠ হইলেও বিবাহ সমাপ্ত হয় না। সপ্তপদগমনানন্তরই বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা মনু—

"পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।

সপ্তপদীগমন তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে।"

অর্থাৎ পাণিগ্রহণিক মন্ত্র সকলই দারত্বের অব্যভিচারী চিহ্নস্বরূপ। বিদ্বান্‌গণ সপ্তপদগমনের শেষপদগমনের পরই ঐ সকল মন্ত্রের নিষ্ঠা সংস্থাপিত হইল বলিয়া জানিবেন। অর্থাৎ সপ্তপদগমনের পরেই বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। লঘুহারীতে লিখিত আছে—"তত্রাপি পাণিগ্রহণে ন জায়াত্বম্।

কৃৎস্নং হি জায়াপতিত্বম্ সপ্তমে পদে॥"

অর্থাৎ পাণিগ্রহণকার্য্য সমাপ্ত হইলেই জায়াত্বসিদ্ধ হয় না, সপ্তপদগমনের পর জায়াত্ব সিদ্ধ হয়। জায়াই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মপত্নী। বহ্বৃচ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

"পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভো ভূত্বেহ মাতরম্।

তস্যাং পুনর্নবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে।

তজ্জায়া জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥"

মনুও বলেন—

"পতিভার্য্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে।

জায়য়া শুদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥"

অর্থাৎ পতিই শুক্ররূপে স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভরূপে অবস্থান করেন এবং তাহা হইতে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্যই ধর্ম্মপত্নী জায়া নামে অভিহিতা হন।

শ্রুতির বচন এই যে, "আত্মা বৈ পুত্রনামাসি" সুতরাং জায়াত্বসিদ্ধিই বিবাহের মুখ্যাঙ্গ। সপ্তপদী গমন না হওয়া পর্য্যন্ত জায়াত্ব সিদ্ধ হয় না।

বিবাহপদ্ধতিতে হোমের সময়ে সপ্তপদীগমনের যে কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা মন্ত্র সহ বিবৃত হইয়াছে। তদ্‌যথা— জামাতার বামদিকে সম্মুখে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে সাতটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডল অঙ্কিত করা হয়। জামাতা সাতটী মন্ত্রে সাত —কায় বধূর পদ চালিত করিয়া থাকেন। মন্ত্র এই—

(১) "ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু।"

অর্থাৎ হে কন্যে! অর্থলাভার্থ বিষ্ণু তোমায় এক পদ আনয়ন করুন।

(২) "ওঁ দ্বে উর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু।"

ধনলাভার্থ বিষ্ণু তোমায় দুই পদ আনয়ন করুন।

(৩) "ওঁ ত্রীণি ব্রতায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু।"

কর্ম্মযজ্ঞের নিমিত্ত বিষ্ণু তোমায় ত্রিপদ আনয়ন করুন।

(৪) "চত্বারি মায়োভবায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু।"

সৌখ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিষ্ণু তোমায় চারি পদ আনয়ন করুন।

(৫) "ওঁ পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু।"

পশুপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিষ্ণু তোমায় পঞ্চ পদ আনয়ন করুন।

(৬) "ওঁ ষড়ায় স্পোষায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু।"

ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিষ্ণু তোমায় ষট্ পদ আনয়ন করুন।

(৭) "ওঁ সপ্তসপ্তভ্যো বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু।"

ঋত্বিক্ প্রাপ্তির নিমিত্ত বিষ্ণু তোমায় সপ্ত পদ আনয়ন করুন।

অতঃপর বর কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

"ওঁ সখা সপ্তপদী ভব সখ্যন্তে গমেয়ং সখ্যন্তে মা যোষাঃ সখ্যন্তে মাযোষ্ঠ্যাঃ।"

অর্থাৎ হে কন্যে তুমি আমার সহচারিণী হও, আমি তোমার সখা হইলাম, আমার সহিত তোমার যে সৌখ্য সংস্থাপিত হইল, তাহা যেন স্ত্রীগণ ছিন্ন করিতে না পারেন। অর্থাৎ অন্যান্য স্ত্রীগণের সহিত তোমার যে সখ্য হইবে, তাহাতে যেন আমার সহ সখ্য ছিন্ন না হয়। সুখকারিণী স্ত্রীগণের সহিত তোমার সখ্য হউক।

যজুর্ব্বিবাহে সপ্তপদীগমনে কেবল এই শেষের প্রার্থনাটী দৃষ্ট হয় না। তদ্ব্যতীত সপ্তপদ গমন মন্ত্রসকলে কোনও পার্থক্য নাই। ঋগ্বেদীয় বিবাহেও উক্ত প্রার্থনামন্ত্রটী দৃষ্ট হয় না. কিন্তু সপ্তপদ গমনমন্ত্রে পার্থক্য আছে। যথা—

(১) ওঁ ইষ একপদী ভব, সা মামনুব্রতা ভব,

পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহবস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ।

(২) ওঁ উর্জ্জে দ্বিপদী ভব সা মামনুব্রত ভব, ইত্যাদি।

মন্ত্রে পার্থক্য থাকিলেও যে উদ্দেশ্যে সপ্তপদী গমন করা হয়, তাহার মূল উদ্দেশ্যে কোনও পার্থক্য নাই। ঋগ্বেদীয় সপ্তপদী-গমনেও সেই অর্থলাভ, ধনলাভ প্রভৃতি উদ্দেশ্যেই সপ্তপদ গমন করার বিধান রহিয়াছে। তবে উহার আনুষঙ্গিক প্রত্যেক পদেই বধূকে পতির অনুব্রতা হওয়ার এবং পুত্রাদি লাভের উপদেশ আছে। আর একটী পার্থক্য এই যে, ঋগ্বেদীয়

বিবাহে সপ্তপদী গমনের জন্য সামবেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় প্রথার ন্যায় ক্ষুদ্র মণ্ডলিকা অঙ্কিত করা হয় না। সাত মুষ্টি তণ্ডুল রাখিয়া তদুপরি বধূর পদ ক্রমশঃ পরিচালিত করিয়া উক্ত মন্ত্রে সপ্তপদী গমন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। হিন্দুবিবাহে এই সপ্তপদী গমন যে অতি মুখ্যাঙ্গ তাহা বলাই বাহুল্য। এই ব্যাপার নিষ্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত দাম্পত্য সিদ্ধ হয় না, ধর্ম্মপত্নীত্ব সাব্যস্ত হয় না।

সপ্তপদী গমনের পরেই কন্যার পিতৃগোত্র নিবৃত্তি হয় এবং স্বামিগোত্রপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। যথা—

"স্বগোত্রাদ্‌ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
পিতৃগোত্রনিবৃত্তি পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া॥"
(লঘুহারীত)

অর্থাৎ সপ্তপদীগমনের পর হইতেই নারী পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়। অতঃপর তাহার পিণ্ডোদক ক্রিয়াদি পতিগোত্রেই কর্ত্তব্য। বৃহস্পতি বলেন—

"পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।
ভর্ত্তৃর্গোত্রেণ নারীণাং দেয়ং পিণ্ডোদকং ততঃ॥"

অর্থাৎ পাণিগ্রহণ সময়ে যে সকল মন্ত্র পাঠ করা হয়, সেই সকল মন্ত্র পিতৃগোত্রাপহারক। উহার পর হইতে ভর্ত্তৃগোত্রের উল্লেখেই পিণ্ডদানাদিক্রিয়া করা কর্ত্তব্য।

গোভিল বলেন, বৈবাহিক মন্ত্র-সংস্কৃতা স্ত্রী নিজ গোত্রের উল্লেখ করিয়া পতিকে অভিবাদন করিবে। গোভিলের এই কথার ব্যাখ্যা করিয়া ভট্টনারায়ণ লিখিয়াছেন—সপ্তপদী গমনেব পর নবোঢ়া পত্নী পতিকে যথন অভিবাদন করিবে, তখন পতির গোত্রকেই আপনার গোত্ররূপে উল্লেখ করিয়া অভিবাদন করিবে। পতির অভিবাদনেই সামবেদীয় বিবাহের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে।

সামবেদীয় বিবাহপদ্ধতিতে লিখিত আছে—

"ততো দিনান্তরে রথারূঢ়াং বধূং কৃত্বা বরঃ স্বগৃহং নয়েৎ॥"

বধূর পতিগৃহে গমন — বিবাহ দিবসের পর দিবস বর বধূকে রথারূঢ় করিয়া স্বগৃহে লইয়া যাইবেন।

উহার মন্ত্র এই—

"ওঁ প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ কন্যা দেবতা ফলারোহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুকিংশুকং শাল্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রং। আ রোহ সূর্য্যে অমৃতস্য লোকং স্যোনং পত্যে কৃণুষ্ব।"
(ঋক্ ১০।৮৫।২০)

সায়ণের ভাষ্য অনুসারে ইহার অর্থ এই যে, হে সূর্য্যে (এ স্থলে বল হে বধূ) তোমার পতিগৃহে যাইবার রথ সুন্দর পলাশ বৃক্ষে ও সুন্দর শাল্মলী তরুতে নির্ম্মিত। ইহার মূর্ত্তি অতি উৎকৃষ্ট এবং সুবর্ণের প্রায় প্রভাবিশিষ্ট এবং উত্তমরূপে পরিবেষ্টিত। উহার স্ত্রী অতি সুন্দর, উহা দুয়ের আবাস স্থান। তোমার পতিগৃহে অতি প্রচুর উপঢৌকন লইয়া যাও।

এই ঋক্‌পাঠে জানা যায় যে, সেই অতি প্রাচীন সময়ে এদেশে রথের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বধূগণ পতিগৃহে গমনকালে যে রথে যাইতেন, তাহা "সুপরিবেষ্টিত" থাকিত, উদ্দেশ্য এই যে, বধূ জনসাধারণের নয়নপথে পতিত না হন, অথবা পথের ধূলি প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার কোন অসুবিধা না হয়। পিতার গৃহ হইতে পতির গৃহে যাওয়ার সময়ে বধূদের উপঢৌকন লইয়া যাইবার প্রথা অতি প্রাচীনতম ঋগ্বেদের সময় হইতেই এদেশে চলিয়া আসিতেছে। এখনও এই প্রথা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে আরও কয়েকটী ঋকে বধূর পতিগৃহে যাওয়ার সময়ে রথ ও উপঢৌকনের উল্লেখ আছে।

গমনকালে পথে কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, এনিমিত্তও অনেকগুলি মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"ওঁ মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তি দম্পতী সুগেভির্দুর্গমতীতামপ দ্রান্ত্বরাতয়ঃ।" (ঋক্ ১০।৮৫।৩২)

গুণবিষ্ণুর ভাষ্যানুসারে ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ—

যে সকল চোর দস্যু প্রভৃতি পথে চুরি বাট্‌পাড়ি করে, তাঁহারা যেন এই দম্পতীর গমন না জানিতে পারে। এই দম্পতী মঙ্গলজনক পথে রথ চালিত করিয়া দুর্গম পথ অতিক্রম করুন, শত্রুগণ পলায়ন করুক। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকের অর্থও এইরূপ। এই দুইটী ঋক্ মন্ত্রদ্বারা প্রাচীনতমকালে পথের বিবিধ প্রকার দুর্গমতা ও চোর দস্যু প্রভৃতির উপদ্রবের কথা স্পষ্টই জানা যাইতেছে।

ঋগ্বেদীয় বিবাহপদ্ধতিতে রথারোহণের যে মন্ত্র আছে, তাহা এই—

"ওঁ পূষা ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহ্যাশ্বিন ত্বা প্রাবহতাং রথেন।
গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বাশিনী ত্ব বিদথমা বদাসি"।
১০ মণ্ডল ৮৫ সূক্ত ২৬ ঋক্।

অর্থাৎ পূষা তোমাকে হস্তধারণ করিয়া এস্থান হইতে লইয়া যাউন, অশ্বিদ্বয় তোমাকে রথে বহন করুন, গৃহে যাইয়া গৃহিণী হও, গৃহের সমস্ত ভার গ্রহণ কর। সমাজের উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে বিবাহে যেরূপ রীত্যাদি প্রচলিত ছিল, বৈদিক মন্ত্রে তাহারই আভাস প্রদত্ত হইয়াছে।

অতঃপর যে মন্ত্রটী পাঠ করিয়া কন্যাকে গৃহে প্রবেশ করাইতে হয়, তাহা অতি সারগর্ভ। তাহা এই—

"ওঁ ইহ প্রিয়ং প্রজায়ৈত, সমৃধ্য তামস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায়

জাগৃহি। এনা পত্যা তন্বং সং সৃজস্বাধা বিদথমা বদাথঃ।
(১০ মণ্ডল ৮৫ সূক্ত ২৭ ঋক্)

ইহার অর্থ এই যে, এইস্থানে তোমার সন্তানসন্ততি জন্মলাভ করুক এবং তাহাতে তুমি প্রীতিলাভ কর। এইগৃহে সাবধান হইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন কর। পতির সহিত আপনার দেহ মন মিলিত করিয়া আমরণ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন কর।

নববধূকে সুগৃহিণীতে পরিণত করার নিমিত্ত বিবাহের বৈদিক মন্ত্রে এইরূপ বহুল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। হিন্দুর পত্নী দাসী নহেন, তিনি বিলাসের উপকরণ নহেন, তিনি সহধর্ম্মিণী ও গৃহিণী। পরবর্ত্তী স্মৃতিকার ও পৌরাণিকগণ স্ত্রীধর্ম্মবর্ণনে পতিব্রতা পত্নীগণের নিমিত্ত বহু উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

বধূ-প্রদর্শন

বিবাহান্তে বর বধূকে ঘরে লইয়া গিয়া প্রতিবাসীদিগকে বধূদর্শনের নিমিত্ত এবং বধূর প্রতি আশীর্ব্বাদ করার নিমিত্ত আহ্বান করিবেন। প্রতিবাসীরা বধূদর্শন করিয়া দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবেন। এই সকল সদাচার ও শিষ্টাচার এখনও বিবাহপদ্ধতিতে এবং সামাজিক ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বৈদিক মন্ত্র এই—

"ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বা যাথাস্তং বিপরেত ন।"

অর্থাৎ হে প্রতিবাসিগণ! আপনারা সমবেত হইয়া আগমন করুন, অনন্তর এই পরিণীতা সুমঙ্গলী বধূকে দর্শন করুন এবং আশীর্ব্বাদ দ্বারা ইহাকে সৌভাগ্য প্রদান করিয়া আপন আপন আলয়ে গমন করুন।

বধূদর্শন ও আশীর্ব্বাদের সেই বৈদিক প্রাচীনতম প্রথা এখনও সমাজে প্রায় সেইরূপ ভাবেই প্রচলিত আছে। তবে এজন্য আহ্বান করিতে হয় না। বর পক্ষের নিমন্ত্রণে ও আমন্ত্রণে আত্মীয় স্বগণ সমবেত হইয়া বধূদর্শন ও বধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।

দেহ-সংস্কার

বধূকে স্বগৃহে আনয়ন করার পরেও সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান নিবৃত্তি হইত না। অতঃপর দেহসংস্কারের নিমিত্ত হোম করিতে হইত। এই প্রায়শ্চিত্ত হোম দ্বারা বধূর দৈহিক পাপের বা পাপজনিত অমঙ্গলসূচক রেখা ও চিহ্নাদির অশুভজনকতা প্রশমনের নিমিত্ত যজ্ঞ করা হইত। এই যজ্ঞ এখনও হইয়া থাকে। উহার মন্ত্র এইরূপ—

(১) ওঁ রেখা সন্ধিষু পক্ষ্মস্বাবর্ত্তেষু চ যানি তে
তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহম্।

অর্থাৎ হে বধূ, তোমার রেখাঙ্কিত ললাট করতলাদিতে এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় পরিরক্ষক পক্ষ্ম সকল ও নাভিকূপাদি প্রদেশে যে কোন পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, বা অমঙ্গল চিহ্ন প্রকাশিত আছে, আমি এই পূর্ণাহুতি দ্বারা তৎসমস্তের দোষ ক্ষালিত করিতেছি।

(২) কেশেষু যচ্চ পাপকমীক্ষিতে রুদিতে চ যৎ।
তানি চ পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহম্।

তোমার কেশপাশের অশুভ চিহ্ন, তোমার চাহনির পাপ ও রোদনের পাপ প্রভৃতি এই পূর্ণাহুতি দ্বারা প্রশমিত করিতেছি।

(৩) শীলেষু যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ।
তানি চ পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহম্।

তোমার আচারে ব্যবহারে, তোমার হাসিতে ও ভাষাতে যে কোন পাপানুষ্ঠিত হইয়াছে, এই পূর্ণাহুতি দ্বারা সে সমস্ত প্রশমন করিতেছি।

(৪) আরোকেষু চ দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ যৎ।
তানি চ পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহম্।

তোমার দন্তারোকে (দাঁতের মেড়ে), দন্তে, হস্তে ও পদে যে পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সে সকল পূর্ণাহুতিতে প্রশমন করিতেছি।

(৫) উর্ব্বোরুপস্থে জঙ্ঘয়োঃ সন্ধানেষু চ যানি তে।
তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহম্॥

হে কন্যে! তোমার উরু-দ্বয়ে জননেন্দ্রিয়ে, জঙ্ঘায় ও জানু প্রভৃতি সন্ধিতে যে সকল পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সে সকল পূর্ণাহুতিতে প্রশমন করিয়াছি। এইরূপ সর্ব্ব প্রকার পাপ প্রশমন করিয়া দেহ ও চিত্ত শুদ্ধিপূর্ব্বক হিন্দুপতি নিজের পত্নীকে গৃহিণী ও সহধর্ম্মিণী করিয়া এই সকল বিবাহ মন্ত্র পাঠ করিলে হিন্দুবিবাহের গভীরতম সূক্ষ্ম অভিপ্রায় কিয়ৎ পরিমাণে ধারণার আভাস জন্মিতে পারে।

হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য।

হিন্দু বিবাহ এক মহাযজ্ঞ, স্বার্থই ইহার আহুতি, নিষ্কাম ধর্ম্মলাভ এই যজ্ঞের চরম ফল। পবিত্রতম মন্ত্রময় যজ্ঞই হিন্দুবিবাহের একমাত্র পদ্ধতি, যজ্ঞের অনলে এই বিবাহের আরম্ভ, কিন্তু শ্মশানের অনলেও এই বিবাহবন্ধন বিনষ্ট করিতে পারে না। কেন না শাস্ত্রের অনুশাসন এই যে স্বামীর মৃত্যু হইলে সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পতিলোক গমনের সাধনায় কালাতিপাত করিবেন। বিবাহের দিন হইতেই নারীর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আরম্ভ হয়। পতির সুখময় সঙ্গলাভের প্রথম তিন দিবসও কুসুমকোমলা হিন্দুবালাকে ব্রহ্মচর্য্যেই অবস্থান করিতে হয়(১)। আবার ভাগ্যদোষে সাধ্বী সতী হিন্দুরমণী যখন শ্মশানের যজ্ঞানলে পতির প্রেমময় দেহ ঢালিয়া দিয়া শূন্য হাতে

(১) "ততঃ প্রভৃতি ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনৌ দম্পতী ব্রহ্মচারিণৌ ভূমি-শয্যায়াং শয়ীয়াতাম্।—সামবেদীয় বিবাহপদ্ধতি।"

ও শূন্যমনে শ্মশান হইতে গৃহশ্মশানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখনও তাহার পক্ষে ঐ ব্রহ্মচর্য্যই ব্যবস্থা (২)। সুতরাং হিন্দু-বিবাহ স্ত্রীপুরুষ সংযোগের একটী সামাজিক রীতি নহে, ইন্দ্রিয়-বিলাসের সামাজিক বিধিনির্দ্দিষ্ট নির্দ্দোষ উপায় নহে, অথবা গার্হস্থ্যধর্ম্মের নিমিত্ত স্ত্রীপুরুষ একটী সামাজিক বন্ধন বা Contract নহে, উহা একটী কঠোর যজ্ঞ এবং হিন্দুজীবনের একটী মহাব্রত।

সামাজিক জীবনের উহা একটী মহাব্রত বলিয়াই সংসারাশ্রমে বিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য। তাই শাস্ত্রকারগণ এক বাক্যে উহার বিধান করিয়াছেন। মিতাক্ষরায় আচারাধ্যায়ে বিবাহের নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। যথা—

"রতিপুত্রধর্ম্মত্বেন বিবাহস্ত্রিবিধঃ তত্র পুত্রার্থো দ্বিবিধঃ—নিত্যঃ কাম্যশ্চ।"

অর্থাৎ রতি, পুত্র ও ধর্ম্ম এই ত্রিবিধার্থে বিবাহ। তন্মধ্যে পুত্রার্থ বিবাহ দ্বিবিধ—নিত্য ও কাম্য। এতদ্দ্বারা বিবাহের নিত্যত্ব (৩) স্বীকৃত হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে পুত্রার্থ বিবাহ নিত্য, যাহা নিত্য তাহা না করিলে প্রত্যবায় ঘটে। সুতরাং ঋষিগণ সামাজিক হিতসাধনের ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালনের নিমিত্ত বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতার বিধান করিয়া গিয়াছেন। সকল হিন্দুশাস্ত্রেই বিবাহের নিত্যত্ব প্রতিপাদনার্থ বহু শাস্ত্রীয় বচন পরিদৃষ্ট হয়। *

"ন গৃহেণ গৃহস্থঃ স্যাদ্ভার্য্যয়া কথ্যতে গৃহী।
যত্র ভার্য্যা গৃহং তত্র ভার্য্যাহীনং গৃহং বনম্॥"

বৃহৎপরাশরসংহিতা ৪।৭০।

কেবল গৃহবাস দ্বারা গৃহস্থ হয় না, ভার্য্যার সহিত গৃহে বাস করিলেই গৃহস্থ হয়। যেখানে ভার্য্যা সেই খানেই গৃহ, ভার্য্যাহীন গৃহ বনসদৃশ।

মৎস্যসূক্ত তন্ত্রে আছে—

"অদারস্য গতির্নাস্তি সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
সুরার্চ্চনং মহাযজ্ঞং হীনভার্য্যো বিবর্জ্জয়েৎ॥
একচক্রো রথো যদ্বদেকপক্ষো যথা খগঃ।
অভার্য্যোঽপি নরস্তদ্বদযোগ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ সুখম্।
ভার্য্যাহীনে গৃহং কস্য তস্মাদ্ভার্য্যাং সমাশ্রয়েৎ॥
সর্ব্বস্বেনাপি দেবেশি! কর্ত্তব্যো দারসংগ্রহঃ॥"

(মৎস্যসূক্ত ৩১ পটল)

ভার্য্যাহীন ব্যক্তির গতি নাই, তাহার সকল ক্রিয়া নিষ্ফল, তাহার দেবপূজা ও মহাযজ্ঞে অধিকার নাই, একচক্র রথ ও একপক্ষ পক্ষীর ন্যায় ভার্য্যাহীন ব্যক্তি সকল কার্য্যে অযোগ্য; ভার্য্যাহীনের ক্রিয়ায় অধিকার নাই, ভার্য্যাহীনের সুখ নাই, ভার্য্যাহীনের গৃহ নাই, অতএব ভার্য্যা গ্রহণ করিবে, হে দেবেশি! সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও দারপরিগ্রহ করিবে।

শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণসমূহের দ্বারা অতি স্পষ্টতঃ সপ্রমাণ গৃহিণী ও সহধর্ম্মিণী হইতেছে যে, হিন্দুর বিবাহসংস্কার গার্হস্থ্যাশ্রমের ধর্ম্মসাধনমূলক।

স্ত্রীধর্ম্মনিরূপণেও স্ত্রীলোকদের গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করার বহুল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। পতিপত্নীর একপ্রাণতা, পতির প্রতি এবং পতির গার্হস্থ্য কার্য্যাবলীর প্রতি পত্নীর তীব্র মনঃসংযোগ প্রভৃতির নিমিত্ত বহুবিধ উপদেশ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রিয়ংবদা।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা॥
সততং ধর্ম্মবহুলা সততঞ্চ গতিপ্রিয়া।
সততং প্রিয়বক্ত্রী চ সততং ঋতুকামিনী॥
পিতৃদেবক্রিয়াযুক্তা সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
যস্যেদৃশী ভবেদ্ভার্য্যা দেবেন্দ্রো ন স মানুষঃ॥
যস্য ভার্য্যা গুণজ্ঞা চ ভর্ত্তারমনুগামিনী।
অল্পান্নেন তু সন্তুষ্টা সা প্রিয়া ন প্রিয়া প্রিয়া॥"

(গারুড়ে নীতিসার)

মহাভারতে লিখিত আছে—

"অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥
ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ সভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ॥

---

(২) "মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা"—মনুসংহিতা।

(৩) "নিত্যং সদা যাবদায়ুর্ন কদাচিদিতি ক্রবেৎ।
ইত্যুক্ত্বাতিক্রমে দোষ শ্রুতেরত্যাগচোদনাৎ।
ফলশ্রুতির্বীপ্সয়া চ তন্নিত্যমিতি কীর্ত্তিতম্॥"

অর্থাৎ যে বিধিবাক্যে নিত্য শব্দ বা সদা শব্দ থাকে, "যাবজ্জীবন করিবে" কিংবা "কদাচ লঙ্ঘন করিবে না" এইরূপ নির্দ্দেশ থাকে বা লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি থাকে, কিংবা ত্যাগ করিবে না, এরূপ নির্দ্দেশ থাকে অথবা কি শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ থাকে, এইরূপ বিধি নিত্য বলিয়া অভিহিত হয়।

* এখানে দুই একটী বচন মাত্র উদ্ধৃত হইল :—

১। গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥ (মনু ৩।৪)

২। অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ। (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১।৫২)

৩। বিন্দেত বিধিবদ্ভার্য্যামসমানার্ষগোত্রজাম্। (শঙ্খসংহিতা ৪র্থ অধ্যায়)

৪। গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেতানন্যপূর্ব্বাং যবীয়সীম্।
(গৌতমসংহিতা ৪র্থ অঃ।)

ভার্য্যাশূন্যা বনসমাঃ সভার্য্যাশ্চ গৃহাঃ সদা।
গৃহিণী চ গৃহং প্রোক্তং ন গৃহং গৃহমুচ্যতে॥
অশুচিঃ স্ত্রীবিহীনশ্চ দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি।
যদহ্নাং কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥"

আধুনিক পাশ্চাত্যজাতীয়দিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস, ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ নারীজাতিকে ক্রীতদাসের ন্যায় মনে করেন। স্ত্রীদিগের প্রতি উচ্চতর সম্মান হিন্দুদের মধ্যে প্রদর্শিত হয় না। যাঁহারা হিন্দুসমাজের শাস্ত্রাদির মর্ম্ম অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন, হিন্দুশাস্ত্রকারগণ নারীগণের প্রতি কেমন উচ্চতর সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, উদ্ধৃত বচননিচয় তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত মনুসংহিতাতে স্পষ্টতঃ স্ত্রীগণের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের উপদেশ লিখিত হইয়াছে। মনু বলেন—

"প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন॥
উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্॥
অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৄণামাত্মনশ্চ হ॥" (মনু ৯ম অধ্যায়)

অর্থাৎ পুত্র প্রদান করেন বলিয়া ইঁহারা মহাভাগা, পূজার্হা এবং গৃহের শোভাস্বরূপা। গৃহস্থদের গৃহে গৃহিণী ও গৃহলক্ষ্মীতে কোনও প্রভেদ নাই। ইহারা অপত্যোৎপাদন করেন, জাত সন্তানের পালন করেন এবং প্রত্যহ লোকযাত্রার নিদানস্বরূপ। ইহারাই গৃহস্থের গৃহকার্য্যের মূলাধার। অপত্যোৎপাদন, ধর্ম্মকার্য্য, শুশ্রূষা, পবিত্ররতি, আত্মা ও পিতৃগণের স্বর্গ প্রভৃতি দারাধীন।

কল্যাণকামী গৃহস্থগণ নারীজাতিকে যে বহু ভাবে বহু সম্মান করিবেন, মনু তাহার অতি স্পষ্ট আদেশ করিয়াছেন। যথা—

'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥" (মনু ৩।৫৬)

পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদ্ কোমটী (Comte) প্রমুখ পণ্ডিতগণ নারীজাতির প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ ইহা অপেক্ষা কোন উচ্চতম উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। ফলতঃ হিন্দুগণ গৃহিণীকে সাক্ষাৎ গৃহলক্ষ্মী ও ধর্ম্মের পরম সাধন বলিয়া সম্মান করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। পত্নী যাহাতে সুগৃহিণী হইয়া পতিব্রতা হন, পতিকুলে দৃঢ়া হন, বিবাহের দিনেই তাদৃশ মন্ত্রোপদেশ প্রদান করা হয়।

"ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।
ধ্রুবা সপর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্॥" বিবাহমন্ত্র।

হে প্রার্থ্যমান দেব, যেমন এই ধ্রুবলোক চিরস্থায়ী, এই পৃথিবী চিরস্থায়িনী, এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত চরাচর চিরস্থায়ী, এই অচলরাজীও চিরস্থায়ী—এই স্ত্রীও এই পতিগৃহে সেইরূপ চিরস্থায়িনী হউন।

"ইহ ধৃতিরিহ স্বধৃতিরিহ রতিরিহ রমস্ব।
ময়ি ধৃতির্ময়ি স্বধৃতির্ময়ি রমো ময়ি রমস্ব॥"

হে বধূ, এই গৃহে তোমার মতি স্থির হউক, এই গৃহে তুমি সানন্দে কালযাপন কর, আমাতে তোমার মতি স্থির হউক, আত্মীয়গণের সহিত তোমার মিলন হউক, আমাতে তোমার আসক্তি হউক, আমার সহিত তুমি সানন্দে কালযাপন কর।

প্রায় সকল স্মৃতি ও পুরাণাদিতে স্ত্রীলোকদের এইরূপ গার্হস্থ্য ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মপালনের নিমিত্ত বহুল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল উপদেশই বেদমূলক। বেদে বিবাহ সময়ে বধূদিগের প্রতি যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল উপদেশ অবলম্বনে পরবর্ত্তী স্মৃতিকারগণ স্ত্রীধর্ম্ম বিবৃত করিয়াছেন। পাণিগ্রহণের মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদের সময় হইতে এদেশে প্রচলিত। সেই অতি প্রাচীনতমকাল হইতে এদেশের পাণিগ্রহণ কার্য্য যে কিরূপ উচ্চতম উদ্দেশ্যমূলক ছিল এই সকল মন্ত্রই তাহার প্রমাণ। যাহাতে গার্হস্থ্যধর্ম্ম সুপ্রতিপালিত হয়, যাহাতে বধূ পাণিগ্রাহকের সংসারের সুখসৌভাগ্য বর্দ্ধন করেন পাণিগ্রহণের প্রথমমন্ত্রেই তাঁহাকে এই উপদেশ দেওয়া হইত। পতির গৃহে প্রবেশ করিয়া স্ত্রী যেন তাহার ক্রোধে জলাঞ্জলি প্রদান করেন, তিনি যেন ক্রোধদৃষ্টিতে পতির প্রতি বা পতির আত্মীয় স্বজনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন, তিনি স্বামীর প্রতিকূলচারিণী না হন, তিনি যেন পতিগৃহের পশ্বাদির মঙ্গলকারিণী হন, গোমহিষাদির সেবা-পরিচর্য্যায় যেন তাহার দৃষ্টি থাকে, কেননা এই সকল পশু গৃহস্থের সৌভাগ্যবর্দ্ধনের হেতুরূপে গণ্য হইত। সুতরাং ভর্ত্তার আত্মীয় স্বজন ও পশুদের প্রতি যেন নবোঢ়ার প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি থাকে ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্রের উদ্দেশ্য। তৃতীয় মন্ত্রে দ্বিতীয় মন্ত্রেরই আংশিক পুনরুক্তি। চতুর্থ মন্ত্রটী গর্ভাধানে পঠিত হওয়ার উপযুক্ত। উহা সন্তানকামনামূলক। পঞ্চম মন্ত্রটীর উদ্দেশ্য অতি মহান্। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে যে একান্নবর্ত্তিতাপ্রথা প্রচলিত ছিল এবং সেই প্রথাটী যে অত্যন্ত সমাদৃত হইত পঞ্চম মন্ত্রটী তাহার প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত পঞ্চম মন্ত্রের আরও যে গূঢ় গভীর উদ্দেশ্য আছে, জগতের আর কুত্রাপি সেরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুর পাণিগ্রহণ যে আত্মসুখসম্ভোগের নিমিত্ত নহে—উহা যে পারিবারিক সুখসমৃদ্ধির উদ্দেশ্যমূলক এই মন্ত্রে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা স্বামী নবোঢ়া পত্নীকে বিবাহসংস্কারের সময়ে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার সমক্ষে

প্রসন্নগম্ভীরনিনাদে বলিয়া দিতেছেন, প্রিয়তমে! তোমাকে কেবল আমার সেবা বা সুখের নিমিত্ত গ্রহণ করিতেছি না, তুমি আমার পিতার সেবা করিবে, আমার মাতার সেবা করিবে, আমার ভগিনী ও ভ্রাতাদের সেবা করিবে। হিন্দুবিবাহের এইরূপ উচ্চতর লক্ষ্য আর কোনও সমাজে দৃষ্ট হইবে না। হিন্দুর প্রত্যেক কার্য্যেই স্বার্থবিসর্জ্জনের পবিত্রচ্ছবি প্রকটিত-ভাবে বিদ্যমান, কিন্তু বিবাহে সেই পুণ্যতম চিত্র অধিকতর উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

৬ষ্ঠ মন্ত্রটী নবদম্পতীর হৃদয়ৈক্যসাধনের মহামন্ত্র। দুইটী ভিন্ন ভিন্ন হৃদয় বিধাতার বিধানে যখন একসূত্রে আবদ্ধ হয়,তখন ইহার তুল্য প্রার্থনা আর কি হইতে পারে,—'আমার জীবনব্রত তোমার জীবনব্রত হউক, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনু-গামী হউক, তুমি অনন্যমনা হইয়া আমার বাক্য প্রতিপালন কর। বিশ্বদেবগণ আমাদের উভয়ের হৃদয়কে মিলিত করিয়া দিন, বায়ু ধাতা ও বাগ্‌দেবী আমাদিগকে সংযুক্ত করুন।' ইত্যাদি। কেবল ইহাই নহে, এই হৃদয়ৈক্যের আরও একটী মহামন্ত্র শুনুন—

"অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা।
বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে॥"

অর্থাৎ হে বধূ! তোমার মন ও হৃদয় অন্নদানরূপ মণিতুল্য-পাশে ও প্রাণরূপ রত্নসূত্রে ও সত্যস্বরূপ গ্রন্থিদ্বারা বন্ধন করিতেছি। হিন্দুপতি বিবাহের পবিত্র হোমানল সাক্ষী করিয়া, দেবতাব্রাহ্মণ সাক্ষী করিয়া, তদীয় সহধর্ম্মিণী পত্নীকে বলেন—"যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

হে দেবি, আজ হইতে তোমার ঐ হৃদয় আমার হউক, আর আমার যে এই হৃদয়, ইহা তোমার হউক। হিন্দুদম্পতীর বন্ধন যে পাশ্চাত্য সমাজের Marriage 'contract নহে—উহা যে চিরজীবনের অবিচ্ছেদ্য দৃঢ়তম বন্ধন, উক্ত মন্ত্রগুলিই তাহার অকাট্য প্রমাণ।

(অষ্টাদশ ভাগ সমাপ্ত)